পালি-বাংলা অভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড
(প থেকে হ পর্যন্ত)

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ঢাকা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Silabanta Bhante

পালি-বাংলা অভিধানের ২য় খণ্ডটি ১ম খণ্ডের ধারাবাহিকতামাত্র। দুই খণ্ডে অভিধানটি সম্পূর্ণ। সব মিলিয়ে প্রায় নব্বই হাজার শব্দ অভিধানটিতে সংকলিত হয়েছে।

অভিধানটিতে পালি ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ পালি শব্দের বানান, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, অর্থান্তর, পদনির্দেশ, ব্যাকরণনির্দেশ, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এছাড়া শব্দ যখন বিশেষার্থবাচক, তখন সেই সব শব্দের সংজ্ঞা, তাৎপর্য এবং বিশ্লেষণও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। শব্দ যখন ইতিহাস বা ধর্মকাহিনী আশ্রিত, তখন ইতিহাস বা ধর্মকাহিনীর সারমর্ম প্রদানের চেষ্টাও করা হয়েছে। আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চর্চিত পালি ভাষার প্রায় তাবত শব্দ এই অভিধানে ধারণ করা আছে। ভুক্তির মর্যাদা না পেলেও বৌদ্ধসংস্কৃত হিসেবে পরিচিত শব্দভাণ্ডারের বিরাট একটি অংশ এ অভিধানে নির্দেশিত।

প্রয়োগবাক্যগুলো গ্রহণ করা হয়েছে ত্রিপিটক ও অর্থকথাসহ পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে।

পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক ও পালি সাহিত্যানুরাগী পাঠক—সকলেই এই গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। ধ্বনিতত্ত্ব বিবেচনায় বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যেহেতু পালি ভাষার উত্তরাধিকার বহন করে, সেহেতু বাংলা ভাষাতত্ত্বের রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন, এ গ্রন্থ তাঁদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে।

পালি-বাংলা অভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

(প থেকে হ্ পর্যন্ত)

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির
সংকলিত

সম্পাদনায়
শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথেরো
ডক্টর সুমঙ্গল বড়ুয়া
ডক্টর সুকোমল বড়ুয়া
ডক্টর রেবতপ্রিয় বড়ুয়া
ডক্টর স্বরোচিষ সরকার

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ঢাকা

প্রকাশক

ট্রাস্টি বোর্ড, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

জনাব এ এফ হাসান আরিফ উপদেষ্টা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক, ভূমি এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
মি. এম ক্য মং	ভাইস চেয়ারম্যান
মি. হীরালাল বড়ুয়া	ট্রাস্টি
মি. সুব্রত বড়ুয়া	ট্রাস্টি
মি. জ্ঞানেন্দ্রিয় চাকমা	ট্রাস্টি
প্রফেসর ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া	ট্রাস্টি
মি. অং চো লা	ট্রাস্টি
মি. সুকোমল বড়ুয়া	সচিব

প্রথম প্রকাশ

বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৫২ বুদ্ধাব্দ

মে ২০০৮, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

মুদ্রক

মোবারক হোসেন

ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রচ্ছদ

শচীন্দ্র লাল বড়ুয়া

মূল্য

প্রতি খণ্ড : **টাকা ৪০০.০০ ।**

PALI-BANGLA ABHIDHAN [Pali-Bengali Dictionary]. VOLUME II

Compiled by Shrimat Shantarakshit Mahasthavir. Published by Buddhist Religious Welfare Trust, Dharmarajika Bauddha Mahavihar, Atish Dipankar Sarak, Basabo, Dhaka—1214.

May 2008. Price : Tk 400.00. US $ 8.00.

উৎসর্গ

কারুঞ্ঞহদয়ো পিতা ব্রহ্মমেব জনকো,
পালিত বড্‌ঢিত ঞাত'হং যস্‌সানুকম্পায;
নাহং বণ্‌ণিতুং সক্কা তস্‌স পিতুনো মহগ্‌গুণা,
সরিত্বা পিতুগুণা চিরস্‌সেবং কতঞ্ঞূহং।

যে পিতার হৃদয় পুত্রকন্যার জন্য করুণায় পরিপূর্ণ, যে জনক ব্রহ্মস্বরূপ সৃষ্টিকারক, যাঁহার কৃপায় আমি পালিত, বর্ধিত এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অনন্তগুণী পিতার মহাগুণের কথা ভাষায় বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি কেবল পিতার গুণাবলী স্মরণ করিয়াই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির

প্রসঙ্গ-কথা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের 'ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'পালি-বাংলা অভিধান' প্রকাশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে। প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রয়াত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত দীর্ঘায়তন একটি পাণ্ডুলিপিকে এক্ষেত্রে মনোনীত করা হয়। পাণ্ডুলিপিটিকে যথাযথভাবে সম্পাদনা করার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হরফে ১৭৬০ পৃষ্ঠার একটি অভিধান এক খণ্ডে মুদ্রণ অসুবিধাজনক বিবেচনায় অভিধানটিকে দুই খণ্ডে প্রকাশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০১ সালের মে মাসে অভিধানটির প্রথম খণ্ড (পৃ. ১-৯৯৬, ক থেকে ন পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়। অবশেষে অভিধানটির দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ৯৯৭-১৭৬০, প থেকে হ পর্যন্ত) পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এর ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো।

এই খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে অনুগ্রহপূর্বক প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন প্রদান করেছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক, ভূমি এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব এ এফ হাসান আরিফ, ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান মি. এম ক্য মং; এবং ট্রাস্টি মি. হীরালাল বড়ুয়া, মি. সুব্রত বড়ুয়া, মি. জ্ঞানেন্দ্রিয় চাকমা, প্রফেসর ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, এবং মি. অং চো লা। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মুহম্মদ আতাউর রহমান গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

২০০১ সালের ২৪শে মে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব হিসেবে আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম খণ্ড প্রকাশনার ব্যাপারে আর্থিকসহ প্রাসঙ্গিক সব ধরনের কাজ আমাকে সম্পন্ন করতে হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে আমি পুরোপুরিভাবে জড়িত থাকতে পারলাম। এভাবে পুরো অভিধানটি প্রকাশের সঙ্গে আমি নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছি ভেবে গর্ব অনুভব করি।

দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হলো, এজন্য দুঃখিত। তবে এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয়নি। সম্পাদনা পরিষদের প্রধান সম্পাদক জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর মহাপ্রয়াণ আমাদের কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত করে। তবে

সম্পাদকমণ্ডলীর সম্মানিত সদস্য ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. সুকোমল বড়ুয়া, ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া এবং ড. স্বরোচিষ সরকারের অপরিসীম শ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সহকারী সচিব মি. শ্যামল মিত্র বড়ুয়া প্রথম থেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশনার কাজটি দেখাশুনা করে এসেছেন।

বাংলা একাডেমী প্রেসের বর্তমান ব্যবস্থাপক জনাব মোবারক হোসেনের আন্তরিক সহযোগিতা মনে রাখার মতো।

এই খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।"

সুকোমল বড়ুয়া
সচিব
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।

মুখবন্ধ

পালি-বাংলা অভিধানের ২য় খণ্ডটি ১ম খণ্ডেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। দুই খণ্ডে অভিধানটি সম্পূর্ণ। অভিধানটিতে প্রায় অর্ধ লক্ষ ভুক্তি রয়েছে এবং ভুক্তি-উপভুক্তি মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ পালি শব্দ এতে সংকলিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রসঙ্গকথা, মুখবন্ধ ও অবতরণিকা থেকে অভিধানটির সংকলন, প্রণয়ন, সম্পাদন, মুদ্রণ প্রভৃতি পর্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

অভিধানটিতে পালি ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ পালি শব্দের বানান, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, অর্থান্তর, পদনির্দেশ, ব্যাকরণনির্দেশ, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এছাড়া শব্দ যখন বিশেষার্থবাচক, তখন সেই সব শব্দের সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও শাস্ত্রসম্মত বিশ্লেষণও খুঁজে পাওয়া যাবে। শব্দ যখন ইতিহাস বা ধর্মকাহিনী আশ্রিত, তখন ইতিহাস বা ধর্মকাহিনীর সারমর্ম প্রদানের চেষ্টাও এখানে করা হয়েছে। আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চর্চিত পালি ভাষার প্রায় তাবৎ শব্দ এই অভিধানে ধারণ করা আছে। ভুক্তি বা উপভুক্তির মর্যাদা না পেলেও বৌদ্ধসংস্কৃত হিসেবে পরিচিত শব্দভাণ্ডারের বিরাট একটি অংশও এ অভিধানে নির্দেশিত।

অভিধানে প্রযুক্ত প্রয়াগবাক্যগুলো গ্রহণ করা হয়েছে ত্রিপিটকসহ পালি ভাষায় রচিত যাবতীয় গ্রন্থ থেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠকের বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে প্রয়োগবাক্যগুলোর সরল বাংলা অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

লিপি সম্পর্কে কিছু কৈফিয়ত প্রদান করার প্রয়োজন আছে বলে বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী মনে করেন। প্রধানত শ্রুতিভিত্তিক ভাষা হওয়ার কারণে পালি ভাষায় লিপির বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। এর ফলে বিভিন্ন লিপিতে পালি ভাষার যে রূপ পাওয়া যায়, সবক্ষেত্রে তা মূল ধ্বনিকে পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করে না। বিশেষত সিংহল, বার্মা, তিব্বতে যখন পালিভাষার চর্চা হতে শুরু করে, তখন তাতে সেইসব দেশের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভাবও পালি ভাষায় যুক্ত হয়। এর ফলে পালি ধ্বনির লিখিত রূপে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে, পূর্বভারতীয় লিপিসমূহের উত্তরসূরি আধুনিক লিপিতে যা শেষ পর্যন্ত ধারণ করা সম্ভব হয় না। এমন একটি ধ্বনি হলো অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ল (ল, লহ), যা পালি-ইরেজি অভিধানগুলোতে দেখা যায়। কিন্তু এর প্রায় সমজাতীয় বাংলা প্রতিবর্ণ যথাক্রমে ড় এবং ঢ়। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে যে, ড় এবং ঢ় আসলে যথাক্রমে ড এবং ঢ বর্ণের শব্দস্থ অভ্যন্তরীণ অবস্থান অনুযায়ী উচ্চারণ। উনিশ শতকের পূর্বে এগুলো বিন্দু ছাড়াই ব্যবহৃত হতো এবং ড় এবং ঢ়-এর উচ্চারণ নির্দেশ করে এমন কোনো বর্ণ পূর্বভারতীয় লিপিসমূহে ছিলো না। কিন্তু ভারতের বাইরের একাধিক দেশে প্রচলিত পালি রূপকে অনুসরণ করে যেসব পালি-ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয়, সেসব অভিধানে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ল-এর প্রতিবর্ণ

হিসেবে *l*, *l*h লেখা হয়। বর্তমান অভিধান সংকলন করার সময়ে শান্তরক্ষিত মহাস্থবির বর্ণদুটোকে যথাক্রমে ড় এবং ঢ় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু সম্পাদনার সময়ে জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক যুক্তিনির্ভর প্রাসঙ্গিক একটি প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়, যেখানে তিনি পালি-ইংরেজি অভিধানকে অনুসরণ করে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ল-কে যথাক্রমে ল এবং ল্হ হিসেবে মুদ্রণের প্রস্তাব করেন। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও উক্ত নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

পালি ভাষার কয়েকটি যুক্তবর্ণ বাংলা বর্ণমালায় না থাকার জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পালি যুক্তবর্ণগুলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সেটিও প্রসঙ্গত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক নীতিমালা উপলব্ধির প্রয়োজনে বাংলা টাইপের ইতিহাসের দিকেও কিছুটা দৃষ্টি প্রদান করা যেতে পারে।

বাংলা টাইপের জন্ম হয় ১৮১৮ সালে জেসুয়া মার্শম্যানের হাতে। ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর আদ্যন্ত সংস্কার করেন। বাংলা ছাপার জন্য তখন ৫৬৩ ধরনের টাইপ দরকার হতো, এর মধ্যে ৪৭৪টি ছিলো বর্ণ, ৪৯টি ছিলো চিহ্ন ও স্পেস এবং ৪০টি ছিলো করন্ টাইপ। বিশ শতকের প্রথম দিকে এই সংখ্যা কমে এসে সাড়ে চারশোতে দাঁড়ায়। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে এই সংখ্যা আরো হ্রাস পায়। যে শহীদ লিপিতে সম্পূর্ণ অভিধানটি মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে টাইপের সংখ্যা মাত্র ১৮২। বর্তমান খণ্ডের এই মুখবন্ধ লেখা হলো যে বিজয় লিপিতে তার টাইপের সংখ্যা ২৩১ হলেও কাজের বেলায় দেখা যায়, তা শহীদ লিপির থেকেও কম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে। বিষয়টি বিবেচনা করে অভিধানের মূল অংশ কম্পোজের জন্য শহীদ লিপিকে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু বাংলা বর্ণমালা ও টাইপের সাম্প্রতিক চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রাখতে গিয়ে পালিতে অধিকতর যুক্তবর্ণ থাকলেও বাংলায় তা প্রতিফলিত করতে একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। কৌশলটি নিম্নরূপ :

সাধারণত যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনি বলতে বোঝায় প্রথমটি হলন্ত এবং শেষেরটি স্বরান্ত। এইসব ধ্বনি যে বর্ণ দিয়ে বোঝানো হয়, তাকে বলা হয় যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ। অর্থাৎ যৌক্তিকভাবে তার মানে হলো, প্রথমটি হসন্তযুক্ত (হলন্তের সংকেত)। তাই যেসব পালি যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা টাইপ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, সেসব ক্ষেত্রে উপরের যুক্তিতে প্রথমটিকে হলন্তযুক্ত ভেবে হসন্ত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে ক ও খ-এর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ হয়েছে ক্খ, গ ও গ-এর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ হয়েছে গ্গ, ঞ এবং ঞ-এর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ হয়েছে ঞ্ঞ, ট ও ঠ-এর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ হয়েছে ট্ঠ, স ও স-এর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ হয়েছে স্স, ম ও হ-এর যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ হয়েছে ম্হ ইত্যাদি। তবে এভাবে যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ তৈরি করা হলেও বিশেষভাবে ই-কার, এ-কার, এবং ও-কার যুক্ত শব্দের চেহারায় এক নতুন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। যেমন অক্খ কিন্তু অক্খি, অথবা গব্ভ কিন্তু গব্ভে। আমরা যে আসলে নতুন কোনো যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ তৈরি করিনি, বর্ণের যুক্ততাকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছি মাত্র, তখন তা স্পষ্টতা পায়। লিপিগত সীমাবদ্ধতা উত্তরণের জন্য এর চেয়ে সহজ কোনো পন্থা আমাদের জানা ছিলো না। কৌশলটি পাঠক অনায়াসেই আয়ত্ত করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব নিয়েও একটি বড়ো ধরনের সমস্যায় সম্পাদকমণ্ডলীকে পড়তে হয়। বাংলা ব্যতীত ব্রাহ্মী লিপির উত্তরসূরি অন্যান্য বর্ণমালার মূল কাঠামো এক হলেও এই দুটি ব-কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে নাগরী লিপিতে বর্গীয় ব-কে একধরনের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, বিপরীতভাবে প্রতিবেশী অহমিয়া লিপিতে অন্তঃস্থ বর্ণকে এক ধরনের বাড়তি চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা ভাষার বিখ্যাত অভিধানগুলোতে অন্তঃস্থ ব-কেই চিহ্নিত করা হয়েছে, দেখা যায়। এই রীতি বর্তমান অভিধানে প্রয়োগ করা হয়তো অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে খানিকটা অপরিচিত একটি বর্ণ অভিধানটির ব্যবহারযোগ্যতায় নতুন কোনো জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে, এই বিবেচনায় বর্গীয় ব অথবা অন্তঃস্থ ব—এর কোনোটাকেই আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষক যাতে বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-কে আলাদা করতে পারেন, সেজন্য প্রাসঙ্গিক শব্দগুলোকে বর্গীয় ব-এর অধীনে এবং অন্তঃস্থ ব-এর অধীনে আলাদা করে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পালি-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক এবং সাহিত্যানুরাগী পাঠক—সকলেই এই গ্রন্থ থেকে নানা ধরনের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। ধ্বনিতত্ত্ব বিবেচনায় বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যেহেতু পালি ভাষার উত্তরাধিকার বহন করে, সেহেতু বাংলা ভাষাতত্ত্বের রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনাতেও এটি অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে।

অভিধানটির জন্য সর্বাধিক পরিশ্রম ও সর্বাধিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেছেন এর সংকলক প্রয়াত শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (১৯০৪–১৯৯৭)। এরপর সম্পাদনা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন প্রয়াত সম্পাদক জ্যোতিঃপাল মহাথেরো (১৯১৪-২০০৪)। বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী এই দুই প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির সৃষ্টি ও সাধনার পরম্পরাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন মাত্র। সংকলক সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। তবে সম্পাদনা প্রসঙ্গে জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর কথা না বললে অন্যায় হবে। কেননা বর্তমান খণ্ড সম্পাদনার সময়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর চালু-করা পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

পাঠক এবং ব্যবহারকারীর নিকট আমাদের বিনীত প্রত্যাশা, বর্তমান খণ্ডের যাবতীয় ভুলত্রুটিকে যেন তাঁরা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন।

তারিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬। **সম্পাদকমণ্ডলী**

পালি বর্ণমালা

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ	উ
ঊ	এ	ও		

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্
চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্
ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্
য্	র্	ল্	ব্	স্
হ্	ল়্	ং		

স্বরের কারযুক্ত ব্যঞ্জন

ক	কা	কি	কী	কু
কূ	কে	কো		

সংযুক্ত ব্যঞ্জন

ক্ক	ক্‌খ	ক্য	ক্রি	ক্ব
খ্য	খ্‌ব	গ্‌গ	গ্‌ঘ	গ্র
ঙ্ক	ঙ্খ	ঙ্গ	ঙ্ঘ	চ্চ
চ্ছ	জ্জ	জ্ঝ	ঞ্‌ঞ	ঞ্‌হ
ঞ্চ	ঞ্ছ	ঞ্জ	ঞ্ঝ	ট্ট
ট্‌ঠ	ড্ড	ড্‌ঢ	ণ্‌ণ	ণ্ট
ণ্ঠ	ণ্ড	ণ্‌ঢ	ণ্‌হ	ত্ত
ত্থ	ত্ব	ত্র	দ্দ	দ্ধ
দ্র	দ্ব	ধ্ব	ন্ত	ন্থ
ন্দ	ন্ধ	ন্ন	ন্‌হ	প্প
প্‌ফ	ব্ব	ব্‌ভ	ব্র	ম্প
ম্ফ	ম্ব	ম্ভ	ম্ম	ম্‌হ
য্য	য্‌হ	ল্ল	ল্য	ল্‌হ
ব্‌হ	স্‌স	স্ম	স্ব	হ্‌ম
হ্ব	লহ			

বর্ণের উচ্চারণ বিভাগ

উচ্চারণস্থান	স্বরবর্ণ ৮টি		পঞ্চবর্গের ২৫টি ব্যঞ্জন বর্ণ				অ বর্গের ৮টি বর্ণ	
	হ্রস্ব	দীর্ঘ	বর্গের নাম	অ-ঘোষ বর্ণ	ঘোষ বর্ণ	ঘোষ নাসি-ক্য বর্ণ	ঘোষ বর্ণ	অ-ঘোষ বর্ণ
কণ্ঠ guttural	অ	আ	ক বর্গ	ক খ	গ ঘ	ঙ	হ	-
তালব্য palatal	ই	ঈ	চ বর্গ	চ ছ	জ ঝ	ঞ	য	-
মূর্ধন্য cerebral	-	-	ট বর্গ	ট ঠ	ড ঢ	ণ	ল লহ র	-
দন্ত্য dental	-	-	ত বর্গ	ত থ	দ ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ্য labial	উ	ঊ	প বর্গ	প ফ	ব ভ	ম	-	-
কণ্ঠ্য-তালব্য palato-guttural	-	এ	-	-	-	-	-	-
কণ্ঠ্য-ওষ্ঠ্য labio-guttural	-	ও	-	-	-	-	-	-
দন্ত্য-ওষ্ঠ্য dental-labial	-	-	-	-	-	-	ব	-
নাসিক্য nasal	ং নিগ্গহিত (নিগ্‌গহিত) বা নাসিক্য বর্ণ							

ড়, ঢ়—ইহাদের উচ্চারণ প্রায় ল এবং লহ-এর মতো। রোমান অক্ষরে ইহার পরিবর্তে ḷ, ḷh ব্যেবহৃত হয়। কিন্তু বর্মা পালিতে কেবল ড়-এর ব্যবহার আছে, ঢ়-এর ব্যবহার দেখা যায় না।

ব্যাকরণগত শব্দসংক্ষেপ ও সংকেত

১। বিশেষ্যে

পুং—পুংলিঙ্গ masculine
স্ত্রী—স্ত্রীলিঙ্গ feminine
ক্লী—ক্লীবলিঙ্গ neuter
সর্ব—সর্বনাম pronoun
ক্রি-বি—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য abstract & gerund

২। বিশেষণে

বিণ—বিশেষণ adjective
ব-বিণ—বর্তমান কৃদন্ত বিশেষণ present participle gerundive
ভ-বিণ—"তব্ব" উচিত বা যোগ্যার্থে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ভাববাচ্য কৃদন্ত বিশেষণ future passive participle

অ-বিণ—অতীত কৃদন্ত বিশেষ past participle
ক্রি-বিণ—ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ adverb

৩। কারকে
কর্তৃ—কর্তৃকারক nominative
কর্ম—কর্মকারক accusative
করণ—করণ কারক instrumental & causative
সম্প্রদান—সম্প্রদান কারক dative
অপাদান—অপাদান কারক ablative
সামি বা সম্বন্ধ—সামিবচন বা সম্বন্ধ পদ genitive
ওকাস বা অধিকরণ—ওকাস বা অধিকরণ কারক locative
আলাপন বা সম্বোধন—আলাপন বা সম্বন্ধ পদ vocative

৪। ক্রিয়ায়
ক্রি—ক্রিয়া verb
অতীত—অতীত কাল aorist & pretiriate
বর্তমান—বর্তমান কাল present tense
ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ কাল future tense
কর্ম-বা—কর্মবাচ্য passive voice
করণে—করণ কারকে causative
তুম্—তুম্ বা অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ infinitive
সপ্তমী—যদ্যর্থে বর্তমান ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তি potential
পঞ্চমী—আদেশ বা অনুনয় বা অনুমত্যর্থে বর্তমান ক্রিয়ার পঞ্চমী বিভক্তি imperative
উত্তম—উত্তম পুরুষ first person
মধ্যম—মধ্যম পুরুষ second person
প্রথম—প্রথম পুরুষ third person

৫। বচনে
এক-ব—একবচন singular number
বহু-ব—বহুবচন plural number

৬। অব্যয় ও অন্যান্যতে
=—সমান অর্থবাচক শব্দ equal
⇒—দ্রষ্টব্য বা দেখুন see
অ—অব্যয় এবং অনিয়ন্ত্রিত বিভক্তিহীন শব্দ conjunction & indecline or absolute
বি-ভা—বিশেষ ভাষা phrase
বিপ—বিপরীত opposite

পালি-বাংলা অভিধান

প

প—প-বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণ, ওষ্ঠজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠজ বর্ণ বলে। ১। শব্দের আদিতে "প" প্রযুক্ত হইলে নিম্নলিখিত অর্থ সমূহের গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা—অগ্রে, সম্মুখে, বাহিরে, উত্তরোত্তর, বিদেশে, প্রকাশিত অবস্থায়, প্রকাশ্যভাবে, সম্পূর্ণরূপে, যথেচ্ছভাবে, স্বাধীনভাবে, সবলে, বলপূর্বক, অনাবৃতভাবে, অনাশ্রিত অবস্থায়, হতবুদ্ধি হইয়া। উদাহরণ: **পপততি**—সম্মুখ দিকে পড়া অর্থাৎ নীচে পড়িয়া যাওয়া; **পনেতি**—সম্মুখ দিকে আনা; **পগ্গণ্হাতি**—প্রকাশিত অবস্থায় গ্রহণ করা, বলপূর্বক ধরা; **পত্থরতি**—সম্মুখ দিকে বিস্তার করা, বাহিরে বা উত্তরোত্তর বিস্তৃত করা; **পধাবতি**—প্রধাবিত হওয়া, দৌড়াইয়া বাহির হওয়া বা বাহিরে যাওয়া; **পব্বজতি**—অগ্রে গমন করা; **পসারেতি**—প্রসার করা, প্রসারিত করা। "প" অক্ষরটি "পেয্যালং" শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ "পে" শব্দের পরিবর্তে বর্মা পালি সাহিত্যে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ পে, পেয্যাল। ২। (আতিশয্যবাচক) চিহ্নিত ধাপ বা পরিমাণ অথবা পদ, অতি সাধারণভাবে (নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলি তুলনীয়, যথা—কাটিয়া ফেলা, স্তূপীকৃত করা, পূর্ণ করা—এইরূপে অনুবাদ করা হয়), যেমন—**পকোপেতি**—উল্টাইয়া দেওয়া; **পচ্ছিন্দতি**—কাটিয়া ফেলা; **পভঞ্জতি**—ভাঙ্গিয়া ফেলা, ভঙ্গ করা; **পচিনাতি**—রাশীকৃত করা; **পকিণ্ণক**—চারিদিকে ছড়ানো; **পনাদ**—জয়ধ্বনি, চিৎকার; **পভাতি**—আলো দেওয়া; **পভবতি**—বর্ধিত হওয়া, অধিকতর প্রভাবশালী হওয়া; **পদূসেতি**—একেবারেই অব্যবহার্য হওয়া; **পজহতি**—সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা; **পতপেতি**—অতিরিক্তরূপে আলোকিত করা; **পজ্জলতি**—প্রজ্বলিত হওয়া; **পজানাতি**—উত্তমরূপে জানা, যথার্থভাবে জানা। প্রায়ই বিশেষণের সহিত ব্যবহারে : **পতনু**—অতি পাতলা বা হালকা; **পথদ্ধ**—অত্যন্ত কঠিন; **পদকখিণ**—প্রাধান্যতায় আসন; **পবল**—প্রবল। ৩। বর্ধিত, বর্ধমান, অগ্রবর্তী, প্রবর্ধিত অর্থে : **পবড্ঢ**—হইতে ...বর্ধিত; **পবত্তেতি**—প্রবর্তন করা, প্রবর্তিত করা; (চরিত্রে) অধিকতর, ভূতপূর্ব, অনতিপূর্ব, পূর্বতন অর্থে: **পপুত্ত**—প্রপৌত্র। ৪। সম্মুখে, সামনে, সমক্ষে, পূর্বে। **পদ্বার**—দরজার সম্মুখে। ৫। সময়ে সময়ে অনুবাদে (অতীত ঘটিত অথবা প্রতিফলনক্ষম) ব্যবহার, যেমন— **পকূজিন**—প্রকূজিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যৌগিক শব্দেও অতিরিক্ত "পি" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**সম-প্প**। সময়ে সময়ে শব্দের আদিতে অবর্ণের পর "প" থাকিলে "প" দ্বিত্ব হয়, যথা—**অপ্পধংসিয**। ৬। পানীয় অথবা পান করা যায় এমন, পান করে এমন। ইহা কেবল যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**ধেনুপ**—গোশাবকের চোষণ বা স্তন্যপান, গোবাছুর দুধ চুষিয়া পান করে এরূপ অবস্থা; **পাদপ**—বৃক্ষ। **মজ্জপ**—মদ্য, পানীয় মাদক দ্রব্য।

পংসু (পুং) ধূলি, গুঁড়া, মৃত্তিকা, মাটি, পুষ্পরেণু, আবর্জনা, হীন অবস্থা, কবর, ময়লা, কর্দম, নোংরা, পলি, সার। (সংযুক্ত নিকায়) **পংস্বাগারকা**।

পংসুক (বিণ) ধূলিময়, ধূলির মতো, ধূসরবর্ণ। (পুং) ধূলিময় চীবর, ময়লা চীবর। = **পংসুকূল**।

পংসুকিত (বিণ) ধুলায় ধূসরিত, ধুলায় নোংরা হইয়াছে এমন। = **কণ্ণকিত**। (তুলনীয়) **পংসুক**। ⟹ **কিত**।

পংসুকুট্ঠিত = **পংসুকুন্ঠিত**। ⟹ **পংসুকুন্ঠিত**।

পংসুকুন্ঠিত (বিণ) ধুলায় ধূসরিত, ধূলি বা ময়লায় ম্রক্ষিত, ধুলায় আবরিত। = **পংসুক, পংসুকিত, পুংসুকুট্ঠিত, পংসুগুন্ঠিত, পংসুমকখিত, পংসুকুণ্ডিত**।

পংসুকুণ্ডিত = **পংসুকুন্ঠিত**। ⟹ **পংসুকুন্ঠিত**।

পংসুকূল (ক্লী) ময়লার বা আবর্জনার স্তূপ হইতে আলোকরেখাপাত, আবর্জনা বা ময়লার স্তূপ।

পংসুকূল চীবর (ক্লী) পথের ধূলার উপর অথবা আবর্জনা স্তূপে জনসাধারণের পরিত্যক্ত ছেড়া বস্ত্রাদি দ্বারা প্রস্তুত চীবর অর্থাৎ ভিক্ষুবস্ত্র, অবর্জনা স্তূপের ছিন্নবস্ত্র দ্বারা তৈরি চীবর।

পংসুকূলিক (বিণ, পুং) যিনি (যে ভিক্ষু) **"পংসুকূলচীবর"**

ধারণ করেন, আবর্জনা স্তূপ হইতে সংগৃহীত ছিন্নবস্ত্র দ্বারা তৈরি চীবর যিনি ধারণ করেন।

পংসুকূলিকত্ত (ক্লী) "**পংসুকূল**" ধারণ করিবার অভ্যাস। ⟹ **পংসুকূল, রুক্খমূলিকত্ত।**

পংসুকূলিকত্তন (ক্লী, ক্রি-বি) "**পংসুকূলচীবর**" ধারণ করিবার অভ্যাস। ⟹ **পংসুকূলচীবর।**

পংসুগুণ্ঠিত = পংসুকুণ্ঠিত ⟹ **পংসুকুণ্ঠিত।**

পংসুপব্বত = সানু ⟹ **সানু।**

পংসুপিসাচ (পুং) কাদায় ম্রক্ষিত পিশাচ, পঙ্কে বাসকারী প্রেত, ধুলা-কাদায় ম্রক্ষিত নোংরা প্রেত।

পংসুপিসাচক (পুং) কাদায় ম্রক্ষিত পিশাচ, ধুলায় ধূসরিত কুৎসিত প্রেত, আবর্জনাপূর্ণ স্থানের পিশাচ। = **সঙ্কারট্ঠানে পিসাসকো** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পংসুপিসাচ।**

পংসুমক্খিত (বিণ) ধুলা ময়লায় ম্রক্ষিত, ধুলায় ধূসরিত, কাদায় ম্রক্ষিত। = **পংসুকুণ্ঠিত।**

পংসুমুট্ঠি—এক মুষ্টি ধুলা বা মাটি, অল্প পরিমাণ মৃত্তিকা। ⟹ **মুট্ঠি** (২)।

পংসুবপ্প (পুং, ক্লী) হালকা বা বালুকাময় মাটিতে বপন। (বিণ) জলের ন্যায় তরল মাটিতে রোপিত বা বপিত। (বিপ) **কললবপ্প।** ⟹ **বপ্প** (১)।

পংসূপাত (বিণ) ধুলা উত্থিত। ⟹ **উপাগত।**

পংস্বাগারক (পুং) সহক্রীড়ক, ক্রীড়াসহচর, খেলার সাথী। = **সহপংসুকীড়িত।** ⟹ **আগারক, পংসু।**

পকট্ঠ (বিণ) বহুলরূপে উদারচেতা, সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত চরিত্রের অথবা আদর্শ-সম্পর্কীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্তবংশীয়, দেখিতে সর্বাপেক্ষা অধিক চমৎকার।

পকট্ঠক (বিণ) বিরক্তিজনক, ক্লেশজনক, পীড়দায়ক, বিরক্তিকর। = **পগণ্ডক,** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায়) **রসগিদ্ধ।**

পকট্ঠিত = পক্কট্ঠিত। ⟹ **পক্কট্ঠিত।**

পকড্ঢাসি ⟹ **পকখেতি।**

পকত (বিণ) কৃত, সম্পাদিত, প্রস্তুত করিয়াছে অথবা করা হইয়াছে এমন, পক্ব, শোধিত, করিয়াছে বা করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **পকরোতি, পকতি। পকত-পাপং**—কৃত পাপ; = **সমাচরিতং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইচ্ছাপকত; ইস্সাপকত।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মচ্ছরিযা পকত।** ⟹ **অপকত।**

পকতত্ত (বিণ) [পকত + অত্তন] স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, সহজ, স্বভাবসিদ্ধ, কষ্টকল্পিত নহে এমন, নিজ স্বভাবের অনুরূপ, সৎস্বভাবের, নিরপরাধী, প্রকৃতিস্থ অবস্থার, ভ্রম হইতে মুক্ত অবস্থার, অক্ষত অবস্থার, নির্দোষ অবস্থার, নীরোগ বা সুস্থ অবস্থার, অভ্রান্ত অবস্থার, ঠিক অবস্থার, নিখুঁত অবস্থার, সম্পূর্ণ অবস্থার, গম্ভীর অবস্থার, বলিষ্ঠ অবস্থার, দৃঢ় অবস্থার, শুদ্ধাবস্থার, নির্ভুল অবস্থার, পূর্ণ সংখ্যার বা অখণ্ড রাশির। (জাতক) **ভিক্খুপকতত্ত সীলবা,** ইত্যাদি। (বিনয়) **পকতত্ত ভিক্খু**—পরিশুদ্ধ ভিক্ষু (অর্থাৎ "**পরিবাস**" করিবার সময়ে যে ভিক্ষু "**পরিবাস**" গ্রহণ করে না এবং যে ভিক্ষু "**পরিবাস**" মন্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "**পকতত্ত**" বা পরিশুদ্ধ ভিক্ষু বলা হয়)।

পকতত্তভিক্খু (পুং) যেই ভিক্ষু পরিবাসের অন্তর্গত হন নাই অথবা পরীক্ষাধীন হন নাই, আস্ত পরিশুদ্ধ ভিক্ষু, যে ভিক্ষু পরিবাস করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত নহেন অথবা পরিবাস ত্যাগ করিয়াছেন। "**পরিবাসিক ভিক্খু**" যতদিন পরিবাসের অন্তর্গত বা পরীক্ষাধীন থাকেন অথবা পরিবাসের মধ্যে থাকেন অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবাস ত্যাগ না করেন ততদিন বা ততক্ষণ সময় পর্যন্ত তিনি "**পরিবাসিক ভিক্খু**" থাকেন, আর উহা ত্যাগ করিলে তাঁহাকে "**পকতত্ত ভিক্খু**" বলা হয়। "**পকতত্ত ভিক্খু**" সব সময়ে "**পরিবাসিক ভিক্খু**" কর্তৃক গৌরবান্বিত থাকেন। ⟹ **পকতত্ত, পরিবাস** (২)।

পকত পাপং ⟹ **পকত।**

পকতি (স্ত্রী) (বেদের "**প্রকৃতি**" শব্দ তুলনীয়) ১। আসল বা মৌলিক প্রকৃতি, স্বাভাবিক আকার বা শিষ্টাচার, পাকা, পরিশুদ্ধ, মূল আচার, মূলীভূত প্রথা বা শৃঙ্খলা, প্রাথমিক আদর্শ বা সৌন্দর্য, স্বাভাবিক অবস্থা। (বিণ) সংগঠিত, শৃঙ্খলাকৃত, মূল, প্রচলিত, সাধারণ, প্রকৃত, আদিম, মূলীভূত (বিনয়)। (জাতক) **পকতিবেসেন**—(তাহার) সাধারণ বা নিত্য প্রচলিত বেশে অথবা নিত্য ব্যবহার্য পোশাকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পকতি কম্মকর; পকতি জেট্ঠপুত্ত।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পকতি পভস্সর; পকতি ভদ্দতা।** (করণ কারকে) **পকতিযা**—সাধারণভাবে, প্রচলিত নিয়মে, নিয়মিতভাবে, নিরূপিতভাবে, সামান্যরূপে, সাদাসিধেভাবে, স্বভাব অনুযায়ী, প্রকৃতি অনুসারে। ২। সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, অবসর, সাধারণ ব্যাপার বা সংঘটন, সাধারণ ঘটনা (নিকায়ের অনুবাদে— "সাধারণ কথা")। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পকতি পবুত্তি।**

পকতি উপনিস্সয—স্বভাবের বা আকারের যথেষ্ট মিল অবস্থা।

পকতিক (বিণ) স্বভাবের, স্বভাবযুক্ত, প্রকৃতিগত হইয়া থাকে এমন, কোনও প্রকৃতির, চেহারা সমন্বিত, আকারগত, আকৃতিবিশিষ্ট = **রূপ।** (পুং) = **পকতি।** ⟹ **পকতি** (২)।

পকতি কম্মকর (পুং) প্রকৃত কর্মকর, সামান্য দিনমজুর, যে ব্যক্তি সাধারণ কাজ করে। ⟹ **পকতি** (১)।

পকতিগমন (ক্লী) স্বাভাবিক গমন, নিত্যনৈমিত্তিক গমন, সাধারণ গমন।

পকতিচিত্ত (ক্লী) স্বাভাবিক চিত্ত, প্রকৃতিস্থ মন,

নিয়মানুযায়ী আত্মজ্ঞান বা চেতনা, নিয়মমতো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত পৌস্‌সিন গ্রন্থের : "প্রকৃতি-নির্বাণত্ব বোধিচর্য"।

পকতি জেট্‌ঠপুত্ত (পুং) প্রকৃত জ্যেষ্ঠপুত্র। ⟹ **পকতি** (১)।

পকতি পবুত্তি (স্ত্রী) = **পকতি**। ⟹ **পকতি** (২)।

পকতি পভস্‌সর (বিণ) স্বাভাবিক প্রভাস্বর, প্রকৃতিগত জ্যোতির্ময়, স্বাভাবিক উজ্জ্বল। ⟹ **পকতি** (১), **পভস্‌সর**।

পকতিভদ্দতা (স্ত্রী) প্রকৃত ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, মৌলিক শিষ্টতা বা সভ্যতা। ⟹ **পকতি** (১)।

পকতিযা (ক্রি-বিণ) ⟹ **পকতি** (১)।

পকতিযানক (ক্লী) [পকতি+ যানক] সাধারণ শ্রেণীর গাড়ি বা যান, ছোট গাড়ি, সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ছোট গাড়ি। ⟹ **যানক**।

পকতিবেস (পুং) সাধারণ বেশ, প্রচলিত পোশাক পরিচ্ছদ বা বস্ত্র। ⟹ **বেস**।

পকতিবেসেন ⟹ **পকতি** (১)।

পকতিসীল (ক্লী) প্রাকৃতিক ধর্ম বা নিয়ম, স্বাভাবিক নীতি, সত্যধর্ম, যথার্থ আচার।

পকখাসি (অতীত ক্রিয়া) = **পচ্চক্‌খাসি** (⟹ **পচ্চক্‌খাতি**)।

পকখেতি (ক্রি) বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে বলা, প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করা, অভিযোগ করা, চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করা। (জাতক) **মা পকখাসি**; (জাতক অর্থকথায়) **অক্কোসি গরহি নিন্দি**; (জাতক টীকায়) **পচ্চক্‌খাসি**। [এই শব্দটি কি "**পকড্‌ঢাসি**" হইবে ?]

পকপ্পনা (স্ত্রী) মনোযোগ নিবিষ্ট করণ, পরিকল্পনা, নকশা করণ, অভিসন্ধি, মতলব করণ, অভিপ্রায়, মন্ত্রণা, মুসাবিদা, ফন্দি, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, বিচারশক্তি, যুক্তিতর্ক, হেতুবাদ। মহানির্দেশে "**পকপ্পনা**" দ্বিবিধ, যথা—**তণ্হাপকপ্পনা**, **দিট্‌ঠিপকপ্পনা**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ এই শব্দটিকে পাঠ করিয়াছেন "**পকম্পনা**" এবং ইহার বর্ণনা দিয়াছেন "**কম্প-করণ**"।

পকপ্পিত (বিণ) পরিকল্পিত, বিন্যস্ত, অভিপ্রেত, মন্ত্রণাকৃত, বিবেচিত, চিন্তিত, নকশাকৃত। = **কত** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। = **কপ্পিত অভিসঙ্খত সণ্ঠপিত** (মহানিদ্দেস)। ⟹ **দিট্‌ঠি**, **পকপ্পনা**, **পকপ্পেতি**।

পকপ্পেতি (ক্রি) [প+√কপ্প+এ] চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, বিবেচনা করা, (কোনো বিষয়ে) চিন্তা বা গবেষণা করা, পরিকল্পনা করা, কল্পনা করা, মনে মনে অঙ্কন করা, নকশা করা, অঙ্কিত করা, প্যাটার্ন তোলা, ফুল পাতা কাটা বা বোনা, অভিসন্ধি করা, ফন্দি করা, অভিপ্রায় করা, বিন্যাস করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, সীমানিদেশ করা, সীমাবদ্ধ করা, নির্ধারণ করা, সঙ্কল্প করা, সিদ্ধান্ত করা, সিদ্ধান্তে আসা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম বা তারিখ স্থির করা, মূল্য নির্ধারণ করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, স্থির করা, মীমাংসা করা, বিন্যাস করা, শান্ত করা, স্থির করা বা তলায় বসানো, অবধারিত করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতেতি পকপ্পেতি অনসেতি**। (সূত্রনিপাত) **কপ্পযিত্বা** = **তক্কযিত্বা বিতক্কযিত্বা সঙ্কপ্পযিত্বা** (মহানিদ্দেস)। (অতীত) **পকপ্পেসি**। (অ-বিণ) **পকপ্পিত**। (ক্রি-বি) **পকপ্পয়িত্বা**, **পকপ্পেত্বা**।

পকম্পতি (ক্রি) [প+√কম্প+অ] নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, প্রকম্পিত হওয়া, বিচলিত হওয়া, অস্থির করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ভীত করা বা হওয়া, শীতে কম্পিত হওয়া, ভয়ে কম্পিত হওয়া। (অতীত) **পকম্পি**। (অ-বিণ) **পকম্পিত**। (ব-বিণ) **পকম্পমান**। (ক্রি-বি) **পকম্পন**, **পকম্পিত্বা**। (করণে) **পকম্পেতি**।

পকম্পন = **পকপ্পনা** ⟹ **পকপ্পনা**।

পকম্পনা (স্ত্রী) = **পকপ্পনা**। ⟹ **পকপ্পনা**।

পকম্পিত (বিণ) প্রকম্পিত, কম্পিত, ভয়ে কম্পিত। ⟹ **পকম্পতি**।

পকম্পেতি (ক্রি) কম্পিত করা, বিচলিত করা, উদ্বিগ্ন করা, উদ্বেগযুক্ত করা। ⟹ **পকম্পতি**।

পকরণ (ক্লী) ১। প্রকরণ, সম্যক্‌করণ, সম্পাদন, কৃতি, সম্পন্ন কার্য, অভিনয়, (আইনের) অনুচ্ছেদ গ্রহণ, সামাজিক নাটক। ২। সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা। ৩। ব্যাখ্যা, প্রদর্শনী, আবরণ উন্মোচন, ব্যাখ্যা পুস্তক, সাহিত্য বিষয়ক কাজ, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, রচনা, প্রবন্ধ, মিশ্রণ, সংযুক্তি, বচন, গঠন, সন্ধি, মীমাংসা, রফা, বন্দোবস্ত, সঙ্কলন, অক্ষরবিন্যাস, বই, গ্রন্থ। এই শব্দটি সচরাচর নামলিপি (বা নাম অথবা আখ্যায়) ব্যবহৃত হয়, যেমন—(পালি সাহিত্যের নামবিশেষে) **অভিধম্ম পকরণ**; **কথাবত্থু পকরণ**; **পট্‌ঠান পকরণ**; **নেত্তি পকরণ**।

পকরোতি (ক্রি) উৎপন্ন করা, সম্পন্ন করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্র বাদন করা, সৃষ্টি করা, গঠন করা, নির্মাণ করা, নির্বাহ করা, সম্পাদন করা, সংসাধন করা, বাধ্য করা, উপস্থিত হওয়া, উপার্জন করা, লাভ করা, অবস্থাবিশেষে আনয়ন করা, সংঘটন করা, পরিণত করা, প্রতিষ্ঠিত করা, নিশ্চয় করা, নিয়োগ করা, রচনা করা, গমন করা, সাহায্য করা, ভান করা, করা, শেষ করা, ব্যবহার করা, উপযোগী করা, সফলকাম করা বা

হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়ে) **পকুব্বতি**। (অ-বিণ) **পকত**। (ব-বিণ) **পকুব্বমান, পকুব্বন্তে; পুকুব্বমান পুঞঞং** "পকুব্বন্তে" শব্দ "সেবন্তি" শব্দের অনুরূপ।

পকার (পুং, স্ত্রী) ১। প্রকার, প্রভেদ, সাদৃশ্য, জাতি, রীতি, রকম, কৌশল, গঠন, প্রকৃতি, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস, অভিনেতার ছদ্মবেশ বা তাহার উপযোগী উপাদান সমূহ, উত্থান, উদয়, নির্ধারণ, দৃঢ় করণ, নিরূপণ, প্রতিষ্ঠা, সংলগ্নতা, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত, আকৃতি, প্রণালী, ধরন, প্রথা, উপায়, ধারা, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণ-কাল, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, অভিপ্রায়, উন্নতি। ২। উপাদান, মৌলিক পদার্থ, আস্বাদন, গন্ধ, রুচিকর গন্ধবিশিষ্ট (খাদ্য) প্রস্তুত প্রণালী। (সূত্রনিপাত) **কথপ্পকারো তব আমগন্ধো?** ৩। (বিণ) প্রকারবিশিষ্ট, উদ্দেশ্যমূলক, উদ্দেশ্যে, ভাবে, হইয়া, ছলে, রূপে, জন্য, কোনো স্থান হইয়া। (জাতক) **নানাপ্পকার**।

পকারক (বিণ) সেই প্রকারের, সেই রকমের।

পকারেতি (ক্রি) কাহারও চিন্তাধারা (কিছুর দিকে) নিয়ন্ত্রিত করা।

পকাস (পুং) প্রকাশ, দীপ্তি, সাদৃশ্য, আতপ, প্রকটন, বিস্তার, শোভা, প্রসিদ্ধি, বিকাশ, প্রস্ফুটন, জ্ঞান, পুস্তক-সংবাদপত্র প্রভৃতি সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয় বা প্রচার করিবার জন্য মুদ্রণ, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য, প্রফুল্লতা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, ঘোষণা, জ্ঞাপন, প্রচার।

পকাসক (বিণ) প্রকাশক, প্রকাশকারী, মুদ্রিত পুস্তকাদি যে ব্যক্তি সাধারণ্যের নিকট প্রচার করে, যে ব্যক্তি প্রচার করে বা বর্ণনা করে।

পকাসতি (ক্রি) [প+√কাস+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, প্রতীয়মান হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, জানা, প্রকাশ হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, প্রচার হওয়া, বর্ণিত হওয়া, বিজ্ঞাপিত হওয়া, ঘোষিত হওয়া। = **ভাসতি, তপতি, বিরোচতি** (চুল্লনিদ্দেস)। (অতীত) **পকাসি**। (অ-বিণ) **পকাসিত**। (ব-বিণ) **পকাসমান, পকাসনিয**। (করণে) **পকাসেতি**।

পকাসন (স্ত্রী) প্রকাশন, প্রকাশ্যে কথন, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষিত সংবাদ, ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, ব্যাখ্যাকরণ, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, প্রমাণ, সাক্ষ্য, জ্ঞাপিত বা বিজ্ঞাপিত করণ, বিজ্ঞাপন, বার্তা, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ, প্রকাশ, প্রচার, প্রসিদ্ধি, কিরণ দান, উজ্জ্বলতা। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **ধম্ম পকাসন**।

পকাসনিয (বিণ) প্রকাশনীয়, জ্ঞাতব্য, প্রচার বা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত। (বিনয়) **পকাসনিয কম্ম**—ব্যাখ্যা, অর্থ, জ্ঞাপন, সংবাদ প্রদান, প্রচার বা ঘোষণা করার কার্য। ⟹ **পকাসতি**।

পকাসনিয় কম্ম (স্ত্রী) ⟹ **পকাসনিয়**।

পকাসমান (বিণ) প্রকাশমান, প্রকাশ্যমান, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, স্পষ্ট, ব্যক্ত। ⟹ **পকাসতি**।

পকাসিত (বিণ) প্রকাশিত, দীপ্ত, প্রস্ফুটিত, প্রকটিত, উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত, সাধারণ্যে ব্যক্ত, প্রচারিত, বিজ্ঞাপিত, বর্ণিত। ⟹ **পকাসতি, পকাসেতি**।

পকাসেতি (ক্রি) [প+√কাস+এ] প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, প্রমাণ করা, জানানো, জ্ঞাপন করা, বিজ্ঞাপিত করা, উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করা, চিত্রিত করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, (কিছুর সম্বন্ধে) সংবাদ দেওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্মচরিযং পকাসেতি**। (জাতক) **অত্থং পকাসেতি** = অর্থ বা বিষয়-সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আনিসংসং পকাসেতি; অত্থং উপমাহি পকাসেতি; অত্তানং পকাসেতি; অধিপ্পাযং পকাসেতি; সচ্চানি পকাসেতি**। ⟹ **পকাসতি**। (অতীত) **পকাসেসি**। (অ-বিণ) **পকাসিত**। (ব-বিণ) **পকাসেন্ত**। (ক্রি-বি) **পকাসেত্বা**।

পকিণাতি (ক্রি) (কোনো কিছুর) কারবার বা বেচাকেনা করা। (ভ-বিণ) **পকিণিতব্ব**।

পকিণ্ণ (বিণ) প্রকীর্ণ, বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো, নানা প্রকার, মিশ্রিত, বিস্তৃত, প্রকাশিত, অসম্বদ্ধ, উচ্ছৃঙ্খল। = **পকিণ্ণক**।

পকিণ্ণক (বিণ) চারিদিকে বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো; (চরিত্রে) মিশ্রিত, বিবিধ, নানা রকম, বিশেষ, অসাধারণ, নির্দিষ্ট, যথাযথ, সূক্ষ্ম, ব্যক্তিগত, খুঁতখুঁতে, ঠিক, একমাত্র, ছড়ানো, এদিকে ওদিকে অথবা চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) এদিকে ওদিকে বা ইতস্তত চলিয়া যায় এমন। = **পকিণ্ণ**। (বিপ) **সাধারণ** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পকিণ্ণক কথা**। ⟹ "প" (২)। ⟹ **কিরতি, পকিরতি**।

পকিত্তেতি (ক্রি) [প+√কিত্ত+এ] উচ্চ শব্দে বলা বা প্রকাশ করা, ইস্তাহার দেওয়া, প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা, প্রশংসা করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, কীর্তিত করা। (অতীত) **পকিত্তেসি**। (অ-বিণ) **পকিত্তিত**। (ব-বিণ) **পকিত্তেন্ত**। (ক্রি-বি) **পকিত্তেত্বা**।

পকিরতি (ক্রি) [প+√কির+অ] (চুল) নীচ করিয়া দেওয়া, ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া, পড়িতে দেওয়া। ⟹ **কিরতি**। (অতীত) **পকিরি**; (বহুবচনে) **পকিরিংসু**। (অ-বিণ) **পকিণ্ণ**। (ব-বিণ) **পকিরিয**। (ক্রি-বি) **পকির, পকিরিত্বা**; (জাতক অর্থকথায়) **পকিরচারী, পকিরপরী**। (করণে) **পকিরেতি**।

পকিলেদেতি (ক্রি) সিক্ত করা, ভিজাইয়া দেওয়া, (গরম জলে) আর্দ্র করা, ভিজানো। = **তেমেমা খিপতি** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **কেলিদেতি।**

পকুজ্ঝতি (ক্রি) ক্রোধ করা, ক্রোধান্বিত হওয়া, রাগান্বিত হওয়া, কুপিত হওয়া। = **পকুপ্পতি।** (সংযুক্ত নিকায়ে) **পকুজ্ঝেয্যং।**

পকুট—ভিতরদিকের বারান্দা, ভিতরের অলিন্দ।

পকুট্ট = **পকুট।** ⟹ **পকুট।**

পকুট্ঠিত = **পক্কুট্ঠিত।** ⟹ **পক্কুট্ঠিত।**

পকুধ ⟹ **ককুধ।**

পকুপ্পতি (ক্রি) [প+√কুপ+য] রাগান্বিত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, কুপিত হওয়া। = **পকুজ্ঝতি।** (অতীত) **পকুপ্পি।**

পকুব্বতি (ক্রি) [প+√কর+ন্ত; এখানে √কর ধাতুর স্থানে "**কুব্ব**" আগম হইয়াছে] করা, সম্পাদন করা, শেষ করা, সংসাধন করা। = **পকরোতি।** (ব-বিণ) **পকুব্বমান।**

পকুরুতে (ক্রি) ⟹ **পকরোতি।**

পকুল্ল = **মগ্গ।** ⟹ **মগ্গ।** = **পকুট।** বর্মা চুল্লনিদ্দেসের "**মগ্গ**" শব্দের পরিবর্তে চুল্লনিদ্দেসে "**পকুল্ল**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, আবার বর্মাগ্রন্থে "**পকুল্ল**" শব্দের পরিবর্তেও "**মকুল**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পকূজিন (বিণ) প্রকূজিত, অতিশয় কূজিত, যেখানে (পক্ষীগণ) পরস্পর কূজন করিয়া থাকে বা গান করে। (জাতক) **অঞ্ঞমঞ্ঞং পকূজিন।** ⟹ প (৫)।

পকোপ (পুং) প্রকোপ, অতিশয় কোপ, প্রবলতা, জ্বরাদির উৎকটতা, ক্রোধ, রাগ, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ, অতিরিক্ত উত্তেজনা, ফোঁস ফোঁস শব্দের ফোটা, বুদ্বুদন, উন্মত্ততা, প্রচণ্ডতা।

পকোপতি (ক্রি) [প+√কুপ+অ] রাগান্বিত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, ক্রোধ করা, কুপিত হওয়া। = **পকুপ্পতি।** (অতীত) **পকোপি।** (করণে) **পকোপেতি।**

পকোপন (বিণ) কম্পিত, বিচলিত, অস্থির, ভীতত্রস্ত, দুর্বল, ওলটপালট, উল্টাইয়া গিয়াছে এমন, বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে এমন, দাঙ্গাবাজ, হাঙ্গামাকারী, দুর্দান্ত, (বায়ু, তরঙ্গাদি সম্পর্কে) প্রচণ্ড, আলোড়িত, আকুলিত, উদ্বিগ্ন, আন্দোলিত। **মোহো চিত্ত-পকোপনো।**

পকোপেতি (ক্রি) (প+√কুপ+এ) উল্টাইয়া দেওয়া, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজম বা পরিপাক শক্তি নষ্ট করা, ক্রোধ করা। ⟹ প (২)। ⟹ **পকোপতি।**

পক্ক (বিণ) ১। পক্ব, পাকা। (বিপ) **অপক্ক।** ২। রন্ধিত, পক্বকৃত, পাক-নিষ্পন্ন, সিদ্ধ, সেঁকা, উত্তাপে শক্ত করা বা ভাজা, রন্ধন করা হইয়াছে এমন। (বিপ) **আমক। পক্কভিক্খা**—রন্ধন করা (অন্ন বা খাদ্য) ভিক্ষা। ৩। পরিণত, ঝরিয়া পড়িবার জন্য অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার জন্য পাকা, অতিপক্ব, ক্ষয়প্রাপ্ত, হ্রাসপ্রাপ্ত, জীর্ণ, অবনতি প্রাপ্ত, অতি বয়স্ক, অতিবৃদ্ধ, দৃঢ়, নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, বিনাশোন্মুখ। (বি-ভা) **পক্কগত্ত।** ৪। উত্তপ্ত, উত্তেজিত, আলোড়িত, রক্তিমাভ, জ্বলন্ত আরক্তিম। (ক্লী) পাকাফল।

পক্কং (ক্লী) পাকাফল, যে ফল পক্ব হইয়াছে, পক্বফল, যেই ফল পাকিয়াছে। (জাতক) **অম্বপক্কং**—পাকা আম।

পক্কগত্ত (বিণ) শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা জীর্ণ হইয়াছে এমন, দেহ গলিত বা বিকৃত হইয়াছে এমন, শরীর দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে অথবা পচিয়া যাইতেছে এমন, অতিশয় বিরক্তিকর অথবা নিকৃষ্ট রকমের শরীরের সহিত। (যৌগিকে) **পক্কগত্ত অরুগত্ত।** ⟹ **পক্ক** (৩)।

পক্কজ্ঝান (বিণ) পক্ব বা পাকিয়াছে বলিয়া অনুমান করে এমন (অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি এ যাবৎ বাঁচিয়া আছে বলিয়া তাহার বয়সের সংখ্যা গণিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে), অতিবৃদ্ধ, যাহার আয়ু নির্দিষ্ট আয়ুর অধিক হইয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পরিপাক-গত-চিন্তা।**

পক্কট্ঠতি (ক্রি) = **পক্কঠতি।** ⟹ **পক্কঠতি।**

পক্কট্ঠাপেতি (ক্রি) রন্ধন করার বা সিদ্ধ করার কারণ হওয়া, রন্ধন করানো, পাক করানো, সিদ্ধ করানো। ⟹ **পক্কট্ঠতি পক্কঠতি।**

পক্কট্ঠিত (বিণ) অত্যন্ত উত্তপ্ত, ধূমায়িত, ধিকি ধিকি পোড়া হইয়াছে এমন, ফুটন্ত, সিদ্ধ, সিদ্ধকৃত। = **পক্কঠিত, পকট্ঠিত।** ⟹ **পক্কট্ঠতি, পক্কঠতি।**

পক্কট্ঠী (স্ত্রী) সিদ্ধ তৈল, (তৈল সম্বন্ধে) অত্যন্ত গরম মিশ্রণ অথবা রাসায়নিক সংযোগ। (মধ্যম নিকায় অর্থকথায়) **কতিতগোময।**

পক্কঠতি (ক্রি) রন্ধন করা, (অগ্নিতে) সিদ্ধ করা, পাক করা। (অ-বিণ) **পক্কট্ঠিত, পক্কঠিত।** (সম্প্রদানে) **পক্কট্ঠাপেতি।**

পক্কঠিত (বিণ) রন্ধিত, রন্ধন করা হইয়াছে এমন, সিদ্ধ, সিদ্ধকৃত, সিদ্ধ করা, তপ্ত, ফুটন্ত, উত্তপ্ত। = **পক্কট্ঠিত, পকট্ঠিত, পক্কুথিত, জকক্কঠি, পক্কন্ত, কট্ঠিত, পকুট্ঠিত, পক্কুট্ঠিত** = **পক্কুথিত।** ⟹ **পক্কট্ঠতি, পক্কঠতি।**

পক্কতি (ক্রি) পাকা, পক্ব হওয়া।

পক্কন্ত (বিণ) ১। গিয়াছে এমন, চলিয়া গিয়াছে এমন, প্রস্থান করিয়াছে এমন, মৃত, বিচ্ছিন্ন। ⟹ **পক্কমতি।** ২। = **পক্কঠিত।** ⟹ **পক্কঠিত।** ৩। পক্ব, পাকিয়াছে এমন, পক্ব হইয়াছে এমন।

পক্কন্দতি (ক্রি) উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, বিলাপ করা, ক্রন্দন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা, দুঃখ প্রকাশ করা। (অতীতকাল, প্রথম পুরুষ) **পক্কন্দুং।**

পক্ক পক্ক (ক্লী) পাকা ফল, পক্ব ফল।

পক্কপূঠক—সেঁকা রুটি, পক্ব পিষ্ঠক, পাক করা পিঠা, উত্তাপে শক্ত করা বা ভাজা পিঠা। ⟹ **পূব।**

পক্কভিকথা ⟹ **পক্ক** (২)।

পক্কস (পুং) প্রস্থান, মৃত্যু, নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসরণ, ব্যতিক্রম, চলিয়া যাওয়া, গমন, গ্রহণ, যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার, আরম্ভ, মূল, উপক্রমণিকা। (দীর্ঘনিকায়) **অপোপক্কম**। = **পক্কমন**।

পক্কমতি (ক্রি) [প+√কম্+অ] ১। সম্মুখদিকে পদক্ষেপ করা, চলা, হাঁটা, যাওয়া, যাত্রা করা, চলিয়া যাওয়া, প্রস্থান করা, গমন করা, যাইতে থাকা, চলিতে থাকা। (অতীত) **পক্কমি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **পক্কামি**; (পেতবথু অর্থকথা) **উট্‌ঠাযাসনা পক্কামি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **পক্কমুং, পক্কমিংসু**। (অ-বিণ) **পক্কন্ত**। (ব-বিণ) **পক্কমন্ত**। (ক্রি-বি) **পক্কমিত্বা**। ২। (শর চালনায় বা ধনুর্বিদ্যায়) দূরে বা বাহিরে যাওয়া, লক্ষ্যের সীমা অতিক্রম করা, লক্ষ্য বস্তু ফস্কানো বা ছাড়াইয়া যাওয়া।

পক্কমন (ক্লী) **পক্কম**। ⟹ **পক্কম**।

পক্কমাল কলল—জলে সিদ্ধ করা মাটি, ফুটন্ত কলল বা কাদা, উত্তপ্ত পঙ্ক বা কর্দম। ⟹ **মাল** (১)।

পক্কব—ছোট ছোট গাছ বা গুল্ম যাহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (তিত বেগুনের গাছ)। (তুলনীয়) **পগ্গব**।

পক্কবণ্ণিন (বিণ) পক্ব বলিয়া বর্ণিত, পক্ব বা রন্ধন করা হইয়াছে এরূপ আকারের, যাহাকে সিদ্ধ করা বা রন্ধন করা বলা হয় এমন, (ফলাদি সম্বন্ধে) যাহাকে পাকা বলা হয় এমন, (লোক-সম্বন্ধে) যাহাকে অতিবৃদ্ধ অথবা জীর্ণ দেহধারী বলা হয় এমন। (বিপ) **আমবণ্ণিন**। ⟹ **পক্ক, বণ্ণিন** (৪)।

পক্কসদিস (বিণ) পক্ব সদৃশ, পাকার ন্যায়। ⟹ **পক্কবণ্ণিন**।

পক্কামি (অতীত ক্রিয়া) সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল। ⟹ **পক্কমতি**।

পক্কাসয (পুং) পক্বাশয়, পাকস্থলী। (বিপ) **আমাসয**।

পক্কিলিট্‌ঠ = **পটিকিট্‌ঠ**। ⟹ **পটিকিট্‌ঠ**।

পক্কুট্‌ঠাপেতি = **পক্কট্‌ঠাপেতি**। ⟹ **পক্কট্‌ঠাপেতি**।

পক্কুট্‌ঠিত (বিণ) ১। = **উক্কুট্‌ঠিত**। ⟹ **উক্কুট্‌ঠিত**। ২। = **পক্কঠিত**। ⟹ **পক্কঠিত**।

পক্কুঠিত (বিণ) ১। = **উক্কুট্‌ঠিত**। ⟹ **উক্কট্‌ঠিত**। ২। = **পক্কঠিত**। ⟹ **পক্কঠিত**।

পক্কুথিত = **পক্কঠিত**। ⟹ **পক্কঠিত**।

পক্কুথিত (বিণ) অতিপক্ব, তপ্ত (অর্থাৎ তৈলসিদ্ধ তপ্ত)।

পক্কুধিত ১। = **পক্কঠিত**। ⟹ **পক্কঠিত**। ২। = **উক্কট্‌ঠিত**। ⟹ **উক্কট্‌ঠিত**।

পক্কুল = **পাকুল**। ⟹ **পাকুল**।

পক্কোদন (বিণ) কাহারও জন্য অন্ন পাক করা আছে এরূপ, ভাত রন্ধন করা বা পাক করা আছে এরূপ। (ক্লী) রান্না করা অন্ন। = **সিদ্ধভত্ত**।

পক্কোসতি (ক্রি) [প+√কুস+অ] নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, তলব করা, (ক্ষমতাসহ) আহ্বান করা, আহ্বান করা, ডাকা, একত্র করা। = **অব্হেতি**। (অতীত) **পক্কোসি**। (অ-বিণ) **পক্কোসিত**। (ক্রি-বি) **পক্কোসিত্বা**। (করণে) **পক্কোসাপেতি**।

পক্কোসন (ক্লী) আহ্বান, ডাকা, চিৎকার করণ।

পক্কোসনা (স্ত্রী) = **পক্কোসন**। ⟹ **পক্কোসন**।

পক্কোসাপেতি (ক্রি) নাম ধরিয়া ডাকানো, ডাকিয়া আনানো, আসিবার জন্য অনুরোধ করানো, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করানো, চিৎকার করানো, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে পাঠানো, ডেকে পাঠানো, আসিতে আদেশ করানো। ⟹ **পক্কোসতি**।

পক্খ (পুং, ক্লী) ১ **ক** শরীরের পার্শ্বদেশ, পার্শ্ব, সৈন্যের বা রণপোতের পার্শ্বভাগ; (পক্ষীর) ডানা, পক্ষ, পাখা, পালক, উড়া, উড্ডয়ন; সৈন্যদল, গৃহাদির পার্শ্ব, আশ্রয়, রাজকীয় বিমানবহরের বিভাগ। (তুলনীয়) **পক্খীন**। = **পিঞ্ছ**। (যৌগিকে) **পক্খবিলার** (বিনয়)। (বিনয়) **পক্খহত**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **পক্খিন**। **খ** ধার, প্রান্ত, পার্শ্ব, বস্তুর দৃষ্টিগোচরীভূত অংশ, দেশ, প্রদেশ, অংশ, ভাগ, পক্ষ, দল, কটিপার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী স্থান বা পার্শ্ব, কূল, বংশপর্যায়, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে মিলিত জনসমূহ, জনসমাগম, ব্যক্তিবিশেষ, সেনাদল, বাদী বা প্রতিবাদী, নিমন্ত্রিত লোকেরা, আমোদ-উৎসব, সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি, বিরোধ, বৃহৎ দলের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দল (রাজনৈতিক)। (বিণ) সংযুক্ত, সঙ্গ করে এমন, পক্ষীয়, দলীয়, পক্ষভুক্ত, সংলগ্ন। (সূত্রনিপাত) **অঞ্ঞানং পক্খ; কণ্হস্স পক্খ** = **সারপক্খ ইত্যাদিং অঞ্ঞাণং পক্খ**। (নেত্তি) **তণ্হাপক্খ; দিট্‌ঠিপক্খ**। (পেতবথু অর্থকথা) **পটিলোম পক্খ**। (বিনয়) **পক্খ সঙ্কন্ত**। (জাতক) **পক্খং দাপেতি**—পক্ষীয় হওয়া, পক্ষভুক্ত হওয়া, দৃঢ়সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া থাকা, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা। **গ** ১৫ দিন, পক্ষকাল, চন্দ্রপক্ষীয় অর্ধমাস, একপক্ষ, "**পক্খ**" দ্বিবিধ, যথা (মধ্যম নিকায়) **সুক্ক পক্খ** (শুক্ল পক্ষ) অথবা **জুণ্হপক্খ** (জ্যোৎস্নাপক্ষ), **কণ্হপক্খ** (কৃষ্ণপক্ষ)। (সূত্রনিপাত) **চাতুদ্দসী পঞ্চদসী অট্‌ঠমী চ পক্খস্স**—শুক্লপক্ষের অথবা কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী পঞ্চদশী ও অষ্টমী তিথির। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অট্‌ঠমী পক্খস্স** (শুক্ল অথবা কৃষ্ণ) পক্ষের অষ্টমী তিথি; "**কালপক্খ**" অথবা "**কালপক্খ**" = **কণ্হপক্খ**। = **অড্‌ঢমাস (অদ্ধমাস)** মত্তং (থেরগাথা অর্থকথা)। (পেতবথু) **বহুমাসে চ পক্খে চ** = **কণ্হ-সুক্ক-ভেদ পক্খে** (পেতবথু অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দসাহং বা পক্খং বা**। **ঘ** বিকল্প, অনুকল্প, দুইয়ের মধ্যে একটি নির্বাচন, বিবৃতি, উক্তি। (অধিকরণ কারকে) **পক্খে**—পক্ষে, সম্বন্ধে,

বিষয়ে, সম্পর্কে। (খুদ্দক পাঠ অর্থকথা) তস্‌স পঞ্‌হস্‌স ব্যাকরণ **পক্খে**। ২। খোঁড়া লোক। = **পীঠ-সপ্পী**। বৌদ্ধ সংস্কৃতে "**ফক্ক**" এবং ইহাকে জাত্যন্ধ, কুণ্ঠ এবং পঙ্গু রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিনয়ের "**কাণো বা কুণি বা খঞ্জো বা পক্খহতো বা**"—এই যৌগিক শব্দটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য। (বিণ) সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর, প্রতীয়মান, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্পষ্ট, জাজ্জ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্র, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, অঋণী, ঋণশূন্য, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, বাধাহীন, অবাধ, ন্যায়, মতো, সদৃশ, অনুরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মাতুপক্খ; পিতুপক্খ**।

পক্খক (ক্লী?) পাখির ডানা বা পালক দ্বারা পোশাক। (বিনয়) **উলূক পক্খক**—পেঁচার পালক দ্বারা প্রস্তুত পোশাক; **উলূক পক্খক নিবাসেত্বা**—পেঁচার পালকে প্রস্তুত পোশাক পরিধান করিয়া।

পক্খত্ত (ক্লী) পক্ষত্ব, পক্ষপাতিত্ব, (দলের মধ্যে) অংশ গ্রহণ করিয়াছে অথবা পক্ষ নিয়াছে এমন অবস্থা।

পক্খন্ত = **পক্কন্ত**। ⟹ **পক্কন্ত** (১)। = **পক্খন্ন**। ⟹ **পক্খন্দতি**।

পক্খন্দক (বিণ) = **পক্খন্দিন**। ⟹ **পক্খন্দিন**।

পক্খন্দতি (ক্রি) [প+√খন্দ+অ] ১। সম্মুখ দিকে তাড়াতাড়ি বা হঠাৎ লাফ দেওয়া, বেগে নির্গত হওয়া, ছুটা বা ছুটিয়া যাওয়া, উৎপন্ন করা বা হওয়া, উদ্‌গত হওয়া, উত্থিত হওয়া, বাহির হওয়া, লম্ফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া চলা, লাফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফাইয়া পার হওয়া, তাড়া দিয়া বাহির করা, অগ্নি দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া, ফাটানো, উত্তোলন করা, উৎপাদন করা। ২। কাহারও পশ্চাদ্‌গমন করিয়া অনুসরণ করা; (সাধারণত চরিত্রে) (কিছুতে) আনন্দ করা অথবা আনন্দিত হওয়া, তৃপ্তি পাওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, নিয়া যাওয়া। (বি-ভা) **চিত্তং পক্খন্দতি পসীদতি সন্তিট্ঠতি** (মধ্যমনিকায়)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিব্বানে পক্খন্দতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অব্যাপাদে পক্খন্দতি; অদুক্খমসুখে পক্খন্দতি; ধম্মেন পক্খন্দতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন মে তত্থ মানসং পক্খন্দতি**। (অতীত) **পক্খন্দি**। (অ-বিণ) **পক্খন্ত, পক্খন্ন**। (ক্রি-বি) **পক্খন্দিত্বা, পক্খন্দিযান** = **পক্খন্দিত্বা অনুপবিসিত্বা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

পক্খন্দন (ক্লী) ১। লম্ফ প্রদান, উল্লম্ফন, লম্ফঝম্ফ, পরিবর্তন, লম্ফন। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **পরিচ্চাগ পক্খন্দন; পক্খন্দন মগ্গ**। ২। পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, মৃগয়া, দাঙ্গা, মারপিট, প্রচণ্ড আক্রমণ, যুক্তি দ্বারা প্রতিবাদ, আক্রমণ, বিরুদ্ধ সমালোচনা।

পক্খন্দিকা (স্ত্রী) অতিরিক্ত ভেদ, পেটের অসুখ, রক্তাতিসার, রক্তামাশয়। (জাতক, দীর্ঘনিকায়) **লোহিত পক্খন্দিকা**—রক্তামাশয়।

পক্খন্দিন (বিণ) সাহসী, সাহসপূর্বক সম্পাদিত, প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ, স্পষ্ট, খাড়া, দাম্ভিক, বড়াইকারী; (সাহিত্যে) সম্মুখ দিকে লম্ফ প্রদান, কিছুতে ঝাঁপাইয়া বা লাফ দিয়া পড়া। = **পক্খন্দক** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পুং) সামরিক গুপ্তচর; (সাহিত্যে) যে ব্যক্তি বেগে অগ্রগমন করে অথবা বেগে অগ্রগতি যাহার, সাহসী দুর্বৃত্ত, ভাড়াটিয়া ঘাতক।

পক্খন্দী (পুং) লম্ফপ্রদানকারী ব্যক্তি, হামবড়া অর্থাৎ দাম্ভিক লোক।

পক্খন্ন (বিণ) লাফ দিয়া পতিত, (কিছুর মধ্যে বা উপরে) পতিত, হঠাৎ দেখা বা সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন, উপার্জিত, অর্জিত, প্রাপ্ত। ⟹ **পক্খন্দতি**। (থেরগাথা) **দিট্ঠিগহনা পক্খন্ন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সংসয পক্খন্ন; কুপথ পক্খন্ন**। "**পক্খন্ন**" শব্দের পরিবর্তে সর্বদা ভুল শব্দ "**পক্কন্ত**" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

পক্খবিলাল = **পক্খবিলার**। ⟹ **পক্খবিলার**।

পক্খবিলার (পুং) এক জাতীয় বড় বাদুর। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ইহাকে "**উলূকচম্ম**" বলা হইয়াছে। ⟹ **পক্খ** (১ক)।

পক্খমতি (ক্রি) = **অপনমতি**। ⟹ **অপনমতি**।

পক্খমিস্‌সতি ⟹ **অপনমতি**।

পক্খর (ক্লী) কিনারা, প্রান্ত, ধার, সীমান্তভূমি, পাড়, প্রান্তবর্তী সরুরেখা, সজ্জা, বস্ত্র প্রসাধন, (চলতি কথায়) তিরস্কার। জাতকে রথ বা গাড়ি সম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে।

পক্খলতি (ক্রি) [প+√খল+অ] প্রক্ষালন করা, ধোওয়া, কাচা, ধৌত করা বা হওয়া, প্লাবিত করা, স্নান করা, নির্মল করা, পরিষ্কার করা, পবিত্র করা। ২। হোঁচট খাওয়া, টলমল করিয়া চলা, থামিয়া থামিয়া কথা বলা, ভুল ভ্রান্তি করিয়া কথা বলা, ভুল করা, হেলা, দুলা, টলা, টলমল করা, ইতস্তত করা, টলানো, দ্বিধাগ্রস্ত করা, ভয়াদি দ্বারা অভিভূত করা, স্তম্ভিত করা, সত্বর পদবিক্ষেপ করা, শীঘ্র চলা, পদস্খলিত করা বা হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, উল্টাইয়া ফেলা। (অতীত) **পক্খলি**। (অ-বিণ) **পক্খলিত**। (ক্রি-বি) **পক্খলিত্বা, পক্খল্য** = **ধোবিত্বা** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **পক্খালেতি**।

পক্খলন (ক্লী) ১। প্রক্ষালন, ধৌতকরণ, পরিষ্করণ। ২। হোঁচট খাইয়া প্রায় পতন।

পক্খলিত (বিণ) ১। প্রক্ষালিত, ধৌত, পরিষ্কৃত। ২। স্খলিত। = **খলিত**। ⟹ **পক্খলতি**। (ক্লী) = **পক্খলন**। ⟹ **পক্খলন** (২)।

পক্খবাত (পুং) পক্ষবায়ু, ডানার বাতাস। ⟹ **বাত**।

পক্খবিলার (পুং) একজাতীয় বড় বাদুর। = **পক্খবিলার**।

পক্খসঙ্কন্ত (বিণ) পক্ষ সংক্রান্ত, (ধর্ম সম্বন্ধে মতান্তরগ্রাহীর)

বিরোধ বা সাম্প্রদায়িকতা পরীক্ষা করা হইয়াছে এরূপ। ⟹**পক্খ** [১খ (বিণ)]।

পক্খহত (পুং) যাহার একপার্শ্ব আহত হইয়াছে অর্থাৎ পক্ষাঘাত রোগ, বাতব্যাধি রোগ, অবশাঙ্গতা, ইন্দ্রিয়-বৈকল্য, উদ্যমহীনতা, পঙ্গু লোক, খোঁড়া লোক। = **হত্তপক্খো পীঠসপ্পি** (পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি অর্থকথা)। ⟹ **পক্খ** (১ক)।

পক্খাযতি (ক্রি) প্রত্যক্ষ হওয়া, পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, বোধ হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশ হওয়া, আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া। থেরগাথায় প্রথম পুরুষ বহুবচনে "**পক্খাযন্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**পক্খন্তি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পক্খালেতি (ক্রি) [প+√খল+এ] প্রক্ষালন করা, ধোয়া, কাচা, ধৌত করা, প্লাবিত করা, জল দিয়া পরিষ্কার করা, নির্মল করা, পরিষ্কার করা, পবিত্র করা। ⟹ **পক্খলতি**। (বিনয়) **পাদে পক্খালেতি**। (অতীত) **পক্খালেসি**। (অ-বিণ) **পক্খালিত**। (ক্রি-বি) **পক্খালেত্বা**।

পক্খিক=(স্ত্রী)**পক্খক**⟹ **পক্খক**।(বিণ) ১।কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ সম্বন্ধীয়, পাক্ষিক, পক্ষে পক্ষে, প্রতি ১৫ দিন অন্তর, এক পক্ষের জন্য অথবা মাসের (নির্দিষ্ট) পক্ষে। বিনয়ে উল্লিখিত পঞ্চ প্রকার "**ভোজনানে**" বা খাদ্য-সম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যবস্থা বর্ণনায়, যেমন—**নিচ্চভত্ত, সলাকভত্ত, পক্খিকভত্ত, উপোসথিকভত্ত, পটিপদিক ভত্ত**। ২। পরিচালিত, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করে এমন, চাঁদা দেয় এমন, ঘটিতে সাহায্য করে এমন, কাজে লাগায় এমন, সংবাদপত্রাদিতে লেখে এমন, সঙ্গকারী, মেলামেশা করে এমন, সংযুক্ত, যুক্ত, পক্ষীয়, দলীয়, পক্ষ সমর্থনকারী। (বি-ভা) **বিঘাত পক্খিক অনিব্বান সংবত্তনিক**—ধ্বংসের সহিত সংযুক্ত ইত্যাদি (মধ্যম নিকায়)।(জাতক) **মূগপক্খিক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরমখসচ্ছ পক্খিক**।

পক্খিক পাটিপাদক (বিণ) যে ব্যক্তি প্রতি পক্ষে অথবা পনর দিনের প্রতি প্রতিপদ তিথিতে আহার দান করে। ⟹ **পাটিপাদক**।

পক্খিক ভত্ত (স্ত্রী) প্রতি পক্ষে একবার অন্ন দিয়া যে আহার দান করা হয়, প্রতি পনের দিনে প্রদত্ত আহার, প্রতি অর্ধমাসে (অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে অথবা প্রতি শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে) এক একবার অন্ন দিয়া যে আহার দান করা হয়। ⟹ **পক্খিক** [বিণ (১)]।

পক্খিত্ত (বিণ) প্রক্ষিপ্ত, নিহিত, নিক্ষিপ্ত, বিন্যস্ত, অন্তর্নিবেশিত, কোনো গ্রন্থে গ্রন্থকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মত বসানো হইয়াছে এরূপ, কিছুর মধ্যে রক্ষিত, কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে অথবা রাখিয়াছে এরূপ। ⟹ **পক্খিপতি**। (সূত্রনিপাত) **পাষাসো উদকে পক্খিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আতবে পক্খিত্ত নলো (নড়ো)**; (সম্ভবত এই পাঠটি হইবে) **আতাপে পদিত্তো; পক্খরণিযং পক্খিত্ত**।

পক্খিন (বিণ, পুং) ১। পক্ষ বা পাখা আছে এমন, ডানা আছে এমন, পক্ষধারী, পাখি, পক্ষী। = **পক্খ** (১ক) = **পক্খানং অত্থিতায পক্খী'তি বুচ্চতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।(দীর্ঘনিকায়) **পক্খিন সকুণ = পক্খযুত্তো সকুণো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **সকুণ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **পক্খিনগণা = সকুণগণা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পক্খী**। ২। ভাগ লয় এমন, অংশগ্রহণ করে এমন, চাঁদা দেয় এমন, ঘটিতে সাহায্য করে এমন, কাজে লাগায় এমন, সংবাদপত্রাদিতে লেখে এমন। (তুলনীয়) **পক্খ** (১খ)। সাধারণত "**বিঘাত পক্খিক**" এর পরিবর্তে "**বিঘাত পক্খিন**" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

পক্খিনো (পুং, বহুবচন) পক্ষীকুল, পাখিগণ। = **লোমসা**।

পক্খিপতি (ক্রি) [প+√খিপ+অ] ১। কোনো গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্যতীত অন্য ব্যক্তির মত বসানো, প্রক্ষেপ করা, নিহিত করা, কিছুর ভিতর রাখা, কিছুর ভিতর নিবদ্ধ বা আবদ্ধ করা। এই শব্দটি সর্বদা শবাধারে শব রাখার জন্যই ব্যবহার হইয়া থাকে। (দীর্ঘনিকায়) **তেলদোনিযা ভগবতো সরীরং পক্খিপতি**। (জাতক) **মুখে পক্খিপতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতোসধং পক্খিপতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্‌ঠিকানি থূপে পক্খিপতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) অর্থ করা হইয়াছে—"অগ্নিতে শব নিক্ষেপ করা"। ২। কিছুর ভিতর ফেলিয়া দেওয়া বা রাখা, নিক্ষেপ করা, কিছুর ভিতর জোর করিয়া নিক্ষেপ করা (নরক সম্বন্ধে মধ্যম নিকায়ে)। (তুলনীয়) **নিক্খিপতি**। ৩। (চরিত্রে) অন্তর্গত করা, অন্তর্ভুক্ত করা, ধারণ করা, সন্নিবেশিত করা, অন্তঃপ্রবিষ্ট করা, সন্নিবিষ্ট করা, প্রক্ষেপ করা, অন্যায়ভাবে সন্নিবিষ্ট করা, বিন্যাস করা, অন্তর্নিবেশিত করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, সজ্জিত করা, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অভিধম্ম পিটকং কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা, অব্যাকতা ধম্মা'তি তীসু পদেসু পক্খিপতি**।(অতীত) **পক্খিপি**।(অ-বিণ) **পক্খিত্ত**। (ব-বিণ) **পক্খিপন্ত**।(ক্রি-বি) **পক্খিপিত্বা**।(করণে) **পক্খিপাপেতি**।

পক্খিপন (স্ত্রী) কিছুর ভিতর রক্ষণ, কিছুর মধ্যে নিক্ষেপণ, প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ, বিক্ষেপ, নিক্ষেপ, বিন্যাস, কোনো গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিষয়ের সন্নিবেশন, কোনো একটি সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে এক বা দুই অথবা ততোধিক সুর ব্যবধানে বামহস্তের অঙ্গুলির ঘর্ষণযোগে অবিচ্ছেদে অধোগতিতে

গমন।

পক্খিম (পুং) পক্ষী, পাখি। = **পক্খী, পক্খিন।** থেরগাথায় "**পক্খিমং**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**পক্খিমে**"।

পক্খিয (বিণ) পক্ষীয়, সমর্থনকারী, দলীয়, মেলামেশাকারী, সঙ্গকারী, সঙ্গী, দলের, পক্ষের, সম্প্রদায়ের, সম্প্রদায়ভুক্ত, দল-সম্বন্ধীয়। (পুং) অংশ, ভাগ, পার্শ্ব, পক্ষ, দল। (কেবল বিশেষ ভাষায়) **সত্ততিংস-বোধিপক্খিযধম্ম**—বোধিজ্ঞান (বা জ্ঞানের পরিপূর্ণতা) লাভ করিবার ৩৭ প্রকার ধর্মনীতি। ⟹ **পক্খিক**। থেরীগাথায় "**পক্খিয**" শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, কিন্তু থেরগাথা অর্থকথায় "**বচ্ছ**" এবং "**সচ্চ**" শব্দ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পক্খী (পুং) পক্ষী, পাখি, যাহার উড়িবার ডানা বা পাখা আছে। = **পক্খানং অত্থিতায পক্খী'তি বুচ্চতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **সকুণ**। ⟹ **পক্খিন** (১)।

পক্খে ⟹ **পক্খ** (১ঘ)।

পক্খেপ (পুং) প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ, বিক্ষেপ, নিক্ষেপ, বিন্যাস, গণ্ডগোল, গোলমাল, ক্ষেপণ, পাশক্ষেপণ, অক্ষনিক্ষেপ, পাল্লা (যতদূর পর্যন্ত কোনো দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়), প্রবল উদ্যম। = **পক্খিপন**। (তুলনীয়) **পক্খিপতি** (২)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোহকুম্ভি পক্খেপ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নদিযং বিস-পক্খেপন**।

পক্খেপন (পুং) = **পক্খেপ**। ⟹ **পক্খেপ**।

পক্ক (বিণ) পক্ব, পাকা। = **পক্ক**।

পখুম (ক্লী) চক্ষুর পাতার লোম, ভোমা। (বিণ) চক্ষুর পাতার লোম আছে এমন। ভোমা আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **গো পখুম**। (সংযুক্ত নিকায়) **পখুম অন্তরিকাযং**—চক্ষুর দুই পাতার লোমের মধ্যে, দুই ভোমার মধ্যে। (জাতক) **বিসাল পখুম**। (থেরগাথা অর্থকথা) **দীঘপখুম**। = **পম্হ**।

পগণ্ডক = **পকট্ঠক**। ⟹ **পকট্ঠক**।

পগব্ভ (বিণ) প্রগল্ভ, সাহসী, সাহসপূর্বক সম্পাদিত, নির্লজ্জ, স্পষ্ট, খাড়া, নির্ভীক, উদ্যত, উৎসুক, তৎপর, ব্যগ্র, অগ্রবর্তী, অগ্রিমপক্ব, অকালপক্ব, অনুচিত সাহসী, ফল সম্বন্ধে উদাসীন, হঠকারী, অবিবেকী, অনবহিত, অসাবধান, অবিনীত, দাম্ভিক, অক্ষুব্ধ, দৃঢ়, সমর্থ, প্রধান, উৎসাহী, প্রত্যুৎপন্নমতির, প্রতিভান্বিত। (সংযুক্ত নিকায়) **সুপগব্ভ**। (সূত্রনিপাত) **অপ্পগব্ভ**। = **কায পাগব্ভিযাদীহি সমন্নাগত** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পগব্ভতা (স্ত্রী) প্রগল্ভতা, স্থির সঙ্কল্পতা, দৃঢ় সঙ্কল্পতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, স্থির নিশ্চয়তা, অটলতা, স্থিরতা, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সাহসপূর্বক সম্পাদন, নির্লজ্জতা, স্পষ্টতা, খাড়াভাব। ⟹ **পাগব্ভিয**।

পগব্ভিন (বিণ) সাহসী, নির্ভীক। = **পগব্ভ**।

পগব্ভিয = **পাগব্ভিয**। ⟹ **পাগব্ভিয**।

পগম—(কিছু হইতে) সম্মুখ দিকে গমন।

পগাল্হ (বিণ) প্রগাঢ়, দৃঢ়, অধিক, কঠিন, নিবিড়, গাঢ়, নিমগ্ন, নিমজ্জিত, মগ্ন, নিযুক্ত, অভিভূত। = **ওগাল্হ অজ্ঝোগাল্হ নিমুগ্গ** (মহানির্দেশ)। ⟹ **গাল্হ, পগাহতি**।

পগাহতি (ক্রি) [প+√গাহ+অ] ডোবা, ডুবা, জলমগ্ন হওয়া, নিম্নাভিমুখে পতিত হওয়া, ডুব দেওয়া, কোনো বিষয়ে গভীররূপে প্রবেশ করা, পতিত হওয়া, তলায় পড়া, মগ্ন করা বা হওয়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, নিমগ্ন হওয়া, নিমজ্জিত হওয়া, গর্ত বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর করিয়া কিছু প্রবেশ করানো, অস্ত্র প্রবেশ করানো, জোর করিয়া কোনও অবস্থায় পাতিত করা, হঠাৎ প্রবেশ করা, দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, প্রবলবেগে বিপদে পতিত হওয়া, খনন করা, ডুবাইয়া দেওয়া, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা হ্রাস করা, দেনা মিটানো। = **ওগাহতি অজ্ঝোগাহতি পবিসতি**। (অতীত) **পগাহি**। (অ-বিণ) **পগার** = **অজ্ঝোগাহ**। (ব-বিণ) **পগাহন্ত**। (ক্রি-বি) **পগাহিত্বা**।

পগিজ্ঝতি (ক্রি) গৃধ্ন হওয়া, লোভী হওয়া, লোভপরায়ণ হওয়া, আসক্ত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা। (অ-বিণ) **পগিদ্ধ**।

পগিদ্ধ (বিণ) গৃধ্ন, লোভী, পেটুক, লোভপরায়ণ, আকাঙ্ক্ষী, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, কিছুতে আনন্দ পায় এমন। = **গধিত, মুচ্ছিত, গেধিত**। ⟹ **পগিজ্ঝতি**।

পগুণ (বিণ) [প+গুণ] শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, জ্ঞানী, জ্ঞানপূর্ণ, বিজ্ঞ, চতুর, নিপুণ, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, মুখস্থ, উত্তমরূপে জ্ঞাত, সুপরিচিত, ঘরোয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ, সচরাচর ঘটিত। = **নিপুন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মজ্ঝিমো মে পগুণ**—আমার পাণ্ডিত্য জ্ঞান মধ্যম শ্রেণীর, আমি মধ্যম শ্রেণীর জ্ঞানী; **দ্বে তযো নিকাযা পগুণা**। (জাতক) **পগুণং করোতি**—নিজেকে সুপরিচিত করা, মুখস্থ করা, সম্পূর্ণরূপে পাণ্ডিত্য অর্জন করা। (জাতক) **তযো বেদে পগুণা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অভিধম্ম পিটকং পগুণং**।

পগুণতা (স্ত্রী) উপযুক্ততা, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছন্দে বাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট আয় (অর্থে অনুবাদ করা হইয়াছে)। = **পাগুঞ্ঞতা** (ধর্মসঙ্গণী)।

পগুণত্ত (ক্লী) = **পগুণতা**। ⟹ **পগুণতা**।

পগুণভাব (পুং) ঘরোয়া অবস্থা, বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব, সুপরিচিত অবস্থা, সচরাচর ঘটিত অবস্থা, প্রত্যক্ষ পরিচয় বা জ্ঞান, সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, দক্ষ বা কর্মক্ষম অবস্থা, চতুরতা, নিপুণতা, দক্ষতা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু বা মনের ভাব,

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্যনৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়। (তুলনীয়) **পাগুঞ্ঞ।**

পগুম্ব (পুং) [প+গুম্ব] গুল্ম, ঝোপ, অকর্ষিত বনভূমি, প্রাচীন মদ্যবিক্রেতার চিহ্নস্বরূপ আইভি নামক লতাগুচ্ছ, ঘন বৃক্ষশ্রেণীর ঝোপ বা বন, বনজঙ্গল।

পগেব (ক্রি-বিণ) অতিরিক্ত রূপে, পূর্বে, অতি কমভাবে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া, অতি সত্বর, অতি সকালে, আগে, প্রথমে, বলিতে নাই; (সাহিত্যে) যত তাড়তাড়ি পারা যায় ততই ভাল। (তুলনীয়) **পগেবতরং, অতিপ্পগো** (মধ্যম নিকায়), **অতিপ্পগে** (জাতক)।

পগেবতরং—অতি সকালে, সর্বপ্রথমে, খুব তাড়াতাড়ি। = **পগেব।**

পগ্গণ্হাতি (ক্রি) [প+√গহ+ণ্হা] ১। টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রসারিত করা, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, প্রসারিত হওয়া, ভঙ্গ না হইয়া প্রসারিত হওয়া, গ্রহণ করা, পোষণ করা, দমন করা, দখল করা, অধিকারে বা আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বদ্ধ করা, ধারণ করা, রক্ষা করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, ক্রমাগত চালানো, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অভিন্ন বা অবশীকৃত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা, লওয়া, ধরা, গ্রহণ করা, উঠাইয়া ধরা, উচু করিয়া ধরা, বাছিয়া বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোনো সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা, ফলপ্রদ হওয়া, প্রকাশ্য অবস্থায় গ্রহণ করা, বলপূর্বক ধরা। ⟹ প(১)। (দীর্ঘনিকায়) **সুজং পগ্গণ্হাতি**—যজ্ঞীয় হাতা বা বড়ো চামচ গ্রহণ করে, **অঞ্জলিং পগ্গণ্হাতি**—অঞ্জলিবদ্ধ অথবা যুক্ত হস্তে নমস্কার করে। (জাতক) **পবেণিং পগ্গণ্হাতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **তুরিযানি পগ্গণ্হাতি।** = **পসারেতি।** ২। যত্ন করা, তত্ত্বাবধান করা, দেখাশোনা করা, সাহায্য করা, অনুগ্রহ করা, আনুকূল্য করা, পক্ষাবলম্বন করা, ধারণ করা, ভার বহন করা, সহ্য করা, ভরণ-পোষণ করা, প্রতিপালন করা, চালানো, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, সাহস দেওয়া, অনুকম্পা করা, মিত্রের ন্যায় কার্য করা। (বিপ) **নিগ্গণ্হাতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সপ্পুরিস-ধম্মং পগ্গণ্হাতি।** ৩। নিয়োগ করা, প্রস্তাব করা, কোনো অবস্থায় উপনীত করা, উপস্থিত করা, সংযুক্ত করা, জিজ্ঞাসা করা, ব্যাখ্যা করা, লেখা, রাখা, স্থাপন করা, (বলাদি) প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, বলপূর্বক আকর্ষণ করা অথবা প্রসারণ করা, জোরে টানা, শোধিত করা বা হওয়া, ছাঁকা, ঢালা, অত্যধিক চালনা করা বা খাটানো, পেষণ করা, জোর করিয়া বাধ্য করা, মচকানো, মোচড়ানো, অত্যন্ত চেষ্টা করা, ছটফট করা, চোঁয়াইয়া পড়া, নানাভাবে প্রয়োগ করা (**চিত্তং**—মনকে)। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **পগ্গণ্হন্তো বিরিযেন চরতি।** (অতীত) **পগ্গণ্হি।** (অ-বিণ) **পগ্গহিত।** (ব-বিণ) **পগ্গণ্হন্ত।** (ভ-বিণ) **পগ্গহেতব্ব।** (ক্রি-বি) **পগ্গহেত্বা, পগ্গয্হ।** (করণে) **পগ্গহেতি, পগ্গণ্হাপেতি।**

পগ্গণ্হাপেতি (ক্রি) তুলিয়া ধরার কারণ হওয়া, তুলিয়া ধরানো, ধারণ করানো, সমর্থন করানো, দমন করানো, বদ্ধ করানো, সাহায্য করানো, পৃষ্ঠপোষণ করানো, প্রকাশ্যে ধরানো। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ধম্ম-ধজং পগ্গণ্হাপেতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **তুরিযানি পগ্গণ্হাপেতি।** ⟹ **পগ্গণ্হাতি।**

পগ্গয্হ (ক্রি-বি) তুলিয়া, উঠাইয়া, উত্তোলন করিয়া, গ্রহণ করিয়া, লইয়া, ধারণ করিয়া, বিস্তৃত করিয়া, প্রসারিত করিয়া, ধরিয়া। = **উত্তারেত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **তুলং পগ্গয্হ।** (পেতবত্থু) **বাহুং পগ্গয্হ; উচ্চং পগ্গয্হ।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অঞ্জলিং পগ্গয্হ**—যুক্ত করে, হাত জোড় করিয়া। (বি-ভা) **বাহাপগ্গয্হ কন্দতি**—বাহু তুলিয়া শোক বিলাপ করিতেছে বা কাঁদিতেছে। = **পসারিত্বা** (⟹ **পসারতি**)। ⟹ **পগ্গণ্হাতি** (১)।

পগ্গলিত (বিণ) বিগলিত, প্রগলিত, ক্ষরিত, দ্রবীভূত, বিন্দু বিন্দু পতিত। = **বিগ্গলিত।**

পগ্গব—ঔষধের জন্য ব্যবহৃত একজাতীয় গুল্ম বা ছোট ছোট গাছ, যাহার ফল তিতা (তিত বেগুনের গাছ)। = **পক্কব।**

পগ্গহ (পুং) ১। চেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম, ধারণ, উত্তোলনকরণ, শক্তি, তেজ, কর্মশক্তি, উচ্চ করিয়া ধারণ, উঠাইয়া ধারণ। (দীর্ঘনিকায়) **পগ্গহ নিমিত্ত।** (পটিসম্ভিদা মার্গ) **পগ্গহ চরিযা; পগ্গহট্‌ঠ (পগ্গহত্থ)।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বিরিযিন্দ্রিযস্স পগ্গহ লক্খণ।** ২। অনুগ্রহ, সাহায্য, অনুকম্পা, দয়া, দান, উপকার, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি, সদয়ভাব, হিতৈষণা, পৃষ্ঠপোষকতা, আনুকূল্য, অভিভাবকত্ব, অনুগ্রহ, উৎসাহ, ধর্মবৃত্যাদি প্রদান করিবার অধিকার, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু। (বিপ) **নিগ্গহ।**

পগ্গহণ = **পগ্গহন।** ⟹ **পগ্গহন।**

পগ্গহন (ক্লী) সম্মুখ দিকে প্রসারণ, বিস্তার, বিস্তৃতি, বাড়ানো, বর্ধিত করণ, ব্যাপ্তি, উঁচু করিয়া ধারণ, উত্তোলন, (হাত সম্বন্ধে) হস্তোত্তোলন করিয়া অঞ্জলি নমস্কার করণ। (তুলনীয়) **অঞ্জলিং পগ্গণ্হাতি।** ⟹ **পগ্গহ।**

পগ্গহনতা (স্ত্রী) = **পগ্গহ** ⟹ **পগ্গহ** (১)।

পগ্গহিত (বিণ) উঠাইয়া ধরিয়াছে এমন, ধারণ করিয়াছে এমন, ধারণ করা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **ছত্ত পগ্গহিত**—ছত্রধারী, ছাতি ধরিয়া (খোলাছাতি মাথার উপর ধরিয়া)। ⟹ **পগ্গণ্হাতি।**

পগ্গহেতি (ক্রি) (বল ইত্যাদি) প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, শক্তি প্রয়োগ করা, চেষ্টা করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মানসং পগ্গহেতি।** ⟹ **পগ্গণ্হাতি।**

পগ্গাহ (পুং) = **পগ্গহ।** ⟹ **পগ্গহ।** (দীর্ঘনিকায়) **পগ্গাহ নিমিত্ত।** কিন্তু ধর্মসঙ্গণীতে ইহার "হস্তমুষ্টি, গ্রহণ, আয়ত্ত, ধীশক্তি" অর্থে অনুবাদ করা হইয়াছে।

পগ্গাহিক (বিণ) সম্বন্ধীয়, বিষয়ক, গ্রহণকারী, স্বীকৃত, অভ্যর্থিত, সমাদরকৃত, গৃহীত, অন্তর্ভুক্ত, প্রাপ্ত, যেই গ্রাহকেরা বা গ্রহীতাগণ পাইয়া থাকে। (যৌগিকে) **পগ্গাহিক সালা।**

পগ্গাহিক সালা (স্ত্রী) দোকান। ⟹ **পগ্গাহিক।**

পগ্ঘরণ (ক্লী) নিঃসরণ, ফোঁটা ফোঁটা পড়া, ক্ষরণ, চুয়াইয়া পড়া, স্রবণ, তরল দ্রব্যের পতন, নাশ, চুয়ানো, ক্ষরণ করানো, ধীর প্রবাহ, বিন্দু বিন্দু পতন। = **বিন্দু বিন্দুং উদকং পগ্ঘরতি।**

পগ্ঘরণক (বিণ) প্রবহমাণ, অবাধ, ফোঁটা ফোঁটা পড়ে এরূপ, বিন্দু বিন্দু পড়ে এমন, ক্ষরিত, নিঃসরিত। (জাতক) **অপ্পপগ্ঘরণক বেলা।** (ধম্মপদ অর্থকথা) **লোহিত পগ্ঘরণক।**

পগ্ঘরতি (ক্রি) [প+√ঘর+অ] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, উথলিয়া পড়া, প্লাবিত করা, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া, চুয়াইয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া, চুয়ানো, ক্ষরণ করানো, ফোঁটা ফোঁটা পড়া বা ফেলা, বিন্দু বিন্দু পড়া, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে দেওয়া। (সূত্রনিপাত) **পুব্বঞ্চ লোহিতঞ্চ পগ্ঘরতি।** (পেতবত্থু) **গব্ভো পগ্ঘরি** = **বিস্সন্দি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **বিস্সন্দতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অক্খিনি পগ্ঘরন্তি** = **বিস্সন্দন্তি।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নবহি দ্বারেহি পুলুবকা পগ্ঘরিংসু।** = **গলন্তি।** (অতীত) **পগ্ঘরি।** (অ-বিণ) **পগ্ঘরিত।** (ব-বিণ) **পগ্ঘরন্ত।** (ক্রি-বি) **পগ্ঘরিত্বা।**

পগ্ঘরিত (বিণ) প্রবাহিত, দ্রবিত, নির্গত, দ্রবীভূত, ক্ষরিত, নিঃসৃত, চুয়াইয়া পড়িয়াছে এমন, উথলিয়া পড়িয়াছে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খীর পগ্ঘরিত।** ⟹ **পগ্ঘরতি।**

পগ্ঘরিত লাল (বিণ) (মুখ হইতে) লালা নিঃসৃত।

পগ্ঘরেতি (ক্রি) = **পগ্ঘরতি।** ⟹ **পগ্ঘরতি।**

পঘণ (পুং) ঘরের দরজার সম্মুখস্থ আচ্ছাদিত মাটির বেদি (যেখানে গাড়ি হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া ঘরে প্রবেশ করে—এরূপ ঘর বিশেষত শহরেই দৃষ্ট হয়)। (বিনয়) **পঘনং নাম যং নিক্খমন্তা চ পবিসন্তা চ পাদেহি হনন্তি।** (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের উদ্ধৃতি) **তস্স বিহারদ্বারে উভতো কুট্টং নিহরিত্বা কতপদেসস্স এতং অধিবচনং।**

পঙ্ক (পুং) পঙ্ক, কর্দম, মৃত্তিকা, পাপ, অপবিত্রতা, অপরিষ্কার, মালিন্য, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, ভ্রষ্টতা। (সূত্রনিপাত) **পঙ্কদন্ত রজস্সির।** (চুল্লনিদ্দেস) **কাম-পঙ্কো কাম-কদ্দমো** ইত্যাদি।

পঙ্কজ (ক্লী) পঙ্কজ, পদ্ম। (বিণ) পঙ্কজাত, পঙ্কজ, পঙ্ক বা কর্দম হইতে উৎপন্ন।

পঙ্কদন্ত (বিণ) যাহার ময়লা দাঁত আছে, যাহার দাঁত অমার্জিত, যাহার দাঁত ময়লাযুক্ত, যাহার দাঁত অপরিষ্কার, পঙ্কদন্ত, যাহার দাঁতে ময়লা ধরিয়াছে, কখনও দাঁত মাজে নাই এমন, যাহার দাঁত অপরিষ্কৃত।

পঙ্কদন্ত রজস্সির—(বিণ) (সন্ন্যাসী বা তপস্বী সম্বন্ধে) যাহার দাঁত অপরিষ্কৃত এবং মস্তক ধূলিবালি ম্রক্ষিত, যাহার দাঁত অমার্জিত এবং মস্তকের কেশরাশি অপরিষ্কৃত, যাঁহার দাঁত ক্লেদযুক্ত এবং ভ্রমণজনিত শির ভ্রমণজনিত ধূলায় ধূসরিত। ⟹ **দন্ত** (১), **পঙ্ক।**

পঙ্কপিট্‌ঠে—কাদার উপর, পঙ্কপৃষ্ঠে, কর্দমের উপরিভাগে। ⟹ **পিট্‌ঠে** (২)।

পঙ্কেরুহ (ক্লী) পঙ্কে উৎপন্ন বৃক্ষ অর্থাৎ পদ্ম। = **পঙ্কজ** (ক্লী)।

পঙ্গ—এই শব্দটি কেবল যৌগিকে "**পঙ্গচীর**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **পঙ্গচীর।**

পঙ্গচীর (ক্লী) পাতার বাঁশি বাজানো, পাতা দ্বারা প্রস্তুত বাঁশি বাজানো। সিংহলী গ্রন্থে যৌগিক শব্দে "**পতকুলল**" এবং Morris-এর I. P. T. S.-এতে "**মরথী পুঙ্গী**"। বুদ্ধঘোষের দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**পঙ্গচীর বুচ্চতি পণ্ণ-নালিকা, তং ধমন্তা কীলন্তি**"।

পঙ্গু (বিণ) পঙ্গু, খোঁড়া, খঞ্জ। (পুং) খোঁড়া লোক। ⟹ **পকখ** (৩)।

পঙ্গুল (বিণ) = **পঙ্গু।** ⟹ **পঙ্গু।**

পচং (বিণ) = **পচন্ত।** ⟹ **পচন্ত।**

পচতি (ক্রি) [√পচ+অ] পাক করা, রন্ধন করা, সিদ্ধ করা, মাংসের কাবাব করা, অগ্নির উত্তাপে ঝলসাইয়া পাক করা, ভাজা, অত্যন্ত উত্তপ্ত করা (অর্থাৎ সর্বপ্রকারের রন্ধন করা); (চরিত্রে) নরকে যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **নিরযে পচিত্বা**—নরকে সিদ্ধ বা উৎপীড়িত হইয়া। (অতীত) **পচি।** (অ-বিণ) **পচিত, পক্ক।** (ব-বিণ) **পচন্ত, পচমান।** (ভ-বিণ) **পচিতব্ব, পচনীয।** (সম্মন্ধপদে) **পচত;** (করণে) **পাচযত;**

"পচ্চত" শব্দের পরিবর্তে পাঠ "পচত", (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **পরে দণ্ডেন পীলেন্তস্স।** (ক্রি-বি) **পচিত্বা, পচিয।** (তুম) **পচিতুং।** (কর্মবাচ্যে) **পচ্চতি।** (করণে) **পচাপেতি, পাচেতি।**

পচতী (বিণ) = **পচং।** ⟹ **পচং।**

পচন (ক্লী) রন্ধন, রান্না, পাক। (জাতক) **পচন থালিকা; পচন ভাজন।** (থেরগাথা অর্থকথা) **ভত্তপচন।**

পচনথালিকা (স্ত্রী) রন্ধনের থালা অর্থাৎ রন্ধনপাত্র। ⟹ **পচন।**

পচনভাজন (ক্লী) রন্ধন পাত্র (অর্থাৎ পাতিল তেলইন)। ⟹ **পচন।**

পচনীয (ভ-বিণ) পাক করার যোগ্য, রন্ধন করিবার উপযুক্ত, রাঁধিবার যোগ্য। ⟹ **পচতি।**

পচন্ত (বিণ) পচ্যমান, পাক করিতেছে এরূপ, রন্ধন করা হইতেছে এরূপ; (নরক সম্বন্ধে) উৎপীড়িত হইতেছে এমন, যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতেছে এমন। ⟹ **পচতি।**

পচমান (বিণ) পাক করিতেছে এরূপ। = **পচন্ত।** ⟹ **পচতি।**

পচরতি (ক্রি) [প+√চর+অ] গমন করা, পশ্চাদ্‌গমন করা, চলা, হাঁটা, পদচারণ করা, পায়চারি করা, ধীরে ধীরে ইতস্তত ভ্রমণ করা, পিছে পিছে যাওয়া; (চরিত্রে) পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, বাদ্যযন্ত্র বাদন করা, অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা। = **পবরতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **পচরি।**

পচল (বিণ) প্রচল, প্রকৃষ্ট চলনযুক্ত, চঞ্চল, কম্পিত, বিচলিত, অস্থির, ভীত, দুর্বল, উদ্বিগ্ন, উদ্বেগযুক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, ইতস্তত করে এমন, দোলায়মান।

পচলতি (ক্রি) দোলায়মান হওয়া, কোনোরূপ অনুগ্রহের আশায় পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ানো, প্রলোভন স্বরূপ সামনে ধরা। ইহার পরিবর্তে বর্মাগ্রন্থে "**পজলতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অ-বিণ) **পচলিত।**

পচলাযতি (ক্রি) [প+√চল+আয] (চক্ষু) পিটপিট অথবা মিটমিট করা, (চক্ষুর পাতা) দোলা, দেখিয়াও না দেখার ভান করা, চোখ টিপিয়া ইশারা করা, নিদ্রালু হওয়া, অলস হওয়া, স্বভাবত অন্যমনস্ক হওয়া, মাথা নোয়ানো, মাথা হেঁট করা, সামান্য নত হওয়া, নত করা, আনত করা, তন্দ্রাভিভূত হওয়ার আরম্ভ করা। (তুলনীয়) **দণ্ডাযতি, পচালোতি।** (অতীত) **পচলাযি।** (তুম্) **পচলাযিতুং** (জাতক) **পচলাযিতুং আরব্ভি।**

পচলাযিকা (স্ত্রী) শিরকম্পন করণ, মাথা নত করণ, অভিবাদন করণ, (চক্ষুর পাতায়) পিট পিট অথবা মিট মিট করণ, ক্ষণিক দৃষ্টিপাত, তন্দ্রা, নিদ্রালু হইয়া, স্বভাবত অন্যমনস্ক হইয়া। = **অক্খিদলাদীনং পচলভাবং করোতি** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

পচলিত (বিণ) প্রচলিত, যাহার চলন হইয়া এমন, প্রস্থিত, প্রসিদ্ধ, কম্পিত, বিচলিত, অস্থির, ভীত, দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, দোয়ালমান, ইতস্তত করে এমন, অস্থিরচিত্ত, চঞ্চল। ⟹ **পচলতি।**

পচাপেতি (ক্রি) রন্ধন করানো, পাক করানো, রান্না করানো। ⟹ **পচতি।** (জাতক) **আহারং পচাপেতি, ভত্তং পচাপেতি।** (অতীত) **পচাপেসি।** (ক্রি-বি) **পচাপেত্বা।**

পচাযিন (বিণ) সম্মান প্রদর্শনকারী।

পচারক (বিণ) প্রচারক, প্রকাশক, ঘোষণাকারী।

পচারেতি (ক্রি) [প+√চর+এ] ১। প্রচার করা, নির্বাহ করা, শাসন করা, চালানো, পরিচালনা করা, শিক্ষা দেওয়া, হস্ত দ্বারা চালনা করা, ছড়ানো, (বীজ ইত্যাদি) ছড়ানো; (সংবাদাদি সম্বন্ধে) চারিদিকে ব্যাপ্ত করা, বেতারে প্রচারের জন্য সঙ্গীতাদি করা, প্রকাশ করা, প্রকাশিত করা, ছাপাইয়া বাহির করা, মুদ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থে সমুপস্থিত করা, সাধারণের সমক্ষে প্রেরণ করা। ২। প্রবৃত্ত হওয়া, প্রায়শ যাতায়ত করিয়া সাক্ষাৎ করা, যাইয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়ের টীকায়) **পচারযামি, সঞ্চরিস্সামি।** (অতীত) **পচারেসি।** (অ-বিণ) **পচারিত।** (ক্রি-বি) **পচারেত্বা।**

পচালক (বিণ) দোলায়মান, দোদুল্যমান, নড়াচড়া করে এমন, হেলিয়া-দুলিয়া চলে এমন, কম্পিত, ভীত, বিচলিত, অস্থির, দুর্বল।

পচালকং (ক্রি-বিণ) আন্দোলিতরূপে, প্রভাবিতভাবে (অর্থাৎ শরীর বা বাহু দোলাইয়া দোলাইয়া চলা)। (বিনয়) **সরীর পচালকং, বাহু পচালকং**—শরীর ও বাহু দোলাইয়া দোলাইয়া।

পচালেতি (ক্রি) আন্দোলিত করা বা হওয়া, প্রভাবিত করা, দোদুল্যমান হওয়া, দোলা বা দোলানো, দোলায়মান হওয়া, এদিক ওদিক নড়া বা নড়ানো, হেলিয়া দুলিয়া চলা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া, নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, চলা, হাঁটা, পদব্রজে চলা। (থেরগাথা) **মা পচালেসি**—নাড়িও না, আন্দোলিত করিও না, (কিন্তু অনুবাদ করা হইয়াছে) আন্দোলন করিও না এবং মাথা নত করিও না।

পচিত (বিণ) রন্ধিত, রন্ধনকৃত, পাক করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পচতি।**

পচিতব্ব (ভ-বিণ) রন্ধন করিবার উপযুক্ত। = **পচনীয।** ⟹ **পচতি।**

পচিতুং (তুম) পাক করিতে, রন্ধন করিতে। ⟹ **পচতি।**

পচিত্বা (ক্রি-বি) পাক করিয়া, রন্ধন করিয়া। ⟹ **পচতি**।

পচিনতি (ক্রি) = **পচিনাতি**। ⟹ **পচিনাতি**।

পচিনাতি(ক্রি) [প+√চি+না] ১। ঠোকরানো, চয়ন করা, জড় করা, বিদ্ধ করা, মনোনীত করা, নির্বাচন করা, আঙ্গুল দিয়া পৃথক করা, (পালক) ছাড়ানো, তার টানিয়া পরীক্ষা করা, উদ্‌ঘাটন করা, অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান করা, অপহরণ করা, অল্প অল্প করিয়া ভোজন করা, সংগ্রহ করা, পক্ষ উৎপাটন করা, ছাড়াইয়া ফেলা, কাড়িয়া লওয়া, আকর্ষণ করা, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ করানো, উপার্জন করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, সংগ্রহ করা, একত্র করা, একত্রিত হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, পুঁজ সঞ্চিত হওয়া, গ্রহণ করা, লওয়া, রাশীকৃত করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা বেশি হওয়া, জমানো, স্তূপীকৃত করা, সঞ্চয় করা। (তুলনীয়) **আচিনাতি**। ⟹ **প** (২)। **দুক্খং পচিনাতি** = **দুক্খং আচিনাতি**। (ধর্মপদ) **পুপ্‌ফানি পচিনাতি** = **পুপ্‌ফানি ওচিনাতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ভবিষ্যৎকালে) **পচিনিস্‌সতি**। ২। (মানসিক বা মনে মনে) পছন্দ করা, বাছিয়া লওয়া, পার্থক্য বিচার করা অথবা দূর হইতে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লক্ষ্য করা, মনে মনে পার্থক্য বুঝিতে পারা, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, (লোক দৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, জানা, জানিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া। = **পবিচিনতি**। (অতীত) **পচিনি**। (ব-বিণ) **পচিনন্ত** = **পচিনং**, **বিচিনন্ত**, **তুলযন্ত**, **তীরযন্ত**। (ভবিষ্যৎ) **পচেস্‌সতি**; সিংহলি গ্রন্থে "**বিজেস্‌সতি**, **বিচেস্‌সতি**" শব্দও দৃষ্ট হয়; কিন্তু ধর্মপদ অর্থকথায়--"**বিচিনিস্‌সতি**, **উপপরিক্‌খিস্‌সতি**, **পটিবিজ্ঝিস্‌সতি**, **সচ্চিকরিস্‌সতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (কর্মবাচ্যে) **পচিযতি**।

পচিয (ক্রি-বি) পাক করিয়া, রন্ধন করিয়া। ⟹ **পচতি**।

পচিযতি (ক্রি) স্তূপীকৃত হওয়া, রাশীকৃত করা বা হওয়া, সংগৃহীত হওয়া, জমানো, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা বেশি হওয়া, বর্ধিত হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা। (বিপ) **খীযতি**।

পচুট—দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**পচুট**" পাঠটি সন্দেহজনক, ইহা "**পমুট**, **পমুচ**, **পপুট**" শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। "**পটুব**, **পমুট**, **সমুদ্দ**" শব্দের ব্যবহারও দীর্ঘনিকায় সাহিত্যে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বর্ণনায় দেখা যায় "**গণ্ঠিক**"—গ্রন্থি, গেরো বা গিরা। ⟹ **পবুতা**।

পচুটা ⟹ **পবুট**।

পচুর (বিণ) প্রচুর, প্রভূত, বহুল, অধিক, নানাবিধ, বিবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়, বহুসংখ্যক, সাধারণ, সমগ্রজাতীয়, প্রচলিত, অনিশ্চিত, কোনো, যে কোনো। = **পসুর**, **বহু সলভ** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পচুর জন**। বিমানবত্থুর "**যাদিস কীদিসো**" শব্দের পরিবর্তে বিমানবত্থু অর্থকথায় "**পচুরজনো**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ⟹ **পসুর**।

পচেস্‌সতি ⟹ **পচিনাতি**।

পচ্চ—(উপসর্গ পদ অব্যয়) পশ্চাদ্দিকে, পূর্বাবস্থায়, পশ্চাতে, পূর্বে, পুনরায়। ⟹ **পটি**। এই শব্দটি অবর্ণের পূর্বস্থিত "**পটি**" শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, যেমন বর্তমান কালে "**পটিকম্পতি**" শব্দ হইতে "**পচ্চকম্পিত্থ**" শব্দ হইয়া থাকে।

পচ্চকম্পিত্থ = **পটিকম্পিত্থ**। ⟹ **পটিকম্পিত্থ**।

পচ্চক্কোসতি (ক্রি) [পতি+আ+√কুস+অ] প্রতিবাদে আক্রোশ করা, প্রতি আক্রোশ করা, প্রতিবাদে গালি দেওয়া, প্রত্যুত্তরের অভিশাপ দেওয়া। (অতীত) **পচ্চক্কোসি**।

পচ্চক্কোসন (ক্লী) প্রতি আক্রোশ করণ, প্রতিবাদে গালাগালি করণ, প্রত্যুত্তরে অভিশাপ, প্রতিবাদে আক্রোশ প্রদর্শন।

পচ্চক্খ (বিণ) [পটি+অক্খ] প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ হইয়াছে অথবা স্বয়ং দেখিয়াছে এমন, দৃশ্য, সাক্ষাৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চোখের সামনে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞাতব্য বা অনুভবনীয়, সুস্পষ্ট, সাধিত, কার্যে পরিণত, হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে এমন, আদায়কৃত, লব্ধ, প্রাপ্ত, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, জাজ্জ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, সহজবোধ্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্র, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, অঋণী, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, অবাধ, বর্তমান, উপস্থিত, বাধাহীন, ঋণহীন, আলোচ্যমান, সর্বদা প্রস্তুত, অব্যবহিত। (করণ কারকে) **পচ্চক্খেন**--ব্যক্তিগতভাবে। (অপদান কারকে) **পচ্চক্খতো**—ব্যক্তিগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হইতে।

পচ্চক্খকম্ম (ক্লী) প্রত্যক্ষ কর্ম, পরিষ্কার বা সুস্পষ্ট করণ অর্থাৎ প্রতিপাদন, প্রমাণ, বিচারণ, বিক্ষোভ প্রকাশ, সামরিক শক্তি প্রদর্শন, শোভাযাত্রা ইত্যাদির মারফত জনমতের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, বাস্তবে পরিণতি, উপলব্ধি, আদায়করণ।

পচ্চক্খতো (ক্রি-বিণ) প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হইতে, নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে। ⟹ **পচ্চক্খ**। (বি-ভা) **পচ্চক্খতোকত্বা**— নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে জানিয়া, নিজে প্রত্যক্ষরূপে অথবা সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিয়া, ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং জানিয়া (জাতক)।

পচ্চক্খাত (বিণ) প্রত্যাখ্যাত, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচ করা হইয়াছে এমন, পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, বর্জিত, নিরাকৃত, নিরস্ত, দূরীকৃত, অস্বীকৃত। (বিনয়) **সিক্খা পচ্চক্খাত**। ⟹ **পচ্চক্খাতি**।

পচ্চক্খাতি (ক্রি) [পটি+আ+√খা+অ] (সাহিত্যে) বিরুদ্ধে

বলা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, দিতে বা লইতে অমত করা, "না" বলা, অস্বীকার করা, দাবি না রাখা, ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা। সাধারণত এই শব্দটি "**বুদ্ধং, ধম্মং, সিক্খং**" শব্দের সহিত অথবা ধর্মীয় আদর্শ প্রকৃতির একই অর্থবাচক শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আতিশয্যবাচক অথবা জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ "**পচ্চাচিক্খতি**"। (অতীত) **পচ্চক্খাসি**; (জাতক টীকায়) **পকখাসি**। (অ-বিণ) **পচ্চক্খাত**। (ক্রি-বি) **পচ্চক্খায়**; (জাতক) **আচরিযং পচ্চক্খায়**; (বিনয়) **সিক্খং পচ্চক্খায়**; (সংযুক্তনিকায়) **অরিযসচ্চং পচ্চক্খায়**।

পচ্চক্খান (স্ত্রী) প্রত্যাখ্যান, অগ্রাহ্য, নাকচ, পরিত্যাগ, বর্জন, নিরসন, নিরাকরণ, দূরীকরণ, অস্বীকার, অসম্মতি।

পচ্চক্খেন (ক্রি-বিণ) প্রত্যক্ষভাবে, ব্যক্তিগতভাবে। ⟹ **পচ্চক্খ**।

পচ্চগু = **পদ্ধগু**। ⟹ **পদ্ধগু** (২খ)।

পচ্চগূ (বিণ, পুং) "যে ব্যক্তি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে", ছাত্র, শিষ্য, অন্তেবাসিক। (সংযুক্ত নিকায়) **মারস্স পচ্চগূ**। = **বদ্ধভূ, পট্ঠগূ, বদ্ধগূ**। (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **বদ্ধুবর সিস্স অন্তেবাসিক**।

পচ্চগ্গল (বিণ) (বি-ভা) **পচ্চগ্গলে অট্ঠাসি**—টুঁটিতে বা গলদেশে ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করিল।

পচ্চগ্গহতি (ক্রি) [পটি+গহতি] প্রতিগ্রহণ করা, ধরা। (অতীত) **পচ্চগ্গহি**।

পচ্চগ্ঘ (বিণ) [পটি+অগ্ঘ] (অভিনব, নব্য, আধুনিক, নূতন, নব, নবীন, তাজা, অনভ্যস্ত, অনভিজ্ঞ, অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব, সুন্দর, মনোহর, অতি মূল্যবান, মহার্ঘ, ব্যয়বহুল, বহু ব্যয়সাপেক্ষ। = **অভিনব মহগ্ঘ বা** (পেতবত্থু অর্থকথা) = **অভিনব** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পচ্চঙ্গ (স্ত্রী) [পটি+অঙ্গ] প্রত্যঙ্গ, অঙ্গাবয়ব, অঙ্গের অঙ্গবিশেষ, অঙ্গুলি-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি অবয়ব, উপকরণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ সমূহ। (যৌগিকে) **অঙ্গপচ্চঙ্গানি**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ, ক্ষুদ্র বৃহৎ অঙ্গ সমূহ। ⟹ **অঙ্গ**।

পচ্চঙ্গিন (বিণ) = **অঙ্গ পচ্চঙ্গিন**। ⟹ **অঙ্গ পচ্চঙ্গিন**। ⟹ **অঙ্গিন**।

পচ্চঞ্জন (স্ত্রী) [পটি+অঞ্জন] অঞ্জনের বাক্স, কাজল রাখার কৌটা, সুর্মার কৌটা, তৈলসিক্ত করণ, তৈল-লেপন করণ, তৈল দ্বারা অভিষিক্তকরণ, মলম, প্রলেপ, (রাজ্যাভিষেকের ব্যাপারে) অভিলেপন, তৈলমর্দন, আবেগপূর্ণ অথবা মোলায়েম ভাব প্রকাশ, কপট আগ্রহ। = **ভবনীয-সীতল-ভেসজ্জঞ্জনং**। = **অঞ্জন নাড়ি**।

পচ্চতি (ক্রি) রন্ধন হওয়া, রান্না হওয়া, পাক হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, অগ্নির উত্তাপে ঝলসাইয়া পক্ব হওয়া, ভাজা হওয়া; (চরিত্রে) ত্যক্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, হয়রান হওয়া, কষ্ট দেওয়া, সহ্য হওয়া, ভোগ করিতে হওয়া, বরদাস্ত হওয়া, অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া, করিতে দেওয়া, অনুভূত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, যন্ত্রণা প্রাপ্ত হওয়া, ক্লেশ ভোগ করিতে হওয়া, শাস্তি ভোগ করিতে হওয়া, নরকে সিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে হওয়া। ⟹ **পচতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **কালেন পচন্তি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ফেনুদ্দেহকং পচ্চতি নিরযে**। (ধর্মপদ) **পাপং পচ্চতি**—পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হয় (তুলনীয় ধর্মপদ অর্থকথা)। = **দুক্খং পাপুণন্তি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **নিরযে পচ্চরে জনা** = **নিরযে পচ্চন্তি জনা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। "**তপ্পতি**" শব্দের পরিবর্তে ধর্মপদ অর্থকথায় "**পচ্চতি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (অতীত) **পচ্চি**। (ব-বিণ) **পচ্চমান**। (ক্রি-বি) **পচ্চিত্বা**।

পচ্চত্ত (বিণ) [পটি+অত্তন] পৃথক, স্বতন্ত্র, বিশেষ, এক, অবিভাজ্য, অবিভক্ত, ব্যক্তিগত। (পেতবত্থু) **পচ্চত্ত বেদনা**। (ধর্মসঙ্গণী) **অজ্ঝত্ত পচ্চত্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পচ্চত্ত পুরিসকার**।

পচ্চত্তং (ক্রি-বিণ) স্বতন্ত্রভাবে, ব্যক্তিগতভাবে, একে একে, একজন একজন করিয়া, বিচ্ছিন্নভাবে, আলাদা আলাদা করিয়া, একাকী, আলাদা আলাদা, তৎকর্তৃক, সে স্বয়ং, সে নিজে নিজে, তাহার নিজ হৃদয়ের মধ্যে। (দীর্ঘনিকায়) **পচ্চত্তং যেব নিব্বুতি বিদিতা**। = **অত্তনো অত্তনো অব্ভন্তরে**। (মধ্যম নিকায়) **পচ্চত্তং বেদনিয**।

পচ্চত্তং বেদনিয (বিণ) নিজে নিজে উপলব্ধি করিবার যোগ্য, নিজেই জানিবার বা অনুভব করিবার যোগ্য। (স্ত্রী) একটি নরকের নামবিশেষ, এক প্রকার নরকের নাম। ⟹ **পচ্চত্তং**।

পচ্চত্তং বেদিতব্ব (ভ-বিণ) স্বয়ং জ্ঞাত হইবার যোগ্য, নিজে নিজেই জ্ঞাত হইবার যোগ্য, নিজে নিজেই জানিতে পারে অথবা উপলব্ধি করিতে পারে এমন। (সূত্রনিপাত) **পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি**—জ্ঞানীগণ নিজেই জানিবার বা উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত, জ্ঞানীরা নিজে নিজেই জানিতে পারে এমন।

পচ্চত্ত পুরিসকার—নিজের সাহসিকতা, নিজের দৃঢ়তা। ⟹ **পচ্চত্ত, পুরিসকার**।

পচ্চত্ত বচন (স্ত্রী) নিজের কথা, ব্যক্তিগত কথা বা ভাষণ, বিশেষ বাক্য, এক কথা, অখণ্ড কথা, অবিভাজ্য কথা, উল্লেখজনক ঘটনা বা অবস্থা, প্রত্যক্ষ ঘটনা বা অবস্থা, প্রত্যাবর্তিত ঘটনা বা অবস্থা, প্রতিফলনক্ষম ঘটনা বা অবস্থা, স্বতন্ত্র বিষয়ে মত প্রকাশ অর্থাৎ কর্মকারক, (ব্যাকরণে) কর্মকারককে নামবিশেষ। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় "**করণ**" শব্দের পরিবর্তে "**পচ্চত্ত বচন**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; সূত্রনিপাত অট্ঠকথায় "**সামিন**" সম্বন্ধেও "**পচ্চত্ত বচন**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ⟹

বচন (২)।

পচ্চত্ত বেদনা—ব্যক্তিগত উপলব্ধি, স্বতন্ত্র জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান, অখণ্ড জ্ঞান, অবিভাজ্য জ্ঞান। = **বিসুং বিসুং অত্তনা অনুভূযমানা মহাদুক্খ বেদনা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পচ্চত্ত**।

পচ্চত্থত (বিণ) বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, ঘোষিত, আচ্ছাদিত, প্রকাশিত, পরিবেশিত।

পচ্চত্থরণ (ক্লী) কোনো কিছুর উপরে বা নীচে অন্য কিছু বিস্তৃত করা বা বিছাইয়া দেওয়া, আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছদ্মবেশ, বিছানার চাদর, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, কম্বল, বসিবার উপাধান বা গদি, বসিবার গালিচা বা সতরঞ্চ, পালঙ্কে বিছাইবার আস্তরণ বা বিছানাপত্র। (বিনয়) **নিসীদন পচ্চত্থরণ**। (দীর্ঘনিকায়) **কদলি-মিগ-পবর পচ্চত্থরণ** (তুলনীয় দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (জাতক) **উণ্ণামষ পচ্চত্থরণ**।

পচ্চত্থিক (বিণ, পুং) বিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু, প্রতিপক্ষ, বিরোধী। (বিণ) **অত্ত পচ্চত্থিক**। (তুলনীয়) **পচ্চামিত্ত**।

পচ্চন (ক্লী) সিদ্ধ হওয়ার অবস্থা, অগ্নিপক্ব হওয়ার অবস্থা, দুঃখ-সহনশীলতা, যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন, উৎপীড়ন, পীড়া। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পচ্চনোকাস**।

পচ্চনিক (বিণ) ১। বিরুদ্ধ, বিপরীত, অবাধ্য, একগুঁয়ে, প্রতিকূল, বিরোধী, অসঙ্গত, দুর্দশাগ্রস্ত, বিপজ্জনক, বিপরীত দিকের, বিমুখ, বিরোধী। (পুং) শত্রু, বিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ, বিরোধী লোক। (তুলনীয়) **বিপচ্চনীক**। ২। (পদ্ধতি অনুসারে) বিপরীত দিকের পশ্চাদ্দিকে বা ভুল দিকে ফিরানো, অস্বীকার সূচক, অভাববোধক, "না" অর্থবাচক। (বিপ) **অনুলোম**। (তুলনীয়) **পটিলোম**।

পচ্চনীক = **পচ্চনিক**। ⟹ **পচ্চনিক**।

পচ্চনীক গাথা (স্ত্রী) উত্তর, জবাব, সাড়া, প্রতিবেদন, প্রতিক্রিয়া, উত্তর দেওয়ার অনুরূপ গাথা বা শ্লোক। (তুলনীয়) **পটিগাথা**।

পচ্চনীকট্‌ঠপনা (স্ত্রী) = **পচ্চুট্‌ঠপনা**। ⟹ **পচ্চুট্‌ঠপনা**।

পচ্চনীয = **পচ্চনিক**। ⟹ **পচ্চনিক**।

পচ্চনু ভবতি (ক্রি) [পটি+অনু+√ভূ+অ] সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, ভোগা। = **পচ্চানুভোতি**। (অতীত) **পচ্চনুভবি**। (অ-বিণ) **পচ্চনুভূত**। (ক্রি-বি) **পচ্চনুভবিত্বা**।

পচ্চনুভাসতি (ক্রি) [পটি+অনুভাসতি] প্রকাশ করিয়া বলা, বলা, স্পষ্ট করিয়া বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, উচ্চারণ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, অনুরূপভাবে উল্লেখ করা বা সংক্ষেপে বলা, পত্র-ব্যবহারকারীরূপে নাম করা, গণনা করা, পর পর নাম করা।

পচ্চনুভোতি (ক্রি) [পটি+অনু+√ভূ+অ] অনুভব করা, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, সহ্য করা, ভোগা, ভোগ করা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্খং পচ্চানুভোতি**। = **পচ্চনুভবতি**। (অ-বিণ) **পচ্চনুভূত**। (ভবিষ্যৎ) **পচ্চনুভোস্‌সতি**। (কর্মবাচ্যে) **পচ্চনুভবিযতি**।

পচ্চনুসিট্‌ঠ (বিণ) [পটি+অনুসিট্‌ঠ] সুচিন্তিত, উপদেশ-ছলে তিরস্কৃত, সতর্কীকৃত, স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।

পচ্চনোকাস—পীড়নের অবকাশ, কষ্টের বিরাম সময়। ⟹ **পচ্চন, ওকাস**।

পচ্চন্ত (বিণ) ১ [পটি+অন্ত] প্রত্যন্ত, প্রান্তবর্তী, নিকটবর্তী, সংলগ্ন, সীমান্ত, সন্নিহিত, লাগোয়া, সমীপবর্তী। (জাতক) **পচ্চন্ত দেস; পচ্চন্তবাসিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্চন্ত নগর**। (সম্মোপায়ন) **পচ্চন্ত বিসয**। (পুং) (দেশের) সীমা বা প্রান্ত ভাগ, পল্লী অঞ্চল, পল্লী অঞ্চলের লোক, কিনারা, প্রান্ত, ধার, সীমাভূমি, পাড়, প্রান্তবর্তী সরু রেখা, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া, সীমানা, প্রান্তদেশ, শহরতলী। (জাতক) **বিহার পচ্চন্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পচ্চন্তে কুপিতে**—সীমান্তে গোলমাল হইলে, সীমান্ত বিদ্রোহ বা উপদ্রব ঘটিলে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্চন্তং বূপসামেতি**—সীমান্তে শান্তি স্থাপন করা। ২। বিশুদ্ধিমার্গে "**পচ্চন্ত**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে :— (পুং) প্রতিমা পূজক, ধর্ম ও চিন্তাহীন ব্যক্তি। (বিণ) পৌত্তলিক, অধার্মিক।

পচ্চন্ত কুপিতং—সীমান্ত বিদ্রোহ, প্রত্যন্ত দেশের গোলমাল, সীমান্ত দেশের উপদ্রব। ⟹ **পচ্চন্ত**।

পচ্চন্তদেস (পুং) প্রত্যন্ত দেশ, সীমান্ত দেশ, প্রান্ত দেশ। ⟹ **পচ্চন্ত**।

পচ্চন্ত নগর (ক্লী) সীমান্তবর্তী নগর, প্রত্যন্ত শহর। ⟹ **পচ্চন্ত**।

পচ্চন্তবাসিক = **পচ্চন্তবাসী**। ⟹ **পচ্চন্তবাসী**।

পচ্চন্তবাসী (বিণ) প্রত্যন্তরবাসী, সীমান্তবাসী। (পুং) প্রত্যন্তরবাসী লোক, গ্রামের লোক, গ্রামবাসী লোক, গ্রাম্য লোক, চাষা, সমীপবর্তী গ্রামের লোক। ⟹ **পচ্চন্ত**।

পচ্চন্ত বিসয (পুং) = **পচ্চন্তদেস**। ⟹ **পচ্চন্তদেস**।

পচ্চন্ত বিহার—সন্নিহিত বিহার স্থান (অর্থাৎ যেখানে ভাবনা সহকারে পায়চারি করিয়া অথবা বসিয়া দিনের মধ্যাহ্নকালের বিশ্রামের সময় কাটানো যায়)। ⟹ **পচ্চন্ত**।

পচ্চন্তিম (বিণ) প্রান্তবর্তী, সীমান্তবর্তী, সমীপবর্তী, দূরে অবস্থিত, সংলগ্ন, সন্নিহিত, লাগোয়া। = **পচ্চন্ত** (বিণ)।

পচ্চন্তিম নগর—প্রত্যন্তর নগর, সীমান্তবর্তী শহর, সীমান্তের শহর। ⟹ **নগর, পচ্চন্তিম**।

পচ্চব্যাধি = **পচ্চব্যাধি**। ⟹ **পচ্চব্যাধি**।

পচ্চভিঞ্ঞাণ (ক্লী) [পটি+অভি+ঞ্ঞাণ] স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা।

পচ্চয (পুং) সাহিত্য-সম্বন্ধীয় মোটামুটি অর্থে : কাহারও উপর অথবা কিছুর উপর নির্ভরশীলতা, পুনরায় পতন, পুনরায় চ্যুতি বা মৃত্যু, ভিত্তি, হেতু, প্রবর্তনা, ইত্যাদি। বৌদ্ধ দর্শন **"তিকপট্ঠান"** দ্রষ্টব্য। নীতিগত অর্থে : ১। (সাহিত্য সম্বন্ধীয়) ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, অভাব, আবশ্যক দ্রব্য, সঙ্গতি, অর্থ সম্পদ, উপায়, পথ, অবস্থান, অবস্থিতি, সাময়িক অবস্থান, প্রবাস, বিরাম, ঠেকনা, বাধা, আটক, সহ্য করিবার ক্ষমতা, প্রত্যয়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা হয়। ভিক্ষুদের দৈনিক ব্যবহার্য চারি প্রত্যয়, যথা—**চীবর** (চীবর), **পিণ্ডপাত** (ভিক্ষান্ন), **সেনাসন** (অবস্থান স্থান বা বিহার), **(গিলান পচ্চয) ভেসজ্জ** (রোগীভিক্ষুর ঔষধপথ্য)। ⟹ **চীবর**। (সূত্রনিপাত) **পচ্চয = গিলান-পচ্চয** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২। (প্রয়োগে) প্রত্যয়, হেতু, কারণ, নিদান, উপকারক, সাহায্যকারী, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, বিচার, নিরপেক্ষ সত্য, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, কোনও উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা, মোকদ্দমা, ভূমি, ময়দান, মাঠ, ভিত্তি, অভিপ্রায়, মতলব, প্রবর্তনা, অর্থ সম্পদ, সঙ্গতি, উপায়, পথ, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা। (মধ্যম নিকায়) **যং যদেব পচ্চযং পটিচ্চ**—যে কারণেই হউক অথবা যে উপায়েই হউক। রূপব্রহ্ম লোকে চারি প্রকার **"পচ্চয"** বা প্রত্যয়, যথা—**কম্ম পচ্চয, চিত্ত পচ্চয, উতু পচ্চয, আহার পচ্চয** (বিশুদ্ধি মার্গ)। বিভঙ্গ অর্থকথায় **"পটিসন্ধি"** সম্বন্ধে **দ্বিবিধ এবং অষ্টবিধ "পচ্চয"** বর্ণনা করা **হইয়াছে**। (সংযুক্ত নিকায়) **সপ্পচ্চয**। = **মূল** (চুল্লনিদ্দেস)। (চুল্লনিদ্দেস) **যথা পচ্চযং করোতি**—ইচ্ছানুরূপ করে অর্থাৎ সে যেরূপ ইচ্ছা করে সেইরূপ করে। প্রায়ই **"হেতু"** শব্দের সহিত ইহা যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**হেতু পচ্চয**। মহাজাতি বা সমধর্মাশ্রিত একাধিক জাতির সমবায়ে **"হেতু"** প্রজাতি বা শ্রেষ্ঠ উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণীর প্রতিরূপ বা আদর্শ স্বরূপ ছিল বলিয়া **"হেতু"** হইতে **"পচ্চয"** স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বারা আমরা যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারি উহার সহিতই **"পচ্চয"** বা প্রত্যয় তুল্যার্থ বাচক। "হেতু" অর্থে "অবস্থা", কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয় পূর্বপদ অথবা পূর্ববর্তী ঘটনা এবং ২৩ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে যাহা হেতুবাদ বা কারণতত্ত্বের বিশেষ প্রথা বা নীতি অনুসারে হেতুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই কার্য-কারণ সংবলিত ২৪ প্রকার **"পট্ঠান নয"** বা প্রস্থান নীতি। (তুলনীয়) **পট্ঠান**। (অপাদান কারকে) **পচ্চযা**। ৩। বিশ্বাস, সত্য বলিয়া প্রতীতি, ধর্ম বিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয়, সাহসিকতা, গুপ্তকথা, ভিত্তি, কারণ, হেতু, প্রত্যয়, নির্ভর, ন্যস্ত বিষয় বা দ্রব্য, দায়িত্ব, কর্তব্য, বিশ্বাস, ভূমি, যৌথ ব্যবসায়। (সংযুক্ত নিকায়) **অপর পচ্চয**।

পচ্চযক্খন্ধ ঞাণ—অতীতের চিন্তা বা স্মৃতিমন্থনের পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি।

পচ্চয-গহণ = পচ্চযগ্গহণ। ⟹ **পচ্চযগ্গহণ**।

পচ্চযগ্গহণ (ক্লী) প্রত্যয় গ্রহণ, হেতু গ্রহণ, কারণ অবলম্বন, হেতুকে আশ্রয় করণ।

পচ্চযতা (স্ত্রী) হেতু আছে এরূপ অবস্থা, কারণ আছে এরূপ অবস্থা, যুক্তি আছে এমন অবস্থা, উদ্দেশ্য আছে এমন অবস্থা, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকেরা প্রচেষ্টা করে তাহা আছে এমন অবস্থা, কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে এমন অবস্থা, কার্য-কারণ-সম্পর্কীয় সম্বন্ধ আছে এরূপ অবস্থা। (বি-ভা) **ইদপ্পচ্চযতা**।

পচ্চযসম্পদা (স্ত্রী) মুক্তির জন্য প্রত্যয় বা উপায় লাভজনিত সুখ। ⟹ **সম্পদা** (১)।

পচ্চযা (ক্রি-বিণ) প্রত্যয়ানুসারে, ধারানুরূপে, ধারাবাহিক নিয়মে, কারণে, উপায়ে, সাহায্যে, মারফতে, এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত, হেতুতে, আদ্যোপান্ত, সম্পূর্ণরূপে। (দীর্ঘনিকায়) **বেদনা পচ্চযা তণ্হা** ইত্যাদি (⟹ **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**)। (মধ্যম নিকায়) **জাতি পচ্চযা জরামরণং**। (পেতবত্থু) **কম্ম পচ্চযা; তপ্পচ্চযা**। ⟹ **পচ্চয** (২)।

পচ্চযাকার (পুং) কারণজনিত আকার বা রীতি, কারণজনিত প্রথা বা উপায়, সম্পর্কিত অবস্থা, সম্বন্ধবিশিষ্ট অবস্থা, কার্য-কারণ ঘটিত উৎপত্তি বা জন্ম অথবা সৃষ্টি অর্থাৎ **"পটিচ্চ-সমুপ্পাদ"**। = **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, নিদান**।

পচ্চযাকার বিভঙ্গ—প্রত্যয়াকার বিভঙ্গ। = **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**।

পচ্চযিক (বিণ) বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসভাজন, বিশ্বস্ত।

পচ্চযুপ্পন্ন (বিণ) কারণ-সংঘটিত, হেতুপ্রদ, কারণ হইতে উৎপত্তি বা জনন, কারণ দ্বারা সৃষ্টি।

পচ্চরী (স্ত্রী) ভেলা।

পচ্চলদ্ধংসু (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পটিলভতি**।

পচ্চবিধুং ⟹ **পটিবিজ্ঝতি**।

পচ্চবেক্খতি (ক্রি) [পটি+অব+√ইক্খ+অ] দর্শকের ন্যায় দেখা, বিবেচনা করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, ধ্যান করা, মনস্থ করা, অনুশীলন করা, আন্তরিকতার সহিত ভাবা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, আলোচনা পর্যালোচনা দ্বারা দর্শন করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, পুনর্বিবেচনা করা, পুনর্বিচার করা, পুনরায় পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, পর্যবেক্ষণ করা, প্রত্যাবেক্ষণ করা, সমালোচনা করা, দোষগুণ বিচার করা। (অতীত) **পচ্চবেক্খি**। (অ-বিণ) **পচ্চবেক্খিত**। (ক্রি-বি) **পচ্চবেক্খিত্বা, পচ্চবেক্খিয**।

পচ্চবেক্খণ (ক্লী) প্রত্যাবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পুনর্বার আলোচনা, আলোচনা পর্যালোচনার দ্বারা দর্শন, পরিদর্শন, পুনঃপরীক্ষা, পুনর্বিচার, সমালোচনা, গ্রন্থ সমালোচনা, সমালোচনাদি সমন্বিত সংবাদপত্র, সমালোচন পত্রিকা, বিশেষরূপে দর্শন, তত্ত্বাবধান, অনুসন্ধান, বিচার, প্রতিজাগর, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ, নিন্দা, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বকশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, দর্শন, দৃষ্টিপাত, মনোযোগ, দৃষ্টি, যত্ন, লক্ষ্য, শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, সম্মান।

পচ্চবেক্খণা (স্ত্রী) = **পচ্চবেক্খণ**। ⟹ **পচ্চবেক্খণ**।

পচ্চবেক্খা (স্ত্রী) কল্পনা, কল্পনা শক্তি, উদ্ভাবন।

পচ্চব্যাধি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পটিবিজ্ঝতি**।

পচ্চব্যাহাসি ⟹ **পটিব্যাহরতি**।

পচ্চসর = **অচ্চসর**। ⟹ **অচ্চসর**।

পচ্চসারি ⟹ **পটিসরতি**।

পচ্চস্সোসি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পটিস্সুণাতি**।

পচ্চাকত (বিণ) হতাশ, নিরাশ, বিফলমনোরথ, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচ করা হইয়াছে এমন।

পচ্চাকোটিত (বিণ) সমতল করা হইয়াছে এমন, চ্যাপ্টা করা হইয়াছে এরূপ, মসৃণকৃত, ইস্ত্রি করা (চীবর), নিপীড়িত, অবন্ধুর, চিক্কণ, কোমল। (চীবর-সম্বন্ধে) **আকোটিত পচ্চাকোটিত** (মধ্যম নিকায়)।

পচ্চাগচ্ছতি (ক্রি) [পটি+আ+√গম+অ] পশ্চাদ্গমন করা, প্রত্যাখ্যান করা, পুনরাগমন করা, ফিরিয়া আসা, পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া, উঠাইয়া লওয়া, তুলিয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, ফেরত দেওয়া, পরিশোধ করা, (কাহারও) পুনরাধিকারে যাওয়া, সরকারি দাবির উত্তরে বর্ণনা করা, (কিছু হইতে) পিছন দিকে গড়াইয়া যাওয়া বা গড়াইয়া দেওয়া, ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যাওয়া, পিছনে হটিয়া যাওয়া। কথাবত্থুতে ইহার ভুল বানান হইয়াছে "**পচ্চাগচ্ছতি**"। (তুলনীয়) **পচ্চেতি**। (অতীত) **পচ্চাগচ্ছি**। (অ-বিণ) **পচ্চাগত**। (ক্রি-বি) **পচ্চাগন্ত্বা**।

পচ্চাগত (বিণ) প্রত্যাগত, প্রত্যাগমন করিয়াছে এমন, ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। ⟹ **পচ্চাগচ্ছতি**।

পচ্চাগমন (ক্লী) প্রত্যাগমন, পশ্চাদ্গমন, প্রত্যর্পণ, পরিশোধ, প্রত্যুত্তর, প্রতিদান, ফেরত, পুনঃকৃত অবস্থা, পুনরায় ঘটিত অবস্থা, সম্মানজনক অবস্থা হইতে স্খলন।

পচ্চাগমি (অতীত ক্রিয়া) [পটি+আগমি] ফিরিয়া আসিলাম, ফেরত হইলাম।

পচ্চাচমতি (ক্রি) [পটি+আ+চমতি] গলাধঃকরণ করা, গিলিয়া ফেলা, উদরস্থ করা, আত্মসাৎ করা, শোষণ করা, নিঃশেষ করিয়া ফেলা। (সম্প্রদানে) **পচ্চাচমাপেতি**।

পচ্চাচমাপেতি (ক্রি) গলাধঃকরণ করানো, গেলানো, উদরস্থ করানো। ⟹ **পচ্চাচমতি**।

পচ্চাচিক্খতি (ক্রি) [পটি+আ+চিক্খতি] প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, বর্জন করা, ত্যাগ করা, পরিশোধ করিতে অস্বীকার করা, বাতিল করা, অনুমতি না দেওয়া। এই শব্দটি "**পচ্চক্খাতি**" শব্দের আতিশয্য বাচক বা জোর দিবার জন্য ব্যবহার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **পচ্চক্খাতি**।

পচ্চাজনতি (ক্রি) [পটি+আ+জনতি] পরে উৎপন্ন করা, পরে প্রসব করা, পরে জন্মানো, পশ্চাতে ঘটানো। = **পচ্চাজনেতি**।

পচ্চাজাত (বিণ) পুনর্জন্ম প্রাপ্ত, নূতনভাবে অস্তিত্ব প্রাপ্ত, নবরূপে অস্তিত্বে আগত, পুনর্বার নতুনভাবে উৎপন্ন। ⟹ **পচ্চাজায়তি**।

পচ্চাজায়তি (ক্রি) [পটি+আ+√জন+য] পুনরায় জন্ম নেওয়া, পুনর্বার অস্তিত্বে আগমন করা, নূতনভাবে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া, পুনর্বার নতুনভাবে উৎপন্ন হওয়া, পুনর্জন্ম গ্রহণ করা। (অতীত) **পচ্চাজায়ি**। (অ-বিণ) **পচ্চাজাত**। (ক্রি-বি) **পচ্চাজায়িত্ব**।

পচ্চাত্থরতি (ক্রি) [পটি+আ+থরতি] পরে বিস্তৃত করা। ⟹ **অত্থরতি**।

পচ্চাদাতি (ক্রি) [পটি+আ+দাতি] পরে নেওয়া, পরে গ্রহণ করা, পশ্চাতে আঁকড়াইয়া ধরা, পশ্চাতে অর্থ গ্রহণ করা, পরে আয়ত্ত করা, পরে ধরিতে চেষ্টা করা।

পচ্চানীকং (ক্লী) বিরুদ্ধাচরণ, বিরুদ্ধভাব, শত্রুতা।

পচ্চানেতি (ক্রি) [পটি+আ+নেতি] পশ্চাদ্দিকে চালাইয়া নেওয়া, ফিরাইয়া আনা। = **পুনরানেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পচ্চাপাদি (অতীত ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ একবচন) ⟹ **পটিপজ্জতি**।

পচ্চামিত্ত (পুং) শত্রু, বিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী।

পচ্চাবাহং (ক্লী) [পটি+আ+বাহং] পিছনের দিকে হস্তদ্বয় বন্ধন, পিছমোড়া করিয়া হস্তদ্বয় বন্ধন।

পচ্চাভট্ঠ (বিণ) ব্যাখ্যাত, বর্ণিত, আবৃত্তি করা হইয়াছে এমন, মুখস্থ বলা হইয়াছে এমন। ⟹ **পচ্চাভাসতি**।

পচ্চাভাসতি (ক্রি) [পটি+আ+ভাসতি] প্রত্যুত্তর দেওয়া, সমান উত্তর করা, কড়া জবাব দেওয়া, বর্ণনা করা, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সম্বন্ধ করা, সম্পর্কীয় বা সম্পর্কিত হওয়া, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। (অ-বিণ) **পচ্চাভাসিত**।

পচ্চাযিক = **পচ্চযিক**। ⟹ **পচ্চযিক**।

পচ্চারোপেতি (ক্রি) [পটি+আরোপেতি] পুনর্বার প্রকাশ করানো, পুনরায় প্রদর্শন করানো, প্রত্যুত্তর দেওয়ানো, সমান উত্তর করানো, কড়া জবাব দেওয়ানো, ব্যাখ্যা

করানো, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ানো। (তুলনীয়) **পচ্চাভাসতি।**

পচ্চাবমতি (ক্রি) = **পচ্চাচমতি।** ⟹ **পচ্চাচমতি।**

পচ্চাসংসতি (ক্রি) = **পচ্চাসতি।** ⟹ **পচ্চাসতি।**

পচ্চাসতি (ক্রি) অনুসন্ধান করা, চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, দান, চাওয়া, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয় বা বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা, আরাধনা করা, অনুগ্রহ করিয়া বলা। (ব-বিণ) **পচ্চাসন্ত, পচ্চাসংসন্ত (?)।**

পচ্চাসনে (ক্রি-বিণ) [পটি+আসন্নে] নিকটে, সমীপে, কাছে।

পচ্চাসবতি (ক্রি) [পটি+আ+সবতি] পরে প্রবাহিত হওয়া, পশ্চাতে বহা, পরে দ্রব হইতে থাকা, পরে চলাচল করা, পরে লম্বমান হওয়া, পরে ঝুলিয়া পড়া, পরে নির্গত হওয়া, পরে নিঃসৃত হওয়া, পরে জোয়ার হওয়া, পরে প্লাবিত করা।

পচ্চাসা (স্ত্রী) [পটি+আসা] আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, ভরসা, প্রত্যয়, আশার বস্তু।

পচ্চাসারেতি (ক্রি) [পটি+আ+সারেতি] ভালো অবস্থা হইতে মন্দ অবস্থায় পরিণত বা পরিবর্তন করা, বিপরীত ঘটানো, পিছাইয়া নেওয়া। = **পটিনিবত্তেতি** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সারেতি পি পচ্চাসারেতি পি।**

পচ্চাসিংসতি (ক্রি) [পটি+আ+√সিংস+অ] আশা করা, প্রতীক্ষা করা, (চলতি কথায়) অনুমান করা, অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করিয়া থাকা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুমতি চাওয়া, দান দেওয়া। (অতীত) **পচ্চাসিংসি।** (অ-বিণ) **পচ্চাসিংসিত।** (ব-বিণ) **পচ্চাসিংসন্ত।**

পচ্চাহরতি (ক্রি) [পটি+আ+√হর+অ] ফিরাইয়া আনা, ফেরত লওয়া, পুনর্বার গ্রহণ করা। (অতীত) **পচ্চাহরি।** (অ-বিণ) **পচ্চাহট।** (ক্রি-বি) **পচ্চাহরিত্বা।**

পচ্চুক্কড্ঢতি (ক্রি) [পটি+উক্কড্ঢতি] পুনর্বার টানিয়া টানিয়া বাহিরে নেওয়া, পুনরায় টানিয়া বাহির করা, পুনর্বার টানিয়া লম্বা করা, পুনর্বার বাহির করা, পুনরায় রচনা করা।

পচ্চুক্কড্ঢন (ক্লী) পুনর্বার বাহির করণ, পুনরায় টানিয়া লম্বা করণ, পুনরায় রচনা করণ।

পচ্চুগ্গচ্ছতি (ক্রি) [পটি+উ+√গম+অ] বহির্গত হওয়া, বাহিরে যাওয়া, বহির্গমন করা, নির্মূল হওয়া, নির্বাপিত হওয়া, বাহিরে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, যাত্রা করা। = **অভিমুখো উপরিগচ্ছতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অ-বিণ) **পচ্চুগ্গত।** (ক্রি-বি) **পচ্চুগ্গন্ত্বা।**

পচ্চুগ্গত (বিণ) উজ্জ্বল, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, মহান, সম্মানিত, সম্মানজনক। ⟹ **পচ্চুগ্গচ্ছতি।**

পচ্চুগ্গমন—বাহিরে সাক্ষাৎ করিতে গমন, বহির্গমন, সাক্ষাৎ করণ, সমাদর করণ, অভ্যর্থনা করণ, প্রত্যুদ্গমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্চুগ্গমনং করোতি।**

পচ্চুট্ঠপনা (স্ত্রী) বিরুদ্ধাচরণ, প্রতিবন্ধ, প্রতিরোধ, প্রতিরোধের শক্তি, বিপক্ষতা, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বাধাদান। = **পচ্চনীকট্ঠপনা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পচ্চুট্ঠাতি (ক্রি) [পটি+উ+√ঠা+অ] ওঠা, চড়া, ফাঁপিয়া ওঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লাফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, পুনরাগমন করা, পুনরাবির্ভূত হওয়া, (কাহাকেও) সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো। এই শব্দটি প্রায়ই যৌগিকে **"অভিবদতি"** শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। (অতীত) **পচ্চুট্ঠাসি।** (অ-বিণ) **পচ্চুট্ঠিত।** (ব-বিণ) **পচ্চুট্ঠেয্য।** (ভবিষ্যৎ) **পচ্চুট্ঠস্সতি।** (ক্রি-বি) **পচ্চুট্ঠায।**

পচ্চুট্ঠান (ক্লী) প্রত্যুত্থান, মান্যমান ব্যক্তি আসিলে আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করণ, ভিক্ষু নিজ হইতে বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বা দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করণ।

পচ্চুট্ঠানক (বিণ, পুং) গাত্রোত্থান করে এমন, মান্যমান বা বয়োজ্যেষ্ঠের উপস্থিতিতে আসন হইতে উঠিয়া সম্মান প্রদর্শনকারী, উত্থিত, উৎপন্ন, দৃষ্টিপথে আগত, আবির্ভূত।

পচ্চুত্তরতি (ক্রি) [পটি+উত্তরতি] পুনর্বার বহির্গমন করা, পুনরায় বাহিরে যাওয়া, পুনরায় নির্বাপিত হওয়া, পুনরায় নির্মূল হওয়া, উঠাইয়া নেওয়া, তুলিয়া নেওয়া, সরিয়া পড়া। (তুলনীয়) **পচ্চুপদিস্সতি।** (ভবিষ্যৎ) **পচ্চুত্তরিস্সতি।**

পচ্চুত্তরিস্সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করিবে। ⟹ **পচ্চুত্তরতি।**

পচ্চুদাবত্ততি (ক্রি) [পটি+উদ+আ+বত্ততি] পুনরাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা, পুনরায় ফিরিয়া আসা বা ফেরত আসা।

পচ্চুদাবত্তন (ক্লী) প্রত্যাগমন, পুনরাবর্তন, পুনরাগমন, পুনরায় ফিরিয়া আসা বা ফেরত আসা।

পচ্চুদাহরতি (ক্রি) প্রত্যুত্তরে আবৃত্তি বা বর্ণনা করা (অর্থাৎ যে যাহা বলে তাহার অনুরূপ বলা)।

পচ্চুদেতি (ক্রি) (কিছুর) অভিমুখে বহির্গমন করা, (কিছুর) দিকে বাহির হইয়া যাওয়া।

পচ্চুদ্ধরতি (ক্রি) [পটি+উদ্ধরতি] ১। মোছা, মুছিয়া পরিষ্কার করা, চোখের জল মোছা, মুছিয়া তুলিয়া ফেলা। (বিনয়) **চোলকেন পচ্চুদ্ধরতি**—বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেলা; **উদক পুঞ্ছনিং।** ২। ব্যবহৃত জীর্ণ ও ছিন্ন

চীবর (চীবর ছেঁড়া) যা দ্বারা জল ইত্যাদি মোছা হয়। (বিনয়) গেরুকং। ৩। পুনরুদ্ধার করা, পুনর্বার গ্রহণ করা।

পচ্চুদ্ধার (পুং) পুনরুদ্ধার, পুনর্বার জুয়াখেলায় ভাগ্যনির্ণয় করণ, পুনর্বার গ্রহণ।

পচ্চুপকার (পুং) [পটি+উপকার] প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার স্বীকার।

পচ্চুপট্‌ঠহতি (ক্রি) সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা, উপস্থিত হওয়া বা থাকা, প্রতিকার অথবা সেবা কার্যের জন্য আদেশের অপেক্ষায় নিকটে উপস্থিত থাকা। (অ-বিণ) **পচ্চুপট্‌ঠিত**। (করণে) **পচ্চুপট্‌ঠাপেতি**।

পচ্চুপট্‌ঠাতি (ক্রি) [পটি+উপ+√ঠা+অ] উপস্থিত হওয়া, উপস্থিত থাকা। = **পচ্চুপট্‌ঠহতি**। (অতীত) **পচ্চুপট্‌ঠাসি**। (অ-বিণ) **পচ্চুপট্‌ঠিত**। (ক্রি-বি) **পচ্চুপট্‌ঠিত্বা**।

পচ্চুপট্‌ঠান (ক্লী) ১। বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস। ২। আবির্ভাব, পুনরাগমন, অবচ্ছায়া, বাহ্য সাদৃশ্য, আকার, চেহারা, হাবভাব, সাধারণের সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর, সংঘটন, ঘটনা, সম্মুখে আগমন, প্রপঞ্চ, (দৃশ্যমান বিশ্বে) ঘটমান বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, ব্যাপার, বিস্ময়। ৩। দেখাশুনা, মনোযোগ প্রদান, যত্ন নেওয়া, সেবা, (রোগীর) সেবা, আদেশ পালনের অপেক্ষায় সম্মুখে উপস্থিত থাকা। (দীর্ঘনিকায়) **গিলানুপট্‌ঠান**।

পচ্চুপট্‌ঠাপেতি (ক্রি) [পটি+উপ+√ঠা+আপে] ১। সম্মুখে আনয়ন করা, প্রায় সমীপে আনা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, পদাভিষিক্ত করা, অভিষেক করা, আসনস্থ করা, (যন্ত্রাদি) বসানো, প্রস্তুত করিয়া রাখা, জোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, মূল্য নির্ধারণ করা, তারিখ স্থির করা। ২। সেবা করা, সাহায্য দেওয়া বা করা, পরিচর্যা করা, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন করা, ভৃত্যের ন্যায় কাহারও নিকটে হাজির থাকা, দেখা করিতে যাওয়া। ⟹ **পচ্চুপট্‌ঠহতি**, **পচ্চুপট্‌ঠাতি**।

পচ্চুপট্‌ঠিত (বিণ) প্রতিনিধিস্বরূপ, বর্তমান, উপস্থিত, আলোচ্যমান, সর্বদাপ্রস্তুত, অব্যবহিত, প্রস্তাবিত, পূজাপ্রদত্ত, (কাহারও) পরিচালনার অধীন, ব্যবস্থার অধীন, আসন্ন, উপস্থিত প্রায়, প্রস্তুত, উৎসুক, ইচ্ছুক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সমুপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতির। (দীর্ঘনিকায়) **পচ্চুপট্‌ঠিত কামা**। ⟹ **পচ্চুপট্‌ঠহতি**, **পচ্চুপট্‌ঠাতি**।

পচ্চুপদিস্‌সতি (ক্রি) (জাতক দৃষ্টে) গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, মানিয়া লওয়া, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, অন্তর্ভুক্ত করা; (অথবা) প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, অঙ্গুলি নির্দেশ করা (জাতক)। [এই শব্দটি অনিশ্চিত। ইহা কি "পটি+উপদিস্‌সতি?" অথবা কি "পটি+উপদিসতি" শব্দের ভবিষ্যৎ কালে? তুলনীয়—**উপদংসেতি**। অতএব "**পচ্চুপদদাতি**" শব্দ হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবত "**পচ্চুত্তরিস্‌সতি**" (যাহার অর্থ : সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করিবে) শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয়। জাতক অর্থকথায় কিন্তু "**সম্পটিচ্ছিস্‌সতি**" অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।]

পচ্চুপলক্‌খণা (স্ত্রী) [পটি+উপলক্‌খণা] সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ, প্রভেদ, নির্ণয়, অর্থের অথবা কার্যের প্রভেদের উদ্ভব।

পচ্চুপেক্‌খণা (স্ত্রী) = **পচ্চবেক্‌খণা**। ⟹ **পচ্চবেক্‌খণা**।

পচ্চুপেতি (ক্রি) [পটি+উপেতি] সম্মুখে যাওয়া, নিকটে গমন করা, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে যাইয়া বলা, বেষ্টন করা, রোধ করা, কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য স্বীকার করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, মান্য করা, উপকার করা, পূজা করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া। (ভবিষ্যৎ) **পচ্চুপেস্‌সতি**।

পচ্চুপেস্‌সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) নিকটে যাইবে, অগ্রসর হইবে, সেবা করিবে। (জাতক টীকায়) **উপসেবতি**। ⟹ **পচ্চুপেতি**।

পচ্চুপ্পন্ন (বিণ) প্রত্যুৎপন্ন, পুনরুৎপন্ন, পুনর্বার জাত, কার্যকালে উপস্থিত, এখনই উৎপন্ন হইয়াছে এমন, বর্তমান আছে এমন, বর্তমান। (বিপ) **অতীত** (পূর্ব সময় অথবা অতীতকাল), **অনাগত** (ভবিষ্যৎ)। ⟹ **খণ-পচ্চুপ্পন্ন**, **অতীত**।

পচ্চুয্যাতি (ক্রি) (কিছুর) সংস্পর্শে বহির্গমন করা, দরকার বশত বহির্গত হওয়া বা বাহিরে যাওয়া, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া।

পচ্চূস = **পচ্চূস**। ⟹ **পচ্চূস**।

পচ্চূস (পুং) প্রত্যূষ সময়, প্রভাত, প্রাতঃকাল, উষা, অতি সকালবেলা।

পচ্চূসকাল (পুং) প্রত্যূষ সময়, প্রাতঃকাল, ভোরবেলা, উষা। (অধিকরণ কারকে) **পচ্চূসকালে**—ভোর বেলায়, প্রাতঃকালে, উষাকালে। = **পচ্চূসবেলা**।

পচ্চূসবেলা (স্ত্রী) ভোরবেলা, প্রাতঃকাল, প্রত্যূষ সময়, প্রভাত কাল। = **পচ্চূসকাল**। ⟹ **বেলা** (১)।

পচ্চূসবেলায়ং = **পচ্চূসকালে** (⟹ **পচ্চূসকাল**)।

পচ্চূসসময়ে = **পচ্চূসকালে** ⟹ **পচ্চূসকাল**, **সময়**।

পচ্চূহ—বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, ব্যাঘাত। (সংযুক্ত নিকায়)

বহূ হি সদ্দা পচ্চূহা—বহু শব্দের হিজিবিজি, বহু শব্দবিলাস, বহু শব্দ ছড়ানো (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায়) **পটিলোম-সদ্দা।**

পচ্চেক (বিণ) প্রত্যেক, এক একজন করিয়া প্রত্যেকে, একা, একাকী, নিজে নিজে, পৃথক, স্বতন্ত্র, ভিন্ন, অনেক, নানা, কতকগুলি, প্রত্যেকে নিজ নিজ, নানাবিধ, বিবিধ, বিভিন্ন, কতিপয়। (দীর্ঘনিকায়) **পচ্চেকা ইত্থি; পচ্চেক বসবত্তিন।** (সংযুক্ত নিকায়) **পচ্চেক গাথা; পচ্চেক ব্রহ্ম।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পচ্চেক সচ্চ**—সত্যসমূহের প্রত্যেকটি। (সূত্রনিপাত) **পচ্চেক গনিনো।** (জাতক) **পচ্চেক বোধিঞাণ।** (মহানির্দেশ) **পচ্চেক মুনি।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পচ্চেকা ইত্থিযো।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পচ্চেক বোধিসত্ত; পচ্চেক সম্বোধি; পচ্চেক নিরয।** (সদ্ধম্মোপাযন) **পচ্চেক বোধি।** ⟹ **পাটেক্ক।**

পচ্চেকং (ক্রি-বিণ) একাকীভাবে, আলাদা আলাদাভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, ব্যক্তিগতভাবে, একজন একজন করিয়া, একে একে, একটি একটি করিয়া।

পচ্চেক গণিন—দল বা সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে এক একজন দলপতি, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিষ্যমণ্ডলীর প্রধান বা গুরু (অর্থাৎ এক একটি সম্প্রদায়ের এক একজন গুরু)। = **বিসুং বিসুং গণবন্তো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেক গাথা (স্ত্রী) প্রত্যেক গাথা, এক একটি শ্লোক, স্বতন্ত্র বা বিশিষ্ট গাথা। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেক তগর সিখি ⟹ **পচ্চেক বুদ্ধ।**

পচ্চেক নিরয—স্বতন্ত্র বা বিশিষ্ট নরক। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেক বুদ্ধ (পুং) প্রত্যেক বুদ্ধ, স্বতন্ত্র বুদ্ধ। যিনি কোনও ধর্মগুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে নিজ প্রজ্ঞাবলে জ্ঞানের পূর্ণতা বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং জগতের হিতার্থে ধর্মপ্রচার না করিয়াই পরিনির্বাপিত হইয়া থাকেন, তিনি প্রত্যেক বুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রত্যেক বুদ্ধগণ জীবমুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া ভাষণ দিতে পারেন না, তদ্ধেতু সংযুক্ত নিকায়ের অনুবাদে প্রত্যেক বুদ্ধকে "নির্বাক বুদ্ধ" বলা হইয়াছে, উদানে বলা হইয়াছে "**পচ্চেক তগরসিখি,** পেতবত্থু অর্থকথায় "**ইসি**"এর সমার্থে প্রত্যেক বুদ্ধকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ⟹ **বুদ্ধ** (২), **সম্মাসম্বুদ্ধ।**

পচ্চেক বুদ্ধঞাণ—প্রত্যেক বুদ্ধের জ্ঞান। ⟹ **পচ্চেক বুদ্ধ, ঞাণ, পচ্চেক।**

পচ্চেক বোধি = **পচ্চেকবোধিঞাণ।** ⟹ **পচ্চেকবোধিঞাণ।** = **পচ্চেক সম্বোধি।** ⟹ **বোধি।**

পচ্চেক বোধিঞাণ—প্রত্যেক বুদ্ধের জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি অবস্থা। = **পচ্চেক বুদ্ধঞাণ।** ⟹ **পচ্চেক, পচ্চেকবোধি।**

পচ্চেক বোধিসত্ত (বিণ, পুং) যিনি "**পচ্চেক বুদ্ধ**" বা প্রত্যেক বুদ্ধ হইবেন, যিনি "**পচ্চেক বুদ্ধ**" জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পারমিতা পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করেন। ⟹ **বোধিসত্ত** (১), **পচ্চেক।**

পচ্চেক ব্রহ্ম (পুং) প্রত্যেক বা স্বাধীন ব্রহ্মা, স্বতন্ত্র ব্রহ্মা। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেক ব্রহ্মা (পুং) স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ব্রহ্মাতুল্য স্বভাবে বা আচরণে নিজেই ব্রহ্মা। সংযুক্ত নিকায়ে উল্লিখিত "**তুদু**"-এর নামও ছিল "**পচ্চেকব্রহ্মা**"। (তুলনীয়) **পচ্চেক বুদ্ধ।** ⟹ **ব্রহ্মা।**

পচ্চেকমুনি (পুং) "**পচ্চেকবুদ্ধ**" বা প্রত্যেকবুদ্ধ। = **পচ্চেকবুদ্ধ।** ⟹ **মুনি** (২)।

পচ্চেক বসবত্তিন (পুং) বশবর্তী দেবলোকের মধ্যে দশজন দেবপ্রধানের প্রত্যেকে। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেক সচ্চ—সত্যসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটি, স্বতন্ত্র সত্য। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেক সম্বোধি—প্রত্যেক বুদ্ধের জ্ঞান, প্রত্যেক বুদ্ধগণ কোনও গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে নিজ প্রজ্ঞাবলে স্বয়ং যে বোধিজ্ঞান লাভ করেন উহাকে বলা হয় "প্রত্যেক '**সম্বোধি**' বা স্বয়ম্ভু বোধিজ্ঞান"। = **পচ্চেকবোধি।** ⟹ **পচ্চেকবুদ্ধ, পচ্চেক।**

পচ্চেকাইত্থি (স্ত্রী) প্রত্যেক স্ত্রীলোক, একজন স্ত্রীলোক, এক একজন করিয়া স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকগণের মধ্যে প্রত্যেকে, স্বতন্ত্র স্ত্রীলোক। ⟹ **পচ্চেক।**

পচ্চেতি (ক্রি) [পচ্চ+√ই+অ] (কিছুর দিকে) এগিয়ে আসা অথবা অগ্রসর হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, (কিছুতে) ফিরিয়া আসা; (চরিত্রে) পিছন দিকে হটিয়া যাওয়া, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, স্বীকার করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর বা স্থায়ী সম্পত্তিতে পরিণত করা, ধারণায় পৌঁছা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, ধারণা করা, বিশ্বাস করা, সত্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া। = **ইচ্ছতি পত্থেতি** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা); **পটি-এতি** (ধর্মপদ অর্থকথা); **পচ্চাগচ্ছতি, অবগচ্ছতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বালং পচ্চেতি।** = **পটিজানাতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **কং হেতুং পচ্চেতি।** (অতীত) **পচ্চেসি।** (অ-বিণ) **পটিত।** (ক্রি-বি) **পটিচ্চ;** (তুলনীয়) **পচ্চাগচ্ছতি।**

পচ্চোট্ঠিত = **পচ্চোড্ডিত।** ⟹ **পচ্চোড্ডিত।**

পচ্চোড্ডিত (বিণ) [পটি+ওড্ডিত] (জাল বা ফাঁদ সম্বন্ধে) প্রত্যাগমনের পথে অথবা ফিরিয়া আসার পথে (জাল) পাতা হইয়াছে এমন।

পচ্চোর (বিণ) নিম্নস্থ, নীচের। (পুং) নীচের অংশ, পাছা ভাগ, অধোভাগ, তলা, তলদেশ।

পচ্চোরোহণী (স্ত্রী) পুনর্বার অবতরণ করিবার জন্য উৎসব উদ্‌যাপন, পুনরাগমনের জন্য অনুষ্ঠান, পুনরাবির্ভাবের জন্য অনুষ্ঠান, (অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনায়) পবিত্র অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নি। (তুলনীয়) **ওরোহণ।**

পচ্চোরোহতি (ক্রি) [পটি+অব+√রুহ+অ] নামিয়া আসা,

অবতরণ করা, পুনর্বার অবতরণ করা। (অতীত) **পচ্চোরোহি**। (অ-বিণ) **পচ্চোরূল্হ**। (ক্রি-বি) **পচ্চোরোহিত্বা, পচ্চোরুয্হ**।

পচ্চোসক্কতি (ক্রি) [পটি+অব+√সক্ক+অ] পশ্চাদপসরণ করা, পশ্চাদ্‌গমন করা, সরিয়া যাওয়া, পলায়ন করা, আশ্রয় স্থানে গমন করা, উঠাইয়া নেওয়া, তুলিয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, পুনর্বার চলিয়া যাওয়া। (অতীত) **পচ্চোসক্কি**। (অ-বিণ) **পচ্চোসক্কিত**। (ক্রি-বি) **পচ্চোসক্কিত্বা**।

পচ্চোসক্কনা (স্ত্রী) পশ্চাদপসরণ, প্রস্থান, পলায়ন, গমন, নিরাপদ স্থান, গুপ্ত স্থান, আশ্রয় স্থান, বিশ্রমাদির জন্য কাজ হইতে সাময়িক অবসর গ্রহণ, (কিছু হইতে) সঙ্কোচন বা কুঞ্চন, তুলিয়া লওয়া, প্রত্যাহার, পশ্চাদ্‌গমন।

পচ্ছড্ডন (ক্লী) [প+ছড্ডন] বমন, বমিকরণ, নিঃসারণ, নির্গমন, অগ্রাহ্য করণ, ফেলিয়া দেওয়া।

পচ্ছতো (ক্রি-বিণ) পিছন দিক হইতে, কোনো বস্তুর অন্তরাল হইতে, পশ্চাদ্দিকে, পশ্চাতে, অন্য হইতে দূরে, অতীতে, পরে। = **অনাগতেসু খন্ধেসু** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (বিপ) **পুরতো, পুরে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পচ্ছতো বত্তি**। (তুলনীয়) **পচ্ছা, পচ্ছিম**।

পচ্ছতো পচ্ছতো (ক্রি-বিণ) পশ্চাতে পশ্চাতে, পিছে পিছে, প্রতিসময়ে বা ক্রমান্বয়ে পিছে থাকিয়া। (বিপ) **পুরতো পুরতো**।

পচ্ছতো বত্তি—পশ্চাদ্দিক হইতে বলা বা কহা, পিছন দিক হইতে ডাকা বা কথা বলা। ⟹ **পচ্ছতো, বত্তি**।

পচ্ছদ (পুং, ক্লী) প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদন, আস্তরণ বস্ত্র, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছদ্মবেশ, কটিবন্ধ, ঘের, আলোয়ান, সংবাদ পত্র ইত্যাদির মোড়ক বিশেষ। = **উরচ্ছদ**। এই শব্দটি "**পচ্ছাদ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

পচ্ছন্ন (বিণ) প্রচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন, গুপ্ত, রহস্যাবৃত, লুক্কায়িত, আচ্ছাদিত, ঢাকা, গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো বা জড়িত, মোড়া, অজ্ঞাত, আবরিত, কিছু দ্বারা আবৃত। ⟹ **পচ্ছাদেতি**।

পচ্ছা (ক্রি-বিণ) পশ্চাদ্দিকে, পশ্চাতে, পিছনে, অন্য হইতে দূরে, অতীতে, পরে, জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে, পরিশেষে, ভবিষ্যতে, পূর্বাবস্থায়, পুনরায়, পশ্চিম দিকে। **পচ্ছা বুচ্চতি অনাগতং, পুরে বুচ্চতি অতীতং**। (বিপ) **পুরতো**। = অপরভাগে (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পচ্ছাগচ্ছতি (ক্রি) এই শব্দটির বানান ভুল, ইহা "**পচ্চাগচ্ছতি**" শব্দ হইবে। ⟹ **পচ্চাগচ্ছতি**।

পচ্ছাগত = **পচ্ছাগতক** ⟹ **পচ্ছাগতক**।

পচ্ছাগতক (বিণ) পশ্চাতে আগমনকারী, পশ্চাতে পশ্চাতে গমনকারী, পরে গমনকারী, পরে আগমনকারী।

পচ্ছাজাত (বিণ) পরে জন্মিয়াছে এমন, শেষে উৎপন্ন হইয়াছে এমন, পরিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, পরে আবির্ভূত হইয়াছে এমন।

পচ্ছাজাত পচ্চয—"**পট্ঠান**" বা প্রস্থান নীতির ২৪টি "**পচ্চয**" বা প্রত্যয়ের মধ্যে একাদশ প্রত্যয়, সময়কালীন পরবর্তিতার কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ।

পচ্ছাতো = **পচ্ছা**। ⟹ **পচ্ছা**।

পচ্ছাদ (পুং) [প+ছাদ] আবরণ, ঢাকনা, আচ্ছাদন, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছাল, ছদ্মবেশ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, মোড়ক। (বি-ভা) **নেলঙ্গো সেতপচ্ছাদো** (সংযুক্ত নিকায়)। = **পচ্ছদ**।

পচ্ছাদেতি (ক্রি) গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া, গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, আশ্রয় দেওয়া, আবৃত করা, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা। (অতীত) **পচ্ছাদেসি**। (অ-বিণ) **পচ্ছন্ন**।

পচ্ছানিপাতন (ক্লী) সকলের পরে শয়ন, পশ্চাতে শয়ন, বিলম্বে শয়নে গমন, সকলে শোয়ার পরে শয়ন। (বিপ) **পুব্বুট্ঠান**। ⟹ **নিপাতন**।

পচ্ছানিপাতিন (বিণ) = **পচ্ছানিপাতী**। ⟹ **পচ্ছানিপাতী**।

পচ্ছানিপাতী (বিণ) পশ্চাতে অর্থাৎ সকলে শয়ন করার পর শয়নকারী, সকলের পরে শয়নকারী। (বিপ) **পুব্বুট্ঠাযিন**। ⟹ **পচ্ছানিপাতন, নিপাতিন**।

পচ্ছানুতপ্পতি (ক্রি) [পচ্ছা+অনু+√তপ+অ] মনস্তাপ ভোগ করা, মর্মপীড়া অনুভব করা, মর্মান্তিক পীড়া অনুভব করা। (অতীত) **পচ্ছানুতপ্পি**।

পচ্ছানুতাপ (পুং) মনস্তাপ, মর্মপীড়া, অনুতাপ, পাপের জন্য পরিতাপ।

পচ্ছাপরিকম্ম (ক্লী) পরবর্তী কাজ, শেষের কার্য। (বিপ) **পুব্বপরিকম্ম**।

পচ্ছাবাহং (ক্রি-বিণ) "পশ্চাদ্দিকে বাহু" অর্থাৎ (কাহারও) পিছের দিকে বা পিছমোড়া হস্তবন্ধন করিয়া, পশ্চাদ্বাহু করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **পচ্ছাবাহং গাল্হবন্ধনং বন্ধ**। ⟹ **বাহা** (২)।

পচ্ছাবাহুং (ক্রি-বিণ) পশ্চাদ্বাহু করিয়া। = **পচ্ছাবাহং**।

পচ্ছাভত্ত—"খাওয়ার পর" অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর। (বিপ) **পুরেভত্ত**। ⟹ **পচ্ছাভত্তং**।

পচ্ছাভত্তং (ক্রি-বিণ) বৈকালে, বিকাল বেলায়, অপরাহ্ণে, অপরাহ্ণ সময়ে, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর। (সাধারণত যৌগিকে) **পিণ্ডপাত পটিক্কন্ত পচ্ছাভত্তং**—পিণ্ডপাত বা আহার ভিক্ষা করিয়া ভোজনের পর ফিরিয়া আসিয়া (অঙ্গুত্তর নিকায়); (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত—**পশ্চাদ্ভুক্ত-পিণ্ডপাত-প্রতিক্রান্ত**)। (বিপ) **পুরেভত্তং**।

পচ্ছাভত্ত কিচ্চ (ক্লী) মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যাহা কৃত্য বা কর্তব্য কর্ম। (বিপ) **পুরেভত্ত কিচ্চ**।

পচ্ছাভত্তিক (বিণ) "পরে ভোজনকারী" অর্থাৎ অসময়ে

ভোজনকারী, বৈকালে ভোজনকারী, অপরাহ্ন সময়ে ভোজনকারী, নিয়মিত বা নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা বিলম্বে অন্ন ভোজন করে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খলুভত্তিক**।

পচ্ছাভাগ (পুং) পশ্চাদ্ভাগ, পিছনের অংশ, পরের অংশ। (অধিকরণ কারকে) **পচ্ছাভাগে**। (কর্ম কারকে) **পচ্ছাভাগং**।

পচ্ছাভাগং (ক্রি-বিণ) পশ্চাতে, পিছের দিকে। ⟹ **পচ্ছাভাগ, ভাগ** (৩)।

পচ্ছাভাগে (ক্রি-বিণ) পশ্চাদ্ভাগে, পশ্চাতে, পরিশেষে, পরে, ভবিষ্যতে। ⟹ **পচ্ছাভাগ**।

পচ্ছাভাসতি (ক্রি) = **পচ্চাভাসতি**। ⟹ **পচ্চাভাসতি**।

পচ্ছাভূম (পুং) পাশ্চাত্য দেশ, পশ্চিমদিকস্থ জেলা বা পরগনা। ⟹ **ভূম** (১)। (বিণ) পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য দেশীয়, পশ্চিম দেশীয়, পশ্চিমা, পশ্চিমী।

পচ্ছাভূমক = **পচ্ছাভূম**। ⟹ **পচ্ছাভূম**। **পচ্ছাভূমক ব্রাহ্মণা**—পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ, পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণগণ। ⟹ **ভূমক** (২)।

পচ্ছামুখ (বিণ) পশ্চাদ্মুখী, পশ্চাদ্দিকে বা পিছন দিকে মুখ করিয়া আছে এমন, পশ্চিমমুখী, পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া আছে এমন।

পচ্ছাযা (স্ত্রী) প্রচ্ছায়া, পরছায়া, ছায়াযুক্ত অংশ, ছায়া সম্পন্ন স্থান, (সূর্য) গ্রহণ সময়ে নিক্ষিপ্ত ছায়া। = **ছাযা**।

পচ্ছালিযং—এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই পাঠ এবং ইহার অর্থ অনির্দিষ্ট। বিশেষ ভাষায় "**পচ্ছালিযং খিপন্তি**" ইহার অর্থ হয়তো "কোলের মধ্যে অথবা অঞ্চলের মধ্যে নিক্ষেপ করা?", অথবা ইহার শুদ্ধ পাঠে শব্দ হইবে "**পচ্ছিযং**" ("**পচ্ছি**" শব্দের অধিকরণ কারকে) যাহার অর্থ হইবে "(বালিকার অথবা স্ত্রীলোকের) চুপড়ি বা ঝুড়ির মধ্যে"।

পচ্ছাবামনক (বিণ) (তাহার) পশ্চাদ্বর্তী বা পাছার অংশের মধ্যে খর্বাকৃতির বা খর্বাকায়যুক্ত।

পচ্ছাস (ক্রী) [পচ্ছা+আস] "পরিশেষে বা পরে আহরণ করণ" অর্থাৎ ঘাসের দ্বিতীয় ফসল, পরিণাম, ফল। ⟹ **আস** (২)।

পচ্ছাসমণ (পুং) পশ্চাদ্গামী শ্রমণ অর্থাৎ যে ছোট ভিক্ষু কোথাও গমনকালে বড় ভিক্ষুর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করেন, যে শ্রমণ কাহারও পিছে পিছে গমন করিয়া ভ্রমণ করে, ভিক্ষুর পশ্চাদ্গামী ভিক্ষু, বড় ভিক্ষুর পিছে পিছে যে ছোট ভিক্ষু গমন করেন। আনন্দ স্থবির গৌতম বুদ্ধের দোসররূপে সর্বত্র গমন করিতেন বলিয়া তিনি বুদ্ধের পশ্চাদ্গামী শ্রমণ ছিলেন। সেইরূপ উদানে উল্লিখিত "নাগসমাল ভিক্ষু", মিলিন্দ প্রশ্নে উল্লিখিত "নাগসেন ভিক্ষু" এবং পেতবত্থু অর্থকথায় উল্লিখিত "আনন্দ ভিক্ষুর" নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (বিপ) **পুরেসমণ**। ⟹ **সমণ**।

পচ্ছি (স্ত্রী) চুপড়ি, ঝুড়ি, হাতের ছোট ঝুড়ি, মালপত্র। (জাতক) **পণ্ণপচ্ছি; ফলপচ্ছি; পচ্ছি পসিব্বক**।

পচ্ছিজ্জতি (ক্রি) [প+√ছিদ+য] বাধা প্রাপ্ত হওয়া, ব্যাঘাত হওয়া, বিভক্ত হওয়া, ভিন্ন হওয়া, ক্রমিকতা ভঙ্গ হওয়া, সংক্ষিপ্ত হওয়া, কোনো রূপ বাধা পাইয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়া। (জাতক) **লোহিতং পচ্ছিজ্জতি**। (অতীত) **পচ্ছিজ্জি**। (অ-বিণ) **পচ্ছিন্ন**। (ক্রি-বি) **পচ্ছিজ্জিত্বা**।

পচ্ছিজ্জন (ক্রী) প্রতিবন্ধক, বাধা, বিঘ্ন উৎপাদন, ব্যাঘাত, বিরাম, প্রতিবন্ধ, নিবারণ, স্থিতি, গমনে বিরতি। জাতকের "**অসসু-পচ্ছিজ্জন-দিবসো**" ভুল পাঠ।

পচ্ছিত (বিণ) ছিন্ন, খণ্ডিত, চর্মহীন, ছালতোলা, চর্মাবৃত।

পচ্ছিন্দতি (ক্রি) [প+√ছিদ+ং+অ] ১। কাটিয়া ফেলা, ছিন্ন করা, ছেদন করা, ভঙ্গ করা বা হওয়া, শেষ করা, ভাগ করা, পৃথক হওয়া, সংক্ষিপ্ত করা, কোনো রূপ বাধা দিয়া হঠাৎ বন্ধ করা, বিনাশ করা, ধ্বংস করা, বধ করা। (জাতক) **কথং পচ্ছিন্দিত্বা; কথং পচ্ছিন্দিতুং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানবিধিং পচ্ছিন্দি**। ⟹ **প** (২)। ২। উপর দিকে (খাদ্য বা ভুক্তদ্রব্য) আনয়ন করা, বমি করা, উদ্গিরণ করা, উগরাইয়া ফেলা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আহারং পচ্ছিন্দতি**। (অতীত) **পচ্ছিন্দি**। (অ-বিণ) **পচ্ছিন্ন**। (ক্রি-বি) **পচ্ছিন্দিত্বা**। (তুম্) **পচ্ছিন্দিতুং**।

পচ্ছি পসিব্বক—ঝুড়ি এবং থলে। ⟹ **পচ্ছি**।

পচ্ছিম (বিণ) ১। পরবর্তী, ভবিষ্যৎ, সর্বপশ্চাদ্বর্তী, পশ্চাদ্বর্তী, পশ্চাদ্ভাগস্থ, অতীতের বা অতীত সময়ের, পূর্ব, ভূতপূর্ব, অনতিপূর্ব, পূর্বতন, দীর্ঘসূত্রী, ধীর, বিলম্বাগত, অন্তিম, চরম, পদচ্যুত, কর্ম হইতে অপসৃত, শেষ, পশ্চিম, শেষের, অনন্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, পরের, ভবিষ্যতের, আগামীর। (বিপ) **পুরিম** (মধ্যম নিকায়) **পচ্ছিম যাম**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পচ্ছিম কিচ্চ**। (জাতক) **পচ্ছিম পাদ; পচ্ছিম দ্বার**। ২। পশ্চিম, পশ্চিমের, পশ্চিম দিকে অবস্থিত, পশ্চিমগামী, পাশ্চাত্য। (বিপ) **পুরিম, পুরত্থিম**। ৩। অতি নিকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা অধম, সকলের চেয়ে জঘন্য, সর্বাপেক্ষা নীচ, সর্বাপেক্ষা নিম্ন বা অনুন্নত, সবচেয়ে অগভীর, সবচেয়ে সরল বা সাদাসিধে।

পচ্ছিমক (বিণ) ১। অন্তিম, পূর্ব, চরম, অত্যন্ত অসম্ভব, সর্বপশ্চাদ্বর্তী, সর্বাপেক্ষা বিলম্বে আগত, সবচেয়ে ধীর বা দীর্ঘসূত্রী, চিরকারী, মৃত, প্রস্থিত, ভূতপূর্ব, অনতিপূর্ব, পূর্বতন, পদচ্যুত, কর্ম হইতে অপসৃত। (বিপ) **পুরিমক**। ২। = **পচ্ছিম**। ⟹ **পচ্ছিম** (৩)। (জাতক) **পচ্ছিমকা ইত্থিযো**।

পচ্ছিম কত্তিকা—কার্তিক মাস, বর্ষা-ঋতুর শেষ মাস, আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস সময়। ⟹ **কত্তিক দ্বে মাসিক**।

পচ্ছিম কিচ্চ—রাত্রির শেষ যামের বা শেষ ভাগের যাহা কৃত্য বা করণীয় কর্তব্য। ⟹ **পচ্ছিম যাম**।

পচ্ছিমকোটি (স্ত্রী) পরবর্তী বিষয়, ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয়

বা ভবিষ্যতের বিষয়। (তুলনীয়) **অপরন্ত**। ⟹ **কোটি** [স্ত্রী (খ)]।

পচ্ছিমদিসা (স্ত্রী) পশ্চিম দিক, যে দিকে সূর্য অস্ত যায়। ⟹ **দিসা**।

পচ্ছিম দ্বার (স্ত্রী) পশ্চিম দ্বার, পশ্চিম দিকের দরজা, পিছের দুয়ার, পশ্চিম দরজা, পশ্চাদ্দ্বার। ⟹ **দ্বার** (১), **পচ্ছিম**।

পচ্ছিম পাদ—১। শেষ পদ, অন্তিম পদ বা পদক্ষেপ। ২। পিছের পা। ⟹ **পচ্ছিম** (১)।

পচ্ছিম যাম—রাত্রির শেষ যাম, রাত্রির শেষ ভাগ, রাত্রির অন্তিম ভাগ, শেষরাত্রি। রাত্রির ১২ ঘণ্টাকে তিন ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—**পথম যাম** (প্রথম যাম বা প্রথম ভাগ), **মজ্‌ঝিম যাম** (মধ্যম ভাগ), **পচ্ছিম যাম** (শেষ বা অন্তিম ভাগ) অতএব চারি ঘণ্টায় এক "**যাম**" হইয়া থাকে। ⟹ **পচ্ছিম**।

পচ্ছিম বয—শেষ বয়স, অন্তিম বয়স, বয়সের শেষভাগ। (বিপ) **পথম বয (পঠম বয)**, **মজ্‌ঝিম বয**। জীবনের প্রথম ভাগকে "**পঠম বয**", দ্বিতীয় ভাগকে "**মজ্‌ঝিম বয**" এবং অন্তিম বা শেষ ভাগকে "**পচ্ছিম বয**" বলা হয়। ⟹ **পচ্ছিম**।

পচ্ছিম বযোকখন্ধ—"শেষ বয়সস্কন্ধ" অর্থাৎ বয়সের শেষভাগ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা। ⟹ **বযোকখন্ধ**।

পচ্ছিম বাত (পুং) পশ্চিম দিকের বাতাস, পশ্চিম দিকস্থ বায়ু। ⟹ **বাত**।

পচ্ছিযং (ক্রি-বিণ) ঝুড়িতে, চুপড়ির মধ্যে। ⟹ **পচ্ছাড়িযং**।

পচ্ছেদন (স্ত্রী) কর্তন, ছেদন, ভঙ্গ, ভাঙ্গন, ধ্বংস, বিনাশ।

পজগ্‌ঘতি (ক্রি) [প+√জগ্‌ঘ+অ] উচ্চশব্দে হাস্য করা। (অতীত) **পজগ্‌ঘি**। (ক্রি-বি) **পজগ্‌ঘন**।

পজগ্‌ঘন (ক্রি-বি) উচ্চহাস্য। ⟹ **পজগ্‌ঘতি**।

পজপ্পতি (ক্রি) [প+√জপ্প+অ] জল্পনা করা, জল্পনা কল্পনা করা, নিরর্থক কথা বলা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুনয় বিনয় করা, স্পৃহা করা, ইচ্ছা করা, উৎসুক হওয়া, ধনলোভী হওয়া, পেটুক হওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ হওয়া। (জাতক) **অনাগতং পজপ্পতি** = **পত্থেতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **পজপ্পি**। (করণে) **পজপ্পেতি**।

পজপ্পা (স্ত্রী) [প+জপ্পা] বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, লোভ, পেটুকতা, স্পৃহা। (জাতক) **অনাগত পজপ্পা**।

পজপ্পিত (বিণ) ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, ইচ্ছিত, প্রার্থিত। **পজপ্পেতি**।

পজপ্পেতি (ক্রি) জল্পনা করা, স্পৃহা করা, প্রার্থনা করা, ইচ্ছা করা। ⟹ **পজপ্পতি**। (অতীত) **পজপ্পেসি**। (অ-বিণ) **পজপ্পিত**।

পজলতি = **পচলতি**। ⟹ **পচলতি**।

পজহ (বিণ) [প+জহ] ত্যাগ করে এমন, মাৎসর্যপরায়ণ নহে এমন, ত্যাগী, দেয় এমন, দান দেয় এমন, উদার, লোভহীন। (ক্রি-বি) দিয়া, ত্যাগ করিয়া। = **পনুজ্জ** (⟹**পনুদতি**)। ⟹ **পজহতি**।

পজহতি (ক্রি) [প+√হা+অ; এইখানে √হা ধাতু দ্বিত্ব হইয়াছে এবং প্রথম "হ" এর স্থানে "জ" আগম হইয়া "**পজহতি**" হইয়াছে।] একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা, ত্যাগ করা, অস্বীকার করা, বর্জন করা, পরিত্যাগ করা, দাবি ত্যাগ করা, অপসারিত করা, বিবেচনার যোগ্য না করা, যাইতে দেওয়া, (নিজকে) মুক্ত করা। ⟹ প (২)। ⟹ **জহতি**। (চুল্লনিদ্দেস) **যং ন তুমহাকং তং পযহথ; কিং অপ্পহিনং কিং পজহাম?** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অকুসলং পযহথ, সাবজ্জং পজহথ**। (সূত্রনিপাত) **দুক্খং পজহতি**। (অতীত) **পজহি, পহাসি; সব্বং পহাসি**। (অ-বিণ) **পজহিত, পহীন**। (ব-বিণ) **পজহন্ত, পজহং**। (ভবিষ্যৎ) **পজহিস্সতি, পহাস্সং**। (ভ-বিণ) **পজহিতব্ব, পহাতব্ব**। (সপ্তমী) **পজহেয্য**। (ক্রি-বি) **হিত্বা, পহায, পহাত্বান, পজহিত্বা**; (সংযুক্ত নিকায়) **কামে পহায; বিচিকিচ্ছং পহায; নীবরণানি পহায**। (কর্মবাচ্যে) **পহীযতি**।

পজহেয্য (সপ্তমী) ত্যাগ করে, দান দেয়। = **পনুদেয্য** (⟹**পনুদতি**)। ⟹ **পজহতি**।

পজা (স্ত্রী) প্রজা, অধিকারভুক্ত স্থানের অধিবাসী জনগণ, সন্তান, সন্তানসন্ততি, সন্তান পরম্পরা, বংশ, বংশাবলী, উৎপাদন, জননক্রিয়া, জাতি, লোক, এক যুগের লোক, সমকালীন লোক, মনুষ্যজাতি, পুরুষজাতি, অস্তিত্ব, সত্তা, বর্তমান ব্যক্তি বা বস্তু, সমগ্র সত্তা বা প্রকৃতি, মানবগণ, মানুষের সংসার। = **সত্তা** (চুল্লনিদ্দেস, ধর্মপদ অর্থকথা), **পজাযন-বসেন সত্তা**। (দীর্ঘনিকায়) **সস্সমণ-ব্রাহ্মণী-পজা**—শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণগণ সহ এই সংসার।

পজানন (স্ত্রী) প্রজানন, প্রজ্ঞা, বিভাজনীয় জ্ঞান। = **পঞ্‌ঞা**। ⟹ **পজানাতি**।

পজাননা (স্ত্রী) (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বুদ্ধি, ধীশক্তি, বোধ, ঠিক অনুভব, যথার্থ অনুভূতি, আপোস, বিচার, বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি। = **পঞ্‌ঞা**।

পজানাতি (ক্রি) [প+জানাতি] জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, ধরিয়া লওয়া, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, (লোক দৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, উত্তমরূপে জানা, জ্ঞানত; জানা, বিশেষভাবে জানা, অতি বিশেষভাবে জানা, বিশিষ্টরূপে জানা, বিভাজনীয় জ্ঞানে জানা, "**বিজানাতি**" বা বিজানন অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞানে জানা (এই জ্ঞান "**পঞ্‌ঞা**" বা প্রজ্ঞা

অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,—জহুরি যেমন টাকা পাইলে উহাতে কি কি পরিমাণ খাদ-রৌপ্য ইত্যাদি মিশ্রিত আছে উহা প্রকৃষ্টরূপে ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে জানে এবং উত্তমরূপে, সূক্ষ্মভাবে ও সহজে বিভাগ করিয়া নিতে পারে—এইরূপে ইহা "বিজানন" জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান)। ⇒ প(২)। ⇒ **জানাতি**। (দীর্ঘনিকায়) **যথাভূতং পজানাতি; চেতো পরিচ্চ পজানাতি**। = **জানাতি**। (তুলনীয়) **সম্পজান**। (ব-বিণ) **পজানং, পজানন্ত**। (ক্রি-বি) **পঞ্ঞায়**। (করণে) **পঞ্ঞাপেতি**।

পজাপতি—১। (পুং) প্রজাপতি, ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা। ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার সহিত সংযোগবাক্যে,—"**দেবা স-ইন্দকা স-ব্রহ্মকা স-পজাপতিকা**"। ব্রহ্মার সহিত উক্ত বাক্য বিভঙ্গ অর্থকথায়ও দৃষ্ট হয়। ২। (স্ত্রী) = **প্রজাপতি**। ⇒ **প্রজাপতি**।

পজাপতী = **পজাপতি**। ⇒ **পজাপতি**।

পজাপেতি (ক্রি) = **পাজাপেতি**। ⇒ **পাজাপেতি**।

পজাযতি (ক্রি) [প+√জন+য] উৎপাদিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, জন্ম হওয়া। (অতীত) **পজাযি**।

পজাযন (স্ত্রী) জন্ম, উৎপত্তি, উৎপাদন, জন্মগ্রহণ, অস্তিত্বে আগমন।

পজ্জ (পুং) পথ, মার্গ, রাস্তা, সড়ক। (স্ত্রী) ১। পাদ্য, পা ধুইবার জল, পদ প্রক্ষালনের জল, পদপ্রক্ষালনার্থ জল। = **উদকং পজ্জং**। (বিণ) পদ প্রক্ষালনের, পা ধুইবার। ২। পায়ে মালিশ করার তৈল, পায়ে লাগাইবার প্রলেপ বা মলম। = **পাদব্ভঞ্জন** (জাতক অর্থকথা)। ৩ গাথা, শ্লোক, কবিতা, চরণ, পঙক্তি, স্তবক, পদ্য, কাব্য, ছন্দ বদ্ধ রচনা।

পজ্জতি (ক্রি) যাওয়া, (কিছুর দিকে গমন করা। ইহা সচরাচর উপপদসমূহের সহিত সংযোগ ব্যতীত সহজবোধ্য নহে। উপপদ যেমন—**আপজ্জতি**, **উপ্পজ্জতি**, **নিপজ্জতি** ইত্যাদি। **পচ্চতি**, **পব্বতি**, **গচ্ছতি** অর্থে অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লিখিত "**পজ্জতি**" পাঠ কেমন যেন সন্দেহজনক। (অ-বিণ) **পন্ন**।

পজ্জলতি (ক্রি) [প+√জল+অ] হঠাৎ অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হওয়া, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হওয়া, জ্বলিয়া ওঠা, জ্বলিতে থাকা। ⇒ প (২)। (সূত্রনিপাত) **শিখি পজ্জলন্তো**। (অতীত) **পজ্জলি**। (অ-বিণ) **পজ্জলিত**। (ব-বিণ) **পজ্জলন্ত**। (ক্রি-বি) **পজ্জলিত্বা**।

পজ্জলন (স্ত্রী) প্রজ্বলন, ভীষণরূপে জ্বলিয়া ওঠা, ভালোরূপে জ্বলা, ভালোরূপে জ্বালানো, উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে এমন অবস্থা।

পজ্জলিত (বিণ) প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত, জ্বলিত, জ্বলনযুক্ত, ভালোরূপে জ্বালানো হইয়াছে এমন, অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এমন, অত্যন্ত উত্তপ্ত। (সূত্রনিপাত) **পজ্জলিত অগ্গি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পজ্জলিত সাটকা**। ⇒ **পজ্জলতি**।

পজ্জিতব্ব (ভ-বিণ) অনুকরণীয়, অনুকরণ করার যোগ্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিধি পজ্জিতব্ব**। ⇒ **পটিপজ্জতি**।

পজ্জুন্ন (পুং) বাদলা মেঘ, বর্ষণকারী মেঘ, মেঘ, বৃষ্টি বর্ষণকারী দেবতা। **পজ্জুন্ন বুচ্চতি মেঘো**। = **দেব**, **বলাহক**। "**পজ্জুন্ন**" বা বৃষ্টি বর্ষণকারী দেবতাকে "**চতুমহারাজিক**" দেবতাও বলা হইয়া থাকে। ⇒ **দেব** (২)।

পজ্জোত (পুং) প্রদ্যোত, আলোক, রশ্মি, উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বল পদার্থ, আলোকের উৎস বা কারণ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতি ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, প্রদীপ, প্রভা। (বিনয়) **তেলপজ্জোত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মপজ্জোত**। (ধর্মসঙ্গণী) **পঞ্ঞা-পজ্জোত**। (দীর্ঘনিকায়) **পজ্জোতস্স নিব্বানং**—প্রদীপের নির্বাণ বা নির্বাপণ, প্রদীপ নিভিয়া যাওয়া।

পজ্ঝাতি (ক্রি) = **পজ্ঝাযতি**। ⇒ **পজ্ঝাযতি**।

পজ্ঝাযতি (ক্রি) [প+√ঝা+য] আগুনে পড়া, আগুনে পোড়া, নষ্ট করা, উচ্ছন্ন করা, ব্যয় করা, অপব্যবহার করা, ক্ষয় করা, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, ক্ষয় হওয়া, কমিয়া যাওয়া, শুকাইয়া যাওয়া; (চরিত্রে) সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়া, দগ্ধ হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, গ্রাসিত হওয়া, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া, শোকাভিভূত হওয়া, শোকে বিমূঢ় হওয়া, মনস্তাপ পাওয়া, মর্মপীড়া পাওয়া, নিরাশ হওয়া, বিফলমনোরথ হওয়া, (কোনো বিষয়ে) ধ্যান বা চিন্তা করা, বিবেচনা করা, মনে মনে তোলপাড় করা। = **পজ্ঝাতি** (জাতক); = **অনুসোচতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **পজ্ঝাযি**। (ব-বিণ) **পজ্ঝাযন্ত**।

পজ্ঝাযন্ত (বিণ) অবনত, ভগ্নোৎসাহ, নিরাশ। = **তুণ্হীভূত**, **মঙ্কুভূত**, **পত্তক্খন্ধ**, **অধোমুখ**। ⇒ **পজ্ঝাযতি**।

পঞ্চ (বিণ) ৫, পাঁচ, পঞ্চ সংখ্যক, পঞ্চম। ইহা বহুবচন শব্দ। (সম্প্রদান কারক ও সম্বন্ধপদে) **পঞ্চন্নং**। (করণ ও অপাদান কারকে) **পঞ্চহি**। (অধিকরণ কারকে) **পঞ্চসু**। "**পঞ্চ**" শব্দের ব্যবহারের উদাহরণ সমূহ : ১। সময় সম্বন্ধে : (জাতক) **চতুপঞ্চাহং**—৪ অথবা ৫ দিন, চারি-পাঁচ দিন। (বিমানবত্থু) **মরণং তুযহং ওরং মাসেহি পঞ্চহি**—পাঁচ মাস পরে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পঞ্চমাসে বসিত্বা**। ২। স্থান ও এলাকা সম্বন্ধে : (জাতক) **পঞ্চযোজনট্ঠান**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যোজন-উব্বোধো পঞ্চযরো**। (জাতক) **পঞ্চভূমক পাসাদো**। ৩। সমবায় বা পুঞ্জ, প্রস্থ (সেট) বা একজাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ, সঙ্গ বা সঙ্গীদল ইত্যাদি সম্বন্ধে : (জাতক) **পঞ্চজনা**, **পঞ্চ অমচ্চা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চহত্থিনো**। (বিমানবত্থু)

পঞ্চনারিযো অগামিংসু। (পেতবথু) পঞ্চপুত্তানি খাদামি। ৪। অন্যান্য পাঠে : (সূত্রনিপাত) পঞ্চ অব্বুদানি; নহুতানি কোটিযো পঞ্চ। (থেরী গাথা) পঞ্চ কটুক = পঞ্চ কামগুণরস (থেরগাথা অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) পঞ্চ মহানিধি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) পঞ্চপ্পকার লোমহংস পুণ্ণ ভাব। (মিলিন্দ প্রশ্ন) পঞ্চগুণা। (বিনয়) পঞ্চ পদানি। (জাতক) পঞ্চ-রাজপুত্তা পঞ্চা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) পঞ্চ পব্বগণ্ঠিযো। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) পঞ্চপুচ্ছা। (ধর্মপদ অর্থকথা) পঞ্চ মহা-পরিচ্চাগা; পঞ্চ মহা-বিলোকনানি। (বিনয়) পঞ্চবথুনি। (ধর্মপদ অর্থকথা) ("পজ্জোত" বা প্রদ্যোৎ রাজার) পঞ্চ বাহনানি। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) পঞ্চ সুদ্ধাবাসা।

পঞ্চ অভিঞ্ঞা ঞাণ—পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞ জ্ঞান। পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞা জ্ঞান, যথা—ইদ্ধি ঞাণ, দিব্বসোত ঞাণ, পরচিত্ত বিজানন ঞাণ, জাতিস্সর ঞাণ, চুতি উপ্পত্তি ঞাণ। ⟹ ঞাণ, অভিঞ্ঞা।

পঞ্চক (বিণ) পাঁচ, পঞ্চবিধ, পঞ্চক, পাঁচের সমষ্টিগত, পঞ্চম বিষয়-সম্বন্ধীয়, পাঁচটির পরিমিত, পঞ্চজনের কৃত, পাঁচজনের ক্রীত, পঞ্চগুণ, পঞ্চগুণের, পঞ্চবিধ সমবায়ের। (জাতক) পঞ্চক কম্মকম্মট্ঠান। (ধর্মসঙ্গণী) পঞ্চক নয—ধ্যানের পঞ্চগুণ প্রথা বা পঞ্চ নীতি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) পঞ্চক নিপাত—অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থস্থ "পঞ্চক নিপাত"। (ক্লী) পাঁচটি। (বহুবচনে) পঞ্চকা। "কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তাচো" ইত্যাদি শরীরস্থ ৩২ প্রকার অশুভকে নিকটতর সম্বন্ধযুক্ত পঞ্চকে বিভক্ত করিয়া চারি পঞ্চক করা হইয়াছে, যেমন—তচপঞ্চক, বক্কপঞ্চক, পপ্ফাস পঞ্চক, মথলুঙ্গ পঞ্চক।

পঞ্চকং (ক্লী) পাঁচটি অর্থাৎ কঠিন চীবরের পঞ্চ অংশ বা আনিশংসে (ফল)। ⟹ পঞ্চক (ক্লী)।

পঞ্চকল্যাণ (ক্লী) পঞ্চবিধ সৌন্দর্যের চিহ্ন বা লক্ষণ, পঞ্চবিধ মঙ্গলজনক লক্ষণ। পঞ্চবিধ মঙ্গলজনক লক্ষণ, যথা—কেসকল্যাণ (চুলের সৌন্দর্য বা বাহার), মংসকল্যাণ (শরীর মাংসের সুগঠিত সৌন্দর্য), অট্ঠিককল্যাণ (দন্তসৌন্দর্য), ছবিকল্যাণ (চর্ম সৌন্দর্য), বযকল্যাণ (বয়সে তারুণ্যের লাবণ্যতা বা সৌন্দর্য)।

পঞ্চকা (বহুবচন) পাঁচের সমবায় বা পুঞ্জ, পঞ্চগুণ। ⟹ পঞ্চক।

পঞ্চকামগুণ (পুং) পঞ্চকামগুণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় সুখ (অর্থাৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দর্শনজনিত সুখ, কর্ণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণজনিত সুখ, নাসিকা-ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ বা গন্ধ গ্রহণজনিত সুখ, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় দ্বারা রসাস্বাদনজনিত সুখ এবং শরীর-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শজনিত সুখ—এইরূপে পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা পঞ্চবিধ কামসুখ)। (বহুবচনে) পঞ্চকামগুণা। = তগ্গোচরানি পঞ্চাযতনানি গহিতানি হোন্তি (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ কামগুণা।

পঞ্চকামগুণা (বহুবচন) ⟹ পঞ্চকামগুণ।

পঞ্চক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) পাঁচবার, একবার দুইবার ......পাঁচবার।

পঞ্চক্খন্ধ (পুং) পঞ্চ সমষ্টি, পঞ্চ সমূহ, পঞ্চবস্তুর সমষ্টি, পঞ্চ বিষয়ের একত্রীকরণ। পঞ্চসমষ্টি, যথা—রূপ (চারি মহাভূতে বা জড় উপাদানে গঠিত এই দেহ), বেদনা (অনুভূতি), সঞ্ঞা (সংজ্ঞা), সঙ্খার (সংস্কার), বিঞ্ঞাণ (বিজ্ঞান)।

পঞ্চগোরস (পুং) পঞ্চবিধ গোরস, গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন পঞ্চবস্তু, পঞ্চ গোরস। পঞ্চগোরস, যথা—খীর (ক্ষীর বা দুগ্ধ), দধি (দধি বা দৈ), তক্ক (তক্র বা ঘোল), নবনীত (মাখন), সপ্পি (ঘৃত)।

পঞ্চগ্গং [পঞ্চ+অগ্গং] পঞ্চবিধ অগ্রবস্তু। পঞ্চবিধ অগ্রবস্তু, যথা—খেত্তগ্গং (ক্ষেত্রে ধান্যাদি শস্যের যখন ক্ষীর হয় সেই অগ্রবস্তু), রাসগ্গং (ধান্যাদি শস্য মাড়াইবার সময়ে প্রথম অগ্রবস্তু), কোট্ঠগ্গং (ধান্যাদি শস্য গোলায় তুলিবার সময় প্রথম অগ্রবস্তু), কুম্ভিগ্গং (ধান্যাদি শস্য গোলায় উঠাইবার পর প্রথম অগ্রবস্তু), ভোজনগ্গং (ধান্যাদি শস্যজাত চাউলাদি বস্তু ভোজন করিবার সময় প্রথম অগ্রবস্তু)। এই সব পঞ্চবিধ অগ্রদান রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ⟹ পঞ্চগ্গদান, পঞ্চগ্গদাযক।

পঞ্চগ্গদান (ক্লী) [পঞ্চ+অগ্গ+দান] পঞ্চবিধ অগ্রদান, পঞ্চ অগ্রদান। পঞ্চ অগ্রদান, যথা—১। ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধানের প্রথম ক্ষীর (রাস) দান। ২। শীষ (কোট্ঠ) দান। ৩। বেণী (কুম্ভী) দান। ৪। ধান্য মাড়ানো খোলায় বা স্থানে (ভোজন) দান। ৫। গোলায় তুলিবার পূর্বে দান অর্থাৎ "সুখ" দান। পঞ্চগ্গদানং অগ্গং অকখাযতি। ⟹ পঞ্চগ্গং।

পঞ্চগ্গদাযক (পুং) পাঁচজন শ্রেষ্ঠ দাতা, পঞ্চ অগ্রদায়ক, পাঁচজন অগ্রদানকারী দাতা। পাঁচজন অগ্রদানকারী দাতা, যথা—খেত্তগ্গং দানং (যে ব্যক্তি "ক্ষেত্রজাত অগ্র ফল দান" দেয়), রাসগ্গং দানং (যে ব্যক্তি "রসুন অগ্রদান" দেয়), কোট্ঠগ্গং দানং (যে ব্যক্তি "বিহার অগ্রদান" দেয়), কুম্ভিগ্গং দানং (যে ব্যক্তি "কুম্ভ অগ্রদান" দেয়), ভোজনগ্গং দানং (যে ব্যক্তি "ভোজন অগ্রদান" দেয়)।

পঞ্চগ্গানি (বিণ, ক্লী) [পঞ্চ+অগ্গানি] পঞ্চগ্র, পঞ্চবিধ অগ্র (বস্তু)। পঞ্চগ্গানি ফলানি—পাঁচ প্রকার অগ্রফল।

পঞ্চঙ্গ (বিণ) [পঞ্চ+অঙ্গ] পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট, সৎপুরুষের (রাজা বা ব্রাহ্মণের পঞ্চগুণ-সম্বন্ধীয়। পঞ্চগুণ, যথা—সুজাত, অজ্ঝাযক, অভিরূপ, সীলবা, পণ্ডিত। ⟹ অঙ্গ।

পঞ্চঙ্গ বিপ্পহীন (বিণ) পঞ্চ অঙ্গ (অর্থাৎ পঞ্চ "নীবরণ") বিপ্রহীন (অর্থাৎ পরিত্যক্ত বা বিনাশ প্রাপ্ত)। ⟹

পঞ্চনীবরণ, নিব্বান।

পঞ্চঙ্গ সমন্নাগত (বিণ) ১।(ভিক্খু-সম্বন্ধে) পঞ্চ সদ্‌গুণ সমন্বিত বা সম্পন্ন, পঞ্চ সদ্‌গুণের অধিকারী। পঞ্চ সদ্‌গুণ, যথা—**সীলক্‌খন্ধ, সমাধি, পঞ্‌ঞা, বিমুত্তি, বিমুত্তিঞাণদস্‌সন।⟹ খন্ধ।** ২।(রাজা বা ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে) পঞ্চ অঙ্গ সমন্বিত, পাঁচ অঙ্গ সম্পন্ন, পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট। পঞ্চ অঙ্গ, যথা—**সুজাত, অজ্‌ঝাযক, অভিরূপ, সীলবা, পণ্ডিত।⟹ পঞ্চঙ্গ।**

পঞ্চঙ্গিক (বিণ) (ধ্যান-সম্বন্ধে) পঞ্চ অঙ্গযুক্ত, পঞ্চ অঙ্গ সমন্বিত, পাঁচ অঙ্গ সম্পন্ন, পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট।(ধর্মসঙ্গণী) **পঞ্চঙ্গিক ঝান**—পঞ্চ অঙ্গযুক্ত ধ্যান। ইহাকে ধ্যানিক অঙ্গ বলা হয়।পঞ্চ ধ্যানিক অঙ্গ, যথা—**বিতক্ক, বিচার, পীতি, সুখ, চিত্তস্‌স-একগ্‌গতা।**

পঞ্চঙ্গিক ঝান ⟹ পঞ্চঙ্গিক।

পঞ্চঙ্গিক তুরিয—পঞ্চবিধ সঙ্গীতবিদ্যা বা সঙ্গীতশাস্ত্র। পঞ্চবিধ সঙ্গীতবিদ্যা, যথা—**আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন, সুসির।**

পঞ্চঙ্গুল = পঞ্চঙ্গুলিক।⟹ পঞ্চঙ্গুলিক।

পঞ্চঙ্গুলক = পঞ্চঙ্গুলিক।⟹ পঞ্চঙ্গুলিক।

পঞ্চঙ্গুলিক (ক্লী) [পঞ্চ+অঙ্গুলিক] সুগন্ধ অগুরু চন্দন কুমকুমাদি দ্বারা পঞ্চ অঙ্গুলিতে কপালে পঞ্চ ফোঁটা দেওয়াকে পঞ্চঙ্গুলিক (**পঞ্চঙ্গুলিক**) বলা হয়, পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা হস্ততলে পঞ্চ ফোঁটার দাগ বা চিহ্ন, পঞ্চ অঙ্গুলি সহ হস্ততলের কহক বা যাদুকরী চিহ্ন বা দাগ, ভরহুতের একপ্রকার অলঙ্কার বিশেষ। (জাতক) **গন্ধ পঞ্চঙ্গুলিকং দেতি; চেতিযে গন্ধ পঞ্চঙ্গুলিকং দেতি;** (রক্তের) **লোহিত পঞ্চঙ্গুলিকং দেতি।** (বিমানবত্থু) **গন্ধ পঞ্চঙ্গুলিকং অদাসিং কস্‌সপস্‌স থূপস্মিং।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **গোণানং গন্ধ পঞ্চঙ্গুলিকানি দত্বা।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সেতমালাহি সব্ব-গন্ধ-সুগন্ধেহি পঞ্চঙ্গুলিকেহি চ অলঙ্কতা পরিপুণ্‌ণ-অঙ্গ পচ্চঙ্গা** (বৃষভ সম্বন্ধে)। তুলনীয় মহাবস্তু—"স্তূপেষু পঞ্চাঙ্গুলানি"।⟹ **অঙ্গুলিক।**

পঞ্চচক্‌খু (বিণ, বহুবচন) পঞ্চচক্ষু বা পঞ্চ দৃষ্টি আছে এমন।(ক্লী) পঞ্চচক্ষু, পঞ্চবিধ দৃষ্টি, পাঁচ প্রকার পরিজ্ঞান বা দূরদৃষ্টি।**পঞ্চচক্‌খুনি**, যথা—**মংসচক্‌খু, দিব্বচক্‌খু, পঞ্‌ঞাচক্‌খু, বুদ্ধচক্‌খু, সমন্তচক্‌খু।**

পঞ্চচত্তালীস (বিণ) ৪৫, পঁয়তাল্লিশ। (জাতক) **পঞ্চচত্তালীস যোজন।**

পঞ্চচত্তালীসতি (বিণ) ৪৫, পঁয়তাল্লিশ।= **পঞ্চচত্তালীস।**

পঞ্চচত্তালীসা = পঞ্চচত্তালীসতি।⟹ পঞ্চচত্তালীসতি।

পঞ্চচূলক (বিণ) মাথার চুলের পঞ্চ শিখাযুক্ত বা টিকিযুক্ত, শিরস্ত্রাণের উপর পঞ্চ পক্ষযুক্ত গুচ্ছ আছে এমন, পঞ্চ চূড়া সমন্বিত।⟹ **চূলক।**

পঞ্চ তণ্‌হা (স্ত্রী) পঞ্চবিধ তৃষ্ণা বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চূল্লনিদ্দেসে ইহা (**তণ্‌হা**) প্রতি সমবায়ে বা সমষ্টিতে পাঁচটি করিয়া চারিটি সমবায়ে বা পুঞ্জে বর্ণিত হইয়াছে (⟹চূল্লনিদ্দেস)।

পঞ্চতিংসতি (বিণ) ৩৫, পঁয়ত্রিশ।

পঞ্চদস (বিণ) পঞ্চদশ, ১৫, ১৫ সংখ্যার পূরক, পনের, মাসের পঞ্চদশ দিবস। **পঞ্চদস কহাপণ-সহস্‌সানি দাপেসি। পঞ্চদস যোজন।⟹ পন্নরস।**

পঞ্চদসী (স্ত্রী) ৪৫, পঞ্চদশী তিথি, পঞ্চদশ বা পনের সংখ্যা, পনের।⟹ **পন্নরস, পঞ্চদস।**

পঞ্চধম্মা = পঞ্চসীল।⟹ পঞ্চসীল।

পঞ্চধা (ক্রি-বিণ) পঞ্চধা, পঞ্চ প্রকারে, পঞ্চবিধ উপায়ে, পাঁচ প্রকার কৌশলে, পাঁচ ভাগে, পাঁচ অংশে।

পঞ্চনখ (বিণ) (পশু সম্বন্ধে) যাহার অর্থাৎ যে পশুর পায়ে পঞ্চ নখ বা পঞ্চ নখযুক্ত আঙ্গুল আছে এমন। (পুং) পায়ের পঞ্চ আঙ্গুলে পঞ্চ নখবিশিষ্ট পশু, একজাতীয় চতুষ্পদ জন্তুর নাম। জাতকে এই শব্দের পরিবর্তে "**পঞ্চনখা**" পাঠ ভুল।

পঞ্চনবুতি (বিণ) ৯৫, পঁচানব্বই।

পঞ্চনিকায়—বৌদ্ধসাহিত্যে সূত্তান্ত পিটকের পাঁচটি সংগ্রহ-গ্রন্থ।পাঁচটি সংগ্রহ-গ্রন্থ, যথা—(বিনয়) **দীঘনিকায, মজ্‌ঝিমনিকায, সংযুত্তনিকায, অঙ্গুত্তরনিকায, খুদ্দকনিকায।**

পঞ্চ নীবরণ (ক্লী) মনের উৎকর্ষতা সাধনে পঞ্চবিধ বাধা বা প্রতিবন্ধক। (বহুবচনে) **পঞ্চ নীবরণানি**, যথা—**কামচ্ছন্দ নীবরণ, অভিজ্‌ঝা-ব্যাপাদ নীবরণ, থিন-মিদ্ধ নীবরণ, উদ্ধচ্চ কক্কুচ্চ নীবরণ, বিচিকিচ্ছা নীবরণ।**

পঞ্চনেত্ত = পঞ্চচক্‌খু।⟹ পঞ্চচক্‌খু।

পঞ্চপঞ্‌ঞাস (বিণ) ৫৫, পঞ্চান্ন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চপঞ্‌ঞাস জনা।**

পঞ্চপঞ্‌ঞাসতি (বিণ) ৫৫, পঞ্চান্ন।

পঞ্চপঞ্‌ঞাসা (বিণ) ৫৫, পঞ্চান্ন।

পঞ্চপটিক = পঞ্চপট্‌ঠিক।⟹ পঞ্চপট্‌ঠিক।

পঞ্চপট্‌ঠিক—এই শব্দটি বিনয়ে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা পরিষ্কার অর্থবোধক নহে। বিনয় সাহিত্যের অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "থালা, বাসন, খাবার প্রভৃতি রাখিবার থাকযুক্ত আলমারি", ইহার সংস্কৃত শব্দ "পট্টিকা" এবং পালিতে বিনয় শাস্ত্রের "**চেলপত্তিকং**" শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব নিঃসন্দেহে ইহার অর্থ হয় যে, "আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে নির্দেশ করিয়া দেওয়া অথবা সম্মুখে উপস্থাপিত বস্ত্রের ফালি বা টুকরা" (বিনয়ের অনুবাদ)।

পঞ্চপণ্‌ণ (ক্লী) পঞ্চপর্ণ, পঞ্চবিধ পর্ণ বা পাতা। **পঞ্চপণ্‌ণানি**, যথা—**নিম্বপণ্‌ণ, কটুক্ক্‌পণ্‌ণ, পটোলপণ্‌ণ, সুলসিপণ্‌ণ, কপ্পাসিকপণ্‌ণ।⟹ পঞ্চ** (৪)।

পঞ্চপতিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের পঞ্চ স্বামী আছে।

পঞ্চপতিট্‌ঠিত (বিণ) (বন্দনা বা নমস্কার করিবার সময়

"কপাল, কোমর, কনুইদ্বয়, হাঁটুদ্বয় এবং পদদ্বয়—এই) পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত অথবা পঞ্চবিধ আকারে প্রতিষ্ঠিত। ⟹ **পঞ্চপতিট্ঠিতং**।

পঞ্চপতিট্ঠিতং (ক্লী) পঞ্চপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বা শ্রদ্ধাভরে প্রণতি, পঞ্চ প্রকারে শ্রদ্ধা প্রদর্শন অথবা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে সংকোচন, পঞ্চ প্রকারে শ্রদ্ধা নিবেদন, পঞ্চ প্রকারে বিন্যাস বা শৃঙ্খলা, পঞ্চভাবে ব্যূহরচনা, পঞ্চ প্রকারের পোশাকপরিচ্ছদ বা সাজসজ্জা, সম্মানসূচক অভিনন্দনের আদর্শ, বিনীত অভ্যর্থনার আকার বা শৃঙ্খলা। **পঞ্চপতিট্ঠিতং**, যথা—কপাল, কোমর, কনুইদ্বয়, জানু বা হাঁটুদ্বয়, পদদ্বয়—এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণতি (Childers-এর অভিধান মতে); আবার কোনো কোনো গ্রন্থ মতে—কপাল, নাসিকাগ্র, দুই হাতের দুই কনুই হইতে অঙ্গুলিবিস্তৃত হস্ততল বা পাঞ্জা পর্যন্ত, দুই জানু বা হাঁটু এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগ—এই পঞ্চ অঙ্গ মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দনা বা নমস্কার করিলে পঞ্চাঙ্গযুক্ত শ্রদ্ধার প্রণাম বলা হয়। (বি-ভা) **পঞ্চ পতিট্ঠিতেন বন্দতি**; আবার সূত্রনিপাত অর্থকথা, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে একই অর্থে দৃষ্ট হয়—"**পঞ্চপতিট্ঠিতং বন্দতি**"। ⟹ **পঞ্চ**, **পঞ্চপতিট্ঠিত**।

পঞ্চবন্ধন (ক্লী) পঞ্চবন্ধন, (পিছমোড়া হাত-পা ইত্যাদি পঞ্চ প্রকারে পৃথক পৃথক বন্ধন অথবা পাঁচবার পেঁচাইয়া বন্ধন করণ। (জাতক) **উরে পঞ্চঙ্গিক বন্ধনং**; (তুলনীয়) **কণ্ঠে পঞ্চমেহি বন্ধনেহি বন্ধিত্বা** (সংযুক্ত নিকায়)। (চুল্লনিদ্দেস) **রাজা বন্ধাপেতি অন্ধুবন্ধনেন বা রজ্জুবন্ধনেন বা লতাবন্ধনেন বা পরিক্খেপনেন বা**। তুলনীয় শিক্ষাসমুচ্চ—"রাজ্ঞা পঞ্চপাশকেন বন্ধনেন বদ্ধং"। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারের বন্ধনও আছে যে বন্ধনকে কিছু করিবার থাকে না,—তাহা হইতেছে নরকের পঞ্চবিধ অতিকঠোর পরীক্ষা বা শাস্তি (বাধ্যবাধকতা:—**পঞ্চবিধ বন্ধন-কারণং**) এবং হস্তপদ ও বক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহশূল বিদ্ধকরণ। (এখানে Rhys Davids বলেন:—) আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই "**বন্ধন**" শব্দটি "**বন্ধন**" ("√ব্যধ" অথবা "বিদ্ধন"-এর?) শব্দের অপভ্রংশ বা বিকৃত শব্দ, আর সেই বর্ণনাও মূলত ("**পঞ্চবিধ-বন্ধন-কারণ**" ইহার পরিবর্তে) "**পঞ্চবিদ্ধন-কারণ**" ছিল। ⟹ **বন্ধন**।

পঞ্চবল (ক্লী) পঞ্চবল, পঞ্চবিধ মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা। **পঞ্চবলানি**, যথা—**সদ্ধাবল**, **বিরিযবল**, **সতিবল**, **সমাধিবল**, **পঞ্ঞাবল**। ⟹ **বল**।

পঞ্চবলি—পঞ্চবিধ বলি বা পূজা। পঞ্চবিধ পূজা, যথা—**ঞাতিবলি**, **অতিথিবলি**, **পুব্বপেতবলি**, **রাজবলি**, **দেবতাবলি**। ⟹ **বলি** (১)।

পঞ্চভিঞ্ঞা (স্ত্রী) [পঞ্চ+অভিঞ্ঞা] পঞ্চবিধ অভিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, পাঁচ প্রকার মানসিক শক্তি। = **পঞ্চাভিঞ্ঞা**। ⟹ **অভিঞ্ঞা**।

পঞ্চভূমক (বিণ) পঞ্চতল (প্রাসাদ)। **পঞ্চভূমক পাসাদ**—পাঁচতলা প্রাসাদ। ⟹ **ভূমক** (১)।

পঞ্চভূমিক (বিণ) = **পঞ্চভূমক**। ⟹ **পঞ্চভূমক**। ⟹ **ভূমিক**।

পঞ্চভেসজ্জানি ⟹ **ভেসজ্জ**।

পঞ্চভোজন (ক্লী) পঞ্চবিধ ভোজন। **পঞ্চভোজনানি**, যথা—**ওদন**, **কুম্মাস**, **সত্তু**, **মচ্ছ**, **মংস**।

পঞ্চম (বিণ) পঞ্চম। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্চম মাসে** (আজ হইতে) পঞ্চম মাসে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চমে সত্তাহে** (আজ হইতে) পঞ্চম সপ্তাহে।

পঞ্চমক (বিণ) = **পঞ্চম**। ⟹ **পঞ্চম**।

পঞ্চমচ্ছরিয (ক্লী) পঞ্চপ্রকার মাৎসর্য, পঞ্চবিধ কৃপণতা, পাঁচ প্রকার স্বার্থপরতা। **পঞ্চমচ্ছারিযানি**, যথা—**আবাসমচ্ছরিযা**, **কুলমচ্ছরিয**, **লামমচ্ছরিয**, **বণ্ণমচ্ছরিয**, **ধম্মমচ্ছরিয**।

পঞ্চ মহাপরিচ্চাগ (পুং) পঞ্চবিধ মহাপরিত্যাগ বা মহাবদান্যতা, পঞ্চবিধ মহাদান। **পঞ্চ মহাপরিচ্চাগা**, যথা—মহামূল্য বস্তু দান, পুত্রকন্যাদান, স্ত্রীদান, রাজ্যদান, স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান ও আত্মদান। ⟹ **পরিচ্চাগ** (১)।

পঞ্চ মহাপরিচ্ছাগা (বহুবচন) ⟹ **পঞ্চ মহাপরিচ্চাগ**, **পরিচ্চাগ** (১)।

পঞ্চ মহাবিলোকন (ক্লী) বোধিসত্ত্বের পঞ্চবিধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিলোকন বা দর্শন বা পরীক্ষা। **পঞ্চ মহাবিলোকনানি**, যথা—সময় সম্বন্ধে দর্শন, দেশ সম্বন্ধে দর্শন, স্থান সম্বন্ধে দর্শন, বংশ সম্বন্ধে দর্শন, মাতা সম্বন্ধে দর্শন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যখন মানবভূমিতে শেষ জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তুসিত দেবলোক হইতে মানবভূমির প্রতি সুতীক্ষ্ণ অবলোকনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে "তখন বুদ্ধত্ব লাভের সময় কিনা, বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত দেশ কিনা, বুদ্ধত্ব লাভের উপযুক্ত স্থান আছে কিনা, বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ সৎ ও কুলীন বংশ কিনা, যিনি বোধিসত্ত্বের জননী হইবেন তিনি বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণের উপযুক্ত কিনা"—এইরূপে এই পঞ্চ বিলোকন সমন্বয় হইলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পঞ্চমা (স্ত্রী) পঞ্চম। ((পেতবত্থু অর্থকথা) **ইতো পঞ্চমায**—এই হইতে পঞ্চম মাসে।

পঞ্চমালিন (বিণ) বন্য জন্তু সম্বন্ধীয়, বন্য পশু বিষয়ক। (স) **পঞ্চঙ্গিক-তুরিয-সদ্দোবিয** (জাতক অর্থকথা); কিন্তু জাতকের এই শব্দটির অর্থ কি "বন্যপশু?", জাতক অর্থকথায়ও উক্ত "**পঞ্চঙ্গিক-তুরিয-সদ্দোবিয**" বাক্য দ্বারা পরিষ্কার অর্থ হয় নাই।

পঞ্চমাসক (বিণ) পাঁচমাষা মূল্যের। (পুং) পাঁচমাষা।

মাসক (২)। ⟹ পঞ্চমাসক মত্তং।

পঞ্চমাসক মত্তং—পঞ্চমাষক পরিমাণ মাত্র। (এখানে এক "মাসক" বলিলে বুঝায়—একজাতীয় শিম আছে উহার দানা বা বীজ ক্ষুদ্র বা ডিম্বাকার। এই দানার একদিক লাল, অপর দিক কালো। দেশীয় ভাষায় উহাকে কাঁচের দানা বা কাঁইচগুলা বলা হয়। এই একটি দানার ওজন চারিটি ধানের বা তিন রতির পরিমাণ)।

পঞ্চমী—১। (স্ত্রী) পঞ্চমী, পঞ্চম। (সূত্রনিপাত) **পঞ্চমী সেনা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্চমী জাতি**। ২। (ব্যাকরণে ক্রিয়াপদে) আদেশ ও আশীর্বাদার্থে সমীপকালে অথবা কালের উল্লেখ না থাকিলেও ধাতুর বিভক্তি পঞ্চমী হয়।

পঞ্চরজ (ক্লী) পঞ্চরজঃ, পঞ্চবিধ কামজনক অপবিত্রতা বা ভ্রষ্টতা। **পঞ্চরজানি**, যথা—**রূপরজ, সদ্দরজ, গন্ধরজ, রসরজ, ফোট্‌ঠব্বরজ**। ইহা "চক্‌খু-সোত" ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়ক কামজনক অপবিত্রতা। ⟹ **পঞ্চকামগুণ**।

পঞ্চবগ্‌গিক = **পঞ্চবগ্‌গিয**। ⟹ **পঞ্চবগ্‌গিয**।

পঞ্চবগ্‌গিয (বিণ) পঞ্চবর্গীয়, একসঙ্গে পাঁচজন, পাঁচজন ভিক্ষুর সমষ্টি সম্বন্ধীয়। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁহার সিদ্ধার্থ নামধেয় মুনির "কৌণ্ডিণ্য, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ" নামক পাঁচ ঋষি সঙ্গী ছিলেন; সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তাঁহার গৌতমবুদ্ধ নামধেয় বুদ্ধের উক্ত পাঁচজন ঋষি সঙ্গী ভিক্ষুরূপে শিষ্য হইয়াছিলেন। এই পাঁচজন ভিক্ষুকে "**পঞ্চবগ্‌গীযা**" বা পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু বলা হয়। (তুলনীয়) **ছব্বগ্‌গিয**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্চবগ্‌গিযে আদিং কত্বা**।

পঞ্চবণ্ণ (বিণ) পঞ্চ বর্ণের, পঞ্চবর্ণ, পাঁচ প্রকার রঙের। (বহুবচনে) **পঞ্চবণ্ণা**, যথা—**নীল** (নীলবর্ণ), **পীতক** (পীতবর্ণ বা হলদে রঙের), **লোহিতক** (রক্তবর্ণ বা লাল), **কণ্হ** (কৃষ্ণবর্ণ বা কাল), **ওদাত** (শ্বেতবর্ণ বা সাদা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পঞ্চবণ্ণ পদুম-পুণ্ডরীক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চবণ্ণ পদুম**। (দীর্ঘনিকায় অৎকথা) **পঞ্চবণ্ণ কুসুমানি**। ⟹ **পীত**।

পঞ্চবণ্ণ পদুম—পঞ্চবর্ণের পদ্ম। ⟹ **পদুম** (১)।

পঞ্চবণ্ণ পীতি—পঞ্চবিধ প্রীতি, পাঁচ প্রকার আনন্দজনক ভাবের ক্রম। **পঞ্চবণ্ণ পীতি**, যথা—**খুদ্দিকা পীতি, খণিকা পীতি, ওক্কন্তিকা পীতি, উব্বেগা পীতি, ফরণা পীতি**। ⟹ **পীতি**।

পঞ্চবিধ (বিণ) পঞ্চবিধ, পাঁচ প্রকার। (জাতক) **পঞ্চবিধা অভিরক্‌খা; পঞ্চবিধ পদুম; পঞ্চবিধ বন্ধন** (⟹ **পঞ্চবন্ধন**)।

পঞ্চবিধ ককুধভণ্ড—পঞ্চবিধ (রাজ) চিহ্ন। **পঞ্চবিধং রাজ ককুধভণ্ডং**, যথা—**বাড়বীজনী** (চামর), **উণ্হীস** (উষ্ণীষ), **খগ্‌গ** (খড়্গ বা অসি), **ছত্ত** (রাজছত্র), **পাদুকা** (পাদুকা বা জুতা)। ⟹ **ককুধভণ্ড**।

পঞ্চবীসতি (বিণ) ২৫, পঁচিশ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চবীসতি অহিপেতো**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পঞ্চবীসতি যোজনানি ফরিত্বা পভা**।

পঞ্চসংযোজন (ক্লী) পঞ্চবিধ সংযোজন, পাঁচ প্রকার মিশ্রণ বা একত্রীকরণ, পঞ্চ প্রকার বন্ধন বা নিগড় অথবা পদ-শৃঙ্খল। **পঞ্চ সংযোজনানি**, যথা—**সক্কাযদিট্‌ঠি সংযোজন, বিচিকিচ্ছা সংযোজন, সীলব্বত পরামাসো সংযোজন, কামচ্ছন্দো সংযোজন, ব্যাপাদো সংযোজন** (অর্থাৎ দশবিধ সংযোজনের মধ্যে প্রথম পাঁচটি)। এই সংযোজন পাঁচটিকে "**ওরম্ভাগিযানি**"ও বলা হয়। ⟹ **সংযোজন**।

পঞ্চসঙ্গা (স্ত্রী) অপবিত্রতা, কলুষতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য। **পঞ্চসঙ্গা**, যথা—**রাগ, দোস, মোহ, মান, দিট্‌ঠি**। (তুলনীয়) **তণ্হা**।

পঞ্চসট্‌ঠি (বিণ) ৬৫, পঁয়ষট্টি।

পঞ্চসত (বিণ) ৫০০, পাঁচ শত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পঞ্চধনুসতিক**—৫০০ ধনুক দূরত্ব।

পঞ্চসতা (বিণ, স্ত্রী) ৫০০, পাঁচশত। (জাতকে) **পঞ্চসতিকা**। (বিণ, ক্লী, বহুবচনে) **পঞ্চসতানি**।

পঞ্চসতিকা = **পঞ্চসতা**। ⟹ **পঞ্চসতা**।

পঞ্চসত্ততি (বিণ) ৭৫, পঁচাত্তর।

পঞ্চসন্ধি = **পঞ্চাবুধ**। ⟹ **পঞ্চাবুধ**।

পঞ্চসহস্স (বিণ) ৫০০০, পঞ্চ সহস্র, পাঁচ হাজার।

পঞ্চ সাধারণভাব—পঞ্চগুণের সংলগ্নতা, পাঁচ ভাঁকে ভাঁজ করা অবস্থা, পাঁচ ভাঁজে ভাঁজ করা অবস্থা, পঞ্চগুণে যোগ বা সম্পর্ক।

পঞ্চসিক্‌খাপদ (ক্লী) পঞ্চশীল। ⟹ **সিক্‌খাপদ**।

পঞ্চসীল (ক্লী) পঞ্চশীল, পঞ্চবিধ সদাচার পদ্ধতি, পঞ্চ নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশ, পাঁচ প্রকার নৈতিক আচার। পঞ্চশীল, যথা—**পাণাতি পাতা বেরমণী** (প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি), **অদিন্নদানা বেরমণী** (চুরি কর্ম হইতে বিরতি), **কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী** (মিথ্যা কামাচার অর্থাৎ পরস্ত্রী ও পর মেয়ে ধর্ষণাদি ব্যভিচার কার্য হইতে বিরতি), **মুসাবাদা বেরমণী** (মিথ্যা ভাষণ মিথ্যালাপ হইতে বিরতি), **সুরা-মেরেয-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী** (সুরা-মৈরেয়-মদ্যপান ইত্যাদির প্রমাদ স্থান হইতে বিরতি)। ⟹ **সীল** (২)। গৃহীদের জন্য এবং যাহারা বুদ্ধের শরণে আগমন করে তাহাদের জন্য নিত্য পালনীয় শীলই এই প্রাথমিক পঞ্চশীল। যাহারা বুদ্ধের শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ও উন্নততর সুচরিত দশশীলও পালন করিয়া থাকে। বুদ্ধবংশে বলা হইয়াছে—"**সরণাগমনে কঞ্চি নিবেসেসি তথাগতো কঞ্চি পঞ্চসু সীলেসু সীলে দসবিধে পরং**"। পঞ্চশীলকে "**পঞ্চধম্মা**"ও বলা হয়। (বিনয়) **পঞ্চসু সীলেসু (সিক্‌খা পদেসু) সমাদপেতি**—পঞ্চশীলে শিক্ষা দেওয়া।

পঞ্চসেট্‌ঠ (বিণ) পঞ্চশ্রেষ্ঠ, পাঁচ জনের অর্থাৎ পঞ্চবর্গীয়

ভিক্ষুর শ্রেষ্ঠ বা প্রধান। **পঞ্চসেট্ঠ ভগবা।** = **পঞ্চন্নং পঠম (পঠম) সিস্সানং পঞ্চবগ্গিযানং সেট্ঠো, পঞ্চহি বা সদ্ধাদীহি ইন্দ্রিযেহি সীলাদীহি বা ধম্মকখন্ধেহি অতিবিসিট্ঠেহি চক্খূহি চ সেট্ঠো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পঞ্চসো (ক্রি–বিণ) পাঁচটি দ্বারা অথবা পঞ্চবিধ উপায়ে।

পঞ্চহত্থ (বিণ) পাঁচ হাত পরিমিত, পাঁচ হাত পর্যন্ত আছে এমন, পাঁচ হাতের। ⟹ **হত্থ** (১)।

পঞ্চানন্তরিক কম্ম (ক্লী) [পঞ্চ+আনন্তরিক+কম্ম] পঞ্চবিধ আনন্তরিক কর্ম অর্থাৎ যে পঞ্চবিধ গুরুতর অপরাধ কর্ম দ্বারা তড়িৎ প্রতিদানস্বরূপ শাস্তি পাওয়া যায় (মিলিন্দ প্রশ্ন)। ৬ প্রকার "**অভিট্ঠান**" এর মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম বলা হয় (⟹**অভিট্ঠান**); = **আনন্তরিয**।(সচরাচর) পঞ্চশীলের বিপরীত কর্ম—"হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, নেশাপান"—এই পাঁচটিকে "পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম" বলা হয়। (⟹**পঞ্চসীল**)। ⟹ **পঞ্চানন্তরিয**।

পঞ্চানন্তরিয (ক্লী) যে পঞ্চবিধ গুরুতর অপরাধের তড়িৎ প্রতিদান স্বরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয় উহা। **পঞ্চানন্তরিয**, যথা—মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অর্হত হত্যা, বুদ্ধের শরীর হইতে রক্তপাত করণ, সঙ্ঘভেদ। ⟹ **অভিট্ঠান, পঞ্চানন্তরিক কম্ম**।

পঞ্চাভিঞ্ঞা (স্ত্রী) [পঞ্চ+অভিঞ্ঞা] পঞ্চ অভিজ্ঞা, পঞ্চবিধ অভিজ্ঞান, পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞতা, পাঁচ প্রকার মানসিক শক্তি। **পঞ্চাভিঞ্ঞা**, যথা—(মনোময়) ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত জানিবার জ্ঞান, পূর্ব পূর্ব জন্মে কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম তাহা জানিবার জ্ঞান, জীবগণের মধ্যে কে কোথায় মরিতেছে এবং মরিয়া কোথায় উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানিবার জ্ঞান।

পঞ্চাযুধ = **পঞ্চাবুধ**। ⟹ **পঞ্চাবুধ**।

পঞ্চাবুধ (ক্লী) পঞ্চাযুধ, পঞ্চবিধ অস্ত্রশস্ত্র, পাঁচ প্রকার অস্ত্রের এক প্রস্ত বা সেট, পঞ্চবিধ অস্ত্রশস্ত্র, যথা—অসি, ধনু, ছোরা, বর্শা, দণ্ড; (বুদ্ধদত্ত মহাথেরের অভিধান মতে "পঞ্চাযুধ", যথা—অসি, বর্শা, যুদ্ধ-কুঠার, ধনু, দণ্ড বা গদা; Childers-এর অভিধান মতে "পঞ্চাযুধ", যথা—অসি, বর্শা, ধনু, যুদ্ধ-কুঠার, ঢাল-বর্ম)।

পঞ্চাসীতি (বিণ) ৮৫, পঁচাশি।

পঞ্চাহ (ক্লী) পাঁচ দিন, পঞ্চদিবস।

পঞ্চাহং = **পঞ্চাহ**। ⟹ **পঞ্চাহ**।

পঞ্চাহিক (বিণ) [পঞ্চ+আহিক] পাঁচ দিন অবধি, পাঁচ দিন ধরিয়া। ⟹ **আহিক**।

পঞ্চিন্দ্রিয (ক্লী) [পঞ্চ+ইন্দ্রিয] পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি, পাঁচ প্রকার ধীশক্তি বা মনোবৃত্তি। **পঞ্চিন্দ্রিযানি**, যথা—**সদ্ধা-ইন্দ্রিয, বিরিয-ইন্দ্রিয, সতি-ইন্দ্রিয, সমাধি-ইন্দ্রিয, পঞ্ঞা-ইন্দ্রিয**। ⟹ **ইন্দ্রিয**।

পঞ্চুপাদানক্খন্ধ (পুং) [পঞ্চ+উপাদান+খন্ধ] পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বা পুঞ্জ, জীবত্বে পঞ্চ আসক্তির উৎপাদক বা অন্যতম কারণ। **পঞ্চুপাদানক্খন্ধা**, যথা—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। ⟹ **খন্ধ** [৩(২)]।

পঞ্জ ("**পুঞ্জ**" শব্দের অপভ্রংশ) রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ, ধ্বংসস্তূপ, কাঁড়ি, শব দাহ করিবার কাষ্ঠ, চিতা, বৃহৎ অট্টালিকা, অট্টালিকা পুঞ্জ, গোলা-রাশি, গোলাগুলির পাঁজা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাটারি। ⟹ **পুঞ্জ**।

পঞ্জর (পুং, ক্লী) পঞ্জর, পিঞ্জর, খাঁচা, কারাগার। (জাতক) **সীহ পঞ্জর**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পঞ্জরন্তগত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নখপঞ্জর**।

পঞ্জরন্তগত (বিণ) [পঞ্জর+অন্তগত] পিঞ্জরান্তগত, পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এমন, খাঁচার মধ্যে গিয়াছে বা ঢুকিয়াছে এমন। ⟹ **পঞ্জর**।

পঞ্জলি (বিণ) [প+অঞ্জলি] শ্রদ্ধার লক্ষণ স্বরূপ নমস্কারার্থে হস্ত প্রসারিত বা অঞ্জলিবদ্ধ, সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন স্বরূপ নমস্কারার্থে অঞ্জলিবদ্ধ বিস্তৃত হস্ত। (তুলনীয়) **অঞ্জলি**।

পঞ্জলিক (বিণ) সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য করজোড়ে হস্তোত্তলন করিয়া, নমস্কার করিবার জন্য যুক্তহস্ত উত্তোলন করিয়া, অঞ্জলি নমস্কার করিয়া, করজোড়ে নমস্কার করিয়া।

পঞ্জলিকত (বিণ) অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কারকৃত, করজোড়ে নমস্কার করা হইয়াছে এমন, অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কার করা হইয়াছে এমন, যুক্ত হস্ত উঠাইয়া নমস্কার করা হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **অঞ্জলিকত**।

পঞ্জস (বিণ) [প+অঞ্জস] প্রকৃত পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা অনুযায়ী, সোজা, সরল, ন্যায়, ঠিক, নির্মল, সহজ, প্রাঞ্জল, উজ্জ্বল।

পঞ্ঞ (বিণ) প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, দক্ষ, নিপুণ, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, পণ্ডিত, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, প্রবীণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, জ্ঞানে ভূষিত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা বোধশক্তি অধিকারী, শ্রেষ্ঠতম প্রত্যক্ষজ্ঞানের অধিকারী। = **পণ্ডিত, সপ্পঞ্ঞ**। (বিপ) **বাল, দুপ্পঞ্ঞ**। (যৌগিকে) **অনিস্সরণ পঞ্ঞ** (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত) **অনোম পঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পপঞ্ঞ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অবকুজ্জ পঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **গম্ভীর পঞ্ঞ; জবনপঞ্ঞ**। (চুল্লনিদ্দেস) **তিক্খপঞ্ঞ**। (দীর্ঘনিকায়) **দুপ্পঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বেধিক পঞ্ঞ**। (চুল্লনিদ্দেস) **পুথু (পুথু) পঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **ভাবিত পঞ্ঞ; ভূরিপঞ্ঞ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মন্দপঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাপঞ্ঞ; সপ্পঞ্ঞ**। = **পণ্ডিত; পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুবিমুত্ত পঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **হাসপঞ্ঞ**। =

লোকিয-লোকুত্তর-পঞ্ঞায সম্পন্ন (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পঞ্ঞং (ক্লী) প্রজ্ঞা, বিশেষ জ্ঞান, বিভাজনীয় জ্ঞান। = **পঞ্ঞতা।**

পঞ্ঞং জবাপেতি (ক্রি) শীঘ্র বুদ্ধি খাটায়, ত্বরিত বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করা, প্রত্যুৎপন্নমতির সহিত কাজ করা। (ক্রি-বি) **পঞ্ঞং জবাপেত্বা;** (জাতক অর্থকথা) **পঞ্ঞং জবাপেত্বা তানি তানি কিচ্চানি পরিচ্ছিন্দিতুং সমত্থাতি।**

পঞ্ঞজোতিসম্পন্ন (বিণ) প্রজ্ঞারূপ জ্যোতিসম্পন্ন, মহাপ্রজ্ঞাবান বা জ্ঞানী। = **জোতিমন্ত।**

পঞ্ঞজ্যোতিসম্পন্ন = **পঞ্ঞজোতিসম্পন্ন।** ⟹ **পঞ্ঞজোতিসম্পন্ন।**

পঞ্ঞতা (স্ত্রী) প্রাজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, জ্ঞান আছে এমন অবস্থা, জ্ঞানযুক্ত ঘটনা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি, বিচক্ষণতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুপ্পঞ্ঞতা; মহাপঞ্ঞতা; পুথুপঞ্ঞতা; বিপুলপঞ্ঞতা।** ⟹ **পঞ্ঞত্তং।**

পঞ্ঞত্ত (বিণ) প্রজ্ঞাপ্ত, জ্ঞাত, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, পরিজ্ঞাত, জানানো হইয়াছে এরূপ, আদিষ্ট, পরিচালিত, পরিকল্পিত, মনে মনে চিন্তিত, কোনও পদে নিযুক্ত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুপঞ্ঞত্ত মঞ্চপীঠ; সুপঞ্ঞত্ত নিচ্চভত্ত।** (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি**— তিনি তাঁহার জন্য প্রজ্ঞাপ্ত বা নির্দিষ্ট (অর্থাৎ তাঁহার জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত বা বিছাইয়া দেওয়া) আসনে বসিলেন। ⟹ **পঞ্ঞাপেতি।** (ক্লী) প্রজ্ঞাপন, জ্ঞান, উপলব্ধি, অনুভূতি, প্রাজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা। = **পঞ্ঞতা।**

পঞ্ঞত্তং (ক্লী) = **পঞ্ঞত্ত।** ⟹ **পঞ্ঞত্ত** (ক্লী)।

পঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) প্রজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপণ, জ্ঞাপন, জানানো, নাম, অর্থ, উপাধি, ধারণা, প্রত্যয়, কল্পিত বিষয়, মত, ভাব, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, নিয়ামন, নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত করণ, ব্যবস্থাপন, নিয়ম, বিধি, আইন, প্রবিধান, অভিব্যক্তি, আবির্ভাব, প্রকাশ, প্রদর্শন, বর্ণনা, প্রকার, রকম, মনের ভাব, অনুমান, বিশ্বাস। **মার পঞ্ঞত্তি; সত্ত পঞ্ঞত্তি; দুকখ পঞ্ঞত্তি; লোক পঞ্ঞত্তি।**

পঞ্ঞত্তিক (বিণ) প্রজ্ঞাপ্তকারী, নির্দেশকারী, ব্যবস্থাপক। ⟹ **পঞ্ঞত্তি।**

পঞ্ঞত্তিমষ (বিণ) প্রজ্ঞপ্তিময়, প্রবিধানময়, কেবল নিয়ামন বা নিয়ন্ত্রণ এবং বিধি বা নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নাই এমন। ⟹ **মষ, পঞ্ঞত্তি।**

পঞ্ঞত্থিক (বিণ) [পঞ্ঞ+অত্থিক] প্রজ্ঞা লাভের আকাঙ্ক্ষী, জ্ঞান বাড়াইবার অভিলাষী। ⟹ **অত্থিক।**

পঞ্ঞবল—প্রজ্ঞাবল। = **পঞ্ঞাবল।**

পঞ্ঞবন্ত (বিণ) প্রজ্ঞাবান, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, কৌশলী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর, সুবুদ্ধি সম্পন্ন, যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত, অবগত। (সংযুক্ত নিকায়) **দহরো চে পি পঞ্ঞবন্তো।** (তুলনীয়) **পঞ্ঞাণবন্ত।**

পঞ্ঞবন্ত (বিণ) = **পঞ্ঞবন্ত।** ⟹ **পঞ্ঞবন্ত।**

পঞ্ঞবা (বিণ) প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, চালাক, চতুর, উপায়শীল, সুকৌশলী। = **বুদ্ধিচরিত।**

পঞ্ঞ ব্যাকরণ ⟹ **ব্যাকরণ** (১)।

পঞ্ঞা (স্ত্রী) প্রজ্ঞা, শ্রেষ্ঠ বোধশক্তি, বিশেষজ্ঞান, বিভাজনীয় জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পূর্ণজ্ঞান, বিশেষ বিভাজনীয় জ্ঞান, প্রাজ্ঞতা, জ্ঞান, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, চিক্কণতা, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, (অভিজ্ঞতা লব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বুদ্ধি, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত সর্বপ্রকার উচ্চস্তরের কার্যক্ষমতা অথবা মনোবৃত্তির অন্তর্গত বিষয়, সমগ্র জাতীয় সত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতের ন্যায় মনোবৃত্তি (অর্থাৎ সর্বপ্রকার সত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা দক্ষ বিচার শক্তি), বিচার শক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, স্বীকার, প্রত্যক্ষ জ্ঞানদর্শন, জ্ঞানের পূর্ণতা, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা। = **মন্তা।** ⟹ **ঞা, পজানাতি।** (ধর্মসঙ্গণী) **পঞ্ঞা পজাননা বিচযো** ইত্যাদি। ⟹ **পঞ্ঞাত্ত।** দীর্ঘনিকায়ে "**খন্ধ, চিত্ত, সীল** সম্বন্ধেও দ্রষ্টব্য। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্ঞাগতেন চরন্তি দিট্‌ঠিগতানি; পঞ্ঞাবাদ; পঞ্ঞা পারিপূরিন; অরিযা পঞ্ঞা।** = **সীল-সমাধি-পঞ্ঞা।** (মধ্যম নিকায়) **সম্মাপঞ্ঞা; পরমাপঞ্ঞা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুসলেসু ধম্মেসু পঞ্ঞা; পঞ্ঞা উত্তর।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্ঞায অভাবতো**—কারণের অভাববশত। এই শব্দটি সর্বদা "**যথাভূতং**" শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **অধিপঞ্ঞ, অধিসীল, অধিচিত্ত, পঞ্ঞায।**

পঞ্ঞা-উত্তর (বিণ) প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানোত্তম। ⟹ **পঞ্ঞা।**

পঞ্ঞাকখন্ধ (পুং) প্রজ্ঞাস্কন্ধ, প্রজ্ঞাপুঞ্জ, জ্ঞানরাশি, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অথবা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন কর্তব্য সম্পাদনের সংকেত পদ্ধতি, জ্ঞানালোক প্রাপ্ত কর্তব্য সম্পাদনের সংহিতা বা নিয়মাবলী, উচ্চতম বা চরমলাভের অভ্যাস সাধন, যথার্থ প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতার সংপ্রসার অথবা বর্ধন-সম্বন্ধীয় বিষয়রাশি, যথার্থ জ্ঞান বা বিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ অথবা উন্নয়ন-সম্পর্কীয় বিষয়পুঞ্জ। সেই বিষয়পুঞ্জ, যথা—**সীল সম্পদা, চিত্ত সম্পদা, পঞ্ঞা সম্পদা** (দীর্ঘ নিকায়)। ⟹ **সীল। তীহি ধম্মেহি সমন্নাগতো**—তিনটি ধর্ম বা গুণের অধিকারী। সেই তিন প্রকার ধর্ম বা গুণ, যথা—**সীলকখন্ধেসু,**

সমাধিক্খন্ধেসু, পঞ্ঞাক্খন্ধেসু। তীহি খন্ধেহি...... অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো সঙ্গহিতো (মধ্যম নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীলক্খন্ধং সমাধিক্খন্ধং পঞ্ঞক্খন্ধং পরিপূরেতি**—শীলরাশি, সমাধিরাশি ও প্রজ্ঞারাশি পরিপূর্ণ করে। (যৌগিকে) **সীলক্খন্ধ সমাধিক্খন্ধ পঞ্ঞাক্খন্ধ।** = **পঞ্ঞাসম্পদা।** ⟹ **পঞ্ঞাত্ত।**

পঞ্ঞাচক্খু (স্ত্রী) প্রজ্ঞাচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, বুদ্ধের পঞ্চ দৃষ্টির মধ্যে একটি, বিশেষ বিভাজনীয় বিচাররূপ জ্ঞানচক্ষু, সূক্ষ্মদৃষ্টি বা সূক্ষ্মবিচার, অর্হদ্দৃষ্টি, যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছে এবং যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছে এরূপ অবস্থা, জ্ঞান দৃষ্টি। = **ঞাণচক্খু, ধম্মচক্খু (ঞানং পস্সং**—জানন এবং দর্শন অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান বা বোধশক্তি, "**চক্খুভূত ঞাণচক্খুধম্মচক্খু ব্রহ্মচক্খু**")। ⟹ **পঞ্চচক্খু, চক্খুমন্ত।**

পঞ্ঞাজব—ত্বরিত বুদ্ধি খাটানো, শীঘ্র বুদ্ধি খাটানো, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

পঞ্ঞাণ (স্ত্রী) [প+ঞাণ] ১। প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বিচারবুদ্ধি, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বুদ্ধি, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **সীল পঞ্ঞাণ।** ২। দৃশ্যমান চিহ্ন, চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ, নিদর্শন, লক্ষণ, সংকেত, ইঙ্গিত, ইশারা, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্ব লক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশিচিহ্ন, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, বন্ধুত্বের চিহ্ন, কোনও স্মারক বস্তু।

পঞ্ঞাণবন্ত (বিণ) বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, ঠিক, ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, পরিমিত, অনতিরিক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর, সুবুদ্ধি সম্পন্ন, সঙ্গত, অবগত, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান।

পঞ্ঞাত (বিণ) বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যশস্বী, পরিচিত, জানাশুনা, চেনা, জ্ঞাত, বিদিত, অবগত। ⟹ **পঞ্ঞাযতি, পজানাতি।**

পঞ্ঞাত্ত (পুং) জ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ে পৌছিবার তৃতীয় স্তর, "ধর্মীয় সাধনা অভ্যাসের সঙ্কেতপদ্ধতি বা নিয়মাবলী" যাহা সাধককে অর্হত্ব জ্ঞানে বা চরম মুক্তিতে নীত করে। তিন প্রকার স্তর, যথা—১। "**সীলক্খন্ধ**" অথবা "**সীলসম্পদা**", ২। "**সমাধিক্খন্ধ**" অথবা '**চিত্তসম্পদা**", ৩। "**পঞ্ঞাক্খন্ধ**" অথবা "**পঞ্ঞাসম্পদা**"। ⟹ **ঝান, পঞ্ঞা।**

পঞ্ঞাদদ (বিণ) প্রজ্ঞাপ্রদানকারী, জ্ঞানদানকারী। ⟹ **দদ।**

পঞ্ঞাধন (স্ত্রী) প্রজ্ঞারূপ ধন, জ্ঞানরূপ সম্পত্তি, নির্দোষ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানরূপ সম্পত্তি। দীর্ঘনিকায়ে উল্লিখিত "**সদ্ধা, সীল, হিরি, ওত্তপ্প, সুত, চাগ, পঞ্ঞা**"—এই "**সত্তবিধ চাগধন**" অথবা "**সত্তবিধ অরিযধন**" এর মধ্যে সর্বশেষোক্তটি "**পঞ্ঞাধন**"।

পঞ্ঞাধিপতেয্য—জ্ঞানের আধিপত্য, প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠতা, প্রজ্ঞার প্রাধান্য।

পঞ্ঞাধুর—প্রজ্ঞা বা জ্ঞানানুশীলন কার্য। ⟹ **ধুর** (২)।

পঞ্ঞানিরোধিক—হেতু বা কারণ ধ্বংসকারী প্রজ্ঞা, যে জ্ঞান দ্বারা কার্যের কারণ ধ্বংস হইয়া থাকে।

পঞ্ঞাপক (বিণ, পুং) প্রজ্ঞাপক, উপদেষ্টা, উপদেশ প্রদানকারী, হস্তান্তরকারী, স্থিরকারী, যে ব্যক্তি (অংশ) ভাগ করিয়া দেয়, নির্দিষ্টকারী, যে ব্যক্তি আরোপ করে, নিয়োগকারী বা কর্তা। (বিনয়) **আসন পঞ্ঞাপক**—যে ব্যক্তি বসিবার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

পঞ্ঞা-পজ্জোত (পুং) প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞারূপ জ্যোতি, জ্ঞানালোক, জ্ঞানরূপ দীপবর্তিকা, জ্ঞানের উল্কা বা মশাল। ⟹ **পজ্জোত।**

পঞ্ঞাপটিলাভ—জ্ঞানার্জন, প্রজ্ঞালাভ, জ্ঞান প্রাপ্তি, জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্তি।

পঞ্ঞাপন (স্ত্রী) প্রজ্ঞাপন, প্রকাশ, উদ্ঘাটন, আবিষ্কার করণ, (আসন ইত্যাদি) প্রজ্ঞাপন, নির্দিষ্টকরণ, ঘোষণা।

পঞ্ঞা পারিপূরিণ (বিণ) প্রজ্ঞা পূরণকারী, জ্ঞানের সাধনাকারী, জ্ঞানের পরিপূরক। ⟹ **পঞ্ঞা।**

পঞ্ঞাপাসাদ—সর্বোচ্চ জ্ঞানের প্রাসাদ বা আশ্রয় স্থান, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সুরক্ষিত স্থান, সর্বোৎকৃষ্ট বা প্রধান জ্ঞানের দুর্গ। = **দিব্ব-চক্খুং সঙ্খাতং পঞ্ঞাপাসাদং।**

পঞ্ঞাপেতর (বিণ, পুং) যিনি জ্ঞানদান করেন, সত্য প্রকাশক, সত্য আবিষ্কারক, যিনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পঞ্ঞাপেতি (ক্রি) [প+√ঞা+আপে] ১। প্রজ্ঞাপ্ত করানো, জানানো, জ্ঞাত করানো, জ্ঞাপন করানো, বলা, প্রকাশ করানো, প্রচার করানো, বক্তব্য প্রকাশ করানো, অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করানো, নিয়োগ করানো, (অংশ) ভাগ করিয়া দেওয়ানো, স্থির করানো, হস্তান্তর করানো, আরোপ করানো, সীমা নিরূপণ করানো, ব্যাখ্যা করানো, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করানো, সঠিক স্থির করানো, চিনিতে পারা, চেনা, চেনানো, স্বীকার করানো, আইন বা বিধি প্রণয়ন করানো, নিয়ন্ত্রিত করানো, শৃঙ্খলা করানো, নিয়মাধীন করানো, প্রস্তুত করানো, উপযুক্ত করানো, সংগ্রহ করানো, সজ্জিত করানো। ⟹ **পজানাতি।** (দীর্ঘনিকায়) **ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণং পঞ্ঞাপেতি; তেবিজ্জং ব্রাহ্মণং পঞ্ঞাপেতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **আসনং পঞ্ঞাপেতি।** ২। বিছাইয়া দেওয়ানো, বিস্তৃত করানো, বিছানো, ভাঁজ খুলিয়া দেওয়ানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্ঘাটিং পঞ্ঞাপেতি।** (অতীত) **পঞ্ঞাপেসি।** (অ-বিণ) **পঞ্ঞাপিত, পঞ্ঞত্ত।** (ব-বিণ) **পঞ্ঞাপেন্ত।** (ক্রি-বি) **পঞ্ঞাপেত্বা।** (কর্মবাচ্যে) **পঞ্ঞাযতি।** (করণে) **পঞ্ঞাপাপেতি।**

পঞ্ঞাবল (ক্লী) প্রজ্ঞাবল, অতি জ্ঞানবল, উত্তমতর জ্ঞানশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন শক্তি, বিচার শক্তি, হেতুবাদ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা, পঞ্চবলের মধ্যে একটি। ⟹ **পঞ্চবল, বল** (১খ)।

পঞ্ঞাবলিন (বিণ) প্রজ্ঞাবলে বলবান, জ্ঞানবলে বলীয়ান বা শক্তিশালী।

পঞ্ঞাবাহুল্ল—প্রজ্ঞাবাহুল্য, জ্ঞানপ্রাচুর্য, জ্ঞানরূপ ধনবাহুল্যতা, প্রজ্ঞারূপ ধনপ্রাচুর্যতা।

পঞ্ঞাভূমি (স্ত্রী) প্রজ্ঞাভূমি, জ্ঞানপর্যায়, জ্ঞান স্তর, জ্ঞানের ভূমি, জ্ঞান উৎপন্ন হইবার ভূমি। বিশুদ্ধি মার্গের ব্যাখ্যায় বুদ্ধঘোষ "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**"-এর নাম দিয়াছেন **পঞ্ঞাভূমি**", যেমন—"**পঞ্ঞাভূমি নিদ্দেস**"।

পঞ্ঞাভূমি নিদ্দেস—প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ। = **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**। ⟹ **পঞ্ঞাভূমি**।

পঞ্ঞায (বিভক্তিহীন শব্দ) সম্পূর্ণ উপলব্ধি, উত্তমরূপে অবধারণ বা জানানো, হৃদয়ঙ্গম, সম্পূর্ণ স্বীকার করার মধ্যে, আদায় করণ, অনর্গল জানার মধ্যে, অনর্গল উপলব্ধির মধ্যে। এই শব্দটি "**পজানাতি**" শব্দের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (⟹ **পজানাতি**) এবং "**উট্‌ঠায**" শব্দের ন্যায় "**ঞত্বা**" ও "**ঠত্বা**" শব্দের সম্বন্ধযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **যথাভূতং পঞ্ঞায; পঞ্ঞায ভাবেতি; পঞ্ঞায লোকস্মিং পজ্জোতো; পঞ্ঞায পরিসুজ্ঝতি; পঞ্ঞায উপ্পজ্জতি; পঞ্ঞায সুপ্পটিবিদ্ধো; পঞ্ঞায অজ্ঝুপেক্‌খতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্ঞায অনুগ্গহিস্সতি; পঞ্ঞায বড্ঢতি; পঞ্ঞায পরিযোগাহমান**। (সূত্রনিপাত) **পঞ্ঞায দিস্ব। পঞ্ঞায মোহাগ্গিং, পঞ্ঞায সঞ্ঞায**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্ঞায উপপরিক্‌খিত্বা** ("**ঞত্বা**" শব্দের উদাহরণ স্বরূপ) = **বিচেয্য**।

পঞ্ঞায অভাবতো—কারণের অভাববশত, কোনো হেতু নাই বলিয়া। ⟹ **পঞ্ঞা**।

পঞ্ঞাযতি (ক্রি) (ক্রি) [প+√ঞা+য] প্রজ্ঞাপিত হওয়া, প্রজ্ঞাপ্ত হওয়া, জানান হওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, বোধ হওয়া, লোক সমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া, অনুভূত হওয়া, উপলব্ধ হওয়া, মনের মধ্যে গৃহীত হওয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধ হওয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, গৃহীত হওয়া। ⟹ **পজানাতি, পঞ্ঞাপেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পালিতো এব পঞ্ঞাযতি; দিস্সতি পঞ্ঞাযতি**। (অতীত) **পঞ্ঞাযি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্চক্‌খতো পঞ্ঞাযি**। (অ-বিণ) **পঞ্ঞাত**। (ব-বিণ) **পঞ্ঞাযমান**—উপলব্ধি করা যায় এমন, অনুভূত হয় এমন, জ্ঞাত হয় এমন (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ভবিষ্যৎ) **পঞ্ঞাযিস্সতি**—সে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবে। (ক্রি-বি) **পঞ্ঞাযিত্বা**।

পঞ্ঞায ভণনসীল (বিণ) জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দ্বারা ভাষণ করেন এমন। (তুলনীয়) **মন্তভাণিন**।

পঞ্ঞাযমান (বিণ) ⟹ **পঞ্ঞাযতি**।

পঞ্ঞারতন (ক্লী) প্রজ্ঞারত্ন, প্রজ্ঞারূপ রত্ন, জ্ঞানরূপ মণি, জ্ঞানের রত্ন বা মণি, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধীয় রত্ন, হেতুবাদ সম্বন্ধীয় রত্ন।

পঞ্ঞালোক (পুং) প্রজ্ঞালোক, জ্ঞানালোক, জ্ঞানের আলো, জ্ঞানরূপ আলো। ⟹ **আলোক** (১)।

পঞ্ঞাবাদ (বিণ) প্রজ্ঞাবাদী, জ্ঞানবাদী। (পুং) প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা, জ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা। ⟹ **পঞ্ঞা**।

পঞ্ঞাবিমুত্ত (বিণ) প্রজ্ঞাবিমুক্ত, জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্ত, অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত, বুদ্ধি বা যুক্তি দ্বারা বিমুক্ত, কারণ দ্বারা বিশেষভাবে মুক্ত, হেতুবাদ হইতে মুক্ত, কারণশূন্য (অর্থাৎ যাঁহার নিকট পুনর্জন্মের কোনো হেতু বা কারণ বর্তমান নাই)। ⟹ **বিমুত্ত**।

পঞ্ঞাবিমুত্তি (স্ত্রী) প্রজ্ঞালাভে বিমুক্তি, পরিজ্ঞান বা জ্ঞান দ্বারা কার্যের কারণ দর্শনে কারণ বা হেতু হইতে বিশেষরূপে মুক্ত অবস্থা, অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞানের মাধ্যমে বন্ধনমুক্ত স্বাধীনতা, যাঁহার নিকট পুনর্জন্মের কোনো হেতু বা কারণ বর্তমান নাই। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্ঞাবিমুত্তি চেতোবিমুত্তি**।

পঞ্ঞাবিসুদ্ধি (স্ত্রী) অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞানের বিশুদ্ধতা।

পঞ্ঞাবুদ্ধি (স্ত্রী) প্রজ্ঞাবৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি।

পঞ্ঞাস (বিণ) ৫০, পঞ্চাশ। (জাতক) **পঞ্ঞাস যোজনানি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্ঞাস হত্থো উব্বেধেন রুক্‌খ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিপুণ্ণ পঞ্ঞাস যোজন সুরিযমণ্ডল**। (জাতক) **পঞ্ঞাসচোরা; পঞ্ঞাস পল্লঙ্কা; পঞ্ঞাস দিজকঞ্ঞা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পঞ্ঞাস ভিক্‌খূ**। = **পণ্ণাস**।

পঞ্ঞাসম (বিণ) পঞ্চাশতম, ৫০শ।

পঞ্ঞাসম্পত্তি (স্ত্রী) প্রজ্ঞা সম্পত্তি, প্রজ্ঞালাভে সুখ, জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্য। ⟹ **সম্পত্তি** (১)।

পঞ্ঞাসম্পদা (স্ত্রী) প্রজ্ঞাসম্পদ, প্রজ্ঞারূপ সম্পদ, উচ্চতম জ্ঞানসুখ বা জ্ঞানময় সুখ, উচ্চতম বা অসীম জ্ঞানরূপ সুখদায়ক বস্তু। ⟹ **পঞ্ঞাক্‌খন্ধ**। ⟹ **সম্পদা** (১)। ⟹ **পঞ্ঞা**।

পঞ্ঞাসা (বিণ) ৫০, পঞ্চাশ।

পঞ্ঞাসীল (ক্লী) প্রজ্ঞাশীল, পরিচালন বা আচরণ এবং (উর্ধ্বতম) বোধশক্তি বা জ্ঞান। (ধর্মপদ) **পঞ্ঞাসীল সমাহিত** = **লোকুত্তর পঞ্ঞায চেব পারিসুদ্ধিসীলেন চ সমন্নাগত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। প্রায়ই একসঙ্গে ব্যবহারে—"**যথাভূতং পঞ্ঞাসীল**"। (তুলনীয়) **পঞ্ঞায**।

পঞ্ঞিন্দ্রিয (ক্লী) [পঞ্ঞা+ইন্দ্রিয] প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞারূপ ইন্দ্রিয়, হেতুবাদ সংবলিত মনোবৃত্তি, নিরপেক্ষ সত্য সম্বন্ধীয় শারীর বৃত্তি বা ধীশক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্ঞিন্দ্রিয সতি-ইন্দ্রিয; পঞ্ঞিন্দ্রিয সমাধি-ইন্দ্রিয।** ⟹ **পঞ্চিন্দ্রিয।**

পঞ্ঞোত্তর [পঞ্ঞা+উত্তর] = **পঞ্ঞা-উত্তর।** ⟹ **পঞ্ঞা-উত্তর।**

পঞ্ঞোভাস--প্রজ্ঞাবিষয়ক যশ, জ্ঞানের খ্যাতি, প্রজ্ঞাজ্যোতি, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি।

পঞ্হ (পুং, স্ত্রী, ক্লী) প্রশ্ন, সন্দেহ, বাদানুবাদ, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, আলোচ্য বিষয়, জিজ্ঞাসা, অনুযোগ, তদন্ত, জিজ্ঞাসার রীতি বা ধারা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা। (মধ্যম নিকায়) **দেবপঞ্হ।** (চুল্লনিদ্দেস) **পঞ্হং পুচ্ছতি**—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। = **পুচ্ছা।** ⟹ চুল্লনিদ্দেসে "**পুচ্ছা**"।

পঞ্হং কত্তা ⟹ **কত্তা।**

পঞ্হ পটিভাগ—প্রশ্নের উত্তর বা জবাব। ⟹ **পটিভাগ** (২)।

পঞ্হ পটিভান (ক্লী) প্রশ্নের উত্তর, জিজ্ঞাসার জবাব।

পঞ্হপুচ্ছক (বিণ, পুং) প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী, যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। ⟹ **পুচ্ছক।**

পঞ্হবিস্সজ্জক = **পঞ্হবিস্সজ্জনক।** ⟹ **পঞ্হবিস্সজ্জনক।**

পঞ্হবিস্সজ্জন (ক্লী) প্রশ্নের উত্তর প্রদান। = **পঞ্হব্যাকরণ।**

পঞ্হবিস্সজ্জনক (বিণ, পুং) প্রশ্নের উত্তরপ্রদানকারী, যে ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। ⟹ **বিস্সজ্জন** (২)।

পঞ্হবীংসক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রশ্ন পরীক্ষা করে অথবা প্রশ্নের মীমাংসা করে।

পঞ্হ ব্যাকরণ (ক্লী) প্রশ্নের উত্তর প্রদান, প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্নের উত্তর দিবার ধরন বা নিয়মধারা। ⟹ **ব্যাকরণ** (১)। ইহা চারি প্রকার, যথা—১। **একংস পঞ্হ ব্যাকরণ** (প্রশ্নের অকপট বা সোজা উত্তর দিবার প্রণালী বা নিয়মধারা, প্রশ্নের পরিষ্কার বা প্রত্যক্ষ উত্তর দেওয়ার ধরন বা রীতি), ২। **বিভজ্জ পঞ্হ ব্যাকরণ** (প্রশ্নের উপযুক্ত বা সীমাবদ্ধ উত্তর দেওয়ার ধরন, প্রশ্নের যোগ্য বা পরিবর্তিত উত্তর দেওয়ার প্রথা বা নিয়ম), ৩। **পটিপুচ্ছা পঞ্হ ব্যাকরণ** (অতিরিক্ত প্রশ্ন অথবা প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নীতি), ৪। **ঠপনীয পঞ্হ ব্যাকরণ** [যেই প্রশ্নের উত্তর দিবার নয় অথবা অমীমাংসিত প্রশ্ন (অর্থাৎ যেই প্রশ্ন মীমাংসিত হইবার নহে অথবা যেই প্রশ্নের কোনো ইহ-পর-কালিক কোনো গুরুত্ব নাই সেই প্রশ্ন) ত্যাগ করার নীতি]।

পঞ্হাকম্ম (ক্লী) প্রশ্ন করার কার্য, (কাগজে উত্তর লিখিবার জন্য স্থান রাখিয়া) প্রশ্নমালা বা প্রশ্নকরণ।

পট (পুং) পট, বস্ত্র, আচ্ছাদন, পরিচ্ছদ, ঢিলা অঙ্গরাখা বা জামা, ছদ্মবেশ। (সংযুক্ত নিকায়) **পটপিলোতিক।** (থেরগাথা) **ভিন্ন পটন্ধর।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পটতন্তু।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পুপ্ফপট; পটকঞ্চুক; কটকঞ্চুক।** (বিশুদ্ধিমার্গ)। **ভিন্ন-পট-ধর।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পট পট সদ্দ।** (তুলনীয়) **পটিকা, পটলিকা, কপ্পট।**

পটকঞ্চুক—আঁটসাঁট হওয়া ছোট জামা বা গেঞ্জি ইত্যাদি, মেয়েদের বুক বাঁধা জামা-বডি-ব্লাউজ ইত্যাদি। ⟹ **পট।**

পটগ্গি (পুং) [পট+অগ্‌গি] বস্ত্রাগ্নি, বস্ত্রপোড়া অগ্নি।

পটঙ্গ (পুং) = **পতঙ্গ।** ⟹ **পতঙ্গ।**

পটচ্চরিন (বিণ) [পট+চরিন] দরিদ্র, গরিব; (সাহিত্যে) জীর্ণবস্ত্র পরিধানকারী, পুরনো বস্ত্র পরিহিত।

পটতন্তু—বস্ত্রের তন্তু বা সুতা। ⟹ **পট।**

পট পট সদ্দ (ক্লী) পট পট শব্দ, ক্রমাগত পট পট শব্দ, বার বার চড় মারার শব্দ, জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহারের বা আঘাতের শব্দ, নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া চলিবার সময়ে যেই একটা পট পট শব্দ হয় সেই শব্দ। ⟹ **পট।**

পটপিলোতিক—ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাপড় দ্বারা সেলাই করা আচ্ছাদন বা জামা। ⟹ **পট।**

পটপিলোতিকা (স্ত্রী) ছোট ছোট কাপড়ের টুকরা। ⟹ **পট, পিলোতিকা।**

পটল (ক্লী) ১। পটল, আবরণ, বস্ত্র, বিছনার চাদর ইত্যাদি, ঝিল্লি, আস্তর, সঞ্জাব, অভ্যন্তরীণ আবরণ, আচ্ছাদন, খাম, ত্বক, চামড়া, খোসা, ছাল, ভিস্তি, মসক, সূক্ষ্ম আস্তরণ, সূক্ষ্ম চর্মাবরণ, অতিশয় সূক্ষ্মসূত্র, সর। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মংসপটল; ফণপটল।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অক্খিপটল।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সমুগ্গটন; উদর পটল।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **এক পটল উপাহনা**—একটি মাত্র সঞ্জাবের প্রস্তুত অথবা একটি মাত্র তলযুক্ত জুতা (তুলনীয়—**পটলিক, পলাসিক**)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কপ্পাস পটল।** ২। ছাদ, চাল, ছই, ছত্রী, গৃহ, তালু, টাকরা, ছাদের ভিতর দিক, সর্বাপেক্ষা উচ্চতা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অযোপটল।** ৩। রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, পিণ্ড, পুঞ্জ, ভর, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ, আকৃতি। (জাতক) **মেঘপটল।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অব্ভপটল।** (জাতক) **মধুপটল।** ৪। চক্ষুর ছানি।

পটলিক (বিণ) আবরণ-সম্বন্ধীয়, অভ্যন্তরীণ আবরণ সম্বন্ধীয়, আবরণ আছে এমন, সঞ্জাব আছে এমন, বিছানার চাদর প্রস্তুত করায় এমন, বহিরাবরণ প্রস্তুত করায় এমন। (জুতা সম্বন্ধে বর্ণনায়) **এক পটলিক**—একটি মাত্র সঞ্জাব দিয়া প্রস্তুত, এক তলাযুক্ত। ⟹ **পটল** (১)।

পটলিকা (স্ত্রী) নানা ফুলের প্যাটার্নের সূচিকর্মযুক্ত পশমের বিছানার চাদর বা শয্যাবরণী, পশমি কাপড়।

"পটিকিট্‌ঠ" শব্দের পরিবর্তে "পটিকিলিট্‌ঠ" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। = **পটিকিলিট্‌ঠ**। ⟹ **পটিকিট্‌ঠ** (২)।

পটিকুজ্জতি (ক্রি) [পটি+√কুজ্জ+অ] কিছুর উপর নোয়া বা নুইয়া পড়া, কাহারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা, কিছুর মধ্যে পরিবর্তন করা, কিছুর উপর ঢাকনা দেওয়া, চাদর ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা, আবদ্ধ করা, বেষ্টন করা, বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলা। (তুলনীয়) **পটিকুটতি**। ⟹ **কুজ্জ**। (অতীত) **পটিকুজ্জি**। (অ-বিণ) **পটিকুজ্জিত**। (করণে) **পটিকুজ্জেতি**।

পটিকুজ্জন (ক্লী) আবরণ, বস্ত্রাদির আচ্ছাদন, উর্ধ্বমুখীকে নিম্নমুখী করিয়া উল্টানো।

পটিকুজ্জনফলক (ক্লী) ফলক বা তক্তার আবরণ, কাষ্ঠফলকের ঢাকনা বা আচ্ছাদন, কাঠের আসন। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বচ্চ-কুটিযা পটি-কুজ্জনফলক**। = **পিধানফলক**।

পটিকুজ্জিত (বিণ) উপরে আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে এমন, আচ্ছাদিত, আবদ্ধ, আবরিত, ঢাকা, আবৃত্ত। = **উপরিপিদহিত**। ⟹ **পটিকুজ্জতি, পটিকুজ্জেতি**।

পটিকুজ্জেতি (ক্রি) [পটি+√কুজ্জ+এ] উপরে আচ্ছাদিত করা, উর্ধ্বমুখীকে নিম্নমুখী করা অর্থাৎ উল্টাইয়া ফেলা। ⟹ **পটিকুজ্জতি**। (অতীত) **পটিকুজ্জেসি**। (অ-বিণ) **পটিকুজ্জিত**। (ক্রি-বি) **পটিকুজ্জিত্বা, পটিকুজ্জেত্বা, পটিকুজ্জিয**।

পটিকুজ্‌ঝতি (ক্রি) [পটি+√কুধ+য] প্রত্যুত্তরে বা প্রতিশোধে ক্রুদ্ধ হওয়া, ক্রোধ প্রদর্শনকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া।

পটিকুটতি (ক্রি) পরিবর্তিত করা, বিপর্যয় ঘটনা, উল্টাইয়া ফেলা, বাঁকানো, বক্র হওয়া, পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা, আঁকড়া দিয়া আবদ্ধ করা বা হওয়া, গতি বাধা পাওয়া, বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হওয়া; (চরিত্রে) দিতে বা লইতে অমত করা, "না" বলা, (কিছু হইতে) সংকুচিত হওয়া। (তুলনীয়) **পটিকুজ্জতি**। ⟹ **পটিলীযতি**। (অতীত) **পটিকুটি**। (অ-বিণ) **পটিকুটিত**। (ক্রি-বি) **পটিকুটিয**। (করণে) **পটিকোট্টেতি**।

পটিকুটিত (বিণ) পশ্চাদ্দিকে পরিবর্তিত, বিপর্যস্ত, উল্টাইয়া গিয়াছে এমন। ⟹ **পটিকুটতি**।

পটিকুট্টক--একজাতীয় পক্ষীবিশেষ (কাঠঠোকরা পক্ষী?)।

পটিকুট্টতি (ক্রি) = **পটিকুটতি**। ⟹ **পটিকুটতি**। (ক্রি-বি) **পটিকুট্টিয**।

পটিকুট্‌ঠ (বিণ) ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, অবজ্ঞাকৃত, ঘৃণিত, উপহাস করা হইয়াছে এমন, অশ্রদ্ধাপ্রাপ্ত, দুর্নাম করা হইয়াছে এমন, অপবাদ দেওয়া হইয়াছে এমন, অখ্যাতি প্রাপ্ত, নিন্দার্হ, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, নীচে, অধম, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট। = **পটিকিলিট্‌ঠ, পটিকিট্‌ঠ**। ⟹ **পটিক্কোসতি**।

পটিকুণিক (বিণ) বক্র, বাঁকা, অসরল।

পটিকুণিত = **কুণ**। ⟹ **কুণ**।

পকুণ্ঠিত (বিণ) আচ্ছাদিত, আবৃত, আবরিত, পরিবেষ্টিত, বেষ্টিত। = **পরিগুণ্ঠিত**। (তুলনীয়) **কুণ্ঠিত**।

পটিকুব্বর (ক্লী) গাড়ির বা শকটের দণ্ডাংশে যে দণ্ড গরুর জোয়ালের সহিত অথবা ঘোড়ার কাঁধের সহিত সংলগ্ন থাকে (?)।

পটিকুল্যতা (স্ত্রী) অনিচ্ছা, বিরাগ, বিতৃষ্ণা, জঘন্যতা, ঘৃণা, ঘৃণিত ভাব, প্রতিকূলতা। = **পটিকূলতা**।

পটিকূট (ক্লী) প্রতিদানে প্রবঞ্চনা, পরিশোধে প্রতারণা, প্রত্যাগমন বা প্রত্যর্পণের ফাঁদ।

পটিকূল (বিণ) প্রতিকূল, প্রতিপক্ষ, বিরুদ্ধ, বিপক্ষ। = **পটিক্কূল**।

পটিকূলতা (স্ত্রী) বিপরীত ভাব, বিরুদ্ধ অবস্থা, প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধতা, বিরাগজনক অবস্থা, ঘৃণাজনক ভাব। = **পটিকূল্যতা, পটিকূল্যা, পটিক্কূল্যতা, পাটিক্কূল্যতা**।

পটিকূল্যতা (স্ত্রী) = **পটিকূলতা**। ⟹ **পটিকূলতা**।

পটিকূল্যা = **পটিকূলতা**। ⟹ **পটিকূলতা**।

পটিকেলনা = **পটিকেড়না**। ⟹ **পটিকেড়না**।

পটিকেল্‌না (স্ত্রী) অনুরূপ ক্রীড়া। = **পরিকেল্‌না**।

পটিকোটেতি (ক্রি) = **পটিকোট্টেতি**। ⟹ **পটিকোট্টেতি**।

পটিকোট্টেতি (ক্রি) [পটি+কোট্টেতি] বাঁকিয়া যাওয়া, বক্র হইয়া যাওয়া, কিছু হইতে আত্মদমন করা, কিছু হইতে ক্ষান্ত করা বা হওয়া, কিছু হইতে নিবৃত্ত করা বা হওয়া। (তুলনীয়) **পটিকুটতি, পটিকুজ্জতি**।

পটিকোপেতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা, ভাঙা, ভেঙে যাওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ধ্বংস করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া, অস্থির হইয়া ওঠা। (জাতক) **উপোসথং পটিকোপেতি**।

পটিকোসতি (ক্রি) প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা।

পটিক্কন্ত (বিণ) প্রত্যাগত, ফিরিয়া গিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত, পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছে এমন। ⟹ **পটিক্কমতি**। (বিপ) **অভিক্কন্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **অভিক্কন্ত পটিক্কন্ত**। = **নিবত্তন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পিণ্ডপাত পটিক্কন্ত**; (বিপ) **পিণ্ডায অভিক্কন্ত**। ⟹ **পবিট্‌ঠ**।

পটিক্কন্তক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়াছে

অথবা প্রত্যাগমন করিতেছে।

পটিক্কম (ক্লী) প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা অথবা ফিরিয়া যাওয়া, এক পার্শ্বে গমন।(পেতবত্থু) **অভিক্কম পটিক্কম।**

পটিক্কমতি (ক্রি) [প+√কম+অ] পশ্চাদ্দিকে পদক্ষেপ করা, ফিরিয়া আসা অথবা ফিরিয়া যাওয়া, একপার্শ্বে যাওয়া, প্রত্যাগমন করা।(বিপ) **অভিক্কমতি।** (অতীত) **পটিক্কমি।** (অ-বিণ) **পটিক্কন্ত।** (ব-বিণ) **পটিক্কমন্ত।** (ক্রি-বি) **পটিক্কমিত্বা, পটিক্কম্ম;** = **নিবত্তিত্বা।** (করণে) **পটিক্কমাপেতি।**

পটিক্কমন (ক্লী) প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা অথবা ফিরিয়া যাওয়া, পশ্চাদ্গমন, পশ্চাদপসরণ, প্রস্থান।

পটিক্কমনসালা (স্ত্রী) যে শালায় বা বড় ঘরে বসিবার আসনের পার্থক্য আছে, অসামাজিক অথবা সর্বসাধারণের বসিবার বড় ঘর, সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট বৈঠকখানা।

পটিক্কমাপেতি (ক্রি) পশ্চাদপসরণের কারণ করা, প্রস্থান ঘটানো। ⟹ **পটিক্কমতি।**

পটিক্কমোসান (ক্লী) = **ওসান।** ⟹ **ওসান।**

পটিক্কুল মনসিকার = **পটিক্কুল মনসিকার।** ⟹ **পটিক্কুল মনসিকার।**

পটিক্কুল্যতা = **পটিকূল্যতা।** ⟹ **পটিকূল্যতা।**

পটিক্কুল (বিণ) প্রতিকূল, প্রতিপক্ষ, বিরুদ্ধ, ঘৃণাজনক, ঘৃণিত, ঘৃণ্য, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর, আপত্তিজনক, আপত্তিযোগ্য, দূষণীয়, ঢালু জায়গা অথবা ক্রমনিম্ন ভূমির বিপরীত দিকস্থ, অনিচ্ছুক, পরাঙ্মুখ, বিরক্ত, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, বিপরীত দিকস্থ, অবাধ্য, একগুঁয়ে, অসঙ্গত। = **পটিকূল।**

পটিক্কুলং (ক্লী) জঘন্যতা, ঘৃণিত অবস্থা, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য। ⟹ **পটিক্কুল্যতা, পটিক্কুল্যতা।**

পটিক্কুলতা (স্ত্রী) প্রতিকূলতা, অনিচ্ছা, বিরাগ, বিতৃষ্ণা, জঘন্যতা, ঘৃণিতাবস্থা।

পটিক্কুল গাহিতা (স্ত্রী) বিরুদ্ধবাদিতা, বিপক্ষে যাহা বলা হয়, কুৎসা প্রচার।

পটিক্কুল মনসিকার—শরীরের অপবিত্রতা সম্বন্ধীয় উপলব্ধি বা আদায়করণ, শারীরিক অশুচি বা অবিশুদ্ধতা বিষয়ে মনের একাগ্রতা রক্ষণ, শরীরস্থ প্রতিকূল অবস্থার প্রতি মনোযোগ।

পটিক্কুল সঞ্ঞা (স্ত্রী) শরীরস্থ প্রতিকূল সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অশুচি বা অপবিত্রতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অবিশুদ্ধতা বিষয়ে চেতনা বা আত্মজ্ঞান। (দীর্ঘনিকায়) **আহারে পটিক্কুল সঞ্ঞা**—জড়জাতীয় বা প্রয়োজনীয় খাদ্যবিষয়ে প্রতিকূল সংজ্ঞা, আহার্য বস্তুর মালিন্য বা অপবিত্রতা সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষজ্ঞান, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, আহার সম্বন্ধে অথবা আহার্য বিষয়ে চেতনা, খাদ্যের অবিশুদ্ধতা বিষয়ে আত্মজ্ঞান।

পটিক্কুল সঞ্ঞিন (বিণ, পুং) প্রতিকূল সংজ্ঞী বা সংজ্ঞাকারী, যে ব্যক্তি বিরক্তিকর বলিয়া দর্শন করে। ⟹ **পটিক্কুল, পটিক্কুল সঞ্ঞা।**

পটিক্কুল্যতা = **পটিকূলতা।** ⟹ **পটিকূলতা।**

পটিক্কোসতি (ক্রি) [পটি+√কুস+অ] দোষারোপ করা, স্পষ্ট প্রতিবাদ করা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, গালাগালি দেওয়া, অপযশ করা, অবজ্ঞা করা, হেয় জ্ঞান করা। = **পটিবাহতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **পটিক্কোসতি অপবদতি।** (বিপ) **অভিনন্দতি।** (অতীত) **পটিক্কোসি।** (অ-বিণ) **পটিক্কুট্ঠ, পটিকুট্ঠ।** (ক্রি-বি) **পটিক্কোসিত্বা।**

পটিক্কোসন (ক্লী) স্পষ্ট প্রতিবাদ, লিখিত অসম্মতি।

পটিক্কোসনা (স্ত্রী) = **পটিক্কোসন।** ⟹ **পটিক্কোসন।**

পটিক্খতি (ক্রি) অগ্রে দেখা, উত্তরোত্তর লক্ষ্য, পুনঃপুন দৃষ্টিপাত করা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, (চলতি) অনুমান করা। (ব-বিণ) **পটিক্খং** = **আগমযনা।**

পটিক্খিত্ত (বিণ) প্রতিক্ষিপ্ত, প্রেরিত, নিন্দিত, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, বাধাপ্রদত্ত, নিবারিত, যাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বিমুখ করা হইয়াছে এমন, দিতে বা নিতে অমত করা হইয়াছে এমন, "না" বলা হইয়াছে এমন, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচ করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পটিক্খিপতি।**

পটিক্খিপতি (ক্রি) [পটি+√খিপ্+অ] প্রত্যাখ্যান করা, দিতে বা নিতে অমত করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, "না" বলা, বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ করা, বিরুদ্ধে উপস্থিত করা, আপত্তি করা, বাধা বা আপত্তি উপস্থিত করা। (বিপ) **সমাদিযতি।** (অতীত) **পরিক্খিপি** = **বারেসি** (⟹**বারেতি**)। (অ-বিণ) **পটিক্খিত্ত।** (ক্রি-বি) **পটিক্খিপিত্বা, পটিক্খিপ্প।**

পটিক্খেপ (পুং) প্রতিক্ষেপ, নৈরাশ্য, তিরস্কার, অসম্মতি, অস্বীকার, আপত্তি, প্রতিবাদ, অস্বীকার সূচক উক্তি, বাস্তব গুণ বা অর্থের অভাব, বিপক্ষতা, বিরোধিতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বর্তমান মন্ত্রীদলের অথবা শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধবাদী, বিপরীত গুণ বিশিষ্ট পদার্থ।

পটিক্খেপবচন—বিপরীত কথা, বিরুদ্ধ কথা।

পটিখমাপিত (বিণ) ক্ষমাপ্রদত্ত, ক্ষমাপ্রাপ্ত, ঋণ হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত, অপরাধ হইতে ক্ষমা দেওয়া হইয়াছে এমন। ⟹ **পটিখমাপেতি।**

পটিখমাপেতি (ক্রি) ক্ষমা করানো, ক্ষমা দেওয়ানো, ঋণ মার্জনা করানো। ⟹ **খমতি।** (অতীত) **পটিখমাপেসি।** (অ-বিণ) **পটিখমাপিত।**

পটিগঙ্গং—গঙ্গা নদীর দিকে বা অভিমুখে, গঙ্গার প্রতিকূলে, স্রোতের বিপরীত দিকে। ⟹ **পটি।**

পটিগচ্চ—আগে হইতেই, সময় থাকিতেই, পূর্বেই। = **পটিকচ্চ।**

পটিগচ্ছতি (ক্রি) ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ছাড়িয়া

আসা অথবা পিছনে ফেলিয়া আসা। (জাতক) **গেহং পটিসজ্জতি।**

পটিগণ্‌হাতি (ক্রি) = **পটিগ্গণ্‌হাতি।** ⇒ **পটিগ্গণ্‌হাতি।**

পটিগণ্‌হাতু = **গণ্‌হাতু।** ⇒ **গণ্‌হাতু।**

পটিগন্ধিয (বিণ) দুর্গন্ধ। (বিপ) **অপ্পটিগন্ধিয।**

পটিগাতি (ক্রি) গীতসুরে উত্তর দেওয়া, গান গাহিয়া উত্তর দেওয়া, উত্তর দিতে গান করা, প্রতিবেদনে বা প্রতিক্রিয়ায় গান গাওয়া। = **পটিগাযতি।**

পটিগাথা (স্ত্রী) [পটি+গাথা] অনুরূপ গাথা, প্রতিরূপ শ্লোক, প্রতিবেদনবিশিষ্ট পদ্য, প্রতিক্রিয়াজনক স্তবক, সাড়া দিবার কবিতা, উত্তর দিবার চরণ বা কবিতা। (তুলনীয়) **পচ্চনীক গাথা।**

পটিগাধ (ক্রী) দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো, দৃঢ় অবস্থান, পদস্থাপনের স্থান।

পটিগাযতি (ক্রি) [পটি+গাযতি] প্রতিবেদনে গান গাওয়া, প্রতিক্রিয়ায় গান গাওয়া, গান গাহিয়া উত্তর দেওয়া। = **পটিগাতি।** (অতীত) **পটিগাযি।** (পঞ্চমী) **পটিগাহি।**

পটিগিজ্ঝ (বিণ) (কিছুর প্রতি) লালায়িত, লোলুপ, তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষিত, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ, লোভী, লোভপরায়ণ। = **পটিগিদ্ধ** (⇒ **পটিগিজ্ঝতি**), **মহাগিজ্ঝ।**

পটিগিজ্ঝতি (ক্রি) [পটি+√গিধ+অ] তীব্র আকাঙ্ক্ষা করা, লোভ করা, (কিছুর জন্য) অত্যন্ত ইচ্ছা করা, অনুরোধ করা, চাওয়া, লোলুপ হওয়া, লালায়িত হইয়া, ঈপ্সিত হওয়া। ⇒ **গিজ্ঝতি।** (অতীত) **পটিগিজ্ঝি।** (অ-বিণ) **পটিগিদ্ধ।**

পটিগীত (ক্রী) অনুরূপ গান, প্রতিরূপ গীত, প্রতবেদনে গান, প্রতিক্রিয়ায় গীত, উত্তরদানের অনুরূপ গান। ⇒ **পটিগাথা, পটিগাযতি।**

পটিগুহতি (ক্রি) = **পটিগূহতি।** ⇒ **পটিগূহতি।**

পটিগূহতি (ক্রি) [পটি+√গূহ+অ] মিলিয়া মিশিয়া মতলব করা, ঠিক করা, গোপন করা, লুক্কায়িত করা, ফেরত রাখা, ফিরিইয়া রাখা। (অতীত) **পটিগূহি।** (অ-বিণ) **পটিগূহিত।** (ক্রি-বি) **পটিগূহিত্বা।**

পটিগ্গণ্‌হন (ক্রী) প্রতিগ্রহণ, ফিরাইয়া লওয়া, স্বীকার, দান গ্রহণ, গ্রহণে স্বীকৃতি, অনুমোদন, স্বীকার-পত্র, গ্রহণ, অভ্যর্থনা, সমাদর, তারবার্তা বা বেতারবার্তা গ্রহণ, ধৃতকরণ, পাকড়ানো, উত্তেজনা।

পটিগ্গণ্‌হনক (বিণ, পুং) গ্রহণকারী, গ্রহীতা, খাজাঞ্চি, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, সমাদরকারী, অভ্যর্থনাকারী, স্বীকারকারী, অন্তর্ভুক্তকারী, ধরিয়া রাখিতে অথবা গ্রহণ করিতে সমর্থবান, অধিকারকারী, অবলম্বনকারী, প্রভাবশালী।

পটিগ্গণ্‌হাতি (ক্রি) [পটি+√গহ+ণ্হা] প্রতিগ্রহণ করা, পুনরায় গ্রহণ করা, পুনর্বার দলভুক্ত করা, গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, মানিয়া লওয়া, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, অন্তর্ভুক্ত করা, লওয়া, ধরা, ধৃত করা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, অপসারণ করা, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোনও সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা বা হওয়া, তুলিয়া লওয়া, ধারণ করা। (দীর্ঘনিকায়) **বত্থং পটিগ্গণ্‌হাতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **জাতরূপ রজতং পটিগ্গণ্‌হাতি।** (বি-ভা) **অচ্চযং পটিগ্গণ্‌হাতি**— পাপ গ্রহণ করা অথবা স্বীকার করিয়া লওয়া অর্থাৎ পাপ মার্জনা বা ক্ষমা করা (বিনয়)। (অতীত) **পটিগ্গণ্‌হি।** (অ-বিণ) **পটিগ্গহিত।** (ব-বিণ) **পটিগ্গণ্‌হন্ত।** (ক্রি-বি) **পটিগ্গহেত্বা, পটিগ্গণ্‌হীয, পটিগ্গযহ।** (করণে) **পটিগ্গহেতি।**

পটিগ্গহ (পুং) ১। প্রতিগ্রহণ, ফিরাইয়া লওয়া, পুনর্গ্রহণ, স্বীকার, দান গ্রহণ, সমাদর, অভ্যর্থনা, অন্তর্ভুক্ত করণ, গ্রহণে স্বীকৃতি, অনুমোদন, স্বীকার-পত্র, অভ্যর্থনাকারী লোক, সমাদরকারী লোক, গ্রহীতা। ২। বন্ধুভাবে সমাদর বা অভ্যর্থনা। ৩। (জল, তৈল ইত্যাদির) আধার, পাত্র, স্থালী। (বিনয়) **উদকপটিগ্গহ।** ৪। অঙ্গুষ্ঠানা, সেলাই কাজের জন্য অঙ্গুলের আগায় ব্যবহৃত অঙ্গুলের টোপর। ৫। পিকদানি, থুথু-ফেলার ডাবর।

পটিগ্গহণ (ক্রী) প্রতিগ্রহণ, গ্রহণ, পুনরায় গ্রহণ করণ, গ্রহণ করণ, সমাদর করণ, অভ্যর্থনা করণ, স্বীকার করণ, অন্তর্ভুক্ত করণ। = **পটিগ্গণ্‌হন।** ⇒ **অচ্চযপটিগ্গহণ।**

পটিগ্গহণক = **পটিগ্গণ্‌হনক।** ⇒ **পটিগ্গণ্‌হনক।**

পটিগ্গহিত (বিণ) প্রতিগৃহীত, পুনর্বার গৃহীত, গৃহীত, সম্মত, অভ্যর্থিত, সমর্থিত, সমাদৃত, সমাদরকৃত, অনুমোদিত, স্বীকৃত, প্রাপ্ত, লব্ধ। ⇒ **পটিগ্গণ্‌হাতি।**

পটিগ্গহীতর (বিণ, পুং) গ্রহীতা, যে ব্যক্তি গ্রহণ করে বা প্রাপ্ত হয়, সমাদরকারী। (তুলনীয়) **পটিগ্গণ্‌হনক।** ⇒ **পটিগ্গণ্‌হাতি।**

পটিগ্গহেতু (পুং) গ্রহীতা, গ্রহণকারী ব্যক্তি, সমাদরকারী ব্যক্তি। = **পটিগ্গহীতর।**

পটিগ্গাহ = **পতিট্‌ঠাহ।** ⇒ **পতিট্‌ঠাহ।**

পটিগ্গাহক (বিণ, পুং) গ্রাহক, গ্রহীতা, গ্রহণকারী, অভ্যর্থনাকারী। = **পটিগ্গহীতর।** (বিপ) **দাযক।**

পটিগ্গাহণ (ক্রী) গ্রহণ, অভ্যর্থনা, সমাদর, প্রতিগ্রহণ। = **পটিগ্গহণ।**

পটিঘ (পুং, ক্লী) ১। (নৈতিকভাবে বা নীতি সম্বন্ধে) প্রতিঘ, প্রতিহিংসা, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, ক্রোধ, রাগ,

প্রত্যাবর্তন, বিকর্ষণ, প্রতিনিবৃত্তি, বিতৃষ্ণা, অসন্তোষ, বিরোধ, অনিচ্ছা, ঘৃণা, সংঘর্ষ, ধাক্কা, বাধা, বিবাদ, বিরোধ। ⟹ "পটিঘ" এবং "দোস"-এর পার্থক্য "দোস (২)"। ২। (মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে) সংবেদজ প্রতিক্রিয়া, বোধশক্তি সম্বন্ধীয় অবোধগতি, ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহনক্ষম বিষক্রিয়া, সংজ্ঞাবহ অবসাদ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) পটিঘট্‌ঠান নিঘংসো।

পটিঘবন্ত (বিণ) ঘৃণাপূর্ণ, অনিচ্ছাপূর্ণ, অসন্তোষপূর্ণ, বিরোধপূর্ণ, ক্রোধপ্রকাশ করে এমন, বিদ্বেষপূর্ণ, হিংসুটে, অসন্তুষ্ট, অনিচ্ছুক।

পটিঘসঞ্ঞা (স্ত্রী) দ্বেষ সংজ্ঞা, বিদ্বেষ সংজ্ঞা, ক্রোধ সংজ্ঞা, দ্বেষকে দ্বেষ বলিয়া জানা, দ্বেষ উৎপন্ন হইলে দ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা, বিদ্বেষকে বিদ্বেষ বলিয়া জানা, বিদ্বেষ উৎপন্ন হইলে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা, ক্রোধকে ক্রোধ বলিয়া জানা, ক্রোধ উৎপন্ন হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা, হিংসা সংজ্ঞা, হিংসাকে হিংসা বলিয়া জানা, হিংসা উৎপন্ন হইলে হিংসা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা। ⟹ সঞ্ঞা (৬)।

পটিঘসম্ফস্‌সজা সঞ্ঞা—অস্পষ্ট স্মৃতির ভাব বা ধারণ (অর্থাৎ সম বা তুল্যমূলক কোনো কিছু সম্বন্ধে বিশ্বাস), ক্রোধ বা দ্বেষ সংস্পর্শ দ্বারা উৎপন্ন ভাব, হিংসাভাব, বিদ্বেষভাব, ক্রোধাবস্থা, দ্বেষ ভাব। ⟹ সঞ্ঞা (৬), পটিঘসঞ্ঞা।

পটিঘাত (পুং) ১। প্রতিঘাত, আঘাতের প্রতিঘাত, এক ব্যক্তি অন্য কাহাকেও আঘাত করিলে সেই আহত ব্যক্তি পালটিয়া প্রথম ব্যক্তিকে যেই আঘাত করে উহা, আঘাত প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত করে উহা, ব্যাঘাত, নিরাশ, বিতাড়ন, সংঘর্ষ, ধাক্কা, বাধা, বিবাদ, বিরোধ, কলহ, (কিছুতে) ধাক্কা মারা বা টক টক শব্দ করা, প্রত্যাবর্তন, বিকর্ষণ, প্রতিনিবৃত্ত, বিতৃষ্ণা, বীততৃষ্ণা, অবস্থান, অবস্থিতি, সাময়িক অবস্থান, প্রবাস, বিরাম, অবলম্বন, ঠেকনা, বাধা, আটক, সহ্য করিবার ক্ষমতা, নিবারণ করণ, আত্মরক্ষা, সতর্কতা, নিরাপদে রক্ষণ। = পটিহনন। ২। (মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে) (অপমানাহত হইয়া) ক্রোধ বা বিরক্তি বোধ, অসদ্ভাব।

পটিঘোস (পুং) (পটি+ঘোস) প্রতিধ্বনি, পুনরুক্তি, শব্দের প্রতিশব্দ, যে ব্যক্তি স্বয়ং কিছু না বুঝিয়া অন্যের মতে বা কথায় সায় দেয়।

পটিচমতি (ক্রি) ধৌত করা। (তুলনীয়) আচমতি।

পটিচম্ম (বিণ) চর্মহীন। = পটিচম্মগতং সল্লং—চর্ম নাই এমন। কিন্তু "Kern"-এর মতানুসারে—"পটিভিন্নচম্ম অর্থাৎ চর্মবিদ্ধ করিয়া এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব ভেদ করিয়া চলিয়া যায় এমন"—এর পরিবর্তে "পটিচম্ম" শব্দটি বৃত্তাভাস সম্বন্ধে ব্যবহার করা হইয়াছে। (বর্ণনায়) বামপস্‌সেন পবিসিত্বা দকখিণ পস্‌সেন বিনিগ্গতং'তি।

পটিচয (ক্লী) সংযোগ করণ, রাশীকৃত করণ, স্তূপীকৃত করণ, রাশি সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, বৃদ্ধি, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তান সন্ততি। এই শব্দটি প্রায়ই "পতিচয" শব্দরূপে ব্যবহার হয়।

পটিচরতি (ক্রি) [পটি+√চর+অ] ১। ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, পথ হারানো, বিভ্রান্ত হওয়া, বিচরণ করা, প্রস্থান করা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া, সম্পর্কে আসা, স্থির করা, ব্যবস্থা করা, আচরণ করা, বিষয়ীভূত হওয়া। ২। প্রবৃত্ত হওয়া, জিজ্ঞাস্য বিষয়ে কৌশলে পরিহার করা, প্রশ্ন-সম্বন্ধে চাতুরী খেলিয়া এড়াইয়া যাওয়া, আলোচনার বিষয়কে অস্পষ্ট করিয়া তোলা, তর্কের বিষয়কে দুর্বোধ্য করিয়া তোলা, বিচারের বিষয়কে অপ্রসিদ্ধ করিয়া তোলা, বাদানুবাদের বিষয়কে অজ্ঞাত করিয়া তোলা অথবা আমল না দেওয়া। (বি-ডা) অঞ্ঞেন অঞ্ঞং পটিচরতি—"অন্য উপায়ে অন্যের দ্বারা রক্ষা বা উদ্ধার হওয়া" অথবা "একটা বস্তু বা বিষয়কে অপর একটা বস্তুতে বা বিষয়ে গঠন করিয়া নেওয়া অর্থাৎ একটা বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে ভিন্নরূপ উত্তর পাওয়া (দীর্ঘনিকায়)। = পটিবদতি (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) অজ্ঝোত্থরতি, পটিচ্ছাদেতি—আচ্ছাদিত করা অর্থাৎ (প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রকৃত উত্তর) গোপন করা। (অতীত) পটিচরতি।

পটিচলতি (ক্রি) মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাতের কনুই দ্বারা ধাক্কা দেওয়া বা ধাক্কা মারা। (অতীত) পটিচলি। (করণে) পটিচলেতি।

পটিচলেতি (ক্রি) = পটিচলতি। ⟹ পটিচলতি।

পটিচার (ক্লী) পত্র লেখালেখি, সম্পর্ক, সংস্রব, সংসর্গ, যৌন সংসর্গ, কর্তব্যকার্যে বা বন্ধুভাবে কাহারও বাড়িতে বা কোনও স্থানে (অল্পক্ষণের জন্য) গমন বা সফর, অল্পকালের জন্য থাকা, ব্যবহার, ব্যবসায়, সম্পর্কে আগমন, ব্যবস্থাকরণ।

পটিচোদন (ক্লী) তিরস্কারকরণ, ভৎর্সনাকরণ, শাসনকরণ, তিরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার, প্রতি তিরস্কার।

পটিচোদেতি (ক্রি) [পটি+√চুদ+এ] দোষারোপের পরিবর্তে দোষারোপ করা, দোষারোপ করা, নিন্দা করা, ভৎর্সনা করা। (অতীত) পটিচোদেসি। (অ-বিণ) পটিচোদিত। (ক্রি-বি) পটিচোদিত্বা।

পটিচ্চ (ক্রি-বি) কোনো হেতুতে বা কারণে, প্রতীত্য, এই হেতু, এই কারণে, সম্বন্ধে, বিষয়ে, ভিত্তি করিয়া। (মধ্যম নিকায়) এতং পটিচ্চ—ইহাকে ভিত্তি করিয়া, এই কারণে। অত্থবসং পটিচ্চ। = অভিসন্ধায। (পেতবথু অর্থকথা) মরণং পটিচ্চ; কম্মং পটিচ্চ; অনুদ্দযং পটিচ্চ।

পটিচ্চবিনীত (বিণ) কারণতত্ত্ব দর্শনে বিনীত বা দমিত,

হেতুবাদ দর্শনে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

পটিচ্চয = **পটিচয**। ⟹ **পটিচয**।

পটিচ্চরিত (বিণ) = **পটিচ্চরিন**। ⟹ **পটিচ্চরিন**।

পটিচ্চ-সমুপ্পন্ন (বিণ) প্রতীত্য সমুৎপন্ন, কারণ বা কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়ম-সম্বন্ধীয় কারণ বা যুক্তি দ্বারা সমাধানকৃত বা প্রকাশিত, কার্য-কারণের নিয়মধারায় উৎপন্ন, কার্য-কারণ দ্বারা অথবা কার্যকারণ হইতে উৎপন্ন। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত—প্রতীত্য সমুৎপন্ন (মহাবস্তু)।

পটিচ্চ-সমুপ্পাদ (পুং) (বৌদ্ধসংস্কৃত—প্রতীত্য সমুৎপাদ) দ্বাদশ কার্য-কারণ নীতি বা শৃঙ্খলা, কারণজনক উৎপত্তি, হেতুজনক উৎপত্তির সংযোগসূত্র, আদিকারণ-সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ, প্রাথমিক মূলকারণের সম্বন্ধ, আদি গোড়াপত্তনের সম্পর্ক, কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত উৎপত্তি বা জন্ম, নির্ভরশীল মূল বা আরম্ভ, (পূর্ববর্তী কারণরূপ) ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া উৎপত্তি, হেতুক্রমে সংঘটন, কার্যকারণের কার্যপদ্ধতি, কার্য-কারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খল, কার্যকারণ সম্বন্ধীয় ধারা, দ্বাদশ প্রকার কারণ বা হেতু সম্বন্ধীয় মতবাদ, হেতুপ্রত্যয় দ্বারা সংঘটন, কার্যকারণ দ্বারা উৎপত্তি বা জন্ম, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি, কার্য-কারণ সম্বন্ধ। ইহার সাধারণ নীতি এরূপ:— **ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি; ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি**—অর্থাৎ ইহা থাকাতে এইরূপ হইয়াছে, ইহার উৎপত্তিতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা না থাকিলে ইহা হয় না বা হইতে পারে না, ইহার ধ্বংসে ইহা নিরুদ্ধ হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই পদটি প্রসিদ্ধ নীতি "দুঃখ-সম্বন্ধে কার্যকরী বিষয়ে প্রযুক্ত অবস্থায় অথবা ব্যবহারিক বিষয়ে" ইতস্তত দৃষ্ট হয়—যাহা বৌদ্ধধর্মে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশকে (অর্থাৎ পূর্বাকার হইতে উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়া জাতির বা শ্রেণীবিশেষের উৎপত্তিকে) বুঝায়, আর বুঝায় নিজ নিজ অবস্থাসমূহকে—যে অবস্থা সমূহকে সম্মুখবর্তী বা উপস্থিত হেতু বা কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং যাহা পরবর্তী অবস্থায় বিবর্তনের বা পুনরুৎপত্তির বিকাশ স্বরূপ (যাহাকে আমরা বলিয়া থাকি) "ব্যক্তি" অথবা যাহাকে সংক্ষেপে "**জীব**" বলা হয়। জীব ও জীবত্বের কারণ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিতে এবং শিক্ষা করিতে প্রত্যেক বৌদ্ধের পক্ষে যাহা প্রথম অবস্থা আর অগ্রপশ্চাৎ (বিনয়ে—**অনুলোম-পটিলোমং মনসাকাসি**) জানিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে যাহা অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক সেই শৃঙ্খলাবদ্ধের মধ্যে স্ব স্ব শৃঙ্খল বা শিকলের কড়াসমূহ (অর্থাৎ কার্য-কারণের দ্বাদশ নীতি) নিম্নোক্তরূপ, যথা—সর্ববিষয়ের মূল অর্থাৎ জীবের আদি বা প্রাথমিক অবস্থা ১। "**অবিজ্জা**" (অজ্ঞানত, জ্ঞানাভাব), এই "**অবিজ্জা**" হইতে ২। "**সঙ্খারা**" (পূর্ব প্রবণতা বা প্রবৃত্তি) এর উৎপত্তি হয়, এই "**সঙ্খারা**" হইতে ৩। "**বিঞ্ঞাণ**" (বিজ্ঞান অর্থাৎ চিন্তা করিবার প্রকৃতি বা বিষয়) এর উৎপত্তি হয়, এই "**বিঞ্ঞাণ**" হইতে ৪। "**নাম-রূপ**" (জীব বা ব্যক্তিত্ব) এর উৎপত্তি হয়, এই "**নাম-রূপ**" হইতে ৫। "**সড়াযতন**" (ষড়েন্দ্রিয়) এর উৎপত্তি হয়, এই "**সড়াযতন**" হইতে ৬। "**ফস্স**" (সংস্পর্শ) এর উৎপত্তি হয়, এই "**ফস্স**" হইতে ৭। "**বেদনা**" (অনুভূতি) এর উৎপত্তি হয়, এই "**বেদনা**" হইতে ৮। "**তণ্হা**" (তৃষ্ণা) এর উৎপত্তি হয়, এই "**তণ্হা**" হইতে ৯। "**উপাদান**" (অস্তিত্ব বা আসক্তিতে সংলগ্নতা) এর উৎপত্তি হয়, এই "**উপাদান**" হইতে ১০। "**ভব**" (কার্য অথবা বস্তু বা ব্যক্তির বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ) এর উৎপত্তি হয়, এই "**ভব**" হইতে ১১। "**জাতি**" (জন্ম বা পুনর্জন্ম) এর উৎপত্তি হয়, এই "**জাতি**" হইতে ১২। "**জরা-মরণ-সোক-পরিদেব-দুক্খ-দোমনস্স-উপাযাস**" (জরা বা বার্ধক্য মৃত্যু এবং তদন্তর্গত ক্লেশ বা দুঃখদুর্দশা-শোক-দুঃখ-দৌর্মণ্যভাব ও নৈরাশ্য) এতে পরিণতি ঘটিয়া থাকে। "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**" কে '**নিদান**' অথবা "**পচ্চযাকার**"ও বলা হয় এবং "**অরিয-ঞাায**" রূপেও সূত্রের মধ্যে নির্দেশিত বা উল্লিখিত আছে। "**পচ্চাযাকার**" শব্দরূপে ব্যবহার পূর্বতন এবং অভিধর্ম সাহিত্যেই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ে "মহাপদান সূত্রের" প্রাচীন বিবরণে দেখা যায় কার্য-কারণ সংবলিত উপরিউক্ত দ্বাদশ নীতির মধ্যে "**বিঞ্ঞাণ**" বা বিজ্ঞানকে প্রাথমিক কারণ নির্ধারণ করিয়া এই জরা-মৃত্যুগ্রস্ত সংসারদুঃখের দশটি হেতুবাদ বা কার্য-কারণ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়েও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। আধুনিক সম্প্রসারণে দেখা যায় "**বিঞ্ঞাণ**" এর পূর্বে "**অবিজ্জা**" ও "**সঙ্খারা**"—এই দুই নীতির আগাম হইয়া দ্বাদশ নীতিতে পরিণত হইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়েও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গে "**পঞ্ঞা-ভূমি-নিদ্দেস**" নামকরণ করিয়া "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**" এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং "**পচ্চযাকার-বিভঙ্গ**" নামকরণ করিয়া বিভঙ্গ অর্থকথায়ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পটিচ্চ-সমুপ্পাদ কুসল (বিণ) দ্বাদশ হেতুবাদ বা কার্যকারণ নীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে দক্ষ। ⟹ **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**।

পটিচ্চ-সমুপ্পাদ কুসলতা (স্ত্রী) উৎপত্তি বিষয়ে দর্শনজ্ঞান, জন্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, জন্ম ও জন্মের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, দ্বাদশ হেতুবাদ বা কার্য-কারণ নীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে দক্ষতা। ⟹ **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**।

পটিচ্চ-সমুপ্পাদ দস ১। প্রতীত্য-সমুৎপাদ-সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি, প্রতীত্য সমুৎপাদ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ দর্শন বা উপলব্ধি। ⟹ **দস** (২)। ২। দশপ্রকার প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি, যথা—("**অবিজ্জা, সঙ্খারা**" ব্যতীত)

বিঞ্ঞাণ, নাম-রূপ, সড়াযতন, ফস্স, বেদনা, তণ্হা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা-মরণ-শোক-পরিদেব-দুক্খ-দোমনস্সূপযাস। ⇒ পটিচ্চ-সমুপ্পাদ।

পটিচ্ছক (বিণ) গৃহীত, সমাদৃত, অভ্যর্থিত, স্বীকৃত, অন্তর্ভুক্ত।

পটিচ্ছতি (ক্রি) [পটি+√ইস্+অ] গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা বা স্বীকার করিয়া লওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, মানিয়া লওয়া, লওয়া, ধরা, ধৃত করা, বাছিয়া লওয়া, প্রয়োগ করা, মনোনীত করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, অপসারণ করা, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোনও সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা। = **সম্পটিচ্ছতি**। (তুলনীয়) **পটিগ্গণ্হাতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকং পটিচ্ছতি**। (অতীত) **পটিচ্ছি**। (অ-বিণ) **পটিচ্ছিত**। (ক্রি-বি) **পটিচ্ছিত্বা**, **পটিচ্ছিয**। (করণে) **পটিচ্ছাপেতি**।

পটিচ্ছন্ন (বিণ) প্রতিচ্ছন্ন, প্রচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন, আবরিত, আবৃত, গুপ্ত, লুক্কায়িত, শোভিত, ভূষিত, অজ্ঞাত। = **পটিচ্ছাদিত**। (পেতবত্থু) **কেসেহি পটিচ্ছন্ন**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পটিচ্ছন্ন দুক্খ**। ⇒ **পটিচ্ছাদেতি**।

পটিচ্ছন্ন অবহার—গুপ্তদ্রব্য, লুক্কায়িত বস্তু, গোপন করা দ্রব্য, আচ্ছন্ন বস্তু।

পটিচ্ছন্ন কম্মন্ত (বিণ) প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে এমন, গোপনে কার্যকারী, গোপন কার্য-সম্বন্ধীয়, শঠতাপূর্বক কার্যকারী, অনুচিতভাবে কার্যকারী, যে ব্যক্তি গোপনে নিজ কার্য করিতে চায়। ⇒ **কম্মন্ত** (১)।

পটিচ্ছন্ন পাস (ক্রী) গোপন ফাঁদ, গোপন কৌশল বা ফন্দী। ⇒ **কূট** (১)।

পটিচ্ছবি (স্ত্রী) প্রতিচ্ছবি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিকৃতি, মৃন্ময়ী বা শিলাময়ী প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ, ছায়া, প্রতিবিম্ব, চিত্র, ছবি, সাদৃশ্য, কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ হইতে সূর্যের অবস্থানের বিপরীত দিকে শঙ্কুর আকারে যে ছায়া পড়ে তাহা (Umbra), উপচ্ছায়া, প্রতিরূপ ছায়া।

পটিচ্ছাদ (ক্রী) ১ আবরণ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, পোশাক, পরিচ্ছদ, শয্যাবস্ত্র। = **বত্থ**। ২ প্রতারণা, ফাঁকি, ভ্রম, হতাশা, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, গোপন করণ, গোপন, লুক্কাইবার জায়গা।

পটিচ্ছাদক (বিণ) আচ্ছাদিত, আবৃত, আবরিত, লুক্কায়িত, গুপ্ত, গোপনীয়, আচ্ছন্ন, অজ্ঞাত, অপ্রসিদ্ধ, অস্পষ্ট, সামান্য, অন্ধকারযুক্ত।

পটিচ্ছাদন (ক্রী) আবরণ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, গোপন, লুক্কাইবার স্থান, লুক্কায়িত করণ, গোপনকরণ।

পটিচ্ছাদনিয (ক্রী) খাদ্যের আচ্ছাদন, মাংসের আস্বাদন বা সুগন্ধ, সুগন্ধ বিতরণকরণ, মাংসের ঝোল, (রাঁধিবার সময়ে বা পরে নির্গত) মাংসের রস।

পটিচ্ছাদিত (বিণ) আচ্ছাদিত, আবৃত, আবরিত, লুক্কায়িত, গোপনীয়, গুপ্ত, আচ্ছন্ন। = **পটিসঞ্ছত**, **পলিগুণ্ঠিত**। (তুলনীয়) **পটিচ্ছাদক**। ⇒ **পটিচ্ছাদেতি**।

পটিচ্ছাদিযতি (ক্রি) আচ্ছাদিত হওয়া, আচ্ছন্ন হওয়া, বন্ধ হওয়া, নিমীলিত হওয়া। = **পিথীযতি**। ⇒ **পটিচ্ছাদেতি**।

পটিচ্ছাদী (স্ত্রী) ১ বস্ত্র, আবরণ, বিছানার চাদর ইত্যাদি, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী ব্যক্তি বা বস্তু, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদির রক্ষা ব্যবস্থা। ২ বিষঘ্ন ঔষধ, প্রতিষেধক, রোগ-নিবারক ঔষধ, প্রতিকার, ঔষধ, ভেষজ (অথবা খোস-পাঁচড়াদি) কণ্ডূয়ন বাঁধিয়া রাখার পট্টি বা বস্ত্রখণ্ড। (বিণ) = **পটিচ্ছাদক**। ⇒ **পটিচ্ছাদক**।

পটিচ্ছাদেতি (ক্রি) [পটি+√ছদ্+এ] ১ ঢাকিয়া রাখা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ধনং পটিচ্ছাদেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কেসেহি পটিচ্ছাদেতি**। = **পরিগূহতি**। ২ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা, বস্ত্র দেওয়া, সজ্জিত করা, ভূষিত করা, আবৃত করা। ৩ অস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষত পরিষ্কার করিয়া পট্টি বাঁধা, আঘাত বা থেঁতলানো জনিত ক্ষতের চিকিৎসা করা, ঘা চিকিৎসা করা। ৪ (প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রকৃত উত্তর) গোপন করা। ⇒ **পটিচরতি** (২)। (অতীত) **পটিচ্ছাদেসি**। (অ-বিণ) **পটিচ্ছাদিত**, **পটিচ্ছন্ন**। (ব-বিণ) **পটিচ্ছাদেন্ত**। (ক্রি-বি) **পটিচ্ছাদেত্বা**, **পটিচ্ছাদিয**। (কর্মবাচ্যে) **পটিচ্ছাদিযতি**।

পটিচ্ছাপেতি (ক্রি) বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাস করা, বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়া, উৎসর্গ করা, দান দেওয়া, প্রদান করা, দেওয়া, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, জোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, উৎপাদন করা। ⇒ **পটিচ্ছতি**।

পটিচ্ছিত (বিণ) গৃহীত, অভ্যর্থিত, সমাদৃত, স্বীকৃত, অনুমোদিত, অন্তর্ভুক্ত। (বহুবচনে) **পটিচ্ছিতাসে**। ⇒ **পটিচ্ছতি**।

পটিচ্ছিতাসে ⇒ **পটিচ্ছিত**।

পটিজগ্গক (বিণ) পরিপুষ্ট, লালিতপালিত, পোষিত,

বর্ধিত, শুশ্রূষাকারী, পরিচর্যাকারী, দুগ্ধ পান করাইয়াছে এমন, তত্ত্বাবধান করিয়াছে এমন, রক্ষণাবেক্ষণকারী, পালনপোষণকারী, রক্ষাকারী, প্রতিপালনকারী, শিক্ষা প্রদানকারী, উৎসাহ প্রদানকারী।

পটিজগ্গতি (ক্রি) [পটি+√জগ+অ] (কিছুর উপর) নজর রাখা অথবা দৃষ্টি রাখা, চৌকি দেওয়া, পাহারা দেওয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করা, সতর্কভাবে দেখা, মনোযোগ দেওয়া, মনোযোগপূর্বক দেখা, সম্মুখে রাখা, নজরে রাখা, পরিপোষণ করা, পালন করা, ভরণপোষণ করা, উৎসাহিত করা, পোষণ করা, শিক্ষা দেওয়া, যত্ন নেওয়া, দেখাশুনা করা, খাইতে দেওয়া, খাওয়ানো, সরবরাহ করা, চরানো, তত্ত্বাবধান করা, বর্ধিত করা, শুশ্রূষা করা, পরিচর্যা করা, রক্ষা করা, দুগ্ধপান করানো, জীর্ণ সংস্কার করা, সংশোধন করা, মেরামত করা, ক্ষতিপূরণ করা। (অতীত) **পটিজগ্গি**। (অ-বিণ) **পটিজগ্গিত**। (ক্রি-বি) **পটিজগ্গিত্বা**। (ভ-বিণ) **পটিজগ্গিয**। (করণে) **পটিজগ্গাপেতি**।

পটিজগ্গন (ক্লী) লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, পোষণ, পালনপোষণ, উৎসাহিতকরণ, যত্নকরণ, দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান, মনোযোগ প্রদান, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, উদ্বেগ, সতর্কতা, চিন্তার বিষয়, জীর্ণসংস্কার, মেরামত, ক্ষতিপূরণ, বাসস্থান, আবাস, প্রতিকার, প্রতিবিধান।

পটিজগ্গনক (বিণ) পালিতপোষিত, লালিতপালিত, পোষিত, পালিত, রক্ষিত, প্রতিপালিত, শিক্ষাপ্রদত্ত, শিক্ষাদাতা, পালনকারী, পরিচর্যাকারী, শুশ্রূষাকারী, সেবক, রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধানকারী। (জাতক) **পটিজগ্গনক পুত্ত**।

পটিজগ্গাপেতি (ক্রি) তত্ত্বাবধান করানো, পালনপোষণ করানো, লালনপালন করানো। ⟹ **পটিজগ্গতি**।

পটিজগ্গিত (বিণ) পালিত, পোষিত, রক্ষিত, যত্ন নেওয়া হইয়াছে এমন, রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে এমন, প্রতিপালিত। ⟹ **পটিজগ্গতি**।

পটিজগ্গিয (বিণ) সেবা করার উপযুক্ত, যত্ন করার যোগ্য, জীর্ণ সংস্কার করার যোগ্য, মেরামত করা কর্তব্য। ⟹ **পটিজগ্গতি**।

পটিজাগরণ (ক্লী) প্রতিজাগরণ, সতর্কতা, প্রতিজাগরণ-শীলতা, সর্বদা সতর্ক থাকিয়া পাপ হইতে আত্মরক্ষা করণ।

পটিজানাতি (ক্রি) [পটি+√ঞা+না] সত্যতা স্বীকার করা, মানিয়া লওয়া, প্রাপ্তি স্বীকার করা, ত্রুটি স্বীকার করা, কোনও লোকের পদ-মর্যাদা স্বীকার করা, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, স্বীকার করা, অঙ্গীকার করা, আশা দেওয়া, দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া। (অতীত) **পটিজানি**। (অ-বিণ) **পটিঞ্ঞাত**। (ব-বিণ) **পটিজানন্ত**, **পটিঞ্ঞেয্য**। (ক্রি-বি) **পটিজানিত্বা**, **পটিঞ্ঞায**।

পটিজীবন—প্রতিজীবন, পুনর্বার জীবনধারণ, পুনর্জন্ম। (বি-ভা) **জীব-পটিজীবং**—(এই শব্দে "**জীব**" শব্দের পুনরাবৃত্ত বা দ্বিগুণিত যৌগিকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এই "**জীব**" শব্দ "**জীবতি**"—জীবনধারণ করা শব্দের আদেশার্থে অর্থ হয় "অভিনন্দন বা অভ্যর্থনা"। অতএব আমরা এই শব্দের অনুবাদ করিতে পারি যে) জীব বা জীবনের প্রতি অভিনন্দন এবং পরস্পরের মধ্যে ইহার বিনিময়।

পটিঞ্ঞ (বিণ) সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ, মানিয়া লইয়াছে এমন, দাবিদার, ভান করে এমন, বিশ্বাসী, প্রতিজ্ঞাকারী, প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী, প্রতিশ্রুত। (বি-ভা) **সমণপটিঞ্ঞ** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (তুলনীয়) **সক্যপুত্তিয পটিঞ্ঞ**। (জাতক) **সচ্চ পটিঞ্ঞ**।

পটিঞ্ঞং (ক্লী) প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, স্বীকৃতি, অঙ্গীকার, আশা প্রদান, শপথ। ⟹ **পটিঞ্ঞা**।

পটিঞ্ঞা (স্ত্রী) প্রতিজ্ঞা, কর্তব্যরূপে অবধারণ, অঙ্গীকার, পক্ষের সাধ্যবর্তনরূপে নির্দেশ, স্বীকার, শপথ, প্রতিশ্রুতি, আশা, আশ্বাসবাক্য, আশাস্থল, আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি, ব্রত, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, সংকল্প, মতের একতা, মিলন, সম্মতি, সত্যতা স্বীকার, রসিদ, সামান্য প্রতিদান, চুক্তি অন্বয়, ঐক্য, একমত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটিঞ্ঞং মোচেতি**—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা।

পটিঞ্ঞাত (বিণ) প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকারকৃত, কর্তব্যরূপে অবধারিত, স্বীকৃত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সম্মত, অনুমোদিত। ⟹ **পটিজানাতি**।

পটিট্‌ঠহতি (ক্রি) = **পতিট্‌ঠহতি**। ⟹ **পতিট্‌ঠহতি**।

পটিত (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুখী, সুষ্ঠু, উপযুক্ত, অনুকূল, পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট, সন্তোষজনক। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটিতাচার**।

পটিতাচার—সন্তোষজনক ব্যবহার, অনুকূল আচরণ, সুষ্ঠু আচার। ⟹ **পটিত**।

পটিতিট্‌ঠতি (ক্রি) = **পতিট্‌ঠহতি** ⟹ **পতিট্‌ঠহতি**।

পটিতিত্থ (ক্লী) [পটি+তিত্থ] নদীর ওপার বা অপর তীর।

পটিথম্ভতি (ক্রি) [পটি+থম্ভতি] (কিছুর বিরুদ্ধে স্তম্ভের ন্যায়) দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো, (কিছুকে প্রতিহত বা ব্যাহত করিবার জন্য স্তম্ভের ন্যায়) দৃঢ় থাকা।

পটিদণ্ড (পুং) [পটি+দণ্ড] প্রতিশোধ, প্রতিদান, প্রতিদণ্ড, শাস্তি, পুরস্কার, ক্ষতিপূরণ।

পটিদদাতি (ক্রি) [পটি+√দা+অ] ফিরাইয়া দেওয়া, প্রত্যর্পণ করা, ফেরত দেওয়া, নূতন করা, পুনঃসংস্কার করা, ক্ষতিপূরণ করা, আরোগ্য করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা, পুনরায় স্থাপিত করা। (অতীত) **পটিদদি**। (অ-বিণ) **পটিদিন্ন**। (ক্রি-বি) **পটিদদিত্বা**,

পটিদত্বা। = **পটিদিয্যরে** (জাতক)।

পটিদস্‌সেতি (ক্রি) [পটি+√দিস+এ] পুনরায় আবির্ভূত হওয়া, পুনরায় আসা, স্বয়ং দর্শন দেওয়া, পুনরায় দৃষ্টিগোচর হওয়া, পুনরায় উপস্থিত হওয়া, পুনরায় প্রকাশিত হওয়া, পুনরায় লোক সমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, পুনর্বার পৌছানো। (অতীত) **পটিদস্‌সেসি**। (অ-বিণ) **পটিদস্‌সিত**। (ক্রি-বি) **পটিদস্‌সেত্বা**।

পটিদান (ক্লী) ১ প্রতিদান, পুরস্কার, প্রতিফল, শ্রমফল, পারিশ্রমিক, পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ, প্রত্যর্পণ, দান, প্রকৃতিদত্ত গুণ, উপঢৌকন, গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্য প্রত্যর্পণ, ফিরাইয়া দেওয়া। ২ বিনিময়, বদল।

পটিদিয্যরে (ক্রি) = **পটিদদাতি**। ⟹ **পটিদদাতি**।

পটিদিসা (স্ত্রী) [পটি+দিসা] বিপরীত দিক [যেমন—পূর্বদিক, (বিপরীত) পশ্চিম দিক; উত্তর দিক, (বিপরীত) দক্ষিণ দিক; উর্ধ্বদিক, (বিপরীত) অধঃদিক]। = **বিদিসা**। (দীর্ঘনিকায়) **দিসা চ পটিদিসা চ বিদিসা চ**—দিগ্বিদিক। ⟹ **দিসা**।

পটিদিস্‌সতি (ক্রি) [পটি+√দিস+য] দৃশ্যমান হওয়া, দেখা যাওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, বোধ হওয়া, লোক সমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। (অতীত) **পটিদস্‌সি**।

পটিদুক্‌খাপনতা (স্ত্রী) পুনরায় দুঃখগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা, পুনরায় দুঃখে জড়িত হওয়ার কার্য।

পটিদেসেতি (ক্রি) [পটি+√দিস+এ] (দোষ) স্বীকার করা, সত্য বলিয়া স্বীকার করা, (পুরোহিতের নিকট) পাপ স্বীকার করা, পাপ স্বীকার শ্রবণ করা, (ভিক্ষুগণ পরস্পরের মধ্যে) অপরাধ স্বীকার করা। ⟹ **পাটিদেসনীয**। (অতীত) **পটিদেসেসি**। (অ-বিণ) **পটিদেসিত**। (ক্রি-বি) **পটিদেসেত্বা**।

পটিধাবতি (ক্রি) [পটি+√ধাব+অ] পশ্চাদ্ধাবন করা, নিকট দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **পুব্বন্তং পটিধাবতি**; (বিপ) **অপরন্তং আধাবতি** (মধ্যম নিকায়); (সংযুক্ত নিকায়ে) **উপধাবতি**। (অতীত) **পটিধাবি**। (ক্রি-বি) **পটিধাবিত্বা**।

পটিনন্দতি (ক্রি) [পটি+√নন্দ+অ] অভিনন্দন করা, সন্তুষ্ট হওয়া, সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করা, অনুমোদন করা, সন্তোষের সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া, প্রত্যভিবাদন করা, প্রতিদানে সম্ভাষণ করা। (অতীত) **পটিনন্দি**। (অ-বিণ) **পটিনন্দিত**। (ক্রি-বি) **পটিনন্দিত্বা**।

পটিনন্দনা (স্ত্রী) আনন্দ, প্রীতি, সুখ, সন্তুষ্টি, আনন্দোৎসব।

পটিনন্দিত (বিণ) সম্ভাষিত, আনন্দিত, উৎফুল্ল, সন্তুষ্ট, অভিনন্দিত, প্রত্যভিবাদন করা হইয়াছে এমন, স্বাগত সম্ভাষিত, অভ্যর্থিত, সমাদৃত, আদরের সহিত গৃহীত, প্রতিনন্দিত। ⟹ **পটিনন্দতি**।

পটিনমেতি = **পটিসামেতি**। ⟹ **পটিসামেতি**।

পটিনাসিক (বিণ) কৃত্রিম নাসিক, যাহার কৃত্রিম নাসিকা আছে এমন।

পটিনাসিকা (স্ত্রী) মিথ্যা বা কৃত্রিম নাসিকা।

পটিনিজ্ঝত্ত (বিণ) [পটি+নিজ্ঝত্ত] পুনরায় শান্ত করা হইয়াছে এমন, পুনরায় তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন, পুনর্বার মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।

পটিনিদ্দেস (পুং) প্রতিনির্দেশ, কোনো বিষয়ে প্রত্যাগমন, কোনো কারণে ফিরিয়া আসা, পুনর্বার নিরূপণ বা প্রদর্শন, প্রত্যাদেশ, পুনরুল্লেখ, কোনো বিষয়ে পশ্চাদ্‌গমন বা প্রত্যাবর্তন।

পটিনিবত্ততি (ক্রি) [পটি+নি+√বত্ত+অ] প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা, পুনরায় পিছন দিকে ফিরিয়া যাওয়া অথবা ঘুরিয়া যাওয়া, পুনর্বার হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া, আবার ফিরিয়া আসা। (অতীত) **পটিনিবত্তি**। (অ-বিণ) **পটিনিবত্ত**। (ক্রি-বি) **পটিনিবত্তিত্বা**। (করণে) **পটিনিবত্তেতি**।

পটিনিবত্তেতি (ক্রি) প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা, পুনর্বার পিছন দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া। = **পচ্চাসারেতি** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পটিনিবত্ততি**। (অতীত) **পটিনিবত্তেসি**।

পটিনিবাসন (ক্লী) [পটি+নিবাসন] ফেরত দেওয়া পোশাক পরিচ্ছদ, যে বস্ত্র প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, যে পোশাক পরিচ্ছদ ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

পটিনিস্‌সগ্‌গ (পুং) পরিত্যাগ, বিসর্জন, বর্জন, প্রত্যাখ্যান, নাকচ, অস্বীকৃতি, অস্বীকার, পরিহার, স্বত্বত্যাগ। পটিসম্ভিদামার্গে ইহা দুই প্রকার, যথা—**পরিচ্চাগ পটিনিস্‌সগ্‌গ, পক্‌খন্দন পটিনিস্‌সগ্‌গ**। (সংযুক্ত নিকায়) **আদান পটিনিস্‌সগ্‌গ; উপধি পটিনিস্‌সগ্‌গ; সব্বূপধি পটিনিস্‌সগ্‌গ**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **পটিনিস্‌সগ্‌গানুপস্‌সনা**। (মধ্যম নিকায়) **পটিনিস্‌সগ্‌গানুপস্‌সিন**।

পটিনিস্‌সগ্‌গিন (বিণ) পরিত্যক্ত, বর্জিত, অস্বীকৃত, পরিত্যাগ করা হইয়াছে এমন, বর্জন করা হইয়াছে এমন, বর্জিত হইয়াছে এমন। (যৌগিকে) **দুপ্পটিনিস্‌সগ্‌গিন**।

পটিনিস্‌সজ্জতি (ক্রি) [পটি+নি+√সজ+য] পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা, অস্বীকার করা, দাবি ত্যাগ করা। (অতীত) **পটিনিস্‌সজ্জি**। (অ-বিণ) **পটিনিস্‌সট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **পটিনিস্‌সজ্জিত্বা; পটিনিস্‌সজ্জিয, পটিনিস্‌সজ্জ**।

পটিনিস্‌সট্‌ঠ (বিণ) পরিত্যক্ত, দাবি ত্যাগ করা হইয়াছে এমন। (মহানিদ্দেস) **বন্ত পহীন পটিনিস্‌সট্‌ঠ**। ⟹ **পটিনিস্‌সজ্জতি**।

পটিনিস্‌সরতি (ক্রি) প্রস্থান করা, মরিয়া যাওয়া, মৃত্যু হওয়া, রওনা হওয়া, যাত্রা করা, নিজকে মুক্ত করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, অতিক্রম করা, পলায়ন করা,

সরিয়া পড়া, মুক্ত হওয়া। = **নিয্যাতি বিমুচ্চতি** (নেত্তি অর্থকথা)।

পটিনেতি (ক্রি) [পটি+√নি+এ] পশ্চাদ্দিকে চালিত করা, পিছাইয়া নেওয়া, পিছন দিকে নিয়া যওয়া। (অতীত) **পটিনেসি**। (অ-বিণ) **পটিনীত**। (পঞ্চমী) **পটিনযাহি**। (ক্রি-বি) **পটিনেত্বা**।

পটিপক্খ (বিণ) প্রতিপক্ষ, বিরোধী, বিপরীত, সম্মুখবর্তী, সামনাসামনি, বিমুখ, শত্রু, বিপক্ষ, প্রতিবাদী, আসামি, প্রত্যর্থী।

পটিপক্খিক (বিণ) প্রতিপক্ষীয়, বিরুদ্ধবাদী, বিপরীত পক্ষের, বিমুখী, বিরোধী, বিরোধী দলের, শত্রুপক্ষীয়, বৈরভাবাপন্ন, বিদ্বেষী।

পটিপজ্জতি (ক্রি) [পটি+√পদ+য] বরাবর চলিতে থাকা, (কোনও উপায় বা অভিসন্ধির) অনুসরণ করা, (কোনও সূত্র ধরিয়া) চলিতে থাকা, কাজের কোনও ধারা গ্রহণ করা, কোনও প্রথা অনুশীলন করা, কোনও নীতি অনুসরণ বা অনুকরণ করা, কিছুতে ব্যগ্র হওয়া, কিছুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া, জীবনকে নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মাধীন করা, কোনও পথে বা নীতিতে প্রবেশ করা। (দীর্ঘনিকায়) **সংবরায পটিপজ্জতি; তথত্তায পটিপজ্জতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **কন্তারমগ্গং পটিপজ্জতি; ধম্মস্স অনুধম্মং পটিপজ্জতি**। (ধর্মপদ) **মগ্গং পটিপজ্জতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উম্মগ্গং পটিপজ্জতি; ধনং পটিপজ্জতি**। (অতীত) **পটিপজ্জি**; (প্রথমপুরুষ একবচনে) **পচ্চাপাদি** (জাতক)। (অ-বিণ) **পটিপন্ন**। (ব-বিণ) **পটিপজ্জমান**। (ভ-বিণ) **পটিপজ্জিতব্ব**। (ক্রি-বি **পটিপজ্জিত্বা**। (করণে) **পটিপাদেতি**।

পটিপজ্জন (ক্লী) কার্যপ্রণালী, প্রক্রিয়া, মামলার রীতি বা ধারা, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, অনুশীলনের পথ বা নির্ধারিত উপায়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পটিপজ্জন বিধি**।

পটিপজ্জন বিধি—কাজের নীতি শৃঙ্খলা, কাজের ধারা, প্রণালী, শৃঙ্খলা, ক্রম, ধারা, প্রকার, পদ্ধতি, রীতি, বিন্যাস। ⟹ **পটিপজ্জন**।

পটিপণামেতি (ক্রি) ফিরাইয়া দেওয়া, পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া, ফেরত পাঠানো, পাহারা দেওয়া, নিরাপদে রাখা, নিবারণ করা, চৌকি দেওয়া, রক্ষা করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, আত্মরক্ষা করা, সতর্ক হওয়া, অনুসরণ করা, মৃগয়া করা, তাড়াইয়া দেওয়া, ক্ষোদিত করা। (মধ্যম নিকায়) **সীরিং পটিপণামেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **আবাধং পটিপণামেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সকটানি পটিপণামেতি**।

পটিপণ্ণ (ক্লী) প্রতিলিপি, প্রতিপত্র, রসিদ-চেক ইত্যাদির যে অংশ রসিদদাতার বা চেকদাতার নিকট থাকে উহা, পত্রের উত্তর, প্রত্যুত্তর, পত্রে লিখিত উত্তর।

পটিপত্তি (স্ত্রী) প্রতিপত্তি, মান, সম্মান, সুখ্যাতি, গৌরব, প্রাপ্তি, পদপ্রাপ্তি, প্রবৃত্তি, অভিমান, নিশ্চয়, কর্তব্যজ্ঞান, সম্যক জ্ঞান, অঙ্গীকার, নিষ্ফল কর্মের অঙ্গ বা অংশ, অভিযোগ, প্রগল্‌ভতা, অনুমতি, দান, উপায়, ব্যবস্থা, পরিচালন, পথপ্রদর্শন, সেনাপতিত্ব, আচরণ, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, ধর্মীয় সাধনা, ধার্মিক প্রতিপত্তি বা গৌরব, ধর্মীয় জ্ঞান বা আচার, ব্যবহার, চালচলন, অভ্যাস, অন্যের প্রতি ব্যবহার, শৃঙ্খলা, ক্রম, ধারা, প্রকার, রীতি, বিন্যাস, সম্পাদন, কৃতি, সম্পন্ন কার্য, অভিনয়, আদর্শ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, অপরকে সতর্ক করণার্থে কাহাকেও দণ্ড প্রদান, সতর্কীকরণ, নজির, পূর্বদৃষ্টান্ত। **ধম্মানুধম্ম পটিপত্তি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সম্মা পটিপত্তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরহিত পটিপত্তি**।

পটিপত্তিক্কম [পটিপত্তি+কম] অভ্যাসানুক্রমে, প্রতিপত্তি অনুক্রমে, কর্তব্যজ্ঞান অনুসারে। ⟹ **কম**।

পটিপত্তি ধম্ম (পুং) (ত্রিপিটকের মধ্যে ১৩ প্রকার ধূতাঙ্গ, প্রতিমোক্ষ সংবরশীল, ১৪ প্রকার স্কন্ধ বা খন্ধকব্রত, ৮২ প্রকার মহাব্রত এবং শমথ বিদর্শন—) এই সব অভ্যস্ত নীতিকে বলা হয় "**পটিপত্তি ধম্ম**" বা প্রতিপত্তি ধর্ম।

পটিপথ (পুং) বিপরীত পথ, সম্মুখবর্তী পথ, বিপরীত দিকের পথ, মুখোমুখি পথ। (বিনয়) **পটিপথং গচ্ছতি**—সাক্ষাতের জন্য সম্মুখবর্তী পথে যাওয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। = **পটিমগ্গ**।

পটিপদা (স্ত্রী) ১ (সাধারণ অর্থে:—) পরিচালনের নীতি বা শৃঙ্খলা, আচরণের ধারা, ব্যবস্থার রীতি, উন্নতি প্রণালী বা উপায়, প্রগতির ধরন বা প্রথা, নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার উপায়, পথ, রাস্তা, উপায়, বর্তন, কাজ করিবার রীতি, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, অভিপ্রায়, উন্নতি, শৃঙ্খলা, ক্রম, প্রকার, বিন্যাস, গতি, গতিপথ, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, একবারে পরিবেশিত ভোজনের অংশ, ক্রমোন্নতি, কার্যপরম্পরা, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, চলিত নিয়ম, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতির পেশা। (দীর্ঘনিকায়) **দ্বত্তি পটিপদা**। (সংযুক্ত নিকায়) **নিরোধ সারুপ্প-গামিনী পটিপদা; ভদ্দিকা পটিপদা; মজ্‌ঝিমা পটিপদা; সব্বত্থ-গামিনী পটিপদা; উদয-গামিনী সোতাপত্তি পটিপদা**। (দীর্ঘনিকায়) **ঞাণদস্‌সন-বিসুদ্ধি পটিপদা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুঞ্ঞ পটিপদা; অক্খমা পটিপদা**। ২ (অর্থব্যঞ্জক বা উদ্ভাবনক্ষম অর্থে:—) বুদ্ধের প্রদর্শিত পথ, সর্বপ্রকার

পাপকে ধ্বংসের পথে পরিচালনা, পাপধ্বংসের উপায়, মুক্তির পথ, পরম সুখময় নির্বাণের পথে পরিচালনা (**মগ্গ, অরিযমগ্গ, সচ্চ** শব্দের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।এইরূপে "**মগ্গ**" অর্থে প্রায়ই সমার্থবাচক, যে "**মগ্গ**" শব্দের সহিত দ্রুত যৌগিক শব্দ গঠিত হইয়া থাকে। (দীর্ঘনিকায়) **পটিপদা অনুত্তরিয।** (সংযুক্ত নিকায়) **পটিপদা দলহা যায ধীরা পমুচ্চন্তি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আগালহা নিজ্ঝামা মজ্ঝিমা পটিপদা।** (পটিসম্ভিদা মার্গ) **মজ্ঝিমা পটিপদা।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পটিপদা সঙ্খাত অরিযমগ্গ।** ৩ ক (বিবিধ প্রকার বর্ণনায়:—) (দীর্ঘনিকায়) **আসব-নিরোধ-গামিনী পটিপদা; দুক্খ-নিরোধ-গামিনী পটিপদা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লোক-নিরোধ-গামিনী পটিপদা।** খ (উপাধি বা গুণবাচক সংজ্ঞার সহিত:—) (মহানির্দেশ) **সম্মা-পটিপদা; অনুলোম পটিপদা; অপচ্চনিক পটিপদা; অনুখ পটিপদা; ধম্মানুধম্ম পটিপদা।** চারিটি "**পটিপদা**" দ্বারা এক একটি সমবায় বা একত্র বিন্যাসও দেখা যায়, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) (১) **দুক্খা দন্ধাভিঞ্ঞা পটিপদা**—কষ্টকর অভ্যাস যাহার ফলে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করা যায়; **সুখাভিঞ্ঞা পটিপদা**—সুখকর অভ্যাস যাহার ফলে জ্ঞান অর্জন করা যায়; **খিপ্পাভিঞ্ঞা দন্ধ পটিপদা**—কষ্টকর অভ্যাস যাহার ফলে দ্রুত জ্ঞানার্জন করা যায়; **খিপ্পাভিঞ্ঞা সুখা পটিপদা**—সুখকর অভ্যাস যাহার ফলে দ্রুত জ্ঞানার্জন করা যায়।(২) **অক্খমা পটিপদা**—ক্ষমা বা সহনশীলতার অভাব; **খমা পটিপদা**—ক্ষমা বা সহনশীলতা; **দমা পটিপদা**—আত্মদমন; **সমা পটিপদা**—মনের সমভাব।

পটিপদা অনুত্তরিয (স্ত্রী) তিন প্রাধান্যের মধ্যে একটি। ⟹ **দস্সন'নুত্তরিয।**

পটিপদিক (বিণ) প্রতিপদ তিথির, প্রতিপদ তিথি সম্বন্ধীয়।

পটিপদিক ভত্ত—প্রতি প্রতিপদ তিথিতে এক একবার অন্ন দিয়া যে আহার দান করা হয়। ⟹ **পক্খিক** (বিণ)।

পটিপন্ন (বিণ) প্রতিপন্ন, অবধারিত, নিশ্চিত, প্রমাণসিদ্ধ, যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত, খ্যাতিযুক্ত, সম্ভ্রমযুক্ত, সম্মানিত, জ্ঞাত, অঙ্গীকৃত, গৃহীত, প্রাপ্ত, অনুমত, অভিযুক্ত, অনুকরণ করিয়াছে এমন, পৌঁছিয়াছে এমন, বরাবর চলে এমন (অর্থাৎ অভ্যস্ত), প্রবিষ্ট, লব্ধ। ⟹ **পটিপজ্জতি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরহত্তায পটিপন্ন; ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন।** (ধর্মপদ) **মগ্গং পটিপন্ন = মগ্গট্ঠ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সম্মাপটিপন্ন; ধম্মিযং পটিপদং।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **মগ্গ পটিপন্ন।**

পটিপন্নক (বিণ, পুং) পথে প্রবেশকারী, মার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে এমন। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **অরিযমগ্গ পটিপন্নক = মগ্গট্ঠক; ফলত্থায পটিপন্নত্তা পটিপন্নক নাম** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

পটি পরিবত্তেতি (ক্রি) পশ্চাৎ পরিবর্তন করা অথবা একাধিকবার গোলাকারভাবে ঘুরিয়া আসা, পশ্চাদ্গমন করা, পিছের দিকে যাওয়া।

পটিপরিবিমংসে (পঞ্চমী, ক্রিয়া) জাগ্রত হও, জাগ, অপেক্ষা কর, প্রত্যাশা কর, পাহারা দাও, সতর্কভাবে দেখ, মনোযোগপূর্বক দেখ। = **পটিমাসে।**

পটিপবিট্ঠ (বিণ) পুনর্বার ভিতরে গিয়াছে এমন, পুনরায় প্রবিষ্ট। ⟹ **পটিপবিসতি।**

পটিপবিসতি (ক্রি) পুনর্বার ভিতরে যাওয়া, আবার প্রবেশ করা। (অতীত) **পটিপবিসি।** (অ-বিণ) **পটিপবিট্ঠ।** (করণে) **পটিপবেসতি।**

পটিপবেসতি (ক্রি) পুনর্বার ভিতরে প্রবেশ করা, পুনরায় প্রবিষ্ট হওয়া, পুনরায় ফিরাইয়া (ভিতরে) রাখা। ⟹ **পটিপবিসতি।**

পটিপসংসতি (ক্রি) ফিরাইয়া বা প্রত্যুত্তরে প্রশংসা করা, প্রতি প্রশংসা করা, প্রশংসার প্রতিদানে প্রশংসা করা। (অ-বিণ) **পটিপসংসিত।**

পটিপহরতি (ক্রি) [পটি+প+√হর+অ] প্রতিঘাত করা, একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আঘাত করিলে আঘাতপ্রাপ্ত বস্তু পুনশ্চ উহাকে আঘাত করা, আঘাত পাইয়া পুনরায় ফিরাইয়া আঘাত করা, আঘাতের বা প্রহারের প্রতিদানে আঘাত বা প্রহার করা। (অতীত) **পটিপহরি।** (অ-বিণ) **পটিপহট।** (ক্রি-বি) **পটিপহরিত্বা।**

পটিপহিণতি (ক্রি) = **পটিপহিণাতি।** ⟹ **পটিপহিণাতি।**

পটিপহিণাতি (ক্রি) [পটি+প+√হি+ণা] ফেরত পাঠানো, ফেরত দেওয়া, ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া। (অতীত) **পটিপহিণি।** (অ-বিণ) **পটিপহিত।** (ক্রি-বি) **পটিপহিণিত্বা।**

পটিপাকতিক (বিণ) প্রত্যর্পিত, পুনরায় সংস্কারকৃত, পূর্বের অবস্থায় আনীত, পুনরায় স্থাপিত, ক্ষতিপূরণ করা বা দেওয়া হইয়াছে এমন, নূতন করা হইয়াছে এমন, পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এরূপ, আরোগ্য করা হইয়াছে এমন, পুনরায় বসানো বা নিযুক্ত করা হইয়াছে এমন, পুনরায় সন্নিবেশিত, পুনর্বার আরোপিত, নিরাপদ এবং নীরোগ, সুষ্ঠু এবং সুস্থ। = **পাকতিক।**

পটিপাটি (স্ত্রী) পরিপাটি, অনুক্রম, শৃঙ্খলা, আনুপূর্বী, ক্রম, সুশৃঙ্খলা, বিন্যাস, নিয়ম, পদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা, সুশাসন অবস্থা, পরপর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, আদেশ, লিখিত নির্দেশ, বর্ণ, শ্রেণী, সমাজ, সম্প্রদায়, ক্রয় করিবার নির্দেশ, ধর্ম সম্প্রদায়, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, রকম, প্রকার, (ক্ষুদ্রতম জাতি হইতে বৃহত্তম এবং বৃহত্তম জাতি হইতে ক্ষুদ্রতম)

সমশ্রেণীর প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সমবায়। (বিনয়) **ভত্ত পটিপাটি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খন্ধ পটিপাটি**।

পটিপাটিক (বিণ) প্রকৃত শৃঙ্খলার সহিত মিল রাখিয়া কাজ করে এমন, নিয়ম শৃঙ্খলানুরূপ কার্যকারী।

পটিপাটিযং (ক্রি-বিণ) ক্রমে, ক্রমিকরূপে, আনুক্রমিকভাবে, পরম্পরানুযায়ী। ⟹ **পাটী**।

পটিপাটিযা (ক্রি-বিণ) ক্রমে ক্রমে, অনুক্রমে, পরম্পরা অনুসারে, পরে পরে, একটির পর আর একটি করিয়া, প্রকৃতিস্থভাবে, ঠিকঠাকভাবে, পাশাপাশিভাবে, পাশে। (জাতক) **ঘর পটিপাটিযা**। (থেরগাথা অর্থকথা) **মগ্গ পটিপাটিযা**।

পটিপাদক (বিণ) ব্যবস্থাকারী, যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, জোগানদার, সরবরাহকারী, শয্যাদির সমর্থনকারী, বিছানাদি শয়নের সরঞ্জাম রক্ষক বা পৃষ্ঠপোষক।

পটিপাদেতি (ক্রি) [পটি+√পদ+এ] ভিতরে আনা, শ্রেণীবদ্ধ করা, শৃঙ্খলা করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, পূরণ করা, জোগানো, সরবরাহ করা, দেওয়া, প্রদান করা, উপহার দেওয়া, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচিত করিয়া দেওয়া, দান করা, দক্ষিণা দেওয়া, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, পূজার উদ্দেশ্যে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা, অংশ প্রদান করা, জ্ঞাত করা, বিদিত করা। ⟹ **পটিপজ্জতি**। (পেতবত্থু) **বিত্তং পটিপাদেতি**। (অতীত) **পটিপাদেসি**। (অ-বিণ) **পটিপাদিত**। (ক্রি-বি) **পটিপাদেত্বা**।

পটিপিংসতি (ক্রি) [পটি+পিংসতি] (কিছুতে) আঘাত করা, প্রহার করা, চাপড়ানো, চপটাঘাত করা। (সংযুক্ত নিকায়) **উরে পটিপিংসতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উরানি পটিপিংসন্তি**।

পটিপিণ্ড (ক্লী) [পটি+পিণ্ড] প্রতিদানে পিণ্ড বা ভিক্ষান্ন, প্রতিদানে অন্ন ভিক্ষা বা অন্নদান। (জাতক) **পিণ্ড পটিপিণ্ড**।

পটিপিণ্ডকম্ম (ক্লী) = **পটিপিণ্ড**। ⟹ **পটিপিণ্ড**।

পটিপিসতি (ক্রি) = **পটিহংসেতি**। ⟹ **পটিহংসেতি**।

পটিপীত (বিণ) প্রলিপ্ত বা পরিপূর্ণ (?)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসুচি পটিপীত**।

পটিপীলন (ক্লী) অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব।

পটিপীলনট্ঠেন = **পটিপীলনখেন**। ⟹ **পটিপীলনখেন**।

পটিপীলনখেন (ক্রি-বিণ) পীড়ন দ্বারা, যন্ত্রণা দিয়া, পীড়ন অর্থে। ⟹ **দুক্খ** (বিণ)।

পটিপীলিত (বিণ) প্রপীড়িত, উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, পীড়িত, দমিত, কঠোররূপে নিষ্পেষিত, চাপ দেওয়া হইয়াছে এমন, জেদ করিয়াছে এমন। ⟹ **পটিপীলেতি**।

পটিপীলেতি (ক্রি) [পটি+√পি+এ] উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা। (অতীত) **পটিপীড়েসি**। (অ-বিণ) **পটিপীড়িতি**। (ক্রি-বি) **পটিপীড়েত্বা**।

পটিপুগ্গল (পুং) [পটি+পুগ্গল] সমান ব্যক্তি, সমান শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, বয়স্য, সমগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমপদস্থ ব্যক্তি, সমযোগী, সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিবাহ, ক্রীড়া, প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগী। **নত্থি তে পটিপুগ্গল**— তোমার সমকক্ষ অপর কেহ নাই।

পটিপুগ্গলিক (বিণ) সম সম, সমান সমান, সমকক্ষ, সমতুল্য, সমপদস্থ, বিশেষ, এক, অবিভাজ্য, অবিভক্ত, ব্যক্তিগত।

পটিপুচ্ছতি (ক্রি) [পটি+√পুচ্ছ+অ] প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করা, ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করা, জিজ্ঞাসাকারীকে জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, প্রশ্ন রাখা, অনুসন্ধান করা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। (অতীত) **পটিপুচ্ছি**। (অ-বিণ) **পটিপুচ্ছিত**।

পটিপুচ্ছা (স্ত্রী) প্রতিজিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসাকারীকে জিজ্ঞাসা, প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। (অপাদান কারকে, ক্রি-বিণ) প্রশ্ন দ্বারা, অনুসন্ধান দ্বারা, প্রশ্ন-উত্তরের অথবা জিজ্ঞাসাবাদের উপায় দ্বারা। (যৌগিকে) **পটিপুচ্ছা করণীয** (বিনয়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পটিপুচ্ছাবিনীতা**। (দীর্ঘনিকায়) **পটিপুচ্ছা ব্যাকরণীয (পঞহ)**।

পটিপুরিস (পুং) প্রতিযোগিতাপরায়ণ লোক, প্রতিপক্ষ, বিরোধী লোক, শত্রু, বিপক্ষ, প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী লোক।

পটিপূজন (ক্লী) সম্মানসূচক লোক, সম্ভ্রমসূচক উপাধি, অর্চনা, আরাধনা, পূজা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মর্যাদা, সম্মান, ভদ্রতা, যাজকদের উপাধি, অভিবাদন, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সম্মানসূচক উপাধি।

পটিপূজনা (স্ত্রী) = **পটিপূজন**। ⟹ **পটিপূজন**।

পটিপূজেতি (ক্রি) [পটি+√পূজ+এ] পূজা করা, সম্মান করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মত টাকা দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, সমাদর করা। (অতীত) **পটিপূজেসি**। (অ-বিণ) **পটিপূজিত**। (ক্রি-বি) **পটিপূজেত্বা**।

পটিপেসেতি (ক্রি) [পটি+√পেস+এ] (কোথাও) বাহিরে প্রেরণ করা, ফেরত পাঠানো, বাহিরে পাঠানো, পাঠাইয়া দেওয়া।

পটিপ্পণামেতি (ক্রি) [পটি+পণামেতি] টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, বর্ধিত করা, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, (পশ্চাদ্দিকে) বক্র হওয়া বা ঝুঁকিয়া পড়া।

পটিপ্পসসদ্ধ (বিণ) উপশমিত, প্রশমিত, প্রশান্ত, শান্ত, নিম্নে বসিয়া গিয়াছে অথবা তলানি পড়িয়া এমন, স্থির হইয়াছে এমন। ⟹ **পটিপ্পসসম্ভতি**।

পটিপ্পস্সদ্ধি (স্ত্রী) মজ্জন, নীচে পতন, উপশম, প্রশমন, প্রশান্তি, সম্পূর্ণ আরাম বা বিরাম, সম্পূর্ণ উদ্বেগহীনতা বা কষ্টশূন্যতা, সম্পূর্ণ অনায়াসত্ব, সম্পূর্ণ বিশ্রাম, বিশ্রাম, শয়ন, নিদ্রা, শান্তি, মনের স্থিরতা, আরাম, নিম্নে বা তলায় বসিয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, তলানি পড়িয়াছে এরূপ অবস্থা। (বিনয়) **কম্মস্স পটিপ্পস্সদ্ধি**—কর্মের বিরাম, কাজের বিশ্রাম। বন্ধন-মোচনে অথবা নির্বাণে সম্পূর্ণ শান্তি সম্বন্ধে চুল্লনিদ্দেস গ্রন্থের বর্ণনায়:—**বূপসম পটিনিস্সগ্গ পটিপ্পস্সদ্ধি অমত নিব্বান**।

পটিপ্পস্সম্ভতি (ক্রি) [পটি+ প+ √সম্ভ+ অ] নিম্নে বসিয়া যাওয়া, তলানি পড়া, তলায় বসিয়া যাওয়া, স্থির হওয়া, প্রশমিত হওয়া, শান্ত হওয়া, হ্রাস পাওয়া, আরাম হওয়া, নিরুদ্বেগ হওয়া, কম হওয়া, কমিয়া যাওয়া, উপশম হওয়া, কারণ নির্মূল হওয়া, হেতু ধ্বংস হওয়া, রদ হওয়া, তিরোহিত হওয়া, মৃত হওয়া, মরিয়া যাওয়া, পরলোকগত হওয়া। (অতীত) **পটিপ্পস্সম্ভি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **দোহড়ো পটিপ্পস্সম্ভি; আবাধো পটিপ্পস্সম্ভি**। (অ-বিণ) **পটিপ্পস্সদ্ধ**। (করণে) **পটিপ্পস্সম্ভেতি**।

পটিপ্পস্সম্ভনা (স্ত্রী) = **পটিপ্পস্সদ্ধি**। ⟹ **পটিপ্পস্সদ্ধি**।

পটিপ্পস্সম্ভিতত্ত (ক্লী) = **পটিপ্পস্সম্ভনা**। ⟹ **পটিপ্পস্সম্ভনা**।

পটিপ্পস্সম্ভেতি (ক্রি) শান্ত হইয়া নীচে বসিয়া পড়া, তলানি পড়া, শান্ত করা, চুপ করা, দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা, বিরতিতে আনয়ন করা, অচল অবস্থায় আনা, বিরামে রাখা, মিটানো, তৃপ্ত করা। (বিনয়) **কম্মং পটিপ্পস্সম্ভেতি**। (জাতক) **দোহড়ং পটিপ্পস্সম্ভেতি**। ⟹ **পটিপ্পস্সম্ভতি**।

পটিস্ফরতি (ক্রি) উজ্জ্বল করা, উদ্ভাসিত করা, আলোকিত করা, দীপ্তিময় করা, কিরণ দেওয়া, স্ফুরিত করা, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, প্রবাহিত করা, ভাসিয়া যাওয়া, ঢেউ খেলাইয়া যাওয়া; (চরিত্রে) বিরুদ্ধে আনা, বাধা দেওয়া, উপস্থিত করা, আপত্তি করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চোদকং পটিস্ফরতি**। (মহানির্দেশ) **বাদং পটিস্ফরতি**—তর্কযুদ্ধ বা বাকযুদ্ধ আরম্ভ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বচনং পটিস্ফরতি**।

পটিবদ্ধ (বিণ) প্রতিবদ্ধ, আবদ্ধ, শৃঙ্খলিত, বন্ধনযুক্ত, আসক্ত, আকর্ষিত, প্রলোভিত, নির্ভরশীল, আশ্রিত, মুখাপেক্ষী, বাধ্য, অধীন, অপ্রধান। ⟹ **পটিবন্ধতি**। (বিনয়) **কায়পটিবদ্ধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরপটিবদ্ধ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আবজ্জন পটিবদ্ধ**। (পেতবথু অর্থকথা) **পটিবদ্ধ জীবিক**।

পটিবদ্ধচিত্ত (বিণ) যাহার মন প্রতিবদ্ধ বা আবদ্ধ, যাহার মন কিছুর প্রতি আসক্ত বা সংলগ্ন, যাহার মন কিছুতে নিবিষ্ট, বিচলিত, মুগ্ধ, প্রেমোন্মত্ত, প্রণয়াসক্ত, প্রেমাসক্ত, প্রণয়াবদ্ধ, মোহিত, যাহার মন ভালবাসায় আবদ্ধ। (পেতবথু অর্থকথা) **রঞ্ঞো পটিবদ্ধচিত্ত**—রাজার সহিত প্রেমাসক্ত।

পটিবদ্ধচিত্ততা (স্ত্রী) প্রেমাসক্ত অবস্থা, মুগ্ধতা, প্রেমোন্মত্ত অবস্থা, চিত্তের প্রতিবদ্ধ অবস্থা, মনের প্রিয়ভাব। ⟹ **পটিবদ্ধচিত্ত**।

পটিবদ্ধজীবিক (বিণ, পুং) জীবিকার জন্য পরমুখাপেক্ষী, জীবন ধারণের নিমিত্ত পরাধীন, খাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য পরাশ্রিত বা পরের উপর নির্ভরশীল। ⟹ **পটিবদ্ধ**।

পটিবদ্ধ (বিণ) বদ্ধ, নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, বাধ্য, যাইতে প্রস্তুত, উদ্দিষ্ট, প্রতিবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, বিঘ্নিত, সম্বন্ধযুক্ত, নির্দেশিত, সোপর্দকৃত, আরোপিত, উল্লিখিত, বিচারাদির জন্য অথবা সংবাদের জন্য প্রেরিত।

পটিবন্ধতি (ক্রি) [পটি+বন্ধতি] প্রতিবন্ধক হওয়া, বাধা হওয়া, আবদ্ধ করা, বদ্ধ করা, দমন করা, অধিকারে আনা, আধিপত্যে রাখা, দখল করা, রক্ষা করা, দিতে বা নিতে অমত করা, "না" বলা, ধারণ করা, ধার্য করা। (জাতক) **বেতনং ন পটিবন্ধতি = অপরিহাপেত্বা দদাতি**। (অ-বিণ) **পটিবদ্ধ**।

পটিবন্ধু (পুং) যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়, বর্ণনা, উল্লেখ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধ, আত্মীয়-স্বজনাদি।

পটিবল (বিণ) প্রতিবল, সমর্থ, শক্ত, তুল্যবল, প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বল যাহার, শক্তিমান, যোগ্যতা সম্পন্ন, ধীমান, দক্ষ, পর্যাপ্ত, যথাপ্রয়োজন, যোগ্যানুরূপ, উপযুক্ত, কর্মদক্ষ।

পটিবাল্হ (বিণ) উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, দমিত, নিপীড়িত, পেষিত, আলিঙ্গিত, সনির্বন্ধ অনুরোধকৃত, অনুরুদ্ধ, নিংড়ানো হইয়াছে এমন, চাপ দেওয়া হইয়াছে এমন, কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, চেষ্টাকৃত, উৎসাহিত, সামনে অগ্রসর হইয়াছে এমন, তাগিদ দেওয়া হইয়াছে এমন। ⟹ **পটিবাহতি**।

পটিবাহক (বিণ) নিবারিত, প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন, নিবৃত্ত, প্রত্যাবৃত্ত, বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে এমন, বাধাপ্রদত্ত, নিষেধাজ্ঞা প্রদানকারী। (পুং) বিষঘ্ন ঔষধ, প্রতিষেধক ঔষধ বা দ্রব্য।

পটিবাহতি (ক্রি) [পটি+√বহ+অ] পাহারা দেওয়া, চৌকি দেওয়া, নিরাপদে রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, সতর্ক হওয়া, আত্মরক্ষা করা, কৌশলে পরিহার করা, পলায়ন করা, চাতুরী খেলিয়া এড়াইয়া যাওয়া, ধারণ করা, অভ্যাস করা, তত্ত্বাবধান করা, যত্ন করা, সংলগ্ন করা বা হওয়া, স্থায়ী থাকা, রুদ্ধ করা বা হওয়া, সংকুচিত করা বা হওয়া, বদ্ধ করা বা হওয়া, নিমীলিত করা বা হওয়া, গুটানো, বহির্ভূত করা বা হওয়া, বহিষ্কার করা, বাদ দেওয়া, নিবারণ করা, নিবৃত্ত করা, দিতে বা লইতে অমত করা, "না" বলা, সংযত করা, ধরিয়া রাখা, প্রতিরোধ করা, থাকিয়া

যাওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) রঞ্ঞো আণং পটিবাহতি; সীতং পটিবাহতি। (পেতবত্থু অর্থকথা) মরণং পটিবাহতি। (অতীত) পটিবাহি। (অ-বিণ) পটিবাঢ়, পটিবাহিত। (ব-বিণ) পটিবাহন্ত। (ভ-বিণ) অপ্পটিবাহনীয়। (ক্রি-বি) পটিবাহিত্বা। (করণে) পটিবাহেতি।

পটিবাহন (ক্লী) বর্জন, বহিষ্করণ, পরিহার, বাদ দেওয়া, চৌকি, পাহারা, রক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, যত্ন, প্রতিনিরোধ, নিবারণ।

পটিবাহিয (বিণ) ১ রক্ষা করার যোগ্য, যত্ন বা তত্ত্বাবধান করার যোগ্য। ২ প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত, বাধা দেওয়ার অথবা নিবারণ করার যোগ্য।

পটিবাহির (বিণ) বহির্ভূত, বহিঃস্থ, বাহ্য, বাহ্যিক।

পটিবাহেতি (ক্রি) = পটিবাহতি। ⟹ পটিবাহতি।

পটিবিম্ব (ক্লী) প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া, দর্শনাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি, সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তু, অবিকল প্রতিরূপ, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি, স্বরূপ, প্রতিমূর্তি, প্রতিমা, পুত্তলি, ছায়া, ছায়ারূপ, মনোভাব, প্রতিফলন, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ বা নিন্দা, বিপরীত দিক, অনুরূপ, ছায়াচ্ছবি। = পটিমা।

পটিবিম্বিত (বিণ) প্রতিবিম্বিত, প্রতিবিম্বপ্রাপ্ত, প্রতিফলিত, ছায়া পতিত হইয়াছে এমন, সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত।

পটিবুজ্ঝতি (ক্রি) [পটি+√বুধ+য] জাগরিত হওয়া, জাগিয়া ওঠা, উত্তেজিত হওয়া, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা। (অতীত) পটিবুজ্ঝি। (অ-বিণ) পটিবুদ্ধ। (ক্রি-বি) পটিবুজ্ঝিত্বা।

পটিবুদ্ধ (বিণ) জাগ্রত, সজীব, অনুপ্রাণিত, সক্রিয়, অনিদ্রিত, জাগরিত, সতর্ক, জাগাইয়াছে এমন। ⟹ পটিবুজ্ঝতি।

পটিবোধ (পুং) প্রতিবোধ, জাগরণ, স্ফোটন, বিকাশ, ধর্মের পুনঃপ্রাবল্য, জাগানো।

পটিব্যঞ্জন (ক্লী) = অনুব্যঞ্জন। ⟹ অনুব্যঞ্জন।

পটিভজতি (ক্রি) ভাগ করা, পৃথক করা, বণ্টন করা, দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করা, বন্ধুত্ব ছিন্ন করা, বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, অপরের সহিত অংশগ্রহণ করা।

পটিভণ্ড (ক্লী) বিনিময়, বিনিময়কৃত মালপত্র, পরিবর্তনের জন্য পণ্যদ্রব্য, দ্রব্য-বিনিময় দ্বারা ব্যবসায়, বদল করিয়া আনা জিনিস বা পণ্যদ্রব্য।

পটিভণ্ডতি (ক্রি) প্রতিদানে গালাগালি করা অথবা অপব্যবহার করা। (সংযুক্ত নিকায়) ভণ্ডনং পটিভণ্ডতি।

পটিভয (ক্লী) ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, আতঙ্ক, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু।

পটিভাগ (বিণ) সমান, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত, সম, তুল্য, সদৃশ। (পুং) ১ সম্পূর্ণ অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তু, অবিকল প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি, ছায়াছবি, অনুরূপতা। = পটিবিম্ব। (বিশুদ্ধিমার্গ) পটিভাগ নিমিত্ত। ২ পুনরুত্তর, প্রত্যুত্তর, প্রতিবাদ, জবাব। (জাতক) পঞ্হ পটিভাগ। ৩ বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ, বিপরীত গুণ বিশিষ্ট পদার্থ।

পটিভাগ নিমিত্ত (ক্লী) অনুকরণশীল মনের মানসিক প্রতিবিম্বিত আলোক বা বর্ণ, অনুকরণপ্রবণ মনের মানসিক মহিমা বা প্রতিবর্তী ক্রিয়া অর্থাৎ যাহা দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় দর্শন, স্মৃতির স্বরূপ প্রতিবিম্ব বা প্রতিমূর্তি। ইহা শমথ ধ্যানের উন্নততর পর্যায়ে গোচরীভূত স্মৃতি বিষয়ক অনুরূপতা বা ছায়াছবি।

পটিভাণ = পটিভান। ⟹ পটিভান।

পটিভাণ কবি ⟹ কবি।

পটিভাতি (ক্রি) [পটি+√ভা+অ] মনে হওয়া, মনে উদয় হওয়া, মনের মধ্যে প্রকাশমান হওয়া, মনের মধ্যে আসা, জ্ঞাত হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, প্রত্যক্ষ করা বা হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, প্রকাশ হওয়া, মনের মধ্যে উপস্থিত হওয়া, (কাহারও) মনে সংঘটিত হওয়া, স্পষ্ট হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) পটিভাতু তং ধম্মিকথা। (সাহিত্যে) পতিব্বাতি। (সূত্রনিপাত) পটিভাতি মং = মম ভাগো পকাসতি (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। মং পটিভাতি একং পঞ্হং পুচ্ছিতুং—আমার মনে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একটি প্রশ্ন উদয় হইয়াছে। (অতীত) পটিভাসি। (ভবিষ্যৎ) পটিভাযিস্সতি।

পটিভান (ক্লী) প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, তৎপরতা, বাকচাতুর্য, বাক্য তৎপরতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব, বাকপটুতা, ধীশক্তি, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, আলোক প্রদান, আলোকিত করণ, দীপালি, পুস্তকের পত্র-রঞ্জন করণ, উজ্জ্বলতা, জাঁক-জমক, কথা বলার সাহসিকতা, বুদ্ধিশুদ্ধি, রসিকতা, ভাবে ও ভাষায় সরলভাব, বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ লোক, বিচারশক্তি, প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

পটিভান পটিসম্ভিদা (স্ত্রী) ত্রিবিধ প্রতিসম্ভিদার নিয়মানুসারে যে সব লক্ষ্যবস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় তৎসম্বন্ধীয় মেধা বা বিচারশক্তি। ⟹ পটিসম্ভিদা।

পটিভানবন্ত (বিণ) = পটিভানবন্তু। ⟹ পটিভানবন্তু।

পটিভানবন্তু (বিণ) প্রত্যুৎপন্নমতির, উপস্থিত বুদ্ধি যাহার আছে এমন, যাহার জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি আছে এমন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, জ্ঞানসম্পন্ন, প্রতিভান্বিত, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগল্‌ভতাযুক্ত, প্রতিভাবান, যাহার শব্দ-অর্থ-ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে এমন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) পরিষত্তি পটিভানবন্ত পটিবেধ পটিভানবন্তু।

পটিভানেয্যক (বিণ) = **পটিভানবন্ত**। ⇒ **পটিভানবন্ত**।

পটিভাসতি (ক্রি) [পটি+√ভাস+অ] প্রতিদানে কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, পত্রের উত্তর দেওয়া, প্রত্যুত্তর দেওয়া। (অতীত) **পটিভাসি**।

পটিভিন্ন চম্ম ⇒ **পটিচম্ম**।

পটিমংস (বিণ) স্পর্শ হয় এমন, স্পর্শ করা যায় এমন, স্পর্শিত হয় এমন, ছোঁয়া যায় এমন, অনুভূত, প্রাপ্ত। ⇒ **অপ্পটিমংস**।

পটিমগ্‌গ (পুং) প্রতিমার্গ, বিপরীত পথ, বিপরীত দিকের পথ, সম্মুখবর্তী পথ, মুখোমুখি রাস্তা, সম্মুখীন হওয়ার রাস্তা। = **পটিপথ**। (জাতক) **পটিমগ্‌গং গচ্ছতি**—সম্মুখবর্তী পথে যাওয়া অর্থাৎ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া।

পটিমণ্ডিত (বিণ) প্রতিমণ্ডিত, ভূষিত, সজ্জিত, শোভিত, অলঙ্কৃত, নিহিত, রচিত। ⇒ **পটিমণ্ডেতি**।

পটিমণ্ডেতি (ক্রি) প্রতিমণ্ডিত করা, ভূষিত করা, মণ্ডিত করা, সজ্জিত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, শোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, রচনা করা, নিহিত করা। (অতীত) **পটিমণ্ডেসি**। (অ-বিণ) **পটিমণ্ডিত**।

পটিমন্তক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বলে অথবা যাহাকে বলিতে হয় অর্থাৎ ১ সংলাপী, কথক, কথোপকথনকারী। = **পটিবচন-দায়ক**। ২ অমায়িক লোক, ভালবাসার যোগ্য ব্যক্তি, বন্ধুভাবাপন্ন লোক।

পটিমন্তেতি (ক্রি) [পটি+মন্তেতি] যুক্তি করা, হেতুবাদে বিচার করা, আলোচ্য-বিষয়ে বাদানুবাদ করা, নির্ঘণ্টে আলোচনা করা, তর্কপ্রণালীতে আলোচনা করা, উত্তর দেওয়া, খণ্ডন করা। (দীর্ঘনিকায়) **বচনে পটিমন্তেতি**।

পটিমল্ল (পুং) প্রতিযোগিতাকারী মল্ল, কুস্তিগির, প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তিক্রীড়ক।

পটিমসতি (ক্রি) [পটি+মসতি] স্পর্শ করা, ছোঁয়া, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, কোনো স্থানে অল্পক্ষণের জন্য (নৌকা ইত্যাদি) থামা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে থাকা। (তুলনীয়) **পটিমংস**। সূত্রনিপাত) **অনুমসতি পটিমসতি**। (অতীত) **পটিমসি**। (করণে) **পটিমাসেতি**।

পটিমস্‌স = **পটিমংস**। ⇒ **পটিমংস**।

পটিমা (স্ত্রী) প্রতিমা, সাদৃশ্য, প্রতিমূর্তি, প্রতিবিম্ব, মূর্তি, আকৃতি, গঠন, স্বরূপ, পুত্তলি, ছায়া, মনোভাব, সম্পূর্ণ অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তু, অবিকল প্রতিরূপ, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি। = **পতিমা, পটিবিম্ব, বিম্ব**।

পটিমানযতি (ক্রি) মানিতে হয়, (আদেশাদি পালনের জন্য) অপেক্ষা করিতে হয়। = **পটিমানেতি**।

পটিমানিত (বিণ) প্রতিমানিত, পূজিত, সম্মানিত, ভক্তিভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধেয়, শ্রদ্ধাভাজন, পূজনীয়, শ্রদ্ধান্বিত। ⇒ **পটিমানেতি**।

পটিমানেতি (ক্রি) [পটি+√মান+এ] সম্মান করা, পূজা করা, গৌরব করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (আদেশ পালনের জন্য) উপস্থিত থাকা অথবা অপেক্ষা করা, যত্ন লওয়া, মনোযোগ দেওয়া, কর্ম করা, সেবা করা, আনুগত্য স্বীকার করা, পরিবেশন করা, যথেষ্ট হওয়া, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা। (অতীত) **পটিমানেসি**। (অ-বিণ) **পটিমানিত**। (ক্রি-বি) **পটিমানেত্বা**।

পটিমারেতি (ক্রি) প্রতিহিংসা করিয়া মারা বা বধ করা, প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রাণে বধ করা।

পটিমাসথ = **পটিমাসে**। ⇒ **পটিমাসে**।

পটিমাসে (পঞ্চমী, ক্রিয়া) ধরিয়া থাকো, ধারণ করো, বশে রাখো, দমন করো। (বিপ) **চোদয**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **পটিপরিবিমংসে**। ⇒ **পটিমাসেতি**।

পটিমাসেতি (ক্রি) (কিছু) ধরিয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, বশে রাখা, দমন করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া। (পঞ্চমী) **পটিমাসে**।

পটিমুক্ক (বিণ) বস্ত্র দ্বারা আবৃত, বস্ত্রদ্বারা সজ্জিত বা ভূষিত, আবদ্ধ, দৃঢ়, সংলগ্ন, সংযুক্ত, বন্ধন করা হইয়াছে এমন, গোলাকার ধরনের ক্ষত হইয়াছে এমন, শরীরের সর্বত্র ঘা হইয়াছে এমন। (থেরীগাথা) **পটিমুক্ক পরিপূণ্ণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটিমুক্ক সীসে**। ⇒ **পটিমুঞ্চতি**। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**পটিমুখ**" শব্দের পরিবর্তেও "**পটিমুক্ক**" শব্দের পাঠ দৃষ্ট হয়।

পটিমুখ (বিণ) প্রতিমুখ, অভিমুখ, সম্মুখ, মুখোমুখি, সামনাসামনি, বিরুদ্ধ, বিপরীত, সম্মুখবর্তী।

অভিমুখং (ক্রি-বিণ) সম্মুখ দিকে, সম্মুখে, বিপরীত দিকে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পটিমুখং গচ্ছতি**।

পটিমুচ্চতি (ক্রি) আবদ্ধ হওয়া, বদ্ধ হওয়া। ⇒ **পটিমুঞ্চতি**। (অতীত) **পটিমুচ্চি**।

পটিমুঞ্চ (বিণ) পরিত্যক্ত, যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে এমন, যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। (ক্রি-বি) পরিধান করিয়া, বাঁধিয়া। ⇒ **পটিমুঞ্চতি**।

পটিমুঞ্চতি (ক্রি) [পটি+√মুচ+ং+অ] ১ পোশাক পরিধান করা, পরিধান করা, বদ্ধ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, সংযুক্ত করা, সংযোগ করা, সংবদ্ধ করা বা হওয়া, বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, বাধিত করা, বাধ্য করা। (সংযুক্ত নিকায়) **বেরং পটিমুঞ্চতি** ("**পটিমুচ্চ**" শব্দের পরিবর্তে)। (অতীত) **পটিমুঞ্চি**। (অ-বিণ) **পটিমুত্ত**। (ক্রি-বি) **পটিমুঞ্চিত্বা**,

পটিমুচ্চ, পটিমুঞ্চ। (কর্মবাচ্য) **পটিমুচ্চতি**। ২ সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, খুঁজিয়া পাওয়া, জোগানো, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, প্রত্যক্ষ করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, সিদ্ধান্ত করা, উপার্জন করা, লাভ করা।

পটিমুত্ত (বিণ) বিশুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র, পরিশুদ্ধ। (তুলনীয়) **পটিমক্ক**। ⇒ **পটিমুঞ্চতি**।

পটিমুত্তক (বিণ) = **পটিমুত্ত**। ⇒ **পটিমুত্ত**। (জাতক) **পটিমুত্তকম্বু** = **পটিমুত্ত সুবণ্ণালঙ্কার** (জাতক অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পটিমুত্তক-সট্ঠু পটিমুত্তভাণিন**।

পটিমুত্তকম্বু—বিশুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কার। ⇒ **পটিমুত্তক**।

পটিমোক্খ (স্ত্রী) একপ্রকার রোগনিবারক ঔষধ, প্রতিকার, প্রতিষেধক, রেচক, বিরেচক, জোলাপ। (দীর্ঘনিকায়) **ওসধীনং পটিমোক্খ**; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **খারাদীনি দত্বা তদনুরূপো খণে গতে তেসং অপনযনং**। (বিণ) অবশ্য পালনীয়, বাধ্যতামূলক, অবশ্যকর্তব্য, কর্তব্য-বিধায়ক। (জাতক) **সঙ্গরং পটিমোক্খ**—অবশ্য পালনীয় প্রতিজ্ঞা। (তুলনীয়) **পটিমোক্খ**।

পটিয (স্ত্রী) পশমের সাদা বিছানার চাদর। = **পটিকা**। = **উণ্ণাময-পচ্চত্থরণানি সেতকম্বলানি পি বদন্তি যেব** (জাতক অর্থকথা)।

পটিযত্ত (বিণ) প্রস্তুত, তৈরি, বিন্যস্ত, সজ্জিত, পরিহিত, রঞ্জনকৃত। (বিনয়) **অলঙ্কত পটিযত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথায় "**উপট্ঠিত**" শব্দের পরিবর্তে "**পটিযত্ত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়); **অলঙ্কত উপট্ঠিত (পটিযত্ত)**। ⇒ **পটিযাদেতি**।

পটিযাতি (ক্রি) প্রত্যাগমন করা, ফিরিয়া যাওয়া, পৌছানো, উপস্থিত হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া। জাতক অর্থকথায় "**পটিমুঞ্চতি**" শব্দের পরিবর্তে "**পটিযাতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পটিযাদাপেতি (ক্রি) সমর্পণ করানো, সমর্পিত হইবার কারণ হওয়া, প্রস্তুত করানো, (অংশ) ভাগ করিয়া দেওয়ানো, স্থির করানো, হস্তান্তর করানো, নির্দিষ্ট করানো, আরোপ করানো, পরামর্শ করানো বা দেওয়ানো, খবর দেওয়ানো, জ্ঞান করানো, যুক্তি করানো, পরিত্যাগ করানো, বিরত করানো। (বিনয়) **যাগুং পটিযাদাপেতি**। (সূত্রনিপাত) **ভোজনিযং পটিযাদাপেতি**। ⇒ **পটিযাদেতি**।

পটিযাদিত (বিণ) প্রদত্ত, প্রস্তুত, বিন্যস্ত, শৃঙ্খলাকৃত, সজ্জিত, উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত। ⇒ **পটিযাদেতি**।

পটিযাদেতি (ক্রি) [পটি+√যত+এ] উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা, কোনো ব্যক্তির নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গ করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, দান করা, দেওয়া, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা, জোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, পরিত্যাগ করা, বিরত হওয়া, পূরণ করা, সরবরাহ করা। (অতীত) **পটিযাদেসি**। (অ-বিণ) **পটিযাদিত, পটিযত্ত**। (ক্রি-বি) **পটিযাদেত্বা**। (করণে) **পটিযাদাপেতি**।

পটিযাপেতি (ক্রি) = **পটিসামেতি**। ⇒ **পটিসামেতি**।

পটিযালোকং (ক্রি-বিণ) [পটি+য+আলোকং] দক্ষিণ দিকে। (বিনয়) **পটিযালোকং গচ্ছতি**—দক্ষিণ দিকে যাওয়া।

পটিযোধ (পুং) [পটি+যোধ] বিরুদ্ধে সমালোচনাকরণ, আক্রমণ, বিপক্ষসেনা, শত্রুপক্ষীয় সৈন্য, যুদ্ধপ্রিয় যোদ্ধা, বিরুদ্ধাচরণ, বিরুদ্ধে সমালোচনা, প্রতিপক্ষ যোদ্ধা।

পটিযালোকেতি (ক্রি) [পটি+ওলোকেতি] দৃষ্টিপাত করা, চোখ রাখা, লক্ষ করা বা রাখা, অবলোকন করা, মনোযোগ দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা।

পটিরব (স্ত্রী) [পটি+রব] গর্জন, হুঙ্কার, উচ্চশব্দ, চিৎকার, গুরু গুরু ধ্বনি, আহ্লাদসূচক চিৎকার, আর্তনাদ।

পটিরাজ = **পটিরাজা**। ⇒ **পটিরাজা**।

পটিরাজা (পুং) [পটি+রাজা] শত্রুপক্ষীয় রাজা, বিপক্ষ রাজা, যুদ্ধপ্রিয় রাজা, রাজার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী।

পটিরুদ্ধ (বিণ) বাধাপ্রাপ্ত, রুদ্ধ, বদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রদত্ত, মন্থরগতিপ্রাপ্ত, গতি রোধ করা হইয়াছে এমন, পিঞ্জরাবদ্ধ। (জাতক) **ওরুদ্ধ-পটিরুদ্ধ**।

পটিরুন্ধতি (ক্রি) [পটি+√রুধ+ং+অ] বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। **পটিরুন্ধতি পটিযা**—প্রতিপক্ষকে আবদ্ধ করা, বিপক্ষকে অবরুদ্ধ করা। (অতীত) **পটিরুন্ধি**। (অ-বিণ) **পটিরুদ্ধ**।

পটিরূপ (বিণ) প্রতিরূপ, অনুরূপ, একই প্রকারের একই নিয়মের, উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, সদৃশ, (চলতি) বেশ ভালো, ঠিক, সঙ্গত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, (অঙ্কে) প্রকৃত, উপযোগী, যথোপযুক্ত, যথাযোগ্য, আপাততপ্রতীয়মান, বাহ্য, বাহ্যিক। = **যুত্ত**। (তুলনীয়) **পটিরূপিক**। (বিনয়) **পটিরূপ সেয্যা**।

পটিরূপক (বিণ) সদৃশ, অনুরূপ, প্রতিরূপ, ছদ্মবেশ দ্বারা লুক্কায়িত, ভান করিয়াছে এমন, ছল করিয়াছে এমন, আকার ধারণ করিয়াছে এমন, হাবভাববিশিষ্ট, মতন, একই আকারে গঠিত, একই প্রকার, একই অবয়বের। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুত্ত পটিরূপক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সমণ পটিরূপক**। (স্ত্রী) দৃষ্টি সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি, আলোক-

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মোহ বা মতিভ্রম।

পটিরূপতা (স্ত্রী) বহিঃসাদৃশ্য, বাহিরের হাবভাব, সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি, যোগ্যতা, উপযুক্ততা, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যাড়ম্বর, ছল, ভান, দাবি। = **বণ্ণ**।

পটিরূপ দেস-বাস—প্রতিরূপ দেশে বাস, উপযুক্ত দেশে বাস, নিজ ধর্মমতানুরূপ দেশে বাস, অনুরূপ দেশে বাস, যেই দেশে নিজের মনোভাবের সহিত মিশে সেই দেশে বাস, যেই দেশে সদ্ধর্মশাসন নিত্য প্রচলিত আছে সেই দেশে বাস, নিজের মনোজ্ঞ দেশে বাস। ⟹ **চক্ক**, **পটিরূপ**।

পটিরোদতি (ক্রি) [পটি+ রোদতি] প্রতিদানে রোদন করা, প্রত্যুত্তরে কান্না করা, ক্রন্দন দ্বারা প্রত্যুত্তর দেওয়া। (অতীত) **পটিরোদি**। (অ-বিণ) **পটিরোদিত** = **পটিরোদন** (বিণ)। (করণে) **পটিরোদেতি**।

পটিরোদন (ক্লী) [পটি+ রোদন] কান্দিয়া কান্দিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান, ক্রন্দন করিয়া উত্তর দান, রোদন করিতে করিতে প্রত্যুত্তর করণ। (বিণ) কান্দিয়া কান্দিয়া উত্তর দেয় এমন। ⟹ **পটিরোদতি**।

পটিরোদেতি (ক্রি) প্রতিদানে তিরস্কার করা, প্রত্যুত্তরে ভৎর্সনা করা, ফিরাইয়া গালিবর্ষণ করা। ⟹ **পটিরোদতি**।

পটিরোসতি (ক্রি) [পটি+ রোসতি] প্রতিদানে বিরক্ত করা, প্রত্যুত্তরে উত্যক্ত করা, ফিরাইয়া জ্বালাতন করা।

পটিলচ্ছতি (ক্রি) লাভ করা, পাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, প্রতিফলস্বরূপ পাওয়া। = **পটিলভতি**।

পটিলদ্ধ (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত। = **লদ্ধ**। ⟹ **পটিলভতি**।

পটিলভতি (ক্রি) [পটি+ √লভ+ অ] লাভ করা, পাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, অর্জন করা, উপার্জন করা, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, ফিরিয়া পাওয়া, পুনর্বার লাভ করা, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, অন্তর্ভুক্ত করা, প্রাপ্ত হওয়া, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা, ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করানো, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া। (চূলনিদ্দেস) **পরিযেসতি পটিলভতি পরিভুঞ্জতি**। (অতীত একবচনে) **পটিলভি**, **পটিলচ্ছিং** (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **পটিলভিংসু**, **পটিলখংসু**, **পটিলচ্ছংসু**। (অ-বিণ) **পটিলদ্ধ**। (ব-বিণ) **পটিলভন্ত**। (ক্রি-বি) **পটিলভিত্বা**, **পটিলদ্ধা**। (করণে) **পটিলাভেতি**।

পটিলাভ (পুং) লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধবস্তু (বিশেষত—অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), অর্জন, অর্জিত দ্রব্য, সিদ্ধিলাভ, সফলকাম, গ্রহণ, অনুমান, বিনা প্রমাণে স্বীকার, অনুমিত বিষয় বা বস্তু, জোরপূর্বক অধিকার, ভান, দম্ভ, সশরীরে স্বর্গারোহণ। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তভাব পটিলাভ**। ⟹ **সমথ**, **পরিভোগ**।

পটিলাভেতি (ক্রি) লওয়া, পাওয়া, গ্রহণ করা, বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, লুন্ঠন করা, হরণ করা, অপহরণ করা, বঞ্চিত করা। (জাতক) **পটিলাভযন্তি নং**—আমার জন্য তাহার সম্পত্তি লুঠ করো। ⟹ **পটিলভতি**।

পটিলিক = **তলিক**। ⟹ **তলিক**। (বর্মা জাতক) **পটলিক পটিলিক**।

পটিলীন (বিণ) উঠাইয়া লইয়াছে এমন, তুলিয়া লইয়াছে এমন, ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **পটিলীন নিসভ**। (মহানিদ্দেস) **"রাগস্স"** ইত্যাদি **"পহীনত্তা পটিলীনো"**। ⟹ **পটিলীযতি**।

পটিলীনচার (বিণ, পুং) যিনি অপনয়ন বা বর্জন করিয়া (অর্থাৎ সাংসারিক জীবনের বিপদ সমূহকে দূরে রাখিয়া) বাস করেন।

পটিলীন নিসভ (বিণ) পরিত্যাগে দক্ষ, অপসারণে অভিজ্ঞ। ⟹ **পটিলীন**।

পটিলীযতি (ক্রি) [পটি+ √লী+ অ] উঠাইয়া লওয়া, তুলিয়া লওয়া, ফিরাইয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, প্রত্যাগমন করা, পিছন ফিরা, পশ্চাৎপদ হওয়া, সরাইয়া লওয়া, সরিয়া থাকা, লাগিয়া না থাকা, দৃঢ়বদ্ধ হইয়া না থাকা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পটিলীযতি পটিকুটতি পটিবট্টতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পটিলীযতি পটিকুট্টতি পটিবট্টতি**। (অতীত) **পটিলীযি**। (অ-বিণ) **পটিলীন**। (ক্রি-বি) **পটিলীযিত্বা**। (করণে) **পটিলেণেতি**, **পটিলেনেতি**।

পটিলীযন (ক্লী) সরাইয়া রাখা, সরিয়া পড়া, প্রত্যাগমন, পশ্চাদ্‌গমন, সরিয়া থাকা।

পটিলেণেতি = **পটিলেনেতি**। ⟹ **পটিলেনেতি**। = ⟹ **পটিলীযতি**।

পটিলেনেতি (ক্রি) উঠাইয়া লওয়া, তুলিয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, সরাইয়া রাখা, স্পর্শ না করা, সংস্পর্শে না আসা। = **পটিলেণেতি**। ⟹ **পটিলীযতি**।

পটিলোভেতি (ক্রি) ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হওয়া, প্রলুব্ধ করা, বিপথে লইয়া যাওয়া, প্রলোভিত করা।

পটিলোম (বিণ) প্রতিলোম, বাম, প্রতিকূল, ব্যুৎক্রম, উল্টা, বিপরীত দিকের, পশ্চাদ্দিকে বা ভুল দিকে ফিরানো, বিরুদ্ধ, বিপরীত, সম্মুখবর্তী, সামনাসামনি, অবাধ্য, একগুঁয়ে, অসঙ্গত, চুলের বিপরীত দিকস্থ, পশ্চাদ্‌গামী, অনিচ্ছুক, পরাঙ্মুখ, পশ্চাৎপদ, অনুন্নত। (সাধারণত যৌগিকে) **অনুলোম পটিলোম** (বিনয়)।

পটিলোমক্কম—প্রতিলোমক্রমে। ⟹ **কম** (১)।

পটিলোমপক্‌খ (পুং) বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল। (তুলনীয়) **পটিপক্‌খ**। (বিণ) বিপক্ষীয়। ⟹ **পক্‌খ**

[১ম (বিণ)]।

পটিলোমসন্ধা ⟹ পচ্চূহ।

পটিল্লীন [পটি+লীন] = **লীন**। ⟹ **লীন**।

পটিবচন (ক্লী) প্রতিবচন, উত্তর, প্রত্যুত্তর, প্রতিকূল বাক্য, সমানার্থবাচক বাক্য, জবাব, পুনরুত্তর, প্রতিবাদ, (জিজ্ঞাস্য বিষয়ে) উত্তর প্রদান। (বিপ) **বচন**। ⟹ **দদাতি**।

পটিবচন-দায়ক (পুং) = **পটিমত্তক**। ⟹ **পটিমত্তক** (১)।

পটিবট্টতি (ক্রি) প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়া আসা, পশ্চাদ্দিকে গড়াইতে থাকা, পিছন দিকে সঞ্চালিত হওয়া, ঘুরিয়া যাওয়া, ফিরিয়া যাওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পটিলীয়তি পটিকুটতি পটিবট্টতি**। (অতীত) **পটিবট্টি**। (অ-বিণ) **পটিবত্ত**। (ব-বিণ) **পটিবত্তিয**। (করণে) **পটিবট্টেতি**।

পটিবট্টেতি (ক্রি) = **পটিবট্টতি**। ⟹ **পটিবট্টতি**। কিন্তু Childers-এর অভিধান মতে ইহার অর্থ—ঘা মারা, খটখট শব্দ করা, আঘাত করা, ধাক্কা মারা। ⟹ **পটিবত্তেতি**।

পটিবত্ত (বিণ) পশ্চাদ্দিকে ঘুরে এমন। (যৌগিকে) **বত্ত-পটিবত্তকরণ**—সম্মুখ দিকে অথবা পশ্চাদ্দিকে ঘুরিতে থাকা অর্থাৎ বিবিধ কার্য সম্পাদন, এটা সেটা এবং অন্যটা কার্যকরণ। ⟹ **পটিবত্ততি**।

পটিবত্ততি (ক্রি) = **পটিবট্টতি**। ⟹ **পটিবট্টতি**।

পটিবত্তন (ক্লী) পশ্চাদ্দিকে ঘুরিতে থাকা, পিছের দিকে ঘুরিয়া যাওয়া।

পটিবত্তর (পুং) যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করে, যে ব্যক্তি বিপরীত হয় বা বিরুদ্ধে যায়, যে ব্যক্তি অস্বীকার করে। = **পটিবত্তু**।

পটিবত্তিয (বিণ) পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া যায় এমন, পিছের দিকে ঘুরিয়া যায় এমন। ⟹ **পটিবত্ততি**।

পটিবত্তু (পুং) যে ব্যক্তি বিপক্ষে কথা বলে। = **পটিবত্তর**।

পটিবত্তেতি (ক্রি) [পটি+√বত+এ] পশ্চাদ্দিকে ঘুরা, পিছের দিকে ফিরা বা আবর্তিত হওয়া। = **পটিবট্টেতি**। ⟹ **পটিবত্ততি**। (অতীত) **পটিবত্তেসি**। (অ-বিণ) **পটিবত্তিত**। (ব-বিণ) **পটিবত্তিয**। (ক্রি-বি) **পটিবত্তেত্বা**।

পটিবদতি (ক্রি) [পটি+√বদ+অ] প্রতিবাদ করা, বিপক্ষে কথা বলা, উত্তর দেওয়া, জবাব দেওয়া, বিরুদ্ধে বলা, প্রত্যুত্তর করা। এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**পটিচরতি**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অতীত) **পটিবদি**। (অ-বিণ) **পটিবুত্ত**। (ক্রি-বি) **পটিবত্বা, পটিবদিত্বা**।

পটিবসতি (ক্রি) [পটি+√বস+অ] বাস করা, অবস্থান করা, থাকা। (অতীত) **পটিবসি**। (অ-বিণ) **পটিবুত্থ**। (ক্রি-বি) **পটিবসিত্বা**।

পটিবাণ (ক্লী) বাধা, প্রতিরোধ, বিঘ্ন, বিরুদ্ধতা, অস্বীকার, প্রতিবাদ, বিরুদ্ধাচরণ, গতিরোধ। ⟹ **অপ্পটিবাণ**।

পটিবাণিতা (স্ত্রী) বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, গতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, বাধাযুক্ত প্রযত্ন বা চেষ্টা, বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ অবস্থা। ⟹ **অপ্পটিবণিতা**।

পটিবাণী (স্ত্রী) বাধা, অবরোধ, বিঘ্নকর কার্য, বাধাযুক্ত উদ্যম বা চেষ্টা। ⟹ **অপ্পটিবাণী**।

পটিবাতং (ক্রি-বিণ) বায়ুর প্রতিকূলে, বাতাসের বিপরীতদিকে, যেই দিক হইতে বায়ু বহে সেই দিকে। (বিপ) **অনুবাতং**।

পটিবাদ (পুং) প্রতিবাদ, প্রতিকূলে উক্তি, বিরুদ্ধে কথা বলা, আপত্তি, প্রত্যুপবাদ, মুখের মত উত্তর, চতুরতার সহিত উত্তর দান, প্রত্যভিযোগ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বাদপটিবাদ**।

পটিবাপেতি (ক্রি) (কিছু হইতে) ফিরিয়া যাওয়া, পরিবর্তন হওয়া, মুক্ত হওয়া, নির্মল করা, পরিস্কৃত করা, পবিত্র করা, বদলাইয়া যাওয়া।

পটিবামেতি (ক্রি) পুনর্বার পাস না করা বা অগ্রাহ্য করা, পুনরায় নির্গত বা নিঃসারিত করা, পুনরায় অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা।

পটিবিংস (পুং) "খণ্ডিত অংশ" অর্থাৎ অংশ, খণ্ড, হিস্যা, ভাগ, টুকরা, ভগ্নাংশ, সভ্য, অনুপাতিক ভাগ, দিক, পক্ষ, কার্য, স্বার্থ, বিভাগ, পৈতৃক ধন, স্ত্রীধন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ, যৌতুক, কাহারও ভাগ্য, অত্যল্প পরিমাণ, একগ্রাস খাবার।

পটিবিংসক (পুং) অংশ, হিস্যা, ভাগ।

পটিবিকুটতি (ক্রি) সংকুচিত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া।

পটিবিগচ্ছতি (ক্রি) [পটি+বি+√গম+অ] এক পার্শ্বে যাওয়া, এক পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া, পৃথক হইয়া যাওয়া, পৃথকভাবে যাওয়া।

পটিবিঘাত—প্রত্যাবর্তন, বিকর্ষণ, বিতৃষ্ণা, প্রতিনিবৃত্তি।

পটিবিজানাতি (ক্রি) [পটি+বি+√ঞা+না] চিনিতে পারা, চেনা, স্বীকার করা, জানা, জানিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া। (চূল্লনিদ্দেস) **আজানাতি বিজানাতি পটিবিজানাতি পটিবিজ্ঝতি**। (অতীত) **পটিবিজানি**। (অ-বিণ) **পটিবিদিত**।

পটিবিজ্ঝ (বিণ) প্রতিবিদ্ধ, বিদ্ধ, সহজবোধ্য, মর্মভেদী। ⟹ **পটিবিজ্ঝতি**।

পটিবিজ্ঝতি (ক্রি) [পটি+√বিধ+য] বিদ্ধ করা, প্রবেশ করা, মর্মভেদ করা, মর্মাঘাত করা, অর্থ জানা, বোধগম্য করা, বাহির করা, পথ করা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, অন্তর্ভুক্ত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে জানা, অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা, জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করা, অর্জন করা, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা। (অতীত) **পটিবিজ্ঝি**, (সূত্রনিপাতে) **পটিবিজ্ঝ** = **অজ্ঞাসি সজ্ঝাকাসি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা),

(থেরগাথায়) **পচ্চব্যাধিং**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **পচ্চবিধুং**। (অ-বিণ) **পটিবিদ্ধ, পটিবিজ্ঝ**। (ব-বিণ) **পটিবিজ্ঝন্ত**; (বি-ভা) **উত্তরিং অপ্পটিবিজ্ঝন্তো** (⟹ "উত্তরি")। (ক্রি-বি) **পটিবিজ্ঝিত্বা, পটিবিজ্ঝ**।

পটিবিজ্ঝন (ক্লী) প্রতিবিদ্ধকরণ, বিদ্ধকরণ, হৃদয়ঙ্গমকরণ, উপলব্ধি, আয়ত্ত, বোধ।

পটিবিজ্ঝনক (বিণ) ভেদনীয়, বিদ্ধ করা যায় এমন, বোধগম্য, বোধ্য, প্রবেশযোগ্য, জ্ঞেয়।

পটিবিদিত (বিণ) জ্ঞাত, বিদিত, নিশ্চিত, নিরূপিত। ⟹ **পটিবিজানাতি**।

পটিবিদ্ধ (বিণ) বিদ্ধ, প্রতিবিদ্ধ, বোধ্য, জ্ঞাত, উপলব্ধ, অনুভূত, প্রবিষ্ট। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পটিবিদ্ধ চতুসচ্চ = সচ্চানং কোবিদ**। ⟹ **পটিবিজ্ঝতি**।

পটিবিনয (ক্লী) অবদমন, দমন, পরাজয় (প্রতিপক্ষ দমন)। (যৌগিকে) **আঘাত পটিবিনয** (দীর্ঘনিকায়)।

পটিবিনিচ্ছিনতি (ক্রি) [পটি+বিনিচ্ছিনতি] কোনো মোকদ্দমা সম্বন্ধে পুনর্বিচারের চেষ্টা করা অথবা পুনর্বিচার করা, পুনর্বিবেচনা করা।

পটিবিনীত (বিণ) বিনীত, দমিত, সংযত, বিদূরিত, কর্মচ্যুত, পদচ্যুত, অপসারিত, পরিবর্তিত, পরাজিত, বশীভূত, উপশমিত, উপশান্ত, শান্ত, দূরীভূত। ⟹ **পটিবিনেতি**।

পটিবিনেতি (ক্রি) তাড়াইয়া দেওয়া, বাহির করিয়া দেওয়া, রাখিয়া দেওয়া, বিনীত করা, দমিত করা, সংযত করা, দমন করা, নিবারণ করা, নিষ্পিষ্ট বা নিষ্পেষিত করা, পরাজয় করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পিপাসং পটিবিনেতি**। (অ-বিণ) **পটিবিনীত**।

পটিবিনোদন (ক্লী) স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, বিতাড়িতকরণ, বিনোদন, অপনয়ন, বিতাড়ন, নির্বাসন।

পটিবিনোদয (ক্লী) বিদূরিতকরণ, পরাজয়, দমন, বশীকরণ, আর্দ্রকরণ, নরমকরণ, শান্তকরণ, মুক্তি, উদ্ধার, অপসারণ, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি। (বিণ) বিদূরিত, পরাজিত, দমিত, বশীভূত, শান্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, অপসারিত, স্থানান্তরিত, দূরীভূত।

পটিবিনোদেতি (ক্রি) [পটি+বি+√নুদ+এ] বিনোদন করা, অপনয়ন করা, দূরীভূত করা, বিদূরিত করা, অপসারিত করা, (আপনাকে) মুক্ত করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, বদল করা, অপনোদন করা, অপসারণ করা, তাড়াইয়া দেওয়া, বিতাড়িত করা, ঠেলিয়া দেওয়া, বাহির করিয়া দেওয়া। (অতীত) **পটিবিনোদেসি**। (অ-বিণ) **পটিবিনোদিত**। (ক্রি-বি) **পটিবিনোদেত্বা**।

পটিবিপণামেতি (ক্রি) প্রেরণ করা, পাঠানো, পাঠাইয়া দেওয়া।

পটিবিবদ্ধতি (ক্রি) পুনরায় অধিকার করা, পুনর্বার ধারণ করা, পুনরায় বদ্ধ করা, পুনরায় সম্পাদন করা অথবা অনুষ্ঠান করা, পুনরায় উঠিয়া পড়িয়া লাগা, পুনঃপুন যত্নবান হইয়া কার্য করা।

পটিবিবাহতি = **পটিবিবদ্ধতি**। ⟹ **পটিবিবদ্ধতি**।

পটিবিভজতি (ক্রি) [পটি+বি+√ভজ+অ] ভাগ করিয়া দেওয়া, বন্টন করিয়া দেওয়া, ভাগ করা, সমান অংশে ভাগ করা, পৃথক করা, বন্টন করা, দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করা, বস্তুত বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, অপরের সহিত অংশগ্রহণ করা, সীমা নিরূপণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা। = **পটিভজতি, বিভজতি**। (অতীত) **পটিবিভজি**। (অ-বিণ) **পটিবিভত্ত**। (ক্রি-বি) **পটিবিভজিত্বা**।

পটিবিভত্ত (বিণ) (সমানভাবে) বিভক্ত, ভাগ বা বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, পৃথক পৃথক করা হইয়াছে এরূপ, টুকরা টুকরা হইয়াছে এরূপ, ভাগ হইয়াছে এরূপ, বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এরূপ, অংশকৃত, বন্টনকৃত। ⟹ **পটিবিভজতি, অপ্পটিবিভত্ত**।

পটিবিরত (বিণ) বিরত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, বিমুখ, কুঞ্চিত, বিভ্রান্ত, সংকুচিত, সংযত। ⟹ **পটিবিরমতি**।

পটিবিরতি (স্ত্রী) বিরতি, নিবৃত্তি, বিশ্রাম, শান্তি, বিরাগ, উপরতি, আহারে বিহারে সংযম।

পটিবিরমতি (ক্রি) [পটি+বি+√রম+অ] নিবৃত্ত হওয়া, বিরত থাকা, ক্ষান্ত হওয়া, বিমুখ হওয়া। (অতীত) **পটিবিরমি**। (অ-বিণ) **পটিবিরত**। (ব-বিণ) **পটিবিরমন্ত**। (ক্রি-বি) **পটিবিরমিত্বা**।

পটিবিরুজ্ঝতি (ক্রি) [পটি+বি+√রুধ+য] যুদ্ধপ্রিয় হওয়া, বিপক্ষ হওয়া, শত্রুপক্ষীয় হওয়া, বিরোধিতা করা, অস্বীকার করা, প্রতিবাদ করা, বিপরীত হওয়া, বিরুদ্ধ হওয়া, কাহারও সহিত বিবাদ করা, ঝগড়া করা। (জাতক) **সদ্ধিং পটিবিরুজ্ঝতি**। (অতীত) **পটিবিরুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **পটিবিরুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **পটিবিরুজ্ঝিত্বা**।

পটিবিরুদ্ধ (বিণ) প্রতিবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ, বিরোধী, বিপরীত, উল্টা, বিদ্বিষ্ট, বদ্ধ, আটক করা, বিপরীত দিকের, অবাধ্য, একগুঁয়ে, অসঙ্গত, প্রতিকূল, প্রতিপক্ষীয়, বিপক্ষীয়, প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রুপক্ষীয়, বাধা প্রদানকারী, বিমুখ, প্রতিবাদী, রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, মন্থর। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পটিবিরুদ্ধা সত্তা = পরে**। ⟹ **পটিবিরুজ্ঝতি**।

পটিবিরুদ্ধা সত্তা—বিপক্ষদল, শত্রুগণ। ⟹ **পরে** (বহুবচন)।

পটিবিরূহতি (ক্রি) [পটি+বি+√রুহ+অ] পুনর্বার বর্ধিত হওয়া, আবার হওয়া, আবার উন্নত হওয়া, আবার উৎপাদন করা, পুনরায় বাড়ানো, পুনরায় চাষ করা, পুনরায় উৎপন্ন করা। (অতীত) **পটিবিরূহি**। (অ-বিণ)

পটিবিরূঢ়। (ক্রি-বি) **পটিবিরুহিত্বা।**

পটিবিরোধ (পুং) বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বর্তমান মন্ত্রীদলের বা শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধবাদী লোক, শত্রুতা, বিরোধিতা, বিরুদ্ধতা, সংগ্রামকার্য, বিদ্বেষ, বিবাদ, বৈরতা, বৈপরীত্য, অবরোধ, বৈর, অনৈক্য, যুদ্ধ, বিপদ, অর্থালঙ্কারবিশেষ, বাধা, আটক।

পটিবিস = **পটিবিংস।** ⟹ **পটিবিংস।**

পটিবিসিট্ঠ (বিণ) প্রতিবিশিষ্ট, যথাযথ, অসাধারণ, অদ্ভুত, বিশেষ, অসামান্য।

পটিবিসেস (বিণ) প্রতিবিশেষ, বিবেচনাধীন, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অন্তর্গত, প্রভেদচিহ্নের অন্তর্গত।

পটিবিস্সক (পুং) প্রতিবেশী লোক, প্রতিবাসী লোক। (বিণ) সমীপবর্তী, সন্নিহিত, নিকটে অবস্থানকারী, সমীপে বাসকারী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটিবিস্সকিত্থি; পটিবিস্সক দারকা।**

পটিবুত্ত (বিণ) প্রতিবুত্ত, বিরুদ্ধে কথিত, প্রতিবাদিত, প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে এরূপ।

পটিবেক্খিয—পর্যবেক্ষণ করিয়া, নিরীক্ষণ করিয়া, তত্ত্বাবধান করিয়া, অভিনিবেশপূর্বক অবলোকন করিয়া। ⟹ **অপ্পটিবেক্খিয।**

পটিবেদেতি (ক্রি) [পটি+√বিদ+এ] জ্ঞাত করা, জানানো, জ্ঞাপন করা, বলা, সংবাদ দেওয়া, সজীব করা, উজ্জীবিত করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা, বক্তব্য প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা। (অতীত) **পটিবেদেসি, পটিবেদযি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পীতিসোমনস্সং পটিবেদযি।** (অ-বিণ) **পটিবেদিত।** (ক্রি-বি) **পটিবেদেত্বা।**

পটিবেধ (পুং) প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি, লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধবস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), অর্হত্বজ্ঞান লাভ, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, (অভিজ্ঞতা লব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, কার্য-নৈপুণ্য, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মগ্গফল পটিবেধ**—মার্গ-ফল সম্বন্ধে উপলব্ধি বা জ্ঞান, মার্গ-ফল-সম্বন্ধে আদায়করণ অথবা বাস্তবে পরিণতি। ⟹ **সময।**

পটিবেধ ধম্ম (পুং) প্রতিবেধ ধর্ম। (বিদর্শনের অন্তর্গত চারিপ্রকার মার্গ, চারিপ্রকার ফল এবং নির্বাণ—এই নয় প্রকার বিষয়কে নবলোকোত্তর ধর্ম বলা হয়) এই নবলোকোত্তর ধর্ম অধিগম বা প্রত্যক্ষ করণের নাম "**পটিবেধধম্ম**" বা প্রতিবেধ ধর্ম।

পটিবেধ ধম্মচক্ক—প্রতিবেধ ধর্মচক্র। ভগবান যখন বোধিতরুমূলে আসীন হইতেন তখন তিনি তাঁহার নিজের মধ্যে উৎপন্ন "ইন্দ্রিয়সমূহ, বলসমূহ, বোধ্যঙ্গসমূহ, মার্গাঙ্গসমূহ ইত্যাদি" অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধর্ম উৎপন্ন করিতেন। উহা পেষণযন্ত্রের ন্যায় আবর্তিত হইয়া তাঁহার "**কিলেস**" বা ক্লেশ শত্রুকে ধ্বংস করিত বলিয়া উহাকে "প্রতিবেধ ধর্মচক্র" বলা হয়।

পটিবের—প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ।

পটিবেল্লতি (ক্রি) [পটি+বেল্লতি] আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা।

পটিব্যাহরতি (ক্রি) [পটি+ব্যাহরতি] বিরত হওয়া। (অতীত) **পচ্চব্যাহাসি।**

পটিব্যুহতি—কিছুতে রাশিকৃত করা (?)।

পটিসংচিক্খতি = **পটিসঞ্চিক্খতি।** ⟹ **পটিসঞ্চিক্খতি।**

পটিসংযমতি (ক্রি) [পটি+সংযমতি] সংযত করা, দমন করা, বাধা দেওয়া, আত্মসংযম শিক্ষা করা, আত্মদমন অভ্যাস করা।

পটিসংযুজতি (ক্রি) [পটি+সং+√যুজ+অ] সংযোজন করা, সংযোগ করা, একত্রিত করা, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্ত করা, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিকমত যুক্ত হওয়া; (চরিত্রে) যাত্রা করা, চকিত হওয়া, চমকিয়া ওঠা, আরম্ভ করা বা হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, আরম্ভ করিবার বা যাত্রা করিবার সংকেত দেওয়া, আলগা করা বা হওয়া, প্রবর্তিত করা, চালানো, কর্মজীবন আরম্ভ করিতে সাহায্য করা, (শিকার) তাড়ানো, সূত্রপাত করা, বলিতে আরম্ভ করা, উদ্ভূত হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **বাদং পটিসংযুজতি**—আলোচনা বা বাদানুবাদ অথবা তর্ক করিতে আরম্ভ করা, যুক্তি বা হেতুবাদ অথবা বিচার করিতে আরম্ভ করা; **বালেন পটিসংযুজতি** = **পটিপ্ফরেয্য** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **বাদং পটিসংযুজে** = **বাদং পটিপ্ফরেয্য কলহং করেয্য।** (অ-বিণ) **পটিসংযুত্ত।**

পটিসংযুজ্জতি (ক্রি) = **পটিসংযুজতি।** ⟹ **পটিসংযুজতি।**

পটিসংযুত্ত (বিণ) সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত, যুক্ত, সম্পর্কিত, সংসৃষ্ট, অধিবাসী, অংশভুক্ত, অধিকারভুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বান পটিসংযুত্ত ধম্মিকথা।** ⟹ **পটিসংযুজতি।**

পটিসংবিদিত (বিণ) আত্মদর্শন লাভ হইয়াছে এমন, সংপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এমন, নির্বাণ সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন, মার্গ-ফল লাভ হইয়াছে এমন, উপলব্ধ, অনুভূত, জ্ঞাত, পরিচিত, স্বীকৃত। ⟹ **পটিসংবেদেতি।**

পটিসংবেদিন (বিণ, পুং) অভিজ্ঞ, অনুভবকারী, যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে, দুর্গত, যে ব্যক্তি কষ্ট পায়, সহনশীল, ক্ষতিগ্রস্ত, ভোগী, শাস্তিভোগকারী, অনুমতিপ্রাপ্ত, সুখভোগী, আনন্দ অনুভবকারী, দুঃখ অনুভবকারী, দয়া প্রকাশক, সহানুভূতি প্রদর্শনকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুখদুক্খ পটিসংবেদিন।** (পটিসম্ভিদা মার্গ) এবং **সুখদুক্খ পটিসংবেদিন।**

পটিসংবেদিযতি (ক্রি) = **পটিসংবেদেতি।** ⟹

পটিসংবেদেতি। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তভাব পটিলাভং পটিসংবেদিযতি; সুকখ-দুকখং পটিসংবেদিযতি।**

পটিসংবেদী (বিণ) = **পটিসংবেদিন**। ⟹ **পটিসংবেদিন**।

পটিসংবেদেতি (ক্রি) [পটি+সং+√বিদ+এ] সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা, স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা, স্পর্শ করা, জ্ঞান লাভ করা, উপলব্ধি করা, অনুভূত হওয়া, পরীক্ষা করা, সহানুভূতি বোধ করা বা প্রদর্শন করা, স্পর্শ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, ভোগা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, মনের মধ্যে গ্রহণ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দোমনস্সং পটিসংবেদেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহাদুকখং পটিসংবেদেতি; সুকখ-দুকখং পটিসংবেদেতি**। = **পটিসংবেদিযতি**। (অতীত) **পটিসংবেদেসি**। (অ-বিণ) **পটিসংবিদিত, পটিসংবেদিত**। (ক্রি-বি) **পটিসংবেদেত্বা**।

পটিসংহরণ (ক্লী) ভাঁজ, ভাঁজকরণ, সাপের কুণ্ডলী, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, কর্ম হইতে বিদায়, দূরত্ব, জিনিসের অথবা দুই বা ততোধিক দ্রব্যাদি রাখার মধ্যবর্তী ফাঁক।

পটিসংহরতি (ক্রি) [পটি+সং+√হর+অ] উঠাইয়া লওয়া, তুলিয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, সরাইয়া ফেলা, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, বদল করা, ভাঁজ করা, মোড়া, পরিবেষ্টন করা, ফিরাইয়া লওয়া, প্রত্যাগমন করা, পিছন ফিরা, পশ্চাৎপদ হওয়া, ত্যাগ করা, লইয়া যাওয়া। (বিনয়) **সকবণ্ণং পটিসংহরতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেবরূপং পটিসংহরতি**। (অতীত) **পটিসংহরি**। (অ-বিণ) **পটিসংহরিত, পটিসংহট**। (ক্রি-বি) **পটিসংহরিত্বা**।

পটিসংহার (পুং) = **পটিসংহরণ**। ⟹ **পটিসংহরণ**।

পটিসক্কতি (ক্রি) দৌড়াইয়া পশ্চাদ্গমন করা অথবা প্রস্থান করা, দৌড়াইয়া পিছের দিকে হটিয়া যাওয়া, দৌড়াইয়া পিছের দিকে যাওয়া।

পটিসঙ্খযন্ত (বিণ) শান্ত করা হইয়াছে এমন, সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এমন, ঠাণ্ডা করা হইয়াছে এমন।

পটিসঙ্খরণ (ক্লী) পুনরুদ্ধার, পুনরায় প্রচলন, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন, পুনরায় প্রতিষ্ঠা, সংশোধনকরণ, সংস্কারকরণ, মেরামতকরণ, ভালকরণ, উন্নতকরণ, মেরামত, জীর্ণসংস্কার।

পটিসঙ্খরোতি (ক্রি) [পটি+সং+√কির+ও] জীর্ণ সংস্কার করা, পুরাতন (দালানাদির) মেরামত করা, সংশোধন করা, মেরামত করা, ক্ষতিপূরণ করা, প্রত্যর্পণ করা, নূতন করা, পুনরায় সংস্কার করা, আরোগ্য করা, পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা, পুনরায় স্থাপিত করা, ভাল করা, উন্নত করা বা হওয়া, সংস্কার করা। (জাতক) **নগরং পটিসঙ্খরোতি**। (অতীত) **পটিসঙ্খরি**। (অ-বিণ) **পটিসঙ্খত**। (ক্রি-বি) **পটিসঙ্খরিত্বা**। (করণে) **পটিসঙ্খারাপেতি**।

পটিসঙ্খা (স্ত্রী) ১ প্রতিসংখ্যা, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ, নিন্দা, বিচার, সিদ্ধান্ত, রায়, দণ্ডাজ্ঞা, দণ্ড, ধারণা, রুচি, বিবেক, মত, সত্যনির্ধারণার্থ বিষয়সমূহের তুলনা, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভেদচিহ্ন। ২ (ক্রি-বি, ক্রি-বিণ) যত্ন সহকারে, সাবধানতার সহিত, একাগ্রচিত্ত হইয়া, অভিনিবিষ্ট হইয়া, ব্যগ্রভাবে, দৃঢ় সংকল্পের সহিত, গভীর চিন্তা সহকারে, ধারণার সহিত, পার্থক্যভাবে, পৃথকতার সহিত। (বিপ) **অপ্পটিসঙ্খা**। (সংযুক্ত নিকায়) **পটিসঙ্খা যোনিসো**। = **পটিসঙ্খায**। ⟹ **পটিসঙ্খাতি**।

পটিসঙ্খাতি (ক্রি) মনোযোগী হওয়া, সাবধান হওয়া, যত্নশীল হওয়া, যত্নসাধ্য হওয়া, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, কল্পনা করা, বিচার করা, চিন্তা করা, বিশ্বাস করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, বিভিন্ন করা, পৃথক করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা। (তুলনীয়) **পটিসঞ্চিকখতি**। (ক্রি-বি) **পটিসঙ্খা, পটিসঙ্খায**।

পটিসঙ্খান (ক্লী) প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ-চিহ্ন, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, লক্ষ্য, মনোযোগিতা, যত্নসাধ্য, যত্নশীলতা, সাবধানতা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পটিসঙ্খান পঞ্ঞা**।

পটিসঙ্খান পঞ্ঞা—বিচার জ্ঞান, জ্ঞানের প্রতি মনোযোগিতা। ⟹ **পটিসঙ্খান**।

পটিসঙ্খান বল (ক্লী) মনোযোগিতারূপ বল, গণনা সম্বন্ধীয় ক্ষমতা, হিসাব রাখার ক্ষমতা। ইহা শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিদের বল। ⟹ **বল** (১খ)।

পটিসঙ্খায (ক্রি-বি, ক্রি-বিণ) = **পটিসঙ্খা**। ⟹ **পটিসঙ্খা** (২)।

পটিসঙ্খা যোনিসো—যত্নসহকারে, মনোযোগপূর্বক, সতর্কতার সহিত, যথানুরূপ সাবধানতার সহিত বা পরিকল্পনার সহিত। ⟹ **পটিসঙ্খা** (২)।

পটিসঙ্খার (পুং) জীর্ণসংস্কার, পুরাতনের মেরামত। = **পটিসঙ্খরণ**।

পটিসঙ্খারাপেতি (ক্রি) জীর্ণ সংস্কার করানো, পুনরায় গড়িয়া তোলানো, নির্মাণ করানো, মেরামত করানো। (জাতক) **গেহানি পটিসঙ্খারাপেতি**। ⟹ **পটিসঙ্খরোতি**।

পটিসঙ্খারিক (বিণ) জীর্ণ সংস্কারের জন্য সংগৃহীত, মেরামতের জন্য বন্দোবস্তকৃত। (বিনয়) **পটিসঙ্খারিক দারূনি**।

পটিসঞ্চিক্খতি (ক্রি) [পটি+সং+√চিক্খ+অ] বিভিন্ন করা, ভিন্ন ভিন্ন করা, পৃথক করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল-সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, (কোনো বিষয়) বিবেচনা করা, বিচার করা, কল্পনা করা, বিশ্বাস করা, ভাবা, মনে করা বা হওয়া, অভিপ্রায় করা। (তুলনীয়) **পটিসঙ্খাতি**। (অতীত) **পটিসঞ্চিক্খি**। (অ-বিণ) **পটিসঞ্চিক্খিত**।

পটিসঞ্জীবিত (বিণ) পুনর্জীবিত, পুনরায় বাঁচিয়া ওঠে এমন, পুনর্জীবন লাভ করে এমন।

পটিসঞ্ঞুত্ত = **পটিসংযুত্ত**। ⟹ **পটিসংযুত্ত**।

পটিসতেন (ক্রি-বিণ) শতলোক দ্বারা, অর্থাৎ শত লোকের সম্মুখে।

পটিসত্তু (পুং) শত্রু, প্রতিপক্ষ, (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শত্রু।

পটিসন্থত (বিণ) ১ সাদরে অভ্যর্থিত, স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত, সহজে প্রাপ্ত, সহজলভ্য। ২ আবৃত, লুক্কায়িত, আচ্ছাদিত। = **পটিচ্ছাদিতং গুত্তং পরিপুণ্ণং বা** (জাতক অর্থকথা)। = **পটিচ্ছাদিত**। ⟹ **পটিসন্থরতি**।

পটিসন্থরতি (ক্রি) স্বাভাবিকভাবে পাওয়া, সহজে পাওয়া, সহজে লাভ করা, সাদরে অভ্যর্থনা করা, আদর করা (যেমন—"আসুন আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক, স্বাগত")। (অতীত) **পটিসন্থরি**। (অ-বিণ) **পটিসন্থত**। (ক্রি-বি) **পটিসন্থায**।

পটিসন্থার (পুং) সাদর অভ্যর্থনা, বন্ধুভাবে স্বাগত সম্ভাষণ, সমাদর, গ্রহণ, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক উপাধি, শুভেচ্ছা, ব্যবসায়ের সুনাম, পসার, প্রতিষ্ঠাধিকার, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, অনুগ্রহ, সাহায্য, অনুকম্পা, দয়া, দান, উপকার, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পটিসন্থারং করোতি**—বন্ধুত্ব করা, বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করা।

পটিসন্থারক (বিণ) অভ্যর্থনাকারী, সমাদরকারী, স্বাগত সম্ভাষণকারী।

পটিসন্ধহতি (ক্রি) [পটি+সং+√দহ+অ] পুনর্মিলিত করা বা হওয়া, পুনর্মিলনের অধীন হওয়া। ⟹ **পটিসন্ধি**। (অতীত) **পটিসন্ধহি**। (অ-বিণ) **পটিসন্ধিত**, **পটিসন্ধহিত**।

পটিসন্ধাতু (পুং) যে ব্যক্তি পুনর্বার মিলিত হয়, যে ব্যক্তি পুনর্মিলনে মিলিত হয়, শান্তিকারী লোক, শান্তিরক্ষক।

পটিসন্ধান (ক্লী) পুনর্মিলন, মিত্রসম্মেলন, ছাত্র-মিলনী, ছাত্রসম্মেলন।

পটিসন্ধায (ক্রি-বিণ) পুনর্মিলনে, পুনরায় ঐক্যবন্ধনে।

পটিসন্ধি (স্ত্রী) প্রতিসন্ধি, পুনরায় আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, দেহান্তর গ্রহণ, পুনর্মিলন, পঞ্চুপাদান স্কন্ধের বা নাম-রূপের পুনরায় সংযোগ। ⟹ **নাম-রূপ**। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**পটিসন্ধি**" সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

পটিসন্ধিক্খণ—প্রতিসন্ধিক্ষণ, জন্মক্ষণ, যে মুহূর্তে বা ক্ষণে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা হয় যেই মুহূর্ত বা ক্ষণ।

পটিসন্ধিচিত্ত (ক্লী) প্রতিসন্ধি চিত্ত, জন্মগ্রহণকারী চিত্ত, যে চিত্ত দ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করা হয়। = **পটিসন্ধি বিঞ্ঞাণ**।

পটিসন্ধি বিঞ্ঞাণ (ক্লী) প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান, পুনর্জন্ম গ্রহণকারী বিজ্ঞান বা চিত্ত, যে বিজ্ঞান দ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করা হয়। = **পটিসন্ধিচিত্ত**। ⟹ **বিঞ্ঞাণ** (ঘ)।

পটিসম (বিণ) সমগুণ বিশিষ্ট, প্রতিযোগিতায় সমান, সমান, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত, সমগঠিত, সমবিন্যস্ত, সমনির্মিত, সমশিক্ষিত, একই প্রকারের, সমান সমান।

পটিসম্ভিদা (স্ত্রী) প্রতিসম্ভিদা, বিভাজনীয় জ্ঞান, বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণ জ্ঞান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি, প্রভেদজ্ঞান, স্বতন্ত্রজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞান। প্রতিসম্ভিদা চারি প্রকার, যথা—**অত্থ পটিসম্ভিদা, ধম্ম পটিসম্ভিদা, নিরুত্তি পটিসম্ভিদা, পটিভান পটিসম্ভিদা**। চূল্লনিদ্দেসে "**পটিভানবত্থু**"-এতে দ্রষ্টব্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অত্থ-ধম্ম-নিরুত্তি-পটিভান পারমিপ্পত্ত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চতুসু পটিসম্ভিদাসু ছেক**। এই শব্দটি প্রায়ই অর্হত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, যেমন—**পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপুণাতি** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

পটিসম্ভিদাপ্পত্ত (বিণ) প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, যিনি বিশ্লেষণ-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন। ⟹ **পটিসম্ভিদা**।

পটিসম্মজ্জতি (ক্রি) পুনর্বার ঝাড়ু দেওয়া, পুনরায় পরিষ্কার করা, পুনরায় আঘাত করা অথবা বিনষ্ট করা।

পটিসম্মোদতি (ক্রি) [পটি+সম+√মুদ+অ] বন্ধুভাবে কথা বলা বা আলাপ করা, বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করা বা অভিবাদন করা। (অতীত) **পটিসম্মোদি**। (অ-বিণ) **পটিসম্মোদিত**। (ক্রি-বি) **পটিসম্মোদিত্বা**। (করণে) **পটিসম্মোদেতি**।

পটিসম্মোদেতি (ক্রি) প্রতিসম্ভাষণ করা, প্রতিদানে বা প্রত্যুত্তরে সম্ভাষণ করা, প্রত্যভিবাদন করা, প্রতিদানে অভিবাদন করা। = **সম্মোদনীয-কথায পটিকথেতি** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **পটিসম্মোদতি**।

পটিসরণ (ক্লী) আশ্রয়, আশ্রয়স্থান, রক্ষার স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়, শরণ, ত্রাণ, রক্ষা, সাহায্য, সহায়তা, পালন, রক্ষণ। (মধ্যম নিকায়) "**মনো**" অপর

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ে "**পটিসরণ**" বা আশ্রয়স্থল স্বরূপ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভগবং পটিসরণ; পটিসরণল; কম্মপটিসরণ**। (তুলনীয়) **পটিসারণিয**।

পটিসরতি (ক্রি) ১ পশ্চাদ্দিকে দৌড়ানো, ফিরিয়া থাকা, পুনরায় অবস্থান করা, পশ্চাৎপদ হওয়া, পশ্চাতে পড়া। (বিপ) **অতিসরতি**। (অতীত) **পচ্চসারি**, (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ওহিয্যি**। ২ পুনর্বার চিন্তা করিয়া দেখা, পুনর্বিবেচনা করা, উল্লেখ করা, সংক্ষেপে বলা, নাম করা।

পটিসল্লাণা বুট্‌ঠিত (বিণ) ⟹ **উট্‌ঠিত** (৩)।

পটিসল্লান (ক্লী) অবসর গ্রহণ, অপসরণ, নির্জনতা, নির্জন স্থান, ধ্যানের উদ্দেশ্যে অবসর গ্রহণ বা নির্জনতা, গোপনতা, একাকী বাস, নিঃসঙ্গতা, গোপনীয়তা। (তুলনীয়) **পটিলীন, পটিলীযতি**।

পটিসল্লানরত = **পটিসল্লানারাম**। ⟹ **পটিসল্লানারাম**।

পটিসল্লান সারুপ্প (বিণ) নির্জনতার অনুরূপ, নির্জন স্থানের যোগ্য বা উপযুক্ত।

পটিসল্লানারাম (বিণ) নির্জনতাপ্রিয়, নির্জনস্থানে রমিত।

পটিসল্লীযতি (ক্রি) [পটি+সং+√লী+য] (ধ্যানের নিমিত্ত বা উদ্দেশ্যে) নির্জনস্থানে হওয়া। (অতীত) **পটিসল্লীযি**। (অ-বিণ) **পটিসল্লীন**। (ক্রি-বি) **পটিসল্লীযিত্বা**। (তুম্‌) **পটিসল্লীযিতুং**।

পটিসল্লীন (বিণ) নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে বিমুক্ত, অবসর প্রাপ্ত, অবসর-সম্বন্ধীয়, অবসরপ্রাপ্ত লোক সম্বন্ধীয়, ধ্যানে নিমগ্ন, নির্জন স্থানে গত, গোপন স্থানে গত, অন্যমনস্ক, বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত। (বিনয়) **রহোগত পটিসল্লীন**। (সংযুক্ত নিকায়ে) **দিবা বিহারগত**। ⟹ **পটিসল্লীযতি**।

পটিসাঠেয্য (ক্লী) প্রতিদানে প্রবঞ্চনা বা কপটতা। (তুলনীয়) **পটিকূট**।

পটিসামিত (বিণ) শৃঙ্খলাকৃত, সজ্জিত, শামিলকৃত, বিন্যস্ত, প্রস্তুত, তৈরি। ⟹ **পটিসামেতি**।

পটিসামেতি (ক্রি) [পটি+√সম+এ] ক্রমান্বয়ে বসানো বা সজ্জিত করা, রাখিয়া দেওয়া, শৃঙ্খলা করা, সামলানো, সরাইয়া রাখা, প্রস্তুত হওয়া, শামিল করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজাইয়া রাখা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **পত্ত-চীরং পটিসামেতি**। (অতীত) **পটিসামেসি**। (অ-বিণ) **পটিসামিত**। (ক্রি-বি) **পটিসামেত্বা**।

পটিসাযতি (ক্রি) খাওয়া, ভক্ষণ করা, খাদ্য গ্রহণ করা, স্বাদ লওয়া, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা।

পটিসার = **বিপ্পটিসার**। ⟹ **বিপ্পটিসার**।

পটিসারণ (ক্লী) রক্ষার কার্য, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তোপায়, ক্ষতিপূরণ।

পটিসারণিয (বিণ, ক্লী) এই শব্দটি "**কম্ম**" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন—**পটিসারণিয কম্ম**। ⟹ **পটিসারণিয কম্ম**।

পটিসারণিয কম্ম—"সরকারি কার্য বা কর্মচারীকৃত কার্য, অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ", অর্থাৎ কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার বর্ণনা অথবা প্রকাশ করিবার বিধিবৎ আচরণ, বন্ধুত্বের পুনরায় স্থাপন, পুনর্মিলন, পঞ্চবিধ "**সঙ্ঘকম্ম**"-এর মধ্যে একটি। পঞ্চবিধ "**সঙ্ঘকম্ম**", যথা—**তজ্জনিয কম্ম, নিস্‌সয কম্ম, পব্বাজনিয কম্ম, পটিসারণিয কম্ম, উক্‌খেপনিয কম্ম**।

পটিসারন = **পটিসারণ**। ⟹ **পটিসারণ**।

পটিসারিন (বিণ) কোনো কিছুর পৃষ্ঠদেশে পতিত, পিছনের দিকে ফিরিয়া যায় এমন, পিছনের দিকে হটিয়া যায় এমন, পশ্চাদপসরণ করে এমন, বিশ্বাস করিয়া, ঝোঁক দিয়া, প্রবণতার সহিত। (দীর্ঘনিকায়) **গোত্ত পটিসারিন**।

পটিসাসন (ক্লী) প্রত্যুত্তর, জবাব, বিপরীত বার্তা বা সংবাদ, বিরুদ্ধ বাণী।

পটিসিব্বিত (বিণ) সেলাই করা, সূচিকর্ম করা, সূচি দ্বারা বুটি বা চিকন তোলা হইয়াছে এমন, সূচিকর্ম দ্বারা কাপড়ে বিবিধ ফুল-পাতা ইত্যাদি করা।

পটিসীসক—মস্তকোপরি কৃত্রিম গ্রন্থি বা শৃঙ্গ, পাগড়ি, খোঁপা, মস্তকের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সংযোগ বা বন্ধন করা গ্রন্থি। (জাতক) **পটিসীসকং পটিমুঞ্চিত্বা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মুণ্ডক পটিসীসক**।

পটিসুণাতি (ক্রি) বিপরীত কথা শ্রবণ করা, বিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করা, একগুঁয়ে কথা শ্রবণ করা।

পটিসুত্ত (বিণ) নিদ্রিত, নিদ্রায় নিমগ্ন, শায়িত, সুপ্ত।

পটিসুম্ভিত (বিণ) পতিত, পড়িয়া গিয়াছে এমন। = **পতিত**।

পটিসূর—বীর, প্রতিযোগিতায় বীর, যোদ্ধা, প্রতিদ্বন্দ্বী, যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বা শত্রু। = **পটিপুরিস, পটিসত্তু, পটিমল্ল**।

পটিসেট্‌ঠ (বিণ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

পটিসেধ (পুং) প্রতিষেধ, নিষেধ, নিবারণ, পরিহার, ত্যাগ, অর্থালঙ্কারবিশেষ, পাহারা, রক্ষাকরণ, নিরাপদে রক্ষণ, মদ্যপান নিবারণ, অসম্মতি, অস্বীকার; (মিলিন্দ প্রশ্নে) পুনর্বার বশীভূত করার কাজ, পুনরায় পরাভব বা পরাভূত করণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পটিসেধ নিপাত** = **মা পটিসেধ**।

পটিসেধক (বিণ, পুং) প্রতিষেধক, প্রতিষেধ, নিবারক, পাহারা দেওয়া হয় এমন, রক্ষিত, অসম্মত, অস্বীকৃত, নিষেধাজ্ঞাকারী, বাধা প্রদানকারী।

পটিসেধতি (ক্রি) = **পটিসেধেতি**। ⟹ **পটিসেধেতি**। (করণে) **পটিসেধেতি**।

পটিসেধন (ক্লী) প্রতিষেধন, নিবারণ, বাধা প্রদান, অসম্মতি। = **পটিসেধ**।

পটিসেধিতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বাধা দেয়, যে ব্যক্তি নিষেধ করে, যে ব্যক্তি অসম্মতি প্রকাশ করে।

পটিসেধেতি (ক্রি) [পটি+√সিধ+এ] পাহারা দেওয়া, চৌকি দেওয়া, নিরাপদে রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, এড়ানো, এড়াইয়া যাওয়া, আত্মরক্ষা করা, সতর্ক হওয়া, নিষেধ করা, বাধা দেওয়া, দিতে বা লইতে অমত করা, “না” বলা। ⟹ **পটিসেধতি**। (অতীত) **পটিসেধেসি**। (অ-বিণ) **পটিসেধিত**। (ক্রি-বি) **পটিসেধেত্বা**, **পটিসেধিয**।

পটিসেন [পটি+সেন] প্রত্যাবর্তন, বিকর্ষণ, প্রতিনিবৃত্তি, বিতৃষ্ণা, বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বর্তমান মন্ত্রিদল বা শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধবাদী, শত্রুতা, বিদ্বেষ, প্রতিদান, প্রতিশোধ।

পটিসেনিকত্তর (পুং) যে ব্যক্তি তাড়াইয়া দেয়, যোদ্ধা, প্রতিদানকারী লোক, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ব্যক্তি, তর্ককারী লোক, যে ব্যক্তি বাদানুবাদ করে অথবা বিবাদ করে।

পটিসেনিকরা = **বিসেনিকত্বা**। ⟹ **বিসেনিকত্বা**।

পটিসেনিকরোতি (ক্রি) বিপক্ষতা করা, শত্রুতা করা, বাধা দেওয়া, বিঘ্ন ঘটানো, প্রতিরোধ করা, বিরোধ করা, প্রতিকূলতা করা, প্রতিকূলাচরণ করা, বিপক্ষদলের হওয়া, বিরুদ্ধে উপস্থিত করা, আপত্তি করা, প্রতিশোধ দেওয়া, যেমনকে তেমন প্রতিশোধ দেওয়া (অর্থাৎ যে যেমন তাকে তেমন প্রতিশোধ দেওয়া)।

পটিসেনিযতি (ক্রি) = **পটিসেনেতি**। ⟹ **পটিসেনেতি**।

পটিসেনেতি (ক্রি) [পটি+ সেনেতি] নিবৃত্ত করা, প্রতিরোধ করা, নিবারণ করা, প্রত্যাবৃত্ত করা, বিতৃষ্ণার উদ্রেক করা, ঠেলিয়া দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, বৈরভাবাপন্ন হওয়া, বিদ্বেষী হওয়া, বিরোধী হওয়া, প্রতিশোধ দেওয়া, যেমনকে তেমন প্রতিশোধ দেওয়া। (বিপ) **উস্‌সেনেতি**।

পটিসেবতি (ক্রি) [পটি+√সেব+অ] সেবা করা, অনুকরণ করা, অনুসরণ করা, গবেষণা করা, সাধনা করা, প্রতিসেবন করা, পশ্চাদ্‌গমন করা, অনুগমন করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, পশ্চাদ্ধাবন করা, উৎপন্ন হওয়া, অন্বেষণ করা, চালানো, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো (পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, সংযত না করা, আসক্ত হওয়া, ঔষধাদি ব্যবহার করা। (বিনয়) **মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি**। (অতীত) **পটিসেবি**। (অ-বিণ) **পটিসেবিত**। (ব-বিণ) **পটিসেবন্ত**। (ক্রি-বি) **পটিসেবিত্বা**, **পটিসেবিয**।

পটিসেবন (ক্লী) প্রতিসেবন, সেবন, অনুকরণ, অনুসরণ, পশ্চাদ্ধাবন, প্রশ্রয়, সংযম, অনুমতি, অভ্যাসকরণ, ব্যবহারকরণ।

পটিসেবিতর (বিণ, পুং) অভ্যাসকারী, প্রতিসেবনকারী, অনুসরণকারী, পশ্চাদ্ধাবনকারী, অভ্যাসকারী, যে ব্যক্তি আপন স্বভাবে পরিণত করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভেসজ্জং পটিসেবিতর**—ঔষধ সেবনকারী।

পটিসোত (পুং) প্রতিস্রোত, স্রোতের প্রতিকূল, স্রোতের বিপরীত দিক। (বিপ) **অনুসোত**।

পটিসোতং (ক্রি-বিণ) প্রতিস্রোতে, স্রোতের প্রতিকূলে, স্রোতের বিপরীত দিকে, স্রোতের বিপরীত গতিতে। (বিপ) **অনুসোতং**। **গঙ্গায পটিসোতং গচ্ছতি**—গঙ্গায় স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতেছে।

পটিসোতগামিন (বিণ) স্রোতের প্রতিকূলে গমনকারী, স্রোতের বিপরীত দিকে গমনকারী, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে হয় এমন, অতিরিক্ত পরিশ্রমকারী, অত্যন্ত কঠিন কাজ করে এমন। (বিপ) **অনুসোত গামিন**।

পটিসোতগামী (বিণ) = **পটিসোতগামিন**। ⟹ **পটিসোতগামিন**। (বিপ) **অনুসোতগামী**।

পটিস্‌সত (বিণ) স্মরণ করে এমন, স্মরিত, (নিজেকে) প্রকৃতিস্থ করে এমন, প্রকৃতিস্থ, চিন্তাশীল, বিবেচক, মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, মনোযোগ প্রদত্ত।

পটিস্‌সতি (স্ত্রী) মনোযোগিতা, লক্ষ্য, স্মরণ, স্মৃতি, স্মরণশক্তি, স্মরণার্থ চিহ্ন, স্মারক বস্তু, ধারণাশক্তি।

পটিস্‌সতিক (বিণ) মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, চিন্তাশীল, বিবেচক।

পটিস্‌সব (পুং) স্বীকার, সম্মতি, বশ্যতা, অনুবর্তিতা, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, আশা, আশ্বাস-বাক্য, আশাস্থল।

পটিস্‌সবতা (স্ত্রী) বশ্যতা, অনুবর্তিতা, অধীনতা।

পটিস্‌সা (স্ত্রী) অপরের মতানুবর্তিতা, শ্রদ্ধা, বশ্যতা, অনুবর্তিতা, বাধ্যবাধকতা। (তুলনীয়) **পটিস্‌সুণাতি**, **পটিস্‌সাবিন**।

পটিস্‌সাবিন (বিণ) স্বীকৃত, সম্মতিযুক্ত, সম্মতিপ্রাপ্ত, প্রস্তুত, ইচ্ছুক, উৎসুক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সহজ, সমুপস্থিত, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতির, বাধ্য, সম্মত। (সংযুক্ত নিকায়) **কিঙ্কর-পটিস্‌সাবিন**।

পটিস্‌সুণাতি (ক্রি) [পটি+√সু+ণা] সম্মত হওয়া, স্বীকার করা, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, অঙ্গীকার করা, আশা দেওয়া, প্রতিশ্রুত হওয়া। (অতীত) **পটিস্‌সুণি**, **পচ্চস্‌সোসি**। (অ-বিণ) **পটিস্‌সুত**। (ক্রি-বি) **পটিস্‌সুত্বা**, **পটিস্‌সুণিত্বা**; (সংযুক্ত নিকায়) **সাধূ'তি পটিস্‌সুণিত্বা**—“উত্তম” বলিয়া একমত হইয়া বা রাজি হইয়া অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদান বা সমর্থন করিয়া।

পটিস্‌সুতবতা (স্ত্রী) স্বীকৃতি, প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, সম্মতি। ⟹ **পটিস্‌সুণাতি**।

পটিস্‌সেনেতি (ক্রি) = **পটিসেনেতি**। ⟹ **পটিসেনেতি**।

পটিহংসতি (ক্রি) প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচুনিচু করা, বাজা, বাজানো, চূর্ণ করা, পিটিয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, পাখা পত পত শব্দ করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুকধুক করা, স্পন্দিত হওয়া, ঘা মারা, খট খট শব্দ করা, ধাক্কা খাওয়া, ধাক্কা মারা, আঘাত করা।

পটিহঙ্খতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) এই শব্দটি একটিমাত্র মূল সম্বন্ধীয় বিশেষ ভাষা, যেমন—**পুরানঞ্চ বেদনং পটিহঙ্খামি নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্‌সামি**—আমি পুরাতন যে কোনো বেদনাকে (সুখ বা দুঃখরূপ অনুভূতিকে) ধ্বংস করিব এবং নূতন যে কোনো বেদনা (নিজের মধ্যে) উৎপন্ন করিব না। ⟹ **পটিহনতি**।

পটিহঞ্ঞতি (ক্রি) [পটি+√হন+য] কিছুতে ধাক্কা লাগা, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় উৎপীড়িত হওয়া। = **বিরুজ্ঝতি**। ⟹ **পটিহনতি**। (অতীত) **পটিহঞ্ঞি**। (অ-বিণ) **পটিহত**। (ক্রি-বি) **পটিহঞ্ঞিত্বা**।

পটিহত (বিণ) প্রতিহত, নিরস্ত, ব্যাহত, আহত, প্রেরিত, প্রতিবদ্ধ, রুদ্ধ, প্রতিস্খলিত, বধিত, বধকৃত, হত্যাকৃত, প্রহৃত, আঘাতপ্রাপ্ত, ঘুসি মারিয়াছে এমন, অভিভূত, অসাধু, নীতিহীন, দূষিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পটিহত চিত্ত**। ⟹ **পটিহঞ্ঞতি, পটিহনতি**।

পটিহনন (ক্লী) প্রতিহনন, হত্যাকারীকে হত্যা, আঘাত, প্রত্যাবর্তন, বিকর্ষণ, প্রতিনিবৃত্তি, বিতৃষ্ণা, সতর্কতা, নিবারণ, সাহসিকতা, হঠকারিতা, তেজস্বিতা।

পটিহননক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রতিরোধ করে অথবা প্রতিরোধের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে, প্রতিবন্ধকারী, বাধাপ্রদানকারী।

পটিহনতি (ক্রি) আঘাত করা, বধ করা, হত্যা করা, নিবারণ করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, নিরাপদে রাখা, পাহারা দেওয়া, দূরে সরাইয়া রাখা, ধাক্কা দেওয়া, ধাক্কা লাগা, পরস্পরবিরোধী হওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা। (অতীত) **পটিহনি**। (অ-বিণ) **পটিহত**। (ব-বিণ) **পটিহনমান**। (ভবিষ্যৎ) **পটিহঙ্খতি**। (ক্রি-বি) **পটিহচ্চ, পটিহন্ত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পটিহঞ্ঞতি**।

পটিহনমান (বিণ) সাক্ষাৎ করে এরূপ, পরস্পর মিলিত হয় এরূপ, জোরের সহিত ধাক্কা দেয় অথবা আঘাত করে এমন, সম্মুখীন হয় এমন। ⟹ **পটিহনতি**।

পটিহরতি (ক্রি) প্রতিদানে আঘাত করা, আঘাতকারীকে আঘাত করা, হত্যাকারীকে হত্যা করা। (তুলনীয়) **পাটিহারিয**, ইত্যাদি। (করণে) **পটিহারেতি**।

পটিহার = **পাটিহার**। ⟹ **পাটিহার**।

পটিহারেতি (ক্রি) নিবৃত্ত করা, প্রতিরোধ করা, নিবারণ করা, প্রত্যাবৃত্ত করা, বিতৃষ্ণার উদ্রেক করা, দূরে থাকা, পরিহার করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, রহিত করা। ⟹ **পটিহরতি**।

পটু (বিণ) পটু, চালাক, চতুর, নিপুণ, নীরোগ, মধুর, উষ্ণ, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর, প্রস্ফুটিত, ধূর্ত, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, ধারালো, সূক্ষ্মাগ্র, প্রখর, উগ্র, তীব্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সতর্ক, আকস্মিক, সরল, খাড়া, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, কটু, কাল, বিদ্রূপাত্মক, তীক্ষ্ণধার, উৎসাহী, সূক্ষ্মবুদ্ধি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি; (ইন্দ্রিয়াদি-সম্পর্কে) খুব ভাল, সংবেদনশীল; (অনুভূতি সম্পর্কে) তীব্রভাবে অনুভূত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পটুসঞ্ঞাকিচ্চ**। (তুলনীয়) **পদ্ধ** (১), **পাটব**।

পটুতা (স্ত্রী) পটুতা, নৈপুণ্য, দক্ষতা, চতুরতা।

পটুত্ত (ক্লী) পটুত্ব, নৈপুণ্য। = **পটুতা**।

পটুপণ্ণ = **পচ্চুপ্পন্ন**। ⟹ **পচ্চুপ্পন্ন**।

পটুপণ্ণা (বিণ) বর্তমান (অবস্থায়)।

পটুপ্পাদন (ক্লী) বিয়োগ, বাদ, ব্যবকলন। (বিপ) **সঙ্কলন**। কিন্তু Rhys Davids বলেন এই শব্দটি অস্পষ্ট।

পটুব—এই শব্দটিকে বুদ্ধঘোষ দীর্ঘনিকায়ে "**পচুট**" শব্দরূপে পাঠ করিয়াছেন। ⟹ **পবুটা, পটুবা**।

পটুবা = **পটুব**। ⟹ **পটুব**। বাংলা অভিধানে "**পটুয়া**" শব্দের অর্থে "চিত্রকর জাতিবিশেষ", "**পটুবা**" শব্দের অর্থ কি এইরূপই হইতে পারে?

পটোল (পুং) পটোল গাছ, পলতা গাছ। (ক্লী) পটোল, পলতার ফল।

পটোলপণ্ণ (ক্লী) পটোল গাছের পাতা, পলতা গাছের পাতা। ⟹ **পণ্ণ**।

পট্ট (ক্লী) ১ পট্ট, পিঁড়ি, ঢাল, পাট্টা, সনদ, পাটি, পাগড়ি, রাজাসন, উত্তরীয় বস্ত্র, একপাটা, পাট, রেশমাদি, চৌমাথা, নগর, গ্রাম, পুরু অথচ চ্যাপ্টা কোনো জিনিস, ঔষধের বড়ি, উৎকীর্ণ লিপি বিশিষ্ট প্রাচীর ফলক (মৃত ব্যক্তির স্মৃতিমন্দিরে ব্যবহৃত), ফলক, এক তাড়া (লিখিবার) কাগজ, ধাতুনির্মিত চাদর, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত ভোজনপাত্র, থালা, রেকাব, পাত্র, ক্ষোদিত প্রশস্ত ধাতুখণ্ড, অঙ্কিত ধাতুফলক, মুদ্রিত চিত্র, প্রশস্ত বস্ত্র, টুকরা বস্ত্র, ফালি, চাদর, বিছানার চাদর, আস্তরণ, জলের বিস্তৃতি, কাগজের তা, পাল, পাইল, জাহাজের রজ্জু, দড়ি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অযোপট্ট**। (জাতক) **সুবণ্ণপট্ট**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অযোময পট্ট; লোহপট্ট**। (জাতক) **সিলাপট্ট**। ২ আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি, (কাপড়ের) টুকরা। (বিমানবত্থু) **অযোগপট্ট**। ৩ সুন্দর বা উত্তম বস্ত্র, সূক্ষ্মকাপড়, বুনা রেশম, সূতিবস্ত্র, পাগড়ির কাপড়। (বিনয়) **দুস্‌সপট্ট**।

(জাতক) **সুমনপট্ট; পট্টসাটক; নাড়িপট্ট।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পট্টবন্ধন।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আমিলাক পট্ট।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **পট্টবত্থ; রজতপট্ট।** (বিণ) রেশমি।

পট্টক (ক্লী) আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি, বস্ত্রখণ্ড, টুকরা কাপড়, কটিবন্ধ, ঘের। (বিণ) টুকরা টুকরা কাপড় দ্বারা তৈরি। (জাতক) **অযপট্টক।**

পট্টন (ক্লী) বন্দর, পোতাশ্রয়, আশ্রয়, বন্দরের নিকটবর্তী শহর, স্থান, নগর।

পট্টনক—একটি গ্রামবিশেষ, একপ্রকার গ্রামবিশেষ।

পট্টবন্ধন (ক্লী) কাপড়বন্ধন, কাপড় দ্বারা বন্ধন, বস্ত্রের বন্ধন, কাপড় দ্বারা পাগড়ি বন্ধন। ⟹ **পট্ট**(৩), **বন্ধন**(২)।

পট্টবত্থ (ক্লী) পট্টবস্ত্র, পাটের কাপড়, তসর গরদ চেলি প্রভৃতি কাপড়, পাট দ্বারা বুনা কাপড়। ⟹ **পট্ট** (৩)।

পট্টসাটক (ক্লী) পাটের শাড়ি, পাট দ্বারা বুনা পোশাক-পরিচ্ছদাদি, আলাপাখার শাড়ি বা বস্ত্র। ⟹ **পট্ট** (৩)।

পট্টসাণি (স্ত্রী) মসৃণ কাপড়েরর পর্দা।

পট্টিকা (স্ত্রী) = **পট্টক**। ⟹ **পট্টক**।

পট্টোলি (ক্লী) (এই শব্দটি বিশুদ্ধিমার্গে **"যান পট্টোলি"** শব্দরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। ইহাকে **"যান কড়োপি"** শব্দরূপেও পাঠ করা যাইতে পারে, কারণ **"কম্ভিমুখ"** শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অথবা **"পুটোড়ি"** শব্দরূপেও পাঠ করা যাইতে পারে যাহা পাঠান্তরে **"মুটোড়ি"** শব্দও হইতে পারে।) গাড়ির জন্য রসদের ব্যবহার অথবা খাদ্য রাখিবার থলি, পুটলি, গাঁঠরি। ⟹ **পুটোড়ি, মুটোড়ি।**

পট্‌ঠ (বিণ) বহির্দেশে দণ্ডায়মান, বাহিরে খাড়া, অন্তগত, বহির্গত, কাজের ভার লওয়া হইয়াছে এমন, অঙ্গীকৃত, দক্ষ, সমর্থ, শক্তিমান, ধীমান, যোগ্যতাসম্পন্ন। = **পদ্ধ** (১ক)। (বিনয়) **ধম্মিং কথং কাতুং পট্‌ঠ; চীবরকম্মং কাতুং পট্‌ঠ।** সূত্রনিপাতে এই শব্দের পরিবর্তে গদ্যছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে **"পুট্‌ঠ, সেট্‌ঠ"** এবং মহানির্দেশের বর্ণনায় **"পট্‌ঠগূ"** দৃষ্ট হয়।

পট্‌ঠগু = **পদ্ধগু**। ⟹ **পদ্ধগু** (২খ)।

পট্‌ঠগূ (বিণ) নিকটে আছে এমন, নিকটবর্তী, মনোনিবেশকারী, মনোযোগকারী, সেবাকারী, অনুকরণকারী বা ছাত্র। = **পচ্চগূ**। ⟹ **পট্‌ঠ, পদ্ধ** (১), **পদ্ধগু**।

পট্‌ঠচর = **পদ্ধচর**। ⟹ **পদ্ধচর**।

পট্‌ঠপিত (বিণ) দৃঢ়, বিধিবদ্ধ, স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, আইনানুসারে প্রমাণিত, প্রদত্ত, অর্পিত। (তুলনীয়) **পতিট্‌ঠাপিতত্ত**। ⟹ **পট্‌ঠহতি, পট্‌ঠপেতি**।

পট্‌ঠপেতি (ক্রি) [প+√ঠা+আপে] দৃঢ় করা, বিধিবদ্ধ করা, স্থাপিত করা, প্রতিষ্ঠা করা, আইনানুসারে প্রমাণ করা, আরম্ভ করা বা হওয়া, সূত্রপাত করা, বলিতে আরম্ভ করা, উদ্ভূত হওয়া, যাত্রা করা, চকিত হওয়া, চমকিয়া উঠা, উৎপন্ন হওয়া, আরম্ভ করিবার বা যাত্রা সংকেত করা, আলগা করা বা হওয়া, প্রবর্তিত করা, চালানো, কর্মজীবন আরম্ভ করিতে সাহায্য করা, (শিকার) তাড়ানো, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনা সামনি থাকা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, নির্বাপিত করা, বিরক্ত করা, টাকা খাটানো, তাড়ানো, নিয়োগ করা, প্রসারিত করা, উত্তোলন করা, বিক্রয়ার্থে রাখা, আলাদা করিয়া রাখা, বাসা লওয়া, দেওয়া, দান করা, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, প্রতিদান করা, শাস্তি দেওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভত্তং পট্‌ঠপেতি; দান পট্‌ঠপেতি**। ⟹ **পট্‌ঠহতি**। (অতীত) **পট্‌ঠপেসি**। (অ-বিণ) **পট্‌ঠপিত**। (ভবিষ্যৎ) **পট্‌ঠপযিস্‌সতি, পট্‌ঠযিস্‌সতি;** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **পবত্তেস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **পট্‌ঠপেত্বা**।

পট্‌ঠযতি (ক্রি) = **পট্‌ঠহতি**। ⟹ **পট্‌ঠহতি**।

পট্‌ঠহতি (ক্রি) স্থাপন করা, রাখা, জিজ্ঞাসা করা, নিয়োগ করা, সংযোগ করা, সংযুক্ত করা, উপস্থিত করা, অস্ত যাওয়া, প্রস্তুত করিয়া রাখা, জোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা। (অতীত) **পট্‌ঠযি, পট্‌ঠপযি**, (পেতবত্থু অর্থকথায়) **পট্‌ঠপেসি;** (পেতবত্থু) **দানং পট্‌ঠযি**। (অ-বিণ) **পট্‌ঠপিত**। (ব-বিণ) **পট্‌ঠযমান, পট্‌ঠপযমান;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **বরমান পট্‌ঠযমান**। (ভবিষ্যৎ) **পট্‌ঠযিস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **পট্‌ঠায**। (করণে) **পট্‌ঠপেতি**।

পট্‌ঠান (ক্লী) প্রস্থান, প্রস্থাননীতি, গতির ধারা বা শৃঙ্খলা, গতিধারা, প্রধান কারণ, প্রকৃত কারণ, অবস্থান্তর, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাপ্রাপ্তি, সম্মুখবর্তী সংযোজনা, উত্তরোত্তর সংযুক্তি, প্রারম্ভিক হেতু বা কারণ। (যৌগিকে) **সতিপট্‌ঠান**।

পট্‌ঠায (বিভক্তিহনি শব্দ, ক্রি-বি) হইতে, থেকে, সেই সময় হইতে, এই সময় হইতে, ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থাপন করিয়া, রাখিয়া, এই হইতে যাত্রা শুরু করিয়া, হইতে ... সম্মুখদিকে বা অগ্রাভিমুখে। ⟹ **প** (৩), **পট্‌ঠহতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অজ্জতো পট্‌ঠায**—আজ হইতে। (জাতক) **ইতো পট্‌ঠায**—এখান হইতে, এখন হইতে; **মূলতো পট্‌ঠায; সীসতো পট্‌ঠায**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গলতো পট্‌ঠায; গিহীকালতো পট্‌ঠায**।

পট্‌ঠায যাব (কর্মকারকের সহিত) ... হইতে ... পর্যন্ত (বিশুদ্ধিমার্গ)।

পট্‌ঠিক—এই শব্দটি **"পঞ্চপট্‌ঠিক"** শব্দরূপে বিনয়শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ⟹ **পঞ্চপট্‌ঠিক**।

পঠতি (ক্রি) [√পঠ+অ] পাঠ করা, পড়া, অধ্যয়ন করা, বোঝা, বোধগম্য করা, ব্যাখ্যা করা, সূচনা করা, পাঠ অভ্যাস করা, আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা, বর্ণনা করা। ⟹ **পাঠ**। (অতীত) **পঠি**। (অ-বিণ) **পঠিত**। (ক্রি-বি) **পঠিত্বা**।

পঠন (ক্লী) পঠন, পাঠ, অধ্যয়ন, পুস্তকাদির ব্যাখ্যা, সাধারণ-সমক্ষে পাঠ বা আবৃত্তিকরণ, পাঠকরণ, পঠিত অংশ।

পঠম (বিণ) প্রথম, আদিম, আদ্য, মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, পূর্ব, পূর্বোল্লিখিত, পূর্বোক্ত, গত। (বিপ) **পচ্ছিম**, **মজ্‌ঝিম**। (বিনয়) **পঠমাভিসম্বুদ্ধ**। (দীর্ঘনিকায়) **পঠমাভিনিব্বত্ত**। (সূত্রনিপাত) **পঠমোপ্পত্তিক**। (জাতক) **পঠমোগ্‌গত**। = **পথম**।

পঠমং (ক্রি-বিণ) ১ প্রথমে, আদিতে, প্রথম বারে, প্রথম বারের জন্য। ২ যৌগিকশব্দের প্রথম অংশরূপে:—হয় "প্রথম" অথবা "সম্প্রতি, অল্পকালপূর্বে, নবরূপে, নূতনভাবে, অধুনা, নব্যভাবে, আধুনিকরূপে, অদ্ভুতরূপে, ঠিকরূপে, প্রায়, ঠিক, মাত্র"। ⟹ **পঠম**।

পঠমকিচ্চ (ক্লী) সর্বপ্রথমে সম্পাদনীয় কর্তব্য। = **পুরিমকিচ্চ**।

পঠমগিম্হ—গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ফাল্গুন হইতে চৈত্রমাস পর্যন্ত। ⟹ **মাস** (১)।

পঠমতর (বিণ, পুং) প্রথম বয়সের যুবক।

পঠমতরং(ক্রি-বিণ) প্রথমেই, প্রথমবারেই, প্রথম অংশেই, আদিতেই, যতদূর সম্ভব সহসা, সর্বপ্রথমে।

পঠমযাম = **পথমযাম**। ⟹ **পথমযাম**।

পঠমবয—প্রথম বয়স, বয়সের প্রথম ভাগ। (বিপ) **মজ্‌ঝিমবয**, **পচ্ছিম বয**। ⟹ **পঠম**।

পঠমাভিনিব্বত্ত (বিণ) পুনরুৎপন্ন, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। ⟹ **পঠম**।

পঠমাভিসম্বুদ্ধ (বিণ) [পঠম+অভিসম্বুদ্ধ] সম্প্রতি সম্বোধি জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত। ⟹ **পঠম**।

পঠমোগ্‌গত(বিণ) [পঠম+উগ্‌গত] নবরূপে বা নূতনভাবে উদ্‌গত। ⟹ **পঠম**।

পঠমোপ্পত্তিক(বিণ) [পঠমো+উপ্পত্তিক] প্রথম উৎপত্তির, নবউৎপাদনের, প্রথম যৌবনের। ⟹ **পঠম**।

পঠবত্ত (ক্লী) পার্থিবতা, সাংসারিকতা, সংসারের বিষয়, ঐহিকতা।

পঠবন্ত (বিণ, পুং) পথিক, যাত্রী।

পঠবিঘন—ঘন মাটি, গাঢ় মাটি, নিরেট মাটি। = **পথবিঘন**, **ভূমিঘন**।

পঠবী (স্ত্রী) পৃথিবী, মৃত্তিকা, পৃথ্বী, ভূমি, ধরা, জগৎ। = **পথবী**। (বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **পত্থটত্তা পঠবী** অর্থাৎ বিস্তৃতি অর্থে পৃথিবী। ⟹ **পত্থরতি**। চতুর্বিধ উপাদানের বর্ণনায় আকৃতি গঠনের ব্যাপারে ইহা প্রথম উপাদান বিশেষ [⟹ **ধাতু** (১)]। চারি উপাদান, যথা—**পঠবী** (মৃত্তিকা), **আপো** (জল), **তেজো** (অগ্নি বা উষ্ণতা), **বাযো** (বায়ু)। (দীর্ঘনিকায়) **রসপঠবী**। সাধারণত "**পঠবী**" বা মৃত্তিকা বলিলে বুঝায়—"কঠিন, শক্ত, নিরেট, যাহা শূন্যগর্ভ অথবা ভিতরে ফাঁপাজাতীয় নয়, ভারী, ঘন, দৃঢ়, দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধবিশিষ্ট, স্থির, স্থিরসংকল্প, বিস্তৃত, বিশাল, প্রশস্ত, লম্বা-চওড়া ভূমি"। (সংযুক্ত নিকায়) **পঠবী উদ্ভীযতি**।

পঠবীওজ (ক্লী) মৃত্তিকাজাত ওজ, মাটির রস বা সার, মাটির অস্তিত্ব বা উপাদান।

পঠবীকম্প (পুং) ভূমিকম্প, পৃথিবী কম্পন, ভুঁইচাল।

পঠবীকম্পন = **পঠবীকম্প**। ⟹ **পঠবীকম্প**।

পঠবীকসিণ (ক্লী) (প্রাথমিক ধ্যান সাধনার জন্য ব্যবহৃত) মাটির সহায়ক বস্তু। ⟹ **কসিণ**।

পঠবীচলন (ক্লী) ভূমিকম্প, ভুঁইচাল। = **পঠবীকম্প**।

পঠবীচাল (পুং) = **পঠবীচলন**। ⟹ **পঠবীচলন**।

পঠবীজযমন্ত (ক্লী) পৃথিবী জয় করিবার মন্ত্র অর্থাৎ যেই যাদুমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যুদ্ধে গমন করিলে সহজে রাজ্য জয় করা যায়। ⟹ **মন্ত** (৩)।

পঠবীধাতু (স্ত্রী) মৃত্তিকারূপ ধাতু, মৃত্তিকারূপ উপাদান। = **পথবী ধাতু**।

পঠবীমণ্ডল (ক্লী) পৃথিবীমণ্ডল, গোলাকার পৃথিবী, পৃথিবীর গোলাকার পরিধি বা গোলত্ব। (তুলনীয়) **পুথবীমণ্ডল**। = **পথবীমণ্ডল**। ⟹ **মণ্ডল** (১)।

পঠবীবড্‌ঢনক কম্ম ⟹ **বড্‌ঢন** (৩)।

পঠবী মহাভূত (ক্লী) মৃত্তিকারূপ মহাভূত, মৃত্তিকারূপ মহা উপাদান। = **পঠবীধাতু**।

পঠবীরস—মৃত্তিকার স্বাদ, মাটির রস, মাটির আস্বাদ। = **পথবী রস**। ⟹ **রস** (৮)।

পঠবীলেখ—মৃত্তিকার লেখা, মাটির মধ্যে লেখা।

পঠবী সঞ্ঞা (স্ত্রী) মাটিকে মাটি বলিয়া জানা, মাটি বলিয়া সংজ্ঞা বা চেতনা, মৃত্তিকা-সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

পঠবীসঞ্ঞিন (বিণ) ধ্যানে পৃথিবী বা মাটি সংজ্ঞাযুক্ত, "**পঠবী কসিণ**" অর্থাৎ পৃথিবী বা মাটি আছে এরূপ সজ্ঞান বা আত্মচেতনা অথবা নিজ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ, মৃত্তিকা সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এমন, মাটিকে মাটি বলিয়া জানে এমন। ⟹ **সঞ্ঞিন**।

পঠবীসঞ্ঞিনিযো (বিণ, স্ত্রী, বহুবচন) যাহার সাংসারিক বা বৈষয়িক বিষয়ে মন লিপ্ত আছে এমন, পার্থিব বা বিষয়াসক্ত মনযুক্ত, যাহার ঐহিক বা সংসারনিষ্ঠ মন আছে এমন। ⟹ **সঞ্ঞিন**।

পঠবীসম (বিণ) পৃথিবী সম, পৃথিবী তুল্য, পৃথিবীর ন্যায়, মৃত্তিকা সদৃশ, মাটির ন্যায়।

পঠবোজ (ক্লী) = **পঠবী ওজ**। ⟹ **পঠবী ওজ**।

পঠবোজা (স্ত্রী) [পঠবী+ওজ] = **পঠব ওজ**। ⟹ **পঠবী**

ওজ্ঝ। = পথবোজ্ঝা।

পডঞ্‌ঞা (বিণ) = **উত্তর**। ⟹ **উত্তর** (২য়)।

পডয্‌হতি = **পরিডয্‌হতি** (⟹ **পরিডহতি**)।

পণ—পণ, গৃহ, দোকান।

পণক (পুং) **জলজ উদ্ভিদ**। = **পণ্ণক** (২)। "**পণক**" শব্দের যৌগিকে ব্যবহার "**ফণক**" শব্দে দ্রষ্টব্য।

পণতি (ক্রি) বিক্রয় করা, বেচা, বিক্রীত হওয়া, ঝুঁকি গ্রহণ করা, বিনিময় করা, বিলাইয়া দেওয়া, বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য করা, চুক্তি করা, দর কষাকষি করা, বাজি রাখা, পণ রাখা। = **বোহরতি অত্তানং বিক্কিণতি** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **পণিতক, পণিয**।

পণমতি (ক্রি) [প+√নম+অ] প্রণাম করা, প্রণতি করা, প্রণিপাত করা, নমস্কার করা, বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নত করা বা হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো, প্রবণ হওয়া, ইচ্ছুক হওয়া, ঝোঁক হওয়া, আনত হওয়া, অবনত হওয়া, রত হওয়া, প্রবর্তিত হওয়া, পূজা করা, ভালবাসা, আদর করা, অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত গণ্য করা, মাথা নিচু করা বা অবনত করা, শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা, সমাদর করা। (অতীত) **পণমি**। (অ-বিণ) **পণমিত, পণত**। (ক্রি-বি) **পণমিত্বা**। (করণে) **পণামেতি**।

পণয (পুং) প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা, প্রার্থনা, শ্রদ্ধা, পরিচয়, বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস, যাচনা, অনুতাপ, স্নেহ, প্রীতি, পীড়া।

পণযে (অতীত ক্রিয়া) বিধান করিলেন। (জাতক) **পণযে দণ্ডং**—দণ্ডবিধান করেন।

পণযেয্যাতি (ক্রি) প্রণয় করে, প্রবর্তিত করে বা করায়, বিধান করে বা করায়। (জাতক) **দণ্ডং পণযেয্যাতি**—দণ্ড বিধান করায়।

পণব—ছোট ঢোল বা করতাল, ছোট ঢাক বা ভেরী। (ধর্মসঙ্গণী) **পণবসদ্দ**। "**পণব**" শব্দের পরিবর্তে "**পটহ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ **পটহ**।

পণাম (পুং) প্রণাম, ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয্যযুক্ত নমস্কার, প্রণতি, প্রণিপাত, অভিবাদন, নমস্কার, নতি, আরাধনা, উপাসনা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মস্তক অবনতকরণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পণামং করোতি** = **অঞ্জলিং করোতি**। ⟹ **পণামেতি**।

পণামিত (বিণ) ১ উত্তোলিত, নত, বিস্তৃত, প্রসারিত। (সূত্রনিপাত) **অঞ্জলী সুপণামিত**। = **পণামেতি** (১)। ২ বিদায় দেওয়া, বরখাস্ত, পদচ্যুত, বিদায়কৃত, প্রত্যাখ্যানকৃত, প্রত্যাখ্যাত, অবসর বা ছুটি দেওয়া হইয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **পণামিত ভিক্খুসঙ্ঘো**। = **পণামেতি** (৩)।

পণামেতি (ক্রি) [প+√নম+এ] ১ সম্মুখ দিকে ঝোঁকা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, টানিয়া লম্বা করা, অত্যুক্তি করা, টানিয়া বাহির করা, উঠানো, তোলা, উঠানো, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ করা, বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মূল্য বৃদ্ধি করা, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সম্বন্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করা, স্ফীত করা, (প্রেত) জাগানো, নোয়া, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো। (বি-ভা) **অঞ্জলিং পণামেতি**—অঞ্জলি নমস্কার করা, যুক্তকর উঠাইয়া নমস্কার করা। ২ বাঁকানো, বক্র হওয়া, পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, বন্ধ করা, নিমীলিত করা, বদ্ধ করা, সংকুচিত করা, গুটানো, বহির্ভূত করা, রুদ্ধ হওয়া। (বিনয়) **কবাটং পণামেতি**— দরজার কবাট বন্ধ করা; **পত্তং পণামেতি**। ৩ চলিয়া যাইতে দেওয়া, কাহাকেও ফিরাইয়া দেওয়া, ছুটি বা অবসর দেওয়া, বিদায় করা বা দেওয়া, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, নিক্ষেপ করা, প্রক্ষেপ করা, দূর করা, বহিষ্কার করা, রহিত করা, অধিকারচ্যুত করা, উচ্ছেদ করা, স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা। ⟹ **পণামতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিসং পণামেতি**। (অতীত) **পণামেসি**। (অ-বিণ) **পণামিত**। (ব-বিণ) **পণামেন্ত**। (ক্রি-বি) **পণামেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পণামীযতি**।

পণামীযতি (ক্রি) = **পণামেতি**। ⟹ **পণামেতি**।

পণিতক (বিণ) গোঁজ দ্বারা বিদ্ধ, খুঁটি দিয়া রক্ষিত, পণ করা বা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে এমন, বাজি রাখিয়া খেলা হইয়াছে এরূপ, বাজি রাখা বা ফেলা হইয়াছে এরূপ। (স্ত্রী) বাজি, বাজির টাকা, খেলায় প্রোথিত খোঁটা বা খুঁটি, খেলায় বাজি রাখা বা পণ রাখা, বাজি, পণ, জুয়াড়ির খেলার সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ড।

পণিদহতি ১ (ক্রি) [প+নি+√দহ+অ] সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করা, অত্যন্ত ইচ্ছা করা, তৃষ্ণা উৎপন্ন করা, বাধ্য করা, সংযুক্ত করা, নিয়োগ করা, স্থাপন করা, রাখা, উপস্থিত করা, ঠিক সোজা করা, চালানো, পথ দেখানো, নিয়ন্ত্রিত করা, ঠিকানা লিখিয়া দেওয়া, আদেশ করা, উপদেশ দেওয়া, পরিচালকের কার্য করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন করা, দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, মনস্থ করা, সংকল্প করা, অভিপ্রায় করা, প্রার্থনা করা, অনুনয় করা, আরাধনা করা, অনুগ্রহ করিয়া বলা (অনুরোধ করিবার রীতি)। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্থায চিত্তং পণিদহিং**। (অতীত) **পণিদহি**। (অ-বিণ) **পণিদহিত, পণিহিত**। (ক্রি-বি) **পণিদহিত্বা, পণিধায**; (সূত্রনিপাত) **বাচং মনঞ্চ পাপকং পণিধায**; (সংযুক্ত নিকায়) **উজুং কাযং পণিধায**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেব-নিকাযং পণিধায**। ২ (কর্মকারকে অব্যয়) লক্ষ্যে, গতিপথে, পরিচালনায়, উপদেশে, আদেশে, তত্ত্বাবধানে, গতিতে, দিকে, অভিমুখে, সম্বন্ধে, প্রায়, কাছাকাছি। (মধ্যম নিকায়) **অজ্ঝারা-কাসুং পণিদহতি**।

পণিধান (স্ত্রী) প্রণিধান, মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা, ধ্যান, যত্ন, সমাধি দ্বারা দৃষ্টি, যোগ, সমাধি, অর্পণ, শ্রদ্ধাবিশেষ, সংকল্প, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিচার-নিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা, স্পৃহা, প্রার্থনা, স্তব, অনুনয়-বিনয়। ⟹ **পণিধি**।

পণিধি (পুং) প্রণিধি, অবধান, প্রার্থনা, মনোযোগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিবেদন, অনুরোধ, অভাব, প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সংকল্প, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, স্তব, অনুনয়-বিনয়। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতো পণিধি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **রাগ-দোস-মোহ পণিধি**। = **পণিধান**।

পণিধিকম্ম (স্ত্রী) দৃঢ় সংকল্পের কার্য, ব্রত প্রদান, প্রতিজ্ঞা করানো, প্রদত্ত সংকল্প। কিন্তু Kern-এর অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে:—গুহ্যে প্রক্ষিপ্ত জলীয় ঔষধ অথবা গুহ্যদ্বারে পিচকারি দিয়া জলীয় ঔষধ প্রয়োগ।

পণিপততি (ক্রি) সম্মুখে পতিত হওয়া, সম্মুখে পড়া।

পণিপাত (পুং) প্রণিপাত, প্রণাম, নমস্কার, আরাধনা, উপাসনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভূমিসাৎকরণ, শায়িত করণ, ভূপাতিত করণ, সম্পূর্ণ শক্তি হ্রাস, সম্পূর্ণ বলহীনতা বা দুর্বলতা, অবসাদ, উদ্যমভঙ্গ, নিরাশা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, অষ্টাঙ্গ প্রণাম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, ভক্তিভরে প্রণতি, শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি।

পণিপাতিক (বিণ) ফুটবল (অর্থাৎ একপ্রকার ফাঁপা গোলাকার বস্তু) সম্বন্ধে নিহিত বা রচিত, নীচ, বিনীত, নম্র, বিনয় প্রদর্শন করে এমন, অনুনয়-বিনয় করে এমন, ধর্মকর্মে রত, ধর্ম-সম্বন্ধীয়।

পণিয (স্ত্রী) পণ্যদ্রব্য, বিক্রয় করিবার বস্তু, মূল্য, মাশুল, বিক্রয়ের জিনিস, মাল, বিক্রয়ের সামগ্রী। (জাতক) **উচ্চাবচানি পণিযানি**—অধিক মূল্যের এবং অল্প মূল্যের পণ্যদ্রব্য। = **ভণ্ড**। জাতক অর্থকথা এবং বিমানবথু অর্থকথায়ও দ্রষ্টব্য। (পুং) বণিক, ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসাদার, বাণিজ্য-জাহাজ। (বিণ) পণ্য, বিক্রেয়, ব্যবহার্য, ভোক্তব্য, বিক্রেয় অথবা ক্রেয়, বিক্রয়যোগ্য।

পণিহিত (বিণ) প্রণিহিত, অর্পিত, স্থিরকৃত, সমাহিত, প্রসারিত, প্রাপ্ত, নিয়োজিত, প্রযুক্ত, মনোনিবেশিত, ব্যবহৃত, প্রযোজ্য, মনোনিবিষ্ট, উপযুক্ত, স্থাপিত, কিছুর প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দমিত, শাসিত, নিয়ন্ত্রিত, আদিষ্ট, পরিচালিত, সুপরিচালিত, সুনিয়ন্ত্রিত, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ়সংকল্পিত। (ধর্মপদ) **সম্মা পণিহিতং চিত্তং**। (সুত্তনিপাত) **সুপণিহিত মনো** = **সুট্‌ঠু ঠপিতো অচলো মনো** (সুত্তনিপাত অর্থকথা)। (প্রতিসম্ভিদামাগ) **পণিহিত বিমোক্‌খ**। "**অপ্পণিহিত**" শব্দ "**সমাধি**" এবং "**বিমোক্‌খ**" শব্দের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহার অর্থ হয়:—সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা হইতে বিমুক্ত।

পণীত (বিণ) ১ রচিত, নির্মিত, পাক করিয়া প্রস্তুত (ব্যঞ্জনাদি), কথিত, প্রেরিত, প্রবিষ্ট, নিক্ষিপ্ত, পর্যন্ত আনা হইয়াছে অথবা বাহিরে আনা হইয়াছে এরূপ, কার্যকরী, বিষয়ে প্রযুক্ত, ব্যবহারিক, নিযুক্ত, নিয়োজিত, কার্যে পরিণত, নির্বাহকৃত, সম্পাদিত। শাস্তি বিধান সম্বন্ধে:—(পেতবথু) **পণীত দণ্ড**—শাস্তি বা দণ্ডপ্রাপ্ত; = **ঠপিত সরীর-দণ্ড** (পেতবথু অর্থকথা); ⟹ **পণেতি**। ২ (প্রয়োগে:—) বাহিরে বা সম্মুখে আনীত, উচ্চ করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে এমন, উত্তোলিত, উন্নত, গৌরবান্বিত, উচ্চ, মহৎ, আড়ম্বরশালী, গর্বিত, চমৎকার; (খাদ-সম্বন্ধে প্রায়ই ব্যবহার দৃষ্টে অর্থ হয়:—) প্রণীত, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম, রাশীকৃত, পুঞ্জীভূত, প্রচুর, পর্যাপ্ত। = **উত্তম**, **উড়ার**, **অতুল**; (বিপ) **হীন**, **লূখ**। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মা গম্ভীরা ... পণীতা ...**; **পণীত খাদনীয**; **পণীত-হীন-মজ্ঝিম ধাতু**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মো গম্ভীরো** ইত্যাদি; **পণীত ধাতু**; **পণীত পণিধি**; **পণীতা ধম্মা**; **পণীতং এতং পদং**; **পণীত সত্তা**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **পণীত অধিমুত্ত**—শ্রেষ্ঠ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত। (পেতবথু অর্থকথা) **পণীত আহার**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পণীত ভোজন**। (তুলনীয়) **পণীততর**। (যৌগিকে) **পণীত অভিক্কন্ততর** (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **পণেতি**।

পণীতক (বিণ) গোঁজ দ্বারা বিদ্ধ। = **পণিতক** (বিণ)। (স্ত্রী) জুয়াড়ির খেলার সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ড। = **পণিতক** (স্ত্রী)।

পণীততর (বিণ) অতি শ্রেষ্ঠ, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, অতি প্রণীত, অতিশয় উন্নত, অত্যন্ত গৌরবান্বিত, অতিশয় তৃপ্তিকর, অত্যন্ত সুস্বাদু, পরমানন্দজনক।

পণীতদণ্ড (বিণ) শাস্তি বিধান করা হইয়াছে এমন, শাস্তিপ্রাপ্ত, প্রচুর বা অধিক পরিমাণে দণ্ডঘাতের শাস্তি বিধান করা হইয়াছে এমন। ⟹ **দণ্ড** (৩)।

পণীতভোজন (স্ত্রী) প্রণীত ভোজন, উত্তম আহার, শ্রেষ্ঠ খাদ্য ভোজন, উৎকৃষ্ট ভোজন, প্রচুর খাদ্য। (বিপ) **লূখভোজন**।

পণীতমত (স্ত্রী) প্রণীত দৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, উত্তম অভিপ্রায়, উত্তম সিদ্ধান্ত, শ্রেষ্ঠ মত। ⟹ **মত** (১)।

পণুদতি = **পনুদতি**। ⟹ **পনুদতি**।

পণুন্ন (বিণ) = **পনুন্ন**। ⟹ **পনুন্ন**।

পণেতি (ক্রি) [প+√নি+এ] কিছুর দিকে চালাইয়া নেওয়া অথবা চালিত করা, বাহির করিয়া আনা, প্রমাণস্বরূপ অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন করা, দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা; (চরিত্রে) (শাস্তি বা জরিমানা) স্থির করা। (বি-ভা) **দণ্ডং পণেতি**—শাস্তি বিধান করা, শাস্তি দেওয়া

(দীর্ঘনিকায়)। (অতীত) **পণেসি**। (অ-বিণ) **পণীত**। (ক্রি-বি) **পণেত্বা**।

পণ্ড—(নপুংসক বলিয়া) একপ্রকার গালি বিশেষ, যেমন— **পণ্ড ভণ্ড পরিভাসে**। ⟹ **ভণ্ডতি**।

পণ্ডক (পুং) নপুংসক, খোজা, দুর্বল প্রাণী। (বিণ) নপুংসক জাতীয়, খোজা জাতীয়। ⟹ **যক্খ** (৪ঘ)।

পণ্ডক যক্খ (ক্লী) নপুংসক বা খোজা জাতীয় যক্ষ। ⟹ **পণ্ডক** (বিণ)।

পণ্ডর (বিণ) সাদা, শ্বেত, শুভ্র, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, পীতাভ, কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ বিশিষ্ট, পাণ্ডুর, পাণ্ডুবর্ণ, ফ্যাকাসে, মলিন, ফিকে রং বিশিষ্ট, ফিকে। (ধর্মসঙ্গণী) **পণ্ডরচিত্ত; পণ্ডর মন**। = সেত।

পণ্ডরস—পত্রজাতীয় খাদ্যের স্বাদ। ⟹ **খন্ধরস**।

পণ্ডিকা (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় নপুংসক। (বিনয়) **ইত্থি পণ্ডিকা**। ⟹ **পণ্ডক**।

পণ্ডিচ্চ (ক্লী) পাণ্ডিত্য, পণ্ডিতের ভাব, পণ্ডিতের ধর্ম, বিচক্ষণতা, বিদ্যা, জ্ঞান, নিপুণতা, চতুরতা, দক্ষতা, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা। = **পণ্ডিতস্স ভাবো** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। (জাতকে) **পণ্ডিচ্চিয**।

পণ্ডিচ্চিয (ক্লী) = **পণ্ডিচ্চ**।⟹ **পণ্ডিচ্চ**।

পণ্ডিত (বিণ) পণ্ডিত, বিদ্যান, শাস্ত্রজ্ঞ, দক্ষ, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, সতর্ক, বিমৃষ্যকারী, অভিজ্ঞ, কৌশলী। (ধর্মসঙ্গণী) **হিরী চ ওত্তপ্পঞ্চ, ইমে ধম্মা পণ্ডিতা; সব্বে পি কুসলা ধম্মা পণ্ডিতা**। (বিনয়) **পণ্ডিতো বুদ্ধিমন্তো**। (দীর্ঘনিকায়) **পণ্ডিত বেদনিয**—কেবল পণ্ডিতলোকের বোধগম্য। (বিপ) **দুপ্পঞ্ঞ**। (সংযুক্ত নিকায়) **পণ্ডিত বিযত্ত মেধাবিন; পণ্ডিত ব্যত্ত কুসল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পণ্ডিতা নিব্বানং অধিগচ্ছন্তি**। সূত্রনিপাতে **"জতুকণ্ণি"** এর বর্ণনায়ও **"পণ্ডিত"** শব্দ দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ) **পণ্ডিতমানিন**। (জাতক) **সস পণ্ডিত**। (বিপ) **বাল**। = **সপঞ্ঞ, পঞ্ঞ**। (পুং) জ্ঞানীলোক, পণ্ডিত ব্যক্তি, শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, শিক্ষিত ব্যক্তি, মুনি।

পণ্ডিতক (বিণ, পুং) পাণ্ডিত্যাভিমানী, যেই ব্যক্তি পাণ্ডিত্যের বৃথা বড়াই বা অভিমান করে।

পণ্ডিতপদান (ক্লী) পাণ্ডিত্যগুণ, পাণ্ডিত্য প্রাপ্তি বা লাভ। ⟹ **পদান** (২)।

পণ্ডিতভাব (পুং) পাণ্ডিত্য ভাব, পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নিপুণতা।

পণ্ডিতমানিন (বিণ) পণ্ডিতমানী, পণ্ডিতম্মন্য, পণ্ডিতাভিমানী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, যে ব্যক্তি নিজকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, চতুরতা বা চালাকির জন্য গর্বিত, পাণ্ডিত্যের জন্য গর্বিত, জ্ঞানগর্বিত। ⟹ **মানিন**।

পণ্ডিতমুনি (পুং) পণ্ডিত মুনি, শিক্ষিত মুনি, শিক্ষাপ্রাপ্ত মুনি, অভীষ্ট সিদ্ধলাভী মুনি, জ্ঞানি মুনি। = **বেদেহ মুনি**। ⟹ বেদেহ।

পণ্ডিত লক্খণ (ক্লী) পণ্ডিতের চিহ্ন, পণ্ডিতের লক্ষণ, পাণ্ডিত্য লক্ষণ। ⟹ **লক্খণ** (৩বিণ)।

পণ্ডিতবেদনিয ⟹ **পণ্ডিত**।

পণ্ডিত ব্যত্ত (বিণ) পাণ্ডিত্যগুণে অভিজ্ঞ, পাণ্ডিত্যে সিদ্ধ বা দক্ষ, পণ্ডিত, বহুদর্শী। ⟹ **ব্যত্ত** (১), **পণ্ডিত**।

পণ্ডু (বিণ) পাণ্ডু, শুক্লপীত বর্ণ, গৌরবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, ফিকে-লালবর্ণ, ফিকে হলদে বর্ণ, পীতাভ, কিঞ্চিৎ পীত, পাতলা হলদে, ঈষৎ লাল, ধূসর বর্ণ। (থেরীগাথা) **কিসা পণ্ডু বিবণ্ণা; উপ্পণ্ডুপ্পণ্ডুকজাতা**—শীর্ণ-ফিকে অথবা পীতাভ ও বিবর্ণ হইয়াছে এমন।

পণ্ডুক (বিণ) পাণ্ডুবর্ণ। = **পণ্ডু**। **পণ্ডুক রোগ**। এই শব্দটি সম্ভবত **"বন্ধুক"** শব্দের পরিবর্তেই মধ্যম নিকায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পণ্ডুকম্বল (ক্লী) ঈষৎ লাল বা কমলা রঙের অথবা পাণ্ডুবর্ণ কম্বল, লালরঙের কাপড়। = **রত্ত কম্বল** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ইহাকে **"পণ্ডুকম্বল সীলা"** অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনও বলা হয়।

পণ্ডুকম্বল বরাসন (ক্লী) পাণ্ডু কম্বল সদৃশ শ্রেষ্ঠাসন। = **পণ্ডুকম্বল সীলাসন**। ⟹ **পণ্ডুকম্বল**।

পণ্ডুকম্বল সীলা—পাণ্ডু বর্ণ কম্বলের ন্যায় শীল বা পাথর। দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন উক্তরূপ পাথর দ্বারা নির্মিত, তদ্ধেতু উহাকে ইন্দ্রাসন বলা হয়। ⟹ **পণ্ডুকম্বল**।

পণ্ডুকম্বল সীলাসন (ক্লী) পাণ্ডুবর্ণ কম্বলের ন্যায় শীল বা পাথর দ্বারা নির্মিত আসন, দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন। = **পণ্ডুকম্বল সীলা, পণ্ডুকম্বল বরাসন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পণ্ডুকম্বল নামক সীলাসন**। ⟹ **পণ্ডুকম্বল**।

পণ্ডুকরোগ = **পণ্ডুরোগ**। ⟹ **পণ্ডুরোগ**।

পণ্ডুপলাস (ক্লী) পাণ্ডুবর্ণ পত্র, বিবর্ণ পত্র, শুষ্ক পাতা, শীর্ণ পাতা, পরিম্লান পত্র, ক্ষয়প্রাপ্ত বা কুঞ্চিত পাতা, যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য জীবন অর্থাৎ সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক বা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত। ⟹ **পলাস** (১খ)।

পণ্ডুপলাসিক (ক্লী) **পণ্ডুপলাস**। ⟹ **পণ্ডুপলাস**। (বিণ) পরিম্লান পত্রভোজী, শুষ্ক বা শীর্ণ পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন। ⟹ **পলাসিক**।

পণ্ডুমত্তিকা (স্ত্রী) হরিদ্রাবর্ণ দো-আঁশ মাটি, পাণ্ডুবর্ণের সার মাটি, কাদামাটি।

পণ্ডুরোগ (পুং) পাণ্ডুরোগ, কমলা রোগ, ন্যাবা। (বিনয়) **পণ্ডুরোগ আবাধ**। ⟹ **রোগ**।

পণ্ডুরোগ ধাতুক (বিণ, পুং) পাণ্ডুরোগী, পাণ্ডু রোগগ্রস্ত, কমলা রোগগ্রস্ত, ন্যাবাগ্রস্ত, ন্যাবা রোগে পীড়িত। ⟹ **ধাতুক**। = **পণ্ডুরোগিন**।

পণ্ডুরোগিন (বিণ, পুং) পাণ্ডুরোগী, যে ব্যক্তি পাণ্ডু রোগে ভুগিতেছে, পাণ্ডু রোগগ্রস্ত, কমলা রোগে ভুগিতেছে এমন। = **পণ্ডু রোগ ধাতুক**। ⟹ **পণ্ডুরোগ, রোগিন**।

পণ্ডুরোগী (বিণ, পুং) পাণ্ডুরোগী। = **পণ্ডুরোগিন**।

পণ্ডুবীণা (স্ত্রী) (পঞ্চসিক নামক দেবতার) পাণ্ডু বর্ণের বা হলদে রঙের বেণু বা বাঁশি। ⟹ **বেলুব**।

পণ্ডুসীহ—পাণ্ডু বর্ণের সিংহ, পীতাভ বা হলদে বর্ণের সিংহ। ইহা সূত্রনিপাত অর্থকথায় বর্ণিত চারি প্রকার সিংহের মধ্যে একটি।

পণ্ডুসুত্ত—পাণ্ডুবর্ণের সুতা, কমলা রঙের সূত্র, হলদে বর্ণের সুতা।

পণ্ণ (ক্লী) ১ পর্ণ, পত্র, পাতা, পান, তাম্বুল। বিনয়ে উল্লিখিত পান এবং ঔষধরূপে ব্যবহৃত পঞ্চপত্র, যথা—**নিম্বপণ্ণ** (নিম পাতা), **কটুজপণ্ণ** (কটু বা বিস্বাদ জাতীয় পাতা), **পটোলপণ্ণ** (পটোল বা পলতা গাছের পাতা), **সুলসী** (অথবা) **তুলসী পণ্ণ** (তুলসী পাতা), **কপ্পাসিক পণ্ণ** (কার্পাস পাতা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিণপণ্ণ**। (মহানির্দেশ) **পণ্ণং কুচ্চতি পদুম পত্তং**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **খিত্ত-পণ্ণ-কোস-সণ্ঠান**। = **পত্ত**। (বিমানবত্থু) **তালপণ্ণ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **হরিতপণ্ণ; সূপেয্য পণ্ণ**। ২ তালপাতা এবং ভূর্জপত্রাদি—যে সব পাতায় লিখা পড়া করা হয়, কাগজ, লেখাপাতা, চিঠিপত্রাদি, চাঁদার রসিদ, উইল বা ইচ্ছাপত্র দ্বারা দানপত্র ইত্যাদি। ⟹ **পণ্ণাকার**। (তুলনীয়) **পটিপণ্ণ**। (জাতক) **উচ্ছঙ্গগতো পণ্ণং নীহরতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লিখাপণ্ণ**। (জাতক) **পণ্ণং আরোপেতি**—পত্র বা চিঠি প্রেরণ করা; = **পণ্ণং পহিণতি**; = **পণ্ণং পেসেতি**। (জাতক) **পণ্ণং লিখতি**—পত্র বা চিঠি লেখা; **পণ্ণে লিখি**—পত্রে বা কাগজের উপর লিখিয়াছিল; **ইণপণ্ণ**। ৩ টিকিট, নিদর্শন পত্র, ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড, উইলের ক্রোড়পত্র, চিরকুট বা লেবেল। ৪ পক্ষ, ডানা, পাখা, ডানার পালক।

পণ্ণক (ক্লী) ১ কাঁচা পাতা, শাকসবজি, কাঁচা বস্তু। (জাতক) **কারপণ্ণক**। (পেতবত্থু) **পঙ্কো পণ্ণকোচ**; = **কদ্দমো বা উদকচ্ছিকখলো বা** (পেতবত্থু অর্থকথা); কিন্তু এখানে "শুষ্ক বা বিবর্ণ পাতা" অর্থ প্রত্যক্ষরূপে ভুল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিণকট্ঠ-পণ্ণক-সল**—এই পাঠ কি শুদ্ধ? ২ একজাতীয় জলজ গাছের নাম যাহা পর্ণাঙ্গ সদৃশ উদ্ভিদবিশেষ। (যৌগিকে) **সেবাল পণ্ণক**। এই শব্দের বানান **"পণক"** শব্দরূপেও কোনো কোনো স্থানে দৃষ্ট হয়। (যৌগিকে) **সঙ্খ-সেবাল-পণ্ণক** (বিনয়); (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **সঙ্খো'তি দীঘমূলকো পণ্ণসেবালো বুচ্চতি, সেবালো'তি নীলসেবালো, অবসেসো উদক-পপ্পটক-নীল-বীজকাদি সব্বো'তি পণকো'তি সঙ্খং গচ্ছতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সঙ্খ-সেবাল-পণ্ণক** (যাহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে) **উদক-পপ্পটক** (এবং) **নীলমণ্ডুক-পিট্ঠিবণ্ণেন উদকপিট্ঠিং ছাদেত্বা নিবত্ত পণকং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুবণ্ণ পণ্ণক; চক্কবাকো সেবাল পণক-ভকখো**। ৩ লেখা পাতা, টিকিট। = **পণ্ণ** (২,৩)।

পণ্ণকচবর = **পণ্ণসট**। ⟹ **পণ্ণসট**।

পণ্ণকত (বিণ) পাতা দিয়া গড়া, পাতা দ্বারা প্রস্তুত।

পণ্ণকার (পুং) ১ দান, পুরস্কার, যৌতুক। ২ [পণ্ণ+আকার] "লেখার অবস্থার" অর্থাৎ লেখার বিষয়বস্তু, চিঠিতে যে বিষয় লিখিয়া পাঠানো হয় (বিশেষ সংবাদ, টাকার চেক ইত্যাদি)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দসবিধ দিব্ব পণ্ণাকার** (⟹ **ঠান**)। ⟹ **আকার** (১)।

পণ্ণকুটি (স্ত্রী) পর্ণকুটির, পাতার কুঁড়ে ঘর, পাতার তৈরি ঘর।

পণ্ণকোস—পর্ণাবরণ বা পাতার ছাউনি। ⟹ **কোস** (২)।

পণ্ণচ্ছত্ত (ক্লী) পাতার ছাতা বা ছাউনি, পাতার দ্বারা নির্মিত রৌদ্রাবরণ, পর্ণচ্ছত্র, পাতার দ্বারা তৈরি ছাতা। ⟹ **পণ্ণচ্ছত্তক**।

পণ্ণচ্ছত্তক (ক্লী) পাতা দ্বারা তৈরি সামিয়ানা, পাতার রৌদ্রাবরণ বা চাঁদোয়া, পত্রনির্মিত চন্দ্রাতপ। ⟹ **পণ্ণচ্ছত্ত**।

পণ্ণত্তি (স্ত্রী) প্রজ্ঞপ্তি, উপাধি, পরিচিতি। = **পঞ্ঞত্তি**। (জাতক) **পণ্ণত্তিবহার**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লোকপণ্ণত্তি**।

পণ্ণত্তিক (বিণ) প্রজ্ঞপ্তি আছে এমন, নাম আছে এমন, নামধেয়, অভিব্যক্তি বা প্রদর্শন আছে এমন, আবির্ভাব আছে অথবা প্রকাশ আছে এমন, উপাধিযুক্ত, (বিশ্বে) সুপরিচিত, বিখ্যাত। = **পঞ্ঞত্তিক**।

পণ্ণত্তিবহার (ক্লী) প্রজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন, আইন জানানো, নিয়মাবলী প্রকাশকরণ। ⟹ **পণ্ণত্তি**।

পণ্ণধার—পত্রনির্মিত ধারক, পাতার দ্বারা ধারণ করিবার বস্তু (আধার), পর্ণধার, পত্র দ্বারা নির্মিত আধার।

পণ্ণপচ্ছি (স্ত্রী) পাতার দ্বারা তৈয়ারি চুপড়ি, পত্রনির্মিত ঝুড়ি, পাতার ঝুড়ি, কাঁচাবস্তু রাখার ঝাকি বা ঝুড়ি। ⟹ **পচ্ছি**।

পণ্ণপুট—তালপাতার ঝুড়ি, তালপাতা দ্বারা নির্মিত চুপড়ি বা ঝাকি।

পণ্ণভিসি (স্ত্রী) শুষ্ক পাতাপূর্ণ গদি বা তোষক, শুষ্ক পাতা পূর্ণ করিয়া যে গদি বা বালিশ প্রস্তুত করা হয়। ⟹ **ভিসি** (১)।

পণ্ণরস (বিণ) ১৫, পনর, পঞ্চদশ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পণ্ণরস সোড়স বস্‌স**—১৫ অথবা ১৬ বৎসর। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পণ্ণরসহি ভিকখুসতেহি**—১৫ শত ভিক্ষু সহ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পণ্ণরস যোজন**। ⟹ **পঞ্চদস**। (পুং) পঞ্চদশী তিথি, পূর্ণিমা, পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণমাসী। = **পণ্ণরসো উপোসথো** (সূত্রনিপাত)।

(বিমানবত্থু) **পণ্ণরসে ব চন্দো;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পণ্ণরসিযং।**

পণ্ণরস উপোসথ—পঞ্চদশীর বা ১৫ দিনের উপোসথ, পূর্ণিমার উপোসথ। ⟹ **পণ্ণরস।**

পণ্ণবীসং (বিণ) ২৫, পঁচিশ। = **পঞ্চবীসতি, পণ্ণবীসতি।**

পণ্ণবীসতি (বিণ) ২৫, পঁচিশ। = **পঞ্চবীসতি, পণ্ণবীসং।** (জাতক) **পণ্ণবীসতি নারিযো।**

পণ্ণসঞ্ঞা (স্ত্রী) পত্র নিদর্শন, পাতার চিহ্ন, পাতা দ্বারা কৃত পঞ্চ চিহ্ন (অর্থাৎ পাতা বন্ধন করিয়া মাঠে যে সীমা নির্দিষ্ট করা হয় উহার নাম পঞ্চ সংজ্ঞা), পঞ্চ সংজ্ঞা বা পরিচিতি। ⟹ **সঞ্ঞা** (৫)।

পণ্ণসট—ঝরা পাতার স্তূপ, ঝরিয়া পড়া পত্ররাশি, ঝরিয়া পতিত পত্রসমূহ। = **পণ্ণকচবর।** ⟹ **সট।**

পণ্ণসন্থার (পুং) পর্ণশালা, পর্ণের বা পাতার আচ্ছাদন, পাতার ঢাকনা, পর্ণশয্যা, পাতার বিছানা, পাতা দ্বারা তৈরি মাদুর। ⟹ **সঞ্ঞা** (৫)। (বিণ) পত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে এমন, পাতা বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, পাতা দ্বারা ঢাকনা দেওয়া হইয়াছে এমন।

পণ্ণসালা (স্ত্রী) পর্ণশালা, ঋষিদের পর্ণকুটির, মুনিগণের পাতা দ্বারা নির্মিত আশ্রম, পাতার ঘর। (জাতক) **নল-ভিত্তিকং পণ্ণসালং কত্বা।**

পণ্ণসুস (বিণ) যে পাতা (বাতাসে) শুষ্ক হইয়াছে, যে পাতা (বাতাসে বিলাইয়া দিয়া) শুকানো হইয়াছে।

পণ্ণসোস = **পণ্ণসুস।** ⟹ **পণ্ণসুস।**

পণ্ণাকার (পুং) দান, নজর, উপহার।

পণ্ণাস (বিণ) ৫০, পঞ্চাশ। = **পঞ্ঞাস। পণ্ণাস যোজন**—৫০ যোজন। ⟹ **পঞ্চদস, পণ্ণরস।**

পণ্ণাসা (বিণ, স্ত্রী) = **পণ্ণাস।** ⟹ **পণ্ণাস।**

পণ্ণি (স্ত্রী) পর্ণ, পাতা, পত্র। = **পণ্ণ।** (বিনয়) **তকপণ্ণি।**

পণ্ণিক (পুং) যে ব্যক্তি কাঁচা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি শাকসবজি বিক্রয় করে, পুষ্প বিক্রেতা, শাকসবজি বিক্রেতা, যে ব্যক্তি কাঁচা জিনিসের ব্যবসায় করে। (বিণ) কাঁচা দ্রব্য বিক্রয়কারী, শাকসবজি বিক্রয়কারী, কাঁচা জিনিসের ব্যবসায়ী। (জাতক) **পণ্ণিক ধীতা।**

পণ্ণিক গহপতিক (বিণ, পুং) পর্ণশালার মালিক, কাঁচা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী, ঋষি-সম্বন্ধীয়। ইহা সাধারণত ফলাদি কাঁচাদ্রব্য বিক্রয়কারীর অবজ্ঞাসূচক বা কৌতুকজনক অথবা ব্যঙ্গসূচক নামবিশেষ। ⟹ **গহপতিক।**

পণ্ণিকা (স্ত্রী) ফলাদি কাঁচা দ্রব্য, কাঁচা পাতা, কাঁচা শাকসবজি। = **সণ্ণিকা।** (বিনয়) **ন হরীতকা পণ্ণিকং পকিণিতব্ব**—কাঁচা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা অথবা কাঁচা দ্রব্যের ব্যবসায় করা অনুচিত। (জাতক) **পণ্ণিকায সঞ্ঞং অদাসি** (এখানে **"পণ্ণিকায"** ভুল শব্দের স্থলে **"সণ্ণিকায"** পাঠ হইবে)—অঙ্কুশ দ্বারা সংজ্ঞা প্রদান করে বা জানাইয়া দেয় (অর্থাৎ অঙ্কুশবিদ্ধ করিয়া হস্তী চালনা করে)।

পণ্য—পণ্য, পণ্যদ্রব্য। = **পণিয।**

পণ্হ = **পঞ্হ।** ⟹ **পঞ্হ।**

পণ্হি (পুং, স্ত্রী) গোড়ালি, গুল্‌ফ, পদতল, শেষভাগ, কোনো বস্তুর পশ্চাদ্ভাগ, চরণ, গুল্‌ফ-আচ্ছাদনী, ঘোড় সওয়ারের জুতার কাঁটা। (বিনয়) **পণ্হি-সম্ফস্স।** ⟹ **পণ্হিকা।**

পণ্হিকা (স্ত্রী) = **পণ্হি।** ⟹ **পণ্হি।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **পণ্হিকা অট্ঠি**—পায়ের গোড়ালির অথবা পদতলের অস্থি।

পণ্হিন (বিণ) গোড়ালি আছে এমন, পদতল আছে এমন, গুল্‌ফযুক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **আযত পণ্হিন**—(রেখা) অঙ্কিত পদতল বা গোড়ালিযুক্ত (ইহা ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে তৃতীয় লক্ষণ)।

পতঙ্গ (পুং) পতঙ্গ, ফড়িং।

পততি (ক্রি) [√পত+অ] পড়া, পড়িয়া যাওয়া, পতিত হওয়া, অধঃপতিত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া, খালি হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, ক্রমশ ক্ষয় হওয়া, দুর্বল হওয়া, জন্ম হওয়া বা লওয়া, অধিকৃত হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ঘটনাক্রমে আসা বা উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া, অবস্থান্তরে উপনীত হওয়া, পাপে পতিত হওয়া, ভ্রমে পতিত হওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া, হতাশ হওয়া, ঘটা, বেগে ধাবিত হওয়া, অনবধানতার সহিত উচ্চারিত হওয়া, সাগ্রহে আরম্ভ করা, কিছুর উপর পতিত হওয়া, অবতরণ করা, (পক্ষী সম্বন্ধে) উড়িয়া আসিয়া বসা, লাফ দিয়া পড়া। (জাতক) **দীপকে পততি।** (সূত্রনিপাত) **নিরযে পততি।** (বর্তমান কাল, উত্তমপুরুষ, বহুবচনে) **পতামসে।** (অতীত) **পতি;** (সূত্রনিপাত) **সিরসা পতি।** (অ-বিণ) পতিত। (ব-বিণ) **পতন্ত;** (জাতক) **পতন্তা অসনিযা; পতন্তা নাবায।** (ভবিষ্যৎ) **পতস্সতি।** (ক্রি-বি) **পতিত্বা।** (তুম্) **পতিতাযে, পতিতুং।** (করণে) **পাতেতি।**

পতত্থি = **পথদ্ধি।** ⟹ **পথদ্ধি।**

পতত্থিয = **পথদ্ধিয।** ⟹ **পথদ্ধিয।**

পতন (ক্লী) পতন, চলন, স্খলন, ভ্রংশ, শত্রুর অধিকারে গমন, নাশ, অবনতি, পাতিত, বিনাশ, মৃত্যু, ধ্বংস, উচ্ছেদ। (জাতক) **অক্খীনি পতন; গেহ পতন; উসু পতন।**

পতনক (বিণ) পড়িয়া যাইতেছে এমন, পড়িতেছে এমন, পড়ে পড়ে এমন, পতনুন্মুখ।

পতনু (বিণ) খুব সরু, অতিশয় হালকা, খুব পাতলা, অতি শীর্ণ, অত্যন্ত অনিবিড়, অতি বিরল, অতিশয় অপুষ্ট, অত্যন্ত অরোগা বা সুস্থ, অতি সূক্ষ্ম, অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত অসার, খুব জোরালো নয় এমন। ⟹ **প** (২)।

পতপেতি (ক্রি) অতিরিক্তভাবে আলোকিত করা, খুব

উজ্জ্বল করা, অতিশয় দীপ্তিমান করা, অতিরিক্ত কিরণ দেওয়া। = **অতিবিয দীপেতি**। ⟹ **প** (২)।

পতর (ক্লী) পতর, ফাটল, চিড়, ছিদ্র, গর্ত।

পতরতি (ক্রি) [প+তরতি] ১ মধ্য দিয়া যাওয়া, বাহিরে যাওয়া, বাহির দিকে দৌড়ানো, দৌড়াইয়া বাহির হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, ক্রুশ দ্বারা চিহ্নিত করা, রেখা টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, ব্যর্থ করা, হস্তক্ষেপ করা, আড়াআড়িভাবে থাকা। (অতীত) **পতরি**। ২ প্লাবিত করা, অভিভূত করা, উথলিয়া পড়া, ছাপাইয়া ওঠা, অধিক হওয়া, (জল সম্বন্ধে) উথলাইয়া পড়া। (করণে) **পতারেতি**।

পতলিযে ⟹ **অটল**।

পতাকা (স্ত্রী) পতাকা, নিশান, ধ্বজপট, চিহ্ন, সৌভাগ্য, নাটকের অঙ্গবিশেষ, (রাজার, দেশের, সৈন্যদলের) পতাকা বা নিশান, শোভাযাত্রা ইত্যাদির সময়ে ব্যবহৃত প্রতীকযুক্ত পতাকা, ধ্বজা। = **পটাক**, **পটাকা**। (তুলনীয়) **ধজ**।

পতাপ (পুং) প্রতাপ, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধন-সৈন্যাদিজনিত তেজ, আতপ, উষ্ণতা, শৌর্যবীর্য, সন্তাপ, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, মহত্ব, মহিমা, মর্যাদা, উচ্চ ধরনের চালচলন, রাজপদবি, রাজা বা রানীর সম্মানসূচক উপাধি, উচ্চাঙ্গের বাক্য প্রয়োগ প্রণালী। = **তেজ**, **আনুভাব**।

পতাপবন্ত (বিণ) প্রতাপান্বিত, প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, প্রভাবশালী, তেজস্বী, ক্ষমতাশালী, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকালো, গৌরবমণ্ডিত, গৌরবান্বিত, চমৎকার, অত্যন্ত সন্তোষজনক, মহৎ, রাজযোগ্য, মহত্ববিশিষ্ট, উদার, মহান, অত্যুন্নত। = **জুতিমন্তুতায পতাপবন্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পতাপবন্তু (বিণ) = **পতাপবন্ত**। ⟹ **পতাপবন্ত**।

পতাপেতি (ক্রি) [প+√তাপ+এ] ঈষৎ দগ্ধ করা, ভাজা, ঝলসানো, ঝলসাইয়া যাওয়া, শুষ্ক হওয়া, উত্তপ্ত করা বা হওয়া, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, জ্বালাইয়া ফেলা, পড়িয়া ফেলা। = **অতিবিয দীপেতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **পতাপেসি**। (অ-বিণ) **পতাপিত**।

পতাযতি (ক্রি) বিস্তৃত হওয়া, ছড়াইয়া পড়া, ব্যাপ্ত হওয়া, বিছানো, বিস্তার করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কোধো পতাযতি**। (জাতক অর্থকথায়) **নিকখমতি**; কিন্তু kern-এর অনুবাদে— "বিক্রয়ের জন্য হওয়া"।

পতারযি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পতারেতি**।

পতারেতি (ক্রি) প্লাবিত করা, উথলাইয়া ফেলা, বাহির করা, বাহির হইবার কারণ করা, স্বপক্ষে আনয়ন করা, কারণে আনয়ন করা। (তুলনীয়) **পকরোতি**। (অতীত) **পতারযি** [জাতক মতে—"চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, (= **'পতরতি, বাযমতি'** জাতক অর্থকথা অনুসারে; কিন্তু Rhys Davids-এর মতে অর্থ করা হইয়াছে—'বাহির হওয়া, চলিয়া যাওয়া') নিশ্চয় করিয়া বলা, সমর্থন করা, দাবি করা" অর্থে]। ⟹ **পতরতি** (২)।

পতি ১ (পুং) পতি, স্বামী, ভর্তা, রক্ষক, প্রভু, নায়ক, শাসনকর্তা, উর্ধ্বতন ব্যক্তি, প্রধান ধর্মযাজক, পার্লামেন্টের অভিজাত সম্প্রদায়ের সভ্য, শিক্ষক, অধিনায়ক, অধিকারী লোক, নেতা, তরুণ ভদ্রলোক, নিয়োগ কর্তা, অধ্যক্ষ, স্বত্বাধিকারী লোক, অধিপতি, মালিক, অগ্রগামী লোক, পথপ্রদর্শক, দলপতি। **ক** সাধারণত:—(দীর্ঘনিকায়) **খেত্তানং পতি**; (টীকায়) **খেত্তানং অধিপতি**। প্রায়ই শব্দের ব্যবহারে দেখা যায়:—**গবম্পতি**, **গহপতি**, **দানপতি**, **যূথপতি**, **সেনাপতি**। **খ** পতি, স্বামী, কর্তা, গৃহস্বামী। ⟹ **সপতিক**, **পতিব্বতা**, **পতিক**। ২ (উপপদ বা উপসর্গ পদ) বিরুদ্ধে, সংস্পর্শে, সংঘাতে, সামনে, তুলনায়, বিপক্ষে, অপেক্ষায়, বিরুদ্ধ, বিপরীত, সম্মুখবর্তী, সামনাসামনি, যেই রাজনৈতিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করে না সেই সম্বন্ধে প্রযুক্ত (শব্দ), দিকে, অভিমুখে, সম্বন্ধে, প্রায়, কাছাকাছি। = **পটি**। পালি উপসর্গ পদ **"পতি"** শব্দ হইতে বৈদিক উপসর্গ পদ **"প্রতি"** শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু বুদ্ধযুগের পরবর্তীকালে এই **"পতি"** শব্দটি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার সহিত উচ্চারণ ভেদে ব্যঙ্গ হইয়া **"পটি"** শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে, যেমন—(বুদ্ধের সময়কালীন বা প্রাকৃত পালি উচ্চারণ) **পতিট্‌ঠিত**, (বৈদিক উচ্চারণ) প্রতিষ্ঠিত, (পরবর্তী ব্যঙ্গ পালি উচ্চারণ) **পটিট্‌ঠিত** ইত্যাদি। ৩ (অতীত ক্রিয়া) পড়িয়াছিল, পতিত হইয়াছিল, পড়িয়া গিয়াছিল। ⟹ **পততি**।

পতিক—এই শব্দটির শুদ্ধপাঠ **"পাটিক"**। ⟹ **পাটিক**।

পতিকুল (ক্লী) পতিকুল, স্বামীর জ্ঞাতিগোষ্ঠী, যেই বংশে বা পরিবারে স্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বংশ বা পরিবার।

পতিচয = **পটিচয**। ⟹ **পটিচয**।

পতিট্‌ঠতি (ক্রি) [পতি+√ঠা+অ] পুনরায় দাঁড়ানো, পুনর্বার খাড়া হওয়া, পুনরায় দাঁড়াইয়া ক্রয় করা বা গ্রহণ করা, পুনরায় ঘুষাঘুষি হয় এরূপ নিদারুণ যুদ্ধ হওয়া।

পতিট্‌ঠহতি (ক্রি) = **পতিট্‌ঠাতি**। ⟹ **পতিট্‌ঠাতি**।

পতিট্‌ঠা (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়, স্থাপনা, পরিত্রাণ, শরণ, ত্রাণকর্তা, সাহায্য, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, অবলম্বন, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারগ্রহণকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, বিশ্রাম স্থান, অবস্থান, অবস্থিতি, সাময়িক অবস্থান, প্রবাস, বিরাম, ঠেকনা, বাধা, আটক, সহ্য করিবার ক্ষমতা, ভূমি, ময়দান, মাঠ, ভিত্তি, কারণ; (আধ্যাত্মিক

বিষয় সম্বন্ধীয় অর্থে:—) সাহায্যকারী বিষয় বা বস্তু, সহায়, সহায়তা, মুক্তির আশ্রয়। = **তাষিতা**। ⟹ **দীপ** (২)।

পতিট্ঠাতব্ব (ভ-বিণ) প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য, দৃঢ় বা বিধিবদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত। ⟹ **পতিট্ঠাতি**।

পতিট্ঠাতি (ক্রি) [পতি + √ঠা + অ] প্রতিষ্ঠিত করা বা হওয়া, দৃঢ় হওয়া, বিধিবদ্ধ হওয়া, স্থাপিত হওয়া, আইন অনুসারে প্রমাণ হওয়া, দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হওয়া, আশ্রয় খুঁজিয়া পাওয়া, নিজেকে দৃঢ় করা বা প্রতিষ্ঠিত করা, খাড়া হওয়া, অবস্থান করা, অবস্থিতি করা, বিশ্বাস করা, ধরিয়া রাখা। (অতীত) **পতিট্ঠহি, পতিট্ঠাসি;** (ধর্মপদ অর্থকথা) **সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাহি**। (অ-বিণ) **পতিট্ঠিত**। (ব-বিণ) **পতিট্ঠহন্ত**। (ভবিষ্যৎ) **পতিট্ঠহিস্সতি, পতিট্ঠহেস্সতি**। (ভ-বিণ) **পতিট্ঠাতব্ব, পতিট্ঠিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পতিট্ঠহিত্বা, পতিট্ঠায;** (জাতক) **রজ্জে পতিট্ঠায**। (তুম্) **পতিট্ঠিতুং, পতিট্ঠাতুং**। (করণে) **পতিট্ঠাপেতি**।

পতিট্ঠান (ক্লী) প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত করণ, দৃঢ়করণ, স্থাপনকরণ, প্রতিষ্ঠা করণ, খাড়া করণ, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সংস্থা, কার্যালয়, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, ভারবহনকারী বা সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, (মুক্তির) ভূমি বা কারণ, ব্রত সমাপন বিষয়ে কর্তব্যকর্ম, পূজাঙ্গ সংস্কারবিশেষ, লোকহিতার্থ যৌথ ব্যাপার, সমিতি, সঙ্ঘ।

পতিট্ঠাপিত (বিণ) প্রতিস্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, স্থাপিত, রক্ষিত, অর্পিত, আরোপিত, সন্নিবেশিত। ⟹ **পতিট্ঠাপেতি**।

পতিট্ঠাপিতত্ত (ক্লী) প্রতিস্থাপিতত্ব, প্রতিষ্ঠা, সংস্থাপন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়।

পতিট্ঠাপিতর (বিণ, পুং) প্রতিষ্ঠাকারী, স্থাপনকারী, যে ব্যক্তি স্থাপন করে, সাহায্যকারী, আশ্রয়দাতা।

পতিট্ঠাপেতি (ক্রি) প্রতিষ্ঠিত করা, দৃঢ় করা বা হওয়া, বিধিবদ্ধ করা, স্থাপিত করা, আইনানুসারে প্রমাণ করা, প্রতিষ্ঠা করা, খাড়া করা, পদাভিষিক্ত করা, অভিষেক করা, আসনস্থ করা, (যন্ত্রাদি) বসানো, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, আবদ্ধ করা, মূল্য নির্ধারণ করা, দাম ঠিক করা, তারিখ নির্ধারিত করা, স্থায়ীভাবে থাকা, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া, রাখা। ⟹ **বংস** (৩), **পতিট্ঠাতি**। **সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাপেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সরণেসু চ সীলেসু চ পতিট্ঠাপেতি; চেতিযং পটিট্ঠাপেতি; উপাসকভাবে পতিট্ঠাপেতি; হত্থে পতিট্ঠাপেতি**। (অতীত) **পতিট্ঠাপেসি**। (অ-বিণ) **পতিট্ঠাপিত**। (ব-বিণ) **পতিট্ঠাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **পতিট্ঠাপেত্বা, পতিট্ঠাপিয**।

পতিট্ঠাপেতু (পুং) প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপয়িতা, স্থাপনকারী লোক, স্থাপক, সম্পত্তিদাতা, যে ব্যক্তি স্থাপন করে, যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে।

পতিট্ঠাহ (ক্লী) পদস্থাপন করিয়াছে এমন অবস্থা, লাগিয়া রহিয়াছে এমন অবস্থা, ধারণ করিয়াছে এরূপ অবস্থা, সংসক্তি, নাছোড়বান্দা ভাব, একগুঁয়েমি, আঠালো ভাব। এই শব্দের পরিবর্তে চুল্লনিদ্দেসে এবং ধর্মসঙ্গণীতে **"পটিগ্গাহ"** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পতিট্ঠিত (বিণ) প্রতিষ্ঠিত, বিখ্যাত, প্রশংসিত, সম্মানিত, সমাপিত, স্থিত, স্থাপিত, সংস্কৃত, সংস্কারকৃত, বদ্ধমূল, অধিগত, বিধিবদ্ধ, দৃঢ়, আইনানুসারে প্রমাণিত, স্থিরীকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, মীমাংসিত, স্থির, সুদৃঢ়, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষিত, পোশাকে সজ্জিত, অবস্থিত, খাড়াকৃত, রক্ষিত, নিবারিত, বিলম্বকৃত, প্রতীক্ষিত, অপেক্ষিত, অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে এমন, দাঁড় করানো হইয়াছে এমন, দণ্ডায়মান, খাড়া, স্থায়ী, বদ্ধ, চলাচল রহিত, নির্ধারিত, সহ্যকৃত, প্রতিপালিত, সপ্রমাণিত, সমর্থিত, ঠেস দিয়াছে এমন, সহায়তা প্রাপ্ত, সাহায্যকৃত, নির্মিত, ভিত্তি স্থাপিত। ⟹ **পতিট্ঠাতি**। (দীর্ঘনিকায়) **সুপতিট্ঠিত চিত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মেসু পতিট্ঠিত**। (জাতক) **কুচ্ছিম্হি পতিট্ঠিত; রজ্জে পতিট্ঠিত**। (পেতবত্থু) **দুস্সীলেসু পতিট্ঠিত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পতিট্ঠিত গব্ভা; পতিট্ঠিত সদ্ধ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জাত পতিট্ঠিত**।

পতিট্ঠিতং (ক্লী) বিন্যাস, নিষ্পত্তি, নির্ধারণ, স্থিরকরণ, মীমাংসা, স্থাপন, অবধারণ।

পতিট্ঠিতব্ব = **পতিট্ঠাতব্ব**। ⟹ **পতিট্ঠাতব্ব**।

পতিট্ঠীযতি (ক্রি) কঠিন হওয়া, শক্ত হওয়া, পাষাণ-হৃদয় হওয়া, একগুঁয়ে হওয়া, প্রতিরোধ করা অথবা প্রতিরোধের শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করা, প্রতিবন্ধ হওয়া, বাধা দিতে চাওয়া। (অতীত) **পতিট্ঠীয**।

পতিত (বিণ) পতিত, অধোগত, যে বা যাহা পড়িয়া গিয়াছে এমন, অকৃষ্ট, চলিত, গলিত, পাপী, নীচ। পেতবত্থু অর্থকথায় কিন্তু **"পাতিত"** শব্দ দ্বারা পাঠ হইয়াছে। ⟹ **পততি**।

পতিতক (বিণ) (কিছুর মধ্যে) পতিত অথবা নিক্ষিপ্ত, বিন্দু বিন্দু করিয়া অথবা চুয়াইয়া ফেলানো হইয়াছে এমন।

পতিতপত্ত (বিণ) পতিত পত্র, পত্রহীন, যে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। = **নিপ্পত্ত** (২), **সংসীনপত্ত**।

পতিতভার = **পন্নভার**। ⟹ **পন্নভার**।

পতিতাযে (তুম্) পড়িতে, পতিত হইতে। ⟹ **পততি**।

পতিত্থ (ক্লী) [প+তিত্থ] সরোবরের কিংবা নদীর তীর। (সংযুক্ত নিকায়) **সুপতিত্থ**।

পতিত্থম্ভতি (ক্রি) = **পটিত্থম্ভতি**। ⟹ **পটিত্থম্ভতি**।

পতিদেবতা (স্ত্রী) পতিদেবতা, পতিরূপ দেবতা, যে

স্ত্রীলোক নিজ স্বামীকে দেবতার ন্যায় দর্শন করে, স্বামী পূজারিণী স্ত্রী, স্বামীর অনুরক্তা স্ত্রী। ⟹ **দেবতা**।

পতিনন্দতি (ক্রি) = **পটিনন্দতি**। ⟹ **পটিনন্দতি**।

পতিনন্দিত (বিণ) = **পটিনন্দিত**। ⟹ **পটিনন্দিত**।

পতিপত্তিক্কম = **পটিপত্তিক্কম**। ⟹ **পটিপত্তিক্কম**।

পতিপীলনখেন= **পটিপীলনটঠেন**। ⟹ **পটিপীলনটঠেন**।

পতিব্বতা (স্ত্রী) পতিব্রতা, সতী, সাধ্বী, স্বামীর অনুগতা স্ত্রী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বামীর অনুরক্ত স্ত্রী। (তুলনীয়) **পতিদেবতা**।

পতিব্বাতি (ক্রি) = **পটিভাতি**। ⟹ **পটিভাতি**।

পতিভাতুক (পুং) দেবর, ভাসুর, স্বামীর ভাই। ⟹ **ভাতুক**।

পতিমন্তেতি (ক্রি) = **পটিমন্তেতি**। ⟹ **পটিমন্তেতি**।

পতিমা (স্ত্রী) প্রতিমা, প্রতিমূর্তি। = **পটিমা**।

পতিরূপ = **পটিরূপ**। ⟹ **পটিরূপ**।

পতিরূপক = **পটিরূপক**। ⟹ **পটিরূপক**।

পতিরূপতা = **পটিরূপতা**। ⟹ **পটিরূপতা**।

পতিলীন = **পটিলীন**। ⟹ **পটিলীন**।

পতিলীন নিসভ = **পটিলীন নিসভ**। ⟹ **পটিলীন নিসভ**।

পতিলীযতি = **পটিলীযতি**। ⟹ **পটিলীযতি**।

পতিলীযন = **পটিলীযন**। ⟹ **পটিলীযন**।

পতিলেনেতি = **পটিলেনেতি**। ⟹ **পটিলেনেতি**।

পতিবত্ততি = **পটিবট্টতি**। ⟹ **পটিবট্টতি**।

পতিবত্তেতি = **পটিবট্টেতি**। ⟹ **পটিবট্টেতি**।

পতিবিযোগ (পুং) পতিবিয়োগ, যে স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, স্বামী হইতে বিচ্ছেদ, পতিবিরহ। ⟹ **বিযোগ**।

পতিব্যূহতি = **পটিব্যূহতি**। ⟹ **পটিব্যূহতি**।

পতিসল্লান = **পটিসল্লান**। ⟹ **পটিসল্লান**।

পতিসল্লীন = **পটিসল্লীন**। ⟹ **পটিসল্লীন**।

পতিসিব্বিত = **পটিসিব্বিত**। ⟹ **পটিসিব্বিত**।

পতিসেবতি (ক্রি) = **পটিসেবতি**। ⟹ **পটিসেবতি**।

পতিসোতং (ক্রি-বিণ) স্রোতের বিপরীত দিকে। = **পটিসোতং**।

পতিস্সত (বিণ) মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক। = **পটিস্সত**।

পতিস্সব = **পটিস্সব**। ⟹ **পটিস্সব**।

পতিস্সা = **পটিস্সা**। ⟹ **পটিস্সা**।

পতীচি (স্ত্রী) পশ্চিম দিক, পশ্চিম দিকস্থ দেশসমূহ, প্রতীচী, প্রতীচীন, প্রতীচ্য।

পতীত (বিণ) প্রতীত, জ্ঞাত, অনুভূত, সম্মানিত, আনন্দিত, নিরতিশয় আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল। = **পহটঠ** (২)।

পতীযতি (ক্রি) (কর্মবাচ্যে) ১ আনাইয়া ফেলে, পাতিত করে। ২ (অকর্মক ক্রিয়ায়) দৌড়াইয়া পালায়। = **পলাযতি** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **পাতেতি**, **পততি**।

পতু (পুং) পণ্ডিত ব্যক্তি, চতুর লোক।

পতেয্য (ক্রি) পতিত হয়, পড়ে। (বি-ভা) **অলম্পতেয্য** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **কুমারিকা অলম্পতেয্য**—নিশ্চিত স্বামী পাইবার উপযুক্তা কুমারী অর্থাৎ কুমারীটি বিবাহযোগ্যা।

পতোদ (পুং) প্রতোদ, পাচনবারি, চালকের হস্তস্থিত তাড়নদণ্ড, রাখালের তাড়নযষ্টি, অঙ্কুশ, বেধন, ডাঙ্গস, সূচি, সূচ্যগ্রযন্ত্র, উত্তেজনা, অনুতাপ, যাতনা, বিষমক্লেশ, উত্তেজক, পর্বতমালা হইতে উদ্‌গত পর্বত, অশ্বারোহীর জুতার কাঁটা, অশ্বতাড়নী, চাবুক।

পতোদক (ক্লী) অশ্বারোহীর জুতার কাঁটা, অশ্বতাড়নী, চাবুক, পর্বতমালা হইতে উদ্‌গত পর্বত, উত্তেজক, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ধাক্কা মারা বা গুঁতা মারা। (বি-ভা) **অঙ্গুলি পতোদক**—মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কনুই বা আঙ্গুল দিয়া ধাক্কা মারা অথবা গুঁতা মারা, (বিনয় গ্রন্থানুসারে) সুড়সুড়ি দেওয়া, কাতুকুতু দেওয়া, আনন্দ দান, সন্তোষ বিধান।

পতোদযটঠি = **পতোদলটঠি**। ⟹ **পতোদলটঠি**।

পতোদলটঠি (স্ত্রী) প্রতোদযষ্টি, পাচনবারি, চালক বা রাখালের হস্তস্থিত লাঠি, অঙ্কুশযষ্টি। ⟹ **লটঠি**।

পতোদেহি (ক্রি, পঞ্চমী) বিদ্ধ করো, ছিদ্র করো, ভেদ করো। = **নিব্বিজ্ঝতি**।

পত্ত ১ (ক্লী) **ক** পাখির ডানা, (ডানার) পালক। (বিনয়) **কুক্কুটপত্ত**—(সেলাই কাজের জন্য সুচের পরিবর্তে ব্যবহৃত) মুরগির পালক। **খ** গাছের পাতা, গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠা, পত্র, পাতা, কবাটের বা জানালার বাইল, (ধাতু ইত্যাদির) পাত। ⟹ **পোক্খর** (১)। (চুল্লনিদ্দেস) **সঞ্ছিন্নপত্ত; পোক্খরপত্ত**। (মহানিদ্দেস) **পদুমপত্ত**। = **পণ্ণ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তালপত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিগ্রোধপত্ত; অসি-পত্ত-বন**। **গ** ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র পাতলা টুকরা বস্তু যাহা বীণাযন্ত্রে লাগানো হয়। **২** (পুং, ক্লী) পাত্র, ভাজন, বাটি, বাটির মধ্যস্থ জিনিস, খোল, কলিকা, কলকে, কাঠের বল; (বিনয়গ্রন্থ বর্ণনায়) ভিক্ষুদের পিণ্ডপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র। (বিনয়) **পত্তে পূরেসুং**। (জাতক) **পত্তং থবিকায পক্খিপতি; পুণ্ণপত্তং** দেতি—পাত্র পূর্ণ করিয়া অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া। (বহুবচনে) **পত্তানি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আবিগন্ধিক-আহতো অযোপত্তো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পত্তং পূরেতি**। বিনয়শাস্ত্রে তিন প্রকার পাত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**অযোপত্ত** (লৌহপাত্র), **মত্তিকাপত্ত** (মাটির পাত্র), **দারুপত্ত** (কাঠের পাত্র)। (মধ্যম নিকায়) **উদপত্ত**। (তুলনীয়) **উদপত্তকিনী**। (জাতক) **পত্তস্সমুখবট্টি**। ⟹ **পাতি**। **৩** (বিণ) প্রাপ্ত, লব্ধ, অর্জিত, উপার্জিত, সাধিত, চেষ্টায় অর্জিত, উপনীত, পৌছিয়াছে এমন, নাগাল পাইয়াছে এমন, উৎপন্ন,

শিক্ষাপ্রাপ্ত, প্রবর্তিত, ঘটিত, আহার্যপ্রস্তুত, ভোজনকৃত, রোগাক্রান্ত, আয়ত্ত, সম্পাদিত, অধিগত, জ্ঞাত, উপস্থিত, প্রসারিত। ⟹ **পাপুণাতি**। (ধর্মপদ) **নিব্বানং পত্ত**। (জাতক) **বিনাসং পত্ত; সমুদ্দংপত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনয ব্যসন পত্ত; সীসচ্ছেদং পত্ত; মনুস্সভাবং পত্ত; উম্মাদপ্পত্ত**। (জাতক) **জরপ্পত্ত; দুক্খপ্পত্ত; দোমনস্সপ্পত্ত; পত্তিপ্পত্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **বলপ্পত্ত**। (জাতক) **বযপ্পত্ত; সোমনস্সপ্পত্ত**। (মধ্যম নিকায়) **হরিতুপ্পত্ত**। অব্যয়পদের ন্যায় ইহার "সহিত, পরে" ইত্যাদি অর্থে:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **পত্তাভিসেক**। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **পত্তুণ্ণ**। (বিনয়) **পত্তধম্মা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পত্তিধম্ম**। **পত্তমানস**। **সত্তপত্ত**। **পত্তসম্বোধি**। (বিপ) **অপ্পত্ত**। ৪ (পুং) পদাতিক সৈন্য, পদচারী সৈন্য, পদাতিক। = **পত্তিন, পত্তিক**।

পত্তক (ক্লী) (ছোট) পাত্র বা ভিক্ষাপাত্র বিশেষ। ⟹ **পত্ত** (২)।

পত্তকণ্ডোলিকা (স্ত্রী) বেত-তালের ডগার ছাল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত পাত্রধারণী বা পাত্রাধার (অর্থাৎ মাটি হইতে কিঞ্চিৎ উপরে রাখিবার জন্য ভিক্ষুরা পাত্রের নীচে যে বেত্রাদি দ্বারা নির্মিত গোলাকার মঞ্চের ন্যায় ধারণী বা আধার ব্যবহার করিয়া থাকেন উহা)।

পত্তক্খন্ধ (বিণ) [পত্ত+খন্ধ] অবনত, ভগ্নোৎসাহ, নিরাশ, বিষণ্ণ, হতাশ, বিফলমনোরথ, স্কন্ধ বা মস্তক নত অথবা অধঃমুখ হইয়া পড়িয়াছে এমন। বিনয়শাস্ত্রে এই শব্দের অনুবাদে—"মন অবসাদগ্রস্ত অথবা মনের অবস্থার পতন ঘটিয়াছে বা হইয়াছে এরূপ"—অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থাৎ "পতিত" শব্দের বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। = **পজ্ঝাযন্ত**।

পত্তগত (বিণ) পাত্রগত, যাহা কিছু ভিক্ষান্নপাত্রে পড়িয়াছে অথবা দেওয়া হইয়াছে, যাহা পাত্রের মধ্যে আছে, পাত্রস্থ।

পত্তগন্ধ (পুং) পত্রসমূহের দুর্গন্ধ, পাতাগুলির দুর্গন্ধ।

পত্তগাহক (পুং) পাত্রগ্রাহক, যে ব্যক্তি ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া নিয়া যায় অথবা যে ভিক্ষু অপর ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া লইয়া যায় (অর্থাৎ কোনো কোনো শ্রদ্ধাবান দায়ক ধর্মগুরু ভিক্ষুর প্রতি গৌরব করিয়া আর কোনো কোনো শিষ্য ভিক্ষু গুরুভিক্ষুর প্রতি গৌরব করিয়া গুরুর অন্নভিক্ষায় গমনকালে কিংবা স্থানান্তরে গমনকালে গুরুর ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া নিয়া থাকে তাহাদিগকে পাত্রগ্রাহক বলা হয়)। ⟹ **পত্তগাহাপক**।

পত্তগাহাপক (পুং) যে ব্যক্তি ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া ভিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, পিণ্ডপাত করিবার সময় অর্থাৎ ভিক্ষাচর্যাকালে যে ব্যক্তি ভিক্ষুকে ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষুর হস্ত হইতে পিণ্ডপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকে সঙ্গে করিয়া নিজ গৃহে নিয়া যায় অথবা ভিক্ষু ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে বিহারে অবস্থানকারী যে ভিক্ষু বা দায়ক প্রত্যাবর্তনকারী ভিক্ষুর হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া আশু বাড়াইয়া নেয় তাহাদিগকে "**পত্তগাহাপক**" বা পাত্রগ্রহণকারী বলা হয়। ⟹ **পত্তগাহক**।

পত্ত-চীবর—পাত্র এবং চীবর, ভিক্ষাপাত্র এবং ভিক্ষুদের ব্যবহার্য চীবর।

পত্তত্থ (ক্লী) পাত্রস্থকরণ, উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্পণ, সজ্জিত হওয়ার অথবা অধিকার করার কার্য অর্থাৎ পাত্রস্থকরণ।

পত্তত্থবিকা (স্ত্রী) পাত্র বহন করিবার থলি, পাত্রের থলি।

পত্তধম্ম—"প্রাপ্ত ধর্ম" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া, দক্ষতা লাভ করিয়া, জয় করিয়া, আয়ত্ত করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্তধোবন—পাত্র ধৌতকরণ, ভিক্ষাপাত্র ধুইবার কার্য, পাত্র ধুইবার কার্য।

পত্তপরিযাপন্ন (বিণ) পাত্রের মধ্যে প্রাপ্ত, যাহা ভিক্ষা পাত্রের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে অথবা রাখা হইয়াছে। ⟹ **পরিযাপন্ন** (১)।

পত্তপাণিন (বিণ, পুং) পাত্রের উপর হাত দিয়াছে এমন, হাতের মধ্যে পাত্র বা ভিক্ষাপাত্র রাখিয়াছে এমন, হস্তে পাত্র ধারণকারী। ⟹ **পত্তপাণী**।

পত্তপাণী (বিণ) পাত্রধারী, হস্তে পাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়াছে এমন। ⟹ **পত্তপাণিন**।

পত্তপিণ্ডিক (বিণ) একটিমাত্র পাত্র হইতে ভোজন করেন এমন (অর্থাৎ ধূতাঙ্গধারী ভিক্ষুদের মধ্যে কোনো কোনো ভিক্ষু একমাত্র ভিক্ষাপাত্রে সংগৃহীত পরিমিত ভিক্ষান্ন ভোজন করেন, এদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পাত্রের খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ করেন না অর্থাৎ প্রথমবার পাত্রের যাহা গ্রহণ করেন তাহাই খান, দ্বিতীয়বার গ্রহণ করেন না)।

পত্তপুট (পুং, ক্লী) ১ পত্রপুট, পাতার ঠোঙা। ২ পত্ররূপ পাত্র।

পত্তফল (ক্লী) পত্র-ফল, পাতা এবং ফল, উদ্ভিদ এবং শাকসবজি। = **যং কিঞ্চি হরিত-পণ্ণং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **ফল** (১)।

পত্তব্ব (ভ-বিণ) প্রাপ্তব্য, লভ্য, পাইবার যোগ্য, লাভযোগ্য, পৌঁছার বা নাগাল পাইবার উপযুক্ত। (ক্লী) যাহা লাভ করিতে পারা যায়, যাহা জয় করিতে পারা যায়। ⟹ **পত্তিয** (২)।

পত্তমণ্ডল (ক্লী) পাত্রের গোলাকার শিল্পনির্মিত (অর্থাৎ মনুষ্যনির্মিত) তলদেশ, পাত্রমণ্ডল।

পত্তমানস—মনে করিয়া, স্মরণ করিয়া। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্তমালক—মাটি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ থাক (অর্থাৎ পিঁড়ি বা তক্তা) যাহার উপর পাত্র রাখা হয়, পাত্রাধার, পাত্র রাখিবার ত্রিপায়া প্রভৃতি উচ্চ মঞ্চ বা চৌকি। ⟹ **মালক**।

পত্তমূল (ক্লী) পাত্রের তলদেশ, পাত্রের তল বা তলা।

পত্তযান (বিণ) (নৌকা, গাড়ি প্রভৃতি) যান সদৃশ ডানা বা পাখা আছে যাহার এমন, ডানায় ভর করিয়া শূন্যে বা আকাশে গমনকারী অর্থাৎ পক্ষী। = **পত্তেহি যন্তী'তি পত্তযানা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পত্তযোগিন (বিণ) পাত্র ব্যবহারকারী, ভিক্ষাপাত্র ব্যবহারকারী। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"পাত্রধারী বা পাত্র ব্যবহারকারী সন্ন্যাসী"। ⟹ **যোগিন** (১)।

পত্তরজন (স্ত্রী) বৃক্ষাদির পাতা সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রং। ⟹ **রজন**।

পত্তরস (পুং) বৃক্ষ পত্রের ক্বাথ, গাছের পাতার রস, পাতার রস, পাতার স্বাদ, পত্ররস, পত্রসার। (বিনয়) **পত্তরস পুপ্ফরস উচ্ছুরস**। ⟹ **রস** (১)।

পত্তলি (স্ত্রী) কদলী, কলা, রম্ভা। = **কদলি**।

পত্তলী = **পত্তলি**। ⟹ **পত্তলি**।

পত্তবট্টি (স্ত্রী) পাত্রের উপরিপ্রান্ত, পাত্রের কিনারা, পাত্রের কারুকার্য করা অথবা অলঙ্কারযুক্ত উপরিপ্রান্ত বা কিনারা, ভিক্ষাপাত্রের উপরিপ্রান্ত। ⟹ **বট্টি** (৩)।

পত্তসঞ্ঞিন (বিণ, পুং) পাত্রসংজ্ঞী, (ভোজনের সময়ে) ভোজন পাত্রের দিকে মনোযোগ প্রদানকারী।

পত্তসম্বোধি—বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া, সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্তসলাকা (স্ত্রী) পাতার টিকিট, পত্রশলাকা। পূর্বে এক বিহারে অধিক ভিক্ষু বাস করিবার কালে ভোজনের সময়ে গণনার জন্য টিকিট স্বরূপ যে শলাকা ব্যবহার করা হইত সেই শলাকার পরিবর্তে বৃক্ষপত্রও ব্যবহার করা হইত। উহারই নাম পত্রশলাকা বা পাতার টিকিট।

পত্তাধারক (পুং) পাত্রধারক (যাহাকে দেশীয় কথায় "ভোজনবের" বলা হয়), পাত্রের আধার।

পত্তানুমোদনা (স্ত্রী) পুণ্যানুমোদনের কার্য, পুণ্য বা সদ্‌গুণের অংশ বণ্টনের বা প্রেরণের কার্য।

পত্তাভিসেক—অভিষেকের পর, অভিষেক প্রাপ্ত হইবার পর। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্তালহক—পরিমাপের পাত্র, যেই পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ⟹ **আলহক**।

পত্তালহক্ক—তাল পাতায় প্রস্তুত খেলার পরিমাপ-পদ্ধতি বিশেষ, তালপাতায় প্রস্তুত আড়ি বা সেরি।

পত্তি (পুং) পত্তি, পায়ে হাঁটা, যে ব্যক্তি পায়ে হাঁটে, পদাতিক, পদাতিক সৈন্য, পদচারী সৈন্য, বীর, সৈন্য-বিশেষ, চারিপ্রকার সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি। চারি প্রকার সেনাবাহিনী, যথা:—**হত্থী** (হস্তী বা হস্ত্যারোহী সৈন্য), **অস্সা** (অশ্ব বা অশ্বারোহী সৈন্য), **রথা** (রথ বা রথারোহী সৈন্য), **পত্তি** (পদাতিক সৈন্য)। (জাতক) **হত্থী-অস্সা-রথা-পত্তি সেনা পদিস্সতে মহা**। ⟹ **পত্তিক** (১)। (স্ত্রী) **১ক** উপার্জন, অর্জন, লাভ, প্রাপ্তি, সফলকাম, সিদ্ধি, প্রাপ্তবস্তু, প্রবেশ, ভিতরে গমন, প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্ত, সহানুভূতি প্রকাশ, অংশ গ্রহণ, অবস্থা, দশা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাজসরকার, রাষ্ট্র, পদ, গুণ, মর্যাদা, শ্রেণী, সম্প্রদায়। (থেরগাথা) **নিব্বান পত্তি**। (সূত্রনিপাত) **পরমত্থ পত্তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ব্যসন পত্তি**। **খ** লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু, (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), অর্জন, অর্জিত দ্রব্য। (সংযুক্ত নিকায়) **অগ্গস্স পত্তি**। (সুত্রনিপাত) **যোগক্খেমস্স পত্তি**। = **লাভা পটিলাভা অধিগমো ফুসনং সচ্ছিকিরিযা**। (বি-ভা) **অপত্তস্স পত্তি**—অলাভীর লব্ধ বস্তু (দীর্ঘনিকায়)। **গ** লাভ, উপার্জন, বৃদ্ধি, লভ্যবস্তু, মুনাফা, সুফল, উপকার, উন্নতি, অপরের উপর প্রাধান্য, সুবিধা, লভ্যাংশ, উপস্থিতি, আগমন, আগন্তুক, নবজাত সন্তান, অংশ, ভাগ, হিস্যা। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্মপত্তি**। **ঘ** যোগ্যতা, গুণ, মূল্য, সদ্‌গুণ, পুণ্য, দোষগুণ বিচার, মুনাফা, লাভ, সুফল, উপকার, উন্নতি, কাহারও উপকারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে (দক্ষিণা স্বরূপ) প্রদত্ত দান, বিশ্বাসস্থাপন, কোনো বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ, পরিচয় পত্রসহ (কাহাকেও) দূতরূপে প্রেরণ, পরামর্শ দান, সংবাদ প্রদান, খবর দেওয়া, জানানো, পরামর্শ করণ, যুক্তিকরণ, পুণ্য বা সদ্‌গুণ প্রেরণ, পুণ্যদান। = **দক্খিণা**। (বিপ) **মূল**। ⟹ **পত্তিদান, পত্তিধম্ম**। **ঙ** (আইনানুসারে) যাহা লাভ করা যায়, সুযোগ, উপলক্ষ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন ঘটনা, ঘটন, সংঘটন, অবস্থা, দশা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাজ সরকার, রাষ্ট্র, পদ, গুণ, মর্যাদা, সম্প্রদায়, শ্রেণী, স্থান, কাজ, নগর, পদবি, বদল, প্রাঙ্গণ, পুস্তকের অনুচ্ছেদ, অনাবৃত স্থান, নগরের মধ্যস্থিত সুপ্রশস্ত পথ, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এলাকা বা গৃহাদি, প্রতিযোগীদের মধ্যবর্তী স্থান, (চলতি কথায়) বাড়ি। (অধিকরণ কারকে) "**পত্তিযং**" অথবা "**পত্তিযা**"। ⟹ **সম্পত্তি**। **২** পাতা, পত্র, গাছের পাতা, গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠা, কপাটের বা জানালার বাইল, (ধাতু ইত্যাদির) পাত, ছোট চারা গাছের পত্রময় অংশ। (বিনয়ে) **তক, তক-পত্তি, তক-পণ্ণি**।

পত্তিক ১ (পুং) পায়ে হাঁটা, পদব্রজে গমনশীল সৈন্য, পদাতিক সৈন্য, চারি প্রকার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটি। চারিপ্রকার সৈন্যবাহিনী, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **হত্থারুহ** (হস্ত্যারূঢ় সৈন্য), **অস্সারুহ** (অশ্বারূঢ় সৈন্য), **রথিক** (রথিক বা রথারূঢ় সৈন্য), **পত্তিক** (পদাতিক সৈন্য)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মনুস্সা পত্তিকা গচ্ছন্তি**। **হত্থারুহ অনীকট্ঠ রথিকে পত্তিকারিক**। = **পত্ত** (৪), **পত্তিন, পদিক**। ⟹ **পত্তি** (পুং)। **২** (বিণ, পুং) **ক** অংশ আছে এমন, অংশীদার, হিস্যাদার, লাভ আছে এরূপ, উন্নতি বা উপকার আছে এরূপ, পতি বা পত্নী, সহচর, নৃত্য-সঙ্গী, দাতা, উপকারক। **খ** ("**দারু**" শব্দের সহিত সংযোগে) **দারু পত্তিক**—(ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া)

কাঠের পাত্রধারী (দীর্ঘনিকায়)।

পত্তিকা (স্ত্রী) পত্র, পাতা, গাছের পাতা। = **পত্তি** [স্ত্রী(২), **পত্ত** (১)]।

পত্তিকায—পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ, একত্রীভূত পদাতিক সৈন্য, পদাতিক সৈন্য। ⟹ **কায**।

পত্তিকারিক (পুং) পদাতিক সৈন্য, (সাহিত্যে) পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ। (জাতক) **হত্থারুহা অনীকট্‌ঠা রথিকা পত্তিকারিকা; হত্থী অস্‌সা রথিকা পত্তিকারিকা**। ⟹ **পত্তিক** (১)।

পত্তিদান (ক্লী) সদ্‌গুণের বা পুণ্যের অংশ বাঁটরা বা বিতরণ করণ, পুণ্যদান, আরোপিত বা স্বীকৃত সদ্‌গুণ বা পুণ্য, (স্থায়ীভাবে অর্জন স্বরূপ) পুণ্যের বা সদ্‌গুণের দান, পুণ্য প্রেরণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পত্তিদান বসেন দানধম্ম-পরিচ্চাগো**। = **দক্‌খিণা**।

পত্তিধম্ম ১ সদ্‌গুণ বা পুণ্য হস্তান্তর বা বিতরণ করার অভ্যাস। ২ পুণ্য লাভ করিয়া, পুণ্যার্জন করিয়া। = **পত্তধম্ম**। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্তিন ১ (বিণ, পুং) লাভকারী, লাভী, যে ব্যক্তি লাভবান হয়, যে ব্যক্তি লাভ করে অথবা প্রাপ্ত হয়। (সূত্রনিপাত) **কিং পত্তিন? = কিং পত্ত? কিং অধিগত?** ২ (পুং) পদাতিক সৈন্য। = **পত্ত** (৪), **পত্তিক**।

পত্তিপ্পত্ত (বিণ) অংশ প্রাপ্ত, যে অংশ পাইবার তাহা প্রাপ্ত, যে যাহা পারে লাভ করিয়াছে এমন, মহালাভে (অর্থাৎ নির্বাণ লাভে) লাভী। = **পত্তব্বং পত্তো পত্তব্বং অরহত্তং পত্তো'তি বত্তুং হোতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্তিয (বিণ) ১ সত্য বলিয়া ধারণা করা যায় এমন, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, অনুমান করা যায় এমন, নির্ভর করা যায় এমন, বিশ্বাস করা যায় এমন, বিশ্বাসকারী, প্রত্যয় করার মত, প্রত্যয়শীল, প্রত্যয়িত, প্রত্যয়ী, বিশ্বাসপাত্র বলিয়া ধারণ করা হয় এমন। (জাতক) **পর পত্তিয**। ২ লাভ হয় এমন, লাভ পাওয়া যায় এমন, অংশ পাওয়া যায় এমন, উন্নীত হয় এমন। (পেতবত্থু) **পরপত্তিয**।

পত্তিযাযতি (ক্রি) সত্য বলিয়া ধারণা করা, বিশ্বাস করা, আস্থা রাখা, অনুমান করা, নির্ভর করা, ন্যস্ত করা, কার্যভার দেওয়া, প্রত্যয় করা, আগ্রহভরে আশা করা।

পত্তিযাযন (ক্লী) বিশ্বাস, সত্য বলিয়া প্রতীতি, ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয়।

পত্তী (পুং) শর, তীর।

পত্তীযতি (ক্রি) উপার্জন করা, লাভ করা, অব্যাহতি পাওয়া, লাভবান করা বা হওয়া, উপকার করা, উন্নতি করা, হিতকর হওয়া, মঙ্গলজনক হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অত্তানং ন পত্তীযতি**—নিজ হইতে লাভবান হয় না অথবা উন্নতি করে না।

পত্তুং (তুম) প্রাপ্ত হইতে, পাইতে, পৌঁছিতে, উপস্থিত হইতে, নাগাল পাইতে, প্রসারিত করিতে, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাইতে বা স্পর্শ করিতে, উপার্জন করিতে, সাধন করিতে, চেষ্টা করিয়া অর্জন করিতে, অর্জন করিতে, লাভ করিতে, প্রচলিত হইতে, বিদ্যমান থাকিতে, সফলকাম হইতে।

পত্তুকাম (বিণ) পাইবার ইচ্ছুক, লাভের আকাঙ্ক্ষী।

পত্তুণ্ণ (ক্লী) এক প্রকার কাপড়। (বিণ) পশমের সহিত, পশম সহ। ⟹ **পত্ত** (৩)।

পত্থ (পুং) ১ নির্জন স্থান। = **পন্থ**। (যৌগিকে) **বনপত্থ** (ধর্মপদ)। (উদান) **পত্থঞ্চ সযনাসনং;** কিন্তু উক্ত পদের "**পত্থঞ্চ**" শব্দের স্থলে ধর্মপদে "**পন্তঞ্চ**" শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার ধর্মপদ অর্থকথায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**বিবিত্তং**" অর্থাৎ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে। সংস্কৃতের "বানপ্রস্থ" শব্দ তুলনীয়। ২ এক সেরের চারিভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ এক পোয়া), শস্য বা জলীয় পদার্থ পরিমাপক বা ওজন করার পাত্র-বিশেষ, এক প্রস্থ (অর্থাৎ কোনও পরিমাণ বিশেষের আধার) যাহা এক "**আঢ়ক**" বা এক আঢ়ির এক চতুর্থাংশের সমতুল্য, পাক করার হাড়ি যাহাতে এক প্রস্থ পরিমাণের (চাউল ইত্যাদি) ধরে (ধর্মপদ অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চত্তারো পত্থা আঢ়কং**। ⟹ **পসত**।

পত্থঞ্চ = **পন্ত**। ⟹ **পন্ত**।

পত্থট (বিণ) বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, লম্বা, চওড়া, বিশাল, বিস্তীর্ণ, বিপুল, বিস্তারিত, প্রসারিত, ঘোষিত, প্রকাশিত, পরিবেশিত, আচ্ছাদিত, প্রচারিত, বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত বা জ্ঞাত, টানিয়া লম্বা করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পত্থরতি**।

পত্থটপাদ (বিণ) বিস্তৃত পদ, পা টানিয়া লম্বা করিয়া রাখিয়াছে এমন। ⟹ **পত্থরতি**।

পত্থটফণ—সর্পের ফণা বিস্তারিত মস্তক। ⟹ **ফণ**।

পত্থটবচন—অসংযত কথা। = **অসঞ্ঞতবচন**।

পত্থটসাখ (বিণ) প্রসারিত শাখাযুক্ত, যে গাছের বিস্তৃত শাখা আছে। = **ধোনসাখ**।

পত্থণ্ডিল [প+থণ্ডিল] তপোবন, নিভৃত বাসস্থান।

পত্থতি (ক্রি) প্রার্থনা করা, যাচনা করা, অভিলাষ করা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা। (অতীত) **পত্থি**। (অ-বিণ) **পত্থিত**। (করণে) **পত্থেতি**।

পত্থদ্ধ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে অদম্য, একেবারে অনমনীয়, অত্যন্ত কঠিন, খুব শক্ত, অতি দুর্দমনীয়, সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়, অত্যন্ত কর্কশ, অতিশয় রুক্ষ, একেবারে একগুঁয়ে, একেবারে কৃত্রিম, সম্পূর্ণ বাহ্যাচার প্রিয়।

পত্থনা (স্ত্রী) প্রার্থনা, ইচ্ছা, ঔৎসুক্য, যাচনা, হিংসা, আক্রমণ, অভিযান, অবরোধ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ করা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, স্তব, অনুনয় বিনয়, নিবেদন, অভাব, প্রয়োজন। (মহানির্দেশ) **পত্থনা বুচ্চতি তণ্হা**। (জাতক) **পত্থনং করোতি**—ইচ্ছা করা, ঔৎসুক্য হওয়া। (ধর্মপদ

অর্থকথা) **পত্থনং ঠপেতি**—ইচ্ছা করা, ঔৎসুক্য হওয়া।

পত্থযতি (ক্রি) [প+√অত্থ+অয] প্রার্থনা করা, ইচ্ছা করা, ঔৎসুক্য হওয়া, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, "আশা করি"—এ কথা বলা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করা। (অতীত) **পত্থযি**। (অ-বিণ) **পত্থিত**। (ব-বিণ) **পত্থযন্ত**। (ক্রি-বি) **পত্থযিত্বা**।

পত্থযান (বিণ) প্রার্থী, প্রার্থনাকারী, প্রার্থনা করে এমন, ইচ্ছুক, আবেদনকারী, আকাঙ্ক্ষী, অভিলাষী।

পত্থর (পুং) ১। প্রস্তর, পাথর, শিলা, মণি, পল্লবাদি দ্বারা রচিত শয্যা, পাহাড়, পুরু পাথর, চ্যাপ্টা পাথর, মসৃণ বা সমতল পাথর। ২। পাথর দ্বারা নির্মিত পণ্য, প্রস্তর নির্মিত পণ্য।

পত্থরতি (ক্রি) [প+√থর+অ] বিস্তৃত করা বা হওয়া, বিস্তার করা, বিছাইয়া দেওয়া, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদিত করা, ঢাকিয়া দেওয়া, পরিবেশন করা, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত করা, বৃদ্ধি করা, বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা, সম্মুখ দিকে বিস্তৃত করা, বাহিরে বা উত্তরোত্তর বিস্তার করা, প্রদান করা, প্রসারিত করা, লম্বা করা, টানিয়া লম্বা করা, বিছানো। ⟹ প (১)। (জাতক) **পত্থরতিপাদ**—পা লম্বা করিয়াছে অথবা প্রসারিত করিয়াছে এমন, যাহার বিস্তৃত পদ আছে এমন; = **পত্থটপাদ**। (অতীত) **পত্থরি**। (অ-বিণ) **পত্থট, পত্থারিত**। (ব-বিণ) **পত্থরন্ত**। (ক্রি-বি) **পত্থরিত্বা**। (করণে) **পত্থারেতি**।

পত্থরিক (পুং) বণিক, সওদাগর, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী। (বিনয়) **কংসপত্থরিক**।

পত্থরিত পাদ (বিণ) বিস্তৃত পদযুক্ত, যে ব্যক্তি পা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে অথবা ছড়াইয়া রাখিয়াছে অথবা লম্বা করিয়া রহিয়াছে। = **বলঙ্কপাদ**।

পত্থসকুণ = **পন্থসকুণ**। ⟹ **পন্থসকুণ**।

পত্থারিত (বিণ) বিস্তৃত, প্রসারিত, ব্যাপ্ত, বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। এই শব্দটি থেরগাথায় সম্ভবত "**পধারিত**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ⟹ **পধারিত, পত্থরতি, পত্থারেতি**।

পত্থারেতি (ক্রি) বিস্তৃত করা, বিছানো। = **পত্থরতি**। ⟹ **পত্থরতি**। (অতীত) **পত্থারেসি**। (অ-বিণ) **পত্থারিত**।

পত্থিত (বিণ) প্রার্থিত, আকাঙ্ক্ষিত, ইচ্ছিত, ঈপ্সিত, অন্বেষিত, চেষ্টিত, চেষ্টাকৃত, অনুরুদ্ধ, যাচিত, নিবেদিত, বাঞ্ছিত, অভাবযুক্ত, অভিলষিত, যাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন, আক্রান্ত, অভিযাত, হত, শত্রু সংরুদ্ধ। ⟹ **পত্থতি, পত্থযতি, পত্থেতি**।

পত্থিতকম্ম—ইচ্ছাকৃত কার্য (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গম কার্য—ধর্মপদ অর্থকথা)।

পত্থিতাকার [পত্থিত+আকার] ইচ্ছামত, প্রার্থনানুরূপ, যেইরূপ চায় বা ইচ্ছা করে সেইরূপ, ইচ্ছার অনুরূপ, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ। ⟹ **পত্থিত**।

পত্থিন্ন (বিণ) অনম্য, অনমনীয়, অদম্য, দুর্দমনীয়, দৃঢ়, কঠিন, শক্ত, কর্কশ, রুক্ষ, একগুঁয়ে, কৃত্রিম, কতকটা শক্ত, বাহ্যাচার প্রিয়। = **অতিরঞ্জিতত্তা থদ্ধ** (বিনয় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনা)। = **থিন**। ⟹ **পত্থীন**।

পত্থিন্ন স্নেহ—কৃত্রিম স্নেহ, অদমনীয় বা অদম্য আদর। ⟹ **পত্থিন্ন**।

পত্থিব (পুং) রাজা।

পত্থীন [প+থিন] = **পত্থিন্ন**। ⟹ **পত্থিন্ন**।

পত্থেতি (ক্রি) [প+√অত্থ+এ] সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, যাচনা করা, প্রার্থনা করা, "আশা করি"—এ কথা বলা, অনুনয় করা, আরাধনা করা, অনুগ্রহ করিয়া বলা (অনুরোধ করিবার নীতি), অত্যন্ত ইচ্ছা করা। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **অসংসতি পত্থেতি**। ⟹ **পত্থতি**। (অতীত) **পত্থেসি**। (অ-বিণ) **পত্থিত**। (ব-বিণ) **পত্থেন্ত, পত্থযন্ত, পত্থযং, পত্থযমান, পত্থযান**; (জাতক) **পরমাভিসং বোধিং পত্থযন্ত**; (সূত্রনিপাতে) **পত্থযং**; = **ইচ্ছন্তো পত্থযন্তো অভিজপ্পন্তো** (চুল্লনিদ্দেস); (মধ্যম নিকায়ে) **পত্থযমান**; = **আসিংসমান**। (ভ-বিণ) **পত্থেতব্ব, পত্থযিতব্ব, পত্থিয**। (ক্রি-বি) **পত্থেত্বা**।

পত্বা (ক্রি-বি) প্রাপ্ত হইয়া, পৌঁছিয়া, লাভ করিয়া, উপস্থিত হইয়া, নাগাল পাইয়া। ⟹ **পাপুণাতি**।

পথ (পুং) ১। পথ, রাস্তা, উপায়, বর্তন, কাজ করিবার রীতি, রাজপথ, বাঁধা পথ, কার্য সাধনের উপায় বা কৌশল, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, অভিপ্রায়, উন্নতি। (অধিকরণ কারকে) **পথে, পথি**। (বর্মা চুল্লনিদ্দেসে) **পথপন্থ**, (ব্যাখ্যায়) **মগ্গ**। (অপাদান কারকে) **পথা**। ২। সময় সময় "**তা, ত্তয**" সংযোগেও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হইয়া থাকে [তুলনীয় সমার্থে ব্যবহৃত শব্দ "**অন্ত, পদ**"; ⟹ **অন্ত** (১) **পদ** (৩)] অর্থাৎ "**অনিল পথতা**"—বায়ু পথ, বাতাস চলাচলের পথ (জাতক)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুপরিযায পথতা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আদিচ্চ পথতা**। (সংযুক্ত নিকায়) **উম্মগ্গ পথতা** = **উম্মগ্গপথ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কম্মপথতা** = **কম্মপথ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গণনপথতা** = **গণনপথ**। (জাতক) **চকখুপথতা** = **চকখুপথ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চতুম্মহাপথতা** = **চতুম্মহাপথ**। (বিমানবত্থু) **দ্বেপথতা** = **দ্বেপথ**। (ধর্মপদ) **নকখত্তপথতা** = **নকখত্তপথ**। (চুল্লনিদ্দেস) **যঞ্ঞপথতা** = **যঞ্ঞপথ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যোগগপথতা** = **যোগগপথ**। (সংযুক্ত নিকায়) **রাগপথতা** = **রাগপথ**। (বিমানবত্থু) **বচনপথতা** = **বচনপথ**। ⟹ **ঞেয্যপথ, দ্বেধাপথ, মনস্সপথ, বাদপথ, সগ্গপথ, হত্থপথ, পাথেয্য, ব্যপ্পথ**। (বিণ)

= পন্থ। ⟹ পন্থ (ক)।

পথগমন—পথ দিয়া গমন, পথ ধরিয়া গমন, পথে গমন, নক্ষত্রপুঞ্জের প্রচলিত গতিপথ বা গতিপথে গমন।

পথগূ (বিণ, পুং) পথজ্ঞ, যে ব্যক্তি পথ-সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে বা জানে, যাহার উপায় বা কৌশল জানা আছে এমন। = **পন্থগূ**। ⟹ **অদ্ধগূ**।

পথদ্দু (বিণ) = **পথদ্ধন**। ⟹ **পথদ্ধন**। = **অদ্ধন** (১)।

পথদ্ধ (বিণ) অতিশয় দুর্দমনীয়, সম্পূর্ণরূপে অদম্য, অতি অনম্য, অত্যন্ত দৃঢ়, অত্যন্ত কঠিন, খুব শক্ত, অতি অদম্য, কতকটা একগুঁয়ে, অত্যন্ত কর্কশ, খুব রুক্ষ, সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম, কতকটা বাহ্যাচার প্রিয়। ⟹ প (২)।

পথদ্ধন (বিণ) [পথ+অদ্ধন] অর্ধপথে গত, (পূর্ণিমা দিবসে চন্দ্র তাহার গতিপথের) অর্ধপথ গিয়াছে এরূপ। (ক্লী) পথ পর্যটন অথবা পথের বিস্তৃতি। ⟹ **অদ্ধন** (১)।

পথদ্ধনি ⟹ **অদ্ধন** (১)।

পথদ্ধি (স্ত্রী) পথ, রাস্তা, মার্গ, সড়ক। এই শব্দটিকে "**নিবিবদ্ধ বীথি**" রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। Rhys Davids বলেন এই "**পথদ্ধি**" শব্দটি সন্দেহজনক এবং "**পতিত্থি**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পথদ্ধিয—পথিকের পথ, লোক চলাচলের রাস্তা। এই শব্দের পরিবর্তে জাতকে "**পতিত্থিয**" শব্দের ব্যবহার ভুল। = **নিবিবদ্ধ বীথিয**। ⟹ **পথদ্ধি**।

পথদ্ধুন (বিণ) পথের মধ্যস্থিত, রাস্তার মধ্যে আছে এমন। (জাতক) **পথদ্ধুনো পন্নরসেব চন্দো**—মধ্য পথে স্থিত পূর্ণমাসীর চন্দ্রের ন্যায়। = **আকাসপথ-সঙ্খাতস্স অদ্ধুনো মজ্ঝে ঠিতো পন্নরসে চন্দ বিয** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **অদ্ধন**।

পথন্ত (পুং) পথের অন্ত, পথের শেষ, পথের শেষ সীমা।

পথব্য (পুং) পৃথিবীর মালিক, পৃথিবীর শাসনকর্তা (?)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**পথব্য**" পাঠ অনিশ্চিত।

পথম (বিণ) প্রথম, সর্বাগ্র। = **পঠম**।

পথমং তাব—এখনই, অবিলম্বে। ⟹ **তাব** (২)।

পথমকপ্পে ⟹ **কপ্প** [ক্লী (১)]।

পথমকিচ্চ—আগে করিবার কার্য, সর্বাগ্রে করণীয় কার্য, সর্বপ্রথম সম্পাদনীয় কর্তব্য। = **পুরিমকিচ্চ**।

পথমপুরিস—(ব্যাকরণে ক্রিয়া বিভক্তি বা ধাতুরূপ নির্ণয়ে) প্রথম পুরুষ। ⟹ **পুরিস** (১)।

পথম যাম—রাত্রির প্রথম যাম। = **পঠম যাম**। ⟹ **পচ্ছিম যাম, যাম** (২)।

পথম বয (পুং) = **পঠম বয**। ⟹ **পঠম বয**।

পথবি ঘন = **পঠবি ঘন**। ⟹ **পঠবি ঘন**।

পথবী (স্ত্রী) পৃথিবী। = **পঠবী**।

পথবীজিগুচ্ছক (বিণ) সংসার বিরাগী, পৃথিবী অপছন্দকারী, সংসার বা সাংসারিক বিষয় বাসনা অননুমোদনকারী। ⟹ **জিগুচ্ছক**।

পথবীতল (ক্লী) পৃথিবীতল, সমতল ভূমি। (তুলনীয়) **ভূমিতল**। ⟹ **তল**।

পথবী ধাতু (স্ত্রী) পৃথিবী ধাতু, পৃথিবীরূপ ধাতু, মৃত্তিকা, মৃত্তিকারূপ উপাদান। ⟹ **ধাতু**(১)। = **পঠবী ধাতু**।

পথবী মণ্ডল (ক্লী) পৃথিবীমণ্ডল, পৃথিবীর পরিধি বা গোলাকারত্ব। = **পঠবীমণ্ডল**। (তুলনীয়) **পুথবিমণ্ডল**। ⟹ **মণ্ডল**(১)।

পথবী মহাভূত = **পঠবী মহাভূত**। ⟹ **পঠবী মহাভূত**।

পথবীরস (পুং) পৃথিবীর রস বা সারভাগ, শারীরিক রস, প্রকৃতি, মনোভাব, মেজাজ, হাস্যরসবোধ, খেয়াল, রসিকতা। = **পঠবীরস**। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"মাটির রস বা আস্বাদ"। ⟹ **রস** (৮)।

পথবোজা ⟹ **ওজা**।

পথব্যা = **পথবী**। ⟹ **পথবী**।

পথাবিন (পুং) পর্যটক, পথিক, পথপর্যটক, ভ্রমণকারী লোক। = **পথাবী**।

পথাবী (পুং) পদব্রাজক, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণকারী লোক, পদব্রজে পর্যটক। = **পথিক**।

পথিক (পুং) পথিক, পদব্রাজক, পদব্রজে গমনকারী লোক, ভ্রমণকারী লোক, পর্যটক। = **পথাবিন**। (বিণ) ভ্রমণকারী, পদব্রজে গমনকারী।

পদ (ক্লী) ১। পদ, পা, চরণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চতুরো পদ**। (নেত্তি) **মূলপদ**। (মধ্যম নিকায়) **হত্থিপদং**—হস্তীর পদ। (সংখ্যাবাচক শব্দে:--) **দ্বিপদ, তিপদ, চতুপদ, অট্ঠপদ**। ২। এক পা, এক পদ, পদক্ষেপ, অল্প দূরত্ব, পদশব্দ, ক্রম, সোপান, মইয়ের ধাপ, পদাঙ্ক, পদচিহ্ন, চলনভঙ্গি, চলিবার ধরন, চলন, অবলম্বিত কার্য, উপায়, চিহ্ন। (সূত্রনিপাত) **পদাপদং**। ৩ ক। (সাহিত্যে) রাস্তা, পথ, চলার অবস্থা, ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, পদ্ধতি, রীতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, বর্তন, কার্যপ্রণালী, কাজ করিবার রীতি, অবস্থান, স্থান, অবস্থা, ভঙ্গি, মনোভাব, প্রতিজ্ঞা, সামাজিক পদমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, পদ, চাকরি, কাজ, নগর, পদবি, বদল, প্রাঙ্গণ, পুস্তকের অনুচ্ছেদ, অনাবৃত স্থান, নগরের মধ্যস্থিত সুপ্রশস্ত পথ, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এলাকা বা গৃহাদি, প্রতিযোগীগণের মধ্যবর্তী স্থান, (চলতি কথায়) বাড়ি। (বিনয়) **নক্খত্তপদ**। (জাতক) **অস্সমপদ**। = **পথ, মহামগ্গ**। ⟹ **জনপদ, সগ্গপদ**। **খ**। (প্রয়োগ অর্থে:—) উদাহরণ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, আবরণ, বাক্স, কোষ, বাক্সভর্তি জিনিস, কাঠামো, ছাপার টাইপের আধার, ঐশ্বর্য, লক্ষ্যবস্তু, আধিপত্য, অবস্থা, মোকদ্দমা, ঘটনা, তদন্তের বিষয়, ঘটনার বিবরণ, কারক, ভাগ্য, অদৃষ্ট, দৈব, অংশ, ভাগ, অধিক সংখ্যা, আদি, মূল, মৌলিক তথ্য, মূলতত্ত্ব, মূলনীতি, মৌলিক শক্তি, মনোবৃত্তি, মৌলিক উপাদান, উপাদান, খণ্ড, ভগ্নাংশ,

সভ্য, অনুপাতিক ভাগ, দিক, পক্ষ, কার্য, স্বার্থ, নির্বাচন কর্তন, পার্লামেন্ট সভার জন্যপ্রতিনিধি নির্বাচক, বিশেষ গুণ, লক্ষণ, মৌলিক পদার্থ, স্বতন্ত্র দ্রব্য, বিষয়, দফা, টুকরা খবর ইত্যাদি, যে কোনো জড় পদার্থ, দ্রব্য, সামগ্রী, জিনিস, দরকারি জিনিসপত্র, আধ্যাত্মিক জিনিস, লোক (অবজ্ঞার্থে), (রসায়নে) মৌলিক পদার্থ, বায়ু-ঝড় ইত্যাদি, প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়। (মধ্যম নিকায়) **চত্তারি পদানি**—চারিপ্রকার বিশেষ গুণ বা লক্ষণ। (সূত্রনিপাত) **ধম্মপদে সুদেসিতে** = **নিব্বানধম্ম** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **অনবজ্জ-পদানি সেবমান**--অনবদ্য মনোবৃত্তি অনুসরণকারী অথবা মূলনীতি অভ্যাসকারী; **মোনেয্যং উত্তমং পদং**—মুনির অবস্থা বা মুনিত্ব প্রাপ্তি উত্তম বিষয়; কিন্তু সমার্থে সূত্রনিপাত অর্থকথা ব্যাখ্যায়—"**মোনেয্যং উত্তমং পটিপদং**"।(ধর্মপদ) **অমতংপদং; সন্তংপদং**।(নেত্তি) **নব পদানি কুসলানি**।(সূত্রনিপাত অর্থকথা) **নামাদিপদ**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অচ্চুতং সন্তংপদং; পরমং পদং**। ⟹ **ধম্মপদ, নিব্বানপদ, সত্তিপদ, সিক্খপদ**। ৪। শব্দ, পদ, কথা, আদেশ, হুকুম, বিবাদ, প্রতিজ্ঞা, বাচক শব্দ, বিভক্তিযুক্ত ধাতু বা শব্দ, ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা বাক্যাংশ, নিদর্শন, চিহ্ন, সংবাদ, উক্ত বাক্য, মন্তব্য, বক্তৃতা, চরণ, পঙক্তি, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, যে শব্দের অর্থ ভাব ইত্যাদি আছে, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, পরম শান্তি, শ্লোক, স্তবক, কবিতা, পদ্য বা পদ্যের পঙক্তি (অথবা পদ্য বা শ্লোকের একছত্র), রেখা, সঙ্গীতের বাক্যাবলী, পাদ, সূক্ষ্মসূত্র, তার, সারি, শ্রেণী, কবিতা, পদ্যপঙক্তি, চতুর্থাংশে, ব্যবসায়, অবকাশ, এক ইঞ্চির দ্বাদশাংশ, খসড়া, নকশা, সৈন্যশ্রেণী, উপদেশ, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাদ, রেলরাস্তা, বিষুবরেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, গতিপথ, ক্ষুদ্রলিপি, বিভাগ, বংশ, অদৃষ্ট, মত, বিচার, দণ্ডাজ্ঞা, বচন, নীতিবাক্য, বাক্যাংশ, অক্ষর, বাক্য। ⟹ **ব্যঞ্জন** (২)। (সংযুক্ত নিকায়) **একেন পদেন সব্বো অত্থো বুত্তো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্গপদ; পদব্যঞ্জন; পদদেসনা; অত্থপদ**। = **ধম্মদেসনা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (জাতক) **অতিরেক পদ-সতেন**। (নেত্তি) **অক্খরং পদং ব্যঞ্জনং**; (তুলনীয়) **নামাদীহি পদেহি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) যাহাকে বুঝিতে হইবে "**নাম**" (শব্দ), "**পদ**" (বাক্য) এবং "**ব্যঞ্জন**" (অক্ষর বা বর্ণাবলী)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আহচ্চপদ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **উভয়পদ**। (অপাদান কারকে) **পদসো**। "**পদ**" অর্থে বাক্য বা বাক্যাংশ এবং শব্দ বা অক্ষরকে বুঝায়, যেমন মধ্যম নিকায় ৮০৫২৩ বাক্যের এবং ৭৪০০৫৩ শব্দের বা অক্ষরের সমষ্টিমাত্র। "**রাগ**" ইত্যাদিকেও ধর্মপদ অর্থকথায় "**পদানি**" বলা হইয়াছে; ⟹ **অপদ** (২)।

পদ অসঙ্খতং—অসংস্কারিত অবস্থা, যেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কোনো প্রকার সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। = **নিব্বান**।

পদক (বিণ) (পণ্ডিতব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলা হইয়াছে) বেদোক্ত "**পদপাঠ**" এতে (অর্থাৎ বেদোক্ত পাঠে) "**পদ**" (অর্থাৎ শব্দও পঙক্তি সমূহ) সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। (মধ্যম নিকায়) **অজ্ঝেতি বেদেতি চা'তি পদকো**। (ক্লী) ১। ভিত্তি, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, আদি, মৌলিক তথ্য, মূলতত্ত্ব, মূলনীতি, মৌলিক শক্তি, মনোবৃত্তি, মৌলিক উপাদান, উপাদান। = **পদ** (৩)। ২। স্তবক, শ্লোক, গাথা, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, সারি, পঙক্তি, শ্রেণী, কবিতা, পদ্য পঙক্তি, খসড়া, নকশা, সৈন্যশ্রেণী, উপদেশ, ব্যবসায়, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাদ, রেলরাস্তা, বিষুবরেখা, বিশেষলক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, সীমা, ধারা, প্রণালী, গতিপথ, ক্ষুদ্র লিপি, বিভাগ, অংশ, অদৃষ্ট। = **কারণপদানি** (জাতক অর্থকথা)।

পদক পদসো—প্রতিশব্দে, শব্দে শব্দে। কিন্তু অন্যত্র ইহাকে "**পদকো পদসো**" শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়। ⟹ **পদক**।

পদকুসল (বিণ) পদচিহ্ন অনুসরণে দক্ষ, বন্যজন্তুর গাত্রগন্ধ অনুসরণে নিপুণ, লেজুড় বা লেজের ন্যায় লম্বা কোনও কিছুর অনুশীলনে বা অনুকরণে চতুর।

পদক্খিণ (ক্লী) প্রদক্ষিণ, শ্রেষ্ঠতায় সত্য বা ধর্ম, প্রাধান্যতায় অধিকার বা দক্ষিণ দিক, পূজনীয় বা প্রিয় ব্যক্তির দক্ষিণ দিক হইতে বেষ্টন, বন্দনা, আরাধনা। ⟹ **প** (২)। (বিণ) ১। দক্ষিণ বা ডান দিকে। (বি-ভা) **পদক্খিণং করোতি**--(কোনো ব্যক্তিকে অথবা মন্দিরাদি অন্য কিছুকে) দক্ষিণ বা ডানদিকে রাখা অর্থাৎ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে পূজ্য ব্যক্তিকে সর্বদা ডান পার্শ্বে রাখিয়া চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা অথবা বেষ্টনাকারে ঘোরা (ইহাও একপ্রকার শ্রদ্ধা প্রণতি)। ২। "ধর্মের সহিত বা ধার্মিকরূপে (প্রসিদ্ধ)" অর্থাৎ নিপুণ, পটু, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, শিক্ষায় দ্রুত বা চটপটে। = **সুসিক্খিত** (জাতক অর্থকথা)। ৩। ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, শুভ, শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, ভাল হইয়াছে এমন, প্রসন্ন হইয়াছে এমন। = **সুখ-নিপ্ফত্তিং বুদ্ধিযুক্ত** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **পদক্খিণা**।

পদক্খিণগ্গাহিতা (স্ত্রী) নিপুণতা, পটুতা, দ্রুত গ্রহণ, দ্রুত আয়ত্তকরণ, দ্রুত ধীশক্তি সম্পন্নতা, চতুরতা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন।

পদক্খিণগ্গাহিন (বিণ) "দক্ষিণ হস্তে গ্রহণকারী" অর্থাৎ (যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা) দক্ষতার সহিত গ্রহণকারী, শিক্ষিত, আয়ত্ত করণে বা গ্রহণে উত্তম বা চতুর, হৃদয়ঙ্গম

করণে উত্তম বা নিপুণ। (বিপ) অপ্পদকখিণগ্গাহিন।

পদকখিণা (স্ত্রী) প্রদক্ষিণ, চারিদিকে ঘুরন বা পরিবেষ্টন, কোনও পূজনীয় ব্যক্তিকে অথবা পূজার বিষয়বস্তুকে দক্ষিণে বা ডানদিকে রাখিয়া সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ চারিদিকে ঘুরন বা প্রদক্ষিণকরণ। ⟹ **পদকখিণ**।

পদচারিকা (স্ত্রী) পদচারিকা, দাসী, চাকরানী।

পদচেতিয (ক্লী) পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করা মন্দির বা চৈত্য, পবিত্র পদচিহ্ন, ভূমিতলে দেওয়া মহাপুরুষের বা বুদ্ধের ঋদ্ধিময় পদচিহ্ন।

পদচ্ছেদ (ক্লী) বাক্য বা পদ স্বতন্ত্রকরণ, শব্দসমূহ পৃথক পৃথক করণ অর্থাৎ পদান্বয়করণ।

পদজাত (ক্লী) পদ সম্বন্ধীয় খ্যাতি বা চিহ্ন, নানা প্রকার পদচিহ্ন।

পদট্ঠান (ক্লী) পদস্থান অর্থাৎ অব্যবহিত যুক্তি, আসন্ন উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষকরণ।

পদতল—পদতল, পায়ের তালু। (বিপ) **পদপিট্ঠি**। ⟹ **পিট্ঠি** (১)।

পদত্ত (বিণ) প্রদত্ত, সমর্পিত, যাহা দেওয়া হইয়াছে এমন, বিভক্ত, বণ্টিত, পরিবেশিত, শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পদাতি**। (ক্লী) অধিক সংখ্যাকে বিধিমত গঠনকরণ অথবা অধিক সংখ্যা হওন, অংশকরণ, বিভাগকরণ, উপাদান হওন, অধিক সংখ্যা নিয়োগকরণ।

পদত্থ [পদ+অত্থ] পদের অর্থ, শব্দার্থ। ⟹ **অত্থ**।

পদদেসনা—পদ বা বাক্য-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা, কোনো বিষয়ে দেশনা বা বক্তৃতা, শ্লোক বা গাথা শিক্ষা, কোনো বিষয়ে পাঠ বা প্রবন্ধ। ⟹ **পদ** (৪)।

পদদ্বয—পদদ্বয়, দুই পঙক্তি, দুই পঙক্তির গাথা বা শ্লোক, (বিশেষ ভাষার) দ্বিগুণ অংশ অর্থাৎ পূর্বপদ এবং পরবর্তী পদ। ⟹ **দ্বয**।

পদনিক্খেপ (ব্যাকরণমতে) পদ্যের ছন্দ ঠিক করিয়া পদ বসানো অর্থাৎ রচনা নীতি বা নিয়ম। ⟹ **নিক্খেপ**।

পদপথ—হাঁটিয়া চলার পথ, রকম, প্রকার। ⟹ **পদ** (৩)।

পদপরক্কন্ত (বিণ) পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রান্ত, পদব্রজে গিয়াছে এমন। (ক্লী) পদচিহ্ন।

পদপরম—যাহার নির্বাণপ্রাপ্তি কেবল (সাহিত্যে বর্ণিত) কথামাত্র (অনুভূতির দ্বারা উহা জ্ঞাত বা প্রাপ্ত নহে)। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **ব্যঞ্জনপদমেব পরমং অস্সা'তি**।

পদ পারিপূরী (স্ত্রী) পদের পূর্ণতা বা সমাপ্তি, অনুপূরক বা অতিরিক্ত অব্যয়রূপে ব্যবহৃত অথবা উপসর্গরূপে অথবা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষরযুক্ত শব্দবিশেষ, অনুপূরক অণু বা পরমাণু, অতিরিক্ত ক্ষুদ্র খণ্ডবিশেষ। ⟹ পারিপূরী।

পদপিট্ঠি—পদপৃষ্ঠ, পায়ের পিঠ বা উপরিভাগ। (বিপ) **পদতল**। ⟹ **পিট্ঠি**(১)।

পদপূরণ (ক্লী) কবিতায় পদ পূরণ, গাথা বা শ্লোকের পদ পূরণকরণ। যেমন অনুপূরক বা অতিরিক্ত অব্যয়রূপে ব্যবহৃত অথবা উপসর্গরূপে বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষরযুক্ত শব্দবিশেষরূপে "**খো, খো পন, ততো, পি, সু, হ, হি, তং, ময, অ" শব্দ** যোগ করিয়া কবিতায় পদপূরণ করিতে হয়। অর্থকথা নীতিতে:—(সুত্রনিপাত অর্থকথা) **পদ অপূরণ; পদপূরণ খো; পদপূরণ খো পন;** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **তং পদপূরণ;** (সুত্রনিপাত অর্থকথা) **ততো পদপূরণ; পদপূরণ পি; সুপদপূরণ; পদপূরণ হ; পদপূরণ হি**।

পদপূরণমত্তে—কবিতায় পদপূরণে অথবা পদপূরণ হইলে। উদাহরণ:—**দানময = দান; সীলময = সীল**।

পদপূরণময (বিণ) কবিতায় কেবল পদ পূরণ করিতে হয় অথবা পূরণ করা হইয়াছে এরূপ, কেবল পদপূরণ করা হইয়া থাকে, কবিতায় পদপূরণযুক্ত। ⟹ **ময়, পদপূরণমত্তে**।

পদভাজন (ক্লী) শব্দ বা পদ বিভাগকরণ, পদান্বয়, (বাক্য বা বিশেষভাষার) প্রতিশব্দের পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা বা অনুশীলনকরণ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে শব্দসমূহের ব্যবহার, বাক্যসমূহের বিভাগকরণ। ⟹ **ভাজন**।

পদভাজনিয—বাক্য বা বিশেষ ভাষা সম্বন্ধীয় বিভাগ।

পদভাণ (ক্লী) ধর্মগ্রন্থের শব্দসমূহ এবং গাথা বা শ্লোকাদি আবৃত্তিকরণ অথবা মুখস্থ কথন অথবা তদ্বিষয়ে ধর্মোপদেশ করণ। = **পটিভান**।

পদভাণক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থের শব্দসমূহ অথবা গাথাদি আবৃত্তি করেন, ধর্মবিষয়ে উপদেষ্টা, ধর্মপ্রচারক।

পদর (ক্লী) ১। ছিদ্র, চিড়, ফাটল, ফাটা। = **দরী** (সুত্রনিপাত অর্থকথা)। (যৌগিকে) **পদর কন্দর** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। ২। কাষ্ঠফলক, তক্তা, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠফলক বা তক্তা, প্রশস্ত তক্তা। (জাতক) **পদর সকট; পদরচ্ছন্ন**। (সুত্রনিপাত অর্থকথা) **দব্বপদর**। ৩। = **বদর**। ⟹ **বদর**। জাতকে "**বদর**" শব্দের পরিবর্তে "**পদর**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, যেমন—**বেলুবা পদরানি চ**—বাঁশ এবং তক্তার বেড়া। (তুলনীয়) **দব্ব, দরতি, দারু**।

পদরচ্ছন্ন (বিণ) তক্তা দ্বারা আচ্ছন্ন, কাঠের ফলকে আচ্ছাদিত, ছাদের ভিতর দিক তক্তা দ্বারা আচ্ছন্ন। ⟹ **ছন্ন, পদর**।

পদর সকট (ক্লী) কাঠের গাড়ি, কাষ্ঠফলকে বা তক্তা দ্বারা নির্মিত শকট বা গাড়ি। ⟹ **পদর**।

পদর সঞ্চিত (বিণ) ছিদ্রপূর্ণ, ফাটলে পরিপূর্ণ (?) (বিনয়)।

পদর সমাচার (ক্লী) প্রতিসরণতা, আলোকরশ্মির বক্রগমনতা, আস্তালম্বন, অবাধ্যতা।

পদলঞ্ছন (ক্লী) পদলাঞ্ছন, পদচিহ্ন, পায়ের দাগ বা চিহ্ন। ⟹ **লঞ্ছন** (১)।

পদবণ্ণনা (স্ত্রী) পদবর্ণনা, শব্দের ব্যাখ্যা, একটি গাথা বা শ্লোকের ব্যাখ্যা, ছন্দবদ্ধ বাক্য অথবা বাক্যাংশের ব্যাখ্যা।

পদবলঞ্জ (ক্লী) পদচিহ্ন, কোনো জীব হাঁটিয়া চলিয়া যাওয়ার চিহ্ন বা পায়ের দাগ, কোনো কিছু চলিয়া যাওয়ার চিহ্ন, পায়ে চলার পথ, সংকীর্ণ পথ, রেল বা ট্রামলাইন, বিশেষভাবে তৈরি দৌড় প্রতিযোগিতার পথ, নির্দিষ্টগত অথবা অনির্দিষ্টগত পথ। ⟹ **বলঞ্জ** (১)।

পদবার (পুং) "কিছু চলিয়া যাওয়ার চিহ্নরূপ ঘটনা" অর্থাৎ পদচিহ্ন, হাঁটিয়া গিয়াছে এরূপ চিহ্ন। (জাতক) **পদবারেন** (এখানে বানান দৃষ্ট হয় "পাদবারেন")— পায়ে হাঁটিয়া। ⟹ **বার** (২)।

পদবারেন ⟹ **পদবার**।

পদবিগ্গহ (পুং) পদ বা বাক্যস্থ শব্দসমূহের বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা, পদ বা শব্দের পার্থক্য বা বিচ্ছেদ, মিশ্রিত বা যৌগিক শব্দের উপাংশের ব্যাখ্যা। ⟹ **বিগ্গহ** (৩)।

পদবিভাগ (পুং) শব্দের পদান্বয়, শব্দের পার্থক্য বা বিচ্ছেদ, পদবিভাগ, পদসমূহের বিভাগ। ⟹ **বিভাগ**।

পদবীতিহার (পুং) এক পা দুই পা করিয়া পদক্ষেপ, পদক্ষেপের বিনিময়। = **বীতিহরণ**।

পদব্যঞ্জন (ক্লী) ১। পায়ের লক্ষণ বা চিহ্ন, পদচিহ্ন, পায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন। ২। শব্দগুণ। ⟹ **পদ** (৪)।

পদসংসগ্গ—পদ সংসর্গ, শব্দ সংযোজনা, দুই শব্দের সম্বন্ধ বা একত্রে মিলন অর্থাৎ সন্ধি বা সন্ধিযুক্ত শব্দ। ⟹ **সংসগ্গ**।

পদসদ্দ (পুং) পদশব্দ, পদক্ষেপের শব্দ, পায়ে হাঁটার শব্দ, পদধ্বনি।

পদসন্ধি—শ্রুতিমধুর শব্দের সংযোগ।

পদসন্ধিকর (বিণ) দুইয়ের মধ্যে বা দুইটি শব্দের মধ্যে ব্যবধান করা আছে এরূপ, দুইটি শব্দের মধ্যে মিলন বা সন্ধি হইতে পারে এমন।

পদসা—("পদ" শব্দের করণকারকে একবচনে) পদ দ্বারা, পায়ে হাঁটিয়া।

পদসিদ্ধি (স্ত্রী) শব্দের অর্থ সম্বন্ধীয় বাদ বা বিয়োগ। (তুলনীয়) **সদ্দসিদ্ধি**।

পদসিলা (স্ত্রী) পা রাখিবার শিলা, পদস্থাপনের পাথর, পদক্ষেপের পাথর, পদচিহ্নের বা পদচিহ্নখচিত পাথর, পতাকা, নিশানা, ধ্বজা, টালিপাথর, প্রস্তরফলক। ⟹ **সিলা**।

পদসে = **পদেস**। ⟹ **পদেস**।

পদসো (ক্রি-বিণ) বাক্যে বাক্যে, শব্দে শব্দে, প্রতিবাক্যে, প্রতিশব্দে। (বিনয়) **পদসো ধম্মং বাচেতি** = **অনুপদং ধম্মং বাচেতি** (বিনয় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পদসো ধম্ম**। ⟹ **পদ** (৪)।

পদসো ধম্ম—ধর্মের প্রতিটি শব্দ অর্থাৎ ধর্মালাপের প্রতিবাক্যে বা প্রতি শব্দে, যে সব কথায় ধর্মালাপ করা হয় উহার প্রতিবাক্যে বা প্রতিশব্দে। ⟹ **পদসো**।

পদস্সেতি (ক্রি) প্রদর্শন করে, দেখায়।

পদহতি (ক্রি) [প+√দহ+অ] ১। চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, (বলাদি) শক্তি প্রয়োগ করা, উদ্যম করা। (দীর্ঘনিকায়) **চিত্তং পগ্গণহাতি পদহতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যোনিসো পদহতি**। ২। (সাহসের সহিত) সম্মুখীন হওয়া, মুখোমুখি করা, সামনে আনা, মুখোমুখি করা বা থাকা, বিপরীত দিকে থাকা, লওয়া, গ্রহণ করা, উদ্ধৃত করা, বিরুদ্ধে লড়া, বিপক্ষে যাওয়া, কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ করা, মারামারি করা, যুদ্ধ করা, বিবাদ করা, দণ্ডায়মান হওয়া, দাঁড়াইয়া থাকা, একভাবে থাকা, স্থাপিত হওয়া, অবস্থিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, অগ্রসর না হওয়া, থামা, অপেক্ষা করা, সম্মত হওয়া, মিল হওয়া, কার্যের প্রার্থনা করা, প্রার্থী হইয়া দাঁড়ানো, সহ্য করা, প্রতিরোধ করা, সহা, খাড়া করা, দাঁড় করানো। (জাতক) **উসীরং মুঞ্জপুব্বজং উরসা পদহেস্সামি**—বেনা বা উলু ঘাসের উপর বুকে ভর করিয়া অবস্থান করিব। (জাতক অর্থকথা) **দ্বেধা কত্বা পুরতো গমিস্সামি**— দ্বিভাগ করিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হইব। (অতীত) **পদহি**। (অ-বিণ) **পদহিত, পহিত**। (ক্রি-বি) **পদহিত্বা**।

পদহন = **পধান**। ⟹ **পধান**।

পদহসি (ক্রি) দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ানো, পোড়া, দাহ করা, প্রজ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, উত্তপ্ত বা শুষ্ক করা, উত্তেজিত করা বা হওয়া, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা।

পদাতর (বিণ) অতিরিক্ত, অবিবেচক, অমিতব্যয়ী, অপচয়ী।

পদাতবে (তুম) দিতে, দান করিতে, প্রদান করিতে, স্বীকার করিতে, সমর্পণ করিতে, অর্পণ করিতে। ⟹ **পদাতি**।

পদাতি (ক্রি) ১। দেওয়া, দান দেওয়া, স্থাপন করা, রাখা, প্রদান করা, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, বিভাগ করা, বণ্টন করা, শ্রেণীভাগ করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা, জোগানো, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা। (ক্রি-বি) **পদত্বা, দত্বা**। (ভবিষ্যতে) **পদস্সতি**। ২। উপার্জন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করানো, (চলতি কথায়) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া, লওয়া, ধরা, গ্রহণ করা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন

অধিমনসা।

পদুট্‌ঠমানসা = পদুট্‌ঠমনসা। ⟹ পদুট্‌ঠমনসা।

পদুদ্ধার—পদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গাথার বা কবিতার সার-সংগ্রহ। = অত্থুদ্ধার।

পদুব্ভতি (ক্রি) [প+√দুভ+য] অন্যায় করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, ভ্রম করা, ভুল করা, অন্যায় ব্যবহার করা, অন্যায়ভাবে বিচার করা, পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত করা, পাপ করা, অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, (কাহারও বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করা, অভিসন্ধি করা, কুমন্ত্রণা করা, কুযুক্তি করা। ⟹ পদুস্‌সতি। (অতীত) পদুব্ভি। (অ-বিণ) পদুব্ভিত। (ক্রি-বি) পদুব্ভিত্বা।

পদুম (ক্লী) ১ পদ্ম, পদ্মফুল, পদ্মফুলের গাছ, কমল। পদ্ম তিন প্রকার, যথা—**রত্তপদুম, নীলপদুম**, সেতপদুম। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার পদ্মের নাম দৃষ্ট হয়, যথা—হলদে বর্ণের পদ্ম এবং পাটলবর্ণের বা পিঙ্গলবর্ণের পদ্ম। (জাতক) **পঞ্চবণ্ণ পদুম**। পদ্মদল বা পদ্মের পাপড়িভেদে পদ্ম দুই প্রকার, যথা—**সতপত্ত পদুম, সহস্সপত্ত পদুম**। জাতকে সপ্তবর্ণ পদ্মের কথাও দৃষ্ট হয়, যথা—**নীল-উপ্পল, সেত-উপ্পল, রত্ত-উপ্পল**, রত্তপদুম, সেত পদুম, **কল্লহার**। ⟹ **কমল, কুবলয**। (জাতক) **দণ্ডপদুম; খন্ধ পদুম; লতা পদুম; দণ্ডক পদুম; ওলম্বক পদুম**। = **পুণ্ডরীক**। **নানা পদুমসঞ্ছন্ন**। ২ একটি নরকের নামবিশেষ অর্থাৎ "**পদুম নরক**"। (সংযুক্ত নিকায়) **পদুম নিরয**।

পদুমক ১ পদ্ম। ২ "পদুম" নামক নরক অর্থাৎ পদ্মনরক। ⟹ **পদুম, পদুমনিরয**।

পদুমকণ্ণিকা (স্ত্রী) পদ্মের ফলত্বক, পদ্মের টাক, পদ্মের আকারের অথবা পদ্মাকারের মত পর্বতশৃঙ্গ।

পদুমকলাপ (পুং) পদ্মফুলের গুচ্ছ, পদ্মফুলের বান্ডিল।

পদুমগব্ভ (পুং) পদ্মগর্ভ, পদ্মের মধ্যভাগ, পদ্মফুলের বৃতি, পদ্মফুলের বহিরাবরণ, পদ্মপুষ্পাদলাবরণ। (থেরগাথা) **পদুমগব্ভবণ্ণ**।

পদুমচ্ছর [পদুম+অচ্ছর] (স্বর্গীয়) পদ্ম-অপ্সরা, যেই অপ্সরার শরীর হইতে পদ্মগন্ধ প্রবাহিত হয়, পদ্মকন্যা।

পদুমনিরয—পদ্ম নামক নরক, অসংখ্য নরকের মধ্যে ইহাও একটি নরকের নামবিশেষ। ⟹ **পদুম** (২)।

পদুমপত্ত (ক্লী) ১ পদ্মফুলের পাপড়ি, পদ্মপুষ্পদল, পদ্মের পাপড়ি। ২ পদ্মপত্র, পদ্মপাতা, পদ্মগাছের পাতা। = **পোক্খর, পোক্খর পত্ত**। ⟹ **পত্ত** (১খ)।

পদুমপুঞ্জ—পদ্মপুঞ্জ, পদ্মরাশি, পদ্মফুলের গুচ্ছ।

পদুমপুপ্ফ (ক্লী) পদ্মফুল, পদ্মপুষ্প। = **ভিসপুপ্ফ**।

পদুমব্যুহ = **পদুমব্যূহ**। ⟹ **পদুমব্যূহ**।

পদুমরাগ (পুং) পদ্মরাগ, এক প্রকার মণি-বিশেষ, পদ্মরাগ-মণি, চুণি, লাল বস্তু বা রক্তবর্ণ মণি, পদ্মের ন্যায় বর্ণ।

পদুমব্যূহ (পুং) পদ্মব্যূহ, পদ্ম ফুলের পাপড়ির ন্যায় স্তরে স্তরে সৈন্যগণের ব্যূহ রচনা, যুদ্ধের সময় পদ্মফুলের ন্যায় অথবা সজ্জিত পদ্মপাপড়ির ন্যায় সৈন্য শৃঙ্খলা বা শ্রেণীবদ্ধকরণ, পদ্মফুলের ন্যায় সৈন্যব্যূহ রচনা। ⟹ **ব্যূহ** (১), **ব্যুহ** (১)। "**ব্যূহ**" চারিপ্রকার, যথা—**পদুম ব্যূহ, চক্কব্যূহ, সকটব্যূহ, সেনাব্যূহ**। (সংস্কৃতে) **পদ্মব্যূহ সমাধি**—একপ্রকার ধ্যানের নাম।

পদুমসঞ্ছন্ন (বিণ) পদ্মফুলে সমাচ্ছন্ন, পদ্মফুলে আচ্ছাদিত। ⟹ **সঞ্ছন্ন**।

পদুমসর (পুং) পদ্মপুকুর, পদ্ম গাছে বা ফুলে পরিপূর্ণ সরোবর বা হ্রদ, পদ্ম সরোবর।

পদুমিন (বিণ) পদ্মফুল বা পদ্ম আছে এমন, পদ্ম-সম্বন্ধীয়, পদ্মে ভরা, পদ্মসদৃশ, পদ্মতুল্য। (পুং) ফুটফুটে দাগ বা চিহ্নযুক্ত হস্তীর নাম-বিশেষ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পদুমসদিস গত্ততায বা পদুমকুলে উপ্পন্নতায বা পদুমী**।

পদুমিনী (স্ত্রী) ১। পদ্মগাছ, পদ্মফুলের গাছ। (জাতক) **পদুমিনী পণ্ণ; পদুমিনী পত্ত**। ২। পদ্মপুষ্করিণী, পদ্মপুকুর, পদ্মগাছ আছে এরূপ ক্ষুদ্র জলাশয় বা ডোবা।

পদুমিনী পণ্ণ (ক্লী) পদ্মপত্র, পদ্মপাতা, পদ্মপর্ণ। ⟹ **পদুমপত্ত** (২)।

পদুমিনীপত্ত = **পদুমিনীপণ্ণ**। ⟹ পদুমিনীপণ্ণ।

পদুমী (বিণ) পদ্ম আছে এমন। = **পদুমিন**। (পুং) ফুটফুটে দাগ বা চিহ্ন বিশিষ্ট হস্তীর নাম-বিশেষ। = **পদুমিন**।

পদুমুত্তর (পুং) একজন অতীত সম্যক সম্বুদ্ধের নাম। জগতে উৎপন্ন ২৮ জন সম্যক সম্বুদ্ধের মধ্যে "**পদুমুত্তর**" ত্রয়োদশ বুদ্ধের নাম।

পদুল্ল = পদুট্‌ঠ। ⟹ পদুট্‌ঠ। এই শব্দটি যৌগিকে "**পদুল্ল-গাহিন**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **পদুল্লগাহিন**।

পদুল্লগাহিন—সম্ভবত এই শব্দটি ভুল পাঠ, কিন্তু অনুবাদ করা হইয়াছে:—"(নিরার্থক ধারণা সম্পর্কে) পচা তৃণ দৃঢ়রূপে ধারণ" অর্থে। আবার অর্থকথায় "**দুট্‌ঠুল্লগাহিন**" শব্দরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ⟹ **দুট্‌ঠুল্লগাহিন**। আবার সংযুক্ত নিকায়ে এই "**পদুল্লগাহিন**" শব্দকে "**দুট্‌ঠুল্লভাণিন**" শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ⟹ **দুট্‌ঠুল্লভাণিন**।

পদুসে ⟹ পদূসেতি।

পদুস্‌সতি (ক্রি) [প+√দুস+য] অপকার করা, অন্যায় করা, ভ্রম করা, ভুল করা, অন্যায় ব্যবহার করা, অন্যায়ভাবে বিচার করা, ক্ষতি করা, অনিষ্ট করা, পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত হওয়া, পাপ করা, অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, বিকৃত করা, পচাইয়া ফেলা, পচিয়া যাওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, নষ্ট করা, উৎকোচ প্রদান করা, ভ্রমপূর্ণ কাজ করা, অহিত করা, ধ্বংস করা। ⟹ **পদোস, পদুব্ভতি**। সূত্রনিপাতে "**পদিস্সতি**" শব্দের পরিবর্তে "**পদুস্‌সতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অতীত) **পদুস্‌সি**। (অ-বিণ) **পদুট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **পদুস্‌সিত্বা**। (করণে) **পদূসেতি**।

পদুস্‌সন (স্ত্রী) পীড়িত করণ, কুপিত করণ, অপকার করণ, অহিত করণ, (কাহারও বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করণ, অভিসন্ধি করণ, কুমন্ত্রণা করণ।

পদুস্‌সিত (বিণ) = পদূসিত। ⟹ পদূসিত।

পদুস্‌সেতি (ক্রি) দূষিত করা, নষ্ট করা, বিগড়াইয়া দেওয়া, কলুষিত করা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "পদস্‌সেতি" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে : "দুম্মঙ্কু'ৎসং পদুস্‌সেতি ধূম'গ্‌গিম্‌হি ব পাবকো। = পদূসেতি।

পদূসিত (বিণ) প্রদূষিত, দূষিত, অনিষ্টকৃত, লুণ্ঠিত, বিকৃত, বিধ্বংসিত, অপকারকৃত, পণ্ডকৃত। ⟹ পদূসেতি।

পদূসেতি (ক্রি) [প+√দুস+এ] অপরিষ্কার করা, কলুষিত করা, সমল করা, দূষিত করা বা হওয়া, কলঙ্কিত করা, অপবিত্র করা, লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, বলাৎকার করা, নষ্ট করা বা হওয়া, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিগড়ানো, অব্যবহার্য হওয়া, বিকৃত করা, পচাইয়া ফেলা, পচিয়া যাওয়া, উৎকোচ প্রদান করা, ভ্রমপূর্ণ করা, নিকৃষ্ট করা, ধ্বংস করা, অসৎ কার্য করা, একেবারে অব্যবহার্য হওয়া, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা বা হওয়া, একেবারে বিগড়ানো বা বিগড়াইয়া দেওয়া, সম্পূর্ণরূপে পণ্ড করা, সম্পূর্ণরূপে লুঠ করা বা লুণ্ঠন করা, একেবারে খারাপ করা বা হওয়া, সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া অথবা বলপূর্বক গ্রহণ করা, প্রদূষিত করা। ⟹ প (২), পদোস। (অতীত) পদূসেসি। (অ-বিণ) পদূসিত। (ব-বিণ) পদুসে = পদোসেয্য (⟹ পদোসেতি); জাতকে "মনো উপহচ্চ" শব্দের পরিবর্তে "মনো পদুসে" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ক্রি-বি) পদূসেত্বা।

পদেপদং = পদাপদং। ⟹ পদাপদং।

পদে পদে—পদে পদে, এই বিষয়ে সেই বিষয়ে অর্থাৎ সর্ববিষয়ে। = আরম্মণে আরম্মণে (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)।

পদেস (পুং) প্রদেশ, দেশ, স্থান, জিলা, একদেশ, অঞ্চল, নগর, পরগনা, স্থাপন, অবস্থিতি, দাগ, চিহ্ন, নিন্দা, খুঁত, দোষ, কলঙ্ক, অপরিসর স্থান, নিদর্শন, লক্ষণ, প্রদর্শন, শ্রেণী, ইতস্তত ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, মানসিক ক্ষমতা, গোলাগুলির পাল্লা বা দূরত্ব, এলাকা, পরিসর, সুদীর্ঘ চুল্লি-বিশেষ, কাজ, পদবি, পদ, বদল, প্রাঙ্গণ, পুস্তকের অনুচ্ছেদ, অনাবৃত স্থান, নগরের মধ্যস্থিত সুপ্রশস্ত পথ, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহাদি বা এলাকা, প্রতিযোগীদের মধ্যবর্তী স্থান, (চলতি কথায়) বাড়ি। "পদসে" শব্দের পরিবর্তেও "পদেস" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) চত্তারো মহাপদেস। (ধর্মপদ) জগতিপ্পদেস। (জাতক) হিমবন্ত পদেস; জাতি-গোত্ত-কুল-পদেস। (পেতবত্থু অর্থকথা) হদয পদেস।

পদেসকারিন (বিণ, পুং) সীমিত আয়তনকারী, সংকীর্ণ বিস্তৃতি সম্পাদনকারী, যে ব্যক্তি জিলা বা প্রদেশ গঠন করে, স্থান বা পরিসর করিয়া নেয় এমন।

পদেসচক্কবত্তিন (পুং) প্রদেশসমূহের সম্রাট, প্রদেশের মধ্যে অথবা একটি মাত্র প্রদেশের রাজাধিরাজ। ⟹ দীপচক্কবত্তিন।

পদেসঞ্‌ঞাণ (স্ত্রী) সীমিত বা সংকীর্ণ জ্ঞান, অপ্রশস্ত জ্ঞান, কোনও বিষয় বা শ্রেণীর অন্তর্গত জ্ঞান।

পদেস বোধিসত্ত—সীমিত বোধিসত্ত্ব।

পদেসরজ্জ (স্ত্রী) রাজার শাসিত প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য, প্রাদেশিক রাজার শাসিত রাজ্য, স্থানীয় শাসন বা শাসন প্রণালী, দেশীয় রাজ্য বা রাষ্ট্র, জিলায় শাসিত রাজ্য অর্থাৎ একটিমাত্র জিলায় শাসিত শাসনতন্ত্র বা রাষ্ট্র।

পদেসরাজ (পুং) = পদেসরাজা। ⟹ পদেসরাজা।

পদেসরাজা (পুং) স্থানীয় শাসনকর্তা, প্রাদেশিক রাজা, অধীন প্রাদেশিক রাজা। (বিশুদ্ধিমার্গ) চক্কবত্তি পদেসরাজা।

পদেসলক্‌খণ (স্ত্রী) আঞ্চলিক সীমিত বা সংকীর্ণ লক্ষণ, প্রাদেশিক সীমিত বিশেষ গুণ।

পদেসবস্‌সিন (বিণ) স্থানীয় জায়গায় বর্ষণকারী, প্রদেশে বর্ষণকারী, কেবল স্থানীয় জায়গায় অথবা জিলার সীমিত স্থানে (বৃষ্টি) বর্ষণকারী। ⟹ বস্‌সিন।

পদেসিক (বিণ) প্রাদেশিক, প্রদেশজাত, প্রদেশ সম্বন্ধীয়, কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখার অন্তর্গত স্থান সম্বন্ধীয়, সূচিত, প্রকাশ্য, নির্দেশিত, আঞ্চলিক, (কোনো নির্দিষ্ট) প্রদর্শকে বা সূচকে উপস্থিত হয় এমন। (বয়স নির্দেশে সংখ্যা প্রদর্শনে) সোল্‌সবস্‌স পদেসিক—১৬ বৎসর বয়সের সময় (জাতক)। ⟹ উদ্দেসিক (১)।

পদেহসি = পদহসি। ⟹ পদহসি।

পদোস (পুং) ১। প্রদোষ, সায়ংকাল, রাত্রি আরম্ভের প্রথম চারিদণ্ড কাল। ২। অভাব, অপূর্ণতা, দোষ, বৈকল্য, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, কলঙ্ক, নিকৃষ্টতা, দুষ্টতা, পচন, বিকৃতি, পাপ, পচাবস্তু, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাষা সম্পর্কে) অপকৃষ্ট করণ, অপচার, নৈতিক অবনতি। = পদুস্‌সতি পরং বা পদূসেতি বিনাসেতী'তি পদোসো (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) ব্যাপাদ পদোস। (অঙ্গুত্তর নিকায়) চেত্তা পদোস। বর্মা থেরগাথা অর্থকথায়—"অমচ্চে মনসে পি চ" এর পরিবর্তে অন্যান্য থেরগাথা অর্থকথায় এক অনিশ্চিত বাক্য দৃষ্ট হয়, যেমন—"অপচে পদুসে (পদোসে?) পি চ"। ৩। ক্রোধ, রাগ, অতিশয় ঘৃণা, শত্রুতা, বিদ্বেষ। (মধ্যম নিকায়) মনো পদোস। = খাণু-কণ্টক-আদিম্‌হি পদোস (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পদোসকাল (পুং) প্রদোষকাল, সায়াহ্ন সময়, সন্ধ্যাকাল।

পদোসিক (বিণ) প্রদুষ্ট, দুষ্ট, পাপজনক, পাপে রত, পাপী, পাতকী, অপবিত্র, নষ্ট, পণ্ড, অব্যবহার্য, লুণ্ঠিত,

দোষপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, বিকৃতিজনক, পচনশীল, পচা, নীতিহীন। এই শব্দটি কেবল দুইটি বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **খিড্ডা পদোসিক**—ইচ্ছা করিয়া বিপথগামী বা পাপে রত; **মনো পদোসিক**—মনের মধ্যে অপবিত্র, মনোদুষ্ট, মনোদূষিত বা মনে মনে পাপ পোষণ করিয়া।

পদোসিন (বিণ) দোষজনক, অত্যাচারজনক, গালাগালি দেওয়া হয় এরূপ, নিয়মভঙ্গকর, বিকৃত, নিন্দাজনক, নিন্দিত, নিন্দাপূর্ণ, অপমানজনক, দুর্মুখ, ক্ষতিকর, অনিষ্টকর, অহিতকর, অপকারজনক, নষ্টকর, বিরক্তিকর, অপব্যবহারজনিত, বিগড়াইয়া দেওয়া হয় এরূপ, কাড়িয়া লওয়া হয় এরূপ, লুঠ করা হয় এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পদুট্‌ঠ পদোসিন**।

পদোসে = **পদুসে**। ⟹ **পদুসে, পদোস** (১)।

পদোসেতি (ক্রি) = **পদূসেতি**।⟹ **পদূসেতি**। পেতবত্থু অর্থকথায় "**চিত্তানি পদোসেত্বা**" এবং বিশেষ ভাষায় "**মনং পদোসযে**" যাহার অর্থ হয়—"ক্রোধান্বিত হওয়া" [তুলনীয়—**পদোস** (২)], আবার সংযুক্ত নিকায়ে উহার অর্থ হয়—"হৃদয়ে শত্রুতা পোষণ করা"; = "**মনং পদোসেয্য**" এবং "**মনো পদোসেয্য**"।

পদ্ধ (বিণ) **১ক**। দক্ষ, অভিজ্ঞ, নিপুণ। = **পত্থ, পট্‌ঠ, ছেকো, পটিবলো**। **খ**। পরাধীন, অধীন, বাধ্য, কোনোরূপ শর্তাধীন, কর্মী, অনুগত, জোগানদার, সন্তুষ্টকারী, ব্যবহারকারী, আদেশ পালনকারী, বন্দোবস্তকারী, উপকারী, মান্যকারী, পূজারী, সেবাকারী, যত্নকারী, মনোযোগী, উপস্থিত। (জাতক) **পদ্ধ** ("**বড্‌ঢ**" শব্দের পরিবর্তে) **চরামি**। (তুলনীয়) **পদচারিকা**। **২**। অর্থ(?)। সম্ভবত "**পদ্ধ**" (১) শব্দের সমার্থবাচক। কিন্তু জাতক অর্থকথায় "**অড্‌ঢ উপড্‌ঢ**" শব্দরূপে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পদ্ধংসেতি = **পধংসেতি**। ⟹ **পধংসেতি**।

পদ্ধগু (বিণ) **১**। যাইতেছে অথবা গমন করে এমন, ভ্রমণ করিতেছে এমন। (জাতক) **ন প-অদ্ধগুং** (জাতক অর্থকথায়) **ন পদ্ধগুং**। **২ক**। (বিণ) নীচ, নম্র, সহচর, উপকারী, পূজারী, সেবাকারী, আদেশ পালনকারী, বিনীত, সেবার জন্য প্রস্তুত। ⟹ **পরিচার**। **খ**। (পুং) ভৃত্য, চাকর, ক্রীতদাস, পরাধীন ব্যক্তি, দাস, গোলাম, দাসের ন্যায় পরিশ্রমকারী লোক। সংযুক্ত নিকায়ে "**পচ্চগু**" শব্দের পরিবর্তে এবং সূত্রনিপাতে "**পট্‌ঠগু**" পরিবর্তে "**পদ্ধগু**" শব্দের পাঠ দৃষ্ট হয়। চূল্লনিদ্দেসে ইহার পাঠ হইয়াছে "**পট্‌ঠগু**", কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার পাঠ হইয়াছে "**পদ্ধগু**" এবং "**পদ্ধচর পরিচারিক**" রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (জাতক) **হদযস্স পদ্ধগু**।

পদ্ধগূ = **পদ্ধগু**। ⟹ **পদ্ধগু**।

পদ্ধচর (বিণ) সেবার জন্য প্রস্তুত, পরাধীন, অধীন, বাধ্য, কোনোরূপ শর্তাধীন, সেবাকারী, সাহায্যকারী। (পুং) পার্শ্বচর, ভৃত্য, চাকর। = **পরিচারিক**। ⟹ **পদ্ধগু** (২খ)। সংযুক্ত নিকায়ে "**পদ্ধচর**" শব্দের পরিবর্তে "**বদ্ধচর, পট্‌ঠচর**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে এবং ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—"ছাত্র, শিষ্য"। জাতকে "**বদ্ধ চরামি তুযহং**" এর পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**পদ্ধচরা'স্মি তুযহং**"। Kern ইহাকে "**বদ্ধ**" শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সিংহলী গ্রন্থে ভুল পাঠে ভুল বুঝিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**তুযহং বদ্ধ চরামি**", কিন্তু "**বেয্যাবচ্চকারিকা পদচারিকা**" শব্দও সংযোগ করা হইয়াছে। (জাতকে) **বদ্ধগুর** = **বেয্যাবচ্চকর** (জাতক অর্থকথা)। (মহানির্দেশ) **পদ্ধচর পরিচারিক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পদ্ধচর পরিচারক** ("**পদ্ধগূ**" শব্দের পরিবর্তে)।

পদ্ধচরা (স্ত্রী) দাসী, সেবিকা, চাকরানী। = **পাদ পরিচারিকা** (জাতক অর্থকথা)।

পদ্ম (পুং) পদ্ম, কমল। = **পদুম**।

পদ্মক (পুং, ক্লী) এক জাতীয় গাছের নাম-বিশেষ, পদ্মক বৃক্ষ।

পদ্বার (ক্লী) দরজার সম্মুখস্থ স্থান, ফটকের সম্মুখস্থ স্থান। ⟹ **প** (৪)।

পদ্বারগাম—শহরতলি, নগরের উপকণ্ঠ, উপপুর।

পধংস (পুং) প্রধ্বংস, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, লঙ্ঘন, ভঙ্গ, বলাৎকার, লুঠ, লুণ্ঠন, লুণ্ঠিত দ্রব্য, অপরাধকরণ, পাপকরণ, অসন্তুষ্টকরণ, কুপিতকরণ, বিরক্তকরণ। = **অপ্পধংস**।

পধংসেতি (ক্রি) [প+ধংসেতি] (অপাদান কারকে) কিছু হইতে পতিত হওয়া, বিযুক্ত হওয়া, বঞ্চিত হওয়া। (বিনয়ে) **যোগক্খেমা পধংসেতি** ("**পদ্ধংসেতি**" শব্দের পরিবর্তে)। (অতীত) **পধংসি**। (অ-বিণ) **পধংসিত**। (ব-বিণ) **পধংসিয**; (যৌগিকে) **সুপ্পধংসিয; দুপ্পধংসিয**। (করণে) **পধংসেতি**।

পধংসন (ক্লী) **পধংস**। ⟹ **পধংস**।

পধংসিত (বিণ) প্রধ্বংসিত, পীড়া প্রদত্ত, অসন্তুষ্টকৃত, কুপিত, পাপকৃত, অপরাধকৃত, বিরক্ত হইয়াছে এমন, ক্রোধের কারণ হইয়াছে এমন, কোপান্বিত, ক্রোধান্বিত, প্রচণ্ডরূপে আক্রান্ত। ⟹ **অপ্পধংসিত, পধংসেতি**।

পধংসিয (বিণ) লঙ্ঘন করে এমন, দাঙ্গা বা মারপিট প্রবণ, লুণ্ঠন প্রবণ। ⟹ **পধংসেতি**।

পধংসেতি (ক্রি) [প+√ধংস+এ] লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, প্রচণ্ড আক্রমণ করা, পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত করা বা হওয়া, পাপ করা, অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, লঙ্ঘন করা, অপবিত্র করা, বলাৎকার করা। = **জীবিতক্খযং পাপেতি**। ⟹ **পধংসেতি**। (অতীত) **পধংসেসি**। (অ-বিণ) **পধংসিত**। (ব-বিণ) **পধংসেত্ত**।

(ক্রি-বি) **পধংসেত্বা।**

পধান (বিণ) প্রধান, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, সর্বোচ্চ, সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়। (ক্লী) চেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ, বলপ্রয়োগ, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, বিবাদ, প্রতিযোগিতা, আড়াআড়ি, পরিশ্রম, কর্মশক্তি, উদ্যমশীলতা, শক্তি, তেজ, মনের একাগ্রতা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "পধান"-এর জন্য "**পঞ্চসমষা, পঞ্চঅসমষা**"-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **বিরিয।** (বিভঙ্গ) **চিত্ত-সমাধি পধান** ইত্যাদি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মহাপধানং পদহিত্বা।** পেতবত্থু অর্থকথায় "**পধান**" চতুর্বিধ, যথা—**সংবর পধান, পহান পধান, ভাবন পধান, অনুরক্খণা পধান।** দীর্ঘনিকায়েও এই চতুর্বিধ "**পধান**" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। = **পদহন।**

পধানঘর (ক্লী) ধ্যানাদি করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নির্জন গৃহ, বিবেক ঘর।

পধানবন্ত (বিণ) উদ্যমশীল, যত্নশীল, (ধ্যান ইত্যাদিতে) শক্তিবান, যথার্থরূপে মনোযোগী।

পধানবিব্ভন্ত (বিণ) প্রধান বিভ্রান্ত, উদ্যমত্যাগী, উদ্যম বা চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে এমন। ⟹ **বিব্ভন্ত।**

পধানিক (বিণ) ধ্যানে উদ্যমশীল, যত্নশীল, চতুর্বিধ "**পধান**" অভ্যাসকারী। ⟹ **পধান।**

পধানিয (বিণ) উদ্যম বা চেষ্টা সম্বন্ধীয়, পশ্চাদ্ভাবনের বা অন্বেষণের যোগ্য, অনুশীলনীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, অভ্যাস করার যোগ্য। (যৌগিকে) **পধানিযঙ্গ।**

পধানিযঙ্গ (ক্লী) [পধানিয+অঙ্গ] অনুসরণীয়তার গুণ, উদ্যমশীলতার গুণ। দীর্ঘনিকায়ে "**পধানিযঙ্গ**" পঞ্চবিধ, যথা—**সদ্ধো পধানিযঙ্গ, অপ্পাবাধো পধানিযঙ্গ, অসঠো পধানিযঙ্গ, আরদ্ধ-বিরিযো পধানিযঙ্গ, পঞ্ঞবা পধানিযঙ্গ।** যাঁহার নিকট এই পঞ্চবিধ গুণ অহরহ বর্তমান থাকে তিনিই উদ্যমশীল বলিয়া কথিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে—"**সীল পধানিযঙ্গ, চিত্ত পধানিযঙ্গ, দিট্ঠি পধানিযঙ্গ, বিমুত্তি পধানিযঙ্গ**"—এই চতুর্বিধ গুণকে "**পরিসুদ্ধি পধানিযঙ্গানি**" বলা হয়। আবার দীর্ঘনিকায়ে "**সীল পধানিযঙ্গ, চিত্ত পধানিযঙ্গ, দিট্ঠি পধানিযঙ্গ, বিমুত্তি পধানিযঙ্গ, কঙ্খা-বিতরণ পধানিযঙ্গ, মগ্গামগ্গ-ঞাণ পধানিযঙ্গ, পটিপদা-ঞাণ-দস্সন পধানিযঙ্গ, ঞাণ-দস্সন পধানিযঙ্গ, পঞ্ঞা পধানিযঙ্গ**—এই নয়টি গুণকে "**পরিসুদ্ধি পধানিযঙ্গানি**" বলা হইয়াছে।

পধারিত (বিণ) "মনে উৎপন্ন" অর্থাৎ বিবেচিত, জ্ঞাত, চিন্তিত, চিন্তাকৃত, নির্ধারিত, অবধারিত, গভীর চিন্তা দ্বারা স্থিরকৃত, জানিয়াছে অথবা হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে এরূপ। থেরগাথায় এই "**পধারিত**" শব্দটি "**পত্থরিত**" শব্দরূপে পাঠ হইয়াছে (⟹ **পত্থরতি**)।

পধারেহি (ক্রিয়া, পঞ্চমী) ধারণ কর, গ্রহণ কর, ধর। = **ধারেহি।**

পধাবতি (ক্রি) [প+√ধাব+অ] দৌড়াইয়া বাহির হওয়া বা বাহিরে যাওয়া, দৌড়াইয়া পলায়ন করা, দ্রুত ধাবমান হওয়া। ⟹ প (১)। (অতীত) **পধাবি।** (ক্রি-বি) **পধাবিত্বা** = **উপধাবিত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পধাবন (ক্লী) দ্রুত গমন, দৌড়াইয়া গমন করণ, দৌড়াইয়া পলায়ন করণ।

পধাবিন (বিণ) দ্রুতগামী, দ্রুত গমন করে এমন, দৌড়াইয়া যায় এমন, দৌড়াইয়া পলায়ন করে এমন।

পধূপাতি (ক্রি) ধূমায়িত হওয়া, অগ্নিশিখা উৎপাদিত হওয়া। (অতীত) **পধূপাসি** ("**পধূমাসি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ), **পধূপাযি, পধূমাযি।** (অ-বিণ) **পধূপিত।** (করণে) **পধূপেতি।**

পধূপাযতি (ক্রি) = **পধূপাতি।** ⟹ **পধূপাতি।**

পধূপাযি (অতীত ক্রিয়া) = **পধূপাসি।** ⟹ **পধূপাতি।**

পধূপিত (বিণ) প্রধূপিত, সন্তাপিত, ক্লেশিত, প্রদীপ্ত, শোধিত, সুবাসিত, ধোঁয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা ধূপ পোড়ানো হইয়াছে এমন, ধূমায়িত, ধূপগন্ধে পূরিত, বাষ্প নির্গত, ধূম উদ্গত। সংযুক্ত নিকায়ের অনুবাদে "অগ্নিশিখায় পীড়ন করা অথবা যন্ত্রণা দেওয়া" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে; = **সন্তাপিত** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পধূপাতি, পধূপেতি।**

পধূপেতি (ক্রি) [প+√ধূপ+এ] ধোঁয়া দেওয়া, ধূপ পোড়াইয়া ধূমায়িত করা, শোধিত করা, সুবাসিত করা, ধূমায়িত করা বা হওয়া, ধূম নির্গত করা, তামাকের ধূম পান করা, ধূমপান করা, প্রজ্বলিত হওয়া, জ্বলা, দগ্ধ হওয়া, ক্রোধ করা, ধূম দ্বারা শুষ্ক করা, ধোঁয়া করিয়া দূরীভূত করিতে চেষ্টা করা। ⟹ **পধূপাযতি, ধূপেতি।** (অতীত) **পধূপেসি।** (অ-বিণ) **পধূপিত।**

পধূমাসি = **পধূপাসি।** ⟹ **পধূপাতি।**

পধূমাযি = **পধূপাযি।** ⟹ **পধূপাযি।**

পধোত (বিণ) পরিষ্কৃত, সুন্দররূপে ধৌত, ধৌত, তীক্ষ্ণ, ধারালো। ⟹ **পধোবতি।**

পধোবতি (ক্রি) [প+ধোবতি] ধৌত করা, পরিষ্কার করা, ধোওয়া। ⟹ **ধোবতি।** (অতীত) **পধোবি।** (অ-বিণ) **পধোত।**

পন (অব্যয়) ১ (বিরোধসূচক অর্থে অথবা বিপরীতার্থক বোধে) কিন্তু, পরন্তু, যাহা হউক, তথাপি, তবুও, তথাচ, বস্তুত, পক্ষান্তরে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পন তাব।** (জাতক) **চ পন**—কিন্তু। (দীর্ঘনিকায়) **অথ চ পন**—এবং তবুও, তথাচ। (জাতক) **ন খো পন**—নিশ্চয়ই নয়। (বিনয়) **বা পন**—নতুবা, নচেৎ, তদ্ভিন্ন, কিংবা। ২ (প্রশ্নে বা জিজ্ঞাস্যভাবে) এরূপ স্থলে, অতঃপর, সুতরাং, এইরূপ হইলে, তাহা হইলে, তবে, কিন্তু। (জাতক) **কিং পন? কহং পন?** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কেন পন?** (পেতবত্থু অর্থকথা) **কতমং পন?** ৩ (নিঃসন্দিগ্ধ অথবা সংযোজক অর্থে:—) এবং, আর, ও, এবং তারপর,

অতঃপর, কিন্তু এমন, সুতরাং, এইরূপ হইলে, তখনও, এখনও, এযাবৎ, এ পর্যন্ত, আরও, অধিক, অধিকন্তু, অপিচ, পুনশ্চ, এতদ্ভিন্ন, এক্ষণে, বর্তমান সময়ে, এবং এখন। (দীর্ঘনিকায়) **সিযা খো পন**—এখন তাহাই হউক যে ...।

পনচ্চতি (ক্রি) [প+নচ্চতি] (সম্মুখে) নৃত্য করা, নাচা, নৃত্য করানো, নাচানো, ইতস্তত লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়ানো অথবা খেলা করিয়া বেড়ানো। (অতীত) **পনচ্চি**। (অ-বিণ) **পনচ্চিত**। (ব-বিণ) **পনচ্চন্ত**।

পনচ্চিত (বিণ) নৃত্য করিয়াছে এমন, নৃত্য করাইয়াছে এমন, নাচিয়াছে এমন, নাচাইয়াছে এমন। ⟹ **পনচ্চতি**।

পন তাব ⟹ **পন** (১)।

পনস (পুং) পনস, কাঁঠাল গাছ। (ক্লী) কাঁঠাল, কাঁঠাল ফল।

পনস-তচ ১ কাঁঠাল গাছের ছাল। ২ কাঁঠালের বা কাঁঠাল ফলের খোসা।

পনস-ফল (ক্লী) কাঁঠাল, কাঁঠাল ফল।

পনসমিঞ্জ (ক্লী) কাঁঠালের কোষ বা বীজ। ⟹ **মিঞ্জ**।

পনসমিঞ্জা (স্ত্রী) = **পনসমিঞ্জ**। ⟹ **পনসমিঞ্জ, মিঞ্জা**।

পনস্সতি (ক্রি) [প+√নস+য] হারাইয়া যাওয়া, অধিকার ভ্রষ্ট হওয়া, বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপব্যয়িত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া, ধ্বংসে হইয়া যাওয়া, শেষ হওয়া, শেষ হইয়া যাওয়া। (অতীত) **পনস্সি**। (অ-বিণ) **পনট্ঠ**। (ভবিষ্যতে) **পনস্সিস্সতি** (বর্মা সংযুক্ত নিকায়)।

পনাদ [প+নাদ] উচ্চ ধ্বনি, জয়ধ্বনি, চিৎকার, আনন্দ ধ্বনি, আনন্দের সহিত উচ্চধ্বনি। ⟹ **প** (২)।

পনাদেতি (ক্রি) জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, উচ্চধ্বনি করা, উচ্চ শব্দ করা।

পনালিকা (স্ত্রী) নল, চুঙ্গি, চোঙ্গ, নদীগর্ভ, বৃহৎ ও গভীর প্রণালী, জলাদি চলাচলের নালা বা নালী, সরুপথ, প্রণালী, জল নির্গমন পথ, পয়োনালা, নর্দমা।

পনালী (স্ত্রী) [প+নালী] নল, চুঙ্গি, চোঙ্গ, প্রণালী, জলনির্গমন পথ, পয়োনালা, নর্দমা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদপান পনালী**।

পনিগ্ঘোস = **নিগ্ঘোস**। ⟹ **নিগ্ঘোস**।

পনুজ্জতি = **পনুদতি**। ⟹ **পনুদতি**। (অতীত) **পনুজ্জি**। (ব-বিণ) **পনুজ্জমান**; (বি-ভা) **অপি পনুজ্জমানেন পি**—এমন কি যদি তাড়াইয়া দেওয়া হয়। = **পমজ্জমানেন**। (পঞ্চমী) **পনুজ্জ** = **পজহ, পনুদেহি**।

পনুণ্ণ = **পনুন্ন**। ⟹ **পনুন্ন**।

পনুণ্ণকোধ (বিণ) ক্রোধ বর্জনকারী, ক্রোধ ত্যাগী। ⟹ **কোধ**।

পনুদতি (ক্রি) [প+√নুদ+অ] বিদূরিত করা, দূরীভূত করা, নিবৃত্ত করা, প্রতিরোধ করা, নিবারণ করা, প্রত্যাবৃত্ত করা, বিতৃষ্ণার উদ্রেক করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, ধাক্কা দেওয়া, ধাক্কা দিয়া বাহির করা। (অতীত) **পনুদি**। (অ-বিণ) **পনুদিত, পুনন্ন**। (ব-বিণ) **পনুদমান**। (সপ্তমী) **পনুদেয্য** (= **পজহেয্য** ইত্যাদি); (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **পনুদামসে**। (ক্রি-বি) **পনুদিত্বা, পনুদিয, পনুজ্জ**; = **পাতেত্বা**। (ভবিষ্যতে) **পনুদহিস্সতি**। (কর্মবাচ্যে) **পনুজ্জতি**। (পঞ্চমী) **পনুদেহি**।

পনুদন (ক্লী) = **পনূদন**। ⟹ **পনূদন**।

পনুদামসে (ক্রি) ⟹ **পনুদতি**।

পনুদিত (বিণ) বিতাড়িত, বিদূরিত, দূরীভূত, পরিবর্জিত, প্রত্যাবৃত্ত, নিবারিত। ⟹ **পনুদতি, পনুন্ন**।

পনুদেহি (ক্রি-বিণ) ত্যাগ দ্বারা। (ক্রিয়া, পঞ্চমী) নিবৃত্ত কর, দূরীভূত কর, নিবারণ কর। = **পনুজ্জ**। ⟹ **পনুজ্জতি, পনুদতি**।

পনুন্ন (বিণ) রাখিয়া দিয়াছে এমন, স্থগিত রাখা হইয়াছে এমন, প্রত্যাখ্যাত, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচকৃত, বিতাড়িত, বিদূরিত, দূরীভূত, পরিবর্জিত, বর্জিত, প্রত্যাবৃত্ত, নিরাবিত। (সূত্রনিপাত) **পনুন্ন কোধ**। কথাবত্থুর অনুবাদে **ইতো পনুন্ন**—এখানে সমাপ্ত করিয়া। ⟹ **পনুদিত, পনুদতি**।

পনুন্নকোধ—নিবারিত ক্রোধ, পরিত্যক্ত ক্রোধ। ⟹ **পনুন্ন**।

পনুন্নপচ্চেক সচ্চ—যিনি চতুর্বিধ মিথ্যা ধারণার প্রত্যেকটিকে নিবারিত বা বিদূরিত করিয়াছেন (অর্থাৎ দশবিধ উন্নত চরিত্র বা আদর্শ সম্পর্কীয় অবস্থার মধ্যে পঞ্চমটি যাহাকে বলা হয় "**অরিযবাসা**"—বিনয় সাহিত্যে দ্রষ্টব্য।

পনূদন (ক্লী) অপনোদন, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, বিদূরণ, বিতাড়ন, নাকচ, প্রত্যাখ্যান। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সব্ব-দুক্খা পনূদন** (ইহার পাঠ হইবে "**সব্ব-দুক্খ অপনূদন**")। = **পহানং**। ⟹ **অপনূদন**।

পনূদিত = **পনুদিত**। ⟹ **পনুদিত**।

পনেতি (ক্রি) সম্মুখ দিকে আনা, অগ্রে আনয়ন করা। ⟹ **প** (১)।

পন্ত (বিণ) দূরস্থ, পৃথক, অনালাপী, অস্পষ্ট, দূর সময়ের, দূর স্থানের, দূর সম্পর্কীয়, দূরবর্তী, দূরস্থ, আদিম, বিভিন্ন, প্রাথমিক, অসংলগ্ন, সামান্য, পরোক্ষ, নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে মুক্ত, একাকী, সঙ্গীহীন, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, এক, একমাত্র, প্রায় জনহীন। (বি-ভা) "**পন্তং** সেনাসনং (সযনাসনং)" অথবা "**পন্তানি** সেনাসনানি"—নির্জন শয়নাসন বা শয্যা (মধ্যম নিকায়)। (সূত্রনিপাত) **পন্তম্হি সযনাসনে; সযনম্হি পন্থে**। = **বিবিত্ত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। উদানে "**পত্থঞ্চ**" শব্দের পরিবর্তে "**পন্ত**" পাঠ হইয়াছে।

(জাতক) **পন্তম্হি সযনাসনে**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পন্ত-সেনাসনে রত**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**পন্ত**" শব্দের পরিবর্তে "**পত্থ**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

পন্তং = **বিবিত্তং**। ⟹ **বিবিত্তং, পত্থ** (১)।

পন্তসেন (বিণ) নির্জনবাসী অর্থাৎ জনতা হইতে দূরে বহুদূরে যে ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্রাম স্থান বা বাসস্থান আছে। মধ্যম নিকায় বর্ণনায় বুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

পন্তসেনাসন (ক্লী) নির্জন বিশ্রাম স্থান বা বাসস্থান।

পন্তি (স্ত্রী) পঙক্তি, শ্রেণী, সারি, ইতস্তত ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, মানসিক ক্ষমতা, গোলাগুলির পাল্লা বা দূরত্ব, এলাকা, সুদীর্ঘ চুল্লীবিশেষ, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, কবিতা, পদ্য, পদ্যপঙক্তি, এক ইঞ্চির দ্বাদশাংশ, খসড়া, নকশা, সৈন্যশ্রেণী, উপদেশ, ব্যবসায়, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাত, রেলরাস্তা, বিষুব রেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, সীমা, প্রণালী, গতিপথ, ক্ষুদ্র লিপি, বিভাগ, বংশ, অদৃষ্ট। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তিসসো সোপান পন্তিযো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদ্ধন পন্তি**। (থেরগাথা অর্থকথা) **সত্ত পন্তিযো**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অম্বপন্তি**।

পন্থ (পুং) পন্থ, পথ, রাস্তা, রাজপথ, বাঁধাপথ, কার্যসাধনের উপায়, যানবাহন চলাচলের পথ, বর্তন, কাজ করিবার রীতি বা ধারা। (সম্বন্ধ পদ, বহুবচনে) **পন্থানং** = **কন্তারমগ্গ** (জাতক অর্থকথা)। (অধিকরণ কারকে) **পন্থস্মিং** (সূত্রনিপাত)। = **মগ্গ**।

পন্থক (পুং) = **পন্থিক**। ⟹ **পন্থিক**।

পন্থগু (পুং) পথিক, পর্যটক, পান্থ, (সাহিত্যে) রাস্তা দিয়া গমনকারী লোক। = **অদ্ধগু, পথগূ**।

পন্থঘাত (পুং) রাজপথে দস্যুবৃত্তি বা ডাকাতি, রাস্তায় রাহাজানি, পথে চুরি, পথে ওত পাতিয়া থাকা। ⟹ **ঘাত**।

পন্থঘাতক (পুং) পথিক ঘাতক, যে ব্যক্তি পথে ওত পাতিয়া থাকে, যে ব্যক্তি রাস্তায় ডাকাতি করে, যে ব্যক্তি পথে দস্যুবৃত্তি করে। ⟹ **পন্থঘাত**।

পন্থদুসক = **পন্থদূসক**। ⟹ **পন্থদূসক**।

পন্থদুহন = **পন্থদূহন**। ⟹ **পন্থদূহন**।

পন্থদুভন = **পন্থদূহন**। ⟹ **পন্থদূহন**।

পন্থদূভিন (পুং) রাহাজানি দস্যু, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী দস্যু, দস্যু।

পন্থদূসক (পুং) রাজপথে পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী দস্যু, ডাকাত, দস্যু। = **মগ্গদূসিন, পন্থদূহন**। ⟹ **দূসক**।

পন্থদূহন (ক্লী) দস্যুবৃত্তি, পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠনকরণ, ডাকাতি। (পুং) দস্যু, ডাকাত, চোর, যে ব্যক্তি পথে ওত পাতিয়া থাকে। = **পন্থঘাতক**। ⟹ **দুহন** [ক্লী (২)]।

পন্থদেবতা—পথের দেবতা, রাস্তার তত্ত্বাবধায়ক দেবতা, পথের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

পন্থন = **অদ্ধিক, অদ্ধন**। ⟹ **অদ্ধিক, অদ্ধন**।

পন্থমক্কটক (পুং) পথের অথবা পথের পার্শ্বে অবস্থানকারী মাকড়সা, রাস্তার পার্শ্বস্থ মাকড়সা। ⟹ **মক্কটক**।

পন্থসকুণ (পুং) পথের পক্ষী (অর্থাৎ জাতকে উল্লেখ আছে যে পথের পার্শ্বে অবস্থানকারী একটি পক্ষী মানুষের পূজার ন্যায় পন্থদেবতাকে বা পথের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পূজা স্বরূপ দান দিয়াছিল), তুষ্টি সাধন, প্রসাদন, (প্রাচীন ব্যবহারে) বলি বা পূজা, উপশমের নিমিত্ত প্রদত্ত উপহার। ⟹ **সকুণ**।

পন্থানে (ক্রি-বিণ) বিশ্রাম স্থানে, পথিকদের পথপার্শ্বস্থ বিশ্রামস্থানে। = **সন্থানে**। ⟹ **সন্থান** (৩), **সন্থান**।

পন্থিক (পুং) পর্যটক, ভ্রমণকারী লোক, পথিক, যাত্রী। ⟹ **অদ্ধিক**। (বিণ) মতানুলম্বী, ধর্ম অনুসরণকারী।

পন্ন (বিণ) পতিত, বিনষ্ট, গত, গিয়াছে এমন, তলাইয়া গিয়াছে এমন, সর্বস্বান্ত, ক্ষীণ, দুর্বল, (চলতি) প্রেমাসক্ত। ⟹ **পজ্জতি**।

পন্নক (বিণ) নিস্তব্ধ বা নিঃশব্দ অথবা মৌনী (?)।

পন্নগ (পুং) পন্নগ, সর্প, সাপ।

পন্নগন্ধ (বিণ) পচা গন্ধ, অপকৃষ্ট গন্ধ, দুর্গন্ধ, নষ্ট গন্ধ। = **খোকং দুগ্গন্ধ** (জাতক অর্থকথা)।

পন্নগিন্দ (পুং) [পন্নগ+ইন্দ] সর্পরাজ, সাপের রাজা।

পন্নধজ (পুং) অবনত পতাকা, ভূতলে পতিত বা রক্ষিত পতাকা, (বুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ণনায়) তিনি যাঁহার পতাকা হারানো গিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহার যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া যুদ্ধের পতাকা উত্তোলনও চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত—"প্রপাতিতো মান-ধ্বজ" (ললিত বিস্তর)। (তুলনীয়) **পপাতন** (পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে "**পদ**"-এর পরিবর্তে "**পত**" হইতে এই শব্দের উৎপত্তি—মধ্যম নিকায়)। বুদ্ধ সম্বন্ধে প্রশংসায় এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (মহানিদ্দেসে, চুল্লনিদ্দেসে "**মহেসি**" সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য) যাহার সম্পর্কে "**মানধজ (মান ধজ পপাতনং)**" শব্দের সহিত করা হইয়াছে এবং যাহার বিপরীত শব্দ "**ধম্ম-ধজ (ধম্ম-ধজ উস্সপন)**"। সুতরাং আমরা এখন "**পন্নধজ**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে পারি "যিনি মান বা অহঙ্কারের ধ্বজাকে অবনত করিয়াছেন"। ⟹ **ধজ**।

পন্নভার (বিণ, পুং) ভারমুক্ত, বোঝা ছাড়িয়াছে বা ত্যাগ করিয়াছে এমন, যাহার বোঝা পরিত্যক্ত হইয়াছে এমন, যাহার ভার বা বোঝা নষ্ট হইয়াছে এমন, বোঝা মুক্ত, যাহার ভার পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি কাঁধের বোঝা ত্যাগ করিয়াছে, যিনি অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। = **ওহিত খন্ধ-ভার** (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **পতিতভার, ওরোপিত ভার, নিক্খিত্তভার** (মহানির্দেশ)। ⟹ **ভার** (৪)।

পন্নভূমি (স্ত্রী) পতিত ব্যক্তির অবস্থা (দীর্ঘনিকায়

অর্থকথা)। (বিপ) **জিনভূমি।**

পন্নরস (বিণ) ১৫, পনের। (পুং) পূর্ণিমা, পূর্ণমাসী, পঞ্চদশী তিথি। (সূত্রনিপাত) **পন্নরস উপোসথো।** = **পণ্ণরস।**

পন্নরসে—১ পনর দিনের দিন। ২ পূর্ণিমা দিবসে।

পন্নরসম—১৫শ, পনের সংখ্যক, ১৫। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পন্নরসম গাথা।**

পন্নরসায = **পন্নরসে।** ⟹ **পন্নরসে।**

পন্নরসিক (বিণ) ১ পনের দিনের। ২ পূর্ণিমার, পূর্ণমাসীর।

পন্নলোম (বিণ) যাহার লোমরাজি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এমন, লোমহীন অর্থাৎ যাহার লোমসমূহ ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, পরাজিত, দমিত, বশীভূত, আর্দ্র, নরম, শান্ত, সান্ত্বনা, প্রদত্ত, ঠাণ্ডা। (বিপ) **হট্‌ঠলোম** (বিনয়)। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **লোমং পাতেতি (পাদেতি)।** "**পদর-বুত্ত**" শব্দে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

পন্নসা (বিণ) ৫০, পঞ্চাশ।

পন্নবীসতি (বিণ) ২৫, পঁচিশ।

পপ (ক্লী) জল। **আপং পপং মহোদকং'তি অত্থো।** ⟹ **পপা।**

পপচ্চতি (ক্রি) পক্ক হওয়া, রন্ধন করা বা হওয়া, পাক হওয়া, রান্না হওয়া। (অতীত) **পপচ্চি।** (ক্রি-বি) **পপচ্চিত্বা।**

পপঞ্চ (পুং) ১ প্রপঞ্চ, বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, বোঝা যদ্দ্বারা বিলম্বের হেতু হয়, বিলম্ব, অপেক্ষা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কথা পপঞ্চ।** (জাতক) **পপঞ্চং করেতি**—স্থগিত রাখা, দেরি করা বা করানো, ধীরে ধীরে কাজ করা, থাকা, অবস্থান করা, অপেক্ষা করা। (জাতক) **পপঞ্চং অকত্বা**—অবস্থান না করিয়া, বিলম্ব না করিয়া অর্থাৎ শীঘ্র। (জাতক) **অতি পপঞ্চ**—অতিশয় বিলম্ব, অত্যন্ত দেরি, অতি বাধা, খুব ব্যাঘাত। ২ মায়া, বিভ্রম, বদ্ধসংস্কার, অবেশ, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বাধা, পরমার্থিক উন্নতিতে প্রতিবন্ধক, বঞ্চনা। = **তণ্হা-দিট্‌ঠি-মানভেদ পপঞ্চ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **নিপ্পপঞ্চ।** (ধর্মপদ) **পপঞ্চা-ভিরতা পজা, নিপ্পপঞ্চা তথাগতা;** = **তণ্হাদিসু পপঞ্চেসু অভিরতা পজা** (ধর্মপদ অর্থকথা); = **তণ্হাদি পপঞ্চ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ৩ বিস্তার, বিস্তৃতি, পরিব্যাপ্ততা, বাক্-বহুলতা, প্রচরতা।

পপঞ্চবিবনে = **পপা।** ⟹ **পপা।**

পপঞ্চসঙ্খা (স্ত্রী) বদ্ধসংস্কারের লক্ষণ, আবেশের চিহ্ন। = **তণ্হা পপঞ্চসঙ্খা, দিট্‌ঠি পপঞ্চসঙ্খা, মান পপঞ্চসঙ্খা** (মহানির্দেশ)। = **অভিজ্ঞাদযো কিলেসা মূলং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পপঞ্চসঞ্ঞা (স্ত্রী) বদ্ধসংস্কারের ধারণা বা চিন্তা, মায়া, বিভ্রম। ⟹ **পপঞ্চসঙ্খা।**

পপঞ্চা (স্ত্রী) = **পপঞ্চ।** ⟹ **পপঞ্চ।**

পপঞ্চিত (বিণ) প্রপঞ্চিত, প্রভাবিত, আবিষ্ট, মন অধিকার করিয়া রাখে এমন, মায়াময়, বিভ্রমজনক, বিভ্রান্ত, মোহজনক, অসার, মিথ্যা। ⟹ **পপঞ্চেতি।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অপপঞ্চিত গিহিপপঞ্চেন।** (ক্লী) বদ্ধ সংস্কার, আবেশ, মায়া, কল্পনা, বিভ্রম, নিরর্থক কল্পনা। (বহুবচনে) **পপঞ্চিতানি।** = **মঞ্ঞিত।** নয় প্রকার "**পপঞ্চিতানি**"—⟹ **মঞ্ঞিত।**

পপঞ্চেতি (ক্রি) [প+√পচ+এ] ১ মায়া থাকা, বিভ্রমে পড়া, কল্পনা করা, বিবেচনা করা, প্রভাবিত হওয়া, আবিষ্ট হওয়া, মন অধিকার গত হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেসং সুবণ্ণ-লোভেন পপঞ্চেন্তানং।** ২ ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, স্থগিত রাখা, দেরি করা বা করানো, ধীরে ধীরে কাজ করা, দানশীল হওয়া, অত্যুদার হওয়া, প্রচুর হওয়া, অতিরিক্ত কথা বলা। (অতীত) **পপঞ্চেসি।** (অ-বিণ) **পপঞ্চিত।** (ক্রি-বি) **পপঞ্চেত্বা।**

পপট = **পপদ।** ⟹ **পপদ।**

পপটা (স্ত্রী) ১ ভাঙা টুকরা, ভগ্ন খণ্ড বা অংশ, টুকরা, সরু চেলা, চোকলা, কুচি, খণ্ড, একটিমাত্র বস্তু, দ্রব্য, প্রবন্ধ রচনা, বন্দুক, কামান, মুদ্রা, ব্যক্তি, লোক। ২ প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ইচ্ছা বা ঝোঁক, গিরিপৃষ্ঠ, তুঙ্গস্থান, ভৃগুদেশ, ছোট খাড়া পাহাড়, গর্ত (?)। = **পপতা।** (সংযুক্ত নিকায়) **পপতা'তি খো লাভ-সক্কার-সিলোকস্‌স এতং অধিবচনং।** (তুলনীয়) **সোব্‌ভো পপাতো কোধূপায়সস্‌স এতং অধিবচনং** (সংযুক্ত নিকায়)। = **সোব্‌ভ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা), **পপদ** (সূত্রনিপাত টীকা)। ⟹ **পপ্পটক।**

পপটিকা (স্ত্রী) ১ টুকরা, চোকলা, সরু চেলা, কুচি, খণ্ড, অংশ, একটি মাত্র বস্তু, দ্রব্য, প্রবন্ধ রচনা, কামান, বন্দুক, মুদ্রা, ব্যক্তি, লোক, কাষ্ঠাদির খণ্ড, কাঠের কুচি বা টুকরা, খেলিবার ঘুঁটি, অসার বস্তু, আলু আপেল ইত্যাদির কুচি। বিনয়ের পাঠে "**ততো পপটিকা**", অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**অযোফল**" সম্বন্ধে ব্যবহার হইয়াছে। **২ ক** গাছের বহির্ভাগস্থ শুষ্ক বাকল বা শক্ত আবরণ, খণ্ড খণ্ড বা টুকরা টুকরা হইয়া পতন। **খ** নিক্ষেপ, ক্ষেপণ, নব পল্লব, শাখা পল্লব, প্রশাখা, অঙ্কুর, পল্লব, মঞ্জরী। (তুলনীয়) **ফেগ্‌গু।**

পপততি (ক্রি) [প+√পত+অ] সম্মুখ দিকে পড়া, নীচে পড়িয়া যাওয়া, খসিয়া পড়া, পতিত হওয়া, কিছু হইতে পড়া, কিছুর মধ্যে পড়া। = **পততি।** (সংযুক্ত নিকায়) **বিসমে মগ্‌গে পপততি।** (পেতবত্থু) **নিরযং পপতিস্‌স'হং** = **নিরযপপতিস্‌সাহং** (সিংহলী পেতবত্থু)। ⟹ **প** (১)। (অতীত) **পপতি, পপাত, পপতা।** (অ-বিণ) **পপতিত।** (ক্রি-বি) **পপতিত্বা।**

পপতন (ক্লী) পতন, নীচে পতন। (অপাদান কারকে) **পপতনা, পপতনতো** (জাতক অর্থকথা)।

পপতা (স্ত্রী) = **পপটা।** ⟹ **পপটা।**

পপদ (পুং) ১ পায়ের অগ্রভাগ, পায়ের আঙুল। ২ নীচে পতন, অতলস্পর্শী গভীরতা, গভীর গহ্বর, গভীর গর্ত, কূপ, অতলস্পর্শী গহ্বর, নরক, কবর, বন্য জন্তু ধরিবার গহ্বর, ফাঁদ, উদর, পাকাশয়-গহ্বর, নাট্যশালার পিছনে জমির উপর বসিবার স্থান, খনিতে প্রবেশের সুড়ঙ্গ (পথ), বসন্তের দাগ, বসন্ত রোগের ক্ষতচিহ্ন, বক্ষঃপার্শ্ব, বগল। **"পপট"** শব্দের পরিবর্তে সূত্রনিপাতের টীকায় ব্যবহৃত শব্দ **"পপদ"** এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে **"মহানিরয"** শব্দ দ্বারা।

পপদা (?) (স্ত্রী) = **পপদ**। ⟹ **পপদ**।

পপা (স্ত্রী) প্রপা, জলসত্র, পথিকদিগকে জলদান করিবার স্থান, জলচ্ছত্র, পথিকদিগকে জলদান, পথের পার্শ্বস্থ কুঁড়েঘর—যেখান হইতে পথিকদিগকে পানীয় জল দান করা হয়, কূপ, জলাধার, চৌবাচ্চা। = **পানীযদান-সালা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। সংযুক্তনিকায়ে **"পপা"** শব্দের পাঠ হইয়াছে **"পপঞ্চ বিবনে"**। = **পানীয-চাটী** (জাতক অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **পপা উদপান**। (বহুবচনে) **পপাযো** = **পানীয-সালা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পপা উদপান—জলসত্রের পানীয় জল, জলাধার বা চৌবাচ্চার পানীয় জল। ⟹ **পপা**।

পপাত (পুং) ১ প্রপাত, জলপ্রপাত, জলাদির পতন, পতন, ধ্বংস, মৃত্যু, অবনতি, ক্রমনিম্নতা, মূল্যের হ্রাস, স্বরের খর্বতা, শরৎকাল, পাপে মজ্জন। (বিনয়) **ছিন্ন-পপাতং পপতন্তি**। ২ খাড়া উঁচু পাহাড়, সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়া পর্বতের উন্নত পার্শ্ব, খাড়া বাঁধ, গিরিপৃষ্ঠ, তুঙ্গস্থান, ভৃগুদেশ, ছোট খাড়া পাহাড়, উন্নত পাহাড়, তুঙ্গ বা খাড়া প্রস্তর বা শিলা। (সংযুক্ত নিকায়) **সোব্ভো পপাত কোধূপাযাসস্স এতং অধিবচনং**। (তুলনীয়) **পপটা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোব্ভো পপাত**। (বিণ) ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে এমন, অসংলগ্ন প্রান্তভাগ আছে এমন, প্রত্যাশিত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে এরূপ, আকস্মিক মৃত্যু হয় এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমুদ্দন আযতকেন পপাত**।

পপাততট (পুং) শিলাময় অথবা উন্নত ক্রমনিম্ন স্থান।

পপাতিন (বিণ) পতনশীল অথবা সম্মুখ দিকে উড্ডীয়মান, উড্ডীন, আকাশগামী, উড়ন্ত, উর্ধ্বগত, শূন্যগামী। (জাতক) **উচ্চা পপাতিন**।

পপায (স্ত্রী) = **পানীযসালা**। ⟹ **পানীযসালা**।

পপাসঙ্কমন (ক্লী) রাস্তার ধারে পথিকদের জলপানের জন্য যেই প্রপা বা জলচ্ছত্র খোলা হয় অথবা জলদানের স্থান করা হয় উহাতে প্রবেশ পথ বা গমনের অধিকার। ⟹ **পপা, সঙ্কমন**।

পপিতামহ (পুং) [প+ পিতামহ] প্রপিতামহ, পিতামহের পিতা।

পপিতামহী (স্ত্রী) প্রপিতামহী, পিতামহের মাতা।

পপীযন (স্ত্রী) পানীয়, পানের উপযুক্ত, পান করা যায় এমন, পানযোগ্য। (জাতক) **উদকং পপীযন-ভাবেন পপা'তি**।

পপীলিট = **পপীলিত**। ⟹ **পপীলিত**।

পপীলিত (বিণ) প্রপীড়িত, পীড়িত, পীড়ন করা হইয়াছে এমন, পরিহিত, পরিধানকৃত, (জুতার তলা সম্বন্ধে) ঘর্ষিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত। = **পীলিত**।

পপুটা ⟹ **পবুটা**।

পপুত্ত (পুং) [প+পুত্ত] প্রপৌত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রের পুত্র, নাতির পুত্র, নাতি, পুত্র বা কন্যার পুত্র। ⟹ **প** (৩)।

পপুপ্ফক (বিণ) সম্মুখে পুষ্প আছে এমন, (মারের পুষ্পশর সম্বন্ধে) পুষ্প সংযোজিত। কিন্তু ধর্মপদ অর্থকথায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:--**"পপুপ্ফক সঙ্খতানি তেভূমকানি বট্টানি"** অর্থাৎ সত্ত্বের তিনটির স্তরে অস্তিত্ব বা জীবন।

পপোঠেতি = **পপ্পোঠেতি**। ⟹ **পপ্পোঠেতি**।

পপ্পটক (পুং) ১ ছত্রাক, ব্যাঙের ছাতা, ভুঁইফোঁড়, (চলতি কথায়) ওল। ২ ভগ্ন টুকরা, টুকরা, চোকলা, সরু চেলা, কুচি, ছোট ছোট পাথর বা পাথরের টুকরা (?)। (দীর্ঘনিকায়) **ভূমি পপ্পটকং পরিভুঞ্জতি**। (নেত্তি অর্থকথা) **পপ্পটকোজং খাদাপেন্তো**। ৩ জলজ উদ্ভিদ। ⟹ **পপ্পক**। (তুলনীয়) **পপটিকা** (২), (সংস্কৃত শব্দ) "পপট" যাহার অর্থ হয় "ঔষধ জাতীয় এক প্রকার গুল্মের নাম"।

পপ্পোট = **পোঠিত**। ⟹ **পোঠিত**।

পপ্পোঠেতি (ক্রি) [প+√পোথ+এ] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈরি করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত করা বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, ঘা মারা, খটখট শব্দ করা, ধাক্কা মারা, প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচু নিচু করা, বাজা, চূর্ণ করা, পিটাইয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা খাওয়া, পাখা পতপত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে চলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুকধুক করা, স্পন্দিত হওয়া, (পাখার) ঝাপটা মারা, ঝটপট করা, শ্লথভাবে ঝুলিতে থাকা। সময়ে সময়ে ইহার বানান **"পপ্ফোটেতি"** শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়। মধ্যম নিকায়ে, মিলিন্দপ্রশ্নে ও বিশুদ্ধিমার্গে ইহার বানান **"পপ্ফোঠেতি"** শব্দরূপে হইয়াছে। (জাতক) **পক্খে পপ্পোঠেতি; পপোঠেতি** = **সঞ্চুণ্ণেতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **পপ্পোঠেসি**। (অ-বিণ)

পপ্পোঠিত। (ক্রি-বি) **পপ্পোঠেত্বা**।

পপ্পোতি (ক্রি) [প+√অপ+ও] পৌঁছানো, উপস্থিত হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, আসিয়া পৌঁছানো, (সময় সম্বন্ধে) আসা, (ঘটনা সম্বন্ধে) ঘটা, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, অর্জন করা, লাভ করা, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত হওয়া, প্রবর্তন করা, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করা বা করানো, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, তুল্য হওয়া, হওয়া, অব্যাহতি পাওয়া, লাভবান হওয়া, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, অন্তর্ভুক্ত করা। = **পাপুণাতি**। (বর্তমানকাল, উত্তমপুরুষ বহুবচনে) **পপ্পোসু** (জাতক) = **পাপুণেয্যাম** (জাতক অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **পপ্পুয্য** = **পাপুণিত্বা**। (তুম) **পপ্পোতুং**।

পপ্ফাস (পুং) ফুসফুস, বায়ুকোষ, শ্বাসযন্ত্র, ফুলকা।

পপ্ফাস পঞ্চক (ক্লী) ফুসফুস পঞ্চক অর্থাৎ ৩২ প্রকার অশুচি ভাবনায় ফুসফুস পর্যন্ত পাঁচটি। পাঁচটি, যথা— **হদয, যকনং, কিলোসকং, পিহকং, পপ্ফাসং**। ⟹ **পঞ্চক**।

পপ্ফোটেতি (ক্রি) = **পপ্পোঠেতি**। ⟹ **পপ্পোঠেতি**।

পবন্ধ (পুং) ১ নিরবচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা, অনবচ্ছেদ, বেতার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত করিবার জন্য ঘোষকের মন্তব্য, চিত্রনাট্য, অবিচ্ছেদ, পূর্বাপর সঙ্গতি। ২ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, পরম্পরান্বিত রচনা, সন্দর্ভ, পরম্পরান্বিত বাক্যসমূহ। (বিণ) সংযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক।

পবল (বিণ) প্রবল, অতিশয় বলবান, শক্তিমান, ক্ষমতাশালী, বলশালী, অদ্ভুত, সাহসী।

পবাল্হ (বিণ) ১ টানিয়া বাহির করিয়াছে এমন, সম্মুখ দিকে টানিয়াছে এমন। সাহিত্যে এই শব্দের পাঠ "**পবাল্হ**"। ⟹ **পবাল্হ, পবাহতি**। ২ [প+বাল্হ] বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সক্ষম, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, বেশি তরল করা হয় নাই এমন, অধিক তরল নহে এমন, কোনও সংখ্যাবিশিষ্ট, (ব্যথা বা বেদনা সম্বন্ধে) তীব্র।

পবাহতি (ক্রি) টানিয়া বাহির করা, সম্মুখ দিকে টানিয়া আনা। = **পবাহতি**। ⟹ **অব্বহতি**। এই শব্দটিকে সাহিত্যে "**পবাহতি**" **পব্বাল্হতি** শব্দরূপেও পাঠ করা হইয়াছে। দীর্ঘনিকায়ের "**সতপথ ব্রাহ্মণ**" শব্দ তুলনীয়। (অ-বিণ) **পবাল্হ** (১)।

পবুজ্ঝতি (ক্রি) [প+√বুধ+য] প্রবুদ্ধ হওয়া, জ্ঞানী হওয়া, জাগরিত হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, জাগিয়া ওঠা, জাগরিত করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পুনর্জীবিত করা, উত্তেজিত করা বা হওয়া, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া। **সুত্তা পবুজ্ঝতি**—নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া। (বিপ) **নিদ্দাযতি**। (অতীত) **পবুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **পবুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **পবুজ্ঝিত্বা**।

পবুদ্ধ (বিণ) প্রবুদ্ধ, জ্ঞানী, জাগরিত, প্রফুল্ল। (সংযুক্ত নিকায়) **সুত্ত পবুদ্ধ**—নিদ্রা হইতে জাগরিত। ⟹ **পবুজ্ঝতি**।

পবোধতি (ক্রি) [প+বোধতি] প্রবুদ্ধ করা বা হওয়া, জাগরিত করা বা হওয়া, সজাগ হওয়া, সজীব হওয়া বা করা, অনুপ্রাণিত করা, সক্রিয় করা, জাগানো, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, নড়া, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, উঠিতে দেওয়া (অথবা চিনিতে পারা, চেনা, স্বীকার করা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা?)। (বোধ হয় সংযুক্ত নিকায়ে বিকৃত বিশেষ ভাষায়) **যো নিন্দং অপ্পবোধতি** = **নিন্দং অপহরন্তো বুজ্ঝতি** (ধর্মপদ অর্থকথা); কিন্তু *Kindred Saying*-এর অনুবাদে ইহার অর্থ:—"ভাবী বিষয় পূর্বে নির্ধারণ করায় নিন্দা অথবা হঠাৎ অপরের পরিকল্পিত কাজ করিয়া তাহার মতলব ফাঁসাইয়া দেওয়ার নিন্দা। (করণে) **পবোধেতি**।

পবোধন (ক্লী) প্রবোধন, প্রবুদ্ধকরণ, জাগরিতকরণ, জ্ঞাপন, সান্ত্বনা দান, বোঝানো, উত্তেজনা, সুগন্ধিদ্রব্যের পূর্বগন্ধ পুনরুৎপাদন, উদ্বুদ্ধকরণ, জাগরণ, ধর্মের পুনরায় প্রাবল্য, দৃষ্টিপথে আগমন, আবির্ভাব, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পবোধন চোদন-কম্ম**। (বিণ) জাগরিত, সতর্ক, অনিদ্রিত, উত্তেজিত, উদ্বুদ্ধ (অথবা সাধিত, কার্যে পরিণত, হৃদয়ঙ্গমকৃত, আদায়-কৃত, লব্ধ, প্রাপ্ত, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত?)। = **কত-পীতি-পবোধন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (থেরগাথা) **সম্মতাল্ পবোধন**।

পবোধিত (বিণ) প্রবোধিত, জাগানো হইয়াছে এমন, জাগরিত, উত্তেজিত, যাহাকে প্রবোধ দেওয়া বা সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এমন, বিকাশিত। ⟹ **পবোধেতি**।

পবোধেতি (ক্রি) [প+√বুধ+এ] ১ উজ্জ্বল করা, জ্ঞান প্রদান করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাত করা, পরিচালিত করা, ইঙ্গিত দেওয়া, সংকেত দেওয়া। ২ জাগরিত করা, জাগানো, সতর্ক করা, উত্তেজিত করা, উদ্বুদ্ধ করা, গমনে যাত্রা করা। ৩ অনায়াসবোধ্য বা সুস্পষ্ট অনুবাদ করা। ⟹ **পবোধতি**। (অতীত) **পবোধেসি**। (অ-বিণ) **পবোধিত**। (ব-বিণ) **পবোধেন্ত**। (ক্রি-বি) **পবোধেত্বা**।

পব্ব (ক্লী) ১ পর্ব, (বোঁটা বা বৃন্তের) গন্থি, পাব, সন্ধি,

গেরো, গিরা, গাঁইট, সংযোগ, (গাছের) গাঁইট, বন্ধন, কব্জা, গ্রন্থি, সেলাইয়ের জোড়, প্রাণীদেহের কর্তিত অংশ, ছেদন, খণ্ড, অংশ, বিভাগ, ভাগ, উপশাখা, সমুদ্র পথের মাইল, বিঁড়া, কঠিন সমস্যা, সমষ্টি, স্কন্ধাভরণ। (জাতক) **বেলুপব্ব**। (বিনয়) **অঙ্গুলপব্ব**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পব্ব-পব্বং**। ২ কনুই, মোড় অথবা বাঁক। ৩ ছেদন, খণ্ড, অংশ, বিভাগ, ভাগ, পরিচ্ছেদ, উপশাখা, আইনের ধারা, সম্প্রদায়, কোনো বস্তুকে কাটিলে যেরূপ দেখায় তদাকার চিত্র, একটি ঘনক্ষেত্র ও তলের পরস্পর ছেদে উৎপন্ন তল, বিভাগকরণ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, হরণ, ভগ্নাংশ, সভ্য, আনুপাতিক ভাগ, দিক, পক্ষ, কার্য, স্বার্থ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **"কাযগতা সতি"** অথবা শরীর সম্বন্ধীয় অনুশীলনের বা ধ্যানের চৌদ্দ প্রকার বিভাগ।

পব্বগণ্ঠি (স্ত্রী) গ্রন্থি, গাঁইট, সংযোগ, বন্ধন, গিরা, গেরো, সমুদ্র পথের মাইল, বিঁড়া, কঠিন সমস্যা, সমষ্টি, (গাছের) গাঁইট, বাঁশের গিরা বা গাঁইট, স্কন্ধাভরণ।

পব্বজ (ক্লী) নলের প্রকার, খাগড়ার রকম, নলের প্রজাতি অথবা উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী, একপ্রকার বনজ তৃণ বা শর। সাহিত্যে এই শব্দের পাঠ হইয়াছে **"বব্বজ"**। (সংযুক্ত নিকায়) **বব্বজলাযক**। ⟹ **বব্বজ**।

পব্বজ্জং উপগত (বিণ) ⟹ **পব্বজ্জা**।

পব্বজতি (ক্রি) [প+√বজ+অ] অগ্রে গমন করা, বহির্গত হওয়া, গৃহীজীবন ত্যাগ করা, সন্ন্যাসী হওয়া, পরিব্রাজক হওয়া, সংসার ধর্ম ত্যাগ করা, তাপসব্রত অবলম্বন করা, প্রব্রজিত হওয়া, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা, ভিক্ষু হওয়া, শ্রমণ হওয়া। ⟹ প (১), **পব্বজ্জা**। (বিনয়) **অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজতি**—আগার বা গৃহীজীবন হইতে অনাগারিক বা গৃহহীন অবস্থায় প্রব্রজিত বা ভিক্ষু হওয়া। (জাতক) **সাসনে পব্বজতি**—(বুদ্ধগণের) ধর্মে কঠোর সংযমী ভিক্ষু হওয়া, বুদ্ধের ধর্ম বা আচার গ্রহণ করা, বুদ্ধের ধর্মে প্রব্রজিত বা শ্রমণ হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পব্বজ্জং পব্বজতি**—(কোনো সংসার ত্যাগী ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তির, পরিব্রাজকের, ইত্যাদির) সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিতে যাওয়া। ⟹ **পব্বজ্জা**। (অতীত) **পব্বজি**। (অ-বিণ) **পব্বজিত**, (ব-বিণ) **পব্বজন্ত, পব্বজেয্য**। (ভবিষ্যত) **পব্বজিস্সতি**। (ক্রি-বি) **পব্বজিত্বা, পব্বজিত্বান**। (করণে) **পব্বাজেতি**।

পব্বজন (ক্লী) প্রব্রজ্যা গ্রহণ, ভিক্ষুব্রত গ্রহণ, শ্রমণ ব্রত গ্রহণ, সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক সাজা, তাপস জীবন বা তাপস ব্রত অবলম্বন।

পব্বজিত (বিণ) প্রব্রজিত, প্রবাসগত, গৃহত্যাগী, সংসারধর্ম ত্যাগ, যিনি গৃহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, যিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ভিক্ষুরূপে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি ভিক্ষু চর্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সংসারত্যাগী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, তাপস, ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক। ⟹ **পব্বজতি**। = **অগিহ**। (বিনয়) **বুড়ঢ-পব্বজিতো ভিক্খু**। (দীর্ঘনিকায়) **অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজিত**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মবিনযে পব্বজিত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বুড়ঢ-পব্বজিতো; অচির-পব্বজিত; চির-পব্বজিত**। = **সমণ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **ভিক্খু = কামাদি মলানং পব্বজিতত্তা পরমত্থতো পব্বজিতো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পব্বজ্জং উপগত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পুং) ভিক্ষু, প্রব্রজিত ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, বিরাগী বা বৈরাগী, যাহারা পার্থিব বিষয় সম্পত্তি অথবা সংসার জীবন (গৃহীজীবন) ত্যাগ করিয়া ধর্মজীবন যাপনে বিচরণ করেন, পরিব্রাজক। যেমন—**কেসমস্সুং ওহারেত্বা কাসাযানি বত্থানি আচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনগারিযং পব্বজতি**—মাথা মুড়াইয়া ও গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার ত্যাগ করিয়া আগারহীন অনাগারিক ভিক্ষুব্রত অবলম্বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। **অগারস্মা অনগারিযং নিক্খন্ত**। **অগারং অজ্ঝাবসতা**। **অগারং ন আবসতি**। গৌতম বুদ্ধের শিশুকালে শিশু গৌতম সম্বন্ধে মুনিশ্রেষ্ঠ অসিতদেবল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন—(রাজচক্রবর্তী রাজা এবং সম্যক সম্বুদ্ধের মধ্যে তুলনায়) **সচে অগারং আবসতি বিজেয্য পথবিং অদণ্ডেন অসত্থেন ... সচে চ সো পব্বজতি অগারা অনগারিযং বিবটচ্ছদো সম্বুদ্ধো অরহা ভবিস্সতি**—যদি ইনি গৃহবাসে থাকেন ইতি বিনাদণ্ডে বিনা অস্ত্রে এই পৃথিবী জয় করিবেন, আর যদি ইনি আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন (অর্থাৎ সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন) ইনি সর্বশুদ্ধ অর্হত সম্যক্সম্বুদ্ধ হইবেন। = **পরিব্বজক**।

পব্বজ্জা (স্ত্রী) প্রব্রজ্যা, ভিক্ষুব্রত গ্রহণ, কাষায়বস্ত্র ধারণ, দীক্ষা, সন্ন্যাসধর্ম, প্রবাস, সংসারধর্ম ত্যাগ, তাপসজীবন বা ব্রতরক্ষণ। = **পব্বজন**। ১ বুদ্ধের শাসনে দীক্ষা লাভ বা প্রবেশ লাভের বিশেষ অর্থে:—(বিনয়) **সামনের পব্বজ্জা**—শ্রামণের (শিক্ষার্থী বা শিক্ষানবিশের) দীক্ষা (ইহার বিস্তৃত বিবরণ বিনয়গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। (বিনয়) **পব্বজ্জং যাচতি**—প্রব্রজ্য ধর্মে প্রবেশের প্রার্থনা করে; **পব্বজ্জং লভতি**—শাসনে প্রবেশ করে অথবা প্রব্রজ্যা লাভ করে। ২ তপস্যাপরায়ণ বা গৃহত্যাগী জীবন-সম্বন্ধে সাধারণ অর্থে:—(মধ্যম নিকায়) **অব্ভোকাসো পব্বজ্জা**। **পব্বজ্জায চেতেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্ম-চরিয-সমচরিয'খ্যা পব্বজ্জা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পব্বজ্জং উপগত ("পব্বজিত"** শব্দের পরিবর্তে)—প্রব্রজ্যা বা অনাগারিক (গৃহহীন) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন। (বিনয়) **অগারস্মা অনগারিযং পব্বজ্জা**—গৃহ বা গৃহাবস্থা হইতে গৃহত্যাগী (গৃহহীন) অবস্থায় প্রব্রজ্যা। (জাতক) **পব্বজ্জং**

পব্বজ্জতি—প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হওয়া। বিবিধ অর্থে:—(জাতক) **ইসি পব্বজ্জা** (মুনি ঋষি-সম্বন্ধে); **তাপস পব্বজ্জা** (তাপস বা সন্ন্যাসী সম্বন্ধে)। পেতবত্থু অর্থকথায় পর্যটক বা পরিব্রাজক সম্বন্ধে:—**সমণ পব্বজ্জা**।

পব্বত (পুং, ক্লী) ১ পর্বত, পাহাড়, শৈল, পর্বত শ্রেণী, গিরি, ছোট ছোট পাহাড়, শিলা, প্রস্তর, রাশি, স্তূপ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পব্বতং ধূপাযতি**। (ধর্মপদ) **পব্বতানং বিবরো**; (বহুবচনে) **পব্বতানি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মপব্বত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অঙ্গার পব্বত**। বেণুবনের (অধুনা রাজগৃহের) চতুষ্পার্শ্বে সাতটি পর্বতের নাম জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত জাতকে আরও কতকগুলি (প্রকৃত বা কাল্পনিক) পর্বতের নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**চক্কবাল (চক্কবাড়) পব্বত, চণ্ডোরণ পব্বত, চণ্ডপব্বত, দণ্ডক হিরঞ্ঞ পব্বত, দদ্দর পব্বত, নেমিন্ধর পব্বত, নেরু পব্বত; পণ্ডব পব্বত** (সূত্রনিপাত); **মহানেরু পব্বত** (জাতক); **মহিন্ধর পব্বত** (বিমানবত্থু); **মেরু পব্বত** (জাতক); **যুগন্ধর পব্বত** (পেতবত্থু অর্থকথা); (জাতক) **রজত পব্বত, বিপুল পব্বত, সুবণ্ণ পব্বত, পব্বত গিরিতাল**; (সংযুক্ত নিকায়) **সিনেরু পব্বত**। ২ পর্বতবাসী, পর্বতারোহী।

পব্বতক—পর্বত, পাহাড়।

পব্বতকচ্ছ (ক্লী) পর্বতের তৃণবহুল ক্ষেত্র অথবা তৃণবহুল পর্বতশিখর। (বিপ) **নদীকচ্ছ**। ⟹ **কচ্ছ**।

পব্বত কন্দর—পর্বতকন্দর, পর্বতগুহা, গিরিগুহা।

পব্বতকূট (পুং, ক্লী) পর্বত শিখর, পর্বতশৃঙ্গ, পর্বতের চূড়া। (তুলনীয়) **কোট**।

পব্বতগহণ (ক্লী) পর্বতস্থ গভীর জঙ্গল, পর্বতের ঘন বন, পর্বতের গহন অরণ্য।

পব্বতগহন (ক্লী) পার্বত্য অঞ্চল, পর্বতাঞ্চল।

পব্বতগ্গ (ক্লী) [পব্বত+অগ্গ] পর্বতশিখর, পাহাড়ের চূড়া।

পব্বতজাল (ক্লী) পর্বতজাল, পর্বতময় অঞ্চল, কেবল পর্বত, যেই অঞ্চলে কেবল পর্বত, পাহাড়ের পর পাহাড়, সারি সারি পর্বত, পর্বতশ্রেণী। ⟹ **জাল**।

পব্বতট্ঠ (বিণ) পর্বতস্থ, পাহাড়ে স্থিত, পাহাড়ে অবস্থিত।

পব্বততুঙ্গ—পর্বতশিখর, পর্বত চূড়া, পাহাড়ের চূড়া।

পব্বতত্থ (বিণ) পর্বতস্থ। = **পব্বতট্ঠ**।

পব্বতপাদ (পুং) পর্বতের পাদদেশ, (চলতি কথায়) পাহাড়ের গোড়া।

পব্বতমত্থক—পর্বত মস্তক, পর্বতশিখর, পর্বতশীর্ষ, পাহাড়ের চূড়া। = **পব্বত সঙ্খেপ**। (তুলনীয়) **পব্বততুঙ্গ, পব্বতমুদ্ধা**।

পব্বতময (বিণ) পর্বতময়, কেবল পাহাড়ে ভরা, পাহাড়ে পূর্ণ।

পব্বতমুদ্ধা (স্ত্রী) পর্বতশিখর, পর্বতচূড়া। = **পব্বতমত্থক**।

পব্বতমুদ্ধনি—পর্বতশৃঙ্গে, পর্বতশীর্ষে, পর্বতের চূড়ায়। ⟹ **মুদ্ধ** (পুং)।

পব্বতরট্ঠ (ক্লী) পার্বত্য রাজ্য, পাহাড়ি দেশ, পাহাড়িয়া রাজ্য। ⟹ **রট্ঠ**।

পব্বতরস (পুং) পর্বতরস, পর্বতের রস বা সার, পাহাড় বা প্রস্তরের সারাংশ। ⟹ **রস** (৮)।

পব্বতরাজা (পুং) পর্বতের রাজা, পর্বতরাজা, পর্বতাধিপতি হিমালয় পর্বত। (সংযুক্ত নিকায়ে) **হিমবা**। = **হিমবন্ত**।

পব্বরাজি (স্ত্রী) পর্বতরাজি, পর্বতশ্রেণী। ⟹ **রাজি** (১)।

পব্বত সঙ্খেপ--পর্বতের অগ্রভাগ বা চূড়া। = **পব্বতমত্থক**।

পব্বত সঙ্খেপে—পর্বত উপত্যকায়, পর্বতে গিরি সঙ্কটে, পর্বতের উপত্যকার মধ্যে। ⟹ **সঙ্খেপ** (৩)।

পব্বত সানু—পর্বত উপত্যকা, গিরিসঙ্কট, পর্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি বা সমতল স্থান, গিরিতট, পর্বতসানু। = **সানু**।

পব্বত সিখর (ক্লী) পর্বতশিখর, পাহাড়ের চূড়া।

পব্বতুতু [পব্বত+উতু] (ফলিত জ্যোতিষের গণনা অনুসারে পূর্বলক্ষণে) পর্বতের সময়ের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা। ধর্মপদ অর্থকথায় ঈদৃশ ত্রিবিধ "**উতু**" বা ঋতুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**মেঘ-উতু, পব্বত-উতু, অরুণ-উতু**।

পব্বতেয্য (বিণ) পার্বত্য, (নদী সম্বন্ধে) পর্বতে উৎপন্ন, পর্বত সম্বন্ধীয়, পর্বতে ভ্রমণ করে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নদী পব্বতেয্যা সীঘসোতা হারহারিনী**।

পব্বনিয (বিণ) বিভাগীয়, বিভাজনীয়, পরিচ্ছেদে ভাগ করা যায় এমন, এক একটি করিয়া স্বতন্ত্র করা যায় এমন, অংশভুক্ত, যুক্ত। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **কাযপব্বনি**।

পব্ব-পব্বং—প্রতি গাঁইটে বা গিরাতে, প্রতি গেরোতে, প্রতি সন্ধিতে। ⟹ **পব্ব** (১)।

পব্ববল্লি—দূর্বা তৃণের প্রকার বা রকম, প্রজাতি বা উচ্চতরশ্রেণীর অন্তর্গত দূর্বাতৃণ।

পব্ববাত—সবিরাম কম্প, পালাজ্বর, কম্পজ্বর।

পব্বাজন (ক্লী) নির্বাসন, নির্বাসিত ব্যক্তি, বিতাড়ন, অপসারণ, বর্জন, বহিষ্করণ, বহিষ্কার করণ, অপসারণ, দূরে সরাইয়া রাখা। = **নীহরণ**।

পব্বাজনিয (বিণ) নির্বাসনের যোগ্য, বিতাড়নের উপযুক্ত, বহিষ্কারযুক্ত। (বিনয়) **পব্বজনিয কম্ম**।

পব্বাজনিয কম্ম—বর্জনীয় কর্ম, সমাজচ্যুত হইবার কার্য, সংস্রব হইতে বঞ্চিত করার কার্য, একঘরে করার কার্য, বিনয়ে উল্লিখিত যাজকীয় পঞ্চ বিধানের মধ্যে

একটি।

পব্বাজিত (বিণ) ১ নির্বাসিত, বিতাড়িত। ২ প্রব্রাজিত, ভিক্ষুধর্মে আগত, ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন। ⟹ **পব্বাজেতি**।

পব্বাজেতি (ক্রি) [প+√বজ+এ] ১ বাহির করিয়া দেওয়া, বহিষ্কার করা, বিতাড়িত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, নির্বাসিত করা, বহিষ্কৃত করা, মন হইতে দূরীভূত করা। (দীর্ঘনিকায়) **রট্‌ঠস্মা পব্বাজেতি**—রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা; = **রট্‌ঠস্মা নীহরতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **অত্তনো মলং পব্বাজযং, তস্মা পব্বজিতো'তি বুচ্চতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্তনো রাগাদি মলং পব্বাজেন্তো বিনোদেন্তো**। (জাতক) **রট্‌ঠা পব্বাজেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চোরে পব্বাজেস্তি**। ২ প্রব্রজ্যা প্রদান করা, ভিক্ষু করানো, গৃহহীন অবস্থায় অথবা অনাগারিকরূপে বাহির করা, বুদ্ধের শাসনে গ্রহণ করা, (শ্রামণের রূপে) দীক্ষা দেওয়া। ⟹ **পব্বজতি**। (অতীত) **পব্বাজেসি**। (অ-বিণ) **পব্বাজিত**। (ক্রি-বি) **পব্বজেত্বা**।

পব্বালহতি = **পবাহতি**। ⟹ **পবাহতি**।

পব্বূল = **সম্বাধ**। ⟹ **সম্বাধ, বিযূলহ**।

পব্বেধ (স্ত্রী) (নির্দিষ্ট পরিমাণের) মধ্য দিয়া শর দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধকরণ। (জাতক) **সোলস পব্বেধ** = **সোলস-কণ্ড পাত-বিখারো** (জাতক অর্থকথা)। "উচ্চতা" অর্থে "**উব্বেধ**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং "বিস্তৃত বা প্রশস্ত" অর্থে "**পব্বেধ**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পব্‌ভমতি (ক্রি) [প+ ভমতি] বাহিরে ভ্রমণ করা, চতুর্দিকে ভ্রমণ করা। = **ভমতি** (জাতক অর্থকথা)।

পব্‌ভার ১ (পুং) (পাহাড়ের) ঢালু, কন্দর, পর্বতের ঢালু স্থান, পতন, হ্রাস, ক্ষয়কাশ, ঢালু জায়গা, গড়ানিয়া স্থান, ক্রমনিম্ন ভূমি। (বিণ) (সচরাচর অর্থে:—) বাঁকানো, বক্র, ক্রমনিম্ন, ঢালু, আনত, নত, অবনত, প্রবর্তিত, গড়ানিয়া; (চরিত্রে) তত্ত্বাবধানকারী, পরিচালনাকারী। (মধ্যম নিকায়) **সমুদ্দ পব্‌ভার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুপুব্ব পব্‌ভার; বিবেক পব্‌ভার**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমাধি পব্‌ভার**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিন্ন-পোণ-পব্‌ভারং চিত্তং**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অধিমুত্ত পব্‌ভার; গরুক পব্‌ভার; নিব্বান পব্‌ভার**। ২ (পুং, স্ত্রী) পর্বতস্থ গুহা বা গর্ত।

পব্‌ভারট্‌ঠান (স্ত্রী) ঢালু জায়গা, গড়ানিয়া স্থান, ক্রমনিম্ন ভূমি।

পব্‌ভারদসক (জীবনের মধ্যে) হ্রাস বা ক্ষয়ের দশ বৎসর (কাল), যাহা গণনায় দশ বৎসর হয় (কিন্তু জাতক চতুর্থখণ্ডে সপ্তম বৎসরও গ্রহণ করা হইয়াছে)।

পভ (বিণ) প্রভ, প্রভাযুক্ত, আলোকিত, দীপ্ত, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, নির্মল, বিশদ, স্পষ্ট, মানসিক দিক দিয়া সুস্থ, প্রভাবিশিষ্ট। = **পভা**। (যৌগিকে) **সযম্পভ**।

পভংসন (বিণ) পতন বা অন্তর্হিত হওয়ার কারণ হয় এরূপ, বিযুক্ত, বঞ্চিত, নিয়া যায় এরূপ। (স্ত্রী) পতন হওয়ার কারণ, তিরোহিত হওয়ার কারণ, বিযুক্ততা, স্বতন্ত্রতা, বঞ্চনা, অপহরণ, চুরি। (জাতক) **মণি পভংসন**। কিন্তু Rhys Davids-এর মতে "**পভংসন**" শব্দের অর্থ হয় "পালিশ বা মসৃণকরণ", আবার kern-এর মতে "চাকচিক্য বা উজ্জ্বলকরণ, পালিশ বা মসৃণকরণ"।

পভগ্‌গ (বিণ) ভগ্ন, ভাঙিয়াছে এমন, বিনষ্ট, পরাভূত, বিফল। ⟹ **পভঞ্জতি**।

পভঙ্কর (পুং) [পভং+কর] আলোক আনয়নকারী অর্থাৎ সূর্য। (বিণ) যিনি আলোকিত করেন, যিনি আলোকিত হন, স্বয়ংপ্রভ, প্রভাস্বর, তেজবান, তেজস্কর, প্রভঙ্কর, প্রভাকর, দীপ্তিকর, উজ্জ্বলকর, আলোক প্রদানকারী, আলো প্রদান করে এমন। এই শব্দটি প্রায়ই বুদ্ধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। = **দীপঙ্কর, আলোককর, ওভাসকর, ঞাণোভাসকর, লোকস্‌স ঞাণলোককর**।

পভঙ্গ (স্ত্রী) বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, ভগ্নাবস্থা, ভঙ্গুরতা, শক্ত কিন্তু ভঙ্গপ্রবণতা। (পটিসম্ভিদামার্গ) **চলতো পভঙ্গতো অদ্ধুবতো**; (ঈদৃশ একই অর্থবাচক হইয়া "**পভঙ্গ**" শব্দের পাঠ চুল্লনিদ্দেসে এবং মিলিন্দ প্রশ্নেও দৃষ্ট হয়, যেমন—) **চলতো পভঙ্গুতো অদ্ধুবতো**।

পভঙ্গু (বিণ) ভঙ্গুর, শক্ত কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, সহজে বিনষ্ট হয় এমন, হীনবল, দুর্বল, বিনশ্বর, নশ্বর, নাশশীল, ধ্বংসশীল। (স্ত্রী) = **পভঙ্গুভাব, পূতিভাব**। ⟹ **পভঙ্গ**।

পভঙ্গুণ (বিণ) ভঙ্গুর, নশ্বর, অদৃশ্য, বিলীন। = **পভঙ্গু**। (জাতক) **ইত্তরা অদ্ধুবা পভঙ্গুণো চলিতো** (এখানে পাঠ "**পভঙ্গুণা**" হওয়াই বিধেয়)।

পভঙ্গুভাব (স্ত্রী) = **পূতিকায**। ⟹ **পূতিকায, পভঙ্গু**।

পভঙ্গুর (বিণ) = **পভঙ্গু**। ⟹ **পভঙ্গু**।

পভজ্জ (বিণ) ভাজা, উত্তাপের উপর ঝলসাইয়া পাক করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পভজ্জতি**।

পভজ্জতি (ক্রি) ভাজা, মাংসের কবাব করা, উত্তাপের উপর ঝলসাইয়া পাক করা। = **ভজ্জতি**। (অ-বিণ) **পভজ্জ**।

পভঞ্জতি (ক্রি) ভঙ্গ করা বা হওয়া, শেষ করা, ভাগ করা, পৃথক করা বা হওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। ⟹ প (২)। (অ-বিণ) **পভগ্‌গ**।

পভব (পুং) প্রভব, উৎপাদন, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম, রচনা, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন, আদিকারণ, উৎপত্তি স্থান, উৎস, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, কোনও উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা, উৎপত্তি, প্রভাব, পরাক্রম, প্রকাশ স্থান। **আহার-নেত্তি পভব**। চুল্লনিদ্দেসে "**সম্ভব, সমুট্‌ঠান**" ইত্যাদি তুল্যার্থবাচক

বিধ্বস্ত করা, শীঘ্র গমন করা, ধাইয়া চলা, দ্রুত চলা বা ছুটিয়া যাওয়া, কোনো কিছুর অনুসন্ধানে সাবধানে যাওয়া, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা। (বিনয়) **ভূমি পমজ্জিতব্বা**। **খ** বরাবর মর্দন করা বা মালিশ করা, হাত বুলানো, অন্ধকারে হাতড়ানো, অন্ধকারে হাতড়াইয়া অনুসন্ধান করা, (হাত দিয়া) স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা। (বিনয়) **চীবর-রজ্জুং পমজ্জিত্বা**। নেত্তিতে **"পমজ্জমান"** বিশেষ ভাষায়:—**গলে পি পমজ্জমানেন**; কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায়ে একই অর্থে বলা হইয়াছে:—**অপি পনুজ্জমানেন পি** (⟹ **পনুদতি**)।

পমজ্জন (ক্লী) = **পমজ্জনা**। ⟹ **পমজ্জনা**।

পমজ্জনা (স্ত্রী) বিলম্ব, অপেক্ষা, কর্তব্যকার্যে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, শৈথিল্য, অবহেলা, অসাবধানতা, অমনোযোগিতা। ⟹ **পমাদ**।

পমজ্জনাভাব (ক্লী) = **পমাদ**। ⟹ **পমাদ**।

পমজ্জনিতত্ত (ক্লী) = **পমজ্জনা**। ⟹ **পমজ্জনা**।

পমজ্জমান (বিণ) স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে বা করিতেছে এমন, ঘর্ষণ করে এমন, মর্দন করে এমন, মালিশ করে বা করিতেছে এমন। ⟹ **পমজ্জতি**।

পমঞ্ঞা (স্ত্রী) প্রমাণ, প্রামাণ্যতা, যাহা পরিমাপ করা যায়, যাহার সীমা নির্দেশ করা যায়, সসীমতা, পরিমেয়তা। ⟹ **অপ্পমঞ্ঞা**।

পমট্ট—ইহার অর্থ যৌগিক শব্দে প্রকাশ করা হয়, যেমন—(পেতবত্থু অর্থকথা) **লুঞ্চিত পমট্টা কপোতী বিয**—পালকহীন কপোতীর ন্যায় (নেড়ামাথা স্ত্রীলোক); কিন্তু ইহা সন্দেহজনক, সম্ভবত ইহার পাঠ হওয়া উচিত **"লুঞ্চিত-পকখিকা কপোতী বিয"** অর্থাৎ যেই কবুতরের পালক উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে উহার সদৃশ। = **লুঞ্চিত-পমট্ট পখক**।

পমত্ত (বিণ) প্রমত্ত, অসাবধান, অত্যাসক্ত, অতিমত্ত, কুঁড়ে, অলস, উদাসীন, স্বার্থশূন্য, নিরপেক্ষ, অপক্ষপাতী, সাধারণ শ্রেণীর, না ভাল না মন্দ, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উদ্বেগহীন, অনবহিত, শিথিল। = **সতি-বোসসগ্গেন সমন্নাগত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পমত্তং অতিবত্ততি**। ⟹ **অপ্পমত্ত, পমজ্জতি**।

পমত্তক (বিণ) = **পমত্ত**। ⟹ **পমত্ত**।

পমত্তচারিন (বিণ) অসাবধানতার সহিত কাজ করে এমন, যত্নশীল না হইয়া কাজ করে এমন। = **সতি-বোসসগ্গ-লকখণেন পমাদেন পমত্তচারিন** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পমত্তবন্ধু (পুং) প্রমত্ত বন্ধু অর্থাৎ অমনোযোগিতার সহায়ক, অসাবধানতার সহায়ক, অতিমত্ততার সহায়ক, অসাবধান অমনোযোগীর বন্ধু অর্থাৎ অসৎ ব্যক্তি। (বর্ণনায়) মার (সংযুক্ত নিকায়)। ⟹ **বন্ধু** (৩)।

পমথতি (ক্রি) [প+√মথ+অ] প্রমর্দিত করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, পরাজয় করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা। (অতীত) **পমথি**। (অ-বিণ) **পমথিত**। (ক্রি-বি) **পমথিত্বা**।

পমথিত (বিণ) দমিত, ভঙ্গকৃত, নিষ্পেষিত, পেষিত। (যৌগিকে) **সমপমথিত**। ⟹ **পমথতি**।

পমদবন (ক্লী) প্রমোদন, প্রমোদ কানন, ক্রীড়া উদ্যান, রাজ অন্তঃপুর, সংলগ্ন উদ্যান, আনন্দময় কানন, রাজপ্রাসাদের সমীপবর্তী উদ্যান।

পমদা (স্ত্রী) প্রমদা, যুবতী স্ত্রীলোক, সুন্দরী নারী, স্ত্রীলোক। **"পমাদ"** শব্দের পরিবর্তে সূত্রনিপাত টীকায় **"পমদা"** শব্দের ব্যবহার হইয়াছে (তুলনীয়—সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (জাতক) **মরপমদানং ইসসরো; সমুদ্দা পমদা; পমুদ পমদা; পমোদ পমদা**।

পমদ্দতি (ক্রি) [প+√মদ+অ] দমন করা, নিষ্পেষণ করা, দমিত করা, নিষ্পেষিত করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, বিফল করা, পরাভূত করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, জয় করা, পরাজিত করা। (অতীত) **পমদ্দি**। (অ-বিণ) **অপ্পমত্ত** (১), **পমদ্দিত**; (জাতক) **মালুতেন পমদ্দিত = বাতপহট**। (ক্রি-বি) **পমদ্দিত্বা**।

পমদ্দন (ক্লী) প্রমর্দন, নিষ্পেষণ, দমন, পরাজয়, পরাভব, বিনাশ, বিফলতা। (বিণ) প্রমর্দন করে এমন, নিষ্পেষিত করে এমন, পরাজয় করে এমন, দমন করে এমন, বিনাশ করে এমন, পরাভব করে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পমদ্দন পরসেন পমদ্দন; = মদ্দিতুং সমত্থো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **মারসেন পমদ্দন**।

পমদ্দিন (বিণ) নিষ্পেষণ করে এমন, প্রমর্দন করে এমন, দমন করে এমন, বিনাশ করে এমন, পরাজয় বা নিষ্পেষণ করিতে সমর্থ, ক্ষমতাসম্পন্ন, বলবান, শক্তিমান, ক্ষমতাশালী, প্রগাঢ়, সবল, ফলপ্রদ, মহৎ, অদ্ভুত, সাহসী। = **মদ্দন-সমত্থ** (জাতক অর্থকথা)।

পমদ্দী (পুং) যে ব্যক্তি নিষ্পেষণ করে, দমনকারী ব্যক্তি, পরাজয়কারী লোক।

পমাণ (ক্লী) ১ প্রমাণ, পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যাহার দ্বারা মাপা যায়, পরিমাপ পদ্ধতি বিশেষ, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্য-বিশেষ, তাল, লয়, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, উপযুক্ত কার্যপ্রণালী, আকার, বার্নিশ, আঠা, মাড়, সমষ্টি, ফল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঘট পমাণ; একহত্থ পমাণ; তালকখন্ধ পমাণ; সীল পমাণ**। ২ সময়ের পরিমাণ, পরিধি, সীমা, পরিসর, দৈর্ঘ্য, দীর্ঘকাল স্থিতি, বিশেষ বৃত্তান্ত, স্থিতিকাল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জীবিতং পরিচ্ছিন্ন পমাণং**। (যৌগিকে) **আয়ুপ্পমাণ**। (তুলনীয়) **আয়ু**। ৩ আয়ু, বয়স। এই শব্দটি সাংসারিক বা জাগতিক লক্ষণ হিসাবে প্রায়ই অর্থকথায় গ্রহণ করা হইয়াছে। ⟹

রূপপমাণিক। ৪ প্রান্ত, সীমা, দমন, বাধা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধনসস পমাণ**। ৫ (প্রযুক্ত অর্থ:—) পতাকা, নির্ধারিত বিধি (নিয়মাদি), নীতি বা আদর্শ, মান, ওজন—দৈর্ঘ্য ইত্যাদি পরীক্ষার মান, উৎকর্ষের পরিমাণ, আচরণ ও বাক্যাদির রীতি (যাহা অভিপ্রেত), সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রকার, রকম, আকৃতি, আয়তন, পরিমাণ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বেধ ইত্যাদির পরিমাপ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পমাণং করোত্তি**—প্রমাণ করা বা উদাহরণ দেওয়া; **মং পমাণং কত্বা**। (বিণ) প্রকৃতি-নির্দেশক, বিশেষক, বিশিষ্ট, চরিত্রযুক্ত, খ্যাতিযুক্ত, সুপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধীয়, পরিমাপক অথবা পরিমাপিত, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধীয়, (কোনো) প্রতীক বা পতাকা গ্রহণ সম্বন্ধীয়। (যৌগিকে) **রূপ পমাণ**।

পমাণক (বিণ) প্রমাণ করা যায় এমন, সসীম, তুলনীয়, এই আকৃতির, পরিমিত। (পুং) বিচারপতি, সমালোচক লোক, পরিমাণকারী লোক।

পমাণকত (বিণ) প্রমাণকৃত, প্রমাণিত, নির্ধারিত বিবিধমত, উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত বা প্রযুক্ত, প্রমাণানুসারে। (বি-ভা) **পমাণকতং কম্মং** (দীর্ঘনিকায়)।

পমাণকতং কম্ম—প্রমাণিত কার্য, প্রমাণকৃত কার্য। ⟹ **কম্ম** (৩)।

পমাণবন্ত (বিণ) সীমাবদ্ধ, শান্ত, পরিমেয়, বর্ণনা করার মত, অঙ্কন করার সদৃশ, প্রমাণ করার মত, সীমা নিরূপণ করিতে সমর্থ, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ, সঠিক স্থির করিতে সমর্থ। (পুং) নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থবান ব্যক্তি।

পমাণিক (বিণ) ১ পরিমিত আকারের, নির্ধারিত বিধি (নিয়মাদি) গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, (কিছুর দ্বারা) পরিমাণ করা হয় এরূপ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রূপ পমাণিক**। (পুং) যে ব্যক্তি পরিমাণ করে বা মাপে, সমালোচক লোক, দোষদর্শী ব্যক্তি, সূক্ষ্মদর্শী লোক, বিচারক, বিচারপতি। ২ পরিমাণ অনুসারে, নির্ধারিত পরিমাণে, বিধি নিয়মাদি দ্বারা, ব্যবস্থানুযায়ী পরিমাণ বা প্রমাণ অনুসারে।

পমাথিন = **পমদ্দিন**। ⟹ **পমদ্দিন**।

পমাদ (পুং) প্রমাদ, ভ্রম, অসাবধানতা, অন্তঃকরণের দৌর্বল্য, কর্তব্যকার্যে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, শৈথিল্য, অবহেলা, আলস্য, শ্রমবিমুখতা, কর্তব্যকর্মে উদাসীনতা, শিথিলতা, শক্তি বা উৎসাহহীনতা, অমনোযোগিতা, অযত্নশীলতা, উদ্বেগশূন্যতা। (দীর্ঘনিকায়) **জুতপমাদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুরামেরয-মজ্জ পমাদ**। (সূত্রনিপাত টীকায়) **পমদা**। = **সতি-ওসসগ্গ-লকখণ পমাদ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মান অতিমান মদ পমাদ**। = **সতি-বিপ্পবাস**।

পমাদচার (পুং) অলসভাবে জীবন-যাপন। (বিণ) আলসে, অলস, কুঁড়ে। ⟹ **চার**।

পমাদপাঠ (স্ত্রী) গ্রন্থে ভুল পাঠ, অমনোযোগিতার সহিত অথবা অসাবধানতার সহিত পাঠ, ভুলপ্রমাদে পরিপূর্ণ পাঠ, অযত্নশীল বা অসাবধানতাজনক মূল গ্রন্থাংশ, গ্রন্থকর্তার উদাসীন মৌলিক রচনা, অমনোযোগী মূলবচন।

পমাদবতা (স্ত্রী) কর্তব্যকর্মে উদাসীনতা, শৈথিল্য, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উৎসাহহীনতা।

পমাদিন (বিণ) জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি, উদ্দীপক, উত্তেজক। (বি-ভা) **চিত্ত পমাদিন** (থেরীগাথা)। (থেরগাথা অর্থকথা) **চিত্ত-পমদ্দিন; চিত্ত পমাথিন**। = **পমদ্দিন**।

পমাদু (পুং) আলস্য, শ্রমবিমুখতা।

পমাদেন—অমনোযোগের সহিত, অসাবধানতার সহিত।

পমায (ক্রি-বি) ১ প্রমাণ অনুসারে অথবা ঠিকমত আকার করিয়া, মাপিয়া, বিধিমত করিয়া, নিয়মাদি অনুসারে করিয়া, প্রমাণসই করিয়া, নির্ধারণের অনুরূপ করিয়া। (সূত্রনিপাত) **সযং পমায** = **সযং পমিনিত্বা** (মহানির্দেশ)। ২ দমন করিয়া, নিষ্পেষিত করিয়া, ভাঙ্গিয়া, ধ্বংস করিয়া, বধ করিয়া, বিনষ্ট বা বিনাশ করিয়া। (সূত্রনিপাত) **বীজং পমায** = **বীজং হিংসিত্বা বধিত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পমাযিন (বিণ) পরিমেয়, পরিমাণ যোগ্য, গণনা করে এমন, মূল্য নিরূপণ করে এমন, বিবেচনা করে এমন, শ্রদ্ধান্বিত, সীমা নির্ধারণকারী, নির্ভুলভাবে বর্ণনাকারী, সঠিক স্থিরকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্প-মেয্যন পমাযিন**—অসীমের সীমা নির্দেশকারী।

পমারেত্তি (ক্রি) [প+মারেতি] আঘাত করিয়া অথবা প্রহার করিয়া জীবনান্ত করা, কুব্যবহার করা, অসদাচরণ করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা।

পমিণাতি (ক্রি) = **পমিনাতি**। ⟹ **পমিনাতি**। (অতীত) **পমিণি**। (অ-বিণ) **পমিত**। (ক্রি-বি) **পমিনিত্বা, পমিত্বা**।

পমিনন্ত (বিণ) = **পমাযিন**। ⟹ **পমাযিন**।

পমিনাতি (ক্রি) [প+√মি+না] পরিমাণ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমিত করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া, সমতুল বা একরূপ হওয়া, গণনা করা, মূল্য নিরূপণ করা, শ্রদ্ধা করা, বিবেচনা করা, সীমা নির্ধারণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা। = **পমিণাতি**। (অতীত) **পমিনি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **পামেসি**, (বহুবচনে) **পমিংসু, পামিংসু**। (অ-বিণ) **পমিত**। (ব-বিণ) **পমিনন্ত**। (ভ-বিণ) **পমিনিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পমিনিত্বা, পমিত্বা, পমায**। (তুম্) **পমিনিতুং**।

পমিলাত (বিণ) ম্লান, অনুজ্জ্বল, পরিম্লান, শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুঞ্চিত, অবসন্ন, ক্ষীণ, নিস্তেজ।

পমুখ (বিণ) "মুখের সম্মুখে", অর্থাৎ প্রমুখ, অগ্রবর্তী,

পুরোবর্তী, প্রথম, আদিম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, আদ্য, মুখ্য, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, সর্বোচ্চ, সর্বপ্রথম, উদ্‌গত, প্রভৃতি, তদবধি, ইত্যাদি, সুস্পষ্ট, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। এই শব্দটি "**পমুঞ্চ**" শব্দের পরিবর্তেও মহানির্দেশে দৃষ্ট হয়। (অধিকরণ কারকে) **পমুখে**। (তুলনীয়) **পামোক্‌খ**। (ক্লী) ১ আরম্ভ, আদি, প্রধান, সম্মুখভাগ, মুখমণ্ডল, ললাট, অগ্রভাগ, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগ, ঘরের সম্মুখভাগ। ⟹ **পামোক্‌খ** (২)। ২ (স্ত্রী?) ভ্রূ, চোখের ভ্রূ। (বি-ভা) **অলার পমুখ**। = **ভমুক**।

পমুখা (বিণ) প্রমুখ, দলপতির অন্তর্গত, নেতৃত্বাধীন। (সংযুক্ত নিকায়) **পসেন্দি পমুখা রাজিনো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সেতচ্ছত্ত পমুখা রাজককুধভণ্ড**। (বি-ভা) **বুদ্ধ পমুখা ভিক্‌খুসঙ্ঘ**। ⟹ **পমুখ** (বিণ)।

পমুখে (ক্রি-বিণ) সম্মুখে, সমক্ষে, পূর্বে, উন্মুক্ত, অপেক্ষাকৃত ভাল, শ্রেষ্ঠতর, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই। (সংযুক্ত নিকায়) **অসুরিন্দস্স পমুখে**। = **সম্মুখে**। ⟹ **পমুখ** (বিণ)।

পমুচা ⟹ **পবুটা**।

পমুচ্চতি (ক্রি) [প+√মুচ+য] মুক্ত হওয়া, উদ্ধার হওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া, সন্তান প্রসব হওয়া, বিলি হওয়া, প্রদত্ত হওয়া, বক্তৃতাদি হওয়া, (আঘাত) প্রদত্ত হওয়া। (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খা পমুচ্চতি**। (ধর্মপদ) **সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি**। (অতীত) **পমুচ্চি**। (অ-বিণ) **পমুত্ত**। (ভবিষ্যৎ) **পমোক্‌খতি**। (ক্রি-বি) **পমুচ্চিত্বা**। ⟹ **পমুঞ্চতি**।

পমুচ্ছতি (ক্রি) [প+√মুচ্ছ+অ] মূর্ছিত হওয়া, দুর্বল হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, বিবর্ণ হওয়া। (অতীত) **পমুচ্ছি**। (অ-বিণ) **পমুচ্ছিত**। (ক্রি-বি) **পমুচ্ছিত্বা**।

পমুচ্ছিত (বিণ) ১ মূর্ছিত, অন্তর্হিত, বিবর্ণ, (ক্ষুধায়) দুর্বল বা কাতর। = **খুপ্পিপাসাদি দুক্‌খেন সঞ্জাতমুচ্ছা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পমুচ্ছতি**। ২ নির্বোধ, জ্ঞানহীন, মোহিত, হতবুদ্ধি। = **সমুচ্ছিত**। ⟹ **পমুচ্ছতি**।

পমুঞ্চ (ক্লী) বন্ধনমুক্তি, মুক্তিদান, অনবরুদ্ধতা, অনাবিষ্টতা। ⟹ **পমুঞ্চতি**।

পমুঞ্চকর (পুং) মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা। = **বন্ধন পমুঞ্চকর**।

পমুঞ্চতি (ক্রি) [প+√মুচ+ং+অ] ১ মুক্তি দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, প্রকাশ করা, (বন্ধন) খুলিয়া দেওয়া, শিথিল করা, চলিয়া যাইতে দেওয়া, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, মুক্ত করা বা হওয়া, উদ্ধার করা, ত্রাণ করা। (জাতক) **অগ্গিং পমুঞ্চতি**। (সূত্রনিপাত) **পমুঞ্চতি বাচং= সম্পমুঞ্চতি** (মহানির্দেশ)। ২ কম্পিত করা, নাড়া দেওয়া, ত্যাগ করা, খসানো ঝাড়া, রক্তপাত করা, অশ্রুবিসর্জন করা। (ধর্মপদ) **পুপ্ফানি পমুঞ্চতি**। (বি-ভা) **সদ্ধং পমুঞ্চতি**—শ্রদ্ধা ত্যাগ করা। = **বিস্‌সজ্জতি**। ৩ মুক্ত করা, উদ্ধার করা, ত্যাগ করা, সন্তান প্রসব করা, বিলি করা, প্রদান করা, বক্তৃতাদি করা, (আঘাত) প্রদান করা, উন্মোচন করা, পরিত্রাণ করা, পরিষ্কার করা। (সূত্রনিপাত) **কথং কথাহি পমুঞ্চতি** = **মোচেহি উদ্ধার** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (সূত্রনিপাত) **পমুঞ্চস্‌সু** = **ওকপ্পেহি** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (অতীত) **পমুঞ্চি**। (অ-বিণ) **পমুঞ্চিত, পমুত্ত**। (ব-বিণ) **পমুঞ্চন্ত**। (পঞ্চমী) **পমুঞ্চ, পমুঞ্চহি**। (ক্রি-বি) **পমুঞ্চিয, পমুঞ্চিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পমুচ্চতি**। (করণে) পমোচেতি, **পমুঞ্চাপেতি**।

পমুঞ্চাপেতি (ক্রি) উদ্ধারের কারণ হওয়া, উদ্ধার করানো মুক্ত করানো ত্রাণ পাওয়ার কারণ করা, মুক্তিদান করানো। ⟹ **পমুঞ্চতি**।

পমুটা ⟹ **পবুটা**।

পমুট্‌ঠ (বিণ) ভ্রমজনিত, ভুল হইয়াছে এরূপ, ভুলিয়া গিয়াছে এমন। জাতকে এই শব্দের বানান হইয়াছে "**পম্মুট্‌ঠ**"। (তুলনীয়) **পরিমুট্‌ঠ**। ⟹ **পমুস্‌সতি**।

পমুত্ত (বিণ) ১ পরিত্যক্ত, বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত, জোর দিয়া উচ্চারিত, দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করে এমন, ঘূর্ণিত, ছাড়িয়া দিয়াছে এরূপ, শিথিল, অনাবিষ্ট, অস্পষ্ট, ঠিক নয় এমন, লম্পট, দুশ্চরিত্র, অসতী। (জাতক) **পপাতস্মিং পমুত্ত**। ২ মুক্তিপ্রাপ্ত, ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্ত, অনবরুদ্ধ, অনাবদ্ধ, বন্ধনমুক্ত, উন্মুক্ত।

পমুত্তি (স্ত্রী) মুক্তি প্রদান, মুক্তি, স্বাধীনতা, পৌরাধিকার, স্বাতন্ত্র্য, মোচন, বন্ধন মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র। ইহার "**পমত্ত্য'খি**" পাঠও হয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্‌খতো পমুত্তি**।

পমুত্ত্য'খি = **পমুত্তি**। ⟹**পমুত্তি**।

পমুদা = **মুদা**। ⟹ **মুদা**।

পমুদিত (বিণ) প্রমুদিত, আহ্লাদিত, প্রফুল্ল, বিকশিত, নিরতিশয় আনন্দিত, অত্যন্ত আনন্দিত, অতিশয় হর্ষোৎফুল্ল, প্রমোদিত। = **পমোদিত**। ⟹ **পমোদতি**।

পমুয্হতি (ক্রি) [প+√মুহ+য] বিহ্বল হওয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, জ্ঞানহারা হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। (অতীত) **পমুয্হি**। (অ-বিণ) **পমূলহ**। (ক্রি-বি) **পমুয্হিত্বা, পমুয্হ**।

পমুবুচা ⟹ **পবুটা**।

পমুস্‌সতি (ক্রি) [প+√মুস+য] ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া, তাচ্ছিল্য করা। (জাতক) **পমজ্জতি পমুস্‌সতি**। (অতীত) **পমুস্‌সি**। (অ-বিণ) **পমুট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **পমুস্‌সিত্বা**।

পমূলহ (বিণ) বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, জ্ঞানহারা, হতবুদ্ধি। = **সম্মূলহ**। (চূলনির্দেশ) **পমূলহ সম্মূলহ**।

পমেয্য (বিণ) প্রমেয়, প্রমিতির বিষয়ীভূত, পরিমেয়, পরিচ্ছেদ্য, অবধার্য, পরিমাণসাধ্য, পরিমিত, মধ্যবিধ, অল্পপরিমাণ, সামান্যপ্রসার, সীমাবদ্ধ, করণযোগ্য, সীমাবদ্ধ করণীয়, দম্য, সুবোধ্য, পরিমাণ করা যায় এরূপ।

পমোক্‌খ (পুং) ভারমোচন, নির্বাহ, অভিযোগ হইতে মুক্তি, কার্যমুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব, পোতাদি জলে ভাসানো বৃহৎ নৌকা, প্রেরণ, যাত্রা, বন্ধনমোচন, মুক্তি, ছাড়িয়া দেওয়া, শিথিলকরণ, বেগে নিঃসরণ, প্রচুর প্রবাহ, অতিশয় ভাবপ্রবণতা, মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, উদ্ধার, স্বাধীনতা। (বি-ভা) **ইতিবাদ পমোক্‌খ**—অনর্গল কথা বলা, অনবরুদ্ধ বাক্য প্রবাহ, জল্পনা, মিথ্যাগল্প, জল্পক (মধ্যম নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **চরবাদ পমোক্‌খ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পমুত্তি পমোক্‌খ**। (অপাদান কারকে) **পমোক্‌খা**—মুক্তির জন্য। (জাতক) **পিতুনো পমোক্‌খ = পমোক্‌খ হেতু** (জাতক অর্থকথা)।

পমোক্‌খা ⟹ **পমোক্‌খ**।

পমোক্‌খতি (ক্রি) = **পমুঞ্চতি**। ⟹ **পমুঞ্চতি**।

পমোচন (ক্লী) মুক্তি, ছাড়িয়া দেওয়া, মোচন, বন্ধনমোচন, শিথিলতা, চরিত্রহীনতা, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা, দাসত্বমোচন। (সূত্রনিপাত) **মচ্চুপাসা পমোচন** (অপাদান কারকে); (সম্প্রদান কারকে) **পমোচনায় = পমোচেতুং** (চূল্লনিদ্দেস)। **নিব্বানং সব্বগন্থ পমোচনং**। ধর্মপদে "**পমোচনং**" শব্দের পরিবর্তে "**পমোহনং**" পাঠ করা উচিত।

পমোচযতি (ক্রি) মোচন করা, মুক্ত করা। = **পমোচেতি**।

পমোচেতি (ক্রি) [প+√মুচ+এ] মুক্ত করা বা হওয়া, ছাড়াইয়া দেওয়া, উদ্ধার করা বা হওয়া, ত্যাগ করা, মোচন করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, সন্তান প্রসব করা, বিলি করা, প্রদান করা, বক্তৃতাদি করা, আঘাত প্রদান করা, মুক্তি দেওয়া, খালাস করা, স্বত্ব পরিত্যাগ করা, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শনের অথবা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া। (থেরীগাথা) **দুক্‌খা পমোচেতি**। ⟹ **পমুঞ্চতি**। (অতীত) **পমোচেসি**। (অ-বিণ) **পমোচিত**। (ক্রি-বি) **পমোচেত্বা**।

পমোজ্জ = **পামোজ্জ**। ⟹ **পামোজ্জ**।

পমোদ (পুং) প্রমোদ, আনন্দ, হর্ষ, আমোদ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দজনক বস্তু, আনন্দের কারণ। ⟹ **পামোজ্জ**।

পমোদতি (ক্রি) [প+√মুদ+অ] আনন্দ করা, উৎফুল্ল হওয়া, আনন্দিত হওয়া, সুখভোগ করা, আমোদ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, সন্তুষ্ট করা বা হওয়া, তৃপ্ত করা বা হওয়া, হৃষ্ট হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, পরিতৃপ্ত হওয়া, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা বা হওয়া, সন্দেহ ভঞ্জন করা বা হওয়া, পরিশোধ করা বা হওয়া, পূর্ণ করা বা হওয়া, মেটানো। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "চ মোদতি" শব্দের পরিবর্তে "**পমোদতি**" শব্দের পাঠ করা হইয়াছে। = **আমোদতি**। (তুলনীয়) **অভিপ্পমোদতি**। (অতীত) **পমোদি**। (অ-বিণ) **পমোদিত, পামোদিত**। (ব-বিণ) **পমোদমান**। (ক্রি-বি) **পমোদিত্বা**। (করণে) **পমোদেতি**।

পমোদনা (স্ত্রী) আনন্দ, আমোদ, সুখভোগ, আনন্দজনক বস্তু, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ বা বিষয়, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বস্তু বা বিষয়, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ। (ধর্মসঙ্গণী) **আমোদনা পমোদনা**।

পমোদিত (বিণ) প্রমুদিত, আনন্দিত, উল্লাসিত, আহ্লাদিত, প্রমোদিত। = **পমুদিত**। (জাতক) **আমোদিত পমোদিত**। ⟹ **পমোদতি**।

পমোদেতি (ক্রি) আমোদ করা, প্রমোদ করা, আনন্দ করা। ⟹ **পমোদতি**।

পমোহ (ক্লী) বিহ্বলতা, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, মোহ, মোহিনী শক্তি। = **সম্মোহ**। (মহানির্দেশ) **পমোহ সম্মোহ অন্ধকার**।

পমোহন (ক্লী) প্রতারণা, হতাশকরণ, ভ্রান্তকরণ, ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, ভ্রান্তি, বিহ্বলতা, মতিভ্রম, মোহ। ধর্মপদে ইহার পাঠ "**পমোচন**"; ধর্মপদ অর্থকথায় পাঠ "**বঞ্চন**"।

পমোহেতি (ক্রি) [প+√মুহ+এ] প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, বিহ্বল করা, হতবুদ্ধি করা, যাদু করা, বিমোহিত করা, মুগ্ধ করা, মোহিত করা। (অতীত) **পমোহেসি**। (অ-বিণ) **পমোহিত**। (ক্রি-বি) **পমোহেত্বা**।

পম্পক (পুং) বানর (বিশেষ করিয়া গরিলা প্রভৃতি লেজহীন বানর); কিন্তু সম্ভবত এই শব্দটি তোতা জাতীয় এক প্রকার পক্ষীকেও বুঝাইয়া থাকে। জাতক অর্থকথায় এই শব্দটিকে "**পম্পুক**" রূপে উচ্চারণ করা হইয়াছে, আবার "**পম্পটক**" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পম্পটক = **পম্পক**। ⟹ **পম্পক**।

পম্পুক = **পম্পক**। ⟹ **পম্পক**।

পম্মুট্‌ঠ (বিণ) = **পমুট্‌ঠ**। ⟹ **পমুট্‌ঠ**।

পম্‌হ (ক্লী) চোখের পাতার ভোমা, ভোমা। (যৌগিকে) **অড়ার পম্‌হ চ** (জাতক)। (থেরীগাথা) **অসাযত পম্‌হ**।

পম্‌হযতি (ক্রি) হাস্য করা, হাসিয়া প্রকাশ করা। (করণে) **পম্‌হাপেতি**।

পম্‌হাপেতি (ক্রি) (কাহাকেও) হাস্য করানো বা হাসানো।

= **পরিহসেতি, উম্‌হাপেতি**। ⟹ **পম্‌হযতি**।

পয (ক্লী) পয়, পয়ঃ, জল, দুগ্ধ, রস।

পযচ্ছতি (ক্রি) [প+যচ্ছতি] প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, পূজা দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, প্রদান করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, দান দেওয়া, দক্ষিণা দেওয়া, দেওয়া, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, জোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনা সামনি থাকা। (অতীত) **পযচ্ছি**। (অ-বিণ) **পযত**।

পযত (বিণ) শান্ত, স্থির, স্থিরীকৃত, মীমাংসিত, সংযমী, সংযত, ভাবপ্রবণ নয় এমন, উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন, সংশোধিত, পবিত্র, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, কেবল, খাঁটি। = **অভিহরিত্বা দিন্ন**। (থেরগাথা) **পযতত্ত**। **পযতপাণিন**। = **সক্কার-করণেন পযত অলঙ্কত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পযতন (ক্লী) প্রযত্ন, যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম, প্রতিযোগিতা, পরিশ্রম, লক্ষ্য, বলপ্রয়োগ, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম।

পযতপাণি (বিণ) বিস্তৃত বা প্রসারিত হস্ত দ্বারা, মুক্ত হস্তে, উদার হস্ত দ্বারা, হস্ত প্রসারিত করিয়া। ⟹ **পাণি**।

পযতপাণিন (বিণ) বিশুদ্ধহস্ত। = **পরিসুদ্ধ হত্থ**। ⟹ **পযত**।

পযত্ত (বিণ) উদ্যমশীল, চেষ্টাকারী, যত্নশীল, কাহারও তত্ত্বাবধানে আছে এমন, মনোযোগী, সাবধান, যত্নসাধ্য।

পযাত (বিণ) বহির্গত, যাত্রা করিয়াছে এমন, অগ্রসর হইয়াছে এমন, উৎপন্ন, নির্গত, ক্রমাগত চলিতেছে বা কাজ করিতেছে এমন। = **গন্তুং আরদ্ধ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (থেরগাথা) **এবং নানপ্পযাতম্‌হি**। ⟹ **পযাতি**।

পযাতি (ক্রি) [প+√যা+অ] উদ্যত হওয়া, উৎসুক হওয়া, তৎপর হওয়া, ব্যগ্র হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া, সম্মুখ দিকে চলিতে থাকা, অগ্রসর হওয়া বা করানো, যাত্রা করা, উৎপন্ন হওয়া, চলা, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো, পদক্ষেপ করা, পা বাড়ানো, চলিতে থাকা, অগ্রবর্তী করিয়া দেওয়া, উপস্থাপিত করা, আগাইয়া দেওয়া, সাহায্য করা, অগ্রিম টাকা দেওয়া, টাকা ধার দেওয়া, উন্নতি করা, মর্যাদা বৃদ্ধি করা বা হওয়া। ⟹ **পাযাতি**। (অতীত) **পযাসি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **পাযিংসু, পাযেসুং**। (অ-বিণ) **পযাত**।

পযিরুদাহরতি (ক্রি) [পরি+উদ+আহরতি] বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, ইস্তাহার দেওয়া, প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা। (অতীত) **পযিরুদাহাসি**; (দীর্ঘনিকায়) **বণ্ণং পযিরুদাহাসি**; (জাতক) **ব্যঞ্জনং পযিরুদাহাসি**।

পযিরুপাসতি (ক্রি) [প+উপ+√আস+অ] ১ "নিকটে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বসা" অর্থাৎ সেবা করা, আদেশ পালন করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা; (কর্মকারকে) সম্পাদন করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মত টাকা দেওয়া, অভ্যর্থনা করা, সমাদর করা, ভক্তিভরে ভালবাসা বা সম্মান করা। = **পুনপ্পুনং উপসঙ্কমতি** (বিভঙ্গ অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)। (পঞ্চমী) **পযিরুপাসয**। (অতীত) **পযিরুপাসিট, পযিরুপাসিত**। (ব-বিণ) **পযিরুপাসি, পযিরুপাসিং**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভগবন্তং পযিরুপাসিং**। (অ-বিণ) **পযিরুপাসন্ত, পযিরুপাসমান**। (ক্রি-বি) **পযিরুপাসিত্বা, পযিরুপাসিয**। ২ যাইয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাওয়া, (অপ্রচলিত) দণ্ড দেওয়া।

পযিরুপাসন (ক্লী) = **পযিরুপাসনা**। ⟹ **পযিরুপাসনা**।

পযিরুপাসনা (স্ত্রী) সেবা, শুশ্রূষা, (আদেশ পালনে) উপস্থিতি, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, অর্চনা, আরাধনা, পূজা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা, অর্চনাকরণ, পূজাকরণ, সম্মান, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন, আনুগত্য স্বীকার।

পযিরুপাসিক (পুং) উপাসক, পূজারী।

পযিরুপাসিত (বিণ) পূজিত, সম্মানিত, সমাদর প্রাপ্ত, শ্রদ্ধাভরে সম্মান প্রাপ্ত, শ্রদ্ধান্বিত। = **উপট্‌ঠিত, পুরক্‌খত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পযিরুপাসতি**।

পযিরুপাসেথ (ক্রিয়া, সপ্তমী) যদি ভজনা করা হয় অথবা মেলামেশা করা হয়, (তুমি) সঙ্গী হইলে। = **ভজেথ**। ⟹ **ভজতি**।

পযুজ্জতি (ক্রি) প্রযুক্ত হওয়া, নিযুক্ত হওয়া। ⟹ **পযুঞ্জতি**।

পযুঞ্জতি (ক্রি) [প+√যুজ+ং+অ] অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা, অশ্বের সাজসজ্জা দেওয়া, নিযুক্ত করা, ব্যাপৃত করা, ব্যবহার করা, প্রয়োগ করা, স্থাপন করা, লাগানো, আবেদন করা, দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, জোয়ালে বন্ধন করা, জোতা, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, সংযুক্ত হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলা। (অতীত) **পযুঞ্জি**। (অ-বিণ) **পযুত্ত**। (ব-বিণ) **পযুঞ্জমান**।

(ত্রি-বি) **পযুঞ্জিত**। (কর্মবাচ্যে) **পযুজ্জতি**। (করণে) **পযোজেতি**।

পযুত (বিণ) প্রযুক্ত বা নিযুক্ত (ভুল অর্থ); লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উদ্বেগহীন, উদাসীন, অসাবধান, ভুল উপদেশ প্রদত্ত, ভুল ঠিকানা প্রদত্ত। (সূত্রনিপাত) **পযুতং বাচং = ওভাস পরিকথা-নিমিত্ত-বিঞ্ঞত্তি-পযুত্তং ঘাসেসন-বাচং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); = **চীবরাদীহি সম্পযুত্ত তদত্থং বা পযোজিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। মহানির্দেশে **"পযুত্ত"** যাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে **"চীবরপযুত্ত"**।

পযুত্ত (বিণ) ১ জোয়ালে আবদ্ধ, জোতা, দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সংযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে চলে এমন। = **যোত্তেহি যোজিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ প্রযুক্ত, কার্যকর বিষয়ে প্রযুক্ত, ব্যবহারিক, নিযুক্ত, অনুষ্ঠিত, অর্পিত, উৎপাদিত, প্রেরিত, রচিত, একাগ্রচিত্ত, ব্যগ্র, অভিনিবিষ্ট, দৃঢ় সংকল্প, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, ব্যস্ত, কার্যে ব্যাপৃত, পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল। (জাতক) **অজ্ঝত্তং পযুত্ত**। (পেতবত্থু) **সাসনে পযুত্ত**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিঞ্ঞত্তি পযুত্ত**। ৩ (ভালভাবে অথবা মন্দভাবে) প্রযোজ্য, উপযুক্ত। (তুলনীয়) **পযুত**। ৪ নকশাকৃত, মনে মনে অঙ্কিত, অভিসন্ধি করা হইয়াছে এরূপ, মন্ত্রণাকৃত, অভিপ্রায় করা হইয়াছে এমন, মতলবকৃত, সম্পাদন করিবার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে এরূপ, চেষ্টিত, চেষ্টাকৃত, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে এরূপ, নিশ্চিত করিয়া বলে এমন। (বিনয়) **দেবদত্তেন ভগবতো বধো পযুত্ত**। ⟹ **পযুঞ্জতি**।

পযুত্তক (বিণ, পুং) প্রয়োগকারী, প্রযুক্তকারী, নিয়োগকারী, নিযুক্তকারী, যে ব্যক্তি (মন্দ) কার্যে নিযুক্ত করে, ঘুষ দিয়া বশীভূত করে এমন। (পুং) ঠিকা লোক, অল্পকালের জন্য নিযুক্ত বা নিয়োজিত ভৃত্য, গুপ্তচর, গোয়েন্দা, সন্ধানী লোক। (জাতক) **পযুত্তক চোর; পযুত্তক ধুত্ত**।

পযোগ (পুং) ১ সঙ্গতি, অর্থসম্পদ, উপায়, পথ, যন্ত্র, অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, দলিল, সাধনস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু। = **করণ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সপ্পযোগ**। ২ প্রয়োগ, খাটানো, উদাহরণ, প্রবর্তন, অনুষ্ঠান, ফল, অভিনয়, যত্ন, অর্পণ, ঋণদান, নিদর্শন, উল্লেখ, নিয়োগ, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা, ব্যবসায়, কাজ, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, ব্যবহার, ব্যায়াম, পরীক্ষা, অনুশীলন, চর্চা, অনুশীলনী, বেচাকেনা, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (দোকান ইত্যাদি), আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকার্য, কার্য, কাজ, মোকদ্দমা, আচরণ, নাটকের ঘটনা পরম্পরা, অঙ্গভঙ্গি, যুদ্ধ, ক্রিয়া (পটিসম্ভিদা মার্গ) **সম্মাপযোগ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বপনপযোগ; মন্তপযোগ; বিঞ্ঞত্তি পযোগ** (⟹ **পযুত্ত**); **সক্খর-কত্থিপন পযোগ; পযোগং করোতি**—চেষ্টা করা, উদ্যোগী হওয়া, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা (= **পরক্কমতি**)।

পযোগকরণ (ক্লী) চেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, সাধনা, প্রয়োগকরণ, প্রযুক্তকরণ, কার্য, ব্যবসায়, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা, কাজ। ⟹ **আযোগ** (৪)।

পযোগতা (স্ত্রী) প্রয়োগ, প্রযোজ্য, বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মজ্ঝত্ত পযোগতা**।

পযোগবিপত্তি (স্ত্রী) অর্থসম্পদ বিষয়ে দেউলিয়া অবস্থা, উপায়ের অভাব অথবা উপায়হীনতা, সঙ্গতি সম্বন্ধে অকৃতকার্যতা, ভুল প্রয়োগ, অনুচিত ব্যবহার, মিথ্যা অধ্যবসায়, নীতিবিরুদ্ধ বা অবৈধ প্রয়োগ, অনুচিত বা অন্যায় ব্যবহার, ভ্রান্ত অধ্যবসায়, অসত্য প্রযত্ন, অযথার্থ মনোনিবেশ। (বিপ) **পযোগ সম্পত্তি**।

পযোগ সম্পত্তি (স্ত্রী) উপায় সম্বন্ধীয় কৃতকার্যতা, বৈধ বা নীতি সম্বন্ধীয় প্রয়োগ, উচিত ব্যবহার, ন্যায় ব্যবহার, যথার্থ মনোনিবেশ, সত্যবিষয়ক প্রযত্ন, অভ্রান্ত অধ্যবসায়, পথ সম্বন্ধে সাফল্য, উপায়স্বরূপ সৌভাগ্য, অর্থসম্পদ বিষয়ে সমৃদ্ধি, সঙ্গতিমূলক সৌভাগ্য, উপায়স্বরূপ সম্পত্তি অথবা বুদ্ধি খাটাইয়া কাজে সফলতা, সঙ্গতি, পথ। (বিপ) **পযোগবিপত্তি**। ⟹ **দক্খিণেয্য সম্পত্তি, সম্পত্তি** (১), **পযোগ**।

পযোগসুদ্ধি (স্ত্রী) পথ বা উপায় শুদ্ধি, প্রয়োগে শুদ্ধিতা, মনোনিবেশে দোষ রাহিত্য বা শুদ্ধতা, প্রযত্নে পবিত্রতা, অধ্যবসায়ে পবিত্রতা।

পযোগহীন (বিণ) প্রযত্নের অপর্যাপ্ত, মনোনিবেশের অভাবযুক্ত, অধ্যবসায়হীন, উদ্যমহীন, চেষ্টাহীন।

পযোজক (বিণ, পুং) প্রযোজক, প্রযোজনকারী, প্রবর্তক, অনুষ্ঠানকারী, প্রেরক, কর্তা, অভিনয়ার্থে নাটক বা চলচ্চিত্রকে যিনি দর্শনযোগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন, যিনি পরিচালনা করেন, পরিচালক।

পযোজন (ক্লী) ১ যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার, বেচাকেনা, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসায়, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান (দোকান ইত্যাদি), আগমনের উদ্দেশ্য, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্য কার্য। ২ নিয়োগ, নিযুক্তি, পদ, চাকরি, বন্দোবস্ত। ৩ উপদেশ, ব্যবস্থাপত্র, আদেশ, আজ্ঞা, নির্দেশ, অনুজ্ঞা, অনুরোধ,

বিচারালয়ের নিষেধাজ্ঞাপত্র। ৪ প্রয়োগকরণ, প্রস্তুতি, প্রবর্ত্তন, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদন পত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, লক্ষ্য, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, প্রয়োজন, আবশ্যকতা, হেতু, উদ্দেশ্য, সুবিধা, অভ্যাস।

পযোজনাতি (ক্রি) প্রয়োজন হওয়া, দরকার হওয়া, আবশ্যক হওয়া।

পযোজিত (বিণ) ১ সংযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, যুক্ত, ঠিক সোজা পথে, চালিত, পথ-প্রদর্শিত, কার্যকর বিষয়ে প্রযুক্ত, ব্যবহারিক, ঠিকানা লিখিত। ২ নিয়ন্ত্রিত, উপদিষ্ট, আদিষ্ট, উত্তেজিত, প্রণোদিত, প্ররোচিত, প্রবৃত্ত। ⟹ **পযোজেতি**।

পযোজেতি (ক্রি) [প+√যুজ+এ] ১ সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি-সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চয় করিয়া বলা, দাবি করা, আপত্তি করা, (কিছুতে) নিযুক্ত রাখা, যুদ্ধার্থে আহ্বান করা, যুদ্ধ করা, আকর্ষণ করা, বিবাহ করিতে অস্বীকার করা, ব্যস্ত থাকা, নিযুক্ত থাকা, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা বা হওয়া, সূত্রপাত করা, বলিতে আরম্ভ করা, উদ্যত হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **কম্মন্তে পযোজেতি**—হাঁটিয়া হাঁটিয়া বেচাকেনা আরম্ভ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মন্তং পযোজেতি**। (সূত্রনিপাত) **বণিজ্জং পযোজেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মং পযোজেতি**। ২ প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, স্থাপন করা, প্রয়োগ করা, আবেদন করা, দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, নিযুক্ত করা, ব্যবহার করা, আচরণ করা, অভ্যস্ত হওয়া, শেষ করা, নিঃশেষ করা, রাখা, নিযুক্ত করা, ব্যাপৃত করা, ব্যবহার করা, প্রযুক্ত করা, কাজে লাগানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভেসজ্জং চুণ্ণেন সদ্ধিং পযোজেতি**। ৩ নিযুক্ত করা, চাকরিতে গ্রহণ করা, প্রযুক্ত করা, লাগানো, ভাড়া করা, পারিশ্রমিক দিয়া নিযুক্ত করা। ৪ (কিছুর সহিত) অঙ্গীকার বা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করা, আবাস স্থানের সমীপে আসা, গৃহের সমীপবর্তী হওয়া। ৫ সুদে টাকা খাটানো অথবা লগ্নি করা। (বড়টিষা অর্থে)। ⟹ **পযুঞ্জতি**। (অতীত) **পযোজেসি**। (অ-বিণ) **পযোজিত**। (ব-বিণ) **পযোজেন্ত**। (ক্রি-বি) **পযোজেত্বা, পযোজিয**।

পযোজেতু (পুং) = **পযোজক**। ⟹ **পযোজক**।

পযোধর (পুং) পয়োধর, স্ত্রীলোকের স্তন, বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ।

পয্যক (পুং) প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ (পিতামহের পিতাপ্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ)। (জাতক) **অয্যক পয্যক**। ⟹ **অয্যক**।

পর ১ (অব্যয়) পর, দূরে, (সময় সম্বন্ধে) পরে, বাহিরে, আরও ব্যতীত, উপর (স্পর্শ করিয়া), উপরে (স্পর্শ না করিয়া), মধ্যে, মধ্য দিয়া, আড়াআড়ি। ২ (ক্রি-বিণ) অধিক, পদমর্যাদায় উপরে, সম্পূর্ণরূপে, অতিরিক্তভাবে, একদিক হইতে অন্যদিকে, দেশান্তরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে, অতিরিক্ত পরিমাণে, অপেক্ষাকৃত অধিক, উপরিতন, অতিক্রান্ত, অতীত, কেবল, অনন্তর, আরও পার্শ্বে বা নিকটে, দূরে, তাহা ছাড়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পর গঙ্গায; পর গঙ্গাযং**। (যৌগিকে) **পরলোক**। ৩ (বিণ) **ক** "দূরে" অর্থাৎ "বহু উর্ধ্বে", (সময় সম্বন্ধে) "দূরতর, অধিকতর" (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ, আসে বা ঘটে, অথবা আরও দূর, অতীত)। (বি-ভা) **পরোলোকো**। (যৌগিকে) **সত্তি-পর**। (তুলনীয়) **পরলোক, পরং, পরো**। **খ** অন্য, ভিন্ন, আর এক, দ্বিতীয়, অপর, আব, অতিরিক্ত। (বিশেষ্য বহুবচনে) অন্যান্যেরা, অপরেরা। (সূত্রনিপাত) **পরস্স দারং নাতিক্কমেয্য; পরেসং**। (ধর্মপদ) **কো পরো; পরে**। (পেতবত্থু) **পরস্স দানং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরস্স পুরিসস্স; পরং পুরিসং**। (বিপ) **অত্তনো**। (মধ্যম নিকায়) **পরং বম্ভেতি অত্তানং উক্কংসেতি**। (সূত্রনিপাত) **অত্তানং সমুক্কংসে পরং অবজানাতি**। (জাতক) **পরেসং**; (বিপ) **অত্তনা**। (চুল্লনিদ্দেস) **অত্তত্থ**; (বিপ) **পরত্থ**। ⟹ **পরজ্ঝাসয, পরত্থ**। (দীর্ঘনিকায়) **পরো ... পরো**—একটি ... অপরটি; **কিং হি পরো পরস্স করিস্সতি**? (সূত্রনিপাত) **পরো পরং; পরো পরং নিকুব্বেথ**। ৪ "**পর**" (সর্বনাম পদরূপে কারকের বিভক্তি সংযোগ:—) কতৃকারক (একবচনে) **পরো**; (বহুবচনে) **পরে**। কর্মকারক (একবচনে) **পরং**; (বহুবচনে) **পরে**। করণকারক (একবচনে) **পরেন**; (বহুবচনে) **পরেহি**। সম্প্রদান কারক (একবচনে) **পরস্স, পরেসং**; (বহুবচনে) **পরেসং**। অপাদান কারক (একবচনে) **পরা, পরো, পরতো**; (বহুবচনে) **পরেহি**। সম্বন্ধ পদ (একবচনে) **পরস্স**; (বহুবচনে) **পরেসং**। অধিকরণ কারক (একবচনে) **পরম্হি, পরে, পরস্স**; (বহুবচনে) **পরেসু**।

পরং ১ (পুং) (করণকারক একবচনে) অপর ব্যক্তিকে। যৌগিকে ⟹ "**পরন্তপ**"। ২ (ক্লী, ক্রি-বিণ) অধিক, আরও, (কিছু হইতে) দূরে, দূরবর্তী স্থানে, অন্যস্থানে; (অপাদান কারকের সহিত অব্যয়ে) পরে, পশ্চাতে, অপর পার্শ্বে, যদিও, সত্ত্বেও, অনুসন্ধানার্থ, সম্বন্ধে, অনুপাতে, অনুকরণে। (বি-ভা) **ইতো পরং** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা); **ততো পরং** (জাতক); **পুন চ পরং**।

পরংকত (বিণ) = **পরকত**। ⟹ **পরকত**।

পরংপরা (স্ত্রীলিঙ্গ, এই শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ হইতে বিশেষ্য হইয়াছে) "অপরের পর অথবা অপরটির পর" অর্থাৎ পরপর আগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম, অনুক্রম,

শ্রেণী, পারম্পর্য। (বিনয়) **পরম্পর ভোজন**—পর পর ভোজন, অনুক্রমে ভোজন (⟹ **ভোজন**)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরম্পরায়**; (বি-ভা) **অনুসসবেন পরম্পরায ইতিকিরায** (চূলনিদ্দেস)। (জাতক অর্থকথা) **পুরিস পরম্পরা**—স্বামীগণের পারম্পর্য; কিন্তু Kern-এ সম্ভবত ইহার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "অপবাদ, নিন্দা, মানহানি, বলাৎকার, তীব্র বা চরম আনন্দ" অর্থে। (নেত্তি) **পরম্পর পরহেতু**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সীস পরম্পরা**। = **পরম্পরা**।

পরংমরণা (ক্রি-বিণ) মৃত্যুর পর। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযস্‌স ভেদা পরম্মরণা**—দেহত্যাগে মরণের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর। (বি-ভা) **হোতি তথাগতো পরম্মরণা** (দীর্ঘনিকায়)। = **পরম্মরণা**।

পরংমুখা (ক্রি-বিণ) একের অনুপস্থিতিতে, (সাহিত্যে) মুখ ফিরাইয়া অথবা মুখ ফিরাইয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। (বিপ) **সম্মুখা**। (তুলনীয়) **রহো**।

পরকত (বিণ) অপর দ্বারা কৃত, পরকৃত, অপরে করিয়াছে এমন, অপরের দ্বারা করা হইয়াছে এরূপ। = **পরক্কত, পরংকত**।

পরকম্ম (ক্লী) পরকর্ম, অপরের কাজ, পরের বা অন্য ব্যক্তির কার্য। (বিমানবত্থু) **পরকম্মকারিন**—যে ব্যক্তি অন্যের বা অপরের কাজ করে।

পরকার (পুং) অপরে করিবার কাজ, অন্যের কাজ। = **পরক্কার**। ⟹ **কার** (২ক)।

পরকুড্ডং নিস্‌সায ⟹ **কুড্ড**।

পরকুল (ক্লী) পরকুল, অন্য সম্প্রদায়, অন্যদল, অপর জাতি, অপর গোষ্ঠী, ভিন্ন বংশ, অপরিচিত অথবা বিরোধী দল।

পরকুলে (অধিকরণ কারক একবচন) = **পরকুলেসু**। ⟹ **পরকুলেসু**। **কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধ চিত্তো**—যে কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের মোহে অথবা ভালবাসায় মন আবদ্ধ নহে এমন; = **কুলে গনে আবাসে অসত্তো**।

পরকুলেসু (অধিকরণ কারক বহুবচন) অন্যান্য কুলে বা বংশে, অপরাপর গোষ্ঠীর অথবা দলের মধ্যে, অপর সম্প্রদায় সমূহে, অপর জাতি বা শ্রেণী সমূহে। ⟹ **পরকুলে**।

পরক্কন্ত (বিণ) পরাক্রান্ত, শক্তিসম্পন্ন, পরাক্রমশালী, পদদলিত (অপর কর্তৃক ?) অথবা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রান্ত (?)। ইহার সুন্দর পাঠ "**পদপরক্কন্ত**"। ⟹ **পরক্কমতি**।

পরক্কম (পুং) পরাক্রম, শক্তি, পুরুষকার, প্রভাব, চেষ্টা, বীর্যবল, উদ্যম, উদ্যোগ, লক্ষ্য, বলপ্রয়োগ, সচেতন, চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, দ্বন্দ্ব; বিবাদ, বিরোধ, কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (সংযুক্ত নিকায়) **দড় পরক্কম; পরিস পরক্কম**।

পরক্কমতি (ক্রি) [পরা+√কম+অ] পরাক্রম করা, (বলাদি) প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, সাহস দেখানো, অগ্রসর হওয়া বা করানো, অগ্রবর্তী করিয়া দেওয়া, উপস্থাপিত করা, আগাইয়া দেওয়া, সাহায্য করা, অগ্রিম টাকা দেওয়া, টাকা ধার দেওয়া, উন্নতি করা, মর্যাদা বৃদ্ধি করা বা হওয়া, উত্তরোত্তর বা অগ্রে অগ্রে গমন করা, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি-সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা বা লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা। (অতীত) **পরক্কমি**। (অ-বিণ) **পরক্কন্ত**। (ব-বিণ) **পরক্কমন্ত**। (পঞ্চমী) **পরক্কাম, পরক্কম**; = **পযোগং করোতি**। (ক্রি-বি) **পরক্কমা, পরক্কমিত্বা**।

পরক্কমন (ক্লী) = **পরক্কম**। ⟹ **পরক্কম**।

পরক্করোতি (ক্রি) (সাহিত্যে) "বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ করা" অর্থাৎ নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, বদল করা, অপসারণ করা, নষ্ট করা, লোপ করা। (তুলনীয়) **অপনেতি**। (জাতক অর্থকথায়) "**পরতো করোতি**", এখানে "**পর**" শব্দের ভাবার্থে "**পরতো**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। (জাতক) **মা পরাকরি** = **মা পরিচ্চজি** (জাতক অর্থকথা)।

পরগত্ত (ক্লী) বিরুদ্ধ দেহ, বিরোধী শরীর। কিন্তু থেরগাথায় অনুবাদ করা হইয়াছে—"এই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইহা তুমি নহে"।

পরগবচণ্ড (বিণ) অন্য গরুর প্রতি প্রচণ্ড বা হিংস্র অর্থাৎ অপর গরু দেখিলে ক্রোধ প্রকাশ করে অথবা প্রহার করে এমন। (বিপ) **সকগবচণ্ড**। (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **যো অত্তনো গোগণং ঘট্টেতি, পরগোগণে পন সো রতো সুখসীলো হোতি** ইত্যাদি।

পরগারব—অপরের প্রতি গৌরব, পরের প্রতি মর্যাদা, পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ⟹ **গারব**।

পরক্কত (বিণ) [পরং+কত] পরের দ্বারা কৃত, অপর কিছু দ্বারা অথবা অন্য কাহারও দ্বারা প্রস্তুতকৃত, অন্যের দ্বারা নির্মিত, বিদেশীয়, বিরুদ্ধ, বিরোধী, বাহিরের, পরকৃত, অপ্রাসঙ্গিক, আত্ম-অতিরিক্ত। = **পরংকত**। (সংযুক্ত নিকায়) **নযিদং অত্তকতং বিম্বং নযিদং পরকতং অঘং**। (তুলনীয়) **লোক, দুক্খ**। (বিপ) **সযক্কত**।

পরক্কার—ভিন্নতা বা অতিরিক্ততার অবস্থা, অন্য লোক, বিরোধিতা, বিরুদ্ধতা, ভিন্ন লোক। (বিপ) **অহঙ্কর**।

পরচিত্ত (ক্লী) পরচিত্ত, অপরের মনোভাব, পরের অন্তঃকরণ বা হৃদয়, অপরের মন।

পরজন (পুং) পরজন, অপরজন, বিদেশী, বিদেশী লোক, অন্য ব্যক্তি, ভিন্ন জন, অতিথি, আগন্তুক, অপরিচিত লোক, অজ্ঞাত ব্যক্তি, দলবহির্ভূত ব্যক্তি, শত্রু, দৈত্য, পিশাচ, ভূত; (সাহিত্যে) শয়তান, পাষণ্ড, কুলোক, দুর্ভাগা। সংস্কৃতে—"ইতরজন"।

পরজ্‌ঝতি (ক্রি) অপরাধ করা, অন্যায় করা, দোষ করা। = **পরাজেতি**।

পরজ্‌ঝহতি = **পরাজীযতি**। ⟹ **পরাজীযতি**। (উত্তমপুরুষ বহুবচনে) **পরাজ্‌ঝাম**।

পরজ্‌ঝাসয—অন্যান্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট বা একাগ্রচিত্ত, অপরের জন্য ব্যগ্র বা দৃঢ়সংকল্প। (বিপ) **অত্তজ্‌ঝাসয**।

পরতীরং—(নদীর) অন্য পার বা অপর তীর। **পরতীরং অতিণ্ণং**—পরপারে বা অপর তীরে অনুত্তীর্ণরূপে অথবা না পৌছিতে।

পরতো (অপাদান কারকে) ১ পর হইতে, অপর হইতে, পরবর্তী হইতে। ২ বর্ণনার বিভিন্নতায় এবং অর্থের আবরণীতে, যথা—**ক** অন্য হইতে, অপর হইতে, পরপারে, অন্যান্য বিষয়ে, অপর বিষয়ে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তনো পরতো চ**। (নেত্তি) **পরতো ঘোস**। **খ** "অপরত্ব বা ভিন্নতা" সম্বন্ধীয় দৃষ্টিসীমার লক্ষ্যস্থান হইতে অর্থাৎ বিদেশীর মত, অপরিচিতের ন্যায়, অজ্ঞাতের ন্যায়, নূতনের মত, অদ্ভুতের মত, অপরূপের মত, বিচিত্রের ন্যায়, অসাধারণের ন্যায়; অথবা বিরুদ্ধের মত, বিরোধীর ন্যায়, শত্রুর ন্যায় (মধ্যম নিকায়ে "**অনিচ্চ**" সম্বন্ধীয় পাঠে)। (বি-ভা) **পরতো দিস্বা**—অপর হইতে দেখিয়া, অপরের নিকট দেখিয়া, আমার বা আমার নিজের ন্যায় না দেখিয়া (থেরগাথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **সঙ্খারে পরতো পস্‌স, দুক্‌খতো মা চ অত্ততো**। **গ** অন্য পার্শ্বে, অপর পার্শ্বে, (কিছু হইতে) দূরে, (সময় সম্বন্ধে) পরে, বাহিরে, আরও, ব্যতীত, তাহা ছাড়া (জাতাক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরতো কুড্ডানং**। **ঘ**। দূরতর, অধিকতর, অধিক, আরও, পরিশেষে, পরে, পশ্চাতে, ভবিষ্যৎকালে, বিলম্ব করিয়া, কোনও নির্ধারিত সময়ের প্রায় শেষভাগে। ⟹ **পর**।

পরত্থ (ক্রি-বিণ, অব্যয়) [পর+অত্থ] ১ অপর স্থানে, অন্য জায়গায়, ভবিষ্যতে, পরকালে, পরে, অন্যত্র, পরজন্মে, ভবিষ্যৎ জীবনে, পরবর্তী জীবনে, পরজীবনে। = **পরলোকে, সম্পরাযে**। ২ পরের জন্য, অপরের নিমিত্ত। (বিপ) **অত্তত্থ**। ⟹ **পর** (৩খ)। ৩ (পুং) পরের উপকার, পরের লাভ বা মঙ্গল, পরের অর্থ বা ধন। (বিপ) **অত্তত্থ**—নিজের লাভ বা মঙ্গল। ⟹ **অত্থ**।

পরত্থদ্ধ (বিণ) (কিছুতে) অবলম্বন করিয়া খাড়া রাখা হইয়াছে এমন, কিছুর উপর স্থাপিত, আশ্রিত, নির্ভর করিয়া আছে এমন, পরের উপর ভিত্তি করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে এমন। = **উপত্থদ্ধ**।

পরত্থবৃভ—এই শব্দটি "**পরত্থত্ত**" শব্দের পাঠ হইয়াছে। ⟹ **পরত্থত্ত**। = **পরত্থব্ধ (ফিস্মিং)**।

পরত্থত্ত = **পরত্থদ্ধ**। ⟹ **পরত্থদ্ধ**।

পরদ (বিণ) আনন্দ পায় এমন, প্রিয়। বিনয়ে "পরদ+বুত্ত"—এই দুইটির যৌগিকে হয় "**পরদবুত্ত**", কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। "**পরদবুত্ত**" শব্দের অর্থ হয়:—প্রস্তুত হওয়ার প্রিয়, পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী হয় এমন, খাপ খাওয়ানো হয় বা যায় এমন, উপযুক্ত, প্রবণ, তৎপর, সক্রিয়, কার্যকর, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, কর্তৃবাচ্য, নিষ্পন্ন, চটপটে, সতর্ক। (বি-ভা) **অপ্পোস্‌সুক্ক পন্নলোম পরদ** (বিনয়)। বিনয় সাহিত্যের অনুবাদে "**পরদ**" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে:—"নিরাপদ, নিরুদ্বেগ, অসাবধান, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ"। মধ্যম নিকায়ের বর্মাগ্রন্থে "**পরদত্ত পরদবুত্ত**"; "**পরদ সমাচার**"—সৎ বা কর্মঠ জীবনের সহিত বাস করে এমন।

পরদত্ত (বিণ) পরদত্ত, অপর কর্তৃক প্রদত্ত, পরের দেওয়া, অপরের প্রদত্ত।

পরদত্তূপজীবি (বিণ) পরের প্রদত্তজীবী, অপরের দেওয়া বস্তুর উপর নির্ভরশীল, অপরে যাহা দেয় উহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে এমন, পরের দানে নির্ভরশীল।

পরদত্তূপজীবিন (বিণ) = **পরদত্তূপজীবি**। ⟹ **পরদত্তূপজীবি**।

পরদবুত্ত ⟹ **পরদ**।

পরদার (পুং) পরদার, পরস্ত্রী, অপরের বিবাহিতা স্ত্রী, পরনারী, অন্যের পত্নী, কাহারও বা অপর কাহারও স্ত্রী। = **পরস্‌সদার** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **পরদার সেবনা**। (ধর্মপদ) **পরদার উপসেবিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরদার কম্ম**। ⟹ **দার**।

পরদার কম্ম (ক্লী) ব্যভিচার, স্বীয় স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সহিত অথবা নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সহিত অবৈধ সহবাস, অপরের স্ত্রীর সহিত অবৈধ সঙ্গমকার্য। ⟹ **পরদার**।

পরদারিক (বিণ, পুং) পরস্ত্রীগামী, পরনারী গমনকারী, ব্যভিচারী।

পরদারূপসেবন (ক্লী) পরস্ত্রী গমন, পরনারীর সহিত অবৈধ সঙ্গম, ব্যভিচার। ⟹ **পরদার**।

পরদারূপসেবিন (বিণ) [পর+দার+উপসেবিন] পরস্ত্রী গমনকারী। ⟹ **পরদার**।

পরধম্মিক (বিণ) "অন্য কাহারও আদর্শ-সম্বন্ধীয়", পরধর্ম বা পরমত অনুসরণকারী, অর্থাৎ ধর্মবিরোধী বা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী প্রবর্তক বা শিক্ষক সম্বন্ধীয়, বিধর্মী বা অন্য ধর্ম পালনকারী, অন্য ধর্মাবলম্বী। (মহানির্দেশ) **পর ধম্মিকা বুচ্চন্তি সত্ত সহধম্মিক ঠপেত্বা যে কেচি বুদ্ধে অপ্পসন্না, ধম্মে অপ্পসন্না, সঙ্ঘে অপ্পসন্না**। (বিপ) ⟹ **সহধম্মিক**।

পরনিট্‌ঠিত (বিণ) অপর কর্তৃক প্রস্তুত, পরের তৈরি, অপর দ্বারা সম্পাদিত।

পরনিম্মিত (বিণ) অপর কর্তৃক নির্মিত বা রচিত অথবা সৃষ্ট। (দীর্ঘনিকায়) **পরনিম্মিত বসবত্তিন**।

পরনিম্মিত বসবত্তিন (বিণ) অপরের শাসনে বা

শাসনাধীনে শক্তিসম্পন্ন, পরনির্মিত বশবর্তী নামক স্বর্গের অধিবাসী।

পরনিম্মিত বসবত্তিন দেবা—পরনির্মিত বশবর্তী নামক ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ স্বর্গের অধিবাসী দেবগণ; (সাহিত্যে) "অপর কর্তৃক রচিত দেবস্থান" (কিন্তু ইহারা মহাশক্তিধারী। ⟹ **নিম্মিত**।

পরনেতি (ক্রি) অপর পারে নিয়া যায়, অপর তীরে নেয়, পরপারে নীত করে, পরের দ্বারা চালিত হওয়া, পরপারে লইয়া যাওয়া।

পরনেয্য (বিণ) অপর দ্বারা নীত, পরের দ্বারা চালিত, অপরের প্রভাবে চলে এমন, পর নির্ভরশীল, অন্যের কর্তৃত্বাধীন, অপর কর্তৃক পরিচালিত, অপর কর্তৃক লাঠি ধরিয়া অন্ধ নীত হওয়ার ন্যায়। = **পরপত্তিয, পরপচ্চয**। (বিপ) **অঞ্ঞনেয্য**।

পরন্তপ (বিণ) পরন্তপ, শত্রুর পীড়াদায়ক, যে ব্যক্তি শত্রুকে পীড়া দেয়, পরের উদ্বেগজনক বা বিরক্তিজনক। (বিপ) **অত্তন্তপ**।

পরপচ্চয (বিণ) পরাশ্রিত, অন্য কাহারও উপর নির্ভরশীল, পরবিশ্বাসী, পরাধীন, নির্ভরশীল। = **পরপত্তিয** (১)।

পরপটিপত্তিয (বিণ) অপরের প্রভাবাধীন। (পুং) অপরের প্রতিপত্তি, পরের প্রভাব বা ক্ষমতা।

পরপটিবদ্ধ (বিণ) পরনির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী। ⟹ **পটিবদ্ধ**।

পরপত্তিয (বিণ) ১ পরের প্রভাবাধীন, অপরের ক্ষমতাধীন। = **পরপচ্চয**। ২ অপরের পক্ষে লাভজনক, পরের উপকারী, পরের পক্ষে মঙ্গলজনক বা হিতকর। ⟹ **পত্তিয** (২)। (পুং) বিশ্বাস, সত্য বলিয়া প্রতীতি, ধর্মবিশ্বাস, পরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়, পরপ্রত্যয়, পরনির্ভর, পরের জিম্মা, পরের উপর ন্যস্ত দ্রব্য, পরদায়িত্ব, পরকর্তব্য, পরের বিশ্বাসভূমি, অপরের যৌথ ব্যবসায়। (জাতক) **পরপত্তিযেন**—পরের উপর নির্ভর করিয়া অথবা বিশ্বাস করিয়া। ⟹ **পত্তিয** (১)।

পরপরিতাপ (পুং) পর পরিতাপ, অপর কর্তৃক উৎপীড়ন, পরের জন্য দুঃখ, পরপীড়া, পরের জন্য পরিতাপ, পরকর্তৃক প্রদত্ত যন্ত্রণা। (বিপ) **অত্তপরিতাপ**।

পরপরিতাপন (ক্লী) = **পরপরিতাপ**। ⟹ **পরপরিতাপ**। (বিপ) **অত্তপরিতাপন**।

পরপাণ—অন্যান্য প্রাণী, পরের প্রাণ, অন্য প্রাণীর জীবন।

পরপার—(নদীর) অপর পার, অন্য তীর, পরপার।

পরপুগ্গল (পুং) অন্য ব্যক্তি, অপর লোক, অন্য পুরুষ। ⟹ **পুগ্গল** (১)।

পরপুট্‌ঠ (বিণ) পরের আনীত, পরের দ্বারা ভোজন প্রদত্ত, পরের পোষ্য, অপরের জিজ্ঞাস্য।

পরপুত্ত (পুং) পরপুত্র, পরের ছেলে, অপরের পুত্র।

পরপেস্‌স—পরের চাকরি, পরের চাকর। = **পরেসং বেয্যাবচ্চ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পরপেস্‌সিতা (স্ত্রী) পরের নিমিত্ত কাজ। ⟹ **পেস্‌সিতা**।

পরপেস্‌সিযা (স্ত্রী) চাকরানি, স্ত্রী পরিচালিকা; (সাহিত্যে) অপর কর্তৃক প্রেরিত হওয়া। = **পরেহি পেসিতব্বা পেসনকারিকা** (জাতক অর্থকথা)।

পরপ্পবাদ—পর প্রবাদ, অপরের সহিত বিতর্ক বা বাদানুবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান, জুরির-সম্বন্ধে আপত্তি, সংপ্রশ্ন, প্রহরীর প্রশ্ন, শিক্ষায় বিপক্ষতা বা বাধা (অবৌদ্ধ প্রথায় প্রযুক্ত)।

পরপ্পবাদ কুসল (বিণ) বিতর্কে বা বাদানুবাদে দক্ষ।

পরব্যাবাধ (বিণ) পরবিরোধী, অপরের বিরুদ্ধে। ⟹ **ব্যাবাধ**।

পরভব (পুং) পরাভব, ধ্বংস।

পরভাগ (পুং) অপর অংশ, পিছের দিক, পশ্চাদ্বর্তী অংশ, বহির্ভাগ, বহির্দেশ, বাহিরের অংশ, বহিঃসীমার ভাগ। = **কুড্ডানং পরভাগা** = **তিরো-কুড্ডা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **ভাগ** (৩)।

পরভূত (পুং) ভারতীয় কোকিল; (সাহিত্যে—বিশেষণপদ) অপর কর্তৃক আনীত (সুতরাং ইহার পাঠ "**পরাভূত**" শব্দের পরিবর্তে)।

পরভোজন (ক্লী) অপর কর্তৃক প্রদত্ত ভোজন বা আহার। = **পরেহি দিন্নং, সদ্ধাদেযং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পরম (বিণ) পরম, আদ্য, শেষ, প্রকৃত, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অত্যন্ত, মহৎ, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, ঊর্ধ্বতন, উপরের, উচ্চতর, চমৎকার, অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা অধিক, অধিকতম, বহুল। "**অগ্গ, সেট্‌ঠ, বিসিট্‌ঠ**" শব্দ দ্বারা ইহার শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে (চুল্লনিদ্দেস)। কোনো কোনো স্থানে "**বিসিট্‌ঠ**" শব্দের পরিবর্তে "**বিসেট্‌ঠ**" শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। ধর্মপদ অর্থকথায় "**পরম**" শব্দের পরিবর্তে "**উত্তম**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (দীর্ঘনিকায়) **এত্তক পরম**। (মধ্যম নিকায়) **পরমনিপচ্চ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরম দিট্‌ঠি-ধম্ম-নিব্বান**। (সূত্রনিপাত) **যসং পরমং পত্তো; পরমা মিত্তা; সুদ্ধং পরমং অরোগং; সঞ্ঞাবিমোক্‌খে পরমে বিমুত্তো**। (ধর্মপদ) **নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা**। (বিমানবত্থু) **পরম অলঙ্কত** = **পরমং অতিবিয বিসেসতো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **পরম ইদ্ধি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরম ইস্সর**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরম নিপচ্চ; পরম দুগ্গন্ধ**। "**পরম**" শব্দ যখন যৌগিকে অন্য শব্দের পরে বসে তখন ইহার অর্থ হয়:—সর্বাপেক্ষা অধিক বাহিরে বা দূরে, সর্বাপেক্ষা বাহিরে, সর্বাপেক্ষা উচ্চে, সর্বাপেক্ষা অধিক অথবা বহুল পরিমাণে, অধিক সংখ্যায়, বৃহত্তম সংখ্যায়, বহুল পরিমাণে, কমপক্ষে, লঘিষ্ঠ সংখ্যায়, ন্যূনতম সংখ্যায়, অন্তত। (বিনয়) **দ্বঙ্গুল-পব্ব পরম**। (বিণ) **সত্তক্‌খত্তু পরম**—যে ব্যক্তিকে অন্তত সাতবার পর্যন্ত পুনঃপুন

জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ⟹ **পারমী, পারমিতা।**

পরমং পদং—পরম পদ, পরম অবস্থা প্রাপ্তি, নির্বাণ। = **অচ্চুতং সন্তং পদং, নিব্বানং।** ⟹ **পদ** (৩খ)।

পরম অস্‌সাস—দুঃখমুক্তি বা সান্ত্বনার পরম উপায়।

পরমগতি (স্ত্রী) জীবনের উচ্চতম বা শ্রেষ্ঠ গতি, পরমগতি বা নির্বাণ। = **অনুপাদিসেস নিব্বান।**

পরমজোতিকা = **পরমদীপনী।** ⟹ **পরমদীপনী।**

পরমত (ক্লী) পরমত, অন্যের অভিপ্রায়, অপরের ধর্মমত, অপর ধর্ম।

পরমতা (স্ত্রী) ১ উচ্চতম সংখ্যা, ন্যূনতম সংখ্যা বা পরিমাণ অথবা সর্বাধিক সংখ্যা বা পরিমাণ, অপরিমিত বা অগণনীয় সংখ্যা। (দীর্ঘনিকায়) **ঘাসচ্ছাদন পরমতায সন্তুট্‌ঠো**—খাদ্য ও বস্ত্র-সম্বন্ধে অল্প পরিমাণে সন্তুষ্ট; = **ঘাসচ্ছাদন উত্তমতায সন্তুট্‌ঠ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **অব্যবজ্ঝ পরমতা।** (সংযুক্ত নিকায়) **নাড়িক-ওদন পরমতায**—অপেক্ষাকৃত অনধিক (অথবা সর্বাধিক) এক নালি অন্নে। (বি-ভা) **সত্তক্‌খত্তুং পরমতা**—অধিকরূপে সাতবার জন্ম গ্রহণ করিয়া, কমপক্ষে বা অন্তত সাতবার জন্মগ্রহণ করিয়া (সংযুক্ত নিকায়)। ২ পরমতা, শ্রেষ্ঠতা। = **উত্তমতা।**

পরমত্থ (পুং) [পরম+অত্থ] (সংস্কৃত-পরমার্থ) উর্ধ্বতন লাভ অর্থাৎ অর্হত্ব, পরমার্থ, গভীর ভাবযুক্ত অর্থ, আধ্যাত্মিক ভাব, উচ্চতম আদর্শ, চরম উপলব্ধিতে অথবা চরম জ্ঞানে জ্ঞাত সত্য, উর্ধ্বতন মঙ্গল বা উন্নতি, দার্শনিক সত্য, যথার্থ, শ্রেষ্ঠ বস্তু, ধর্ম, ভগবদ্বিষয়, যথেষ্ট বা অমূল্য ধন। = **বুচ্চতি অমতং নিব্বানং** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (সূত্রনিপাত) **পরমত্থ দস্‌সিন।** (থেরগাথা, বিমানবত্থু এবং পেতবত্থুর অর্থকথা) **পরমত্থদীপনী**—অর্থকথা বা ব্যাখ্যাপুস্তকের নামবিশেষ; = **পরমত্থ জোতিকা** (খুদ্দকপাঠ এবং সূত্রনিপাতের অর্থকথা)। ⟹ **অত্থ।** করণ কারকে এবং অপাদান কারকে "**পরমত্থ**" শব্দ ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয়:—উচ্চতম বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, সম্পূর্ণরূপে, (চলতি) নিশ্চয়ই, প্রধানত, আদৌ, প্রথমত, চরমরূপে, শ্রেষ্ঠরূপে, আদর্শরূপে, সম্পূর্ণ জ্ঞানে। (বুদ্ধবংশ) **পরমত্থ পারমী।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরমত্থ বিসুদ্ধি।** (থেরীগাথা) **পরমত্থ সঞ্ঞিত।** (পটিসম্ভিদামার্গ) **পরমত্থ সুঞ্ঞ।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরমত্থ সুদ্ধি।** (অপাদান কারকে) **পরমত্থতো** (মিলিন্দ প্রশ্ন); (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরমত্থতো মনুস্‌সো; পরমত্থতো ভিক্‌খু; পরমত্থতো জীবিতিন্দ্রিযং;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরমত্থতো পব্বজিতো** ("**অনবসেসতো**" শব্দের অনুরূপ); **পরমত্থতো ন কোচি কিঞ্চি হনতি**—পরমার্থত কাহাকেও অথবা আদৌ কাহাকে হত্যা করে না। (করণকারকে) **পরমত্থেন;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরমত্থেন বেদগূ; পরমত্থেন সত্তুপলদ্ধি।**

পরমত্থ অভযদান (ক্লী) "পরমার্থ অভয়দান" (অর্থাৎ দুঃখকে বা দুঃখ সম্বন্ধে প্রকৃতরূপে জানিয়া, দুঃখোৎপত্তির হেতু-সম্বন্ধে প্রকৃতরূপে জানিয়া, দুঃখকে নিরোধ করা যায় ইহা প্রকৃতরূপে জানিয়া এবং দুঃখনিরোধের উপায়-স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রকৃতরূপে জানিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিজনক নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য যে উৎসাহ ও অভয় দেওয়া হয় উহাকে বলা হয় পরমার্থিক অভয়দান)। ইহা "**ধম্মদান**" এর অন্তর্গত শব্দ।

পরমত্থ জোতিকা = **পরমত্থ দীপনী।** ⟹ **পরমত্থ দীপনী।**

পরমত্থতো (ক্রি-বিণ) পরমার্থত, স্বতন্ত্রভাব অনুসারে, সুনিশ্চিত অথবা সন্দেহাতীত মর্মানুসারে। ⟹ **পরমত্থ, অত্থ** (৩)।

পরমত্থদীপনী (স্ত্রী) পরমার্থ বা আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা পুস্তক অথবা অর্থ বহি, পরম বা উচ্চতম সত্য সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা, শ্রেষ্ঠ সত্য সম্বন্ধে প্রদর্শনী বা ব্যাখ্যা পুস্তক, অর্থ কথা বা ব্যাখ্যা পুস্তকের নাম-বিশেষ। ⟹ **পরমত্থ, দীপনী।**

পরমত্থ পারমী (স্ত্রী) সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পূর্ণতা, পরমার্থ পারমিতা, দর্শন সম্বন্ধীয় সত্যে পূর্ণতা, চরম বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধীয় পূর্ণতা, পরমার্থ বিষয়ে পূর্ণতা। (বিপ) **উপপারমী।** ⟹ **পারমী, উপপারমী।**

পরমত্থ বত্থুদান (ক্লী) পরমার্থ বস্তু দান, আত্মবস্তু দান অথবা আত্মদান (যেমন শশজাতকে নিজে দগ্ধ হইয়া ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের খাদ্যরূপে আত্মদান করিয়াছিল এবং ধর্মশৌণ্ড উপাখ্যানে বুদ্ধগুণ শ্রবণের জন্য যেমন রাজা ধর্মশৌণ্ড ক্ষুধার্ত রাক্ষসের গ্রাসরূপে অতি উচ্চপর্বত হইতে লম্ফ দিয়া রাক্ষসের মুখে পতিত হইয়া আত্মদান করিয়াছিলেন,—এইরূপ নিজ শরীরবস্তু বা শরীর দানকে পরমার্থ বস্তুদান বলা হয়। ঈদৃশ "**পরমত্থ বত্থুদান**" বোধিচর্যায় বৈদিক নিয়ম অনুসরণে মহাপণ্ডিত বোধিসত্ত্বগণের নিকট সম্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা আপাতত বুদ্ধমতের বিরোধী বলিয়া আত্মহত্যা বৌদ্ধদের পক্ষে নিষিদ্ধ)। ⟹ **দান।**

পরমত্থ সচ্চ (ক্লী) পরমার্থ সত্য, পরমার্থিক সত্য, আধ্যাত্মিক সত্য, অধ্যাত্ম-সত্য, অবিমিশ্র বা সম্পূর্ণ সত্য।

পরমধম্ম (পুং) পরমধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ নীতিমূলক স্বভাব।

পরমবণ্ণ (ক্লী) খুব সুন্দর দেহের রং বা শরীরবর্ণ, অবিকল আকার প্রকার বা (মুখের) বর্ণ, একই প্রকার শারীরিক অবয়ব বা আকৃতি। ⟹ **বণ্ণ** (৬)।

পরম সচ্চং (ক্লী) পরম সত্য। ⟹ **সচ্চ** (ক্লী)।

পরমাণু (পুং) পরমাণু, সূক্ষ্মতম অংশ, দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মতম কণা, সূক্ষ্মতম জড়াংশ, পরম অণু (কণা), অণুকণার ৩৬শ অংশ।

পরমা পঞ্ঞা (স্ত্রী) পরম জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ⇒ **পঞ্ঞা**।

পরমাযু (ক্লী) পরমায়ু, আয়ু, শেষাবধিক জীবিতকাল।

পরম্পর ভোজন—যখন একজন ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া ভোজনের জন্য তরি তরকারি ইত্যাদি বহুবিধ খাদ্যবস্তু দেওয়া হয় তখন ভিক্ষু একটার পর একটা (অর্থাৎ একটা খাওয়ার পর অপরটা) করিয়া ভোজন করে—এইরূপে একটার পর একটা স্বাদ বুঝিয়া বুঝিয়া ভোজন করাকে বলা হয় "**পরম্পর ভোজন**"। ⇒ **ভোজন**।

পরম্পরা (স্ত্রী) [পরং+পরা] পরম্পরা, ধারা, সন্ততি, শ্রেণী, সমূহ, পরপর, অনুক্রম, অন্বয়, বংশ, জাতি, কুল, বংশাবলি, পর পর আগমন, উত্তরাধিকার, পারম্পর্য, ক্রম। = **পরংপরা**। (অধিকরণ কারকে) **পরম্পরায**—পরম্পরায়, পর পর অনুক্রমে, বংশ পরম্পরায়, বংশানুক্রমে।

পরম্পরায (ক্রি-বিণ) ⇒ **পরম্পরা**।

পরম্মরণা (ক্রি-বিণ) [পরং+মরণা] মৃত্যুর পর, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে। = **পরংমরণা**।

পরম্মুখ (বিণ) মুখ ফিরাইয়া অথবা মুখ ফিরাইয়াছে এমন।

পরম্মুখং = **মরণপার**। ⇒ **মরণপার**।

পরম্মুখা (ক্রি-বিণ) [পরং+মুখা] একের অনুপস্থিতে, পশ্চাতে, অনুপস্থিতিতে। = **পরংমুখা, পরোক্খা**। (বিপ) **সম্মুখা**।

পরম্মুখিন (বিণ, ক্রি-বিণ) = **পরম্মুখা**। ⇒ **পরম্মুখা**।

পরলোক (পুং) পরলোক, লোকান্তর, মৃত্যুর পর সত্ত্বগণের গতিলোক অথবা ৩১ ভবের যেখানে সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বা উৎপন্ন হইয়া থাকে, মৃত্যুর পর যেখানে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা হয়, ভবিষ্যৎ জীবন, পরবর্তী উৎপত্তি স্থান, পরজন্ম, পরকাল, মৃত্যুর পর যেখানে জন্মগ্রহণ করা হয়। (বিপ) **অযং লোক**—এই সংসার; **ইধলোক**—এই সংসার, এই জগৎ; **অস্মলোক** (সূত্রনিপাত)। (সূত্রনিপাত) **অস্মা লোকা পরং লোকং ন সোচতি; অস্মিং লোকে পরম্হি চ**। (ধর্মপদ) **পরম্হি লোকে** = **পরলোকে**। ⇒ **পর** (৩ক)। (অধিকরণ কারকে) **পরলোকে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পরত্থ** (১)। "**পরলোক**" সম্বন্ধে চুল্লনিদ্দেসের "**অনিচ্চ**" পাঠও দ্রষ্টব্য। = **মনুস্সলোকং ঠপেত্বা সব্বো পরলোকো**। = **নরকং হি সন্তানং একন্তানত্থতায পরভূতো পটিসত্তুভূতো লোকো'তি বিসেসতো পরলোকো'তি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **পেত্তিবিসয পরত্থ; ইধলোকতো পরলোকো নত্থি** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পরলোকগত (বিণ) পরলোকগত, মৃত, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোক গমন করিয়াছে এমন। = **দূরগত**।

পরলোকে—মৃত্যুর পর দেহত্যাগে যেখানে উৎপন্ন হয় সেইখানে। = **পেচ্চ**।

পরবম্ভন (ক্লী) পরনিন্দা, অপরের প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষ, অপর সকলের প্রতি অপমান বা ঘৃণা। (বিপ) **অত্তুক্কংসন**। ⇒ **বম্ভন**।

পরবম্ভনা (স্ত্রী) = **পরবম্ভন**। ⇒ **পরবম্ভন**।

পরবম্ভিতা (স্ত্রী) = **পরবম্ভন**। ⇒ **পরবম্ভন**।

পরবম্ভিন (বিণ) পরনিন্দুক, পরনিন্দাকারী, অপর সকলকে ঘৃণা করা অথবা অপমানিত করে এমন। (বিপ) **অত্তুক্কংসক**।

পরবস (বিণ) পরবশ, পরের অধীন। (বিপ) **অত্তবস**।

পরবসত্ত—(অপরের উপর) ক্ষমতা বা প্রভাব।

পরবাদ (পুং) ১ প্রতিকূল দৃষ্টি, বিরুদ্ধবাদ, বিরুদ্ধ মত বা ধারণা, বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল। ২ পরবাদ, অপরের কথা, সর্বসাধারণের উড়ো খবর, জনরব, জনশ্রুতি।

পরবাদিন (বিণ) শত্রুতা করে এমন। (পুং) শত্রু, বিবাদে বা বিরোধিতায় শত্রু।

পরবাদী = **পরবাদিন**। ⇒ **পরবাদিন**।

পরবিসয (পুং) ভিন্ন দেশ বা বিদেশ, অপর রাজ্য বা রাষ্ট্র, পরলোক, মৃত্যুর দেশ বা মৃত্যুরাজ্য, মৃত্যুরাজের অধিকার। = **পেত্তিবিসয**।

পরবেদিয (বিণ) অপর কর্তৃক জ্ঞাত অথবা অপরে জানিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে এমন অর্থাৎ উদারপন্থী, প্রচলিত মত বা সংস্কারের বিরোধী, বিধর্মী। = **পরেহি ঞাপেতব্ব** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পরব্যাবাধ (পুং) অপরের শান্তি ভঙ্গকরণ। ⇒ **ব্যাবাধ**।

পরসত্তা (পুং, বহুবচন) অপর সত্ত্বগণ বা প্রাণীগণ। **পরসত্ত পরপুগ্গল**।

পরসু—এই শব্দটি ভুল, ইহার পাঠ হইবে "**ফরসু**"। ⇒ **ফরসু**।

পরসুপহার—এই শব্দটি ভুল, ইহার পাঠ হইবে "**ফরসুপহার**"। ⇒ **ফরসুপহার**।

পরসুবে (ক্রি-বিণ) আগামী পরশ্ব দিবসে, পরশ্ব দিবসে, আগামী কল্যের পরের দিনে। = **পরে**।

পরসেন (পুং) বিপক্ষের সৈন্য, শত্রুপক্ষীয় সৈন্য, যুদ্ধপ্রিয় সৈন্য।

পরসেনা (স্ত্রী) = **পরসেন**। ⇒ **পরসেন**।

পরহত্থ—পরহস্ত, শত্রুহস্ত, বিপক্ষের হাত।

পরহত্থগত (বিণ) পরহস্তগত, শত্রুহস্তে ধৃত, পরের অধিকারগত, অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে এমন।

পরহিংসা—পরহিংসা, অপরের প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ, অপরের ক্ষতিকরণ, অপরকে পীড়িতকরণ বা

ব্যথা প্রদান, অপরকে আঘাতকরণ অথবা বধকরণ।

পরহিত (পুং) পরহিত, পরের মঙ্গল, অপরের উপকার। (বিপ) **অত্তহিত**।

পরহিত পটিপত্তি—পরের উপকার করিবার ইচ্ছা, পরহিত সাধন, অপরের মঙ্গল করিবার প্রবৃত্তি, পরের হিত সম্পাদন। ⟹ **পটিপত্তি**।

পরহেতু—পরহেতু, পরের কারণে, পরের হেতুতে, অপরের মাধ্যমে। (সূত্রনিপাত) **অত্তহেতু পরহেতু**।

পরা ১ (বিভক্তিহীন অব্যয়পদ) উপরে, উপরিভাগে, নিকটে, সন্নিহিত, পরে, প্রতি, অভিমুখে, জন্য, অধিকন্তু, সময়, প্রকাশক, সম্বন্ধে, অবস্থা বা কর্মসূচক, উপর (স্পর্শ করিয়া), উপরে (স্পর্শ না করিয়া), আড়াআড়িভাবে, মধ্য দিয়া, বরাবর, একদিক হইতে অন্যদিকে, বরাবর ভিতর দিয়া, জন্যে, কারণে, সমস্ত ব্যাপিয়া। ২ (অপাদান কারকে) **পরা** ("পর" শব্দে বিভক্তি দ্রষ্টব্য)। = **পরতো**।

পরাকরি (ক্রি) ত্যাগ করা। ⟹ **পরক্করোতি**। (অতীত) **পরাকরি**; (জাতক) **মা পরাকরি = মা পরিচ্চজি** (জাতক অর্থকথা)।

পরাকরোতি (ক্রি) = **পরক্করোতি**। ⟹ **পরক্করোতি**।

পরাগেত্বা (ক্রি-বি) = **পরাভেত্বা**। ⟹ **পরাভেত্বা**। এই শব্দটি "**পরাভেত্বা**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরাজয (পুং) ১ পরাজয়, পরাভব, মতলব ফাঁস। ২ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়, বাজি রাখায় বা কৌতুকে পরাজয়, ক্রীড়ায় পরাজয়, খেলায় ক্ষতি, ক্ষয়, ক্ষতি, অপচয়, হানি, নাশ, যাহা নষ্ট হয়, হারানো, পরাজয়, পরাভব। (সংযুক্ত নিকায়) **ধনপরাজয**। (জাতক) **পরাজয গাহ**।

পরাজয গাহ—ক্ষতিস্বীকার, পরাজয় স্বীকার। ⟹ **পরাজয**।

পরাজয সঙ্খাত (বিণ) পরাজিত, পরাভূত। = **কলিগ্গহ**।

পরাজিত (বিণ) পরাজিত, পরাভূত, বিজিত, ক্ষতিগ্রস্ত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরেন পরাজিত** (বুদ্ধঘোষ এই শব্দটিকে "**পর = পরা**" শব্দের করণকারকে গ্রহণ করার প্রমাণে)। (জাতক) **পরাজিত সহস্সং**। ⟹ **পরাজেতি**। (পুং) = **সরাজিত**। ⟹ **সরাজিত**।

পরাজীযতি (ক্রি) পরাজিত হওয়া, পরাজয় ভোগ করা। ⟹ **পরাজেতি**। (অতীত) **পরাজীযি**। (ব-বিণ) **পরাজেয্য**।

পরাজেতি (ক্রি) [পরা+√জি+এ] পরাজিত করা, পরাভূত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, বিফল করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া, দমন করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা; (ক্রীড়ায়) হারাইয়া ফেলা, হারানো, অকৃতকার্য করা, জয় করা, আছড়ানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সহস্সং পরাজেতি**—সহস্রমুদ্রায় জয় করা। (অতীত) **পরাজেসি, পরাজি**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) "**পরাজিংসু**" কেবল "দেবাসুরের সংগ্রাম" সম্পর্কে বিশেষ ভাষায় (দীর্ঘনিকায়); = **পরাজিনিংসু** (মধ্যম নিকায়), = **পরাজিযিংসু** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (অ-বিণ) **পরাজিত**। (ব-বিণ) **পরাজেন্ত**। (ক্রি-বি) **পরাজেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পরাজীযতি**।

পরাধীন (বিণ) [পর+অধীন] পরাধীন, পরবশ, পরের অধীন, পরের উপর নির্ভরশীল, অপরের অধীনস্থ। = **পরেসু অধীনো পরস্সেব রুচিযা পবত্ততি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (বিপ) **অত্তাধীন**। (থেরগাথা অর্থকথা) **পরাধীন বুত্তিক**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরাধীন বুত্তি, পরেসং ভারং বহন্তো**। ⟹ **অধীন**।

পরানুবাদ [পর+অনুবাদ] পরনিন্দা, অপরে দোষারোপ, অপরকে বা অন্যকে ভর্ৎসনা। (বিপ) **অত্তানুবাদ**।

পরাভব (পুং) পরাভব, পরাজয়, হার, তিরস্কার, অতিক্রম, বিনাশ, মৃত্যু, নাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ, লজ্জা, অপমান, লজ্জার কারণ, অধঃপতন, আপজাত্য, অধোগতি, মতলব ফাঁস, অনুগ্রহহানি বা সম্মানিত পদচ্যুতি, অপমান, মর্যাদাহানি, সর্বনাশ, ক্ষতি, হানি, অর্থনাশ, সৌভাগ্যহানি, নৈতিক অধঃপতন, ধ্বংসাবশেষ, বিলয়, বিনাশ, ধ্বংসের কারণ, ব্যাহতি, বাধা, ব্যর্থতা।

পরাভবতি (ক্রি) [পরা+√ভূ+ অ] ১ ধ্বংস হইয়া যাওয়া, বিনাশ হইয়া যাওয়া, নষ্ট হওয়া, ক্ষয় হওয়া, কমিয়া যাওয়া, শেষ হওয়া, অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবনত করা, পরিহার করা, শব্দরূপ করা, বিনাশ ঘটা। = **পরিহাযতি বিনস্সতি**। ২ জয় লাভ করা, জয় করা, অনুগ্রহ লাভ করা, তুষ্ট করা, সফল হওয়া, অতিক্রম করা, অধিকতর ভাল করা বা হওয়া। (অতীত) **পরাভবি**। (অ-বিণ) **পরাভূত**। (ব-বিণ) **পরাভবন্ত**। (ক্রি-বি) **পরাভেত্বা** (?); ⟹ **পরাভেত্বা**।

পরাভূত (বিণ) পরাভূত, পরাজিত, তিরস্কৃত, বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, দরিদ্র, সর্বস্বান্ত, অপমানিক, লজ্জায় পতিত। ⟹ **পরাভবতি**। (মধ্যম নিকায়) **অবভূত পরাভূত**। জাতক পঞ্চমখণ্ডে "**পরাভূত**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**পরভুত**"।

পরাভেত্বা—জাতকের এই শব্দটি অস্পষ্ট, জাতক অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**হদযং ভিন্দিত্বা ওলোকেন্তো বিয** ...।" সম্ভবত আমাদের পাঠ এখানে "**পরাগেত্বা**" শব্দের পরিবর্তে "**পরাগেত্বা**" গ্রহণ করা হইয়াছে (যেমন "**গেণ্ডুক**" শব্দের পরিবর্তে ভুলে "**ভেণ্ডুক**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে), যাহা "**পরাধেত্বা**" শব্দের পরিবর্তে দাঁড় করানো হইয়াছে ("**আরাধেতি**" শব্দের পরিবর্তে সমার্থবাচক বৌদ্ধসংস্কৃত শব্দ "আরাগেতি" শব্দ তুলনীয়); এইরূপে "**পরাভেত্বা**" শব্দের অর্থ হয়:—প্রসন্ন করিয়া, শান্ত করিয়া, সান্ত্বনা

প্রদান করিয়া। ⟹ **পরাভবতি।**

পরামট্‌ঠ (বিণ) স্পৃষ্ট, সংস্পৃষ্ট, সংলগ্ন, ঈষৎ উল্লিখিত, স্পর্শকৃত, অনুভূত, পরামৃষ্ট, বিবেচিত, বিচারিত, সম্বন্ধযুক্ত, প্রাপ্ত, দর্শনকৃত, অঙ্কিত, রেখাপাত করিয়াছে এরূপ, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত, বিচলিত, গৃহীত, ধারণাকৃত, আয়ত্ত; (সাধারণ মন্দভাব প্রকাশার্থে) বশীভূত, দমিত, অবসন্ন, অপরিষ্কৃত, কলুষিত, দূষিত, ঘুষ দ্বারা প্রভাবিত, বিকৃত, বিনষ্ট, পচা, অসাধু, নীতিহীন। ⟹ **পরামাস**। (চুল্লনিদ্দেস) **গহিত পরামট্‌ঠ অভিনিবিট্‌ঠ;** (তুলনীয়) **গহেস্‌সসি**। ⟹ **পরামসতি।**

পরামস (ক্লী) স্পর্শ, পরামর্শ, যুক্তি, মন্ত্রণা, বিচার, বিবেচনা, গ্রহণ, ধারণ। সংযুক্ত নিকায়ে "**পরামস**" শব্দের পরিবর্তে "**পরামাস**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। ⟹ **পরামাস।**

পরামসতি (ক্রি) [পরি+আ+√মস+অ] স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, আঁচড় দেওয়া, রেখাপাত করা, গলানো, বিচলিত করা, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, লাগিয়া থাকা, আসক্ত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, ক্রোক করা, আদর সোহাগ করা, চুম্বন করা, সম্পর্কে আসা, স্থির করা, ব্যবস্থা করা, আচরণ করা, বিষয়ীভূত হওয়া, গ্রহণ করা, ধারণ করা, পোষণ করা, দেবতার নিকট (আত্মসমর্পণ স্বরূপ) বধ্য বা বলি হইয়া পড়া, দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়া। (চুল্লনিদ্দেসে যৌগিকে) **পরামসতি গণ্‌হাতি; পরামসতি নন্দতি (অভিনিবেসেতি)**। (অতীত) **পরামসি**। (অ-বিণ) **পরামসিত, পরামট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **পরামসন্ত**। (ভ-বিণ) **পরামসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পরামসিত্বা।**

পরামসন (ক্লী) পরামর্শন, স্পর্শ, স্পর্শকরণ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব, ধৃতকরণ, দখল, অধিকার, অধিকৃত বস্তু, গ্রেপ্তার, স্বামিত্ব, গ্রহণ, ধারণ। (চুল্লনিদ্দেস) **দণ্ড-সত্থ পরামসন**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অঙ্গ পচ্চঙ্গ পরামসন।**

পরামাস (ক্লী) স্পর্শ, স্পর্শকরণ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব, সংস্পর্শ, যে ব্যক্তি সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগ বিস্তারের কারণস্বরূপ হয়, আসক্ত হইয়া, সংলগ্ন হইয়া, অনুরক্ত হইয়া, ঝুলিয়া, লাগিয়া থাকার অবস্থা, সংলগ্নতা, প্রভাবের অধীন অবস্থা, অধীনতা, সংস্পর্শদ্বারা রোগ উৎপাদন, রোগ-সংক্রমণ। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**পরতো আমসন্তী'তি পরামাসা**"—এখানে "**পরামাসা**" অর্থে:—(তাহারা প্রকৃতপক্ষে যে ভাবের বা অবস্থার লোক তাহা অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া) তাহারা অন্যান্য বিষয়বস্তুর ন্যায় ধর্মের বিষয়বস্তুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে (অর্থাৎ তাহারা "**অনিচ্চ**" ইত্যাদির প্রকৃত অর্থকে লঙ্ঘন বা বাতিল করিয়া বলিয়া থাকে "**নিচ্চ**"। **এবং পরামাস**—এইরূপে লব্ধ বা গৃহীত; (তুলনীয়) **নিরাসঙ্ক চিত্ততায পুনপ্পুন আমট্‌ঠ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সচ্চ পরামাস; সীলব্বত পরামাস; সন্দিট্‌ঠি পরামাস। ইতি সচ্চ পরামাস;** (তুলনীয়) **ইদং সচ্চাভিনিবেস** (⟹ **কাযগন্থ**)। (ধর্মসঙ্গণী) **দিট্‌ঠি পরামাস**—মনঃকল্পিত ধারণার রোগ-সংক্রমণ, কাল্পনিক মতের অথবা অনুকূল ধারণার সংক্রমণ বা গ্রহণ; প্রায় সমার্থক শব্দ "**অভিনিবেস**" (⟹ **কাযগন্থ**); চুল্লনিদ্দেসে "**গাহ পরামাস অভিনিবেস**" এবং "**তণ্‌হা**" সম্বন্ধীয় বিষয়ে তুলনীয়। ⟹ **পরামস।**

পরামাসিন (বিণ) অর্থগৃধ্নু, আক্রান্ত, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, দূষিত, বিপথগামী, বিকৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন, ধরে বা ধারণ করে এমন, বলপূর্বক অধিকার করে এমন, দখল করে এমন। (মধ্যম নিকায়) **সন্দিট্‌ঠি পরামাসিন।**

পরাযণ = **পরাযন**। ⟹ **পরাযন।**

পরাযত্ত (বিণ) পরায়ত্ত, পরাধীন, পরবশ, পরের অধিকৃত, পরের অধিকারে অধিকৃত, পরের বশীভূত।

পরাযন (ক্লী) ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, বিশ্রাম, বিরাম, স্থিরতা, মৃত্যু, শান্তি, বিশ্রামস্থান, পরায়ণ, উত্তম অবলম্বন, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সান্ত্বনা, উপশম, সান্ত্বনার বস্তু, বৈষম্য, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য, অবরোধ হইতে উদ্ধার, উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত সৈন্যাদি, কর্তব্যরত ব্যক্তির স্থান পূরণ, দণ্ড হইতে মুক্তিদান, চরম সমাপ্তি, চূড়ান্ত শেষ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তাণ-লেন-দীপ-পরাযন**। (জাতক) **দীপঞ্চপরাযন**। (বিণ) ১ পরায়ণ, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে এমন, সমাপ্ত, লক্ষ্য, লক্ষ্য করে এমন, লক্ষ্যকারী, সমাপ্ত করে এমন, প্রদত্ত, আসক্ত, অনুরক্ত, সংলগ্ন, তৎপর, অভীষ্ট, চরমতাপ্রাপ্ত, আশ্রিত, ভরণপোষণ প্রাপ্ত, সমর্থিত, পক্ষ সমর্থনকারী। **দণ্ডপরাযন**—দণ্ড বা লাঠির উপর ভার করিয়া রহিয়াছে এমন। প্রচলিত বিশেষ ভাষায়:—(সংযুক্ত নিকায়) **অমত্ত পরাযন; তম পরাযন; নিব্বান পরাযন; ব্রহ্মচরিয পরাযন; মচ্চু পরাযন**। (দীর্ঘনিকায়) **সম্বোধি পরাযন**। (সূত্রনিপাত) **তপ পরাযন** = **তদ পরাযন** (চুল্লনিদ্দেস)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **একন্ত সোক পরাযন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রোদন পরাযন**—সর্বদা কাঁদিতে থাকে এমন। ২ পূর্ব হইতে নির্ধারিত, ভাগ্যকর্তৃক নির্দিষ্ট, কাহারও পুনর্জন্ম গ্রহণের স্থান নির্দিষ্ট। (জাতক) **অবীচি পরাযন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুগ্‌গতি পরাযন**। (জাতক) **দেবলোক**

পরাযন; ব্রহ্মলোক পরাযন; সগ্গ পরাযন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুগতি পরাযন।** (পেতবত্থু) **নীলমঞ্চ পরাযন।**

পরাযিক (বিণ) = **সম্পরাযিক**। পারত্রিক, পরলোক সম্পর্কিত। ⟹ **সম্পরাযিক**।

পরাযিন (বিণ) আশ্রয় আছে বা করে এমন, অবলম্বন করে এমন, আশ্রয় পায় এমন, রক্ষা পায় এমন, সমর্থন পায় বা করে এমন, ভরণপোষণ করে এমন, প্রতিপালন করে এমন।

পরি (অব্যয়) পরি, সর্বতোভাবে, চতুর্দিকে, চারিদিকে, সম্পূর্ণরূপে, পরিপাটিরূপে, একেবারে, সব কিছু বিবেচনা করিয়া। (যৌগিকে) **পরিসমন্ততো**। ১ সাহিত্যে:—ক দূরে, বাহিরে, হইতে। **পরিকড্ঢতি পরিচ্ছেদ; পরিচ্ছেদ; পরিপুঞ্ছতি**। খ চতুর্দিকে, চারিদিকে (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায় "**সমন্ততো**" অর্থাৎ "**পল্লঙ্ক সমন্ততো**")। ২ চরিত্রে:—ক সম্পূর্ণরূপে, অতীব, অত্যন্ত, পরিপাটিরূপে, অত্যধিক। খ অত্যধিক, অতিরিক্ত, আরও, যতদূর উচিত তদপেক্ষা অধিক, খুব বেশি, অধিকরূপে, অপরিমিতভাবে। ⟹ **পরিক্খার**। "পরি" শব্দ অন্য শব্দের পূর্বে বসিয়া যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**পরিপক্ক, পরিভুত্ত** ইত্যাদি। = **পলি**।

পরি-উক্কণ্ঠতি (ক্রি) ⟹ **উক্কণ্ঠতি**।

পরিকড্ঢতি (ক্রি) [পরি+√কড্ঢ+অ] কাহারও উপর দিয়া টানা, কাহারও দিকে টানা বা আকর্ষণ করা, স্বপক্ষে আনা, প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক কুপথগামী করা, কুপথে লইয়া যাওয়া, অসৎ পথে চালিত করা, ধর্মভ্রষ্ট করা, চরিত্র ভ্রষ্ট করা, টানা, মাটির উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া অথবা লওয়া, হিঁচড়াইয়া যাওয়া, টানিয়া টানিয়া চলা, ক্ষেত্রে মই দেওয়া, জলাশয়ের তলদেশ অনুসন্ধান করা, অতি ধীরে ধীরে চলা, পিছনে পড়িয়া থাকা, নীরস হওয়া, জাল দিয়া মৎস্য ধরা। (দীর্ঘনিকায়) **পুরিসং পরিকড্ঢতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জনপদং পরিকড্ঢতি**। (তুলনীয়) **পরিকস্সতি, সম্পরিকড্ঢতি**। (অতীত) **পরিকড্ঢি**। (অ-বিণ) **পরিকড্ঢিত**। (ক্রি-বি) **পরিকড্ঢিত্বা**।

পরিকড্ঢন (ক্লী) আকর্ষণকরণ, আকৃষ্ট করণ, চিত্র, অঙ্কন বিদ্যা, টানা, উপর দিয়া টানা, হেঁচড়াইয়া টানা, টানা জাল, ভারী চাষের মই, উন্নতির বাধা, শকটাদির গতিরোধক যন্ত্র, বরাবর টানিয়া চলা।

পরিকতি (স্ত্রী) বিন্যাস, নিষ্পত্তি, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্ববন্দোবস্ত, উদয়, (আসন বা শয্যা হইতে) ওঠা বা গাত্রোত্থান করণ।

পরিকত্ত (বিণ) গোলাকার করিয়া কর্তিত, চারিদিকে কর্তিত, কর্তিত, ছিন্ন।

পরিকথা (স্ত্রী) ১ পরিকথা, আখ্যায়িকা গ্রন্থ, গল্পের পুস্তক, গল্প বহি, অলীক গল্প, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, গল্প, উপকথা, মিথ্যা কথা, ঘোরাল, কথা বা গল্প, প্রবর্তন, আরম্ভ, পরিচয় করানো, মুখবন্ধ, পরিচয়িকা, গ্রন্থের ভূমিকা, উপক্রমণিকা, উপক্রমণিকা স্বরূপ পাঠ্য পুস্তক, প্রবর্তিত জিনিস, ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা বা গল্প। = **পরিযায-কথা**। ২ কোনও বিষয়ে কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্পগাছা, মন্তব্য, মত প্রকাশ, দর্শন, লক্ষ্য, সংকেত, ইঙ্গিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ওভাস পরিকথা; নিমিত্ত পরিকথা**। ৩ ধারাবাহিক কথা, অধিক কথা, অবিচ্ছিন্ন কথা, অপরিমিত কথা।

পরিকন্ত (বিণ) ১ কাটিয়া খোলা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **কুচ্ছি পরিকন্ত**। ⟹ **পরিকত্ত**। "**পরিকন্ত**" শব্দের পরিবর্তে কি "**পরিকন্ত**" শব্দের পাঠ হইয়াছে? (তুলনীয় Kern গ্রন্থ)। আবার জাতক ষষ্ঠখণ্ডের পাঠ "**পরকন্তং উপাহনং**" শব্দও "**পরিযন্তং উপাহনং**" শব্দে রূপান্তর হইয়াছে। ২ "**ভাসিতং পরিকন্ত**" শব্দ বিনয়ে দৃষ্ট হয়। সম্ভবত এখানে "**পরিকন্ত**" শব্দটি "**পরিকত**" শব্দের ন্যায় পাঠ হইবে (⟹ **পরিকরোতি**)। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় আছে "**পরিক্কমেত্বা কত**", কিন্তু "**পরিক্কমতি**" শব্দ হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বলা শক্ত। বিনয় সাহিত্যে ইহার অনুবাদ দৃষ্ট হয়—"যেমন কথা তেমন কাজ" এবং "**পরিকন্ত**" (১) শব্দের সহিত অনন্যতা প্রতিপাদন করা যায় যাহা কদাচিৎ ন্যায্য বলিয়া সমর্থন করা যায়। Kern গ্রন্থও তুলনীয়। এই পাঠটি প্রমাণস্বরূপ দোষযুক্ত।

পরিকন্ততি (ক্রি) [পরি+কন্ততি] ১ পাক দেওয়া, মোচড়ানো, ঘুরানো, জড়ানো, (ঘড়িতে) দম দেওয়া, বদল করা, আবর্তিত করা বা হওয়া, ঘুরা, পাক লাগা, আঁকিয়া বাঁকিয়া যাওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া। (জাতক) **পাসো পাদং পরিকন্ততি**; কিন্তু জাতক অর্থকথায় ইহার "**পরিকন্ততি**" (২) অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, বর্ণনায় "**চম্মাদীনি ছিন্দন্তো সমন্তা কন্ততি**"। ২ গোলাকার করিয়া কাটা, চারিদিকে কর্তন করা, কাটিয়া খোলা, মধ্যদিয়া কর্তন করা, বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, ভেদ করা, গুপ্তবিষয়ে প্রবেশ করা। (মধ্যম নিকায়) **বাতা কুচ্ছিং পরিকন্ততি**। (অতীত) **পরিকন্তি**। (অ-বিণ) **পরিকন্তিত**। (ক্রি-বি) **পরিকন্তিত্বা**।

পরিকপ্প (পুং) ১ প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত, অভিপ্রায়, সংকল্প, পরিকল্পন, মনন, চিন্তন, রচনা, উদ্ভাবন, যুদ্ধকৌশল, শত্রুকে প্রতারণা করিবার ফন্দি, চালাকি, চাতুরী। ২ অনুমান, বিনা প্রমাণে স্বীকার করণ, অনুমিত বিষয়বস্তু, জোরপূর্বক অধিকার, ভান, দম্ভ, সশরীরে স্বর্গারোহণ,

কল্পনা, অনুমিত বিষয়, মত, সন্দেহ, আন্দাজ।

পরিকপ্প অবহার—তৈরি বস্তু, প্রস্তুত দ্রব্য, সংকল্পিত লাভ, ইচ্ছাকৃত দ্রব্য।

পরিকপ্পতি (ক্রি) পরিকল্পনা করা, ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, স্থির করা। (অতীত) **পরিকপ্পি**। (অ-বিণ) **পরিকপ্পিত**। (করণে) **পরিকপ্পেতি**।

পরিকপ্পিত (বিণ) পরিকল্পিত, সংকল্পিত, অনুষ্ঠিত, সজ্জিত, নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত, উদ্ভাবিত, রচিত, প্রবৃত্তিজনক, ইচ্ছুক, ঈপ্সিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ধারিত, নিঃসন্দেহ, প্রতিজ্ঞ, স্থির, সুদৃঢ়। ⟹ **পরিকপ্পিত, পরিকপ্পেতি**।

পরিকপ্পেতি (ক্রি) [পরি+√কপ+এ] পরিকল্পনা করা, মনঃস্থ করা, সংকল্প করা, অভিপ্রায় করা, ইচ্ছা করা, অনুমান করা, মনে করা, আন্দাজ করা, সন্দেহ করা, কল্পনা করা, তর্কে স্বীকার করা, ধরিয়া লওয়া, ধর যদি (এইরূপ বুঝাইতে), অর্থ প্রকাশ করা বুঝায়। ⟹ **পরিকপ্পতি**। (অতীত) **পরিকপ্পেসি**। (অ-বিণ) **পরিকপ্পিত**। (ক্রি-বি) **পরিকপ্পেত্বা**।

পরিকম্ম (ক্লী) "এটা সেটা করা" অর্থাৎ যাহা করা হয় পরিষ্কাররূপে করিয়া ফেলা, যেমন—১ বিন্যাস, নিষ্পত্তি, (আসন বা শয্যা হইতে) গাত্রোত্থান, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত, প্রারম্ভিক কার্য, বালিকাম, প্রলেপ। (বিনয়) **পরিকম্মং কারাপেতি; গেরুক পরিকম্মং**—লাল খড়ির প্রলেপ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিকম্মং করোতি**—(জরুরি) প্রস্তুতি বা আয়োজন করা, কার্য আরম্ভ করা (এবং ইহা "**ইদ্ধি**" সম্বন্ধেও প্রযোজ্য)। বিশেষ ভাব প্রকাশে এই শব্দটি "**ঝান**" সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়, যথা—**কসিণ পরিকম্ম**। ২ চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, ধর্ম-বিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, মনোযোগ, কর্ণপাত, মনোনিবেশ, যত্ন, সম্মান, আদেশ পালনের জন্য নিকটে অথবা সঙ্গে অবস্থান। = বেয্যাবচ্চ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সরীর পরিকম্ম**।

পরিকম্মকত (বিণ) শৃঙ্খলাকৃত, শ্রেণীবদ্ধকৃত, সজ্জিত, বন্দোবস্তকৃত, নিষ্পন্ন, আয়োজিত, ব্যবস্থাপিত, বিন্যস্ত, প্রস্তুত, পরিকল্পিত। (বিনয়) **পরিকম্মকত ভূমি; গেরুক পরিকম্মকত**। (জাতক) **লাখা পরিকম্মকত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুপরিকম্মকত; দারু পরিকম্মকত; মণিরতন পরিকম্মকত**। বিশেষভাব প্রকাশে এই শব্দটি "**ঝান**" সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়, যথা—**কসিণ পরিকম্মকত**।

পরিকম্মকারক (বিণ, পুং) প্রস্তুতকারী, যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়া রাখে বা দেয়, সেবক, সাহায্যকারী, মনোযোগ প্রদানকারী, যে ব্যক্তি যত্ন নেয়, সহগামী, আনুষাঙ্গিক, পরিচর্যায় নিযুক্ত, উপস্থিত।

পরিকম্মকারিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক সেবা পরিচর্যা করে, সেবাকারিণী, সেবিকা, পরিচারিকা। = **পরিচারিকা**।

পরিকর (পুং) পরিকর, উপকরণ, সমূহ, সহকারী, কোমরবন্ধ, (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ, (সাভিপ্রায়ে) কাব্যলঙ্কার বিশেষ; এটা সেটা করণ অর্থাৎ কটিবন্ধন, ঘের, কোমরবন্ধের কাপড়। (যৌগিকে) **ওবাদ পরিকর** (এখানে সিংহলী দীর্ঘনিকায়ে "**পটিকর**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিকর**" শব্দ দৃষ্ট হয়)।

পরিকরোতি (ক্রি) [পরি+করোতি] বেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া, কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য স্বীকার করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, পরিচর্যা করা, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করা, ভৃত্যের ন্যায় কাহারও নিকটে হাজির থাকা। = **পরিবারেতি** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পরিকর, পরিকখার**। (অতীত) **পরিকরি**। (অ-বিণ) **পরিকত**।

পরিকস্সতি (ক্রি) [পরি+√কস+অ] ১ এদিক ওদিক টানা, মাটির উপর দিয়া টানা-হিঁচড়া করা, এদিকে ওদিকে টানিয়া টানিয়া চলা, ক্ষেত্রে মই দেওয়া, জলাশয়ের তলদেশ অনুসন্ধান করা, খুব ধীরে ধীরে চলা, পিছনে পড়িয়া থাকা, নীরস হওয়া, জাল দিয়া মাছ ধরা। ২ ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা, বলপূর্বক লইয়া যাওয়া, ধ্বংস করা, এক আঘাতে বিনষ্ট করা, ধুইয়া নেওয়া, আঘাত করা, উপর দিয়া বেগে যাওয়া, অতিক্রম করা, নিরীক্ষণ করা, (উৎসাহে) বিচলিত করা, শীঘ্র শীঘ্র গমন করা, দ্রুত গমন করা, ধাইয়া চলা, সরানো, সরাইয়া নেওয়া, অপসারণ করা, পিছন দিকে সরিয়া যাওয়া, পশ্চাৎপদ হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মহোঘো বিয পরিকস্সমানো; = মহোঘো বিয পরিকড্ঢমানো**। (অতীত) **পরিকস্সি**। (অ-বিণ) **পরিকস্সিত**। (কর্মবাচ্যে) **পরিকিস্সতি**।

পরিকণ্ণ (বিণ) পরিকীর্ণ, প্রকীর্ণ, চারিদিকে ছড়ানো হইয়াছে অথবা রহিয়াছে এমন, চতুর্দিকে বিকীর্ণ করা হইয়াছে অথবা রহিয়াছে এমন, বেষ্টিত, বলয়িত, বিকীর্ণ, বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, বিস্তারিত, চারিদিকে আচ্ছাদিত, চতুর্দিক আরবিত (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত; ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**সমন্ততো আকিণ্ণ**"), নানা প্রকার, মিশ্রিত, প্রকাশিত, অসম্বন্ধ, উচ্ছৃঙ্খল। (পেতবত্থু) **মকখিকা পরিকিণ্ণ = মকখিকা সমন্ততো আকিণ্ণ**

(পেতবত্থু অর্থকথা)। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দের বানান হইয়াছে—"**পরিক্‌খিণ্ণ**"। (তুলনীয়) **সম্পরিকিণ্ণ**। ⟹ **পরিকিরতি**।

পরিকিত্তিত (বিণ) প্রকীর্তিত, বর্ণিত, কথিত, সম্যক কীর্তিত, জ্ঞাপিত, প্রকাশিত, প্রচারিত, ঘোষিত, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষিত, লোক সমাজে প্রচারিত। ⟹ **পরিকিত্তেতি**।

পরিকিত্তেতি (ক্রি) [পরি+√কিত্ত+এ] ব্যাখ্যা করা, বলা, জ্ঞাপন করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা, বক্তব্য প্রকাশ করা, প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, জনসমাজে প্রচার করা। (অতীত) **পরিকিত্তেসি**। (অ-বিণ) **পরিকিত্তিত**।

পরিকিরতি (ক্রি) [পরি+√কির+অ] চতুর্দিক ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া, বেষ্টন করা, চারিদিকে পরিবৃত করা, চারিদিকে বেড়া দেওয়া, চতুর্দিকে বিকীর্ণ করা। (অতীত) **পরিকিরি** (জাতকে "**পরিকরি**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিকিরতি**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; ⟹ **পরিকরোতি**)। (অ-বিণ) **পরিকিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **পরিকিরিয, পরিকিরিত্বা**।

পরিকিরণ (ক্লী) চারিদিকে ছড়ানো অবস্থা, চতুর্দিকে বিকীর্ণতা; (কিন্তু দীর্ঘনিকায়ের অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে) পবিত্রকৃত দেব সেবায় উৎসর্গীকৃত সংস্থিতি। (দীর্ঘনিকায়) **বত্থু-কম্ম বত্থু পরিকিরণ; পটিকিরণ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **ইদঞ্চ ইদঞ্চ আহরথা'তি বত্বা তত্থ বলিকম্ম-করণং**।

পরিকিলন্ত (বিণ) সম্পূর্ণ অবসন্ন, নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত। ⟹ **পরিকিলমতি**।

পরিকিলমতি (ক্রি) [পরি+√কিলম+অ] সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন হওয়া, নিঃশেষিত হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, হয়রান হওয়া। (অতীত) **পরিকিলমি**। (অ-বিণ) **পরিকিলন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিকিলমিত্বা**।

পরিকিলিট্‌ঠ (বিণ) = **পরিক্কিলিট্‌ঠ**। ⟹ **পরিক্কিলিট্‌ঠ**।

পরিকিলিন্ন (বিণ) রঞ্জিত, রং দেওয়া হইয়াছে এমন, কলঙ্কিত, দূষিত, দাগি, ময়লাকৃত, মলিন, সারপ্রদত্ত, কর্দমযুক্ত, ধুলায় ধূসরিত, অপরিষ্কার, অপবিত্র, নোংরা, নীচ, অধম, ভিজা, সিক্ত, আর্দ্র।

পরিকিলিস্‌সতি (ক্রি) [পরি+√কিলিস+য] রঞ্জিত হওয়া, দূষিত হওয়া, কলঙ্কিত হওয়া, দাগী হওয়া, ময়লা হওয়া, মলিন হওয়া, অবিশুদ্ধ হওয়া, অপবিত্র হওয়া, সার প্রদত্ত হওয়া, কর্দমযুক্ত হওয়া; (চরিত্রে) কষ্টে বা দুঃখে পতিত হওয়া। ⟹ **পরিকিস্‌সতি**। (অতীত) **পরিকিলিস্‌সি**। (অ-বিণ) **পরিকিলিট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **পরিকিলিস্‌সিত্বা**।

পরিকিলিস্‌সন (ক্লী) অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য।

পরিকিলেস [পরি+কিলেস] দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা, বিষম বিপদ, ক্লেশ, দণ্ড, শাস্তি। = **পরিক্লেস**।

পরিকিস্‌সতি (ক্রি) মাটির উপর দিয়া চারিদিকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া, ক্ষেত্রের চারিদিকে মই দেওয়া, বিরক্ত হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, হয়রান হওয়া, দাঁত দিয়া কাটা, উত্ত্যক্ত হওয়া, মন খারাপ করা বা হওয়া, ঘ্যান ঘ্যান করা, ক্লান্ত হওয়া, কষ্টে পড়া, দুঃখে পতিত হওয়া; (সংযুক্ত নিকায়ের অনুবাদে) নিজেকে নিজে হয়রান করা অথবা পীড়িত করা। ⟹ **পরিকিলিস্‌সতি, কিস্‌সতি, কিলিস্‌সতি, পকিরিস্‌সতি**।

পরিকুজ্জতি (ক্রি) বক্র হইয়া যাওয়া, কুব্জ হওয়া। = **পলিকুজ্জতি**।

পরিকুপিত (বিণ) অত্যন্ত উত্তেজিত, অতিশয় কম্পিত, খুব উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত আকুল। ⟹ **পরিকুপ্পতি**।

পরিকুপ্পতি (ক্রি) [পরি+√কুপ+য] উত্তেজিত হওয়া, উস্কাইয়া দেওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, কম্পিত হওয়া। (অতীত) **পরিকুপ্পি**। (অ-বিণ) **পরিকুপিত**।

পরিকেলাসনা = **পরিকেল্‌না**। ⟹ **পরিকেল্‌না**।

পরিক্লেস = **পরিকিলেস**। ⟹ **পরিকিলেস**।

পরিকেল্‌না (স্ত্রী) [পরি+কেল্‌না] সৌষ্ঠব সম্পাদন, অলঙ্কার, ভূষণ, অলঙ্কার প্রিয়তা। এই শব্দের পরিবর্তে "**পরিলেপনা**" শব্দ চুল্লনিদ্দেসে, "**পটিকেলনা**" শব্দ দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়, কিন্তু "**পরিকেলাসনা**" এবং "**পরিকেল্‌না**" শব্দ বিভঙ্গে দৃষ্ট হয়।

পরিকোপেতি (ক্রি) [পরি+√কুপ+এ] ভীষণভাবে উত্তেজিত করা, তীব্রভাবে উস্কাইয়া দেওয়া, ক্রোধান্বিত করা। (অতীত) **পরিকোপেসি**। (অ-বিণ) **পরিকোপিত**। (ক্রি-বি) **পরিকোপেত্বা**।

পরিক্কমন (ক্লী) পরিক্রমণ, পরিক্রম, পরিক্রমা, গমন, ইতস্তত পদব্রজে গমন, প্রদক্ষিণকরণ, চতুর্দিকের বিস্তৃতি বা প্রসার, চারিদিকের স্থান বা এলাকা, চারিদিকে গমন, এদিক ওদিক ভ্রমণ।

পরিক্কিত—সম্ভবত এই শব্দটি "**পরিক্‌খিত**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে। "ছড়ানো, ছিটানো, বিকীর্ণ, অভিষিক্ত" অর্থে "**ওকখিত**" শব্দ দ্রষ্টব্য, তাহা না হইলে এই শব্দটি "**পরিকিণ্ণ**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ।

পরিক্কিলিট্‌ঠ (বিণ) ময়লাযুক্ত, মলিন, কলঙ্কিত, সার দেওয়া হইয়াছে এমন, নোংরা, রঞ্জিত, দূষিত, দাগি, অপবিত্র। = **পরিকিলিট্‌ঠ**। (তুলনীয়) **উপক্কিলিট্‌ঠ**। ⟹ **পরিকিলিস্‌সতি**।

পরিক্‌খ = **পরিক্‌খা**। ⟹ **পরিক্‌খা**।

পরিক্‌খক (বিণ, পুং) পরীক্ষক, পরীক্ষাকারী, দোষগুণ বিচারক, অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক, দক্ষ, অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, বুদ্ধিমান, ধূর্ত, বিচক্ষণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোকিয পরিক্‌খক**।

পরিক্‌খণ (ক্লী) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, পরীক্ষাকরণ, পরীক্ষা, চেষ্টা, পরীক্ষণ, দোষগুণ বিচার বা বিবেচনা, তর্ক-প্রমাণাদি দ্বারা তত্ত্বাবধারণ, দোষগুণ অনুসন্ধান, পরীখণ। (সদ্ধম্মোপায়ন) "**সরীর পরিক্‌খণ**" অর্থে কি "**সরীর পরিবক্‌খণ**"? (তুলনীয়) **পরিরক্‌খতি**।

পরিক্‌খত (বিণ) ১ আহত, বিক্ষত, ব্যথিত, ক্ষতিগ্রস্ত, চরানো হইয়াছে অথবা ঘাস খাওয়ানো হইয়াছে এমন। ২ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পরিক্‌খণতি**। ৩ ভূষিত, সংগঠিত, ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত, সংগৃহীত, জড় করিয়া একত্রিত, হিসাব প্রস্তুত, বন্দোবস্তকৃত, মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, পোষাইয়া লইয়াছে এরূপ, প্রস্তুত, নির্মিত, সজ্জিত, সুশোভিত, অলঙ্কৃত। ⟹ **পরিক্‌খরোতি**।

পরিক্‌খততা (স্ত্রী) সংগঠন, ক্ষতিপূরণ, বন্দোবস্ত, হিসাব প্রস্তুতকরণ, সংগ্রহ, ছল, ভান, দাবি, প্রশ্ন করিয়া অথবা হেঁয়ালি দ্বারা লোক ঠকানো, (সমাধানের নিমিত্ত প্রশ্নের) অবতারণাকরণ, (দেহের বা মনের) বিশেষ ভাবভঙ্গি, প্রতারণা, ফাঁকি, চালাকি।

পরিক্‌খতি (ক্রি) [পরি+√ইক্‌খ+অ] চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করা, চতুর্দিকে মনোনিবেশ করা, অনুসন্ধান করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, তত্ত্বাবধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা। ⟹ **পরিক্‌খক, পরিক্‌খবন্ত, পরিক্‌খা**। (বর্তমানকাল প্রথমপুরুষ একবচনে) **বণ্ণং পরিক্‌খরে** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (অতীত) **পরিক্‌খি**। (অ-বিণ) **পরিক্‌খিত**। (ক্রি-বি) **পরিক্‌খিত্বা**।

পরিক্‌খত্তিয = **পরিক্‌খততা**। ⟹ **পরিক্‌খততা**। এই শব্দের পাঠ হইবে "**পারিক্‌খত্তিয**"।

পরিক্‌খয (পুং) পরিক্ষয়, ক্ষয়, নিরতিশয় ক্লান্তি, উচ্ছেদ, ধ্বংস, নাশ, পতিত জমি, মরুভূমি, অপব্যয়, অপচয়, আবর্জনা, অব্যবহার্য পদার্থ, পরিত্যক্ত অংশ, হানি, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো, অবনতি, হ্রাস, পচন, প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভোগা পরিক্‌খযং গচ্ছন্তি**। = **পহানং** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিক্‌খযং গচ্ছতি**—নষ্ট হইয়া যাওয়া, বিনষ্ট হওয়া, অদৃশ্য হওয়া; = **অত্থং গচ্ছতি** (ধর্মপদ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধন সন্নিচযো পরিক্‌খযং ন গমিস্সতি**। (যৌগিকে) **পরিযাদান পরিক্‌খয**।

পরিক্‌খরোতি (ক্রি) "সর্বদিকে করা" অর্থাৎ সংগঠিত করা, ক্ষতিপূরণ করা, পোষাইয়া লওয়া, মিটানো, বন্দোবস্ত করা, হিসাব প্রস্তুত করা, সংগ্রহ করা, জড় করিয়া একত্র করা, সজ্জিত করা, প্রস্তুত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা। (তুলনীয়) **পরিকরোতি**। ⟹ **পরিক্‌খার**। (অ-বিণ) **পরিক্‌খত** (২)।

পরিক্‌খবন্ত (বিণ) সতর্ক, বিমৃষ্যকারী, নিপুণ, চতুর, দক্ষ, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, বহুদর্শী।

পরিক্‌খা (স্ত্রী) পরীক্ষা, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরখ, তদন্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, পরিণামদর্শিতা, বিজ্ঞতা, মিতব্যয়িতা, হুঁশিয়ারি, সতর্কতা, বিমৃষ্যকারিতা। = **পরিক্‌খণ**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অত্থপরিক্‌খা**।

পরিক্‌খার (ক্লী) ১ "যে কোনো বস্তু সংসৃষ্ট সর্ববিষয়", গঠন, প্রকৃতি, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস, অভিনেতার ছদ্মবেশ অথবা তাহার উপযোগী উপাদানসমূহ, সৌষ্ঠব সম্পাদন, অলঙ্কার, ভূষণ। (চুল্লনিদ্দেসে শরীর-সম্বন্ধে) **বাহিরা পরিক্‌খারা**। ২ **ক** অভাব, আবশ্যক দ্রব্য, উপকরণ, কুকর্মের সহায়ক, সরঞ্জাম, পাত্র, বাসন, যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, বিশেষ ক্রিয়া সাধক শরীরের অংশসমূহ। (বিনয়) **পরিক্‌খার চোলাক**—জল ছাঁকনি এবং থলির জন্য আবশ্যকীয় বস্ত্র; **সেনাসন পরিক্‌খার দুস্স**--আসন এবং বিছানার জন্য প্রয়োজনীয় শ্বেতবস্ত্র। (দীর্ঘনিকায়) **যঞ্‌ঞস্স পরিক্‌খার**। (মধ্যম নিকায়) **জীবিত পরিক্‌খার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্ত-অলঙ্কারং চিত্ত-পরিক্‌খারং অত্থং দানং**। (জাতক) **সব্ব পরিক্‌খার সম্পন্নং দানং**—সর্বপ্রকার উপকরণ বা আবশ্যক দ্রব্য সম্পন্ন দান। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গেহং পরিক্‌খার**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সব্ব পরিক্‌খার**। **খ** স্বতন্ত্রভাব বুঝাইলে এবং প্রাচীন প্রাচীন ব্যবহারে "**পরিক্‌খার**" শব্দ দ্বারা নির্দেশ করে—বৌদ্ধ ভিক্ষুর একপ্রস্থ আবশ্যকীয় বস্তু" এবং বৌদ্ধ ভিক্ষাজীবী ভিক্ষুর চতুর্বিধ অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক উপায়-সম্বন্ধীয় বস্তুর (অর্থাৎ আহার, চীবর, ভৈষজ্য ও শয়নাসন) অন্তর্ভুক্ত করে। (বি-ভা) **চীবর-পিণ্ডপাত-সেনাসন গিলান পচ্চয ভেসজ্জ পরিক্‌খার**--বৌদ্ধ ভিক্ষুর চতুর্বিধ অত্যাবশ্যকীয় পরিষ্কার বা উপাদান অর্থাৎ চতুর্প্রত্যয়, যথা--চীবর (ভিক্ষুর ব্যবহার্য কষায় বস্ত্র), পিণ্ডপাত (আহার্য ভিক্ষান্ন), শয়নাসন (আশ্রম এবং বিছানার জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম), গিলানপ্রত্যয় (রোগীভিক্ষুর জন্য ঔষধ পথ্যাদি)। **গ** অন্যরূপে যৌগিক শব্দে:--(অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্ত নগর পরিক্‌খার**; (তুলনীয়) **নগরূপকারিকা** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **সত্ত সমাধি পরিক্‌খার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোড়স পরিক্‌খার যঞ্‌ঞ**—ষোড়শপ্রকার উপকরণের যজ্ঞ (এখানে "**পরিক্‌খার**" শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে); **বহু পরিক্‌খার**—(বিণ) সম্পূর্ণ সরঞ্জাম বা

উপকরণ আছে এমন অর্থাৎ ধনী বা সচ্ছল অবস্থাপন্ন।

পরিক্‌খার চোলক—জলছাকনি এবং থলির জন্য আবশ্যক বস্ত্র। ⟹ **পরিক্‌খার** (২ক)।

পরিক্‌খারিক (বিণ) যেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর (ভিক্ষুর উপযোগী আবশ্যক) উপকরণসমূহ আছে। ইহা সাধারণত অষ্ট পরিষ্কার অথবা অষ্টবিধ উপকরণকেই বুঝায় (⟹ **অট্‌ঠ পরিক্‌খার**), কিন্তু কখন কখন দ্বাদশ পরিষ্কারকেও বুঝায়। দ্বাদশ পরিষ্কার, যথা—অষ্ট পরিষ্কার এবং ছাতা, পাদুকা, লাঠি, চর্মখণ্ড (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পরিক্‌খার**।

পরিক্‌খিণ্‌ণ = **পরিকিণ্‌ণ**। ⟹ **পরিকিণ্‌ণ**।

পরিক্‌খিত্ত (বিণ) চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত, উপর দিয়া প্রসারিত, বিক্ষিপ্ত, উপর দিয়া বিস্তৃত, আচ্ছাদিত, আবৃত, নিক্ষিপ্ত, আবদ্ধ, বেষ্টিত, সুরক্ষিত, বেড়া দিয়া আবদ্ধ, পরিবেষ্টিত, আবেষ্টিত, অন্তর্ভুক্ত, বলয়িত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুপরিক্‌খিত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **বল্লিগহন পরিক্‌খিত্ত**। পেতবত্থুতে "**পরিযন্ত**" শব্দের পরিবর্তে ও "**পরিক্‌খিত্ত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গে "**গাম**" সম্বন্ধে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাকার পরিক্‌খিত্ত**। = **পরিযন্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাণি-পাকার পরিক্‌খিত্ত**। ⟹ **পরিক্‌খিপতি**।

পরিক্‌খিপতি (ক্রি) চারিদিকে নিক্ষেপ করা, চতুর্দিকে ছুঁড়িয়া ফেলা, বেষ্টন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া। (জাতক) **সাণিং পরিক্‌খিপতি**। (অতীত) **পরিক্‌খিপি**। (অ-বিণ) **পরিক্‌খিত্ত**। (ব-বিণ) **পরিক্‌খিপন্ত**। (ভ-বিণ) **পরিক্‌খিপিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পরিক্‌খিপিত্বা**। (করণে) **পরিক্‌খিপাপেতি**; (জাতক) **সাণিং পরিক্‌খিপাপেতি**; **সাণিং-পাকারং পরিক্‌খিপাপেতি**।

পরিক্‌খীণ (বিণ) পরিক্ষীণ, নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত, নষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট, হ্রাসপ্রাপ্ত, কমিয়া গিয়াছে এরূপ, নির্বাপিত, মৃত, লুপ্ত। (দীর্ঘনিকায়) **পরিক্‌খীণ ভব-সংযোজন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিক্‌খীণ আসবা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিক্‌খীণ-আয়ুক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিক্‌খীণ তিণোদকাহার**। ⟹ **পরিক্‌খীযতি**।

পরিক্‌খীণত্ত (ক্লী) পরিক্ষীণ অবস্থা, নিঃশেষিত অবস্থা, নিঃশেষ হইয়াছে এরূপ অবস্থা বা ঘটনা, ক্ষয়, নিরতিশয় ক্লান্তি, নির্বাণ, নির্বাপণ, বিনাশ, লোপ, পরিক্ষীণত্ব, ধ্বংস, মৃত্যু। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **জীবিতস্স পরিক্‌খীণত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মস্স পরিক্‌খীণত্ত**।

পরিক্‌খীযতি (ক্রি) [পরি+খীযতি] ক্ষয় হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া, নিঃশেষিত হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। = **পরিক্‌খযং গচ্ছতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। (অ-বিণ) **পরিক্‌খীণ**।

পরিক্‌খেপ (ক্লী) ১ পরিক্ষেপ, চতুর্দিক বন্ধ, চারিদিকের পরিবেষ্টন, বেষ্টন, বেষ্টিত স্থান, বেড়া। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরিক্‌খেপ দারু** ইত্যাদি। ২ পরিধি, নেমি। ৩ "আবদ্ধ অবস্থা" অর্থাৎ যুদ্ধ, সমর, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধু বিচ্ছেদ।

পরিক্লেস [পরি+ক্লেস] কষ্ট, ক্লেশ, কষ্টকর বিষয়, দুঃখ, যন্ত্রণা, দুর্বিপাক, বিষম বিপদ, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য। = **পরিকিলেস**।

পরিখণতি (ক্রি) [পরি+√খণ+অ] চতুর্দিকে খনন করা, চারিদিকে কোদলানো। (অতীত) **পরিখণি**। (অ-বিণ) **পরিখত**। (ক্রি-বি) **পরিখণিত্বা**।

পরিখ তট—পরিখার তট বা তীর। ⟹ **সঙ্কিণ্‌ণ পরিখ**।

পরিখা (স্ত্রী) পরিখা, রাজধানী প্রভৃতির বেষ্টনখাত, গড়খাই, খাত, পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা, দুর্গপরিখা। (দীর্ঘনিকায়) **উক্কিণ্‌ণ পরিখা**। (মধ্যম নিকায়) **সঙ্কিণ্‌ণ পরিখা**।

পরিখা পিট্‌ঠে--পরিখাতে, পয়ঃপ্রণালীতে, নর্মদার মধ্যে, খাতের ভিতর। ⟹ **পিট্‌ঠে** (১)।

পরিগ্গণ্‌হন (ক্লী) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি। (জাতক) **পরিগ্গণ্‌হন পঞ্‌ঞা**—ব্যাপক জ্ঞান।

পরিগ্গণ্‌হাতি (ক্রি) [পরি+√গহ+ণা] ১ আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা, ধৃত করা, ধরা, বলপূর্বক অধিকার করা, দখল করা, আক্রমণ করা, পাকড়ানো, গ্রেপ্তার করা মনে মনে ধারণা করা, অধিকার করা, গ্রহণ করা, পোষণ করা, দমন করা, অধিকারে রাখা, আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বন্ধ করা, ধারণ করা, রক্ষা করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কাজ করা, ক্রমাগত চালানো, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অদমিত থাকা, অভিন্ন থাকা, অবশীভূত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা, গ্রহণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা। ২ ধরা, যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া, বন্দী করা, ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া ধরা, পাশবদ্ধ করা, মুগ্ধ করা, মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা, আটকাইয়া যাওয়া, সংস্পর্শ দ্বারা গ্রহণ করা, পিছে পিছে গমন করিয়া ধরা, গ্রহণ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থ গ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা। ৩ সর্বদিকে গমন করা, চতুর্দিকে যাওয়া বা অধিকার করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সকল জম্বুদীপং পরিগ্গণ্‌হাতি**। (অতীত) **পরিগ্গণ্‌হি**। (অ-বিণ) **পরিগ্গহিত**। (ব-বিণ) **পরিগ্গণ্‌হন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিগ্গণ্‌হিত্বা**, **পরিগ্গহেত্বা**, **পরিগ্গযহ**। (করণে) **পরিগ্গণ্‌হাপেতি**, **পরিগ্গহেতি**।

পরিগ্গণ্‌হাপেতি (ক্রি) অন্তর্ভুক্ত করায়, গ্রহণ করায়, ধারণ করায়, আবিষ্কার করানো, সন্ধান করানো। ⟹ **পরিগ্গণ্‌হাতি**, **পরিগ্গহেতি**।

পরিগলতি (ক্রি) [পরি+ গলতি] ডুবিয়া যাওয়া, পিছলাইয়া যাওয়া, হড়কাইয়া যাওয়া।

পরিগিলতি (ক্রি) [পরি+ √গিল+ অ] গেলা, গলাধঃকরণ করা, উদরস্থ করা, আত্মসাৎ করা, শোষণ করা, নিঃশেষ করিয়া ফেলা। (অতীত) **পরিগিলি**। (অ-বিণ) **পরিগিলিত**। (ক্রি-বি) **পরিগিলিত্বা**।

পরিগুণ্ঠিত (বিণ) = **পটিকুণ্ঠিত**। ⟹ **পটিকুণ্ঠিত**।

পরিগূহতি (ক্রি) [পরি+ √গূহ+ অ] উত্তমরূপে গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, সুন্দররূপে লুক্কায়িতভাবে থাকা, গোপন করা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, লুক্কায়িত করা। = **পটিচ্ছাদেতি**। (অতীত) **পরিগূহি**। (অ-বিণ) **পরিগূহিত, পরিগূঢ়**। (ক্রি-বি) **পরিগূহিত্বা, পরিগূহিয**।

পরিগূহনা (স্ত্রী) লুক্কায়িত করণ, গোপন করণ, গোপন, লুকাইবার জায়গা।

পরিগ্গহ (পুং) ১ গোলাকার মোড়ক, গোলাকার করিয়া গুটানো বা জড়ানো, পরিবেষ্টন, আবদ্ধকরণ, বেড়া দিয়া ঘেরা। ২ স্বীকার, গ্রহণ, পরিগ্রহ, অধিষ্ঠান, মিলন, আয়ত্তীকরণ, ধারণ, দখল, অধিকারকরণ, আক্রমণ, ধৃতকরণ, অধিকৃত বস্তু, উপার্জনকরণ, অর্জিত জ্ঞান, উপার্জিত বস্তু, লাভ, উপার্জন, অর্জন, অর্জিত দ্রব্য; (মন্দ অর্থে) গ্রাসকরণ, অর্থগৃধ্নুতা। = **তণ্হা পরিগ্গহ, দিট্ঠি পরিগ্গহ** (মহানির্দেশ)। (পটিসম্ভিদামার্গ) **নেক্খম্ম পরিগ্গহ**। (মহানির্দেশ) **ইত্থি পরিগ্গহ**—দার পরিগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আহার পরিগ্গহ**—আহার বিহারে সংযম। ৩ অধিকারভুক্ত, দ্রব্য সকল, সম্পত্তি, জিনিসপত্র, আত্মীয়স্বজন, বিষয়, বিশেষ ধর্ম, গুণ, অধিকার, অধিকার ভোগ, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু, পরিজন, অধীন ব্যক্তি, মূল, শাপ, শপথ, রাহুর মুখে স্থিত ভাস্কর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিগ্গহভূত**। ৪ পত্নী, স্ত্রী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কত পরিগ্গহ**—বিবাহিত। ৫ অনুগ্রহ, লাবণ্য, কৃপা, স্বাভাবিক গুণ, ভোজনের পূর্বে বা শেষে প্রার্থনা, ভূষণ, অনন্ত জীবন, মুক্তি, সাহায্য, দয়া, অনুকম্পা, দান, উপকার, সেবাব্রত, ব্রতপালন, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আমিস পরিগ্গহ**।

পরিগ্গহট্ঠো—চতুর্দিকে গুটাইবার জন্য, চারিদিকে জড়াইবার জন্য অথবা মোড়ার জন্য, গ্রহণ করার জন্য। ⟹ **পরিগ্গহ** (১)।

পরিগ্গহভূত (বিণ) অধিকারভুক্ত, বশগত, সম্পত্তি-সম্বন্ধীয়, গুণ-সম্বন্ধীয়। ⟹ **পরিগ্গহ** (৩)।

পরিগ্গহিত (বিণ) পরিগৃহীত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এমন, লব্ধ, অধিকৃত, অধিকারভুক্ত, দখলকৃত, আয়ত্তকৃত, গৃহীত, স্বীকৃত, ধৃত, পুনঃপুন গমন করে এমন, সর্বদা গতিবিধি করে এমন, (ভূতাদিবৎ) বাস করে কিংবা দেখা দেয় এমন, নিজস্ব। (বিনয়) **মনুস্সানং পরিগ্গহিত**—মানুষের অধিকৃত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমনুস্সানং পরিগ্গহিত**—অমনুষ্য অর্থাৎ ভূত-প্রেত-যক্ষ-রাক্ষসাদির দ্বারা অধিকৃত। ⟹ **পরিগণ্হাতি**।

পরিগ্গহিতা (স্ত্রী, ক্রি-বি) পরিগৃহীত হইয়া, অধিকৃত হইয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অমনুস্স পরিগ্গহিতা**—অমনুষ্য অর্থাৎ ভূত-প্রেত-যক্ষ-রাক্ষসাদির দ্বারা অধিকৃত হইয়া। ⟹ **পরিগ্গহিত**।

পরিগ্গহেতি (ক্রি) ১ আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, (চরিত্রে) জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মন্তায় পরিগ্গহেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হত্থেসু পরিগ্গহেতি**। ২ আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান করা, (ক্ষতাদি) যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, পরিদর্শন করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা। ৩ অন্তর্ভুক্ত করা, গঠন করা, ধারণ করা, সংক্ষেপ করা, সংক্ষেপে বলা। ⟹ **পরিগণ্হাতি**। (অতীত) **পরিগ্গহেসি**। (অ-বিণ) **পরিগ্গহিত**। (ক্রি-বি) **পরিগ্গহেত্বা**। (তুম্) **পরিগ্গহেতুং**।

পরিগ্গাহক (বিণ) ১ পরিগ্রাহক, স্বীকার কর্তা, গ্রহণকারী। ২ অন্তর্গত করে এমন, অন্তর্ভুক্ত করে এমন, ধারণ করে এমন, অধিকার করে অথবা রাখে এমন। =. **উপথম্ভক** (নেত্তি অর্থকথা)।

পরিঘ (ক্লী) দুইখানা কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড। (থেরগাথা অর্থকথা) **পরিঘ দণ্ড**।

পরিঘংসতি (ক্রি) (অত্যন্ত) দৃঢ়ভাবে ঘর্ষণ করা অথবা মাজা, জোরে ঘর্ষণ করা, রগড়াইয়া পরিষ্কার করা, হেয় কাজে কঠোর পরিশ্রম করা, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, খনন দিতে নখরাদির ব্যবহার করা। (ব-বিণ) **অপরিঘংসেন্ত**।

পরিঘদণ্ড (ক্লী) দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত দণ্ড। = **পরিঘ, বট্ট পলিঘ**। ⟹ **পলিঘ** (১)।

পরিচক্খিতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি চতুর্দিকে দেখে বা অনুসন্ধান করে।

পরিচয (পুং) পরিচয়, জানাশুনা, আলাপ, অভ্যাস, প্রণয়, নিদর্শন, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, ঘনিষ্ঠতা, অব্যাহত আলাপ, প্রত্যক্ষ পরিচয় বা জ্ঞান, সামান্য পরিচিত ব্যক্তি। (বিণ) পরিচিত, অবগত,

অধিবিদ্য, জ্ঞাত, বিদিত, পণ্ডিত, দক্ষ, কুশল, নিপুণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কত পরিচয**। (জাতক) **জাত পরিচয**।

পরিচরণ (ক্লী) ১ পরিচর্যা, সেবা, পূজা, উপাসনা, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ, মনোযোগ প্রদান, যত্ন, আরাধনা, অর্চনা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অগ্গি পরিচরণট্‌ঠান**—অগ্নি পরিচর্যার স্থান, আগুন জ্বালাইবার স্থান, অগ্নিস্থান। ২ প্রবৃত্ত হওয়ার অবস্থা, জীবন ধারণের উপায়, জীবনের রীতি বা ধারা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গিহীনং পরিচরণট্‌ঠানং** (এখানে "**বিচরণট্‌ঠানং**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিচরণট্‌ঠানং**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে)। ৩ আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন-উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইন্দ্রিয়ানং পরিচরণ**। ⟹ **পরিচারণা**।

পরিচরণক (পুং) ভৃত্য, চাকর।

পরিচরণা (স্ত্রী) পরিচর্যা, সেবা, যত্ন।

পরিচরতি (ক্রি) [পরি+√চর+অ] ১ এদিক ওদিক যাওয়া বা নড়া, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন করা বা লওয়া, সেবা করা, সঙ্গে থাকা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত হওয়া, (রোগীকে) দেখাশোনা করা, (ফল-স্বরূপ) বর্তমান থাকা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপট্‌ঠহতি পরিচরতি**। ২ পূজা করা, পরিচর্যা করা, শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা, সমাদর করা। (দীর্ঘনিকায়) **অগ্গিং পরিচরতি**—অগ্নি পরিচর্যা করা বা পূজা করা। = **পযিরুপাসতি**। ৩ চারিদিকে ঘুরা, চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করা, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করা, নিজে নিজে আনন্দ উপভোগ করা, চিত্ত বিনোদন করা, নিজেকে প্রফুল্ল করা, মনোযোগ দেওয়া বা পালন করা অথবা অভ্যাস করা, খেলা করা, ক্রীড়া করা, তামাসা করা, জুয়া খেলা, অভিনয় করা, ইতস্তত সঞ্চালিত করা, সম্পাদন করা, কাজে পরিণত করা, সঞ্চালিত করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইন্দ্রিযানি পরিচরামি = ইন্দ্রিযানি কীলামি** (পেতবত্থু)। "**পরিচরতি**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিহরতি**" শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। (অতীত) **পরিচরি**। (অ-বিণ) **পরিচিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **পরিচরিত্বা**। (করণে) **পরিচারেতি**।

পরিচরিযা (স্ত্রী) পরিচর্যা, সেবা, পূজা, উপাসনা, প্রবৃত্ত হয় এমন অবস্থা, চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, ব্যবহার, উপকার, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, সৈন্যের কর্তব্য কর্ম, ধর্মকর্ম, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, কার্য সম্পাদন, কর্তব্য কর্ম সাধন, রাজমন্ত্রীর পদ, যাজকত্ব, অর্চনা, আরাধনা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অগ্গি পরিচরিযা**—অগ্নি পরিচর্যা বা পূজা। ⟹ **পরিচারিকা, পারিচালিকা**।

পরিচার (ক্লী) শুশ্রূষা, উপস্থিতি, সেবাকার্য, পরিবেশন, ব্যবহার, পরিচর্যা, আদেশ পালন, বন্দোবস্তকরণ, উপকার, পূজা। (পুং) চাকর, ভৃত্য। থেরগাথা অর্থকথায় "**পদ্ধগূ**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিচার**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পরিচারক (বিণ) পরিচর্যাকারী, আনুগত্য স্বীকারকারী, পরিবেশনকারী, শুশ্রূষাকারী, আদেশ পালনকারী, উপকারী, সম্মান প্রদর্শনকারী, পূজারী, শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী, সেবাকারী, যত্নকারী, মনোযোগের সহিত শ্রবণকারী। (পুং) পরিচারক, দাস, ভৃত্য, চাকর, উপাসক, পূজারী, শিষ্য, সহচর, অনুচর, অনুকরণকারী। ⟹ **পরিচারিক**।

পরিচারণ (ক্লী) পরিচারণ, পরিচর্যা, সেবা।

পরিচারণা (স্ত্রী) পরিচর্যা, উদ্বেগ, যত্ন, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, সম্মান, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া কৌতুক, ভোজনদান করণ, মহোৎসবকরণ, পর্বকরণ, আনন্দকরণ, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বিষয় বা বস্তু, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ।

পরিচারযতি = পরিচারেতি। ⟹ **পরিচারেতি**।

পরিচারিক (বিণ, পুং) পরিচর্যাকারী, আনুগত্য স্বীকারকারী। = **পরিচারক** (বিণ)। (পুং) পরিচারক, দাস, ভৃত্য, চাকর, অনুচর, উপাসক। = **পরিচারক** (পুং)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্গি পরিচারক**—অগ্নি উপাসক, অগ্নিপূজারী। (পেতবত্থু) **অমচ্চ পরিচারিক**—মন্ত্রীর চাকর বা অনুচর।

পরিচারিকা (স্ত্রী) ১ পরিচারিকা, দাসী, পত্নী, স্ত্রী, চাকরানী, ধাত্রী, রোগীর শুশ্রূষাকারিণী পরিচারিকা, ব্যক্তিগত সেবিকা বা আদেশ পালনকারিণী। (জাতক) **পাদ-পরিচারিকা; বেয্যাবচ্চ-কারিকা পরিচারিকা = বেয্যাবচ্চ-কারিণী** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ উদ্বেগ, যত্ন, সতর্কতা, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, সম্মান, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, আমোদ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ-প্রমোদ। = **পরিচারিযা**। = **ইন্দ্রিযানং পরিহরণা**। ৩ ⟹ **অমচ্চ** (১)।

পরিচারিত (বিণ) সেবিত, পরিচর্যাকৃত, পরিবেষিত, সন্তুষ্ট সম্পাদিত, পূজিত, উপকৃত, আদেশ পালিত,

নিরতিশয় আনন্দিত, প্রশ্রয় প্রাপ্ত, তুষ্টকৃত, অনুমতি প্রদত্ত, আসক্ত। ⟹ **পরিচারেতি**।

পরিচারিতব্বট্‌ঠান—পূজার স্থান, পরিচর্যা করিবার উপযুক্ত স্থান। ⟹ **পরিচারেতি** (১)।

পরিচারিন (বিণ, পুং) পরিচর্যাকারী, আদেশ পালনকারী। (পুং) চাকর, পরিচর্যাকারী লোক, সেবক, আদেশ পালনকারী লোক। (স্ত্রী) দাসী, সেবিকা, চাকরানী।

পরিচারিযা (স্ত্রী) = **পরিচারিকা**। ⟹ **পরিচারিকা** (২)।

পরিচারেতি (ক্রি) ১ কর্ম করা, কাজ করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য স্বীকার করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, পরিচর্যা করা, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন করা, ভৃত্যের ন্যায় কাহারও নিকটে হাজির থাকা, দেখা করিতে যাওয়া, সম্মান করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, শ্রদ্ধা করা, সমাদর করা। (সংযুক্ত নিকায়) **পাদে পরিচারেতি**। (জাতক) **পরিচারিতব্বট্‌ঠান**। (কর্মবাচ্যে) **পরিচারিযতি**। (ব-বিণ) **পরিচারিযমান** (এই ভাবধারায় ইহার অর্থ--"আনন্দিত বা পোষিত" গ্রহণ করাও যাইতে পারে)। ২ নিজেকে নিজে আনন্দ দেওয়া বা প্রফুল্ল রাখা, নিজের চিত্ত বিনোদন করা, নিজে নিজে হাসা, ইন্দ্রিয়তৃপ্ত করা, বিশ্রাম করা, (শ্রান্তি) বিনোদন করা, আমোদপ্রমোদ করা, ক্রীড়া করা, আনন্দ পাওয়া, তৃপ্তি পাওয়া। (বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তুতে বিশেষ ভাষায়) **পঞ্চহি কামগুণেহি সমর্পিতা সমঙ্গিভূতা পরিচারেতি** = (বিনয়ের পালিতে) **পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্পিতা সমঙ্গিভূতা পরিচারেতি**। (থেরগাথা) **সগ্‌গেসু পরিচারেতি**। = **যথা সুখং চারেন্তি ইন্দ্রিযানি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। পেতবত্থুতে "**পরিবারযন্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিচারযন্তি**" শব্দ পাঠ হইয়াছে; (তুলনীয়) **ইন্দ্রিযানি পরিচারেন্তি**। ⟹ **পরিচরতি, পরিবারেতি**। (অতীত) **পরিচারেসি**। (অ-বিণ) **পরিচারিত**। (ক্রি-বি) **পরিচারেত্বা**।

পরিচিণ্ণ (বিণ) ১ বেষ্টিত, বলয়িত, পরিবেষ্টিত, সেবিত, সঙ্গে সঙ্গে থাকে এমন, যত্ন করে এমন, (আদেশ পালনার্থে) উপস্থিত থাকে এমন, (রোগীর) দেখাশুনা করে এমন, (ফলস্বরূপ) বর্তমান থাকে এরূপ। ২ পূজিত, সম্মানিত, অর্চিত, আরাধিত, সমাদৃত, শ্রদ্ধান্বিত। (সংযুক্তনিকায়) **মে সত্থা পরিচিণ্ণ**; (তুলনীয়) **সত্থা চ পরিচিণ্ণ মে; পরিচিণ্ণ মযা সত্থা** (থেরগাথা)। ৩ অভ্যস্ত, নিত্যকৃত, ব্যবহৃত, সম্পাদিত, চালাকি, কৌশলকৃত, কোনো কার্য করিয়াছে এমন। ⟹ **পরিচরতি**।

পরিচিত (বিণ) ১ সংগৃহীত, একত্রিত, উপার্জিত, সিদ্ধান্তকৃত, আহরিত, রাশিকৃত, সংখ্যায় বা পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, জমায়িত, স্থির, স্থিরচিত্ত, শান্ত, বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রসারিত, বৃদ্ধি করিয়াছে এমন। ২ পরিচিত, জ্ঞাত, অভ্যস্ত, পরিচয়বিশিষ্ট, সম্যক রূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে এমন, তদন্তকৃত, সচরাচর ঘটিত, সুপরিচিত, বন্ধুত্বপূর্ণ, ঘরোয়া, পুনঃপুন অভ্যাস করে এমন। (বিনয়) **বাচসা পরিচিত; অগ্‌গি পরিচিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইদ্ধিপাদা পরিচিত**। ⟹ **পরিচিনাতি**।

পরিচিনাতি (ক্রি) ১ সংগ্রহ করা, একত্র করা, উপার্জন করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, রাশি করা, বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, স্থির করা। ২ জানা, পরিচয় করা, অভ্যাস করা, তদন্ত করা। (অতীতে) **পরিচিনি**। (অ-বিণ) **পরিচিত**।

পরিচুম্বতি (ক্রি) [পরি+√চুব+ং+অ] সর্বত্র চুম্বন করা, চুম্বনে আচ্ছন্ন করা। (অতীত) **পরিচুম্বি**। (অ-বিণ) **পরিচুম্বিত**। (ক্রি-বি) **পরিচুম্বিত্বা**।

পরিচ্চ (ক্রি-বি) জানিয়া, চিনিতে পারিয়া, বিচার করিয়া, পার্থক্য বুঝিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, প্রসিদ্ধ হইয়া, বিশিষ্ট হইয়া, চিহ্নিত করিয়া বা হইয়া, বেষ্টিত হইয়া, বেষ্টন করিয়া, গ্রাস করিয়া, অন্তর্ভুক্ত করিয়া, গ্রহণ করিয়া, আঁকড়াইয়া ধরিয়া, অর্থ গ্রহণ করিয়া, ধরিতে চেষ্টা করিয়া, বুঝিতে পারিয়া, হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জ্ঞাত হইয়া, অর্থগৃধ্নু হইয়া, আবিষ্কার করিয়া, খুঁজিয়া বাহির করিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া অথবা জানিতে পারিয়া, মনোমধ্যে গ্রহণ করিয়া, উপলব্ধি করিয়া। (বি-ভা) **চেতসা তেতো পরিচ্চ (পজানাতি)**—মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া অথবা হৃদয়ঙ্গম করিয়া (দীর্ঘনিকায়)। = **পরিচ্ছিন্দিত্বা** (বিশুদ্ধিমার্গ), **পরিয**। ⟹ **পরিযেতি**।

পরিচ্চজতি (ক্রি) [পরি+√চজ+অ] ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া আসা, ছাড়িয়া যাওয়া, দান করা, স্থাপন করা, রাখা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা। = **ছড্ডেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথায় "**জীবিতং পরিবজ্জতি**" এর পরিবর্তে "**জীবিতং পরিচ্চজতি**" পাঠ দৃষ্ট হয়। (অতীত) **পরিচ্চজি**। (অ-বিণ) **পরিচ্চত্ত**। (ব-বিণ) **পরিচ্চজন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিচ্চজিত্বা**। (তুম) **পরিচ্চজিতুং**।

পরিচ্চজন (ক্লী) ১ ত্যাগকরণ, পরিত্যাগ, পরিবর্জন, বর্জন, নাকচ, প্রত্যাখ্যান, বিরতি, ত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া, আত্মসমর্পণ, অস্বীকৃতি, পরিহার, অস্বীকার, স্বত্বত্যাগ। ২ দান, স্থাপনকরণ, রক্ষণ, প্রকাশন, চাঁদা

প্রদান।

পরিচ্চজনক (বিণ, পুং) ত্যাগকারী, যে ব্যক্তি ব্যয় করে, প্রদানকারী, দাতা, উপকারক, উপকারী, চাঁদা দাতা।

পরিচ্চজনে ঠপিত (বিণ) (দানীয় বস্তু) বিতরণের জন্য রক্ষিত বা সজ্জিত। ⟹ **ঠপিত**।

পরিচ্চত্ত (বিণ) পরিত্যক্ত, পরিবর্জিত, বর্জিত, যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে এমন, প্রদত্ত, ত্যক্ত, লম্পট, নিক্ষিপ্ত, অগ্রাহ্যকৃত, পাশ করে নাই এমন, নিঃসারিত, হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছে এমন, পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে এরূপ। = **বিরাধিত**। ⟹ **পরিচ্চজতি**।

পরিচ্চাগ (পুং) ১ পরিত্যাগ, ত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, আত্মসমর্পণ, অস্বীকৃতি, অস্বীকার, পরিহার, স্বত্বত্যাগ, ক্ষতিস্বীকার, উৎসর্গ, বলি বা বলিদান, স্বার্থত্যাগ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস পরিচ্চাগ; ধম্ম পরিচ্চাগ**। (জাতক) **জীবিত পরিচ্চাগ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চ মহাপরিচ্চাগা**—পঞ্চবিধ ত্যাগ বা পরিহার অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-রাজ্য-জীবন-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ--এই পঞ্চবিধ অমূল্য বস্তু পরিহার বা উৎসর্গ। ২ ব্যয়, মূল্য, খরচ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সহস্স পরিচ্চাগ**—সহস্র মুদ্রা ব্যয়। ৩ (দরিদ্রকে) অন্ন দান, উদারতা, সরলতা, বদান্যতা, দান, নিরপেক্ষতা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মহা পরিচ্চাগ**।

পরিচ্চাগ চেতনা—পরিত্যাগের সংকল্প, দেওয়ার বা দানের সংকল্প। ⟹ **চেতনা**।

পরিচ্চাগট্‌ঠান (স্ত্রী) দান বিতরণের স্থান, ত্যাগ অবস্থা, দানের জন্য যেই স্থানে দানীয় বস্তু সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত রাখা হয়, দানের শর্ত। ⟹ **ঠান** (৩ক)।

পরিচ্ছদ (পুং) ১ পরিচ্ছদ, আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছদ্মবেশ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি। ২ পোশাক, পরিজন, অনুচর, আসবাব।

পরিচ্ছন্ন (বিণ) ১ পরিচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, সজ্জিত, ভূষিত, ঢাকা বা ঢাকনা দেওয়া হইয়াছে এমন, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, গুপ্ত, খামে মোড়া, আবরিত, সম্পূর্ণরূপে আবৃত, চতুর্দিকে মোড়া, জড়ানো, গুটানো। ⟹ **পরিচ্ছাদেতি**। ২ পরিচ্ছদবিশিষ্ট, পরিষ্কৃত।

পরিচ্ছাত (বিণ) [পরি+ছাত] অতিশয় শুষ্ক, অসার বা কঠিন, ঈষৎ দগ্ধ, ভাজা, ঝলসানো, অতিদগ্ধ, অতিশয় বিবর্ণ, অত্যন্ত শীর্ণ। (সদ্ধম্মোপায়ন) **পরিচ্ছাত-ওদর-ত্তচ**।

পরিচ্ছাদনা (স্ত্রী) চতুর্দিকে ঢাকা, আবরণ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, গোপনকরণ, লুক্কায়িত করণ, লুকাইবার স্থান, প্রহার।

পরিচ্ছাদেতি (ক্রি) আচ্ছাদিত করা, আবরিত করা, সজ্জিত করা, ঢাকিয়া রাখা, মোড়া, খামে মোড়া। (অতীত) **পরিচ্ছাদেসি**। (অ-বিণ) **পরিচ্ছন্ন**।

পরিচ্ছিন্দতি (ক্রি) [পরি+√ছিদ+ং+অ] ১ চিহ্নিত করা, দাগ দেওয়া, অঙ্কিত করা, দেখা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, মনসংযোগ করা, বিশেষরূপে লক্ষ্য করা, বিশেষরূপে মনোনিবেশ করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বসনট্‌ঠানং পরিচ্ছিন্দতি**। ২ সীমা নির্দেশ করা, সীমাবদ্ধ করা, নির্ধারণ করা, নিষ্পত্তি করা, সংকল্প করা, সিদ্ধান্ত করা, সিদ্ধান্তে আসা, প্রকৃতরূপে সংলগ্ন করা, নির্ভুলভাবে দাম ঠিক করা অথবা তারিখ স্থির করা, যথার্থভাবে স্থাপন করা অথবা প্রতিষ্ঠিত করা, সঠিকরূপে আবদ্ধ করা, মীমাংসা করা, নিষ্পত্তি করা, সমাধান করা, স্থির করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। (জাতক) **পদং পরিচ্ছিন্দতি**—সংকীর্ণ পথ অথবা পায়ে চলার পথ নির্দিষ্ট করা; **নিবাস বেতনং পরিচ্ছিন্দতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পঞ্চগ্গাম পরিচ্ছিন্দতি**। ৩ সীমাবদ্ধ করা, দমন করা, সংযত করা, নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রাখা, সীমা নিরূপণ করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা। (অতীত) **পরিচ্ছিন্দি**। (অ-বিণ) **পরিচ্ছিন্ন**। (ক্রি-বি) **পরিচ্ছিন্দিয, পরিচ্ছিজ্জ**।

পরিচ্ছিন্দন (স্ত্রী) "কর্তন" চিহ্নিত করণ, দাগকাটা, সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, সীমা নির্ধারণ, সীমাবদ্ধাবস্থা, অসামর্থ্য, মেয়াদ, তামাদির কাল।

পরিচ্ছিন্দ নক (বিণ) চিহ্নিত, বর্ণিত, বিশ্লেষণকৃত, বিশ্লেষিত, সীমানির্ধারিত, ব্যাখ্যাত, (বাক্যের অংশগুলি) পৃথককৃত বা বিভাজিত। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পরিচ্ছিন্দনক ঞাণ**।

পরিচ্ছিন্ন (বিণ) ১ সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, সীমিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিচ্ছিন্নপ্পমাণ**। ২ (ভাষা-সম্পর্কে) পরিচ্ছিন্ন, পৃথককৃত, বণ্টিত, অংশকৃত, বিভাজিত, বিচ্ছিন্ন, সযত্নে বিবেচিত, একরূপ, ঠিক ঠিক, ছন্দোবদ্ধ, বণ্টনকৃত। = **মিত**।

পরিচ্ছেদ (পুং) ১ পরিচ্ছেদ, পুস্তকের ভাগ, গ্রন্থ বিচ্ছেদ, অংশ, ভাগ, সীমা, অধ্যায়, যাজক সভা, বিভাগকরণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ, (সময়ের) ভাগ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রত্তি পরিচ্ছেদ; দিবা পরিচ্ছেদ**। ২ অবিকলরূপ, প্রমাণ যোগ্যতা, নিশ্চয়তা, সাবধানতা, সংকল্প, বিচার নিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা, নিশ্চয়, নিশ্চিততা, বিশেষরূপে ইয়ত্তাকরণ, নির্ণয়, সীমায়িত করণ, সীমা, প্রান্তভাগ, সারি, শ্রেণী, ইতস্তত ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, মানসিক ক্ষমতা, গোলাগুলির পাল্লা বা দূরত্ব, এলাকা, পরিসর, সুদীর্ঘ চুল্লী-বিশেষ, সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, অর্থ,

মৌলিক অর্থের অতিরিক্ত, তাৎপর্য, পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যদ্দারা মাপা যায়, পরিমাপ পদ্ধতি বিশেষ, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্য-বিশেষ, তাল, লয়, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, যোগ্য কার্যপ্রণালী। বিশুদ্ধিমার্গে এই শব্দের অর্থে—"শরীর-সম্বন্ধীয় নিমিত্ত সমূহের মধ্যে একটি" এবং ইহা "জীবনের বা সজীবতার মূলনীতি পঞ্চ নিমিত্তের সহিত সম্বন্ধযুক্ত"। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **গণন পরিচ্ছেদ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অবধি পরিচ্ছেদ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কাল পরিচ্ছেদ; আয়ুনো পরিচ্ছেদ**। বিভঙ্গে "**চিত্ত পরিচ্ছে ঞাণ**"-এর পরিবর্তে বিভঙ্গ অর্থকথায় "**চিত্ত পরিচ্ছেদ**" শব্দ দৃষ্ট হয়। ৩ প্রান্ত, সীমা, অন্ত, দমন, বাধা। (জাতক) **পরিচ্ছেদ নদীতীর**। ৪ সীমা নির্ধারণ, সীমিতকরণ, সীমাবদ্ধ অবস্থা, অসামর্থ্য, মেয়াদ, তামাদির সময়, নিরোধ, অবরোধ, বাধা, সীমাবন্ধন, কর্তন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিচ্ছেদং করোতি**—সীমাবদ্ধ করা, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রাখা। ৫ (শহরের) নকশাকরণ, মনে মনে অঙ্কন করণ, নকশা রচনার কৌশল বা বিদ্যা।

পরিচ্ছেদক (বিণ) সীমা নির্দেশকারী, সীমাবদ্ধ করে এমন, নির্ধারণকারী, নিষ্পত্তিকারী, সংকল্পকারী, সিদ্ধান্তকারী, সিদ্ধান্তে আসে এমন, দৃঢ়কারী, স্থাপনকারী, প্রতিষ্ঠিত করে এমন, আবদ্ধকারী, মূল্য নির্ধারণকারী, তারিখ স্থির করে এমন, স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী, দৃঢ় হয় এমন, কঠিন হয় এমন, জমিয়া যায় এমন। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **উট্‌ঠান-বেলা পরিচ্ছেদকা সঞ্ঞা**।

পরিচ্ছেদ নদীতীর—নদীর তীর সীমা। ⟹ **পরিচ্ছেদ** (৩)।

পরিচ্ছেদাবধারণ বচনং = **অবধি পরিচ্ছেদন**। ⟹ **অবধি পরিচ্ছেদন**।

পরিজন (পুং) পরিজন, পরিবার এবং পোষ্যবর্গ, পরিচারক, চতুর্দিকস্থ বা পরিবেষ্টিত জনগণ, পরিবৃত জনগণ, চাকরগণ, শিষ্যবর্গ, সহচরগণ, অনুচরবর্গ, অনুকরণ-কারীগণ, পরিষদবর্গ।

পরিজপতি (ক্রি) [পরি+জপতি] বিড় বিড় করিয়া বলা বা মন্ত্র বলা, যাদুমন্ত্র বলা, মন্ত্র বলা, জপ করা, গজ গজ করিয়া (মন্ত্র) বলা, পুনঃপুন ভবিষ্যদ্বাণী করা, নিত্য ভবিষ্যৎ কথনের অভ্যাস করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিজ্জং পরিজপতি**।

পরিজপন (ক্লী) মন্ত্রাদি জপ, জপন, জপকরণ, যথাবিধি মন্ত্রাদির বার বার উচ্চারণকরণ, অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ উচ্চারণকরণ, উচ্চারিত যাদু বা মন্ত্র। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিজপন মন্তং**।

পরিজযতি (ক্রি) পরাজিত করা, বশীভূত করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা, অহিত করা, অপকার করা, বিরক্ত করা। (অতীত) **পরিজযি**। (অ-বিণ) **পরিজিত**।

পরিজানন (ক্লী) = **পরিজাননা**। ⟹ **পরিজাননা**।

পরিজাননা (স্ত্রী) জ্ঞান, বোধশক্তি, জানন, পরিজানন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অবগতি, বিদ্যা, বিচার-বুদ্ধি, কার্যে-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বিষয়, জ্ঞাতব্য বিষয়, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা। ⟹ **পরিঞ্ঞা**।

পরিজানাতি (ক্রি) [পরি+√ঞা+না] জানা, বোঝা, সঠিকভাবে জানা, নিশ্চিতরূপে জানা, যথার্থভাবে জানা, প্রকৃতরূপে জানা, জানার মত জানা, নির্ভুল-ভাবে জানা, নিশ্চয়রূপে জানা, প্রত্যক্ষরূপে জানা, অন্তর্ভুক্ত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, চিনিতে পারা, চেনা, স্বীকার করা। ⟹ **পরিঞ্ঞা** (১)। (অতীত) **পরিজানি**। (অ-বিণ) **পরিঞ্ঞাত**। (ব-বিণ) **পরিজানন্ত, পরিজানং**। (ক্রি-বি) **পরিজানিত্বা, পরিঞ্ঞায**।

পরিজিণ্ণ (বিণ) জীর্ণ, অত্যন্ত পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য, শ্রান্ত, ক্ষীণ, দুর্বল, তলাইয়া গিয়াছে এমন, ক্ষয়প্রাপ্ত, হ্রাসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট, কমিয়া গিয়াছে এরূপ, নিম্ন অবস্থায় আনীত, দমিত, পরাজিত, লঘুকৃত। (জাতক) **সেট্‌ঠিকুলং পরিজিণ্ণ; ভোগ পরিজিণ্ণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিজিণ্ণ কুল**। ⟹ **পরিজীযতি**।

পরিজিণ্ণকুল—যেই জাতি বা বংশ বিনষ্ট হইয়াছে, বিনষ্ট বংশ বা জাতি। ⟹ **পরিজিণ্ণ**।

পরিজিত (বিণ) পরাজিত, বশীভূত, পরাভূত, ক্ষতি করা হইয়াছে এমন, নষ্টকৃত, অহিতকৃত, অপকারকৃত, বিরক্ত করা হইয়াছে এমন। "**পরিচিত**" শব্দের পরিবর্তেও "**পরিজিত**" শব্দের পাঠ দৃষ্ট হয়। ⟹ **পরিজযতি**।

পরিজিয্যতি (ক্রি) = **পরিজীযতি**। ⟹ **পরিজীযতি**।

পরিজীন = **পরিজিণ্ণ**। ⟹ **পরিজিণ্ণ**।

পরিজীযতি (ক্রি) [পরি+জীযতি] জীর্ণ হওয়া, অত্যন্ত পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য হওয়া, শ্রান্ত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, হ্রাস পাওয়া, ক্ষয় হওয়া, নষ্ট করা, ম্লান করা বা হওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া, বিলীন করা বা হওয়া, অদৃশ্য হওয়া। (অতীত) **পরিজীযি**। (অ-বিণ) **পরিজীন, পরিজিণ্ণ**।

পরিজেগুচ্ছ (বিণ) বিরক্তিকর, অপছন্দ।

পরিজেগুচ্ছা (স্ত্রী) অত্যন্ত অনিচ্ছা, অতিশয় বিরাগ, অত্যন্ত ঘৃণা।

পরিজ্জনা—অঙ্গুত্তর নিকায়ের এই শব্দটি সন্দেহজনক। ইহা হয়ত "**পরিজনা**" অথবা "**পরিবজ্জনা**" শব্দই হইবে। **পরিজন, পরিবজ্জন** শব্দ তুলনীয়।

পরিঞ্ঞ (বিণ) পরিজ্ঞাত, যে ব্যক্তি সম্যকভাবে জানিয়াছে, যে বিষয় সম্যকভাবে জ্ঞাত বা জানা হইয়াছে এমন, ধূর্ত, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, (জানিয়া শুনিয়া) ইচ্ছাপূর্বক করে এমন, চিনিয়াছে এমন, চেনা, চিনিতে পারিয়াছে এমন, জ্ঞাত, স্বীকৃত, বুঝিতে পারিয়াছে এমন, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এমন, জানিয়াছে এমন, ধরিয়া লইয়াছে এমন, গ্রহণ করিয়াছে এমন। এই শব্দটিকে আমরা "**ভূতপরিঞ্ঞ**" অথবা "**ভূত পরিঞ্ঞায**" শব্দরূপেও পাঠ করিতে পারি কি? এবং যৌগিকেও "**পরিঞ্ঞচারিন**" যাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় "**পরিঞ্ঞা**"? (সূত্রনিপাত); = **পঞ্ঞায পরিচ্ছিন্দিত্বা চরন্তো**—পূর্ণজ্ঞানে অবস্থান করা বা থাকা অর্থাৎ যথার্থরূপে সংকল্প করে বা সিদ্ধান্তে আসে এমন। (ক্রি–বি) **পরিঞ্ঞত্থং**।

পরিঞ্ঞচারিন = **পরিঞ্ঞ**। ⟹ **পরিঞ্ঞ**।

পরিঞ্ঞত্থং (ক্রি–বি) জ্ঞান পরিজ্ঞানের নিমিত্ত। (যৌগিকে) **অভিঞ্ঞত্থং পরিঞ্ঞত্থং**। ⟹ **পরিঞ্ঞ**।

পরিঞ্ঞা (স্ত্রী) ১ পরিজ্ঞান, সর্বতোভাবে জানা, যথার্থ জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান, নির্ভুল জ্ঞান, যথাযথ জ্ঞান, সত্য জ্ঞান, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা বা অন্তর্ভুক্তি, পূর্ণজ্ঞান বা বোধ, ঠিক অনুভব, জ্ঞান। ইহা তিন প্রকার, যথা— **ঞাত পরিঞ্ঞা, তীরণ পরিঞ্ঞা, পহাণ পরিঞ্ঞা**। (সংযুক্ত নিকায়) **যো রাগক্খযো দোসোক্খযো মোহক্খযো অযং বুচ্চতি পরিঞ্ঞা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামানং রূপানং বেদনানং পরিঞ্ঞা**। ২ (ক্রি–বি) পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে অথবা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিয়া। = **পরিজানিত্বা** (⟹ **পরিজানাতি**)। সম্ভবত সূত্রনিপাতে "**পরিঞ্ঞা**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিঞ্ঞায**" পাঠ হইয়াছে।

পরিঞ্ঞাত (বিণ) পরিজ্ঞাত, উত্তমরূপে জ্ঞাত বা বুঝিতে পারিয়াছে এমন, সম্পূর্ণরূপে বা সম্যকভাবে জানিয়াছে এমন। (খাদ্য সম্বন্ধে) "**পরিঞ্ঞাত ভোজন; পরিঞ্ঞাত আহার**"—ইহার অর্থ তিন প্রকার "**পরিঞ্ঞা**" (⟹ **পরিঞ্ঞা**) অনুক্রমে খাদ্য সম্বন্ধে জানে এমন। ⟹ **পরিজানাতি**।

পরিঞ্ঞাত আহার (বিণ) পরিমিত ভোজনাদিতে জ্ঞান আছে এমন, খাদ্য বা আহার গ্রহণ করিতেছে বলিয়া স্মৃতিবান হয় অথবা জানে এমন। = **পরিঞ্ঞাত ভোজন**। ⟹ **পরিঞ্ঞাত**।

পরিঞ্ঞাত ভোজন (বিণ) যে ব্যক্তি পরিচিত খাদ্যে জীবনধারণ করে অথবা যাহা খায় সেই খাদ্য সম্যকদৃষ্টি সহকারে গ্রহণ করে এমন। = **পরিঞ্ঞাত আহার**। ⟹ **পরিঞ্ঞাত**।

পরিঞ্ঞাতত্ত (ক্লী) পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তির সত্যতা, পরিজ্ঞান, জ্ঞান পরিজ্ঞান, সঠিক জ্ঞান প্রাপ্তির যথার্থতা বা ঘটনা।

পরিঞ্ঞাতাবিন (বিণ) যাহার নির্দোষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে এমন, পূর্ণজ্ঞানী। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিঞ্ঞাতাবিন পুগ্গল**।

পরিঞ্ঞায (ক্রি–বি) জানিয়া, পরিজ্ঞাত হইয়া। = **অভিঞ্ঞায, অভিজানিত্বা, পরিজানিত্বা**। **যথাভূতং পরিঞ্ঞায**—যথারূপে জ্ঞান লাভ করিয়া, যথাযথ জ্ঞানে জানিয়া, উত্তমরূপে বুঝিয়া বা জ্ঞাত হইয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পহায পরিজানিত্বা (পরিঞ্ঞায)**। ⟹ **পরিঞ্ঞ, পরিজানাতি**।

পরিঞ্ঞেয্য (বিণ) পরিজ্ঞেয়, জ্ঞেয়, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অনুভূত, উপলব্ধ। (ক্লী) যাহা সম্পূর্ণরূপে জানা উচিত।

পরিডয্হতি (ক্রি) [পরি+√দহ+য] দগ্ধ হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, ভস্মীভূত হওয়া, পোড়া, জ্বলিয়া যাওয়া, ঈষৎ দগ্ধ হওয়া, ঝলসাইয়া যাওয়া, ভাজা। = **পরিতো ঝাযতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পরিডহতি**। (অতীত) **পরিডয্হি**। (অ–বিণ) **পরিদড্ঢ**। (ক্রি–বি) **পরিডয্হিত্বা**।

পরিডয্হন (ক্লী) ভস্মীভূত করার বা হওয়ার কার্য, দহন, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা।

পরিডহতি (ক্রি) দগ্ধ করা বা হওয়া, ভস্মীভূত করা বা হওয়া, পোড়ানো, পোড়া, প্রজ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, শুষ্ক করা, উত্তেজিত হওয়া, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা। (তুলনীয়) **পরিডাহ**। (অতীত) **পরিডহি**। (কর্মবাচ্যে) **পরিডয্হতি**।

পরিণত (বিণ) ১ পরিণত, পাকা, পক্ব, সম্পন্ন, ব্যবহারোপযোগী, উদ্যত, পাকিয়াছে এমন, পরিপক্ব, পূর্ণবয়স্ক, সুসম্পূর্ণ, দেয়, পূর্ণতায় উপনীত, শাবক প্রসূত, উদ্ভাবিত, অভিসন্ধিকৃত, তা দেওয়া হইয়াছে এমন, ডিম ফুটাইয়াছে এমন, সম্পূর্ণ, শেষ অবস্থাপ্রাপ্ত, অবস্থান্তরপ্রাপ্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বর্ধিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিণত গব্ভ**। ২ পরিবর্তিত, পরিবর্তন বা বদল করা হইয়াছে এমন, বিনিময়কৃত। ৩ সর্বতোভাবে নত, বক্র, অসরল, বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক, ঝোঁক বা টান হইয়াছে এমন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরিণত ডাঠা**—"বক্র দাঁত" অথবা কি "লম্বা দাঁত"? ⟹ **পরিণমতি**।

পরিণমতি (ক্রি) [পরি+√নম+অ] ১ পরিণত হওয়া, গভীর অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া, পাকা, পাকানো, পক্ব হওয়া, পরিপক্ব করা বা হওয়া, পূর্ণ অবস্থায় আনা বা আসা, দেওয়া বা প্রদত্ত হওয়া। ২ পরিবর্তন করা, পরিবর্তিত হওয়া, বিনিময় করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, বাঁকাইয়া গোলাকার হওয়া, গোলাকারে পরিণত হওয়া, আকার বদলাইয়া যাওয়া। এই শব্দের পাঠ অন্যত্র "**বিপরিণমতি**" দৃষ্ট হয় (সংযুক্ত নিকায়)।

(মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভোজনং বিসমং পরিণমতি**—ভোজন বা খাদ্যবস্তু বিষমে পরিবর্তিত হয় অথবা খারাপ হইয়া যায়। পেতবত্থুতে "পরিবত্ততি" শব্দের পরিবর্তে "পরিণমতি" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (অতীত) **পরিণমি**। (অ-বিণ) **পরিণত**। (করণে) **পরিণামেতি**।

পরিণয (পুং) পরিণয়, বিবাহ।

পরিণাম (পুং) ১ পরিণাম, বার্ধক্য, শেষ অবস্থা, পরিপক্কতা। ২ পরিবর্তন, বদল, অদল বদল, অবস্থান্তর প্রাপ্তি, প্রকৃতির অন্যথাভাব। **উতু পরিণাম**। ৩ খাদ্যের পরিবর্তন, পরিপাক, হজম। (বি-ভা) **সম্মা-পরিণামং গচ্ছতি** (মধ্যম নিকায়)। ৪ গতি, গতিপথ, ধারা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির মাঠ, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, একবারে পরিবেশিত ভোজনের অংশ, আহারকালে এক ডিশ (থালা) খাদ্য, ক্রমোন্নতি, কার্যপরম্পরা, ক্রম-বিকাশ, উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসারণ, সমাপ্তি, পূর্ণতা, কার্যে পরিণতি, সাধন, সিদ্ধি; (বিশেষ ভাব অনুসারে) বণ্টন, বিতরণ, কর্মের বিধান বা ব্যবস্থা, (ধর্মকার্য সম্পাদন হইতে) অব্যাহতি, অদৃষ্ট, নিয়তি, কর্মফল। (তুলনীয়) **বিপরিণাম**।

পরিণামং গচ্ছেয্য—পরিপাক করিলে বা হইলে, মনের মধ্যে গ্রহণ করিলে, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিলে, ধৈর্য সহকারে সহ্য করিলে, সার সংক্ষেপ করিলে।

পরিণামন (ক্লী) কাহারও ব্যবহার বা অভ্যাসের প্রতি অন্যমনস্ক ভাব।

পরিণামিত (বিণ) ১ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, নত; (বৃক্ষ-সম্বন্ধে জাতক বর্ণনায়) ফলভারে নত; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) জড়িত, বিপর্যস্ত, ফাঁদে পতিত। ২ প্রসৃত, বহির্গত, নির্গত, উৎপন্ন, সমাপ্ত, প্রেরিত, প্রকাশিত, জনসমাজে প্রচলিত, যথোচিত ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, পূর্ব হইতে নির্ধারিত, ভাগ্য বা কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা নির্দিষ্ট।

পরিণামিতর (পুং) যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ হয়, অদৃষ্ট, নিয়তি, কর্মফল, মৃত্যু, দৈব-ঘটনা।

পরিণামিন (বিণ) পরিণাম প্রাপ্ত, চরম অবস্থা প্রাপ্ত, শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এমন, (বিপরীত) ফল প্রদান করে এমন।

পরিণামেতি (ক্রি) [পরি+√নাম+এ] কিছুতে পরিবর্তন করা বা পরিবর্তিত হওয়া, বিনিময় করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, বিশেষ কাজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা, আত্মসাৎ করা, কাহারও ব্যবহারে বা অভ্যাসে পরিণত করা, বশ্যতা স্বীকার করানো, কিছুতে প্রয়োগ করা, কিছুর প্রতি নত হওয়া বা ঝোঁক হওয়া, উপার্জন করা, অর্জন করা, লাভ করা, পাওয়া, সফলকাম হওয়া, বিদ্যমান থাকা, প্রচলিত হওয়া, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো। (বিনয়) **পুত্তস্স রজ্জং পরিণামেতি**—পুত্রের জন্য রাজ্য প্রাপ্ত হইল। ⟹ **পরিণমতি, আবজ্জেতি**। (অতীত) **পরিণামেসি**। (অ-বিণ) **পরিণামিত, পরিণাম তুলিত**। (ব-বিণ) **পরিণামযমান**। (ক্রি-বি) **পরিণামতুলেত্বা**।

পরিণাযক (পুং) পথ প্রদর্শক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথ-নির্দেশক পুস্তক (গাইড), অগ্রগামী, সংবাদপত্রের মুখ্য প্রবন্ধ, প্রধান প্রবন্ধ, দলপতি, নেতা, অধিনায়ক, পরামর্শদাতা, বিস্ময়কর উপদেষ্টা অথবা বুদ্ধ।

পরিণাযক রতন (ক্লী) বিশ্ববিখ্যাত অথবা শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ যিনি বিশ্বের একাধিপত্য রাজার অথবা রাজচক্রবর্তী রাজার সপ্তরত্নের মধ্যে একটি রত্ন।

পরিণাযিকা (স্ত্রী) ১ নারী নেতা অথবা যেই স্ত্রীলোক নেতৃত্বের কাজ করে। ২ (জ্ঞান সম্বন্ধীয় বর্ণনায়) অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, নিপুণতা, দক্ষতা।

পরিণাহ (পুং) জিনের পেটি, উদরের বেড়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বেধ ইত্যাদির পরিমাণ, আকৃতি, আয়তন, পরিমাণ, (বীজগণিতের) মাত্রা, পরিধি, নেমি, সীমা, পরিসর, দিঙনির্ণয়ের যন্ত্র, দিঙনির্ণায়ক, বিস্তৃতি, প্রসার, উদারতা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আরোহ পরিণাহ**।

পরিণেতি (ক্রি) [পরি+নেতি] এদিক ওদিক নেওয়া বা চালিত করা, চারিদিকে পথ দেখানো, চতুর্দিকে অগ্রগামী হওয়া, চারিদিকে অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা।

পরিতজ্জিত (বিণ) [পরি+তজ্জিত] (অতিরিক্ত রূপে) ভয় প্রদর্শিত, ভয় দেখাইয়া বিতাড়িত, ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত, ভয়ার্ত, আতঙ্কোৎপাদিত।

পরিতত্ত (বিণ) পরিতপ্ত, মনোবেদনাযুক্ত, পরিতাপযুক্ত, যন্ত্রণাপ্রাপ্ত, পরিতাপে পীড়িত, বিরক্তিপ্রাপ্ত, উৎপীড়িত, হয়রান হইয়াছে এমন, উত্ত্যক্ত, উদ্বেগগ্রস্ত, দুশ্চিন্তার কারণগ্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ত্যক্ত, কষ্টপ্রাপ্ত, অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত, দুঃখপ্রদত্ত, ব্যথিত, শোকসন্তপ্ত, বিলাপে রত। ⟹ **পরিতপ্পতি**।

পরিতপ্পতি (ক্রি) [পরি+√তপ+য] পরিতাপ করা, দুঃখ দেওয়া, ব্যথিত করা, বিলাপ করা, শোক করা, বিরক্ত করা, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, দাঁত দিয়া কাটা, উত্ত্যক্ত হওয়া, মন খারাপ করা, ঘ্যান ঘ্যান করা, দুঃখ বা অনুশোচনা বোধ করা, দুঃখিত হওয়া, বিষণ্ণ হওয়া, শোচনীয় হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ত্যক্ত হওয়া, কষ্ট পাওয়া। = **সন্তপ্পতি**। (অতীত) **পরিতপ্পি**। (অ-বিণ) **পরিতত্ত**।

পরিতসতি (ক্রি) = **পরিতস্সতি**। ⟹ **পরিতস্সতি**।

পরিতসিত (বিণ) ভয়ে ভীত, শঙ্কিত, উত্তেজিত, উদ্বেগগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। ⟹ **পরিতস্সতি**। (স্ত্রী) অত্যন্ত উদ্বেগ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ।

পরিতস্সতি (ক্রি) [পরি+√তস+য] উত্তেজিত হওয়া, উস্কানি পাওয়া, বিরক্ত হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, হয়রানি হওয়া, দাঁত দিয়া কাটা, উত্ত্যক্ত হওয়া, মন খারাপ করা বা হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া, যন্ত্রণা প্রাপ্ত হওয়া, কিছুতে স্পৃহা দেখানো। = **তণ্হায ন ভাযতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা, ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **তসতি** (১,২)। (অতীত) **পরিতস্সি**। (অ-বিণ) **পরিতসিত**। (ব-বিণ) **অপরিতস্সং**, **পরিত্তসে** [= **তসেয্য**, **উত্তসেয্য**, **ভাযেয্যতসতি** (২) শব্দ দেখুন]।

পরিতস্সনা (স্ত্রী) অত্যন্ত উদ্বেগ, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, স্পৃহা, ভয়ে কম্পন, ভয়ে জড়সড়, দুর্বল স্নায়ু-বিশিষ্টতা, ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়। = **উব্বিজ্জনা**, **ফন্দনা** ইত্যাদি।

পরিতস্সিত = **পরিতসিত**। ⟹ **পরিতসিত**।

পরিতস্সিন (বিণ) ভয়ে কম্পিত, ত্রাসিত, কম্পিত, শঙ্কিত, উদ্বেগযুক্ত, ভীত, বিরক্ত হইয়াছে এমন, উৎপীড়িত, উত্ত্যক্ত, মন খারাপ হইয়াছে এমন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উত্তেজিত, উত্তেজনা প্রাপ্ত।

পরিতাপ (পুং) পরিতাপ, শোক, দুঃখ, মনস্তাপ, ভয়, কম্প, যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, পীড়া, কষ্ট, পীড়ন, জীবদেহের একাংশের অবসাদ, পচন, রিপুদমন, সংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অপমান, বিরক্তি, অপমানের বা বিরক্তির কারণ, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ অথবা উহার কারণ।

পরিতাপন (ক্লী) = **পরিতাপ**। ⟹ **পরিতাপ**।

পরিতাপেতি (ক্রি) [পরি+√তপ+এ] অধিক রূপে যন্ত্রণা দেওয়া, অপরিমিতভাবে পীড়ন করা অথবা বিরক্ত করা, ঈষৎ দগ্ধ করা, ভাজা, ঝলসানো, ঝলসাইয়া যাওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া, বিরক্ত করা, উৎপীড়ন করা, অসুবিধায় ফেলা, ক্লেশ দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, উদ্বিগ্ন করা, অসুবিধা ঘটানো, কষ্ট স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, উদ্বেগ বোধ করা, দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ানো, পোড়া, প্রজ্জ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, উত্তেজিত হওয়া, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা। (মধ্যম নিকায়) **আতাপেতি পরিতাপেতি**। (জাতক) **পরিতাপি**। (অতীত) **পরিতাপেসি**। (অ-বিণ) **পরিতাপিত**। (ক্রি-বি) **পরিতাপেত্বা**।

পরিতুলেতি (ক্রি) [পরি+√তুল+এ] ওজন করা, ভার ঠিক করা, টানিয়া তোলা, বিবেচনা করা, ভারী হওয়া, আবশ্যক বোধ হওয়া, জোরে চাপা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, গণনা করা, মূল্য নিরূপণ করা, শ্রদ্ধা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা। (অতীত) **পরিতুলেসি**। (অ-বিণ) **পরিতুলিত**। (ক্রি-বি) **পরিতুলেত্বা**।

পরিতো (ক্রি-বিণ) গোলাকারে, সর্বদিকে, সর্বত্র, চতুর্দিকে, সমুদায়ে, সম্পূর্ণরূপে, প্রত্যেক স্থানে।

পরিতো ঝাযতি (ক্রি) = **পরিডহতি**। ⟹ **পরিডহতি**।

পরিতোসেতি (ক্রি) [পরি+√তুস+এ] পরিতোষ করা, পরিতুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, পছন্দ করা, মনোনীত করা, সুখী করা, সন্তোষ বিধান করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, অত্যন্ত পরিতৃপ্ত করা, অতিশয় সন্তুষ্ট করা, অত্যন্ত তোষণ করা, তোষণ করা, পূর্ণ করা, পরিশোধ করা, মেটানো, শান্ত করা, তৃপ্ত করা। সিংহলী পেতবত্থু অর্থকথায় "**পরিতোসেতি আসিঞ্চতি**"। (অতীত) **পরিতোসেসি**। (অ-বিণ) **পরিতোসিত**। (ক্রি-বি) **পরিতোসেত্বা**।

পরিত্ত (বিণ) ১ ক্ষুদ্র, সামান্য, সসীম, অকিঞ্চিৎকর, সীমাবদ্ধ আকারের, সামান্য মূলধন বিশিষ্ট, প্রায় না, তুচ্ছ, ছোট, অল্প, নীচ, অপ্রবল, অনর্থক, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, নগণ্য। (মধ্যম নিকায়) **পরিত্তাভ**। (বিপ) **অধিমত্ত**। (সূত্রনিপাত) **পরিত্ত পঞ্ঞ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পরিত্তদীপা**। সমার্থ প্রকাশক শব্দ:— (মহানির্দেশ) **অপ্পক**, **ওমক**, **লামক**, **দুক্খ**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপ্পক**, **অপ্পমত্তক**, **ইত্তর**, **ওম**, **ওরক**, **লামক**; (বিপ) **মহা**। ২ (ক্লী) পরিত্রাণ, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষক, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদির রক্ষা ব্যবস্থা, রক্ষাকবচ, রক্ষামন্ত্র, রক্ষাপ্রদ যাদুমন্ত্র, রক্ষা, পরোয়ানা, অভয়পত্র, ছাড়চিঠি, দস্তক, উপশমকারী ঔষধ, কবচ, উদ্ধার। (বিনয়) **অত্তপরিত্তা**; **গুত্তত্থায পরিত্তং পরিযাপুণাতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রক্খা পরিত্তা**। (জাতক) **মন্তো পরিত্তং বড্ঢিং**; **পচ্চেক বুদ্ধেহি পরিত্তং কারাপেতি**—প্রত্যেক বুদ্ধগণ দ্বারা রক্ষামন্ত্র বা পরিত্রাণ পাঠ করানো; **ওসধং বা পরিত্তং বা**। "**পরিত্তং**" অর্থে সূত্তান্ত নিকায়ের কতকগুলি সূত্রের নামও হইয়া থাকে, যেমন—**মোর পরিত্তং**, **আটানাটিয পরিত্তং**, **ধজগ্গ পরিত্তং**, **খন্ধপরিত্তং** ইত্যাদি।

পরিত্তং (ক্লী) পরিত্রাণ, যাদুমন্ত্র, কবচ, রক্ষাকবচ, আকর্ষণ, গুপ্তশক্তি সম্পন্ন পদার্থ, মনোমোহকর বস্তু। = **পরিত্ত** (২)।

পরিত্তক (বিণ) অল্প, ক্ষুদ্র, নগণ্য, সামান্য, সসীম,

তুচ্ছ, নীচ। = পরিত্ত (বিণ)। "পরিত্তক" শব্দ "অপ্পক" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। = অপ্প, অপ্পক।

পরিত্তখণিক (বিণ) অস্থায়ী, চঞ্চল, অস্থির। = **ইত্তর**।

পরিত্তদস্‌স (বিণ) = **অপ্পদস্‌স**। ⟹ **অপ্পদস্‌স**।

পরিত্তদীপ (পুং) ১ ছোট প্রদীপ, ক্ষুদ্র দীপ। ২ ছোট দ্বীপ, ক্ষুদ্র দীপ। (বহুবচনে) **পরিত্তদীপা**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমূহ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **দ্বিসহস্‌সা পরিত্তদীপা**—দুই সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। (বিপ) **মহাদীপ**। ⟹ **দীপ**(২), **পরিত্ত** (১)।

পরিত্তপচ্চুপট্‌ঠান = **ইত্তরজচ্চ**। ⟹ **ইত্তরজচ্চ**।

পরিত্তপঞ্‌ঞ (বিণ) অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, সামান্য জ্ঞানী, মূর্খ, নগণ্য জ্ঞানসম্পন্ন, ক্ষুদ্র বা স্বল্প মতির, সামান্য জ্ঞানের, তুচ্ছ জ্ঞানের, অল্প জ্ঞানী। = **নিহীন পঞ্‌ঞ**, **অপ্পপঞ্‌ঞ**। ⟹ **পরিত্ত** (১)।

পরিত্তপুঞ্‌ঞ (ক্লী) অল্প পুণ্য, সামান্য পুণ্য, ক্ষুদ্র পুণ্য, সাধারণ পুণ্য। (বিণ) অল্প পুণ্যযুক্ত, সামান্য পুণ্যের, সাধারণ পুণ্য হয় এমন। ⟹ **পুঞ্‌ঞ**।

পরিত্তভূমক (বিণ) আশ্রিত, আশ্রয় স্থানে আছে এমন, নীচস্তরে বা শ্রেণীতে আছে এমন। ⟹ **ভূমক** (৩)।

পরিত্তবাত (পুং) সামান্য বাতাস, মৃদুমন্দ বায়ু, অল্প বাতাস। ⟹ **বাত**।

পরিত্ত বালিকা (স্ত্রী) রক্ষা কবচ সদৃশ (মস্তকোপরি রক্ষিত) বালুকা। ⟹ **বালিকা**।

পরিত্তসুত্ত (ক্লী) পরিত্রাণ পাঠ করা সুতা, পরিত্রাণ মন্ত্র পাঠ করা সূত্র, রক্ষা মন্ত্র, পড়া সুতা, পরিত্রাণে পূত সুতা।

পরিত্তা (স্ত্রী) = **পরিত্ত**। ⟹ **পরিত্ত** (২)।

পরিত্তাণ (ক্লী) পরিত্রাণ, রক্ষা, উদ্ধার, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষক, রক্ষাকারী বস্তু বা ব্যক্তি, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষার ব্যবস্থা, আশ্রয় স্থান, রক্ষার স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়, নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, রক্ষা পরোয়ানা, অভয়পত্র, ছাড়চিঠি, দস্তক, শরণ, ত্রাণ, রক্ষাস্থান। (দীঘনিকায়) **সর পরিত্তাণ**।

পরিত্তাণ কিতিকা (স্ত্রী) রক্ষার শৃঙ্খলা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

পরিত্তাভ ১ সীমাবদ্ধ দীপ্তি, সীমিত জ্যোতি, সসীম প্রভা। (বিপ) **অপ্পমাণাভ**। ⟹ **পরিত্ত** (১)। ২ ষোল প্রকার রূপ ব্রহ্মভূমির মধ্যে একটি স্তর বা অবস্থার নামবিশেষ।

পরিত্তায়ক (বিণ) পরিত্রাণকারী, রক্ষাকারী, উদ্ধারকারী, আশ্রয়দাতা, পালনকারী, মুক্তি প্রদানকারী, মুক্তিদাতা, অভয় প্রদানকারী, অভয়দাতা, (বিপদাদি হইতে) দূরে রাখিয়া রক্ষাকারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অঙ্গার-বস্‌সং পরিত্তায়ক খেরো**।

পরিত্তায়িকা (স্ত্রী) তায়িতা। ⟹ তায়িতা।

পরিত্তাসিন (বিণ) ভয়জনক, শঙ্কাজনক, ত্রাসজনক, ভয়ানক, ভীষণ।

পরিত্তিকা (স্ত্রী) = **পরিত্তক**। ⟹ **পরিত্তক**।

পরিত্তোদক (বিণ) = **অপ্পোদক**। ⟹ **অপ্পোদক**।

পরিদণ্ড (বিণ) "চারিদিকে লাঠি আছে এরূপ" অর্থাৎ দণ্ড পরিবেষ্টিত, দণ্ড দ্বারা বলয়িত। (বি-ভা) **সপরিদণ্ডা ইত্থি**—লাঠির দ্বারা রক্ষিতা বা শাসিতা স্ত্রীলোক, দণ্ড বা শাস্তির অধীন স্ত্রীলোক (ইহা মধ্যম নিকায়ের বিশেষ বর্ণনায় উল্লেখিত দশ প্রকার স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন)।

পরিদমন (ক্লী) শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শক্তি, আদেশ করিবার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, প্রতিপত্তি, শাসনকরণ, পালন করণ, পোষণ, বশীভূত করণ, বিনীতকরণ, শান্তকরণ, নিস্তেজকরণ, নিষ্প্রভকরণ, নীরসকরণ, বিস্বাদকরণ।

পরিদমেতি (ক্রি) [পরি+দমতি] দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, গৃহপালিত করা, পোষ মানানো, সভ্য করা, শান্ত করা, বিনীত করা, বশে রাখা, বশীভূত করা।

পরিদহতি (ক্রি) [পরি+√দহ+অ] পরিধান করা, চতুর্দিকে আচ্ছাদিত করা, বিন্যাস করা, প্রস্তুত করা, রন্ধন করা, সজ্জিত করা বা হওয়া, (ক্ষত) পরিষ্কার করা, গাছ বা ঝোপ ছাঁটিয়া দেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা বা হওয়া, বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা, বস্ত্র দেওয়া, ভূষিত করা, আবৃত করা। (অতীত) **পরিদহি**। (অ-বিণ) **পরিদহিত**। (ভবিষ্যতে) **পরিদহেস্‌সতি**, (পরিধস্‌সতি, পরিবস্‌সতি শব্দের পরিবর্তে) **পরিদহিস্‌সতি** শব্দের পাঠও দৃষ্ট হয়; (পেতবত্থু অর্থকথা) **বথানি পরিদহিস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **পরিদহিত্বা**, **পরিদয্‌হ** = **নিবাসেত্বা**; (তুলনীয়) **পারুপিত্বা**। (করণে) **পরিদহাপেতি**।

পরিদহন (ক্লী) পরিধানকরণ, বস্ত্রদ্বারা আবৃত বা সজ্জিত করণ, বস্ত্র পরিধান।

পরিদহাপেতি (ক্রি) বস্ত্র পরিধানের কারণ হওয়া, বস্ত্র পরিধান করানো। = **আচ্ছাদেতি**। ⟹ **পরিদহতি**।

পরিদহিত (বিণ) সজ্জিত, বস্ত্র পরিহিত, বস্ত্র পরিধান করিয়াছে এমন। ⟹ **পরিদহতি**।

পরিদীপক (বিণ) অর্থ প্রকাশক, ব্যাখ্যামূলক, আলোকপ্রদ, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিত, অলঙ্কৃত, অক্ষরপ্রভৃতিতে সজ্জিত, আলোকপ্রদানকারী, উদাহরণ প্রদর্শী, ব্যাখ্যাকারী।

পরিদীপন (ক্লী) অর্থ, ব্যাখ্যা, কৈফিয়ত, ব্যাখ্যাকরণ, বিস্তৃত বর্ণনাকরণ, স্পষ্ট করণ, বিশদীকরণ, উদাহরণ, চিত্র, আলোকিত করণ, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিতকরণ, অলঙ্কৃত অক্ষর প্রভৃতিতে সজ্জিতকরণ।

পরিদীপনা (স্ত্রী) বিশদীকরণ, ব্যাখ্যা। = **পরিদীপন**।

পরিদীপিত (বিণ) ১ দগ্ধীভূত, আগুনে পোড়া, দগ্ধ, অগ্নি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রজ্বলিত। = **পুনপ্পুনং আদীপিত তাষ পরিদীপিত** (থেরগাথা অর্থকথা)। ২ ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে এমন, বর্ণিত, স্পষ্টকৃত, প্রকাশিত, আলোকিত, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিত, অলঙ্কৃত, অক্ষর প্রভৃতিতে সজ্জিত। ⟹ **পরিদীপেতি**।

পরিদীপেতি (ক্রি) [পরি+√দীপ+এ] আলোকিত করা, আলো দেওয়া, রঞ্জিত অক্ষরাদি দ্বারা সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত অক্ষর প্রভৃতিতে সজ্জিত করা, উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করা, চিত্রিত করা, উজ্জ্বল করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, পরিষ্কৃত করা, সুন্দর করা, স্পষ্ট করা, পরিস্ফুট করা, সুস্পষ্ট করা, জাজ্বল্যমান করা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করা, সুনিশ্চিত করা, স্বচ্ছ করা, বিশুদ্ধ করা, সহজে বোধগম্য করা, নির্দোষ করা, পূর্ণ করা, অবিব্রত করা। (অতীত) **পরিদীপেসি**। (অ-বিণ) **পরিদীপিত**। (ব-বিণ) **পরিদীপেন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিদীপেত্বা**।

পরিদূসেতি (ক্রি) [পরি+√দূস+এ] সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা, একেবারে বিগড়াইয়া দেওয়া, সম্পূর্ণরূপে পণ্ড করা বা খারাপ করা, একেবারে কাড়িয়া লওয়া, সম্পূর্ণরূপে লুঠ করা, লুণ্ঠন করা, নাশ করা, ধ্বংস করা, উচ্ছেদ করা, অপরিষ্কার করা, কলুষিত করা, বিকৃত করা, পচাইয়া ফেলা, পচিয়া যাওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, নষ্ট করা, উৎকোচ প্রদান করা, ভ্রমপূর্ণ করা। (অতীত) **পরিদূসেসি**। (অ-বিণ) **পরিদূসিত**। (ক্রি-বি) **পরিদূসেত্বা**।

পরিদেব (পুং) পরিদেবন, পরিদেবনা, খেদোক্তি, অনুতাপ, বিলাপ, দুঃখ প্রকাশ, ক্রন্দন, ক্রন্দনধ্বনি। সমার্থবাচক শব্দ:--**আদেব পরিদেব, আদেবনা পরিদেবনা, আদেবিতত্তং পরিদেবিতত্তং**। (প্রায়ই যৌগিকে) **সোক পরিদেব** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **সোকং নিস্সিত-লালপ্পন-লক্খণো পরিদেব**। ⟹ **জরামরণ**।

পরিদেবতি (ক্রি) [পরি+√দেব+অ] বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, ক্রন্দন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা। (দীর্ঘনিকায়) **মা সোচিত্থ মা পরিদেবিত্থ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোচতি পরিদেবতি**। (অতীত) **পরিদেবি**। (অ-বিণ) **পরিদেবিত**। (ব-বিণ) **পরিদেবন্ত, পরিদেবমান, পরিদেবযমান, পরিদেবনিয, পরিদেবনেয্য**। (ক্রি-বি) **পরিদেবিত্বা** = **আদেবনেয্য**।

পরিদেবনা (স্ত্রী) = **পরিদেব**। ⟹ **পরিদেব**। = **বাচা বিপ্পলাপ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পরিদেবন্তিকা (স্ত্রী) উচ্চ শব্দকারী বা বিলাপকারী একজাতীয় পক্ষীবিশেষ (হাঁড়িকুঁড়ি পক্ষী?)। = **পরিবদন্তিকা**।

পরিদেবযাতি (ক্রি) = **পরিদেবতি**। ⟹ **পরিদেবতি**।

পরিদেবিত (বিণ) বিলাপ করিয়াছে এমন, শোক করিয়াছে এমন, ক্রন্দিত, ক্রন্দনরত, শোকসন্তপ্ত। = **রুন্দিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কন্দিত পরিদেবিত লালপ্পিত মুখ**। ⟹ **পরিদেবতি**।

পরিদেবিতত্ত (ক্লী) বিলাপ, অনুতাপ, শোক, দুঃখপ্রকাশ, ক্রন্দন। = **পরিদেব**।

পরিদ্দব = **পরিদেব**। চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন। ⟹ **পরিদেব**।

পরিধংসক (বিণ) ধ্বংসকারী, বিনাশকারী, প্রাণনাশক, সাংঘাতিক, যে ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে কথা বলে, ধ্বংসাত্মক, অনিষ্টকর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিধংসক বচন**—ধ্বংসাত্মক কথা, কলঙ্কারোপণ, অপবাদজনক কথা, কলঙ্কজনক কথা।

পরিধংসতি (ক্রি) বিযুক্ত হওয়া, বঞ্চিত হওয়া, খোয়ানো, হারানো, নষ্ট করা, অপব্যয় করা, হারাইয়া ফেলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা, অপব্যয়গ্রস্ত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; অকৃতকার্য হওয়া, ধ্বংস পরিণত হওয়া। = **পরিপততি, পরিহাযতি**। (করণে) **পরিধংসেতি**।

পরিধংসেতি (ক্রি) = **পরিধংসতি**। ⟹ **পরিধংসতি**।

পরিধস্সতি (ক্রি) = **পরিধংসতি**। ⟹ **পরিধংসতি**।

পরিধাবতি (ক্রি) [পরি+√ধাব+অ] এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করা অথবা ছুটাছুটি করা। (জাতক) **আধাবতি পরিধাবতি**। (অতীত) **পরিধাবি**। (অ-বিণ) **পরিধাবিত**। (ক্রি-বি) **পরিধাবিত্বা**।

পরিধোত (বিণ) ধৌত, পরিষ্কৃত, ধোয়া, শাণিত, মার্জিত, শুভ্র, ক্ষালিত, শোধিত। ⟹ **পরিধোবতি**।

পরিধোবতি (ক্রি) [পরি+√ধোব+অ] চারিদিকে ধৌত করা, ধোয়া, কাচা, ধৌত করা বা হওয়া, প্লাবিত করা, স্নান করা, পরিষ্কার করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা, পবিত্র করা, বিশুদ্ধ করা। (অতীত) **পরিধোবি**। (অ-বিণ) **পরিধোত**।

পরিনাযক = **পরিণাযক**। ⟹ **পরিণাযক**।

পরিনাযক রতন = **পরিণাযক রতন**। ⟹ **পরিণাযক রতন**।

পরিনাযিকা = **পরিণাযিকা**। ⟹ **পরিণাযিকা**।

পরিনিট্ঠান (ক্লী) ১ প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সমাপন, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল। ২ সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য।

পরিনিট্ঠাপেতি (ক্রি) [পরি+নি+√ঠা+আপে] শেষ করিয়া আনা, সমাপ্তিতে আসা, চরমফল প্রাপ্ত হওয়া, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, সম্পাদন করা, শেষ করা, সফল

করা। (অতীত) **পরিনিট্‌ঠাপেসি**। (অ-বিণ) **পরিনিট্‌ঠাপিত**। (ক্রি-বি) **পরিনিট্‌ঠাপেত্বা**।

পরিনিট্‌ঠিত্ত (বিণ) সম্পাদিত, সমাপ্ত, সমাপিত, সফলকৃত।

পরিনিন্ন (বিণ) গভীরভাবে খনিত, বসা, কোটরগত, কোটরাগত।

পরিনিপ্ফন্ন (বিণ) পূর্ব হইতে নির্ধারিত। (কথাবত্থু) **পরিনিপ্ফন্ন নিব্বান**।

পরিনিব্বাতি (ক্রি) [পরি+নি+√বা+অ] পুনর্জন্মের হেতু রহিত হইয়া দেহান্ত ঘটা অথবা মৃত্যু হওয়া। = **পরিনিব্বাযতি**। (অতীত) **পরিনিব্বাযি**। (অ-বিণ) **পরিনিব্বুত্ত**। (ক্রি-বি) **পরিনিব্বাযিত্বা**।

পরিনিব্বান (ক্লী) পরিনির্বাণ, মহা পরিনির্বাণ, চরম নির্বাপণ বা নির্বাণ, যে মৃত্যুতে পনুর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। = **অনুপাদিসেস নিব্বানধাতু**। (বিপ) **সমনুতিমরণ**। ⟹ **অনুপাদিসেস নিব্বান**। পরিনির্বাণ দুই অর্থে হয়, যথা—১ "**অনুপাদিসেস পরিনিব্বান**" অথবা "**নিরূপাদিসেস পরিনিব্বান**, ২ **স-উপাদিসেস পরিনিব্বান**। ১ "**অনুপাদিসেস পরিনিব্বান**" অথবা "নিরূপাদিসেস পরিনিব্বান" :—স্কন্ধরূপ জীবনের সম্পূর্ণ নির্বাপণ অর্থাৎ এতাদৃশ পঞ্চস্কন্ধ ধারণরূপ জীবনের এবং পুনর্বার পঞ্চস্কন্ধ ধারণরূপ পুনর্জন্মের সম্ভাবিত বিষয়ের বা সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অবসান, পুনর্জন্মজনিত দুঃখ এবং পুনর্জন্ম হইতে চরম মুক্তি, অর্হতগণের (পরমায়ু অবসানে) মৃত্যু বা জীবনাবসান। ইহাকে "**অনুপাদিসেস পরিনিব্বান**" অথবা "**নিরূপাদিসেস পরিনিব্বান**" বলা হয়। (দীর্ঘনিকায়) **মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত**--বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ-সম্বন্ধে বর্ণিত "মহাপরিনির্বাণ সূত্র" নামক একটি সূত্র। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিনিব্বান সমযে; পরিনিব্বান ধম্ম** (তুলনীয়—"**অপাযিক ধম্ম, নেরযিক ধম্ম**")। (মহাবস্তু) **পরিনিব্বান মঞ্চম্‌হি নিপন্ন**। ২ **স-উপাদিসেস পরিনিব্বান**:—জীবনের প্রতি বা ভোগের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি হইতে মুক্তি, চরম মৃত্যুর বা মুক্তির নিশ্চয়তার সহিত (ইহজীবনে) স্বাধীনতা, আত্ম-প্রশান্তিরূপ পূর্ণাঙ্গ সুখ বা মনের স্থিরতা (শান্তি)। ইহাতে "**স-উপাদিসেস পরিনিববান**" বলা হয়। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**স-উপাদিসেস পরিনিব্বান**" এবং "অনুপাদিসেস পরিনিব্বান" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—"**অবহত্ত-পত্তিতো পট্‌ঠায কিলেস-বট্টস্‌স খেপিতত্তা স-উপাদি-সেসেন, চরিম-চিত্ত-নিরোধেন খন্ধ-বট্টস্‌স খেপিতত্তা অনুপাদি-সেসেন চা'তি দ্বীহি পি পরিনিব্বানেহি পরিনিব্বুতা, অনুপাদানো বিয পদীপো অপণ্ণত্তিক-ভাবং গতা**। (সূত্রনিপাত) **পরিনিব্বানগত বিতিণ্ণ-কঙ্খো**। (বিমানবত্থু) **পরিনিব্বানগত সীতিভূত**। জীবদ্দশায় এতাদৃশ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার অবস্থায়ও "**অনুপাদা পরিনিব্বান**" এর মনস্কার প্রাপ্ত হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতিভূত** ইত্যাদি "**পরিনিব্বান**"। (ধর্মপদ) **পরিনিব্বান খীণাসব**।

পরিনিব্বানগত (বিণ) পরিনির্বাণ গত, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, পরিনির্বাণে গিয়াছেন এমন, যেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না সেই অবস্থা প্রাপ্ত অথবা অবস্থায় গত, যদ্দ্বারা পুনর্জন্ম রহিত হয় সেই চরম বা পরম বিষয় প্রাপ্ত। ⟹ **গত** (২)।

পরিনিব্বানিক (বিণ, পুং) যিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি পূর্ণাঙ্গ নির্বাপণে সীমিত হইয়াছেন, পরিনির্বাপিত, যিনি মৃত্যু পর দেহত্যাগে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। (দীর্ঘনিকায়) **ওপসমিক পরিনিব্বানিক**।

পরিনিব্বাপন (ক্লী) সম্পূর্ণ নির্বাপণ, পূর্ণাঙ্গ শীতলতা, শান্তভাব, প্রশান্তি, নির্বাপণ, নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রিতকরণ, দমিতকরণ, দমন, বশীভূত অবস্থা, উপশম, শিক্ষাপ্রাপ্ত অবস্থা, বিনীত ভাব। (পটিসম্ভিদামার্গ) **অত্ত-দমথ, অত্ত-সমথ, অত্ত-পরিনিব্বাপন**।

পরিনিব্বাপেতর (বিণ, পুং) যিনি (সর্বাসক্তির উপশমে) শান্ত হন, যিনি (সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্তিতে) সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন, শিক্ষাদাতা, শিক্ষক, যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে অথবা ব্যায়ামবীরদের শিক্ষা দেয়, যিনি প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (মধ্যম নিকায়) **দমেতর সমেতর পরিনিব্বাপেতর**।

পরিনিব্বাপেতি (ক্রি) [পরি+নিব্বাপেতি] পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া, সম্পূর্ণ শীতলতায় আসা, সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া অথবা দমিত হওয়া, বন্ধন মোচন হওয়া, স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া, মনে আবেগজনিত তীব্র আকাঙ্ক্ষার উপশম প্রাপ্ত হওয়া, প্রশান্তি লাভ করা, উপশম প্রাপ্ত হওয়া, নিবৃত্তিমূলক নির্বাণের দিকে পরিচালিত হওয়া, আত্মদমন অভ্যাস করা, তীব্র আকাঙ্ক্ষামূলক উত্তেজনা নির্বাপিত হওয়া, "**রাগ-দোস-মোহ**" রূপ অগ্নিকে নির্বাপিত করা। = **সমেতি, দমেতি**; (তুলনীয়) **দমথ, সমথ, পরিনিব্বাপন**। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **অত্তানং দমেতি সমেতি পরিনিব্বাপেতি**। ⟹ **পরিনিব্বাযতি**। (অতীত) **পরিনিব্বাপেসি**। (অ-বিণ) **পরিনিব্বাপিত, পরিনিব্বুত**। (ভবিষ্যতে) **পরিনিব্বাপেস্‌সতি**।

পরিনিব্বাযতি (ক্রি) ১ পূর্ণ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া, শেষ হওয়া, সম্পন্ন হওয়া, সমাধা হওয়া, পূর্ণাঙ্গ হওয়া, নির্দোষ হওয়া, নিষ্কলঙ্ক হওয়া, বিশুদ্ধ চরিত্র হওয়া, সর্বগুণান্বিত হওয়া, নির্ভুল হওয়া, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ হওয়া, গত হওয়া, সমাপিকা হওয়া, সমাপ্ত হওয়া, যে কোনো কাজে বা বিদ্যায় অর্থাৎ

শিক্ষিত ঘোড়া-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হওয়া। ২ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া, পুনর্জন্মে হেতুহীন হইয়া মৃত্যু হওয়া, অস্তিত্বের বা পুনর্জন্মের সম্পূর্ণ নির্বাপণে পৌছা।(বিনয়) **তথাগতা পরিনিব্বাযন্তি**। (অতীতে) **পরিনিব্বাযি**। (সপ্তমী) **পরিনিব্বাযেয্যং** (সংযুক্ত নিকায়)। (ভবিষ্যতে) **পরিনিব্বাযিস্সামি** (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বাযতি**। ৩ জীবনের সর্বপ্রকার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হওয়া।(সংযুক্ত নিকায়) **দিট্ঠেব ধম্মে পরিনিব্বাযতি; স-উপাদানো দেবানং ইন্দো ন পরিনিব্বাযতি**। (বিনয়) **পরিনিব্বাতি অনাসবো**। (থেরগাথায় ভবিষ্যৎকালে) **পরিনিব্বিস্সতি অনাসবো**। (অঙ্গুত্তর নিকায় অতীত কালে) **পরিনিব্বিংসু অনাসবা**। (বর্তমানকাল বহুবচনে) **পরিনিব্বন্তি**; (ধর্মপদ) **পরিনিব্বন্তি অনাসবা**; (বিভঙ্গ) **সব্বাসবে পরিঞ্ঞায পরিনিব্বন্তি অনাসবা**। (সদ্ধম্মোপাযন) **পরিনিব্বন্তি মহোঘেন এব অগ্গিনো**। (অ-বিণ) **পরিনিব্বুত**। (করণে) **পরিনিব্বাপেতি**।

পরিনিব্বাযন (ক্লী) তিরোধান, দেহত্যাগ, মৃত্যু, পুনর্জন্মরহিত অবস্থা, পরিনির্বাণে গমন, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে নির্বাপণ অবস্থা। ⟹ **পরিনিব্বাযিন**।

পরিনিব্বাযিন (বিণ,পুং) যিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন অথবা পরিনির্বাপিত হন। সাধারণত এই শব্দটির দুই প্রকার অর্থ হয়, যথা—ক. **স-উপাদিসেস পরিনিব্বান**, খ. **অনুপাদিসেস পরিনিব্বান**; (ক) উপাদি বা পঞ্চস্কন্ধ বর্তমান থাকিতে লোভ-দ্বেষ-মোহাদি ক্লেশের নিরোধে যে পরিনির্বাণ—তাকে বলে স-উপাদিসেস পরিনির্বাণ আর (খ) ক্লেশও সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ এবং পঞ্চস্কন্ধও নিঃশেষে নিরুদ্ধ হলে যে পরিনির্বাণ—তাকে বলে অনুপাদি শেষ পরিনির্বাণ। যথাক্রমে বোধিবৃক্ষ তলে যে নির্বাণ, তা স-উপাদিসেস পরিনির্বাণ। কুশী নগরে শাল বৃক্ষ তলে যে নির্বাণ তা অনুপাদিসেস পরিনির্বাণ। আবার ইহাদের পার্থক্য বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়:-- ক। **সসঙ্খার পরিনিব্বান**, খ। **অনসঙ্খার পরিনিব্বান**। আবার এই দুইটিকে অর্থাৎ এই "**পরিনিব্বাযিন**" অথবা এই পুনর্জন্মরহিত অবস্থাকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যেমন— **অন্তরা পরিনিব্বাযিন, উপহচ্চ পরিনিব্বাযিন, সসঙ্খার পরিনিব্বাযিন, উদ্ধংসোত, অকনিট্ঠগামিন**। অতএব "**পরিনিব্বাযিন**" অথবা "**স-উপাদিসেস পরিনিব্বাযিন**" অর্থে অর্হতকেই বুঝায়। ইহার আরও দুইটি যৌগিক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন—১ **তত্থ পরিনিব্বাযিন**, এই শব্দটি প্রায়ই "**ওপপাতিক**" (অর্থাৎ উপরিস্থ দেবলোকে উপপাতিক জন্মের সাধারণ কারণ) শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যথা—**তত্থ ওপপাতিক পরিনিব্বাযিন**। ইহাও নিয়ত একরূপে "**অনাবত্তি ধম্ম**" শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে (দীর্ঘনিকায়)। ২ **অন্তর পরিনিব্বাযিন**—যিনি দেহত্যাগের পর কোনো নির্দিষ্ট ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা অনাগামীকেই বুঝায়, কারণ অনাগামী পুদগল (ব্যক্তি) দেহত্যাগের পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়—**আযুবেমজ্ঝস্স অন্তরা যেব পরিনিব্বাযনতো অন্তর পরিনিব্বাযিন**।

পরিনিব্বাযী (বিণ) যিনি চরম মুক্তি লাভ করিয়াছেন, যিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। = **পরিনিব্বাযিন**।

পরিনিব্বুত (বিণ) পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, নিবৃত্তি প্রাপ্ত, "**রাগ-দোস-মোহ**" উপশমপ্রাপ্ত, উপশান্ত, সম্পূর্ণরূপে শান্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, বিশ্রান্ত, বিশ্রামপ্রাপ্ত।"**পরিনিব্বান**" শব্দের অর্থের ন্যায় ইহারও দুই ধারায় অর্থ হয়, যেমন--১। পরিনির্বাপিত, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, গত, পুনর্জন্মের কোনোরূপ হেতু অবশিষ্ট না রাখিয়া তিরোহিত বা নির্বাপিত, সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত, (পুনর্জন্ম এবং দেহান্তর প্রাপ্তি হইতে) চূড়ান্তরূপে মুক্ত, সম্পূর্ণরূপে উপশম প্রাপ্ত। এই শব্দটি বুদ্ধ বা তথাগত, অর্হতগণের এবং থেরগণের (যাঁহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতায় পুনর্বার অস্তিত্বের বা পুনর্জন্মের বীজ বিনষ্ট করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ অনাগামী) জন্য প্রযুক্ত হয়। গৌতমবুদ্ধের-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—(বিনয়) **অতিকখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বুত; বস্সসত পরিনিব্বুতে ভগবতি**। (দীর্ঘনিকায়) **অচির পরিনিব্বুতে ভগবতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **তথাগতো পরিনিব্বুতো; পরিনিব্বুতে তথাগতে**। (বিমানবত্থু) **পরিনিব্বুতে গোতমে = অনুপাদিসে সায নিব্বান-ধাতুযা পরিনিব্বুতো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্থরি পরিনিব্বুতে; ভগবতি পরিনিব্বুতে**। অন্যান্য-সম্বন্ধে:—(সংযুক্ত নিকায়) **গোধিক পরিনিব্বুতে; বক্কলি পরিনিব্বুতে; পুণ্ণ পরিনিব্বুতে**।(সূত্রনিপাত) **থের পরিনিব্বুতে**।(মিলিন্দ প্রশ্ন) **অরহন্ত পরিনিব্বুতে**। ২ মুক্ত, উদ্ধার হইয়াছে এমন, (পার্থিব বন্ধন হইতে) সম্পূর্ণ মুক্ত, স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, প্রশান্ত, শান্তিপ্রাপ্ত, উৎপাত নিবৃত্ত, বিশ্রান্ত, সন্ধি হইয়াছে এমন, যুদ্ধনিবৃত্ত হইয়াছে এমন, মিল বা মিলন হইয়াছে এমন, পূর্ণতা প্রাপ্ত, আধ্যাত্মিকভাবে মুক্ত, আত্মিক বা পরমার্থিক-ভাবে মুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিনিব্বুতো তিণ্ণো লোকে বিসত্তিকং; অহেঠযানো পরিনিব্বুতো; পরিনিব্বুত কঙ্খতি কালং**।(সূত্রনিপাত) **পরিনিব্বুত ঠিতত্ত; পরিনিব্বুতো উদকে-রহদো ব সীতো**।(উদান) **রাগ-দোস-মোহকখযা পরিনিব্বুতো**।(মিলিন্দপ্রশ্ন)

পরিনিব্বুতত্ত। (বিনয়) সীতিভূত পরিনিব্বুত। (সংযুক্ত নিকায়) নিচ্ছাত পরিনিব্বুত। এসনানং খযা পরিনিব্বুত, আসবানং খযা পরিনিব্বুত। ৩ (বিণ) শান্ত, উত্তমরূপে শিক্ষিত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত, গৃহপ্রিয় বা পোষা (ঘোড়া-সম্বন্ধে—মধ্যম নিকায়)। ⟹ পরিনিব্বাযতি, পরিনিব্বাপেতি।

পরিনিম্মিত = পরনিম্মিত। ⟹ পরনিম্মিত।

পরিপক্ক (বিণ) ১ পরিপক্ব, উত্তমরূপে পাকা, বহুদর্শী, সম্পূর্ণরূপে পক্ব, পাকা, পরিণত, সম্পন্ন, ব্যবহারোপযোগী, উদ্যত, পাকানো হইয়াছে এমন, উত্তমরূপে পাকা হইয়াছে অথবা পরিপক্ব করা হইয়াছে এমন, পূর্ণ অবস্থায় আনা হইয়াছে বা আসিয়াছে এমন, বিকাশপ্রাপ্ত, উন্নত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২ অতিপক্ব, পচা। ⟹ পরিপচ্চতি।

পরিপক্কত (বিণ) চারিদিকে ছড়ানো, চতুর্দিকে চলিয়া গিয়াছে এমন, চতুর্দিকে বিতাড়িত (থেরীগাথা)। কিন্তু এই পাঠটি সন্দেহযুক্ত। ⟹ পরিপক্কিরতি। অথবা এই শব্দের অর্থ কি "পরিপক্ক" শব্দ হইতে "পরিপক্ব করিয়া" হইবে?

পরিপক্কিরতি (ক্রি) [পরি+পক্কিরতি] চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া। (অ-বিণ) পরিপক্কত।

পরিপচ্চতি (ক্রি) [পরি+পচ্চতি] ১ পক্ব হওয়া, পাকিয়া যাওয়া। ২ (ক্ষত-সম্বন্ধে) আরোগ্য করা, দমন করা, সুস্থ হওয়া, নিবারণ করা। (অ-বিণ) পরিপক্ক।

পরিপচ্চন (ক্লী) ১ পাকানো বা পক্বকরণ। ২ (ক্ষত-সম্বন্ধে) আরোগ্যতা, নিবারণ, সুস্থতা।

পরিপজ্জতি (ক্রি) পতিত হওয়া, নিমগ্ন হওয়া, অধঃপতিত হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া। (অতীত) পরিপজ্জি। (অ-বিণ) পরিপন্ন, পলিপন্ন।

পরিপঞ্হতি (ক্রি) প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা।

পরিপটতি (ক্রি) ধ্বংসে হইয়া যাওয়া, উচ্ছেদ হইয়া যাওয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া যাওয়া, বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া, নাশ হইয়া যাওয়া, দরিদ্র হইয়া যাওয়া, পতন হইয়া আসা, পতন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, নিঃস্ব হইয়া আসা। (বিপ) সম্ভবতি। (যৌগিকে) পরিপটতি পরিধংসতি। ⟹ পরিপততি।

পরিপততি (ক্রি) [পরি+√পত+অ] পতিত হওয়া, (কিছু হইতে) খসিয়া পড়া। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) ভূমিযং পরিপততি। ⟹ পরিপটতি। (অতীত) পরিপতি। (অ-বিণ) পরিপতিত। (করণে) পরিপাতেতি।

পরিপন্থ (পুং) ১ "গোলাকার পথ," প্রান্ত, ধার, অস্ত্রের ধার, তীক্ষ্ণতা, কিনারা, সীমান্তভূমি, পাড়, প্রান্তবর্তী সরু রেখা। (মধ্যম নিকায়) পরিপন্থে। ২ বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, পরিপন্থ, প্রতিবন্ধক, বিপদ, অনিষ্ট। এই শব্দটি সাধারণত দুর্দৈব বা দুর্ঘটনা সম্বন্ধীয় বিপদ বর্ণনায় অথবা বন পথের খারাপ অবস্থা সম্বন্ধীয় বিপদ বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। (জাতকে বহুবচনে) পরিপন্থযো = কিলেস পরিপন্থা (জাতক অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) মগ্গ পরিপন্থ। মিগানং পরিপন্থ—মৃগগণের (অনিষ্ট) হইতে শস্য সমূহের বিপদ (জাতক)। ⟹ পলিপথ।

পরিপন্থিক (বিণ) বাধাজনক, বিঘ্নজনক, পরিপন্থী, শত্রুভাবযুক্ত, বিপক্ষীয়, প্রতিকূল, প্রতিরোধক, বিরোধী, বিরুদ্ধ, আপত্তিকর, বাধা প্রদান করে এমন, বিঘ্ন ঘটায় এমন।

পরিপন্থে— (রাস্তার পার্শ্বে) ওঁত পাতিয়া অবস্থান, পথের ধারে লুক্কায়িত সৈন্যগণ। ⟹ পরিপন্থ (১)।

পরিপন্ন = পলিপন্ন। ⟹ পলিপন্ন।

পরিপলবতি (ক্রি) = পিলবতি। ⟹ পিলবতি।

পরিপলেতি (ক্রি) চারিদিকে পাহারা দেওয়া, চতুর্দিকে মনোযোগ পূর্বক দেখা অথবা সতর্কভাবে দেখা, সাবধানতার সহিত চৌকি দেওয়া।

পরিপাক (পুং) ১ পরিপাক, হজম, পরিণাম, নৈপুণ্য, উত্তম পাক, পক্বতা, শেষাবস্থা, উৎকর্ষ, জীর্ণতা, পরিপক্বতা, পরিণতি, দেয় হইবার সময়, পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, ক্রমবিকাশ, উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা। (উদান) পঞ্চ ধম্মা পরিপাকায সংবত্তন্তি। (বিশুদ্ধি মার্গ) বোধি পরিপাক। (ধর্মপদ অর্থকথা) পরিপাক গতত্ত। ২ অতিপক্বতা, অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়, পচন, অবসন্নতা, অকৃতকার্যতা, পতন, ভগ্ন অবস্থা। (বি-ভা) ইন্দ্রিযানং পরিপাক—মানসিক কার্যক্ষমতার হ্রাস (সূত্রানুসারে "জরা" বা বার্ধক্য অর্থে)।

পরিপাকগতত্ত (ক্লী) পূর্ণতার অবস্থা, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞানের অবস্থা। ⟹ পরিপাক (১)।

পরিপাচন (ক্লী) পাকানো, পরিপক্ব করণ, সুসম্পন্ন করণ, দেওয়ার বস্তু, পরিণত করণ, সম্পূর্ণকরণ, পূর্ণবয়স্ক করণ, উন্নয়ন, ক্রম-বিকাশ, বর্ধন, সম্প্রসারণ, পরিপাক, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা, হজমকরণ।

পরিপাচনিয (বিণ) পরিপক্বতায় আনীত, পরিণতিতে আনীত, দেয় হইবার সময়ে আনীত, পূর্ণতার দিকে চালিত, পরোৎকর্ষের দিকে পথ দেখাইয়া নেয় এমন, গুণের দিকে পরিচালিত, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞানের দিকে অগ্রগামী, পরাকাষ্ঠার দিকে চালিত, প্রকৃষ্ট কৌশলের দিকে পরিচালিত, সম্পাদন করা হইতেছে এমন, সফল করা হইতেছে এমন। (বি-ভা) বিমুত্তি পরিপাচনিযা ধম্মা—স্বাধীনতা

অর্জনের বা বন্ধন মোচনের উপযোগী (পঞ্চ) বিষয় (উদান দ্রষ্টব্য)।

পরিপাচেতি (ক্রি) [পরি+√পচ+এ] পরিপক্বতায় আনা, দেয় হইবার সময় করিয়া আনা, পরিণতিতে আনা, পাকিবার কারণ করা, পাকা, পাকানো, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, বিকাশ করা, প্রকাশ করা, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রচ্ছন্ন ছবি প্রকাশ করা, স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ হওয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা উন্নতি হওয়া, বিকশিত হওয়া। (জাতক) **অত্থং পরিপাচযিত্বা = অত্থং বড্‌ঢেত্বা** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **পরিপাচেসি**। (অ-বিণ) **পরিপাচিত**।

পরিপাতিত (বিণ) আক্রান্ত, বিরুদ্ধে সমালোচনাকৃত, কাজ শুরু হইয়াছে এরূপ, ক্ষয়প্রাপ্ত, পশ্চাদ্ধাবিত, অন্বেষিত, চালিত, দুষ্করতায় আনীত, অসুবিধায় বা জটিল সমস্যায় আনীত। ⟹ **পরিপাতেতি**।

পরিপাতেতি (ক্রি) [পরি+√পত+এ] পাতিত করা, ভূপাতিত করা, কাটিয়া ফেলা, পড়িবার কারণ হওয়া, ধ্বংসে আনা, নাশ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা, আক্রমণ করা, বিরুদ্ধ-সমালোচনা করা, কাজ শুরু করা, ক্ষয় করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, চালানো। ⟹ **পরিপততি**। (অতীত) **পরিপাতেসি**। (অ-বিণ) **পরিপাতিত**। (ক্রি-বি) **পরিপাতেত্বা**।

পরিপালিত (বিণ) পরিপালিত, প্রতিপালিত, রক্ষিত, পোষিত। ⟹ **পরিপালেতি**।

পরিপালেতি (ক্রি) [পরি+√পাল+এ] রক্ষা করা, পালন করা, জাগরিত করা বা জাগ্রত থাকা, অপেক্ষা করা, প্রত্যাশা করিয়া থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাহারা দেওয়া, সতর্কভাবে দেখা, মনোযোগপূর্বক দেখা, সম্মুখে রাখা, নজরে রাখা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি দেওয়া, সাবধান হওয়া। = **রক্‌খতি**। (অতীত) **পরিপালেসি**। (অ-বিণ) **পরিপালিত**। (ক্রি-বি) **পরিপালেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পরিপালিযতি = রক্‌খিতং**।

পরিপীত (বিণ) অতি বা অত্যন্ত প্রিয়, অতিশয় সুহৃদ, খুব মূল্যবান।

পরিপীলিত (বিণ) উৎপীড়িত, পীড়িত, অত্যাচারিত, পীড়া প্রদত্ত, দমিত, ভর্ৎসিত, বিরক্ত, উত্ত্যক্ত, বিতর্কপূর্ণ, অহিতকৃত, অপকারকৃত, ক্ষতি করা হইয়াছে এমন, নষ্টকৃত, বিরক্তকৃত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অগ্‌গি-সন্তাপ পরিলাহ-পরিপীলিত; জিঘচ্ছায পরিপীলিত**। ⟹ **পরিপীলেতি**।

পরিপীলেতি (ক্রি) [পরি+√পীল+এ] উৎপীড়ন করা, পীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা। (অতীত) **পরিপীলেসি**। (অ-বিণ) **পরিপীলিত**।

পরিপুচ্ছক (বিণ) প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এমন, জানিতে চাহে এমন, যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তদন্তকারী, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষক, জিজ্ঞাস্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য, জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত, অনুসন্ধেয়, জিজ্ঞাসু, জানিতে ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসিত, পৃষ্ট, যে বিষয়ে বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এমন।

পরিপুচ্ছকতা (স্ত্রী) জিজ্ঞাসা, জানিবার ইচ্ছা, প্রশ্নকরণ, অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা, (সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে) **"ধম্ম-বিচয-সম্বোজ্‌ঝঙ্গ"**। ⟹ **বোজ্‌ঝঙ্গ**।

পরিপুচ্ছতি (ক্রি) [পরি+√পুচ্ছ+অ] প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা, পরীক্ষা করা, জানিতে চাওয়া। (অতীত) **পরিপুচ্ছি**। (অ-বিণ) **পরিপুচ্ছিত, পরিপুট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **পরিপুচ্ছিত্বা, পরিপুচ্ছিযান**।

পরিপুচ্ছা (স্ত্রী) জিজ্ঞাসা, জানিবার ইচ্ছা, প্রশ্ন, অনুসন্ধান, অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা, সন্দেহ, বাদানুবাদ, অন্বেষণ, আলোচ্য বিষয়, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। (বিনয়) **উদ্দেস পরিপুচ্ছা**। ⟹ **উদ্দেস**।

পরিপুঞ্ছতি (ক্রি) [পরি+পুঞ্ছতি] মুছিয়া ফেলা, পরিষ্কার করা, চোখের জল মুছিয়া ফেলা, মুছিয়া তুলিয়া ফেলা, হাত বুলাইয়া দেওয়া। (বিনয়) **পাণিনা গত্তানি পরিপুঞ্ছতি**।

পরিপুণ্ণ (বিণ) ১ পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ, পরিতৃপ্ত, ব্যাপ্ত, পূর্ণ, পরিণত, পুরাপুরি, পর্যাপ্ত, সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণকৃত, সমাধাকৃত, কার্যে পরিণত, সম্পূর্ণকৃত, সম্পাদিত, সমাপ্তকৃত, সমাপিত, সমাপ্ত, একেবারে, সন্তুষ্টকৃত, নিঃসন্দেহকৃত, পরিশোধিত। (মধ্যম নিকায়) **পরিপুণ্ণ সঙ্কপ্প = পরিগ্‌গহ'ট্‌ঠেন পরিবার'ট্‌ঠেন পরিপূর'ট্‌ঠেন পরিপুণ্ণ** অর্থাৎ উপার্জনের দ্বারা রক্ষার দ্বারা এবং পরিপূরণের দ্বারা পরিপূর্ণ। (সূত্রনিপাত) **পরিপুণ্ণমানিন = সমত্তমানিন** (মহানির্দেশ)। **পরিপুণ্ণ সেখ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিপুণ্ণ বসস**—যাহার বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ দীক্ষাদানের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত; **পরিপুণ্ণ গব্ভ**—পরিপূর্ণ গর্ভ অর্থাৎ প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে এমন; **পরিপুণ্ণ বারিনা**। ২ সম্পূর্ণ অর্থাৎ ত্রুটিহীন, সর্বাঙ্গ সুন্দর বা পূর্ণ, পরিণত মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, পূর্ণাঙ্গ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ চরিত্রের, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপক, সমাপিকা, নীরোগ, সুস্থ, অভ্রান্ত, ঠিক, বলিষ্ঠ, দৃঢ়, নিখুঁত, সম্পূর্ণ, প্রকৃতিস্থ, গভীর, অক্ষত, ভ্রম হইতে মুক্ত, স্বাস্থ্যপ্রদ, সতেজ। (সূত্রনিপাত) **পরিপুণ্ণ কায = লক্‌খণেহি পুণ্ণতায অহীন'ঙ্গ-পচ্চঙ্গতায চ পরিপুণ্ণ সরীরো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **পরিপূরতি**।

পরিপুণ্ণ গব্ভা (স্ত্রী) পরিপূর্ণ গর্ভা (স্ত্রীলোক), যে স্ত্রীলোকের প্রসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ⟹ **পরিপুণ্ণ** (২)।

পরিপুণ্ণ চন্দত্ত (ক্লী) চন্দ্রের পরিপূর্ণত্ব, চন্দ্রের পরিপূর্ণ অবস্থা, চন্দ্রের পরিপূর্ণতা, পূর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের অবস্থা। ⟹ **চন্দত্ত**।

পরিপুণ্ণতা (স্ত্রী) পরিপূর্ণতা, পরিপূর্ণত্ব, সম্পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি, ব্যাপ্তি, সমাপ্তি, পূর্ণতা, পরিপাট্যতা।

পরিপুণ্ণ পঞ্ঞ (বিণ) পরিপূর্ণভাবে প্রজ্ঞাবান, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানী।

পরিপুণ্ণমানিন (বিণ) অভিমানে স্ফীত, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, মানগর্বে গর্বিত। ⟹ **মানিন**।

পরিপুণ্ণ সঙ্কপ্প (বিণ) সংকল্পসিদ্ধ, যাহার অভিপ্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে এমন, যাহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইয়াছে এমন।

পরিপুণ্ণিন্দ্রিয় (বিণ) [পরিপুণ্ণ+ইন্দ্রিয়] যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ পরিপূর্ণ আছে এমন, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল নয় এমন, ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপূর্ণ, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার অক্ষত আছে এমন। ⟹ **অবিকল ইন্দ্রিয়**, **অভিনিন্দ্রিয়**।

পরিপূর (বিণ) পরিপূর্ণ, পূর্ণ, সম্পূর্ণ, পরিণত, পুরাপুরি, পর্যাপ্ত, সর্বাঙ্গ সুন্দর, সমাপ্ত, একেবারে, সম্পাদিত, সিদ্ধ, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, গুণান্বিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত, নির্দোষ, দোষশূন্য, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ চরিত্রের, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপিকা।

পরিপূরক (বিণ) পরিপূরক, যে ব্যক্তি পূর্ণ করে, যে ব্যক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, পরিপূর্ণকারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নিরয পরিপূরক**।

পরিপূরকারিতা (স্ত্রী) সমাপ্তি, পূর্ণাবস্থা, সমাপন।

পরিপূরকারিন (বিণ, পুং) পরিপূর্ণকারী, সম্পাদনকারী, পরিপূর্ণ করে এমন, সমাপ্ত করে এমন, একেবারে করে এমন, সম্পূর্ণ করে এমন, সমাধা করে এমন, কার্যে পরিণত করে এমন, সম্পাদন করে এমন।

পরিপূরকারী (বিণ, পুং) পরিপূর্ণকারী, যে ব্যক্তি সমাপ্ত করে, পূর্ণকারী। = **পরিপূরকারিন**।

পরিপূরণ (ক্লী) পরিপূরণ, অভাবদূরীকরণ, পূর্ণকরণ, সমাপ্তি, পূর্ণতা, কার্যে পরিণতি, সাধন, সিদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, সমাপন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সীল পরিপূরণ**। ⟹ **পরিপূরণ**।

পরিপূরতি (ক্রি) [পরি+√পূর+অ] পূর্ণ হইয়া আসা, সম্পূর্ণ হইয়া আসা, সর্বগুণান্বিত হওয়া, পূর্ণাঙ্গ হওয়া, নির্দোষ হওয়া, নিষ্কলঙ্ক হওয়া, বিশুদ্ধচরিত্র হওয়া, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া, পরিপূর্ণ হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া, পরিণত হওয়া, পুরাপুরি হওয়া, পর্যাপ্ত হওয়া, সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া, পূর্ণ করা বা হওয়া। (জাতক) **দেবলোকো পরিপূরতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সামঞ্ঞং পরিপূরতি**। (অতীত) **পরিপূরি**। (অ-বিণ) **পরিপুণ্ণ**। (ভবিষ্যতে) **পরিপূরিস্সতি**। (ক্রি-বি) **পরিপূরিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পরিপূরযতি**। (করণে) **পরিপূরেতি**।

পরিপূরত্ত (ক্লী) পরিপূর্ণতা, পরিপূর্ণত্ব, সম্পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি, ব্যাপ্তি, সমাপ্তি, পূর্ণতা, সমগ্রতা, পূর্ণিমা, পূর্ণাবস্থা, সমাপন। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিপূরত্ত সমত্ত**।

পরিপূরযতি (ক্রি) পূর্ণ হওয়া, পূর্ণাঙ্গ হওয়া, পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া। ⟹ **পরিপূরতি**।

পরিপূরিত (বিণ) পরিপূরিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পূর্ণ, পুরাপুরি, কানায় কানায় ভরা, পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এমন, পরিতৃপ্ত, তৃপ্ত, ভাণ্ডার পূর্ণ, শূন্যপদ পূরণ করা হইয়াছে এরূপ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ, পরিণত, পর্যাপ্ত, সর্বাঙ্গ সুন্দর। ⟹ **পরিপূরেতি**।

পরিপূরী (স্ত্রী) সমাপ্তি, পূর্ণতা, কার্যে পরিণত, সাধন, সিদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, সমাপন।

পরিপূরেতি (ক্রি) পরিপূর্ণ করা, সমাধা করা, কার্যে পরিণত করা, পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূর্ণ করা, সম্পাদন করা, শেষ করা, সফল করা, অতিমাত্রায় পূর্ণ করা, স্ফীত হওয়া, সংযোগ করা, যোগ দিয়া পূরণ করা, যোগ করা, সংকলন করা, ঠিক দেওয়া, আরও কিছু বলা, বৃদ্ধি করা। ⟹ **পরিপূরতি**। (দীর্ঘনিকায়) **পরিসন্দেতি পরিপূরেতি পরিস্ফরতি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বাযুনা ভস্তং বিয পূরেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দেবকাযং পরিপূরেতি; সামঞ্ঞত্থং পরিপূরেতি**। (অতীত) **পরিপূরেসি**। (অ-বিণ) **পরিপূরিত**। (ব-বিণ) **পরিপূরেন্ত, পরিপূরমান, পরিপূরযন্ত**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লেখং পরিপূরযন্তো**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাগরং পরিপূরযন্তো**। (ভ-বিণ) **পরিপূরেতব্ব**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **এত্তিধম্মো পরিপূরেতব্বো; বস্সসহস্সানি পরিপূরেতব্বো**। (ক্রি-বি) **পরিপূরেত্বা, পরিপূরিত্বা**।

পরিপোথযতি (ক্রি) মারা, আঘাত করা, প্রহার করা, চাবুক মারা, বেত্রাঘাত করা, শরবিদ্ধ করা। (অ-বিণ) **পরিপোথিত**।

পরিপোথিত (বিণ) প্রহৃত, আহত, নিগৃহীত, চাবুক মারিয়াছে এমন, প্রহার করিয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লগুড়েহি পরিপোথিত**। ⟹ **পরিপোথিত**।

পরিপ্ফরতি (ক্রি) ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা। = **সমন্ততো ফুসতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পরিপূরেতি**। (অ-বিণ) **পরিপ্ফুত, পরিপ্ফুট, পরিপ্ফুট্ঠ**।

পরিপ্ফুট (বিণ) পরিস্ফুট, বিকশিত, প্রকাশিত, অনুপ্রবিষ্ট, পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, ভাণ্ডারপূর্ণ, শূন্যপদ পূরণ করা হইয়াছে এরূপ, ব্যাপ্ত। ⟹ **পরিপ্ফরতি**।

পরিপ্ফুট্ঠ = **পরিপ্ফুট**। ⟹ **পরিপ্ফুট**।

পরিপ্ফুত = **পরিপ্ফুট**। ⟹ **পরিপ্ফুট**।

পরিপ্ফোসকং (ক্রি-বিণ) অভিষিক্ত করিবার ন্যায়, চারিদিকে অল্প অল্প (জল) বর্ষণ করিয়া বা (চন্দনসার) ছিটাইয়া। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সিঞ্চিত্বা**।

পরিপ্ফোসিত (বিণ) অভিষিক্ত, চারিদিকে অল্প অল্প (চন্দনসার) করিয়া বর্ষিত, চারিদিকে (জল) ছিটানো হইয়াছে এমন। (জাতক) **চন্দনসার পরিপ্ফোসিত**। ⟹ **পরিপ্ফোসেতি**।

পরিপ্ফোসিত্বা (ক্রি-বি) ⟹ **পরিপ্ফোসেতি**।

পরিপ্ফোসেতি (ক্রি) কিছুর উপর ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া। (অতীত) **পরিপ্ফোসেসি**। (অ-বিণ) **পরিপ্ফোসিত**। (ক্রি-বি) **পরিপ্ফোসিত্বা** = **আসিঞ্চিত্বা**; (বিনয়) **উদকেন পরিপ্ফোসিত্বা**; অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**পরিপ্লোসিত্বা**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিপ্ফোসিত্বা**" পাঠ শুদ্ধ।

পরিপ্লব (বিণ) পরিপ্লব, কম্পমান, চঞ্চল, অস্থির, আকুল, দোলায়মান, ইতস্তত করে এমন, দ্বিধাগ্রস্ত, এদিক ওদিক করে এমন, নিয়মে চলে না এমন, একদিকে ফিরে এমন, বিপথে যায় এমন। = **উপপ্লব**। (পুং) আকুলতা, উপদ্রব।

পরিপ্লবতি (ক্রি) [পরি+√প্লব+অ] কম্পিত হওয়া, এদিকে ফিরা বা ফিরানো, বিপথে যাওয়া, নিয়মে না চলা, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করিতে করিতে অতিক্রম করা। (অতীত) **পরিপ্লবি**। (অ-বিণ) **পরিপ্লবিত, পরিপ্লুত**। (ব-বিণ) **পরিপ্লবন্ত** = **উপপ্লবমান**।

পরিপ্লবন (ক্লী) পরিপ্লবন, পরিব্যাপ্তি, চাঞ্চল্য।

পরিপ্লুত (বিণ) পরিপ্লুত, আপ্লুত, সিক্ত, প্লাবিত, মগ্ন, চঞ্চল, কম্পমান, নিযুক্ত, অভিভূত। = **নিমুগ্গ**। ⟹ **পরিপ্লবতি**।

পরিফন্দতি (ক্রি) [পরি+√ফন্দ+অ] কম্পিত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, স্পন্দিত হওয়া, ধড় ফড় করা, ধুক ধুক করা, একবার এদিকে একবার ওদিকে যাওয়া, ইতস্তত করা, দ্বিধা করা, দোলায়মান হওয়া, দোলা, টলা। = **সণ্ঠাতুং ন সক্কোতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **পরিফন্দি**। (অ-বিণ) **পরিফন্দিত**।

পরিফন্দিত (বিণ) কম্পিত, ইতস্তত করিতে থাকে এমন, উদ্বেগযুক্ত, ভীত, স্পন্দিত। ⟹ **পরিফন্দতি**।

পরিফুল্ল = **ফালিফুল্ল**। ⟹ **ফালিফুল্ল**।

পরিবদ্ধ—এই শব্দটি থেরগাথার অর্থকথায় দৃষ্ট হয় থেরীগাথায় "**পরিপন্থ**" শব্দের পরিবর্তে। = **পরিপন্থ**। ⟹ **পরিপন্থ**।

পরিবাধেতি (ক্রি) [পরি+√বাধ+অ] উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, আক্রমণ করা, বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, কাজ শুরু করা, ক্ষয় করা। = **হিংসতি**।

পরিবাহতি (ক্রি) [পরি+√বাহ্+অ] রক্ষা করা, নিরাপদে রাখা, দূরে সরাইয়া রাখা, তুলিয়া রাখা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, বাধা দেওয়া, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা। (অতীত) **পরিবাহি**। (ক্রি-বি) **পরিবাহিত্বা, পরিবাহিয, পরিবাহিরে**।

পরিবাহির (বিণ) বাহ্য, বাহ্যিক, বিদেশীয়, অপ্রাসঙ্গিক, দলবহির্ভূত, বিরুদ্ধ, বিরোধী। (পুং) দলবহির্ভূত লোক। বিশুদ্ধিমার্গে "**মুস্সতি**" শব্দের বর্ণনায় "**পরিমুস্সতি পরিবাহির হোতি**"।

পরিব্বজতি (ক্রি) [পরি+√বজ+অ] (সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের ন্যায়) পরিভ্রমণ করা বা ঘুরিয়া বেড়ানো। (অতীত) **পরিব্বজি**।

পরিব্বয (পুং) ১ অর্জিত টাকা, উপার্জন, উপার্জিত ধন, মাহিনা, লাভ, শ্রমিকের বেতন, পারিশ্রমিক। (জাতক) **পরিব্বযং দত্বা**। ২ ব্যয়, মূল্য, খরচ, ব্যয়িত অর্থ। (জাতক) **নিবাস পরিব্বয**—আবাস খরচ, ঘর ভাড়া বা বাড়ি খরচ; **পরিব্বযং করোতি**—কাপড় পরানো, প্রদান করা, দেওয়া, ভূষিত করা, পদাভিষিক্ত করা, অবরোধ করা, (টাকা) খাটানো, বিনিয়োগ করা, বেষ্টন করা, রুদ্ধ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সহস্সং সহস্সং পরিব্বযং করোতি; নিচ্চ পরিব্বয**।

পরিব্বসান (বিণ) অবিরাম, স্থায়ী, অবস্থানকারী, অবস্থিতি করে এমন, সাময়িক অবস্থান করে এমন, প্রবাসী, বিরাম করে এমন, অবলম্বনকারী, অবলম্বন করে এমন, ঠেকনা হয় এরূপ, বাধাজনক, আটককর, সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে এমন। = **বসমান** (সূত্রনিপাত); **সকাব দিট্ঠিযা বসন্তি** (মহানির্দেশ)।

পরিব্বাজ = **পরিব্বাজক**। ⟹ **পরিব্বাজক**।

পরিব্বাজক (পুং) পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী, ভবঘুরে, চতুর্থাশ্রমী, পর্যটক, ভ্রমণকারী, ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী। এই শব্দটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। (বিনয়) **ভিক্খুঞ্চ সামণেরঞ্চ ঠপেত্বা যো কোচি পরিব্বাজক সমাপন্নো**।

পরিব্বাজক সারুপ্প (বিণ) পরিব্রাজকের উপযোগী, বৈরাগীর মানানসই, ভবঘুরে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত। ⟹ **সারুপ্প**।

পরিব্বাজন (ক্লী) এখানে সেখানে ভ্রমণ, পর্যটন, পরিব্রাজকের ভ্রমণ অভ্যাস।

পরিব্বাজযিতর (পুং) যে পরিব্রাজক ভ্রমণে তুষ্ট হয়, (চরিত্রে) যে ব্যক্তি ধর্ম নির্দেশিত ঋষিজীবন যাপন করে। (সূত্রনিপাতে) **পরিব্বজযিতা**। সম্ভবত "**পরিব্বাজযিতা**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিব্বাজযিত্বা**" পাঠও হইতে পারে। (তুলনীয়) **নিক্খমেতা, নিক্খমেত্বা, নিক্কমেতা, নিক্কমেত্বা**।

পরিব্বাজযিতা = পরিব্বাজযিত্বা। ⟹ **পরিব্বাজযিত্বা**।

পরিব্বাজযিত্বা (ক্রি-বি) পরিব্রাজক হইয়া, সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া। ⟹ **পরিব্বাজযিতর**।

পরিব্বাজবত—পরিব্রাজক ব্রত, সন্ন্যাসীর কর্তব্য কাজ।

পরিব্বাজিকা (স্ত্রী) পরিব্রাজিকা, সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনীরূপে পর্যটনকারিণী। ⟹ **পরিব্বাজক**।

পরিব্বূলহ (বিণ) বেষ্টিত, প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে এরূপ, প্রস্তুতকৃত, পূর্ব হইতে সংগৃহীত, উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে এরূপ, পূর্বচুক্তিকৃত, বলয়িত। = **পরিকিণ্ণ**। ⟹ **পরিব্রূহতি**।

পরিব্ভমতি (ক্রি) [পরি+√ভম+অ] ১ পরিভ্রমণ করা, ভ্রমণ করা, ঘুরাফেরা করা, এদিক ওদিক বেড়ানো, সর্বতো ভ্রমণ করা, পর্যটন করা, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করিয়া অতিক্রম করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইতো চ ইতো পরিব্ভমতি; সংসারে পরিব্ভমতি; সংসরে পরিব্ভমতি**। ২ নাটাইয়ে (সুতা) গুটানো, মাথা ঘুরিয়া উঠা, টলমল করা। (অতীত) **পরিব্ভমি**। (অ-বিণ) **পরিব্ভন্ত**। (ব-বিণ) **পরিব্ভমন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিব্ভমিত্বা**। (করণে) **পরিব্ভমেতি**।

পরিব্ভমন (ক্লী) পরিভ্রমণ, সর্বতোভ্রমণ, পর্যটন, ইতস্তত ভ্রমণ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ, ঘুরিয়া ফিরিয়া ভ্রমণ।

পরিব্ভমেতি (ক্রি) পরিভ্রমণ করা, নাটাইয়ের চারিদিকে (সুতা) গুটানো। ⟹ **পরিব্ভমতি**। (অতীত) **পরিব্ভমেসি**। (অ-বিণ) **পরিব্ভমিত**। (ক্রি-বি) **পরিব্ভমেত্বা**।

পরিব্যত্ততা (স্ত্রী) [পরি+ব্যত্ত+তা] মহান পার্থক্য, মহান বিভেদ, গুরুত্বপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, মহান প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতাপন্ন প্রাধান্য, গৌরবযুক্ত শ্রেষ্ঠতা, স্বচ্ছতা, উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা, প্রখরতা, শান্তভাব, জাজ্বল্যমানতা, সহজে শ্রবণযোগ্য অবস্থা, বিশুদ্ধতা, নির্দোষতা, সহজে বোধগম্যতা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নতা, সুনিশ্চিততা, সুনিশ্চয়তা, অবিমিশ্রতা, নির্বিবাদ অবস্থা, পক্ষপাতশূন্যতা, ঋণশূন্যতা, পূর্ণতা, মুক্ত অবস্থা, উন্মুক্ত ভাব, বাধাহীনতা, নিখরচা প্রাপ্তি বা লাভ, বিশাল অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতালব্ধ মহান বস্তু বা মনের ভাব, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা, বিদ্যা।

পরিব্যূলহ = পরিব্বূলহ। ⟹ **পরিব্বূলহ**।

পরিব্রূহণ (ক্লী) বৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, উৎপন্ন দ্রব্য, লাভ, বংশ, সন্তানসন্ততি, উন্নয়ন, উৎসাহ দান, পদোন্নতি। (তুলনীয়) **পরিব্রূহন**।

পরিব্রূহতি (ক্রি) [পরি+ব্রূহতি] বর্ধিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা, বৃহত্তর হওয়া, সুস্বাদ বা অতিরিক্ত আস্বাদনের সহিত করা। (অ-বিণ) **পরিব্বূলহ, পরিব্রূহিত**। (করণে) **পরিব্রূহেতি**।

পরিব্রূহন (ক্লী) বৃদ্ধি, বর্ধন, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তান সন্ততি। = **পরিব্রূহণ**।

পরিব্রূহিত (বিণ) বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বৃহত্তর, আনুকূল্য করা হইয়াছে এমন, বলবৎ বা শক্তিশালী করা হইয়াছে এমন, অধিকতর সবল করা হইয়াছে এমন, ক্ষমতায় বা নিরাপত্তায় বর্ধিত করা হইয়াছে এমন, বলবান বা বলীয়ান করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পরিব্রূহতি**।

পরিব্রূহেতি (ক্রি) শক্তিশালী করা, বলবৎ করা, অধিকতর সবল করা, বর্ধিত করা, বাড়ানো। ⟹ **পরিব্রূহতি**। (অতীত) **অপরিব্রূহযি**। (এই শব্দের "না" অর্থে:—"দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল"); (জাতক অর্থকথায়) **অতিব্রূহেসি মহাসদ্দং নিচ্ছারেসি**—(ইহা "√ব্রূ" ধাতু হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার অর্থ:—) অতিরিক্ত কথা বলায় (তুমি) মহাশব্দ উৎপন্ন করিতেছ অর্থাৎ কথা বলা প্রত্যক্ষরূপে বা স্পষ্টভাবে একটা গোলমাল বা কোলাহল বিশেষ।

পরিভঞ্জন = পলিভঞ্জন। ছত্রভঙ্গ করা। ⟹ **পলিভঞ্জন**।

পরিভট্টকতা (স্ত্রী) পরিভৃত্যের কার্য, বদলাবদলীর কার্য।

পরিভট্‌ঠ (বিণ) ১ পতিত, বিন্দু বিন্দু পতিত, হঠাৎ পতিত, হঠাৎ সমাপ্ত, নিম্নে পতিত। ⟹ **পরিভস্সতি**। ২ ভর্ৎসিত, অপব্যবহৃত, গালাগালি দেওয়া হইয়াছে এমন, নিয়মভঙ্গকৃত, বিকৃত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। ⟹ **পরিভাসতি**।

পরিভট্যতা (স্ত্রী) পালন, পোষণ, ভরণপোষণ, রক্ষণ। ⟹ **পরিভত**।

পরিভণ্ড (পুং) ১ পিঠের বরাবর বন্ধন বা বন্ধনী, পিঠে বান্ধিয়া বহন করার বোঝা। ২ কটিবন্ধ, ঘের, বেষ্টন, বেষ্টনী। ৩ চুন-বালি-জল দ্বারা প্রস্তুত করা ঘরের জমাট মেঝ বা মঞ্চ, সিমেন্ট করা গৃহতল। ৪ সর্পের কর্দমপূর্ণ গর্ত? ৫ (বিণ) যাহার দ্বারা বেষ্টন করা যায় এরূপ, যাহা গোল বা গোলাকার করা যায় এমন, বেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন, ব্যাপক, বিস্তীর্ণ, অধিক ধীশক্তি সম্পন্ন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিভণ্ড ঞাণ**।

পরিভণ্ডকত (বিণ) চুন-বালি-জল দ্বারা গৃহতল জমাট করা হইয়াছে এমন। ⟹ **পরিভণ্ড** (৩)।

পরিভত (বিণ) **পুষ্ট**, পরিপুষ্ট, পোষিত, শিক্ষাপ্রদত্ত, পালিত, ভরণপোষণ প্রদত্ত, উৎসাহিত। (মধ্যম নিকায়) **সুখ পরিভত**। বর্ণনায় "**পারিভট্যতা**" শব্দও দৃষ্ট হয়।

পরিভমতি (ক্রি) পরিভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ইতস্তত ভ্রমণ করা, এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ানো, পর্যটন করা।

পরিভব (পুং) পরিভব, পরাজয়, অবজ্ঞা, কুব্যবহার, অপব্যবহার, অত্যাচার, গালাগালি, অভিশাপ, কুপ্রথা, ঘৃণা, অপমান, আদালত অবমাননা, অসম্মান, অশিষ্টতা।

পরিভবতি (ক্রি) [পরি+√ভূ+অ] ঘৃণার সহিত ব্যবহার করা, অপমানজনক আচরণ করা, উপেক্ষা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা, অপব্যবহার করা, গালাগালি দেওয়া, নিয়মভঙ্গ করা, বিকৃত করা, তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা। (অতীত) **পরিভবি**। (অ-বিণ) **পরিভূত**। (ব-বিণ) **পরিভবমান**, **পরিভবন্ত**। (ভ-বিণ) **পরিভেতব্ব**, **পরিভবিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পরিভবিত্বা**। (করণে) **পরিভাবেতি**।

পরিভবন (ক্লী) = **পরিভব**। ⟹ **পরিভব**।

পরিভস্সতি (ক্রি) বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময়ে অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া, সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, পত্র পাঠানো, অধঃপতিত হওয়া, পতিত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া, খালি হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, ক্রমশ ক্ষয় হওয়া, দুর্বল হওয়া, জনন লওয়া, অধিকৃত হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ঘটনাক্রমে আসা অথবা উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া, অবস্থান্তরে উপনীত হওয়া, পাপে বা ভ্রমে পতিত হওয়া, হতাশ হওয়া, ঘটা, বেগে ধাবিত হওয়া, সাগ্রহে আরম্ভ করা, অনবধানতার সহিত উচ্চারিত হওয়া। (অতীত) **পরিভস্সি**। (অ-বিণ) **পরিভট্ঠ**।

পরিভাবনা (স্ত্রী) ১ বিচক্ষণতা, চাতুর্যতা, ভিতর দিয়া গমন করা, গর্তের মধ্য দিয়া গমনকরণ, ভেদকরণ, প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। = **বাসনা**।

পরিভাবিত (বিণ) ১ বিদ্ধ, প্রবিষ্ট, মর্মভেদ করিয়াছে এমন, মর্মঘাতী, মর্মে আঘাতজনক, অর্থজ্ঞাত, বোধগম্য, বাহির করিয়াছে এমন, পথ করা হইয়াছে এরূপ, অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, পূরণ করা হইয়াছে এমন, জোগানকৃত, সরবরাহকৃত, পূর্ণ করা হইয়াছে এমন, পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে এমন, ভাণ্ডার পূর্ণ করা হইয়াছে এমন, শূন্যপদ পূরণ করা হইয়াছে এমন, পোষ মানা, শিক্ষিত, স্থির, নিশ্চিত, নিয়মিত, রীতিমত। (দীর্ঘনিকায়) **সদ্ধা পরিভাবিত চিত্তং**—নিশ্চিত বা রীতিমত শ্রদ্ধাচিত্ত; **সীল পরিভাবিত চিত্তং**—শীল পালনে স্থির চিত্ত। (সূত্রনিপাত) **চিত্তং পরিভাবিত**; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **চিত্তং সংবাসিয**। (পেতবথু অর্থকথা) **পরিভাবিতায ভাবনায চোদিত**। ২ মিশ্রিত, একত্রিত, আপোসে মিটাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন, যৌগিক, মিশ্র, সম্মিলিত। ৩ পরিপুষ্ট, লালিত পালিত, পোষিত, পরিপোষিত, উৎসাহিত, আচরিত, ব্যবহৃত, আলোচিত, অনুশীলিত, ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত, চিকিৎসাপ্রাপ্ত, কোনো বিষয়ে বলা বা লেখা হইয়াছে এরূপ, সন্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে এরূপ, যোগাযোগ আছে এমন, ভোজ প্রদত্ত, পুনঃপুন কৃত, নিত্য, অভ্যস্ত, সম্পাদিত, কৌশল বা চালাকি করা হইয়াছে এরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভেসজ্জেন কাযং পরিভাবিত**। ৪ (ডিমে) তা দিয়াছে এমন, (ডিম) ফুটাইয়াছে এমন, অভিসন্ধি প্রাপ্ত হইয়া, উদ্ভাবিত হইয়া, শাবক প্রসব হইয়া, পূর্ণতায় উপনীত হইয়া। ⟹ **পরিভাবেতি**।

পরিভাবিত চিত্ত—দানচিত্ত, যাহার মন দান দেওয়ার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, দান দেওয়ার জন্য সংকল্পিত চিত্ত বা স্থিরচিত্ত, দান প্রবণচিত্ত। ⟹ **চাগ**, **চাগধন**, **মুত্তচাগ**।

পরিভাবেতি (ক্রি) ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশের কারণ হওয়া, বিদ্ধ হওয়ার কারণ হওয়া, মর্মে আঘাত করার কারণ হওয়া, মর্মভেদ করার কারণ হওয়া, অর্থ জানার বা বোধগম্য করার কারণ হওয়া, বাহির করার কারণ হওয়া, পথ করা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, পূরণ করা, জোগানো, সরবরাহ করা, আচরণ করা, ব্যবহার করা, আলোচনা করা, অনুশীলন করা, ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা, চিকিৎসা করা, কোনো বিষয়ে আলোচনা করা, সন্ধির প্রস্তাব করা, যোগাযোগ করা বা রাখা, ভোজ দেওয়া। (বিনয়) **উপ্পল হত্থানি ভেসজ্জেহি পরিভাবেতি**। (অতীত) **পরিভাবেসি**। (অ-বিণ) **পরিভাবিত**।

পরিভাস (পুং) কুব্যবহার, অপব্যবহার, অত্যাচার, গালাগালি অভিশাপ, কুপ্রথা, নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা। = **পরিভাসন**।

পরিভাসক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি গালাগালি করে, নিন্দাপূর্ণ, গালাগালিপূর্ণ, অপমানজনক, দুর্মুখ, নিন্দুক, ভর্ৎসনাকারী, তিরস্কারকারী, অপযশকারী। = **অক্কোসক**।

পরিভাসতি (ক্রি) [পরি+√ভাস+অ] অপব্যবহার করা, গালাগালি করা বা দেওয়া, নিয়মভঙ্গ করা, বিকৃত করা, ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা, দুর্নাম করা, অপবাদ

দেওয়া, অখ্যাতি করা, তিরস্কার করা, অপযশ করা। (যৌগিকে) **অক্কোসতি পরিভাসতি** (বিনয়)। জাতকে বর্তমানকালে বহুবচনে "**অরিভাসেন্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিভাসেন্তি**" পাঠ শুদ্ধ। (অতীত, একবচনে) **পরিভাসি, পরিভাসিস্সং**; (বহুবচনে) **পরিভাসিংসু, পরিভাসিম্হসে**। (অ-বিণ) **পরিভাসিত, পরিভট্ঠ** (২)। (ব-বিণ) **পরিভাসমান, পরিভাসনিয**। (ক্রি-বি) **পরিভাসিত্বা**। (সম্প্রদানে) **পরিভাসাপেতি**।

পরিভাসন (ক্লী) পরিভাষণ, নিন্দা, নিন্দাপূর্বক তিরস্কার, নিন্দাবাক্য, গালাগালি, আলাপ, নিয়ম, লক্ষণ। = **পরিভাস**।

পরিভাসাপেতি (ক্রি) = **তজ্জাপেতি**। ⟹ **তজ্জাপেতি, পরিভাসতি**।

পরিভিন্দতি (ক্রি) ১ ভঙ্গ হওয়া, শেষ করা, ভাগ করা বা হওয়া, পৃথক করা বা হওয়া, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ফাটা, বিবাদ সৃষ্টি করা, মতভেদ জন্মানো, অমিল বা অনৈক্যতা উৎপন্ন করা, বিরোধ সৃষ্টি করা। ২ ভাঙ্গা, ভেঙ্গে যাওয়া, আহত করা বা হওয়া, ক্ষত করা, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া। (অতীত) **পরিভিন্দি**। (অ-বিণ) **পরিভিন্ন**।

পরিভিন্ন (বিণ) ১ ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, দুর্বল, অবনত, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, ধ্বংস হইয়াছে এমন, ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে এমন, বিভক্ত, পৃথক হইয়াছে এমন, নষ্ট, বিনষ্ট। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরিভিন্ন বণ্ণ**। ২ ভেদ হইয়াছে এমন, অমিল বা অনৈক্য ঘটিয়াছে এমন, বিবাদ বা বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে এমন, বিদীর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিভক্ত, ফাটল ধরিয়াছে এমন, বিচলিত, ব্যস্ত, ব্যর্থ, পরাজিত, অপ্রতিভ। (তুলনীয়) **বিভিন্ন**। ⟹ **পরিভিন্দতি**।

পরিভিন্ন বণ্ণ (বিণ) চেহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এমন, আকার বিনষ্ট হইয়াছে এমন অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত। ⟹ **পরিভিন্ন** (১)।

পরিভুঞ্জতি (ক্রি) [পরি+√ভুজ+ং+অ] ১ ভক্ষণ করা, খাওয়া, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা, পরিভোগ করা, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, সুবিধা ভোগ করা, ব্যবহারে আনন্দ অনুভব করা, উপকারিতার উপকার উপভোগ করা, নিযুক্ত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, আচরণ করা, অভ্যস্ত হওয়া, নিঃশেষ করা, শেষ করা। (মধ্যম নিকায়) **নিবাপং পরিভুঞ্জতি**। = **খাদিতুং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (চুল্লনিদ্দেস) **পরিযেসতি পটিলভতি পরিভুঞ্জতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আলোপং পরিভুঞ্জিসং**। (পেতবত্থুতে) মোদকে—খাইয়া ফেলে। ২ পবিত্র করা, শোধন করা, পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা। ⟹ **ভুঞ্জতি** (২)। (অতীত) **পরিভুঞ্জি**। (অ-বিণ) **পরিভুত্ত**। (ব-বিণ) **পরিভুঞ্জন্ত, পরিভুঞ্জমান**। (ভ-বিণ) **পরিভুঞ্জিতব্ব**; (ক্লী) **পরিভুঞ্জিতব্বত্ত**। (ক্রি-বি) **পরিভুঞ্জিত্বা, পরিভুত্বা, পরিভুঞ্জিয**। (কর্মবাচ্যে) **পরিভুঞ্জিযতি**।

পরিভুঞ্জন (ক্লী) ভোজন, ভক্ষণ, খাবার খাওয়া।

পরিভুঞ্জিতব্বত্ত (ক্লী) খাওয়ার জন্য, ব্যবহারের নিমিত্ত, পরিভোগের জন্য। ⟹ **পরিভুঞ্জতি**।

পরিভুঞ্জিযতি (ক্রি) খাওয়া, পরিভোগ করা, ব্যবহার করা, ভোজন করা, ভক্ষণ করা, উপভোগ করা। ⟹ **পরিভুঞ্জতি**। (ব-বিণ) **পরিভুঞ্জিযমান**।

পরিভুত্ত (বিণ) পরিভুক্ত, সম্পূর্ণরূপে সুখ ভোগ করিয়াছে এমন, সম্যকভাবে উপভোগ করিয়াছে অথবা আনন্দ অনুভব করিয়াছে এমন, নিযুক্ত, অভ্যস্ত, ব্যবহৃত, প্রযুক্ত, আচরিত, ব্যাপৃত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সযং পরিভুত্ত ভেসজ্জ**। ⟹ **পরিভুঞ্জতি**।

পরিভূত (বিণ) ঘৃণার সহিত আচরিত, অপমানজনক ব্যবহার করা হইয়াছে এমন, অবজ্ঞাজনক, তুচ্ছজনক, তাচ্ছিল্যজনক, উপহাসের সহিত ঘৃণাব্যঞ্জক। ⟹ **পরিভবতি**।

পরিভেদ (বিণ) ১ ভঙ্গুর, ভঙ্গ হইয়াছে এরূপ, শেষ হইয়াছে এরূপ, ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এমন, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়াছে এমন। ২ ভাঙ্গিয়া খোলা হইয়াছে এমন, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা হইয়াছে এমন, জোরে ভাঙ্গিয়া খোলা হইয়াছে এমন, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে এমন, বিদীর্ণ।

পরিভেদক (বিণ) ভঙ্গ, শান্তি ভঙ্গ, শান্তিভঙ্গকারী, উৎপাদন হ্রাস প্রাপ্ত।

পরিভোগ (পুং) ১ আমোদপ্রমোদের উপকরণ বা উপাদান, উপভোগ্য বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, ভক্ষ্য সামগ্রী, খাদ্যসামগ্রী, পোষণ, পোষক, পরিবর্ধক, ভোজন করানো, খাওয়ানো। ২ পরিভোগ, আমোদ, সুখ, উপভোগ, প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, প্রয়োজন, আবশ্যকতা, সুবিধা, অভ্যাস। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিভোগ পরিযেসন; পরিভোগ পটিগ্গহণ**। জাতক এবং বিশুদ্ধিমার্গে চতুর্বিধ "**পরিভোগ**" দেখানো হইয়াছে, যথা— **থেয্য পরিভোগ, ইণ পরিভোগ, দাযজ্জ পরিভোগ, সামি পরিভোগ**। বিশুদ্ধিমার্গে "**পটিলাভ**" সম্পর্কেও "**পরিভোগ**" বলা হইয়াছে।

পরিভোগ চেতিয (ক্লী) যাহা বুদ্ধের ব্যবহৃত এবং ফলস্বরূপ পবিত্র উহা পরিভোগ চৈত্য। অর্থাৎ বুদ্ধের ব্যবহৃত বিহার, বৃক্ষ ইত্যাদিকে পরিভোগ চৈত্য বা

পরিভোগিক চৈত্য বা মন্দির বলা হয়; পরবর্তীকালে বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্র, চীবর, কটিবন্ধন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেইখানে যেইখানে পূজা ও বন্দনার নিমিত্ত চৈত্য নির্মাণ করা হইয়াছে ঐ সমস্তকেও পরিভোগিক চৈত্য বলা হয়; বুদ্ধের দন্ত, অস্থি ইত্যাদি শরীরাবশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেইখানে যেইখানে পূজা ও বন্দনার নিমিত্ত মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে ঐ সমস্তকেও পারিভোগিক চৈত্য বলা হয়।

পরিভোগ ধাতু—শ্রদ্ধার সহিত সংরক্ষিত ভগবান বুদ্ধের চুল ও ব্যবহৃত পাত্র চীবর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ। (বিপ) **সরীরধাতু**। (তুলনীয়) **পারিভোগিক ধাতু**। ⟹ **পরিভোগ চেতিয**।

পরিভোগরহ (বিণ) খাদনীয়, ভোজনীয়, খাওয়ার উপযুক্ত, পরিভোগ্য, পরিভোগের যোগ্য। ⟹ **অরহ** (২)।

পরিভোগ সীসেন—পরিভোগ নামক শিরোনামায় অথবা শিরোলিপিযুক্ত। ⟹ **সীসেন**।

পরিভোজনিয = **পরিভোজনীয**। ⟹ **পরিভোজনীয**।

পরিভোজনিয উদক = **পরিভোজনীয উদক**। ⟹ **পরিভোজনীয উদক**।

পরিভোজনিয ঘট = **পরিভোজনীয ঘট**। ⟹ **পরিভোজনীয ঘট**।

পরিভোজনিয পানিযং = **পরিভোজনীয পানিযং**। ⟹ **পরিভোজনীয পানিযং**।

পরিভোজনীয (বিণ) ব্যবহারের যোগ্য।

পরিভোজনীয উদক—ধৌত করার জল, পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত জল।

পরিভোজনীয ঘট—ধুইয়া পরিষ্কার রাখার জন্য জল রাখার পাত্র। ⟹ **ঘট**।

পরিভোজনীয পানিযং—পানীয় জল, পান করার উপযুক্ত জল।

পরিভোতি (ক্রি) = **পরিভবতি**। ⟹ **পরিভবতি**।

পরিম = **পরম**। ⟹ **পরম**।

পরিমজ্জক (বিণ) হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী, মর্মান্তিক, করুণ, (পর্যন্ত) পৌঁছিয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চন্দ সুরিয পরিমজ্জক**। [মহাবস্তু (২)] চন্দ্রমসূর্য্য পরিমার্জকো মহর্দ্ধিকো ইত্যাদি।

পরিমজ্জতি (ক্রি) [পরি+√মজ+অ] ১ মুছিয়া ফেলা, পরিষ্কার করিয়া ফেলা, চোখের জল মুছিয়া ফেলা, প্রতিশোধ নওয়া, সমূলে বিনষ্ট করা। ২ স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, মর্জন করা, মাজিয়া দেওয়া, হাত বুলানো। (জাতক) **পিট্‌ঠিং পরিমজ্জতি**। ৩ ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা বা হওয়া, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, পরিষ্কার করা বা হওয়া, মসৃণ ও চিক্কণ করা বা হওয়া, সুন্দর ও সভ্য করা, সুরুচিসম্পন্ন করা, (অশ্বের) পরিচর্যা করা। (অতীত) **পরিমজ্জি**। (অ-বিণ) **পরিমজ্জিত, পরিমট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **পরিমজ্জিত্বা**।

পরিমজ্জন (ক্লী) ১ পরিমার্জন, উত্তমরূপে মাজা, উত্তমরূপে ঘর্ষণ, ঘর্ষণ, মর্দন, বাধা, সংকট, বিদ্রূপ, পরিহাস, সঙ্ঘর্ষ, অঙ্গমর্দনকরণ, (অশ্বের) পরিচর্যা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আজানিয পরিমজ্জন**। ২ প্রতিশোধ গ্রহণ, সমূলে বিনষ্ট করণ। (পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি) **উক্‌খলি পরিমজ্জন**।

পরিমজ্জিত (বিণ) পরিমার্জিত, সম্যক রূপে ঘৃষ্ট বা ঘর্ষিত, ভালরূপে মাজা হইয়াছে এমন, বিশুদ্ধ, শিক্ষা সংসর্গ প্রভৃতি দ্বারা উন্নত। = **পরিমট্‌ঠ**। ⟹ **পরিমজ্জতি**।

পরিমট্‌ঠ (বিণ) পরিমার্জিত, ঘর্ষিত, পরিষ্কৃত, মুছিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, খুব ঘর্ষিত, মর্দিত, লেপন করা হইয়াছে এমন, মালিশ করা হইয়াছে এমন, মালিশকৃত, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত, বিরক্ত, হাত বুলাইয়া দিয়াছে এমন, পালিশকৃত, মসৃণ, চিক্কণ, সুন্দর, সভ্য, সুরুচিসম্পন্ন। = **পরিমজ্জিত**। ⟹ **পলিমট্‌ঠ, পরিমজ্জতি**।

পরিমণ্ডল (বিণ) ১ পরিমণ্ডল, বর্তুলাকৃতি, গোল, গোলাকার, স্পষ্ট, পুরা, সম্পূর্ণ, পূর্ণ, চক্রাকারে পরিভ্রমণশীল, সুরচিত বা সুগঠিত, আপনাতে পরিসমাপ্ত। (জাতক) **আবাট পরিমণ্ডল**। (পেতবত্থু) **গুড়মণ্ডল**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **কুক্কুট-অণ্ডসণ্ঠান পরিমণ্ডল**—মুরগির ডিমের ন্যায় গোলাকার। ২ গোলাকার প্রাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ, সমাপ্ত, একেবারে সম্পূর্ণ, বিশেষভাবে শুদ্ধ, ঠিক, সত্য, কোনো নীতি বা আদর্শ অনুযায়ী, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। (বি-ভা) **পরিমণ্ডলানি পদব্যঞ্জনানি**—শব্দ ও অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সম্পূর্ণ কথা, নির্ভুল বাক্য (বিনয়)।

পরিমণ্ডলং (ক্লী, ক্রি-বিণ) চতুর্দিকে, চারিদিকে, সকল বিষয়ে। (বি-ভা) **পরিমণ্ডলং নিবাসেতি**—চতুর্দিকে ঢাকিয়া চীবর পরিধান করে (বিনয়); = **নাভিং মণ্ডলং জানুমণ্ডলং পটিচ্ছাদন্তেন** (বিনয় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **তিমণ্ডল**।

পরিমদ্দতি (ক্রি) ১ মর্দন করা, পরিমর্দন করা, ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, (শরীর) টেপানো বা চিপানো, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা,

লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, আচরণ করা, ব্যবহার করা, আলোচনা করা, অনুশীলন করা, ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা, চিকিৎসা করা, কোনো বিষয়ে বলা বা লেখা, কোনো বিষয়ের আলোচনা করা, সন্ধির প্রস্তাব করা, যোগাযোগ করা, ভোজ দেওয়া, সাবান জল দিয়া (মাথা ও চুল) ধৌত করা, অঙ্গমর্দন করা। (জাতক) **সরীরং পরিমদ্দতি**—শরীর পরিমর্দন করা বা মর্দন করা, গা-টেপা। ২ একত্রে গমন করা, প্রায়শ যাতায়াত করিয়া সাক্ষাৎ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সমযং পরিমদ্দতি**। (অতীত) **পরিমদ্দি**। (অ-বিণ) **পরিমদ্দিত**। (ক্রি-বি) **পরিমদ্দিত্বা**। (করণে) **পরিমদ্দেতি**।

পরিমদ্দন (ক্লী) পরিমর্দন, মর্দন, ঘর্ষণ, বাধা, সংকট, বিদ্রূপ, পরিহাস, সঙ্ঘর্ষ, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, অঙ্গমর্দন, অঙ্গমর্দনকরণ, পরাজয়, পরাজিতকরণ, দমনকরণ, বশীভূতকরণ, আর্দ্রকরণ, নরমকরণ, শান্তকরণ, (ময়দা) মাখা বা ঠাসা, সাবানজলে (চুল ও মাথা) ধৌতকরণ। (বি-ভা) **(কাযো) অনিচ্চ-উচ্ছাদন-পরিমদ্দন-ভেদন-বিদ্ধংসন-ধম্মো** (দীর্ঘনিকায়)। কিন্তু P.T.S.-এর Dialogues-এর ধর্মপদ অর্থকথার অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"ধ্বংসের অধীন ব্যক্তি বা বস্তু, মার্জন, ঘর্ষণ, ঘর্ষণের জন্য সামান্য আঘাত, দ্রবীভূতকরণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গকরণ, বিশ্লেষণ, পচন, ধ্বংস, মরণ, বিঘটন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উচ্ছাদন-পরিমদ্দন-নহাপন-সম্বাহন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উচ্ছাদন পরিমদ্দন**।

পরিমদ্দিত (বিণ) ১ পরিমর্দিত, মর্দিত, পেষিত, নিষ্পেষিত, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এমন, দমিত, ঘষা, ঘর্ষিত, পরিষ্কৃত, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত, মুছিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, আচরিত, ব্যবহৃত, ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত, চিকিৎসাপ্রাপ্ত, অনুশীলিত, আলোচিত। ⟹ **পরিমদ্দতি**। ২ ধ্বংস করিয়া আনিয়াছে এরূপ, শেষ বা সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছে এমন, অচল অবস্থায় আনিয়াছে এমন, স্থগিত রাখার অবস্থায় আনীত, বিনষ্ট, নষ্টকৃত। (জাতক) **পরিমদ্দিত সঙ্খার**। ⟹ **পরিমদ্দেতি**।

পরিমদ্দেতি (ক্রি) ধ্বংস, নষ্ট করা, শেষ করিয়া আনা, অচল অবস্থায় আনা, স্থগিত করা, দমন করা, দমিত করা। ⟹ **পরিমদ্দতি**। (অতীত) **পরিমদ্দেসি**। (অ-বিণ) **পরিমদ্দিত**।

পরিমসতি (ক্রি) ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, নাগাল পাওয়া, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, হাত বুলানো, গ্রহণ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থগ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা। (দীর্ঘনিকায়) **পরিমসতি পরিমজ্জতি**। ⟹ **পরিমট্‌ঠ**। (অ-বিণ) **পরিমট্‌ঠ**।

পরিমাণ (ক্লী) পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, মাপ, ওজন, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যদ্দ্বারা মাপা যায়, পরিমাণ পদ্ধতি-বিশেষ, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্য-বিশেষ, তাল, লয়, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, উপযুক্ত কার্যপ্রণালী, প্রান্ত, সীমা, অন্ত, বাধা, দমন, প্রসার। (বিণ) পরিমিত, নির্ধারিত পরিমাণের, সসীম, সীমিত, বিস্তৃত, অন্তর্ভুক্ত, গঠিত, অবধারিত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরিযত্তি পরিমাণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যোজন পরিমাণ; অনেক ভার পরিমাণ**।

পরিমারিত (বিণ) (মনে) আঘাত দেওয়া হইয়াছে এমন, অপমানিত বা অপ্রতিভ করা হইয়াছে এমন, সংযমাদি দ্বারা বাসনা কামনা জয় করা হইয়াছে এরূপ, (জীবন্ত দেহাংশ, বিশেষত অস্থি-সম্পর্কে) পচনশীল হইয়াছে এরূপ। (বি-ভা) **পরিমারিত ইন্দ্রিয**। ⟹ **পরিমারেতি**।

পরিমারেতি (ক্রি) [পরি+মারেতি] (মনে) আঘাত দেওয়া, অপমানিত বা অপ্রতিভ করা, সংযমাদি দ্বারা বাসনা কামনা ত্যাগ করা, (জীবন্ত দেহাংশ, বিশেষত অস্থি-সম্পর্কে) পচনশীল হওয়া। (অ-বিণ) **পরিমারিত**।

পরিমিণাতি (ক্রি) = **পরিমিনাতি**। ⟹ **পরিমিনাতি**।

পরিমিত (বিণ) পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন, অল্প, যথাযোগ্য, পরিমাণযুক্ত, (ভাষা-সম্পর্কে) সযত্নে বিবেচিত, একরূপ, ঠিক ঠিক, ছন্দোবদ্ধ, পরিমাণমত, বিন্যস্ত, চিহ্নিত, বিভক্ত, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, বণ্টিত, বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, এক পরিমাণ বিশিষ্ট, সমতুল, সংকীর্ণ, সীমিত, সীমাবদ্ধ। ⟹ **পরিমিনাতি**।

পরিমিতত্ত (ক্লী) পরিমিত করা হইয়াছে অথবা মাপা হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

পরিমিনাতি (ক্রি) পরিমাণ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমিত করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, মূল্য নিরূপণ করা, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ-বিশিষ্ট হওয়া,

সমতুল হওয়া, একরূপ হওয়া, সীমিত করা, সসীম করা, সীমাবদ্ধ করা, দমন করা, সংযত করা, নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রাখা, গণনা করা, শ্রদ্ধা করা, বিবেচনা করা। (অ-বিণ) **পরিমিত**। (ব-বিণ) **পরিমেয্য**। (তুম) **পরিমেতুং, পরিমিনিতুং**।

পরিমুখ (বিণ) [পরি+ মুখ] সম্মুখ দিকে মুখ করিয়া আছে এমন।

পরিমুখং (ক্লী, ক্রি-বিণ) সম্মুখে, সামনে। (বি-ভা) **পরিমুখং সতিং উপট্‌ঠপেতি**—সম্মুখে স্মৃতি (ভাবনার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তু) স্থাপন করে, মনোযোগের প্রতি সতর্কতা রক্ষা করে অথবা স্থাপন করে। (বি-ভা) (চুল-সম্বন্ধে) **পরিমুখং কারাপেতি**—সম্মুখ দিকের চুল অর্থাৎ বুকের কেশ কাটিয়া ফেলা(?) (বিনয়); বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—"**উরে লোম-সংহরণং**"।

পরিমুচ্চতি (ক্রি) [পরি+√মুচ+য] খালাস হওয়া, মুক্ত হওয়া, ছাড়ান পাওয়া, স্বত্ব পরিত্যক্ত হওয়া, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শন বা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া, নিজেকে মুক্ত করা, এড়ানো, এড়াইয়া যাওয়া, অতিক্রম করা, পলায়ন করা, সরিয়া পড়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জাতিযা পরিমুচ্চতি**—জন্মগ্রহণ হইতে মুক্তি হওয়া, জন্ম হইতে মুক্ত হওয়া। (অতীত) **পরিমুচ্চি**। (অ-বিণ) **পরিমুত্ত**। (ক্রি-বি) **পরিমুচ্চিত্বা**। (করণে) **পরিমোচেতি**।

পরিমুচ্চন (ক্লী) মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অথবা বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, পলায়ন, ভুল, বহির্গমন পথ।

পরিমুট্‌ঠ (বিণ) বিস্মৃতিশীল, বিস্মৃতিপূর্ণ, অমনোযোগী, বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। (তুলনীয়) **পমুট্‌ঠ**। ⟹ **পরিমুস্‌সতি, মুস্‌সতি**।

পরিমুত্ত (বিণ) পরিমুক্ত, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত, সম্যকরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত, স্বত্ব পরিত্যক্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, পরিত্যক্ত। ⟹ **পরিমুচ্চতি**।

পরিমুত্তি (স্ত্রী) মুক্তি, মোচন, উদ্ধার, স্বত্বত্যাগ, বিপদ হইতে পরিত্রাণ বা রক্ষা, স্বাধীনতা।

পরিমুস্‌সতি (ক্রি) [পরি+মুস্‌সতি] বিহ্বল হওয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, গোলমাল হওয়া, বিরক্ত হওয়া, আলোড়িত হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া, খসিয়া পড়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, লোপ পাওয়া, বিনষ্ট হওয়া।

পরিমেয্য (বিণ) পরিমেয়, পরিমাণের যোগ্য, পরিমাণ করা যায় বা মাপা যায় এমন, সংখ্যা করা যায় এমন, গণনা করা যায় এমন, সীমিত করা যায় এমন, সসীম। ⟹ **পরিমিনাতি**।

পরিমোচেতি (ক্রি) মুক্ত করা বা করিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, উদ্ধার করা, ত্যাগ করা, সন্তান প্রসব করা, বিলি করা, প্রদান করা, বক্তৃতাদি করা, (আঘাত) প্রদান করা, খালাস করা, স্বত্ব পরিত্যাগ করা, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শনের বা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া। ⟹ **পরিমুচ্চতি**। (অতীত) **পরিমোচেসি**। (অ-বিণ) **পরিমোচিত**। (ক্রি-বি) **পরিমোচেত্বা**।

পরিমোহিত (বিণ) অতিশয় মোহিত, অত্যন্ত মুগ্ধ, অত্যন্ত বিহ্বল, অতিশয় বিশৃঙ্খল, খুব এলোমেলো, অতিশয় হতভম্ব, নিতান্ত অপ্রতিভ, অত্যন্ত স্থৈর্য্যচ্যুত, স্থূলবুদ্ধি, মূঢ়, ভোঁতা, নিরুৎসাহিত, নিস্তেজ, নির্বোধ, বোকা, অনুভূতিহীন, ঘোলা, আবিলপূর্ণ, পঙ্কিল, মাতাল, বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অজ্ঞ, জ্ঞানহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মোহিত, মুগ্ধ।

পরিয (বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গে ইহাকে ক্লীবলিঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মনে হয় ইহা মিশ্রভাবে প্রায় অর্থ প্রকাশ করে কৃদন্ত বিশেষণে, যেমন—"**পরিযাতী'তি পরিযং, পরিচ্ছিন্দতী'তি অত্থো**"।) (ব-বিণ) পর্যায়ে, গতিপথে, পর্যায়ভুক্ত হইয়া, বেষ্টনে, প্রদক্ষিণ করিয়া, মাপ দিয়া, পরিমাণ করিয়া, গভীরতা ঠিক করিয়া, বুঝিয়া, অন্তর্ভুক্ত করিয়া, হৃদয়ঙ্গম করিয়া। = **পরিচ্চ**। ⟹ **পরিযায**। (ক্লী) প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস। (বি-ভা) **চেত-পরিয-ঞাণ**—চিত্ত বা মন বেষ্টিত জ্ঞান (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **পরিযায, পরিযাযে**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পুব্বে-নিবাস-ঞাণ-পরিযায (পরিযাযে)** = **ইন্দ্রিয-পরো-পরিয-ঞাণ** (বি-ভা), (জাতক) **পরোপরিয ইন্দ্রিয ঞাণ**। ⟹ **পরিযত্ত** (১), **পরিযত্তি, পরিযায, চেতো পরিযায**।

পরিযঞ্ঞ (ক্লী) [পরি+ যঞ্ঞ] প্রধান যজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ যাগ বা হোম, সর্বোৎকৃষ্ট নৈবেদ্য, অসাধারণ বলি বা পূজা।

পরিযত্ত ১ (ক্লী) জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, ধীশক্তি, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি। (বি-ভা) **ইন্দ্রিয-পরো-পরিযত্ত ঞাণ**। ২ (বিণ) ক কর্মক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন, কর্মদক্ষ, সুনিপুণ, প্রভুত্বব্যঞ্জক, প্রভাবশালী, মনে রাখে এমন, স্মৃতিবান, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ। (বি-ভা) **ধম্মো চ বিনযো চ পরিযত্ত** (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **যথা সুত্তং যথা পরিযত্তং ধম্মং**। খ পর্যাপ্ত, প্রচুর, যথেষ্ট। = **অলং**।

পরিযত্তি (স্ত্রী) ১ যথেষ্টতা, পর্যাপ্ততা, প্রচুরতা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, পর্যাপ্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য, কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, স্বচ্ছন্দে বাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট আয়, প্রাচুর্য। (সংযুক্ত নিকায়) **ইন্দ্রিয**

পরো পরিয়ত্তি গ্রাপ—পরচিত্ত জ্ঞানে দক্ষতা। দীর্ঘনিকায়ে "পরিয়ত্তি"-এর তিনটি উপমা দেখানো হইয়াছে, যেমন—**অলগদ্দুপমা** (সর্পের ন্যায়) **পরিয়ত্তি**, **নিস্সরণত্থা** (মুক্তির হেতুতে বা কারণে) **পরিয়ত্তি**, **ভণ্ডাগারিক** (কোষাধ্যক্ষের) **পরিয়ত্তি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অপরিয়ত্তিকর**। ২ সূত্রাকারে বর্ণিত ধর্মবিষয়, ধর্মগ্রন্থ, ৮৪০০০ ধর্মস্কন্ধ, ত্রিপিটকের অন্তর্গত সমস্ত ধর্মগ্রন্থ। ⟹ **ধর্ম** (১ক)। ৩ ধর্মগ্রন্থের সম্পাদিত কার্য, ধর্মপুস্তক (মুখস্থ করিয়া) অধ্যয়ন বা আবৃত্তিকরণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিয়ত্তি তীসু পিটকেসু তিবিধো পরিয়ত্তি-ভেদো**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহাকে "**পঞ্চম ধুতঙ্গ**" এবং "**অধিগম**" রূপে শ্রেণীভাগ করা হইয়াছে। মহানির্দেশে ইহাকে "**পটিভান**"-এর অংশরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিয়ত্তিং উগ্গণ্হাতি**—ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা করা। (তুলনীয়) **তিপিটক-সব্ব পরিয়ত্তি-পভেদ-ধর** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)।(জাতক) **পরিয়ত্তিং ঠপেত্বা**—পড়া স্থগিত রাখিয়া, পড়া ফেলিয়া রাখিয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আগম পরিয়ত্তি**। (অপাদান কারকে) **পরিয়ত্তিতো**—মুখস্থ পড়ার মধ্য দিয়া, মুখস্থ পড়ার ভিতর; (বিপ) **অত্থতো**—অর্থ অনুসারে।

পরিযত্তিতো ⟹ **পরিযত্তি** (৩)।

পরিযত্তি ধম্ম (পুং) ত্রিপিটক শাস্ত্রে উল্লিখিত বুদ্ধের সমস্ত বাক্যই অর্থাৎ ৮৪ হাজার (বিনয় পিটকে ২১ হাজার, সূত্রপিটকে ২১ হাজার এবং অভিধর্ম পিটকে ৪২ হাজার) ধর্মস্কন্ধই "**পরিয়ত্তি**" ধর্ম, ত্রিপিটক শাস্ত্রের বিষয়বস্তুই "**পরিয়ত্তি**" ধর্ম, নবাঙ্গ বুদ্ধ শাসনই "**পরিয়ত্তি**" ধর্ম। = **পরিযত্তিসাসন**। ⟹ **নবঙ্গবুদ্ধসাসন**।

পরিযত্তিধর (বিণ) সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে এমন, "**পরিয়ত্তি**" ধর্ম যাঁহার মুখস্থ আছে এমন। ⟹ **পরিযত্তি ধম্ম**।

পরিযত্তি ধুর—ত্রিপিটক শাস্ত্র শিক্ষা। = **গন্থধুর**। ⟹ **বাসধুর**।

পরিযত্তি পটিভানবন্ত (বিণ, পুং) ত্রিপিটক শাস্ত্র পাঠ-সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞানের অধিকার লাভ হইয়াছে এমন, যিনি ত্রিপিটক শাস্ত্র অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারেন এমন, ত্রিপিটক শাস্ত্র যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে।

পরিযত্তি পরিমাণ—শিক্ষার প্রসার, অধ্যয়নের বিস্তৃতি, গবেষণার প্রসার, বিদ্যাভ্যাসের আয়তন, অনুধ্যানের আয়তন, শিক্ষার বিষয়ের বিস্তৃতি।

পরিযত্তিবহুল (বিণ) ধর্মবিষয় অধ্যয়নে বা অনুধ্যানে দক্ষ, ধর্মবিষয় গবেষণায় নিপুণ।

পরিযত্তিবহুস্সুত (বিণ) ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানে পণ্ডিত, ত্রিপিটকশাস্ত্র জ্ঞাত বা বিদিত, ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধে অধিবিদ্য বা নিপুণ। ⟹ **পরিয়ত্তি ধম্ম**।

পরিয়ত্তিযং—বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নব অঙ্গ সমন্বিত সংগ্রহ। ⟹ **নবঙ্গ**। এখানে "**দেসনাযং**" এবং "**পরিয়ত্তিযং**"—এই দুইটি ধর্ম-সম্বন্ধে বিবেচিত প্রধান ভাবার্থ বা অনুমানকে গঠিত করে। ⟹ **ধম্ম** (১ক)।

পরিয়ত্তি সাসন (স্ত্রী) পদার্থ, বস্তু, সামগ্রী, জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, ত্রিপিটক শাস্ত্রের অনুজ্ঞা বা আদেশ, ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধের শিক্ষা, ধর্মগ্রন্থের সংহিতা বা নিয়মাবলী। ⟹ **পরিয়ত্তি ধম্ম**।

পরিয়ন্ত (পুং) ১ পর্যন্ত, অবধি, সমীপ, নিকট, অবসান, শেষ পর্যন্ত, শেষ সীমা পর্যন্ত, শেষ অবধি, শেষ পরিণতি পর্যন্ত, শেষ অবস্থা অবধি, পরিণাম পর্যন্ত, আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত, প্রান্ত, অন্ত, প্রান্তভাগ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল, ভাবের ক্রমোন্নতি—বাক্যালঙ্কার, শীর্ষবিন্দু, চরমসীমা, পরাকাষ্ঠা, কিনারা, ধার, সীমান্তভূমি, পাড়, প্রান্তবর্তী সরুরেখা। (সংযুক্ত নিকায়) **মনাপ পরিয়ন্ত**—আমোদ বা সুখের চরমসীমা; (তুলনীয়) **নিস্কত্তিকং কোটিকং** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। (জাতক) **হত্থপাদ পরিয়ন্ত**—পশ্বাদির খুর পর্যন্ত; **উদক পরিয়ন্ত; সরপরিয়ন্ত; অঞ্জন পরিয়ন্ত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিস পরিয়ন্ত**। ২ সীমা, দমন, বাধা, সীমা নির্ধারণ, সীমাবদ্ধাবস্থা, অসামর্থ্য, মেয়াদ, তামাদির কাল, নিরোধ, অবরোধ, সীমাবন্ধন। (বিনয়) **আপত্তি পরিয়ন্ত**। মানব চরিত্র সম্পর্কের সহিত মহানির্দেশে "**চত্তারো পরিয়ন্তা**" অর্থাৎ চারিপ্রকার সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে; যথা—**সীলসংবর পরিয়ন্ত, ইন্দ্রিয় সংবর পরিয়ন্ত, ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা পরিয়ন্ত, জাগরিযানুযোগ পরিয়ন্ত**। ৩ (বিণ) বেষ্টিত, বলয়িত, সীমাবদ্ধ, সংযত, (সীমা) নির্দেশিত, শেষসীমা প্রাপ্ত, সমাপ্ত, চরমফল প্রাপ্ত, সংকীর্ণ, সীমিত, পরিবৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **আযু পরিয়ন্ত**। (সূত্রনিপাত) **ভেদন পরিয়ন্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিকথিত**।

পরিয়ন্তকত (বিণ) সংকীর্ণ, সীমিত, সীমাবদ্ধ, (সীমা) নির্ধারিত, সংযত। = **সীমাকত, ওধিকত**।

পরিয়ন্ত চারিন (বিণ) সমাপ্তি বা শেষ পর্যন্ত কার্যকারী, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত, নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া বাসকারী, আত্ম অবরোধে অবস্থানকারী। ⟹ **চারিন**।

পরিয়ন্ত দস্সাবিন (বিণ) সীমাদর্শনকারী, অন্তদর্শনকারী, দমনদর্শনকারী, প্রান্তদর্শী, অন্ত বা শেষ পর্যন্ত দর্শনকারী, আদি-অন্তদর্শী, আদি-অন্ত জ্ঞাত, শেষ পরিণতি দর্শনকারী। ⟹ **দস্সাবিন** (১)।

পরিযন্তরহিত (বিণ) সীমাহীন, অসীম, যাহার সীমা

নাই।

পরিযন্তবতী (স্ত্রী) প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ চিহ্ন। (বিণ) প্রভেদক, স্বতন্ত্র, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। (দীর্ঘনিকায়) **পরিযন্তবতী বাচা**—স্বতন্ত্র ভাষণ, বিচারবুদ্ধি সম্পন্নকথা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পরিচ্ছেদং দস্সেত্বা যথ'স্স পরিচ্ছেদো পঞ্ঞায়তি, এবং ভাসতী'তি অত্থো।**

পরিযন্তবন্ত (বিণ) সসীম, সীমিত, সীমা আছে এরূপ, এক প্রস্থ বা একজাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ আছে এরূপ, সীমা নিরূপিত লক্ষ্য বা অভিপ্রায় আছে এরূপ, সঠিক স্থির করা উদ্দেশ্য আছে এমন।

পরিযন্তিক (বিণ) সীমা নির্দিষ্ট, সংকীর্ণ, সীমিত, সমাপ্তকৃত, পর্যন্ত, অবধি, শেষ হইয়াছে এরূপ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায পরিযন্তিকা বেদনা; জীবিত পরিযন্তিকা বেদনা; জীবত পরিযন্তিকা বেদনা।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভোজন পরিযন্তিক; উদক পরিযন্তিক; আসন পরিযন্তিক।** (সদ্ধম্মোপায়ন) **কাল পরিযন্তিক; সীল পরিযন্তিক।**

পরিযন্তিকত = **পরিযন্তকত।** ⟹ **পরিযন্তকত।**

পরিযয (পুং) পরিক্রমণ, আবর্তন, আমূল পরিবর্তন, রাষ্ট্রবিপ্লব, সময়ের গতি, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ, ইতিহাসের বা জীবনের কোনো বিশেষ সময়, সময়ের যে কোনো ভাগ, (রোগে) কাল, পর্যায়, সম্পূর্ণ বাক্য, পূর্ণচ্ছেদ, নির্দিষ্ট সময়, নিরূপিত সময়, অবধি, সীমা, বিদ্যালয় আদালত প্রভৃতির কার্যকাল, পদ, নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ, (বীজগণিতের) পদ, রাশি, অনুক্রম, পালা, প্রকার, সুযোগ, অবসর, প্রাচুর্য, নির্মাণ, দ্রব্যধর্ম। = **কাল পরিযায; কাড় পরিযায।**

পরিযা (স্ত্রী) মোচড়ানো, আবর্তিত করণ, ঘুরানো, পাকানো, জড়ানো, (ঘড়িতে) দম দেওয়া, পাক লাগানো, রাস্তার মোড়, গোলপাক, বাঁক, ঘূর্ণন, ঠিক পথ হইতে বিপথে গমন, কুঁদযন্ত্রে নির্মাণ কৌশল; (গাছ সম্বন্ধে) ডালা, শাখা। (জাতক) **দুম পরিযা** (ইহার বহুবচনে পাঠ "**পরিযাযেসু**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিযাসু**"; (জাতক অর্থকথায়) **দুমসাখা।**

পরিযাগত (বিণ) [পরি+আগত] আগত, আসিয়াছে এমন, আগমন করিয়া, আসিয়া, উপস্থিত হইয়া, পৌঁছিয়া, প্রাপ্ত হইয়া, লাভ করিয়া, পর্যায়ক্রমে লব্ধ বা প্রাপ্ত, লব্ধ, প্রাপ্ত, পর্যায়ক্রমে আগত, পর্যাগত। (জাতক) **পরিযাগত ফলং** = **উপগত** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **পরিযাগত কুসলং** = **পরিযাযেন অত্তনো বারেন আগত** (জাতক অর্থকথা)।

পরিযাগার (বিণ) [পরি+আগার] চারিদিকে ঘর দ্বারা পরিবেষ্টিত, চতুর্দিকে ঘর আছে এমন (বিনয়ে "**গব্ভ**" সম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে)।

পরিযাতি (ক্রি) [পরি+√যা] ১ চারিদিকে যাওয়া বা ঘুরিয়া দেখা। ২ নিকটে আসা।

পরিযাদাতি (ক্রি) [পরি+আ+√দা+অ] শেষ করা, ক্লান্ত করা বা হওয়া, ক্ষয় করা, ব্যয় করা, নিঃশেষ করিয়া আলোচনা করা, অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা। ⟹ **আদিযতি।** (অ-বিণ) **পরিযাদিন্ন।** (ক্রি-বি) **আদায, পরিযাদায।** (কর্মবাচ্যে) **পরিযাদিযতি।**

পরিযাদান (ক্লী) [পরি+আদান] "**সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ**" অর্থাৎ প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, প্রয়োজন, আবশ্যকতা, সুবিধা, অভ্যাস, পূর্ণতা, পরিসমাপ্তি, বিনাশ, ধ্বংস, ক্ষয়, অপচয়, ক্ষয়কাশ, ব্যয়, শিল্পজাত বস্তুর ব্যবহার, সমাপ্তি, সমাপণ, সমাপ্তকরণ, প্রান্তভাগ, শেষ, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু। (মধ্যম নিকায়) **কট্ঠ পরিযাদান;**(বিপ) **উপাদান।** (সংযুক্ত নিকায়) **চেতসো পরিযাদান;** (তুলনীয়) **পরিযাদায; পরিযাদিন্ন।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সব্ব-উপাদান পরিযাদান।** (বি-ভা) **আসব পরিযাদান; জীবিত পরিযাদান** (দীর্ঘনিকায়); (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **জীবিত পরিযাদান;** (অপাদান কারকে বর্ণনায়) **জীবিতস্স সব্বসো পরিযাদিন্নত্তা পরিক্খীণত্তা পুন অপ্পটি-সন্ধিক-ভাবা'তি অত্থো।** (যৌগিকে) **পরিক্খযং পরিযাদানং গচ্ছতি**--নিঃশেষিত বা শেষ হওয়া; (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত) **পরিক্ষয়ং পর্য্যাদানং গচ্ছতি।**

পরিযাদায (বিভক্তিহীন শব্দ) ১ সম্পূর্ণরূপে লইয়া বা গ্রহণ করিয়া, মোটের উপর, সংযোগ করিয়া, একত্র করিয়া, সংক্ষেপে, চুম্বকরূপে, সম্পূর্ণভাবে, পরিপাটিরূপে। (চুল্লনিদ্দেসে) যে কেচি, (সমার্থবাচক) **সব্বতো** (সম্পূর্ণতা, সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণরূপে অর্থে)। ২ শেষ করিয়া, ক্লান্ত করিয়া, ক্ষয় করিয়া, ব্যয় করিয়া, নিঃশেষে আলোচনা করিয়া, পরাভূত করিয়া, বলে বশীভূত করিয়া, জয় করিয়া, প্রলুব্ধ করিয়া, প্রলোভিত করিয়া, বিপদগামী করিয়া, ধারণা করিয়া, গ্রহণ করিয়া। (মধ্যম নিকায়) **চিত্তং পরিযাদায**—মনে মনে ধারণা করিয়া। ৩ খোয়াইয়া, হারাইয়া, বঞ্চিত হইয়া, নষ্ট করিয়া, অপব্যয় করিয়া, হারাইয়া ফেলিয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অপব্যয়গ্রস্ত হইয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, অকৃতকার্য হইয়া, দমন করিয়া, শাসন করিয়া, নিয়ন্ত্রণ করিয়া, প্রকাশ করিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং পরিযাদায**—মনের ভাব প্রকাশ করিয়া, মনকে নিয়ন্ত্রিত বা দমিত করিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে সমার্থবাচক) **পরিযায, পরিযেনায** (⟹ **পরিযেন**)।

পরিযাদিণ্ণ = **পরিযাদিন্ন।** ⟹ **পরিযাদিন্ন।**

পরিযাদিন্ন (বিণ) ১ (কর্মবাচ্যে) নিঃশেষিত, ব্যয়িত,

ক্লান্ত, সমাপ্ত, সমাপিত, চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ, অনবশিষ্ট। (বিনয়) পরিদিন্নো তেজো। (সংযুক্ত নিকায়) দুক্খং পরিযাদিন্নং; পরিক্খীনং পরিযাদিন্নং। ২ নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত, অধিকারভ্রষ্ট, হারানো, বিনাশপ্রাপ্ত, নষ্ট, বিচ্ছিন্ন, শাসিত, দমিত, নিয়ন্ত্রিত, জয়ী হইয়া, পরাজিত করিয়া বা হইয়া। (বিনয়) পরিযাদিন্ন চিত্ত।

পরিযাদিন্ন চিত্ত (বিণ) লোভীমন, লোভচিত্ত, গৃধ্নুচিত্ত, অর্থগৃধ্নুচিত্ত, যাহার মন লোভান্ধ।

পরিযাদিন্নত্ত (ক্লী) ক্ষয়, নিরতিশয় ক্লান্তি, পূর্ণতা, পরিসমাপ্তি।

পরিযাদিযতি (ক্রি) ১ শেষ করা, ক্ষয় করা, ক্লান্ত করা, ব্যয় করা, নিঃশেষ করিয়া আলোচনা করা, বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করা, দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা। (সংযুক্ত নিকায়) রাগং পরিযাদিযতি। ⟹ পরিসহতি। ২ কমিয়া আসা, নিঃশেষিত হইয়া আসা, ব্যয়িত হইয়া আসা, ক্লান্ত হইয়া আসা, প্রকাশ করা। (জাতক) উদকং পরিযাদিযতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) চিত্ত পরিযাদিযতি। (বিপ) পরিবড্ঢতি। ⟹ পরিযাদাতি। সংযুক্ত নিকায়ে ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:— "ক্রোক করা অথবা বাজেয়াপ্ত করা"। (অতীত) পরিযাদিযি। (অ-বিণ) পরিযাদিন্ন। (ব-বিণ) পরিযাদিযেয্যং; (বিনয়) তেজং পরিযাদিযেয্যং। (ক্রি-বি) পরিযাদিযিত্বা; (বিনয়) তেজং পরিযাদিযিত্বা।

পরিযাদিয্যতি (ক্রি) = পরিযাদিযতি। ⟹ পরিযাদিযতি।

পরিযাপজ্জতি (ক্রি) [পরি+আপজ্জতি] সম্পূর্ণ হওয়া, শেষ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া। (অ-বিণ) পরিযাপন্ন। (করণে) পরিযাপাদেতি।

পরিযাপদান (ক্লী) [পরি+অপদান] সদুপদেশ, সৎ পরামর্শ, সতর্কীকরণ, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদন পত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, কৌশল, চালাকি, ভেলকি, তামাশা, প্রতারণা, বিশেষ রীতি, বিশেষ অভ্যাস, বিশেষ নৈপুণ্য, তাসের এক পিট, দক্ষতা, নিপুণতা, ধূর্ততা, কৌশলী, কৌশল, চাতুরী। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "পরিযোদাত" শব্দের পর "পরিসুদ্ধ" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহা সম্ভবত "পরিযোদান" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ হইয়াছিল।

পরিযাপন্ন (বিণ) ১ (কিছুর ভিতরে) সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে এরূপ, (কিছুর) অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত, অধিকারভুক্ত, যুক্ত, সংসৃষ্ট, অংশভুক্ত, অবধারিত, প্রবিষ্ট, প্রাপ্ত। (বিনয়) পত্ত পরিযাপন্ন—পাত্রে প্রবিষ্ট। = আবদ্ধ (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) মিলক্খভাস পরিযাপন্ন ইত্যাদি। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) বিনয পরিযাপন্ন; সঙ্ঘ পরিযাপন্ন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) ইধলোক-পরলোক পরিযাপন্ন। (পেতবত্থু অর্থকথা) দেবলোক পরিয়াপন্ন। ২ সম্পাদিত বা সিদ্ধ (অর্থাৎ কোনো বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট), পূর্ণাঙ্গ, পুরা, সম্পূর্ণ, ("বাচা" সম্বন্ধে) কথিত, দক্ষ, শাসনক্ষম, উদ্ধত, সুনিপুণ, কর্মদক্ষ, প্রভুত্বব্যঞ্জক, প্রভাবশালী। (তুলনীয়) অধিপন্ন।

পরিযাপন্নত্ত (ক্লী) অন্তর্ভুক্ততা, অন্তর্গতা, অবধারণ।

পরিযাপন্না ধম্মা—অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অস্তিত্ব বা জীবের ত্রি-আবর্তে অবধারিত সমস্ত। ত্রি-আবর্ত বা ত্রিলোক, যথা—ইন্দ্রিয়জ্ঞানের জগৎসমূহ অর্থাৎ কামলোক, গঠন বা আকারমূলক জগৎসমূহ অর্থাৎ রূপব্রহ্মলোক যেখানে সত্ত্বগণের দৃশ্যমান শরীর বর্তমান থাকে, নিরাকার বা অশরীরী জগৎসমূহ অর্থাৎ অরূপ ব্রহ্মলোক যেখানে সত্ত্বগণের শরীর দৃশ্যমান নহে। (বিপ) অপরিযাপন্না ধম্মা।

পরিযাপাদেতি (ক্রি) শেষ করা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বধ করা অথবা জীবনান্ত করা।

পরিযাপুণন (ক্লী) জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস, পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, গবেষণা, পাঠাগার, চিত্রকরাদির কার্যের নমুনা, প্রভুত্ব, স্বামিত্ব, আধিপত্য, জয়, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা বা নৈপুণ্য লাভ, কোনো বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য। (বিশুদ্ধিমার্গ) বুদ্ধবচনস্স পরিযাপুণন।

পরিযাপুণাতি (ক্রি) [পরি+আ+√পু+না] ১ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করা, সম্যকভাবে জ্ঞানার্জন করা, মুখস্থ করা, শিক্ষা করা, জ্ঞান উপার্জন করা, জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা, প্রভুত্ব অর্জন করা, প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। (বিনয়) পরিত্তং পরিযাপুণাতি—সূত্র শিক্ষা করা। = জানাতি (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) ধম্মং পরিযাপুণাতি। ২ (তুম্ শব্দের সহিত) (কোনো কিছু করিতে) জানা, সমর্থ হওয়া। (অতীত) পরিযাপুণি; (বহুবচনে) পরিযাপুণিংসু। (অ-বিণ) পরিযাপুত, পরিযত্ত। (ভবিষ্যতে) পরিযা পুণিস্সতি; (ধর্মপদ অর্থকথা) ধম্মং পরিযাপুণিস্সতি। (ক্রি-বি) পরিযাপুণিত্বা; (সূত্রনিপাত অর্থকথা) নিকাযং পরিযাপুণিত্বা। (তুম্) পরিযাপুণিতুং।

পরিযাপুত (বিণ) ১ মুখস্থ, জ্ঞাত। (চুল্লনিদ্দেস) বুদ্ধসসবচন পরিযাপুত। ২ পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিদ্বান, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য। ⟹

পরিষত্ত (২)।

পরিযায (পুং) (সংস্কৃত-পর্যায়) (সাহিত্যে) "চতুর্দিকে যাইয়া" অর্থাৎ পর্যায়ে গতিপথে, পর্যায়ভুক্ত হইয়া। = **পরিচ্চ**। বুদ্ধঘোষ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে "**পরিযায**" শব্দের তিন প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যথা—**বার পরিযায, দেসনা পরিযায, কারণ পরিযায**। ১ বিন্যাস, নিষ্পত্তি, মেজাজ, প্রবণতা, হস্তান্তরিত করণ, প্রদান, প্রয়োগ। (দীর্ঘনিকায়) **পরিযাযং করোতি**—শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা (ইহার প্রকৃত অনুবাদ—"প্রস্থান, মৃত্যু অথবা নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসরণ", অর্থাৎ কাহারও পথের অবসান, ঘোরানো পথ; অথবা স্বভাবের পরিবর্তন); সংযুক্ত নিকায়ের ইংরাজি অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"(আগমনের জন্য) সুযোগ করা"। ২ পর্যায়, ক্রম, পালা, পালাক্রম, পর্যায়ক্রম, প্রকার, শৃঙ্খলা, বিন্যাস, নিয়ম, পদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা, অনুক্রম, সুশাসনের অবস্থা, আদেশ, লিখিত নির্দেশ, বর্ণ, শ্রেণী, সমাজ, সম্প্রদায়, ক্রয় করিবার নির্দেশ, ধর্ম সম্প্রদায়, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, রকম, প্রকার, (ক্ষুদ্রতম জাতি হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তম জাতি হইতে ক্ষুদ্রতর) সমশ্রেণীর প্রাণী উদ্ভিদ ইত্যাদির সমবায় পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, আবর্তন, ঘূর্ণন, আবর্ত, পাক, গতি পরিবর্তন, অবস্থার পরিবর্তন, আকৃতি, সুবিধা, সুযোগ, অবসর, বন্ধুত্বের বা শত্রুতার কার্য, বাঁক, বক্রপথ, প্রবণতা, ঝোঁক, সামান্য ভ্রমণ, ক্ষণিক কর্মব্যস্ততা, উদ্দেশ্য, বিশেষ প্রয়োজন, ধারা, গতিপথ, গতি, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির মাঠ, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, একবারে পরিবেশিত ভোজনের অংশ, আহারকালে এক ডিশ (থালা) খাদ্য, ক্রমোন্নতি, কার্য পরম্পরা। = **বার**। (দীর্ঘনিকায়) **পরিযায ভত্ত**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায়) **বারভত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপরা পরিযায**। ৩ যাহা চলিতে থাকে, পথ, রাস্তা, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, পরিচ্ছদ, শারীরিক বা মানসিক গঠন, অভ্যাস, স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় চড়িবার কোট, ধর্ম, গুণ, চরিত্র, পদ, শক্তি, প্রকার, বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, স্বত্ব, স্বামিত্ব, স্বভাব। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতো পরিযায**—মনের ধর্ম বা স্বভাব। ৪ বিচার, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ, শিক্ষা, সংবাদ-জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, (শিক্ষার) ধারা, (শিক্ষার) প্রকার বা পদ্ধতি, কথাবার্তা, ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ, কথোপকথন, পুস্তক, ভাষা, বর্ণনা, বিবরণ, নিবেদন, অভিনয়, প্রতিরূপ, প্রতিমূর্তি, চিত্র। = **দেসনা**। (বিনয়) **আদিত্ত পরিযায**। (যৌগিকে) **ধম্ম পরিযায**—ধর্ম-সম্বন্ধে যুক্তিমূলক প্রবন্ধ (দীর্ঘনকায়)। (মধ্যম নিকায়) **বিতক্ক পরিযায**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেব পরিযায**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পেত পরিযায**। (তুলনীয়) **পরিযায কথা** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ৫ অভিধর্মে পরিভাষা, পারিভাষিক শব্দ, প্রতিশব্দ, সমার্থক শব্দ; (বিশেষরূপে) **পরিযাযেন**—সূত্রপিটকে শিক্ষার ধরণ বা রীতি; (বিচার্যরূপে) প্রযুক্ত ধারা বা পদ্ধতি, উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ বা কথোপকথন; রূপকযুক্ত ভাষা বা শব্দ, আদর্শস্থানীয় রচনার ধারা বা বাগ্‌বিন্যাস প্রণালী অথবা ভাব প্রকাশক-পদ্ধতি (যাহা সংক্ষেপের পরিবর্তে বিস্তৃতভাবে করা হয়); অভিধর্মের প্রচলিত বা সাধারণ উক্তি বা বিবৃতি। = **নিপ্পরিযাযেন, নিপ্পরিযাযতো**। ৬ আকৃতি, রীতি, প্রকার, প্রণালী, ধরন, ধারা, প্রথা, উপায়, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, মোকদ্দমা, রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণ-কাল, দিক, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, অভিপ্রায়, উন্নতি। = **কারণ**। (দীর্ঘনিকায়) **ইমিনা পরিযাযেন; অযং পরিযায যেন পরিযাযেন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেন তেন পরিযাযেন**—একই পদ্ধতিতে অথবা অন্য ধারায়। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ইমিনা পরিযাযেন**—এই কারণে, এই হেতুতে। (বি-ভা) **অনেক পরিযাযেন**—অন্য বা বিভিন্ন উপায়ে (বিনয়)। ৭ (বৃক্ষ-সম্বন্ধে) চারিদিকে ডালপালা বা শাখা প্রশাখা আছে এমন অবস্থা, শাখা-প্রশাখা (জাতকে এই পাঠ সন্দেহযুক্ত—⟹ "**পরিষা**")। ⟹ **নিপ্পরিযায**।

পরিযায কথা (স্ত্রী) পর্যায় কথা, ক্রমিক আলাপ বা কথা, ঘোরালো কথা (সোজা কথা না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যে কথা বলা হয়)। = **পরিকথা** (১)।

পরিযায ভত্ত—পালাক্রমে প্রদত্ত আহার (অর্থাৎ পালা করিয়া যে আহার দেওয়া হয়), পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত খাদ্য। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায়) **বার-ভত্ত**। ⟹ **পরিযায** (২)।

পরিযাযেন ⟹ **পরিযায** (৫)।

পরিযাহত (বিণ) কর্তিত, উপারিত, উন্মূলিত, উদ্ভাবিত, আহত, প্রকাশিত, হঠাৎ আবিষ্কৃত, বিচলিত, মুগ্ধ, পরাজিত। (বি-ভা) **তক্ক পরিযাহত**—তর্কে পরাজিত (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **পরিযাহনতি**।

পরিযাহনতি (ক্রি) [পরি+আ+√হন+অ] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা মারা বা ধাক্কা দেওয়া, পরাজয় করা, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের

অথবা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত করা অথবা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, ঘা মারা, খটখট শব্দ করা। (অতীত) **পরিযাহনি**। (অ-বিণ) **পরিযাহত**। (ক্রি-বি) **পরিযাহনন**।

পরিযাহনন (ক্লী) (বেতন বৃদ্ধির জন্য) ধর্মঘট, কাজ বন্ধ, মনোযোগ আকর্ষণ, আঘাতকরণ, প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন। "**বিতক্ক**" সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যায় উল্লেখ দেখা যায়—"**আহনন পরিযাহনন**"—আঘাতের উপর আঘাত অথবা জোরে জোরে প্রহারকরণ (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⟹ **পরিযাহনতি**।

পরিযাহরতি (ক্রি) [পরি+আহরতি] আনয়ন করা, উৎপন্ন করা, যাইয়া আনা, প্রাপ্ত হওয়া, আকর্ষণ করা।

পরিযিট্‌ঠ (বিণ) অন্বেষিত, প্রার্থিত, চেষ্টিত, চেষ্টাকৃত, ইচ্ছাকৃত, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, অনুরুদ্ধ, আশান্বিত, প্রত্যাশিত, প্রতীক্ষাকৃত, অনুসন্ধানকৃত। (সংযুক্ত নিকায়ে) **অপরিযিট্‌ঠ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিযিট্‌ঠ আহার**। ⟹ **পরিযেসতি**।

পরিযিট্‌ঠি = পরিযেট্‌ঠি। ⟹ **পরিযেট্‌ঠি**। এই শব্দটি সূত্রনিপাতে এবং সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**পরিযেট্‌ঠি**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। সম্ভবত আমাদের "**পরিযেট্‌ঠুং**" শব্দরূপেও পাঠ করা উচিত। ⟹ **পরিযেসতি**।

পরিযুক্‌খণ্ঠতি (ক্রি) [পরি+উক্‌খণ্ঠতি] বলবতী স্পৃহা থাকা, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হওয়া, ব্যথিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া, হয়রান হওয়া। (জাতক) **মা পরিযুক্‌খণ্ঠতি**।

পরিযুট্‌ঠাযিন (বিণ) যে ব্যক্তি উত্থান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধারণা বা অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে... অথবা যে ব্যক্তি কল্পনা বা বিবেচনা করিতে পারে। ⟹ **ঠাযিন**।

পরিযুট্‌ঠাতি (ক্রি) [পরি+উ+√ঠা+অ] (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, উঠা, আবির্ভূত হওয়া, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা; (করণ কারকে) পূর্বেই অধিকৃত হওয়া, পক্ষপাতী হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া, অনুপ্রবিষ্ট হওয়া। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **চিত্তং পরিযুট্‌ঠাতি; চোরা মগ্‌গে পরিযুট্‌ঠিংসু**। (অতীত) **পরিযুট্‌ঠাসি**। (অ-বিণ) **পরিযুট্‌ঠিত**।

পরিযুট্‌ঠান (ক্লী) [পরি+উট্‌ঠান] অধিকারগত (অথবা বাধাপ্রাপ্ত) হওয়ার অবস্থা, পূর্বসংস্কার, ঝোঁক, পক্ষপাত, পূর্বাধিকার, উদ্ভেদ, সশব্দে বিদারণ, (ভাবাদির) প্রকাশ, সরলরেখা হইতে বক্রগমন, তির্যকরেখা, গোলাকার বস্তুর একদিকের ভার, প্রবণতা, পক্ষপাতিত্ব। = **উট্‌ঠান**। (কথাবত্থু) **থিনমিদ্ধ পরিযুট্‌ঠান**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিযুট্‌ঠান অজ্‌ঝোসান; অধিট্‌ঠান-পরিযুট্‌ঠান-সমুট্‌ঠান**। চুল্লনিদ্দেসে "**তণ্‌হা**" শব্দ; ধর্মসঙ্গণীতে ইহার সমার্থক শব্দের ইংরাজি অনুবাদ করা হইয়াছে— "অনুপ্রবেশ বা ব্যাপক"; ধর্মসঙ্গণী অর্থকথার "**উপ্পজ্জমানা (তণ্‌হা) চিত্তং পরিযুট্‌ঠাতি**" (অর্থাৎ "পথে রাহাজান বা দস্যুর ন্যায় মন লোভের বশীভূত হওয়া বা অধিকারে আসা") বর্ণনাকে ভিত্তি করিয়া অনুবাদ আর ইহার রূপকাত্মক অনুবাদ একই রকম। (পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি) **অবিজ্জা পরিযুট্‌ঠান**। বিভঙ্গে সপ্তবিধ "**পরিযুট্‌ঠানা**" শব্দ দৃষ্ট হয় (ইহা কি পুংলিঙ্গ বহুবচন শব্দ?), তদনুরূপ "**অনুসয**" এবং "**সংযোজন**" শিরোনামা প্রদত্ত পাঠেও দৃষ্ট হয়। এইরূপে "**পরিযুট্‌ঠানা**" শব্দ উক্ত দুই শব্দের সহিত সমশ্রেণীবাচক শব্দ। বিশুদ্ধিমার্গে "**বীতিক্কম**" এবং "**অনুসয**" শব্দের সহিতও "**পরিযুট্‌ঠান**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **অধিট্‌ঠান**।

পরিযুট্‌ঠানীযা ধম্মা—পূর্ব-সংস্কার-সম্বন্ধীয় অথবা পূর্ব-সংস্কারযুক্ত ধর্ম বা স্বভাব (বস্তু বা চিন্তা) সমূহ।

পরিযুট্‌ঠিত (বিণ) অধিকৃত, হস্তগত, অভিভূত, স্থাত, স্থাপিত, অবধারিত, একদিকে নত, পূর্ব হইতে পক্ষপাত দুষ্ট, গৃহীত, পরিপূর্ণ। (সংযুক্ত নিকায়) **মচ্ছের মল পরিযুট্‌ঠিত চেতো; দিট্‌ঠিগতেহি পরিযুট্‌ঠিত**। (কথাবত্থু) **কাম-রাগ পরিযুট্‌ঠিত**। ⟹ **পরিযুট্‌ঠাতি, অভিভূত**।

পরিযুট্‌ঠিত চিত্ত—যাহার মন বা হৃদয় অভিভূত। (দীর্ঘনিকায়) **মারেন পরিযুট্‌ঠিত চিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মচ্ছের মল পরিযুট্‌ঠিত চিত্ত; কিলেস সমুদাচারেন পরিযুট্‌ঠি চিত্ত**।

পরিযুট্‌ঠিত ট্‌ঠাযিন (বিণ) পূর্ব-সংস্কারে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া, পক্ষপাত উন্মূলিত করিয়া, ঝোঁকে দৃঢ় হইয়া বসিয়া, পূর্বে অধিকারে মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া অথবা দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া, প্রবণতা বা ঝোঁক বশত মুগ্ধ হইয়া, পক্ষপাতিত্ব দ্বারা বিচলিত হইয়া। ইহা কি "**পরিযুট্‌ঠ ট্‌ঠাযিন**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ?

পরিযুদাহরতি (ক্রি) [পরি+উদাহরতি] গম্ভীরভাবে বলা, বিধিপূর্বক প্রকাশ করা, যথাবিধি উচ্চারণ করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা অথবা ঘোষণা করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা। (অতীত) **পরিযুদাহাসি**।

পরিযেট্‌ঠ = পরিযেট্‌ঠি। ⟹ **পরিযেট্‌ঠি**।

পরিযেট্‌ঠি (স্ত্রী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজ, পরীক্ষা, অনুগমন, অনুসরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস পরিযেট্‌ঠি; ধম্ম পরিযেট্‌ঠি**। (সূত্রনিপাত) **বিজ্জাচরণ**

পরিযেট্ঠি।

পরিযেতি (ক্রি) প্রবৃত্ত হওয়া, চারিদিকে গমন করা, বেষ্টন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, প্রদক্ষিণ করা। ⟹ **পরেতি**। (মনে হয় "**পরিযেতি**" শব্দের পরিবর্তে "**পরেতি**" শব্দের ব্যবহারও হইয়া থাকে)। (অ-বিণ) পরেত। (ক্রি-বি) **পরিচ্চ**।

পরিযেন—চারিদিকে গমন করিয়া, চারদিকে হাঁটিয়া; (জাহাজ-সম্বন্ধে) জলপথে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া, পরিভ্রমণ, ভ্রমণ, পর্যটন, জলযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা। (সংযুক্ত নিকায়ে) **পরিযেনায; পরিযাদায;** (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **পরিযায, পরিযাদায**।

পরিযেসতি (ক্রি) [পরি+√এস+অ] অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, পাইতে চেষ্টা করা, চেষ্টা করা, অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, পরখ করা, আবিষ্কার করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা, দৃষ্টিপাত করা, মনোনিবেশ করা, আশা করিয়া অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, আশা করা, দেখানো, বোধ হওয়া, সম্মুখীন হওয়া, চাহিয়া দমন করা, দৃষ্টি দ্বারা অভিভূত করা, দৃষ্টি দ্বারা প্রকাশ করা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, চতুর্দিকে খোঁজ করা, চারিদিকে অনুসন্ধান করা। ⟹ **ইচ্ছতি**। (তুলনীয়) **অজ্ঝেসতি**। (অতীত) **পরিযেসি**। (অ-বিণ) **পরিযেসিত, পরিযিট্ঠ;** (তুলনীয়) **অজ্ঝেসিত, অজ্ঝিট্ঠ**। (ব-বিণ) **পরিযেসন্ত, পরিযেসমান;** (চুল্লনিদ্দেস) **পরিযেসমান পটিলভতি; পরিযেসমান পরিভুঞ্জতি**। (ভ-বিণ) **পরিযেসিতব্ব**। (তুম্) **পরিযেসিতুং, পরিযেট্ঠুং, পরিযিট্ঠুং** (?)। (ক্রি-বি) **পরিযেসিত্বা**।

পরিযেসন (ক্লী) ⟹ **পরিযেসনা**।

পরিযেসনা (স্ত্রী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজ, পরীক্ষা, অনুগমন, অনুসরণ, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। ১ "**পরিযেসনা**" দুই প্রকার, যথা—**সেবিতব্বা পরিযেসনা, অসেবিতব্বা পরিযেসনা** (দীর্ঘনিকায়)। মধ্যম নিকায়ে দুই প্রকার, যথা—**অরিযা পরিযেসনা, অনরিযা পরিযেসনা**। পুনশ্চ সংযুক্ত নিকায়ে দুই প্রকার, যথা—**অস্সাদ পরিযেসনা, আদীনব পরিযেসনা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাম পরিযেসনা**। ২ "**পরিযেসন**" শব্দে:—(মহানির্দেশ) **পরিযেসন ছন্দ, পটিলাভ পরিযেসন, পরিভোগ পরিযেসন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কামগুণে পরিযেসন উস্সুক্ক; পটিগ্গহণ পরিযেসন; পরিভোগ পরিযেসন**।

পরিযেসমান (বিণ) অনুসন্ধান করে এমন, অন্বেষণ করে এমন। ⟹ **অন্বেসং, পরিযেসতি**।

পরিযেসিত (বিণ) অন্বেষিত, অনুসন্ধানকৃত, পরীক্ষিত, আবিষ্কৃত, আকাঙ্ক্ষিত, আগ্রহান্বিত, খোঁজ করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **পরিযিট্ঠ, পরিযেসতি**।

পরিযোগ (ক্লী) কড়া, কড়াই, লোহার কড়াই।

পরিযোগায = পরিযোগাহিত্বা; ⟹ **পরিযোগাহতি**।

পরিযোগাল্হ (বিণ) জলমগ্ন, নিম্নাভিমুখে পতিত, ডুবিয়াছে বা ডুব দিয়াছে এমন, কোনো গভীর বিষয়ে প্রবিষ্ট, বিদ্ধ, প্রবিষ্ট, মর্মভেদিত, মর্মে আঘাত করা হইয়াছে এমন, অর্থজ্ঞাত, বোধগম্য, বহিষ্কৃত, পথ করা হইয়াছে এরূপ, অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, মগ্ন, নিযুক্ত, অভিভূত। ⟹ **পরিযোগাহতি**।

পরিযোগাল্হধম্ম—যিনি ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যিনি ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছেন, যিনি ধর্মজ্ঞাত হইয়াছেন।

পরিযোগাহ [পরি+ওগাহ] জলমগ্ন হওন, প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা।

পরিযোগাহতি (ক্রি) [পরি+অব+√গাহ+অ] জলে ডোবা, জলমগ্ন হওয়া, নিম্নাভিমুখে পতিত হওয়া, ডুব দেওয়া, কোনো বিষয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করা, মাপ করা, পরিমাণ করা, গভীরতা ঠিক করা, বুঝা, বিদ্ধ করা, প্রবেশ করা, মর্মভেদ করা, মর্মে আঘাত করা, অর্থ জানা, বোধগম্য করা, বাহির করা, সম্যক অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্ঞায পরিযোগাহতি**। (তুলনীয়) **অজ্ঝোগাহতি**। (অতীত) **পরিযোগাহি**। (ক্রি-বি) **পরিযোগাহিত্বা**। (করণে) **পরিযোগাহেতি**।

পরিযোগাহন (ক্লী) [পরি + ওগাহন] নিমজ্জন, মজ্জন, অবগাহন, স্নান, (অদম্য অশ্বের ন্যায়) অতি বেগে ধাবন বা ধাবিত হওন, প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা।

পরিযোগহনা (স্ত্রী) = **পরিযোগাহন**। ⟹ **পরিযোগাহন**।

পরিযোগাহেতি (ক্রি) = **পরিযোগাহতি**। ⟹ **পরিযোগাহতি**।

পরিযোত্থরতি (ক্রি) [পরি + ওত্থরতি] সর্বব্যাপী বিস্তৃত করা বা হওয়া।

পরিযোদপন (ক্লী) পরিষ্করণ, শোধন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তস্স পরিযোদপন**। = **বোদাপন**। (বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) **পর্য্যাদপন**।

পরিযোদপনা (স্ত্রী) = **পরিযোদপন**। ⟹ **পরিযোদপন**।

পরিযোদপিত (বিণ) পরিষ্কৃত, শোধিত। (নেত্তি) **পরিযোদপিত চিত্তং**। ⟹ **পরিযোদপেতি**।

পরিযোদপেতি (ক্রি) [পরি+অব+√দা+আপে] নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা পবিত্র করা, বিশুদ্ধ করা, শোধন করা, শোধিত করা, পরিষ্কার করা। = **বোদপেতি, পরিসোধেতি**। (থেরগাথা অর্থকথা) **ইন্দ্রিযানি পরিযোদপেতি**। (অতীত) **পরিযোদপেসি**। (অ-বিণ) **পরিযোদপিত, পরিযোদাত**।

পরিযোদাত (বিণ) ১ অতি পবিত্র, খুব পরিষ্কৃত, অত্যন্ত

শুভ্র, স্বচ্ছ, নির্মল, বিশুদ্ধ, শোধিত, পরিশোধিত। (দীর্ঘনিকায়) **পরিসুদ্ধ পরিযোদাত**।⟹ **পরিযোপদান, পরিযোদপেতি**। ২ অতিশয় নিপুণ, খুব চতুর, অত্যন্ত দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, চমৎকার। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) **পর্য্যবদাত**। (জাতক) **পরিযোদাত সিপ্প**।

পরিযোদাত ঞাণ—বিশুদ্ধ জ্ঞান, অতি স্বচ্ছ জ্ঞান, নির্মল জ্ঞান, পরিশুদ্ধ জ্ঞান, পরম পবিত্র জ্ঞান। ⟹**ঞাণ**।

পরিযোদান—সম্পূর্ণ শেষ, পূর্ণ সমাপ্তি।

পরিযোদাপক (বিণ) পরিষ্কৃত, পবিত্র, নির্মল, পরিশুদ্ধ, শোধিত, বিশুদ্ধ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিযোদাপক ঞাণ**।

পরিযোধ [পরি+ওধ] প্রতিরোধ ব্যবস্থা, প্রতিরোধ, পক্ষ সমর্থন, প্রতিবাদীর জবাব।

পরিযোনদ্ধ (বিণ) আবৃত, আচ্ছাদিত, আবরিত, লুক্কায়িত, মোড়া, (খামে) মোড়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদ্ধন্ত পরিযোনদ্ধ**। = **নিবুত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তচ পরিযোনদ্ধ**। (তুলনীয়) **ওনদ্ধ**। ⟹ **পরিযোনদ্ধতি**।

পরিযোনদ্ধতি (ক্রি) [পরি+অব+√নহ+য+অ] আবদ্ধ করা, বন্ধ করা, (খামে) মোড়া, বন্ধন করা, বাধ্য করা, বাধিত করা, লুক্কায়িত করা, সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, (পাখির) ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, ঢাকনা দেওয়া, আবরিত করা। (অতীত) **পরিযোনদ্ধি**। (অ-বিণ) **পরিযোনদ্ধ**।

পরিযোনদ্ধন (ক্লী) আবরণ, আচ্ছাদন, ঢাকনা, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি।

পরিযোনহন (ক্লী) = **পরিযোনাহ**। ⟹ **পরিযোনাহ**।

পরিযোনাহ (পুং) [পরি+ওনাহ] আবরণ, আচ্ছাদন, খাম বা লেফাফায় আবদ্ধকরণ। = **নীবরণ**।

পরিযোসাণ = **পরিযোসান**। ⟹ **পরিযোসান**।

পরিযোসান (ক্লী) [পরি+ওসান (অব+√সা)] ১ পর্যবসান, সমাপন, পরিণতি, প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, মৃত্যু, উদ্দেশ্য, চরমফল, অবসান, সিদ্ধান্ত, অনুমান, নিষ্পত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ। (জাতক) **সচ্চ পরিযোসান** = **দেসনা পরিযোসান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আয়ুহ পরিযোসান**। = **অন্ত**। প্রায়ই এই শব্দের সম্বন্ধযুক্তভাবে ব্যবহার:—**আদি** (আদি, প্রথম বা প্রারম্ভ) **মজ্ঝ** (মধ্য) **পরিযোসান** (পর্যাবসান বা সমাপ্তি)। (বি-ভা) **আদি-কল্যাণ মজ্ঝে-কল্যাণ পরিযোসান-কল্যাণ** (ধর্ম-সম্বন্ধে), বর্ণনায় যেমন দৃষ্ট হয়—"**এক গাথা পিহি সমন্ত-ভদ্দকত্তা ধম্মসস পঠম-পদেন আদিকল্যাণ, দুতিয-ততিয-পদেহি মজ্ঝেকল্যাণ, পচ্ছিম-পদেন পরিযোসানকল্যাণ**, ইত্যাদি (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ পর্যবসান অর্থাৎ পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, আদর্শ, অর্হত্ব। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দের চরিত্রগত অর্থ এবং "**নিব্বান**" সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মচরিয পরিযোসান**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিব্বান পরিযোসান**।

পরিযোসাপেতি (ক্রি) [পরি+অব+√সা+আপে] ১ পরিপূর্ণ করা, পূর্ণ করা, ইহার পরিবর্তে থেরীগাথায় "**খেপেতি**" শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। ২ সমাপ্তিতে আনা, সম্পূর্ণ করা, শেষ করা বা হওয়া, নিষ্পত্তি করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। (অতীত) **পরিযোসাপেসি**। (অ-বিণ) **পরিযোসাপিত**। (ক্রি-বি) **পরিযোসাপেত্বা**।

পরিযোসিত (বিণ) ১ সমাপ্ত, সম্পূর্ণকৃত, নিষ্পত্তিকৃত, সিদ্ধান্তে উপনীত, পরিতৃপ্ত, নিঃসন্দেহকৃত। (মধ্যম নিকায়) **পরিপুণ্ণ পরিযোসিত**। ২ নির্ধারিত, স্থিরকৃত, স্থির, সুদৃঢ়, কিছু করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিযোসিত সঙ্কপ্প**। (তুলনীয়) **অজ্ঝোসিত**।

পরিরক্খণ (ক্লী) রক্ষণ, সতর্কতা, প্রহরী, আঘাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা ব্যবস্থা, পালন, আশ্রয়, রক্ষাকারী, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষাব্যবস্থা, যত্ন, রক্ষা, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত।

পরিরক্খতি (ক্রি) [পরি+√রক্খ+অ] যত্ন লওয়া, রক্ষা করা, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি দেওয়া, পাহারা দেওয়া, পালন করা, বাঁচানো, আচার বা মোরব্বা তৈয়ার করা, সংরক্ষণ করা, ধারণ করা, অধিকারভুক্ত রাখা, অবস্থা বিশেষে রক্ষা করা, চালানো, পূরণ করা, ভরণপোষণ করা, যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা। = **রক্খতি**। (ব-বিণ) **পরিরক্খে**; (সদ্ধম্মোপায়ন) **সীলং পরিরক্খে**।

পরিরক্খন (ক্লী) = **পরিরক্খণ**। ⟹ **পরিরক্খণ**।

পরিরঞ্জিত (বিণ) [পরি+রঞ্জিত] রঞ্জিত, রংবিশিষ্ট, অতি রঞ্জিত; (চরিত্রে) চিহ্নিত, প্রসিদ্ধ, দাগবিশিষ্ট, বিশিষ্ট।

পরিলেপনা = **পরিকেল্লনা**। ⟹ **পরিকেল্লনা**।

পরিলোহিসং—লেহন, অবলেহন, চাটা। ⟹ **লিহতি**।

পরিল্লক (পুং) ১ কোনো পক্ষীর নামবিশেষ (থেরগাথা অর্থকথা)। ২ = **বিহবিহ**। ⟹ **বিহবিহ**।

পরিলাহ [পরি+লাহ] ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, জ্বালা, প্রদাহ, জ্বর, উষ্ণতা, উত্তেজনা; (চরিত্রে) ভাবাবেগের জ্বালা, যৌন ভালবাসার দহন, প্রবল ইচ্ছার উন্মাদনা, ভাবাবেগে উন্মাদনা, উত্তেজনায় দগ্ধ, ক্রোধের উত্তেজনা, ইচ্ছাজনিত উষ্ণতা, মনে উত্তেজনা, বিনাশ, ধ্বংস, ক্ষয়, অপচয়, ক্ষয়কাশ, ব্যয়, শিল্পজাত বস্তুর ব্যবহার, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, (আইনে) মালক্রোক, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট,

মানসিক কষ্ট, দণ্ড। (দীর্ঘনিকায়) **অবিগত পরিল্লাহ; পরিল্লাহ নানত্ত।** (মধ্যম নিকায়) **কামে পরিল্লাহ।** (সংযুক্ত নিকায়) **কামপরিল্লাহ; ব্যাপাদ পরিল্লাহ; বিহিংসা পরিল্লাহ; তণ্হা-পিপাসা-পরিল্লাহ; বিগত পরিল্লাহ; কাযস্মিং পরিল্লাহ; জাতি পরিল্লাহ জরা পরিল্লাহ; রাগজ্জ পরিল্লাহ মোহজ্জ পরিল্লাহ** ইত্যাদি; **বিঘাত পরিল্লাহ।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রাগজো বা দোসজো বা অঞ্ঞমত্তকো পি পরিল্লাহ।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুবিধো পরিল্লাহো কাযিকো চেতসিকো চ।** ⟹ **কামচ্ছন্দ।**

পরিবচ্চ ⟹ **পরিবচ্ছ।**

পরিবচ্ছ (ক্লী) সক্রিয় অবস্থা, কার্যকরী অবস্থা, ক্রিয়াশীল অবস্থা, জীবন্ত অবস্থা, ব্যস্ত অবস্থা, কর্মঠ বা কর্মক্ষম অবস্থা, তৎপর অবস্থা, ক্ষিপ্র অবস্থা, বাস্তব অবস্থা, প্রকৃত অবস্থা, সজ্জা সামগ্রী, সাজ সরঞ্জাম, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত। (জাতক) **গমন পরিবচ্ছ = গমন পরিসজ্জ** (ধর্মপদ অর্থকথা ও টীকা)। Kern গ্রন্থে ইহার ভুল বানান গ্রহণ করা হইয়াছে "**পরিবচ্চ**"।

পরিবজ্জন (ক্লী) পরিবর্জন, পরিত্যাগ, হনন, বধ, বর্জন, ত্যাগ।

পরিবজ্জনতা (স্ত্রী) = **পরিবজ্জন।** ⟹ **পরিবজ্জন।**

পরিবজ্জনা (স্ত্রী) = **পরিবজ্জন।** ⟹ **পরিবজ্জন।**

পরিবজ্জযতি (ক্রি) ত্যাগ করা, বর্জন করা, পরিত্যাগ করা, পরিবর্জন করা, পরিহার করা।

পরিবজ্জযিতা (স্ত্রী) = **পরিব্বাজযিতর।** ⟹ **পরিব্বাজযিতর।**

পরিবজ্জেতি (ক্রি) [পরি+√বজ্জ+এ] বর্জন করা, পরিহার করা, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, পরিত্যাগ করা, পরিবর্জন করা, (কিছু হইতে) দূরে রাখা, দূরে থাকা, এড়ানো, এড়াইয়া যাওয়া, রহিত করা, বাদ দেওয়া। = **পরিবজ্জযতি, বিবজ্জেতি।** (সূত্রনিপাত) **কামে পরিবজ্জেতি।** (ধর্মপদ) **পাপানি পরিবজ্জেতি।** পেতবত্থু অর্থকথায় "**জীবিতং বিজহতি**" এর পরিবর্তে "**জীবিতং পরিবজ্জেতি**" অথবা "**জীবিতং পরিচ্চজতি**" পাঠ উত্তম। (অতীত) **পরিবজ্জেসি।** (অ-বিণ) **পরিবজ্জিত।** (ব-বিণ) **পরিবজ্জেন্ত।** (ভবিষ্যতে) **পরিবজ্জেস্সতি;** (পেতবত্থু) **নিবেসনং পরিবজ্জেস্সতি; লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযস্সু।** (ভ-বিণ) **পরিবজ্জযিতব্ব।** (ক্রি-বি) **পরিবজ্জেত্বা।**

পরিবটুম (?) (বিণ) বৃত্তাকারে গঠিত, মণ্ডলাকারে বা পরিবষ্টেনাকারে গড়া হইয়াছে এমন, গোলাকার, আপনাতে পরিসমাপ্ত। দীর্ঘনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"ইহার চতুর্দিকে পথের নকশা করিতে পারিত"। এই শব্দটি কি "**পরিযন্ত**" শব্দের ভুল বানান হইয়াছে?

পরিবটুম কত (বিণ) সীমাবদ্ধ, গোলাকারকৃত। = **পরিচ্ছিন্ন।** ⟹ **পরিবটুম।**

পরিবট্ট (ক্লী) পরিবর্ত, বৃত্ত, চক্র, মণ্ডল, কক্ষপথ, পরিবেষ্টন, মণ্ডলী, পরিষদ, বেষ্টনকারী সম্প্রদায়, পরগনা, গোলাকার বস্তু, পরিভ্রমণ, আবর্তন, বৃত্তাকারে নৃত্য, রোঁদ পরিদর্শন, শান্তিরক্ষকের ভ্রমণ, কর্মের ধারা, ঘটনাশ্রেণী, মইয়ের ধাপ, যে কাজে অনেকে এক সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে, (খেলায়) এক দফা, একবার গুলি নিক্ষেপ অথবা উক্ত গুলি-নিক্ষেপের জন্য বারুদ, একদল লোকের দ্বারা গীত সঙ্গীত, চক্রাকারে নৃত্য, পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম। প্রধানত দুইটি বিশেষ ভাষায়:—**চতু পরিবট্ট, ঞাতি পরিবট্ট।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রাজ পরিবট্ট।**

পরিবড্ঢতি (ক্রি) বর্ধিত হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা বা পাওয়া, প্রসারিত করা, সুখী হওয়া, অনুকূল হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চিত্তং পরিবড্ঢতি।** (বিপ) **পরিযাদিযতি।**

পরিবণ্ণিত (বিণ) পরিবর্ণিত, অত্যন্ত প্রশংসিত, প্রশংসিত। ⟹ **পরিবণ্ণেতি।**

পরিবণ্ণেতি (ক্রি) [পরি+বণ্ণেতি] বর্ণিত করা, অঙ্কিত করা, অত্যন্ত প্রশংসা করা, প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা। (অতীত) **পরিবণ্ণেসি।** (অ-বিণ) **পরিবণ্ণিত।** (ব-বিণ) **পরিবণ্ণযন্ত।**

পরিবত্ত (ক্লী) = **পরিবট্ট।** ⟹ **পরিবট্ট।** (বিণ) পরিবর্তিত, বিনিময়কৃত, গোল, গোলাকার, সম্পূর্ণ, পূরা, পূর্ণ, চক্রাকারে ভ্রমণশীল, স্পষ্ট, সুরচিত, সুগঠিত, পাক দেওয়া হইয়াছে এরূপ, পাকানো, জড়িত, পাকানো বা জড়ানো হইয়াছে এমন, পেঁচ লাগানো হইয়াছে এমন, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। (স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনে) **পরিবত্তাযো।**

পরিবত্তক (বিণ) ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়মান, ঘুরানো হয় এমন, ফিরানো হয় এরূপ, পাক দেওয়া হয় অথবা পাকানো হয় এরূপ, পরিবর্তিত হয় এমন, বাঁক হয় এমন, রাস্তার মোড় ফিরিতে হয় এরূপ, ঠিক পথ হইতে বিপথে গমন করে এমন, বদলাইয়া যায় এমন, পেঁচ লাগানো হয় অথবা জড়াইয়া যায় এমন, বাঁকাইয়া যায় এরূপ, গোলাকার হয় এমন, যে ব্যক্তি ঘুরায়। (পুং) বৃত্ত, চক্র, মণ্ডল, কক্ষপথ, পরিবেষ্টন, মণ্ডলী, পরিষদ, বেষ্টনকারী লোক, সম্প্রদায়, পরগনা। (তুলনীয়) **পরিবত্তিক।**

পরিবত্ততি (ক্রি) [পরি+√বত+অ] ১ ঘুরিয়া যাওয়া, ঘুরিতে থাকা, ঘুরাইয়া দেওয়া, ঘুরানো, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, ঘুরা, চাকার ন্যায় ঘুরা, তাল পাকাইয়া যাওয়া, আবর্তিত হওয়া, অক্ষের উপর আবর্তিত হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, গড়াইতে থাকা,

ইতস্তত চালিত হওয়া, দোলায়িত হওয়া, গড় গড় শব্দ করা, ঢাকের শব্দের মত শব্দ হওয়া, গড়ানো, গুটানো, জড়ানো, চক্রের উপর সঞ্চালিত করা অথবা ঘুরানো, চালিত করা, চাপিয়া সমতল করা, গোলাকার বস্তু দ্বারা পেষণ করা, দ্রুত হস্তে বাজানো, বিজড়িত করা, বেষ্টন করা, গড় গড় করিয়া বলিয়া যাওয়া, মনে মনে তোলপাড় করা, প্রবৃত্ত হওয়া। (জাতক) **সিঙ্গং পরিবত্ততি**। = **পরিযাতি**। ২ পরিবর্তিত হওয়া, ঘুরিয়া যাওয়া, বদলাইয়া যাওয়া, পরিবর্তন করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া, নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, ফিরিয়া যাওয়া। = **পরিণমতি**। (তুলনীয়) **বিপরিবত্ততি**। (অতীত) **পরিবত্তি**। (অ-বিণ) **পরিবত্ত**। (ব-বিণ) **পরিবত্তমান**। (ক্রি-বি) **পরিবত্তিত্বা**। (করণে) **পরিবত্তেতি**।

পরিবত্তন (ক্লী) পরিবর্তন, বদল, যোজনা, স্থাপন, কোনো কিছু বসানো বা খচিত করণ, অস্তগমন, যে দৃশ্যে বা পরিবেশে গল্প ইত্যাদি ঘটে, নাট্য প্রদর্শনীর পোশাকাদি, চুনবালির পলস্তারা করা জমাট-বাঁধানো, রত্নাদি বসাইবার কাঠাম-বিশেষ, প্রস্থান, চলন, ঘোড়ায় চড়িবার অথবা চলিবার জন্য জমির অবস্থা, যত্ন, রক্ষা, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত, প্রস্তাব, বিবেচনার জন্য উপস্থাপন বা উত্থাপন। (জাতক) **পরিবত্তন মন্ত**।

পরিবত্তন মন্ত (বিণ) যে ব্যক্তি যাদুমন্ত্র বা কবচ জানে, যে মন্ত্র (অপরকেও) বলা যায়। (ক্লী) ফলোৎপাদক মন্ত্র, প্রভাবশালী মন্ত্র, চিত্তাকর্ষক মন্ত্র। ⟹ **মন্ত** (৫)।

পরিবত্তা (স্ত্রী) = **পরিবত্ত**। ⟹ **পরিবত্ত**। (বহুবচনে) **পরিবত্তাযো**।

পরিবত্তিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রবর্তন করে, যে ব্যক্তি ঘুরায়। (বি-ভা) **পলিঘ পরিবত্তিক**।

পরিবত্তিত (বিণ) ১ ঘুরিয়া গিয়াছে এমন, বদলাইয়া গিয়াছে এমন, পরিবর্তন ঘটিয়াছে এমন, পরিবর্তিত, পেঁচ লাগানো হইয়াছে এরূপ, জড়াইয়া গিয়াছে এমন। ২ আবৃত্তি করা হইয়াছে এমন, মুখস্থ বলা হইয়াছে এমন, বর্ণিত। ⟹ **পরিবত্তেতি**।

পরিবত্তেতি (ক্রি) ১ প্রবর্তিত করা বা হওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, কিছুর উপর পেঁচ লাগানো, প্রবর্তন করা, ফিরানো। (জাতক) **সরীরং পরিবত্তেতি**। ২ সম্পর্কে আসা, স্থির করা, ব্যবস্থা করা, আচরণ করা, বিষয়ীভূত হওয়া, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা, চালিত করা, আলোচনা করা, হস্ত চালনা করা, অস্তগমন করা, সম্মুখে বা অগ্রে রাখা, আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা, বর্ণনা করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মন্তং পরিবত্তেতি**—মন্ত্র জপ করা, মন্ত্র মুখস্থ বলা, যাদুমন্ত্র চালিত করা। = **সজ্ঝাযতি বাচেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **মন্তং পবত্তেতি, পবত্তর**। (জাতক) **সরং পবত্তেতি**—শব্দ করা, স্বর যোজনা করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অধিপ্পাযং পরিবত্তেতি**—বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, প্রস্তাব করা, বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা, বিচার করা, রায় প্রকাশ করা, মন্তব্য করা, আলোচনা করা, বাদানুবাদ করা। ৩ পরিবর্তন করা, পরিবর্তিত হওয়া, বিনিময় করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, বদল করা, বিনিময় করা, বিনিময়ে চলা। ⟹ **পরিবত্ততি**। (অতীত) **পরিবত্তেসি**। (অ-বিণ) **পরিবত্তিত**। (ব-বিণ) **পরিবত্তেন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিবত্তেত্বা, পরিবত্তিয**।

পরিবদন্তিকা (স্ত্রী) উচ্চ শব্দকারী একজাতীয় পক্ষীবিশেষ (বৌ কথা কও পাখি?)। = **পরিবদেন্তিকা** (২)। ⟹ **পরিদেবন্তিকা**।

পরিবদেন্তিকা (স্ত্রী) ১ প্রতিধ্বনি করণ, প্রতিধ্বনি, উচ্চধ্বনি, গুণকীর্তন, যশ বিস্তার। (যৌগিকে) **গোধ পরিবদেন্তিকা** (জাতক)। ২ এক জাতীয় পক্ষীবিশেষ (একা সকুণজাতি--জাতক অর্থকথা)। = **পরিবদন্তিকা**।

পরিবসতি (ক্রি) [পরি+√বস+অ] অবস্থিতি করা, অল্পকালের জন্য বাস করা, অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা, বিশ্বাস করা, স্থগিত করা, আটক করা, ধরিয়া রাখা, ঠেকো দেওয়া, খাড়া রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, থাকা, বাস করা, শিক্ষানবিশির মধ্যে থাকা, পরীক্ষার মধ্যে থাকা। = **পব্বজিত্বা তাপসবেসেন** বসতি (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অতীত) **পরিবসি**। (অ-বিণ) **পরিবুত্থ, পরিবুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **পরিবসমান**, (ভ-বিণ) **পরিবসখব্ব**।

পরিবস্‌সতি—এই শব্দটি পেতবত্থুতে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হইবে "**পরিধস্‌সতি**"। ⟹ **পরিধস্‌সতি, পরিদহতি**।

পরিবহতি (ক্রি) [পরি+বহতি] পরিবহন করা, বহন করা। (থেরীগাথা) **দারকে পরিবহতি**।

পরিবাত (বিণ) (ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায়) ইতস্তত অথবা (কিছুর মধ্য দিয়া) বাতাস প্রবাহিত, অর্থাৎ পরিপূর্ণ, উত্তেজিত, আলোড়িত, তৎপর, উত্থিত, জাগ্রত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইসি-বাত পরিবাত**।

পরিবাদিনী (স্ত্রী) সপ্ত তার বা তন্ত্রীর বীণা। ⟹ **গোধ পরিবদেন্তিকা**।

পরিবার (পুং) ১ পরিবার, পরিজন, পোষ্য, আকার, পরিচ্ছদ, খড়গের খাপ, তরবারির কোষ, বেষ্টন, অনুচরবর্গ, পরিষদবর্গ, এক প্রস্থ আসবাব পত্র, একটি লোকের অথবা একটি দলের ব্যবহার্য কয়েকখানা ঘর, বড়লোকের অনুচরবর্গ, শিষ্যগণ, সহচরগণ, অনুকরণকারীগণ, আড়ম্বর, জাঁকজমক, ঘটা, ধুমধাম। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিবার-চাগ চেতনা** (ইহার পাঠ

কি "**পরিচ্চাগ-চেতনা**"?)। (বিণ) পরিবেষ্টিত, বেষ্টিত, ঘেরা, বলয়িত, পরিবৃত, সঙ্গে, সহিত, একত্রে। (বিনয়) **দসসত পরিবার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেব পরিবার; অসুর পরিবার**। (জাতক) **মহা-ভিক্খুসঙ্ঘ পরিবার**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **ফেগ্গু সার পরিবার = রুক্খো সযং-ফেগ্গু হোতি, পরিবার-রুক্খা পন'স্স সারা হোন্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দ্বি সহস্স-পরিত্ত-দীপ-পরিবারা চত্তারো মহাদীপা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চসত ভিক্খু পরিবার**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অচ্ছরা-সহস্স-পরিবার; দ্বিসহস্স দীপ পরিবার**। (জাতক) **সপরিবার**—অনুচর বা সঙ্গীসহ। ২ শিষ্যগণ, সহচরগণ, অনুচরবর্গ, অনুকরণকারীগণ, (সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ আনুষাঙ্গিক পদার্থ বা অধিকার, তদ্ধেতু অর্থ হয়—) সম্মান, শুশ্রূষা, উপস্থিতি, উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন, যশ, জনরব। (তুলনীয়) **পরিচার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিবার সম্পদা**। (পরিসম্ভিদা মার্গ) **পরিগ্গহ, পরিবার, পরিপূর**। (থেরগাথা অর্থকথা) **ধন পরিবার**—ধন ও যশ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিবার সম্পত্তি = যস**। ৩ উপাদান, মৌলিক পদার্থ, (বহুবচনে) উপকরণ সমূহ অথবা কুকর্মের সহায়কগণ, অভাব, আবশ্যক দ্রব্য। (জাতক) **পঞ্চ-সুগন্ধিক পরিবার**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সপরিবার দান**। = **পরিক্খারা**। ৪ বিনয়পিটকের মধ্যে "**পরিবার পাঠ**" নামক শেষ গ্রন্থের নাম যাহা পরিশিষ্ট অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং সভার কার্যবিবরণীর সূচিপত্র; (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সপরিবারক বিনযপিটক**।

পরিবারক (বিণ) সঙ্গী, সঙ্গে বাসকারী, সঙ্গে গমনকারী, সঙ্গে অবস্থানকারী, অনুচররূপে সঙ্গে গমনকারী। ⟹ **পরিবার** (৪), **পরিচারক**।

পরিবারণ (ক্লী) আবরণ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, বস্ত্র বিক্রেতার কার্য, তন্তুবায়ের ব্যবসায়, ঝালর, পর্দা। (বিণ) পরিবেষ্টিত, বেষ্টিত, বলয়িত। = **পরিক্খিত্ত** (জাতক অর্থকথা)।

পরিবারযতি (ক্রি) পরিবেষ্টিত হওয়া। ⟹ **পরিবারেতি, পরিচারেতি** (২)।

পরিবারবন্তু (বিণ) বহু অনুচর বা পরিষদ আছে এমন, যাহার অনেক সহচর আছে, সৌভাগ্যশালী। ⟹ **যসস্সিন**।

পরিবারিত (বিণ) ১ পরিবেষ্টিত, বেষ্টিত, বলয়িত; (চরিত্রে) সম্মানিত, মহিমান্বিত, পূজিত, পূজ্য, পূজাপ্রাপ্ত। (জাতক) **পুরক্খত পরিবারিত**। = **পরক্খত** (ধর্মপদ)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **দেবানং গণেন পরিবারিত**। এই শব্দটি কোনো কোনো স্থানে "**পরিমারিত**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ **পরিবারেতি**। ২ সৌরভিত, সুগন্ধযুক্ত, সুবাসিত। = **পরিবাসিত**।

পরিবারেতি (ক্রি) [পরি+√বর+এ] ১ আচ্ছাদিত করা, ঢাকা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা বা ডিমে তা দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, বেষ্টন করা, প্রদক্ষিণ করা, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, উৎপন্ন হওয়া, পশ্চাদ্গামী হওয়া, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া। (জাতক) **নগরং পরিবারযিংসু**। ২ কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, উপকার করা, বন্দোবস্ত করা, মান্য করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, সঙ্গে থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত হওয়া, (রোগীকে) দেখাশুনা করা, (ফলস্বরূপ) বর্তমান থাকা, নিজে সেবা করা অথবা আদেশ পালন করা, নিজে আনন্দিত বা প্রফুল্ল হওয়া, নিজে হাসা, নিজ চিত্ত বিনোদন করা। "পরিকরোতি" শব্দের পরিবর্তেও এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ **অনুপরিবারেতি**। (অতীত) **পরিবারেসি**। (অ-বিণ) **পরিবারিত, পরিবুত**। (ব-বিণ) **পরিবারিযমান**; (দীর্ঘনিকায়) **পরিবাবিযমান পরিচারিযমান**। (ভবিষ্যতে) **পরিবারেস্সতি**; (জাতক) **রুক্খং পরিবারেস্সতি**। (ক্রি-বি) **পরিবারেত্বা**।

পরিবাস ১ অল্পক্ষণের জন্য অবস্থিতি, প্রবাস, অবস্থান, অবস্থিতি, সাময়িক অবস্থান, বিরাম, অবলম্বন, ঠেকনা, বাধা, আটক, সহ্য করিবার ক্ষমতা। (বি-ভা) **বিপস্সনা পরিবাস** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ পরিবাস, পরীক্ষা বা পরীক্ষাকালের সময়, শিক্ষানবিশির সময়, "**সঙ্ঘাদিসেস**" অপরাধে অপরাধী ভিক্ষু দোষস্খালনের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুমতিতে ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথক বাস করা। ⟹ **অব্ভান**। (বিনয়) **পরিবাসং বসতি**; (তুলনীয়) **পরিবুত্থ**। (বিনয়) **পরিবাসং দেতি**—পরীক্ষা বা পরিবাস করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া; **পরিবাসং যাচতি**—পরিবাস বা পরীক্ষা করিবার জন্য যাচনা করা; **সমোধান পরিবাস**—সমেত বা অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিবাস; **সুদ্ধন্ত পরিবাস**—সম্পূর্ণ শোধন বা পরিশুদ্ধতা-সম্বন্ধীয় পরিবাস বা পরীক্ষা। ৩ সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ, ইতিহাস বা জীবনের যে কোনো বিশেষ সময়, সময়ের যে কোনো ভাগ, (রোগের) কাল, পর্যায়, সম্পূর্ণ বাক্য, পূর্ণচ্ছেদ, সময়, কাল, অবসর, সুযোগ, (বাদ্যযন্ত্রের) তাল, নির্দিষ্টকাল, উপযুক্ত কাল, বর্তমান অবস্থা, (সাহিত্যে) অবস্থিতি, মধ্যবর্তী কাল বা স্থান, দুই সুরের মধ্যবর্তী অবকাশ, স্থিতিকাল। (উদান) **এক-রত্তি পরিবাস**।

পরিবাস দান—পরিবাস করিবার জন্য অনুমতি প্রদান, পরীক্ষাধীন থাকার জন্য অনুমতি দান। ⟹ **পরিবাস** (২)।

পরিবাসিক (বিণ) ১ "অবস্থান করে এমন" অর্থাৎ সাধারণ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে, অভ্যস্ত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পারিবাসিক ভত্ত**—(রুটির খাম্বিরার ন্যায়) গাঁজিয়া উঠা অথবা গাঁজাইয়া তোলা অন্ন। ⟹ **চির পরিবাসিক**। (জাতক) **আপরিবাসিক**—অসাধারণ, নতুন, অপ্রচলিত। ২ পরিবাসকারী, পরিবাস করে এমন। (পুং) শিক্ষানবিশ, যে ভিক্ষু পরিবাস করেন। ⟹ **পরিবাস** (২)।

পরিবাসিক ভত্ত ⟹ **পরিবাসিক** (১), **চির পরিবাসিক**।

পরিবাসিক ভিক্খু—যে ভিক্খু স্বীয় দোষ স্খালনের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুমতিতে পরিবাস করেন অথবা পরীক্ষাধীন থাকেন। ⟹ **পকতত্ত ভিক্খু, পরিবাস** (২)।

পরিবাসিত (বিণ) সুগন্ধিত, সুগন্ধকৃত, সৌরভিত, সুবাসিত, (চতুর্দিকে) সুগন্ধ দ্বারা ভরপুর করা হইয়াছে এরূপ। = **পরিবারিত** (২)। জাতকে **"পরিবারিত"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **সম্পরিবাসিত;** সম্ভবত ইহা "অপরিবাসিক" শব্দের পরিবর্তে জাতকে পাঠ হইয়াছে। ⟹ **পরিবাসেতি**।

পরিবাসিয = **পরিবাসিক**। ⟹ **পরিবাসিক**।

পরিবাসেতি (ক্রি) সুবাসিত করা, সুগন্ধিত করা, সুগন্ধ করা, সুগন্ধযুক্ত করা, সুরভিত করা, ঘ্রাণ পাওয়া, গন্ধে পরিপূর্ণ করা। (অতীত) **পরিবাসেসি**। (অ-বিণ) **পরিবাসিত**।

পরিবিতক্ক (পুং) বিতর্ক, তর্ক, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ, নিন্দা, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, ধ্যান, গাঢ়চিন্তা, মনন, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, অভিমত, মত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়। (মধ্যম নিকায়) **আকার পরিবিতক্ক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বুত্ত পরিবিতক্কে নিপাত** ("নূন" সম্বন্ধীয় বর্ণনায়)। (বি-ভা) **চেতসা-চেতো-পরিবিতক্ক**—মানসিক বা মনের মধ্যে প্রতিফলন (দীর্ঘনিকায়); = **চেতসো পরিবিতক্ক** (দীর্ঘনিকায়)।

পরিবিতক্কিত (বিণ) প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত, মনোযোগের সহিত চিন্তিত, বিবেচিত, সংকল্পিত, চিন্তিত। ⟹ **পরিবিতক্কেতি**।

পরিবিতক্কিতং (ক্লী) ভাবনা, (কোনো বিষয়ে) চিন্তা, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ, নিন্দা। (পেতবত্থু অর্থকথায় "নূন" সম্বন্ধীয় বর্ণনায়) **পরিবিতক্কিতে**।

পরিবিতক্কেতি (ক্রি) [পরি+বি+√তক+এ] চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল-সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, ধ্যান করা, বিবেচনা করা, সংকল্প করা, মনোমধ্যে আলোড়ন করা। (অতীত) **পরিবিতক্কেসি**। (অ-বিণ) **পরিবিতক্কিত**। (ক্রি-বি) **পরিবিতক্কেত্বা**।

পরিবিত্থিণ্ণ (বিণ) [পরি+বিত্থিণ্ণ] সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত, ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, পরিব্যাপ্ত, পরিঘোষিত, সর্বত্র বিস্তৃত।

পরিবিসক (বিণ) প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় এরূপ, জোগাইয়া থাকে এমন, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখে এরূপ, উপায় অবলম্বন করে এরূপ, পূর্বে চুক্তি করে এমন, খাদ্য পরিবেশন করে এমন।

পরিবিসতি (ক্রি) [পরি+√বিস+অ] পরিবেশন করা, খাদ্য জোগানো, সেবা করা, (খাওয়ার সময়) উপস্থিত থাকিয়া পরিচর্যা করা, স্বয়ং উপস্থিত সম্মান প্রদর্শন করা, ভৃত্যের ন্যায় কাহারও নিকটে হাজির থাকা, দেখা করিতে যাওয়া, পরিচর্যা করা, উপহার দেওয়া, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, প্রদান করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, পরিচিত হওয়া, দক্ষিণা দেওয়া, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা। (বিনয়) **ভত্তেন পরিবিসতি; কণাজকেন বিলঙ্গদুতিযেন পরিবিসতি**। = **ভোজেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সূদো ভত্তারং পরিবিসতি**। (অতীত) **পরিবিসি**। (ক্রি-বি) **পরিবিসিত্বা**।

পরিবিসযিত্বা = **নিক্খমিত্বা**। ⟹ **নিক্খমতি, নিপততি**।

পরিবীমংসতি (ক্রি) [পরি+বি+মস+ং+অ] (কোনো বিষয়ে) ভাবা, বিবেচনা করা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, সম্যকভাবে চিন্তা করা, সম্পূর্ণরূপে গণনায় আনা, সম্পূর্ণরূপে ধারণা করা, গভীর চিন্তা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, অন্বেষণ করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা। (অতীত) **পরিবীমংসি**। (ব-বিণ) **পরিবীমংসমান; ধম্মং পরিবীমংসমান;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অত্তানং পরিবীমংসমান**।

পরিবীমংসা (স্ত্রী) [পরি+বীমংসা] সম্পূর্ণ অনুসন্ধান, সমাপ্ত প্রশ্ন, একেবারে জিজ্ঞাসা, পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা, সম্পূর্ণ অন্বেষণ, পুরাপুরি অনুগমন বা অনুসরণ।

পরিবুট্‌ঠ (বিণ) (সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) অবস্থান করিয়াছে এমন, সাময়িক অবস্থান বা প্রবাস করিয়াছে এমন, (কিছুকালের জন্য) অবস্থিতি করিয়াছে এমন, শিক্ষানবিশির সময় অথবা পরীক্ষাকাল পর্যন্ত কাটাইয়াছে এমন। ⟹ **পরিবসতি**।

পরিবুত (বিণ) পরিবৃত, পরিবেষ্টিত, বেষ্টিত, বলয়িত। (জাতক) **মিগগণ পরিবুত; দেবগণেন পরিবুত; দাসীগণ পরিবুত; মহাজন পরিবুত**। = **সমন্ততো পরিবুত** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধুত্তজন পরিবুত; পরিজন পরিবুত; দেবগণ পরিবুত**। ⟹ **পরিবারেতি**।

পরিবুত্থ = **পরিবুট্‌ঠ**। ⟹ **পরিবুট্‌ঠ**।

পরিবেক (পুং) সুস্বাদ, আস্বাদ, আমোদ, আগ্রহ। ⟹ **রস** (৫)।

পরিবেক রস (পুং) উপাদেয় রস, মিষ্ট রস, আমোদজনক রস, কুতূহলজনক রস, স্পৃহাজনক রস বা স্বাদ, ইচ্ছাজনক রস বা স্বাদ। ⟹ **রস** (৫)।

পরিবেঠিত (বিণ) আচ্ছাদিত, সম্পূর্ণরূপে আবৃত, আবৃত, খামে মোড়া, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, আবরিত, অন্তর্ভুক্ত, পরিবৃত, পরিবেষ্টিত। (বিপ) **নিব্বেঠিত**।

পরিবেণ (ক্লী) ১ সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থানের অথবা দুর্গের অন্তর্ভুক্ত সর্ব বিষয় বা বস্তু, সুবৃহৎ অট্টালিকা বা জমিদারের বাটি এবং ইহার উপাদান সমূহ। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **বেণিযতো পেক্‌খিতব্বতো পরিবেণং পাসাদ-কূটাগার-রত্তিট্‌ঠানাদি সম্পন্নং পাকার পরিক্‌খিত্তং দ্বারকোট্‌ঠকযুত্তং আবাসং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাসাদ পরিবেণ**। ২ একজন ভিক্ষুর বাসোপযোগী ক্ষুদ্র কক্ষ বা ঘর, ভিক্ষুর নির্জন কক্ষ বা কামরা, একজন ভিক্ষুর থাকিবার ছোট ঘর বা কামরা। আজকাল "ভিক্ষুদের ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার পাঠাগার" অর্থেও "**পরিবেণ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় (বিশেষত লঙ্কাদ্বীপে ইহার প্রচার বহুল)। (বিনয়) **পরিবেণ কোট্‌ঠক উপট্‌ঠানসালা; বিহারেন বিহারং পরিবেণেন পরিবেণং উপসঙ্কমিত্বা; পরিবেণবাসিক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিবেণং সম্মজ্জতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিবেণদ্বার**।

পরিবেণি (স্ত্রী) = **পরিবেণ**। ⟹ **পরিবেণ** (২)। (বিনয়) **অনুপরিবেণিযং**—প্রত্যেকে তাহাদের স্ব স্ব কক্ষে।

পরিবেসক (বিণ) পরিবেশক, পরিবেশনকারী, আহারকালে প্রয়োজনমত খাদ্য সরবরাহকারী, বিভাগকারী, সেবাকারী, পরিচারকের কাজ করে এমন।

পরিবেসনা (স্ত্রী) খাদ্য পরিবেশন, পরিবেশন, ভক্ষ্য বস্তুর অংশ বিভাগপূর্বক বন্টন বা অর্পণ, বেষ্টন, ভোজন করানো, খাদ্য বন্টন। = **ভত্তবিস্‌সগ্‌গ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিবেসনাট্‌ঠান**।

পরিবেসনাট্‌ঠান (ক্লী) [পরিবেসনা+ঠান] পরিবেশনের স্থান। ⟹ **পরিবেসনা**।

পরিবেসিকা (স্ত্রী) পরিবেশনকারিণী, সেবিকা, পরিচারিকা।

পরিব্যত্ত (বিণ) [পরি+ব্যত্ত] সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট বা অনায়াসবোধ্য।

পরিব্যত্ত কিচ্চ ⟹ **কিচ্চ** [ক্লী (২খ)]।

পরিব্যযং—ব্যয়, খরচ।

পরিস—জন সমাবেশ, জনসঙ্গ, সভা, সমাজ, পরিষদ, সমিতি, বহুজন সমাগম স্থান। ⟹ **পরিসা**। এই শব্দটি সর্বদা যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়।

পরিসং সিব্বিত (বিণ) একত্রে সেলাই করা হইয়াছে এমন, পাকানো বা জড়ানো হইয়াছে এমন, বয়ন করা হইয়াছে এমন। = **সংসিব্বিত**।

পরিসক্কতি (ক্রি) [পরি+√সক্ক+অ] চেষ্টা করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা, প্রমাণ করা, পরীক্ষা করা, অনুভব করা, বিচার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, অবসন্ন করা, পীড়িত করা, পাইতে চেষ্টা করা, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা; (তুম্‌ বুঝাইলে অথবা সম্প্রদানে অর্থ হয়) প্রবৃত্ত হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অলাভায পরিসক্কতি**। (জাতক) **বধায পরিসক্কতি**। = **পযোগং করোতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **পরিসক্কি**। (অ-বিণ) **পরিসক্কিত**। (ক্রি-বি) **পরিসক্কন**। (তুম্‌) **পরিসক্কিতুং**। (করণে) **পরিসক্কেতি**।

পরিসক্কন (ক্লী) চেষ্টা, পরীক্ষা, কার্য সম্পন্ন করিবার উপায় অবলম্বন। ⟹ **পরিসক্কতি**।

পরিসগত (বিণ) দলভুক্ত, দলগত, সঙ্গগত, পরিষদভুক্ত, সঙ্গীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট।

পরিসঙ্কতি (ক্রি) [পরি+√সক+ং+অ] সন্দেহ করা, অনুমান করা, অবিশ্বাস করা, দোষী বলিয়া সন্দেহ করা, দোষী বিবেচনা করা, আশঙ্কা থাকা বা করা, ভয় থাকা বা করা, ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ থাকা, অমঙ্গল আশঙ্কা করা, বোধশক্তি থাকা, গ্রেপ্তার করার কাজ থাকা। (তুলনীয়) **আসঙ্কতি**। (অতীত) **পরিসঙ্কি**। (অ-বিণ) **পরিসঙ্কিত**। (ক্রি-বি) **পরিসঙ্কিত্বা**।

পরিসঙ্কা (স্ত্রী) অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়, কেহ দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস (সন্দেহের অতীত অর্থে), অতি সামান্য পরিমাণ, আশঙ্কা। (তুলনীয়) **আসঙ্কা**।

পরিসঙ্কিত (বিণ) সন্দেহান্বিত, সন্দেহ হয় এমন, অনুমিত, অবিশ্বাস্য, দোষী বিবেচিত, দোষী সাব্যস্ত, দোষী বলিয়া সন্দেহকৃত, আশঙ্কাজনক, ভয়জনক। (বিনয়) **দিট্‌ঠ-সুত-পরিসঙ্কিত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আসঙ্কিত**

পরিসঙ্কিত। (তুলনীয়) **আসঙ্কিত, উস্সঙ্কিত**। ⟹ **পরিসঙ্কতি**।

পরিসঙ্কু (বিণ) পরিসংকুল, সংকুল, ব্যাপ্ত, মিশ্রিত, সংকীর্ণ। ⟹ **পরিসঙ্কু পথ**।

পরিসঙ্কু পথ—পথের চারিপার্শ্বে গোঁজা-খুঁটি-দণ্ড প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ পাহাড়ি পথ, গির্জাকূট পর্বতে যাওয়ার পথের নাম বা পথ।

পরিসঙ্গাহাপেতি (ক্রি) কিছু উল্লেখ করিবার জন্য অথবা কিছু বর্ণনা করিবার জন্য কাহাকেও প্রবৃত্ত করা।

পরিসজ্জ = **পরিবচ্ছ**। ⟹ **পরিবচ্ছ**।

পরিসঠ (বিণ) [পরি+ সঠ] অতিশয় শঠতাপূর্ণ, অতিশয় প্রতারণাময় বা ছলপূর্ণ, খুব অসৎ, অত্যন্ত ধূর্ত বা নিপুণ, অতিপ্রবঞ্চক। (পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি) **সঠ পরিসঠ**।

পরিসণ্ঠাতি (ক্রি) [পরি+ সণ্ঠাতি] পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া, প্রত্যর্পিত হওয়া, নূতন হওয়া, পুনঃসংস্কার হওয়া, ক্ষতিপূরণ হওয়া, আরোগ্য হওয়া, পুনঃস্থাপিত হওয়া। (অতীত) **পরিসণ্ঠাসি**।

পরিসণ্হ (বিণ) [পরি+ সণ্হ] খুব মসৃণ, অত্যন্ত কোমল, খুব নরম বা তুলতুলে।

পরিসতি (ক্রি) জন সমাগম হওয়া, দল গঠন করা, সমিতি করা বা হওয়া, সভা করা বা হওয়া, বহুলোক একত্রিত হওয়া।

পরিসতিং১ সভা, সমিতি, সঙ্গ, দল। ২ স্মৃতি মনে করণ, স্মরণীয় বস্তু।

পরিসদূসক (বিণ) পরিষদদূষক, সভায় গণ্ডগোলকারী, সভা পণ্ডকারী।

পরিসন্দেতি (ক্রি) চতুর্দিকে প্রবাহিত করা, প্লাবিত করা, উথলিয়া ফেলানো, পূর্ণ করা। (বি-ভা) **কাযং অভিসন্দেতি পরিসন্দেতি** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **সমন্ততো সন্দেতি**।(অ-বিণ) **পরিসন্ন**।

পরিসন্ন (বিণ) বেষ্টিত, বলয়িত, জলে পূর্ণ, সিক্ত, জলপ্লাবিত। ⟹ **পরিসন্দেতি**।

পরিসপ্পতি (ক্রি) [পরি+√সপ+অ] বুকে হাঁটিয়া ইতস্তত গমন করা, হামাগুড়ি দিয়া চলা, অতি ধীরে ধীরে যাওয়া, এদিক ওদিক বা ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করা, সর্পের ন্যায় চলা, সর্পগতিতে চলা, ভীত হওয়া। = **সংসপ্পতি, ভাযতি**। (অতীত) **পরিসপ্পি**। (অ-বিণ) **পরিসপ্পিত**।

পরিসপ্পনা (স্ত্রী) এদিক ওদিক ছুটাছুটি করণ, বুকে হাঁটিয়া গমন, হামাগুড়ি দিয়া ইতস্তত গমন, কম্পন, ভয়, উদ্বেগ, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, অব্যবস্থিত চিত্ততা। (যৌগিকে) **আসপ্পনা পরিসপ্পনা**। (তুলনীয়) **বিচিকিচ্ছা, কঙ্খা**।

পরিসমজ্‌ঝে—পরিষদের মধ্যে, সভার মাঝে। ⟹ **সংসদ**।

পরিসমন্ততো (ক্রি-বিণ) সর্বদিক দিয়া, সর্বতোভাবে, সর্বদিক হইতে।

পরিসমপত্ত (বিণ) = **সম্ভ**। ⟹ **সম্ভ** [বিণ (৩)]।

পরিসম্বাহতি (ক্রি) [পরি+ সম্বাহতি] হাত বুলানো, সর্বদিক হইতে ঘর্ষণ করা অথবা ঘসড়াইয়া চলা।

পরিসরতি (ক্রি) স্মরণ করা, মনে করা, স্মরণ রাখা, মনোনিবেশ করা, শুভেচ্ছা জানানো, বকশিশ দেওয়া, পুনরায় সংগ্রহ করা।

পরিস সারজ্জ (ক্লী) পরিষদ ভয়, সভাভেস্কি, সভার মধ্যে কিছু বলিতে উৎপন্ন ভয়। ⟹ **সারজ্জ**।

পরিসহতি (ক্রি) [পরি+√সহ+অ] জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা, পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া, সুফল প্রাপ্ত হওয়া। (সমার্থবাচক শব্দসমূহ) **সহতি, পরিসহতি, অভিভবতি, অজ্‌ঝোত্থরতি** ইত্যাদি। (অতীত) **পরিসহি**।

পরিসা (স্ত্রী) সভা, সমাগম, সমিতি, (সাহিত্যে) গোল বৈঠক, একদল লোক, সঙ্গীদল, সঙ্গ, বণিকসমিতি, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদল, অতিথিবৃন্দ, সেনাদল, সঙ্ঘ, সঙ্গীলোক, পরিষদ, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তা বা ভাবনা সম্বন্ধীয়) যোগ, বেষ্টিত জনমণ্ডলী, বলয়িত জনসঙ্গ, পরিষদবর্গ, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্র) বিন্যাস, জনতা, সংগ্রহ, রাশি, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক। (অধিকরণ কারক একবচনে) **পরিসাযং**; (বহুবচন) **পরিসাসু**। বৌদ্ধশাস্ত্রে অষ্টবিধ পরিষদের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—১ **খত্তিয পরিসা** (ক্ষত্রিয় পরিষদ), ২ **ব্রাহ্মণ পরিসা** (ব্রাহ্মণ পরিষদ), ৩ **গহপতি পরিসা** (গৃহপতি বা গৃহী পরিষদ), ৪ **সমণ পরিসা** (শ্রমণ পরিষদ), ৫ **চতুম্মহারাজিক পরিসা** (চতুর্মহারাজিক বা চারি লোকপাল দেব পরিষদ), ৬ **তাবতিংস পরিসা** (ত্রয়োস্ত্রিংশ বা দেবরাজ ইন্দ্রের দেব পরিষদ), ৭ **মার পরিসা** (মার বা পাপরাজের অথবা শয়তানের পরিষদ), ৮ **ব্রহ্ম পরিসা** (ব্রহ্মলোকের ব্রহ্ম পরিষদ) (দীর্ঘনিকায়)। দীর্ঘনিকায়ে পুনরায় চতুর্বিধ পরিষদের উল্লেখও দেখা যায়, যথা—**খত্তিয পরিসা, ব্রাহ্মণ পরিসা, গহপতি পরিসা, সমণপরিসা**। সংযুক্ত নিকায়ে অন্য প্রকারে চতুর্বিধ পরিষদের কথা উল্লেখ আছে, যথা—১ **ভিক্‌খু পরিসা** (ভিক্ষু পরিষদ), ২ **ভিক্‌খুণী পরিসা** (ভিক্ষুণী পরিষদ), ৩ **উপাসক পরিসা** (উপাসক পরিষদ), ৪ **উপাসিকা পরিসা** (উপাসিকা পরিষদ)। (জাতক) **চতু- পরিসা-মজ্‌ঝে**। পুনশ্চ দীর্ঘনিকায়ে দুইটি পরিষদের কথাও উল্লেখ দেখা যায়, যথা—**ব্রহ্মপরিসা, মার পরিসা**। রূপক বিশিষ্টরূপে মানুষের মধ্যে দুইটি দল বা পরিষদ, যথা—**সারত্ত-রত্তা, অসারত্ত-রত্তা** (মধ্যম নিকায়)। এতদ্ব্যতীত "**পরিসা**"

শব্দের ব্যবহার নিম্নোক্তরূপে লক্ষণীয়—(বিনয়) **রাজ পরিসা; ভগবা মহতিযা পরিসায পরিবুতো**—ভগবান মহা জনসঙ্গের (মহা জনপরিষদের) দ্বারা পরিবেষ্টিত; (সম্বন্ধপদে) **পরিসায**। (মধ্যম নিকায়) **নেবাপিক পরিসা**। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্ম পরিসা; সরাজিকা পরিসা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মহা পরিসা; উত্তানা পরিসা; অরিয পরিসা; তিস্সো পরিসা; পরিসায মন্দো; দেব পরিসা; খত্তিয পরিসা; উপাসকা পরিসাসু বিরোচরে**। (জাতক) **ওমিস্সক পরিসা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রাজ পরিসা**—রাজ পরিষদ।

পরিসাগত (বিণ) পরিষদে প্রবিষ্ট, সঙ্গীদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এমন। = **পূগ-মজ্ঝ-গত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পরিসাগ্গত (বিণ) = **পরিসাগত**। ⟹ **পরিসাগত**।

পরিসাঞ্ঞূ (বিণ) পরিষদজ্ঞ, পরিষদ-সম্বন্ধে জ্ঞাত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসাঞ্ঞূ কালঞ্ঞূ পুগ্গলঞ্ঞূ**।

পরিসাদুস্সন (বিণ) পরিষদ বা সভাদুষ্ট অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরিষদ বা সভা নষ্ট হয়। (স্ত্রী) সভার অপবিত্রতা, পরিষদের ভ্রষ্টতা। (বিপ) **পরিসা সোভনা**।

পরিসান্তরে [পরিসা+অন্তরে] পরিষদের মধ্যে, সভার অভ্যন্তরে।

পরিসা পরিযন্ত—ধর্মসভার বহিঃস্থ বেষ্টনকারী সম্প্রদায়, পরিষদের বহিঃস্থ জনমণ্ডলী, জন সমবায়ের বহিঃস্থ জনসমাবেশ।

পরিসা মজ্ঝে (ক্রি-বিণ) সভার মধ্যস্থলে, পরিষদের মধ্যে।

পরিসামণ্ড (পুং) জনতা বা জনসভার শ্রেষ্ঠাংশ, জনসমবায় বা ধর্মসভার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, জননায়ক, সভাপতি, জনসমবায়ে মনোনয়ন, চমৎকার বা শ্রেষ্ঠ ধর্মসভা। ⟹ **মণ্ডল, মণ্ড**।

পরিসারজ্জ—পরিষদের বা সভার ভয়ে ভীত, জন সাধারণের ভয়ে ভীত।

পরিসাবচর (বিণ) [পরিসা+অবচর] যিনি সঙ্ঘে বা পরিষদে অংশ গ্রহণ করেন এমন (অর্থাৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ সম্মেলনে ভিক্ষুদের ভ্রাতৃভাব), পরিষদ বা সঙ্গীসহ বিচরণকারী, সঙ্গীর মধ্যে অথবা পরিষদে বাস করে এমন।

পরিসা সারজ্জ = **পরিসারজ্জ**। ⟹ **পরিসারজ্জ**।

পরিসা সোভনা—সভার পবিত্রতা, পরিষদের সৌন্দর্য। (বিপ) **পরিসাদুস্সন**।

পরিসিঞ্চতি (ক্রি) [পরি+√সিচ+ং+অ] সর্বত্র জল ছিটানো, জল দ্বারা ধৌত করা, স্নান করা বা করানো। (সংযুক্ত নিকায়) **গত্তানি পরিসিঞ্চতি**। (অতীত) **পরিসিঞ্চি**। (অ-বিণ) **পরিসিঞ্চিত**। (ক্রি-বি) **পরিসিঞ্চিত্বা**।

পরিসিব্বতি (ক্রি) [পরি+সিব্বতি] সীবনকর্ম করা, সেলাই করা, সেলাই কাজ করা। (অতীত) **পরিসিব্বি**। (অ-বিণ) **পরিসিব্বিত**। (ক্রি-বি) **পরিসিব্বিত্বা**।

পরিসিব্বিত (বিণ) চতুপার্শ্বে সেলাই করা হইয়াছে এমন, (কাপড়ের চারিদিকে) পাড় দেওয়া বা লাগানো হইয়াছে এরূপ। ⟹ **পরিসিব্বতি**।

পরিসী (স্ত্রী) = **পরিসা**। ⟹ **পরিসা**।

পরিসুক্খ (বিণ) [পরি+সুক্খ] শুষ্ক, পরিশুষ্ক, অতিশয় শুষ্ক, নীরস, শুকাইয়া গিয়াছে এমন। (জাতক) **পরিসুক্খ ভূমি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিসুক্খ হদয**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিসুক্খ সরীর**। ⟹ **পরিসুস্সতি, পরিসুক্খিত**।

পরিসুক্খতি (ক্রি) [পরি+সুক্খতি] পরিশুষ্ক হওয়া, শুষ্ক হওয়া, নীরস হওয়া, ম্লান হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া, ক্ষীণ হওয়া, রসহীন হওয়া। (অ-বিণ) **পরিসুক্খিত**।

পরিসুক্খিত (বিণ) পরিশুষ্ক, শুষ্ক, পরিম্লান, ম্লান, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুঞ্চিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিসুক্খিত হদয**। ⟹ **পরিসুক্খ, পরিসুক্খতি**।

পরিসুজ্ঝতি (ক্রি) [পরি+√সুধ+য] পরিষ্কার হওয়া, শোধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ হওয়া, শোধন হওয়া, পবিত্র হওয়া। (অতীত) **পরিসুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **পরিসুদ্ধ**। (ব-বিণ) **পরিসুজ্ঝন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিসুজ্ঝিত্বা**।

পরিসুদ্ধ (বিণ) পরিশুদ্ধ, সংশোধিত, পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ, নিশ্চিত, উত্তমরূপে শুদ্ধ, অতি পবিত্র, অতিশয় নির্মল, নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়ো থেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণাজনিত পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, শুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, দোষশূন্য, বিশুদ্ধ চরিত্র, সর্বগুণান্বিত, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপিকা, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্পষ্ট, জাজ্জ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, সহজে বোধগম্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, নির্বিবাদ, পক্ষপাতহীন, অঋণী, অপক্ষপাতী, ঋণহীন, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, বাধাহীন, অবাধ। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিসুদ্ধ ধম্মদেসনা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসুদ্ধ ঞাণদস্সন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অচ্চন্ত পরিসুদ্ধ**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **সমাহিতে চিত্তে পরিসুদ্ধ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অপনেতব্বস্স অভাবতো নিদ্দোসভাবেন পরিসুদ্ধ**। (যৌগিকে) **পরিসুদ্ধ পরিযোদাত**। ⟹ **পরিসুজ্ঝতি**।

পরিসুদ্ধ ঞাণদস্সন—পরিশুদ্ধ জ্ঞানদর্শন, বিশুদ্ধরূপে জ্ঞানের দর্শন লাভ, নির্দোষভাবে সম্যক জ্ঞান লাভ। (তুলনীয়) **সুবিসুদ্ধদস্সন**। ⟹ **ঞাণদস্সন**।

পরিসুদ্ধতা (স্ত্রী) **পরিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা**। = **পরিসুদ্ধত্ত, পরিসুদ্ধি, পারিসুদ্ধি**।

পরিসুদ্ধত্ত (ক্লী) শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য, পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণগুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা।

পরিসুদ্ধ পরিযোদত—পরিশুদ্ধ এবং অতি শুভ্র অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল।

পরিসুদ্ধ সীল ⟹ সীল [১(বিণ)]।

পরিসুদ্ধাজীব (বিণ) [পরিসুদ্ধ+আজীব] নিষ্পাপ জীবিকা-সম্বন্ধীয়, পরিশুদ্ধভাবে জীবিকার্জন করে এমন, নিষ্পাপ কার্য দ্বারা জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করে এমন, যে ব্যক্তি সুন্দররূপে ন্যায় ধর্মত জীবিকা নির্বাহ করে, পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে এমন, যে ব্যক্তি দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করে না। (তুলনীয়) **পরিসুদ্ধি**। (বিপ) **ভিন্নাজীব**।

পরিসুদ্ধি (স্ত্রী) পরিশুদ্ধ, পবিত্রতা, শোধন, শুদ্ধতা, দোষরাহিত্য।

পরিসুদ্ধি উপোসথ--উপোসথ দিবসে বিহারে ভিক্ষুসংঘের অভাব থাকিলে দুইজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে পরস্পর আত্মশুদ্ধি প্রকাশ করিয়া যে শুদ্ধতা ও সমতা প্রকাশ করা হয় উহাই পরিশুদ্ধি উপোসথ, দুইজন ভিক্ষুর সমবায়ে বা সম্মেলনে উপোসথ। ⟹ **উপোসথ, অরিযোপসথ**।

পরিসুদ্ধি পধানিযঙ্গ ⟹ পধানিযঙ্গ।

পরিসুম্ভতি (ক্রি) [পরি+সুম্ভতি] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈরি করা, ঘষিয়া (অগ্নি) উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে (অগ্নি) প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ (কিছুতে) পরিণত করা বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, স্পর্শ করা, উপযোগী করা, সমীপবর্তী করা, কৃতকার্য হওয়া, সৌভাগ্যক্রমে ঘটা, ফেলিয়া দেওয়া, জোর করিয়া ছোঁড়া, ছোঁড়া, নিক্ষেপ করা, চিৎপাত করিয়া ফেলা। = **পহরতি**।

পরিসুম্ভন (ক্লী) ক্ষেপণ, নিক্ষেপণ, নিক্ষেপ, পাশাক্ষেপণ, অক্ষ-নিক্ষেপ, পাল্লা, যতদূর পর্যন্ত কোনো দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবল উদ্যম। (জাতক) **ভূমিযা পরিসুম্ভন**।

পরিসুস্‌সতি (ক্রি) [পরি+√সুস+য] শুষ্ক হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া, ম্লান হওয়া, নীরস হওয়া, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাওয়া, পরিশুষ্ক হওয়া। ⟹ **পরিসুক্‌খতি**। (অতীত) **পরিসুস্‌সি**। (অ-বিণ) **পরিসুক্‌খ**। (ক্রি-বি) **পরিসুস্‌সিত্বা**। (করণে) **পরিসোসেতি**।

পরিসুস্‌সন (ক্লী) শুষ্ক অবস্থা, সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, নীরস অবস্থা, ম্লান অবস্থা, নষ্ট অবস্থা, ক্ষীণ অবস্থা।

পরিসেদিত (বিণ) উত্তপ্ত, উষ্ণতা প্রাপ্ত, উত্তেজিত, আলোড়িত, ডিমে তা দেয় এমন, ডিম ফুটায় এমন, শাবক প্রসব করে এমন, পূর্ণতায় উপনীত, বাষ্পের বা গরম জলের তাপ দ্বারা উত্তপ্ত, পক্ব করা হইয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **পরিসেদিত বীজানি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসেদিত অণ্ডানি**। ⟹ **পরিসেদেতি**।

পরিসেদেতি (ক্রি) ডিম ফুটানো, ডিমে তা দেওয়া, অভিসন্ধি করা, উদ্ভাবন করা, শাবক প্রসব করা, পূর্ণতায় উপনীত হওয়া, উত্তপ্ত করা বা হওয়া, আলোড়িত করা। (অতীত) **পরিসেদেসি**। (অ-বিণ) **পরিসেদিত**।

পরিসেস (পুং) [পরি+সেস] পরিশেষ, অবশেষ, অবসান, উপসংহার, বাকি অংশ, অবশিষ্টাংশ, সামান্য খণ্ড, টুকরা টুকরা, ছিট-ছাট, বাকি, অবশিষ্ট ভাগ, বিয়োগ-শেষ, অপর, অন্যান্য। (বিণ) অবশিষ্ট, বাকি।

পরিসোক [পরি+সোক] মহাশোক, মহাদুঃখ, মহাদুঃখকষ্ট, ভীষণ বিলাপ, দুঃসহ যাতনা, ক্লেশকর ব্যথা, দুঃসহ পীড়ন।

পরিসোধন (ক্লী) পরিশোধন, শোধন, পরিষ্করণ।

পরিসোধিত (বিণ) পরিশোধিত, শোধিত, পরিষ্কৃত, পবিত্রকৃত। ⟹ **পরিসোধেতি**।

পরিসোধেতি (ক্রি) [পরি+√সুধ+এ] শোধন করা, পরিষ্কৃত করা, নির্মল করা, পরিষ্কার করা, পরিশুদ্ধ করা, বিশুদ্ধ করা, পবিত্র করা। (বি-ভা) **চিত্তং পরিসোধেতি**—চিত্ত পরিশুদ্ধ করা, অন্তর বা মন পরিষ্কার করা (দীর্ঘনিকায়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বোধপেতি পরিসোধেতি**। (অতীত) **পরিসোধেসি, পরিসোধযি**। (অ-বিণ) **পরিসোধিত**। (ক্রি-বি) **পরিসোধেত্বা, পরিসোধিয**।

পরিসোস (ক্লী) শুকাইয়া যাইতেছে এরূপ অবস্থা, শুষ্কতা, শুষ্ক অবস্থা, নীরসতা, পরিম্লানতা, ম্লানতা, নষ্ট অবস্থা।

পরিসোসেতি (ক্রি) [পরি+√সুস+এ] শুষ্ক করা, বাষ্পাকারে (জল) উড়াইয়া দেওয়া, ক্লান্ত করা, ক্ষয় করা, শেষ করা, ব্যয় করা, নিঃশেষ করিয়া আলোচনা করা। (অতীত) **পরিসোসেসি**। (অ-বিণ) **পরিসোসিত**।

পরিস্‌সজতি (ক্রি) [পরি+√সজ+অ] আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা, ভাঁজ করা, জড়িত করা। (অতীত) **পরিস্‌সজি**। (অ-বিণ) **পরিস্‌সজিত**। (ব-বিণ) **পরিস্‌সজন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিস্‌সজিত্বা, পরিস্‌সঞ্জিত্বা, পলিসজ্জিত্বা**।

পরিস্‌সজন (ক্লী) আলিঙ্গন, আলিঙ্গনকরণ।

পরিস্‌সঞ্জতি (ক্রি) = **পরিস্‌সজতি**। ⟹ **পরিস্‌সজতি**।

পরিস্‌সন্ত (বিণ) পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, শ্রান্তিযুক্ত, অবসন্ন, দেহমনে ক্লান্ত, হয়রান হইয়াছে এমন, নিঃশেষিত, ব্যয়িত। ⟹ **পরিস্‌সমতি**।

পরিস্‌সম (পুং) পরিশ্রম, কাজ করিতে করিতে শ্রান্তি,

মেহনত, চেষ্টা, আয়াস, বলপ্রয়োগ, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, কষ্টসহ কৃত শ্রম, ক্লান্তি, শ্রান্তি, শ্রম, নিরতিশয় ক্লান্তি, ক্ষয়। (বিমানবথু অর্থকথা) **অদ্ধান পরিস্সম**—পথশ্রম, ভ্রমণজনিত পরিশ্রম।

পরিস্সমতি (ক্রি) পরিশ্রম করা, মেহনত করা, চেষ্টা করা, শেষ করা, ক্লান্ত করা, ক্ষয় করা, ব্যয় করা, নিঃশেষ করিয়া আলোচনা করা, উদ্যম করা, বলপ্রয়োগ করা, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কার্য করা, অবসন্ন করা, হয়রান করা। (অ-বিণ) **পরিস্সন্ত**।

পরিস্সয (পুং, ক্লী) বিপদ, অনিষ্ট, সম্ভাব্য বিপদ, ঝুঁকি, মন্দফলের বা কুফলের সম্ভাবনা, কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলোযোগ, দুঃখের বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য। (মধ্যম নিকায়) **উতু পরিস্সয**। (ধর্মপদ) **পরিস্সযানি** (ক্লী, বহুবচন); = **সীহ-ব্যগ্ঘ-আদযো পাকট-পরিস্সযে, রাগভয-দোস-ভযাদযো পটিচ্ছন্ন-পরিস্সযে** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (চুল্লনিদ্দেস) **পাকট পরিস্সয; পটিচ্ছন্ন পরিস্সয**। (জাতক) **অন্তরামগ্গ পরিস্সয** (ইহার একই ব্যবহারে "**পরিপন্থ**" শব্দ তুলনীয়)। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **পরিচ্চ সযন্তী'তি পরিস্সয**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিস্সয** মোচন।

পরিস্সরং (ক্লী) স্মরণ, স্মৃতি, মনে রাখিবার ক্ষমতা, মনোনিবেশ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, পুনরায় সংগ্রহ।

পরিস্সাবন (ক্লী) পরিস্রাবন, যদ্দ্বারা জল ছাঁকা হয়, জল ছাঁকনি, চোয়ানো, জল শোধন ব্যবস্থা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদক পরিস্সাবন**।

পরিস্সাবনক (ক্লী) = **পরিস্সাবন**। ⟹ **পরিস্সাবন**। (বিণ) যদ্দ্বারা জল ছাঁকা হয় অথবা জল শোধন করা হয় এমন।

পরিস্সাবিত (বিণ) পরিস্রুত, ক্ষরিত, চোয়ানো, ছাঁকা হইয়াছে এরূপ, পরিশোধিত, সংশোধিত। (জাতক) **পরিস্সাবিত উদক**। ⟹ **পরিস্সাবেতি**।

পরিস্সাবেতি (ক্রি) [পরি+√সব+এ] শোধিত হওয়া, চোঁয়াইয়া পড়া, পরিস্রুত হওয়া, পরিস্রাবণ করা, (জল) ছাঁকা। (জাতক) **পানীযং পরিস্সাবেতি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উদকং পরিস্সাবেতি**। (অতীত) **পরিস্সাবেসি**। (অ-বিণ) **পরিস্সাবিত**। (ক্রি-বি) **পরিস্সাবেত্বা**।

পরিস্সুত (বিণ) পরিস্রুত, প্রচুর, উথলিয়া পড়িয়াছে এরূপ, ছাপাইয়া উঠিয়াছে এরূপ, প্লাবিত, পুরাইয়া অধিক হইয়াছে এরূপ। ⟹ **পরিস্সাবিত**।

পরিহট (বিণ) বেষ্টিত, বলয়িত, অন্তর্ভুক্ত। (বি-ভা) **সুখ পরিহট**।

পরিহট্ঠ (বিণ) পরিহৃষ্ট, হৃষ্ট, তুষ্ট, সন্তুষ্ট, অতি তুষ্ট, অতিশয় আনন্দিত, অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল।

পরিহত (বিণ) = **পরিহট**। ⟹ **পরিহট**।

পরিহরক (বিণ) বেষ্টিত, পরিবেষ্টিত, বলয়িত, অন্তর্ভুক্ত, মুষ্টিগত, হাতে আছে এরূপ, বেষ্টন করে এরূপ। (জাতক) **সুখ পরিহরক**। ⟹ **পরিহট**। (ক্লী) বাহুভূষণ, তাগা, অনন্ত, বালা, বলয়। (বিমানবথু অর্থকথা) **পরিহরণ; (বর্ণনায়) হত্থালঙ্কার**। ⟹ **পরিহারক**।

পরিহরণ (ক্লী) ১ পালন, রক্ষণ, আশ্রয়, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষার ব্যবস্থা, উদ্বেগ, যত্ন, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গব্ভ পরিহরণ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কায পরিহরণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কাযস্স পরিহরণ**। ২ যত্ন, রক্ষা, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত, অস্তিত্ব বজায় রাখা, সংরক্ষণ। (বি-ভা) **খন্ধ পরিহরণ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **পরিহরণা**। ৩ পরিহরণ, ক্ষীণতা, হানি, বর্জন, ত্যাগ।

পরিহরণা (স্ত্রী) ১ যত্ন, রক্ষা, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত, সংরক্ষণ, উদ্বেগ, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, সম্মান, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসোবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া কৌতুক। পেতবথুতে "**পরিচারিকা**" শব্দের পরিবর্তেও "**পরিহরণা**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ গোপনে রক্ষণ, গোপনকরণ, রক্ষণ, সতর্কতা, প্রহরী, আঘাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা ব্যবস্থা, লুকাইবার স্থান, প্রহার, ভ্রান্তি, ফাঁকি, হতাশ, প্রতারণা। = **পরিচরণা**। ⟹ **পরিহরণ**।

পরিহরতি (ক্রি) [পরি+√হর+অ] ১ তত্ত্বাবধান করা, দেখাশুনা করা, মনোযোগ দেওয়া, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা, গোপন করা, আশ্রয় গ্রহণ করা, পালন করা, যত্ন করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, বাঁচানো, আচার বা মোরব্বা করা, সংরক্ষণ করা, যত্ন লওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সঙ্ঘং পরিহরতি; গব্ভং কুচ্ছিনা পরিহরতি**। (জাতক) **কুচ্ছিযা পরিহরতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অত্তানং পরিহরতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অগ্গিং পরিহরতি = অগ্গিং পরিচরতি**। ২ বহন করা। (দীর্ঘনিকায়) **অক্খেন পরিহরতি**। (সূত্রনিপাত) **মুঞ্জং পরিহরে = মুঞ্জং পরিহরেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আলকং পরিহরতি**। ৩ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাওয়া, ঘুরিয়া যাওয়া, চতুর্দিকে যাওয়া, চারিদিকে ভ্রমণ করা, বেষ্টন করা, মণ্ডলাকারে গমন করা, চক্রাকারে ভ্রমণ করা, বৃত্তাকারে ঘুরানো বা ঘুরা, আবর্তিত হওয়া, নিয়মিত ঘটা, চিন্তা করা, মনে মনে তোলপাড় করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চন্দিম-সুরিযা পরিহরতি**। ৪ গোপন করা, লুক্কায়িত করা। (বিনয়) **সুক্কং পরিহরতি**। ৫ যাত্রা করা, গ্রহণ করা, লওয়া, অগ্রে স্থাপন করা, উত্তরোত্তর রাখা বা উপস্থিত করা, প্রস্তাব করা। (বি-ভা) **উত্তান অত্থানি পদানি পরিহরতি**—সুস্পষ্ট অর্থে

শব্দসমূহ গ্রহণ করা (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ৬ দূরে থাকা, পরিহার করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, রহিত করা। ⇒ **অনুপরিহরতি**। (অতীত) **পরিহরি**। (অ-বিণ) **পরিহরিত, পরিহরিট**। (ব-বিণ) **পরিহরন্ত**। (ভ-বিণ) **পরিহরিতব্ব**। (কর্মবাচ্যে) **পরিহীরতি**।

পরিহরিতব্বত্ত (ক্লী) তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

পরিহসতি (ক্রি) [পরি+√হস+অ] উপহাস করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা, ঠাট্টা করা, হাস্য করা, পরিহাস করা। (অতীত) **পরিহসি**। (অ-বিণ) **পরিহসিত**। (ব-বিণ) **পরিহসন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিহসিত্বা**। (করণে) **পরিহাসেতি**।

পরিহসেতি (ক্রি) হাস্য করা বা করানো। = **পম্হাপেতি**।

পরিহান (ক্লী) হ্রাস, অবনতি, ক্ষয়, ন্যূনতা, উচ্ছেদ, ধ্বংস, নাশ, পতিত জমি, অপব্যয়, অপচয়, নষ্ট অবস্থা, পচন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভব্বো পরিহানায; পরিহান ধম্ম। পরিহানায সংবত্ততি**। (ধর্মপদ) **অভব্বো পরিহানাযো**।

পরিহানি (স্ত্রী) ক্ষয়, অপচয়, হানি, নাশ, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো, হ্রাস, অবনতি, ন্যূনতা, উচ্ছেদ, ধ্বংস, অপব্যয়, অপচয়। (বিপ) **বুদ্ধি**।

পরিহানিয (বিণ) ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণজনক, অবনতির কারণজনক, অপচয়কর, ক্ষতিকর, হানিকর, নাশ-সম্বন্ধীয়, পরাভব বিষয়ক। (দীর্ঘনিকায়) **পরিহানিযা ধম্মা**—ধ্বংসের অবস্থা বা পরিহানীয় নীতিসমূহ।

পরিহাপেতি (ক্রি) [পরি+√হা+ আপে] ১ পড়িয়া থাক, পড়ুক, পড়িতে দাও, পতিত হউক, খোয়ানো, হারানো, বঞ্চিত হওয়া, অপব্যয় করা, হারাইয়া ফেলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা, নষ্ট করা, উচ্ছন্ন করা, অপব্যবহার করা, ক্ষয় করানো, কমানো, অপকৃষ্ট করা, ক্ষয় করা। (জাতক) **বেগং পরিহাপেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চিত্তং পরিহাপেতি**—হতাশ হওয়া, নিরাশ হওয়া। ২ রদ করা, পরিত্যাগ করা, উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, ত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া দেওয়া। (বিনয়) **রাজকিচ্চং পরিহাপেতি**। (জাতক) **বট্টং পরিহাপেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মূলকম্মং (মূলকম্মং) পরিহাপেতি**। ⇒ **পরিহাযতি**। (অতীত) **পরিহাপেসি**। (অ-বিণ) **পরিহাপিত**। (ক্রি-বি) **অপরিহাপেত্বা**।

পরিহাযতি (ক্রি) [পরি+√হা+য] ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ক্রমশ কমিয়া যাওয়া, ক্ষীণ হওয়া, ক্ষয় পাওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া, নষ্ট হওয়া, পচিয়া যাওয়া, (কিছু হইতে) পতিত হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, ধ্বংস হইয়া আসা, হ্রাস হওয়া, ন্যূন করা, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করা, অভাব হওয়া, অভাব বোধ করা, হীন হওয়া, নিকৃষ্ট হওয়া, অপকৃষ্ট হওয়া। (বিপ) **অভিবড্ঢতি**। (মহানির্দেশ) **পরিধংসতি পরিহাযতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরিহাযতি বিনস্সতি**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **নস্সতি পরিহাযতি**। (অতীত) **পরিহাযি**। (অ-বিণ) **পরিহীন**। (ব-বিণ) **পরিহাযমান, পরিহাযন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিহাযিত্বা, পরিহাযেয্য, পরিহারেষ্য**। (কর্মবাচ্যে) **পরিহায্যতি**। (করণে) **পরিহাপেতি**।

পরিহার (পুং) ১ মনোযোগ, অভিনিবেশ, যত্ন, কর্ণপাত, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষার ব্যবস্থা, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, সম্মান, উদ্বেগ, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান। (যৌগিকে) **গব্ভপরিহার**—গর্ভ বা ভ্রূণ রক্ষার জন্য সতর্কতা (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **দারক পরিহার**—শিশুর প্রতি যত্ন; **কুমার পরিহার**—কুমারের বা রাজপুত্রের তত্ত্বাবধান; **দুপ্পরিহার**—দুর্রক্ষণীয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মজ্ঝিমো দুপ্পরিহার**—মধ্যম প্রকারের কঠিন পাঠ অধ্যয়ন। ২ সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক উপাধি, বিশেষ সুবিধা, বিশেষ অধিকার, অব্যাহতি, মর্যাদা, উচ্চপদ বা পদবি। (জাতক) **গারব পরিহার**। ৩ বেষ্টন (সাহিত্যে), জমির পরিধি অথবা জমির চতুষ্পার্শ্বে যাহা বেষ্টন করে। ৪ বেষ্টন (চরিত্রে), আক্রমণ, বিরুদ্ধ-সমালোচনা। (যৌগিকে) **বিসম পরিহার**—দুর্দশাগ্রস্ত (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ৫ পরিহার, পরিত্যাগ, এড়ানো, এড়াইয়া চলন, মোচন, ছাড়িয়া দেওয়া, দোষাপনয়ন, উপেক্ষা, বর্জন, ত্যাগ, দূরে সরাইয়া রাখা।

পরিহারক (বিণ) ১ রক্ষাকারী, সতর্ককারী, যত্নশীল, পালনকারী, সতর্ককারী, আশ্রয় প্রদানকারী। ২ চতুর্দিকস্থ, বেষ্টনকারী, বেষ্টনী, অন্তর্ভুক্ত। (পুং) প্রহরী, রক্ষক।

পরিহার পথ (পুং) "চক্রাকার রাস্তা" অর্থাৎ ১ ঘোরাল বা বৃত্তাকার পথ, আপনাতে পরিসমাপ্ত বা গোলাকার রাস্তা। ২ বেষ্টনাকার ক্রীড়া বা কৌতুক। = **ভূমিযং নানাপথং মণ্ডলং কত্বা তত্থ পরিহরিতব্বং পরিহরন্তানং কীলনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। "এক প্রকার প্রাচীন শিশুক্রীড়া বিশেষ"—এই মন্তব্যে Dial-এ ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—"নকশা অথবা কোনও সত্য প্রমাণার্থ অঙ্কিত চিত্রের উপর রক্ষণ গমন"।

পরিহারিক (বিণ) রক্ষাকারী, রাখে অথবা রক্ষা করে এমন, সংরক্ষণকারী, আচার বা মোরব্বা প্রস্তুতকারী, পালনকারী, (ভার) বহনকারী, সহ্যকারী, সহনশীল, পুষ্টিকর, পুষ্ট করে এমন, সমর্থনকারী, অনুমোদনকারী, ধরিয়া থাকে এমন, প্রমাণ করিতে সাহায্য করে এমন, অভ্যাস করে এমন, তত্ত্বাবধানকারী, যত্নকারী, যত্নশীল, ধারণ করে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **কায-পরিহারিক চীবর, কুচ্ছি-পরিহারিক পিণ্ডপাত**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **কায-পরিহরণ-মত্তকেন, কুচ্ছি-পরিহরণ-মত্তকেন**। বিশুদ্ধিমার্গে **"আবর"** সম্বন্ধে **"কায-**

পরিহারিক"।

পরিহারিণ (বিণ) যত্নশীল, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধানকারী, রক্ষাকারী, রাখে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিহারিন উদক-মণিক**।

পরিহারেতি (ক্রি) = **পরিচারেতি**। ⟹ **পরিচারেতি**।

পরিহাস (পুং) পরিহাস, তামাশা, ঠাট্টা, উপহাস, বিদ্রূপ, বৃথা, অনুকরণ, কৃত্রিম ভাব। (জাতক) **পরিহাসকেলি**।

পরিহাসকেলি—পরিহাসজনক ক্রীড়া, ঠাট্টাজনক কৌতুক। = **পরিহাসকেড়ি**। ⟹ **পরিহাস**।

পরিহাসকেলি—হাস্যকর আমোদ প্রমোদ, হাস্যকর ক্রীড়া, কৌতুকজনক কেলি বা খেলা, রঙ্গ, তামাসা, পরিহাস। = **পরিহাস কেলি**। ⟹ কেলি।

পরিহাসিংসু—জাতক গ্রন্থে উক্ত এই শব্দটির পাঠ "পরিভাসিংসু"। "**পরিভাসিংসু**" শব্দ "**পরিভাসতি**" ক্রিয়ার অতীতকাল প্রথম পুরুষ বহুবচন। ⟹ **পরিভাসতি**।

পরিহাসেতি (ক্রি) হাস্যাস্পদ করা। ⟹ **পরিহসতি**।

পরিহিয্যতি (ক্রি) পরিত্যক্ত হওয়া, বর্জিত হওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, অনুর্বর হওয়া, জনশূন্য হওয়া, নির্জন হওয়া, ধ্বংস হইয়া আসা। = **ধংসতি**। ⟹ **পরিহাযতি**।

পরিহীন (বিণ) পরিহীন, পতিত, চ্যুত, অভাবগ্রস্ত, সহায় সম্পত্তিহীন, হীন, কৃশ, কাহিল, হ্রাসপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, নষ্ট, পচা, অপর্যাপ্ত, অভাববিশিষ্ট, কমিয়া গিয়াছে অথবা ফুরাইয়া গিয়াছে এরূপ, বিষণ্ন, ভগ্নোৎসাহ, অনুপস্থিত, নাই এমন। (সূত্রনিপাত) **পরিহীন পঞ্‌ঞা**। = **নিহীন**। ⟹ **পরিহাযতি**।

পরিহীনক (বিণ) যাহার দ্রুত পতন ঘটিয়াছে এমন, (কিছুতে) উপেক্ষিত, তাচ্ছিল্যকৃত, (অপাদান কারকে অথবা করণ কারকে) করিয়া ফেলিয়াছে অথবা করা হইয়াছে এমন।

পরিহীনত্থ (বিণ) দারিদ্র্যগ্রস্ত, দরিদ্রতার দরুণ, অভাবগ্রস্ত, অভাবে পড়ার দরুন।

পরিহীরতি (ক্রি) (ভার) বহিয়া লইয়া যাওয়া, (সূত্রনিপাতে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) যত্ন লওয়া, তত্ত্বাবধান করা বা লওয়া। ⟹ **পরিহরতি**।

পরীত = **বিপরীত**। ⟹ **বিপরীত**।

পরূপ [পর+উপ] এই শব্দটি যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যথা—**পরূপক্কম, পরূপঘাত** ইত্যাদি।

পরূপক্কম (পুং) সৈন্যগণের চড়াও হইয়া আক্রমণ অথবা প্রথম আক্রমণ, প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, বলাৎকার, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অনিষ্ট।

পরূপঘাত (পুং) পরের অহিত বা অনিষ্টকরণ, অপরের ক্ষতিকরণ, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা।

পরূপঘাতিন (বিণ) অন্যকে বধকারী, অপরের হত্যাকারী, পরের অনিষ্টকারী, পরের অহিতকারী। = **পরং উপহনন্তো পরূপঘাতিন** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পরূপবাদ (পুং) পরনিন্দা, অপরকে তিরস্কার, অন্যের প্রতি ভর্ৎসনা, পরের কলঙ্ক, পরের অপমান, পরের লজ্জা, অপরকর্তৃক নিন্দা বা তিরস্কার, অন্যের দ্বারা ভর্ৎসনা।

পরূলহ (বিণ) বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, লম্বা, দীর্ঘ। (বি-ভা) **পরূলহকচ্ছ-নখ-লোম** (সংযুক্ত নিকায়)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরূলহকচ্ছ-লোম**। (জাতক) **মুখং পরূলহং পরূলহ কেস-নখ-লোম; পরূলহ কেস-মস্সু; পরূলহ-কচ্ছ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পরূলহ-মস্সু-দাঠিক**। ⟹ **পরূহতি**।

পরূলহ কচ = **পরূলহ কেস**। ⟹ **পরূপকেস**।

পরূলহকচ্ছ (বিণ) ১ = **পরূলহকেস**। ⟹ **পরূলহকেস**। ২ লম্বা লম্বা ঘাস আছে এমন, দীর্ঘ ঘাসযুক্ত। ⟹ **কচ্ছ** (১), **পরূলহ**।

পরূলহকচ্ছ-নখ-লোম (বিণ) লম্বা লম্বা কেশ-নখ-লোম আছে এমন (অর্থাৎ যদ্দ্বারা কুৎসিত দেখায়)। ⟹ **পরূলহ**। = **পরূলহকেস-নখ-লোম**।

পরূলহকচ্ছ-লোম (বিণ) দীর্ঘ কেশ ও লোমযুক্ত। ⟹ **পরূলহ**।

পরূলহকেস (বিণ) লম্বা লম্বা কেশযুক্ত, যাহার দীর্ঘ কেশ ও লোম আছে এমন। ⟹ **পরূলহ**।

পরূলহকেস-নখ-লোম (বিণ) যাহার কেশ-নখ-বগলের লোম লম্বা লম্বা হইয়াছে এমন। = **পরূলহকচ্ছ-নখ-লোম**। ⟹ **পরূলহ**।

পরূলহকেস-মস্সু (বিণ) যাহার কেশ বা মাথার চুল ও দাড়ি দীর্ঘ হইয়াছে এমন। ⟹ **পরূলহ**।

পরূলহমস্সু (বিণ) যাহার গোঁফ দাড়ি লম্বা লম্বা হইয়াছে এমন, যাহার দীর্ঘ শ্মশ্রু আছে এমন, লম্বা লম্বা দাড়ি আছে এমন। ⟹ **মস্সু**।

পরূলহমস্সু-দাঠিকা (বিণ) যাহার লম্বা লম্বা গোঁফ দাড়ি ও লম্বা লম্বা দাঁত আছে এমন। ⟹ **দাঠিকা, পরূলহ**।

পরূহতি (ক্রি) লম্বা হওয়া, দীর্ঘ হওয়া, বাড়া, বর্ধিত হওয়া। (অ-বিণ) **পরূলহ**।

পরে (সর্বনাম, বহুবচনে) অপরেরা অর্থাৎ দলবহির্ভূত ব্যক্তিগণ, (বৌদ্ধধর্মের বিরোধী) ব্যক্তিগণ, শত্রুগণ, প্রতিপক্ষেরা, বিরোধী দল, বিপক্ষগণ। = **পটিবিরুদ্ধা সত্তা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (ক্রি-বিণ) অপরে, অন্য সময়ে, পরে, পূর্বে, একটু পরে, ক্ষণকাল পরে। এই শব্দটি "**অজ্জ** (অদ্য)", "**হিয্যো** (গতকল্য অথবা তৎপূর্বে)", "**অনাগত** (ভবিষ্যতে)"—এই তিন কালেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **স্বে বা পরে বা**—আগামীকল্যের পরের দিন অর্থাৎ পরশ্ব। ⟹ **পর** (৩খ)।

পরেত (বিণ) বরাবর গিয়াছে এরূপ, ঘটিত, ফল প্রদান করিয়াছে এমন, রোগের জ্বালায় অথবা মনে ব্যথায়

পীড়িত, উৎপীড়িত, পরাজিত, মুগ্ধ, আবদ্ধ, পীড়িত, ব্যথিত, অভিভূত, বশীভূত, পরবশ। (বাক্যে) **অভিভূত পরেত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (যৌগিকে) **খুদা পরেত, ঘম্ম পরেত, জিঘচ্ছা পরেত, দুক্খ পরেত, দোস পরেত, রাগপরেত, সোক পরেত, স্নেহ পরেত** (বিনয়)। = **সমোহিত** (২), **সমন্নাগত, পিহিত** (মহানির্দেশ)। ⟹ **পরেতি**।

পরেতি (ক্রি) যাত্রা করা, গমন করা, যাইতে থাকা, (সমীপে) আগমন করা, আসা। = **পক্খন্দতি** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **পরেত**।

পরেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) ভূতপূর্বে, পূর্বে, অনতিপূর্বে, পরে, পরিশেষে, পশ্চাতে, ভবিষ্যৎকালে। = **অপরেন সমযেন** (জাতক অর্থকথা)।

পরেসং—পরের, অপরের, অন্যের, অপর লোকের। (বিপ) **অত্তনা**। ⟹ **পর** (৩খ)।

পরেসং সঙ্গণ্হসীল (বিণ) পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন স্বভাবের। = **সঙ্গহিত অত্তভাব**। ⟹ **সঙ্গণ্হসীল, সঙ্গহিত** (৫)।

পরো (অপাদানকারক, ক্রি-বিণ) আরও, দূরে, পরে, অধিক, তাহা ছাড়া, উর্ধ্বে, পূর্বে, স্বর্গে, অধিক পরিমাণে, অধিকতর, অধিকন্তু, পুনরায়, উচ্চে, আরও অধিক। (সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত) **পরো পঞ্ঞাস** (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক) **পরোসতং**। (দীর্ঘনিকায়) **পরোসহস্সং**। ⟹ **পরোক্করোতি**।

পরোক্খ (বিণ) পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, অসাক্ষাৎ, চক্ষুদৃষ্টির বাহিরে, দৃষ্টির অগোচর, দৃষ্টির বহির্ভূত, অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতীন্দ্রিয়, দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম। (অপাদান কারকে) **পরোক্খা**।

পরোক্খা (ক্রি-বিণ) ১ কাহারও চলিয়া যাওয়ার পর, কাহারও পশ্চাতে, অবর্তমানে, পশ্চাতে, পরোক্ষে, অগোচরে, অনুপস্থিতে, অপ্রত্যক্ষে, অসাক্ষাতে। = **পরম্মুখা** (জাতক অর্থকথা)। ২ (ব্যাকরণে ক্রিয়াপদে) অতীতকালে পরোক্ষে অথবা প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে "**পরোক্খা**" বলা হয়। ইহাকে ইংরেজিতে Past perfect tense বলা হয়। ⟹ **অতীতকাল, পরোক্খ**।

পরোক্খে (অধিকরণকারক, ক্রি-বিণ) পরোক্ষে, পশ্চাতে, অনুপস্থিতিতে। = **পরোক্খা**।

পরোদতি (ক্রি) [প+√রুদ+অ] উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা, বিলাপ করা, ক্রন্দন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা, দুঃখ প্রকাশ করা। (অতীত) **পরোদি**। (পঞ্চমী) **পরোদসি**। (ক্রি-বি) **পরোদিত্বা**।

পরোদসি (ক্রি) কাঁদো, ক্রন্দন করো। ⟹ **পরোদতি**।

পরোপক্ক (বিণ) অতিপক্ক, পচা, পরিপক্ক, যাহা পরিপক্ক হইয়াছে অথবা পাকিয়াছে এমন। (বিপ) **অপরিপক্ক**।

পরোপঞ্ঞাস—পঞ্চাশের অধিক। ⟹ **পরো**।

পরোপরং—একে অন্যের, একে অন্যকে। ⟹ **পর** (৩খ)।

পরোপরিয (পরো+পরিয; এখানে "**পর**" শব্দের পরিবর্তে "**পরো**"; কাজেই এখন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে "**পর+অপর**" অর্থে) ইহকাল এবং পরকাল, এই জন্ম এবং পরজন্ম অথবা মনোবৃত্তির ইতস্তত পরিভ্রমণে যাহা যাহা মনে আসে বা ঘটে তৎসমস্ত। (তুলনীয়) **পরোবর, পরো পরিযঞ্ঞাণ**। ⟹ **ইন্দ্রিয**।

পরোলোক—পরলোক, পরজন্ম, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে যে স্থানে সত্ত্বরূপে উৎপন্ন হয় বা জন্মগ্রহণ করা হইয়া থাকে। = **পরলোক**। (বিপ) **ইধলোক**। ⟹ **লোক** (২ক)।

পরোবর (বিণ) (পর+অবর; কখন কখন "**অব**" শব্দের পরিবর্তে "**অপ**" এবং "**পরোপর**" হয়) উচ্চ এবং নীচ, দূরে এবং নিকটে, দূরস্থ এবং নিকটস্থ, (বহুবচনরূপে) সর্ববিধ। (তুলনীয়) **উচ্চাবচ**। (বর্মা সূত্রনিপাত গ্রন্থে) **বরাবরং, বরোবরং**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **লোকুত্তর-লোকিয বসেন সুন্দরাসুন্দরং দূরে-সন্তিকং বা পরোবর**। (সূত্রনিপাত) **পরোবরা ধম্মা**; (বর্মা সূত্রনিপাতে) **পরোপরা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **পরাবরা সুন্দরাসুন্দরা, পরা বা বাহিরা অপরা অজ্ঝত্তিকা**। (সূত্রনিপাত) **কামে পরোবরে** (বর্মা গ্রন্থে "**পরোপরে**")। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **সুন্দরে চ অসুন্দরে চ পঞ্চ কামগুণে**। (মহানির্দেশে পাঠ) **পরোপরানি** (চুল্লনিদ্দেসের বর্ণনাও দ্রষ্টব্য)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরানি চ ওরানি চ পর'ত্তভাব-সক অত্তভাব-আদীনি পরানি চ ওরানি চ**। (চুল্লনিদ্দেস) **পরোপরং**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **হীনপ্পনীতং**। কাজেই দেখা যায় "**পর**" শব্দ "**অবর**" অথবা "**উপর**" শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পরোবরিয (বিণ) = **পরোবর**। ⟹ **পরবরো**।

পরোসত (বিণ) এক শতেরও অধিক। ⟹ **পরো**।

পরোসহস্স (বিণ) এক হাজারেরও অধিক। = **অতিরেক সহস্স** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **পরো**।

পল (ক্লী) পল, তোলক চতুষ্টয় পরিমাণ, এক প্রকার ওজন বা পরিমাণ-বিশেষ (ইহা প্রায় ৮ কাচ্চা অথবা অর্ধপোয়া অথবা ৪ আউন্সের সমান ওজন বিশেষ)। কোনো কোনো স্থানে এই শব্দের বানান "**ফল**" রূপেও দৃষ্ট হয় [⟹ **ফল** (২)]। (যৌগিকে) **সতপল** (থেরীগাথায় "**কংস**" এর ওজন-সম্বন্ধে)। (জাতক) **সতফল কংস** = **ফলসতেন কতা কঞ্চন-পাতী** (জাতক অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চতুপ্পল-তিপ্পল-দ্বিপল-একপল-সাটিকা**।

পলক—উদ্ভিদ বা গুল্মের প্রকারভেদ, ছোট ছোট চারা গাছের প্রকার ভেদ অথবা বিভিন্ন প্রকার ছোট ছোট গাছ-বিশেষ।

পলগণ্ড (পুং) সুবৃহৎ অট্টালিকা, জমিদারের বাড়ি, দেয়ালে

বালি-কাজের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি। সংযুক্ত নিকায়ে এই শব্দের পাঠ **"ফলগণ্ড"**।

পলণ্ডু = **পলণ্ডুক**। ⟹ **পলণ্ডুক**।

পলণ্ডুক (পুং) পলাণ্ডু, পেঁয়াজ।

পলদ্ধ (বিণ) গৃহীত, ছিল এমন, কাড়িয়া লইয়াছে এরূপ, বিজিত, বশীভূত, জয় করিয়া এরূপ, প্রতারিত, প্রলোভিত, প্রলুব্ধ। (মধ্যম নিকায়) **নিকত বঞ্চিত পলদ্ধ**। = **পলুদ্ধ**। (জাতক) **দবপলদ্ধ** = **অভিভূত** (জাতক অর্থকথা)।

পলপতি (ক্রি) [প+√লপ+অ] প্রলাপ বকা, অর্থহীন বা বাজে কথা বলা, বিলাপ করা, উন্মত্ত প্রভৃতির ন্যায় কথা বলা, রোগের বিকারে অনর্থক বা বাজে কথা বলা। (অতীত) **পলপি**। (অ-বিণ) **পলপিত**। (ক্রি-বি) **পলপিত্বা**।

পলপন (ক্লী) প্রলাপ, বৃথা কথা, অনর্থক বাক্য, উন্মত্ত প্রভৃতির ন্যায় কথা বলা, রোগের উপসর্গ, বিলাপ, বাজে কথা।

পলপিত (বিণ) প্রলাপ বকে এমন, বাজে কথা বলে এমন। ⟹ **পলপতি**। (ক্লী) = **পলপন**। ⟹ **পলপন**।

পলম্বতি (ক্রি) [প+লম্বতি] ঝুলিয়া থাকা, প্রলম্বিত হওয়া, লম্বিত হইয়া থাকা, ফাঁসি দেওয়া, উঁচুতে লাগানো বা লাগিয়া থাকা, (কিছুতে) আটকানো বা আটকাইয়া থাকা, ছবি ইত্যাদি দিয়া দেয়াল সজ্জিত করা, ঝুলানো, লম্বিত করা, লম্বমান হওয়া, দোলিত হওয়া, মন্দগতি হওয়া। ⟹ **অভিলম্বিত**। (অ-বিণ) **পলম্বিত**।

পলম্বিত (বিণ) প্রলম্বিত, যাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে অথবা লটকাইয়া রহিয়াছে এমন। ⟹ **পলম্বতি**।

পলম্বেতি (ক্রি) [প+লম্বেতি] ভ্রান্ত করা, প্রতারণা করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা। = **পলম্ভেতি**।

পলম্ভেতি (ক্রি) প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, ঠকানো। = **লম্ভেতি, পলম্বেতি**। (অতীত) **পলম্ভেসি**। (ক্রি-বি) **পলম্ভেত্বা**।

পললিত (বিণ) [প+ললিত] বিপথে চালিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহার পাঠ **"পলালিতা"**; (বি-ভা) **কামেসু পলালিত**—কামপথে চালিত, (আমোদজনক ক্রীড়া?)। ইহা কি **"পলোলিত"** শব্দরূপেও পাঠ করা যাইতে পারে?

পলবতি (ক্রি) (বৈদিক—প্লবতি) ভাসমান করা বা হওয়া, ভাসমান রাখা, প্লাবিত করা, আরম্ভ করা, সাঁতার দেওয়া, সাঁতার কাটিয়া পার হওয়া, জলে পূর্ণ হওয়া, মাথাঘোরা বোধ হওয়া, সাঁতার কাটানো, জলে ভাসানো, সাঁতার কাটিয়া অতিক্রম করা।

পলবন = **পিলবন**। সাঁতার কাটা, অবগাহন। ⟹ **পিলবন**।

পলসত (পুং) গণ্ডার। = **পলাসত** (পুং), **ফলসত**।

পলসদ = **পলাসদ, পলসত**। ⟹ **পলাসদ, পলসত**।

পলহতি (ক্রি) [প+লহতি] চাটা, অবলেহন করা, (চলতি) বেত্রাঘাত করা, সঞ্চালন করা, সঞ্চালিত করা। = **লিহতি**। (অতীত, প্রথম পুরুষ একবচনে) **পলহিঃ** (বহুবচনে) **পলহিংসু**।

পলাত (বিণ) দৌড়াইয়া পালাইয়া গিয়াছে এমন, পলায়িত। = **পলাযিত**। ⟹ **পলাযিত**।

পলাতত্ত (ক্লী) পলায়ন, দৌড়াইয়া পলায়ন, ভুল, বহির্গমন পথ।

পলাপ (পুং) ১ (বৈদিক—পলাব) ধান্যাদি শস্যের তুষ (অথবা ভুসি, আবর্জনা), ছিন্নাগ্র বৃক্ষ, মুড়া বা ডালছাঁটা গাছ, শৃঙ্গহীন জন্তু। বর্মা সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায় ইহাকে **"পলাস"** শব্দরূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্ভবত **"পলাপ"** শব্দের পরিবর্তে **"কুল-পলাসো, পলাস-ভূত"** শব্দরূপ উত্তম পাঠ হইবে। ২ (বৈদিক শব্দ—প্রলাপ) প্রলাপ, প্রলাপন, অনর্থক বাক্য, উন্মত্ত প্রভৃতির ন্যায় কথা বলা, রোগের উপসর্গ-বিশেষ, বৃথা কথা, অনর্থক বচন, অর্থহীন কথন, নিরর্থক কথা, বাজে কথা, সারহীন কথা, অসার আলাপ। (বিণ) নিরর্থক কথা বলে এমন, বিদ্রূপ করে এমন, শ্রমবিমুখ, অলস, অকর্মা, অকর্মণ্য, নিরর্থক, অনাবশ্যক, শূন্য, খালি, বৃথা, নিষ্ফল, অন্তঃসারহীন, বাতিল, অনধিকৃত, অসার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমণ পলাপ**। (সূত্রনিপাত) **মাযাবিন অসংযত পলাপ** = **পলাপ-সদিসত্তা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); ইহাকে **"পলাপ (১)"** অর্থেও সূত্রনিপাত অর্থকথায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (বি-ভা) **তুচ্ছ পলাপ**—তুচ্ছ অন্তঃসারহীন প্রলাপ (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

পলাপিন (বিণ) = **পলাপী**। ⟹ **পলাপী**।

পলাপী (বিণ) প্রলাপী, প্রলাপনশীল, প্রলাপকারী, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলে। ⟹ **পলাসিন**।

পলাপেতি (ক্রি) ১ দৌড়াইয়া পলায়নের কারণ করা, দৌড়াইয়া যাইতে দেওয়া, উড়িতে দেওয়া, উড্ডয়ন করিয়া পলাইয়া যাইতে দেওয়া, পলাইয়া যাইতে দেওয়া, চালাইয়া নেওয়া, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, চালিত করা। ⟹ **পলাযতি**। ২ জল্পনা করা, নিরর্থক কথা বলা, কথা বলা, কথাবার্তা বলা, বক বক করিয়া বলা, বলা, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া। (অতীত) **পলাপেসি**। (অ-বিণ) **পলাপিত**। (ক্রি-বি) **পলাপেত্বা**।

পলাবুজ্ঝতি (ক্রি) বাধাগ্রস্ত হওয়া, আবদ্ধ হওয়া। ⟹ **পলিবুদ্ধতি**।

পলাযতি (ক্রি) [√পল+অয] ১ পলায়ন করা, সরিয়া পড়া, দৌড়াইয়া চলিয়া যাওয়া, নিজেকে মুক্ত করা, রক্ষা করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, অতিক্রম করা। (বিনয়) **উব্বিজ্জতি উত্তসতি পলাযতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যেন বা তেন বা পলাযন্তি**। = **ধাবতি, পালেতি**। (অতীত) **পলাযি**। (অ-বিণ) **পলাত**,

পলায়িত। (ব-বিণ) **পলায়ন্ত**। (ক্রি-বি) **পলায়িত্বা**। (তুম) **পলায়িতুং**। (করণে) **পলাপেতি** (১)। ২ এই শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের স্বরূপ:—(বর্তমানে) **পলেতি**; "রক্ষা করা" অর্থে "**পালেতি**" শব্দও দ্রষ্টব্য (দীর্ঘনিকায়)। দীর্ঘনিকায়ের অন্যত্র এই শব্দকে বানান করা হইয়াছে "**ফলেতি**"; দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**গচ্ছতি**" শব্দ দ্বারাও ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। = **বজতি গচ্ছতি** (চুল্লনিদ্দেস)। = **গচ্ছতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা, পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **পলিত্থ**। (পঞ্চমী) **পলেহি**। (ভবিষ্যতে) **পলেহিতি**।

পলায়ন (ক্লী) পলায়ন, ভয়াদি হেতু প্রস্থান, পলানো, দৌড়াইয়া পলায়ন, দৌড়াইয়া গমন। ⟹ **পালন**।

পলায়নক (বিণ) পলায়নকারী, দৌড়াইয়া পলায়ন করে এমন, ক্ষণস্থায়ী, দ্রুত সঞ্চারী। (জাতক) **পলায়নকং করোতি**—দৌড় দেওয়া, পলায়ন করা, উড্ডয়ন করা, দ্রুত গমন করা।

পলায়িত (বিণ) পলায়িত, ভয়াদি হেতু স্থানান্তরে প্রস্থিত। ⟹ **পলায়তি**।

পলায়িন (বিণ) পলায়ন করে এমন, পলায়নকারী, উড্ডয়ন করে এমন, সরিয়া পড়ে এমন, যে পলায়ন করে এমন, যে দৌড়িয়া সরিয়া পড়ে এমন। = **পলায়নক**। ⟹ **অপলায়িন, অপলাসিন**।

পলায়ী = **পলায়িন**। ⟹ **পলায়িন**।

পলাল (পুং, ক্লী) পলাল, তৃণ, পোয়াল খড়, খড়, তুচ্ছ বস্তু, খড়কুটা।

পলালচ্ছন্নক [পলাল+ছন্নক] খড় পাতা ইত্যাদি দ্বারা ছাওয়া চাল, চাল ছাওয়ার খড় তৃণাদি, খড়ের ছাউনি।

পলালপিণ্ড (ক্লী) খড়ের আঁটি, খড়ের বান্ডিল বা পুলিন্দা।

পলালা পীঠক (ক্লী) "খড়ের পাদপীঠ বা পা রাখিবার চৌকি", একপ্রকার শাস্তি অথবা পীড়ন। মিলিন্দ প্রশ্নের ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:—"খড়ের আসন" অর্থাৎ দণ্ড দ্বারা এমনই প্রহার করা হইয়াছে যদ্দ্বারা অস্থিগুলি চুরমার হইয়া দেহখানি খড়ের স্তূপের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

পলালপুঞ্জ (পুং) তৃণস্তূপ, তৃণের স্তূপ, তৃণরাশি। = **তিণপুঞ্জ**। ⟹ **পুঞ্জ**।

পলালপুঞ্জক (পুং) = **পলালপুঞ্জ**। ⟹ **পলালপুঞ্জ**।

পলালিত = **পললিত**। ⟹ **পললিত**।

পলাস (পুং, ক্লী) ১ ক পলালবৃক্ষ, কিংশুকবৃক্ষ। খ গাছের পাতা। একত্রে বুঝাইলে: —(ক্লী) (গাছের পাতার) পল্লব; বহুবচনে বুঝাইলে:—(ক্লী) পত্রসমূহ। পেতবত্থু অর্থকথায় "**পলাসন্তরে**"; এই শব্দটি "পাস'ন্তরে" শব্দের পরিবর্তে পঠিত; **ঘনপলাস; সালিপলাস**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুপ্ফপলাস**। (মধ্যম নিকায়) **সাখাপলাস**। (বিনয়) **পণ্ডু পলাস**। (জাতক) **বহুল পলাস**। ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনে:—**পলাসানি**—পত্রসমূহ। ২ তুষ, ভূসি, আবর্জনা, তুচ্ছ বিষয়। ৩ অপকারেচ্ছা, দ্বেষ, ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট সাধন, অসূয়া, আক্রোশ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অদয়ালুতা, অসদয়তা, অকৃপালুতা, নির্দয়তা, দয়াহীনতা, ক্ষমাপরায়ণ নহে এমন অবস্থা, ক্ষমাশীল নহে এমন ব্যক্তি, ঈর্ষা, রাগ, ক্রোধ। এই শব্দটি "**যুগগ্গাহ**" শব্দের অর্থের সহিত প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ; বিভঙ্গে এবং পুগ্গলপঞ্‌ঞত্তিতে আবার "**যুগগ্গাহ**" শব্দকে "**যুদ্ধগ্গাহ**" শব্দরূপে পাঠও দৃষ্ট হয়। (যৌগিকে) **পলাসমচ্ছের** (বিমানবত্থু), **পলাসমক্খ** (মিলিন্দপ্রশ্ন)। (পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি) **পলাস পলাসায়না** ইত্যাদি।

পলাসত (বিণ) পত্রভোজী, পাতাভোজী, পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন। (পুং) গণ্ডার। = **পলসত, পলাসদ**।

পলাসদ = **পলাসত**। ⟹ **পলাসত**।

পলাসভূত ⟹ **পলাপ** (১)।

পলাসাদ = **পলাসদ**। ⟹ **পলাসদ**।

পলাসানি (ক্লী, বহুবচন) পত্রসমূহ। = **পলাস পণ্ণানি**—পলাশ বৃক্ষের পত্রসমূহ (জাতক অর্থকথা)। = **ভূসানি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পলাস** (১ খ)।

পলাসিক (বিণ) পত্রযুক্ত, পাতা-বিশিষ্ট। (যৌগিকে) **পণ্ডু পলাসিক** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (বিনয়) **এক পলাসিক**।

পলাসিন (বিণ) হিংসুক, অসূয়া পরায়ণ, অদয়ালু, অসদয়, কৃপাহীন, নির্দয়, অকৃপালু, ক্ষমাহীন, বিদ্বেষ পরায়ণ, অন্যায়রূপে অধিকারী, অন্যায়ভাবে কর্তৃত্ব করে এমন। (যৌগিকে) **মক্খিন পলাসিন** (বিনয়)। ⟹ **যুগগ্গাহ**।

পলাসী (বিণ) = **পলাসিন**। ⟹ **পলাসিন**।

পলি (এই শব্দটি "পরি" শব্দের পাঠান্তর মাত্র) চতুর্দিকে, চারিদিকে, গোলাকারভাবে। = **পরি**। "**পরি**" এবং "**পলি**" শব্দকে আমরা একই শব্দে যৌগিকরূপে দেখিতে পাই। "**পলি**" শব্দ অন্য শব্দের পূর্বে বসিয়া যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যথা—**পলিপক্ক** = **পরিপক্ক**, **পলিভুত্ত** = **পরিভুত্ত**, ইত্যাদি। ⟹ **পরি** (২খ)।

পলিংঘ = **পলিঘ**। ⟹ **পলিঘ**।

পলিংখণতি (ক্রি) = **পলিখণতি**। ⟹ **পলিখণতি**।

পলিকুজ্জতি (ক্রি) [পলি+কুজ্জতি] কিছুর উপর বক্র হইয়া থাকা অথবা বাঁকানো, বক্র বা অরসলভাবে চলা।

পলিকুণ্ঠিত (বিণ) বক্র, বাঁকানো, অসরল, মোড়া, লুক্কায়িত, সম্পূর্ণরূপে আবৃত, আচ্ছাদিত, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলিপ্ত বা ম্রক্ষিত। (জাতক) **লোহিত পলিকুণ্ঠিত**। এই শব্দটি "**পলিগুণ্ঠিত**" শব্দের পাঠান্তর।

পলিক্খণতি = **পলিখণতি**। ⟹ **পলিখণতি**।

পলিক্খত = **পলিখত**। ⟹ **পলিখত**।

পলিখ—অর্গল, হুড়কা, প্রতিবন্ধক, বাধা। এই শব্দটি "**পলিঘ**" শব্দের পাঠান্তর। **পলিখ পলিঘা** (জাতক টীকা)।

পলিখণতি (ক্রি) [পলি+√খণ+অ] খনন করা, খনন করিয়া তুলিয়া ফেলা, সমূলে উঠাইয়া ফেলা, উপড়াইয়া ফেলা। (অতীত) **পলিখণি**। (অ-বিণ) **পলিখত**। (ক্রি-বি) **পলিখণিত্বা, পলিখায, পলিখঞ্ঞ** = **উদ্ধরিত্বা**; (তুলনীয়) **পরিখা**।

পলিখত (বিণ) খনিত, খনন করিয়াছে এরূপ, চতুর্দিকে খনন করিয়াছে এমন, খনন করিয়া বাহির করিয়াছে এমন। ⟹ **পলিখণতি**।

পলিখতি (ক্রি) তীক্ষ্ণ বস্তু বা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া ফেলা, খননাদিতে নখরাদির ব্যবহার করা। (বি-ভা) **ওট্ঠং পলিখতি**—কাহারও অধর বা ওষ্ঠ কামড়ানো (জাতক)।

পলিখা = **পলিঘা**। ⟹ **পলিঘা**।

পলিখাদতি (ক্রি) [পলি+খাদতি] চারিদিকে কামড়ানো, দংশন করা, চর্বণ করা, দন্ত দ্বারা চর্বণ করা, চঞ্চু দ্বারা গ্রহণ করা, চঞ্চু দ্বারা খুঁটিয়া লওয়া, ঠোঁট দ্বারা ঠোকর মারা, কম কম বা অল্প অল্প করিয়া খাওয়া। (মধ্যম নিকায়) **কুক্কুরো অট্ঠিকঙ্কালং পলিখাদতি**।

পলিখিত (বিণ) = **পলিখত**। ⟹ **পলিখত**।

পলিগিজ্ঝতি (ক্রি) [পলি+গিজ্ঝতি] পেটুক হওয়া, ধনলোভী হওয়া, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ হওয়া। (চূল্লনিদ্দেস) **অভিগিজ্ঝতি পলিগিজ্ঝতি**।

পলিগুণ্ঠিত (বিণ) অবরুদ্ধ, রুদ্ধ, প্রতিবন্ধক, বাধাপ্রাপ্ত, আবদ্ধ, জড়িত, মন্থরকৃত, বিপর্যস্ত, ফাঁদে ফেলিয়াছে এমন, আচ্ছাদিত, আবরিত, ঢাকনা দেওয়া, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, সম্পূর্ণরূপে আবৃত। (সূত্রনিপাত) **মোহেন পলিগুণ্ঠিত (পলিকুণ্ঠিত)**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **মোহেন পলিকুণ্ঠিত**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **পরিযোনদ্ধ**; (জাতকে) **পটিচ্ছাদিত**। (তুলনীয়) **কুণ্ঠিত, গুণ্ঠিত, ওগুণ্ঠিত, পালিগুণ্ঠিম**।

পলিগুণ্ঠেতি (ক্রি) = **পলিগুণ্ঠেতি**। ⟹ **পলিগুণ্ঠেতি**।

পলিগেধ—লোভ, পেটুকতা, আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, (প্রাচীন ব্যবহারে) সরল বা বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা। = **তণ্হা**। (চূল্লনিদ্দেস) **পলিগেধ (গেধ) তণ্হা**। ⟹ **গেধ** (১)।

পলিগেধিন (বিণ) আত্মাভিমানী, দাম্ভিক, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব।

পলিঘ (ক্লী) ১ দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত কাষ্ঠদণ্ড। (থেরীগাথা) **বট্টপলিঘ** = **পরিঘদণ্ড** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⟹ **পরিঘ**। ২ বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক। (দুইটি বিশেষ ভাষায় বিশেষণে:—) **ক**। **ওক্খিত্ত পলিঘ**—কাষ্ঠদণ্ড খাড়া করিয়া বা রাখিয়া বাধা প্রদত্ত (দীর্ঘনিকায়); = **ঠপিত পলিঘ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। **খ**। (বিপ) **উক্খিত্ত পলিঘ**—বাধা দেওয়ার কাষ্ঠদণ্ড উঠাইয়া ফেলিয়াছে অথবা সরাইয়া নিয়াছে এরূপ (মধ্যম নিকায়)। = **অবিজ্জা পলিঘস্স উক্খিত্ততা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পরিখা**।

পলিঘ পরিবত্তিক—ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠদণ্ড, যে কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা (পথে) বাধাপ্রদান করা হইয়াছে উহা চতুর্দিকে ঘুরে এরূপ অবস্থা, এক প্রকার শাস্তি বা পীড়ন (যেমন তেলের ঘানিতে আবদ্ধ হইয়া ঘানির চারিদিকে অবিরত কষ্টের সহিত ঘুরিতে থাকে তৎসদৃশ মনের পীড়ন অবস্থা)।

পলিঘা (স্ত্রী) = **পলিঘ**। ⟹ **পলিঘ**।

পলিত (বিণ) পলিত, শুভ্র, শুক্ল, পরিপক্ব, ধূসরবর্ণ, পাকা, বৃদ্ধ। (ক্লী) পাকা চুল। = **পলিত কেস**।

পলিত কেস (বিণ) পলিতকেশ, চুল পাকিয়াছে এমন, বার্ধক্য হেতু যাহার মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়াছে এমন। (পুং) পাকা চুল, সাদা চুল, ধূসর বর্ণ কেশ, পক্ব চুল, পরিপক্ব কেশ বা চুল। = **পলিত, পালিচ্চ**। ⟹ **কেস** (১)।

পলিতকেসী (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের বৃদ্ধা হওয়ায় মাথার চুল পাকিয়াছে।

পলিত্ত (বিণ) প্রলিপ্ত, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা হইয়াছে এমন। = **উপলিত্ত**। ⟹ **পলিপ্পতি**।

পলিখ = **পলাযি**; ⟹ **পলাযতি**।

পলিপ (পুং) ক্রমনিম্নতা, ঢালুতা, গড়ানিয়তা, পঙ্ক, কর্দম, মৃত্তিকা, জলাভূমি, বিল। = **পঙ্ক, মহাকদ্দম**।

পলিপক্ক = **পরিপক্ক**। ⟹ **পরিপক্ক**।

পলিপথ (পুং) বিপজ্জনক পথ, অনিষ্টকর পথ, কষ্টদায়ক পথ, দুর্গম পথ, দুরতিক্রম্য পথ, দুঃসাধ্য বা কঠিন পথ, বিপদ, অনিষ্ট, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা এবং ধর্মপদ অর্থকথা) **রাগ পলিপথ**।

পলিপদক = **পালিপদক**। ⟹ **পালিপদক**।

পলিপন্ন (বিণ) পতিত, প্রবিষ্ট, প্রাপ্ত, নিমগ্ন, নিমজ্জিত। (বিনয়) **মুত্ত করিসে পলিপন্ন**। (মধ্যম নিকায়) **পলিপ পলিপন্ন**। ⟹ **পরিপজ্জতি**।

পলিপ্পতি (ক্রি) চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলিপ্ত হওয়া, চর্বি দ্বারা ময়লাকৃত বা ম্রক্ষিত হওয়া, চবি মাখা, প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, লাগিয়া থাকা, (আঠায়) জোড়া বা জুড়িয়া থাকা, দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকা, স্তব্ধ হইয়া থাকা, বিঁধিয়া দেওয়া, খোঁচাইয়া মারা, ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করা, দৃঢ় সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া যাওয়া, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা। = **পলিম্পতি**। (অ-বিণ) **পলিত্ত**। (ব-বিণ) **পলিপ্পমান** = **পলিম্পমান** (⟹ **পলিম্পতি**)।

পলিবুজ্ঝতি (ক্রি) [পলি+বুজ্ঝতি] ১ = **পলিবুদ্ধতি**। ⟹ **পলিবুদ্ধতি**। (অ-বিণ) **পলিবুদ্ধ**। ২ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, লাগিয়া থাকা, (আঠায়) জোড়া বা জুড়িয়া থাকা, দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকা, স্তব্ধ হইয়া থাকা, বিঁধিয়া দেওয়া, খোঁচাইয়া মারা, ছুরিকা

দ্বারা বিদ্ধ করা, দৃঢ় সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া যাওয়া, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, মনোযোগ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, উদ্বিগ্ন করা, অসুবিধা ঘটানো, কষ্ট স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, উদ্বেগ বোধ করা। (চুল্লনিদ্দেস) **পলিগিজ্ঝতি পলিবুজ্ঝতি**।

পলিবুজ্ঝন (ক্লী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ।

পলিবুদ্ধ (বিণ) রুদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রদত্ত, গতিরোধ করা হইয়াছে এমন, বাধা উপস্থিত হইয়াছে এমন, বিঘ্ন ঘটিয়াছে এমন, নিবৃত্ত, দমিত, প্রতিরোধকৃত, থামিয়াছে এমন, গতিরুদ্ধ বা রুদ্ধগতি করা হইয়াছে এমন, পিছন পড়িয়াছে এমন, বিলম্বিত, গৌণকৃত, অপেক্ষা করিয়াছে এমন, দেরি করিয়াছে এমন, অবস্থান করিয়াছে এমন। (চুল্লনিদ্দেস) **পলিবেঠিত পলিবুদ্ধ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আকাসো অপলিবুদ্ধো**। (বি-ভা) **লগ্গ লগ্গিত পলিবুদ্ধ** (চুল্লনিদ্দেস)। (কিন্তু নির্দেশ অর্থকথায়) **পলিবুদ্ধ লগ্গ; পলিবোধ লগ্গন**। (তুলনীয়) **অবরুদ্ধ**। ⟹ **পলিবুজ্ঝতি**।

পলিবুদ্ধতি (ক্রি) ১ রোধ করা, বদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, দিতে বা লইতে অমত করা, "না" বলা, পিছনে রাখা, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, সংযত করা, ধরিয়া রাখা, প্রতিরোধ করা, থাকিয়া যাওয়া। (তুলনীয়) **পটিবাহতি**। ২ স্থগিত রাখা, দেরি করানো, দেরি করা, ধীরে ধীরে কাজ করা। (তুলনীয়) **অবরুদ্ধতি**। (অতীত) **পলিবুদ্ধি**। (কর্মবাচ্যে) **পলিবুজ্ঝতি**।

পলিবোধ (ক্লী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, বোঝা, অসুবিধা। (বি-ভা) **কাম পলিবোধ; কাম পলিবোধ কামপরিড়াহ** (চুল্লনিদ্দেস)। (চুল্লনিদ্দেস) **কুল পলিবোধ; চীবর পলিবোধ**; (তুলনীয়) **কুলে পলিবোধ**। (মহানির্দেশ) **ঘরাবাস পলিবোধ; পুত্ত-দারো পলিবোধ**; ইত্যাদি। (জাতক) **ঘর পলিবোধ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **দস পলিবোধা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **লগ্গন বন্ধন পলিবোধ**। (বিনয়) **আবাস পলিবেধ পলিবোধ**। "**কম্মট্‌ঠান**" এর সামান্য বা ক্ষুদ্র বাধাস্বরূপ বর্ণনায় "**খুদ্দক পলিবোধ**"। ⟹ **সম্পলিবোধ**।

পলিভঞ্জন (ক্লী) [পরি+ ভঞ্জন] ভগ্ন অবস্থা, খণ্ডবিখণ্ড অবস্থা, ভাগ বা পৃথক হইয়া গিয়াছে এমন অবস্থা। (চুল্লনিদ্দেস) **সম্ভঞ্জন পলিভঞ্জন**।

পলিভুত্ত = **পরিভুত্ত**। ⟹ **পলিভুত্ত**।

পলিমট্‌ঠ (বিণ) পরিষ্কার, মসৃণ, চিক্কণ, উজ্জ্বল, চকচকে। (তুলনীয়) **পরিমট্‌ঠ**। ⟹ **সম্পলিমট্‌ঠ**।

পলিম্পতি (ক্রি) = **পলিপ্পতি**। ⟹ **পলিপ্পতি**। (ব-বিণ) **পলিম্পমান**।

পলিযতি (ক্রি) = **বলীযতি**। ⟹ **বলীযতি**।

পলিযত্থ = **পল্লত্থিত**। ⟹ **পল্লত্থিত**।

পলিয্যতি (ক্রি) = **বলীযতি**। ⟹ **বলীযতি**।

পলিবেট্‌ঠিত = **পলিবেঠিত**। ⟹ **পলিবেঠিত**।

পলিবেঠন (ক্লী) বেষ্টন, বেষ্টনী, মোড়ক, বাধা, বোঝা, বেষ্টনকরণ, সম্পত্তির উপর দায় ইত্যাদি। (বিণ) আচ্ছাদনী, বন্ধনী, বেষ্টনী, পরিবেষ্টনী, চতুর্দিকস্থ বেষ্টনী বা আচ্ছাদনী, বেষ্টনকারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পলিবেঠন চম্ম**।

পলিবেঠিত (বিণ) পরিবেষ্টিত, চতুর্দিকের আচ্ছাদনী বা বেষ্টনী, যদ্দ্বারা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আবৃত করা যায় এমন, শৃঙ্খলিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। (চুল্লনিদ্দেসে) **পলিবেট্‌ঠিত**; (যৌগিকে) **পলিবেট্‌ঠিত লগ্গিত; পলিবেট্‌ঠিত পলিবুদ্ধ**। (তুলনীয়) **সম্পলিবেঠিত**। ⟹ **পলিবেঠেতি**।

পলিবেঠেতি (ক্রি) গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া, ঢাকা, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, বেষ্টন করা, জড়ানো বা পাকানো, বয়ন করা। ⟹ **সম্পলিবেঠেতি**। (অতীত) **পলিবেঠেসি**। (অ-বিণ) **পলিবেঠিত**। (কর্মবাচ্যে) **পলিবেঠীযতি**।

পলিস = **বলিস**। ⟹ **বলিস**।

পলিসজ্জতি (ক্রি) [পরি+ সজ্জতি] অনবরুদ্ধ করা, বন্ধন মোচন করা, ঘনতা হ্রাস করা, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা, শিথিল করা, অনাবদ্ধ করা, বন্ধন খোলা, মুক্ত করা, ছাড়িয়া দেওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **মূলানি পলিসজ্জতি**।

পলিস্‌সজতি (ক্রি) আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। ⟹ **আলিঙ্গতি**। (অতীত) **পলিস্‌সজি** = **আলিঙ্গি** (জাতক অর্থকথা)।

পলিস্‌সুত (বিণ) প্রবাহিত, বহিয়া গিয়াছে এরূপ, প্লাবিত, পরিশ্রুত। = **পরিস্‌সুত**।

পলীন = **ফলিন**। ⟹ **ফলিন** (২)।

পলুগ্গ (বিণ) ভগ্ন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, নিঙড়ানো হইয়াছে এরূপ, নিষ্পেষিত, পেষিত, দমিত, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবিষ্ট, ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করা হইয়াছে এমন, ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট। ⟹ **পলুজ্জতি**।

পলুজ্জতি (ক্রি) [প+√লুজ+য] ভাঙ্গা, ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত হওয়া, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা বা হওয়া, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, স্থাপন করা, আরম্ভ হওয়া, পতিত হওয়া, অধঃপতিত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া, খালি হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, ক্রমশ ক্ষয় হওয়া, জন্ম লওয়া, অধিকৃত হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ঘটনাক্রমে আসা বা উত্তরাধিকারী স্বত্ব পাওয়া, অবস্থান্তরে

উপনীত হওয়া, পাপে পতিত হওয়া, ভ্রমে পতিত হওয়া, হতাশ হওয়া, ঘটা, বেগে ধাবিত হওয়া, অনবধানতার সহিত উচ্চারিত হওয়া, সাগ্রহে আরম্ভ করা, টুকরা টুকরা করা, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, রহস্য ভেদ হওয়া, দ্রব হওয়া, দ্রবীভূত হওয়া, গলিয়া যাওয়া, চূর্ণ হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া। (অতীত) **পলুজ্জি**। (অ-বিণ) **পলুগ্গ**। (ব-বিণ) **পলুজ্জমান**। (ক্রি-বি) **পলুজ্জিত্বা**।

পলুজ্জন (ক্লী) টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, ভগ্নাবস্থা, ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা।

পলুদ্ধ (বিণ) প্রলুব্ধ, অত্যন্ত লোভযুক্ত, অত্যন্ত অনুরক্ত, খুব আসক্ত, প্রলোভিত, বিপথে নিয়াছে এমন, কুপথে লইয়া গিয়াছে এমন। ⟹ **পলদ্ধ**, **পলোভেতি**, **পলোভিত**, **পলুব্ভতি**।

পলুব্ভতি (ক্রি) প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক কুপথগামী করা, কুপথে লইয়া যাওয়া, অসৎ পথে চালিত করা, ধর্মভ্রষ্ট করা, চরিত্র ভ্রষ্ট করা, প্রলুব্ধ করা, বিপথে লইয়া যাওয়া, প্রলোভিত করা, সংযুক্ত করা বা থাকা, আটকানো, ক্রোক করা, ধরা, অনুরক্ত হওয়া, অত্যন্ত আসক্ত হওয়া, আরোপ করা, সহি দেওয়া, সঙ্গে থাকা। ⟹ **পলোভেতি**। (অ-বিণ) **পলুদ্ধ**।

পলুম্পতি (ক্রি) [প+√লুপ+অ] লুণ্ঠন করা, হরণ করা, বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, অপহরণ করা, লুঠ করা, বঞ্চিত করা, বিযুক্ত করা।

পলেতি (ক্রি) চলিয়া যাওয়া, সরিয়া পড়া, পলায়ন করা। = **গচ্ছতি**, **পলাযতি** (২)।

পলেপ (পুং) প্রলেপ, লেপন, মাখানো, ম্রক্ষণ, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন, চুন-বালি ও জল দ্বারা প্রস্তুত জমাট, মলম, চুন-বালি ও জলের মিশ্রণ।

পলেপন (ক্লী) প্রলেপন, লেপন, মাখানো, ম্রক্ষণ, চর্বি-তৈলাদি দ্বারা ম্রক্ষিতকরণ। (বিণ) ম্রক্ষিত, প্রলিপ্ত, লিপ্ত, চর্বি-তৈলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত বা মালিশকৃত, মলম লাগানো হইয়াছে এরূপ। (মধ্যম নিকায়) গাঢ় **পলেপন**—ঘন মলম বা চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলেপন।

পলেহি (পঞ্চমী, ক্রিয়া) পলায়ন করা, সরিয়া পড়া, চলিয়া যাওয়া। = **গচ্ছ**। ⟹ **পলাযতি**।

পলেহিতি (ভবিষ্যৎ, ক্রিয়া) = **পলাযিস্সতি** (⟹ **পলাযতি**)।

পলোক (পুং) ভগ্নাবস্থা, ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, দ্রবীভূতকরণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদির বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গকরণ, বিশ্লেষণ, পচন, ধ্বংস, অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়। মিলিন্দ প্রশ্নের ধারানুসারে:—**পলোক অনিচ্চতো দুক্খতো** রোগতো ইত্যাদি; দ্রুত বলিতে হইলে—"**পলোক পরলোকতো**"।

পলোকিন (বিণ) ক্ষয় বা মৃত্যুর জন্য পূর্ব হইতে নির্ধারিত, অবনতি বা ধ্বংসের জন্য ভাগ্যকর্তৃক নির্দিষ্ট। (কর্মকারকে) **পলোকিনং** = **জরা-মরণেহি পলুজ্জন ধম্ম** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (কর্মকারক বহুবচনে) **পলোকিনে**।

পলোভ (ক্লী) [প+√লুভ] লোভ, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, পেটুকতা। ⟹ **পলোভন**।

পলোভন (ক্লী) প্রলোভন, লোভ দেখানো, প্রলোভনের বস্তু। (পুং) লোভজনক বার্তা। = **পলোভ**।

পলোভিত (বিণ) প্রলোভিত, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত, ইচ্ছাকৃত, আকাঙ্ক্ষিত, অনুরোধ জানাইয়াছে এমন। ⟹ **পলোভেতি**।

পলোভেতি (ক্রি) [প+√লুভ+এ] ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, পেটুক হওয়া, লোভী হওয়া, ধনলোভী হওয়া, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ হওয়া, প্রলুব্ধ করা বা হওয়া, প্রলোভিত করা, বিপথে লইয়া যাওয়া, প্রলোভন দেখাইয়া কুপথগামী করা, কুপথে লইয়া যাওয়া, অসৎ পথে চালিত করা, ধর্মভ্রষ্ট করা, চরিত্রভ্রষ্ট করা। (অতীত) **পলোভেসি**। (অ-বিণ) **পলোভিত**। (ক্রি-বি) **পলোভেত্বা**।

পলোলিত = **পলড়িত**। ⟹ **পলড়িত**।

পল্লঙ্ক (পুং) ১ আসন-পিঁড়ি হইয়া উপবেশন, এক পায়ের উপর অন্য পা আড়াআড়িভাবে রাখিয়া উপবেশন। (করণকারকে) **পল্লঙ্কেন**—উরুর উপর করিয়া, জঙ্ঘার উপর করিয়া, উরুর পশ্চাদ্ভাগে করিয়া (সংযুক্ত নিকায়)। (বি-ভা) **পল্লঙ্কং আভুজতি**--ক্রুশের আকারে আড়াআড়িভাবে পা রাখিয়া বসা, পদ্মাসনে উপবেশন করা (দীর্ঘনিকায়)। (বি-ভা) **সমন্ততো উরুবদ্ধ পল্লঙ্ক আসনং বন্ধতি** (বিশুদ্ধিমার্গ এবং বিভঙ্গ অর্থকথা)। ২ মন্ত্রণা-গৃহ, নিচু গদিযুক্ত আসন-বিশেষ অথবা ঐরূপ আসনযুক্ত ধূমপানাগার, গদিযুক্ত চেয়ার বা কেদারা, পালঙ্ক, শয্যা, খাট, পালঙ্গ, আরাম কেদারা-বিশেষ।

পল্লঙ্কাভুজন (ক্লী) ⟹ **আভুজন**।

পল্লতি (বিণ) রক্ষিত, বিপদ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে এমন, যত্ন লওয়া হইয়াছে এমন, সাবধান হইয়াছে এমন, পাহারা দেওয়া হইয়াছে এমন। এই শব্দটি পদ্যেই ব্যবহার হইয়া থাকে। ⟹ **পালযতে**।

পল্লতে (ক্রি) = **পালেতি**। ⟹ **পালেতি**। = **পল্লতি**। ⟹ **পল্লতি**।

পল্লখ (ক্লী) উপবেশনের অথবা আসন-পিঁড়ি হইয়া উপবিষ্ট হইবার অথবা আরামে শয়ন করিবার প্রকৃতি বা ভাবভঙ্গি। জাতকে "**তিপল্লখ**" শব্দের বর্ণনায়:—**পল্লখং বুচ্চতি সযনং, উভোহি পস্সেহি উজুকমেব চ গো-নিসিন্নক-বসেনা'তি তিহ-আকারেহি পল্লখং** ইত্যাদি। ⟹ **তিপল্লখ**।

পল্লখিকা (স্ত্রী) ১ যে পালকিতে বসিবার আসন আছে।

২= **পল্লখ**। ⟹ **পল্লখ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দুস্সপল্লখিকা**।

পল্লখিত (বিণ) বিপথগামী, বিকৃত স্বভাব। এই শব্দটি সন্দেহজনক, সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে "**পলিযখ**"।

পল্লল (পুং, ক্লী) ১ জলাভূমি। ২ ছোট পুকুর, ক্ষুদ্র হ্রদ, ছোট জলাশয়, পল্বল, ডোবা।

পল্লব (পুং, ক্লী) ১ পল্লব, অঙ্কুর, কিসলয়, নূতন পত্র, মঞ্জরী। ২ এক দেশের নাম-বিশেষ। ⟹ **ফল্লব**।

পল্লবিত (বিণ) পল্লবিত, অঙ্কুরিত, পল্লবযুক্ত, বর্ধিত, মঞ্জরিত, নূতন পত্রযুক্ত।

পল্লাস (ক্লী) উল্টানো, উলট পালট, পরিবর্তন, রদবদল কাজ। = **বিপল্লাস**।

পল্লোম (পুং) নিরাপত্তা, রক্ষণ, রক্ষা, প্রতিভূ, জামিন, বন্ধক, নিশ্চয়তা, বিশ্বাস, সাহসিকতা, গুপ্তকথা। = **পন্নলোম**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। **লোম-হংস-মত্তম্পি'স্স ন ভবিস্সতি**।

পল্চ্ছরি (বিণ) = **পটচ্ছরিন**। ⟹ **পটচ্ছরিন**।

পল্াস (পুং) তুষ, ভুসি, আবর্জনা, তুচ্ছ বিষয়। ⟹ **পলাস** (২)।

পল্াসিন = **পলাসিন**। ⟹ **পলাসিন**।

পলি্খণতি (ক্রি) = **পরিখণতি**। খনন করা। ⟹ **পরিখণতি**।

পলি্গুণ্ঠেতি (ক্রি) [পরি+√গুণ্ঠ+এ] জড়িত করা, বিপর্যস্ত করা, ফাঁদে ফেলা, মোড়া, লুক্কায়িত করা, সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা। (অতীত) **পলি্গুণ্ঠেসি**। (অ-বিণ) **পলি্গুণ্ঠিত**।

পলি্ঘ (পুং) বাধা, অন্তরায়। = **পলি্ঘ**। ⟹ **পলি্ঘ**।

পলি্বুজ্ঝতি (ক্রি) বিলম্বিত হওয়া, দেরি হওয়া, বিলম্ব হওয়া, স্থগিত রাখা বা হওয়া, ধীরে ধীরে কাজ হওয়া, রুদ্ধ হওয়া, বদ্ধ হওয়া, মন্থর হওয়া, বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। = **পলিবুজ্ঝতি**। (অতীত) **পলিবুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **পলি্বুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **পলি্বুজ্ঝিত্বা**।

পলি্বুজ্ঝন (ক্লী) অপরিষ্কার অবস্থা, ধূলিধূসরিত অবস্থা, কর্দমযুক্ত অবস্থা, নোংরা অবস্থা। ⟹ **পলিবুজ্ঝন**।

পলি্বুদ্ধ (বিণ) রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত। ⟹ **পলিবুদ্ধ**, **পড়িবুজ্ঝতি**।

পলি্বোধ (পুং) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধক। ⟹ **পলিবোধ**।

পলি্বেঠন (ক্লী) মোড়ক, বেষ্টন, অন্তর্ভুক্তকরণ। = **পলিবেঠন**।

পলি্বেঠেতি (ক্রি) [পরি+√বেঠ+এ] গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া, ঢাকা, আবৃত করা, জড়ানো বা পাকানো, বয়ন করা, বেষ্টন করা, অন্তর্ভুক্ত করা। = **পলিবেঠেতি**। (অতীত) **পলি্বেঠেসি**। (অ-বিণ) **পলি্বেঠিত**।

পব ⟹ **ভগ** (১)।

পবক্খতি (ক্রি) ("**পবদতি**" ক্রিয়ার প্রথমপুরুষ একবচন, ভবিষ্যৎ কাল) সে বলিবে, সে জ্ঞাপন করিবে, সে প্রকাশ করিবে, সে প্রচার করিবে, সে বক্তব্য প্রকাশ করিবে, সে বিস্তারিত বর্ণনা করিবে। ⟹ **পবদতি**।

পবক্খামি (ক্রি) ("**পবদতি**" ক্রিয়ার উত্তমপুরুষ একবচন, ভবিষ্যৎ কাল) আমি বলিব, আমি প্রকাশ করিব। = **ব্রূমি**। ⟹ **পবক্খতি**, **পবদতি**।

পবচ্ছতি (ক্রি) দেওয়া, প্রদান করা, দান করা, স্থাপন করা, রাখা। ⟹ **পবেচ্ছতি**।

পবজতি (ক্রি) বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করা, প্রবৃত্ত হওয়া, ভিতর দিয়া অথবা উপর দিয়া যাওয়া, ইতস্তত ঘুরাফেরা করা, এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ানো। (ব-বিণ) **পবজমান**, **পবজ্জমান**, **পবদন্ত**।

পবজ্জতি (ক্রি) (জোরে) শব্দ করা, সঙ্গীত ধ্বনি করা, কোনোরূপ বিশেষভাবে প্রকাশ করা, (সঙ্গীতের) সুরে যোজিত হওয়া অথবা বাদ্যযন্ত্র বাদিত হওয়া। (অতীতকাল প্রথমপুরুষ বহুবচন) **পবজ্জযিংসু**। (ব-বিণ) **পবজ্জমান**।

পবজ্জন (ক্লী) উচ্চশব্দ, ধ্বনি, গোলমাল, গোলোযোগ, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ, সঙ্গীত ধ্বনি, সুর-রচনা অথবা বাদ্যযন্ত্র বাজানো।

পবট্টেতি = **পবত্তেতি**। ⟹ **পবত্তেতি**।

পবট্ঠ = **পবুট্ঠ**। ⟹ **পবুট্ঠ**।

পবড্ঢ (বিণ) প্রবর্ধিত, বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাড়িয়াছে এমন, বড়, পূর্ণবয়স্ক, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরাল, সক্ষম, সমর্থ, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, উজ্জ্বল, প্রবল, প্রসারিত, বৃহৎ, গুরুত্বপূর্ণ, স্ফীত, গর্ভবতী, উদার, মহৎ, অহঙ্কারপূর্ণ। (জাতক) **পবড্ঢ কায**—মহাশরীর, বড় শরীরাকার, বর্ধিত দেহ। ⟹ **পবড্ঢতি**।

পবড্ঢকায ⟹ **পবড্ঢ**।

পবড্ঢতি (ক্রি) [প+√বড্ঢ+অ] বর্ধিত হওয়া, প্রবর্ধিত হওয়া, উন্নত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়ানো, চাষ করা, উৎপাদন করা, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, প্রসারিত করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞং পবড্ঢতি**। (অতীত) **পবড্ঢি**। (অ-বিণ) **পবড্ঢ**, **পবুদ্ধ**, **পবড্ঢিত**। (ক্রি-বি) **পবড্ঢিত্বা**।

পবড্ঢন (ক্লী) প্রবর্ধন, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়ানো, লাভ, উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তানসন্ততি, উন্নতি, বর্ধন।

পবতি (ক্রি) ১ ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, জোরে বহা, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, হাঁপ ছাড়া, জোরে নিঃশ্বাস ফেলা বা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, সুগন্ধ প্রদান করা, ঘ্রাণশক্তি উৎপন্ন করা, গতিপ্:

ত্যাগ করা, অনুসরণ পথ ছাড়িয়া দেওয়া। = **পব্বং বিসসজ্জতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⟹ **পবাত্তি**। ২ ত্বরান্বিত করা, তাড়াতাড়ি করা, অগ্রসর করা, ত্বরিত কার্য করা অথবা গমন করা, বেগে ধাবিত হওয়া, বেগে অগ্রসর হওয়া, আক্রমণ করিয়া অধিকার করা। কিন্তু ইহার "**গচ্ছতি**" সমার্থে "**পততি**" পাঠ উত্তম।

পবত্ত (বিণ) ১ সংঘটিত, ঘটিত, প্রচলিত, চলিতেছে এমন, পতিত, ফলপ্রদ, ফলদায়ক, প্রক্রিয়ামত, কার্যপ্রণালী অনুসার। (থেরীগাথা) **অস্সু চ পবত্তং**— চোখের জল আসে এমন। (পেতবথু অর্থকথা) **গাথাযো পবত্ত**, [প্রাকৃতিক বিষয়ে বর্ণনা-সম্বন্ধে, যেমন—"যাহা সংঘটিত হয় বা প্রবর্তিত হয় অথবা আসে" অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী, প্রকৃতিস্থ, নিয়মিত, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, সহজ, স্বভাবসিদ্ধ, কষ্টকল্পিত নহে এমন, কাঁচা, অপক্ক, অপক্ক বুদ্ধি, অনভিজ্ঞ, অমিশ্র, অমিশ্রিত, অকালীয়, যন্ত্রণাদায়ক, অপ্রস্তুত, আর্দ্র, ঠাণ্ডা; **পবত্ত ফল**—প্রস্তুত অথবা প্রাকৃতিক ফল, বন্য ফল (বিনা চেষ্টায় লব্ধ)]। (জাতক) **পবত্ত ভোজন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পবত্ত ভোজিন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পবত্তমংস**— কাঁচা মাংস। ২ স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, নির্মিত, ভিত্তি স্থাপিত, আরব্ধ, উৎপত্তি বিষয়ক, উৎপাদিত, সম্পর্কে আসিয়াছে এমন, স্থিরকৃত, ব্যবস্থিত, আচরিত, বিষয়ীভূত, বর্ণিত, সম্পর্কিত, সম্পর্কীয়, সম্বন্ধীয়, সম্বন্ধবদ্ধ, সংযুক্ত, সম্বন্ধকৃত, কিছুর মধ্যে আছে এমন। ⟹ **পবুত্ত** (১)। (সংযুক্ত নিকায়) **কুররঘরে পবত্ত পব্বত**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আদি পবত্ত; পবত্ত পীতি-সুখ**—সুখের অবস্থার মধ্যে আছে এমন। ⟹ **পবত্ততি**। (ক্লী) "যাহা চলিতে থাকে তাহা" অর্থাৎ অস্তিত্বের চক্র, পুনঃপুন জন্মগ্রহণের ঘূর্ণায়মান চক্র, জীবের বা জীবনের প্রবর্তমান চক্র, ভবচক্র। (বিপ) **অপ্পবত্ত**—"সংসার মুক্তি" অর্থাৎ নির্বাণ।

পবত্ততি (ক্রি) [প+√বত+অ] ১ প্রবর্তিত করা বা হওয়া, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, নড়িতে থাকা, নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, চলিতে থাকা, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, অগ্রে চলা বা যাওয়া, উৎপন্ন হওয়া, চলা, ক্রমাগত চলিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো; (জল-সম্বন্ধে) বহা, প্রবাহিত হওয়া, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা। ২ থাকা, জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, হওয়া, পুনঃপুন অস্তিত্বে বর্তমান থাকা অথবা অস্তিত্ব বজায় রাখা, জীবন শেষ না করা। (বিপ) **উচ্ছিজ্জতি**। ৩ ফলপ্রদ হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া, চলা। (পেতবথু অর্থকথা) **ফলং পবত্ততি; বিপ্পটিসার অগ্গি পবত্ততি**। (অতীত) **পবত্তি**। (অ-বিণ) **পবত্তিত, পবত্ত**। (ক্রি-বি) **পবত্তিত্বা**। (করণে) **পবত্তেতি**।

পবত্তন (ক্লী) ১ প্রবর্তন, প্রবৃত্তি দান, প্রেরণা, নিয়োজন, উত্তেজনা, আরম্ভ, প্রচলন, অগ্রে চলন, মঙ্গলকরণ। ২ নির্বাহ, সম্পাদন, প্রাণদণ্ড, আদালতের আদেশ বা রায় পালনের নিমিত্ত নির্দেশপত্র বা হুকুমনামা, কৃতি, সম্পন্নকার্য, অভিনয়, পালন, বহনকরণ, পালনকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আণা পবত্তন**; (তুলনীয়) **পবত্তি**। (বিণ) মঙ্গলকর, অগ্রবর্তী, অগ্রে চলে এমন, লাভজনক, উপকারী, হিতকর, কার্যকর, প্রয়োজনীয়, দরকারি।

পবত্তনি (স্ত্রী) = **পবত্তন**। ⟹ **পবত্তন** (১)।

পবত্তফল (ক্লী) প্রবর্তিত ফল, বন্যফল, বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত বন্যফল। (যৌগিকে) **পবত্তফলিক**। ⟹ **পবত্ত** (১), **ফল** (১)।

পবত্তফলিক (বিণ) বিনা চেষ্টায় ফলদায়ক হয় অথবা ফল প্রদান করে এমন, যত্ন ব্যতীত ফলপ্রসূ। ⟹ **পবত্তফল**।

পবত্তভোজন (ক্লী) প্রবর্তিত বা প্রচলিত নিয়মানুরূপ ভোজন। (বিণ) যেরূপ ভোজন দেওয়া হইতেছে এমন। ⟹ **পবত্ত**(১)।

পবত্তভোজিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রবর্তিত বা প্রাকৃতিক প্রদত্ত খাদ্য আহার করে, প্রাকৃতিক খাদ্যভোজী, বন্যফলাহারী (এক শ্রেণীর তাপস বা ঋষি)। **পবত্তভোজিন তাপস**। ⟹ **পবত্ত** (১)।

পবত্তমংস (ক্লী) টাটকা বা কাঁচা মাংস। ⟹ **পবত্ত** (১)।

পবত্তযিতর (পুং) প্রবর্তয়িতা, প্রবর্তক, যিনি গতি প্রবর্তন করেন অথবা রক্ষা করেন। ⟹ **পবত্তর**।

পবত্তর (পুং) যিনি রাখেন বা প্রচলন করেন, যিনি ঐতিহ্য চালিত বা প্রবর্তন করেন, যিনি পরম্পরাগত প্রবাদে বা প্রথায় পথ প্রদর্শন করেন, প্রবর্তনকারী লোক, ব্যাখ্যাকার, আচার্য, উপদেশক, উপদেষ্টা, শিক্ষক, অধ্যাপক। (দীর্ঘনিকায়) **মন্তানং পবত্তর**—মন্ত্রসমূহের প্রবর্তনকারী লোক বা শিক্ষা দাতা; = **মন্তানং পবত্তযিতর** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **নিধীনং পবত্তর** = **নিধীনং আচিক্খিতর** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পবত্তাপন (ক্লী) প্রবর্তনকরণ, ক্রমাগত চালানো, চালিত অবস্থায় রাখা, রক্ষা, সংরক্ষণ, বাড়ি-মটর ইত্যাদি ভাল অবস্থায় রক্ষণ, রাখিবার খরচ, প্রচলন করা বা রাখা।

পবত্তাপনত্ত (ক্লী) = **পবত্তাপন**। ⟹ **পবত্তাপন**।

পবত্তাপনথ = **পবত্তাপনত্ত**। ⟹ **পবত্তাপনত্ত**।

পবত্তি (স্ত্রী) ১ প্রবর্তি, অভিব্যক্তি, আবির্ভাব, প্রকাশ, প্রদর্শন, ব্যবহারকরণ, প্রবর্তনকরণ, চালনা, নির্বাহ, সম্পাদন, প্রাণদণ্ড, আদালতের আদেশ বা রায় পালনের নিমিত্ত নির্দেশপত্র বা হুকুমনামা, দান, প্রদান। (জাতক) **আণা পবত্তি**—আদেশ জারি, রাজাজ্ঞা জারিকরণ বা প্রবর্তনকরণ। ২ ঘটন, সংঘটন, সংঘটিত অবস্থা, ঘটনা, দৈবঘটনা, প্রাসঙ্গিক কথা, প্রবৃত্তি, বিষয়, সংবাদ, খবর, সমাচার, নূতন বিষয় বিবরণ। = **পবুত্তি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **পবুত্তি**।

পবত্তিত (বিণ) প্রবর্তিত, চালিত, যাহাকে প্রবৃত্ত করা হইয়াছে অথবা প্রবৃত্তি দান করা হইয়াছে এমন, উৎপাদিত, আরব্ধ, অপ্রত্যাবর্তিত, উত্তেজিত, প্রেরিত। ⟹ **পবত্তেতি**।

পবত্তিন (বিণ) ১ প্রবর্তিত, অগ্রবর্তী, আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, আগাইয়া চলিয়াছে এমন, প্রচলিত, কাজ চলিতেছে এমন, আবৃত্তিকারী, ক্রমাগত চলিতেছে বা করিতেছে এমন, উৎপন্ন, চালিত, নির্গত, ফলোৎপাদক, চিত্তাকর্ষক, ক্ষমতাশালী, লাভজনক, উপকারী, হিতকর। (বি-ভা) **ধম্মা পবত্তিনো** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। **পাতিমোক্খপবত্তিন**—প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী। ২ প্রবহমান, চলিতেছে এমন, প্রক্রিয়ানুসার, কার্যপ্রণালী, মতন, সদৃশ, মামলার রীতি বা ধারা অনুরূপ।

পবত্তিনী (স্ত্রী) = **পবত্তনি, পবত্তিন**। ⟹ **পবত্তনি, পবত্তিন**।

পবত্তেতি (ক্রি) [প+√বত+এ] ১ প্রবর্তিত করা বা হওয়া, প্রবর্তন করা বা হওয়া, চালিত করা, প্রচলিত করা বা রাখা, উৎপাদিত করা, উৎপাদন করা, নড়িয়া ওঠা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া বা নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, যাত্রা করা, চলা, রক্ষা করা (গাড়ি রক্ষা করা চলা), ঘুরিতে থাকা, সৃজন করা, উৎপাদন করা, আরম্ভ হওয়া বা করা, উদ্ভূত হওয়া, বর্ষণ করা, ঝরা, পতিত হওয়া, ঝরিয়া পড়া, বাহিরে প্রেরণ করা, যাত্রা আরম্ভ করা। (বিনয়) **অস্সূনি পবত্তেতি**—অশ্রু বিসর্জন বা বর্ষণ করা। (জাতক) **সেলগুলং পবত্তেতি**। (বিনয়) **ধম্মচক্কং পবত্তেতি**—ধর্মচক্র প্রবর্তন করা, ধর্মের চাকা ঘুরাইয়া দেওয়া, ধর্মের শাসন প্রবর্তন করা অথবা জারি করা। ⟹ **প** (৩)। ২ উৎপাদন করা, ঘটানো, জন্মানো, হাজির করা, দেওয়া, বাড়ানো, উৎপন্ন করা, উদিত করা, দৃষ্টিপথে উপস্থিত করা, আবির্ভূত করা। (জাতক) **মহোঘং পবত্তেতি**। ৩ প্রচার করা, উদ্‌গিরণ করা, দান করা, স্থাপন করা, প্রচলন করা, রাখা, প্রদান করা, অর্পণ করা। (বিনয়) **দানং পবত্তেতি**—দানকার্য প্রবর্তন বা প্রচলন করা। ৪ শেষ না করা, বর্ধিত করা, যুক্ত করা, ক্রমাগত চালানো, পুনরায় আরম্ভ করা, বিস্তার করা, বজায় রাখা, অবস্থান করা, স্থায়ী করা বা হওয়া, অধ্যবসায়ী করা বা হওয়া, চালু রাখা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, কোনো বিষয় নিয়া চলিতে থাকা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তভাবং পবত্তেতি; কম্মন্তে পবত্তেতি**। ৫ ইতস্তত নড়াচড়া করা, আচরণ করা, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা, বিলম্ব করা, কালক্ষয় করা, গড়িমসি করা, কষ্টকরভাবে অতিবাহিত করা। ৬ প্রদর্শন করা, প্রকাশিত করা, জাহির করা, সম্পাদন করা, প্রদর্শন করানো, কার্যকর করা বা চালু করা, আইনবলে প্রাণ বধ করা, বল প্রয়োগ দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া বা দাবি করা, প্রেরণা বা প্ররোচনা দেওয়া, উপলব্ধি করানো, বাধ্য করানো, শাসন করা, পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রিত করা, দক্ষতার সহিত ব্যবহার করা বা চালনা করা, জাঁকের সহিত প্রদর্শন করা, কার্যে পরিণত করা, নির্বাহ করা, আইনানুসারে প্রাণদণ্ড দেওয়া, ব্যবহার করা, চালনা করা, চালানো, বলবৎ বা প্রবর্তিত করা, বল প্রয়োগ করা, বাধ্য করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আণং পবত্তেতি**; (তুলনীয়) **আণাপবত্তি**। ⟹ **পবত্ততি**। (অতীত) **পবত্তেসি**। (অ-বিণ) **পবত্ততি**। (ব-বিণ) **পবত্তেন্ত**। (ক্রি-বি) **পবত্তেত্বা**। (তুম্) **পবত্তেতুং**।

পবত্তেতু (পুং) যে ব্যক্তি বজায় রাখে বা অভ্যাস রাখে, যে ব্যক্তি ক্রমাগত চালায় অথবা সংলগ্ন হইয়া থাকে।

পবদতি (ক্রি) [প+√বদ+অ] বলা, উক্তি করা, কথা বলা, প্রকাশ করা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, (কাহাকেও কিছু) বলা, কথাবার্তা বলা, বক বক করিয়া বলা, গল্প করিয়া (সময়) কাটাইয়া দেওয়া, বিবাদ করা, বিতর্ক করা, যথার্থতা অস্বীকার করা। (তুলনীয়) **পাবদতি**। (অতীত) **পাবাদি** (থেরগাথা অর্থকথা)। (ব-বিণ) **পবদন্ত**।

পবদ্ধ = **পবড়্‌ঢ**। ⟹ **পবড়্‌ঢ**।

পবদ্ধকায = **পবড়্‌ঢকায**। ⟹ **পবড়্‌ঢকায**।

পবদ্ধতি (ক্রি) প্রবর্ধিত হওয়া, বাড়া, বৃদ্ধি হওয়া, বর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। = **পবড়্‌ঢতি**।

পবদন্ত (বিণ) বলিতেছে এমন, ক্রমাগত বলিতে থাকে এমন, বলিতে বলিতে এরূপ। ⟹ **পবদতি**।

পবন (ক্লী) ১ (চাউলের) তুষ ঝাড়া। (মিলিন্দ প্রশ্নে পাঠ) **পবনেনট্ঠাযিকো**—যে ব্যক্তি চাউলের তুষ ঝাড়িয়া জীবিকার্জন করে। ২ বড় বন, অরণ্য, পর্বতের পার্শ্বদেশ, ক্রমনিম্ন স্থান, ক্রমনিম্নতা। (তুলনীয়) **পবননগর** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। Müller-এর ইংরাজি অনুবাদে "পবন" অর্থে "অরণ্যানী, কান্ঠ, অরণ্য, বন, বনভূমি" গ্রহণ করা হইয়াছে; (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত) **পবন** (মহাবস্তু)। ৩ (পুং) পবন, বাতাস, বায়ু।

পবন নগর (ক্লী) পর্বতের পার্শ্ববর্তী শহর। ⟹ **পবন** (২)।

পবনন্ত [পবন+অন্ত] কটিবন্ধের শেষভাগ যেখানে কোমরে বন্ধন করিয়া গিরা দেওয়া হয়। বিনয় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ইহাকে **"পাসন্ত"** শব্দরূপে গ্রহণ

করা হইয়াছে।

পবপতি (ক্রি) [প+√বপ+অ] বপন করা, বোনা, ছড়ানো, বীজ বপন করা।

পবয্হ (ক্রি-বিণ) চালাইয়া যাওয়ার ন্যায়, অত্যাবশ্যকরূপে, জরুরিভাবে, সনির্বন্ধভাবে, জেদি (লোকের) ন্যায়, জরুরি, অবিরত, সর্বদা। এই শব্দটি একই অর্থে দ্বিত্বরূপেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—**পবয্হ পবয্হ** (মধ্যম নিকায়)।

পবর (বিণ) প্রবর, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অত্যুত্তম, প্রকৃষ্টরূপে বর, বর, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উন্নত চরিত্রের, আদর্শ-সম্পকীয়, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার, অতি চমৎকার, বিখ্যাত, প্রবণ, মহান, প্রসিদ্ধ, চিহ্নিত, বিশিষ্ট। = **মহন্ত**। (সূত্রনিপাত) **মুনিপবর**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পবর ধম্ম-চক্ক; পবর বুদ্ধাসন**।

পবরতি (ক্রি) = **পচরতি**। ⟹ **পচরতি**।

পবরদিব্ববত্থ—শ্রেষ্ঠ দিব্যবস্ত্র। ⟹ **পাবার**।

পবল (বিণ) প্রবল, অত্যন্ত বলবান, খুব জোরালো, অতি শক্তিশালী। ⟹ **প** (২)।

পবসতি (ক্রি) [প+√বস+অ] "বাহিরে বাস করা" অর্থাৎ বাড়ি হইতে বাহিরে থাকা, বিদেশে বাস করা, প্রবাসে থাকা। = **পবসং গচ্ছতি** (জাতক)। (তুলনীয়) **বিপ্পবসতি**। (অতীত) **পবসি**। (অ-বিণ) **পবুত্থ**। (ক্রি-বি) **পবসিত্বা**।

পবস্সতি (ক্রি) [প+√বস্স+অ] বৃষ্টিপাত হওয়া, বৃষ্টি আরম্ভ হওয়া, বৃষ্টি হওয়া। = **অভিপ্পবস্সতি**। (অতীত) **পবস্সি**। (অ-বিণ) **পবুট্ঠ, পবট্ঠ**।

পবস্সন (ক্লী) বৃষ্টিপাত, বর্ষণ, বৃষ্টি, বৃষ্টি আরম্ভ, প্রবর্ষণ।

পবহতি (ক্রি) বহন করা, বহিয়া নেওয়া, লইয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **পবাঢ়**। (করণে) **পবাহেতি**।

পবাত (ক্লী) প্রশান্তি, সমুদ্রের নিবাত নিষ্কম্প অবস্থা, বায়ু প্রবাহ, মৃদুমন্দ বায়ু, সমীরণ, সুখসেব্য বায়ুযুক্ত স্থান বা দেশ, বায়ুময় বা বাতাসপূর্ণ স্থান। (বিপ) **নিবাত**।

পবাতি (ক্রি) [প+√বা+অ] সুগন্ধ পরিব্যাপ্ত করা বা ছড়াইয়া দেওয়া, বাতাসে বাহিরে বহিয়া লইয়া যাওয়া, সুগন্ধি বিস্তার করা। ⟹ **পবায়তি**। (জাতক) **দিসা ভাতি পবাতি চ**।

পবাদ (ক্লী) [প+√বদ] প্রবাদ, জনশ্রুতি, জনরব, পরম্পরাগত উক্তি, অপবাদ, কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্পগাছা, বাদানুবাদ, বিতর্ক, বিচার, আলোচনা, তর্ক।

পবাদক (বিণ) ১ বিতর্ক বা তর্ক-সম্বন্ধীয়, বিচার বা আলোচনা-সম্বন্ধীয়, বাদানুবাদের জন্য অভিপ্রেত বা সংকল্পিত, বিতর্কের বাগ্‌দত্ত। (দীর্ঘনিকায়) **সময পবাদক**—বিতর্কগৃহ। ২ আলোচনা প্রিয়, বাদানুবাদপ্রিয়, বিচারপ্রিয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভস্স পবাদক**—মৌখিক বিতর্কপ্রিয়। (তুলনীয়) **পবাদিয**।

পবাদাসে ⟹ **পবাদিয**।

পবাদিয (বিণ) বিতর্ক বা বাদানুবাদ-সম্বন্ধীয়, বিবাদজনক, বিতর্কজনক, যথার্থতা অস্বীকার করা হয় এমন, তর্ক-বিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা হয় এরূপ, বাদানুবাদের যোগ্য, যুক্তি প্রদর্শনের উপযুক্ত, তর্ক বা বিবাদ করা যায় এমন, কথা বলে এমন, কথোপকথন হয় এরূপ, বক বক করে এমন, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয় এমন। (বিশেষ্য বহুবচনে) **পবাদাসে** (সূত্রনিপাত); (মহানির্দেশে) **পবদন্তি**; সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**বাদিনো**" শব্দরূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

পবাযতি (ক্রি) [প+√বা+য] প্রবাহিত হওয়া, (সুগন্ধ-সম্বন্ধে) ভিতর দিয়া প্রবেশ করা, গর্ত দিয়া গমন করা, ভেদ করা, ছড়াইয়া দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা, প্রচার করা। (তুলনীয়) **পবাতি**। (জাতক) **দিব্বগন্ধো পবাযতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দসদিসা সীল-গন্ধো পবাযতি**। (অতীত) **পবাযি**। (অ-বিণ) **পবাযিত**। (ক্রি-বি) **পবাযিত্বা**।

পবারণা (স্ত্রী) ১ প্রবারণা, নিমন্ত্রণ, আহ্বান, মিনতি, অনুরোধ, নিষেধ, ত্যাগ, শেষ, সমাপ্তি, ভিক্ষুদের বর্ষাযাপনের শেষ বা পরিসমাপ্তি, বর্ষাবাস ত্যাগ, বর্ষাবাস ত্যাগের কার্য অথবা শিষ্টাচার বিধি। বিনয়শাস্ত্রে দুই প্রকার "**পবারণা**" হয়, যথা—**চাতুদ্দসিকা পবারণা, পন্নরসিকা পবারণা**। (বিনয়) **পবারণং ঠপেতি**—প্রবারণার (তারিখ বা দিন) নির্দিষ্ট বা মনঃস্থ করা। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় দুই প্রকার "**পবারণা**" ক্রিয়া (বা উৎসব) প্রসিদ্ধরূপে দৃষ্ট হয়, যথা—**ক মহা পবারণা**—মহাপ্রবারণা বা শিষ্টাচার বিধি-সম্পর্কিত মহা উৎসব; **খ পবারণা সঙ্গহ**—শিষ্টাচার বিধি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বা ক্ষুদ্র উৎসব। ২ পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বস্তু বা বিষয়, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ।

পবারণা সঙ্গহ ⟹ **পবারণা** (১ খ)।

পবারিত (বিণ) ১ প্রবারিত, বারিত, নিষেধ করা হইয়াছে এরূপ, সমাপ্ত, পরিত্যক্ত। ২ তৃপ্ত, পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত। (মধ্যম নিকায়) **পবারিত পরিপুণ্ণ পরিযোসিত**। ৩ বর্ষাবাস বা বর্ষা যাপন শেষ হইয়া আসিয়াছে এরূপ, বর্ষা ঋতু শেষ হইয়া আসিয়াছে এরূপ। (নিয়ম বা ধারা অনুসারে) **ভুত্তাবিন পবারিত**—খাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে এমন। ⟹ **পবারেতি**।

পবারেতি (ক্রি) [প+√বর+এ] ১ প্রবারণা করা, বারণ করা, নিষেধ করা, পরিত্যাগ করা, সমাপ্ত করা। ২ নিমন্ত্রণ করা, আহ্বান করা, জিজ্ঞাসা করা, আকর্ষণ করা, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, প্রদান করা, বিবেচনা

করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, দান দেওয়া, দক্ষিণা দেওয়া, পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, মেটানো, পূর্ণ করা, রক্ষার্থে অর্পণ করা, কার্যভার দেওয়া, তত্ত্বাবধান করিতে দেওয়া, উপদেশাদি দেওয়া, ব্যয় করা, আজ্ঞা করা, দাম ধরা, মূল্য নির্ধারণ করা, ভারার্পণ করা। ৩ (ভিক্ষুগণের) যথাবিধি প্রবারণার অনুষ্ঠান করা অর্থাৎ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সমাপ্ত করা। (জাতক) **বুত্থবস্স পবারেতি**। ⟹ **সম্পবারেতি**। (অতীত) **পবারেসি**। (অ-বিণ) **পবারিত**। (ক্রি-বি) **পবারেত্বা**।

পবাল (পুং, ক্লী) ১ প্রবাল, পলা, প্রবালকীট, বিদ্রুম, পদ্মরাগ মণি, সমুদ্রসম্ভূত রক্তবর্ণ বর্তুলাকার রত্ন-বিশেষ। = **পবাল্**। (জাতক) **পবালরত্ত কম্বল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পবালরতন**। ২ অঙ্কুর, পল্লব, মঞ্জরী, নব পল্লব, কিশলয়, বীণাদণ্ড, নূতন নূতন ডালপালা, শাখা-পল্লব, প্রশাখা। (জাতক) **কাল (কাল) বল্লি পবাল**। (নেত্তি) **পবাল অঙ্কুর**।

পবালরত্ত কম্বল—প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ কম্বল। ⟹ **পবাল** (১)।

পবাল্ = **পবাল**। ⟹ **পবাল**।

পবালঙ্গুলিক = **বট্টঙ্গুলিক**। ⟹ **বট্টঙ্গুলিক**।

পবাল্হ(বিণ) ১ বহন করিয়া নিয়াছে অথবা লইয়া গিয়াছে এরূপ (?), ঘুরিয়া গিয়াছে অথবা ঘুরাইয়া দিয়াছে এরূপ, উন্মত্তপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত, হতবুদ্ধি, বিদায়কৃত, বরখাস্ত, পদচ্যুত, প্রত্যাখ্যানকৃত, আর শুনানি লইতে অস্বীকৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **ভিক্খুসঙ্ঘো পবাল্হ**। ২ বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়াছে এরূপ, টানিয়া বাহির করিয়াছে এরূপ, বাহির করিয়া লইয়াছে এরূপ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুঞ্জ মহাইসিকা পবাল্হ**। (জাতক) **মুঞ্জ ব ইসিকা পবাল্হ**। (তুলনীয়) **অব্বূল্হ, উব্বহতি, পব্বাল্হ, অব্বাল্হ, পবূল্হ**। ⟹ **পবহতি**।

পবাস (পুং) প্রবাস, বিদেশে স্থিতি, ভিন্ন দেশে বাস, বিদেশে অবস্থান, কিছুকালের জন্য গৃহ হইতে দূরে বাস করা। ⟹ **বিপ্পবাস**।

পবাসিত (বিণ) ১ উপহার প্রদত্ত, সম্মানিত, পূজ্য, নির্বাসিত, প্রেরিত, প্রবাসিত, যাহাকে বিদেশে পাঠানো হইয়াছে এমন। = **পেসিত**। সম্ভবত এখানে আমাদের "**পবারিত**" শব্দ পাঠ করাই উচিত(?)। ২ সুবাসিত, সুগন্ধিযুক্ত, গন্ধে পূর্ণ, সুগন্ধে ভরপুর। = **পধূপিত**। ⟹ **পবুসিত, পবাসেতি**।

পবাসিন (বিণ, পুং) প্রবাসী, বিদেশে বাসকারী, ঘর হইতে দূরে বাসকারী, বিদেশসস্থ, বিদেশবাসী।

পবাসী (বিণ, পুং) = **পবাসিন**। ⟹ **পবাসিন**। (পুং) যে ব্যক্তি বিদেশে বাস করে, প্রবাসী লোক।

পবাসেতি (ক্রি) সুবাসিত করা, সুগন্ধ করা, সুগন্ধিযুক্ত করা। (অ-বিণ) **পবাসিত**।

পবাহ (পুং) প্রবাহ, স্রোত, ক্রমাগত চলন, অবিচ্ছেদ, অনবরত, কার্যকরণ, ব্যবহার, প্রসার, বিস্তার, অবিরত স্রোত, জলস্রোত, ধারা, ঘটনাপ্রবাহ, মতধারা ইত্যাদি।

পবাহক (বিণ) বহিয়া লইয়া যায় এমন, চালাইয়া নিয়া যায় এমন, প্লাবিত করে এমন, স্রোতে নিয়া যায় এরূপ।

পবাহতি (ক্রি) ১ বহন করিয়া নেওয়া, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, অপসারণ করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা; (জল-সম্বন্ধে) ধুইয়া ফেলা, পরিষ্কার করা। (সংযুক্ত নিকায়) **পাপকম্মং নহানেন পবাহতি**। ২ টানিয়া বাহির করা, টানিয়া লওয়া। এখানে "**পবাহতি**" পাঠই উত্তম। = **পবাহেতি**। (অ-বিণ) **পবাহিত**। (করণে) **পবাহেতি**।

পবাহিত (বিণ) ১ প্রবাহিত, প্রবাহবিশিষ্ট। ২ প্রবাহিত, উত্তমরূপে বাহিত বা চালিত। ⟹ **পবাহতি, পবাহেতি**।

পবাহিতত্ত (ক্লী) সরাইয়া ফেলার কার্য, অপসারণ, পদচ্যুত করার ঘটনা বা কাজ, পরিষ্কার করার বা ধৌত করার কাজ।

পবাহেতি (ক্রি) [প+√বহ+এ] প্রবাহিত করা, উড়াইয়া নেওয়া, বহিয়া নেওয়া, দ্রব করা, নির্গত করা, প্লাবিত করা, বহিয়া নেওয়ার কারণ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারণ করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। = **পবাহতি**। ⟹ **পবহতি**। (অতীত) **পবাহেসি**। (অ-বিণ) **পবাহিত**। (ক্রি-বি) **পবাহেত্বা**।

পবাহেন (বিণ) ১ বলপূর্বক লইয়া যায় এমন, সরাইয়া রাখে এরূপ। ২ মোছা বা পরিষ্কার করিয়া ফেলে এমন। (ক্লী) ১ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, সরাইয়া লইয়া, স্থানান্তর করিয়া। ২ মাজিয়া ঘষিয়া, পরিষ্কার করিয়া।

পবিকত্থতি (ক্রি) [প+বি+কত্থতি] অহঙ্কার করা, আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া, দম্ভপূর্ণ উক্তি করা। (অ-বিণ) **পবিকত্থিত**।

পবিকত্থিত (বিণ) দাম্ভিক, দম্ভপূর্ণ উক্তি করে এমন, গর্বিত, (বাক্যাদি-সম্বন্ধে) দম্ভপূর্ণ, আত্মশ্লাঘাপূর্ণ। ⟹ **পবিকত্থতি**।

পবিচয (ক্লী) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত।

পবিচরতি(ক্রি)[প+বিচরতি] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা, তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত করা।

পবিচার (ক্লী) গবেষণা অথবা অনুসন্ধান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা।

পবিচিনতি (ক্রি) [প+বিচিনতি] অনুসন্ধান করা, পরীক্ষা করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা। (ব-বিণ) **পবিচিনন্ত, পবিচেয্য**। (ভ-বিণ) **পবিচেতব্ব**।

পবিজ্ঝতি (ক্রি) [প+√বিধ+য] বাহিরের দিকে নিক্ষেপ করা, জোর করিয়া বা বলপূর্বক ছোঁড়া, ফেলিয়া দেওয়া, ছুঁড়িয়া ফেলা, জোরের সহিত ছোঁড়া, ধনুক বা বন্দুক হইতে ছোঁড়া, গুলি করা, কোনও জিনিস ছুঁড়িয়া বিদ্ধ করা, আঘাত করা, উদ্‌গত করা, অঙ্কুর নির্গত করা, সম্মুখ দিকে ঠেলা, শরাদি ত্যাগ করা, আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করা, ছুটিয়া যাওয়া, বেগে যাওয়া, বিদ্ধ করার ন্যায় কনকনানি বেদনা বোধ করা, চিৎপাত করিয়া ফেলা, অসাবধানে বা তাড়াতাড়ি করিয়া রাখা, দ্রুত প্রেরণ করা, মোচন করা, প্রসব করা, (দৃষ্টি) নিক্ষেপ করা। (বিনয়) **সিলং পবিজ্ঝতি**। (অতীত) **পবিজ্ঝি**। (অ-বিণ) **পবিদ্ধ**। (ক্রি-বি) **পবিজ্ঝিত্বা**।

পবিজ্ঝন (ক্লী) নিক্ষেপ, গণ্ডগোল, গোলমাল, ক্ষেপণ, পাশাক্ষেপণ, অক্ষ-নিক্ষেপ, পাল্লা বা যতদূর পর্যন্ত কোনো দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবল উদ্যম। (জাতক) **দেবদত্তস্স সিলা পবিজ্ঝন**।

পবিট্‌ঠ (বিণ) প্রবিষ্ট, প্রবেশ করিয়াছে এমন, যাহা প্রবেশ করিয়াছে এমন, অন্তর্গত, অভিনিবিষ্ট, ভিতরে গিয়াছে এমন, কোনো স্থানে গমন করিয়া অল্পকালের জন্য রহিয়াছে এরূপ, দর্শন বা সাক্ষাৎ করিয়াছে এমন। ⟹ **পবিসতি**। = **বিট্‌ঠ**।

পবিতক্ক [প+বিতক্ক] সন্দেহবাদ, অবিশ্বাস, অনুধ্যান, বিবেচনা, দূরকল্পনা, অধিকমূল্যে বিক্রয়ের আশায় দ্রব্যাদি ক্রয়, ফাটকা, বিবাদ, বিতর্ক, বিরোধ।

পবিত্ত (বিণ) পবিত্র, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ।

পবিদংসেতি (ক্রি) স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, পরিষ্কার করা, পরিস্কৃত হওয়া, বোধগম্য করা, শ্রবণযোগ্য করা, সুস্পষ্ট করা, সন্দেহমুক্ত করা। (অতীত) **পবিদংসযি**।

পবিদ্ধ (বিণ) প্রবিদ্ধ, নিক্ষিপ্ত, (চরিত্রে) ছাড়িয়া দিয়াছে এরূপ, পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, লম্পট, পরিবর্জিত। (থেরগাথা) **পবিদ্ধ গোচর**। ⟹ **পবিজ্ঝতি**।

পবিনেতি (ক্রি) [প+বিনেতি] চালিত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, চালাইয়া নেওয়া, বিতাড়িত করা, বহিস্কৃত করা, নির্বাসিত করা।

পবিভজতি (ক্রি) [প+বি+√ভজ+অ] বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগ করা, বিভাগ করা, যথোচিত ভাগ করিয়া দেওয়া। (ব-বিণ) **পবিভজ্জং** (সংযুক্ত নিকায়)। (ক্রি-বি) **পবিভজ্জ** (থেরগাথা)।

পবিলীযতি (ক্রি) [প+বি+√লী+য] ভঙ্গ হওয়া, রহস্য ভেদ করা বা হওয়া, দ্রব হওয়া, দ্রবীভূত করা বা হওয়া, গলিয়া যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, চূর্ণ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া, বিলীন করা বা হওয়া, ম্লান করা বা হওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া। ⟹ **লীযতি** (২)। (সংযুক্ত নিকায়) **পবিলীযমানেন কাযেন**—গরমে তাহাদের শরীর দ্রবীভূত করিয়া।

পবিলোকেতি (ক্রি) [প+বিলোকেতি] উত্তরোত্তর দৃষ্টিপাত করা, সম্মুখ দিকে দেখা, দূরদৃষ্টিতে দেখা।

পবিবিত্ত (বিণ) প্রবিবিক্ত, বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত, নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে বিযুক্ত, একটি, একটিমাত্র, স্বতন্ত্র, পৃথক, একাকী, অবিবাহিত, অমিশ্রিত, সরল, অকপট, দৃঢ়নিবদ্ধ, নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত। (বি-ভা) **অপ্পিচ্ছ সন্তুট্‌ঠ পবিবিত্ত**—(সন্ন্যাসী-সম্পর্কে) অনাকাঙ্ক্ষী হইয়া নির্জনতায় সন্তুষ্ট থাকে এমন (মহানির্দেশ)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপ্পসদ্দ অপ্প-নিগ্‌ঘোস পবিবিত্ত**।

পবিবেক (পুং) প্রবিবেক, একাকী বাস, নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা, নির্জন স্থান, ধ্যানের স্থান বা ধ্যানের উপযুক্ত স্থান, গোপনতা, অবসর গ্রহণ, অপসরণ। (বিনয়) **অপ্পিচ্ছতা সন্তুট্‌ঠি পবিবেক**। (তুলনীয়) **পবিবিত্ত**। (ধর্মপদ) **পবিবেক রস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পবিবেক সুখরস**।

পবিবেকতা (স্ত্রী) = **পবিবেক**। ⟹ **পবিবেক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অপ্পিচ্ছতা সন্তুট্‌ঠি পবিবেকতা** (পঞ্চ "**ধুত-ধম্ম**" বর্ণনায়)।

পবিবেকিয (বিণ) নির্জন স্থান হইতে বাহির হয় এমন, ধ্যানী, বিবেকী, ধ্যান হইতে উঠিয়াছে এমন।

পবিসতি (ক্রি) [প+√বস+অ] প্রবেশ করা, কিছুর মধ্যে যাওয়া, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, ভিতরে যাওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, অংশভুক্ত হওয়া। (বিপ) **নিক্‌খমতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নগরং পবিসতি**। (অতীত) **পবিসি, পাবিসি**; (বিনয়) **বিহারং পাবিসি**; (প্রথমপুরুষ, বহুবচন) **পাবিসুং**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **গামং পাবিসুং**। (অ-বিণ) **পবিট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **পবিসন্ত, পবিসে**। (পঞ্চমী) **পবিস**। (ভবিষ্যতে) **পবিসিস্সতি, পবিস্সতি, পবেক্‌খতি**; (জাতক) **নাগো ভূমিযং পবেক্‌খতি**। (ক্রি-বি) **পবিসিত্বা, পবিস্স**; (জাতক) **অরঞ্ঞং পবিসিত্বা**। (তুম্‌) **পবিসিতুং**। (করণে) **পবেসেতি**।

পবিসন (ক্লী) প্রবেশকরণ, প্রবেশ, অন্তর্নিবেশ, ভিতরে যাওয়া, প্রবেশাধিকার, ফটক, প্রারম্ভ। (তুলনীয়) **পবেসন**।

পবীণ (বিণ) প্রবীণ, নিপুণ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, আনন্দিত, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিশালী, বুদ্ধিমান, পটু, দক্ষতা-সহকারে সম্পাদিত। = **কুসল**।

পবীণতি (ক্রি) (কিছু) পর্যন্ত দেখা বা দৃষ্টিপাত করা, মনোনিবেশ করা, সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময় মত টাকা দেওয়া, মনোযোগ দেওয়া। (তুলনীয়) **পচিনাতি, অপবিণাতি**। (জাতক অর্থকথায়) **পবীরতি**।

পবীনতি (ক্রি) = **পবীণতি**। ⟹ **পবীণতি**।

পবীরতি (ক্রি) = **পবীনতি**। ⟹ **পবীনতি**।

পবীহি [প+বীহি] (বহুবচনে) বিভিন্ন প্রকার চাউল। = **নানপ্পকারা বীহযো**।

পবুচ্চতি (ক্রি) [প+√বচ+য] বলা হয়, ডাকা হয়, আহ্বান করা হয়, উচ্চারিত হয়, কথিত হওয়া, মত ব্যক্ত করা হয়, বক্তৃতা দেওয়া হয়, প্রচার করা হয়, প্রচারিত হয়। (অ-বিণ) **পবুত্ত**(১)।

পবুচ্চতে (ক্রি) কথিত হয়, বলা হয়। = **পবুচ্চতি**।

পবুজা ⟹ **পবুটা**।

পবুটা—এই শব্দটি মধ্যম নিকায়ে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এই শব্দের পাঠ সর্বক্ষেত্রে খুবই সন্দেহজনক। মধ্যম নিকায়ে উল্লিখিত "**পবুধা, পবুজা, পটুবা, ফুটা**" শব্দের এবং মধ্যম নিকায় অর্থকথায় উল্লিখিত "**পবুটা**" শব্দের সমার্থবাচক শব্দ "**গণ্ঠিকা**" (অর্থ:—গ্রন্থি অথবা কাঠের কুঁদা?)। দীর্ঘনিকায়ে "**পবুটা, পমুটা, পমুবুচা**" এবং (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) "**পচুটা**" শব্দের পাঠও দৃষ্ট হয় যাহার সমার্থবাচক শব্দ "**গণ্ঠিকা**", আবার এই একই অর্থে "**পমুচা, পপুটা**" শব্দও দৃষ্ট হয়। Dial গ্রন্থে এই শব্দকে "**পচুট**" পাঠ করা হইয়াছে, ইহার কোনোরূপ অনুবাদ করা হয় নাই। ⟹ **গণ্ঠিকা**।

পবুট্ঠ (বিণ) = **অভিপ্পবুট্ঠ**। ⟹ **অভিপ্পবুট্ঠ, পবস্সতি**।

পবুত্ত (বিণ) ১ কথিত, উক্ত, সুনির্দিষ্ট, অবধারিত, জ্ঞাপিত, প্রকাশিত, প্রচারিত, বলা হইয়াছে এরূপ, বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে এরূপ। (দীর্ঘনিকায়) **মন্তপদ পবুত্ত**। ইহার পরিবর্তে পাঠ "**পবত্ত**" শব্দ উত্তম। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় সমার্থবাচক "**বুত্ত, বাচিত**" শব্দও দৃষ্ট হয়। = **আচিক্খিত, দেসিত**। ⟹ **দেসেতি, আচিক্খতি, পবুচ্চতি**। ২ বাহিরে চতুর্দিকে ছড়ানো হইয়াছে এরূপ, বীজ ছড়ানো হইয়াছে এরূপ, বীজ বপন করা হইয়াছে এরূপ, বিকীর্ণ করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **পবপতি**।

পবুত্তি—সংঘটিত অবস্থা, কোনও একটি ঘটনা, কাজ, আচরণ, অদৃষ্ট, নিয়তি, চরমফল, মৃত্যু, দৈবঘটনা, ঘটনা, ফল, পরিণাম, (খেলাধুলার) দফা। পেতবত্থু অর্থকথায় এই শব্দের পরিবর্তে "**পবত্তি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ⟹ **পবত্তি** (২)।

পবুত্থ (বিণ) বাস করে এমন, অবস্থান করিয়াছে এমন, বিদেশে রহিয়াছে এমন, প্রবাসে বাস করিয়াছে এমন, নিজ ঘর হইতে বাহিরে দূরে অবস্থান করে এমন, প্রবাসে রহিয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পবুত্থজাতি**—যে ব্যক্তি নিজের জাতি হইতে বাহিরে বাস করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার নিজ জাতির সহিত সম্বন্ধ রাখে না। (বি-ভা) **পবুত্থ পতিকা ইত্থি**—যে স্ত্রীলোকের স্বামী বিদেশে বাস করে (বিনয়)। ⟹ **পবসতি**।

পবুধা ⟹ **পবুটা**।

পবূসিত (বিণ) "প্রবাহিত" অর্থাৎ সুবাসিত, সুগন্ধিযুক্ত, সুগন্ধে ভরপুর। এই শব্দটি হয়ত "**পবাসিত**" না হয় "**পধূপিত**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ।

পবেক্খতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **পবিসতি**।

পবেচ্ছতি (ক্রি) দান দেওয়া, স্থাপন করা, রাখা, প্রদান করা, দেওয়া, স্বীকার করা, অনুমতি দেওয়া, সমর্পণ করা, জোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনাসামনি থাকা। (জাতক) **বুট্ঠি-ধারং পবেচ্ছন্তো দেবো পাবস্সি তাবদে** = **বুট্ঠি-ধারং পবত্তেন্তো দেবো পাবস্সি তাবদে**। = **পবচ্ছতি, দেতি, পবত্তেতি**। ⟹ **পবেসতি, পটিপাদেতি**।

পবেণি (স্ত্রী) ১ প্রবেণি, প্রবেণী, কেশবিন্যাস, বিউনি, "চুলের খোঁপা" অর্থাৎ জড়ানো এবং অনলঙ্কৃত চুল। ২ মাদুর, পাপোশ, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছদ্মবেশ। ⟹ **অজিনপবেণি**। ৩ দেশাচার, প্রথা, রীতি, ব্যবহার, ধারা, শব্দ প্রয়োগরীতি, অভ্যাস, ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা। (জাতক) **কুল-তন্তি, কুল পবেণি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পবেণি উপচ্ছেদ**—প্রথা বিনষ্ট; **পবেণিবংস**—বংশগত ঐতিহ্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তন্তি পবেণি**—পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা। ৪ পর পর আগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম, জাতি, কুল, বংশ, বংশাবলী, মানবজাতি, দল, পশুদল, প্রকার, শ্রেণী, সন্তানসন্ততি, শাবক।

পবেণি উপচ্ছেদ (বিণ) = **পবেণুপচ্ছেদ**। ⟹ **পবেণুপচ্ছেদ, পবেণি** (৩)।

পবেণি পালক (পুং) ঐতিহ্যের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা রক্ষাকারী ব্যক্তি। = **তন্তিধর, বংসানুরক্খক**। ⟹ **পবেণি** (৩)।

পবেণিপালক = **পবেণি পালক**। ⟹ **পবেণি পালক**।

পবেণি বংস ⟹ **পবেণি** (৩)।

পবেণী (স্ত্রী) = **পবেণি**। ⟹ **পবেণি**।

পবেণুপচ্ছেদ (বিণ) [পবেণি+উপচ্ছেদ] ঐতিহ্য ভঙ্গ, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা বিনষ্ট। ⟹ **পবেণি** (৩), **উপচ্ছেদ**।

পবেদন (ক্লী) জ্ঞাপনকরণ, জানানো, কথন, ব্যক্তকরণ, প্রচার, ঘোষণা, ঘোষণাপত্র, ইস্তাহার, প্রকাশ্যে কথন, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষিত সংবাদ। (থেরগাথা) **নিসীদ অম্ববনে রম্মে যাব কালপ্পবেদনা**—যতক্ষণ পর্যন্ত (মরণের) সময় ঘোষণা করা না হয় ততক্ষণ রম্য আম্রবনে বসিয়া থাক।

পবেদয (পঞ্চমী, ক্রিয়া) জ্ঞাপন করুন, জানানো, বলুন।

পবেদিত (বিণ) প্রজ্ঞাপ্ত, বিজ্ঞাপিত, ঘোষিত, প্রচারিত,

জানাইয়াছে এরূপ, শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ⟹ **পবেদেতি**।

পবেদেতি (ক্রি) জ্ঞাপন করা, বলা, জানানো, জ্ঞাপিত করা, বিজ্ঞাপিত করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা, বক্তব্য প্রকাশ করা, সংবাদাদি প্রদান করা, সংক্রামিত হওয়া, পত্র ব্যবহার করা, সংবাদাদি আদান প্রদান করা, সংলগ্ন থাকা, বর্ণনা করা, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সম্বন্ধ করা, সম্পর্কিত হওয়া, সম্বন্ধীয় হওয়া, সংযুক্ত হওয়া। = **বোধেতি, ঞাপেতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তানং পবেদেতি**--নিজেকে জ্ঞাত করানো বা জানিতে দেওয়া। (অতীত) **পবেদেসি**। (অ-বিণ) **পবেদিত**। (ব-বিণ) **পবেদেন্ত**। (ক্রি-বি) **পবেদেত্বা**।

পবেধতি (ক্রি) [প+√বেধ+অ] রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় উৎপীড়িত হওয়া, ভীত হওয়া, শঙ্কিত হওয়া, ভয়ার্ত হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, কম্পিত হওয়া, ভয় করা, উদ্বেগযুক্ত হওয়া। = **তসতি, পবেধেতি**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অল্লবত্থং অল্লকেসং পবেধন্তো**; এখানে "**পবেসেন্তো**" শব্দের পরিবর্তে "**পবেধন্তো**" শব্দ ভুল পাঠ হইয়াছে। (অতীত) **পবেধি**। (অ-বিণ) **পবেধিত, পব্যধিত**। (ব-বিণ) **পবেধিযমান, পবেধমান**—কম্পমান; = **পকম্পমান**। (ক্রি-বি) **পবেধিত্বা**।

পবেধিযমান (বিণ) = **বেধিযমান**। ⟹ **বেধিযমান, পবেধতি**।

পবেধেতি (ক্রি) = **পবেধতি**। ⟹ **পবেধতি, পবেসেতি** (২)।

পবেলিযমান (বিণ) ১ নড়াচড়া করে বা করিতেছে এমন, তরঙ্গায়িত হইতেছে এমন, দোলাইতেছে এরূপ। ⟹ **পবেল্লতি**। ২ দ্রবীভূত করা হইতেছে এরূপ। **পবেলিযমানেন**—গলানের দ্বারা, দ্রবীভূত করিতে করিতে; = **পবিলীযমানেন**। ⟹ **পবিলীযতি**।

পবেল্লতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, এদিক ওদিক নড়িতে থাকা, তরঙ্গায়িত করা বা হওয়া, স্পন্দিত করা, তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হওয়া, দোলানো, আন্দোলিত করা। (অতীত) **পবেল্লি**। (অ-বিণ) **পবেল্লিত**। (ব-বিণ) **পবেলিযমান**; (সংযুক্ত নিকায়) **পবেলিযমানেন কাযেন**।

পবেল্লিত (বিণ) কম্পিত, বিচলিত, তরঙ্গায়িত, আন্দোলিত, অস্থিত, এদিক ওদিক নড়িতে থাকে এমন, ইতস্তত নড়িতে থাকে এরূপ, দোলায়মান। ⟹ **পবেল্লতি**।

পবেস (পুং) প্রবেশ, অন্তর্নিবেশ, ভিতরে গমন, ভিতরে যাওয়ার পথ, প্রবেশাধিকার, প্রবেশদ্বার, ফটক, প্রারম্ভ। = **পবেসন**। (থেরগাথা অর্থকথা) **রাজগহ পবেস**।

পবেসক (বিণ, পুং) ১ যে ব্যক্তি প্রবেশ করায়। ২ প্রবেশক, ভিতরে গমনশীল, অর্থাক্ষেপক মুখাঙ্কবিশিষ্ট, প্রবেশকারী।

পবেসতি (ক্রি) প্রবেশ করানো, প্রবেশ করা, (ভিতরে) যাইতে দেওয়া। = **পবেসেতি**।

পবেসন (ক্লী) ১ প্রবেশাধিকার, প্রবেশদ্বার, ফটক, প্রবেশ, গমনাগমন, ভিতরে প্রবেশের পথ, লিখন, লিখিত বিষয়, ভিতরে যাওয়া, প্রবেশন, প্রবেশকরণ, অংশভুক্তকরণ, ভর্তিকরণ, যোগদান। = **পবেস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অসিপত্তবন পবেসন**। ২ আরম্ভ, প্রারম্ভ, মূল, উপক্রমণিকা। (বিপ) **নিক্খমন**। ৩ (কিছুতে) স্থাপন, প্রবেশ করানো, রাখা, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু। (জাতক) **দণ্ডে পবেসন**। ৪ প্রবেশ করার উপায় বা পথ। (বিণ) প্রবেশ করায় সমর্থ।

পবেসাপেতি (ক্রি) = **পবেসেতি**। ⟹ **পবেসেতি**। (জাতক) **মাতুগামং অগ্গিং পবেসাপেতি**।

পবেসেতব্ব (ভ-বিণ) প্রবেশের যোগ্য, প্রবেশ করার উপযুক্ত। (বিপ) **নীহরিতব্ব** (⟹ **নীহরতি**)। ⟹ **পবেসেতি**।

পবেসেতর (পুং) যে ব্যক্তি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়, যে ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করায়, দূত, অভ্যর্থনাকারী লোক, আদালতের দ্বারবান। (বিপ) **নিবারেতর**।

পবেসেতি (ক্রি) [প+√বিস+এ] ১ প্রবেশ করা বা করানো, প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া, সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া যাওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া, ঘোষণা করা। (জাতক) **মিগগণং উয্যানং পবেসেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গেহং পবেসেতি**। ২ সজ্জিত করা, জোগাইয়া দেওয়া, প্রবর্তন করা, উপস্থাপিত করা, পরিচয় করাইয়া দেওয়া, জ্ঞাত করা, পরিচয় করাইয়া দেওয়া, প্রবেশ করানো, প্রস্তুত করিয়া রাখা, জোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, খাটা, উপযুক্ত হওয়া। (জাতক) **রজ্জুকং গীবায পবেসেতি; সিরিং পবেসেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গেহে পদীপং পবেসেতি; উদকং পবেসেতি**। থেরগাথা অর্থকথায় সম্ভবত "**পবেধেতি**" শব্দের পরিবর্তে এই শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ⟹ **পবিসতি**। (অতীত) **পবেসেসি**। (অ-বিণ) **পবেসিত**। (ব-বিণ) **পবেসেন্ত**। (ভ-বিণ) **পবেসেতব্ব**। (ক্রি-বি) **পবেসেতব্ব**। (তুং) **পবেসেতুং**। (করণে) **পবেসাপেতি**।

পবেসেতু (পুং) = **পবেসেতর**। ⟹ **পবেসেতর**।

পব্যথতি (ক্রি) [প+√ব্যথ+অ] কম্পিত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, নড়া। (তুলনীয়) **পবেধতি**। (করণে) **পব্যথেতি**।

পব্যথেতি (ক্রি) কম্পিত করা, উদ্বেগযুক্ত করা, ভীত করা, নাড়া দেওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা। ⟹ **পব্যথতি**। (অ-বিণ) **পব্যধিত**।

পব্যধিত (বিণ) রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় উৎপীড়িত, ভীত, দুঃখিত, শঙ্কিত, ভয়ার্ত, আতঙ্কিত, ত্রাসিত। ⟹ **পব্যথেতি**।

পসংস (ক্লী) = **থোমন**। ⟹ **থোমন**। (বিণ) প্রশংসনীয়, শ্লাঘনীয়, প্রশংসার্হ। = **পসংসিয** (⟹ **পসংসতি**)। = **অনিন্দিত**। ⟹ **পাসংস**।

পসংসক (বিণ) প্রশংসাকারী, তোশামোদকারী।

পসংসকাম (বিণ) প্রশংসাকারী, প্রশংসোভিলাষী, প্রশংসা লাভের ইচ্ছুক।

পসংসতি (ক্রি) [প+√সংস+অ] প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, সমর্পণ করা, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, আকর্ষণ করা, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া। = **বণ্ণেতি**। (অতীত) **পসংসি**। (অ-বিণ) **পসংসিত**, **পসত্থ**; (তুলনীয়) **পটিপসংসিত** (⟹ **পটিপসংসতি**)। (ব-বিণ) **পসংসন্ত**। (ভ-বিণ) **পসংসিয**, **পসংসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পসংসিত্বা**। (তুম্) **পসংসিতুং**।

পসংসন (ক্লী) প্রশংসেন, প্রশংসা, প্রশংসাকরণ, সমর্থন। = **পসংসা**।

পসংস পসংসা = **পসংসাবহন**। ⟹ **পসংসাবহন**।

পসংসা (স্ত্রী) প্রশংসা, গুণকীর্তন, স্তব, স্তুতি, ধন্যবাদ, সরব প্রশংসা। = **পসংসন**। ⟹ **লোকধম্ম**। (বিণ) = **পসংস**। ⟹ **পসংস** (বিণ)।

পসংসালাভ—প্রশংসালাভ।

পসংসাবহন—সরব প্রশংসা আনয়ন করণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা প্রশংসা করিয়া থাকে।

পসংসিত (বিণ) প্রশংসিত, স্তুত, গুণকীর্তিত, যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে এমন। = **বণ্ণিত**। ⟹ **পসংসেতি**।

পসংসিয (বিণ) প্রশংসনীয়, উচ্চরবে প্রশংসার যোগ্য। (তুলনীয়) **পসংস** (বিণ)।

পসক্কতি (ক্রি) [প+সক্কতি] বাহিরে যাওয়া, বাহির হইয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **পসক্কিত**। (ক্রি-বি) **পসক্কিয**।

পসক্খিত—জাতকে এই শব্দটি সন্দেহযুক্ত, সম্ভবত ইহা "**পসক্কিত**" (⟹ **পসক্কতি**) শব্দরূপেই পাঠ হইবে। জাতক অর্থকথায় এই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "শায়িত", যেমন—**নিপন্ন অচ্ছতি, পসক্খিত**। কিন্তু Kern. Toev-এর মতে "**বমক্খিত**" এবং "**মলকিত**" শব্দের ভিত্তিতে "**পমক্খিত**" শব্দরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

পসক্কন্ত (বিণ) চলিয়া গিয়াছে এমন, বহির্গত, বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, বাহিরে গিয়াছে এমন। ⟹ **পসক্কমতি**।

পসক্কমতি (ক্রি) [প+সং+√ক্রম+অ] বাহির হইয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া, বাহিরে যাওয়া, বহির্গমন করা। (অ-বিণ) **পসক্কন্ত**।

পসঙ্গ (পুং) ১ প্রসঙ্গ, প্রসক্তি, আসক্তি, প্রণয়, উৎসাহ, প্রবৃত্তি, আপত্তি, প্রস্তাব, ব্যাপ্তি, সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সঙ্গতিবিশেষ, সংলগ্নতা, প্রবণতা, নতি, অন্তরাগ, ইচ্ছা, অবনমন, নমন, ঝোঁক, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব। ২ ঘটনা, ফল, পরিণাম, (খেলাধুলার) দফা, সুযোগ, সুবিধা, কারণ, উপলক্ষ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন। (অধিকরণ কারকে) **প্রসঙ্গে**—উপলক্ষে, প্রয়োজনে, ঘটনাপ্রসঙ্গে, প্রসঙ্গে, পরিবর্তে। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **করণবচন পসঙ্গে**। পেতবত্থু অর্থকথায় "**পসঙ্গে**" অর্থে পাঠ "**করণত্থে**"।

পসজ্জতি (ক্রি) বন্ধন মুক্ত হওয়া, মুক্ত হওয়া, শিথিল হওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, খুলিয়া যাওয়া বা দেওয়া, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। = **অল্লিযতি**।

পসট (বিণ) ভাড়া দেওয়া হয় এরূপ, প্রসূত, উৎপন্ন, বর্ধিত, উপনীত, উপস্থিত, উৎপাদিত। ⟹ **পসুত**, **পসব**।

পসট্ঠ = **পসত্থ**। ⟹ **পসত্থ**।

পসত১ (বিণ) ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট। (জাতক) **পসতমিগ**। ২ (পুং, ক্লী) এক মুষ্টি, সামান্য পরিমাণ, এক সেরের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক পোয়া পরিমাণ, এক গণ্ডূষ (জল)। (জাতক) **পসতমত্তং উদকং**; **উদকপসত**; **পসতমত্তং পানীযং**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**সরাব** (পানপাত্র)" শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।

পসতং পসতং—এক এক মুষ্টি করিয়া, এক এক গণ্ডূষ করিয়া, এক মুষ্টি এক মুষ্টি করিয়া, এক গণ্ডূষ এক গণ্ডূষ করিয়া।

পসতমিগ (পুং) ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ। ⟹ **পসত** (১)।

পসত্থ (বিণ) প্রশংসিত, প্রশংসার্হ, খুব প্রশংসিত, সমর্পিত, আকর্ষিত। = **পসেট্ঠ**, **বণ্ণিত**। ⟹ **পসংসতি**।

পসদ ১ (বিণ) = **পসত**। ⟹ **পসত** (১)। ২ (পুং) এক জাতীয় হরিণবিশেষ।

পসদমিগ (পুং) ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট হরিণ। = **পসতমিগ**।

পসন্ন (বিণ) ১ ক স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্পষ্ট, জাজ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজবোধ্য, সহজে বোধগম্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্র, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, ঋণহীন, অঋণী, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, অবাধ, বাধাহীন, পরিষ্কৃত, সুন্দর, অনুকূল, নির্মল, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পসন্ননেত্ত**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পসন্ন তিলতেলবণ্ণ** = **বিপ্পসন্ন তিলতেলবণ্ণ** (বিশুদ্ধিমার্গ)। **খ** প্রসন্ন, সন্তুষ্ট.

প্রফুল্ল, সুখী, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, আনন্দদায়ক, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, অনুকূল, উপযুক্ত, প্রীত, হৃষ্ট, তুষ্ট, উল্লসিত, বন্ধুতে পুনরায় স্থাপিত, পুনর্মিলিত, ঐক্যবিশিষ্ট, সামঞ্জস্যযুক্ত, মীমাংসিত, শান্ত, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুদ্ধপসন্ন**। ২ কাহারও ন্যায়পরতায় অথবা সাধুতায় আনন্দিত, পুনর্মিলিত, ঐক্যবদ্ধ, ঐক্যবিশিষ্ট, সামঞ্জস্যযুক্ত, সত্য বলিয়া ধারণা করে এমন, অনুমান করে এমন, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, আস্থা রাখে এমন, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসভাজন; (অধিকরণ কারকে) ভক্ত, ধার্মিক, শ্রদ্ধাবান, আচারনিষ্ঠ, সাধু, ভাল, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, ধর্মশীল, সৎ, পবিত্র, ন্যায়পর, সতী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্থরি পসন্না, ধম্মে সঙ্ঘে পসন্ন**। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধে পসন্ন**। (ধর্মপদ) **বুদ্ধ-সাসনে পসন্ন**। (যৌগিকে) **পসন্ন সদ্ধ**—প্রসন্ন এবং শ্রদ্ধাবান; **পসন্নচিত্ত** (বিনয়)। (সূত্রনিপাত) **পসন্ন মানস**। (তুলনীয়) **পসন্নেন মানসা**। ⟹ **অভিপ্পসন্ন, বিপ্পসন্ন**। ৩ প্রবাহিত, প্লাবিত, বহিয়া যায় এরূপ, চলাচল করে এরূপ, ভাসাইয়া নেয় এরূপ, প্রসৃত, নির্গত। (সংযুক্ত নিকায়) **অসসু পসন্নং**।

পসন্নচিত্ত (বিণ) প্রসন্ন চিত্ত, যাহার চিত্ত বা মন প্রসন্ন হইয়াছে এমন, বিশ্বস্ত মন, আনন্দপূর্ণ চিত্ত। = **চিত্ত পসীদতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (তুলনীয়) **চিত্ত পকখন্দতি পসীদতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। = **বিপ্পসন্নচিত্ত; পসন্ন মানস**। ⟹ **পসন্ন** (২)। (ক্লী) প্রসন্ন চিত্ত।

পসন্ন নেত্ত (বিণ) যাহার চক্ষু শান্ত অথবা চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রসন্নতা রহিয়াছে এমন। (ক্লী) প্রসন্ন নেত্র, আনন্দ ব্যঞ্জক চক্ষু। ⟹ **পসন্ন** (১ক)।

পসন্নমানস (বিণ) যাহার মন প্রসন্ন এমন, যাহার মন প্রফুল্ল এমন, যাহার মন স্থির বা শান্ত হইয়াছে এমন, প্রসন্নমনা, মন প্রসন্ন আছে এমন। ⟹ **মানস** (বিণ)। (পুং) প্রসন্ন মন। = **পসন্নচিত্ত** (ক্লী)। (তুলনীয়) **পসন্নেন মানসা**। ⟹ **পসন্ন** (২)।

পসন্না (স্ত্রী) (ভাত দ্বারা প্রস্তুত) এক প্রকার সুরাসার অথবা কোহলবিশিষ্ট মদ।

পসম্মতি (ক্রি) প্রশমিত হওয়া, উপশম হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, শেষ করা বা হওয়া, ম্লান করা বা হওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া, বিলীন করা বা হওয়া, অদৃশ্য হওয়া।

পসয্হ—বল প্রয়োগ করিয়া, শক্তি প্রয়োগ করিয়া, জোর করিয়া, বলপূর্বক, বলৎকার করিয়া, জোরে। (দীর্ঘনিকায়) **ওক্কসস পসয্হ**। পেতবথুতে "**সুপ্পসয্হ**" শব্দের পরিবর্তে "**অপ্পসয্হ**" পাঠ হইয়াছে। মিলিন্দ প্রশ্নে "**ওক্কস্সস পসয্হ**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**ওকসস পসয্হ**"? (জাতক) **পসয্হ-কারিন**। ⟹ **পসহতি**।

পসয্হ অবহার—পীড়ন করিয়া অর্জিত দ্রব্য, জোরপূর্বক অথবা বলপ্রয়োগে গৃহীত বস্তু।

পসয্হকারিন—বলপূর্বক গ্রহণকারী, যে ব্যক্তি জোর করিয়া অথবা উৎপীড়ন করিয়া গ্রহণ করে। ⟹ **পসয্হ**।

পসরণ (ক্লী) প্রসরণ, শত্রুপক্ষের চারিদিকে পরিবেষ্টন, ইতস্তত গমন, ব্যাপ্তি, উৎপত্তি, বিস্তৃতি, স্বার্থ প্রবৃত্তি, প্রসারণ, বিস্তার, অখণ্ডকাল, বিস্তৃত করার কাজ, বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত অবস্থা। (পেতবথু অর্থকথা) **পিট্ঠিপসরণ**। ⟹ **পসারণ**।

পসব (পুং) প্রসব, উৎপাদন, সন্তান জন্মানো, জন্মানো, গর্ভমোচন, উৎপত্তি, জন্ম, বিস্তার, বিস্তৃতি, ফল, পুষ্প, সন্তানসন্ততি, বংশাবলী।

পসবতি (ক্রি) [প+√সু+অ] ১ প্রসব করা, জন্ম দেওয়া, পিতা বা জননী হওয়া, উৎপন্ন করা, জন্মানো, বাড়ানো, উৎপাদন করা, হাজির করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা বেশি হওয়া, জমানো, প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা। (বিনয়) **কিব্বিসং পসবতি**—পাপ করা বা পাপ উৎপন্ন করা; = **পাপং পসবতি** (পেতবথু)। (সংযুক্ত নিকায়) **পুঞ্ঞং পসবতি**—পুণ্য উৎপন্ন করা; (বিপ) **অপুঞ্ঞং পসবতি**—অপুণ্য বা পাপ উৎপন্ন বা বৃদ্ধি করা (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বেরং পসবতি**—শত্রু বৃদ্ধি করা। ২ প্রবাসে থাকা, প্রবাস করা। (অতীত) **পসবি**। (অ-বিণ) **পসবিত, পসূত**। (ব-বিণ) **পসবন্ত**। (ক্রি-বি) **পসবিত্বা**। (করণে) **পসবেতি**।

পসবন (ক্লী) ১ প্রসব, জন্ম প্রদান, উৎপাদন, প্রসবকরণ, উৎপন্নকরণ। (পেতবথু অর্থকথা) **পুঞ্ঞ পসবন**।

পসবেতি (ক্রি) = **পসবতি**। ⟹ **পসবতি**। (জাতক) **পাপং পসবেতি**।

পসবো ⟹ **পসু**।

পসহ (ক্লী) জয়, পরাজয়করণ, প্রভুত্বকরণ, প্রভু, অধিনায়ক, শিক্ষক, অধিকারী, নেতা, দলপতি, তরুণ ভদ্রলোক, নিয়োগকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিশেষ, বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ বা নায়ক, শাসক, কোনো কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি।

পসহতি (ক্রি) [প+√সহ+অ] বল প্রয়োগ করা, পরাজয় করা, দমন করা, পরাজিত করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, জয় করা। (অতীত) **পসহি**। (ক্রি-বি) **পসহিত্বা, পসয্হ**।

পসহন (ক্লী) জয়, পরাজয়করণ, প্রভুত্ব, অধিকারত্ব, নায়কত্ব, নেতৃত্বকরণ, শাসক, শিক্ষক, অধিনায়ক, নেতা। ⟹ **পসহ**।

পসাখ (পুং, ক্লী) ১ প্রশাখা, ছোট ছোট ডাল, শাখা হইতে নির্গত শাখা। (জাতক) **সাখ পসাখ**। ২ গাছের কাণ্ডের

ন্যায় সরু সরু ডালবিশেষ। ৩ বৃক্ষকাণ্ডের যে অংশ হইতে শাখা নির্গত হয় অর্থাৎ উরুদেশ বা তলপেট (উদর), শরীরের অধঃভাগ। = **অধো-নাভি উভ-জানু মণ্ডলং** (বিনয় অর্থকথা)। ৪ হাত-পা ইত্যাদি (গর্ভস্থ সন্তানের বা ভ্রূণের উৎপাদনে বা গঠনে পঞ্চম অবস্থা)।

পসাখা (স্ত্রী) প্রশাখা, গাছের ছোট ছোট ডাল, শাখা হইতে নির্গত শাখা, পল্লব, ফেঁকড়ি।

পসাদ (পুং) ১ প্রসাদ, অনুগ্রহ, মনোবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যক্ষমতা, প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রসক্তি, নির্মলতা, সৌম্যভাব, স্বাস্থ্য, উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা, বিশুদ্ধতা, পূর্ণতা, প্রফুল্লতা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নতা, সুদক্ষতা, শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য, নির্দোষতা। চোখের বর্ণ (দৃশ্যমানতা বা দৃষ্টিগোচরতা) সম্বন্ধে জাতকে:— **অক্‌খিনী মণিগুড় সদিসানি পঞ্ঞায়মান পঞ্চপ্পসাদানি অহেসুং**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**পসন্ন-নেত্তো**" অর্থাৎ "**পঞ্চবণ্ণপ্পসাদ সম্পত্তিযা**"। এই অর্থে অভিধর্মে "সচেতন বা বোধক্ষম ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যসাধিকা শক্তি" সংবেদনশীল অঙ্গের বৃত্তিতে বা ধর্মে চক্ষু-সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ২ আনন্দ, উল্লাস, আনন্দের কারণ, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বস্তু বা বিষয়, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ, সুখী মন বা সৎমন, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য, প্রত্যয়, বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যতা, অঙ্গীকার। (মধ্যম নিকায়) **সখরিপসাদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বুদ্ধে পসাদ** ইত্যাদি; **পুগ্‌গল পসাদ**। ৩ বিশ্রাম, শয়ন, নিদ্রা, শান্তি, মনের স্থিরতা, আরাম, স্থৈর্য, আত্মস্থতা, উদ্বেগহীনতা, উপশম, সুস্থিরতা, নির্মলতা, প্রশান্তি। থেরীগাথায় "**পাসক**" শব্দের পরিবর্তে "**পসাদ**" পাঠ হইয়াছে। (তুলনীয়) **অভিপ্পসাদ**।

পসাদক (বিণ) ১ উজ্জ্বল করে এমন, সুদক্ষ বা চতুর করে এমন, স্বচ্ছ করে এমন, পরিষ্কারক, সুখী বা প্রফুল্ল করে এমন, সন্তুষ্টকারী, আনন্দিত করে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উদক পসাদক মণি**। ২ মূল্যবান, গুণবান, উত্তম, উৎকৃষ্ট, যোগ্য, উপাদেয়, উপযুক্ত, সদৃশ, ভক্ত, ধার্মিক, আচারনিষ্ঠ, সাধু, সৎ, ভাল, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী। (তুলনীয়) পাসাদিক।

পসাদন (ক্লী) ১ সুখ-অবস্থা, সুষ্ঠু অবস্থা, বন্ধুত্বে পুনঃস্থাপন, পুনর্মিলন, সমন্বয়-সাধন, শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য। ২ প্রসাদন, প্রসন্নতা সম্পাদন, অনুগ্রহ বা কৃপা প্রদর্শন, বিনোদন, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, আহ্লাদ, পুরস্কার। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ব্রাহ্মণো মম পসাদনট্‌ঠানে পসীদতি**--ব্রাহ্মণ আমাকে অনুগ্রহ প্রদানের পরিবর্তে অনুগ্রহশীল হইয়াছে। (তুলনীয়) **সম্পসাদন**।

পসাদনিয (বিণ) প্রসাদনীয়, উদ্দীপনাময় বিশ্বাসযোগ্য, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে এমন। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পসাদনিয সুত্তন্ত**। (মধ্যম নিকায়) **দস পসাদনিযা ধম্মা**। (তুলনীয়) **সম্পসাদনিয**।

পসাদিযা—জাতকের এই শব্দটি সন্দেহজনক, জাতক অর্থকথায় "**সংসাদিযা**" শব্দের সহিত একত্রে "**পসাদিযা সংসাদিযা**"—এক প্রকার চাউল-বিশেষ; = **সূকরসালি**। তথাপি জাতক অর্থকথায় ইহাকে "**ভূমিযং পতিত**" এবং "**পসারিয**" অর্থেও গ্রহণ করা হইয়াছে। Kern. Toev-এতে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "ধানের গাছ"। তুলনীয় সংস্কৃত— "প্রসাতিকা"।

পসাদেতি (ক্রি) [প+√সদ+এ] প্রসাদিত করা, হৃষ্ট করা, উল্লসিত করা, প্রফুল্ল করা, পবিত্র করা, শোধন করা, বিশ্বাস করা, বিশ্বাসযোগ্য করা, বিশ্বাসী করা, বিশ্বস্ত করা, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ করা, প্রভুভক্ত করা, সত্য করা, যথার্থ করা, পরিবর্তিত করা, অন্য ধর্মে দীক্ষিত করা, নিয়োগ করা, সান্ত্বনা প্রদান করা, শান্তি দেওয়া, শান্ত করা, মিটানো, তৃপ্ত করা, শান্তিময় করা, নিস্তব্ধ করা, প্রশান্ত করা, বন্ধুত্বে পুনঃস্থাপিত করা, পুনর্মিলিত করা, ঐক্যবদ্ধ করা, সামঞ্জস্যযুক্ত করা, মীমাংসা করা, (কিছুর দিকে) চিত্ত নমিত করা, চিত্ত প্রসন্ন করা। (পেতবত্থু) **চিত্তং পসাদেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খমাপেত্তো পসাদেতি**। (তুলনীয়) **বিপ্পসাদেতি**। (অতীত) **পসাদেসি**। (অ-বিণ) **পসাদিত**। (ব-বিণ) **পসাদেন্ত**। (ভ-বিণ) **পসাদেতব্ব**। (ক্রি-বি) **পসাদেত্বা**।

পসাধন (ক্লী) প্রসাধন, অলঙ্করণ, সাজানো, বেশভূষা সম্পাদন, সাধন, সম্পাদন, কণ্টকশোধন, প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি, সজ্জাবস্তু, অলঙ্কার, সজ্জা, ভূষণ, সম্মান-চিহ্ন, সাজ, পদকাদি সম্মান-চিহ্ন। (জাতক) **রঞ্ঞো সীস-পসাধন-কপ্পক**--রাজার শিরোভূষণ বা উষ্ণীষ প্রস্তুতকারী অর্থাৎ নাপিত; **উর-চ্ছদ পসাধন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পসাধন পেলিকা; পসাধন কপ্পক**।

পসাধন কপ্পক (পুং) নাপিত। ⟹ **কপ্পক, পসাধন**।

পসাধন পেলকা (স্ত্রী) = **পসাধন পেলিকা**। ⟹ **পসাধন পেলিকা**।

পসাধন পেলিকা (স্ত্রী) প্রসাধন পেটিকা, প্রসাধন বা অলঙ্কারাদি রাখার বাক্স বা ঝুড়ি। ⟹ **পেলিকা**।

পসাধিত (বিণ) প্রসাধিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত, ভূষিত, সুন্দরকৃত, পোশাকে বা অলঙ্কারে সজ্জিত, পোশাক পরিহিত, সুশোভিত। (জাতক) **মণ্ডিত পসাধিত; নহাত পসাধিত**। ⟹ **পসাধেতি**।

পসাধেতি (ক্রি) [প+√সাধ+এ] অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া

রাখা, পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করা, সজ্জিত করা, পদক ইত্যাদি সম্মানজনক চিহ্নে ভূষিত করা। (অতীত) **পসাধেসি**। (অ-বিণ) **পসাধিত**। (ক্রি-বি) **পসাধেত্বা, পসাধিয**।

পসারণ (ক্লী) প্রসারণ, বিস্তারকরণ, বিছানো, প্রকাশকরণ, প্রচারকরণ, আচ্ছাদিতকরণ, পরিবেশনকরণ, টানিয়া লম্বাকরণ, বাড়ানো বা অত্যুক্তি করণ, প্রসারিতকরণ, ব্যাপ্ত করণ। (বিপ) **সম্মিঞ্জন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থ পসারণ**।

পসারতি (ক্রি) প্রসার করা, প্রসারিত করা, টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা, বিস্তার করা, বিছানো, ব্যাপ্ত করা, বাড়ানো, অত্যুক্তি করা। (অতীত) **পসারি**। (ক্রি-বি) **পসারিত্বা**। (করণে) **পসারেতি**।

পসারিত (বিণ) ১ প্রসারিত, বিস্তৃত, বিস্তারিত, ব্যাপিত, ব্যাপ্ত, সম্পাদিত, অলঙ্কৃত। (বিপ) **সম্মিঞ্জিত** (দীর্ঘনিকায়)। ২ ব্যয়িত, পরিকল্পনা অনুসারে (পথ, বাগান প্রভৃতি) বিস্তৃত, বর্ধিত, সজ্জিত, টাকা খাটায় এরূপ, গোছায় এরূপ, বিক্রয়ার্থে প্রদত্ত, সম্মুখে রক্ষিত। ⟹ **পসারেতি**।

পসারিত হত্থ—প্রসারিত হস্ত, অসঙ্কোচিত হস্ত। (বিপ) **সঙ্কুচিত হত্থ**।

পসারিয (বিণ) বিস্তৃত করিয়া, প্রসারিত করিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া।

পসারিযতি (ক্রি)⟹**পসারেতি** (১)।

পসারেতি (ক্রি) [প+√সর+এ] ১ অগ্রে চলার কারণ হওয়া, যাইতে দেওয়া, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া। (পঞ্চমী) **পসারয**। (কর্মবাচ্যে) **পসারিযতি**—(দরজার) বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ২ বিস্তৃত করা বা করায়, রৌদ্রে শুকায়, প্রসার করা, প্রসারিত করা, বিস্তার করা, টানিয়া লম্বা করা, বাড়ানো, বর্ধিত করা, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, টানিয়া ধরা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদিত করা, পরিবেশন করা। ⟹ **প** (১)। (সংযুক্ত নিকায়) **বাহুং পসারেতি; বাহং পসারেতি; বাহা পসারেতি**। (বিপ) **সম্মিঞ্জেতি**। (জাতক) **হত্থং পসারেতি**। (থেরীগাথা) **পাদে পসারেতি; পাদং পসারেতি**। = **সন্থিষো পটিপ্পণামেতি**। ৩ রাখা, স্থাপন করা, ব্যয় করা, পরিকল্পনা অনুসারে (পথ, বাগান প্রভৃতি) বিস্তৃত করা বা বর্ধিত করা অথবা সজ্জিত করা, টাকা খাটানো, গোছানো, বিক্রয়ের জন্য দেওয়া অথবা প্রচারের জন্য দেওয়া। ⟹ **অভিপ্পসারেতি, প** (১)। (অতীত) **পসারেসি**। (অ-বিণ) **পসারিত**। (ক্রি-বি) **পসারেত্বা**।

পসাসতি (ক্রি) [প+√সাস+অ] ১ পড়ানো, উপদেশ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষকতা করা, জ্ঞাত করা। ২ পরিচালিত করা, প্রশাসন করা, শাসন করা, দমন করা, প্রভুত্ব করা, বিধিসমূহ পরিচালন করা, রাজ্য শাসন করা, আধিপত্য করা, বশীভূত করা, ব্যবস্থা দ্বারা স্থির করা, নিয়মিত করা, রুল করা, সোজা কসি টানা, মীমাংসা করা, ব্যবস্থা করা, (ব্যবসায়ে) গড়ে দাঁড়ানো। (অতীত) **পসাসি**। (অ-বিণ) **পসাসিত**।

পসাসন (ক্লী) প্রশাসন, শিক্ষা, শাসন, অনুজ্ঞা, আদেশ, শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, উপদেশ, যাহা শিখানো হয়, সংবাদ জ্ঞাপন।

পসিপ্পক = **পসিব্বক**। ⟹ **পসিব্বক**।

পসিব্বক (পুং, ক্লী) থলে, বস্তা, থলি, টাকার থলি, গেঁজিয়া, টাকা, অর্থ, ধনাগার, কোষাগার, বাহিরের পোশাক, বাহ্যবস্ত্র, শিকার-করা সকল প্রকার বন্যজন্তু। (জাতক) **চম্ম পসিব্বক**—চর্ম দ্বারা প্রস্তুত থলি; **পূপ পসিব্বক**।

পসিব্বিত (বিণ) সেলাই করা হইয়াছে এরূপ, মোড়া, লুক্কায়িত, সম্পূর্ণরূপে আবৃত। (থেরগাথা) **মংস-নহারু পসিব্বিত**।

পসীদতি (ক্রি) [প+√সদ+অ] ১ উজ্জ্বল করা বা হওয়া, উজ্জ্বলতর করা বা হওয়া, সুখী করা বা হওয়া, প্রফুল্ল করা বা হওয়া, সুন্দর হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মুখ-বণ্ণো পসীদতি**। ২ পবিত্র হওয়া, শোধিত হওয়া, স্বচ্ছ হওয়া, পরিষ্কৃত হওয়া, বন্ধুত্বে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পুনর্মিলিত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সামঞ্জস্যযুক্ত হওয়া, মীমাংসিত হওয়া, আনন্দিত হওয়া, হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, উৎসর্গীকৃত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, বোধগম্য বা শ্রবণযোগ্য হওয়া, খালি হওয়া, মুক্ত হওয়া, ক্ষতিকর বস্তু হইতে মুক্ত হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, সন্দেহমুক্ত হওয়া, শান্ত হওয়া, চিত্ত শান্ত হওয়া (**"মনো"** অথবা **"চিত্তং" পসীদতি**), কাহারও সন্তোষ বিধান করা, বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধান্বিত হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **সুত্বা ধম্মং পসীদতি**। = **সদ্দহতি, অধিমুচ্চতি, ওকপ্পেতি**। ⟹ **পসাদেতি, বিপ্পসীদতি**। (বিমানবত্থু) **মনো মে পসীদতি**। (অতীত) **পসীদি**। (অ-বিণ) **পসন্ন**। (ভ-বিণ) **পসীদতব্ব**।

পসীদন (ক্লী) প্রসীদ, প্রশান্তি, সমুদ্রের নিবাত নিষ্কম্প অবস্থা, সৌভাগ্য, সুখ, শোধন, উৎসর্গ, স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন অবস্থা, বিশুদ্ধতা, নির্দোষতা, মুক্তি, বিনোদন, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, আহ্লাদ, পুরস্কার। (সিংহলী গ্রন্থে) **পস্‌সাদন**।

পসীদনা (স্ত্রী) = **পসীদন**। ⟹ **পসীদন**।

পসু (পুং) পশু, জন্তু, গো মহিষাদি গৃহপালিত পশু, বুদ্ধিহীন জন্তু, পশুবৎ মনুষ্য, চতুষ্পদ জন্তু। (পেতবত্থু) **পসুযোনি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পসুভব**। (বহুবচনে) **পসূ, পসবো**। (সম্বন্ধপদ, বহুবচনে) **পসূনং**। (থেরগাথা) **দুপসু**—দুষ্টপশু। ⟹ **গো**।

পসুক—পশু। = **পসু**।

পসুত (বিণ) অঙ্গীকৃত, অঙ্গীকারকৃত, বাগ্দত্ত, সংসক্ত, আসক্ত, ব্যাপৃত, কার্যে নিযুক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, একাগ্রচিত্ত, ব্যগ্র, অভিনিবিষ্ট, দৃঢ় সংকল্প, পশ্চাদ্ধাবিত, অন্বেষিত, কৃত, সম্পাদিত, সজ্জিত, প্রস্তুত, ব্যবহৃত, উপযোগী, সমাপ্ত। (দীর্ঘনিকায়) **কম্মপসুত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অনেক কিচ্চ পসুত**—অনেক কার্য করার আছে এমন, বহু কর্ম সম্পাদিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞ-কম্মেসু পসুত; কীলনক পসুত; পাপ পসুত**।

পসুনাগযোনি (স্ত্রী) = **তিরচ্ছান-যোনি**। ⟹ **তিরচ্ছান যোনি, নাগযোনি**।

পসুপতি (পুং) পশুপতি, দেবেশ, শিব, ঈশ্বর।

পসুভব—পশুকুল। = **পসুযোনি**। ⟹ **পসু**।

পসুযোনি (স্ত্রী) পশুকুল। ⟹ **পসু**।

পসুর (বিণ) প্রচুর, যথেষ্ট, অনেক, বহু, অধিক, বহুসংখ্যক। = **রাসি, বহু, পচুর**।

পসূত (বিণ) প্রসূত, উৎপাদিত, উৎপন্ন, জাত। ⟹ **পসবতি**।

পসূতা (স্ত্রী) প্রসূতা, প্রসূতি, সন্তানের জন্মদাতৃ জননী, মাতা, প্রসবকারিণী, প্রসবিণী। = **বিজাতা**।

পসূতি (স্ত্রী) ১ প্রসূতি, মাতা। ২ প্রসব, উৎপত্তি, জন্ম। (মহানির্দেশ) **পসূতিঘর**।

পসূতিকা (স্ত্রী) প্রসূতি, মাতা, যে স্ত্রীলোক নবজাত ছেলে বা মেয়ে প্রসব করে, প্রসূতিকা, জাতাপত্যা।

পসূতিঘর (ক্লী) প্রসব ঘর, যে ঘরে নবজাত শিশু প্রসব হয়, জাতস্থান। = **সূতিঘর** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⟹ **পসূতি** (২)।

পসেট্‌ঠ = **পসট্‌ঠ**। ⟹ **পসট্‌ঠ**।

পসোধেতি (ক্রি) শোধন করা, পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত বা পবিত্র করা। (দীর্ঘনিকায়) **চিত্তং পসোধেতি**।

পস্সনি ⟹ **পস্স** (২খ)।

পস্স (পুং, ক্লী) ১ দর্শন, দৃষ্টি, যে ব্যক্তি দর্শন করে বা দেখে। ২ ক ধার, প্রান্ত, পার্শ্ব, বস্তুর দৃষ্টিগোচরীভূত অংশ, দেশ, প্রদেশ, অংশ, ভাগ, পক্ষ, দল, কটিপার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী স্থান বা পার্শ্ব, কূল, বংশপর্যায়, গোত্র, সৈন্য বা রণপোতের পার্শ্বভাগ। (জাতক) **পিট্‌ঠিপস্স**। **খ** (পর্বতের) ঢালু জায়গা, গড়ানিয়া স্থান, ক্রমনিম্নভূমি। (জাতক) **হিমবন্ত পস্স**। (অধিকরণ কারকে) **পস্সনি** = **পস্সে** (জাতক অর্থকথা)।

পস্সতাব—এখনই দেখ, অবিলম্বে দেখ। ⟹ **তাব** (৩)।

পস্সতি (ক্রি) (√দিস+অ; এখানে **"দিস"** এর স্থানে পরিবর্তিত হইয়া **"পস"** হইয়াছে) ১ দেখা, দর্শন করা, দেখা করা, সাক্ষাৎ করা, সঙ্গে যাওয়া, নিজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেওয়া, পর্যবেক্ষণ করা, অবলোকন করা, যত্ন করা। ২ চিনিতে পারা, চেনা, স্বীকার করা, কবুল করা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, বুঝিতে পারা, ধরিয়া লওয়া। (যৌগিকে) **জানাতি পস্সতি**। (ব-বিণ) **জানং পস্সং**। ⟹ **জানাতি**। ৩ খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জোগানো, সিদ্ধান্ত করা। = **বিন্দতি, পটিলভতি** (চূল্লনিদ্দেস)। (তুলনীয়) **বিপস্সতি**। (অতীত) **পস্সি**। (অ-বিণ) **পস্সিত, দিট্‌ঠ**। (বর্তমান কাল, উত্তম পুরুষ, বহুবচনে) **পস্সাম**; (মধ্যম পুরুষ, বহুবচনে) **পস্সথ, পস্সবেহা** (তুলনীয় সংস্কৃত—পশ্যধ্বং)। (ব-বিণ) **পস্সং, পস্সন্ত** (স্ত্রীলিঙ্গে—**পস্সন্তী**), **পস্সমান**। (পঞ্চমী) **পস্স**। (ভবিষ্যতে) **পস্সিস্সতি**। (ভ-বিণ) **পস্সনীয়, পস্সিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পস্সিত্বা, দিস্বা**। (তুম্) **পস্সিতুং**। (করণে) **পস্সেতি**।

পস্সদ্ধ (বিণ) প্রশান্ত, অতি শান্ত অর্থাৎ যেই অবস্থায় পার্থিব আসক্তি (**বিবেকজ**) হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, প্রশমিত, উপশান্ত, শান্ত, স্থির, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত, স্বচ্ছন্দ, সুস্থিরচিত্ত, সুস্থির, অচঞ্চল, নম্র, অপ্রকাশিত, গোপনীয়। **"কায"** শব্দে "প্রযুক্ত অর্থ (২)" শব্দেও দ্রষ্টব্য। এই শব্দটি বিশেষত **"কায"** (শরীর) সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়, যেমন—**পস্সদ্ধ কায**—অচঞ্চল বা শান্ত দেহ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পস্সদ্ধকায পুগ্গল**। (জাতক) **পস্সদ্ধ রথ**। ⟹ **পটিপ্পস্সদ্ধ, কায, পস্সম্ভতি**।

পস্সদ্ধকায—শান্ত দেহ, শরীরের প্রশান্ত ভাব বা অবস্থা, প্রশান্তি, প্রশান্ত শরীর। (বিপ) **সারদ্ধকায**। **"কায"** শব্দে "প্রযুক্ত অর্থ (২)" শব্দ দ্রষ্টব্য। ⟹ **সারদ্ধ**।

পস্সদ্ধতা (স্ত্রী) বিশ্রাম, বিরাম, শয়ন, নিদ্রা, শান্তি, মনের স্থিরতা, আরাম, শান্ত অবস্থা, প্রশান্তি ভাব। = **মজ্‌ঝত্ততা**।

পস্সদ্ধরথ—গতিশীল বা চলন্ত অবস্থা হইতে যে গাড়ি বা রথ থামানো হইয়াছে, গতিমন্থর করা রথ, যে গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ⟹ **রথ** (১), **পস্সদ্ধ**।

পস্সদ্ধি (স্ত্রী) প্রশ্রদ্ধি, প্রশান্তি, শান্ত অবস্থা, শান্তি, সুস্থিরতা, নির্মলতা, স্থৈর্য, বিশ্রাম, শয়ন, নিদ্রা, মনের স্থিরতা, আরাম। (ধর্মসঙ্গণী) **কায পস্সদ্ধি; চিত্তপস্সদ্ধি**। = **সমস্সাসপত্ত**। (যৌগিকে) **পামুজ্জ পস্সদ্ধি; পীতি পস্সদ্ধি** (দীর্ঘনিকায়)। সংযুক্ত নিকায়ে চতুর্বিধ ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে **"পস্সদ্ধি"** ছয় প্রকার, যথা—**বাচা, বিতক্ক-বিচারা, পীতি, অস্সাস-পস্সাস, সঞ্ঞাবেদনা, রাগ-দোস-**

মোহ। "পস্সদ্ধি" সপ্তবিধ "সম্বোজ্ঝঙ্গ" এর মধ্যে একটি।

পস্সদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) প্রশ্রদ্ধি, সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তিরূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের একটি অঙ্গ বা উপাদান-বিশেষ। ⟹ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

পস্সনা ⟹ **অনুপস্সনা, বিপস্সনা**।

পস্সনীয (বিণ) দর্শন করা উচিত, দর্শন করিবার যোগ্য, দেখিবার উপযুক্ত, দেখার যোগ্য। = **পস্সিতব্ব**। ⟹ **পস্সতি**।

পস্সমান (বিণ) দেখিতেছে এমন, দেখা যায় এমন। ⟹ **পস্সতি**।

পস্সম্ভতি (ক্রি) [প+√সম্ভ+অ] শান্ত ভাব ধারণ করা, শান্ত করা বা হওয়া, ক্রোধ নিবারণ করা। (অতীত) **পস্সম্ভি**। (অ-বিণ) **পস্সদ্ধ**। (ভবিষ্যতে) **পস্সম্ভিস্সতি**। (ক্রি-বি) **পস্সম্ভিত্বা**। (সম্প্রদানে) **পস্সম্ভেতি**।

পস্সম্ভনা (স্ত্রী) উপশম, শান্ত অবস্থা, স্থৈর্য, আত্মস্থতা, উদ্বেগহীনতা, প্রশান্তি।

পস্সম্ভেতি (ক্রি) [প+√সম্ভ+এ] শান্ত করা, উপশম করা, শান্তভাব ধারণ করা, প্রশমিত করা। = **নিরোধেতি**। ⟹ **পস্সম্ভতি**। (অতীত) **পস্সম্ভেসি**। (অ-বিণ) **পস্সম্ভিত**। (ব-বিণ) **পস্সম্ভেন্ত, পস্সম্ভযং**।

পস্সয (পুং) প্রশ্রয়, আসকারা, স্নেহ, স্নেহযুক্ত সম্মান বা সমাদর, বিনয়, বিশ্বাস, আশ্রয়, আশ্রয়স্থান, রক্ষার স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়। (জাতক) **কণ্টক পস্সয; কণ্টকা পস্সযিকা**। (দীর্ঘনিকায়) **কণ্ঠ পস্সয**।

পস্সবতি (ক্রি) [প+√সু+অ] বেগে নির্গত হওয়া, প্রবাহিত করা বা হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, ক্ষরিত হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা, ঢালা, নিক্ষেপ করা, ঝরা, বহির্গত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া।

পস্সসতি (ক্রি) [প+√সস+অ] শ্বাস লওয়া, শ্বাস ত্যাগ করা, বাষ্পবৎ উত্থিত হওয়া, বাষ্প নির্গত করা, টানিয়া বাহির করা, শ্বাস গ্রহণ করা। (যৌগিকে) **অস্সসতি পস্সসতি**। ⟹ **অস্সসতি**। (অতীত) **পস্সসি**। (অ-বিণ) **পস্সসিত**। (ব-বিণ) **পস্সসন্ত**। (ক্রি-বি) **পস্সসিত্বা**। (তুম) **পস্সসিতুং**।

পস্সাদন = **পসীদন**। ⟹ **পসীদন**।

পস্সাব (পুং) প্রস্রাব, মূত্র, মুত; (সাহিত্যে) ক্ষরিত হওয়া। **পস্সাব মুত্তং বুচ্চতি**। (দীর্ঘনিকায়) **উচ্চার-পস্সাব**। (জাতক) **উচ্চার-পস্সাবং বিসজ্জেতি**।

পস্সাব দোণিকা (স্ত্রী) প্রস্রাব করার পাত্র, রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য শয্যায় প্রস্রাব করিবার পাত্র বা দ্রোণী।

পস্সাবমগ্গ (পুং) প্রস্রাবমার্গ, মূত্রমার্গ, শরীর হইতে মূত্র নির্গত হইবার রন্ধ্র বা পথ।

পস্সাস (পুং) প্রশ্বাস, নাসিকা দ্বারা যে বায়ু শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা হয় উহা, নাসিকাগত বায়ু। (বিপ) **অস্সাস**—যে বায়ু নাসিকা দ্বারা নির্গত হয়-তা নিশ্বাস।

পস্সাসিন (বিণ) যে শ্বাস গ্রহণ করে, শ্বাস গ্রহণকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **ঘুরু ঘুরু পস্সাসিন**—নাসিকাধ্বনি করে অথবা নাক ডাকিয়া ঘুমায় এমন। (পুং) যে ব্যক্তি নাসিকাধ্বনি করিয়া বা নাক ডাকিয়া ঘুমায়।

পস্সাসী (পুং) যে ব্যক্তি নাসিকাধ্বনি করিয়া অথবা নাক ডাকিয়া ঘুমায়।

পস্সাসো বাত (পুং) দেহাভ্যন্তরে প্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হইবার সঞ্চিত বায়ু, যে বাতাস প্রশ্বাস দ্বারা বাহির হইবার জন্য শরীরের ভিতর সঞ্চিত থাকে। ⟹ **বাত**।

পস্সিক (বিণ) দর্শনকারী, দেখে এমন। (যৌগিকে) **এহিপস্সিক**।

পস্সিত (বিণ) দৃষ্ট, দর্শিত, দেখিয়াছে এমন, দেখা হইয়াছে এরূপ, দর্শন করা হইয়াছে এরূপ, দর্শনকৃত, স্পর্শিত, স্পর্শকৃত। = **ফস্সিত, ফুস্সিত**। ⟹ **পস্সতি, পস্সেতি**।

পস্সিতব্ব (বিণ) দেখার যোগ্য, দেখিবার উপযুক্ত, দেখা উচিত। = **পস্সনীয**। ⟹ **পস্সতি**।

পস্সিতুং (তুম) দেখিতে, দর্শন করিতে। ⟹ **পস্সতি**।

পস্সিত্বা (ক্রি-বি) দেখিয়া। ⟹ **পস্সতি**।

পস্সুপতি (ক্রি) [প+√স্বপ+অ] ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, অসাবধান হওয়া, অসতর্ক থাকা, বিশ্রাম করা, শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া, অলস হওয়া, জিরানো, অবলম্বন করিয়া থাকা, নির্ভর করা, হেলিয়া থাকা, বিশ্বাস করা, দাঁড়াইয়া থাকা, থাকা, প্রশান্ত করা, বিশ্রাম দেওয়া, আধারের উপর স্থাপন করা, রাখা। (অতীত) **পস্সুপি**। (ভবিষ্যতে) **পস্সুপিস্সতি**।

পস্সে (ক্রি-বিণ) পার্শ্বে। ⟹ **পস্স**।

পস্সেতি (ক্রি) = **ফস্সেতি**। ⟹ **ফস্সেতি**। (অ-বিণ) **পস্সিত**। ⟹ **পস্সতি**।

পহ ১ (ক্লী) জলে অবতরণের ঘাট, ঘাট, স্নানঘাট। = **তিত্থ** (বুদ্ধঘোষ—দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। এই অর্থ অনিশ্চিত, Dial-এর অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "প্রবেশযোগ্য বা সুগম"। Neumann-এর মধ্যম নিকায়ের অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "Ganz und gar erloschen" (পভা?)। "**পজহতি**" শব্দের বর্তমান কৃদন্ত বিশেষণরূপে "**পহং**" শব্দ গ্রহণ করাও অসম্ভব নহে, "**পজহং**" শব্দ হইতে "পজহিত্বান" শব্দের ন্যায় "**পহত্বান**" (অর্থ-সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া) শব্দরূপে সূত্রনিপাত গ্রন্থে যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে। থেরগাথা অর্থকথায়ও এই শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করা হইয়াছে। ২ (বিণ) (করিতে) সমর্থ, সমর্থবান, প্রভূত, অতিরিক্ত, বহু, খুব। = **পহূ**। (জাতক অর্থকথায়) **পহূ সমখো**।

পহংসতি (ক্রি) ১ [প+হংসতি = **ঘংসেতি** (১)] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি প্রস্তুত করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের দ্বারা প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ অথবা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, (ঘণ্টা বা ধাতুর দ্বারা তৈরি বস্তু) বাজানো, ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিস করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, (দা, ছুরি, ক্ষুর ইত্যাদি ধার দেওয়ার ন্যায়) ধার দেওয়া। (জাতক) **ফরসুং পহংসেতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **খুরং পহংসি**—ক্ষুর ধার দিয়াছিল। ⟹ **ঘট্টেতি**। (অতীত) **পহংসি**। (অ-বিণ) **পহংসিত**(১), **পহট্‌ঠ** (১)। ২ [প+হংসেতি (২) = **হস্সতি, ঘংসতি** (২)] আনন্দ করা, আনন্দিত হওয়া, হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া। ⟹ **সম্পহংসতি**। (অতীত) **পহংসি**। (অ-বিণ) **পহট্‌ঠ** (২), **পহংসিত** (২)। (কর্মবাচ্যে) **পহংসীযতি**।

পহংসিত (বিণ) ১ আহত, আঘাত প্রাপ্ত, ঘণ্টা বাজাইয়াছে এরূপ, সভ্য, শোধিত। (জাতক) **উক্কা-মুখ পহংসিত**। ⟹ **পহংসতি**(১)। ২ হৃষ্ট, প্রফুল্ল, উল্লসিত, নিরতিশয় আনন্দিত, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পহংসিত মুখ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পহংসিত মুখ**; কিন্তু মিলিন্দ প্রশ্নে "**পহসিত**" যাহা "**পহসতি**" শব্দের অতীত কৃদন্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করা উত্তম, কারণ যৌগিকে গ্রহণ করা হইয়াছে "**হট্‌ঠ পহট্‌ঠ হসিত পহসিত**"। ⟹ **পহংসতি** (২), **পহসতি**।

পহংসীযতি (ক্রি) সন্তুষ্ট হওয়া, হৃষ্ট হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, উল্লসিত হওয়া, জয়োল্লাসে উন্মত্ত হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পহংসীযতি কুহীযতি**। ⟹ **পহংসতি** (২)।

পহট (বিণ) আক্রান্ত, আহত, নিগৃহীত, প্রহৃত, প্রহত, গুণিত, ধ্বনিত, পরাজিত, ক্ষুণ্ণ, মাড়ানো, তাড়িত, পিটাইয়া মসৃণ করা হইয়াছে এমন, পেটা। = **পহত**। গোলক বা গুলি-সম্বন্ধে:—তাড়িত, চালিত, প্রবর্তিত; (বিশুদ্ধিমার্গ) **পহট-চিত্র-গেণ্ডুক = পহট্‌ঠ-চিত্ত-ভেণ্ডুক** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় পাঠ)। পেতবত্থু অর্থকথায় "**পহট**" পাঠের পরিবর্তে শুদ্ধ পাঠ হইবে "**পটহ**"।

পহট্‌ঠ (বিণ) ১ আহত, প্রহৃত, আঘাত প্রাপ্ত, আঘাত করা হইয়াছে এরূপ, ঘণ্টা বাজাইয়াছে এরূপ, ধ্বনিত। (জাতক) **সুবণ্ণ পহট্‌ঠ**। ⟹ **পহংসতি** (১)। ২ প্রহৃষ্ট, অতিশয় আহ্লাদিত, হৃষ্ট, প্রফুল্ল, উল্লসিত, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, অনুকূল, উপযুক্ত, আনন্দিত, উৎসাহিত, নিরতিশয় আনন্দিত। (জাতক) **পহট্‌ঠ মানস**; ইহাকে ভুলে অর্থকথায় "**পহট্‌ঠ** (১)" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। (জাতক) **তুট্‌ঠ পহট্‌ঠ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হট্‌ঠ পহট্‌ঠ**। ⟹ **পহংসতি** (২)।

পহট্‌ঠ-কণ্ণ-বাল (বিনয়ে হস্তী-সম্বন্ধে) প্রহৃষ্ট কর্ণ ও কেশযুক্ত অর্থাৎ যে হাতির কান এবং কেশ খাড়া হইয়া থাকে। ⟹ **বাল** (১ক)। সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থে এক অসুরের নাম উল্লেখ দেখা যায় "প্রহৃষ্ট-রোমন", ইহা তুলনীয়।

পহত (বিণ) প্রহত, প্রহৃত, আহত, গুণিত, ধ্বনিত, পরাজিত, ক্ষুণ্ণ, মাড়ানো, তাড়িত, নিগৃহীত, বধিত, জয়কৃত। ⟹ **পহরতি**।

পহন (বিণ) বধকৃত, বধিত, অধিকৃত।

পহনতি (ক্রি) বধ করা, অধিকার করা।

পহরণ (ক্লী) ১ প্রহরণ, প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন, (বেতন বৃদ্ধির জন্য) ধর্মঘট বা কাজ বন্ধকরণ। ২ প্রহার বা বধ করার অস্ত্র, কর্ণীরথ, স্ত্রীলোকদিগকে বহনার্থ আচ্ছাদিত শকট।

পহরণক (বিণ) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যথাযথ, মনোযোগ আকর্ষণকারী, প্রহৃত, নিগৃহীত, আহত, সাফল্যযুক্ত।

পহরতি (ক্রি) [প+√হর+অ] প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচুনিচু করা, বাজা, বাজানো, চূর্ণ করা, পিটাইয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা দেওয়া, পাখা পত পত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুকধুক করা, স্পন্দিত হওয়া, স্পর্শ করা, আঘাত করা, উপযোগী করা, সমীপবর্তী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, সৌভাগ্যক্রমে ঘটা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈরি করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে (অগ্নি) প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা। (বি-ভা) **অচ্ছরং পহরতি**—আঙুলে মটমট করিয়া শব্দ করা, অঙ্গুলি স্ফোটন করা, অঙ্গুলে তুরি শব্দ করা (জাতক)। ⟹ **অচ্ছরা** (২)। (অতীত) **পহরি, পহাসি** (তুলনীয়—**পরিযুদাহাসি**; ইহা "**পরিযুদহরতি**" শব্দের অতীত ক্রিয়া)। (অ-বিণ) **পহট**। (ব-বিণ) **পহরন্ত**। (ক্রি-বি) **পহরিত্বা**। (তুম) **পহরিতুং**। (করণে) **পহরাপেতি**।

পহরাপেতি (ক্রি) ১ আক্রান্ত হইবার কারণ হওয়া, আক্রান্ত করানো। ২ পরিধান করা অথবা (কিছুতে)

সংযুক্ত করা। = **পহারাপেসি**। ⇒ **পহরতি**।

পহরিতুকাম—মারিবার ইচ্ছায়, আঘাত দিবার ইচ্ছায়, ধাক্কা দিবার বা গুঁতাইবার ইচ্ছায়, বধ করিবার ইচ্ছায়।

পহসতি (ক্রি) [প+√হস+অ] হাস্য করা, হাসিয়া প্রকাশ করা, মুখ চাপিয়া হাসা। (জাতক) **উহসতি পহসতি**। ⇒ **পহস্সতি, পহাসতি**। (অতীত) **পহসি**। (অ-বিণ) **পহসিত**।

পহসিত (বিণ) হাসিতে হাসিতে, হাস্য করিয়া, হাসি হাসি, প্রফুল্ল, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ, আনন্দিত, হাস্য, হর্ষোৎফুল্ল। (জাতক) **নিচ্চ পহসিত মুখ**। ⇒ **পহসতি, পহস্সতি**।

পহস্সতি (ক্রি) [প+√হস+অ] হাস্য করা, হাসা, হাসিয়া প্রকাশ করা, আনন্দিত হওয়া, উল্লসিত হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, উৎসাহপূর্ণ হওয়া। = **হট্ঠ পহট্ঠ**। = **পহসতি, পহংসতি** (২)। (অতীত) **পহসি**। (অ-বিণ) **পহসিত**।

পহান (ক্লী) স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, পরিত্যাগ, ত্যাগ, প্রহাণ, বর্জন, প্রত্যাখ্যান, নাকচ, পরিহার। ⇒ **সময**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্খপহান**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কণ্হস্স কম্মস্স পহানায**। = **বূপসম পটিনিস্সগ্গ** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নীবরণ সন্তাপ পহান**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পহান পরিঞ্ঞা; পহান বিনয**।

পহানক্কম [পহান+কম] প্রহানক্রমে, ত্যাগানুসারে, পরিহারক্রমে, বর্জনক্রমে। ⇒ **কম**।

পহান পধান—পাপচিন্তা বা পাপপূর্ণ চিন্তাসমূহের বর্জন। ⇒ **পধান**।

পহান পরিঞ্ঞা—প্রহাণ পরিজ্ঞা বা পরিজ্ঞান, সম্পূর্ণ চূড়ান্ত নিবৃত্তি জ্ঞান। ⇒ **পহান, পরিঞ্ঞা**।

পহান বিনয—ত্যাগনিহিত পরিহার বা বর্জন। (যৌগিকে) **পহান-বিনয সংবর-বিনয**। "**পহান বিনয**"-এর ভিত্তি পঞ্চগুণ, যথা—**তদঙ্গ পহান, বিক্খম্ভন পহান, সমুচ্ছেদ পহান, পটিপ্পস্সদ্ধি পহান, নিস্সরণ পহান** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ⇒ **পহান**।

পহায—ছাড়িয়া দিয়া, ত্যাগ করিয়া, বর্জন করিয়া। ⇒ **পজহতি**।

পহাযতি (ক্রি) = **পজহতি**। ⇒ **পজহতি**।

পহাযিন (বিণ) পরিহার করে এমন, পরিবর্জন করে এমন, ত্যাগ করে এমন, বর্জন করে এমন, পরিত্যাগ করে এমন। ⇒ **পহাযী**।

পহাযী (বিণ) ত্যাগী, বিসর্জনকারী, বর্জনকারী, পরিত্যাগকারী। = **পহাযিন**।

পহার (পুং) ১ প্রহার, আঘাত, নিগ্রহ, দণ্ডাঘাত, তীব্র মানসিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য, বিপদ, শুভ ঘটনা, সাফল্য, সুবাক্য প্রয়োগ, ঘা, চোট, সহসা আক্রমণ, ভীষণ উদ্যম, অসাধারণ চেষ্টা, যন্ত্রণা, ঘড়ির বাদ্য, ঘড়ির শব্দ, স্পন্দন, কম্পন, ছোট দাগ বা আঁচড়, কলমের টান, রেখা। (দীর্ঘনিকায়) **দণ্ড পহার**। (পেতবত্থু) **সালিওক পহার**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পহার দান সিক্খাপদ**—আঘাত দানের অপরাধ-সম্বন্ধে শিক্ষাপদ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **একপ্পহারেন**—এক আঘাতে; **মুগ্গরপ্পহার**। (বিনয়) **পহারং দেতি**—আঘাত দেয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পহার সতানি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সীসে পহার**। ২ আঘাত, থেঁতলানো, ক্ষত, ঘা, ক্ষতি। (জাতক) **পহারমুখ**।

পহারণ = **অভিপ্পহরণ**। ⇒ **অভিপ্পহরণ**।

পহারদান—প্রহারকরণ, আঘাত প্রদান।

পহারাপেসি (ক্রি) = **পহরাপেতি**। ⇒ **পহরাপেতি**(২)।

পহারিন (বিণ) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মনোযোগ আকর্ষণকারী, দাঙ্গাকারী, মারপিট করে এমন, প্রহারকারী, প্রহারী, প্রহারিন, প্রচণ্ড আক্রমণকারী, যুক্তি দ্বারা প্রতিবাদকারী।

পহাস (পুং) মহা আনন্দ, উল্লাস, অত্যন্ত উল্লাস, অতিশয় আহ্লাদ, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য।

পহাসতি (ক্রি) [প+√হস+অ] হাসানো, হাস্য করানো, আনন্দিত করা, প্রফুল্ল করা, হৃষ্ট করা, উল্লসিত করা। = **পহাসেতি**। (ব-বিণ) **পহাসন্ত, পহাসযন্ত; পহাসযন্তো পরিসং** = **পহাসন্তো সপরিসং** (থেরগাথা অর্থকথা)।

পহাসি ১ (**পহরতি** ক্রিয়ার অতীত কাল প্রথম পুরুষ একবচন—বিমানবত্থু)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মুসলেন পহাসি** = **মুসলেন পহরি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ (**পজহতি** ক্রিয়ার অতীতকাল প্রথম পুরুষ একবচন—সূত্রনিপাত)। = **পজহি**। ⇒ **জহতি, পজহতি**।

পহাসেতি (ক্রি) [প+√হস+এ] হাসানো, হাস্য করানো, আনন্দিত করা, আনন্দপূর্ণ করিয়া তোলা, হৃষ্ট করা, সন্তুষ্ট করা, উৎফুল্ল করা। = **পহাসতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চিত্তং পমোদেতি হাসেতি পহাসেতি**। (অতীত) **পহাসেসি**। (অ-বিণ) **পহাসিত**।

পহিণ (বিণ) প্রেরিত, প্রেরণ করিয়াছে এরূপ, পাঠাইয়াছে এরূপ। (পুং) প্রেরণ, সংবাদবাহক, দূত, বার্তাবহ। (দীর্ঘনিকায়) **পহিণ গমন**—দূতরূপে গমন, দূতের কাজ। ⇒ **পহন**।

পহিণক (ক্লী) মিঠাই, মিষ্টি, শর্করাযুক্ত খাদ্য, মিষ্টান্ন। ⇒ **পহেণক**।

পহিণগমন (ক্লী) সংবাদিকরূপে গমন, আদেশ পালনে গমন, ভারার্পিত কার্যে গমন। ⇒ **পহিণ, পহিণগমন**।

পহিণতি (ক্রি) প্রেরণ করা, পাঠানো, প্রক্ষেপ করা, ছোঁড়া, নিক্ষেপ করা, সংবাদ পাঠানো, সংবাদবাহক প্রেরণ করা। (অতীত) **পহিণি**; (জাতক) **সাসনং পহিণি**—চিঠি (পত্র) প্রেরণ করিয়াছিল; = **পণ্ণানি পহিণি**। (অ-বিণ) **পহিত** (২)। (ব-বিণ) **পহিণন্ত**। (ক্রি-বি) **পহিণিত্বা**। (তুম্) **পহেতুং**।

পহিণন (স্ত্রী) প্রেরণকরণ, পাঠানো, সংবাদ প্রেরণ, ত্বরায় প্রেরণ, ত্বরায় কার্যনির্বাহ, সরকারী সংবাদ।

পহিণাতি (ক্রি) = **পহিণতি**। ⟹ **পহিণতি**।

পহিত (বিণ) ১ স্থির সংকল্প, দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরনিশ্চয়, অটল, স্থির, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবান। (যৌগিকে) **পহিতত্ত**। ⟹ **পদহতি**। ২ প্রেরিত, প্রেষিত, আদিষ্ট, নিয়োজিত, যাহাকে পাঠানো হইয়াছে এমন, বিসর্জিত। (জাতক) **সাসন পহিত**। ⟹ **পহিণতি**।

পহিতত্ত (স্ত্রী) [পহিত+অত্ত] নিজের সর্বশক্তিপ্রয়োগকরণ, ব্যগ্রতা, একাগ্রচিত্ততা, উদ্যমশীলতা। = **পেসিতত্ত**। ⟹ **পহিত**।

পহিয্যতি (ক্রি) = **পহীযতি**। ⟹ **পহীযতি**।

পহীন (বিণ) প্রহীণ, পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, বর্জিত, অপসারিত, বিবেচনার অযোগ্য, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভগ্ন, বিনষ্ট, নষ্ট। (সূত্রনিপাত) **পহীন জাতি-মরণ; পহীন মল-মোহ**। ⟹ **পজহতি**।

পহীনকাম (বিণ) আকাঙ্ক্ষা ত্যাগকারী, আসক্তিমুক্ত, নিষ্কাম, অনাসক্ত। = **নিক্কাম**।

পহীন জাতি-মরণ (বিণ) জন্ম-মৃত্যু মুক্ত, জন্ম আর মৃত্যুকে ধ্বংস করিয়াছে এমন। = **পহীন সংসার**। ⟹ **জাতি**।

পহীন ভযভেরব (বিণ) ভয়মুক্ত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, ভয়হীন। ⟹ **ভেরব**।

পহীন সংসার (বিণ) সংসারমুক্ত অর্থাৎ যিনি সংসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবেন না এবং মরিবেন না। = **পহীন জাতি-মরণ**।

পহীযতি (ক্রি) [প+√হা+ঈ+য] অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, লোপ পাওয়া, বিনষ্ট হওয়া, তিরোহিত হওয়া, অন্তর্ধান হওয়া, মৃত্যু হওয়া, পরলোকগত হওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া, ত্যক্ত হওয়া, লম্পট হওয়া, পরিবর্জিত হওয়া। ⟹ **পজহতি**। (অতীত) **পহীযি**। (অ-বিণ) **পহীন**। (ব-বিণ) **পহীযমান**। (ভবিষ্যতে) **পহীযিস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **পহীযিত্বা**।

পহূ (বিণ) সমর্থ, শক্তিমান, যোগ্যতা সম্পন্ন, ধীমান, দক্ষ।

পহূত (বিণ) প্রভূত, বহু, প্রচুর, উৎপন্ন, উন্নত, প্রশস্ত, চতুর্দিকে প্রসারিত, নির্দিষ্ট প্রস্থবিশিষ্ট, স্থূল, কদর্য, বিশেষ জোরালো, পূর্ণ, প্রকাশ, স্পষ্ট, প্রধান, সাধারণ, উদার, অনেক, বিস্তর, বহুল পরিমাণ, অধিক দিন স্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী, গণ্যমান্য, অনল্প, পর্যাপ্ত, যথেষ্ট। = **অনপ্পক, বহু, যাবদত্থ, অপরিযন্ত, উড়ার, বহূ**। ⟹ পহোতি (২)।

পহূত জিব্‌হ (বিণ) যাহার জিহ্বা বড় বা প্রশস্ত এমন, বিস্তৃত বা প্রসারিত জিহ্বা আছে এমন, যাহার জিহ্বা লম্বা। ইহা বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে একটি।

পহূত জিব্‌হতা (স্ত্রী) প্রভূত জিহ্বতা, প্রসিদ্ধ বা প্রশস্ত জিহ্বা ধারণের গুণ বা লক্ষণ, মহাপুরুষের জিহ্বালক্ষণ (অর্থাৎ বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে ইহা সপ্তবিংশতিতম লক্ষণ। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জিহ্বা প্রসারিত করিয়া তাঁহার নিজ কর্ণদ্বয় এবং কপাল আচ্ছাদন করিতে পারিতেন (দীর্ঘনিকায় এবং সূত্রনিপাত)।

পহূত ধঞ্ঞ (বিণ) প্রভূত ধনশালী, মহা ধনবান, প্রচুর ঐশ্বর্য আছে এমন, প্রচুর ধান্য আছে এমন।

পহূতধন (বিণ) প্রভূত ধনশালী, মহাধনবান, মহাধনী, যাহার প্রচুর ধন আছে এমন। = **পূহত ধঞ্ঞ**। (সাহিত্যে) **বহুত রতন**। (স্ত্রী) প্রভূত ধন। = **বহুত ধন**।

পহূত ধনধঞ্ঞ (বিণ) প্রভূত বা বহু ধনধান্যে ধনী, প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী। = **পহূত ধনধঞ্ঞবা**। ⟹ **ধনধঞ্ঞ**।

পহূত ধনধঞ্ঞবা (বিণ) প্রভূত ধনধান্যের অধিকারী, যথেষ্ট ধনে ধনী, প্রচুর ধনে ধনবান। = **পহূত ধনধঞ্ঞ**।

পহূত পঞ্ঞ (বিণ) প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞ।

পহূতভক্খ (বিণ) যথেষ্ট খাবার মজুদ আছে এমন, অধিক ভক্ষণকারী (সংযুক্ত নিকায়ে অগ্নি-সম্বন্ধে কথিত), খাইবার জন্য খুব ইচ্ছুক, লোভী, উদর সর্বস্ব, পেটুক, অতি ক্ষুধার্ত, (অগ্নি-সম্বন্ধে কথিত) অতিরিক্ত ইন্ধন ইচ্ছুক। ⟹ **ভক্খ** (১)।

পহূতমাল্য (বিণ) অসংখ্য ফুলের মালা অথবা ফুল আছে এমন। ⟹ **মাল্য**।

পহূতরতন = **বহুত রতন**। ⟹ **বহুত রতন**।

পহূত বিত্ত (বিণ) প্রভূত বিত্ত বা সম্পত্তির অধিকারী। = **পহূত ধঞ্ঞ**।

পহূতসো (ক্রি-বিণ) প্রভূত ঐশ্বর্যের মধ্যে, প্রাচুর্যের মধ্যে। = **বহূতসো**।

পহূতিক (বিণ) = **পহূত**। ⟹ **পহূত**।

পহেণ = **পহেন**। ⟹ **পহেন**।

পহেণক (স্ত্রী) দান, নজর, উপহার, কাহারও নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত উপহার। ⟹ **পহিণক**।

পহেন (স্ত্রী) প্রেরণ, দূত, সংবাদবাহক। = **পহিণ**।

পহেনক = **পহিণক**। ⟹ **পহিণক**।

পহোতি (ক্রি) [প+√হূ+অ] ১ চলা, অগ্রসর হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো, উঠা, চড়া, ফাঁপিয়া উঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, সৃষ্টি করা, সৃজন করা, উৎপাদন করা, আরম্ভ হওয়া, উদ্ভূত হওয়া। (অ-বিণ) **পহোত্থ** (জাতক)। ২ পর্যাপ্ত

হওয়া, যথেষ্ট হওয়া, যথা প্রয়োজন হওয়া, সমর্থ হওয়া, শক্তিমান হওয়া, যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া, ধীমান হওয়া, দক্ষ হওয়া। (অ-বিণ) **পহূত**। (ভবিষ্যতে) **পহোস্‌সতি**।

পহোত্থ (বিণ) (কিছু হইতে) উৎপন্ন অর্থাৎ ইহাই ছিল মূলত দোষ। ⟹ **পহোতি** (১)।

পহোন = **পহোনক**। ⟹ **পহোনক**।

পহোনক (বিণ) যথেষ্ট, প্রচুর, পর্যাপ্ত।

পহোনকাল—যথেষ্ট সময়, এখনও অনেক সময় আছে, পর্যাপ্ত সময়।

পহ্নিগমন (ক্লী) সংবাদিকের গমন, সংবাদ লইয়া গমন। = **পহিণগমন**।

পাক (পুং) ১ পাক, রন্ধন, রন্ধনকরণ, যাহা রাঁধা হয়, পরিমিত পাক বা রন্ধন, পাককরণ, পরিপাক, বার্ধক্য প্রযুক্ত কেশের শুক্লতা, সিদ্ধি, ভয়, পরিণতি, নিষ্পত্তি, পাকের পরিমাণ। (জাতক) **তীহি পাকেহি পচিত্বা**--তিনবার পাক করিয়া। (বিনয় অর্থকথায়) **তেলপাক**। (জাতক) **থালিপাক**। (সংযুক্ত নিকায়) **দোণপাক**। **সোসান পাক ধাতুমঞ্জুসা**। ২ কর্মফল, ফলাফল, সুবিধা, যথার্থ, দর্শকের ভাবান্তর, লাভ, সমাপ্তি, পরিণাম, শেষ ফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উত্তর। ক্লীব লিঙ্গে "পাক" শব্দের বাক্য:—**পাকং পাকস্‌স পচ্চযো; অপাকং অবিপাকস্‌স** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। (তুলনীয়) **বিপাক**।

পাকট (বিণ) জ্ঞাত, প্রকাশিত, প্রচারিত। = **পাকত**।

পাকপাকট পরিস্‌সযা ⟹ **রোগ**।

পাকত (বিণ) ১ সাধারণ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে, সাধারণ লোক--সম্বন্ধীয়, নীচ, অশিষ্ট, অমার্জিত, অসংযত, অদমিত, অনিয়ন্ত্রিত। = **পকত**। = **সংবরাভাবেন গিহিকালে বিয বিবট-ইন্দ্রিয**। = **অসংবুত, পকত**। মিলিন্দ প্রশ্নে **"পাকতা"** শব্দের পাঠ **"পাপকা"** হইবে। ২ অনাবদ্ধ, বন্ধ নয় এমন, মুক্ত, খোলা, উন্মুক্ত, বেষ্টিত-বাধাযুক্ত ইত্যাদি নয় এমন, অনাচ্ছাদিত, বিকশিত, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, অনিণীত, অমীমাংসিত, কাজের জন্য প্রস্তুত, প্রকাশিত, সর্বজন বিদিত, সরল, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাব নিকাশ শেষ হয় নাই এমন, গুপ্ত নহে এমন, লুক্কায়িত নহে এরূপ। (জাতক) **পাকতো জাতো**—প্রকাশিত, খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন। পেতবত্থু অর্থকথায় **"আবি"** শব্দের পরিবর্তে **"পাকত"** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ৩ সাধারণত জ্ঞাত, অধিকাংশ স্থলে জ্ঞাত, ঘরোয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ, সুপরিচিত, সচরাচর ঘটিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাকতাদেবা; সুপাকত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পাকত পঞ্ঞাত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পাকতং করোতি**—সুস্পষ্ট করা, বিশদ করা, প্রকাশ করা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পাকতভাব**। ৪ বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যশস্বী, সুপরিচিত, সুবিখ্যাত, সুবিদিত, সুপ্রসিদ্ধ।

পাকতভাব (বিণ) জ্ঞাত, বিদিত, অবগত, জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া। ⟹ **পাকত** (৩)।

পাকতিক (বিণ) মৌলিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এমন, প্রাকৃতিক, সহজ, স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ, কষ্টকল্পিত নহে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পাকতিক মণিরতন**। জাতকে **"পটিপাকতিক"** শব্দের পরিবর্তে **"পাকতিক"** শব্দের ব্যবহারও কোনো কোনো স্থানে দৃষ্ট হয়। **পাকতিকং করোতি**—পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা, জীর্ণ সংস্কার করা, সংশোধন করা, মেরামত করা, ক্ষতিপূরণ করা, পুনঃনির্মাণ করা, পুনরায় সংস্কার করা; (চরিত্রে) পদচ্যুত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা অর্থাৎ পুনর্বার পদ প্রদান করা, পুনরায় বহাল করা। (পুং) = **পকতি**। ⟹ **পকতি** (২)।

পাকতেল (ক্লী) তৈল প্রস্তুতি, তৈলের অভিসন্ধি, তৈল সংযোগ, তৈল মিশ্রণ। সাধারণত শত বা সহস্র অংশে ইহার মূল্য প্রদানকেও বুঝায়, যেমন—(জাতক) **সত পাকতেল**—শতবার পাক করা তৈল; (ধর্মপদ অর্থকথা) **সহস্‌স পাকতেল**—সহস্রবার পাক করা তৈল। ⟹ **তেল**।

পাকবট্ট (ক্লী) অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক খাদ্য সরবরাহ, সত্তা, জীবিকা, ভরণ-পোষণের উপায়, জীবিকানির্বাহের উপায়, ধারণ, ভিক্ষাস্বরূপ পক্ব অন্ন, ভরণপোষণ, সমর্থন, গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণ। ⟹ **বট্ট** (২)।

পাকহংস (পুং) একজাতীয় জলচর হংস বা পক্ষী। ⟹ **হংস** [পুং (১)]।

পাকার (পুং) প্রাকার, বেষ্টন, বেড়া, প্রাচীর, প্রাচীরের ঘেরা, দুর্গ প্রাচীর, গড়ের চারিদিকে মাটির ঢিপি, বাধা এবং রক্ষার জন্য আলাদা করিয়া রাখা, বেষ্টনী দেয়াল। প্রাকার তিন প্রকার, যথা—**ইট্‌ঠকা পাকার** (ইষ্টক নির্মিত দেয়ালযুক্ত প্রাকার), **সিলা পাকার** (প্রস্তর নির্মিত দেয়াল যুক্ত প্রাকার), **দারুপাকার** (কাঠের বেড়া)। (সংযুক্ত নিকায়) **পাকার তোরণ**। (জাতক) **মহাপাকার; পাকার পরিখা; পাকার অট্টাল**। (পেতবত্থু) **অযো পাকার**। = **পরিক্‌খেপ পাকার**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিণ্ণং পাকারানং অন্তরে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাণি পাকার**।

পাকার ইট্‌ঠকা—দেয়ালের টালি বা ইট। = **পাকারিট্‌ঠিকা**।

পাকার ইট্‌ঠিকা = **পাকার ইট্‌ঠকা**। ⟹ **পাকার ইট্‌ঠকা**।

পাকারট্‌ঠকা = **পাকারিট্‌ঠিকা**। ⟹ **পাকারিট্‌ঠিকা**।

পাকার পরিক্‌খিত্ত (বিণ) প্রাকার বেষ্টিত, চারিদিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ⟹ **পরিক্‌খিত্ত**।

পাকার পরিক্খেপ—প্রাকার পরিবেষ্টন, চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘেরা।

পাকারবখু—প্রাকার বস্তু অর্থাৎ দৃঢ় ভিত্তি। = **দড়্‌-উদ্দাপ**।

পাকারিট্‌ঠিকা (বিণ) [পাকার+ইট্‌ঠিকা] ইট দ্বারা প্রস্তুত, ইষ্টক নির্মিত। ⟹ **ইট্‌ঠকা** (১), **পাকার ইট্‌ঠিকা**।

পাকাসিক = **পাকাসিয**। ⟹ **পাকাসিয**।

পাকাসিয (বিণ) সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, বিশদ, বন্ধ নয় এমন, অনাবদ্ধ, উন্মুক্ত, খোলা, বেষ্টিত বা বাধাযুক্ত ইত্যাদি নয় এমন, অনাচ্ছাদিত, বিকশিত, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, অনির্ণীত, অমীমাংসিত, কাজের জন্য প্রস্তুত, প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত, সরল, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাব-নিকাশ শেষ হয় নাই এমন, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, জাজ্জ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্র, পূর্ণ, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, ঋণশূন্য, অঋণী, অবিব্রত, মুক্ত, বাধাহীন। (বিপ) **গুয্‌হ**।

পাকুল (বিণ) বিশেষরূপে ব্যাকুল, অতিশয় বিভ্রান্ত, অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। উদানে "**বক্কুল**" শব্দের পরিবর্তে "**পকুল**" শব্দের পাঠ হইবে। ⟹ **আকুল**।

পাগব্‌ভিয (ক্লী) সাহসিকতা, সাহসপূর্বক সম্পাদনা, প্রগল্‌ভতা, নির্লজ্জতা, স্পষ্টতা, ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য, দম্ভ, উদ্যত, উৎসুকতা, তৎপরতা, ব্যগ্রতা, অনুচিত, সাহসিকতা, অগ্রবর্তিতা, অগ্রিম পক্বতা, অকাল পক্বতা। **পাগব্‌ভিয** তিন প্রকার, যথা—**কাযিক পাগব্‌ভিয**, **বাচসিক পাগব্‌ভিয**, **চেতসিক পাগব্‌ভিয** (মহানির্দেশ)।

পাগুঞ্‌ঞ (ক্লী) প্রাগুণ্য, গুণপূর্ণতা, নিপুণতা, বিজ্ঞতা, চতুরতা।

পাগুঞ্‌ঞতা (স্ত্রী) ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তু বা মনের ভাব, নিপুণতা, চতুরতা, দক্ষতা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন, সচরাচর ঘটনা, ঘরোয়া অবস্থা, পরিচিত অবস্থা, বন্ধুত্ব ভাব।

পাগুস (ক্লী) [(সংস্কৃত) বাগুস—হলাযুধ নামক এক জাতীয় বৃহৎ মৎস্য] একজাতীয় মাছ। (জাতক অর্থকথায়) **মহামুখ মচ্ছ**।

পাচক (বিণ) হজমি, পাচক, পরিপাচক, জারক, রন্ধনকারী, পরিপক্ব, সুসম্পন্ন, পরিণত। (পুং) পাচক, পরিপাচক, জারক, রাঁধুনি, অগ্নি, পরিপাক, হজম, পরিপক্বতা, দেয় হইবার সময়, পরিণতি। (ক্লী) দেহস্থ পিত্তনাশক ধাতু, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা।

পাচন (ক্লী) ১ সিদ্ধকরণ, রন্ধনকরণ। (জাতক) **যাগুপাচন**। (তুলনীয়) **পরিপাচন**। ২ অঙ্কুশ, পাচন, পাচনবাড়ি, উত্তেজনা, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছড়ি, গো-তাড়নের লাঠি, লাঠি, গাছের সরু ডাল, ছড়ির মত দেখিতে কোনো জিনিস। = **পাজন**।

পাচন যট্‌ঠি—পাচনবাড়ি, গো-তাড়ন যষ্টি, অঙ্কুশ যষ্টি, তাড়াইবার লাঠি, রাখালের যষ্টি, অঙ্কুশ। ⟹ **যট্‌ঠি** (১), **পাচন** (২)।

পাচরিয (পুং) [পু+আচরিয] প্রাচার্য, আচার্যের আচার্য, শিক্ষকের শিক্ষক, শিক্ষাগুরুর শিক্ষাগুরু।

পাচাপেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) রন্ধন করানো, পাক করানো, পাক করিবার কারণ হওয়া। = **পাচেতি**। (অতীত) **পাচাপেসি**। (অ-বিণ) **পাচাপিত**। (ক্রি-বি) **পাচাপেত্বা**।

পাচিকা (স্ত্রী) পাচিকা, রন্ধনকারিণী, যে স্ত্রীলোক রন্ধন করে বা রাঁধে।

পাচিত্তিয (বিণ) প্রায়শ্চিত্তক্ষম, প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থী, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক বোধ করে এমন, প্রায়শ্চিত্তের দাবি জানায় এমন, প্রায়শ্চিত্তোপায় খোঁজে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাচিত্তিয ধম্ম**। "**পাচিত্তিয**" বিনয়শাস্ত্রের একটি পুস্তকের নাম-বিশেষ।

পাচীন (বিণ) প্রাচ্য, পূর্বদিগস্থ, পূর্বদেশীয় (অর্থাৎ যে দিকে সূর্য উদয় হয় সেই দিকে মুখ করিয়া)। (বিপ) **পচ্ছা**। (জাতকে মায়াদেবীর শয্যা বা পালঙ্ক-সম্বন্ধে) **পাচীন সীসক**। (জাতক) **পাচীন লোকধাতু**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পাচীন মুখ**—পূর্বদিকে মুখ করিয়া আছে এমন। (পুং) পূর্বদিক।

পাচীন দিসা (স্ত্রী) পূর্বদিক।

পাচীন দিসাভিমুখী (বিণ) পূর্বাভিমুখী, পূর্বদিকাভিমুখী, পূর্বদিকে মুখ করিয়া আছে এমন। ⟹ **পামোক্‌খ** (২)।

পাচীনমুখ (বিণ) পূর্বদিকে মুখ করিয়া আছে এমন। ⟹ **পাচীন**।

পাচীন সীসক (বিণ) পূর্ব শিরায় আছে এমন, পূর্বদিকে মাথা রাখিয়া আছে এমন, পূর্বদিকে মাথা আছে এমন। জাতকে ইহা মায়াদেবীর শয্যা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ⟹ **সীসক** (বিণ)।

পাচেতি (ক্রি) ১ সিদ্ধ করা বা করানো, উৎপীড়ন করা বা করানো। = **পাচাপেতি**। (তুলনীয়) **বিপাচেতি**। ⟹ **পচতি**। (ব-বিণ) **পাচযতো**, **পাচেন্তো**। ২ ঠেলিয়া দেওয়া, বলপূর্বক অগ্রসর হওয়া, গাড়ি চালানো, ক্ষিপ্র চালিত করা, উদ্যমের সহিত পরিচালনা করা, সম্পাদন করা, কোনো অবস্থায় আনা, শিকার অনুসরণ করা, খনন করিয়া প্রসারণ করা, মারিতে যাওয়া, আগ্রহ ও পরিশ্রম করিয়া কাজ করা, ব্যস্ত করিতে চেষ্টা করা, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, চালিত হওয়া, গাড়িতে যাওয়া, চাপা, সামনে অগ্রসর হওয়া, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, তাগিদ করা। (ধর্মপদ) **আযুং পাচেতি** = **গোপালকো বিয ... পেসেতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পাজন (ক্লী) প্রবল বেগে ক্ষেপণ, গাড়িতে গমন, শকটযানে

অতিক্রান্ত পথ, (বাধাসত্ত্বেও) কর্মক্ষমতা, বিশেষপ্রচেষ্টা, অঙ্কুশ, উত্তেজনা। ⟹ **পাচন** (২)।

পাজাপেতি (ক্রি) ঠেলিয়া দেওয়ার কারণ হওয়া, ক্ষিপ্র চালিত করানো, গাড়ি চালাইবার কারণ হওয়া, চালাইয়া নেওয়া, তাড়াইয়া দিবার কারণ করা, চালানো, চলিবার কারণ করা। (জাতক) **সকটানি পাজাপেতি**। ⟹ **পাজেতি**।

পাজিযমান (বিণ) চলন্ত, চলমান, গতিশীল, চলিতেছে এমন।

পাজেতি (ক্রি) [প+√অজ+এ] ১ ঠেলিয়া দেওয়া, বলপূর্বক অগ্রসর করা, গাড়ি চালানো, ক্ষিপ্র চালিত করা, উদ্যমের সহিত পরিচালনা করা, সম্পাদন করা, কোনো অবস্থায় আনা, শিকার অনুসরণ করা, খনন করিয়া প্রসারণ করা, মারিতে যাওয়া, আগ্রহ ও পরিশ্রম সহকারে কাজ করা, ব্যস্ত করিতে চেষ্টা করা, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, চালিত হওয়া, গাড়িতে যাওয়া, পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা। (তুলনীয়) **পাচেতি** (২)। (জাতক) **নাবং পাজেতি; যোগ্গং পাজেতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গোণে পাজেতি**। ২ (পাশা বা ছক্কা) নিক্ষেপ করা। (অতীত) **পাজেসি**। (অ-বিণ) **পাজিত**। (ব-বিণ) **পাজেন্ত**। (ক্রি-বি) **পাজেত্বা**। (করণে) **পাজাপেতি**।

পাটকন = **পাটঙ্কী**। ⟹ **পাটঙ্কী**।

পাটঙ্কী (স্ত্রী) পালকি বা শিবিকায় বসিবার আসন-বিশেষ। (বি-ভা) **সিবিকং পাটকিং** (বিনয়)। সম্ভবত এই শব্দটি "**পালঙ্ক**" (?)।

পাটঙ্গন = **পাটঙ্কী**। ⟹ **পাটঙ্কী**।

পাটঙ্গিন = **পাটঙ্কী**। ⟹ **পাটঙ্কী**।

পাটযতি (ক্রি) পাতন করা, পাতিত করা, ফেলাইয়া দেওয়া। ⟹ **পাটেতি**।

পাটল (বিণ) পাটল, পাটলবর্ণের, পাটলবর্ণ-বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণের, শ্বেতরক্ত মিশ্রিত বর্ণযুক্ত। (পুং) পাটলবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, পাটকিলা রং, শ্বেতরক্ত মিশ্রিত বর্ণ।

পাটলি (স্ত্রী) এক প্রকার বনজ পুষ্পের নাম।

পাটলিপুট—পাটলি নামক পুষ্পের বীজ রাখিবার আধার বা পাত্র। ⟹ **পাটলি, পুট** (৪)।

পাটলিপুত্ত (পুং) প্রাচীন মগধরাজ্যের নাম "পাটলিপুত্র"। ইহার বর্তমান নাম "পাটনা" (এই পাটনা উত্তর ভারতীয় বিহার প্রদেশের বর্তমান রাজধানী), এক দেশের বা নগরের নাম-বিশেষ। ⟹ **পুট, পুটভেদ, পুটভেদন**।

পাটলী (স্ত্রী) এক প্রকার বনজ পুষ্পের নাম, পারুল ফুল (?), তুরী বা সিঙ্গাফুলের গাছ। (দীর্ঘনিকায়) **বিপস্সী পাটলিযা মূলে অভিসম্বুদ্ধো**। (জাতক) **পাটলী রুক্খ**—(বোধিবৃক্ষস্বরূপ) পাটলীবৃক্ষ; ⟹ **পাটলী ভদ্দক**।

পাটলীভদ্দক = **পাটলীরুক্খ**। ⟹ **পাটলীরুক্খ, পাটলী**।

পাটলীরুক্খ (পুং) পাটলী বৃক্ষ। এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া বিপস্সী নামক সম্যক সম্বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সুতরাং এই বৃক্ষও বোধিবৃক্ষ। ⟹ **পাটলী**।

পাটব (পুং, ক্লী) পাটব, পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য।

পাটিএক্ক সন্নিবেসন—নির্জনে অবস্থান, স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত, গুপ্তস্থান, সাধারণের নিকট প্রকাশ্যভঙ্গি, বেসরকারি পদ বা চাকরি, নিজস্ব মনোভাব, পৃথক ব্যবস্থা। ⟹ **সন্নিবেসন**।

পাটিক (ক্লী) পাত্র, পানপাত্র, নল, শিরা, জাহাজাদি, খাদ্য রাখিবার পাত্র, পাত্রসহ খাদ্য, থালা, খাদ্য-বিশেষ, বাটি, বাটির মধ্যস্থ জিনিস, খোল, কলিকা, কলকে, কাঠের বল।

পাটিকঙ্খ (বিণ) ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, আশান্বিত, প্রতীক্ষা করে এমন। = **ইচ্ছিতব্ব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গতি পাটিকঙ্খা**।

পাটিকঙ্খিন (বিণ, পুং) আকাঙ্ক্ষী, বাসনাকারী, অভিলাষী, ইচ্ছুক, প্রতীক্ষাকারী, যে ব্যক্তি আশা বা প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

পাটিকঙ্খী (বিণ, পুং) = **পাটিকঙ্খিন**। ⟹ **পাটিকঙ্খিন**।

পাটিকা (স্ত্রী) অর্ধচন্দ্রাকার পাথর, দালানের প্রবেশ পথে কিংবা সিঁড়ির গোড়ায় অর্ধচক্রাকার পাথর বা চ্যাপটা কোনো বস্তু। = **পাটিয** (জাতক); **পিট্ঠিপাসাণ** (জাতক অর্থকথা)।

পাটিকূল্যা = **পাটিকূল্যা**। ⟹ **পাটিকূল্যা**।

পাটিকূল্য (ক্লী) ঘৃণা, ঘৃণিত অবস্থা, ঘৃণ্যতা। = **পাটিকূল্যতা**।

পাটিকূল্যা (স্ত্রী) = **পাটিকূল্যতা**। ⟹ **পাটিকূল্যতা**।

পাটিকূল্যতা = **পাটিকূল্যতা**। ⟹ **পাটিকূল্যতা**।

পাটিকূল্যতা (স্ত্রী) প্রতিকূল্যতা, জঘন্য অবস্থা, ঘৃণ্যতা, ঘৃণা, আপত্তিজনক অবস্থা, আপত্তিযোগ্য অবস্থা। = **পাটিকূল্য**। (তুলনীয়) **পটিকূল্যতা, পটিকূলতা, পাটিকূল্যা**।

পাটিদেসনীয (বিণ) পাপ স্বীকার সম্বন্ধীয়, (ভিক্ষুদের পরস্পরের মধ্যে যে পাপ) মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হয় উহাকে বলা হয় প্রতিদেশনীয়।

পাটিদেসনীযক = **পাটিদেসনীয**। ⟹ **পাটিদেসনীয**।

পাটিপদ ১ (বিণ) (যথার্থ) পথ অনুসরণকারী, ঠিক পথে চলে এমন। ২ (পুং) (সাহিত্যে) প্রবেশ, প্রারম্ভ, আরম্ভ; প্রতিপদ, চন্দ্রের প্রথম কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিযুক্ত তিথি, প্রতিপদ তিথি, শুক্লপক্ষের অথবা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিবস বা প্রতিপদ তিথি। (বিমানবথু অর্থকথা) **পাটিপদ সত্তমী**।

পাটিপদক (বিণ) প্রতিপদ, প্রতিপদ তিথি। = **পাটিপদ** (২)। "**ভত্ত**" সম্পর্কে "**পাকখিক পাটিপদক;**

উপোসথিক পাটিপদক"।

পাটিপদসিখ = **পাটিপদ**। ⟹ **পাটিপদ**।

পাটিপুগ্‌গলিক (বিণ, পুং) কাহারও সমকক্ষ বা সমান সম্বন্ধীয়। (মধ্যম নিকায়) **পাটিপুগ্‌গলিক দক্‌খিণা**। = **পটিপুগ্‌গলিক**।

পাটিভোগ (পুং) ধর্মপিতা বা ধর্মমাতা, যে ব্যক্তি অপরের জন্য দায়ী হয়, যে ব্যক্তি কোনো আন্দোলন বা নীতি অথবা জীবনধারা প্রবর্তন করে, নিশ্চয়তা, জামিন, জামানত, নিরাপত্তা, রক্ষা, রক্ষণ, বন্ধক, জামিনদার, প্রতিভূ।

পাটিমোক্‌খ (ক্লী) প্রাতিমোক্ষ, প্রাতিমোক্ষ নামক বিনয়গ্রন্থ, বিনয়ের বিবিধ উপদেশ বা শৃঙ্খলা সংবলিত সংগৃহীত গ্রন্থ, ভিক্ষুদের শাসনপ্রণালী বা আইন গ্রন্থ, সংক্ষিপ্ত বিনয় গ্রন্থ, ভিক্ষুশীল। এই গ্রন্থ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি সঙ্ঘ-উপোসথ দিবসে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারা একবার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। (বিনয়) **পাটিমোক্‌খং উদ্দিসতি**--প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা। (বিনয়) **পাটিমোক্‌খং ঠপেতি**—প্রাতিমোক্ষ আবৃতি বন্ধ করা অথবা স্থগিত করা। = **জেট্‌ঠক সীল**। = **পাতিমোক্‌খ**।

পাটিমোক্‌খ উদ্দেসক (পুং) যে ভিক্ষু সঙ্ঘোপসথে প্রাতিমোক্ষ আবৃতি করেন। ⟹ **পাটিমোক্‌খ**।

পাটিমোক্‌খ ঠপন (ক্লী) প্রাতিমোক্ষ আবৃতিতে সাময়িক বিরতি অথবা স্থগিতকরণ। = **পাতিমোক্‌খ ঠপন**। ⟹ **পাটিমোক্‌খ**।

পাটিমোক্‌খ সংবর (ক্লী) প্রাতিমোক্ষ শীলে সংবরণ, প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে উল্লিখিত শীল পালনে আত্মসংযম বা আত্মদমন, প্রাতিমোক্ষ শীল দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মশাসন। (তুলনীয়) **সংবুত পাটিমোক্‌খ**। ⟹ **পাটিমোক্‌খ**।

পাটিয = **পাটিকা**। ⟹ **পাটিকা**।

পাটিযতি (ক্রি) দরজার বাহির করিয়া দেওয়া, তাড়াইয়া দেওয়া, বিতাড়িত করা। ⟹ **পাটেতি**।

পাটিযেক্ক (বিণ) একটি, একটিমাত্র, স্বতন্ত্র, পৃথক, একাকী, অবিবাহিত, অবিমিশ্রিত, সরল, অকপট, দৃঢ়নিবদ্ধ। = **পাটেক্ক**।

পাটিযেক্কং (ক্রি-বিণ) আলাদা আলাদা করিয়া, বিচ্ছিন্নভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, ব্যক্তিগতভাবে, একে একে, একজন একজন করিয়া। = **পাটেক্কং**।

পাটিরূপিক (বিণ, পুং) কথাবার্তায় গর্বিত, ছলনায় দাম্ভিক, আচরণ ও চেহারা দ্বারা সত্য গোপনে অহঙ্কারী, ভান করিয়া গর্বিত, ছদ্মবেশে অহঙ্কারী, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত।

পাটিহার (বিণ) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যথাযথ, প্রতিহার্য, মনোযোগ আকর্ষণকারী, মুগ্ধকর, যদ্দ্বারা অভিভূত বা আকুল করা যায় এমন। (ক্লী) অদ্ভুত কাণ্ড, অলৌকিক ঘটনা, অসাধারণ বা অদ্ভুত ঘটনা। = **পাটিহারিয**।

পাটিহারিক (বিণ) প্রতিহার্য, অসাধারণ, অদ্ভুত, অলৌকিক, বিশেষ, স্বতন্ত্র, অসামান্য। (যৌগিকে) **পাটিহারিক পক্‌খ** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

পাটিহারিক পক্‌খ—অতিরিক্ত পর্ব বা উৎসব দিবস, অতিরিক্ত ছুটির দিন। ⟹ **পাটিহারিক**।

পাটিহারিয (বিণ) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যথাযথ, মনোযোগ আকর্ষণকারী, বিস্ময়কর, বিশেষ, দৈব শক্তি সম্পন্ন, অলৌকিক, প্রতিহার্য, স্বতন্ত্র, অসাধারণ, অসামান্য, অদ্ভুত। (ক্লী) দৈবশক্তি, প্রতিহার্য, ঋদ্ধি, ঋদ্ধি প্রকাশ, অদ্ভুত ক্ষমতা, বিস্ময়, আশ্চর্য বস্তু, অদ্ভুত ব্যাপার বা ঘটনা, অলৌকিক ঘটনা, অদ্ভুত কাণ্ড। = **পাটিহার**। (বি-ভা) **ইদ্ধি পাটিহারিয; আদেসনা পাটিহারিয; অনুসাসনী পাটিহারিয** (এই তিন প্রকার প্রতিহার্য বা অদ্ভুত অথবা অলৌকিক ব্যাপার যদ্দ্বারা বুদ্ধকে তাঁহার শিক্ষা বা উপদেশ সম্বন্ধে পার্থক্য করা যায়—দীর্ঘনিকায়)। (বিনয়) **অড্ঢুড্ঢ পাটিহারিয সহস্‌সানি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যমক পাটিহারিয**। বিশুদ্ধিমার্গে দুই প্রকার প্রতিহার্যের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—**পাকট পাটিহারিয, অপাকট পাটিহারিয**। **পাটিহারিয বিধা**—বহুবিধ ঋদ্ধি।

পাটিহারিয পক্‌খ (পুং) প্রাচীন উৎসব। = **পাটিহারিক পক্‌খ**।

পাটিহারিয বিধা—বহু প্রকার ঋদ্ধি। ⟹ **পাটিহারিয**।

পাটিহীর (বিণ) বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত। (ক্লী) আশ্চর্যজনক বস্তু, অদ্ভুত ব্যাপার, অলৌকিক ঘটনা, অদ্ভুত কাণ্ড। = **পাটিহার**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **যমক পাটিহীর**।

পাটিহের = **পাটিহার**। ⟹ **পাটিহার**।

পাটী (স্ত্রী) এই শব্দটি বিমানবত্থু অর্থকথায় বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়, যেমন—**সুক্ক-পক্‌খ-পাটিযং**—অর্ধচন্দ্রালোকে, এই অর্থ সন্দেহজনক। কিন্তু "**পক্‌খ**" শব্দের অর্থ হয় "অর্ধ" এই অর্থ এই শব্দের পক্ষে যথেষ্টই বটে। অতএব সম্ভবত আমাদের পক্ষে "**পটিপাটিয**" শব্দ পাঠই যুক্তিযুক্ত। বিমানবত্থু অর্থকথায় সেই একই রকমের আরও পাঠ দৃষ্ট হয়, যেমন—**সুক্কপক্‌খে-পন্নরসিযং**।

পাটুক (বিণ) সৎ, অশঠতাপূর্ণ, প্রতারণাময় নহে এরূপ, ধূর্ত নহে এমন। (বিপ) **অপাটুক**।

পাটুকম্যতা = **পাতুকম্যতা**। ⟹ **পাতুকম্যতা** (২)।

পাটুভ (বিণ) = **পাটুক**। ⟹ **পাটুক**। (বিপ) **অপাটুভ**।

পাটেক্ক (বিণ) [পাটি+এক] স্বতন্ত্র, পৃথক, ভিন্ন, অনেক, কতকগুলি, নানা, প্রত্যেকে নিজ নিজ, একটি, একটিমাত্র, একাকী, অবিবাহিত, অবিমিশ্রিত, সরল, অকপট, দৃঢ়নিবদ্ধ, বিভিন্ন, নির্দিষ্ট, স্পষ্ট, স্পষ্ট উচ্চারিত, ঠিক, অবধারিত। = **পাটিযেক্ক**।

পাটেক্কং (ক্রি-বিণ) একাকীভাবে, আলাদা আলাদা করিয়া,

বিচ্ছিন্নভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, ব্যক্তিগতভাবে, একজন একজন করিয়া, একে একে, পৃথকভাবে। = **পাটিযেক্কং**।

পাটেতি (ক্রি) [√পট+এ] ১ নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারণ করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা। (কর্মবাচ্যে) **পাটিযতি, পাটযতি**। (বি-ভা) **"বিসং পাটিমানো"** কিন্তু ইহা সন্দেহজনক, Kern. Toev. Morries গ্রন্থগুলি তুলনীয়। ২ = **ফাটেতি**। ⟹ **ফাটেতি**।

পাঠ (পুং) পাঠ, আবৃত্তি, অধ্যয়ন, পড়া, পাঠ্য অংশ। (বি-ভা) **তি পি পাঠো**—ইহাও পাঠ্য অংশ, এইরূপই পাঠ (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পাঠং বিকপ্পেতি**। (পেতবথু অর্থকথা) **পমাদ পাঠ**।

পাঠক (বিণ) পাঠক, অধ্যয়নকারী, যে ব্যক্তি আবৃত্তি করে বা মুখস্থ বলে, যে ব্যক্তি জানে, দক্ষ, অভিজ্ঞ। (মহানির্দেশ) **নক্খত্ত পাঠক**। (জাতক) **অসি-লক্খণ পাঠক; অঙ্গবিজ্জা পাঠক; লক্খণপাঠক**—দৈবজ্ঞ।

পাঠাগার (পুং) পাঠাগার, পাঠশালা, বিদ্যালয়, স্কুল।

পাঠীন (পুং) একজাতীয় মৎস্যবিশেষ, শিলাময় স্থানে বাসকারী মৎস্য। (জাতক অর্থকথা) **পাঠীন নামকং পাসাণ মচ্ছং**।

পাণ (পুং, ক্লী) প্রাণ, হৃদয়স্থ বায়ু, বায়ু, বল, প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু, জীবন্ত প্রাণী, প্রাণী, জীবন, জীবনী শক্তি, সঞ্জীবতা, আয়ু, জীবনকাল, শক্তি, প্রাণ প্রবণতা, প্রাণ চঞ্চলতা, জীবনচরিত, সজীব জন্তু, মানুষের জীবনধারণের অবস্থা, জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থা, প্রাণীজগৎ, প্রিয়বস্তু, জীবন্ত বিষয় বা আদর্শ, জন্তু, মনুষ্য, অধীন লোক। **মহা সমুদ্দে পাণ**। (বহুবচনে) **পাণানি**। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় **"পাণ"** অর্থে **"পাণনতায পাণা"**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অস্সাস পস্সাস আযত্ত-বুত্তিতাযা'তি অত্থো**।

পাণক (পুং) প্রাণী, জীব, জন্তু, পতঙ্গ, কীট, ক্ষুদ্র প্রাণী, যাহার প্রাণ আছে, জীবন্ত প্রাণী। (সংযুক্ত নিকায়) **ছপ্পানক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মত্তপাণক**।

পাণঘাত (পুং) প্রাণবধ, বধ, হত্যা, খুন, ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, প্রাণিহত্যা, প্রাণীবধ। (বিমানবথু অর্থকথা) **পাণঘাত পাণবধ পাণাতিপাত**। = **পাণবধ, অতিপাত, পাণাতিপাত**। ⟹ **ঘাত**।

পাণঘাতক (বিণ, পুং) প্রাণীঘাতক, হত্যাকারী, যে ব্যক্তি বধ বা হত্যা করে।

পাণঘাতিন (বিণ, পুং) প্রাণী হত্যাকারী। = **অতিপাতিন, পাণঘাতী**। ⟹ **ঘাতিন**।

পাণঘাতী (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রাণী হত্যা বা বিনাশ করে, প্রাণীহত্যাকারী, প্রাণহন্তা, জীবননাশক, হত্যাকারী। = **পাণঘাতিন**।

পাণদ (বিণ) প্রাণদানকারী, জীবনরক্ষাকারী।

পাণন (ক্লী) শ্বাসক্রিয়া। ⟹ **পাণ**। (ধাতুপাঠ) **"বল"** পাণনে।

পাণভু (পুং) জীবন্ত প্রাণী, যাহার প্রাণবায়ু বা প্রাণ আছে। = **পাণভূ, পাণভৃত**।

পাণভূ (পুং) প্রাণী, জীব, জীবন্ত প্রাণী, শ্বাস-প্রশ্বাস আছে এমন জীব। = **পাণভু, পাণভৃত**। ⟹ **ভূ**।

পাণভৃত (পুং) জীবন্ত প্রাণী। = **পাণভু**।

পাণবধ (পুং) প্রাণীবধ, জীবননাশ, প্রাণনাশ, প্রাণবধ, হত্যা, প্রাণীহত্যা। = **পাণঘাত, অতিপাত, পাণাতিপাত**। ⟹ **বধ**।

পাণসম (বিণ) প্রাণসম, জীবনতুল্য, জীবনের ন্যায় প্রিয়।

পাণহর (বিণ) প্রাণহর, প্রাণবিনাশকারী, প্রাণনাশক, সাংঘাতিক, প্রাণহন্তা, জীবননাশক, হত্যাকারী।

পাণাতিপাত (ক্লী) প্রাণনাশ, জীবননাশ, জীবন বধ, প্রাণ বধ, প্রাণী হত্যা, প্রাণী হত্যাকরণ, বধ, হত্যা, খুন, প্রাণী বধ। = **পাণবধ, পাণঘাত, অতিপাত**।

পাণাতিপাতা বেরমণী—প্রাণী হত্যায় বিরতি, জীব হত্যা হইতে বিরতি, প্রাণী বধে বিরতি। শীলসমূহের মধ্যে ইহা প্রথম শীল। ⟹ **অতিপাত**।

পাণাতিপাতিন (বিণ) প্রাণী হত্যাকারী, জীবননাশক, যে ব্যক্তি প্রাণী হত্যা করে। = **অতিপাতিন**। ⟹ **পাণহর**।

পাণি (পুং) পাণি, হস্ত, হাত, মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গ, হস্ততল, হাতের তালু। (বিনয়) **পাণিনা পরিপুঞ্ছতি**। (মধ্যম নিকায়) **পাণিনা পরিমজ্জতি**। (জাতক) **পাণিং পহরতি**। (বিণ) হস্ত দ্বারা, হাত দিয়া, হাতসহ; অর্থাৎ **"অল্লপাণি"**—পরিষ্কার হাত দিয়া, ধৌত হাত দ্বারা (পেতবথু); **পযত পাণি**—মুক্ত হস্তে, মুক্ত হস্ত দ্বারা।

পাণিকা (স্ত্রী) এক প্রকার চামচ, হাতের ন্যায় বস্তু, কণিক। (তুলনীয়) **পুখু-পাণিকা**।

পাণিগ্গহ (পুং) পাণিগ্রহণ, বিবাহ, পাণিপীড়ন।

পাণিতল (ক্লী) হস্ততল, করতল, হাতের তালু।

পাণিন (বিণ, পুং) জীবন্ত প্রাণী, প্রাণ আছে এমন। (কর্মকারক বহুবচনে) **পাণিনে**।

পাণিভাগ (ক্লী) হস্তাংশ, হস্ত দ্বারা বিভাগকরণ, হাতের ভাগ অথবা হাত দিয়া বিভাগ।

পাণিমত্ত (বিণ) মুষ্টিমেয়, হাতের পরিমাণস্বরূপ, হাতের প্রমাণ মত।

পাণিমত্তক (বিণ) হাতের প্রমাণ মত। ⟹ **মত্তক** (১), **পাণিমত্ত**।

পাণিসম্পুট (ক্লী) (নমস্কার করিবার জন্য) হাত জোরকরণ, কৃতাঞ্জলিপুট, অঞ্জলি, করপুট। ⟹ **সম্পুট**।

পাণিস্সর—হস্তশব্দ, হাতের শব্দ, হস্তদ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যা, হাতের তাল, করতাল, একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। (বিণ) যে ব্যক্তি করতাল ইত্যাদি হাতের বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

পাণী (পুং) প্রাণী, জীব, জন্তু।

পাণুপচ্ছেদ [পাণ+উপচ্ছেদ] প্রাণী হত্যা, হত্যা, বধ, খুন, ইচ্ছাকৃত হত্যা বা নরহত্যা। ⟹ **উপচ্ছেদ**।

পাণুপেত (বিণ) [পাণ+উপেত] **জীবন্ত**, প্রাণধারী, প্রাণ আছে এমন।

পাত (পুং) ১ পতন, ধ্বংস, মৃত্যু, নাশ, অবনতি, ক্রমনিম্নতা, জলপ্রপাত, মূল্যের হ্রাস, স্বরের খর্বতা, পাত, পড়া, গমন, শরৎকাল, পাপে মজ্জন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উল্কাপাত**। (পেতবথু অর্থকথা) **অসনিপাত**। পেতবথু অর্থকথায় "**অনত্থতো পাততো রক্‌খিতো**"—এই পাঠ ভুল, আমাদের পাঠ করা উচিত "**অপগতো (অপায়তো?) রক্‌খিতো**"। ২ ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, পাশাক্ষেপণ, অক্ষনিক্ষেপ, পাল্লা, যতদূর পর্যন্ত কোনো দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবল উদ্যম, নিক্ষেপকরণ। (সূত্রনিপাত) **মুদ্ধপাত**। (পেতবথু অর্থকথা) **অক্‌খিপাত**। ⟹ **পিণ্ড**।

পাতং (ক্লী) প্রাত, প্রাতঃকাল, অতি সকাল, ভোর বেলা। (ক্রি-বিণ) প্রাতঃকালে, সকালে, প্রভাতে। (বিপ) **সাযং**। = **পাতর**।

পাতন (ক্লী) পাতন, অধঃক্ষেপণ, বিস্তারণ, বিন্যাস, উত্তাপ দ্বারা নিষ্কাশন, চুয়ানো, বিনাশন, বধকরণ, হত্যাকরণ, নীচের দিকে নিক্ষেপকরণ, অধঃপতনে আনয়ন, বিনষ্টকরণ, নাশকরণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গব্‌ভপাতন**।

পাতপতি (ক্রি) [প+আতপতি] উত্তপ্ত হওয়া, গরম হওয়া, জ্বলিয়া যাওয়া।

পাতব্ব (ভ-বিণ) পান করার যোগ্য। ⟹ **পিবতি**।

পাতব্যতা = **পাতব্যতা**। ⟹ **পাতব্যতা**।

পাতর (ক্রি-বিণ) প্রত্যুষে, অতি ভোরে, অতি সকালে। = **পাতং** (ক্রি-বিণ)।

পাতরাস (পুং) প্রাতরাশ, প্রাতভোজন, সকালের ভোজন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পাতো অসিতব্বো'তি পাতর-আসো (পাতরাসো) পিণ্ড-পাতস্স এতং নামং**। ⟹ **আস** (২)।

পাতলিভদ্দক (ক্লী) = **পালিভদ্দক**। ⟹ **পালিভদ্দক**।

পাতব্যতা (স্ত্রী) অবনতি, পাতন, ভূপাতিতকরণ, অধঃপতনে আনয়ন, সর্বনাশকরণ, ধ্বংসকরণ। ⟹ **পাতন**।

পাতাপেতি (ক্রি) পাতন করা, পতনের কারণ করা বা হওয়া, নিষ্ফল করানো, গর্ভস্রাবের কারণ করা বা হওয়া, নষ্টের মূল হওয়া। ⟹ **পাতেতি**।

পাতাল (পুং, ক্লী) পাতাল, তল-অতল-বিতল-নিতল-তলাতল-মহীতল-সুতল—এই সপ্ত স্থান, নরক, বাড়বানল, গর্তমাত্র, গভীর জলরাশি, অতলস্পর্শী গভীরতা, গভীর গহ্বর, প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ইচ্ছা বা ঝোঁক, পৃথিবীর অপর পার্শ্ব, খাড়া উঁচু পাহাড়, সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়া পর্বতের উন্নত পার্শ্ব, খাড়া বাঁধ।

পাতি (ক্রি) [√পা+অ] জাগ্রত থাকা, সচেতন থাকা, অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করিয়া থাকা, প্রত্যাশা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাহারা দেওয়া, সতর্ক থাকা, সতর্কভাবে দেখা, মনোযোগপূর্বক দেখা, সম্মুখে রাখা, নজরে রাখা, চৌকি দেওয়া, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া; (জাতকে) চোখ খুলিয়া থাকা অর্থাৎ চোখ বুজিয়া না থাকা। = **রক্‌খতি** (পাতিমোক্‌খ বর্ণনায়)। (স্ত্রী) পাত্র, বাটি, বাটির মধ্যস্থ বস্তু, খোল, কলিকা, কলকে, কাঠের বল, থালা, খাদ্য রাখিবার পাত্র, পাত্রসহ খাদ্য, খাদ্য-বিশেষ। = **পাতী**।

পাতিক (ক্লী) ক্ষুদ্র পাত্র, ছোট থালা, খাদ্য সমেত ছোট থালা।

পাতিত (বিণ) পাতিত, নিক্ষিপ্ত, অধঃকৃত, বিন্যস্ত, যাহা চুয়ানো হইয়াছে এমন, নীচে ফেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, ধ্বংসকৃত, ভূপাতিত, কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, ছেদিত। ⟹ **পাতেতি**।

পাতিন (বিণ) নিক্ষিপ্ত, শর ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ, বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে এরূপ, পাশাক্ষেপণ করা হইয়াছে এরূপ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দূরে পাতিন**। ⟹ **অক্‌খণবেধিন**।

পাতিমোক্‌খ (পুং) বিনয়শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত উপদেশমূলক গ্রন্থ। = **পাটিমোক্‌খ**।

পাতিমোক্‌খ ঠপন (ক্লী) প্রাতিমোক্ষ স্থাপন অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষে উল্লেখিত নিয়ম উল্লেখ করিয়া বাধা প্রদান। = **পাটিমোক্‌খ ঠপন**। ⟹ **ঠপন**।

পাতিমোক্‌খ সংবর (পুং) প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে উল্লিখিত শীলরূপ নিয়ম রক্ষণ অনুসারে সংযম। = **পাটিমোক্‌খ সংবর**। ⟹ **সংবর**।

পাতিমোক্‌খ সীল (ক্লী) প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে উল্লিখিত শীলসমূহ। ইহা ভিক্ষু শীল। ⟹ **সীল** (২)।

পাতী (বিণ) যে ব্যক্তি নিক্ষেপ করে, যে ব্যক্তি শর বা বন্দুকের গুলি ছোড়ে। (স্ত্রী) পাত্র, বাটি, থালা, পানপাত্র, জাহাজাদি, খোল, নল, শিরা। = **পাতি** (স্ত্রী)। (বিনয়) **অবক্কারপাতী**। (মধ্যম নিকায়) **কংসপাতী**। (জাতক) **সুবণ্ণপাতি**—স্বর্ণ পাত্র; **কঞ্চনপাতী**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রূপিযপাতী**—রৌপ্য পাত্র।

পাতু (বিভক্তিহীন শব্দ) সম্মুখে, বিশদ, সুস্পষ্ট, সম্মুখস্থ, স্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর, প্রতীয়মান।

পাতুং (তুম্) (জল) পান করিতে। ⟹ **পিবতি**।

পাতুকম্ম (ক্লী) অভিব্যক্তি, আবির্ভাব, প্রকাশ, প্রদর্শন, স্পষ্টকরণ, উন্মুক্তকরণ, দৃশ্যমানকরণ, প্রাদুর্ভূতকরণ, প্রাদুর্ভাব। = **পাতুকরণ**।

পাতুকম্মতা = **চাটুকম্যতা**। ⟹ **চাটুকম্যতা**।

পাতুকম্যতা (স্ত্রী) ১ পান করিবার ইচ্ছা। ২ = **চাটুকম্যতা**।

⟹ চাটুকম্যতা।

পাতুকরণ (ক্লী) = **পাতুকম্ম**। ⟹ **পাতুকম্ম**।

পাতুকরি = **সিত**। ⟹ **সিত** (৫)।

পাতুকরোতি (ক্রি) [পাতু+√কর+ও+তি] প্রকাশ করা, বিশদ করা, সুস্পষ্ট করা, আবির্ভাব করা, আবির্ভূত করা। (অতীত) **পাতুকরি, পাত্বাকাসি**। (অ-বিণ) **পাতুকত**। (ক্রি-বি) **পাতুকরিত্বা, পাতুকত্বা**।

পাতুকাম (বিণ) (জল) পানের ইচ্ছুক, (জল) পানের জন্য ব্যগ্র বা অভিলাষী, (জল) পানের আকাঙ্ক্ষী।

পাতুভবতি (ক্রি) [পাতু+√ভূ+অ] আবির্ভূত হওয়া, প্রাদুর্ভাব হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, বিশদ হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, বোধ হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, দৃষ্টিপথে আগমন করা। = **উপ্পজ্জতি, নিব্বত্ততি**। (অতীত) **পাতুভবি, পাতুরহোসি**; (বহুবচনে) **পাতুরহংসু, পাতুরহিংসু**। (অ-বিণ) **পাতুভূত**। (ক্রি-বি) **পাতুভবিত্বা**।

পাতুভাব (পুং) প্রাদুর্ভাব, আবির্ভাব, প্রকটিত হওন, উদ্ভব, প্রথম প্রকাশ, প্রাবল্য, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর, অভিব্যক্তিতে আসা, দৃষ্টিগোচরে আসা, অভিব্যক্তি, প্রকাশ, প্রদর্শন। ⟹ **ভাব** (১)।

পাতুভূত (বিণ) প্রাদুর্ভূত, আবির্ভূত, প্রকাশিত। ⟹ **পাতুভবতি**।

পাতুর (বিণ) সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর, প্রতীয়মান, বিশদ, স্পষ্ট, বন্ধ-নয় এমন, খোলা, বেষ্টিত বাধাযুক্ত ইত্যাদি নয় এমন, অনাচ্ছাদিত, অনাকৃত, বিকশিত, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, অনির্ণীত, অমীমাংসিত, কাজের জন্য প্রস্তুত, প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত, সরল, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাব নিকাশ শেষ হয় নাই এরূপ।

পাতুরহোসি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পাতুভবতি**।

পাতুস = **পাগুস**। ⟹ **পাগুস**।

পাতেতি (ক্রি) [√পত+এ] ১ পাতিত করা, কাটিয়া ফেলা, ভূপাতিত করা, নিক্ষেপ করা, নীচে ফেলিয়া দেওয়া, বিন্যস্ত করা, বিন্দু বিন্দু ফেলা, চুয়াইয়া ফেলা, পরিত্যাগ করা, মুক্ত করা, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলা, সরানো, অবলীলাক্রমে রচনা করা। (সংযুক্ত নিকায়) **সকুণো রজং পাতেতি**। (জাতক) **উদকং পাতেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সারং পাতেতি**। ২ ফেলানো, পড়িতে দেওয়া, পড়িবার কারণ করা। ৩ হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, (মাথা) কাটিয়া ফেলা। (তুলনীয়) **অভিপাতেতি**। ⟹ **পততি**। (অতীত) **পাতেসি**। (অ-বিণ) **পাতিত**। (ক্রি-বি) **পাতেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পতীযতি**। (করণে) **পাতাপেতি**। ৪ চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, বিভেদ করা। (বি-ভা) **কট্ঠং পাতেতি**—জ্বালানি কাঠ ফাড়া (মধ্যম নিকায়)। = **এরেতি** (মধ্যম নিকায় অর্থকথা)। = **ফালেতি, ফাটেতি, পাটেতি** (২)।

পাতেত্বা (ক্রি-বি) পাতিত করিয়া, ফেলিয়া দিয়া। = **পনুদিত্বা**। ⟹ **পততি, পাতেতি**।

পাতো (ক্রি-বিণ) প্রাতে, প্রাতঃকালে, প্রত্যুষে, সকালে, অতি সকালে। (পুং) প্রাত, প্রাতঃকাল। (বিপ) **সায**।

পাতো ব—ঠিক সকালে, ঠিক প্রাতঃকালে। ⟹ **পাতো**।

পাতোবুট্ঠিতো (বিণ) ⟹ **উট্ঠিত** (৩)।

পাথেয (ক্লী) ১ পাথেয়, পথখরচ। ২ পথের সম্বল, পথের জন্য যাহা যাহা পথিকের প্রয়োজন, পথের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু, ভ্রমণ পথের জন্য দরকারি খাদ্য সংগ্রহ বা খাদ্যসম্ভার।

পাথেযক = **পাথেয**। ⟹ **পাথেয**।

পাদ (পুং, ক্লী) ১ পদ, পা, ঠেং, চরণ। (বহুবচনে) **পাদা**। (মহানির্দেশ) **একপাদ**—একপদ; **দুতিযপাদ**—দ্বিতীয় পদ। ২ পাদমূল অথবা পর্বতের পাদদেশ অথবা সর্বনিম্ন স্থান বা অংশ, মূলদেশ, বক্ষমূল, তল, পাদদেশ, পর্বত-বৃক্ষ প্রভৃতির নিম্নদেশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সিনেরু পাদ**—সুমেরু পর্বতের ভিত্তি বা পাদদেশ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পব্বত পাদ**। ৩ মাপের বা ওজনের এক চতুর্থাংশ, কোনো কিছুর এক চতুর্থাংশ, গাথা বা শ্লোকের চতুর্থাংশ, গাথা বা শ্লোকের চরণ, ছন্দের পদ বা চরণ। ৪ মুদ্রা (বিনয়)। সিকিমুদ্রা অর্থাৎ এক "**কহাপণ**" বা কার্ষাপণের এক চতুর্থাংশ এবং "**মাসক**" বা মাষার দ্বিগুণ (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **কাকণিকা**।

পাদক (বিণ) ১ পা আছে এমন, পাদদেশ বা মূল অথবা ভিত্তি আছে এমন। ২ মূলীভূত, ভিত্তিগত, প্রধান, মৌলিক, বৈজিক, প্রাথমিক। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পাদকং করোতি**—মূল বা ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করা। (ক্লী) ১ ছোট পা, ছোট ছোট পদ বা চরণ। ২ ভিত্তি, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, সর্বনিম্ন স্থান বা অংশ, মোচাকৃতি ক্ষেত্রের প্রশস্ত অংশ, ক্রীড়া-বিশেষ, সৈন্য শ্রেণীর ঘাঁটি, প্রধান কেন্দ্র, নিধান, ভূমি, ভিত্তি স্থাপন, বৃত্তি প্রদান। ⟹ **আহচ্চ**।

পাদকজ্ঝান (ক্লী) (আরও অধিকতর অন্তর্দর্শনমূলক উন্নয়ন বা বর্ধনের জন্য) মূলভিত্তি গঠন করিয়া ধ্যান।

পাদকঠলিকা (স্ত্রী) পা ধুইবার জন্য রক্ষিত কাঠের টুকরা, পা ধৌত করিবার কাষ্ঠখণ্ড বা তক্তা।

পাদকথলিক (ক্লী) (বুদ্ধঘোষের মতে) "পাদপীঠ বা পা রাখিবার চৌকি" কিংবা "গাত্রমার্জন বস্ত্র, তোয়ালে, গামছা, ঝাড়ন"। ⟹ **কথলিক**। (বিনয়) **অধোত-পাদ-ঠপনকং পাদ-ঘংসনং**।

পাদকথলিয = **পাদকথলিক**। ⟹ **পাদকথলিক**।

পাদকুদারিকা (স্ত্রী) কুঠারের ন্যায় পা ধারণকরণ (?)। পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় "**পাদ সঙ্খাতা কুদারিকা**",

এখানে কি "**কুদারিকা**" অর্থে "**কুঠারিকা**"? কাজেই এই পাঠ এবং অর্থ অনিশ্চিত।

পাদখীল (ক্লী) পদখীল, পায়ের কড়া, পায়ের বেড়ি।

পাদঘংসনী (স্ত্রী) পদ মার্জন করিবার তোয়ালে বা গামছা, পা মুছিবার বস্ত্র।

পাদঙ্গুট্ঠ (পুং, ক্লী) [পাদ+অঙ্গুট্ঠ] পায়ের অঙ্গুষ্ঠ, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, পায়ের বুড়া আঙুল। = **অঙ্গুট্ঠ**।

পাদঙ্গুট্ঠক = **পাদঙ্গুট্ঠ**। ⟹ **পাদঙ্গুট্ঠ**।

পাদঙ্গুলি (স্ত্রী) পায়ের অঙ্গুলী বা আঙুল।

পাদচার (পুং) পদচারণ, পায়চারি, পরিক্রমণ, পায়ে হাঁটিয়া এদিক ওদিক ঘোরাফেরা বা ভ্রমণ।

পাদচোল্ক = **পাদপুঞ্ছন**। ⟹ **পাদপুঞ্ছন**।

পাদট্‌ঠিক (ক্লী) পায়ের হাঁড় বা অস্থি।

পাদঠপন (ক্লী) পদস্থাপন, পদরক্ষণ, পা রাখা।

পাদতল (ক্লী) পদতল, পায়ের তল।

পাদধোবন (ক্লী) পদধৌত, পা ধোওয়া, পা প্রক্ষালন।

পাদপ (পুং) পাদপ, বৃক্ষ, গাছ, পাদপীঠ। (সাহিত্যে) বৃক্ষপদ বা মূল দ্বারা জল চুষিয়া পান করে বলিয়া উহার নাম পাদপ। (পতবত্থু অর্থকথায়) **পাদ সদিসেহি মূলাবযবেহি উদকস্স পিবনতো পাদপো'তি**। ⟹ **প** (৬)।

পাদ পরিচারিকা (স্ত্রী) দাসী, চাকরানী, পদসেবিনী, স্ত্রী, ভার্যা, পদ পরিচারিকা, পত্নী। = **পদ্ধচরা**। ⟹ **পরিচারিকা** (১)।

পাদপীট্‌ঠিক—পা রাখিবার চৌকি। = **পাদপীঠ**।

পাদপীঠ (ক্লী) পাদপীঠ, পা রাখার টুল বা চৌকি। = **পাদপীট্‌ঠিক**। ⟹ **কথলিক**, **পীঠ**।

পাদপুঞ্ছন (ক্লী) পাপোশ, পা মুছিবার তোয়ালে বা বস্ত্র। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পাদরজ্জুমণ্ডলক**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পাদচোড়ক**।

পাদপুঞ্ছনক = **পাদপুঞ্ছন**। ⟹ **পাদপুঞ্ছন**।

পাদপুঞ্ছনী (স্ত্রী) পা মুছিবার বস্ত্র বা তোয়ালে। ⟹ **পুঞ্ছনী**।

পাদব্‌ভঞ্জন (ক্লী) পায়ের মলম, পায়ে লাগাইবার মলম, পায়ের প্রলেপ, পায়ের মালিশ। = **পজ্জ** (২)।

পাদব্‌ভঞ্জন তেল (ক্লী) পায়ে মালিশ করিবার তৈল। = **পাদভঞ্জন তেল**। ⟹ **তেল**।

পাদভঞ্জন তেল (ক্লী) পায়ে মালিশ করিবার তৈল। = **পাদব্‌ভঞ্জন তেল**। ⟹ **ভঞ্জন** (২)।

পাদমূল (ক্লী) পদমূল, চরণের অধোভাগ, পা, চরণ, ঠেং। (তুলনীয়) **মূল**।

পাদমূলিক (পুং) "যে ব্যক্তি কাহারও পায়ে ভিত্তি করিয়া বসে", চাকর, দাস, ভৃত্য, সেবক, পদসেবক, সামান্য ভৃত্য, হীন অনুচর, পদাতিক। (জাতক) **গামণিচণ্ড**। ⟹ **মূলিক** [বিণ(২)]।

পাদমূলে—পাদমূলে, পায়ে, চরণে।

পাদরজ্জুমণ্ডলক = **পাদপুঞ্ছন**। ⟹ **পাদপুঞ্ছন**।

পাদলোল (বিণ) এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা করে এমন, প্রায় সময় আলস্যে ক্ষেপণ করে এমন, অলসতায় কালক্ষয় করে এমন, যে ব্যক্তি কোনো কার্যে বা বিষয়ে গড়িমসি করে অথবা বিলম্ব করে, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ (ব্যক্তি)।

পাদলোলতা (স্ত্রী) এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা, আলস্যে ক্ষেপণ বা কালক্ষয়করণ, কোনো বিষয়ে বা কার্যে গড়িমসি বা বিলম্বকরণ, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণতা।

পাদলোলিয (স্ত্রী) = **পাদলোলতা**। ⟹ **পাদলোলতা**।

পাদবারে—পদক্ষেপে, প্রতিপদে। (জাতক) **পাদবারে** পাদবারে—প্রতি পদক্ষেপে। ⟹ **পদবার**।

পাদবারেন = **পদবারেন**। ⟹ **পদবারেন**, **পদবার**।

পাদবারে পাদবারে—প্রতি পদক্ষেপে, পদে পদে, পদক্ষেপে পদক্ষেপে, পায়ে পায়ে। ⟹ **পাদবারে**, **বার** (২)।

পাদবিসাণ (ক্লী) পায়ের শিং অর্থাৎ অসম্ভবতা বা অসাধ্যতা।

পাদসম্বাহন (ক্লী) পা মর্দনকরণ, পদমার্জনাকরণ।

পাদাপচ্চ—(ব্রহ্মার) পদ হইতে উৎপন্ন বংশাবলী। ⟹ **ব্রহ্মপাদ**।

পাদালাধ = **পাদখীল**। ⟹ **পাদখীল**।

পাদাসি (অতীত ক্রিয়া) দিয়াছিল, দিল, প্রদান করিল, প্রদান করিয়াছিল। ⟹ **পদাতি**।

পাদুক—ছোট পা, ছোট ছোট পদ। = **পদক** [ক্লী (১)]।

পাদুকা (স্ত্রী) পাদুকা, উপানৎ, জুতা, চটিজুতা, বাড়িতে পরিধানের জুতা, পয়জার, খড়ম। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুঞ্জপাদুকা**। ⟹ **পঞ্চবিধ ককুধভণ্ড**।

পাদুকানং নিক্‌খেপ—পদচিহ্ন, পায়ের দাগ। ⟹ **নিক্‌খেপ**।

পাদূদর (পুং) "উদর বা পেটকে পায়ের ন্যায় ব্যবহার" অর্থাৎ উরগ বা সর্প।

পাদোদক (ক্লী) [পাদ+ উদক] পাদোদক, পা-ধোওয়ার জল, চরণপৃষ্ট জল, পা ধুইবার জল, পদধৌত করিবার জল।

পান (ক্লী) পান, পানীয়, রস পান, জল এবং যে কোনো দ্রব বা তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ, মদ্যপান। (সূত্রনিপাত) **অন্নপান**। (ধর্মপদ) **পানভোজন**। (বিনয়) **যাগুপান**। (সংযুক্ত নিকায়) **মজ্জপান**। (জাতক) **দিব্বপান**।

পানক (ক্লী) পানীয়, পান, মদ্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অম্বপান**। ⟹ **পান**।

পানকত্ত (ক্লী, ক্রি-বি) পানীয়, পান করিয়া।

পানদ—জাতকে যৌগিক শব্দে "**পানদূপম**", ইহা ভুল। ইহার অর্থ "অপকৃষ্টভাবে প্রস্তুত চটিজুতা", এবং সম্ভবত পাঠ হইবে "**দুপাহনূপম**" অর্থাৎ "দু(হ)+উপাহনা"। অর্থকথা বর্ণনায় দৃষ্ট হয় "**দুক্কতুপাহনূপমা**"।

পানদূপম [পানদ+উপম] ⟹ **পানদ, উপাহানা।**

পানভোজন (ক্লী) পানীয় পান এবং খাদ্য ভোজন। = **অন্নপান।** ⟹ **পান।**

পানমণ্ডল (ক্লী) = **পানাগার।** ⟹ **পানাগার।**

পানাগার (ক্লী) পানাগার, মদ্য পানের আড্ডা, যে স্থানে বা ঘরে মদ্য বিক্রয় ও পান করা হয়।

পানিয = **পানীয।** ⟹ **পানীয।**

পানিযচাটি (পুং) পানীয় পাত্র, জলের গ্লাস, জলের কলসী। ⟹ **চাটি।** = **পানীযচাটি।**

পানিয থালক (পুং) জলের গ্লাস।

পানিযসালা (স্ত্রী) পানীয় জলের ঘর বা কক্ষ। ⟹ **সালা, পানীযসালা।**

পানীয (বিণ) পানীয়, পেয়, পানযোগ্য। (ক্লী) পানীয়, মদ্য, জল, পানা, শরবৎ, পানীয় জল, যে কোনো পানীয়।

পানীয ঘট (পুং) পানপাত্র, জলের পাত্র, জলের কলসী, পানীয় পাত্র, গ্লাস। ⟹ **ঘট।**

পানীয চাটি (স্ত্রী) পানপাত্র, গ্লাস। = **পানিয চাটি।**

পানীয চাটিক (ক্লী) = **পানীয চাটি।** ⟹ **পানীয চাটি।**

পানীয চাটী (স্ত্রী) পানপাত্র, গ্লাস। = **পানীয চাটি, পপা।**

পানীয ঠালিক = **পানীয থালিকা।** ⟹ **পানীয থালিকা।**

পানীয থালিকা (স্ত্রী) = **পানীযচাটী।** ⟹ **পানীযচাটী।**

পানীয দানসালা (স্ত্রী) = **পপা।** ⟹ **পপা।**

পানীয ভাজন (ক্লী) = **পানীয থালিকা।** ⟹ **পানীয থালিকা।**

পানীয মণ্ডপ—জলাধার, চৌবাচ্চা, স্নানাদির ভাণ্ডার-স্বরূপ আধার।

পানীযমালক (ক্লী) = **পানীযসালা।** ⟹ **পানীযসালা।**

পানীযমাড়ক (?) ১ = **পানীযমালক।** ⟹ **পানীযমালক।** এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়। ২ (পুং) গ্লাস ইত্যাদি পানীয় পাত্র রাখিবার ত্রিপায়া প্রভৃতি উচ্চমঞ্চ বা চৌকি অথবা আধার। ⟹ **মাড়ক।**

পানীযসালা (স্ত্রী) জলসত্র, যে স্থানে বা গৃহে পথিকের জলপানের নিমিত্ত জল সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। = **পপা।**

পানুজ্জকরণ—ত্যাগকরণ, বিদূরণ, বিসর্জন। ⟹ **পনুদতি।**

পানুদি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পনুদতি।**

পাপ (ক্লী) পাপ, যে কোনো নীতিবহির্ভূত কার্য, গর্হিত কাজ, অধর্ম, নীতিবিগর্হিত কার্য, অনিষ্ট, ক্ষতি, দুর্ভাগ্য, বিপদ, অনিষ্টকর বস্তু, শয়তান, দুষ্টামি, দুষ্টামিতা। (বিপ) **পঞ্‌ঞ্‌ঞা।** (বহুবচনে) **পাপানি।** (বিণ) ১ পাপ, মন্দ, অসৎ, গর্হিত, অমঙ্গলকর, দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর, কু, দুষ্ট, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, কুৎসিত, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারক, পাপে রত, পাতকী, অপবিত্র, পাপিষ্ঠ, পাপজনক, অধর্ম, দুষ্কৃত, অনিষ্টজনক; (দেবদত্ত-সম্বন্ধে) পাপিষ্ঠ, দুষ্ট। (বিপ) **অগ্র।** (তুলনীয়) **অগ্গপুঞ্‌ঞ্‌ঞ।** (সংযুক্ত নিকায়ে) **পাপিট্‌ঠ।** (বিনয়ে) **পাপিট্‌ঠতর।** (দীর্ঘনিকায়ে) **পাপিষ্যসিক।** ⟹ **পাপিষ।** ২ অনুর্বর, ফলবান বা ফলবতী নহে এমন, অনুত্পাবনী, অনুত্পাবক্ষম, সন্তানোৎপাদক বা সন্তান উৎপাদনকারিণী নহে এমন।

পাপক (বিণ) পাপী, মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কূট, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, পাপ, পাপজনক, পাপে রত, পাতকী, অপবিত্র, নীতিহীন, ক্ষতিকারক, দুঃখী, দীন, জঘন্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ; (যৌগিক শব্দে) পরিচালিত বা প্রাপক। (সংযুক্ত নিকায়) **পাপক অকুসল চিত্ত।** = **লামক।** (বিপ) **কল্যাণ, ভদ্দক।**

পাপকদিট্‌ঠি = **পাপিকাদিট্‌ঠি।** ⟹ **পাপিকাদিট্‌ঠি।**

পাপকধম্ম (পুং) পাপকার্য, পাপাচার, কুনীতি, অসৎকর্ম, অসদাচরণ। = **অকুসল ধম্ম।**

পাপকম্ম (ক্লী) পাপকর্ম, পাপকার্য, অসৎস্বভাব, অসদাচরণ, অসৎকার্য, দুষ্টামি, আইন বা নীতি ভঙ্গজনিত অপরাধ, নির্বুদ্ধিতার কাজ, পাপ, দুর্নীতি, যে কোনো নীতি বিগর্হিত কার্য, দুষ্টতা, পাপাচার, নষ্টতা। (বিপ) **পুঞ্‌ঞ্‌ঞকম্ম।**

পাপকম্মন্ত (বিণ, পুং) পাপকর্মকারী, যে ব্যক্তি পাপ কার্য করে, অসৎকর্মী, কুকর্মী, চাষা, দুরাত্মালোক, দুর্জন, বদমাশ, দুরাত্মা, পাজি, ভূস্বামীর ভৃত্য। (পুং) পাপকার্য, কুকর্ম, অসৎকার্য। (বিপ) **পুঞ্‌ঞ্‌ঞকম্মন্ত।** ⟹ **কম্মন্ত** (২)।

পাপকম্মিন (বিণ, পুং) = **পাপকম্মন্ত।** ⟹ **পাপকম্মন্ত।**

পাপকম্মী = **পাপকম্মিন।** ⟹ **পাপকম্মিন।**

পাপকর (বিণ) পাপকর্মকারী, পাপে রত, পাপী, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, নীতিহীন, ক্ষতিকারক। (পুং) যে ব্যক্তি পাপকার্য করে। = **পাপকম্মী।**

পাপকরণ (ক্লী) অনিষ্টকরণ, ক্ষতিকরণ, পাপকার্যকরণ, দুষ্টামিকরণ, অসদাচরণকরণ।

পাপকরিন = **পাপকম্মিন।** ⟹ **পাপকম্মিন।**

পাপকা (বিণ) পাপজনক। ⟹ **ভগ্গ।**

পাপকাদিট্‌ঠি (স্ত্রী) পাপজনক দৃষ্টি বা দর্শন, পাপধারণা, মুক্তিরহিত বা দুঃখদায়ক মতবাদ, ভ্রান্তমত, ভ্রান্ত ধারণা বা মতবাদ। (বিপ) **ভদ্দিকাদিট্‌ঠি।** ⟹ **দিট্‌ঠি** (১)।

পাপকাযকম্ম = **সীলকম্মকিলেস।** ⟹ **সীলকম্মকিলেস।**

পাপকারিণ (বিণ) = **পাপকারী।** ⟹ **পাপকারী।**

পাপকারী (বিণ, পুং) পাপকারী, পাপী, পাপকার্যকারী, যে ব্যক্তি পাপকার্য করে। = **পাপকর।**

পাপকিরিযা (ক্লী) পাপকার্য, পাপকর্ম সম্পাদন।

পাপঙ্কর (বিণ) পাপকারী, পাপী। ⟹ **পাপকম্মিন।**

পাপচিত্ত (ক্লী) পাপচিত্ত, অকুশলচিত্ত, অপুণ্যচিত্ত, পাপকার্য সম্পাদনকারী মন, পাপকার্য সম্পাদনে "বেদনা-সঞ্ঞা-সংস্কার-বিঞ্ঞান" এর সমষ্টি, লোভ-দ্বেষ-মোহাবিষ্ট মন। = **অকুসলচিত্ত**। (বিপ) **কুসলচিত্ত, পুঞ্ঞচিত্ত**।

পাপচিত্তা (বহুবচন শব্দ) অসৎ চিত্তসমূহ, অকুশল বা পাপচিত্তসমূহ, বারপ্রকার অকুশলচিত্ত। ⟹ **পাপচিত্ত, কুসলাকুসল**।

পাপচেতনা = **অকুসল চেতনা**। ⟹ **অকুসল চেতনা**।

পাপচেতস (বিণ) অসৎ প্রবৃত্তির, দুষ্ট প্রকৃতির। (বিপ) **সুচেতস**। ⟹ **চেতস**।

পাপণিক (পুং) দোকানদার। (বিণ) ১ দোকান-সম্বন্ধে অর্থাৎ দোকানদার। ২ (চীবর-সম্বন্ধে) দোকানের মধ্যে ফেলাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ। = **আপণদ্বারে পতিতক**।

পাপতর (পুং) পাপী লোক, নীতি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, দুষ্টলোক, অসদ্ব্যক্তি।

পাপদস্সন (ক্লী) পাপদর্শন, পাপজনক দৃষ্টি, কুধারণা, পাপচক্ষে দেখা। ⟹ **দস্সন** (২)।

পাপদিট্ঠি (স্ত্রী) পাপদৃষ্টি। = **পাপিকাদিট্ঠি**।

পাপধম্ম (বিণ) পাপধর্মের, অসদাচরণের, অসৎ স্বভাবের, দুশ্চরিত্রের। (পুং) পাপকার্যে অভ্যাস, পাপ, অসৎকার্যের স্বভাব, অসৎ স্বভাব, দোষযুক্ত চরিত্র অনুশীলনে অভ্যাস, পাপধর্ম, অসদাচরণ, দুষ্টামি, দুষ্টতা, পাপাচার, নষ্টতা। (বিপ) **কুসলধম্ম, কল্যাণধম্ম**। = **অকুসলধম্ম**।

পাপধম্মা (বহুবচন শব্দ) = **অকুসলধম্মা**। ⟹ **অকুসলধম্মা**।

পাপধম্মিন (বিণ, পুং) অসৎচরিত্র, পাপধর্মে রত, অসৎস্বভাব, পাপ নীতি অনুসরণকারী, অসৎপ্রকৃতির। ⟹ **ধম্মিন, পাপধম্ম**।

পাপধম্মী = **পাপধম্মিন**। ⟹ **পাপধম্মিন**।

পাপপথ—পাপপথ, পাপের পথ, পাপোৎপত্তির উপায়, যে কার্যে পাপ সঞ্চিত হয়। "**কম্মপথ**" শব্দে "**অকুসল কম্মপথ**" শব্দও দ্রষ্টব্য।

পাপপরিক্খয--পাপ পরিক্ষয়, পাপের ক্ষয়, পাপ বিনাশ, পাপের ধ্বংস। (বিপ) **পুঞ্ঞ পরিক্খয**।

পাপমিত্ত (পুং) পাপমিত্র, অসৎ সংসর্গ, অসৎ বন্ধু, কুসঙ্গী, দুষ্টবন্ধু, যে মিত্রের সাহচর্যে পাপ বা অনিষ্ট হয়। (বিপ) **কল্যাণমিত্ত**। (বিণ) কুসঙ্গ করে এমন, অসৎ মিত্র বা বন্ধু লাভ করিয়াছে এমন।

পাপমিত্ততা (স্ত্রী) পাপমিত্রতা, অসতের সহিত মিত্রতা, অসৎ সঙ্গ, দুষ্টলোকের সহিত পরিমেল বা সম্মেলন, অসৎসঙ্ঘ।

পাপমূল = **অকুসল মূল**। ⟹ **অকুসলমূল**।

পাপসঙ্কপ্প (পুং) পাপসংকল্প, কুচিন্তা, অসৎ অভিপ্রায়, অসৎ মনোভাব বা অভিমত, অনিষ্টকর মতলব বা চিন্তাধারা।

পাপসিলোক (বিণ) যাহার অখ্যাতি আছে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু-সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে সর্বসাধারণের নিন্দনীয় মত আছে এমন, অখ্যাতিযুক্ত, দুর্নামের। ⟹ **সিলোক** (২)।

পাপসীল (ক্লী) অসদাচরণ, নিকৃষ্ট নৈতিক আচার ব্যবহার, অহিতকর বা বিশ্রী নীতিশাস্ত্র। (বিণ) দুষ্ট, পাপী, নীতিভ্রষ্ট, নীতিহীন, ক্ষতিকারক। ⟹ **সীল** [১(বিণ)]।

পাপসুপিন (পুং, ক্লী) দুঃস্বপ্ন, কুস্বপ্ন, অসৎ কল্পনা, অমঙ্গলকর বা দুর্ভাগ্যসূচক স্বপ্ন, অনিষ্টকর কাল্পনিক বিষয়।

পাপাচার গোচর (পুং, ক্লী) পাপাচরণের ক্ষেত্র, পাপস্থান, যে স্থানে পাপকার্য সম্পন্ন করা হয়। ⟹ **গোচর** (২)।

পাপিক = **পাপক**। ⟹ **পাপক**।

পাপিকা (স্ত্রী) পাপচারিণী স্ত্রীলোক। (বিণ) পাপিষ্ঠা, পাপীয়সী। ⟹ **পাপক**।

পাপিকা দিট্ঠি = **পাপকাদিট্ঠি**। ⟹ **পাপকাদিট্ঠি**।

পাপিচ্ছ (বিণ) [পাপ+ইচ্ছ] পাপেচ্ছুক, কুমতলবী, পাপকার্য করিবার ইচ্ছা যাহার হয় এমন, যাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা হয় এমন, যে ব্যক্তি পাপ বা গর্হিত করিবার ইচ্ছা করে।

পাপিচ্ছতা (স্ত্রী) পাপেচ্ছা, পাপ করিবার অভিপ্রায় বা সংকল্প, অনিষ্টজনক পরিকল্পন, দুষ্ট মতলব, অসৎ কল্পনা, অনিষ্ট করিবার চিন্তা। ⟹ **বিবাদ**।

পাপিট্ঠ (বিণ) পাপিষ্ঠ, অতিশয় পাপী। ⟹ **পাপ** (১)।

পাপিট্ঠতর (বিণ) পাপী শ্রেষ্ঠ, পাপিষ্ঠতর, অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। (পুং) পাপিষ্ঠ লোক, অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি। ⟹ **পাপ** (১)।

পাপিত (বিণ) পাপী, পাপে রত, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, মন্দ, অসৎ, অমঙ্গলকর, দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর, যে ব্যক্তি নীতিবিরুদ্ধ বা অনুচিত কাজ করিয়াছে। = **পাপিক**। "**বাপিত**" শব্দের পরিবর্তেও দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ **পাপেতি** (১)।

পাপিমন্ত (বিণ) পাপী, পাপে রত, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, অপরাধী। (পুং) দুষ্ট ব্যক্তি, পাপরাজ মার, অসৎ লোক।

পাপিমন্তু = **পাপিমন্ত**। ⟹ **পাপিমন্ত**।

পাপিমা (পুং) পাপরাজ, মার, দুষ্টলোক, শয়তান। = **মার**।

পাপিয (বিণ) পাপী, পাপে রত, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, অধিকতর খারাপ, অপেক্ষাকৃত মন্দ, অধিকতর অসুস্থ, অত্যন্ত দুষ্ট, অত্যন্ত নীতিহীন, অতিশয় ক্ষতিকারক, খুব অনিষ্টকর, অত্যন্ত অসৎ, অতিশয় মন্দ, অত্যন্ত অমঙ্গলকর, অতিশয় দুর্ভাগ্যসূচক।

পাপিয্যসিক (বিণ) অত্যন্ত পাপী। ⟹ **পাপ** (১)।

পাপী (বিণ) পাপী, পাপকার্যকারী।

পাপুণন (স্ত্রী) লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধবস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), আগমন, আগন্তুক, নবজাত সন্তান।

পাপুণাতি (ক্রি) [প+√অপ+উণা] পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, পাওয়া, সাক্ষাৎ করা, আসিয়া পৌঁছানো, (সময়-সম্বন্ধে) আসা, (ঘটনা-সম্বন্ধে) ঘটা, অর্জন করা, লাভ করা, সফলকাম হওয়া, বিদ্যমান থাকা, অধীন হওয়া, প্রচলিত হওয়া, শিক্ষালাভ করা, শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া। (বর্তমানকালে) **পাপুণাতি, পপ্পোতি**। (অতীত) **পাপুণি, অপাপুণি, অপত্থ**; (বি-ভা) **মা অপত্থ** (জাতক)। (অ-বিণ) **পত্ত**। (ব-বিণ) **পাপুণন্ত, পাপুণে**। (সপ্তমী উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **পাপুণেয্যাম, পপ্পোমু**। (ভবিষ্যতে) **পাপুণিস্সতি**। (ভ-বিণ) **পত্তব্ব**। (ক্রি-বি) **পাপুণিত্বা, পত্বা, পপ্পুয্য**। (তুম্) **পাপুণিতুং, পত্তুং, পপ্পোতুং**। (করণে) পাপেতি (২)।

পাপুনাতি (ক্রি) = **পাপুণাতি**। ⟹ **পাপুণাতি**।

পাপুরণ (স্ত্রী) আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় প্রভৃতি, ছল, ছদ্মবেশ, পরিচ্ছদ, স্ত্রীলোকের ঘাগরা, বস্ত্র পরিধান রীতি, ঢিলা অঙ্গরাখা, আচ্ছাদন, কম্বল। ⟹ **পারুপন**।

পাপুরতি (ক্রি) [প+আ+√পুর+অ] ঢাকা দেওয়া, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, ঘোমটায় ঢাকা, বন্ধ করা, নিমীলিত করা, সংকুচিত করা, গুটানো, বহির্ভূত করা, রুদ্ধ করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, জড়ানো, মোড়া। এই শব্দটি বিশেষত "পারুপতি" শব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়। ⟹ **পারুপতি**।

পাপেতি (ক্রি) ১ ধ্বংস করা, অহিত করা, পাপ করা, অসৎ কার্য করা, দুষ্টামি করা, কুকার্য করা, মন্দ করা, লজ্জিত করা, অপমানিত করা, হীন করা। (অ-বিণ) **পাপিত**। ২ লাভ করানো, প্রাপ্ত করানো, প্রবেশ করানো, যাইতে দেওয়া, উপস্থিত করানো, আনয়ন করা। (অতীত) **পাপেসি**। (অ-বিণ) **পাপিত**। (ব-বিণ) **পাপেন্ত**। (পঞ্চমী) **পাপয, পাপযস্সু**। (ভবিষ্যতে) **পাপেস্সতি, পাপযিস্সতি**। (ক্রি-বি) **পাপেত্বা**।

পাভত (স্ত্রী) দান, নজর, উপহার, বর্তমান সময়। ⟹ **পাভতি**।

পাভতি (স্ত্রী) "যাহা এখানে আনয়ন করা হইয়াছে", যেমন—১ দান, নজর, উপহার, উৎকোচ, ঘুষ, প্রলোভন। ২ টাকা, মুদ্রা, পয়সা, অর্থ, ধন, মূলধন, মূল্য, দাম।

পামঙ্গ (স্ত্রী) কোমরবন্ধ, কটিবন্ধ, পেটী, বন্ধনী অথবা নিগড় (শৃঙ্খল)।

পামুজ্জ (স্ত্রী) আনন্দ, আনন্দজনক বস্তু, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সৌভাগ্য, সুখ। (যৌগিকে) **পীতি পামুজ্জ**। ⟹ **পামোজ্জ**।

পামোক্‌খ (বিণ) ১ প্রধান, সর্বোচ্চ, মুখ্য, বিশিষ্ট, সর্বপ্রথম, প্রথম, আদিম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, বিখ্যাত, উচ্চ, উন্নত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ। = **মহন্ত**। (পুং) নায়ক, নেতা, পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী, দলপতি, অধিনায়ক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সঙ্ঘ সপামোক্‌খ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইখি পামোক্‌খ**। (জাতক) **দিসা পামোক্‌খ**। (সমার্থবাচক শব্দ) **অগ্গ, সেট্‌ঠ, পামোক্‌খ, উত্তম, মহা, মোক্‌খ**। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **পমুখে সাধ্‌তি**। ২ পূর্বাভিমুখী, পূর্বদিকে সম্মুখ করিয়া আছে এমন। = **পাচীন দিসাভিমুখ**।

পামোজ্জ (স্ত্রী) = **পামুজ্জ**। ⟹ **পামুজ্জ**। (সাহিত্যে) **পমোজ্জ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পামোজ্জ বহুল**।

পায (বিণ) ছাইয়া যায় অথবা পরিপূর্ণ হইয়া যায় এমন, যাত্রা করে এমন, আরম্ভ করে এরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **নবপায**। (করণ কারকে) **পাযেন**। "পাঠেন" শব্দের পরিবর্তেও দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পাযক (বিণ) পায়ী, যে ব্যক্তি পান করে অথবা চুষিয়া পান করে। (জাতক) **বারুণী পাযক**।

পাযমানা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক চোষণ করায় বা চোষণ করিতে দেয়, যে ধাত্রী বা রোগীর শুশ্রূষাকারিণী পরিচারিকা চোষণ করিতে দেয়। ⟹ **পাযেতি**।

পাযাত (বিণ) চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন, অগ্রগামী হইয়াছে এমন, যাত্রা করিয়াছে এমন, আরম্ভ করিয়াছে এরূপ। ⟹ **পাযাতি**।

পাযাতি (ক্রি) [প+আ+√যা+অ] যাত্রা করা, আরম্ভ করা, চলিতে আরম্ভ করা, অগ্রগামী হওয়া, বহির্গত হওয়া। ⟹ **অভিযাতি**। (অতীত প্রথম পুরুষ একবচনে) **পাযাসি**; (বহুবচনে) **পাযেসুং, পাযিংসু**। (অ-বিণ) **পাযাত**।

পাযাপেতি (ক্রি) = **পাযেতি**। ⟹ **পাযেতি**।

পাযাস (স্ত্রী) পায়স, পায়সান্ন, দুগ্ধে প্রস্তুত অন্ন, দুধে সিদ্ধ অন্ন, ভাতের মণ্ড, দুধের ভাত, দুধভাত।

পাযাসি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **অভিযাতি, পাযাতি**।

পাযিন (বিণ, পুং) পানকারী, যে ব্যক্তি পান করে, পায়ী, পায়িন।

পাযী = **পাযিন**। ⟹ **পাযিন**।

পাযেতি (ক্রি) ১ পান করিতে দেওয়া, পান করানো, চোষাইয়া পান করানো। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমতং পাযেতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যাগুং পাযেতি**। ২ (ক্ষেত্রে) জল সেচন করানো, সিক্ত করানো। = **পাযাপেতি**। (অতীত) **পাযেসি, অপাযেসি**। (অ-বিণ) **পাযিত**। (ব-বিণ) **পাযতে, পাযেন্ত, পাযমান, পাযযে**।

(ক্রি-বি) **পাযেত্বা;** (জাতক) **দিব্ব পানং পাযেত্বা; লোহিতং পাযেত্বা; ফাণীতোদকং পাযেত্বা; পানকং পাযেত্বা; সুরং পাযেত্বা।**

পাযেন (ক্রি-বিণ) সাধারণত, অধিকাংশে, প্রধানত, অধিকাংশ স্থলে। ⟹ **পায।**

পার (ক্রি-বিণ) দূরে, তাহা ছাড়া, অধিক, পদমর্যাদার উপরে, সম্পূর্ণরূপে, অতিরিক্তভাবে, একদিক হইতে অন্যদিকে, দেশান্তরে, একদেশ হইতে অন্য দেশে, অতিরিক্ত পরিমাণে, অপেক্ষাকৃত অধিক, উপরিতন, অতিক্রান্ত, অতীত, আড়াআড়িভাবে, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত। (অপাদান কারকে অব্যয়রূপে ব্যবহারে) **পারগঙ্গায**—গঙ্গার বাহিরে অথবা গঙ্গানদী হইতে দূরে। (ক্লী) পার, নদীর পরতীর, পরপার, জলাশয়ের অপর কূল, উদ্ধার, প্রান্ত, বিপরীত বন্দর, অপর পার্শ্ব। = **অমতং নিব্বানং।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **অপরা পারং গচ্ছতি**—এই পার হইতে অপর পারে যাওয়া, ইহলোক হইতে মৃত্যুর পর পরলোকে গমন করা। (মধ্যম নিকায়) **পারং গবেসিনো।** ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহারে:—(কর্মকারকে) **পারং** (অপাদান কারকে) **পারতো।**

পারং (ক্লী, ক্রি-বিণ) দূরে, তাহা ছাড়া, (সময়-সম্বন্ধে) পরে, বাহিরে, আরও, ব্যতীত, অপর পার্শ্বে, অপর তীরে, মৃত্যুর পর, পরপারে, পরলোকে। ⟹ **পার** (ক্লী)। (সূত্রনিপাত) **মচ্চুধেয্য পারং; মচ্চু-ধেয্যস্স পারং।** চুল্লনিদ্দেস বর্ণনার অর্থে:—**অমতং নিব্বানং।** (ক্লী) পাড়, তীর।

পারগ (বিণ) "বাহিরে বা দূরে গমন করিতেছে এমন", পারগ, পারগামী, সমর্থ, বিশেষরূপে নিপুণ, অতিক্রমকারী, গমনকারী, জয়ী, দমনকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **জাতিমরণস্স পারগ।**

পারগত (বিণ) পারগত, অপর পারে বা বন্দরে পৌছিয়াছে এমন, পারোত্তীর্ণ, পরপারে গত, এক দল বা পক্ষ হইতে অপর দলে বা পক্ষে চলিয়া গিয়াছে এমন, (নদীর) এপার হইতে ওপারে উপস্থিত, মৃত্যুর পর পরলোকে গমন করিয়াছে এমন।

পারগমন (ক্লী) পরপারে গমন, অপর তীরে গমন, মৃত্যুর পর পরলোকে গমন, অতিক্রম, দূরে বা বাহিরে গমন, অপর পার্শ্বে গমন।

পার গবেসিন (বিণ, পুং) পার বা পরপার গবেষণাকারী, উদ্ধার বা মুক্তি অন্বেষণকারী, প্রান্তগবেষী, পরপার অনুসন্ধানকারী, অপর পারে বা বন্দরে গমনের জন্য সন্ধানকারী।

পারগবেসী = **পারগবেসিন।** ⟹ **পারগবেসিন।**

পারগামিন = **পারগামী।** ⟹ **পারগামী।**

পারগামী (বিণ, পুং) পারগামী, পারে গমন করিতেছে এমন, পারদর্শী, পরপারে গমন করিতেছে এমন। = **পারঙ্গত।**

পারগূ (বিণ) ১ পরপারে গত, অতিক্রান্ত, উত্তীর্ণ। (চুল্লনিদ্দেস) **দুক্খস্স পারগূ; ভবস্স পারগূ।** (ধর্মপদ) **জরায পারগূ।** ২ পারগূ, পারদর্শী, অন্তে গত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সুপণ্ডিত, সুনিপুণ, সুদক্ষ, অতিবিদ্য, সুপরিচিত, সর্বাধিকারী। (সূত্রনিপাত) **সব্বধম্মানং পারগূ।** (দীর্ঘনিকায়) **তিণ্ণং বেদানং পারগূ।** (পুং) জেতা, বিজয়ী পুরুষ, পারদর্শী।

পারঙ্গত (বিণ) [পারং+গত] পরপারে গত বা উত্তীর্ণ, দূরে গত, অতিক্রান্ত। = **পারগূ।**

পারতীর (ক্লী) অপর তীর, পর পার, দূরবর্তী তীর। (বিপ) **ওরিমতীর।**

পারতো (অব্যয়) পরপারে। (ক্রি-বিণ) অপর পার বা পার্শ্ব হইতে। ⟹ **পার** (ক্লী)।

পারত্থিক (বিণ) [পার+অত্থিক] পরপারে গমনের জন্য ইচ্ছুক বা সংকল্পকারী।

পারদ (পুং) পারদ, পারা, ধাতু-বিশেষ।

পারদারিক (বিণ, পুং) পরস্ত্রীগামী, ব্যভিচারী, পরদারিক, পরস্ত্রী-সম্বন্ধীয়। = **পরদারিক।**

পারপ্পত্ত = **পারগূ।** ⟹ **পারগূ।**

পারমিতা (স্ত্রী) = **পারমী।** ⟹ **পারমী।**

পারমিপ্পত্ত = **পারমীপ্পত্ত।** ⟹ **পারমীপ্পত্ত।**

পারমিযো—পারমিতা। = **পরমিতা।** ⟹ **বোধিপাচন ধম্মা।**

পারমী (স্ত্রী) পারমী, পূর্ণতা, সমাপ্ততা, সম্পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, দক্ষতায় অভ্যাস, উন্নত অবস্থা, সৎকার্যের পূর্ণতা সাধন, সমর্থতা, পারমিতা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সাবকঞাণ পারমী।** "**পারমী**" দশ প্রকার, যথা-- **দানপারমী** (দানের পরিপূর্ণতা), **সীলপারমী** (শীলের পরিপূর্ণতা), **নেক্খম্মপারমী** (নৈষ্ক্রম্যের পারমী বা নিষ্ক্রমণ পরিপূর্ণতা), **পঞ্ঞাপারমী** (প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা), **বিরিযপারমী** (বীর্য বা উৎসাহের পরিপূর্ণতা), **খন্তিপারমী** (ক্ষান্তিপারমী বা ক্ষান্তি পরিপূর্ণতা), **সচ্চপারমী** (সত্যের পরিপূর্ণতা), **অধিট্ঠান পারমী** (অধিষ্ঠান পারমী বা দৃঢ়সংকল্পের পরিপূর্ণতা), **মেত্তাপারমী** (মৈত্রীর পরিপূর্ণতা), **উপেক্খা পারমী** (উপেক্ষার পরিপূর্ণতা)। প্রত্যেক "**পারমী**" বাহ্যিক, আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক—এই ত্রিগুণে (৩×১০ = ৩০) ত্রিশ প্রকারে সাধিত হয়। সেইজন্য "**দানপারমী, দান-উপপারমী, দান-পরমার্থপারমী**" ভেদে "**পারমী**" ত্রিশ প্রকার হইয়া থাকে। বোধিসত্ত্বগণ অসংখ্য অসংখ্য জন্মে উক্ত ত্রিশ প্রকারের পারমিতার পূর্ণতা সাধন করিয়া অন্তিমে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে বুদ্ধ হইয়া থাকেন। ⟹ **উপপারমী, পরমত্থ পারমী।**

পারমীপ্পত্ত (বিণ) পারমী প্রাপ্ত, পারমিতা প্রাপ্ত, পূর্ণতা লাভ হইয়াছে এমন, পূর্ণতা প্রাপ্ত।

পারম্পরিয (স্ত্রী) ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা।

পারলোকিক (বিণ) পারলৌকিক, পরলোক-সম্বন্ধীয়, মৃত্যুর পর যেখানে উৎপন্ন বা জন্ম হইবে তৎসম্বন্ধীয়।

পারবাদিক (বিণ) দূরতর উপকূলের কথা বলে এমন অর্থাৎ সেই সমুদ্র পার হইয়া যাউক বলিয়া কামনাকারী। ⟹ **বাদিক**।

পারাজিক (বিণ) যে ভিক্ষু ভিক্ষুবিধি লঙ্ঘন করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, ভিক্ষু ধর্ম হইতে নির্বাসন বা বিতাড়নযোগ্য, পারাজিকা প্রাপ্ত, ভিক্ষু ধর্মে পরাজয় প্রাপ্ত বা পরাজিত।

পারাপত (পুং) পারাবত, পায়রা, কবুতর, ঘুঘুপক্ষী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পারাপত অক্খি**। = **পারাবত**।

পারাযন (স্ত্রী) পারায়ণ, সম্পূর্ণতা, সমাপ্তি, নিয়ম করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ, চূড়ান্ত বা শেষ উদ্দেশ্য, চরম লক্ষ্য, প্রধান অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য, উচ্চতম বা দূরতম লক্ষ্যস্থল, আদর্শ, সূত্রনিপাতে শেষ বর্গের নাম বা নামলিপি।

পারাবত (পুং) পারাবত, বন্য পারাবত, পায়রা, কবুতর, ঘুঘুপক্ষী। = **পারাপত**।

পারিকখত্তিয = **পরিকখত্তিয**। ⟹ **পরিকখত্তিয**।

পারিচরিযা (স্ত্রী) পরিচর্যা, সেবা, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্য কর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন, ভৃত্যের ন্যায় কাহারও নিকট উপস্থিতি, আদেশ পালন, আনুগত্য স্বীকারকরণ, উপকারকরণ, কার্য সম্পাদন, কর্তব্যকর্ম সাধন, রাজমন্ত্রীর পদ, যাজকত্ব, সম্মান, ভক্তি, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক উপাধি। (জাতক) **কিলেস পরিচরিযা**। = **পরিচরিযা**।

পারিচ্ছত্ত = **পারিচ্ছত্তক**। ⟹ **পারিচ্ছত্তিক**।

পারিচ্ছত্তক (পুং) প্রবাল সদৃশ বৃক্ষ, দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকানন শোভিত পারিজাত বৃক্ষ, পারিজাত বৃক্ষ, দেববৃক্ষ।

পারিজাত (পুং) = **পারিচ্ছত্তক**। ⟹ **পারিচ্ছত্তক**।

পারিজুঞঞ (স্ত্রী) ১ অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়, পতন, অপচয়, হানি, নাশ, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভোগ পারিজুঞঞ**। ২ সম্পত্তির ক্ষতি, ঐশ্বর্যের অপচয়, অভাব, দারিদ্র্য, দ্রব্যের বা গুণের অভাব।

পারিপন্থিক (পুং) রাহাজান, দস্যু, ডাকাইত। (বিণ) বাধা সৃষ্টিকারী, পরিপন্থী, প্রতিকূল, বিপক্ষীয়, প্রতিরোধক, শত্রু ভাবযুক্ত, বিপজ্জনক, বিপদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ভয়প্রদর্শক, আসন্ন, আশঙ্কাজনক। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **সমাধি পারিপন্থিক; বিপস্সনা পারিপন্থিক**। = **পরিপন্থিক**।

পারিপূরি (স্ত্রী) সমাপ্তি, পূর্ণতা, কার্যে পরিণতি, সাধন, সিদ্ধি, পূর্ণবস্থা, সমাপন, পরিসমাপ্তি।

পারিপূরী = **পারিপূরি**। ⟹ **পারিপূরি**। (চুল্লনিদ্দেস) **পদ পারিপূরী**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পারিপূরী মদ**।

পারিপূরী মদ—পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তির অহমিকা, কার্যে পরিণতির আত্মশ্লাঘা, সিদ্ধিজনক অহঙ্কার বা গর্ব। ⟹ **পারিপূরী**।

পারিবৃভট্টতা = **পারিভট্টতা**। ⟹ **পারিভট্টতা**।

পারিভট্টকতা = **পারিভট্টতা**। ⟹ **পারিভট্টতা**।

পারিভট্টতা = **মুণ্ডগসূপ্যতা**, **পারিভট্য**। ⟹ **মুগ্গসূপ্যতা**, **পারিভট্য**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **পারিভত্যতা**। (মিলিন্দপ্রশ্নে) **পারিভট্টকতা**। (বিভঙ্গে) **পারিভট্যতা; পারিবৃভট্টতা**।

পারিভট্য (স্ত্রী) সন্তান বা শিষ্যগণকে আদরকরণ (অথবা বিগড়ানো বা নষ্টকরণ), আদরের অনুরাগ বা আসক্তি, আদরের প্রিয়তা, আহার বা খাদ্যের জন্য আসক্তি, পুষ্টির প্রিয়তা, শিক্ষার অনুরাগ, শিশুকে ধাত্রী কোলে-পিঠে করিয়া বহন বা আদর যত্ন করার ন্যায় অবস্থা। = **পারিভট্টতা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **অলঙ্কার করণ-আদীহি দারক-কীড়াপনং এতং অধিবচনং**। ⟹ **মুগ্গসূপ্যতা**।

পারিভট্যতা (স্ত্রী) = **পারিভট্য**। ⟹ **পারিভট্য**।

পারিভত্যতা = **পারিভট্যতা**। ⟹ **পারিভট্যতা**।

পারিভোগিক (বিণ) পারিভৌগিক, ব্যবহৃত, ব্যবহার সম্বন্ধীয়, ব্যবহারের উপযুক্ত, উপভোগ্য, উপভোগ বা সুখ বিষয়ক, ব্যক্তিগত ব্যবহারের দন্তাদি ধাতু-সম্বন্ধীয়। ত্রিচৈত্যের মধ্যে একটি। বুদ্ধ স্বয়ং যেই সব পাত্র, চীবর, কটিবন্ধনী, আরাম বা গন্ধকুটির, বৃক্ষ (বোধিবৃক্ষ) ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সব জিনিসকে বলা হয় পারিভৌগিক। ঐ সব জিনিস অথবা উহার যে কোনো একটি পরবর্তী ভক্তেরা স্থাপন করিয়া উহার উপর পূজার নিমিত্ত চৈত্য বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন উহাকে বলা হয় পারিভৌগিক চৈত্য। ⟹ **পারিভোগিক চেতিয**।

পারিভোগিক চেতিয—পারিভৌগিক চৈত্য। বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্র, চীবর প্রভৃতি যে কোনো একটি বস্তুর উপর পূজার নিমিত্ত মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, উহার নাম পারিভৌগিক চৈত্য। বুদ্ধের বাসগৃহ, গন্ধকুটির, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতিও পারিভৌগিক চৈত্যের মধ্যে পরিগণিত। = **পরিভোগ চেতিয**। ⟹ **পারিভোগিক**, **চেতিয**।

পারিভোগিক ধাতু = **পরিভোগ ধাতু**। ⟹ **পরিভোগ ধাতু**, **পারিভোগিক চেতিয**, **পরিভোগ চেতিয**।

পারিম (বিণ) সম্মুখস্থ, সম্মুখস্থিত, অদূরবর্তী, ঐ, দূরতর,

দীর্ঘতর, অতিরিক্ত।

পারিমতীর (স্ত্রী) দূরতর তীর বা বন্দর। = **পারতীর**। ⟹ **পারিম**।

পারিবট্টক (বিণ) পরিবর্তিত, বিনিময় বা বদল করা হইয়াছে এমন, (চীবর-সম্বন্ধে) শরীরের চারিদিকে ঘুরাইয়া পরিধান বা আচ্ছাদিত করা হয় এরূপ। = **পরিবত্তক**।

পারিবাসিক (বিণ) যে ভিক্ষু পরিবাস ব্রত গ্রহণ করেন, পারিবাসিক, পরিবাসকারী। = **পরিবাসিক** (২)। ⟹ **পরিবাস**।

পারিসগ্গ (বিণ) [পারিস+ অগ্গ] পরিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দলপতি। ⟹ **পরিস, পরিসা**।

পারিসজ্জ (বিণ) সমাগম বা সভা-সম্বন্ধীয়। (পুং) পরিষদ, পারিষদ, সভা, সভাসদ; (বহুবচনে) সভার সভ্যবৃন্দ, যাহারা সভায় বা মন্ত্রণাসভায় বসে, মন্ত্রণাসভার সভ্যগণ।

পারিসুদ্ধি (স্ত্রী) শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **"পারিসুদ্ধি পধানিয অঙ্গানি"** চারি প্রকার, যথা—**সীল পারিসুদ্ধি, চিত্ত পারিসুদ্ধি, দিট্ঠি পারিসুদ্ধি, বিমুত্তি পারিসুদ্ধি**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **পারিসুদ্ধি সীল**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আজীব পারিসুদ্ধি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চতু পরিসুদ্ধি সীল**। = **পরিসুদ্ধি**।

পারিসুদ্ধি সীল (স্ত্রী) জীবিকা বা জীবিকার্জন-সম্বন্ধে পবিত্রতা। ⟹ **পারিসুদ্ধি**। (বিণ) পরিশুদ্ধ চরিত্রের, বিশুদ্ধ চরিত্রের, বিশুদ্ধ ধর্ম বা গুণ বিশিষ্ট। ⟹ **সীল** [১(বিণ)]।

পারিহারিয (বিণ) সংরক্ষণ-সম্বন্ধীয়, মনোযোগ বিষয়ক, লালন পালন সম্বন্ধীয়, সম্বন্ধীয়, নিরাপদ-সম্বন্ধীয়, রক্ষণ-সম্বন্ধীয়, ধারণ-সম্বন্ধীয়, পালন-সম্বন্ধীয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পারিহারিয পঞ্ঞা; পারিহারিয কম্মট্ঠান**।

পারুক = **ফারুক**। ⟹ **ফারুক**। (যৌগিকে) **পারুক কসট**।

পারুত (বিণ) আচ্ছাদিত, আবৃত, গুপ্ত, আবরিত, লুক্কায়িত, (বস্ত্র) পরিহিত, (পোশাকে) সজ্জিত, প্রস্তুত, (উত্তরাসঙ্গ বা সাঙ্ঘাটি চীবর দ্বারা) আচ্ছাদিত। = **অভিপারুত**। ⟹ **পারুপতি**।

পারুপতি (ক্রি) [প+অ+√রূপ+অ] (কিছুতে) জড়ানো, চীবর পরিধান করা, ঘোমটায় ঢাকা, গোপন করা, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা, ঢাকা, লুক্কায়িত করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, বিন্যাস করা, পরিধান করা, প্রস্তুত করা, রঞ্জন করা, সজ্জিত করা বা হওয়া, (ক্ষত) পরিষ্কার করা, গাছ বা ঝোপ ছাটিয়া দেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ হওয়া, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা। = **নিবাসেতি**। ⟹ **পারুপন**। (অতীত) **পারুপি**। (অ-বিণ) **পারুত**। (ব-বিণ) **পারুপন্ত**। (ক্রি-বি) **পারুপিত্বা**।

পারুপন (স্ত্রী) পরুপন, ভিক্ষুর চীবর পরিধান, বস্ত্র পরিধান, ঢিলা অঙ্গরাখা, ছদ্মবেশ, ছল, আচ্ছাদন, বস্ত্র, পরিচ্ছদ, আবরণ, বিছানার চাদর ইত্যাদি, স্ত্রীলোকের ঘাগরা, বস্ত্র পরিধান, অঙ্গ ঢাকিয়া ভিক্ষুর পরিধান। বিহার হইতে বহির্গমনকালে ভিক্ষু পায়ের গোড়ালি বা হাঁটুর নীচ হইতে গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া যে চীবর পরিধান করেন উহাকে পারুপন বলা হয়।

পারেতি (ক্রি) কিছু ভেতরে ঢুকানো, প্রবেশ করানো, ছিদ্র করা, বিদ্ধ করা, বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা, জোরে বা বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, স্থাপন করা, আরম্ভ করা, ভেদ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, মুগ্ধ করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা।

পারেবত (পুং) ১ (এই শব্দটি প্রাকৃতিক) পারাবত, বন্য পারাবত, কবুতর, ঘুঘুপাখি। = **পারাপত, পারাবত**। (বিমানবত্থু) **পারেবত-অক্খি** = **পারাপত-অক্খি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ এক প্রকার বৃক্ষ-বিশেষ।

পারোহ (পুং) [প্র+রুহ] ১ শাখার (ক্ষুদ্র) অংশ বা পার্শ্বদেশ, (ন্যগ্রোধ বা বটবৃক্ষের) নূতন পল্লব। ২ নব পল্লব, শাখাপল্লব, প্রশাখা, (বৃক্ষের মূল হইতে) অঙ্কুর, পল্লব, মঞ্জরী, শাখা হইতে বৃক্ষের মূলের দিকের কাণ্ড, গাছের কাঁটা।

পাল (বিণ) পাল, রক্ষাকারী, পালকারী। (পুং) প্রতিপালক, রক্ষক, অভিভাবক, রাজপ্রতিনিধি, রক্ষণ, সতর্কতা, প্রহরী, তত্ত্বাবধায়ক, পালক, কারাগার রক্ষক। (সংযুক্ত নিকায়) **বিহারপাল**। (জাতক) **ধম্মপাল; উয্যানপাল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **আরামপাল**। **গোপাল**, = **পালক**। ⟹ **গোপাল, লোকপাল**।

পালক (বিণ) পালক, পালনকারী, রক্ষাকারী, প্রতিপালক। (পুং) রক্ষক, পালক, রাখাল। = **পাল**।

পালন (স্ত্রী) পালন, পোষণ, ভরণপোষণ, রক্ষা, রক্ষণ, প্রতিপালন, মানিয়া চলা, আশ্রয়, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষা ব্যবস্থা, সংরক্ষণ, শাসন, রাজক, রাজসরকার, রাষ্ট্র, শাসনপ্রণালী, চলনশীলতা, পরিবর্তনশীলতা, মর্মস্পর্শ, করুণাসঞ্চার, দৌড়, যত্ন, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত, প্রস্থান, চলন, ঘোড়ায় চড়িবার বা চলিবার জন্য জমির অবস্থা, জীবিকা, জীবনোপায়, সম্পত্তি। (বি-ভা) **বুত্তি পালন যপন** ইত্যাদি (বিশুদ্ধিমার্গ)। **ভুঞ্জতি** (১) সম্পর্কে:—**পালন-অজ্ঝোহারেসু**—জীবনরক্ষার নিমিত্ত ভোজন এবং পানকরণ। ⟹ **যপন**।

পালনা (স্ত্রী) রক্ষণ, পালনপোষণ। = **পালন**।

পালযতি (ক্রি) পালন করা, রক্ষা করা।

পালযতে (ক্রি) = **পালযতি**। ⟹ **পালযতি, পালেতি**।

পালি (স্ত্রী) ১ পালি, পালী, রাশি, শ্রেণী, সূক্ষ্মসূত্র, তার,

সারি, এক ইঞ্চির দ্বাদশ অংশ, সৈন্যশ্রেণী, ব্যবসায়, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাত, রেলরাস্তা, বিষুবরেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, ধারা, প্রণালী, গতিপথ, বিভাগ, বংশ, অদৃষ্ট, প্রান্তভাগ, প্রদেশ, খড়্গের তীক্ষ্ণ ধার, ক্রোড়, কোণ, সেতু, প্রশংসাবচন, হাঁড়ি, পালা, ছাত্রদিগের বৃত্তি, খোঁয়াড়, কেশকীট, উকুন, শ্মশ্রুযুক্তা স্ত্রীলোক, ইতস্তত ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, মানসিক ক্ষমতা, গোলাগুলির পাল্লা বা দূরত্ব, এলাকা, পরিসর, সুদীর্ঘ চুল্লী-বিশেষ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হত্থিংসে আকার পালি; দন্তপালি**। ২ পঙক্তি, কবিতা, পদ্য পঙক্তি, খসড়া, নকশা, উপদেশ, ক্ষুদ্র-লিপি, আদর্শ, বৌদ্ধলিপির শাস্ত্র বা ধর্মানুশাসন, পালিশাস্ত্র বা সাহিত্য, বৌদ্ধদের ধর্মীয় ভাষা, ভারতের প্রাচীন ভাষা-বিশেষ, প্রাচীন ভারতের উত্তর আর্যবর্তের মাগধী ভাষা বা মগধদেশীয় পল্লীভাষা, প্রাচীন উত্তর ভারতীয় পল্লীভাষা, ভারতের বিহার ও উড়িষ্যা বা প্রাচীন মগধরাজ্যের রাষ্ট্রভাষা বা মাগধীভাষা, বৌদ্ধ সাহিত্য ও ত্রিপিটকের ভাষা। (বিপ) **অট্‌ঠকথা, অত্থকথা**। (জাতক) **পালিনযেন**—পালি শাস্ত্র বা সাহিত্য অনুসারে; = **পালিনয অনুসারেন; = পালি অনুসারতো**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পালিতো অট্‌ঠুপ্পত্তিতো**।

পালি অনুসারতো = **পালিনযেন**। ⟹ **পালিনযেন**।

পালিগুণ্ঠিক (বিণ) = **পালিগুণ্ঠিম**। ⟹ **পালিগুণ্ঠিম**।

পালিগুণ্ঠিম (বিণ) (চটিজুতা সম্বন্ধে) চারিদিকে আবরণযুক্ত। জুতা ? এই শব্দটি কিন্তু সন্দেহযুক্ত। ⟹ **পলিগুণ্ঠিত**।

পালিচ্চ (স্ত্রী) ধূসরবর্ণ, পরিপক্বতা, পাকাচুল, চুলের পরিপক্বতা। = **পলিত কেস**।

পালিত (বিণ) পালিত, রক্ষিত, পোষিত, বর্ধিত। ⟹ **পালেতি**।

পালিনয অনুসারেন = **পালিনযেন**। ⟹ **পালিনযেন**।

পালি নযেন—পালি শাস্ত্র বা সাহিত্য অনুসারে। ⟹ **পালি** (২)।

পালিপদক (পুং) পালিভাষায় বা পালিশাস্ত্রে যিনি শব্দ-অর্থ-পদ-সম্বন্ধে বিশারদ, পালিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।

পালিপেয্যাল = **পাড়িপেয্যাল**। ⟹ **পাড়িপেয্যাল**।

পালিভদ্দক (স্ত্রী) এক জাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পালিভদ্দক অট্‌ঠি**।

পালিযং—পালি ভাষায়, পালিভাষায় লিখিত সাহিত্যে। (বিপ) **অট্‌ঠকথাযং, অত্থকথাযং**। ⟹ **পালি** (২)।

পালিবণ্ণনা (স্ত্রী) (শব্দের অর্থ অনুসারে) পালি সাহিত্যের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা, নির্দোষভাবে পালি সাহিত্যিক সমালোচনা অথবা দোষগুণ বিচারবিদ্যা। (বিপ) **বিনিচ্ছয কথা, ভাবনা নিদ্দেস**।

পালেতি (ক্রি) [√পাল+এ] ১ রক্ষা করা, পালন করা, যত্ন করা বা লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি দেওয়া, সাবধান হওয়া, বাঁচানো, আচার বা মোরব্বা করা, সংরক্ষণ করা, জাগরিত থাকা, অপেক্ষা করা, প্রত্যাশা করিয়া থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাহারা দেওয়া, সতর্কভাবে দেখা, মনোযোগপূর্বক দেখা, সম্মুখে রাখা, নজরে রাখা, মনোযোগ দেওয়া, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, স্থায়ী হওয়া, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, তত্ত্বাবধান করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পথবী লোকং পালেতি** (সম্ভবত এখানে "পালেতি" শব্দের অর্থ:—রাখা, ধারণ করা, বেষ্টন করিয়া থাকা)। ২ (**পলাযতি** শব্দের ভুল অনুরূপতা রক্ষার্থ) চলা, স্থানান্তর করা বা স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো বা নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, চলায়মান থাকা, চালিত অবস্থায় রাখা (চুল্লনিদ্দেসের "**চরতি**" শব্দের বর্ণনায় যেমন "**বিহরতি, ইরিযতি, বত্ততি, পালেতি, যপেতি, যাপেতি** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়)। (তুলনীয়) **পালন**। (বি-ভা) **অত্থং পালেতি** ("**পলেতি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ?)—ঘরে আসা অর্থাৎ অদৃশ্য হওয়া (সূত্রপাত)। ⟹ **পালযতি**। (কবিতার ছন্দে) **পল্লতে** (জাতক); (জাতক অর্থকথায়) **পালযতি**; (কর্মবাচ্যে) **পালযতে**। (অতীত) **পালেসি**। (অ-বিণ) **পালিত**। (ব-বিণ) **পালেন্ত**। (ভ-বিণ) **পালেতব্ব**। (ক্রি-বি) **পালেত্বা**। (তুম) **পালেতুং**।

পালেতু = **পাল**। ⟹ **পাল**।

পালি = **পালি**। ⟹ **পালি**।

পালিতো (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) পালিভাষা হইতে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ত্রিপিটকের অন্তর্গত শব্দসমূহ হইতে।

পালিপেয্যাল—অনুক্রমিক পালি সাহিত্য। ⟹ **পেয্যালপালি**।

পালিবণ্ণনা (স্ত্রী) পালি সাহিত্যে উল্লিখিত শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, মূলগ্রন্থ-সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ। (বিপ) **বিনিচ্ছয কথা**।

পাবক (বিণ) পবিত্র, পবিত্রতাকরক, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, কেবল, খাঁটি, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, দক্ষ, স্পষ্ট, জাজ্জ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, নির্দোষ, সহজবোধ্য, সহজে বোধগম্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, নির্বিবাদ, অঋণী, ঋণহীন, পক্ষপাত শূন্য, অবিবৃত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, অবাধ, বাধাহীন, বিখ্যাত, দীপ্তিমান। (পুং) পাবক, অগ্নি, বৈদ্যুতিক অগ্নি, সদাচারী ব্যক্তি। = **কণ্হবত্তনিন, অগ্গি**।

পাবচন (স্ত্রী) শব্দ, পদ, কথা, আদেশ, হুকুম, বিবাদ, প্রতিজ্ঞা, নিদর্শন, চিহ্ন, বচন, বাক্য, সংবাদ, (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) বুদ্ধের আদেশ বা বচন, ধর্মপুস্তক, ধর্মগ্রন্থ, ত্রিপিটকের বচন, ধর্মশাস্ত্র।

পাবদতি (ক্রি) বলা, কথা বলা, উক্তি করা, শব্দ করা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, দৃষ্টিগোচর হওয়া,

দেখানো, প্রতীয়মান হওয়া, গণনা করা, সংখ্যা করা, জানানো, বর্ণনা করা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদেশ করা, স্থির করা, চেনা, চিনিতে পারা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, ফলপ্রদ হওয়া, বিবরণ দেওয়া। = **পবদতি**।

পাবস্‌সি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পবস্‌সতি**।

পাবাদি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **পবদতি**।

পাবার (পুং) ১ ঢিলা অঙ্গরাখা, ছদ্মবেশ, ছল, বস্ত্র, আচ্ছাদন, আবরণ, ঢিলা বড় জামা, দীপশিখার আবরণ। (জাতকে) **পবর-দিব্ব-বত্থ**। ২ আম গাছ, আম্রবৃক্ষ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পাবার পুপ্ফ = পাবারক পুপ্ফ** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

পাবারক পুপ্ফ = পাবার পুপ্ফ। ⟹ **পাবার পুপ্ফ**।

পাবার কোজব (পুং) ঢিলা বড় পশমি জামা, পশমি আচ্ছাদন বা বস্ত্র। ⟹ **কোজব**।

পাবার পুপ্ফ (ক্লী) আমের ফুল। ⟹ **পাবার** (২)।

পাবারিক (পুং) ঢিলা বড় জামা বা বস্ত্র বিক্রেতা। ⟹ **পাবার** (১)।

পাবাল্‌ (পুং) ১ (মানুষ কিংবা পশুর) পাছা। ২ চুল, কেশ, লোম। (যৌগিকে) **পাবাল্‌ নিপ্পোটনা**—চুল টানিয়া ছিন্ন করা অথবা উৎপাটন করণ, বলপূর্বক চুল টানন বা আকর্ষণরকণ (সংযুক্ত নিকায়)। ⟹ **পাবার**।

পাবিস (পঞ্চমী, ক্রিয়া) প্রবেশ কর। = **পবিস**। ⟹ **পবিসতি**।

পাবুম = পাগুস। ⟹ **পাগুস**।

পাবুরণ (ক্লী) = **পাবার**। ⟹ **পাবার** (১), **পাপুরণ**, **পারুপন**।

পাবুস (পুং) ১ বৃষ্টি, বর্ষাঋতু (বর্ষাঋতুর প্রথম দুই মাস)। ২ একজাতীয় মৎস্য। = **পাগুস**।

পাবুস্‌সক (বিণ) বর্ষাকাল-সম্বন্ধীয়, বৃষ্টি পড়িতেছে এমন, বর্ষাকালীন, বাদল ঝড়িতেছে এমন।

পাবেক্‌খি (অতীত ক্রিয়া) ১ দর্শন করিয়াছিল, দেখিয়াছিল। ⟹ **পবেক্‌খতি**। ২ = **পাবিসি** (⟹ **পবিসতি**)।

পাস (পুং) ১ ফিঙ্গা, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, নিক্ষেপ, কিছু ঝুলাইবার জন্য বন্ধনী, হস্তবন্ধনী, পাশ, রজ্জু, অস্ত্র-বিশেষ, সূত্র, ফাঁদ, জাল, গ্রন্থি, বন্ধনী, পদ-শৃঙ্খল, বেড়ি, নিগড়, বন্ধন, বোতামের ঘর, জামায় লাগাইবার ফুল। (বিনয়) **হত্থপাস, মারপাস**। ২ বল্লম, বর্শা, শড়কি, ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, পাশাক্ষেপণ, অক্ষনিক্ষেপ, পাল্লা, যতদূর পর্যন্ত কোনো দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবল উদ্যম। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুঠারি পাস**। ৩ (প্রস্তর?) পেতবথু অর্থকথায় "**পাস-অন্তরে**", সম্ভবত ইহা ভুল পাঠ; এখানে "**পাস**" শব্দের শুদ্ধ পাঠ হইবে "**পলাস**"। সুতরাং "**পাস-অন্তরে**"-এর শুদ্ধ পাঠ হইবে "**পলাস-অন্তরে**"; ইহার একইরূপে "**রুক্‌খ-অন্তরে, কট্‌ঠ-অন্তরে, মূল-অন্তরে**"।

পাসংস (বিণ) প্রশংসিত, প্রশংসা পাইবার যোগ্য, প্রশংসনীয়, প্রশংসার্হ। **দস পাসংসট্‌ঠানানি**।

পাসংসং (ক্লী) প্রশংসাবাক্য। = **পসংসা**। ⟹ **দসট্‌ঠান**।

পাসক (ক্লী) ১ পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত বক্রাকার বস্তুবিশেষ (বিনয়), চুলের জন্য ব্যবহৃত বক্রাকার বস্তুবিশেষ (থেরীগাথা)। ⟹ **পাস** (১)। ২ (পুং) ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, পাশা, পাশাক্ষেপণ, অক্ষনিক্ষেপ, ছক্কা। ⟹ **পাস** (২)। ৩ দরজা বা জানালার উপরের কাঠ বা পাথর, সর্দল।

পাসকখিপন ⟹ **খিপন**।

পাসঘটিকা (স্ত্রী) যাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল দেখাইবার এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার যষ্ঠি অথবা পাশার ছক্কা। = **পাসক** (২)। ⟹ **ঘটিকা** (২ক)।

পাসণ্ড (ক্লী) প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ, ধর্ম সম্প্রদায়, দল, শ্রেণী। (বিণ) পাষণ্ড, পাষণ্ডক, পাষণ্ডী, পাষণ্ডিন, ধর্মবিরুদ্ধাচারী, বিধর্মা, ধর্মবহিষ্কৃত, সদাচার ভ্রষ্ট, পামর।

পাসণ্ডক (পুং) = **পাসণ্ডিক**। ⟹ **পাসণ্ডিক**।

পাসণ্ডিক (পুং) ধর্মবিরোধী, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। (বিণ) সাম্প্রদায়িক। ⟹ **পাসণ্ড**।

পাসন্ত [পাস+ অন্ত] = **পবনন্ত**। ⟹ **পবনন্ত**।

পাসাণ (পুং) পাষাণ, প্রস্তর, পাথর, শিলা, পাহাড়, ব্যর্থতা, দুর্দৈবের যে কোনো কারণ, হীরা-মণি প্রভৃতি, গোরের উপরিস্থ পাথর, সমাধিস্তম্ভ, মূত্রাশয়ে সঞ্চিত প্রস্তরীভূত পদার্থসমূহ, পাথরী, প্রায় সাত সের, ভিত্তি, আঁটি, বীজকোষ, বিচি, অনুভূতিহীনতা, অচৈতন্যতা। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পাসাণ পব্বত**।

পাসাণ অম্হ = অম্হময। ⟹ **অম্হময**।

পাসাণক = পাসাণ। ⟹ **পাসাণ**।

পাসাণগুল্‌ (পুং) পাষাণের গোলক, নরম পাথরের ঢেলা বা গোলক যাহা ধৌতকার্যে ব্যবহৃত হয় (ঝামা পাথর?)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সাল-লট্‌ঠিং... তচ্ছেয্য ... লিখেয্য ... পাসাণগুলেন ধোপেয্য ... নদিং পতারেয্য**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাজনে ঠপিতং গুল্‌পিণ্ডং বিয পাসানং**।

পাসাণচুণ্ণ (ক্লী) পাথরচূর্ণ। = **সরিতক**।

পাসাণ চেতিয (ক্লী) পাষাণ দ্বারা নির্মিত চৈত্য বা পূজার মন্দির।

পাসাণতল—প্রাকৃতিক অধিক্যতা অথবা প্রাকৃতিক পাষাণময় মালভূমি।

পাসাণপব্বত (ক্লী) পাষাণপর্বত, পাষাণময় পর্বত, পাথরী পাহাড়, শিলাপাহাড়।

পাসাণ পাণিকা (স্ত্রী) প্রস্তরনির্মিত চামচ, পাথরের চামচ। (বিপ) **রুক্‌খপাণিকা**।

পাসাণপিট্‌ঠ (ক্লী) পর্বতশৃঙ্গ, পাহাড়ের চূড়া, পাষাণের উপরিভাগ। ⟹ **পিট্‌ঠ** (৩), **পাসাণপিট্‌ঠি**।

পাসাণপিট্‌ঠি (স্ত্রী) শিলাময় পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ বা

বাহ্যাকার, পাষাণপর্বতের তল বা উপরিভাগ, পাথরী পাহাড়ের বহির্ভাগ বা গাত্র। ⟹ **পাসাণপিট্ঠ।**

পাসাণপিট্ঠে—পাথরী পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগ। ⟹ **পাসাণ পিট্ঠি।**

পাসাণপোক্খরণী (স্ত্রী) প্রাকৃতিক পাষাণের উপর জলাধার বা পুষ্করিণী, শিলাময় মালভূমির পুকুর।

পাসাণফলক (পুং) চ্যাপটা পাথর, প্রস্তরফলক, পাথরের চ্যাপটা বস্তু।

পাসাণমচ্ছক—পাথরী মাছ বা শিলাময় স্থানে বাসকারী মৎস্য। ইহাও একজাতীয় মৎস্য-বিশেষ।

পাসাণলেখ—পাষাণের লেখা, পাষাণে খোদিত লিপি। = **পাসাণলেখা।**

পাসাণলেখা (স্ত্রী) পাষাণে লেখা। = **পাসাণলেখ।**

পাসাণবস্স—পাষাণবৃষ্টি, শিলবর্ষণ।

পাসাণসক্খরা (স্ত্রী) পাথরকুচি, টুকরা টুকরা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর, খণ্ড বা টুকরা পাথর।

পাসাণসেবাল—পাষাণ শৈবাল, পাথর বা শিলার উপর উৎপন্ন শৈবাল বা এক প্রকার উদ্ভিদ-বিশেষ।

পাসাদ (পুং) প্রসাদ, বৃহৎ অট্টালিকা, ইষ্টকময় দেবালয়, ধনী বা জমিদার বাড়ি, রাজ প্রাসাদ, সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান, দুর্গ, উচ্চ মাচান, উন্নত মঞ্চ, উচ্চ ভিত্তির দালান, সমতল ছাদ, মাটির বেদী বা উঁচু ঢিবি, গৃহশ্রেণী, স্তম্ভ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পাসাদতল।** ⟹ **উপরিপাসাদ।**

পাসাদতল (ক্লী) প্রাসাদতল, দালান বা সুবৃহৎ অট্টালিকার উপরিভাগ। ⟹ **তল, পাসাদ।**

পাসাদিক (বিণ) ১ সুন্দর, মনোহর, মনোরম, অমায়িক, ভালবাসার যোগ্য, বন্ধুভাবাপন্ন, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, আনন্দময়, আনন্দদায়ক, মধুর, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমন্ত পাসাদিক।** ২ আরামপ্রদ, আরামদায়ক, আরামভোগী।

পাসাবিণ (বিণ) প্রসূত, প্রসব করিয়াছে এরূপ, উৎপাদিত, উৎপন্ন, জাত। ⟹ **পসবতি।**

পাসুক—পঞ্জর, পাঁজরা, আড়কাঠ, কড়ি, পোলিন্দ, ছাতার শিক, পাতার শিরা।

পাসুল = **পাসুক।** ⟹ **পাসুক।**

পাস্সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **পিবতি।** = **পিবিস্সতি।**

পাহুণ (পুং) নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি, অতিথি। (ক্লী) অতিথি বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজন। = **পাহুণক।**

পাহুণক (পুং) = **পাহুণ।** ⟹ **পাহুণ।**

পাহুণেয্য (বিণ) অতিথি সংকারের উপযুক্ত, অতিথি হওয়ার যোগ্য।

পাহুণেয্যক (বিণ) = **পাহুণেয্য।** ⟹ **পাহুণেয্য।**

পাহুন (পুং) অতিথি। = **পাহুণ** (পুং)।

পাহেতি (ক্রি) [পা+√হি+এ] প্রেরণ করা, পাঠানো। = **পহিণতি।** (অতীত) পাহেসি। (তুম) পাহেতুং।

পি (অব্যয়, উপসর্গ পদ) ১ তাহা ছাড়া, আরও, ও, এবং আরও, এমনকি তাহা, তথাপি তাহা, তাহা হইলেও। (বিনয়) **চর পি রে**—তোমার সঙ্গে নিয়া যাও। ⟹ **রে।** ২ সত্য বটে, বরং, তেমনি, এমন কি, সমানভাবে, নিশ্চয়, নিশ্চিত, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়রূপে, বাস্তবিক, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, বাস্তবিকই, ঠিকই, ঠিক তাহাই; (সংখ্যার সহিত বা সংখ্যাবাচক বর্ণনায়:—) সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সব কিছু বিবেচনা করিয়া, সর্বমোট, ঠিক সেইগুলি বা তাদৃশ কতিপয়। (জাতক) **চত্তারো পি; উভো পি।** (সূত্রনিপাত) **সব্বে পি। স্বে পি উপসঙ্কমেয্যাম**—আগামী কল্যও আমি নিশ্চয়ই আসিব। ৩ কিন্তু, ভিন্ন, ব্যতীত, বিনা, কেবল, যদি ... না, তত্রাচ, সে যাহা হউক, তথাপি, কোনো প্রকারে, যে কোনো উপায়ে, পক্ষান্তরে; (গল্প বা উপকথা ক্রমাগত চলিতেছে বা বলিতেছে ইহাতে:—) অতঃপর, তারপর, কাজেই। ৪ তাহা সত্ত্বেও, যদিও, যদি তাহাই হয়, তদনুরূপই যদি। (জাতক) **চিরং পি খো ... চ**—যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ... তথাপি। ৫ বোধ হয়, সম্ভবত, হইলেও হইতে পারে, ইহাই সময় যে, খুব সম্ভবত। ৬ (পারস্পরিক সম্বন্ধে:—) পি ... পি ("অপি ... অপি" এর ন্যায়)। ক উভয় ... এবং। ইহার অর্থ সর্ব সময় অনুবাদ করা যায় না, যেমন—(সূত্রনিপাত) **যদা পি ... তদা পি**—যখন ... তখন; **দিট্ঠা পি সুতা পি;** (জাতকে) **জলে পি থলে পি।** খ হয়ত ... অথবা (জাতক)। = **অপি।**

পিংস (বিণ) ভগ্ন, নিংড়োনো, পেষিত, দমিত, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবিষ্ট, ভিত্তির উপর স্থাপিত, প্রাথমিক সূত্র শিক্ষায় শিক্ষিত, মাটিতে লাগিয়া অচল, চূর্ণকৃত, বিচূর্ণিত। ⟹ **পিংসেতি** (২)।

পিংসতি (ক্রি) [√পিস+ং+অ] ১ সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, নির্মাণ করা, গঠিত করা, শিক্ষা দেওয়া, বিন্যাস করা, আকার ধারণ করা, সুসজ্জিত করা; (মৌলিক অর্থ:—) বিদ্ধ করা বা হওয়া, ডাঙ্গস মারা, খোঁচা মারিয়া উত্তেজিত করা, কষ্ট দেওয়া, খাড়া করা, কাটা বা বিদীর্ণ হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পর হইতে বিভক্ত করা, মর্ম বেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো। ২ক চূর্ণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা বা শাণ দেওয়া, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, পেষণ করা, ঘর্ষিত হওয়া, কঠোর পরিশ্রম করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়োনো, পেষণ করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, আঘাত করা। (জাতক) **অগলুং চন্দনঞ্চ পিংসোমি; মখকং পিংসেতি; অকলুং চন্দনঞ্চ সিলায পিংসেতি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **গন্ধে পিংসিস্সতি** (বর্মাগ্রন্থে—"**পিসিস্সতি**")। খ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করা, একে অন্যের বিরুদ্ধে ঘা দেওয়া, শব্দ করা, ধ্বনি করা। ⟹ **পিংসেতি** (১)। **পিংসেতি** = **পিসতি।** (অ-বিণ) **পিংসে, পিট্ঠ** (১)।

পিংসন (ক্লী) = **পিসন**। ⟹ **পিসন**।

পিংসরে (ক্রিয়া, বর্তমানকাল, বহুবচন শব্দ) টুন টুন শব্দ করা, কিঙ্কিণীর শব্দ করা, শব্দ করা, ধ্বনি করা, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ করা, স্বর তোলা; (সাহিত্যে:—) বিদ্ধ করা, বেধন করা, ডাঙ্গস মারা, অঙ্কুশে বিদ্ধ করা, সূচি কর্ম করা, সূচ্যগ্র যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করা। (জাতক অর্থকথায়) **বিরবন্তি**।

পিক (পুং) পিক, কোকিল।

পিঙ্ক (পুং) নবপল্লব, পল্লব, অঙ্কুর, মঞ্জরী। (জাতকে) **পবাল**। কোনো কোনো স্থলে ইহার ব্যবহার "**সিঙ্গ**" শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়। = **পিঙ্গ**। (বিণ) হলদে, হলদে বর্ণের, ঈষৎ পিঙ্গল, পিঙ্গল, কপিশবর্ণ।

পিঙ্গ = **পিঙ্ক**। ⟹ **পিঙ্ক**।

পিঙ্গল (বিণ) ১ পিঙ্গল, পীতবর্ণবিশিষ্ট, কপিশবর্ণযুক্ত, ঈষৎ লাল, হলদে, হলদে রঙের, কটা, কটাবর্ণের, বাদামি, বাদামি রঙের। = **পিঙ্গিয**। ২ রক্তচক্ষু, কুৎসিত চেহারার চিহ্ন বা লক্ষণ সদৃশ। (যৌগিকে) **পিঙ্গল নিক্খন্ত-দাঠ**—রক্তচক্ষু এবং নির্গত দন্ত-বিশিষ্ট (জাতক)। (জাতক) **তম্ব-দাঠিক নিব্বিদ্ধ-পিঙ্গল**। = **পিঙ্গললোচন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **পিঙ্গল-লোচন কড়ার-দন্ত**।

পিঙ্গলকিপিল্লক—লালজাতীয় পিপীলিকা।

পিঙ্গলচক্খুতা (স্ত্রী) রক্তবর্ণচক্ষুতা, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছে এমন অবস্থা।

পিঙ্গলনেত্ত (বিণ) রক্তচক্ষু, রক্তবর্ণ বা লাল চক্ষু-বিশিষ্ট।

পিঙ্গল মক্খিকা (স্ত্রী) পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকা, ডাঁশ, পীতবর্ণের মাছি, ধূসর বর্ণের মক্ষিকা। = **ডংস**, **কাণমক্খিকা**। ⟹ **মক্খিকা**।

পিঙ্গিয (বিণ) রক্তবর্ণ ও বাদামি মিশ্রিত বর্ণের, হলদে। ⟹ **পিঙ্ক** (বিণ)। (পুং) একটি কুকুরের নাম। ⟹ **সুনখ**।

পিঙ্গুলা (স্ত্রী) একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ।

পিচু (ক্লী) ১ তুলা, কার্পাস, কার্পাস বস্ত্র। (সংযুক্ত নিকায়) **কাপ্পাসপিচু**; **তূলপিচু**; **থূলপিচু**। (জাতক) **তূলপিচু**। ২ বন্যজন্তু (বিশেষত একজাতীয় বানরকেই বলা হয়)।

পিচু পটল (ক্লী) কার্পাসের সূক্ষ্ম সূত্র, কার্পাসের বা তুলার সূক্ষ্ম আস্তরণ, কার্পাসের ঝিল্লি।

পিচুমন্দ (ক্লী) নিমগাছ, নিম্ববৃক্ষ। = **পুচিমন্দ**।

পি চে = **অপি চে**। ⟹ **অপি চে**।

পিচ্ছ (ক্লী) ১ পুচ্ছ পালক, লেজের পালক (ময়ূর-সম্বন্ধে বর্ণনায়)। (বিনয়) **মোরপিচ্ছ**। (তুলনীয়) **পিঞ্ছ**, **পিঞ্জ**। ২ (যে কোনো প্রকার) বৃক্ষনির্যাস বা আঠা।

পিচ্ছিত—এই শব্দটি জাতকে "**সুপিচ্ছিত**" শব্দে পাওয়া যায়, কিন্তু অস্পষ্ট। জাতক অর্থকথায় "**সুফস্সিত**" শব্দরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ⟹ **সুপিচ্ছিত**।

পিচ্ছিল (বিণ) পিচ্ছিল, পিছলা, তেলা, মসৃণ, অবিশ্বাস্য, নির্ভরযোগ্য নয় এমন, পিচ্ছল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পিচ্ছিল মগ্গ**।

পিচ্ছিল কুণপং—পরিত্যক্ত পিচ্ছিল দ্রব্য। (তুলনীয়) **লসিকা**। ⟹ **পিচ্ছিল**।

পিচ্ছিল মগ্গ (ক্লী) পিচ্ছিল মার্গ বা পথ। ⟹ **পিচ্ছিল**।

পিঞ্ছ (ক্লী) লেজ, পুচ্ছ, পুচ্ছপালক। = **পিচ্ছ**। (বিনয়) **মোরপিঞ্ছ**। (তুলনীয়) **পিঞ্জ**।

পিঞ্জ (ক্লী) পাখির লেজ বা পুচ্ছ, লাঙ্গুল, পুচ্ছ পালক, ময়ূর পুচ্ছ। (জাতক) **মোরপিঞ্জ কলাপ** = **পেক্খুণ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মোরপিঞ্জ**। = **পিঞ্ছ**, **পিচ্ছ**।

পিঞ্জর (বিণ) ঈষৎ লালবর্ণের, পিঙ্গল, কপিশবর্ণ।

পিঞ্জরোদক (ক্লী) খাদ্যোপযোগী জলজ উদ্ভিদের ফল (শ্যামলা বা পদ্মবীজ?)। (জাতকে) **চিঞ্চরোদক**; (বর্ণনায়) **সিঙ্ঘাটক**।

পিঞ্জিত (বিণ) কিঞ্চিত রঞ্জিত, রং করা হইয়াছে এমন, মিশ্রিত, মৃত।

পিঞ্ঞাক (ক্লী) চীনা বাদাম, তিল সর্ষপ প্রভৃতি তৈলবীজের ময়দা বা ছাতু। (বিনয়) **পিঞ্ঞাক নাম তিলপিট্‌ঠং বুচ্চতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তিল-পিঞ্ঞাক**।

পিঞ্ঞাক ভক্খ (বিণ) তৈলবীজের ময়দা বা ছাতুভোজী।

পিটক (ক্লী) ১ (সাধারণ অর্থে) মাটি ফেলিবার ঝুড়ি বা ভাণ্ড, আধার, পেটরা, ধারক, চুপড়ি, ঝুড়ি, থলি, জিনিসপত্র রাখিবার পাত্র, বাক্স ইত্যাদি। = **পুটক**। (বিনয়) **ঘট পিটক উচ্ছঙ্গ**; **চতুদোণিক পিটক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পিটকে নিক্খিত্ত-লোণ-মচ্ছ-ফাল-সদিসং ফলং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধঞ্ঞপিটক**—ধানের বা ধান রাখিবার ঝুড়ি; **বীহিপিটক**—চাউল রাখিবার চুপড়ি। (যৌগিকে) **কুদ্দাল পিটক**। ২ (চরিত্রে) পিটক, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে:—ধর্মগ্রন্থের আধার এবং আধেয় দুইটিকেই বুঝায়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বিনয়-সূত্র-অভিধর্ম—এই তিন মূল পিটকের প্রত্যেকটিকে এক একটি পিটক বলা হয়, পিটক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নাম। বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই তিন পিটকের সমবায়ে নাম "**তেপিটকা**" বা "**তযো পিটকা**" (জাতক)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পঞ্চ নিকায মণ্ডলে তীণি পিটকানি পরিবত্তেতি**; **তিণ্ণং বেদানং উগ্গহণং**, **তিণ্ণং পিটকানং উগ্গহণং**। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের পরবর্তী নাম "**পিটক**"। ত্রিপিটকের মধ্যে প্রথম বিভাগের নাম "**সুত্ত**" অর্থাৎ সূত্র, দ্বিতীয় বিভাগের নাম "**বিনয**" অর্থাৎ বুদ্ধের শাসন প্রণালী। বির্ময় বর্ণনায় "**ভিক্খু সুত্তন্তি বিনযধর**"—এই নাম "**তেপিটক**" অথবা "**পিটকধর**" নামের পূর্ববর্তী। তৃতীয় পিটকের

নাম "**অভিধম্ম**" অর্থাৎ অভিধর্ম। এখন আমরা যে ত্রিপিটক গ্রন্থ পাইতেছি, ইহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় মহারাজ ধর্মাশোকের সময়ে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গায়ণে। এই ত্রিপিটক পালিভাষার পরিমার্জিত তৎকালীন মাগধীয় ভাষায় ও অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা এই তিন পিটক মুখস্থ করিয়া অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন তাঁহাদিগকে বলা হইত "**তেপিটকা**" অর্থাৎ ত্রিপিটক শাস্ত্রে পারগৃ বা পারদর্শী। (বিনয়ে) **তিপেটকী**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **তিপেটক**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বিপিটকধর**। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ত্রিপিটকের নাম "**ত্রেপিটক**" রূপেও দৃষ্ট হয়। আবার আধুনিক সাহিত্য হিসাবে ইহার নাম "**ত্রিপিটক**" এবং "**ত্রিপিট**"। (তুলনীয়) **পেটক**।

পিটকত্তয় (ক্লী) ত্রিপিটক, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক নামক ধর্মগ্রন্থ, বৌদ্ধশাস্ত্র, বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ত্রিপিটক, যথা—সূত্রপিটক (বুদ্ধের উপদেশাবলী, আলাপ, ভিন্ন মতাদি খণ্ডনমূলক শাস্ত্র), বিনয়পিটক (বুদ্ধের শাসনপ্রণালী এবং নিয়ম শৃঙ্খলামূলক শাস্ত্র), অভিধর্ম পিটক (অধ্যাত্মিক তত্ত্ব, গবেষণা ইত্যাদি এবং নির্বাণমূলক শাস্ত্র)। ⟹ **তিপিটকা**, **পিটক** (২)।

পিটকধর (বিণ, পুং) ত্রিপিটক শাস্ত্র যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে এবং যিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন। = **তেপিটকধর**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **এক পিটকধর**, **দ্বিপিটকধর**। ⟹ **পিটক** (২)।

পিটকসম্পদায় (ত্রি–বিণ) পালি ত্রিপিটকের ঐতিহ্য বা পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা অনুসারে, ত্রিপিটকের বিধিসঙ্গত ক্ষমতার ভিত্তিতে। (মধ্যম নিকায়) **ঐতিহীতিহ পিটক সম্পদায়** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইতি কির পিটক সম্পদায়; "ইতি কিরা"** সম্বন্ধে ধর্মগ্রন্থের বা ত্রিপিটক শাস্ত্রের সমালোচনায় ও ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ দৃষ্ট হয়—"ঐতিহ্য পরম্পরা অনুক্রমে"। ⟹ **সম্পদা** (২)।

পিট্টিবিসয় = পেত্তিবিসয়। ⟹ **পেত্তিবিসয়**।

পিট্‌ঠ (ক্লী) ১ চূর্ণ, যাহা চূর্ণ করা হইয়াছে, গুঁড়া, ময়দা, ছাতু, চাউলের গুঁড়া, ঘর্ষণ করিয়া বা শান দিয়া ক্ষয় করা বস্তু, পেষিত বীজ। **তিলপিট্‌ঠ**। (জাতক) **মাসপিট্‌ঠ**। জাতকে সমার্থে "**পিট্‌ঠি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (বিণ) পৃষ্ট, নিপীড়িত, পেষিত, ঘর্ষণের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত। = **পিংস**। ⟹ **পিংসেতি**। ২ দরজা বা খিড়কির উপরের কাঠ বা পাথর, সর্দল। (বিনয়) **কবাট পিট্‌ঠ; পিট্‌ঠ সিঙ্ঘাটক**। ৩ পৃষ্ঠ, পিঠ, পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদ্ভাগ, পত্রাদির একপিঠ, পশ্চাদ্দিক, পশ্চাদ্বর্তী অংশ, উপরিভাগ, বহির্ভাগ, গাত্র, বাহ্যাকার, তল, কোনো বস্তুর সর্বোচ্চ ভাগ, চূড়া, শৃঙ্গ, আগা, মস্তক, সর্বোচ্চ পদ। (জাতক) **পাসাণ পিট্‌ঠ**—পাষাণের উপর ভাগ, পাষাণের চূড়া বা উচ্চভাগ। (করণকারকে) **পিট্‌ঠেন**। (অধিকরণ কারকে) **পিট্‌ঠে**।

পিট্‌ঠ খাদনিয় (ক্লী) চাউলের গুঁড়ার বা ময়দা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যোপযোগী পিঠা, পিষ্টক, রুটি প্রভৃতি।

পিট্‌ঠধীতলিকা (স্ত্রী) ময়দা বা চাউলের গুঁড়ায় প্রস্তুত ছেলেদের খেলার পুতুলরূপ পিঠা, পুত্তলিকা আকারে পিষ্টক বা রুটি প্রভৃতি।

পিট্‌ঠপিণ্ডি = **পিট্‌ঠপিণ্ডী**। ⟹ **পিট্‌ঠপিণ্ডী**।

পিট্‌ঠপিণ্ডী (স্ত্রী) ময়দার পিণ্ড বা কাঁই।

পিট্‌ঠমদ্দ (পুং) চাউলের গুঁড়া বা ময়দার কাঁই, ফুলের আটা, ময়দার লেই বা আঠা, চাউলের গুঁড়া বা ময়দা জলমিশ্রিত করিয়া মর্দন করিয়া পিঠা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য যেই কাঁই প্রস্তুত করা হয় তাহা। = **পিট্‌ঠিমদ্দ**। ⟹ **মদ্দ** (১)।

পিট্‌ঠ সঙ্ঘাট ⟹ **সঙ্ঘাট** (৫)।

পিট্‌ঠ সিঙ্ঘাটক (পুং) দরজার থাম বা স্তম্ভ, চৌকাঠ (বা চাঁদিনা) দেওয়া দরজা, দরজার বা জানালার উপরের কাঠ বা পাথর, সর্দল। ⟹ **পিট্‌ঠ**(২), **সঙ্ঘাট**(৫)।

পিট্‌ঠসুরা (স্ত্রী) চাউল প্রভৃতির গুঁড়া বা আটা দ্বারা প্রস্তুত মদ (বা নেশা দ্রব্য সুরা)।

পিট্‌ঠি (স্ত্রী) ১ পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠদেশ, পিঠ, পশ্চাদ্দিক। (জাতক) **পিট্‌ঠিং (পচ্চামিত্তস্স) পস্সতি**—শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখা অর্থাৎ কাহারও শেষ দেখা বা দর্শন করা। (বিপ) **উর**—বক্ষঃস্থল বা বুক (বিনয়); **তল**—(হস্ত বা পদ) তল; "**হত্থতল**" অথবা "**পদতল**" (বিপরীত—"**হত্থপিট্‌ঠি**" অথবা "**পদপিট্‌ঠি**")। (অপাদান কারকে) **পিট্‌ঠিতো**। ২ কোনো বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, শৃঙ্গ, আগা, চূড়া, মস্তক, সর্বোচ্চ পদ, উপর অংশ। ⟹ **পিট্‌ঠ** (২)। (যৌগিকে) **পিট্‌ঠি পাসাণ**। (অধিকরণ কারকে) **পিট্‌ঠিযং**।

পিট্‌ঠি আচরিয (পুং) যে শিক্ষার্থী গুরুর অধীনে থাকিয়া নিজেও শিক্ষা করে অপর শিষ্যগণকেও শিক্ষা দেয়, শিক্ষার্থী শিক্ষক, শিক্ষকের অধীনস্থ শিক্ষক, শিক্ষক, গুরু, অভিভাবক।

পিট্‌ঠিক (বিণ) পৃষ্ঠদেশ বা পিঠ আছে এমন। (সূত্রনিপাত) **দীঘপিট্‌ঠিক**। (বিনয়) **মুদুপিট্‌ঠিক**।

পিট্‌ঠিকণ্টক (ক্লী) পৃষ্ঠদেশের অস্থি, পিঠের হাড়। ⟹ **কণ্টক** (২)।

পিট্‌ঠিকা (স্ত্রী) = **পিট্‌ঠি**। ⟹ **পিট্‌ঠি**। (অধিকরণ কারকে) **পিট্‌ঠিকায**।

পিট্‌ঠিকায—পিছনে, পশ্চাতে, পিঠে, পৃষ্ঠদেশে। (জাতক) **মণ্ডল পিট্‌ঠিকায**। ⟹ **পিট্‌ঠিকা**।

পিট্‌ঠিকোট্‌ঠক—তপোবনের বা নিভৃত বাসস্থানের পশ্চাদ্ভাগস্থ স্নানাগার, উর্ধ্বতর বা শ্রেষ্ঠতর কক্ষ বা প্রকোষ্ঠ (স্নানাগার?)।

পিট্‌ঠিগত (বিণ) পৃষ্ঠে আরোহিত, পশু অথবা কাহারও পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে এমন, পশ্চাদনুসরণ করে এমন, কাহারও দৃষ্টান্ত বা আদর্শ অনুসরণ করে এমন।

পিট্‌ঠিতো (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) পশ্চাদ্দিক হইতে, পশ্চাদ্দিকে, পিছনে বা পিছন দিক হইতে। (সূত্রনিপাত) **পিট্‌ঠিতো অনুবন্ধতি**—পশ্চাদ্দিক হইতে অথবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিকটতম হইয়া অনুগমন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গেহ পিট্‌ঠিতো**। (জাতক) **পিট্‌ঠিতো করোতি**—পিছনে ছাড়িয়া যাওয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, পশ্চাদপসরণ করা। ⟹ **পিট্‌ঠি** (১)।

পিট্‌ঠিতো পিট্‌ঠিতো—পিছে পিছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ, খুব নিকটতম হইয়া, পদে পদে, পায়ে পায়ে।

পিট্‌ঠিপণ্ণসালা (স্ত্রী) পশ্চাদ্বর্তী পর্ণশালা, পিছনের বা পিছের দিকের পর্ণকুটির।

পিট্‌ঠি পরিকম্ম (ক্লী) কাহারও পিঠ মর্দনকরণ অথবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেওয়ার কার্য।

পিট্‌ঠিপস্‌স (পুং, ক্লী) পিছপার্শ্ব, পশ্চাদ্দিক, পিছের পার্শ্ব, পিঠের দিক, পিছনের ভাগ, পিঠের পার্শ্ব, পিঠ, পৃষ্ঠদেশ। (অধিকরণ কারকে) **পিট্‌ঠিপস্‌সে**। ⟹ **পস্‌স**(২ক)।

পিট্‌ঠিপস্‌সে (ক্রি-বিণ) পিছের দিকে, পশ্চাতে, পিঠের পার্শ্বে, পশ্চাদ্দিকে, অন্য হইতে দূরে, অতীতে। ⟹ **পিট্‌ঠিপস্‌স**।

পিট্‌ঠিপাদ—পায়ের পৃষ্ঠভাগ, পদপৃষ্ঠ, পায়ের পশ্চাদ্ভাগ বা পিছন দিক অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি বা গুলফ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পিট্‌ঠিপাদ অট্‌ঠিক**।

পিট্‌ঠিপাসাণ (পুং) চ্যাপটা পাহাড়, সমতল শিলাময় পর্বত, মসৃণ বা নীরস পাষাণ, মালভূমি, অধিত্যকা, পশ্চাৎপৃষ্ঠ, পৃষ্ঠের উর্ধ্বদেশ, পর্বতশ্রেণী, শৈলশিরা, উন্নত ভূমি, মটকা, লাঙ্গল-পদ্ধতি, আলি। = **পাটিয**।

পিট্‌ঠিবাহ (পুং) হস্তবাহুর পশ্চাদ্ভাগ বা পিছের দিক অর্থাৎ হাতের কনুই। (তুলনীয়) **পিট্‌ঠিপাদ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পিট্‌ঠিবাহ অট্‌ঠি**—হস্তবাহুর বা হাতের কনুইর পশ্চাদ্দিকের অস্থি।

পিট্‌ঠিমংস—পিঠের মাংস, পিছের দিকের মাংস, পৃষ্ঠদেশের মাংস।

পিট্‌ঠিমংসক = **পিট্‌ঠিমংসিক**। ⟹ **পিট্‌ঠিমংসিক**।

পিট্‌ঠিমংস খাদক (বিণ, পুং) পিঠের মাংস খাদক বা ভক্ষণকারী অর্থাৎ নিন্দাকারী, নিন্দুক। = **পিট্‌ঠিমংসিক**।

পিট্‌ঠিমংসিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি অসাক্ষাতে নিন্দা করে, অসাক্ষাতে নিন্দাকারী, অসাক্ষাতে নিন্দা করে এমন, অসাক্ষাতে নিন্দুক, যে ব্যক্তি সামনে কিছু বলে না অথচ অসাক্ষাতে অপরের নিন্দা করিয়া বেড়ায়, যে ব্যক্তি অপবাদ দেয় বা অখ্যাতি প্রচার করে, কুৎসা রটনাকারী, পর নিন্দুক, নিন্দুক, নিন্দাকারী। = **পিট্‌ঠিমংস খাদক** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। জাতকে আত্মমতলবি বা কাণ্ডজ্ঞানহীন বিচারক সম্বন্ধেও এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। (বর্মা সাহিত্যে) **পিট্‌ঠিমংসক**। (জাতকে) **পিট্‌ঠিমংসিয**। ⟹ **পিট্‌ঠিমংসিকতা, মংসিক**।

পিট্‌ঠিমংসিকতা (স্ত্রী) অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা, অসাক্ষাতে নিন্দা, সম্মুখে কিছু না বলিয়া পরোক্ষে বা অসাক্ষাতে নিন্দা প্রচার। ⟹ **পিট্‌ঠিমংসিক**।

পিট্‌ঠিমংসিয = **পিট্‌ঠিমংসিক**। ⟹ **পিট্‌ঠিমংসিক**।

পিট্‌ঠিমদ্দ (পুং) ফুলের আটা। = **পিট্‌ঠমদ্দ**। ⟹ **মদ্দ**(১)।

পিট্‌ঠিমন্ত (বিণ, পুং) পৃষ্ঠে আছে এমন অর্থাৎ (অশ্বপৃষ্ঠে) আরোহী (সৈন্য), হস্তী বা অশ্বারোহী। = **পিট্‌ঠিমন্তী**।

পিট্‌ঠিমন্তী (বিণ, স্ত্রী) হস্ত্যারোহী অথবা অশ্বারোহী (সৈন্য)। = **পিট্‌ঠিমন্ত**।

পিট্‌ঠিযং (অধিকরণকারক, ক্রি-বিণ) উপরে, চূড়ায়, শৃঙ্গের উপর, সর্বোচ্চে। (জাতক) **অম্মণপিট্‌ঠিযং**। = **পিট্‌ঠে** (২)। ⟹ **পিট্‌ঠি** (২)।

পিট্‌ঠিরোগ--পৃষ্ঠরোগ, পৃষ্ঠদেশের ব্যাধি, পিঠের বিরামহীন বেদনা।

পিট্‌ঠিবংস (পুং) মেরুদণ্ড, শক্তির কারণ, প্রধান অবলম্বন, দৃঢ়তা, দালান কোঠার মূল বিম বা স্তম্ভ, পিছের বারান্দা।

পিট্‌ঠিবাত (পুং) পিঠের বাতরোগ বা বেদনা।

পিট্‌ঠি সন্ধোবিক (ক্লী) পৃষ্ঠদেশ বা পিঠ ধৌত করিবার ক্রীড়া বা আমোদ। ⟹ **সন্ধোবিক**।

পিট্‌ঠী = **পিট্‌ঠি**। ⟹ **পিট্‌ঠি**।

পিট্‌ঠে (অধিকরণ কারক, ক্রি-বিণ) ১ পার্শ্বে, নিকটে, অনতিদূরে, সমীপে, তে, এতে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিখা পিট্‌ঠে**। ২ উপরে, অগ্রে, অগ্রদিকে, পুরোভাগে, চূড়ায়, শৃঙ্গে, উপরিভাগে, সর্বোপরি অংশে, (অশ্বাদি জন্তুর) পৃষ্ঠে। (জাতক) **অম্মণস্‌স পিট্‌ঠে**; (তুলনীয়) **পিট্‌ঠিযং**। (জাতক) **তিণপিট্‌ঠে**; **পঙ্কপিট্‌ঠে**; **সমুদ্দপিট্‌ঠে**। (দীর্ঘনিকায়) **অস্‌সপিট্‌ঠে**। (জাতক) **বারণস্‌স পিট্‌ঠে**—হস্তিপৃষ্ঠে; **সীহপিট্‌ঠে**; **হত্থিপিট্‌ঠে**। ⟹ **পিট্‌ঠ** (৩)।

পিট্‌ঠেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) বরাবর, অধিক, পদমর্যাদার উপরে, সম্পূর্ণরূপে, অতিরিক্তভাবে, একদিক হইতে অন্যদিকে, দেশান্তরে, একদেশ হইতে অন্যদেশে, অতিরিক্ত পরিমাণে, অপেক্ষাকৃত অধিক, উপরিতন, অতিক্রান্ত, অতীত, অধিকন্তু, আরও, প্রসঙ্গক্রমে, উপরে, অগ্রে, অগ্রদিকে, পুরোভাগে। (জাতক) **উদক পিট্‌ঠেন**; **সমুদ্দপিট্‌ঠেন**। ⟹ **পিট্‌ঠ** (৩)।

পিঠর (পুং, ক্লী) পাত্র, পানপাত্র, সুরাপাত্র, বড় কলসী, অগভীর পাত্র।

পিঠরক = **পিঠর**। ⟹ **পিঠর**।

পিণ্ড (ক্লী) ১ পিণ্ড, আহার, খাদ্যবস্তু, সমগ্র সমষ্টি, মোট, গোল বা গোলাকার বস্তু, গোলক, গুলি, ঢেলা, ক্রীড়া-বিশেষ, খেলিবার বল, নাচের জন্য জনসমাগম, মণ্ডল, চক্র, পরিভ্রমণ, বৃত্তাকারে নৃত্য, (কোনো জিনিসের) ঘনতম অংশ, কর্মকেন্দ্র, কোনো কাজের কেন্দ্রস্থল। (পেতবত্থু) **নোনীত পিণ্ড**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কুম্মাসপিণ্ড**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অযোপিণ্ড**। (সংযুক্ত নিকায়) **অট্‌ঠিক পিণ্ড**। ২ গ্রাসান্ন, ভাতের গ্রাস (ভাতের জড়া), অন্নপিণ্ড, (ভিক্ষান্ন-সম্বন্ধে বর্ণনায়) খাদ্য ভিক্ষা, ভোজনীয় বস্তু, মুষ্টিমেয় অন্ন, গ্রাস, খাদ্য সামগ্রীর বর্তুলাকার গ্রাস, ভিক্ষান্ন, মাংস, শরীর। (জাতক) **নিক্খুত পিণ্ড**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরপিণ্ডং অজ্‌ঝুপগত**—পর প্রদত্ত ভোজনে জীবিকা। (সম্প্রদানে) **পিণ্ডায**। ৩ পিণ্ড বা পিণ্ডাকার হওয়ার অবস্থা, বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন পদার্থের মিশ্র স্তূপ, রাশিকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, জড় বা সংকুচিত আকার, স্তূপ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্‌খরপুঞ্জ**। ৪ (কাঁচা মাটির ঢেলা প্রস্তুত করার ন্যায়) বশীকরণ, দমনকরণ, মুষ্টিগতকরণ। ⟹ **পিণ্ডাবিক**। ৫ হাঁটু বা পায়ের গোড়ালি।

পিণ্ডক (পুং) ভিক্ষান্ন। = **পিণ্ড (২)**, **পিণ্ডপাত**। (বি-ভা) **ন পিণ্ডকেন কিলমতি**—ভিক্ষান্ন কমিয়া যায় না (বিনয়)। (বিনয়) **উক্ক-পিণ্ডিক**।

পিণ্ডগণনা—গোলাকার বস্তু গণনা, গোলাকার বস্তুর সমষ্টিকরণ বা যোগ (একত্রীভূত) করণ।

পিণ্ডচার (পুং) পিণ্ড বা আহার ভিক্ষাচার, পিণ্ডাচরণ, ভিক্ষাচরণ, আহার ভিক্ষাকরণ, আহার ভিক্ষার্থে ঘোরাফেরা, দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া আহার ভিক্ষাকরণ, পিণ্ডভিক্ষা, অন্নভিক্ষা। (বিণ) অন্ন ভিক্ষার্থী। = **পিণ্ডাচার**। ⟹ **চার**।

পিণ্ডচারিক (বিণ) পিণ্ডাচরণকারী, অন্নভিক্ষাকারী, পিণ্ডাচারী, অন্ন ভিক্ষার্থী, যে ভিক্ষু আহার ভিক্ষা করেন, অন্নভিক্ষা সংগ্রহে গমনকারী।

পিণ্ডত্থ (পুং) সংক্ষিপ্ত অর্থ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সার সংকলন। (তুলনীয়) **সমপিণ্ডনত্থ**।

পিণ্ডদায়ক (বিণ, পুং) অন্নদাতা, পিণ্ডদায়ক, পিণ্ডদ, পিণ্ডদানকারী।

পিণ্ডদাযিক (বিণ, পুং) ১ পিণ্ড বা অন্নদাতা, যে ব্যক্তি অন্ন ভিক্ষা প্রদান করে। = **পিণ্ডদায়ক**। ২ সৈন্যদের মধ্যে আহার বা খাদ্য বন্টনকারী (সৈন্য)। = **পিণ্ডদাবিক**।

পিণ্ডদাবিক (বিণ, পুং) সৈন্যদের মধ্যে এক প্রকার পদবি-বিশেষ। = **পিণ্ডদাযিক** (২), **সাহসিক মহাযোধা**। (চলতি কথায়) **পিণ্ড, দবষতি**।

পিণ্ড ধীতলিকা (স্ত্রী) ভিজা ময়দার তাল অথবা রুটির বা লুচির নেচি দ্বারা অথবা চাউলের আটার কাঁই দ্বারা তৈরি পুতুল-বিশেষ। (তুলনীয়) **পিট্‌ঠপিণ্ড**।

পিণ্ড পটিপিণ্ড (ক্লী) গ্রাসের পর গ্রাস দেওয়া, ভিক্ষান্নের অদলবদল, ভিক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা ভিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষা অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানজনক ভিক্ষাকরণ। (জাতক) **পিণ্ড পটিপিণ্ডেন জীবিকং কপ্পেসুং; পিণ্ডপাত-পটিপিণ্ডেন জীবিকং কপ্পেন্তি; মযং পিণ্ড পটিপিণ্ড কম্মং ন করোম**।

পিণ্ড পটিপিণ্ড কম্ম (ক্লী) = **পিণ্ড পটিপিণ্ড**। ⟹ **পিণ্ড পটিপিণ্ড**।

পিণ্ডপত্ত (ক্লী) পিণ্ডপাত্র, ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষুদের ভিক্ষার পাত্র।

পিণ্ডপাত (পুং) পিণ্ডপাত, সংগৃহীত ভিক্ষান্ন, (ভিক্ষুদের) ভিক্ষাপাত্রে প্রাপ্ত আহার, স্বীয় কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সংগৃহীত অথবা নিজ পায়ের উপর নির্ভর করিয়া সংগৃহীত ভিক্ষান্ন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যো হি কোচি আহারো ভিক্‌খুনো পিণ্ডোল্যেন পত্তে পতিতত্তা পিণ্ডপাতো'তি বুচ্চতি**। (বিনয়) **পিণ্ডপাতং নিহরাপেতি**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পিণ্ড পাতাপচাযন**। ⟹ **পিণ্ড**।

পিণ্ডপাতিক (বিণ, পুং) যিনি পিণ্ডপাত্র নিয়া আহারার্থ অন্ন ভিক্ষা করেন, যিনি কেবল পিণ্ডপাত্রে সংগৃহীত বা প্রাপ্ত ভিক্ষান্ন ভোজন করেন। **পিণ্ডপাতিক পংসুকূলিক**।

পিণ্ডপাতিক অঙ্গ (ক্লী) তের প্রকার ধুতাঙ্গ অঙ্গের মধ্যে অথবা ধুতাঙ্গ ব্রতের মধ্যে ইহা একটি অঙ্গ-বিশেষ। = **পিণ্ডপাতিক ধুতঙ্গ**। ⟹ **ধুতঙ্গ**।

পিণ্ডপাতিকত্ত (ক্লী) পিণ্ডপাত বা ভিক্ষান্ন ভোজন করিবার অবস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লক্ষণ বা বিশেষ গুণ, পিণ্ডপাত বা অন্ন ভিক্ষা করিবার অভ্যাস। ⟹ **পিণ্ডপাত**, **রুক্‌খমূলিকত্ত**।

পিণ্ডপাতিক ধুতঙ্গ—পিণ্ডপাত সম্বন্ধীয় ধুতাঙ্গ ব্রত। = **পিণ্ডপাতিক অঙ্গ**। ⟹ **ধুতঙ্গ**।

পিণ্ডপাতিক ভিক্‌খু (পুং) যে ভিক্ষু কেবল পিণ্ডপাত বা ভিক্ষালব্ধ অন্নে নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। ⟹ **পিণ্ডপাত**।

পিণ্ডপিণ্ড—অন্ন ভিক্ষা, অন্ন প্রদান এবং গ্রহণ। ⟹ **পটিপিণ্ড**।

পিণ্ডপূগ (ক্লী) পিণ্ডরাশি। ⟹ **পিণ্ড**, **পূগ** [ক্লী (১)]।

পিণ্ডাচার (পুং) পিণ্ডাচার, পিণ্ডাচরণ, ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে গমন। = **পিণ্ডচার**।

পিণ্ডায ("পিণ্ড" শব্দের সম্প্রদান কারকে একবচনে) পিণ্ডার্থে, ভিক্ষার্থে, ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য। ⟹ **পিণ্ড**।

(বিনয়) **পিণ্ডায় চরতি; পিণ্ডায় পটিক্কমতি; পিণ্ডায় গামং পবিসতি।**

পিণ্ডি (স্ত্রী) পিণ্ডি, পিণ্ড, সমগ্র, সমষ্টি, মোট, বহু দ্রব্যের গোলাকার স্তূপ, গোলাকারে জন সমাগম, গোলক, গুচ্ছ, থলো, জনতা, ঢেলা, রাশি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মহানিম্ব পিণ্ডি**। (জাতক) **ফলপিণ্ডি; অম্বপিণ্ডি**।(বিশুদ্ধিমার্গ) **পিট্‌ঠপিণ্ডি**।⟹ **পিণ্ড(১), পিণ্ডী**।

পিণ্ডিক (বিণ, পুং) ১ পিণ্ডদ, পিণ্ডদানকারী, অন্নদাতা। (সূত্রনিপাত) **অনাথপিণ্ডিক**।২ জাতকে "**ছত্ত পিণ্ডিক বিবর**" শব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা সন্দেহযুক্ত; এই বিশেষ ভাষার অর্থ হয় "চন্দ্রাতপ বা রৌদ্রনিবারক ছাদরূপ (জনতার উপরিস্থ) আচ্ছাদনে ছিদ্র বা ফাটল (চিড় বা ছেড়া)", ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "চন্দ্রাতপের পশ্চাদ্দিকে ছিদ্র বা রন্ধ্র অর্থাৎ যাহা অনাচ্ছাদিত খোলা"; এই অর্থে "**পিট্‌ঠিক**" শব্দেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

পিণ্ডিকমংস (ক্লী) পাছা, নিতম্বপার্শ্ব, মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগের পার্শ্বদেশ।

পিণ্ডিত (বিণ) ১ পিণ্ড প্রস্তুত, গুচ্ছ প্রস্তুত, গ্রাস তৈরি, গোলাকার, সমগ্র সমষ্টি করা হইয়াছে এরূপ, মোট করা হইয়াছে এমন, পিণ্ডাকার করা হইয়াছে এমন, বহু লোক একস্থানে একত্রিত, ঘন, পিণ্ডীভূত, জনাকীর্ণ, জনসন্নিবিষ্ট, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, অপরিষ্কার, নিস্তেজ, নিবিড়, ঘিঞ্জি, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, গাঢ়, নিরেট, অবিরত। ২ "গোলক সদৃশ", বদ্ধ, নিভৃত, লুক্কায়িত, আঁটসাঁট, ঘন, কাছাকাছি, সুসম্বদ্ধ, নিরুদ্ধ, নির্বাত, মৌনী, কৃপণ, পরিচিত, নিকট, নিকটস্থ, অবিকল, ঠিক, জনপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, মনোযোগী, উৎসাহী, দৃঢ়, নিবিড়, নীরোগ, সুস্থ, অভ্রান্ত, বলিষ্ঠ, নির্দোষ, নিখুঁত, সম্পূর্ণ, প্রকৃতিস্থ, গভীর, অক্ষত, ভ্রম হইতে মুক্ত। ⟹ **পিণ্ডেতি**।

পিণ্ডিতসসর = **বিন্দুসসর**। ⟹ **বিন্দুসসর**।

পিণ্ডিযালোপ [পিণ্ডি+ আলোপ] এক গ্রাস ভোজন, এক কামড় খাবার, অল্প পরিমাণ আহার, টুকরা খাদ্য, এক এক গ্রাস আহার।(বিনয়) **পিণ্ডিযালোপ ভোজন**—এক এক গ্রাস করিয়া ভোজনকরণ।

পিণ্ডী(স্ত্রী) পিণ্ড, স্তূপ, পুঞ্জ, গুচ্ছ, স্তবক, থলো, জনতা, (কলার) কাঁদি, থোলো, একত্র সংবদ্ধ বা একসঙ্গে বর্ধমান দ্রব্য সমষ্টি। = **পিণ্ডি**।

পিণ্ডুক = **পিণ্ডিক**। ⟹ **পিণ্ডিক**।

পিণ্ডুক্খেপকং[পিণ্ড+উক্‌খেপকং] ভাতের গ্রাস কিংবা খাদ্যবস্তুর টুকরা গ্রহণ করা অথবা উৎক্ষেপণ করিয়া মুখে পুরিয়া দেওয়া, নিষিদ্ধ বা অবৈধ উপায়ে আহার গ্রহণ বা ভোজন করা। = **পিণ্ডং পিণ্ডং উক্‌খিপিত্বা** (বিনয় অর্থকথা)।

পিণ্ডেতি (ক্রি) [√পিণ্ড+এ] একত্রে গোলাকার করা, একত্রে রাখা, মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা, পিণ্ডাকার করা। = **পিসনবসেন যোজেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **পিণ্ডেসি**। (অ-বিণ) **পিণ্ডিত**। (ক্রি-বি) **পিণ্ডেত্বা**।

পিণ্ডোল—যিনি ভিক্ষান্নের জন্য সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পিণ্ডোল ভারদ্বাজ**।

পিণ্ডোল্য (ক্লী) ভিক্ষান্ন চাওয়া, ভিক্ষান্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো, ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে গমন।

পিতর (পুং) পিতা। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **পিতা, পিতর**; (বহুবচনে) **পিতরো**। কর্ম (একবচনে) **পিতরং, পিতুং**; (বহুবচনে) **পিতরে, পিতরো, পিতূ**। করণ (একবচনে) **পিতরা, পিতুন, পেত্যা**; (বহুবচনে) **পিতরেহি, পিতরেভি, পিতূহি, পিতূভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **পিতু, পিতুনো, পিতুস্স**; (বহুবচনে) **পিতরানং, পিতানং, পিতূনং, পিতুন্নং**। অপাদান (একবচনে) **পিতিতো, পিতরা**; (বহুবচনে) **পিতরেহি, পিতরেভি, পিতূহি, পিতূভি**। সম্বন্ধ পদ (একবচনে) **পিতু, পিতুনো, পিতুস্স**; (বহুবচনে) **পিতরানং, পিতানং, পিতূনং, পিতুন্নং**। অধিকরণ (একবচনে) **পিতরি**; (বহুবচনে) **পিতূসু, পিতরেসু, পিতুসু**। আলাপন বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **(হে) পিত, (হে) পিতা**; (বহুবচনে) **(হে) পিতরো, (ভবন্তো) পিতরো**।(জাতক) **মাতাপিতুসু**।(পেতবত্থু অর্থকথা) **মাতাপিতূসু**। (সূত্রনিপাত) **পরলোকতো ন পিতা তাযতে পুত্তং; পিতা যো সো জনকো**। = তাত। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পিযাযতী'তি পিতা**। (জাতক) **পেত্তি-পিতামহা; পিতিকিচ্চ; পিতিঘাত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পিতিপকখ**। (জাতক) **পিতি পিতামহা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পিতিবধ**। (জাতক) **পিতুজ; পিতু সন্তক; পিতু হদয**। (বিনয়) **পিতুঘাতক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পিতুনাম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পিতু পিতামহা**। (মধ্যম নিকায়) **পিতুরক্‌খিত**।

পিতা (পুং) পিতা, জনক। = **পিতর, তাযিতা** (জাতক)।

পিতাপুত্ত (পুং) পিতাপুত্র, পিতা এবং পুত্র। ⟹ **পিতর**।

পিতাপুত্তা (পুং, বহুবচন) পিতাপুত্রগণ, পিতাগণ এবং পুত্রগণ। ⟹ **পিতর**।

পিতামহ (পুং) পিতামহ, পিতার পিতা। ⟹ **মহন্ত**।

পিতামহা (পুং) মহাপিতা বা পিতামহ, পিতার পিতা, ঠাকুরদাদা। ⟹ **পিতর**।

পিতামহাযুগ—পিতামহের যুগ বা সময় অর্থাৎ পূর্বপুরুষের সময়কালীন লোক অথবা পূর্বপুরুষের

বংশ বা জাতি।
পিতামহী (স্ত্রী) পিতামহী, পিতার মাতা।
পিতিক (বিণ) পিতৃক, যাহার পিতা জীবিত আছে এমন, পিতা আছে এমন।
পিতিকিচ্চ (ক্লী) পিতৃকৃত্য, পিতার কৃত্য, পিতার জন্য কর্তব্যকর্ম অথবা পিতার কর্তব্যকর্ম। ⟹ **পিতর**।
পিতিঘাত (পুং) পিতৃঘাত, পিতৃহন্তা, পিতৃহত্যা। = **পিতিবধ**। ⟹ **পিতর**।
পিতিতো (অপাদানকারক, ক্রি-বিণ) পিতৃপক্ষ হইতে। (দীর্ঘনিকায়) **পিতিতো মাতিতো**। (তুলনীয়) **মাতিতো**। ⟹ **পিতর**।
পিতিতো মাতিতো—পিতৃমাতৃ পক্ষ হইতে, পিতৃপক্ষ হইতে এবং মাতৃপক্ষ হইতে। ⟹ **পিতিতো**।
পিতিপকখ (পুং) পিতার পক্ষ, পিতার দিক। = **পিতুপকখ**। (তুলনীয়) **মাতিপকখ**। ⟹ **পিতর**।
পিতি পিতামহা (পুং, বহুবচন) পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ। ⟹ **পিতর**।
পিতিবধ (পুং) পিতৃবধ, পিতৃহত্যা। = **পিতিঘাত**। ⟹ **পিতর**।
পিতু (পুং) পিতা। = **পিতর**।
পিতুকিচ্চ (ক্লী) পিতৃকৃত্য, পিতার প্রতি কর্তব্যকর্ম। = **পিতিকিচ্চ**।
পিতুগতট্‌ঠান (ক্লী) পিতার মৃত্যুর পর দেহত্যাগে যেই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই স্থান, পিতৃগত স্থান। ⟹ **ঠান** (২গ)।
পিতুঘাত = **পিতিঘাত**। ⟹ **পিতিঘাত**।
পিতুঘাতক (বিণ, পুং) পিতৃঘাতক, পিতৃহত্যাকারী, পিতৃহন্তারক, পিতার প্রাণনাশক। (বিনয়) **পিতুঘাতক মাতুঘাতক**। ⟹ **পিতর**, **অভিঠান**।
পিতুঘাতক মাতুঘাতক (বিণ, পুং) পিতৃমাতৃ ঘাতক, পিতৃমাতৃ হন্তারক, পিতামাতা হত্যাকারী, পিতা-মাতার প্রাণনাশক। ⟹ **পিতুঘাতক**।
পিতুঘাতক বংসো ⟹ **বংস** (২)।
পিতুচূড়ক (পুং) পিতার ছোট ভাই, খুড়া, চাচা, কাকা, খুল্লতাত। ⟹ **পিল্লক**।
পিতুচ্ছা (স্ত্রী) পিতার বোন, পিসি, পিসিমা। (করণকারক, একবচনে) **পিতুচ্ছ সং**।
পিতুচ্ছাধীতা (স্ত্রী) পিসির মেয়ে, পিসতুত ভগ্নি।
পিতুচ্ছাপুত্ত (পুং) পিসির পুত্র, পিসতুত ভাই। (সংযুক্ত নিকায়) **তিস্সো ভগবতো পিতুচ্ছাপুত্তো**।
পিতুজ (বিণ) পিতৃজাত, পিতার দ্বারা সৃষ্ট বা সৃজিত, পিতা হইতে উৎপন্ন। (জাতক) **পিতুজ মাতুজ**। ⟹ **পিতর**।
পিতুজ মাতুজ (বিণ) পিতৃমাতৃজাত, পিতা-মাতা হইতে উৎপন্ন বা সৃষ্ট। ⟹ **পিতুজ**।
পিতুনাম (ক্লী) পিতার নাম। ⟹ **পিতর**।
পিতুনো দাযজ্জ (বিণ) পিতার উত্তরাধিকারী, পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত। ⟹ **দাযজ্জ**।
পিতুপকখ (বিণ) পিতার মত, পিতৃসদৃশ। (পুং) পিতৃপক্ষ। = **পিতিপকখ**। ⟹ **পকখ** (৩)।
পিতুপিতামহা = **পেত্তি-পিতামহা**। ⟹ **পেত্তি-পিতামহা**।
পিতুরকখিত (বিণ) পিতৃরক্ষিত, পিতার দ্বারা রক্ষিত। ⟹ **পিতর**।
পিতু-বিতামহা = **পিতুপিতামহা**। ⟹ **পিতু পিতামহা**।
পিতু সন্তক (ক্লী) পিতার সম্পত্তি, পিতার অধিকার, পিতার অধিকার ভোগ। (বিণ) যে সম্পত্তি পিতার অধিকারগত, পিতার অধিকারভুক্ত, পিতার অধিকার-সম্বন্ধীয়, পিতা-সম্বন্ধীয়। ⟹ **পিতর**।
পিতু হদয—পিতৃহৃদয়, পিতার হৃদয়, পিতার অন্তর। ⟹ **পিতর**।
পিত্ত (ক্লী) ১ পিত্ত, দেহাভ্যন্তরস্থ তাপজনক ধাতু, পিত্তরস, খিটখিটে মেজাজ, তিক্ততা, বিদ্বেষ, বিরক্তি বা বিরক্তির কারণ; পিত্তরস ও পিত্তাধিক্যজনিত মেজাজের আসন-স্বরূপ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, ক্রোধ, রাগ। ইহাকে দুই প্রকারে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, যথা—**বদ্ধপিত্ত**, **অবদ্ধপিত্ত**। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা সন্ধিযুক্ত স্থান-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় "**পিত্ত**" নিয়মানুসারে "**সেম্হ** (শ্লেষ্মা)"-এর সহিত সংযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **পিত্ত সেম্হ**। **পিত্তং তে কুপিতং**—তোমার পিত্ত কুপিত হইয়াছে, তোমার পিত্ত বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে অথবা উল্টাইয়া গিয়াছে, তোমার মেজাজ বিশৃঙ্খল বা খিটখিটে হইয়াছে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বাত-পিত্ত-সেম্হ** ...; **রোগ পিত্ত-সেম্হ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চিত্তং নত্থি পিত্তং নত্থি**—চিত্তও নাই পিত্তও নাই অর্থাৎ অনুভবও করে না এবং উত্তেজনা প্রাপ্তও হয় না। "**পিত্ত**" অর্থে "**বিত্ত**, **নিমিত্ত**" পাঠও দেখা যায়। ২ স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, আব, সংগ্রহকরণ, জনতা, জনসভা; (বিনয় সাহিত্যে) হঠাৎ পিত্ত চড়িয়া ওঠা বা উত্তেজিত হইয়া পড়া, পিত্তকোষ বিদীর্ণ হওয়া। কিন্তু "**উদান**" ও অর্থকথার এই পাঠ অস্পষ্ট।
পিত্তকোস = **পিত্তকোসক**। ⟹ **পিত্তকোসক**।
পিত্তকোসক (পুং) পিত্তকোষ, পিত্তের থলি।
পিত্ত সেম্হ—পিত্ত শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ⟹ **পিত্ত** (১)।
পিত্তাধিক (বিণ) পিত্তাধিক্যজনিত, পিত্যাধিকারবশত অসুস্থ, রুক্ষ-মেজাজি।
পিত্তিবিসয (পুং) প্রেতলোক, প্রেতকূল, প্রেতভূমি, চারি অপায়ের মধ্যে তৃতীয় স্থানের নাম।
পিত্তি বিসযক (বিণ) প্রেতলোক সম্বন্ধীয়। (মহানির্দেশ) **পিত্তিবিসযক গতি**—মৃত্যুর পর প্রেতলোকে যায় এমন, প্রেতকূলে গমনশীল, প্রেতকূলে যাহার গতি বা গমন হয়

এমন।

পিথিযতি (ক্রি) = **পিথীযতি**। ⟹ **পিথীযতি**।

পিথীযতি (ক্রি) [অপি+√ধা+ঈ+য] বন্ধ করা বা হওয়া, নিমীলিত হওয়া, বন্ধ হওয়া, সংকুচিত হওয়া, গুটাইয়া যাওয়া, বহির্ভূত হওয়া, রুদ্ধ হওয়া, নিরুদ্ধ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া, বেষ্টিত হওয়া, মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া, আবদ্ধ হওয়া, ঢাকিয়া যাওয়া, আচ্ছাদিত হওয়া, লুক্কায়িত হওয়া, গোপন হওয়া, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষিত হওয়া, আবৃত হওয়া, অন্তর্ভুক্ত হওয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন হওয়া, অস্পষ্ট হওয়া, বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, মন্থর হওয়া। সমার্থে ছন্দনিদ্দেসের বর্ণনায় **"পচ্ছিজ্জতি"** শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। (জাতক) **অক্খিনি পিথীযিংসু**—(তাহারা) চোখ বুজিল বা বন্ধ করিল। = **পটিচ্ছাদিযতি**। ⟹ **পিদহতি**। (অতীতে) **পিথীযি**।

পিদলক (ক্লী) ছোট লাঠি, ক্ষুদ্র যষ্টি, গাছের সরু ডাল, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছোট ছড়ি, ছড়ির মত দেখিতে কোনো জিনিস, (মাংস কাবাব করিবার) টেকুয়া বা লোহার শিক। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**দণ্ড-কঠিনপ্পমাণেন কটসারকস্স পরিযন্তে পটিসংহরিত্বা দুগুণকরণ**।

পিদহতি (ক্রি) [অপি+√ধা+অ] বন্ধ করা, নিমীলিত করা, বন্ধ করা, সংকুচিত করা, গুটানো, বহির্ভূত করা, রুদ্ধ করা বা হওয়া, বেষ্টন করা, একত্র করা, মিলিত করা বা হওয়া, সমাপ্ত করা বা হওয়া, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, তালা দিয়া বন্ধ করা। (মধ্যম নিকায়) **দ্বারং পিদহতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বজ্জং পিদহতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উরং পিদহতি**। (বিপ) **বিবরতি**। ⟹ **দ্বার** (১)। (অতীতে) **পিদহি**; (জাতকে) **কণ্ণে পিদহি**। (অ-বিণ) **পিদহিত, পিহিত**। (ক্রি-বি) **পিদহিত্বা, পিধায, পিধত্বা**; (পেতবত্থু) **দ্বারং পিদহিত্বা**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **নাসং পিদহিত্বা**; (জাতক) **দ্বারং পিধায**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বারানি পিধায**। (কর্মবাচ্যে) **অপিথীযতি, পিথীযতি**।

পিদহন (ক্লী) আচ্ছাদিতকরণ, বন্ধকরণ, লুক্কায়িতকরণ, গোপনকরণ। = **থকন**।

পিধর (ক্লী) মাজার কাজ অথবা ঘর্ষণের কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত লাঠি বা দণ্ড। (বিনয়) **অবলেখন পিধর**। অর্থ কিন্তু সন্দেহজনক।

পিধান (ক্লী) আবরণ, ঢাকনা, ঢাকনি, আচ্ছাদন, খাম ইত্যাদি, পিধানো, ছদ্মবেশ, পরিধান, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, চক্ষুর আবরণ, অক্ষিপত্র, চক্ষুর পাতা।

পিধান ফলক (ক্লী) আবরণের কাষ্ঠফলক, ঢাকনার জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠফলক, মোটা কাগজের বাক্স। = **পটিকুজ্জন ফলক**। ⟹ **ফলক** (১)।

পিধীযতি (ক্রি) = **পিথীযতি**। ⟹ **পিথীযতি, অপিথীযতি**।

পি নাম—প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, যথার্থত, বাস্তবিকই, ঠিক সেইরূপ, ঠিক তাই। ⟹ **নাম** (৩)।

পিনাস (পুং) শ্লেষ্মা, মস্তকের সর্দি। ইহাও একপ্রকার পীড়া বা রোগ-বিশেষ, যেমন—**কাস, সাস, পিনাস** ইত্যাদি।

পিপতি (ক্রি) পান করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা, জল বা মদ্য পান করা। = **পিবতি**। (পঞ্চমী) **পিপ**। (ব-বিণ) **পিপং**। (সম্বন্ধপদ, বহুবচন) **পিপতং**।

পিপরিকা = **পিঠর**। ⟹ **পিঠর**।

পিপাসতি (ক্রি) পিপাসিত হওয়া, পানের বা জলপানের ইচ্ছা করা, তৃষিত হওয়া, কামচ্ছন্দে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করা বা হওয়া, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া, ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া। (অ-বিণ) **পিপাসিত**।

পিপাস বিনয (বিণ) বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করায় বলবতী ইচ্ছা, বিনয় পালনকারী, বিনয় পালনে ঈপ্সিত বা ইচ্ছা উৎপন্ন। ⟹ **পিপাসা** (৩)।

পিপাসা (স্ত্রী) ১ পিপাসা, পানেচ্ছা, তৃষ্ণা, ব্যাকুলতা, জলতৃষ্ণা, প্রবল আকাঙ্ক্ষা, জল পানের ইচ্ছা। = **উদক পিপাসা**। (যৌগিকে) **খুদা পিপাসা, খুপ্পিপাসা, জিঘচ্ছা পিপাসা**। ⟹ **কামচ্ছন্দ**। ২ (আহারের) স্পৃহা বা ইচ্ছা, ক্ষুধা, বলবতী স্পৃহা। ৩ বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা। (দীর্ঘনিকায়) **অবিগত পিপাসা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পিপাস বিনয**।

পিপাসিত (বিণ) পিপাসিত, পিপাসু, পানেচ্ছু, তৃষ্ণার্ত, তৃষিত, পিপাসী, পিপাসিন, পিপাসার্ত, অত্যন্ত শুষ্ক, লালায়িত। = **তসিত**। (সংযুক্ত নিকায়) **সুরা পিপাসিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কিলন্ত তসিত পিপাসিত**।

পিপাসিন (বিণ) পিপাসু। = **পিপাসিত**।

পিপি (বিণ) পানীয়, পেয়, পান করিবার উপযুক্ত, পানযোগ্য। (জাতকে) **সুপিপি**।

পিপিল্লিক (পুং) = **পিপিল্লিকা**। ⟹ **পিপিল্লিকা**।

পিপিল্লিকা = **পিপীলিকা**। ⟹ **পিপীলিকা**।

পিপীলিকা (স্ত্রী) পিপীলিকা, পিঁপড়া, ক্ষুদে পিঁপড়া। = **কিপিল্লিকা**।

পিপ্পল (ক্লী) পিপুল, পিপুল, পিপ্পলী, পিপুল ফল, উষণা, মরিচ বা উহার বৃক্ষ।

পিপ্পিকা ⟹ **সিপ্পিকা** (২)।

পিপ্ফল (ক্লী) ১ পিপুল ফল, একপ্রকার সুমিষ্ট ফল, পবিত্র ডুমুর বৃক্ষ। (সাহিত্যে) **মধুরফল**। (জাতক অর্থকথায়) **মধুবিপ্ফল**; (ব্যাখ্যায়) **মধুরফল**। ২ (কাপড় কাটা)

কাচি।

পিপ্ফলক (ক্লী) = **পিপ্ফল**। ⟹ **পিপ্ফল**।

পিপ্ফলী (স্ত্রী) পিপুল, পিপ্পলি, পিপ্পলী, পিপুল গাছ। ⟹ **পিপ্পল**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পিপ্ফলীগুহা**।

পিপ্ফলীগুহা (স্ত্রী) পিপ্ফলী গুহা। ⟹ **পিপ্ফলী**। এই "পিপ্ফলী গুহা" বুদ্ধের সময় কালীন ভিক্ষুর আবাস-স্বরূপ রাজগৃহস্থ পঞ্চশৈলের মধ্যে "বেভার" পর্বতোপরি এক পাষাণগুহার নাম-বিশেষ। মনে হয় এই গুহা পিপুল গাছে আচ্ছাদিত ছিল বলিয়াই উহার নাম "পিপ্ফলীগুহা" হইয়াছিল।

পিবতি (ক্রি) = **পিবতি**। ⟹ **পিবতি**।

পিয (বিণ) প্রিয়, ভালবাসার, আদরের, স্নেহের। মহানির্দেশে এবং চুল্লনিদ্দেসে "**পিয**" শব্দ সত্ত্ব বা জীব এবং সংবেদন বা ভাবাবেগ-সম্বন্ধে "**দ্বে পিযা:-সত্তা বা পিযা সঙ্খার বা পিযা**" বর্ণনানুসারে দুই প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যেমন—১ প্রিয়, দয়িত, প্রীতিপাত্র, অমায়িক, ভালবাসার যোগ্য, বন্ধুভাবাপন্ন। (তুলনীয়) **পিযতর**। (যৌগিকে) **পিয মনাপ**। ২ রম্য, প্রীতিজনক, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, অনুরূপ, পছন্দমত। (যৌগিকে) **পিয-অপ্পিয**। (বিপ) **অপ্পিয**। ⟹ **পীতি**, **পেম**। (পুং) স্বামী, পতি, কর্তা, গৃহস্বামী, প্রিয়ব্যক্তি, প্রিয়জন। (ক্লী) ১ প্রিয়বস্তু। ২ দাঁড়, ক্ষেপণী। = **ফিয**।

পিযং (ক্লী) মনোজ্ঞ বস্তু, মনোহর দ্রব্য, সুখকর বস্তু, প্রীতিজনক বস্তু, পছন্দমত দ্রব্য, রম্য জিনিস, উপযোগী জিনিস, হর্ষ, কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, রসিকতা, কৌতুকজনক বাক্য, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসোবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। ⟹ **পিযাযতি**।

পিযক (ক্লী) এক জাতীয় উদ্ভিদ অথবা গুল্ম অথবা চারাগাছ যাহাকে বিভিন্ন নামে চিনিতে পারা যায়। = **সেতপুপ্ফ** (জাতক অর্থকথা)।

পিযকম্য (ক্লী) অনুকূল প্রবণতা, অনুকূল বিন্যাস, মিত্রভাবাপন্ন বিন্যাস বা মেজাজ, বন্ধু সদৃশ প্রদান বা প্রয়োগ, সদ্ভাবসূচক প্রবণতা, বন্ধু সদৃশ হস্তান্তরিতকরণ। (বিণ) প্রিয় ভাবাপন্ন, বন্ধুতাপূর্ণ।

পিযকম্যতা (স্ত্রী) প্রিয় বা মনোজ্ঞ বস্তুর জন্য ইচ্ছা বা অভিলাষ, প্রিয়ভাবাপন্নতা।

পিযগ্গাহিন (বিণ) প্রিয় গ্রাহী, আনন্দ, অভিলাষী, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ইচ্ছুক, পরিতৃপ্তির জন্য লোভী।

পিযঙ্করমাত—প্রিয়ঙ্করের মাতা। এই প্রিয়ঙ্করের মাতা ছিল যক্ষিণী। ⟹ **যক্খিনী**।

পিযঙ্গু (পুং) ১ কাঙ্গনি বা কাঁকন ধানের বীজ, কাঁকন ধান। (জাতক) **পিযঙ্গুদক**। ⟹ **কঙ্গু**। ২ প্রিয়ঙ্গু, একজাতীয় উদ্ভিদ বা গুল্ম যদ্দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

পিযচক্খু (ক্লী) প্রিয়চক্ষু, কমনীয় চক্ষু, সুন্দর বা মনোরম চক্ষু।

পিযতম (পুং) প্রিয়তম, স্বামী, প্রণয়ী। (বিণ) প্রিয়তম, সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

পিযতর (বিণ) প্রিয়তর, অপেক্ষাকৃত প্রিয়, অধিকতর প্রিয়।

পিযতা (স্ত্রী) প্রিয়তা, বন্ধুতা, প্রীতিজনক অবস্থা, প্রফুল্লতা, প্রিয়ভাব, মনোজ্ঞ ভাব। (বিপ) **অপ্পিযতা**।

পিযত্ত (ক্লী) প্রিয়ত্ব, বন্ধুত্ব, অমোদপ্রিয়তা, প্রফুল্লতা, মনোহর বা সুখজনক অবস্থা, আনন্দজনক ভাব।

পিযদস্সন (বিণ) প্রিয়দর্শন, সুদৃশ্য, দেখিতে সুন্দর, দেখিতে মনোরম বা আনন্দজনক।

পিযভণ্ড (ক্লী) প্রিয়ভাণ্ড, প্রিয় জিনিসপত্র, প্রিয় বিষয়সম্পত্তি, ধন, উত্তম বস্তু বা সম্পত্তি, সঞ্চিত ধন, অর্থ, প্রাচুর্য, বহুমূল্য দ্রব্য। ⟹ **ভণ্ড** (১)।

পিযভাণিন (বিণ) প্রিয়ংবদ, মধুর আলাপী, প্রিয়ভাষী, প্রিয়বাদী, প্রিয়বাদিন, যে প্রিয় কথা বলে এমন, যে আনন্দজনক ও কৌতুকজনক কথা বলে এমন, প্রিয়ম্বদ।

পিযভাণী = **পিযভাণিন**। ⟹ **পিযভাণিন**।

পিযমনাপ (বিণ) প্রিয় এবং মনোজ্ঞ, প্রিয় ও প্রীতিজনক, প্রিয় এবং মনোমত। ⟹ **পিয** [বিণ(১)], **মনাপ**।

পিযমনাপতা (স্ত্রী) প্রিয় এবং প্রীতিকর অবস্থা, প্রিয় ও মনোজ্ঞ অবস্থা। (তুলনীয়) **পিযত্ত**।

পিযরূপ (ক্লী) প্রিয়রূপ, দেখিতে কিম্ভূতকিমাকার বা কৌতুকজনক দৃশ্য। (বিণ) আনন্দজনক, সন্তোষ-বিধায়ক, আনন্দবর্ধক। ⟹ **অভিনন্দিন**।

পিযবচন (ক্লী) ১ প্রিয়বচন, প্রিয়বাক্য, প্রিয় কথা, সদয় কথা, প্রিয়ভাবে সম্বোধন, প্রেমময় কথা, স্নেহপূর্ণ কথা, আদরণীয় কথা। = **বাচপেয্য**, **বাচাপেয্য**, **পেয্যবাচা**, **বজ্জপেয্য**। ⟹ **ভুম্মি** (১), **বচন**(২)। ২ ভালবাসার সীমা, স্নেহ বা আদরের সীমা, শ্রদ্ধার সীমা, সম্মানের সীমা। এই শব্দটি প্রিয়ার্থে সম্বোধনে "**ভন্তে**" সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। (বিণ) প্রিয়ভাবে কথা বলা হয় এরূপ, আদর বা স্নেহ প্রকাশ করিয়া কথা বলা হয় এরূপ, সম্মান প্রদর্শন করিয়া কথা বলা হয় এরূপ।

পিযবাচা (স্ত্রী) প্রিয়বাক্য, প্রিয় কথা, আনন্দজনক কথা, মনোজ্ঞ আলাপ, কৌতুকজনক কথা, রহস্যজনক কথা, আদরজনক বা স্নেহপূর্ণ কথা, সদালাপ, বন্ধুত্বপূর্ণ কথা।

পিযবাদিন (বিণ) প্রিয়বাদিন, প্রিয়বাদী, যে প্রিয় কথা বলে এমন, সদালাপী, শিষ্টাচারী, মনোজ্ঞ আলাপী। = **পিযভাণিন**। (দীর্ঘনিকায়) **মনাপচারিন পিযবাদিন**।

পিযবাদী = **পিযবাদিন**। ⟹ **পিযবাদিন**।

পিযবিপ্পযোগ (পুং) প্রিয়বিয়োগ, প্রিয়জনের বা প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ, প্রিয়বস্তুর বিনাশ, প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রিয়বিরহ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ (পেতবথু অর্থকথা)। সমার্থবাচক শব্দ "**অপ্পিয সম্পযোগ**"।

পিযসংবাসং অন্বায—প্রিয়জনের সহিত বাস করার ফলে।

পিযসমুদাহার (পুং) প্রিয় আলাপ, সুন্দর সুন্দর কথা, মনোজ্ঞ গল্প, প্রিয়কথা। ⟹ **পিযবচন, সমুদাহার**।

পিযা (স্ত্রী) ১ প্রিয়া, ভার্যা, স্ত্রী। (বিণ) প্রণয়ভাগিনী, স্নেহভাগিনী। ২ = **ফিযা**। ⟹ **ফিযা, অরিত্ত** (ক্লী), **পিযারিত্ত**।

পিযাপায (পুং) প্রিয়বিচ্ছেদ, প্রিয়বিয়োগ, প্রিয়জনের অনুপস্থিতি, প্রিয়বস্তুর বিনাশ।

পিযাপ্পিয (বিণ) [পিয+অপ্পিয] প্রিয় এবং অপ্রিয়, প্রিয়াপ্রিয়, আনন্দজনক এবং নিরানন্দজনক, প্রীতিকর ও বিরক্তিকর।

পিযাযতি (ক্রি) প্রিয় হওয়া, অনুরাগী হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, উৎসর্গীকৃত হওয়া, অনুরূপ হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া। = **সমাযতি**। (অতীত) **পিযাযি**। (অ-বিণ) **পযাযিত**। (ব-বিণ) **পিযাযন্ত, পিযাযমান**; কিন্তু সূত্রনিপাতে "**পিয**" বিশেষণ শব্দের পরিবর্তের সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**পিযুং**" শব্দকে এবং বর্তমান কৃদন্ত বিশেষণরূপে ব্যবহার দেখা যায়, আবার "**পিযমান তুস্সমান মোদমান**" দ্বারাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (ক্রি-বি) **পিযাযিত্বা**।

পিযাযনা (স্ত্রী) প্রিয়ভাব, স্নেহ-ভালবাসা, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, দয়া, প্রিয়ব্যক্তি, প্রিয়পাত্র, প্রাগাঢ় অনুরাগ, কামদেব, আসক্তি, অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণতা।

পিযাযিত (বিণ) প্রিয়ভাবাপন্ন, অনুরক্ত, ভালবাসিয়াছে এমন, আসক্ত, মনোনীত, পছন্দকৃত। ⟹ **পিযাযতি**।

পিযারিত্ত (ক্লী) [পিয+অরিত্ত] (জাহাজের) দাঁড়, হাইল, ক্ষেপণী, কর্ণ। ⟹ **অরিত্ত, ফিযারিত, পিয** [ক্লী(২)], **যন্ত**।

পিযাল (পুং) (সংস্কৃত—প্রিয়াল) পিয়াল, রাজাদন বৃক্ষ, পিয়াসাল গাছ। (ক্লী) পিয়ালফল, যাহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

পি রে—বিনয়শাস্ত্রে এই শব্দটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই শব্দটি পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হইবে, যেমন—চর পি রে—তোমার সঙ্গে নিয়া যাও; "**পি**" এবং "**রে**" উভয় শব্দই চিৎকার বা উচ্চশব্দের অংশরূপে কাজ করে। অর্থকথা বর্ণনায় "**পিরে**" একক শব্দে আলাপনে বা সম্বোধনে গ্রহণ করা হইয়াছে (?); = **পর, অমামক**; কিন্তু ইহা অপ্রকৃত পদবিন্যাস।

পিলক (ক্লী) পীড়ক, স্ফোটক, ফোড়া। ⟹ **পিড়কা**।

পিলকা = **পিড়কা**। ⟹ **পিড়কা**।

পিলক্খ (পুং) প্লক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষ, পাকুড় গাছ, ঢেউয়ের ন্যায় অথবা হিল্লোলকারী পত্রবিশিষ্ট ডুমুর গাছ। (সংযুক্ত নিকায়ে) **পিলক্খু**।

পিলক্খু (প্রাকৃতশব্দ—পিলক্খু) = **পিলক্খ**। ⟹ **পিলক্খ**।

পিলদ্ধ (বিণ) সুশোভিত, অলঙ্কৃত, ভূষিত, সজ্জিত, সুন্দর করা হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **অপিড়দ্ধ**।

পিলন্ধতি (ক্রি) [অপি+√নহ+অ] সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, পরিধান করা, শোভিত করা, সজ্জিত করা। ⟹ **অপিড়ন্ধতি** (অতীত) **পিলন্ধি**। (অ-বিণ) **পিলন্ধিত**। (ক্রি-বি) **পিলন্ধিয, পিলন্ধিত্বা**। (করণে) **পিলন্ধাপেতি**।

পিলন্ধতু—পরিধান করুক। = **পিড়যহথ**। ⟹ **পিড়যহতি, পিলন্ধতি**।

পিলন্ধন (ক্লী) অলঙ্কার, ভূষণ, সম্মানের চিহ্ন, পরিধান, সৌষ্ঠব সম্পাদন, সুশোভিতকরণ, সৌন্দর্য, সামান্য অলঙ্কার, সজ্জা, ক্ষুদ্র ভূষণ, সামান্য জিনিস। = **অপিড়ন্ধন**।

পিলন্ধন বিকতি (স্ত্রী) এক ধরনের অলঙ্কার-বিশেষ, এক প্রকার অলঙ্কার-বিশেষ। ⟹ **বিকতি** (১)।

পিলব (পুং) প্লব, সন্তরণ, ভাসিয়া থাকা, লম্ফন, সাঁতার, শিরঘূর্ণন, মাথা ঘুরা রোগ, প্রবহমান, অবাধ। (জাতক) **সুপ্লব'থং**—কূয়ার মধ্যে সন্তরণের জন্য; = **প্লবন**। ২ হাঁস, পাতিহংসী। ৩ ভেলা, নৌকা।

পিলবতি (ক্রি) [√প্লব+অ] প্লাবিত করা বা হওয়া, (জলে) ভাসাইয়া নেওয়া, ভাসিয়া যাওয়া, ভাসমান হওয়া বা করা, ভাসমান রাখা, আরম্ভ করা, (জল সম্বন্ধে) দ্রুত স্থানান্তর করা অথবা স্থানান্তরে যাওঁয়া, দ্রুত অগ্রসর হওয়া, সাঁতার দেওয়া, সাঁতার দিয়া পার হওয়া, জলে পূর্ণ হওয়া, মাথাঘুরা বোধ করা, সাঁতার কাটানো বা ভাসানো, সাঁতার দিয়া অতিক্রম করা, আন্দোলিত করা বা হওয়া, প্রভাবিত করা, দ্রুত বিচলিত করা। ⟹ **উপ্পলবতি, ওপিলাপেতি, পরিপলবতি**। (অতীত) **প্লবি**। (অ-বিণ) **প্লবিত**। (ক্রি-বি) **প্লবিত্বা**।

পিলবন (ক্লী) ১ লম্ফন, সন্তরণ, গমন, ভাসিয়া থাকা, সাঁতার, শিরঘূর্ণন, মাথাঘুরা রোগ, অতি বেগে ধাবন। ২ প্লবন, প্লাবন, জলাদি দ্বারা ব্যাপ্তি, জলে ভাসাইয়া দেওয়া, বন্যা, অভিষেক, সেক। = **প্লবন**।

পিলাপনতা (স্ত্রী) ভাসা ভাসা অবস্থা, উপর উপর থাকার অবস্থা, অগভীরতা, সামান্যতা।

পিলাল--এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়, যেমন-- **পিলালপিণ্ড মত্তিকাপিণ্ড**; কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। মনে হয় "পলাল (তৃণ অর্থে)" শব্দের ভুলে "**পিলাল**" শব্দ হইয়াছে।

পিলোতিক (পুং, ক্লী) জীর্ণবস্ত্র, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। = **নন্তক**।

পিলোতিক খণ্ড (পুং, ক্লী) ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণবস্ত্রের

টুকরা বা অংশ।

পিলোতিক বসন ⟹ **বসন** (১)।

পিলোতিকা (স্ত্রী) কাপড়ের ক্ষুদ্র টুকরা, চীর, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণবস্ত্র, আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি। (বিনয়) **খোম পিলোতিকা**। (মধ্যম নিকায়) **ছিন্ন পিলোতিকো ধম্মো**—অনাবৃত বা খোলা রহিয়াছে এরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **পটপিলোতিকা**। (জাতক) **জিণ্ণপিলোতিকা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেল পিলোতিকা**। ⟹ **পিলোতিক**।

পিলোতিকাক্কণ্ড—(ঋষির) জীর্ণবস্ত্র।

পিলোতিকা খণ্ড = পিলোতিক খণ্ড। ⟹ **পিলোতিক খণ্ড**।

পিল্লক (পুং) পশুশাবক। জাতকে সময়ে সময়ে "মানবশিশু" অর্থেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (জাতক) **সূকরপিল্লক**। ধর্মপদ অর্থকথায় "গালাগালি বা তিরস্কার" অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। = **কিপিল্লক**। (ধর্মপদ টীকায়) **পিতুচূলক**; (বর্মাগ্রন্থে) **চূল্ কনিট্ঠ**। (জাতক) **গোধপিল্লক**।

পিল্লা = বিল্ল। ⟹ **বিল্ল**।

পিল্ক = পিলক। ⟹ **পিলক**।

পিল্কা (স্ত্রী) ১ ছোট ছোট ফোড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, ব্রণ, ক্ষুদ্রব্রণ, ফুস্কুড়ি, গুটি। ⟹ **পিলক**। ২ (তলোয়ারের) গাঁইট, স্ফীতি, আব (অসির হাতল ?)।

পিলন্ধন (ক্লী) = **পিলন্ধন**। ⟹ **পিলন্ধন**।

পিল্যহতি (ক্রি) [অপি+নয্হতি] বন্ধ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, সংবদ্ধ করা, পরিধান করা, আবৃত করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, বিন্যাস করা, প্রস্তুত করা, রন্ধন করা, সজ্জিত করা বা হওয়া, (ক্ষত) পরিষ্কার করা, গাছ বা ঝোপ ছাঁটিয়া দেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা। (জাতকে প্রথম পুরুষ একবচনে ক্রিয়ার পঞ্চমীতে) **পিল্যহয = পিলন্ধতু** (জাতক অর্থকথা)।

পিল্যহয—পরিধান করো বা করুক। = **পিলন্ধতু**। ⟹ **পিল্যহতি**।

পিলহক—সংযুক্ত নিকায়ে এই শব্দটির পাঠ "**মিল্হকা**"। ⟹ **মিল্হকা**।

পিল্হকা (স্ত্রী) = **মীল্হকা**। ⟹ **মীল্হকা**।

পিবট ⟹ **বিবট**।

পিবতি (ক্রি) [√পা (দ্বিভাব প্রাপ্ত ধাতু) = পাপা = "পিব" অথবা অন্তঃস্থ ব-যুক্ত "পিব" (এখানে পূর্বের "পা" এর "আ" স্থানে "ই" এবং পরের "পা" এর স্থানে "ব" বা অন্তঃস্থ "ব" হইয়াছে; এখন পিব+তি (ব-টি বর্গীয় অথবা অন্তঃস্থ)= "**পিবতি**"] পান করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা, জল পান করা, মদ্য পান করা। (অতীত) **পিবি, অপিবি, পিবাসিং, অপায়িংহ** (অথবা "অপাসিংহ ?"), **অপংসু**। (অ-বিণ) **পীত**। (বর্তমান কাল) **পিবতি, পিবতি**; (উত্তমপুরুষ বহুবচনে) **পিবাম**; (মধ্যমপুরুষ বহুবচন) **পিবথ, পিবাথ**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) পিয্যরে। (ব-বিণ) **পিবন্ত, পিবমান, পিবং**। (পঞ্চমী) **পিব, পিবতু**। (ভবিষ্যতে, প্রথমপুরুষ একবচনে) **পিবিস্সতি, পাস্সতি**; (উত্তম পুরুষ একবচনে) **পিস্সামি**। (ভ-বিণ) **পাতব্ব, পেয্য**; ⟹ **কাকপেয্য**। (ক্রি-বি) **পিবিত্বা, পীত্বা, পিত্বা, পিত্বান**। (তুম্) **পিবিতুং, পাতুং**। (করণে) **পাযেতি, পাযাপেতি**।

পিবন (ক্লী) পানকরণ।

পিবরক (ক্লী) = **পিঠরক**। ⟹ **পিঠরক**।

পিবাসতি (ক্রি) = **পিপাসতি**। ⟹ **পিপাসতি**।

পিবিত্বা (ক্রি-বি) (জল) পান করিয়া। ⟹ **পিবতি**।

পিসতি (ক্রি) [√পিস+অ] পেষণ করা, চূর্ণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা, শাণ দেওয়া, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, ঘর্ষিত হওয়া, কঠোর পরিশ্রম করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। = **পিংসতি**। (অতীত) **পিংসি**। (অ-বিণ) **পিংসিত, পিসিত**। (ক্রি-বি) **পিংসেত্বা, পিসিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পিসীযতি**।

পিসন (ক্লী) পেষণ, চূর্ণন, মর্দন, চূর্ণকরণ, ঘর্ষণ, পীড়ন। = **উপপিসন**।

পিসাচ (পুং) ১ পিশাচ, প্রেত, প্রেতযোনি-বিশেষ, ভূত, দৈত্য, উপদেবতা, পরী প্রভৃতি। = **পেসাচ**। (বহুবচন শব্দ) **পিসাচা, পেসাচা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পিসাচা মহন্ত-মহন্তা সত্তা'তি বদতি**। (জাতক) **যক্খ পিসাচ পেত**। ২ দড়াবাজিকর জাতি অর্থাৎ যাহারা দড়ির উপর দিয়া হাঁটা ইত্যাদি নানা কৌশল দেখাইয়া জীবিকার্জন করিয়া থাকে। (বহুবচনে) **পিসাচা**। ⟹ **পিসাচ-লোহং**।

পিসাচক (পুং) = **পিসাচ**। ⟹ **পিসাচ**।

পিসাচ নগর (ক্লী) পিশাচগণের শহর বা নগর, পিশাচ বা প্রেত রাজ্য। (তুলনীয়) **যক্খনগর**।

পিসাচনাগ যোনি (স্ত্রী) পিশাচকূল, প্রেতকূল, ভূত-প্রেত-পিশাচ হইয়া উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণকরণ। ⟹ **নাগযোনি**।

পিসাচ লোহং (ক্লী) ১ পিশাচ বা প্রেতগণের শহর, পিশাচ বা প্রেতরাজ্য, পিশাচ বা প্রেতকূল, পিশাচ বা প্রেতজাতি। ২ (অষ্ট প্রকার তাম্রের মধ্যে) এক প্রকার তাম্র বা তামা (বিভঙ্গ অর্থকথা)। ৩ পিশাচ তাম্র অর্থাৎ পিশাচদের দেশ হইতে আগত বা আনীত তাম্র, পিশাচদের দেশের ধাতু-বিশেষ। ⟹ **ভল্লক, লোহ**।

পিসাচা (পুং, বহুবচন) দড়ি ইত্যাদির বাজিকরগণ। ⟹ **পিসাচ** (২)।

পিসাচিন (বিণ) পিশাচ সদৃশ, প্রেতের মত। (পুং) প্রেত, পিশাচ। = **পিসাচ** (১)।

পিসাচিনী (স্ত্রী) পিশাচিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, যাদুকরী। = **পিসাচী**।

পিসাচিল্লিকা (স্ত্রী) প্রেতাশ্রিত বৃক্ষ, পিশাচের আশ্রিত গাছ, যক্ষাশ্রিত গাছ, বৃক্ষপ্রেত, বৃক্ষপিশাচ।

পিসাচী (স্ত্রী) পিশাচী, পেত্নী। = **পিসাচিনী**। ⟹ **পিসাচ** (১)।

পিসিত (ক্লী) মাংস, আমিষ, আহার্য পশুপাখির মাংস। (বিণ) পেষিত, পেষণকৃত, বাটা, পিষিয়াছে এমন, ঘর্ষিত, উৎপীড়িত। = **পিস্ত**। ⟹ **পিসতি**।

পিসিস্‌সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **পিংসতি** (২ক)।

পিসীযতি (ক্রি) জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, (ঠাণ্ডা-সম্বন্ধে) অত্যন্ত কষ্টে ফেলা। ⟹ **পিসতি**।

পিসীল (ক্লী) সূর্যঘড়ি, ঘড়ি, টেলিফোন, পরিমাপক যন্ত্র প্রভৃতির রেখাঙ্কিত মুখপট্ট। বর্ণনায় "**পাতি**" বা "**পত্ত**" (পাত্র) শব্দের পরিবর্তে "**পিসীল**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

পিসুণ (ক্লী) পিশুন, পিশুন বাক্য, পরোক্ষে কথা বা নিন্দা, অখ্যাতি, নিন্দা,অপবাদ, বিদ্বেষপূর্ণ কথা, হিংসাপূর্ণ কথা, পিউন্দারি কথা। (বিণ) অসাক্ষাতে বা পরোক্ষে নিন্দা করা হয় এরূপ, নিন্দাসূচক, কুৎসাত্মক, বিদ্বেষপরায়ণ। (যৌগিকে) **পিসুণবাচা**, **পিসুণাবাচা** (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) **পেসুণ**।

পিসুণবাচা (স্ত্রী) বিদ্বেষপূর্ণ কথা, হিংসাত্মক কথা, নিন্দা-সূচক কথা, পিউন্দারি কথা, পিশুন বাক্য। ⟹ **পিসুণ**।

পিসুণাবাচা (স্ত্রী) = **পিসুণবাচা**। ⟹ **পিসুণবাচা**। (বিণ) = **পিসুণ**। ⟹ **পিসুণ** (বিণ)।

পিসোদর (বিণ, পুং) যাহার পেটে বা উদরে চিহ্ন দেওয়া আছে এমন, যাহার পেট দাগযুক্ত, চিহ্নযুক্ত পেট যাহার আছে এমন।

পিস্ত (বিণ) পেষা বা পেষণকৃত, চূর্ণিত, নষ্টকৃত, উৎপীড়িত। = **পিট্‌ঠ**, **পিসিত**। ⟹ **পিসতি**।

পিহক (ক্লী) প্লীহা, পিলা, উদরগহ্বরের বামপার্শ্বে অবস্থিত যন্ত্র-বিশেষ, পিলে রোগ, ঈর্ষা, দ্বেষ, রাগ বা ক্রোধ, বিমর্ষতা, বিষণ্ণতা।

পিহন (ক্লী) হিংসাকরণ, হিংসার পাত্রকরণ, দ্বেষ, হিংসা, হিংসার পাত্র। ⟹ **পিহাযনা**।

পিহনা (স্ত্রী) = **পিহন**। ⟹ **পিহন**।

পিহযতি (ক্রি) [√পিহ+য] ১ ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, অত্যন্ত ইচ্ছা করা, চেষ্টা করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা। (অতীতকাল, মধ্যমপুরুষ একবচনে) **পিহাযিত্থ**। (জাতক) **পত্থেতি পিহযতি**। = **পিযাযতি**। ২ বিদ্বেষ করা, হিংসা করা, (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা। = **পত্থেতি**। (অতীত) **পিহযি; মা পিহযি**। (অ-বিণ) **পিহযিত**। (ব-বিণ) **পিহযং** = **লভং পত্থেন্তো** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পিহযিত (বিণ) আকাঙ্ক্ষিত, হিংসিত, হত, বিনাশিত। (সর্বদা যৌগিকে) **পত্থিত পিহযিত**। ⟹ **পিহযতি**।

পিহা (স্ত্রী) দ্বেষ, হিংসা, বিদ্বেষ, হিংসার পাত্র, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভগবন্তং দিস্বা বুদ্ধভাবায পিহং অনুপ্পাদেত্বা ঠিত-সত্তো নাম ন-অত্থি**।

পিহাযনা (স্ত্রী) বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, ভালবাসা, স্নেহ, আদর। = **পিহনা**।

পিহালু (বিণ) লোভী, লোলুপ, অর্থগৃধ্নু। "**পিহালু পট্‌ঠহতি**" এর পরিবর্তে "**পিহালু পট্‌ঠযতি**" এর ব্যবহার তুলনীয়।

পিহিত (বিণ) পিহিত, আচ্ছাদিত, কোষে বা খাপে রক্ষিত, কোষাবদ্ধ, আবদ্ধ, বন্ধ, রুদ্ধ। (বিপ) **বিবট**। (দীর্ঘনিকায়) **পিহিত দ্বার**।

পিহিত দ্বার (বিণ) রুদ্ধদ্বার, দরজা বন্ধ হইয়াছে এমন। ⟹ **পিদহতি**।

পিহেতি (ক্রি) = **পিহযতি**। ⟹ **পিহযতি, অভিজপ্পতি**।

পীঠ (ক্লী) পীঠ, বসিবার স্থান, পিঁড়ি-চৌকি প্রভৃতি, কেদারা, টুল, চেয়ার, বেঞ্চ। বিনয়ে চতুর্বিধ আসনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা--**মসারক পীঠ, বুন্দিকাবদ্ধ পীঠ, কুড়িক পাদক পীঠ, আহচ্চ পাদক পীঠ**। ⟹ **মঞ্চ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মঞ্চপীঠ**। (জাতক) **পাদপীঠ; ভদ্দপীঠ**।

পীঠক (ক্লী) ক্ষুদ্রাসন, ছোট কেদারা বা চেয়ার, টুল, পিঁড়ি-চৌকি প্রভৃতি, বসিবার আসন। ⟹ **পীঠ, পলাল পীঠক**।

পীঠ সপ্পিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কেদারা বা বেঞ্চের সাহায্যে হামাগুড়ি দেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি খঞ্জের ন্যায় লাঠিতে ভর করিয়া অথবা কিছু অবলম্বন করিয়া চলে বা হাঁটে, খোঁড়া (লোক)। "**পীঠ**" এখানে "**হত্থেন গহন-যোগ্গ**" ভাবার্থে বিমানবত্থু অর্থকথায় বর্ণিত হইয়াছে। বিনয় সাহিত্যে বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "**ছিন্ন-ইরিযা পথ**"। (জাতকে) **খুজ্জ পীসপ্পিন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) "**পীঠসপ্পিন**" এবং "**জচ্চন্ধ**"—এই উভয় শব্দ সমার্থবাচক। = **পীঠসপ্পী**।

পীঠসপ্পী (বিণ, পুং) খোঁড়া, পঙ্গু (লোক)। = **পকখ**(২), **পীঠসপ্পিন**।

পীঠিকা (স্ত্রী) বসিবার ক্ষুদ্রাসন। = **পীঠক**।

পীণ (বিণ) = **পীন**। ⟹ **পীন**।

পীণন (ক্লী) ১ হৃষ্টকরণ, প্রফুল্লকরণ, উল্লসিতকরণ, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি, সন্তোষের বিষয় বা বস্তু, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ, রোমাঞ্চ, পুলক, শিহরণ। ২ সুশোভিতকরণ, ভূষণ, সৌন্দর্য। = **মণ্ডন**।

পীণিত (বিণ) ১ আনন্দিত, সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, তৃপ্ত, হর্ষোৎফুল্ল, উল্লসিত, প্রফুল্ল। = তুট্‌ঠ, সন্তপ্পিত। (বি-ভা) **পীণিতিন্দ্রিয** (মধ্যম নিকায়)। ⟹ পীণেতি। ২ = পীনিত। ⟹ **পীনিত**।

পীণিতিন্দ্রিয (বিণ, পুং) উল্লসিত ভাবযুক্ত, যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানের পূর্ণতায় উজ্জ্বল, যাঁহার মন বা হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। ⟹ **ইন্দ্রিয** (৫), **নিন্দ্রিয, পীণিতিন্দ্রিযা, পীণিত**।

পীণিতিন্দ্রিযা (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানের পরিপূর্ণতায় আনন্দোজ্জ্বল। ⟹ **নিন্দ্রিযা, পীণিতিন্দ্রিয**।

পীণেতি (ক্রি) [√পীণ+এ] হৃষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লসিত করা, সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো, বলবান করা, সবল করা, অনুপ্রাণিত করা, আহ্লাদিত করা বা হওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, অভিনন্দন করা, উৎসাহিত করা, প্রশংসা করা, শক্তিশালী করা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **পীণেন্তী'তি পীণিতং থাম-বলূপেতং করোন্তি**। (বি-ভা) **(অত্তানং) সুখেতি পীণেতি**—(নিজকে) সুখী করে এবং সন্তুষ্ট করে (দীর্ঘনিকায়)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সরীরং পীণেতি**। "পীতি" শব্দের ব্যাখ্যায় "**পীণযতী'তি পীতি**"। (অতীত) **পীণেসি**। (অ-বিণ) **পীণিত**। (ব-বিণ) **পীণেন্ত**। (ক্রি-বি) **পীণেত্বা**।

পীত (বিণ) ১ ক পীত, যাহা পান করা হইয়াছে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **মধুপীত**। চারি শব্দ সংযোগে খাদ্য সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার, যথা—**পীত অসিত খাযিত সাযিত**। খ শোষিত, আর্দ্র, সিক্ত, (চলতি কথায়) অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়াছে এমন; (অথবা) পরিপূরিত, পরিপৃক্ত, সম্পৃক্ত, একেবারে ভিজাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ। = **ফীত** (কিন্তু "ফীত" শব্দের পরিবর্তে "পীত" শব্দের ব্যবহার ভুল)। (জাতক) **কসায রস পীত**—কাষায়রসে ভিজানো হইয়াছে এমন। (ধনুর তীর-সম্বন্ধে) **বিসপীত**—বিষাক্ত (জাতক)। ⟹ **পিবতি**। গ (ক্লী) পানীয়, মদ্য। ২ক (বিণ) পীত, পীতবর্ণের, হরিদ্রাবর্ণযুক্ত, হলদে, স্বর্ণময়, সুবর্ণবর্ণের, উজ্জ্বল, মহামূল্য, উৎকৃষ্ট, অনুকূল, সুখপূর্ণ, রংবিশিষ্ট, অতিরঞ্জিত, বিস্তারিত বর্ণনায় সরস। (বিনয়) **পীত বিরেচন**। (দীর্ঘনিকায়) **নীল পীত লোহিত ওদাত; পীত কসিণ**। (মধ্যম নিকায়) **পীত নিসীত** [ইহা কি এখানে ব্যবহারিক অর্থ-সম্বন্ধীয় অথবা কি "পীত (১ক)" অর্থ-সম্বন্ধীয় ?]। (জাতক) **নীল পীত লোহিত ওদাত মঞ্জেট্‌ঠক; পীত অলঙ্কার; পীত বসন; পীত উত্তর**। (ধর্মসঙ্গণী) **পীত কসিণ; নীল পীত লোহিতক ওদাত**। "পীত" শব্দ "স্বর্ণময় উজ্জ্বল" অর্থে বিমান সমূহের অথবা দিব্য (স্বর্গীয়) আবাসসমূহের বর্ণনায় মুখ্য, যেমন বিমাবথুর বর্ণনায় "**পীত বিমান**" অর্থাৎ যেই বিমান বা দিব্য-আবাসের "**বত্থ, ধজ, অলঙ্কার, চন্দন, উপ্পল, পাসাদ, আসন, ভোজন, ছত্ত, রথ, অস্স, বীজনী** প্রভৃতি সর্ববস্তু পীত বা স্বর্ণময় উজ্জ্বল বর্ণের; এখানে অর্থকথা বর্ণনায় "**সুবণ্ণ**" অর্থে ইহা নিষ্পন্ন। = **পরিসুদ্ধ হেমময, সুবণ্ণময** (বিমানবথু অর্থকথা)। খ (পুং) হলদে রং, পীতবর্ণ, পীত, হরিদ্রাবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ। গ প্রীত, সন্তুষ্ট।

পীতক (বিণ) পীত, হরিদ্রাবর্ণের, পীতবর্ণ, পীতরঙের, হলদে, সুবর্ণ বর্ণের, স্বর্ণময়, সুবর্ণময়। = **পীত** (২ ক); = **সুবণ্ণবণ্ণ** (পেতবথু অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী) **নীল পীতক লোহিতক ওদাত কালক মঞ্জেট্‌ঠক**। ⟹ **পঞ্চবণ্ণ**। (পুং) হলদে রঙ, পীতবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ। = **পীত** (২গ)।

পীতকা (স্ত্রী) জাফরান, কুঙ্কুম, হলুদ।

পীতন্তর (ক্লী) [পীত+অন্তর] পীতবর্ণ অন্তর্বাস, হলদে বা মঞ্জিষ্ঠা বর্ণের ভিতরের ছোট পরিধেয় বস্ত্র, হলদে রঙের বহির্বাস বা বহিরাবরণ অর্থাৎ ঢিলা বড় জামা, হলদে বর্ণের পোশাক-পরিচ্ছদ। = **পীতবণ্ণা উত্তরিযা** (বিমানবথু অথকথা)।

পীতরংসি (বিণ) পীত বা হলদে বর্ণের রশ্মিযুক্ত, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের, সোনালী রঙের কিরণযুক্ত। ⟹ **বীতরংসি**।

পীতরুণ (বিণ) [পীত+অরুণ] হলদে মিশ্রিত লাল।

পীতবসন (ক্লী) পীতবর্ণের বসন, পীতাম্বর, পীত বা হলদে রঙের বস্ত্র। (বিণ) পীতাম্বরধারী, পীত বর্ণের বসন পরিধানকারী, পীত বা হলদে বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছে এমন, পীতাম্বর পরিহিত। ⟹ **পীত** (২ক)।

পীতবিমান—পীতবর্ণের বিমান, স্বর্ণময় বিমান, সুবর্ণবর্ণ উজ্জ্বল দিব্য বা স্বর্গীয় আবাস। ⟹ **পীত** (২ক)।

পীতাবলেপন (ক্লী) [পীত+অবলেপন] হলুদ বর্ণের লেপন বা প্রলেপ, পীতবর্ণের প্রলেপ, সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিতকরণ, সোনালী রং দ্বারা প্রলিপ্তকরণ।

পীতি (স্ত্রী) প্রীতি, সন্তোষ, হর্ষ, প্রেম, অনুরাগ, ইচ্ছা, আনন্দ, উল্লাস, প্রসন্নতা, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, আনন্দের আবেগ, আবেগ, মানসিক সুগভীর অনুভূতি, আনন্দজনক বস্তু, উচ্ছ্বাস, প্রাচুর্য, সুস্বাদ, অতিরিক্ত আস্বাদন। "পীতি" শব্দ "**সঙ্খারকখন্ধ**" এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু "**বেদনাকখন্ধ**"-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে (ধর্মসঙ্গণী)। = **ভগবন্তং আরব্ভ পীতি পামুজ্জং মোদনা পমোদনা চিত্তি-ওদগ্যং** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পীতিসুখ**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**আনন্দ**" অর্থে "**পীতি**" শব্দের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। "**ঝান**"-এর মধ্যে "পীতি" ধ্যানের তৃতীয় অঙ্গ। "**সম্বোজ্ঝঙ্গ**" এতে (উৎকর্ষ সাধনের একাদশ উপায়ের সহিত ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) অনুক্রমে "**পীতি পস্সদ্ধি**

সমাধি" (বিশুদ্ধিমার্গ)। (বি-ভা) **পীতিযা সরীরং ফরতি**--আনন্দে বা প্রীতিতে শরীর স্ফূরিত হয় (জাতক)। "**পঞ্চবণ্ণা পীতি**" অর্থাৎ প্রীতির ক্রম পঞ্চবিধ, যথা—**খুদ্দিক পীতি** (বিশেষ মনোযোগে সামান্য ভাব বা উপলব্ধি), **খণিকা পীতি** (ক্ষণস্থায়ী প্রীতি), **ওক্কন্তিকা পীতি** (দোলায়মান প্রীতি, আনন্দাতিশয্যের প্লাবন বা আনন্দের প্লাবন), **উব্বেগা পীতি** (হর্ষোচ্ছ্বাস জনিত প্রীতি, রোমাঞ্চকর আবেগ), **ফরণা পীতি** (বিশেষ বা গভীর মনোযোগের সমষ্টিগত মহানন্দ, স্ফূরিত উল্লাস বা প্রীতি)। মধ্যম নিকায়ে "**নিরামিস**" (পবিত্র) এবং "**সামিস**" (গুরুত্বপূর্ণ) রূপে "**পীত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

পীতিক (বিণ) প্রীতিজনক, আনন্দজনক, প্রীতিকর, প্রসন্ন, আনন্দদায়ক।

পীতিগমনীয (বিণ) গমনে সুখকর, চলায় আনন্দজনক বা মনোহর, চলনে আনন্দদায়ক বা উপভোগ্য।

পীতিন (বিণ) প্রীতিজনক, প্রীতিপ্রদ, পানীয়, পানযোগ্য। (যৌগিকে) **ধম্ম পীতিন** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পীতি পামুজ্জ (ক্লী) = **পীতিপামোজ্জ**। ⟹ **পীতিপামোজ্জ**।

পীতি পামোজ্জ (ক্লী) আনন্দ এবং হৃষ্টতা, উল্লাস এবং প্রফুল্লতা, আহ্লাদ এবং আনন্দ।

পীতিফরণ (ক্লী) প্রীতি পুলক, প্রীতিতে স্পন্দন বা শিহরণ, প্রীতিস্ফূরণ, সর্বস্থান বা সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত উল্লাস বা মহানন্দ, সর্বসময় বা সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত অত্যন্ত হর্ষ, প্রীতিতে সর্বাঙ্গ স্ফূরণ, আনন্দের আতিশয্য, অতিরিক্ত প্রীতিরস আস্বাদন। (তুলনীয়) **পীতিফরণতা**। ⟹ **ফরণ** (ক্লী), **ফরণতা**।

পীতিফরণতা (স্ত্রী) প্রীতিস্ফূরণতা, আনন্দে পরিব্যাপ্ত অবস্থা, উল্লাসে পরিপ্লুতি, মহানন্দে পরিপূর্ণতা, উৎফুল্ল উল্লাস, আনন্দাপ্লুত অবস্থা, আহ্লাদিত মহানন্দ বা অতি হর্ষ, অতি হর্ষে চাঞ্চল্য বা শিহরণ, উল্লাস, হর্ষোচ্ছ্বাস, মোহাবিষ্ট অবস্থা, সমাধি, কবিসুলভ উন্মাদনা। = **পীতিফরণ**। ⟹ **ফরণতা**।

পীতিভক্খ (বিণ) প্রীতি আহারী, অন্য খাদ্য ব্যতীত কেবল আনন্দ এবং প্রীতি আহার করিয়া জীবিত থাকে এমন। ইহা রূপব্রহ্মলোকবাসী আভস্সর দেবগণের অবস্থা।

পীতিমন (পুং) প্রীতিমন, সন্তুষ্ট মন, হৃষ্ট হৃদয়, আনন্দপূর্ণ চিত্ত, প্রফুল্ল মন, হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত মন। = **সন্তুট্ঠ মন**। ⟹ **মনো** (১গ, ৩)। (বিণ) যাহার হৃদয়ের বা মনের অবস্থা আনন্দপূর্ণ এমন, প্রীতিপূর্ণ মনের সহিত, আনন্দিত মনের সহিত, উল্লসিত বা প্রাণবন্ত মনযুক্ত।

পীতিরস (পুং) প্রীতিরূপ রস, প্রীতিরস, প্রীতির আস্বাদ, আনন্দের আবেগ, মানসিক সুগভীর আনন্দানুভূতি।

পীতিবদ্ধন (ক্লী) প্রীতিবর্ধন, হর্ষবর্ধন, আনন্দবর্ধন, সুখ বৃদ্ধিকরণ। ⟹ **বদ্ধন**।

পীতিবেগেনুন্ন (বিণ) আনন্দাতিশয্যে বুদ্বুদ তুল্য স্ফূরিত, প্রীতিবেগে প্লাবিত, মহানন্দে অভিভূত। ⟹ **উন্ন** (১)।

পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ, আনন্দ বা উল্লাসরূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের উপাদান বা অঙ্গ, প্রীতি সম্বোধি অঙ্গ (অর্থাৎ বোধিজ্ঞান লাভের "প্রীতি" একটি অঙ্গ-বিশেষ), বোধিজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ সপ্ত বোধি অঙ্গের মধ্যে চতুর্থ অঙ্গ, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভে প্রীতি বা আনন্দ-স্বরূপ উপাদান। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ঈদৃশ একাদশ ফলের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, যেমন—ছয়টি "**অনুস্সতি**", **উপমানুস্সতি**, **লূখপুগ্গল পরিবজ্জনতা**, **সিনিদ্ধ পুগ্গল-সেবনতা**, **পসাদনীয-সুত্তন্ত-পচ্চবেক্খণতা**, **তদধিমুত্ততা** (বিশুদ্ধিমার্গ এবং বিভঙ্গ অর্থকথাও তুলনীয়)। ⟹ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

পীতি সহগত (বিণ) প্রীতি সহগত, প্রীতি সহকারে, আনন্দের সহিত, উল্লাসের সতি, হর্ষ বা আহ্লাদ সহকারে। (ধর্মসঙ্গণী) **পীতি সহগতা ধম্মা**—উল্লাস সহকারে বিধি বস্তু বা অবস্থা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পীতি সহগত সমাধি**—প্রীতির সহিত ধ্যানাবস্থা।

পীতি সুখ (ক্লী) প্রীতি এবং সুখ, অতিরিক্ত আস্বাদন এবং সুখ, সুস্বাদ এবং সুখ অনুভব, যথার্থ বা প্রকৃত আনন্দ, আভ্যন্তরিক বা অন্তর্নিহিত উল্লাস, স্বাভাবিক আহ্লাদ, (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা অনুসারে) মহানন্দ এবং পরম সুখ।

পীতি সোমনস্স—প্রীতি এবং সৌমনস্য অবস্থা, উল্লাস এবং পরিতোষ, আনন্দ এবং তৃপ্তি, আহ্লাদ এবং মনের সুখময় অবস্থা।

পীথর = **পিঠর**। ⟹ **পিঠর**।

পীন (বিণ) স্থূলাকার, মোটা, মাংসল, স্থূল, মূর্খ, তৈলাক্ত, লাভজনক, স্ফীত, উদ্গত, ফুলা, উল্লসিত, অহঙ্কৃত, গর্বিত, ক্রুদ্ধ, পীন, প্রবৃদ্ধ, সম্পন্ন।

পীনিত (বিণ) = **তিত্ত**। ⟹ **তিত্ত**।

পীলক (বিণ) পীড়ক, পীড়াদায়ক, পীড়নকারী, দুঃখদায়ক, ক্লেশদায়ক। (ক্লী) এক প্রকার স্ফোটক বা ফোড়া। = **পিড়ক**।

পীলন (ক্লী) পীড়ন, দুঃখ প্রদান, উচ্ছেদ, বিনাশ, মর্দন, নিপীড়ন, অভিভব, অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব, ক্ষতি, অহিত, অনিষ্ট, মানসিক বা শারীরিক দুঃখকষ্ট। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নক্খত্ত পীলন**।

পীলন্ত = **খিজ্জমান**; ⟹ **খিজ্জতি**।

পীলা (স্ত্রী) ১ পীড়া, যন্ত্রণা, ব্যথা, ক্লেশ, রোগ, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, মানসিক বা দৈহিক দুঃখকষ্ট। ২ অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব, ক্ষতি, অনিষ্ট, অহিত।

পীলিকোলিকা (স্ত্রী) চক্ষুর ক্ষরণ, চক্ষু হইতে নিঃসৃত রস, চক্ষু হইতে নির্গত ক্লেদ, পিচুটি। = **অক্খিগূথক**।

পীলিত (বিণ) পীড়িত, ক্লিষ্ট, ব্যথিত, দুঃখিত, মর্দিত, পীড়াযুক্ত, দমিত, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, উপদ্রব, ভঙ্গকৃত, নিংড়ানো, পেষিত, অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে এরূপ, বিরক্ত করা হইয়াছে এমন, হয়রান করা হইয়াছে এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দুব্ভিক্‌খ পীলিত**। (তুলনীয়) **পপীলিত, অভিপীলিত**। ⟹ **পীলেতি**।

পীলেতি (ক্রি) [√পীল্+এ] ১ নিংড়ানো, পেষণ করা, চাপ দেওয়া, জেদ করা, আলিঙ্গন করা, পীড়ন করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অত্যন্ত জরুরি হওয়া, ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি করা, (কাজে বা ভ্রমণে) সংকল্পের সহিত অগ্রসর হওয়া, দমাইয়া দেওয়া। (বিনয়) **চোলকং পীলেতি**। ২ ওজনে ভারী করিয়া দেওয়া। (ব-বিণ) **পীলিযমান**। ৩ পিটাইয়া পেরেক বসানো, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, চূড়ান্তভাবে স্থির করা। ⟹ **পীলেতি** (১)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মুট্‌ঠিং পীলাযতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অঙ্গুলিযা পীলিযমানায**। ৪ ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, জয় করা, পরাভূত করা, অধীন করা, বশীভূত করা, বশে রাখা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জনং পীলেতি**। ৫ বিরক্ত করা, উৎপীড়ন করা, অসুবিধায় ফেলা, ক্লেশ দেওয়া, অত্যাচার করা, উপদ্রব করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) "**পীলন্তো**" শব্দ "**পীলেন্তো**" শব্দের পরিবর্তে? (অতীত) **পীলাপেসি**। (অ-বিণ) **পীলিত**। (ক্রি-বি) **পীলেত্বা**।

পুং (পুং) পুং, পুংলিঙ্গ, পুরুষ, পুমান। এই শব্দটি "**পুমস্**" শব্দজ। ইহা "**নিরয**" বা নরকের পরিবর্তে নির্দিষ্ট অর্থবাচক শব্দ। বিশুদ্ধিমার্গে "**পুগ্‌গল**" সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের শব্দ ও শব্দরূপ-বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য। ⟹ **পুংস, পুগ্‌গল** (১)।

পুংস (পুং) [বৈদিক—"পুংসে" (দুর্বল ভিত্তি) এবং "পুমাংসে" (শক্তিমান ভিত্তি), ইহা সর্বদা "স্ত্রী" শব্দের বিপরীত; তুলনীয়—পুত্র, পোতক। সংস্কৃত—সংসব।] পালিতে এই শব্দের কোনো শব্দ ও শব্দরূপ-বিজ্ঞান দৃষ্ট হয় না। "পুং" এই মূল শব্দটি "পুকুস" অথবা "পুগগল" অথবা "**পুঙ্গব**" অথবা "**পুল্লিঙ্গ**" শব্দের সহিত সংঘটিত হয় (?)। "**পুংস**" শব্দটি "**নপুংসক**" শব্দের সহিত সংঘটিত বা সিদ্ধ হয়। দীর্ঘনিকায়ের পুরাতন পাঠে "**ইত্থি-পুমা**" শব্দে ব্যতীত "**পুংস**" শব্দের নাম ভূমিকাটি "**ইত্থি**" শব্দের বিপরীত "**পুরিস**" শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পালিতে দৃঢ়ভিত্তি স্বরূপ শব্দ "**পুমন**"। ⟹ **পোস** (১), **পুগ্‌গল** (১)।

পুংসুকিত ⟹ **কিত** (২)।

পুক্কুস (পুং) নীচ জাতি, (অনার্য) জাতির নাম-বিশেষ, সমাজে নিম্নশ্রেণীর নাম-বিশেষ, (জাতকে উল্লিখিত) আবর্জনা বা উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি অপসারণ বা পরিষ্কার করিয়া জীবিকার্জনকারী দলের লোকগণ, যাহারা হীনকর্ম দ্বারা জীবিকার্জন করে তাহাদিগকে "**পুক্কুস**" বলা হয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লিখিত জাতিভেদের ক্রম "**খত্তিযা, ব্রহ্মণা, বেস্‌সা, সুদ্দা, চণ্ডাল-পুক্কুসা**। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**পুক্কুস**" অর্থে "**ছব-ছড্ডক চণ্ডালা চ পুপ্ফ-ছড্ডক-পুক্কুসা চ**।

পুক্কুসকুল (ক্লী) নীচ জাতীয় বংশ। **চণ্ডালকুল, নেসাদকুল, বেণকুল, রথকারকুল, পুক্কুসকুল**—এইগুলিকে নীচজাতীয় বংশ বলা হয় (মধ্যম নিকায়)। ⟹ **পুক্কুস**।

পুগ্‌গল (পুং) (সংস্কৃত—পুদ্‌গল) ১ পুদ্‌গল, পুরুষ ব্যক্তি, একজন মাত্র ব্যক্তি (সমবায়ে "**সঙ্ঘ**" বা "**পরিসা**" শব্দের বিপরীত শব্দ), মানুষ, লোক, সজীব মনুষ্য, শরীর, রূপ, চেহারা. নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি, (ব্যাকরণে) পুরুষ, একটি জীব বা দ্রব্য; (পূর্বতন দর্শনে বা অভিধর্মে) সাহিত্য (সমার্থবাচক শব্দ "অক্ষর, চিহ্ন, লিখিবার রীতি, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ, চরিত্র, খ্যাতি, নাম, সুপরিচিত ব্যক্তি, নাটকের বা উপন্যাসের চরিত্র, মার্গফললাভী ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি; "**অত্তন**" = আত্মা, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন, মনুষ্য, ব্যক্তি, সুন্দর বা সূক্ষ্ম মনোভাবের প্রকাশ, মূল, সার, সারভাগ, জীবনী শক্তি, প্রাণশক্তি ও উৎসাহের কারণ")। ⟹ **অভিজাতি**। "**পুংস**" শব্দের সহিত এই শব্দ সম্বন্ধযুক্ত যদিও দেশীয় অর্থকথাকারেরা "**পুং**" ("নরক" অর্থে) এবং "**গল**" শব্দের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পুং'তি বুচ্চতি নিরযো, তস্মিং গলন্তী'তি পুগ্‌গলা**। (বহুবচনে) **পুগ্‌গলা**। (দীর্ঘনিকায়) **পরপুগ্‌গল**। (সংযুক্ত নিকায়) **পুরিস পুগ্‌গল**। (সদ্ধম্মোপাযন) **অগ্‌গপুগ্‌গল**। (জাতক) **অভব্ব পুগ্‌গল**। (বিনয়) **অরিয পুগ্‌গল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসুর-পরিবার পুগ্‌গল; কোধগরু পুগ্‌গল; গূথ পুগ্‌গল; পুপ্ফপুগ্‌গল; মধুভানি পুগ্‌গল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দক্‌খিণেয্য পুগ্‌গল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্‌ঠিসম্পন্ন পুগ্‌গল**। (জাতক) **নিব্বিরিয কুসীত পুগ্‌গল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাসাণলেখ পুগ্‌গল; উপমপুগ্‌গল** ইত্যাদি; **বলাহকূপম পুগ্‌গল**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **সদ্ধ পুগ্‌গল; অসদ্ধপুগ্‌গল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সিবাথিকূপম পুগ্‌গল; সুপ্পমেয্য পুগ্‌গল** ইত্যাদি; **সেবিতব্ব পুগ্‌গল; অসেবিতব্ব পুগ্‌গল**। (সংযুক্ত নিকায়) **হীন-মজ্‌ঝিম-পণীত পুগ্‌গল**। চরিত্র সামঞ্জস্যরূপে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **গিলানূপম পুগ্‌গল; অবুট্‌ঠিক-সমপদেস-বস্‌সিন পুগ্‌গল; সব্বত্থাভিবস্‌সিন পুগ্‌গল; সখর পুগ্‌গল; সাবক পুগ্‌গল; সেখ পুগ্‌গল**। (দীর্ঘনিকায়) **সেখ অসেখ নেব-সেখ-নাসেখ পুগ্‌গল**। (বিশুদ্ধিমার্গ)

রাগচরিত পুগ্‌গল; দোসচরিত পুগ্‌গল; মোহচরিত পুগ্‌গল; সদ্ধাচরিত পুগ্‌গল; বুদ্ধিচরিত পুগ্‌গল; বিতক্কচরিত পুগ্‌গল। (দীর্ঘনিকায়) উভতোভাগ-বিমুত্ত পুগ্‌গল; পঞ্‌ঞা বিমুত্ত পুগ্‌গল ইত্যাদি। ⇒ পটিপুগ্‌গল। ২ (প্রেত, তির্যক ও জীবজন্তু অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রাণীসহ সাধারণ অর্থে:—) অস্তিত্ব, সত্তা, বর্তমান ব্যক্তি, সমগ্র সত্তা বা প্রকৃতি, প্রাণী, জন্তু, মনুষ্য, অধীন লোক।

পুগ্‌গলঞ‌্ঞূ (বিণ) পুদ্‌গলজ্ঞ, ব্যক্তিকে বা পুরুষকে জানে বা চিনিতে পারে এমন, যে ব্যক্তি মানুষ চিনে।

পুগ্‌গল-দুতিয (বিণ) প্রথম ব্যক্তি নিজে স্বয়ং এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে অন্য ব্যক্তিও আছে এমন, নিজে স্বয়ং আছে তদুপরি অপর এক ব্যক্তিও সঙ্গে আছে এরূপ। ⇒ দুতিয।

পুগ্‌গল নানত্ত (ক্লী) পুদ্‌গলের মধ্যে ভিন্নতা অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি। = পুগ্‌গলবেমত্ততা।

পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি (স্ত্রী) ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ, মনুষ্য জাতির স্বরূপ, উপাধি, ব্যক্তি-সম্বন্ধে গুণাগুণ বর্ণনা, ব্যক্তিগণের গুণাগুণভাবে শ্রেণীভাগ, অভিধর্ম পিটকস্থ একটি গ্রন্থের নাম-বিশেষ।

পুগ্‌গল বেমত্ততা (স্ত্রী) দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ বা পার্থক্য, দুই ব্যক্তির মধ্যে ভিন্নতা, দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নতা। = পুগ্‌গলনানত্ত।

পুগ্‌গলা (পুং, বহুবচন) জনগণ, দেশবাসী, লোকসমূহ, জাতি, ইতর লোকসমূহ, সাধারণ লোক, প্রজা; (চলতি কথায়) কাহারও নিকট আত্মীয়বর্গ, কাহারও পরিবারবর্গ। = সত্তা। ⇒ পুগ্‌গল (১)।

পুগ্‌গলিক (বিণ) বিশেষ, এক, অবিভাজ্য, অবিভক্ত, ব্যক্তিগত, দৈহিক, ব্যক্তি-সম্বন্ধীয়, স্বয়ংকৃত, নিজ, অস্থাবর, ব্যাকরণে পুরুষবোধক, একজনমাত্র ব্যক্তি-সম্বন্ধীয়, স্বতন্ত্র, পুদ্‌গলিক, ব্যক্তি-মাত্রের।

পুগ্‌গলো ওরব্‌ভিকো = কুক্কুরকম্মন্ত। ⇒ কুক্কুরকম্মন্ত।

পুঙ্খ (পুং) পুঙ্খ, বাণের পক্ষযুক্ত স্থান, মূল, কাণ্ডমূল। (তুলনীয়) পোঙ্খ।

পুঙ্গব (পুং) [পুং+গব] বৃষ, ষাঁড়, বলীবর্দ, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয় পুরুষ, উদারচেতা ব্যক্তি, দেখিতে চমৎকার লোক। (বিণ) শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অত্যুত্তম, সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, মুখ্য, সর্বপ্রথম, নেতৃস্থানীয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) মুনিপুঙ্গব। (থেরগাথা অর্থকথা) নরপুঙ্গব।

পুচণ্ডিক ⇒ পুঞ্জিকতা।

পুচিমন্দ (পুং) নিমগাছ, নিম্ববৃক্ষ।

পুচিমন্দ থনিন (বিণ) যে বালিকার স্তনদ্বয় নিম্বফল সদৃশ হইয়াছে, নিমফল সদৃশ স্তনবিশিষ্টা। ⇒ থনিন, পুচিমন্দ থনী।

পুচিমন্দ থনী (বিণ) = পুচিমন্দথনিন। ⇒ পুচিমন্দ থনিন। (জাতক অর্থকথা) নিম্বফল-সণ্ঠান-থন-যুগ্‌গলা।

পুচ্চণ্ড (ক্লী) [পূতি+অণ্ড] পচা ডিম, যে ডিম পচিয়া গিয়াছে।

পুচ্চণ্ডতা (স্ত্রী) পচা ডিমের অবস্থা।

পুচ্ছ (ক্লী) ১ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসাবাদ। = পঞ্‌হ। ২ পুচ্ছ, লেজ, লাঙ্গুল, পশ্চাদ্ভাগ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) সোণকপুচ্ছ—কুকুরের লেজ। ⇒ পুচ্ছকতা, পুঞ্জিকতা।

পুচ্ছক (বিণ পুং) জিজ্ঞাসাকারী, প্রশ্নকারী বা প্রশ্নকর্তা, যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) পঞ্‌হপুচ্ছক।

পুচ্ছকতা (স্ত্রী) লেজ নাড়া, লেজ দোলানো, লেজ সঞ্চালন বা আন্দোলনকরণ। ⇒ পুঞ্জিকতা।

পুচ্ছতি (ক্রি) [√পুচ্ছ+অ] ১ প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম চাওয়া, সন্দেহ করা, প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করা, অবিশ্বাস করা। (বর্তমানকাল, উত্তমপুরুষ একবচনে) পুচ্ছামি; (বহুবচনে) পুচ্ছাম। (পঞ্চমী) পুচ্ছ, পুচ্ছথ, পুচ্ছস্সু। (সপ্তমী, উত্তমপুরুষ একবচনে) পুচ্ছেয্যামি, পুচ্ছেয্য। (অতীত, উত্তমপুরুষ একবচনে) অপুচ্ছিস্সং, পুচ্ছিসং, অপুচ্ছিং; (বহুবচনে) অপুচ্ছথ; (মধ্যমপুরুষ একবচনে) অপুচ্ছসি; (প্রথমপুরুষ একবচনে) অপুচ্ছি, অপুচ্ছসি, পুচ্ছি; (বহুবচনে) পুচ্ছিংসু, পুচ্ছিসুং। (অ-বিণ) পুট্‌ঠ, পুচ্ছিত। (ব-বিণ) পুচ্ছন্ত, পুচ্ছবহো। (ভবিষ্যতে) পুচ্ছিস্সামি। (ভ-বিণ) পুচ্ছিতব্ব। (ক্রি-বি) পুচ্ছিত্বা। (তুম) পুচ্ছিতুং, পুট্‌ঠুং, পুচ্ছিতাযে। ২ নিমন্ত্রণ করা, জিজ্ঞাসা করা, আকর্ষণ করা, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা, কাহাকেও দান দেওয়া অথবা উপহার দেওয়া; (সাহিত্যে) কিছু দিয়া অথবা কিছুসহ চাওয়া। (বিনয়) পানিযেন পুচ্ছতি; ওদনেন পুচ্ছতি। ⇒ অনুপুচ্ছতি, অভিপুচ্ছতি, সম্পুচ্ছতি।

পুচ্ছঞ্জিকতা ⇒ পুঞ্জিকতা, মুচ্ছঞ্চিকতা।

পুচ্ছন (ক্লী) প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসাবাদ, প্রশ্নকরণ, সন্দেহকরণ, অনুসন্ধানকরণ, অন্বেষণকরণ, বাদানুবাদকরণ, সন্দেহ, অনুসন্ধান।

পুচ্ছনা (স্ত্রী) = পুচ্ছন। ⇒ পুচ্ছন।

পুচ্ছ-বিস্সজ্জনা (স্ত্রী) প্রশ্নোত্তর, জিজ্ঞাসা এবং উত্তর।

পুচ্ছা (স্ত্রী) প্রশ্ন, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, বাদানুবাদ, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, আলোচ্য বিষয়। নির্দেশগ্রন্থে প্রশ্নের ১২টি (বারটি) নীতিধারার সমবায় দেওয়া হইয়াছে, প্রতি সমবায়ে তিনটি করিয়া প্রশ্ন আছে (মহানির্দেশে এবং চুল্লনিদ্দেসে "পুচ্ছা" সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য)। প্রথম সমবায় বা

পুঞ্জের তিনটি প্রশ্ন, যথা—১ অদিট্‌ঠ-জোতনা পুচ্ছা, ২ দিট্‌ঠ-সংসন্দনা পুচ্ছা, ৩ বিমতি-চ্ছেদনা পুচ্ছা। এই তিনটিও দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু "অনুমতি পুচ্ছা" এবং "কথেতু-কম্যতা পুচ্ছা" এর বাড়তি সংকলন দৃষ্ট হয়। সূত্রনিপাত অর্থকথায়ও সম্পূর্ণ (১২×৩ = ৩৬ প্রকার) "পুচ্ছা" সম্বন্ধে তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

পুচ্ছানুসন্ধি (স্ত্রী) [পুচ্ছা + অনুসন্ধি] প্রশ্নসিদ্ধান্ত, প্রশ্নমীমাংসা, প্রশ্ন-নিষ্পত্তি। ⟹ **অনুসন্ধি**।

পুচ্ছা-বিস্‌সজ্জন (ক্লী) প্রশ্নের উত্তর প্রদান, প্রশ্ন এবং উত্তর। = **পুচ্ছ-বিসসজ্জনা**। ⟹ **বিসসজ্জন** (৩)।

পুচ্ছাবিস্‌সজ্জনক = **পঞ্‌হবিস্‌সজ্জনক**। ⟹ **পঞ্‌হবিস্‌সজ্জনক**।

পুচ্ছিঞ্ছিকতা ⟹ **পুঞ্ছিকতা**।

পুচ্ছিত (বিণ) জিজ্ঞাসিত। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **পুচ্ছিতা কথা**। (তুলনীয়) **পুট্‌ঠ**। ⟹ **অনুপুট্‌ঠ, পুচ্ছতি**।

পুচ্ছিতর (পুং) প্রশ্নকর্তা, জিজ্ঞাসাকারী লোক, যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে অথবা জিজ্ঞাসা করে।

পুজ্জ (বিণ) পূজ্য, পূজনীয়, পূজ্যপাদ, সম্মানীয়, মান্য, সম্মানাস্পদ, মাননীয়, মান্যবর, বিখ্যাত, সম্মানপ্রদ, সম্মানবৃদ্ধি-প্রণোদিত, উচ্চপদস্থ লোকের উপযুক্ত, সম্মানচিহ্ন দ্বারা কৃত, নীচ বা হীন নয় এমন, মহামান্য (সম্মান-সূচক উপাধি), সম্মানার্হ, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত, (জিনিস বা কাজ-সম্বন্ধে) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপযোগী, ইতর বা সাধারণ নয় এমন, বিশেষত আয়তন গুরুত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট। = **পূজনীয**। (তুলনীয়) **পুজ্জতর**। ⟹ **পূজ**।

পুঞ্ছং বিকতা ⟹ **পুঞ্ছিকতা**।

পুঞ্ছিকতা—"**মুচ্ছঞ্ছিকতা**" শব্দের পরিবর্তে চুল্লনিদ্দেসের "**তণ্‌হা**" শব্দের ন্যায় ধর্মসঙ্গণীতে "**তণ্‌হা**" শব্দের বিশেষ ভাষায় "**পুঞ্ছিকতা**" পাঠ ভুল। কিন্তু দেখা যায় ধর্মসঙ্গণীতে পাঠ আছে "**পুঞ্ছিকতা**" শব্দ, বিভঙ্গতে "**পুচ্ছঞ্জিকতা**", মহানির্দেশে "**মুচ্ছঞ্ছিকতা**" বর্মায় লিখিত মহানির্দেশে "**মুচ্ছঞ্জিকতা**", সিংহলে লিখিত মহানির্দেশে "**সুবঞ্চিকতা**", বর্মায় লিখিত চুল্লনিদ্দেসে "**পুচ্ছিঞ্ছিকতা**", সিংহলে লিখিত চুল্লনিদ্দেসে "**পুপঞ্চিকতা**"; বিভঙ্গ অর্থকথায় "**পুচ্ছঞ্জিকতা**"। ধর্মসঙ্গণীর ইংরাজি অনুবাদে "**পুঞ্ছিকতা**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ"। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় পাঠ আছে "**পুঞ্ছিকতা, (পুঞ্ছং বিকতা, পুচঞ্চিকক, পুচ্ছকতা)**" এবং ইহার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে "**পুচ্ছং চালেতি**—কুকুরের লেজ চালনা করা অথবা আন্দোলিত করা অর্থাৎ আন্দোলন বা বিলোড়ন"। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন "গোলমাল, বিশৃঙ্খলা"। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে "**লাভন-আলানকট্‌ঠানে বেদনা কম্পনা নীচবুত্ততা**"—এই অর্থেও বুঝা যায় "আন্দোলন, বিলোড়ন, আকুলতা"। ⟹ **মুচ্ছঞ্ছিকতা**।

পুঞ্ছতি (ক্রি) [√পুঞ্ছ+অ] মোছা, মুছিয়া ফেলা, মুছিয়া পরিষ্কার করা, চোখের জল মোছা, মুছিয়া তুলিয়া ফেলা, বিশুদ্ধ করা, পরিষ্কার করা। (তুলনীয়) **পরিপুঞ্ছতি**। (বিনয়) **উপাহনা পুঞ্ছতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রজোহরণং সুচিং পুঞ্ছতি, অসুচিং পুঞ্ছতি** ইত্যাদি। (জাতক) **অক্‌খীনি পুঞ্ছতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গব্‌ভমলং পুঞ্ছতি**। (জাতক) **অস্‌সূনি হত্থেহি পুঞ্ছতি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পংসুকং পুঞ্ছতি**। জাতকে একই অর্থে "**পুঞ্জতি**" শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়, যেমন—(জাতকে) **অক্‌খীনি পুঞ্জতি**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে একই অর্থে "**মুঞ্চতি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়; (তুলনীয়) **পুঞ্ছিকতা**। (অতীত) **পুঞ্ছি**। (অ-বিণ) **পুঞ্ছিত**। (ব-বিণ) **পুচ্ছন্ত, পুচ্ছমান**। (ক্রি-বি) **পুঞ্ছিত্বা**। (করণে) **পুঞ্জাপেতি**।

পুঞ্ছন (বিণ) মুছিবার যোগ্য, যাহার দ্বারা বা যদ্দ্বারা মোছা যায় এমন। (বিনয়) **মুখপুঞ্ছন চোলক; উপাহন পুঞ্ছন চোলক**। (ক্লী) মুছিবার রুমাল বা কাপড়, তোয়ালে। (তুলনীয়) **পুঞ্ছনী**।

পুঞ্ছনী (স্ত্রী) মুছিবার ঝাড়ন বা কাপড়, তোয়ালে। (থেরগাথা) **পাদপুঞ্ছনী**।

পুঞ্জ (পুং) পুঞ্জ, রাশি, স্তূপ, সমূহ, ধ্বংসস্তূপ, কাঁড়ি, জ্বালাইবার কাঠ, চিতা, বৃহৎ অট্টালিকা, অট্টালিকাপুঞ্জ, গোলারাশি, গোলাগুলির পাঁজা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাটারি, পিণ্ড, ভর, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ, আকৃতি, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক। (জাতক) **সব্বরোগানং পুঞ্জ**। (যৌগিকে) **অট্‌ঠিপুঞ্জ; অট্‌ঠিপুঞ্জ অট্‌ঠিকন্দল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কট্‌ঠপুঞ্জ**। (জাতক) **গূথপুঞ্জ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিণপুঞ্জ**। (দীর্ঘনিকায়) **পলালপুঞ্জ; মংসপুঞ্জ**। (জাতক) **বালিকপুঞ্জ**। (সংযুক্ত নিকায়) **সঙ্খারপুঞ্জ**।

পুঞ্জক = **পুঞ্জ**। ⟹ **পুঞ্জ**। (মধ্যম নিকায়) **পুঞ্জক জাতানি অট্‌ঠিকানি**—পুঞ্জীভূত হওয়া অস্থিসমূহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পলাল পুঞ্জক**।

পুঞ্জকজাতানি (বিণ, বহুবচন) পুঞ্জীভূত বা স্তূপীকৃত হইয়াছে এরূপ। = **পুঞ্জকিতানি**। ⟹ **পুঞ্জক**।

পুঞ্জকত (বিণ) পুঞ্জীকৃত, রাশিকৃত, স্তূপীকৃত, সংগৃহীত হইয়া স্তূপাকার হইয়াছে এরূপ, সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে এরূপ।

পুঞ্জকিতানি (বিণ) সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে এরূপ। = **পুঞ্জকজাতানি**।

পুঞ্জতি (ক্রি) = **পুঞ্ছতি**। ⟹ **পুঞ্ছতি**।

পুঞ্ঞ (ক্লী) পুণ্য, ধর্ম, সৎকার্য, সুকৃত কার্য, যোগ্যতা, গুণ, মূল্য, সদ্‌গুণ, দোষগুণ বিচার, গুণসম্পন্ন কর্ম, সম্মানার্হ কার্য, প্রশংসনীয় বা পুরস্কারের যোগ্য কার্য, সাধুতা, পবিত্রতা, সদাচার, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য। ইহজগতে তিন প্রকারে সদ্‌গুণ বা পুণ্যকার্য সম্পাদিত হয়, যেমন—**দান** (দান বা নিঃস্বার্থ ত্যাগ), **সীল** (শীল বা সচ্চরিত্রতা), **ভাবনা** (ধ্যান বা অনুশীলনে মনোনিবেশ)। এই ত্রিবিধ সদ্‌গুণ সর্বপ্রকার সুখের ভিত্তিস্বরূপ, এই ত্রিসদ্‌গুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গসুখ ও ব্রহ্মসুখ এমন কি নির্বাণসুখও সম্ভব হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ সদ্‌গুণই "**পুঞ্ঞকিরিযা বত্থূনি**"। অন্যপ্রকারে দশটি সদ্‌গুণ, যেমন—**দান, সীল, ভাবনা, অপচিতি, বেয্যাবচ্চ, পত্তিঅনুপ্পদান, অব্ভনুমোদনা, দেসনা, সবণ, দিট্‌ঠি-উজ্জুক-কম্ম**। (বিপ) **অপুঞ্ঞ, পাপ**। যাঁহারা প্রকৃত অর্হত তাঁহারা পাপ ও পুণ্যের অতীত বা উর্ধ্বে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পুঞ্ঞানং পচ্চযো দুবিধা**। পুণ্য মহান অর্থে:—(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উলারং পুঞ্ঞং**; (পেতবত্থু) **অনপ্পকপুঞ্ঞ**। পুণ্য অল্প বা সামান্য অর্থে:—(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পরিত্ত পুঞ্ঞং**; (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পপুঞ্ঞ**। (বিণ) পুণ্য, সৎ, নিষ্পাপ, পুণ্যবান, নির্মল, পবিত্র, মনোজ্ঞ। **মহাপুঞ্ঞ**; (বিপ) **অপ্পপুঞ্ঞ**। (মহানির্দেশ) **পুঞ্ঞং বুচ্চতি যং কিঞ্চি তে ধাতুকং কুসলাভিসঙ্খারং; অপুঞ্ঞং বুচ্চতি সব্বং অকুসলং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞং বুচ্চতি দান-সীলাদি পভেদ; সুচরিতং কুসল-কম্মং**। প্রধানত "**দান**" হইতে আরম্ভ, যেমন—**দানমযং পুঞ্ঞং, সীলমযং পুঞ্ঞং, ভাবনামযং পুঞ্ঞং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বন্দন পুঞ্ঞ**। (দীর্ঘনিকায়) "**পুঞ্ঞং (পুঞ্ঞানি) করোতি**" অথবা "**পুঞ্ঞং পসবতি**"; (তুলনীয়) **পুঞ্ঞং পসুতং** (পেতবত্থু)। অপরাপর বিশেষ ভাষায়:—(সংযুক্ত নিকায়) **পুঞ্ঞং আকঙ্খতি; পুঞ্ঞং পবড্‌ঢতি; পুঞ্ঞং চোরেহি দুহরং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুঞ্ঞানং বিপাকো**। (সংযুক্ত নিকায়) **পুঞ্ঞানং আগমো; পুঞ্ঞানং ওপধিকং; পুঞ্ঞানং পুরাণং; পুঞ্ঞানং নবং; সযং কতানি পুঞ্ঞানি পুঞ্ঞানি; পুঞ্ঞস্‌স ধারা**।

পুঞ্ঞং (ক্লী) পুণ্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়, সুখময় স্থান ও দেব-ব্রহ্মাদির স্থান প্রাপ্তির উপায় এবং ক্রমে নির্বাণ প্রাপ্তির উপায়। পুণ্য তিন প্রকারে সিদ্ধ বা লাভ হয়, যেমন—**দানময পুঞ্ঞং, সীলময পুঞ্ঞং, ভাবনাময পুঞ্ঞং**। ⟹ **পুঞ্ঞ**।

পুঞ্ঞং পসুতং—প্রসূত বা প্রসবিত পুণ্য, লব্ধ বা উৎপন্ন পুণ্য। ⟹ **পুঞ্ঞ**।

পুঞ্ঞ কত (বিণ) পুণ্যকৃত, সৎকার্য সম্পাদিত, সদ্‌গুণে গুণান্বিত, পুণ্যকার্য করিয়াছে এমন।

পুঞ্ঞ কম্ম (ক্লী) পুণ্যকর্ম, সৎকার্য, সৎকর্ম, সাধুকার্য, নিষ্পাপ কার্য, যে কার্য করিলে স্বর্গ মোক্ষাদি সুখ পাওয়া যায়, সদ্‌স্বভাব, পুণ্যকার্য, পুণ্যজনক কার্য, সাধুতা, পবিত্রতা, সদাচার, যোগ্যতা, গুণ, মূল্য, সদ্‌গুণ, দোষগুণ বিচার, সম্মানার্হ কার্য, গুণসম্পন্ন কার্য, পুরস্কারের কার্য, প্রশংসনীয় কাজ। (তুলনীয়) **কপ্পরুক্খ** (ফল প্রদানের শক্তি অনুসারে)। (তুলনীয়) **পুঞ্ঞানুভাব-নিস্‌সন্দেন**—পুণ্যের ফলানুক্রমে। ⟹ **কম্ম** (৩)। (বিপ) **পাপকম্ম**।

পুঞ্ঞ কম্মভিরত (বিণ) [পুঞ্ঞকম্ম + অভিরত] পুণ্যকর্মে নিরত, পুণ্যকার্যে বা সৎকার্যে উৎসাহী। ⟹ **অভিরত**।

পুঞ্ঞকাম (বিণ) পুণ্য কাজ করিতে ইচ্ছুক, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী।

পুঞ্ঞ কিরিযা (স্ত্রী) পুণ্যক্রিয়া, পুণ্যকার্য, পুণ্যকার্য সম্পাদন, সৎকাজ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞকিরিযা বত্থু**—পুণ্যকার্যের বিষয় বা স্বতন্ত্র দ্রব্য—যাহার তিন প্রকার ভিত্তি, যথা—**দানময পুঞ্ঞ কিরিযা, সীলময পুঞ্ঞকিরিযা, ভাবনাময পুঞ্ঞকিরিযা**।

পুঞ্ঞক্খন্ধ (পুং) পুণ্যস্কন্ধ, মহাপুণ্য সঞ্চয়, অধিক পুণ্য সঞ্চয়, পুণ্যরাশি, পুণ্যের পুঞ্জ বা স্তূপ। = **মহাপুঞ্ঞ**।

পুঞ্ঞক্খয (পুং) পুণ্যক্ষয়, পুণ্যের অবনতি বা হ্রাস, সদ্‌গুণের ক্ষীণতা। (তুলনীয়) **আযুক্খয**।

পুঞ্ঞক্খেত্ত (ক্লী) পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্য উপার্জনের ভূমি, (সাহিত্যে) পুণ্যবীজ বপন। (দীর্ঘনিকায়) **অনুত্তর পুঞ্ঞক্খেত্ত**—শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র বা পুণ্যভূমি; **সঙ্ঘ অনুত্তর পুঞ্ঞক্খেত্ত**; ⟹ **সঙ্ঘ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অরিযসঙ্ঘ অনুত্তর পুঞ্ঞক্খেত্ত; মোগ্গল্লান অনুত্তর পুঞ্ঞক্খেত্ত; অরহন্তো অনুত্তর পুঞ্ঞক্খেত্তো**।

পুঞ্ঞ ক্রিযা (স্ত্রী) পুণ্যকার্য। = **পুঞ্ঞ কিরিযা**।

পুঞ্ঞচিত্ত (ক্লী) পুণ্যচিত্ত, কুশলচিত্ত। = **কুসলচিত্ত**। (বিপ) **পাপচিত্ত**।

পুঞ্ঞ চেতনা (স্ত্রী) পুণ্যচেতনা, পুণ্যকার্য করিবার জাগ্রত ইচ্ছা, কুশল চেতনা। = **কুসলচেতনা**।

পুঞ্ঞতেজ (ক্লী) পুণ্যতেজ, পুণ্যশক্তি, সদ্‌গুণের বল বা ক্ষমতা, সৎকাজ-সম্বন্ধীয় প্রশংসা বা যশ। ⟹ **তেজ**।

পুঞ্ঞত্থিক (বিণ) [পুঞ্ঞ+অত্থিক] পুণ্যার্থী, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, পুণ্যাভিলাষী। ⟹ **অত্থিক**।

পুঞ্ঞপটিপদা (স্ত্রী) পুণ্যপথ, পুণ্যের উপায়, পুণ্যময় পথ, যে পথে চলিলে পুণ্য উপার্জন করা যায়।

পুঞ্ঞপথ (পুং) পুণ্য পথ। = **পুঞ্ঞপটিপদা**। "**কম্মপথ**" শব্দে "**কুসল কম্মপথ**" শব্দেও দ্রষ্টব্য।

পুঞ্ঞপসবন (ক্লী) পুণ্য প্রসব, পুণ্যের বা সদ্‌গুণের

সৃষ্টি।

পুঞ্‌ঞপেকখ (বিণ) পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, পুন্যার্জনে আশান্বিত, পুণ্যার্থে সন্ধানী বা অন্বেষণকারী, পুণ্যার্থে বা পুণ্য উপার্জনে ইচ্ছুক। = **পুঞ্‌ঞং ইচ্ছন্তো** (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **পুঞ্‌ঞ ফলং আকঙ্খন্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পেকখ** (১)।

পুঞ্‌ঞফল (ক্লী) পুণ্যফল, সৎকার্যের ফল।

পুঞ্‌ঞবল (ক্লী) পুণ্যবল, পুণ্যের শক্তি বা ক্ষমতা।

পুঞ্‌ঞভাগ (পুং) পুণ্যভাগ, পুণ্যের অংশ।

পুঞ্‌ঞভাগিয (বিণ) পুণ্যভাগীয়, পুণ্যাংশ আছে এমন, পুণ্যের ভাগী বা অংশীদারী।

পুঞ্‌ঞভাগী (বিণ) = **পুঞ্‌ঞভাগিয**। ⟹ **পুঞ্‌ঞভাগিয**।

পুঞ্‌ঞময (বিণ) পুণ্যময়, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, পবিত্র। (জাতক) **পুঞ্‌ঞময ইদ্ধি**। = **পুঞ্‌ঞ** (বিণ)।

পুঞ্‌ঞমূল (ক্লী) পুণ্যের মূল বা ভিত্তি। = **কুসলমূল**।

পুঞ্‌ঞবন্ত (বিণ) = **পুঞ্‌ঞবন্তু**। ⟹ **পুঞ্‌ঞবন্তু**।

পুঞ্‌ঞবন্তু (বিণ) পুণ্যবান, ধার্মিক, ভাগ্যবান, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, সতী, ন্যায়পর, পবিত্র।

পুঞ্‌ঞবা (বিণ) পুণ্যবান, ধার্মিক।

পুঞ্‌ঞসঙ্কাস (বিণ) পুণ্যসদৃশ। ⟹ **সঙ্কাস**।

পুঞ্‌ঞস্‌সয (পুং) [পুঞ্‌ঞ+অস্‌সয] পুণ্যাশ্রয়, পুণ্যাসন, ধার্মিকের উপযুক্ত আসন, পুণ্যাবলম্বন, পুণ্যের শরণ, পুণ্যরূপ সহায়, পুণ্যরূপ রক্ষাকারী বা রক্ষক।

পুঞ্‌ঞানুভাব (পুং) পুণ্যানুভাব, পুণ্যশক্তি, পুণ্যের বল বা ক্ষমতা, পুণ্যের মহত্ত্ব বা মহিমা, পুণ্য প্রভাব।

পুঞ্‌ঞাভিসঙ্খার (ক্লী) [পুঞ্‌ঞ+অভিসঙ্খার] পুণ্যসংস্কার, পুণ্যের সঞ্চয়, পুণ্যসঞ্চয়, পুণ্যরাশি, পুণ্যের রাশিকরণ, পুণ্য সংগ্রহ, পুণ্য ক্রিয়াকর্ম। ইহা "**কামাবচর**" সংস্কার এবং "**রূপাবচর**" সংস্কার। ⟹ **কামাবচর, রূপাবচর, অভিসঙ্খার** (২)।

পুঞ্‌ঞাভিসন্দ (পুং) পুণ্যফল, পুণ্যরাশি, পুণ্যের সঞ্চয়, পুণ্যসংগ্রহ, পুণ্যের রাশিকরণ, পুরস্কারের যোগ্য কার্যের ফল, প্রশংসনীয় কার্যের ফল, সম্মানার্হ কার্যের ফল। = **কুসলাভিসন্দ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুঞ্‌ঞাভিসন্দ কুসলাভিসন্দ**।

পুঞ্‌ঞিদ্ধি (স্ত্রী) [পুঞ্‌ঞ+ইদ্ধি] পুণ্য ঋদ্ধি, পুণ্যময় অলৌকিক বা অদ্ভুত ক্ষমতা।

পুট (পুং, ক্লী) এই শব্দের মূল অর্থ:—পুট, অঞ্জলি, কৌটা, নল, চুঙ্গি, চোঙ্গ, টোঙ্গা, বান্ডিল, পোটলা-পুটলি, জিনিসপত্র রাখিবার মত পাত্র এবং বাক্সাদি, পাতার টোঙ্গা, মুচি, আধার, খেলিবার পাত্র, ঔষধের পাকপাত্র, ঝোলা, গর্ত, গহ্বর, অবনত স্থান, ছিদ্র, প্রণালী, জামার পকেট, ছোট থলি। ১ (সাধারণত পাতার দ্বারা তৈরি) জিনিসপত্র রাখিবার মত পাত্র এবং বাক্সাদি, ফল অথবা খাদ্যদ্রব্যাদি লইবার মত পাতার ঠোঙ্গা, জামার পকেট, থলি, চুপড়ি, ঝুড়ি। (জাতক) **উচ্ছুপুট; ফলপুট**। (সংযুক্ত নিকায়) **ফানিতপুট = ফানিতস্‌স পুট**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মালাপুট**। ⟹ **পুটবদ্ধ কুম্মাস (বদ্ধমালাপুট)**। ২ থলি, বস্তা/সাধারণত (দেশীয় কথায়) ভাতের মোচা, পথিক ও সৈন্যদিগের বোচকা, ভ্রমণে খাদ্য বহন করিয়া নিবার পাত্রকেই বুঝায়। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **পুটংসে = পাথেয**। (জাতক) **ভত্তপুট; তম্ব-কিপিল্লক পুট**। ⟹ **পুটংসে, পুটভত্ত**। ৩ নল, চুঙ্গি, চোঙ্গ, গর্ত, গহ্বর, অবনত স্থান, ছিদ্র, প্রণালী। (জাতক) **নাসাপুট; নাসপুট**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **হত্থপুট**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বত্থিপুট**। (জাতক) **সিপ্পিপুট**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পুটং করোতি**—ছিদ্র করা, গর্ত করা। ৪ বাক্স, পেটরা, আধার, পাত্র, সিন্দুক। **পাটলিপুট**। ⟹ **পুটভেদ, পুটভেদন**।

পুটংস (বিণ) থলিস্কন্ধ অর্থাৎ কাঁধে থলি আছে এমন। (তুলনীয়) **অংসপুট, অস্‌সপুট**। ⟹ **অংস**। (পুং) কাঁধের থলি, ভ্রমণে থলিতে বহন করিয়া নেওয়া খাদ্য, পথিক ও সৈন্যদিগের বোচকা, রসদ বা খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্যের বান্ডিল, খাদ্যসম্ভার। = **পাথেয**। (বি-ভা) **পুটংসেন**। ⟹ **মুতোড়ী, পুট** (২)।

পুটংসেন (ক্রি-বিণ) খাদ্যসহ, খাদ্য সম্ভার সহকারে। = **পুটোসেন**। ⟹ **পুটংস**।

পুটক (পুং, ক্লী) থলি, পুটক, ছোট থলি, সর্পের ফণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি, জামার পকেট, পথিক বা সৈন্যদিগের বোচকা, টোঙ্গা, চুপড়ি, ঝুড়ি। = **পুট**। (জাতক) **পুটকভত্ত**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **পিটক, কুটক**। ⟹ **ভত্ত**।

পুটকভত্ত (ক্লী) পথিক বা সৈন্যদিগের থলিতে বহন করিয়া নেওয়া খাদ্য, ভাতের বান্ডিল বা বোচকা, (দেশীয় কথায়) ভাতের মোচা। = **পুটভত্ত**। ⟹ **পুটক**।

পুটপাক—থলিতে রক্ষিত (পিষ্টক বা হালুয়ার ন্যায়) পক্ব দ্রব্য-বিশেষ।

পুটবদ্ধ (বিণ) পার্সেলের ন্যায় অথবা বান্ডিলের ন্যায় বন্ধ করা হইয়াছে এমন, মোড়কে আবদ্ধ, বোচকায় আবদ্ধ, বান্ডিল বাঁধা।

পুটবন্ধ (বিণ) = **পুটবদ্ধ**। ⟹ **পুটবদ্ধ**।

পুটভত্ত (ক্লী) পক্ব অন্নের বান্ডিল, (দেশীয় কথায়) ভাতের মোচা, ভাতের বোচকা, খাদ্যের থলি, পথিক বা সৈন্যদিগের থলিতে বহন করিয়া নেওয়া খাদ্যের বান্ডিল। = **পটুকভত্ত**।

পুটভেদ (ক্লী) বাক্স বা আধার খোলা বা ভঙ্গকরণ অর্থাৎ "**সিরীস**" নামক ছোট গাছের বীজের বাক্স বা শক্ত আবরণ খোলা বা ভঙ্গকরণ। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**বত্থু**" শব্দে "**সিরীস**" অর্থে এখানে "**পাটলিপুত্ত**" সম্পর্কে বুঝায়। "**পাটলিপুত্ত**" শব্দ কি এখানে "**পাটলিপুট**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে? ⟹ **পুটভেদন, পাটলিপুট**।

পুটভেদন (ক্লী) পাটলি পুষ্পের বীজের বাক্স বা শক্ত আবরণ কৌটা ভাঙ্গিয়া খোলা বা ভঙ্গকরণ। ⇒ ভেদন। "পাটলি" নামক উদ্ভিদ বা ছোট ছোট গাছ প্রথমত "পাটলিপুত্ত"-এর নাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়ত এখানে সংস্কৃত শব্দ "পুত্র" হইতে পালিতে "পুত্ত" শব্দের বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা আবার "পাটলি (অথবা "অনার্য") পুট" (গ্রীক প্রাকৃত phschel শব্দও দেখুন) শব্দেও বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। জনপ্রিয় শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ প্রকরণের মাধ্যমে বাক্যের রীতি বা মত প্রকাশের একটি ভুল ধারণার উদয় হয় যাহা "পুট" শব্দের ভাবার্থে প্রকাশ করিয়া থাকে—"মাল, পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়ের সামগ্রী, খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্যসম্ভার" (সম্ভবত ইহা "পুটংস" শব্দের প্রভাবযুক্ত); এবং অর্থকথার ভিত্তিতে বলা হইয়াছে—**ভণ্ডকানং মোচনট্‌ঠানং বুত্তং হোতি**—সর্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যের বিনিময় কেন্দ্র [ইহা Dial-এর (ভুল) অনুবাদ]। মিলিন্দ প্রশ্নে "সাগল" দেশের রাজধানীরূপে প্রয়োগে "পাটলিপুত্ত" এর উদাহরণ প্রদান করা হইয়াছে—"**নানা-পুট-ভেদনং সাগল নগরং**"। এখানে "পণ্যদ্রব্য" বলিয়া পরিষ্কার অর্থ বুঝা যাইতেছে। Rh. Davids-এর নোটে "পুটভেদন" সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—"নদীর সঙ্গমস্থানে বা বাঁকে অবস্থিত নগর বা শহর" (তুলনীয়—জৈনসূত্র)।

পুটুস = **পাগুস**। ⇒ **পাগুস**।

পুটোসেন = **পুটংসেন**। ⇒ **পুটংসেন**।

পুট্টোড়ি (স্ত্রী) পুটলি, গাঁটরি, ছোট পোটলা বা বোচকা। ⇒ **পট্টোলি**।

পুট্‌ঠ (বিণ) ১ পালিত, ভরণপোষণকৃত, উৎসাহিত, পোষিত, শিক্ষা প্রদত্ত, খাইতে দিয়াছে অথবা খাওয়াইয়াছে এমন, পুষ্ট, পরিপুষ্ট, প্রতিপালিত, বর্ধিত, স্থূল, বুদ্ধিযুক্ত, লালিত পালিত, শক্তি প্রদত্ত, শক্তিশালী করা হইয়াছে এমন। ⇒ **পোসেতি**। ২ জিজ্ঞাসিত, প্রশ্নকৃত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুট্‌ঠো সমানো**। (দীর্ঘনিকায়) **পুট্‌ঠ ব্যাকরোতি**—জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দেয়। = **পট্‌ঠ, পুচ্ছিত**। ⇒ **পুচ্ছতি**। ৩ = **ফুট্‌ঠ**। ⇒ **ফুট্‌ঠ** (৩), **ফুট** (৩)। ৪ স্পর্শিত, বিমোহিত, মুগ্ধ; = **ফুত্তো**।

পুট্‌ঠত্ত (ক্লী) প্রতিপালিত কার্য, প্রতিপালনের কার্য, লালনপালনের যাথার্থ্য বা সত্যতা, পুষ্টত্ব, পালনপোষণের ব্যাপার। (জাতক) **বড্‌ঢকিনা পুট্‌ঠতা**—সূত্রধর কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে এমন কার্য বা সত্যতা।

পুট্‌ঠবন্ত (বিণ) যে ব্যক্তি স্পর্শকৃত বা সংস্পর্শিত হইয়াছে, সোজা বা প্রত্যক্ষরূপে সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন।

পুঠুপঞ্‌ঞ (বিণ) = **পুথুপঞ্‌ঞ**। ⇒ **পুথুপঞ্‌ঞ**।

পুঠুবী = **পঠবী**। ⇒ **পঠবী**।

পুণাতি (ক্রি) = **পুনাতি**। ⇒ **পুনাতি**।

পুণেতি (ক্রি) = **পুনেতি**। ⇒ **পুনেতি**।

পুণ্ডরীক (ক্লী) পুণ্ডরীক, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতচ্ছত্র, ঔষধবিশেষ, শ্বেতকমল। পর্যায়ক্রমে সমার্থবাচক শব্দ:—**উপ্পল, পদুম, পুণ্ডরীক**। (দীর্ঘনিকায়) **সিখী পুণ্ডরীকস্‌স মূলে অভিসম্বুদ্ধো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **উপ্পল পদুম; সমণপুণ্ডরীক**। (সূত্রনিপাত) **পুণ্ডরীকত্তচঙ্গী**। = **সেত-কমল**। (পেতবত্থু) **পোক্‌খরণী বহু পুণ্ডরীকা**—বহু পদ্মফুলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সঙ্খো-এলো-উপ্পলো-পুণ্ডরীকো'তি চত্তারো নিধযো**। সংযুক্ত নিকায়ে "**পুণ্ডরীক**" অর্থে "পুণ্ডরীক নাম এক নরকের নাম" বলিয়াও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সূত্রনিপাতে সমার্থবাচক শব্দ:—**উপ্পলক পুণ্ডরীক, পদুম**।

পুণ্ডরীকত্তচঙ্গী (বিণ) [পুণ্ডরীক+তচ+অঙ্গী] যাহার বা যে স্ত্রীলোকের শরীর চর্ম পুণ্ডরীক সদৃশ। = **রত্ত-পদুম-পত্ত-বণ্ণ-সরীরা**। ⇒ **পুণ্ডরীক**।

পুণ্ডরীকিন (বিণ) পুণ্ডরীক সদৃশ, পদ্মফুলের বর্ণের ন্যায়, পদ্মফুলে পরিপূর্ণ, শ্বেতপদ্মে ভরপূর।

পুণ্ডরীকিনী (স্ত্রী) পদ্মপুকুর, যে পুকুরে বা ডোবায় শ্বেতপদ্ম আছে।

পুণ্ণ (বিণ) পূর্ণ, পরিপূর্ণ, ভরপূর, সম্পূর্ণ, সফল, পূর্ণকৃত, সমর্থ, অপেক্ষাশূন্য, পরিণত, পুরাপুরি, পর্যাপ্ত, সমাপ্ত, সর্বাঙ্গসুন্দর, একেবারে, কদাচিৎ বা দৈবাৎ নিজে নিজে (যেমন দীর্ঘনিকায়ের পাঠে—"**পন্নরসে পুণ্ণায পুণ্ণমায রত্তিযা**") নতুবা (যেমন সূত্রনিপাতের পাঠে—"**মুত্তকরীসপুণ্ণ**")। সাধারণত পূর্ণচন্দ্রের সহিত এই শব্দের সংযোগ সীমাবদ্ধ, যেমন—"**পুণ্ণচন্দ**"।

পুণ্ণক (বিণ) পূর্ণক, পূরণকারী, পূর্ণ, পরিপূর্ণ। (পুং) এক যক্ষের নাম-বিশেষ, "**বেস্‌সবন**" বা বৈশ্রাবণের অথবা কুবেরের ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণক নামক সেনাপতি; পূর্ণচন্দ্র (?)। ⇒ **যক্‌খ** (৪গ, ৫)।

পুণ্ণকযক্‌খ (পুং) পূর্ণক নামক যক্ষ, পূরণকারী বা পরিপূর্ণকারী যক্ষ, এক যক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **পুণ্ণক**।

পুণ্ণঘট (পুং) পূর্ণঘট, জলভরা পাত্র, জলপূর্ণকারী কলসী। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পুণ্ণ সুবণ্ণঘট**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পুণ্ণঘট পটিমণ্ডিত ঘর**। ⇒ **ঘট**।

পুণ্ণচন্দ (পুং) পূর্ণচন্দ্র।

পুণ্ণতা (স্ত্রী) পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, পূর্ণত্ব, সম্পূর্ণতা, সফলতা।

পুণ্ণত্ত (ক্লী) = **পুণ্ণতা**। ⇒ **পুণ্ণতা**।

পুণ্ণপত্ত (ক্লী) পূর্ণপাত্র, পরিপূর্ণ পাত্র। (দান-সম্বন্ধে) **পুণ্ণপত্তং দেতি**—পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া (আহার্য বস্তু)

উপকরণ আছে এমন অর্থাৎ ধনী বা সচ্ছল অবস্থাপন্ন।

পরিক্খার চোলক—জলছাঁকনি এবং থলির জন্য আবশ্যক বস্ত্র। ⟹ **পরিক্খার** (২ক)।

পরিক্খারিক (বিণ) যেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর (ভিক্ষুর উপযোগী আবশ্যক) উপকরণসমূহ আছে। ইহা সাধারণত অষ্ট পরিষ্কার অথবা অষ্টবিধ উপকরণকেই বুঝায় (⟹ **অট্ঠ পরিক্খার**), কিন্তু কখন কখন দ্বাদশ পরিষ্কারকেও বুঝায়। দ্বাদশ পরিষ্কার, যথা—অষ্ট পরিষ্কার এবং ছাতা, পাদুকা, লাঠি, চর্মখণ্ড (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পরিক্খার**।

পরিক্খিণ্ণ = **পরিকিণ্ণ**। ⟹ **পরিকিণ্ণ**।

পরিক্খিত্ত (বিণ) চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত, উপর দিয়া প্রসারিত, বিক্ষিপ্ত, উপর দিয়া বিস্তৃত, আচ্ছাদিত, আবৃত, নিক্ষিপ্ত, আবদ্ধ, বেষ্টিত, সুরক্ষিত, বেড়া দিয়া আবদ্ধ, পরিবেষ্টিত, আবেষ্টিত, অন্তর্ভুক্ত, বলয়িত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুপরিক্খিত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **বল্লিগহন পরিক্খিত্ত**। পেতবত্থুতে "**পরিযন্ত**" শব্দের পরিবর্তে ও "**পরিক্খিত্ত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গে "**গাম**" সম্বন্ধে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাকার পরিক্খিত্ত**। = **পরিযন্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাণি-পাকার পরিক্খিত্ত**। ⟹ **পরিক্খিপতি**।

পরিক্খিপতি (ক্রি) চারিদিকে নিক্ষেপ করা, চতুর্দিকে ছুঁড়িয়া ফেলা, বেষ্টন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া। (জাতক) **সাণিং পরিক্খিপতি**। (অতীত) **পরিক্খিপি**। (অ-বিণ) **পরিক্খিত্ত**। (ব-বিণ) **পরিক্খিপন্ত**। (ভ-বিণ) **পরিক্খিপিতব্ব**। (ক্রি-বি) **পরিক্খিপিত্বা**। (করণে) **পরিক্খিপাপেতি**; (জাতক) **সাণিং পরিক্খিপাপেতি**; **সাণিং-পাকারং পরিক্খিপাপেতি**।

পরিক্খীণ (বিণ) পরিক্ষীণ, নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত, নষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট, হ্রাসপ্রাপ্ত, কমিয়া গিয়াছে এরূপ, নির্বাপিত, মৃত, লুপ্ত। (দীর্ঘনিকায়) **পরিক্খীণ ভব-সংযোজন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিক্খীণ আসবা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিক্খীণ-আয়ুক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিক্খীণ তিণোদকাহার**। ⟹ **পরিক্খীযতি**।

পরিক্খীণত্ত (ক্লী) পরিক্ষীণ অবস্থা, নিঃশেষিত অবস্থা, নিঃশেষ হইয়াছে এরূপ অবস্থা বা ঘটনা, ক্ষয়, নিরতিশয় ক্লান্তি, নির্বাণ, নির্বাপণ, বিনাশ, লোপ, পরিক্ষীণত্ব, ধ্বংস, মৃত্যু। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **জীবিতস্স পরিক্খীণত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মস্স পরিক্খীণত্ত**।

পরিক্খীযতি (ক্রি) [পরি+খীযতি] ক্ষয় হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া, নিঃশেষিত হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। = **পরিক্খযং গচ্ছতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। (অ-বিণ) **পরিক্খীণ**।

পরিক্খেপ (ক্লী) ১ পরিক্ষেপ, চতুর্দিক বন্ধ, চারিদিকের পরিবেষ্টন, বেষ্টন, বেষ্টিত স্থান, বেড়া। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরিক্খেপ দারু** ইত্যাদি। ২ পরিধি, নেমি। ৩ "আবদ্ধ অবস্থা" অর্থাৎ যুদ্ধ, সমর, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধু বিচ্ছেদ।

পরিক্লেস [পরি+ক্লেস] কষ্ট, ক্লেশ, কষ্টকর বিষয়, দুঃখ, যন্ত্রণা, দুর্বিপাক, বিষম বিপদ, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য। = **পরিকিলেস**।

পরিখণতি (ক্রি) [পরি+√খণ+অ] চতুর্দিকে খনন করা, চারিদিকে কোদলানো। (অতীত) **পরিখণি**। (অ-বিণ) **পরিখত**। (ক্রি-বি) **পরিখণিত্বা**।

পরিখ তট—পরিখার তট বা তীর। ⟹ **সঙ্কিণ্ণ পরিখ**।

পরিখা (স্ত্রী) পরিখা, রাজধানী প্রভৃতির বেষ্টনখাত, গড়খাই, খাত, পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা, দুর্গপরিখা। (দীর্ঘনিকায়) **উক্কিণ্ণ পরিখা**। (মধ্যম নিকায়) **সঙ্কিণ্ণ পরিখা**।

পরিখা পিট্ঠে--পরিখাতে, পয়ঃপ্রণালীতে, নর্দমার মধ্যে, খাতের ভিতর। ⟹ **পিট্ঠে** (১)।

পরিগ্গণ্হন (ক্লী) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি। (জাতক) **পরিগ্গণ্হন পঞ্ঞা**—ব্যাপক জ্ঞান।

পরিগ্গণ্হাতি (ক্রি) [পরি+√গহ+ণা] ১ আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা, ধৃত করা, ধরা, বলপূর্বক অধিকার করা, দখল করা, আক্রমণ করা, পাকড়ানো, গ্রেপ্তার করা মনে মনে ধারণা করা, অধিকার করা, গ্রহণ করা, পোষণ করা, দমন করা, অধিকারে রাখা, আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বন্ধ করা, ধারণ করা, রক্ষা করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কাজ করা, ক্রমাগত চালানো, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অদমিত থাকা, অভিন্ন থাকা, অবশীভূত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা, গ্রহণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা। ২ ধরা, যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া, বন্দী করা, ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া ধরা, পাশবদ্ধ করা, মুগ্ধ করা, মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা, আটকাইয়া যাওয়া, সংস্পর্শ দ্বারা গ্রহণ করা, পিছে পিছে গমন করিয়া ধরা, গ্রহণ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থ গ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা। ৩ সর্বদিকে গমন করা, চতুর্দিকে যাওয়া বা অধিকার করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সকল জম্বুদীপং পরিগ্গণ্হাতি**। (অতীত) **পরিগ্গণ্হি**। (অ-বিণ) **পরিগ্গহিত**। (ব-বিণ) **পরিগ্গণ্হন্ত**। (ক্রি-বি) **পরিগ্গণ্হিত্বা**, **পরিগ্গহেত্বা**, **পরিগ্গয্হ**। (করণে) **পরিগ্গণ্হাপেতি**, **পরিগ্গহেতি**।

পরিগ্গণ্হাপেতি (ক্রি) অন্তর্ভুক্ত করায়, গ্রহণ করায়, ধারণ করায়, আবিষ্কার করানো, সন্ধান করানো। ⟹ **পরিগ্গণ্হাতি**, **পরিগ্গহেতি**।

পরিগলতি (ক্রি) [পরি+গলতি] ডুবিয়া যাওয়া, পিছলাইয়া যাওয়া, হড়কাইয়া যাওয়া।

পরিগিলতি (ক্রি) [পরি+√গিল+অ] গেলা, গলাধঃকরণ করা, উদরস্থ করা, আত্মসাৎ করা, শোষণ করা, নিঃশেষ করিয়া ফেলা। (অতীত) **পরিগিলি**। (অ-বিণ) **পরিগিলিত**। (ক্রি-বি) **পরিগিলিত্বা**।

পরিগুণ্ঠিত (বিণ) = **পটিকুণ্ঠিত**। ⟹ **পটিকুণ্ঠিত**।

পরিগূহতি (ক্রি) [পরি+√গূহ+অ] উত্তমরূপে গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, সুন্দররূপে লুক্কায়িতভাবে থাকা, গোপন করা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, লুক্কায়িত করা। = **পটিচ্ছাদেতি**। (অতীত) **পরিগূহি**। (অ-বিণ) **পরিগূহিত, পরিগূঢ়**। (ক্রি-বি) **পরিগূহিত্বা, পরিগূহিয**।

পরিগূহনা (স্ত্রী) লুক্কায়িত করণ, গোপন করণ, গোপন, লুকাইবার জায়গা।

পরিগ্গহ (পুং) ১ গোলাকার মোড়ক, গোলাকার করিয়া গুটানো বা জড়ানো, পরিবেষ্টন, আবদ্ধকরণ, বেড়া দিয়া ঘেরা। ২ স্বীকার, গ্রহণ, পরিগ্রহ, অধিষ্ঠান, মিলন, আয়ত্তীকরণ, ধারণ, দখল, অধিকারকরণ, আক্রমণ, ধৃতকরণ, অধিকৃত বস্তু, উপার্জনকরণ, অর্জিত জ্ঞান, উপার্জিত বস্তু, লাভ, উপার্জন, অর্জন, অর্জিত দ্রব্য; (মন্দ অর্থে) গ্রাসকরণ, অর্থগৃধ্নুতা। = **তণ্হা পরিগ্গহ, দিট্ঠি পরিগ্গহ** (মহানির্দেশ)। (পটিসম্ভিদামার্গ) **নেক্খম্ম পরিগ্গহ**। (মহানির্দেশ) **ইত্থি পরিগ্গহ**—দার পরিগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আহার পরিগ্গহ**—আহার বিহারে সংযম। ৩ অধিকারভুক্ত, দ্রব্য সকল, সম্পত্তি, জিনিসপত্র, আত্মীয়স্বজন, বিষয়, বিশেষ ধর্ম, গুণ, অধিকার, অধিকার ভোগ, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু, পরিজন, অধীন ব্যক্তি, মূল, শাপ, শপথ, রাহুর মুখে স্থিত ভাস্কর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিগ্গহভূত**। ৪ পত্নী, স্ত্রী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কত পরিগ্গহ**—বিবাহিত। ৫ অনুগ্রহ, লাবণ্য, কৃপা, স্বাভাবিক গুণ, ভোজনের পূর্বে বা শেষে প্রার্থনা, ভূষণ, অনন্ত জীবন, মুক্তি, সাহায্য, দয়া, অনুকম্পা, দান, উপকার, সেবাব্রত, ব্রতপালন, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আমিস পরিগ্গহ**।

পরিগ্গহট্ঠো—চতুর্দিকে গুটাইবার জন্য, চারিদিকে জড়াইবার জন্য অথবা মোড়ার জন্য, গ্রহণ করার জন্য। ⟹ **পরিগ্গহ** (১)।

পরিগ্গহভূত (বিণ) অধিকারভুক্ত, বশগত, সম্পত্তি-সম্বন্ধীয়, গুণ-সম্বন্ধীয়। ⟹ **পরিগ্গহ** (৩)।

পরিগ্গহিত (বিণ) পরিগৃহীত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এমন, লব্ধ, অধিকৃত, অধিকারভুক্ত, দখলকৃত, আয়ত্তকৃত, গৃহীত, স্বীকৃত, ধৃত, পুনঃপুন গমন করে এমন, সর্বদা গতিবিধি করে এমন, (ভূতাদিবৎ) বাস করে কিংবা দেখা দেয় এমন, নিজস্ব। (বিনয়) **মনুস্সানং পরিগ্গহিত**—মানুষের অধিকৃত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমনুস্সানং পরিগ্গহিত**—অমনুষ্য অর্থাৎ ভূত-প্রেত-যক্ষ-রাক্ষসাদির দ্বারা অধিকৃত। ⟹ **পরিগ্গণ্হাতি**।

পরিগ্গহিতা (স্ত্রী, ক্রি-বি) পরিগৃহীত হইয়া, অধিকৃত হইয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অমনুস্স পরিগ্গহিতা**—অমনুষ্য অর্থাৎ ভূত-প্রেত-যক্ষ-রাক্ষসাদির দ্বারা অধিকৃত হইয়া। ⟹ **পরিগ্গহিত**।

পরিগ্গহেতি (ক্রি) ১ আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, (চরিত্রে) জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মন্তায পরিগ্গহেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্খেসু পরিগ্গহেতি**। ২ আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান করা, (ক্ষতাদি) যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, পরিদর্শন করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা। ৩ অন্তর্ভুক্ত করা, গঠন করা, ধারণ করা, সংক্ষেপ করা, সংক্ষেপে বলা। ⟹ **পরিগ্গণ্হাতি**। (অতীত) **পরিগ্গহেসি**। (অ-বিণ) **পরিগ্গহিত**। (ক্রি-বি) **পরিগ্গহেত্বা**। (তুম) **পরিগ্গহেতুং**।

পরিগ্গাহক (বিণ) ১ পরিগ্রাহক, স্বীকার কর্তা, গ্রহণকারী। ২ অন্তর্গত করে এমন, অন্তর্ভুক্ত করে এমন, ধারণ করে এমন, অধিকার করে অথবা রাখে এমন। =. **উপথম্ভক** (নেত্তি অর্থকথা)।

পরিঘ (ক্লী) দুইখানা কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড। (থেরগাথা অর্থকথা) **পরিঘ দণ্ড**।

পরিঘংসতি (ক্রি) (অত্যন্ত) দৃঢ়ভাবে ঘর্ষণ করা অথবা মাজা, জোরে ঘর্ষণ করা, রগড়াইয়া পরিষ্কার করা, হেয় কাজে কঠোর পরিশ্রম করা, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, খনন দিতে নখরাদির ব্যবহার করা। (ব-বিণ) **অপরিঘংসেন্ত**।

পরিঘদণ্ড (ক্লী) দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত দণ্ড। = **পরিঘ, বট্ট পলিঘ**। ⟹ **পলিঘ** (১)।

পরিচক্খিতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি চতুর্দিকে দেখে বা অনুসন্ধান করে।

পরিচয (পুং) পরিচয়, জানাশুনা, আলাপ, অভ্যাস, প্রণয়, নিদর্শন, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, ঘনিষ্ঠতা, অব্যাহত আলাপ, প্রত্যক্ষ পরিচয় বা জ্ঞান, সামান্য পরিচিত ব্যক্তি। (বিণ) পরিচিত, অবগত,

পুথুজ্জন ভিক্খু (পুং) পৃথগ্জন ভিক্ষু, সাধারণ ভিক্ষু, যে ভিক্ষু আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মার্গফল লাভ করে নাই।

পুথুজ্জন সুখ—পৃথগ্জন সুখ, সাধারণ লোকের অনুভূত সুখ, অধ্যানী লোকের অনুভূত সুখ, সাংসারিক মানুষের অনুভূত সুখ।

পুথুজ্জনিক (বিণ) সাধারণ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, অবিশিষ্ট, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে, নিরূপিত, নিয়মিত, সামান্য, সাদাসিধে।(জাতক) **পুথুজ্জনিক ইদ্ধি**।

পুথুতিত্থকর (বিণ) সাধারণ বা সচরাচর দৃষ্ট সাম্প্রদায়িক। ⟹ **পুথু** (৩)। কিন্তু দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**পুথুতিত্থকর**" অর্থে "**বহুতিত্থকর**"।

পুথুত্ত (ক্লী) পরিবর্তিত অবস্থা, ভেদজনক অবস্থা, অমিলের অবস্থা, বিবাদের বা বিরোধের অবস্থা, প্রভেদ, বিভিন্নতা, অসাদৃশ্য। (বিপ) **একত্ত**।

পুথুত্তানং—অসাদৃশ্যতার দরুণ, প্রভেদের জন্য, ভিন্নতার হেতু। এই শব্দের পরিবর্তে "**পুথুত্তানং**" পাঠ করা যাইতে পারে।

পুথুদ্দিসা (স্ত্রী) প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবাস স্থান, সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান। ⟹ **দিসা, পুথু** (৩)।

পুথুপঞ্ঞ (বিণ) সর্বব্যাপী জ্ঞানের, বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। = **হাসপঞ্ঞ**। ⟹ **পঞ্ঞ**।

পুথুপঞ্ঞতা (স্ত্রী) সর্বব্যাপী জ্ঞান, বিপুল জ্ঞান, মহাজ্ঞান। ⟹ **পঞ্ঞতা**।

পুথুপঞ্ঞা (স্ত্রী) অবিভাজ্য বা অখণ্ড জ্ঞান, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত জ্ঞান। ⟹ **হাসপঞ্ঞা**।

পুথুপাণিকা (স্ত্রী) স্বতন্ত্র চামচ, হস্তের ন্যায় স্বতন্ত্র বস্তু। ⟹ **পাণিকা, পুথুপাণিয**।

পুথুপাণিয (বিণ) হস্ত দ্বারা প্রচলিত প্রণালীতে সাবান-জল দিয়া (মাথা ও চুল) ধৌত করে এমন। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**পুথু-পাণিকং'তি হত্থ পরিকম্মং বুচ্চতি**— "হস্তকৃত বা হস্তসাধিত কৃতি বা সম্পাদন" (কিন্তু ইহা "**পাণিকা**" শব্দের সহিত একই অর্থবাচক নহে)।

পুথুভূত (বিণ) বহুদূর পর্যন্ত (ব্যাপী) বিস্তৃত, খুব প্রসারিত, অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া বিস্তৃত।

পুথুমতি (স্ত্রী) বিশাল জ্ঞান, অত্যন্ত ধীশক্তি, অতি বুদ্ধি, ঠিকভাবে বিস্তৃত অনুভব বা ব্যাপ্ত অনুভূতি, মহাজ্ঞান।

পুথুল (বিণ) প্রশস্ত, চতুর্দিকে প্রসারিত, নির্দিষ্ট প্রস্থবিশিষ্ট, স্থূল, কদর্য, পূর্ণ, বিশেষ জোরালো, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, প্রধান, সাধারণ, উদার, বিস্তৃত, পর্যাপ্ত, প্রচুর, বহুল, বৃহদাকার, বড়, পরিব্যাপ্ত, প্রকাণ্ড, দীর্ঘ, অবাধ, সদাশয়, মহৎ, সমতল, চ্যাপটা, মসৃণ, নীরস, বেশি গভীর বা পুরু নয় এমন, বিষণ্ণ, নিরুৎসাহজনক, ধরাশায়ী, গড়ে সমান, লাভজনক নহে এমন। (জাতক) **পুথুল সীস; পুথুল অন্তরংস**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুথুল গম্ভীর**। (অপাদান কারকে) **পুথুলতো** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পুথুল অন্তরংস (বিণ) যাহার বক্ষঃস্থল বা বুক চ্যাপটা এমন। ⟹ **পুথুল**।

পুথুল গম্ভীর (বিণ) বহুল পরিমাণে গভীর, অত্যন্ত গম্ভীর, খুব গম্ভীর, অতিশয় গভীর। ⟹ **পুথুল**।

পুথুলতো (ক্রি-বিণ) আড়াআড়িভাবে, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত। ⟹ **পুথুল**।

পুথুলসীস (বিণ) যাহার মাথা চ্যাপটা এমন। ⟹ **পুথুল**।

পুথুলোম (পুং) মৎস্যের চ্যাপটা পক্ষ বা ডানা, মাছের নাম-বিশেষ, মাছ, একজাতীয় মাছের নাম-বিশেষ, পুকুরের পোনাজাতীয় ডানা-বিশিষ্ট মাছ। = **দিব্বমচ্ছ**। ⟹ **লোম**। (বিণ) স্থূল বা মোটা মোটা কেশ আছে এমন, যাহার আলুলায়িত বা কদর্য চুল আছে এমন; (মৎস্য সম্বন্ধে) যে মাছের শল্ক আছে।

পুথুবচন (ক্লী) নানা (অসৎ) উপায়ে কথাকথন, বহু ভাষণকারী লোক, বিভিন্ন প্রকারে ভাষণকারী লোক, অধিক কথা বলে এমন মানুষ, সাধারণ লোকের মত কথাকথন। ⟹ **পুথু** (৩)।

পুথুবিমণ্ড (পুং) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠাংশ। ⟹ **বোধিমণ্ড**।

পুথুবী (স্ত্রী) পৃথিবী। = **পঠবী**।

পুথুবী অগ্গ (বিণ) পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পুথুসত্তা (পুং, বহুবচন) সাধারণ লোকগণ, গড়পত্তা লোকেরা, মূর্খ লোকেরা, জনতা বা জনগণ, অশিক্ষিত লোকেরা। = **পুথুজ্জনা**। ⟹ **পুথুজ্জন**।

পুথুসো (ক্রি-বিণ) "চতুর্দিকে প্রসারিতভাবে, নির্দিষ্ট প্রস্থরূপে, স্থূলভাবে, কদর্যরূপে, বিশেষ জোরালোভাবে, পূর্ণরূপে, প্রকাশ্যভাবে, স্পষ্টরূপে, প্রধানরূপে, সাধারণভাবে, উদারভাবে", অর্থাৎ অসমরূপে, ভিন্নভাবে, নানাপ্রকারে, বহুরূপীর মত, বিভিন্নভাবে, বিপরীতভাবে, মিলহীনভাবে, অমিলভাবে, অসঙ্গতরূপে। = **পুথু-দিট্‌ঠি-গত** (মহানির্দেশ)।

পুথু (বিণ, বিশেষ্য) = **পুথু**। ⟹ **পুথু** (৫)।

পুদ্দব (পোদ্দব ?) ⟹ **গামপোদ্দব**।

পুধুপাণিক (বিণ) হস্ত দ্বারা সাধিত বা কৃত। ⟹ **পুথুপাণিয**।

পুন (ক্রি-বিণ) পুনঃ, পুনর্বার, আবার, পুনরায়, পুনশ্চ, দ্বিতীয়বার। এই ক্রিয়া বিশেষণটির কতিপয় আকার আছে, কিন্তু "পুন" শব্দটি মূল পালির আকার-স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে। "**পুনো**" শব্দের আকারটি সন্দেহজনক; যদি ইহা সত্য বা প্রমাণসিদ্ধ হয় তবে ইহা

সংস্কৃত শব্দই হইয়াছে। (বি-ভা) **পুন চ'পরং**।

পুন-গতি—পুনর্জন্ম, পুনরুৎপত্তি। ⇒ **গতি** (১)।

পুন চ'পরং—(পুন চ অপরং) পুনশ্চ, পুনঃ, পুনর্বার, আবার, এবং পুনরায় আরও কিছু। = **অপরো পি, অপরে পি**। ⇒ **পুন, পুন চ পরং**।

পুন চ পরং (ক্রি-বিণ) [পুন+চ+পরং] আবার আরও কিছু, আবার অন্যটিকেও, অতঃপর, পুনর্বারও, আবারও। ইহার পাঠ "**পুন চ'পরং**" শুদ্ধ হইবে। = **পুন চ'পরং, অথাপরং, অপরং** (ক্রি-বিণ)। ⇒ **পরং, অপর**।

পুনদিবস (পুং) পুনর্দিবস, পরদিন। = **দুতিযদিবস**। ⇒ **দিবস**।

পুনদিবসে—পুনর্দিবসে, পরের দিনে, পর দিবসে, দ্বিতীয় দিবসে। = **অপর দিবসে**। ⇒ **পুনদিবস**।

পুনদেব [পুন+এব] পুনর্বার, আবার, এখন, কিন্তু। ⇒ **দ**।

পুননিবত্ততি (ক্রি) পুনরায় ফিরিয়া আসা।

পুন পি—আর একবার, আবার, একাধিকবার, দ্বিতীয়বার।

পুন পি চে—যদিও পুনরায়, যদিও পুনর্বার, যদিও আবার।

পুনপ্পি = **পুন পি**। ⇒ **পুন পি**।

পুনপ্পুনং (ক্রি-বিণ) পুনঃপুন, বার বার, বারম্বার, মুহুর্মুহু। ⇒ **অপরাপরং**।

পুনপ্পুনং কত = **বহুলীকত**। ⇒ **বহুলীকত**।

পুনপ্পুনকরণ = **বহুলীকম্ম**। ⇒ **বহুলীকম্ম**।

পুনব্বচন ⇒ **বচন** (২)।

পুনব্ভব (পুং) পুনর্ভব, পুনর্জন্ম, পুনরুৎপত্তি, পুনর্বার, অস্তিত্বগ্রহণ, নবজন্ম। = **গব্ভসেয্য**। (সংযুক্ত নিকায়) **আযতি পুনব্ভব**। (মধ্যম নিকায়) **পুনব্ভবাভিনিব্বত্তি**।

পুনব্ভবাভিনিব্বত্তি (স্ত্রী) পুনর্বার জন্মগ্রহণ, নবরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ, পুনর্বার ভবোৎপত্তি, পুনর্জন্ম গ্রহণ। ⇒ **পুনব্ভব**।

পুনব্ভবিক (বিণ) = **পোনব্ভবিক**। ⇒ **পোনব্ভবিক**।

পুনমুপাগমুং (অতীত ক্রিয়া) [পুন+উপাগমুং] আবার জয় করিলাম, পুনরায় অতিক্রম করিলাম।

পুনমেব [পুনং+এব] পুনর্বার, আবার, পুনরায়।

পুনর (অব্যয়পদ) পুনর্বার, আবার, পুনরায়। = **পুন**। (সূত্রনিপাত) **পুনরাগমি**—পুনর্বার আসিলাম। (জাতক) **পুনরাগতো**—আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এমন; = **পুনাগতো** (জাতক)। এখানে "**র-কারো সন্ধিবসেন বুত্তো**" (জাতক অর্থকথা)। সূত্র অনুসারে "**পুনর**" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। **পুনর অভিসেক**—পুনর্বার অভিষেককরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপুনরাবত্তিতা**—পুনরায় ফিরিয়া আসে এরূপ অবস্থা।

পুনর অভিসেক ⇒ **পুনর**।

পুনরাগমি (অতীত ক্রিয়া) [পুনর + আগমি] ⇒ **পুনর**।

পুনরাগত (বিণ) [পুন+আগত] আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ, পুনরাগত, পুনরায় আসিয়াছে এরূপ। = **পুনাগত**। ⇒ **পুনর**।

পুনরানেতি (ক্রি) [পুন+আনেতি] পুনরায় আনয়ন করা, আবার আনা, দ্বিতীয়বার লইয়া আসা। ⇒ **পচ্চানেতি**।

পুনরুত্তি (স্ত্রী) পুনরুক্তি, পুনরাবৃত্তি, পাঠ, আবৃত্তি, পুনরায় বলা বা করা।

পুনরেব [পুন+এব] পুনর্বার, আবার, এমন কি আবার। = **পুনদেব**।

পুনবচন (ক্লী) = **পুনরুত্তি**। ⇒ **পুনরুত্তি**।

পুনবারে (অধিকরণ কারক, ক্রি-বিণ) অন্য সময় বা সময়ে, পুনর্বারে, পর দিবসে বা অন্যদিনে।

পুনা = **পুন**। ⇒ **পুন**। (জাতক) **ন হি দানি পুনা অত্থি**।

পুনাগত (বিণ) [পুন+আগত] পুনরাগত, পুনর্বার আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত, আবার আসিয়াছে এরূপ। = **পুনরাগত**। ⇒ **পুনর**।

পুনাগমন (ক্লী) [পুন+আগমন] পুনরাগমন, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন, আবার আসা, পুনর্বার আগমন।

পুনাতি (ক্রি) [√পু+না] ১ পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত বা পবিত্র করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুনাতি বিসোধেতি** (বর্ণনায়—"**পুঞ্ঞঞ্ঞ**")। ২ চালুনি দ্বারা চালা, কুলা দিয়া ঝাড়া, চালা, পৃথক করা, তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা। (জাতক) **অঙ্গারং পুনাতি = অত্তনো সীসে অঙ্গারে পুনাতি ওকিরতি** (জাতক অর্থকথা)। (সাহিত্যে) **ফুনতি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ভুসং পুমন্তো বিয**—চালুনি দ্বারা ঝাড়ার ন্যায়, তুষ চালে বা পরীক্ষা করে এরূপ। (তুলনীয়) **পুনেতি**। (অতীত) **পুনি**। (ক্রি-বি) **পুনিত্বা**।

পুনাপরং [পুন+অপরং] আবার আর একটি। = **পুন চ পরং**।

পুনাবাস (ক্লী) পুনর্জন্ম।

পুনেতি (ক্রি) [পুন+এতি] ১ পুনর্বার আগমন করা বা আসা, ফিরিয়া আসা। ২ পুনঃপুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা, পুনঃপুন অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, উপর্যুপরি ভোগ করা, বার বার অনুভব করা, বারম্বার সহ্য করা। (চূল্লনিদ্দেস) **কিলেসে ন পুনেতি, ন পচ্চেতি** ইত্যাদি। (থেরগাথা) **সত্তযুগং পুনেতি**। যদিও Kern. Teov. গ্রন্থে "**পুনেতি**" গ্রহণ করা হইয়াছে "**পুনাতি**" অর্থে, এবং Mrs. Rh. Davids ইংরাজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "উজ্জ্বল পবিত্রতায় উন্নতি"।

পুনো ⇒ **পুন**।

পুন্নত—পূর্ণ হইলে, পক্ক হইলে, পাকিলে, পুরাইলে। (নেত্তি) **পুব্বেকত পুন্নত**।

পুন্নাগ (পুং) পুন্নাগ, শ্বেতোৎপল, নাগকেশর বৃক্ষ। (জাতক) **পুন্নাগ পুপ্ফ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **অগ্গচ্ছিন্ন**

পুন্নাগফল।

পুন্নাগপুস্ফ (ক্লী) নাগকেশর পুষ্প।

পুপাঞ্চিকতা ⟹ **পুঞ্চিকতা**।

পুস্ফ (ক্লী) ১ পুষ্প, ফুল, কুসুম। (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **পদুমপুস্ফ**। (বহুবচনে) **পুস্ফানি**। (বিণ) পুষ্পিত, পুষ্পপূর্ণ, ফুলে ভরা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ঘনপুস্ফ**—ঘনপুষ্প। (তুলনীয়) **পোক্খরতা**। ২ স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবাহ, রজঃস্বলা, স্ত্রীলোকের মাসিক নিঃসৃত রক্ত, বিকাশ, প্রকাশ। ⟹ **পুস্ফক, পুস্ফবতী**।

পুস্ফক (পুং) রক্ত, শোণিত। জাতকের কোনো কোনো স্থানে একই অর্থে "**পুব্বক**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। = **লোহিত** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিণ পুস্ফক রোগ**—এক প্রকার রোগবিশেষ; Kern.-এ ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"তৃণের ন্যায় শুষ্ক জ্বর (Hay fever)"।

পুস্ফক সুব (পুং) একটি তোতা পাখির নাম। ⟹ **সুব**।

পুস্ফগচ্ছ (পুং) ছোট ছোট ফুলগাছ, ফুলের ছোট ছোট গাছ, ফুলগাছের ঝোপ বা বন, প্রস্ফুটিত ফুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ।

পুস্ফগন্ধ (পুং) পুষ্পগন্ধ, ফুলের সুগন্ধ।

পুস্ফগুড় = **মালাগুড়**। ⟹ **মালাগুড়**।

পুস্ফচুম্বটক (ক্লী) ১ ফুলের মালা। ২ ফুলের উপাধান বা গদি।

পুস্ফছড্ডক (পুং) পূজার বাসিফুল অপসারণ করিয়া পরিষ্কারকারী ব্যক্তি, পরিম্লান বা শুষ্ক ফুল অপসারণকারী ব্যক্তি, ফুলের আবর্জনা বা জঞ্জাল ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কারকারী ব্যক্তি, পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কারকারী ব্যক্তি। ⟹ **পুক্কুস, ছড্ডক**।

পুস্ফচ্ছত্ত (ক্লী) পুষ্পচ্ছত্র, বিবিধ ফুল দ্বারা বুনা ছোট ছাতা, ফুলের ছাতা, ফুল দ্বারা সজ্জিত ছাতা।

পুস্ফতি (ক্রি) [√পুস্ফ+অ] পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করা, পুষ্পিত হওয়া, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া। = **ফলতি**। (অতীত) **পুস্ফি**; (বহুবচনে) **পুস্ফিংসু**। (অ-বিণ) **পুস্ফিত**। (ক্রি-বি) **পুস্ফিত্বা**।

পুস্ফদদ—ফুল প্রদানকারী। = **পুস্ফধর**।

পুস্ফদান (ক্লী) পুষ্পদান, ফুল পূজা।

পুস্ফদাম (ক্লী) পুষ্পদাম, ফুলের মালা, পুষ্পনির্মিত মাল্য। ⟹ **দাম**।

পুস্ফধর (বিণ, পুং) পুষ্পধর, পুষ্পিত, যে ব্যক্তি বা বৃক্ষ পুষ্প দান করে, যে বৃক্ষে ফুল ফুটে, যে ব্যক্তি বা বৃক্ষ পুষ্প উৎপাদন করে, ফুল বহনকারী, ফুল প্রদানকারী। (সাহিত্যে) **পুস্ফদদ**। ⟹ **পুস্ফিন**।

পুস্ফপঞ্জর (ক্লী) পুষ্প দ্বারা সজ্জিত পিঞ্জর বা খাঁচা।

পুস্ফপট (পুং ক্লী) ১ সূচিকর্ম দ্বারা ফুলতোলা কাপড়, সেলাই কর্ম দ্বারা ফুলতোলা কাপড়, ফুলের বস্ত্র। ২ ফুলের আচ্ছাদন অর্থাৎ ফুলের কলির উপর যে একটা প্রাথমিক আবরণ থাকে উহা। ⟹ **পট**।

পুস্ফপলাস (ক্লী) ১ ফুল এবং পত্রসমূহ। ⟹ **পলাস** (১খ)। ২ ফুল রাশি, পুষ্পের স্তূপ।

পুস্ফফল (ক্লী) পুষ্প এবং ফল, ফুল এবং ফল। ⟹ **ফল** (১)।

পুস্ফভাণিন (বিণ, পুং) ফুলের মত কথা বলে এমন অর্থাৎ সৎ বিষয়ে ভাষণকারী।

পুস্ফমালা (স্ত্রী) ফুলের মালা, পুষ্পমালা, পুষ্পমাল্য, পুষ্পরাশি। ⟹ **পুস্ফদাম, মালা**।

পুস্ফমাল্য (ক্লী) পুষ্পমাল্য, ফুলের মালা। ⟹ **মাল্য**।

পুস্ফমুট্‌ঠি (পুং) এক মুষ্টি ফুল, অল্পসংখ্যক বা অল্প পরিমাণ ফুল।

পুস্ফরজন (ক্লী) বৃক্ষাদির পুষ্পজাতীয় বস্তুর সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রং। ⟹ **রজন**।

পুস্ফরস (পুং) পুষ্পরস, পুষ্পনির্যাস, পুষ্পের ক্বাথ, ফুলের রস, ফুলের মধু, মকরন্দ, ফুল হইতে প্রস্তুত রস বা মদ্য, ফুলের মদ, ফুলের সুগন্ধি ও স্বাদযুক্ত রস, ফুলের স্বাদ, পুষ্পজাতীয় খাদ্যের স্বাদ। ⟹ **রস** (১), **খন্ধরস**।

পুস্ফরাসি (পুং) পুষ্পরাশি, ফুলের স্তূপ।

পুস্ফবতী (স্ত্রী) পুষ্পবতী, রজঃস্বলা, ঋতুমতী, যে স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তক্ষরণ হয়। যখন স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তক্ষরণ বা রজঃস্বলা হয় তখন তাহাকে পুষ্পবতী বলা হয়।

পুস্ফসঞ্ছন্ন (বিণ) পুষ্পসঞ্ছন্ন, ফুলে আচ্ছাদিত, পুষ্পে পরিপূর্ণ, ফুলে ভরা। ⟹ **সঞ্ছন্ন**।

পুস্ফাধান (ক্লী) ফুলপূজা দেওয়ার তাক বা ছোট উঁচু মঞ্চ।

পুস্ফাভিকিণ্ণ (বিণ) পুষ্পাভিকীর্ণ, ফুলের পাটাতন-বিশিষ্ট, ফুলবিকীর্ণ, ফুল ছড়ানো।

পুস্ফারাম ⟹ **আরাম** (ক্লী)।

পুস্ফাবেড়া (স্ত্রী) ফুলের মালা, পুষ্পমাল্য। ⟹ **পুস্ফমালা**।

পুস্ফাসব (পুং) [পুস্ফ+আসব] পুষ্পাসব, পুষ্পসার, পুষ্পাদি হইতে প্রস্তুত মদ, ফুলের মদ্য, ফুল দ্বারা প্রস্তুত মদ বা সরাব।

পুস্ফিন (বিণ) পুষ্পিত, মুকুলিত, ফুল ফুটিয়াছে এমন।

পুস্ফূপগ (বিণ) [পুস্ফ+উপগ] পুষ্পবতী, ফুল ফুটিয়াছে এমন। = **পুস্ফবতী**।

পুব্ব (পুং) ১ পূয, দোষ, পচন, বিকৃতি, পচাবস্তু। ইহা "**কেস, লোম, নখ**" ইত্যাদি ৩২ প্রকার অশুচি বস্তুর মধ্যে একটি (বিশুদ্ধিমার্গ দ্রষ্টব্য)। (যৌগিকে) **পুব্ব-লোহিত** (সুত্তনিপাত)। (প্রেতগণের খাদ্যরূপ) **লোহিত পুব্ব** (পটিসম্ভিদামার্গ)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুব্ববট্টি**। ২ পূর্বপুরুষ। (করণকারকে) **পুব্বং**—পূর্ব। (অপাদান কারকে) **পুব্বেন**—পূর্ব হইতে; = **পুরা**। (অধিকরণ কারকে) **পুব্বে**—পূর্বে। (সর্বনাম পদ, বিণ) পূর্বের,

প্রাচীন, অনেক দিনের, পুরাতন, পূর্বকালীন, পূর্ববর্তী, পূর্বগামী, আগেকার, পূর্ব, পূর্বোল্লিখিত, গত, আদ্য, প্রথম, সমগ্র, পূর্বদিকস্থ, পূর্বদিকের, অগ্রে, সম্মুখে, পূর্বে, জ্যেষ্ঠ, পুরাকালীন, প্রাচ্যদেশীয়, অপরের পূর্বে, কোনও সময়ের প্রারম্ভে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই, তার চেয়ে বরং, (এই শব্দটি সময়ে সময়ে ক্রিয়া বিশেষণও হইয়া থাকে)। (বিপ) **চরিম, নব**। = **পুরাণ**। জাতকের "**পুব্বন্তম**" শব্দের পরিবর্তে সূত্রনিপাতের গাথায় "**পুব্বমন্তমনিস্সিত**" (অর্থাৎ পুব্বং+ অন্তং+ অনিস্সিত)—পূর্ব হইতে রহিয়াছে এমন। (মহানির্দেশ) **ন দিট্ঠ পুব্ব**—পূর্বে (কেহ কখনও) দেখে নাই এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মাত ভূতপুব্ব**—পূর্বে মা ছিলেন এমন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বুত্থপুব্ব (গাম)**—পূর্বে বাসকৃত (গ্রাম)। ক্রিয়া বিশেষণরূপে:—(বিনয়) **ভূতপুব্বং**—যে কোনো সত্ত্বের (অস্তিত্বের) পূর্বে (⟹ ভূত)।

পুব্বক (বিণ) ১ পূর্বক, পুরঃসর, পূর্বে বা আগে করিয়া পরে, পূর্ব, পূর্বোল্লিখিত, গত, অতিপ্রাচীন, পুরাকালীন, পূর্বকালে বা আগে ছিল এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পুব্বক ইসযো**। (সংযুক্ত নিকায়) **পুব্বক আচরিয পাচরিযা**। ২ পুরাকালে ছিল এমন, ইতিপূর্বে ছিল এমন, পূর্ববর্তী, পূর্বগামী, আগেকার। (জাতক) **সুবণ্ণকার পুব্বক ভিক্খু**। ৩ সহগমন করিয়াছিল অথবা সঙ্গে গিয়াছিল এমন, অগ্রবর্তী বা পূর্ববর্তী হইয়াছিল এমন। (থেরগাথা অর্থকথা) **গুণাভিত্থবন পুব্বক উদান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞানুমোদন পুব্বক মগ্গাচিক্খন**।

পুব্বকত্তিকা (স্ত্রী) আশ্বিন মাস, কার্তিক মাসের পূর্ব মাস, ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত পূরা এক মাস সময়। ⟹ **কত্তিক দ্বেমাসিক**।

পুব্বকথা—১ পূর্ব কথা, পূর্ব ঘটনা-সম্বন্ধে আলাপ। ২ পূর্বে মৃতব্যক্তিদের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা। = **পেতকথা**।

পুব্বকম্ম (ক্লী) পূর্বকর্ম, পূর্বজন্মের অথবা পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃতকর্ম, পূর্বে কৃত কার্য, যে কার্য পূর্বে করা হইয়াছে।

পুব্বকারিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি পূর্বে বা অগ্রে করে অর্থাৎ মনোযোগী, যত্নকারী, দয়ালু, ভদ্র, উপকারেচ্ছু, অনুগ্রহকারী, সাহায্যকারী, অনুকম্পাকারী, উপকারী, দান দেয় এমন, দাতা, উপকার করে এমন, সাহায্য বা অনুকম্পা করে এমন। = **পঠমং এব কারক** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

পুব্বকিচ্চ (ক্লী) পূর্বকৃত্য, প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক কার্য, ভূমিকা-স্বরূপ কর্তব্য কাজ। (বিনয়) **চত্তারো পুব্বকিচ্চা**।

পুব্বকোটি (স্ত্রী) অতীত বিষয়, অতীতে বা পূর্ব পূর্ব জন্মে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং কি কি কাজ করিয়াছিল তৎসমুদয় বিষয়, গত বিষয়, অতীত-সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু। (তুলনীয়) **পুব্বন্ত**। ⟹ **কোটি** [ক্লী (খ)]।

পুব্বকোট্ঠক (ক্লী) পূর্বদিকস্থ প্রকোষ্ঠ, পূর্বদিকস্থ শস্যাগার বা গোলা, পূর্বজন্ম বা অতীত জন্ম।

পুব্বগম = **পুব্বঙ্গম**। ⟹ **পুব্বঙ্গম**।

পুব্বঙ্গম (বিণ) ১ পূর্বগামী, অগ্রগামী, পূর্বে বা অগ্রে উৎপন্ন হয় এমন, পূর্বস্থিত, পূর্ববর্তী, যে ব্যক্তি পূর্বদিকে গমন করে, যে ব্যক্তি অগ্রে গমন করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওক্কমনে পুব্বঙ্গম**। ২ পূর্বে বা অগ্রে যাইতে দেয় এরূপ, দমিত, শাসিত, নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত, আদিষ্ট, উপদিষ্ট, সোজা বা সরলকৃত, প্রাধান্য প্রদত্ত, পদমর্যাদায় উচ্চতা প্রদত্ত, পূর্ববর্তিতা প্রদত্ত, অগ্রগণ্যতা প্রদত্ত। (ধর্মপদ) **মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা = তেন পথমগামিনা হুত্বা সমন্নাগতা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **পঞ্ঞাপুব্বঙ্গমা অরিযমগ্গ = পঞ্ঞং পুরেচারিকং কত্বা** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (সদ্ধম্মোপায়ন) **পঞ্ঞাপুব্বঙ্গমা**।

পুব্বঙ্গিন (বিণ) প্রথমে প্রযুক্ত, পূর্বদিকস্থ অঙ্গযুক্ত, পূর্বদিকস্থ, অগ্রভূত।

পুব্বঙ্গী (বিণ, স্ত্রী) = **পুব্বঙ্গিন**। ⟹ **পুব্বঙ্গিন**।

পুব্বচরিত (ক্লী) পূর্বচরিত, পূর্বজীবনের ইতিহাস, পূর্বের জীবনকাহিনী।

পুব্বচেতনা (স্ত্রী) পূর্বচেতনা, পূর্ববর্তী চেতনা, কোনো কিছু করিবার পূর্বে করিবার জন্য চিত্ত চেতনা বা চিত্তের উৎপত্তি ভাব, চিত্ত বা মনের প্রাথমিক জাগ্রত ভাব। = **পুব্বভাগ চেতনা**। (বিপ) **অপরচেতনা**। ⟹ **অপরচেতনা, পুব্বভাগ**।

পুব্বজ (বিণ) পূর্বজ, অগ্রজ, পূর্বে বা অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, বয়সে পূর্ববর্তী বা জ্যেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ। = **জেট্ঠক**।

পুব্বজপুত্ত (পুং) জ্যেষ্ঠপুত্র, পুত্রগণের মধ্যে যেই পুত্র সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছে। = **জেট্ঠপুত্ত**।

পুব্বঞাতি (স্ত্রী) পূর্বজ্ঞাতি, পূর্ব আত্মীয়।

পুব্বণ্ণ (ক্লী) পূর্ব বা অগ্র শস্য, চাউল-গম প্রভৃতি সপ্তবিধ অগ্রশস্যের প্রদত্ত নাম-বিশেষ। (বিপ) **অপরণ্ণ**। = **আমক ধঞ্ঞ, পুব্বণ্ণং**। ইহা "**অপরণ্ণ**" হইতে স্বতন্ত্র এবং সপ্তবিধ শাকসবজির সহিত সচরাচর সংযুক্ত। মহানির্দেশে সপ্তবিধ অগ্রশস্যের এবং সপ্তবিধ শাকসবজির উল্লেখ পাওয়া যায়। ⟹ **পুব্বন্ন, অপরন্ন, পুব্বণ্ণং, অপরণ্ণ, বীজ বীজ**।

পুব্বণ্ণং (ক্লী) [পুব্ব+অন্নং] শালি, বীহি, যব, গোধূম, কঙ্গু, বরক, কুদ্রুসক প্রভৃতি) খাওয়ার উপযুক্ত শস্য অথবা ইহার চাউলাদির পক্ব অন্ন (রুটি) ইত্যাদি অর্থাৎ ভাত-ধান ইত্যাদি। = **আমকধঞ্ঞ**। (বিপ) **অপরণ্ণ, অপরণ্ণং**। = **পুব্বণ্ণ, পুব্বন্নং**। "সালি, যবক" শস্য

"**পুব্বণ্ণ**"; (বিপ) "**তিল, মুগ্গ, মাসা**" শস্য "**অপরণ্ণ**"।

পুব্বণ্ণধঞ্ঞ—প্রাকৃতিক বা খোসাযুক্ত ধান্য। (বিপ) **অপরণ্ণধঞ্ঞ**। ⟹ **ধঞ্ঞ** (১)।

পুব্বণ্হ (পুং) পূর্বাহ্ন, সকাল, বেলা ১২টার (ঘড়িতে ১২টা বাজার) পূর্বে, মধ্যাহ্ন সূর্যের পূর্বসময়, প্রত্যুষ সময় হইতে সূর্য ঠিক মস্তকোপরি স্থির হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় পূর্বাহ্ন, দিনের প্রথমভাগ, দিনের প্রথম দশ দণ্ড কাল সময়, প্রাতঃকাল, সকালবেলা, বেলা ১২ ঘটিকার পূর্ববর্তী সময়। (দীর্ঘনিকায়) **পুব্বণ্হ মজ্ঝণ্হ সাযণ্হ**। (সংযুক্ত নিকায়) **পুব্বণ্হ সমযং**। (বিপ) **অপরণ্হ**।

পুব্বতর—সম্পূর্ণ পূর্বের, সম্পূর্ণ অতীতের বা আদিকালের।

পুব্বদেব (পুং) পূর্বদেব, পূর্বকালীন দেবতা, অতীতকালের দেবতা, প্রাচীন দেবতা অর্থাৎ অসুর।

পুব্বদেবতা (স্ত্রী) প্রাচীন দেবতা। ⟹ **পুব্বদেব**।

পুব্বনিমিত্ত (ক্লী) পূর্বনিমিত্ত, পূর্বলক্ষণ, কোনো ঘটনা ঘটিবার পূর্বনিদর্শন বা সঙ্কেত চিহ্ন, অশুভ লক্ষণ, কুলক্ষণ, দুর্লক্ষণ, সতর্কীকরণ, সাবধানবাণী, কর্মচ্যুত হইবার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি, ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আভাস বা ইঙ্গিত প্রদান, ভাবীলক্ষণ, পূর্বসূচনা, পূর্বাভাস, পূর্বকল্পনা। দেবতার পঞ্চবিধ কুলক্ষণ বা পরিহানীর চিহ্ন। জাতক ও দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধ সিদ্ধার্থরূপে মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হইলে ৩২ প্রকার শুভ পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিলিন্দ প্রশ্ন এবং বিভঙ্গ অর্থকথায় স্বপ্নে ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ পূর্বনিমিত্তের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

পুব্বনিবাস (ক্লী) পূর্ব পূর্ব জন্মে যেই যেই স্থানে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছিল, পূর্বনিবাস, পূর্বে যেই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা বাস করিয়াছে।

পুব্বনিবাসট্‌ঠান (ক্লী) পূর্বনিবাসের স্থান, পূর্ব বাসস্থান, পূর্বজন্মের বাসস্থান, পূর্বজন্মের বসতিস্থান, পূর্ব পূর্ব জন্মে যেই যেই অবস্থায় ছিল সেই সেই জন্মের বা অবস্থার স্থান। ⟹ **ঠান** (৩ক)।

পুব্বন্ত (পুং) ১ পূর্বদিক। (জাতক) **পুব্বন্ততো অপরন্তং অপরন্ততো পুব্বন্তং গচ্ছতি**--পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে এবং পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিকে যায়। ২ অতীত, আদি, প্রারম্ভ, প্রথম। (বিপ) **অপরন্ত**। "**পুব্বন্তং**" শব্দের পরিবর্তে "**পুব্বমন্তং**" শব্দের ব্যবহার সূত্রনিপাতের গাথায় দৃষ্ট হয়। ৩ পূর্বে বা অতীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদয় বিষয়। (তুলনীয়) **পুব্বকোটি**। ⟹ **অপরন্ত**।

পুব্বন্ত কপ্প—অতীত কল্প, আদি কল্প, প্রথম কল্প, আদিযুগের সময়, প্রারম্ভ সময়। ⟹ **কপ্প** [ক্লী(১)]।

পুব্বন্তম—পূর্ব হইতে, পূর্ব হইতে শেষ পর্যন্ত। ⟹ **পুব্ব** (বিণ)।

পুব্বন্তানুদিট্‌ঠি (স্ত্রী) অতীত অথবা কোনো বস্তুর আদি বা প্রারম্ভ-সম্বন্ধীয় মতবাদ।

পুব্বন্ন (ক্লী) = **পুব্বণ্ণ, পুব্বণ্ণং**। ⟹ **পুবণ্ণ, পুব্বণ্ণং**।

পুব্বন্নং (ক্লী) = **পুব্বন্ন**। ⟹ **পুব্বন্ন**।

পুব্বন্হ (পুং) = **পুব্বণ্হ**। ⟹ **পুব্বণ্হ**।

পুব্বপদ (ক্লী) পূর্বপদ, প্রথমোক্ত পদ, পূর্ববর্তী ঘটনা বা ব্যক্তি অথবা বস্তু, (বাক্যের অন্তর্গত বিশিষ্ট পদরূপে প্রযুক্ত সমাপিকা ক্রিয়াহীন শব্দ সমষ্টির) অংশ-বিশেষ, (বিশেষ ভাষার) অংশ-বিশেষ, পদসমূহের সর্বাদিভূত পদ।

পুব্ব পরিকম্ম (ক্লী) পূর্বপরিকর্ম, পূর্বকাজ, পূর্বোল্লিখিত কার্য, পূর্বোক্ত কাজ, গত বিষয়, পূর্ববর্তী কর্ম। (বিপ) **পচ্ছা পরিকম্ম**।

পুব্বপুরিস (পুং) পূর্বপুরুষ, একই বংশে পূর্বে যিনি জন্মিয়াছিলেন।

পুব্বপেত (পুং) পূর্বপ্রেত, পূর্বে যাহার মৃত্যু হইয়াছে সেই ব্যক্তি, মৃত অশরীরী প্রেত সত্ত্ব, ভূত, প্রেত। = **পেত, পেতকথা** (দীর্ঘনিকায়)। পেতবত্থুতে "**পুব্বপেতে**" শব্দের পরিবর্তে গাথায় "**পুব্বেপেতে**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ⟹ **পেত** [পুং (১)]।

পুব্বপেত বলি—পূর্ব পূর্ব মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে পূজা বা আহার বস্ত্রাদি দান। ⟹ **পঞ্চবলি**।

পুব্বভাগ (পুং) ১ অতীত, অতীতকাল, প্রাচীনকাল। (বিপ) **অপরভাগ**। ⟹ **ভাগ** (৪)। ২ পূর্বভাগ, পূর্বাংশ, অতীত অংশ, পূর্বোল্লিখিত অংশ, গত অংশ। (বিণ) পূর্ববর্তী, পূর্বগামী, আগেকার। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুব্বভাগ চেতনা**; (বিপ) **অপরভাগ চেতনা**।

পুব্বভাগ চেতনা = **পুব্বচেতনা**। ⟹ **পুব্বচেতনা, পুব্বভাগ**।

পুব্বভাসিন (বিণ, পুং) সর্বাগ্রে ভাষণকারী, সকলের প্রথম কথাকথনকারী, ভদ্রভাবে ভাষণকারী, যে ব্যক্তি উপকারেচ্ছু হইয়া অথবা দয়ালু হইয়া কথা বলে। (তুলনীয়) **পুব্বকারিন**। দীর্ঘনিকায়ের ইংরাজি অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "কথোপকথনে অনিচ্ছুক বা পরাঙ্মুখ নয় এমন অথবা আলাপে পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত নয় এমন"। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **ভাসন্তো ব পথমতরং ভাসতি** ইত্যাদি।

পুব্বভাসী = **পুব্বভাসিন**। ⟹ **পুব্বভাসিন**।

পুব্বযোগ (পুং) পূর্বযোগ, প্রথম সংলগ্নতা বা একত্রে মিলন, প্রথম সংযোগ বা সম্পর্ক, পূর্বদেহের সহিত সম্বন্ধ, পূর্ব কার্যের বা পূর্ব জীবনবৃত্তান্তের সহিত সম্বন্ধ, পূর্ব পূর্ব দেহের সহিত যোগযোগ, পূর্ব বা পূর্ব পূর্ব কার্যের সহিত সম্পর্ক, পূর্ব কার্য এবং উহার ফলের সহিত একত্রে মিলন বা সংলগ্নতা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পুব্বযোগো'তি তেসং পুব্বকম্মং**। ⟹ **যোগ** (২)।

পুব্বরত্তাপরত্তং—অতীত এবং ভবিষ্যতকাল, অবিচ্ছিন্ন

সময়, সর্বসময়, সর্বদা। ⟹ **পুব্বাপর রত্তং।**

পুব্বরত্তাপররত্তং (ক্রি-বিণ) [পুব্ব+ রত্ত+ অপর+ রত্তং] পূর্বরাত্রির পর রাত্রিতে, (সাহিত্যে) গতরাত্রি এবং তদ্‌পূর্বরাত্রিতে। ⟹ **রত্ত** (২খ)।

পুব্বলোহিত—পূয এবং রক্ত, রক্তপূয। = **লোহিত-পুব্ব।** ⟹ **পুব্ব** (পুং)।

পুব্বলহ—থেরীগাথা এই শব্দটি সন্দেহপূর্ণ। সাহিত্যে পাঠ হইয়াছে "**বুব্বুলহক**"। Mrs. Rh. Davids ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন "চলচ্চিত্রের ছায়া বা বিম্ব"। থেরগাথা অর্থকথায় ইহার প্রতিশব্দ "**ঠিত-জল-পুব্বলহ-সদিস**"।

পুব্বলহক ১ = **পুব্বলহ।** ⟹ **পুব্বলহ।** ২ = **বুব্বুলক, বুব্বুলহক।** ⟹ **বুব্বুলক** (২), **বুব্বুলহক।**

পুব্ববট্টি (স্ত্রী) ১ পূযের পিণ্ড অর্থাৎ ফোঁড়া-ব্রণ ইত্যাদি। ২ সমগ্র বিষয়ের পিণ্ড বা সমষ্টি, সমস্ত বিষয়ের মোট। ⟹ **বট্টি** (৬)।

পুব্ববত্থ (ক্লী) পূর্ববস্ত্র, পুরাতন বস্ত্র। (বিপ) **নববত্থ।**

পুব্ববাসন (ক্লী) পূর্ব বা পূর্ব পূর্ব কর্মসমূহের স্মৃতি।

পুব্ববাসনা (স্ত্রী) অতীত সংস্কার, অতীতের সংস্কারজনিত স্মৃতি। ⟹ **বাসনা।**

পুব্ববিদেহ (পুং) পূর্ববিদেহ, পূর্বদিকস্থ মহাদ্বীপ বা মহাদেশ, চারি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি। ⟹ **মহাদীপ।**

পুব্ববুত্তক ⟹ **পুব্ববুত্থক।**

পুব্ববুত্থক (বিণ) পূর্বে যেইখানে বাস করিয়াছে। ইহা মহাবংশে "**পুব্ববুত্তক**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে। ⟹ **বুত্থপুব্ব।**

পুব্বসদিস (বিণ) পূর্বসদৃশ, পূর্ববৎ, পূর্বের ন্যায়, পূর্বের মত। (পুং) পূর্ব বা প্রাচীন বন্ধু।

পুব্বা (স্ত্রী) পূর্বা, পূর্বদিক। (বিণ) পূর্বা, পূর্বদিকস্থ, আদ্য, প্রথম, সমগ্র, জ্যেষ্ঠ, পুরাকালীন, পূর্বকালীন, প্রাচ্যদেশীয়।

পুব্বাচরিয (পুং) ১ পূর্বকালীন আচার্য বা শিক্ষক, প্রাচীনকালের আচার্য বা শিক্ষক, আগেকার সময়ের পণ্ডিত, প্রাচীনকালের বিদ্বান ব্যক্তি, আদিকালের মনীষী। ২ প্রথম শিক্ষক বা শিক্ষাদাতা, পূর্ব বা আগের শিক্ষক, পূর্বাচার্য, যাঁহার নিকট জীবনে প্রথম শিক্ষা লাভ ঘটে, পূর্বশিক্ষক।

পুব্বাচিণ্ণ—প্রথম অভ্যাস, প্রধান অভ্যাস, আগেকার অভ্যাস, পূর্ব অভ্যাস। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) পূর্বের অভ্যাস দ্বারা, আগেকার অভ্যাসবশত, অভ্যাস হইতে, সাধনা দ্বারা, পূর্ব সাধনা দ্বারা, অভ্যাসবশত।

পুব্বাণ্ণাপরণ্ণ [পুব্বাণ্ণ+ অপরণ্ণ] ভাত এবং তরকারী, অন্ন এবং ব্যঞ্জন। ⟹ **পুব্বণ্ণ।**

পুব্বানুপুব্বক (বিণ) [পুব্ব+ অনুপুব্বক] পূর্বানুপূর্বক, পূর্বের অনুরূপ, পূর্বের নিয়মানুযায়ী।

পুব্বাপযমান (বিণ) পূর্বের ন্যায় করিতেছে বা করাইতেছে এরূপ। ⟹ **পুব্বাপেতি।**

পুব্বাপর (বিণ) ১ পূর্বাপর, আনুপূর্বিক, যাহা পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত অনুকরণ করা হয় এমন, পূর্বের এবং পরের ক্রমিক পর্যায়ের, প্রথমে যাহা আসে এবং শেষ পর্যন্ত যাহা করা হয়, পূর্বের এবং পরের। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুব্বাপর কুসল।** (নেত্তি) **পুব্বাপরানুসন্ধি।** ২ পূর্বদিক এবং পশ্চিম দিক।

পুব্বাপর রত্তং—"যেমন পূর্বরাত্রিতে ছিল তেমন পরবর্তী রাত্রিতে আছে" অর্থাৎ অবিরাম, অনবরত, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সংযুক্ত। (তুলনীয়) **পুব্বরত্ত-অপরত্তং (পুব্বরত্তাপরত্তং)** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **পুব্বরত্তাপর রত্তং।**

পুব্বাপরানি চ [পুব্ব+ অপরানি+ চ] পূর্বের এবং পরের বস্তুসমূহ, আগের এবং শেষের বস্তু বা বিষয়সমূহ, প্রারম্ভিক বস্তু বা বিষয় এবং সমাপ্তির বস্তু বা বিষয়সমূহ। ⟹ **চ** (২ক)।

পুব্বাপরিয (বিণ) অতীতের এবং ভবিষ্যতের, পূর্বের এবং পরের। (উদান) **পুব্বাপরিয বিসেস** (এই শব্দটি উদানে ভুলবশত "**বিবেস**" রহিয়াছে)।

পুব্বাপেতি (ক্রি) পূর্বের ন্যায় করা। এই শব্দটি একটিমাত্র বিশেষ ভাষায় পরিলক্ষিত হয়, যেমন—(মধ্যম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়) **গত্তানি পুব্বাপযমানো**—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ শুকাইয়া ফেলিতেছে এমন; = **গত্তানি সুক্‌খাপযমানো; গত্তানি পুব্বসদিসানি কুরুমানো; গত্তানি পুব্বভাবং গমযমানো।** = **সুক্‌খাপেতি।** (ব-বিণ) **পুব্বাপযমান।**

পুব্বাভোগ (ক্লী) পূর্বকর্মের ফলভোগ, আগেকার কার্যের প্রতিফলন, পূর্ববর্তী কর্মের প্রতিবর্তী ক্রিয়া, পূর্ব কর্মের প্রতিক্রিয়া, পূর্বগামী প্রতিবিম্ব।

পুব্বারাম (পুং) ১ পূর্বদিকের উদ্যান বা বাগান। ২ পূর্বদিকস্থ ভিক্ষু আবাস। শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিদ প্রদত্ত ভিক্ষু আবাসের নাতিদূরে মনোরম উদ্যানে মৃগার মাতা মহা উপাসিকা বিশাখা কর্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষু আবাসকে পূর্বারাম বা পূর্বদিকস্থ ভিক্ষুর আবাস (বিহার) বলা হইত।

পুব্বালহক = **পুব্বলহ।** ⟹ **পুব্বলহ।**

পুব্বাসর (পুং) পূর্বের মাতলামি, অতীতের সুরামত্ততা, পূর্বাসব, আগেকার উত্তেজনা, গত বা পূর্বোক্ত উল্লাস, অতীতের মাদকতা।

পুব্বুট্‌ঠান (ক্লী) অতি ভোরে সকলের পূর্বে শয্যা ত্যাগকরণ, প্রাতে সকলের আগে শয্যাত্যাগ। এই শব্দটি গৃহস্বামীর বা কর্তার শয্যা ত্যাগ করিয়া উত্থানের পূর্বে চাকরের শয্যাত্যাগ-সম্বন্ধে এবং স্বামীর আগে স্ত্রীর শয্যা ত্যাগকরণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (বিপ) **পচ্ছানিপাতন।**

পুব্বুট্‌ঠাযিতা (ক্রি-বি) সকলের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া।

(জাতক) **পুব্বুট্‌ঠাযিতাদি পঞ্চহি কল্যাণ ধম্মেহি সমন্নাগতা পতিদেবতা।**

পুব্বুট্‌ঠাযিন (বিণ) সকলের পূর্বে বা আগে শয্যাত্যাগকারী। (বিপ) **পচ্ছানিপাতিন।** ⟹ **পুব্বুট্‌ঠান।**

পুব্বুট্‌ঠাযী (বিণ) কাহারও পূর্বে অথবা সকলের আগে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে এমন। = **পুব্বুট্‌ঠাযিন।**

পুব্বুত্তর ১ আগে এবং পরে, কার্যারম্ভ এবং কার্য সমাধান, অগ্রবর্তী হওয়া এবং পশ্চাদ্বর্তী হওয়া। ২ পূর্বদিক এবং উত্তরদিক, পূর্বোত্তর। (বিণ) পূর্বোত্তরদিকস্থ, পূর্ব ও উত্তর কোণের, ঈশান কোণের। (জাতক) **পুব্বুত্তর কণ্ণ**—ঈশানকোণ বা পূর্ব-উত্তর কোণ।

পুব্বে (অধিকরণকারক, ক্রি-বিণ) পূর্বে, আগে, আদিকালে, সম্মুখে, পূর্বজন্মে, পূর্ব পূর্বজন্মে, অতীতে, অগ্রে, প্রথমে। ⟹ **পুরে। পুব্বে-পচ্ছা-মজ্‌ঝে**—পূর্বকালে-মধ্য বা বর্তমানকালে-ভবিষ্যৎকালে। ⟹ **পুব্ব।**

পুব্বেকত (বিণ) পূর্বকৃত, পূর্বেকৃত, পূর্বজন্মে যাহা করিয়াছে এমন। (ক্লী) যে কার্য পূর্বে বা পূর্বজন্মে করা হইয়াছে, অতীতের বা অতীত জন্মের কৃতকর্ম। (জাতক) **পুব্বেকত হেতু; পুব্বেকত বাদিন**। (নেত্তি) **পুব্বেকত পুন্নত।**

পুব্বেকতং কম্মং—অতীতের কৃতকর্ম, অতীত জন্মের কৃতকর্ম, পূর্ব পূর্বজন্মের কৃতকর্ম।

পুব্বেকত পুঞ্ঞতা—পূর্বের বা পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃতপুণ্য, অতীতের কৃতপুণ্য, এই হইতে পূর্বে বা অতীতে যেই যেই পুণ্যকার্য করা হইয়াছে, অতীতাদি জন্মে বা পূর্ব পূর্ব জন্মে যেই সমস্ত পুণ্যকার্য বা সৎকার্য সম্পাদন করা হইয়াছিল তৎসমুদয়। ⟹ **চক্ক, পুব্বেকত।**

পুব্বেকত পুন্নত—পূর্বকৃত কর্ম পরিপূর্ণ হইলে, অতীতের বা অতীত জন্মের কৃতকর্ম পরিপক্ক হইলে। ⟹ **পুব্বেকত।**

পুব্বেকতবাদিন (বিণ) পূর্বকৃত কর্মবাদী, অদৃষ্টবাদী। ⟹ **পুব্বেকত।**

পুব্বেকতবাদী = **পুব্বেকতবাদিন।** ⟹ **পুব্বেকতবাদিন।**

পুব্বেকত হেতু—পূর্বকৃত হেতু, পূর্বে বা অতীতাদি জন্মে যাহা করা হইয়াছে তৎকারণ। ⟹ **হেতু** (১), **পুব্বেকত।**

পুব্বেনিবাস (পুং) পূর্বে অথবা অতীতাদি জন্মে যেই যেই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া যেই যেই অবস্থায় ছিল সেই সেই স্থান এবং অবস্থা, পূর্ব পূর্ব জন্মের বাসস্থান, পূর্ব জীবনের অস্তিত্বের অবস্থা, পূর্বনিবাস।

পুব্বেনিবাস ঞাণ (ক্লী) পূর্ব বা অতীত জন্মসমূহের নিবাস বা অবস্থান স্থান-সম্বন্ধে জানা। = **পুব্বেনিবাসানুস্‌সতি ঞাণ।** ⟹ **পুব্বেনিবাস, নিবাস।**

পুব্বেনিবাসানুস্‌সতি (স্ত্রী) = **পুব্বেনিবাস ঞাণ।** ⟹ **পুব্বেনিবাস ঞাণ।**

পুব্বেনিবাসানুস্‌সতি ঞাণ (ক্লী) পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং কে কে পিতামাতা ছিল ও কি কি কাজ করিয়াছিল ইত্যাদি সমুদয় বিষয়-সম্বন্ধে স্মরণীয় জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্হতের জ্ঞান। ⟹ **ঞাণ, পুব্বেনিবাস ঞাণ।**

পুব্বেসম্বোধা ⟹ **সম্বোধ।**

পুম (পুং) পুরুষ, মানুষ, ব্যক্তি। ⟹ **পুমন।**

পুমংগত = **পুরিসন্তর গত।** ⟹ **পুরিসন্তর গত।**

পুমঙ্গত = **পুমংগত।** ⟹ **পুমংগত।**

পুমতি (ক্রি) ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্‌বুদ্ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, নাক ঝাড়া। (অতীত) **পুমি।** (ক্রি-বি) **পুমিত্বা।**

পুমন (পুং) পুরুষ, মানুষ, ব্যক্তি। (কর্তৃকারক একবচনে) **পুমো;** (বহুবচনে) **পুমা;** (দীর্ঘনিকায়) **ইত্থি-পুমা।** (কর্মকারক একবচনে) **পুমং।** (জাতক) **পুমংগত।** (করণকারকে) **পুমুনা।**

পুমা (পুং, বহুবচন) পুমস বা মনুষ্যগণ, পুরুষগণ, পুরুষ মানুষেরা, পুরুষ জাতি। ⟹ **পুমন।**

পুর ১ (ক্রি-বিণ) সম্মুখে, পূর্বে, অগ্রে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই। (অব্যয়) সম্মুখে, সমক্ষে, পূর্বে, উন্মুক্ত, অপেক্ষাকৃত ভাল, শ্রেষ্ঠতর। (অপাদান কারকে) **পুরতো।** বিভিন্ন প্রকারে "**পুর**" শব্দের সংযোগ বা প্রয়োগ, যেমন—**ক** ক্রিয়ার বা বিশেষণের বিশেষণরূপে:—**পুরক্‌খরোতি, পুরেক্‌খার, পুরোহিত; পুরা, পুরে, পুরত্থং, পুরত্থতো।** **খ** বিশেষণরূপে:—**পুরাণ, পুরত্থিম, পুরিম।** ২ (ক্লী) **ক** শহর, দুর্গ, নগর। (মধ্যম নিকায়) **কাসিনং পুরং**—কাশী বাসীদের শহর। (সূত্রনিপাত) **পুরুত্তম।** = **নগর** (জাতক অর্থকথা)। **খ** গৃহ, গৃহোপরিস্থ গৃহ, গৃহের অংশ গৃহ বা কামরা। = **অন্তেপুর, নিবেসন।** **গ** শরীর, দেহ। (তুলনীয়) **পোরিন।**

পুরংদর = **পরিন্দদ।** ⟹ **পরিন্দদ।**

পুরক্‌খত (বিণ) সম্মুখে স্থাপিত বা রক্ষিত, সম্মানিত, ভক্তিভাজন, সুযশপ্রাপ্ত, গুণমর্যাদা প্রাপ্ত, পূজিত, শ্রদ্ধাস্পদ, পদোন্নত, মহিমান্বিত, অধিক পছন্দকৃত, উন্নীত, বিচারার্থ উপনীত, পেশ করা হইয়াছে এমন। = **পরিবারিক** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **পুরক্‌খত পরিবারিত।** = **পযিরুপাসিত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পুরতো নিসিন্ন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পুরেক্‌খত।** ⟹ **পুরক্‌খরোতি।**

পুরক্‌খরান (বিণ) কাহারও সম্মুখে ধারণ করে এমন,

দৃষ্টিপাত করে এমন। ⟹ **পুরক্খরোতি**।

পুরক্খরোতি (ক্রি) [পুরা+√কর+ও অথবা পুরক+করোতি] সম্মুখে স্থাপন করা বা রাখা, অগ্রে স্থান করা, প্রধান স্থান দেওয়া, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। "**করোতি**" শব্দে উদাহরণ "**পুরক করোতি**" শব্দও দ্রষ্টব্য। ⟹ **পুরেক্খার**। (অতীত) **পুরক্খরি**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **পুরক্খরুং**। (অ-বিণ) **পুরক্খত**। (ব-বিণ) **পুরক্খরান**। (ক্রি-বি) **পুরক্খত্বা** = **পুরতোকত্বা** (জাতক অর্থকথা)।

পুরতো (অব্যয়, ক্রি-বিণ) পুরতঃ, পুরত, আগে, অগ্রে, পূর্বভাগে, সম্মুখে। (দীর্ঘনিকায়) **মাতুপুরতো**—মায়ের সম্মুখে। (পেতবত্থু) **জনাধিপস্‌স পুরতো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুরিসস্‌স পুরতো**। (বিপ) **পচ্ছতো**, **পচ্ছা**। ⟹ **পুর** (১)।

পুরতো নিসিন্ন (বিণ) সম্মুখে উপবিষ্ট। = **পুরক্খত**।

পুরতো পুরতো—সম্মুখে সম্মুখে, আগে আগে, অগ্রে অগ্রে, প্রতিসময়ে বা ক্রমান্বয়ে অগ্রে। (বিপ) **পচ্ছতো পচ্ছতো**।

পুরত্থং (ক্রি-বিণ) ১ সম্মুখে, পূর্বে, অগ্রে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই। (সংযুক্ত নিকায়) **ন পচ্ছা ন পুরত্থং**—অগ্রেও নহে পরেও নহে। ২ পূর্বদিক। (দীর্ঘনিকায়) **পুরত্থিভিমুখ**।

পুরত্থতো (ক্রি-বিণ) সম্মুখে। ⟹ **পুরক্খতো**।

পুরত্থা (অব্যয়) পূর্বদিক।

পুরত্থিভিমুখ (বিণ) [পুরত্থি+অভিমুখ] পূর্বমুখী, পূর্বদিকে মুখ করিয়া আছে এমন। ⟹ **পুরত্থং**, **অভিমুখ**।

পুরত্থিম (বিণ) পূর্বদিকস্থ, পূর্বদিকের। (বিপ) **পচ্ছিম**। (জাতক) **পুরত্থিমাভিমুখ গোতম**—বোধিবৃক্ষের মূলে পূর্বমুখী হইয়া উপবিষ্ট গৌতম। ⟹ **পচ্ছিম** (২)।

পুরত্থিম বাত (পুং) পূর্বদিকের বাতাস, পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বাতাস। ⟹ **বাত**।

পুরত্থিমা দিসা (স্ত্রী) পূর্বদিক। ⟹ **দিসা**।

পুরন্দর (পুং) [পুরং+দর] = **পুরংদর**। ⟹ **পুরংদর**। এই শব্দটি মনে হয় সংস্কৃত শব্দ। ⟹ **পুরিন্দদ**।

পুরসকত (বিণ) = **পুরক্খত**। ⟹ **পুরক্খত**।

পুরা (অব্যয়) পুরা, প্রথম, পুরাবৃত্ত, নিকটে, পশ্চাৎ, পুরাণ, ইতিপূর্বে, ইতঃপূর্বেই, পুরাকালে, অতীতে, প্রাচীনকালে, পূর্বে। (বিনয়) **পুরারুণা**। (সূত্রনিপাত) **পুরাভেদা**।

পুরাণ (বিণ) ১ অতি প্রাচীন, পুরাকালীন, অতীতকালের, অতীত-সম্বন্ধীয়, অতীত। = **অতীতং** (মহানির্দেশ)। (বিপ) **নব**, **পচ্চুপন্নং**। = **পুব্বেকতানি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। অতীত জন্ম-সম্বন্ধেঃ—(সংযুক্ত নিকায়) **পুরাণকম্মং**; **পুরাণপুঞ্ঞং**। ২ পুরাণ, প্রাচীন, অনাদি, পুরাতন, অত্যন্ত পুরাতন, বহুকাল প্রচলিত, পূর্বকালীন, জীর্ণ, অত্যন্ত পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য, শ্রান্ত, ব্যবহৃত, অব্যবহার্য, বাসি, ময়লা, বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, ঘাগি, নিপুণ, অভিজ্ঞ, বর্তমানকালে অপ্রচলিত। (বিপ) **নব**। = **পুব্ব**। (দীর্ঘনিকায়) **পুরাণ বন্ধনং**; (বিপ) **নবং**। (বিনয়) **উদকং পুরাণং**—বাসিজল, পুরাণ বা বিস্বাদ জল। (সংযুক্ত নিকায়) **পুরাণমগ্‌গ**। (সূত্রনিপাত) **পুরাণ তচ**—জীর্ণ চর্ম। (জাতক) **পুরাণ পণ্ণ**—জীর্ণপত্র; (বিপ) **নবপণ্ণ**। ৩ পূর্ব, গত, পূর্বোল্লিখিত, পূর্বোক্ত, আগের, আগেকার, বিলম্বাগত, ধীর, চিরকারী, পরিণত, দীর্ঘসূত্রী, মৃত, প্রস্থিত, ভূতপূর্ব, অনতিপূর্ব, পুরাতন, পূর্বতন, পদচ্যুত, কর্ম হইতে অপসৃত, বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, প্রাচীন, বহুকাল প্রচলিত, ঘাগি, নিপুণ, অভিজ্ঞ, পূর্বকালীন, বর্তমানে অপ্রচলিত, জীর্ণ। (বিনয়) **পুরাণ দুতিযিকা**; **পুরাণ রাজোরোধা**। (সূত্রনিপাত) **পুরাণ সালোহিত**। (তুলনীয়) **পোরাণ**।

পুরাণকম্ম (ক্লী) পুরাণকর্ম, অতীতকর্ম, যেই কর্ম পূর্বে বা পূর্বজন্মে করা হইয়াছে, প্রাচীন কর্ম, পুরাতন বা অতীতকালের কর্ম। (বিপ) **নবকম্ম**। ⟹ **পুরাণ** (১)।

পুরাণগণকী (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক পূর্বে বেশ্যা ছিল।

পুরাণজটিল ⟹ **জটিল** (পুং)।

পুরাণ তচ—পুরাতন চামড়া, জীর্ণ চর্ম। ⟹ **পুরাণ** (২)।

পুরাণ তরুণ (বিণ) পুরাতন বা বয়স্ক তরুণ, অধিক বয়সের যুবক। (বিপ) **নব তরুণ**।

পুরাণ দুতিযকা (স্ত্রী) ব্যক্তির পূর্ব স্ত্রী, ব্যক্তি যে ভার্যাকে ছাড়িয়া দিয়াছে অথবা ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করিয়াছে সেই ভার্যাকে বলা হয় "**পুরাণ দুতিযকা**"। ⟹ **দুতিযকা**, **দুতিযা**। = **পুরাণ দুতিযিকা**।

পুরাণ দুতিযিকা (স্ত্রী) পূর্বতমা স্ত্রী, ভিক্ষুর গৃহী সময়ের স্ত্রী, ভিক্ষুর গৃহী অবস্থায় থাকাকালীন বিবাহিতা স্ত্রী। কোনো গৃহীলোক বিবাহ করার পর স্ত্রী ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইলে সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীকে ভিক্ষুর "**পুরাণ দুতিযিকা**" বলা হয়। = **পুরাণ দুতিযিকা**। ⟹ **পুরাণ** (৩)।

পুরাণপণ্ণ (ক্লী) পুরাতন পত্র, জীর্ণপাতা। (বিপ) **নবপণ্ণ**। ⟹ **পুরাণ** (২)।

পুরাণপুঞ্ঞ (ক্লী) পুরাতন পুণ্য, অতীতকালের বা পূর্বজন্মের পুণ্য। ⟹ **পুরাণ** (১)।

পুরাণবন্ধন (ক্লী) পুরাতন বন্ধন, পূর্বকালীন বা পূর্বজন্মের বন্ধন। (বিপ) **নববন্ধন**। ⟹ **পুরাণ** (২)।

পুরাণমগ্‌গ (ক্লী) পুরাতন রাস্তা, জীর্ণ মার্গ বা সড়ক, পুরাণ রাস্তা। ⟹ **পুরাণ** (২)।

পুরাণরাজোরোধা (স্ত্রী) অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোক।

⟹ **পুরাণ** (৩)।

পুরাণসলিল (পুং) বাসিজল, পূর্বে আনীত বা সংগৃহীত জল। (বিপ) **নবসলিল**। (তুলনীয়) **উদক পুরাণ**।

পুরাণ সালোহিত (বিণ) পূর্বেকার বা অতীতের রক্ত-সম্বন্ধ আছে এমন। ⟹ **পুরাণ** (৩)।

পুরাণ সেট্‌ঠিকুল (ক্লী) পুরাতন মহাজন বংশ, ব্যাংকের পুরাণ মালিক বা অংশীদারের বংশ, পুরাতন ধনী বা শ্রেষ্ঠীর বংশধর।

পুরাণী (স্ত্রী) পুরাতন ধনুর জ্যা বা ছিলা (পুরাতন স্ত্রীর প্রতি ব্যঙ্গচ্ছলে বা পরিহাসচ্ছলে এই শব্দের প্রয়োগ হয়)।

পুরাতন (বিণ) পুরাতন, প্রাচীন, অনাদি, পুরাণ, অতীতের, পূর্বেকার, আগেকার, বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধ। = **পুরাণ**।

পুরাপুরং = **মরণপার**। ⟹ **মরণপার**।

পুরাভেদা—শরীর ধ্বংস হইবার অথবা মরিবার পূর্বে—যাহার পর "**সুত্তন্ত**" এর নাম দেওয়া হয় "**পুরাভেদ সুত্ত**"। সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়—""**সরীর-ভেদা পুব্বং**"। ⟹ **পুরা**।

পুরারুণা [পুরা+ অরুণা] প্রাতে অরুণোদয়ের পূর্বে। ⟹ **পুরা**।

পুরিন্দদ (পুং) [বৈদিক—পুরন্দর; পুর+ √দ্র অর্থে পুরং+ দর অর্থাৎ ভঙ্গ করা; এইরূপে ইহার অর্থ হয়—(ইন্দ্র এবং অগ্নির বর্ণনায়) দুর্গভঙ্গকারী। পালিতে বিমানবত্থু অর্থকথায় অর্থকথাচার্য ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—"**পুরে দানং দদাতী'তি পুরিন্দদো'তি বুচ্চতি**"; এইরূপে পুরে+ √দা ধাতু অর্থে "**পুরিন্দদ**"।] "শহর ভঙ্গকারী", পুরন্দর, স্বর্গের ইন্দ্ররাজা, ইন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্রের উপাধিবিশেষ (দীর্ঘনিকায়)। = **সক্ক**, **পুরংদর**।

পুরিম (বিণ) ১ পূর্ব, অতীত, গত, পূর্বোক্ত, পূর্বোল্লিখিত, অপরের পূর্বে, প্রাচীনতর, প্রাচীন, কোনও সময়ের প্রারম্ভে, পূর্বস্থিত, পূর্ববর্তী, সম্মুখে, পূর্বে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই, সম্মুখের, সামনের। (বিপ) **পচ্ছিম**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পুরিমধুর**। (দীর্ঘনিকায়) **পুরিম মজ্‌ঝিম পচ্ছিম**—অতীত মধ্যম (বা বর্তমান) ও ভবিষ্যৎ। (জাতক) **পুরিম দিবসে**। ২ = **পুরত্থিম**। ⟹ **পুরত্থিম**।

পুরিমক (বিণ) পূর্ববর্তী, আগেকার, পূর্বগামী, প্রথম, আদিম। (বিপ) **পচ্ছিমক**।

পুরিমকিচ্চ (ক্লী) প্রথমে করণীয় কর্তব্য, বর্তমানে কৃত্য, বর্তমানে করণীয় কার্য, সম্মুখকর্তব্য, সকল কার্যের পূর্বে করণীয় কর্তব্য, আদিকর্তব্য, প্রথম কর্তব্য। = **পঠম কিচ্চ**।

পুরিমকোটি (স্ত্রী) = **পুব্বকোটি**। ⟹ **পুব্বকোটি**।

পুরিমজাতি (স্ত্রী) অতীত জন্ম, পূর্বজন্ম। = **পুরিমত্তভাব**।

পুরিমতর—অপেক্ষাকৃত পূর্বে, অতি আগে, অনেক পূর্বে। = **পুরিম** (১)।

পুরিমত্তভাব (পুং) পূর্বজন্ম। = **পুরিমজাতি**।

পুরিমদিবসে—পূর্বদিবসে, পূর্বদিন, আগের দিন। ⟹ **পুরিম** (১)।

পুরিমনযেন—পূর্বের নিয়মে, পূর্ববৎ, পূর্বের ন্যায়, আগের মত, প্রথমে যেইরূপ বলা হইয়াছে অথবা দেখানো হইয়াছে ঠিক সেইরূপ। ⟹ **নযেন** (১)।

পুরিমযাম = **পথমযাম**। ⟹ **পথমযাম**।

পুরিমা বযোকখন্ধ—পূর্ব বা প্রাথমিক বয়স, বয়সের প্রথম বা পূর্বভাগ, যৌবনের পূর্বভাগ অর্থাৎ কৈশোর অবস্থা। ⟹ **বযোকখন্ধ**।

পুরিস (পুং) পুরুষ, মানুষ, মনুষ্য, নর, পুংজাতীয় জীব, মনুষ্যজাতি, বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ, পুরুষ অনুচর, স্বামী, দাস, পুরুষজাতীয় জীব। (বিপ) **ইত্থি** (স্ত্রীজাতি)। (বিনয় অর্থকথা) **পুরিসো নাম মনুস্স-পুরিসো ন যকখো ন পেতো** ইত্যাদি; "**পুরিসপুগ্গল**" এর পরিবর্তে একই বর্ণনা বিনয়েও দৃষ্ট হয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সেট্‌ঠ'খেন পরিসেতী'তি পুরিসো'তি সত্তোবুচ্চতি**। ১ পুরুষ, মানুষ, মনুষ্য, পুংজাতীয় জীব। (দীর্ঘনিকায়) **পুরিসকস্সক**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পথম পুরিস; মজ্‌ঝিম পুরিস; উত্তম পুরিস**। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাপুরিস**। ২ মানুষ, যে কোনো ব্যক্তি, কোনো এক ব্যক্তি, যে কেহ। চরিত্র অথবা বীর অর্থে:—(বিশুদ্ধিমার্গ) **অঙ্গারকাসুযং খিপনক পুরিস; অসুচিম্হি পতিত পুরিস**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **আগন্তুক পুরিস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দুব্বল পুরিস**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পপাতে পতন্তো পুরিসো; লকুন্টক পাদ পুরিস; দীঘপাদ পুরিস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পুরিসো ভিকখুসঙ্ঘং দিস্বা; মগুপলগ্গ পুরিস**। ৩ চাকর, ভৃত্য, দাস, সেবক, পরিচারক। (জাতক) **দাসপুরিস**। (তুলনীয়) **পোরিস**, **পোস**।

পুরিসক (পুং) (ছোট) মানুষ বা মানুষের প্রতিকৃতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পুরিসক তিণ**। (বিণ) মানুষ আছে বা বাস করে এমন, মানুষের অধিকারভুক্ত, মনুষ্যের দখলিকৃত।

পুরিসক তিণ—তৃণ বা খড়ের দ্বারা তৈরি ছেলেদের খেলার মানুষরূপ পুতুলমূর্তি, খড়ের পুত্তলিকা, খড় দ্বারা নির্মিত প্রতিমূর্তি বা প্রতিকৃতি, পক্ষীদিগের ভীতি প্রদত্ত মূর্তি। ⟹ **পুরিসক**।

পুরিসকথা—পুরুষ মানুষ-সম্বন্ধে কথা বা আলাপ আলোচনা।

পুরিস কস্সক (পুং) মুক্ত পুরুষ। ⟹ **পুরিস** (১)।

পুরিসকার (পুং) পুরুষাকার, পৌরুষ, চেষ্টা, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, উৎসাহ। = **পুরিসবিরিয**, **উট্‌ঠান পোরিস**। ⟹ **পোরিস** [২ ক্লী(ক)]।

পুরিসকিচ্চ (ক্লী) পুরুষের কৃত্য বা কর্তব্যকর্ম, পুরুষের কার্য। ⟹ পোরিস [২ ক্লী (ক)]।

পুরিসকুত্ত—সুন্দর পুরুষ, মুগ্ধকারী স্বভাবযুক্ত পুরুষ, সুন্দর ব্যবহারকারী পুরুষ, সচ্চরিত্র ও ভদ্র পুরুষ। ⟹ কুত্ত।

পুরিসত্ত (ক্লী) পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, পৌরুষ, উৎসাহ, রতিশক্তি, বয়ঃপ্রাপ্তি, সাহসিকতা, শক্তি, কর্মক্ষমতা।

পুরিসত্তন = **পুরিসত্ত**। ⟹ **পুরিসত্ত**।

পুরিস থাম (পুং) পুরুষশক্তি, পুরুষ বল, পুরুষোচিত সাহস বা শক্তি।

পুরিসত্থিক (বিণ, পুং) [পুরিস+ অত্থিক] চাকর সন্ধানকারী, ভৃত্য রাখিতে চায় এমন।

পুরিসদম্ম (পুং) দম্য পুরুষ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ, দীক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ, দমিত পুরুষ। (বিণ) অদম্য পুরুষকে দমনকারী।

পুরিসদম্ম সারথি (পুং) দম্য পুরুষগণের সারথি, বিনীত পুরুষগণের পরিচালক, পুরুষগণের উপদেষ্টা, মানুষের পরিচালক, মানুষের শিক্ষাদাতা বা শিক্ষক, মুক্ত পুরুষ বা অর্হতগণের নির্দেশকারী গুরু, যাঁহারা সংযমী বা সংযত হইবার তাঁহাদের পথপ্রদর্শক, (বর্ণনায়) বুদ্ধ। = **বিচিত্রেহি বিনযনূপাযেহি পুরিসদম্মে সারেতী'তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পুরিসদম্ম সারথী = **পুরিসদম্ম সারথি**। ⟹ **পুরিসদম্ম সারথি**।

পুরিসদোসা (বহুবচন শব্দ) পুরুষ মানুষের বা মানুষের মধ্যে যেই দোষ বা ত্রুটি সমূহ রহিয়াছে তৎসমুদয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে অষ্টবিধ পুরুষ মানুষের দোষ বা মনুষ্যদোষের উল্লেখ পাওয়া যায়, জাতকে কিন্তু ইহা অষ্টাদশ প্রকার।

পুরিস ধোরয্হ—যে মানুষ পশুর ন্যায় বোঝা বহন করে।

পুরিসন্ত = **পুরিসাধম**। ⟹ **পুরিসাধম**। সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায় "**অন্তিম পুরিস**"।

পুরিসন্তরগত (বিণ) পুরুষের সংসর্গে আগত, পুরুষ দ্বারা স্পর্শকৃত, পুরুষের সহিত যৌন সংস্রবে আসিয়াছে এমন, পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছে এমন। (তুলনীয়) **পুমংগত**। ⟹ **পুরিসন্তরগতা**।

পুরিসন্তরগতা (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত যৌন সংস্রবে আসিয়াছে, যে স্ত্রীলোক পুরুষের সংস্রবে গিয়াছে, পুরুষের সংস্রবে গতা, যে স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যৌন-সংস্রব হইয়াছে। পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তিতে ইহার সমার্থে বলা হইয়াছে—"সে আহার গ্রহণ করিবে না যেহেতু তাহাদের সংসর্গ বা সংস্রব ভঙ্গ বা বিনষ্ট হইয়া যাইবে"; পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায় বলা হইয়াছে—"**রতি অন্তরা হোতি**"। = **ইত্থি**; (বিপ) **কুমারিকা**। (তুলনীয়) **পুরিসন্তর গত**।

পুরিস পরক্কম (পুং) পুরুষ পরাক্রম, পুরুষোচিত চেষ্টা বা উদ্যম, পুরুষের শক্তি বা প্রভাব।

পুরিস পুগ্‌গল (পুং) পুরুষ পুদ্‌গল, পুরুষ, মানব, মনুষ্য, মানুষ, মনুষ্য স্বভাব, পুরুষজাতি, একজন লোক, বিশিষ্ট ব্যক্তি, অবিভাজ্য বা অবিভক্ত পুরুষ, অস্তিত্ব, সত্তা, বর্তমান ব্যক্তি, লোক, ব্যক্তি, সজীব মনুষ্য, শরীর, রূপ, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি, চেহারা, (ব্যাকরণে) পুরুষ। দীর্ঘনিকায়ে অষ্টবিধ "**পুরিসপুগ্‌গল**" এর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ⟹ **পুগ্‌গল** (১)।

পুরিস ভব—মনুষ্য অবস্থা, বয়ঃপ্রাপ্তি, মনুষ্যত্ব, সাহসিকতা, পৌরুষ, শক্তি, কর্মক্ষমতা।

পুরিসভূমি (স্ত্রী) ১ মনুষ্যভূমি, মনুষ্য অবস্থা। ইহার শিক্ষার জন্য অষ্টবিধ স্তর বা অবস্থা (আর্য পুদ্‌গলিক অবস্থা?) দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বিস্তারিত বিবরণ লক্ষিতব্য। ২ পুরুষ স্তর বা স্থান, পুরুষভূমি। **অট্ঠ পুরিসভূমি**—আট প্রকার পুরুষ বা ব্যক্তির স্থান, যথা—**মন্দভূমি, খিড্ডাভূমি, বীমংসন ভূমি, উজুগত ভূমি, সেখভূমি, সমণভূমি, জিনভূমি, পন্নভূমি**। মানুষের এই অষ্টবিধ ভূমি বা অবস্থাকে Rhys Davids এর Dial-এ যথাক্রমে অনুবাদ করা হইয়াছে:—বাল্যকাল, খেলার কাল, পরীক্ষার কাল, প্রতিষ্ঠার কাল, শিক্ষার কাল, সন্ন্যাসকাল, জনগণের শিক্ষার নিমিত্ত উপদেষ্টার কাল এবং শায়িতকরণ বা মৃত্যুকাল। বুদ্ধঘোষ কর্তৃক বিশুদ্ধিমার্গে বর্ণিত মানবের দশ অবস্থা তুলনীয়।

পুরিসমতি (স্ত্রী) মানুষের মন বা মতি, মানুষের ধারণা বা জ্ঞান। ⟹ **মতি**।

পুরিসমেধ (পুং) ১ মানবীয় ত্যাগ, মনুষ্যোচিত মহান ত্যাগ, মানবধর্মীয় উৎসর্গ। ২ নরমেধ, পুরুষ মেধ, পুরুষ মানুষ বলি দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন। ⟹ **মেধ**।

পুরিসম্পি [পুরিসং+ পি] পুরুষও, মানুষও, লোকটিও।

পুরিসযুগ (পুং) ১ পুরুষ যুগল, যুগ্মপুরুষ, ব্যক্তিযুগল। (সংযুক্ত নিকায়) **চত্তারি পুরিসযুগানি**—চারি পুরুষ যুগল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যুগলবসেন পঠম মগ্গট্ঠো-ফলট্ঠো'তি ইদং একং যুগলং'তি এবং চত্তারি পুরিস যুগলানি হোন্তি**। আচার বা অভ্যাসবশত ইহাকে "**অট্ঠ পুরিস-পুগ্‌গলা**"ও বলা হয়। ⟹ **যুগ** (২), **পুরিসযুগানি**। ২ পূর্ববর্তী দুই পুরুষ পর্যন্ত। ⟹ **যুগ** (৩)।

পুরিসযুগানি (ক্লী, বহুবচন) পুরুষযুগল, যুগ্ম পুরুষ। ⟹ **পুরিসযুগ** (১)। **যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠ পুরিস পুগ্‌গলা**—যদি "স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত" মার্গ ও ফল ভেদে এই চারি যুগল বা যুগ্ম পুরুষকে বিভাগ করা হয় (৪×২=৮) আটজন পদ্‌গল বা পুরুষ হয়।

পুরিসলক্খণ (ক্লী) পুরুষলক্ষণ, মানুষের (সৌভাগ্য) চিহ্ন।

পুরিস লিঙ্গ (ক্লী) পুরুষ লিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, পুরুষের শিশ্ন বা

উপস্থ, পুরুষের চিহ্ন বা লক্ষণ, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, পুরুষবাচকত্ব, পুরুষত্ব, স্ত্রীসম্ভোগ সমর্থ। = **পুরিসিন্দ্রিয, পুংলিঙ্গ**। ⟹ **লিঙ্গ** (২)।

পুরিসল্লু—মরুভূমি বা বিজন প্রদেশে অবস্থানকারী কোনও বিকটাকৃতি সত্ত্ব বা যক্ষের নাম। = **বড়বা-মুখ যক্খিনী**—ঘোটকীর ন্যায় যে যক্ষিণীর মুখ বা মুখাকৃতি (জাতক অর্থকথা)। = **পরিসালু**।

পুরিস বধদণ্ড—মানুষের প্রাণদণ্ড, মানুষকে বধ করিবার দণ্ডবিধান বা শাস্তি। ⟹ **দণ্ড** (৩)।

পুরিস বিরিয—পুরুষের উৎসাহ, পুরুষবীর্য, পুরুষ শক্তি, পুরুষ তেজঃ, মানবীয় শক্তি, সাহসিক উৎসাহ, মহান শক্তি, পুরুষাকার, পৌরুষ, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা। ⟹ **পোরিস** [২ ক্লী (ক)]।

পুরিসবেস (পুং) (স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) পুরুষ বেশ, পুরুষের বেশ ধারণ, পুরুষের ন্যায় ছদ্মবেশিনী নারী, পুরুষের ন্যায় ভান। ⟹ **বেস**।

পুরিস ব্যঞ্জন (ক্লী) পুরুষের লক্ষণ, পুরুষের চিহ্ন, পুরুষাঙ্গ, পুরুষোচিত লক্ষণ বা চিহ্ন। = **পুরিসলিঙ্গ**। ⟹ **ব্যঞ্জন** (১)।

পুরিস ব্যন্তয—পুরুষের পরিবর্তন, ব্যক্তির পরিবর্তন, পুরুষত্বের পরিবর্তন। ⟹ **ব্যন্তয**।

পুরিসাজঞ্ঞ (পুং) মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, মানুষের মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তি, আশ্চর্য মহাপুরুষ, মহামানব, পবিত্র পুরুষ। = **পুরিসাজানেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা), **পুরিসাজানিয** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

পুরিসাজানিয (পুং) [পুরিস+আজানিয] মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। = **পুরিসাজঞ্ঞ**। ⟹ **আজানিয**।

পুরিসাজানেয্য (পুং) = **পুরিসাজানিয**। ⟹ **পুরিসাজানিয**।

পুরিসাদ (পুং) অসৎ মানুষ, বন্য বা জঙ্গলী মানুষ, অসভ্যলোক, মনুষ্যখাদক, নরভুক, স্বজাতীয় মাংসভোজী জন্তু। = **পুরিসাদক**।

পুরিসাদক (পুং) [পুরিস+অদক] নরখাদক, নরভুক, রাক্ষস। = **পুরিসাদ**। ⟹ **অদক**।

পুরিসাধম (বিণ, পুং) পুরুষাধম, নরাধম, অসৎ, অসভ্য, মানুষের মধ্যে হীন বা নিকৃষ্ট, পুরুষের অধম।

পুরিসালু = **পুরিসল্লু**। ⟹ **পুরিসল্লু**। = **বলবা-মুখপেক্খী**—ঘোটকীর ন্যায় মুখ আছে এমন অপেক্ষা-কারিণী যক্ষিণী (জাতক অর্থকথা)।

পুরিসিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের পুরুষ বা স্বামী আছে, যেই স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের সংস্রব বা যৌন-সংস্রব হইয়াছে। (জাতক) **একপুরিসিকা**।

পুরিসিন্দ্রিয (ক্লী) [পুরিস+ইন্দ্রিয়] পুরুষ-ইন্দ্রিয়, পুং-চিহ্ন, পুরুষ লক্ষণ, পুরুষ লিঙ্গ, শিশ্ন, উপস্থ। = **পুরিসলিঙ্গ**।

পুরিসুসভ = **পুরিসোভ**। ⟹ **পুরিসোভ**।

পুরিসোত্তম (পুং) [পুরিস+উত্তম] অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উত্তম পুরুষ, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, মানুষের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নরোত্তম পুরুষ, বুদ্ধ। (বিণ) নরশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, পুরুষোত্তম, মানবের মধ্যে মহান বা শ্রেষ্ঠ। = **নরোত্তম**।

পুরিসোসভ (পুং) [পুরিস+উসভ] মানুষের মধ্যে বৃষভ তুল্য ব্যক্তি, নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, মহাশক্তি বা প্রতিভাবান পুরুষ, শ্রেষ্ঠ মানব, বুদ্ধ। ⟹ **উসভ**।

পুরে (ক্রি-বিণ) সম্মুখে, সামনে, পূর্বে, অতীতে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই, ইতিপূর্বে, পুরাকালে, অপেক্ষাকৃত পূর্বে। (বিপ) **পচ্ছা**। **ক** ঘটনাস্থলে:—(সংযুক্ত নিকায়) **পুরে হোতি**—অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, চালিত করা; (বিপ) **পচ্ছিম**। **খ** সময়-সংক্রান্ত বিষয়ে:—= **অতীতং** (বিপ) **পচ্ছা, পচ্ছতো**। জাতকে অপাদান কারকের সহিত:—**পুরে পুণ্ণমায**। "পুরে" সর্বদা অতীত জীবনের অথবা পূর্বজন্মের অর্থে প্রযুক্ত হয়। = **পুব্বে অতীতজাতিযং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পুরিম**। = **অতীতভবে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পুব্বে**। **পুরে পচ্ছা মজ্ঝে** = **পুব্বে পচ্ছা মজ্ঝা**। ⟹ **পুব্বে**। **গ** প্রকার-সম্বন্ধীয় বা বাহ্য অর্থে "পুরে" শব্দের অর্থ হয়:—পাছে, এই আশঙ্কায়।

পুরেক্খত (বিণ) = **পুরক্খত**। ⟹ **পুরক্খত, পুরেক্খরোতি**।

পুরেক্খরোতি (ক্রি) "সম্মুখে বা অগ্রে রাখা" অর্থাৎ সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা। = **পুরক্খরোতি**। (অ-বিণ) **পুরেক্খত**। (ব-বিণ) **পুরেক্খরান**।

পুরেক্খার (পুং) সম্মুখে স্থাপন, অপরের মতানুবর্তিতা, শ্রদ্ধা, উৎসর্গ, সম্মান, ভক্তি, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মান-সূচক উপাধি। (বিণ) শ্রদ্ধান্বিত, সম্মানিত, গুণমর্যাদাসম্পন্ন। = **পুরক্খার**, পরিবার। (বিমানবত্থু) **অত্থপুরেক্খার** = **হিতেসিন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পুরেক্খার মদ**।

পুরেক্খারতা (স্ত্রী) অপরের মতানুবর্তিতা, শ্রদ্ধা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্থ পুরেক্খারতা**।

পুরেচারক (বিণ) অগ্রবর্তী, অগ্রে বা আগে আগে যায় এমন। ⟹ **চারক, পুব্বঙ্গম**।

পুরেচারিক (বিণ) অগ্রে গমন করে এমন, আগে আগে যাইয়া পথ প্রদর্শন করে এমন, উপদেশক, উপদেষ্টা, শাসক। (বি-ভা) **পুরেচারিকং হুত্বা**—যাহা কিছু আছে প্রত্যেক জিনিস সম্মুখে রাখিয়া, পথ প্রদর্শক অথবা আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া। (জাতক) **মেত্তা-ভাবনং পুরেচারিকং হুত্বা; খন্তিঞ্চ মেত্তঞ্চ পুরেচারিকং হুত্বা; ইন্দং পুরেচারিকং হুত্বা**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **পঞ্ঞং পুরেচারিকং হুত্বা**।

পুরেজব (বিণ) অগ্রবর্তী, পূর্ববর্তী, পথ প্রদর্শিত বা পথে পরিচালিত, দমিত, নিয়ন্ত্রিত, সংযত, সম্মুখ দিকে ত্বরান্বিত হয় অথবা দৌড়াইয়া গমন করে এমন। = **পুব্বঙ্গম**। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্মাদিট্‌ঠি পুরেজব**। (সূত্রনিপাত) **ধম্ম-তক্ক পুরেজব**।

পুরেজাত (বিণ) পূর্বে জাত, পূর্বে ঘটিত। (যৌক্তিক বা তর্কশাস্ত্রসঙ্গত শ্রেণী অনুসারে) **পুরেজাত পচ্চয**। বিশুদ্ধিমার্গে ইহা একাদশবিধ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পুরেজাত আরম্মণ; পুরেজাত বত্থুক**।

পুরেজাত পচ্চয—পূর্বিতা, পূর্ববর্তিতা অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রত্যয় বা হেতু সংঘটিত বিষয়। ⟹ **পুরেজাত**।

পুরেতরং(ক্রি-বিণ) প্রথমে, আগে, অগ্রে, পূর্বে, কাহারও পূর্বে, অতি সত্বর।

পুরেদ্বার (ক্লী) সম্মুখদ্বার, সম্মুখস্থ দ্বার, পুরদ্বার, বহির্দ্বার, নগরদ্বার, বাটির দ্বার। ⟹ **দ্বার** (১)।

পুরেভত্ত (ক্লী) পূর্বাহ্ন ভোজন, প্রাতঃকালের ভোজন, সকালের আহার, প্রাতরাশ। (বিপ) **পচ্ছাভত্ত**।

পুরেভত্তং(করণকারক, ক্রি-বিণ) সকালে, পূর্বাহ্নে, পূর্বাহ্ন সময়ে, মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে। (বিপ) **পচ্ছাভত্তং**।

পুরেভত্ত কিচ্চ (ক্লী) প্রাতঃকালের ভোজনের পর করণীয় কার্য। (বিপ) **পচ্ছাভত্ত কিচ্চ**। ⟹ **পুরেভত্ত**।

পুরেভব (বিণ) "সম্মুখে আছে এরূপ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, ঊর্ধ্বতন, উপরের, উচ্চতর।

পুরেসমণ (পুং) যে শ্রমণ কাহারও অগ্রবর্তী হইয়া অথবা অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া ভ্রমণ করে, বড় ভিক্ষুর অগ্রগামী ছোট ভিক্ষু, বড় ভিক্ষু কোথাও যাইবার সময়ে যেই ভিক্ষু বা ছোট ভিক্ষু পথ দেখাইয়া আগে আগে যায় বা অগ্রে গমন করে। (বিপ) **পচ্ছাসমণ**। ⟹ **সমণ**।

পুরোত্তম (ক্লী) [পুর+উত্তম] খুব বড় শহর, সমৃদ্ধিশালী নগর, শ্রেষ্ঠ নগর, প্রধান দুর্গ বা শহর। ⟹ **পুর** (২ক)। (বিণ) যে শহর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নগরশ্রেষ্ঠ।

পুরোহিত (পুং) পুরোহিত, ঋত্বিক, শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদি কারয়িতা, রাজার ধর্মীয় উপদেষ্টা, বাড়ির বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত, পৌরজনের হিতার্থে বা হিত করে বলিয়া পুরোহিত। পুরোহিত সময়ে সময়ে উপদেষ্টারূপে প্রধান মন্ত্রীর কাজও করিয়া থাকেন (দীর্ঘনিকায়)। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **ব্রাহ্মণ পুরোহিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্ম-নগরে পুরোহিত**। (বিণ) "সম্মুখে স্থাপিত" অর্থাৎ সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, সর্বোচ্চ। (বি-ভা) **দেবাইন্দ-পুরোহিতা**—দেব প্রধান ইন্দ্রসহ দেবগণ (জাতক); = **ইন্দং পুরে-চারিকং কত্বা** (জাতক অর্থকথা)।

পুরোহিত কম্ম (ক্লী) পুরোহিতের (যাগ-যজ্ঞাদি) পূজার কার্য। ইহার সংক্ষিপ্ত শব্দ—"**পুরোহিচ্চং**"।

পুলক (ক্লী) কুঞ্চিত বা শুষ্ক শস্য। (শুষ্ক যব-সম্বন্ধে) **সুক্ক যব পুলক** (মিলিন্দপ্রশ্ন)। সিংহলী ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার পাঠ "**মূলকং**"; বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ইহাকে বলা হইয়াছে:—"**নিপ্পুসং কত্বা উসসেদেত্বা গহিত যব-তণ্ডুল বুচ্চতি**"।

পুলব (পুং) পোকা, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, কেঁচো, অধম ব্যক্তি, (স্ক্রুপের) পেঁচ-বিশেষ, কীটাণু, শূককীট, খেয়াল। = **কিমি**।

পুলবক (পুং) ১ = **পুলব**। ⟹ **পুলব**। ২ দশবিধ "**অসুভ কম্মট্‌ঠান**" অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে একটিকে বলা হয় "**পুলবক**"। ইহার অর্থ:—শবদেহের পরিবর্তে "**পুলবক সঞ্ঞা**" অর্থাৎ কীট বা ক্রিমিকীট জ্ঞানে ধ্যান বা মনোনিবেশকরণ। (বিশুদ্ধিমার্গে) **পুলুবক**। ⟹ **অসুভ লক্খণ, অসুভ, পুলবক সঞ্ঞা**।

পুলবক সঞ্ঞা—আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ পচিয়া গেলে উহাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হইয়া যখন পচা শবদেহ ভক্ষণ করিতে থাকে সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে "ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হইতেছে" বলিয়া ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এই ধ্যানের মাধ্যমে যোগী উহাকে জানেন, তদপেক্ষা অধিক জানেন, বিশেষরূপে জানেন এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞাসহকারে জানেন। উহাই "**পুলবক সঞ্ঞা**" অথবা "**পুলবক**" সংজ্ঞা। ⟹ **অসুভলক্খণ, পুলবক**।

পুলস—একজাতীয় গাছড়া বা গুল্ম (তুলসী গাছ ?)। ⟹ **পুলক**।

পুলসপত্ত—"**পুলস**" নামক গুল্মের পাতা। (জাতক অর্থকথায়) **সণ্হানি পুলস-গচ্ছ-পণ্ণানি**। ⟹ **পুলস**।

পুলাস = **পুলস**। ⟹ **পুলস**।

পুলাসপত্ত = **পুলসপত্ত**। ⟹ **পুলসপত্ত**।

পুলিন (ক্লী) ১ পুলিন, চড়া, নদীর তীরের যে বালুকাময় অংশ পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে উহা, নদীর বালুকাময় তীর, নদী সৈকত, নদীর বেলাভূমি, নদীর মধ্যস্থ গিরি বা বাঁধ, নদীতে বালির বাঁধ। (জাতক) **বালিক পুলিন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নদী পুলিন**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পণ্ডর পুলিন**। ২ বালুকার দানা বা কণিকা।

পুলুবক = **পুলবক**। ⟹ **পুলবক**।

পুল্ল—মানুষ, মনুষ্য, মনুষ্যজাতি। কেবলমাত্র যৌগিকে:—**পুল্লিঙ্গ**।

পুল্লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, পুরুষলিঙ্গ, পুরুষচিহ্ন। = **পুংলিঙ্গ, পুরিসলিঙ্গ**। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় বহুবচনে:—**উণ্হ-ছারিকা**—উষ্ণ বা জ্বলন্ত অঙ্গার (এই পাঠটি ভুল); (বর্মা জাতকের অর্থকথায়) **ফুল্ল ছারিকা**।

পুল্‌ব = **পুলব**। ⟹ **পুলব**।

পুল্‌বক = **পুলবক**। ⟹ **পুলবক**।

পুল্লিন = **পুলিন**। ⟹ **পুলিন**।

পুসিত (বিণ) = **ফোসিত**। ⟹ **ফোসিত**।

পুস্‌স—মহানির্দেশে যৌগিক শব্দে "**পুসসতেল**,

পুস্‌সতিল, পুস্‌সদন্তকট্ঠ, পুস্‌সমত্তিকা" ইত্যাদি। কাজেই "পুস্‌স" শব্দের অর্থ অস্পষ্ট ("প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, কাঁচা, অপক্ব"?)। সম্ভবত "ফুস্‌স" শব্দের পরিবর্তে প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন—ফুস্‌সতেল, ফুস্‌সতিল ইত্যাদি।

পুস্‌সক (পুং) কোকিল, পিক, বসন্তসখা। = **ফুস্‌সক**।

পুস্‌সতিল—কাঁচা তিল। ⇒ **পুস্‌স**।

পুস্‌সতেল—কাঁচা তৈল। ⇒ **পুস্‌স**।

পুস্‌স দন্তকট্ঠ—কাঁচা দন্তকাষ্ঠ। ⇒ **পুস্‌স**।

পুস্‌সরথ (পুং) পুষ্পরথ, অদ্ভুত রাজরথ যাহা রাজা আরোহণমাত্র চলিয়া রাজার অভিলাষ পূর্ণ করে। = **ফুস্‌সরথ**।

পুস্‌সরাগ = **ফুস্‌সরাগ**। ⇒ **ফুস্‌সরাগ**।

পূগ (পুং) সমাজ, দল, নিগম, আইন দ্বারা গঠিত সভা, পৌরসভা, পৌরনিগম। = **সেণি**। (ক্লী) ১ রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, পরিমাণ, মাত্রা, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা, (গণিতে) রাশি। (বিণ) অধিক, বহুসংখ্যক, অনেক, অধিকসংখ্যক। (সূত্রনিপাত) **পূগং বস্‌সানং** = **বূহনি বস্‌সানি** (চুল্লনিদ্দেস)। (পেতবত্থু) **পূগানি বস্‌সানি**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **খন্ধট্ঠ, পিণ্ডপূগ, পূগ পূগ**। ২ (পানের সহিত খাওয়ার) সুপারি, সুপারি গাছ। (জাতক) **পূগরুক্‌খপ্পমাণং উচ্ছু- বনং**।

পূগগামণিক—সমাজনেতা, সমাজরক্ষক, পৌরসভার তত্ত্বাবধায়ক, দলপতি, দলের তত্ত্বাবধায়ক। ⇒ **পূগ** (পুং)।

পূগপূগ (বিণ) বহু বহু, অনেক অনেক। (ক্লী) অনেক স্তূপ, বহু রাশি। ⇒ **পূগ** [ক্লী (১)]।

পূগমজ্‌ঝগত (বিন) [পূগ+মজ্‌ঝ+গত] জনসঙ্ঘে প্রবিষ্ট, দলভুক্ত, সমাজভুক্ত। = **পরিসাগত**।

পূগরুক্‌খ (ক্লী) সুপারি গাছ। ⇒ **পূগ** [ক্লী(১)]।

পূগসন্তক ধন = **পূগাযতন**। ⇒ **পূগাযতন**।

পূগাযতন (ক্লী) সমাজের সম্পত্তি, দলের সম্পত্তি। = **পূগ সন্তক ধন** (জাতক অর্থকথা)।

পূজ (বিণ) পূজ্য, পূজনীয়, মান্য, সম্মানাস্পদ, মাননীয়, বিখ্যাত, সম্মানবুদ্ধি-প্রণোদিত, সম্মানপ্রদ, উচ্চপদস্থ লোকের উপযুক্ত, সম্মানচিহ্ন দ্বারা কৃত, নীচ নয় এমন, মহামান্য। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পূজং করোতি**—পূজা করা, সম্মান প্রদর্শন করা, শ্রদ্ধা নিবেদন করা। ⇒ **পূজিয, পূজনীয**।

পূজতো দান—পূজনীয় বলিয়া দান, পূজ্যরূপে দান। ⇒ **আমিস দান**।

পূজনা (স্ত্রী) পূজনা, পূজা, অর্চনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, আরাধনা। = **পূজা**।

পূজনীয (বিণ) পূজনীয়, আরাধ্য, পূজ্য, পূজার যোগ্য, সম্মান করিবার উপযুক্ত। = **পূজ্জ, পূজনেয্য, পূজ, পূজিয**।

পূজনেয্য (বিণ) পূজনীয়, সম্মানসূচক উপাধি ভূষিত, শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধাভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ। = **পূজনীয, পূজারহ**।

পূজা (স্ত্রী) পূজা, অর্চনা, আরাধনা, সংবর্ধনা, প্রশংসা, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সম্মানসূচক উপাধি, সম্মাননীয় পদ, সম্ভ্রমসূচক উপাধি, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা, ধর্ম-সম্বন্ধীয় মনোযোগ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস পূজা; ধম্ম পূজা**। (দ্বীপবংশ) **চেতিয পূজা**। = **পূজন**।

পূজাকরণ—পূজাকরণ, শ্রদ্ধাকরণ, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়করণ, সংবর্ধনাকরণ, সম্মান প্রদর্শন, অভ্যর্থনা, আরাধনা।

পূজাকার (পুং)১ পূজারী, পূজাজীবী। ২ = **পূজাকরণ**। ⇒ **পূজাকরণ**।

পূজারহ (বিণ) [পূজা+আরহ] পূজার্হ, পূজনীয়, পূজ্য, পূজার যোগ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, মান্য, সম্মানিত, সম্মানার্হ। = **পূজনীয**। ⇒ **অরহ** (১)।

পূজামসে = **মহেমসে**। ⇒ **মহতি**।

পূজিত (বিণ) পূজিত, অর্চিত, সেবিত, আদৃত, প্রশংসিত, শ্রদ্ধান্বিত, সম্মানিত, মহিমান্বিত। (সূত্রনিপাত) **সক্কত মানিত পূজিত অপচিত**। = **পটিমানিত**। ⇒ **পূজেতি**।

পূজিয (বিণ) পূজার্হ, পূজনীয়। = **পূজনীয**। (ক্লী) পূজার পাত্র, শ্রদ্ধার পাত্র, পূজার লক্ষ্যবস্তু।

পূজিযমান (বিণ) পূজা করা হয় এমন, পূজিত হয় এমন। = **মহীযমান**। ⇒ **মহীযতি**।

পূজেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি পূজা করে, পূজারী, সেবক, সম্মান প্রদর্শনকারী, অভ্যর্থনাকারী, যত্নকারী, সংবর্ধনাকারী, অভিনিবেশকারী।

পূজেতি (ক্রি) [√পূজ+এ] পূজা করা, সম্মান করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, মনোযোগ দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, ভক্তিভরে ভালবাসা, সমাদর করা, শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করা, বিভূষিত করা। (অতীত) **পূজেসি**; (বহুবচনে) **পূজেসুং, মানেসুং, গরুক্করিংসু, সক্করিংসু**। (অ-বিণ) **পূজিত**। (পঞ্চমী) **পূজেথ**। (সপ্তমী) **পূজযেয্য**। (ব-বিণ) **পূজেন্ত, পূজযমান**। (ক্রি-বি) **পূজেত্বা**। (তুম) **পূজেতুং**।

পূজ্জ (বিণ) পূজ্য, পূজার যোগ্য। = **পূজ, পূজনীয**।

পূটিলতা (স্ত্রী) = **গড়োচিলতা**। ⇒ **গড়োচিলতা**।

পূত ⇒ **ফুট** (৩)।

পূতমংস (ক্লী) পচামাংস। ⇒ **পুত্তমংস**।

পূতি (বিণ) পচা, গলিত, বিকৃত, দূষিত, দুর্গন্ধ, অতিশয় বিরক্তিকর, নিকৃষ্ট রকমের পূতি, দুশ্চরিত্র, নীচতাপ্রাপ্ত, তীব্র দুর্গন্ধময়। (দীর্ঘনিকায়) **খণ্ডানি পূতিনি**। (মধ্যম নিকায়) **অট্ঠিকানি পূতিনি**। (বিনয়) **অন্তোপূতি**। = **কুণাপগন্ধ** (পেতবত্থু অর্থকথা); পূতিক (খুদ্দকপাঠ); **পূতিপজা ইত্থি**। ⇒ **পুচ্চণ্ডতা**।

পূতিক (বিণ) = পূতি। ⇒ পূতি।

পূতিকায (পুং) অপবিত্র দেহ, মলপূর্ণ শরীর, ঘৃণাজনক বস্তুসমূহের আধার দেহ, পচা দুর্গন্ধ বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ (এই মনুষ্য) দেহ। = **পূতিদেহ**। "**কায**" শব্দে "প্রযুক্ত অর্থ (১গ)" শব্দ দ্রষ্টব্য।

পূতিকুণপ—পচা শবদেহ। ⟹ **কুণপ**।

পূতিকুম্মাস—পচা মিঠাই বা মিষ্টান্ন, দুর্গন্ধযুক্ত ভোজ বা বনভোজন।

পূতিগন্ধ (পুং) পূতিগন্ধ, পচাগন্ধ, দুর্গন্ধ, বিশ্রীগন্ধ, বিষ্ঠাগন্ধ বা বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ। = **দুগ্গন্ধ, কুণপগন্ধ**।

পূতিতক্ক—পচা ঘোল, বাসি ঘোল (মাঠা)। (তুলনীয়) **পূতিদধি**।

পূতিদধি—পচাদধি, বাসি দধি, পচা বা বাসি চর্বি-মাখনের গন্ধ বা স্বাদযুক্ত দধি। (তুলনীয়) **পূতিতক্ক** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

পূতিদেহ—পচা শরীর, দুর্গন্ধ বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ দেহ। = **পূতিকায**।

পূতিনখ—দুর্গন্ধযুক্ত নখ, পচা নখ, ময়লাযুক্ত নখ। ⟹ **অন্ধ** (২)।

পূতিভাব (স্ত্রী) = **পূতিকায**। ⟹ **পূতিকায, পভঙ্গু**।

পূতিমংস (স্ত্রী) পচামাংস। (পুং) শৃগাল, শেয়াল। ইহা একটি শৃগালের নাম-বিশেষ। ⟹ **সিগাল**।

পূতিমচ্ছ (পুং) পচামাছ, দুর্গন্ধ মৎস্য, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত মাছ। (মধ্যম নিকায়) **পূতিমচ্ছ পূতিকুণপ পূতিকুম্মাস**। ⟹ **মচ্ছ**।

পূতিমুখ (বিণ) দুর্গন্ধ মুখযুক্ত, যাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এমন, দূষিত মুখযুক্ত, যাহার মুখ বিকৃত হইয়াছে এমন (সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**আসীবিস**" সম্বন্ধে), যাহার মুখে দুর্গন্ধ আছে এমন।

পূতিমুত্ত (স্ত্রী) গোমূত্র যাহা ভিক্ষুদের মধ্যে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র। (বিনয়) **পূতিমুত্ত ভেসজ্জ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পূতিমুত্ত হরীতক**।

পূতিমূল (বিণ) যাহার বা যে বস্তুর মূল দুর্গন্ধময়।

পূতিলতা (স্ত্রী) পূতিলতা, পূতিকা, পুঁইশাকের লতাগাছ, একজাতীয় লতাগাছ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পূতিলতা সন্তান**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তরুণা গলোচি-লতা পূতিলতা'তি বুচ্চতি**।

পূতিলোহিতক (বিণ) দুর্গন্ধ রক্তযুক্ত, রক্ত দুর্গন্ধ হইয়াছে এমন। = **কুণপ লোহিতক**।

পূতিসন্দেহ = **পূতিকায**। ⟹ **পূতিকায**।

পূতিসর (পুং) বিষ্ঠার প্রবাহ, ময়লা প্রবাহিত স্রোত। ⟹ **সর** (৫খ)।

পূতিহরিতকী—পচা হরীতকী গাছ কিংবা পচা আমলকী গাছ কিংবা পচা বহেড়া গাছ। ⟹ **হরীতকী**।

পূতোলী = **মুতোলী**। ⟹ **মতোলী**।

পূপ (পুং, স্ত্রী) পিষ্টক, পিঠা। (জাতক) **পূপ পসিবক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জালপূপ**। ⟹ **পূব**।

পূপিপসিবক—পিষ্টকের থলি, পিঠা লওয়ার থলি। ⟹ **পূপ**।

পূপিয (পুং) পিষ্টক বিক্রেতা, যে ব্যক্তি পিঠা বিক্রয় করে।

পূয (পুং) পূয, পুঁজ, স্ফোটক প্রভৃতির ক্লেদ।

পূর (বিণ) পূর, ভর্তি, পূর্ণ, পূরা, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিণত, ভরা, পুরাপুরি, পর্যাপ্ত, সর্বাঙ্গসুন্দর। (দীর্ঘনিকায়) **পূরনদী**—(জলে) পূর্ণ নদী। = **পানীযেন পুণ্ণ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

পূরং (স্ত্রী, ক্রি-বিণ) পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে। (জাতক) **কুচ্ছিপূরং**—পেট পূরিয়া বা পরিপূর্ণভাবে পেট ভরিয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উদরপূরমত্তং**।

পূরক (বিণ) পূরক, পূর্ণকারী, পূরণকারী, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ করে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ করে, পরিপূর্ণতাকারক। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুখপূরক**।

পূরণ (বিণ) পূরণ, পূরক, গুণক, পূর্ণতাকারক, পূর্ণ করে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **একথালক পূরণ**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**পুরাণ**" শব্দ পাঠই উত্তম। দীর্ঘনিকায়ে ব্যক্তির নাম-স্বরূপ "**পূরণকস্সপ**" দৃষ্ট হয় যাহা "**পুরাণকস্সপ**" নাম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জনপ্রিয় প্রথায় দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**পূরেতি**" শব্দের অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অথবা সম্পর্ক রাখিয়া উক্ত "**পূরণকস্সপ**" নাম অর্থে "**কুলস্স একূনং দাস-সতং পূরযমানো জাতো**" অর্থাৎ কুলের বা সম্ভ্রান্ত বংশের ৯৯ জন দাসের মধ্যে একশত পূর্ণ করিবার জন্য "**কস্সপ** (কশ্যপ)" নামক একজন দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল "**পূরণকস্সপ** বা পূরণকশ্যপ"। (স্ত্রী) বৃদ্ধি, পরিপূর্ণ করা বা হওয়া, পরিপূর্ণতা, গুণন। অনুপূরক ক্ষুদ্র বাক্যখণ্ডরূপে "**পদপূরণ**" অর্থাৎ কবিতার বা গাথার পদপূরণ; সুতরাং অর্থকথা পদ্ধতিতে—সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**অ, খোঁ, খোপন**"; খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় "**তং**"; সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**ততো, পি, সু, হ, হি,**"। ⟹ **পদপূরণ**।

পূরণকস্সপ ⟹ **পূরণ**।

পূরতি (ক্রি) পূর্ণ হওয়া, ভরিয়া যাওয়া, পরিপূর্ণ হওয়া। (অ-বিণ) **পুণ্ণ**।

পূরত্ত (স্ত্রী) পূর্ণত্ব, পূর্ণতা, সম্পূর্ণতা, সফলতা। (বিপ) **উনত্তং**।

পূরলাস (স্ত্রী) (ব্রাহ্মণ্য মতে) যজ্ঞীয় পিষ্টক, যজ্ঞে ব্যবহার্য পিঠা, পূজা, হোম, নৈবেদ্য, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু। = **চরুকঞ্চ পূবঞ্চ, হব্যসেস** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

পূরাপেতি (ক্রি) পূর্ণ করানো, ভরানো, পরিপূর্ণ করানো। ⟹ **পূরেতি**। (অতীত) **পূরাপেসি**। (অ-বিণ) **পূরাপিত**। (ক্রি-বি) **পূরাপেত্বা**।

পূরিত (বিণ) পূরিত, ভরতি, পূরাকৃত, পূর্ণ, পূর্ণকৃত। = **পরিপুণ্ণ**। ⟹ **পূরেতি**।

পূরেতি (ক্রি) [√পূর+এ] ১ পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত

করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূরণ করা। (জাতক) **পাষসস্স পূরেতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পত্তং পূরেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভণ্ডস্স পূরেতি**। (অতীত) **পূরযিংথ**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুবণ্ণস্স পূরযিংথ**; (বহুবচনে) **পূরযিংসু**; (জাতক) **সগ্‌গপদং পূরযিংসু**—(তাহারা) স্বর্গপদ পূর্ণ করিল বা স্বর্গে গেল; (ধর্মপদ অর্থকথা) **সকটানি রতনেহি পূরযিংসু**। ২ পূর্ণ করা, সমাধা করা, কার্যে পরিণত করা, শেষ করা, সমাপ্ত করা, সম্পন্ন করা; (সম্প্রদানে) পূর্ণ করানো, ভরানো। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লকারং পূরেতি**। ⟹ **পরিপূরেতি**। (অতীত) **পূরেসি**। (অ-বিণ) **পূরিত, পুণ্ণ**। (ব-বিণ) **পূরেন্ত**। (ক্রি-বি) **পূরেত্বা**। (তুম) **পূরেতুং**। (করণে) **পূরাপেতি**।

পূব (পুং, ক্লী) পিষ্টক, পিঠা, রুটি। (জাতক) **কপল্ল পূব; পক্ক পূব**। = **কপল্ল** (অঙ্গুত্তর নিকায়); = **খজ্জক** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গে) **জালপূব**; (তুলনীয়) **জালপূপ; পূবং ব্যাপেত্বা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পূবসুরা**। = **পূপ**।

পূবখণ্ড (পুং, ক্লী) পিষ্টকখণ্ড, পিঠার টুকরা বা অংশ, (সাহিত্যে) একপ্রকার মিঠাই যাহা উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

পূবসুরা—সুরা বা মদ্য প্রস্তুত করিবার একপ্রকার মূলী বা পিষ্টক। এইরূপ পঞ্চমূলীর মধ্যে ইহাও একটি। ⟹ **সুরা, পূব**।

পূবিক (পুং) পিষ্টক প্রস্তুতকারক, পিঠা বিক্রেতা।

পে—ইহা "পেয্যাল" শব্দের সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার মাত্র। ইহার অর্থ:—পূর্ববৎ, আগের মত, পূর্বের ন্যায়। = **ল**। ⟹ **পেয্যাল**।

পেক্‌খ (বিণ) ১ "আশা করিয়া অপেক্ষা করে এমন" অর্থাৎ (কিছুতে) একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, দৃঢ়সংকল্প, ইচ্ছুক, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষী। (সংযুক্ত নিকায়) **পুঞ্ঞপেক্‌খ**।= **পুঞ্ঞং ইচ্ছন্তো** (ধর্মপদ অর্থকথা); = **পুঞ্ঞফলং আকাঙ্ক্ষন্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পুঞ্ঞপেক্‌খ**। ২ অপেক্ষাকারী, প্রতীক্ষমাণ, আশান্বিত, অনুসন্ধিৎসু, অনুসন্ধানেচ্ছু, খোঁজ করিতে ব্যগ্র, অপেক্ষমাণ, বাঞ্ছনীয়, আনন্দজনক, মনোরম।

পেক্‌খং(?) = **পেক্‌খা**। ⟹ **পেক্‌খা** (৩)।

পেক্‌খক (বিণ) দৃষ্টিপাতকারী, দেখিতে ইচ্ছুক, দেখে এমন।

পেক্‌খণ (ক্লী) দর্শন, দৃষ্টি, দর্শনশক্তি, দৃষ্টিসীমা, দৃশ্য, মুখাকৃতি, মুখাবয়ব, আকৃতি, চেহারা। = **দস্সন**।

পেক্‌খতি (ক্রি) [প+√ইক্‌খ+অ] দর্শন করা, দেখা, দেখা করা, সাক্ষাৎ করা, সঙ্গে যাওয়া, নিজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেওয়া, বোঝা, পর্যবেক্ষণ করা, অবলোকন করা, যত্ন লওয়া, দৃষ্টিপাত করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা, দৃষ্টি দেওয়া, বিশেষ করিয়া দেখা, সম্মান করা, মনোযোগ দেওয়া, ব্যবহার করা, বিবেচনা করা। ⟹ **অনুপেক্‌খতি**। (অতীত) **পেক্‌খি**। (অ-বিণ) **পেক্‌খিত**। (ব-বিণ) **পেক্‌খমান**; = **দক্‌খমান**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **দিসা-বিদিসং পেক্‌খমান**; (সম্বন্ধপদ বহুবচনে) **পেক্‌খতং**। (ক্রি-বি) **পেক্‌খিত্বা**। (করণে) **পেক্‌খেতি**।

পেক্‌খন = **পেক্‌খণ**। ⟹ **পেক্‌খণ**।

পেক্‌খবন্ত (বিণ) ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী, অভিলাষী, ব্যগ্র।

পেক্‌খা (স্ত্রী) ১ বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্যে, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, গুরুত্ব, ক্ষতিপূরণ, দর্শন, দৃষ্টি, দৃষ্টিসীমা, নকশা, দৃশ্য, মত, ধারণা, অভিপ্রায়। ২ বলবতী ইচ্ছা, বাঞ্ছিত বস্তু, অনুরোধ। (জাতক) **পেক্‌খ বুচ্চতি তণ্হা**। ৩ প্রেক্ষা, প্রেক্ষাগৃহ, মেলায় প্রদর্শন বা প্রদর্শনী। = **নট-সমজ্জা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

পেক্‌খিকা (বিণ, স্ত্রী) দৃষ্টিপাতকারিণী। = **পেক্‌খক**।

পেক্‌খিন (বিণ) দৃষ্টিপাতকারী, দেখে এমন, (সম্মুখে) দেখে এমন। (বি-ভা) **যুগমত্তং পেক্‌খিন**—এক লাঙ্গল পরিমাণ দূর পর্যন্ত দেখে এমন (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

পেক্‌খুণ—পেখম, ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার, পাখা, পক্ষ। = **মোরপিঞ্জ কলাপ, পেখুণ**।

পেক্‌খেতি (ক্রি) কেহ দেখিবার কারণ করা, দেখিতে দেওয়া, বিবেচনা করিতে দেওয়া। ⟹ **পেক্‌খতি, অনুপেক্‌খতি**।

পেখবন্ত = **পেক্‌খবন্ত**। ⟹ **পেক্‌খবন্ত**।

পেখা = **পেক্‌খা**। ⟹ **পেক্‌খা**।

পেখুণ (ক্লী) ১ পেখম, ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার, ময়ূরপুচ্ছের পালক। = **মোরপিঞ্জ** (জাতক অর্থকথা)। (জাতকে) **চিত্রপেক্‌খুনং মোরং**। ২ ডানা, পাখা, পক্ষ। ⟹ **পেখুণ**।

পেচ্চ (অব্যয়) "অতীত হইয়া যাইবার পর" অর্থাৎ মৃত্যুর পর, দেহত্যাগ ঘটিলে। = **পরলোকে** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

পেটক (বিণ) "পিটক" সম্বন্ধীয়। ⟹ **পিটক**।

পেটকোপদেস [পেটক + উপদেস বা ওপদেস] পিটকোপদেশ, পিটকশিক্ষা, পিটকের উপদেশ। ইহা একটি পালিগ্রন্থের নামবিশেষ যাহাতে সমুদয় ত্রিপিটকের মূল উপদেশসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ⟹ **পিটক, তিপিটক, তিপেটক**।

পেণাহি = **পেণাহিকা**। ⟹ **পেণাহিকা**।

পেণাহিকা (স্ত্রী) একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ (সারস পক্ষী?)।

পেণ্ণকত (বিণ) = **পণ্ণকত**। ⟹ **পণ্ণকত**।

পেত (বিণ) মৃত, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে চলিয়া গিয়াছে এমন। (পুং) ১ মৃত ব্যক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **পেতানং কালকতানং দক্‌খিণং অনুপদস্সতি**। (অঙ্গুত্তর

নিকায়) **পেতঞ্ঞাতিসলোহিত**। (সূত্রনিপাত) **পেতা কালকতা= মতা**(মহানির্দেশ); **মত**(জাতক অর্থকথা)। ২ প্রেত, পিশাচ, ভূত, দুঃখভোগী সত্ত্ব, নরকস্থ বা দুর্গতিতে গতপ্রাণী। চারি অপায়ের মধ্যে প্রেত একজাতীয় দুঃখভোগী সত্ত্ব। চারি অপায়, যথা—নরক, তির্যগ, প্রেত, অসুর। (বিপ) **পুরিস, যক্খ, তিরচ্ছানগত** (বিনয়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দানং পেতানং উপকপ্পতি**। (জাতক) **যক্খা পিসাচা পেতা**। প্রেত চারি প্রকার, যথা—**বন্তাসিকা পেতা, খুপ্পিপাসা পেতা, নিজ্ঝাম-তণ্হিকা পেতা, পরদত্তূপজীবিনো পেতা**। প্রেতগণ "**নরকা, তিরচ্ছা, অসুরা**" এদের সদৃশ দুঃখভোগী সত্ত্ব। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **নিজ্ঝাম-তণ্হিকা পেতা, খুপ্পিপাসিকা পেতা, পরদত্তূপজীবিনো পেতা**। ৩ (সুখী প্রেতগণ-সম্বন্ধে:—) (পেতবত্থু) **মহিদ্ধিকা পেতি; যক্খ মহিদ্ধিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিমানপেত মহিদ্ধিক; পেত মহিদ্ধিক**।

পেত উপপত্তিক—প্রেতরূপে উৎপত্তি, প্রেতকুলে জন্ম, প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়া।

পেতকথা—প্রেত-সম্বন্ধে কথা, মৃতব্যক্তি-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা, প্রেত-সম্বন্ধে গল্পগুজব। = **পুব্বকথা**।

পেতকিচ্চ (ক্লী) প্রেতকৃত্য, মৃতব্যক্তির উপলক্ষে করণীয় কর্তব্য বা কর্তব্যসম্পাদন। = **মতকভত্ত**।

পেতত্তন (ক্লী) প্রেতের অবস্থা, প্রেতকুলে প্রেতগণের অবস্থা। = **পেতত্তভাব**। (বিপ) **দেবত্তন**।

পেতত্তভাব—প্রেতভাব, প্রেত অবস্থা, প্রেতত্ব ও প্রেতকুলের ধর্ম বা অবস্থা। (বিপ) **দেবত্তভাব**।

পেত নাগযোনি (স্ত্রী) প্রেতকুল, প্রেত হইয়া উৎপত্তি, প্রেতকুলের জন্ম। ⟹ **নাগযোনি**।

পেত পরিযায—প্রেত-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বা কথাবার্তা। ⟹ **পেতকথা, পরিযায** (৪)।

পেতযোনি (স্ত্রী) প্রেতযোনি, প্রেতকুল, প্রেতজন্ম, প্রেতগণের অবস্থা।

পেতরাজা (পুং) প্রেতগণের রাজা (অর্থাৎ "**যম**")। (জাতক) **পেতরাজা বিসযং ন মঞ্চতি**—প্রেতরাজ বিষয় (রাজার অধিকার বা রাজ্য) ত্যাগ করে না। জাতক অর্থকথায় "**বিসয**" অর্থে "**পেতযোনি**" এবং ইহাকে রাজ্য বা দেশ হিসাবে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—**পেতবিসয, কালকঞ্জক অসুর-বিসয**।

পেতবত্থু—প্রেত সম্বন্ধীয় ইতিহাস বা গল্প, প্রেত সম্বন্ধে গল্প। ইহা সূত্রপিটকের অন্তর্গত একটি গ্রন্থের নাম-বিশেষ। (দীর্ঘনিকায়) **অঙ্কুর পেতবত্থু**। ⟹ **বত্থু** (৫)।

পেতলোক—প্রেতলোক, প্রেতভূমি, প্রেতগণের আবাস স্থান। = **পেত্তিবিসয**।

পেতী (স্ত্রী) ১ পেত্নী, প্রেতিনী, পেতি, পেতনী, পেতিনী, স্ত্রীজাতীয় পিশাচ বা ভূত, পিশাচী। ২ অতি কুরূপা বা কুৎসিত স্ত্রীলোক। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিমানপেতী**। ⟹ **পেত** (৩)।

পেতে [পি+এতে] যদিও তাহারা, যদিও উহারা।

পেত্তনিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি সৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়া বাস করে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃধন লাভ করিয়া সুখে বাস করে।

পেত্তাপিয (পুং) পৈতৃক ভ্রাতা, খুড়া বা জেঠা। অঙ্গুত্তর টীকায় এই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "**পিতামহো**"।

পেত্তিক (বিণ) পৈতৃক, পিতৃপিতামহাদি সম্বন্ধীয়, পিতৃ, পিতা হইতে প্রাপ্ত, পিতা সম্বন্ধীয়, পিতৃ সমুচিত, পুরুষানুক্রমিক। = **পেত্তিকগোচর** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (দীর্ঘনিকায়) **পেত্তিক বিসযে**; (যৌগিকে) **মাতা-পেত্তিক**।

পেত্তিকগোচর—পৈতৃক স্থান, পিতৃ সন্নিকট, পিতৃ সদন বা সন্নিধান, পিতার আবাস স্থান, পিতৃ অধিকার। ⟹ **পেত্তিক**।

পেত্তিকবিসয (পুং) ১ পৈতৃক বিষয় বা সম্পত্তি, পৈতৃক দেশ, পৈতৃক নীতি, পৈতৃক উপায় বা পদ্ধতি, দেশীয় বা উপযুক্ত ধারা, পৈতৃক এলাকার প্রচলিত নীতি, পৈতৃক বাস্তুভূমি, পিতৃভিটা, পিতৃ অধিকারের অন্তর্গত স্থান, পৈতৃক বাস্তুভিটা। ⟹ **পেত্তিক, বিসয** (১)।

পেত্তিপিতামহা (পুং, বহুবচন) পিতামহের পিতা প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ, সর্বপ্রকার পূর্বপুরুষগণ, পৈতৃক পিতামহগণ। = **পিতু-পিতামহা** (জাতক অর্থকথা), **পিতি-পিতামহা**। ⟹ **পিতর**।

পেত্তিবিসয (পুং) প্রেতজগৎ, প্রেতলোক, প্রেতভূমি, প্রেতপুর, প্রেতগণের আবাসস্থান, প্রেতরাজ্য, প্রেতকুল, প্রেতজন্ম, পিতৃলোক। = **পেত্তিবিসয, পেতযোনি, পরবিসয**। ⟹ **নিরয, বিসয** (১)।

পেত্তিবিসযক = **পিত্তিবিসযক**। ⟹ **পিত্তিবিসযক**।

পেত্তেয্য (বিণ) পিতৃভক্ত, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান, পিতার প্রতি সন্তানোচিত কর্তব্য সম্পাদনকারী, যেই ছেলেমেয়ে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ⟹ **মত্তেয্য**।

পেত্তেয্যতা (স্ত্রী) পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, পিতার প্রতি সন্তানোচিত কর্তব্য সম্পাদন, পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। (তুলনীয়) **মত্তেয্যতা**। ⟹ **পেত্তেয্য**।

পেত্যা (ক্রি-বিণ) পিতৃপক্ষ হইতে। = **পিতিতো**।

পেম (ক্লী) প্রেম, প্রিয়তা, স্নেহ, আদর, প্রীতি, প্রীতিকরত্ব, প্রণয়, অনুরাগ, পরিহাস, ভালবাসা, ভক্তি, দয়া, প্রিয়ব্যক্তি, প্রণয়পাত্র, প্রগাঢ় অনুরাগ, কামদেব। (দীর্ঘনিকায়) **বিগত পেম; অবিগত পেম**।

পেমক (পুং, ক্লী) = **পেম**। ⟹ **পেম**।

পেমনিযবদ (বিণ) প্রেমপূর্ণ কথাবার্তার, স্নেহভরা আলাপের, আদরণীয় কথার। = **বগ্গুবাদ**।

পেমনীয (বিণ) প্রেমপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ, প্রেমিক, স্নেহশীল,

আদরণীয়, অমায়িক, ভালবাসার যোগ্য, বন্ধুভাবাপন্ন, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, সদয়, দয়ালু, স্নেহময়, প্রেমময়, প্রেম প্রকাশক, প্রণয়ী, অতিশয় প্রেমিক, প্রণয়াত্মক। (দীর্ঘনিকায়) পেমনীযস্‌সর।

পেমনীযস্‌সর (পুং) [পেমনীয+ইস্‌সর] দয়াময় ঈশ্বর। ⇒ পেমনীয।

পেয্য (বিণ) ১ পেয়, তরল পানীয়, পানীয়, পানযোগ্য। (সংযুক্ত নিকায়) **মণ্ডপেয্য**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মনাপিক পেয্য**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **দুপ্পেয্য**। ⇒ **কাকপেয্য**। (ক্লী) তরল খাদ্য। (বিপ) **লেয্য**। ২ প্রিয়। = **পিয** (১)। (যৌগিকে) **বজ্জপেয্য** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **পেয্যবাচা**।

পেয্যবজ্জ (ক্লী) প্রিয়বচন, দয়ালু কথা, প্রিয়বাক্য। = **পেয্যবাচা**। ⇒ **সঙ্গহ**।

পেয্যবাচা (স্ত্রী) প্রিয়বচন, প্রিয়বাক্য, ভদ্রভাষণ, দয়াপূর্ণ কথা, সদয় বাক্য। = **পিযবচন, বজ্জপেয্য, পেয্যবজ্জ, বাচাপেয্য**। ⇒ পেয্য (২)।

পেয্যাল (ক্লী) পূর্ববৎ, আগের মত, পূর্বের ন্যায়, গ্রন্থের কোনো কোনো পাঠে একটি বিষয় বার বার উল্লেখ না করিয়া প্রথমে একবারমাত্র উল্লেখ করিবার পর "**পেয্যাল** বা পূর্ববৎ" বলিয়া যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়া হয় উহা, পুনরুক্তি, পুনরাবৃত্তি, পাঠ, আবৃত্তি, পর পর আগমন, অনুগমন, ক্রম, উত্তরাধিকার, সূত্র, ধারা, নিয়ম, প্রণালী, একজাতীয় অঙ্ক সমাধানার্থ সাধারণ সূত্র, সঙ্কেতসূত্র, আদর্শিকা, কথা বলার উপায় বা ধারা। = **পরিযায**। (বি-ভা) **পেয্যালমুখ** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বহু পেয্যালতন্তি**—বহু পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি আছে এমন; **পেয্যাল পালি**। "**পেয্যাল**" শব্দের প্রথম অক্ষর "**পে**" এবং শেষের অক্ষর "**ল**"—এই দুইটি অক্ষরের যে কোনো একটি একই "পূর্ববৎ" অর্থে পালি সাহিত্যে "**পেয্যাল**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত "**ল**" সংযুক্ত নিকায়ে, "**পে**" অঙ্গুত্তর নিকায়ে এবং "**ল+পে**" একসঙ্গে যৌগিক সংযুক্ত নিকায়ে সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বর্মা পালিসাহিত্যে "**পে**" অক্ষরের পরিবর্তে একই "**পেয্যাল**" অর্থে কেবল "**প**" অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **ল**, **পে**।

পেয্যালং—পুনঃপুন আবৃত্তি। = **পেয্যাল**।

পেয্যাল তন্তি—পুনরুক্তি, পুনরাবৃত্তি। ⇒ **পেয্যাল**।

পেয্যাল পালি = **পেয্যাল পালি**। ⇒ **পেয্যাল পালি**।

পেয্যাল পালি—পর পর আগমন অথবা বস্তু বা ব্যক্তি প্রভৃতির সারি, অনুগমন বা উত্তরাধিকার শ্রেণী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পালি পেয্যাল বসেন**—আনুক্রমিক পালি সাহিত্যের কারণে বা হেতুবশত। ⇒ **পেয্যাল**।

পেয্যালমুখ—কথাবার্তার আরম্ভ, কথোপকথনের মূল, ভাষার মূল, পুস্তকের উপক্রমণিকা। ⇒ **পেয্যাল**।

পেয্যালো = **পেয্যালং**। ⇒ **পেয্যালং**।

পেরিত—এই শব্দটি kern. গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত "প্রেরিত" শব্দের সহিত ইহার ঐক্য নাই। জাতকে দৃষ্ট হয় "**ভয-মেরিত**"। অতএব এই "**মেরিত**" অর্থেই ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ⇒ **মেরিত**।

পেলক (পুং) খরগোশ, শশক। = **সস**।

পেলকা (স্ত্রী) = **পেলিকা**। ⇒ **পেলিকা**।

পেল—পিণ্ড, সমগ্র সমষ্টি, মোট। (সূত্রনিপাত) **যকপেল**।

পেলা (স্ত্রী) ১ বড় চুপড়ি, বড় ঝুড়ি। খুদ্দক পাঠের "**পেলাঘত**" শব্দটি ভুল পাঠ; বোধ হয় এই পাঠটি "**পেলাঘট**" শব্দরূপে পাঠ হইবে। ২ (সর্বপ্রকার অলঙ্কার রাখার) আধার, বাক্স, সিন্দুক, পেটরা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পেলওপমা**। (তুলনীয়) **পিটক**।

পেলাঘট—বড় জলপাত্র বা কলসী। ⇒ **রবণঘট**।

পেলাঘত ⇒ **পেলা**।

পেলিকা (স্ত্রী) চুপড়ি, ঝুড়ি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পসাধন পেলিকা**।

পেলোপমা (বিণ) [পেল+ওপমা] (ধন রাখার চতুর্বিধ সিন্দুক-সম্বন্ধে:—) বড় সিন্দুক সদৃশ, বড় সিন্দুক উপমেয়। ⇒ **পেলা** (২)।

পেস = পেস্‌স। ⇒ পেস্‌স।

পেসক (বিণ, পুং) প্রেরক, মালিক, হিসাবরক্ষক, হিসাব পরীক্ষক, সেবক, নিয়ামক, মনোযোগ প্রদানকারী, যত্নবান। (বিনয়) **আরামিক পেসক**।

পেসকরা (পুং, বহুবচন) আদেশ পালনকারীগণ, সেবকগণ, দাসগণ, সংবাদ বাহকেরা। = **পেস্‌সকার**। ⇒ **পেস্‌স**।

পেসকার (পুং) তাঁতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পেসকার বীথি**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পেসকার ধীতা**—তাঁতির কন্যা।

পেসকার বীথি—তাঁতিদের গলিপথ, তাঁতিগণের চলাচল পথ। ⇒ **বীথি** (১খ)।

পেসতি (ক্রি) প্রেরণ করা, পাঠানো। (সম্প্রদানে) পেসেতি। = পেসেতি।

পেসন (ক্লী) প্রেষণ, প্রেরণ, পাঠানো, আজ্ঞাকরণ, নিয়োগ, সংবাদ, বার্তা, বাণী, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক। (জাতক) **পেসনানি গচ্ছন্তি; পেসনে পেসিযন্তো**।

পেসনক (বিণ) "সংবাদ প্রেরক", চাকরের কাজে নিযুক্ত, সেবা পরিচর্যায় অথবা ধর্মকর্মে ব্যাপৃত। (জাতক) **পেসনক চোরা**।

পেসনক চোরা (পুং, বহুবচন) অন্যের চাকররূপে নিযুক্ত চোরগণ বা দস্যুগণ। ⇒ **পেসনক**।

পেসনকারক (পুং) চাকর, ভৃত্য। ⟹ **পেস্‌স, পেস্‌সিষ।**

পেসনকারিকা (স্ত্রী) চাকরানী, দাসী, সংবাদবাহকের কাজে নিযুক্ত স্ত্রীলোক, আফিসের কাজে নিযুক্ত স্ত্রীলোক, সেবিকা। ⟹ **পেস্‌সিষা।**

পেসনিক (বিণ) সংবাদ-সম্পর্কিত, বার্তা-সম্পর্কীয়, সংবাদ প্রেরিত, যদ্দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা যায় এমন। (বি-ভা) **জঙ্ঘ পেসনিক।**

পেসনিষ (বিণ) = **পেসনিক।** ⟹ **পেসনিক।**

পেসল (বিণ) পেশল, সুন্দর, মনোহর, মৃদু, কোমল, দক্ষ, চতুর, ভদ্র, শিষ্ট, অমায়িক, ভালবাসার যোগ্য, বন্ধুভাবাপন্ন, কমনীয়, প্রিয়, আদরের, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। (সংযুক্ত নিকায়) **পেসলভিক্‌খু**—অমায়িক ভিক্ষু।

পেসা = **পেস্‌স।** ⟹ **পেস্‌স।**

পেসাচ (পুং) = **পিসাচ।** ⟹ **পিসাচ।** (বহুবচনে) **পেসাচা।**

পেসি (স্ত্রী) ১ পেশি, পিণ্ড, মাংসপিণ্ড, মাংসপেশি, যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয় উহা, মাংসগঠিত পেশি। = **মংসপেসি।** ২ গর্ভে ভ্রূণের তৃতীয় অবস্থা (অর্থাৎ "**অব্বুদ**" এবং "**ঘন**"—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা)। ৩ ফালি, চোকলা, পাতের মত খণ্ড, খণ্ড, অংশ, টুকরা, একটি মাত্র বস্তু, দ্রব্য, অত্যল্প পরিমাণ, এক গ্রাস খাবার। (জাতক) **বেড়ু পেসি।** ⟹ **পেসিকা।**

পেসিকা (স্ত্রী) ১ বল্কল, খোসা, ছাল, (ফলের) খোসা। (বিনয়) **অম্বপেসিকা।** ২ = **পেসি।** ⟹ **পেসি।**

পেসিত (বিণ) ১ প্রেরিত, প্রেষিত, নিয়োজিত, যাহাকে পাঠানো হইয়াছে এমন, বিসর্জিত। = **পবাসিত** (১)। (সূত্রনিপাত) **রাজদূত পেসিত।** = **উজ্জোজিত** (বিমানবথু অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **পেসিতত্ত।** ২ আদিষ্ট, যাহাকে বা যাহা আদেশ করা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **পেসিতাপেসিতং।** ⟹ **পেসেতি।**

পেসিতত্ত (ক্লী) [পেসিত+অত্ত] নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগকরণ। = **পহিতত্ত।** ⟹ **পেসিত** (১)।

পেসিতাপেসিতং [পেসিত+অপেসিতং] আদিষ্ট এবং নিষিদ্ধ। ⟹ **পেসতি** (২)।

পেসিয = **পেস্‌সিষ।** ⟹ **পেস্‌সিষ।**

পেসিযতি = **পেসীযতি।** ⟹ **পেসীযতি।**

পেসিযা = **পেস্‌সিষা।** ⟹ **পেস্‌সিষা।**

পেসী = **পেসি।** ⟹ **পেসি।**

পেসীযতি (ক্রি) প্রেরিত হওয়া, পাঠাইয়া দেওয়া, কাজে নিযুক্ত হওয়া। (ব-বিণ) **পেসিযন্ত, পেসিযমান।** ⟹ **পেসেতি।**

পেসুঞ্ঞ (ক্লী) অসাক্ষাতে নিন্দা, পরোক্ষে কথন, মিথ্যা অপবাদ, দুর্নাম, কলঙ্ক, অখ্যাতি, নিন্দা, অপবাদ। = **পেসুণ।**

পেসুঞ্ঞকারক (বিণ, পুং) নিন্দুক, নিন্দাকারী, পিশুনকারী, পরোক্ষে ভাষণকারী। ⟹ **পেসুঞ্ঞ, সূচক** (পুং)। = **পেসুণকারক।**

পেসুণ (ক্লী) পিশুন, অখ্যাতি, নিন্দা, অপবাদ, পরোক্ষে নিন্দাকরণ। = **পেসুঞ্ঞ।**

পেসুণকারক (বিণ, পুং) নিন্দাকারী, পিশুনভাষী, যে ব্যক্তি অপবাদ দেয়, যে ব্যক্তি নিন্দা করিতে উৎসাহিত করে। = **পেসুঞ্ঞকারক।**

পেসুণিক (বিণ) পিশুনাত্মক, অপবাদপূর্ণ, কুৎসা রটনাকারী, নিন্দুক, নিন্দাসূচক, কুৎসাত্মক।

পেসুনিয (ক্লী) = **পেসুঞ্ঞ।** ⟹ **পেসুঞ্ঞ।**

পেসুণেয্য (ক্লী) = **পেসুঞ্ঞ।** ⟹ **পেসুঞ্ঞ।**

পেসুনিষ = **পেসুণিষ।** ⟹ **পেসুণিষ।**

পেসেতি (ক্রি) [√পেস+এ] প্রেরণ করা, পাঠানো, বাহিরে পাঠানো, (ব্যাখ্যায়) সংবাদ বা কোনও বিশেষ কাজে পাঠানো অর্থাৎ চাকরের ন্যায় নিযুক্ত করা অথবা চাকরের ন্যায় কাজ করা। ১ প্রেরণ করা, পাঠানো, বাহিরে পাঠানো। (জাতক) **পণ্ণং পেসেতি**—পত্র বা চিঠি প্রেরণ করা। (মহাবস্তু) **রথং পেসেতি।** ২ নিযুক্ত করা, ব্যাপৃত করা, প্রয়োগ করা, আদেশ করা, পরিচালন করা। (তুলনীয়) **পেসক।** ৩ ডাকিয়া পাঠানো। ⟹ **পেসতি, পেস্‌স।** (অতীত) **পেসেসি।** (অ-বিণ) **পেসিত।** (ব-বিণ) **পেসেন্ত।** (ভ-বিণ) **পেসেতব্ব।** (ক্রি-বি) **পেসেত্বা।** (কর্মবাচ্যে) **পেসিযতি, পেসীযতি।**

পেস্‌স (পুং) বার্তাবহ, দূত, ভৃত্য, চাকর। (দীর্ঘনিকায়) **দাসা'তি বা পেস্‌সা'তি বা কম্মকরা'তি বা পেস্‌সবুচ্চতি।** অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহার বানান হইয়াছে "**পেসা**"।

পেস্‌সকম্ম (ক্লী) = **পেস্‌সিতা।** ⟹ **পেস্‌সিতা।**

পেস্‌সকরা = **পেসকরা।** ⟹ **পেসকরা।**

পেস্‌সকার (পুং) চাকর, ভৃত্য।

পেস্‌সিক (পুং) = **পেস্‌স।** ⟹ **পেস্‌স।**

পেস্‌সিকা = **পেস্‌সিযা।** ⟹ **পেস্‌সিষা।**

পেস্‌সিতা (স্ত্রী) চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক। = **বেয্যাবচ্চ।** (জাতক) **পরপেস্‌সিতা।**

পেস্‌সিয (পুং) চাকর, ভৃত্য। = **পেস্‌স।** বিমানবথুতে ইহার বানান "**পেসিষ**"; বিমানবথু অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:— "**পেসনকারক; বেয্যাবচ্চকার**"। = **পেসনকারক** (জাতক অর্থকথা); **পেস্‌সিক** (সূত্রনিপাত)।

পেস্‌সিষা (স্ত্রী) চাকরানী, দাসী। ⟹ **পেস্‌সিষ।** বিমানবথুতে ইহার বানান "**পেসিষা**", কিন্তু সিংহলী

পালি গ্রন্থে ইহার বানান "পেস্‌সিষা"; বিমানবত্থু বর্ণনায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:—"পেসনিষা পরেসং বেয্যাবচ্চকারী"; = পরেহি পেসিতব্বা পেসনকারিকা (জাতক অর্থকথা); পেস্‌সিকা (জাতক)।

পেহি (ক্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যমপুরুষ একবচনে) (ঘোড়ার প্রতি আদেশ করিয়া) চল, এগিয়ে চল, চলিতে থাক।

পোক্‌খর (ক্লী) ১ পদ্মফুলের গাছ, পদ্ম, পদ্মকোষ, পুষ্কর, (প্রধানত) পদ্মপত্র; (পদ্যের বা গাথার চরিত্রে বা রূপকে) পদ্মপত্র যেমন জলে সিক্ত হয় না অর্থাৎ পদ্মপত্রে যেমন জলবিন্দু স্থির থাকে না। (মহানির্দেশ) **পোক্‌খরা'তি বুচ্চতি পদুম পত্তং**। = **পদুমপত্ত** (২)। ২ ঢোল বা ভেরির চামড়া (পদ্মপত্রের সহিত ইহার অনুরূপতা বা সাদৃশ্য হইতে)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভেরিপোক্‌খর**। বিমানবত্থুর বর্ণনানুসারে "ভেরী" নামক একজন গন্ধর্বের নাম-বিশেষ। ৩ একজাতীয় জলচর পক্ষী (সারস)। ⟹ **পোক্‌খরসতক**। ৪ হাতির শুঁড়ের অগ্রভাগ, হস্তিশুণ্ডাগ্র, হস্তিশুণ্ডের প্রান্তবর্তী বা ক্রমিক ক্ষুদ্র অংশ, বীণার অগ্রভাগ বা প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্রাংশ, মৃদঙ্গাদি বাদ্যভাণ্ডের মুখ।

পোক্‌খরট্‌ঠ (বিণ) জলের উপর স্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এমন, জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে এমন। (বিনয়) **বনট্‌ঠ পোক্‌খরট্‌ঠ**—বনের মধ্যস্থ সরোবরের জলে দাঁড়াইয়া আছে এমন।

পোক্‌খরণী (স্ত্রী) পুষ্করিণী, পুকুর, সরোবর, পুষ্কর, হস্তিনী, পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়, ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা, যে জলাশয়ে বা হ্রদে পদ্মগাছ আছে, খনন করা গড় বা ডোবা। (জাতক) **খেমী পোক্‌খরণী, দোণ পোক্‌খরণী**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার অর্থ দৃষ্ট হয় "শুষ্ক গর্ত অথবা খনিত গর্ত"। (সম্বন্ধ পদে) **পোক্‌খরঞ্ঞা**। (অধিকরণ কারকে) **পোক্‌খরণিযাযং**। (বহুবচনে) **পোক্‌খরণিযো**। (ছন্দে) **পোক্‌খরঞ্ঞো**।

পোক্‌খরতা (স্ত্রী) সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর জিনিস বা ব্যক্তি, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, "ফুলের সাদৃশ্য"। (দীর্ঘনিকায়) **বণ্ণপোক্‌খরতা**—বর্ণসৌন্দর্য।

পোক্‌খরপত্ত (ক্লী) পদ্মপত্র। = **পদুমপত্ত**। ⟹ **পত্ত** (১খ)।

পোক্‌খরমধু (ক্লী) পদ্মের মধু।

পোক্‌খরবস্‌স (পুং, ক্লী) ১ "পদ্মপত্রে বারিবর্ষণ বা বৃষ্টিবর্ষণ" (অর্থাৎ কোনো কোনো বস্তু জলবর্ষণে ভিজাইতে চাহিলেও ভিজে না, পদ্মপত্রের ন্যায় জল সরিয়া যায়। এই শব্দটি উপমামূলক শব্দ)। ২ ভাবী অনিষ্টসূচক বর্ষণ, অশুভসূচক বৃষ্টি, অমঙ্গলকর বৃষ্টিপাত। ⟹ **বস্‌স** (১ক)।

পোক্‌খরসতক (পুং) একজাতীয় সারসপক্ষী, সারসপক্ষী, বকপক্ষী। (জাতক) **কোট্‌ঠ পোক্‌খরসতক**।

পোক্‌খরসাতি—একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নামবিশেষ।

পোক্‌খরিণী = **পোক্‌খরণী**। ⟹ **পোক্‌খরণী**।

পোঙ্খ (ক্লী) তীর, বাণ, শর, শরাকৃতি চিহ্ন-বিশেষ। = **পুঙ্খ**।

পোঙ্খানুপোঙ্খ (বিণ) পুঙ্খানুপুঙ্খ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, বিশেষ, মূল হইতে মূল পর্যন্ত।

পোঙ্খানুপোঙ্খং (ক্রি-বিণ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে, বিশেষরূপে, মূল হইতে মূল পর্যন্ত এরূপভাবে। = **সদা** (চুল্লনিদ্দেস)।

পোট—বুদ্‌বুদ, বিম্ব, অসারবস্তু, ছায়া, বৃথা কল্পনা, প্রতারণা, ঠকাইবার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ফটকা। ⟹ **ফোট**।

পোটকি (পোটকী?) (পুং, স্ত্রী) একজাতীয় ঘাস।

পোটকিতূল—একপ্রকার কার্পাস তুলা, "তৃণগুচ্ছ", কাটাঘাস (?)।

পোটকিল—একজাতীয় ঘাস বা তৃণ। = **পোটকিল তিণং নাম** (জাতক অর্থকথা)।

পোটকী (?) (স্ত্রী?) = **পোটকি**। ⟹ **পোটকি**।

পোট্‌ঠপাদ (পুং) একমাসের নাম, ভাদ্রমাস। = **ভদ্দর**। ⟹ **মাস** (১)।

পোট্‌ঠপাদমাস (পুং) ভাদ্রমাস। = **পোট্‌ঠপাদ**। ⟹ **মাস** (১)।

পোট্‌ঠব্ব = **ফোট্‌ঠব্ব**। ⟹ **ফোট্‌ঠব্ব**।

পোঠ ১ = **পোট**। ⟹ **পোট**। ২ স্ফোটন, তুরী শব্দ অথবা মটমট শব্দকরণ। (জাতক) **অঙ্গুলিপোঠ**। ৩ = **ফোট**। ⟹ **ফোট**।

পোঠন (ক্লী) প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন। (জাতক) **তজ্জন পোঠন; উদক পোঠন; কপ্পাস পোঠন ধনুক**। (তুলনীয়) **পোথন**।

পোঠাপেতি (ক্রি) পিটানো, পিটিবার কারণ হওয়া, আঘাত করানো, মারানো বা বেত্রাঘাত করানো। ⟹ **পোঠেতি**।

পোঠি = **পোত্তি**। ⟹ **পোত্তি**।

পোঠিত (বিণ) প্রহৃত, পেটা, পিটিয়া মসৃণ করিয়াছে এরূপ, পিটিয়াছে এমন, আঘাত দ্বারা দণ্ড দিয়াছে এমন, আঘাত দিয়াছে এমন, আহত, ধুনিত, পিঞ্জা। (জাতক) **পোটিত মঞ্চ**; (বর্মা জাতকে) **পপ্পোট মঞ্চ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পোঠিত তুলপিচু**। (তুলনীয়) **পরিপোঠিত**। ⟹ **পোঠেতি**।

পোঠিত তুলপিচু—(ধনু দ্বারা) সপ্তবার ধুনিত বা পেঁজা অর্থাৎ নরম কার্পাস তুলা। ⟹ **পোঠিত**।

পোঠীযমান (ব-বিণ) ⟹ **তালেতি**।

পোঠেতি (ক্রি) [√পোথ+এ] ১ প্রহার করা, বারম্বার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচু নিচু করা, বাজা, বাজানো, চূর্ণ করা, পিটাইয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা

দেওয়া বা খাওয়া, পাখা পত পত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুক ধুক করা, স্পন্দিত হওয়া, আঘাত করা, মারা, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি প্রস্তুত করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্বলিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত হওয়া, ধর্মঘট করা। (সূত্রনিপাত) **ভুজানি পোঠেতি** = **ভুজানি অপ্পোঠেতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **আকোটেতি**। ২ আঙ্গুল ভাঙ্গার মটমট শব্দ করা, অঙ্গুলি স্ফোটন করা, করতালি দেওয়া, সরবে প্রশংসা করা, আঙ্গুলের স্ফোটন করা (দীর্ঘনিকায়ে বিরক্তির চিহ্ন-স্বরূপ আর জাতকে আনন্দের চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে)। (তুলনীয়) **পপ্পোঠেতি**। (অতীত) **পোঠেসি**; (জাতক) **অঙ্গুলিযো পোঠেসি**। (অ-বিণ) **পোঠিত**। (ক্রি-বি) **পোঠেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **পোঠীযতি**। (করণে) **পোঠাপেতি, পোত্থাপেতি**।

পোণ (ক্লী) এই শব্দটি যৌগিকেই ব্যবহৃত হয়, যথা— (বিনয়) **দন্তপোণ**—দাঁত খুঁটিবার যন্ত্র। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কূটপোণ**। (বিণ) ১ ক্রমনিম্ন, ঢালু, গড়ানিয়া, প্রবণ, প্রবৃত্ত, নত, আনত, অধোমুখ। (বিনয়) **অনুপুব্ব পোণ**—(সমুদ্র সম্বন্ধে) ক্রমানুয়ে ঢালু, ক্রমনিম্ন, ক্রমাগত গড়ানিয়া। ২ অভিমুখে ঢালু, দিকে ক্রমনিম্ন, দিকে ক্রমাগত চলিয়াছে এরূপ, নির্বাণাভিমুখী করে অথবা নির্বাণের দিকে নিয়া যায় এমন। সাধারণত বিশেষ ভাষায়:—**তন্নিন্ন তপ্পোণ তপ্পব্ভার**—সেই প্রান্তভাগে বা শেষ সীমায় নিয়া যায় এমন। (মধ্যম নিকায়) **নিব্বান পোণ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নেক্খম্মপোণ-নিব্বান-নিন্ন**। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **তং পোণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পোণট্ঠানে**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিবেকপোণ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমাধিপোণ**। (মধ্যম নিকায়) **কিং পোণ?**

পোণিক (বিণ) প্রবণ বা প্রবণতা চলিতেছে এরূপ, প্রবৃত্ত বা প্রবৃত্তি চলিতেছে এরূপ, আনত, নত, অধোমুখ। (সংযুক্ত নিকায়) **তিরচ্ছানগত-পাণা পোণিক-নিকাযো চিক্খল্লিক-নিকাযো'তি**; (ইহার চলয়মান অবস্থা এরূপ:—) **তিরচ্ছানগত-পাণা তে পি ভিক্খবে তিরচ্ছানগতা পাণা চিন্তেনেব চিন্তা**। এই পাঠটিতে খুদ্দক নিকায় অর্থকথায় "**পোণিক**" শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন—**তিরচ্ছানগতা পাণা পোণিক-নিকাযো চিক্খল্লিক-নিকাযো'তি**। সুতরাং আমরা গ্রহণ করিতে পারি যে—"**পোণিক নিকায**" অর্থে "যাহারা প্রবণতাপরায়ণ তাহাদের রাজ্য (অর্থাৎ পশু বা পশুকুল)"।

পোত (পুং) ১ পশু শাবক। (জাতক) **পোত সূকর**; **উদ্দপোত**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সীহপোত**। ২ অঙ্কুর, পল্লব, মঞ্জরী, প্ররোহ, প্রশাখা। ৩ পোত, নৌকাদি জলযান, জাহাজ, নৌকা, (মহাসমুদ্রে গমনকারী) জাহাজে রক্ষিত ছোট ছোট পানসি নৌকা বা জীবনতরী। = **নাবা**। ৪ পেষণযন্ত্রের বা যাঁতার একখানি পাথর, শাণপাথর। (বিনয়) **নিসদপোত**। ৫ = **ফোট**। ⟹ **ফোট**।

পোতক (পুং) ১ ছোট ছোট পক্ষী শাবক, ছানা, শাবক, পশুশাবক। = **পুত্তক**। (মধ্যম নিকায়) **কুক্কুট পোতক**। (জাতক) **সুপণ্ণ পোতক**; **হত্থিপোতক**; **অস্‌সপোতক**; **সকুণপোতক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গজপোতক**। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা, প্রশাখা, প্ররোহ, পল্লব, ফেঁকড়ি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অম্বপোতক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অরণি পোতক**।

পোতকি = **পোটকি**। ⟹ **পোটকি**।

পোতকিতূল = **পোটকিতূল**। ⟹ **পোটকিতূল**।

পোতিকা (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় পক্ষীশাবক, স্ত্রীজাতীয় পশুশাবক। (জাতক) **হংসপোতিকা**; **মূসিক পোতিকা**। ⟹ **পোতক**।

পোতবাহ (পুং) নাবিক, খালাসি।

পোত্থ (বিণ) ১ দরিদ্র, নিঃস্ব, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, উষর, অনুর্বর, সামান্যমাত্র, তত বা বেশ ভাল নয় এমন, দীন, জীবিকাহীন, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়। = **পোত্থক-পিলোতিকায নিবত্থতা পোত্থো** (জাতক অর্থকথা)। জাতক অর্থকথায় কোনো কোনো স্থানে "**পোত্থ**" শব্দের পরিবর্তে "**পোঠ**" শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। ⟹ **পোত্তি**। ২ আদর্শ-স্বরূপ, নকশানুরূপ, আদেশানুরূপ, নকল অনুযায়ী। (জাতক) **পোত্থকম্ম**; **পোত্থকর**। (তুলনীয়) **পোত্থক** (১খ)।

পোত্থক (পুং, ক্লী) ১ ক পুস্তক, বহি, প্রবন্ধবিষয়ক লিপি, গ্রন্থ, বই। (জাতক) **অযপোত্থক**। খ মাটি বা কাদা দ্বারা প্রস্তুত অথবা কাষ্ঠনির্মিত যে কোনো জিনিস। (জাতক) **রূপপোত্থক**। (তুলনীয়) **পোত্থ** (২)। ২ শক্ত সুতা দ্বারা ঘনভাবে প্রস্তুত কাপড়, চিত্রাঙ্কন করিবার উপযুক্ত ক্যাম্বিস কাপড়। = **ঘন সাটক** (জাতক অর্থকথা)।

পোত্থকং (ক্লী) পুস্তক, বহি, গ্রন্থ। ⟹ **পোত্থক** (১ক)।

পোত্থকম্ম (ক্লী) বালিকাম, প্রলেপ (অর্থাৎ মাটি, চুন, গোবর ও জল সংমিশ্রণে কাদা প্রস্তুত করিয়া ঘরের আস্তরাদি কাজ এবং মূর্তি প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তুত করার কাজ। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ইহার অর্থ:—"খোদাই করা কাজ বা ক্ষোদিত মূর্তি"। ⟹ **পোত্থ** (২)।

পোত্থকর (পুং) যে ব্যক্তি চুন বালি মিশ্রিত কাদা দ্বারা নানাবিধ শিল্প কাজ করে। ⟹ **পোত্থকম্ম**।

পোখনিকা (স্ত্রী) ছোরা। = পোখনী।

পোখনিয়া (স্ত্রী) = পোখনিকা। ⟹ পোখনিকা।

পোখনী (স্ত্রী) মাংস বিক্রেতার ছুরি, কসাইয়ের ছুরিকা। (জাতক) **মংসকোট্‌ঠন পোখনী**।

পোখলিকা (স্ত্রী) পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী, মাটির প্রতিমূর্তি, ক্যাম্বিস কাপড় দ্বারা প্রস্তুত পুতুল।

পোখন (ক্লী) অঙ্গুলি স্ফোটন, অঙ্গুলি দ্বারা তুরীশব্দকরণ, আঙুলভাঙ্গা মট মট শব্দ। (জাতক) **অঙ্গুলি পোখন চেলুক্‌খেপ**। (তুলনীয়) **নিপ্পোখন, পোঠন**।

পোথাপেতি (ক্রি) = পোঠাপেতি। ⟹ পোঠাপেতি।

পোথিত (বিণ) = পোঠিত। ⟹ পোঠিত।

পোথুজ্জনিক (বিণ) সাধারণ ব্যক্তি—সম্বন্ধীয়, সাধারণ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে, নিরূপিত, নিয়মিত, সামান্য, সাদাসিধে, সাধারণ ব্যক্তির। (বি-ভা) **হীনগম্ম পোথুজ্জনিক অনরিয** (বিনয়)। (বিনয়) **পোথুজ্জনিক ইদ্ধি**।

পোথেতি (ক্রি) = পোঠেতি। ⟹ পোঠেতি।

পোথেত্বা—জাতকে এই শব্দটি "**উম্মুজ্জানি পোথেত্বা**" এতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই শব্দটি সন্দেহজনক। ইহা "**যোথেত্বা**" এবং "**সোথেত্বা**" এই দুইটির একটি হইবে, তবে পরেরটাই অপেক্ষাকৃত ভাল পাঠ।

পোদ্দব—"**পুদব**" শব্দে এবং "**গামপোদ্দব**" শব্দে দ্রষ্টব্য।

পোনব্ভবিক (বিণ) পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বা জন্ম প্রদান করিবে এমন, পুনর্জন্ম প্রদানকারী, পুনর্জন্মদায়ক।

পোনব্ভবিকা (বিণ, স্ত্রী) পুনর্জন্মের কারণভূতা, পুনর্জন্ম প্রদানকারিণী। **পোনব্ভবিকা তণ্হা**। ⟹ **তণ্হা** (২)।

পোনোভবিক (বিণ) পুনর্জন্মে নিয়া যায় এমন, পুনর্জন্ম প্রদানকারী। = **পোনব্ভবিক**।

পোন্তি—এই শব্দটি থেরীগাথায় দৃষ্ট হয়; থেরগাথা অর্থকথা বর্ণনায় "**পিলোতিকাখণ্ড**"—(ঋষির) জীর্ণবস্ত্র। ⟹ **পোত্থ** (১)।

পোরাণ (বিণ) পুরাণ, পুরাতন, প্রাচীন, বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বহুকাল প্রচলিত, ঘাগি, নিপুণ, পুরাকালে, অভিজ্ঞ, অতীত, পূর্বকালীন, বর্তমানকালে অপ্রচলিত, জীর্ণ, অতি প্রাচীন, পুরাকালীন, পূর্বে, পূর্বতন, পূর্বোল্লিখিত, গত। = **পুরাণ**। (জাতক) **পোরাণকালে**—অতীতে বা অতীতকালে, প্রাচীন সময়ে, পূর্বকালে। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পোরাণ অত্থকথা**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পোরাণ পাঠ**।

পোরাণক (বিণ) ১ অতি প্রাচীন, পুরাকালীন, পূর্ব, পূর্বোল্লিখিত, গত, পূর্বের, অতীতের। (তুলনীয়) **পুরাণ** (১)। (জাতক) **পুরাণক পণ্ডিতা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুরাণক কুল-সন্তক**। ২ অত্যন্ত পুরাতন, পরিহিত, ব্যবহারের অযোগ্য। = **পোরাণ**। (তুলনীয়) **পুরাণ** (২)। (জাতক) **পুরাণক মগ্গ**।

পোরাণা (পুং, বহুবচন) বয়োজ্যেষ্ঠগণ, পুরাকালীন প্রভুত্ব, অতীতের গুরুত্ব, অতি প্রাচীন বিধিসঙ্গত ক্ষমতা বা প্রভাব, প্রাধিকার, প্রাচীন লেখকগণ।

পোরিন (বিণ) পৌরজন বা রাজনৈতিক অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তির প্রারম্ভিক অর্থাৎ নগরবাসী সদৃশ, পৌরজনতুল্য, রাজনৈতিক অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায়, সভ্য, শিষ্ট, ভব্য, ভদ্র, সুশীল, শিষ্টাচার সম্পন্ন, বিনীত। (বি-ভা) **পোরীবাচা**—ভদ্র আলাপ (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত—**পৌরীবাচা** (মহাবস্তু)।

পোরিবাচা—মিষ্ট কথা, ভদ্র আলাপ। = **পৌরীবাচা**। ⟹ **পোরিন**।

পোরিস ১ (বিণ) মনুষ্য-সম্বন্ধীয়, মানবীয়, মানবধর্মী, মনুষ্যোচিত, মানুষের উপযুক্ত। (সূত্রনিপাত) **পোরিস ধুর**। (তুলনীয়) **পোরিসিয, পোরোসেয্য**। ২ (পুং) ক পুরুষ, ব্যক্তি, পুরুষলোক, মানুষ, মানব। = **পুরিস**। খ (বর্ণনায়) চাকর, ভৃত্য, চাকুরিয়া (অর্থাৎ যাহারা যে কোনো প্রকার চাকরি করিয়া জীবিকার্জন করে)। (বি-ভা) **দাস-কম্মকর পোরিস** (বিনয়)। ⟹ **দাসপোরিস**। (দীর্ঘনিকায়) **রাজপোরিস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সত পোরিস**—একশত জন ভৃত্য। (তুলনীয়) **পোস**। ৩ (ক্লী) ক মানবতা, মনুষ্যত্ব, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, মনুষ্যোচিত কার্য, পুরুষকার। খ বেচাকেনা, ব্যবসায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকর্ম, মনুষ্যোচিত কর্তব্য, মানুষের কার্য [অথবা চাকরের কর্তব্য, তুলনীয়—**পুরিস** (২)], চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কার্য, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি, পেশা, কাজ, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা। (মধ্যম নিকায়) **রাজপুরিস**। = **পুরিসকিচ্চ**। (পেতবত্থু) **উট্‌ঠানপোরিস** = **পুরিস-বিরিয, পুরিস-কার** (পেতবত্থু অর্থকথা)। গ (উপরদিকে হস্তোত্তলনসহ) মানুষের উচ্চতা।

পোরিসতা (স্ত্রী) পুরুষতা, মানবতা, মানব অবস্থা, মানব-সাদৃশ্যতা। এই শব্দটি কেবল "**অপোরিসতা**" শব্দে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **অপোরিসতা**।

পোরিসাদ (বিণ) [পুরিস+অদ (খাওয়া অর্থে)] নরখাদক, মনুষ্য-ভক্ষণকারী, নরভুক, সজাতীয়দের মাংসভোজী (জন্তু)। ⟹ **পুরিসাদ**।

পোরিসাদক = পোরিসাদ। ⟹ পোরিসাদ। (তুলনীয়) **পুরিসাদক**।

পোরিসিয (বিণ) ১ মানব স্বভাবের, মনুষ্য সম্বন্ধীয়, মানবীয়, মানবধর্মী। ২ (উপর দিকে হস্তোত্তলনসহ)

মানুষের উচ্চতা। (তুলনীয়) পোরিস, পোরোসেয্য।

পোরী (স্ত্রী) সভ্য, শিষ্ট, ভদ্র, ভব্য, শিষ্টাচার সম্পন্ন, সুশীল, বিনীত।

পোরীবাচা—পৌরীবাচা, ভদ্র আলাপ। = পোরিবাচা। ⇒ পোরিবাচা।

পোরোসেয্য (বিণ) মানুষের যোগ্য, মনুষ্য-সম্বন্ধীয়, মানবীয়, মানবধর্মী। = পোরিসিয। (তুলনীয়) পোরিস (১)। (মধ্যম নিকায় অর্থকথায়) **পুরিসানুচ্ছবিকং যানং**। আবার ইহার নিয়মিত পাঠ দেখা যায়—"**যানং পোরোয্যং পবর-মণি-কুণ্ডলং**"। অন্যত্র "**পোরোয্য**" শব্দের স্থলে "বোরোপেয্য" এবং "ওরোপেয্য" শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। কিন্তু Neumann "ওরোপেয্য" শব্দ গ্রহণ করিয়া ভুল ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। বোধ হয় "পোরোসেয্য" শব্দই উত্তম পাঠ হইবে।

পোরোহচ্চ (ক্লী) পুরোহিত বংশের খ্যাতি বা কার্য। ⇒ পোরোহিচ্চ।

পোরোহিচ্চ (ক্লী) পুরোহিতের কার্য, পৌরোহিত্য কার্য। = পুরোহিত কম্ম। ⇒ পোরোহচ্চ।

পোরোহিত (পুং) পুরোহিত। = **পুরোহিত**।

পোস ১ (পুং) মানুষ, মানব, মনুষ্য, ব্যক্তি, মনুষ্যজাতি, বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ, পুরুষ অনুচর, দাস, স্বামী, দাবাখেলার গুঁটি। = **পুরিস**। ২ (বিণ) খাওয়ানো হইয়াছে এমন, পালিত, পোষিত, লালিত-পালিত, ভরণপোষণ প্রদত্ত, উৎসাহ প্রদত্ত, শিক্ষা প্রদত্ত।

পোসক (বিণ) পোষক, পালক, পালনকারী, যে ব্যক্তি পালনপোষণ করে, বাক্যের সমর্থনকারী, পুষ্টিকর, শিক্ষাদাতা, উৎসাহ প্রদানকারী, যে ব্যক্তি ভরণপোষণ দেয়, যে ব্যক্তি খাওয়ায়। = **আপাদক পোসক**।

পোসতা (স্ত্রী) পোষকতা, সহায়তা, সমর্থন, পালন, পালনপোষণের ব্যবস্থা, ভরণপোষণের ব্যবস্থা।

পোসতি (ক্রি) পোষণ করা, পালন করা। = পোসেতি। (করণে) পোসেতি।

পোসথ = **উপোসথ**। ⇒ **উপোসথ**।

পোসথিক (বিণ, পুং) উপোসথ পালনকারী। = **উপোসথিক**।

পোসন (ক্লী) পোষণ, পালনপোষণ, ভরণপোষণ, রক্ষণ, পালন, পোষ, বন্ধন, ধারণ, উৎসাহ প্রদান, শিক্ষা প্রদান, খাওয়ানো, প্রতিপালন, আশ্রয়, অবলম্বন, ভারবহন, সাহায্য, সমর্থন, ভার বহনকারী বা সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু। = **ঘাসচ্ছদ**।

পোসবনখায দিন্ন (বিণ) প্রতিপালন করিবার জন্য প্রদত্ত, পালনপোষণ করিবার জন্য প্রদত্ত। ⇒ **দিন্নক**।

পোসাপেতি (ক্রি) পোষণ করানো, প্রতিপালন করানো, পোষ মানানো, ভরণপোষণ করানো, যত্ন করানো, রক্ষা করানো, শিক্ষা প্রদান করানো, উৎসাহিত করানো, লালনপালন করানো। ⇒ পোসেতি। (অ-বিণ) পোসাপিত, পোসাবিত।

পোসাবনিক (বিণ) পালিত, রক্ষিত, পালিতপোষিত, লালিতপালিত, প্রতিপালিত, শিক্ষা প্রদত্ত, = **পোসাবনিয, পোসাবনিযক**। (ক্লী) প্রতিপালন করিবার জন্য খরচা, শিক্ষা দেওয়ার খরচা বা ব্যয়, খোরাকির টাকা, ভাতা, জীবনধারণের বা শক্তি রাখার উপায়, উপজীবিকা, খাদ্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পোসাবনিক মূল**।

পোসাবনিক মূল—ভাতা, খোরাকির টাকা। = **পোসাবণিক** (ক্লী)।

পোসাবনিয (বিণ) = পোসাবনিক। ⇒ পোসাবনিক (বিণ)। (ক্লী) = পোসাবনিক। ⇒ পোসাবনিক (ক্লী)।

পোসাবনিযক (বিণ) = পোসাবনিক। ⇒ পোসাবনিক (বিণ)।

পোসাবেতি (ক্রি) = পোসাপেতি। ⇒ পোসাপেতি, পোসেতি।

পোসিকা (স্ত্রী) পোষিকা, পোষণকারিণী, পালনকারিণী, পালনপোষণকারিণী, সৎমা, বিমাতা, ধাত্রী। (বিনয়) **আপাদিকা পোসিকা**। ⇒ **পোসক**।

পোসিত (বিণ) পোষিত, পালিত, বর্ধিত, ভরণপোষণ দিয়াছে এমন, খাওয়াইয়া বড় করিয়াছে এমন, যত্নের সহিত পালন করিয়াছে এমন, রক্ষিত, আশ্রয় প্রদত্ত, সমর্থিত, শিক্ষা প্রদত্ত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উদকপোসিত**। ⇒ পোসেতি।

পোসিতুং (তুম) = **ফুসিতুং**। ⇒ **ফুসিতুং**।

পোসিন (বিণ) সমৃদ্ধিশালী, উন্নতিশীল, উন্নত, ভরণ-পোষণকারী, পালনপোষণকারী, লালনপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, পালনকারী, পোষণকারী, শিক্ষা প্রদানকারী। (সূত্রনিপাত) **অনঞ্ঞপোসিন**—অনন্য পোষণকারী; **দারপোসিন**--স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানকারী।

পোসেতি (ক্রি) [√পুস+এ] পালন করা, পোষণ করা, ভরণপোষণ প্রদান করা, উৎসাহিত করা, শিক্ষা প্রদান করা, প্রতিপালন করা, তত্ত্বাবধান করা, খাইতে দেওয়া, খাওয়ানো, সরবরাহ করা, খাওয়া, চরা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, ধারণ করা, ভার বহন করা, সহ্য করা, চালানো, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, সাহস দেওয়া, যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, অভ্যাস করা, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া। ⇒ পোসতি। (অতীত) পোসেসি। (অ-বিণ) পোসিত, পুট্‌ঠ। (ভ-বিণ) পোসেতব্ব। (ক্রি-বি) পোসেত্বা। (তুম) পোসেতুং। (করণে) পোসাপেতি।

পোসো = পোস। ⇒ পোস (১)। (সম্বন্ধপদ একবচনে) পুসে।

প্রজাপতি (স্ত্রী) "যাহার সন্তানসন্ততি আছে"; ১ প্রজাপতি, পাটরানী, মহারানী। ২ গৃহপতি, রাজা অথবা জমিদার

যাহার বহু প্রজা আছে অথবা পুত্রপৌত্রাদি বংশাবলী আছে। সাধারণত এই শব্দটি "মহিলা" সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। (বিনয়) **চতস্সো প্রজাপতিযো**। বিমানবত্থুতে "**প্রজাপতি**" শব্দের অর্থে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের ষোলশত রানীর মধ্যে প্রধানা রাজ্ঞীকেই বুঝাইয়াছে। ⟹ **পজাপতি**।

প্লব (পুং) ভেলা, দ্রোণি, ফাতনা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ। = **পিলব**।

প্লবঙ্গম (পুং) বানর, বাঁদর।

প্লবতি (ক্রি) = **পিলবতি**। ⟹ **পিলবতি**। (অ-বিণ) **প্লবিত**।

প্লবন (ক্লী) ১ লম্ফন, সন্তরণ, ভাসিয়া থাকা, গমন, লম্ফ, উল্লম্ফন। ২ প্লাবন, জলাদি দ্বারা ব্যাপ্তি, জলে ভাসাইয়া দেওয়া। = **পিলব** (১), **পিলবন**।

প্লবিত (বিণ) প্লাবিত, জলাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, জলে যাহা ভাসিয়া গিয়াছে এমন, সিক্ত। ⟹ **প্লবতি**।

ফ

ফ—পবর্গের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ওষ্ঠজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠজ বর্ণ বলে।

ফগ্‌গু (পুং) উপবাসের (বা উপোসথের) নিরূপিত সময়। = **ফেগ্‌গু**।

ফগ্‌গুণ (পুং) ফাল্গুন মাস। = **ফগ্‌গুণী**।

ফগ্‌গুণ পুণ্ণমা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা। = **ফগ্‌গুণী পুণ্ণমা**।

ফগ্‌গুণী (স্ত্রী) ফাল্গুন মাস। = **ফগ্‌গুণ**।

ফগ্‌গুণী পুণ্ণমা (স্ত্রী) ফাল্গুনী পূর্ণিমা। = **ফগ্‌গুণ পুণ্ণমা**।

ফগ্‌গুন (পুং) ফাল্গুন, ফাল্গুন মাস। = **ফগ্‌গুণ**। ⟹ **মাস** (১)।

ফগ্‌গুন মাস (পুং) ফাল্গুন মাস। = **ফগ্‌গুন**। ⟹ মাস (১)।

ফট—স্ফটিক, কাচ। = **ফলক**। ⟹ **লোণফল**।

ফণ (পুং) ফণা, সর্পের ফণা, সাপের বিস্ফারিত বা বিস্তারকৃত মস্তক। (বিনয়) **ফণহত্থক**। (জাতক) **পঞ্চটফণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ফণং উক্‌খিপিত্বা**—ফণা তুলিয়া; = **ফণং কত্বা**—ফণা বিস্তার করিয়া।

ফণক (ক্লী) চুল মসৃণ করিবার জন্য ব্যবহৃত সর্পের ফণার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র-বিশেষ।

ফণপটল (ক্লী) সর্পের ফণার আচ্ছাদন। ⟹ **পটল**।

ফণহত্থক (বিণ) যাহার হস্তদ্বয়কে সর্পের ফণার ন্যায় করিয়াছে এমন। ⟹ **ফণ**।

ফণিজ্জক—একপ্রকার গুল্মজাতীয় ছোটগাছ, একপ্রকার "**অগ্গবীজ**"। = **অগ্গবীজ** (দীর্ঘনিকায়)। = **ভূতনক** (জাতক অর্থকথা)। চাইল্ডার-এর অভিধানে এই শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে "সমীরণ" নামক গুল্ম বা ছোট

ফন্দতি (ক্রি) [√ফদ+ং+অ] ১ স্পন্দিত হওয়া, কম্পিত হওয়া, ধড়ফড় করা, ধুকধুক করা, ঘন ঘন আঘাত করা। ২ হেঁচকাইয়া টানা, ছিনাইয়া লওয়া, হঠাৎ ছিঁড়িয়া লওয়া, আপনা হইতেই কাঁপা বা দপদপ করা, কম্পিত হওয়া, ভীত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, নড়ানো, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, নড়া, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা; (ডাঙ্গায় নিক্ষিপ্ত মাছের) ধড়ফড় করা (জাতক)। = **চলতি**। (তুলনীয়) **পরিফন্দতি**, **বিফন্দতি**, **সমফন্দতি**। (অতীত) **ফন্দি**। (অ-বিণ) **ফন্দিত**। (ব-বিণ) **ফন্দমান**। (ক্রি-বি) **ফন্দিত্বা**। (করণে) **ফন্দাপেতি**।

ফন্দন (বিণ) স্পন্দিত, কম্পিত, ধড়ফড় করে এমন, স্ফুরিত, ধুকধুক করে এমন, উদ্বেগযুক্ত, ভীত, একবার এদিকে একবার ওদিকে যায় এমন, ইতস্তত করে এমন, দ্বিধা বোধ করে এমন, দোলায়মান, টলিয়া যায় এমন। (ধর্মপদ) **ফন্দনং চপলং চিত্তং**। (জাতক) **ফন্দন মালুবা**—কম্পিত লতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইস্স ফন্দন**। (পুং) একজাতীয় বৃক্ষের নাম। (ক্লী) স্পন্দ, স্পন্দন, কম্পন, স্ফুরণ, ঈষৎ কম্পন, নড়াচড়া, চলন, ধুকধুকুনি, ধড়ফড়, ভয়ে কম্পন, শীতে কম্পন, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ। (জাতক) **ফন্দনমত্তং**। (মহানির্দেশ) তণ্হাফন্দন ইত্যাদি।

ফন্দনমত্ত—স্পন্দনমাত্র অর্থাৎ একবার মাত্রও কম্পিত হয়

ফন্দনমালুবা—কম্পিত বা কম্পমান লতা। ⇒ **ফন্দন** (বিণ)।

ফন্দনা (স্ত্রী) স্পন্দন, ধুকধুকুনি, ধড়ফড়, বিচলন বা বিচলিত অবস্থা, চলনভঙ্গি, গতি, সঙ্গীতাংশ, আন্দোলন, গতিবিধি, ভঙ্গি, চলচ্ছক্তি, অবস্থান পরিবর্তন, মানসিক উত্তেজনা, প্রস্তাব, মলত্যাগ, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, বাদানুবাদ। (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **চলনা ফন্দনা**। (তুলনীয়) **ইঞ্জনা**।

ফন্দাপেতি (ক্রি) স্পন্দিত করানো, কম্পিত করানো। ⇒ **ফন্দতি**।

ফন্দিত (বিণ) স্পন্দিত, কম্পিত, ধড়ফড় করে এমন, ধুকধুক করে এমন, স্ফুরিত, সহসা দীপ্ত, হঠাৎ (মনে) উদিত, হঠাৎ দ্রুত প্রেরিত, খুব দ্রুত চলিয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **ফন্দতি**। (ক্লী) ১ স্পন্দন, ধুকধুকুনি, ধড়ফড়, চাঞ্চল্য, আকস্মিক দীপ্তি, আকস্মিক প্রকাশ, আড়ম্বর। (মধ্যম নিকায়) **ফন্দিতা মত্তা**—(তাহার) ধড়ফড় করার দরুণ। ২ মায়া, কল্পনা। (বহুবচনে) **ফন্দিতানি**—"বাষ্পাকারে উড়াইয়া দেয় এরূপ অবস্থা", অহঙ্কারকরণ, বড়াইকরণ, কল্পনাসমূহ, বিবেচনাকরণ (বিভঙ্গ); (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **ফন্দনতো ফন্দিতং**। = **মঞ্ঞিত**। নয় প্রকার "**ফন্দিতানি**", যথা ⇒ "**মঞ্ঞিত**"।

ফন্দিতত্ত (ক্লী) = **ফন্দনা, ইঞ্জিতত্ত**। ⇒ **ফন্দনা, ইঞ্জিতত্ত**।

ফন্দিত মত্তং—ঘটনামাত্র, কার্যমাত্র। ⇒ **মত্ত** (১খ)।

ফরণ (বিণ) ব্যাপ্ত, স্ফুরিত, কম্পমান, সিক্ত, প্লাবিত, মগ্ন, চঞ্চল, অনুপ্রবিষ্ট, পরিপূর্ণ, পরিপ্লুত, আপ্লুত, সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। (ক্লী) ব্যাপন, ব্যাপ্তি, বিস্তার, আচ্ছাদন, পরিপূর্ণতা, পরিপ্লুতি, চাঞ্চল্য, অতিপ্রসক্তি, স্ফুরণ, রোমাঞ্চ, পুলক, শিহরণ। (জাতক) **ফরণসমত্থ মেত্তাচিত্ত**। (নেত্তি) **পীতিফরণ**। ⇒ **অনুফরণ**।

ফরণক (বিণ) লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর, ব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ, পরিপ্লুত, অনুপ্রবিষ্ট, উল্লাসে ভরা, মহানন্দে পরিপূর্ণ, অতিহর্ষে পরিপূরিত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বাদস যোজনানি ফরণক পভো সরীর-বণ্ণো**।

ফরণতা (স্ত্রী) পরিপ্লুতি, পরিপূর্ণতা, ব্যাপ্তি, স্ফুরণ, পরিব্যাপ্তি, অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার অবস্থা, ব্যাপন, বিস্তৃতি, বিস্তার। ⇒ **ফরণ** (ক্লী)। পরিপ্লুতি বা ব্যাপ্তি চতুর্বিধ, যথা—**পীতি-ফরণতা** (উল্লাসে পরিপ্লুতি), **সুখ ফরণতা** (সান্ত্বনাপ্রদ সুখের বিস্তৃতি), **চেতোফরণতা** (আত্মচেতনার পরিব্যাপ্তি), **আলোকফরণতা** (আলোকের বিস্তৃতি)।

ফরণাপীতি (স্ত্রী) স্ফুরিত প্রীতি, বিশেষ বা গভীর মনোযোগের সমষ্টিগত মহানন্দ, স্ফুরিত আনন্দ বা

ফরতি (ক্রি) [√ফর+অ] ১ স্ফুরণ করা, স্ফুরিত হওয়া, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা, ভিতর দিয়া প্রবেশ করা, গর্ত দিয়া গমন করা, ভেদ করা, ব্যাপ্ত করা, পরিপূর্ণ করা, পরিপ্লুত করা, পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূরণ করা। = **ব্যাপেত্বা তিট্‌ঠতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **সকল সরীরং ফরতি**; জাতক অর্থকথায় "**পবাতি**" শব্দের এবং "**ফরতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ওকাসং ফরতি; ওভাসং ফরতি**। স্নায়বিক অবস্থাকে তেজস্বী বা উত্তেজিত করা অর্থে এই শব্দের ব্যবহার:—(জাতক) **রস-হরণিযো খোভেত্বা ফরি**; ⇒ **রস**। (বি-ভা) **মেত্তা সহগতেন চেতসা একং (দুতিযং ইত্যাদি) দিসং ফরিত্বা বিহরতি** (দীর্ঘনিকায়); = **ফুসিত্বা আরম্মণং কত্বা** (বিভঙ্গ অর্থকথা); (তুলনীয়) বৌদ্ধ সংস্কৃত—**একং দিসাং স্ফরিত্বোপসম্পদ্য বিহরতি** (মহাবস্তু)। (বি-ভা) **পীতিযো সরীরং ফরতি**—প্রীতিতে বা উল্লাসে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। ২ বিস্তৃত করা বা হওয়া, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদিত করা, পরিবেশন করা, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, বিশদভাবে ব্যক্ত করা, বিকশিত হওয়া। (জাতক) **মেত্ত-চিত্তং ফরি**। ৩ (রূপে বা সদৃশ) পরিবেশন করা, যোগানো। (বি-ভা) **আহারত্থং ফরতি**—আহার সদৃশ বা আহাররূপে পরিবেশন করে (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কট্‌ঠত্থং ফরতি**—জ্বালানি কাষ্ঠরূপে পরিবেশন করে। (বিনয়) **খাদনিযত্থং ফরতি**—খাদ্যবস্তু সদৃশ পরিবেশন করে বা যোগায়; = **ভোজনিযত্থং ফরতি**—ভোজ্য বা ভোজ্যবস্তুরূপে পরিবেশন করে। (অতীত) **ফরি**। (অ-বিণ) **ফরিত, ফুরিত, ফুট**; (তুলনীয়) **ফুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **ফরন্ত**। (ক্রি-বি) **ফরিত্বা**।

ফরসু (পুং) কুঠার, ছোট কুঠার, কুড়ালি, টাঙ্গি। (সংযুক্ত নিকায়ে, জাতকে) **পরসু**।

ফরসুপহার—কুঠারের আঘাত, কুঠার দ্বারা প্রহার। ⇒ **পরসুপহার**।

ফরিত (বিণ) ১ স্ফুরিত, ব্যাপ্ত, পরিব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট, আচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ, গর্ত দিয়া গত বা প্রবিষ্ট, ভেদিত, ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মেত্তায ফরিত**। ২ বিস্তৃত, বিস্তারিত, ছড়াইয়া গিয়াছে এরূপ। (জাতক) **কিত্তিসদ্দো সকল-লোকে ফরিত**। (তুলনীয়) **ফুট্‌ঠ, ফালিত**। ⇒ **ফরতি**।

ফরিত্বা (ক্রি-বি) স্ফুরিত করিয়া, বিস্তৃত করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া, অনুপ্রবেশ করিয়া। (জাতক) **ফরিত্বা অট্‌ঠাসি**—অনুপ্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। ⇒ **ফরতি**।

ফরুস (বিণ) ১ (সাহিত্যে) কর্কশ, রুক্ষ, কটু, অসভ্য,

ঝটিকাসঙ্কুল, লোমশ, লোমবিশিষ্ট, লোমযুক্ত, খসখসে। ⟹ **কিলোম**। ২ (চরিত্রে) কটু, কঠোর, অশ্লীল, শ্রুতিকটু, অকরুণ, নির্দয়, অভদ্রোচিত, (বচন সম্বন্ধে) কর্কশ। (বিনয়) **চণ্ড ফরুস**। (দীর্ঘনিকায়) **ফরুসবাচা; ফরুসাবাচা;** (মধ্যম নিকায়ে একই অর্থে) **পিসুণা বাচা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ফরুস বচন**। ৩ নিষ্ঠুর, যন্ত্রণাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক। (পেতবত্থু) **ফরুসকম্ম = দারুণ কম্ম** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

ফরুসবচন—কর্কশ কথা, কটু কথা, অশ্লীল বাক্য বা কথা, রুক্ষ কথা। (বিপ) **অফরুস বাচা**। ⟹ **ফরুস** (২)।

ফরুসবাচা = ফরুসবচন। ⟹ **ফরুসবচন**।

ফরুসা বাচা = ফরুসবাচা। ⟹ **ফরুসবাচা**।

ফল (ক্লী) ১ (সাহিত্যে) ফল, বৃক্ষলতাদি জাত ফসল, গাছের ফল (যেমন—সুপারি, বাদাম, আম, কলা কাঁঠাল ইত্যাদি), দানের জন্য সংগৃহীত গাছের উত্তম ফল, (হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী ঔষধজাতীয়) ত্রিফলা। ⟹ **দাকখিণেয্য**। (বিমানবত্থু) **দুমা নিচ্চ-ফলূপপন্না**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অম্বফল**। (বিমানবত্থু) **দুস্সফল**। (সূত্রনিপাত) **পত্তফল**। (দীর্ঘনিকায়) **পবত্তফল**। (জাতক) **পুপ্ফফল**। (থেরগাথা) **রুক্খফলূপম**। বিনয়শাস্ত্রে সপ্তবিধ ঔষধ সম্বন্ধীয় বা রোগ নিরাময়-যোগ্য ফলের নাম পাওয়া যায়, যথা—**বিলঙ্গ** (বিড়ঙ্গ), **পিপ্পল** (পিপুল), **মরিচ** (মরিচ বা গোলমরিচ), **হরীতক** (হরীতকী), **বিভীতক** (বিভীতক বা বহেড়া ফল), **আমলক** (আমলকী ফল), **গোঠফল** (গোষ্ঠফল?)। মিলিন্দ প্রশ্নে বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জ্ঞান বা প্রজ্ঞা পর্যায়ের সপ্তবিধ ফলের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**সোতাপত্তিফল, সকদাগামীফল, অনাগামী-ফল, অরহত্তফল, সুঞ্ঞতফল, সমাপত্তি অনিমিত্ত ফলসমাপত্তি, অপ্পনিহিত ফল সমাপত্তি**। ২ অণ্ডকোষ, বিচি, মুষ্ক। (জাতক) **দন্তেহি ফলং ছিন্দতি = পুরিসভাবং নাসেতি**—খোজা বা পুরুষত্বহীন করে; **উদ্ধিতপ্ফলো = উদ্ধট বীজো; দন্তেহি ফলানি উপ্পাটেতি**—দন্ত দ্বারা ফল বা মুষ্ক উৎপাটিত বা ছিন্ন করে। ৩ (চরিত্রে) ফল, ফলসমূহ বা ফলসমষ্টি, লাভ, নিষ্পত্তি, কার্যসিদ্ধি, পরীক্ষায় কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা, উপকার, প্রয়োজন, স্বর্গ-মোক্ষাদি সুখ, সুখ, দুঃখ, পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উত্তর, প্রভাব, গুরুত্ব, সম্ভোগ, উপভোগ, ভোগসুখ, সফলতা, সিদ্ধি, সুখদায়ক বস্তু, সাধনাসিদ্ধি, প্রাপ্তি। (বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসাধনায় ক্রমিক লাভ, যথা—) **সোতাপত্তিফল, সকদাগামীফল, অনাগামীফল, অরহত্তফল;** ইহাকে সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে হইলে "**মগ্গ, ফল, নিব্বান**" অর্হত্বফলকে "**অগ্গফল**"ও বলা হয়; সংক্ষেপে "**অগ্গফল**" অর্থে লোকেত্তর "**অরহত্ত বিপাক**"; = আনিসংস (দীর্ঘনিকায়, পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিনয়) **অনাগামীফল, অরহত্তফল**। (দীর্ঘনিকায়) **সামঞ্ঞফল; সুচরিতস্সফল**। (মধ্যম নিকায়) **অপ্পমাদফল**। (সংযুক্ত নিকায়) **অমতফল**। (পেতবত্থু) **কটুকফল; দানফল, মহপ্ফল; অগ্গফল**। বিশুদ্ধিমার্গে "**ফল**" অর্থে (খাদ্যসম্বন্ধে) "পরিপাক বা হজম করা বা হওয়া"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞফল; দানফল; সোতাপত্তিফল; ইস্সা-মচ্ছরিযফল**। ৪ অস্ত্রের ফল বা ফলক, বর্শা-বল্লম-সড়কি প্রভৃতির ফলক, ফলক, তক্তা, পাটা, ঢাল, ফাল, উত্তর, খড়্গাদির পাতা, বাণের অগ্রলৌহ, ফলা, অস্ত্রের ত্রিফলা। (সংযুক্ত নিকায়) **তিণ্হফল**। (তুলনীয়) **ফাল** (২)। ৫ (ওজন সম্বন্ধে) এক প্রকার পরিমাপক ওজন-বিশেষ। = **পল**।

ফলক (পুং, ক্লী) ১ ফলক, চ্যাপটা কাষ্ঠখণ্ড, পুরু-চ্যাপটা কোনো জিনিস, কাষ্ঠফলক, তক্তা, পাটা, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তক্তা বা কাষ্ঠফলক, নির্দিষ্ট মূল্যে বা কোনো কাজের বিনিময়ে দৈনন্দিন আহার, জাহাজ ইত্যাদির উপরিভাগ, কাজ ইত্যাদি করিবার টেবিল, মোটা কাগজ, পরিচালক সমিতি, পর্ষদ, প্রশস্ত তক্তা, কপালের অস্থি, কাষ্ঠাদির পট্ট, ধোপার পাট, নাগকেশর। জাতকে "**ফলক**" অর্থে "লেখিবার বোর্ড বা কাষ্ঠফলক, স্কুলছাত্রদের লেখার স্লেট"। (জাতক) **অকখস্সফলক**—চাকার অক্ষদণ্ডের কাষ্ঠখণ্ড। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পিধান ফলক**—ঢাকনারূপে ব্যবহৃত কাষ্ঠফলক। (জাতক) **সোপানফলক**—সিঁড়ির তক্তা; **মণিফলক**—মণিময় ফলক; **ফলকাসন**—দীর্ঘ কাষ্ঠাসন; **ফলককায**—তক্তার মহাস্তূপ; **ফলকত্থর সযন**—কাষ্ঠফলকের অথবা মোটন পুরু কাগজের বিছানা। (দীর্ঘনিকায়) **ফলকসেয্য**—কাষ্ঠফলকের শয্যা। ২ ঢাল, বর্ম, কুলচিহ্ন, আশ্রয়, রক্ষা, রক্ষাকর্তা, অস্ত্রের ফলা। ৩ কাঠের বা বল্কলের অধোবাস যাহা ঋষিদের চীর বা বস্ত্রের উপযুক্ত করিয়া ব্যবহার করা হয়। ৪ খুঁটি, কাষ্ঠদণ্ড, স্তম্ভ, থাম। (মধ্যম নিকায়) **অগ্গড়ফলক**—দরজার সংলগ্ন খুঁটি। ৫ পাশাখেলার ঘর। = **জুতমণ্ডল**।

ফলককায—তক্তার মহাস্তূপ, একস্থানে একত্রিত বা সংগৃহীত বহু তক্তা, যাহা কেবল তক্তা দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ⟹ **ফলক** (১)।

ফলকচীর (ক্লী) কাঠের তক্তার পরিচ্ছদ বা আবরণী, কাষ্ঠফলক বা বল্কলের চীর বা চীবর যাহা ঋষিদের পরিধেয় বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, চীবর ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য ওজন-স্বরূপ ব্যবহৃত কাঠের টুকরা। ⟹ **চীর, ফলক** (৩)।

ফলকত্থর সযন (তোশক বা গদির পরিবর্তে) আস্তরণের ন্যায় বিস্তৃত কাষ্ঠফলক বা মোটা-পুরু কাগজের উপর শয়ন অর্থাৎ কাঠের তক্তা বা মোটা-পুরু কাগজের

বিছানা। = **ফলকসেয্য**। ⟹ **ফলক** (১)।

ফলকসেয্য (ক্লী) কাষ্ঠফলকের শয্যা, কাঠের শয্যা। = **ফলকত্থর সযন**। ⟹ **ফলক** (১)।

ফলকাসন (ক্লী) ফলকাসন, দীর্ঘ কাষ্ঠাসন, লম্বা টুল বা বেঞ্চি। ⟹ **ফলক** (১)।

ফলকুট্‌ঠিনিকা = **কুট্‌ঠিলিকা**। ⟹ **কুট্‌ঠিলিকা**।

ফলক্‌খণ—ফল পাওয়ার সময়, ফলক্ষণ, যেই মুহূর্তে ফল প্রাপ্ত হয় সেই মুহূর্ত বা ক্ষণ, সাধনায় যেইক্ষণে ফল প্রাপ্তি ঘটে সেইক্ষণ।

ফলগণ্ড—এই শব্দটি "**পলগণ্ড**" শব্দের পরিবর্তে লিখিত হইয়াছে। = **পলগণ্ড**। ⟹ **পলগণ্ড**।

ফলচিত্ত (ক্লী) ফলচিত্ত, পথের সিদ্ধি বা সফলতা, ফলপ্রাপ্তি সংবলিত মনোভাব, সাধনা সিদ্ধিতে বা ফলপ্রাপ্তিতে অথবা কৃতকার্যতায় চিত্তের অনুভবনীয় অবস্থা।

ফলট্‌ঠ (বিণ) "সিদ্ধি বা সফলতায় নিযুক্ত" অর্থাৎ পথ-সম্বন্ধীয় ফল বা সফলতা উপভোগকারী, পথের ভোগসুখে (নিজেকে) স্থাপিত করে বা নিযুক্ত রাখে এমন।

ফলতা (স্ত্রী) সফলতা, কৃতকার্যতা, ফলভাবে অবনত অবস্থা, ফলপ্রাপ্ত অবস্থা।

ফলতি (ক্রি) [√ফল+অ] ১ ফলবতী হওয়া, ফল ধরা। = **পুপ্ফতি**। ২ ভাঙ্গিয়া খোলা, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ফাটা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসনিযা ফলন্তিযা**। (সাধারণত বিশেষভাষায়) **মুদ্ধা সত্তধা ফলেয্য**—মস্তক সপ্তখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক) **ফলতি মে** = **ভিজ্জেথ** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মুদ্ধা সতধা ফলেয্য**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুদ্ধা তে ফলতু সত্তধা**। সূত্রনিপাতে "**অধিপাটেতি**" শব্দের পরিবর্তে "**অধিপাতেতি**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে; **অধিপাটেতি** = **ফলতি**। ৩ পক্ব হওয়া, পাকা, পাকানো। (অতীত) **ফলি**। (অ-বিণ) **ফলিত, ফুল্ল**। (ব-বিণ) **ফলন্ত**। (ক্রি-বি) **ফলিত্বা**। (করণে) **ফালেতি, ফাটেতি**।

ফলতুম্ব—নারিকেল ইত্যাদি ফলের মালা দ্বারা প্রস্তুত জলপাত্র। ⟹ **তুম্ব**।

ফলত্থিক (বিণ) ফলপ্রার্থী, ফলান্বেষী, ফলাকাঙ্ক্ষী।

ফলদদ (বিণ) ফলদায়ক, ফলপ্রসূ, ফল প্রদানকারী। = **ফলদাযক**। ⟹ **দদ**।

ফলদান (ক্লী) ফলদান, ফলপ্রসব, ফলের উৎপত্তি।

ফলদাযক (বিণ) ফলদায়ক, ফলদ, ফলপ্রদ। = **ফলদদ**।

ফলদাযিন (বিণ) ফলদায়িন, ফলদায়ী, ফল প্রদানকারী, ফলবান, উর্বর, সফল। = **ফলদাযক**।

ফলদাযী (বিণ) = **ফলদাযিন**। ⟹ **ফলদাযিন**।

ফলপচ্ছি (স্ত্রী) ফলের ঝুড়ি। ⟹ **পচ্ছি**। (তুলনীয়) **ফলপুট**।

ফলপঞ্চক—পঞ্চবিধ ফল, পাঁচ প্রকার ফল।

ফলপত্ত = **ফলপ্পত্ত**। ⟹ **ফলপ্পত্ত**।

ফলপিণ্ডি (স্ত্রী) ফলের গুচ্ছ, ফলের স্তূপ। ⟹ **পিণ্ডি**।

ফলপুট (পুং, ক্লী) ফলের ঝুড়ি বা চুপড়ি। (তুলনীয়) **ফলপচ্ছি**। ⟹ **পুট** (১)।

ফলপ্পত্ত (বিণ) ফলপ্রাপ্ত, গন্তব্য স্থানে অথবা লক্ষ্যস্থলে উপনীত।

ফলভাজক (বিণ, পুং) ফল বিভাজক, ফল বিভাগকারী, ফল বন্টনকারী, যে ব্যক্তি ফল ভাগ করিয়া অথবা বন্টন করিয়া দেয়। ⟹ **ভাজক, যাগু ভাজক**।

ফলভাজন (ক্লী) বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে ফল বিভাগ বা বন্টনকরণ, ফল বিভাগ করিয়া দিবার ভার যাহার উপর অর্পিত থাকে, যে ফল ভাগ করিয়া দেয়। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত "**ফলচারক**"।

ফলভারিযা—ফল উৎপত্তির কারণ। ⟹ **ভারিযা**।

ফলময (বিণ) এই শব্দটি সম্ভবত "**ফলিকময**" শব্দের পরিবর্তে স্থান পাইয়াছে। ইহার নীতিগত অর্থ হয় "ফলময় অর্থাৎ ফলদ্বারা প্রস্তুত", কিন্তু ইহা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক। আবার কেহ কেহ ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "স্ফটিকময় অর্থাৎ কাচদ্বারা প্রস্তুত", যেমন আছে—"**কট্‌ঠময**—কাষ্ঠময় অর্থাৎ কাঠ দ্বারা প্রস্তুত, **লোহময**—তাম্রময় অর্থাৎ তামা দ্বারা প্রস্তুত ইত্যাদি"। ⟹ **ফলিকময**।

ফলরজন (ক্লী) বৃক্ষাদির ফলজাতীয় বস্তুর সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রং। ⟹ **রজন**।

ফলরস (পুং) ফলরস, বৃক্ষাদির ফলের রস। ⟹ **রস**।

ফলরুক্‌খ (পুং) ফলন্তবৃক্ষ, ফলবান বৃক্ষ, যেই গাছে ফল ধরিয়াছে। ⟹ **রুক্‌খ**।

ফলরুহ (বিণ) যেই বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন। (ক্লী) ফলন্ত বা ফলবান বৃক্ষ।

ফলবন্ত (বিণ) ফলবান, ফলযুক্ত, সফল, ফলপ্রাপ্ত, ফল ধরিয়াছে এমন।

ফলবত্তু (বিণ) = **ফলবন্ত**। ⟹ **ফলবন্ত**।

ফলসত—স্বর্ণবর্ণ পিত্তল (তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতুবিশেষ)। = **সোবণ্ণ কংস, পলসত**।

ফলসত চম্ম—গণ্ডারের চর্ম। ⟹ **পলসত, ফলসত**।

ফলানি বিলীন (বিণ) ফল পাকিয়াছে এমন অর্থাৎ পক্বফল সমন্বিত। ⟹ **বিলীন** (২)।

ফলাপণ (পুং) ফলের দোকান, ফল বিক্রয়ের স্থান। ⟹ **আপণ**।

ফলাফল (ক্লী) [ফল+অফল] ফলাফল, ভাল ফল এবং মন্দ ফল, নানাবিধ ফল, সর্বপ্রকার ফল, কাঁচা এবং পাকা সর্বপ্রকার ফল, প্রভেদহীন সর্বপ্রকার ফল; (সাহিত্যে) ফল এবং অফল, পরিণাম ফল, সুখময় সুফল এবং দুঃখময় কুফল।

ফলাফলখায—আহারের উদ্দেশ্যে ফলাফল (বা ফলমূল) সংগ্রহের জন্য। = **উঞ্ছায**।

ফলারাম ⟹ আরাম (ক্লী)।

ফলাসব (পুং) ফলের সার।

ফলিক (পুং) ১ ফল বিক্রেতা। ২ স্ফটিক, উৎকৃষ্ট কাচ, স্ফটিক মণি। = **ফলিকা**।

ফলিক মণি—স্ফটিক মণি। = **ফলিকা**।

ফলিক মণিময (বিণ) স্ফটিক মণিময়, স্ফটিকমণি দ্বারা প্রস্তুত। ⟹ **ফলিক মণি**।

ফলিকময (বিণ) স্ফটিকময়, উৎকৃষ্ট কাচযুক্ত, কেবল স্ফটিক বা কাচ দ্বারা প্রস্তুত, সর্বাংশে স্ফটিকযুক্ত। (বিনয়) **ফলিকময অঞ্জনি; ফলিকময তুম্ব**।

ফলিকসিলা (স্ত্রী) স্ফটিক মণি। = **ফলিক মণি**। ⟹ **সিলা**।

ফলিকা (স্ত্রী) স্ফটিক, উৎকৃষ্ট কাচ, স্ফটিক মণি। = **ফলিক** (২), **ফলিক ভিত্তিযো** (জাতক অর্থকথা), **ফলিক মণিমযা ভিত্তিযো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

ফলিখণতি (ক্রি) = **পলিখণতি**। ⟹ **পলিখণতি**।

ফলিত (বিণ) ১ পলিত, শুভ্র, পরিপক্ক, যাহার চুল পাকিয়াছে এমন। = **পলিত**। ২ ভগ্ন, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন। (বি-ভা) **হদযং ফলিতং**—হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **হদযেন ফলিতেন**—ভগ্ন হৃদয়ে বা ভগ্ন হৃদয় হইয়া অথবা ভগ্ন হৃদয়ের সহিত। ⟹ **ফলতি**। ৩ ফলিত, ফলিন, ফলযুক্ত, ফলন্ত, ফলবান, ফলভারে নত, ফলভরা, ফলপূর্ণ, ফলে আচ্ছন্ন, ফল ধরিয়াছে এমন (বৃক্ষ)।

ফলিতোকাস—ফলিত বৃক্ষের ফল পাকিয়া কিছু কিছু ঝড়িয়া পড়িয়াছে এরূপ শূন্য বোঁটা। **ফলিতোকাসো কেসো**—পক্বকেশ ঝরিয়া পড়ায় উহার খালি স্থান। ⟹ **ভিন্নোকাস**।

ফলিন (বিণ) ১ ফলিত, ফলন্ত, ফলবান, ফলযুক্ত। = **ফলিত** (৩)। ২ পক্ষী সম্বন্ধে বর্ণনায় "**ফলিন**" শব্দ জাতকে দৃষ্ট হয়, যেমন—"**ফলিন সকুণী**", তদ্ধেতু এই অর্থে "ফলবান" বুঝায় না অথবা ইহা সন্দেহযুক্ত শব্দ। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"**সকুণ পোতকানং ফলিনত্তা ফলিন সকুণী**", ইহাতে কি "পক্ষী শাবক প্রসবের কারণে ফলবতী বলিয়া ফলবতী পক্ষিণী" বলা হইয়াছে? সিংহলী জাতকে "**ফলিন**" শব্দের পরিবর্তে "**ফলীন, পলীন**" শব্দ দৃষ্ট হয়।

ফলিভঞ্জন = **পলিভঞ্জন**। ⟹ **পলিভঞ্জন**।

ফলিম = ফলবান, ফলন্ত, ফলেভরা, ফলেপূর্ণ, ফল ধরিয়াছে এমন (বৃক্ষ)। ⟹ **ফলিন** (১)।

ফলী (বিণ) ফলবান। = **ফলিম, ফলিন** (১)।

ফলীন = **ফলিন**। ⟹ **ফলিন** (২)।

ফলু (ক্লী) নলের গাঁইট বা গিরা, বেণুর সন্ধি, খাগড়ার গ্রন্থি বা গিরা। (যৌগিকে) **ফলুবীজ**।

ফলুক্খন্ধ—বৃক্ষের ফলস্কন্ধ, বৃক্ষের ফলন্তকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের যে অংশে ফল ধরে। ⟹ **বীজক্খন্ধ**।

ফলুপ্পত্তি (স্ত্রী) [ফল+উপ্পত্তি] ফলোৎপত্তি, পাকানো বা পক্ক অবস্থায় পরিণত করণ, পক্ক অবস্থা।

ফলুবীজ (ক্লী) ১ নল বা খাগড়া প্রভৃতির গিরা বা গ্রন্থি যাহা কাটিয়া রোপণ করিলে উহা হইতে পুনরায় চারাগাছ জন্মায়। ⟹ **ফলু**। ২ স্ফুটনোম্মুখ বীজ অর্থাৎ যে বীজ বপন করিলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অঙ্কুরিত হয় (যেমন—শিমবীজ, তেঁতুল বীজ ইত্যাদি বীজ)। ⟹ **বীজগাম**।

ফলূপগ (বিণ) [ফল+উপগ] ফলবান, ফলবতী, ফলভারে নত, ফল ধরিয়াছে এমন। ⟹ **ফলিম**।

ফলেতি (ক্রি) দীর্ঘনিকায়ে এই শব্দটি "পলেতি" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে। ⟹ **পলাযতি**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**গচ্ছতি**" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ "দৌড়ানো", কিন্তু "বিস্তৃত করা" অর্থে অনুবাদ করা হয় না।

ফলেসিন (বিণ) [ফল+এসিন] ফলসন্ধানী, ফল অন্বেষী।

ফল্লব = **পল্লব**। ⟹ **পল্লব**।

ফস্‌স (পুং) স্পর্শ, সংস্পর্শ, স্পর্শন, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে সংস্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। = **ফোট্‌ঠব্ব**। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক বা দেহ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের পঞ্চ রূপবস্তু যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের যথারূপে মিলন সংস্পর্শ সংঘটনকে বলা হয় "**ফস্‌স**"। (মধ্যম নিকায়) **তিণ্ণং সঙ্গতি ফস্‌সো**—তিনটি বস্তুর একত্রে মিলনে স্পর্শ হয়; সেই তিনবস্তু, যথা—**চক্খু** (দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চক্ষু-ইন্দ্রিয়), **রূপা** (রূপ বা দৃষ্টির অন্তর্গত চক্ষু-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক বস্তুসমূহ), **চক্খু-বিঞ্ঞাণ** (চক্ষুবিজ্ঞান বা দৃষ্টিশক্তি)। **ফস্‌স-পচ্চযা বেদনা**—স্পর্শ হইতে বেদনার বা অনুভূতির উৎপত্তি। ⟹ **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ফসতী'তি ফস্‌সো**। (জাতক) **রাজা দিব্ব-ফস্‌সেন পুট্‌ঠো**—রাজা দিব্যস্পর্শে স্পর্শিত অর্থাৎ দিব্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ (বিমোহিত)। **পুট্‌ঠো** = **ফুস্তো**। (বিণ) স্পর্শ দ্বারা অনুভবনীয়, উপলব্ধ, অনুভূত, স্পর্শকৃত, স্পর্শিত, স্পর্শ দ্বারা জ্ঞাত; (জাতক বর্ণনায়) আনন্দদায়ক অনুভূতিপ্রাপ্ত, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, সুন্দর। (জাতক) **গন্ধেহি ফস্‌স**।

ফস্‌সকাযা—দেহের সহিত সংস্পর্শ। ইহা ছয় প্রকার সংস্পর্শের মধ্যে একটি। ছয় প্রকার সংস্পর্শ, যথা—**চক্খু-সম্ফস্‌সো, সোত-সম্ফস্‌সো, ঘান-সম্ফস্‌সো, জিহ্বা-সম্ফস্‌সো, কায-সম্ফস্‌সো, মনো-সম্ফস্‌সো** (দীর্ঘনিকায়)।

ফস্‌সতি (ক্রি) = **ফুসতি**। ⟹ **ফুসতি**। "**ফস্‌স**" শব্দের "**ফস্‌সতী'তি ফস্‌সো**—এই সংজ্ঞা অর্থে "**ফস্‌সতি**"।

ফস্‌সনা (স্ত্রী) স্পর্শ, কিছুর সংস্পর্শে আসা, ছোঁয়া, গ্রহণ, স্পর্শন। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ঝানস্‌স লাভো ... পত্তি ... ফস্‌সনা সচ্ছিকিরিযা**।

ফস্‌সসম্পন্ন (বিণ) স্পর্শকোমল, স্পর্শ করিবার অনুকূলে কমনীয়তা সম্পন্ন, যাহার স্পর্শ কোমল বা সুখকর ও মনোজ্ঞ, স্পর্শমধুর, যাহাকে পুনঃপুন স্পর্শ করিবার ধরিবার ও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হয় এমন। (তুলনীয়) **ফস্‌সিত**।

ফস্‌সাযতন (ক্লী) (ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অনুভূতি সম্বন্ধে) সংস্পর্শনীয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যখন যেই ইন্দ্রিয় বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসে সেই ইন্দ্রিয় তখনকার অনুভূতি লাভের আয়তন বা স্থান, স্পর্শস্থান, স্পর্শায়তন।

ফস্‌সাহার—"স্পর্শজনিত আহার" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, স্পর্শাহার। চক্ষু-ইন্দ্রিয় চক্ষু-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ বা বস্তু দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দরূপ শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে; এইরূপে ষড়িন্দ্রিয় স্ব স্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম—এতে) তৃপ্তি লাভ করার নাম স্পর্শাহার।

ফস্‌সিত (বিণ) স্পর্শিত, স্পর্শকৃত, স্পর্শ করা হইয়াছে এমন, গৃহীত, সংস্পর্শে আনীত, লব্ধ, প্রাপ্ত। (জাতক) **ধম্মো ফস্‌সিতো**—ধর্মপ্রাপ্ত, ধর্মলাভ করিয়াছে এমন। = **পস্‌সিত, ফুস্‌সিত**। ⟹ **ফস্‌সেতি**।

ফস্‌সিতগ্‌গল = **ফুসিতগ্‌গল**। ⟹ **ফুসিতগ্‌গল**।

ফস্‌সেতি (ক্রি) [√ফস্‌স্+এ] ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, নাগাল পাওয়া, পৌঁছা, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া। (জাতক) **রাজা ধম্মং ফস্‌সযং = রাজা ধম্মং ফস্‌সযন্তো** (জাতক অর্থকথা)। = **পস্‌সেতি, ফুস্‌সেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতং ফস্‌সেতি**; (তুলনীয়) **ফুসতি**। (অতীত) **ফস্‌সেসি**। (অ-বিণ) **ফস্‌সিত, ফুস্‌সিত**। (ক্রি-বি) **ফস্‌সিত্বা**। (সপ্তমী) **ফস্‌সেয্যং**। (কর্মবাচ্যে) **ফস্‌সিযতি, ফুস্‌সিযতি**; (বিনয়) **কবাটা ন ফস্‌সিযন্তি**—কবাট দুইটি সংলগ্ন করা যায় না।

ফাটেতি (ক্রি) চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভাগ করা। = **ফালেতি, পাতেতি, পাটেতি** (২)। এই শব্দটি "**পাতেতি**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—(মধ্যম নিকায়) **কটঠং পাতেতি = কটঠং অধিপাতেতি**। ⟹ **অধিপাত, বিপাত**।

ফাণিত (ক্লী) ১ ঈক্ষুরস, ইক্ষুগুড়, গুড়, চিনি, মাতগুড় বা ঝোলাগুড়। (বিমানবথু অর্থকথা) **উচ্ছু-রসং গহেত্বা কত ফাণিতং**। (সংযুক্ত নিকায়) **ফাণিতস্‌স পুটং**—গুড়ের ঝুড়ি। ২ লবণ। (জাতক বর্ণনায়) **অলোণিক = ফাণিত বিরহিত**।

ফাণিতপুট (পুং) গুড় রাখার জন্য পর্ণনির্মিত ঝুড়ি, গুড়ের চুপড়ি, চিনির আধার বা পাত্র। = **ফাণিতস্‌স পুট**। ⟹ **ফাণিত** (১), **পুট** (১)।

ফাণিতবারক (পুং) গুড়ের পাত্র বা ভাজন। ⟹ **বারক**।

ফাণিত বিরহিত (বিণ) লবণহীন। = **আলোণিক**। ⟹ **ফাণিত** (২)।

ফাণিতোদক (ক্লী) [ফাণিত+উদক] গুড়ের জল, চিনিপানা, সরবত, সিরাপ।

ফাতি (স্ত্রী) স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, আব, প্রবৃদ্ধি, ফুলিয়া ওঠা, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তান-সন্ততি। = **বড্‌ঢি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বুদ্ধিফাতি**।

ফাতিকম্ম (ক্লী) পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রচলন, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বৃদ্ধি, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তানসন্ততি, মুনাফা, লাভ, সুফল, উপকার, উন্নতি, অপরের উপর প্রাধান্য, সুবিধা। (মধ্যম নিকায়) **ফাতি করোতি**—মোটা করা, স্থূল করা, বৃদ্ধি করা, বর্ধিত করা, সুবিধা করা, অপরের উপর প্রাধান্য করা।

ফারিত (বিণ) বিস্ফারিত, বিস্তৃত, বিস্তারিতরূপে বর্ণিত, বিশদভাবে ব্যক্ত, বিকশিত। ⟹ **ফালিত** (১)।

ফারুক (বিণ) তিক্ত, তেঁতো, উগ্র, নির্মম, কষ্টদায়ক, দুঃখজনক, দুঃসহ, দ্বেষপূর্ণ, ঘৃণাজনিত। (যৌগিকে) **ফারুক কসট**। এই শব্দটি বিমানবথু অর্থকথায় দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ অস্পষ্ট, কিন্তু উপরোক্ত অর্থের সহিত কিছু কিছু মিল দেখা যায়। ইহার অর্থ সম্ভবত "**ফারুসক**" শব্দের সমার্থবাচকই হইবে।

ফারুলিয—এই শব্দটি "**ফারুসিয**" শব্দের পরিবর্তে ভুল লেখা হইয়াছে। ⟹ **ফারুসিয**।

ফারুসক (ক্লী) ১ কোনো একজাতীয় ফুল, একপ্রকার (তেতো বা টকজাতীয়) ফল যাহা সরবতাদি পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় (তেঁতুল বা কাগজি লেবু অথবা বাতাবি লেবু?)। ২ ইন্দ্রের কুঞ্জবন বা তরুবীথি অর্থাৎ স্বর্গের নন্দনকানন।

ফারুসিয (ক্লী) কটুতা, কর্কশতা, কঠোরতা, অশ্লীলতা, শ্রুতিকটুতা, নির্দয়তা, অকরুণতা। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ফরুসস্‌স পুগ্‌গলস্‌স ভাবো ফারুসিযং**।

ফাল (পুং, ক্লী) ১ ফাল, লাঙ্গলের ফাল, লাঙ্গলের অগ্রলৌহ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ফালেতী'তি ফাল**। ২ লৌহফলক, উত্তপ্ত লৌহফলক, পুরু-চ্যাপটা কোনো জিনিস, বল্লম বা দণ্ড, কাঠ ফাড়ার যন্ত্র বা কুঠার। "**ফাল**" শব্দের পরিবর্তে অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**কপাল**" শব্দের ব্যবহারটি ভুল। (বিনয়) **ফাল দিবসন্তত্তো**। (জাতক) **ফালে চিররত্ত-তাপিতে**। "**ফালে, থালে, হলে**" শব্দগুলি "**অযোগুলে**" শব্দের সহিত সমার্থবাচক; "**পকটঠিত অযোগুল**" ইহাও উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত। **অযোমযেহি ফালেহি পীড়েতি**;

"ফালেহি" শব্দের পরিবর্তে **"বালেহি"** শব্দের ব্যবহারও জাতকে দৃষ্ট হয়। ৩ এই শব্দটি পাওয়া যায় বিশুদ্ধিমার্গের **"লোণ-মচ্ছ-ফাল"** শব্দে। ইহার অর্থ হয়:—লবণাক্ত মৎস্যপুঞ্জ, লবণাক্ত মাছের অর্ধাংশ বা টুকরা।

ফালক (বিণ) যে ব্যক্তি (কাঠ) ফাড়ে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কটঠফালক**—যে ব্যক্তি কাঠ ফাড়ে বা লাকড়ি চেরে।

ফালন (ক্লী) ফাড়ন, চিরণ, বিদীর্ণকরণ, ভেদকরণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিজ্ঝন ফালন**।

ফালাপেতি (ক্রি) চেরানো, ফাড়ানো, বিদীর্ণ করানো, ভেদ করানো। ⟹ **ফালেতি**।

ফালিত (বিণ) ১ খুলিয়াছে এমন, বিস্তৃত, বিশদভাবে ব্যক্ত, বিস্তারিতভাবে বর্ণিত, বিকশিত, ব্যাপ্ত। ২ চেরা বা ফাড়া হইয়াছে এমন, বিশৃঙ্খল করা হইয়াছে এমন, বিভক্ত, ভগ্ন, বিদীর্ণ, ভেদিত, ফাটল ধরিয়াছে অথবা চির হইয়াছে এরূপ, ফালিত। = **ফালিত হলিদ্দি-বণ্ণ** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। ⟹ **ফালেতি**।

ফালিফুল্ল (বিণ) সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। (ক্লী) একরাশ ফুল, একগাদা ফুল। ⟹ **ফুল্ল**।

ফালিভদ্দক—তক্তা, কাঠ, কাষ্ঠ। **নিস্‌সার সিম্বলি ফালিভদ্দক বনাদীনি**—অসার (অকেজো কোমল) শিমুলাদি কাঠের বন। = **পাটলীভদ্দক, পালিভদ্দক**।

ফালিম (বিণ) বিস্তৃত হয় বা হইতেছে এরূপ, বিকশিত হয় বা হইতেছে এমন, খুলিতেছে এমন, বিশদরূপে ব্যক্ত হয় বা হইতেছে এরূপ, বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইতেছে এমন, পুষ্পিত বা মুকুলিত হয় বা হইতেছে এমন, প্রথম, প্রাথমিক, প্রারম্ভিক, উদ্বোধনকালীন। (যৌগিকে) **অগ্‌গিনিকাসি-ফালিম-পদুম** (জাতক); (জাতক অর্থকথা) **অগ্‌গি-নিকাসি-ফালিত বিকসিত পদুম**।

ফালেতি (ক্রি) [√ফাল+এ] চেরা, ফাড়া, বিদীর্ণ করা, ভেদ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ভাঙ্গা, আহত করা, ক্ষত করা, বেগে বা জোরে খোলা, ধ্বংস করা, ফাটা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, স্থাপন করা, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা, কাটিয়া ফেলা, হঠাৎ দিক পরিবর্তন করা। (বি-ভা) **কটঠং ফালেতি**—(জ্বালানি কাঠের জন্য) কাঠ ফাড়া বা চেরা (বিনয়)। = **কটঠং ফাটেতি** (পেতবত্থু)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সীসং (মুদ্ধা) সত্তধা ফালেতি**; (তুলনীয়) **অধিপাতেতি, ফলতি** (২)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কুচ্ছিং ফালেতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হদযং ফালেতি**। ⟹ **ফলতি**। (অতীত) **ফালেসি**। (অ-বিণ) **ফালিত**। (ব-বিণ) **ফালেন্ত**। (ক্রি-বি) **ফালেত্বা**। (তুম্) **ফালেতুং**। (করণে) **ফালাপেতি, ফাড়াপেতি**।

ফাল্লাপেতি (ক্রি) = **ফালাপেতি**। ⟹ **ফালাপেতি**।

ফাসু (পুং) স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছলতা, সান্ত্বনা, আরাম, দুঃখাদি হইতে মুক্তি, স্বস্তি, সান্ত্বনাকারী ব্যক্তি বা বস্তু। (বিণ) ১ আরামপ্রদ, আরামভোগী, সহজ, স্বচ্ছন্দ, সহজলভ্য, সচ্ছল, সুখকর, মনোহর, আনন্দদায়ক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। (যৌগিকে) **ফাসুকাম** (দীর্ঘনিকায়)। (বিনয়) **ফাসুবিহার**। ২ মিলিন্দ প্রশ্নে **"ভগ্‌গাফাসু"** অনিশ্চিত পাঠ, ইহা **"ফাসুক"** শব্দও নহে; হয়ত ইহা "পাশ, ফাঁদ" অর্থে **"পাস"** শব্দও হইতে পারে। **"ফাসুকা ভগ্‌গা"** শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য কখন কখন হইয়া থাকে। ⟹ **ফাসুকা**।

ফাসুক (বিণ) আরামদায়ক, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, উপযুক্ত, সুবিধাজনক, আরামপ্রদ, আরামভোগী। = **ফাসু** [বিণ(১)]।

ফাসুকট্‌ঠান (ক্লী) আরামদায়ক স্থান, মনোরম জায়গা, আনন্দদায়ক স্থান, সুবিধাজনক স্থান। ⟹ **ঠান** (২খ)।

ফাসুকা (স্ত্রী) পঞ্জর, পাঁজরা, ছাদের কড়ি, আড়কাঠ, পোলিন্দ, ছাতার শিক, পাতার শিরা, পার্শ্ব, সৈন্য বা রণপোতের পার্শ্বভাগ। (বহুবচনে) **ফাসুকা**; (বিনয়) **উপড্‌ঢ ফাসুকা ভঞ্জিতব্বা**। (বি-ভা) **সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা** (জাতক)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সব্বা অবসেস-কিলেস-ফাসুকা ভগ্‌গা**; (তুলনীয়) **ভগ্‌গাফাসু** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (বিণ) ১ পার্শ্বস্থ। (বি-ভা) **মহাফাসুকা পস্‌স**—পার্শ্ব, সৈন্য বা রণপোতের পার্শ্বভাগ (সাহিত্যে—বড় পোলিন্দ বা আড়কাঠের পার্শ্বে, পঞ্জরের পার্শ্বে) (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উগ্‌গত ফাসুকা**—(বিণ) ছাতার শিক অথবা ছাদের কড়ি উদ্‌গত হইয়াছে এমন; ইহার ব্যবহার **"উপ্ফাসুলিক"** শব্দের পরিবর্তে করা হইয়াছে। (যৌগিকে) **ফাসুকা ফাসুকা** = **ফাসুক অটঠীনি**—অস্থিপঞ্জর (যাহা ২৪ প্রকার দেখানো হইয়াছে) (বিশুদ্ধিমার্গ)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ফাসুকা দ্বয়**—পঞ্জরদ্বয়। ⟹ **পাসুক, পাসুড়**। ২ = **পাপকা**। ⟹ **পাপকা, ভগ্‌গ**।

ফাসুকা ফাসুকা ⟹ **ফাসুকা** [বিণ(১)]।

ফাসুকাম (বিণ) স্বস্তি বা আরামের জন্য চিন্তিত, দুঃখ হইতে মুক্তিকামী, স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়, সান্ত্বনাকাঙ্ক্ষী, শুভার্থী, মঙ্গলকামী, অপরের উন্নতিকামী। ⟹ **ফাসু**।

ফাসুকালেন—সুসময়ে, শুভসময়ে, সুখের সময়ে।

ফাসুলিকা (স্ত্রী) পঞ্জর, পাঁজরা, ছাদের কড়ি, আড়কাঠ, পোলিন, ছাতার শিক, পাতার শিরা। = **ফাসুকা** (স্ত্রী)। (যৌগিকে) **উপ্ফাসুলিক** (বিণ)।

ফাসুলা (স্ত্রী) = **ফাসুকা**। ⟹ **ফাসুকা** (স্ত্রী)। (সংযুক্ত নিকায়) **ফাসুল অন্তরিকা**।

ফাসুলী = **ফাসুলা**। ⟹ **ফাসুলা**।

ফাসুবিহার (পুং) সুখে অবস্থান, সুখকর অবস্থা, সান্ত্বনা, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি, সান্ত্বনা প্রদানকারী ব্যক্তি বা বস্তু, আরামে থাকা, সচ্ছলতা, দুঃখাদি হইতে মুক্তি। ⟹ **বিহার** (২), **ফাসু**।

ফিয (ক্লী) দাঁড়, ক্ষেপণী। = **পিয** [ক্লী(২)]। (সূত্রনিপাত) **ফিয অরিত্তং** (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **দব্বি পদর**। (জাতক) **ফিয-অরিত্তং**। ⟹ **ফিযারিত্ত**।

ফিযা (স্ত্রী) কাঠের তক্তা, তক্তা বা কাঠ দ্বারা তৈরি দাঁড় বা ক্ষেপণী। = **ফিয, দব্বিপদর**। ⟹ **অরিত্ত** (ক্লী), **ফিযারিত্ত**।

ফিযারিত্ত [ফিয+অরিত্ত] দাঁড় এবং কর্ণ, ক্ষেপণী এবং হাল, ক্ষেপণী, দাঁড়, কর্ণ, হাল।এখানে **ফিয= দব্বিপদর; অরিত্ত** = বেড়ুদণ্ড। ⟹ **পিযারিত্ত, অরিত্ত, ফিয**।

ফীত (বিণ) স্ফীত, প্রবৃদ্ধ, বর্ধিত, ফুলা, ফাঁপা, অধিক, পদোন্নতিপ্রাপ্ত, হৃষ্ট, ধনী, ঐশ্বর্যশালী, ধনবান, সমৃদ্ধিশালী, উন্নত, প্রচুর, পর্যাপ্ত, অনুকূল, সফলকাম, বহুমূল্য, মূল্যবান, যথেষ্ট, উর্বর, (শব্দ, বর্ণাদি-সম্পর্কে) গাঢ়, সুগম্ভীর, ভাবপূর্ণ, মসলাযুক্ত, মসলা দিয়া প্রস্তুত, সারযুক্ত, পুষ্টিকর। (বি-ভা) **ইদ্ধ ফীত বহুজ্জন**— ঐশ্বর্যশালী সমৃদ্ধিশালী বহুজনে পরিপূর্ণ (দীর্ঘনিকায়)। = **সমিদ্ধ, পীত** (১খ)।

ফুট (বিণ) ১ ক ব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট, ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট, গর্ত দিয়া গত, ভেদ করিয়াছে এমন, (কোনও কিছুতে) উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত, শিহরিয়া উঠিয়াছে এমন, কম্পিত। (তুলনীয়) **পরিস্ফুট** (⟹ **পরিস্ফরতি**)। (দীর্ঘনিকায়) **পীতিসুখেন ফুট**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ফুট্‌ঠ; পুট্‌ঠ**। (জাতক) **সরীরং পীতিযা ফুট**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পীতিযা ফুট-সরীরো**। ⟹ **ফরতি** (১)। **খ** বিস্তৃত, বিস্তারিতরূপে বর্ণিত, বিশদভাবে ব্যক্ত, বিকশিত, বিছাইয়াছে এমন, প্রকাশিত, বিস্তারিত, প্রচারিত, আচ্ছাদিত, পরিবেশিত, ব্যাপ্ত, ঘোষিত। (বিনয়) **লোহিতেন ফুট**। (জাতক) **ভূমি যোজন-সতং ফুটা তিট্‌ঠন্তি**—শত যোজন ভূমি বিস্তৃত হইয়া দাঁড়াইল; = **এত্তকং ঠানং অনুফরিত্বা তিট্‌ঠন্তি**; = **যোজন-সতং ফরিত্বা তিট্‌ঠন্তি**। (তুলনীয়) **ফুট** (৩)। ⟹ **ফরতি** (১), **ওফুট** (৩)। ২ পুষ্পিত, মুকুলিত, পুষ্পমুকুলপূর্ণ, ফলপ্রসূ, পুষ্পভরা, ফুলপূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, খোলা, প্রস্ফুটিত, ফোটা। **ফুট কুমুদ**। (তুলনীয়) **ফুটিত**। ৩ এই শব্দটি মধ্যম নিকায়ে "**সব্ব বারিপট**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। ইহা "**বারিত, যুত, ধুত**" এর পর্যায়ক্রম শব্দ, কিন্তু Kern. গ্রন্থে ইহাকে অপ্রয়োজনভাবে "**পূত**" শব্দে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। এইখানে এই শব্দের অর্থ হয়:—(কিছুর দ্বারা) পূরিত, পরিপূরিত, আচ্ছাদিত, বিস্তারিত"—এই অর্থে সমার্থবাচক শব্দ "**ফুট** (১)"; **ওফুট** শব্দেও পর্যায়ক্রম শব্দগুলি দ্রষ্টব্য। মধ্যম নিকায়ে এই অর্থে "**পুট্‌ঠ**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। "**ফুট**" শব্দের পরিবর্তে ভুল লিখিত শব্দ "**ফুট্ট, পুট্‌ঠ**" সম্বন্ধে Trenckner-এর মধ্যম নিকায়ে তুলনা ও মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের "**অবীচি**" পাঠে "**ফুট**" শব্দের সমার্থ করা হইয়াছে—"পূর্ণ, অধিকৃত, প্লাবিত", যেমন—"**অবীচি মঞ্ঞে ফুটো অহোসি**"। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এবং দীর্ঘনিকায়ে এই একই অর্থে "**ফুট্ট, পুট্‌ঠ, ফুট**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ⟹ **ফরতি**।

ফুটা ⟹ **পবুটা**।

ফুটিকা (বিণ) = **ফুটিত**। ⟹ **ফুটিত** (২)।

ফুটিত(বিণ) ১ কম্পিত, বিচলিত, আন্দোলিত, অস্থিরকৃত, চারিদিকে নিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, তোলপাড় করা হইয়াছে এরূপ, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এমন, বিদীর্ণকৃত, হঠাৎ বা বেগে আবির্ভূত, জোরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এমন, খুলিয়া গিয়াছে এমন, বেগে নিষ্ক্রান্ত, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে এমন, টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, মতভেদ ঘটিয়াছে এমন, ফাটল ধরিয়াছে অথবা ভাঙ্গন ধরিয়াছে এমন, হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছে এরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **ফুতিতত্তং**। ২ চিড়-খাইয়া খুলিয়া গিয়াছে এমন, ফাটল ধরিয়াছে এমন, ফাটিয়া গিয়াছে এমন, খসখসে বা ক্ষত হইয়াছে এমন, ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইয়াছে এমন। (থেরগাথায়) **ফুটিক**। (থেরগাথা অর্থকথায়) **বাহিত, নিফুটিত**।

ফুট্ট ⟹ **ফুট** (৩)।

ফুট্‌ঠ(বিণ) স্পর্শিত, স্পর্শকৃত, বিচলিত, মুগ্ধ, পরিচালিত, প্রভাবিত, প্রবৃত্ত, চালিত, অনুভূত, প্রাপ্ত, উপনীত, সংস্পৃষ্ট; (বিশেষ অর্থে) "উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত, কম্পিত, শিহরিয়া উঠিয়াছে এমন, ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট, গর্ত দিয়া গত, ভেদকৃত, ভেদিত [তুলনীয়—**ফুসতি** (১)]"। (বিনয়) **আবাধেন ফুট্‌ঠ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রোগেন ফুট্‌ঠ**। (জাতক) **মেত্তচিত্তেন ফুট্‌ঠ** = **মেত্তচিত্তেন পুট্‌ঠ**। (জাতক) **দিব্ব ফস্‌সেন ফুট্‌ঠ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ফুট্‌ঠসম্ফস্‌স**—স্পর্শ দ্বারা অথবা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা সংস্পর্শ; **ব্যাধিনা ফুট্‌ঠ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পীতিযা ফুট্‌ঠ; রোগেন ফুট্‌ঠ**। (তুলনীয়) **সম্ফুট্‌ঠ**। ⟹ **ফুট** (৩), **ফুসতি** (১)।

ফুত = **ফুট**। ⟹ **ফুট** (১ক)।

ফুতিতত্তং—হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়ার অবস্থা, ইতস্তত নিক্ষিপ্ত অবস্থা, তোলপাড় করার অবস্থা, আন্দোলিত করার অবস্থা। ⟹ **ফুটিত**।

ফুত্তো (বিণ) স্পর্শিত, সংস্পর্শিত, বিমোহিত, মুগ্ধ। = **পুট্‌ঠো**; ⟹ **পুট্‌ঠ** (৪)।

ফুনতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্পবর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া। = **পুনাতি** (২)। (জাতক) **অঙ্গারকাসুং ফুনতি**। "**ফুনতি**" শব্দের পরিবর্তে সম্ভবত "**পুনন্তি**" বানানই শুদ্ধ। (জাতক অর্থকথায়) **বিধুনাতি, ওকিরতি**। সম্ভবত "**ফুনতি**" শব্দকে আমাদের "**ধুনাতি**" শব্দরূপে পাঠ করা উচিত।

ফুলক (পুং) এক প্রকার রত্ন-বিশেষ, অতি মূল্যবান বস্তুবিশেষ। = **পুলক**।

ফুল্ল (বিণ) ১ ফুল্ল, ফুটন্ত, পুষ্পিত, মুকুলিত, ফুটিয়াছে এমন, সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত, আনন্দপূর্ণ। (আতিশয্য বাচক শব্দ) **ফালিফুল্ল**—একরাশ ফুল (মধ্যম নিকায়)। = **ফলিত, ফালিফুল্ল, ফলিতোকাস**। (তুলনীয়) **ফলিত**। ২ ভগ্ন, ভাঙ্গা। (পেতবত্থু) **অখণ্ড-ফুল্ল**। ⟹ **ফলতি**।

ফুল্লছারিক = **উণ্হছারিকা**। ⟹ **উণ্হছারিকা**।

ফুল্লতি (ক্রি) প্রস্ফুটিত হয়, ফুল্লিত হয়, ফোটে। (অ-বিণ) **ফুল্লিত**।

ফুল্লফুসিতক (ক্লী) বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। ⟹ **ফুসিতক** (ক্লী)। (বিণ) বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ে এমন। ⟹ **ফুসিতক** (বিণ)।

ফুল্লিত (বিণ) প্রস্ফুটিত, বিকশিত, ফুটন্ত। = **ফুল্ল** (১)। জাতকে "**ফীত**" (ধনবান অর্থে) শব্দের পরিবর্তেও "**ফুল্লিত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (জাতক) **সুফুল্লিতবন**। ⟹ **ফুল্লতি**।

ফুসতি (ক্রি) [√ফুস+অ] ১ক (সাহিত্যে) ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, নাগাল পাওয়া, উপনীত হওয়া, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ফুসতী'তি ফস্সো**। (অতীত) "**ফুসি**" শব্দের পরিবর্তে "**ফুসী**"। **খ** (চরিত্রে) [বৌদ্ধদের হর্ষজনক কথায় বা খেলায় নির্বাচিত যৌগিক শব্দের এই পর্যায়টি দ্রষ্টব্য। এইখানে এই শব্দের অর্থ "**ফরতি**" শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত দীর্ঘনিকায় অর্থকথার নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলি অনুসারে:—(দীর্ঘনিকায়) **পরিফরতি** = **সমন্ততো ফুসতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **ফরিত্বা** = **ফুসিত্বা আরম্মণং কত্বা** (বিশুদ্ধিমার্গ)]। অর্থ:—সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, নাগাল পাওয়া, লাভ করা, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া। ধর্ম-সম্বন্ধীয় লক্ষ্যের উচ্চতম আদর্শ লাভের বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ ভাষা:—(দীর্ঘনিকায়) **চেতোসমাধিং ফুসতি; নিরোধং ফুসতি**। (বিমানবত্থু) **সমথ-সমাধিং ফুসতি**; (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **সমথ-সমাধিং আফুসিং** (এখানে সম্ভবত "**অফুসিং**" শব্দই সুন্দর পাঠ হইবে); বিমানবত্থু অর্থকথায় ইহাকে "**সমথ-সমাধিং অধিগচ্ছিং**" বাক্যেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (পেতবত্থু) **ফলং অফুস্সযি** (অতীতকালে)। (পেতবত্থু) **অমতং পদং ফুসতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতং ফুসতি**; কিন্তু সাহিত্যে পাঠ হইয়াছে:—**খিপ্পং ফস্সেতি অমতং**। (কদর্থে মিলিন্দ প্রশ্নে দেবদত্ত-সম্বন্ধে) **কপ্পট্‌ঠিতিকং কম্মং ফুসতি**। (অ-বিণ) **ফুট্‌ঠ**। (তুলনীয়) **উপপ্ফুসতি**। ২ ক সহসা চিৎকার করিয়া ওঠা, হঠাৎ চিৎকার করা, প্রকাশ করা, ফাটিয়া নির্গত হওয়া, তাড়াতাড়ি বা হঠাৎ লাফ দেওয়া, বেগে নির্গত হওয়া, ছুটা, উৎপন্ন হওয়া, উদ্‌গত বা উত্থিত হওয়া, বাহির হওয়া, তাড়া দিয়া বাহির করা, অগ্নি দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া, ফাটানো, উত্তোলন করা, উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্পবর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া। (তুলনীয়) **ফরতি, ফুট্‌ঠ, ফুট**। **খ** ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্পবর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, বিন্দু বিন্দু চিহ্নে চিহ্নিত করা। পালিতে সমান ধাতুগত শব্দ "**পসত, ফোসেতি, পরিপ্ফোসক, ফুস্স, ফুসিত**। (অতীত) **ফুসি**। (অ-বিণ) **ফুসিত, ফুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **ফুসন্ত, ফুসমান**। (ক্রি-বি) **ফুসিত্বা**। (তুম) **ফোসিতুং, পোসিতুং, ধোবিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **ফুসীয়তি**।

ফুসন (ক্লী) স্পর্শন, স্পর্শ, স্পর্শকরণ, ছোঁয়া, গ্রহণ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব।

ফুসনা (স্ত্রী) লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), উপার্জন, বৃদ্ধি, বিস্তৃতি, প্রসার, বিস্তার, পাল্লা, শক্তি, নাগালের সীমা, দুই বাঁকের মধ্যবর্তী নদীর অংশ। = **ফুট্‌ঠট্‌ঠান**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঞাণট্‌ঠান**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সমাধিট্‌ঠান**।

ফুসায়তি (ক্রি) বিন্দু বিন্দু বারিপাত হওয়া, অল্প অল্প বর্ষিত হওয়া বা বৃষ্টি পড়া, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **দেবো একং একং ফুসায়তি**—দেবতা বা মেঘ ফোঁটা ফোঁটা বর্ষণ করিতেছে। ⟹ **অনুফুসায়তি**।

ফুসিত (ক্লী) বৃষ্টির ফোঁটা, স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব, বারিবিন্দু, বৃষ্টিবিন্দু। (বিণ) ১ ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট, রঙিন, রংবিশিষ্ট, অতিরঞ্জিত, বিকৃত বর্ণনায় সরস, (ফুলের সহিত) চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে রঞ্জিত। (সূত্রনিপাত) **ফুসিতগ্গ** = **সুপুপ্ফিতগ্গসাখ** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। ⟹ **ফুসতি** (২)। ২ সংস্পৃষ্ট, সংলগ্ন, স্পর্শিত, স্পর্শকৃত, অঙ্কিত, বিচলিত, প্রাপ্ত, লব্ধ, অনুভূত, পরিহিত। = **ফস্সিত** (২)। (মধ্যম নিকায়) **ফুসিতগ্গড়**।

ফুসিতক (ক্লী) = **ফুসিত**। ⟹ **ফুসিত** (ক্লী)। (বিণ) বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এমন, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে এরূপ। (বি-ভা) **থুল্ল ফুসিকদেব**—দেব বা মেঘ বড় বড় ফোঁটা বর্ষণ করিতেছে এরূপ; ইহাকে "**ফুল্ল-ফুসিতক**" শব্দরূপেও পাঠ করা হয়।

ফুসিতগ্গ (বিণ) [ফুসিত + অগ্গ] প্রস্ফুটিত পুষ্পে

পরিপূর্ণ বৃক্ষের শাখাগ্র, যে বৃক্ষের শাখাগ্র প্রস্ফুটিত পুষ্পে পরিপূর্ণ। = **সুপুপ্ফিতগ্গ সাখ**। ⇒ **ফুসিত** [বিণ(১)]।

ফুসিতগ্গল (বিণ) [ফুসিত+অগ্গড়] অর্গলবদ্ধ, দরজবদ্ধ। ⇒ **ফুসিত** [বিণ(২)]।

ফুসিতুং (তুম) ছিটাইতে, বিন্দুপাত করিতে, ছড়াইতে, অভিষেক করিতে, বিন্দু বিন্দু বা ফোঁটা ফোঁটা জল ছিটাইতে। ⇒ **ফুসতি** (২)।

ফুসীযতি (ক্রি) স্পর্শিত হওয়া, সংস্পর্শিত হওয়া। ⇒ **ফুসতি** (১ক)।

ফুস্স (পুং) ১ ক পৌষমাস, মাসের নামবিশেষ। ⇒ **মাস** (১)। **খ** পুষ্যা নক্ষত্র, নক্ষত্রের নাম-বিশেষ। = **ফুস্সতারকা**। (যৌগিকে) **ফুস্সদেব; ফুস্সমিত্ত**। ২ (ক্রি-বি) স্পর্শ করিয়া, অনুভব করিয়া, লাভ করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া, পৌঁছাইয়া, সাধন করিয়া, কার্যে পরিণত করিয়া। ⇒ **ফুসতি** (১)। ৩ (বিণ) **ক** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নযুক্ত, ছোট ছোট দাগবিশিষ্ট, সুন্দর রং বা বর্ণযুক্ত, চিত্রবিচিত্র, ফুটফুটে। (জাতক) **ফুস্স কোকিল**। **খ** "পরিষ্কার, চমৎকার, সুন্দর" (ভাবার্থে)। (জাতক) **ফুস্সরথ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ফুস্সরাগ**।

ফুস্সক (পুং) কোকিল, বসন্তসখা, পিক। = **পুস্সক**। ⇒ **ফুস্স** (৩ক)।

ফুস্সকোকিল (পুং) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নযুক্ত অথবা ফুটফুটে বর্ণবিশিষ্ট কোকিল। ইহা নারীজাতীয় কোকিলকে বোঝায়। = **চিত্রকোকিল**। ⇒ **ফুস্স** (৩ক)।

ফুস্সতিল = **পুস্সতিল**। ⇒ **পুস্সতিল**।

ফুস্সতেল = **পুস্সতেল**। ⇒ **পুস্সতেল**।

ফুস্সদন্তকট্ঠ = **পুস্সদন্তকট্ঠ**। ⇒ **পুস্সদন্তকট্ঠ**।

ফুস্সমাস (পুং) পৌষ মাস। = **ফুস্স** (১ক)। ⇒ **মাস** (১)।

ফুস্সমিত্তা (স্ত্রী) এক যক্ষিণীর নাম-বিশেষ, ফুস্সমিত্রা নামিকা এক যক্ষিণী। ⇒ **যক্খিণী**।

ফুস্সরথ (পুং) (সংস্কৃত—পুষ্পরথ) পুষ্পরথ, রাজরথ, রাজ সরকারের গাড়ি, ভ্রমণার্থ রাজকীয় রথ যাহা রাজার আরোহণমাত্রেই স্বেচ্ছানুক্রমে চলিয়া রাজার অভিলাষ পূর্ণ করে। কোনো রাজার দেহান্ত ঘটিলে রাজার যদি পুত্র প্রভৃতি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তখন শূন্য সিংহাসনের জন্য রাজা নির্বাচনে পূর্বকালে এই পুষ্পরথ ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই রথ মহাসমারোহে স্বেচ্ছায় গমন করিয়া জনসাধারণ হইতে উপযুক্ত বরেণ্য ব্যক্তিকে রাজপরিবেশে আনয়ন করিয়া যথোপযুক্তভাবে অভিষিক্ত করিয়া সিংহাসনে বসাইত। = **পুস্সরথ**। ⇒ **ফুস্স** (৩খ)।

ফুস্সরাগ (পুং) (সংস্কৃত—পুষ্পরাগ) পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ মণি, পোখরাজ, পীতবর্ণের মণি, মূল্যবান পাথর।

ফুস্সিত (বিণ) স্পর্শিত, স্পর্শকৃত, উপনীত, নাগালপ্রাপ্ত, প্রাপ্ত, লব্ধ। = **পস্সিত, ফস্সিত, ফুসিত** [বিণ(১)]। ⇒ **ফুস্সেতি**।

ফুস্সিতগ্গল = **ফুসিতগ্গল**। ⇒ **ফুসিতগ্গল**।

ফুস্সিতগ্গে (ক্রি-বিণ) (বৃক্ষের) অগ্রভাগে বা আগায় পুষ্পিতরূপে। ⇒ **অগ্গে** (১)।

ফুস্সিযতি (ক্রি) = **ফস্সিযতি** (⇒ **পস্সেতি**)।

ফুস্সেতি (ক্রি) = **ফস্সেতি**। ⇒ **ফস্সেতি**। (অ-বিণ) **ফুস্সিত**।

ফেগ্গু (ক্লী) ১ একজাতীয় বৃক্ষের নাম-বিশেষ। ⇒ **পরিবার** (১)। ২ আনুষাঙ্গিক কাঠ, গাছের সারভাগের চতুর্দিকস্থ কাঠ, অপদার্থ বা অসারবস্তু। এই শব্দটি সর্বদা গাছ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। ইহার অনুক্রমে বা পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত শব্দ, যথা—**মূল, সার, ফেগ্গু, তচ, পপটিকা** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ফেগ্গুসার**। (বিপ) সার। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **তচ্ছকো ফেগ্গুং অপহরিত্বা সারং আদিযতি**। ⇒ **পরিবার** [১(বিণ)]।

ফেগ্গুক (বিণ) অসারবান, অসার বা নির্গুণ কাঠ আছে এমন, দুর্বল, নিকৃষ্টতর। (মধ্যম নিকায়) **অপগত ফেগ্গুক** (এখানে "ফেগ্গুক" শব্দে সমস্তকে বুঝাইয়াছে)। (জাতক) **অপগত ফেগ্গুক সারময়**।

ফেগ্গুতা (স্ত্রী) শুষ্ক কাঠের অবস্থা, সারহীন অবস্থা, নিঃসার, অসারতা, নির্গুণতা।

ফেণ (ক্লী) ফেনা, গাঁজলা, সাবান প্রভৃতি জলে গুলিয়া রগড়াইলে জলে যে বুদ্বুদসমূহ একত্র হইয়া দেখা দেয় উহা, গাদ, মাড়, নীচ ও অধম লোক, অসার বাগাড়ম্বর, লঘুবস্তু।

ফেণক = **ফেণ**। ⇒ **ফেণ**।

ফেণপটল—ফেনার ঝিল্লি অথবা সূক্ষ্ম ফেনিল আবরণ।

ফেণপিণ্ড (পুং) ফেনাপিণ্ড, ফেনার সমগ্রসমষ্টি, ফেনারাশি। = **বুব্বুড়ক** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

ফেণমালা (স্ত্রী) ফেনার মালা, ফেনার হার, ফেন মালা।

ফেণমালিন (বিণ) ফেনমালা সহকারে অর্থাৎ ফেনিল, ফেনাযুক্ত, উপরিভাগে ফেনা বা গাঁজলাযুক্ত, পৃষ্ঠদেশ ফেনিল বা ময়লাদি ফেনাযুক্ত। ⇒ **মালিন** (২)।

ফেণমিস্স (বিণ) ফেনামিশ্রিত, ফেনিল, ফেনাযুক্ত।

ফেণবণ্ণ (ক্লী) ফেনার বর্ণ, ফেনার ন্যায় রং।

ফেণিল (পুং) রিঠাগাছ। রিঠা একজাতীয় বৃক্ষফল যাহা সাবানের ন্যায় কাপড় ধৌত করায় ব্যবহৃত হয়।

ফেণুদ্দেহক (বিণ) ফেনিল, বুদবুদে ফেনাযুক্ত, ফেনা উৎক্ষিপ্ত বা উত্তোলিত, ফেনা তোলা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **ফেণুদ্দেহকং**।

ফেণুদ্দেহকং (ক্রি-বিণ) উপরে ফেনা ওঠে এমনভাবে। ⇒ **ফেণুদ্দেহক**।

ফেনমাল (ক্লী) ফেনিল ময়লা, ফেনাকার লঘুবস্তু, ফেনাযুক্ত নোংরা। ⇒ **মাল** (২)।

ফেল্ল = **বেল্ল, মেল্ল**। ⇒ **বেল্ল, মেল্ল**।

ফোট (পুং) স্ফোটক, ফোঁড়া, আব, ফোস্কা, স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি। (তুলনীয়) পোট।

ফোটক (ক্লী) = ফোট। ⇒ **ফোট**।

ফোটন (ক্লী) সরব প্রশংসা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ব্রহ্মপ্পোটন**। = **অপ্ফোটন**।

ফোটেতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলা বা দেওয়া, উপর দিকে নিক্ষেপ করা, তোলপাড় করা, আন্দোলিত করা, বজ্রধ্বনি করা, বজ্রের মত শব্দ করা, উচ্চধ্বনিতে প্রকাশ করা, তীব্র নিন্দা করা। এই শব্দটি দুইটি সমপ্রণালীতে ব্যবহৃত হয়, যথা—(মিলিন্দ প্রশ্ন) **দেবতা সাধুকারং অদংসু, ব্রহ্মানো অপ্ফোটেসুং** (**ব্রহ্মনো অপ্পোঠেসং**); (মিলিন্দ প্রশ্নে) **সক্কো দেবরাজা অপ্পোঠেসি** (**সক্কো দেবরাজা অপ্পোটেসি**); (জাতকে) **মহাব্রহ্মা সাধুকারং অদাসি**। ⇒ **পোঠেতি**।

ফোট্ঠব্ব (ক্লী) স্পর্শ, স্পর্শ দ্বারা অনুভূতি, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, স্পর্শেন্দ্রিয়, সংস্পর্শ, ছোঁয়া, শারীরিক বা কায়িক সংস্পর্শ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি। = **ফস্স**। "**কায**" অথবা "**তচ**" এর অনুভবনীয় বস্তু "**ফোট্ঠব্বং** (**স্পর্শ**)", যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **কাযেন ফোট্ঠব্বং ফুসিত্বা**। ⇒ **আযতন**। দীর্ঘনিকায়ে "**অজ্ঝত্তিক-বাহিরানি আযতনানি**" এর তালিকায়:—**কাযো চেব ফোট্ঠব্বা চ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ফোট্ঠব্ব ধাতু**। ⇒ **ফুসতি**।

ফোট্ঠব্বাযতন (ক্লী) ⇒ **আযতন** (৩)।

ফোসিত (বিণ) অভিষিক্ত, ছিটাইয়া দিয়াছে অথবা ছড়াইয়া দিয়াছে এরূপ, বিন্দু বিন্দু (বৃষ্টি) বর্ষিত, অল্প অল্প (বৃষ্টি) বর্ষিত। (জাতক) **চন্দন ফোসিত**। ⇒ **ফোসেতি**।

ফোসিতুং (তুম্) (জল) ছিটাইয়া সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া দিতে, নোংরা করিতে, নিন্দা করিতে। ⇒ **ফুসতি, ফোসেতি**।

ফোসেতি (ক্রি) ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া। (তুলনীয়) **পরিপ্ফোসেতি**। ⇒ **ফুসতি** (২)। (অ-বিণ) **ফোসিত**। (তুম্) **ফোসিতুং**।

ব

ব—প-বর্গের তৃতীয় ব্যঞ্জন ওষ্ঠজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠজ বর্ণ বলে। "**ব**" অক্ষর "**প, ফ**" এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অতএব বুদ্ধঘোষের দৃষ্টিতেও "**বহুত**" শব্দ "**পহুত**" হইয়াছে অর্থাৎ "**ব**" এর পরিবর্তে "**প**" অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে। (তুলনীয়) **বক্কুল, বদর, বদালতা, বন্ধচর, বন্ধুক, বল, বলীযতি, বহুক, বহূত, বিল্ল, বেল্ল; পরিপন্থ** (এর পরিবর্তে) **পরিবন্ধ, ফাল**। দ্বিতীয়ত "**ব**" এর পরিবর্তেও "**ব**"-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **বজ্জযিত্বা, বজ্জেত্বা**।

বক (পুং) ১ বক, স্বনামখ্যাত জলচর পক্ষী-বিশেষ। (জাতক) **বকসুণিকা**। ২ বকযক্ষ, বক নামক যক্ষ বা দৈত্য।

বকুল (ক্লী) ১ বকুল, বকুলফুলের গাছ। ২ বকুল ফুল। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মিলাত বকুলপুপ্ফ**; = **মিলাত আকুলি পুপ্ফ** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

বক্কুল (পুং) (বুদ্ধকে ভয় দর্শাইবার জন্য আগত) বিকটশব্দকারী যক্ষ বা দৈত্য, অজকলাপক নামক যক্ষের বিকটাকার ধারণ। (বিণ) = **ব্যাকুল** (?), **পাকুল**। ⇒ **ব্যাকুল, পাকুল, আকুলী**।

বজ্ঝ ⇒ **বজ্ঝতি**।

বজ্ঝতি (ক্রি) আবদ্ধ হওয়া, বিমোহিত হওয়া, (ফাঁদে) ধৃত হওয়া। = **পলাবুজ্ঝতি**। (পঞ্চমী) **বজ্ঝন্তু** (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **বজ্ঝরে**। (সপ্তমী) **বজ্ঝেয্য**। (অতীত) **বজ্ঝি, অবজ্ঝি**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **অবজ্ঝরে**। (ক্রি-বি) **বজ্ঝিত্বা**, (জর্মান জাতকে) **বজ্ঝ, বন্ধিত্বা**। ⇒ **বন্ধতি**।

বত্তিংস (বিণ) ৩২, বত্রিশ। = **দ্বত্তিংস**।

বত্তিংসতি (বিণ) = **বত্তিংস**। ⇒ **বত্তিংস**।

বদর (ক্লী) বদর, বড়ই, কুল, কুলফল, বদরিফল, এক প্রকার মিষ্ট ফল (যাহা আকারে এবং স্বাদে বুনো আপেলের ন্যায় এবং যাহা সংকোচক বা ধারক গুণবিশিষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)। (পুং) কুলগাছ, বদরিকা, বদরি, বদরী।

বদর অট্ঠি (স্ত্রী) বদরিফলের আঁটি, কুলের বীজ।

বদর পণ্ডু—পাণ্ডুবর্ণ (অর্থাৎ কাঁচা বা অতিরিক্ত পক্ব নহে এমন) কুল বা বদরিফল।

বদরমিস্স (বিণ) কুল বা বদরিফল মিশ্রিত অর্থাৎ বদরিফলের রস মিশ্রিত।

বদরযূস (পুং, ক্লী) বড়ই চটকানো রস, বদরিফল বা কুলের রস, বড়ইর রস। ⇒ **যূস** (২)।

বদরী (স্ত্রী) বদরী, বদরি, বদরিকা, কুলগাছ, বড়ই গাছ।

বদালতা (স্ত্রী) একপ্রকার মিষ্টিফলের লতাগাছ, (কন্টকময়) লতা।

বদ্ধ (বিণ) ১ ক বদ্ধ, বাঁধা, সংযত, ন্যস্ত, নিগড়িত, বাধ্য, গ্রথিত, নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, যাইতে প্রস্তুত, উদ্দিষ্ট, উৎপাদিত, বিহিত, বাঁধা আছে এমন। খ পাশবদ্ধ, ফাঁদে পড়া বা পতিত, জাল পাতিয়া ধরা হইয়াছে এমন, কৌশলে আটকানো বা ধৃত, ফাঁদে ফেলাইয়াছে এমন। গ দৃঢ়াবদ্ধ, দৃঢ়কৃত, স্থিরীকৃত, অবধারিত, নির্ধারিত, শান্ত, মীমাংসিত, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, (কোনো স্থানের সহিত) আবদ্ধ বা সংবদ্ধ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বদ্ধপিত্ত**। ঘ সংক্ষিপ্ত, সংকুচিত, বাগ্‌দত্ত, উপার্জিত, আনীত, চুক্তিকৃত, সংস্পর্শিত, অর্জিত, প্রাপ্ত, লব্ধ। ঙ আবদ্ধ, আসক্ত, অভ্যস্ত, সংলগ্ন, সংবদ্ধ। (সূত্রনিপাত) **ভবসাত বদ্ধ**। চ একত্রে রক্ষিত, (ময়দা বা আটা) মাখিয়াছে বা ঠাসিয়াছে এমন, (খাদ্য সম্বন্ধে) পিষ্টক বা পিঠা প্রস্তুত করিয়াছে এরূপ। ছ একত্রে আবদ্ধ, গ্রথিত, সংযুক্ত, সন্নিবদ্ধ, সম্বন্ধ শ্রেণীতে সম্মিলিত, গুচ্ছবদ্ধ। চিন্তা বা ভাব সম্বন্ধে:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **কণ্ণিকবদ্ধ**। জ অস্তমিত, রোপিত, দৃঢ়কৃত, স্থাপিত, আরোপিত, নির্দেশিত, নিযুক্ত, সুর সংযুক্ত, বিস্তৃত, সুশোভিত, (মন সম্বন্ধে) সংগৃহীত বা সংগঠিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মানসং তে বদ্ধ**। (তুলনীয়) **অতিবদ্ধ, অনুবদ্ধ, অবদ্ধ, নিবদ্ধ, পটিবদ্ধ, বিনিবদ্ধ, সম্বদ্ধ**। ⟹ **বন্ধতি**। ২ (ক্লী) চর্মনির্মিত বা চামড়ার লম্বা সরু ফালি, নাপিতের চামাটি, বুকপেটি, চামড়ার পাতলা ফালি। = **বদ্ধ**; (তুলনীয়) **আবন্ধন**।

বদ্ধগূ = **পচ্চগূ**। ⟹ **পচ্চগূ**।

বদ্ধচর (বিণ) বাধ্যগত, অপরের ক্ষমতাধীনে আছে এমন, পরের প্রভাবে চালিত হয় এমন। (পুং) চাকর, ভৃত্য। = **পদ্ধচর**।

বদ্ধগুর = **বেয্যাবচ্চকর**। ⟹ **বেয্যাবচ্চকর, পদ্ধচর, বদ্ধচর**।

বদ্ধঞ্জলিক (বিণ) [বদ্ধ+অঞ্জলিক] অঞ্জলিবদ্ধ, যুক্তকরে, দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করে এমন।

বদ্ধপিত্ত (ক্লী) বদ্ধপিত্ত, পিত্ত লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অবস্থা, জীবাঙ্গ বা দেহযন্ত্রস্বরূপ পিত্ত বা পিত্তরস শক্ত হইয়া লাগিয়া থাকার অবস্থা। ইহা এক প্রকার রোগ বিশেষ। (বিপ) **অবদ্ধপিত্ত**। ⟹ **পিত্ত** (১), **বদ্ধ** (১গ)।

বদ্ধভাব (পুং) বদ্ধভাব, বদ্ধাবস্থা, আবদ্ধ হইয়াছে এইরূপ অবস্থা, ধরা বা বাঁধা পড়িয়াছে এইরূপ অবস্থা। ⟹ **ভাব** (১)।

বদ্ধভূ = **বদ্ধগূ**। ⟹ **বদ্ধগূ**।

বদ্ধমালা পুট (পুং, ক্লী) মালাগাঁথা ফুলের ঝুড়ি। "**পুটবদ্ধ কুম্মস**" ইহার অর্থ বোধ হয় "বাটিপূর্ণ কুষ্মাণ্ড" হইবে। ⟹ **মালাপুট**।

বদ্ধমোদন—উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন, উত্তম আহার্য বা খাদ্য। = **উত্তমোদন** (জাতক অর্থকথা)।

বদ্ধরাব (পুং) (ফাঁদ ইত্যাদিতে) আবদ্ধ হওয়ার আর্তনাদ, পাশে আবদ্ধ হইয়া যে কাতর চিৎকার করা হয়, ধৃত হইয়া যে কাতর ধ্বনি বা শব্দ করা হয়। = **বন্ধনরাব**। ⟹ **রাব**।

বদ্ধবের (ক্লী) [বদ্ধ+বের] শত্রুতায় লিপ্ততা। (বিণ) শত্রুতায় লিপ্ত আছে এমন, যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়, ঈর্ষা বা ঘৃণা পোষণকারী, শত্রুতা পোষণকারী।

বদ্ধা উপাহান--পায়ের গোড়ালিবদ্ধ জুতা অর্থাৎ মুড়িজুতা। ⟹ **খল্লক**।

বধির (বিণ) বধির, কালা, শ্রবণশক্তিহীন, যে ব্যক্তি কানে শোনে না। (জাতক) **জাতিবধির**। ⟹ **মূগ**।

বধির ধাতুক (বিণ) স্বভাবত বধির, জন্মগত বধির, প্রকৃতিগত শ্রবণশক্তিহীন, বধির অবস্থার, কানে শোনে না এইরূপ প্রকৃতির বা অবস্থার। ⟹ **ধাতুক**।

বন্ধ (পুং) ১ বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, নিগড়, পদশৃঙ্খল, আসক্তি, যোগ, ক্রোক, সংলগ্ন বস্তু, কারাবাস, অবরোধ। (মহানির্দেশ) **তণ্হাবন্ধ; দিট্‌ঠিবন্ধ**। ২ যে ব্যক্তি একত্রে সংযোগ করে বা বাঁধে, বন্ধনকারী লোক। (জাতক) **অস্‌সবন্ধ**। ৩ একপ্রকার বন্ধনী। (বিনয়) **মণ্ডলবন্ধ; সলাকবন্ধ**। = **বন্ধ** (২), **বন্ধন**। (তুলনীয়) **আবন্ধন**।

বন্ধক (পুং) বন্ধক, যদ্দ্বারা বন্ধন বা আচ্ছাদিত করা হয়। ইহা "**বট্টক**" শব্দ তুল্য। ⟹ **অংসবট্টক**।

বন্ধকী (স্ত্রী) অসতী স্ত্রীলোক, ভ্রষ্টা নারী। (বহুবচনে) **বন্ধকিনিযো**। (জাতকে) **বন্ধকী**।

বন্ধতি (ক্রি) [√বন্ধ+অ] বন্ধন করা অর্থে:—১ক বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা। (সংযুক্ত নিকায়) **রজ্জুযা বন্ধতি**। খ (চরিত্রে) একত্র করা, সংযুক্ত করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, সংযোগ করা, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঘরাবাসেন বন্ধতি**---গৃহস্থালিতে আবদ্ধ করা অর্থাৎ বিবাহ দেওয়া। ২ক বদ্ধ করা, বন্ধ করা, পরিধানে আবদ্ধ করা বা বাঁধিয়া দেওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দসন্তে বন্ধতি**। খ (চরিত্রে) স্থাপন করা, রাখা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, স্থির করা, মীমাংসা করা, ঠিক বিন্যাস করা, নিষ্পত্তি করা, শান্ত করা, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, থিতিয়া পড়া, নীচে পতিত হওয়া, স্থির হওয়া, স্থায়ী হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, সন্ধি করা, দেনা পাওনা

চুকানো, হিসাব ঠিক করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মানসং পরদারে বন্ধতি**। ৩ ক দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম ঠিক করা, তারিখ স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, দৃঢ় হওয়া, জমিয়া যাওয়া, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, একত্রে রাখা, (আসন বা শয্যা হইতে) ওঠা। (জাতক) **উক্কা বন্ধতি**। (বি-ভা) **চক্কাতিচক্কং মঞ্চাতিমঞ্চং বন্ধতি**—চক্রের উপর চক্র এবং পালঙ্কের উপর পালঙ্ক রাখা। **খ** (চরিত্রে) যাত্রা করা, চকিত হওয়া, চমকিয়া ওঠা, আরম্ভ করা বা হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, আরম্ভ করিবার বা যাত্রা করিবার সংকেত দেওয়া, আলগা করা বা হওয়া, প্রবর্তিত করা, চালানো, কর্মজীবন আরম্ভ করিতে সাহায্য করা, (শিকার) তাড়ানো, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, সূত্রপাত করা, বলিতে আরম্ভ করা, উদ্ভূত হওয়া, সৃষ্টি করা, গঠন করা, নির্মাণ করা, উৎপন্ন করা, নির্বাহ করা, সম্পাদন করা, সংসাধন করা, বাধ্য করা, উপস্থিত হওয়া, উপার্জন করা, লাভ করা, প্রস্তুত করা, অবস্থা-বিশেষে আনয়ন করা, সংঘটন করা, পরিণত করা, প্রতিষ্ঠিত করা, নিশ্চিত করা, নিয়োগ করা, রচনা করা, গমন করা, সাহায্য করা, ভান করা। (বি-ভা) **আঘাতং বন্ধতি**—অপকারেচ্ছা বা হিংসা পোষণ করা (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **বেরং বন্ধতি**—শত্রুতা আরম্ভ করা। ৪ উপার্জন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, ঘটানো, প্রবর্তিত করা, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করানো, (চলতি কথায়) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া। (জাতক) **অত্থং বন্ধতি = অত্থং নিব্বত্তেতি** (জাতক অর্থকথা)। ৫ সুবিন্যস্ত করা, রচনা করা, মীমাংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা, স্থির করা, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুত্তং বন্ধতি**। ৬ সীমাবদ্ধ হওয়া, সংযত হওয়া, (সীমা) নির্দেশিত হওয়া, বন্দী হওয়া, কারারুদ্ধ হওয়া, আবদ্ধ হওয়া। ৭ ধৃত হওয়া, ফাঁদে পড়া, পাশে আবদ্ধ হওয়া। ৮ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া, শাস্তি বিধান হওয়া, দণ্ড বা দণ্ডিত হওয়া, জরিমানা হওয়া। (জাতক) **বহুদণ্ডে বন্ধতি**। ৯ বিমোহিত হওয়া, গৃহীত হওয়া, আকুলিত হওয়া, অভিভূত হওয়া। (তুলনীয়) **অতিবন্ধতি, অনুবন্ধতি, আবন্ধতি, ওবন্ধতি, পটিবন্ধতি, সম্বন্ধতি**। (অতীত) **বন্ধি, অবন্ধি**। (অ-বিণ) **বদ্ধ**। (পঞ্চমী) **বন্ধ**; (বহুবচনে) **বন্ধন্তু**। (সপ্তমী) **বন্ধেয্য**। (ব-বিণ) **বন্ধন্ত, বন্ধনীয়**। (ভবিষ্যতে) **বন্ধিস্সতি**। (ভ-বিণ) **বন্ধিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বন্ধিত্বা, বন্ধিয**। (কর্মবাচ্যে) **বজ্ঝতি**; (ক্রি-বি) **বজ্ঝিত্বা, বন্ধিত্বা**। (করণে) **বন্ধেতি, বন্ধাপেতি**।

বন্ধন (ক্লী) ১ বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, পদশৃঙ্খল, নিগড়, দাসত্ব, বন্দিশালা, সংযম, বাঁধা, রুদ্ধকরণ, অবরোধ, আটক, অবরোধ অবস্থা, পুস্তকের মলাট। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্চ কামগুণা বন্ধন**। (সংযুক্ত নিকায়) **মারবন্ধন**। (মহানির্দেশ) **অন্দুবন্ধন; রজ্জুবন্ধন**। সংযুক্ত নিকায়ে দেবরাজ ইন্দ্র অথবা অসুরের পঞ্চবিধ বন্ধনের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ২ বন্ধন, গ্রন্থি, বন্ধনী, শৃঙ্খল, গলাবন্ধ, শার্ট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাংশ, ফিতা, ক্ষতাদির বন্ধন বস্ত্র, সঙ্গীত-স্বর-সংযোজন রেখা। (বিনয়) **বন্ধন সুত্তক**—বাঁধিবার সুতা, বন্ধনসূত্র; **কাযবন্ধন; রজ্জুবন্ধন**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধেত্তবন্ধন**। (সূত্রনিপাত) **গিহিবন্ধন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঘরবন্ধন**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পট্টবন্ধন**। ৩ ক একত্রে ধারণ, রচনা, প্রবন্ধ, মিশ্রণ, সংযুক্তি, গঠন, মীমাংসা, সন্ধি, রফা, বন্দোবস্ত, সংকলন, অক্ষর বিন্যাস, সংস্থান, শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা, মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ, নিয়মতন্ত্র, শাসনতন্ত্র। (বিনয়) **সরীরবন্ধন**। **খ** (সাহিত্যে) সংকলন, রচন। (জাতক) **গাথাবন্ধন**। ৪ একত্রে মিলন, সংযোগ, মিল, সম্মেলন, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সংজ্ঞা, সমিতি, একদল লোক, সঙ্গিদল, সঙ্গ, বণিক সমিতি, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদল, সেনাদল, অতিথিবৃন্দ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গণবন্ধন**। ৫ হাতল, বাঁট। ৬ একত্রে সংযুক্তকরণ। (বিনয়) **বন্ধনমত্তেন**—সংযোগ হওয়া মাত্রেই। ৭ নাপিতের চামাটি অথবা বুকপেটি (?)। বিমানবত্থুতে "**অংসবন্ধন**" শব্দে "**বন্ধন**" শব্দরূপে পাঠ সন্দেহজনক, যেহেতু আমরা "**অসংবট্টক**" শব্দার্থে "**অসংবন্ধন**" শব্দ পাঠ করি। ৮ (যৌগিকে) **পঞ্চবিধ বন্ধন**—(নরকস্থ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণার মধ্যে এক একটি যন্ত্রণায়) পঞ্চবিধ বন্ধন বা নির্দিষ্ট পীড়ন নীতি। কিন্তু এখানে "**বন্ধন**" অর্থ সন্দেহজনক। এখানে ইহার অর্থ হইতে পারে "সেট, প্রস্থ, একজাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ, দল" (**মূলবন্ধন** শব্দও তুলনীয়)। = **বন্ধ**। (তুলনীয়) **বিনিবন্ধন**।

বন্ধনচ্ছিদ (বিণ) বন্ধন ছেদন বা ধ্বংস করিয়াছে এমন। ⟹ **ছিদ**।

বন্ধনমোক্খ ⟹ মোক্খ (১ক)।

বন্ধনরাব (পুং) বন্ধনের শব্দ অথবা বন্ধন অবস্থায় কাতরধ্বনি, ফাঁদে বা পাশে আবদ্ধ অবস্থায় কাতর চিৎকার। = **বন্ধরাব**।

বন্ধনসুত্তক—বন্ধনসূত্র, বাঁধিবার সুতা। ⟹ **বন্ধন** (২)।

বন্ধনাগার (ক্লী) বন্ধনাগার, যে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হয়, বন্দীশালা, জেলখানা, কয়েদখানা, কয়েদিগণকে আবদ্ধ

করিয়া রাখিবার ঘর, কারাগার।

বন্ধনাগারক (পুং) [বন্ধন+আগারক] বন্ধনাগার রক্ষক, কারাগার রক্ষক, জেল রক্ষক, জেলদারোগা। ⟹ **আগারক**।

বন্ধনাগারিক (পুং) ১ বন্দী, কয়েদি। ২ কয়েদিরক্ষক, কারাপাল, জেলদারোগা, কারাগারের দারোগা, কারাগারের কর্তা।

বন্ধনীয় (বিণ) ১ আটক করার যোগ্য, **বন্ধনীয়**, বন্ধন করার যোগ্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার যোগ্য, সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার যোগ্য, (সীমা) নির্দেশ করার যোগ্য, সংযত হওয়ার যোগ্য। ২ বাঁধনের উপযুক্ত, অবশ্য পালনীয়, দমনীয়, বাধ্য করার যোগ্য, রুদ্ধ করার যোগ্য।

বন্ধব (পুং) ১ বান্ধব, বন্ধু, মিত্র, আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, একগোত্রের লোক, এক পরিবারের লোক। (বহুবচনে) **বান্ধবা**; কিন্তু সূত্রনিপাতে গাথায় বহুবচনে "**বান্ধবানি**" শব্দ দৃষ্ট হয়। ২ সম্বন্ধযুক্ত বা সংসৃষ্ট ব্যক্তি। (সূত্রনিপাত) **মন্তবন্ধব**। **বেদবন্ধু বেদ-পটিসরণা'তি বুত্তং হোতি**। (জাতক) **বোধনেয্য বন্ধব**। (তুলনীয়) **বন্ধু** (৩)।

বন্ধসকুণ = **পঞ্চসকুণ**। ⟹ **পঞ্চসকুণ**।

বন্ধাপেতি (ক্রি) বন্ধ করানো, আটক করানো, আবদ্ধ করানো, বন্ধ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার কারণ হওয়া। (বিপ) মোচাপেতি। (মহানির্দেশ) **বন্ধনেন বন্ধাপেতি**। ⟹ **বন্ধতি**, **মোচেতি**। (অতীত) **বন্ধাপেসি**। (অ-বিণ) **বন্ধাপিত**।

বন্ধু (পুং) ১ বন্ধু, স্বজন, কুটুম্ব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, মিত্র, প্রিয়, সম্বন্ধ, পিতৃব্য, পুত্র, আত্মীয়, আত্মীয়-স্বজনাদি, জ্ঞাতি, অত্যাগসহন ব্যক্তি। (বহুবচনে) **বন্ধু**, **বন্ধবো**। = **ঞাতি**। (বিনয়) **আদিচ্চ বন্ধু**। মহানির্দেশে চতুর্বিধ বন্ধু বা সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**ঞাতিবন্ধু**, **গোত্তবন্ধু**, **মন্তবন্ধু** (ইহাকে চুল্লনিদ্দেসে পাঠ করা হইয়াছে "**মিত্তবন্ধু**"), **সিপ্পবন্ধু**। ২ ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ ব্রহ্মা। ⟹ **বন্ধুপাদ**। ৩ সম্বন্ধযুক্ত বস্তু বা ব্যক্তি, সম্পর্কযুক্ত বস্তু বা ব্যক্তি, সম্পর্কিত বস্তু বা ব্যক্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **পমত্তবন্ধু**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মবন্ধু**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বেদবন্ধু**। = **বন্ধব**।

বন্ধুক (পুং) ১ বন্ধুক বৃক্ষ, বাঁধুলি ফুলের গাছ, বন্ধুক। ২ বাঁধুলি ফুল। = **বন্ধুকপুপ্ফ**। ৩ এক প্রকার রোগের নাম, যেমন—**বন্ধুক রোগ**। ⟹ **বন্ধুকরোগ**।

বন্ধুকপুপ্ফ (ক্লী) বাঁধুলি পুষ্প। = **বন্ধুক** (২), **বন্ধুজীবক**।

বন্ধুরোগ = **পণ্ডুরোগ**। ⟹ **পণ্ডুরোগ**, **বন্ধুক** (৩)।

বন্ধুজীবক (পুং) চীনা গোলাপের গাছ, চীনা গোলাপ ফুলের গাছ, এক জাতীয় ছোটগাছ বা বাঁধুলি ফুলের গাছ। (ক্লী) বাঁধুলি ফুল, চীনা গোলাপ ফুল। (জাতক অর্থকথা) **বন্ধুজীবিকা পুপ্ফ**। ⟹ **জীবক**, **বন্ধুকপুপ্ফ**।

বন্ধুজীবক পুপ্ফ = **বন্ধুজীবিকপুপ্ফ**। ⟹ **বন্ধুজীবিকপুপ্ফ**।

বন্ধুজীবিকপুপ্ফ (ক্লী) বাঁধুলিফুল। = **বন্ধুকপুপ্ফ**, **বন্ধুজীবক**।

বন্ধুনী (স্ত্রী) আত্মীয়-স্বজন বা সগোত্র গৃহের স্ত্রীলোক। ইহা বিশেষ করিয়া মিথিলা নগরীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। অন্যত্র "**বন্ধুনী**" শব্দার্থে "**রাজবন্ধু**" বলা হইয়াছে; (জাতক অর্থকথায়) **রাজ-ঞাতকেহি এব পুণ্ণা**। ⟹ **রাজবন্ধু**।

বন্ধুপাদ—"ব্রহ্মার পদ" যাহা হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত। (যৌগিকে) **বন্ধুপাদপচ্চ** (দীর্ঘনিকায়)।

বন্ধুপাদপচ্চ—"জ্ঞাতির পদ হইতে উৎপন্ন নৈবেদ্য"—ইহা ব্রাহ্মণকর্তৃক শ্রমণদিগের প্রতি তুচ্ছার্থক সংজ্ঞা বা প্রদত্ত নাম। ⟹ **বন্ধুপাদ**।

বন্ধুমতী (স্ত্রী) ১ বিপস্সী বুদ্ধের মাতার নাম। ২ বন্ধুমতী নগর, এক শহর বা নগরের নাম যাহা বন্ধুমা রাজার রাজধানী ছিল। ⟹ **বন্ধুমা**।

বন্ধুমন্ত (বিণ) যাহার আত্মীয়-স্বজন আছে এমন, যাহার অনেক জ্ঞাতিবর্গ বা বন্ধুবান্ধব আছে এমন।

বন্ধুমন্তু = **বন্ধুমন্ত**। ⟹ **বন্ধুমন্ত**।

বন্ধুমা (পুং) বিপস্সী বুদ্ধের পিতার নাম।

বন্ধুবন্ত = **বন্ধুমন্ত**। ⟹ **বন্ধুমন্ত**।

বব্বজ (ক্লী) বজবজ, এক প্রকার সুগন্ধ তৃণ বা শিকড় জাতীয় বস্তু অথবা খাগড়া যাহা চটিজুতা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। = **পব্বজ**।

বব্বজ পাদুকা—বজবজ তৃণদ্বারা প্রস্তুত চটিজুতা। ⟹ **বব্বজ**।

বব্বজ লাযক (পুং) বজবজ তৃণকর্তনকারী লোক, নল বা খাগড়া ছেদনকারী লোক। ⟹ **বব্বজ**, **পব্বজ**।

বব্বু (পুং) বিড়াল। = **বিড়ার**।

বব্বুক (পুং) বিড়াল। = **বব্বু**।

বব্ভর—"এলোমেলো গড় গড় শব্দের অনুকরণ" অর্থাৎ তোতলামি বা স্খলিত উচ্চারণ। ⟹ **মম্মন**, **সরসর**।

বরিহিন (পুং) ময়ূর।

বরিহিস (ক্লী) যজ্ঞীয় তৃণ, যজ্ঞে ব্যবহৃত তৃণ (কুশতৃণ ?)।

বল (ক্লী) ১ ক বল, শক্তি, শক্তির উৎস, সামর্থ্য, কোনো দলের সংখ্যাশক্তি বা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, সার, ভার, স্থূলত্ব, কর্মক্ষমতা, কর্তৃত্ব, শাসন, প্রভাব, কার্যকারণ শক্তি, কল চালাইবার শক্তি, বেগ, প্রভূত শক্তিশালী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রভূত প্রতাপশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, মানসিক শক্তি, গণিতের শক্তি (ঘাত), শারীরিক শক্তি, দৈহিক বল, কার্যকারিতা, যুক্তিবল, বুঝাইবার শক্তি, সঠিক অর্থ, ব্যুৎপত্তি। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার অর্থ:—চতুর্বিধ আশীর্বাদের মধ্যে ইহাও একটি। চতুর্বিধ আশীর্বাদ, যথা—**আযু** (আয়ু), **বণ্ণ** (সৌন্দর্য), **সুখ** (সুখ), **বল** (বল বা শক্তি)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কাযবল; কম্মবল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিট্ঠিবল**।

(করণকারকে) **বলসা**। (পেতবথু অর্থকথা) **যথা বলং**—যথাশক্তি, ক্ষমতা অনুসারে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব। (বিণ) বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সমর্থ, সক্ষম, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, উজ্জ্বল, বেশি তরল করা হয় নাই এরূপ, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট, স্বরবর্ণের পরিবর্তনে অতীতকাল গঠিত হয় এমন (ক্রিয়া), বলী, শক্তিশালী। **খ** সৈন্যদল, প্রকাণ্ড দল বা বহুসংখ্যা, সৈন্যবল। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) অষ্টবিধ বল, যথা—(১) (শিশু বা ছোট ছেলেমেয়ের) **রুণ্ণবল**, (২) (স্ত্রীলোকের) **কোধবল**, (৩) (দস্যুর) **আবুধবল**, (৪) (রাজার) **ইস্সরিয বল**, (৫) (মূর্খের) **উজ্ঝত্তিবল**, (৬) (জ্ঞানী ব্যক্তির) **নিজ্ঝত্তিবল**, (৭) (শিক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানগভীর ব্যক্তির বা দক্ষ ব্যক্তির) **পটিসঙ্খান বল**, (৮) (শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণের) **খন্তিবল**। (বিণ) দক্ষ, নিপুণ, বিশারদ, জ্ঞানগম্ভীর। (বহুবচনে) **বলানি** অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পঞ্চবল, যথা—**রূপবলং, ভোগবলং, ঞাতিবলং, পুত্তবলং, সীলবলং**(সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **বলং পঞ্চবিধং**—পঞ্চবিধ বল অর্থাৎ রাজার পাঁচ প্রকার বল, যথা—**বাহাবলং** (বাহুবল), **ভোগবলং** (ধনবল), **অমচ্চবলং** (মন্ত্রীবল), **অভিজচ্চবল** (উচ্চবংশে জন্ম হেতু বল), **পঞ্ঞাবল** (প্রজ্ঞাবল)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**বলানি**" অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধীয় পঞ্চবল, যথা—**সদ্ধাবল, বিরিযবল, সতিবল, সমাধিবল, পঞ্ঞাবল**। সংযুক্ত নিকায়ে "**পঞ্চ ইন্দ্রিযানি**" এবং পঞ্চবলের সহিত উহাদের উন্নয়নে ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়ে "**পঞ্চ উদ্ধম্ভাগিযানি সংযোজনানি**" এর বিনাশ সাধনে পঞ্চবলের উন্নতির বিষয় বলা হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) অষ্টমার্গের চরম সীমায় পৌঁছার অনুকূলে ধর্মের উপাদানসমূহ-সম্বন্ধে বুদ্ধের শিক্ষা, যথা—**চত্তারো সতিপট্‌ঠানা, চত্তারো সম্মপ্পধানা, চত্তারো ইদ্ধিপাদা, পঞ্চিন্দ্রিযানি, পঞ্চবলানি, সত্ত বোজ্‌ঝঙ্গানি, অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**বলানি**" দ্বিবিধ, যথা—**পটিসঙ্খার বলং, ভাবনাবলং**। (দীর্ঘনিকায়) "**বলানি**" দ্বিবিধ, যথা—**সতিবলং, সমাধিবলং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**অরিযসাবক** (আর্যশ্রাবক)" এর চতুর্বিধ "**বলানি**" যদ্দ্বারা "**অরিযসাবক**" "**পঞ্চভযানি** (পাঁচপ্রকার ভয়)" অতিক্রম করিতে সমর্থ হন; সেই চতুর্বিধ বল, যথা—**পঞ্ঞাবলং, বিরিযবলং, অনবজ্জবলং, সঙ্গাহবলং**। "**চত্তারি বলানি**" এর ত্রিবিধ পুঞ্জ, যথা—(১) **সদ্ধাবলং, বিরিযবলং, সতিবলং, সমাধিবলং**; (২) **সতিবলং, সমাধিবলং, অনবজ্জবলং, সঙ্গাহবলং**; (৩) **পটিসঙ্খারবলং, ভাবনাবলং, অনবজ্জবলং, সঙ্গাহবলং**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে জ্ঞানক্ষেত্রে তথাগতের জ্ঞান লাভে দশ "**বলানি**" বা দশ প্রকার শক্তির পূর্ণ সংযোগের বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আবার সেই একই অর্থে সংযুক্ত নিকায়ে "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**"-এর জ্ঞানের সংযোগেও সেই দশবিধ "**বলানি** (শক্তির)" বিষয় পাওয়া যায়। কথাবথুতে তথাগতের "**দস বলানি**" হইতে "**সাবক বলানি**" এর পার্থক্য বর্ণনা করা হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায়) সপ্তবিধ "**খীণাসব বলানি** (অর্হত্ত্বল)", যথা—**সদ্ধাবলং, বিরিযবলং, সতিবলং, সমাধিবলং, পঞ্ঞাবলং, হিরিবলং, ওত্তপ্পবলং**। পটিসম্ভিদামার্গেও সপ্তবিধ এবং আটষট্টিবিধ "**খীণাসব বলানি**" সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ২ একজাতীয় গলিত মাংসভোজী কাক।

বলক (বিণ) বলবান, শক্তিবান, বলিষ্ঠ, বলক, তেজস্বী, জোরালো, সমর্থ, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, উজ্জ্বল, বেশি তরল করা হয় নাই এমন, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট, স্বরবর্ণের পরিবর্তনের অতীতকাল গঠিত হয় এমন (ক্রিয়া)। = **বলিক**। ⟹ **বল** [১ক(বিণ)]।

বলকায (পুং) ১ মহাজনসঙ্গ, মহাজনতা। **কায** শব্দের "সরলার্থ (১)" শব্দ দ্রষ্টব্য। ২ সেনাবল, সৈন্যদল, সৈন্যগণের বৃহত্তর দল বা বহুসংখ্যা। (জাতক) **বলকাযং সংহরতি**—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া, সৈন্যদলকে নিকটে আনা।

বলকার = **বলক্কার**। ⟹ **বলক্কার**।

বলকোট্‌ঠক (স্ত্রী) পদাতিক সৈন্যের আড্ডা বা ঘাঁটি, দুর্গ, সুরক্ষিত স্থান, আশ্রয়স্থান, রক্ষণ, শিবির সন্নিবেশ ভূমি, সেনাশিবির, ছাউনি, একমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ।

বলক্কার (পুং) বলাৎকার, শক্তিপ্রয়োগ, প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অনিষ্টকরণ, জোরকরণ, দণ্ডদান, বলপূর্বক সতীত্বনাশ। = **হঠ**। (করণকারকে) **বলক্কারেন**।

বলক্কারেন (ক্রি—বিণ) বলাৎকারপূর্বক, জোর করিয়া, বলপূর্বক। ⟹ **বলক্কার**।

বলগ্‌গ (পুং) সৈন্যদলের পুরোভাগ বা সম্মুখভাগ, সৈন্যদলের ব্যূহ বা শৃঙ্খলা, সৈন্যদলের বিন্যাস বা সাজসজ্জা।

বলগুম্ব—ঘন শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য।

বলঙ্কপাদ (বিণ) কাকপদ লাঞ্ছিত, কাকপদচিহ্ন বিস্তৃত অর্থাৎ কাকের পদচিহ্ন আছে এমন অথবা কাকের পদচিহ্ন-স্বরূপ দাগ পড়িয়াছে বা ফাটল ধরিয়াছে এমন। ইহা কি "**বলাকপাদ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত? জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**পত্থরিত পাদ**"।

বলচক্ক—রাজার সর্বময় প্রভাব বা রাজক্ষমতার চক্র অর্থাৎ রাজক্ষমতা বা রাজচক্র।

বলট্‌ঠ (পুং) = **বলত্থ**। ⟹ **বলত্থ**।

বলতর (পুং) শক্তিবান পুরুষ, বলবান পুরুষ।

বলতা (স্ত্রী) বল, সামর্থ্য, শক্তি, শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি অথবা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা,

দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, শক্তির গুণ। ⟹ **বল** (১ক)।

বলতি (ক্রি) জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টিকা বা টিকিয়া থাকা, বাস করা, জীবনধারণ করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা, (কোনো কিছু) অনুসারে চলা বা কার্য করা। "**বালা**" শব্দের সংজ্ঞায় যেমন বলা হইয়াছে "**বলন্তি অনন্তী'তি বালা**"।

বলত্ত (ক্লী) বল, শক্তি, সামর্থ্য, শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি অথবা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা। ⟹ **বলতা**।

বলত্থ (পুং) সৈনিক, যোদ্ধা, সৈন্যদলের লোক, সামরিক কর্মচারী, যুদ্ধপ্রিয় লোক, অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদের প্রহরী, রাজদূত।

বলদ (বিণ) বলদায়ক, শক্তি প্রদানকারী, বলদ, বলদাতা, ক্ষমতা প্রদানকারী।

বলদান (ক্লী) শক্তিদান, বলদান, ক্ষমতা প্রদান।

বলদাযিন (বিণ) = **বলদ**। ⟹ **বলদ**।

বলদাযী = **বলদাযিন**। ⟹ **বলদাযিন**।

বলদেব (পুং) বলদেব, শক্তির দেবতা। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ও "বলদেব"। (মহানির্দেশ) **বাসুদেব বলদেব**।

বলনাযক (পুং) দলনায়ক, দলপতি, দলের কর্তা, দলের প্রধান ব্যক্তি বা নেতা। ⟹ **নাযক**।

বলনীক (ক্লী) [বল + অনীক] যে ব্যক্তি অস্ত্রবলে বলীয়ান, যাহার অস্ত্রবল আছে, যাহার ক্ষান্তিবল আছে। ⟹ **আনীক**।

বলপত্ত = **বলপ্পত্ত**। ⟹ **বলপ্পত্ত**।

বলপ্পত্ত (বিণ) বলপ্রাপ্ত, শক্তি সঞ্চিত। ⟹ **পত্ত** (৩)।

বলমজ্জ [বলং + অজ্জ] = **বহুতমজ্জ**। ⟹ **বহুতমজ্জ**।

বলমজ্জা = **বলমজ্জ**। ⟹ **বলমজ্জ**।

বলযতি (ক্রি) বলপূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া, জোরে বাহির করিয়া দেওয়া।

বলব (বিণ) বলবান, শক্তিশালী। = **বলবন্ত**। (যৌগিকে) **বলবগবা** (মধ্যম নিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বলব বিপ্পটিসার**। (জাতক) **বলব বলব**।

বলবং (ক্লী, ক্রি-বিণ) আতিশয্যরূপে, অত্যধিকভাবে, অতিরিক্তভাবে। (যৌগিকে) **বলবাবলবং** (বিনয়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বলবং পচ্চূসে**। (জাতক) **বলবং পচ্চূস সমযে**।

বলবং পচ্চূস সমযে = **বলবং পচ্চূসে**। ⟹ **বলবং পচ্চূসে**।

বলবং পচ্চূসে—খুব ভোরে, অতি সকালে। ⟹ **বলবং**।

বলব গবা (বহুবচন) বলবান বৃষগুলি, একগুঁয়ে ষাঁড়গুলি, সবল বৃষভগুলি। ⟹ **বলব**।

বলবড্ঢন (ক্লী) বলবৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি। ⟹ **বড্ঢন** (১)।

বলবতর (বিণ) অপেক্ষাকৃত বলবান।

বলবতরী = **বলবন্তরী**। ⟹ **বলবন্তরী**।

বলবতা (স্ত্রী) বলবত্তা, অত্যন্ত বল, বল, সামর্থ্য, শক্তি, শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি অথবা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, শারীরিক বা মানসিক শক্তি, প্রভাব, কার্যকারিতা, বেগ, যুক্তিবল, বুঝাইবার শক্তি, সঠিক অর্থ, ব্যুৎপত্তি, সৈন্যবল। (জাতক) **আরক্খস্স বলবতা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কুসলস্স বলবতা; অকুসলস্স বলবতা**।

বলবদ্ধন = **বলবড্ঢন**। ⟹ **বলবড্ঢন**।

বলবন্ত (বিণ) বলবন্ত, বলবান, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সমর্থ, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, উজ্জ্বল, বেশি তরল করা হয় নাই এমন, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট, স্বরবর্ণের পরিবর্তনে অতীতকাল গঠিত হয় এমন (ক্রিয়া), বলশালী, শক্তিমান, ক্ষমতাবান, প্রগাঢ়, সবল, ফলপ্রদ, প্রবল, একগুঁয়ে। (সংযুক্ত নিকায়) **বলবন্ত পুরিস**।

বলবন্তরী (স্ত্রী) বলবতী স্ত্রীলোক, বলবন্তা নারী।

বলবন্তু = **বলবন্ত**। ⟹ **বলবন্ত**।

বলব বলব (বিণ) অতিশয় শক্তিবান, খুব বলবান, বলবান অপেক্ষা বলবান। ⟹ **বলব**।

বলব বিপ্পটিসার—গভীর মনস্তাপ, গভীরভাবে অনুভূত মর্মপীড়া। ⟹ **বলব**।

বলবা (বিণ) বলবান, শক্তিশালী, শক্তিমান, ক্ষমতাপন্ন, প্রভাবশালী।

বলবাতণ্হা (স্ত্রী) বলবৎ তৃষ্ণা, শক্তিশালী তৃষ্ণা, বলবতী তৃষ্ণা, প্রভাবশালী তৃষ্ণা। = **ভুসতণ্হা**।

বলবাদণ্ড = **ভুসদণ্ড**। ⟹ **ভুসদণ্ড**।

বলবাবলং—অত্যন্ত বলবান, খুব উচ্চশব্দকারী। ⟹ **বলবং**।

বলবাহন (ক্লী) সৈন্য এবং যানবাহন, সৈন্য এবং হস্তী প্রভৃতি অর্থাৎ সৈন্যসামন্ত, সৈন্যগণ এবং যান ইত্যাদি বহন অর্থাৎ সৈন্যগণ এবং সৈন্যও মালপত্রাদি বহন করিবার গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি, সৈন্য এবং যানবাহনাদি শক্তি। ⟹ **বাহন** (ক্লী)।

বলবিচ্ছিতকারিন (বিণ, পুং) [বলব+ইচ্ছিত+কারিন] যে ব্যক্তি যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহা করিতে ক্ষমতাবান বা সমর্থবান অর্থাৎ প্রভাবশালী ব্যক্তি।

বলবীর (পুং) বল বা শক্তিতে বীরপুরুষ, খুব বলবান ব্যক্তি।

বলসত = **পলসত**। ⟹ **পলসত, পলাসত**।

বলসম্পন্ন (বিণ) বলসম্পন্ন, অতিশয় বলবান।

বলাকপাদ (বিণ) বক পদচিহ্ন লাঞ্ছিত, যেখানে বকের পদচিহ্ন আছে এমন। ⟹ **বলঙ্কপাদ**।

বলাকা (পুং, স্ত্রী) বলাকা, ছোট জাতীয় বকশ্রেণী, সারসপক্ষী, বকবিশেষ, বাদামি রঙের বক, বকপক্ষী

কামুকী স্ত্রীলোক, বক। ⟹ **লঙ্খি**।

বলানীক (বিণ) দৃঢ় ব্যূহ রচনাসহ, দৃঢ় বা শক্তিশালী শৃঙ্খলার সহিত।

বলি (পুং) ১ বলি, পূজা, পূজার সামগ্রী, দশবিধ পূজার উপাচার বা উপহার, ভূতযজ্ঞ, দেবপূজায় বধ্য প্রাণীসমূহ, ধর্ম-সম্বন্ধীয় পূজার নৈবেদ্য বা বস্তু, হোম, নৈবেদ্য, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মিক বলি**। ইহা সাধারণত নিম্নস্তরের দেবতাদের পূজা সম্বন্ধীয় ব্যাপার। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বলিকম্ম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্চবলি**। ২ কর, রাজস্ব, শুল্ক, খাজনা, ভার, বিরক্তিকর কর্তব্য, আয়। (জাতক) **দণ্ডবলি**। ৩ এক অসুরের নাম-বিশেষ।

বলিক (বিণ) = **বলক**। ⟹ **বলক**।

বলিকতরং (ক্রি-বিণ) অধিকতর বলবানরূপে, আরও অধিক পরিমাণে জোর দিয়া, অধিক পরিমাণে, অধিকন্তু, আরও, পুনরায়।

বলিকম্ম (ক্লী) (ভূত, প্রেত এবং নিম্নস্তরের দেবতাগণকে) পূজা বা আহার প্রদান, গ্রাম্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা দান। জাতকে দেবোদ্দেশে মানুষ বধ করিয়া পূজা এবং যক্ষ-দৈত্য পূজার কথা উল্লেখ দেখা যায়। = **বলিকরণ**। ⟹ **বলি** (১)।

বলিকরণ (ক্লী) খাদ্য পূজা, আহার পূজা, ভোজন দান, পূজা, হোম, নৈবেদ্য, দেবোদ্দেশে দত্ত বস্তু। = **বলিকম্ম**। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**বলিপীঠ**" পাঠ সন্দেহজনক শব্দ; আবার ইহার অন্যত্র "**বল্লিপীঠ**" শব্দও দেখা যায়।

বলিকারক—দেবোদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু, পূজা দান।

বলিক্কতা (পুং) যে পঞ্চবিধ পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। ⟹ **পঞ্চবলি, বলি** (১)।

বলিন (বিণ) বলবান, বলীয়ান। = **বলিক**। (থেরগাথা) **পঞ্ঞা বলিন**।

বলিপটিগ্গাহক (বিণ, পুং) ১ বলি প্রতিগ্রাহক, পূজা গ্রহণকারী, যে পূজা গ্রহণ করে। ২ কর বা খাজনা উসুলকারক, রাজস্ব আদায়কারী। = **বলিসাধক**।

বলিপটিগ্গাহিকা (স্ত্রী) পূজা প্রতিগ্রাহিকা পেত্নী অথবা নিম্নস্তরের দেবী, যে স্ত্রীলোক প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করে।

বলিপীঠ = **বলিকরণ**। ⟹ **বলিকরণ**।

বলিপীলিত (বিণ) করভারে পীড়িত, রাজস্ব বা খাজনাভারে পীড়িত।

বলিপুট্‌ঠ (পুং) পূজার দ্রব্য খাইয়া পরিপুষ্ট প্রাণী অর্থাৎ কাক।

বলিবদ্দ (পুং) বলীবর্দ, বলদ, ষাঁড়। (জাতক) **সালিযো বলিবদ্দ ফালেন পহটো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধুবং বহন্তো বলিবদ্দস্স (বলিবদ্দস্স)**।

বলিবদ্ধ = **বলিবদ্দ**। ⟹ **বলিবদ্দ**।

বলিযতি (ক্রি) = **বলীযতি**। ⟹ **বলীযতি**।

বলিবদ্ধ = **বলিবদ্দ**। ⟹ **বলিবদ্দ**।

বলিস (পুং, ক্লী) (মাছ ধরার) বড়শি। (সংযুক্ত নিকায়) **আমিস-গতং বলিসং**। (চুল্লনিদ্দেস) **কামবলিসং**।

বলিসমংসিকা (স্ত্রী) বড়শি দ্বারা (শরীরস্থ) মাংস বিদ্ধকরণ। ইহা একপ্রকার (নরকস্থ) যন্ত্রণা বা পীড়ন-বিশেষ।

বলিসযট্‌ঠি—বড়শির ছিপ বা দণ্ড।

বলিসাধক (বিণ, পুং) ১ খাজনা উসুলকারী, ট্যাক্স বা কর আদায়কারী, রাজস্ব সংগ্রহকারী। ২ ক্ষমতাপ্রদর্শনকারী, প্রভাবশালী। = **নিগ্গাহক**। ⟹ **বলিপটিগ্গাহক** (২)।

বলিহরণ (ক্লী) ১ পূজা গ্রহণ। ২ কর বা খাজনা আদায়করণ, রাজস্ব সংগ্রহ বা উসুলকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বলিহরণ বনসণ্ড**—যে গভীর অরণ্যে পূজা দেওয়া হয়।

বলী (বিণ) বলী, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সমর্থ, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, উজ্জ্বল, বলশালী, শক্তিবান, ক্ষমতাবান, প্রগাঢ়, সবল, ফলপ্রদ, একগুঁয়ে। = **বলবন্ত**।

বলীযতি (ক্রি) বল পাওয়া, বলীয়ান হওয়া, বলবান হওয়া, ক্ষমতা পাওয়া বা লাভ করা, বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা। = **সহতি পরিসহতি অভিভবতি** (মহানির্দেশ); **খলিযতি, পলিয্যতি** (জাতক); (জাতক অর্থকথায়) **অবত্থরতি**। = **বলবন্তো হোন্তি বড্ডন্তি অভিভবন্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **বলীযরে**। (জাতক অর্থকথায়) **অভিভবতি, কুপ্পতি** (সীমান্তদেশ-সম্বন্ধে)। (নেত্তি) **বলিযতি, পলিযতি**; (নেত্তি অর্থকথায়) **অভিভবতি**।

বলো = **গুড়**। ⟹ **গুড়** (১)।

বল্য (ক্লী) ১ শক্তি বা ক্ষমতা-সম্বন্ধীয় বিষয়। (যৌগিকে) **দুব্বল্য**। ২ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, হাস্যাস্পদ অবস্থা, বোকামি, মূঢ়তা, বুদ্ধিহীনতা। = **বাল্য**।

বড়বা—ঘোটকী।

বড়বামুখ—ঘোটকীর ন্যায় মুখ অর্থাৎ নরকের প্রবেশদ্বার ঘোটকীর মুখের ন্যায়।

বড়িস = **বলিস**। ⟹ **বলিস**।

বড়ীযক্খ—একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ।

বব্হাবাধ (পুং) [বহু+আবাধ] মহাদুঃখ, উৎকট পীড়া, উৎকট রোগ। (বিণ) রোগপূর্ণ, রোগগ্রস্ত, খুব পীড়িত, অত্যন্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত, পীড়াপূর্ণ।

বব্হোদক = **বহূদক**। ⟹ **বহূদক**।

বহতি (ক্রি) ১ আকর্ষণ করা, বলপূর্বক টানা, ছিন্ন করা, উৎপাটন করা, বিচ্ছিন্ন করা, ছেঁড়া। (তুলনীয়) **উদব্বহে, পবাঢ়**। ⟹ **অব্বহতি, উব্বহতি, নিব্বহতি**। ২ বলবৎ করা, অধিকতর সবল করা, ক্ষমতায় বা নিরাপত্তায় বর্ধিত করা, বলবান হওয়া, বলীয়ান হওয়া, বর্ধিত হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা। ⟹ **ব্রূহন, উপব্রূহন**। (অ-বিণ) বাঢ়। ৩ (করণকারক

গঠনে) বাহিরে রাখা, (সাহিত্যে) বাহিরে বা দূরে অবস্থান করিতে বা থাকিতে দেওয়া। ⟹ **বাহা** (১), **বাহেতি, পরিবাহতি**।

বহল (বিণ) ঘন, নিবিড়, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, অপরিস্কার, নিস্তেজ, জনাকীর্ণ, মিশ্রি, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, গাঢ়, নিরেট, অবিরত, বোকা, নির্বোধ। (জাতক) **বহল পলাপ-তুম্ব**—প্রচুর বা বহু তুষ ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ আধার। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বহলপূব** (কিন্তু খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় "**বহল**" শব্দ ব্যতীত শুধু "পূব" শব্দ দৃষ্ট হয়); (বিপ) **তনুক**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বহল কুথিত-লাখা**—ঘনভাবে পাক করা লাক্ষা; (বিশুদ্ধিমার্গে) **অচ্ছ-লাখা**। = **অড়ার**।

বহল কুথিত-লাখা—ঘন করিয়া পাক করা লাক্ষা। ⟹ **বহল**।

বহলত্ত (ক্লী) ঘনত্ব, বেধ, দুই বিপরীত তলের মাপ, একটা স্তর, স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, আব, ফুলা অবস্থা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা।

বহল পলাস (বিণ) ঘন পত্রযুক্ত, ঘন পত্রসম্পন্ন। ⟹ **পলাস** (১খ)।

বহলরাগ (পুং) বহু অনুরাগ, অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা, তীব্র ইচ্ছা, প্রবল অনুরাগ। = **তিব্বরাগ**। ⟹ **রাগ** (২)।

বহব (বিণ) বহু, অনেক। (বহুবচনে) **বহু**। (যৌগিকে) **বহবো সত্তবো**—অনেক প্রাণী, বহুলোক, অনেক লোক। (জাতক) **বহবো পুত্তা**—বহুপুত্র। ⟹ **বহু**।

বহি (অব্যয়, ক্রি-বিণ) বাহিরে, বহি, বহিঃ, বহির্দেশে। ১ (ক্রি-বিণ) **বহিদ্বারে গাম**—নগরদ্বারের বাহিরের গ্রাম (জাতক)। ২ (কর্মকারকের সহিত অব্যয়ে) **বহিদ্বার কোট্ঠকে**—দ্বারের বাহিরে (মধ্যম নিকায়)। (জাতক) **বহিনগরে**—নগরের বাহিরে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বহিবিহারে**—বিহারের (বা ভিক্ষু-আরামের) বাহিরে।

বহি অপঙ্গ—বহিঃকটাক্ষ, চোখের কোণে বাহিরের দিকে দেখা, স্ত্রীজাতির দৃষ্টিভঙ্গিমা।

বহি অপাঙ্গ = **বহি অপঙ্গ**। ⟹ **বহি অপঙ্গ**।

বহিগ্গত (বিণ) বহির্গত, নির্গত, বাহিরে গিয়াছে এমন। ইহা সাংসারিক বা গৃহস্থি কার্যে বাহিরে গিয়াছে অর্থাৎ "**বহিদ্ধা আরম্মণানি**" এর সহিত ব্যাপৃত বলিয়া বুঝায় (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

বহিদ্ধা (অব্যয়, ক্রি-বিণ) বাহ্যিকরূপে, বাহিরের, বহিঃস্থ। ⟹ **বহি**। (বিনয়) **বহিদ্ধারূপ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **বহিদ্ধাকাযে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সাসনতো বহিদ্ধা**। ⟹ **বাহির**। (বি-ভা) **ইতো বহিদ্ধা** (দীর্ঘনিকায়)। (বিণ) বাহ্যিক, বহিঃস্থ। (বিপ) **অজ্ঝত্ত**। = **বাহির**।

বহিদ্ধারম্মন (ক্লী) বাহ্যিক বস্তুর আকার দর্শন যাহা চিন্তা বা জপ করার বিষয়বস্তু হইয়া থাকে। = **বাহির আযতন**।

বহিদ্ধারূপ (ক্লী) বাহিরের রূপ বা আকৃতি। (বিপ) **অজ্ঝত্তরূপ**। ⟹ **বহিদ্ধা**।

বহিনগর (ক্লী) নগরের বহির্ভাগ, বহির্নগর।

বহিনিক্খন্ত (বিণ) বহির্গমন করিতেছে এমন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এমন, বহির্গমনকারী, সংসার ত্যাগ করিতেছে এমন। ⟹ **নিক্খন্ত** (১)।

বহিনিক্খমন (ক্লী) বহির্গমন, বাহির হইয়া যাওয়া, (অপাদান কারকে) বিদায়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মাতুকুচ্ছিতো বহিনিক্খমনং মূলকং দুক্খং**।

বহিরদ্বার কোট্ঠকা—সদর দরজার অথবা বাহির ফটকের বাহির, তোরণদ্বারের বাহির, বহির্দ্বারের বাহির। **বহিদ্বার কোট্ঠকে**—তোরণদ্বারের বাহিরে। ⟹ **দ্বারকোট্ঠক**।

বহিরদ্বার গাম (পুং) বহির্দ্বারের বা সদর দরজার বাহিরের গ্রাম। = **দ্বারগাম**।

বহিবলঞ্জনক—সীমার বাহিরে, বহিঃসীমায়। (বিপ) **অন্তোবলঞ্জনক**।

বহিসীমগত (বিণ) সীমার বাহিরে গিয়াছে এমন, সীমা অতিক্রম করিয়াছে এমন। ⟹ **সীমা**।

বহী = **বহি**। ⟹ **বহি**।

বহু (বিণ) বহু, অনেক, বহুসংখ্যক, অধিক, প্রচুর, বহুল পরিমাণ, পর্যাপ্ত, বহুল, বড়, পরিব্যাপ্ত, দীর্ঘ, অবাধ, উদার, সদাশয়, মহৎ, অধিকদিন স্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী, অতিশয়, মহান, বৃহৎ, বৃহদাকার। = **পসুর, বহূ**। **বহু পুরিসা**—বহুলোক, অনেক লোক। (করণকারক, একবচনে) **বহুনা**। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **বহবো, বহূ**। (ক্লীবলিঙ্গ, বহুবচনে) **বহূনি**। (সম্বন্ধপদ ও সম্প্রদান কারকে) **বহুন্নং, বহূনং**। (করণকারকে) **বহূহি**। (অধিকরণকারক, বহুবচনে) **বহূসু**। (ক্লীবলিঙ্গ, কর্তৃকারক) **বহু, বহুং, বহুদ**। (তুলনামূলক শব্দে) **বহুদ+এব** = (এখানে "দ" অক্ষর বোধ হয় শ্রুতিমধুরার্থে) **বহুদেব**। (অপাদান কারকে) **বহুম্হা**। (ক্রি-বিণ) **বহু**—তাবৎ পরিমাণে, সেই পরিমাণে। স্বরবর্ণ পূর্বে আছে এরূপ শব্দের সহিত সন্ধিযুক্ত হইলে অনেক "**বহু**" শব্দ "**বহ্ব**" এর পরিবর্তে "**বব্হ**" শব্দে রূপান্তরিত হয়, যেমন—**বব্হাবাধ**; কিন্তু "**বহুখিক**" তাদৃশ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না, যেমন—**বহুখিকা, বহু-আমচ্চা, বহু আযাস**। আবার "**বহূ**" শব্দে পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না, যেমন—**বহূ পকার**।

বহুং (ক্লী) প্রচুর পরিমাণ। (বিপ) **অপ্পং**।

বহু-আযাস—বহু আয়াস, বহু ক্লেশ, বহু চেষ্টা, বহু পরিশ্রম, অতিশয় যত্ন, বহু শ্রান্তি, বহুপ্রয়াস বা ব্যায়াম।

বহুক (বিণ) বহু, অনেক, অধিক, বহু সংখ্যক, বৃহৎ, প্রধান, গুরুত্ববিশিষ্ট, গর্বিত, ধনী, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন, মহান, বহুল পরিমাণ, প্রচুর, অধিকদিন স্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী। (জাতক) **বহুক জনো**। = **পহূত**।

বহুকং (ক্লী) প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত

পরিমাণ। (বিপ) থোকং। (তুলনীয়) বহুকতরং।

বহুকজন (পুং) প্রায় লোক, অধিক সংখ্যক লোক, অর্ধেকের অধিক সংখ্যক লোক।

বহুকন্টকদায (পুং) বহু কন্টকপূর্ণ জঙ্গল, কাঁটা বন। ⟹ দায।

বহুকত (বিণ) ১ বহুকৃত, অনেক করা হইয়াছে এরূপ, খুব বিচলিত বা প্রভাবিত করা হইয়াছে এমন (করণকারকে), খুব যত্ন বা সেবা করা হইয়াছে এমন, খুব সম্মান দেওয়া হইয়াছে এমন। ২ হিতৈষী, সদয় এবং সহায়ক, দানশীল, উপকারী।

বহুকতরং (ক্লী) অধিক পরিমাণ, প্রচুর পরিমাণ। (তুলনীয়) বহুকং।

বহুকরণীয় (বিণ) বহুকরণীয়, বহুকর্তব্য, বহুকৃত্য, করিবার মত অনেক (কাজ) আছে এমন, ব্যস্ত, কার্যে ব্যাপৃত, পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল। ⟹ বহুকিচ্চ।

বহুকার (বিণ) খুব উপকারী, অত্যন্ত কার্যকর, অতিশয় হিতকারী, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, খুব দরকারি, মহা উপকারের, খুব সাহায্যকারী, অতিকৃত্য, অনেক করিতেছে এমন। (পুং) অনুগ্রহ, সাহায্য, সহায়তা, অনুকম্পা, দয়া, দান, উপকার, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি, সদয়তা।

বহুকারত্ত (ক্লী) চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে আবৃত্তি করিবার রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা।

বহুকিচ্চ (বিণ) বহুকরণীয়, অতি ব্যস্ত, বহু কর্তব্যকর্ম আছে এমন। ⟹ বহুকরণীয।

বহুকুটজ সল্লকিক ⟹ সল্লকী।

বহুক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) বহুবার, অনেকবার। এই শব্দটি "সত্তক্খত্তুং, তিক্খত্তুং" শব্দের ন্যায়।

বহুখার (ক্লী) এক প্রকার ক্ষার (যাহা উদ্ভিদ জাতীয় বস্তুর ছাই হইতে উৎপন্ন হয়)।

বহুজঞ্ঞ (বিণ) বহুজন সম্বন্ধীয়, বহুজন সংবলিত। = বাহুজঞ্ঞ। ⟹ জঞ্ঞ।

বহুজন (পুং) বহুজন, বহুলোক, লোকে লোকারণ্য, অনেক লোক, মহাজনসঙ্গ, এক স্থানে একত্রিত বহুলোক, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, অসংখ্য জন সমাবেশ। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **অস্সুত বা অন্ধ-বাল পুথুজ্জন**—(ধর্মবিষয়) শোনে নাই অথবা ধর্মগ্রহণ করে নাই এমন অন্ধ-অজ্ঞ পৃথগজন বা সাধারণ লোক। (ধর্মপদ) **বহুজ্জন**; (ধর্মপদ অর্থকথায়) **লোকিয মহাজন**। ⟹ জন।

বহুজাগর (বিণ) সম্পূর্ণ জাগরিত, খুব সতর্ক, সাবধান, পরিণামদর্শী, অত্যন্ত অবহিত, খুব সজাগ, অতিশয় জাগরূক, অত্যন্ত মনোযোগী, সম্পূর্ণ জাগ্রত। = **মহন্তে সতিবেপুল্লে জাগরিযে ঠিত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (তুলনীয়) **রক্খিত মানসানো**।

বহুজাত (বিণ) প্রচুর, অধিক উৎপন্ন হয় বা জন্মায় এমন।

বহুজ্জন (পুং) বহু জনসঙ্গ, অনেক লোক, জনতা। = বহুজন।

বহুট্‌ঠান (ক্লী) বহুস্থান, অনেক বিষয়। (জাতক) **বহুট্‌ঠান চিন্তিন**—অনেক বিষয় চিন্তাকারী, দূরদর্শী বা দূরগম্য জ্ঞান যাহার আছে এমন, বহু বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা যিনি করেন।

বহুত = পহূত। ⟹ পহূত।

বহুতধন (বিণ) বহু ধনে ধনবান, প্রভূত ধন যাহার আছে এমন, ধনবান, ধনাঢ্য, ঐশ্বর্যশালী। (ক্লী) প্রভূত ধন, অগাধ ঐশ্বর্য, বিপুল ঐশ্বর্য, অপরিমিত ধন। ⟹ বহুত রতন।

বহুতর (তুলনামূলক বিশেষণ) বহুতর, অত্যধিক, আরও অনেক, অপেক্ষাকৃত বড়, অপেক্ষাকৃত অধিক, অধিক পরিমাণের, বহুসংখ্যক। (বহুবচনে) **বহুতরা**; (বিপ) **অপ্পকা**।

বহুতরং = বহুকতরং। ⟹ বহুকতরং।

বহুরতন (বিণ) প্রভূত রত্ন আছে এমন। = পহূত ধন। (ক্লী) প্রভূত রত্ন, বিপুল রত্ন। = পহূত ধন।

বহুত্ত (ক্লী) বহুত্ব, বহুতা, বহুর ভাব বা অবস্থা, অনেকত্ব, বিবিধত্ব, বহুসংখ্যা, নানা প্রকারত্ব। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **চেতনা বহুত্ত**।

বহুত্থিক (বিণ) [বহু+ইত্থিক] যাহার বহু স্ত্রীলোক বা পত্নী আছে এমন, বহুপত্নীক।

বহুত্থিকা (বিণ, স্ত্রী) বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে, বহু স্ত্রীলোক আছে এমন। (বিনয়) **কুলানি বহুত্থিকানি অপ্পপুরিসকানি**—যে পরিবারে বহু স্ত্রীলোক আছে কিন্তু পুরুষলোক নাই; **কুলানি বহুপুরিসকানি অপ্পিত্থিকানি**—যেই পরিবারে বহু পুরুষ লোক আছে কিন্তু স্ত্রীলোক নাই। (বিপ) **অপ্পিত্থিকা**।

বহুদুক্খ (পুং) বহুদুঃখ, বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা। ⟹ দুক্খ (বিণ)। (সূত্রনিপাত) **বহুদুক্খং খো অযং কাযো**।

বহুদেব (ক্লী) বহুপ্রকার, বহুবিধ। (ক্রি-বিণ) বহুপ্রকারে, নানাভাবে। ⟹ দ।

বহুধন (বিণ) প্রভূত ধনবান, ধনাঢ্য, বহু ঐশ্বর্যশালী, বহু ধনের অধিকারী। (ক্লী) বহুধন, প্রচুর ঐশ্বর্য।

বহুধা (ক্রি-বিণ) বহুধা, বহু প্রকারে, নানাভাবে, বহুবার, বিভিন্ন উপায়ে, বিবিধ আকারে, অনেক ভাগে। (সংযুক্ত নিকায়) **বহুধা হোতি**—সে বহু রূপ বা আকার ধারণ করে। = **বহূহি পকারেহি** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

বহুপত্ত (বিণ) বহুপ্রাপ্ত, অনেক পাইয়াছে বা পাওয়া গিয়াছে এমন, অধিক দানীয় বস্তু পাইয়াছে এমন।

বহু পরিক্খার (বিণ) সম্পূর্ণ সরঞ্জাম বা উপকরণ আছে এমন অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থা বা ধনী হইয়াছে এমন, চীবরাদি

বহু বস্তু যাহার বা যেই ভিক্ষুর নিকট আছে এমন। ⟹ পরিক্খার (২গ)।

বহুপদ = **বহুপ্পদ**। ⟹ **বহুপ্পদ**।

বহুপ্পদ (বিণ) ১ বহুপদ, যাহার বহু পদ আছে এমন। ২ বহু পরিমাণে দেয় বা দান দেয় এমন। (পুং) বহুপদ প্রাণী (যেমন—বিছা, কেন্নো প্রভৃতি বহুপদ প্রাণী, শতপদী)।

বহুপ্ফল = **বহুফল**। ⟹ **বহুফল**।

বহুফল (বিণ) বহু ফল আছে এমন। (ক্লী) বহু ফল।

বহুবীহি = **বহুব্বীহি**। ⟹ **বহুব্বীহি**।

বহুব্বীহি (পুং) বহুব্রীহি অর্থাৎ (ব্যাকরণের) সমাস-বিশেষ (এই সমাসে যে যে পদে সমাস করা হয় সেই সেই পদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়)।

বহুভণ্ড (বিণ) যাহার বহু বস্তু বা আসবাব আছে এমন, সঙ্গতিশালী, সমৃদ্ধি সম্পন্ন। (ক্লী) বহু দ্রব্য, বহু মাল, অধিকারে দ্রব্যের প্রচুরতা, বহু জিনিসের মালিক। ⟹ **ভণ্ড** (১)।

বহুভাণিক (বিণ) = **বহুভাণিন**। ⟹ **বহুভাণিন**।

বহুভাণিতা (স্ত্রী) বাচালতা, বহুভাষী লোক, যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে।

বহুভাণিন (বিণ) বহুভাষী, বেশি কথা বলে এমন, অতিভাষী, বাচাল।

বহুভাণী (বিণ) = **বহুভাণিন**। ⟹ **বহুভাণিন**।

বহুভাব (পুং) প্রাচুর্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ, প্রশস্ততা, বিস্তৃততা, বহুলত্ব, উদারতা, মহত্ব, ঐশ্বর্য সম্পন্নতা, উর্বরতা, বহুত্ব, বহুভাব।

বহুবিভব ⟹ **বিভব** (১)।

বহুভেরব (বিণ) অতি ভীষণ, অতি ভয়ানক, খুব বেশি, অত্যধিক, অতি ভয়ঙ্কর, অতিশয় ভীতিজনক, খুব ভয় পাইয়াছে এমন। ⟹ **ভেরব**।

বহুভোজন (বিণ) ভোজ্য সামগ্রী অধিক অধিক খায় এমন, পেটুক, ঔদরিক। = **মহগ্ঘস**।

বহুমচ্ছ (পুং) অনেক মাছ, বহু মৎস্য। ⟹ **মচ্ছ**। (বিণ) মৎস্য পূর্ণ, মাছে ভরা।

বহুমত (বিণ) বহু সম্মানিত, বহু সমাদৃত, বহু পূজিত, বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ, বয়স-চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য।

বহুমন্ত (ক্লী) বহুমন্ত্র, অনেক প্রকার মন্ত্র। (বিণ) অনেক মন্ত্র জানে এমন, অতি প্রবঞ্চক, অতি প্রতারক, বহুমত, খুব আহত বা সমাদৃত, বহুজনের চিত্ত আকর্ষণকারী। = **মায**। ⟹ **মন্ত** (৫)।

বহুমান (পুং) মহা সম্মান, বহু বিশেষত্ব, বহু পক্ষপাতিত্বতা, সম্মান, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, পক্ষপাতিত্বতা, নানাপ্রকারে মনোযোগ প্রদর্শন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, অতি মান, খুব মর্যাদা-সম্পন্ন বলিয়া গৌরব। = **পূজা সঞ্জাত গারব বহুমান** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **বহুমানন**। ⟹ **গারব**।

বহুমানন (ক্লী) = **বহুমান**। ⟹ **বহুমান**।

বহুমানিত (বিণ) বহুমানিত, খুব শ্রদ্ধাস্পদ, অতিশয় সম্মানিত, বহুজনের পূজাপ্রাপ্ত।

বহুমায (বিণ) বঞ্চনাপূর্ণ, প্রতারণাপূর্ণ, চাতুরীপূর্ণ, কপটতায় ভরা, চালাকিপূর্ণ, কৌশলপূর্ণ, বিশেষ নৈপুণ্যপূর্ণ। (তুলনীয়) **বহুমন্ত**।

বহুমাযে (বিণ) বহু মায়াপূর্ণ, বহু প্রকারের চাতুরী বা প্রবঞ্চনায় ভরা। ⟹ **মাযা**।

বহুরত্তিবিদূ (বিণ) বহুরাত্রিজ্ঞ অর্থাৎ দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত বা জানাশোনা।

বহুল (বিণ) বহুল, প্রচুর, অনেক, বহুল পরিমাণ, অধিকদিন স্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী, অধিক, পরিপূর্ণ, উর্বর, সারযুক্ত, পুষ্টিকর, ধনবান, মূল্যবান, যথেষ্ট, (শব্দ বর্ণনাদি সম্পর্কে) গাঢ়, সুগভীর ভাবপূর্ণ; (চরিত্রে) প্রদত্ত, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ়সংকল্প, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিযত্তি বহুল; আলোক বহুল**। (জাতক) **বিনাসবহুল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ছারিক অঙ্গারবহুল**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সযন বহুল**—যে যেরূপ চাহে সেরূপ শয়নস্থান নির্বাচনে অসাধারণ বা একমাত্র (ব্যক্তি)। বাক্যে "**বহুল করোতি**" এবং "**বহুলকম্ম**" এর পরিবর্তে যথাক্রমে "**বহুলী করোতি**" এবং "**বহুলীকম্ম**" হইয়া থাকে। (তুলনীয়) **বাহুল্ল**। ⟹ **বহুলী**। (ক্লী) ১ প্রাচুর্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ। ২ ভাগ্যবান বা শুভপাশা অথবা চক্কার নাম-বিশেষ।

বহুলং (ক্লী, ক্রি-বিণ) ১ পূর্ণতায় পূর্ণ, ভরা অবস্থায়, পরিপূর্ণ অবস্থায়। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বিদা বহুলং**। ২ অধিক সংখ্যায়, বহুল পরিমাণে, বারংবার, অভ্যাসমত।

বহুলতা (স্ত্রী) = **বহুলত্ত**। ⟹ **বহুলত্ত**।

বহুলত্ত (ক্লী) বহুলত্ব, প্রাচুর্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ।

বহুলমস্সু (বিণ) ঘন দাড়ি আছে এমন, অধিক শ্মশ্রুযুক্ত। ⟹ **মস্সু**।

বহুলাজীব (পুং) [বহুল+আজীব] প্রাচুর্যে জীবিকা অর্থাৎ যে ব্যক্তির জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে আছে। (বিপ) **লূখাজীবিন**।

বহুলী (বিণ) অধিক করে এমন অর্থাৎ অভ্যস্ত বা অভ্যাস করে এমন। এই শব্দটি সাধারণত যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**বহুলীকত**।

বহুলীকত (বিণ) বার বার অভ্যাস করিয়াছে এমন, অভ্যস্ত, বহুলীকৃত, অভ্যাসমত, রাশীকৃত, বিস্তারিত, বিস্তারকৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **ভাবিত বহুলীকত**। = **পুনপ্পুনং কত** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⟹ **বহুলীকরোতি**।

বহুলীকতত্ত (ক্লী) অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির পেশা।

বহুলীকতা (স্ত্রী) = **বহুলীকতত্ত**। ⟹ **বহুলীকতত্ত**।

বহুলীকম্ম (ক্লী) ক্রমাগত অভ্যাস, পুনঃপুন করার কার্য বা সাধন। = **পুনপ্পুনকরণ**।

বহুলীকরণ (ক্লী) ক্রমাগত অভ্যাস। = **বহুলীকম্ম**।

বহুলীকরোতি (ক্রি) [বহুল+ঈ+√কর+ও] আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা, বর্ধিত হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা। (অতীত) **বহুলীকরি**। (অ-বিণ)

বহুলীকত।

বহুলীকার (পুং) আগ্রহের সহিত অনুশীলন, উৎসাহের সহিত চর্চা, ব্যস্ততার সহিত আত্মপ্রয়োগ, ব্যস্ত ব্যবহার, পুনঃপুন অভ্যাস। = **বহুলীকম্ম**।

বহুবচন (ক্লী) বহুবচন, একাধিক কথা, যদ্দ্বারা অনেক বস্তু বুঝায় এরূপ চিহ্ন।

বহুকারক—একজাতীয় বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

বহুবিঘাত (বিণ) মহা দুঃখভুক্ত, মহা দুঃখ ভোগ করিয়াছে এমন, বিরক্তিপূর্ণ, বিরাগপূর্ণ, বিরক্তি বা অসন্তোষের কারণপূর্ণ। (পুং) বহুদুঃখ, বহুকষ্ট। ⟹ **বিঘাত** (২)।

বহুবিধ (বিণ) বহুবিধ, নানাপ্রকার, বিবিধ, অনেক সংখ্যক, বহুপ্রকার, বহুরূপ, বহ্বাকার, নানাবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়। = **অনেকবিধ**। ⟹ **বিধ** (১)।

বহুবিভব (বিণ) খুব ধনবান, ঐশ্বর্যশালী। = **মহাবিভব**। ⟹ **বহুধন, বিভব** (১)।

বহুবিস্সত্থ (বিণ) খুব বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, খুব বিশ্বাসী। ⟹ **বিস্সত্থ**।

বহুসচ্চ = **বাহুসচ্চ**। ⟹ **বাহুসচ্চ**।

বহুসহায (বিণ) বহু সহায়, বহু সহচর বা সঙ্গী আছে এমন, যাহার অনেক সহায় বা সহযোগী আছে এমন। (জাতক) **নাহং এত্থ সহাযো ভবিস্সামি**—আমার এই কার্যে অধিক মিত্র বা সহযোগী লাভ করিব না। ⟹ **সহায**।

বহুসুত (বিণ) বহুশ্রুত, অধিক শিক্ষায় শিক্ষিত, নানাশাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সুপণ্ডিত, অনুপ্রাণিত ঐতিহ্য দ্বারা বিখ্যাত, মুক্তিজ্ঞানে নিপুণ। (বিপ) **অপ্পসুত**। = **বহুস্সুত**।

বহুসুতক = **বহুস্সতক**। ⟹ **বহুস্সুতক**।

বহুসো (ক্রি-বিণ) অধিক সংখ্যায়, বহুল পরিমাণে, বারংবার, অভ্যাসমত, পুনঃপুন।

বহুস্সুত (বিণ) বহুশ্রুত, সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ত্রিপিটকাদি শাস্ত্রজ্ঞ, যিনি ঐতিহ্য-সম্বন্ধীয় প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, যাহার বহুশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে, যিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী, নানাশাস্ত্র জ্ঞাত, মহাজ্ঞানী। (সংযুক্তনিকায়) **বহুস্সুত পণ্ডিত ... মেধাবিন কল্যাণ পটিভাণ**। (বিমানবত্থু) **সমণ বহুস্সুত চিত্ত উড়ার**। = **বহুসুত**।

বহুস্সুতক (বিণ, পুং) মহাজ্ঞানী (অর্থাৎ ব্যঙ্গপূর্ণ বা শ্লেষপূর্ণ বাক্যে যেমন বলা হয় "কত বড় মহাজ্ঞানী যেন জ্ঞানের ভাণ্ডার")।

বহূ (বিণ) বহু, অপরিমিত, অনেক, প্রভূত, প্রচুর। = **পহূত, বহু**।

বহূত (বিণ) বহুত, প্রচুর, অনেক, বহুল পরিমাণের, অধিকদিন স্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী। = **বহুত, পহূত**। (জাতক) **বহূত তগরা মহী**। (তুলনীয়) **পহূতিক**।

বহূতধন = **বহুতধন**। ⟹ **বহুতধন**।

বহূতরতন = **বহুতরতন**। ⟹ **বহুতরতন**।

বহূতমজ্জ = **বহূতমজ্জং**। ⟹ **বহূতমজ্জং**।

বহূতমজ্জং [বহূতং+ অজ্জং] খাদ্যের প্রাচুর্য। (জাতক অর্থকথায়) **মতকভত্তং**।

বহূতমজ্জা = **বহূতমজ্জং**। ⟹ **বহূতমজ্জং**।

বহূতসো (ক্রি-বিণ) প্রাচুর্যের মধ্যে, যথেষ্টতার মধ্যে। = **পহূতসো**।

বহূতিত্থকর (বিণ) বহু সম্প্রদায়িক। ⟹ **পুথুতিত্থকর**।

বহূদক (বিণ) [বহু+ উদক] অধিক জল ধারণ করে এমন, অধিক পরিমাণে জল আছে এমন। = **বহূদিকা**।

বহূদিকা (স্ত্রী) বহু জল আছে অথবা অধিক পরিমাণে জল আছে এমন। = **বহূদক**।

বহূনি (বিণ) বহু, অসংখ্য, অগণিত, অধিক। = **সতসতানি**।

বহূপকার (বিণ) বহু উপকারী, অতি কার্যকর, খুব কর্মক্ষম, অতি উপকারী, খুব সাহায্যকারী। (ক্লী) বহু উপকার। ⟹ **বহু**।

বহোদিকা = **বহূদিকা**। ⟹ **বহূদিকা**।

বাকুচী (স্ত্রী) এক জাতীয় ছোট গাছ।

বাণ (পুং) বাণ, শর, তীর, শরাকৃতি চিহ্নবিশেষ।

বাণধি (পুং) তূনীর।

বাণিজক (বিণ, পুং) ব্যবসায়ী, বাণিজ্যকারী, বণিক।

বাত্তিংসতি (বিণ) ৩২, বত্রিশ।

বাধ (পুং) বাধা, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ, বারণ, রোধ, উপদ্রব, পীড়া, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, পক্ষ, (একত্রে) চাপ দেওয়া, পেষণকরণ, অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, বিরক্তি, বিরক্তি বা অসন্তোষের কারণ, বিরাগ। (তুলনীয়) **সম্বাধ**।

বাধক (বিণ) বাধক, প্রতিবন্ধক, নিবারক, বাধাজনক, রোধক, প্রতিরোধক, অত্যাচারজনক, পীড়াগ্রস্ত, উপদ্রুত, হয়রান করা হয় এমন, অন্যায়, ক্ষতিজনক, ক্ষতিকারক, অহিতকর, বাধাপ্রদানকারী। = **নিগ্গাহক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দুকখা অঞ্ঞং ন বাধকং**।

বাধকত্ত (ক্লী) বাধা, বাধাজনক কার্য, প্রতিরোধক ঘটনা, ক্ষতিজনক কার্য, ক্ষতিকারক কাজ, অন্যায় কার্য।

বাধতি (ক্রি) [√বাধ+ অ] বাধা দেওয়া, গতি রোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, রোধ করা, বন্ধ করা, মন্থর করা, বন্ধ করা, দুঃখ দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়া দেওয়া, ক্লেশ দেওয়া, ফাঁদে ফেলা, মুগ্ধ করা, প্রলোভিত করা, নিড়োনো, পেষণ করা, চাপ দেওয়া, জেদ করা, আলিঙ্গন করা, পীড়ন করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অত্যন্ত জরুরি হওয়া, ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি করা, সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে (কাজে বা ভ্রমণে) অগ্রসর হওয়া, ওজন করা, ভার ঠিক করা, টানিয়া তোলা, বিবেচনা করা, আবশ্যক বোধ হওয়া, জোরে চাপা, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, দমন করা, অপকার করা, অনিষ্ট করা, ক্ষতি করা। (অতীত) **বাধি**। (অ-বিণ) **বাধিত**। (ভ-বিণ) **বাধিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বাধিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বাধিযতি**। (করণে) **বাধেতি**।

বাধন (ক্লী) ১ বাধন, পীড়া, প্রতিবন্ধ, উপদ্রব, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। ২ (পশু পক্ষী প্রভৃতি ধরা সম্বন্ধে) ফাঁদ পাতা, পাশে আবদ্ধকরণ, জালে আবদ্ধকরণ, প্রলুব্ধ-করণ, ধৃতকরণ। ৩ শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ বা ক্লেশের কারণ, ক্ষতি, অহিত, অপকার, অনিষ্ট, আঘাত প্রদান, ব্যথা প্রদান, পীড়ন, অত্যাচারকরণ।

বাধযমান (বিণ) = **বাধিযমান**। ⟹ **বাধিযমান**।

বাধা (স্ত্রী) বাধা, ব্যথা, দুঃখ, প্রতিবন্ধ, উপদ্রব, নিষেধ, প্রতিনিরোধ, নিবারণ, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।

বাধিত (বিণ) ১ বাধিত, পীড়িত, প্রতিবন্ধক, ব্যাহত, নিবারিত, বশীভূত, আয়ত্ত, কৃতজ্ঞ, অত্যাচারিত, উপদ্রুত, উৎপীড়িত, দমিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, হয়রান বা ক্লান্ত করা হইয়াছে এমন, বিরক্তকৃত। ২ (ধর্মপদ অর্থকথায়) পাশে আবদ্ধ, ফাঁদে ফেলিয়াছে এরূপ, ফাঁদে পতিত, কৌশলে আবদ্ধ করিয়াছে বা ধরিয়াছে এরূপ। = **বদ্ধ** (১খ)।

বাধিন (বিণ) ফাঁদ পাতে এরূপ, জালে বা পাশে আবদ্ধ করে এরূপ, প্রলোভিত করে এরূপ, প্রলুব্ধ বা মুগ্ধ করে এমন; (সাহিত্যে) পীড়িত করে এমন, ক্লেশ দেয় এমন, দুঃখ দেয় এমন, যন্ত্রণা দেয় এমন। (পুং) শিক্ষক, শিক্ষাদাতা, আচার্য, রেসের ঘোড়া বা ব্যায়ামবীরদের যে ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। (বিনয়) **অরিট্‌ঠ গদ্ধবাধিনপুব্ব**।

বাধিযতি (ক্রি) রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত হওয়া, ক্ষতযুক্ত হওয়া, বেদনাযুক্ত হওয়া, পীড়াদায়ক হওয়া, দারুণ হওয়া, অত্যন্ত কষ্টকর হওয়া, সহ্য করা, ভোগ করা, বরদাস্ত করা, অনুমতি প্রদান করা, করিতে দেওয়া, অনুভব করা, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ক্লেশ ভোগ করা, শাস্তি ভোগ করা। ⟹ **বাধতি**। (ব-বিণ) **বাধিযমান**।

বাধেতি (ক্রি) [√বাধ+এ] ১ উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, দুঃখ দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, ক্লেশ দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, অহিত করা, অপকার করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা। (সপ্তমী) **বধেয্য** = **হেঠেয্য** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ব-বিণ) **বাধনীয** (পেতবত্থু অর্থকথা)। একই ভাবার্থে তুলনীয় "**পরিবাধেতি**" (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, ধরা, যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া, বন্দী করা, ফাঁদে ধরা, পাশে আবদ্ধ করা, মুগ্ধ করা, মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা, আটকাইয়া যাওয়া, সম্পর্শ দ্বারা গ্রহণ করা, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ধরা, ফাঁদে ফেলা, প্রলুব্ধ করা, প্রলোভিত করা, জালে ধরা, পাশবদ্ধ করা। = **ব্যধেতি**। ⟹ **বাধতি**। (সপ্তমী) **বাধযে**= **বাধেয্য; বজ্ঝেয্য, বজ্ঝেয্য**।(অতীত) **বাধেসি**; (বহুবচনে) **বাধযিংসু**। (অ-বিণ) **বাধিত**। (ব-বিণ) **বাধেন্ত**। (ভ-বিণ) **বাধেতব্ব**। (ক্রি-বি) **বাধেত্বা**।

বারস (বিণ) ১২, বার।

বারাণসি বাসিক (বিণ, পুং) বারাণসী বাসী, বারাণসীতে অবস্থানকারী। ⟹ **বাসিক**।

বারাণসি সেট্‌ঠি (পুং) বারাণসীর শ্রেষ্ঠী, বারাণসী বাসী ধনী জমিদার। ⟹ **সেট্‌ঠি**।

বারাণসী (স্ত্রী) বারাণসী, বারাণসী নগর, বারাণসী নামক এক রাজ্যের নাম-বিশেষ। ইহা ভারতের উত্তরপ্রদেশস্থ প্রাচীন শহর।

বারাণসী সেয্যক (বিণ, পুং) বারাণসীর, বারাণসীতে প্রস্তুত, বারাণসী হইতে আগত। প্রাচীনকালে বারাণসীতে প্রস্তুত মসলিন বস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ ছিল (দীর্ঘনিকায়)।

বাল (বিণ) **ক** মূর্খ, অজ্ঞানী, বাল, নির্বোধ, হাস্যস্পদ, অবোধ, জ্ঞানহীন, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞতাপ্রকাশক, অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। ইহা সাধারণত "ধর্মসম্মত বা নৈতিক জ্ঞানে অনভিজ্ঞতা, সাধারণ লোক, লোকোত্তর মার্গফলে অনুন্নত" **পুথুজ্জন**" সম্বন্ধে বুঝায়। = **দুপ্পঞ্ঞ**। (বিপ) **পণ্ডিত**। (তুলনীয়) **বাল পণ্ডিত সুত্ত** (মধ্যম নিকায়)। ধর্মসঙ্গণীমতে ইহার অর্থ:—"যুক্তিতে বা হেতুবাদে অভাব বোধ হয় এরূপ, চিন্তা করিবার এবং সৎকার্য করিবার ক্ষমতা রহিত"। উক্ত পরবর্তী ভাবার্থে কখন কখন "**অন্ধ**" (পরমার্থিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে "অন্ধ") এর সহিত যুক্ত হয়, যেমন—(ধর্মপদ অর্থকথা) **অন্ধবাল**। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় "**বাল**" শব্দের কল্পনাপূর্ণ বা খামখেয়ালি শব্দরূপ ও ধাতুরূপ প্রকরণে দেওয়া হইয়াছে "**বলন্তি অনন্তীতি বালা**"। (জাতক) **লোলবাল; বালো আমক-পক্কং ব**। = অবিদ্দসু। (তুলনীয়) **বালতর** (জাতক)। **খ** অবোধ, শিশু, কচি, অল্পবয়স্ক, তরুণ, যুবা, অনভিজ্ঞ, জোয়ান, চারা, নবীন, নূতন, নব, তাজা, নব্য, আধুনিক, অনভ্যস্ত, অদৃষ্টপূর্ব, অদ্ভুত, অজ্ঞাতপূর্ব, (সূর্য সম্বন্ধে) নব উদিত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বালাতপ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বালবসন্ত**। (জাতক) **বালসুরিয**। (পুং) ১ শিশুপুত্র, বালক, উর্ধ্বসীমায় ১৬ বৎসরের যুবককেও এই অর্থে গ্রহণ করা যায়। (তুলনীয়) **বালক**। ২ মস্তকের কেশ, মাথার চুল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বালকোটিমত্ত**।

বালক (পুং) ১ বালক, শিশুপুত্র, ছেলে, তারুণ্য, যৌবনকাল, যুবা। ২ নির্বোধ ব্যক্তি, মূর্খ লোক, ভাঁড়। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বালকরত্ত**।

বালকন্ত (বিণ) মূর্খলোকের উপভোগ্য। ⟹ **কন্ত** (১ক)।

বালকরত্ত (বিণ) নির্বোধ ব্যক্তির বা মূর্খের অনুরক্ত, মূর্খের প্রতি অনুরাগী। ⟹ **বালক** (১)।

বালকিন (বিণ) মূর্খের দল আছে এমন, মূর্খ বা অজ্ঞানী সমাবিষ্ট।

বালকিনী (বিণ, স্ত্রী) মূর্খ স্ত্রীলোকের দল আছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **বালকিনী পরিসা**। ⟹ **বালকিন**।

বালকোটি—কেশ বা চুলের অগ্রভাগ, কেশাগ্র। = **বালগ্গ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বালকোটিমত্ত**। ⟹ **বাল** (২)।

বালকোটিমত্ত—এমন কি একখানা কেশাগ্রও নহে। = **বালগ্গমত্ত**। ⟹ **বালকোটি, বাল** (২)।

বালক্ক (পুং) = **বালক**। ⟹ **বালক** (১)।

বালখিড্ডা (স্ত্রী) অজ্ঞানীর খেলা, অবোধের ক্রীড়া, মূর্খজনোচিত আমোদপ্রমোদ। ⟹ **খিড্ডা**।

বালতর (বিণ) অপেক্ষাকৃত মূর্খ, অতিশয় নির্বোধ, অতিমূর্খ, গণ্ডমূর্খ। = **বাল্যতর**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অতিসম্বেন বাল**। (পুং) অজ্ঞানী লোক, অবোধ বালক, মূর্খ লোক। ⟹ **বাল** (১ক)।

বালতা (স্ত্রী) মূর্খতা, অজ্ঞতা, নির্বোধ অবস্থা, হাস্যাস্পদ অবস্থা।

বালদারক (পুং) শিশুপুত্র, অবোধ বালক, মূর্খ যুবক বা তরুণলোক। ⟹ **দারক**।

বালনক্খত্ত (পুং) কোনও মূর্খদলের ভোজের নাম অর্থাৎ অবাধ আনন্দোৎসব অথবা ভ্রাম্যমাণ আনন্দমেলা।

বালপদান (ক্লী) মূর্খের লক্ষণ বা পরিচিতি। ⟹ **পদান** (২)।

বালভাব (পুং) মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা। = **বাল্য** (২)।

বাললক্খণ (ক্লী) মূর্খের লক্ষণ, মূর্খতার চিহ্ন। ⟹ **লক্খণ** (৩বিণ)।

বাললপিন (বিণ) বোকার মত কথা বলে এমন, অসঙ্গত কথা বলে এমন, অসম্ভব কথা বলে এমন। = **লপিন**।

বালবসন্ত (পুং) বসন্তকালের প্রথমভাগ, অকালবসন্ত, বসন্তকালের আরম্ভ, বসন্তকালের প্রারম্ভ, গ্রীষ্মঋতুর চারিমাসের মধ্যে প্রথম মাসের নাম অর্থাৎ চৈত্রমাস। = **চিত্রমাস, পঠমগিম্হ**। ⟹ **বসন্ত, বাল** (১খ)।

বালবা (বিণ) মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞ।

বালসঙ্গতচারিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি মূর্খ লোকের সহিত সঙ্গ করে, অজ্ঞানীর সহচর বা সঙ্গী।

বালসুরিয (পুং) বালসূর্য, তরুণ তপন, নব উদিত সূর্য। ⟹ **বাল** (১খ)।

বালা (স্ত্রী) ১ বালিকা, বালা, শিশুকন্যা। = **বালিকা**।

বালাতপ (পুং) বালসূর্যের তাপ, তরুণ তপনের তাপ, প্রাতঃকালীন সূর্য বা সূর্যের তাপ, নব উদিত সূর্যের তাপ বা উষ্ণতা। ⟹ **বাল** (১খ)।

বালিকা (স্ত্রী) বালিকা, তরুণী, যুবতী, অল্পবয়সের মেয়ে, কন্যা, শিশুকন্যা, বালা। = **বালা**।

বালিসিক (পুং) জেলে, মেছুয়া।

বালূপসেবনা (স্ত্রী) [বালা+উপসেবনা] মূর্খের সেবা, অজ্ঞানীর সেবা, অপণ্ডিতের সেবা, যাহার দ্বারা ইহ-পারত্রিক মঙ্গল সূচিত হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তাদৃশ অজ্ঞানীর সেবা। (বিপ) **ধীরূপসেবনা**।

বালেন পটিপ্ফরেয্য = **বালেন পটিসংযুজে**। ⟹ **বালেন পটিসংযুজে**। ⟹ **পটিপ্ফরতি**।

বালেন পটিসংযুজে—মূর্খের সহিত কথা কাটাকাটিতে বা তর্কবিতর্কে নিজেকে ব্যস্ত রাখে অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ⟹ **পটিসংযুজতি**।

বালো = **বলো**। ⟹ **বলো**।

বাল্য (ক্লী) ১ বাল্যকাল, শৈশব, বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল, তারুণ্য, যৌবনকাল, যুবা। ২ মূর্খতা, অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা, জ্ঞানাভাব, নির্বুদ্ধিতা। = **বল্য, বালভাব**। (বিণ) বাল্য, মূর্খ, অজ্ঞ, বুদ্ধিহীন। = **বাল** (১ক)। ৩ দুর্বলতা (?); জাতকে "**বল্য**"; কিন্তু জাতক অর্থকথায় "**বাল্য** = **দুব্বলভাব**"। ⟹ **পটিসংযুজতি**।

বাল্যতর (বিণ) অতি মূর্খ, অদ্ভুত ধরনের নির্বোধ, গণ্ড মূর্খ, অতিশয় হাস্যাস্পদ। = **বলতর**।

বাল্যযোগতো—বাল্যকাল হইতে সঙ্গ করার দ্বারা, বাল্যকাল হইতে মেলামেশার দ্বারা, বাল্য সঙ্গ দ্বারা। ⟹ **যোগতো**।

বাল্হ (বিণ) বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সমর্থ, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, উজ্জ্বল, বেশি তরল করা হয় নাই এমন, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট, বাড়ন্ত, স্বরবর্ণের পরিবর্তনে অতীতকাল গঠিত এমন (ক্রিয়া)।

বাল্হং (ক্রি-বিণ) দৃঢ়রূপে, প্রবলভাবে, সবিশেষ-রূপে, অতিশয়, অত্যন্ত, বহুল পরিমাণে, অনেক-ভাবে, অধিকভাবে, অপরিমিতরূপে, খুব বেশি, অত্যন্ত বেশি, আরও, অত্যধিক, যতদূর উচিত তদপেক্ষা অধিক, অতিরিক্ত, পরিতৃপ্তভাবে, সন্তুপ্তভাবে। (জাতক অর্থকথায়) **পুনপ্পুনং**। (তুল্যার্থে) **বাল্হতরং**।

বাল্হগিলান (বিণ) অত্যন্ত রুগ্ণ, অতিশয় পীড়িত, অত্যন্ত রোগগ্রস্ত, খুব অসুস্থ, উৎকটভাবে পীড়িত। ⟹ **গিলান**।

বাঢ়তরং--বরং অধিক, আরও অধিক, অধিক-তর, অতিরিক্ত, খুব বেশি, অপেক্ষাকৃত অধিক। ⟹ **বাল্হ**।

বাল্হিক (বিণ) বাড়ন্ত, বৃদ্ধিক, সমৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (জাতক অর্থকথায়) **সুট্ঠু অড়্ঢ**।

বাবীসতি (বিণ) [বা=দ্বা+বিসতি] ২২, বাইশ।

বাসিত—"**ভাসিত**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ। ইহার শুদ্ধ পাঠ হইবে "**ভাসিত**"। ⟹ **ভাসিত**।

বাহং—বাহু। = **বাহা, বাহু**।

বহট্ঠি (স্ত্রী) [বাহা+অট্ঠি] বাহুর অস্থি। ⟹ **বাহা**।

বাহতি = **বাহেতি**। ⟹ **বাহেতি**।

বাহা (স্ত্রী) ১। বাহা, বাহু, ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অবয়ব, ক্ষেত্রাদির পার্শ্বরেখা। **বাহাবল**। (জাতক) **বাহামুদু**। (দীর্ঘনিকায়) **পচ্ছাবাহং; বাহং পসারেতি**—বাহু প্রসারিত বা বিস্তৃত করে; **বাহাযং গহেত্বা**—বাহু গ্রহণ করিয়া বা বাহুতে ধরিয়া। (মধ্যম নিকায়) **নানা বাহাসু গহেত্বা**। (দীর্ঘনিকায়) **বাহাপগ্গয্হ**—(প্রার্থনা বা সানুনয় আবেদনের চিহ্নস্বরূপ) বাহু তুলিয়া বা প্রসারিত করিয়া। ২ খুঁটি, কাষ্ঠদণ্ড, স্তম্ভ, থাম। কিন্তু

এখানে কি দরজার "খুঁটি" অথবা কি দরজার "পর্দা" সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে "খুঁটি" শব্দই অধিকরূপে গ্রহণীয়। (বিনয়) **আলম্বন বাহা।** (দীর্ঘনিকায়) **দ্বারবাহা।** (তুলনীয়) **বাহিতিকা।** ৩ হাতল, বাঁট।

বাহাপরম্পরায়—বাহু পরম্পরায়, বাহুতে বাহুতে।

বাহাবল (ক্লী) বাহুবল, যুদ্ধোপযোগী হস্তবল, নিজের ক্ষমতা অর্থাৎ হস্তকৃত বা হস্তসাধিত কাজ। ⟹ **বল** (১খ)।

বাহামুদু (বিণ) মৃদুবাহু, কোমলবাহু, অতীক্ষ্ণবাহু।

বাহালঙ্কার = **কাযূর।** ⟹ **কাযূর।**

বাহিক (বিণ) বিদেশীয়, বৈদেশিক, অসঙ্গত, অপরিচিত। (জাতক) **বাহিক রট্‌ঠে-বাসিন**—বিদেশে অবস্থানকারী, বৈদেশিক, বহিরাজ্যে বাসকারী, বিদেশবাসী, অন্য রাজার রাজ্যে বাস করে এমন। = **বাহিয।**

বাহিত (বিণ) = **ফুটিত।** ⟹ **ফুটিত**(২), **বাহেতি।**

বাহিতত্ত (ক্লী) বর্জন, বহিষ্করণ, বাদ দেওয়া, চুল্লনিদ্দেসে "ব্রাহ্মণ" শব্দের বর্ণনায়ও এই শব্দটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বাহিতিকা (স্ত্রী) ঢিলা বড় জামা, আবরণ, দীপশিখার আবরণ, আলোয়ান, সংবাদপত্র ইত্যাদির মোড়ক-বিশেষ (সাহিত্যে—"যাহা বর্জন করা হয়" অর্থাৎ বাতাস অথবা ঠাণ্ডা)।

বাহিতেয্য (বিণ) পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য(?)। এই অর্থ সন্দেহজনক এবং "**বাহিতেয্য**" পাঠও ভুল বলিয়া মনে হয়।

বাহিয (বিণ) বিদেশীয়, বৈদেশিক, অসঙ্গত, অপরিচিত।

বাহির (বিণ) ১ বাহির, বাহ্যিক, বিদেশীয়, অপ্রাসঙ্গিক, বহিঃস্থ, বৈদেশিক, অসঙ্গত, অপরিচিত, বহির্গত, বহিষ্কৃত, কার্যালয় বা কর্মস্থান হইতে বাহিরে, বহির্ভূত, অতীত, অপ্রকাশিত, অযোগ্য, অনুকম্পা বা সাহায্য হইতে বাহিরে, মন্ত্রীগণের বাহিরে, আবিষ্কৃত। (জাতক) **বাহিরং করোতি**—বাহির করিয়া দেওয়া, ভিতর হইতে বাহির করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নগরস্‌স বাহিরে**—নগরের বাহিরে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বাহির-অব্ভন্তর ধন।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বাহির কিত্তিভাব**—বহির্জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করার বা পরিচিত হইবার কার্য। (বিপ) **অজ্ঝত্ত।** ⟹ **বহিদ্ধা।** ২ ব্যক্তির বহিঃস্থ, ব্যক্তির বাহ্যিক, বিষয়গত, বৈষয়িক, কর্মকারকীয়। (বিপ) **অজ্ঝত্তিক।** (মধ্যম নিকায়) **ছ বাহির (অজ্ঝত্তিক) আযতনা।** (জাতক) **বাহির বত্থুং অযাচিত্বা অজ্ঝত্তিকস্‌স নামং গণ্হাতি।** ৩ প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, যে ব্যক্তি ধর্ম বিশ্বাস করে না, ধর্মবিরোধী, অবৌদ্ধ, বিধর্মী। কথাবত্থুতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং তাহাদের অভ্যাস (সময) সম্বন্ধে এই অর্থে "**বাহির**" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন—**বাহির পুথুজ্জন-পক্‌খে ঠিত।** = **মান, অর্থাৎ ভগবতো সাসনতো বহিদ্ধা।** (ক্লী) বহির্ভাগ, বহির্দেশ। (ক্রি-বিণ) বাহ্যিকভাবে। = **বহিদ্ধা** (ক্রি-বিণ)।

বাহির আযতন (ক্লী) বাহিরের বস্তু। = **বাহিরাযতন, বহিদ্ধারম্মন।** (বিপ) **অজ্ঝত্তিক আযতন।**

বাহিরক (বিণ) বাহ্যিক, বাহিরের, অন্য ধর্ম বিশ্বাসী, অন্য ধর্মাবলম্বী, দল বহির্ভূত, বিধর্মী, ধর্মে অবিশ্বাসী, অবৌদ্ধ, ধর্মবিরোধী, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, পবিত্র বস্তুর সম্পর্করহিত, শ্রদ্ধাহীন। (কথাবত্থু) **বাহিরক ইসযো।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বাহিরক ইত্থি।**

বাহিরক কথা—বাহ্যিক কথা, অধর্মালাপ, ধর্মের বহির্ভূত গল্প, বৃথালাপ, বাজে কথা। (তুলনীয়) **বাহির কথা।**

বাহিরক তপ—বৌদ্ধধর্ম মতের ধ্যান ব্যতীত বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের তপস্যা। = **বাহিরক পব্বজ্জা।**

বাহির কথা—বাহ্যিক কথা, বিধর্মী কথা, ধর্মমতের বহির্ভূত গল্প, বৃথালাপ, অনর্থক কথা, বাজে গল্প। (তুলনীয়) **বাহিরক কথা।**

বাহিরক পব্বজ্জা (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসজীবন যাপন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী বা ঋষি এবং তির্থীয় সন্ন্যাসী প্রভৃতি। (তুলনীয়) **বাহির পব্বজ্জা।**

বাহির তিত্থ—বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ধর্ম।

বাহিরতো (অপাদান কারকে) বাহির হইতে, বিদেশ হইতে, পররাজ্য হইতে, অপর ধর্ম হইতে।

বাহিরত্ত (ক্লী) বাহিরত্ব, পরধর্মত্ব, বৈদেশিকত্ব, সমাজ বা দল হইতে বহির্গত করা হইয়াছে অথবা বাহির হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা।

বাহিরদান (ক্লী) বাহিরের দান, বৈদেশিকদের দান, অন্য ধর্মাবলম্বীদের দান, সম্পত্তি দান যাহা সাধারণত জনমতের বিরোধী বা বিপরীত।

বাহিরপব্বজ্জা--বৌদ্ধভিক্ষু ব্যতীত অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসজীবন। = **ইসি পব্বজ্জা, বাহিরক পব্বজ্জা।**

বাহির ভণ্ড (ক্লী) বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, জড়বস্তুসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুলি, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, দৈহিক বস্তুসমূহ, পার্থিব বস্তুসমূহ, পদার্থ নিচয়, বস্তুসমূহ, সামগ্রীসমূহ, জ্ঞেয় বা জায়মান বিষয়গুলি।

বাহিরমন্তা—বুদ্ধ বা বৌদ্ধমতের বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মের প্রচারিত মত বা মন্ত্রসমূহ।

বাহির রক্‌খা—বাহিরের সঙ্গতি বা অর্থ সম্পদের রক্ষণ।

বাহির লোমি (বিণ) কম্বলের বহির্ভাগস্থ মেষলোমযুক্ত।

বাহির বত্থুদান (ক্লী) বাহ্যিক বা বাহিরের বস্তু দান। যথা ধর্মানুসারে নিজের অর্জিত বা সংগৃহীত বস্তুদানকে বাহিরের বস্তুদান বলা হয়। দশবিধ দানীয় সামগ্রীই বাহিরের দানীয় বস্তু, যথা—১ **অন্নং** (অন্ন, ভাত,

আহার, খাদ্যবস্তু), ২ পানীয (জল, শরবতাদি পানীয়), ৩ বত্থং (বস্ত্র, চীবরাদি পরিচ্ছদ), ৪ যানং (নৌকা, গাড়ি, পালকি প্রভৃতি যান), ৫ মালা (ফুল ইত্যাদির মালা), ৬ গন্ধ (যাবতীয় সুগন্ধ দ্রব্য), ৭ বিলেপনং (মলমাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত যাবতীয় প্রলেপ), ৮ সেয্যা (শয়নের বিছানাদি যাবতীয় শয্যা সরঞ্জাম), ৯ আবসথ (বাসের নিমিত্ত গৃহাদি আশ্রম), ১০ পদীপং (প্রদীপ)—বৌদ্ধ ধর্মে দানের জন্য অনুমোদিত এই দশটি বস্তুকে বলা হয় বাহিরের দানীয় বস্তু। ⟹ দান।

বাহিরসময—বুদ্ধের ধর্মমত ব্যতীত বাহিরের অন্যান্য ধর্মমত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত এবং তির্থীয় ধর্মমত। ⟹ **সময**।

বাহিরস্সাদ (বিণ) বাহিরের বা বহির্ভূত বিষয়সমূহে আমোদপ্রিয়। Kern. Toev. গ্রন্থে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"ধর্মবিরোধী দৃষ্টিতে প্রবৃত্তিযুক্ত বা ইচ্ছুক"। (পুং) বাহিরের আস্বাদ অর্থাৎ অন্য বস্তু সংযুক্ত আস্বাদ।

বাহিরানি আযতনানি (ক্লী, বহুবচন) বাহ্যিক বা বাহিরের বস্তুর আকার যদ্দ্বারা তৃষ্ণার অনুভূতি জাত হওয়া যায়। ইহা ছয় প্রকার, যথা—**রূপাযতন, সদ্দাযতন, গন্ধাযতন, রসাযতন, ফোট্‌ঠব্বাযতন, ধম্মাযতন**। ⟹ **বাহিরাযতন**।

বাহিরাযতন (ক্লী) = **বাহির আযতন**। ⟹ **বাহির আযতন, আযতন** (৩), **বাহিরানি আযতনানি**।

বাহিরাস (পুং) অপর ধর্মে প্রবৃত্তি, বুদ্ধের ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের দিকে দৃষ্টি। (বিণ) যাহার ইচ্ছা বাহিরের দিকে পরিচালিত হয় এমন, বাহ্যিক বিষয়ে যাহার ইচ্ছা পরিবর্তিত হয় এমন।

বাহিরিম (বিণ) বহিঃস্থ, বাহ্যিক, বাহিরের, বিদেশীয়, অপ্রাসঙ্গিক। (বিনয়) **বাহিরিম মান**। (বিপ) **অব্ভন্তরিম**।

বাহিরিম মান—বাহিরের পরিমাণ, বাহ্যিক বিস্তৃতি বা আয়তন। (বিপ) **অব্ভন্তরিম মান**।

বাহিরে (উপসর্গ অব্যয়) বাহিরে, বৌদ্ধধর্মের বাহিরে, বুদ্ধমতের বা শাসনের বাহিরে।

বাহু (পুং) বাহু, ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অবয়ব। = **বাহা**। (জাতক) **বাহুমা বাহুং পীড়েন্তা**—কাঁধে কাঁধে, স্কন্ধে স্কন্ধে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বাহুং পসারেত্তি**—বাহু প্রসারিত করে; **পচ্ছাবাহুং; পচ্ছাবাহুং গাঢ় বন্ধনং বন্ধাপেত্বা**।

বাহুং—বাহু। = **বাহা**।

বাহুজঞ্ঞ (বিণ) বহুজন সংবলিত বা সম্বন্ধীয়, বহুজনের অথবা জনসঙ্ঘের (সম্পত্তি)। (বি-ভা) **ইদ্ধঞ্চীত বিত্থারিক বাহুজঞ্ঞ**। = **বহুজঞ্ঞ**।

বাহু পচালকং = **বাহুপ্পচালকং**। ⟹ **বাহুপ্পচালকং**।

বাহুপ্পচালকং (ক্রি-বিণ) বাহু দোলানোভাবে অর্থাৎ বাহু দোলাইয়া দোলাইয়া।

বাহুযুগল (ক্লী) বাহুযুগল, দুই বাহু, বাহুদ্বয়, ভুজদ্বয়, বাহু দুইটি। ⟹ **যুগল**।

বাহুলিক (বিণ) প্রাচুর্যের মধ্যে বাসকারী অর্থাৎ যাহার অধিকারে প্রচুর পরিমাণে নানা দ্রব্যাদি রাখে এমন। ⟹ **বাহুল্লিক**।

বাহুল্য (ক্লী) বাহুল্য, আধিক্য, প্রাচুর্য।

বাহুল্ল (ক্লী) ১ প্রাচুর্য, আধিক্য, বাহুল্য, বহু পরিমাণ, নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রব্যাদির সংখ্যা, অধিক পরিমাণে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বাহুল্ল কথা**। ২ বিলাসিতা, বিলাসিতায় জীবনযাপন, গর্ব, বড়াই, গর্বিত মনোভাব। ⟹ **বাহুল্য, বাহুল্লিক**।

বাহুল্লিক (বিণ) যাহার নিকট ব্যবহারের জন্য চীবরাদি বহু বস্তু আছে এমন, বহু বস্তু ব্যবহারকারী, প্রাচুর্যের মধ্যে বাসকারী, গর্বিত, অহঙ্কারী, বিলাসী, ভোগরত, ভোগী, অপব্যয়ী (ব্যক্তি)। ⟹ **বাহুল্লিক**। (জাতক) **বাহুল্লিক পধান-বিব্ভন্তো**। ইহা প্রায়ই "**বাহুলিক**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

বাহুসচ্চ (ক্লী) বহুজ্ঞান, গভীর জ্ঞান, মহাজ্ঞান, মহাবিদ্যা, বহুবিদ্যা।

বাহেতি (ক্রি) [√বাহ+এ] ১ দূরে রাখা, দূরে সরাইয়া দেওয়া, বাহির করিয়া দেওয়া, বিধৌত করা, প্রবাহিত করিয়া দেওয়া, অপসারিত করা, নিবারণ করা, এড়াইয়া চলা। (সংযুক্ত নিকায়) পাপ (পাপক) **বাহেতি**—পাপ বিধৌত করা, পাপ হইতে দূরে সরিয়া থাকা; **পাপানি বাহেত্বা**—পাপ প্রবাহিত করিয়া, পাপ ধুইয়া ফেলিয়া। (চুল্লনিদ্দেস) **বাহেত্বা পাপকানি**। (দীর্ঘনিকায়) "**পাপং বাহেত্তি**" (ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে) অর্থাৎ "**বাহেতি পাপ ব্রাহ্মণো**"—যাঁর পাপ বিধৌত হইয়াছে তিনি ব্রাহ্মণ (ধর্মপদ)। ⟹ **পরিবাহতি, নিব্বাহতি**। (অতীত) **বাহেসি**। (অ-বিণ) বাহিত। (ক্রি-বি) "**বাহিত্বা**" শব্দের পরিবর্তে "**বাহেত্বা**" শব্দ উত্তম; ইহাকে আবার ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায় "**পনুদিত্বা**" শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (⟹ **পনুদতি**)। ২ ভার বহন করা, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, দেহভঙ্গি করা, কোনো স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বাহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, অন্য কলমে বা পাতায় যোগ করা। ⟹ **সম্বাহতি, অতিবাহেতি, বহতি** (৩)।

বিদল (ক্লী) ১ মটর বা শিমের বীজ, কলাই প্রভৃতি দাল, দ্বিদল মটর বা কলাই প্রভৃতির দান (অর্থাৎ কলাই-মটর প্রভৃতি ফাটিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইলে এক একটি অংশকে এক একটি দল বলা হয়)। = **মুগ্গ**। (জাতক) **বিদল সূপ**। ২ বাঁশের বিদীর্ণ করা বেত, বাঁশ ফাড়িয়া যে বেত তোলা হয়, কাষ্ঠের বাতা, কাঠের পাতলা তক্তা, বাঁশের বেত বা তর্জা। (বিনয়) **বিদলমঞ্চক**।

বিদলমঞ্চক—বাঁশের বেত বা তর্জা দ্বারা প্রস্তুত খাট, বাঁশ

ফাড়িয়া উহার দ্বারা প্রস্তুত মঞ্চ বা খাটিয়া, বাঁশের খাটপালঙ্ক বা খাটিয়া (যাহা সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতা রক্ষায় অথবা কঠোরতার নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হয় বা দান করা হয়)। ⟹ **বিদল** (২)।

বিদল সূপ—শাক ও মাংসের সূপ বা ঝোল। ⟹ **বিদল** (১)।

বিদল সূপিযো—ডালের তরকারি, ডাল। ⟹ **সূপি**।

বিন্দু (ক্লী) ১ বিন্দু, (সাধারণত) **জলবিন্দু** বা **জলের ফোঁটা**। = **উদবিন্দু** (সূত্রনিপাত)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মধুবিন্দু**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদকবিন্দু**। ২ বিন্দু বিন্দু দাগ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন, ফুটফুটে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিন্দু বিচিত্তা গাভী**—ফুটফুটে বা বিন্দু বিন্দু দাগযুক্ত গাভী। ৩ (বিণ) পূর্ণস্বরের ("ব্রহ্মস্সর" অর্থাৎ যাহাকে ব্রহ্মার স্বর বা বুদ্ধের স্বর বলা হয়) অষ্টগুণের মধ্যে একটি গুণ (দীর্ঘনিকায় দ্রষ্টব্য)। তুলনীয় সমার্থবাচক শব্দ, যেমন—(সরো হোতি) **বিস্সট্ঠো চ বিঞ্ঞেয্যো চ মঞ্জু চ সবনীযো চ বিন্দু (ভিন্দু) চ অবিসারি চ গম্ভীরো চ নিন্নাদী চ**। সুতরাং আমরা ইহার অর্থস্বরূপ "পূর্ণ, বদ্ধ, দৃঢ়, আঁটসাঁট, নিবিড়, সংক্ষিপ্ত, নিভৃত, ঘন, লুক্কায়িত, কাছাকাছি, সুসম্বদ্ধ, নিরুদ্ধ, নির্বাত, মৌনী, কৃপণ, পরিচিত, নিকট, নিকটস্থ, অবিকল, ঠিক, জনপূর্ণ, গুপ্ত, মনোযোগী, উৎসাহী" গ্রহণ করিয়াও অনুবাদ করিতে পারি। ⟹ **বিন্দুস্সর**।

বিন্দুত্থানী (বিণ, স্ত্রী) যে বালিকার স্তন দুইটি বুদ্বুদ সদৃশ গোলাকার হইয়াছে।

বিন্দু বিন্দু (ক্লী) বিন্দু বিন্দু, ফোঁটা ফোঁটা।

বিন্দু বিন্দুং = **বিন্দু বিন্দু**। ⟹ **বিন্দু বিন্দু**।

বিন্দুমতী (স্ত্রী) মহারাজ অশোকের সময়ে পাটলিপুত্রে (পাটনায়) অবস্থানকারী জনৈকা বেশ্যার নাম (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

বিন্দুমত্ত (বিণ) বিন্দুমাত্র, এমন কি এক ফোঁটা।

বিন্দুমত্তং (ক্রি-বিণ) কেবল এক ফোঁটা, বিন্দুমাত্র। (পেতবত্থু অর্থকথা) **একবিন্দুমত্তং**। ⟹ **মত্ত** (১খ)।

বিন্দুসার (পুং) মগধ সাম্রাজ্যের রাজা মহারাজ বিন্দুসার যিনি সম্রাট অশোকের পিতা ছিলেন।

বিন্দুস্সর (পুং) ১ সুমিষ্ট স্বর বা কণ্ঠস্বর। ⟹ **সর** (৩)। ২ সম্পূর্ণরূপে গোলাকারে পরিব্যাপ্ত শব্দ। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহা মহাপুরুষ বুদ্ধের কণ্ঠনিঃসৃত ঘোষিত শব্দ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (বিণ) পূর্ণস্বর আছে এমন। ⟹ **বিন্দু** (৩)। পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় "অবিসসট্ঠসসর সম্পিণ্ডিতসসর" অর্থাৎ "অবিচ্ছিন্ন শব্দ"। = **বিন্দুনা অবিসটেন পিণ্ডিতেন সরেন সমন্নাগত** (জাতক অর্থকথা)। = **সম্পিণ্ডিতঘনস্সর** (জাতক অর্থকথা)। = **পিণ্ডিতস্সর** (জাতক অর্থকথা)।

বিম্ব (ক্লী) ১ বিম্ব, সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল, মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার মূর্তি, প্রতিবিম্ব, ছায়া, গঠন, আকৃতি, স্বরূপ, প্রতিমূর্তি, প্রতিমা, পুত্তলি, মনোভাব। = **পতিমা**। জাতকে "বিম্ব" শব্দ দৃষ্ট হয়। (বি-ডা) **চিত্তকতং বিম্বং**—(মনুষ্য শরীর-সম্বন্ধে) চিত্রকৃত বা সুন্দর মূর্তি। = **অত্তভাব**। ২ মাকাল ফল, পাকা লালবর্ণের তেলাকুচা ফল। (বিমানবত্থু) **কঞ্চনবিম্ববণ্ণ**—লাল বা স্বর্ণবর্ণ মাকাল ফলের রঙের। = **পটিমা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বিম্বফল**। (জাতক) **বিম্বোট্ঠ**।

বিম্বক (ক্লী) = **বিম্ব**। ⟹ **বিম্ব** (২)।

বিম্বজা (?) = **বিম্বজাল**। ⟹ **বিম্বজাল**।

বিম্বজাল—মাকাল ফলের লতা বা লতাবিতান অথবা লতার জাল। (তুলনীয়) **রত্তঙ্কুর রুক্খং** (জাতক)। = **বিম্বিজাল**।

বিম্বফল (ক্লী) মাকাল ফল। ⟹ **বিম্ব** (২)।

বিম্বা (স্ত্রী) রাজপুত্র সিদ্ধার্থের স্ত্রী যশোধরার অন্য নাম ছিল "বিম্বা"।

বিম্বি (স্ত্রী) ১ মাকাল ফলের লতা অথবা পক্ক লালবর্ণের তেলাকুচা ফলের লতা। ২ স্বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিম্বী'তি সুবণ্ণং সারসুবণ্ণ সদিস বণ্ণতায**।

বিম্বিকা (স্ত্রী) = **বিম্বী**। ⟹ **বিম্বী**।

বিম্বিজাল—মাকাল ফলের গাছ বা লতা। Rhys Davids-এর অভিধান মতে "রক্তবর্ণ অমরন্থ বৃক্ষ যাহা অতীত ধর্মদর্শী নামক সম্যক সম্বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ রূপে ছিল। = **রত্তকুরবক, বিম্বজাল**।

বিম্বী (স্ত্রী) মাকাল ফলের গাছ বা লতা। = **বিম্বি**।

বিম্বোট্ঠ (পুং) [বিম্ব+ওট্ঠ] বিম্বফল বা মাকাল ফলের ন্যায় লালবর্ণ ওষ্ঠ। (বিণ) যাহার ওষ্ঠ লাল এমন, বিম্বোষ্ঠ, যাহার ওষ্ঠ মাকাল ফলের রক্তবর্ণ এমন। ⟹ **বিম্ব** (২)।

বিম্বোট্ঠী (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ মাকাল ফলের ন্যায় লাল। (থেরগাথা অর্থকথা) **নিগ্রোধ পত্ত বিম্বোট্ঠী**।

বিম্বোহন (ক্লী) বালিশ। (বিনয়) **ভিসি বিম্বোহন**। ⟹ অড্ঢকাসিক, ভিসি (১), অড্ঢকাযিকানি।

বিল (ক্লী) ১ বিল, গর্ত, ছিদ্র, গুহা, বিবর, বন্যপশুর আবাস, (চলতি) নিরিবিলি ছোট ঘর, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সংকীর্ণ আবাস। = **গুহা**। ২ অংশ, খণ্ড, বিভাগ, পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ, স্ত্রীধন, যৌতুক, কাহারও ভাগ্য, ভগ্নাংশ, সভ্য, আনুপাতিক ভাগ, দিক, পক্ষ, কার্য, স্বার্থ, ঘোড়ার মুখে প্রবিষ্ট লাগামের লৌহময় অংশ, খলিন, দুর্দান্ত হইয়া ওঠা, টুকরা, অত্যল্প পরিমাণ, একগ্রাস খাবার, অল্পমূল্যের মুদ্রা, তুরপুন। (জাতক) **বিলসতং**। (অপাদান কারকে) **বিলসো**। ৩ এক জাতীয় লবণ (বীটলবণ?)। ৪ = **বিল্ল**। ⟹ **বিল্ল**।

বিলকত (বিণ) কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে এমন,

টুকরা টুকরা করা হইয়াছে এরূপ। জাতকে "**মচ্ছাভীলা কতা যথা**" এর পরিবর্তে "**মচ্ছা বিলকতা যথা**" পাঠটি শুদ্ধ; জাতক অর্থকথায় এখানে কিন্তু "**মচ্ছা কোট্ঠাসকতা যথা**"। (বি-ভা) **মচ্ছা পুঞ্জকত**—মাছ স্তূপীকৃত করা হইয়াছে এরূপ (জেলে কর্তৃক জালে মাছ ধরার ন্যায়)। উক্ত বাক্য দুইটিই মাছ এবং নরকযন্ত্রণা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বিলকখূ—বন্য ফল, কৎবেল। ⟹ **কপিত্থন, কপিট্ঠন** (২)।

বিলঙ্ক = **বিলঙ্গ**। ⟹ **বিলঙ্গ**। কিন্তু বিমানবত্থু অর্থকথায় কদাচিৎ এই শব্দের "কোনো প্রকার ওজন বা পরিমাণ বিশেষ (?)" অর্থও দৃষ্ট হয়।

বিলঙ্গ (পুং) সির্কা, টক জিনিস, দুধ বা জলে সিদ্ধ তরলজাতীয় টক খাদ্য। = **কঞ্জিয, বিলঙ্গ দুতিয**। (সংশোধনে) **বিলঙ্ক**। ⟹ **কণাজক**। (বি-ভা) **কণাজক বিলঙ্গ-দুতিয** (বীজজাতীয় বস্তু দ্বারা প্রস্তুত পিঠা অথবা পিষ্টক-বিশেষ?)—টকজাতীয় খাদ্যের সহিত অথবা টকখাদ্য লইয়া (বিনয়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পিলঙ্ক বিলঙ্গকং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিলঙ্ক বিলঙ্গ**।

বিলঙ্গ থালিক (পুং) এক প্রকার পীড়ন বা যন্ত্রণা যাহাকে বলা হয় দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল খাদ্যের থালি বা পাত্র ("**বিলকত**" শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে কি?)। (চুল্লনিদ্দেস) **খিল বিলঙ্গথালিক**।

বিলঙ্গথালিকা (স্ত্রী) = **বিলঙ্গথালিক**। ⟹ **বিলঙ্গথালিক**।

বিলঙ্গদুতিয = **বিলঙ্গ**। ⟹ **বিলঙ্গ, কণাজক**।

বিলঙ্গিক (বিণ) দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল টক খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে এমন। রাজগৃহের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও "**বিলঙ্গিক**" বলা হইত (সংযুক্ত নিকায়)।

বিলসত—শতখণ্ড, একশত টুকরা। ⟹ **বিল** (২)।

বিলসো (ক্রি-বিণ) ক্রমে ক্রমে, অল্প অল্প করিয়া, খণ্ড খণ্ডভাবে, টুকরা টুকরা করিয়া, অংশ অংশরূপে, রাশি রাশিরূপে, স্তূপাকার স্তূপাকার করিয়া। ⟹ **বিল** (২)।

বিলাল = **বিল্ল**। ⟹ **বিল্ল**।

বিলালি = **বিড়ালী**। ⟹ **বিড়ালী** (১)।

বিলাসয (বিণ) [বিল+আসয] গর্তে বাসকারী, গুহায় অবস্থানকারী। চতুর্বিধ জন্তুর মধ্যে ইহাও একজাতীয় জন্তু। চতুর্বিধ জন্তু, যথা—**বিলাসয, দকাসয, বনাসয, রুক্খাসয**। (পুং) = **জলাসয**। ⟹ **জলাসয**।

বিল্ল (পুং) ১ বিল্বফল, বেলফল। ২ বিল্বফলের গাছ। সংযুক্ত নিকায়ে ক্ষুদ্রফল "**আমলক**" অর্থাৎ আমলকীকেও বিল্বফলে গ্রহণ করা হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে সমার্থবাচক শব্দ "**বিল্ল, বিল, বেড়ু, বিলাল**"। সূত্রনিপাতে সমার্থবাচক শব্দ "**পিল্লা, বিল্লা, বিল্ল**, (সিংহলী গ্রন্থে) **বিল্লি**।" "**বেল্ল, বেলুব**" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় তুলনীয়।

বিল্লা = **বিল্ল**। ⟹ **বিল্ল**।

বিল্লার (পুং) ১ বিড়াল, মার্জার। ২ = **কেরাটিক**। ⟹ **কেরাটিক**।

বিল্লার কোসিক = **কোসিক**। ⟹ **কোসিক**।

বিল্লার চম্ম পসিব্বক = **বিল্লারভস্তা**। ⟹ **বিল্লারভস্তা**।

বিল্লারনিস্সক্কন (বিণ) বিড়াল প্রবেশ করিতে পারে এরূপ (বড়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিল্লার নিস্সক্কন মত্ত**—বিড়াল প্রবেশ করিতে পারে মাত্র।

বিল্লারনিস্সক্কন মত্ত ⟹ **বিল্লারনিস্সক্কন**।

বিল্লারভস্তা (স্ত্রী) ১ ভস্ত্রা, হাপর। ২ বিড়ালের চর্ম (অর্থাৎ বিড়ালের চর্মনির্মিত থলি)। মধ্যম নিকায়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়—"**বিল্লার-চম্ম-পসিব্বকো**"।

বিল্লারিকা (স্ত্রী) বিড়ালী, মার্জারী।

বিল্লাল (পুং) ১ বিড়াল। = **বিল্লার**। ২ একপ্রকার লবণ। = **বিল** (৩)।

বিল্লালচম্ম পসিব্বক = **বিল্লালভস্তা**। ⟹ **বিল্লালভস্তা**।

বিল্লালভস্তা (স্ত্রী) বিড়ালের চর্মনির্মিত ভস্ত্রা বা থলে। = **বিল্লারভস্তা**। ⟹ **ভস্তা** (২)।

বিল্লালিতক্কল = **তক্কল**। ⟹ **তক্কল**। (জাতক বর্ণনায়) **তক্কলকন্দ**।

বিল্লালী (স্ত্রী) ১ (সংস্কৃত—বিড়ালী, ক্ষীরবিড়ালী। প্রাকৃতিক—ছির বিড়ালী) গোলাকৃতি জাতীয় মূল, কন্দ বা মূল হইতে উদ্ভূত গাছ, কন্দযুক্ত গাছ, কন্দ-আলু-ওল প্রভৃতি মূল জাতীয় জিনিস। = **বিল্লালী বল্লী কন্দ** (জাতক); (জাতক অর্থকথায়) **লতাতন্তু**। = **বিল্লালীকন্দ**। (তুলনীয়) **তক্কল**। ২ বিড়ালী, মার্জারী। = **বিল্লারিকা**।

বিল্লালীকন্দ = **বিল্লালী**। ⟹ **বিল্লালী** (১)।

বিল্লালী বল্লীকন্দ = **বিল্লালী**। ⟹ **বিল্লালী** (১)।

বিল্লিবিল্লিকা (স্ত্রী) মিথ্যা গল্প, বাজে গল্পগুজব, গল্পগাছা, বাজে কথা।

বীজ (ক্লী) ১ বীজ, শস্যের বীজ, অঙ্কুর, শস্যাদির ফল, কারণ, শক্র, তেজ, অব্যক্ত গণিত, মন্ত্র, আধার, নিধি, তত্ত্ব, মূল, বীচি, সন্তানসন্ততি, আদিকারণ, বংশধর, রোগের জীবাণু ও বীজাণু, মাছের বা ভেকের ডিম, ছানা। (দীর্ঘনিকায়) **বীজভত্ত**। ইহা পাঁচ প্রকার (⟹ **বীজগাম**)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উচ্ছুবীজ**। (সূত্রনিপাত) **সদ্ধাবীজং তপোবুট্ঠি**—শ্রদ্ধারূপ বীজ এবং তপস্যারূপ বৃষ্টি; **খীণবীজ**। (জাতক) **তিণবীজাদীনি**—তৃণ এবং অন্যান্য বীজাদি। ২ উপাদান, (রসায়নে) মৌলিক পদার্থ, বায়ু-ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়। (জাতক) **উদক বীজ**।

বীজংপমায (ক্রি-বি) বীজ নষ্ট করিয়া। ⟹ **পমায** (২)।

বীজক (ক্লী) পল্লব, কলমের শাখা, কুমার, বংশধর, বংশের সন্তান, সন্তানসন্ততি, বংশাবলী।

বীজকোস (পুং) বীজকোষ, বীজকোশ, বীজাধার, যাহাতে বা যে খোসার মধ্যে বীজ থাকে, ফুলের বীজ রাখার পাত্র।

বীজকখন্ধ = **খন্ধবীজ**। ⟹ **খন্ধবীজ**।

বীজগাম (পুং) বীজগ্রাম, বীজময় স্থান, বীজের রাজ্য, বীজপুঞ্জ, বীজের সমবায়, বীজের একত্র বিন্যাস, বীজমণ্ডলী, বীজসৃষ্টি, বীজজগৎ, বীজ দ্বারা সৃষ্ট বস্তু। (বিপ) **ভূতগাম**। "**বীজগাম**" পঞ্চবিধ, যথা—১ **মূলবীজ**, ২ **খন্ধবীজ**, ৩ **ফলুবীজ**, ৪ **অগ্গবীজ**, ৫ **বীজবীজ**।

বীজজাত (স্ত্রী) বীজের প্রকার বা রকম অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের বীজ।

বীজতি (ক্রি) ব্যজন করা, পাখা করা, পাখা দিয়া বাতাস করা, শস্য ঝাড়া, প্রজ্জ্বলিত করা, উত্তেজিত করা। = **বীজতি**।

বীজনিকখেপকাল (পুং) (ক্ষেত্রে) বীজ বপনের সময়, বীজবপন কাল, বীজ ছিটাইবার সময়। = **বপনকাল**, **বপ্পকাল**।

বীজনী (স্ত্রী) বীজনী, বিজনী, ব্যজনী, পাখা, পাংখা, শস্য ঝাড়া কুলা। = **বীজনী**।

বীজ বীজ (স্ত্রী) বীজ বীজ অর্থাৎ যে বীজ রোপণ ও বপন করিলে অঙ্কুরিত হয়। আম, জাম ইত্যাদি বীজ বীজ। ⟹ **বীজগাম**। বিনয় এবং দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**পুব্বণ্ণ**" (অর্থাৎ সপ্তবিধ "ধঞ্ঞানি" বা "ধান্য", যথা **সালি**, **বীহি**, **যব**, **গোধূম**, **কঙ্গু**, **বরক**, **কুদ্রুস**) এবং "**অপরণ্ণ**" (অর্থাৎ সীম এবং অপরাপর শস্য, যথা—**মুগ্গ**, **মাস**, **তিল**, **কুলত্থ**, **অলাবু**, **কুম্ভণ্ড**) পর্যায়ের অর্থে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বীজভত্ত—বীজশস্য এবং অন্ন অর্থাৎ বীজার্থ, রক্ষিত শস্য বা ধান্য এবং উহা হইতে বাহির করা চাউলের অন্ন। ⟹ **বীজ** (১)।

বীজসকট (স্ত্রী) বীজ (বোঝাই) শকট বা গরুর গাড়ি।

বীজিন (বিণ) বীজ আছে এমন (অর্থাৎ যেই বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুরিত হয় সেইরূপ তাজা বীজ আছে এমন), হেতুপ্রদ, হেতু বা কারণ আছে এরূপ। (যৌগিকে) **এক বীজিন**—একটিমাত্র বীজ আছে এমন (অর্থাৎ ভবিষ্যতে পুনর্বার জন্মগ্রহণের একটিমাত্র হেতু আছে এমন); = **একবীজী**।

বীজী = **বীজিন**। ⟹ **বীজিন**। **একবীজী** = **একবীজিন** (⟹ **বীজিন**)।

বীভচ্ছ (বিণ) বীভৎস, অত্যন্ত ঘৃণিত, অতিশয় কদর্য, ক্রূর, বিকৃত, পাপী, বিশ্রী, ভয়ানক, মহিমান্বিত, ভয় বা ভক্তি সঞ্চারক, ভীষণ, কদাকার, কুৎসিত, ভয়োৎপাদক, বিরক্তিজনক, বিরাগজনক, ঘৃণাজনক। (জাতক) **বীভচ্ছবণ্ণ**।

বীভচ্ছদস্সন (বিণ) বীভৎস দর্শন, দেখিতে ভয়ঙ্কর বা বিরক্তিজনক।

বীভচ্ছবণ্ণ (বিণ) বিশ্রীবর্ণের, কুৎসিত বর্ণের, বীভৎস আকারের। ⟹ **বীভচ্ছ**।

বীরণ (স্ত্রী) বেণা, উশীর, তৃণমূলবিশেষ, বেণাঘাস (বীণাঘাস), বীরণ, বেণামূল, সুগন্ধি ঘাস, খসখস (ঘাসের ন্যায় মূল বা শিকড় জাতীয় সুগন্ধিদ্রব্য)।

বীরণথম্ভ (পুং) বীরণ ঘাসের ঝোপ। ⟹ **বীরণ**।

বুজ্ঝক (বিণ) অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৌশলী, বিজ্ঞ, পরিণামদর্শী, মিতব্যয়ী, জ্ঞানী, সুবিজ্ঞ, সুদূরদর্শী, যে ব্যক্তি বুঝে বা বুঝিতে পারে এমন।

বুজ্ঝতি (ক্রি) [√বুধ+য] ১ **বজ্ঝতি**। ⟹ **বজ্ঝতি**, **পলাবুজ্ঝতি**। ২ অনিদ্রিত থাকা, জাগরিত হওয়া, সতর্ক হওয়া, আলোকিত হওয়া, জ্ঞানদীপ্ত হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, মনোমধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা, জানা, জানিতে পারা, বোঝা, অনুমান করা, ধারণা করা, পরীক্ষা করা, বিবেচনা করা, সান্ত্বনা লাভ করা, চেনা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, স্বীকার করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, ধরিয়া লওয়া। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ইহার অর্থ:—**কিলেস-সন্তান-নিদ্দায উট্ঠহতি চত্তারি বা অরিযসচ্চানি পটিবিজ্ঝতি নিব্বানমেব বা সচ্ছি করোতি**। (অতীত) **বুজ্ঝি**, **অবুজ্ঝি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **অবুজ্ঝথ** (বুদ্ধবংশ)। (অ-বিণ) **বুদ্ধ**। (ব-বিণ) **বুজ্ঝন্ত**, **বুজ্ঝমান**। (পঞ্চমী) **বুজ্ঝস্সু**। (সপ্তমী) **বুজ্ঝেয্য**; (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সো অখো-সুখং বুজ্ঝেয্য**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **বুজ্ঝেরে**। (ভবিষ্যতে) **বুজ্ঝিস্সতি**। (তুম্) **বোধুং**, **বোদ্ধুং**। (করণে) **বোধেতি**, **বুজ্ঝাপেতি**।

বুজ্ঝন (স্ত্রী) বুঝা, প্রবোধ, উপলব্ধি, বোধ, জাগরণ, ধর্মের পুনঃপ্রাবল্য, জ্ঞান লাভ, জ্ঞান প্রাপ্তি, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞ, পুনরায় জানা।

বুজ্ঝনক (বিণ) পরিণামদর্শী, মিতব্যয়ী, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, জ্ঞানে ভূষিত, কৌশলী, বোধিজ্ঞানের উপাদানসমূহ প্রাপ্ত, জ্ঞানদীপ্ত, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত।

বুজ্ঝাপেতি (ক্রি) উপলব্ধি করানো, বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, প্রবোধ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞার দিকে চালিত করা। ⟹ **বুজ্ঝতি**।

বুজ্ঝিতর (পুং) যিনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি জানিয়াছেন। বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "**বুজ্ঝিত্তা সচ্চানি**"। = **বুজ্ঝিতু**।

বুজ্ঝিতু (পুং) যিনি জাগ্রত বা সতর্ক হইয়াছেন। = **বুজ্ঝিতর**।

বুড়ঢ (বিণ) বৃদ্ধ, যাহার বয়স অধিক হইয়াছে।

বুড়ঢতর (বিণ) বয়োবৃদ্ধ, অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ, বৃদ্ধতর।

বুড়ঢ পব্বজিত (বিণ) বৃদ্ধপ্রব্রজিত, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে

ভিক্ষু ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধকালে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

বুদ্ধ (বিণ) **ক** জ্ঞাত, বুঝিয়াছে এমন, বুঝিতে পারিয়াছে এমন, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এমন, জানিয়াছে এমন, ধরিয়া লইয়াছে এমন। **খ** জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বুদ্ধ-আদযো = অরিয।** "**ভগবন্ত (গোতম)**" সম্বন্ধে এই শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হয় (মধ্যম নিকায়)। (পুং) বুদ্ধ, মহাজ্ঞানী, যিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য-দেব-ব্রহ্মার পূজ্য শ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি জীবজগতের সাম্যতার জন্য বিশ্বমৈত্রী এবং জীবমুক্তির জন্য নির্বাণধর্ম নিজে স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিয়াছেন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) বুদ্ধ নিজকে দেব নহেন, ব্রহ্ম নহেন, গন্ধর্ব নহেন, যক্ষ নহেন, এমন কি মনুষ্যও নহেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বুদ্ধ নামবাচক শব্দমাত্র, যথার্থ নাম নহে (**ন মাতরা কত** ইত্যাদি, **বিমোক্খন্তিকং এতং বুদ্ধানং ভগবন্তানং বোধিয়া মূলে ... পঞ্ঞত্তি**--মহানির্দেশ এবং পটিসম্ভিদামার্গ)। বুদ্ধ দুই প্রকার, যথা—**বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ।** গুরু ব্যতীত স্বীয় বীর্যবলে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ করেন বলিয়া বুদ্ধগণকে "**সম্মা-সম্বুদ্ধ** (সম্যক সম্বুদ্ধ)" বলা হয়। দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টাও শিক্ষক বলিয়া বুদ্ধগণকে "**সত্থারো** (শিক্ষক)" বলা হয়। লোভ, দ্বেষ ও মোহ বিনাশ করিয়া বুদ্ধগণ অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের সহিত বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "**ভগবা** (ভগবান)" বলা হয়। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধ চতুর্বিধ "**বেসারজ্জানি** (বৈশারদ্য) এর সহিত অষ্টাদশ "**ধম্মা** (ধর্ম)" এবং দশবিধ "**বলানি** (বল)" গুণ দ্বারা ভূষিত (অঙ্গুত্তর নিকায়)। এই সমস্ত উপদেষ্টা বুদ্ধ জগতে কল্পে কল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভবসমূহের হর্ষধ্বনির সহিত "**বুদ্ধ-উপ্পাদ**" অর্থাৎ বুদ্ধ-উৎপত্তির সময় হইলে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পারমিতাপূর্ণ সত্ত্ব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং "**বুদ্ধ-পমুখ ভিক্খু-সঙ্ঘ**" অর্থাৎ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন (সূত্রনিপাত)। জগতে বুদ্ধ-উৎপন্ন হওয়ার সংবাদ মহা আনন্দের বিষয় এবং জগদ্বাসী আগ্রহের সহিত তাঁহার দর্শন লাভের সুযোগ পায় (বিনয়)। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে কিংবা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে বুদ্ধগণ অথবা বুদ্ধত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে, বিনয়গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। = **সম্মাসম্বুদ্ধ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পুব্ববুদ্ধা।** বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহ স্মরণে অর্থাৎ জাতক বর্ণনায়ও দেখা যায় বুদ্ধ বোধিসত্ত্বরূপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রাণীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। ঈদৃশ কার্যক্ষমতা ও মনোবৃত্তি (ক্রমিক উর্ধ্বগতিতে) ছয়টি স্তর দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকে। ছয়টি স্তর, যথা—**তিখিযা, পকতিসাবকা, মহাসাবকা, অগ্গসাবকা, পচ্চেকবুদ্ধা, বুদ্ধা** (বিশুদ্ধিমার্গ)। বুদ্ধ শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান জগতের যুগধর্ম অনুসারে বুদ্ধের প্রতিই প্রযুক্ত হয়, গৃহী অবস্থায় তিনি সিদ্ধার্থ, বিশেষভাবে গৌতম নামেই পরিচিত ছিলেন। "**পুব্বাবুদ্ধা**" অর্থাৎ দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট সুমেধ তাপসের প্রার্থনা হইতে গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত দীপঙ্কর বুদ্ধসহ কল্প কল্পান্তরে সংসারে যতজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন তন্মধ্যে গৌতমবুদ্ধ পঞ্চবীসতিতম বুদ্ধ (সংযুক্ত নিকায়)। আধুনিক সাহিত্যে একত্রে সাতজন বুদ্ধের নামও উল্লেখ দেখা যায়, তাঁহাদের নাম, যথা—**বিপস্সী বুদ্ধ, সিখীবুদ্ধ, বেস্সভূবুদ্ধ, ককুসন্ধবুদ্ধ, কোনাগমনবুদ্ধ, কস্সপবুদ্ধ, গোতমবুদ্ধ** (দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায়)। প্রাচীন ধারা অনুসারে সর্পমন্ত্রেও উক্ত সপ্তবুদ্ধের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় (বিনয়)। দীপঙ্কর বুদ্ধ হইতে বিপস্সীবুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অষ্টাদশ বুদ্ধের নাম, যথা—**দীপঙ্করবুদ্ধ, কোণ্ডঞ্ঞবুদ্ধ, মঙ্গলবুদ্ধ, সুমনবুদ্ধ, রেবতবুদ্ধ, সোভিতবুদ্ধ, অনোমদস্সীবুদ্ধ, পদুমবুদ্ধ, নারদবুদ্ধ, পদুমুত্তরবুদ্ধ, সুমেধবুদ্ধ, সুজাতবুদ্ধ, পিযদস্সীবুদ্ধ, অত্থদস্সীবুদ্ধ, ধম্মদস্সীবুদ্ধ, সিদ্ধত্থবুদ্ধ, তিস্সবুদ্ধ, ফুস্সবুদ্ধ।** বুদ্ধের আদর্শস্বরূপ জীবনী গৌতমের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে এবং পৌরাণিক কথাগুলি পরম্পরাগত প্রথায় প্রকাশ পায় বলিয়া তাঁহার জন্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার শেষ জন্মের পূর্বে অসংখ্য জন্ম পর্যন্ত "**পারমিতা**" (পূর্ণতাসমূহ) সাধন করিয়া আসিতেছিলেন এবং শেষজন্মে তিনি তুষিতস্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন (বুদ্ধবংশ)। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণে (**মহাপুরিস লক্খণানি**) লক্ষণমণ্ডিত ছিলেন। উত্তরকালীন উত্তর ভারতস্থ আর্যাবর্তে শাক্যবংশের মহারাজ শুদ্ধোধনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে কুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থ তাঁহার গৃহী নাম, জ্ঞানলাভের পর তিনি বুদ্ধ হইলেন। সুতরাং জ্ঞান লাভের পর তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত, সিদ্ধার্থ নামে নহে। কারণ সিদ্ধার্থ রাজপুত্র গৃহী-সাংসারিক সাধারণ লোক, বুদ্ধ কিন্তু দেব-ব্রহ্মারও শ্রেষ্ঠ এবং নমস্য আধ্যাত্মিক জগতের অসাধারণ মহামানব। তদ্ধেতু সিদ্ধার্থের পরিচয়ে বুদ্ধের পরিচয় হয় না, বুদ্ধের পরিচয় অন্য স্বতন্ত্র। উভয়েই পৃথক পৃথক সত্তা। সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবী বিনা কষ্টে তাঁহাকে প্রসব করেন এবং তাঁহার জন্মের সপ্তাহকাল পরে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহার মাসী গৌতমী বিমাতারূপে আপন ছেলের ন্যায় তাঁহাকে পালনপোষণ করেন বলিয়া তিনি গৌতম নামেও পরিচিত ছিলেন। ২৫ জন বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধে বুদ্ধবংশ গ্রন্থে এবং জাতক অর্থকথার ভূমিকায় বিবরণ পাওয়া যায়।

"কৃচ্ছ্রসাধন জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের উপায় নহে",—প্রমাণ প্রয়োগে ইহাতে বিশ্বাস জন্মাইয়া তিনি আত্মনিগ্রহ তপশ্চর্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বোধিতরুতলে (অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে) ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেই শুভমুহূর্তে পাপরাজ মার তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করিলে তিনি সেই পাপরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তখন তিনি পরিনির্বাণ লাভের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তিনি পুনর্বার চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে তিনি সংসারে বর্তমান থাকিয়া সত্যধর্ম প্রচার করিবেন (মধ্যম নিকায়)। সেইদিন তিনি জানিলেন এবং নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তিনি আরও জানিতে পারিলেন জগতের ধর্ম-উপদেষ্টারূপে তাহার বুদ্ধ-জীবন (মধ্যম নিকায়, বিনয়)। অন্যান্য সম্যক সম্বুদ্ধগণের ন্যায় ধর্মপ্রচার করিয়া তিনি জনগণকে সন্তুষ্ট করেন এবং নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ জীবনকাল পর্যন্ত ধর্মপ্রচার করিয়া তিনি (**নিব্বানং অধিগচ্ছি**) নির্বাণ লাভ করেন (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধো লোকে অনুত্তরো**--বুদ্ধ (মনুষ্য-দেব-ব্রহ্ম এই) ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ; **বুদ্ধো লোকস্‌স অগ্‌গো**--বুদ্ধ ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু বা শিক্ষক (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধো আদিচ্চ-বন্ধু**—বুদ্ধ সূর্যরূপ বা সূর্যের বন্ধু, (তুলনীয়) **রাজচক্কবত্তী, সীহ** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। বুদ্ধকে "**বুদ্ধবীর**" অর্থাৎ সর্বজীবের আশ্রয়দাতা বা ত্রাণকর্তাও বলা হয় (মধ্যম নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধো অপ্পটিপুগ্‌গলো**। বুদ্ধের শিক্ষা পূর্ণতার দিকে বা প্রাপ্তির দিকে নিয়া যায়, আত্মজয়ে বা আত্মসংযমে নীত করে, নিরাপত্তার দিকে নীত করে, মুক্তির পথে নিয়া যায় (মধ্যম নিকায়)। বুদ্ধ পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না—"**অন্তিম সরীরো**" অর্থাৎ শেষ শরীর ধারণ (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বুদ্ধো বিমুত্তো**--বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। বুদ্ধ সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাশীল (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বুদ্ধো ভিসক্কো**—বুদ্ধ চিকিৎসক। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধো মগ্‌গঞ্‌ঞু, লোকবিদূ, মগ্‌গকোবিদো**। আমরা বিশুদ্ধিমার্গে "**বুদ্ধানুস্‌সতি**" (বুদ্ধানুস্মৃতি)-এর প্রসিদ্ধ প্রণালীতে বা নিয়মধারায় বুদ্ধের ক্রমিক গুণাবলী সম্বন্ধে দেখিতে পাই—"**বুদ্ধো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জা-চরণ-সম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো-পুরিসদম্ম-সারথি সত্থা-দেব-মনস্‌সানং বুদ্ধো ভগবা**। প্রতিসম্ভিদামার্গের ব্যাখ্যার ধারা অনুসারে বুদ্ধের বর্ণনা হইয়া থাকে। মধ্যম নিকায় এবং সংযুক্ত নিকায়েও বুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

বুদ্ধক (বিণ) বৃদ্ধি অর্থে এই শব্দটি সম্পূর্ণ যৌগিক শব্দ "**দ্বঙ্গুল বুদ্ধিকা**"—এর অর্থ প্রকাশ করে (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **দ্বঙ্গুল বুদ্ধিকা**।

বুদ্ধকর (বিণ) বুদ্ধকর, বুদ্ধকারী, বুদ্ধজ্ঞানে উন্নীত করে এমন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত করায় এমন।

বুদ্ধকারক (বিণ) বুদ্ধকারক, বুদ্ধকারী। = **বুদ্ধকর**।

বুদ্ধকারক ধর্ম (পুং) যে ধর্ম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে উন্নীত করায়, যে অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়।

বুদ্ধকাল (পুং) বুদ্ধকাল, বুদ্ধের সময়, যেই সময় জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয় অথবা বুদ্ধের উৎপত্তি হয় সেই সময়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বুদ্ধকালো বিয পবত্ততি**—বুদ্ধের সময়ের ন্যায় প্রবর্তিত হইতেছে অর্থাৎ বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় যেইরূপ পরিচালিত হইয়াছিল সেইরূপ পরিচালিত হইতেছে।

বুদ্ধকুল—বুদ্ধকুল, বুদ্ধবংশ, বুদ্ধের বংশ, বুদ্ধের জাতি বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী (বুদ্ধগণ)।

বুদ্ধ কোলাহল (পুং) বুদ্ধ কোলাহল, বুদ্ধের ঘোষণা, বুদ্ধের আগমন সম্বন্ধীয় উচ্চশব্দে ঘোষণা, সংসারে বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ায় জয়ধ্বনি। ইহা পঞ্চবিধ কোলাহলের মধ্যে একটি। ⟹ **কোলাহল**।

বুদ্ধক্‌খেত্ত (স্ত্রী) বুদ্ধক্ষেত্র, বুদ্ধস্থান, বুদ্ধের ক্ষমতা পরিপূর্ণ বা প্রভাবময় স্থান, যে স্থানে বুদ্ধের উৎপত্তি হয় এবং বুদ্ধ স্বয়ং বর্তমান থাকেন। ইহা ত্রিবিধ, যথা—**জাতিক্‌খেত্ত, আণাক্‌খেত্ত, বিসযক্‌খেত্ত**। ⟹ **খেত্ত, জাতিক্‌খেত্ত** (২)।

বুদ্ধগত (বিণ) বুদ্ধগত, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় অনুরক্ত, বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়াছে এমন, বুদ্ধের গুণ স্মরণে রত। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধগত সতি**।

বুদ্ধগুণ (স্ত্রী) বুদ্ধগুণ, বুদ্ধের গুণ, বুদ্ধের ধর্ম বা নৈতিক উৎকর্ষ, বুদ্ধের বল বা শক্তি, বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বা সাধুতা।

বুদ্ধঘোস (পুং) ১ বুদ্ধের গুরুগম্ভীর শব্দ বা ঘোষণা, বুদ্ধের কথা বা ভাষণ। ⟹ **ঘোস**। ২ বুদ্ধঘোষ অর্থাৎ একজন ভিক্ষুর নাম-বিশেষ। এই বুদ্ধঘোষ ছিলেন পালি সাহিত্যের অর্থকথাচার্য এবং টীকাকার। তিনি বহু অর্থকথা এবং টীকা লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা বিশুদ্ধিমার্গের ভূমিকায় উল্লেখ দেখা যায় বুদ্ধঘোষ বুধগয়া গ্রামের বোধিবৃক্ষের সমীপবর্তী ঘোষগ্রামে মগধরাজ সংগ্রামের পুরোহিত কেশীর ঔরসে কেশীকা নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেদবেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গভীর পাণ্ডিত্যগুণের অভিমানে বৌদ্ধভিক্ষু হইবার পূর্বে তর্কযুদ্ধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এক সময়ে তিনি বৌদ্ধভিক্ষু রেবত মহাস্থবিরের নিকট ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে তিনি গুরু রেবত মহাস্থবিরের আদেশে লঙ্কায় গমন করিয়া ত্রিপিটক শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের অর্থকথা ও টীকা রচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—ইনি দাক্ষিণাত্যের বা দক্ষিণ

ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু আচার্য বুদ্ধঘোষ মহাথের। ইনি লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়া পালি শাস্ত্রের বহু অর্থকথা, টীকা ও অনুটীকা প্রণয়ন করেন বা লেখেন।

বুদ্ধঙ্কুর (পুং) বুদ্ধাঙ্কুর, বোধিসত্ত্ব অবস্থা, যে সত্ত্ব ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন, জায়মান বা বর্ধিষ্ণু বুদ্ধ, যিনি বুদ্ধ হইবার জন্য জন্মে জন্মে সাধনা করিয়া আসিতেছেন, বুদ্ধ হইবার নবোদ্‌গত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, (সাহিত্যে) অঙ্কুরিত বুদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার নিকট সদ্‌গুণাবলী দ্বারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবার মত অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে।

বুদ্ধচক্‌খু (ক্লী) বুদ্ধচক্ষু, বুদ্ধের দৃষ্টি বা জ্ঞান, ৩১ প্রকার ভবের সর্ব প্রকার সত্ত্ব-সম্বন্ধে এবং উহার মন-সম্বন্ধে আর বর্তমান-অতীত-অনন্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-অনন্ত ভবিষ্যৎ- এবং চারি আর্যসত্য ও নির্বাণ-সম্বন্ধে সর্ববিষয় জানিবার ও দেখিবার দৃষ্টি, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতির মনোবৃত্তি বা কার্যক্ষমতা। (তুলনীয়) চক্‌খু। ⟹ **পঞ্ঞাচক্‌খু, পঞ্চচক্‌খূনি।**

বুদ্ধঞাণ (ক্লী) বুদ্ধজ্ঞান, বুদ্ধের অসীম জ্ঞান, বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, বুদ্ধের সর্বদর্শী জ্ঞান। **অপ্পমেয্য বুদ্ধঞাণ। চুদ্দস বুদ্ধঞাণ।** ⟹ **ঞাণ।**

বুদ্ধতা (স্ত্রী) বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, জ্ঞান লাভ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, জ্ঞানালোক বিতরণ, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা, প্রজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা। (থেরগাথা অর্থকথা) **বুদ্ধ-সুবুদ্ধতা।** (তুলনীয়) **বুদ্ধত্ত।**

বুদ্ধতি (ক্রি) রোধ করা, বন্ধ করা, বদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, সংযত করা, ধরিয়া রাখা, প্রতিরোধ করা, থাকিয়া যাওয়া। ⟹ **পলিবুদ্ধতি।**

বুদ্ধত্ত (ক্লী) বুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব লাভের অবস্থা, জ্ঞান প্রাপ্তির অবস্থা, সম্পূর্ণ জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা। (জাতক) **সব্বধম্মানং বুদ্ধত্ত।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **বুদ্ধত্তা বুদ্ধো।** (তুলনীয়) **বুদ্ধতা, অভিসম্বুদ্ধত্ত।**

বুদ্ধধম্ম (পুং) বুদ্ধত্ব; (বহুবচনে) অবস্থা বা গুণাবলী, বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধের ধর্ম। (মহানির্দেশ) বুদ্ধের ধর্ম ছয় প্রকার; = **ভাগী ছন্নং বুদ্ধধম্মানন্তি ভগবা** (চূলনিদ্দেস)। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হইয়াছে বুদ্ধের ধর্ম আঠার প্রকার; উহা আঠার প্রকার "**আবেণিক ধম্মা**" (অর্থাৎ অসাধারণ গুণসমূহ), যথা—১ অতীতের সর্ববস্তু দর্শন, ২ বর্তমানের সর্ববস্তু দর্শন, ৩ ভবিষ্যতের সর্ববস্তু দর্শন, ৪ শারীরিক কার্যাবলীর ঔচিত্য বা সমীচীনতা দর্শন অর্থাৎ কায়িককর্ম বা শরীর সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর ঔচিত্য দর্শন, ৫ বাক্যের বা বাক্য-সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর ঔচিত্য দর্শন অর্থাৎ বাচনিক কর্ম দর্শন, ৬ ভাব বা চিন্তা-সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর ঔচিত্য দর্শন অর্থাৎ মানসিক কর্মদর্শন, ৭ (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতির দৃঢ়তা দর্শন। ৮ স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা দর্শন, ৯ সমাধি বা ধ্যানের দৃঢ়তা দর্শন, ১০ কর্মশক্তির দৃঢ়তা দর্শন, ১১ বন্ধন-মোচনের বা স্বাধীনতার দৃঢ়তা দর্শন, ১২ প্রাজ্ঞতার বা জ্ঞানের দৃঢ়তা দর্শন, ১৩ অস্থিরতা বা চপলতা হইতে মুক্তি, ১৪ কোলাহল হইতে মুক্তি, ১৫ বিহ্বলতা বা বিশৃঙ্খলভাব হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতি, ১৬ হঠকারিতা বা অবিমৃষ্যকারিতা হইতে অব্যাহতি বা মুক্তি, ১৭ অনাবিষ্টতা বা অমনোযোগিতা হইতে মুক্তি, ১৮ অবিবেচকতা বা অনবহিততা হইতে মুক্তি।

বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ—(এখানে তিনটি মূলবিষয়ক অর্থ, যথা:—) ১ বুদ্ধ অর্থে "বুদ্ধ"। ⟹ **বুদ্ধ।** ২ **ধম্ম** অর্থে "ধর্ম" অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ বা শিক্ষা। ⟹ **ধম্ম।** ৩ **সঙ্ঘ** অর্থে "সঙ্ঘ" অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণকারী শিষ্যমণ্ডলী বা ভিক্ষুসঙ্ঘ। ⟹ **সঙ্ঘ।** **বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ**—এই তিনের শরণই ত্রিশরণ, যেমন—(সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধং সরণং উপেমি (গচ্ছামি)**—আমি বুদ্ধের শরণে বা আশ্রয়ে গমন করিতেছি অর্থাৎ আমি বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেছি; **ধম্মং সরণং উপেমি (গচ্ছামি)**—আমি ধর্মের শরণে বা আশ্রয়ে গমন করিতেছি অর্থাৎ আমি বুদ্ধের উপদিষ্ট নিয়ম পালনে এবং আচরণে স্বীকৃত হইতেছি; **সঙ্ঘং সরণং উপেমি (গচ্ছামি)**—আমি সঙ্ঘের শরণে বা আশ্রয়ে গমন করিতেছি অর্থাৎ আমি বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলীর নিয়মানুবর্তিতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিজ চরিত্র গঠন করিব বলিয়া স্বীকার করিতেছি। (দীর্ঘনিকায়) **বুদ্ধে পসন্না ধম্মে চ সঙ্ঘে তিব্ব গারবা, ইত্যাদি সগ্গে পকাসেন্তি যথ তে উপপজ্জরে**—যাহারা বুদ্ধে প্রসন্ন, ধর্ম-আচরণে এবং সঙ্ঘের প্রতি তীব্র গৌরব বা সম্মান প্রদর্শন করে ইত্যাদি—তাহারা স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া প্রভাবশালী হইয়া থাকে। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ সরণগমন।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **বন্দে তং উত্তমং ধম্মং বুদ্ধং সঙ্ঘং।** (তুলনীয়) **সত্থরি, ধম্মে, সঙ্ঘে কঙ্খতি** তিন প্রকার "**চেতোখিলা**" রূপে (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

বুদ্ধনাগ (পুং) ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাগুণে এবং অপরের মঙ্গলকামীরূপে মহানাগের (মহা প্রভাবশালী হস্তীর) সহিত তুলনা করিয়া অতুলনীয় বুদ্ধকে "**নাগ**" বলা হইয়াছে। ⟹ **নাগ** (২)।

বুদ্ধন্তর (ক্লী) বুদ্ধান্তর, এক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর হইতে অন্য এক বুদ্ধোৎপত্তির সময় পর্যন্ত এক বুদ্ধান্তর, জগতে এক বুদ্ধোৎপত্তির পর হইতে অন্য বুদ্ধোৎপত্তি কালের মধ্যবর্তী সময়, দুই বুদ্ধোৎপত্তির অন্তবর্তী সময়।

বুদ্ধপঞ্‌হ—বুদ্ধ প্রশ্ন। ইহা সারিপুত্র মহাস্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাস্য একটি প্রশ্নের প্রদত্ত নাম "**পরিব্বাজিকা কুণ্ডলকেসী**" যাহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছিল (ধর্মপদ অর্থকথা)।

বুদ্ধপসন্ন (বিণ) বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসী বা

শ্রদ্ধাবান।

বুদ্ধপিতা (পুং) বুদ্ধপিতা, বুদ্ধের পিতা।

বুদ্ধপুত্ত (পুং) বুদ্ধপুত্র, বুদ্ধশিষ্য, বুদ্ধের শিষ্য। ভিক্ষুগণকে বিশেষত অর্হতগণকে বুদ্ধপুত্র বলা হয়। (তুলনীয়) **পুত্তা বুদ্ধস্স ওরসা** (সংযুক্ত নিকায়)।

বুদ্ধবল (ক্লী) বুদ্ধবল, বুদ্ধের প্রভাব বা শক্তি, বুদ্ধের বেগ বা ব্যুৎপত্তি। "**ইদ্ধিবল**" এবং "**পঞ্ঞাবল**" ইত্যাদি বল বুদ্ধবল।

বুদ্ধবীজঙ্কুর (পুং) বুদ্ধরূপ বীজঙ্কুর, ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবার জন্য দান-শীল-ভাবনাদির মাধ্যমে প্রস্তুতি অথবা ভবিষ্যৎ বুদ্ধ।

বুদ্ধভাব (ক্লী) বুদ্ধভাব, বুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অবস্থা, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা।

বুদ্ধভূমি (স্ত্রী) বুদ্ধভূমি, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থান (বুদ্ধগয়া)।

বুদ্ধমন্ত (ক্লী) বুদ্ধমন্ত্র, বুদ্ধের মন্ত্ররূপ গাথা বা মন্ত্রগাথা, বুদ্ধের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা রূপকবিশিষ্ট ভাষণ, বুদ্ধের গূঢ় বা অতীন্দ্রিয় গাথাসমূহ, বুদ্ধের মন্ত্র বা ধর্ম। ⟹ **মন্ত** (২)।

বুদ্ধমাতা (স্ত্রী) বুদ্ধমাতা, বুদ্ধের মা।

বুদ্ধমামক (বিণ) বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত অনুরক্ত। ⟹ **মামক**।

বুদ্ধরংসি (স্ত্রী) বুদ্ধরশ্মি, বুদ্ধের প্রভাব বা তেজ। = **বুদ্ধরস্মি**।

বুদ্ধরক্খিত (বিণ) বুদ্ধরক্ষিত, বুদ্ধের দ্বারা রক্ষিত, বুদ্ধের আশ্রিত। (পুং) ব্যক্তির নামবিশেষ।

বুদ্ধরস্মি (স্ত্রী) বুদ্ধরশ্মি, বুদ্ধের দেহ হইতে বিকীর্ণ বা প্রকাশিত কিরণ, বুদ্ধের (দেহ) জ্যোতি। (জাতক) এই জ্যোতি ষড়বর্ণ-বিশিষ্ট; **ছব্বণ্ণো বুদ্ধরস্মিযো**—বুদ্ধের রশ্মি ছয়প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট; **বুদ্ধরস্মিযো বিসজ্জেন্তো**। (বহুবচনে) **বুদ্ধরস্মিযো**। ⟹ **রস্মি** (২)।

বুদ্ধরূপ (ক্লী) বুদ্ধরূপ, বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধপ্রতিমা, বুদ্ধের শরীরাকৃতি, বুদ্ধের অবয়ব বা মূর্তি, বুদ্ধের গঠন বা প্রতিমূর্তি। (বিশুদ্ধিমার্গ) মারেন নিম্মিত **বুদ্ধরূপো**।

বুদ্ধলীলা = **বুদ্ধলীঢ়া**। ⟹ **বুদ্ধলীঢ়া**।

বুদ্ধলীলহ = **বুদ্ধলীলহা**। ⟹ **বুদ্ধলীলহা**।

বুদ্ধলীলহা (স্ত্রী) ১ বুদ্ধলীলা, বুদ্ধের অনুগ্রহ, বুদ্ধের স্বাভাবিক গুণ, বুদ্ধের ব্যবহার বা হাবভাব, বুদ্ধের অনায়াসত্ব বা কষ্টশূন্যতা, বুদ্ধের উদ্বেগহীনতা বা বিরাম, বুদ্ধের আরাম বা বিশ্রাম। ২ বুদ্ধের প্রভুত্ব বা আধিপত্য, বুদ্ধের শ্রেষ্ঠতা, বুদ্ধের অঙ্গভঙ্গি, বুদ্ধের ভঙ্গি, বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা বা প্রভাব। (জাতক) **বুদ্ধলীলহায ধম্মং দেসেতি**—বুদ্ধলীলায় বা বুদ্ধভঙ্গিতে ধর্মদেশনা করে অথবা ধর্ম সম্বন্ধীয় মত ব্যাখ্যা করে। ⟹ **লীলহ**।

বুদ্ধবচন (ক্লী) বুদ্ধবচন, বুদ্ধের উপদেশ, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী, ত্রিপিটকের মূল পালি, বুদ্ধবাক্য, বুদ্ধের কথিত মূল ত্রিপিটকশাস্ত্র। ⟹ **সঙ্গাযতি**।

বুদ্ধবিসয (পুং) বুদ্ধের কার্যক্ষেত্র, বুদ্ধের কার্যক্ষেত্রের পরিধি, বুদ্ধের বোধশক্তি, বুদ্ধের সুযোগ বা কার্যের স্বাধীনতা, বুদ্ধের প্রভাব, বুদ্ধের এলাকা বা পরিসর, বুদ্ধের মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধের পরিভ্রমণ, বুদ্ধের গণ্ডী বা পরিবেশ, বুদ্ধক্ষেত্র, বুদ্ধের প্রভাবিত সীমানা বা বিস্তৃতি, বুদ্ধের ভ্রমণক্ষেত্র। (তুলনীয়) **বুদ্ধক্খেত্ত**।

বুদ্ধবীথি—বুদ্ধের গতিপথ, বুদ্ধের গমনপথ, বুদ্ধের গমন উপলক্ষে ব্যবস্থাকৃত বা সজ্জিত পথ। ⟹ **বীথি** (১খ)।

বুদ্ধবীর (পুং) বুদ্ধবীর অর্থাৎ সর্বজীবের আশ্রয়দাতা বা ত্রাণকর্তা। ⟹ **বুদ্ধ** (২)।

বুদ্ধবেনেয্য (বিণ) বুদ্ধকর্তৃক বিনীত, বুদ্ধকর্তৃক দীক্ষিত, বুদ্ধের দ্বারা দমিত, জ্ঞান প্রাপ্তির দিকে পরিচালিত, বুদ্ধের শাসনে বা শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য।

বুদ্ধসাসন (ক্লী) বুদ্ধের শাসন, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ, বুদ্ধের ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম।

বুদ্ধসুকুমাল (বিণ) বুদ্ধগণের ন্যায় সুন্দর বা সন্তুষ্টিজনক, বুদ্ধগণ সদৃশ কোমল ও সুন্দর, বুদ্ধগণ সদৃশ নিপুণ, বুদ্ধগণ সদৃশ সূক্ষ্মবিচারক্ষম, বুদ্ধগণ সদৃশ ভদ্র বা সুশীল; (চরিত্রে) বুদ্ধগণ সদৃশ সংবেদনশীল বা সুবেদী, বুদ্ধগণের ন্যায় সুগ্রাহী।

বুদ্ধ-সুবুদ্ধতা (স্ত্রী) বুদ্ধের সুন্দররূপে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বা জ্ঞান লাভের অবস্থা। ⟹ **বুদ্ধতা**।

বুদ্ধস্সসাসনং—বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্ম, বুদ্ধের শাসন বা আদেশ, বুদ্ধের শিক্ষা বা উপদেশ, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম। ⟹ **সাসন**।

বুদ্ধাদযো [বুদ্ধ+আদযো] বুদ্ধসহ অর্হতগণ। = **অরিয**। ⟹ **বুদ্ধ** (১খ)।

বুদ্ধানং ধম্মতা (স্ত্রী) বুদ্ধগণের নিয়ম বা শৃঙ্খলা অর্থাৎ বুদ্ধগণের নীতি বা অভ্যাস নিজের মধ্যে আনয়নের চেষ্টা।

বুদ্ধানসাসনং [বুদ্ধানং+সাসনং] বুদ্ধগণের ধর্ম বা শাসন, বুদ্ধগণের উপদেশ বা আদেশ।

বুদ্ধানুবুদ্ধ (পুং) [বুদ্ধ+অনুবুদ্ধ] বুদ্ধানুবুদ্ধ, বুদ্ধ এবং অনুবুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য পরম্পরা অর্হতবৃন্দ, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অন্যান্য আলোকিত অথবা জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষিত অর্হত্বপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ। বুদ্ধ হইতে অনুবুদ্ধ (অর্হত) পর্যন্ত মুক্তপুরুষগণ, অনুবুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য বুদ্ধ অর্থাৎ অর্হত, শ্রাবকবুদ্ধ, বুদ্ধ অপেক্ষা অল্পজ্ঞানী অথবা কম প্রভাবশালী বুদ্ধ। (তুলনীয়) **অনুবুদ্ধ**। (বিণ) জ্ঞানে সম্পূর্ণ জাগ্রত অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত।

বুদ্ধানুভাব (পুং) বুদ্ধানুভাব, বুদ্ধের মহান প্রভাব, বুদ্ধের মহত্ত্ববিশিষ্ট ক্ষমতা, বুদ্ধের উদার বা মহতি শক্তি, বুদ্ধের অত্যুন্নত ক্ষমতা।

বুদ্ধানুস্সতি (স্ত্রী) বুদ্ধানুস্মৃতি, বুদ্ধের ধর্ম বা গুণের উপর মনোযোগিতা, বুদ্ধের অবয়ব বা মূর্তির উপর

দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া একাগ্রতা সাধন। "অনুস্সতি" ৬ প্রকার, যথা—বুদ্ধানুস্সতি, ধম্মানুস্সতি, সঙ্ঘানুস্সতি, সীলানুস্সতি, চাগানুস্সতি, দেবতানুস্সতি। বিশুদ্ধিমার্গে "উপসমানুস্সতি"; এবং "পীতি-সম্বোজ্ঝঙ্গ" উৎপন্নকারী অন্যান্য চতুর্বিধ গুণ। ⟹ অনুস্সতি।

বুদ্ধারম্মণ (বিণ) বুদ্ধাবলম্বন, বুদ্ধার্মণ, বুদ্ধগুণ বা বুদ্ধমূর্তিকে ভিত্তি বা হেতু করা হয় এরূপ, বুদ্ধমূর্তি অবলম্বন করিয়া সাধনা করা হয় এরূপ। (জাতক) **বুদ্ধারম্মণ পীতি**—বুদ্ধমূর্তির অবলম্বনে ধ্যান বা মনোনিবেশ করিয়া উৎপন্ন প্রীতি; বিশুদ্ধিমার্গে এখানে "উব্বেগা পীতি" বর্ণনা করা হইয়াছে।

বুদ্ধালম্বন (বিণ) = **বুদ্ধারম্মণ**। ⟹ **বুদ্ধারম্মণ**।

বুদ্ধি (স্ত্রী) বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, মনোবৃত্তি, নিশ্চয়াত্মক, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, বিচারবুদ্ধি সম্পন্নতা। দীর্ঘনিকায়ে পর্যায়ক্রমে বা অনুক্রমে "সদ্ধা সীল সুত বুদ্ধি চাগ" ইত্যাদি। বিশুদ্ধিমার্গে "বুদ্ধি" শব্দের পরিবর্তে "বুদ্ধি" পাঠ ভুল। ⟹ **বুদ্ধি**।

বুদ্ধিক (বিণ) বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, কৌশলী।

বুদ্ধিচরিত (বিণ) বুদ্ধিচরিত্রের, যাহার স্বভাব বা ব্যবহার জ্ঞানপূর্ণ, যাহার আচার বা চরিত্র জ্ঞানপূর্ণ। = **পঞ্ঞাবা**।

বুদ্ধিমন্ত (বিণ) বুদ্ধিমান, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, বুদ্ধিবিশিষ্ট, জ্ঞানী, যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। = **বুদ্ধিমন্ত**। (পেতবথ্থু অর্থকথা) **পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত সপ্পঞ্ঞ-জাতিক**।

বুদ্ধিমন্তু (বিণ) মহাজ্ঞানী, (উচ্চতম) জ্ঞানে ভূষিত। = **বুদ্ধিমন্ত, বুদ্ধিসম্পন্ন**।

বুদ্ধিমন্বায [বুদ্ধিং+অন্বায] ১ বুদ্ধির কৌশলে, জ্ঞানের চতুরতায়। ২ বড় হইয়া, বয়স্ক হইয়া।

বুদ্ধিরোপণ (ক্লী) বুদ্ধি উৎপন্নকরণ, জ্ঞান বর্ধিতকরণ বা আনুকূল্যকরণ। ⟹ **রোপণ** (৩)।

বুদ্ধিসম্পন্ন (বিণ) বুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, বুদ্ধিমান, কৌশলী। = **সম্বুদ্ধিবন্ত, বুদ্ধিমন্ত**।

বুদ্ধুপট্‌ঠাক (বিণ) [বুদ্ধ+উপট্‌ঠাক] বুদ্ধের সেবাকারী, বুদ্ধের আদেশ পালনকারী, বুদ্ধের আদেশ পালনে প্রতীক্ষাকারী।

বুদ্ধুপট্‌ঠান (ক্লী) [বুদ্ধ+উপট্‌ঠান] বুদ্ধের সেবা, বুদ্ধের আদেশ পালন, বুদ্ধের আদেশ পালনের জন্য প্রতীক্ষাকরণ, বুদ্ধের পূজাকরণ। ⟹ **উপট্‌ঠান** (২)।

বুদ্ধুপ্পাদ (পুং) [বুদ্ধ+উপ্পাদ] বুদ্ধের উৎপত্তি, বুদ্ধোৎপত্তির সময় অথবা যুগ (বিপরীত—**বুদ্ধন্তর**), বুদ্ধযুগ বা বুদ্ধের সময়।

বুদ্ধুপ্পাদক্খণে—বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার সময়ে, যেই সময়ে বা মুহূর্তে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকেন সেই সময়ে বা সেইক্ষণে, বুদ্ধের সময়ে।

বুদ্ধূপট্‌ঠান (ক্লী) = **বুদ্ধুপট্‌ঠান**। ⟹ **বুদ্ধুপট্‌ঠান**।

বুধ (পুং) বুধ, পণ্ডিত, জ্ঞানীলোক, বিদ্বান ব্যক্তি, বুধগ্রহ। (বিণ) জ্ঞানী।

বুধবার (পুং) বুধবার, সপ্তাহের চতুর্থদিবস, মঙ্গলবারের পর দিবস।

বুন্দ (বৈদিক-ব্রধ্ন) বৃক্ষমূল।

বুন্দিক—এই শব্দটি যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয় যেমন "**বুন্দিকাবদ্ধ**"। ⟹ **বুন্দিকাবদ্ধ**।

বুন্দিকাবদ্ধ (স্ক্রুপ বা পেরেক অথবা কীলক দিয়া আঁটা ?) একপ্রকার আসন অথবা পর্যঙ্ক (খাট)।

বুব্বুল (ক্লী) বুদ্বুদ, ফেনার বুদ্বুদ, জলবিম্ব, অসার বস্তু, গর্ভস্থ অবয়ব-বিশেষ, ছায়া, বৃক্ষকল্পনা, প্রতারণা। (সংযুক্ত নিকায়) **উদকবুব্বুল**—জলের বুদ্বুদ। বিভঙ্গ অর্থকথায় "বেদনা" এর তুলনায় অসার অর্থে বলা হইয়াছে। জাতকে বলা হইয়াছে দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল বস্তু বা ফেন সম্বন্ধে। = **ফেণাপিণ্ড**।

বুব্বুলক (ক্লী) ১ বুদ্বুদ। = **বুব্বুল**। ২ চক্ষুর পুত্তলির চতুর্দিকস্থ রঞ্জিত বৃত্ত বা কনীনিকা। (থেরগাথা অর্থকথায়) **পুব্বঢ়ক**।

বুব্বুলহ = **বুব্বুল**। ⟹ **বুব্বুল**।

বুব্বুলহক = **বুব্বুলক**। ⟹ **বুব্বুলক**।

বুবভুক্খিত (বিণ) **বুভুক্খিত**। ⟹ **বুভুক্খিত, ভোজেতি**।

বুভুক্খতি (ক্রি) [√ভুজ+খ; এখানে "ভু" শব্দ দ্বিত্ব হইয়াছে এবং প্রথম "ভ" এর স্থানে "ব" আর "জ" এর স্থানে "ক" হইয়াছে] বুভুক্ষু হওয়া, ক্ষুধিত হওয়া, ক্ষুধার্ত হওয়া, খাইতে ইচ্ছা করা। (অতীত) **বুভুক্খি**। (অ-বিণ) **বুভুক্খিত**।

বুভুক্খিত (বিণ) বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু, ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত, খাইতে ইচ্ছুক।

বূলহ—(পদাতিক) সৈন্য বিন্যাস, সৈন্যশৃঙ্খলা, ব্যূহ, পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা।

বূহ = **ব্যূহ**। ⟹ **ব্যূহ**।

বেলুব (পুং) ১ বেলগাছ, বিল্বফলের গাছ। ২ বেল, বেলফল, বিল্বফল। ৩ বেলগাছের বন, বেলকাষ্ঠ।

বেলুবপক্ক (ক্লী) পক্ব বেলফল, পাকা বেল, পাকা বিল্বফল।

বেলুবপণ্ডু—বেলকাঠ দ্বারা প্রস্তুত বাঁশি। সূত্রনিপাতের অর্থকথা অনুসারে বেলকাঠের তৈরি যে বাঁশি প্রথমে মাররাজের ছিল উহা পরে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গীয় সুগায়ক "**পঞ্চসিখ**" নামক দেবপুত্রকে দেওয়া হইয়াছিল। বিশুদ্ধিমার্গে "পঞ্চসিখের" প্রতি আরোপিত, ধর্মপদ অর্থকথায় "**মার**" সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

বেলুব বীণা—বেলকাঠের তৈরি বীণা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বেদবদণ্ড-বীণা**—বেলকাঠের তৈরি বীণা। ⟹ **বেলুবপণ্ডু**।

বেলুবলট্‌ঠি (স্ত্রী) বেলগাছের ছোট চারা, বেলচারা,

বেলগাছের নব পল্লব বা অঙ্কুর। = **বেড়ুব লট্‌ঠি।**

বেলুব সলাটুক (স্ত্রী) কাঁচা বেল (অর্থাৎ ক্ষুদ্রফল কুলের আকার হইতে পাকা বেলের আকার পর্যন্ত)।

বেল্ল (পুং, স্ত্রী) বেল ফল, বেল, বিল্বফল। = **বেলুব** (২)। জাতকে সমান অর্থবাচক শব্দ **"মেল্ল, ফেল্ল"** শব্দ দৃষ্ট হয়।

বেড়ু = বিল্ল। ⟹ বিল্ল।

বেড়ুব = বেলুব। ⟹ **বেলুব।**

বেড়ুবলট্‌ঠি (স্ত্রী) বেলগাছের পল্লব বা মঞ্জরী। = **বেলুব লট্‌ঠি।** ⟹ লট্‌ঠি (২)।

বোজ্‌ঝ (বিণ) বোধ্য, জ্ঞাতব্য। (স্ত্রী) জানিবার বিষয়, জ্ঞাতব্য বিষয়, বুঝিবার বিষয়, (অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে) জ্ঞানের বিষয়।

বোজ্‌ঝঙ্গ (স্ত্রী) [বোধি+অঙ্গ] বোধ্যঙ্গ, বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানের অঙ্গবিশেষ, জ্ঞান বা বিচক্ষণতা উৎপাদক, প্রাজ্ঞতার বা বিদ্যার উপাদান। দীর্ঘনিকায়ে দেবতা ও মনুষ্যের হিত-সুখের নিমিত্ত কতকগুলি গুণের (**ধম্মা**) তালিকা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—৪ **সতিপট্‌ঠানা**, ৪ **সম্মপধানা**, ৪ **ইদ্ধিপাদা**, ৫ **ইন্দ্রিযানি**, ৫ **বলানি**, ৭ **বোজ্‌ঝঙ্গা**, ৮ **অরিয অট্‌ঠঙ্গিকমগ্‌গো**—সর্বমোট ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। সপ্তবিধ **"বোজ্‌ঝঙ্গা"**, যথা—**সতিবোজ্‌ঝঙ্গ** (স্মৃতি বা মনোযোগিতারূপ বোধ্যঙ্গ), **ধম্ম-বিচয বোজ্‌ঝঙ্গ** (নিয়ম বা ব্যবহার সংহিতা অথবা স্মৃতির তদন্ত অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষারূপ বোধ্যঙ্গ), **বিরিয বোজ্‌ঝঙ্গ** (বীর্য বা উৎসাহ বা কর্মশক্তিরূপ বোধ্যঙ্গ), **পীতি বোজ্‌ঝঙ্গ** (প্রীতি বা মহানন্দ বা উল্লাসরূপ বোধ্যঙ্গ), **পস্‌সদ্ধি বোজ্‌ঝঙ্গ** (প্রশান্তি বা শান্তি বা মনের স্থিরতারূপ বোধ্যঙ্গ), **সমাধি বোজ্‌ঝঙ্গ** (সমাধি বা ধ্যান বা মনের একাগ্রতা সাধনারূপ বোধ্যঙ্গ), **উপেক্‌খা বোজ্‌ঝঙ্গ** (মনের সমভাব বা সাম্যতা বা স্থির ভাবরূপ বোধ্যঙ্গ)। ইহা অঙ্গরূপে চারি প্রকার, যথা—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি; পুনরায় মার্গরূপে আটপ্রকার, যথা—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও ভব। (মহানির্দেশ) **বোজ্‌ঝঙ্গ কুসল**। অর্হত্ব লাভের উপাদানস্বরূপ পূর্বোক্ত ৩৭ প্রকার গুণকে ৩০ প্রকারেও গণনা করা হইয়া থাকে যখন **"অরিয অট্‌ঠঙ্গিকমগ্‌গ"**-কে এক সংখ্যায় গ্রহণ করা হয়, ইহার অতিরিক্ত **"সীলেসু পরিপূরিকারিতা, ইন্দ্রিযেসু গুত্ত-দ্বারতা, ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা, জাগরিযানুযোগ, সতি-সম্পজঞ্ঞতা"** গুণসমূহও মহানির্দেশে দৃষ্ট হয়; চুল্লনিদ্দেসে দৃষ্ট হয় **"সতিপট্‌ঠান, সীল"**। (থেরীগাথা) **মগ্‌গা নিব্বান-পত্তিযা (বোজ্‌ঝঙ্গা)**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বোধায সংবত্তন্তী'তি বোজ্‌ঝঙ্গা** ইত্যাদি; আরও বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে **"বোধিস্‌স অঙ্গো'তি পি বোজ্‌ঝঙ্গো সেন-অঙ্গরথ-অঙ্গ-আদযো (সেনঙ্গরথঙ্গাদযো) বিয**। ইহাদিগকে মিলিন্দপ্রশ্নে বুদ্ধের **"পরিভোগ ভণ্ডানি"** অর্থাৎ পদচিহ্ন বা পরিচয়-চিহ্নও বলা হইয়াছে।

বোজ্‌ঝঙ্গ কোসল্ল—বোধিজ্ঞানের অঙ্গসমূহে (অর্থাৎ ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে) দক্ষতা বা পারদর্শিতা. জ্ঞানের উপাদানসমূহে ব্যুৎপত্তি। ⟹ **বোজ্‌ঝঙ্গ।**

বোধ (পুং) ১ জ্ঞান, বুদ্ধত্ব, (অভিজ্ঞতা লব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা। (দীর্ঘনিকায়) **সম্বোধ**। (বি-ভা) **বোধায মগ্‌গো** (জাতক)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বোধ পক্‌খিয ধম্মা = বোধিপক্‌খিয ধম্মা**। ২ **"পলি"** শব্দের যৌগিকে **"পলিবোধ"**। ⟹ **পলিবোধ।**

বোধঙ্গম (বিণ) বুঝিবার মত, বোধগম্য, হৃদয়ঙ্গম করার মত, জ্ঞাত হইবার মত, জ্ঞানালোক বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিকে পরিচালিত করে বা নিয়া যায় এমন। (নেত্তি) **বোধঙ্গম ধম্মা।**

বোধঙ্গম ধম্মা—৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। = **বোধিপক্‌খিয ধম্মা।** ⟹ **বোজ্‌ঝঙ্গ, বোধঙ্গম।**

বোধন (স্ত্রী) বোধন, জ্ঞান, বুদ্ধি, সুদক্ষতা। = **বোধ**। (বিণ) জ্ঞানদায়ী, উজ্জ্বলকারী, শিক্ষাপ্রদানকারী। (বুদ্ধবংশ) **পচ্ছিমজন বোধন।**

বোধনীয (বিণ) বোধ্য, সুবোধ্য, বুঝিতে সমর্থ, জ্ঞান লাভে সমর্থ, শিক্ষা লাভের উপযুক্ত, বোধনীয়, জ্ঞাতব্য, বুঝিবার মত। = **বোধনেয্য।**

বোধনেয্য (বিণ) = **বোধনীয**। ⟹ **বোধনীয**। (বুদ্ধবংশ) **বোধনেয্য জন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যেন যোগেন বোধনেয্যা সত্তা বুজ্‌ঝন্তি তেন যোগেন বোধেতি** (যৌগিকে) **বোধনেয্য বন্ধবো** (বুদ্ধের) জ্ঞাতিবর্গ (অথবা শিষ্যমণ্ডলী) যাঁহারা জ্ঞান লাভে সমর্থ।

বোধপক্‌খিয ধম্মা = বোধিপক্‌খিয ধম্মা। ⟹ বোধিপক্‌খিয ধম্মা।

বোধি (স্ত্রী) ১ বোধি, জ্ঞান, সর্বোচ্চ জ্ঞান, বুদ্ধজ্ঞান, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা। = **সম্বোধি, সম্মাসম্বোধি**। (দীর্ঘনিকায়) **সম্বো হোতি, সদ্দহতি তথাগতস্‌স বোধিং; অনুত্তরং পপ্পোতি বোধিং**। **"বোধি"** সপ্ত অঙ্গ বা উপাদান সংযুক্ত, সেই উপাদান সমূহকে **"বোজ্‌ঝঙ্গা"** অথবা **"সম্বোজ্‌ঝঙ্গা"** বলা হয়। পূর্ণতার সম্পাদন দ্বারা যে **"বোধি"** লাভ হয় উহাকে বলে **"বোধি-পাচনা ধম্মা"**। কথিত আছে বুদ্ধ পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের পথ অনুসরণ করিয়াছেন, যেমন পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ-সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে **"চতুসু সতিপট্‌ঠানেসু সুপতিট্‌ঠিত-চিত্তা সত্ত-বোজ্‌ঝঙ্গে যথাভূতং ভাবেত্বা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্‌ঝিংসু"**। (সংযুক্ত নিকায়) যে মুহূর্তে জ্ঞানের

পূর্ণতা লাভ হয় সেই মুহূর্তে চতুরার্য সত্য (**অরিয সচ্চানি**) জ্ঞাত হইয়া থাকে। (জাতক) **বোধি পরিব্বাজক** অর্থাৎ বোধিজ্ঞান অন্বেষী ভিক্ষুর চরম জ্ঞান প্রাপ্তিকে "**বোধি**" বলা হয় এবং "**পচ্চেক বুদ্ধ**" অর্থাৎ প্রত্যেক বুদ্ধের জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব অবস্থাকেও "**বোধি**" বলা হয়। ২ বোধিবৃক্ষ, জ্ঞানবৃক্ষ, অশ্বত্থ গাছ যাহার মূলদেশে ধ্যানাসনে বসিয়া গৌতমবুদ্ধ জ্ঞানের পূর্ণতা সাধনে বুদ্ধত্ব লাভ করে। এই অশ্বত্থ বৃক্ষ বোধগয়ায় অদ্যাবধি বর্তমান আছে; অদ্যাবধি এই বৃক্ষ তীর্থযাত্রীগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছে। এই বোধিমণ্ডপকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বা নাভিদেশ বলা হয়, যেমন মহাবংশে বলা হইয়াছে "**পথবী-নাভি মহা-বোধিমণ্ডো**"। জাতকেও এই বৃক্ষের নাম "**মহাবোধি**" বলা হইয়াছে।

বোধিঙ্গণ (ক্লী) [বোধি+ অঙ্গণ] বোধি অঙ্গণ, মহাবোধির অঙ্গণ বা উঠান যেখানে বোধিবৃক্ষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বোধিঞাণ (ক্লী) বোধিজ্ঞান, বুদ্ধজ্ঞান, মুক্তিজ্ঞান।

বোধিট্‌ঠান (ক্লী) বোধিস্থান, যে স্থানে (গৌতম বুদ্ধের) বুদ্ধত্ব লাভ হইয়াছে, যে স্থানে বোধিবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে, বোধিজ্ঞান লাভের অবস্থা, জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অবস্থা।

বোধিতল--বোধিতল, বোধিবৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন স্থান, বোধিবৃক্ষের ভিত্তি বা মূল স্থান, বোধিমণ্ডপ, বোধিবৃক্ষের স্থান অর্থাৎ যে স্থানে বোধিবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে।

বোধিপক্ক--বোধিবৃক্ষের ফল বা পক্বফল।

বোধিপক্‌খিক (বিণ) জ্ঞান প্রাপ্তি-সম্বন্ধীয়, ৩৭ প্রকার বোধিজ্ঞানের উপাদান বা অঙ্গ-সম্বন্ধীয়, বোধিজ্ঞান বিষয়ক।

বোধিপক্‌খিকা ধম্মা = **বোধিপক্‌খিয ধম্মা**। ⇒ **বোধিপক্‌খিয ধম্মা**।

বোধিপক্‌খিয (বিণ) = **বোধিপক্‌খিক**। ⇒ **বোধিপক্‌খিক**।

বোধিপক্‌খিয ধম্মা—বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের ৩৭ প্রকার গুণ বা উপাদান (যদ্দ্বারা দুঃখের উপশম লাভ করা যায়)। নেত্তিতে ৪৩ প্রকার উপাদানের বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—উক্ত ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং তদতিরিক্ত ছয় প্রকার, যথা--**অনিচ্চসঞ্ঞা, দুক্‌খসঞ্ঞা, অনত্তসঞ্ঞা, পহানসঞ্ঞা, বিরাগসঞ্ঞা, নিরোধসঞ্ঞা**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে দেখা যায় সাধারণত কেবল "**ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বারতা, ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা, জাগরিযানুযোগ**"—এইগুলিই "**বোধিপক্‌খিকা ধম্মা**"। বিভঙ্গতে দেখা যায় "**পঞ্চ-ইন্দ্রিযানি**", যথা—**সদ্ধিন্দ্রিযং, বিরিযিন্দ্রিযং, সতিন্দ্রিযং, সমাধিন্দ্রিযং, পঞ্ঞিন্দ্রিযং**।= **বোজ্‌ঝঙ্গ**। ⇒ **বোধ** (১)।

বোধিপক্‌খিযা ধম্মা = **বোধিপক্‌খিয ধম্মা**। ⇒ **বোধিপক্‌খিয ধম্মা**।

বোধি পরিপাক—জ্ঞানের পরিপক্বতা, জ্ঞানপ্রাপ্তির সময়, পূর্ণজ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা।

বোধি পরিব্বাজক (পুং) বোধি পরিব্রাজক, বোধিজ্ঞান লাভের জন্য অন্বেষী পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী। ⇒ **বোধি** (১)।

বোধিপাচন (ক্লী) (বুদ্ধের) জ্ঞানের পরিপক্বতা। (বিণ) পূর্ণ জ্ঞানালোক প্রাপ্তির দিকে পরিচালিত এমন।

বোধিপাচন ধম্মা—যেই ধর্ম বা অভ্যাস দ্বারা বোধিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই অভ্যাস বা আচরণ সমূহকে পারমিতা (**পারমিযো**) বলা হয়। পারমিতা দশ প্রকার, যথা—**দান পারমিযো, সীল পারমিযো, নেক্‌খম্ম পারমিযো, পঞ্ঞা পারমিযো, বিরিয পারমিযো, খন্তি পারমিযো, সচ্চ পারমিযো, অধিট্‌ঠান পারমিযো, মেত্তা পারমিযো, উপেক্‌খা পারমিযো**। (তুলনীয়) **বোধিপক্‌খিয ধম্মা**। ⇒ **বোধি** (১)।

বোধিপাচনা ধম্মা = **বোধিপাচন ধম্মা**। ⇒ **বোধিপাচন ধম্মা**।

বোধিপাদপ = **বোধিরুক্‌খ**। ⇒ **বোধিরুক্‌খ**।

বোধিপূজা (স্ত্রী) বোধিরূপ বৃক্ষ পূজা। ⇒ **বোধিরুক্‌খ**।

বোধিমণ্ড (পুং) ১ বোধিতল, বোধিমণ্ডল, বোধিবৃক্ষের ছায়াসম্পন্ন মূলদেশ যেখানে বসিয়া ভগবান গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। = **বোধিতল**। ২ জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থার উপাদান বা অস্তিত্ব, (আধুনিক সাহিত্য মতে) জ্ঞানালোক প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ স্থান, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অথবা বুদ্ধের শ্রেষ্ঠাসন বা সিংহাসন (ইহাতে কি "**মণ্ডল**" শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় ?)। (সূত্রনিপাতে) **পুথবিমণ্ড, পুথবিমণ্ডল**। ⇒ **মণ্ড**।

বোধিমণ্ডল = **বোধিমণ্ড**। ⇒ **বোধিমণ্ড**।

বোধিমহ (পুং, ক্লী) বোধিবৃক্ষ পূজা, মহাবোধিবৃক্ষ পূজার উৎসব, ফলমূল সহ আহারাদি দ্বারা বোধিবৃক্ষ পূজা। = **বোধিপূজা**। ⇒ **মহ** (২)।

বোধিমূল (ক্লী) বোধিবৃক্ষের মূল বা মূলদেশ। (তুলনীয়) **বোধিযা মূলে** (মহানির্দেশ)।

বোধিরুক্‌খ (পুং) বোধিবৃক্ষ, বোধিতরু, বোধিদ্রুম, অশ্বত্থবৃক্ষ, বুদ্ধের সাধনাশ্রয় স্বরূপ বৃক্ষ, জ্ঞানবৃক্ষ, জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ অর্থাৎ ভগবান গৌতমবুদ্ধ যেই অশ্বত্থ বৃক্ষের আশ্রয়ে বা মূলদেশে অবস্থান করিয়া বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত (পুং) ১ বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বাবস্থায় উপনীত মহাপুরুষ, যিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবার জন্য জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া পারমিতাসমূহ (⇒ **বোধিপাচন ধম্মা**) পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন তিনি বোধিসত্ত্ব। (বৌদ্ধসাহিত্য) **অম্হাকং বোধিসত্তো**—আমাদের বোধিসত্ত্ব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইমস্মিং কপ্পে অযমেব ভগবা বোধিসত্তভূতো**। জাতক গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীসমূহ গৌতমবুদ্ধের পূর্ব পূর্বজন্মের পারমিতা পূরণকারী

বোধিসত্ত্ব জীবনের ঘটনা। জাতককাহিনী অনুসারে লক্ষ্য করা যায় যে ভগবান গৌতমবুদ্ধ পারমিতা পূর্ণ করিবার জন্য বহুবার পশুপক্ষী এবং মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে তিনি দেবলোক হইতে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ২ যিনি প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে পালি ব্যাকরণ "**কাচ্চায়ন**" লিখেন সেই গ্রন্থকারের নামও ছিল বোধিসত্ত্ব।

বোধিসম্ভার (পুং, বহুবচন) বোধিজ্ঞান বা জ্ঞানালোক প্রাপ্তির জন্য আবশ্যকীয় অবস্থাসমূহ, বোধিজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয় পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা (সাহিত্যে) উপাদান, উপকরণ, মালমসলা।

বোধেতর (পুং) জাগ্রত ব্যক্তি, জ্ঞানালোকে আলোকিত ব্যক্তি, জ্ঞানদীপ্ত পুরুষ, শিক্ষিত লোক, যে ব্যক্তি চতুরার্য সত্য বিষয়ে চেতনা জাগায়।

বোধেতি (ক্রি) [√বুধ+এ] ১ চতুরার্য সত্য বিষয়ে চেতনা জাগানো, জাগানো, জাগা, জাগ্রত করা, উজ্জ্বল করা, জ্ঞান প্রদান করা, শিক্ষা দেওয়া। (অতীত) **বোধেসি, বোধযি, অবোধযি**। (অ-বিণ) **বোধিত**। (ব-বিণ) **বোধেন্তু**। (ভ-বিণ) **বোধব্ব**। (ক্রি-বি) **বোধেত্বা**। (তুম্) **বোধুং, বোধেতুং**। ২ সতর্ক করা, অবগত করা, জানাইয়া দেওয়া।

বোধেতু (পুং) যিনি চতুরার্য সত্যে চেতনা জাগ্রত করেন, যিনি উজ্জ্বল করেন, যিনি জ্ঞান প্রদান করেন বা শিক্ষা দেন।

বোন্দি (পুং) দেহ, শরীর।

ব্য = ব্যা। ⟹ ব্য।

ব্যগা (অতীত ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ একবচন) প্রস্থান করিল, মরিয়া গেল, মৃত্যু হইল, রওনা হইল, হারাইয়া ফেলিল, জীবন হারাইল, অকালে শেষ হইল, ক্ষয় পাইল, নষ্ট হইল, ধ্বংস হইল। [বি+√গম্+অ=] ⟹ **বিগচ্ছতি**।

ব্যগ্ঘ (পুং) ব্যাঘ্র, বাঘ, শার্দুল, শ্বাপদ জন্তু-বিশেষ।

ব্যগ্ঘিনী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রী, বাঘিনী।

ব্যঞ্জন (ক্লী) ১ চিহ্ন, সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইসারা, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশিচিহ্ন, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, লক্ষণ, মেষ-বৃষাদি রাশি, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, স্ত্রীজাতীয় চিহ্ন এবং পুরুষজাতীয় চিহ্ন, শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন। ⟹ **ব্যঞ্জন**। ২ অক্ষর, স্বর, ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা, এককালে উচ্চার্য শব্দাংশ অর্থাৎ ক খ প্রভৃতি হল্‌যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, কাব্যের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশিকা বৃত্তি অর্থাৎ যেই শক্তি তাৎপর্যার্থের বোধ হয় উহা (অভিধা ও লক্ষণা শক্তি দ্বারা যে স্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হয়, সেই স্থলে অন্য যে শক্তি দ্বারা ঐ অর্থবোধ জন্মে তাহাকে বলা হয় ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনা; আর ঐরূপে প্রতীত অর্থকে বলে ব্যঙ্গ্যার্থ, যেমন "আমার অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ" বলিলে "আমি যে আজ ধনুর্গুণ খাইব" এরূপ বুঝায় না, পরন্তু "আমার আজ খাদ্যাভাব" এরূপ অর্থেরই বোধ জন্মে; যেই শক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থ প্রতীতি ঘটে, উহারই নাম ব্যঞ্জনা।) "**অত্থ**" (তাৎপর্য বা অর্থ) এর সহিত তুলনামূলক বর্ণ। বিশেষ ভাষায় বলিতে হইলে বলা যায়—"**অত্থতো ব্যঞ্জনতো চ**"—অর্থ এবং বর্ণ অনুসারে (মিলিন্দ প্রশ্ন)। "**ব্যঞ্জন**" শব্দের পরিবর্তে "**ব্যঞ্জন**" শব্দের ব্যবহারও বহুল। ⟹ **ব্যঞ্জন**। ৩ ব্যঞ্জন, অন্নভোজনের উপকরণ, তরকারি।

ব্যত্ত (বিণ) অভিজ্ঞ, শিক্ষিত, দক্ষ, বহুদর্শী, পণ্ডিত, বিদ্বান। ⟹ **ব্যত্ত**।

ব্যত্ততা (স্ত্রী) ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তু বা মনোভাব, জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য। = **ব্যত্ততা**। ⟹ **পরিব্যত্ততা**।

ব্যন্তি—এই শব্দটি "**ব্যন্তি ভবতি ভাব**" ইত্যাদির মধ্যে দেখা যায়। = **ব্যন্তি**।

ব্যন্তি করোতি = **ব্যন্তি করোতি**। ⟹ **ব্যন্তি করোতি**।

ব্যন্তিকাহিতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) **ব্যন্তি কাহিতি**। ⟹ **ব্যন্তিকাহিতি**।

ব্যন্তিভবতি (ক্রি) = **ব্যন্তিভবতি**। ⟹ **ব্যন্তিভবতি**।

ব্যন্তিভাব = **ব্যন্তিভাব**। ⟹ **ব্যন্তিভাব**।

ব্যন্তিভূত = **ব্যন্তিভূত**। ⟹ **ব্যন্তিভূত**।

ব্যন্তিহোতি (ক্রি) = **ব্যন্তিভবতি**। ⟹ **ব্যন্তিভবতি**।

ব্যপগত (বিণ) (= ব্য-অপ-গত = ব্যপগত) প্রস্থানকৃত, মৃত, অপগত, দূরীভূত, পলায়িত, নষ্ট, অন্তর্হিত।

ব্যপ্পথ = **ব্যপ্পথ**। ⟹ **ব্যপ্পথ**।

ব্যপ্পথ (বিণ) ব্যাপৃত, ব্যাপারিত, কার্যে নিযুক্ত, নিযুক্ত, প্রযুক্ত, নিয়োজিত, ব্যস্ত, কার্যে ব্যাপৃত, পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল, সক্রিয়, কার্যকারী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, (ব্যাকরণে) কর্তৃবাচ্য নিষ্পন্ন। = **ব্যপ্পথ, ব্যাবট**।

ব্যম্হ (পুং) স্বর্গীয় বা দিব্য অট্টালিকা, দিব্য বিমান। = **ব্যম্হ**।

ব্যসন (ক্লী) দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, ধ্বংস, ক্ষয়, ক্ষতি। = **ব্যসন**।

ব্যসনং (ক্লী) মৃত্যু, বিনাশ, মহাবিনাশ।

ব্যা (অব্যয়, উপসর্গপদ) ঠিক তাহাই, নিশ্চয়ই, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে। (বি-ভা) **এবং ব্যা খো** (বিনয়)। (মধ্যম নিকায় অর্থকথা) **এবং ব্যা খো'তি এবং বিয খো**। = **ব্যা**। ⟹ **ব্য**।

ব্যাকত (বিণ) = **ব্যাকত**। ⟹ **ব্যাকত** (১)।

ব্যাকরোতি (বিণ) = **ব্যাকরোতি**। ⟹ **ব্যাকরোতি**।

ব্যাগত = **ব্যাবট**। ⟹ **ব্যাবট**।

ব্যাগ্ঘ = **ব্যগ্ঘ**। ⟹ **ব্যগ্ঘ**।

ব্যাগ্ঘিনী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রী, বাঘিনী। = **ব্যগ্ঘিনী, ব্যাগ্ঘিনী**।

ব্যাধ (পুং) ব্যাধ, নিষাদ, শিকারী।

ব্যাধি (পুং) ব্যাধি, রোগ, পীড়া, কুষ্ঠরোগ।

ব্যাধিত (বিণ) ব্যাধিগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, পীড়াগ্রস্ত, পীড়িত,

রুগ্ন। ⟹ **ব্যাধেতি**।

ব্যাধেতি (ক্রি) ইতস্তত করার কারণ করা, দ্বিধাগ্রস্ত করা, অদৃঢ় করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, অনিশ্চিত করা বা হওয়া, বে-বন্দোবস্ত করা, কষ্ট দেওয়া, উদ্বিগ্ন করা, অসুবিধা ঘটানো, কষ্ট স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, উদ্বেগ বোধ করা, আলোড়ন করা বা নড়ানো, আকুল করা, আন্দোলন করা। (অতীতকাল, প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **ব্যাধিযিংসু**। (অ-বিণ) **ব্যাধিত**। (কর্মবাচ্যে) **ব্যাধিযতি**।

ব্যাপজ্জতি (ক্রি) = ব্যাপজ্জতি। ⟹ **ব্যাপজ্জতি**।

ব্যাপজ্ঝ (পুং) ১ কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য। (বিপ) **অব্যাপজ্ঝ**। ২ ঈর্ষাপরায়ণতা। ⟹ **অব্যাপজ্ঝ**।

ব্যাপন্ন (বিণ) ঈর্ষাপরায়ণ, হিংসুক, হিংসাপর, বিদ্বেষ্টা। = **ব্যাপন্ন**। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্যাপন্ন চিত্ত**।

ব্যাপাদ (পুং) ঈর্ষাপরায়ণতা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, অসদেচ্ছা। ইহা "**পঞ্চ নীবরণানি (পঞ্চ আবরণানি)**" অর্থাৎ পঞ্চ বাধার মধ্যে একটি এবং চতুর্বিধ "**কাযগন্থা**" বা বন্ধনের মধ্যে একটি।

ব্যাপাদ বিতক্ক—ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব, বিদ্বেষপূর্ণ চিন্তাধারা, ক্রোধপূর্ণ মনোক্রিয়া, হিংসাপূর্ণ মনোভাব।

ব্যাবাধ (বিণ) মন্দ, খারাপ, অসৎ, অমঙ্গলজনক, দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর, অন্যায্য, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অন্যায়, অশুদ্ধ, অযথার্থ, ভ্রান্ত, মিথ্যা, অসত্য। (পুং) অপকার, অন্যায়, ভ্রম, দোষ, আঘাত, ব্যথা, অনিষ্ট, ক্ষতি, দুর্ভাগ্য, বিপদ, অনিষ্টকর বস্তু বা বিষয়। সাধারণত ইহা ত্রিবিধ, যথা—**অত্তব্যাবাধ** (আত্মবিরোধী), **পরব্যাবাধ** (পরবিরোধী), **উভয ব্যাবাধ** (আত্ম-পর উভয় বিরোধী)। = **ব্যাবাধ**।

ব্যাবাধেতি (ক্রি) অহিত করা, অনিষ্ট করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, দমন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **ন কিঞ্চি ব্যাবাধেমি তসং বা থাবরং বা**।

ব্যাভঙ্গী (স্ত্রী) ১ কাঁধে ভার বহন করিবার বাঁক বা দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড। ২ শস্য আছড়াইবার কাষ্ঠদণ্ড।

ব্যাম (পুং) ব্যাম, ব্যামন, বাহুদ্বয় উভয়পার্শ্বে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ স্থানকে এক ব্যাম বলা হয়, একজন পুরুষ দাঁড়াইলে তাহার পায়ের পাতা হইতে মস্তকের উপরিস্থ চুল পর্যন্ত এবং দুইপ্রসারিত হস্তের উভয় দিকের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যতদূর পরিমিত যে গোলাকার স্থান হয় উহাকেও ব্যাম বলা হয়, বাঁও, ছয়ফুট পরিমাণ দৈর্ঘ্য, চারি হাত। = **ব্যাম**। (বি-ভা) **ব্যামপ্পভা**। ⟹ **অনুরঞ্জিত**।

ব্যামপ্পভা (স্ত্রী) ব্যামপ্রভা, বুদ্ধের বাহুদ্বয় উভয়পার্শ্বে সম্পূর্ণরূপে সংপ্রসারণ করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পরিমিত স্থান, এক বাঁও অর্থাৎ বুদ্ধের পদতল হইতে উর্ধ্বে মস্তকের কেশ পর্যন্ত এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত দুই হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত শরীরের গোলাকার পরিমিত স্থান। ⟹ **ব্যাম**।

ব্যারুদ্ধ (বিণ) রুদ্ধ, আবদ্ধ, অবরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, মন্থরকৃত, বিরুদ্ধ, বিমুখ, বিপরীত, বিরোধী, গতিরুদ্ধ, বাধা প্রদত্ত, বিঘ্নঘটিত। (সূত্রনিপাত) **অঞঞমঞঞেহি ব্যারুদ্ধ**—পরস্পর শত্রুতায় আবদ্ধ; = **পটিবিরুদ্ধ, আহত-চিত্ত**।

ব্যাবট (বিণ) ১ পটু, দক্ষ, ব্যাপৃত, রত, উৎসুক, সবিশেষ উদ্যোগী। = **উস্সুক**। ২ আবরিত, লুক্কায়িত, আবৃত, আচ্ছাদিত, সজ্জিত, সুশোভিত, ভূষিত, অলঙ্কৃত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রূপকায ব্যাবটজন**।

ব্যাসত্ত (বিণ) আসক্ত, অনুরক্ত, সংলগ্ন। (ধর্মপদ) **ব্যাসত্ত-মানস**।

ব্যাসত্ত-মানস (বিণ) স্পৃহাভিভূত, স্পৃহায় আসক্ত। = **সম্পত্তে বা সম্পত্তে বা লগ্গ-মানস** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (তুলনীয়) **লগ্গনতায সত্ত-মানস** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **ব্যাসত্ত**।

ব্যাহরি—বলি নাই, উত্তর দিই নাই, প্রশ্নের উত্তর দিই নাই।

ব্যু = ব্যু। ⟹ ব্যু।

ব্যূহ (পুং) ১ ব্যূহ, বলবিন্যাস, সৈন্যরচনা, সৈন্য শৃঙ্খলা, সৈন্যদিগের প্রতি যুদ্ধের অথবা কুচকাওয়াজের নির্দেশ, বিস্তার, নির্মাণ, গঠন, তর্ক। জাতকে তিনপ্রকার "**ব্যূহ**" এর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**পদুমব্যূহ** (পদ্ম-পাপড়ির আকারে স্তরে স্তরে সৈন্যগণের ব্যূহ রচনা), **চক্কব্যূহ** (চক্রাকারে সৈন্যগণের ব্যূহরচনা), **সকটব্যূহ** (গরুরগাড়িসমূহ শৃঙ্খলার ন্যায় সৈন্যগণের ব্যূহ রচনা)। ২ সমূহ, সৈন্যসমূহ, দেহ, রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, নির্বাচন, সংকলন, পিণ্ড, ভর, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ, আকৃতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ব্যূহং করোতি**—পুঞ্জীভূত করা, উত্তমরূপে স্তূপীকৃত করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কচবরং ব্যূহ**। ৩ (অন্ধকার) গলিপথ, সংকীর্ণ পথ, উদ্যানের মধ্যস্থ পথ, কানাগলি, যে অবস্থা হইতে নিস্তার নাই। (বিনয়) **ব্যূহন নাম যেনেব পবিসন্তি তেনেব নিক্খমন্তি**।

ব্যূহতি (ক্রি) (পদাতিক সৈন্যদের ন্যায়) ব্যূহ রচনা বা শৃঙ্খলা করিয়া দাঁড়ানো। (ব-বিণ) **ব্যূহন্তো, ব্রূহন্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

ব্যূহা (বিণ, বহুবচন) শ্রেণীগত, শ্রেণীভুক্ত। (জাতক) **ব্যূহা দেবতা**—এক শ্রেণীর দেবতা; বিশুদ্ধিমার্গে বলা হইয়াছে এই শ্রেণীর দেবতাগণ "**কামাবচর দেবতা**" অর্থাৎ কামলোকের বা কামভূমির দেবতা।

ব্রহতি (স্ত্রী, বিণ) মহতী, গর্বিতা, আড়ম্বরশালিনী। = **ব্রহন্ত, উড়ারা।** (স্ত্রী) একজাতীয় ছোটগাছের বা গুল্মের নাম।

ব্রহন্ত (বিণ) খুব বড়, মহান, মহৎ, বৃহৎ, প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ, বিশাল, উচ্চ, উন্নত, বিখ্যাত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ, তীব্র, কর্কশ, অত্যুৎকৃষ্ট, ক্রুদ্ধ, প্রচণ্ড, খুব বেশি, জমকালো, দুর্মূল্য, (সময় সম্বন্ধে) অত্যধিক অগ্রসর, পূর্ণ, প্রফুল্ল, দূরতম, প্রাচীন, উচ্চরব, আড়ম্বরশালী, গর্বিত, প্রচুর, অতি বৃহৎ, অসুর তুল্য। (কর্তৃকারক একবচনে) **ব্রহা** (**"মহা"** হইতে **"মহন্ত"** শব্দ গঠনের ন্যায়; = **দীঘ** (জাতক অর্থকথা)। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **ব্রহন্তা**; = **মহন্তা; ব্রহন্তা যমদূতা**—অসুরতুল্য যমদূত। (কর্মকারক একবচনে) **ব্রহন্তং।**

ব্রহন্ত অরঞ্‌ঞং—বিশাল বনভূমি, বিস্তীর্ণ অরণ্য, বনভূমি।

ব্রহন্ত পুপ্ফ—খুব বড় ফুল, সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত পুষ্প।

ব্রহন্ত বন—জঙ্গলে পরিপূর্ণ বন, মহারণ্য, বিশাল অরণ্য।

ব্রহন্ত সুখ—মহাসুখ। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ব্রহন্তসুখ বিবারজ্ঝান ঝাযিন**—ধ্যানীর মহা সুখময় ধ্যান।

ব্রহবন (ক্লী) বন্যবন অর্থাৎ দুর্গম জঙ্গল, গভীর বন, ভীষণ অরণ্য।

ব্রহা ⟹ ব্রহন্ত।

ব্রহ্ম (ক্লী) ব্রহ্ম, সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বতম উত্তম বস্তু, ব্রহ্মকায়িক দেবলোক, কুহক বা ইন্দ্রজাল, স্বর্গ, প্রাসাদ, ব্রহ্মালোকের অবস্থা বিশেষ (অর্থাৎ ১৬ প্রকার রূপ ব্রহ্মালোক এবং ৪ প্রকার অরূপ ব্রহ্মালোক—এই ২০ প্রকার ব্রহ্মালোকের অবস্থা)। = **ব্রহ্মন। সুকত ব্রহ্ম**—উত্তমরূপে গড়া বা রচিত স্বর্গ। ⟹ **বিমান** (ক্লী)। (পুং) সিদ্ধ পুরুষ, পবিত্র পুরুষ, ব্রাহ্মণ (যাঁহাকে অর্হত বলা হয়)। (কর্মকারকে) **ব্রহ্মং।** (সম্বোধনে) **ব্রহ্মে।** = **ব্রহ্মা'তি সেট্‌ঠবচনং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **ব্রাহ্মণ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিণ) ১ ধার্মিক, পবিত্র, আচারনিষ্ঠ, সাধু, ভক্ত, ব্রাহ্মণ্য। ২ স্বর্গীয়, অনুপম, পবিত্র, উচ্চতম এবং উত্তম গুণবিশিষ্ট, সম্ভ্রম উৎপাদক, শ্রদ্ধা উৎপাদনকারী, উন্নত, কল্পনাসম্ভূত, মানসিক, কল্পিত, চরম, শ্রেষ্ঠ, আদর্শ-স্বরূপ, অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ, অতি মহান। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্রহ্মা'তি মাতাপিতরো** ইত্যাদি। ৩ ধার্মিক, পবিত্র, পূত, অলঙ্ঘনীয়, ধর্মবিষয়ক, (ধর্মবিধি, আচার, স্তোত্র, ধর্মসঙ্গীত, কবচ, যাদুমন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে) স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মো মন্তে অধিযিত্বা।** (পেতবত্থু) **মন্তং ব্রহ্মা চিন্তিতং।** = **ব্রহ্মণানং অথায ব্রহ্মণা চিন্তিতং।**

ব্রহ্মক (বিণ) ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়। (যৌগিকে) **সব্রহ্মক।**

ব্রহ্মকপ্প (বিণ) ব্রহ্মা সদৃশ, ব্রহ্মার মতো।

ব্রহ্মকায—ব্রহ্মকায়, ব্রহ্মদেহ, ২০ প্রকার রূপারূপ ব্রহ্মালোকের সত্ত্ব [⟹ **ব্রহ্ম** (ক্লী)], ব্রহ্ম সত্ত্ব। **"কায"** শব্দে "প্রযুক্ত অর্থ (১ খ)" দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মকাযিক (বিণ) ব্রহ্মকায়িক, ২০ প্রকার রূপারূপ ব্রহ্মালোকের সত্ত্বগণ সম্বন্ধীয়। (পুং) দেবলোকের উপরিস্থ দেবগণ, ২০ প্রকার ব্রহ্মালোকের সত্ত্বগণ। = **ব্রহ্মকায, ব্রহ্মকাযিক দেবা।** ⟹ **ব্রহ্ম** (ক্লী)।

ব্রহ্মকাযিক দেবা (পুং, বহুবচন) রূপ ব্রহ্মালোক এবং অরূপ ব্রহ্মালোক এই ২০ প্রকার ব্রহ্মালোকের সত্ত্বগণকে ব্রহ্মকায়িক দেবতা বলা হয়। ⟹ **ব্রহ্ম** (ক্লী), **উপপত্তি দেব।**

ব্রহ্মকুত্ত—ব্রহ্মার কার্য অর্থাৎ ব্রহ্মাগণের কার্যের ন্যায় কার্য অথবা ব্রহ্মালোকে যাইবার উপযুক্ত করণীয় কার্য। [তুলনীয় (একই অর্থবাচক বৌদ্ধ সংস্কৃত) **যং মম পিত্রা কৃতং দেব কৃতং ন তু ব্রহ্মকৃতং তৎ** (দিব্যাবদান)। ⟹ **কুত্ত।**

ব্রহ্মগরিয (পুং) উত্তম বা অতি চমৎকার বাজিকর। (তুলনীয়) **ধম্মগরিয।**

ব্রহ্মগিরিয (পুং, বহুবচন) কোনো এক শ্রেণীর প্রাণী, সম্ভবত যে সব প্রাণী ব্রহ্মগিরিতে থাকে (অথবা কি কোনো এক শ্রেণীর লোক যাহারা কৌশল প্রদর্শক, অভিনেতা অথবা নট বা নর্তক?)।

ব্রহ্মঘট (পুং) ব্রাহ্মনগণের সঙ্গ বা সভা। = **ঘট** (২)।

ব্রহ্মঘোস (বিণ) ব্রহ্মার শব্দের ন্যায় শব্দ করে এমন (অর্থাৎ গুরুগম্ভীর শব্দকারী)।

ব্রহ্মচক্ক (ক্লী) চমৎকার চক্র অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মচক্র, ব্রহ্মচক্র, উত্তম চক্র, অতি উচ্চদরের গুণ, প্রধান যন্ত্র। **ব্রহ্মচক্কং পবত্তেতি**—বুদ্ধের ধর্মচক্র বা ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করে। ⟹ **চক্ক।**

ব্রহ্মচক্খু—ব্রহ্মচক্ষু, ব্রহ্মজ্ঞান লাভীর দৃষ্টি।

ব্রহ্মচরিয (ক্লী) ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচারীর ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষের স্মরণকীর্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব, ব্রত-বিশেষ, তাপসজীবন, মুনি সদৃশ জীবনযাপন, পবিত্রতা বা ধর্মজীবন-সম্বন্ধীয় ব্রত পালনের একটি দিক, বিশেষরূপে দৈহিক বা চরিত্রের বিশুদ্ধতা পালন, উত্তম এবং ধর্মসম্মত জীবনযাপন। **ব্রহ্মং চরিযং ব্রহ্মানং বা চরিযং = ব্রহ্মচরিযং** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। বৌদ্ধমতে এই শব্দের অর্থ:—দুঃখকে বিনাশ করিবার উপায়-স্বরূপ নৈতিক জীবন, ধার্মিক জীবন, পবিত্র জীবন, ধর্মনিষ্ঠ জীবন, (বিনয়ে) সংসার ত্যাগ, (দীর্ঘনিকায়ে) ধর্ম বা নীতি শিক্ষা। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্মচরিয পরিযোসান।** (সূত্রনিপাত) **ব্রহ্মচরিয বস-উত্তম।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **ব্রহ্মচরিয বসুত্তমং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্রহ্মচরিযং বুসসতি**—ধর্মনিষ্ঠ বা ধার্মিক জীবনযাপন করে; (তুলনীয়) **ব্রহ্মচরিযং বুসিতং** (অঙ্গুত্তর নিকায়ে

অর্হত শব্দের নিয়মেও দ্রষ্টব্য)। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **ব্রহ্মচরিযস্স কেবলিন**—ব্রহ্মচর্যে বা সৎ জীবন যাপনে সম্পূর্ণ প্রদত্ত বা উৎসর্গীকৃত; **ব্রহ্মচরিযং সন্তানেতুং**—ব্রহ্মচর্য বর্ধিত করিতে বা ক্রমাগত পালন করিতে; কোমার **ব্রহ্মচরিয**—শিষ্ট বা সুশিক্ষিত যুবকের ধর্ম বা ব্রহ্মচর্য শিক্ষা।

ব্রহ্মচরিযক (বিণ) ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য পালনকারী। (বি-ভা) **আদিব্রহ্মচরিযক** (দীর্ঘনিকায়)।

ব্রহ্মচরিযন্তরায [ব্রহ্মচরিয + অন্তরায] ব্রহ্মচর্য-অন্তরায়, ব্রহ্মচর্যের অন্তরায়, ব্রহ্মচর্য পালনে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক।

ব্রহ্মচরিয পরাযন (বিণ) ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, ব্রহ্মচর্য পালনে রত। ⟹ **পরাযন** [বিণ(১)]।

ব্রহ্মচরিযবন্ত (বিণ) ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য পালনকারী, ধর্মজীবন যাপিত, পবিত্র, ধার্মিক, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র।

ব্রহ্মচরিয বসুত্তম—উত্তম ব্রহ্মচর্য বাস। ⟹ **ব্রহ্মচরিয**।

ব্রহ্মচরিয বাস (পুং) ব্রহ্মচর্য বাস, দৈহিক বিশুদ্ধতার অবস্থা, দৈহিক বিশুদ্ধতা অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদি কামাচার বর্জন করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন, ধার্মিক এবং পবিত্র জীবন। ⟹ **বাস** (২গ)। (বিণ) ব্রহ্মচর্য পালনকারী, পবিত্র জীবনযাপনকারী।

ব্রহ্মচরিয বুসিত (বিণ) ব্রহ্মচর্য পালন করা হইয়াছে এমন, ব্রহ্মচর্য পালিত। ⟹ **ব্রহ্মচরিয**।

ব্রহ্মচরিযা (স্ত্রী) ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মার ন্যায় আচার, ধার্মিক জীবন, সম্পূর্ণ দৈহিক বিশুদ্ধতা। = **ধম্মচরিযা**।

ব্রহ্মচরিযানুগ্গহ—ব্রহ্মচর্যানুগ্রহ, পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য, ব্রহ্মচর্য পালনে উপকার।

ব্রহ্মচরিযাবসান—ব্রহ্মচর্য পালনে সমাপ্তি, অর্হত্ব, অর্হত্বফল।

ব্রহ্মচরিযূপদ্দব [ব্রহ্মচরিয+উপদ্দব] ব্রহ্মচর্য পালনে উপদ্রব, ধার্মিক জীবন রক্ষায় বিপদ, সংসার সম্বন্ধীয় কামনায় অবসন্নতা।

ব্রহ্মচারিন (বিণ) ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালনকারী, ধার্মিক বা পবিত্র জীবনযাপনকারী, পবিত্র, ভক্ত, ধার্মিক, আচারনিষ্ঠ, সাধু। (করণকারকে বহুবচনে) "ব্রহ্মচারিনো" এর পরিবর্তে "ব্রহ্মচারযে" (বিমানবত্থু)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ব্রহ্মং সেট্‌ঠং আচারং চরতীতি ব্রহ্মচারিন**। = **ব্রহ্মচারী**। ⟹ **চারিন**।

ব্রহ্মচারী (বিণ) ব্রহ্মচারী, প্রথমাশ্রমী, মৈথুনত্যাগী, ধর্মজীবন যাপনকারী। = **ব্রহ্মচারিন**।

ব্রহ্মচিন্তিত (বিণ) ব্রহ্মধ্যানে সিদ্ধ, স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত, (বিমানবত্থু) ব্রহ্মমন্ত্রে সিদ্ধ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ব্রহ্মেহি অথকাদীহি চিন্তিতং পঞ্ঞাচক্‌খুনা দিট্‌ঠং**—অষ্টকাদি ব্রহ্মগণ দ্বারা চিন্তা করা হইয়াছে এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা দর্শন করা হইয়াছে (যেমন বৈদিক স্তোত্রের রচনাকারীগণ বলেন "ব্রাহ্মণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিলেন")।

ব্রহ্মজ (বিণ) ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মজ বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মজচ্চ (বিণ) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মণজাতীয়, ব্রাহ্মণ পরিবার সম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মজাতিন = **দ্বিজাতিন**। ⟹ **দ্বিজাতিন**।

ব্রহ্মজাল (ক্লী) ব্রহ্মজাল, দিব্যজাল, চমৎকার জাল, অদ্ভুত জাল, এক সূত্রের নামবিশেষ অর্থাৎ দীর্ঘনিকায়ের "ব্রহ্মজাল সূত্র"। ⟹ **ধম্ম পরিযায**।

ব্রহ্মঞ্ঞ (ক্লী) ব্রহ্মণত্ব, পবিত্র জীবন, ব্রাহ্মণ। = **ব্রহ্মঞ্ঞতা**। (বিণ) ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়, ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়, ব্রহ্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুনি-ঋষি প্রভৃতি সম্বন্ধীয়, ব্রাহ্মণ পদবি সম্বন্ধীয়, উচ্চ শ্রেণীর আচরণ সম্বন্ধীয়, পবিত্র বা ধার্মিক জীবন যাপিত। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বলা হইয়াছে "সারিপুত্ত, মোগ্গল্লান, মহাকস্সপ ধর্মীয় পদবিতে ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ"।

ব্রহ্মঞ্ঞতা (ক্লী) ব্রাহ্মণের অবস্থা, ব্রাহ্মণত্ব, পবিত্র জীবন। = **ব্রহ্মঞ্ঞ** (ক্লী)।

ব্রহ্মঞ্ঞত্থ (ক্লী) ব্রহ্মত্ব, ব্রাহ্মণত্ব। = **ব্রহ্মঞ্ঞ** (ক্লী), **ব্রহ্মঞ্ঞতা**।

ব্রহ্মঞ্ঞা (স্ত্রী) = **ব্রাহ্মঞ্ঞা**। ⟹ **ব্রাহ্মঞ্ঞা**।

ব্রহ্মণ (ক্লী) = **ব্রহ্মন**। ⟹ **ব্রহ্মন**।

ব্রহ্মত্ত (ক্লী) ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মপদ, ব্রহ্মলোকের সত্ত্ব, ব্রহ্মকায়িক সত্ত্বের অবস্থা।

ব্রহ্মত্তভাব [ব্রহ্ম+অত্তভাব] ব্রহ্মত্বভাব, ব্রহ্মকায়িক দেবতারূপে অস্তিত্ব বা সত্ত্ব।

ব্রহ্মত্তর = **ব্রহ্মুত্তর**। ⟹ **ব্রহ্মুত্তর**।

ব্রহ্মদণ্ড (পুং) ১ ব্রহ্মদণ্ড, উচ্চতর শাস্তিবিধান, কঠোর শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড?), কাহারও সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক রহিত করিয়া বয়কটের ন্যায় শাস্তিবিধান। ২ ব্রহ্মশাপ, ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ৩ ব্রাহ্মণের যষ্টি বা লাঠি। ⟹ **দণ্ড** (৩)।

ব্রহ্মদত্ত (পুং) বারাণসী রাজ্যের প্রাচীন রাজাদের বংশপরম্পরা উপাধিবিশেষ। (জাতক) **অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্ত রজ্জং কারেন্তে**।

ব্রহ্মদাযাদ (পুং) ব্রহ্মার জ্ঞাতি বা উত্তরাধিকারী, ব্রহ্মসুখের উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য পালনে প্রীতিসুখ লাভ করেন তিনি উহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মসুখের ভাগী হন—ইহাই ব্রহ্মদায়াদ বা ব্রহ্মচর্যের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি)।

ব্রহ্মদেয্য (ক্লী) অতি চমৎকার দান, রাজদান, পূর্ণ ক্ষমতার সহিত দান (রাজাকর্তৃক ভূমিদান-সম্বন্ধে ইহা বলা

হইয়াছে)। = রাজদায, সেট্‌ঠ-দেয্যং। Dial-এর গ্রন্থে "ব্রহ্মদেয্য" এই যৌগিক শব্দের প্রথম শব্দ "ব্রহ্ম" এর অনুবাদ করা হইয়াছে "ব্রাহ্মণ" অর্থে। কিন্তু পালিতে এই যৌগিক শব্দের প্রথম শব্দ "ব্রহ্ম" এর অর্থ তাদৃশ নহে এবং আমাদের পাঠেও এই শব্দের প্রকৃত অর্থ "পূর্ণদান"। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থেও এই একই শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণকে দান" বোঝায় না। জাতক অর্থকথায় ইহার অর্থ "ব্রাহ্মণকে দান" বলা হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু ইহা সেই অর্থে প্রযুক্ত নহে। (জাতক) সুদিন্নং ব্রহ্মদেয্য। আমরা মনে করি Kern. (Kern. যদিও বুদ্ধঘোষকে অনুচিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন) এবং Fick. (যিনি "Sociale gliederung" গ্রন্থের অনুবাদে "ব্রাহ্মণকে দান" লিখিয়াছেন) উভয়েই অন্যায়রূপে ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছেন, তাঁহাদের (এবং অন্যান্যদের) অনুবাদ সন্দেহযুক্ত। পালি অনুসারে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "বুদ্ধভাষিত ব্রাহ্মণ যাঁহাকে অর্হত বলা হয় অথবা অনুত্তর সঙ্ঘক্ষেত্র"। সুতরাং যৌগিক শব্দ "ব্রহ্মদেয্য" এর অর্থ "শ্রেষ্ঠ দান অর্থাৎ অর্হতকে অথবা অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ দান"।

ব্রহ্মদেবতা—ব্রহ্মকায়িক দেবতা, ব্রহ্মভূমির বা ব্রহ্মলোকের সত্ত্ব। = ব্রহ্মাদেবতা। ⟹ ব্রহ্মকায়িক।

ব্রহ্মন (ক্লী) [তুলনীয়—(বৈদিক শব্দ) ব্রাহ্মন—(ক্লী) স্তব, প্রার্থনা, ব্রহ্ম, চিৎস্বরূপ, পরমেশ্বর, বেদমন্ত্র, বেদ, বেদজ্ঞান, ব্রহ্মতেজ, তত্ত্ব, তৎসৎ, তপস্যা; (কর্তৃকারক একবচনে) ব্রহ্ম] ১ শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, মহত্তম সদ্‌গুণ, সর্বোচ্চ নীতিশাস্ত্রের শেষ লক্ষ্য, চরম কল্যাণ বা মঙ্গল। বৌদ্ধদৃষ্টিতে ইহা ব্রহ্মমত (যাহা ব্রাহ্মণদের সহিত মতবিরোধ রক্ষা বা মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়) হইতে স্বতন্ত্র ভাবার্থে ব্যহৃত হয়। ইহা "ব্রহ্মা" (অথবা "ব্রহ্মন") এর ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মগণের ন্যায় একটি অবস্থা-বিশেষ। ⟹ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা। ২ বৈদিক মূল সাহিত্য, অস্পষ্ট দুর্বোধ্য গুপ্ত রহস্যপূর্ণ ধর্মমতাদির মোটামুটি বর্ণনা, প্রার্থনা, স্তব, স্তুতি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) ব্রহ্মং অণতী'তি ব্রাহ্মণো।

ব্রহ্মনিমন্তনিক (বিণ) ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে অনুরোধ বা আহ্বান জানানো হয় এরূপ, ব্রহ্মাকে বা ব্রহ্মকায়িক দেবতাকে নিমন্ত্রণ বা আহ্বান করিবার মতো। (পুং) "সুত্তন্ত" এর একটি উপাধি-বিশেষ।

ব্রহ্মনিম্মিত (বিণ) ব্রহ্মাকর্তৃক নির্মিত, ব্রহ্মার সৃষ্ট।

ব্রহ্মন্তো = বৃহন্তো। ⟹ বৃহতি।

ব্রহ্মপত্ত (বিণ) ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত, দেবগণের উপরিস্থ উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মাগণের অবস্থাপ্রাপ্ত। = ব্রহ্মপ্পত্ত।

ব্রহ্মপত্তি (স্ত্রী) ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি, উত্তম সুবিধাজনক স্থান বা অবস্থা প্রাপ্তি, দেবগণের উপরিস্থ ব্রহ্মত্বের অবস্থা প্রাপ্তি। = ব্রহ্মপ্পত্তি। ⟹ পত্তি [স্ত্রী(১)]।

ব্রহ্মপথ—ব্রহ্মলোকের গমনের পথ, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির উপায়, ব্রহ্মকায়িক দেবতার অবস্থা প্রাপ্তির উপায়।

ব্রহ্মপরায়ন (বিণ) ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মসাধক, ব্রহ্মার ভক্ত, ব্রহ্মলোকের অবস্থা প্রাপ্তির সাধক।

ব্রহ্মপরোহিত—এই শব্দটি ভুল; ইহার শুদ্ধ পাঠ হইবে "ব্রহ্মপুরোহিত"। ⟹ ব্রহ্মপুরোহিত।

ব্রহ্মপরিসা (স্ত্রী) ব্রহ্মা বা ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সভা।

ব্রহ্মপারিসজ্জ (বিণ) ব্রহ্ম পারিষদ সম্বন্ধীয়। (পুং) ১৬ প্রকার রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে একটি অবস্থার নামবিশেষ।

ব্রহ্মপুরোহিত (পুং) ১ মহাব্রহ্মার পুরোহিত বা মন্ত্রী। ২ ১৬ প্রকার রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে একটি অবস্থার নাম-বিশেষ। ইহা "ব্রহ্মপারিপজ্জ"-এর উপরিস্থ একটি অবস্থা। ব্রহ্মপুরোহিত দেব-- "ব্রহ্মপুরোহিত" নামক ব্রহ্মলোকে অবস্থানকারী সত্ত্ব বা ব্রহ্মকায়িক দেবতা।

ব্রহ্মপ্পত্ত (বিণ) ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত, উচ্চ অবস্থায় বা ব্রহ্মার অবস্থায় উপনীত। = ব্রহ্মপত্ত।

ব্রহ্মপ্পত্তি (স্ত্রী) ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকের অবস্থায় উপস্থিত। = ব্রহ্মপত্তি। ⟹ ব্রহ্মন (১)।

ব্রহ্মপ্ফোটন [ব্রহ্ম+অপ্ফোটন] ব্রহ্মস্ফোটন বা সরব প্রশংসা, অনুপম প্রশংসা, অতি উচ্চদরের সরব প্রশংসা, দিব্য শব্দে বা মহাশব্দে প্রশংসা। = ফোটন।

ব্রহ্মবন্ধু (পুং) ব্রহ্মার জ্ঞাতি বা আত্মীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অথবা বংশগত ব্রাহ্মণ অথবা নামে ব্রাহ্মণ (কিন্তু বস্তুত অযোগ্য ব্রাহ্মণ)।

ব্রহ্মভক্খ—শ্রেষ্ঠ খাদ্য, প্রণীত খাদ্য, দিব্য খাদ্য, উৎকৃষ্ট খাদ্য, ব্রহ্ম খাদ্য।

ব্রহ্মভত্ত (পুং) ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মসাধক, ব্রহ্মার পূজারী, ব্রহ্ম পূজারী।

ব্রহ্মভবন—ব্রহ্মভবন, ব্রহ্মার আবাসস্থান, ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মভূত (বিণ) ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মময়, আচার পদ্ধতিতে ব্রহ্ম সদৃশ, দিব্যসত্ত্ব, অতি চমৎকার সত্ত্ব। ইহা বুদ্ধ এবং অর্হত-সম্বন্ধে কথিত।

ব্রহ্মযান (ক্লী) ১ ব্রহ্মযান বা শ্রেষ্ঠ গাড়ি, উত্তম শকট, শ্রেষ্ঠ যান। সংযুক্ত নিকায়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক বর্ণনায়:—ব্রহ্মযান ধম্মযান। ⟹ যান (২)। ২ শ্রেষ্ঠ উচ্চতর মঙ্গলের পথ বা উপায়, সাধুতার বা উৎকর্ষের উপায়, ধর্মের পথ, দয়া বা সদাশয়তার উপায়, ব্রহ্মলোকে গমনের উপায়। (তুলনীয়) ব্রহ্মপথ। (জাতক অর্থকথায়) অরিযভূমি।

ব্রহ্মযান ধম্মযান—অতি শ্রেষ্ঠ এবং চমৎকার গাড়ি। ⟹ ব্রহ্মযান (১), যান (২)।

ব্রহ্মযানিয (বিণ) ব্রহ্মার দিকে চালিত অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মত্ব লাভের চেষ্টায় রত, ব্রহ্মসাধক।

ব্রহ্মলোক (পুং) ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মাগণের আবাসস্থান, উর্দ্ধতম

জগৎ, দেবগণের উপরিস্থ ২০ প্রকার জগতের বা সত্ত্বাবাসের সমষ্টি। ব্রহ্মলোক বলিলে রূপ এবং অরূপ এই ২০ প্রকার ব্রহ্ম সত্ত্বগণের আবাস স্থানকে বুঝায়। এই ২০ ব্রহ্মলোক স্বরূপ এবং অরূপ ভেদে দ্বিবিধ, যথা—স্বরূপ অর্থাৎ ১৬ প্রকার রূপ ব্রহ্মলোক (দৃশ্যমান দেহধারী ব্রহ্ম সত্ত্বগণের আবাস স্থান) এবং ৪ প্রকার অরূপ ব্রহ্মলোক (অদৃশ্য বা সূক্ষ্ম দেহধারী ব্রহ্মসত্ত্বগণের আবাসস্থান)। ইহারা সকলে অবিরাম ধ্যানে রত থাকিয়া ধার্মিক জীবনযাপন করেন, তাঁহাদের চিত্ত ধ্যানগত চিত্ত। তাঁহারা সর্বপ্রকার কামাস্বাদ হইতে বিরত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উর্ধ্বস্থ এই সব সত্ত্বনিবাসকে "**সহস্সী চূড়নিকা লোকধাতু**" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মগণ অন্যান্য দেবগণের ন্যায় আবশ্যকরূপে "**সোতাপন্না**" নহেন অথবা "**সম্বোধিপরায়না**" অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তির মার্গেও নহেন; বুদ্ধে, ধর্মে এবং সঙ্ঘে তাঁহাদের শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে এবং তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁহাদের ঈদৃশ সত্ত্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ধর্মপদ অর্থকথায় বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মলোকে স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটে না অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত্বগণ কেবল পুরুষলোক তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক নাই। (মধ্যম নিকায়) যাব **ব্রহ্মলোকা পি**—এমন কি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, (বর্ণনায় বলা হইয়াছে) যতদূর সম্ভব ভবাগ্র পর্যন্ত। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মলোকূপগ**—ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতেছে বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছে এমন। (সূত্রনিপাত) **ব্রহ্মলোকূপপত্তি**—ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি বা পুনরায় জন্মগ্রহণ। (জাতক) **ব্রহ্মলোক পরায়ন**—ব্রহ্মপরায়ণ অর্থাৎ যেই সাধকের শেষ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মলোক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্রহ্মলোক সহব্যতা**—ব্রহ্মগণের সঙ্গ।

ব্রহ্মলোক পরায়ন (বিণ) ব্রহ্মলোক পরায়ণ, ব্রহ্মলোকের প্রতি অনুরক্ত, ব্রহ্মলোক অভীষ্ট, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমনের ইচ্ছুক, যে সাধকের শেষ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার কার্যে রত (অর্থাৎ ব্রহ্মবিহার ভাবনায় বা ধ্যানে রত যদ্দারা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়)। ⟹ **ব্রহ্মলোক**, **পরায়ন** [বিণ(২)]।

ব্রহ্মলোক সহব্যতা (স্ত্রী) ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সঙ্গ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মগণের সম্মেলন বা সভা। ⟹ **ব্রহ্মলোক**।

ব্রহ্মলোকূপগ (বিণ) [ব্রহ্মলোক+উপগ] ব্রহ্মলোকে যাইতেছে বা উৎপন্ন হইতেছে এমন, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছে এমন। ⟹ **ব্রহ্মলোক**।

ব্রহ্মলোকূপপত্তি (স্ত্রী) ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি, পুনরায় ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ। ⟹ **ব্রহ্মলোক**।

ব্রহ্মবচ্চসিন (বিণ) মহাব্রহ্মার শরীরের মত শরীরধারী। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মবচ্চসিন ব্রহ্মবণ্ণিন**। **ব্রহ্মবচ্চসী'তি মহাব্রহ্মুণো সরীর-সদিসেন সরীরেন সমন্নাগতো**।

ব্রহ্মবণ্ণিন (বিণ) মহাব্রহ্মার ন্যায় যাহার আকার প্রকার অথবা (মুখের) বর্ণ আছে এমন। **ব্রহ্মবণ্ণী'তি সেট্ঠবণ্ণী**। ⟹ **ব্রহ্মবচ্চসিন**।

ব্রহ্মবতী (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক ধ্যানের মাধ্যমে ব্রহ্মার গুণে গুণান্বিতা হইয়াছেন।

ব্রহ্মবন্ত (বিণ) ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত, ব্রহ্মার গুণে গুণান্বিত।

ব্রহ্মবাদ—ব্রহ্মবাদ, অতি চমৎকার কথা, শ্রেষ্ঠ কথা।

ব্রহ্মবিমান (ক্লী) ব্রহ্ম বিমান, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার প্রাসাদ, ব্রহ্মনিবাস, অতি চমৎকার প্রাসাদ, উর্ধ্বতম স্বর্গ। ⟹ **বিমান** (জ)।

ব্রহ্মবিহার (পুং) ব্রহ্মবিহার, মনের উন্নত বা ব্রহ্ম অবস্থা, ব্রহ্মার তুল্য অবস্থা বা অবস্থান, সুখময় ধ্যান (ক। পরার্থপর অথবা নিঃস্বার্থ ধারণা বা মনোভাব, খ। মনের সমভাব বা স্থিরতা-সম্বন্ধে অনুশীলন)। ইহা একটি ভাবনাও বটে। এই ব্রহ্মবিহার ভাবনা বা ধ্যান চারিপ্রকারে সাধিত হয়; সেই চারি প্রকার, যথা—**মেত্তা**, **করুণা**, **মুদিতা**, **উপেক্খা** (বিশুদ্ধিমার্গে দ্রষ্টব্য)। "**ব্রহ্মবিহার**" দীর্ঘনিকায়ে উল্লিখিত তিন প্রকার "**বিহার**" এর মধ্যে একটি; তিন প্রকার "**বিহার**", যথা—**দিব্ববিহার**, **ব্রহ্মবিহার**, **অরিযবিহার**। (জাতক) **ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা ... ব্রহ্মলোকূপগ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ব্রহ্মবিহার নিদ্দেস**। ⟹ **বিহার** (২)।

ব্রহ্মবেঠন (ক্লী) ব্রাহ্মণগণের শিরস্ত্রাণ বা মাথার পাগড়ি, ব্রাহ্মণদের মস্তকাবরণ। **ব্রহ্মবেঠন** = **ব্রহ্ম** (৩) অর্থে পাঠ কৃচিৎ দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মসম (বিণ) ব্রহ্মসম, ব্রহ্মার সমান, ব্রহ্মা সদৃশ।

ব্রহ্মস্সর (পুং) ব্রহ্মার স্বর, স্বর্গীয় শব্দ, বুদ্ধের সুন্দর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর (যাহা সুন্দর অষ্টগুণ সমন্বিত)।

ব্রহ্মা (পুং) [(বৈদিক) ব্রহ্মান (পুং) যে ব্যক্তি স্তব বা প্রার্থনা করেন অথবা বেদমন্ত্রাদি আবৃত্তি করেন। (কর্তৃকারক একবচনে) ব্রহ্মা] ১ ব্রহ্মা, ব্রহ্মকায়িক দেবতা, দেবরাজ, সৃষ্টিকর্তা, দেবপ্রধান, বিশ্বস্রষ্টা (দীর্ঘনিকায়—**বসবত্তী ইস্সরো কত্তা নিম্মাতা**)। ইনিকে দীর্ঘনিকায়ে "**মহাব্রহ্মা, সনঙ্কুমার**" এবং বিনয়ে "**সহম্পত্তি**" বলা হইয়াছে। কথাবত্থুতে ইহার আয়ু প্রমাণ এক কল্প বৎসর বলা হইয়াছে। (কর্তৃকারকে) **ব্রহ্মা**। "**বুদ্ধভগবা**" এর ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধিমার্গে বলা হইয়াছে "**ব্রহ্মানং অতিব্রহ্মা**"। (সূত্রঅর্থকথায়) **ব্রহ্মা মহানুভাবো**। (সম্বন্ধপদ এবং অপাদান কারকে) **ব্রহ্মনো**। (করণ কারকে) **ব্রহ্মনা**। (কর্মকারকে) **ব্রহ্মানং**। (সম্বোধনে) **ব্রহ্মে**। ২ ব্রহ্মা, ব্রহ্মকায়িক দেবতা, সুখী এবং অনিন্দনীয় ব্রহ্মসত্ত্ব, দেবলোকের উর্ধ্বে ব্রহ্মলোকের সত্ত্ব, ২০ প্রকার রূপ এবং অরূপ ব্রহ্মলোকের যে কোনো স্তরে বা অবস্থায় অবস্থানকারী যে কোনো সত্ত্ব (যেখানে মহাপুণ্যফলে সত্ত্বগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন)। যিনি চির ব্রহ্মচর্য পালনকারী তিনি ব্রহ্মা নামে খ্যাত; কারণ ব্রহ্মার স্বরূপ ব্রহ্মচর্য। (কর্তৃকারকে) **ব্রহ্মা**। (সংযুক্ত

নিকায়ে) **বকব্রহ্মা**। (পেতবথু অর্থকথা) **ব্রহ্মদেবতা** ("**ব্রহ্মদেবতা**" এর পরিবর্তে?)। (সম্বন্ধপদ এবং অপাদান কারকে) **ব্রহ্মুনো**। (করণকারকে) **ব্রহ্মুনা**, **ব্রহ্মানো**। (সম্বোধনে) **ব্রহ্মে**। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **ব্রহ্মানো**; (জাতকে) **মহাব্রহ্মা**। (সম্বন্ধপদ বহুবচনে) **ব্রহ্মানং**। ⟹ **ব্রহ্ম**, **ব্রহ্মন**।

ব্রহ্মাদেবতা—ব্রহ্মলোকবাসী সত্ত্ব। = **ব্রহ্মদেবতা**।

ব্রহ্মুজুগত (বিণ) যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ব্রহ্মসত্ত্বের জন্য খুব সোজা বা সরল রহিয়াছে এমন। ইহা ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে একটি।

ব্রহ্মুণা (পুং) যিনি বা যাঁহারা ব্রহ্মাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ব্রহ্মাগণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ব্রহ্মুত্তম (বিণ) ব্রহ্মুত্তম, ব্রহ্মাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাতিব্রহ্মা।

ব্রহ্মুত্তর (বিণ) "এমন কি ব্রহ্মগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চতর" অর্থাৎ অনতিক্রান্ত, মহৎ, জাঁকালো, ঐশ্বর্যশালী, গুণবান। = **সুবণ্ণপাসাদ** (জাতক অর্থকথা)।

ব্রহ্মুপ্পত্তি (স্ত্রী) ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি বা জন্মলাভ।

ব্রহ্মূপোসথ—ব্রহ্ম-উপোসথ, বুদ্ধ প্রবর্তিত ব্রহ্মবিহার ভাবনার নিয়ম অনুসারে ধ্যানকার্য সহ উর্ধ্বতম ধর্ম পালন এবং উপোসথশীল পালন।

ব্রাহ্মঞ্ঞ = **ব্রহ্মঞ্ঞ**। ⟹ **ব্রহ্মঞ্ঞ**।

ব্রাহ্মঞ্ঞতা = **ব্রহ্মঞ্ঞতা**। ⟹ **ব্রহ্মঞ্ঞতা**।

ব্রাহ্মঞ্ঞত্থ = **ব্রহ্মঞ্ঞত্থ**। ⟹ **ব্রহ্মঞ্ঞত্থ**।

ব্রাহ্মঞ্ঞা—উচ্চতম বা পবিত্র অবস্থা, ধার্মিক জীবনের বা ব্যক্তির সম্মানসূচক পদবি। = **ব্রাহ্মণধম্ম** (জাতক অর্থকথা)।

ব্রাহ্মণ (পুং) ১ [(তুলনীয়) বৈদিক—ব্রাহ্মণ] ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুলজ ব্রাহ্মণ, জাতিতে ব্রাহ্মণ, জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বৌদ্ধমতে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে:—"যাঁহারা পবিত্র পুরুষ, যাঁহারা নিষ্পাপ, যাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে জীবনযাপন করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহারা অর্হত হইয়াছেন, যাঁহারা বিরজঃ বিমল শুদ্ধ ব্রহ্মচারী তাঁহারাই ব্রাহ্মণ"। = **বাহিতো পাপো'তি ব্রাহ্মণ**। জাতকে যে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহারা সকলে জন্মের দ্বারা বা জাতিতেই ব্রাহ্মণ। মহানির্দেশে বৌদ্ধভিক্ষু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—"**সত্তন্নং ধম্মানং বাহিতত্তা ব্রাহ্মণো**"। মহানির্দেশে ভোবাদী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—"**যে কেচি ভো-বাদিকা**"। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ব্রহ্মা-সুখবিহার-ঝান-ঝায়িন ব্রাহ্মণ**। (দীর্ঘনিকায়) **পাপং বাহেসুং ব্রাহ্মণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বাহিত-পাপত্তা ব্রাহ্মণ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অরিয়া বাহিত পাপত্তা ব্রাহ্মণ**। (বহুবচন) **ব্রাহ্মণাসে** (সূত্রনিপাত)। পালি সাহিত্যে সর্বপ্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **মহাসালা ব্রাহ্মণ**; **ব্রাহ্মণদূত**; (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রাহ্মণকুমার**; (মধ্যম নিকায়) **ব্রাহ্মণকরণা ধম্মা**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তেবিজ্জা ব্রাহ্মণা**; (ধর্মপদ) **ব্রাহ্মণবগ্গ**। অর্হত সম্বন্ধে:—(বিনয়) **ব্রাহ্মণ পরিনিব্বুত**; (থেরগাথা) **ব্রহ্ম-বন্ধু পুরে আসিং, ইদানি খো'ম্‌হি ব্রাহ্মণো**; (ধর্মপদ, সূত্রনিপাত) **কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো**। জাতকে দশ প্রকার ব্রাহ্মণকে "**অপেতা ব্রহ্মঞ্ঞা**" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা ব্রহ্মত্ব হইতে চ্যুত বলা হইয়াছে। দীর্ঘনিকায়ের "**তেবিজ্জা সুত্ত**" এতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের উল্লেখ আছে। (বিনয়) **ব্রাহ্মণানং পুব্বকা ইসযো মন্তানং কত্তারো**—বৈদিক মন্ত্র রচনায় অনুপ্রাণিত প্রাচীনকালের দশজন ভাবিদর্শী ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের নাম, যথা—**অট্‌ঠক**, **বামক**, **বামদেব**, **বেস্‌সামিত্ত**, **যমতগ্গি**, **অঙ্গিরস**, **ভারদ্বাজ**, **বাসেট্‌ঠ**, **কস্‌সপ**, **ভগু**। ২ যথার্থ ব্রাহ্মণের অবস্থা, অর্হত্ব অবস্থা, চরম পবিত্রতা।

ব্রাহ্মণকঞ্ঞা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ কন্যা, ব্রাহ্মণের মেয়ে।

ব্রাহ্মণকরণা (ক্লী, বহুবচন) (এখানে ব্রাহ্মণ অর্থে অর্হতকে বুঝাইয়াছে) ব্রাহ্মণের করণীয় কার্যসমূহ, অর্হত্ব প্রাপ্তির কার্যপ্রণালীসমূহ। যেই যেই কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অর্হত্ব লাভ করা যাহা তাহা "**ব্রাহ্মণকরণা**" অর্থাৎ "শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা" অর্জন। (দীর্ঘনিকায়) **যেসং ধম্মানং গোতমো বণ্ণবাদিন তেসং ধম্মানং ব্রাহ্মণকরণা**; (তুলনীয়) **সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুত্তি চ অনুত্তরা-অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা গোতমেন যসস্‌সিনা** (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **ব্রাহ্মণ** (১)।

ব্রাহ্মণকুমারিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণকুমারী, ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যা।

ব্রাহ্মণকুল (ক্লী) ব্রাহ্মণকুল, ব্রাহ্মণবংশ, ব্রাহ্মণজাতি, ব্রাহ্মণ পরিবার। ⟹ **গহপতি**।

ব্রাহ্মণগহপতিক (পুং) ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তি বা গৃহস্থলোক, পুরোহিত এবং জোতদার বা তালুকদার, পুরোহিত এবং গৃহীলোক। ⟹ **গহপতি** (২), **গহপতিক**।

ব্রাহ্মণগহপতিকা (পুং, বহুবচন) পুরোহিত এবং সাধারণ গৃহীলোকেরা। ⟹ **ব্রাহ্মণগহপতিক**।

ব্রাহ্মণগাম—ব্রাহ্মণগ্রাম, ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রাম, যেই গ্রামের অধিবাসী সকলেই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণঘট (পুং) বহু ব্রাহ্মণের একত্রে সমাবেশ, ব্রাহ্মণ সম্মেলন। ⟹ **ঘট** (২)।

ব্রাহ্মণধম্ম—ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম। বৌদ্ধদৃষ্টি এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ্যদৃষ্টি—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলনীয়। **ব্রাহ্মণ**, (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ব্রাহ্মণধম্মিক সুত** দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণপুত্ত (পুং) ব্রাহ্মণপুত্র, ব্রাহ্মণের ছেলে।

ব্রাহ্মণভোজন (ক্লী) ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়ানো, ব্রাহ্মণগণকে খাদ্যবস্তু বা আহার ভিক্ষা দান।

ব্রাহ্মণমহাসাল—ধনী-অভিজাত ব্রাহ্মণ। ⟹ **গহপতি**।

ব্রাহ্মণমাণব (পুং) ব্রাহ্মণযুবক।

ব্রাহ্মণরূপ (ক্লী) ব্রাহ্মণের আকার, ব্রাহ্মণের ন্যায় গঠন বা মুখ ও দেহাবয়ব অর্থাৎ দেখিতে ব্রাহ্মণের ন্যায়।

ব্রাহ্মণবড়্ঢকী (পুং) ব্রাহ্মণ সূত্রধর, যে ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়া ছুতার মিস্ত্রির কাজ করে, ব্রাহ্মণ ছুতারমিস্ত্রি। ⟹ **বড়্ঢকী**।

ব্রাহ্মণবণ্ণিন (বিণ) যাহার আকৃতি এবং চেহারা দেখিতে ব্রাহ্মণের ন্যায় এমন।

ব্রাহ্মণবাচনক (ক্লী) ১ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদমন্ত্র আবৃত্তি। ২ ব্রাহ্মণের বিতর্ক বা বাদানুবাদ, ব্রাহ্মণের কতিপয় বাগ্মিতা প্রদর্শন।

ব্রাহ্মণবাটক (পুং) ব্রাহ্মণদের চক্র, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ব্রাহ্মণ পরিষদ। ⟹ **বাটক**।

ব্রাহ্মণবাণিজ (পুং) ব্রাহ্মণবণিক, ব্রাহ্মণ সওদাগর।

ব্রাহ্মণসচ্চ (ক্লী) ব্রাহ্মণ্য (নির্ধারিত নিয়মাদি বা ধর্মসম্মত) সত্য। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ ভাষিত চারি প্রকার "**ব্রাহ্মণ সচ্চানি**" অর্থাৎ চতুর্বিধ ব্রাহ্মণ্য সত্যের বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা চতুর্বিধ "**অরিয সচ্চানি**" বা আর্যসত্য হইতে স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মণানং সময়ে—ব্রাহ্মণদের ধর্মে। ⟹ **সময়ে**।

ব্রাহ্মণিব্ভা [ব্রাহ্মণ+ইব্‌ভা] ব্রাহ্মণগণ এবং বৈশ্যগণ।

ব্রাহ্মণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ গৃহিণী, ব্রাহ্মণের স্ত্রী, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পত্নী।

ব্রাহ্মণীপজা (পুং) ব্রাহ্মণদের বংশধর, ব্রাহ্মণগণের বংশপরম্পরা বংশধরগণ, ব্রাহ্মণজাতি। ⟹ **পজা**।

ব্রূতি (ক্রি) [√ব্রূ+অ] বলা, কহা, কথায় প্রকাশ করা, বিবৃতি দান করা, অনুমান করা, ধরিয়া লওয়া, বলাবলি করা, গুজব রটানো, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, উচ্চারণ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, বাক্য স্ফুট হওয়া, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, গণনা করা, সংখ্যা করা, জানানো, বর্ণনা করা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বোঝা, আদেশ করা, স্থির করা, চেনা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, ফলপ্রদ হওয়া, বিবরণ দেওয়া, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, প্রমাণ করা, দৃষ্টিগোচর হওয়া, দেখানো, প্রতীয়মান করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। (বর্তমান উত্তম পুরুষ একবচনে) **ব্রূমি**; (নির্দেশগ্রন্থ বর্ণনায়) **আচিক্খামি, দেসেমি, পঞ্ঞাপেমি** ইত্যাদি; = **কথেমি** (পতবত্থু অর্থকথা)। (বর্তমান মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ব্রূসি**। (বর্তমান প্রথম পুরুষ একবচনে) **ব্রূতি**। (পঞ্চমী) **ব্রূহি**। (অতীত) **অব্রবি, অব্রূবি, ব্রবি**; (অতীত প্রথমপুরুষ একবচনে) **ব্রবিত্থ**; = **কথেসি**। (অতীত উত্তমপুরুষ একবচনে) **অব্রবিং** (অতীত প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **অব্রবুং**। (ব-বিণ) **ব্রুবন্ত**। (ক্রি-বি) **ব্রুবিত্বা**।

ব্রূমেতি (ক্রি) বলা, কথা, কথায় প্রকাশ করা, বিবৃতি দান করা, অনুমান করা, ধরিয়া লওয়া, বলাবলি করা, গুজব রটানো। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ব্রূমেতৃ'তি বদতু**।

ব্রূহন (ক্লী) বিস্তৃতি, প্রসারণ, বৃদ্ধি, প্রসারিত, বস্তু, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তানসন্ততি, ব্যাপ্তি, বিস্তৃত করার কাজ, অল্পবৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ, উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসারণ, কৃষিকার্য, উন্নতিসাধন, শিষ্টাচার, শিক্ষা, চরম উন্নতি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুখব্রূহন**। (তুলনীয়) **উপব্রূহন**।

ব্রূহেতর (পুং) বৃদ্ধিকারক, উন্নয়ন-কারক, সম্প্রসারক, যে ব্যক্তি অভ্যাস করে বা নিত্য করে, যে ব্যক্তি পুনঃপুন করে, উৎসর্গীকৃত বা অনুরক্ত ব্যক্তি। (বি-ভা) **ব্রূহেতা সুঞ্ঞাগারানং**—নির্জন স্থানসমূহে অভ্যস্থ ব্যক্তি, নির্জন স্থানে ধ্যানে রত ব্যক্তি, নির্জন ধ্যানে রত ব্যক্তি।

ব্রূহেতি (ক্রি) [√ব্রূহ+এ] উৎপন্ন করা, বৃদ্ধি করা, বর্ধিত হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, সম্প্রসারণ করা, প্রসারিত করা, বিকাশ করা, প্রকাশ করা, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রচ্ছন্ন ছবি প্রকাশ করা, স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ হওয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, উন্নতি হওয়া, বিকশিত হওয়া, উন্নত করা, বর্ধিত করা, উত্তেজিত করা, উন্নীত করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, আত্মোৎসর্গ করা বা নিজেকে নিযুক্ত করা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, পরিপুষ্ট করা, লালনপালন করা, পোষণ করা, উৎসাহ দেওয়া, আনন্দ করা বা দেওয়া। = **সেবতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **সদ্ধং ব্রূহেতি**। (সূত্রনিপাত) **কম্মানি ব্রূহেতি**। (পঞ্চমী) **ব্রূহয** = **বড়্ঢয** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সন্দেন সোতং ব্রূহেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বড়্ঢেতি ব্রূহেতি** ("**আভাবেতি**" শব্দের পরিবর্তে)। (তুলনীয়) **অনুব্রূহেতি, পরিব্রূহেতি**।

ভ—প বর্গের চতুর্থ ব্যঞ্জন ওষ্ঠজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠজ বর্ণ বলে।

ভকুটি(স্ত্রী) (সংস্কৃত—ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি) ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটী, ক্রোধাদির হেতু ভ্রূর বক্রতা, ভ্রূভঙ্গি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভকুটিকরণ**। = **ভূকুটি**।

ভক্‌খ (বিণ) ১ খায় এমন, খাওয়ায় এমন। (দীর্ঘনিকায়) **সাকভক্‌খ**। (সংযুক্ত নিকায়) **পহূত ভক্‌খ**—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত; **কোধভক্‌খ**। (পেতবত্থু) **লোহিতপুব্ব ভক্‌খ**। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **তিণভক্‌খ**। ২ ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়, ভোজনীয়, খাইবার যোগ্য, ভক্ষণযোগ্য, খাইবার উপযোগী। (যৌগিকে) **অপ্পভক্‌খ**—খাদ্য দেওয়া হয় না এমন।

ভক্‌খং (ক্লী) ভক্ষ্যদ্রব্য, খাদ্যবস্তু, ভোজনীয় সামগ্রী, খাইবার জিনিস, শিকার।

ভক্‌খতি (ক্রি) [√ভক্‌খ+অ] ভক্ষণ করা, ভোজন করা, খাওয়া, খাওয়ানো। (পেতবত্থু) **পুব্ব-লোহিতং ভক্‌খতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বাতং ভক্‌খতি**। (অতীত) **ভক্‌খি**। (অ-বিণ) **ভক্‌খিত**। (তুম) **ভক্‌খিতুং**। (করণে) **ভক্‌খেতি**।

ভক্‌খন (ক্লী) ভক্ষণ, ভোজন, খাওয়া বা খাদ্য গ্রহণ।

ভক্‌খা (বহুবচন শব্দ) খাদ্যদ্রব্য, যে কোনো খাদ্যবস্তু। = **ভোজন** (জাতক অর্থকথা); **আহার** (পেতবত্থু অর্থকথা)। এই "**ভক্‌খ**" শব্দটি প্রায়ই গাথায় ব্যবহৃত হয়। (বি-ভা) **দিব্বা ভক্‌খা পাতু ভবন্তি**। [(তুলনীয়) বৈদিক—"ভক্ষ"—(পুং) খাদ্য দান বা খাওয়ানো, ভোজন গ্রহণ; (বর্ণনায়) "সোম" পান এবং এইরূপ কিছু কিছু অদ্ভুত ধরনের।]

ভক্‌খিত (বিণ) ভক্ষিত, খাইয়াছে এমন। ⟹ **ভক্‌খতি**।

ভক্‌খেতি (ক্রি) [√ভক্‌খ+এ] = **ভক্‌খতি**। ⟹ **ভক্‌খতি**।

ভগ (ক্লী) ১ ভাগ্য, অদৃষ্ট, প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম, সৌভাগ্য, ভগ, ঐশ্বর্য-বীর্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য—এই ছয় বস্তু, সৌন্দর্য, উৎকর্ষ, মহাত্মা, ইচ্ছা, যত্ন, ধর্ম, মোক্ষ, শক্তি, দৈব, নিয়তি, ঐশ্বর্য, অংশ, ভাগ, অধিক সংখ্যা। "**ভগ**" শব্দ গাথায় (কবিতায়):—**ভগেহি চ বিভত্ত বা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**ভগবা**" শব্দের বর্ণনায়); দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**ভগ**" শব্দের পরিবর্তে "**ভব**", "**পব**" শব্দের পাঠও দৃষ্ট হয়। ২ ভগ, স্ত্রীযোনি, গুহ্যদেশ।

ভগন্দল (পুং) ভগন্দর, গুহ্যদ্বারে ব্রণরোগ। = **ভগন্দলা**।

ভগন্দলা (স্ত্রী) ভগন্দর, ক্ষত, নালী ঘা। = **ভগন্দল**।

ভগলবতি—"ভগলবতি" নামক একটি সভাগৃহ (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **ভগলবন্ত**।

ভগলবন্ত—একটি পর্বতের নাম-বিশেষ। (অধিকরণ কারকে) **ভগলবতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভগলবতি পব্বতে**।

ভগবতো পুত্ত (পুং) ভগবানের ধর্মপুত্র অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানপ্রাপ্ত শিষ্য (যেমন—সারিপুত্র, কশ্যপ প্রভৃতি অর্হতগণ)।

ভগবন্ত (বিণ) (বৈদিক—ভগবন্ত) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, শুভ, উজ্জ্বল, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, মহান, সম্মানজনক, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তি বা সম্ভ্রম উৎপাদক, উন্নত। (পুং) বুদ্ধ, মুক্তপুরুষ, পবিত্র মহামানব, পূর্ণজ্ঞানী পুরুষ, ভগবান। **অম্হাকং ভগবন্ত**—আমাদের ভগবান (এইরূপে বুদ্ধ নামে প্রযুক্ত হয়)।

ভগবন্ত (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, শুভ। (পুং) বুদ্ধ। = **ভগবন্ত**। (কর্তৃকারক একবচনে) **ভগবা**। ⟹ **ভগবা**।

ভগবা (পুং) (সাধারণ অর্থে:—) ভগবান, প্রভু, শাসনকর্তা, স্বামী, উর্ধ্বতন ব্যক্তি; (বিশেষ অর্থে:—) বুদ্ধ, যিনি লৌকিক বিষয়ে সর্বপ্রকার আসক্তি অনুরাগাদি বিনষ্ট করিয়াছেন এবং যিনি লোকোত্তর জ্ঞানে নির্বাণ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি ভাগ্যবান বা ভগবান, যিনি পুনর্বার সংসারাগমনের পথে চিরতরে বাঁধ দিয়াছেন বা পথ বন্ধ করিয়াছেন তিনি ভগবান, যিনি রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করিয়া জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন তিনি ভগবান। "**ভগবা**" এই নামকরণে বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যায় "**ভ**" অর্থে "**ভব**", "**গ**" অর্থে "গমনের জন্য দাঁড়ানো বা স্থিরতা" এবং "**ব**" অর্থে "**বন্ত**" অর্থাৎ "**প্রাপ্ত বা অধিকারী**"; এখন "**ভগবা**" শব্দের পূর্ণাঙ্গ অর্থ "**ভব হইতে গমনে স্থিরতা প্রাপ্ত অর্থাৎ ভবে পুনরাগমন বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবেন না**" এই অর্থে "**ভগবা**"। ⟹ **বুদ্ধ** (২)। (বিণ) পূজ্য, পূজনীয়, নমস্য, ভাগ্যবান। ⟹ **ভাগবন্ত**।

ভগবান (পুং) ভগবান, বুদ্ধ। তিনি সর্বক্লেশ অরির মূল রাগ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত বলিয়া ভাগ্যবান অর্থে ভগবান।

ভগিনিমালা (স্ত্রী) একজাতীয় বৃক্ষের নাম-বিশেষ। = **উপরিভদ্দক, ভগিনীমাল**।

ভগিনী (স্ত্রী) ভগিনী, ভগ্নী, সহোদরা, বোন, ভগিনীবৎ

কেহ, মা-মাসি-পিসি প্রভৃতি ছাড়া অন্য যে কোনো স্ত্রীলোক, ধর্মীয় সঙ্ঘের স্ত্রীলোক, হাসপাতালের বয়স্কা ধাত্রী। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**ভগিনী**" সম্বন্ধে জনপ্রিয় বর্ণনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ভগবতী'তি ভগিনী**।

ভগিনীমত্তিন (বিণ) ভগিনী তুল্য, ভগিনী সদৃশ।

ভগিনীমাল ১ "ভগিনীমালা" নামে ফুল বা পাতা প্রভৃতির মালা(?)। ২ ভগিনীমালা নামক বৃক্ষ, এক বৃক্ষের নাম-বিশেষ। = **উপরিভদ্দক, ভগিনিমালা**।

ভগ্‌গ (বিণ) ভগ্ন, খণ্ডিত, ভাঙ্গা, পরাজিত, নিরস্ত, অপমানিত, বিনষ্ট, ছিন্ন। (বি-ভা) **সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা** (জাতক)। ধর্মপদে "**ফাসুকা**" অর্থে "**পাপকা**"। ধর্মপদ অর্থকথায় (কৃত্রিমভাবে) ব্যাখ্যা:-- **অবসেস-কিলেস-ফাসুকা ভগ্‌গা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভগ্‌গা পাপকা ধম্মা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভগ্‌গা কিলেসা**। মহানির্দেশে "**ভগবা**" সম্পর্কে:— **ভগ্‌গরাগ-ভগ্‌গদোস-ভগ্‌গমোহ**। ⟹ **ভগ্গতি**। (স্ত্রী) ভাগ্য, অদৃষ্ট, দৈব, প্রাক্তন, শুভাশুভ কর্ম, নিয়তি, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ, সুখ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অকাসি ভগ্‌গং'তি গরূ'তি ভাগ্যবা** ইত্যাদি। ⟹ **ভগ্গতি**।

ভগ্‌গব (পুং) কুম্ভকার (?)। Rhys Davids-এর অভিধানে এই শব্দের মীমাংসা হয় নাই। সংস্কৃত "ভার্গব" শব্দের সহিত তুলনীয়। "**ভগ্‌গব**" এবং "ভার্গব" শব্দ দুইটি একই ধাতুজ।

ভগ্‌গবন্ত (বিণ) ভাগ্যবান, শুভ, সৌভাগ্যশালী। (পুং) ভাগ্যবান পুরুষ, শুভলক্ষণসমূহ। (তুলনীয়) **ভগবা** (বিশুদ্ধিমার্গ); = **ভাগ্যবা ভগ্‌গবাযুত্তো**। বিমানবত্থু অর্থকথায় উল্লিখিত "**ভগবা**" শব্দের চারিপ্রকার গুণের সহিত "**ভগ্‌গবন্ত**" শব্দ সম্পর্কযুক্ত, যেমন বলা হইয়াছে—"**ভাগ্যবন্ততাদীহি চতূহি কারণেহি ভগবা**"। **ভাগবন্ত** শব্দও তুলনীয়।

ভগ্‌গবী (স্ত্রী) কুম্ভকারের স্ত্রী (?)। ⟹ **ভগ্‌গব**।

ভঙ্গ (ক্লী) ১ শণ, পাট, দড়ি, মোটা বা নিকৃষ্ট পাটের কাপড়। = **সণ, সাণ** (১)। (যৌগিকে) **ভঙ্গসাণ** (বিনয়)। ২ (সাহিত্যে:—) পৃথক্‌করণ, ভঙ্গকরণ, ধ্বংসকরণ, শেষকরণ, ছিদ্র, ভঞ্জন, ভঙ্গ, নিরসন, বিরতি, বাধা, প্রারম্ভ। (জাতক) **সাখাভঙ্গ**--ভাঙ্গিয়া ফেলা শাখাসমূহের স্তবক। (চরিত্রে:--) ভঙ্গন, ধ্বংস, দ্রবীভূতকরণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গকরণ, বিশ্লেষণ, বিচ্ছিন্নকরণ, বিভেদ ঘটানো, ভাঙ্গিয়া দেওয়া। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **ভঙ্গানুপস্‌সনা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ভঙ্গক্‌খণ**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **আসাভঙ্গ**।

ভঙ্গক্‌খণ (পুং) ভঙ্গক্ষণ, যেই ক্ষণে বা মুহূর্তে ভঙ্গ হয়, ভঙ্গ হইবার ক্ষণে বা মুহূর্তে, ধ্বংসের ক্ষণ, বিগলনের মুহূর্ত। সূক্ষ্মাসূক্ষ্মভাবে "নাম ও রূপের" যে নিরন্তর ভঙ্গ বা ক্ষয় হইতেছে সেই ভাঙ্গনের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় অর্থাৎ আরম্ভ-চলয়মান অবস্থা-ক্ষয় বা পরিণতি আছে সেই প্রলয় বা ভাঙ্গন মুহূর্তই ভঙ্গক্ষণ। (তুলনীয়) **ভঙ্গানুপস্‌সনা**। ⟹ **ভঙ্গ** (২)।

ভঙ্গঞাণ (ক্লী) নাম ও রূপ নিরন্তর বা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় বা ভঙ্গ হইতেছে উহা বিশদভাবে জানা। = **ভঙ্গানুপস্‌সনা**।

ভঙ্গন (ক্লী) ভাঙ্গন, ভঙ্গ অবস্থা, নদী প্রভৃতির পাড় ভাঙ্গিয়া পড়া।

ভঙ্গলোক (পুং) যেখানে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, ক্ষয়ের বা ভাঙ্গনের অবস্থা, ধ্বংসের অবস্থা, ধ্বংসে হওয়ার অবস্থা।

ভঙ্গসাণ (ক্লী) শণ ও পাট। ⟹ **ভঙ্গ** (১), **সান**।

ভঙ্গানুপস্‌সনা (স্ত্রী) ভঙ্গানুদর্শন, চলয়মান চিত্তসন্ততির ভঙ্গানুদর্শন, ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা বিচ্ছিন্নকরণে অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান, (সমুদ্রের বীচিমালার ন্যায়) চিত্তানুক্রম জ্ঞান, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ক্ষয় দর্শন। সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন একটির পর একটি অবিরত ভাঙ্গন গড়নের মধ্য দিয়া ক্রমে ধাবিত হয় আধ্যাত্মিক বিদর্শন ভাবনাকারী যোগীও নিজের মধ্যে তেমন নাম-রূপের মুহুর্মুহু কেবল ক্ষয় বা ভাঙ্গন দর্শন করিয়া থাকেন যেই ক্ষয়ের মোটামুটি অনুভূতি সাধারণ লোকের হয় আত্ম অবস্থার শিশু-কৈশোর-যৌবনাদির পরিণতিরূপে। ⟹ **ভঙ্গ** (২)।

ভচ্চ (পুং) ভৃত্য, দাস, চাকর, অধীন ব্যক্তি, প্রতিপালিত ব্যক্তি। (বিণ) লালিত পালিত, পালিতপোষিত, রক্ষিত, পালিত, পোষিত, যাহাকে ভরণপোষণ দিয়া রক্ষা করা হয় এমন। = **ভরিতব্ব** (জাতক অর্থকথা)। "**ভচ্চ**" শব্দের অর্থ গাথায় নির্দেশ করা হইয়াছে, যেমন—"**ভচ্চা মাতাপিতা-বন্ধু, যেন জাতো স যেব সো**"। সংস্কৃতে বলা হইয়াছে—"ভস্ত্রা মাতা, পিতুঃ পুত্রো, যেন জাতো স এব সঃ"। অথবা "**ভচ্চ**" কি সংস্কৃত শব্দ "ভস্ত্রা"?

ভজতি (ক্রি) [√ভজ+অ] ভজা, উপভোগার্থ আত্মদান করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত হওয়া, সঙ্গ করা, সঙ্গী করা বা হওয়া, অনুগমন করা, ভজনা করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, সেবা করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা, সংযুক্ত হওয়া, আটকাইয়া যাওয়া, ধৃত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, আরোপিত হওয়া, সহি দেওয়া, ভালবাসা, স্নেহ করা, আনন্দ পাওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দ বোধ করা, আসক্ত হওয়া, প্রণয়ে বা প্রেমে পড়া। = **সেবতি**। (সূত্রনিপাত) **ভজন্তো রত্তিং আসনং**। (জাতক) **দিসা ভজতি**। (সপ্তমী) **ভজে, ভজেথ** =

পযিরুপাসেয; ইহাতে আদেশার্থে ক্রিয়ার পঞ্চমী বিভক্তিও প্রকাশ পায়। (অতীত) **ভজি**। (অ-বিণ) **ভজিত**। (ব-বিণ) **ভজমান**। (ভ-বিণ) **ভজিতব্ব** = **সেবিতব্ব, ভাবেতব্ব**; (মহানির্দেশ) **কামগুণা ভজিতব্বা**। (ক্রি-বি) **ভজেত্বা**। (সম্প্রদান কারক মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ভজেহি** = **ভজেয্যাসি** (জাতক অর্থকথা)।

ভজনা (স্ত্রী) ভজনা, ভজন, পূজা, উপাসনা, আশ্রয় গ্রহণ, ভাগ, দেবাদির উদ্দেশ্যে রচিত গীত, স্তবগীতি, পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রচলন, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ঘনিষ্ঠতা, অব্যাহত আলাপ। (তুলনীয়) **সম্ভজনা**।

ভজিন (বিণ) স্নেহময়, প্রেমময়, প্রেম প্রকাশক, প্রণয় ব্যঞ্জক, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, ভক্তিভাজন, অর্চিত, শ্রদ্ধাস্পদ, ভজিত, পূজিত, আরাধ্য, আরাধিত, সম্মানিত, সমাদৃত। মহানির্দেশ গ্রন্থে "ভগবা" সম্পর্কে এই "ভজিন" শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।

ভজ্জতি (ক্রি) [√ভজ+অ] মাংসের কাবাব করা, অগ্নির উত্তাপে ঝলসাইয়া পাক করা, ভাজা, অত্যন্ত উত্তপ্ত করা, আগুনে সেঁকা, ঝলসানো, গরম করা, (কাহারও) কল্যাণ কামনা করিয়া মদ্য পান করা। (অতীত) **ভজ্জি**। (অ-বিণ) **ভজ্জিত, ভট্ঠ**। (ব-বিণ) **ভজ্জমান**। (ক্রি-বি) **ভজ্জিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ভজ্জীযতি**। (করণে) **ভজ্জাপেতি**।

ভজ্জাপেতি (ক্রি) ভাজানো, (কাহারও দ্বারা) ঝলসানো। = **পচাপেতি**। ⟹ **ভজ্জতি, পচতি**।

ভঞ্জক (বিণ) ভঞ্জক, বিনাশক, ভঞ্জনকারক, ভঙ্গকারক, নিরাসক, বিনাশকারী, ভগ্ন, বিনষ্ট, নষ্ট। (জাতক) **অত্থভঞ্জক; ভঞ্জক বিসংবাদ**; (তুলনীয়) **ভঞ্জনক**।

ভঞ্জক বিসংবাদ (বিণ) বিরোধ বিনাশক, বৈলক্ষণ্য বিদূরণকারী, বঞ্চনা বিনাশকারী। ⟹ **ভঞ্জক**।

ভঞ্জতি (ক্রি) [√ভঞ্জ+অ] ১ ভাঙ্গা, ভেঙ্গে যাওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া। (বিনয়) **ফাসুকা ভঞ্জিতব্বা**—পাঁজরা ছাদের খড়িগুলি ভাঙ্গিতে হইবে, আড়কাঠ বা পোলিন্দগুলি ভাঙ্গিতে হইবে। (ধর্মপদ) **মা ভঞ্জি** = **মা ভঞ্জতু** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **সাখং ভঞ্জেয্য** = **সাখং ছিন্দেয্য** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অক্খো ভঞ্জি**—চাকার ধুরা বা অক্ষদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। ২ (প্রান্তভাগ) ভাঁজ করা বা গুটাইয়া রাখা। (জাতক) **ওট্ঠং ভঞ্জতি**—ওষ্ঠ গুটাইয়া রাখে। ৩ (চরিত্রে) ভঙ্গ করা বা হওয়া, শেষ করা, ভাগ করা, পৃথক হওয়া, লুন্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, নষ্ট করা বা হওয়া, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিগড়ানো, অব্যবহার্য হওয়া, ধ্বংস করা, বধ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্থং ভঞ্জতি**—সুখ বা উন্নতি ভঙ্গ বা নাশ করা, মঙ্গল বা ধর্ম ভঙ্গ বা নষ্ট করা, অধিকার বা নৈতিকগুণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা বিনষ্ট করা। (তুলনীয়) **ভঞ্জনক**। (অতীত) **ভঞ্জি**। (অ-বিণ) **ভগ্গ, ভঞ্জিত**। (ব-বিণ) **ভঞ্জন্ত, ভঞ্জমান**। (ক্রি-বি) **ভঞ্জিত্বা**।

ভঞ্জন (ক্লী) ১ ভঞ্জন, ভঙ্গ, ভঙ্গকরণ, নিরসন, ভাঙ্গা টুটার ধরতি, ভাঙ্গিয়া পতন, অভিভূতকরণ, ধ্বংস অবস্থায় পতন, ছিদ্র, বিরতি, বাধা, প্রারম্ভ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। (যৌগিকে) **অক্খভঞ্জন** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ২ তৈল লাগানো, তৈল বা চর্বি সিক্তকরণ, তৈলাক্তকরণ, তৈল মালিশকরণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গত্তভঞ্জন তেল; গত্তব্ভঞ্জন তেল; পাদভঞ্জন তেল; পাদব্ভঞ্জন তেল**।

ভঞ্জনক (ক্লী) ধ্বংস, বিনাশ, আঘাত। (বিণ) ভঙ্গ করে এমন, ভাঙ্গিয়া ফেলে এরূপ, নিরসনকারী, বিনাশক, বিনাশকারী, নষ্ট করে এমন, আঘাত দেয় এমন, বধ করে এমন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্থভঞ্জনক**। (তুলনীয়) **ভঞ্জক**। (পুং) মুখরোগ-বিশেষ।

ভঞ্জনিন (বিণ) বিনাশক, নষ্ট হইয়াছে এমন, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ। (জাতক) **চক্কভঞ্জনিন**।

ভঞঞ্ঞম ⟹ "ভা"। এই শব্দটি জাতকগ্রন্থেই দৃষ্ট হয়।

ভট (পুং) ভট, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, ম্লেচ্ছবিশেষ, যোদ্ধা, বীর, পামর, রজনীচর বা নিশাচর, সৈনিক, ভৃত্য, চাকর, ঠিকা লোক, অল্পকালের জন্য নিয়োজিত ভৃত্য, পাহারাওয়ালা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভত্তবেতন ভট**। (বি-ভা) **যথাভটং**। ⟹ **যথাভতং**।

ভটপথ—চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সরকারি কাজ, কৃত্যক, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, কার্যে নিয়োগ, চির অভ্যস্ত কার্য, বেতন, মাহিনা, মজুরি, পারিশ্রমিক।

ভটসেনা (পুং) পদাতিক সৈন্য।

ভট্ঠ (বিণ) ১ অগ্নির উত্তাপে ভাজা বা ঝলসানো হইয়াছে এমন। ⟹ **ভজ্জতি**। ২ পতিত, নীচে পড়িয়া গিয়াছে এমন, বিন্দু বিন্দু পতিত, ফোঁটা ফোঁটা পড়িয়াছে এমন। ⟹ **ভস্সতি**। ৩ কথিত, ভাষিত, বর্ণিত। (তুলনীয়) **পচ্চাভট্ঠ, পরিভট্ঠ**। ⟹ **ভণতি**। ৪ (ক্লী) পারিশ্রমিক, শ্রমিকের বেতন, অগ্রভাগ, প্রান্তে সংযোজিত ক্ষুদ্র অংশ, ঈষৎ আঘাত, আঁচ, ইঙ্গিত, বখশিশ, গোপন সংবাদ, চাঁদা, প্রদত্ত বস্তু। = **কথিত** (জাতক অর্থকথা),

ভখ, ভস্ত। (তুলনীয়) সংস্কৃত—ভাট; বৌদ্ধ সংস্কৃত—ভাটক (মহাবস্তু)।

ভণতি (ক্রি) [√ভণ+অ] বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, গণনা করা, সংখ্যা করা, জানানো, বর্ণনা করা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বোঝা, আদেশ করা, স্থির করা, চেনা, জানা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, ফলপ্রদ হওয়া, বিবরণ দেওয়া, প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা, ঘোষণা করা, ধর্মোপদেশ দেওয়া, ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, ধর্মোপদেশ দ্বারা প্রচার করা, প্রকাশ্যে শিক্ষা দান করা। = কথেতি। (সপ্তমী) **ভণে, ভণেয্য, ভণামসে, ভাণযে;** (ধর্মপদ) **সচ্চং ভণে = দিপেয্য বোহরেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা); (নিবারণার্থে) **মা ভণি**। (অতীত) **ভণি**। (অ-বিণ) **ভণিত**। (ব-বিণ) **ভণন্ত, ভণন্তে**। (ভ-বিণ) **ভণিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ভণিত্বা**। (তুম) **ভণিতুং**। (করণে) **ভাণযে, ভাণেতি**।

ভণন (ক্লী) কথন, বলন, কথা কথন, ব্যক্তকরণ, ভাষণ, বক্তৃতা।

ভণনসীল (বিণ) বলায় অভ্যস্ত, কথনে অভ্যস্ত, বলিবার অভ্যাস আছে এমন। ⟹ **সীল** [১(বিণ)]।

ভণিত (বিণ) কথিত, ভাষিত, উচ্চারিত, বর্ণিত। ⟹ **ভণতি**।

ভণে (অব্যয়, হর্ষ-বিস্ময়সূচক শব্দ) ১ ("নিশ্চয়ই, এই যে দেখ" বলার ন্যায়) ওহে ! আমি বলিতেছি, শোনো আমি বলিতেছি। ২ (নিজ অপেক্ষা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে অথবা সমবয়স্কদের মধ্যে কিংবা বয়সে ছোট ব্যক্তিকে আহ্বানের নিমিত্ত সম্বোধনসূচক শব্দ, যেমন—) হে ! ওহে ! বন্ধু ! । (বিনয়) **অম্হাকং কির ভণে ! বিজিতে ভদ্দিয-নগরে; গচ্ছ ভণে ! জানাহি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অত্থি ভণে। অঞ্ঞো কোচি পণ্ডিতো ...?** ৩ (হর্ষ-বিস্ময়সূচক) বলছি, বলতেছি, নিশ্চিত হওয়া, মহাশয়।

ভণ্ড (ক্লী) ১ ভাণ্ড, যাহাতে সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য বা মূল্যবান বস্তু রাখা হয়, মজুদ পণ্যদ্রব্য, সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য, মালপত্র, মাল, বিক্রেয় সামগ্রী, পণ্যদ্রব্য, ভাঁড়, বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকার, অধিকার ভোগ, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু। (সংযুক্ত নিকায়) **ইত্থি ভণ্ডানং উত্তমং**--সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীলোক সর্বোত্তম সম্পত্তি। (জাতক) **যাচিত ভণ্ড**—প্রার্থিত বস্তু বা বিষয়; = যাচ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ভণ্ডং কিণাতি**—পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা। (জাতক) **ভণ্ডং বিক্কিণাতি**—পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা; **ভণ্ডং বিক্কিণাতি পটিভণ্ডং দাপেতি**—পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া পুনর্বার পণ্যদ্রব্য ফেরত লয় অর্থাৎ এক প্রকার পণ্যের পরিবর্তে অন্য প্রকার পণ্য গ্রহণ করে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিক্কিণিয ভণ্ড**—বিক্রয়ের জন্য মজুদ পণ্যদ্রব্য। (জাতক) **অস্সামিক ভণ্ড**—অস্বামিক বিষয় সম্পত্তি; **আভরণভণ্ড**--আভরণ বা অলঙ্কার ভাণ্ড; **পিযভণ্ড**—সঞ্চিত ধন, প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। (বিনয়) **বহুভণ্ড**—বহুদ্রব্য, বহু মালপত্র, বহু জিনিসের মালিক; **বরভণ্ড**—উত্তম সম্পত্তি, শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। ২ সরঞ্জাম, সাজসরঞ্জাম, দফা, অনুচ্ছেদ, দ্রব্য, জিনিস, প্রবন্ধ, বিশেষ অংশ, বিশেষণ পদ, যন্ত্র, অস্ত্র, দলিল, উপায়, সাধন-স্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু। বিনয়ে তিন প্রকার দ্রব্যের বা দফার কথা উল্লেখ আছে, যথা—কাঠ, তাম্র এবং মৃন্ময় পাত্র সম্বন্ধীয়। (দাঠাবংশে) **তুরিযভণ্ড**। (বিনয়) **অস্সভণ্ড, হত্থিভণ্ড**। ৩ (ভণ্ড বলিয়া) এক প্রকার গালিবিশেষ, যেমন—**পণ্ড ভণ্ড পরিভাসে**। **ভণ্ড = পণ্ড**। ⟹ **ভণ্ডতি**।

ভণ্ডক (ক্লী) ১ অনুচ্ছেদ, দফা, দ্রব্য, জিনিস, প্রবন্ধ, বিশেষণ পদ, বিশেষ অংশ, যন্ত্র, অস্ত্র। (জাতক) **কীড়াভণ্ডক**। ২ অধিকারভুক্ত দ্রব্যসমূহ, সম্পত্তি, জিনিসপত্র, আত্মীয়স্বজন, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব। ৩ ঘোড়ার সাজ, জাঁকালো পোশাক। (জাতক) **অস্সভণ্ডক**।

ভণ্ডতি (ক্রি) [√ভণ্ড+অ] বিবাদ করা, কলহ করা, ঝগড়া করা, অপব্যবহার করা, গালাগালি দেওয়া, মন্দ বলা, নিয়ম ভঙ্গ করা, বিকৃত করা। (বিনয়) **সদ্ধিং ভণ্ডতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অঞ্ঞমঞ্ঞং ভণ্ডতি**। (অতীত) **ভণ্ডি, ভণ্ডেসি**। (ক্রি-বি) **ভণ্ডেত্বা**।

ভণ্ডন (ক্লী) বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধুবিচ্ছেদ, ঝগড়াকরণ, দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাদানুবাদ, বিচার-বিতর্ক।

ভণ্ড সকটিযো (বহুবচনে) মালবাহী বড় বড় শকট বা গরুর গাড়ি। = বড় ভিষো। ⟹ **বড়ভীরথ**।

ভণ্ডাগার (ক্লী) ভাণ্ডাগার, ভাণ্ডার, ভাঁড়ার, ধনাগার, গুদাম, গোলা, পণ্যাগার, গুদামঘর, কোষাগার, খাজাঞ্চিখানা, কোষবিভাগ, রাজস্ববিভাগ।

ভণ্ডাগারক (পুং) [ভণ্ড+আগারক] ভাণ্ডাগার, ভাণ্ডারী লোক, কোষাধ্যক্ষ, মালরক্ষক, পণ্যদ্রব্যাদি রক্ষক, বিক্রেয় সামগ্রী রক্ষক। ⟹ **আগারক**।

ভণ্ডাগারিক (পুং) ভাণ্ডারী, ভাণ্ডারাধ্যক্ষ, ভাঁড়ারি, ভাণ্ডার রক্ষক, রাজভাণ্ডারের পরিমাপক, কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি, কোষপাল।

ভণ্ডাহারক (পুং) (ব্যবসায়ীর) পণ্যদ্রব্য গ্রহণ, যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

ভণ্ডি (?) কোনো একজাতীয় ছোট ছোট গাছ অথবা ফুল। এই শব্দের পাঠ অনিশ্চিত।

ভণ্ডিক (পুং) = **ভণ্ডিকা**। ⟹ **ভণ্ডিকা**। জাতকে "**গণ্ডিকা**" শব্দের পরিবর্তেও "**ভণ্ডিক**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ভণ্ডিকা (স্ত্রী) সংগৃহীত দ্রব্যের ভাণ্ডার, মাল সংগ্রহ,

পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ, রাশি, স্তূপ, বাণ্ডিল, পুলিন্দা, পুঁটলি, বোঁচকা, আটি, মোড়ক, খণ্ড, অংশ, তাড়া, ধ্বংসস্তূপ। (জাতক) **ভণ্ডিকং করোতি**—রাশিকৃত করা, স্তূপাকার করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভণ্ডিকং বন্ধতি**—বান্ডিল বাঁধা, পুঁটলি বাঁধা, মোড়ক বাঁধা। (জাতক) **সহস্স ভণ্ডিকা**—সহস্র কার্ষাপণ বা মুদ্রার স্তূপ।

ভণ্ডু (পুং) যে ব্যক্তি মস্তকের কেশ কামাইয়া মুণ্ডিত করিয়াছে, ন্যাড়ামাথা ব্যক্তি। (বিণ) মুণ্ডিত মস্তক, ন্যাড়ামাথা, মাথার চুল কামাইয়া ফেলিয়াছে এমন, পালকহীন। (বিনয়) **ভণ্ডুকম্ম; কম্মারভণ্ডু**। (জাতক) **ভণ্ডুতিত্তির**।

ভণ্ডুকম্ম (ক্লী) মুণ্ডন, ক্ষৌরকর্ম, চাঁচুনি, ক্ষৌরকার্য। ⟹ **ভণ্ডু**।

ভণ্ডুতিত্তির—পালকহীন তিতির পক্ষী, মাথায় পালকহীন তিতির পক্ষী। ⟹ **ভণ্ডু**।

ভণ্ডেতি (ক্রি) = **ভণ্ডতি**। ⟹ **ভণ্ডতি**।

ভত (বিণ) লালিত, পালিত, লালিতপালিত, প্রতিপালিত, শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষাপ্রদত্ত, ভরণপোষণ প্রদত্ত বা প্রাপ্ত, সমর্থিত, রক্ষিত, উত্তোলিত, খাড়া করা হইয়াছে এমন, শির-পা করা হইয়াছে এমন, অশ্বের ন্যায় পশ্চাৎপদে ভার দিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন, ধারণ করে এমন, ভারবাহী, ভার বহন করে এমন, সহ্যকৃত, সাহায্যকৃত, ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত, পৃষ্ঠপোষিত, সপ্রমাণিত, ঠেস দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সাহস দেওয়া হইয়াছে এমন, খাইতে দিয়াছে এমন, খাওয়ানো হইয়াছে এমন, সরবরাহ করা হইয়াছে এমন, খাওয়া হইয়াছে এমন, চড়া হইয়াছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভতা ভচ্চা**। (জাতক) **কিচ্চা ভতা**। (তুলনীয়) **ভরিত**। ⟹ **ভরতি**। (পুং) চাকর, ভৃত্য, দাস।

ভতক (পুং) চাকর, ভৃত্য, দাস, পারিশ্রমিক দিয়া নিযুক্ত চাকর, ঠিকা লোক, অল্পসময়ের জন্য নিয়োজিত ভৃত্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভতক বীথি**।

ভতকবীথি—ভৃত্যগণের পথ, ভৃত্যগণের আসা যাওয়ার পথ, চাকরের গমনাগমনের রাস্তা। ⟹ **ভতক**।

ভতভচ্চা (পুং, বহুবচন) অন্ন দ্বারা রক্ষিত ভৃত্যগণ, ভরণপোষণ দিয়া পোষিত আশ্রিতগণ বা মুখাপেক্ষীগণ, সমর্থিত অধীনস্থ লোকেরা বা অপ্রধান লোকেরা, প্রতিপালিত নির্ভরশীলগণ। ⟹ **ভত**।

ভতি (স্ত্রী) শ্রমিকের বেতন, চাকরের বেতন, পারিশ্রমিক, বেতন, মজুরি, ঘর ভাড়া, কর, খাজনা, বিষয়, ভূসম্পত্তি, দেয়ক, দর্শনী, ব্যয়, খরচা।

ভতিকা (স্ত্রী) পারিশ্রমিক, বেতন, দর্শনী, দেয়ক, ব্যয়, খরচা, ভূসম্পত্তি, বিষয়। ⟹ **ভতি**।

ভত্ত (ক্লী) ভাত, অন্ন, খাদ্যদ্রব্য, আহার, খাদ্য, ভক্ষ্য সামগ্রী, চাউলসিদ্ধ, পোষণ, পোষক, পরিবর্ধক, ভোজন, এককালে ভুক্ত আহার্য, ময়দা, শস্যচূর্ণ, তৃণভক্ষণ, পশুচারণভূমি, পশুখাদ্য, পুষ্টি। জাতকে "**ভত্তং**" শব্দের পরিবর্তে "**ভত্তমনুঞ্ঞ-রূপং**"। বিশুদ্ধিমার্গে চতুর্বিধ "**ভত্ত**" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**সঙ্ঘভত্ত, উদ্দেসভত্ত**, ইত্যাদি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উচ্ছিট্‌ঠভত্ত**। (বিনয়) **উদ্দেসভত্ত**। (দীঘনিকায় অর্থকথা) **দেবসিক ভত্ত**। (জাতক) **ধুরভত্ত**। (বিনয়) **ধুবভত্ত**।

ভত্ত-উদ্দেসক (বিণ) ভাত বণ্টনকারী, অন্ন পরিবেশন-কারী, আহার্য বা খাদ্য বিভাগকারী।

ভত্তকার (পুং) পাচক, রাঁধুনি ভৃত্য।

ভত্তকারক (বিণ) আহার বা আহার্য প্রস্তুতকারী। (পুং) যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু বা আহার প্রস্তুত করে, পাচক, রাঁধুনি, প্রধান ভৃত্য, খানসামা। = **আড়ারিক**।

ভত্তকার বীথি ১ পাচকদের যাতায়তের পথ। ২ সৈনিকগণের গমনাগমনের পথ বা গলিপথ। ⟹ **বীথি** (১খ)।

ভত্তকিচ্চ (ক্লী) অন্নকৃত্য, আহারের কাজ, আহার, খাওয়ার কার্য, অন্ন বা খাদ্য গ্রহণ, আহার কার্য সম্পাদন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কত ভত্তকিচ্চ**—আহার করার বা খাওয়ার কার্য সম্পাদন করিয়াছে এমন অথবা ভোজনের বা খাওয়ার পর। (বৌদ্ধসংস্কৃত) ভক্তকৃত্য।

ভত্তকিলমথ (পুং) ভোজনের পর শ্রান্তি, আহারের পর ক্লান্তিভাব। (তুলনীয়) **ভত্তসম্মদ**।

ভত্তগাম (পুং) ভক্তগ্রাম, রাজস্ব প্রদানকারী গ্রাম, পরিচর্যাকারী গ্রাম, যে গ্রাম হইতে আহার্য জোগান দেওয়া হয়, উপকারী গ্রাম।

ভত্তগ্গ (ক্লী) (বৌদ্ধ সংস্কৃত—ভক্তাগ্র) ভোজনশালা, ভোজনালয়, খাওয়ার ঘর। = **ভত্তসালা**।

ভত্তগ্গে [ভত্ত+অগ্গে] আহারের আগে, খাওয়ার আগে, ভোজনের আগে। ⟹ **অগ্গে** (২)।

ভত্তথালিকা—ভাতের থালা, অন্ন বা ভাত মাপিবার পাত্র। ⟹ **আঢ়ক থালিকা**।

ভত্তদান (ক্লী) ভাত দান, অন্ন দান, আহার দান, ভোজন দান।

ভত্তপচন (ক্লী) ভাত পাককরণ, অন্ন রন্ধন, চাউল সিদ্ধকরণ, ভাত পাকানো, ভাত রাঁধা। ⟹ **পচন**।

ভত্তপটিক্‌খেপ = **অনাসকা**। ⟹ **অনাসকা**।

ভত্তপটিপাটি—অন্ন দানের বা ভোজন প্রদানের নিয়ম-শৃঙ্খলা। ⟹ **পটিপাটি**।

ভত্তপুট (ক্লী, পুং) ভাতের থলি অর্থাৎ যে থলিতে করিয়া পাথেয় বা পথের আহার-স্বরূপ খাদ্য বহন করিয়া নেওয়া হয়, ভাতের পুটলি, ভাতের বোচকা বা মোড়ক, ভাতের বান্ডিল, থলিভরা খাবার বা আহার্য দ্রব্য। (তুলনীয়) **পুটভত্ত**। (জাতক) **ভত্তপুটং বন্ধতি**। ⟹ **পুট** (২)।

ভত্তপুটক = **ভত্তপুট**। ⟹ **ভত্তপুট**।

ভত্তভাজন—ভাতের থালা, খাদ্যদ্রব্য রাখিবার থালা, খাদ্য ভাজন, ভোজনপাত্র, খাইবার পাত্র। ⟹ **ভাজন**।

ভত্তভুঞ্জন (ক্লী) অন্ন ভোজন, অন্নভুঞ্জন, ভাত খাওয়া। (পুং) একটি কুকুরের নাম-বিশেষ। ⟹ **সুনখ**।

ভত্তভোগ—খাওয়ার আমোদ, আহারের সুখ, ভোজন সুখ, খাদ্যবস্তুর উপভোগ, খাদ্যবস্তু পরিভোগ।

ভত্তম্মণ (ক্লী) [ভত্ত+অম্মণ] জন্তুর জল ও খাদ্যাদি রাখিবার ঢাকনাহীন লম্বা পাত্রবিশেষ।

ভত্তর (পুং) ১ ভর্তা, ভর্তৃ, স্বামী, পতি, কর্তা, গৃহস্বামী, অধিপতি, রাজা। ২ পালনকর্তা, ধারণকর্তা, পরিপোষক। (কর্তৃকারকে) **ভত্তা**। (কর্মকারকে) **ভত্তারং**। (সম্বন্ধ পদে) **ভত্তু**।

ভত্তরন্ধক (পুং) পাচক, রাঁধুনি। (তুলনীয়) **ভত্তকারক**।

ভত্তবড্ঢনিকা (স্ত্রী) ভাতের থালা। ⟹ **বড্ঢনিকা**।

ভত্তবন্ত (বিণ) শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়, সম্মানিত, পূজনীয়, পূজ্য, সম্মাননীয়, পূজ্যমান, মান্য, অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত গণ্য, (দেবতারূপে) পূজ্য। = **ভগবন্ত**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **ভজি-সেবি-বহুলং করোতি**।

ভত্তবিস্সগ্গ (পুং) খাদ্য পরিবেশন, আহার-সম্বন্ধীয় কর্তব্য কাজ, ভোজনে অংশগ্রহণ, ভোজন অনুষ্ঠান, আহার-সম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ আহারের নিমন্ত্রণ। = **ভত্তবিস্সত্ত** (পেতবত্থু); **ভত্তকিচ্চ, ভুঞ্জন** (পেতবত্থু অর্থকথা); **পরিবেসনা**। ⟹ **বিস্সগ্গ**।

ভত্তবিস্সত্ত = **ভত্তবিস্সগ্গ**। ⟹ **ভত্তবিস্সগ্গ**।

ভত্তবেতন (ক্লী) ১ বেতন-স্বরূপ অন্নাহার করিয়া চাকরি করা, বেতন-স্বরূপ প্রত্যহ আহার প্রদান, মজুরি বা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে ভোজনাহার দেওয়া, আহার এবং মাহিনা। (তুলনীয় সংস্কৃত) ভক্ত-দাস—ভাত খাইয়া চাকরি করা চাকর (মনুগ্রন্থ)। ২ দৈনিক বেতনের মজুর, মাসিক বেতনধারী চাকর, পারিশ্রমিক দেওয়া অল্পদিনের জন্য রাখা চাকর, পেশাদারী দর্শনী বা মাহিনা, (যেমন—চিকিৎসক)। (বিনয়) **রঞ্ঞো ভত্তবেতনাহরো**—রাজার বেতনধারী কার্যকারক। (জাতক) **ভত্তবেতন নিবদ্ধ**। = **দেবসিক ভত্ত**।

ভত্তবেতন নিবদ্ধ (বিণ) বেতনস্বরূপ অন্নাহারের ব্যবস্থানুযায়ী। ⟹ **ভত্তবেন, নিবদ্ধ**।

ভত্তবেতন ভট (পুং) যে ভৃত্য মজুরি বা পারিশ্রমিক ব্যতীত শুধু অন্নভোজন করিয়া চাকরি করে, মাসহারা বা মাহিনা ছাড়া অন্নভোজী চাকর। ⟹ **ভট**।

ভত্তবেলা (স্ত্রী) ভোজন বেলা, অন্ন ভোজনের সময়, খাওয়ার বেলা, আহারের সময়। ⟹ **বেলা** (১)।

ভত্তব্যঞ্জন (ক্লী) অন্নব্যঞ্জন, ভাত এবং তরকারি, ভাতের সহিত তরকারি। ⟹ **ব্যঞ্জন** (৩)।

ভত্তসম্মদ (পুং) ভাতের নেশা অর্থাৎ ভোজনের পর নিদ্রালু অবস্থা, ভোজনজনিত অলসতা, আহারের পর নিদ্রালুতা বা নিষ্ক্রিয়তা। = **ভত্তকিলমথ, সম্মদ**।

ভত্তসালা (স্ত্রী) ভোজনশালা, যে ঘরে ভোজন করা হয়, ভোজনালয়, খাইবার ঘর। = **ভত্তগ্গ**। ⟹ **সালা**।

ভত্তা (পুং, একবচন) ভর্তা, স্বামী, রক্ষক, সমর্থনকারী, পৃষ্ঠপোষক, প্রতিপালক, পক্ষভুক্ত লোক। = **ভত্তর**।

ভত্তাবিহার—ভোজন দান, আহার দান।

ভত্তি (স্ত্রী) ভক্তি, পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ, সেবা, প্রেম, উৎসর্গ, আসক্তি, সংলগ্নতা, বন্ধুত্ব, অনুরাগ, নিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সত্য বলিয়া প্রতীতি, ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয়, আদর, স্নেহ। = **সিনেহ** (জাতক অর্থকথা)। (থেরীগাথা) **ভত্তিকত**। (বিনয়) **ভত্তিকম্ম**। (তুলনীয়) **বিভত্তি**।

ভত্তিক (বিণ) ভক্তিভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ, পূজনীয়। = **ভত্তিমন্ত**। এই শব্দটি প্রায়শ **"ধুবভত্তিক"** শব্দে পাওয়া যায়। ⟹ **ধুবভত্তিক**।

ভত্তিকত (বিণ) ভক্তিকৃত, ভক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে এমন, পরিচর্যাকৃত, সেবাকৃত, সেবিত, ভৃত্যের ন্যায় আত্মসমর্পিত। ⟹ **ভত্তি**।

ভত্তিকতা (স্ত্রী) ভক্তি করে এরূপ অবস্থা। = **কত-সামি-ভত্তিকা**—যে স্ত্রীলোক স্বামীভক্তা হইয়া উৎসাহের সহিত ঘরকন্যার বা গৃহস্থালির কাজ করিয়া থাকে।

ভত্তিকম্ম (ক্লী) (এই শব্দের অর্থ অনিশ্চিত, যেমন—) শ্রেণী শ্রেণী করা, শৃঙ্খলা করা, সাজ, ভূষণ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, অলঙ্কতকরণ, শোভা সম্পাদন। (এখানে "ভত্তি" শব্দের পরিবর্তে বোধ হয় "ভতি" শব্দই হইবে)। (বিনয়) **ভত্তিকম্মকত**। ⟹ **ভতি, ভত্তি**।

ভত্তিকম্মকত (বিণ) সজ্জিত, ভূষিত। এই শব্দের অর্থও অনিশ্চিত। ⟹ **ভত্তিকম্ম**।

ভত্তিমন্ত (বিণ) ১ উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, বিশ্বাসী। ২ সূক্ষ্মদর্শী, তীক্ষ্নবুদ্ধি, পার্থক্য বিচারে নিপুণ, বিচারদক্ষ, বিশ্লেষণমূলক, বিশ্লেষণ পদ্ধতিমূলক, তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন। (থেরগাথা অর্থকথা) **যথানুসিট্ঠং পটিপত্তিযা তত্থ ভত্তিমা নাম**।

ভত্তিমন্তু (বিণ) উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, বিশ্বাসী। ⟹ **ভত্তিমন্ত**।

ভত্তু (পুং) স্বামী, পতি, কর্তা, গৃহস্বামী, যে ব্যক্তি ভরণপোষণ দেয় অথবা লালনপালন করে।

ভত্তুদ্দেসক (পুং) [ভত্ত+উদ্দেসক] কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ থের বা স্থবির ভিক্ষু যিনি খাদ্য বণ্টনে তত্ত্বাবধান করেন, আহার্য পরিবেশনের তত্ত্বাবধায়ক।

ভত্থ = **ভট্ঠ**। ⟹ **ভট্ঠ** (৪)।

ভদন্ত (বিণ) ভদন্ত, বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ, বয়স-চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য, পূজ্য, মাননীয়, পূজনীয়, সম্মাননীয়, ভক্তিভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধেয়। (পুং) মান্যমান ব্যক্তি, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি, প্রভু। এই শব্দটি প্রায়ই সম্বোধন পদে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয়:—হে প্রভু !, হে ভদন্ত !, হে মহাশয় !, আজ্ঞে !, হে মহাপুরুষ !, হে পবিত্র পুরুষ !, হে মহান ! ইত্যাদি। (সম্বোধন পদ একবচনে) **ভদন্তে**; (বহুবচনে) **ভদন্তা**।

ভদন্তিক (বিণ্) (এই শব্দটি "এহি" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যথা—) **এহিভদন্তিক**—"আসুন, কল্যাণভাজন হন" বলিয়া কাহাকেও অভিনন্দন বা অভ্যর্থনা-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি আহ্বান ও অনুরোধ গ্রহণ করেন (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **এহি, ভদন্ত**।

ভদন্তে (সম্বোধন পদে) হে ভদ্রে !, ওহে কল্যাণি !, হে প্রভু !, হে গুরু !, হে মহান !। = **ভন্তে**। ⟹ **ভদন্ত**।

ভদর—এই শব্দটি "**পণ্ডু**" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহার হয়। ⟹ **ভদর পণ্ডু**।

ভদরপণ্ডু = **বদরপণ্ডু**। ⟹ **বদরপণ্ডু**।

ভদ্দ (বিণ, পুং) ভদ্র, শিষ্ট, সভ্য, সাধু, ভাগ্যবান, শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলজনক, অনায়াস, শ্রদ্ধাস্পদ, প্রতাপান্বিত, শুভ লক্ষণযুক্ত, অনুকূল, আশাদায়ক, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, শুভ, ভালো, মৃদু, উপযুক্ত, ধার্মিক, বলবৎ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, উচ্চ, উন্নত, মহৎ, বিখ্যাত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ, কর্কশ, অত্যুৎকৃষ্ট, ক্রুদ্ধ, প্রচণ্ড, খুব বেশি, জমকালো, দুর্মূল্য, (সময় সম্বন্ধে) অত্যধিক অগ্রসর, পূর্ণ, প্রফুল্ল, দূরতম, প্রাচীন, উচ্চরব, আড়ম্বরশালী, গর্বিত, শুভলক্ষণযুক্ত, পূজ্য, মাননীয়, সম্মাননীয়, পূজনীয়, ভক্তিভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধেয়, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী। (বর্ণনায়) **কল্যাণে; কল্যাণকম্মানি**। (জাতক) **ভদ্রপাসকা**—পাশা বা ছক্কার সৌভাগ্যশালী নিক্ষেপণ। (সম্বোধন পদে) **ভদ্দে** = **অয্যে**। (ক্লী) একপ্রকার শর বা তীর। সংস্কৃত—ভল্ল। জাতক অর্থকথায় "**ভদ্দ**" অর্থে "**সৌভাগ্য, অদৃষ্ট, ভাগ্য**" গ্রহণ করা হইয়াছে। (পুং) বৃষভ, ষাঁড়, বলীবর্দ্দ। (তুলনীয়) সংস্কৃত—ভদ্র। (স্ত্রীলিঙ্গে, সম্বোধনপদে) সৎ স্ত্রী, ভদ্রে !, হে ভদ্র মহিলা !, প্রিয়ে !। = **ভদ্দে**।

ভদ্দং (ক্লী) ভদ্র, ভালো, মঙ্গল, ক্রিয়াবিশেষ, সৌভাগ্য, সুবর্ণ, কোনো কিছু অদৃষ্টে বা ভাগ্যে আনয়নকরণ, ভালো অবস্থা, শুভ অবস্থা, অনুকূল অবস্থা, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ, সৎ কাজ, মঙ্গলজনক কার্য। = **কল্যাণং, ভদ্রকম্ম, ইট্ঠং, ভদ্র**। (জাতক) **ভদ্দং ভো**। = **ভদ্রং**। এই শব্দটি প্রায় সম্বোধন পদে ব্যবহৃত হয়।

ভদ্দং তে—তোমার মঙ্গল হউক, কল্যাণভাজন হও, কুশলভাজন হও। = **ভদ্দং ভো**।

ভদ্দং ভো = **ভদ্দং তে**। ⟹ **ভদ্দং তে**।

ভদ্দক (বিণ) ১ ভালো, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, উপকারী, সদ্গুণসম্পন্ন। (বিপ) **পাপক**। ২ পূজ্য, সম্মাননীয়, মহামহিমান্বিত, উচ্চ ধরনের সুখ্যাতিপ্রাপ্ত। = **সম্ভাবিত** (**জাতক অর্থকথা**)। (পুং, ক্লী) উৎকৃষ্ট বস্তু, সৌভাগ্যযুক্ত অধিকার, মঙ্গলজনক অধিকার-ভোগ বা সম্পত্তি, মূল্যবান বস্তু। জাতকে শ্রমণের "**অট্ঠ পরিক্খারা**" অর্থাৎ অষ্ট পরিষ্কারকেও ভদ্রক বলা হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে চন্দ্র-সূর্যের অষ্ট উপাদান বা মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটিকেও "**ভদ্দক**" বলা হইয়াছে; ইহা হয়ত স্বর্ণ অথবা অতি মহার্ঘ গুণের মধ্যে একটি দিক্‌মাত্র।

ভদ্দকচ্চানা (স্ত্রী) সিদ্ধার্থের স্ত্রী রাহুলমাতা যশোধরার অন্য নামবিশেষ।

ভদ্দকদিট্ঠি = **ভদ্দিকাদিট্ঠি**। ⟹ **ভদ্দিকাদিট্ঠি**।

ভদ্দকুম্ভ (পুং) ভদ্রকুম্ভ, ভদ্র বা মঙ্গলকলসী, পূর্ণকলসী (যাহাকে মঙ্গল বা শুভ বলিয়া গ্রহণ করা হয়)।

ভদ্দঘট (পুং) ১ ভদ্রঘট, মঙ্গলঘট। = **ভদ্দকুম্ভ**। ⟹ **ঘট**। ২ পুরস্কার বিতরণ অথবা লটারিতে যে পাত্র হইতে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নাম লেখা কাগজাদি টানা হয় সেই পাত্র।

ভদ্দদারু (পুং) দেবদারু বৃক্ষ।

ভদ্দন্ত = **ভদন্ত**। ⟹ **ভদন্ত**।

ভদ্দন্তে ⟹ **গারব, গারবাধিবচন**।

ভদ্দপদা (স্ত্রী) ভাদ্রপাদ নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জের নাম।

ভদ্দপীঠ (ক্লী) ভদ্রপীঠ, রাজাসন, রত্নাসন, সভাপতির আসন, প্রধান আসন, শ্রেষ্ঠাসন, সিংহাসন।

ভদ্দমুখ (বিণ) ভদ্রমুখ অর্থাৎ ভদ্রভাবে কথা বলে এমন, হাস্যমুখ বা উজ্জ্বলমুখ যাহার এমন, যাহার মুখ সুন্দর এমন। (পুং) যাহার মুখ আশীর্বাদ বা মঙ্গলবাণী বহন করিয়া আনে এমন ব্যক্তি, প্রশংসা বা অভিনন্দন সূচক সম্ভাষণ (যেমন—হে ভদ্র !, হে বন্ধু !)। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে—"ভদ্রমুখ"।

ভদ্দমুত্তক (সংস্কৃত—ভদ্রমুস্ত) এক প্রকার সুগন্ধ ঘাস।

ভদ্দযুগ (ক্লী) উত্তম যুগ্ম বা জোড়া, ভদ্রযুগল, সম্ভ্রান্তবংশীয় যুগ্মব্যক্তি, দেখিতে চমৎকার জোড়া, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয় যুগ্ম বা যুগল। (ধর্মপদ অর্থকথা) "**কোলিত**" এবং "**উপতিস্স**" এই দুই ব্যক্তি "**ভদ্দযুগ**"।

ভদ্দর (পুং) ভাদ্রমাস, একমাসের নাম, শ্রাবণী পূর্ণিমা হইতে ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত পূর্ণ একমাস। = **পোট্ঠপাদ**।

ভদ্দবাহন (ক্লী) ভদ্রবাহন, মঙ্গল রথ, যে রথে আরোহণ করিয়া রাজা ভ্রমণে বাহির হন।

ভদ্দা (স্ত্রী) = **ভদ্দিকা**। ⟹ **ভদ্দিকা**।

ভদ্দিকা (স্ত্রী) ভদ্রা স্ত্রীলোক, শিষ্টা স্ত্রীলোক।

ভদ্দিকা দিট্ঠি (স্ত্রী) সৎদৃষ্টি, পুণ্যজনক দিট্ঠি, পুণ্যপন্থী দৃষ্টি, মুক্তিজনক বা সুখ প্রদানকারী মতবাদ, যথার্থ মতবাদ। = **সম্মাদিট্ঠি**। (বিপ) **পাপিকা দিট্ঠি**।

ভদ্দে (স্ত্রীলিঙ্গ, সম্বোধনপদ) ভদ্রে !, হে ভদ্রে !, ওহে কল্যাণি !, সৎ স্ত্রীলোক !, হে ভদ্রমহিলা !, প্রিয়ে !, ভদ্রমহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সম্বোধনে এই শব্দের ব্যবহার হয়। = **অয্যে**। ⟹ **ভদ্দ, ভদন্ত**।

ভদ্র (বিণ) ভদ্র, ভালো, শুভ, মঙ্গলজনক, শিষ্ট, সুদমিত, বিনীত, নম্র স্বভাববিশিষ্ট। = **ভদ্দ**।

ভদ্রং (ক্লী) ভদ্র, ভালো, শুভ, মঙ্গল, ক্রিয়াবিশেষ, সৌভাগ্য, সুবর্ণ, কোনো কিছু অদৃষ্টে বা ভাগ্যে আনয়নকরণ, ভালো অবস্থা, শুভ অবস্থা, অনুকূল অবস্থা, উন্নতি, সৎ কাজ, মঙ্গলজনক কার্য। = **কল্যাণং, ভদ্রকম্ম, ইট্ঠং, ভদ্দং**। "**কায়সুচরিত**" ইত্যাদিকেও "**ভদ্র**" বলা হয়।

ভদ্র অস্‌স (পুং) ভদ্র অশ্ব, ভালো ঘোড়া, শিক্ষিত ঘোড়া, দমিত অশ্ব।

ভদ্রক = **ভদ্দক**। ⟹ **ভদ্দক**।

ভদ্রকম্ম (ক্লী) ভদ্রকর্ম, সদ্‌কার্য, ভদ্রকাজ, শুভকাজ, মঙ্গলজনক কার্য। ⟹ **ভদ্রং**।

ভদ্রপাসকা—পাশাখেলায় পাশার বা ছক্কার সৌভাগ্যপূর্ণ নিক্ষেপণ। ⟹ **ভদ্দ**।

ভন্ত (বিণ) ভ্রান্ত, ভ্রান্তিযুক্ত, ঘূর্ণয়মান, ভ্রমণযুক্ত, ত্বরান্বিত, আন্দোলিত করে এমন, প্রভাবিত করে এমন, একদিকে ফিরে এমন, বিপথগামী, নিয়মে চলে না এমন, হেলাদুলা করে এমন, টলিয়া যায় এমন, ইতস্তত করে এমন, দ্বিধাগ্রস্ত করে এমন, ভয়াদি দ্বারা অভিভূত করে এমন, স্তম্ভিত করে এমন, পৃথক হয় অথবা বিপথগামী হয় এমন। এই শব্দটি সর্বদা অদমিত "**যান**" (গাড়ি, ঘোড়া, নৌকাদি যান) বা "**রথ**" (গাড়ি) সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, যথা—(ধর্মপদ) **ভন্তরথ** = **অতিবেগেন ধাবন্ত রথ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধম্মপদ) **ভন্তযান** = **অদন্ত অকারিত অবিনীত যান** (মহানির্দেশ)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ভন্তযান**। (তুলনীয়) **বিভন্ত**। ⟹ **ভমতি**।

ভন্তত্ত (ক্লী) ভ্রান্তত্ব, গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ করা, সংক্ষোভ, হাঙ্গামা। = **বিভন্তি-ভাব** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

ভন্তে (সম্বোধনসূচক শব্দ) (গুরুজনের প্রতি গৌরবার্থে বিনীতভাবে সম্বোধনে) হে গুরু !, হে গুরুদেব !, হে প্রভু !, হে মহাত্মা !, হে মহান !, হে উপদেষ্টা !, হে ত্রাণকর্তা !, হে পারকর্তা !, হে ভক্তিভাজন !, হে শ্রদ্ধাভাজন !, হে পূজ্যাস্পাদ !, প্রভো !, মহোদয় !, মান্যবর !। = **ভদন্তে**। ⟹ **ভদন্ত, গারব, গারবাধিবচন**। পূর্বকালে বুদ্ধের প্রতি গৌরব করিয়া সম্বোধনে এই শব্দের ব্যবহার হইত। বর্তমানেও ছোট ভিক্ষুরা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের প্রতি গৌরব করিয়া সম্বোধনে এই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণত সর্বসাধারণ লোকেরা ভিক্ষুদের প্রতি গৌরব করিয়া সম্মানার্থে সম্বোধনে এই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভব্ব (বিণ) ১ ভব্য, শুভজনক, শুভযুক্ত, সাধু, শিষ্ট, ভাগ্যবান, সমীচীন, যোগ্য, রম্য, ভাবী, সমর্থ, ধীমান, দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন, শক্তিবান, উপযুক্ত, উচিত, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভালো। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্খক্খযায ভব্ব; অন্তকিরিযায ভব্ব; ভব্বং কুট্ঠং সম্বোধিং**। (জাতক) **ভব্বপুগ্গল**। (বিভঙ্গ) **ভব্বা নিযামং ওক্কমিতুং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং**। ২ সাধ্য, সম্ভবপর, সম্ভব, সম্ভবানুরূপ, যুক্তিসঙ্গত। (মধ্যম নিকায়) **কম্মং ভব আভাস**—স্পষ্টরূপে বা দৃশ্যত যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভবপর।

ভব্বতা (স্ত্রী) ১ সামর্থ্য, কর্মক্ষমতা, শক্তি, যোগ্যতা, উপযুক্ততা। ২ সম্ভাবনা, সম্ভবপর বিষয়, সম্ভাবিত বিষয়।

ভব্বাভব্ব (বিণ) [ভব্ব+অভব্ব] উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত, যোগ্য এবং অযোগ্য, সমর্থ এবং অসমর্থ, সম্ভব এবং অসম্ভব। **ভব্বাভব্ব পুগ্গল**—যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণ।

ভম (পুং) ঘূর্ণায়মান বস্তু, আবর্তমান বস্তু, আবর্ত, পাক, ঘূর্ণিজল, হঠাৎ একদিকে ফেরা।

ভমকার (পুং) যে ব্যক্তি ঘুরায়, কুন্দকার, কুন্দকারী মিস্ত্রি, ভ্রমণকারী।

ভমতি (ক্রি) [√ভম+অ] বৃত্তাকারে ঘুরানো বা ঘুরা, আবর্তিত হওয়া, নিয়মিত ঘটা, চিন্তা করা, মনে তোলপাড় করা, বেগে ঘোরা, জোরে পাক খাওয়া, পাক খাওয়ানো, আবর্তন করা, খুব বেগে ঘুরানো, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করিয়া অতিক্রম করা, (চক্র) ঘুরানো। (ধর্মপদ) **মা তে কামগুণে ভমস্‌সু; চক্কং মত্থকে ভমতি; কুম্ভকার চক্কং ইব ভমতি**। (অতীত) **ভমি**। (অ-বিণ) **ভন্ত**। (ব-বিণ) **ভমন্ত**। (ক্রি-বি) **ভমিত্বা**। (করণে) **ভমেতি**।

ভমর (পুং) ভ্রমর, ভমর, ভোমরা, অলি, মধুকর, ভৃঙ্গ, কামুক ব্যক্তি, বোলতা, মধুমক্ষিকা, মৌমাছি, শ্রমশীল কর্মী, কাজ বা আমোদ-প্রমোদের জন্য সম্মেলন। (জাতক) **ভমরবণ্ণ**।

ভমর তন্তি (স্ত্রী) শব্দকারী (বাদ্যযন্ত্রের) তন্ত্রী বা তার যাহা বীণার সপ্ততারের মধ্যে একটি।

ভমরবণ্ণ (বিণ) ভ্রমরকৃষ্ণ, ভ্রমরের ন্যায় অত্যধিক কালো, ভ্রমরের রঙের ন্যায় রংবিশিষ্ট অর্থাৎ কালো বর্ণের। = **কণ্হ** (জাতক)।

ভমরিকা (স্ত্রী) ভ্রমরের উচ্চশব্দে গুঞ্জন।

ভমু (স্ত্রী) ভ্রূ, চক্ষুর ঊর্ধ্বস্থিত এবং ললাটের নিম্নস্থিত রোমরাজি, চক্ষুর ঊর্ধ্বস্থিত লোমসমূহ, ভ্রূ। (জাতক) **খিত্তভমু; নীলভমু**।

ভমুক (স্ত্রী) চোখের ভ্রূ। = **ভমু; পমুখ** (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক অর্থকথায়) **সুবভূ= সুভমুখা**। বৌদ্ধসংস্কৃতে—ভ্রমুখ। জাতকে "**অড়ার পমুখ**" শব্দের পরিবর্তে "**অড়ার ভমুখ**" শব্দ দৃষ্ট হয়।

ভমুক বিকার (পুং) ভ্রূভঙ্গি, তীব্র দৃষ্টি। ⟹ **বিকার** (২)।

ভমুকা (স্ত্রী) = **ভমু**। ⟹ **ভমু**।

ভমুখ (স্ত্রী) = **ভমুক**। ⟹ **ভমুক**।

ভমেতি (ক্রি) ঘুরানো, ঘুরাইয়া দেওয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ)

চক্খুং ভমতি। ⟹ ভমতি।

ভয (ক্লী) ভয়, ডর, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, ভয়ের হেতু, আতঙ্ক, ভয়ের বস্তু। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জাতিমরণ ভয**। মিলিন্দ প্রশ্নে উল্লেখিত ১৭ প্রকার ভয়ের মধ্যে ইহা একটি এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখিত (৪×৪) ১৬ প্রকার ভয়ের মধ্যে ইহা একটি। সূত্রনিপাতে পঞ্চবিধ ভয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**দংসোভয, অধিপাতা ভয, সিরিংসেপাভয, মনুস্‌সফস্‌সা ভয, চতুপ্পাদা ভয**। বিভঙ্গে পঞ্চবিধ ভয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**আজীবিক ভয, অসিলোক ভয, পরিস-সারজ্জ ভয, মরণভয, দুগ্গতিভয**। বিভঙ্গ অর্থকথায় চতুর্বিধ ভয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**জাতিভয, জরাভয, ব্যাধিভয, মরণভয**; পুনরায় ত্রিবিধ ভয়, যথা—**জাতিভয, জরাভয, মরণভয**। মহানির্দেশে দ্বিবিধ ভয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**দিট্ঠ-ধম্মিকং ভযং, সম্পরাযিকং ভযং**।

ভযজনন (বিণ) ভয়জনক, ভয় উৎপাদনকারী। = **ভীসন**।

ভযঞাণ—ভয়জ্ঞান, ভয়জনক অন্তর্দৃষ্টি, ভয়োৎপাদক পরিজ্ঞান। ইহা বিদর্শন ভাবনাকারীর পর্যায়ক্রমিক জ্ঞানের মধ্যে একটি।

ভযঙ্কর (বিণ) ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ, ভীষণ, ভয়জনক, ভয়ানক, ভয়োৎপাদক, বিরক্তিজনক।

ভযট্টা = **ভযত্তা**। ⟹ **ভযত্তা**।

ভযট্টিত (বিণ) ভীত, ত্রাসিত, শঙ্কিত, ভয়ভীত, ভয়ার্ত, ভয়াতুর, ভয়ে অস্থির।

ভযট্ঠা = **ভযত্তা**। ⟹ **ভযত্তা**।

ভযতজ্জিত (বিণ) ভয়ে জড়সর, ভয়ে শঙ্কিত, ভয়ে ত্রাসিত, ভয়ে ভীত।

ভযতজ্জিতা (বিণ, স্ত্রী) ভয়ে ত্রাসিতা, ভীত হইয়া।

ভযতিবত্ত (বিণ) [ভয+অতিবত্ত] ভয় অতিক্রান্ত, ভয় কাটিয়া গিয়াছে এরূপ। ⟹ **অতিবত্ত**।

ভযত্তা (বিণ) ভয়ে ভীত, ভয়ার্ত, ভয় পাইয়া, ভয়ে সন্ত্রস্ত হওয়া হেতু, ভয়ে শঙ্কিত হইয়া।

ভযদস্‌সাবিন (বিণ) ভয়ের বিষয় দর্শন করে অথবা ভয়ের কার্যে পরিণত করে এমন (অর্থাৎ বিপদ, অনিষ্ট), ভয়দর্শী, ভয় অনুভূত, ভয় করে এমন, ভীত, শঙ্কিত। = **ভযদস্‌সিন**। ⟹ **দস্‌সাবিন** (১)।

ভযদস্‌সাবী = **ভযদস্‌সাবিন**। ⟹ **ভযদস্‌সাবিন**।

ভযদস্‌সিন (বিণ) ভয়দর্শী, ভয় অনুভবকারী। = **ভযদস্‌সাবিন**। (**ভযদস্‌সিন দস্‌সিত্বা = দস্‌সী বা?**) ⟹ **দস্‌সীন**।

ভযদস্‌সী (বিণ) = **ভযদস্‌সাবী**। ⟹ **ভযদস্‌সাবী**।

ভযভেরব (পুং) ভয়ভৈরব, ভীষণ ভয়, ভয়, শঙ্কা, ভয়বিহ্বল, অত্যন্ত ভয়। = **চিত্ত-উত্রাসস্‌স চ ভযানক আরম্মণস্‌স অধিবচনং** (মধ্যম নিকায় অর্থকথা)। ইহা সূত্রপিটকের "**ভযভেরব**" নামক একটি সূত্রের নামও বটে।

ভযমেরিত (বিণ) [ভযং+এরিত] ভয়ে বিতাড়িত, ভয় দেখাইয়া বিতাড়িত। এখানে "**মেরিত**" শব্দের স্থানে "**পেরিত**" শব্দের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন।

ভযসন্তক (বিণ) দেখিলে ভয় হয় এমন। ⟹ **সন্তক** (১গ)।

ভযসন্তজ্জন = **তজ্জনা**। ⟹ **তজ্জনা**।

ভযানক (বিণ) ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভীষণ, ভয়জনক, ভয়োৎপাদক, বিরক্তিজনক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভযানিক**।

ভযানকং (ক্লী) ভয়ানক কিছু, মহিমান্বিত কিছু, ভয়োৎপাদক বা ভক্তিসঞ্চারক কিছু, বিশ্রী কিছু।

ভযানক দস্‌সন (বিণ) ভয়ানক দর্শন, দেখিতে ভীষণ, ভয়জনক। ⟹ **দস্‌সন** [১(বিণ)]।

ভযানিক = **ভযানক**। ⟹ **ভযানক**।

ভযাবহ (বিণ) ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর। = **ভযঙ্কর**।

ভর (বিণ) প্রতিপালিত, ভরণপোষণ দেওয়া হয় এমন। এই শব্দটি প্রায়ই যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**মাতাপেত্তিভর**।

ভরণ (ক্লী) ভরণ, পোষণ, প্রতিপালন, পূরণ, ধারণ, ভরণপোষণ, সমর্থন, গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণ, আচরণ, সম্বন্ধ, অর্থ, আপেক্ষিক অবস্থান, উৎপাদন, যন্ত্রের যে অংশের উপরে অন্য সকল অংশ ঘুরিয়া থাকে, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী ব্যক্তি, পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু।

ভরতা (স্ত্রী) প্রতিপালন, ভরণপোষণ। এই শব্দটি প্রায়ই যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**দুব্ভরতা**।

ভরতি (ক্রি) [√ভর+অ] ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, পোষণ করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, ভার বহন করা, ভরণপোষণ করা, প্রতিপালন করা, চালানো, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, সাহস দেওয়া, অধিকারভুক্ত রাখা, রক্ষা করা, অবস্থা বিশেষে রক্ষা করা, পূরণ করা, যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা, দৃঢ়তার সঙ্গে বলা, খাইতে দেওয়া, খাওয়ানো, সরবরাহ করা, খাওয়া, চরা। (জাতক) **মম ভরথ, অহং ভত্তা ভবামি বো**; (জাতক অর্থকথা) **মং ইচ্ছথ, অহং ভত্তা ভবামি বো**। (অতীত) **ভরি**। (অ-বিণ) **ভরিত, ভত**। (ভ-বিণ) **ভরিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ভরিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ভীরতি**। ⟹ **ভট, ভর, ভরিত**।

ভরতূসভ (পুং) [ভরতি+উসভ] পালিত বৃষভ, পোষিত ষাঁড়। ⟹ **উসভ** (পুং)।

ভরভর (অব্যয়) গন্ধের পূর্ণতা প্রকাশ। মধ্যম নিকায়ে এই শব্দটির উচ্চারণ সন্দেহজনক, বোধ হয় এই শব্দটি

"বব্ভর" শব্দই হইবে। ⟹ বব্ভর।

ভরাদান—জোগানদার, সংগ্রহকারী। ⟹ **তণ্হা** (২)।

ভরিত (বিণ) ভরিত, পূরিত, পূর্ণকৃত, পূর্ণ, পোষিত, প্রতিপালিত, রক্ষিত। (জাতক) **সুবণ্ণরজত ভরিত গব্ভ; উদক ভরিত; কিমি ভরিত।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বাত ভরিত।** (থেরগাথা অর্থকথা) **কুণাপভরিত।** ⟹ **ভরতি।**

ভরিতব্ব (ভ-বিণ) প্রতিপালনের যোগ্য, রক্ষণের উপযুক্ত, যাহাকে ভরণপোষণ দিয়া রক্ষা করিতে হইবে এমন। = **ভচ্চ** (বিণ)। ⟹ **ভরতি।**

ভরিযা (স্ত্রী) ভার্যা, স্ত্রী, পত্নী; (সাহিত্যে) যাহাকে ভরণপোষণ দেওয়া হয়।

ভরু—সাগর। ইহা এক শহরের নাম, যেমন—"**ভরুকচ্ছ**" (মহানির্দেশ) এবং এক রাজ্যের নাম, যথা—"**ভরুরট্ঠ**" অর্থাৎ যেই রাজ্য ভাঙ্গিয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে (জাতক)। ভরু রাজ্যের রাজার নামও ছিল "**ভরুরাজা**" (জাতক)। জাতকে ভরুরাজ্যকে "**কুরুরট্ঠ**" এবং ভরুরাজাকে "**কুরুরাজা**"ও বলা হইয়াছে। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ভারুকচ্ছক**।

ভল্লক—একপ্রকার তাম্র বিশেষ। বিভঙ্গ অর্থকথায় উল্লিখিত অষ্টবিধ "**পিসাচলোহানি**"-এর মধ্যে ইহা একজাতীয় তাম্র। "**ভল্লক**" শব্দটি কেমন সন্দেহজনক, ইহার পরিবর্তে কি "**মল্লক**" পাঠ করা যাইতে পারে? (তুলনীয়) **মল্ল**।

ভল্লাটক = **ভল্লাতক**। ⟹ **ভল্লাতক**।

ভল্লাতক (পুং) ১ ভল্লাত, ভল্লাতক, ভেলাগাছ (দেশজশব্দ—ভেলাগাছ বা ভেরালাগাছ)। ২ ভেলাগাছের ফল বা ভেলা, মাজুফল। [কথিত আছে কোনো ব্যক্তির নাম করিয়া এই গাছ কাটা হইলে সেই ব্যক্তির সর্বশরীরে ফোস্কা ওঠে। উহার ফল চীনাবাদামের ন্যায়, খাইলে জোলাপের কাজ করে এবং এই ফল দ্বারা "ভল্লাতক মোদক" নামে এক প্রকার কবিরাজি মোদক তৈয়ার করা হয়। ভল্লাতক গাছ সাধারণত দুই রকমের দেখা যায়। উহাদের মধ্যে ইহা একপ্রকার। অন্যপ্রকার ভল্লাতকের গুণ এবম্বিধ নহে।]

ভল্লুক (পুং) ভল্লুক, ভালুক।

ভব (ক্রি) হওয়া। **ভবতি**। (পুং) ভব, উৎপত্তি, স্থিতি, প্রাপ্তি, প্রাধান্য, পুনর্জন্ম, পুনর্বার জন্মগ্রহণ, অস্তিত্ব, অস্তিত্বের অবস্থা, জীব বা জীবন, কার্য বা বস্তু অথবা ব্যক্তির বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধ, পুনর্বার অস্তিত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তি, মঙ্গল, ইষ্ট, হিত, শুভ, লাভ, সচ্ছল অবস্থা, জগৎ, সংসার। ⟹ **ভগ, পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**। দীর্ঘনিকায়ে তিন প্রকার "**ভব**" বা অস্তিত্বের অবস্থা-সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যথা—**কামভব** (ইন্দ্রিয়সুখজনিত অস্তিত্বের অবস্থা), **রূপভব** (দেবদেহধারী অথবা পঞ্চভৌতিক অস্তিত্বের অবস্থা), **অরূপভব** (নিরাকার অস্তিত্বের অবস্থা)। বিভঙ্গে অন্যদৃষ্টিতে "**ভব**"-কে দুই প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—**কামভব, উপপত্তিভব (উপ্পত্তিভব)**। চুল্লনিদ্দেসে "**কামভব, পটিসন্ধিক পুনব্ভব**"—এইরূপে দুই প্রকার। "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" অর্থাৎ কারণাবদ্ধ শৃঙ্খলের অথবা কার্যকারণ নীতির নিয়মানুসারে "**ভব**"—"**জাতি**" বা জন্মের অথবা নূতনভাবে জন্মগ্রহণের জন্য ফল হিসাবে প্রাপ্ত প্রভাব বা বেগজনিত অবস্থার ন্যায় প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। (বিভঙ্গ) **ইতি ভবাভব**। (তুলনীয়) **অনুভব, বিভব, সম্ভব**।

ভবং (পুং) প্রভু, মহাত্মা, মহাপুরুষ, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি, পূজ্যাস্পদ ব্যক্তি, মহাশয়, গুরুদেব, মহাগুরু। মধ্যম নিকায়ে ক্লীবলিঙ্গেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ⟹ **ভবন্ত**।

ভবগ্গ (ক্লী) [ভব+অগ্গ] ভবাগ্র, ভবসমূহের মধ্যে উর্ধ্বতন বা শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব, অস্তিত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থা, দেবগণের মধ্যে উর্ধ্বতম অস্তিত্ব অবস্থা, অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক। (বিপ) **অবীচি**।

ভবগ্গে [ভব+অগ্গে] ভবাগ্রে, অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক।

ভবঙ্গ (ক্লী) [ভব+অঙ্গ] ভবাঙ্গ, পুনর্জন্মের উপাদান, পুনর্জন্মের অবস্থা, মনে আছে অথচ অনুভব করা যায় না এমন অবস্থা, অবচেতন অবস্থা, পুনর্গঠনের উপাদান, পুনর্বার অস্তিত্বভাব প্রাপ্তির উপাদান, জীবত্বের ধর্ম বা বৃত্তি, জীবত্বের কার্য, অবচেতনা-সম্বন্ধীয় কর্তব্যবিষয়ক বা আনুষ্ঠানিক অবস্থা অর্থাৎ উন্নত আত্মজ্ঞান বা চেতনা অথবা অবচেতন জীবক্রম, (মন বা মনোযোগ-সম্বন্ধীয়) কোনো কার্যধারার অভাবের মধ্যে অপরিহার্য ক্রম (Rhys Davids-এর অনুবাদ মতে), ব্যক্তিগত জীবনের অবচেতনা।

ভবচক্ক (ক্লী) ভবচক্র, পুনঃপুন জন্মগ্রহণের চক্র। "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**" বা কার্য-কারণ নীতি এবং উহার ত্রিসন্ধিজ্ঞানই জন্মমৃত্যুর ভবচক্র ঘূর্ণায়মান হওয়ার প্রমাণ।

ভবচরিমকা (স্ত্রী) অন্তিম বা শেষ জন্ম যাহার পর পুনর্জন্ম হওয়া অসম্ভব অর্থাৎ বর্তমানে এই যে দেহধারণ করা হইয়াছে মৃত্যুতে এই দেহত্যাগের পর আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হইবে না এমন অবস্থা।

ভবচ্ছন্দ—ভবোৎপত্তিতে আনন্দ বা অভিলাষ, ৩১ প্রকার ভবরূপ জীব অবস্থার যে কোনো একটিতে উৎপন্ন হইবার জন্য তদস্থানীয় ভোগসুখের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। = **ভবে ছন্দ**।

ভবতণ্হা (স্ত্রী) পুনর্বার জন্মগ্রহণের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পুনরায় অস্তিত্ব লাভের জন্য অথবা পুনর্জন্মের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, "**কামভব-রূপভব-অরূপভব**"—এই ত্রিভবের যে কোনো একটিতে পুনরুৎপত্তির বা পুনর্জন্ম গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⟹ **তণ্হা** (৩)।

ভবতি (ক্রি) [√ভূ+অ] সাধারণ অর্থে:—১ হয়, আছে, হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা অথবা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করা বা করানো, (চলতি কথায়) শাস্তি পাওয়া বা দণ্ড ভোগ করা, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া, ইতস্তত দৃষ্ট হওয়া, মনোমধ্যে উপস্থিত হওয়া, মনে উদিত হওয়া, পরিণত হওয়া, মানানো, মানানসই হওয়া, যোগ্য হওয়া, থাকা, জীবিত থাকা, আচরণ করা, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা। = **সম্ভবতি, জায়তি, নিব্বত্ততি, পাতুভবতি**। এই শব্দের পাশাপাশি দুইটি ভিত্তি, যথা—**ভবতি, হোতি**। ক্রিয়া বিভক্তি নির্ণয়:—বর্তমান-উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভবামি, হোমি;** (বহুবচনে) **ভবাম, হোম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **ভবসি, হোসি;** (বহুবচনে) **ভবথ, হোথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **ভবতি, হোতি;** (বহুবচনে) **ভবন্তি, হোন্তি**। পঞ্চমী—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভবামি, হোমি;** (বহুবচনে) **ভবাম, হোম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **ভব, ভবাহি, হোহি;** (বহুবচনে) **ভবথ, ভবাথ, হোথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **ভবতু, হোতু;** (বহুবচনে) **ভবন্তু, ভবামসে, হোন্তু**। সপ্তমী—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভবেয্যামি, ভবেয্যং, হেয্যামি;** (বহুবচনে) **ভবেয্যাম, হেয্যাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **ভবেয্যাসি, ভবে, ভবেয্য, হুপেয্য**("**হুবেয্য**" শব্দের পরিবর্তে), **হেয্যাসি;** (বহুবচনে) **ভবেথ, ভবেয্যাথ, হেয্যাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **ভবে, ভবেয্য, হেয্য;** (বহুবচনে) **ভবেয্যুং,** (মধ্যবর্তিতা সূচক) **ভবামহে, হেয্যুং**। (ব-বিণ) **ভবং, ভবন্তো (ভবন্ত), ভবমান, ভুয্য** (যৌগিক শব্দ "**অভিভুয্য**" শব্দ দেখুন)। (স্ত্রীলিঙ্গে) **হোন্তী**। অতীতকাল:—১ উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভবিং, অভবিং, অহুবা, অহুবাসিং, অহোসিং;** (বহুবচনে) **অভবিম্হ, অভবিম্হা, অহুবাম, অহুবম্হা, অহোসিম্হা**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অভবো, ভবো, অভবি, ভবি, অহোসি;** (বহুবচনে) **অভবিত্থ, ভবিত্থ, অহুবত্থ, অহোসিত্থ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অভবি, ভবি, অভবী, ভবী, অহুবা, অহোসি, অহু;** (বহুবচনে) **অভবুং, ভবুং, অভবিংসু, ভবিংসু, অহেসুং**। ২ উত্তম পুরুষ (একবচনে) **অহুং, অহু, অহুসিং;** (বহুবচনে) **অহুম্হা, অহুম্হ**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অহু**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অহূ, অহু, ভবি** (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাতুভবি**। ৩ উত্তম পুরুষ (একবচনে) **অহোসিং, আসিং;** (বহুবচনে) **অহেসুম্হ**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অহোসি**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অহোসি;** (বহুবচনে) **অহেসুং, ভবিংসু**। মধ্যবর্তিতা সূচক:—উত্তম পুরুষ (বহুবচন) **অহুবত্থ**। (অ-বিণ) **ভূত**। ভবিষ্যৎ কাল:—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভবিস্‌সামি, হেস্‌সামি, হেস্‌সং;** (বহুবচনে) **ভবিস্‌সাম, হেস্‌সাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **ভবিস্‌সসি, হোহিসি, হেস্‌সসি;** (বহুবচনে) **অভবিস্‌সথ, ভবিত্থ, হেস্‌সথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **ভবিস্‌সতি, হেস্‌সতি, হেস্‌সতে, হেহিতি, হোস্‌সতি** ("**পহোতি**" শব্দ হইতে "**পহোস্‌সতি**" শব্দে); "**ভবিস্‌সতি**"—"নিশ্চয়ই হয়, নিশ্চয়, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে"—এই অর্থে ধর্মপদ অর্থকথায়—"**সাত্থিকা দেসনা ভবিস্‌সতি**"; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মাতা'তি পি ন ভবিস্‌সতি;** (বহুবচনে) **ভবিস্‌সন্তি, হেস্‌সন্তি**। ভবিষ্যৎ সাপেক্ষ:— উত্তম পুরুষ (একবচনে) **অভবিস্‌সং**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অভবিস্‌স**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অভবিস্‌স;** (জাতক) ন+অভবিস্‌স = **নাভবিস্‌স**(?); (বহুবচনে) **অভবিস্‌সংসু**। (ভ-বিণ) **ভবিতব্ব, ভব্ব, হোতব্ব**। (তুম্) **ভবিতুং, হেতুযে**। (ক্রি-বি) **ভবিত্বা, ভূত্বা, হুত্বা, হুত্বান**।

ভবতিবত্ত (বিণ) [ভব+অতিবত্ত] ভব অতিক্রান্ত, ভবসমূহ পার হইয়া গিয়াছে এরূপ। ⟹ **অতিবত্ত**।

ভবত্ত (ক্লী) ভবত্ব, জীবত্বের বা জীবের কার্য, জীবত্বপ্রাপ্তি, জীব বা সত্ত্ব অবস্থা।

ভবদুক্‌খাগ্‌গি [ভব+দুক্‌খ+অগ্‌গি] ভবদুঃখরূপ অগ্নি, পুনঃপুন জন্মগ্রহণরূপ দুঃখের অগ্নি।

ভবন (ক্লী) ভবন, উৎপত্তি, স্থিতি, গৃহ, আলয়, সঙ্ঘটন, বাসস্থান, বাড়ি, গোলক, মণ্ডল, চক্র, গণ্ডী, পরিবেশ, আকাশ, তারকা বা অন্য কোনও জ্যোতিষ্ক, সীমানা, বিস্তার, ক্ষেত্র, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, ভূমণ্ডল, পৃথিবী, জগৎ, গ্রহনক্ষত্রাদি, সুবৃহৎ ভূভাগ, লোক, জনসাধারণ, মানব-সমাজ, সাংসারিক জীবন, পৃথিবীবাসী, ইহলোক, কার্য, জীবনের গতি, অধিক পরিমাণ বা সংখ্যা, বৃহদংশে, মনুষ্যজাতি, বহুসংখ্যা, ঐহিক ব্যাপার, রাজ্য, রাষ্ট্র, দেশ, রাজার অধিকার। (মহানির্দেশ বর্ণনায়) **নেরযিকানং নিরযো ভবন** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **নিরযাদি ভেদে ভবনে**। (মহানির্দেশ) **ইন্দভবন**। (জাতক) **নাগভবন**।

ভবনন্দি (স্ত্রী) ভবের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ৩১ প্রকার ভবের মধ্যে যে কোনো আকাঙ্ক্ষিত ভবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার প্রবল ইচ্ছা। ⟹ **নন্দি**।

ভবনিস্সরণ—(**কামভব, রূপভব, অরূপভব**—এই ভবত্রয় হইতে উত্তীর্ণ) ভব-উত্তীর্ণ। ⟹ **নিস্সরণ**।

ভবনীয (ভ-বিণ) = **ভবিতব্ব**। ⟹ **ভবিতব্ব**।

ভবনেত্তি (স্ত্রী) ভবে পুনরাগমনের পথ প্রদর্শক, সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার হেতু বা আকাঙ্ক্ষা, পুনর্জন্মের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পুনর্জন্ম প্রদানকারী নেতা বা অধিনায়ক,

পুনর্বার অস্তিত্ব গ্রহণের উপদেষ্টা বা পথ নির্দেশক, ভবে পুনরায় আগমনের জন্য নেতৃত্ব করে বলিয়া "**ভবনেত্তি**" বা ভবনেত্রী। = **ভবতণ্হা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **ভব-রজ্জু**। ⇒ নেত্তি, **ভবনেত্তিক**। বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে—ভবনেত্রী, ভবনেত্রিক।

ভবনেত্তিক (পুং) অস্তিত্ব লাভের মূলকারণ, ভবে বা সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **নেত্তিক, ভবনেত্তি**।

ভবন্ত (বিণ) অনুকূল, সমৃদ্ধিশালী, সফলকাম, ভদ্রতামূলক বা সম্মানসূচক আহ্বান-সম্বন্ধীয় (যেমন—আপনি !, হে প্রভু !, হে মহাশয় !, শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়)। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **ভবং** (বহুবচনে) **ভবন্তো** ("**ভগবন্তো**" শব্দের ন্যায়), **ভোন্তো**। কর্মকারক (একবচনে) **ভবন্তং** (বহুবচনে) **ভবন্তে**। করণ কারক (একবচনে) **ভোতা**; (বহুবচনে) **ভবন্তেহি**। সম্বন্ধপদ (একবচনে) **ভোতো**; (বহুবচনে) **ভবতং**। সম্বোধনপদ (একবচনে) **ভবং, ভো** (⇒ "**ভো**"); (বহুবচনে) **ভোন্তো**। ⇒ **ভন্তে**।

ভবন্তগ (বিণ) ভবান্তগত, অস্তিত্বের শেষ সীমায় গত, অস্তিত্ব অতিক্রান্ত, ভবসমূহের বন্ধনমুক্ত, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না এমন। বিশুদ্ধিমার্গে ইহা "**ভগবন বুদ্ধ**" এর বর্ণনায়ও দৃষ্ট হয়।

ভবন্তগূ (বিণ) যিনি ভবসমূহকে অন্ত বা অতিক্রম করিয়াছেন এমন। = **ভবন্তগ**।

ভবন্তর (ক্লী) ভবান্তর, দুইয়ের মধ্যবর্তী অস্তিত্ব অর্থাৎ এক জীবত্ব হইতে অন্য জীবত্বে পরিবর্তন বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি, পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী জীবন, এক ভব হইতে ভবান্তরে গমন বা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে অন্যত্র উৎপত্তি।

ভবযোগ = **ভবোঘ**। ⇒ **ভবোঘ**।

ভবরজ্জু—ভবের সহিত আবদ্ধ রজ্জু (অর্থাৎ রজ্জুরূপ তৃষ্ণা)। = **ভবনেত্তি**।

ভবরথ (ক্লী) অস্তিত্বরূপ রথ, ভব বা সংসাররূপ গাড়ি। ⇒ **নেমি**।

ভবরাগরত্ত (বিণ) [ভব+রাগ+রত্ত] ভবতৃষ্ণায় হতবুদ্ধি, সংসারে পুনরাগমনের জন্য অথবা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার জন্য উত্তেজিত। (তুলনীয়) **রত্তদুট্ঠ মূঢ়**।

ভবলোভ (পুং) ভবে বা সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **লোভ**।

ভববাদা—ভববাদ অর্থাৎ ভব হইতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপন্ন হইবার আকাঙ্ক্ষা। ইহাও এক প্রকার "**দিট্‌ঠি**" বা মিথ্যাদৃষ্টি। ⇒ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**।

ভববিগম (বিণ) = **বিভবংগত**। ⇒ **বিভবংগত**।

ভববেসনা (স্ত্রী) পুনরায় জন্মগ্রহণের ইচ্ছা, পুনর্জন্মের স্পৃহা।

ভবসংযোজন (ক্লী) পুনর্জন্মের নিগড় বা বন্ধন।

ভবসঙ্খার (পুং) সংসারে উৎপন্ন হইবার অথবা পুনর্জন্ম গ্রহণের উপাদান, ভবে পুনরুৎপত্তির ইচ্ছা। (তুলনীয়) **আয়ুসঙ্খার**। ⇒ **সঙ্খার** (১ক)।

ভবসঙ্খেপ (পুং) অস্তিত্বপুঞ্জ, অস্তিত্বসমূহের রাশীকৃত বা একত্রিতকরণ। ⇒ **সঙ্খেপ** (৩)।

ভবসল্ল (ক্লী) ভবশল্য, ভবরূপ শল্য বা শেল, মনোজ্ঞ ভবে উৎপন্ন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষারূপ হুল বা ছোট বর্শা। = **সব্বানি ভবগামিনী সল্লানি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

ভবসাত (ক্লী) অস্তিত্বের বা পুনর্জন্ম গ্রহণের আনন্দ। ইহা মহানির্দেশে এক হইতে ছয়টি সেট বা প্রস্থে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভবসোত (পুং, ক্লী) ⇒ সোত (২ক)।

ভবস্‌সিত—এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়, ইহার অর্থ "**ঘটস্‌সিত**" শব্দের ন্যায়। ⇒ **ঘটস্‌সিত**।

ভবান = **ভন্তে**। ⇒ **ভন্তে**।

ভবাভব (পুং, ক্লী) [ভব+অভব] ভব এবং অভব অর্থাৎ অস্তিত্বসমূহের মোটমাট বা সম্পূর্ণরূপে চক্রাকার, কাম-রূপ-অরূপাদি সমন্বিত ২৭ প্রকার সত্ত্বাবাস সুখময় বলিয়া "**ভব**" এবং নরকাদি চারি অপায় দুঃখের স্থান বলিয়া "**অভব**" সর্বমোট ৩১ প্রকার ভব, ভবাভব, সমস্ত সত্ত্বলোক বা সত্ত্বগণের আবাসভূমি, ইহলোক এবং পরলোক, যে কোনো অস্তিত্বের আকার, কয়েক শ্রেণীর অস্তিত্ব। (তুলনীয়) **ঠানাট্‌ঠান**। (থেরগাথা অর্থকথা) **মহত্তামহত্ত ভবাভব**।

ভবাসব—ভবাসব, অস্তিত্ব প্রাপ্তি ইচ্ছা, পূর্বজন্মের প্রতি আসক্তি, ভবের প্রতি স্পৃহা। = **ভবোঘ**।

ভবিতব্ব (ভ-বিণ) ভবিতব্য, ভবিষ্যতে হইবে এরূপ, হওয়ার উপযুক্ত, ঘটিবার যোগ্য, হওয়া বা ঘটা উচিত। ⇒ **ভবতি**।

ভবিস্‌সন্তী (ব্যাকরণে ক্রিয়াপদে) ভবিষ্যৎকাল।

ভবুপ্পত্তি (স্ত্রী) ভবোৎপত্তি, (নূতনভাবে) অস্তিত্বের বিকাশ, পুনর্জন্ম গ্রহণ। মধ্যম নিকায়ে চতুর্বিধ ভবোৎপত্তি বা দেব-ব্রহ্মলোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**পরিত্তাভা দেবা, অপ্পমাণাভা দেবা, সঙ্কিলিট্‌ঠাভা দেবা, পরিসুদ্ধাভা দেবা**।

ভবে ছন্দ—ভবোৎপত্তিতে আনন্দ, জীবত্বে বা অস্তিত্বে ইচ্ছা, পুনর্জন্মে সন্তুষ্টি। = **ভবচ্ছন্দ**।

ভবেয্য (পুং) একজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ (জাতক)। (তুলনীয়) সংস্কৃত—ভব্য। (ক্রিয়া সপ্তমী) হইয়া থাকে, (যদি) হয়। ⇒ **ভবতি**।

ভবেসনা (স্ত্রী) পুনর্জন্ম লাভের স্পৃহা, অস্তিত্ব প্রাপ্তির সন্ধান।

ভবোঘ (পুং) [ভব+ওঘ] ভবরূপ জলপ্লাবন, পুনর্জন্মের জোয়ার বা প্রবাহ, অস্তিত্ব প্রাপ্তির প্রাচুর্য বা বন্যা, ভবসমূহের প্রতি আসক্তি, পুনর্জন্মের বন্ধন, ভবসমূহের

মধ্যে যে কোনো একটিতে উৎপন্ন হইবার কামনা। = **ভবাসব, ভবযোগ**। ⟹ **দিট্‌ঠোঘ, ওঘ, আসব, যোগ** (৩)।

ভব্যরূপতায—সম্ভাবনার উপস্থিতি দ্বারা। ⟹ **রূপতা**।

ভসতি (ক্রি) (কুকুর-সম্বন্ধে) ঘেউ ঘেউ করা, ক্রুদ্ধ চিৎকার করা। ⟹ **ভুসতি**। (অতীত) **ভসি** (সাহিত্যে "**ভুসি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ)। (অ-বিণ) **ভসিত**।

ভসিত (বিণ) ১ ঘেউ ঘেউ করিয়াছে এমন। = **ভুসিত**। ⟹ **ভসতি, ভুসতি**। ২ ভস্ম হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, ছাইয়ে পরিণত হইয়াছে এরূপ। ⟹ **ভস্ম**।

ভসিতং (ক্লী) কুকুরের ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বা চিৎকার। ⟹ **ভসতি**।

ভস্ত (পুং) (পুরুষ জাতীয়) ছাগল, পাঁঠা। (ক্লী) = **ভস্তা**। ⟹ **ভস্তা**।

ভস্তা (স্ত্রী) ১ ভস্ত্রা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী, বায়ুযন্ত্র-বিশেষ, জাঁতা, ভিস্তি, হাপর, চর্মপ্রসেবিকা, চর্মস্থলী। (জাতক) **বাত-পুণ্‌ণ-ভস্তা-চম্ম**--বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার চর্ম। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বাত-পূরিত-ভস্ত্রা বিয**; **বাত-ভরিত-ভস্ত্রা বিয**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভস্তং ধমাপেতি**। ২ থলে, বস্তা, বাহিরের পোশাক, বাহ্যিক বস্ত্র। সাহিত্যে ইহার পাঠ "**গত্ত**", কিন্তু থেরগাথা অর্থকথায় "**ভস্ত**" এবং ব্যাখ্যায় "**চম্ম-পসিব্বক**"। (জাতক) **সত্তুভস্তা**। (থেরগাথা অর্থকথা) **উদকভস্তা**। (মধ্যম নিকায়) **বিড়াল ভস্তা**।

ভস্ত্রা (স্ত্রী) = **ভস্তা**। ⟹ **ভস্তা**।

ভস্ম (ক্লী) ভস্ম, ছাই, পাঁশ, ছালি। **ভস্মপুটেন, সীসে ছারিকং ওকিরিত্বা'তি অত্থো**। (অধিকরণ কারকে) **ভস্মনি**। = **ছারিকা**।

ভস্ম অস্‌স (বিণ) ছাইপূর্ণ থলি কাঁধে আছে এমন।

ভস্মন = **ভস্ম**। ⟹ **ভস্ম**।

ভস্মন্তাহুতি [ভস্ম+অন্ত+আহুতি] যাহার যজ্ঞাহুতি ভস্মে পরিণত হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **ভস্‌সন্তাহুতি**।

ভস্মনিহিত (বিণ) ভস্মে নিহিত বা নিক্ষিপ্ত, ছাইয়ের মধ্যে গুপ্ত বা লুক্কায়িত। ⟹ **নিহিত**।

ভস্মপুট (ক্লী) ভস্ম রাখার থলে, ছাই রাখার বস্তা। দীর্ঘনিকায়ে "**অস্‌সপুট**" শব্দের পরিবর্তে "**ভস্মপুট**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা কল্পনাপ্রসূত। ⟹ **অস্‌সপুট, অস্‌স**(১)।

ভস্মাভাব (ক্লী) ভস্মভাব, ভস্মীভূত অবস্থা, ভস্মবৎ অবস্থা, ক্ষয় হইয়া ধূলায় পরিণত অবস্থা, ভস্মে পরিণত অবস্থা।

ভস্মাচ্ছন্ন (বিণ) ভস্মাচ্ছন্ন, ছাইয়ে ঢাকা। = **ছারিকায পটিচ্ছন্ন** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **ছারিকায পটিচ্ছন্ন বা পাবক**।

ভস্মীকরণ (ক্লী) ভস্মীভূতকরণ, ভস্মকরণ, ভস্মবৎ-করণ, ভস্ম বা ছাইয়ে পরিণতকরণ।

ভস্মীভবতি—ভস্ম করা হয়, ভস্মীভূত হয়, ভস্ম হয়, ছাইয়ে পরিণত হয়।

ভস্‌স (ক্লী) নিরর্থক কথা, বৃথা আলাপ, ভাষা, কথা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, ভাষণ, আলাপ, কথোপকথন, গল্প, বাক্যালাপের ধারা বা উপায়, বিতর্ক, বাদানুবাদ, গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা। সূত্রনিপাতে "**হস্‌স**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গের ১০ প্রকার "**কথাবত্থু**" অনুসারে ইহার অর্থ হয়:—"উপযুক্ত কথায় একত্র বিন্যাস অর্থাৎ সুবিন্যস্ত আলাপ বা কথা", এবং ৩২ প্রকার "**তিরচ্ছান কথা**" অনুসারে ইহার অর্থ হয়:—"অনুপযুক্ত আলাপ বা মিথ্যা গল্প অর্থাৎ নিরর্থক কথা"।

ভস্‌স অস্‌স (বিণ) কথাপূর্ণ থলি কাঁধে আছে এমন অর্থাৎ অতি আলাপী।

ভস্‌সকারক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কথা তৈয়ার করে অর্থাৎ বিতর্ক বাদানুবাদে আহ্বান করে, তর্কযুদ্ধে আহ্বানকারী, যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, তর্কবাগীশ, বাক্‌যুদ্ধকারী।

ভস্‌সকারিকা (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক বেশি কথা বলে, বাক্‌যুদ্ধকারিণী। = **ভস্‌সকারক**।

ভস্‌সতি (ক্রি) [√ভস+য] পতিত হওয়া, নীচে পড়িয়া যাওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময়ে অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া বা সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ না করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামাইয়া দেওয়া, বাদ দেওয়া, ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামা, নামানো, পত্র পাঠানো, অবতরণ করা, ক্রমনিম্ন হওয়া, বংশ হইতে উদ্ভূত হওয়া, আক্রমণ করা, মস্তক অবনত করা, ক্ষীণ হওয়া, দুর্বল হওয়া, অবসন্ন হওয়া, কৃশ হওয়া, মাথা হেঁট করা। বৌদ্ধ সংস্কৃত জাতক--"অধোপতনে, অধোপাতে"। (অতীত) **ভস্‌সি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **ভস্‌সিত্থ** (তুলনীয়—**পভস্‌সিত্থ**; ⟹ **পভস্‌সতি**)। **অভস্‌সিত্থ** (সংযুক্ত নিকায়ে "**অভস্‌সথ**" শব্দের পরিবর্তে)। (অ-বিণ) **ভট্‌ঠ** [⟹ **ভট্‌ঠ** (২)]। (ব-বিণ) **ভস্‌সন্ত, ভস্‌সমান**। (ক্রি-বি) **ভস্‌সিত্বা**।

ভস্‌সন্তাহুতি = **ভস্মন্তাহুতি**। ⟹ **ভস্মন্তাহুতি**।

ভস্‌সপবাদক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বিতর্ক বা বাদানুবাদের জন্য প্রস্তাব করে, তর্কের বা তর্কযুদ্ধের প্রস্তাবক, যে ব্যক্তি তর্কবিতর্ক প্রিয়, বিবাদপ্রিয়, বিচারপ্রিয়, আলোচনাপ্রিয়, তর্কপ্রিয়, বাদানুবাদপ্রিয়, মৌখিক বিতর্কপ্রিয়, তার্কিক, শব্দবহুল বা শব্দময় বাদানুবাদ-

প্রিয়, কথায় ভরা তর্কপ্রিয়। ⟹ **পবাদক** (২)।

ভস্‌সপবাদিক = **ভস্‌সপবাদক**। ⟹ **ভস্‌সপবাদক**।

ভস্‌সপবেদিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি তার্কিক, তর্কবিতর্কে অভিজ্ঞ, তর্কযুদ্ধে দক্ষ।

ভস্‌সর (বিণ) উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়। (জাতক অর্থকথায়) **পভস্‌সর**। (তুলনীয়) **আভস্‌সর, পভস্‌সর**। (পুং) কোনও এক পক্ষীর নাম-বিশেষ (জাতক)। = **সত-হংস** (জাতক অর্থকথা)।

ভস্‌স সমাচার—ভাষায় (সদ্ভাবে) ব্যবস্থা, বাক্‌শক্তিতে বা বক্তৃতায় (সদ্ভাবে) পরিচালনা, কথায় বা কথাবার্তায় সদাচরণ, আলাপে সদ্ব্যবহার, বিতর্কে পারদর্শিতা, বাদানুবাদে দক্ষতা, বাক্‌যুদ্ধে বা তর্কে ব্যুৎপত্তি।

ভস্‌স সমুচ্চয় (পুং) বাক্‌পটুতা, বাগাড়ম্বর পটুতা, শব্দাড়ম্বর প্রিয়তা। = **ভস্‌স সমুস্‌সয**। ⟹ **সমুস্‌সয** (১)।

ভস্‌স সমুস্‌সয (ক্লী) বাগাড়ম্বর পটুতা, শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা, প্রগল্‌ভতা, অহঙ্কারপূর্ণ আলাপ, দাম্ভিক কথা, অভিমানপূর্ণ কথাবার্তা, আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আলাপ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত কথা। = **অত্তুক্কংসনতা'তি বুত্তং হোতি; ভস্‌স সমুচ্চয**।

ভস্‌সসারামতা (স্ত্রী) নিরর্থক কথায় আসক্তি, বাজে গল্পে স্পৃহা, মিথ্যাগল্পে সংলগ্নতা, অনাবশ্যকতা বা অকর্মণ্য কথায় ইচ্ছা, নিরর্থক বা ফলপ্রদ নয় এমন কথার প্রতি টান।

ভা (স্ত্রী) ভা, ভাঃ, ভাস্‌, প্রভা, দ্যুতি, আলোক, উজ্জ্বল পদার্থ, দিন, আলোকের উৎস বা কারণ, চিত্রের আলোকিত অংশ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতি, প্রত্যূষ, প্রকাশ, সুখের সময়, সৌভাগ্য, জ্ঞান, প্রকাশ্যদৃশ্য, অনুগ্রহ, খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিখ্যাত লোক, দর্শন শক্তি, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব। জাতকে "ভা" শব্দে একটি মণির নাম-স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, এই পাঠ কিন্তু খুব সন্দেহজনক; সাহিত্যে পাঠ আছে—"**বর তং ভঞ্ঞমিচ্ছসি**" এবং জাতক অর্থকথায় আছে—"**ভা'তি রতনস্‌স এতং নামং**"। জাতকে "**ভঞ্ঞং**" এর পরিবর্তে "**ভুঞ্জং**" পাঠও দৃষ্ট হয়, হয়ত ইহা "**বরতু ভবং যং ইচ্ছসি**" এই পাঠের বিকৃত পাঠই হইয়া থাকিবে।

ভাকুটি = **ভূকুটি**। ⟹ **ভূকুটি**।

ভাকুটিক (বিণ) ভ্রূকুটি করে এমন, তীব্র দৃষ্টি দেয় এমন, ক্রোধাদি হেতু ভ্রূ বক্র করে এমন, অস্বাস্থ্যকর, নিরানন্দদায়ক, অতুষ্ট, নির্দয়, অননুকূল, চোখের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে এমন, রোষ-কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে এমন, ভ্রূকুটি প্রদর্শন দ্বারা পশ্চাৎপদ করে এমন, ভ্রূকুটি সহকারে তিরস্কারকারী। = **ভকুটি**। (যৌগিকে) **ভাকুটিক ভাকুটিকো** (বিনয়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাকুটিকং করোতি**—ভ্রূকুটি করা, ভ্রূভঙ্গি মুখ করা, উদ্ধতভাবে বা অহঙ্কার করিয়া কাজ করা (ইহা কাহারও "দোস-চরিত" জনিত কাজ)।

ভাকুটিক ভাকুটিকো (বিণ) ক্রমাগত ভ্রূকুটি করিতে থাকে এমন, অবিরামভাবে রোষ-কষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে এমন, অহঙ্কারী, উদ্ধত, গর্বিত। (বিনয়) **মন্দ মন্দো ভাকুটিক ভাকুটিকো**। (মহানির্দেশ) **কোরজ্জিক কোরজ্জিকো ভাকুটিক ভাকুটিকো**। ⟹ **ভাকুটিক**।

ভাকুটিকা (স্ত্রী) ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূকুটিকরণ, ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি, ক্রোধাদি হেতু ভ্রূর বক্রতা, অহঙ্কার, গর্ব, উদ্ধত অবস্থা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পধান-পরিমথিত ভাব দস্‌সনেন ভাকুটি** (পাঠ "**ভকুটি**") **করণং মুখসঙ্কোচো'তি বুত্তং** হোতি। (বি-ভা) **ভাকুটিকা ভাকুটিযং কুহনা কুহাযনা** (বিভঙ্গে "**কুহনা**" শব্দের বর্ণনায়); (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **ভাকুটিকরণং সীলং অস্‌সা'তি ভাকুটিকো**। ⟹ **ভাকুটিক**।

ভাকুটিতা (স্ত্রী) = **ভাকুটিকা**। ⟹ **ভাকুটিকা**।

ভাকুটিযং (ক্লী) = **ভাকুটিকা**। ⟹ **ভাকুটিকা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাকুটিকস্‌স ভাবো ভাকুটিযং**।

ভাগ (পুং) ১ ভাগ, অংশ, খণ্ড, ভগ্নাংশ, সভ্য, বিভাগ, আনুপাতিক ভাগ, দিক্‌, পক্ষ, কার্য, স্বার্থ, পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ, স্ত্রীধন, যৌতুক, কাহারও ভাগ্য, হিস্যা, বখরা, ভগ্নাঙ্ক। (সূত্রনিপাত) **সহস্‌স-ভাগো মরণস্‌স**—সহস্র সহস্রবার মৃত্যুর অংশ অর্থাৎ অতি নিকট মরণ, প্রায় সম্পূর্ণরূপে মৃত; = **সহস্‌সং ভাগানং অস্‌সা'তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **সমানভাব**। = **কুম্মাস কোট্‌ঠাস** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **অদ্ধিভাগ**। (তুলনীয়) **বিভাগ**। ২ যথোচিত ভাগ করিয়া দেওয়া (টাকার) অংশ অথবা বিষয়-ভূসম্পত্তি-দেয়ক, পারিশ্রমিক-দর্শনী-ব্যয়-খরচা-পুরস্কার-পারিতোষিক-প্রতিদান--বেতন অথবা ক্ষতিপূরণ। (জাতক) **আচরিয (আচরিযস্‌স) ভাগ**—আচার্যের বা শিক্ষকের বেতন-স্বরূপ প্রাপ্য অথবা দর্শনী (সাধারণত সর্বমোট ১০০০ "**কহাপণ**" বা কার্ষাপণ)। ৩ স্থান অথবা এলাকা বিভাগকরণ, শহর বা প্রদেশ বিভাগকরণ, ঘর বা পাড়া বিভাগকরণ, গোচর অংশ বিভাগকরণ, পক্ষ বিভাগ, দলবিভাগ, দিক্‌ভাগ, পার্শ্ব বা সীমা বিভাগ, স্থান বিভাগ, প্রদেশ বা অঞ্চল বিভাগ। (বিনয়) **দিসাভাগ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পরভাগ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্ছাভাগং**। (চরিত্রে) রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক্‌, ধারা, নীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, অভিপ্রায়, উপায়, উন্নতি, সম্মান, মনোযোগ প্রদর্শন,

সম্পর্ক, বিষয়, বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা। (দীর্ঘনিকায়) **উভতোভাগো-বিমুত্ত**—উভয়দিকে মুক্ত। ৪ সময়ের বিভাগ, সময়, কালের বিভাগ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুব্বভাগ, অপরভাগ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দিবসভাগেন**। (জাতক) **অপরভাগে**।

ভাগতো মিত (বিণ) পরিমিতরূপে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ, নিরপেক্ষভাবে বা ন্যায্য দাবিতে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। = **ভাগসো মিত**।

ভাগধেয = **ভাগধেয্য**। ⟹ **ভাগধেয্য**।

ভাগধেয্য (ক্লী) অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, ঐশ্বর্য, চরমফল, মৃত্যু, দৈব ঘটনা।

ভাগভত্ত—যথোচিতভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া ভাত বা খাদ্যবস্তু, বিভক্ত অন্ন বা আহার্য, ভাগ করিয়া দেওয়া খোরাক বা রসদ।

ভাগবন্ত (বিণ) অংশীদার, ভাগী, অংশী, ভাগিন, গ্রহণকারী বা অংশ গ্রহণকারী, কোনও উদ্দেশ্যে সম্মিলিত। কারক নির্ণয়ে "**ভগবন্ত**" অথবা "**ভগবন্ত**" শব্দ দ্রষ্টব্য। (সম্বন্ধ পদে) **সামঞ্ঞস্স ভাগবন্ত** (ধর্মপদ)।

ভাগবন্তু = **ভাগবন্ত**। ⟹ **ভাগবন্ত**।

ভাগসো (অপাদান কারকে, ক্রি-বিণ) অংশে, ভাগে, হিস্যায়, ভাগ দ্বারা, অংশ করিয়া, অনুপাতে, সমানুপাত সংখ্যায়, সমভাগে, ন্যায্য দাবিতে ভাগ করিয়া; (সংযুক্ত নিকায়ে) প্রত্যেকের সমান ভাগ অনুসারে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনেক ভাগসো**—অনেক ভাগে, শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া। (সূত্রনিপাত) **ভাগসো মিত**।

ভাগসো মিত (বিণ) সুসমঞ্জস অংশে বিভক্ত, সমানভাগে বিভক্ত, পরিমিত অংশে বিভক্ত, (নগর বা বাসস্থান ইত্যাদির ভাগ-সম্বন্ধে) নকশাতে যেরূপ আছে সেই পরিমাণে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ, যেমন পরিকল্পনা ছিল তদনুরূপ অংশ পরিমিত অর্থাৎ ন্যায্য দাবিতে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। (সূত্রনিপাত) **নিবেসনানি সুবিভত্তানি ভাগসো**। = **ভাগতো মিত**। ⟹ **ভাগসো, মিত**।

ভাগিন (বিণ) ভাগী, ভাগিন, অংশীদার, অংশ গ্রহণকারী, অংশী, হিস্যাদার, ভূষিত, অলঙ্কৃত, প্রাপ্ত হয় এরূপ, গৃহীত, সমাদারকৃত, অভ্যর্থিত, স্বীকৃত, অন্তর্ভুক্ত, লাভবান, সম্পাদন করে এরূপ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আযুস্স বণ্ণস্স... ভাগিন**। (জাতক) **রসানং ভাগিন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সামঞ্ঞস্স ভাগিন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লাভস্স ভাগিন**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **হান-ভাগিনী পঞ্ঞা, ঠিতি ভাগিনী পঞ্ঞা, বিসেসভাগিনী পঞ্ঞা, নিব্বেধ ভাগিনী পঞ্ঞা**। ইহার অন্য অর্থে "**ভগবা**" (মহানির্দেশ)। (বহুবচনে) **ভাগিনো**; (পেতবত্থু) **দুক্খস্স ভাগিনো**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানফলস্স ভাগিনো**। (তুলনীয়) **ভাগবন্ত, ভাগিমন্ত, ভাগিয**।

ভাগিনেয (পুং) ভাগিনেয়, ভাগিনা, ভগিনীর ছেলে, ভগিনীপুত্র, ভগিনীর পুত্র।

ভাগিনেয্য (পুং) = **ভাগিনেয**। ⟹ **ভাগিনেয**।

ভাগিনেয্যা (স্ত্রী) ভাগিনেয়ী, ভগিনীর কন্যা।

ভাগিমন্ত (বিণ) অংশগ্রহণকারী, অংশীদার, অধিকারভুক্ত, অধিকারপ্রাপ্ত, ভাগী। (থেরীগাথা) **দুক্খস্স ভাগিমন্ত**। = **ভাগিন**।

ভাগিয (বিণ) সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত, সহায়ক, সচেষ্টায় প্রাপ্ত হয় এরূপ। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি দার্শনিক মতে, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুসলভাগিয**; (দীর্ঘনিকায়) **হানভাগিয, বিসেসভাগিয**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **হানভাগিয, ঠিতিভাগিয, বিসেসভাগিয, নিব্বেধভাগিয**। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—মোক্ষভাগীয়, নির্বেধভাগীয়।

ভাগী (বিণ) ভাগী, অংশী, অংশ গ্রহণকারী। = **ভাগিন, ভাগবন্ত**।

ভাগীরথী (স্ত্রী) ভারতের ভাগীরথী; গঙ্গা নদী।

ভাগ্য (ক্লী) ভাগ্য, অদৃষ্ট, দৈব, প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম, সৌভাগ্য, নিয়তি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, ঐশ্বর্য।

ভাগ্যবতা (স্ত্রী) ভাগ্যবান পুরুষ। = **ভাগ্যবন্ততা**।

ভাগ্যবন্ত (বিণ) ভাগ্যবান, ভাগ্যবন্ত, সৌভাগ্যশালী, আশাদায়ক, অনুকূল, শুভ লক্ষণযুক্ত। ইহার অন্য অর্থে "**ভগবা**" (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (পুং) ভাগ্যবান পুরুষ। ⟹ **ভাগবন্ত**।

ভাগ্যবন্ততা (স্ত্রী) ভাগ্যবান পুরুষ, শুভ লক্ষণযুক্ত পুরুষ। ⟹ **ভাগ্যবন্ত**।

ভাগ্যবন্তু = **ভাগ্যবন্ত**। ⟹ **ভাগ্যবন্ত**। কর্তৃকারক একবচনে "**ভাগ্যবা**"।

ভাগ্যবা (পুং) ভাগ্যবান পুরুষ। ⟹ **ভাগ্যবন্ত**। এই শব্দে কারক নির্ণয় "**ভগবা**" শব্দের ন্যায়।

ভাজক (পুং) যে ব্যক্তি ভাগ করে বা বন্টন করে, যদ্দ্বারা ভাগ করা যায়। (বিণ) ভাজক, অংশকারক, বন্টনকারী, পরিবেশনকারী, যে ব্যক্তি বা ভিক্ষু ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে চীবর-আহার ইত্যাদি বিভাগ বা বন্টন করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন এমন। (বিনয়) **চীবরভাজক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ফলভাজক, খজ্জকভাজক**।

ভাজন (ক্লী) ১ ভাজন, পাত্র, আধার, যোগ্যপাত্র, আঢ়ক পরিমাণ, ভিক্ষাপাত্র, পানপাত্র, থালা, খাদ্য রাখিবার পাত্র। (সূত্রনিপাত) **মত্তিকভাজন**—মাটির পাত্র। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সুবণ্ণভাজন; তম্বভাজন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কংসভাজন**। (জাতক) **ভিক্খাভাজন**। ২ বিভাগকরণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ, বন্টন। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পদভাজন; ভাজনিযং**।

ভাজনবিকতি (স্ত্রী) বিভিন্ন প্রকারের ভাজন, বিশেষ ধরনের ভাজন বা পাত্র, স্বতন্ত্র পাত্র, বিশেষ বা অসামান্য

পাত্র, অসাধারণ পাত্র, বিশিষ্ট থালা বা পাত্র। সাহিত্যে "ভোজনবিকতি" শব্দের পরিবর্তে "ভাজনবিকতি" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ **বিকতি** (১)।

ভাজনিযং (ক্লী) যাহাকে বিভাগ করা হইবে উহা, ভাগ করিয়া দিবার বস্তু, ভাগ করিবার যোগ্য বস্তু। ⟹ **ভাজন** (২)।

ভাজিত (বিণ) ভাজিত, পৃথককৃত, বিভক্ত, বিভাগকৃত, বন্টিত, পরিত্যক্ত, শ্রেণীবিভক্ত। (ক্লী) বিভক্ত বস্তু। (যৌগিকে) **ভাজিত অভাজিত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⟹ **ভাজেতি**।

ভাজিত অভাজিত (বিণ) বিভক্ত এবং অবিভক্ত, ভাজিত এবং অভাজিত। ⟹ **ভাজিত**।

ভাজেতি (ক্রি) [√ভাজ+এ] ভাগ করা, পৃথক করা, বন্টন করা, দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করা, বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, অপরের সহিত অংশগ্রহণ করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগ করা, ভাল-মন্দ শ্রেণীভাগ করা। (অতীত) **ভাজেসি**। (অ-বিণ) **ভাজিত**। (ব-বিণ) **ভাজেন্ত, ভাজিযমান**। (ভবিষ্যতে) **ভাজেস্সতি**। (ভ-বিণ) **ভাজেতব্ব**। (ক্রি-বি) **ভাজেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ভাজীযতি**।

ভাজেতু = **ভাজক**। ⟹ **ভাজক**।

ভাণ (পুং) ভান, জ্ঞান, বোধ, আবৃত্তিকরণ, মুখস্থ বলা, ধর্মপ্রচার। (যৌগিকে) **পদভাণ**।

ভাণক (পুং) ১ ভানক, আবৃত্তিকারক, যে ব্যক্তি মুখস্থ বলে, যে ব্যক্তি পুনর্বার মুখস্থ বলে বা আবৃত্তি করে, (ধর্মগ্রন্থ হইতে এক একটি ভাগ মুখস্থ করিয়া) ধর্মপ্রচারকারী ব্যক্তি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অঙ্গুত্তর ভাণক**—অঙ্গুত্তর নিকায় নামক ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিকারক; সেইরূপ দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**দীঘনিকায ভাণক**"; মিলিন্দ প্রশ্নে "**জাতক ভাণক**"; বিশুদ্ধিমার্গে "**মজ্ঝিমনিকায ভাণক রেবতত্থের**"; "**সংযুত্তনিকায ভাণক চূল-সিবত্থের**"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**কল্যাণবিহার বাসিভাণক দহর-ভিক্খু**" পাঠটি সন্দেহজনক। (বিণ) ধর্মপুস্তকাদি আবৃত্তিকারী। ২ বড় কলসী। (বিনয়) **লোহভাণক**।

ভাণবার (পুং) ধর্মগ্রন্থের খণ্ড বা বিভাগ, "আবৃত্তির জন্য সুবিধা" অর্থাৎ আবৃত্তির অংশ, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, আবৃত্তির উদ্দেশ্যে ধর্মগ্রন্থে যাহা পরিচ্ছেদরূপে ভাগ করা হইয়াছে এবং যাহাতে ৮০০০ বর্ণের সমাবেশ থাকে (যেমন—সূত্রনিপাত অর্থকথায় "সূত্রনিপাতের ভাণবার", ধর্মসঙ্গণীর অর্থকথায় "ধর্মসঙ্গণীর ভাণবার", মধ্যম নিকায়ের অর্থকথায় "মধ্যম নিকায়ের ভাণবার" ইত্যাদি আছে)। ⟹ **ভাণ**।

ভাণিকা (স্ত্রী) থেরী বা ভিক্ষুণীদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মগ্রন্থ হইতে এক একটি বিষয় মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন। ⟹ **ভাণক**। (বিনয়) **থুল্লনন্দা বহুস্সুতা ভাণিকা**। (যৌগিকে) **মঞ্জু ভাণিকা**।

ভাণিন (বিণ) কথা বলিতে নিযুক্ত, আবৃত্তিকারী, মুখস্থ বলে এমন। (সূত্রনিপাত) **মন্তভাণিন**। (জাতক) **অতিবেল ভাণিন**।

ভাণী (বিণ) আবৃত্তিকারী, মুখস্থ বলে এমন। = **ভাণিন**।

ভাণুমা = **ভানুমা** (⟹ "**ভানুমন্ত**")।

ভাণেতি (ক্রি) বলা, উক্তি করা। = **ভণতি**। (অতীতকাল, প্রথম পুরুষ একবচনে) **ভাণি**। (সপ্তমী, একবচনে) **ভাণযে**।

ভাত (বিণ) ⟹ **ভাতি**।

ভাতর (পুং) ভ্রাতা, ভাই। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**ভাতর**" অর্থে "**জনপ্রিয়তা**" বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **ভাতা**; (বহুবচনে) **ভাতরো, ভাতুনো**। কর্মকারক (একবচনে) **ভাতরং**; (বহুবচনে) **ভাতে** [(যৌগিকে) **ভাতিভাতে** (**ভাতিসদিস**—ভাইয়ের মতো—জাতক), **ভাতুভাতে** (**ভাতু-জাযা**—ভাইয়ের স্ত্রী, শালী—জাতক)]। করণ কারক (একবচনে) **ভাতরা**। সম্বন্ধপদ (একবচনে) **ভাতুনো, ভাতুস্স**। অধিকরণ কারক (একবচনে) **ভাতরি**। (তুলনীয়) **ভাতিক, ভাতুক**।

ভাতা (পুং) ভ্রাতা, ভাই।

ভাতি (ক্রি) [√ভা+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, পৌঁছানো, উপস্থিত হওয়া, বোধ হওয়া, লোক সমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। ⟹ **বিভাতি**। (অতীত) **ভাসি**। (অ-বিণ) **ভাত**।

ভাতিক (পুং) ভ্রাতৃসদৃশ অর্থাৎ ভাই, ভ্রাতা। (জাতক) **জেট্ঠক ভাতিক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভাতিক থের**। (তুলনীয়) **ভাতুক**।

ভাতুক চেটক (পুং) ভাইগণের দুষ্ট ছেলেরা, ভাইগণের প্রতারকেরা। ⟹ **চেটক**।

ভাতিক থের (পুং) ভাই স্থবির ভিক্ষু, ভিক্ষু স্থবির ভাই। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মম ভাতিক থের**—আমার ভিক্ষু স্থবির ভাই। ⟹ **ভাতিক**।

ভাতিভাতে—ভ্রাতৃসদৃশ, ভাইয়ের মতো, ভাই ভাইয়ের ন্যায়। = **ভাতিসদিস**। ⟹ **ভাতর**।

ভাতিয (পুং) ভাই। = **ভাতিক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দ্বে ভাতিয থেরা**—দুই ভিক্ষু স্থবির ভাই।

ভাতি সদিস (বিণ) ভাইয়ের মতো, ভ্রাতৃ সদৃশ। = **ভাতিভাতে**। ⟹ **ভাতর**।

ভাতু (পুং) = **ভাতিক**। ⟹ **ভাতিক**।

ভাতুক (পুং) ভাই, ভ্রাতা। = **ভাতিক**। (জাতক) **পতিভাতুক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুত্তভাতুক**। (থেরগাথা অর্থকথা) **সভাতুক**।

ভাতুজাযা (স্ত্রী) ভাইয়ের স্ত্রী, শালী। = **ভাতুভাতে**।

⟹ **ভাতর**।

ভাতুভাতে (স্ত্রী) ভাইয়ের স্ত্রী, শালী। = **ভাতুজাযা**। ⟹ **ভাতর**।

ভানু (পুং) সূর্য, কিরণ, রশ্মি, আলোক, ভানু, কান্তি। (বিণ) সুন্দর, রক্তাভ বর্ণযুক্ত, হালকা, লঘু। জাতকে "**কণবের**" ফুল সম্বন্ধে বর্ণনায় "**ভানু কণবের**"। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভানুরংসি**।

ভানু কণবের—রক্তাভ বর্ণযুক্ত "**কণবের**" ফুল। ⟹ **কণবের, ভানু**।

ভানুমন্ত (বিণ) ভানুমান, ভানুমৎ, কান্তিমান, দীপ্তিমান, উজ্জ্বল, আলোকিত, পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, সুন্দর, গৌরবান্বিত। (পুং) সূর্য। = **আদিচ্চ**। (কর্তৃকারকে) **ভানুমা**; কোনো কোনো স্থলে ইহার বানান "**ভাণুমা**" রূপেও দৃষ্ট হয়। (করণ কারকে) **ভানুমং**।

ভানুমন্তু = **ভানুমন্ত**। ⟹ **ভানুমন্ত**।

ভানুরংসি (স্ত্রী) ভানুরশ্মি, সূর্যের কিরণ, রক্তাভ বর্ণবিশিষ্ট রশ্মি। ⟹ **ভানু**।

ভাযতি (ক্রি) [√ভী+অ] ভয় করা, ভীত হওয়া, দুঃখিত হওয়া। বিভক্তি নির্ণয়:—বর্তমানকাল:—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভাযামি**; (বহুবচনে) **ভাযাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **ভাযসি**; (বহুবচনে) **ভাযথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **ভাযতি**; (বহুবচনে) **ভাযন্তি**। পঞ্চমী:—মধ্যম পুরুষ (বহুবচনে) **ভাযথ**। সপ্তমী:—প্রথম পুরুষ (একবচনে) **ভাযে, ভাযেয্য**; (বহুবচনে) **ভাযেয্যুং**। (ব-বিণ) **ভাযন্ত**। অতীত:—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **ভাযিং, ভাযি**। মধ্যম পুরুষ (বহুবচনে) **ভাযি**; সাধারণত নিষেধার্থে:—**মা ভাযি**—ভয় করিও না, ভয় পাইও না, ভীত হইও না। (অ-বিণ) **ভীত**। (ভ-বিণ) **ভাযিতব্ব**; (চূল্লনিদ্দেস) **কামগুণা ভাযিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ভাযিত্বা**। (সম্প্রদানে) **ভাযযতে, ভাযাপেতি**।

ভাযযতে (ক্রি) ভীত করা, শঙ্কিত করা, ভয়ার্ত করা, আতঙ্কোৎপাদন করা। ⟹ **ভাযতি**।

ভাযাপেতি (ক্রি) ভয় দর্শানো, অপরের দ্বারা ভয় দর্শানো, ভীত করানো। ⟹ **ভাযতি**। (অতীত) **ভাযাপেসি**। (অ-বিণ) **ভাযাপিত**। (ক্রি-বি) **ভাযাপেত্বা**।

ভাযিতব্বক (বিণ) ভয় করে এমন, ভীত হয় এমন, ভয় হয় এমন, ভয়ানক, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভীতিজনক, ভীরু, ভীত, ভয়জনিত।

ভার (পুং, ক্লী) ১ ভার, বোঝা, যাহা কিছু বহন করিয়া নেওয়া হয়, বোঝাই, বোঝাইমাল, অতিরিক্ত ভার, ভারী বোঝা, যাহা মনকে ক্লিষ্ট করে, ক্লেশকর বিষয়। (বিনয়) **দারুভার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভারং বহতি**—বোঝা বা ভার বহন করে। (জাতক) **গরুভার**। ২ পরিমাণ-বিশেষ, রাশি, সমূহ, জাহাজের বা গাড়ির মাল, বোঝাই মাল, বোঝাই, ওজন পরিমাণ, ভার, গুরুত্ব, প্রভাব, ক্ষমতা, আবশ্যকতা, চাপ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সট্ঠি-সকটভার পরিমাণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনেক ভার পরিমাণ**। ৩ (চরিত্রে) কঠিন বিষয়, কষ্টদায়ক বিষয় বা বস্তু, মুখ্য প্রসঙ্গ, জাহাজ গাড়ি প্রভৃতির বোঝাই মালের ধারণশক্তি, কর্তব্য, বশ্যতা, বাধ্যতা, সামরিক কার্য, শুল্ক, রক্ষার্থ অর্পিত ব্যক্তি বা বস্তু, কার্য-ভার, তত্ত্বাবধান, উপদেশাদি, ব্যয়, মূল্য, অভিযোগ, আক্রমণ, রক্ষণ, হুকুম, বেচাকেনা, ব্যবসায়, দোকান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকার্য, কর্ম, কার্য, উপাসনা পদ্ধতি, উপাসনা, পূজাপদ্ধতি, কার্যালয়, কর্মস্থান, বিশেষ ব্যবহার, কার্যের ভার, অপর কর্তৃক নির্দিষ্ট কার্য, কাজ, শ্রম, নির্দিষ্ট পাঠ, ব্যাপার, (চলতি) যে কোনো ঘটনা। বিভঙ্গ অর্থকথায় কতকগুলি মহাকার্যের বিষয় উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া "**গম্ভীর**" এবং "**দুদ্দস**" (**সচ্চানি**)-এর অর্থ করা হইয়াছে, যেমন—**মহাসমুদ্দং মন্থেত্বা ওজায নীহরণং; সিনেরু-পাদতো বালিকায উদ্ধরণং; পব্বতং পিলেত্বা রসস্‌স নীহরণং**। ৪ চরিত্রে:—নূতন অস্তিত্বের (স্কন্ধসমূহ এবং তুল্যরূপ কারণসমূহ) অন্যতম কারণ সংবলিত বোঝার রূপক অর্থাৎ নূতনভাবে দেহধারণ সম্বন্ধে বুঝায়। বর্ণনায়:—(বি-ভা) **পন্ন-ভার** (মধ্যম নিকায়)।= **ওহিত খন্ধ-ভার** (ধর্মপদ অর্থকথা)। মহানির্দেশে তিন প্রকার "**ভার**" এর বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**খন্ধভার, কিলেসভার, অভিসঙ্খার ভার**। "**অরিয সচ্চানি**" সম্পর্কে বিশুদ্ধিমার্গে উল্লেখিত "**ভার**" = "**দুক্খ-সচ্চং; ভার-আদানং = সমুদয-সচ্চং; ভার-নিক্খেপনং = নিরোধ-সচ্চং; ভার-নিক্খেপন-উপায = মগ্গ-সচ্চং**। ৫ (বিণ) কঠিন, দুর্বহ, ভারী, ভারযুক্ত, ওজনে বা পরিমাণে অধিক।

ভারক (পুং) ভার, বোঝাই। = **ভার** (২)। (যৌগিকে) **গদ্রভ-ভারক** (জাতক)।

ভারট্ঠ (বিণ) ভার বা বোঝাই ধারণ করে এমন, বোঝার ন্যায় বহন করিয়া নিতে পারা যায় এমন।

ভারতক (পুং) ভার বহনকারী লোক, মালবহক, দ্বারবান, মুটে(?)। সংযুক্ত নিকায়ে "**ভারতক**" শব্দটিকে "শিক্ষানবিশ এবং নিম্নশ্রেণীর যুবকগণ যাহারা মহাকচ্চানকে শ্রদ্ধা করে"—এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ভারতর (বিণ) অপেক্ষাকৃত ভারী, অধিকতর ভারী। (তুলনীয়) **অতিভার, সমভার**।

ভারনিক্খেপন (ক্লী) ভার নিক্ষেপকরণ, বোঝা পরিত্যাগকরণ, (কাঁধের) বোঝা ত্যাগকরণ, কাহারও নিকট অর্পিত কার্যভার ত্যাগকরণ। (বিপ) **ভারদান**।

ভারমোচন (ক্লী) ভার ত্যাগ করিয়া মুক্তি, বোঝা হইতে

মুক্তি, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব।

ভারমোপন = **ভারোপন**। ⟹ **ভারোপন**।

ভারবাহিন (বিণ) ভার বহনকারী। (পুং) যে ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ করে, ভার বহনকারী মুটে, যে ব্যক্তি কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই শব্দটি কার্যভার গ্রহণকারী ভিক্ষু-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

ভারবাহী = **ভারবাহিন**। ⟹ **ভারবাহিন**।

ভারসহ (বিণ) ভারবহনকারী, দায়িত্ব গ্রহণকারী, পালনকারী, রক্ষক, পালনপোষণকারী।

ভারহার (বিণ) বোঝা বহনকারী, ভারী, মুটে, ভার বহনকারী, দায়িত্ব গ্রহণকারী। ⟹ **ভারবাহিন, ভারসহ**।

ভারাদান (ক্লী) ভার বহনকরণ, বোঝা গ্রহণকরণ, দায়িত্ব গ্রহণ, কার্যভার গ্রহণ। (বিপ) **ভারনিক্খেপন**।

ভারিক (বিণ) ১ বোঝাই করা, মালে ভারী, ভারী, গুরু, কষ্টকর, অলস, নিদ্রালু, উচ্চ, প্রচণ্ড, মেঘাচ্ছন্ন, বিষণ্ন, ব্যয়সাধ্য, গুরুপাক, কর্দমময়। ২ পূর্ণ, পরিপূর্ণ, বোঝাই করা হইয়াছে এরূপ, মালে ভর্তি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিনেহ ভারিক হদয**। ৩ দুঃখজনক, কষ্টকর, শোকাকুল, উৎকট, গম্ভীর, চিন্তাশীল, গুরু, গুরুতর, আন্তরিকতাপূর্ণ, যথার্থ, শোচনীয়, বিষণ্ন, দুঃখিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভারিক হদয**। ৪ গুরু, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যক। = **গরু**। ⟹ **ভারিয**।

ভারিকা (স্ত্রী) = **ভারিযা**। ⟹ **ভারিযা**।

ভারিন (বিণ) বহন করে এমন, ধারণ করে এমন, পরিধানকারী। (যৌগিকে) **মালাভারিন, মালভারিন** (জাতক); কিন্তু বিমানবত্থুতে "**মালাধারিন**"। বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে "মালাধারিন"। ⟹ **মালা**।

ভারিয (বিণ) ভারী, গুরু, কষ্টকর, অলস, নিদ্রালু, উচ্চ, ভয়ানক, প্রচণ্ড, মেঘাচ্ছন্ন, বিষণ্ন, ব্যয়সাধ্য, গুরুপাক, কর্দমময়, ভীষণ, ভারজনক, প্রয়োজনীয়, গুরুতর, প্রবল, গম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ, স্থিরমস্তিষ্ক, চিন্তাশীল, আন্তরিকতাপূর্ণ, যথার্থ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভারিযং পাপং**—গুরুতর পাপ, ভয়ানক পাপ, ভীষণ পাপ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভারিযং কম্মং**—গুরুতর কর্ম, গুরুতর পাপকার্য, পাপ।

ভারিযং (ক্লী) গুরুকার্য, পাপ, গুরুতর পাপকর্ম। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতি ভারিযং কম্মং**—অত্যন্ত গুরুতর কার্য; = **অতি ভারিযং** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

ভারিযা (স্ত্রী) বহনকরণ, আনয়নকরণ, প্রাপ্ত হওন, আকর্ষণকরণ, (মূল্যে) বিক্রয়করণ বা বিক্রীত হওন, ভার বহনকরণ, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকারকরণ, লাভকরণ, অন্য কলমে বা পাতায় যোগকরণ, উৎপন্নকরণ, সংগ্রহকরণ, প্রবর্তিতকরণ। (জাতক) **ফলভারিযা**—ফল উৎপন্নকরণ।

ভারুকচ্ছক—ভরুকচ্ছ রাজ্যের অধিবাসী। ⟹ **ভরু**।

ভারোপন—ভার অর্পণ, গর্ভবতীর প্রসব।

ভাব (পুং) ১ ভাব, অভিপ্রায়, স্বভাব, আশ্রয়, জন্ম, স্থিতি, বিভূতি, চেষ্টা, সম্ভাবনা, মন, ভক্তি, মনোবিকার-বিশেষ, ক্রিয়া, শরীরের ভঙ্গি, বাক্যের মর্ম, বিলাস, কাম, উপদেশ, অনুরাগ, প্রণয়, বন্ধুত্ব, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, সুস্থ অবস্থা, পদমর্যাদা, সৃষ্টি, জড়জগৎ, বিশ্ব, প্রকৃতি, প্রকার, স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম, সত্যের সঙ্গে উপযোগিতা, নগ্নতা, হওয়া, উৎপত্তি, ঘটন, ঘটনা, পরিণতি, সত্তা, অস্তিত্ব, বর্তমানে বস্তু বা ব্যক্তি, সমগ্র সত্তা বা প্রকৃতি। (জাতক) **থীনং ভাবো**। ক বিশেষণের সহিত:—(জাতক) **গদ্রভ ভাব**—গাধার অবস্থা বা স্বভাব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অখিক ভাব**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **উনভাব**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **একিভাব; সিথিলীভাব**। খ ক্রিয়া বিশেষণের সহিত:—(মধ্যম নিকায়) **উপরিভাব**। (সূত্রনিপাত) **পাতুভাব; বিনাভাব**। গ বিশেষ্যের সহিত:—(সূত্রনিপাত) **অত্তভাব**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অসরণভাব**। (সূত্রনিপাত) **সমণভাব**। ঘ ক্রিয়ার আকার:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **নিব্বত্তভাব**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মগ্গারূঢ় ভাব**। (জাতক) **বদ্ধভাব; সুহিতভাব**। "**ভাব**" শব্দের পুরোপুরি অর্থ দেওয়া যাইতে পারে হয়ত—"তাহা এইরূপ ছিল" ইত্যাদি (বিমানবত্থু অর্থকথায় ইহার অর্থ—"সে তাহার পথে যাত্রা করিয়াছিল") অথবা বিশেষ ভাষায় ইহার অর্থ হয়—"ঘটনা বা অবস্থা", যেমন—**অখিকভাব; একিভাব; উনভাব; পাতুভাব; অত্তভাব; সমণভাব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সংযুত্তভাব**। **ভাকুটিকস্স ভাবো** = **ভাকুটিযং** (বিশুদ্ধিমার্গ)। **সোবচস্সস্স ভাবো** = **সোবচস্সতা** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। **মিত্তস্সভাবো** = **মত্তং** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। সময় সময় "**ভাব**" শব্দের পরিবর্তে "**ভব**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ২ চিন্তাশক্তির উৎকর্ষসাধন, ভাবনার উন্নতি সাধন, ভাবনার ফল, গবেষণায় উৎপাদিত ফল, মানসিক অবস্থা, (বর্ণনায়) মনের একাগ্রতা। ⟹ **ভাবনা**। সময় সময় (বিনয় এবং জাতকের সীমাবদ্ধভাবে) ইহার এই ভাবার্থও প্রকাশ পায় যে—"কাহারও সম্বন্ধে চিন্তাকরণ অর্থাৎ অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, পীড়া, ভক্তি, প্রেম, দয়া, প্রিয়ব্যক্তি, প্রণয়পাত্র, প্রগাঢ় অনুরাগ, কামদেব, ভাবাবেগ, ভাবপ্রবণতা, মত, অনুভূতি, রস। (যৌগিকে) **খন্তিভাব, দিট্ঠিভাব, রুচিভাব, ভাবভাব** (বিনয়)। (জাতক) **ভাবং করোতি**—ভাব করা, ভালোবাসা।

ভাবতি (ক্রি) ভাবনা করা, চিন্তা করা। = **ভাবেতি**।

ভাবনপধান—ধ্যানের অভ্যাস। ⟹ **ভাবনা, পধান**।

ভাবনা (স্ত্রী) ভাবন, ভাবনা, ধ্যান, চতুর্বিধ ভাবনা-বিশেষ, চিন্তা, মনে মনে কল্পনা, অনুধ্যান, বিবেচনা,

সাজানো, অভিষেক, মিশ্রণ, পর্যালোচনা, অধিবাসন, ঔষধ সংস্কার-বিশেষ, বৃদ্ধি, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তানসন্ততি, ধ্যান বা চিন্তাপদ্ধতি দ্বারা ক্রমবিকাশ বা উন্নয়ন, গাঢ় চিন্তা, উৎপাদনকরণ, বর্ধিতকরণ, কিছুতে অবস্থানকরণ, কিছুতে চিন্তা বা মনোযোগ নিবিষ্টকরণ, প্রয়োগ, প্রযোজ্যবস্তু, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, চিন্তা দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধন বা উন্নতি সাধন, কর্ষণ, উৎকর্ষণ, অনুশীলন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নতি, কৃষ্টি, মার্জিত রুচি, মন দ্বারা কর্ষণ। (তুলনীয়) **পরিভাবনা, বিভাবনা, সম্ভাবনা।** (বিনয়) **ইন্দ্রিয় ভাবনা।** দীর্ঘনিকায়ে তিনপ্রকার ভাবনা, যথা—**কাযভাবনা, চিত্তভাবনা, পঞ্ঞাভাবনা।** (জাতক) **মেত্তভাবনা।** (মহানির্দেশ) **সঞ্ঞাভাবনা।** (নেত্তিতে) **সমথ-বিপস্সনং।** (বিশুদ্ধিমার্গে) **করণ, ভাবনা, রক্খণং;** এখানে "**ভাবনা**" অর্থে "বাহিরকরণ, অস্তিত্ব রক্ষাকরণ; **করুণাভাবনা; উপেক্খাভাবনা।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভাবনং অনুযুঞ্জতি।**

ভাবনানুযোগ (পুং) ভাবনানুযোগ, ভাবনায় মনোনিবেশ।

ভাবনাবল (ক্লী) ভাবনা বল, ধ্যানের অবস্থা বা যথার্থ বর্ধিত করিবার ক্ষমতা, আত্মোৎকর্ষণের ক্ষমতা। ⟹ **বল** (১খ)।

ভাবনামষ (বিণ) ভাবনাময়, ভাবনা দ্বারা সিদ্ধ, ধ্যানসিদ্ধ, (চিন্তার উৎকর্ষতার) অভ্যাস দ্বারা অস্তিত্বে পরিণত বা আনীত, আধ্যাত্মিক গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্তকৃত, চিন্তা করিয়া স্থির করা হইয়াছে বা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

ভাবনামষ পুঞ্ঞং (ক্লী) ভানাময় পুণ্য। ভাবনা বা আধ্যাত্মিক গবেষণা দ্বারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় উহা ভাবনাময় পুণ্য। ⟹ **পুঞ্ঞং।**

ভাবনারাম [ভাবনা+আরাম] ভাবনাময় সুখ, আত্মোৎকর্ষতামূলক আনন্দ, ধ্যানজনিত উল্লাস।

ভাবনাবিধান (ক্লী) ভাবনাবিধান, ধ্যাননীতি, ধ্যানের শৃঙ্খলা, আধ্যাত্মিক গবেষণার নিয়মধারা।

ভাবনীয (বিণ) ভাবনীয়, চিন্তনীয়, কল্পনীয়, গবেষণীয়, অনুশীলনীয়, মনোযোগ দিতে হয় এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **গরু ভাবনীয;** (মধ্যম নিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অদ্ধা ভাবনীযং আযস্মা জানং জানাতি পস্সং পস্সতী'তি এবং সম্ভাবনিযো।** ⟹ মনো ভাবনীয।

ভাবিত (বিণ) ভাবিত, চিন্তিত, গবেষিত, অঙ্গীকৃত, মিশ্রিত, প্রাপ্ত, আর্দ্রীকৃত, বাসিত, প্রাপিত, শুদ্ধ, পবিত্রীকৃত, বিকাশপ্রাপ্ত, প্রকাশিত, বিকশিত, বর্ধিত, উন্নত, স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত, কর্ষিত, উৎকর্ষিত, চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তকৃত, স্থির সিদ্ধান্তকৃত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তং পরিত্তং অভাবিতং;** (বিণ) **চিত্তং অপ্পমাণং সুভাবিতং।** ⟹ **ভাবেতি।**

ভাবিত চিত্ত (ক্লী) ভাবিত চিত্ত, ভাবনায় রত চিত্ত, ধ্যান দ্বারা সুসংযত চিত্ত বা মন।

ভাবিতত্ত (বিণ) [ভাবিত + অত্তং] সুশিক্ষিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সুদমিত, আত্মস্থির, স্বীয় স্থিরকৃত, আত্মভাবিত, সুশান্ত, সুসিদ্ধ, সুসংযত, যাহার "**অত্তং**" আত্মং বা নিজেকে ভাবিত হইয়াছে। পেতবত্থু অর্থকথায় এই শব্দে "**অত্তং**" অর্থে "**চিত্ত**" গ্রহণ করা হইয়াছে। (বর্মা মহানির্দেশে) **ইন্দ্রিযানি ভাবিতত্ত।** (জাতক) **ভাবিতত্ত ভাবনায**—যখন ভাবনা শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাবিতত্ত ভাবন।** (থেরগাথা অর্থকথা) **ইন্দ্রিয ভাবিতত্ত।** (ক্লী) সুশিক্ষা, আত্মদমন, আত্মস্থিরতা।

ভাবিতত্ত ভাবন (বিণ) সুশিক্ষিত স্বভাবের, যাঁহার চরিত্র সুসংযত হইয়াছে এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাবিতত্ত ভাবন বহুলীকত।** ⟹ **ভাবিতত্ত।**

ভাবিত পঞ্ঞ (বিণ) ভাবনা দ্বারা অভিজ্ঞ, ভাবনা দ্বারা সুদক্ষ বা বিচক্ষণ, চিত্ত-সম্বন্ধীয় গবেষণায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। ⟹ **পঞ্ঞ ভাবিত।**

ভাবিন (বিণ) "অস্তিত্বে বা সত্ব অবস্থায় পরিণত", হইতে চলিয়াছে এরূপ (যেমন জাতকে—**অবস্স ভাবিন**—নিশ্চিত অতিক্রম করিতে আসা, অতিক্রম করিয়া আসা, অপরিহার্য, অনিবার্য)। = **ভাবী।**

ভাবিনী (স্ত্রী) ভাবিনী, ভবিষ্যৎ। বিমানবত্থু অর্থকথায় এই "**ভাবিনী**" শব্দটি কি "**ভাবনীয**" শব্দ ? (তুলনীয়) **ভাবনিষা** (সংযুক্ত নিকায়)।

ভাবী (বিণ) হইতে চলিয়াছে এরূপ, অপরিহার্য, অনিবার্য। = **ভাবিন।**

ভাবেতি (ক্রি) [√ভূ+এ] চিন্তা করা, ভাবনা করা, পিতা হওয়া, উৎপন্ন করা, জন্মানো, হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, বর্ধিত করা বা হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা, কর্ষণ করা, উন্নতি সাধন করা, অনুশীলন করা, অধ্যয়ন করা, সুসভ্য করা, কাহারও সঙ্গ বা পরিচয় লাভের চেষ্টা করা, (জীবাণু ইত্যাদির) উৎপাদন বাড়ানো, (চিন্তা এবং ধ্যানের উপায় দ্বারা) বিকাশ করা বা হওয়া অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা উন্নতি হওয়া। বৌদ্ধমতে ইহার অর্থ:—"অনুভূতিতে সৃজনক্ষম মনস্ক্রিয়া"। (মধ্যম নিকায়) "**চত্তারো সম্মপ্পধানে**" এবং "**ইদ্ধিপাদে ভাবেতি**"। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং একগ্গং ভাবেতি।** (সূত্রনিপাত) **চিত্তং একগ্গং ভাবেতি।** (জাতক) **মেত্তং ভাবেতি।** (চুল্লনিদ্দেস) **কামগুণা ভাবেতি।** (অতীত) **ভাবেসি।** (অ-বিণ) **ভাবিত।** (ব-বিণ) **ভাবযমান, ভাবযং, ভাবেন্ত = আসেবন্ত বহুলি-করন্ত।** (ভ-বিণ) **ভাবেতব্ব = সেবিতব্ব, ভজিতব্ব, বহুলি-কাতব্ব।** (ক্রি-বি) **ভাবেত্বা।** (তুম্) **ভাবেতুং।** (কর্মবাচ্যে) **ভাবিযতি।**

ভাবিযতি (ক্রি) চিন্তিত হওয়া, ভাবিত হওয়া। (ব-বিণ) **ভাবিযমান**। ⟹ **ভাবেতি**।

ভাস (পুং) ভাষ, ভাষণ, কথা, বচন।

ভাসক (বিণ) ভাষণকারী, ভাষক, কথা বলিতে নিযুক্ত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অবণ্ণভাসক**।

ভাসতি (ক্রি) [√ভাস+অ] ১ ভাষণ করা বা দেওয়া, বলা, কথা বলা, কহা, কথায় প্রকাশ করা, বিবৃতি দান করা, অনুমান করা, ধরিয়া লওয়া, বলাবলি করা, গুজব রটানো, উক্তি করা, কাহাকেও কিছু বলা, নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। = **ভাসতে**। (সপ্তমী) **ভাসে, ভাসযে, ভাসেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**উদীরযে**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়); "**ভাসযে**" = জাতক টীকায় "**জাতেয্য**" (= ভাসেয্য) শব্দের পরিবর্তে "**কথেয্য**"। (অতীত) **ভাসি, অভাসি**; (উত্তম পুরুষ একবচনে) **অভাসিস্সং= অভাসিং**। (অ-বিণ) **ভাসিত**। (বর্তমান মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ভাসসে**। (ব-বিণ) **ভাসমানে** (⟹ "**হসমান**")। **ভাসন্ত**। (পঞ্চমী) **ভাস**; (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ভাসস্সু**। (ভ-বিণ) **ভাসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ভাসিত্বা, অভাসিয; "মিচ্ছাবাচং অভাসিয"** এখানে কিন্তু "**অভাসিয**" শব্দের অর্থ "বলিও না"। (তুলনীয়) **অনুভাসতি, ওভাসতি, সমনুভাসতি**। ২ আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা, দীপ্তিপূর্ণ করা, প্রভায় ভরা হওয়া, উজ্জ্বলতাপূর্ণ হওয়া, শোভাপূর্ণ হওয়া, জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া, চটকপূর্ণ হওয়া, শ্রীপূর্ণ হওয়া, গৌরবপূর্ণ হওয়া। = **পভাসতি**। (তুলনীয়) **ওভাসতি, বিভাসতি**। (ভবিষ্যৎকাল মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ভাসিহি = ভাসিস্সসি, পকাসিস্সসি**।

ভাসতে = **ভাসতি**। ⟹ **ভাসতি** (১)।

ভাসন (ক্লী) ভাষণ, কথন, বলা, ভাষা, কথা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, বচন, উক্তি, প্রবাদবাক্য, কথোপকথন, গল্পগাছা।

ভাসমান (বিণ) = **হসমান**। ⟹ **হসতি** (১)। কিন্তু ইহার যোগ্যতর শব্দ "**হসমান**"। ⟹ **ভাসতি** (১)।

ভাসসকুণ (পুং) শিকারী পক্ষী, শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধ্র। খুদ্দকপাঠ অর্থকথা বর্ণনায় এই শব্দের অর্থ:—"শুভলক্ষণ"; = **মঙ্গলকথা**। = **চাতসকুণ** (সিংহলী অর্থকথায়), **চাবসকুণ** (বর্মা অর্থকথায়), **বাতসকুণ** (সাহিত্যে), **বাপসকুণ** (সিংহলী সাহিত্যে), **ছাপসকুণ** (বর্মাসাহিত্যে)।

ভাসা (স্ত্রী) ভাষা, কথন, কথা, অর্থপূর্ণ কথা, অর্থযুক্ত উচ্চারিত শব্দ, যদ্দ্বারা লোকে কথাবার্তা বলে তাহা, যে কোনো কথা বলিবার বাক্যরীতি, রাগিণী-বিশেষ, উপভাষা, প্রাদেশিক ভাষা, মানবজাতির ভাষা, দেশভাষা, শব্দ রচনার ধারা, বাক্-বিন্যাস প্রণালী, ভাব প্রকাশ-পদ্ধতি, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, দেশীয় ভাষা, চলিত ভাষা, মাতৃভাষা। (জাতক) **মনুস্স ভাসা; চণ্ডাল ভাসা**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সক সক ভাসানুরূপ**—নিজ নিজ ভাষানুরূপ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মিলক্খভাসা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কিরাত-যবনাদি-মিল্লকখানং ভাসা**। (মধ্যম নিকায় অর্থকথা) **সীহল ভাসা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মাগধ ভাসা**; বিভঙ্গ অর্থকথায় ১৮টি দেশীয় ভাষার কথা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পাঁচটি ভাষার কথা উল্লেখ আছে।

ভাসিত (বিণ) ভাষিত, উক্ত, কথিত, শব্দ উচ্চারিত, ভাষায় বা কথায় প্রকাশিত। ⟹ **ভাসতি** (১)। (ক্লী) ভাষা, উক্তি, কথা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, শব্দ, পদ, আদেশ, বিধান, প্রতিজ্ঞা, নিদর্শন, চিহ্ন, সংবাদ, উক্ত বাক্য, মন্তব্য।

ভাসিতং (ক্লী) ভাষিত বিষয়, কথিত বিষয়, বক্তৃতার বিষয়।

ভাসিতর (পুং) যে ব্যক্তি কথা বলে বা ভাষণ করে, যে ব্যক্তি উচ্চারণ করে বা ভাষায় ব্যক্ত করে, কথক, বক্তা, বাগ্মী, সভাপতি।

ভাসিতু = **ভাসিতর**। ⟹ **ভাসিতর**।

ভাসিন (বিণ) ভাষণকারী, কথা বলিতে নিযুক্ত। (পুং) বক্তা, ভাষণকারী ব্যক্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুব্ভাসিত-ভাসিন**।

ভাসী (বিণ) ভাষী, কথক, ভাষণকারী। = **ভাসিন**। (পুং) = **ভাসিন, ভাসিতু**। ⟹ **ভাসিন** (পুং), **ভাসিতু**।

ভাসুর (বিণ) উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ, দীপ্তিমান, বিখ্যাত, প্রভাময়, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল।

ভিংস (বিণ) ভীষণ, ভয়ানক, খুব বেশি, অত্যধিক, ভয়ঙ্কর। (যৌগিকে) **ভিংসরূপ** (জাতক)। ⟹ **ভীসন**।

ভিংসন (বিণ) (ধর্মসঙ্গত ভয়প্রদর্শনে "**ভিংসনক**" শব্দের ব্যবহার হয় এবং তদপেক্ষা হীনতর ভয় প্রদর্শনে "**ভিংসন**" শব্দের ব্যবহার হয়) ভীষণ, ভয়ানক, ভয়োৎপাদক, বিরক্তিজনক, ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়-উদ্দীপনাময়, ভীতি উত্তেজক, প্রগাঢ় ভক্তি বা শ্রদ্ধায় উদ্দীপনাময়, ভয়ের কারণজনক। (পেতবত্থু) **ভিংসন লোমহংস**।

ভিংসনক (বিণ) **ভিংসন**। ⟹ **ভিংসন**। (দীর্ঘনিকায়, বিনয়) **ভিংসনক লোমহংস**। (থেরগাথা অর্থকথা) **ভিংসনক সভাব** = **ভীমরূপ**।

ভিংসনকং বনং—ভীষণ বন, ভীষণ জঙ্গল, গহিন বন, ভয়াবহ অরণ্য, গভীর বন। ⟹ **মহাবন**।

ভিংসনক সভাব = **ভীমরূপ**। ⟹ **ভীমরূপ, ভিংসনক**।

ভিংসরূপ (বিণ) ভীষণরূপ, ভীষণ, ভয়ানক, খুব বেশি,

অত্যধিক, মহিমান্বিত, ভয় বা ভক্তি সঞ্চারক, বিশ্রী, ভয়ঙ্কর, ভীষণাকারের, ভীতিজনক বা ভয়াবহ আকৃতির, অতি তীব্র প্রকৃতির। (ক্লী) ভীষণদৃশ্য, ভয়ানক আকার, ভয় বা ভক্তি সঞ্চারক দৃশ্য।

ভিংসা (স্ত্রী) প্রচণ্ড, ভীতি, ভয়ের বস্তু, ভয়, আতঙ্ক। (দীর্ঘনিকায়) **মহা-ভিংস**—(বিণ) উদ্দীপনাময় আতঙ্ক। (তুলনীয়) **ভিস্মা**।

ভিংসিকা (স্ত্রী) ভীষণ বস্তু, ভয়ানক বস্তু, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু, অত্যন্ত ভীতিজনক পূর্বলক্ষণ। (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) **বিবিধা ভিংসিকা করি** = নানা প্রকার ভয়ের বস্তু পীতমণি পাথর বা মূল্যবান প্রস্তর আনিল।

ভিক্খক (পুং) ভিক্ষুক, যাচক, ভিক্ষাজীবী, অর্থাদি-সংগ্রাহক, অতি দরিদ্র ব্যক্তি, নিঃস্ব, দরিদ্র, ভিখারি। (সংযুক্ত নিকায়) **ভিক্খক ব্রাহ্মণ**।

ভিক্খগ্গে = **ভিক্খগ্গেন**। ⟹ **ভিক্খগ্গেন**।

ভিক্খগ্গেন (ক্রি-বিণ) ভিক্ষা হইতে, প্রাপ্ত ভিক্ষা হইতে, ভিক্ষা পাইবার পূর্বে, ভিক্ষাচরণ হইতে। "**অগ্গ**" শব্দের ক্রিয়াবিশেষণ "**অগ্গেন**" শব্দ দেখুন।

ভিক্খতি (ক্রি) [√ভিক্খ+এ] ভিক্ষা করা, চাওয়া, প্রার্থনা করা, যাচনা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয়-বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করা, যাচাই করা, অনুসন্ধান করা, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম চাওয়া, ভিক্ষা চাওয়া, দান-খয়রাত চাওয়া। (অতীত) **ভিক্খি**। (ব-বিণ) **ভিক্খন্ত, ভিক্খমান**। (ক্রি-বি) **ভিক্খিত্বা**।

ভিক্খন (ক্লী) ভিক্ষাকরণ, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, ভিক্ষারূপ ব্যবসায়।

ভিক্খা (স্ত্রী) ভিক্ষা, ভিক্ষান্ন, দান-খয়রাত, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত খাদ্য, দান-খয়রাত ভিক্ষাকরণ, যাচিত বস্তু, একগ্রাস অন্ন, যাচনা, প্রার্থনা, সেবা, ভৃতি। (বিমানবত্থু) **একাহা ভিক্খা**—একদিনের খাদ্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কটচ্ছু ভিক্খা**। (জাতক) **ভিক্খায চরতি**—ভিক্ষাচরণ করা অথবা খাদ্যবস্তু ভিক্ষা করিবার জন্য বাহিরে যাওয়া।

ভিক্খা-কপাল (ভিক্ষা করিবার জন্য ব্যবহৃত) ক্ষুদ্রপাত্র, ভিক্ষাপাত্র। = **ঘটিকা** (১)।

ভিক্খাচরিযা (স্ত্রী) ভিক্ষাচর্যা, ভিক্ষাচরণ, ভিক্ষায় গমন, ভিক্ষার্থে গমন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষাকরণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবনযাপন, ভিক্ষাচার।

ভিক্খাচার (পুং) ভিক্ষাচার। = **ভিক্খাচরিযা**।

ভিক্খাদাযিকা (স্ত্রী) যে দায়িকা প্রতিদিন ভিক্ষা দেয়। ⟹ **দাযিকা**।

ভিক্খাপঞ্ঞত্তি—ভিক্ষার জন্য প্রজ্ঞপ্তি বা ঘোষণা, ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহার দান দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষিত সংবাদ, খাদ্যবস্তুর বা আহারের ঘোষণা।

ভিক্খা ভাজন (ক্লী) ভিক্ষার ভাজন, ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষা করিবার পাত্র। = **ভিক্খা-কপাল**।

ভিক্খাহার (পুং) [ভিক্খা+আহার] ভিক্ষাহার, ভিক্ষুকের ভিক্ষা করিয়া প্রাপ্ত খাদ্য, ভিক্ষায় লব্ধ খাদ্য।

ভিক্খু (পুং) ১ ("**ভযং ইক্খতী'তি ভিক্খু**" অর্থাৎ) যিনি জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ভয় হইতে মুক্তি লাভের উপায় সন্ধানে রত তিনি ভিক্ষু, ভিক্ষু, বৌদ্ধভিক্ষু। = **ভিন্ন কিলেস** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। = **কামাদি মলানং পব্বজিতত্তা পরমত্থতো পব্বজিতো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পব্বজিত**। (চুল্লনিদ্দেস, মহানির্দেশ) **সত্তন্নং ধম্মানং ভিন্নত্তা ভিক্খু**—যিনি সপ্ত মন্দগুণকে (যদ্দ্বারা পুনর্জন্মে কারণ ঘটে উহা) ধ্বংস করিয়াছেন তিনি ভিক্ষু; সপ্তবস্তু, যথা—**সক্কাযদিট্ঠি, বিচিকিচ্ছা, সীলব্বত-পরামাস, রাগ, দোস, মোহ, মান**। (ভিক্খু = ভি+কখু; "ভি" অর্থাৎ "ভী" অর্থে "ভয় করা" এবং "ইক্খ+উ" অর্থাৎ "ইকখ বা ইক্ষ" অর্থে "দেখা"; অন্য প্রকারে "ভ+ইক্খ+উ", যেমন—) **সংসার ভযং ইক্খণতায বা ভিন্ন-পট-ধরদিতায বা ভিক্খু**। বিভঙ্গে ভিক্ষুত্বের ১৮ প্রকার গুণস্বরূপ ভিত্তির উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—(প্রথম আরম্ভ হইতে) **সমঞ্ঞায ভিক্খু, পটিঞ্ঞায ভিক্খু, ভিক্খতী'তি ভিক্খু, ভিক্খকো'তি ভিক্খু, ভিক্খাচরিযং অজ্ঝুপগতো'তি ভিক্খু, ভিন্ন-পট-ধরো'তি ভিক্খু, ভিন্দতিপাপকে ধম্মে'তি ভিক্খু, ভিন্নত্তা পাপকানং ধম্মানং'তি ভিক্খু**, ইত্যাদি ইত্যাদি (বিভঙ্গ অর্থকথাও দ্রষ্টব্য)। প্রতিসম্ভিদামার্গে দুই প্রকারের ভিক্ষু-সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—**কল্যাণ (কল্যাণক) পুথুজ্জন ভিক্খু, সেক্খ ভিক্খু**; এখানে পরবর্তী শব্দটির অর্থ হইতেছে "**পটিলীনচর**" (মহানির্দেশ)। ২ পরিব্রাজক, ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষুক, দরিদ্র, ভিক্ষাজীবী। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **ভিক্খু**; (বিনয়) **বুড্ঢ পব্বজিত ভিক্খু**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **থেরভিক্খু**; **নবভিক্খু**; (বহুবচনে) **ভিক্খূ, ভিক্খবো**; (বিভঙ্গ অর্থকথা) **অমচ্চপুত্তা ভিক্খূ**। কর্মকারক (একবচনে) **ভিক্খুং, ভিক্খুনং**; (বহুবচনে) **ভিক্খূ, ভিক্খবো**। করণ কারক (একবচনে) **ভিক্খুনা**; (বহুবচনে) **ভিক্খূহি, ভিক্খূভি**। সম্প্রদান কারক (একবচনে) **ভিক্খুনো, ভিক্খুস্স**; (বহুবচনে) **ভিক্খূনং**। অপাদান কারক (একবচনে) **ভিক্খুনা, ভিক্খুস্মা, ভিক্খুম্হা**; (বহুবচনে) **ভিক্খূহি, ভিক্খূভি**। সম্বন্ধপদ বা সমীবচন (একবচনে) **ভিক্খুনো, ভিক্খুস্স**; (বহুবচনে) **ভিক্খূনং**। অধিকরণ কারক বা ওকাস (একবচনে) **ভিক্খুস্মিং, ভিক্খুম্হি**; (বহুবচনে) **ভিক্খূসু**। সম্বোধন পদ বা আলাপন (একবচনে) **ভো ভিক্খু**; (বহুবচনে) **ভো ভিক্খূ, ভো ভিক্খবে, ভো**

ভিক্‌খবো। ৩ (বিণ) ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীবী। ⟹ **পব্বজিত** (বিণ)।

ভিক্‌খু আরাম ⟹ **আরাম** (ক্লী)।

ভিক্‌খুক (পুং) = **ভিক্‌খক**। ⟹ **ভিক্‌খক**। (বিণ) ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীবী, বৌদ্ধ ভিক্ষুর, ভিক্ষাজীবীর, ভিক্ষুর, ভিখারির।

ভিক্‌খুগতিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি (বিহারে) ভিক্ষুর সহিত সঙ্গ করে। ⟹ **গতিক** (১)।

ভিক্‌খুনী (স্ত্রী) ভিক্ষুণী, বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, ভিক্ষাজীবিনী, যে স্ত্রীলোক প্রব্রজিতা হইয়া ভিক্ষুণী হয়, যে স্ত্রীলোক ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে।

ভিক্‌খুনী দুতিযকা (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুণী এবং তাঁহার অন্য একজন ভিক্ষুণী সঙ্গিনী। ⟹ **দুতিযকা**।

ভিক্‌খুনীদূসক (বিণ) বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর সহিত দুষ্কর্মকারী। ⟹ **দূসক**।

ভিক্‌খুণীপরিসা (স্ত্রী) বৌদ্ধভিক্ষুণী পরিষদ, ভিক্ষুণী-সভার সভাসদ বা সদস্য।

ভিক্‌খুনীসঙ্ঘ (পুং) ভিক্ষুণী সঙ্ঘ, বৌদ্ধভিক্ষুণী সঙ্ঘ, বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ, বৌদ্ধভিক্ষুণীদের সভা বা সমাগম। ⟹ **ভিক্‌খসঙ্ঘ, সঙ্ঘ** (১)।

ভিক্‌খুপরিসা—বৌদ্ধভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষু সভার সভাসদ বা সদস্য।

ভিক্‌খুভাব (পুং) ভিক্ষুভাব, ভিক্ষুত্ব, ভিক্ষু হওয়ার অবস্থা, ভিক্ষুত্ব প্রাপ্তি।

ভিক্‌খুসঙ্ঘ (পুং) বৌদ্ধভিক্ষুসঙ্ঘ, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুদের ধর্মসভা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সভা বা সমাগম, বৌদ্ধভিক্ষু সমবায়, ভিক্ষুদল বা ভিক্ষুগণ। ⟹ **সঙ্ঘ** (১)।

ভিঙ্ক (পুং) পশুশাবক, (বর্ণনায়) হস্তিশাবক। কিন্তু যখন ময়লাতে ম্রক্ষিত হইয়া থাকে তখন বিনয়গ্রন্থে শূকর শাবকের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে। জাতকে বিড়াল শাবককেও বুঝাইয়াছে, যেমন—**মহাবিড়ারা নেলমণ্ডলং বুচ্চতি তরুণা-ভিঙ্কচ্ছাপমণ্ডলং**; কিন্তু সাহিত্যে বলা হইয়াছে, যেমন—**মহাবিড়ারা** ... **ভিঙ্কচ্ছাচমণ্ডলং**। = **ভিঞ্জকচ্ছাচ; তরুণ-ভিগচ্ছাপ; ভিঙ্গচ্ছাজ** (বর্মাগ্রন্থ)।

ভিঙ্কচ্ছাচ = **ভিঙ্ক**। ⟹ **ভিঙ্ক**।

ভিঙ্কচ্ছাপ = **ভিঙ্ক**। ⟹ **ভিঙ্ক**।

ভিঙ্কার (পুং) ১ ভৃঙ্গার, জলপাত্র-বিশেষ, গাড়ু, অভিষেক পাত্র, জলের কলস বা কুজা, জলের পাত্র, কারুকাজ করা (বিশেষত স্বর্ণ) পাত্র, অলঙ্কৃত পাত্র, (দানে) আনুষ্ঠানিক পাত্র। (বিনয়) **সোবণ্ণময ভিঙ্কার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **সোবণ্ণমযভিঙ্গার; সোবণ্ণময় ভিঙ্কার**। (জাতক) **সুবণ্ণ ভিঙ্কার**। (সদ্ধম্মোপাযন) **সোণ্ণভিঙ্কার**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সুবণ্ণগার**। ২ মনোভাব, মেজাজ, উল্লাস, হর্ষ, আনন্দধ্বনি, প্রশংসা, উৎসাহ। ইহা কিন্তু সন্দেহজনক। (বুদ্ধবংশ) **ভিঙ্গার সাধুকার**। ৩ (সংস্কৃত—ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গক, ভৃঙ্গরাজ) **ক** একপ্রকার পক্ষী, ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, ভ্রমরশ্রেষ্ঠ, ভৃঙ্গমধ্যে রাজা। **খ** যন্ত্র-বিশেষ। **গ** কেশুরিয়া গাছ।

ভিঙ্গচ্ছাজ = **ভিঙ্ক**। ⟹ **ভিঙ্ক**।

ভিঙ্গার = **ভিঙ্কার**। ⟹ **ভিঙ্কার**।

ভিঞ্জকচ্ছাচ = **ভিঙ্ক**। ⟹ **ভিঙ্ক**।

ভিজ্জতি (ক্রি) [√ভিদ+য] ভঙ্গ হওয়া, ধ্বংসে করা বা হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ভাঙ্গা, ভেঙ্গে যাওয়া, আহত করা বা হওয়া, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া। (বর্তমানকাল মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **ভিজ্জিত্থ**। (অতীত) **ভিজ্জি, অভেদি**; (উদান) **অভেদিকাযো**। (অ-বিণ) **ভিন্ন**। (অ-বিণ) **ভিজ্জমান** ("**অভিজ্জমান**" শব্দে বিশেষ ভাষায় "**অভিজ্জমানে উদকে**" দ্রষ্টব্য, এবং ইহা জাতকে উল্লিখিত "**অভেজ্জন্ত্যা পথব্যা**" বিশেষ ভাষার সহিত তুলনীয়; আর "**অভেজ্জ**" এবং "**অভেদি**" শব্দের ক্রিয়া "**অভিজ্জন্তি**"-এর পরিবর্তে "**ভিজ্জতি**" এবং "**অভিজ্জমান**"-এর পরিবর্তে "**অভিজ্জন্তো**" এর "ভঙ্গ না হওয়া" অর্থ করা কষ্টকর)। (পঞ্চমী) **ভিজ্জতু**। (ভবিষ্যতে) **ভিজ্জিস্সতি**। (ভ-বিণ) **ভিজ্জিতব্ব; পভিজ্জ** (⟹ **পভিন্দতি**); "**অভেজ্জ**" (ভঙ্গ না হওয়া) শব্দে "**ভেজ্জ**"। (ক্রি-বি) **ভিজ্জিত্বা**। ⟹ **ভিন্দতি** (ক)।

ভিজ্জন (ক্লী) ভেদন, বিদীর্ণকরণ, ভঙ্গকরণ, ধ্বংসকরণ, ভেদকরণ, ফাড়ন, চেরন, বিশৃঙ্খলকরণ, বিভক্তকরণ, জীবন হারানো, ক্ষয়প্রাপ্ত হওন বা করণ, নষ্ট হওন বা করণ, অকালে শেষ হওন বা করণ, বিনাশ, মৃত্যু, ধ্বংস। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কণ্ণা ভিজ্জনাকারপত্তা**। (থেরগাথা অর্থকথা) **ভিজ্জন-সভাব**—নষ্ট হওয়ার স্বভাবযুক্ত; = **ভিদুর** (থেরীগাথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভিজ্জনধম্মা**—("**সঙ্খারা**" সম্বন্ধীয়) ভঙ্গুর বা বিনাশযোগ্য। ⟹ **অভিজ্জনক**। (বিণ) ভঙ্গুর, ক্ষণজীবী। = ভেদন, **ভিদুর**।

ভিজ্জনধম্ম (বিণ) বিধ্বংসী, বিনাশশীল, ভঙ্গুর স্বভাবের, ভঙ্গুর, শক্ত কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, ধ্বংসের মুখে পড়িতেছে বা বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এমন। = **ভেদনধম্ম**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্খারা ভিজ্জনধম্মা**। = **ভিদুর**। ⟹ **ভিজ্জন**।

ভিজ্জন সভাব (বিণ) নষ্ট হওয়ার স্বভাবশীল, ধ্বংসে হইয়া যায় এরূপ প্রকৃতির, ক্ষয়ব্যয়শীল। = **ভিদুর**। ⟹ **ভিজ্জন**।

ভিত্তি (স্ত্রী) ভিত্তি, দেয়াল, প্রদেশ।

ভিত্তিক (বিণ) ভিত্তিক, দেয়াল দেওয়া আছে এরূপ, দেয়ালগুলি আছে এমন। (জাতক) **নড়ভিত্তিকা পণ্ণসালা**—বাঁশের বা খাগড়ার বেড়া দেওয়া পর্ণশালা; **চতুভিত্তিকা**—চারি দেয়ালযুক্ত।

ভিত্তিখীল (ক্লী) দেয়ালের খিল, দেয়ালের গোঁজ বা খোঁটা।

ভিত্তিচ্ছিদ্দ (ক্লী) ভিত্তির ফাটল বা চিড়, দেয়ালের ছিদ্র। ⟹ **ছিদ্দ**।

ভিত্তিছিদ্দ = **ভিত্তিচ্ছিদ্দ**। ⟹ **ভিত্তিচ্ছিদ্দ**।

ভিত্তিপাদ (পুং) দেয়ালের ভিত্তি বা গোড়া, দেয়ালের ঠেস বা নিম্নাংশ।

ভিদুর (বিণ) ক্ষীণজীবী, দুর্বল, ভঙ্গুর, নশ্বর, বিনাশী, ধ্বংসশীল, ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। = **ভিজ্জন সভাব**।

ভিন্দতি (ক্রি) [√ভিদ+ং+অ] ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত করা বা হওয়া, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, স্থাপন করা, আরম্ভ হওয়া, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিভক্ত করা, বিশৃঙ্খল করা, ফাটা, পৃথক করা বা হওয়া, কাটিয়া ফেলা, ভিন্ন হওয়া, নাশ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। এই ক্রিয়ার দুই প্রকার মূল ভিত্তি, যথা—**ক** √ভিদ+ং+অ। (অতীতকাল প্রথম পুরুষ একবচনে) **অভিদ** (⟹ **অভিদ**। সংস্কৃত—অভিদত); (জাতকে) **অবভিদা**। (অ-বিণ) **ভিন্ন**। (ব-বিণ) **ভেজ্জ**; (বিপ) **অভেজ্জ**; ⟹ **ভেদ, ভেদন**। (ভবিষ্যতে) **ভেচ্ছতি** (সংস্কৃত—ভেৎস্যতি)। (ক্রি-বি) **ভেত্বা** (সংস্কৃত—ভিত্ত্বা), **ভিত্বা** (বর্মা সূত্রনিপাত)। (কর্মবাচ্যে) **ভিজ্জতি**। **খ** √ভিন্দ+অ। (বর্তমানকাল) **ভিন্দতি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **কণ্ণং ভিন্দতি**—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা। (অতীত) **ভিন্দি, অভিন্দি**; (জাতক) **মিত্তভাবং ভিন্দি**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্ত সম্ভবং অভিন্দি**। (অ-বিণ) **ভিন্দিত, ভিন্ন**। (ব-বিণ) **ভিন্দন্ত**। (সপ্তমী) **ভিন্দে**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **সীলসংবরণ ভিন্দে**। (ভবিষ্যতে) **ভিন্দিস্সতি**। (ক্রি-বি) **ভিন্দিত্বা**; (বি-ভা) **ইন্দ্রিযানি ভিন্দিত্বা**—ইন্দ্রিয়সমূহ ভঙ্গ করিয়া অর্থাৎ উহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া এবং দমিত করিয়া (জাতক)। (করণে) **ভেদেতি, ভিন্দাপেতি, ভেদাপেতি**।

ভিন্দন (বিণ) ভঙ্গ করে বা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এরূপ, ভঙ্গুর, শক্ত কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, ধ্বংসে পরিণত হইতেছে এরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযভিন্দন**।

ভিন্দাপেতি (ক্রি) ভঙ্গ করানো, ভাঙ্গিয়া ফেলানো, ভাঙ্গানো, ভেদ বা বিভেদ করানো। = **ভেদাপেতি**। ⟹ **ভিন্দতি**।

ভিন্দিবাল—এক প্রকার বল্লম বা বর্শা, শড়কি যদ্দ্বারা বিদ্ধ করা যায়।

ভিন্দু = **বিন্দু**। ⟹ **বিন্দু** (৩)।

ভিন্ন (বিণ) ১ ভিন্ন, ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, দুর্বল, অবনত, অন্য, বিদলিত, নিরস্ত, শিথিলিত, মর্দিত, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত) **ভিন্ন নাবা**—ভাঙ্গা নৌকা। (জাতক) **ভিন্ন উদককুম্ভ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভিন্ন সরীরচ্ছবি**। ২ বিদীর্ণ, চেরা, ফাড়া, ভেদিত, ফাটা, বিশৃঙ্খল, বিভক্ত, বিবাদে পতিত, মতভেদ হইয়াছে এরূপ, অমিল হইয়াছে এমন, বিশীর্ণ, শৈথিল্যপ্রাপ্ত, খণ্ডিত, বিদারিত, ছিন্ন। ৩ বিনা, ব্যতীত, ছাড়া। **ভিন্ন হিরোত্তপ্প**—লজ্জা ব্যতীত। (তুলনীয়) **সম্ভিন্ন**। ⟹ **ভিন্দতি**।

ভিন্ন কিলেস—যিনি সর্বপ্রকার দোষ বা কলুষ ধ্বংস করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হইয়াছেন তিনি। ⟹ **ভিকখু** (১)।

ভিন্নত্ত (ক্লী) ভিন্নত্ব, ভগ্নাবস্থা, ধ্বংসাবস্থা, মৃত্যু, বিনাশ, ধ্বংস। = **ভিন্নভাব**।

ভিন্ননাব (বিণ) যে নৌকা বা জাহাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা ডুবিয়া গিয়াছে। (পুং) ভগ্ন নৌকা, ভগ্ন জাহাজ, জলমগ্ন নৌকা বা জাহাজ। ⟹ **ভিন্ন** (১)।

ভিন্নপট—ছেরা কাপড়, ছিন্ন বস্ত্র। (যৌগিকে) **ভিন্নপটধর** (থেরগাথা)।

ভিন্নপটধর (বিণ, পুং) ছেরা বস্ত্রধারী, জীর্ণ বস্ত্র পরিধানকারী, জোড়াতালি দেওয়া চীবর পরিহিত (ভিক্ষু)। = **ভিন্নপটন্ধর**। ⟹ **ভিন্নপট**।

ভিন্নপটন্ধর (বিণ, পুং) [ভিন্ন+পটং+ধর] জোড়াতালি দিয়া সংস্কার করা ঢিলা জামা পরিধানকারী। = **ভিন্নপটধর**। ⟹ **পট**।

ভিন্ন পভিন্নগত্ত = **সমচ্ছিদ্দ গত্ত**। ⟹ **সমচ্ছিদ্দগত্ত**।

ভিন্নপিলোতিক (বিণ) বস্ত্রহীন, বিবস্ত্র, নগ্ন, নেংটা। ⟹ **ছিন্ন পিলোতিক**।

ভিন্নপ্লব = **ভিন্ননাব**। ⟹ **ভিন্ননাব**।

ভিন্নভাব (পুং) ভিন্ন ভাব, ভিন্নত্ব। = **ভিন্নত্ত**।

ভিন্নমন্ত (বিণ) নষ্টমন্ত্র, উপদেশ তাচ্ছিল্যকারী, পরামর্শ বা উপদেশ অমান্য করা হইয়াছে এরূপ, পরামর্শ উপেক্ষাকারী, মন্ত্রণা ভঙ্গ করিয়াছে এমন, ভিন্নমন্ত্র, মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে এরূপ। ⟹ **মন্ত** (৫)।

ভিন্ন মরিযাদ (বিণ) সীমার বাহিরে গিয়াছে এরূপ, সীমাবহির্ভূত।

ভিন্নবাদ (পুং) ধর্মবিরোধী সম্প্রদায়, ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়, (সাহিত্যে) সামঞ্জস্য রহিত বা বিপরীত কথা বা দৃষ্টি, ভিন্ন মতবাদ। (বিপ) **অভিন্নক বাদ**। ⟹ **বাদ** (৪)।

ভিন্নসির (বিণ) ভগ্নশির, ছিন্নমস্তক।

ভিন্নসীম (বিণ) (শালীনতার বা ভদ্রতার) সীমা লঙ্ঘন করা হইয়াছে এরূপ, (ভদ্রতার) সীমা লঙ্ঘিত বা লঙ্ঘন করা হইয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **সীমাতিগ**। ⟹ **সীমা**।

ভিন্নসীমা (স্ত্রী) যে ব্যক্তি (ভদ্রতা বা শালীনতার) সীমা

ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিয়াছে।

ভিন্নসীল (বিণ) শীল ভঙ্গকারী, যে ব্যক্তি শীল বা সচ্চরিত্রের নিয়ম বা আদর্শ ভঙ্গ করিয়াছে।

ভিন্ন হিরোত্তপ্প (বিণ) লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, লজ্জাছাড়া, লজ্জা ব্যতীত। ⟹ **ভিন্ন** (৩)।

ভিন্নাজীব (বিণ) [ভিন্ন+আজীব] জীবিকাহীন, জীবিকার বা ভরণপোষণের উপায়হীন, যাহার জীবিকার সামান্যমাত্র উপায় আছে এমন, দরিদ্রভাবে যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করে এমন। (বিপ) **পরিসুদ্ধাজীব**।

ভিন্নোকাস [ভিন্ন+ওকাস] (কিছু) পড়িয়া যাওয়ায় বা চ্যুত হওয়ায় খালি স্থান। **ভিন্নদন্তোকাস**—দাঁত পড়িয়া যাওয়ায় খালি স্থান।

ভিয্যো = **ভিয্যো**। ⟹ **ভিয্যো**।

ভিয্যো (বিণ) আরও অধিক, অধিকতর, অতিরিক্ত, অপরাপর, বৃহত্তর। (সূত্রনিপাত) **দুক্খং এত্থ ভিয্যো; ভিয্যো তণ্হা পবড্ঢথ**। (ধর্মপদ) **ভিয্যো রজন আকিরতে; ভিয্যো তণ্হা পবড্ঢতি**। (ক্রি-বিণ) অধিক পরিমাণে, অধিকন্তু, পুনরায়, আরও, অতিরিক্তভাবে, অত্যধিকরূপে, অতিশয়রূপে, পুনঃপুনঃ, বারংবার, অধিকভাবে। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পং বা ভীয্যো**—কম বা অধিক। (সূত্রনিপাত) **ভিয্যো চিত্তং পসিদতি**। (ধর্মপদ) **ভিয্যো নন্দতি** = **অতিবিয নন্দতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **ভিয্যোসো, যেভুয্যেন**।

ভিয্যোকম্যতা (স্ত্রী) অতিরিক্ত বা অধিক পাইবার ইচ্ছা, লোভ, পেটুকতা।

ভিয্যোভাব (পুং) অধিক পরিমাণে পায় এমন ভাব বা অবস্থা, বৃদ্ধি, লাভ, উৎপাদন, বংশ, সন্তানসন্ততি, গুণন, গুণ করিবার নিয়ম।

ভিয্যোভুঞ্জামি ⟹ **সমতিখিক**।

ভিয্যোসো (ক্রি-বিণ) আরও, এমন কি আরও, উত্তরোত্তর। ⟹ **ভিয্যো** (ক্রি-বিণ)।

ভিয্যোসোমত্তায (ক্রি-বিণ) একজনের সামর্থ্যের অতিরিক্তভাবে, অতিশয়রূপে, অত্যধিকভাবে, অতিরিক্তভাবে, প্রচুররূপে। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **ভিয্যোসো-মত্তায উদ্ধুমাযন-ভাবো দট্ঠব্বো**। (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) **ভূযস্যা মত্রায়**।

ভিয্যোসো মত্তঞাণ—মহাজ্ঞান, অতিরিক্তরূপে জ্ঞানের অধিকার, মনুষ্য-দেব-ব্রহ্মজ্ঞানেরও অধিক জ্ঞান। ⟹ **ঞাণ**।

ভিস (ক্লী) পদ্মের মূল, মৃণাল, পদ্মের নাল, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মাঙ্কুর, পদ্মের পল্লব বা মঞ্জরী, পদ্মের তন্তু বা সূক্ষ্ম সূত্রসমূহ।

ভিসক্ক (পুং) ভিষক, চিকিৎসক, কবিরাজ, বৈদ্য, রোগের ব্যবস্থাপক।

ভিস পুপ্ফ (ক্লী) পদ্মফুল। = **পদুমপুপ্ফ**।

ভিসমড়াল (ক্লী) পদ্মের মূল এবং শালুক, পদ্মের টাক, পদ্মের ডাঁটা এবং সুতা বা তন্তু।

ভিসমুড়ালং (ক্লী) পদ্মের তন্তু বা সূক্ষ্মসূত্র এবং ডাঁটা। ⟹ **মুড়াল, ভিস**।

ভিসমুড়ালিকা = **মুড়ালিকা**। ⟹ **মুড়ালিকা, ভিস**।

ভিসমুড়ালী = **মুড়ালী**। ⟹ **মুড়ালী, ভিস**।

ভিসসামা (স্ত্রী) = **সামা**। ⟹ **সামা** (২)।

ভিসি (স্ত্রী) ১ কোলবালিশ, উপাধান, গদি, নরম জিন, কোমল গদি, বিছানা, মাদুর, পাটি, একতাড়া (লিখিবার) কাগজ, আবর্তন, গুটানো, জড়ানো বস্তু, পেষণী, দলিল, তালিকা, নামের ফর্দ, একখানা রুটি, রুটির তাল, পাকানো তামাক, অবিরাম ঢাকের শব্দ, উত্তাল তরঙ্গ। (বিনয়) **চীবর ভিসি**—বালিশের ন্যায় গোলাকারে গুটানো চীবর। বিনয়ে বৌদ্ধবিহারে পঞ্চবিধ **"ভিসি"** বা গদি ব্যবহারের নিয়ম আছে; পঞ্চবিধ, যথা—**উণ্ণভিসি**—(পেশমে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ), **চোলভিসি** (সূতিবস্ত্রে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ), **বাকভিসি** (বল্কল বা গাছের ছালে বা ছোবরায় পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ), **তিণভিসি** (ঘাসে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ), **পণ্ণভিসি** (শুষ্ক পাতায় পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ); = **তিণভিসি** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। ২ ভেলা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ।

ভিসিকা (স্ত্রী) ছোট কোলবালিশ, ছোট মাদুর, ছোট গদি। (বিনয়) **বাতপান ভিসিকা**—জানালায় ব্যবহৃত মাদুর। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **তাপস ভিসিকা**।

ভিসি বিম্বোহন—বালিশ বা কোলবালিশ।

ভিসী (স্ত্রী) মাদুর, পাটি, গদি। = **ভিসি** (১)।

ভিংস্মা (স্ত্রী) প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু, ভয়, আতঙ্ক। = **ভিংসা**।

ভিংস্মাকায (বিণ) ভীষণাকারের, অত্যন্ত ভীতিজনক, খুব তীব্র।

ভীত (বিণ) ভীত, শঙ্কিত, ত্রস্ত, আতঙ্কিত, ত্রাসিত, ভয়ার্ত, দুঃখিত, অত্যন্ত ভীত, ভয় পাইয়াছে এমন। (জাতক) **নিরযভয ভীত; মরণ-ভয ভীত; ভীত তসিত**। (তুলনীয়) **সন্ত্রীত**। ⟹ **ভাযতি**।

ভীত তসিত (বিণ) ভীত ত্রাসিত, ভীত শঙ্কিত, ভয়ে সন্ত্রস্ত। ⟹ **তসিত, ভীত**।

ভীত বিখত (বিণ) ভীত বিহ্বল। ⟹ **বিখত** (৪)।

ভীভচ্ছ = **বীভচ্ছ**। ⟹ **বীভচ্ছ**।

ভীভচ্ছ দস্সন (বিণ) বীভৎস দর্শন, দেখিতে অত্যন্ত ঘৃণাকর বা কদর্য বা কুৎসিত। ⟹ **দস্সন** [১(বিণ)], **ভীভচ্ছ**।

ভীম (বিণ) ভীম, ঘোর, ভীষণ, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভয়োৎপাদক, বিরক্তিজনক, মহিমান্বিত, ভয় বা ভক্তি সঞ্চারক, বিশ্রী, নিষ্ঠুর, যন্ত্রণাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক।

ভীমকায (বিণ) ভীষণ দেহবিশিষ্ট, যাহার শরীর দেখিতে অত্যন্ত ভীতিজনক, ভীমকায়, ভয়ানক আকারের

দেহবিশিষ্ট, ভয়োৎপাদক দেহের আকারবিশিষ্ট, বিরক্তিকর দেহবিশিষ্ট।

ভীমরূপ (বিণ) ভীমরূপ, ভীষণাকার, ভয়জনক চেহারাবিশিষ্ট, অত্যন্ত ভীতিজনক আকৃতিবিশিষ্ট, দুর্ধর্ষাকার।

ভীমল (বিণ) ভয়ঙ্কর, ভীষণ, ভয়ানক। = **ভীম**। (জাতক অর্থকথায়) **ভিংসনক মহাসদ্দ**।

ভীমসেন (বিণ) ভীমসেন, যাহার দুর্ধর্ষ বা ভীষণ সেনাবাহিনী আছে এমন। (পুং) কৌরবরাজ পাণ্ডুর পুত্র ভীমসেন যাহাকে দ্বিতীয় পাণ্ডব বলা হয়।

ভীমূল—এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার শুদ্ধপাঠ "**ভীমল**"। ⟹ **ভীমল**।

ভীযো = **ভিয্যো**। ⟹ **ভিয্যো**।

ভীয্যো = **ভিয্যো**। ⟹ **ভিয্যো**।

ভীরতি (ক্রি) ⟹ **ভরতি**। (ব-বিণ) **অনুভীরমান**; (মধ্যম নিকায়) **ছত্ত অনুভীরমান**—ছাতা আনয়ন করা হইতেছে বা হইয়াছে; = **অনুহীরমান** (⟹ **অনুহীরতি**)।

ভীরু (বিণ) ১ ভীরু, ভীত, ত্রস্ত, ভয় করে এরূপ, ভয় আছে এমন, শঙ্কিত, সাহসহীন, ভয়ানক, নীচ, ভয়জনিত, কাপুরুষ, দুঃখিত, লাজুক, মুখচোরা, ভীরুতা বা লজ্জা প্রকাশক। (সদ্ধম্মোপায়ন) **দুক্খ ভীরু**। ২ ভয়ের কারণজনিত, ভয়ানক, মহিমান্বিত, ভয় বা ভক্তি সঞ্চারক, বিশ্রী, ভীষণ, খুব বেশি, অত্যধিক। (পেতবত্থু) **ভীরুদস্‌সন**। (পুং) ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, ভীরুতা, কাপুরুষতা। = **উত্রাস**।

ভীরুক (বিণ) ভীরু, ভীত, দুঃখিত, লাজুক, মুখচোরা, ভীরুতা বা লজ্জা প্রকাশক, বর্জন করে এরূপ, পরিহার বা ত্যাগ করে এরূপ, নীচ, কাপুরুষ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পাপভীরুক**; **জীবিতুকাম ভীরুক-পুরিস**। ⟹ **ভীরু** (১)।

ভীরুত্তান (ক্লী) ভীরুর জন্য আশ্রয় বা রক্ষার উপায়। (বিণ) যাহারা ভয় করে অথবা ভয়ের মধ্যে আছে তাহাদিগকে রক্ষাকারী।

ভীরুদস্‌সন (বিণ) দেখিতে ভীষণ, যাহাকে দেখিলে ভয় উৎপন্ন হয় এমন। ⟹ **ভীরু** (২)।

ভীসন (বিণ) ভীষণ, ভয়ানক। = **ভীম**, **ভিংসন**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **ভযজনন**।

ভুক্ক (বিণ) ঘেউ ঘেউ শব্দ করে এমন (কুকুর), ঘেউ ঘেউ শব্দকারী (কুকুর)। (পুং) ঘেউ ঘেউ শব্দকারী অর্থাৎ কুকুর। = **ভোভুক্ক**, **ভুক্করণ**, **সোণ**, **সুনখ**। ⟹ **ভুস্‌সতি**।

ভুক্করণ (ক্লী) কুকুরের ভুক ভুক শব্দ, কুকুরের ডাক। = **ভুক্কার**, **ভুঙ্কার**।

ভুক্কার (পুং) কুকুরের ডাক। = **ভুক্করণ**, **ভুঙ্কার**, **ভোভুক্ক**।

ভুঙ্করণ (ক্লী) ভুক ভুক শব্দ, কুকুরের ডাক। = **ভুক্ক**, **ভোভুক্ক**। (জাতকে) **ভু-ভুক্ক সদ্দকরণ**। (বিণ) ভুক ভুক শব্দকারী। (জাতক) **ভুঙ্করণ সুনখ**।

ভুঙ্করোতি (ক্রি) [ভুং+√কর+ও] ঘেউ ঘেউ শব্দ করা, ক্রুদ্ধ চিৎকার করা, কুকুরের শব্দ করা। (অতীত) **ভুঙ্করি**। (অ-বিণ) **ভুঙ্কত**। (ব-বিণ) **ভুঙ্করোন্ত**। (ক্রি-বি) **ভুঙ্কত্বা**, **ভুঙ্করিত্বা**।

ভুঙ্কার (পুং) কুকুরের ডাক। = **ভুক্কার**, **ভুক্করণ**।

ভুচ্চ (বিণ) এই শব্দটির ব্যবহার "**ভূত**" শব্দের ন্যায়। ইহা কেবল যৌগিক শব্দেই ব্যবহার করা হয়, যথা—**যথাভুচ্চং** (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য)।

ভুজ (পুং, ক্লী) ভুজ, বাহু, হস্ত। (সুত্রনিপাতে বহুবচনে) **ভুজানি**। (বিণ) ১ নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়োথেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণাজনিত পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ, মনোহর। (জাতক) **ভুজদস্‌সন**। ২ বক্র, কুটিল, অসরল। (জাতক) **ভুজলট্‌ঠি**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ভুজগ**; **ভুজগিন্দ**।

ভুজক (ক্লী) এক জাতীয় সুগন্ধ গাছ। ধর্মপালের গ্রন্থমতে এই গাছ দেবলোকের বা স্বর্গের গন্ধমাদন তরুবীথিতে বা কুঞ্জবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে (বিমানবত্থু)।

ভুজগ (পুং) ভুজগ, ভুজঙ্গ, সর্প, সাপ, ফণী। = **ভুজঙ্গ**। (বিণ) বক্র বা আঁকাবাঁকা গতিবিশিষ্ট। ⟹ **ভুজ** [বিণ(২)]।

ভুজগিন্দ (পুং) [ভুজগ+ইন্দ] সর্পের রাজা, কেউটে সাপ, গোখরা সাপ। ⟹ **ভুজ** [বিণ(২)]।

ভুজঙ্গ (পুং) ভুজঙ্গ, সর্প, সাপ, ফণী, ভুজগ। = **ভুজগ**; **ভুজঙ্গম**।

ভুজঙ্গম (পুং) ভুজঙ্গম, সর্প, ফণী। = **ভুজঙ্গ**।

ভুজঙ্গলতা (স্ত্রী) ভুজঙ্গলতা, সর্পলতা অর্থাৎ পানগাছ, সর্পের ন্যায় বক্র বা আঁকাবাঁকা হইয়া যেই লতার গতি অর্থাৎ সর্পলতা বা পানগাছ, গোলমরিচ বা পিপুল গাছ। = **ভুজলট্‌ঠি**।

ভুজদস্‌সন (বিণ) দেখিতে মনোহর বা সুন্দর। = **কল্যাণদস্‌সন**। ⟹ **ভুজ** [বিণ(১)]।

ভুজপত্ত (পুং) ভূর্জপত্র, ভোজপাতা, ভূর্জপত্রের গাছ, শোলাগাছ।

ভুজলট্‌ঠি (স্ত্রী) পানগাছ, গোলমরিচ বা পিপুলগাছ। (জাতক অর্থকথায়) **ভুজঙ্গলতা**। ⟹ ভুজ [বিণ(২)]।

ভুজালঙ্কার = **কাযূর**। ⟹ **কাযূর**।

ভুজিস্‌স (পুং) দাসত্ব বন্ধন বা কেনা গোলামি হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, স্বাধীন ব্যক্তি, মুক্ত মানুষ। (জাতক) **ভুজিস্‌সং করোতি**—কেনা গোলামের বা দাসত্ব বন্ধনের মুক্তি মঞ্জুর করা। (বিণ) কেনা গোলামি হইতে মুক্ত, দাসত্বমুক্ত। (তুলনীয়) **ভোজ**, **ভোজক**।

ভুজিস্‌সভাব (পুং) দাসত্ব বা কেনা গোলামি হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থা, মুক্তি।

ভুজিস্‌সা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক দাসীত্ব বা কেনাদাসী হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ⟹ **ভুজিস্‌স**।

ভুঞ্জক (বিণ) যে ব্যক্তি আহার করে বা খায়, পরিভোগকারী। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ভুঞ্জক সম্মুতি**— ভক্ষকের কথা বা সম্মতি, যে ব্যক্তি খাইবে তাহার খাইবার বা ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ।

ভুঞ্জতি (ক্রি) [√ভুজ+ং+অ] ১ ভোজন করা, খাওয়া, ভক্ষণ করা, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা; (সাধারণ অর্থে:—) সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, ব্যবহার করা, সুবিধা গ্রহণ করা, নিযুক্ত করা, প্রয়োগ করা, আচরণ করা, অভ্যস্ত হওয়া, নিঃশেষ করা, শেষ করা। সপ্তমী:—**ভুঞ্জেয্য**; (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ভুঞ্জেথ**। পঞ্চমী:—(মধ্যম পুরুষ একবচনে) **ভুঞ্জস্‌স**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **ভুঞ্জতু, ভুঞ্জস্‌সু**। অতীতকাল:—(উত্তম পুরুষ একবচনে) **ভুঞ্জিং**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **ভুঞ্জি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **অভুঞ্জিংসু, অভুঞ্জিসুং**। (অ-বিণ) **ভুত্ত**। (ব-বিণ) **ভুঞ্জন্ত, ভুঞ্জমান**। ভবিষ্যৎকাল:--(উত্তম পুরুষ একবচনে) **ভোক্‌খং**(সংস্কৃত—ভোক্ষ্যামি)।(ভ-বিণ) **ভুঞ্জিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ভুঞ্জিত্বা, ভুঞ্জিয, ভুত্বান, ভুত্বা**। (তুম্) **ভুঞ্জিতুং, ভোত্তুং**। (করণে) **ভোজেতি**। ⟹ **অবভুঞ্জতি**। ২ পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা, পবিত্র করা, শোধন করা।

ভুঞ্জন (ক্লী) ভোজন, ভক্ষণ, খাওয়া, আহার গ্রহণ, খাওয়ার কার্য, ভোজন পর্ব, ভোজনোৎসব। (জাতক) **ভুঞ্জন কারণ**।

ভুঞ্জনকাল (পুং) ভোজনের সময়, খাওয়ার সময়।

ভুঞ্জনকারণ—খাইবার জন্য, ভোজনের নিমিত্ত। ⟹ **ভুঞ্জন**।

ভুঞ্জিতু (বিণ) = **ভুঞ্জক**। ⟹ **ভুঞ্জক**।

ভুঞ্জিতং (তুম্) খাইতে, ভোজন করিতে, ভক্ষণ করিতে, পরিভোগ করিতে। ⟹ **ভুঞ্জতি**।

ভুঞ্জিয (ক্রি-বি) খাইয়া। ⟹ **ভুঞ্জতি**।

ভুত্ত (বিণ) ১ ভুক্ত, ভক্ষিত, উপভুক্ত, অন্তর্গত, খাইয়াছে এমন, পরিভোগ করিয়াছে এমন, ভোজনকৃত, ভোজন করা বা খাওয়া হইয়াছে এমন। (বর্তমানকালে) **ভুত্তং হোতি**—ভোজন করা বা খাওয়া হইতেছে (বিনয়)। (জাতক) **ভুত্তগেহ**; (বি-ভা) **যথা-ভুত্তং ভুঞ্জথ**—যে পর্যন্ত পার খাও, যত পেটে ধরে তত খাও, যতটুকু উপভোগ করিতে চাও ততটুকু উপভোগ কর, ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করা। ⟹ **ভুঞ্জতি** (১)। ২ খাইয়া, যে ব্যক্তি খাইয়াছে, কৃত্যভুক্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সচেভুত্তো ভবেয্যাহং**। (বি-ভা) **ভুত্ত-পাতরাস**।

ভুত্তগেহ—ভোজনগৃহ, খাওয়ার ঘর, ভোজনালয়, যে ঘরে খাওয়া হয়। ⟹ **ভুত** (১)।

ভুত্তপাতরাস—প্রাতরাশ খাইয়া, প্রাতঃকালের ভোজন করিবার পর। ⟹ **ভুত্ত** (২)।

ভুত্তর (পুং, একবচন) যে ব্যক্তি খায় অথবা খাইয়াছে, যে ব্যক্তি পরিভোগ করিয়াছে। (তুলনীয়) **ভুত্ত**। (জাতক) **অহং ভুত্তা ভক্‌খং রসুত্তমং**।

ভুত্তবন্ত (বিণ) খাইয়াছে এমন, যে ব্যক্তি খাইয়াছে। = **কত-ভত্তকিচ্চ**।

ভুত্তাবসেস (পুং) ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট, ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা, ভুক্তোদ্ধৃত অবশেষ।

ভুত্তাবিন (বিণ) খাইয়া, খাওয়ার পর, যাহার খাওয়া শেষ হইয়াছে এমন। ⟹ **ওনিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভুত্তাবিন ওনিত-পত্তপাণি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভুত্তাবিন পবারিত**। (কর্তৃকারক একবচনে) **ভুত্তাবী** (বিনয়); (বহুবচনে) **ভুত্তাবী, ভুত্তাবিনো** (সংযুক্ত নিকায়)। (কর্মকারকে) **ভুত্তাবিং** (বিনয়); (সূত্রনিপাতে) **ভুত্তং ওনিত-পত্ত পাণিং**। (করণ কারকে) **ভুত্তাবিনা** (বিনয়)। (সম্প্রদান কারকে) **ভুত্তবিস্‌স** (দীর্ঘনিকায়); (সম্বন্ধপদে) **ভুত্তবিস্‌স**।

ভুত্তাবী (বিণ) যে ব্যক্তি খাইয়াছে। = **ভুত্তাবিন**।

ভুম্ম (বিণ) ১ পৃথিবী-সম্বন্ধীয়, পার্থিব, ঐহিক, সাংসারিক; (চলতি) বোধগম্য, সম্ভব; ভূচর; (যৌগিকে) স্তরবিশিষ্ট বা তলবিশিষ্ট। (ক্লী) মৃত্তিকা, মাটি, দেশ, ভূমি, ময়দান, মাঠ, ভিত্তি, কারণ, মেঝে, উচ্চাসন, তল, একতলস্থ কক্ষ। (পেতবত্থু) **যাব ভুম্মা**—নীচে ভূমিতল পর্যন্ত। = **ভূমি**। (পুং) পার্থিব জীব; (বহুবচনে) **ভুম্মা**। (সূত্রনিপাত) **ভূতানি ভুম্মানি**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **সব্ব-ভুম্মা খত্তিযা**। ২ অধিকরণ কারক (ব্যাকরণে)।

ভুম্মজাল—(ক্লী) পার্থিব বা সংসাররূপ জাল অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তৃতির উপর পরিষ্কার দৃষ্টিদান বা দর্শন। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহা এক প্রকার **"বিজ্জা"** (জ্ঞান বা যাদুবিদ্যা)। (তুলনীয়) **ভূরিকম্ম, ভূরিবিজ্জা**। ⟹ **জাল**।

ভুম্মটঠ (বিণ) ১ মৃত্তিকা অভ্যন্তরে রক্ষিত, মাটির মধ্যে আছে এমন, মাটির উপরে অথবা ভিতরে দেখিয়াছে এরূপ, পার্থিব, ঐহিক, সাংসারিক; (চলতি) বোধগম্য, সম্ভব। ২ মাটির উপর অবস্থিত বা দণ্ডায়মান। ৩ মাটির উপর হেলিয়া রহিয়াছে এমন, পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া আছে এমন।

ভুম্মটঠক (বিণ) (দেবতা-সম্বন্ধে) পৃথিবীবাসী, ভূমিবাসী, পার্থিব, ঐহিক, সাংসারিক।

ভুম্মত্থর (বিণ) পৃথিবীতে অবস্থিত, ভূমিতে অবস্থিত, মাটিতে বা ভূমিতে আছে এমন।

ভুম্মত্থরণ (ক্লী) মাটিতে বিছাইবার আস্তরণ বা আসন, কাপেট, গালিচা, সতরঞ্চ, কার্পেটের ন্যায় পদার্থ, মাদুর, পাটি, বিছানা।

ভুম্মদেব (পুং) ভূমি বা পৃথিবীবাসী দেবতা, পার্থিব বা ভূচর দেবতা বা পরী। ⟹ **উপপত্তিদেব**।

ভুম্মদেবতা (পুং) ভূমিবাসী দেবতা। = **যকখ**।

ভুম্মদেবা—ভূমিবাসী দেবতা বা অশরীরী সত্ত্ব।

ভুম্মন্তর (ক্লী) ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা সমতল ক্ষেত্র, পার্থিব ঘটনা অর্থাৎ পৃথিবীর গোলক বা চক্র, পৃথিবীর গণ্ডী বা পরিবেশ, অস্তিত্বের স্তর বা সমতল।

ভুম্মন্তর পরিচ্ছেদ—পৃথিবী সম্পর্কে আলোচনা বা বিচার অথবা তর্ক অর্থাৎ বিশ্বের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতবাদ।

ভুম্মন্তলিক্‌খ (বিণ) [ভুম্ম+অন্তলিক্‌খ] পার্থিব এবং স্বর্গীয়, (অশুভ চিহ্ন সম্বন্ধে) পৃথিবীর উপর এবং আকাশে।

ভুম্মা (পুং, বহুবচনে) পৃথিবী বা ভূমিবাসী সত্ত্ব অর্থাৎ ভূমিবাসী দেবগণ, (বিমানবত্থু বর্ণনায়) বৃক্ষদেবতাগণ (বা যক্ষগণ)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভুম্মদেব**। ⟹ **ভুম্ম** (১)।

ভুম্মি (স্ত্রী) ১ মাটি বা ভূমির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহা অর্থাৎ অস্তিত্বের স্তর, মাটি, মৃত্তিকা, দেশ, কর্মক্ষেত্র, অবস্থা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **ভুম্মিযাপত্তি; দুক্‌খাপত্তি**। ২ সম্বোধন পদ, বন্ধুভাবে সম্বোধন; যেমন—(বিনয়) ওহে (প্রিয়) মানব !, (সাহিত্যে-পার্থিব); = **পিযবচনং** (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)।

ভুম্মিযাপত্তি [ভুম্মিয+আপত্তি] = **ভুম্মি**। ⟹ **ভুম্মি** (১)।

ভুম্য—"**ভমি**" (৩) শব্দের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

ভুয্য—এই শব্দটি সংস্কৃতের "ভূয়স" শব্দের ন্যায় নিয়মিত ব্যক্তিগত প্রতিনিধিস্বরূপ (তুলনীয়)। ইহা সচরাচর "**ভিয্য**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র যৌগিক শব্দে:—**যেভুয্যেন**। ⟹ **যেভুয্যেন**।

ভুবি—এই শব্দটি কাচ্চায়ণের মতে অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হইয়া "পৃথিবীতে অথবা ভূমিতলে" অর্থ প্রকাশ করে অথবা √ভূ ক্রিয়ায় অতীতকালে প্রথম পুরুষ একবচনে "**ভবি**" (⟹ **ভবতি**) শব্দের পরিবর্তে অর্থ প্রকাশ করে। ⟹ **ভূ** (২)।

ভুস (ক্লী) ভুসি, তুষ, আবর্জনা, তুচ্ছবিষয়, (শস্যের) খোসা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভুসাগার**। (ধর্মপদ) **ওপুণাতি ভুসং**—তুষ চালা বা চালুনি দ্বারা ঝাড়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তিণভুস**। (বিণ) মহা, মহান, ক্ষমতাসম্পন্ন, বলবান, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সমর্থ, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, প্রবল, উগ্র, উজ্জ্বল, বেশি তরল করা হয় নাই এরূপ, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট, স্বরবর্ণের পরিবর্তন হইলে অতীতকাল গঠিত হয় এমন (ক্রিয়া), শক্তিমান, ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী, মহৎ, উদ্ধত, সাহসী, বৃহৎ, প্রধান, গুরুত্ববিশিষ্ট, গর্বিত, ধনী, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন। (ধর্মপদ) **ভুস তণ্হা** = **বলবা তণ্হা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **ভুসদণ্ড** = **দঢ়দণ্ড, বলবাদণ্ড** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **ভুস-দস্সনেয্য**।

ভুসং (ক্লী, ক্রি-বিণ) অধিক পরিমাণে, বহুল পরিমাণে, সর্বদা, পুনঃপুন, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, প্রায়, বহুদূরে, অনেক, অতিরিক্তভাবে, অত্যধিকরূপে, অতিভাবে, প্রচুর পরিমাণে, তীব্রভাবে, প্রচণ্ডরূপে। (যৌগিকে) **ভুসং দস্সনেয্য**।

ভুসং দস্সনেয্য = **ভুসদস্সনেয্য**। ⟹ **ভুসদস্সনেয্য**।

ভুসং তণ্হা = **ভুসতণ্হা**। ⟹ **ভুসতণ্হা**।

ভুসংদণ্ড = **ভুসদণ্ড**। ⟹ **ভুসদণ্ড**।

ভুসতণ্হা (স্ত্রী) প্রবল তৃষ্ণা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা। = **বলবা তণ্হা, ভুসং তণ্হা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **ভুস**।

ভুসতি (ক্রি) [√ভুস+য] (কুকুরের) ঘেউ ঘেউ শব্দ করা, ক্রুদ্ধ চিৎকার করা। = **ভুস্সতি, ভসতি, ভূসতি**। ⟹ **ভুক্ক**। (অতীত) **ভুসি**। (অ-বিণ) **ভুসিত**। (ব-বিণ) **ভুসন্ত, ভুসমান**। (ক্রি-বি) **ভুসিত্বা**।

ভুসদণ্ড (ক্লী) ১ মহাদণ্ড, প্রধান শাস্তি। ২ দৃঢ় দণ্ড, শক্ত লাঠি। = **বলবাদণ্ড, দঢ়দণ্ড** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **ভুস**।

ভুসদস্সনেয্য (বিণ) মহাদর্শনীয়, প্রধান দর্শনীয়, অত্যন্ত সুন্দর। = **ভুসং দস্সনেয্য**। ⟹ **দস্সনেয্য, ভুস**।

ভুসাগার (ক্লী) [ভুস+আগার] শস্যাদি মাড়াইবার ঘর, শস্যাগার, গোলাঘর, তুষ বা ভুসি রাখিবার ঘর। ⟹ **ভুস**।

ভুসিকা (স্ত্রী) তুষ, ভুসি, তুচ্ছ বিষয়। = **ভুস**।

ভুসিত (বিণ) ঘেউ ঘেউ করিয়াছে এমন (কুকুর), ক্রুদ্ধ চিৎকার করিয়াছে এমন (কুকুর)। (জাতক) **ভুসিত সদ্দ**। = **ভসিত** (১)। ⟹ **ভুসতি**।

ভুসিত সদ্দ (ক্লী) (কুকুরের) ঘেউ ঘেউ শব্দ, ক্রুদ্ধ চিৎকার। ⟹ **ভুসিত**।

ভুসেতি (ক্রি) শক্ত করা, দৃঢ় করা, উৎপন্ন হইবার কারণ করা, উৎপাদন করা(?)। (জাতক অর্থকথায়) **ভুসং করোতি, বড়্ঢেতি**।

ভুস্সতি (ক্রি) [√ভুস+য] (কুকুরের) ঘেউ ঘেউ শব্দ করা, ভুক ভুক করা, ক্রুদ্ধ চিৎকার করা। = **ভুসতি**। (অতীত) **ভুস্সি**। (অ-বিণ) **ভুস্সিত**। (ব-বিণ) **ভুস্সন্ত, ভুস্সমান**। (ক্রি-বি) **ভুস্সিত্বা**।

ভূ (বিণ) বিদ্যমান, বর্তমান। (পুং) জীব, প্রাণী। (জাতক) **পাণভূ**। (স্ত্রী) ভূ, পৃথিবী, স্থান, প্রদেশ, আধার, মৃত্তিকা, ভূমি, ভূতল। (কাচ্চায়ণের মতে অধিকরণ কারকে) **ভুবি** (⟹ **ভুবি**)।

ভূকলল—কর্দম, ভূমির বা মাঠের কাদা, নরম মাটির কাদা বা কর্দম। ⟹ **কলল**।

ভূকুটি (স্ত্রী) ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি, তীব্র দৃষ্টি, ক্রোধ, রাগ, উদ্ধত ভাব, অহঙ্কার, গর্ব। = **ভকুটি, ভাকুটি**।

ভূজ (পুং) ভোজপাতা, ভূর্জপত্রের বা (ভোজপাতার) গাছ। = **ভুজপত্ত**।

ভূণহচ্চ ⟹ **হচ্চ**। = **ভূনহচ্চ**।

ভূত (বিণ) ১ ভূত হইয়াছিল এমন, উৎপন্ন হইয়াছে এমন, অতীত, সত্য, তুল্য, সদৃশ, স্বরূপ, উচিত, বর্ধিত, পরিণত, ঘটিত, উৎপাদিত, জাত, জন্মগত, প্রকৃতিগত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মাতুভূতা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অভূত পুব্বং ভূত**—যাহা পূর্বে কখনও ঘটে নাই এখন ঘটিয়াছে এরূপ, অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **অব্ভুত**। ২ এই এই হইয়াছে বা ঘটিয়াছে এমন, অমুক অমুক হইয়াছে বা ঘটিয়াছে এমন, সদৃশ হইয়াছে এমন, তাদৃশ করে এমন, প্রায় অর্থাৎ যেমন ছিল তেমন, নিহিত, যেমন আছে তেমন। (জাতক) **অন্ধভূত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অরুভূত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদপানভূত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওপানভূত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হেতুভূত**। (তুলনীয়) **চক্খুভূত**। ⟹ **ভবতি**। (পুং) সত্ত্ব, জীব, প্রাণী, যক্ষ, ভূত, প্রেত, প্রেতযোনি-বিশেষ, মানুষ, দেবতা। (ক্লী) চারি মহাভূত (অর্থাৎ পৃথিবী বা মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু), পঞ্চস্কন্ধ (অর্থাৎ রূপ বা দেহ, বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান), সত্য, যাহা বর্তমানে আছে তাহা, যাহা ঘটিয়াছে তাহা, উপাদানসমূহ, প্রকৃতি, স্বভাব, সৃষ্টি, জড়জগৎ, বিশ্ব, প্রকার, ভাব, চরিত্র, ধর্ম, সত্যের সঙ্গে উপযোগিতা, নগ্নতা, জগৎ, সৃষ্টবস্তু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভূমণ্ডল, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্রাদি, সুবৃহৎ, ভূভাগ, লোক, মানবসমাজ, জনসাধারণ, সাংসারিক জীবন, পৃথিবীবাসী, ইহলোক, জীবনের গতি, অধিক পরিমাণ বা সংখ্যা, মনুষ্যজাতি, বহুসংখ্যা, ঐহিক ব্যাপার। (মধ্যম নিকায়) **ভূতে ভূততো সঞ্জানাতি**— প্রকৃতি বা স্বাভাবিক ঘটনা হইতে সত্ত্বগণকে জানা যায়। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ভূতপসাদ লক্খণ**। (যৌগিকে) **ভূতগাম; ভূতপুব্ব**। (বিণ) যাহা বর্তমানে আছে তাহা অর্থাৎ প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, সহজ, স্বভাবসিদ্ধ, কষ্টকল্পিত নহে এমন, অকৃত্রিম, অকপট, বিশুদ্ধ, সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, ঠিক, অভ্রান্ত, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, প্রভুভক্ত। মধ্যম নিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ "ভূত" শব্দের মনোরম সপ্তবিধ বর্ণনা দিয়াছেন, যথা:—**ক** মূলতত্ত্বমূলক জীবন্ত বা সজীব স্বভাব অথবা জীবন-সম্বন্ধীয় সমষ্টি বা সমূহ, যাহাকে বলা হয় "**পঞ্চক্খন্ধ**" (মধ্যম নিকায়)। **খ** ভূত, প্রেত, যক্ষ, দৈত্যপ্রভৃতি "**অমনুস্‌সা**" বা অমনুষ্যগণ (সূত্রনিপাত)। **গ** মৌলিক তথ্যস্বরূপ নির্জীব স্বভাব, অচেতন বা জড় প্রকৃতি অথবা উপাদানসমূহ (চারি প্রকার ধাতু বা "**মহাভূতা**")। **ঘ** যাহা বর্তমান আছে তৎসমুদয়; সাধারণত শারীরিক অস্তিত্ব অর্থাৎ যাহাকে বলা হয় "**বিজ্জমানং**" বা বিদ্যমানতা অথবা "**ভূতং**" (বিনয়)। **ঙ কালঘসো ভূতো**—এখানে "ভূত" অর্থে "**খীণাসব**" অর্থাৎ অর্হত (জাতক)। **চ** সর্বপ্রকার সত্ত্ব বা জীব অথবা বিশেষ করিয়া নির্দেশিত অস্তিত্ব, যেমন—জন্তু, রাজ্য, ইত্যাদি "**সত্তা**" (দীর্ঘনিকায়)। **ছ** উদ্ভিজ্জ বা উদ্ভিদের রাজ্য, উদ্ভিদ বা গুল্মসমূহ, গাছ-গাছড়া যাহাকে বলা হয় "**রুক্খাদযো**" (বিনয়), যেমন—**ভূতগাম**।

ভূতকায (পুং) ভৌতিক দেহ, চতুর্মহাভূত (মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু—এই চারি মহাভূত) দ্বারা গঠিত শরীর, সত্যিকারের দেহ।

ভূতগাম (পুং) ভূতগ্রাম, গাছের বর্ধন, অঙ্কুরণ, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, উদ্ভিদ, গাছ-গাছড়া (যেমন—গাছ, ছোট ছোট গাছ, ঘাস ইত্যাদি)। বুদ্ধঘোষের মতে পঞ্চবিধ বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ-গাছড়াদি উদ্ভিদকে "ভূতগ্রাম" বলা হয়; পঞ্চবিধ বীজ, যথা—**মূলবীজং, খন্ধবীজং, ফলবীজং, অগ্গবীজং, বীজবীজং** (⟹ **বীজগাম**)। (বিনয় অর্থকথা, দীর্ঘনিকায় অর্থকথা এবং সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভূতগাম সিক্খাপদ**। (বিপ) **বীজগাম**।

ভূতগাহ (পুং) ভূতাবেশ, ভূতসঞ্চার, ভূতে পাওয়া, ভূতাশ্রয়, ভূত বা পিশাচ দ্বারা অধিকার, ভূত বা দৈত্যের অধিকৃত বস্তু বা সম্পত্তি, প্রেতের অধিকার, ভূত দ্বারা অধিকার ভোগ, ভূতে ধরিয়াছে এমন ব্যক্তি বা রোগী।

ভূতট্‌ঠান (ক্লী) ভূতের স্থান, প্রেতের স্থান, ভূত বা দৈত্য আছে এমন জায়গা, ভূত বা পিশাচের অধিকৃত স্থান।

ভূতত্ত (ক্লী) বর্ধিত হওয়ার ঘটনা, হওয়া বা সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা (অর্থাৎ জীব হওয়া অথবা সৃষ্টির অংশ হওয়া) ⟹ **ভূতা**।

ভূতনক—সুগন্ধ ঘাস। = **ফণিজ্জক**।

ভূতপতি (পুং) ১ (ইন্দ্র সম্বন্ধে) জীবগণের কর্তা বা প্রভু। ২ (কুবের সম্বন্ধে) ভূতপতি, ভূতনাথ, ভূত-প্রেতের কর্তা, যক্ষগণের প্রভু।

ভূতপুব্ব (বিণ) ভূতপূর্ব, পূর্বে ছিল এমন, পূর্বে অমুক অমুক ছিল এমন, পূর্বে এইরূপ ছিল এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মাতা ভূতপুব্বো সত্তো; পিতা ভূতপুব্বো সত্তো**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভগবা কুশালরাজা ভূতপুব্বো**।

ভূতপুব্বং (ক্রি-বিণ) পূর্বে, সত্ত্বের অস্তিত্বের পূর্বে বা জন্মিবার পূর্বে, ভূতপূর্ব, সৃষ্টির পূর্বে, সর্বপ্রকার সংঘটনের পূর্বে, জগতের প্রাথমিক অবস্থায় বা স্তরে, পূর্বকালে, আদিতে, আদিম অবস্থায়, ইতিপূর্বে, পুরাকালে, পূর্ব সময়ে। ⟹ **পুব্ব** (বিণ)।

ভূতভব্য—ভূত ভবিষ্যৎ, অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

ভূতভাব—যথার্থ গুণ, সত্যপূর্ণ ধর্ম, বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র।

ভূতবচন (ক্লী) বাস্তবতা বা সত্যতা-সম্বন্ধে উক্তি, সত্তা

বা তথ্য-সম্পর্কে বিবৃতি, বাস্তব বা যথার্থ বিষয়ে উক্তি।

ভূতবা (বিণ) = **ভূত**। ⟹ **ভূত**।

ভূতবাদ = **ভূতবচন**। ⟹ **ভূতবচন**।

ভূতবাদিন (বিণ) (লোক বা ব্যক্তি সম্বন্ধে) সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, (উক্তি সম্বন্ধে) সত্যপূর্ণ, যথার্থ, বিশ্বাসযোগ্য, সত্যকথা বলে এমন। ⟹ **বাদিন**।

ভূতবাদী (বিণ) সত্যবাদী। = **ভূতবাদিন**।

ভূতবিকার (পুং) স্বাভাবিক দোষ বা কলঙ্ক, প্রকৃতিগত ত্রুটি, স্বাভাবিক ত্রুটি, জন্মগত খুঁত বা দোষ, বিকলতা, অঙ্গহীনতা, অঙ্গ-বৈকল্য, উৎপত্তি দোষ। (বিপ) **নিব্বিকার**। ⟹ **বিকার** (৩)।

ভূতবিজ্জা (স্ত্রী) ভূতবিদ্যা, ভূতের ওঝা, ভূতুড়ে, যাদুকরী বিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, ভোজবাজি, ভেলকিবিদ্যা, যে ব্যক্তি ভূতের সাহায্যে চিকিৎসা করে বা ভূত ছাড়ায়, দৈবজ্ঞের বিদ্যা, ভূত-প্রেত বশে রাখার জ্ঞান। = **ভূতবেজ্জ**, **ভূতবিদ্যা**। **ভূতবিজ্জা ইকখনীক**।

ভূতবিদ্যা (স্ত্রী) ভূত তাড়ানের তান্ত্রিক মন্ত্র, ভূতবিদ্যা। = **ভূতবিজ্জা**, **ভূতবেজ্জ**।

ভূতবেজ্জ (পুং) ভূতের ওঝা, যে ব্যক্তি ভূতের সাহায্যে চিকিৎসা করে অথবা ভূত ছাড়ায়, ভূতাশ্রিত রোগীর চিকিৎসক। ⟹ **ভূতবিজ্জা**, **ভূতবিদ্যা**।

ভূতহচ্চ (বিণ) = **ভূনহচ্চ**। ⟹ **ভূনহচ্চ**।

ভূতা (পুং, বহুবচন) সত্ত্বগণ, জীবন্ত বা সজীব প্রাণীসমূহ, দেবতা, ভূত-প্রেত, উপদেবতা, নাগরিক দেবতা, নগর রক্ষাকারী দেবতা, সচেতন সত্তা বা প্রকৃতি, প্রাণী বা জীবসমূহ, সমগ্র সত্ত্ব বা জীবসমূহ, জীবন্ত স্বভাব। মহানির্দেশে ইহাকে দুই ভাগে দেখানো হইয়াছে, যথা—**তসাভূতা** (অস্থির বা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বা সত্তা বা সত্ত্বগণ), **থাবরাভূতা** (স্থির বা অপরিবর্তনশীল প্রকৃতি বা সত্তা বা সত্ত্বগণ)। সংযুক্ত নিকায়েও ইহাকে দুই ভাগে দেখানো হইয়াছে, যথা—**রূপ** (শরীর বা ভৌতিক দেহ), **নাম** (মন বা মনস্ক্রিয়া অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) অর্থাৎ যাহাকে "পঞ্চস্কন্ধ" বলা হয়। ⟹ **ভূতানি**, **ভূত** (পুং)।

ভূতানি (ক্লী, বহুবচন) ১ অচেতন প্রকৃতি, উপাদানসমূহ (**"মহাভূতানি"** অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু)। ⟹ **ভূত** (ক্লী)। ২ সচেতন বা জীবন্ত প্রাণীসমূহ, ভূত-প্রেত-পিশাচ-দৈত্য-দেবতা-প্রজাপতি প্রভৃতি। ⟹ **ভূতা**, **ভূত** (পুং)।

ভূতানি অন্তলিক্খে—আকাশস্থ বা আকাশবাসী জীবসমূহ, আকাশে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু। (বিপ) **ভূতানি ভুম্মানি**।

ভূতানি ভুম্মানি—পার্থিব বা পৃথিবীস্থ জীবসমূহ, পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ। (বিপ) **ভূতানি অন্তলিক্খে**। ⟹ **ভুম্ম**।

ভূতাবিট্‌ঠ (বিণ) ভূতাবিষ্ট, ভূত-প্রেত-পিশাচাদি কর্তৃক অভিভূত বা অধিকৃত, ভূতব্যাপ্ত, ভূতপ্রবিষ্ট।

ভূতাবী (বিণ) = **ভূতবা**। ⟹ **ভূতবা**।

ভূতিক (বিণ) ভৌতিক, ভূত সম্বন্ধীয়, উপাদান-সমূহের স্থিরীকৃত বা সংযোগকৃত। (মধ্যম নিকায়) **চতুম্মহাভূতিক**—চারি মহাভৌতিক।

ভূতিনক = **ভূতনক**। ⟹ **ভূতনক**।

ভূ ধাতু (স্ত্রী) ক্রিয়াঘটিত মূল "ভূ" ধাতু, শব্দঘটিত মূল তত্ত্ব, বাচনিক বা কথিত বিষয় সম্বন্ধীয় হেতু বা আদি, আক্ষরিক মূল তত্ত্ব। ⟹ **ধাতু** (২ ক)।

ভূনহু (পুং) জীবের ধ্বংসকারী ব্যক্তি বা বস্তু। (সম্বোধন পদে) **ভূনহু** (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ভূতিহনক বুদ্ধিনাসক**। (বহুবচনে) **ভূনহুনো**; (জাতক অর্থকথায়) **ইসিনং অতিবত্তারো অত্তনো বড্ঢিয়া হতত্তা ভূনহুনো**।

ভূনহচ্চ (বিণ) ভ্রূণ হত্যাকারী, যে ভ্রূণ হত্যা করে। ⟹ **হচ্চ**।

ভূনহট = **ভূনহু**। ⟹ **ভূনহু**।

ভূনহোট = **ভূনহু**। ⟹ **ভূনহু**।

ভূপ (পুং) ভূপ, নরপতি, রাজা।

ভূম (পুং) ১ (সাহিত্যে) ভূমি, ময়দান, মাঠ, ভূম, দেশ, স্বদেশ, পল্লীগ্রাম, ভূখণ্ড, কোনো দেশের লোক, পরগনা, জেলা, ক্ষেত্র, অঞ্চল। (সংযুক্ত নিকায়) **পচ্ছাভূম**। ২ (চরিত্রে) ভিত্তি, কারণ, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গভূমি, প্রদর্শনী, কর্মক্ষেত্র, আড্ডা, ভ্রমণপথের বিশ্রামস্থান, দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান, অবস্থা, স্তর, উন্নতির পরিমাণ, (সিঁড়ির) ধাপ, পদক্ষেপ, এক পা, অল্প দূরত্ব, ক্রম, সোপান, মইয়ের ধাপ, পদাঙ্ক, পদচিহ্ন, চলনভঙ্গি, চলিবার ধরন, চলন, অবলম্বিত কার্য, উপায়। (সূত্রনিপাত) **অবিবাদ ভূম**—অবিবাদের কারণ। (বিণ) মেঝে বা তলসমূহ আছে এমন (যেমন—একতল, দ্বিতল, ত্রিতল ভূমি অথবা কুটিরতল)। = **ভূমক**।

ভূমক (বিণ) ১ (কুঠি বা দালান সম্বন্ধে) মেঝে বা তল আছে এমন (যেমন—একতল কুঠি, দ্বিতল কুঠি, ত্রিতল কুঠি)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বেভূমক পাসাদ**; **পঞ্চভূমক পাসাদ**; **সত্তভূমক পাসাদ**। ২ স্থান-সম্বন্ধীয়, জেলা বা পরগনা-সম্বন্ধীয়, দেশ বা গ্রাম সম্বন্ধীয়। (মধ্যম নিকায়) **জাতিভূমক**—জন্মস্থান হইতে। (সংযুক্ত নিকায়) ৩ কোনোরূপ উন্নতির স্তরের অন্তর্গত অথবা কোনোরূপ অবস্থাতে আছে এমন, কোনোরূপ জ্ঞানাদির স্তরে আছে এমন, কোনোরূপ ঐশ্বর্য বা বিভবের মধ্যে আছে এরূপ, কোনোরূপ সমতল ক্ষেত্রে আছে এমন, কোনো গুণ বা মর্যাদা লাভ করিয়াছে এমন, কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত, কোনো শ্রেণীভুক্ত। (বিভঙ্গ) **পরিত্ত ভূমক**; **মহাভূমক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তেভূমক**; **তেভূমক বট্ট**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেভূমক-বট্ট-সঙ্খাতং মারবন্ধনং**;

তেভূমক বট্ট কুসলং; তেভূমক ধম্মা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) চতুভূমকং; চতুভূমক কুসলং; চতুভূমক চিত্ত।

ভূমকবট্ট (ক্লী) স্তর বা অবস্থার আবর্তন অর্থাৎ পুনঃপুন চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকা। ⇒ **ভূমক** (৩)।

ভূমি (স্ত্রী) ১ ভূমি, পৃথিবী, ক্ষেত্র, আধার, আকার, জমি, মাঠ, ময়দান, মাটি, ভিত্তি, মৃত্তিকা, ভূতল, ময়লা, সার, নোংরা, পলি। (সূত্রনিপাত) **যানভূমি**—গাড়ি চলিবার রাস্তা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **হেট্ঠা ভূমিযং**—মাটির নীচে। ২ স্থান, কাজ, নগর, পদবি, পদ, বদল, প্রাঙ্গণ, পুস্তকের অনুচ্ছেদ, অনাবৃত স্থান, নগরের মধ্যস্থিত সুপ্রশস্ত পথ, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহাদি বা এলাকা, প্রতিযোগীদের মধ্যে স্থান, (চলতি) বাড়ি, বাসস্থান, প্রদেশ, নগরাদির বা শহরের বিভাগ, পাড়া, যুদ্ধকালীন সেনানিবাস, পরগনা, জেলা, অঞ্চল, দেশ। (মধ্যম নিকায়) **জাতি ভূমি**—জন্মভূমি। (সূত্রনিপাত) **বিঘাত-ভূমি**--বধ্যভূমি। (চূলনির্দেশ) **দন্তভূমি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আপান ভূমি**—মদ্যপানের স্থান। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুসানভূমি**—শ্মশানভূমি। ৩ হেতু, কারণ, ভিত্তি, সমতল ক্ষেত্র, উন্নতির স্তর, জ্ঞানাদির স্তর, অবস্থা, সমতল ভূমি, সমতা, সাধারণ উচ্চতা, উচ্চতা, লক্ষ্যরেখা, সমতলত্ব, পরীক্ষার যন্ত্রবিশেষ, রঙ্গমঞ্চ, প্রদর্শনী, রঙ্গভূমি, কর্মক্ষেত্র, আড্ডা, ভ্রমণপথের বিশ্রাম স্থান, দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান, উন্নতির পরিমাণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থা, আত্মজ্ঞান বা চেতনার অবস্থা। বিশুদ্ধিমার্গের চারি **"পটিসম্ভিদা"** সম্বন্ধে **"সখভূমি, অসেখভূমি, পঞ্ঞাভূমি নিদ্দেস"**। (নেত্তি) **ইন্দ্রিযভূমি; দস্সনভূমি**। (ধর্মসঙ্গণী) **সুখভূমি**। (বহুবচনে) **ভূমিযো** (পটিসম্ভিদামার্গ); বিশুদ্ধিমার্গে চারি **"ঝান"** বা ধ্যান সম্বন্ধেও এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। **পুরিসভূমি**। **"ভূমি"** শব্দের অধিকরণ কারকে প্রাচীন ব্যবহার **"ভুম্যা"**; যৌগিকে **"ভূমি"** শব্দ **"ভূম"** হইয়া থাকে।

ভূমিক (বিণ) = **ভূমক**। ⇒ **ভূমক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বেভূমিক গেহ**—দ্বিতল বাড়ি বা ঘর। ⇒ **ভূমক** (১)। (চিত্ত সম্বন্ধে) **দ্বে ভূমিক চিত্ত**। ⇒ **ভূমক** (৩)।

ভূমিকম্প (পুং) ভূমিকম্প, পৃথিবী কম্পন, ভূমিচাল। = **ভূমিচাল**।

ভূমিকম্পা (স্ত্রী) ভূমিকম্প। = **ভূমিকম্প**।

ভূমিক্কম (ত্রি-বিণ) [ভূমি+ কম] ভূমিক্রমে, ভূমি অনুক্রমে, ভূমি অনুসারে, জমিভেদে। ⇒ **কম**।

ভূমিগত (বিণ) ভূমিগত, মাটির নীচে লুক্কায়িত, মাটির উপর অবস্থিত, মাটির নীচে সংগৃহীত, সঞ্চিত বা সঞ্চয়কৃত।

ভূমিঘন—ঘন মাটি, গাঢ় বা নিরেট মাটি। = **পথবি ঘন**।

ভূমিঘর সণ্ঠেপেন—মেটে ঘরের বা মাটির ঘরের আকারে। ⇒ **সণ্ঠেপেন**।

ভূমিচাল (পুং) ভূমিকম্প, ভূকম্পন, ভূঁইচাল। = **ভূমিকম্প**। ⇒ **চাল**।

ভূমিচাল নাম বিজ্জা—ভূমিকম্পের মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্র পাঠে ভূমিকম্প হয়। ⇒ **বিজ্জা**।

ভূমিতল (ক্লী) ভূমিতল, ভূতল, ভূমিভাগ, মাটির উপর সমতল ভূমিভাগ, পৃথিবীপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ, পৃথিবীর অভ্যন্তর, ভূপৃষ্ঠ, ঢোলের বহির্ভাগ বা উপরিভাগ, ভূতল। ⇒ **তল**।

ভূমিত্তয়—ত্রিভূমি, তিন প্রকার স্থান বা স্তর অথবা অবস্থা, যথা—**কামাবচর ভূমি** (কামলোক), **রূপাবচর ভূমি** (রূপব্রহ্মলোক), **লোকুত্তর ভূমি** (লোকোত্তর স্তর বা অবস্থা) (বিশুদ্ধিমার্গ)।

ভূমিপদেস = **ভূমিপ্পদেস**। ⇒ **ভূমিপ্পদেস**।

ভূমিপপ্পটক—১ শক্ত মাটি, ফাঁফর জমি, নিরেট ভূমি, পাথরের ন্যায় শক্ত জমি, প্রস্তরময় ভূমি। (বিপ) **রসপঠবী**। ⇒ **পপ্পটক**(১)। ২ ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্য-বিশেষ।

ভূমিপোথন—ভূমিতে বা মাটিতে আঘাতকরণ, জমির ঢেলা ভাঙ্গন।

ভূমিপ্পদেস (পুং) একখণ্ড জমি, মাটির উপর স্থান, পৃথিবীর উপর প্রদেশ বা অঞ্চল। ⇒ **ভূমিভাগ**।

ভূমিভাগ (পুং) ভূমিভাগ, একখণ্ড জমি, খণ্ড জমি, দেশ, প্রদেশ, জেলা, গ্রাম। ⇒ **ভূমিপ্পদেস**।

ভূমিযং = **ছমাযং**। ⇒ **ছমাযং**।

ভূমিলদ্ধ (বিণ) ১ ভূমিলব্ধ, ভূমিতে উৎপন্ন। ২ যে কোনো অবস্থার অস্তিত্ব প্রাপ্ত। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **ভূমিলদ্ধ উপ্পন্ন**।

ভূমিসয (বিণ) ভূশায়ী, ভূমিতে বা মাটিতে শয়নকারী, মাটিতে বা অনাবৃত স্থানে শয়ন করে বা ঘুমায় এমন, ভূতলশায়ী।

ভূমিসীস (ক্লী) পাহাড়, উন্নত স্থান, প্রধান স্থান, সুবিধাজনক স্থান, লাভের স্থান। ⇒ **সীস** (২খ)।

ভুম্মটঠ (বিণ) ভূমিবাসী, ভূমিস্থিত।

ভূরি (স্ত্রী) ১ মৃত্তিকা, ভূমি, ভূতল, পৃথিবী। পটিসম্ভিদামার্গে পৃথিবীর (পঠবী) নাম "ভূরি" দেওয়া হইয়াছে, ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ইহার দুইটি যৌগিক শব্দ সন্দেহজনক মনে হয়, যথা—(দীঘনিকায়ে) **ভূরিকম্ম; ভূরিবিজ্জা**। সম্ভবত এই শব্দ দুইটি **"ভুম্মজাল"** শব্দের অর্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে। ⇒ **ভুম্মজাল**। ২ জ্ঞান, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, ধীশক্তি, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা বর্ণনায় ইহার অর্থ—"বিশ্বব্যাপিয়া বিস্তৃত হইবার জন্য নাম দেওয়ার মত"। (বিণ) ভূরি, অনেক, অধিক, বহু, প্রচুর, যথেষ্ট, বিস্তৃত, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, চওড়া,

সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, লক্ষ্য বস্তু বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হইতে দূরবর্তী, বহুল পরিমাণ, অধিক দিন স্থায়ী।

ভূরিকম্ম (স্ত্রী) ভূরিকর্ম। এই যৌগিক শব্দটি সন্দেহজনক। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "ভূরিঘর" অর্থাৎ মাটির ঘরে থাকিয়া অভ্যাসসমূহ অবধারিত বা পালিত হওয়া। কিন্তু বৈদিক শব্দ "ভূরিকর্মণ" অর্থে "অতিশয় ফলপ্রদ"। সম্ভবত "ভূরিকম্ম" অর্থে "স্বর্ণপ্রস্তুতকরণ (অপরসায়নবিদের বিজ্ঞান)" হইবে। ⟹ **ভূরি** (১)।

ভূরিঘর (স্ত্রী) মাটির ঘর। ⟹ **ভূরিকম্ম, ভূরিবিজ্জা**।

ভূরিপঞ্‌ঞ (বিণ) ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, বিপুল জ্ঞানের অধিকারী, বিশাল বা বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী, বিশিষ্ট জ্ঞানী, অতি জ্ঞানী। (পটিসম্ভিদামার্গ) **পথবী-সমায বিথতায বিপুলায পঞ্‌ঞায সমন্নাগতা'তি ভূরি-পঞ্‌ঞো**। ⟹ **পঞ্‌ঞ**।

ভূরিপঞ্‌ঞাণ (বিণ) মহাজ্ঞানী। = **ভূরিপঞ্‌ঞ**।

ভূরিমেধ (বিণ) = **ভূরিপঞ্‌ঞ**। ⟹ **ভূরিপঞ্‌ঞ**।

ভূরিমেধস (বিণ) অতিশয় অভিজ্ঞ, খুব বুদ্ধিমান, অত্যন্ত কৌশলী, অতি বিজ্ঞ, মহাজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, মহাজ্ঞানী। = **ভূরিমেধ**। ⟹ **মেধস**।

ভূরিবিজ্জা (স্ত্রী) ভূরিবিদ্যা। এই যৌগিক শব্দটি সন্দেহজনক। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "ভূরিঘর" অর্থাৎ মাটির ঘরে থাকিয়া যাদুমন্ত্র উচ্চারিত হওয়া। Kern. গ্রন্থমতে ইহার অর্থ "স্বর্ণ সন্ধানের গুপ্ত বিজ্ঞান (যাহা খনন করিয়া বাহির করা হয়)"। ⟹ **ভূরি** (১)।

ভূরিসুমেধস (বিণ) = **ভূরিমেধস**। ⟹ **ভূরিমেধস**।

ভূরী (স্ত্রী) জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বুদ্ধি, ধীশক্তি, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা বর্ণনায় ইহার অর্থ "বিশ্ব ব্যাপিয়া বিস্তার হইবার জন্য নাম দেওয়ার মত"। = **ভূরি** (২)।

ভূস = **ভূসা**। ⟹ **ভূসা**। (পেতবত্থু) **ভূস (ভূসা) দস্সনেয্য**--অলঙ্কারের ন্যায় দর্শনীয় বা সুন্দর। ⟹ **ভুসা**।

ভূসতি (ক্রি) = **ভুসতি**। ⟹ **ভুসতি**।

ভূসন (স্ত্রী) ভূষণ, ভূষা, অলঙ্কার, গহনা, আভরণ, গয়না, শোভা, সজ্জা, সম্মানচিহ্ন, সাজ, পদকাদি সম্মান-চিহ্ন। = **ভূসা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যতিনো-সীল-ভূসান-ভূসিতা;** (তুলনীয়) **রাজানো মুত্তা-মণি বিভূসিতা**।

ভূসা (স্ত্রী) ভূষণ, অলঙ্কার, আভরণ, শোভা। = **ভূসন**। (পেতবত্থু) **ভূসা-দস্সনেয্য**—ভূষণের ন্যায় সুন্দর। ⟹ **ভূস**।

ভূসানি = **পলাসানি**। ⟹ **পলাসানি**।

ভূসাপেতি (ক্রি) সুন্দর করানো, সুশোভিত করানো, সজ্জিত করানো, অলঙ্কৃত করানো, ভূষিত করানো, পদক ইত্যাদি সম্মান-চিহ্নে ভূষিত করানো। ⟹ **ভূসেতি**। (অতীত) **ভূসাপেসি**। (অ-বিণ) **ভূসাপিত**। (ক্রি-বি) **ভূসাপেত্বা**।

ভূসেতি (ক্রি) [√ভূস+এ] সুন্দর করা, সুশোভিত করা, সজ্জিত করা, ভূষিত করা, অলঙ্কৃত করা, পদক ইত্যাদি সম্মানজনক চিহ্নে ভূষিত করা। (অতীত) **ভূসেসি**। (অ-বিণ) **ভূসিত**। (ব-বিণ) **ভূসেন্ত**। (ক্রি-বি) **ভূসেত্বা**।

ভূহত = **ভূনহ**। ⟹ **ভূনহ**।

ভেক (পুং) ভেক, মণ্ডুক, ব্যাঙ।

ভেচ্ছতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **ভিন্দতি**।

ভেজ্জ (বিণ) ভঙ্গুর, শক্ত কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, বিদীর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিভক্ত। (স্ত্রী) ১ কর্তন, ছেদন, ভঙ্গকরণ। ২ (শাস্তি-স্বরূপ) যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন, ক্ষতি, অঙ্গহীনতা।

ভেজ্জনক (বিণ) ভঙ্গুর। = **ভেজ্জ**।

ভেণ্ডি (পুং) ছুড়িয়া মারিবার মত একপ্রকার অস্ত্র যাহা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তীর, বাণ, শর (যেমন বিনয়ের "উদনিকখিপন" শব্দের বর্ণনায় "অসি, সত্তি, লগুড়" ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। = **ভেণ্ডিবাল**।

ভেণ্ডিবাল (পুং) একপ্রকার ক্ষেপণী বা নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র। = **ভেণ্ডি**।

ভেণ্ডু (পুং) খেলিবার বল, গুটিকা, মালা, জপমালা, মালার মত ছোট ছোট দানা, বলের ন্যায় গোলাকার লাট্টু বা লাটিম, গোলাকার প্রাসাদ-শৃঙ্গ বা গম্বুজ, গোলাকার ভূষণ বা অলঙ্কার। ⟹ **ভেণ্ডুক, গেণ্ডুক**।

ভেণ্ডুক (পুং) ১ খেলিবার (গোলাকার) বল। = **গেণ্ডুক**। ⟹ **ভেণ্ডু**। ২ বলের ন্যায় গোলাকার লাট্টু বা লাটিম, গোলাকার প্রাসাদ শৃঙ্গ, গম্বুজ, গোলাকার কেল্লা বা দুর্গ, গোলাকার অথবা চতুষ্কোণ উচ্চ বুরুজ বা দালানুকোটা, গাঁইট, স্ফীতি, আব। (জাতক) **মহাভেণ্ডুক পমাণ**।

ভেণ্ডুময (বিণ) বলের ন্যায় গোলাকার, গোলাকার। ⟹ **ভেণ্ডু**।

ভেত্তর (পুং) ভঙ্গকারী লোক, বিশাল তরঙ্গ, বিভাজক, বণ্টনকারী লোক। = **ভেত্তু**।

ভেত্তু (পুং) যে ব্যক্তি ভঙ্গ করে বা বিভাগ করে। = **ভেত্তর**।

ভেদ (পুং) ১ ভেদ, বিদারণ, ছত্রভঙ্গ, বিচ্ছেদ, অনৈক্য, মনোভঙ্গ ইত্যাদি, বিভাগ, বেধন, বৈলক্ষণ্য, ভেদন, ভঙ্গ, শত্রু বশীকরণের উপায়-বিশেষ, ভিন্নতা, উপাধি, বিরেচন, উদরভঙ্গ, প্রকাশ, উন্মেষ, মতানৈক্য, অন্যোন্যাভাব, কাটা, কর্তন, ছিদ্র, নিয়মলঙ্ঘন, বিবাদ, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, অমিল, অসংযোগ, মতভেদ, বিদীর্ণকরণ, ছিন্নকরণ, ভেদকরণ। বিশুদ্ধিমার্গে "আনিসংস" শব্দের সহিত তুলনীয় এবং "উপাদান" ও "ভব" শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। (দীর্ঘনিকায়ে) **মিথুভেদ**—মৈত্রীভঙ্গ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বচীভেদ**— বাক্য লঙ্ঘন বা কথাভঙ্গ। (বিনয়) **সঙ্ঘভেদ**—সঙ্ঘভেদ বা

ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে অনৈক্য। (জাতক) **সীলভঙ্গ**—নীতিশাস্ত্রের বিধি বা নিয়ম লঙ্ঘন, শীলভঙ্গ। (অপাদান কারকে) **ভেদা**—মৃত্যু বা ধ্বংসের পর। ২ রকম, শ্রেণী, জাতি, বিভাগ, পদ, প্রকার, বংশ, প্রণালী, স্বভাব, প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্য। (বিণ) আছে এরূপ, নিহিত, রচিত, সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর। (জাতক) **কটুকাদি ভেদ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কায-সুচরিতাদি ভেদ ভদ্র-কম্মানি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অবীচি-আদি ভেদ নিয়য**।

ভেদক (বিণ, পুং) ভেদক, পৃথককারী, বিদারক, বিশেষ-কারক, বিবেচক, ভঙ্গকারী, বিভাগকারী, অনৈক্যের বা মতভেদের কারণ করে এমন, যে ব্যক্তি ভাঙ্গিয়া দেয় বা মতভেদ ঘটায়, বিভাজক, বন্টনকারী।

ভেদকং (ক্লী, ক্রি-বিণ) এইরূপে, এইভাবে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ভেদকং নখ**—এইভাবে নখ ভঙ্গ হয় বা ভাঙ্গিতে হয়।

ভেদকর (বিণ) ভেদকর, অনৈক্যকর, মতভেদ সৃষ্টিকারী, পৃথক করার বা বিভাগ করার কারণ হয় এমন, বিবাদ সৃষ্টিকর, মতের অমিল হয় এরূপ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অট্ঠারস ভেদকর বত্থূনি**—(ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে) ১৮ প্রকার ভেদ বা বিবাদ সৃষ্টিকর কারণ (অর্থাৎ ১৮ প্রকার বিবাদঘটিত কারণ হইতে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে মতের অমিল হইয়া দুই বা ততোধিক দলে বিভক্ত হইয়া থাকে—বিনয়)।

ভেদন (ক্লী) ১ ভঙ্গকরণ (অর্থাৎ বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খোলা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পুটভেদন**। ২ ভেদন, অনৈক্যকরণ, বিচ্ছেদকরণ, ভঙ্গকরণ, বেধন, ব্যাঘাতকরণ, বিরেচন, কাটা, কর্তন, ছিদ্র, নিয়মলঙ্ঘন, বিবাদ, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, বিভাগকরণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, অসংযোগ, অসহযোগ, অনৈক্য, বিচ্ছেদ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। (জাতক) **মিত্তভাব ভেদন**। (বিণ) ভঙ্গুর, দুর্বল, ক্ষীণজীবী। (দীর্ঘনিকায়) **কাযভেদন ধম্ম**।

ভেদনক (বিণ) ভঙ্গ করার যোগ্য, ভাঙ্গিয়া দেওয়ার যোগ্য, ভেদনীয়, ভেদ করিবার যোগ্য, যাহা ভেদ করা উচিত এমন, যাহা ভেদ করা যায় এমন।

ভেদনধম্ম (বিণ) ভঙ্গুর, ভাঙ্গিয়া যাওয়ার স্বভাববিশিষ্ট, ভঙ্গ স্বভাবের, ধ্বংসাধীন, মৃত্যুর অধীন, নশ্বর, নাশশীল, ধ্বংসশীল, বিনাশশীল, ক্ষীণজীবী, দুর্বল। = **ভিজ্জন ধম্ম**। ⟹ **ভেদন**।

ভেদন সংবত্তনিক (বিণ) বিবদমান, বিরোধী, বিবাদী, অমিল বা অনৈক্য হয় এরূপ, মতভেদ ঘটে এরূপ, বিভাগ বা পৃথক হয় এরূপ, বিবাদ ঘটে বা ঘটায় এমন, বিভাগকরণীয়, বিভাগযোগ্য।

ভেদা (ক্রি-বিণ) ধ্বংসের পর, বিনাশ হওয়ার পর, মৃত্যুর পর, দ্রবীভূত করার বা হওয়ার পর, বিগলনের পর, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদের পর, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গকরণের অথবা ভঙ্গ হওয়ার পর, বিশ্লেষণের পর, পচনের পর, মরণের পর। (বি-ভা) **কাযস্সভেদা পরম্মরণা**—মৃত্যুর পর দেহত্যাগে। ⟹ **ভেদ** (১)।

ভেদাপেতি (ক্রি) ভেদ করিবার কারণ করা বা হওয়া, বিভেদ করায়, ছেদন করায়, ভেদন করায়, বিভাগ করায়, পৃথক করায়। = **ভিন্দাপেতি**। ⟹ **ভিন্দতি**।

ভেদিত (বিণ) ভেদিত, বিদারিত, ছেদিত, পৃথককৃত, বিভাগকৃত, ভঙ্গকৃত, মতভেদ বা অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে এরূপ। ⟹ **ভেদেতি**।

ভেদেতি (ক্রি) বিভেদ করা, বিদীর্ণ করা, বিদারিত করা, ছেদন করা, পৃথক করা, বিভাগ করা, ভঙ্গ করা, মতভেদ করা, মতানৈক্য করা, ভাঙ্গিবার কারণ করা, ভাগ করা, অমিল করিবার কারণ করা। = **বিভেদেতি**। ⟹ **ভিন্দতি**। (অতীত) **ভেদেসি**। (অ-বিণ) **ভেদিত**। (ক্রি-বি) **ভেদেত্বা**।

ভেরণ্ড (পুং) শৃগাল, শিয়াল।

ভেরণ্ডক (ক্লী) শৃগালের রব, শিয়ালের "হুক্কাহু হুক্কাহু" রবে চিৎকার, শৃগালের ডাক, শৃগালের রবের ন্যায় শব্দকরণ।

ভেরব (বিণ) ভৈরব, ভয়ানক, ভীষণ, ভীতিজনক, ভয়ঙ্কর। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বহুভেরব**। (পুং) প্রচণ্ডভীতি, ভয়ের বস্তু। (যৌগিকে) **ভেরব ভয** (মধ্যম নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **পহীন ভয ভেরব**।

ভেরব ভয—ভীষণ ভয়, ভয়ানক ডর, ভয়বিহ্বলতা, অত্যন্ত ভয়, ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, আতঙ্ক, ভয়ের কারণ। ⟹ **ভেরব**।

ভেরব রাব—ভৈরব শব্দ, ভীষণ চিৎকার, ভীতিজনক শব্দ, ভয়ঙ্কর ধ্বনি।

ভেরি (স্ত্রী) ভেরি, ভেরী, বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, ঢক্কা, বড়ঢোল, বড় ঢাক, ঢোলক, মৃদঙ্গ, নাগরা, ঢোল, রণঢক্কা, দামামা, ঢাক, পটহ। = **ভেরী**। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় দুই প্রকার ভেরীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—**মহাভেরি, পটহভেরী**। ⟹ **পোক্খর** (২)। (জাতক) **ইস্সর ভেরি**—রাজভেরী। (দীপবংস) **পটহভেরি**—দামামা। (জাতক) **যামভেরি (বেলায)**—(রাত্রিকালীন) যাম বা প্রহরে প্রহরে ঘন্টার ধ্বনি; **ভেরিং বাদেতি**—দামামা বা ঢোল বাজায়, ঢক্কার শব্দ করে; **ভেরিযো বাদেন্তা**—(বহুবচনে) ঢোল বাজাইয়া বাজাইয়া, (সাহিত্যে) দামামার শব্দ করিয়া; **ভেরিঞ্চরাপেতি**— ঢোল পিটাইয়া প্রচার করায়।

ভেরিংচারাপেতি = **ভেরিঞ্চরাপেতি**। ⟹ **ভেরিঞ্চরাপেতি**।

ভেরিচরণ (ক্লী) = **ভেরিচারণ**। ⟹ **ভেরিচারণ**।

ভেরিচারণ (ক্লী) দামামা পিটাইয়া রাজ্যে ঘোষণা, ঢাক পিটাইয়া বা ঢোলের শব্দ করিয়া নগরে নগরে প্রচারকার্য।

ভেরিঞ্চরাপেতি (ক্রি) [ভেরিং+চরাপেতি] ঘুরিয়া ঘুরিয়া

ঢোল পিটায় অর্থাৎ রাজ্যে বা নগরাদিতে দামামা বা ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করা। ⟹ ভেরি।

ভেরিতল (ক্লী) ঢোলের বা দামামার মাথা, ভেরীতল, ঢক্কার উপরিভাগ বা পৃষ্ঠদেশ, ঢোলের বহির্ভাগ বা বাহ্যাকার, দামামার গাত্র, ঢোলের উপরিভাগ এবং অধোভাগ অর্থাৎ ঢোলের মাথা যাহাতে আঘাত করিলে শব্দ হয়। ⟹ **তল**।

ভেরিপণব—(যুদ্ধে ব্যবহৃত) রণ-ঢক্কা এবং ছোট ঢক্কা, ঢোল এবং মৃদঙ্গ বা নাগরা।

ভেরিপোক্খর (ক্লী) ঢোল বা ভেরীতে ব্যবহৃত চামড়া। ⟹ **পোক্খর** (২)।

ভেরিবাদ (পুং) ভেরীর শব্দ, দামামার শব্দ, (সাহিত্যে—উচ্চশব্দের জন্য) ঢোলের শব্দ, ভেরী-সম্বন্ধে কথা বা কথাবার্তা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভেরিবাদেন অক্কোসতি**—ঢোলের শব্দের ন্যায় গালিবর্ষণ করা। ⟹ **বাদ** (১)।

ভেরিবাদক (বিণ, পুং) ভেরীবাদক, ঢাকি, যে ব্যক্তি ঢোল পিটায় বা বাজায়।

ভেরিবাদন (ক্লী) ভেরীবাদন, ঢাকবাজানো, ঢোল পিটা, ঢোল বা দামামা বাজানো, ঢোলের শব্দকরণ।

ভেরিসদ্দ (পুং) ভেরীর শব্দ, ঢোলের শব্দ, ঢাকের শব্দ, দামামার শব্দ, রণ-ঢক্কার শব্দ।

ভেরিসন্না (স্ত্রী) ঢোলের ইঙ্গিত, ঢোল বাজাইয়া যে সঙ্কেত করা হয়, ঢোলের শব্দ দ্বারা যে ইঙ্গিত করা হয়।

ভেরী (স্ত্রী) ভেরী, ভেরি, বড় ঢোল। = **ভেরি**।

ভেসজ্জ (ক্লী) ভৈষজ্য, ভেষজ, ঔষধ, চিকিৎসা, রোগের প্রতিকার, রোগ-নিবারক ঔষধ, ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভেসজ্জং করোতি**—ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **মূল-ভেসজ্জানি**—প্রধান প্রধান ঔষধগুলি, মূল বা শ্রেষ্ঠ ঔষধসমূহ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চ ভেসজ্জানি**—(ভিক্ষুদের বৈকালে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত) পাঁচ প্রকার ভৈষজ্য বা ভেষজ দ্রব্য, যথা—ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, গুড় বা চিনি।

ভেসজ্জকপাল (ক্লী) ঔষধের পাত্র।

ভেসজ্জনালিকা (স্ত্রী) ঔষধ রাখার আধার বা পাত্র। ⟹ **নাড়িকা**।

ভেসজ্জ সিক্খাপদ—ভৈষজ্যশিক্ষাপদ, ভৈষজ্য বা ঔষধ সম্বন্ধে আদেশ বা উপদেশ।

ভেস্ম (বিণ) ভীষণ, ভয়ানক, খুব বেশি, অত্যধিক, মহিমান্বিত, ভয় বা ভক্তিসঞ্চারক বিশ্রী। "**ভেস্মা হি উদধী মহা**"—এখানে "ভেস্মা" শব্দের পরিবর্তে বিনয়গ্রন্থে "**ভস্মা**" শব্দ পাঠ হইয়াছে, কোনো কোনো গ্রন্থে "ভেস্মা" শব্দের পরিবর্তে "**তস্মা**" শব্দের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। = **ভয়ানক** (বিনয়)।

ভো—(অব্যয়) ("**ভবন্ত**" শব্দের আলাপনে বা সম্বোধন পদে "**ভো**" এবং ইহা সমবয়স্ক বা বয়সে ছোটজনের প্রতি প্রিয়তা বা আদরসূচক সম্বোধনে) ওহে!, হে বন্ধো, মহাশয়!, ওহে মহাশয়!, প্রিয়!, প্রিয় বন্ধুবর!; (বহুবচনে) বন্ধুগণ!। (জাতক) **ভো পুরিস**!—ওহে পুরুষ!; **ভো ব্রাহ্মণা**!—হে ব্রাহ্মণগণ!। ধর্মপদ অর্থকথায় দ্বিত্বরূপে ব্যবহার "**ভো ভো**!"—ওহে হে!।

ভোক্খং (ভ-ক্রি) ⟹ **ভুঞ্জতি**। এই শব্দটি "**ভুঞ্জতি**" শব্দের ভবিষ্যৎকালে ব্যবহৃত হয়।

ভোক্খি (বিণ) ক্ষুধার্ত, খাইতে চায় এমন। (বি-ভা) **সুচিকামো ভোক্খি ব্রাহ্মণো** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। = **ভোক্খিন**। (স্ত্রীলিঙ্গে) যে স্ত্রীলোক ক্ষুধার্ত হইয়াছে বা আহার করিতে চায়।

ভোক্খিন (বিণ) ক্ষুধার্ত, ভোজনের আকাঙ্ক্ষী, আহার করিতে বা খাইতে চায় এমন। ⟹ **ভোক্খি**।

ভোগ (পুং) **১ক** ভোগ, আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, সুখ-দুঃখানুভব, ভোজন, পালন। **খ** অধিকার, অধিকার ভোগ, সম্পত্তি, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু, ধন, সৌভাগ্য, ভাগ্য, সম্পদ, খুব বেশি সংখ্যা বা পরিমাণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অপ্পভোগ**—সামান্য অধিকার আছে অথবা নাই এমন। **২** সর্পের দেহ দ্বারা কৃত কুণ্ডল বা চক্রাকার। ⟹ **নিব্ভোগ**।

ভোগক্খন্ধ (পুং) বিপুল ধন, ধনভাণ্ডার, সঞ্চিত সম্পত্তি, বিপুল সম্পত্তির অধিকার ভোগ, মহা অধিকার ভোগ (ধর্মপালনে উৎপন্ন পঞ্চফল—দীর্ঘনিকায়)।

ভোগগাম (পুং) "রাজস্বের গ্রাম বা রাজস্ব প্রদত্ত গ্রাম", রাজস্বের অধীন গ্রাম অর্থাৎ যে গ্রামে বাস করিলে গ্রামের মালিককে খাজনা স্বরূপ আহার ইত্যাদি দিতে হয়। জাতকে ঈদৃশ মালিককে "**গামভোজক**" অথবা "**গামপতি**" বলা হইয়াছে।

ভোগচাগিন (বিণ, পুং) ভোগত্যাগী, ধনত্যাগী, সম্পত্তি দানকারী, স্বাধীন, ভদ্র, ভদ্রোচিত, সরল, উদার, উচ্চমনা, দানশীল, বদান্য, প্রচুর, মুক্ত, (ধর্মে বা রাজনীতিতে) উদার মতাবলম্বী, অবিকল নহে এমন, সাধারণ, বিশাল।

ভোগচাগী (বিণ) = **ভোগচাগিন**। ⟹ **ভোগচাগিন**।

ভোগতা (স্ত্রী) ভোগতা, ভোগ সম্পত্তির অধিকারত্ব, সাফল্য অবস্থা, সৌভাগ্য অবস্থা, উন্নতি অবস্থা, ধনৈশ্বর্যের অধিকারত্ব প্রাপ্তি। (মধ্যম নিকায়) **উড়ার ভোগতা**—বিপুল ভোগৈশ্বর্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া।

ভোগনগর (ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন) এক শহরের নাম। ⟹ **নগর**।

ভোগ পরিজিণ্ণ (বিণ) ভোগ পরিজীর্ণ, ভোগসম্পত্তি হ্রাস বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এমন। ⟹ **পরিজিণ্ণ**।

ভোগ পরিজুঞ্ঞ (বিণ) সম্পত্তিহারা, অধিকার নষ্ট, যাহার সম্পত্তির পরিহানি ঘটিয়াছে বা ক্ষতি হইয়াছে এমন।

ভোগবল (ক্লী) ভোগসম্পত্তির বল, ধনবল, ঐশ্বর্যবল।

⟹ **বল** (১খ)।

ভোগমদ (পুং) ধনগর্ব, ধনমদ, ঐশ্বর্যের অহঙ্কার, ধনজনিত আত্মশ্লাঘা বা অহমিকা।

ভোগমদমত্ত (বিণ) ঐশ্বর্য পরিভোগে গর্বিত। ⟹ **মত্ত** (২)।

ভোগযসো (পুং) ভোগৈশ্বর্য, ভোগ সম্পত্তি এবং যশ। ⟹ **যসো**।

ভোগবন্ত (বিণ) ধনবান, ঐশ্বর্যশালী, যাহার নিকট ধনসম্ভার বা ধনভাণ্ডার আছে এমন, প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, সম্পত্তিশালী, ধনী, ধনাঢ্য।

ভোগবন্তু (বিণ) = **ভোগবন্ত**। ⟹ **ভোগবন্ত**।

ভোগবাসিন (বিণ, পুং) সম্পত্তিশালী হইয়া বাস করে এমন, ভোগী, ভোগিন, ভোগবিশিষ্ট, ভোগকারী, সুখী অথবা কখন কখন সুখভোগ করে এমন।

ভোগবাসিনী (বিণ, স্ত্রী) সম্পত্তিশালিনী, ধনীর স্ত্রী বা কন্যা; দশ প্রকার স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার, যেমন—রক্ষিতা, উপপত্নী। ⟹ **ভোগবাসিন**।

ভোগবিকল (বিণ) ভোগবস্তুর অভাবগ্রস্ত। ⟹ **বিকল**।

ভোগব্যসন—ভোগবস্তু বা ধন-সম্বন্ধীয় দুঃখ। ⟹ **ব্যসন**।

ভোগসম্পদা (স্ত্রী) ভোগ সম্পদ, ভোগৈশ্বর্য, নিজে ঐশ্বর্যসুখ পরিভোগ করিবার অবস্থা, অধিকার ভোগ, সৌভাগ্য ভোগ, ঐশ্বর্য বা সম্পত্তি সুখ। ⟹ **সম্পদা** (১)।

ভোগিক (বিণ) যাহার ভোগসম্পত্তি আছে এমন, ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাশালী, ধনী। (বিনয়) **অন্তর ভোগিক**—মধ্যবর্তী অভিজাত ব্যক্তি।

ভোগিন (বিণ) ১ সুখভোগকারী, আনন্দ অনুভবকারী, উপভোগকারী, দখলকারী, নিজ অধিকারে আনয়নকারী, অধিকারী, স্বীকারকারী, প্রচুর পরিমাণে আছে এমন, অংশ গ্রহণকারী, কিছুটা পান বা গ্রহণ করে এমন, অসদভিপ্রায়ে সম্মিলিত হয় এমন, অনুরক্ত, ভোগী, (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা স্পৃহার প্রতি) অনুরক্ত। = **ভোগী**। (দীর্ঘনিকায়) **কামাভোগিন**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বা স্পৃহায় অনুরক্ত। (পুং) স্বামী, স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি, অধিকারী, মালিক, ধনীলোক। ২ সর্পের কুণ্ডলীযুক্ত।

ভোগিয = ভোগিক, ভোগ্গ। ⟹ **ভোগিক, ভোগ্গ**।

ভোগী (বিণ) ভোগী, ভোগিন, সুখী, ভোগবিশিষ্ট, ভোগকারী। = **ভোগিন** (১)। (পুং) সর্প, সাপ।

ভোগ্গ (বিণ) ১ বক্র, বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক, অসরল। **২ক** উপভোগ্য, ভোগের উপযুক্ত, ভোগ্য, ভোগের যোগ্য, ভোগার্হ, অধিকৃত। ⟹ **রাজভোগ্গ** (২)। (ক্লী) বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকার, অধিকার ভোগ, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু। (দীর্ঘনিকায়) **রাজভোগ্গ**। **খ** রাজা বা রানী-সম্বন্ধীয়, রাজা বা রানী হইতে উৎপন্ন, রাজোচিত, রাজার যোগ্য, মহাড়ম্বরযুক্ত, রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট, রাজক্ষমতার, রাজশক্তির, রাজশক্তি-সম্বন্ধীয়, জাতি বা শ্রেণী অনুসারে সিংহাসনের অধিকারী বা উপযুক্ত। (বিনয়) **রাজা রাজভোগ্গো ব্রাহ্মণো** ইত্যাদি, যাহাকে "**খত্তিয**" বা ক্ষত্রিয়রূপে গ্রহণ করা হয়। = **ভোজরাজা**। ⟹ **ভোগিক, ভোগিয**।

ভোজ (পুং) যে ব্যক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, আশ্রিত লোক, নির্ভরশীল বা মুখাপেক্ষী লোক, অপ্রধান বা অধীন লোক, (দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে) মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, গ্রামবাসী লোক, গ্রাম্যলোক, প্রজা, অধীন ব্যক্তি। (যৌগিকে) **ভোজিসিযং** (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **ভোজপুত্ত**। (সূত্রনিপাত) **ভোজরাজা**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**ভোজা**" শব্দের সমার্থবাচক শব্দ "**ভোগিযা, ভোগ্গ**"। বিশেষ ভাষায় "ভোজ" অর্থে "ভোজ" (উপজাতীয়দের নাম অনুসারে) যুবরাজগণের দেশীয় পদবি যাহা পরে রাজার বিশেষ নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। **খত্তিযা ভোজরাজানো অনুযুত্তা ভবন্তি তে**; (তুলনীয় মধ্যম নিকায়) **পটিরাজানো তে রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স অনুযুত্তা ভবন্তি**; (তুলনীয় অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুড্ডরাজানো তে রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স অনুযুত্তা ভবন্তি**। Mrs. Rh. Davids-এর অনুবাদে Brethren গ্রন্থে ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "উচ্চপদস্থ লোকগণ, অভিজাত ব্যক্তিগণ, ধনৈশ্বর্যশালী মালিকগণ"। ⟹ **ভোজা, ভোজরাজা**।

ভোজক (পুং) ১ যে ব্যক্তি খাওয়ায় বা ভোজন করায়, যে ব্যক্তি আহার যোগায় অথবা আহার্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। (বিণ) আহারের সময় পরিচর্যায় বা পরিবেশনে নিযুক্ত থাকে এমন, আহার প্রস্তুত করিয়া রাখে অথবা আহার যোগায় এমন, ভোজন করায় বা খাওয়ায় এমন, আহার্য প্রদানকারী। ২ যে ব্যক্তি লভ্যাংশ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি খাজানাদি সংগ্রহ করে, মালিক, কর্তা, অধিকারী, স্বামী, স্বত্বাধিকারী। (জাতক) **গামভোজক**। = **ভোজনক**।

ভোজন (ক্লী) ভোজন, ভক্ষণ, আহারকরণ, আহার, খাদ্যদ্রব্য, ভক্ষ্য সামগ্রী, পোষণ, পোষক, পরিবর্ধক, এককালে ভুক্ত আহার্য, ময়দা, শস্যচূর্ণ, (সাধারণ অর্থে) খাদ্য বা পুষ্টি। (বিনয়) **সভোজনে কুলে**—যে পরিবারে ভিক্ষু ভিক্ষান্ন পাইয়া থাকে। বিনয়গ্রন্থে পঞ্চবিধ ভোজনসম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**নিচ্চভত্ত ভোজন, সলাকভত্ত ভোজন, পক্খিকং ভত্ত ভোজন, উপোসথিকং ভত্ত ভোজন, পটিপদিকং ভত্ত ভোজন**। কথাবত্থুতে সঙ্ঘের মধ্যে ভোজন-সম্বন্ধে পার্থক্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে, যেমন—**গণভোজনং, পরম্পর ভোজনং, অতিরিত্ত ভোজনং, অনতিরিত্ত ভোজনং**; "**গিলান সমযে**" অর্থাৎ যেই সময় ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হয়, "**চীবর সমযে**" অর্থাৎ যেই সময় ভিক্ষুগণকে চীবর দান দেওয়া হয় সেই সময় ব্যতীত এবং অন্য কতিপয় কারণ বা উপলক্ষ ছাড়া উক্ত ভোজনের নিয়মসমূহ ভিক্ষুদের জন্য বিনয়ে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ভোজনক = **ভোজক**। ⟹ **ভোজক**।

ভোজনক গাম (পুং) গ্রামের মালিক বা কর্তা, গ্রামের

প্রধান ব্যক্তি বা মণ্ডল। ⟹ **গামভোজক**।

ভোজনগ্গগং (ক্লী) [ভোজন+অগ্গগং] নিজে খাইবার বা পরিভোগ করিবার পূর্বে অর্থাৎ ক্ষেত্রজাত নূতন ধান্যাদি শস্যজাত চাউল ইত্যাদি দ্রব্য নিজে খাইবার আগে সর্বপ্রথম যেই দান দেওয়া হয় উহাই ভোজনের অগ্রবস্তু। ⟹ **পঞ্চগ্গগং**।

ভোজনগ্গদান (ক্লী) উৎকৃষ্ট খাদ্য দান, নিজে পরিভোগ করিবার বা খাইবার পূর্বে দান। ⟹ **ভোজনগ্গগং**।

ভোজনচ্ছাদন (ক্লী) [ভোজন+ছাদন] ভোজন এবং আচ্ছাদন, অন্নবস্ত্র, আহার এবং বস্ত্র। = **ঘাসচ্ছাদন**।

ভোজনত্থিক (বিণ) [ভোজন+অত্থিক] ভোজনপ্রার্থী, ভোজনলোভী, আহারের ইচ্ছুক, ক্ষুধার্ত, খাইতে চায় এমন, বুভুক্ষু, বুভুক্ষিত, ক্ষুধিত। ⟹ **অত্থিক**।

ভোজন পরিযন্তিক (বিণ) যেই পর্যন্ত খায় সেই পর্যন্ত, যতটুকু ভোজন করে ততটুকু, কাহারও ভোজন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এরূপ, সীমাবদ্ধ করিয়া ভোজন করায় বা খাওয়ায় এরূপ।

ভোজন ভাজন (ক্লী) ভোজন পাত্র, খাবার খাইবার থালা। ⟹ **ভাজন** (১)।

ভোজনযোগ্গ (বিণ) ভোজনযোগ্য, ভোজনের উপযুক্ত, খাওয়ার যোগ্য। ⟹ **যোগ্গ** (বিণ)।

ভোজনযোগ্য = **ভোজনযোগ্গ**। ⟹ **ভোজনযোগ্গ**।

ভোজন বিকতি (স্ত্রী) সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু। = **ভাজন বিকতি**। ⟹ **বিকতি** (১)।

ভোজনিয (বিণ) ভোজনীয়, ভোজনের বা খাইবার যোগ্য, খাইতে পারা যায় এমন, ভক্ষণযোগ্য। (ক্লী) খাদ্যবস্তু, নরম বা তরল খাদ্যবস্তু, ভক্ষ্যসামগ্রী, পরিপোষক, পরিবর্ধক। পঞ্চবিধ ভোজনীয় বস্তু অথবা নরম ও তরল খাদ্য, যথা—**ওদন** (চাউল সিদ্ধ বা অন্ন), **কুম্মাস** (দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল খাদ্য), **সত্তু** (ছাতু, শস্যচূর্ণ, ময়দা ইত্যাদি), **মচ্ছ** (মৎস্য), **মংস** (মাংস)। পার্থক্য:— **ভোজনিয**—নরম ও তরল খাদ্য; **খাদনিয**—শক্ত খাদ্য। ⟹ **খাদনিয**। (তুলনীয়) **পরিভোজনিয**।

ভোজনীয (বিণ) ভক্ষণযোগ্য, খাইবার উপযুক্ত। ⟹ **ভোজনিয**। (তুলনীয়) **পরিভোজনিয**।

ভোজনে মত্তঞ্ঞু (বিণ) আহারে মাত্রাজ্ঞ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে এমন, পরিমিত আহার ভোজনকারী, সীমিতভাবে অর্থাৎ অধিকও নহে অল্পও নহে এরূপ আহার ভোজনকারী।

ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা (স্ত্রী) আহারে মাত্রাজ্ঞতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, পরিমিত ভোজন বা আহারকরণ। ইহা নৈতিক জীবনের চতুর্বিধ সীমাবন্ধন বা বাঁধার মধ্যে একটি। ⟹ **ভোজনে মত্তঞ্ঞু**।

ভোজনেয্য (বিণ) খাইবার উপযুক্ত, ভোজনের যোগ্য। ⟹ **ভোজনিয, ভোজনীয**।

ভোজপুত্ত (পুং) গ্রামবাসীর ছেলে বা পুত্র। ⟹ **ভোজ, মিলাচ**।

ভোজরাজা (পুং) গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান ব্যক্তি, গ্রামের (জেলার) অধীন বা তাঁবেদার রাজার প্রধান ব্যক্তি বা নায়ক। বিশেষ ভাষায় ইহার অর্থ হইয়া থাকে "ধনী" রাজাগণ অথবা "উপাধিবিশিষ্ট" রাজাগণ, যেমন— **খত্তিযা ভোজরাজা**—ঐশ্বর্যশালী ক্ষত্রিয় রাজাগণ অথবা উপাধিধারী রাজাগণ যাহারা পরবর্তীকালে "**রাজা চক্কবত্তি**" ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিশেষ ভাষায় "অভিজাত বংশধরগণ, রাজাগণের বংশধরগণ" অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ। ইহার "উপরাজাগণ" অথবা "রাজপ্রতিভূ বা রাজপ্রতিনিধি রাজাগণ" অথবা "রাজাগণের অবর্তমানে সিংহাসনের অধিকারী রাজাগণ বা উত্তরাধিকারী যুবরাজগণ"—এই অর্থও হইতে পারে। ⟹ **ভোজ**।

ভোজা (পুং, বহুবচন) ইহার সমার্থবাচক শব্দ ("**ভোগিয**" শব্দের বহুবচন) **ভোগিযা** (উপাধি অথবা পদবি অনুসারে); = **ভোগ্গ**। ⟹ **ভোগিয, ভোগ্গ, ভোজরাজা, ভোজ**।

ভোজাপেতি (ক্রি) [√ভুজ+আপে] খাওয়ানো, ভোজনে পরিবেশন করানো, খাইতে দেওয়া, চরা, সরবরাহ করা, খাওয়া, খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া। (অতীত) **ভোজাপেসি**। (অ-বিণ) **ভোজাপিত**। (ক্রি-বি) **ভোজাপেত্বা**।

ভোজিন (বিণ) ভোজী, ভক্ষক, যে ব্যক্তি খায় এমন, উপভোগ করে এমন, পরিভোগকারী। = **ভোজী**।

ভোজিসিযং [ভোজ+ইসি+য = ইস্‌সরিয] অধীনতার উপর কর্তৃত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য যথেষ্ট আয়। ⟹ **ভোজ**।

ভোজী (বিণ) ভোজী, ভোজনকারী। = **ভোজিন**।

ভোজেতি (ক্রি) [√ভুজ+এ] ভোজন করায়, খাইতে দেওয়া, খাওয়ানো, সরবরাহ করা, খাওয়া, চরা, খাইবার কারণ করা, পোষণ করা, আতিথ্য প্রদর্শন করা, আমোদিত করা, হৃদয়ে পোষণ করা, আচরণ করা, ব্যবহার করা, আলোচনা করা, অনুশীলন করা, ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা, চিকিৎসা করা, কোনো বিষয়ে বলা বা লেখা, কোনো বিষয়ের আলোচনা করা, সন্ধির প্রস্তাব করা, যোগাযোগ করা, ভোজ দেওয়া, তৃপ্ত করা, পরিতুষ্ট করা, চরিতার্থ করা, ভোজন করা। ⟹ **ভুঞ্জতি** (১)। (অতীত) **ভোজেসি**। (অ-বিণ) **ভোজিত, বুবভুক্খিত**। (ব-বিণ) **ভোজেন্ত, ভোজমান**। (ক্রি-বিণ) **ভোজেত্বা**। (তুম) **ভোজেতুং**।

ভোজেতু কাম (বিণ) ভোজন দানের ইচ্ছুক, আহার দানে ইচ্ছুক।

ভোজ্জ (ভ-বিণ) ভোজ্য, ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়, খাইবার উপযুক্ত, ভোজনের যোগ্য। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খজ্জভোজ্জ**—খাদ্য ভোজ্য। (বিনয়) **ভোজ্জযাগু**—

ভোজ্যযাগু। (ক্লী) ভক্ষণীয় বস্তু।

ভোজ্জযাগু—চাউলসিদ্ধ যাগু, ভোজ্য যাগু, তরল ফেন বা মাড়, দুধ বা জল দ্বারা চাউলসিদ্ধ খাদ্য। ⟹ **ভোজ্জ**।

ভোজ্ঝ—উত্তম বা উৎকৃষ্ট জাতীয় ঘোড়া, সৈন্ধব ঘোড়া।

ভোতি (স্ত্রী) (সম্বোধন পদ, একবচন) ভদ্রে!, প্রিয় ভদ্রে!। ⟹ **ভোতী**।

ভোতিযা = **তযা** (⟹ **ত্বং**)। ⟹ **ভোতী**।

ভোতী (স্ত্রী) মহাশয়া। = **ভবন্ত**। (কর্তৃকারক একবচনে) **ভোতী**। (কর্মকারক একবচনে) **ভোতিং**। (অধিকরণ কারক একবচনে) **ভোতিযা**। (সম্বোধনপদ একবচনে) **ভোতি**।

ভোতো (সম্বন্ধপদ) মাননীয় মহারাজের, শ্রদ্ধাভাজনের, পূজ্যাস্পদের। ⟹ **ভবন্ত**।

ভোত্তব্ব (ভ-বিণ) খাওয়ার যোগ্য, ভোজন করা উচিত। ⟹ **ভোজ্জ**।

ভোত্তুং (তুম) খাইতে, ভোজন করিতে।

ভোভুক্ক (বিণ, পুং) "ঘেউ ঘেউ" অথবা "ভুক ভুক" শব্দকারী অর্থাৎ কুকুর, ভুকভুক শব্দকরণ। = **ভুক্করণ**, **ভুক্ক**।

ভোবাদিক = ভোবাদিন। ⟹ **ভোবাদিন**।

ভোবাদিন (বিণ, পুং) ভোবাদী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। = **ভোবাদী**।

ভোবাদী (বিণ, পুং) ভোবাদী, ভোবাদিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে নিজ হইতে বড় বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলে "ভো" ("হে, ওহে" অর্থে) বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে "ভোবাদিন" অথবা "ভোবাদী" বলা হইয়া থাকে, যেমন—**ভো ব্রাহ্মণ**!। এইরূপে জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণগণই ভোবাদী।

ম

ম—প-বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জন ওষ্ঠজ ঘোষ নাসিক বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠজ বলে এবং নাসিকা হইতে ইহার শব্দ প্রকাশ হয় বলিয়া নাসিকা বর্ণও বটে। দুই শব্দের সন্ধিসংযোগে প্রথম শব্দের অন্ত্যবর্ণ "ং" এবং পর শব্দের আদিবর্ণ "অ" থাকিলে "ং" ও "অ" বর্ণ লুপ্ত হইয়া "ম" বর্ণ আগম হয়, যথা—(বিনয়) অগগং+ অগগ = **অগ্গমগ্গ**; অঙ্গং+ অঙ্গানি = **অঙ্গমঙ্গানি**। সেইরূপ সংযুক্ত নিকায়ে—**যেন-ম-ইধ-একচ্চো** = **যেনমিধেকচ্চো**; ধর্মপদে—**ওক-ম-ওকত উব্ভতো**=**ওকমোকত উব্ভতো**; সূত্রনিপাতে—**অঞ্ঞঞত্র-ম-অরিযেহি** = **অঞ্ঞঞত্রমরিযেহি**; মহানির্দেশে—**দ্বযে-ম-এব** = **দ্বযেমেব**; জাতকে "**অসীতি-হত্থ-উব্বেধ**" এর পরিবর্তে "**অসীতি-হত্থ-ম-উব্বেধ**"; **কতথো-ম-অনুবুজ্ঝতি**; **ওরেন-ম-আগম**; **পচ্ছা-ম-অনুতপ্পতি**; সূত্রনিপাত অর্থকথায়—**রাগ-আদি-ম-অনেকপ্পকার**। সেইজন্য বলা হইয়াছে "**ম**" শব্দ "**সন্ধিবসেন বুত্ত**" এবং "**মকারো সন্ধিকরো**"।

মং তাণ—আমাকে পরিত্রাণ কর, আমাকে রক্ষা কর। ⟹ **লেণ** (২)।

মং দীপ—আমার আশ্রয়, আমার শরণ, আমার পরিত্রাণ। ⟹ **দীপ** (২)।

মং লেণ—আমাকে শরণ দাও, আমাকে আশ্রয় দাও। **মং লেণ মং তাণ**—আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে রক্ষা কর। ⟹ **লেণ** (২)।

মংস (ক্লী) মাংস, শরীরাংশ বিশেষ, (মৎস্য ব্যতীত) আমিষ, জীবদেহের মাংস, আহার্য পশু-পক্ষীর মাংস, মানুষের জীবপ্রকৃতি, দৈহিক ইচ্ছা, মানবদেহ, ফলের কোমল অংশ বা মাংসল অংশ, খাদ্যদ্রব্য, খাদ্য, ভোজ্যমাংস। (সংযুক্ত নিকায়) **পুত্তমংস**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অপ্পমংস**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পিলোতিক পলিবেঠিত মংস**। ৩২ প্রকার "**আকার**" বা অশুভের মধ্যে "**মংস**" ও একটি (বিশুদ্ধিমার্গ)।

মংসকল্যাণ (ক্লী) শরীর মাংসের সুগঠিত সৌন্দর্য, মেয়েদের পাঁচ প্রকার কল্যাণের মধ্যে একটি। ⟹ **পঞ্চকল্যাণ**।

মংসকোট্টন ⟹ **কোট্টন** (২)।

মংসকোট্ঠন (বিণ) মাংস কুটিবার বা কাটিবার। (জাতক) **মংসকোট্ঠন পোত্থনী**। ⟹ **পোত্থনী**।

মংসখাদক (বিণ, পুং) মাংসখাদক, মাংস ভক্ষণকারী, মাংসভক্ষক, মাংসাশী।

মংসচক্খু (ক্লী) মাংসচক্ষু, স্বাভাবিক বা ভৌতিক চক্ষু যাহাকে বিশেষ শক্তিশালী এবং সংবেদনশীল বলা হয়, সাধারণ চক্ষু, পার্থিব দৃষ্টি, জাগতিক দৃষ্টি, চর্মচক্ষু, সাধারণ পার্থিব চক্ষু বা দৃষ্টি, পঞ্চবিধ দৃষ্টির অনুভূতির মধ্যে একটি। ⟹ **পঞ্চচক্খু**।

মংসদ (বিণ) মাংস প্রদানকারী। ⟹ **দ**।

মংসধোবনী ওদক—মাংস ধুইবার জল।

মংসপটল (ক্লী) যকৃৎ বা যকৃতের চর্মাবরণ। = **যকনক**, **মংসপিণ্ড** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। ⟹ **পটল**।

মংসপিণ্ড (ক্লী) মাংসপিণ্ড, মাংসের ঢেলা। = **মংসপটল, মংসপিণ্ডিক**।

মংসপিণ্ডিক (ক্লী) মাংসপিণ্ড, মাংসের ঢেলা, অস্থিহীন জড়মাংস। = **মংসপিণ্ড, মংসপেসি**।

মংসপুঞ্জ (পুং) মাংসপুঞ্জ, মাংসের স্তূপ, মাংসরাশি। ⟹ **পুঞ্জ**।

মংসপেসি (স্ত্রী) মাংসপেশি, মাংসপেশি, যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয় উহা, মাংসপিণ্ড, মাংসগঠিতা পেশি, পেশী, মাংসের টুকরা। = **পেসি, মংসপেসূপমা কামা** (বিনয়)। (বিনয়) **মংসপেসিং বেহাসং গচ্ছন্তিং অদ্দসং**। ⟹ **মংসপিণ্ড**।

মংসপেসী (স্ত্রী) = **মংসপেসি**। ⟹ **মংসপেসি**।

মংসভোজন (ক্লী) মাংস ভোজন, মাংস ভক্ষণ। ⟹ **পঞ্চভোজন**।

মংস-লোহিত (ক্লী) মাংস এবং শোণিত, মাংস এবং রক্ত।

মংস বণিজ্জা (স্ত্রী) মাংস বাণিজ্য। ⟹ **বণিজ্জা**।

মংস-সূপ সেচন (বিণ) মাংস এবং সূপে সিক্ত, মাংসের ঝোলে আর্দ্র। ⟹ **নন্দি উপসেন**।

মংসসূল (ক্লী) মাংস সেঁকিবার অথবা কাবাব করিবার ছিঁচকা বা শিক, যেই শলা বা শিকে গাঁথিয়া মাংস সেঁকা বা কাবাব করা হয়। = **সূল** (২)।

মংসহারক (বিণ, পুং) মাংস হরণকারী। ⟹ **হারক**।

মংসি (স্ত্রী) (সংস্কৃত—মাংসী) এক জাতীয় গাছ বা ছোট ছোট গাছ।

মংসিক (বিণ, পুং, ক্লী) মাংসিক, মাংস বিক্রয়ী, মাংস বিক্রয়কারী, কসাই। ⟹ **পিট্‌ঠি মংসিক**।

মকচি (পুং) এক প্রকার বস্ত্র, উপাদান, উপকরণ, মালমসলা, তন্তু, সূক্ষ্মসূত্র, ধনুর জ্যা বা ছিলার দড়ি, শণ বা পাট। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মকচি বাকখণ্ড**।

মকচি পিলোতিক—(জল ইত্যাদি ছাঁকিবার জন্য ব্যবহৃত) ছেড়া টুকরা কাপড়। (তুলনীয়) **মকখি-বাল**।

মকচিবথ (ক্লী) ক্যাম্বিস কাপড়, জাহাজের পাল ইত্যাদির কাপড়।

মকচিবাক (পুং) বল্কল, বল্কল জাতীয় বস্ত্র, যেই বল্কল মুনিঋষিগণ পরিধান করেন। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **বাক অক্কবাক**। (ক্লী) শণ বা পাটের সূতা।

মকর (পুং) মকর, শৃঙ্গবিশিষ্ট পৌরাণিক বা কাল্পনিক মৎস্য-বিশেষ, বিশাল বা বিকটাকার সামুদ্রিক মৎস্য, অসিচঞ্চু মৎস্য অর্থাৎ যেই মাছের মুখে অসির ন্যায় অস্ত্র আছে।

মকর দন্তক (ক্লী) মকর বা অসিচঞ্চু মৎস্যের দন্তের আকৃতির ন্যায় পরিকল্পনা বা অভিপ্রায়, অসিচঞ্চু মৎস্যের দাঁত যাহা পিনের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। ইহা চিত্রবিদ্যা অথবা খোদাই করা কাজের পরিকল্পনা বা অভিপ্রায়; কিন্তু এই অর্থ "**লতাকম্ম**" এবং "**পঞ্চপটঠিক**" শব্দের সহিত যৌগিকে পরিষ্কার অর্থ হয় না। ⟹ **মকর**।

মকরন্দ (পুং) মকরন্দ, পুষ্পের মধু, কুন্দফুলের গাছ। (ক্লী) পুষ্পের রেণু।

মকরিনী (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় মকর, স্ত্রীজাতীয় অসিচঞ্চু মৎস্য। ⟹ **মকর**।

মকস (পুং) মশক, মশা। (যৌগিকে) **ডংসমকস**। ⟹ **ডংসমকস**।

মকসকুটিকা (পুং) মশারি, মশক নিবারক, বস্ত্রনির্মিত আবরণ বিশেষ। = **মকসবারণ**।

মকসবারণ (ক্লী) মশারি। = **মকসকুটিকা**।

মকসবীজনী (স্ত্রী) মশা তাড়াইবার পাখা।

মকুট (পুং, ক্লী) মুকুট, কিরীট, শিরোভূষণ, শিরস্ত্রাণ, শিখা, ঝুঁটি, শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ পক্ষগুচ্ছ, কুক্কুটের ঝুঁটি, কুলচিহ্ন, কোনো জিনিসের শীর্ষস্থান, রাজমুকুট, চূড়া, মাথার চাঁদি। (অভিধানপ্পদীপিকা) **কিরীট মকুট**—অলঙ্কার বা ভূষণ।

মকুল (ক্লী) ১ মুকুল, ঈষদ্বিকশিত ফুলের কলিকা, কুঁড়ি, অঙ্কুর। = **মুকুল**। (জাতকে) **মকুড়**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পদুম মকুল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কণবীর মকুল**। ২ গাঁইট, স্ফীতি, আব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কন্দল মকুল**। ৩ = **পকুল্ল, পকুট**।

মকুলিত (বিণ) মুকুলিত, অর্ধমুদিত, আধফুটন্ত, মুকুলযুক্ত। = **মুকুলিত**।

মকুড় = **মকুল**। ⟹ **মকুল**।

মক্কট (পুং) ১ মর্কট, বানর, বাঁদর। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মক্কট নিদ্দা**। জাতকে প্রসিদ্ধ বানরগণের নাম "**সালক, কালবাহু**"। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **তালবন মক্কট**। ২ মাকড়শা। ⟹ **মক্কটসুত্ত**।

মক্কটক (পুং) মাকড়সা, উর্ণনাভ। = **উণ্ণনাভি, মক্কট** (২)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পঞ্চ মক্কটক**।

মক্কটক সুত্ত (ক্লী) মাকড়সার সুতা, উর্ণনাভের তন্তু।

মক্কট ছাপক (পুং) বানরের শাবক বা বাচ্চা।

মক্কট নিদ্দা—মর্কটনিদ্রা, বানরের ন্যায় ঘুমানো অর্থাৎ জাগ্রত নিদ্রার ন্যায় "হঠাৎ ঘুমানো হঠাৎ জাগরিত হওয়া"। ⟹ **মক্কট**।

মক্কটসুত্ত (ক্লী) মাকড়সার সুতা। = **মক্কটক সুত্ত**।

মক্কটিয (ক্লী) বানরের ন্যায় মুখভঙ্গি বা মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য। = **মুখ-মক্কটিক**।

মক্কটী (স্ত্রী) বানরী, মর্কটী, বাঁদরী, স্ত্রীজাতীয় বানর।

মক্কাদেব = **মঘাদেব**। ⟹ **মঘাদেব**।

মকখ (পুং) ১ কপটতা, ভান, ভণ্ডামি, অপরের মূল্য হ্রাসকরণ, অপরকে নিন্দাকরণ। (মধ্যম নিকায়) **মকখ পড়াস**। = **মকখাযনা মকখাযিতত্তং নিট্‌ঠুরিযকম্মং** অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, নির্মমতা, কঠিনহৃদয়তা।

(বিণ) = নিট্ঠুরিয। ⇒ নিট্ঠুরিয। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পরগুণ-বিনাসন লক্খণো মক্খো।** ⇒ **নিম্মক্খ।** ২ ক্রোধ, রাগ, প্রচণ্ড কোপ, তীব্র লালসা, প্রকোপ, প্রাবল্য, রীতি, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা। ⇒ **বিবাদ।**

মক্খণ (ক্লী) ১ ম্রক্ষণ, মিশ্রণ, মিশানো, লেপন। ২ তৈল, তৈল ছিটানো বা মালিশকরণ, তৈল দ্বারা অভিষেককরণ। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **তেল মক্খণ।**

মক্খবিনয—কপটতায় বিরতি, অপরকে নিন্দা করা হইতে বিরতি, নিষ্ঠুরতা ত্যাগ। ⇒ **মক্খ** (১)।

মক্খাপেতি (ক্রি) অভিষিক্ত করানো, ম্রক্ষণ করানো, তৈলাদি মাখানো। ⇒ **মক্খেতি।**

মক্খাযনা (স্ত্রী) = **মক্খাযিতত্ত।** ⇒ **মক্খাযিতত্ত।**

মক্খাযিতত্ত (ক্লী) লুক্কাইবার অবস্থা, লুক্কায়িত করার ঘটনা, কপটতা, ভান, ভণ্ডামি। চুল্লনিদ্দেসে "**মক্খাযিতত্ত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

মক্খিক (পুং) মক্ষিকা, মাছি। = **মক্খিকা।**

মক্খিকা (স্ত্রী) মক্ষিকা, মাছি, কীটবিশেষ। (জাতক) **নীলমক্খিকা; পিঙ্গল মক্খিকা।**

মক্খিত (বিণ) ম্রক্ষিত, লিপ্ত, (তৈলাদি) মাখানো, অভিষিক্ত, (তৈলাদি দ্বারা) ময়লাকৃত। (মধ্যম নিকায়) **লোহিত মক্খিক।** (জাতক) **মধুমক্খিত; পিট্ঠি-মদ্দেন মক্খিত; রুহির মক্খিত।** ⇒ **মক্খেতি।**

মক্খিন (বিণ) গোপনকৃত, গোপিত, লুক্কায়িত, কপটাচারী, কটু, কর্কশ, কঠোর, অশ্লীল, শ্রুতিকটু, নিষ্ঠুর, নির্দয়, নির্মম, কঠিনহৃদয়। (যৌগিকে) **মক্খিন পলাসিন** (বিনয়)।

মক্খিবাল—(জল ইত্যাদি) ছাঁকিবার জন্য কেশ বা পশম দ্বারা প্রস্তুত কাপড়, পশমের জলছাঁকনি। (তুলনীয়) **মকচি পিলোতিকা।**

মক্খী (পুং) যে ব্যক্তি অপরের মূল্য কমাইয়া দেয়, পরনিন্দাকারী ব্যক্তি। = **মক্খ** (১)। (বিণ) পরনিন্দুক।

মক্খেতি (ক্রি) [√মক্খ+এ] ম্রক্ষণ করা, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা, চর্বি দ্বারা ময়লা করা, তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা অথবা লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষেক করা, ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, তৈল ইত্যাদি মাখানো, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, মিশ্রিত করা, মিশানো, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ময়লা করা, মলিন করা, সার দেওয়া, কলঙ্কিত করা, কাঁই দ্বারা বা আঠা দ্বারা জোড়া। (অতীত) **মক্খেসি।** (অ-বিণ) **মক্খিত।** (ক্রি-বি) **মক্খেত্বা।** (কর্মবাচ্যে) **মক্খিযতি।** (করণে) **মক্খাপেতি।**

মখদেব = **মক্খাদেব।** ⇒ **মক্খাদেব।**

মগ (পুং) ১ চতুষ্পদ জন্তু, শিকারের পশু, মৃগ, কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণবিশেষ। ২ বুদ্ধিহীন বা নির্বোধ লোক, বোকা মানুষ, স্থূলবুদ্ধির মানুষ।

মগধ (পুং) ভারতের বিহার এবং উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশ—ইহার প্রাচীন নাম মগধ।

মগধরট্ঠ (ক্লী) মগধ রাজ্য। ⇒ **মগধ।**

মগযমান (বিণ) ⇒ **মগ্গতি, মগ্গেতি।**

মগ্গ (পুং) ১ মার্গ, পথ, রাস্তা, সড়ক, উপায়, হাঁটাপথ, রাজপথ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মগ্গং আগত-পুরিস-পুরিস।** (বিভঙ্গ অর্থকথা) **তিযোজন মগ্গ**—তিন যোজন দীর্ঘ পথ। ২ ধার্মিক উপায়, ধর্মপথ, ধর্মসম্মত উপায়, সদ্ভাবে জীবনযাপনের উপায়, (**অরিযমগ্গ**) বা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ (বা উপায়) গ্রহণে নৈতিক ও সৎ জীবন-যাপনের অভ্যাসসমূহ, সাধুতার পথ, পবিত্রতার উপায়, সদাচারের উপায়। এখানে দশবিধ শিক্ষাপদ এবং মুক্তিপথকেও বুঝাইতেছে। "**মগ্গ**" শব্দের বর্ণনানুসারে অর্থ হয় "**নিব্বান'থিকেহি মগ্গীযতি**—নির্বাণাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক মার্গ অনুসরণ করা হইয়া থাকে; **নিব্বানং বা মগ্গেতি; কিলেসে বা মারেন্তো গচ্ছতী'তি মগ্গো** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। সাধারণত বর্ণিত হইয়া থাকে:—**ক অরিয অট্ঠঙ্গিক মগ্গ**—আর্য অষ্ট-অঙ্গযুক্ত মার্গ (⇒ **অট্ঠাঙ্গিক**)। ভগবান বুদ্ধ দুঃখমুক্তির উপায়স্বরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ সর্বত্রই শিক্ষা দিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—**সম্মাদিট্ঠি** (সম্যক দৃষ্টি), **সম্মাসঙ্কপ্প** (সম্যক সংকল্প), **সম্মাবাচা** (সম্যক বাক্য), **সম্মাকম্মন্ত** (সম্যক কার্য বা আচরণ), **সম্মা আজীব** (সম্যক জীবিকা), **সম্মাবাযাম** (সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা), **সম্মাসতি** (সম্যক স্মৃতি), **সম্মাসমাধি** (সম্যক সমাধি বা ধ্যানজনিত একাগ্রতা)। দীর্ঘনিকায়ে প্রথম সপ্তবিধ মার্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, মধ্যম নিকায়ের বর্ণনায় "**সম্মাসমাধি**" উহাতে সংযোগ করা হইয়াছে। সূত্রনিপাতে নৈতিক নির্দেশ সমূহে এই তালিকার নাম দেওয়া হইয়াছে "**মুগ্গমুত্তম**"। বিশুদ্ধিমার্গে অষ্টমার্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। **খ** মধ্যম নিকায়, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, দীর্ঘনিকায় অর্থকথা, বিভঙ্গ অর্থকথা এবং থেরগাথা অর্থকথায় "**অরিযমগ্গ**" রূপে বলা হইয়াছে। **গ** ধর্মসঙ্গণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে "**সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্প, সম্মাবাযাম, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি**"—এই "**পঞ্চমগ্গ**"। **ঘ** মিলিন্দ প্রশ্নে "**ধম্মমগ্গ**" এবং অন্যত্র কেবল "**মগ্গ**" বলা হইয়াছে; সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে "**ভগবা মগ্গস্স উপ্পাদেতা**" ইত্যাদি। অর্হত্ত্ব (**নিব্বান**) প্রাপ্তিতে প্রথম অবস্থা এবং প্রথম স্তরস্বরূপ সমার্থবাচক শব্দ পাওয়া যায় হয়ত "**মগ্গফল-নিরোধ**" (বিশুদ্ধিমার্গ) অথবা "**মগ্গ, ফল, নিব্বান**" (তিকপট্ঠান, বিভঙ্গ অর্থকথা)। অর্হত্ত্বে প্রবেশস্বরূপ "**মগ্গ**" কার্য-কারণ শৃঙ্খলজনিত সত্যের "**ঞাণ, পরিঞ্ঞা, পঞ্ঞা**"। অর্থাৎ

প্রত্যভিজ্ঞতায় চরম স্তর যদ্দ্বারা পাপোৎপত্তির মূলকারণ, ইহার অপসারণ সম্ভবপর বলিয়া এবং অপসারণের উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়। দীর্ঘনিকায়ে এই সমূহকে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন—**দুক্‌খে ঞাণং, সমুদয়ে ঞাণং, নিরোধে ঞাণং, মগ্‌গে ঞাণং**। শেষোক্ত এই **"মগ্‌গে ঞাণং"**কেই বলা হইয়াছে **"দুক্‌খ-নিরোধগামিনী পটিপদা"**, যাহা **"মগ্‌গ"** হইতে ভিন্ন নহে এবং ইহা **"অট্ঠঙ্গিক মগ্‌গ"**ই বটে। ৩ ধার্মিকতা বা পবিত্রতার অবস্থা বা স্তর। অর্হত্ব প্রাপ্তিতে এই পবিত্রতার স্তর চতুর্বিধ, যথা—**সোতাপত্তি মগ্‌গ** (মুক্তিস্রোতে প্রবেশের স্তর বা অবস্থা), **সকদাগামী মগ্‌গ** (সেই মুক্তির স্রোতে প্রবেশের পর একবার মাত্র পুনরাগমন করিতে হয় এরূপ স্তর বা অবস্থা), **অনাগামী মগ্‌গ** (সেই মুক্তির স্রোতে প্রবেশের পর আর কখনও পুনরাগমন করিতে হয় না এরূপ স্তর বা অবস্থা), **অরহত্ত মগ্‌গ** (সেই মুক্তির স্রোতে প্রবেশের পর মুক্তিময় অর্হত্ব)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মগ্‌গফল**—মার্গফল অর্থাৎ অর্হত্ব লাভের স্তর বা অবস্থা প্রাপ্তি। ৪ **"তিক পট্ঠান"** এর **"মগ্‌গ-পচ্চয-নিদ্দেস"** বর্ণনায় ১২ প্রকার মার্গের বিষয় উল্লেখ দেখা যায়, যথা—**পঞ্ঞা, বিতক্ক, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্ত, সম্মা আজীব, বিরিয, সতি, সমাধি, মিচ্ছাদিট্ঠি, মিচ্ছাবাচা, মিচ্ছাকম্মন্ত, মিচ্ছা আজীব**।

মগ্‌গ কিলন্ত (বিণ) পথশ্রান্ত, মার্গক্লিষ্ট, পথ চলায় অবসন্ন, পথ চলায় পরিশ্রান্ত।

মগ্‌গকুসল (বিণ) মার্গজ্ঞ, উপায় কৌশল, পথ সম্বন্ধে জ্ঞাত, মার্গ অবগত, মার্গ বা পথ সম্বন্ধে নিপুণ বা দক্ষ, পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অথবা উত্তমরূপে জানে এমন। = **মগ্‌গকোবিদ**।

মগ্‌গকোবিদ (বিণ) মার্গ সম্বন্ধে কোবিদ বা অভিজ্ঞ। = **মগ্‌গঞ্ঞু, মগ্‌গকুসল**।

মগ্‌গক্খাযিন (বিণ) [মগ্‌গ+অক্খাযিন] যথার্থ পথ প্রদর্শনকারী, যে ব্যক্তি প্রকৃত পথের কথা বলিয়া দিতে পারে।

মগ্‌গক্খাযী (বিণ) = **মগ্‌গক্খাযিন**। ⟹ **মগ্‌গক্খাযিন**।

মগ্‌গগমন—পথচলা, পথে যাত্রা, রাস্তায় গমন, পথ দিয়া চলার অবস্থা, পদব্রজে ভ্রমণ, ভ্রমণ, টো টো করিয়া ভ্রমণ, চলার পথ।

মগ্‌গঙ্গ (ক্লী) মার্গাঙ্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কার্য বা আচরণ, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ⟹ **মগ্‌গ** (২), **অরিয অট্ঠঙ্গিক মগ্‌গ**।

মগ্‌গঙ্গানি (ক্লী, বহুবচন) মার্গাঙ্গসমূহ। = **মগ্‌গঙ্গ**।

মগ্‌গজিন (পুং) মার্গবিজয়ী, যিনি পথ অতিক্রম করিয়াছেন, মার্গজয়ী। = **সংসুদ্ধজিন**। ⟹ **জিন**।

মগ্‌গজীবিন (বিণ) সম্যক পথে চলে এমন, যথার্থ বা ঠিক পথে চলিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এমন।

মগ্‌গজ্ঝাযিন (বিণ) উপায় চিন্তাকারী, পথ সম্বন্ধীয় চিন্তাশীল, মার্গ সম্বন্ধে মনোযোগের সহিত ভাবনা বা ধ্যান করে এমন। = **আপাদক ঝাযিন**। ⟹ **ঝাযিন**।

মগ্‌গঞাণ (ক্লী) মার্গজ্ঞান, উপায়জ্ঞান, পথের জ্ঞান বা পথ সম্বন্ধে জ্ঞান। = **যথাভূত ঞাণ**।

মগ্‌গঞ্ঞু (বিণ) মার্গজ্ঞ, পথ বা উপায় সম্বন্ধে নিজে জানিয়া অপরকেও জানায় এমন, পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, উপায় সম্বন্ধে দক্ষ, মার্গ বিষয়ে জ্ঞাত। ⟹ **বুদ্ধ** (২)।

মগ্‌গট্ঠ (বিণ) মার্গপ্রাপ্ত, পথে বা রাস্তায় আছে এমন (ব্যক্তি), উপায় সিদ্ধান্তকৃত, পথে স্থিত, যিনি মার্গে বা পথে প্রবেশ করিয়াছেন, মার্গে প্রবিষ্ট। ⟹ **পটিপন্ন**।

মগ্‌গট্ঠক (বিণ, পুং) [মগ্‌গ+অট্ঠক] আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন এমন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রবিষ্ট। ⟹ **পটিপন্নক, মগ্‌গ** (২)।

মগ্‌গট্ঠান (ক্লী) মার্গস্থান, যে ব্যক্তি মার্গে দাঁড়াইয়াছে, যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মগ্‌গতচ্ছক (পুং) রাস্তা বা সড়ক নির্মাণকারক।

মগ্‌গতি (ক্রি) [√মগ+অ] অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, চেষ্টা করা, পাইতে চেষ্টা করা, পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করা, পিছু লওয়া, পিছে পিছে যাওয়া, নকশা করা, অঙ্কিত করা, অনেক কষ্টে দেখিতে পাওয়া, মৃগয়া করা, শিকার করা, শিকার করিতে বাহির হওয়া, অনুসন্ধান করা, অনুগমন করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদগামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। = **পথেতি, গবেসতি**। (অতীত) **মগ্‌গি**। (অ-বিণ) **মগ্‌গিত**। (ব-বিণ) **মগ্‌গযমান** (সংযুক্ত নিকায়), **মগযমান** (মধ্যম নিকায়)। (ক্রি-বি) **মগ্‌গিত্বা, মগ্‌গেষ্য** [জাতক অর্থকথায় **"বিজ্‌ঝেষ্য = বিন্ধেষ্য"**, (⟹ **বিজ্‌ঝতি**), কিন্তু এই অর্থ সন্দেহজনক]। (কর্মবাচ্যে) **মগ্‌গীযতি**। (করণে) **মগ্‌গেতি, মগ্‌গাপেতি**।

মগ্‌গত্তয—মার্গত্রয় (অর্থাৎ **সোতাপত্তি মগ্‌গ, সকদাগামী মগ্‌গ, অনাগামী মগ্‌গ**। ⟹ **মগ্‌গ** (৩)।

মগ্‌গদুহিতিক (বিণ) রাজপথে দস্যুকর্তৃক উৎপীড়িত বা উপদ্রুত। ⟹ **দুহিতিক**।

মগ্‌গদূসিন (বিণ, পুং) রাজপথে লুণ্ঠনকারী দস্যু, প্রকাশ্য রাজপথে পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী, রাজপথের দস্যু বা ডাকাত।

মগ্‌গদূসী (বিণ, পুং) রাজপথে লুণ্ঠনকারী দস্যু। = **মগ্‌গদূসিন**।

মগ্‌গদেসক (বিণ, পুং) মার্গ বা পথ প্রদর্শনকারী, পথ প্রদর্শক, পথ বা উপায় সম্বন্ধে উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ যেই সৈন্য নিয়োজিত। (পুং) সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থক নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক পুস্তক, পথ প্রদর্শনকারী লোক।

মগ্‌গদেসিক = **মগ্‌গদেসক**। ⟹ **মগ্‌গদেসক**।

মগ্‌গদেসিন (বিণ) = **মগ্‌গদেসক**। ⟹ **মগ্‌গদেসক** (বিণ)।

মগ্গধম্ম (পুং) মার্গের ধর্ম, পথের বিধি বা নিয়ম অথবা শৃঙ্খলা অর্থাৎ নিষ্পাপ জীবনধারণ।

মগ্গধীর (বিণ, পুং) মার্গসম্বন্ধে জ্ঞানী, পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা জ্ঞাত, উপায়কৌশলী, মার্গাভিজ্ঞ।

মগ্গন (ক্লী) মার্গণ, অনুসন্ধান, প্রণয়, প্রার্থনা, অন্বেষণ, পরীক্ষা, খোঁজ, অনুগমন, অনুসরণ, পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণকরণ, পিছুগমন, পশ্চাদ্‌গমন, পিছে পিছে গমন, পদানুসরণ, নকশাকরণ, অঙ্কিতকরণ, অতি কষ্টে দর্শনকরণ, লোভ, লোলুপতা, অর্থগৃধ্নুতা। = **নিজিগিংসনতা, গবেট্‌ঠি, গবেসন**।

মগ্গনা (স্ত্রী) = **মগ্গন, নিজিগিংসনতা**। ⟹ **মগ্গন, নিজিগিংসনতা**।

মগ্গপটিপন্ন (বিণ) ১ পথে স্থিত বা উপস্থিত, পর্যটনে বা ভ্রমণে রত, ভ্রমণকারী, পথিক, পথপ্রাপ্ত। ২ মার্গপ্রতিপন্ন, মার্গে পতিত, মার্গে প্রবিষ্ট, মার্গপ্রাপ্ত। ⟹ **পটিপন্ন**।

মগ্গপটিপাটিযা—রাস্তায় রাস্তায়, পথে পথে, প্রতি মার্গে, প্রতি পথে, এক পথ হইতে অন্য পথে। ⟹ **পটিপাটিযা**।

মগ্গপরিস্সয—পথের বিপদ, পথে বা মার্গে উৎপন্ন বিপদ বা অনিষ্ট।

মগ্গফল (ক্লী) মার্গফল, মার্গ এবং ফল, উপায় নির্ধারণ এবং উহার ফল, মার্গজনিত ফল অর্থাৎ অর্হত্ব লাভের জন্য স্রোতাপত্তি-মার্গফল ইত্যাদি অবস্থা বা স্তরসমূহ প্রাপ্তি। ইহা চতুর্বিধ, যথা—**সোতাপত্তি-মগ্গফল, সকদাগামীমগ্গফল, অনাগামী-মগ্গফল, অরহত্ত মগ্গফল**। ⟹ **মগ্গ** (৩)।

মগ্গফল পটিবেধ ⟹ **পটিবেধ**।

মগ্গভাবনা (স্ত্রী) মার্গভাবনা, পথের উন্নতি সাধন, উপায়ের উৎকর্ষতা সাধন, মার্গের চরম উন্নতি (অর্থাৎ সাধুতা, পবিত্রতা, সদাচার)।

মগ্গমুত্তম (বিণ) [মগ্গং+উত্তম] মার্গশ্রেষ্ঠ, পথশ্রেষ্ঠ, উপায়শ্রেষ্ঠ। ⟹ **মগ্গ** (২ক)।

মগ্গমূল্হ (বিণ) মার্গমূঢ়, পথহারা, মার্গভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, পথ বিভ্রান্ত, উপায় বা পথ হারাইয়াছে এমন। = **মূল্হস্স মগ্গং আচিক্খতি** (দীর্ঘনিকায়); **মূল্হস্স মগ্গং পাবদতি** (পেতবত্থু)। ⟹ **মূল্হ** (২)।

মগ্গবণ্ণ (ক্লী) মার্গের প্রশংসা, পথের বর্ণনা, উপায় সম্বন্ধে প্রশংসা, রাস্তার প্রশংসা, পথ সম্বন্ধে সুখ্যাতি। ⟹ **বণ্ণ** (১১)।

মগ্গবিদূ (বিণ) মার্গজ্ঞ, পথ সম্বন্ধে দক্ষ বা অভিজ্ঞ, উপায় জ্ঞাত, মার্গবিদ। = **মগ্গঞ্ঞূ**।

মগ্গবিবট্টনা ⟹ **বিবট্টনা**।

মগ্গসচ্চ (ক্লী) মার্গসত্য, পথ বা উপায় সম্বন্ধীয় সত্যতা।

মগ্গসির (পুং) মার্গশীর্ষ, মাসের নামবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাস।

মগ্গামগ্গ (ক্লী) [মগ্গ+অমগ্গ] মার্গ এবং অমার্গ, প্রকৃত মার্গ এবং অপ্রকৃত মার্গ, সম্যক উপায় বা পথ আর মিথ্যা উপায় বা পথ, সত্যমার্গ এবং অসত্য মার্গ, যথার্থ পথ আর অযথার্থ পথ, যেই মার্গে বা পথে চলিলে বিমুক্তি সুখ লাভ করা যায় উহা সুমার্গ বা সুপথ আর যেই মার্গে বা পথে বিমুক্তি সুখ লাভ করিতে পারা যায় না বরঞ্চ নরকাদি অপায়ে গমন করে উহা অমার্গ বা কুমার্গ, সুমার্গ আর কুমার্গ। (তুলনীয়) **ঠানাট্‌ঠান**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মগ্গামগ্গস্স কোবিদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মগ্গামগ্গস্স ঞাণদস্সন**।

মগ্গামগ্গ ঞাণদস্সন (ক্লী) "এইটি মার্গ বা পথ আর ঐটি অমার্গ বা কুপথ"—এইরূপে মার্গ এবং অমার্গ-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ। ⟹ **ঞাণদস্সন**।

মগ্গারূল্হভাব—মার্গারূঢ় অবস্থা, কেহ মার্গে যাত্রা করিয়াছে অথবা পথে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ অবস্থা। ⟹ **ভাব** (১)।

মগ্গিক (বিণ, পুং) পথিক, যাত্রী, পর্যটক, ভ্রমণকারী, যে ব্যক্তি টো টো করিয়া ভ্রমণ করে।

মগ্গুদক [মগ্গ+উদক] রাস্তার জল, পথে জল আছে এরূপ অবস্থা।

মগ্গেঞাণ (ক্লী) মার্গজ্ঞান, পথ বা উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। = **দুক্খনিরোধগামিনী মগ্গঞাণ**।

মগ্গেতি (ক্রি) [√মগ+এ] = **মগ্গতি, নিজিগিংসেতি**। ⟹ **মগ্গতি, নিজিগিংসেতি**।

মগ্গোদক = **মগ্গুদক**। ⟹ **মগ্গুদক**।

মগ্ঘতি (ক্রি) = **মগ্গেতি**। ⟹ **মগ্গেতি**।

মঘবন্ত (পুং) দেবরাজ ইন্দ্রের নাম, ইন্দ্রের উপাধি বা গুণবাচক সংজ্ঞা অথবা অন্য দেবপুত্র। সম্বোধন পদে "মঘবা" শব্দের পরিবর্তে "মঘবা"।

মঘবন্তু (পুং) = **মঘবন্ত**। ⟹ **মঘবন্ত**।

মঘা (স্ত্রী) মঘা, দশম নক্ষত্র বা একটি নক্ষত্রের নামবিশেষ, মঘানক্ষত্র। (যৌগিকে) **মঘাদেব**।

মঘাদেব (পুং) ১ = **মঘা**। ⟹ **মঘা**। ২ জাতকে উল্লিখিত জম্বুদ্বীপের তথা ভারতের প্রাচীন একজন রাজার নাম। মধ্যম নিকায়ে এই শব্দের বানান হইয়াছে "**মক্খাদেব**" শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহার বানান "**মখদেব**"।

মঙ্কতি—√মঙ্ক ধাতু (যাহার অতীত ক্রিয়া "মকি") হইতে এই শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে। = **মণ্ডল** "সৌষ্ঠব সম্পাদন, অলঙ্কার, ভূষণ" অর্থে। = **মঙ্কতো**।

মঙ্কতো (ক্রি-বিণ) আমার জন্য, আমার নিমিত্ত।

মঙ্কু (বিণ) টলে বা টলমল করে এমন, দুলে বা হেলেদুলে এমন, ইতস্তত করে এমন, দ্বিধাগ্রস্ত, ভয়াদি দ্বারা অভিভূত, স্তম্ভিত, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, গুলাইয়া ফেলে এরূপ, বিহ্বল, পার্থক্য বুঝিতে পারে না এমন, কষ্টকর, দুঃখজনক, বিরক্তিকর, অসুবিধায় পতিত, রাজনৈতিক গোলযোগগ্রস্ত, বিরক্তিজনক, দুঃখজনক, অস্বাস্থ্যকর, উদ্বিগ্ন, উদ্বেগজনক, অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত, অশান্ত, নিরানন্দকর, অবনত, নিরুদ্যম, নিরাশ, ভগ্নোৎসাহ, নিরুৎসাহ, হীনপ্রভ।

মঙ্কুণ = **মঙ্কুন**। ⟹ **মঙ্কুন**।

মঙ্কুন (পুং) পোকা, কীট, পতঙ্গ, ছারপোকা, উকুন, মাছি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কীটমঙ্কুন**।

মঙ্কুভাব (পুং) নৈতিক দুর্বলতা, ধর্মসম্মত দুর্বলতা, ভগ্নোৎসাহ অবস্থা, নিরুদ্যমতা, নৈরাশ্য, অবনততা, অসন্তোষ।

মঙ্কুভূত (বিণ) ভগ্নোৎসাহ, অবনত, নিরুদ্যম, নিরাশ, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, মৌনী, বাকশূন্য, নির্বাক, অনুচ্চারিত, প্রশান্ত, স্থির, নীরব, কষ্টকর, দুঃখজনক, বিরক্তিকর, অসুবিধাগ্রস্ত, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগগ্রস্ত, বিরক্তিজনক, অস্বাস্থ্যকর, অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত, অশান্ত, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, গুলাইয়া ফেলে এরূপ, বিহ্বল, পার্থক্য বুঝিতে পারে না এমন। = **পজ্ঝায়ন্ত**।

মঙ্কু (স্ত্রী, বহুবচন) = **মঙ্কু**। ⟹ **মঙ্কু**।

মঙ্গল (বিণ) মঙ্গল, শুভলক্ষণযুক্ত, শুভজনক, আশাপ্রদ, অনুকূল, মঙ্গলজনক, সমৃদ্ধিশালী, সফলকাম, রাজোচিত, রাজারযোগ্য, মহাড়ম্বরযুক্ত, রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, শুভ, আনন্দময়, উৎসবোচিত। (ক্লী) সৌভাগ্য, মঙ্গল, কুশল, আশীর্বাদ, ক্ষেম, শুভ, উৎসব, আনন্দ, উল্লাস, শুভসূচক লক্ষণ, (যজ্ঞাদি) ক্রিয়া, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম, শিষ্টাচার বিধি, বাহ্যিক লৌকিকতা, সাফল্য, উন্নতি, প্রসাদ, আনুকূল্য, শুভলক্ষণ, ভাবী শুভচিহ্ন। খুদ্দক নিকায় অর্থকথায় কৌতূহলী জনপ্রিয় শব্দবিন্যাসরূপ ব্যবহারে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—"**মং গলন্তি ইমেহি সত্তা'তি**" **মঙ্গলানি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মঙ্গলং করোতি**—মঙ্গল বা শুভসূচক উৎসব করা অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য উপর দিয়া চাউলাদি শস্য ছিটানো, বিবাহ করা। (জাতক) **মঙ্গলং বদতি**—আশীর্বাদ করা, কাহাকেও প্রশংসা করা, কাহাকেও পবিত্র বা সৌভাগ্যশালী করা। ধর্মপদ অর্থকথায় তিন প্রকার (শুভসূচক) উৎসবকালীন প্রীতিভোজের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**অভিসেক মঙ্গলং**(উৎসর্গ, পবিত্র বা পূত করার কার্য), **গেহপ্পবেসন মঙ্গলং** (গৃহ প্রবেশকালীন মঙ্গলকার্য), **বিবাহ মঙ্গলং** (বিবাহকালীন মঙ্গলকার্য)। ধর্মপদ অর্থকথায় শিশুদের সম্পর্কে বিভিন্ন শুভ বা মঙ্গলজনক কার্যের উল্লেখ আছে, যথা—**নামকরণ মঙ্গল** (নামকরণ মঙ্গলোৎসব), **আহার পরিভোগ মঙ্গল** (অন্নপ্রাশনে মঙ্গলোৎসব), **কণ্ণবিজ্ঝন মঙ্গল** (কর্ণভেদে মঙ্গলোৎসব), **দুস্স-গহণ-মঙ্গল** (শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা প্রদানে মঙ্গলোৎসব), **চূড়াকরণ মঙ্গল** (চূড়াকরণ বা মস্তকমুণ্ডন মঙ্গলোৎসব)। (তুলনীয়) **অভিমঙ্গল**। ⟹ **ধঞ্ঞো** (১)।

মঙ্গলং (ক্লী) = **মঙ্গল**। ⟹ **মঙ্গল** (ক্লী)।

মঙ্গল অস্স (পুং) মঙ্গল অশ্ব, যেই অশ্ব রাজাকে বহন করে, রাজার বাহক অশ্ব।

মঙ্গল উসভ (পুং) মঙ্গল বৃষভ, শুভ লক্ষণযুক্ত বা অনুকূল বৃষভ।

মঙ্গল কথা (স্ত্রী) মঙ্গলজনক কথা, শুভ কথা। ⟹ **ভাসসকুণ**।

মঙ্গলকিচ্চ (ক্লী) মঙ্গলকৃত্য, মঙ্গলজনক কার্য, শুভলক্ষণযুক্ত বৃত্তি, অনুকূল ধর্ম, অনুকূল কর্তব্যকাজ, আশাদায়ক বৃত্তি, অনুকূল সামাজিক অনুষ্ঠান, শুভ লক্ষণযুক্ত, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, উৎসব, আনন্দ, উল্লাস।

মঙ্গলকিরিয়া (স্ত্রী) মঙ্গলক্রিয়া, মঙ্গলজনক কার্য, উৎসব অনুষ্ঠান, উৎসব, আনন্দ, উল্লাস, বিবাহ, বিবাহোৎসব, শুভলক্ষণযুক্ত আবিষ্কার।

মঙ্গল কোলাহল (পুং) শুভ বিষয় বা কার্যসমূহে বাদানুবাদ বা তর্কবিতর্ক, সৌভাগ্য, শুভ, মঙ্গলজনক শোরগোল, অত্যন্ত শুভলক্ষণযুক্ত কোলাহল, আনন্দ কোলাহল, অত্যন্ত আশাদায়ক বা অনুকূল কোলাহল, মঙ্গলসূচক শোরগোল, শুভসূচক জয়ধ্বনি, বুদ্ধ সদ্ধর্ম প্রচার করিবেন বলিয়া জয়ধ্বনি, পঞ্চবিধ কোলাহলের মধ্যে ইহা একটি। ⟹ **কোলাহল**।

মঙ্গল ছণ (ক্লী) আনন্দপূর্ণ সময়, কৌতুকজনক সময়, উল্লাসজনক সময়, মেলা, মঙ্গল উৎসব। ⟹ **ছণ**।

মঙ্গলদিবস (পুং) মঙ্গল দিবস, আনন্দের দিন, উৎসবের দিন, বিবাহের দিন, শুভদিন, সৌভাগ্যের দিন।

মঙ্গল পঞ্হ = **মঙ্গলিক পঞ্হ**। ⟹ **মঙ্গলিক পঞ্হ**।

মঙ্গলপোক্খরণী (স্ত্রী) মঙ্গল পুষ্করিণী, মঙ্গল পুকুর বা জলাশয়, যেই পুষ্করিণীতে রাজারানী স্নান করেন।

মঙ্গলরুক্খ = **রুচ**। ⟹ **রুচ**।

মঙ্গলবপ্প—হলকর্ষণোৎসব। (তুলনীয়) **বপ্পমঙ্গল**।

মঙ্গলসিন্ধব (পুং) মঙ্গল সৈন্ধব বা ঘোড়া, মঙ্গল-অশ্ব। = **মঙ্গল অস্স**।

মঙ্গলসিলাপট্ট (ক্লী) পুরু ও চ্যাপ্টা শিলাসন যাহা রাজার বসিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, মঙ্গলজনক শিলাসন, মনঃশিলা, পুরু ও চ্যাপ্টা শুভকর পাথর।

মঙ্গলসুপিন (ক্লী) শুভজনক স্বপ্ন, মঙ্গলজনক নিদ্রা, নিদ্রিতাবস্থায় শুভলক্ষণযুক্ত বিষয়ানুভব, নিদ্রিত ব্যক্তির অনুকূল বা শুভসূচক বিজ্ঞান, সৌভাগ্যজনক স্বপ্ন, শুভস্বপ্ন, ভাল স্বপ্ন।

মঙ্গলহত্থী (পুং) মঙ্গলহস্তী, রাজার বাহক হস্তী, যেই হাতি রাজাকে বহন করিয়া থাকে।

মঙ্গলিক (বিণ) ১ যাহাকে বিশিষ্টরূপে আহার প্রদান করা হয় এমন, যাহাকে পরিতৃপ্ত করা হইতেছে এমন, যাহার ভাবী লক্ষণসমূহ এই এই রূপ অথবা অমুক অমুক সদৃশ, অনুরাগী। (জাতক) **কোতূহল মঙ্গলিক**— উত্তেজনা অনুরাগী। ২ কুসংস্কার সংক্রান্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মাঙ্গলিক, মঙ্গলবিষয়ক, মঙ্গলজনক, শুভকর, মঙ্গল নির্ধারণকার্য করে এমন, শুভাশুভ চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া কার্য করে এমন। (বিনয়) **গিহী মঙ্গলিক**—গৃহীর

ন্যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যাহারা শুভাশুভ লক্ষণ দেখিয়া কার্য করে জাতক গ্রন্থে তাহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হইয়াছে, যেমন—**দিট্‌ঠং** (দৃষ্ট), **সুতং** (শ্রুত), **মুতং** (ধারণাকৃত); ইহাদিগকে বলা হয়:—**দিট্‌ঠ মঙ্গলিক** (দৃষ্টমাঙ্গলিক), **সুতমঙ্গলিক** (শ্রুতমাঙ্গলিক), **মুতমঙ্গলিক** (ধারণাকৃত মাঙ্গলিক)। (জাতক) **দিট্‌ঠমঙ্গলিক পঞ্‌হ**—দৃষ্ট মাঙ্গলিক প্রশ্ন অর্থাৎ কোনও লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া উহার শুভাশুভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। ⟹ **দিট্‌ঠ** (১)।

মঙ্গলিক পঞ্‌হ—মঙ্গল বিষয়ক প্রশ্ন, কিসে মঙ্গল হয় এরূপ প্রশ্ন। ⟹ **মঙ্গলিক** (২)।

মঙ্গল্য (ক্লী) মঙ্গল, শুভলক্ষণ, আশাদায়ক বিষয়, অনুকূল বিষয়, ভাগ্য, সৌভাগ্য, অদৃষ্ট, ঐশ্বর্য, নিয়তি।

মঙ্গুর (পুং) মাগুর মাছ, একজাতীয় মৎস্যবিশেষ। (বিণ) ঘন হলদে বর্ণের, সোনালি রঙের, স্বর্ণবর্ণের।

মঙ্গুরচ্ছবি (পুং) ১ সোনালি রঙের ছবি, স্বর্ণচ্ছবি, স্বর্ণবর্ণের সৌন্দর্য বা শোভা। ২ ঘন হলদে বর্ণের চিত্র বা আলেখ্য।

মঙ্গুরচ্ছবী (স্ত্রী) = **মঙ্গুরচ্ছবি**। ⟹ **মঙ্গুরচ্ছবি**।

মঙ্গুল (বিণ) পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, পিঙ্গল রঙের, ঈষৎ পীতবর্ণের।

মঙ্গুলী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের মুখ ঈষৎ পীতবর্ণ, ঈষৎ পীতবর্ণের স্ত্রীলোক।

মচ্চ (বিণ) মরণশীল, মৃত্যুর অধীন, নশ্বর, মর, প্রাণহর, মারাত্মক, সাংঘাতিক, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, ভয়ানক, দারুণ, দীর্ঘ ও বিরক্তিকর। (পুং) মানব, মনুষ্য, মরণশীল সত্ত্বগণ। (জাতক) **জাতান মচ্চানং**—উৎপন্ন এবং মরণশীল সত্ত্বগণকে।

মচ্চারত্তা—জ্ঞানহীন বা নির্বোধ মানুষেরা, উত্তেজিত লোকগণ। ⟹ **মচ্চ, রত্ত** (১গ)।

মচ্চু (পুং) মৃত্যু, মরণ, প্রাণবিয়োগ, মৃত্যুরাজ, যমরাজ। (করণকারকে) **মচ্চুনা**। (সম্বন্ধপদে) **মচ্চুনো**। = **মরণ, মার, মচ্চুরাজ**।

মচ্চুতর (বিণ, পুং) মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে জয়কারী, মৃত্যু উত্তরণ, মৃত্যুঞ্জয়ী, যিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন। = **মরণং তরেয্য** (চুলনির্দেশ)। ⟹ **তর** (পুং)।

মচ্চুধেয্য (ক্লী) মৃত্যুরাজের অধিকার বা রাজ্য, মৃত্যুরাজের পরিবেশ বা গণ্ডি, মৃত্যুর সীমানা। (বিণ) মৃত্যুর অধীন, মৃত্যুর বশীভূত। = **মারধেয্য, মরণধেয্য**। (চূলনির্দেশ) **মচ্চুধেয্য বুচ্চন্তি কিলেসা চ খন্ধাচ অভিসঙ্খারা চ; মচ্চুধেয্য পার মচ্চুধেয্যস্‌স পারং বুচ্চতি অমতং নিব্বানং**। = **মচ্চু এত্থ ধীযতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⟹ **ধেয্য**।

মচ্চুপরাযণ (বিণ) মৃত্যুপরায়ণ, মরণশীল, পরিবর্তনশীল, মরণের দিকে এগিয়ে যায় এমন, মৃত্যুর অধীন, মৃত্যুর বশীভূত। ⟹ **পরাযণ** [বিণ(১)]।

মচ্চুপরাযন = **মচ্চুপরাযণ**। ⟹ **মচ্চুপরাযণ**।

মচ্চুপরেত = **মচ্চুপরাযণ**। ⟹ **মচ্চুপরাযণ**।

মচ্চুপাস (পুং) মৃত্যুপাশ, মৃত্যুর ফাঁদ, মৃত্যুরাজের বন্ধনী।

মচ্চুভয—মৃত্যুভয়, মরণের ভয়।

মচ্চুমঞ্চপরাযণ = **নীলমঞ্চ পরাযণ**। ⟹ **নীলমঞ্চ পরাযণ, মঞ্চপরাযণ**।

মচ্চুমঞ্চপরাযন=**মচ্চুমঞ্চপরাযণ**। ⟹ **মচ্চুমঞ্চপরাযণ**।

মচ্চুমরণ—মৃত্যুবরণ, মৃত্যুতে মরণ। (মধ্যম নিকায় অর্থকথায়) **মচ্চু-মরণং'তি মচ্চু-সঙ্খাতং মরণং তেন সমুচ্ছেদ মরণাদীনি নিসেধেতি**। "**মরণ**" সম্বন্ধে বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

মচ্চুমুখ (ক্লী) মৃত্যুমুখ, মৃত্যুগ্রাস, যমের কবল।

মচ্চুযুদ্ধ—মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ। ⟹ **যুদ্ধ**।

মচ্চুরাজ (পুং) মৃত্যুরাজ, যমরাজ। = **মচ্চু**। = **মারো পি মচ্চুরাজা মরণং পি**।

মচ্চুরাজা (পুং) = **মচ্চুরাজ**। ⟹ **মচ্চুরাজ**।

মচ্চুবস (পুং) মৃত্যুর বশ, মৃত্যুর অধিকার, মৃত্যুরাজের ক্ষমতা।

মচ্চুহাযিন (বিণ) মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন এমন, মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন এমন, মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী, মৃত্যুকে পরিত্যাগকারী, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে পরাভূত বা পরাভব করিয়াছেন। (তুলনীয়) **মচ্চুতর**। ⟹ **হাযিন**।

মচ্চুহাযী (বিণ) = **মচ্চুহাযিন**। ⟹ **মচ্চুহাযিন**।

মচ্ছ (পুং) মাছ, মৎস্য, মীন। (জাতক) **ফন্দতি মচ্ছা**—মাছগুলি (শুষ্কভূমিতে) ধড়ফড় করিতেছে। = **অম্বুচারিন** (চুল্লনিদ্দেস)। (মধ্যম নিকায়) **পূতিমচ্ছ**। (জাতক) **বহুমচ্ছ**—অনেক মাছ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লোণমচ্ছ**। (জাতক) **রোহিতমচ্ছ**।

মচ্ছগন্ধ (পুং) মাছের গন্ধ। ⟹ **গন্ধ** (১)।

মচ্ছগুম্ব (পুং) মাছের ঝাঁক। ⟹ **গুম্ব**।

মচ্ছঘট (পুং) মাছের ঝাঁক। ⟹ **ঘট** (২)।

মচ্ছঘাতক (বিণ) মৎস্যঘাতক, যে ব্যক্তি মাছ মারে, মৎস্যবধক। (পুং) জেলে, ধীবর, মেছুর, শাকুনিক। ⟹ **ঘাতক**।

মচ্ছণ্ড (ক্লী) [মচ্ছ+অণ্ড] মৎস্যাণ্ড, মাছের ডিম।

মচ্ছণ্ডী (স্ত্রী) [মচ্ছ+অণ্ডী] মাছের ডিমের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক প্রকার চিনি।

মচ্ছবন্ধ (পুং) ধীবর, মেছুয়া, যে ব্যক্তি মাছ ধরিবার জন্য জাল পাতে, জেলে। (তুলনীয়) **মচ্ছিক**।

মচ্ছভণ্ড—মাছের খাদ্য, যাহা মাছ গোগ্রাসে গিলিয়া ফেলে, মাছের আহার।

মচ্ছভোজন (ক্লী) মৎস্যভোজন, মাছ খাওয়া। ⟹ **পঞ্চভোজন**।

মচ্ছমংস (ক্লী) মাছ এবং মাংস, মাছের মাংস।

মচ্ছর (বিণ) মাৎসর্য পরায়ণ, কৃপণ, পরশ্রীকাতর, ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ স্বভাবের, ঈর্ষান্বিত, অসূয়াপরবশ, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব।

মচ্ছরং (ক্লী) মাৎসর্য, কৃপণ লোক, ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, দ্বেষ, হিংসা, হিংসার পাত্র, অতিরিক্ত ধনলিপ্সা, লোভ। (সুত্তনিপাত) **বীতমচ্ছর**। = **মচ্ছরিয**।

মচ্ছরাযতি (ক্রি) মাৎসর্যপরায়ণ হওয়া, পরশ্রীকাতর হওয়া, স্বার্থপর হওয়া, পেটুক হওয়া, ধনলোভী হওয়া, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ হওয়া, কৃপণ হওয়া, ঈর্ষান্বিত হওয়া, অসূয়াপরবশ হওয়া।

মচ্ছরাযনা (স্ত্রী) স্বার্থপর অবস্থা, স্বার্থপরতা, পরশ্রী-কাতরতা, মাৎসর্যতা। = **মচ্ছরিয**।

মচ্ছরাযিতত্ত (ক্লী) = **মচ্ছরাযনা**। ⟹ **মচ্ছরাযনা**।

মচ্ছরিন (বিণ) মাৎসর্যপরায়ণ, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষান্বিত, অসূয়াপরবশ, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। ⟹ **মচ্ছর**।

মচ্ছরিয (ক্লী) মাৎসর্য, পরশ্রীকাতর, অতিরিক্ত ধন-লিপ্সা, লোভ, নীচতা, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, দ্বেষ, হিংসা, হিংসার পাত্র, পাপ রিপু বা মনোভাবসমূহের মধ্যে একটি এবং প্রেতলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার মূলকারণ। = **মচ্ছরং, মচ্ছের**। (ধর্মপদ) **ইস্সা-মচ্ছরিয**। (সুত্তনিপাত) **মচ্ছরিযযুত্ত**। "**মচ্ছরিয**" পঞ্চবিধ, যথা—**আবাস-মচ্ছরিয, কুলমচ্ছরিয, লাভমচ্ছরিয, বণ্ণমচ্ছরিয, ধম্মমচ্ছরিয**। পাপরিপু বা মনোভাবসমূহের মধ্যে "মাৎসর্য"; মনের কুস্বভাব যাহাকে জ্ঞানের প্রভাবে বিদূরিত করিতে হয় (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ইদং অচ্ছরিযং মযহং এব হোতু, মা অঞ্ঞস্স অচ্ছরিযং হোতূ'তি পবত্তত্তা মচ্ছরিযং'তি বুচ্চতি**।

মচ্ছরিযযুত্ত (বিণ) মাৎসর্যযুক্ত, হিংসাযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, স্বার্থপরতা আছে এমন। ⟹ **মচ্ছরিয**।

মচ্ছরিযা পকত (বিণ) মাৎসর্য দ্বারা পীড়িত, হিংসা দ্বেষ দ্বারা ক্লিষ্ট, স্বার্থপরতায় উৎপীড়িত, আত্মসর্বস্ব মনোভাব দ্বারা যন্ত্রণাপ্রাপ্ত। ⟹ **মচ্ছরিয, পকত**।

মচ্ছরী (পুং) কৃপণ, হতভাগ্য, মাৎসর্য। ⟹ **মচ্ছর, মচ্ছরিয**। (বিণ) = **মচ্ছরিন**। ⟹ **মচ্ছরিন**।

মচ্ছবালক—বিশেষ ফ্যাশানে তৈরি বস্ত্র বা পরিচ্ছদ (যাহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ)।

মচ্ছবিলোপ—মাছের টান বা আকর্ষণ। ⟹ **বিলোপ**।

মচ্ছসকলিক (পুং) মৎস্যাশল্ক, মাছের আঁইশ, "মাছের টুকরা" (মাছের অস্থি?), (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) আঙুলের নখসমূহের সংস্থান বা গঠন।

মচ্ছসকলিকা (স্ত্রী) মাছের টুকরা। ⟹ **সকলিকা**।

মচ্ছিক (পুং) মেছুয়া, ধীবর, জেলে। ⟹ **মচ্ছবন্ধ**।

মচ্ছী (স্ত্রী) মৎস্যী, স্ত্রীজাতীয় মাছ।

মচ্ছের (ক্লী) = **মচ্ছরিয**। ⟹ **মচ্ছরিয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মচ্ছের মল; বিগত-মল-মচ্ছের**।

মচ্ছের মল—মাৎসর্যরূপ মল, স্বার্থপরতারূপ মনের ময়লা, দ্বেষ-হিংসারূপ মনের কলুষতা। ⟹ **মচ্ছের**।

মজ্জ (ক্লী) ১ মদ্য, মদ, সুরা, মাদক দ্রব্য, উত্তেজক পানীয়, মত্ততাজনক মদ্য, কোহল, আসব, শরাব। (সুত্তনিপাত) **মজ্জপান**। = **সুরা চ মেরযঞ্চ**। ২ সুরাপানের স্থান। = **পানাগার, সুরাগেহ**।

মজ্জতি (ক্রি) ১ = **মুজ্জতি**। ⟹ **মুজ্জতি**। ২ [√মদ+য] মাতাল হওয়া, উন্মত্ত হওয়া, উল্লসিত হওয়া, বিহ্বল হওয়া, জয়োল্লাসে উন্মত্ত হওয়া, অত্যন্ত আনন্দ অনুভূত হওয়া অথবা গর্বিত হওয়া। (অতীত) **মজ্জি**; (যৌগিকে) **পমজ্জি**। (অ-বিণ) **মত্ত**। (ব-বিণ) **মজ্জন্ত**। (সপ্তমী) **মজ্জে, মজ্জেয্য**; (সুত্তনিপাত) **ন চ মজ্জে**; (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **ন পমজ্জে**; (জাতকে) **মজ্জেয্য**। (ক্রি-বি) **মজ্জিত্বা**। ৩ [√মজ+অ] মোছা, পরিষ্কার করা, চোখের জল মোছা, মুছিয়া তুলিয়া ফেলা, বিশুদ্ধ করা, পালিশ করা, মসৃণ করা, চিক্কণ করা, সুন্দর ও সুসভ্য করা, সুরুচিসম্পন্ন করা। (তুলনীয়) **সম্মজ্জতি**। (অতীত) **মজ্জি**। (অ-বিণ) **মজ্জিত, মট্ঠ**। (ব-বিণ) **মজ্জন্ত**। (ক্রি-বি) **মজ্জিত্বা**।

মজ্জন (ক্লী) ১ শরাবমত্ততা, মাতলামি, অতিশয় উত্তেজনা, উল্লাস। ২ কর্তব্যকার্যে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, শৈথিল্য, অবহেলা।

মজ্জনা (স্ত্রী) মাজন, মার্জন, মার্জনা, মাজা, প্রক্ষালন, পরিষ্করণ, পোঁছা, দোষ স্কালন, মসৃণকরণ, সুন্দর ও সভ্যকরণ, সুরুচিসম্পন্নকরণ, পালিশকরণ, মাজার কাজ, পরিষ্কারকরণ, হাত বুলানোর কাজ।

মজ্জপ (বিণ) মদ্যপ, সুরাপায়ী, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে ব্যক্তি তীব্র সুরা পান করে, মাতাল, মদখোর। = **মজ্জপায়ী**। ⟹ **পি** (৬)।

মজ্জপান (ক্লী) মদ্য পান, সুরা পান। ⟹ **পান**।

মজ্জপাযক (বিণ) = **মজ্জপ**। ⟹ **মজ্জপ**।

মজ্জপাযিন (বিণ) = **মজ্জপাযী**। ⟹ **মজ্জপাযী**।

মজ্জপাযী (বিণ) মদ্যপায়ী, মদ্যপায়িন্, মদখোর, মাতাল। = **মজ্জপ, মজ্জপাযিন, মজ্জপাযক**।

মজ্জরী (স্ত্রী) বিড়ালী, মার্জারী।

মজ্জরু = **মজ্ঝারু**। ⟹ **মজ্ঝারু**।

মজ্জবণিজ্জা (স্ত্রী) মদ্যবাণিজ্য, মদের বণিক, মদ্য-বিক্রেতা। ⟹ **বণিজ্জা**।

মজ্জবিক্কয—মদ্যবিক্রয়, মদ বিক্রয়, সুরা বিক্রয়। ⟹ **বিক্কয**।

মজ্জবিক্কযী (বিণ, পুং) মদ বিক্রয়কারী, সুরা বিক্রয়কারী। (পুং) মদ্যবিক্রেতা।

মজ্জার (পুং) মার্জার, বিড়াল, খট্টাস, খাটাশ। (বিনয়) **মজ্জারচম্ম**।

মজ্জার চম্ম (ক্লী) বিড়ালের চামড়া, মার্জার চর্ম। ⟹ **মজ্জার**।

মজ্জারি (স্ত্রী) বিড়ালী, স্ত্রীজাতীয় বিড়াল। = **মজ্জারী**। (বিনয়) **মজ্জারিচম্ম**।

মজ্জারিচম্ম (ক্লী) বিড়ালীর চামড়া, স্ত্রীজাতীয় বিড়ালের চর্ম। ⟹ **মজ্জারি**।

মজ্জারী (স্ত্রী) বিড়ালী, স্ত্রীজাতীয় বিড়াল। ⟹ **মজ্জার**।

মজ্জিক (পুং) তীব্র সুরা ব্যবসায়ী, যে ব্যক্তি শুঁড়িখানা বা মদের দোকান রাখে।

মজ্জিত (বিণ) মার্জিত, পরিস্কৃত, প্রক্ষালিত, নির্দোষকৃত, পালিশকৃত। (বিমানবথু) **সুটঠু মজ্জিত**। = **মটঠ**। ⟹ **মজ্জতি** (৩)।

মজ্ঝ (পুং) মধ্যস্থান, মধ্যবিন্দু বা অংশ, কটি বা কটিদেশ, কোমর। (বিণ) মধ্য, মধ্যস্থ, মধ্যস্থিত, মধ্যবর্তী; যেমন—১ (উচ্চতা বা বিস্তৃতি সম্বন্ধে) মধ্যম বা মাঝারি ধরনের উচ্চতা; ২ (কাল বা সময় সম্বন্ধে) মধ্যবয়স্ক (তুলনামূলক পার্থক্যে, যেমন—**দহর**—যুবক, থের—বৃদ্ধ)।

মজ্ঝং (ক্লী) মধ্যস্থান, মধ্যবিন্দু বা অংশ, কটি বা কটিদেশ, কোমর। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তস্স উরমজ্ঝং ঘংসেন্তি**।

মজ্ঝক (বিণ) (কোনো দুইটির অথবা বহুর) মধ্যে আছে বা পড়িয়া রহিয়াছে এমন, মধ্যবর্তী। যেমন—**পাচীন যবমজ্ঝক (দক্খিণমজ্ঝক; পচ্ছিমমজ্ঝক; উত্তরমজ্ঝক) নিগম**—(মিথিলার নিকটবর্তী চারিটি "**নিগম**" এর নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে) পূর্বদিকস্থ (দক্ষিণদিকস্থ, পশ্চিমদিকস্থ ও উত্তরদিকস্থ) শস্যভূমির মধ্যে অবস্থিত বাজার স্থান (হাটবাজার বা শহর)।

মজ্ঝটঠ (বিণ) = **মজ্ঝত্ত**। ⟹ **মজ্ঝত্ত**।

মজ্ঝণ্হ (পুং) মধ্যাহ্ন সময়, দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন, চরমসীমা, উন্নতি। ⟹ **পুব্বণ্হ**। (বিণ) মাধ্যাহ্নিক, দুপুর, মধ্যাহ্ন। **মজ্ঝণ্হ সময়ে**।

মজ্ঝত্ত (বিণ) মধ্যস্থ, মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে এমন, শালিসী, তৃতীয় ব্যক্তিস্বরূপ, নিরপেক্ষ, উদাসীন, নপুংসক জাতীয়, স্বার্থশূন্য, অপক্ষপাতী, সাধারণ শ্রেণীর, না ভাল না মন্দ, সমদর্শী, ন্যায়পর, কোনো পক্ষেই লিপ্ত নহে এমন, মধ্যস্থিত। (জাতক) **পরম-মজ্ঝত্ত উপেক্খাপারামী**। (পুং) ঔদাস্য, উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, অপক্ষপাতিতা, শালিস, অপ্রয়োজনীয়তা, মনের স্থৈর্য বা সমাবস্থা, মনের সমভাব, মনের স্থিরতা। = **উপেক্খা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মজ্ঝত্ত পাযোগতা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মজ্ঝত্ত উপেক্খা**। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থে সমার্থবাচক শব্দ:—**মৃদু-মধ্যাক্ষান্তি**—আধ্যাত্মিক শান্তি অবস্থা (যোগসূত্র)।

মজ্ঝত্ততা (স্ত্রী) মধ্যস্থতা, ঔদাসীন্য, শালিসি, মধ্যবর্তিতা, নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা, মনের সমভাব, মনের স্থিরতা, ঔদাস্য, উপেক্ষা, অপক্ষপাতিতা, অপ্রয়োজনীয়তা, মনের সমতা বা সাম্য অবস্থা, মনের স্থিরতা। = **উপেক্খা, পস্সদ্ধতা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সত্তমজ্ঝত্ততা; সঙ্খার মজ্ঝত্ততা**।

মজ্ঝত্তিক (বিণ) মধ্যস্থ, নিরপেক্ষ। = **মজ্ঝত্ত**।

মজ্ঝত্থ = **মজ্ঝত্ত**। ⟹ **মজ্ঝত্ত**।

মজ্ঝদেস (পুং) মধ্যদেশ, মধ্যবর্তী দেশ। = **মজ্ঝিম-দেস**।

মজ্ঝন্তিক (পুং) [মজ্ঝ+অন্ত+ইক] মধ্যাহ্ন, চরম সীমা, উন্নতি, দিনের মধ্যবর্তী বা মাধ্যাহ্নিক সময়। (জাতক) **যাব উপকটঠ মজ্ঝন্তিকা; মজ্ঝন্তিকাতিকম্ম আগমি**। (সংযুক্ত নিকায়) **মজ্ঝন্তিক কাল**। (চুল্লনিদ্দেস) **মজ্ঝন্তিক সময়**।

মজ্ঝন্তিক কাল (পুং) দিবসের মধ্যাহ্ন সময়। = **মজ্ঝন্তিক**।

মজ্ঝন্তিক সময (পুং) = **মজ্ঝন্তিক কাল**। ⟹ **মজ্ঝন্তিক কাল**।

মজ্ঝাণ্হ (পুং) দুপুরবেলা, মধ্যাহ্ন, বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকার মধ্যবর্তী সময়। ⟹ **মজ্ঝণ্হ**।

মজ্ঝারু—একজাতীয় ছোট ছোট গাছ।

মজ্ঝিম (বিণ) মধ্যম, মধ্যস্থিত, মধ্য, মাঝারি, মধ্যস্থ, মধ্যবর্তী, সামান্য, মাঝারি ধরনের, না ভাল না মন্দ, মিতাচারী, অনতিরিক্ত, অনুগ্র, পরিমিত, নিকৃষ্ট, অপ্রধান, গৌণ, অধীন, দ্বিতীয় স্থানস্থ, মাধ্যমিক, কেন্দ্রীয়, কেন্দ্র সম্বন্ধীয়। এই শব্দটি "ছোট-মধ্যম-বড়" অথবা "প্রথম-মধ্যম-অন্ত" ভেদে ব্যবহৃত হয়, যেমন—১ ধাপ বা পদ-সম্বন্ধে:-(দীর্ঘনিকায়) **হীন-মজ্ঝিম-পণীত তিস্সো ধাতুযো**। (ধর্মসঙ্গণী) **হীন-মজ্ঝিম-পণীত ধম্মা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হীন-মজ্ঝিম-পণীত সীলং; হীন-মজ্ঝিম-উক্কটঠ**। (বিনয়) **ওমক-মজ্ঝিম-উক্কটঠ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খুদ্দক-মজ্ঝিম-মহা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **লামক-মজ্ঝিম-পণীত** (অর্থাৎ "**লোকুত্তর**") **ধম্মা**। (সদ্ধম্মোপাযন) **পরিত্ত-মজ্ঝিম-উলার**। ২ সময় সম্বন্ধে:—(জাতক) **পঠমে (পঠমে)-যামে মজ্ঝিম-যামে পচ্ছিম-যামে**। (পেতবথু অর্থকথা) **পঠমে-বযে মজ্ঝিম-বযে পচ্ছিম-বযে**।

মজ্ঝিমং (ক্লী) কটিদেশ, কোমর, মধ্যবর্তী দেশ বা স্থান। (যৌগিকে) **সুমজ্ঝিমা** (জাতক)।

মজ্ঝিম কিচ্চ (ক্লী) রাত্রির মধ্যম যামের অথবা মধ্যরাত্রির করণীয় কর্তব্য। ⟹ **পচ্ছিমকিচ্চ**।

মজ্ঝিম তণ্ডুল (ক্লী) মধ্যমাকারের চাউল, না উত্তম না নিকৃষ্ট মধ্যম গোছের বা মাঝারি ধরনের চাউল। ⟹ **তণ্ডুল**।

মজ্ঝিমদেস (পুং) (ভারতের) মধ্য প্রদেশ, মধ্যদেশ। = **মজ্ঝদেস**।

মজ্ঝিমপত্ত—মধ্যম আকারের পাত্র। ⟹ **উক্কটঠ** (২)।

মজ্ঝিম পুরিস (পুং) মধ্যম পুরুষ, মাঝারি ধরনের পুরুষ, না দীর্ঘ না খাট বা বেঁটে তন্মধ্যম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ (ব্যাকরণে ক্রিয়াবিভক্তি নির্ণয়ে)। ⟹ **পুরিস** (১)।

মজ্ঝিমযাম (পুং) রাত্রির মধ্যম যাম, মধ্যরাত্রি, রাত দুপুর। ⟹ **মজ্ঝিম, পচ্ছিমযাম**।

মজ্ঝিমবয (পুং) মধ্যমবয়স, বয়সের মধ্যভাগ। (বিপ) **পঠমবয, পচ্ছিমবয**। ⟹ **মজ্ঝিম**।

মজ্ঝিম বযোক্খন্ধ—মধ্যম বয়সস্কন্ধ, বয়সের মধ্যভাগ, মধ্যম বয়স অর্থাৎ যৌবন অবস্থা। ⟹ **মজ্ঝিমবয, বযোক্খন্ধ**।

মজ্ঝে (অধিকরণ কারক, ক্রি-বিণ) মধ্যে। ১ (অব্যয়ে, সম্বন্ধ পদে) দুইয়ের মধ্যে, বন্ধুর মধ্যে। (জাতক) **সকুণানং মজ্ঝে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিসা মজ্ঝে**। (জাতক) **মজ্ঝে ছেত্বা**—মধ্যাংশে কাটিয়া। ২ বিশেষ সমর্থকযুক্ত ব্যতিরেকে স্বীকৃত মতবাদীভাবে:—"বর্তমান অস্তিত্বের অবস্থায়", অতীত এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে "**উভো অন্তা মজ্ঝে**" (সূত্রনিপাত)। মহানির্দেশে "**মজ্ঝে**" শব্দের বর্ণনায় "**মজ্ঝং বুচ্চতি পচ্চুপ্পন্না রূপা**" ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **পুব্বে মজ্ঝে পচ্ছা**। (ধর্মপদ) "**পুরে মজ্ঝে পচ্ছতো**" অর্থাৎ "**পচ্চুপ্পন্নেসু খন্ধেসু**" (ধর্মপদ অর্থকথা)।

মজ্ঝে কল্যাণ ⟹ **কল্যাণ**।

মঞ্চ (পুং) মঞ্চ, পর্যঙ্ক, খাট, মাচা, টোঙ, উন্নত স্থান, বেদী, উচ্চ মঞ্চ-বিশেষ, পালঙ্ক, শয্যা, আরাম কেদারা-বিশেষ, মাদুর, গদি। বিনয়ে চতুর্বিধ "**মঞ্চ**" উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—**মসারক, বুন্দিকাবদ্ধ, কুড়ির-পাদক, আহচ্চপাদক** (⟹ **পীঠ**)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মঞ্চং বন্ধতি**—মঞ্চ বন্ধন করা অথবা দুইটি একত্রে বন্ধন করা। (জাতক) **হেট্ঠামঞ্চে**—শয্যার নীচে, মঞ্চের নীচে (যেখানে গৃহপালিত পশু প্রভৃতি থাকে এবং উদ্যানের যেখানে প্রেমাসক্ত যুবক শুইয়া থাকে)। = **মঞ্চক**।

মঞ্চ অতিমঞ্চ—খাটের উপর খাট, মঞ্চের উপর মঞ্চ অর্থাৎ কোনো মেলায় বা উৎসবে মহা আসনের নিমিত্ত যে বেদীর উপর চেয়ার-টেবিল দেওয়া হয় উহা।

মঞ্চক (পুং) ছোট খাট বা পালঙ্ক, ছোট শয্যা, মঞ্চ, বিছানা, খাটিয়া, পালঙ্ক, খাট, বেদী। = **মঞ্চ**।

মঞ্চনা = **মঞ্ঞনা**। ⟹ **মঞ্ঞনা**।

মঞ্চপরাযণ (বিণ) শয্যায় সীমাবদ্ধ, মঞ্চে সংকীর্ণ বা কারারুদ্ধ, পালঙ্কে সমাপ্ত করে বা শেষ করে এরূপ, শয্যায় রক্ষিত, গদিতে বিনাশ হয় এরূপ। (পেতবত্থু) **নীলমঞ্চপরাযণ**—(চরিত্রে) কবরিত হইয়াছে এরূপ।

মঞ্চপরাযন = **মঞ্চপরাযণ**। ⟹ **মঞ্চপরাযণ**।

মঞ্চপীঠ (ক্লী) খাটপালঙ্ক কেদারা প্রভৃতি গৃহসজ্জা, গৃহসজ্জা, গৃহাদির আসবাবপত্র, গৃহাদির সরঞ্জাম, মঞ্চ এবং পীঠ। ⟹ **মঞ্চ, পীঠ**।

মঞ্চবান (ক্লী) শয্যার জন্য ব্যবহৃত অথবা খাটপালঙ্কে ব্যবহৃত জালের ন্যায় বস্তু, গদিতে পোরা তুলাদি, পালঙ্কে বিছাইবার তুলাভরা তোশক। ⟹ **বান** (১)।

মঞ্চসযন (ক্লী) মঞ্চের উপর শয়নকরণ, খাটপালঙ্কের উপর শয়ন বা ঘুমানো। ⟹ **সযন** (১)।

মঞ্জেট্ঠ = **মঞ্জেট্ঠ**। ⟹ **মঞ্জেট্ঠ**।

মঞ্জরি = **মঞ্জরী**। ⟹ **মঞ্জরী**।

মঞ্জরিকা (স্ত্রী) = **মঞ্জরী**। ⟹ **মঞ্জরী**।

মঞ্জরিত (বিণ) মঞ্জরিত, অঙ্কুরিত, মুকুলিত, (পূর্ণাকার প্রাপ্ত বা পূর্ণবর্ধিত) পুষ্পবৃন্তিকাযুক্ত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফোটা ফুলযুক্ত)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মঞ্জরিত পত্ত**—সম্পূর্ণ ফোটা ফুলযুক্ত পাতা।

মঞ্জরী (স্ত্রী) মঞ্জরি, মঞ্জরী, শীষ, অঙ্কুর, মুকুল, বৃন্ত, তিলক বৃক্ষ, ফুলের বৃন্ত বা ডাঁটা, গুচ্ছ, থোলো, শাখা বিস্তৃতকরণ, শাখায় বিভক্তকরণ, পল্লব।

মঞ্জিট্ঠ (বিণ) গাঢ় লাল বর্ণের, লাল বর্ণের, মঞ্জিষ্ঠ।

মঞ্জিট্ঠা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা, রক্তবর্ণ লতাবিশেষ, কাঁইচ গুলা যাহা জহুরি বা মণিকারগণ নিক্তির ওজন দিতে ব্যবহার করিয়া থাকে।

মঞ্জীর (পুং, ক্লী) মঞ্জীর, চরণাভরণ, পায়ের মল, পাঁইজোর, নূপুর।

মঞ্জু (বিণ) মঞ্জু, মধুর, মনোজ্ঞ, মনোহর, মুগ্ধকারী, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মিষ্ট, স্বাদু, সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বরবিশিষ্ট, সুন্দর, সুললিত, টাটকা, তাজা, অলবণাক্ত, নম্র, অমায়িক, অত্যন্ত মনোরম বা প্রিয়। বুদ্ধ এবং ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর সম্বন্ধীয় অষ্টবিধ গুণের মধ্যে একটি (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **বিন্দু, অট্ঠঙ্গ**। (ক্লী) সুন্দরচিহ্ন, সুন্দর সংজ্ঞা, সুন্দর যশ বা খ্যাতি, মনোজ্ঞ মন্তব্য, মুগ্ধকারী দৃষ্টি, মধুর শব্দ বা রব (জাতকে অরণ্যস্থ মৃগ-সম্বন্ধে)। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **করবীক রুতমঞ্জু**।

মঞ্জুক (বিণ) সুস্বরযুক্ত, মধুর বা সুললিত স্বর আছে এমন, যাহার কণ্ঠস্বর মুগ্ধকারী বা সুন্দর এমন। = **মঞ্জুস্সর, মঞ্জুভাণক**।

মঞ্জুপাদুকা (স্ত্রী) ঘাস দ্বারা তৈরি পাদুকা, ঘাসের চটি জুতা।

মঞ্জুভাণক (বিণ, পুং) মধুর ভাষণকারী, যে সুন্দর কথা বলে এমন, সুস্বরবিশিষ্ট। = **মঞ্জুক**। ⟹ **মঞ্জুভাণিন**।

মঞ্জুভাণিকা (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক মিষ্ট কথা বলে, যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মিষ্ট বা মধুর, মধুর স্বরে ও সুরে আবৃত্তিকারিণী। ⟹ **ভাণিকা**।

মঞ্জুভাণিন (বিণ, পুং) মিষ্টভাষী, মধুর আলাপী, যে ব্যক্তি

মিষ্ট কথা বলে। = **মঞ্জুভাণক**।

মঞ্জুস্সর (বিণ) মধুর স্বর। = **মঞ্জুভাণক, মঞ্জুক**।

মঞ্জুসক (পুং) স্বর্গীয় এক বৃক্ষের নামবিশেষ যাহা সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত।

মঞ্জুসা (স্ত্রী) মঞ্জুষা, মঞ্জূষা, সিন্দুক, কৌটা, মণি-রত্ন রাখিবার আধার, বাক্স, দলিলপত্র ও মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিবার পেটিপেটরা বা বাক্স। (জাতক) **সুবণ্ণ পত্তং মঞ্জুসায নিক্খিপাপেসি; সুবণ্ণপত্তং সার-মঞ্জুসাযং ঠপেত্বা কালং অকাসি**।

মঞ্জেট্‌ঠ (বিণ) হালকা (উজ্জ্বল) রক্তবর্ণ, গাঢ় লাল, লাল বর্ণের, লাল। বিনয়ে সাধারণত পঞ্চবর্ণের কথা উল্লেখ দেখা যায়, যথা—**নীল, পীত, লোহিতক, মঞ্জেট্‌ঠ, ওদাত**। = **মঞ্জিট্‌ঠ**।

মঞ্জেট্‌ঠক (বিণ) গাঢ় লাল, উজ্জ্বল রক্ত বর্ণবিশিষ্ট, (চরিত্রে) দীপ্তিশালী। (বিমানবত্থুতে) "**নেগুন্দো, সিন্ধবার**" বৃক্ষের ন্যায় লাল অথবা করবী ফুলের কুঁড়ির ন্যায় লাল (⟹ **কণবীর**)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) "**সিন্ধবার**" শব্দের পরিবর্তে "**সিন্দুবার**" বৃক্ষের ন্যায় রক্তবর্ণ। সাধারণত পঞ্চবিধ প্রধান বা মৌলিক বর্ণ, যথা—**নীল, পীত, মঞ্জেট্‌ঠক, লোহিতক, ওদাত**।

মঞ্জেট্‌ঠা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ, গাঢ় রক্ত বর্ণ, লাল বর্ণ।

মঞ্জেট্‌ঠিক (বিণ) = **মঞ্জেট্‌ঠক**। ⟹ **মঞ্জেট্‌ঠক**।

মঞ্জেট্‌ঠিকা (স্ত্রী) আখের রোগ-বিশেষ, ইক্ষুর রোগ-বিশেষ।

মঞ্জেট্‌ঠী (স্ত্রী) (সংস্কৃত—মঞ্জিষ্ঠা) বঙ্গদেশীয় রক্তবর্ণ লতাবিশেষ, মঞ্জিষ্ঠা। ⟹ **মঞ্জিট্‌ঠা**।

মঞ্ঞতি (ক্রি) [√মন+য] ১ **ক** বিবেচনা করা, ভাবা, মনে করা বা হওয়া, কল্পনা করা, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, মতে হওয়া, বিবেচনায় হওয়া, ধারণায় হওয়া, অনুকূল ধারণায় হওয়া। (সূত্রনিপাত) **সীসং ... সুভতো নং মঞ্ঞতি বালো; যেন যেন হি মঞ্ঞন্তি, ততো তংহোতি অঞ্ঞথা**। (জাতক) **মঞ্ঞামি চিরং চরিস্সতি**—আমি মনে করি যে তাহাকে দীর্ঘকাল ভ্রমণে থাকিতে হইবে। **খ** দ্বিত্বভাবে করণ কারকে অর্থ:—গ্রহণ করা, ধারণ করা, বিবেচনা করা, চিন্তা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, যেমন—(পেতবত্থু) **নং তং মঞ্ঞামি মানুসিং**—আমি ধারণা করি অথবা আমার মনে হয় যে তুমি মনুষ্য নও। (দীর্ঘনিকায়) **যস্স দানি কালং মঞ্ঞতি**—সে এখন যেরূপ বা যেমন সময় মনে করে (অর্থাৎ সে ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পারে), সে যাহা উপযুক্ত মনে করে তাহা করিতে পারে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমরা অপেক্ষা করিব অর্থাৎ সময় নষ্ট হইলেও অথবা চলিয়া গেলেও (ইহা বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদানে বলা হইয়াছে "**মন্যতে কালং**") আমরা বুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব; (দীর্ঘনিকায়) **তং কিং মঞ্ঞসি** (মধ্যম পুরুষ বহুবচনে—**মঞ্ঞথ**)—এইটা তুমি কি মনে কর অথবা ইহাতে তোমার মত কি? সপ্তমী বিভক্তি—(উত্তম পুরুষ একবচনে) **মঞ্ঞেয্যং**—আমি মনে করি অথবা আমার মনে করা উচিত; (সংক্ষেপে) **মঞ্ঞে**; (প্রথমপুরুষ একবচনে) **মঞ্ঞেয্য, মঞ্ঞে**। ২ জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাসী হওয়া, তর্কে পরাভূত হওয়া, নিশ্চিত হওয়া, বিশ্বাসযোগ্য হওয়া, নিঃসন্দেহ হওয়া, সন্দেহহীন হওয়া, নিরাপদ হওয়া, নির্ভরযোগ্য হওয়া। = **জানাতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মঞ্ঞামি তুবং মরিস্সসি**। ৩ কল্পনা করা, বিবেচনা করা, গর্বিত হওয়া, অহঙ্কৃত হওয়া, দাম্ভিক হওয়া, সমারোহবিশিষ্ট হওয়া, আড়ম্বরপূর্ণ হওয়া, আত্মসম্ভ্রম-যুক্ত হওয়া, অভিমানী হওয়া, আত্ম-অভিমানী হওয়া, অহঙ্কার করা, আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া। (অতীত) **মঞ্ঞি**; (জাতক) **মঞ্ঞি'হং** (সম্ভবত **মঞ্ঞে'হং**?); (জাতক অর্থকথায়) **মঞ্ঞামি**। (অ-বিণ) **মঞ্ঞিত**, মত। (ব-বিণ) **মঞ্ঞমান, মঞ্ঞতে**। (ক্রি-বি) **মঞ্ঞিত্বা**।

মঞ্ঞনং—(তিনি) জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিয়া অহমিকা ও অসংযত বা বিচরণশীল মনের পরিকল্পনা হইতে দূরে বহুদূরে অবস্থান করেন। ⟹ **যমতং**।

মঞ্ঞনা (স্ত্রী) আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কার, অহমিকা, (প্রাচীন ব্যবহারিক অর্থে) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা। (মহানির্দেশ) **তণ্হামঞ্ঞনা, দিট্‌ঠিমঞ্ঞনা, মানমঞ্ঞনা, কিলেসমঞ্ঞনা** ইত্যাদি। বিশুদ্ধি মার্গের "**মঞ্চনা**" শব্দের পরিবর্তে "**মঞ্ঞনা**"?। ⟹ **মঞ্ঞিত**।

মঞ্ঞিত (ক্লী) কল্পনা, কল্পনা-শক্তি, উদ্ভাবন, মায়া, বিভ্রম। বিভঙ্গে নয় প্রকার "**মিঞ্ঞিতানি**" (বহুবচনে) দেখানো হইয়াছে, যথা—**অস্মি, অযং অহং অস্মি, ভবিস্সং, ন ভবিস্সং, রূপি ভবিস্সং, অরূপি ভবিস্সং, সঞ্ঞী ভবিস্সং, অসঞ্ঞী ভবিস্সং, নেবসঞ্ঞী-নাসঞ্ঞী ভবিস্সং**। এবম্বিধ নয়প্রকার "**ফন্দিতানি, পপঞ্চিতানি, সঙ্খতানি**" সম্বন্ধেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বিণ) কল্পিত, বিবেচিত, গর্বিত, অহঙ্কৃত। ⟹ **মঞ্ঞতি**।

মঞ্ঞিতত্ত (ক্লী) অহঙ্কার, গর্ব, দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা, ঔদ্ধত্য, দেমাক, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়, আত্মমর্যাদা-জ্ঞান।

মঞ্ঞে (সংক্ষিপ্ত ব্যবহারে ক্রি-বিণ) আমি মনে করি, আমার মনে হয়, আমি বিবেচনা করি, আমার বোধ হয়, আমি কল্পনা করি, নিশ্চয়রূপে, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, বাস্তবিকরূপে, প্রকৃতপক্ষে, আমার অনুমান

হয়, আমি অনুমান করি, অনুমেয়রূপে, স্বীকার্যভাবে। ⟹ **মঞ্ঞতি** (১খ)। (দীর্ঘনিকায়) **পততি মঞ্ঞে পচ্চত্থিক যসসা**। (সংযুক্ত নিকায়) **মঞ্ঞে'হং পবেলিযমানেন মঞ্ঞে কাযেন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মত মে মঞ্ঞে পুত্তো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মঞ্ঞে গোণো সমুট্ঠহে; তস্মা মঞ্ঞে সুমুত্তা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ন মঞ্ঞে**।

মটজ (ক্লী) কোনও অস্ত্রশস্ত্র-বিশেষ। (মধ্যম নিকায়) **মটজং নাম আবুধজাতং**।

মটাহক (বিণ) সংক্ষিপ্ত, খর্ব, খাট, হ্রস্ব, অনতিদীর্ঘ, অল্প, অপ্রচুর, কম, সামান্য, ক্রটিপূর্ণ, রূঢ়, অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ, ন্যূন, ক্ষুদ্র, অপর্যাপ্ত, নাতিদীর্ঘ। (বিনয়) **অতি মটাহক**।

মট্ট (বিণ) মোছা হইয়াছে এরূপ, পরিষ্কৃত, সমানকৃত, মসৃণকৃত, চৌরসকৃত, কোমলকৃত, শান্তকৃত, পালিশকৃত, চিক্কণ করা হইয়াছে এমন, সুন্দর ও সভ্যকৃত, সুরুচিসম্পন্ন করা হইয়াছে এরূপ, নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ক্রটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, নিষ্পাপ, পবিত্র, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়ো খেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণাজনক পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল। ⟹ **মজ্জতি** (২)। (তুলনীয়) **সম্মট্ঠ**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **মট্ঠ**। (দীর্ঘনিকায়) **যুগং মট্টং ধারণীযং**—সোনালি রঙে পালিশ করা বস্ত্রের চীবরযুগল পরিধানের জন্য প্রস্তুত (ইংরাজি অনুবাদ)।

মট্টসাটক (ক্লী) = **মট্ঠসাটক**। ⟹ **মট্ঠসাটক**।

মট্ঠ (বিণ) = **মট্ট**। ⟹ **মট্ট**। (বিমানবত্থু) **সুমট্ঠ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মট্ঠকুণ্ডলী**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মট্ঠবত্থ**।

মট্ঠকুণ্ডলী (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক কর্ণে পরিষ্কৃত বা পালিশকৃত কুণ্ডল ব্যবহার করে। ⟹ **মট্ঠ**।

মট্ঠবচন (ক্লী) কোমল স্বরে কথা, নরম সুরে কথা, শান্তভাবে কথা, বিনীত বা ভদ্রোচিত কথা।

মট্ঠবত্থ (ক্লী) পরিষ্কৃত বস্ত্র। ⟹ **মট্ঠ**।

মট্ঠসাটক (ক্লী) পরিষ্কৃত্র বস্ত্র, উত্তম বস্ত্র, সুন্দর বস্ত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র, আড়ম্বরযুক্ত বস্ত্র।

মণাতি (ক্রি) বিনষ্ট করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভগ্ন করা, বধ করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিঙড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ইহা কেবল "বেরমণী" শব্দের কল্পনাপূর্ণ ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—**বেরং মনাতি** (অথবা) **বিনাসেতী'তি বেরমণী**। (খুদ্দক নিকায় অর্থকথা) **বেরং মণাতী'তি বেরমণী; বেরং পজহতি বিনোদেতি** ইত্যাদি।

মণি (পুং) ১ মণি, মাণিক, স্ফটিক মণি, বহুমূল্য রত্ন-বিশেষ, মুক্তা প্রভৃতি, রত্ন, অতি মূল্যবান পাথর। (জাতক) **অগ্ঘিয মণি**—বহুমূল্য মণি। (দীর্ঘনিকায়) **মণি বেড়ুরিযো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উদক-পসাদক মণি**-- জল পরিষ্কারক সম্পত্তিস্বরূপ মূল্যবান পাথর (ফিটকিরি?)। (জাতক) **চিন্তামণি; চূড়ামণি; জাতিমণি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তারামণি**। (জাতক) **নীলমণি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অমণিং উদকং মণিং কত্বা; অমণিং উদকং মণিং কত্বা অসুবণ্ণং লেড্ডুং সুবণ্ণং কত্বা**—অপরিষ্কৃত জলকে মণি বা স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কৃত করিয়া এবং স্বর্ণ নহে এরূপ মাটিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া। ২ স্ফটিক, উৎকৃষ্ট কাচ।

মণিক (পুং) জলপাত্র, জলের পাত্র। (যৌগিকে) **উদকমণিক** (বিনয়)।

মণিকা (স্ত্রী) যাদুমন্ত্রের নাম, কবচের নাম, মণি বা স্ফটিক সদৃশ যাদুমন্ত্র যদ্দ্বারা অপর মানুষের মনোভাব পাঠ করা যায় বা জানা যায়। (দীর্ঘনিকায়) **মণিকা ইদ্ধি-বিজ্জা**—মণি বা স্ফটিকের ন্যায় অপরের মনোভাব দর্শন করিবার বা জানিবার ঋদ্ধি বা অলৌকিক বিদ্যা।

মণিকার (বিণ, পুং) মণিকার, মণি পরিষ্কারক, মণি পরীক্ষক, জহুরি।

মণিকুট্টিম (পুং, ক্লী) মণিকুট্টিম, মানিক খচিত গৃহভিত্তি, রত্ননির্মিত (ঘরের) মেঝে বা গৃহতল, শান-বাঁধানো মেঝে।

মণিকুণ্ডল (ক্লী) মণিখচিত কুণ্ডল বা কর্ণাভরণ, মণিকুণ্ডল। (বিণ) মণিকুণ্ডল পরিহিত, মণিখচিত কর্ণাভরণ পরিধান করিয়াছে এমন। (বিনয়) **আমুত্ত মণিকুণ্ডল**—মণিকুণ্ডলে সজ্জিত বা শোভিত। (ধর্মপদ) **মণিকুণ্ডলেসু = মণীসু চ কুণ্ডলেসু চ মণিচিত্তেসু বা কুণ্ডলেসু**—মণিশোভিত (খচিত) কর্ণাভরণগুলি। ⟹ **কুণ্ডল**।

মণিকুন্দিম = মণিকুট্টিম। ⟹ **মণিকুট্টিম**।

মণিক্খন্ধ (পুং) অসাধারণরূপ বৃহৎ মণি, যাহাতে দৈবশক্তি বা যাদুমন্ত্র আছে, স্পর্শমণি, বিস্ময়কর মণি, বৃহৎমণি, যাদুকরী মণি (যাহা উপকথা বা গল্পাদিতে পাওয়া যায়)। (জাতক) **মণিক্খন্ধবণ্ণং উদকং**—সুবৃহৎ স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার জল; **মণিক্খন্ধ পিলন্ধন**।

মণিগুড় (ক্লী) মণিগুচ্ছ (যাহার দীপ্তি চোখ ঝলসাইয়া দেয়, যেমন—**মণিগুড় সদিসানি অক্খীনি**), মণি গোলক। = **মণিগুড়িক**। ⟹ **গুড়** (৩)।

মণিগুড়িক (ক্লী) মণিখচিত হার, মণিখচিত মালা, মুক্তাহার, মণিগাঁথা, সুতা বা শিকল। = **মণিগুড়**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মণি-মুত্তা গুড়িকা**। ⟹ **গুড়িক**।

মণিগুড়িকা (স্ত্রী) = **মণিগুড়িক**। ⟹ **মণিগুড়িক**।

মণিগুহা (স্ত্রী) মণিময় গুহা, স্ফটিকের গুহা। সুত্রনিপাত অর্থকথায় তিন প্রকার গুহার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**সুবণ্ণ গুহা, মণিগুহা, রজতগুহা**। এই তিনটি গুহার দ্বারদেশে "**মঞ্জুসক**" বৃক্ষ জন্মে; ⟹ **মঞ্জুসক**।

মণিচন্দ (পুং) উজ্জ্বল মণি, চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল মণি, মণিখচিত শিরস্ত্রাণ যাহা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চকচকে। = **মণিময় মণ্ডলানুবিদ্ধ চন্দমণ্ডল সদিস মণি**। = **চন্দক**। (তুলনীয়) **চন্দসম**।

মণিচূড়ক (পুং) গ্রামণীর আখ্যা বা উপাধি-সংযুক্ত নাম (**সড়ায়তনবগ্‌গ**—সংযুক্ত নিকায়)। (বিণ) গ্রামণী সম্বন্ধীয় (জাতক), মণিখচিত মুকুটধারী বা শিরস্ত্রাণধারী। (তুলনীয়) **চূড়মণি**। ⟹ **গামণী**।

মণিচ্ছায়া (স্ত্রী) মণিচ্ছায়া, মণির ছায়া, মণির প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব, মণি সম্বন্ধীয় গভীর চিন্তা।

মণিথূণা (স্ত্রী) মণিখচিত স্তম্ভ। (বিণ) মণিখচিত স্তম্ভ আছে এমন।

মণিপব্বত (ক্লী) মণিময় পর্বত, সর্বাংশে মণিযুক্ত পর্বত।

মণিপল্লঙ্ক (পুং) মণিময় পালঙ্ক, মণিময় আসন, সর্বাংশে মণিযুক্ত খাট বা গদি।

মণিফলক (ক্লী) মণিময় ফলক, মণি দ্বারা প্রস্তুত তক্তার ন্যায় ফলক, পুরু চ্যাপ্টা মণিখণ্ড। ⟹ **ফলক** (১)।

মণিবন্ধ (পুং) মণিবন্ধ, হাতের কব্জি, প্রকোষ্ঠ এবং পাণির মধ্যস্থ করগ্রন্থি। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মণিবন্ধ অট্‌ঠি**।

মণিবন্ধ অট্‌ঠি (ক্লী) হাতের কব্জির অস্থি। ⟹ **মণিবন্ধ**।

মণিভদ্দ—মণিভদ্র, ২০ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম-বিশেষ (মিলিন্দ প্রশ্ন), বাজিকরগণ অথবা কবুতরসমূহ অথবা বড় পানপাত্র বা গ্লাস (Rhys. Davids-এর মিলিন্দ প্রশ্নের অনুবাদ)। (তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ) মণিভদ্র—যক্ষরাজ পুত্র কুবেরের ভ্রাতার নাম।

মণিময় (বিণ) মণিময়, বহুমূল্য পাথর দ্বারা প্রস্তুত, সর্বাংশে মণিদ্বারা তৈরি, কেবল মণিময়, মণি দ্বারা নির্মিত।

মণিরতন (ক্লী) মণিরত্ন, বহুমূল্য পাথর, খনিজ মণি। সপ্তবিধ রত্নের মধ্যে মণি এক প্রকার রত্নবিশেষ (বিশুদ্ধিমার্গ)।

মণিরতন পরিক্‌কম্মকত (বিণ) মণিরত্ন খচিত, মণিরত্ন দ্বারা প্রস্তুত বা শোভিত বা সজ্জিত। ⟹ **পরিকম্মকত**।

মণিরূপক (ক্লী) মণিরূপক, মণিময় মূর্তি, বহুমূল্য মণি দ্বারা প্রস্তুত প্রতিমূর্তি, মূল্যবান পাথর দ্বারা প্রস্তুত স্বরূপ বা প্রতিমা, মণিখচিত মূর্তি, মণি দ্বারা নির্মিত মূর্তি। ⟹ **রূপক**।

মণিল—(তুলনীয় সংস্কৃতশব্দ—মণিল) একজাতীয় বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

মণিলক্‌খণ (ক্লী) মণিলক্ষণ, মণি হইতে অথবা মণি দর্শনে ভবিষ্যদ্বাণীকরণ, মণিচিহ্ন। ⟹ **লক্‌খণ** (১)।

মণিবণ্ণ (ক্লী) স্ফটিকাকৃতি অথবা স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ স্ফটিক সদৃশ পরিষ্কার (জল)। (জাতক) **পসন্ন মণিবণ্ণ**। (বিণ) স্ফটিকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা পরিষ্কার।

মণিসপ্প (পুং) একজাতীয় সবুজবর্ণ সর্প, এক জাতীয় বিষাক্ত সর্প (অর্থাৎ রহস্যজনক সর্প, যাদুকরী সর্প)।

মণ্ড (পুং) মণ্ড, দুধের শ্রেষ্ঠাংশ, দুধের উপরাংশ, মাখন, ঘৃত, ননী, দুধের সর বা সারাংশ, গাদ, ফেনা, গাঁজলা, মাড়, পিচ্ছ, দধির মাত; (চরিত্রে) অস্তিত্ব, উপাদান, সারভাগ, সুগন্ধি দ্রব্য, সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু, কোনো বস্তুর অতি উত্তমাংশ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসামণ্ড**। (জাতক) **বোধিমণ্ড**। (দীর্ঘনিকায়) **সপ্পিমণ্ড**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মণ্ডং করোতি**—মণ্ড করে, উৎকৃষ্ট অবস্থায় পরিণত করে, সন্তুষ্ট করে। (বিণ) খুব পরিষ্কার, অতি স্বচ্ছ।

মণ্ডক (পুং) ১ দুধের ননী, দুধের সর বা সারাংশ, ছানার জল, ঘোল, দধির জল। (সংযুক্ত নিকায়) **দধিমণ্ডক**। ২ স্রোতহীন বদ্ধ জলের ফেনা বা গাঁজলা অর্থাৎ জলের উপর ভাসমান যে কোনো বস্তু বা ময়লা, জলজ-আগাছা, শৈবাল, শেওলা ইত্যাদি। (জাতক অর্থকথায়) **সেবাল**।

মণ্ডকখেত্ত (ক্লী) উত্তম মাটি, উৎকৃষ্ট সার মাটি, সারবান জমি, উর্বর ভূমি।

মণ্ডন (ক্লী) মণ্ডন, ভূষণ, সাজানো, অলঙ্কার, সম্মানচিহ্ন, মনোহর দ্রব্যসামগ্রী, জাঁকজমক, শোধনশালা, লৌহের কারখানা, সাজ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, সৌষ্ঠব সম্পাদন। ⟹ **মণ্ডতি**।

মণ্ডনজাতিক (বিণ) অলঙ্কার জাতীয়, আভরণ সদৃশ, সজ্জাজাতীয়, সাজগোছ শ্রেণীর, অলঙ্কারের ইচ্ছুক, ভূষণের ইচ্ছুক, সৌষ্ঠব সম্পাদনে অভিলাষী বা ইচ্ছুক, আভূষণপ্রিয়, অলঙ্কারিক স্বভাবের, সাজসজ্জা প্রিয়। ⟹ **জাতিক**।

মণ্ডনানুযোগ—ভূষণে বা অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার স্বভাব, সাজসজ্জায় শোভিত হওয়ার স্বভাব, অলঙ্কৃত বা জাঁকজমক হওয়ার আসক্তি বা অনুরাগ, অলঙ্কার প্রিয়তা।

মণ্ডনায—নিজেকে মণ্ডিত বা ভূষিত করিবার জন্য,

সাজাইবার জন্য, অলঙ্কৃত করিবার জন্য।

মণ্ডপ (পুং) মণ্ডপ, গৃহ, দালান, জনবিশ্রাম স্থান, দেবোদ্দেশ্যে প্রস্তুত গৃহ, নাটমন্দির প্রভৃতি, চাঁদোয়া ঢাকা স্থান, অস্থায়ী চালা বা কুঁড়েঘর, অস্থায়ী তাম্বু বা পটমণ্ডপ বা শিবির, চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান, বিশেষ কার্যে বা উৎসবাদি উপলক্ষে নির্মিত বড় ঘর। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ধম্ম-সবণমণ্ডপ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মণ্ডপকারক**।

মণ্ডপকারক (পুং) মণ্ডপনির্মাতা। ⟹ **মণ্ডপ**। (বিণ) মণ্ডপ নির্মাণকারী, যে ব্যক্তি মণ্ডপ প্রস্তুত করে।

মণ্ডপেয্য (বিণ) দুধের সরের ন্যায় পানীয় অর্থাৎ উত্তম পানীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **মণ্ডপেয্যং ইদং ব্রহ্মচরিযং**। ⟹ **পেয্য** (১)।

মণ্ডল (ক্লী) ১ মণ্ডল, গোল, গোলক, গোলত্ব, গোলাকার, চক্র, বৃত্ত, কক্ষপথ, পরিবেষ্টন, মণ্ডলী, পরিষদ, বেষ্টনকারী সম্প্রদায়, পরগনা, দেশ, রাজ্য, প্রদেশ, বিভাগ, স্থান। (দীর্ঘনিকায়) **পঠবী মণ্ডল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মণ্ডলং করোতি**—মণ্ডল বা গোলাকার করা; **তিপমণ্ডল; রজতমণ্ডল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তালপত্তেহি কত মণ্ডল বিজনী**—তালপাতার দ্বারা কৃত গোলাকার বীজনী বা পাখা। ২ গোলাকার বস্তুর উপরিভাগ, গ্রহাদির মণ্ডল, চন্দ্র-সূর্যাদির পরিধি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুরিযমণ্ডল; দিবস-কর-মণ্ডল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চন্দমণ্ডল**। ৩ গোলাকার, গোল, চক্রাকার, মণ্ডলাকার, সমতল বা চ্যাপ্টা বস্তুর পরিধি, চাকতি, থালা, গ্রামোফোনের রেকর্ড, গোলাকার স্থান। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জানুমণ্ডল**। (দীর্ঘনিকায়) **নড়াত মণ্ডল**। ৪ গোলাকারাবদ্ধ স্থান (যাহার মধ্যে তামাশাদি কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে), মণ্ডলাকার ক্রীড়াঙ্গন, ঘোড়দৌড়ের গোলাকার মাঠ, ঘোড়ার খেলা দেখাইবার গোলাকার স্থান। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অস্‌সমণ্ডল; আপানমণ্ডল**। (জাতক) **কীলামণ্ডল; কেলিমণ্ডল**। (থেরগাথা) **গামণ্ডল**। (সূত্রনিপাত) **গোমণ্ডল**। (জাতক) **জূতমণ্ডল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যুদ্ধমণ্ডল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রঙ্গমণ্ডল**। (জাতক) **বাতমণ্ডল**। ৫ কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ বা সীমার অন্তর্গত যে কোনো বিষয় বা বস্তু, সমবায়, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্র) বিন্যাস। (জাতক) **ছাপমণ্ডল**—এক প্রসবের শাবকসমূহ। ৬ ভিক্ষুর চীবরের অংশ-স্বরূপ পাড়, সেলাই করা বস্ত্রপ্রান্ত (মুড়ি), পাড়, প্রান্তভাগ।

মণ্ডলক রাজা (পুং) ছোট রাজ্যের রাজা, ক্ষুদ্র দেশের রাজা।

মণ্ডলগ্গ গোলাকার করিয়া অসি বা খড়্গ ঘুরানো।

মণ্ডলবন্ধ (পুং) (ছোট ছত্রাকারে) গোলাকার বন্ধনী, মণ্ডলাকারে বা গোল করিয়া বন্ধন। ⟹ **বন্ধ** (৩)।

মণ্ডলমাল (পুং) গোলাকার পটমণ্ডপ বা তাম্বু বা শিবির, চাল দেওয়া গোলাকার বড় ঘর।

মণ্ডলমাল্ (পুং) = **মণ্ডলমাল**। ⟹ **মণ্ডলমাল**।

মণ্ডলাকার (বিণ) মণ্ডলাকার, গোলাকার।

মণ্ডলিক (বিণ) বৃত্ত সম্বন্ধীয়, ছোট গ্রাম সম্বন্ধীয়। (পুং) জিলার বড় কর্তা, রাজপ্রতিনিধি।

মণ্ডলিকা (স্ত্রী) গোলাকার ছাউনি বা তাম্বু, গোলাকার চক্র, বৃত্ত, চক্রাকার, গোলাকার। (বিনয়) **অস্‌স-মণ্ডলিকা**। ⟹ **মণ্ডল** (৪)।

মণ্ডলিন (বিণ) ১ গোলাকার, আপনাতে পরিসমাপ্ত। (থেরগাথা) **মণ্ডলিপাকার**। ২ গোলাকার বস্তুর উপরিভাগ আছে এরূপ, গ্রহাদির মণ্ডল আছে এরূপ, সূর্যের মণ্ডল আছে এরূপ।

মণ্ডলিপাকার (ক্লী) গোলাকার প্রাকার বা বেষ্টনী। ⟹ **মণ্ডলিন**।

মণ্ডলিস্‌সর (পুং) [মণ্ডলি+ইস্‌সর] প্রদেশের শাসন-কর্তা।

মণ্ডলী (বিণ) = **মণ্ডলিন**। ⟹ **মণ্ডলিন**।

মণ্ডিত (বিণ) মণ্ডিত, ভূষিত, সজ্জিত, মোড়া, বেষ্টিত, অলঙ্কৃত, সুশোভিত, সুন্দরকৃত, বিন্যস্ত, পরিহিত। (যৌগিকে) **মণ্ডিত পসাধিত**। (তুলনীয়) **অভিমণ্ডিত**। ⟹ **মণ্ডেতি**।

মণ্ডিত পসাধিত (বিণ) সুন্দররূপে ভূষিত বা সজ্জিত। ⟹ **মণ্ডিত**।

মণ্ডূক (পুং) ১ মণ্ডূক, ভেক, বেঙ। ২ একজন দেবপুত্রের নামবিশেষ, মণ্ডূক দেবপুত্র।

মণ্ডূকচ্ছাপ (পুং) = **মণ্ডূকছাপ**। ⟹ **মণ্ডূকছাপ**।

মণ্ডূকচ্ছাপী (স্ত্রী) = **মণ্ডূকছাপী**। ⟹ **মণ্ডূকছাপী**।

মণ্ডূকছাপ (পুং) ভেকের ছোট ছোট বাচ্চা, বেঙের বাচ্চা।

মণ্ডূকছাপী (স্ত্রী) ভেকের স্ত্রীজাতীয় ছোট ছোট বাচ্চা।

মণ্ডূকভক্খ (বিণ) মণ্ডূক খাদক, ভেক ভক্ষক, বেঙ খায় এমন অর্থাৎ সর্প।

মণ্ডূকী (স্ত্রী) মণ্ডূকী, স্ত্রীজাতীয় ভেক, স্ত্রীজাতীয় বেঙ।

মণ্ডেতি (ক্রি) [√মণ্ড+এ] সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, সজ্জিত করা, পদক ইত্যাদি সম্মানিত চিহ্নে ভূষিত করা। (অতীত) **মণ্ডেসি**। (অ-বিণ) **মণ্ডিত**। (ক্রি-বি) **মণ্ডেত্বা**।

মত (বিণ) ১ জ্ঞাত, মত, চিন্তিত, বিবেচিত, ধারণাকৃত, অবধারিত, বুঝিতে পারিয়াছে এরূপ, অভিপ্রেত, সম্মত। (মহাবংশ) **তস্‌সা মতেন**—সেই স্ত্রীলোকের মতানুসারে; **পসু সমা মতা** (বহুবচনে)—পশুর ন্যায় ধারণাকৃত। (তুলনীয়) **সম্মত**। ⟹ **মঞ্ঞতি**। (ক্লী) দৃষ্টি, দর্শন, দৃষ্টিসীমা, দৃশ্য, মত, ধারণা, অভিপ্রায়,

বিধি, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, সম্মতি, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, চিন্তা। (বিভঙ্গ) **হীনমত; পণীতমত**। ২ মৃত, মরিয়া গিয়াছে এমন, ম্লান, স্পন্দনহীন, নিশ্চল, অকর্মণ্য, নিস্তেজ, জড়, অনুজ্জ্বল, সম্পূর্ণ, গভীর, অপ্রচলিত। (মধ্যম নিকায়) **একাহ মত**—একদিনে মরিয়া গিয়াছে এমন, একদিনেই মৃত; **মতমেয্য**—মরিত বা মরিয়া যাইত। ⟹ **মরতি, মীযতি**। (পুং) মৃতব্যক্তি। = **মতা**।

মতক (বিণ) মৃত, যাহার মৃত্যু হইয়াছে এমন।

মতক ভত্ত (ক্লী) মৃতের নামে যে ভাত দেওয়া হয়, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে অন্ন দান দেওয়া হয়, মৃতের জন্য যে আহার্য দেওয়া হয়। = **পেতকিচ্চ**।

মতকবত্থ (ক্লী) মৃতের নামে বা উদ্দেশ্যে যে বস্ত্র দেওয়া হয়, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে কাপড় দান দেওয়া হয়।

মতকাকার (পুং) [মতক+আকার] মৃত ব্যক্তির অবস্থা। (জাতক) **মতকাকারং দস্সতি**—মৃতের মত দেখায়, মৃতের মত ভান করে।

মতকিচ্চ (ক্লী) মৃতকৃত্য, মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্যকর্ম, মৃতের সৎকারাদি আচার, মৃতের প্রতি ধর্মবিধি, মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্বন্ধীয় ধর্মবিধি, মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য। = **সরীরকিচ্চ** (১)।

মতপাণক—মৃত প্রাণী। ⟹ **পাণক**।

মতপিতিক (বিণ) মৃতপিতৃক, যাহার পিতা জীবিত নাই এমন, পিতৃহারা, পিতৃহীন। ⟹ **পিতিক**।

মতমাতিক (বিণ) মৃতমাতৃক, মাতৃহীন, যাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, যাহার মা মরিয়া গিয়াছে, মাতৃহারা।

মতমেয্য (বিণ) মরিত বা মরিয়া যাইত এমন। ⟹ **মত** (২)।

মতা (পুং) মৃতব্যক্তি। = **পেতা কালকতা**। ⟹ **পেত** [পুং(১)]।

মতি (স্ত্রী) মতি, মন, আত্মা, স্মৃতি, স্মরণক্রিয়া, স্পষ্ট অভিমত, মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি সম্পন্ন লোক, প্রবৃত্তি, অভিরুচি, মানস, ইচ্ছা, বিশ্বাস, মত, বিবেচনা, ধারণা, ভাব, অনুকূল ধারণা, পেশাদারি লোকের পরামর্শ, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, চিন্তা, লালসা, লোলুপতা, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, প্রগাঢ় অনুরাগ, ঔৎসুক্য, আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধি, জ্ঞান, স্মৃতি, অন্তঃকরণ, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, অনুভূতি, কল্পনা। (বিনয়) **পুরিস মতি**—মানুষের ধারণা বা জ্ঞান। (মহাবংস) **মতি পদীপ**—জ্ঞানের বর্তিকা; **অমলমতি**—নিষ্কলুষ মন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কামমতি**।

মতিকত (বিণ) মই দেওয়া হইয়াছে এরূপ। (সদ্ধম্মোপায়ন) **মতিকখেত্ত**।

মতিকখেত্ত—মই দেওয়া হইয়াছে এরূপ ক্ষেত্র বা মাঠ। ⟹ **মতিকত**।

মতিপদীপ—জ্ঞানের বর্তিকা, জ্ঞানপ্রদীপ, বুদ্ধির আলোক। ⟹ **মতি**।

মতিমন্ত (বিণ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, কৌশলী, প্রবীণ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। (বহুবচনে) **মতিমন্তো**। = **মতিমা, মতিমন্ত**।

মতিমন্ত (বিণ) জ্ঞানী, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ। = **মতিমন্ত**।

মতিমা (বিণ) মতিমান, প্রবীণ, নিপুণ, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, সুধী। = **মতিমন্ত**। (মহানির্দেশ) **মতিমা পণ্ডিতা**।

মতিমা পণ্ডিতা (বিণ) মতিমান পণ্ডিত, জ্ঞানী বা বিচক্ষণ পণ্ডিত। = **মতিমন্ত**।

মতিবিপ্পহীন (বিণ) মূর্খ, নির্বোধ, হাস্যাস্পদ, ভ্রান্ত, বুদ্ধিহীন।

মত্ত (বিণ) ১ পরিমিত ওজনকৃত, পরিমাণে বা বিস্তৃতিতে যতদূর যায় অর্থাৎ যেমন—**ক** যে পরিমাণে ধারণ করে ততটুকু, পরিমিতভাবে ওজন করিয়া অথবা সংখ্যানুরূপে; (সূত্রনিপাত) **অপ্পমত্তো কলি**; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পঞ্চমত্তা সত**—পাঁচশত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সট্ঠিমত্তে সট্ঠিমত্তে কত্বা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মাসমত্তং; একাদসমত্তং; দ্বাদসমত্তং; সত্তমত্তং; তিংসমত্তেহি ভিকখূহি সদ্ধিং; খ** (না অর্থে) ততটা যতটা অর্থাৎ এক, একমাত্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, মাত্র কেবল, তদনুরূপই অল্পমাত্র, ঘটনামাত্র, কার্যমাত্র, এমন কি (একজনও) না, কোনোটি নহে; (সূত্রনিপাত) **অণুমত্তেন পি পুঞ্ঞেন**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কটচ্ছুমত্তং**—এমন কি এক চামচও (না); (পেতবত্থু অর্থকথা) **একপণ্ণমত্তং**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চিত্তমত্তং পি**—একবার মাত্রও ভাবে (নাই); **নামমত্তং**—নামমাত্র; (জাতক) **ফন্দনমত্তং**—একবার মাত্রও স্পন্দিত হয় নাই বা ধড়ফড় করে নাই; (মধ্যম নিকায়ে) **ফন্দিতমত্তং**—ঘটনামাত্র, কার্যমাত্র; (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিন্দুমত্তং**—একবিন্দুমাত্র, এক ফোঁটা মাত্র; (মধ্যম নিকায়) **রোদিতমত্তং; গ** (হাঁ অর্থে) ততটা যতটা, তাবৎ পরিমাণে, কতক, কিছু, মাঝারি, কোনো, কোনো কোনো, অনেক, বিস্তর, যথেষ্ট; (জাতক) **বিভবমত্ত**—ধনই যথেষ্ট; (পেতবত্থু অর্থকথা) **কা পি অস্সাস-মত্তা লদ্ধা**—কিছু সান্ত্বনাপ্রিয় [এখানে "**মত্তা**" = **মত্তা** (স্ত্রী)]; **ঘ** সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর, ন্যায়বান, সাধু, নিয়মিত, ঠিক, ধার্মিক, সত্যপরায়ণ, কি বলে, যেরূপ

বলা যায়, কেহ হয়ত বলিতে পারে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিতমত্ত কারণা**—যেহেতু সে মৃদুহাস্য করিয়াছিল, সে ঠিক মুচকি মুচকি হাসিয়াছিল বা আনন্দিত হইয়াছিল; (দীর্ঘনিকায়) **ভেসজ্জমত্তা পীতা**—আমি ভৈষজ্য বা ঔষধ সেবন করিয়াছি [= **মত্তা** (স্ত্রী)]; (সূত্রনিপাত) **ওকাসমত্তং** (ক্লী) অনুমতি, আদেশ, আজ্ঞা; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুত্তমত্ত**—পুত্রের ন্যায়, পুত্রসদৃশ; (মধ্যম নিকায়) **মরণমত্ত**—(প্রায়শ) মৃত; (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্তনো নুত্তমত্তে বন্দন্তো; ঙ** (ক্রি-বিণ) সত্য বটে, বরং, তেমনি, সমানভাবে, এমনকি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, বাস্তবিকই, সঙ্গে সঙ্গে, এই হেতু, এই কারণে; = **অপি, এব, পি, যেব**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **বুত্তমত্তে এব**—বলিবার সঙ্গে সঙ্গে; **চিন্তিতমত্তে**—কেবল চিন্তায় বা চিন্তায় চিন্তায়; (পেতবত্থু অর্থকথা) **নং জাতমত্তং যেব**—তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে; **অনুমোদন মত্তেন**—এই হেতু সন্তুষ্ট হইয়া; **উপনীত মত্তমেব**—উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইহা আনয়ন বা উত্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে; **নিমুজ্জনমত্তে যেব**—তাহার মাথা নিচু করিবার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার জলে ডুব দেওয়ার অথবা জলমগ্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে; (পেতবত্থু অর্থকথা) **ন মেত্তন ... এব**—কেবল তাহা নহে ... বরঞ্চ; **ন মেত্তন নিপ্ফলা, অত্তনো দানফলস্স ভাগিনো এব হোন্তি**। ২ উত্তেজিত, উল্লসিত, বিহ্বল, উন্মত্ত, মাতাল, আনন্দপূর্ণ, আহ্লাদে পরিপূর্ণ, অতিমাত্রায় আসক্ত, আনন্দিত, মত্ত, ক্রুদ্ধ, প্রমত্ত, গর্বিত, অহঙ্কৃত, দাম্ভিক, সমারোহবিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, অভিমানী, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, আত্মাভিমানী। (সূত্রনিপাত) **মানেন মত্ত**। (জাতক) **বেদনামত্ত**—বেদনাপূর্ণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **হত্থিমত্তো**—খাতে হাতি অর্থাৎ যে হস্তিকে দমন করা যায় না (মত্তহস্তী)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুরামত্ত; মানমদমত্ত; ভোগমদমত্ত**। ৩ = **মত্তক**। ⟹ **মত্তক**।

মত্তক (বিণ) ১ প্রমাণমত, আকার অনুরূপ, পরিমাণমত। (সদ্ধম্মোপায়ন) **পাণিমত্তক**। ২ কেবল যতটা ততটা, মাত্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, কেবল, একমাত্র। (দীর্ঘনিকায়) **অপ্পমত্তক; ওরমত্তক; সীলমত্তক**। (জাতক) **মনমত্তক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পিতুমত্তকং গহেত্বা**।

মত্তকারিন (বিণ) = **মত্তসোকারিন**। ⟹ **মত্তসোকারিন**।

মত্তকাসিন (বিণ) প্রেমে পাগল, প্রেমে উন্মত্ত। (ব্যাখ্যায়) **কামমদমত্ত**। ⟹ **মত্থকাসিন**।

মত্তকাসিনী (স্ত্রী) ১ [মত্তক+আসিনী] যেই স্ত্রীলোক (পর্বতের) চূড়ায় বসিয়া রহিয়াছে। = **পব্বতমত্থকে নিসিন্না ইত্থি**। ২ [মত্ত+কাসিনী] প্রেমে পাগলিনী, প্রেমে আসক্তা, প্রেমে উন্মাদিনী। = **কামমদমত্তা**। ⟹ **মত্তকাসিন**।

মত্তঞ্ঞূ = **মত্তঞ্ঞূ**। ⟹ **মত্তঞ্ঞূ**।

মত্তঞ্ঞুতা (স্ত্রী) মাত্রাজ্ঞতা, সংযম, মিতাচার, ধৈর্য, মনের শান্তি, পরিমাণ জ্ঞান, অনতিরিক্ততা। = **মত্তাঞ্ঞুতা**।

মত্তঞ্ঞূ (বিণ) মাত্রাজ্ঞ, পরিমাণ বা সীমা জ্ঞাত রাখে এমন, মিতাচারী, মধ্যম, মাঝারি ধরনের, অনতিরিক্ত, অনুগ্র, পরিমিত। = **মত্তাঞ্ঞূ**।

মত্তট্ঠিয = **মত্তাট্ঠিয**। ⟹ **মত্তাট্ঠিয**।

মত্তত্ত (ক্লী) ধারণ করিবার (বিষয়) অথবা ... কেবল আছে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মংসপেসিমত্তত্ত**।

মত্তত্থিক = **মত্তাট্ঠিয**। ⟹ **মত্তাট্ঠিয**।

মত্তসোকারিন (বিণ) ধৈর্য সহকারে কাজ করে এমন, মনের শান্তি বা সংযমের সহিত কাজ করে এমন, মিতাচারী হইয়া কাজ করে এমন, পরিমিতভাবে কাজ করে এমন। = **পমাণেন পদেসমত্তং এব করোন্তী'তি**। (সংক্ষিপ্ত যৌগিকে) **মত্তকারিন**। ⟹ **মত্তা**।

মত্তহত্থি = **মত্তহত্থী**। ⟹ **মত্তহত্থী**।

মত্তহত্থী (পুং) খাতপড়া হস্তী, মত্তহস্তী, প্রমত্ত হাতি, উন্মত্ত হাতি, পাগলা হাতি। = **হত্থিপভিন্ন**। "**মত্তহত্থি**" বানান ভুল।

মত্তা (স্ত্রী) মাত্রা, পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যদ্দ্বারা মাপা যায়, পরিমাপ পদ্ধতি-বিশেষ, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্যবিশেষ, তাল, লয়, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, উপযুক্ত কার্যপ্রণালী, ঠিক পরিমাণ, ঠিক ঠিক মাত্রা, অল্প পরিমাণ, অংশ, ধন, সন্ন্যাসী, পরিচ্ছেদ, অক্ষরাবয়ব-বিশেষ, সঙ্গীতে ছন্দ পরিমাপের একক, বর্ণের উচ্চারণকাল (ইহা চারি প্রকার, যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং ব্যঞ্জনরূপ; এখানে—একমাত্রা হ্রস্ব, দ্বিমাত্রা দীর্ঘ, ত্রিমাত্রা প্লুত এবং অর্ধমাত্রা ব্যঞ্জন), কর্ণভূষণ, সংযম, মনের শান্তি, ধৈর্য, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা, (গণিতে) রাশি, আকার, বানিশ, আঠা, মাড়। (সূত্রনিপাত) **মত্তংসো জঞ্ঞা**। (ধর্মপদ) **মত্তা'তি পমাণং বুচ্চতি**। (অপাদান কারকে) **মত্তসো**; (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **মত্তসোকারিন**।

মত্তাঞ্ঞূ (বিণ) ঠিক ঠিক পরিমাণের জ্ঞান আছে এমন, মিতাচারী, মধ্যম, মাঝারি ধরনের, মাত্রাজ্ঞ, অনতিরিক্ত, অনুগ্র, পরিমিত, মাঝারি, নাতিশীতোষ্ণ, ধীর, স্থির, ঠাণ্ডা, সংযত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**ভোজনে মত্তাঞ্ঞূ**" অথবা '**ভোজনম্হি মত্তাঞ্ঞূ**"—ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, আহার গ্রহণে পরিমিত জ্ঞান আছে এমন। (তুলনীয়) **জাগরিযা**। = **মত্তঞ্ঞূ**।

মত্তাঞ্ঞুতা (স্ত্রী) (আহার গ্রহণে) সংযম, মিতাচার, মাত্রাজ্ঞান। = **মত্তঞ্ঞুতা**।

মত্তাঞ্ঞূ = **মত্তাঞ্ঞূ**। ⟹ **মত্তাঞ্ঞূ**।

মত্তাট্‌ঠিয (বিণ) [মত্তা+অট্‌ঠিয] সংযমের ইচ্ছুক, মিতাচারের অভিলাষী, মনের শান্তির জন্য ব্যগ্র, ধৈর্য ধারণের ইচ্ছুক, মিতাচারী, মধ্যম, মাঝারি ধরনের, অনতিরিক্ত, অনুগ্র, পরিমিত।

মত্তাখিক (বিণ) = **মত্তাট্‌ঠিয**। ⟹ **মত্তাট্‌ঠিয**।

মত্তাদল (ক্লী) মুক্তাফলক, মুক্তাসমূহ। ⟹ **দল**।

মত্তাসুখ (ক্লী) সসীম সুখ, সীমাবদ্ধ সুখ, পরিমিত সুখ অর্থাৎ সামান্য সুখ।

মত্তি (বিণ) (মাতা হইতে) জন্ম হইয়াছে এমন, মাতৃক, (মাতৃ) জাত। = **মাতরি সম্ভূত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **মাতু সন্তিকে উদরস্মিং সম্ভূত** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

মত্তিক (বিণ) মৃন্ময়, মাটির তৈরি, কাদায় প্রস্তুত।

মত্তিক কুণ্ডল—মৃন্ময় কুণ্ডল, মাটির তৈরি কর্ণাভরণ, মৃত্তিকা নির্মিত কানের কুণ্ডল।

মত্তিক তক্ক—মাটির টেকো বা টেকুয়ার দণ্ড। = **তক্কু**। ⟹ **তক্ক** (১), **মত্তিক বাক**।

মত্তিক থূপ—মাটির স্তূপ। ⟹ **থূপ**।

মত্তিক পত্ত—মাটির পাত্র, মৃন্ময় পাত্র, মাটির তৈরি পাত্র। ⟹ **পত্ত** (২)।

মত্তিক ভাজন (ক্লী) মাটির ভাজন, মাটির পাত্র, মৃন্ময় পাত্র, মাটি দ্বারা প্রস্তুত পাত্র। ⟹ **ভাজন** (১)।

মত্তিক বাক—মাটির তন্তু, মৃন্ময় তন্তু বা সূত্র। = **মত্তিক তক্ক** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

মত্তিকা (স্ত্রী) ১ মৃত্তিকা, মাটি, কর্দম, কাদামাটি; (বহুবচনে) এক প্রকার কাদামাটি যাহা অঙ্গরাগের জন্য ব্যবহৃত হয়। (জাতক) **নানা চুণ্ণানি মত্তিকা** (⟹ **চণ্ণ**)। ২ পলি বা পলিমাটি, দো-আঁশ মাটি, সারমাটি, পঙ্ক, কর্দম, কাদামাটি। (মধ্যম নিকায়) **অপ্পমত্তিকা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অরুণবণ্ণা মত্তিকা**—অরুণবর্ণের মাটি, লালমাটি। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পণ্ডুবণ্ণা মত্তিকা**—পাণ্ডুবর্ণের মাটি।

মত্তিকা কুণ্ডল = **মত্তিক কুণ্ডল**। ⟹ **মত্তিক কুণ্ডল**।

মত্তিকা চুণ্ণ (ক্লী) মৃত্তিকা চূর্ণ, স্নানের সময় সাবানের পরিবর্তে যেই পলিমাটির চূর্ণ ব্যবহার করা হয় উহা। ⟹ **চুণ্ণ**।

মত্তিকাথাল—মৃত্তিকা নির্মিত থাল, মৃন্ময় থাল, মাটির বাসন।

মত্তিকা দোণিকা (স্ত্রী) কর্দম বা কাদামাটি রাখার পাত্র, মাটি রাখার পাত্র। ⟹ **দোণিকা**।

মত্তিকা পিণ্ড (পুং) মাটি ঢেলা, কাদার পিণ্ড, মাটির সমগ্র সমষ্টি; কতিপয় লক্ষণ বা অলঙ্কারবিশেষ (পেতবত্থু অর্থকথা)।

মত্তিকা ভাজন (ক্লী) মৃন্ময় পাত্র। = **মত্তিক ভাজন**।

মত্তিন (বিণ) মাতৃ। = **মত্তী** (বিণ)।

মত্তিসম্ভব (পুং) মাতৃসম্ভব, মাতা হইতে জন্ম, মাতা হইতে উদ্ভূত।

মত্তী (স্ত্রী) মাতা, মা। = **মাতু**। (বিণ) মাতৃ। = **মত্তিন**।

মত্তেয্য (বিণ) মাতৃভক্ত, মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান, মাতার প্রতি সন্তানোচিত বা পুত্রোচিত বা কন্যা উচিত কর্তব্যবোধ বা সম্মান প্রদর্শন করে এমন। = **মাতুহিত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **পেত্তেয্য**।

মত্তেয্যতা (স্ত্রী) মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, মাতার প্রতি সন্তানোচিত কর্তব্যসম্পাদন, মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মাতার প্রতি পুত্রোচিত বা কন্যার উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন। (তুলনীয়) **পেত্তেয্যতা**। ⟹ **মত্তেয্য**।

মত্তেয্যতা পেত্তেয্যতা—জনকজননীর প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন। ⟹ **মেত্তেয্যতা, পেত্তেয্যতা**।

মত্থ—মস্তক, মাথা, শির। = **মত্থক**।

মত্থক (পুং) মস্তক, মাথা, শির; (চরিত্রে) কোনো বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, চূড়া, শৃঙ্গ, মস্তক, সর্বোচ্চ পদ, অগ্রভাগ, উপরিভাগ, সর্বোচ্চ পরিমাণ, চরম সীমা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পব্বত মত্থক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মত্থক মত্থকেন**। (অধিকরণ কারকে) **মত্থকে**।

মত্থক মত্থকেন—মাথায় মাথায়, চূড়ায়, চূড়ায়, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। ⟹ **মত্থক**।

মত্থক তেল—মস্তকে ব্যবহারের তৈল, মাথার চুলে ব্যবহার করিবার তৈল। = **মুদ্ধানি তেল**।

মত্থকাসিন (বিণ) [মত্থক+আসিন] (পর্বতের) চূড়ায় বসিয়া রহিয়াছে এমন। = **পব্বতমত্থকে নিসিন্ন** (জাতক অর্থকথা)। = **মত্তকাসিন**—প্রেমে উন্মত্ত, প্রেমে পাগল (জাতক টীকা)।

মত্থকাসিনী (স্ত্রী) = **মত্তকাসিনী**। ⟹ **মত্তকাসিনী**।

মত্থকে (ক্রি-বিণ) ১ মস্তকে, শিরে, মাথায়। ২ দূরে। ৩ উপরে, সর্বোচ্চে, চূড়ায়, শিখরদেশে, সর্বোচ্চপদে। (জাতক) **বম্মিক মত্থকে**। (মহাবংস) **সীসমত্থকে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যুগন্ধর মত্থকে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদ্ধন মত্থকে**। ⟹ **মত্থক**।

মত্থলুঙ্গ (ক্লী) মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের আধার, মাথার ঘি, মগজ।

মত্থলুঙ্গ পঞ্চক (ক্লী) মস্তিষ্ক পঞ্চক অর্থাৎ শরীরস্থ ৩২ প্রকার অশুচির মধ্যে মস্তিষ্ক পর্যন্ত শেষের ১৭টিকে মস্তিষ্ক পঞ্চক বলা হয়। ১৭টি মস্তিষ্ক পঞ্চক, যথা—**অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং, করীসং, পিত্তং, সেম্হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্সু, বসা, খেলো, সিঙ্ঘাণিকা, লুসিকা, মুত্তং, মত্থকে মত্থলুঙ্গং'তি**। ⟹ **পঞ্চক**।

মত্থু (ক্লী) দধি হইতে পৃথক করা জল।

মথতি (ক্রি) [√মথ+অ] নাড়া দেওয়া, ওলটপালট করা, মন্থন করা, মন্থনপাত্রে মাখন তুলিবার জন্য নাড়া, নাড়াচাড়া করা, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা, উল্টাইয়া দেওয়া, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা, উল্টাইয়া যাওয়া। ⟹ **অভিমথতি, নিম্মথেতি**। (অতীত) **মথি**। (অ-বিণ) **মথিত**। (ক্রি-বি) **মথিত্বা**। (করণে) **মথেতি**; (পেতবত্থু) **কম্মানং বিপাকো মথযে মনং**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মানং বিপাকো অভিভাবেয্য মনং**; (মিলিন্দপ্রশ্ন) **বাযুপাদপে মথযতি; ... কিলেসা মথযিতব্বা**।

মথন (ক্লী) মন্থন, আলোড়ন, বিলোড়ন, বিনাশ, গোলমাল, উপদ্রব, বিরক্তি, ভঙ্গ, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, এলোমেলো বা বিশৃঙ্খলকরণ, গুলাইয়া ফেলন, বিহ্বলকরণ, পার্থক্য বুঝিতে পারে না এরূপ করণ, বিরক্তকরণ, ক্লান্তকরণ, হয়রানকরণ, আলোড়িতকরণ। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **মথন মদ্দন**। (বিণ) আলোড়িত, বিলোড়িত, বিরক্ত, ক্লান্ত, ভঙ্গুর, পেষিত, মর্দিত, দমিত, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, বিহ্বল, পার্থক্য বুঝা যায় না এরূপ।

মথবা = **মঘবা** (⟹ **মঘবন্ত**)।

মথিত (বিণ) মথিত, বিলোড়িত, ঘোঁটা, নাড়াচাড়া, হত, বিনষ্ট, মথিত বা মাখনতোলা। ⟹ **মথতি, মথেতি**। (ক্লী) ১ মথিত দৈ, মাখনতোলা ঘোল। ২ পতন, উল্টানো, বিশৃঙ্খল অবস্থা, (খেলাধুলায়) অপ্রত্যাশিত ফল, আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কার, (প্রাচীন ব্যবহার) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার, মানসিক সমতাহীন বা সামঞ্জস্যহীন অবস্থা, মানসিক পাগলাটে বা বিশৃঙ্খল অবস্থা, রিপুর তাড়নে মনের বিরক্তি বা আলোড়ন। (মধ্যম নিকায়) **মঞ্ঞিত মথিত**।

মথেতি (ক্রি) আলোড়ন করা, নড়া বা নড়ানো, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, বিগড়াইয়া দেওয়া, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, ওলটপালট করা, উল্টাইয়া দেওয়া। ⟹ **মথতি**। = **তাসেতি, হাপেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং মথেতি**। (অ-বিণ) **মথিত**।

মদ (পুং) ১ মদ, সুরামত্ততা, মাতলামি, মদ্য, আনন্দজনিত সম্মোহ, আনন্দ, উন্মাদ, অতিশয় উত্তেজনা, মত্ততা, উল্লাস, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয় আধিক্য, ভোগবিলাসে অতিরেক, কামুক অতিরেক, ইন্দ্রিয়সেবা পরায়ণ, অমিতাচার। মূলপাঠে আছে:—**দবায মদায মণ্ডনায** অর্থাৎ "ক্রীড়া বা আমোদপ্রমোদ, আধিক্য এবং নিজেকে সাজাইবার বা ভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে"। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় কতিপয় "**মদ**", যেমন—**মানমদ, পুরিসমদ**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুট্‌ঠিক-মল্ল-আদযো বিয মদত্থং বল-মদ-নিমিত্তং পোরিস-মদ-নিমিত্তঞ্চ চা'তি বুত্তং**। সূত্রনিপাতে "**মদ-পমাদ**" যেই পাঠে সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**মদ**" শব্দে "**জাতি-মদ-আদি-ভেদা মদা**"। ২ (মানসিক অবস্থা বা স্বভাব সম্বন্ধে) অহঙ্কার, মত্ততা, গর্ব, ঔদ্ধত্য, দেমাক, আত্মমর্যাদাজ্ঞান, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়, আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, (প্রাচীন ব্যবহারে) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার। বর্ণনায় "**মদ**" তিন প্রকার, যথা—**জীবিত মদ, আরোগ্য মদ, যোব্বন মদ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মানমদ পমাদ**। বিভঙ্গে ২৭ প্রকার "**মদ**"-এর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**জাতিমদ, গোত্তমদ, আরোগ্যমদ, যোব্বনমদ, জীবিতমদ** ইত্যাদি; "**মজ্জনা মজ্জিতত্তং মানো ... উণ্ণতি ... ধজো সম্পগ্গাহো কেতুকম্যতা চিত্তস্স**"-এর দ্বারা শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশক; চুল্লনিদ্দেসে এবং ধর্মসঙ্গণীতে "**মান**" শব্দের ব্যাখ্যাও তাদৃশ।

মদন (পুং) মদন, কামদেব, বসন্তকাল, ময়নাগাছ। (ক্লী) সুরামত্ততা, মাতলামি, অতিশয় উত্তেজনা, উল্লাস, নেশা পানকরণ। চুল্লনিদ্দেস অর্থকথায় দৃষ্ট হয় "**দবাযমদায ('মণ্ডনায' শব্দের পরিবর্তে) মদনায**"। (তুলনীয়) **নিম্মদন**। ⟹ **মদ** (১)।

মদনযুত (বিণ) মাতাল, উত্তেজিত, উল্লসিত। (পুং) যক্ষগণের নামবিশেষ।

মদ-নিম্মদন—অহঙ্কার দমিতকরণ, দর্প চূর্ণকরণ, মাতলামি ত্যাগকরণ, অত্যন্ত উত্তেজনা বা উল্লাস পরিবর্জন, সুরামত্ততা হইতে বিরতি, অহঙ্কার হইতে নিষ্কৃতি বা মুক্তি, অহমিকা পরিত্যাগ। ⟹ **নিম্মদন**।

মদনীয (বিণ) মত্ততাজনক, উত্তেজক। (দীর্ঘনিকায়) **সদ্দ বগ্গু রজনীয কামনীয মদনীয**। (ক্লী) সুরামত্ততা, মাতলামি, অতিশয় উত্তেজনা, উল্লাস।

মদমত্ত (বিণ) মদমত্ত, অহঙ্কারে গর্বিত, সুরামত্ততায় প্রমত্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যোব্বন মদমত্ত, আরোগ্য মদমত্ত, জীবিত মদমত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মানমদমত্ত; ভোগমদমত্ত**।

মদায (ক্রি-বিণ) আধিক্যের জন্য, অতিরেকের জন্য, অমিতাচারের জন্য।

মদিরা (স্ত্রী) মদিরা, বারুণীমদ্য, ভক্ষ্যশস্য হইতে উৎপন্ন সুরা, উত্তেজক পানীয়, কোহল, আসব, মদ।

মদ্দ (পুং) ১ মর্দ, মর্দন, পেষণ, দমন, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, (ময়দা) মাখা ও ঠাসা, আঠা, লেই, কাঁই। (বিনয়) **পিট্‌ঠমদ্দ**। (জাতক) **পিট্‌ঠিমদ্দ**। ২ মদ্রদেশ (আধুনিক নাম "মাদ্রাজ"), এক দেশের নাম-বিশেষ এবং ইহার অধিবাসী। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মদ্দরট্‌ঠ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মদ্দ রাজকুল**।

মদ্দতি (ক্রি) [√মদ্দ+অ] ১ পদবিক্ষেপ করা, পদার্পণ করা, পদদলিত করা, মাড়াইয়া যাওয়া, ঘৃণায় দলিত করা, অবজ্ঞা করা, অবমাননা করা, অবজ্ঞাপূর্বক গমন করা, সজোরে পা ফেলিয়া চলা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয় প্রবেশ করা। (ব-বিণ) **মদ্দমান**। ২ জয় করা, পরাভূত করা, অধীনস্থ করা, বশীভূত করা, বিফল করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। = **অভিভবতি**। (ক্রি-বি) **মদ্দিত্বা** = **অভিভুয্য** (⟹ **অভিভবতি**)। (চরিত্রে) প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মতকে দমন করা বা মর্দিত করা, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদকে দলিত করা বা পেষণ করা অথবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া। (মহাবংস) **বাদং মদ্দতি**। ৩ (উপদেশ) উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, পদাঘাত করা, পায়ে ঠেলা, তুচ্ছ করা, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা, ঘৃণা করা। (জাতক) **ওবাদং মদ্দতি**। ৪ মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা, (ময়দা) মাখা ও ঠাসা, এলোমেলো করিয়া মিশ্রিত করা, বিশৃঙ্খলভাবে মিশ্রিত করা, এলোমেলোভাবে মিশ্রিত হওয়া, আলোড়িত হওয়া। ৫ ঝাড়া, (ধান্যাদি) আছড়াইয়া বাহির করা, (শস্যাদি) মাড়া, খুব প্রহার করা, আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসা, শস্য মর্দন করা, পরাভূত করা। ৬ ধ্বংস করা, অভিভূত করা, ভাঙ্গিয়া পড়া, বশ্যতা স্বীকার করা, উল্টাইয়া দেওয়া, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা, উল্টাইয়া যাওয়া। (জাতক) **বতিং মদ্দতি**—বেড়া উল্টাইয়া দেয়। ৭ একত্রে (জাল) টানা। ⟹ **পরিমদ্দতি**। (অতীত) **মদ্দি**। (অ-বিণ) **মদ্দিত**। (ব-বিণ) **মদ্দন্ত**। (ক্রি-বি) **মদ্দিত্বা, মদ্দিয**। (করণে) **মদ্দাপেতি, মদ্দেতি**।

মদ্দন (ক্লী) ১ মর্দন, পেষণ, চূর্ণন, সংবাহন, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, দমনকরণ, উৎপীড়ন, হয়রানকরণ, ঘর্ষণ, নষ্টকরণ, ধ্বংসকরণ, ভঙ্গকরণ, বধকরণ, পদদলিত-করণ, অবজ্ঞা, অবমাননা, পদ-দলন, পদ দ্বারা দলন। (বিণ) মর্দিত, দলিত, পেষিত, চূর্ণিত, বিনষ্ট, ধ্বংসকৃত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মদ্দনমথন**। ২ শস্য মাড়া, শস্য ঝাড়া, উত্তম-মধ্যম, প্রহার, পরাভব। ⟹ **নিম্মদন, পমদ্দন, পরিমদ্দন**।

মদ্দন-সমত্থ (বিণ) মর্দনে সমর্থ। = **পমদ্দিন**।

মদ্দরট্‌ঠ (ক্লী) মদ্ররাজ্য বা মাদ্রাজ প্রদেশ। ⟹ **মদ্দ** (২)।

মদ্দরাজকুল (ক্লী) মদ্র রাজার রাজবংশ। ⟹ **মদ্দ** (২)।

মদ্দরী (স্ত্রী) একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ। (যৌগিকে) **অম্বক মদ্দরী** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

মদ্দব (বিণ) ১ কোমল, নরম, শান্ত, মৃদু, সুশীল, নম্র, শান্তিকর, দয়ালু, ধীর, ভদ্র, সৎকুলোদ্ভব, সহজ, মধুর, দুর্বল, মৃদুগতি, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসার-রহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, অলবণাক্ত, প্রীতিকর। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চিত্তং মুদুকং মদ্দব সিনিদ্ধং মুদুমদ্দব; "সিনিদ্ধমদ্দব"** এবং **"মুদুমদ্দব"**—এই দুইটিও ৩০ প্রকার উত্তমধর্ম বা নৈতিক উৎকর্ষতার অন্তর্গত। ২ পরিম্লান, শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুঞ্চিত। = **মিলাত**। (পুং) মদ্রদেশের রাজধানী সাগলের শাসনকারী রাজার নাম **"মদ্দব"**। ⟹ **মদ্দ** (২)। (ক্লী) ভদ্রতা, শান্তভাব, মৃদু অবস্থা, সুশীলতা, নম্রতা (বিশেষত সুশিক্ষিত বংশজাত অশ্বের গুণানুসারে), মৃদুতা, কোমলতা, মধুরতা, দুর্বলতা, নমনীয়তা, নির্বোধ, দুর্বল ব্যক্তি, নরম বস্তু। = **মেত্তাচিত্তং**। **"মদ্দব"** দশবিধ রাজধর্মের মধ্যে একটি। (সূত্রনিপাত) **অজ্জব মদ্দব**।

মদ্দবং (ক্লী) মধুরতা, কোমলতা, নম্রতা। = **মদ্দব**[২(ক্লী)], **মেত্তচিত্তং**।

মদ্দবতা (স্ত্রী) ভদ্রতা, শান্তশিষ্টতা, মৃদুতা, নম্রতা, শান্তিকর ভাব বা অবস্থা, মধুরতা, কোমলতা, নমনীয়তা। = **মদ্দবং**।

মদ্দবিণা (স্ত্রী) এক প্রকার কটিবন্ধ বা কটিবন্ধনী।

মদ্দাপেতি (ক্রি) (ধান্যাদি শস্য) আছড়াইয়া বাহির করানো, ঝাড়ানো, শস্যাদি মাড়ানো, খুব প্রহার করানো, আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করানো, শস্য মর্দন করানো, পরাভূত করানো। ⟹ **মদ্দতি**।

মদ্দালক—একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ।

মদ্দিত (বিণ) ১ মর্দিত, বদ্ধ, দলিত, চূর্ণিত, পেষিত, ভঙ্গকৃত, দমিত, পরাজিত, পরাভূত, বিহ্বলকৃত। ২ (ময়দা) মাখা ও ঠাসা হইয়াছে এরূপ, মিশ্রিত, সম্মিলিত। (তুলনীয়) **পমদ্দিত, পরিমদ্দিত**। ⟹ **মদ্দতি, মদ্দেতি**।

মদ্দিন (বিণ) মর্দনকারী, ধ্বংসকারী, চূর্ণবিচূর্ণকারী, পীড়নকারী, পোষণকারী, দমনকারী, ভঙ্গকারী, উৎপীড়নকারী, বিনাশী, নষ্টকারী, বধকারী, ভাঙ্গিয়া ফেলে এমন। (তুলনীয়) **পমদ্দিন**।

মদ্দেতি (ক্রি) পদদলিত করার কারণ হওয়া, অবমাননা করানো, অবজ্ঞা করানো, অবজ্ঞাপূর্বক গমন করার অথবা সজোরে পা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়ার কারণ করা। ⟹ **মদ্দতি**। (অতীত) **মদ্দযি**। (অ-বিণ) **মদ্দিত**।

মদ্ধিত (বিণ) ধ্বংসকৃত। = **পরিমদ্ধিত**।

মদ্ধুবিপ্ফল = **মধুরফল**। ⟹ **মধুরফল**।

মধত্থিক ⟹ **মধুত্থিক**।

মধু (ক্লী) মধু, মধুরতা, মহুয়া ফুলের সুরা, পুষ্পরস, মৌ, সুরা, মধুর রস, মিষ্টদ্রব্য। ধর্মপদে **"মধু বা"** শব্দের শুদ্ধ পাঠ হইবে **"মধুবা"**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অল্পমধু**। (বহুবচনে) **মধূনি**।

মধুক (পুং) মধুক, মহুয়া ফুলের গাছ, মহুয়া গাছ। (ক্লী)

মহুয়া ফুল, মহুয়া ফল, যষ্টিমধু। (বিণ) ১ মধুপূর্ণ, মধু ভরা। (জাতক) **মধুমধুক**—মধুতে পরিপূর্ণ। ২ উত্তেজক বা মত্ততাজনক সুরাপান-সম্বন্ধীয়, (সুরা) পানের নিমিত্ত প্রদত্ত। (জাতক) **সুরামেরয মধুক**।

মধুকট্‌ঠিক (ক্লী) মহুয়াফলের বীজ। = **মধুক ফল'ট্‌ঠি**।

মধুকপুপ্ফ (ক্লী) মহুয়া ফুল (যাহা হইতে সুরা তৈয়ার করা হয়)। (বিনয়) **মধুকপুপ্ফরস**।

মধুকপুপ্ফরস—মহুয়া ফুলের রস, যষ্টিমধুর রস। ⟹ **মধুকপুপ্ফ**।

মধুকফল'ট্‌ঠি (ক্লী) [মধুক+ফল+অট্‌ঠি] মহুয়াফলের বীজ বা আঁটি। = **মধুকঅট্‌ঠি**।

মধুকর (পুং) মধুকর, ভ্রমর, অলি, মধুমক্ষিকা, মৌমাছি, মধুচক্র নির্মাণকারী মৌমাছি।

মধুকা (স্ত্রী) ১ যষ্টিমধু। ২ মধুপান, মিষ্টিপানীয় পান, সুরা, মদ্য, উত্তেজক দ্রব্য বা তরল পদার্থ।

মধুগণ্ড (পুং) মধুচক্র, মৌচাক। = **মধুপটল**।

মধুচাটি (স্ত্রী) মধুভাণ্ড, মধু রাখার পাত্র। ⟹ **চাটি**।

মধুত্থিক (বিণ) ১ [মধু+অত্থিক] মধুপ্রার্থী, মধু অন্বেষী, মধু সন্ধানকারী, মধু পাইতে ইচ্ছুক, মধুর জন্য অভিলাষী। ২ [মধু+থিক] বিন্দু বিন্দু মধু পড়ে এমন, মধুপূর্ণ, মধুভরা। Kern. Teov.-এর মতে ইহার অর্থ "মিষ্ট শাঁসযুক্ত বা মিষ্ট বীজযুক্ত", কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। জাতক অর্থকথায় ইহার যথার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**মধুরফলেসু পক্‌খিত্ত মধু বিয, মধুরফলো হুত্বা**"। জাতকে "**মধত্থিক**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইবে "**মধুত্থিক**"। = **মধুং পগ্‌ঘরন্তো** (জাতক অর্থকথা)। = **মধুং পগ্‌ঘরন্তিযো মধুত্থেব সদিসা**। ⟹ **থিক**।

মধুত্থেব (পুং) [মধু+থেব] মধুর ফোঁটা অথবা ফোঁটা ফোঁটা পতিত মধু। ⟹ **থেব**।

মধুদ (বিণ) মধু দেয় এমন, মধুদাতা, মধুদানকারী, স্বাধীন, ভদ্র, ভদ্রোচিত, সরল, উদার, উচ্চমনা, মুক্ত, দানশীল, বদান্য, প্রচুর, (ধর্মে বা রাজনীতিতে) উদার মতাবলম্বী, অবিকল নহে এমন, সাধারণ, বিশাল। (মহাবংস) **মধুদ অসোক**।

মধুপ (বিণ, পুং) মধুপ, মধুকর, মধুপায়ী, মধুচোষক।

মধুপটল (পুং, ক্লী) মধুচক্র, মৌচাক। = **মধুগণ্ড**। ⟹ **পটল** (৩)।

মধুপিণ্ডিকা (স্ত্রী) মধুমিশ্রিত খাদ্যপিণ্ড, মধুমিশ্রিত অন্নের ঢেলা বা গ্রাস।

মধুপীত (বিণ) মধুপান করিয়াছে এমন, মধুমিশ্রিত পানীয় পান করিয়াছে এমন।

মধুবত = **মধুব্বত**। ⟹ **মধুব্বত**।

মধুবিন্দু (ক্লী) মধুবিন্দু, মধুর ফোঁটা। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মধুবিন্দু গিদ্ধ**। ⟹ **বিন্দু** (১)।

মধুব্বত (পুং) মৌমাছি, মধুমক্ষিকা।

মধুমক্‌খিকা (স্ত্রী) মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। = **মধুব্বত**। (বিণ) মধুলিপ্ত।

মধুমক্‌খিত (বিণ) মধুম্রক্ষিত, মধুমাখানো, মধু দ্বারা লিপ্ত। ⟹ **মক্‌খিত**।

মধুমধুক (বিণ) বিন্দু বিন্দু মধু ক্ষরিত হয় এমন, মধু ভরা, মধুপূর্ণ। ⟹ **মধু** [বিণ (১)]।

মধুমেহ (পুং) মধুমেহ, শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ।

মধুমেহিক (বিণ, পুং) শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগী, মধুমেহ রোগী।

মধুর (বিণ) ১ মধুর, মিষ্ট, মিষ্টরসযুক্ত, মনোহর, মাধুর্যপূর্ণ, প্রিয়দর্শন, সৌম্য, প্রীতিজনক, স্বাদু, সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বরবিশিষ্ট, সুললিত, সুন্দর, টাটকা, তাজা, অলবণাক্ত, নম্র, অমায়িক, খুব মনোরম বা প্রিয়। ২ মত্ততাজনক বা উত্তেজক মিষ্টদ্রব্য-সম্বন্ধীয়, মত্ততাজনক, উত্তেজক, সুরা বা মদ্য-সদৃশ, উত্তেজক দ্রব্যের ন্যায়, তরল পদার্থ সদৃশ। (ক্লী) ১ মধুর বা মিষ্ট পানীয়, মিষ্টতা, সুস্বাদুতা, স্বাদুতা, মধুরতা, নম্রতা, শিষ্টতা, মিষ্টি, অমায়িকতা, অত্যন্ত প্রিয়তা, খুব মনোজ্ঞ বস্তু, মিষ্ট দ্রব্য, আদরণীয় পদ। (জাতক) **চতুমধুর**। ২ তোশামোদ, অনুচিত স্তুতি, স্তব, প্রশংসা, স্তুতি। (বিপ) **অবণ্ণ**।

মধুরক (বিণ) মধুর, মিষ্ট পানীয়পূর্ণ, উত্তেজক, উত্তেজিত, উল্লসিত, বিহ্বল, প্রমত্ত, উন্মত্ত, মাতাল। (বি-ভা) **মধুরক-জাতো কাযো বিয**—মাতালের শরীর সদৃশ অর্থাৎ আত্মসংযমের বহির্ভূত দুর্বল।

মধুর কথা (স্ত্রী) মধুর কথা, মিষ্টস্বরে কথা, মিষ্টকণ্ঠে কথা, শ্রুতিমধুর কথা, কর্ণসুখকর কথা। ⟹ **কথা**।

মধুরগ্গ (বিণ) [মধুর+অগ্গ] মধুরতার শ্রেষ্ঠ। (ক্লী) নম্রতায় বা মধুরতায় শ্রেষ্ঠতা।

মধুরতা (স্ত্রী) মধুরতা, মনোহারিত্ব, মাধুর্যতা, মাধুর্য, মিষ্টতা।

মধুরত্ত (ক্লী) মধুরত্ব, মনোহারিত্ব, মিষ্টতা। = **মধুরতা**।

মধুর নিগ্‌ঘোস (ক্লী) মধুর নির্ঘোষ, মনোহর গভীর ধ্বনি, মধুর শব্দ, মিষ্ট বাক্য।

মধুর ফল (ক্লী) মধুর ফল, সুমিষ্ট ফল। ⟹ **পিপ্ফল** (১)।

মধুর রস—মধুর রস, মধু, সুমিষ্ট রস, মিষ্ট পানীয়, মিষ্ট রস, মধুর সরবত। ⟹ **রস** (১)।

মধুর বদ (বিণ) মধুর ভাষণকারী, মিষ্টভাষী, মধুর আলাপের, মিষ্ট কথার। = **বগ্গুবদ**।

মধুরস্‌সর (পুং) মধুর স্বর, সুললিত কণ্ঠ, মধুর শব্দ, মিষ্ট কণ্ঠ, মনোহারী বা মনোজ্ঞ স্বর। (বিণ) মিষ্টকণ্ঠে শব্দ হয় অথবা শব্দ করে এমন।

মধুলট্‌ঠিকা (স্ত্রী) যষ্টিমধু। (তুলনীয়) **লট্‌ঠি মধুকবন**।

মধুলাজ (পুং) মধুমিশ্রিত খৈ, মধুমিশ্রিত ধান্যাদি শস্য, সুমিষ্ট শস্য বা ধান, মধুতে মিশ্রিত খৈ, মধুমাখা খৈ, মধুমাখা। ⟹ **লাজ** (১)।

মধুবাণিজ (পুং) মধুবিক্রেতা, মধু বিক্রয়কারী, মধুর সওদাগর, মধু বিক্রয়কারী দোকানদার।

মধুবিপ্ফল (ক্লী) = **মধুরফল**। ⟹ **মধুরফল**।

মধুসব (বিণ) মধুর সহিত প্রবাহিত বা দ্রব হয় এমন। ⟹ **সব**।

মধুসালিযা (স্ত্রী) সুন্দর শালিক বা ময়না পাখি। = **সুবণ্ণ সালিক সকুণা** (জাতক অর্থকথা)।

মধুস্সব (বিণ) মধুর সহিত প্রবাহিত বা দ্রব হয় এমন, মধুসহ ফোঁটা ফোঁটা পড়ে বা চলাচল করে এমন।

মধ্বাপণ (ক্লী) [মধু+ আপণ] মধুর দোকান, মধু বিক্রয়ের স্থান, মধুর বাজার।

মধ্বাসব (পুং) [মধু+ আসব] মহুয়া ফুলের মদ্য অর্থাৎ মহুয়া ফুল দ্বারা প্রস্তুত মদ, মধুসার।

মন (পুং) মনস, মন, চিত্ত, পছন্দ, প্রবৃত্তি, বোধ, স্মৃতি, স্মরণক্রিয়া, স্পষ্ট অভিমত, আত্মা, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি সম্পন্ন লোক, ইচ্ছা, মানস, অভিরুচি, বিশ্বাস, চেতনা, আত্মজ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। "**মন**" শব্দ যৌগিকে "**মনো**" রূপ গ্রহণ করে। = **মনো**। ⟹ **নাম** (২)। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **মনো, মনং**; (বহুবচনে) **মনা**। কর্মকারক (একবচনে) **মনো, মনং**; (বহুবচনে) **মনে**। করণকারক (একবচনে) **মনসা**, মনেন; (সূত্রনিপাত) **মনসা চিন্তযন্তো**; (পেতবত্থু) **মনসা পি চেতযে**; (বহুবচনে) **মনেহি, মনেভি**। সম্প্রদান কারক (একবচনে) **মনসো, মনস্স**; (ধর্মপদ) **মনসো পিয**; (পেতবত্থু) **মনসো পিয = মনসা পিয** (পেতবত্থু অর্থকথা); (বহুবচনে) **মনানং**। অপাদানকারক (একবচনে) **মনা, মনতো, মনস্মা, মনম্হা**; (বহুবচনে) **মনেহি, মনেভি**। সম্বন্ধপদ বা সামিবচন (একবচনে) **মনসো, মনস্স**; (বহুবচনে) **মনানং**। অধিকরণ কারক বা ওকাস (একবচনে) **মনসি, মনে, মনস্মিং, মনম্হি**; (বহুবচনে) **মনেসু**। আলপন বা সম্বোধনপদ (একবচনে) **হে মন !, হে মনা !**; (বহুবচনে) **ভবন্তো মনা !**।

মনং (ক্রি-বিণ) "যে কোনো ওজন দ্বারা" অর্থাৎ অল্প স্বল্প, অল্পক্ষণের জন্য, কিয়ৎ পরিমাণে, কতকটা, প্রায়, অনেকাংশে, কাছকাছি, ঘনিষ্ঠভাবে, প্রায়শ। "**বত**" শব্দের সহিত যৌগিকে:—**মনং বত ভো মনস্সম** (মধ্যম নিকায়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মনং বত থেরী নাসিতা**। (বি-ভা) **মনম্হি**। (বিনয়) **মনম্হি বুল্হো**। (জাতক) **মনং উপকূলিতো; মনং মতা; মনংমোরাপিতো**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) **মনাস্মি খাদিতা**।

মনং উপ্পাদেতি ⟹ **মনো** (১ঘ)।

মনং করোতি ⟹ **মনো** (১ঘ)।

মনং গণ্হাতি ⟹ **মনো** (১ঘ)।

মনক্কার (পুং) মনস্কার, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, মুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ, মত, ভাব, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, মনোযোগিতা। = **মনসিকার**।

মনঙ্গণ (ক্লী) [মন+অঙ্গণ] মনাঙ্গন, মনের স্থান, ধারণার বিস্তার বা সীমানা।

মনতা (স্ত্রী) মনোবৃত্তি, মানসতা, মানসিক শক্তি। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা বর্ণনায়) **অত্তমনতা**।

মনতো নিপ্ফন্ন (বিণ) মন হইতে নিষ্পন্ন, মনের দ্বারা সম্পন্ন, মন দ্বারা সম্পাদিত। = **মনোময**।

মনন (ক্লী) মনন, অনুমান, অনবরত, অনুচিন্তন, বোধন, ধারণাকরণ, ইচ্ছাকরণ, ভাবনা, চিন্তা।

মন-মত্তকেন ⟹ **মনোমত্তক**।

মনম্হি—আমি প্রায়ই এইরূপ অথবা এমনিতর ছিলাম। (বিনয়) **মনম্হি বুঢো**। ⟹ **মন, মনং**।

মনবড্ঢনক (বিণ) মন বৃদ্ধিকারী, মনের উন্নতিসাধক। = **মনোভাবনীয**।

মনস (বিণ) মনস, মনস্কৃত, মন আছে এরূপ, এই এই মনে, অমুক অমুক মনের সহিত। (সূত্রনিপাত) **নিব্বান মনস**। (পেতবত্থু) **পদুট্‌ঠ মনসা**। ⟹ **অধিমনসা**। "**মনস** (বিণ)" শব্দ "**মানস**" এবং "**মনস্স**" এর স্বতন্ত্র। (পুং) চিত্তবৃত্তি, মনোবৃত্তি, মনোগত ভাব, মানসিক ধর্ম, মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা—এই চতুর্বিধ মনোভাব। ⟹ **মনো** (১)।

মনসা (বিণ, স্ত্রী) মননকারী, সংকল্পকারী। (ক্রি-বিণ) মনে, মন দ্বারা, মন হইতে।

মনসাকত = **মনসিকত**। ⟹ **মনসিকত**।

মনসিকত (বিণ) মনস্কৃত, মনে করিয়াছে এরূপ, চিন্তিত, সংকল্পিত। ⟹ **অট্‌ঠি** (৩), **মনসি করোতি**।

মনসি করোতি (ক্রি) [মনসি+√কত+ও] মনে রাখা, স্মরণ রাখা, ব্যগ্রভাবে মন সংলগ্ন করা, দৃঢ় সংকল্প হইয়া প্রতিষ্ঠিত করা, ধ্যান করা, একাগ্রচিত্তরূপে আবদ্ধ করা বা স্থাপন করা, অভিনিবিষ্টরূপে দৃঢ় করা, (কোনো বিষয়ে) চিন্তা করা, চিনিতে পারা, চেনা, হৃদয়ে গ্রহণ করা, হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করা, মনে মনে তোলপাড় করা, বিবেচনা করা, স্বীকার করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, স্মৃতিতে রাখা, ভাবনা করা, স্মৃতি করা। (বর্তমানকাল উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **মনসি করোম**। (পঞ্চমী মধ্যম পুরুষ একবচনে) **মনসি করোহি**; ব্যবহারে প্রায়ই "**সুণাহি**

সাধুকং মনসি করোহি" অর্থাৎ শ্রবণ কর এবং উত্তমরূপে মনোযোগ দাও—এই নিয়মধারায় (দীর্ঘনিকায়); (বহুবচনে) **মনসি করোথ;** (দীর্ঘনিকায়) **মনসি করোথ বিতক্কেথ।** (সপ্তমী) **মনসি করেয্যাথ;** (দীর্ঘনিকায়) **তং অত্থং সাধুকং মনসি করেয্যাথ।** (অতীত) **মনসি করি, মনসাকাতি;** (মধ্যমপুরুষ বহুবচনে নিষেধার্থে) **মনসাকত্থ।** (অ-বিণ) **মনসিকত।** (ব-বিণ) **মনসিকরোন্ত।** (ভ-বিণ) **মনসিকাতব্ব।** (ক্রি-বি) **মনসিকত্বা, মনসিকরিত্বা;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অট্ঠিকত্বা মনসিকত্বা ওহিতসোতো সুণাতি।** (কর্মবাচ্যে) **মনসি করিযতি।**

মনসিকার (পুং) মনোযোগ, একাগ্রতা, মনসংযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, ধ্যানকরণ, মনে মনে তোলপাড় করণ, বিবেচনাকরণ, স্থিরকৃত অভিপ্রায় বা মনোভাব, সুদৃঢ় মত বা অভিমত, স্থির চিন্তাধারা, স্থিরভাবে চিন্তার বিষয়, দৃঢ়তার সহিত মনন বা মনোযোগ, মননশীলতা, সুস্থির ভাবনা বা ধ্যান, স্থিরকৃত বিষয়ের জন্য উদ্বেগ। = **মনক্কার।** (দীর্ঘনিকায়) **যোনিসো মনসিকার; অযোনিসো মনসিকার।** (সংযুক্ত নিকায়) **চেতনা ফস্সো মনসিকার; সব্বনিমিত্তানং অযোনিসো**—বাহ্যিক প্রলোভন অথবা প্রলোভনের বস্তুর প্রতি অমনোযোগ বা উপেক্ষা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পটিকূল মনসিকার।** (বিভঙ্গ অর্থকথা) **নাতিসিঘতো মনসিকার।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটিকূল মনসিকার।** (দীর্ঘনিকায়) **সম্মা মনসিকারং অন্বায়**—যত্নসাধ্য বিবেচনা দ্বারা, মনোযোগী বা যত্নশীল ধ্যান দ্বারা। (বিণ) চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক। বিশুদ্ধিমার্গে "**মনসিকার**" এর বর্ণনায় বলা হইয়াছে:—"**কিরিযা-কারো মনম্হি-কারো মনসিকারো পুরিম-মনতো বিসদিসং মনং করোতী'তি পি মনসিকারো। স্বাযং:—আরম্মণ পটিপাদকো বীথি-পটিপাদকো জবন-পটিপাদকো'তি তি-প্পকারো।** (যৌগিকে) **মনসিকার কুসলতা** (দীর্ঘনিকায়)। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মনসিকার কোসল্ল।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **যোনিসো মনসিকার।** (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মনসিকার বিধান; মনসিকার বিধি।**

মনসিকার কুসলতা (স্ত্রী) মনোযোগে দক্ষতা, মনসন্নিবেশে পারদর্শিতা, কর্ণপাতে বা যত্নে পারদর্শিতা, তন্ময়-তদগত হওয়ায় ব্যুৎপত্তি, অভিনিবেশে ব্যুৎপত্তি। = **মনসিকার কোসল্ল।** ⟹ **মনসিকার।**

মনসিকার কোসল্ল (ক্লী) মনোযোগ প্রদানে দক্ষতা, গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে বা জানে এরূপ অবস্থা বা ভাব। = **মনসিকার কুসলতা।** বিশুদ্ধিমার্গে ইহা দশ প্রকার, যথা—**অনুপুব্বতো, নাতিসিঘতো, নাতিসাণিকতো,** ইত্যাদি।

মনসিকার বিধান—মনোযোগ-সম্বন্ধীয় বিধান বা শৃঙ্খলা, মনোনিবেশের নিয়মধারা বা পদ্ধতি। ⟹ **মনসিকার।**

মনসিকার বিধি—মনোযোগ-সম্বন্ধীয় নিয়মশৃঙ্খলা বা গঠনপ্রণালী। ইহা অষ্টবিধ, যথা—**গণনা, অনুবন্ধনা, ফুসনা, ঠপনা, সল্লখণা, বিবট্টনা, পারিসুদ্ধি, তেসনঞ্চ পটিপস্সনা'তি।** ⟹ **মনসিকার।**

মনস্স (ক্লী, সম্বন্ধপদে বা স্বামীবচনে) মনের, চিত্তের।

মনাতি (ক্রি) = **মণাতি।** ⟹ **মণাতি।**

মনাপ (বিণ) মনোজ্ঞ, মনোমত, আনন্দদায়ক, মধুর, মনোরম, প্রীতিকর, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মুগ্ধকারী। (ধর্মপদ) **মনাপস্সবন।** (দীর্ঘনিকায়) **পিযমনাপ।**

মনাপচারিন (বিণ, পুং) মনোজ্ঞ বা মনোমত আচরণকারী, মনোরম বা আনন্দদায়ক আচরণকারী, মনোমত কার্যকারী বা কর্মী, মনোজ্ঞ কর্মী। ⟹ **চারিণ।**

মনাপভাণিন (বিণ, পুং) মনোজ্ঞ বা মনোমত ভাষণকারী, যেই ব্যক্তির কথায় বা আলাপে মনে আনন্দ প্রদান করে।

মনাপসাধু (বিণ) বেশ মনোমত, উত্তমরূপে মনোজ্ঞ, অতি উদার প্রকৃতির, অতিশয় মুগ্ধকর। = **জঞ্ঞঞ্ঞ।**

মনাপস্সবন (বিণ) শ্রুতিমধুর, শুনিতে মধুর, শ্রবণমধুর, শ্রবণে সুখকর। ⟹ **মনাপ।**

মনাপিক (বিণ) মনোজ্ঞ, মনোমত। = **মনাপ।**

মনাপিক পেয্য (বিণ) মনোজ্ঞ বা মনোমত পানীয়, সুমিষ্ট বা মধুর পানীয়। ⟹ **পেয্য** (১)।

মনাযতন (ক্লী) মন, মনরূপ আয়তন বা স্থান। ⟹ **আযতন** (৩)।

মনাবজ্জন (ক্লী) আদর্শস্থানীয় জ্ঞান বা বোধশক্তি, প্রতিনিধি স্থানীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অবগতি।

মনিন্দ্রিয (ক্লী) মনরূপ ইন্দ্রিয়, মনের কার্যক্ষমতা, মনোবৃত্তি বা মন, মানসিক কর্ম, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি, বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি। ⟹ **ইন্দ্রিয।**

মনিপভংসন—মণিচুরি, মণি অপহরণ। ⟹ **পভংসন।**

মনু = **সাবি।** ⟹ **সাবি।**

মনুজ (পুং) মনুজ, মনুষ্য, মানুষ, মানব, মনুষ্যজাতি, মনুর অপত্য। (চুলনির্দেশ বর্ণনায়) **মনুস্স, সত্ত।**

মনুজাধিপ (পুং) নরপতি, নরাধিপতি, রাজা।

মনুজিন্দ (পুং) নরপতি। = **মনুজাধিপ।**

মনুঞ্ঞ (বিণ) মনোজ্ঞ, মনোরম, মনোহর, সুন্দর, আনন্দজনক, সুখকর, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মধুর। = **মনোরম।** (তুলনীয়) **মনাপ।**

মনুঞ্ঞং (ক্রি-বিণ) সুখকরভাবে, মনোহররূপে, আনন্দজনকভাবে, আমোদপ্রিয়ভাবে, প্রফুল্লভাবে, মনোরমভাবে।

মনুতে (বর্তমান ক্রিয়া) বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, পার্থক্য বিচার করা, দূর হইতে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লক্ষ্য করা, মনে মনে পার্থক্য বুঝিতে পারা। ⟹ **মঞ্ঞতি**।

মনুব্রহেতি = **অনুব্রহেতি**। ⟹ **অনুব্রহেতি**।

মনুসিকা (বিণ, স্ত্রী) মানবীয়, মানুষের, মনুষ্যের। = **মানুসিকা**।

মনুস্স (পুং) মনুষ্য, মানব, মানুষ, মনুষ্যজাতি। = **মনুজ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মনুনো অপচ্চা'তি মনুস্সা, পোরাণা পন ভণন্তি**–"**মন-উস্সন্নতায মনুস্স,**–তে **জম্বুদীপকা, অপরগোযানিকা, উত্তরকুরুকা, পুব্ববিদেকা'তি চতুব্বিধা**"। সেইরূপ "**মন**" সম্বন্ধে অন্যদৃষ্টিতে বিমানবত্থু অর্থকথায়–"**মনুস্স উস্সন্নতায মনুস্সা**" ইত্যাদি; (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **মনুস্স নেরযিক, মনুস্সপেত, মনুস্স তিরচ্ছান**–ইহার বিভেদ তুলনীয়। মহানির্দেশে বলা হইয়াছে "**গতি**" সম্বন্ধে, যেমন "**মনুস্সগতি**"। (সূত্রনিপাত) **মনুস্স ফস্স**।

মনুস্সকুণপ–মানুষের শবদেহ। ⟹ **কুণপ**।

মনুস্সখাদক (বিণ, পুং) নরখাদক, মনুষ্যভক্ষক (অর্থাৎ রাক্ষস বা যক্ষ)।

মনুস্সগতি (স্ত্রী) মনুষ্যলোকে আগমন, মনুষ্যগতি, মনুষ্যলোক প্রাপ্তি, এই মনুষ্যভূমিতে অথবা এই সংসারে পুনরুৎপত্তি বা পুনর্বার জন্মগ্রহণ।

মনুস্সগহন (বিণ) জনাকীর্ণ, অত্যধিক মানুষ আছে এমন, বহুলোক উপস্থিত হইয়াছে এমন। ⟹ **গহন**।

মনুস্সঘাতক (বিণ, পুং) মনুষ্যঘাতক, জল্লাদ। ⟹ **ঘাতক**।

মনুস্সতিরচ্ছান (পুং) মানুষরূপী পশু, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মানুষ, বন্য বা অসভ্য মানুষ। ⟹ **তিরচ্ছান**।

মনুস্সত্ত (ক্লী) মনুষ্যত্ব, মানুষের স্বভাব, মানুষের ধর্ম, মনুষ্যোচিত সদ্গুণ, সভ্যতা, মনুষ্যরূপে বা মানুষের অস্তিত্ব, মনুষ্যাবস্থা।

মনুস্সত্তভাব (পুং) = **মনুস্সত্ত**। ⟹ **মনুস্সত্ত**।

মনুস্সদেব (পুং) মনুষ্যরূপ দেবতা অর্থাৎ ১ রাজা, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ; ২ মাতা-পিতা মুনি-ঋষি সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি পূজ্যাস্পদ ব্যক্তিবর্গ।

মনুস্সধম্ম (পুং) মনুষ্যধর্ম, মনুষ্যত্ব, মানবিক অবস্থা, মনুষ্যভাব, মনুষ্যত্ব অবস্থা, মানুষের স্বভাব। (তুলনীয়) **মনুস্সত্ত**। **উত্তরি-মনুস্সধম্ম**–মনুষ্য-শক্তির বহির্ভূত।

মনুস্সপথ–মানুষের পথ, মানুষ চলাচলের পথ বা রাস্তা।

মনুস্সপেত (পুং) ১ অপরিষ্কার ঘৃণিত ব্যক্তি। ২ মনুষ্যপ্রেত, মানুষরূপী প্রেত, মনুষ্যাকারে প্রেত বা ভূত। ⟹ পেত [ক্লী(২)]।

মনুস্সভাব (পুং) মনুষ্যভাব, মানুষরূপে অস্তিত্ব, মনুষ্যাবস্থা। = **মনুস্সত্ত**।

মনুস্সভাসা (স্ত্রী) মনুষ্য ভাষা, মানুষের ভাষা, মানুষ যেই ভাষার মাধ্যমে কথাবার্তা বলে বা ভাবের আদান-প্রদান করে। ⟹ **ভাসা**।

মনুস্সভূত (বিণ) মনুষ্যভূত, মনুষ্যাকৃতির, মনুষ্যাকারের, মানুষরূপে হইয়াছে এমন, মনুষ্যাকৃতিতে হইয়াছে এমন, মনুষ্যসদৃশ, মানুষের ন্যায়।

মনুস্সমারক (বিণ, পুং) মানুষ হত্যাকারী, মনুষ্যবধক, মনুষ্যমারক। ⟹ **মারক**।

মনুস্সলোক (পুং) মনুষ্যলোক, মনুষ্যভূমি, মনুষ্যরূপে উৎপত্তিস্থান, মনুষ্যজগৎ, মনুষ্যজাতি, মানুষের অবস্থিতি স্থান। ⟹ **মনুস্সং**।

মনুস্স বিক্কয--মনুষ্যবিক্রয়, দাসবিক্রয়। = **সত্তবণিজ্জা**।

মনুস্স সম্পত্তি (স্ত্রী) মনুষ্যসম্পত্তি, মনুষ্যসুখ, মনুষ্যভূমির ঐশ্বর্য। ⟹ **সম্পত্তি** (১)।

মনুস্সা (পুং, বহুবচন) জনমণ্ডলী, মনুষ্যগণ, লোক-সমূহ।

মনুস্সিক (বিণ) মানুষিক, মনুষ্যোচিত, মানুষের ন্যায়।

মনুস্সিত্থি (স্ত্রী) [মনুস্স+ইত্থি] মানবী, মনুষ্যস্ত্রী, মানুষ জাতীয় স্ত্রীলোক, মনুষ্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোক।

মনুস্সিন্দ (পুং) [মনুস্স+ইন্দ] রাজা, নরপতি, নরাধিপ।

মনেসিকা (স্ত্রী) [মন+এসিকা] "মনের সন্ধান বা খোঁজ" অর্থাৎ অপরের মনোভাব জানন বা অনুমানকরণ, পরচিত্ত বিজানন, মানুষ দেখিলে তাহার মনোভাব বুঝিতে পারা বা অবগত হওয়া, মনস্তত্ত্ব জ্ঞান।

মনো (পুং, ক্লী) ১ মন, চিত্ত, চিন্তা, ভাবনা, স্মৃতি, স্মরণক্রিয়া, স্পষ্ট অভিমত, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি সম্পন্ন লোক, প্রবৃত্তি, বিশ্বাস, অভিরুচি, চিন্তিত বিষয়ে বা মনোবৃত্তির উদ্দেশ্যে কার্যক্ষমতা ("**চিত্ত**" এবং "**চেতো**" ইহার সাধন উপায় অথবা যন্ত্র অথবা নির্দেশ) "**ধম্ম**" এর অর্থাৎ মনোবস্তুর অথবা মানসিক চিন্তিত বিষয়ে অথবা ভাবের অনুরূপ। Rhys. Davids. ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন–(সাধারণ অর্থে) মনোবস্তু বা মনের চিন্তিত বিষয়, মনের অবস্থা। "**মন**" শব্দটি যৌগিকে "**মনো**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। = **মন**।

⟹ **ধম্ম**(১খ)। ক "**মনো**" প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (চেতনার) আধ্যাত্মিক বা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত কার্য সম্পাদনকে জ্ঞাত করে যখন "**বিঞ্ঞাণ**" ইন্দ্রিজ্ঞান এবং জ্ঞানোন্নতির (বেদন বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির) ভূমিস্থানীয় হয় এবং "**চিত্ত**" হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধ্যাত্মীয় বা অন্তর্মুখী অবস্থা বা সামনের দিক। "**মন**" অর্থে অনুবাদ দ্বারা অধিকাংশ অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়; সময় সময় ইহার অর্থ—"মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়" হইয়া থাকে। "**মন**" মানুষের বিবেক সম্বন্ধীয় (যুক্তিসঙ্গত) মনোবৃত্তিকে (কার্যক্ষমতাকে) সুস্পষ্ট রূপ দিয়া থাকে যাহা বৈষয়িক জগতে আমাদের সম্বন্ধ বিশিষ্ট অধ্যাত্মিক বা অন্তর্মুখী দিক সদৃশ জগতে কার্যকর বিশেষ জ্ঞানের (উপলব্ধির) ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে এবং যেই বিশেষ জ্ঞান আমাদের চক্ষুদ্বারে উপস্থিত রূপ বা আকৃতি চক্ষুদ্বারে গৃহীত হওয়ার ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের বিচারশক্তিতে (যুক্তিযুক্ততায়, স্বভাবধর্মে) গৃহীত হয়। এইরূপে "**মন**" ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ের (ইন্দ্রিয় জ্ঞানের) মধ্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং ইহাদের স্ব স্ব স্থান ("**দ্বাদস আযতনানি**" অথবা বিষয় এবং জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বস্তু অর্থাৎ আধার-আধেয়-সম্বন্ধ অথবা "**অজ্ঝত্তিকানি আযতনানি**" এবং "**বাহিরানি আযতনানি**" সম্বন্ধ—⟹ **আযতন**)। "**অজ্ঝত্তিক আযতন**" এবং "**বাহির আযতন**" সম্বন্ধ, যথা—(১) **(অজ্ঝত্তিক) চক্খু** (চক্ষু-ইন্দ্রিয়) যাহা **(বহির) রূপ** অর্থাৎ বাহ্যিক বস্তু দর্শনের সম্পর্কে আসে, (২) **(অজ্ঝত্তিক)** সোত (শ্রবণেন্দ্রিয়) যাহা **(বাহির) সদ্দ** অর্থাৎ বাহ্যিক শব্দ শ্রবণের সম্পর্কে আসে, (৩) **(অজ্ঝত্তিক) ঘান** (নাসিকা-ইন্দ্রিয়) যাহা **(বাহির) গন্ধ** অর্থাৎ বাহ্যিক গন্ধ গ্রহণের সম্পর্কে আসে, (৪) **(অজ্ঝত্তিক) জিব্হা** (জিহ্বা-ইন্দ্রিয়) যাহা **(বাহির) রস** অর্থাৎ বাহ্যিক রস গ্রহণের সম্পর্কে আসে, (৫) **(অজ্ঝত্তিক) কায** (স্পর্শেন্দ্রিয়) যাহা **(বাহির) ফোট্ঠব্ব** অর্থাৎ বাহ্যিক বস্তুর স্পর্শ গ্রহণের সম্পর্কে আসে, (৬) **(অজ্ঝত্তিক) মনো** (মনিন্দ্রিয়) যাহা **(বাহির) বিঞ্ঞাণ** অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত বস্তুর অথবা বোধগম্য বা প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বভাব **(ধম্ম)** বিশেষরূপে জাননের **(বিঞ্ঞাষ)** সম্পর্কে আসে। এইরূপে ইহা আত্মজ্ঞান (চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম) যাহাকে স্বভাব **(ধম্ম)** বলিয়া জগতে সকলে জানে। চোখের পক্ষে যেমন আলোক সুন্দর মনের পক্ষেও জগৎ মনোজ্ঞ—এই দুইটি দিকের অভিন্ন ঐক্য, অথবা অন্য কথায় বলা যায়—"**মনো**" **ধম্ম** সমূহের (চিত্ত-চৈতসিকের) সম্পূর্ণ অনুরূপ বস্তু যাহাকে বলা হয় অধ্যাত্মিক বা অন্তর্মুখী "**ধম্ম**"। এই অর্থে "**ধম্ম**" [⟹ **ধম্ম খ**(১)]। বিশ্বের যৌক্তিকতা বা বিধিসঙ্গত অবস্থা, মহাজাগতিক নীতি, প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নিয়ম। সম্পূর্ণত সাধারণরূপে ইহাকে ভূয়োদর্শনলব্ধ বা অভিজ্ঞতাজনিত বিশ্বরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে (যেমন Geiger তাঁহার "**পালিধম্ম**" গ্রন্থের অনুবাদে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কথাবত্থুতে "**ধম্ম**" শব্দের পরিবর্তে "**বত্থু**" শব্দের প্রতিকল্প অর্থাৎ দৈহিক বা জড় জগৎ নির্দেশ করিয়াছেন), সাধারণত রূপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণী ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের জড় বা বস্তু জগতের ন্যায়। "**মনো**"-এর সম্পূর্ণ অনুরূপ বস্তুস্বরূপ "**ধম্ম**" বহুল পরিমাণে একটি বস্তুনিরপেক্ষ (নানাবাদজনক অথবা একাধিক মূলতত্ত্বে বিশ্বাস বা মতবাদজনক) জগতের প্রতিরূপ অর্থাৎ তাদৃশ যে কোনো সহজাত যৌক্তিকতার সহিত (দৃশ্যমান বিশ্বে) ঘটমান বিষয়সমূহ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ. "**মনস**" এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে ইহাদের জটিল অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহার অর্থ অনুরূপ ব্যক্ত করা দুরূহ বা জটিল। অবশ্যই "**মনস**" এবং ইহার বৃত্তি বা ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে হইলে যে কোনো ব্যক্তিকে জড়ত্বের বা দেহত্বের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপে পরে ইহাই সংঘটিত হইবে যে "**মনস**" এর অভ্যন্ত নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ "**বিজানাতি**" পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্ত বিষয় "**স্পর্শ**" (যাহার সহিত "**মনো**" ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। Rhys. Davids.-এর ইংরেজি অনুবাদে "**স্পর্শ**" সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ও জটিল কার্যধারা মূলক বর্ণনায়:—আদর্শ স্থানীয়ভাবে প্রযুক্ত—গরম ও ঠাণ্ডা স্পর্শানুভূতি, কোনো বিষয় গ্রহণ করা, ভয়ে অভিভূত, ভয়বিহ্বল, গভীরভাবে কম্পন অনুভূত)। আমরা বলিতে পারি "**মন**" অর্থে "পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারে উপলব্ধিকরণ" আর "**মনস**" অর্থে "পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারে উপলব্ধি" (যাহা স্পর্শজনিত অনুভূতি দ্বারা পরিষ্কার জ্ঞান), জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়সমূহ সম্বন্ধীয় "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা" (**ধম্ম**), অথবা যৌগিক বর্ণনানুসারে ইহা "বোধগম্য বিষয়সমূহ"। ⟹ **কায** (২), **ফস্স**। **খ** বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় তর্কবিজ্ঞানে বা যুক্তিবিদ্যায় কল্পিত বিষয় "**মনো**" "**(মন) আযতন, (মন) ইন্দ্রিয**" এবং "**(মনো) ধাতু**" পদগুলির সংকলন দ্বারা প্রায়শ অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে পরিলিখিত, যেইগুলির সমস্তই "**মনো**" (এবং ইহার বৈষয়িক বা বিষয়গত অনুরূপ "**ধম্মা**")—এর ন্যায় কার্যগত একইরূপ (নিম্নের গ নম্বরও তুলনীয়)। অতিরিক্ত পদগুলি ভাবনা বা ধ্যানের শ্রেণী সম্বন্ধীয় স্থান দিতে চেষ্টিত হয়। ৬ প্রকার আয়তন বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে "**মনস**"-এর স্থান বা অবস্থা অপর পঞ্চ আয়তন বা ইন্দ্রিয় দমনের বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি। (মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মনো নেসং গোচর-বিসযং পচ্চনুভোতি**—"**মনো**" বা মন অপর পঞ্চইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রের বৃত্তিচয় বা

স্বভাবধর্মকেই উপভোগ করিয়া থাকে। (তুলনীয়) **এত্থ চ তে মনো ন রমিত্থ রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু।** গ "**মনস**" আর "**চিত্ত**"—এর সম্বন্ধ সম্পর্কে ইহাই বলা যাইতে পারে যে "**চিত্ত**" (যাহাকে হৃদয় বলা হয়) মানসিক সুগভীর অনুভূতির বা আবেগের স্থান বলিয়া অধিক সঙ্গতিপন্ন এবং মূল সম্বন্ধীয় বিষয়, "**মনস**" সেইখানে শোধনকৃত উপাদান, অন্তর্দর্শী (সুখ-দুঃখ) অনুভব অথবা তাদৃশ ভাবনা বা চিন্তা। সংক্ষেপে বলা যায় "**চিত্ত**" হৃদয়বস্তু বা হৃদয়াশ্রিত বস্তু আর "**মনস**" মনোবৃত্তি বা চিত্তের ভাববস্তু [⟹ **চিত্ত** (২ক)] এবং "**বিঞ্ঞাণ, চিত্ত**"-এর সহিত সম্পর্কিত [⟹ **চিত্ত** (২ঘ)]। ⟹ **মনস** (পুং)। অধিকতর জনপ্রিয় মতে এবং কথায় বা লেখায় নির্বাচিত শব্দে যে কোনো উপায়ে "**মনস**" দেহের বিপরীত বলিয়া "**চিত্ত**"-এর প্রায়শ সমান অর্থবাচক; (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং ইতি পি মনো ইতি পি।** কাজেই "মনন (অর্থাৎ সংকল্প), কথা এবং কার্য"—এই ত্রয়ী অর্থে "**মনস**" "**চিত্ত**"-এর সহিত বিনিময় বা আদান প্রদান করে [⟹ **কায** (৩)]। ইহার সূত্র বা ধারা—"**কাযেন বাচায মনসা**"; (মধ্যম নিকায়) **কাযেন বাচায মনসা সুচরিতং চরিত্বা;** (ধর্মপদ) **কাযেন বাচায মনসা নত্থি দুক্কটং;** (তুলনীয়) **সন্তং তস্‌সমনং সন্তা বাচা চ কম্ম চ** (ধর্মপদ)। অধিকন্তু "**চিত্ত**" সংযোগে:—(সংযুক্ত নিকায়) **কাযেন বাচায উদচেতসা; রক্‌খিতেন কাযেন বাচায চিত্তেন।** "**মনস**" সম্বন্ধে পণ্ডিতযোগ্য (জনপ্রিয়) ব্যাখ্যায় "**চিত্ত**"-এর সহিত সংযোগে সিংহল গ্রন্থে আরও অভিন্ন বা একার্থবাচক শব্দ দৃষ্ট হয়। "**মনো**" বলিলে বুঝায় "**চিত্তং মনো মানসং হদযং, পণ্ডরং, মনাযতনং ... মনো-বিঞ্ঞাণধাতু** (অর্থাৎ মনের বোধশক্তি বা সূক্ষ্ম অনুভূতি অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা)। এইরূপে মহানির্দেশে "**মনো**" শব্দের পরিবর্তে, সূত্রনিপাতের ব্যাখ্যায় "**চিত্তং**" শব্দকে বাদ দিয়া, ধর্মসঙ্গণীতে "**চিত্ত**"-সম্বন্ধে "মণিন্দ্রিযং" সম্বন্ধে, "**মনাযতনং**" সম্বন্ধে এবং "**মনো-বিঞ্ঞাণধাতু**" সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "**আদেসনা পাটিহারিযং**" নিয়মে উহাদের সংযোগ হইতে দুইটির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়, যেমন—**এবম্পি তে মনো ইত্থম্পি তে মনো ইতি পি চিত্তং**—এমনতর বা এইরূপ তোমার মন ... অমুক অমুক বিষয় তোমার মনের আবেগ বা মানসিক সুগভীর অনুভূতি (অর্থাৎ অমুক অমুক বিষয় তোমার চিন্তার বিষয় বা মনোভাব)—ইহাও চিত্ত বা চিত্তবস্তু। (সংযুক্ত নিকায়) "**মনো**" এবং "**চিত্ত**"—এই দুইটিই ইহাদের অস্থিরতার ও ভয়ের অবস্থায় পারস্পরিকভাবে প্রভাবিত হইতেছে:—**নিচ্চং উত্রস্তং ইদং চিত্তং** (হৃদয়), **নিচ্চং উব্বিগ্‌গং ইদং মনো** (মন)। একই বর্ণনায় ("**চিত্ত**" "**মনো**"-এর উপায় বা আবির্ভাব অর্থাৎ যন্ত্র বা প্রকাশস্বরূপ) জাতক হইতে সুস্পষ্ট হয়, যেমন—**সীহো চিত্তং পসাদেসি সখা তস্‌স মনং ওলোকেত্বা ব্যাকাসি ...।** পেতবত্থু সাহিত্যের "**মনো**" শব্দকে পেতবত্থু অর্থকথায় "**চিত্তং**" শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সূত্রনিপাতে "**পীতিমনো**" (হৃষ্ট হৃদয় বা প্রীতিমন) শব্দকে সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**সন্তুট্‌ঠমন**" শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সূত্রনিপাতের "**নিব্বান মনসো**" শব্দকে সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**নিব্বান-নিন্ন চিত্তো**" শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (বি-ভা) **যথা মনেন**—হৃদয় হইতে অর্থাৎ যথার্থরূপে (ধর্মপদ অর্থকথা)। অতএব "**মনো**" পরিষ্কাররূপে "**চিত্ত**"স্বরূপ কার্য করিয়া থাকে। **ঘ** (বি-ভা) **মনং উপ্পাদেতি**—মন উৎপন্ন করা বা গঠন করা, মনে মনে স্থির করা, মনস্থ করা, মন স্থির করা, সংকল্প করা, মন বিগলিত বা দ্রব করা (ধর্মপদ অর্থকথা); (তুলনীয়) **চিত্তুপ্পাদ।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **মনং করোতি**—(১) (কিছুতে) মন স্থির করা, (কিছুতে) ধ্যান বা মনোযোগ দেওয়া, (কিছুতে) সন্তুষ্টি লাভ করা বা আনন্দ পাওয়া। (জাতক) **রূপে ন মনং করে = ইত্থিরূপে নিমিত্তং ন গণ্‌হেয্যাসি** (জাতক অর্থকথা); = **রূপে ন মনসি করোতি;** (কর্মবাচ্যে) **গীতে করন্তে মনো।** (২) মন উৎপন্ন করা বা গঠন করা। (জাতক) **মনং গণ্‌হাতি**—মন গ্রহণ করা, কল্পনাশক্তি গ্রহণ করা, কল্পনা গ্রহণ করা, খেয়াল আনা, প্রণয় করা, সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা, অনুমোদন লাভ করা, সম্মতি বা সায় পাওয়া। ২ "**মন**" সংযোগে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্ম-উদ্ধচ্চ-বিগ্‌গহিত মন** ("**মনো**" শব্দের পরিবর্তে)। (থেরীগাথা) **সঙ্কিলিট্‌ঠ-মনা নরা; অত্তমন।** (পেতবত্থু) **গেধিত মন।** (দীর্ঘনিকায়) **দুম্মন।** (সূত্রনিপাত) **পীতিমন।** ⟹ **মনসি করোতি।**

মনোকম্ম (ক্লী) মনোকর্ম, মানসিক কার্য, মনে উৎপন্ন কাজ। "**কাযকম্ম**" ও "**বচীকম্ম**"—এর সহিত সংযুক্ত। ⟹ **মনোকম্মন্ত।**

মনোকম্মন্ত—মানসিক কর্ম, মনোকর্ম, মনের কার্য, মানসিক ক্রিয়া। দশবিধ সুচরিতশীলে—"**অভিজ্ঝায বেরমণী, ব্যাপাদা বেরমণী, মিচ্ছাদিট্‌ঠিযা বেরমণী**"—এই তিনটিকে মনোকর্ম বলা হয়। ⟹ **সীল।**

মনোচেতনা—মনের চেতনা ভাব, মনে মনে চিন্তা বা জল্পনা কল্পনা করিবার ইচ্ছা। ⟹ **চেতনা।**

মনোজব (ক্লী) মনে দ্রুততা (অর্থাৎ ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া মাত্র বস্তু লাভ)। (বিণ) মনে হওয়া মাত্রেই শীঘ্র, চিন্তা করা মাত্রেই শীঘ্র, মননমাত্র দ্রুত, চিন্তাধারার ন্যায় দ্রুত। = **বেগবন্তো।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মনোজব অস্‌সাজানিয।** ⟹ **জব।**

মনোদণ্ড (ক্লী) মনোদণ্ড, মনোপীড়ন, মানসিক শাস্তি।

মনোদুচ্চরিত (ক্লী) মানসিক দুশ্চরিত্রতা, মনের পাপ, মানসিক চিন্তা দ্বারা পাপকার্য, অসৎ মনোবৃত্তি, দুষ্ট বা অহিতকর মানসতা, মনন বা মনোভাব দ্বারা পাপ। মনের পাপ তিন প্রকার, যথা—লোভ, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যাদৃষ্টি বা অন্ধবিশ্বাস। ⟹ **মনোকম্মন্ত, দুচ্চরিত**।

মনোদোস—মনের দোষ, মানসিক দোষ বা কলঙ্ক।

মনোদ্বার (ক্লী) মনের দ্বার বা দরজা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রবেশপথ, চেতনার প্রারম্ভ, আত্মজ্ঞানের দ্বার।

মনোধাতু (স্ত্রী) যেই ইন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-বায়ু—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা আহরিত বিষয়বস্তুতে জল্পনা কল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অর্থাৎ মনিন্দ্রিয় বা মন, মনোবৃত্তি, কল্পনা-ভাব-মত-চিন্তা ইত্যাদি কার্যক্ষমতা, বোধশক্তির উপাদান, ইন্দ্রিয় বা শারীরবৃত্তি, শারীরবৃত্তি-সম্বন্ধীয় ভিত্তি। = **মন**। ⟹ **ধাতু** (২খ)।

মনোপদোস (পুং) মনের প্রদুষ্টতা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, মনের বা মানসিক ক্রোধ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মনং পদুস্সযমানো উপ্পজ্জতী'তি**—কাহারও মনে ক্রোধ উৎপন্ন করা। ⟹ **পদোস**(২)।

মনো পদোসিক (বিণ) (হিংসা-বিদ্বেষ দ্বারা) মনপ্রদুষ্ট, মনের কলুষ, মনের রোষপূর্ণ। ⟹ **পদোসিক**। (পুং) এক শ্রেণীর দেবতার নামবিশেষ।

মনোপবিচার—মন-সম্বন্ধীয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, মন বা চিত্তভাব বিচার, চিত্ত ও চৈতসিকের ব্যাপার অনুধাবন।

মনোপসাদ (পুং) মনোপ্রসাদ, মনের আনন্দ, ধর্মকর্মে রত মনোভাব, ধর্ম সম্বন্ধীয় মনের অবস্থা, মনের শান্তি, (বুদ্ধের প্রতি) মনের প্রসন্নতা বা শ্রদ্ধাভাব, মনের প্রসন্নতা।

মনোপুব্বঙ্গম (বিণ) মন পূর্বগামী, সর্বপ্রথমে মন উৎপন্ন হয় বা চেতনা জাগ্রত হয় এরূপ, মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা আদিষ্ট, মনন বা অভিপ্রায় দ্বারা আধিপত্যকৃত, চিন্তাধারা বা মনোযোগ দ্বারা শাসিত। ⟹ **পুব্ব** (২)।

মনোভাবনীয (বিণ) মনের উন্নতি বা কৃষ্টি সম্বন্ধীয়, মন দ্বারা ভাবনীয় বা চিন্তনীয় অথবা কল্পনীয়, মনের যথার্থ কর্ষণ বা সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়, আত্মস্থির, আত্মমীমাংসিত বা স্থিরকৃত। (তুলনীয়) **মন-বড্‌ঢনক** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। Kern. Toev. গ্রন্থের অনুবাদে অর্থ করা হইয়াছে "গৌরবের সহিত মনের মধ্যে রাখা"।

মনোমত্তক—একমাত্র মন, কেবল মন, শুদ্ধ মন। এই শব্দটি বিশেষ ভাষায়ই ব্যবহৃত হয়:—**মন-মত্তকেন** (ক্রি-বিণ) একমাত্র মন দ্বারা, কেবল মন দ্বারা, শুদ্ধ মন দ্বারা, কেবল মনের অবধারণ দ্বারা অর্থাৎ স্মারক, মনের বিষয়স্বরূপ, মনের চিন্তিত বিষয়স্বরূপ।

মনোময (বিণ) মনোময়, মনোজ্ঞ, মন হইতে উৎপন্ন, মনঃস্বরূপ, কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট, মনোরম, ইচ্ছামত, ইচ্ছাকৃত, মনের দ্বারা সৃষ্ট, মনোসংযুক্ত অর্থাৎ মনের কুহক বা যাদুবিদ্যাশক্তি দ্বারা গঠিত, মন দ্বারা ঐন্দ্রজালিকরূপে গঠিত। = **রূপিন**। (বিপ) **সঞ্ঞাময**। আধ্যাত্মিকভাবে ইহার অর্থ "**নিব্বত্তিময**"। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **অধিট্‌ঠান-মনেন নিম্মিতত্তা মনোময**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ঝান-মনেন নিব্বত্ত; মনতো নিপ্ফন্ন**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বাহিরেন পচ্চযেন বিনা মনসা ব নিব্বত্ত**। (জাতক) **মনোমযং সিন্ধবং অভিরুয্হ**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **মনোময ইদ্ধি**। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে সময়ে সময়ে এই বিষয়ের রূপ বা দেহাকৃতি (শরীর) সৃষ্ট হয় পবিত্রতা বা জ্ঞান দ্বারা, মানুষ কিম্বা দেবগণ এই গুণ বা শক্তি দ্বারা ভূষিত হইতে পারে। (দীর্ঘনিকায়) **মনোময পীতিভক্‌খা; অত্তা দিব্বো রূপী মনোময সব্বঙ্গপচ্চঙ্গী** ইত্যাদি। (বিনয়) **কোলিযপুত্তো-কালং কতো অঞ্ঞতরং মনোমযং কাযং উপপন্নো**। (মধ্যম নিকায়) **দেবারূপিনো মনোমযো**।

মনোময ইদ্ধি—মনোময় ঋদ্ধি, মনগড়া বা ইচ্ছানুরূপকৃত অলৌকিক কার্য বা ঐশীশক্তিপ্রকাশ, মনগড়া ঐশীশক্তি। ⟹ **মনোময**।

মনোময কায—"**কায**" শব্দে "প্রযুক্ত অর্থ (৪)" শব্দ দ্রষ্টব্য।

মনো পীতিভক্‌খা (বিণ) মনোময় প্রীতি উপভোগকারী। ইহা "**আভস্সর**" রূপব্রহ্মলোকের নিত্যনৈমিত্তিক অবস্থা অর্থাৎ এই স্থানের সত্ত্বগণ নিত্য ইচ্ছাকৃত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ⟹ **মনোময ইদ্ধি, মনোময**।

মনোমুনি (পুং) মনোসংযমে মৌন বা মুনি, মনোসংযমতা দ্বারা মৌনত্ব গ্রহণ বা তুষ্ণীভাব ধারণ। ⟹ **মুনি** (২)।

মনোমোনেয্য (ক্লী) মনোসংযমে মুনিত্ব, মনের দিক দিয়া অথবা মানসিক সচ্চরিত্র অর্থাৎ মনোসংযম। ⟹ **মোনেয্য, মুনি** (২)।

মনোরথ (পুং) মনোরথ, ইচ্ছা, মনের বাসনা, ঔৎসুক্য, আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বা বস্তু (সাহিত্যে—যাহাতে বা যদ্দ্বারা মন আনন্দিত থাকে)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মনোরথ বিঘাত ইচ্ছা বিঘাত**। (মহাবংস) **মনোরথং পূরেতি**—মনোরথ পূর্ণ করা, ইচ্ছা পূর্ণ করা; **পুণ্ণ-সব্ব মনোরথ**।

মনোরথ-পূরণী (স্ত্রী) ১ ইচ্ছা পূরণকারী, যে ব্যক্তি বা যদ্দ্বারা মনোবাসানা পূরণ করা হয়। ২ অঙ্গুত্তর নিকায়ের অর্থকথার নাম-বিশেষ।

মনোরথ বিঘাত (বিণ) ইচ্ছা বিনাশক, মনের বাসনা বিনাশকারী। (পুং) ইচ্ছা বিনাশ, মনের বাসনা-বিরক্তি। = **ইচ্ছা বিঘাত**।

মনোরম (বিণ) মনোরম, রমণীয়, সন্তোষদায়ক, মনোজ্ঞ,

বাঞ্ছনীয়, সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর, সন্তোষজনক, আমোদজনক, আনন্দজনক, মনের প্রীতিকর বা আনন্দদায়ক।= **মনুঞ্ঞ, চারু, রম, রমণ**।(পেতবত্থু) **ফোট্ঠব্ব**।

মনোবিচার (পুং) মনের বিচার, মনে মনে বিবেচনা, মনের কল্পনা বা পরিকল্পনা। ⟹ **বিচার**।

মনোবিঞ্ঞাণ (ক্লী) মনোবিজ্ঞান, মনের বোধশক্তি বা জ্ঞান, মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অবগতি, মনের প্রতিনিধি, যৌক্তিকতা, বিচারশক্তির অধিকার বা উহার যথাযথ প্রয়োগ, বিচারশক্তি। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহা ২২ প্রকার।

মনোবিঞ্ঞাণ ধাতু (স্ত্রী) জল্পিত কল্পিত মনের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা, সংকল্প, আদর্শস্থানীয় বা প্রতিনিধিস্থানীয় বুদ্ধিবৃত্তির কাজ বা প্রক্রিয়ার উপাদান, মনের জ্ঞান বা বোধশক্তি, মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অবগতি, মনোবিজ্ঞান ধাতু, বিজ্ঞানধাতুর মধ্যে ষষ্ঠ বিজ্ঞানধাতু অথবা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা ভাব সম্পর্কযুক্ত কেবল ১২ প্রকার ধাতুর অনুরূপ অথবা উহাকে ভিত্তি করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানযুক্ত উপাদানসমূহের পারম্পর্য বা অনুক্রম [= **আযতন**]। = **মনোবিঞ্ঞাণ**। ⟹ **মনোধাতু, ধাতু** (২খ)।

মনোবিঞ্ঞেয্য (বিণ) মন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় এমন, মন দ্বারা অন্তর্ভুক্ত বা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এমন, মনের বিজ্ঞাপিত।

মনোবিতক্ক (পুং) মনন, ধ্যান, ভাবনা, মনের উদ্বেগ, উদ্বেগ, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়। সূত্রনিপাত অর্থকথায় এখানে "**মনো**" অর্থে "**কুসল-চিত্ত**"।

মনোসঙ্খার (পুং) মনোসংস্কার, কায়সংস্কার-বচীসংস্কার-চিত্তসংস্কার—এই তিনটির ক্রিয়াজাত ফল। ⟹ **সঙ্খার** (১খ)।

মনোসঞ্চেতন (পুং) প্রতিনিধিস্থানীয় জ্ঞান বা বোধশক্তি, আদর্শস্থানীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অবগতি, মনের মধ্যে উপলব্ধি বা বোধ, মনের চেতনাভাব।

মনোসঞ্চেতন আহার—মনের চেতনা আহার, যে অনুভূতিতে মন চেতনা লাভ করে বা জাগ্রত হয়, যে অনুভূতিতে মন সচেতন হয়, প্রতিনিধিস্থানীয় জ্ঞান বা বোধশক্তির পুষ্টিকর ভক্ষ্যদ্রব্য, আদর্শস্থানীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বা অবগতির আহার্য বস্তু। ⟹ **মনোসঞ্চেতন**।

মনোসত্ত (বিণ) মন আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়াছে এমন, মন সংলগ্ন হইয়াছে এমন। (পুং) একজাতীয় দেবতার নাম, মনোসত্ত্ব দেবতা। যাহারা কোনো কিছুতে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া উহার প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি উৎপন্ন করে সেই আসক্তির সহিত মৃত্যু ঘটিলে তাহারা মনোসত্ত্ব দেবকূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে বা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

মনোসত্থ—মনরূপ অস্ত্র। ⟹ **সত্থ** (১)।

মনোসমাচার (পুং) চিন্তাধারা অনুরূপ সৎ অভ্যাস, ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, শিষ্টতা বা নম্রতামূলক মনের চিন্তন বা পরিকল্পনা, অভ্যাসে বা আচরণে মনের সদ্ভাব প্রকাশ, মনোকর্মের সদ্ভাব, সদাচরণ, সংযমতার সহিত মনের চিন্তন।

মনোসম্ফস্স ⟹ **সম্ফস্স**।

মনোসিলা (স্ত্রী) মনঃশিলা, মনঃশিল, রক্তবর্ণ পর্বতীয় ধাতু-বিশেষ, রক্তবর্ণ শেঁকো বিষ, লাল পাউডার বা চূর্ণ যাহা মৃত্যু ঘটাইবার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, লালরং। (জাতক) **মনোসিলা হরিতাল**—হলদে বর্ণের মলম। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মনোসিলা চুণ্ণ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মনোসিলা পিণ্ড**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মনোসিলা রস**। (পাকা আম সম্বন্ধে) **মনোসিলা চুণ্ণ পিঞ্জরবণ্ণ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মনোসিলা বণ্ণানি অম্বফলানি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মনোসিলা তল**।

মনোসিলা চুণ্ণ (ক্লী) মনঃশিলা চূর্ণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মনোসিলা চুণ্ণ পিঞ্জরবণ্ণ**—(পাকা আম সম্বন্ধে) সর্বদেহে রক্ত বর্ণ মলমলিপ্ত বর্ণ সদৃশ। = **মনোসিলা হরিতাল**।

মনোসিলা তল—পুরু চ্যাপ্টা প্রকাণ্ড পাথর, মনঃশিলাতল, মাচান বা উন্নত মঞ্চ। ভগবান বুদ্ধ মনঃশিলা সদৃশ যে আসনে বসিয়া সিংহনাদে বা সিংহের ন্যায় গুরুগম্ভীর গর্জনে (স্বরে) ধর্মভাষণ করিতেন উহাকেও মনঃশিলা বলা হইত। = **সিলাসন**। হিমবন্ত বা হিমালয়ের পাদদেশের এক জেলার নামও "মনঃশিলাতল"। ⟹ **মনোসিলা**।

মনোসিলা পিণ্ড—মনঃশিলা পিণ্ড। = **মনোসিলা হরিতাল**। ⟹ **মনোসিলা**।

মনোসিলা রস—মনঃসিলা রস, রক্তবর্ণ শেঁকো বিষের রস, লাল রং-বিশেষ। = **মনোসিলা হরিতাল**। ⟹ **মনোসিলা**।

মনোসিলা হরিতাল—রক্তবর্ণের বা হলদে বর্ণের মলম। ⟹ **মনোসিলা**।

মনোসুচরিত (ক্লী) মনের পুণ্য, মনের দ্বারা পুণ্য, মানসিক চিন্তা দ্বারা সৎকাজ। মনের দ্বারা পুণ্য তিন প্রকার, যথা—লোভ না করা, পরশ্রীকাতর না হওয়া, সম্যক্‌দৃষ্টি হওয়া অর্থাৎ যথার্থ সত্যদর্শনের পথে চলা। ⟹ **সুচরিত**।

মনোহর (বিণ) মনোহর, মনোহারী, সুন্দর, রমণীয়, মুগ্ধকারী, মনোরম। (পুং) বিশিষ্ট মণির নাম (অর্থাৎ ইচ্ছামণি বা স্পর্শমণি)।

মনোহর লাভ—মনোহর লাভ, ন্যায্যপ্রাপ্তি। = **সুদ্ধলাভ, ধম্মিক লাভ**।

মন্ত (ক্লী) মূল অর্থ:—"মন্ত্র, স্বর্গীয় বা পবিত্র ভাষণ, ধর্মীয় কথা বা সিদ্ধান্ত"—এই কারণে ইহা "একটি গুপ্ত অভিসন্ধি বা অভিপ্রায়" (তুলনীয়—**গুত্তভাসনে**); "পরামর্শ, উপদেশ"—এই কারণে ইহা "যাদুবিদ্যা, যাদুমন্ত্র, যাদু, মন্ত্র"। পবিত্র ধর্মসংহিতা বা ধর্মের বিবরণে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাহিত্যে বা বেদের বর্ণনায় যেমন "মন্ত্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ধর্মসম্প্রদায়ের সংহিতা অনুসারে বৌদ্ধ দৃষ্টিতেও "মন্ত্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১ (দীর্ঘনিকায়ে) বেদ সম্পর্কে এই শব্দটি প্রায়ই বহুবচনে "**মন্তা**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। (মধ্যম নিকায়ে) **ব্রহ্মে মন্তে অধিযিত্বা; মন্তে বাচেতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দেবা মন্তে অধিযিত্বা; মন্তে গন্থেত্বা**। প্রাচীন বেদের সহিত বৈপরীত্য বা বৈষম্য প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ্য (ধর্মবিরোধী) কার্যকলাপ-সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ সূত্রনিপাত অর্থকথায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,--"**বেদে ভিন্দিত্বা ধম্মযুত্তে পোরাণ-মন্তে নাসেত্বা অধম্ম-যুত্তে কূট-মন্তে গন্থেত্বা**"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সম্পর্কেও "**মন্ত**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধর্মপদে ধর্মগ্রন্থ পাঠে ও ধর্মশিক্ষায়ও "**মন্ত**" শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কখনো কখনো একবচনে ব্যবহারে—**মন্তং পরিবত্তেন্তি ব্রহ্ম-চিন্তিতং** (পেতবত্থু); = **বেদং পরিবত্তেন্তি ব্রহ্মচিন্তিতং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ক্লী, বহুবচনে) **মন্তানি**—বেদসমূহ। ২ (অর্থ সন্দেহপূর্ণ, বোধ হয় নিম্নোক্ত ৩ নম্বরের মতই ইহার অর্থ হইবে) সাধারণ অর্থে—"পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ", পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মূলবচন বা মূল গ্রন্থাংশ, পবিত্র ধর্ম। (সংযুক্ত নিকায়) **মন্তাধীর**—ধর্মে দৃঢ়তা বা দৃঢ় বিশ্বাস। চুল্লনিদ্দেসে "**মন্ত**" শব্দকে "**পঞ্ঞা**" অর্থেও গ্রহণ করা হইয়াছে। (মহাবংসে) **বুদ্ধমন্ত**—বুদ্ধের মন্ত্র বা ধর্ম। ৩ পবিত্র মন্ত্র, ধর্মীয় ভাষণ, অলৌকিক কথা, অত্যাশ্চর্য শব্দ, স্বর্গীয় বা অপ্রাকৃতিক বাক্য উচ্চারণ, যাদুমন্ত্র, কবচ, আকর্ষণ, গুপ্তশক্তি সম্পন্ন পদার্থ, মনোমোহকর বস্তু, মন্ত্র, যাদু, যে কোনো জীবের বশীকরণ সাধন তন্ত্রোক্ত বাক্য, দেবতাবিশেষের উপাসনার উপযোগী বাক্য বা গাথা (স্তোত্র) বা পদ, রহস্য, ধর্মগ্রন্থাদির বাক্য বা গাথা, ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যা, কুহক, ভেলকি। পেতবত্থু অর্থকথায় "**মন্ত**" শব্দকে "**যোগ**" শব্দের সহিত সংযোগ করা হইয়াছে, "**যোগ**" মানুষের প্রতি নির্দেশিত হইয়া দেবগণের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। (জাতক) **মন্ত পরিত্ত; মন্ত পরিত্তং করোতি**—মন্ত্রোচ্চারণ করা, মন্ত্র পাঠ করা। জাতকে কতকগুলি বিশিষ্ট যাদুমন্ত্রের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন "**বেদব্ভ মন্ত**" যাহা কোনো নক্ষত্রলগ্নে নক্ষত্র দেখিয়া আবৃত্তি করিলে আকাশ হইতে রত্ন বর্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ "**নক্খত্তযোগে লদ্ধে তং মন্তং পরিবত্তেত্বা আকাসে উল্লোকি, ততো আকাসতো সত্ত-রতন-বস্সং বস্সতি**। (জাতক) অন্যান্য যাদুমন্ত্র, যেমন—**পঠবী-জয়-মন্ত** (পৃথিবী জয় করিবার যাদুমন্ত্র); **সব্বরব-জাননমন্ত**—পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাণীর রব বা কথা বুঝিবার যাদুমন্ত্র; **নিধি উদ্ধরন মন্ত**—গুপ্তধন উদ্ধার করিবার যাদুমন্ত্র; **চতুক্কণ্ণমন্ত**—(রক্ষাদি কবচ-স্বরূপ বাস্তু-ভিটার) চতুষ্কোণে আবৃতি করিবার মন্ত্র। ৪ পরামর্শ, সতর্কীকরণ, উপদেশ, নকশা, অভিসন্ধি, মতলব, অভিপ্রায়, বিচার, মন্ত্রণা, পরিকল্পনা। (বিনয়) **মন্তং সংহরতি**—অভিসন্ধি বিফল করা, অভিপ্রায় নিরাশ বা ব্যর্থ করা, পরিকল্পনা নিষ্ফল করা। ৫ বিশেষণের সহিত:--(জাতক) **পরিবত্তন মন্ত**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **বহুমন্ত**; (জাতক) **ভিন্নমন্ত**। ⟹ **মন্তা**।

মন্তজ্ঝাযক (বিণ, পুং) [মন্ত+অজ্ঝাযক] মন্ত্র অধ্যয়নকারী, মন্ত্রপাঠক, মন্ত্র অধ্যয়নশীল, যে ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ্য) মন্ত্র বা পবিত্র ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা শিক্ষা করে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিন্নং বেদানং পারগূ মন্তজ্ঝাযক ব্রাহ্মণো**।

মন্তজ্ঝেন (ক্লী) [মন্ত+অজ্ঝেন] বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন বা শিক্ষা। ⟹ **অজ্ঝেন**।

মন্তন (ক্লী) মন্ত্রণ, মন্ত্রণা। = **মন্তনা**।

মন্তনক (বিণ, পুং) অভিসন্ধিকারী, কুমন্ত্রণা প্রদানকারী, ষড়যন্ত্রকারী, নকশা রচনাকারী, খসড়া প্রণয়নকারী।

মন্তনা (স্ত্রী) মন্ত্রণ, মন্ত্রণা, গোপন পরামর্শ, মন্ত্রণাকরণ, পরামর্শ, সমিতি, সভা, আদেশ, আজ্ঞা, আধিপত্য, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, দখল, অধিকার, উপদেশ, ব্যারিস্টার, কৌসুলি, স্থিরভাবে চিন্তা, বিচক্ষণতা, বিচার, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ, সতর্কীকরণ।

মন্তপদ (ক্লী) = **মন্ত**। ⟹ **মন্ত** (১)। = **বেদ সঙ্খাত মন্ত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পদ** (৩ক)।

মন্তপরিত্ত—মন্ত্র এবং পরিত্রাণ, রক্ষামন্ত্র বা কবচ। (জাতক) **মন্ত পরিত্তং করোতি**—মন্ত্রোচ্চারণ করা, মন্ত্র পাঠ করা, মন্ত্র পড়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুঁ দেওয়া অথবা কোনো বস্তুকে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করা, যাদু করা, যাদুমন্ত্র বা রক্ষামন্ত্র আবৃতি করা। ⟹ **মন্ত** (৩)।

মন্তপারগ (পুং) যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন বা বেদশাস্ত্র করিয়াছেন, (বৌদ্ধ মতানুসারে) যিনি জ্ঞানে বা প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন (এখানে "**পঞ্ঞা**" অর্থে "**মন্ত**" শব্দের ব্যবহার)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মন্তায পরিগ্গহেত্বা**।

মন্তপারগূ (বিণ) বেদজ্ঞ, বেদমন্ত্রজ্ঞ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ, বেদ পারদর্শী, বেদশাস্ত্রে দক্ষ। = **বেদপারগূ** (সূত্রনিপাত), **বেদানং পারগত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **বেদ** (৩)।

মন্তবন্ধব (বিণ) সুন্দররূপে মন্ত্রজ্ঞাত, ভালরূপে মন্ত্র জ্ঞানে

এমন। (পুং) ১ পরামর্শদাতা বন্ধু, উপদেষ্টাস্বরূপ মিত্র। = **মিত্তবন্ধব**। ২ মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি, মন্ত্রজ্ঞাত ব্যক্তি, সুন্দররূপে মন্ত্র জানে এমন ব্যক্তি, মন্ত্রবান্ধব, মন্ত্র বা বেদশাস্ত্র যার একমাত্র বন্ধু। = **বেদবন্ধু**। ⟹ **বন্ধব** (২)।

মন্তবন্ধু (পুং) বেদমন্ত্র পাঠক, বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি জীবিকার্জন করে মন্ত্র তাহার সহায়ক বন্ধু অর্থাৎ পূজারীর কার্য। ⟹ **বন্ধু** (১)।

মন্তভাণিন (বিণ, পুং) মন্ত্র আবৃত্তিকারী, মূলগ্রন্থ আবৃত্তিকারী, যে ব্যক্তি মন্ত্র জানিয়া অবিকল মন্ত্র বলিতে থাকে অর্থাৎ জ্ঞানীর ন্যায় ভাষণ করে এমন, (চরিত্রে) চতুর বক্তা। (তুলনীয়) **পঞ্ঞায় ভণনসীল**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মন্তায পরিগ্গহেত্বা বাচং ভাসিতা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মন্তা বুচ্চতি পঞ্ঞা, তায পন ভণনসীলো**। ⟹ **ভাণিন**।

মন্তযতি (ক্রি) [√মন্ত+অয] মন্ত্রণা করা, পরামর্শ করা। = **মন্তেতি**।

মন্তযুদ্ধ—মন্ত্রযুদ্ধ, যাদুমন্ত্র দ্বারা যুদ্ধ, ইদ্ধিযুদ্ধ, অলৌকিক শক্তি দ্বারা যুদ্ধ, সম্মোহক যুদ্ধ, বশীকরণ যুদ্ধ (দেশীয় কথায়--তুম্বুরু খেলা), (Geirger-এর ইংরেজি অনুবাদে) ধড়িবাজের ন্যায় অভিসন্ধি করা যুদ্ধ, (Turnour-এর মতে) কূটনীতিজ্ঞ চালাকি অথবা রাজনৈতিক কৌশল সম্বন্ধীয় চাতুরী অথবা শত্রুকে প্রতারিত করিবার ফন্দি।

মন্তযব্হো = **মন্তব্হো**। ⟹ **মন্তব্হো**।

মন্তর (পুং) সুবিজ্ঞ ব্যক্তি, ঋষি, ভবিষ্যদ্বক্তা, ভাবিদর্শী, দর্শক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। সাধারণত (ব্যাকরণে) একটি বিশেষ্যের ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণরূপে ব্যবহৃত অপর একটি বিশেষ্য বা উহার প্রয়োগরূপে কর্তৃকারকে "**মন্তা**"। ⟹ **মন্তা**।

মন্তব্হো (ক্রি, পঞ্চমী মধ্যমপুরুষ বহুবচন) (তোমরা) পরামর্শ লও, উপদেশ গ্রহণ কর। ⟹ **মন্তেতি**।

মন্তা (বিণ) ঋষির ন্যায়, ভাবুক সদৃশ। (স্ত্রী) জ্ঞান, প্রজ্ঞা, (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) সত্য (বিপরীত—**মুসা**)। = **পঞ্ঞা**; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **তায পরিচ্ছিন্দিত্বা ভাসতি; মন্তা অস্মী'তি মন্তায**। (চুল্লনিদ্দেস) **মন্তা বুচ্চতি পঞ্ঞা ইত্যাদি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **জানিত্বা পঞ্ঞায** ("**মন্তায**" শব্দের পরিবর্তে) **পরিচ্ছিন্দিত্বা**। "**মন্তা**" শব্দের সংক্ষেপে কর্তৃকারকে "**মন্ত**"। (সূত্রনিপাত) **অকিঞ্চনো মন্ত** = **মন্তা জানিত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **মন্তর, মন্তপারগ**।

মন্তাণ (বিণ) [মং+তাণ] মৎকর্তৃক ত্রাণ বা মুক্তিপ্রাপ্ত, আমার দ্বারা রক্ষিত বা রক্ষাপ্রাপ্ত, আমার আশ্রিত। ⟹ **তাণ**।

মন্তাধীর (পুং) ধর্মে দৃঢ়তা বা দৃঢ় বিশ্বাস। ⟹ **মন্ত** (২)।

মন্তানং কত্তারো ⟹ **কত্তা** (২)।

মন্তানং মন্তেত্ব্য—আলোচনা করিয়া, বিচার করিয়া, পরামর্শ করিয়া, বাদানুবাদ করিয়া, তর্কবিতর্ক করিয়া। ⟹ **মন্তেতি** (১)।

মন্তানি (ক্লী, বহুবচন) মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বেদসমূহ। ⟹ **মন্ত** (১)।

মন্তাভাণিন = **মন্তভাণিন**। ⟹ **মন্তভাণিন**। (মহানির্দেশ) **মন্তায পরিগ্গহেত্বা বাচং ভাসতি**। ⟹ **মন্তা**।

মন্তালক মুকুল—একজাতীয় বা একপ্রকার ফুলের নাম। = **কুপ্পিল**।

মন্তিত (বিণ) ১ মন্ত্রিত, পরামর্শপূর্বক স্থিরকৃত, মন্ত্রণা দ্বারা সংস্কারকৃত, সুচিন্তিত, উপদিষ্ট, পরামর্শিত, পরামর্শ প্রদত্ত। ২ চিন্তিত, চিন্তাকৃত, অবধারিত, সুচিন্তিত, বিবেচিত। ⟹ **মন্তেতি**।

মন্তিন (বিণ) পরামর্শ দেয় এমন অথবা উপদেশ পালন করে এমন। (পুং) মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, ব্যবহারাজীব, প্রধান সচিব, রাজমন্ত্রী, দূত, পুরোহিত, ধর্মযাজক, আচার্য। (জাতক) **পণ্ডিত মন্তিন**।

মন্তিনী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক পরামর্শ দেয়। ⟹ **মন্তী**।

মন্তী (পুং) = **মন্তিন**। ⟹ **মন্তিন** (পুং)।

মন্তেতি (ক্রি) [√মন্ত+এ] (মন্ত্রের ন্যায়) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (গোপনীয় বলিয়া) ধারায় বলা অর্থাৎ ১ পরামর্শ গ্রহণ করা, উপদেশ গ্রহণ করা, আলোচনা করা, গোপনভাবে কথা বলা বা পরামর্শ করা। করণ কারকে "**সদ্ধিং**" (সহিত) যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়; (দীর্ঘনিকায়) **(তেন সদ্ধিং) মন্তানং মন্তেত্ব্য**—(তাহার সঙ্গে) পরামর্শ করিয়া। (অতীত) **মন্তেসুং** (সম্ভবত ইহার অর্থ "ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম, অভিসন্ধি বা কুমন্ত্রণা করিয়াছিলাম"); (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **মন্তযিংসু**। (পঞ্চমী) **মন্তযত্থ;** (মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **মন্তব্হো**। (ক্রি–বি) **মন্তযিত্বান**। ২ চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, (কোনো বিষয়ে) চিন্তা করা, মতলব করা, সিদ্ধান্তে আসা। (সপ্তমী) **মন্তযে**। (ভ-বিণ) **মন্তযিতব্ব**। (তুম) **মন্তযিতুং**। ৩ বিচার করা, আলোচনা করা, বাদানুবাদ করা, পরামর্শ করা বা দেওয়া, জ্ঞাপন করা, প্রচার করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা, খবর দেওয়া, সংবাদ দেওয়া, জ্ঞাত করা, যুক্তি করা, উচ্চারণ করা, মত ব্যক্ত করা, বক্তৃতা করা, বলা, আলাপ করা, মন্ত্রণা করা। = **কথেমি কিত্তযামি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **আমন্তেতি**। (অতীত) **মন্তেসি**। (অ-বিণ) **মন্তিত**। (ব-বিণ) **মন্তেন্ত, মন্তেযমান**। (ক্রি–বি) **মন্তেত্বা**। (তুম) **মন্তেতুং**।

মন্তেসুং (অতীত ক্রিয়া) ১ পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম, উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। ২ নকশা বা খসড়া রচনা করিয়াছিলাম, অভিসন্ধি করিয়াছিলাম, কুমন্ত্রণা করিয়াছিলাম, ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম। ⟹ **মন্তেতি** (১)।

মন্থু (পুং) ১ মন্থন দণ্ড। ২ দগ্ধ বা শুষ্ক শস্যের গুঁড়া অথবা শস্যচূর্ণ, একপ্রকার চাউলের পিষ্টক, যবাদি চূর্ণ, ছাতু। = **সত্থু**।

মন্থর (পুং) কচ্ছপ। (বিণ) মন্থর, মন্থরগামী, মন্দগামী, অলস।

মন্দ (বিণ) ১ মন্দ, মন্থর, মন্দগতি, অল্পবুদ্ধি, বিলম্বী, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন, শ্রমবিমুখ, অলস, ক্লান্তিজনক, খারাপ, মৃদু, অল্প, মত্ত, নীচ, হতভাগ্য, শুকাইয়া অল্প হইয়াছে এমন, অতীক্ষ্ণ, খল, অপটু, ক্ষীণ। এই শব্দটি প্রায়ই সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয়:—স্থূলবুদ্ধি, ভোঁতা, অনুভূতিহীন, বিষণ্ণ, নিরানন্দ, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, নীরস, নিস্তেজ, মন্থর, স্ফূর্তিহীন, কানে খাটো, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, বোকা, আয়ত্তকরণে বিলম্বী, গ্রহণে মন্থর, ধীশক্তিতে মন্দ, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞতা প্রকাশক, অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, মূর্খ, হাস্যাস্পদ। (মধ্যম নিকায়) **মন্দ মোমুহ**। = **মোমুহ** (মহানির্দেশ); **মোহা অবিদ্বা** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস); **অমনসিকারা মন্দ-পঞ্ঞা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ মন্দগতি, মন্থর, বিলম্বী, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন, অল্পমাত্র ফল প্রদান করে এমন, (মাছের জন্য উপযুক্ত জল-সম্বন্ধে এবং মাছের খাদ্য-সম্বন্ধে) লাভহীন বা অলাভ। ৩ নরম, মৃদু, শান্ত, স্নিগ্ধ, সহজ, মধুর, কোমল, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসার রহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত; (চক্ষু সম্বন্ধে) সহানুভূতিশীল, দয়ালু, ক্ষমাশীল, প্রিয়, পরদুঃখ কাতর, অল্পবয়স্ক, নম্র, ধর্মভীরু, করুণাজনক; প্রীতিকর, লাবণ্যময়, অত্যন্ত সুন্দর। (জাতক) **মন্দকখিন; মন্দলোচন**। ৪ কিঞ্চিৎ, কিয়ৎ পরিমাণ, সামান্য অংশ, অল্পস্বল্প, অল্পক্ষণের জন্য।

মন্দং (ক্রি-বিণ) মন্দভাবে, আস্তে আস্তে, ধীরে সুস্থে, ধীরে ধীরে, মন্দগতিতে, ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, মন্দ মন্দ।

মন্দক (?) [Kern. Toev-এর মতে সংস্কৃত শব্দ "মন্দ্র"-এর সমার্থবাচক। "মন্দ্র" শব্দের অর্থ:—(পুং) মন্দ্র, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, গম্ভীর ধ্বনি। (বিণ) গম্ভীর (শব্দ)] এক প্রকার ঢোল বা রণঢক্কা।

মন্দকখিন (বিণ) [মন্দ+অকখিন] কোমলাক্ষী, কোমল দৃষ্টিসম্পন্ন, লাবণ্যময় (কোমল বা মধুর) চক্ষু যাহার আছে এমন। = **মন্দকখী**, **মন্দলোচন**। (থেরীগাথা) **কিন্নরী-মন্দকখিন** = **মন্দ-পুথু-বিলোচন** (থেরগাথা অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **মিগকখিন= মিগীবিয মন্দকখী** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **মিগমন্দকখিন** = **মিগচ্ছাপিকানং বিয মুদু সিনিদ্ধ-দিট্ঠি-নিপাত** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⟹ **মন্দ** (৩)।

মন্দকখী (বিণ) [মন্দ+অকখী] কোমলাক্ষী, কোমল বা মৃদু দৃষ্টিসম্পন্ন। = **মন্দকখিন**।

মন্দতা (স্ত্রী) = **মন্দত্ত**। ⟹ **মন্দত্ত**।

মন্দত্ত (ক্লী) মন্দত্ব, মন্দতা, বোকামি, মূঢ়তা, বুদ্ধিহীনতা, নির্বুদ্ধিতা, মন্থর অবস্থা, মন্দগতি অবস্থা, হ্রাস হওয়ার অবস্থা, কমিয়া যাওয়ার অবস্থা, দুর্বল হওয়ার অবস্থা।

মন্দপঞ্ঞ (বিণ) হীনবুদ্ধি সম্পন্ন, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। = **অপ্পপঞ্ঞ**। ⟹ **পঞ্ঞ**।

মন্দপুথুবিলোচন (বিণ) = **মন্দকখিন**। ⟹ **মন্দকখিন**।

মন্দভাব (পুং) মন্দভাব, মন্দ অবস্থা। = **মন্দিয**।

মন্দ মন্দং (ক্রি-বিণ) = **মন্দং**। ⟹ **মন্দং**।

মন্দলোচন (বিণ) = **মন্দকখিন**। ⟹ **মন্দকখিন**।

মন্দবলাহকা (স্ত্রী) এক শ্রেণীর পরী বা আংশিক দেবতা। ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"মেঘে অবস্থানকারী ক্ষীণজীবী জীবন বা চেতনাপ্রবাহ"।

মন্দাকিনী (স্ত্রী) মন্দাকিনী নামক একটি হ্রদবিশেষ, হিমালয়ের সপ্ত মহাহ্রদের মধ্যে একটি। হলায়ুধতে গঙ্গানদীকেও মন্দাকিনী বলা হইয়াছে।

মন্দামুখি = **মন্দমুখী**। ⟹ **মন্দামুখী**।

মন্দামুখী (স্ত্রী) অগ্নিপাত্র, আগুন রাখার পাত্র, উত্তাপ লইবার জন্য জ্বলন্ত কয়লা রাখার পাত্র। = **অগ্গিভাজন**, **অঙ্গারকপল্ল**, **হত্থ-পতাপক**।

মন্দার (পুং) ১ এক পর্বতের নাম-বিশেষ। ২ মন্দার, মন্দার বৃক্ষ, মাদার গাছ। ⟹ **মন্দারব**।

মন্দারব (পুং) মন্দার, মন্দারবৃক্ষ, মাদার গাছ, স্বর্গীয় দেবতরু বিশেষ। স্বর্গীয় পঞ্চ বিশিষ্ট পুষ্পবৃক্ষের মধ্যে মন্দার বৃক্ষ একটি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দিব্বানি মন্দারব পুপ্ফানি অভিপ্পবস্সিংসু**।

মন্দালক ১ জলজ উদ্ভিদ (এক প্রকার কুমুদ বা পদ্ম)। ২ মন্দার বৃক্ষ। = **মন্দারব**।

মন্দিয (ক্লী) ১ আলস্য, শিথিলতা, আলগা অবস্থা, ঢিলা ভাব। ২ মনের নিরানন্দতা, মনের মূঢ়তা, বোকামি, মূঢ়তা, নির্বুদ্ধিতা, বুদ্ধিহীনতা। = **মন্দভাব**।

মন্দির (ক্লী) মন্দির, দেবগৃহ, পূজা ও বন্দনা ঘর, দেবালয়, গৃহ, ভবন, নগর, পুর, প্রাসাদ, অট্টালিকা, সুবৃহৎ অট্টালিকা, জমিদারের বাটি।

মন্দীভূত (বিণ) মন্দীভূত, অল্পীভূত, কম হইয়া গিয়াছে এরূপ, জড়ীভূত, ক্রমিক নিম্ন, ক্রমে নামিয়া গিয়াছে অথবা হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে এরূপ, দুর্বল হইয়া গিয়াছে এমন, কমিয়া গিয়াছে এরূপ।

মম—("**অহং**"-আমি, এই সর্বনাম পদের সম্প্রদান কারকে এবং সম্বন্ধ পদে) আমার, আমাকে। ⟹ **অহং**। "নিজ" এবং "নিজকে" অর্থেও বুঝায়। (বি-ভা) **মমযিদং** (সূত্রনিপাত)। = মমং। "মমং" শব্দে বিশেষ ভাষায় "**মমঙ্কার**"। (বিপ) **অমম**। ⟹ **মামক**।

মমং = **মম**। ⟹ **মম**।

মমঙ্কার (বিণ) স্বার্থপর, আমার আমিত্ব আছে এরূপ, আমিত্বের অহঙ্কার আছে এরূপ, আত্মসদৃশ, নিজের মত, নিজের ন্যায়, আত্মসর্বস্ব। (বিপ) **অমম, অমমঙ্কার**। (পুং) স্বার্থপরতা, স্বার্থপর আসক্তি, আত্মসর্বস্বতা, স্বার্থ, আত্মহিত। (যৌগিকে) **মমঙ্কার অহঙ্কার; মমঙ্কার মানানুসয** (মধ্যম নিকায়)। ⟹ **মম, মমিঙ্কার**।

মমঙ্কারণ (স্ত্রী) নম্রতার সহিত ব্যবহার, ধর্মভীরুতাভাবে ব্যবহার, কল্যাণজনক আচরণ, প্রিয়তার সহিত ব্যবহার, সহানুভূতিশীলতার সহিত আচরণ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, চিন্তা, আসক্তি, অনুরাগ, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণতা।

মমঙ্কার বিরহিত (বিণ) আমার আমিত্বহীন, নিঃস্বার্থপর, ক্ষমতাহীন। = **অমম, মমত্তবিরহিত**। (বিপ) **মমঙ্কার, মম**।

মমত্ত (স্ত্রী) স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, আত্মপ্রীতি, আত্মাদর, সুখাভিলাষ, অহমিকা, স্বার্থমূলক নীতিবাদ, আত্মশ্লাঘা, (প্রাচীন ব্যবহার) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, বহুল ভাষা ব্যবহার, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, গর্ব, দেমাক, আত্মমর্যাদা জ্ঞান, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়, আসক্তি, সংযোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, মমত্ব, সমতা, আমার বলিয়া জ্ঞান, মায়া, স্নেহ। (মহানির্দেশ) **তণ্হামমত্ত; দিট্‌ঠিমমত্ত**।

মমত্ত বিরহিত (বিণ) মমত্ব বিরহিত, মমতাবিহীন, আমার বলিয়া জ্ঞান নাই এমন, নিঃস্বার্থ, মায়াহীন, নিরহঙ্কার, স্নেহরহিত। = **অমম, মমঙ্কার বিরহিত**। (বিপ) **মম**।

মমযিদং [মম+য+ইদং] ইহা আমার অর্থাৎ অহমিকা বা স্বার্থমূলক নীতিবাদ। = **মঞ্ঞনা** (মহানির্দেশ)। ⟹ **মম, মমঙ্কার**।

মমবচনেন—আমার কথায়। ⟹ **বচন** (১)।

মমান্তরে [মম+অন্তরে] আমার অন্তরে, আমার মনে বা হৃদয়ে, আমার পশ্চাতে বা অন্তরালে।

মমাযতি (ক্রি) আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, লালনপালন করা, স্নেহ করা, পোষণ করা, পোষিত হওয়া, লালিত পালিত হওয়া, অনুরাগী হওয়া, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া, মায়া দেখানো, পরিপুষ্ট করা, উৎসাহ দেওয়া, ভালবাসা, আনন্দ পাওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দ বোধ করা, প্রণয়ে পড়া, যত্ন লওয়া, মনোযোগ দেওয়া, দেখাশুনা করা, ঝোঁক থাকা, কোনো বিশেষ দিকে চলা বা ঝোঁকা, প্রিয়ভাবে আদর করা, সোহাগ করা, আমার আমার বলা। = **কেড়াযতি, পিযাযতি**। (সূত্রনিপাত) **মমাযেথ** (মহানির্দেশ) **ভগবন্তং মমাযতি**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মমাযতী'তি মাতা**। (অতীত) **মমাযি**। (অ-বিণ) **মমাযতি**। (ব-বিণ) **মমাযন্ত**। (ক্রি-বি) **মমাযিত্বা**।

মমাযনা (স্ত্রী) স্বার্থপরতা। = **মমত্ত**। (জাতক) **মমাযনা তণ্হারহিত (= অমম)**।

মমাযমান (বিণ) আমার আমার বলিয়া বলে বা বলিতে থাকে এমন। = **মামক**।

মমাযিত (বিণ) লালিত পালিত, পোষিত, দয়িত, প্রিয়। (সংযুক্ত নিকায়) **এতং অজ্ঝোসিতং মমাযিত পরামট্‌ঠং**। ⟹ **মমাযতি**। (স্ত্রী) আসক্তি, সংযোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, প্রিয়তা, অনুরাগ, স্নেহ, আদর, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, গর্ব, দেমাক, আত্মমর্যাদা জ্ঞান, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যস্স "অহং'তি" বা "মমং'তি" বা গাহো নত্থি**।

মমিঙ্করোতি (ক্রি) অনুরাগী হওয়া, আসক্ত হওয়া, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া, লালন পালন করা, স্নেহ করা, পরিপুষ্ট করা, পোষণ করা, উৎসাহ দেওয়া, যত্ন লওয়া, মনোযোগ দেওয়া, দেখাশুনা করা, ঝোঁক থাকা, কোনো বিশেষ দিকে চলা বা ঝোঁকা।

মমিঙ্কার (পুং) আত্মপ্রীতি, আত্মাদর, সুখাভিলাষ, স্বার্থ, আত্মহিত, অহমিকা, স্বার্থমূলক নীতিবাদ।

মম্ম (স্ত্রী) শরীরের কোমল অপরিসর স্থান, মর্ম, শরীরের সন্ধিস্থান, হৃদয়াদি জীবনস্থান, মর্মস্থল, মর্মস্থান, জীবস্থান, হৃদয়, অন্তঃকরণ, মরম, বক্ষের যেই স্থানে আঘাত করিলে প্রাণনাশ হইতে পারে উহা, স্নায়ুকেন্দ্র। = **মম্মট্‌ঠান**।

মম্মঘট্টন (স্ত্রী) মর্মঘট্টন, মর্ম আলোড়ন, (কথায়) মর্মস্থান বিশেষরূপে ঘাঁটিয়া দেওয়া, মর্মাঘাত, মর্ম সঞ্চালন, (পিছনে কথা বলিয়া বা নিন্দা করিয়া) মর্মস্থলে আঘাতকরণ। (তুলনীয়) **পিট্‌ঠিমংসিক**।

মম্মচ্ছেদক (বিণ) মর্মছেদক, অস্থিপঞ্জর বা সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া ফেলে এমন মর্মঘাতী, মর্মঘাতী, হৃদয়বিদারক, অন্তরে আঘাতজনক, মর্মে ব্যথাদায়ক, মর্মন্তুদ, মর্মভেদী, অন্তরে আঘাতদায়ক, মর্মপীড়ক, অতিশয় কর্কশ বা ক্লেশকর, অসহ্য (কথা)।

মম্মট্‌ঠান (স্ত্রী) মর্মস্থান, মর্মস্থল, অন্তঃকরণ, জীবস্থান, মরম, শরীরের যে স্থানে আঘাত করিলে প্রাণনাশ হইতে পারে উহা। = **মম্ম**।

মম্মন (বিণ) তোতলামি করে এমন, (শব্দের) স্খলিত উচ্চারণ করে এমন, কথা বলিতে তো তো করে এমন, যে ব্যক্তি তোতলামি করে, মন্দ বা নিন্দার্হ বাক্যের বিশেষ ধর্মসমূহের একটি। (যৌগিকে) **মম্মন দুব্বচ, মম্মন এড়গল বাচা**।

মম্মর (পুং) মর্মর, বস্ত্র এবং শুষ্ক পত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মড়মড় শব্দ, ধ্বনাত্মক শব্দ।

মষ (বিণ) ১ ময়, তৈরি, প্রস্তুত। (বিনয়) **অট্‌ঠিময**—অস্থিময়, কেবল অস্থি দ্বারা প্রস্তুত। (সূত্রনিপাত) **অযোময**—লৌহময়, কেবল লৌহ দ্বারা প্রস্তুত। (মহাবংসে) **উদম্বরময**—উদম্বর বা ডুমুর গাছ দ্বারা

প্রস্তুত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দারুময়**—কাঠ দ্বারা প্রস্তুত, কাষ্ঠময়। (সুত্রনিপাত) **লোহময**—তাম্র দ্বারা প্রস্তুত বা নির্মিত। (বিমানবত্থু) **বেড়ুরিযময**—বেলুরিয বা বৈদূর্য মণি দ্বারা তৈরি। ২ ধারণ করে এমন, নিহিত আছে এরূপ, ব্যাপিয়া আছে এরূপ, ব্যাপ্ত, পরিব্যাপ্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানময**—দানময়, দান দেয় এরূপ। (বিমানবত্থু) **দুস্সময**—কেবল বস্ত্র আছে এমন, বস্ত্রময়। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মময**—ধর্মময়, ধর্ম আছে এমন। ৩ "কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে এরূপ, ঐরূপ কিছু এমন, কতক অংশে অসাদৃশ্য, সাদৃশ্য আছে এমন, প্রতিকৃতি স্বরূপ" অর্থাৎ উপাদান, মৌলিক পদার্থ, সার, সারভাগ, সারাংশ, দ্রব্য, বস্তু, আকৃতি, প্রকৃতি, পদার্থ, সম্পত্তি, বিষয়, ধন, তাৎপর্য, আসল জিনিস, বস্ত্র (বিশেষত পশমি বস্ত্র)। (জাতক) **আহারময**—খাদ্যোপাদান স্বরূপ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উতুময**—কিছু কিছু ঋতু বা সময় সদৃশ; **সীলময**—শীল পালন করে এমন। বিমানবত্থু অর্থকথায় ধর্মপাল "**ময**" শব্দকে ছয় প্রকারে চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যথা ক "**অস্ম**" শব্দ হইতে "**অস্মদত্থে**" = "**অস্মময**" (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য), খ "**পঞ্ঞত্তি**" শব্দ হইতে "**পঞ্ঞত্তিময**", গ "**নিব্বত্তি**" শব্দ হইতে "**নিব্বত্তিময**", ঘ "**মনো**" শব্দ হইতে "**মনোময**", ঙ **বিকারত্থে** "**বিকারময**", চ "**পদপূরণমত্তে**" শব্দ হইতে "**পদপূরণময**"।

মযং—("**অম্হ**" শব্দের বহুবচন) আমরা। ⟹ **অহং**।

ময়ূখ (পুং) ময়ূখ, দীপ্তি, কিরণ, শোভা, জ্বালা, প্রদীপের আলোক।

ময়ূর (পুং) ময়ূর, পক্ষী-বিশেষ, শিখী। (জাতক) **ময়ূর গীব; ময়ূর নচ্চ**। = **সিখণ্ডিন**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ময়ূর গীববণ্ণ**।

ময়ূর গীব—ময়ূরের গলা। ⟹ **ময়ূর**।

ময়ূর গীববণ্ণ (বিণ) ময়ূরের গলার ন্যায় সুন্দর, ময়ূরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ⟹ **ময়ূর**।

ময়ূর চন্দক (পুং) ময়ূরের লেজের পালকসমূহে চোখের ন্যায় যেইসব রঙ্গিন তিলক আছে উহা, ময়ূরপুচ্ছের চক্ষু।

ময়ূর নচ্চ—ময়ূরের নাচ, ময়ূরের নৃত্য। ⟹ **ময়ূর**।

ময়ূর পিঞ্জ (স্ত্রী) ময়ূরপুচ্ছের পালক। ⟹ **মোরপিঞ্জ**।

মযহতে (ক্রি) বিহ্বল করা বা হওয়া, মোহিত করা বা হওয়া। ⟹ **মুয্হতি**।

মর (বিণ) মর, মরণশীল, মৃত্যুর অধীন।

মরণ (ক্লী) মরণ, মৃত্যু, জীবননাশ, দেহান্ত, বর্তমান (দৃশ্যমান) অস্তিত্বের পরিণতি বা পরিবর্তন। মধ্যম নিকায়ে "মরণ" বর্ণনায়: **যং তেসং তেসং সত্তানং তম্হা তম্হা সত্ত-নিকাযা চুতি চবনতা ভেদো অন্তরধানং, মচ্চুমরণং কালকিরিযা, খন্ধানং ভেদো, কড়েবরস্স নিক্খেপো**। (মহানির্দেশে) **জীবিতিন্দ্রিযস্স-উপচ্ছেদো**। = **মচ্চু**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লহুক মরণ**।

মরণংতরেয্য—যিনি মৃত্যু-তরণ করিয়াছেন, যিনি মৃত্যুর পার গমন করিয়াছেন, যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, যিনি মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়াছেন। = **মচ্চুতর**।

মরণকাল (পুং) মরণকাল, মরণের সময়, মৃত্যুকাল।

মরণচেতনা (স্ত্রী) মরণচেতনা, মরণের ইচ্ছা, মরণের সংকল্প, মৃত্যুর জন্য পরিকল্পনা। ⟹ **চেতনা**।

মরণধম্ম (বিণ) মরণধর্ম, মরণশীল, মরণের অধীন, নশ্বর, যাহার স্বভাবই ধ্বংস হওয়া এমন। = **মরণধম্মিন**।

মরণধম্মিন (বিণ) মরণধর্মী, মরণশীল, নাশশীল, ধ্বংসশীল, নশ্বর, মৃত্যুর বশীভূত বা অধীন। = **মরণধম্ম**। ⟹ **ধম্মিন**।

মরণধম্মী = **মরণধম্মিন**। ⟹ **মরণধম্মিন**।

মরণধেয্য = **মচ্চুধেয্য**। ⟹ **মচ্চুধেয্য**।

মরণন্ত (বিণ) আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু হইয়াছে এমন। = **মরণ পরিযোসান**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মরণ-সঙ্খাতো অন্তকো**।

মরণ পরিযোসান (বিণ) আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু হইয়াছে এমন। = **মরণন্ত**। ⟹ **জীবিত**।

মরণপার (ক্লী) মরণের অপর পার, মৃত্যুর পরপার। ব্রহ্ম মহানির্দেশে "**পুরাপুরং**", সিংহলী গ্রন্থে "**পরম্মুখং**"।

মরণভয (ক্লী) মরণ ভয়, মৃত্যুর ভয়।

মরণভয তজ্জিত (বিণ) মরণভয়ে ভীত, মৃত্যুর ভয়ে কম্পিত বা শঙ্কিত। = **মরণভয ভীত**।

মরণভয ভীত (বিণ) মরণভয়ে ভীত, মৃত্যুভয়ে ভীত। = **মরণভয তজ্জিত**। ⟹ **ভীত**।

মরণভোজন (ক্লী) মৃত্যুর পূর্বে প্রদত্ত খাদ্য, মরণের পূর্বে শেষ আহার।

মরণমঞ্চ (পুং)= **মরণমঞ্চক**। ⟹ **মরণমঞ্চক**।

মরণমঞ্চক (পুং) মরণমঞ্চ, মৃত্যুশয্যা।

মরণমত্ত (বিণ) মর মর হইয়াছে এমন, প্রায়শ মৃত, মরিবার মতো, মরিবার উপক্রম হইয়াছে এমন। ⟹ **মত্ত** (১ঘ)।

মরণমুখ (ক্লী) মরণোন্মুখ, মুমূর্ষু, যাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে বা নিকটবর্তী হইয়াছে এমন, মরণোদ্যত।

মরণসতি (স্ত্রী) মরণস্মৃতি, মৃত্যুসময়, মরণের মনোভাব, মরিতে হইবে বলিয়া স্মরণকরণ, মরিতে হইবে বলিয়া মনোযোগকরণ বা লক্ষ্যকরণ, মৃত্যুর উদ্বেগ, মরণভাবনা, মরণে মনোনিবেশ, মৃত্যুধ্যান। = **মরণানুস্সতি**। ⟹ **সতি**।

মরণসময (পুং) মরণসময়, মৃত্যুর সময়, মরণকাল, প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম গ্রহণের অবস্থা। ⟹ **সময**।

মরণ সম্পাপন (ক্লী) মরণের অবস্থা, মৃত্যু অবস্থা।

(তুলনীয়) **মরণমুখ**। = **নিঘ** (২)।

মরণসামঞ্ঞতা (স্ত্রী) মরণের সমতা, মৃত্যুসম তুলনা, মৃত্যুর সমভাব, মরণসাদৃশ্য। ⟹ **সামঞ্ঞতা** (১)।

মরণানুস্সতি (স্ত্রী) মরণের অনুস্মৃতি, মরিব মরিব বলিয়া স্মৃতিভাবনা, মৃত্যুধ্যান, মরণের স্মৃতিভাবনা। মরণশীল জগতে একদিন আমার মরণ অনিবার্য বলিয়া অনুধাবন করা বা মনে মনে জপ করা। = **মরণসতি**। ⟹ **অনুস্সতি**।

মরতি (ক্রি) [√মর+অ] মরা, মরিয়া যাওয়া, (আলোক, শব্দাদি সম্বন্ধে) ক্ষীণ হইয়া আসা। = **মিয্যতি**। (সপ্তমী) **মরেয্যং** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **মরেয্যাসি**। (অতীত) **মরি, অমরা** (জাতক) = **মত** (জাতক অর্থকথা), **অমরি** (জাতক টীকা, মহাবংস)। (অ-বিণ) **মত**। (ব-বিণ) **মরন্ত, মরমান, মরিস্সং**। (ভবিষ্যতে) **মরিস্সতি, মরিস্সং**। (ভ-বিণ) **মরিতব্ব**। (ক্রি-বি) **মরিত্বা**। (তুম্) **মরিতুং, মরিতুযে**; (দীর্ঘনিকায়) **অমরিতুকাম**—মরিতে ইচ্ছা করি না। (করণে) **মারেতি, মারাপেতি**।

মরিচ (ক্লী) মরিচ, লঙ্কামরিচ, বর্তুলাকার কটুদ্রব্য-বিশেষ, গোলমরিচ। বিনয়ে গোলমরিচ ঔষধরূপে ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত। ⟹ **ফল** (১)।

মরিচগচ্ছ—মরিচ গাছ, গোলমরিচের গাছ, লঙ্কামরিচের গাছ।

মরিচচুণ্ণ—মরিচচূর্ণ, গোলমরিচের চূর্ণ, লঙ্কামরিচের চূর্ণ।

মরিচবট্টি (স্ত্রী) লঙ্কামরিচের থলি, লালমরিচের কোষ বা বীজের আবরণ। ⟹ **বট্টি** (৫)।

মরিতুযে (তুম্) মরিতে, আত্মহত্যা করিতে। ⟹ **মরতি**।

মরিযতি (ক্রি) = **মারেতি**। ⟹ **মারেতি**।

মরিযাদা (স্ত্রী) ১ মর্যাদা, সীমা, প্রান্ত, অন্ত, দমন, বাধা, উপকূল, সমুদ্রের তট, নদীর কিনারা, তীর, অবলম্বন, ঠেস, ঠেকো, বাঁধ, প্রাকার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্রাহ্মণানং মরিযাদা**। (জাতক) **তীর মরিযাদা**। (মহাবংস) **বাপি মরিযাদা**। ২ মান, সম্মান, সম্ভ্রম, গৌরব, ন্যায়পথে স্থিতি, নিয়ম, সদাচার, কড়াভাবে বা ঠিকরূপে সীমা নিরূপিত সম্বন্ধ, শাসন, প্রভুত্ব, বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা, পরিমাপ, শৃঙ্খলা, সরলরেখা টানিবার যন্ত্র বা রুল, নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শক্তি, আদেশ করিবার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, প্রতিপত্তি। (বিণ) সীমায় বা সীমারেখায় রাখে এরূপ, কড়া নিয়ম পালন করে এমন। (তুলনীয়) **বিমরিযাদি**।

মরিযাদা বন্ধ (বিণ) নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ, শাসনে রাখা হইয়াছে এমন।

মরীচি (স্ত্রী) ১ মরীচি, কিরণ, রশ্মি, উজ্জ্বল পদার্থের রশ্মি। ২ মৃগতৃষ্ণা, মরীচিকা। (চুল্লনিদ্দেসে) **মাযামরীচি**। = **মরীচিকা**।

মরীচি কম্মট্ঠান (ক্লী) মৃগতৃষ্ণা তুল্য কর্মস্থান, পরীক্ষার বা অনুশীলনীর মরীচিকা অবস্থা, প্রয়োগের বা ব্যবহারের মরীচিকা দশা।

মরীচিকা (স্ত্রী) মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণা, মরুভূমিতে সূর্যের কিরণে জলভ্রম। = **মরীচি, মাযা**। ⟹ **মাযা মরীচিকা**।

মরীচি ধম্ম (বিণ) মরীচিকা তুল্য, মৃগতৃষ্ণা সদৃশ, মরীচিকার সমান, অসার, অবাস্তব, কল্পিত।

মরু (স্ত্রী) মরু, জল-তৃণাদিশূন্য প্রদেশ, বালি, বালুকা, বালুকাময় মরুভূমি, বালুকাপূর্ণ পতিত জমি, জলহীন দেশ, মরুভূমি। (পুং) দেবত্ব, দেব বা দেবী, (সাধারণ অর্থে) দেবগণ। (মহাবংস) **মরুগণা; মরুনরা**। (তুলনীয়) **মারুত, মালুত**।

মরুকান্তার—মরুভূমি, জলশূন্য দেশ, তৃণ-জল বিহীন বালুকাপূর্ণ বিশাল ভূমি। = **মরু** (স্ত্রী)।

মরুগণা (পুং, বহুবচন) দেবগণের বহুসংখ্যা বা সংখ্যাধিক্য। ⟹ **মরু** (পুং)।

মরুচবাক = **মরুবা**। ⟹ **মরুবা**।

মরুনরা (পুং, বহুবচন) দেব-মনুষ্যগণ, দেবগণ এবং নরগণ। ⟹ **মরু** (পুং)।

মরুম্ব (পুং) এক প্রকার (মিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত) মাটি বা বালুকা, নিত্য জল ছিটাইয়া পড়ে এমন স্যাঁতসেঁতে ক্ষুদ্র বাসকক্ষ বা বাসগৃহ। (বিনয়ে) **পাসাণা সক্খরা কঠলা মরুম্বা বালিকা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পাসাণ সক্খর খর মরুম্ব**। = **মরুম্বা**।

মরুম্বা (স্ত্রী) শিলাগুটিসমূহ, নুড়িপাথরসমূহ, স্বচ্ছ পরকলা বা ছোট ছোট পাথরসমূহ, দৃষ্টি সহায়ক কাচ বা প্রস্তরসমূহ।

মরুবা (স্ত্রী) [(তুলনীয়) সংস্কৃত—মূর্বা] শণ বা পাটের প্রকার, দড়ির রকম। জাতকে এবং জাতক অর্থকথায় অনির্দিষ্ট অর্থে পাঠ:—**মরুদ্বা, মরুচবাক**।

মরূ (পুং, বহুবচন) উপদেবতাগণ, পবনদেব, বায়ু, মরুৎ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নাগ-যক্খ-নরূ**। ⟹ **মরু** (পুং)।

মরূদ্বা = **মরুবা**। ⟹ **মরুবা**।

মল (ক্লী) যে কোনো অপবিত্র পদার্থ---মল বিষ্ঠা মূত্র রক্ত, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, পূয প্রভৃতি শরীরের ময়লা, গাদ কাইট শিটা মর্চ্যা পচা জিনিস প্রভৃতি, বাত, পিত্ত, কফ, পাপ, কলঙ্ক, স্বেদাদি, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, ময়লা ধূলাদি আবর্জনা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য, দাগ, চিহ্ন, লজ্জা, নিন্দা, লৌহের মরিচা, মলিনতা, আলস্য, উদ্ভিদ-রোগবিশেষ, গোবর, পশ্বাদির বিষ্ঠা, ময়লা, কর্দম। (সংযুক্ত নিকায়) **ইত্থি মলং ব্রহ্মচরিযস্স**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইস্সামল**। = **রাগ মলং** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (বিভঙ্গ) **তীণিমলানি; নব পুরিস-মলানি**। (পেতবত্থু) **মচ্ছের মলং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চিত্তমলং**। (তুলনীয়) **মলতর**। ⟹ **মাল**।

মলকিত (বিণ) মলম্রক্ষিত, ময়লা দ্বারা লিপ্তপ্রলিপ্ত,

কর্দমলিপ্ত। ⟹ **পমকখিত, পসকখিত।**

মলগগ্‌কিত (বিণ) ময়লাযুক্ত, মলম্রক্ষিত, ময়লা লাগিয়াছে এরূপ। = **কণ্ণকিত।**

মলতর (বিণ) খুব নোংরা, অত্যন্ত অপরিষ্কার, অতিশয় অপবিত্র, নিতান্ত কলুষিত।(পুং) মহাকলঙ্ক, মহালজ্জা, বড় নিন্দা বা নিন্দাজনক কার্য।

মলমজ্জন (পুং) ময়লা পরিষ্কারক, নাপিত। (বিনয়) **কসাবট মলমজ্জন নিহীনজচ্চ।**

মলহরণী (স্ত্রী) = **মলহারক।** ⟹ **মলহারক।**

মলহারক (ক্লী) মলহারক, কর্ণমল সরাইবার যন্ত্র, কানের মল ফেলিবার যন্ত্র। = **কণ্ণমলহরণী।**

মলাভিভূ (বিণ) (কাহারও) নীচতা ও স্বার্থপরতাকে জয় করে এমন, অনুদারতাকে পরাজিত করে এমন।

মলিন (বিণ) মলিন, কৃষ্ণবর্ণ, ম্লান, ময়লা, পাপিষ্ঠ, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াত্যাগী, ধূলায় ধূসরিত, নোংরা, কর্দমযুক্ত, অপরিষ্কার, নীচ, অধম, কলঙ্কিত, রঞ্জিত, দাগী, দূষিত, অপবিত্র, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত। (ক্লী) মালিন্য, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু।

মলিনক (বিণ) ধূলায় ধূসরিত, কর্দমযুক্ত, অপরিষ্কার, নোংরা, নীচ, অধম। (ক্লী) অপবিত্রতা, মালিন্য, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু।

মলুবা (স্ত্রী) = **মালুবা।** ⟹ **মালুবা।**

মল্য (ক্লী) = **মাল্য।** ⟹ **মাল্য।**

মল্ল (পুং) ১ প্রাচীন ভারতের মল্লরাজ্য, মল্লজাতি, প্রাচীন উত্তর ভারতীয় মল্লদেশ। ২ মল্ল, বাহুযোদ্ধা, কুস্তিগির। (বিনয়) **মল্লমুট্‌ঠিক।**

মল্লক (পুং) ১ = **মল্ল।** ⟹ **মল্ল।** (তুলনীয়) **ভল্লক।** ২ পাত্র, বাটি, বাটির মধ্যস্থ জিনিস, খোল, কলিকা, কলকে, কাঠের বল, পানপাত্র, জাহাজাদি, নল, শিরা। স্নানের জন্য ব্যবহৃত পাত্র (?) অর্থাৎ (বিনয়) "**মল্লকেন নহাযন্তি**" অথবা ইহা কি এক প্রকার ঘর্ষণকারী বা সম্মার্জনী? এই পাঠে বুদ্ধঘোষের বর্ণনা স্পষ্ট নহে, যেমন—**মল্লকং নাম মহর-দন্তিকে ছিন্দিত্বা মূল্লক-মূল-সণ্ঠানেন কত-মল্লকং বুচ্চতি; অকত মল্লক দন্ত অচ্ছিন্দিত্বা কতং।** "**মল্লিক-মকুল**" সম্বন্ধেও অর্থ হইতে পারে; ⟹ **মল্লিক-মকুল।** ৩ পানপাত্র, পেয়ালা, বাটি, যাহা পানপাত্রে থাকে, এক চুমুক বা এক ঢোক, খানিকটা দুঃখ বা সুখ, পাত্রবৎ জিনিস, গ্লাস। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকমল্লক।** ৪ বাটি। (জাতক) **কংসমল্লক।** ৫ গ্রহীতা, গ্রাহক, খাজাঞ্চি, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, বকযন্ত্রের পাত্র, বাষ্পাধার, (টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন যন্ত্রের বার্তা) গ্রাহক যন্ত্র, রেডিও।

মল্লগণ (পুং, বহুবচন) পেশাদারী কুস্তিগিরদের সম্প্রদায় বা দল। ⟹ **মল্ল** (২)।

মল্লমুট্‌ঠিক (পুং) ১ মুট্‌ঠিক বা মুষ্টিক নামক কুস্তিগির। জাতকে দুইজন কুস্তিগির বা মুষ্টিযোদ্ধার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের নাম "**চানুর**" এবং "**মুট্‌ঠিক**" বা মুষ্টিক। ⟹ **মুট্‌ঠিক, মল্ল** (২)। ২ মুষ্টিযোদ্ধা।

মল্লযুদ্ধ (ক্লী) মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি লড়াই, মল্লগণের সংগ্রাম, মুষ্টিযুদ্ধ। ⟹ **যুদ্ধ।**

মল্লযুদ্ধক (পুং) পেশাদারী কুস্তিগির, মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লযোদ্ধা।

মল্লা (পুং, বহুবচন) ১ মল্লগণ, কুস্তিগিরগণ, মুষ্টিযোদ্ধা-গণ। ⟹ **মল্ল** (২)। ২ প্রাচীন ভারতের মল্লরাজ্যের অধিবাসীগণ, মল্লরাজ্যবাসী জনগণ। ⟹ **মল্ল** (১)।

মল্লিকা-মকুল (ক্লী) মল্লিকা ফুলের মুকুল, মল্লিকা ফুলের ঈষদ্বিকশিত কলিকা বা কুঁড়ি। বিভঙ্গ অর্থকথায় চারিটি শ্বাদন্তের বা মানুষের চারিটি ছেদন দন্তের আকার-সম্বন্ধে বর্ণনায়:—**মল্লিক-মকুল সণ্ঠান।** ⟹ **মল্লিকা।**

মল্লিকা (স্ত্রী) (আরব দেশীয়) মল্লিকা, বেলফুল। (ধর্মপদ) **তগর মল্লিকা।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **মল্লিক-মকুল।** ⟹ **মালিকা।**

মলোরিকা (স্ত্রী) দণ্ডের আকারে প্রস্তুত বা গঠিত পাত্রের আধার (তে-পায়া), ভোজন বেড়। = **দণ্ডাধারক।**

মস—এই শব্দটি জাতকের পাঠে দৃষ্ট হয়:—**আসদঞ্চ মসজ্ঞাতং;** ইহাতে "চ" সংযোগে পাঠ হইবে "**চমসজ্ঞাতং**" অর্থাৎ পূজার বা দেবোদ্দেশে সামগ্রী নিবেদন করিবার হাতা বা বড় চামচ; = **অগ্গি-দহনং** (জাতক অর্থকথা)।

মসতি (ক্রি) ১ স্পর্শ করা, ছোঁয়া, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, নাগাল পাওয়া, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা। = **আমসতি।** (ক্লী) **আমসন।** ২ [√মসু+অ] "**মচ্ছের**" অর্থে; ⟹ **মচ্ছের।** (তুলনীয়) **মাসতি, মাসন।**

মসাণ (ক্লী) সংজড়িত শণ বা পাট এবং অন্যান্য উপাদান বা উপকরণসমূহের মোটা বা নিকৃষ্ট বস্ত্র অর্থাৎ শণ বা পাট দ্বারা বোনা কাপড় অথবা অন্যান্য উপকরণে প্রস্তুত নিকৃষ্ট বস্ত্র। সর্বত্র পাঠে দেখা যায় কোনো ঋষি সম্প্রদায়ের পরিধেয় বস্ত্র।

মসারক (ক্লী) এক প্রকার মঞ্চ বা লম্বা আরাম কেদারা। বিনয়ে চারি প্রকার মঞ্চের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উদাহরণস্বরূপ:—(বিনয় বর্ণনায়) **মঞ্চপাদে ভিজ্ঝিত্বা তত্থ অট্টনিযো পবেসেত্বা কতো**—যেই পালঙ্কের বা লম্বা আরাম কেদারার পায়ায় ছিদ্র করিয়া এবং খাঁজ কাটিয়া খিল দ্বারা জোড়া লাগাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন।

মসারগল্ল (পুং, ক্লী) এক জাতীয় মূল্যবান পাথর, বিড়ালের চক্ষু। ইহাকে "**কবর-মণি**"ও বলা হয়। বিনয়ে ইহাকে মণি বলা হইয়াছে এবং কথিত আছে ইহা সমুদ্রে পাওয়া যায়। মিলিন্দ প্রশ্নে ইহাকে "**লোহিতঙ্ক**"-এর পরবর্তী বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।

মসি (পুং) ১ ছাইয়ের সূক্ষ্ম পরমাণু, কালি, মসি, মসী, মশি, মশী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অঙ্গার মসি; (অপ্পগিনা) মসিং করোতি**—(অগ্নিতে) জ্বালাইয়া চূর্ণ বা গুঁড়া করা, পুড়িয়া ভস্ম করা, চূর্ণ বা গুঁড়া করা। ২ ঝুল, ভুসা। (জাতক) **উক্খলি মসি**—পাত্রের কালি বা ঝুল।

মসী (স্ত্রী) কালি, মসী। = **মসি**।

মসীপত্ত (পুং) [মসী+পত্ত] দোয়াত।

মসূরক—("মসারক" শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত শব্দ) কোলবালিশ।

মস্সু (ক্লী) শ্মশ্রু, দাড়ি। (জাতক) **পরূঢ় মস্সু; বহুল মস্সু**।

মস্সুক (বিণ) যাহার দাড়ি আছে, শ্মশ্রু আছে এমন, দাড়ি আছে এমন।

মস্সুকপ্পন (ক্লী) দাড়ি কামানো, শ্মশ্রু কামানো। = **মস্সুকম্ম**।

মস্সুকম্ম (ক্লী) দাড়ি বিন্যাসকরণ, দাড়ি কামানো, শ্মশ্রু কামানো। = **মস্সুকপ্পন, মস্সুকিরিযা**।

মস্সুকরণ (ক্লী) = **মস্সুকম্ম**। ⟹ **মস্সুকম্ম**।

মস্সুকিরিযা—দাড়ি কামানো, দাড়ি আঁচড়াইয়া বা বিন্যাস করিয়া যত্ন করার কার্য। = **মস্সুকরণ**।

মস্সুকুত্তি—দাড়ি কামানো, দাড়ি আঁচড়াইয়া শৃঙ্খলা বা সজ্জিতকরণ। = **মস্সু কিরিযা**।

মহ (পুং, ক্লী) ১ যোগ্যতা, বয়স-চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্যতা। ২ (পূজার কার্যস্বরূপ পবিত্র ধার্মিক মহাপুরুষের সম্মার্থ) ধর্মোৎসব। (অধিকরণ কারকে) **বিহারস্স মহম্হি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **থূপে চ মহে কতে**। (মহাবংস) **মহামহ**। (জাতক) **বোধিমহ; বিহারমহ; হত্থিমহ**।

মহক্কসাব (বিণ) রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রদুষ্ট, পাপিষ্ঠ। = **মহাকসাব**।

মহগ্গত (বিণ) মহদ্গত, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অমূল্য, মহান, বৃহৎ, উচ্চ, গর্বিত, মহৎ, আড়ম্বরশালী, বর্ধিত, মুক্ত, বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, অতি মহৎ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মহগ্গত আরম্মণ**।

মহগ্ঘ (বিণ) মহার্ঘ, অমূল্য, মহামূল্য, চড়া দাম, অধিক মূল্যের।

মহগ্ঘতা (স্ত্রী) মহার্ঘতা, মহামূল্য, অধিক দাম, অধিক মূল্য।

মহগ্ঘস (বিণ) [মহা+ঘস] ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, মহাখাদক, (কাক সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ে) অধিক খায় এমন, ঔদরিক, পেটুক। = **বহুভোজন**। ⟹ **ঘস**।

মহগ্ঘ-সমগ্ঘ (বিণ) = **উচ্চাবচ**। ⟹ **উচ্চাবচ**।

মহণ্ণব (পুং) [মহা+অণ্ণব] মহার্ণব, মহাসমুদ্র। = **মহাউদকণ্ণব**।

মহতি (ক্রি) [√মহ+অ] সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মত টাকা দেওয়া, শ্রদ্ধা করা। (সপ্তমী উত্তম পুরুষ একবচনে) **মহেমসে**; (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **মহামসে পূজামসে**। (অতীত) **মহি**। (অ-বিণ) **মহিত**। (ক্রি-বি) **মহিত্বা**; (পদ্যে) **মহাযিত্বান**। (কর্মবাচ্যে) **মহীযতি**। (করণে) **মহাযতি**।

মহতী (বিণ, স্ত্রী) মহতী, প্রধানা, প্রবলা, উদার স্বভাবা, অধিকা, মহৎ, প্রকাণ্ড। = **মহন্তী**।

মহত্ত (ক্লী) মহত্ব, প্রাধান্য, বৃহত্ব, প্রকর্ষ, আধিক্য, ঔদার্য। = **সেট্‌ঠত্ত**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সত্থুমহত্ত, জাতিমহত্ত, সব্রহ্মচারী মহত্ত**।

মহত্থিক (বিণ) মহা গুরুত্বপূর্ণ, অধিক ব্যবহার্য, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মহা অর্থপূর্ণ, মহা উপকারী, মহাদরকারি, খুব হিতকর, অত্যন্ত কার্যকর, লাভজনক, উপকারী, মঙ্গলকর, হিতকর।

মহত্থিয (বিণ) মহা অর্থপূর্ণ। = **মহত্থিক**।

মহদ্ধন (বিণ) মহাধনী, মহা ঐশ্বর্যশালী, মহা বিভবের অধিকারী, মহাধন, ধনাঢ্য, অতিশয় ধনশালী, বহুমূল্য। (যৌগিকে) **মহদ্ধন মহাভোগ** (ধর্মপদ)।

মহনীয (বিণ) মাননীয়, সম্মানার্হ, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত, প্রশংসনীয়, প্রশংসার্হ।

মহন্ত (বিণ) মহৎ, বৃহৎ, বড়, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, উদার, প্রবল, অধিক, গুরুত্ববিশিষ্ট, গর্বিত, ধনী, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, মহান, ক্ষমতাপন্ন, গুরুত্বপূর্ণ, গর্ভবতী, স্ফীত, অহঙ্কারপূর্ণ, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, গুরু, মহা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যক, বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ, বয়স-চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য। (কর্তৃকারক একবচনে) **মহা**; (সংক্ষিপ্ত শব্দ) **মহ** (যৌগিকে) **পিতামহ, মাতামহ**; (বহুবচনে) **মহন্তা**; (বিপ) **দহরা**। (করণ কারকে) **মহতা**। (অধিকরণ কারকে) **মহতি**। = **অগ্গ, মহা, সেট্‌ঠ, বিসিট্‌ঠ, পামোক্‌খ, উত্তম, পবর**।

মহন্তং (ক্লী, ক্রি-বিণ) খুব বেশি, বহুল পরিমাণে, প্রচুররূপে, প্রচুর পরিমাণে, অনেক।

মহন্তক (বিণ) = **মহন্ত**। ⟹ **মহন্ত**।

মহন্ততর (পুং) = **মহন্তভাব**। ⟹ **মহন্তভাব**। (বিণ) অপেক্ষাকৃত বড়, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বা মহৎ, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বা বিস্তীর্ণ।

মহন্ততা (স্ত্রী) মহত্ত্ব, প্রাধান্য, প্রাবল্য। = **মহত্ত, মহন্তভাব**।

মহন্তত্ত (ক্লী) মহত্ব, প্রাধান্য। = **মহন্ততা**।

মহন্তভাব (পুং) মহদ্ভাব, মহত্ত্বতা, উদারতা, উচ্চতা, আড়ম্বরপূর্ণতা, গর্বপূর্ণতা, গাম্ভীর্য, উৎকর্ষ। (তুলনীয়) **মহন্তর** (পুং)। = **মহন্ততা**।

মহন্তামহন্ত (বিণ) ক্ষুদ্রবৃহৎ, ছোটবড়।

মহন্তী (বিণ, স্ত্রী) = **মহতী**। ⟹ **মহতী**।

মহন্ধকার—মহান্ধকার, ঘন অন্ধকার।

মহপ্ফল (ক্লী) মহাফল, প্রচুর ফল। (বিণ) ফলপ্রদ, মহা ফলদায়ক, ফলপ্রসূ, প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে এমন, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়ে যথেষ্ট, সিদ্ধান্তে সুগম্ভীর ভাবপূর্ণ, শেষফল মূল্যবান, মহা উপকারী।

মহব্বল (ক্লী) মহাবল, অধিক শক্তি, অধিক সৈন্যবল, শক্তিশালী সৈন্যবল, মহা সৈন্যশক্তি। (বিণ) অতিশয় বলবান, অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রচুর সৈন্যবল আছে এমন। = **মহাবল**।

মহব্ভয (ক্লী) মহাভয়, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু।

মহল্লক (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত—মহল্ল) বৃদ্ধ, শ্রদ্ধাস্পদ, বয়স-চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য, অতি বৃদ্ধ। (বিপ) **তরুণ, দহর**। = **মহন্তো, বুড়ঢ;** (চুল্লনিদ্দেস) **বুড়ঢ মহল্লক অদ্ধগত**। (পুং) বৃদ্ধলোক।

মহল্লকতর (বিণ) বয়োবৃদ্ধ, বয়সে অপেক্ষাকৃত বড়। (পুং) বয়োবৃদ্ধ লোক, বয়সে অপেক্ষাকৃত বড় ব্যক্তি।

মহল্লকতা (স্ত্রী) বার্ধক্যতা, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধত্ব। = **বদ্ধব্য**।

মহল্লিকা (স্ত্রী) বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

মহস্সাসিন (বিণ) সম্পূর্ণরূপে আশ্বাস বা আশা প্রদানকারী, সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা প্রাপ্ত, সম্পূর্ণরূপে সতেজ করিয়াছে বা বল প্রদান করিয়াছে এমন, অতিশয় আরামপ্রদ, অত্যন্ত আরামভোগী।

মহা (বিণ) মহা, অত্যধিক, প্রবল, মহৎ, শ্রেষ্ঠ, মহান, বড়, বৃহৎ, প্রকাণ্ড, প্রধান, গুরুত্ববিশিষ্ট, গর্বিত, ধনী, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন, অধিকতর, বৃহত্তর, অধিকতর আবশ্যক, গুরুতর, মুখ্য। = **মহন্ত**। (বিপ) **চুল্ল**।

মহা ইসি (পুং) মহর্ষি, মহাঋষি। = **মহেসি**।

মহা উদকণ্ণব (পুং) [মহা+উদক+অণ্ণব] মহাজলধি, মহাসমুদ্র, মহাসাগর। = **মহাণ্ণব, মহা উদকরাসি**।

মহা উদকরাসি— মহাসমুদ্র। = **মহাসমুদ্দ, মহাউদকণ্ণব, সমুদ্দ**।

মহা উপট্ঠান (ক্লী) (রাজার) রাজপ্রাসাদের দরবারগৃহ, জাহাজের সজ্জিত প্রকোষ্ঠ।

মহা উপাসক (পুং) মহা উপাসক, গৃহী পুরুষের মধ্যে যেই ব্যক্তি ভগবান বুদ্ধের প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান। অনাথপিণ্ডিদ শ্রেষ্ঠী ছিলেন ভগবান বুদ্ধের প্রধান ও মহা উপাসক।

মহা উপাসিকা (স্ত্রী) মহা উপাসিকা, গৃহিণী স্ত্রীলোকের মধ্যে যেই স্ত্রীলোক ভগবান বুদ্ধের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবতী। মিগার মাতা বিশাখা ছিলেন প্রধানা ও মহা উপাসিকা।

মহাকণ্হ—একটি কুকুরের নাম-বিশেষ। ⟹ **সুনখ**।

মহাকথিক (বিণ, পুং) মহাকথিক, উত্তম ভাষণকারী, যিনি উত্তমরূপে ধর্মবিষয় ভাষণ করেন। ⟹ **কথিক**।

মহাকদ্দম (পুং) মহাকর্দম, মহাপঙ্ক, গভীর কর্দম। = **পলিপ**।

মহাকপ্পিন ⟹ **কপ্পিন** (২)।

মহাকরুণা (স্ত্রী) মহাকরুণা, অত্যন্ত দয়া, মহতী অনুকম্পা, অপরিসীম দয়া, পর দুঃখে গভীর দুঃখানুভূতি, অতুলনীয় সহানুভূতি। ⟹ **করুণা**।

মহাকলহ ⟹ **কলহ**।

মহাকসায (বিণ) দুষ্ট, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারী।

মহাকসাব (বিণ) দুষ্ট, পাপিষ্ট। = **মহক্কসাব**। (তুলনীয়) **মহাকসায**।

মহাকস্সপ (পুং) মহাকশ্যপ। ইনি ভগবান বুদ্ধের একজন প্রধান শ্রাবক শিষ্য ছিলেন। ইনি মগধের অন্তর্গত মহাতীর্থ ব্রাহ্মণগ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে কপিল ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহী নাম ছিল পিপ্পলীমানব। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল ভদ্রাকাপিলানী। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহাধনী মাতাপিতা কর্তৃক বিবাহিত হইলেও তিনি জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কখনও স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই। তাঁহার স্ত্রী ভদ্রাকাপিলানী পরমা সুন্দরী হইয়াও আপন সাধ্বিতা রক্ষার জন্য স্বামীসঙ্গ কখনও করেন নাই। তাঁহাদের উভয়ের বিবাহিত জীবন রহস্যপূর্ণ। মাতাপিতার দেহত্যাগের পর মহাকশ্যপ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলে পর সমস্ত ঐশ্বর্য অকাতরে দান দিয়া গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী ভদ্রাকাপিলানীও তাঁহার সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসে সঙ্গে স্ত্রী থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া তিনি স্ত্রী হইতে বিদায় নিয়া নিজ শরীরাঙ্গের দক্ষিণপার্শ্বের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেলেন এবং ভদ্রাকাপিলানী নিজ বামজাতি বলিয়া বামপার্শ্বের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেলেন। মহাকশ্যপ বুদ্ধের শিষ্য হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। ভদ্রাকাপিলানী প্রথমে তির্থীয় সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসিনী হন, পরে দেবদত্তের শিষ্যা এবং সর্বশেষে বুদ্ধের শিষ্যা হইয়া অর্হত্তী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বদুঃখের অন্ত সাধন করেন। মহাকশ্যপ বুদ্ধের অনুমতি অনুসারে একসঙ্গে ১৪ প্রকার ধুতাঙ্গব্রত (কঠোর নিয়ম) গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রব্রজ্যাজীবন শুরু করেন। ভগবান বুদ্ধের ধুতাঙ্গব্রতধারী শিষ্যগণের মধ্যে মহাকশ্যপই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহাকায (বিণ) মহাকায়, বিশাল শরীরধারী, প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট। (পুং) প্রকাণ্ড শরীর, বিশাল দেহ।

মহাগণ (পুং) মহাজনতা, বৃহৎ সম্প্রদায়, জনসাধারণ।

মহাগণী (বিণ) যাঁহার বহু শিষ্য-প্রশিষ্য আছে, বহুলোক যাঁহার বশীভূত, যে ব্যক্তি বহুলোকের দলপতি বা নেতা।

মহাগণ্ড—গণ্ডরোগের বড় রকমের স্ফীতি বা ফুলা, বৃহৎ আব।

মহাগিজ্ঝ (বিণ) মহাগৃদ্ধ, মহাগৃধ্নু, অতিশয় লালায়িত,

অতি লোভী, অত্যন্ত অভিলাষুক। = **পটিগিজ্ঝ**।

মহাগিনি (পুং) মহাগ্নি, মহা অগ্নি। ⟹ **গিনি**।

মহাগেধ (পুং) মহালোভ, অত্যন্ত পেটুকতা।

মহাচাগ (পুং) মহাত্যাগ, মহান উদারতা, মহাদান, অত্যন্ত সরলতা, নিতান্ত নিরপেক্ষতা, অতিশয় বদান্যতা। (বিণ) উদার, বদান্য। = **মহাদান**।

মহাচোর (পুং) মহাচোর, বিখ্যাত চোর, বড় চোর, দস্যুসর্দার। ⟹ **চোর, রাজা** (৪গ)।

মহাজট (বিণ) মহা জটাধারী, যাহার মস্তকের কেশসমূহ মহাজটায় জটিত হইয়াছে এমন (অর্থাৎ জটাধারী সন্ন্যাসী)।

মহাজন (পুং) মহাজনতা, জনসাধারণ, জনগণ, সর্বসাধারণ জনগণ, জনসঙ্গ, জনমণ্ডলী, জনতা, মহাজনসঙ্গ, একস্থানে একত্র বহুলোক, বহুলোক সমবায়, সাধারণ লোক। = **বহুজন**। ⟹ **জন**।

মহাজনকায (পুং) জনতা, সমবেত জনমণ্ডলী, একত্রিত জনসঙ্গ। (তুলনীয়) মহাজন। ⟹ "**কায**" শব্দে "সরলার্থ (১)"।

মহাজনপদ (পুং) মহাদেশ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) সোড়স **মহাজনপদা** অর্থাৎ ১৬টি মহাদেশ, যথা **অঙ্গা** (অঙ্গরাজ্য), **মগধা** [(**মগধা+ কলিঙ্গা**—চুল্লনিদ্দেস) মগধরাজ্য এবং কলিঙ্গরাজ্য], **কাসী** (কাশীরাজ্য), **কোসলা** (কোশলরাজ্য), **বজ্জী** (বৃজি রাজ্য অর্থাৎ বৈশালী রাজ্য), **মল্ল** (মল্লরাজ্য), **চেতী** [(চেতিযা—অঙ্গুত্তর নিকায়) চৈত্যরাজ্য], **বংসা** [**বঙ্গা**—অঙ্গুত্তর নিকায়) বঙ্গদেশ বা বঙ্গরাজ্য], **কুরু** (কুরুরাজ্য), **পঞ্চলা** (পঞ্চালরাজ্য), **মচ্ছা** [(**মচ্ছা**—অঙ্গুত্তর নিকায়) মধ্যপ্রদেশ ?], **সূরসেনা** (সৌররাজ্য), **অস্সকা** (অশ্বদেশ ?), **অবন্তী** (অবন্তীরাজ্য), **যোনা** [**গন্ধারা**—অঙ্গুত্তর নিকায়) গান্ধার দেশ বা গান্ধার রাজ্য], **কম্বোজা** (কম্বোজরাজ্য)। ⟹ **জনপদ**।

মহাজন সম্মত (বিণ) মহাজন সম্মত, জনগণের অনুমোদিত। ⟹ **সম্মত** (৩)।

মহাজানিকর (পুং) মহাদস্যু, মহাচোর, বড় ডাকাত। ⟹ **জানি** (১)।

মহাজুতিক (বিণ) মহাজ্যোতিক, অতি শোভাময়, অতিশয় জাঁকজমকময়। ⟹ **জুতিক**।

মহাণ্ণব (পুং) [মহা+অণ্ণব] মহার্ণব, মহাসমুদ্র, জলধি। ⟹ **অণ্ণব** (২)।

মহাতণ্হ (বিণ) মহাতৃষ্ণ, অতি পিপাসু, অত্যন্ত পেটুক, অতিশয় লোভী, অত্যন্ত আসক্ত, খুব আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ।

মহাতণ্হা (স্ত্রী) মহাতৃষ্ণা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অপরিসীম লোভ।

মহাতণ্হা সঙ্খয (পুং) মহতী তৃষ্ণার বিনাশ অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। ⟹ **তণ্হা সঙ্খয**।

মহাতল (ক্লী) প্রাসাদের উপরের তল, প্রাসাদের উপরিস্থ বিশাল চ্যাপ্টা ছাদ। = **উপরি-পাসাদ-তল**।

মহাতুণ্ডিল—একটি শূকরের নাম-বিশেষ। ⟹ **সূকর**।

মহাতুম্ব—পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত পাত্র (অর্থাৎ ধানাদি মাপিবার আড়ি)। = **নালি**। ⟹ **তুম্ব**।

মহাতুম্বমত্ত ⟹ রেণু (২)।

মহাথের (পুং) মহাথের, মহাস্থবির, প্রাচীন ভিক্ষু, বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু, বৃদ্ধ ভিক্ষু, মহাজ্ঞানী ভিক্ষু, অভিজ্ঞ ভিক্ষু, জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষু। সাধারণত উপসম্পদা লাভের পর যাঁহাদের ভিক্ষু বয়স ২০ বৎসর বা তদূর্ধ্বে হয় তাঁহাদিগকে মহাথের বা মহাস্থবির উপাধি প্রদান করা হয় অথবা মহাস্থবির বলা হয়। = **থেরতর, মহাস্থবির**। (বিণ) যে ভিক্ষুর ভিক্ষুবয়স ২০ বৎসারিধক হইয়াছে, অভিজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী, বৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রাচীন।

মহাথেরতর (বিণ, পুং) মহাথের ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মহাথের ভিকখু (পুং) প্রাচীন ভিক্ষু, মহাস্থবির ভিক্ষু, বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু, বৃদ্ধ ভিক্ষু, অভিজ্ঞ ভিক্ষু, জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষু। = **মহাথের** (পুং)।

মহাদাঠিকা (বিণ) বড় বড় দাঁত আছে এমন, (বিড়ালের ন্যায়) লম্বা লম্বা গোঁফ আছে এমন। ⟹ **দাঠিকা**।

মহাদান (ক্লী) মহাদান। (বৈদিক মতে) বিনায়কাদি সূক্তজপাঙ্গক তুলাপুরুষাদি ষোড়শ প্রকার দানকে মহাদান বলা হয়। (বৌদ্ধ জাতক মতে) নিজ দেহ হইতে রক্তদান, মাংসদান, হৃদপিণ্ড দান, চক্ষু দান, আত্মদান (অর্থাৎ ক্ষুধার্তের ভোজনের নিমিত্ত নিজ শরীর দান) এবং স্বীয় স্ত্রীপুত্র ও রাজ্য প্রভৃতি সর্বস্ব দানকে মহাদান বলা হয় (এইসব দান বোধিসত্ত্বের বোধিসত্ত্ব জীবনে বোধিচর্যার নিমিত্ত সম্ভব হইয়াছিল)। (বৌদ্ধমতে) বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে চারি প্রত্যয় দান, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে চারি প্রত্যয় দান, ভিক্ষুসঙ্ঘকে চতুর্প্রত্যয় দান, ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে চতুর্প্রত্যয় দান প্রভৃতিকে অথবা ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে চতুর্প্রত্যয় দানকে মহাদান বলা হয়। (জাতক) **দেবসিং ছসত সহস্স পরিচ্চাগং করোন্তো মহাদানং পবত্তেসি**—তিনি দৈনিক ৬০০,০০০ মুদ্রা ত্যাগ করিয়া মহাদান প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ⟹ **দান, দিন্ন**।

মহাদীপ (পুং) মহাদ্বীপ বা মহাদেশ। বৌদ্ধশাস্ত্রে চারিটি মহাদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**জম্বুদীপ, পুব্ববিদেহ, উত্তরকুরু, অপরগোয়ান**। (বিপ) **পরিত্তদীপ**। ⟹ **দীপ** (২)।

মহাদ্বার (ক্লী) প্রধান ফটক বা নগরদ্বার। ⟹ **দ্বার** (১)।

মহাধন (বিণ) মহাধনশালী, ধনাঢ্য, প্রভূত ঐশ্বর্যশালী, খুব ধনবান, প্রচুর বিভবশালী, বহুমূল্য। (ক্লী) মহাধন, মহদ্ধন, বিপুল ঐশ্বর্য, প্রভূত ধন।

মহাধম্ম (পুং) মহাধর্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম, উত্তমধর্ম।

মহানদী (স্ত্রী) মহানদী, ভারতের এক নদীর নাম-বিশেষ

যাহা গঙ্গার শাখা নদী, বড় নদী। ⟹ **নদী, বারিবহ।**

মহানরক (পুং) মহানরক। = **মহানিরয।** ⟹ **নরক।**

মহানস (ক্লী) রন্ধনশালা, রন্ধনপাত্র।

মহানাগ (পুং) মহাহস্তী। = **হত্থিনাগ।**

মহানাদ (পুং) মহানাদ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ।

মহানাম (পুং) ১ ভগবান বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের মধ্যে চতুর্থ ভিক্ষুর নাম। ২ ছোট গাছের বা উদ্ভিদের নাম-বিশেষ।

মহানিদ্দা (স্ত্রী) ১ মহানিদ্রা, গভীর নিদ্রা। ২ মৃত্যু, মরণ, নিমীলন।

মহানিদ্দেস—ব্যাখ্যা সংবলিত বড় বড় গ্রন্থ, পালিপিটকে একটি গ্রন্থের নামবিশেষ। (বিপ) **চুল্লনিদ্দেস।** ⟹ **চুল্ল।**

মহানিব্বান—মহানির্বাণ। ⟹ **নিব্বান।**

মহানিরয (পুং) মহানরক, মৃত্যুর পর যেইখানে পাপীগণ গুরুতর শাস্তিভোগ করিয়া থাকে। মহানরক আটটি, যথা—১ **সঞ্জীব মহানিরয, ২ কালসুত্ত মহানিরয, ৩ সঙ্ঘাত মহানিরয, ৪ রোরুব মহানিরয, ৫ মহারোরুব মহানিরয, ৬ তাপন মহানিরয, ৭ মহাতাপন মহানিরয, ৮ অবীচি মহানিরয।** ⟹ **নরক, মহানরক।**

মহানিল (পুং) ঝড়, হাঙ্গামা, হুলুস্থুল ব্যাপার, প্রচণ্ডতা, দুর্গ আক্রমণ।

মহানিসংস (পুং) মহৎফল, মহালাভ, মহাপুণ্য, মহতী প্রশংসা অর্জন। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) মহানুশংস।

মহানীল (পুং) নীলকান্তমণি।

মহানুভাব (বিণ) [মহা+অনুভাব] মহানুভাব, মহানুভব, উদার স্বভাব, মহাপ্রাণ, বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকাল, গৌরবময়, চমৎকার, অত্যন্ত সন্তোষজনক। (পুং) মহত্ত্ব, মহিমা, মর্যাদা, উচ্চ ধরনের চালচলন, রাজপদবি, রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মানসূচক উপাধি, উচ্চাঙ্গের বাক্যপ্রয়োগ প্রণালী, অতিশয় উদারতা, মহাশক্তির প্রভাব, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মহত্ত্ব। = **মহাবল।**

মহাপঞ্ঞ (বিণ) মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাবান, অতিশয় জ্ঞানী। ⟹ **পঞ্ঞ।**

মহাপঞ্ঞতা (স্ত্রী) মহাজ্ঞান, মহাপ্রাজ্ঞতা। ⟹ **পঞ্ঞতা।**

মহাপঞ্ঞা (স্ত্রী) মহাপ্রজ্ঞা, মহাজ্ঞান। ⟹ **পঞ্ঞা।**

মহাপঠবী (স্ত্রী) মহাপৃথিবী। = **মহাপথবী।**

মহাপথ (পুং) মহাপথ, রাজপথ, সরকারি রাস্তা। = **মহামগ্গ।**

মহাপথবী (স্ত্রী) মহাপৃথিবী। = **মহাপঠবী।**

মহাপদুম (ক্লী) মহাপদ্ম, বিপুলসংখ্যক পদ্ম, একজাতীয় প্রেতলোকের নাম-বিশেষ। ⟹ **পদুম।**

মহাপরাধিক (বিণ) [মহা+অপরাধিক] মহাপরাধী, অত্যন্ত দোষী। ⟹ **অপরাধিক।**

মহাপরিচ্চাগ (পুং) মহাত্যাগ, মহাদান। = **মহাদান, মহাচাগ।** ⟹ **পঞ্চমহা পরিচ্চাগ, পরিচ্চাগ** (৩)।

মহাপরিনিব্বান—মহাপরিনির্বাণ (অর্থাৎ মহামৃত্যু, যেই মৃত্যুর পর দেহত্যাগে আর পুনর্জন্ম হয় না বলিয়া পুনর্বার মরিতেও হয় না)। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৮ শতাব্দীতে ভগবান তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হয়।

মহাপবারণা ⟹ **পবারণা** (১)।

মহাপিতা (পুং) মহাপিতা, পিতামহ, পিতার পিতা। (জাতক) **মহাপিতা অয্যক।**

মহাপিতু (পুং) পিতার বড় ভাই, জেঠা মহাশয়।

মহাপুঞ্ঞ (ক্লী) মহাপুণ্য। = **উড়ার পুঞ্ঞ, পুঞ্ঞক্খন্ধ।** (বিণ) মহাপুণ্যবান। (বিপ) **অপ্পপুঞ্ঞ।** ⟹ **পুঞ্ঞ।**

মহাপুরিস (পুং) মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সাধু ব্যক্তি, বুদ্ধ, বিখ্যাত পুরুষ বা ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি, বীরপুরুষ, যেই ব্যক্তি মহত্ত্বের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাজা হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে ব্যক্তি জগতের পরিত্রাতা বা ত্রাণকর্তা হইয়াছেন, যেই ব্যক্তি ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন হইয়াছেন এবং মানুষেরা সেই লক্ষণসমূহ দেখিয়া তাঁহার মহত্ত্ব-সম্বন্ধে জানিতে পারেন বা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। (দীর্ঘনিকায়) **মহাপুরিস লক্খণানি।**

মহাবল (বিণ) মহাবল, অতিশয় বলবান, শক্তিমান, ক্ষমতাশালী, শক্তিশালী, অদ্ভুত, সাহসী, ক্ষমতাবান, প্রগাঢ়, সবল, ফলপ্রদ। (পুং) বুদ্ধ। (ক্লী) মহাশক্তি, অধিক শক্তি।

মহাবোধি (পুং) ১ বুদ্ধ। ২ মহাবোধি, বুধগয়ার বোধিবৃক্ষের নাম-বিশেষ, যেই বৃক্ষমূলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভগবান তথাগত বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। ⟹ **বোধি** (২)।

মহাব্রহ্মা (পুং) মহাব্রহ্মা। ⟹ **ব্রহ্মা** (১)।

মহাভয—মহাভয়, ভীষণ ভয়। = **মহাব্ভয।**

মহাভিংস (বিণ) অত্যন্ত ভয়জনক, মহাভীতিমূলক, মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এমন, অতি ভীষণ, খুব ভয়ঙ্কর। ⟹ **ভিংসা।**

মহাভিঞ্ঞ (বিণ) [মহা+অভিঞ্ঞ] মহাভিজ্ঞ, অতি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, মহা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, খুব জ্ঞান-পরিজ্ঞানসম্পন্ন, উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন। (তুলনীয়) **অভিঞ্ঞতর।** ইহার পাঠ—**"ভিয্যো'ভিঞ্ঞতরো"।**

মহাভিঞ্ঞতা (স্ত্রী) মহা অভিজ্ঞতা, সুদক্ষতা, শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, বহুদর্শী জ্ঞান, মহাজ্ঞানের অবস্থা, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের অবস্থা, সর্বপ্রকার জ্ঞানের সহিত অর্হত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তির অবস্থা, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের অবস্থা। ⟹ **অভিঞ্ঞতা।**

মহাভিতাপ (পুং) অত্যন্ত উত্তাপ, নরকের গরম। ⟹ **অভিতাপ**।

মহাভিতাপতর (বিণ) অধিক তাপকারী, অত্যন্ত উত্তপ্ত। (পুং) নরকের উত্তাপ, দগ্ধকারী উত্তাপ। ⟹ **অভিতাপ**।

মহাভিনিক্খমণ (ক্লী) মহাভিনিষ্ক্রমণ, মহাত্যাগ, সংসারে সব বিষয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রতে গমন, সংসার-সম্বন্ধীয় সর্বস্বত্ব ত্যাগকরণ, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করণ।

মহাভিসক্ক (বিণ) মহা শক্তিধারী, অতি শক্তিমান, মহাবলবান, খুব ক্ষমতাসম্পন্ন, অতিশয় প্রগাঢ়, অত্যন্ত সবল, খুব ফলপ্রদ।

মহাভূত (ক্লী) মহাভূত, মাটি-জল-অগ্নি (তাপ)-বায়ু--এই চতুর্বিধ মহা উপাদান। (বহুবচনে) **চত্তারো মহাভূতানি; চত্তামহাভূতানি**--চতুর্বিধ মহাভূত, যথা--**পঠবী** (মাটি), **আপো** (জল), **তেজো** (অগ্নি বা তাপ), **বাযো** (বায়ু)। ⟹ **ধাতু** (১)।

মহাভূমক (বিণ) মহাবিভব সম্পন্ন, মহাগুণের অধিকারী, মহাজ্ঞানী, মহাজ্ঞানপ্রাপ্ত। ⟹ **ভূমক** (৩)।

মহাভেরী (স্ত্রী) মহাভেরী, রণঢক্কা, বড় ঢোল বা ঢক্কা। ⟹ **পটহ, ভেরী**।

মহাভোগ (পুং) মহাভোগ, বিপুল ভোগসম্পত্তি, মহাধন। (বিণ) মহাধনী, আঢ্য, ধনবান, ঐশ্বর্যশালী, মহাধনের অধিকারী। ⟹ **অড্ঢ** [বিণ(১)]।

মহামগ্গ (ক্লী) মহামার্গ, রাজপথ, বড় বা সরকারি রাস্তা। = **মহাপথ**। ⟹ **পদ** (৩ক)।

মহামচ্চ (পুং) [মহা+অমচ্চ] মহামন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, মহা অমাত্য, মুখ্যমন্ত্রী। = **মহামত্ত**।

মহামচ্ছ (পুং) মহামৎস্য, প্রকাণ্ড মৎস্য, বড় মাছ, ভীষণাকার জলজন্তু।

মহামতি (পুং) মহামতি, অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। (বিণ) মহামতি, অতি বুদ্ধিমান, অত্যন্ত জ্ঞানী, নিপুণ, চতুর, দক্ষ, মহাজ্ঞানী।

মহামত্ত (পুং) মহামাত্য, প্রধানমন্ত্রী। **মহামচ্চ**। ⟹ **রাজা** (২, ৪খ)। (বিনয়) **রাজা ... অক্খদস্সা মহামত্তা যে বা পন ছেজ্জভেজ্জং অনুসাসনি** ইত্যাদি **রাজানো নাম**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**রাজানং**" শব্দের পরে করণ কারক একবচনে "**মহামত্তানং**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দীর্ঘনিকায় বর্ণনায় "**খত্তিয**"।

মহামসে = **মহেমসে**। ⟹ **মহেমসে**।

মহামহ (পুং, ক্লী) ধর্মীয় মহোৎসব। ⟹ **মহ** (২)।

মহামাযা (স্ত্রী) ১ সিদ্ধার্থের বা বুদ্ধের জননী এবং মহারাজ শুদ্ধোধনের প্রথমা স্ত্রী মহামায়া বা মায়াদেবী। ২ জগতের কারণভূতা অবিদ্যা, সংসার ভ্রম, নারীর মায়াজাল, মহামায়া।

মহামুখমচ্ছ = **পাগুস**। ⟹ **পাগুস**।

মহামুনি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ, মহা ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাবিদর্শী পুরুষ।

মহামেঘ (পুং) মহামেঘ, ঘনকৃষ্ণ মেঘ, বজ্রপাত ও গর্জনসহ মেঘ, বৃষ্টি বা বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতের সহিত ঝড়বৃষ্টি। ⟹ **মেঘ**।

মহাযঞ্ঞ (পুং) মহাযজ্ঞ, মহাযাগ, মহাত্যাগ, মহা উৎসর্গ, মহাহোম, মহা বলিদান।

মহাযস (ক্লী) মহাযশ, খুব সুখ্যাতি, অতিশয় প্রশংসা। (বিণ) মহাযশের, খুব প্রশংসার, মহা প্রশংসার। ⟹ **যসো**।

মহাযাগ (পুং) মহাযজ্ঞ, মহাযাগ। = **মহাযঞ্ঞ**। ⟹ **যিট্ঠ** (ক্লী)।

মহাযান (ক্লী) ১ মহাযান, শ্রেষ্ঠ রথ বা গাড়ি, বড় গাড়ি। ২ বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে বৌদ্ধভিক্ষু নাগার্জুনের সময়ে বুদ্ধের মূলনীতি হইতে যেই নূতন একটি ধর্মনীতির প্রবর্তন হয় উহার নাম মহাযান। এই নব শাখা মহাযান ধর্মনীতি পরবর্তীকালে বহুযানে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ক্রমে এশিয়া মহাদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই নব শাখার ধর্মনীতিতে জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা মহাযান বৌদ্ধধর্ম নামে সমধিক পরিচিত। ⟹ **হীনযান**।

মহাযোগ্গ—বড় শকট বা গাড়ি। ⟹ **যোগ্গ** (১ক)।

মহারঙ্গ (পুং, ক্লী) (তুলনীয় সংস্কৃত—মহারজন) মহারঙ্গ, রঞ্জকদ্রব্য, খদির সার, অতি রঞ্জিতকরণ। এই শব্দটি বস্ত্রাদি রঞ্জিতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মহারজক্খ (বিণ) সম্পূর্ণ দোষী, সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র (অথবা কলঙ্কপূর্ণ চরিত্রের)। ⟹ **রজক্খ**।

মহারহ (বিণ) (সংস্কৃত—মহার্ঘ) মহার্ঘ্য, মূল্যবান, ব্যয়সাপেক্ষ, অধিক মূল্যের মূল্যাধিক্য, আক্রা। ⟹ **অরহ** (১)।

মহারাজ (পুং) মহারাজ, সম্রাট, প্রধান রাজা, রাজাধিরাজ। = **রাজা, মহারাজা**।

মহারাজদত্তিয (বিণ) মহারাজা কর্তৃক উপহার বা পুরস্কার প্রদত্ত। ⟹ **দত্তিয**।

মহারাজা (পুং) মহারাজা, সম্রাট। = **মহারাজ**।

মহারুক্খ (পুং) মহাবৃক্ষ, বড় গাছ।

মহালতা (স্ত্রী) মহালতা, বড় লতাগাছ। ⟹ **মহালতা পসাদন**।

মহালতা পসাদন (ক্লী) মেয়েলোকদের গলার মহামূল্য লতা হার। ইহাকে "**মহালতা**"ও বলা হয়। ⟹ **মহালতা**।

মহালস (বিণ) [মহা+অসল] মহালস, অতিশয় অলস, অত্যন্ত কড়ে।

মহালেণ (ক্লী) বড়গুহা, বাসোপযোগী মহাগুহা। ⟹ **লেণ** (১)।

মহাবগ্গ—বড় বড় পরিচ্ছেদযুক্ত গ্রন্থ, পালি ত্রিপিটকের মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম-বিশেষ। (বিপ) **চুল্লবগ্গ**। ⟹ **চুল্ল**।

মহাবড়ঢকী (পুং) ছুতার মিস্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান মিস্ত্রি বা প্রধান কর্মকর্তা, প্রধান সূত্রধর, নির্মাতা বা স্থপতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান বা মুখ্য ব্যক্তি। ⟹ **বড়ঢকী**।

মহাবন (ক্লী) মহাবন, মহারণ্য। (থেরীগাথায়) **রহিতং বনং ভিংসনকং বনং**।

মহাবস্‌স (পুং, ক্লী) মহাবর্ষণ, বৃষ্টির বন্যা, বর্ষণে জলপ্লাবন। ⟹ **বস্‌স** (১ক)।

মহাবাত (পুং) ঝটিকাবায়ু, মহাঝটিকা, প্রলয়ঙ্কর বাতাস, ভীষণ ঝড়, প্রচণ্ড তুফান। ⟹ **বাত**।

মহাবাতপান (ক্লী) বড় জানালা, প্রকাণ্ড খিড়কি।

মহাবাদিন (বিণ, পুং) মহাপণ্ডিত, যেই মহাপণ্ডিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অস্বীকার করিয়া কোনো নীতি বা সূত্র প্রদান করেন। ⟹ **বাদিন**।

মহাবিকটানি ⟹ **বিকট**।

মহাবিকার (পুং) মহাবিকার, মহা পরিবর্তন। ইহা দ্বিবিধ, যথা— **অনুপাদিন্ন মহাবিকার** (মুখ্য বা প্রাথমিক মহা পরিবর্তন), **উপাদিন্ন মহাবিকার** (গৌণ বা অপ্রধান মহা পরিবর্তন); এখানে প্রথমটি "**কপ্প-বুট্‌ঠান**" দ্বারা ঘটিয়া থাকে, দ্বিতীয়টি "**ধাতুক্‌খোভ**" দ্বারা ঘটিয়া থাকে। ⟹ **বিকার** (১)।

মহাবিভব (বিণ) মহাধনী। = **বহুবিভব**। ⟹ **বিভব** (১)।

মহাবীচি [মহা+ অবীচি] মহা অবীচি, অবীচি নরক, আটটি মহানরকের মধ্যে একটি। ⟹ **মহানিরয**।

মহাবীণা (স্ত্রী) বড় বীণা, বীণা নামক বড় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

মহাবীর (পুং) মহা বীরপুরুষ। (বিণ) মহাবীর, অত্যন্ত বলিষ্ঠ, খুব পরাক্রমশালী, বীরশ্রেষ্ঠ। এই শব্দটি অর্হতের বর্ণনায়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ⟹ **বীর**।

মহাসঙ্গীতি (স্ত্রী) "**সঙ্গীতি**" শব্দে যেই ছয়টি "**সঙ্গীতি**" এর কথা বলা হইয়াছে উহাদিগকে "**মহাসঙ্গীতি**" বলা হয়। ⟹ **সঙ্গীতি** (২)।

মহাসত্ত (পুং) মহাসত্ত্ব, বোধিসত্ত্ব। ⟹ **বোধিসত্ত**।

মহাসন্তুট্‌ঠ (বিণ) মহাসন্তুষ্ট, মহাসুখী, মহাসুখে সুখী। ইহা অর্হত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ⟹ **সন্তুট্‌ঠ**।

মহাসমুদ্দ (পুং) মহাসমুদ্র, মহাসাগর, যেই অতি বিস্তীর্ণ লবণময় জলভাগ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে উহা।

মহাসম্মত (বিণ) মহাসম্মত, জনগণের সম্মতিপ্রাপ্ত, জনপ্রিয়, জনসাধারণের মনঃপূত বা মনোনীত, সর্বসাধারণের অনুমোদিত। **মহাসম্মত রাজা**—সকলে বা জনসাধারণ মনোনীত করিয়া যাহাকে রাজপদে বরণ করে। ⟹ **রাজা**।

মহাসম্মত রাজা ⟹ **মহাসম্মত**।

মহাসর (ক্লী) মহাসরোবর, মহাহ্রদ, অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়। সাধারণত হিমালয়ে যেই "**সত্ত মহাসরা**" অর্থাৎ সপ্ত মহাহ্রদের কথা বিশুদ্ধিমার্গে উল্লেখ পাওয়া যায় উহাই। ⟹ **সর** (৩)।

মহাসার (বিণ) ১ অতি ধনী, খুব সম্পত্তিশালী, আঢ্য, ধনবান। (ক্লী) মহাধন, বিপুল ঐশ্বর্য, প্রভূত বিভব। ২ মহাসার, বহুমূল্যের, অত্যন্ত তাৎপর্যের, মূল্যবান, অত্যন্ত আবশ্যকীয়, খুব উপকারী, বহু অর্থের।

মহাসারকুল—সম্ভবত জাতকের এই শব্দটির পাঠ "**মহাসালকুল**" হইবে। ⟹ **মহাসালকুল**।

মহাসাল (বিণ) ১ বড় ঘর আছে এমন। ২ মহাধনী, বিপুল ঐশ্বর্যশালী, প্রভূত বিভবের অধিকারী। বিশেষত এই শব্দটি ধনবান ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

মহাসালকুল (ক্লী) ধনী পরিবার।

মহাসাবক (পুং) (বৌদ্ধসংস্কৃত—মহাশ্রাবক) মহাশ্রাবক, মহাশিষ্য, প্রধান শিষ্য, মুখ্য শিষ্য। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অসীতি মহাসাবকা**—(ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণের মধ্যে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদবিতে) অর্হত প্রধান শিষ্য ৮০ জন; ইহাদের কেহ কেহ এক বিষয়ে, কেহ কেহ দুই বিষয়ে, কেহ কেহ ততোধিক বিষয়ে বা বহু বিষয়ে দক্ষতায় প্রধান বা মুখ্য ছিলেন।

মহাসাবজ্জ (ক্লী) মহাপাপ, মহাদোষ, আইন বা শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মহা অপরাধ, মহা নির্বুদ্ধিতার কাজ। ⟹ **সাবজ্জ**।

মহাসাবিকা (স্ত্রী) মহাশ্রাবিকা, মহাশিষ্যা। ⟹ **মহাসাবক**।

মহাসীল (ক্লী) মহাশীল, নীতিশাস্ত্রের বা আইনগ্রন্থে (বিনয়ের) বিস্তৃত ব্যাখ্যাযুক্ত উপদেশাবলী বা অনুশাসন। (বিপ) **চুল্লসীল**। ⟹ **চুল্ল**।

মহাসুপিন (ক্লী) মহাস্বপ্ন, মহা দর্শনশক্তি, মহাদর্শন, মহা পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি। ⟹ **সুপিন**।

মহাসেদ (পুং) গরম জলের ভাপ বা বাষ্পযুক্ত তাপ দিয়া মহাস্নান।

মহাসেনগুত্ত—উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উপাধি-বিশেষ।

মহাসেনাগুত্ত (পুং) = **সেনাগুত্ত**। ⟹ **সেনাগুত্ত**।

মহাসেনাগুত্তট্‌ঠান (ক্লী) সেনাপতিত্ব, সেনাপতির পদবিযুক্ত স্থান বা পদ।

মহাসোব্‌ভ (ক্লী) মহাসমুদ্র।

মহাস্থবির = **মহাথের**। ⟹ **মহাথের**।

মহাস্থবির ভিক্‌খু (পুং) = **মহাথের ভিক্‌খু**। ⟹ **মহাথের ভিক্‌খু**।

মহাহত্থিপদ (ক্লী) হস্তীপদ, (পশুদের মধ্যে পা বড় অনুসারে) হাতির পা।

মহাহত্থী (পুং) মহাহস্তী, প্রকাণ্ড হাতি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মহাহত্থী ওপম**।

মহাহত্থী ওপম (বিণ) মহাহস্তী উপমেয়, মহাহস্তীর ন্যায়, মহা হাতির তুল্য।

মহিংস (পুং) = **মহিস**। ⟹ **মহিস**।

মহিংসক মণ্ডল—অন্ধ্রদেশ, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্ররাজ্য, ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রপ্রদেশ। ⟹ **মহিসমণ্ডল**।

মহিংসক রট্ঠ = **মহিংসেক মণ্ডল**। ⟹ **মহিংসেক মণ্ডল**।

মহিকা (স্ত্রী) কুজ্ঝটিকা, তুষার, শৈত্য, সর্দি, কফ। = হিমং। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মহিষা**।

মহিকোত্থট (বিণ) কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন। ⟹ **ওত্থট** (১)।

মহিকোত্থরণ (ক্লী) আচ্ছাদন, আচ্ছাদিতকরণ। = **ওত্থরণ**।

মহিচ্ছ (বিণ) [মহা+ইচ্ছ] ঈপ্সিত, ইচ্ছান্বিত, ইচ্ছিত, কামোদ্দীপক, কামাসক্ত, কামুক, পেটুক, ধনলোভী, অল্পে তুষ্ট নহে এমন, মহতী ইচ্ছাপরায়ণ, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ, যাহার খুব ইচ্ছা আছে, অধিক চায় এমন, পুরোপুরি ইচ্ছা আছে এমন। (বিপ) **অপ্পিচ্ছ**।

মহিচ্ছতা (স্ত্রী) অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, পেটুকতা, ধনলোভ, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণতা, ঔদ্ধত্য, গর্ব, বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা, অত্যাড়ম্বরপ্রিয়তা, আড়ম্বরের জন্য অভিপ্রেত অবস্থা, আড়ম্বরতা, অধিক ইচ্ছা করে এরূপ অবস্থা, অধিক পাইতে চায় এরূপ ভাব। (বিপ) **অপ্পিচ্ছতা**।

মহিত (বিণ) পূজিত, সম্মানিত, মহিমান্বিত, পদোন্নীত, শ্রদ্ধান্বিত। ⟹ **মহতি**।

মহিদ্ধিক (বিণ) [মহা+ইদ্ধি+ক] মহাঋদ্ধিবান, অত্যন্ত অলৌকিক ক্ষমতা বা দৈবশক্তি সম্পন্ন, মহা ঐশীসম্পন্ন, মহাশক্তি সম্পন্ন, মহা প্রভাব সম্পন্ন, মহা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সম্পন্ন। ⟹ **ইদ্ধিক**। (যৌগিকে) **মহিদ্ধিক দেবতা**। ⟹ **যক্খ** (৫)।

মহিদ্ধিক পেতা—মহা ঋদ্ধিবান প্রেতগণ (এই অর্থে যক্ষদিগকে বুঝায়)। ⟹ **পেত** (পুং)।

মহিদ্ধিযা (ক্রি-বি) মহাঋদ্ধি করিয়া, অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া, অমানুষিক মহাশক্তি প্রদর্শন করিয়া।

মহিন্দ (পুং) ১ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত নাম-বিশেষ। মহারাজ অশোকের পুত্রের নামও ছিল "**মহিন্দ**" যিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ২ দেবরাজ ইন্দ্র। ৩ মেঘ, মেঘরাজ।

মহিন্দঘোস—ইন্দ্রের গর্জন বা বজ্রপাত, মেঘগর্জন, মেঘরাজের বজ্রশব্দ বা বজ্রপতন। বৌদ্ধসংস্কৃত—মহেন্দ্র বর্ষ।

মহিন্দ ভবন—দেবরাজ ইন্দ্রের বাসভবন। বৌদ্ধ সংস্কৃত—মহেন্দ্র ভবন।

মহিন্ধর = **মহীধর**। ⟹ **মহীধর**।

মহিযং (ক্লী) পৃথিবী। = **মহী** (২)।

মহিষা (স্ত্রী) ১ পৃথিবী। = **মহী** (২)। ২ শৈত্য। = **মহিকা**।

মহিলা (স্ত্রী) মহিলা, নারী, ভদ্রমহিলা, রাজমহিষী, স্ত্রীলোক।

মহিলাতিত্থ—স্ত্রীলোকদিগের স্নানের স্থান। (বিনয়) **মহিলা তিত্থে**—স্ত্রীলোকদিগের স্নানস্থানে।

মহিস (পুং) মহিষ, পশু-বিশেষ। (দীর্ঘনিকায়ে) **মহিস**। (জাতকে) **মহীস**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **মহিংসে**। (মহাবংসে) মাহিসং। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **মহিষং সেত্তী'তি মহিসো** (এখানে ব্যক্তি মহিষের ন্যায় আচরণ করে বলিয়া মহিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে)।

মহিসমণ্ডল—একটি দেশের নাম, ভারতে দাক্ষিণাত্যের বর্তমান মাইসোর বা মহীশূর দেশ।

মহিসযুদ্ধ—মহিষের লড়াই বা যুদ্ধ।

মহিস্সর (পুং) ঈশ্বর। সংস্কৃত—মহেশ্বর।

মহিস্সাস (বিণ) (সংস্কৃত—মহেষ্বাস) ধনুর্বিদ্যায় মহান, মহা ধনুর্ধর।

মহী (স্ত্রী) ১ ভারতের এক নদীর নাম-বিশেষ, মহী নদী। এই নদীটি ভারতের পঞ্চনদীর মধ্যে একটি। ২ মহী, পৃথিবী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মহিযা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মহিযং**।

মহীতল (ক্লী) মহীতল, ভূভাগ, পৃথিবীস্থ সমগ্র ভূমিতল বা ভূমি।

মহীধর (পুং) মহীধর, পর্বত। (মহাবংসে) **মহিন্ধর**।

মহীপ (পুং) (পৃথিবীর) রাজা, মহীপাল।

মহীপতি (পুং) মহীপতি, রাজা, মহীপাল।

মহীপাল (পুং) মহীপাল, রাজা।

মহীযতি (ক্রি) সম্মানিত হওয়া, পূজিত হওয়া, শ্রদ্ধান্বিত হওয়া। ⟹ **মহতি**। (ব-বিণ) **মহীযমান**; = **পূজিযমান**।

মহীরুহ (পুং) মহীরুহ, বৃক্ষ, গাছ, শাকবৃক্ষ, স্থলজ বৃক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষাদি, যে বৃক্ষ ভূমিভাগে উৎপন্ন হয়। (বিপ) **উদকরূহ**।

মহীস (পুং) মহিষ। = **মহিস**।

মহেমসে ⟹ **মহতি**।

মহেসক্ক = **মহেসক্খ**। ⟹ **মহেসক্খ**। (বিপ) **অপ্পেসক্ক**।

মহেসক্খ (বিণ) মহাশক্তিধারী, (পরম্পরাগত বা চিরাচরিত) মহাশক্তিশালী, প্রতিপত্তিশালী, প্রভাবশালী, প্রভুত্বশালী, সবল, বহু জনবল আছে এমন, পরিবারের মধ্যে বহুলোক আছে এমন, প্রতিষ্ঠাপন্ন, মহাশক্তির অধিকারী। (বিপ) **অপ্পেসক্ক, অপ্পেসক্খ**।

মহেসি (পুং) [মহা+ইসি] মহর্ষি, প্রধান ঋষি, শ্রেষ্ঠ ঋষি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মহন্তং সীলকখন্ধাদীনং এসিতত্ত মহেসি**।

মহেসিত্ত (ক্লী) মহিষীত্ব, প্রধানা স্ত্রীর পদ, রানীত্ব, মহারানীত্ব।

মহেসিযা = **মহেসী**। ⟹ **মহেসী**।

মহেসী (স্ত্রী) মহিষী, মহারানী, অগ্রমহিষী, রাজ্ঞী, রানী, পাটরানী, রাজার প্রধান সঙ্গিনী। (বহুবচনে) মহেসিযো।

মহেসেয্য = **মহেসিত্ত**। ⟹ **মহেসিত্ত**।

মহোঘ (পুং) [মহা+ওঘ] মহাপ্লাবন। ⟹ **ওঘ** (১)।

মহোত্তম (বিণ) [মহা+উত্তম] অতি শ্রেষ্ঠ, পরম শ্রেষ্ঠ। = **উত্তমপবর**। ⟹ **উত্তম**।

মহোদক (ক্লী) [মহা+উদক] মহাসমুদ্র। = **মহাসমুদ্দ**।

⟹ অণ্ণব (২)।

মহোদকণ্ণব (ক্লী) [মহা+উদক+অণ্ণব] = **মহোদক**। ⟹ **মহোদক, মহা-উদকণ্ণব**।

মহোদকরাসি [মহা+উদকরাসি] = **মহা-উদকরাসি**। ⟹ **মহা-উদকরাসি, মহোদক**।

মহোদধি (পুং) মহাসমুদ্র, সমুদ্র, সাগর, মহোদধি।

মহোদর (বিণ) [মহা+উদর] মহোদর, যাহার উদর বা পেট বড় এমন, পেট মোটা। বিশেষত মহোদর বলিয়া রাজার মন্ত্রীকেই সম্বোধন করা হয়। ⟹ **ওকোটিমক**।

মহোদিক (বিণ) জলপূর্ণ, অধিক জল আছে এমন, গভীর, (নদী) পূর্ণ, জলে ভরা (নদী)।

মহোরগ (পুং) [মহা+উরগ] নাগরাজ বা সর্পরাজ, সাপের রাজ, মহা উরগ।

মা—১ ⟹ **মিনাতি** (১)। ২ (পুং) চন্দ্র। ⟹ **পুণ্ণমা**। ৩ ক (ক্রি-বিণ) (নিষেধার্থে) না, করিও না, আমরা আশা করি না, আমি মনে করি ... না। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মা এবং অকত্থ**—এরূপ করিও না। (পেতবত্থু) **মা অভণি**—বলিও না। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মা চিন্তয়িত্থ**—চিন্তা করিও না, মন খারাপ করিও না। (মধ্যম নিকায়) **মা পরিহাযি**—বাদ দিও না বা বঞ্চিত করিও না। (জাতক) **মা ভাযি**—ভয় করিও না, ভয় পাইও না; **মা মরিংসু**—তাহারা মরিবে না। (বিনয়) **মা (তে) রুচ্চি**—(উহাতে) সন্তুষ্ট হইও না। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মা এবং রুচ্চিত্থ**—ইহাতে সন্তুষ্ট হইও না। **খ** (ক্রিয়ার পঞ্চমী বিভক্তিতে আদেশের সহিত নিষেধার্থে) **মা গচ্ছথ**—যাইও না (জাতক)। (জাতক) **মা দেথ**—না দিও না; **মা ঘাত**—বধ করিও না (⟹ **মাঘাত**)। **গ** (ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তিতে যদ্যার্থে) **মা অনুযুঞ্জেথ** (ধর্মপদ)। (মহাবংসে) **মা ভুঞ্জেথ**—(তাহাকে) খাইতে দিও না। (জাতক) **মা বদেথ**—বলিতে দিও না। **ঘ** (বর্তমান কালের সহিত) **মা পটিলভতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বি-ভা) **আনেমি মা আনেমি**—আমি কি আনিব অথবা কি আনিব না? **ঙ** (সাধারণত না অর্থে) **মা = ন**। (বিনয়) **মা সক্খিম্হা**—আমরা সক্ষম হই নাই, আমরা পারি নাই।

মা অনত্থে—অনর্থ করিও না বা ঘটাইও না, অনিষ্ট করিও না, বিপত্তি আনিও না, দুঃখ করিও না বা আনিও না, দুর্বিপাকে পড়িও না, দুর্ঘটনায় পড়িও না, দুর্ভাগ্য আনিও না, অপকার করিও না, বিপদ ঘটাইও না।

মা কদাচি ⟹ **কদাচি** (৪)।

মাগধ (বিণ) ১ মগধবাসী, মগধ দেশের অধিবাসী, মগধদেশে উৎপন্ন, মগধ দেশ হইতে আসিয়াছে এমন। ২ সুগন্ধ দ্রব্য বিক্রয়কারী। = **গন্ধিন**।

মাগধক (বিণ) = **মাগধ**। ⟹ **মাগধ** (১)। (ক্লী) রসুন। (বিনয়) **লসুণং নাম মাগধকং বুচ্চতি**।

মাগধভাসা (স্ত্রী) মগধ দেশীয় ভাষা, পালিভাষা। পূর্বকালে ভারতস্থ মগধ দেশের কথিত ভাষা ছিল পালিভাষা। ⟹ **ভাসা**।

মাগধী (স্ত্রী) মাগধী, মগধ দেশের ভাষা। = **মাগধভাসা**।

মাগবিক (বিণ, পুং) শিকারি, ব্যাধ, (শিকারকালে) শিকারি কুকুরের ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য।

মাগসির (পুং) এক মাসের নাম, অগ্রহায়ণ মাস। ⟹ **মাস** (১)।

মাগসির মাস (পুং) অগ্রহায়ণ মাস। ⟹ **মাস** (১)।

মাঘ (পুং) এক মাসের নাম, মাঘ মাস। ⟹ **মাস** (১)।

মাঘমাস (পুং) মাঘ মাস। ⟹ **মাস** (১)।

মাঘাত (পুং) বধ না করিবার আদেশ, আঘাত বা ভঙ্গ না করিবার আদেশ, (পশ্বাদি) হত্যা না করিবার আজ্ঞা বা নির্দেশ। (জাতক) **উপোসথ মাঘাত**।

মাঘাত ভেরি—(পশ্বাদি) হত্যা না করিবার আদেশ ঢোলের শব্দ দ্বারা ঘোষণা।

মাঙ্গল্য (বিণ) মঙ্গলজনক, শুভ লক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, শুভ, ইচ্ছা পূরণকারী।

মা জাতু = **ন জাতু**। ⟹ **ন জাতু**।

মাণ (ক্লী) মান, পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যদ্দ্বারা মাপা যায় উহা, পরিমাপ পদ্ধতি-বিশেষ, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্য-বিশেষ, তাল, লয়, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, যোগ্য প্রণালী, পরিমাপ, মাপ।

মাণকূট (পুং) ওজনে ঠকানো, মিথ্যা পরিমাপ, অসাধু বা কপটী মাপ।

মাণব (পুং) যুবক, অল্পবয়সের লোক, (বর্ণনায়) যুবক ব্রাহ্মণ। (জাতক) **ব্রাহ্মণমাণব; সন্তো পি চোরো পি তরুণো পি বুচ্চতি মাণবো**। (বহুবচনে) **মাণবা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কুমার মাণব**।

মাণবক (পুং) তরুণ ব্যক্তি, যুবক। = **মাণব**।

মাণবা (পুং, বহুবচন) লোকেরা, মানুষেরা। ⟹ **মাণব**।

মাণবিকা (স্ত্রী) তরুণী বালিকা, যুবতী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণকন্যা, কুমারী, অবিবাহিতা রমণী।

মাণবী (স্ত্রী) মানবী। = **মাণবিকা**।

মাতঙ্গ (পুং) ১ মাতঙ্গ, হস্তী, হাতি। = **নাগ**। ২ নীচ শ্রেণীর লোক। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—মাতঙ্গী। ৩ এক ব্যক্তির নাম-বিশেষ (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

মাত ভূতপুব্ব (বিণ) পূর্বে মা ছিলেন এমন, পূর্বে কোনো এক জন্মে মা ছিলেন এমন। ⟹ **পুব্ব** (বিণ)।

মাতর (স্ত্রী) মা, মাতা, জননী, গর্ভধারিণী। কারক নির্ণয়:—(কর্তৃকারক একবচনে) **মাতা**; = **জনিকা**। (কর্মকারক একবচনে) **মাতরং**। (করণ কারক একবচনে) **মাতরা**। (সম্প্রদান একবচনে) **মাতু**। (সম্বন্ধপদ একবচনে) **মাতু, মাতুযা, মাতায**। (অধিকরণ কারক একবচনে)

মাতরি। এই শব্দের বহুবচন নাই। মূল "মাতা" শব্দ চারি প্রকারে যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যেমন—"মাতা" অর্থাৎ "মাতাপিতরো", "মাতি" অর্থাৎ "মাতি দেবতা", "মাতু" অর্থাৎ "মাতুপট্ঠান", "মত্তি" অর্থাৎ "মত্তিসম্ভব"।

মাতরি সম্ভূত (বিণ) মাতৃসম্ভূত, মাতৃজাত, মাতা হইতে জন্ম হইয়াছে এমন। = **মত্তি**।

মাতলী (পুং) দেবরাজ ইন্দ্রের রথচালক বা সারথি।

মাতা (স্ত্রী) মা, জননী, মাতা, গর্ভধারিণী। = **মাতর**।

মাতাপিতরো (পুং, বহুবচন) মাতাপিতা, জনকজননী, মাতা এবং পিতা। ⟹ **পিতর**।

মাতাপিতাভর = মাতাপেত্তিভর। ⟹ **মাতাপেত্তিভর**।

মাতাপিতিক (বিণ) মাতৃপিতৃক, মাতাপিতা আছে এমন, জনকজননী-সম্বন্ধীয়।

মাতাপিতিট্ঠান (ক্লী) মাতৃপিতৃ স্থান, মাতাপিতার স্থান।

মাতাপিতু (পুং) মাতাপিতা, মাতা এবং পিতা, জনকজননী।

মাতাপিতুন্নং—মাতাপিতাকে। ⟹ **পিতর**।

মাতাপিতুন্নং ওবাদ—মাতাপিতার উপদেশ। = **মাতাপিতূনং ওবাদ**।

মাতাপিতুসু = মাতাপিতূসু। ⟹ **মাতাপিতূসু**।

মাতাপিতূনং ওবাদ—মাতাপিতার উপদেশ। = **মাতাপিতুন্নং ওবাদ**।

মাতাপিতূসু—মাতা এবং পিতার মধ্যে, মাতাপিতার উপর। ⟹ **পিতর**।

মাতাপেত্তিক (বিণ) মাতৃপিতৃক, মাতাপিতা সম্বন্ধীয়, মাতা এবং পিতা সম্বন্ধীয়, মাতৃ এবং পিতৃ, মাতা সম্পর্কীয় এবং পিতা সম্পর্কীয়। (চুল্লনিদ্দেস) **মাতাপেত্তিক নামগোত্ত**। ⟹ **পেত্তিক**।

মাতাপেত্তিকং—মাতাপিতার। **মাতাপেত্তিকং নামগোত্তং**। ⟹ **নামগোত্ত**।

মাতাপেত্তিভর (বিণ) মাতাপিতার ভরণপোষণকারী, যে ব্যক্তি মাতাপিতার ভরণপোষণ করে। ⟹ **ভর**।

মাতাপেত্তিভার (বিণ) = **মাতাপেত্তিভর**। ⟹ **মাতাপেত্তিভর**।

মাতামহ (পুং) মাতামহ, মাতার পিতা।

মাতামহী (স্ত্রী) মাতামহী, মাতার মা।

মাতিক (বিণ) মাতৃক, মাতা-সম্বন্ধীয়, মাতার, মাতা হইতে আগত।

মাতিকা (স্ত্রী) ১ জল প্রণালী, জল প্রবাহের খাত বা গর্ত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মাতিকা-তিক্কমক**। = সোবভ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইতো চ ইতো চ উদকং হরিত্বা অত্তনো সস্সকম্মং সম্পাদেন্তি**। ২ (তথ্যাদির) তালিকা, লিখিত বিবরণ, সরকারি খাতাপত্র, দপ্তর, রেজিস্টারি বই, তালিকা, স্বরগ্রাম, চিমনির মুখের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, তালিকা বা লিস্টি করা সংক্ষেপ, পুস্তকের সূচিপত্রের তালিকা, পুস্তকের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, (বর্ণনায়) অভিধর্মে ধর্মসম্মত পুস্তকসমূহের মধ্যে দার্শনিক অংশসমূহের সংক্ষেপ, শাস্ত্রে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বা বিবরণী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মধর, বিনযধর, মাতিকাধর**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সো পঞ্চবস্সো হুত্বা দ্বে মাতিকা পগুণং কত্বা পবারেত্বা**। ৩ প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থের সংহিতা বা নিয়মাবলী।

মাতিকাধর (বিণ) মাতিকাধর, মাতিকা যাহার কণ্ঠস্থ আছে, মাতিকা জ্ঞাত। ⟹ **ধর, মাতিকা**।

মাতিকা নিক্খেপ (পুং) মাতিকা ক্ষেপণ, সংক্ষেপ স্থাপন, তালিকা, লিস্ট। সংক্ষেপকে কখন কখন "নিক্খেপ" বলা হয় অর্থাৎ "অত্থসালিনী" (অট্ঠসালিনী) এর চতুর্থাংশ, ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**নিক্খেপকণ্ড**" অথবা সংক্ষেপের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ; "**তিক পট্ঠান**" এ বলা হইয়াছে "**মাতিকা নিক্খেপবার**"।

মাতিকা নিক্খেপবার—পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। ⟹ **মাতিকা নিক্খেপ**।

মাতিতো (অপাদান কারক, ক্রিবিণ) মাতৃপক্ষ হইতে, মা বা মাতৃদিক হইতে। (তুলনীয়) **পিতিতো**।

মাতিদেবতা—মাতৃদেবতা, মাতার রক্ষাকারী বা অভিভাবক, মায়ের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ পিতা। = **মাতুদেবতা**।

মাতিপক্খ (পুং) মাতৃপক্ষ, মায়ের দিক। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **মাতিপক্খ পিতিপক্খ**। = **মাতুপক্খ**।

মাতিপোসক (বিণ) মাতৃপোষক, মায়ের ভরণপোষণ প্রদানকারী (পুত্র)।

মাতিয (বিণ) নশ্বর, মর, প্রাণহর, মারাত্মক, সাংঘাতিক, মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, ভয়ানক, দারুণ, দীর্ঘ ও বিরক্তিকর। (পুং) মনুষ্য, মানুষ। (জাতক অর্থকথা) **মচ্চ**। (জাতক টীকায়) **মানব**।

মাতু (স্ত্রী) মাতা, মা, জননী, গর্ভধারিণী। = **মাতা**। ⟹ **মাতর**।

মাতুক (ক্লী) (সংস্কৃত—মাত্রক) গর্ভ, জরায়ু, ছাঁচ, যেই সকল পদার্থে খনিজ বস্তু নিহিত থাকে, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, জন্ম, ব্যুৎপত্তি, গোড়াপত্তন, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, মোকদ্দমা।

মাতুকুচ্ছি (পুং) মাতৃকুক্ষি, মাতৃগর্ভ (গর্ভবতী অবস্থা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মাতুকুচ্ছিগত**। ⟹ **কুচ্ছি**।

মাতুখীর (ক্লী) মাতৃদুগ্ধ, মাতৃক্ষীর, মায়ের দুধ। ⟹ **খীর**।

মাতুগাম (পুং) স্ত্রীলোক, নারী। (বহুবচনে) **মাতুগামা**।

মাতুগামবসিক (বিণ) স্ত্রৈণ, ললনাপ্রিয়, স্ত্রীর বাধ্য। ⟹ **বসিক**।

মাতুঘাত (পুং) = **মাতুঘাতক**। ⟹ **মাতুঘাতক** (পুং)।

মাতুঘাতক (পুং) মাতৃহন্তা, মাতৃহত্যা, মাতৃঘাতক, জননীর

প্রাণ বিনাশ। (বিণ) মাতৃ হত্যাকারী, মায়ের প্রাণ নাশ করে এমন। ⟹ **অভিঠান, পিতুঘাত**।

মাতুঘাতিকম্ম (ক্লী) মাতৃহত্যার কার্য।

মাতুচ্ছা (স্ত্রী) মাসি, মায়ের বোন।

মাতুচ্ছাধীতা (স্ত্রী) মাসতুত বোন, মাসির কন্যা বা মেয়ে।

মাতুচ্ছাপুত্ত (পুং) মাসতুত ভাই, মাসির পুত্র বা ছেলে।

মাতুজ (বিণ) মাতৃজ, মাতা হইতে উৎপন্ন বা সৃষ্ট। ⟹ **পিতুজ**।

মাতুদেবতা—মায়ের অভিভাবক অর্থাৎ পিতা, মাতৃদেবতা। = **মাতিদেবতা**। (জাতক টীকা) **মাতুদেবতা বিয**।

মাতুপক্খ (পুং) = **মাতিপক্খ**। ⟹ **মাতিপক্খ**। (বিণ) মায়ের মত, মা সদৃশ। ⟹ **পক্খ** (৩)।

মাতুপট্ঠান (ক্লী) [মাতা+উপট্ঠান] মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাতৃ পরিচর্যা, মাতৃসেবা।

মাতুপোসক (বিণ) মাতৃপোষক। = **মাতিপোসক**।

মাতুভূত (বিণ) মাতৃভূত, মাতা আছে এমন, মা হইতে উৎপন্ন।

মাতুভূতা (বিণ) মাতা হইতে জাত বা উৎপন্ন। ⟹ **ভূতা** (বিণ)।

মাতুমত্তিন (বিণ) মাতৃসদৃশ, মাতার তুল্য, মায়ের মতো। (সংযুক্ত নিকায়) **মাতুমত্তীসু মাতুচিত্তং উপট্ঠেপেতি**—মাতৃস্নেহ দিয়া পরিতুষ্ট বা লালনপালন করা।

মাতুল (পুং) মাতুল, মামা, মায়ের ভ্রাতা।

মাতুলক (পুং) = **মাতুল**। ⟹ **মাতুল**।

মাতুলধীতা (স্ত্রী) মাতুল কন্যা, মামার কন্যা বা মেয়ে, মামাতুত ভগিনী।

মাতুলপুত্ত (পুং) মাতুলপুত্র, মামার পুত্র বা ছেলে, মামাতুত ভাই।

মাতুলানী (স্ত্রী) মাতুলানী, মামী, মাতুলের ভার্যা, মামার স্ত্রী।

মাতুলুঙ্গ (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—মাতুলুঙ্গ) জম্বীর বৃক্ষ বা ফল। = **মেল্ল, বেল্ল**।

মাতুহদয—মাতৃহৃদয়, মায়ের অন্তর, মায়ের মন।

মাতুহিত (বিণ) = **মত্তেয্য**। ⟹ **মত্তেয্য**।

মাদিস (বিণ) মাদৃশ, আমার মতো, আমার ন্যায়, আমার সদৃশ।

মান (পুং) ১ মান, অহঙ্কার, অভিমান, ঔদ্ধত্য, গর্ব, আত্মমর্যাদা জ্ঞান, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়, দেমাক, আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, (প্রাচীর ব্যবহারে) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার, ধনাদিহেতু চিত্তের উন্নতি। (মহানির্দেশে) **চিত্তস্স উন্নতি**। "**সঞ্ঞোজন**" সমূহের মধ্যে "**মান**" একটি। অর্হত্ব লাভে ইহা একটি প্রধান বাধা। মহানির্দেশে এবং চুল্লনিদ্দেসে দশবিধ "**মান**"-এর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বর্ণনার শেষে আছে "**মানো মঞ্ঞনা ... কেতুকম্যতা**" ইত্যাদি। বিভঙ্গে সপ্তবিধ এবং নববিধ "**মান**"-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) "**সেয্যো'হমস্মী'তি**" ইত্যাদি। ২ সম্মান, পূজা, ভক্তি, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক উপাধি, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, পক্ষপাতিতা, কোনো বিশেষত্ব। (জাতক) **মানপূজা**। **মানি মান করোতি**— মান্যমান ব্যক্তিকে মান্য করা, সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা। (ক্লী) **ক** পরিমাণ সাধন (পাত্রদণ্ডাদি), মোকাম, সম, পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যদ্দ্বারা মাপা যায়, পরিমাণ পদ্ধতি-বিশেষ, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্য-বিশেষ, তাল, লয়, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, যোগ্য কার্যপ্রণালী। (বিনয়) **অব্ভন্তরিম মান; বাহিরিম মান**। ⟹ **অড্ঢমান**।

মান করোতি—মান্য করা, পূজা করা, সম্মান করা, গৌরব করা, ভক্তি করা, শ্রদ্ধা করা। = **মানি করোতি**। ⟹ **মান** [পুং(২)]।

মানকাম (বিণ) অহঙ্কৃত, গর্বিত, দাম্ভিক, সমারোহ-বিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, অভিমানী।

মানকূট (ক্লী) ওজনে কম দিয়া ঠকানো, পরিমাণে কম দিয়া প্রবঞ্চনাকরণ, পরিমাপে বা মাপে প্রবঞ্চনা, (আড়ি, সেরী অথবা জমি ইত্যাদিতে) মাপে ঠকানো। ⟹ **কূট** (১), **তলকূট**।

মানজাতিক (বিণ) অহঙ্কারীর ন্যায়, স্বভাবত গর্বিত, অহঙ্কৃত। ⟹ **জাতিক**।

মানত্ত (ক্লী) পাপক্ষয়ার্থে এক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য অথবা একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত যাহা ভিক্ষুর "**সঙ্ঘাদিসেস**" দোষ-সম্বন্ধীয় (অন্যায় কাজ) সম্পাদনে সংযুক্ত বা প্রযুক্ত হয়। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মানত্ত পরিবাস**। (বিনয়) **মানত্তং দেতি পরিবাসং দেতি; মানত্তারহ; পরিবাসিক মানত্তারহ**। ⟹ **অব্ভান**।

মানত্তং (ক্লী) = **মানত্ত**। ⟹ **মানত্ত**।

মানত্তারহ (বিণ) [মানত্ত+আরহ] প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত। ⟹ **মানত্ত**।

মানখে = **মা অনখে**। ⟹ **মা অনখে**।

মানথদ্ধ (বিণ) মানে স্তব্ধ, অভিমানে অপরের দুঃখাদিতে উদাসীন, অহঙ্কারে সহানুভূতিহীন, অভিমানে পাষাণহৃদয়, অহঙ্কারে দুর্দান্ত, গর্বে অনমনীয়, অহমিকা দ্বারা অবাধ্য, অভিমানে একগুঁয়ে বা জেদি, একগুঁয়ে। ⟹ **থদ্ধ** (২ক)।

মানদ (বিণ) মানদ, সম্মানপ্রদ, মানরক্ষক, যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য অনুপ্রাণিত হয়, অহমিকা বা অহঙ্কার আনিয়া দেয় এমন।

মানধজ—মান বা অভিমান স্বরূপ ধ্বজা। ⟹ **পন্নধজ**।

মানন (ক্লী) মান্যতাকরণ, সম্মান প্রদর্শনকরণ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মর্যাদা, সম্মান, অভিবাদন, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা। (যৌগিকে) **মানন সক্কার; মানন বন্দন; মানন পূজন; মানন অপচিতি** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

মাননা (স্ত্রী) = মানন। ⟹ **মানন**।

মানমঞ্ঞনা (স্ত্রী) মান বা অভিমানজনিত অহঙ্কার। ⟹ **মঞ্ঞনা**।

মানমদ (বিণ) মানমত্ত, অহঙ্কারে প্রমত্ত। = **মানমদমত্ত**।

মানমদমত্ত (বিণ) আত্ম অভিমানে প্রমত্ত, অহঙ্কারে মত্ত, অভিমানে স্ফীত। ⟹ **মত্ত** (২)।

মানযতি (ক্রি) [√মান+অয] মান্য করা, মানিয়া চলা, সম্মান করা, গৌরব করা। = **মানেতি**।

মানব (পুং) মানব, মনুষ্য, পুরুষ, যুবক। = **মাণব**।

মানবন্ত (বিণ) অহঙ্কারী, অভিমানী, গর্বিত, অহমিকাপূর্ণ, আত্মশ্লাঘাপূর্ণ।

মানবা (বিণ) অহঙ্কারী, অভিমানী। (পুং, বহুবচন) মানবগণ। ⟹ **মানব**।

মানস (ক্লী) মানস, চিত্ত, চিত্তবোধ, ইচ্ছা, মন, স্মৃতি, স্মরণক্রিয়া, স্পষ্ট অভিমত, মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি সম্পন্নলোক, অভিরুচি, প্রবৃত্তি, বিশ্বাস, অভিপ্রায়, সংকল্প, পরিকল্পন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, মানসিক কার্য। = **মনো, হদয**। বিভঙ্গে "**বিঞ্ঞাণ**" এর বর্ণনায়ও "**চিত্তং, মনো, মানসং, হদযং**" ইত্যাদির ন্যায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরদারে মানসং ন বন্ধিস্সামি**—পরস্ত্রীর প্রতি আমার ইচ্ছা থাকিবে না অর্থাৎ আমি পরস্ত্রীর জন্য ইচ্ছা করিব না। (মহাবংস) **সব্বেসং হিত-মানসা**—সকলের মঙ্গল ইচ্ছা বা কামনা করিয়া; **রঞ্ঞো হাসেসি মানসং**—রাজা মনে মনে হাসিলেন, রাজার চিত্ত সন্তুষ্ট হইল। (বিণ) মন সম্বন্ধীয়, মনের, অভিপ্রেত, ইচ্ছা আছে এরূপ, এই এই ভাবের মন হইয়াছে বা আছে এমন, এই এই মনোভাবাপন্ন, এইরূপ এইরূপ চিত্ত সহকারে। যেমন—(সংযুক্ত নিকায়) **আদীন মানস**; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উগ্গত মানস**; (সূত্রনিপাত) **পসন্ন মানস**; (মহাবংস) **মূঢ়মানস**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **রতমানস; সঞ্চোদিত মানস; সোক-সন্তত্ত মানস**।

মানসং (ক্লী) সংকল্পিত স্থান, ঈপ্সিত স্থান, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সংকল্প, মন। ⟹ **মানস** (ক্লী)।

মানসঞ্ঞোজন (ক্লী) মানরূপ সংযোজন, অভিমানের শৃঙ্খল, মানরূপ নিগড়, গর্ব বা অহঙ্কারের নিগড়, ঔদ্ধত্যের নিগড়। (তুলনীয়) **মদ**। ⟹ **সঞ্ঞোজন**।

মানসত্ত (বিণ) আত্মশ্লাঘা বা অহমিকায় সংলগ্ন, অহঙ্কারে সংযুক্ত।

মানসল্ল (ক্লী) মানরূপ শল্য, মানশল্য, অহঙ্কাররূপ শেল, অহঙ্কাররূপ কীলক বা বর্শা, আত্মশ্লাঘারূপ হুল বা শুঁয়া, অভিমান বা অহমিকারূপ শঙ্কু বা শলাকা, আমিত্ব বা অভিমান বশে অন্তরদাহ যাতনা, সপ্তবিধ শল্যের মধ্যে একটি। (মহানির্দেশ) **সত্ত সল্লানি, যথা—রাগসল্ল, দোসসল্ল, মোহসল্ল** ইত্যাদি। চুল্লনিদ্দেসে "**মান, রাগ**" দ্রষ্টব্য। ⟹ **সল্ল**।

মানসা = **মনসা**। ⟹ **মনসা**।

মানসান (বিণ) = **মানস**। ⟹ **মানস** (বিণ)। (সূত্রনিপাত) **রক্খিত মানসান**।

মানসিক (বিণ) মানসিক, মনের, মন সম্বন্ধীয়।

মানসিভবং (ক্লী) = **মানসং**। ⟹ **মানসং**।

মানসিভূ = **মানসিভবং**। ⟹ **মানসিভবং**।

মানস্সিন (বিণ) অহঙ্কৃত, গর্বিত, দাম্ভিক, অভিমানী, সমারোহ বিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **মনস্সযিনো মাননিস্সিতা**। জাতক পাঠে "**মান-জাতিকা মানথদ্ধা**"।

মানাতিমান [মান+অতিমান] অতিমান, মানের অতিরিক্ত মান, অত্যন্ত অহঙ্কার, সর্বপ্রকারের অহঙ্কার, অহঙ্কার এবং আত্মশ্লাঘা, অতিশয় (আত্ম) অভিমান, সর্বপ্রকার অহমিকা। মহানির্দেশে দশ প্রকার "**মান**" সম্বন্ধেও দ্রষ্টব্য। ⟹ **অতিমান**।

মানানুসয [মান+অনুসয] অহম্ বা আত্মায় বিশ্বাস, আত্মশ্লাঘা বা অহমিকায় বিশ্বাস, অহঙ্কারজনিত পূর্ব প্রবণতা বা প্রবৃত্তি, অহমিকা প্রবণতা, মান বা অহঙ্কারের পূর্বানুরাগ, অভিমানের বদ প্রবৃত্তি। (তুলনীয়) **মমঙ্কার**।

মানাভিসময [মান+অভিসময] মানের পূর্ণগ্রাস বা বোধ, অভিমান বা অহঙ্কারকে ঠিক অনুভব, আত্মশ্লাঘা বা অভিমান-সম্বন্ধে জ্ঞান বা উপলব্ধি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মানস্স অভিসমযো খযো বযো পহানং**। ⟹ **সম্মা মানাভিসময**।

মানিকত (বিণ) "উচ্চ ধরনের মত পোষণ করে এমন" অর্থাৎ পূজিত, সম্মানিত। (সংযুক্ত নিকায়) **গরুকত মানিকত পূজিত**। ⟹ **মানিত, পুরক্খত, মানি করোতি**।

মানি করোতি—মান্য করা, সম্মান করা, পূজা করা। = **মান করোতি**। (অ-বিণ) **মানিকত**।

মানিকা (স্ত্রী) ওজন, পরিমাপ, মাপ অর্থাৎ চারি দ্রোণের সমান। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চতুদ্দোণং মানিকা**—চারিদ্রোণে এক মানিকা। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—মানিকা।

মানিত (বিণ) মানিত, সম্মানিত, শ্রদ্ধান্বিত, গুণমর্যাদা প্রাপ্ত, পূজিত। = **মানিকত**। (উদান) **সক্কত মানিত পূজিত অপচিত**। একবচনে করিলে "**মানিকত**"। ⟹ **মানেতি**।

মানিন (বিণ) মানিন, মানী, গর্বিত, অভিমানী, মনস্বী, প্রশস্তমনা, সম্ভ্রমশালী, মানিত, পূজিত, সম্মানিত, শ্রদ্ধান্বিত। (সূত্রনিপাত) **সমণমানিন; পরিপুণ্ণ মানিন**।

(ধর্মপদ) **পণ্ডিত মানিন।** (জাতক) **অতিরেক মানিন।**

মানিনী (বিণ, স্ত্রী) মানিনী, মান্যকারিণী, গৌরবিনী, অভিমানিনী। (মহাবংস) **রূপমানিনী।** ⟹ **মানিন।**

মানী (বিণ) মানী, গর্বিত। = **মানিন।**

মানুস (বিণ) মানুষ সম্বন্ধীয়, মানুষের, মানবীয়, মানবধর্মী। (সূত্রনিপাত) **মানুসভোগ; কামা দিব্বা চ মানুসা।** (পেতবত্থু) **মানুসদেহ।** (পুং) মানুষ, মনুষ্য, মনুষ্যজাতি। (বহুবচনে) **মনুস্সা।**

মানুসক (বিণ) ১ মানুষের, মানবীয়, মানুষ সম্বন্ধীয়, মনুষ্যোচিত, মানবধর্মী। = **মানুস।** (বিপ) **দিব্ব।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মানুসক সুখং।** (সূত্রনিপাত) **মানুসক ব্রহ্ম-খেত্তং।** (ধর্মপদ অথকথা) **মানসক কামং = যোগং** (ধর্মপদ)। (জাতক) **মানুসক কাম।** ২ মানুষ, মনুষ্য জাতি। (বহুবচনে) **মানুসকানি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

মানুসক যোগ—মনুষ্যভূমিতে (মনুষ্য শরীরের সহিত) সম্বন্ধ। (বিপ) **দিব্বযোগ।** ⟹ **যোগ** (২)।

মানুসক কামা (বহুবচন) মানবীয় আনন্দ, মনুষ্যোচিত আনন্দ বা আমোদ। (বিপ) **দিব্বকামা।**

মানুসকানি (ক্লী, বহুবচন) মানুষেরা, মনুষ্য জাতিরা। ⟹ **মানুসক** (২)।

মানুসা (পুং, বহুবচন) মানুষেরা, মনুষ্যগণ, মানুষজাতি। ⟹ **মানুস** (পুং)।

মানুসিকা (বিণ, স্ত্রী) মানবীয়া। = **মানুসক** (১)।

মানুসী (স্ত্রী) মানুষী, মনুষ্য জাতীয় স্ত্রীলোক, নারী।

মানুস্সং—মনুষ্যজাতি। = **মানুসা, মনুস্সলোক** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

মানুস্সকাম—মনুষ্যসুখ, মানবীয় সুখ, মনুষ্যোচিত সুখ।

মানেতি (ক্রি) [√মান+এ] সম্মান করা, পূজা করা, মান্য করা, পদোন্নীত করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মতো টাকা দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, উচ্চ ধরনের চিন্তা করা, মহৎ বা উন্নতিমূলক চিন্তা করা। (অতীত) **মানেসি, মানেসুং;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মানেসুং গরুকরিংসু পূজেসুং।** (অ-বিণ) **মানিত।** (ব-বিণ) **মানেন্ত।** (ক্রি-বি) **মানেত্বা।**

মানেন মত্ত (বিণ) মানে বা মানের দ্বারা মত্ত, মান দ্বারা প্রমত্ত, অভিমানে স্ফীত, অহঙ্কারে উত্তেজিত। ⟹ **মত্ত** (২)।

মানো (পুং) মান, অহঙ্কার।

মাপক (বিণ) মাপক, পরিমাপকারী, যে ব্যক্তি মাপে বা ওজন করে। (জাতক) **দোণমাপক; ধঞ্ঞমাপক; মাপককম্ম।**

মাপককম্ম (ক্লী) মাপিবার কার্য, ওজন বা পরিমাপ করিবার কাজ। ⟹ **মাপক।**

মাপেতি (ক্রি) [প √মা+ আপে] ১ নির্মাণ করা, সংস্থাপিত করা, নির্ভর করা, গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, রচনা করা, সংকলন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **নগরং মাপেতি।** ২ সৃষ্টি করা, জন্মানো, উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, পদবিযুক্ত করা, সংসাধন করা, ঘটানো, অলৌকিক (অত্যাশ্চর্য) ক্ষমতা বলে আবির্ভূত হওয়া বা করা। (তুলনীয়) **নিম্মিনাতি।** (জাতক) **সরীরং নাবং কত্বা মাপেসি**—শরীরকে নৌকা বা জাহাজরূপে পরিবর্তিত করা। (মহাবংস) **মগ্গং মাপেতি**—রাস্তারূপে আবির্ভূত করা। ৩ ক পরিমাপ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমিত করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া, সমতুল বা একরূপ হওয়া। ⟹ **মিনাতি** (১)। **খ** বলা, স্থাপন করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা, বক্তব্য প্রকাশ করা, জাতকের ৪র্থ ভাগে উল্লিখিত **"মাপেতি"** শব্দের এই তিন নম্বর অর্থে Rhys. Davids. মহা সন্দিহান, তিনি বলেন জাতকে এই এই অর্থে এই শব্দটি ভুল পাঠ। সাহিত্যের **"তেন অমাপয়িংসু"** এই শব্দের পরিবর্তে বর্মা গ্রন্থে **"সমাপস্সিংসু"** শব্দ দৃষ্ট হয়; সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে **"তেন মাসয়িংসু"।** (অতীত) **মাপেসি।** (অ-বিণ) **মাপিত।** (ক্রি-বি) **মাপেত্বা।**

মামক (বিণ) আমার, নিজস্ব, যে ব্যক্তি আদর করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করে, নিজস্বকারী অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত বা অনুরক্ত, স্নেহময়, প্রেমময়, প্রেম প্রকাশক, প্রণয়ব্যঞ্জক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন। = **বুদ্ধমামক, ধম্মমামক, সঙ্ঘমামক** (মহানির্দেশ)। = **মমায়মান** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অহিংসয়ং পরং লোকে পিয়ো'হোহিসি মামকো'তি।**

মামিক (স্ত্রী, সম্বোধন পদ) মা!। **"মা"** অর্থে যদি **"মা"** হয় **"মামিক"** শব্দেও এই একই অর্থ সন্দেহযুক্ত। (তুলনীয়) সংস্কৃত শব্দে "মামা" অর্থে "মামা" এবং বৌদ্ধসংস্কৃত ললিতবিস্তারে "মম্ম" এবং "মাতা" অর্থে "মা" বা "মাতা"। ⟹ **মামক।**

মামিকা (বিণ, স্ত্রী) (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) অনুরক্তা, প্রণয়াসক্তা, স্নেহপরায়ণা, আদরিণী। ⟹ **মামক।**

মায (বিণ) প্রবঞ্চক, প্রতারক, শঠ। = **বহুমন্ত।**

মাযা (স্ত্রী) ১ প্রবঞ্চনা, চাতুরী, চালাকি, মায়া, মমতা, মোহ, ছদ্মবেশ, অবিদ্যা, মিথ্যাবুদ্ধি হেতু অজ্ঞানতা-বিশেষ, প্রতারণাপূর্ণ আবির্ভাব বা উপস্থিতি, ভ্রান্তি, ভ্রান্তিজনক হাবভাব, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক, প্রতারণা, কপটতা, ভান, ভণ্ডামি, শঠতা। (সূত্রনিপাত) **মাযাকত।** (মহানির্দেশ) **মাযা বুচ্চতি বঞ্চনিকা চরিযা।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **মাযা সাথেয্য, মান, পাপিচ্ছতা,** ইত্যাদি; **মাযা বিয বিঞ্ঞাণং।** ২ দুর্বোধ্য বা গূঢ় নিয়ম, অলঙ্কারিক আদর্শিকা, আধ্যাত্মিক, রূপকবিশিষ্ট সূত্র

বা ধারা, অতীন্দ্রিয় প্রণালী, ইন্দ্রজাল, কুহক, যাদুবিদ্যা। (মধ্যম নিকায়) **আবট্টনি মাযা**। (জাতক) **খত্তিয মাযা**। ৩ ইন্দ্রজাল, ভেলকি, ভোজবাজি, ভেলকি প্রদর্শন, ভূত প্রেতাদিকে আহ্বান। **মাযা = ইদ্ধি**। (বিণ) **অমায; বহুমাযে**।

মাযাকত (বিণ) মায়াকৃত, যাদুকৃত, কপটতা করিয়াছে এমন, প্রবঞ্চনা বা চাতুরী করিয়াছে এমন। ⟹ **মাযা** (১)।

মাযাকার (বিণ, পুং) মায়াকার, মায়াবী, যাদুকর, বাজিকর, ঐন্দ্রজালিক।

মাযাদেবী (স্ত্রী) একজন স্ত্রীলোকের নাম-বিশেষ। ইনি ছিলেন কপিলবাস্তুর রাজা মহারাজ শুদ্ধোধনের প্রধান মহিষী এবং সিদ্ধার্থের (বুদ্ধের) গর্ভধারিণী জননী। নেপালের পশ্চিম সীমান্তে তরাই অঞ্চলের তৎকালীন দেবদহ নগরে ইঁহার জন্মস্থান ছিল। কুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করিবার পর সপ্তম দিবসে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মাযামরীচি (স্ত্রী) = **মাযামরীচিকা**। ⟹ **মাযামরীচিকা, মরীচি**।

মাযামরীচিকা (স্ত্রী) ভ্রমাত্মক মরীচিকা, মায়াময় মৃগতৃষ্ণা। মরুভূমির শুষ্ক বালুকার উপর যখন সূর্যের কিরণ পতিত হয় তখন উহা এতই চকচকে হয় যে দূর হইতে পিপাসার্ত মৃগ উহাকে জলভ্রমে উহার দিকে দ্রুত গমন করে। তথায় পৌঁছিয়া দেখে যে উহা প্রকৃত জল নহে, জলের ন্যায় দর্শন ভ্রমমাত্র। এইরূপে জলভ্রমে তখন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে, কিন্তু কোথায়ও জলের সন্ধান না পাইয়া সেই মৃগ অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। দূর হইতে ঐরূপ চকচকে জলের ন্যায় ভ্রমপূর্ণ দর্শনকে "মরীচিকা" বলা হয়। এই মরীচিকাকে জল বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা হয়—এইজন্য "মায়ামরীচিকা" বলা হয়। ⟹ **মরীচিকা**।

মাযাবিন (বিণ) মায়াবিন, মায়াবী, মায়িক, মায়ীয়িন, ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, কপটাচারী, মায়াবিশিষ্ট, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, কপটাচারী, যাদুকর। ⟹ **অমাযাবিন**।

মাযাবী (বিণ) = **মাযাবিন**। ⟹ **মাযাবিন**। (স্ত্রী) শৃগালী। = **সিগালী**।

মাযু (সংস্কৃত—মায়ু) পিত্তরস, খিটখিটে মেজাজ, পিত্ত, তিক্ততা, বিদ্বেষ, বিরক্তি বা বিরক্তির কারণ।

মার (পুং) মার, কন্দর্প, পাপিচ্ছা, বুদ্ধের তপোবিঘ্নকারক, অসুর-বিশেষ, আঘাত, প্রহার, পাপরাজ মার, মার দেবতা, মেজাজ, ক্রোধ, মরণ, বধ, বিঘ্ন, মৃত্যু, মৃত্যুরাজ, যে ব্যক্তি প্রলোভন দেখায়, শয়তান। মার বলিলে নির্বাণের বিপরীত কখনো কখনো জাগতিক অস্তিত্ব অথবা পুনর্জন্মের স্থান বা দেশকে বুঝায়। চুল্লনিদ্দেসে মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—**কম্মাভিসঙ্খার-বসেন পটিসন্ধিকো খন্ধমারো, ধাতুমারো, আযতনমারো**। মহানির্দেশে মার সম্বন্ধে (প্রায় যমজ রূপায়ণে বা সন্নিবেশে) বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:—**কণ্হমার, অধিপতিমার, অন্তকমার, নমুচিমার, পমত্তবন্ধুমার**। = **পাপিমা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মারবত্থু**। (বিণ) ক্রোধী, মেজাজি, বিঘ্নকারী, বধক। ⟹ **যকখ** (৪গ)।

মারক (বিণ) মারক, হত্যাকারী, বিনাশক, যে ব্যক্তি মৃত্যু আনিয়া দেয়। (জাতক) **মনুস্সমারক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থিমারক**। (বি-ভা) **সমারক**।

মারকাযিক (পুং) একশ্রেণীর দেবগণ। (বিণ) মারদেবগণ সম্বন্ধীয়।

মারজাল (ক্লী) মারজাল, মারের জাল, মাররূপী দেবতার চক্রান্ত, মারবন্ধন। ⟹ **জাল**।

মারণ (ক্লী) মারণ, হনন, হত্যা, বিনাশ, অবিচার-বিশেষ, বধ, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ, লয়।

মারত্ত (ক্লী) মারত্ব, পাপরাজ মারের মারত্ব অবস্থা, মারদেশের অস্তিত্ব।

মারধীতরো—পাপরাজ মারের কন্যাগণ।

মারধীতা (স্ত্রী) মারকন্যা, পাপরাজ মারের কন্যা। **রাগ, তণ্হা, অরতি**—এই তিনজনকে মারকন্যা বলা হয়। ⟹ **রাগ** (২)।

মারধেয্য (পুং, ক্লী) মারের অধিকার পাপরাজ মারের রাজ্য। = **কিলেসবট্ট** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিণ) মারের অধীন, পাপরাজ মারের বশীভূত বা অধীনস্থ। ⟹ **ধেয্য**।

মারপকখ (বিণ) মারপক্ষ, পাপরাজ মারের পক্ষীয় বা দলভুক্ত। ⟹ **পকখ** [বিণ(২)]।

মারপঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) মাররাজ সম্বন্ধে প্রজ্ঞপ্তি, পাপরাজ মার সম্বন্ধে বিশ্বাস বা ধারণা। ⟹ **পঞ্ঞত্তি**।

মারপাস (পুং) মারপাশ, মারবন্ধন, পাপরাজ মারের বন্ধন। ⟹ **পাস** (১)।

মারবন্ধন (ক্লী) মারবন্ধন, পাপরাজ মারের শৃঙ্খল বা নিগড়। = **তেভূমক-বট্টসঙ্খাতং** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

মারযকখ (পুং) মাররূপ যক্ষ, ক্রোধী যক্ষ, বিঘ্নকারী যক্ষ, এক যক্ষের নাম-বিশেষ। ⟹ **মার** (বিণ)।

মারবত্থু (ক্লী) মারের বিষয়সম্পত্তি, পাপরাজ মারের সম্পত্তি, মারকর্তৃক কৃত বিষয়বস্তু। ⟹ **মার**।

মারবসানুগ (বিণ) [মার+বস+অনুগ] মারের বশীভূত, পাপরাজ মারের বশানুগত, পাপী, পাপকার্যকারী। = **অভিভুয্য বিহরন্তি**।

মারসেনা (স্ত্রী) মার সৈন্যগণ, পাপরাজ মারের সৈন্য।

মারাপন (ক্লী) মারানো, বধ করানো, হত্যা করানো, বিনাশ করানো।

মারাপিত (বিণ) হত্যাকৃত, বধিত, বিনাশিত। = **মারিত**। ⟹ **মারাপেতি**।

মারাপিতত্ত (ক্লী) (কাহারও দ্বারা) বধ বা হত্যা করিতে

উত্তেজিত বা আদিষ্ট হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

মারাপেতি (ক্রি) মারানো, বধ করানো, হত্যা করানো, মারিবার করাণ করা, হত্যা করিবার কারণ হওয়া। (তুলনীয়) **পমারেতি**। ⟹ **মরতি, মারেতি**। (অতীত) **মারাপেসি**। (অ-বিণ) **মারাপিত**। (ব-বিণ) **মারাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **মারাপেত্বা**।

মারাভিভূ (বিণ) মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে জয় করিয়াছে এমন, মারকে জয় করিয়াছে এমন।

মারামিস [মার+আমিস] দুষ্টের প্রলোভন, মার বা কামদেবের কাম প্রবৃত্তি।

মারিত (বিণ) মারিত, বধিত, হত্যাকৃত, বিনাশিত, মৃত, মরিয়া গিয়াছে এমন। = **মারাপিত**। (জাতক) **অঞ্ঞেহি মারিত ভাবং জানাথ**। ⟹ **মারেতি**।

মারিস (বিণ) (এই শব্দটি কেবল সম্বোধন পদে একবচনে ভদ্রোচিত ব্যবহারে ব্যবহৃত হয়) মহাশয় !, প্রভু ! । = **আযস্মা। মারিস ইতি পিয-বচনং গরু-বচনং**। (বহুবচনে) **মারিসা**। পেতবত্থু অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**মারিস**" শব্দের অর্থ "**নিদ্দুক্খ**"।

মারিসা (বিণ, বহুবচন) মহাশয়গণ !, প্রভুগণ !। ⟹ **মারিস**।

মা রুচ্চি—উহা করিও না, না কর না। ⟹ **রুচ্চতি**।

মা রুচ্চিত্থ ⟹ **রুচ্চতি**।

মারুত (পুং) মারুত, পবন, বায়ু, বাতাস। = **মালুত**।

মারেতর (বিণ, পুং) ঘাতক, বিনাশক, হত্যাকারী, ধ্বংসকারী, প্রাণনাশক।

মারেতি (ক্রি) [√মার+এ] মারা, হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা, ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা, নষ্ট করা, বিনাশ করা। (তুলনীয়) **পমারেতি**। ⟹ **মরতি**। (অতীত) **মারেসি**। (অ-বিণ) **মারিত**। (ব-বিণ) **মারেন্ত, মারিযমান**। (ক্রি-বি) **মারেত্বা**। (তুম) **মারেতুং**। (কর্মবাচ্যে) **মারিযতি**।

মারেতু (পুং) ঘাতক, হত্যাকারী ব্যক্তি, বধক, বিনাশক।

মাল (পুং) ১ পঙ্ক, কর্দম, মৃত্তিকা (এখানে "**মাল**" শব্দ কি "**মল**" শব্দের পরিবর্তে ভুল বানান?)। (জাতক) **পঙ্ক-মাল-কলল**—সিদ্ধ করা বা ফুটন্ত পঙ্ক। Kern. Toev. গ্রন্থে ইহাকে জাতকের বিশেষ ভাষায় লিখিত "**মালা-কচবর**" শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে (কিন্তু ইহা খুবই সন্দেহজনক)। ২ (এখানেও সম্ভবত অর্থ হয়) ফেনা, অসার বাগাড়ম্বর, লঘুবস্তু, নোংরা বা অপরিষ্কার গাত্র, ধূলিধূসরিত পৃষ্ঠদেশ বা বহির্ভাগ, কর্দমযুক্ত তল, নোংরা উপরিভাগ বা বাহ্যাকার। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ফেনমাল**। (তুলনীয়) **মালিন** (২)। ৩ = **মালক**। ⟹ **মালক**। ৪ = **মালা**। ⟹ **মালা**।

মালক (পুং) মাহালা, গোলাকারে বেষ্টিত ভিত্তিস্থান অথবা বেড়া দেওয়া স্থান, গোলাকার আঁটবাঁধা স্থান, গোলাকার উঠান, গোল চত্বর, গোলাকার বাগান, গোল বাগিচা, গোলাকারে ঘের দেওয়া স্থান। লঙ্কায় অনুরাধাপুরের "**তিস্সারাম**"-এর মহাবিহারে ৩২টি "**মালকা**" ছিল। মহাবোধি বৃক্ষের চতুর্দিকে একটিমাত্র "**মালক**" বা গোলাকার চত্বর বা আঁট দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীন জাতক সাহিত্যে এই শব্দের প্রচলন দৃষ্ট হয় না। (জাতক) **বিক্কম মালক; বিসালমালক**। (মহাবংস) **মহামুচল মালক; সঙ্ঘস্স কম্মমালক**--ভিক্ষুসঙ্ঘের উৎসবের কার্যের জন্য চতুর্দিকে ঘের দেওয়া চত্বর বা স্থান। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মালক সীমা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিতক্কমালক**।

মালতী (স্ত্রী) মালতী ফুল, বৃহদাকারে প্রস্ফুটিত মল্লিকা বা মালতী জাতীয় পুষ্পবিশেষ। (তুলনীয়) **মালিকা**।

মালভারিন = **মালাভারিন**। ⟹ **মালাভারিন**।

মা লদ্ধা—পাইবে না, পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া যাইবে না, লাভ হয় না অথবা লাভ হইবে না। ⟹ **লভতি**।

মালা (স্ত্রী) ফুলের মালা, পত্র বা পুষ্পমালা, সম্মান-মুকুট, মালা, হার, সুতায় গাঁথা ফুলের মালা, (সংগ্রহরূপে একত্রে) পুষ্পরাশি; (চরিত্রে) শ্রেণী, সারি, সমূহ, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, পঙক্তি। (পেতবত্থু) **গন্ধ-মালা-বিলেপন** (যাহা মেয়েদের রূপসজ্জায় ব্যবহৃত হয়)। ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে দান দেওয়ার উপযুক্ত ৮ অথবা ১০ প্রকার বস্তুর মধ্যে "**মালা**" একটি। ⟹ **দান, দেয্যধম্ম, যঞ্ঞ**। (জাতক) **রত্ত-কণবের মালা; অসিমালা**। (মহাবংস) **দীপমালা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নক্খত্তমালা**। (মহাবংস) **পুপ্ফমালা**। যৌগিকে কখন কখন "**মাল**" শব্দরূপেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—**মালাকম্ম** = **মালকম্ম**।

মালাকচবর = **মাল**। ⟹ **মাল** (১)।

মালাকম্ম (ক্লী) মালাকর্ম, ফুল ইত্যাদির মালা প্রস্তুত করিবার কার্য, মালীর কাজ, ফুলের মালাসমূহ, ফুলের মালা দিয়া সজ্জিতকরণ, মালাসজ্জা, প্রাচীরস্থ চিত্র অঙ্কন। ⟹ **কম্ম** (১)।

মালাকার (পুং) মালাকার, মালাকর, মালী, পুষ্পবিক্রেতা, ফুলের চাষা, উদ্যানপাল। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মালাকার বীথি**।

মালাকিত (বিণ) (গলায়) মালা পড়াইয়া সজ্জিত, পুষ্পমালায় ভূষিত বা সজ্জিত, ফুলের মালায় অলঙ্কৃত, মালা জড়িত, মালা গাঁথা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **কিত** (১)।

মালাগচ্ছ (পুং) ফুলগাছ, ফুটন্ত ফুলের গাছ।

মালাগুণ (পুং) ফুলের মালা, ফুলের গুচ্ছ মালা, ফুলের মালা গাঁথিবার সূত্র, মালাগাঁথা, এক গুচ্ছ ফুলের মালা, ফুলের গুচ্ছ। = **মালা-নিকতি, মালাগুড়**। অর্থাৎ মালাগুলি গাঁথা হইয়াছে এইরূপে, যেমন—"**একতো বণ্টিক মালা**" এবং "**উভতো বণ্টিক মালা**"—এক

এবং দুই ছড়ায় গ্রথিত মালা (বিনয়)। (মধ্যম নিকায়) **মালাগুণ পরিক্খিত্তা**—সুতা দিয়া গাঁথা মালাসমূহে সজ্জিতা অর্থাৎ বিবাহের যোগ্যা স্ত্রীলোক অথবা বেশ্যা।

মালাগুড় (ক্লী) মালাগুচ্ছ, ফুলের তোড়া, ফুলের মালা। = **মালাগুণ, গুণ** (৪)। ⟹ **গুড়** (৩)।

মালাচুম্বটক (পুং) ফুলের মালা, ফুলের উপাধান বা গদি।

মালাদাম (ক্লী) (ফুলপ্রভৃতির) মালা গাঁথিবার সুতা, (গরু ইত্যাদি) বাঁধিবার দড়ি, (কয়েদি) বাঁধিবার বেড়ি বা হাতকড়ার নিগড়। ⟹ **দাম**।

মালাধর (বিণ) মালাধারী, গলায় ফুলের মালা ধারণ করে এমন। (জাতক) **রত্ত মালাধর**। = **মালাধারিন**।

মালাধারি = **মালাধারী**। ⟹ **মালাধারী**।

মালাধারিন (বিণ) (ফুলের) মালাধারিন, মালাধারী, (ফুলের) মালা (গলায়) ধারণ করিয়াছে এমন। = **মালাধার, মালাধারী**। (পেতবত্থু) **কুসুম মালাধারিন**। = **মালাভারিন**। ⟹ **ধারিন, ভারিন**।

মালাধারিনী (বিণ, স্ত্রী) মালা ধারণকারিণী, যে স্ত্রীলোক (গলায়) ফুলের মালা ধারণ করে। (প্রেত সম্বন্ধে) **উপ্পল মালাধারিনী**।

মালাধারী (বিণ) মালাধারী, যে ব্যক্তি গলায় ফুলের মালা ধারণ করে, ফুলের মালায় ভূষিত বা সজ্জিত। = **মালাধারিন**। ⟹ **মালা**।

মালানিকতি—ফুলের মালা প্রস্তুতকরণ, মালা গাঁথা। = **মালাগুণ**।

মালাপুট (পুং, ক্লী) ফুলের সাজি, ফুল বা ফুলের মালা রাখিবার ঝুড়ি, ফুল রাখার আধার। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বদ্ধ মালাপুট**। ⟹ **পুট** (১)।

মালাভারিন (বিণ) = **মালাধারিন**। ⟹ **মালাধারিন, ভারিন**।

মালাভারিনী = **মালাধারিনী**। ⟹ **মালাধারিনী**।

মালাভারী = **মালাধারী**। ⟹ **মালাধারী**।

মালাবচ্চ (ক্লী) ফুলের বাগান, পুষ্পময় বা অলঙ্কৃত শয্যা, ছোট ছোট পুষ্পিত বৃক্ষ বা গাছগাছড়া, অলঙ্কারিক বা শোভাবর্ধক ছোট গাছ। = **মালাগচ্ছ** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায়) **তরুণ-রুক্খ-পুপ্ফ**।

মালাবচ্ছ (পুং) অলঙ্কারিক গাছ, শোভাবর্ধক বৃক্ষ। ⟹ **মালাবচ্চ, বচ্ছ** (২)।

মালাবিকতি (স্ত্রী) (ফুল ইত্যাদির) মালাবিন্যাস, মালা তৈয়ারকরণ। ⟹ **বিকতি** (৩)।

মালিক (ক্লী) পাশার নামবিশেষ, পাশা খেলার নামবিশেষ। (পুং) ফুলের চাষী, মালী, মালিক। (বিণ) বাগানের অধিকারী, বাগান আছে অথবা ফুল আছে এমন, যে ব্যক্তির বাগান বা ফুল আছে। = **মালী**।

মালিকা (স্ত্রী) দ্বিগুণ বড় মালতী ফুল।

মালিন (বিণ) ১ ফুল প্রভৃতির মালাধারী, মালিন। = **মালাভারিন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মহাবংস) **বিবিধ ধজমালিন মহাবোধি**। ২ (সম্ভবত "মাল" সম্বন্ধীয়) কলঙ্ক বা নিন্দা বহন করে এমন, নিন্দিত, কলঙ্কিত, চিহ্নিত, দাগ বা চিহ্ন আছে এরূপ, আবিল, পঙ্কিল, কর্দমাক্ত, ঘোলা, নির্বোধ, হতবুদ্ধি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ফেনমালিন**। ৩ ⟹ **পঙ্কমালিন**।

মালিনী (স্ত্রী) মালিনী, মালাকারের স্ত্রী, যে স্ত্রীলোক ফুল প্রভৃতির মালা ধারণ করে। (বিমানবত্থু) **নানারতন মালিনী**। (বিণ) ফুলের মালায় ভূষিতা বা সজ্জিতা (স্ত্রীলোক)।

মালী (পুং) মালী, মালাকার, বাগানাদির মালী। = **মালিক** (পুং)। (বিণ) মালাকার, ফুল বা ফুলের বাগান আছে এমন। = **মালিক** (বিণ)।

মালুক (পুং) এক প্রকার পাত্র-বিশেষ। (জাতক) **চম্মমালুক**—চামড়ার থলি? অন্যত্র ইহার পাঠ দেখা যায়—"**চম্ম পসিব্বকাহি বালুকাদীহি**। (জাতক অর্থকথায়) **পসিব্বক**।

মালুত (পুং) মারুত, পবন, বায়ু, বাতাস, বায়ুমণ্ডল, মৃদু বাতাস, মৃদুমন্দ বায়ু, সমীরণ। = **বায়ু, মারুত**।

মালুতীরিত (বিণ) [মালুত+ঈরিত] বাতাসে কম্পিত, বায়ুতাড়িত, বাতাস দ্বারা নাড়িত বা চালিত, মৃদুমন্দ বায়ু দ্বারা ব্যজনীকৃত। = **বাতেরিত**। ⟹ **ঈরিত**।

মালুতেন পমদ্দিত (বিণ) বায়ু প্রবাহে বিনষ্ট, বাত্যাহত হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, ব্যত্যাতাড়িত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত। = **বাতপটহ**। ⟹ **পমদ্দতি**।

মালুতেরিত (বিণ) [মালুত+ঈরিত] বাতাসে কম্পিত। = **মালুতীরিত, বাতেরিত**।

মালুবা (স্ত্রী) পরগাছা লতা (যেই পরগাছা বা লতা যেই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং বর্ধিত হয় সেই বৃক্ষকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিয়া ফেলে), (দীর্ঘ) লতা-বিশেষ। (জাতক) **ফন্দন মালুবা**। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—মালু।

মালুবা লতা (স্ত্রী) দীর্ঘতম বা লম্বা লতা-বিশেষ। = **মালুবা**। ⟹ **লতা** (১)।

মালূর (পুং) এক প্রকার বৃক্ষ, পবনবৃক্ষ (?)।

মাল্য (ক্লী) মাল্য, মালা, পুষ্প, ফুল, পুষ্পমালা, ফুলের মালা। = **মল্য**। (বিমানবত্থু) **মাল্যধর**। (জাতক) **পুপ্ফমাল্য**। (পেতবত্থু) **পহূত মাল্য**।

মাল্যধর (পুং) যে ব্যক্তি গলায় ফুলের মালা ধারণ করে। ⟹ **মাল্য**।

মাল্‌ (পুং) তাম্বু, তাঁবু, পটমণ্ডপ, শিবির, চন্দ্রাতপ, আচ্ছাদন, বড় ঘর। = **মাল**। (দীর্ঘনিকায়) **মণ্ডলমাল্‌**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **সবিতানং মণ্ডপং**। (বিনয়ে) **অট্ট, মাল, পাসাদ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ভোজন-সালা-সদিসো মণ্ডল-মালো। বিনয'ট্ঠ-কথাযং পন**

এক-কূট-সঙ্গহিতো চতুরস্‌স-পাসাদো'তি বুত্তং। (তুলনীয়) মালক। বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু গ্রন্থে—"মাল" অথবা "মাড়"।

মাল্‌ক (পুং) আধার, যাহার উপর কিছু রাখা যায় অর্থাৎ ধারণী (যেমন—ত্রিপায়া, ভোজনবেড় ইত্যাদি)। = **মালক**। (বিনয়) **পত্তমাল্‌ক**। (জাতক) **পানীয মাল্‌ক**।

মাস (পুং) ১ মাস। বৎসরে বারো মাস, যথা—**বেসাখ মাস** (বৈশাখ মাস), **জেট্‌ঠ মাস** (জ্যৈষ্ঠ মাস) **আসাল্‌হ মাস** (আষাঢ় মাস), **সাবণ মাস** (শ্রাবণ মাস), **পোট্‌ঠপাদ মাস** (ভাদ্র মাস), **অস্‌সযুজ মাস** (আশ্বিন মাস), **কত্তিক মাস** (কার্তিক মাস), **মাগসির মাস** (অগ্রহায়ণ মাস), **ফুস্‌স মাস** (পৌষ মাস), **মাঘ মাস** (মাঘ মাস), **ফগ্‌গুন মাস** (ফাল্গুন মাস), **চিত্ত মাস** (চৈত্র মাস) অথবা **চিত্র মাস** (চৈত্র মাস)। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **দ্বেমাসা = দ্বেমাসে; চত্তারো গিম্‌হান মাসা**—ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত গ্রীষ্ম ঋতুর চারি মাস। এই শব্দের কর্মকারক ক্রিয়াবিশেষণে ব্যবহৃত হয়। করণকারক বহুবচন ক্রিয়াবিশেষণে ব্যবহার, যথা—(জাতক) **দসমাসে**—দশমাস; (পেতবত্থু অর্থকথা) **বহুমাসে**। (ক্লী) **ছম্মাসানি**—ছয় মাস (সংযুক্ত নিকায়)। ২ ক মাষ, মাষকলাই, মাষকলাইয়ের ডাল, এক প্রকার শিমজাতীয় ফসল। (বিনয়) **মাস-মুগ্‌গ**। খ স্বর্ণাদির পরিমাপ, ৬ রতি পরিমাণ, ৫ বা ১০ কুঁচ (কাঁচগুল) পরিমাণ বা ওজন, মাষা, মাষকলাইয়ের ন্যায় ওজন। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ধঞ্ঞ-মাস**। (বহুবচনে) **মাসে = মাস সহস্‌সানি** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। ⟹ **ধঞ্ঞ** (১)। ৩ ক্ষুদ্র মুদ্রাবিশেষ। = **মাসক**। (জাতক) **সত্তমাসা = সত্তমাসকা** (জাতক অর্থকথা)।

মাসক (পুং) ১ মাষক, এক মাষা পরিমাণ, এক মাষকলাই পরিমাণ ওজন। ২ ক্ষুদ্র মুদ্রা-বিশেষ, একমাষক মূল্য, অতি অল্পমূল্যের মুদ্রা (যাহার মূল্য মাত্র এক আনার সমান)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **জতুমাসক; দারুমাসক; লোহমাসক**। (জাতক) **সুবণ্‌ণমাসক**। পূর্বকালে মুদ্রাসমূহের নাম ছিল:—**কহাপণ, অড্‌ঢপাদ, মাসক, কাহণিক, মুধা** (বিনিময়ে বা বিনামূল্যে)। (জাতক) **পঞ্চমাসক; অড্‌ঢমাসকং নগ্‌ঘতি**—মূল্য হয় না অথবা মূল্য নাই। (জাতক) প্রথমে পুষ্পবৃষ্টি, তৎপর "**মাসক**" বৃষ্টি, তৎপর "**কহাপণ**" বৃষ্টি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চমাসক মত্তং**—পাঁচমাষা (মূল্য) মাত্র (⟹ **পঞ্চমাসক মত্তং**)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অড্‌ঢ মাসক**।

মাসকখিম্‌হা [মা+অসকখিম্‌হা] না আমরা পারি নাই, আমরা সক্ষম বা সমর্থ নহি।

মাসকখেত্ত—মাষকলাইয়ের ক্ষেত, মাষকলাইয়ের উৎপত্তি ভূমি।

মাসতি (পুং) (খাওয়া বা গ্রহণ করার ভাবার্থে) স্পর্শ, স্পর্শকরণ। = **মাসন, মাসিন**। ⟹ **মসতি**।

মাসদ্বযং—জোড়া মাস অর্থাৎ দুই মাস। ⟹ **দ্বি** (ক)।

মাসন (পুং) ভক্ষণ, ভোজন, আহার গ্রহণ। = **মাসতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিসমাসন-উপতাপ**—বিষ খাইয়াছে এরূপ।

মাসপিট্‌ঠ (ক্লী) মাষকলাইয়ের গুঁড়া বা চূর্ণ। ⟹ **পিট্‌ঠ** (১)।

মাসপুণ্‌ণতা (স্ত্রী) মাসের পরিপূর্ণতা, মাসের সম্পূর্ণতা, মাসপূর্ণতা।

মাসবীজ (ক্লী) মাষকলাইয়ের বীজ।

মাসমজ্‌ঝে—মাসের মধ্যে।

মাসমত্তং (ক্রি-বিণ) একমাস পর্যন্ত স্থিতিকাল।

মাসমুগ্‌গ—মাষকলাইয়ের ডাল এবং মুগডাল, মাষকলাই এবং মুগ। ⟹ **মাস** (২ক), **মুগ্‌গ**।

মাসলু (এই শব্দটি অনিশ্চিত পাঠবিশেষ) [(তুলনীয়) সংস্কৃত—মাসল] মিলিন্দ প্রশ্নে ইহার করণ কারকে ব্যবহৃত শব্দ "**মাসলুনা**"। Trenckner বলেন,—"**মাসলু**" শব্দের নিশ্চিত অর্থ—'পাঁচমাসের অন্তর্গত অথবা পাঁচমাস অপেক্ষা কম'। Rhys. Davids. সিংহলী টীকা অনুসরণ করিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, "এক মাসের মধ্যে প্রাপ্ত"। মনে হয় "পাঁচ মাস অপেক্ষা কিছু কম সময়" হইবে।

মাসবন (ক্লী) মাষকলাইয়ের আবাদ, মাষকলাইয়ের ক্ষেতে উৎপন্ন বনের ন্যায় মাষকলাইয়ের গাছসমূহ, মাষকলাইয়ের বন। (জাতক) **মাসবন, মুগ্‌গবন**।

মাসাচিত (বিণ) [মাস+আচিত] (ছয় মাস কিংবা ততোধিক) মাস পূর্ণ হইয়াছে এরূপ অর্থাৎ ভারী (পরোক্ষভাবে গর্ভপূর্ণ হইতে চলিয়াছে এমন), সম্পূর্ণরূপে রাশিকৃত, পূর্ণতায় পুঞ্জীভূত। (মধ্যম নিকায়) **কুচ্ছি গরু-গরু বিয মাসাচিতং মঞ্ঞে'তি**; ইহাকে আবার বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে:—"**কাযো গরুকো অকম্মঞ্ঞো মাসাচিতং মঞ্ঞে'তি**" ("অবসন্ন বা ভারী" অর্থে)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে অষ্টবিধ "**কুসীত-বত্থূনি**"এর বর্ণনায় "**মাসাচিতং মঞ্ঞে'তি**" শব্দের প্রয়োগ করিও না। **অকম্মঞ্ঞো**" এবং "**মঞ্ঞে**"—এই দুই শব্দের অনুরূপতা হয়ত এই বিশেষ ভাষার অর্থকথাচার্যের স্মরণের অংশরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ এখানে "**মাস**" অর্থে "**মাস** (২ক)" অর্থে গ্রহণ করিয়া "**মাসাচিত**" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "(**তিন্তমাসো**) ভিজা মাষকলাই"; কিন্তু এখানে "**আচিত**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। Neumann অনুবাদে ইহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—"**মাস = মাস** (২)" এবং "**আচিত**" শব্দের অর্থ "**পুঞ্জ, রাশি**", ইহাও অসমর্থিত। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার পাঠ হইয়াছে,—"**এত্থ পন মাসাচিতং নাম**

তিন্তমাসো, যথা তিন্তমাসো গরুকো হোতি, এবং **গরুকো'তি অধিপ্পাযো।**

মাসি = **মাসিন।** ⟹ **মাসিন।**

মাসিক (বিণ) ১ একমাসের অর্থাৎ এক মাসের পুরাতন। ২ মাসের অর্থাৎ অনেক মাস ধরিয়া, অনেক মাস পর্যন্ত, বহু মাসের পুরাতন। ৩ মাসিক অর্থাৎ মাসে একবার, মাসে মাসে কর্তব্য, মাসে মাসে দেয়। (থেরগাথা) **মাসিক ভত্ত।** (তুলনীয়) **মাসিয।**

মাসিক ভত্ত (ক্লী) মাসিক প্রদত্ত আহার, মাসপালা হিসাবে প্রদত্ত আহার। ⟹ **মাসিক** (৩)।

মাসিত (বিণ) স্পর্শিত, স্পর্শকৃত, স্পর্শ করিয়াছে এরূপ, খাইয়াছে এরূপ, আহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে এরূপ। = **ধাত, অসিত।** ⟹ **অসিত** (১)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিসমাসিত।** (জাতক) **দুমপক্কানি মাসিত।**

মাসিন (পুং) ভক্ষণ, ভক্ষক, ভোজন, আহার, খাদক। = **মাসতি, মাসন।** (জাতক) **তিণমাসিন।** (বিণ) স্পর্শিত, ভোজিত, আহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, খাদিত। = **মাসিত।** ⟹ **আসিত** (১)।

মাসিয (বিণ) কয়েক মাস ধরিয়া, কয়েক মাস পর্যন্ত। = **মাসিক** (২)। (দীর্ঘনিকায়) **দ্বাদস মাসিয সংবচ্ছর**—১২ মাসের (এক) বৎসর।

মাসে (পুং, বহুবচন) ⟹ **মাস** (২খ)।

মা সোচি ⟹ **সোচতি।**

মাসোদক (ক্লী) [মাস+উদক] মাষকলাই ভিজানো জল, মাষকলাইয়ের জল।

মাহিসং = **মহিস।** ⟹ **মহিস।**

মিগ (পুং) ১ বন্যপশু, পশু, চতুষ্পদ জন্তু। ২ মৃগ, হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ-বিশেষ, সুদৃশ্য দ্রুতগামী মৃগবিশেষ। জাতকে বিভিন্ন প্রকার মৃগের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**এণি, সরভ।** জাতকে আর এক জাতীয় মৃগকে **"নন্দিয"** বলা হইয়াছে।

মিগক্খিন (বিণ) [মিগ+অক্খিন] মৃগনয়ন, যাহার চক্ষুদ্বয় মৃগচক্ষুর ন্যায় সুন্দর। ⟹ **মন্দক্খিন।**

মিগগণ ⟹ **গণ** (খ)।

মিগচক্ক (ক্লী) মৃগচক্র, বন্যপশুদের চক্র বা মণ্ডল। বন্য পশুদের দলবদ্ধভাবে বাস করাকে মৃগচক্র বলা হয়। ⟹ **সাচক্ক, চক্ক।**

মিগচ্ছাপক (পুং) মৃগশাবক, হরিণের বাচ্চা।

মিগচ্ছাপিক (পুং) মৃগশাবক। = **মিগচ্ছাপক।** ⟹ **মন্দক্খিন।**

মিগতণ্হিকা (স্ত্রী) মৃগতৃষ্ণা, মৃগমরীচিকা, মৃগতৃষিকা, মরীচিকা, মরুভূমি সূর্যকিরণে উজ্জ্বল বালুকারাশিতে জলভ্রম।

মিগদায (পুং) মৃগদায়, মৃগবন অর্থাৎ যে জঙ্গলে বহু হরিণ একত্রে বাস করে। (জাতক) **মদ্দকুচ্ছি মিগদায।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ইসিপতন মিগদায।** ⟹ **দায।**

মিগধেনু (স্ত্রী) মৃগী, স্ত্রীজাতীয় হরিণ, সবৎসা হরিণী। ⟹ **ধেনু।**

মিগপোতক (পুং) হরিণ শাবক। = **মিগচ্ছাপিক।**

মিগবন্ধক (পুং) হরিণশিকারি ব্যাধ, পশুশিকারি ব্যাধ। ⟹ **সাকুণিক।**

মিগভূত (বিণ) বন্যজন্তু সদৃশ, বন্যজন্তুর হৃদয় বা অন্তর সদৃশ, বন্যপশুর ন্যায় (মনে বা আচরণে) হইয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **মিগভূতেন চেতসা।**

মিগমণ্ডলোচন—মৃগের মৃদু আঁখি, হরিণের কোমল লোচন।

মিগমদ (পুং) মৃগমদ, মৃগনাভি, কস্তূরী, কস্তরী।

মিগমন্দক্খিন (বিণ) = **মিগক্খিন।** ⟹ **মিগক্খিন, মন্দক্খিন।**

মিগরাজা (পুং) মৃগরাজা, পশুরাজ অর্থাৎ সিংহ। = **সীহ।**

মিগলুদ্দক (পুং) হরিণশিকারি, যেই ব্যাধ বা শিকারি হরিণ শিকার করে।

মিগব (ক্লী) মৃগয়া, হরিণশিকার, বন পর্যটনপূর্বক মৃগ বধ, শিকার, শিকারকরণ। (জাতক) **দেবসিকং মিগবং গচ্ছতি**—দিনের বেলায় হরিণ শিকারে বাহির হওয়া। (অ-বিণ) **এক দিবসং মিগবং গত**—একদিন মৃগয়ায় গিয়াছে এমন (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (মহাবংশ) **একাহং মিগবং গত।**

মিগবধ (পুং) মৃগবধ, হরিণ হত্যা, হরিণের জীবন নাশ, শিকার, মৃগয়া।

মিগবা (স্ত্রী) মৃগয়া। = **মিগব।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মিগবা পদেস।**

মিগবাহিনী (স্ত্রী) মৃগসেনা। (বর্ণনায়) **অনেক-সহস্স-সঙ্খা মিগসেনা।** ⟹ **বাহিনী** (১)।

মিগবিত্তক (পুং) মৃগবিত্তক, মৃগয়ায় পেশাদার, যে ব্যক্তি হরিণ শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, হরিণ শিকার যাহার বৃত্তি বা পেশা।

মিগবিসান (ক্লী) মৃগবিষাণ, হরিণের শিং।

মিগবীথি (স্ত্রী) মৃগপথ অর্থাৎ হরিণ চলাচলের পথ, পশুদের গমনাগমনের রাস্তা। ⟹ **বীথি** (১খ)।

মিগসঙ্ঘ (পুং) মৃগ বা জন্তুর দল, মৃগসঙ্ঘ, পশুদল, পশুগণ। ⟹ **সঙ্ঘ** (১)।

মিগাধম (বিণ) মৃগাধম, পশ্বাধম, পশুকুলের মধ্যে হীন বা হীনজাতীয়।

মিগাধিভূ (পুং) পশুরাজ অর্থাৎ সিংহ। = **মিগরাজা, মিগিন্দ।**

মিগাবিলং—এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়, যেমন—**মিগাবিলং মংসং।** "**মিগাবিলং**"—এই শব্দটি সন্দেহজনক, আমাদের পাঠ করা উচিত "**মিগ+আবিলং**" (এখানে "**আবিল**" অর্থে "**আবিল**" শব্দ গ্রহণ করিতে পারি) অথবা "**মিগা+বিলং**" (এখানে অর্থ হয়—**মিগেহি খাদিত-মংসতো অতিরিত্তং**

"কোট্‌ঠাসং" অর্থাৎ পশুগণের ভক্ষ্য মাংসের অতিরিক্তি অংশ)।

মিগিন্দ (পুং) পশুরাজ, পশুদিগের রাজা অর্থাৎ সিংহ। = **মিগাধিভূ**।

মিগী (স্ত্রী) মৃগী, হরিণী, স্ত্রীজাতীয় হরিণ।

মিচ্ছ = **পিচ্ছ**। ⟹ **পিচ্ছ**।

মিচ্ছত্ত (ক্লী) মিথ্যা বিষয়, ভ্রান্তধারণা, মিথ্যা, ভুল বিষয়, ভ্রান্তি। ⟹ **অনরিয মগ্‌গ, মিচ্ছা**। (বিপ) **সম্মত** (আর্যপথের বা উপায়ের সাধুতা বা পবিত্রতা)। দীর্ঘনিকায়ের অষ্টবিধ ভ্রান্তধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় (⟹ **মিচ্ছা**)। দীর্ঘনিকায়ে দশ প্রকার ভ্রান্তধারণার উল্লেখও পাওয়া যায়, যথা—"**মিচ্ছা**" শব্দে উল্লেখিত আট প্রকার ভ্রান্তধারণা এবং তদতিরিক্ত "**মিচ্ছাঞাণ**" এবং "**মিচ্ছাবিমুত্তি**"। বিশুদ্ধিমার্গে কিন্তু "**মিচ্ছাবিমুত্তি**" এর পরিবর্তে "**মিচ্ছাঞাণ**" এবং "**মিচ্ছাবিরত্তি**" উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায়ে) **মিচ্ছানিযত**। (তিকপট্‌ঠান) **মিচ্ছানিযত-চিত্ত; মিচ্ছত্তিক**।

মিচ্ছত্তিক = **মিচ্ছত্ত**। ⟹ **মিচ্ছত্ত**।

মিচ্ছা (ক্রি-বিণ) মিথ্যা, মিছা, অসত্য, মিথ্যাকথা, অসত্য বর্ণনা, অপ্রকৃত, অমূলক, কপটী, অবিশ্বাসী, ভ্রান্ত, অন্যায্য, অবৈধ, নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিত, অশুদ্ধ, অযথার্থ, ভুলক্রমে, অন্যায়ভাবে, ভুলপথে। (বিপ) **সম্মা**। (সূত্রনিপাত) **মিচ্ছা লদ্ধো যসো; মিচ্ছা পটিপজ্জতি**—জীবনের ভ্রান্তপথে চালিত করা (ইহা "**অনরিযং**" এর সহিত সমার্থবাচক)। মহানির্দেশে আট প্রকারের "**মিচ্ছা**" বা মিথ্যার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যথা—১। **পাণং হনতি**, ২। **অদিন্নং আদিযতি**, ৩। **সন্ধিং ছিন্দতি**, ৪। **নিলোপং হরতি**, ৫। **একাগারিকং করোতি**, ৬। **পরিপন্থে তিট্‌ঠতি**, ৭। **পরদারং গচ্ছতি**, ৮। **মুসা ভণতি**। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**মিচ্ছা**" দশ প্রকার, যথা—উপরোক্ত আট প্রকার এবং ৯। **মিচ্ছাঞাণ**, ১০। **মিচ্ছাবিমুত্তি**। = **অনরিয মগ্‌গ**; (বিপ) **অরিযমগ্‌গ**। (যৌগিকে) **সম্মামিচ্ছা**। ⟹ **মিচ্ছত্ত**।

মিচ্ছা-আজীব (ক্লী) জীবিকানির্বাহের অসদুপায়, মিথ্যা বা ভুল পথে চলিয়া জীবিকা নির্বাহ করা। (বিপ) **সম্মা-আজীব**। ⟹ **অনরিয মগ্‌গ, আজীব**।

মিচ্ছাকম্মন্ত (পুং) মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা আচরণ, ভুল কার্য। (বিপ) **সম্মাকম্মন্ত**। ⟹ **অনরিয মগ্‌গ**।

মিচ্ছাগহণ (ক্লী) মিথ্যাধারণা, ভুল মত, ভুল মত পোষণ, ভ্রম, ভ্রান্তি, মিথ্যা বা ভুল ভাব গ্রহণ।

মিচ্ছাচার (পুং) [মিচ্ছা+আচার] মিথ্যাচার, ভুল চালচলন, ভুল আচরণ, মিথ্যা ব্যবহার।

মিচ্ছাচারিন (বিণ) = **মিচ্ছাচারী**। ⟹ **মিচ্ছাচারী**।

মিচ্ছাচারী (বিণ) মিথ্যাচারী, ভুল আচরণকারী, ভুল পথে চলে এমন, যাহার চালচলন ভুল এমন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বা অযথার্থ ব্যবহার করে এমন, মিথ্যাচারিন, মিথ্যাবাদী, কপটাচারী।

মিচ্ছাজীব (ক্লী) [মিচ্ছা+আজীব] = **মিচ্ছা-আজীব**। ⟹ **মিচ্ছা-আজীব**।

মিচ্ছাঞাণ (ক্লী) মিথ্যাজ্ঞান, ভুল জ্ঞান, সদ্ধর্মবিরোধী জ্ঞান। = **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**। (বিপ) **সম্মাদিট্‌ঠি**। ⟹ **ঞাণ**।

মিচ্ছাদিট্‌ঠি (স্ত্রী) মিথ্যাদৃষ্টি, ভুলধারণা, ভ্রান্তমত, ভুল মত পোষণ, ভুল বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা, ভুল বা যুক্তিবিরুদ্ধ দৃষ্টি, অশুদ্ধ ধারণা, অযৌক্তিক ধারণা বা মত, অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা বা ভুল মতবাদ, মিথ্যা অনুমান, মিথ্যা বা ভুল ধর্ম, প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদ, মিথ্যাধারণ, অসত্য বাদে বা মতে বিশ্বাস। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণে অথবা বিচারের অভাব হেতু মানুষ মিথ্যাদৃষ্টি-পরায়ণ হইয়া থাকে। = **নত্থিকদিট্‌ঠি, বিপরিযেসগ্‌গাহ**। (বিপ) **সম্মাদিট্‌ঠি**। ⟹ **অনরিযমগ্‌গ, গাহ** (২), **দিট্‌ঠি** (৩)। "**মিচ্ছাদিট্‌ঠি**" সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ বিবেচ্য, যেমন—(সংযুক্ত নিকায়) **অকিরিযবাদ; অঞ্‌ঞং অঞ্‌ঞেন**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অন্তগ্‌গাহিকা; অস্‌সাদনত্থিকা; সক্কাযবাদা**; (দীর্ঘনিকায়) **অন্তানন্তিকা; উচ্ছেদবাদা; সস্‌সতবাদা**; (সংযুক্ত নিকায়) **অহেতুকবাদা; ভববাদা**; (চুল্লনিদ্দেস) **দিট্‌ঠিলেপ**।

মিচ্ছাদিট্‌ঠিক (বিণ) মিথ্যাদৃষ্টিক, অসত্যবাদী, মিথ্যা বা ভুল ধারণাকারী, অসৎদর্শী। ⟹ **দিট্‌ঠিক**। (পুং) যে ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি বা বদ্ধমূল ভুল ধারণা আছে, যে ব্যক্তি কেবল বিচার-যুক্তিহীন ভুল মত পোষণ করিয়া চলিতে থাকে এবং উহা সহজে ছাড়িতে চায় না। ⟹ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**।

মিচ্ছাদিট্‌ঠি বত্থুক (বিণ) মিথ্যা দৃষ্টিকে হেতু করিয়া কাজ করে এমন। ⟹ **বত্থুক** (২)।

মিচ্ছানিযত (বিণ) নিয়ত ভুল করে এমন, অবিরত মিথ্যায় পর্যবসিত, সব সময়ে মিথ্যা বা ভুল অনুসরণকারী। ⟹ **মিচ্ছত্ত**।

মিচ্ছাপটিপদা (স্ত্রী) (জীবনের) মিথ্যা পথ, (জীবন সম্বন্ধীয়) ভুল পথ।

মিচ্ছাপটিপন্ন (বিণ) ভ্রমবশত অন্যায়ভাবে জীবনধারণ করে এমন, মিথ্যায় প্রতিপন্ন, ভুল বা ভ্রান্তিতে পতিত।

মিচ্ছাপণিহিত (বিণ) ভ্রমক্রমে বা মিথ্যায় প্রণিহিত, অন্যায়ভাবে অর্পিত বা স্থিরকৃত, মিথ্যাভাবে বা অযথার্থরূপে সমাহিত, অপ্রকৃতরূপে প্রসারিত, অসত্যরূপে প্রাপ্ত, অযথার্থরূপে মন নিয়োজিত বা নিয়ন্ত্রিত। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—মিথ্যা প্রণিধান।

মিচ্ছাপথ (পুং) ভুলপথ, ভ্রান্ত উপায়, মিথ্যাগতিপথ। "**দিট্‌ঠি**" শব্দের বর্ণনাও দ্রষ্টব্য। (তুলনীয়) **তণ্হা**। = **কুম্মগ্‌গ**।

মিচ্ছাবাচা (স্ত্রী) মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কথা, ভুল কথা, ভ্রান্ত বাক্য। (বিপ) **সম্মাবাচা**। ⟹ **অনরিয মগ্গ**।

মিচ্ছাবাযাম (পুং) মিথ্যা চেষ্টা, ভুল পথে চলিয়া চেষ্টাকরণ। (বিপ) **সম্মাবাযাম**। ⟹ **অনরিয মগ্গ**।

মিচ্ছাবিমুত্তি (স্ত্রী) মিথ্যাবিমুক্তি, ভ্রান্তিমূলক মুক্তি বা জীবমুক্তি, যেই বিমুক্তি যথাভূত বা ঠিক ঠিক নহে এরূপ অবস্থা, বিমুক্ত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা বা ভুল ধারণা। ⟹ **বিমুত্তি**।

মিচ্ছাবিরতি (স্ত্রী) মিথ্যা বা ভুল ধারণায় বিরতি। = **মিচ্ছা বিমুত্তি**।

মিচ্ছাসঙ্কপ্প (পুং) মিথ্যা সংকল্প, ভুল ধারণামূলক ইচ্ছা, অসত্য কল্পনা, মিথ্যা ধারণা। = **মিচ্ছাদিট্‌ঠি, তক্ক**। (বিপ) **সম্মাসঙ্কপ্প**। ⟹ **অনরিযমগ্গ**।

মিচ্ছাসতি (স্ত্রী) মিথ্যাস্মৃতি, ভুল ধারণায় মনোযোগ। (বিপ) **সম্মাসতি**। ⟹ **অনরিয মগ্গ**।

মিচ্ছাসমাধি (পুং) মিথ্যা সমাধি বা ধ্যান, ভুল ধারণায় একাগ্রতা। (বিপ) **সম্মাসমাধি**। ⟹ **অনরিযম গ্গ**।

মিজ্জতি (ক্রি) স্নেহ বা প্রীতি অনুভব করা। = **মেজ্জতি, সিনিয্হতি**।

মিঞ্জ (ক্লী) মজ্জা, অস্থিমজ্জা, সারাংশ, বৃক্ষাদির মজ্জা, শক্তি, বল, তেজস্বিতা, সারভাগ, শস্য, শাঁস, মর্মস্থল, ফলের বীজ, মধ্যাংশ, অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহজাতীয় বস্তুবিশেষ, বৃক্ষসার। বিনয়ে পর্যায়ক্রমে শব্দসমূহ:— **ছবি, চম্ম, মংস, নহারু, অট্‌ঠি, মিঞ্জা**। (খুদ্দকপাঠ) **অট্‌ঠিমিঞ্জ**; (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **অট্‌ঠিমিঞ্জা**। (জাতক) **তালমিঞ্জ**। (মহাবংশ) **পনসমিঞ্জা**।

মিঞ্জক (ক্লী) = **মিঞ্জ**। ⟹ **মিঞ্জ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তেলমিঞ্জক**। ⟹ **দোণী** (২)।

মিঞ্জরাসি—মজ্জারাশি, সারাংশপুঞ্জ। = **মত্থলুঙ্গ**।

মিঞ্জা (স্ত্রী) = **মিঞ্জ**। ⟹ **মিঞ্জ**।

মিণন (ক্লী) মাপ, পরিমাণ, পরিমিতি।

মিণাতি (ক্রি) [√মি+ণা] পরিমাণ করা, পরিমাপ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমিত করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া, সমতুল বা একরূপ হওয়া, ওজন করা, ভার ঠিক করা, টানিয়া তোলা, বিবেচনা করা, ভারী হওয়া, আবশ্যক বোধ হওয়া, জোরে চাপা, ভারসাম্য বজায় রাখা (যাহাতে পড়িয়া না যায়), বিচার করা, তুলনা করা, সমান করা, হিসাব নিকাশ করা, সমভার হওয়া। (অতীত) **মিণি**। (অ-বিণ) **মিত**। (ব-বিণ) **মিণন্ত**। (ক্রি-বি) **মিণিত্বা**। (তুম্) **মিণিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **মিণিযতি**।

মিত (বিণ) মিত, কম, পরিমিত, পরিমাণ অনুরূপ, ওজন দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সংযত, (ভাষা সম্পর্কে) সযত্নে বিবেচিত, ঠিক ঠিক, একরূপ, ছন্দোবদ্ধ। ⟹ **মিনাতি** (১), **মিণতি**। = **তুলিত, পরিচ্ছিন্ন** (২)। (দীর্ঘনিকায়) **দোণমিত**। (সূত্রনিপাত) **ভাগসো মিত**।

মিতভাণিন (বিণ) মিতভাষী, অল্প কথা বলে এমন, সংযতভাবে কথা বলে এমন, ধৈর্য সহকারে বা মনের শান্তির সহিত কথা বলে এমন, অল্পভাষী।

মিতাহার—পরিমিত আহার, সংকীর্ণ বা সীমিত আহার।

মিত্ত (পুং, ক্লী) মিত্র, সখা, বন্ধু, সুহৃদ, একক্রিয় ব্যক্তি, মিতা। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মেত্তাযন্তী'তি মিত্তা; মিনন্তী'তি বা মিত্তা; সব্ব-গুয্হেসু অন্তো পক্খিপন্তী'তি অত্থো**—ইহার অর্থ সর্বপ্রকার গুহ্যবিষয় গোপন রাখা। চুল্লনিদ্দেসে দুই প্রকার বন্ধুর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা--**আগারিক মিত্ত** (গৃহীবন্ধু), **অনাগারিক মিত্ত** (গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বা প্রব্রজিত বন্ধু)। যিনি আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা তাঁহাকে "**কল্যাণমিত্ত**" বলা হয়। (বিনয়) **অমচ্চামিত্ত; ঞাতি সালোহিত মিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঞাতি-মিত্তা**। = **সুহদ, সুহজ্জ, সহায**। (বিপ) **সপত্ত, অমিত্ত, পাপমিত্ত**।

মিত্ততা (স্ত্রী) মিত্রতা, মিত্রত্ব, বন্ধুত্ব, বন্ধুতা, সৌহার্দ্য।

মিত্তদু (বিণ) মিত্রদ্রোহী, বন্ধুকে ঠকায় বা প্রবঞ্চনা করে এমন। ⟹ **দু** (৩)। = **মিত্তদুব্ভ**।

মিত্তদুব্ভ (বিণ) মিত্রদ্রোহী, বন্ধুর অপকারী বা অনিষ্টকারী। **দুব্ভ, মিত্তদ্দু, মিত্তদু**।

মিত্তদুব্ভক (বিণ) মিত্রদ্রোহী। = **মিত্তদুব্ভ, দুব্ভিক**। = **মিত্তানং বাধক** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

মিত্তদুব্ভি (পুং) মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি, মিত্রের অনিষ্টকারী লোক। (বিণ) মিত্রদ্রোহী। = **মিত্তদুব্ভক**।

মিত্তদুব্ভিক (বিণ) মিত্রদ্রোহী, বন্ধুকে প্রবঞ্চনাকারী। = **মিত্তদুব্ভিন**।

মিত্তদুব্ভিন (বিণ) মিত্রদ্রোহী, বন্ধুর অনিষ্টকারী, বন্ধুর ক্ষতিকারী, মিত্রবধক, মিত্রপীড়ক, মিত্র প্রতিবন্ধক, বন্ধুপ্রবঞ্চক, মিত্রবধের সন্ধানী। = **মিত্তদুব্ভি** (বিণ)। ⟹ **দুব্ভিন**।

মিত্তদুব্ভী (বিণ) = **মিত্তদুব্ভিন**। ⟹ **মিত্তদুব্ভিন**।

মিত্তদুস্সক (বিণ) মিত্রদূষক, বন্ধুর অনিষ্টকারী, মিত্রের ক্ষতিকারী, মিত্রদুষ্ট, মিত্রদ্রোহী। ⟹ **মিত্তদুব্ভিন, দু** (৩), **দূভক, দূসক**।

মিত্তদূব্ভক (বিণ) মিত্রদ্রোহী। = **মিত্তদুব্ভক**।

মিত্তদূভ (বিণ) মিত্রদ্রোহী। = **মিত্তদুব্ভ**।

মিত্তদূভক (বিণ) মিত্রদ্রোহী। = **মিত্তদুব্ভক**।

মিত্তদূভিকা (স্ত্রী) মিত্রদ্রোহিণী। ⟹ **মিত্তদূভক**।

মিত্তদূভিন (বিণ) মিত্রদ্রোহী। = **মিত্তদুব্ভিন**।

মিত্তদূভী = **মিত্তদুব্ভি**। ⟹ **মিত্তদুব্ভি**।

মিত্তদ্দু = **মিত্তদূভী**। ⟹ **মিত্তদূভী**।

মিত্তপটিরূপক (বিণ) কপটবন্ধু, মিথ্যাবন্ধু, মিত্রের ন্যায় ভান করে এমন, মিত্রের প্রতিরূপ বা সদৃশ। এরূপ বন্ধু চতুর্বিধ, যথা—**অঞ্ঞদত্থুহর, বচীপরম, অনুপ্পিযভাণিন, অপায সহায**।

মিত্তপটিরূপতা (স্ত্রী) **মিত্তবণ্ণ।** ⟹ **মিত্তবণ্ণ।**

মিত্তপতিরূপক (বিণ) = **মিত্তপটিরূপক।** ⟹ **মিত্তপটিরূপক।**

মিত্তপতিরূপতা (স্ত্রী) = **মিত্তপটিরূপতা।** ⟹ **মিত্তপটিরূপতা।**

মিত্তবন্ধব (পুং) মিত্রবান্ধব, জ্ঞাতিমিত্র, মিত্র এবং বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, যে ব্যক্তি বন্ধু সদৃশ আত্মীয়, বন্ধুত্বস্বরূপ আত্মীয়। (মহানির্দেশ) **মত্তবন্ধব।**

মিত্তবন্ধু (পুং) মিত্রবন্ধু, মিত্র এবং বন্ধু, আত্মীয়স্বজন। ⟹ **বন্ধু** (১)।

মিত্তবাধক (বিণ) মিত্রদ্রোহী, বন্ধুর বিপক্ষাচরণকারী, মিত্রের অনিষ্টকারী। = **মিত্তদুব্ভক।**

মিত্তভাব (ক্লী) মিত্রভাব, বন্ধুতা, বন্ধুত্ব, মিত্রত্ব, মিত্রতা, মিতালী, সুহৃদ্যতা, সৌহার্দ্য।

মিত্তাভিরাধিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বন্ধুকে সন্তুষ্ট রাখে, যে ব্যক্তি বন্ধুর মন রক্ষা করিতে থাকে, বন্ধুর মন রক্ষাকারী। = **মিত্তেসু অদুব্ভমানো** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **অভিরাধিন।**

মিত্তভেদ (পুং) মিত্রভেদ, বন্ধুতা নষ্ট বা ভঙ্গকরণ, সন্ধি বা মিলন নষ্টকরণ, বৈবাহিক সম্বন্ধ বা কুটুম্বিতা ভঙ্গকরণ, মিত্রতা নষ্টকরণ। = **মিথুভেদ।**

মিত্তরূপ = **মিত্তবণ্ণ।** ⟹ **মিত্তবণ্ণ।**

মিত্তবণ্ণ—মিত্রতার ভান, বন্ধুতার ছল, বন্ধুত্বের দাবি, বন্ধুরূপে প্রতারণা, মিত্ররূপে ফাঁকি দেওয়া বা চালাকি। = **মিত্তরূপ, মিত্তপটিরূপতা।**

মিত্তসম্ভব (পুং) বন্ধুর সহিত সম্মেলন বা মিলন।

মিত্তামচ্চা (পুং, বহুবচন) মিত্রগণ এবং অমাত্যগণ, বন্ধুরূপী পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টাগণ, মিত্র এবং সহকর্মী বা সহযোগীগণ। ⟹ **অমচ্চা** (১)।

মিত্তি (স্ত্রী) মিত্রতা, বন্ধুতা, বন্ধুত্ব। = **মেত্তি।**

মিথু (ক্রি-বিণ) ১ (দুই জাতীয় জিনিসের মধ্যে) একটি বাদে একটি, একান্তর, পর্যায়ক্রমিক, পর্যায়ক্রমে, পালাক্রমে, অদৃষ্টপূর্ব, গোপনভাবে, লুকাইয়া লুকাইয়া, লুক্কায়িতভাবে, নির্জনভাবে, নিভৃতরূপে, গুপ্তভাবে, গূঢ়ভাবে, চাপাভাবে। ২ বিপক্ষরূপে, প্রতিপক্ষরূপে, পরস্পরে, বিনিময়ক্রমে, পারস্পরিকভাবে, বিপরীতভাবে, প্রতিকূলভাবে, বিরুদ্ধভাবে। মহানির্দেশে এই শব্দটিকে ক্রিয়াবিশেষণের পরিবর্তে বিশেষরূপে বহুবচনে "**দ্বে জনা দ্বে কলহ-কারক**" ইত্যাদি দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে।

মিথুন (ক্লী) মিথুন, স্ত্রী-পুরুষের যুগল, জোড়, স্ত্রীসংসর্গ, মিলন, সংযোগ।

মিথুভেদ (পুং) বৈবাহিক-সম্বন্ধ ভঙ্গ, কুটুম্বিতা ভেদ বা ভঙ্গ, সন্ধিভঙ্গ, মিত্রতাভঙ্গ, মিলন ভঙ্গ বা অনৈক্য, বন্ধুতা নষ্ট, শত্রুতা, বৈরিতা, বিরুদ্ধতা, বিপক্ষতা। = **মিত্তভেদ।** ⟹ **ভেদ** (১)।

মিদ্ধ (ক্লী) মানসিক দুর্বলতা, মন বা চিত্তের দুর্বলতা, গতিশক্তিহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা, নিদ্রালুতা, অলসতা, বোকামি, মূঢ়তা, ঢিলামি, বুদ্ধিহীনতা, মন্থরগতিতা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) মেধতী'তি **মিদ্ধং।** (চূল্লনিদ্দেস) **চিত্তস্স অকম্মঞ্ঞতা'তি বুচ্চতি মিদ্ধ।** = **চিত্ত গেলঞ্ঞ।** ইহাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি বা বাতুলতাও বলা যায়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মিদ্ধরূপ, রোগরূপ, জাতিরূপ** ইত্যাদি ("**রূপ**" শব্দের বর্ণনায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **চেতসিক গেলঞ্ঞ।** ⟹ **থীন, থীনমিদ্ধ।**

মিদ্ধিন (বিণ) জড়, অবশ, অসাড়, সুপ্ত, অলস, ঢিলা, মন্থরগতির, নিদ্রালু, নিষ্ক্রিয়। = **থীনমিদ্ধ আভিভূত** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

মিদ্ধী (বিণ) = **মিদ্ধিন।** ⟹ **মিদ্ধিন।**

মিধ—[এই শব্দটি কি √মী "**মিনাতি** (২)" অথবা কি "**মিদ্ধ**" এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত?] এই শব্দের ধাতু অনুসারে "**হিংসেন**" এর অর্থে "আঘাত করা বা বধ করা", কিন্তু ইহা সন্দেহযুক্ত বা অনিশ্চিত।

মিনন (ক্লী) নিরীক্ষা, সবিশেষ দৃষ্টি, পরীক্ষা, ক্ষেত্র মাপকরণ, জরিপকরণ, মোট বিবরণ, দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একককরণ বা মানকরণ, পরিমাণকরণ, পরিমাপকরণ, মাপন।

মিনাতি (ক্রি) ১ [√মা এবং √মি+অ] পরিমাপ করা, পরিমাণ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমিত করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া, সমতুল বা একরূপ হওয়া। (তুলনীয়) **অনুমিনাতি, অভিমিনাতি, নিমিনাতি, পমিনাতি, বিমিনাতি।** (অ-বিণ) **মিত।** (সপ্তমী) **মিনে** = **মিনেয্য।** (ভবিষ্যতে) **মিনিস্সতি।** (ভ-বিণ) **মিনিতব্ব।** (ক্রি-বি) **মিনিত্বা।** (কর্মবাচ্যে) **মীযতি;** ⟹ **অনুমীযতি।** (করণে) **মাপেতি।** ২ [√মী অথবা √মি+অ] **ক** কমানো, কম করা বা হওয়া। **খ** পীড়া দেওয়া, পীড়িত করা, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, অহিত করা, অপকার করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা। ⟹ **মীযতি।**

মিনেয্য—যদি মাপ করা হয়, পরিমাপ করা হইলে, যদি মাপা হয়। = **মিনে।** ⟹ **মিনাতি** (১)।

মিয্যতি (ক্রি) (√মর+য = **মীযতি;** এখানে "**মর**" শব্দ "**মিয**" শব্দে পরিবর্তিত হইয়া "মী" হইয়াছে) মরা, মরিয়া যাওয়া, ম্লান হওয়া, ম্রিয়মাণ হওয়া, (আলো, শব্দাদি সম্পর্কে) ক্ষীণ হইয়া আসা, অত্যধিক ইচ্ছা করা, তীব্রভাবে অনুভব করা, বিনষ্ট হওয়া, মৃত্যুযাতনা ভোগ করা। ⟹ **মরতি।** (সপ্তমী) **মিয্যে।** (বর্তমানকাল প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **মিয্যরে।** (ব-বিণ) **মিয্যমান।** (ভবিষ্যতে) **মিয্যিস্সতি।**

মিলক্খ (পুং) (বৈদিক সংস্কৃত—ম্লেচ্ছ) বিদেশী, ম্লেচ্ছ,

অনার্যজাতি, অসভ্য লোক, নিষ্ঠুর ব্যক্তি, নির্বাসিত ব্যক্তি, জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি, সমাজচ্যুত ব্যক্তি, পাহাড়িয়া লোক, জংলি লোক। (তুলনীয়) **বব্ভর, মম্মন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মিলক্খ মহাতিস্সত্থের** (একজন বিদেশী ভিক্ষুর নামবিশেষ); **মিলক্খভাসা**।

মিলক্খদেস (পুং) ম্লেচ্ছ দেশ, অনার্যজাতির বা পাহাড়ি জাতির দেশ, বিদেশীয়দের দেশ। ⟹ **মিলক্খ**।

মিলক্খভাসা (স্ত্রী) ম্লেচ্ছভাষা, অনার্যজাতির ভাষা, বিদেশীয় ভাষা। ⟹ **ভাসা, মিলক্খ**।

মিলক্খু (পুং) অনার্য জাতি। = **মিলক্খ**। (থেরগাথা) **মিলক্খু রজন**—বিদেশীয় রঞ্জন (অথবা বস্ত্রাদিতে রংকরণ) সম্বন্ধীয়।

মিলক্খুক = **মিলক্খু**। ⟹ **মিলক্খু**। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**অন্ধ-দমিল-আদি**"।

মিলযতি (ক্রি) মিলিয়া যাওয়া, মিশিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া।

মিলাচ (পুং) বনের বন্য মানুষ, ম্লেচ্ছ, অনার্যজাতি, অসভ্য লোক, নিষ্ঠুর ব্যক্তি। ⟹ **মিলক্খ**। (বিপ) **জনপদা**। (তুলনীয়) **লুদ্দা মিলাচ; মিলাচ পুত্তা** (জাতক)। (জাতক অর্থকথায়) **ভোজপুত্ত**।

মিলাচপুত্তা (পুং, বহুবচন) অনার্যজাতির পুত্রগণ, জংলি লোকের পুত্রগণ, অসভ্য জাতির পুত্রগণ। ⟹ **মিলাচ**।

মিলাত (বিণ) নষ্ট, শুষ্ক, ম্লান, অনুজ্জ্বল, পরিম্লান, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুঞ্চিত। **মিলাত বকুল পুপ্ফ**—শুষ্ক বকুল ফুল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মিলাত সপ্প-পিট্ঠি**; ইহার একই অর্থে খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**মিলাত ধমনি (ধম্মনি)-পিট্ঠি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মিলাত সরীর**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মিলাত মালা**। ⟹ **মিলাযতি**।

মিলাততা (স্ত্রী) ম্লানতা, শুষ্কতা, অনুজ্জ্বলতা। ⟹ **মিলাত**।

মিলাযতি (ক্রি) [√মিলা+অ] ম্লান করা বা হওয়া, অনুজ্জ্বল হওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া, বিলীন করা বা হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অবসন্ন করা বা হওয়া, ক্ষীণ হওয়া, নিস্তেজ হওয়া, আলগা করা, শিথিল করা বা হওয়া, কঠোরতা লাঘব করা, কোমল করা, প্রফুল্ল করা, স্বচ্ছন্দ করা, ঢিলা হওয়া, নীরস হওয়া, নষ্ট করা। (অতীত) **মিলাযি**। (অ-বিণ) **মিলাত**। (ব-বিণ) **মিলাযমান**। (ক্রি-বি) **মিলাযিত্বা**। (করণে) **মিলাপেতি**।

মিলাপেতি (ক্রি) ১ শুষ্ক করা, ম্লান করা, শুকাইয়া ফেলা, নষ্ট করা। (জাতক) **সস্সং মিলাপেতি**। ২ (চরিত্রে) প্রশমিত করা, তৃপ্ত করা, শ্বাস রোধ করা, শ্বাসরুদ্ধ হওয়া, নিভানো, চাপা, চাপ দেওয়া, দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা। (জাতক) **তণ্হং মিলাপেতি**। ⟹ **মিলাযতি**।

মিল্লক্খ (পুং) অনার্যজাতি। = **মিলক্খ**।

মিল্লিকা—এই শব্দটি পেতবত্থু অর্থকথায় "**পংসুকূলং ধোবিত্বা-ভিসিঞ্চিমিল্লিকঞ্চ কত্বা অদাসি**" এই পাঠে দৃষ্ট হয়। ইহাকে "**অভিসিঞ্চি চিমিল্লিকঞ্চ কত্বা**" অথবা "**অভিসিঞ্চিত্বা মুদুকঞ্চ কত্বা**" পাঠ করিতে হইবে।

মিল্হকা = **মীল্হকা**। ⟹ **মীল্হকা**।

মিল্হকা = **মীল্হকা**। ⟹ **মীল্হকা**।

মিল্হকূপ (পুং) মলত্যাগের কুণ্ড, উদ্বাসন গর্ত, পরিত্যক্ত বিষয়ের বা বস্তুর কুণ্ড। = **মীল্হকূপ**।

মিসতি (ক্রি) চক্ষু মিটমিট করা, দেখিয়াও না দেখার ভান করা, চোখ টিপিয়া ইশারা করা, চোখে পিটপিট বা মিটমিট করা। ⟹ **নিমিসতি**।

মিস্স (বিণ) ১ মিশ্র, মিশ্রিত, মিলিত, সংযুক্ত, সম্মিলিত, নানাবিধ, বিবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়, একত্রিত। (বিনয়) **কেসমিস্স, জাতমিস্স** ইত্যাদি অর্থাৎ কেশাদি নানা বস্তুর মিশ্রণ। (জাতক) **উদক-পণ্ণমিস্স যাগু**। (পেতবত্থু) **মিস্সা কিটকা**। ২ সঙ্গে করিয়া, সঙ্গী হইয়া, সঙ্গী আছে এমন, নামের মধ্যে সম্মাননীয় উপাধি আছে এমন, ভদ্রভাবে আহ্বান করা অথবা সম্বোধন করা হয় এমন। (তুলনীয়) সংস্কৃত (সম্বোধনপদে) মিশ্র !, আর্য্য !। (স্ত্রীলিঙ্গে) মিস্সে !, মিস্সা !।

মিস্সং (ক্লী, ক্রি-বিণ) মিশ্রিত করিয়া, মিশ্রণে, সংমিশ্রণে, মিশাইয়া। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মিস্সং দ্বিধা**। ⟹ **মিস্স** (১)।

মিস্সক (বিণ) মিশ্রিত, সংযুক্ত, একত্রিত, মিলিত, ঘনিষ্ঠ, যুক্ত। ⟹ **মিস্স** (১)। (জাতক) **ফলিক-মিস্সক-রজত-পব্বত**—স্ফটিকমিশ্রিত রৌপ্য পর্বত। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **লোকিয-লোকুত্তর-মিস্সক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মিস্সক আহার**—মিশ্রিত খাদ্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মিস্সকুপ্পাদ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মিস্সকভত্ত**। (পুং) চাকর, শিষ্য, সহচর, অনুচর, অনুকরণকারী লোক। (ক্লী) স্বর্গের আনন্দময় কুঞ্জবন অথবা তরুবীথির নাম (সাহিত্যে—দৈহিক সংযোগের বা মিলনের কুঞ্জবন), তিনটি স্বর্গীয় উদ্যানের মধ্যে একটি। তিনটি স্বর্গীয় উদ্যান, যথা—**নন্দন, মিস্সক, ফারুসক**।

মিস্সকত্ত (ক্লী) মিশ্রিতকরণ, সম্মিলিতকরণ, মিশ্রণ, রসায়নিক সংযোগ, সংযোগ, সম্মেলন, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি), ঐক্য, মিশানো, মিলন, যোগ, সংকলন, একত্রীকরণ।

মিস্সকভত্ত—মিশ্রিত অন্ন। = **মিস্সকাহার**।

মিস্সকা (ক্লী, বহুবচন) দেবগণের সমবায়, দেবমণ্ডলী। (তুলনীয়) **মিস্স** (২), **মিস্সকেসী**।

মিস্সকাহার [মিস্সক+আহার] মিশ্রিত আহার বা খাদ্য। = **মিস্সকভত্ত**। ⟹ **মিস্সক** (১)।

মিস্সকুপ্পাদ [মিস্সক+উপ্পাদ] মিশ্রিত কুলক্ষণ, সংযুক্ত বা যুক্ত শুভাশুভ চিহ্ন, ভবিষ্যৎ বলার অথবা ভাবী শুভাশুভ সূচনা সম্বন্ধীয় বিদ্যার প্রধান অধ্যায়। ⟹ **মিস্সক** (১)।

মিস্সকেস--পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মিশ্রিত কেশ বা এলোমেলো চুল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মিস্সকেস মুণ্ড**—সন্ন্যাসীর কেশমুক্ত অর্থাৎ শ্রমণদের মুণ্ডিত মস্তক। ⟹ **মিস্সকেসী**।

মিস্সকেসী (স্ত্রী) মিশ্রিত কেশ, এলোমেলো চুল। বিমানবত্থু বর্ণনায় "স্বর্গীয় দেবীগণের বা অপ্সরাগণের মস্তকের চুল"। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রত্তমালাদীহি মিস্সিত কেসবট্টী**।

মিস্সন (ক্লী) মিশ্রণ, মিশ্রিতকরণ, ঐক্য, মিশানো, মিলন, যোগকরণ, একত্রীকরণ, সংকলন।

মিস্সা (স্ত্রী) = **মিস্সে**। ⟹ **মিস্সে**।

মিস্সিকা (স্ত্রী) চাকরানী, শিষ্যা, সহচরী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সামাবতি মিস্সিকা**। ⟹ **মিস্সক** (২)।

মিস্সিত (বিণ) মিশ্রিত, যুক্ত, মিলিত, সংযুক্ত, মিশানো, সম্মিলিত, একত্রিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধএএ সাসপ-তেল মিস্সিত**।

মিস্সী (বিণ) মিশ্রিত। = **মিস্স** (১)। (জাতক) **মিস্সীভাব; মিস্সীভূত**।

মিস্সীভাব—(যৌন) সংসর্গ, সংস্রব; (সাহিত্যে) মিশ্রিত অবস্থা, সংযুক্ত অবস্থা, সংযোগ, সম্মেলন, মিল, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সমিতি, সঙ্ঘ। ⟹ **মিস্সী**।

মিস্সীভূত (বিণ) মিশ্রিত, সংযুক্ত, সম্মিলিত, যুগ্ম, জোড়া, মিলিত, বিবাহে মিলিত। = **হত্থেন হত্থং গহেত্বা কায-মিস্সীভাবং উপগত** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **মিস্সী**।

মিস্সে—স্ত্রীলিঙ্গে ভদ্রোচিত সম্বোধন, যেমন—ভদ্রে !, আর্যে !। ⟹ **মিস্স** (২)।

মিস্সেতি (ক্রি) [√মিস্স+এ] ১ মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মযং মিস্সযিস্সাম**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পলাসে সালীহি সদ্ধিং মিস্সেতি**। ২ দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাস করা, সংযুক্ত করা, মনে মনে সংযুক্ত করা, সংযোগ করা। (জাতক) **কিলেসন মিস্সেতি**। (অতীত) **মিস্সেসি**। (অ-বিণ) **মিস্সিত**। (ব-বিণ) **মিস্সেন্ত**। (ক্রি-বি) **মিস্সেত্বা**।

মিহতপুব্ব = **মিহিতপুব্ব**। ⟹ **মিহিতপুব্ব**।

মিহতি (ক্রি) মৃদুহাস্য করা, ঈষৎ হাস্য করা, মুচকি হাসা, স্মিতহাস্য করা। (ক্লী) ১ স্মিত হাস্য, ঈষৎ হাস্য, স্মিত, মৃদুহাস্য, মুচকি হাস্য। = **ঈস-হসন**। ⟹ **মিহিত**। ২ = **সেচন**। ⟹ **সেচন**।

মিহিত (ক্লী) ঈষৎ হাস্য, প্রফুল্ল আকৃতি, অনুগ্রহ, স্মিত, প্রসাদ। (বিণ) হসিত, হাস্যকৃত, বিস্মিত, বিকশিত, বিকাশপ্রাপ্ত। (তুলনীয়) **বিম্হয, বিম্হাপক**। ⟹ **মিহতি**।

মিহিতপুব্ব (ক্রি-বিণ) ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৃদুহাস্য সহকারে, স্মিতহাস্যের সহিত। জাতকে ইহার বানান "**ম্হিতপুব্ব**"। = **সিত** (৫)।

মীন (পুং) মীন, মৎস্য, মাছ।

মীযতি (ক্রি) ম্রিয়মাণ হওয়া, ম্লান হওয়া, মরিয়া যাওয়া, মৃত্যু হওয়া। = **মিয্যতি**। ⟹ **জাযতি** (১), **মরতি**। এই শব্দটি "**মিনাতি** (২)" শব্দের "**জীযতি**" এবং "**মীযতি**" শব্দ দ্বারা গঠনে প্রভাবিত। (মধ্যম নিকায়) **জাযতি জীযতি মীযতি**। (অ-বিণ) **মত**। (সপ্তমী) **মীযেথ**। (ব-বিণ) **মীযমান**।

মীযমান (বিণ) ম্রিয়মান, ম্লান। ⟹ **মিয্যতি, মীযতি**।

মীলতি (ক্রি) চক্ষু মিটমিট করা, দেখিয়াও না দেখার ভান করা, চোখ টিপিয়া ইশারা করা, চোখে পিটপিট বা মিটমিট করা।

মীল্কা (স্ত্রী) মলকুণ্ড, ময়লা জলের আধার। সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথায় ইহার বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:--**কংসকলাদি পুথুপাণকা**--গোবরে-ময়লায়-বিষ্ঠাকুণ্ডে উৎপন্ন কীটপোকা; ইহার ইংরেজি অনুবাদে "গোবরের কীট" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

মীল্হ (ক্লী) বিষ্ঠা, মল, গোবর, পশ্বাদির বিষ্ঠা। = **মীল্হসুখং**। বিমানবত্থুতে "**গূথনিরয**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। = **গূথ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মীল্হং খাদিতুং**।

মীল্হকা (স্ত্রী) মলকুণ্ড, ময়লা জলের আধার। সংযুক্ত নিকায় সাহিত্যে—**পিল্হকা**; বর্মা সংযুক্ত নিকায়ে—**মিল্হকা**। ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "বিষ্ঠার কৃমিপোকা বা গোবরে পোকা"।

মীল্হকূপ—বিষ্ঠাকুণ্ড, মল জমিবার গর্ত, ময়লা জলের আধার। = **মিল্হকূপ**। ⟹ **মীল্হকা**।

মীল্হসল্লিত (বিণ) বিষ্ঠালিপ্ত, গোবর সংলিপ্ত, বিষ্ঠা বা গোবরে বাসকারী, মল দ্বারা লেপনকৃত, গোবর দ্বারা লিপ্ত, ময়লায় অবস্থানকারী। **কিমী ব মীল্হসল্লিত্তো**—বিষ্ঠা বা গোবর সংলিপ্ত কৃমিকীট, গোবরে পোকা। ⟹ **সল্লিত্ত**।

মীল্হসুখ—পাপিষ্ঠের আনন্দ, দুষ্টের পরিতৃপ্তি, অধম লোকের সন্তুষ্টি, নীচলোকের অভিলাষ বা ইচ্ছা, দুষ্টের স্পৃহা, পাপিষ্ঠের অনুগ্রহ বা প্রশংসাবাদ, দুষ্টের মনোনয়ন, নীচলোকের উদ্দেশ্য, অধমলোকের ক্রীড়াকৌতুক, দুষ্টের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি।

মুকল্ল = **মোলিগল্ল**। ⟹ **মোলিগল্ল**।

মুকুতা (পুং, স্ত্রী) মুক্তা, মুকুতা।

মুকুল (ক্লী) মুকুল, ঈষদ্বিকশিত কলিকা, কুঁড়ি, অঙ্কুর।

মুকুলিত (বিণ) মুকুলিত, আধফুটন্ত, মুকুলযুক্ত। = **মকুলিত**।

মুক্ক (বিণ) [সংস্কৃত—মুক্ত, (তুলনীয়) প্রাকৃত—মুক্ক] = **মুত্ত**। ⟹ **মুত্ত**। এই শব্দটি মধ্যম নিকায়ে কেবল

"উম্মুক্ক" এবং "পটিমুক্ক" শব্দে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

মুক্খক (পুং) মহাবিদ্যালয়ের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যক্ষ, প্রধান কার্যকারক, মূলধন, প্রধান অপরাধী বা তাহার সাহায্যকারী, যেই লোকের জন্য অপর কেহ জামিন হয়, প্রধান কড়িকাঠ বা তক্তা। জাতকে এই শব্দের পাঠ হইবে "মোক্খক"। ⟹ মোক্খক, রুচ।

মুখ (ক্লী) ১ মুখ, মুখগহ্বর, কথা বলিবার যন্ত্র, প্রধান বক্তা, মুখভঙ্গি। (দীর্ঘনিকায়) **উত্তানমুখ**। (পেতবথু অর্থকথা) **পূতিমুখ; মুখেন**। ২ মুখমণ্ডল, আনন, উপরিভাগ, সম্মুখভাগ, বহির্ভাগ, বহিরাকৃতি, মুখভঙ্গি, সাহস, নির্লজ্জতা। (জাতক) **উণ্ণজমুখ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুখং করোতি**—মুখ করা (অর্থাৎ মুখভঙ্গি বা মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য)। ৩ প্রবেশাধিকার, প্রবেশদ্বার, গৃহাদির দ্বার, গৃহাঙ্গনাদির নিঃসরণ পথ, ফটক, প্রারম্ভ, প্রবেশ, নিঃসরণ, আরম্ভ, (নদীর) মোহনা, প্রবেশপথ, ছিদ্র, ফাটল, রন্ধ্র, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আযমুখ**। (মধ্যম নিকায়) **উভতো মুখ**। (পেতবথু অর্থকথা) **সন্ধিমুখ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উক্কামুখ**। ৪ কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, কোনো উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া প্রচেষ্টা করা, মোকদ্দমা, রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, সঙ্গতি, অর্থসম্পদ, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, ছল, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপাযমুখ**। ৫ সম্মুখভাগ, মুখমণ্ডল, ললাট, অগ্রভাগ, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগ, কোনো বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, চূড়া, শৃঙ্গ, আগা, মস্তক, সর্বোচ্চ পদ। (সংযুক্ত নিকায়) **ঈসামুখ**। ৬ কোনো কিছুর অগ্রভাগ বা আগা, মুখমণ্ডল, ললাট, কোনো বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, মস্তক, শ্রেষ্ঠাংশ। (বিণ) সর্বোচ্চ, উচ্চতম, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়। (সূত্রনিপাত) **অগ্গিহুত্ত-মুখা যঞ্ঞা; নক্খত্তানং মুখং চন্দো**। = **উত্তমং মুখভূতং বা**। ⟹ মোক্খ (২), পমোক্খ। পদ্য ছন্দে করণকারক একবচনে ব্যবহৃত শব্দ "**মুখসা**" (পেতবথু)। কর্তৃকারক একবচনে "**মুখো**"; অপাদান কারকে "**মুখা**"।

মুখং পরূলহ (বিণ) যাহার মুখ লম্বা এমন, লম্বামুখা। ⟹ পরূলহ।

মুখচুণ্ণক (ক্লী) মুখে লাগাইবার সুগন্ধ চূর্ণ বা পাউডার।

মুখচুনম = **মুখচুণ্ণক**। ⟹ **মুখচুণ্ণক**।

মুখজ (বিণ) মুখজ, মুখেজন্ম, মুখ হইতে জন্ম হইয়াছে এমন (অর্থাৎ দাঁত)। (পুং) দাঁত, দন্ত। = **লপনজ**।

মুখতুণ্ড (ক্লী) মুখতুণ্ড, ঠোঁট, চঞ্চু, তীক্ষ্ণাগ্র পদার্থ, কোণ, জাহাজের সূচালো অগ্রভাগ। বৌদ্ধসংস্কৃত— মুখতুণ্ডক।

মুখদুগ্গ (বিণ) যাহার মুখরূপ পথ কষ্টদায়ক অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখ দ্বারা কুবাক্য বা গালিগালাজাদি অশ্লীল বাক্য বলে। (সূত্রনিপাত) **মুখদুগ্গ দুক্খ**।

মুখদূসি—মুখদোষ, মুখের দোষ বা কলঙ্ক, মুখের ত্রুটি, মুখের উপর চর্মরোগবিশেষ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **মুখদোস**।

মুখদোস = **মুখদূসি**। ⟹ **মুখদূসি**।

মুখদ্বার (ক্লী) মুখদ্বার, মুখের দ্বার, মুখগহ্বর, মুখ।

মুখধোবন (ক্লী) মুখ ধৌতকরণ, মুখের ভিতর জল দিয়া পরিষ্কারকরণ বা কুলকুচিকরণ।

মুখধোবনট্ঠান (ক্লী) মুখ ধুইবার স্থান বা স্নানাগার।

মুখনঙ্গলিন (কর্কশ কথা বলার সময়ে) হল চষার ন্যায় মুখের ভঙ্গি। ⟹ **নঙ্গলিন**।

মুখপুঞ্ছন (ক্লী) মুখ মুছিবার রুমাল বা তোয়ালে, মুখ মোছা। ⟹ **পুঞ্ছন**।

মুখপূর (ক্লী) একমুখ অর্থাৎ গ্রাস, এক গ্রাস, যতটুকু মুখের ভিতর ধরে, অত্যল্প বা সামান্য পরিমাণ। (বিণ) মুখপূর্ণ, একমুখ, মুখপূর্ণ করিয়া।

মুখপূরক (বিণ) মুখপূরক, মুখ পরিপূর্ণতাকারী, মুখ পরিপূর্ণ করে এরূপ, মুখভরা। ⟹ **পূরক**।

মুখভেরি—বাদ্যযন্ত্র, বাঁশি-সানাই ইত্যাদি মুখে বাজাইবার যন্ত্র, মুখযন্ত্র বা মুখদ্বারা বাদ্যযন্ত্রের সাধন-উপায়।

মুখমক্কটিক—বানরের ন্যায় মুখভঙ্গি, মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য। (জাতকে) **মক্কটিয**।

মুখমক্কটিয (ক্লী) বানরের ন্যায় মুখভঙ্গি। = **মুখমক্কটিক**। ⟹ **মক্কটিয**।

মুখর (বিণ) মুখর, অত্যন্ত বক্তা, বাচাল, দুর্মুখ, অপ্রিয়ভাষী, আগে আগে কথা কয় এমন, মুখরা, যে ব্যক্তি অগ্রে কথা বলে, অগ্রবর্তী, শব্দায়মান, অতিভাষী, শব্দকারক, গোলমালপূর্ণ, কোলাহলময়, অশ্লীলভাষী, অত্যন্ত গালিগালাজপূর্ণ, গল্পপ্রিয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতিমুখর**। (বিপ) **অমুখর**।

মুখরজাতিক (বিণ) মুখর জাতীয়, বাচাল জাতীয়, অতি ভাষণকারীর ন্যায়।

মুখরতা (স্ত্রী) মুখরতা, বাচালতা, গল্পপ্রিয়তা, অতিভাষণ, কোলাহল, গোলমাল, গোলযোগ, গণ্ডগোল, শোরগোল।

মুখরতায—মুখরার দরুণ, অতি কথা বলার হেতু, বাচালতার জন্য।

মুখবট্টি (স্ত্রী) নেমি বা পরিধির আরম্ভ অর্থাৎ কিনারা, টুপির ধার, পাত্রের উপরিপ্রান্ত, ধার, প্রান্ত, অস্ত্রের ধার, তীক্ষ্ণতা, উন্নত বেড়, বহিঃস্থ কিনারা বা প্রান্ত, মুখবর্তী, আস্তর, ঢাকনা, সঞ্চাব, অভ্যন্তরীণ আবরণ, কিনারা। (জাতক) **লোহকুম্ভ, মুখবট্টি; চক্কবাড় মুখবট্টি, পত্তমুখবট্টি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাসাদ মুখবট্টি**।

মুখবণ্ণ (পুং) (গঠন ও প্রভাবের দিক দিয়া) মুখাবয়ব, মুখাকৃতি, মুখের আকৃতি বা চেহারা, চেহারা। ⟹ **বণ্ণ** (৫)।

মুখবিকার (পুং) মুখের আকুঞ্চন, মুখ প্রদর্শন, মুখভঙ্গি, মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য, মুখের বিকৃতি ভাব, মুখবিকৃতি। = **মুখবিকূণ**। ⟹ **বিকার** (২)।

মুখবিকূণ (পুং) মুখবিকৃতি, মুখভঙ্গি। = **মুখবিকার**। ⟹ **বিকূণ**।

মুখবিবর (ক্লী) মুখবিবর, মুখের ছিদ্র বা গর্ত, মুখগহ্বর। ⟹ **বিবর** (১)।

মুখসঙ্কোচ (পুং) মুখসংকোচ, মুখভঙ্গি, মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য। ⟹ **সঙ্কোচ**।

মুখসঙ্কোচন (ক্লী) (অসন্তুষ্টির চিহ্নস্বরূপ) মুখসংকোচন, মুখবাঁকানো, মুখ বক্রকরণ, মুখের বক্রতা, মুখ মোচড়ানো, মুখ বিকৃতিকরণ। = **মুখসঙ্কোচ**।

মুখসঞ্ঞত (বিণ) মুখ সংযতকরণ অর্থাৎ বাক্য সংযতকরণ, বাক্যসংযম।

মুখসত্তি (স্ত্রী) মুখশক্তি, তীব্র কথা, বিদ্ধকারী বা মর্মভেদী কথা। ⟹ **সত্তি** (২ক)।

মুখসা—(পদ্যছন্দে করণ কারক একবচনে ব্যবহৃত শব্দ) মুখ দিয়া, মুখ দ্বারা। ⟹ **মুখ** (৬)।

মুখা—(অপাদান কারক, ক্রি–বিণ) সম্মুখে, পূর্বে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই। (যৌগিকে) **সম্মুখা; পরম্মুখা**। ⟹ **মুখ** (৬)।

মুখাদান = **মুখাধান**। ⟹ **মুখাধান**।

মুখাধান (ক্লী) ১ অশ্বরশ্মি, অশ্বরজ্জু, বল্‌গা, লাগাম বা রাশ, ঘোড়ার মুখে প্রবিষ্ট লাগামের লৌহময় অংশ। ২ মুখবসান অর্থাৎ মুখাবরণী, মুখোশ, মুখের উন্নত বেড়, মুখের অবয়ব বা আকৃতি, মুখের চেহারা, মুখের গঠন। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মুখাধানং সিলিট্‌ঠং**।

মুখাধান সিলিট্‌ঠ (বিণ) মুখের চেহারার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, মুখের অবয়ব বা গঠনের সহিত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে এমন। ⟹ **মুখাধান**।

মুখাযাম (পুং) [মুখ+ আযাম] ⟹ **আযাম**।

মুখালেপন (ক্লী) [মুখ+ আলেপন] ⟹ **আলেপন**।

মুখাসিয (বিণ) মুখে খায় এরূপ, মুখ দ্বারা ভক্ষিতব্য। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **মুখেন অসিতব্ব**। (তুলনীয়) **আসিত** (২)।

মুখুল্লোকন (ক্লী) মুখ অবলোকন, মুখ দর্শন।

মুখুল্লোকক (বিণ) লোকের মুখ অবলোকন করে এমন, মানুষের মুখদর্শন করে এমন। = **মুখুল্লোকন**। ⟹ **উল্লোকক**।

মুখুল্লোকন (বিণ) লোকের মুখ অবলোকন করে বা দেখে এমন অর্থাৎ প্রফুল্ল, আনন্দিত, উৎসাহপূর্ণ, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, দক্ষ; (সম্ভবত এই অর্থও হইতে পারে যে) তোশামোদকারী, প্রীতিজনক, আশাপ্রদ। (ক্লী) মুখ অবলোকন। = **মুখুলোকন**।

মুখুল্লোকিক (বিণ) তোশামোদকারী, প্রীতিজনক, আশাপ্রদ। (মহানির্দেশ) **পুথু সত্থারানং মুখুল্লোকিক পুথুজ্জন**। ⟹ **মুখুল্লোকন**।

মুখে (ক্রি–বিণ) মুখে, উদ্দেশ্যে, ভাবে, ছলে, রূপে, জন্য, কোনো স্থান হইয়া। (জাতক) **দানমুখে**।

মুখেঠপিত (বিণ) মুখে প্রদত্ত, মুখে পূরিত। ⟹ **ঠপিত**।

মুখোদক (ক্লী) মুখ ধোওয়ার জল, কুলকুচার জল, কুলি করিবার জল, মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য মুখের মধ্যে যে জল লইয়া ইতস্তত সঞ্চালন করা হয়। ⟹ **দন্তপোণ**।

মুখ্য (বিণ) মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, অত্যাবশ্যক।

মুগ্‌গ (পুং) মুগ, মুগকলাই, মুগ ডাল, একপ্রকার সীমজাতীয় ফসল। ⟹ **ধঞ্ঞ** (১)। (যৌগিকে) **মাসমুগ্‌গ**। এই ফসল **"সাসপ"** (সর্ষপ বা সরিষা) অপেক্ষা বৃহৎ এবং **"কলায"** (মাষকলায়) অপেক্ষা ছোট।

মুগ্‌গতিয (ক্লী ?) চারা গাছ, (জাতক অর্থকথা অনুসারে) একপ্রকার বা একজাতীয় শিম–বিশেষ। = **মুগ্‌গ** (?)।

মুগ্‌গযূস (পুং, ক্লী) মুগের সূপ, মুগদালের ঝোল বা যূষ। ⟹ **যূস** (১)।

মুগ্‌গর (পুং, ক্লী) মুদ্‌গর, মুগুর, গদা, লাঠি, যষ্টি, ছোট কাষ্ঠ মুদ্‌গর, হাতুড়ি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অযো মুগ্‌গর; মুগ্‌গর–পহার**।

মুগ্‌গর–পহার—মুদ্‌গর দ্বারা প্রহার, মুগুরের আঘাত। ⟹ **মুগ্‌গর**।

মুগ্‌গরপ্পহার = **মুগ্‌গর–পহার**। ⟹ **মুগ্‌গর–পহার**।

মুগ্‌গসুপ—মুগের যূষ, মুগদালের সূপ বা ঝোল।

মুগ্‌গসুপ্পতা (স্ত্রী) মুগকলাইর দালের সূপের ন্যায় কথা, মিষ্টি কথা, চিনিমিশ্রিত কথা। = **মুগ্‌গসূপ্যতা**।

মুগ্‌গসুপ্যতা (স্ত্রী) ১ সত্যাসত্য বা বাজে কথা দ্বারা অপরের মন সন্তুষ্ট করা। ২ = **মুগ্‌গসূপ্যতা**। ⟹ **মুগ্‌গসূপ্যতা**।

মুগ্‌গসূপ = **মুগ্‌গসুপ**। ⟹ **মুগ্‌গসুপ**।

মুগ্‌গসূপতা = **মুগ্‌গসূপ্যতা**। ⟹ **মুগ্‌গসূপ্যতা**।

মুগ্‌গসূপ্পতা = **মুগ্‌গসুপ্পতা**। ⟹ **মুগ্‌গসুপ্পতা**।

মুগ্‌গসূপ্যতা (স্ত্রী) মুগ ডালের সূপ প্রস্তুত করার অবস্থা, (চরিত্রে) দোষযুক্ত বা নিন্দার্হ স্বভাব প্রদর্শন করণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুগ ডালের ন্যায় আচরণ করে। = **মুগ্‌গসুপ্পতা**। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ইহার অর্থ—"কোনো ব্যক্তি অর্ধসত্য কথা বলে যেমন কিছু সিদ্ধ কিছু অসিদ্ধ ডাল তরকারি বা ডালের সূপ (ঝোল)"। যে কোনো প্রকারে ইহার অর্থ—"চরিত্রের এবড়ো থেবড়োতা বা কলঙ্ক" বুঝায়। (চুল্লনিদ্দেসে) **মুগ্‌গসূপতা**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **মুগ্‌গসুপ্পতা**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **মুগ্‌গসূপ্যতা; সাবজ্জ**

ভোগিন। (বিভঙ্গে) অনাচার। (মিলিন্দ প্রশ্নে) লপনা। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **মুগ্গ-সূপ-সমানায সচ্চালিকেন জীবিত কপ্পনতায এতং অধিবচনং। যথা হি মুগ্গসূপে পচ্চন্তে বহূ মুগ্গা পাকং গচ্ছন্তি, থোকা ন গচ্ছন্তি এবমেব সচ্চালিকেন জীবিতকপ্পকে পুগ্গলে বহুং অলিকং হোতি, অপ্পকং সচ্চং।** ⟹ **চাটুকম্যতা, পারিভট্টতা।**

মুগ্গবন—মুগ কলাইয়ের বন, মুগ কলাইয়ের আবাদ বা ক্ষেত। ⟹ **মাসবন।**

মুঙ্গুস (পুং) বেজি, নকুল।

মুচল—এই শব্দটি মহাবংস নামক গ্রন্থে **"মহামুচল মালক"** নামে এক ব্যক্তির নাম-বিশেষ। ইহাকে সহজভাবে "মুচলিন্দ"ও বলা হয়। পালি ভাষ্যকার ইহাকে **"মুচল+ইন্দ"** = "মুচলিন্দ" অর্থে **"মুচল"** বৃক্ষের রাজাও বলিয়াছেন। সুতরাং ইহার অর্থ:—১। মুচলিন্দ নামক এক বৃক্ষ-বিশেষ। কেহ কেহ বলেন "মুচলিন্দ" নামক সরোবরের তীরবর্তী অশ্বত্থ বৃক্ষকেই মুচলিন্দ বৃক্ষ বলা হইয়াছিল। ২। নাগরাজের (সর্পরাজের) নাম-বিশেষ। ৩। উপরোক্ত "মহা মুচল মালক" নামক ব্যক্তির দ্বারা খনিত এই সরোবর "মুচলিন্দ" নামে প্রসিদ্ধ। ⟹ **মুচলিন্দ।**

মুচলিন্দ (পুং) = **মুচল।** ⟹ **মুচল।** এই স্থানটি বর্তমান বিহার প্রদেশের গয়া জিলার বুধগয়া নামক স্থানে। ভগবান তথাগত বুদ্ধ বুধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভের পর সেই স্থানেই সপ্ত সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া তাঁহার জ্ঞান লাভের সহায়ক বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সপ্ত সপ্তাহকালের মধ্যে তিনি এক এক সপ্তাহকাল এক এক স্থানে অবস্থান করেন। সেই সপ্তস্থানের নাম, যথা—**পঠমং বোধিপালঙ্কং** (প্রথম স্থান বোধিপালঙ্ক), **দুতিযং অনিমিসং** (দ্বিতীয় স্থান অনিমিষ), **ততিযং চঙ্কমণসেট্ঠং** (তৃতীয় স্থান শ্রেষ্ঠ চংক্রমণ), **চতুত্থং রতনঘরং** (চতুর্থ স্থান রত্নঘর), **পঞ্চমং অজপালং** (পঞ্চম স্থান অজপাল), **ছট্ঠমং মুচলিন্দং** (ষষ্ঠ স্থান মুচলিন্দ সরোবরের তীর), **সত্তমং রাজাযতনং** (সপ্তম স্থান রাজ-আয়তন)। অতএব এই **"মুচলিন্দ"** ষষ্ঠ স্থান।

মুচলিন্দ সর ⟹ **সর** (৪)।

মুচ্চতি (ক্রি) [√মুচ+য] ১ মুক্ত হওয়া, স্বাধীন হওয়া, রোগমুক্ত হওয়া, বন্ধনমুক্ত হওয়া, পুনঃপুন জন্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হওয়া, লোভ-দ্বেষ-মোহমূল বিনষ্ট করিয়া বিমুক্তিজ্ঞানে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, দুঃখমুক্ত হওয়া। ⟹ **মুচ্ছতি** (১)। (অতীত) **মুচ্চি।** (অ-বিণ) **মুত্ত।** (ব-বিণ) **মুচ্চমান।** (ক্রি-বি) **মচ্চিত্বা।** ২ = **মুঞ্চেতি।** ⟹ **মুঞ্চেতি** (১), **মুঞ্চতি।**

মুচ্চন (ক্লী) = **মুঞ্চন।** ⟹ **মুঞ্চন।**

মুচ্চনকাল = **মুঞ্চনকাল।** ⟹ **মুঞ্চনকাল।**

মুচ্ছঙ্গিকত (বিণ) [মুচ্ছা+ অঙ্গ+ কত] অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে শক্ত বা কঠিন করা হইয়াছে এরূপ অথবা অচেতন বা জড় করা হইয়াছে এরূপ।

মুচ্ছঞ্চিকতা—এই শব্দটি এবং **"মুচ্ছঞ্জিকতা"**—এই শব্দ দুইটির শুদ্ধপাঠ সম্ভবত **"পুঞ্চিকতা"**। ধর্মসঙ্গণীতে **"পুঞ্চিকতা"**, বিভঙ্গে ও ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় **"পুচ্ছঞ্জিকতা"**, চূল্লনিদ্দেসে ও মহানির্দেশে **"মুচ্ছঞ্চিকতা"** এবং বিভঙ্গ অর্থকথায় **"পুচ্ছঞ্জিকতা"** শব্দ দৃষ্ট হয়। এইসব শব্দের অর্থ হয়:—"বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ"। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পুচ্ছং চালেতি** অর্থাৎ কুকুর লেজ আন্দোলিত করে। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **লাভনালাভনক-ঠানে বেধনা কম্পনা নীচবুত্ততা।** ইহাকে **"মুচ্ছঙ্গিকত** (অচেতনকৃত)" অর্থেও গ্রহণ করা হইতে পারে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আমরা আকুলতা সম্বন্ধীয় ভাবের ক্রমোন্নতিতে গ্রহণ করিলে এই শব্দের অর্থ প্রায় মূর্ছারোগের বা তড়কার আক্রমণ সদৃশ হয়। একই ঘটনায় অচেতন অর্থে বুদ্ধঘোষের অনুবাদে **"চলনং"** (অর্থাৎ ইতস্ততকরণ বা দোলায়মান অবস্থা) অর্থে "ছম্ভিতত্ত (পক্ষাঘাত)"; দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় **"সকল সরীর চলনং"**। **"মুচ্ছঞ্চিকতা"** শব্দকে আমরা "কূটকম্প্রুত" অর্থেও গ্রহণ করতে পারি। ⟹ **পুঞ্চিকতা।**

মুচ্ছঞ্জিকতা ⟹ **পুঞ্চিকতা, মুচ্ছঞ্চিকতা।**

মুচ্ছতি (ক্রি) [√মুচ্ছ+অ] ১ অনম্য হওয়া, দুর্দমনীয় হওয়া, দৃঢ় হওয়া, কঠিন করা বা হওয়া, কর্কশ হওয়া, রুক্ষ হওয়া, একগুঁয়ে হওয়া, কৃত্রিম হওয়া, বাহ্যিকাচার প্রিয় হওয়া, কতকটা শক্ত হওয়া, অদম্য হওয়া, জমাট বাঁধা বা বাঁধানো, ঘন করা বা হওয়া, ঘনীভূত করা বা হওয়া, জমিয়া যাওয়া, দধি বা ছানা প্রস্তুত করা। ইহার বানান **"মুচ্চতি"**ও হয়। ⟹ **মুচ্চতি।** ২ জ্ঞানহীন করা বা হওয়া, নির্বোধ করা বা হওয়া, মোহিত করা বা হওয়া, হতবুদ্ধি করা বা হওয়া, মূর্ছিত হওয়া, বেহুঁশ হওয়া, অজ্ঞান হওয়া, অজ্ঞাত হওয়া, অজ্ঞানকৃত হওয়া, সংজ্ঞাহীন করা বা হওয়া, অচেতন হওয়া, দুর্বল হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, বিবর্ণ হওয়া। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মজ্জতি মুচ্ছতি।** (অতীত) **মুচ্ছি।** (অ-বিণ) **মুচ্ছিত।** (ব-বিণ) **মুচ্ছন্ত।** (ক্রি-বি) **মুচ্ছিত্বা, মুচ্ছিয।** (করণে) **মুচ্ছেতি।**

মুচ্ছন (ক্লী) = **মুচ্ছনা।** ⟹ **মুচ্ছনা।**

মুচ্ছনা (স্ত্রী) ১ মূর্ছন, মূর্ছনা, মূর্ছা, অচৈতন্য অবস্থা, বেহুঁশ অবস্থা, অজ্ঞান অবস্থা, অজ্ঞাত অবস্থা, অজ্ঞানকৃত কার্য। ২ জ্ঞানহীন অবস্থা, হতবুদ্ধি অবস্থা। ৩ সপ্তস্বরের আরোহণ বা অবরোহণ, মূর্ছন, মূর্ছনা, স্বরের আরোহণ, শব্দ বা স্বর বৃদ্ধি। (জাতক) **বীণং উত্তম-মুচ্ছনায মুচ্ছেত্বা বাদেসি।**

মুচ্ছা (স্ত্রী) ১ মূর্ছা, অচৈতন্য, মোহ, অচেতন, মনের

বিহ্বল অবস্থা, বেহুঁশ অবস্থা, অজ্ঞান অবস্থা, অজ্ঞাত অবস্থা। ২ হতবুদ্ধি অবস্থা, জ্ঞানহীন অবস্থা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামমুচ্ছা**। ⟹ **কামচ্ছন্দ**।

মুচ্ছিত (বিণ) ১ মূর্ছিত, মূর্ছাগত, মূর্ছাপ্রাপ্ত, অচৈতন্য প্রাপ্ত, অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত। = **তিন্তিণন্ত**। ⟹ **গিদ্ধ**। ২ দুঃখে উম্মত্ত প্রায়, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি, বিমোহিত, মুগ্ধ। জাতক অর্থকথায় "**পগিদ্ধ**" এবং "**গধিত**" শব্দের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত শব্দ। ⟹ **পমুচ্ছিত, মুচ্ছতি**।

মুচ্ছেতি (ক্রি) ১ শক্ত হওয়া, দৃঢ় হওয়া, কঠিন হওয়া, ঘনীভূত করা বা হওয়া, জমিয়া যাওয়া, জমাট হওয়া, দধি বা ছানা প্রস্তুত করা, ঘন করা, অনমিত হওয়া, দুর্দমনীয় হওয়া, কর্কশ হওয়া, রুক্ষ হওয়া, একগুঁয়ে হওয়া, কৃত্রিম হওয়া, বাহ্যিকাচার প্রিয় হওয়া, কতকটা শক্ত হওয়া, অদম্য হওয়া। এই শব্দের পরিবর্তে "**মুচ্চতি**" শব্দও ব্যবহৃত হয়। ⟹ **মুঞ্চতি**। ২ শব্দ করা, কণ্ঠস্বর বড় বা বৃদ্ধি করা, স্বর বা শব্দ বড় বা বৃদ্ধি করা। (জাতক) **বীণং মুচ্ছেতি**। ⟹ **মুচ্ছতি**।

মুজ্জ = **মুজ্জন**। ⟹ **মুজ্জন**।

মুজ্জতি (ক্রি) পতিত হওয়া, তলায় পড়া, মগ্ন করা বা হওয়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, খনন করা, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা হ্রাস করা, দেনা মিটানো বা পরিশোধ করা, ডোবা, ডুবিয়া যাওয়া, জলমগ্ন করা বা হওয়া, তলাইয়া যাওয়া, নিম্নাভিমুখে পতিত হওয়া, ডুব দেওয়া, কোনো বিষয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করা, জলপ্লাবিত করা। (যৌগিকে) **উম্মুজ্জতি, নিমুজ্জতি**।

মুজ্জন (স্ত্রী) = **নিমুজ্জন**। ⟹ **নিমুজ্জন**।

মুঞ্চক (বিণ) মুঞ্চক, মোচনকারী, মুক্তকারী, যে ব্যক্তি খালাস বা মুক্ত করিয়া দেয়, স্বত্বত্যাগকারী, নির্গত হয় এরূপ, নিঃসরিত হয় এরূপ, বিকীর্ণ হয় এরূপ।

মুঞ্চতি (ক্রি) [√মুচ+ং+অ] ১ খালাস করা, মুক্ত করা বা হওয়া, স্বত্ব ত্যাগ করা, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, উদ্ধার করা, ত্যাগ করা, সন্তান প্রসব করা, বিলি করা, প্রদান করা, বক্তৃতাদি করা, (আঘাত) প্রদান করা, ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্ত করিয়া দেওয়া, মোচন করিয়া দেওয়া। (বিপ) **বন্ধতি**। = **পুঞ্চতি**। (সূত্রনিপাত) **সুজঝতি মুঞ্চতি বজ্ঝতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তানি মুচ্চিংসু**— তাহাদের অন্তর বা হৃদয় পরিষ্কার ছিল; (থেরিগাথায়) **চিত্তানি মুচ্চসসু**। (ধর্মপদ) **পাপকম্মা মুচ্চিংসু**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **নিরযূপপত্তিতো মুচ্চিসসতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুক্খা মুচ্চিতু (মুঞ্চিতু)-কাম**— দুঃখ ত্যাগের বা মুক্তির ইচ্ছুক; **দুক্খা মুঞ্চতি**। ২ বিদায়কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা, ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, ঢিলা করিয়া দেওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময় অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া বা সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামাইয়া দেওয়া বা নামানো, বাদ দেওয়া, ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, ত্যাগ করা, পত্র পাঠানো, দান দেওয়া, দেওয়া, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা বা দেওয়া, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া বা করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনা-সামনি থাকা। (জাতক) **সরং মুঞ্চতি**— শর ত্যাগ করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ধেনু বচ্ছকসস খীর-ধারং মুঞ্চতি**। (মহাবংস) **ফলকং মুঞ্চতি**। ৩ মুক্তি দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, ঘোড়ার সাজ খোলা, অস্ত্রশূন্য করা, জোয়ালের বন্ধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সত্ত উসভসতানি মুঞ্চাপেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যোগ্গানি মুঞ্চিত্বা**। ৪ যাইতে দেওয়া, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, বাহিরে প্রেরণ করা, (কিরণ) বিকীর্ণ করা, সম্মুখে (আলোক বা প্রদীপ) দেওয়া। (জাতক) **ওভাসং মুঞ্চি**। (মহাবংস) **রস্মিযো মুঞ্চতি**। ৫ (শব্দ) প্রকাশ করা বা ঘোষিত করা, উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, (মেকি মুদ্রা ইত্যাদি) চালানো, (শব্দ ইত্যাদি) নির্গত করা। (জাতক) **বাচং মুঞ্চতি**। (বিমানবত্থু) **মালা মুঞ্চতি ঘোসং** = **বিসসজ্জেতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ৬ সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, স্থাপন করা, দান দেওয়া, রাখা, বাহিরে প্রেরণ করা, নির্গত করা, প্রচার বা প্রকাশ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ঢিলা দেওয়া। (ধর্মপদ) **ন ব্রাহ্মণসস পহরেয্য নাসস মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বেরং ন মুঞ্চেথ** (অর্থাৎ "**কোপংনে করেয্য**")। ৭ পরিত্যাগ করা, ত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ফেলিয়া দেওয়া। (ধর্মপদ) **মুঞ্চ; তণ্হং মুঞ্চ**। (জাতক) **পেত রাজবিসয মুঞ্চথ**। (তুলনীয়) **পমুঞ্চতি, পটিমুঞ্চতি, বিমুঞ্চতি**। ক। কর্তৃবাচ্যে:—(বর্তমানকাল) **মুঞ্চতি**। (সপ্তমী) **মুঞ্চেথ**। (পঞ্চমী) **মুঞ্চ**। (অতীত একবচনে) **মুঞ্চি**; (বহুবচনে) **মুঞ্চিংসু**। (অ-বিণ) **মুত্ত**। (ব-বিণ) **মুঞ্চন্ত, মুঞ্চমান**। (ক্রি-বি) **মুঞ্চিয, মুত্বা, মুঞ্চিত্বা**। (তুম্) **মুঞ্চিতুং**। (করণে) **মুঞ্চাপেতি**। খ। কর্মবাচ্যে:—(বর্তমানকাল) **মুচ্চতি**। (পঞ্চমী একবচনে) **মুচ্চসসু**; (বহুবচনে) **মুচ্চথ**। (সপ্তমী) **মুঞ্চেয্য**। (অতীত একবচনে) **মুচ্চি**; (বহুবচনে) **মুচ্চিংসু**। (অ-বিণ) **মুত্ত**। (ব-বিণ) **মুচ্চন্ত**। (ভবিষ্যতে) **মুঞ্চিসসতি, মুচ্চিসসতি**;

(একবচনে) **মোক্খসি**; (বহুবচনে) **মোক্খত্থ**। (তুম্) **মুঞ্চিতুং**। (করণে) **মোচেতি, মোচাপেতি**।

মুঞ্চন (ক্লী) ১ ত্যাগ, বিসর্জন, বর্জন, মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, মুক্ত হইয়াছে এরূপ অবস্থা, স্বাধীন হইয়াছে বা মুক্তি পাইয়াছে এরূপ অবস্থা, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা। = **মুচ্চন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুঞ্চনাকার; মুঞ্চনকাল**। ২ ছাড়িয়া দেওয়া, ঢিলা করিয়া দেওয়া, বিকীর্ণকরণ, নির্গতকরণ, নিঃসারিতকরণ, দানকরণ, প্রদান, স্থাপনকরণ, রক্ষাকরণ বা রাখা। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার—"**কথাকথন**, উচ্চধ্বনিকরণ, জয়ধ্বনিকরণ, চিৎকারকরণ", এই অর্থও দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গের "**মঞ্চন**" শব্দ হইতে ইহা শুদ্ধকৃত পাঠ!। = **দান** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

মুঞ্চনক (বিণ) বিকীর্ণকারী, বিকীর্ণ করে এরূপ, নির্গত করে এরূপ, বাহিরে প্রেরণ করে এরূপ, নিঃসরণ করে এরূপ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পভামুঞ্চনক**।

মুঞ্চনকাল (পুং) মুক্তির সময়, দান দেওয়ার সময়, ত্যাগের সময়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুক্খা মুঞ্চনকাল**—দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের সময়। = **মুচ্চনকাল**। ⟹ **মুঞ্চন** (১)।

মুঞ্চন চেতনা (স্ত্রী) ত্যাগ চেতনা। ⟹ **অপর চেতনা**।

মুঞ্চনাকার—মুক্তির উপায়, বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুক্খতো মুঞ্চনাকার**—দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়। ⟹ **মুঞ্চন** (১)।

মুঞ্চিয (ত্রি–বিণ) তদ্ভিন্ন, ব্যতীত, অধিকন্তু, আরও। (মহাবংস) **মং মুঞ্চিয; ইমং মুঞ্চিয**—ইহা ব্যতীত।

মুঞ্জ (ক্লী) ১ মুঞ্জ, মুঞ্জঘাস, এক প্রকার ঘাস (যদ্দারা চটিজুতা প্রস্তুত করা হয়)। (দীর্ঘনিকায়) **মুঞ্জকেস**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুঞ্জ পাদুকা**। (সূত্রনিপাত) **মুঞ্জময**। মুঞ্জঘাসকে "**ইসীকা**"ও বলা হয়। ২ এক জাতীয় মৎস্য, একপ্রকার মাছ। (জাতক অর্থকথায়) **ইসীকা রোহিত**।

মুঞ্জকেস (বিণ) (মুঞ্জঘাসের ন্যায়) কাল কেশর বা কেশ আছে এমন। ⟹ **মুঞ্জ** (১)।

মুঞ্জপাদুকা—মুঞ্জঘাস দ্বারা প্রস্তুত পাদুকা বা চটিজুতা। ⟹ **মুঞ্জ** (১)।

মুঞ্জময (বিণ) মুঞ্জঘাসময়, সর্বাংশে মুঞ্জঘাস দ্বারা প্রস্তুত। ⟹ **মুঞ্জ** (১)।

মুট—১ = **মুটোলি**। ⟹ **মুটোলি**। ২ = **মুটসিব**। ⟹ **মুটসিব**।

মুটসিব (পুং) এক ব্যক্তির নাম-বিশেষ। এই শব্দটি "মহাবংস" নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মুটোলি = **মুতোলী**। ⟹ **মুতোলী, মুটোলি**।

মুটোলি—মুটড়ি, পুটলি। = **পুটোলি**। ⟹ **পট্টোসি, মুটোলি**।

মুটোলী = **মুটোলি**। ⟹ **মুটোলি**।

মুট্ঠ (বিণ) বিস্মৃত, ভ্রান্ত, ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ, যে ব্যক্তি ভুল করে।

মুট্ঠসচ্চ (ক্লী) ভ্রম, ভ্রান্তি, ভুল, বিস্মরণ, বিস্মৃত অবস্থা, বিস্মৃতিশীলতা, বিস্মৃতি, অমনোযোগিতা, বিস্মৃতিপূর্ণতা; (সাহিত্যে) বার বার ভুলিয়া যাইতে থাকে এরূপ অবস্থা। (দীর্ঘনিকায়) **অসম্পজঞ্ঞঞ্চ মুট্ঠসচ্চ**। (ধর্মসঙ্গণী) **যা অসতি অননুস্সতি ... অধারণতা পিলাপনতা সম্মুস্সনতা**।

মুট্ঠসতি (বিণ) বিস্মৃতিশীল, বিস্মৃতিপূর্ণ, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উদ্বেগহীন, ভ্রান্তিপূর্ণ, উদাসীন, অসাবধান, ভুলে ভরা। ⟹ **সতি**।

মুট্ঠসতিক (বিণ) = **মুট্ঠসতিন**। ⟹ **মুট্ঠসতিন**।

মুট্ঠসতিন (বিণ) "মনোযোগিতায় বিস্মৃতিশীল" অর্থাৎ বিস্মৃতিশীল, বিস্মৃতিপূর্ণ, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য, অসাবধান, বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। (সংযুক্ত নিকায়) **মুট্ঠস্সতি অসম্পজান**। Morris গ্রন্থে "**মুট্ঠিস্সতি**" অর্থে "অকৃতকার্য, ভাগ্যহীন"ও গ্রহণ করা হইয়াছে। ⟹ **পরিমুস্স, মুস্সতি, মুট্ঠসতি**।

মুট্ঠস্সতি (বিণ) = **মুট্ঠসতিন**। ⟹ **মুট্ঠসতিন, মুট্ঠসতি**।

মুট্ঠস্সতী (বিণ) বিস্মৃতিশীল, বিস্মৃতিপূর্ণ, অমনোযোগী। = **মুট্ঠস্সতি**।

মুট্ঠি (পুং) ১ মুষ্টি, কুঞ্চিতপাণি, মুঠা, কিল, মুষ্ট্যাঘাত, ঘুষি, খড়গাদির বাঁট, হাতল। (জাতক) **মুট্ঠিকত্বা গণ্হাতি**—মুষ্টি করিয়া লওয়া অর্থাৎ দৃঢ়রূপে ধরা, শক্ত করিয়া ধরা, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করা, দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করা; **মুট্ঠিং অকাসি**—(চিহ্ন বা নিদর্শনস্বরূপ) মুষ্টি করিল। ২ একমুষ্টি, অল্প পরিমাণ, অল্প সংখ্যা। (দীর্ঘনিকায়) **আচরিয মুট্ঠি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কুণ্ডকমুট্ঠি**। (জাতক) **তিলমুট্ঠি; পংসুমুট্ঠি; রিত্তমুট্ঠি**।

মুট্ঠিক (পুং) ১ মুষ্টিযোদ্ধা, কুস্তিগির (আমোদ-প্রমোদের জন্য যাহা প্রদর্শন করা হয়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুট্ঠিক মল্ল**। ⟹ **মল্লমুট্ঠিক, মল্ল** (২)। ২ এক প্রকার মুদ্গর বা হাতুড়ি।

মুট্ঠিক মল্ল (পুং) মুষ্টিযুদ্ধের যোদ্ধা, কুস্তিগির, কুস্তিখেলার মল্ল বা বলিষ্ঠ পুরুষ। ⟹ **মুট্ঠিক, মল্লমুট্ঠিক**।

মুট্ঠিক যুদ্ধ (ক্লী) মুষ্টিযুদ্ধ, মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা যুদ্ধ।

মুট্ঠিক সম্মুঞ্জনী (স্ত্রী) মুষ্টি ঝাঁটা অর্থাৎ যে ঝাঁটায় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিবার লম্বা হাতলরূপ দণ্ড আছে, মুষ্টিক সম্মার্জনী। ঈদৃশ ঝাঁটা দ্বারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার করা যায়।

মুণিক—একটি শূকরের নাম-বিশেষ। ⟹ **সূকর**।

মুণ্ড (বিণ) মুণ্ডিত, ক্ষৌরকর্মকৃত, অঙ্কুরণ বিরহিত, নগ্ন, অনাবৃত, উলঙ্গ, নিরলঙ্কার, নিরাভরণ, কামাইয়াছে এমন, ন্যাড়া, (কেশহীন) সন্ন্যাসী, (মুণ্ডিতমস্তক) শ্রমণ

বা ভিক্ষু অথবা (স্ত্রীলিঙ্গে—মুণ্ডিতমস্তক) ভিক্ষুণী। (তুলনীয়) **মুণ্ডক**। = **মুণ্ডিত সীস** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।(পেতবত্থু অর্থকথা) **কণ্ণমুণ্ড**—কানকাটা। (সংযুক্ত নিকায়) **মুণ্ড সঙ্ঘাটি-পারুত**।

মুণ্ডক (বিণ) মুণ্ডিতমস্তক, ন্যাড়ামাথা। = **মুণ্ড**। = **সীস-মুণ্ডন-মত্ত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মুণ্ডক সমণা**। (মহাবংস) **অড্‌ঢমুণ্ডক; কণ্ণমুণ্ডক**।

মুণ্ডকসমণ (পুং) মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণ, ন্যাড়ামাথা শ্রমণ। ⟹ **মুণ্ডক**।

মুণ্ডক পটিসীসক (ক্লী) মস্তকের উপরিস্থ সংযত কেশগুচ্ছ বা শিখা, মস্তকের উপরিস্থ বন্ধন করা চুলের খোঁপা বা বেণী অথবা ঝুঁটি। (বি-ভা) **কাসাযং নিবাসেত্বা মুণ্ডক পটিসীসং সীসে পটিমুঞ্চিত্বা**—মাথার উপরিস্থ সংযত কেশগুচ্ছের উপরদিকে ঝুঁটি বন্ধন করিয়া (মিলিন্দ প্রশ্ন); (তুলনীয়) **পচ্চেক বুদ্ধ-বেসং গণ্হিত্বা পটিসীসকং পটিমুঞ্চিত্বা** (জাতক)।

মুণ্ডচ্ছদ (পুং) ছাদপিটা দালান, যে দালানের ছাদ সমতলরূপে করা হইয়াছে।

মুণ্ডতি (ক্রি) = **মুণ্ডেতি**। ⟹ **মুণ্ডেতি**। (ব-বিণ) **মুণ্ডন্ত**।

মুণ্ডত্ত (ক্লী) মুণ্ডনত্ব, মুণ্ডিত হওয়ার বিষয় বা ঘটনা। = **মুণ্ডিয**।

মুণ্ডন (ক্লী) মুণ্ডন, মাথা মুড়ানো বা কামানো, মাথার চাঁদি (মাঝখানটা) কামানো, চূড়াকরণ সংস্কারবিশেষ।

মুণ্ডপব্বত = **মুণ্ডপব্বতক**। ⟹ **মুণ্ডপব্বতক**।

মুণ্ডপব্বতক—নগ্ন পর্বত অর্থাৎ যেই পর্বতে গাছগাছড়া ও ঝাড়জঙ্গল কিছুই নাই। (জাতকে) **হত্থিমত্ত**। (সাহিত্যে) **মুণ্ডিক পব্বত**।

মুণ্ডবট্টিন (পুং) "ঠিকা লোক অথবা অল্পকালের জন্য নিযুক্ত ভৃত্য(?)", রাজার ভৃত্য, (সম্ভবত) দ্বারবান বা মুঠে। বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ইহার দুই প্রকার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—১। **মল্ল-কম্মকরাদযো বিয কচ্ছং বন্দিত্বা নিবাসেন্তি**, ২। **মুণ্ড বেট্‌ঠী'তি যথা রঞ্‌ঞো কুহিঞ্চি গচ্ছন্তো পরিক্‌খার-ভণ্ডবহন-মনুস্‌সা'তি অধিপ্পাযো**। বেটি শব্দ পাঠই অধিকতর শুধু।

মুণ্ড সঙ্ঘাটি-পারুত (বিণ) মুণ্ডিত মস্তক সঙ্ঘাটি পরিহিত (অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষু)। ⟹ **মুণ্ড**।

মুণ্ডসির (বিণ) মুণ্ডশির, মুণ্ডিতমস্তক, ন্যাড়ামাথা। ⟹ **সির**।

মুণ্ডিক = **মুণ্ড**। ⟹ **মুণ্ড**।

মুণ্ডিক পব্বত = **মুণ্ডপব্বতক**। ⟹ **মুণ্ডপব্বতক**।

মুণ্ডিত (বিণ) মুণ্ডিত, বাপিত, মুড়ানো, ন্যাড়া। ⟹ **মুণ্ড**।

মুণ্ডিত পব্বত—মুণ্ডিত পর্বত, ন্যাড়া পাহাড়। = **মুণ্ড পব্বতক**।

মুণ্ডিত সীস (বিণ) মুণ্ডিত শির, মুণ্ডিত মস্তক, ন্যাড়া মাথা। ⟹ **মুণ্ড**।

মুণ্ডিয (ক্লী) কেশহীনতা, টাক পড়া অবস্থা, পালকহীন অবস্থা, পত্রহীন অবস্থা, বৃক্ষশূন্য অবস্থা, নীরস অবস্থা, অলঙ্কার বর্জিত অবস্থা, নিরাভরণ অবস্থা, (পরিব্রাজক এবং ভিক্ষুদের মস্তকের) মুণ্ডিত অবস্থা। = **মুণ্ডত্ত**।

মুণ্ডেতি (ক্রি) [√মুণ্ড+এ] মুণ্ডন করা, ক্ষৌরকর্ম করা, কামানো, বঞ্চিত করা, ক্ষৌর করা। বৌদ্ধসংস্কৃত করণকারকে—মুণ্ডাপয়তি। জাতকে "**মুণ্ডেতি**" শব্দের পরিবর্তে "**মুণ্ডতি**" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—**কূষ্ঠ-সখেন মুণ্ডনো বিষ**। (অতীত) **মুণ্ডেসি**। (অ-বিণ) **মুণ্ডিত**। (ব-বিণ) **মুণ্ডেন্তো**। (ক্রি-বি) **মুণ্ডেত্বা**।

মুত (ক্লী) নাসিকা-জিহ্বা-স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান বা ভাব উপলব্ধি। (বিণ) আঘ্রাত-স্বাদিত-স্পৃষ্ট, গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শ দ্বারা ভাব জ্ঞাত, ভাবিত, ধারণাকৃত, নিজ ধারণায় বা মতে শুভাশুভ বিশ্বাসী, চিন্তিত, অনুমিত, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, কল্পিত, বিবেচিত (অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা ব্যতীত ষড়িন্দ্রিয়ের অপর ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়)। ⟹ **দিট্‌ঠি** (১ক), **মুতমঙ্গলিকা**। = **ফুসন-অরহং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **অনুমত** (জাতক অর্থকথা)। প্রায়ই একসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ:—**দিট্‌ঠ সুত মুত**—দৃষ্ট শ্রুত ও ধারণাকৃত বা ভাবিত। "**দিট্‌ঠং**" অর্থে "**চক্‌খুনা দিট্‌ঠ**"; "**সুতং**" অর্থে "**সোতেন সুতং**"; "**মুতং**" অর্থে "**ঘানেন ঘাযিতং, জিহ্বায সাযিতং, কাযেন ফুট্‌ঠং**" এবং "**বিঞ্‌ঞাতং**" অর্থে "**মনসা বিঞ্‌ঞাতং**"। ষড়িন্দ্রিয়ের উপলব্ধি জ্ঞানকে "**দিট্‌ঠং, সুতং, মুত্তং, বিঞ্‌ঞাতং**"—এইরূপে চারিপ্রকারে অনুবাদ করা চলে, যেহেতু "**মুতং**" অর্থে **ঘাযিতং সাযিতং ফুট্‌ঠং**—এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পায় এবং "**বিঞ্‌ঞাতং**" অর্থে মনস্ক্রিয়া বা মানসিক কর্ম। ধর্মপদে বলা হইয়াছে:—"**রূপযাতনং দিট্‌ঠং, সদ্দাযতনং সুতং, গন্ধাযতনং রসাযতনং ফোট্‌ঠব্বাযতনং-মুতং, সব্বং রূপং মনসা বিঞ্‌ঞাতং**।

মুতমঙ্গলিক (বিণ, পুং, একবচন) যে ব্যক্তি নিজের ধারণা অথবা মত অনুযায়ী শুভাশুভ নির্ধারণ করে, নিজের অভিপ্রায় বা বিশ্বাস অনুযায়ী শুভাশুভ বিশ্বাসী। ⟹ **মঙ্গলিক** (২)। "**মুতমঙ্গলিক**" বলিলে বুঝায় "ঘ্রাণ, স্বাদন ও স্পর্শ" দ্বারা যে ব্যক্তি শুভাশুভ নির্ধারণকারী। (জাতক) **দিট্‌ঠমঙ্গলিক, সুতমঙ্গলিক**; জাতক অর্থকথায় কেবল "স্পর্শ" দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মুতমঙ্গলিকা (বিণ, পুং, বহুবচন) যাহারা নিজ নিজ ধারণা অথবা বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ নিজ শুভাশুভ নির্ধারণ করে এমন। ⟹ **মুতমঙ্গলিক**।

মুতবিসুদ্ধিক (বিণ) মহাপবিত্রতা সম্বন্ধীয় অর্থাৎ স্বধর্ম পরায়ণ, ধর্মমতে দৃঢ়বিশ্বাসী, গোঁড়া, নৈষ্ঠিক,

শাস্ত্রবিশ্বাসী, সিদ্ধ, কৃতকার্য, সমৃদ্ধিশালী, ভাগ্যবান, সুখী। মহানির্দেশে "স্পর্শবিষয়ে অর্থাৎ কোনো কিছু স্পর্শ করিলে পবিত্র হয়" বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ⟹ **মুতসুদ্ধি**।

মুতসুদ্ধি—স্পর্শ বিষয়ে পবিত্রতা অর্থাৎ সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া অথবা যাত্রাকালীন কোনো বস্তু স্পর্শ করিলে পবিত্র হয় বলিয়া ধারণা। ⟹ **মুতবিসুদ্ধিক**।

মুতি (স্ত্রী) জ্ঞান উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তু বা মনের ভাব, বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি। সূত্রনিপাত অনুসারে "প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, যাহা ধারণা করা হইয়াছে" এর সমার্থবাচক। (বিভঙ্গ) **দিট্‌ঠি, রুচি, মুতি**; (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **মুদতী'তি মুতি**। (তুলনীয়) **সম্মুতি**।

মুতিঙ্গ (পুং) মৃদঙ্গ, ছোট ঢোল, নাগরা বা ঢোল, ছোট ঢক্কা-বিশেষ, মুরজ, পাখোয়াজ, খোল, পটহ। ⟹ **আনক**। (জাতক) **ভেরিমুতিঙ্গ**। সংযুক্ত নিকায়ে এই শব্দের বানান "**মুদিঙ্গ**"।

মুতিঙ্গ সদ্দ—মৃদঙ্গের শব্দ, ঢোলের শব্দ। ইহা জাতকে উল্লেখিত "**হত্থিসদ্দ, অস্‌সসদ্দ**", ইত্যাদি দশ প্রকার শব্দের মধ্যে একটি।

মুতিমন্ত (বিণ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, অবগত, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, কৌশলী, প্রবীণ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। (তুলনীয়) **মতিমন্ত**।

মুতিমন্ত (বিণ) = **মুতিমন্ত**। ⟹ **মুতিমন্ত**।

মুতিমা (বিণ) = **মুতিমন্ত**। ⟹ **মুতিমন্ত**।

মুতীমা (বিণ, বহুবচন) = **মুতিমন্ত**। ⟹ **মুতিমন্ত**।

মুতোলী = **মুতোলী**। ⟹ **মুতোলী**।

মুতোলী—মুটরি, পথিক এবং সৈন্যদিগের বোচকা। মধ্যম নিকায়ের বিশেষ ভাষায় দৃষ্ট হয়—"**উভতো-মুখা মুতোলী পূরা নানাবিহিতস্‌স ধঞ্ঞস্‌স**"। মধ্যম নিকায়ে "**পুতোলি, মূটোলী**" শব্দও সমার্থে দৃষ্ট হয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যানমুতোলী**। ⟹ **মুটোলি**।

মুত্ত (বিণ) ১ ক মুক্ত, ছাড়িয়া দিয়াছে এরূপ, স্বাধীনতা প্রাপ্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত, খোলা, উদ্ধৃত, বিসৃষ্ট, আনন্দিত, নির্মল। (সূত্রনিপাত) **অব্‌ভামুত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুমুত্ত**। **খ** ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, প্রকাশিত, বিকীর্ণ, নির্গত, নিঃসারিত, উৎসর্গীকৃত, নিবেদিত। = **চত্ত, বন্ত, মুত্ত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চত্তমুত্ত**। (তুলনীয়) **বিমুত্ত**। **গ** বিশৃঙ্খল। **বীথিমুত্ত**। ২ (ক্লী) মুত, মূত্র, প্রস্রাব। (বিনয়) **পস্‌সাবো মুত্তং বুচ্চতি**। (পেতবত্থু) **গূথঞ্চ মুত্তং**। শরীরে ৩২ প্রকার অশুচির বা "**দ্বত্তিংসোকারং**" এর মধ্যে ইহা একটি।

মুত্তক (বিণ) মুক্ত। = **মুত্ত** (১)। (যৌগিকে) **অন্তরামুত্তক** (বিনয়)।

মুত্তকরণ (ক্লী) মূত্রকরণ, প্রস্রাবকরণ, পুরুষের কিংবা স্ত্রীলোকের লিঙ্গবিশেষ।

মুত্তকরীস—মলমূত্র, প্রস্রাব এবং বিষ্ঠা। = **করীসমুত্ত**।

মুত্তকা (স্ত্রী) মুকুতা, মুক্তা। = **মুত্তা**। (মহাবংসে) **মুত্তকামষ**।

মুত্তকামষ (বিণ) মুক্তাময়, সর্বাংশে মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত। ⟹ **মুত্তকা**।

মুত্তগত (বিণ) মূত্রে পরিণত হইয়াছে এরূপ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **গূথমুত্তগত**।

মুত্তচাগ (বিণ) মুক্ত এবং ত্যাগী, স্বাধীন, ভদ্র, ভদ্রোচিত, সরল, উদার, উচ্চমনা, দানশীল, বদান্য, প্রচুর, মুক্ত, (ধর্মে বা রাজনীতিতে) উদার মতাবলম্বী, অবিকল নহে এমন, সাধারণ, বিশাল। = **পরিভাবিত চিত্ত**—দানচিত্ত।

মুত্তছক্ক—পরিত্যক্ত সেট, বর্জিত সেট। ⟹ **ছক্ক**।

মুত্তপটিভাণ (বিণ) মুক্তজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, অনাবদ্ধ বোধশক্তি বা মানসিক শক্তি-সম্বন্ধীয়, অপরিমিত ক্ষিপ্রতা, সীমাতিক্রান্ত তৎপরতা (বিপ—**যুত্তপটিভাণ**), দ্রুত প্রশমিত করা হয় এমন।

মুত্ততা (স্ত্রী) মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থা, মুক্তি, স্বাধীনতা, পৌরাধিকার, স্বাতন্ত্র্য।

মুত্তবত্থি (পুং, স্ত্রী) মূত্রবস্তি, বস্তি, মূত্রস্থলী, মূত্রের স্থালী, প্রস্রাবের থলি, বায়ু বা বারিপূর্ণ ক্ষুদ্র থলি, মূত্রাশয়। ⟹ **বত্থি** (১)।

মুত্তসদ্ধ (বিণ) শ্রদ্ধাতে মুক্ত, গভীর বিশ্বাসী, যাহার গাঢ় শ্রদ্ধা আছে এমন। = **সদ্ধাধিমুত্ত**।

মুত্তসির (বিণ, একবচন) মুক্তশির, মাথার চুল বাঁধা হয় নাই এমন, খোলা মাথায়। ⟹ **সির, মুত্তসিরা**।

মুত্তসিরা (বিণ, বহুবচন) অসংযত বা বিহ্বল মাথায়, অনাবিষ্ট বা বিশৃঙ্খল মাথার সহিত। ⟹ **মুত্তসির**।

মুত্তা (স্ত্রী) মুক্তা, মুকুতা, মোতি, মৌক্তিক। (বিমানবত্থু) **মুত্তাচিত**। (পেতবত্থু) **মুত্তা বেড়ুরিয়**। মহাবংসে নামক গ্রন্থে আট প্রকার মুক্তার নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—১। **হয়** (অশ্ব), ২। **গজ** (হস্তী), ৩। **রথ** (রথ বা গাড়ি), ৪। **আমলকা** (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া), ৫। **বলযবেঠক** (গোলাকার বলয় বা বালা), ৬। **অঙ্গুলিবেঠক** (গোলাকার আংটি বা অঙ্গুরীয়ক), ৭। **ককুধফল** (ককুধফল ⟹ **ককুধফল**), ৮। **পাকতিকা মুত্তা** (স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক মুক্তা)।

মুত্তাচার (বিণ) [মুত্ত+আচার] মুক্ত আচার-বিশিষ্ট, স্বাধীন স্বভাব-বিশিষ্ট, অনাবদ্ধ আচার-সম্বন্ধীয়, অনবরুদ্ধ বা অসংযত আচার-সম্বন্ধীয়। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি বর্ণনায়) **বিস্‌সত্থাচারো। উচ্চার কম্মাদীসু লোকিয-কুলপুত্ত-আচারেন বিরহিতো ঠিতকো ব উচ্চারং করোতি পস্‌সাবং করোতি খাদতি ভুঞ্জতি**।

মুত্তাচিত (বিণ) [মুত্তা+আচিত] মুক্তা ভূষিত, মুক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত, মুক্তাখচিত, মুক্তা সংগৃহীত। ⟹ **মুত্তা**।

মুত্তাজাল (ক্লী) মুক্তাজাল, মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত বা সজ্জিত জাল, মুক্তাখচিত জাল, সারি সারি মুক্তা, মুক্তাময়, মুক্তাশ্রেণী, মুক্তার দড়ি, মুক্তারজ্জু। ⟹ **জাল**। = **মুত্তাময়**।

মুত্তাদাম—মুক্তাদাম, মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত মালা, মুক্তামালা, মুক্তার ঐশ্বর্য, মুক্তারূপ ধন। **মুত্তাদামময়**।

মুত্তাদামময় (বিণ) সর্বাংশে কেবল মুক্তাময় বা মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত। ⟹ **মুত্তাদাম**।

মুত্তাময় (বিণ) মুক্তাময়, সর্বাংশে কেবল মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত। = **মুত্তাজাল**।

মুত্তাবলি (স্ত্রী) মুক্তাহার, মুক্তার ছড়া, মুক্তাগাঁথা দড়ি বা রজ্জু। = **মুত্তাহার**।

মুত্তাসিক্কা (স্ত্রী) মুক্তাগাঁথা দড়ি, মুক্তার ছড়া। = **মুত্তাবলি**। ⟹ **সিক্কা**।

মুত্তাহার (পুং) মুক্তাহার, মুক্তার মালা (গলায় পরিধান করিবার অলঙ্কার-বিশেষ)।

মুত্তি (স্ত্রী) মুক্তি, মোচন, পরিত্রাণ, অপবর্গ, সংসার বন্ধনরাহিত্য, দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধনশূন্যত্ব, স্বত্বত্যাগ, স্বাধীনতা, পৌরাধিকার, স্বাতন্ত্র্য, দাসত্ব বা বন্ধন মোচন। (সূত্রনিপাতে) **মুত্যপেখো**। (মহানির্দেশ) **মুত্তি বিমুত্তি পরিমুত্তি**। (তুলনীয়) **বিমুত্তি**।

মুত্তিক (পুং) মুক্তা বিক্রেতা, মুক্তা ব্যবসায়ী।

মুত্যপেখো = **মুত্তি**। ⟹ **মুত্তি**।

মুদতি—("মোদতি" শব্দের পরিবর্তে?) বিভঙ্গ অর্থকথায় "**মুতি**" শব্দের অর্থে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। **মুদতী'তি মুতি**। ⟹ **মুতি**।

মুদযন্তী (স্ত্রী) (সংস্কৃত—মোদযন্তী) একজাতীয় উদ্ভিদ বা গুল্ম।

মুদা (স্ত্রী) আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (দীর্ঘনিকায়) **পমুদা**। ⟹ **মোদতি**।

মুদিঙ্গ = **মুতিঙ্গ**। ⟹ **মুতিঙ্গ**।

মুদিত (বিণ) মুদিত, প্রীত, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, পরিতৃপ্ত, প্রসন্ন, সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, তৃপ্ত, প্রফুল্ল। = মোদিত। (যৌগিকে) **মুদিতমন**।

মুদিতচিত্ত (ক্লী) (লব্ধবিষয়ে) প্রসন্ন চিত্ত, প্রফুল্ল মন। (বিণ) প্রসন্ন চিত্তের সহিত। ⟹ **মুদিতমন**।

মুদিতমন (বিণ) সন্তুষ্ট হৃদয়ের সহিত, প্রফুল্ল মনের সহিত, মনের প্রসন্নতার সহিত, মনের আনন্দের সহিত। (সূত্রনিপাত) **মুদিতমন উদগ্গ**। (বিমানবত্থু) **মুদিতমন পসন্নচিত্ত**। ⟹ **মুদিত**।

মুদিতা (স্ত্রী) কোমল হৃদয়তা, পরের সুখে সুখানুভব, দয়া, সহানুভূতি, সমবেদনা, দয়াবোধ, পরের উন্নতি বা মঙ্গল দর্শনে সহানুভূতি, পরের উন্নতি ও ঐশ্বর্যে সন্তুষ্টি, পরের মঙ্গল দর্শনে আনন্দ। চতুর্বিধ "**ব্রহ্মবিহার**" এর মধ্যে ইহা একটি (⟹ "**ব্রহ্মবিহার**") এবং ত্রিবিধ "**মেত্তা**" এর মধ্যেও ইহা একটি। চতুর্বিধ "**ব্রহ্মবিহার**", যথা—**মেত্তা** (মিত্রতা), **করুণা** (করুণা, দয়া), **মুদিতা** (পরের সুখে সুখানুভব বা সন্তুষ্টি), **উপেকখা** (উপেক্ষা, নয় সুখ নয় দুঃখ তত্রমধ্যস্থত্য); ত্রিবিধ "**মেত্তা**", যথা—**মেত্তা** (কার্যকারী বা সক্রিয় মিত্রতা বা দয়া প্রদর্শন), **করুণা** (নিবারক বা বাধাজনক দয়া—যেমন শীলাদি পালনে নিষেধার্থক দয়া প্রদর্শন), **মুদিতা** (নিঃস্বার্থ বা নিরপেক্ষ দয়া প্রদর্শন)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মোদন্তি বত ভো সত্তা মোদন্তি সাধু সাধূ'তি আদিনা নযেন হিত-সুখাবিপ্পযোগ-কামতা মুদিতা**। ⟹ **করুণা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মুদিতা সঞ্ঞা; মুদিতা সঞ্ঞা, মেত্তা সঞ্ঞা, করুণাসঞ্ঞা**। (বিশুদ্ধি-মার্গ) **মোদন্তি তায, তংসমঙ্গিনো, সযং বা মোদতি** ইত্যাদি। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) "**মুদুতা**" অর্থাৎ গঠনযোগ্যতা। ⟹ **মুদুতা**।

মুদিন্দ্রিয (পুং) [মুদ+ইন্দ্রিয] মৃদু ইন্দ্রিয়, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ মৃদু। (বিণ) মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, মৃদু দৃষ্টিসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়সমূহ ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয় এরূপ, ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্বল বা মৃদু হইয়াছে এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন কৃতসংকল্প, অল্পবুদ্ধির ইচ্ছুক, নিস্তেজ বা মন্থর জ্ঞানসম্পন্ন, স্থূলবুদ্ধি, অনুভূতিহীন। (বিপ) **তিকখিন্দ্রিয**।

মুদু (বিণ) মৃদু, কোমল, মসৃণ, অতীক্ষ্ণ, সুন্দর, চিক্কণ, কমনীয়, মন্দ, আর্দ্র, নরম, শান্ত, সহজ, মধুর, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসার রহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত, দয়ালু, ধীর, সহানুভূতিশীল, ক্ষমাশীল, প্রিয়, পরদুঃখে কাতর, অল্পবয়স্ক, ধর্মভীরু, নম্র, করুণাজনক, শক্তিহীন, অসুস্থ; (ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে) ঠিক স্বাভাবিক অবস্থার নয় এমন; (তরলপদার্থ সম্বন্ধে) জলের মতো, তরল। = **অগলিত, অকক্কম**। **মুদুকেস**। **মুদুতরুণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্চিন্দ্রিযানি মুদূনি**—পঞ্চ ইন্দ্রিয় মৃদু বা ভোঁতা অথবা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয় এমন; (বিপ) **তিকখ**। (সংযুক্ত নিকায়) **মুদু তলুণ হত্থপাদা**। = **মুদুক** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। থেরগাথায় "দয়া, ভালবাসা, স্নেহ" অর্থে ও "**মুদু**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **মুদুতর** (সংযুক্ত নিকায়)।

মুদুক (বিণ) ১ মৃদু, শান্ত, কোমল, নমনীয়, সহজে বাঁকানো যায় এমন, নমনশীল, সহজে প্রবর্তনীয়, নরম, সহজ, মধুর, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসাররহিত, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **মুদুক সজ্ঝাটি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুদু উক্কট্ঠ; মুদু মজ্ঝিম**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মুদু অট্ঠিকানি**—কোমল অস্থিসমূহ। (মহাবংস) **মুদুসযন**। (মিলিন্দপ্রশ্ন)

মুদুভূমি। ২ নরম, মৃদু, শান্ত, সহজ, মধুর, কোমল, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, নমনীয়, সুরাসাররহিত, ঘাতসহ, মৃদুগতি, দয়ালু, ধীর, অলবণাক্ত, স্বাভাবিক, স্বজাতীয়, সদয়, সহানুভূতিশীল, সংকুলোদ্ভব, ভদ্র, সুশীল, নম্র, শান্তিকর, যাহার করুণাজনক অন্তর বা হৃদয় আছে এমন, ক্ষমাশীল, প্রিয়, যাহার হৃদয় পরদুঃখে কাতর এমন, অল্পবয়স্ক, পরদুঃখে কাতর, ধর্মভীরু, করুণাজনক। (জাতক) **মুদুহদয**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চিত্তং মুদু**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মুদুজাতিক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুদুচিত্ত**। ৩ নরম, মৃদু, শান্ত, সহজ, মধুর, কোমল, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসাররহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত, অসুস্থ; (ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে) ঠিক স্বাভাবিক নয় এমন, কাঁচা; (তরল পদার্থ সম্বন্ধে) জলের মতো, তরল, নষ্ট, অব্যবহার্য, বিগড়াইয়া গিয়াছে এরূপ, অতিশয় প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **অতিমুদুক**। ⟹ **মদ্দব, মুদু**।

মুদুকেস—মসৃণ চুল, সুন্দর বা চিক্কণ কেশ। ⟹ **মুদু**।

মুদুচিত্ত (বিণ) যাহার অন্তর মৃদু বা কোমল এমন, যাহার হৃদয় করুণাপূর্ণ, যাহার মন দয়ায় পরিপূর্ণ, যাহার চিত্ত মৃদু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন। = **মুদুহদয**।

মুদুচিত্ততা (স্ত্রী) মৃদুচিত্ততা, দয়াপূর্ণ বা কোমল হৃদয়তা।

মুদুজাতিক (বিণ) মৃদুজাতীয়, কোমল স্বভাবের, নম্র বা ভদ্র স্বভাবের, দয়ালু বা সহানুভূতিশীল স্বভাবের।

মুদুতর (বিণ) অধিকতর মৃদু, অপেক্ষাকৃত কোমল। = **মুদু**।

মুদুতরুণ = **মুদুতলুণ**। ⟹ **মুদুতলুণ**।

মুদুতলুণ (বিণ) অল্পবয়স্ক তরুণ। ⟹ **মুদু**।

মুদুতা (স্ত্রী) মৃদুতা, নম্রতা, কোমলতা, গঠনযোগ্যতা, অনুভবনীয় ক্ষমতা; (দীর্ঘনিকায়ে) লাবণ্য, সৌন্দর্য, কমনীয়তা। ⟹ **মুদিতা**। (ধর্মসঙ্গণী) **মুদুতা মদ্দবতা**। = **মুদুভাব, মুদুত্ত**।

মুদুত্ত (ক্লী) মৃদুত্ব। = **মুদুতা**।

মুদুপিট্‌ঠিক (বিণ) যাহার পৃষ্ঠদেশ নমনীয় বা নত, নিম্ন সমতল পৃষ্ঠদেশযুক্ত, মৃদু বা নমনশীল পৃষ্ঠদেশ আছে এমন, মসৃণ বা সহজে প্রবর্তনীয় পৃষ্ঠদেশ আছে এমন। (বিপ) **দীঘপিট্‌ঠিক**। ⟹ **পিট্‌ঠিক**।

মুদুভাব (পুং) মৃদুভাব, শান্তভাব, মসৃণ অবস্থা, দুর্বল অবস্থা, নম্র ভাব, নত অবস্থা, ধর্মভীরুভাব, মৃদুগতি অবস্থা। = **মুদুতা**। ⟹ **মুদু**।

মুদুভূত (বিণ) মৃদুভূত, নমনীয়, কোমল, নম্র বা বিনীত স্বভাবের, ব্যক্তি বা অবস্থার সহিত যে ব্যক্তি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে এমন, ঘাতসহ, মুদ্গরাঘাত দ্বারা প্রসারণীয়, শিক্ষণীয়। (দীর্ঘনিকায়) **মুদুভূত কম্মনিয**।

মুদুমদ্দব (বিণ) কোমল এবং প্রিয় (ইহা তরুণীদের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে কথিত—ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

মুদুমূসী (স্ত্রী) নেংটি ইঁদুর, অল্পবয়সের বা ছোট ইঁদুর। ⟹ **মূসী**।

মুদুসম্ভাসা (স্ত্রী) মৃদু সম্ভাষণ, মৃদু মৃদু আলাপ, মৃদুভাবে কথোপকথন।

মুদুহদয (বিণ) যাহার হৃদয় নরম অথবা সহজে গলিয়া যায় এমন, কোমল হৃদয়, যাহার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ। = **মুদুচিত্ত**।

মুদ্দঙ্কণ (ক্লী) মুদ্রণ, মুদ্রিতকরণ, মুদ্রাঙ্কণ, ছাপার কার্য, মুদ্রণের বিদ্যা বা ব্যবসায়।

মুদ্দতা (স্ত্রী) = **মুদ্ধতা**। ⟹ **মুদ্ধতা**।

মুদ্দা (স্ত্রী) ১ মুদ্রা, মোহর, ছাপ, সিলমোহর, খোদিত সিল, নামাদির মোহর, মুদ্রিত লাক্ষাদি, যাহা দৃঢ় বা প্রমাণ করে উহা, নিশ্চয়তা, মঞ্জুর, ভূমিতে সবল পদাঘাত, মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রিত চিহ্ন, আকার, ধরন, গঠন, ছাঁচ, স্বভাব, টিকিট, স্ট্যাম্প, দলিলাদি কাগজ, অঙ্কন, চিহ্ন, গ্রন্থের এক সংস্করণ, পুস্তকের একবার মুদ্রণ বা মুদ্রাঙ্কন, অস্পষ্ট স্মৃতি, বিশ্বাস, আকার-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি, ছাপার কার্য, মুদ্রণের বিদ্যা বা ব্যবসায়, মুদ্রাঙ্কন, মুদ্রণ, মুদ্রিতকরণ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রাজমুদ্দা**। রাজকীয় ছাপ বা সিলমোহর সম্বন্ধে মিলিন্দ প্রশ্নে:—"**মুদ্দকাম (অমচ্চ)**" এবং "**মুদ্দ পটিলাভ**"। ২ দেখিতে চমৎকার শিল্পবিদ্যা (**উক্কট্‌ঠং সিপ্পং**) স্বরূপ উল্লিখিত হিসাব-নিরূপণ কার্য অনুরূপ শিল্পবিদ্যা। (বিনয়) **মুদ্দাগণনা, মুদ্দালেখা**। এইএকই ভাবার্থে বৌদ্ধ সংস্কৃতে "মুদ্রা"; দিব্যাবদান গ্রন্থে একটি সেটে বা একজাতীয় শব্দসংগ্রহে আছে—"লিপ্য, সঙ্খ্যা, গণনা, মুদ্রা"। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**হত্থ-মুদ্দা-গণনা**" স্বরূপ "**মুদ্দাগণনা**", কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। মিলিন্দ প্রশ্নে "**মুদ্দা**" এবং "**গণনা**" অর্থে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। (জাতক) **হত্থমুদ্দা**।

মুদ্দাধিকরণ (ক্লী) রাজকীয় সিলমোহর রক্ষাকারীর কার্যালয় বা আফিস, প্রধান বিচারকত্ব।

মুদ্দাধিকরণং (ক্রি-বিণ) রাজচিহ্নযুক্ত সিলমোহরের খাতিরে।

মুদ্দাপক (পুং) মুদ্রাকর, মুদ্রণকারী লোক, ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী।

মুদ্দাপন—মুদ্রণ, মুদ্রিতকরণ, মুদ্রাঙ্কণ, ছাপানো, নিয়মন ছাপানো, মুদ্রণা, ছাপার কার্য, মুদ্রণের বিদ্যা বা ব্যবসায়।

মুদ্দাপিত (বিণ) মুদ্রাপিত, ছাপানো হইয়াছে এরূপ। ⟹ **মুদ্দাপেতি**।

মুদ্দাপেতি (ক্রি) মুদ্রিত করা, অঙ্কিত করা, ছাপানো, চিহ্নিত করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা। (অতীত) **মুদ্দাপেসি**। (অ-বিণ) **মুদ্দাপিত**। (ক্রি-বি) **মুদ্দাপেত্বা**।

মুদ্দাযন্ত (ক্লী) মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রিত করিবার যন্ত্র, ছাপার কল।

মুদ্দিক (বিণ, পুং) ⟹ **গণক** (২)।

মুদ্দিকা (স্ত্রী) ১ খোদিত লিপিযুক্ত অঙ্গুরীয়ক, নামাঙ্কিত আংটি যদ্দ্বারা গালার উপর সিলমোহর করা যায়, নাম মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, যেই অঙ্গুরীয়তে নামের মুদ্রা বা সিলমোহর থাকে, আঙ্গুলের অঙ্গুরীয়ক বা আংটি। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার অর্থ—"কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ নগরের ফটকরক্ষী দ্বারোয়ানকে রাজপ্রদত্ত আংটি যদ্দ্বারা রাত্রিকালে ফটক বন্ধ হইলে খোলাইতে পারা যায়"। (বিনয়) **অঙ্গুলিমুদ্দিকা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুদ্দিকং আহরাপেতি**। চরিত্রে "**মুদ্দিকা**" অর্থে ধর্মপদ অর্থকথায় "প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আদেশ, আজ্ঞা, ক্ষমতা, আধিপত্য"। (বি-ভা) **মুদ্দিকং দেতি**—আদেশ দেওয়া, ক্ষমতা প্রদান করা, আদেশ করা, আধিপত্য করা, দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া, নায়ক হওয়া, অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া (মিলিন্দ প্রশ্নে জাহাজের প্রধান কর্মচারী বা পোতনায়ক সম্পর্কে)। ২ আঙ্গুরের লতা, আঙ্গুর, দ্রাক্ষালতা, দ্রাক্ষাগুচ্ছ, আঙ্গুরগুচ্ছ, আঙ্গুর রসে প্রস্তুত মদ্য। (জাতক) **মুদ্দিকা পান**।

মুদ্দিকাপান—আঙ্গুর রসে প্রস্তুত মদ্য পান। ⇒ **মুদ্দিকা** (২)।

মুদ্দিকাসব (পুং) আঙ্গুর রসে প্রস্তুত মদ্য।

মুদ্দিত (বিণ) মুদ্রিত, ছাপানো হইয়াছে এরূপ। ⇒ **মুদ্দাপিত**।

মুদ্ধ (বিণ) মূর্খ, বোকা, নির্বোধ, বিহ্বল, হাস্যাস্পদ, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। (পুং) মূর্ধা, মস্তক, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি বা কল্পনা, নায়ক, কর্তা, শীর্ষদেশ, অগ্রভাগ, প্রধান, চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রাপৃষ্ঠ, প্রত্যেকটি, ফোঁড়ার পরিণতি, বাক্যের প্রধান অংশ, তর্কের মূল কথা, নদীর উৎপত্তি-স্থান, অন্তরীপ, সঙ্কট, ক্ষমতা, একজন লোক, (কোনো দ্রব্যের) স্থূল অংশ, কোনো বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, চূড়া, শৃঙ্গ, আগা, সর্বোচ্চপদ, উপরিভাগ। (পুং, একবচন) **মুদ্ধা, মুদ্ধং**। (কর্মকারক একবচনে) **মুদ্ধং পঞ্ঞায এতং নামং** (ধর্মপদ অর্থকথা); (বহুবচনে) **মুদ্ধানং**। (করণকারকে) **মুদ্ধনা**। (অধিকরণ কারকে) **মুদ্ধনি**—পর্বতশৃঙ্গে (মহাবংস); (বিনয়ে ইহার বানান) **পব্বত-মুদ্ধিনি**; (জাতক) **যুগন্ধর মুদ্ধনি**; (পেতবত্থু) **নগমুদ্ধনি** = **সিনেরু মুদ্ধনি** (পেতবত্থু অর্থকথা); (বিশুদ্ধিমার্গ) **বম্মিক মুদ্ধনি**—বল্মীকের উপরিভাগে। (বি-ভা) **মুদ্ধা সত্তধা ফলেয্য (ফালেয্য)**—তোমার মস্তক সপ্তখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে (জাতক)। (জাতক) **মুদ্ধা তে সত্তধা ফলেয্য**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মে ... ফালেয্য; তে ফলতু সত্তধা; আচরিযস্স মুদ্ধা সত্তধা ফলিস্সতি; নো ... ফালেয্য**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মুদ্ধা মে সত্তধা ফলেয্য**।

মুদ্ধটঠি (ক্লী) = **মুদ্ধনটঠি**। ⇒ **মুদ্ধনটঠি**।

মুদ্ধতা (স্ত্রী) মূঢ়তা, মূর্খতা, বোকামি, নির্বুদ্ধিতা, বুদ্ধিহীনতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধিতা। (জাতক) মূঢ়তা, মুদ্দতা।

মুদ্ধধাতুক (বিণ) স্বভাবত মূর্খ, বিহ্বল, প্রকৃতিগত কিংকর্তব্যবিমূঢ়, স্বভাবত উদ্‌ভ্রান্ত, হাস্যাস্পদ, নির্বোধ। ⇒ **মুদ্ধাধাতুক**। (জাতক) **লুদ্ধ মুদ্ধধাতুক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দন্ত মুদ্ধধাতুক; মূঢ় মুদ্ধধাতুক**।

মুদ্ধনটঠি (ক্লী) [মুদ্ধন+অটঠি] মাথার অস্থি, মস্তকের হাড়।

মুদ্ধনিতেল—মাথায় ব্যবহার করিবার তেল। = **মত্থক তেল**।

মুদ্ধপাত = **মুদ্ধাধিপাত**। ⇒ **মুদ্ধাধিপাত**।

মুদ্ধা (পুং) মূর্ধা, মূর্ধন, মূর্ধা, মূর্ধন, মস্তক, শৃঙ্গ, চূড়া, অগ্রভাগ, শীর্ষদেশ। = **মুদ্ধ** (পুং)।

মুদ্ধাজ (বিণ) মূর্ধাজ, মূর্ধাস্থানীয়।

মুদ্ধাধজ (বিণ) জিহ্বা-সম্বন্ধীয়। (পুং) চুল, কেশ, লোম।

মুদ্ধাধাতুক (বিণ) মূলহীন অবস্থার বা প্রকৃতির। ⇒ **মুদ্ধধাতুক, ধাতুক**।

মুদ্ধাধিপাত (ক্লী) [মুদ্ধা+অধিপাত] মস্তক বিদীর্ণকরণ, মাথায় আঘাতকরণ। ⇒ **অধিপাত** (২)।

মুদ্ধাধিপাতিন (বিণ) মস্ত বিদীর্ণ করে এরূপ।

মুদ্ধাধিপাতী = **মুদ্ধাধিপাতিন**। ⇒ **মুদ্ধাধিপাতিন**।

মুদ্ধাভিসিত্ত (বিণ) মূর্ধাভিষিক্ত। = **মুদ্ধাবসিত্ত**।

মুদ্ধার (বিণ) শীর্ষস্থানীয় কথা বলে এমন, অগ্রকথক, উচ্চ ধরনের কথা বলে এমন।

মুদ্ধাবসিত্ত (বিণ) মূর্ধাভিষিক্ত, মস্তকোপরি তৈল বা জল দ্বারা অভিষিক্ত, যথার্থরূপে অভিষিক্ত অথবা মুকুট পরিহিত (রাজা), রাজপদে অভিষিক্ত, রাজমুকুট পরিহিত। **মুদ্ধাবসিত্ত রাজা**—রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা। ⇒ **রাজা** (১খ), **অভিসিত্ত, অবসিত্ত**।

মুদ্ধাবস্‌সিত (বিণ) মস্তকোপরি জল বা তৈল বর্ষিত। ⇒ **মুদ্ধাবসিত্ত**।

মুদ্ধাবিপাত (ক্লী) মস্তক বিদীর্ণকরণ। = **মুদ্ধাধিপাত**। ⇒ **অধিপাত** (ক্লী)।

মুধা (ক্রি-বিণ) বিনামূল্যে, বিনিময়ে কিছু না লইয়া। ⇒ **মাসক** (২)।

মুনন (ক্লী) পরিমাপকরণ, মাপকরণ, পরিমাণকরণ, গভীরতা ঠিককরণ, জানন, অবগতকরণ, অনুমোদন-করণ, চেনা, স্বীকারকরণ। বিমানবত্থু অর্থকথায় ধর্মপাল ইহাকে "মুনি" শব্দরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেমন—**মহা-ইসিভূতং মহন্তেন এব ঞাণেন মুননতো পরিচ্ছিন্দতো মহামুনিং; অনবসেসস্স ঞেয্যস্স মুননতো মুনি**।

মুনাতি (ক্রি) [√ মুন+অ] জ্ঞানী হওয়া, মুনি হওয়া, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, ধ্যান করা, চিন্তা করা, গভীর চিন্তা করা, মনে মনে তোলপাড়

করা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা। (ধর্মপদ) **যো মুনাতি উভো লোকে মুনি তেন পবুচ্চতি;** ইহাকে ধর্মপদ অর্থকথায় বর্ণনা করা হইয়াছে—"**যো পুগ্গলো ... তুলং আরোপেত্বা মিনন্তো বিয ইমে অজ্ঝত্তিকা খন্ধা ইমে বাহিরা'তি আদিনা নযেন ইমে উভো পি অত্থে মিনাতি মুনি তেন পবুচ্চতি**"। = **মঞ্ঞতি**। (অতীত) **মুনি**। (অ-বিণ) **মুত**।

মুনি (পুং) মুনি, ঋষি, তপস্বী, জ্ঞানী পুরুষ, শুদ্ধ পবিত্র পুরুষ। ১ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যেই "**মুনি**" শব্দকে বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বৌদ্ধধর্মে উহাকে সাধারণ বা সমগ্র অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন এবং অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁহাদিগকে "মুনি" আখ্যা দিয়াছেন।(পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তহিতঞ্চ পরহিতঞ্চ মুনাতি জানাতী'তি মুনি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মুনিভাব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুনযো = মোনেয্য পটিপদায মগ্গফলং পত্তা অসেখ-মুনযো;** ইহার মূল অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে—"**তুণ্হীভাব**" (তুষ্ণীভাব বা মৌনাবলম্বন) = **মোন**। ২। অভিধর্মে "**মুনি**" শব্দের গুণার্থকে মূল তিন অংশে ভিত্তি করিয়া বহুবিধ ব্যাখ্যায় পরিণত করা হইয়াছে। মূল তিন অংশ, যথা—**কাযমুনি** (কায়সংযমে মৌন বা মুনি), **বচীমুনি** (বাক্যসংযমে মৌন বা মুনি), মনোমুনি (মনোসংযমে মৌন বা মুনি)। এই তিনটি মূল অংশকে জীবনধারায় সাধারণত ভালমন্দরূপে "**কাযসুচরিতং, বচীসুচরিতং, মনোসুচরিতং**" এবং "**কাযদুচ্চরিতং, বচীদুচ্চরিতং, মনোদুচ্চরিতং**" দেখানো হইয়াছে বলিয়া সেই তিন মূল অংশকে মুনিত্বে গভীর গুণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া বলা হইয়াছে,—"**কায-মোনেয্য** (কার্যক্ষেত্রে বা কায়সংযমে মুনিত্ব), **বচী-মোনেয্য** (বাক্যসংযমে মুনিত্ব), **মনো-মোনেয্য** (মনোসংযমে মুনিত্ব)। মুনি নিজকে "**কাযমুনি, বচীমুনি, মনোমুনি**"—এই বিশেষ গুণদ্বারা চিহ্নিত বা বর্ণিত করিয়া থাকেন। মুনিকে আরও ছয় প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা—**অগারমুনি, অনাগার মুনি, সেখমুনি, অসেখমুনি, পচ্চেক মুনি, মুনিমুনি**। চুল্লনিদ্দেসে বলা হইয়াছে,—"**কাযমুনি, বাচামুনি, চেতোমুনি**। ⟹ মোনেয্য।

মুনিন্দ (পুং) [মুনি+ইন্দ] মুনীন্দ্র, মহামুনি, মুনিরাজ, মুনিশ্রেষ্ঠ মুনি, মুনিগণের গুরু মুনি।

মুনিপুঙ্গব (বিণ) মুনিপুঙ্গব, মুনিশ্রেষ্ঠ, মুনিগণের মধ্যে প্রধান। ⟹ **পুঙ্গব**। (পুং) মহামুনি, বুদ্ধ। = **মুনিন্দ**।

মুনিভাব (পুং) মুনিভাব, মুনিত্ব, মুনিত্ব প্রাপ্তির অবস্থা, ধ্যান, গাঢ়চিন্তা, রদ বা রহিত করিবার কার্য, স্বার্থত্যাগ, বিলোপ সাধন। ⟹ **মুনি** (১)।

মুনিমুনি (পুং) তথাগত, বুদ্ধ, সম্যক সম্বুদ্ধ। ⟹ **মুনি** (২)।

মুম্মুর (পুং) মুর্মুর, তুষানল, তুষের আগুন, চড় চড় শব্দকারী অগ্নি, গরম অথবা অগ্নি আছে এরূপ ভস্ম, জ্বলন্ত ভুসি বা আবর্জনা। (তুলনীয়) **মুরুমুরা**। ⟹ **মম্মর**।

মুম্মুরে (ক্রি-বিণ) মড়মড় করিয়া, মড়মড়াইয়া (ইহা বৃক্ষাদি ভগ্নাবস্থার শব্দ-বিশেষ)।

মুয্হতি (ক্রি) [√মুহ+য] বিস্মৃত হওয়া, তাচ্ছিল্য করা, ভোঁতা হওয়া, মূঢ় হওয়া, নিরুৎসাহ হওয়া, নিস্তেজ হওয়া, নির্বোধ হওয়া বা করা, স্থূলবুদ্ধি হওয়া, অনুভূতিহীন হওয়া, বিষণ্ন হওয়া, নিরানন্দ হওয়া, মেঘাচ্ছন্ন হওয়া, অস্পষ্ট হওয়া, অনুজ্জ্বল হওয়া, মোহিত করা বা হওয়া, নীরস হওয়া, মন্থর হওয়া, স্ফূর্তিহীন হওয়া, কানে খাটো হওয়া, জ্ঞানহীন করা বা হওয়া, হতবুদ্ধি করা বা হওয়া, বিহ্বল হওয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া, বুদ্ধিহীন হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, নির্বোধ হওয়া, বোকা হওয়া। মিলিন্দপ্রশ্নে সেট বা একজাতীয় শব্দসমূহ "**রাগরজ্জতি, দোসদুস্সতি, মোহমুয্হতি**" অর্থাৎ "**রজ্জসি রজ্জনীযেসু, দুস্সনীযেসু দুস্সসি, মুয্হসে মোহনীযেসু**"। "**মোহ মযহতে**" এর পরিবর্তে "**মোহ মুয্হতি**" পাঠ উত্তম। (অতীত) **মুয্হি**। (অ-বিণ) **মূঢ়, মুদ্ধ** (১)। (ব-বিণ) **মুয্হমান**। (ক্রি-বি) **মুয্হিত্বা**।

মুয্হন (স্ত্রী) বিহ্বলতা, অচেতনতা, বুদ্ধিভ্রংশ, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধিতা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রজ্জন-দুস্সন-মুয্হন**।

মুরজ (পুং) ১ মুরজ, মৃদঙ্গ, ছোট ঢক্কা, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, খঞ্জনী। = **ভেরী, মুদিঙ্গ**। ২ কটিবন্ধ, ঘের।

মুরমরা—মর্মর। = **মম্মর**।

মুরুমুরা—পেষণ, চূর্ণকরণ, মুড়মুড় বা মড়মড় শব্দ, চর্বণ বা ঘর্ষণ শব্দ, দাঁতে অস্থি ইত্যাদি চর্বণ করিবার কড়কড় শব্দ, আকস্মিক তীব্র শব্দ, চিড় খাওয়া শব্দ। (জাতক) **মুরুমুরা'তি খাদতি**—দাঁত দ্বারা অস্থি ইত্যাদি চর্বণে সশব্দে মুড়মুড়াইয়া খাওয়া (যক্ষিণীর শিশু পুত্র-কন্যা খাওয়া সম্বন্ধে)।

মুরুমুরাপেতি (ক্রি) = **মুরুমুরাযতি**। ⟹ **মুরুমুরাযতি**। (জাতক) **মুরুমুরাপেত্বা খাদতি**।

মুরুমুরাযতি (ক্রি) মুড়মুড় বা মড়মড় শব্দ সহকারে অস্থি ইত্যাদি চর্বণ করিয়া খাওয়া, চর্বণ করা, শব্দপূর্বক চর্বণ করা, মুখ না খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া চর্বণ করা।

মুরুমুরু—দাঁতে অস্থি ইত্যাদি মুড়মুড় চর্বণ শব্দ। = **মুরুমুরা**।

মুলাল (স্ত্রী) পদ্মফুলের বোঁটা, মৃণাল, পদ্ম-নাল, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মনালস্থ সূত্র। (জাতকে) **মুলালি;** (জাতক অর্থকথা) **মুলালক**। (বিনয়ে) **মুলালী, মুলালিকা, ভিসমুলালং**। (থেরগাথায়) **মুলালিপুপ্ফ**।

মুলালক = মুলালি। ⟹ **মুলালি**।

মুলাল বটক (পুং) পদ্মফুলের গোলাকার শালুক (যাহা ভক্ষ্যবস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়)। (জাতক অর্থকথায়)

কণ্ডক।

মুলালি = **মুলাল**। ⟹ **মুলাল**।

মুলালিকা = **মুলাল**। ⟹ **মুলাল**। (বিনয়) **ভিসমুলালিকা**।

মুলালিপুপ্ফ (ক্লী) পদ্মফুল। ⟹**মুলাল**।

মুলালী = **মুলাল**। ⟹ **মুলাল**। (বিনয়) **ভিসমুলালী**।

মুসতি (ক্রি) বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক (শত্রুহস্তে) সমর্পণ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, প্রতারণামূলক কার্য করা, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করা, গুপ্তবিষয় প্রদর্শন করা, অনিচ্ছাপূর্বক প্রকাশ করা, অজ্ঞাতে প্রকাশ করা, সূচনা করা, সাক্ষ্য দেওয়া, কুপথে লইয়া যাওয়া, প্রতারণা করা, আনন্দে সময় কাটানো, আমোদিত করা, আনন্দ বিধান করা, অন্যদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা, বিহ্বল করা, হতবুদ্ধি করা, ঝলসাইয়া দেওয়া, দৃষ্টিশক্তিহীন করা, ঝকমকিয়ে ওঠা। (দীর্ঘনিকায়) **চক্খূনি মুসতি** (কিন্তু ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে,—"চক্ষুর অনিষ্টকারী")। (বিমানবত্থু) **মুসতি ব নযনং**।

মুসল (পুং, ক্লী) ১ মুষল, মুশল, মুসল, লৌহাগ্র কাষ্ঠখণ্ড, ঢেঁকির মোনাপ্রভৃতি, মুদ্গর, হামানদিস্তা, নুড়ি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুসল সুপ্প**। ২ লাঠি, যষ্টি, চিড়িতন রঙের তাস, প্রমোদ-সম্মেলন, সভা, সমিতি। ৩ লৌহদণ্ড, শাবল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মুসলদণ্ড**।

মুসলক (ক্লী) ছোট মুষল, ছোট নুড়ি, ছোট মুদ্গর, ছোট হামানদিস্তা, ছোট ছোট বালিকাদের খেলনা।

মুসলিক (বিণ) মুষলের ন্যায় ব্যবহৃত। এই শব্দটি কেবল যৌগিকে "**দন্তমুসলিক**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **দন্তমুসলিক**।

মুসলী (বিণ) হাতে মুষল বা মুদ্গর লইয়া, হাতে নুড়ি লইয়া। ⟹ **মুসল**।

মুসলুত্তর—মঞ্চ, মাচা। "**মুসলসদিসেন উত্তরখেন সমন্নাগত্তা মুসলুত্তর**" অর্থাৎ মঞ্চ।

মুসলোত্তর (ক্লী) [মুসল+উত্তর] প্রচণ্ড মুষল, ভীষণ মুদ্গর।

মুসা (ক্রি-বিণ) মিথ্যা, মিছামিছি, মিথ্যাভাবে, অন্যায়রূপে, ভুলক্রমে, ভ্রমক্রমে। **মুসাবদতি**—মিছামিছি বলা। **মুসা ভণতি**—মিথ্যাভাবে বলা, অন্যায়রূপে বলা। **মুসা ভাসতি**—মিথ্যা বলা বা ভুলক্রমে বলা। **মুসাব্রূতি**—অন্যায়রূপে বলা, ভুলক্রমে বলা। (বিপ) **সচ্চং**। = **অভূতং অতচ্ছং**। (স্ত্রী) মিথ্যা, মিথ্যাকথা, অসত্য বর্ণনা। (বিণ) মিথ্যা, অসত্য, অন্যায়।

মুসাবাদ (পুং) মিথ্যা কথন, মিথ্যা বলা, মিথ্যা, মিথ্যাকথা, অসত্য বর্ণনা। = **মোসবজ্জ**। ⟹ **বাদ** (১)।

মুসাবাদিন (বিণ) মিথ্যা ভাষণকারী, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে।

মুসাবাদী (বিণ) = **মুসাবাদিন**। ⟹ **মুসাবাদিন**।

মুসিকাদরী (স্ত্রী) ইঁদুরের গর্ত। ⟹ **দরী**।

মুস্সতি (ক্রি) [√মুস+য] বিস্মৃত হওয়া, তাচ্ছিল্য করা, বিস্মৃতিতে থাকা, বিহ্বল হওয়া, উদ্ভ্রান্ত হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, অমনোযোগী হওয়া, অযত্নশীল হওয়া, উদ্বেগশূন্য হওয়া, নিরুদ্বেগ হওয়া, উদাসীন হওয়া, অসাবধান হওয়া। (তুলনীয়) **পমুস্সতি**। = **নস্সতি, পরিমুস্সতি, পরিবাহিরো হোতি**। (দীর্ঘনিকায়) **সতি মুস্সতি**। (অতীত) **মুস্সি**। (অ-বিণ) **মুট্ঠ**। (ক্রি-বি) **মুস্সিত্বা**।

মুহুত্ত (পুং, ক্লী) মুহূর্ত, ক্ষণ, দিবারাত্রির ৩০ ভাগের এক ভাগ সময়, প্রায় দুই দণ্ড সময়, এক মিনিট সময়, অতি অল্প সময়, এক পলক, এক সেকেন্ড। পেতবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে অতিরিক্ত সময় তাৎপর্যের নিম্নানুক্রম হইতে ইহার স্থিতিকাল দৃষ্ট হয় (শিশুর জন্ম-সম্বন্ধে জ্যোতিষী কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী ⟹ **জাতকম্ম**), যেমন—"**রাসি, নক্খত্ত, তিথি মুহুত্ত**" এবং চূড়ানির্দেশের বর্ণনায় বলা হইয়াছে:—"**খণং লযং, বস্সং, অখং**। (কর্মকারকে) **মুহুত্তং**।

মুহুত্তং—মুহূর্ত, ক্ষণ, এক সেকেন্ড সময়। (সূত্রনিপাত) **মুহুত্তং অপি**। ⟹ **মুহুত্ত**।

মুহুত্তম্পি—[মুহুত্তং+পি] মুহূর্তমাত্রও, ক্ষণমাত্রও, একমন কি এক মুহূর্ত সময়ের জন্যও নয়, এমন কি কিছুক্ষণের জন্যও নয়। ⟹ **অপি**।

মুহুত্তিক (বিণ) এক মুহূর্ত সময়ের জন্য স্থায়ী, ক্ষণকাল স্থায়ী, অল্পক্ষণ স্থায়ী। (পুং) জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা।

মুহুত্তিকা (স্ত্রী) অস্থায়ী স্ত্রী, মুহূর্তের জন্য অথবা অতি অল্প সময়ের জন্য যাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়। বিনয়ে কতিপয় স্ত্রীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে,- উহা দ্রষ্টব্য। = **তক্খণিকা**।

মুহুত্তেন (ক্রি-বিণ) এক মুহূর্তের মধ্যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, ক্ষণকালের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, নিমিষে বা নিমিষ সময়ে। ⟹ **মুহুত্ত**।

মূ—এই শব্দটি মূল বা ধাতুরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে "**বন্ধন**" অর্থে।

মূগ (বিণ) (বৈদিক—মূক) মূক, বোবা, নিঃশব্দ। (বিনয়) **অন্ধ, মূগ, বধির**। (যৌগিকে) **এড়মূগ**।

মূগপক্খিক (বিণ) বধিরতা বা অমনোযোগিতার দিকে পরিচালিত অর্থাৎ শুনিলেও কিছু বলিতে চায় না এমন, মূক সদৃশ, বোবা সদৃশ। ⟹ **পক্খিক** (২)।

মূটোলী = **মুতোলী**। ⟹ **মুতোলী**।

মূতোলী = **মুতোলী**। ⟹ **মুতোলী**।

মূত্তি (পুং) মূর্তি, মূরতি, বিগ্রহ।

মূল (ক্লী) ১ মূল, শিকড়, গাছের গোড়া, মূলজাতীয় দ্রব্য, মূলা-আলু-পলাণ্ডু প্রভৃতি মূল, পূঁজি, নিদান, প্রধান, নিকট, প্রথম, স্বনগর, নিকুঞ্জ, প্রথমগ্রন্থ, কোনো রাশি দ্বারা একবার বা বহুবার গুণিত হইলে যেই যেই রাশি

উৎপন্ন হয় উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত রাশিটি সেই উৎপাদিত রাশিগুলির মূল।(বিপ) পত্তি।(বিশুদ্ধিমার্গ) **রুক্‌খমূল = রুক্‌খসমীপং**। (পেতবথ্থু) **সমূল**। (পেতবথ্থু অর্থকথা) **রুক্‌খসমূলে**—বৃক্ষের মূলদেশে, গাছের গোড়ায়। ২ পদতল, পাদমূল, চরণ, ছন্দের পাদ, তলদেশ, ভিত্তি, জলের তলার জমি, পোত, জলের তলায় জাহাজের অংশ, আসন, (চলতি) পাছা, হৃদয়ের অন্তঃস্থল, প্রকৃতি, অনুভূতি। (বিনয়) **পত্তমূল**। (পেতবথ্থু অর্থকথা) **পাদমূল; রুক্‌খমূল**—গাছের গোড়া।৩ মূল, ভিত্তি, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতু, হেতুবাদ, কারণ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, সুস্থ অবস্থা, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য মানুষেরা প্রচেষ্টা করে, কোনো উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা করণ, মোকদ্দমা।চুল্লনিদ্দেস বর্ণনায়:—"**হেতু, নিদান, সম্ভব** ইত্যাদি"। (ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনে) **অকুসলা মূলা** = "**আকার**" অথবা "**পতিট্‌ঠা**" (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবথ্থু) **সমূল**।"**অকুসল**"এর মূল"**লোভ, দোস, মোহ**"এই ত্রিবিষয়ের অভাব"**কুসল**"।"**যমক**"এতে "**খন্ধ যমক**"। ৪ প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন, আদিকারণ, উৎপত্তিস্থান, ভিত্তি, ভিত্তিস্থাপন, বৃত্তিপ্রদান, গোড়া, গোড়াপত্তন। (দীর্ঘনিকায়) **দুক্‌খস্‌স মূল**।(থেরগাথা) **ব্রহ্মচরিযস্‌স মূল**। (সংযুক্ত নিকায়) **(পহীন) উচ্ছিন্ন-মূল তালাবথ্থুকত** ইত্যাদি ("**সংসার**" এর আদিকারণ সম্পর্কে)।৫ মূল, আরম্ভ, উপক্রমণিকা, ভিত্তি, বুনিয়াদ, সর্বনিম্ন স্থান বা অংশ, মোচাকৃতি ক্ষেত্রের প্রশস্ত অংশ, অধোভাগ, প্রধান উপাদান, ক্রীড়াবিশেষ, সৈন্যশ্রেণীর ঘাঁটি, প্রধান কেন্দ্র, নিধান, ভূমি।(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মূল দিবস**। (বি-ভা) **মূলকারণতো**—মূলকারণ বা উপক্রমণিকা হইতে (বিমানবথ্থু অর্থকথা)। ৬ "ধন, বিষয়, সম্পত্তি, বৃত্তিপ্রদান" অর্থাৎ মূল্য, দাম, দর, গুণ, যোগ্যতা, গুরুত্ব, উপকারিতা, টাকা, পয়সা, মুদ্রা, অর্থ, ধন, মূলধন, নগদ টাকা, প্রধান বা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, কিছু পাইবার জন্য প্রদত্ত বা কৃত কোনো জিনিস, অস্বীকৃতি, অস্বীকার, পরিহার, স্বত্বত্যাগ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মমূল**।

মূল অবযব—মূল তন্তু, মূলের সূক্ষ্মসূত্র।

মূলক (ক্লী) মূলক, মূলা, মূলজাতীয় দ্রব্য, গোলাকার মূল (পেঁয়াজ ইত্যাদি)।(যৌগিকে) **মূলক-কন্দ** (জাতক)। = **পুলক**। (বিণ) ১ কারণভূত, হেতু আছে এরূপ, শর্তমূলক, মূলক, সপ্রতিবন্ধ, আদি কারণযুক্ত, আরম্ভ হইতে নিহিত আছে এরূপ। (বিভঙ্গ) **তণ্হামূলক ধম্ম**—তৃষ্ণামূলক ধর্ম বা স্বভাব। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সঙ্খারমূলক, অবিজ্জামূলক** ইত্যাদি। ("পটিচ্চ-সমুপ্পাদ" এর উপাদান সম্পর্কে)। ২ কোনো না কোনো মূল্য আছে এরূপ, গুরুত্ব আছে এরূপ, উপকারিতা আছে এরূপ, গুণ বা যোগ্যতা আছে এরূপ, দাম আছে এরূপ, তাবৎ পরিমাণে মূল্য দেওয়া হইয়াছে এরূপ, মহার্ঘ, মূল্যবান।(ধর্মপদ অর্থকথা) **নহান-চুণ্ণ মূলকং চতু-পণ্ণাস-কোটি ধনং** (মূল্যস্বরূপ); **পথ্থ-পথ্থ-মূলকা ভিক্‌খা; কিং মূলকং**—কত মূল্য?

মূলক কন্দ (মূলজাতীয়) মূলা। = **মূলকন্দ**। ⟹ **মূলক** (ক্লী)।

মূলকন্দ (পুং) মূলকন্দ, কন্দযুক্ত মূল, গোলাকৃতি মূল, কন্দ হইতে উদ্ভূত মূল, ভক্ষণযোগ্য কন্দ বা আলু-ওল ইত্যাদি জাতীয় দ্রব্য। ⟹ **কন্দ**।

মূলকম্মট্‌ঠান (ক্লী) মৌলিক বা মূলীভূত কর্মস্থান, কারণভূত বা হেতুভূত কার্যস্থান।

মূলক্‌খন্ধ—মূলস্কন্ধ, বৃক্ষের মূলকাণ্ড, বৃক্ষের মূলভাগ। ⟹ **বীজক্‌খন্ধ**।

মূলঘচ্চ (বিণ) মৌলিকভাবে বা মূলত বিনষ্ট।

মূলঘচ্চা (স্ত্রী) মূলে ধ্বংস। ⟹ **ঘচ্চা**।

মূলট্‌ঠ (পুং) মূলর্থ, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের কারণ হয়, কুকর্মে প্রবর্তক, প্ররোচক।

মূলতণ্ডুল (ক্লী) মোটা চাউল, নিকৃষ্ট চাউল। ⟹ **তণ্ডুল**।

মূলদস্‌সাবিন (বিণ) কারণ অথবা হেতু সম্বন্ধে জানে এমন, কারণজ্ঞাত, হেতু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

মূলদিবস—সর্বপ্রথম দিন, প্রথম বা আদিম দিবস। ⟹ **মূল** (৫)।

মূলপদ (ক্লী) মূলপদ, যেই বিষয়কে ভিত্তি করিয়া প্রথমত কার্য আরম্ভ করা হয়, মূল বিষয়, আদি বিষয়। ⟹ **পদ** (১)।

মূলফল (ক্লী) মূল এবং ফল, ভক্ষণীয় মূলসহ ফল, ফল সদৃশ মূল (যেমন—আলু, ওল ইত্যাদি)।

মূলবন্ধন (ক্লী) ভিত্তিগত বা মৌলিক বন্ধন অথবা হেতু সংগ্রহ (?)।

মূলবীজ (ক্লী) মূলবীজ, মূলজাতীয় বীজ। যে সব মূল বা কন্দ রোপণ করিলে উহা হইতে গাছ ও লতা প্রভৃতির উৎপত্তি হয় উহাদের নাম মূলবীজ। আলু, শাকালু, কচু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি মূলবীজজাতীয় দ্রব্য। ⟹ **বীজগ্রাম**।

মূলভেসজ্জানি (ক্লী, বহুবচন) ⟹ **ভেসজ্জ**।

মূলরজন (ক্লী) বৃক্ষাদির মূলজাতীয় বস্তুর সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রঙ্‌।

মূলরস (পুং) গাছ-গাছড়াদির মূলজাতীয় বস্তুর ক্বাথ বা রস, কন্দ বা মূলজাতীয় বস্তুর রস, মূলজাতীয় খাদ্যের স্বাদ। ⟹ **রস, খন্ধরস**।

মূলসন্তানক (ক্লী) মূলের বিস্তৃতি বা প্রসারতা, মূলশিকড়ের ব্যাপ্তি, বৃক্ষাদির মূল বা শিকড় দীর্ঘ লম্বা হইয়াছে এরূপ অবস্থা। ⟹ **সন্তানক** [ক্লী(১)]।

মূলায (ক্রি-বিণ) পূর্বাবস্থায়, আদিতে, প্রথম বা আরম্ভ

অবস্থায়, মূলে, মূল অবস্থায়।

মূলাস—মূলা(?)। = **পুলস**।

মূলাস পত্ত—মূলজাতীয় কন্দের পাতা অর্থাৎ মূলাপাতা (?)। = **পুলসপত্ত**।

মূলিক (পুং) ১ কন্দ বা মূলজাতীয় দ্রব্য বিক্রেতা। ২ জাতকে উল্লিখিত জনসঙ্ঘের রাজার নাম, গামণি চণ্ড। (বিণ) ১ মূলীভূত, ভিত্তিগত, প্রধান, মৌলিক, বৈজিক, প্রাথমিক, উপক্রমণিকা সম্বন্ধীয়, মূলপদার্থ বিষয়ক, সামান্য। ২ পদ সম্বন্ধীয়। (জাতক) **পাদমূলিক**। ৩ **রুক্‌খমূলিক**—যেই ব্যক্তি বৃক্ষমূলে বাস করে। ⟹ **রুক্‌খ, রুক্‌খমূলিকত্ত**।

মূলে (ক্রি–বিণ) মূলে, মূলদেশে, গোড়ায়। (বিপ) **অগ্গে** (১)।

মূল্য (ক্লী) মূল্য, দাম, ভাড়া, মজুরি, বেতন, টাকা প্রদান, প্রদত্ত অর্থ, শ্রমিকের বেতন, পারিশ্রমিক।

মূলহ (বিণ) ১ মূঢ়, মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অবিবেকী, অসভ্য, জড়, তন্দ্রাগ্রস্ত, ভ্রান্ত, অব্যাপৃত, বিহ্বল, বিশৃঙ্খল, হতভম্ব, জ্ঞানহীন, বিচারবুদ্ধিহীন, প্রবঞ্চিত, চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় এরূপ, অন্ধ হইয়া যায় এরূপ, নির্বোধ, মোহিত, মুগ্ধ, হতবুদ্ধি, হাস্যাস্পদ, ভ্রমে পতিত, পথভ্রষ্ট। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সমূলহ**। ২ বিপথে গত বা গিয়াছে এমন, ভ্রান্ত, ভ্রমে পতিত, পথভ্রষ্ট, পথ হারাইয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **মগ্গমূলহ**। ⟹ **মুয্হতি**।

মূলহগব্ভ = **বিসাতগব্ভ**। ⟹ **বিসাতগব্ভ**।

মূলহগব্ভা (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ ভ্রূণ গর্ভাশয়ে বা জরায়ুর মধ্যে বিপথে গত হইয়াছে অথবা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হইয়াছে (অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসব হইতে পারিতেছে না এরূপ অবস্থা), যেই স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব করা (প্রথমত হস্ত কিংবা পদ দ্বারমুখে প্রবেশ করায়) ভীষণ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, অপগত গর্ভা। (মধ্যম নিকায়) **মূলহগব্ভা বিসতাগব্ভা**। ⟹ **অপগতগব্ভা**।

মূলহতা (স্ত্রী) মূঢ়তা, মূর্খতা, বোকামি, নির্বুদ্ধিতা। = **মুদ্ধতা**।

মূলহমানস (বিণ) জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি। ⟹ **মানস** (বিণ)।

মূলহরূপ (বিণ) মূঢ়, মূর্খ, নির্বোধ, হাস্যাস্পদ।

মূসা (স্ত্রী) ধাতু বা অন্য কিছু গলাইবার জন্য ব্যবহৃত মাটির মুচি বা মৃন্ময় পাত্র।

মূসিক (পুং) মূষিক, ইঁদুর, বড় ইঁদুর। = **উন্দুর**। ⟹ **রোগ**।

মূসিকচ্ছিন্ন = **মূসিকাচ্ছিন্ন**। ⟹ **মূসিকাচ্ছিন্ন**।

মূসিকপোতিকা—ইঁদুরের বাচ্চা, ইঁদুর শাবক।

মূসিকবচ্চ (ক্লী) ইঁদুরের নাদি, ইঁদুরের বিষ্ঠা।

মূসিকা (স্ত্রী) মূষিক। = **মূসিক**।

মূসিকাচ্ছিন্ন (বিণ) (বস্ত্রাদি সম্বন্ধে) ইঁদুর দ্বারা কর্তিত, ইঁদুরে কাটা, ইঁদুর দ্বারা চর্বিত বা ছিন্ন। = **উন্দুরখায়িতং**।

মূসিকাদরী—ইঁদুরের গর্ত। = **মুসিকাদরী**।

মূসিকাপথ—ইঁদুর চলাচলের পথ, কোনো একটি রাস্তার নাম-বিশেষ।

মূসিকাবিজ্জা (স্ত্রী) মূষিক বিদ্যা, ইঁদুরের কৌশল, ইঁদুরের ধূর্ততা।

মূসী (স্ত্রী) মূষিক, ইঁদুর। = **মূসিকা**। (সংযুক্ত নিকায়) **মুদুমূসী**।

মে—("**অহং**" শব্দের সম্প্রদান কারক ও সম্বন্ধপদ একবচন) আমার প্রতি, আমার। ⟹ **অহং**।

মেখলা (স্ত্রী) মেখলা, কটিভূষণ, কটিসূত্র, কটিবন্ধনী, (স্ত্রীলোকদের) কটিবন্ধ বা ঘের। (জাতক) **সুমেখলা**—(বিণ) সুন্দর মেখলাযুক্ত।

মেখলিকা (স্ত্রী) কটিবন্ধ। = **মেখলা**। (বিনয়) **অহিমেখলা**—(বিণ) যাহার কোমর সর্পবেষ্টনীতে আবদ্ধ।

মেঘ (পুং) মেঘ, জলধর, বলাহক, বৃষ্টি; (সংযুক্ত নিকায়ের বর্ণনায়) বজ্রপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ মেঘ, বজ্রাঘাতের বা বজ্রপাতের সহিত ঝড়বৃষ্টি। (সংযুক্ত নিকায়) **থনেতি (মেঘো থনেতি)**। (থেরগাথা) **কাড় (কাল) মেঘ**। (জাতক) **পজ্জুন্ন বুচ্চতি মেঘ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মেঘথনিত সদ্দ**। = **মহামেঘ, দেব, বলাহক, পজ্জুন্ন**। ⟹ **দেব** (২)।

মেঘথনিত সদ্দ—মেঘগর্জন, মেঘের বজ্রপাত শব্দ, মেঘের গড়গড় শব্দ। ⟹ **মেঘ**।

মেঘনাথ (বিণ) (জাতকে তৃণভোজী পশুদের সম্বন্ধে কথিত) রক্ষক স্বরূপ মেঘ উঠিয়াছে এরূপ।

মেঘনাদ (পুং) মেঘনাদ, বজ্রধ্বনি, বজ্রপাতের শব্দ, মেঘধ্বনি, মেঘগর্জন।

মেঘপটল (ক্লী) মেঘপটল, মেঘপুঞ্জ, মহামেঘ, মেঘরাশি, পিণ্ডাকারের মেঘ। = **বলাহক পটল**। ⟹ **পটল** (৩)।

মেঘমণ্ডল—মেঘমণ্ডল, মেঘচক্র, মেঘের চক্র।

মেঘবণ্ণ (বিণ) মেঘবর্ণ, মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ কালো বা কৃষ্ণবর্ণ। (জাতক অর্থকথা) **মেঘ সন্নিভ**। (মহাবংস) **মেঘবণ্ণ পাসাণ**—মেঘবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পাথর অর্থাৎ প্রাসাদ অলঙ্কৃত করিবার এক প্রকার কালো পাথর; (সাহিত্যে) **মেদবণ্ণ পাসাণ**—পিচ্ছিল বা মসৃণ কালো পাথর। ⟹ **মেদবণ্ণ**।

মেঘবণ্ণ সণ্ঠান (বিণ) ⟹ **সণ্ঠান** (১)।

মেঘসীস (ক্লী) মেঘশীর্ষ, মেঘের আগা বা অগ্রভাগ। ⟹ **সীস** (২খ)।

মেঘুতু [মেঘ+উতু] মেঘকালীন অবস্থা, মেঘের সময়ের বিভিন্ন দিক। ⟹ **পব্বতুতু**।

মেচক (বিণ) কালো, কৃষ্ণবর্ণ, মেঘাচ্ছন্ন, গাঢ় কালো রঙের, অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মেজ্জতি (ক্রি) স্থূলাকার হওয়া, মোটা হওয়া, মাংসল

হওয়া, স্থূল হওয়া, মূর্খ হওয়া, তৈলাক্ত হওয়া, লাভজনক হওয়া; ("মেত্ত" বর্ণনায়) অনুরাগ বা স্নেহ অনুভব করা, প্রীতি অনুভব করা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মিজ্জতি = সিনিয্হতি।**

মেজ্ঝ (বিণ) ১ পবিত্র, নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ, বলির বা পূজার উপযুক্ত, উৎসর্গের উপযুক্ত, যাগযোগ্য, হোমের যোগ্য, ত্যাগের যোগ্য, অমিশ্রিত। ২ জ্ঞানী। = **মেধ** (বিণ), **মেধাবিন**। (ক্লী) যাগ, হোম, বলিদান, বলি, পূজা, অতিস্বীকার, উৎসর্গ, ত্যাগ, পবিত্রতা, নাশ, বিশুদ্ধি, শুদ্ধতা। ⟹ **দুম্মেজ্ঝং**।

মেণ্ড (পুং) ১ ভেড়া, মেষ। (জাতক) **মেণ্ডবিসাণ ধনু**—ভেড়ার শিং সংযুক্ত ধনু। (মহানির্দেশ) **মেণ্ডপথ**। (দীর্ঘনিকায়) **মেণ্ডযুদ্ধ**। ২ সহিস, বর, রাজ সরকারের কর্মচারীর উপাধি, মাহুত, হস্তিচালক। (যৌগিকে) **হত্থিমেণ্ড**—হস্তিরক্ষক।

মেণ্ডক (বিণ) ১ (শক্তিশালী ধনু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) ভেড়ার শিং দ্বারা প্রস্তুত। (জাতকে) **মেণ্ডক ধনু; মেণ্ডকসিঙ্গ ধনু**। ২ ভেড়া সম্বন্ধীয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মেণ্ডক পঞ্এ্ঞ**। (পুং) ১ ভেড়া, মেষ। = **মেণ্ড** (১)। ২ মেণ্ডক নামে এক শ্রেষ্ঠীর নাম-বিশেষ (যিনি মহা উপাসিকা বিশাখার শ্বশুর ছিলেন)।

মেণ্ডক ধনু—ভেড়ার শিং দ্বারা প্রস্তুত ধনু। = **মেণ্ডকসিঙ্গ ধনু**। ⟹ **মেণ্ডক** [বিণ(১)]।

মেণ্ডকপঞ্এ্ঞ—(জাতকের "**উম্মগ্গ** জাতকে" উল্লিখিত ভেড়ার কাহিনী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া) ভেড়া সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। ⟹ **মেণ্ডক** [বিণ(২)]।

মেণ্ডকযান—ভেড়ারূপ বা মেষরূপ যান, যেই মেষ পিঠে করিয়া বহন করে। ⟹ **যান** (২)।

মেণ্ডকসিঙ্গ ধনু = **মেণ্ডবিসাণ ধনু**। ⟹ **মেণ্ডবিসাণ ধনু, মেণ্ডক** [বিণ(১)]।

মেণ্ডপথ—ভেড়া চলাচলের পথ। ⟹ **মেণ্ড** (১)।

মেণ্ডযুদ্ধ—ভেড়ার যুদ্ধ, মেষের লড়াই। ⟹ **মেণ্ড** (১)।

মেণ্ডবিসাণ ধনু—ভেড়ার শিং সংযুক্ত ধনু, ভেড়ার শিং দ্বারা প্রস্তুত ধনু। ⟹ **মেণ্ডক ধনু, মেণ্ড** (১)।

মেত্ত (বিণ) মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধু সদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক, হিতৈষী, সদয় এবং সহায়ক, দানশীল, সদয়, দয়ালু। (দীর্ঘনিকায়) **মেত্তেন কায-কম্মেন** ইত্যাদি; **মেত্তেন কায-কম্মং বচী-কম্মং**।

মেত্তং (ক্লী) মৈত্রী, সহানুভূতি। = **মেত্তা**।

মেত্তংস (বিণ) = **মেত্তাংস**। ⟹ **মেত্তাংস**।

মেত্তচিত্ত (বিণ) মৈত্রীচিত্ত, যাহার সদয় এবং সহায়ক চিত্ত আছে এমন, মৈত্রচিত্তপূর্ণ, যাহার হৃদয় দয়ালু, মৈত্রীচিত্তের সহিত। (ক্লী) মৈত্রীচিত্ত। = **মেত্তচিত্তং**।

মেত্তচিত্তং (ক্লী) মৈত্রীভাবাপন্ন চিত্ত বা মন, দয়ালু হৃদয়, সদয় এবং সহায়ক অন্তঃকরণ, সহানুভূতিপূর্ণ চিন্তা, হৃদয়পূর্ণ ভালবাসা। = **মেত্তাচিত্তং**।

মেত্তজ্ঝান (ক্লী) [মেত্ত+ঝান] মৈত্রীধ্যান, (সর্বজীবের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের বা আন্তরিক মিত্রতা স্থাপনের সাধনা, সদয় এবং সহানুভূতিশীল চিত্তের নিবিড়তা। = **মেত্তচিত্ত, মেত্তভাবনা**।

মেত্তা (স্ত্রী) মিত্রতা, বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক, সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব, সদিচ্ছা, উপচিকীর্ষা, দয়ার কার্য, দানশীলতা, মৈত্রী, মৈত্র্য, সৌহার্দ্য, বন্ধুতা, ভালবাসা, অনুকম্পা, স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, প্রেম, দয়া, প্রিয় ব্যক্তি, প্রণয়পাত্র, প্রগাঢ় অনুরাগ, সংসর্গ, সংযোগ, কামদেব, দয়াবোধ, সহানুভূতি, সমবেদনা, বন্ধুত্ব, মিত্রভাব, অনুকূলতা, সদ্ভাব, অপরের উপকারে বা সহায়তায় কার্যকর ঔৎসুক্যতা। **মেজ্জতিমেত্তা সিনিয্হতী'তি অত্থো**। (বিভঙ্গ) মেত্তি **মেত্তাযনা মেত্তাযিতত্তং মেত্তা চেতোবিমুত্তি = মেত্তি মেত্তাযনা মেত্তাযিতত্তং অনুদা অনুদাযন অনুদাযিতত্তং হিতোসিতা অনুকম্পা অব্যাপাদো ... কুসলমূলং** (মহানির্দেশ) = **মেত্তং মেত্তাযনা ... কুসলমূলং** (ধর্মসঙ্গণী)। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের "**করুণা**" শব্দের অর্থের সহিত সম্পর্কিত "**অহিত-দুক্খাপনয কামতা**" এর বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"**হিত সুখূপনয কামতা**" অর্থাৎ সঙ্গীলোকের বা সহচরের হিতসুখ হইবার কামনা। বিশুদ্ধিমার্গে "**মেত্তা**" সম্বন্ধে বর্ণনাও দ্রষ্টব্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খত্তি মেত্ত অনুদয**। (বি-ভা) **মেত্তা চেতো-বিমুত্তি** (দীর্ঘনিকায়)। (বিভঙ্গ) **মেত্তা-সহগতেন চেতসা**—হৃদয়পূর্ণ বা আন্তরিক ভালবাসার সহিত। (মহাবংস) **মেত্তং করোতি**—মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়া, সদয় বা সহানুভূতিশীল হওয়া, বন্ধুতা করা।

মেত্তাংস (বিণ) সহানুভূতিসূচক, সহানুভূতিসম্পন্ন, সহানুভূতিজনক, (কাহারও প্রতি অথবা জীবের প্রতি) দয়া প্রদর্শন করে এমন। = **মেত্তংস, মেত্তাস**।

মেত্তাকম্মট্ঠান (ক্লী) দয়া প্রদর্শনের কর্মস্থান, সহানুভূতি প্রদর্শনের ভাবনা। = **মেত্তাভাবনা**।

মেত্তাচিত্তং (ক্লী) মৈত্রীচিত্ত, হৃদয়পূর্ণ স্নেহ বা দয়া, আন্তরিক ভালবাসা বা আদর, করুণায় ভরা মন। = **মদ্দবং, মেত্তচিত্তং**।

মেত্তাভাবনা (স্ত্রী) মৈত্রীভাবনা, (সর্বজীবের প্রতি) বন্ধুত্বের উৎকর্ষ বা উন্নয়ন, দয়া সম্প্রসারণের ভাবনা, সহানুভূতি বিস্তৃতির চিন্তা বা ধ্যান, সমবেদনা বা সদ্ভাব স্থাপনের ক্রমবিকাশ বা বর্ধন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতিসাধন, মৈত্রী-সম্বন্ধীয় ধ্যান।

মেত্তাযতি (ক্রি) মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া জানা, বন্ধুতার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করা, ভালবাসা বা প্রীতি দেখানো, দয়া প্রদর্শন করা, হিতৈষী হওয়া, সদয় এবং সহায়ক হওয়া, দানশীল হওয়া; (অধিকরণ কারকের সহিত) বন্ধুত্ব দেখানো, (জীবের প্রতি) প্রীতিপূর্ণ বা স্নেহশীল হওয়া। (অতীত) **মেত্তাযি**। (ব-বিণ) **মেত্তাযন্ত**। (ক্রি-বি) **মেত্তাযিত্বা**।

মেত্তাযনা (স্ত্রী) বন্ধুত্বকরণ, মিত্রতাকরণ। = **মেত্তা।** "মেত্তা" শব্দের বর্ণনাসমূহও দেখুন।

মেত্তাযিতত্ত (ক্লী) = **মেত্তাযনা।** ⟹ **মেত্তাযনা।**

মেত্তাবিহারিন (বিণ) যিনি অনবরত সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করেন এমন, যিনি অবিরত সদয় হৃদয়ের সহিত বিচরণ করেন বা বিচরণ করে থাকেন এমন, সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীচিত্ত বা বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া অবস্থানকারী, সর্বজীবের প্রতি যাঁহার হৃদয় সর্বক্ষণ **"মেত্তা-করুণা-মুদিতা"**—এই ত্রিবিধ গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ এমন। ⟹ **ব্রহ্মবিহার, বিহারিন।**

মেত্তাবিহারী (বিণ) = **মেত্তাবিহারিন।** ⟹ **মেত্তাবিহারিন।**

মেত্তাস = **মেত্তাংস।** ⟹ **মেত্তাংস।**

মেত্তি (স্ত্রী) মিত্রতা, আদর, স্নেহ। = **মিত্তি, মেত্তা।**

মেত্তী (স্ত্রী) = **মেত্তি।** ⟹ **মেত্তি।**

মেত্তেয্য (বিণ) = **মত্তেয্য।** ⟹ **মত্তেয্য।**

মেত্তেয্যতা (স্ত্রী) = **মত্তেয্যতা।** ⟹ **মত্তেয্যতা।**

মেত্তেয্যত্তা (স্ত্রী) = **মত্তেয্যতা।** ⟹ **মত্তেয্যতা।** এই শব্দটি "পেত্তেয্যতা" শব্দের সহিত আংশিক মিল দেখা যায়। ⟹ **পেত্তেয্যতা।**

মেত্তেয্য-নাথ (পুং) মৈত্রী বুদ্ধ বা আর্যমিত্র বুদ্ধ যিনি ভবিষ্যতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধরূপে জগতে উৎপন্ন হইবেন।

মেথুন (ক্লী) মৈথুন, স্ত্রীসঙ্গম, সুরত, রতিক্রিয়া, সংযোগ। (বিণ) মৈথুন বা রতিক্রিয়া সম্পর্কীয়, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয়, লিঙ্গ সংক্রান্ত, যৌনকর্ম। (বিনয়) **মেথুনধম্ম।** (পুং) বন্ধু, সঙ্গী, অংশীদার, সহযোগী। (জাতক) **ন রাজা হোতি মেথুনো।**

মেথুনক (বিণ) মৈথুন সেবনকারী। (পুং) ১ যেই ব্যক্তি মৈথুন বা স্ত্রীসঙ্গম করিবার জন্য উদ্বিগ্ন, অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারী ব্যক্তি। ২ বন্ধু, সঙ্গী, অংশীদার, সহযোগী ব্যক্তি। (ক্লী) রতিক্রিয়া, স্ত্রী-সংসর্গ। = **মেথুনধম্ম** (জাতক অর্থকথা)।

মেথুনধম্ম (পুং) যৌন সংসর্গ, লিঙ্গ সম্পর্ক বা সংস্রব, মৈথুনকার্য, মৈথুন, স্ত্রীসঙ্গম, অবিবাহিতা কুমারী কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ আচার বা রতিক্রিয়া। = **মথুন** (ক্লী)। (বি-ভা) **মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি**—দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাস করা বা মৈথুন সেবন করা।

মেথুনস্মিং ছন্দ—মৈথুনের ইচ্ছা, রতিক্রিয়ার ইচ্ছা।

মেদ (পুং, ক্লী) মেদ, অস্থির মজ্জা, চর্বি, বসা, স্নেহজাতীয় দ্রব্য। (জাতক) **অজকরং মেদং = অজকর মেদং** (জাতক অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গে) **থীনসিনেহ।**

মেদক—এই শব্দটি যৌগিকরূপে **"গোমেদক"** শব্দে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **গোমেদক।**

মেদক থলিক = **মেদক থালিকা।** ⟹ **মেদক থালিকা।**

মেদক থালিকা (স্ত্রী) রন্ধনপাত্র অথবা চর্বি ভাজা করিবার কড়াই বা চাটু।

মেদগণ্ঠি [মেদো+গণ্ঠি] মেদ বা চর্বির ফোঁড়া, মেদযুক্ত গ্রন্থি অথবা আব অথবা ব্যাধি সম্বন্ধীয় ফুলা। মিলিন্দ প্রশ্নে ইহাকে একপ্রকার রোগ বলা হইয়াছে।

মেদচ্ছক্ক (ক্লী) মেদ বা চর্বির সেট বা প্রস্থ, চর্বি বা স্নেহজাতীয় দ্রব্য। ⟹ **ছক্ক।**

মেদপিণ্ড (বিণ) = **মেদবণ্ণ।** ⟹ **মেদবণ্ণ।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মেদপিণ্ড পাসাণ।** ⟹ **মেদবণ্ণ পাসাণ।**

মেদবণ্ণ (পুং) মেদের ন্যায় রং, চর্বিবর্ণ, অস্থির মজ্জার ন্যায় রং। (বিণ) ১ মেদ বা চর্বির বর্ণযুক্ত, চর্বির ন্যায় রংবিশিষ্ট, মেদরঙের। (সূত্রনিপাত) **মেদবণ্ণ পাসাণ।** ⟹ **বণ্ণ** (১)। ২ পিচ্ছিল বা মসৃণ কালো রঙের। = **মেঘবণ্ণ।** মহাবংস **"মেঘবণ্ণ"**-এর পরিবর্তে **"মেদবণ্ণ"** শুদ্ধ পাঠ বলা হইয়াছে।

মেদবণ্ণ পাসাণ—হিমালয় পর্বত হইতে আবিষ্কৃত চর্বির বর্ণযুক্ত (সুবর্ণবর্ণ) মূল্যবান পাথর। = **মেদপিণ্ড সদিস পাসাণ** (সূত্রনিপাত)।

মেদিনী (স্ত্রী) মেদিনী, পৃথিবী।

মেদুর ⟹ **মোদর।**

মেদেতি (ক্রি) মোটা হওয়া, স্থূলাকার হওয়া, স্থূলকায় হওয়া, স্থূল হওয়া, মাংসল হওয়া, তৈলাক্ত হওয়া, লাভজনক হওয়া।

মেধ (পুং) মেধ, যাগ, যজ্ঞ, হোম, বলি, বলিদান, উৎসর্গ, ত্যাগ, ধর্মীয় যজ্ঞ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অস্সমেধ; পুরিসমেধ।** ⟹ **মেজ্ঝ।** (বিণ) জ্ঞানী। ⟹ **মেজ্ঝ** (২), **মেধাবিন।**

মেধক = **মেধগ।** ⟹ **মেধগ।**

মেধগ (পুং) বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধুবিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। = **কলহ, ভণ্ডন, বিগ্গহ, বিবাদ।**

মেধস (বিণ) মেধাবী, প্রবীণ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, নিপুণ, বিচক্ষণ, মেধস, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, মানসিক শক্তি আছে এমন, জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে এমন, বোধশক্তি আছে এমন। (সূত্রনিপাত) **ভূরিমেধস।** (বিমানবত্থু) **সুমেধস।**

মেধা (স্ত্রী) মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, স্মৃতিজ্ঞান, ধারণাবতী বুদ্ধি, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি। (মহানির্দেস) **মেধা বুচ্চতি পঞ্‌ঞা।** = **পঞ্‌ঞা।**

মেধাবিতা (স্ত্রী) চতুরতা, দক্ষতা, নিপুণতা, বুদ্ধি, বোধশক্তি, জ্ঞান, মানসিক শক্তি।

মেধাবিন (বিণ) মেধাবী, অভিজ্ঞ, মেধাবিন, পণ্ডিত, মেধাবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, কৌশলী, প্রবীণ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। = **বিভাবিন।** (যৌগিকে) **মেধাবিন পণ্ডিত; মেধাবিন বহুস্সুত।** (কর্মকারকে) **মেধাবিনং বহুস্সুতং** (জাতকে উল্লেখিত "মোঘরাজা" সম্বন্ধে বর্ণনায়)।

মেধাবিনী (বিণ, স্ত্রী) মেধাবিনী, যেই স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী, যেই নারী নিপুণা। ⟹ **মেধাবিন।**

মেধাবী (বিণ) = **মেধাবিন।** ⟹ **মেধাবিন।**

মেধি (স্ত্রী) স্তম্ভ, থাম, অবলম্বন।

মেধিন (পুং) = **মেধ।** ⟹ **মেধ।**

মেরয (ক্লী) এক প্রকার মদ্য-বিশেষ। ইহা সাধারণত মহুয়াফুল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত মদ। (যৌগিকে) **সুরা মেরয।** (জাতক) **পপ্ফাসবাদি।** তুলনীয় "মাধবহলায়" গ্রন্থের বর্ণনা:—"ধাতকী-পুষ্প-গুড়-ধন্যাম্ল-সংস্কৃতং"। ধর্মপাল কর্তৃক বিমানবত্থু অর্থকথায় পঞ্চবিধ "**মেরয**"-এর বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—**পুপ্ফাসব, ফলাসব, মধ্বাসব, গুড়াসব, সম্ভার সংযুত্ত আসব।**

মেরিত—এই শব্দটি জাতকে "**ভযমেরিত**" যৌগিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ⟹ **ভযমেরিত।**

মেরু (পুং) মেরু, পর্বত, হিমাদ্রি, পৃথিবীর সর্বোচ্চতম পর্বতের নাম-বিশেষ।

মেলন (ক্লী) মিলন, মিলিত হওন, একত্রিত হওন, সংগ্রহকরণ, জনতা, জনসভা, অধিবেশন, বৈঠক, সভা, সঙ্গম, সম্মেলন।

মেল্ল—জম্বীর বৃক্ষ বা ফল। = **মাতুলুঙ্গ** (জাতক), **বেল্ল** (জাতক টীকা)।

মেস (পুং) মেষ, ভেড়া। = **মেণ্ড।**

মেহ (পুং) মেহ, মূত্রদোষ বা মূত্ররোগ-বিশেষ, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় কষ্ট।

মেহন (ক্লী) পুরুষলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ, যোনি-বিশেষ।

মোক্খ (পুং) ১ ক (সাহিত্যে) মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, পৌরাধিকার। (দীর্ঘনিকায়) **বন্ধনমোক্খ**—বন্ধনমুক্তি। খ (চরিত্রে) মোক্ষ, মোচন, স্বত্বত্যাগ, মুক্তি, নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ, মৃত্যু, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা, রক্ষণ, অপবর্গ, উদ্ধার, দুঃখ হইতে মুক্তি, অন্তিম মুক্তি অর্থাৎ লোভ-দ্বেষ-মোহ—এই ত্রিদোষমূলক অবিদ্যা হইতে মুক্তি। (বিভঙ্গ) **জরা-মরণ-মোক্খ**—জরা বা (বৃদ্ধাবস্থা) ও মরণ হইতে মুক্তি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মোক্খমগ্গ সগ্গমগ্গ**—স্বর্গে যাওয়ার উপায় এবং মুক্তির উপায়; **মোক্খধম্ম।** ২ বন্ধনমুক্তকরণ, ছাড়িয়া দেওয়া বা বন্ধনমোচন, নির্গমন, এককালে নিঃসৃত বস্তু, কথার প্রকাশকরণ, শব্দের উচ্চারণকরণ। ৩ (বিণ) মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্র, উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, প্রথম, আদিম, সর্বপ্রধান। অঙ্গুত্তর নিকায়ে কতিপয় একজাতীয় শব্দ:—**অগ্গো, সেট্ঠো, মোক্খো, উত্তম।** ⟹ **পামোক্খ** (১)।

মোক্খক (বিণ) ১ প্রথম, আদিম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ। ⟹ **মোক্খ** (৩)। ২ যিনি মোক্ষ বা মুক্তি দেন অথবা মুক্তির উপায় বলিয়া দেন। = **মোক্খ** (১খ)। (পুং) = **মুক্খক।** ⟹ **মুক্খক।**

মোক্খচিক (পুং) পতন, গড়াইয়া পতন, আছাড়, দড়াবাজির ক্রীড়ার ন্যায় দড়িতে পদসংলগ্ন করিয়া ডিগবাজি খাইয়া ঘোরা (দীর্ঘনিকায়ে আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধীয় নিষেধাত্মক বর্ণনায়)। (তুলনীয়) **সম্পরিবত্তক-কীড়নং**—উপরে শূন্যস্থানে কিছুতে দোলদণ্ড দিয়া উহাতে হাঁটু লাগাইয়া ডিগবাজি খাওয়ার ন্যায় একাদিক্রমে ঘুরিবার ক্রীড়া (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আকাসে বা দণ্ডং গহেত্বা ভূমিযং বা সীসং ঠপেত্বা হেট্ঠ-উপরিযভাবেন পরিবত্তন-কীড়নং** অর্থাৎ ব্যায়ামের দোলনা সম্পাদনকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **মোক্খটিক।** সিংহলের দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় উহার বর্ণনায়:—**দণ্ডকং গহেত্বা হেট্ঠউপ্পরিয (উপরিয?) ভাবেন পরিবত্তন-কীড়নং।** (বিনয়) **মোক্খচিকায কীলন্তো।** "**কীলতি**" শব্দের সহিত ইহার সংযোগ অনুসারে করণকারকে "**মোক্খচিকেন**" অর্থে "একপ্রকার ক্রীড়া অথবা ছেলেদের খেলিবার একপ্রকার যন্ত্রও (খেলনা)" হইতে পারে (চুল্লনিদ্দেস)।

মোক্খচিকা (স্ত্রী) = **মোক্খচিক।** ⟹ **মোক্খচিক।** (বিনয়) **মোক্খচিকায কীড়ন্তি।**

মোক্খটিক (পুং) = **মোক্খচিক।** ⟹ **মোক্খচিক।**

মোক্খতি (ক্রি) [√মোক্খ+অ] মুক্ত হওয়া অথবা রক্ষা পাওয়া। ⟹ **মুঞ্চতি।**

মোক্খতিয = **মোক্খচিক।** ⟹ **মোক্খচিক।**

মোক্খধম্ম (পুং) রক্ষণ, পরিত্রাণ, মুক্তি, উদ্ধার, দুঃখমুক্তি। ⟹ **মোক্খ** (১খ)।

মোক্খভাব = **চোক্খভাব।** ⟹ **চোক্খভাব, মোক্খ।**

মোক্খ মগ্গ (পুং) মোক্ষমার্গ, মুক্তির পথ, মোক্ষে যাওয়ার পথ বা উপায়, দুঃখ মুক্তির উপায় বা কৌশল। ⟹ **মোক্খ** (১খ)।

মোগ্গলায়ন—ইনি মোগ্গলায়ন বা মৌদ্গল্যায়ণ নামে ভগবান বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক (প্রধান শিষ্য)। ইনি ভগবান বুদ্ধের প্রথম প্রধান অগ্রশ্রাবক (প্রধান শিষ্য) সারিপুত্রের আজন্ম বন্ধু ছিলেন। রাজগৃহের অদূরবর্তী কোলিত গ্রামের ব্রাহ্মণ মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নামানুসারে ইনি কোলিত নামে পরিচিত ছিলেন, পরে মাতা মোদ্গলীর (মৌদ্গলীর) নামানুসারে "মোগ্গলায়ন বা মৌদ্গল্যায়ণ" নামে পরিচিত হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি সারিপুত্রসহ সঞ্জয় নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট বেদ শিক্ষা করিতেন। বেদের শিক্ষায় আত্মমুক্তির কোনো উপায় দর্শন না করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। পরে ভগবান বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিত নামক ভিক্ষুর নিকট সারিপুত্র একটি গাথা (শ্লোক) শ্রবণ করিয়া আত্মমুক্তিজনক জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন এবং প্রীত হইলেন। অতঃপর সারিপুত্র

সেই গাথাটি পুনর্বার তাঁহার বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ণের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে মৌদ্‌গল্যায়ণও আত্মমুক্তিজনক জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া প্রীত হইলেন। তখন তাঁহারা দুইজনে বহু সঙ্গী সহকারে ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভগবান বুদ্ধের উপদেশ পালন করিতে থাকেন। তাঁহারা দুইজনেই অচিরে মার্গফল লাভ করিয়া মহাজ্ঞানী অর্হত হইলেন। সারিপুত্র মহাপ্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করিয়া ভগবান বুদ্ধের প্রথম প্রধান অগ্রশ্রাবক হইলেন এবং মৌদ্‌গল্যায়ণ মহাঋদ্ধিবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করিয়া ভগবান বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রধান অগ্রশ্রাবক হইলেন। ⟹ **সারিপুত্ত**।

মোঘ (বিণ) তুচ্ছ, মূর্খ, ব্যর্থ, নিষ্ফল, খালি, শূন্য, অসার, অস্পষ্ট, অজ্ঞ, (চলতি) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, অনর্থক, গর্বিত, দাম্ভিক, জাঁকালো, অবাস্তব, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, বোকা, স্থূলবুদ্ধি, হাস্যাস্পদ। (বিপ) **সচ্চ**। (ধর্মপদ) **মোঘজিণ্ণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মোঘ পত্থনা**।

মোঘজিণ্ণ (বিণ) বড় হইয়াছে বৃথা, বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে অনর্থক। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **তুচ্ছজিণ্ণ**। ⟹ **মোঘ**।

মোঘপত্থনা—তুচ্ছ ইচ্ছা, অসার প্রার্থনা, নিরর্থক কামনা। ⟹ **মোঘ**।

মোঘপুরিস—মূর্খলোক, নিবিড় লোক, নির্বোধ ব্যক্তি, হাস্যাস্পদ মানুষ, নিষ্কর্মা ব্যক্তি, বুদ্ধিহীন পুরুষ, স্থূলবুদ্ধি লোক।

মোচ (পুং) ১ কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ, কলার শরবত। (বিনয়) **মোচপান**। ২ মুক্তি, বক্তৃতাদান, বক্তৃতা দিবার ধরন, প্রসব, সমর্পণ, মুক্তিদান, ছাড়িয়া দেওয়া। = **মোচন**। (স্ত্রী) কদলীফল, কলা।

মোচপান—কলার শরবত, কদলীফলের রসের শরবত। অষ্টবিধ পানীয়ের মধ্যে ইহা একটি।

মোচন (স্ত্রী) ১ মোচন, মুক্তিদান, মুক্তি, মুক্তকরণ, পরিত্রাণকরণ, ত্যাগকরণ, ছাড়িয়া দেওয়া, উদ্ধারকরণ। ⟹ **মোচ** (২)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরিস্সযা মোচন**। ২ ত্যাগকরণ, ছাড়িয়া দেওয়া, ভারমোচন, নির্বাহ, অভিযোগ হইতে মুক্তি, কার্যমুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অস্সুমোচন**।

মোচয (বিণ) মুক্ত, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, পলায়ন করিতে সমর্থ।

মোচাপন (স্ত্রী) কাহারও মুক্তির জন্য সহায়তাকরণ অথবা কারণকরণ, মুক্তকরণ, মুক্তি, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা।

মোচাপেতি (ক্রি) মুক্ত করানো, উদ্ধারের বা মুক্তির কারণ করা, মুক্ত হওয়ার কারণ করা, ঢিলা দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া। (বিপ) **বন্ধাপেতি**। ⟹ **মোচেতি** (৬)।

মোচেতর (পুং) মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা, উদ্ধারকর্তা।

মোচেতি (ক্রি) [√মুচ+এ] ১ মুক্ত করা বা হওয়া, উদ্ধার করা, ত্যাগ করা, সন্তান প্রসব করা, বিলি করা, প্রদান করা, বক্তৃতাদি করা, (আঘাত) প্রদান করা, মোচন করা, ছাড়িয়া দেওয়া, খালাস করা, স্বত্ব পরিত্যাগ করা, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শনের বা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া, কাহারও মুক্তির বা উদ্ধারের কারণ হওয়া। (পঞ্চমী) **মোচেহি**; (পেতবত্থু) **দুগ্গতিযা মোচেহি**। (অতীত) **মোচেসি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **দাসব্যতো মোচেসি**। (অ-বিণ) **মোচিত**। (ব-বিণ) **মোচেন্ত**। (ক্রি-বি) **মোচেত্বা, মোচিয**। (তুম) **মোচেতুং**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **পেতলোকতো মোচেতুং**। ২ ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষ মুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক বা তীর ছোড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা। ৩ ছাড়িয়া দেওয়া, ঢিলা করিয়া দেওয়া, গতিযুক্ত করা, নড়ানো, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, নড়া, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া। (জাতক) **পদং মোচেতি**—দৌড়া, দ্রুত গমন করা। ৪ ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক বা তীর ছোড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা, পূর্ণ করা, সমাধা করা, কার্যে পরিণত করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটিঞ্ঞং মোচেতি**—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা। ৫ ঘোড়ার সাজ খোলা, অস্ত্রশূন্য বা নিরস্ত্র করা। ৬ পৃথক করা, বিচ্ছিন্ন করা, সরানো। ⟹ **মুঞ্চতি**। (করণে) **মোচাপেতি**।

মোট—মোট, মাথার উপর করিয়া বহনীয় বস্তু, ভার। = **মুতোলী**।

মোতর (পুং) যেই ব্যক্তি যাহা উপলব্ধি বা অনুভব করিবার তাহা অনুভব করে (অথবা যাহা জ্ঞাত হইবার বা জানিবার তাহা জ্ঞাত হয় বা জানে)। (বি-ভা) **মুতং ন মঞ্ঞতি মোতব্বং ন মঞ্ঞতি মোতারং**—যাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না তাহা উপলব্ধি পারে অথবা উপলব্ধি করিবার যোগ্য (**মোতব্ব**) অথবা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়া যেই ব্যক্তি উহার অনন্যতা প্রতিপাদন বা সনাক্ত করিতে পারে না (অঙ্গুত্তর নিকায়); এখানে "**মোতর**" এবং "**মোতব্ব**" এর সহিত "**সোতর**" এবং "**সোতব্ব**" আর "**দিট্‌ঠর**" এবং "**দিট্‌ঠব্ব**" সম্বন্ধযুক্ত।

মোদক (পুং) ১ একপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ মোদক, মোয়া, নাড়ু। ২ চিঠির আধার বা লেফাফা, চিঠির আচ্ছাদন বা খাম। খাম বা লেফাফা ইত্যাদির ন্যায় মুড়িবার দ্রব্যকে "মোদক" বলা হয়। (জাতক) **পণ্ণং মোদকস্স অন্তো পক্‌খিপিত্বা**।

মোদকে (ক্রিয়ার পঞ্চমী অর্থে) ভক্ষণ করো, খাইয়া

ফেলো, খাও, পরিভোগ করো, খেয়ে নাও। ⟹ **পরিভুঞ্জতি** (১)।

মোদতি (ক্রি) [√মুদ+অ] আনন্দ করা, আনন্দিত করা বা হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, সুখী হওয়া, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা। (অতীত) **মোদি**। (অ-বিণ) **মোদিত, মুদিত**। (ব-বিণ) **মোদমান, মোদযমান, মোহযমান**।

মোদন (ক্লী) মোদন, আহ্লাদ, পরিতোষ, হর্ষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বস্তু বা বিষয়, সুখ, আনন্দ, আনন্দোৎসব, আমোদ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু। (তুলনীয়) **সম্মোদন**।

মোদনা (স্ত্রী) ১ = **মোদন**। ⟹ **মোদন**। ২ মিশ্রণ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **আমোদনা**।

মোদর—এই শব্দটি হস্তীদন্ত-সম্বন্ধে জাতকে দৃষ্ট হয়। Kern. Toev.-এ "**মেদুর**" শব্দের পরিবর্তে ভুলবশত গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ করা হইয়াছে,—"পূর্ণ, বেষ্টিত" পালিতে যাহার সামঞ্জস্য নাই। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**সমন্ততো ওভাসেন্তো**" অর্থাৎ "উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত"।

মোদিত (বিণ) মোদিত, আনন্দিত। ⟹ **মোদতি**।

মোন (ক্লী) ১ প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ব্যক্তির বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ, চরিত্র, খ্যাতি নাম, সুপরিচিত ব্যক্তি, স্থৈর্য, প্রশান্তি। (সূত্রনিপাত) **মোনপথ**। = **ঞাণ, পঞ্ঞা**। ২ মৌন, তুষ্ণীভাব, অভাষণ, চুপ, নিস্তব্ধতা, চুপচাপ, শান্তি, স্থিরতা, বিস্মৃতি, বিস্মরণ, নিরবতা, গোপনীয়তা। = **তুণ্হীভাব**। ⟹ **মুনি** (১)।

মোনপথ—জ্ঞানের পথ, জ্ঞানলাভের উপায়। = **ঞাণপথ**। ⟹ **মোন** (১)।

মোনেয্য (ক্লী) ধর্মসম্মত বা জ্ঞানের পূর্ণতা, মুনিত্ব, মুনিত্ব প্রাপ্তির অবস্থা, সচ্চরিত্র। ইহা তিন প্রকার, যথা—**কাযেমোনেয্য, বচীমোনেয্য, মনোমোনেয্য**। ⟹ **মুনি** (২)। (বিণ) পূর্ণতা সম্বন্ধীয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মোনেয্যা ধম্মা**।

মোনেয্য কোলাহল—ভগবান বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করিয়া মুনি বা ভিক্ষু অর্হত্ত্বফল লাভের চেষ্টা করিবেন বলিয়া আনন্দধ্বনি, উচ্চপর্যায়ে জ্ঞানলাভের পূর্বসূচনা। ⟹ **কোলাহল**।

মোনেয্যা ধম্মা (পুং, বহুবচন) পূর্ণাঙ্গ বা সর্বগুণান্বিত চরিত্রের গুণসমূহ। ⟹ **মোনেয্য**।

মোমুহ = **মোমূহ**। ⟹ **মোমূহ**।

মোমূহ (বিণ) স্থূলবুদ্ধি, অনুভূতিহীন, ভোঁতা, বিষণ্ন, নিরানন্দ, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, নীরস, নিস্তেজ, মন্থর, মূর্খ, স্ফূর্তিহীন, কানে খাটো, মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়, মরণোন্মুখ, মরিতে ইচ্ছুক, নির্বোধ, বোকা, অবিজ্ঞ, অসঙ্গত, অসম্ভব, বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি। = **মন্দ, অবিজ্ঞা**।

মোমূহত্ত (ক্লী) মুমূর্ষুতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, হাস্যাস্পদ অবস্থা, মনের বিহ্বলতা। = **মন্দত্ত**। ⟹ **মোমূহ**।

মোর (পুং) ময়ূর। = **ময়ূর**। (জাতক) **মোরূপসেবিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মোরকলাপ**। (বিনয়) **মোরপিচ্ছ; মোরপিঞ্জ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মোরপিঞ্জ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মোরসিকলি**। (বিমানবত্থু) **মোরহত্থ**।

মোরক—একপ্রকার ইস্পাত লৌহ।

মোরকলাপ—ময়ূরপুচ্ছ। = **মোরপিঞ্জ**।

মোরকত্থ—ময়ূরের চক্ষু।

মোরকত্থ লোহ—একপ্রকার তাম্র। ইহা "**পিসাচ লোহ**" এর সহিত বিন্যস্ত। ⟹ **পিসাচলোহ**।

মোরগু—(সংস্কৃত—ময়ূরক) মৃদু বা কোমল ঘাস।

মোরপিচ্ছ (ক্লী) ময়ূরপুচ্ছের পালক, ময়ূরের লেজের পালক, ময়ূরের পুচ্ছপালক। = **মোরমিচ্ছ, মোরপিঞ্জ**। ⟹ **পিচ্ছ** (১)।

মোরপিঞ্ছ = **মোরপিচ্ছ**। ⟹ **মোরপিচ্ছ**।

মোরপিঞ্ছ বীজনী—ময়ূরপুচ্ছের পালক দ্বারা প্রস্তুত বীজনী বা পাখা। ⟹ **বীজনী**।

মোরপিঞ্জ (ক্লী) ময়ূরপুচ্ছের পালক। = **মোরপিচ্ছ, পেখুণ** (১)। ⟹ **পিঞ্জ**।

মোরপিঞ্জকলাপ—ময়ূরপুচ্ছের পালক। = **পেকখুণ, মোরকলাপ**। ⟹ **পিঞ্জ**।

মোরমিচ্ছ = **মোরপিচ্ছ**। ⟹ **মোরপিচ্ছ**।

মোরসিকলি = **মোরমিচ্ছ**। ⟹ **মোরমিচ্ছ**।

মোরহত্থ—ময়ূরপুচ্ছের পালক দ্বারা তৈরি ব্যজনী বা পাখা। = **ময়ূরপিঞ্জেহি কতং মকস-বীজনিং**।

মোরিনী (স্ত্রী) ময়ূরী, স্ত্রীজাতীয় ময়ূর।

মোরূপসেবিন (বিণ) [মোর+উপসেবিন] ময়ূর সন্ধানকারী, ময়ূর অন্বেষণকারী। ⟹ **মোর**।

মোরূপসেবী (বিণ) = **মোরূপসেবিন**। ⟹ **মোরূপসেবিন**।

মোলি (পুং, স্ত্রী) খোঁপা, শিখা, ঝুঁটি, শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ পক্ষগুচ্ছ, কুক্কুটের ঝুঁটি, কুলচিহ্ন, কোনো জিনিসের শীর্ষস্থান, পাগড়ি, টুপি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **মোলি**।

মোলিগল্ল (বিণ) মোটা, স্থূল। (বর্ণনায়) **থুলসরীর**। = **মুকল্ল, মোলিগল্ল**।

মোলিন (বিণ ?) খোঁপাধারী, শিখাধারী, ঝুঁটিধারী, পাগড়ি বা টুপিধারী। ⟹ **মোলি**।

মোলিভদ্দ (পুং) যে ব্যক্তি মাথার তালুতে খোঁপাকারে মাথার চুল বন্ধ করে।

মোলি (পুং, স্ত্রী) মাথার তালুর উপর খোঁপাকারে চুলবন্ধন, মাথার মুকুট। = **মোলি**।

মোলিগল্ল = **মোলিগল্ল**। ⟹ **মোলিগল্ল**।

মোস (পুং) অপহরণ, চুরি। (ক্লী) মিথ্যা, অসত্যতা।

(বিণ) অসত্যতা সম্বন্ধীয়, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, অসাধু, বিশ্বাসঘাতক, কপটী, অমূলক, অসত্য, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত, বঞ্চনাপূর্ণ। ⇒ **মুসা**।

মোসধম্ম (বিণ) বঞ্চনাপূর্ণ, কপটী স্বভাবের, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, অসাধু, বিশ্বাসঘাতক, কপটী, অমূলক, অপ্রকৃত, অবিশ্বাসী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মোসধম্ম কাম**।

মোসন (ক্লী) = **মোস**। ⇒ **মোস** (পুং)।

মোসল্ল (বিণ) (লাঠির বা মুষলের আঘাতে) হত্যার যোগ্য, দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ।

মোসবজ্জ (ক্লী) মিথ্যাকথন, অসত্য কথন, মিথ্যা কথা, অসত্য কথা। = **মুসাবাদ**।

মোহ (পুং) মোহ, অচৈতন্য, মূর্ছা, মূর্খতা, অবিদ্যাবৃত্তি-বিশেষ, দেহাদিতে আত্মাভিমান, অবুদ্ধি, নির্বুদ্ধিতা, বোকামি, মূঢ়তা, অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, বুদ্ধিহীনতা, প্রবঞ্চনা, ভ্রান্তি, মতিভ্রম, মমতা, মনঃপ্রাণের নিরানন্দতা, বিহ্বলতা, হতবুদ্ধি অবস্থা, আমিত্বে আমার বলিয়া ধারণা। (চুল্লনিদ্দেস) **দুক্খে অঞ্ঞাণং** ইত্যাদি; **মোহপমোহ, সম্মোহ, অবিজ্জোঘ** ইত্যাদি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **"মুয্হন্তি তেন, সযং বা মুয্হতি, মুয্হন-মত্তং এব বা তং'তি মোহ"** এবং **"চিত্তস্স অন্ধ-ভাব-লক্খণো, অঞ্ঞাণ-লক্খণো বা"**। সংযোগে **"রাগ-দোস-মোহ"**—এই তিনটি মৌলিক বা প্রধান চিত্তদোষের মধ্যে একটি এবং এই তিনটি মৌলিক কারণে মানুষ যথার্থ সত্যকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এমন কি সত্য সন্ধানের পথেও প্রবেশ করিতে পারে না। এই তিনটি চিত্তদোষকে অগ্নিরূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—**রাগ-অগ্গি, দোস-অগ্গি, মোহ-অগ্গি**। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **রাগক্খয, দোসক্খয, মোহক্খয**। (যৌগিকে) **রাগ দোস মোহ, লোভ দোস মোহ**; ⇒ **দোস** (২), **লোভ**। (দীর্ঘনিকায়) **স-মোহ চিত্তং**। **রাগ** (**লোভ-দোস-মোহ**—এই তিনটি অকুশল বা সর্বপাপের মূলকারণ। (তুলনীয়) **পমোহ, সম্মোহ**।

মোহক্খয (পুং) মোহক্ষয়, মোহের ক্ষয় বা ধ্বংসসাধন, অবিদ্যার বিনাশসাধন। ⇒ **মোহ**।

মোহগহন (ক্লী) মোহঘোর, মোহের গাঢ়তা, মোহের দৃঢ় বন্ধন, মোহজনিত ভ্রম, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতায় ঘোর আচ্ছন্নতা বা অন্ধতা। ⇒ **গহন**। (বিণ) গাঢ় মোহাচ্ছন্ন, গভীরভাবে মোহান্ধ, সাতিশয় মোহপূর্ণ, অত্যধিক মোহ আছে এরূপ।

মোহগ্গি (পুং) [মোহ+অগ্গি] মোহরূপ অগ্নি, মোহাগ্নি, বিহ্বলতাজনক অগ্নি। ⇒ **মোহ**।

মোহচরিত (বিণ) মোহচরিত্র, নির্বোধ স্বভাব। (পুং) মোহচরিত্রের লোক, নির্বোধ বা হাস্যাস্পদ স্বভাবের ব্যক্তি। ইহা তিন প্রকার স্বভাবের মধ্যে একটি। তিন প্রকার, যথা—**রাগচরিত, দোসচরিত, মোহচরিত**।

মোহজাল (ক্লী) মোহজনক জাল, মোহরূপ জাল। ⇒ **জাল**।

মোহতনুত্ত (ক্লী) মোহের ক্রমিক ক্ষয়সাধন। ⇒ **রাগতনুত্ত**।

মোহতম (পুং) বিহ্বলতার অন্ধকার, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অন্ধকার।

মোহত্ত (ক্লী) মোহত্ব, বিহ্বলতা, হতবুদ্ধি অবস্থা, জ্ঞানহীনতা।

মোহধম্ম—যে কোনো বিষয় যদ্দ্বারা মানুষ বিহ্বল বা হতবুদ্ধি হইয়া থাকে।

মোহন (ক্লী) মোহন, মুগ্ধকরণ, বোকা বানানো, নির্বোধকরণ, হতবুদ্ধিকরণ, বিহ্বলকরণ, (পাপকার্যে) প্রলোভন, প্রলোভনের বস্তু বা বিষয়। = **মোহনা বুচ্চন্তি কামগুণা** (মহানির্দেশ)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মোহনং বুচ্চতি কামগুণা এত্থ হি দেব-মনুস্সা মুয্হন্তি**।

মোহনক (বিণ) মোহজনক, মুগ্ধকারী, মোহকারক, মোহনকারী, বিহ্বলকারী, ভ্রান্তপথে নিয়া যায় এমন, বিপথে চালিত করে এমন।

মোহনীয (বিণ) মুগ্ধকারী, বিহ্বলকারী, মোহিত করে এরূপ, জ্ঞানহীন করে এরূপ, হতবুদ্ধি করে এরূপ, ভ্রান্তধারণায় নিয়া যায় এরূপ, হতভম্ভ করে এরূপ।

মোহনীযা ধম্মা—মোহ উৎপন্নকারী ধর্ম (বস্তু বা চিন্তা) সমূহ।

মোহনেয্য (বিণ) = **মোহনীয**। ⇒ **মোহনীয**।

মোহন্তর--(ব্যক্তিগত) বিহ্বলতার গুণ (সাহিত্যে—আভ্যন্তরিক মোহ আছে এরূপ)। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে "মোহের কারণ বা হেতু" অর্থাৎ "**মোহন্তর কারণ; মোহন্তর পচ্চয**"। (তুলনীয়) **অন্তর = কারণ**; ⇒ **অন্তর** (১)।

মোহপারুত (বিণ) মোহাচ্ছন্ন, মোহাবদ্ধ।

মোহমগ্গ (বিণ) জ্ঞানহীনতা অথবা হতবুদ্ধির অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ার পথে আছে এমন। (পুং) বুদ্ধিভ্রষ্ট বা বিহ্বল হওয়ার পথ, ভ্রান্তপথ।

মোহমল—মোহরূপ ময়লা।

মোহযমান (বিণ) আনন্দ করে এমন, আনন্দিত হয় এমন, প্রফুল্ল হয় এমন। = **মোদযমান** (⇒ **মোদতি**)।

মোহসম জাল (ক্লী) মোহ সমতুল্য জাল। = **মোহজাল**। ⇒ **জাল**।

মোহসল্ল (পুং) মোহরূপ শেল বা শল্য, মোহজনক শূল, বিহ্বলতাজনক হুল, স্নেহপরবশে অন্তর্দাহ যাতনা। ⇒ **সল্ল**।

মোহান্তরা মল [মোহ+অন্তরা+মল] আভ্যন্তরিক মোহরূপ মল, দোষযুক্ত ময়লা, মোহপরায়ণতা।

মোহিত (বিণ) মোহিত, মোহপ্রাপ্ত, প্রতারিত, ভ্রান্ত, বশীভূত। ⇒ **মোহেতি**।

মোহস্সদ—মূঢ়তার গুণ, নিরানন্দতার গুণ।

মোহেতি (ক্রি) [√মুহ্+এ] মোহিত করা, মুগ্ধ করা, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, বিহ্বল করা, বোকা বানানো, নাকাল করা, ঠকানো, বশীভূত করা, হঠাৎ আক্রমণ করা, আশ্চর্যান্বিত করা। ⇒ **মোদতি**। (অতীত) **মোহেসি**; (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **অমোহযি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **অমোহযি = মচ্চু- রাজং, অসমোহযি, অসমোহরি**—কিন্তু এই শেষের দুইটি শব্দ সন্দেহযুক্ত, তুলনীয় সমার্থবাচক শব্দ সূত্রনিপাতে "**সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু (সমোহতেসু)**; গাথার ছন্দে—(প্রথম পুরুষ একবচনে) **অমোহযিত্থ**; (সূত্রনিপাত) **মা বো পমত্তে বিঞ্ঞায মচ্চুরাজা অমোহযিত্থ বসানুগে**। (অ-বিণ) **মোহিত**। (ব-বিণ) **মোহযমান**। (ক্রি-বি) **মোহেত্বা**।

ম্যাহং [মে+অহং] আমার, আমি।

ম্হিতপুব্ব = মিহিতপুব্ব। ⇒ **মিহিতপুব্ব**।

য

য—বর্গরহিত ব্যঞ্জনবর্ণ তালুজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজ বর্ণ বলে। দুই শব্দের সন্ধিস্থলে পূর্ববর্তী শব্দের পরে এবং পরবর্তী শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ থাকিলে উভয় স্বরবর্ণের মধ্যস্থলে "**য**" আগম হয়, যেমন—পরি+আপন্ন = **পরিযাপন্ন**; পরি+ওসান = **পরিযোসান**। এইরূপে পরে "**অ**" এবং পূর্বে "**ই**" থাকিলে,—(দীর্ঘনিকায়) ছ+ইমা দিসা = **ছযিমা দিসা**; (সূত্রনিপাত) তং+ইদং = **তযিদং**; তব+ইদং = **তবযিদং**; (সংযুক্ত নিকায়) ন+ইদং = **নযিদং**; (সূত্রনিপাত) মম+ইদং = **মমযিদং**; ন+ইধ = **নযিধ**; (বিনয়) মা+ইধ = **মাযিধ**; (দীর্ঘনিকায়) যস্স+এতাদিসী পজা = **যস্সেতাদিসী পজা** (সাহিত্যে—"**যসস্সে-তাদিসী**" এর পরিবর্তে "**যস্সস্সে-তাদিসী**) (মধ্যম নিকায়) সতিযা+এতং অধিবচনং = **সতিযাযেতং অধিবচনং**। (পেতবত্থু) ন+ইমস্স = **নযিমস্স**। পরে "**ই**" এবং পূর্বে "**অ**" থাকিলে,—(জাতক) পাবিসি+অস্সমং = **পাবিসিযস্সমং**; (জাতক) খণি+অস্মনি = **খণিযস্মনি**; যা+অঞ্ঞং = **যাযঞ্ঞং** (অর্থকথায়—**য-কারো পটিসন্ধি-করো**।"**এব**"শব্দের পরিবর্তে "**যেব**" শব্দ হয়। (জাতক) য+ইমে জনে = "**যযিমে জনে**" ইহাকে "**যে ইমে জনে**" রূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কোনো কোনো স্থানে বানানে "**এ**"-এর স্থলে "**অয**"ও দেখা যায়। (তুলনীয়) ত+ইমে জনে = **তযিমে জনে**। (সর্বনাম পদে) (বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহার) যাহা, যেগুলি, যেটি, যাহারা। (স্ত্রী) যাহা, তাহা, তাহা যাহা, ইহাই হউক অথবা উহাই হউক, যাহা কিছু, যে কিছু, যে কোনো, একটা না একটা, মোটেই। বিশেষ্যে "**য**" শব্দের পরে বা পূর্বে বিশেষ্যে "**ত**" শব্দের ব্যবহার হয়, যেমন—**যং ... তং, তং ... যং, যস্স ... তস্স, তস্স ... যস্স**। উদাহরণ—(তং) **অত্থং ন জানাতি যং লোভো সহতে নরং**—সে উপকারিতা জানে না যাহাকে লোভে জয় করে অর্থাৎ মানুষ যে লোভে কাজ করে সে তাহা জানে না। (সংযুক্ত নিকায়) **যস্স জাতরূপরজতং কপ্পতি পঞ্চ পি তস্স কামগুণা কপ্পন্তি**। এইরূপে "**যং বা তং বা করেতু**—সে যাহা ইচ্ছা করে তাহা করুক (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **যস্মিং বা তস্মিং বা**—প্রত্যেক বিষয়ে বা সর্ববিষয়ে। (বিমানবত্থু) **যস্স যস্সেব সালস্স মূলে তিট্ঠসি, সো সো মুঞ্চতি পুপ্ফানি**—যে যে শালগাছের মূলে দাঁড়াও সেই সেই শালগাছের পুষ্প ঝরিয়া যায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যস্সং যস্সং দিসাযং বিহরতি, সকস্মিং যেব বিজিতে বিহরতি**—যেই যেই দিকে বা দেশে থাকে সে যেন নিজ বিজিত রাজ্যেই বাস করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যো যো যং যং ইচ্ছতি তস্স তস্স অদাসি**—যে যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহাকে দেওয়া হইত। ⇒ **যং, যা, যো**।

যং—**১ক** (স্ত্রী, একবচনে) যাহা, যেইটি, যে কোনো বস্তু, যে বস্তু। **খ** (সর্বনাম পদ) যাহা, যে, যেই। (সংযুক্ত নিকায়) **যং দুক্খং ... তদ'নত্তা (তদ+অনত্তা)**। **যঞ্চ অঞ্ঞ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **যং লব্ভতি যঞ্চ ন**

লব্ভতি তং সব্বং পুচ্ছিত্বা। ⟹ **যং কিঞ্চি, যং যং।** ২ (বিণ) (জাতক) **যং মুখ।** (দীর্ঘনিকায়) **যং বিপাক।** (সংযুক্ত নিকায়) **যং বা ... তং বা**—এই ... অথবা সেই, যেই ... অথবা উহা; **যং নো ... ন ত্বেব**—এইটি নহে অথবা সেইটি নহে, যেইটি নহে অথবা সেইটি নহে। ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তির সহিত "**যং**" শব্দের ব্যবহারে অর্থ হয়;—"এইজন্য যে, তাহার ফলে, তাহার ফল এই যে"। উদাহরণ—(সংযুক্ত নিকায়) **যং রূপে অত্তানুপস্সী বিহরেয্য।** (জাতক) **নেস্স ধম্মো যং তং জহে**—তাহা না হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব। অন্য সংযোগ বৃত্তিতে অর্থাৎ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে "**যং**" শব্দের অর্থ হয়:—"কোন সময়, কোন সময়ে, সেই সময় হইতে, পারে, পরবর্তী সময়ে"। উদাহরণ—(জাতক) **যং মং সুরুচি-মানযি**—আমাকে বিবাহ করিবার পর অথবা যদবধি আমাকে বিবাহ করিয়াছে। সাপেক্ষে বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধে "**যং**" শব্দের অর্থ হয়:—"যদি, তাহা হইলে, এই ভাবিয়া যে, কিনা, এমন কি যদি, কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে। উদাহরণ—(বিনয়) **যং তে সক্কা ... আরোগং কাতুং, তং করোহি**—"যদি সম্ভব হয় ... ইহা কর" অথবা এই অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে "তুমি যেরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পার তাহাই কর"। (জাতকে) **যং মে সিরস্মিং উহচ্চ‧চক্কং ভমতি মত্থকে** (এখানে "যেহেতু" অর্থে)। (জাতক অর্থকথা) **যেন পানেন।** ৩ (ক্রি-বিণ) ততখানি, ততটুকু, অতীব, এই হেতু, এই কারণে, এইরূপে, এইভাবে, সেইরূপে। (যৌগিকে) **যং নূন।** (পেতবত্থু) **যং যং হি মনসো পিযং**—যাহা যাহা মনের মধ্যে পছন্দ হয় অর্থাৎ যাহা যাহা ভাল মনে হয়। (জাতক) **যং যং পস্সতি তং তং পুচ্ছতি**—যাহা যাহা দেখে সেই সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যং যং পদেসং ভজতি তত্থ তত্থেব অস্স লাভসক্কারো নিব্বত্ততি**—সে যেই যেই দেশকে তদারক বা দেখাশুনা করে সেই সেই দেশে সে কৃতকার্য হয় অর্থাৎ সে যেই কোনো দেশে যাক না কেন তাহার লাভসৎকার হইয়া থাকে। (সংযুক্ত নিকায়) **যং অদুং খেত্তং অগ্গং এবমেব মযহং ভিক্খু-ভিক্খুনিযো**—যাদৃশ এই শ্রেষ্ঠক্ষেত্র তাদৃশ আমাদের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ। (মধ্যম নিকায়) **যং ইদং কম্মং ... তং** (⟹ **স্বাযং**)। ⟹ **য** (সর্বনামপদ)। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **যং;** (বহুবচনে) **যানি।** কর্ম (একবচনে) **যং, যদ;** (বহুবচনে) **যানি।** করণ (একবচনে) **যেন;** (বহুবচনে) **যেহি, যেভি।** সম্প্রদান (একবচনে) **যস্স;** (বহুবচনে) যেসং। অপাদান (একবচনে) **যস্মা, যম্হা;** (বহুবচনে) **যেহি, যেভি।** সামীবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **যস্স;** (বহুবচনে) যেসং। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **যস্মিং, যম্হি;** (বহুবচনে) যেসু।

যং কিঞ্চি (সর্বনাম পদ) ইহাই হউক অথবা উহাই হউক, যাহা কিছু, যে কিছু, যে কোনো বিষয়, যে কোনো, একটা না একটা, মোটেই। ⟹ **কিঞ্চি, অনিযম।** (বিণ) যে কোনো, যাহাই হউক না কেন।

যং তং (বিণ) যাহা তাহা, তাহা যাহা, যে কোনো, যাহাই হউক না কেন, যাহা কিছু, যে কিছু, একটা না একটা, মোটেই, ইহাই হউক বা উহাই হউক। (বিনয়) **যে পন তে মনুস্সা সদ্ধা ... তে এবং অহংসু**—যাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তাহারা এইরূপ বলিল। (জাতক) **যেন তেন উপাযেন গণ্হ**—যে কোনো প্রকারে (উপায়ে) ধর। (ধর্মপদ) **যং তং কযিরা**—যাহা কিছু করুক, যে কিছু করুক না কেন। ⟹ **যে তে, যেন তেন।**

যং নিমিত্তং—১ = **যতো নিদানং।** ⟹ **যতো নিদানং।** ২ যেইজন্য, যেই নিমিত্ত, যেই কারণে, যেই উপায়ে, যেই উদ্দেশ্যে। ⟹ **নিমিত্তং।**

যং নূন (ক্রি-বিণ) যখন নাকি, "বেশ, এখন" অথবা "বরং, আমাকে অনুমতি দাও" অথবা "তাহা হইলে এখন"। ⟹ **নূন।** (বি-ভা) **যং নূনাহং**—তাহা হইলে এখন আমি, তাহা হইলে এখন আমাকে (ইহা বা উহা করিতে) অনুমতি দাও। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যং নূনাহং অরঞ্ঞং পবিসেয্যং; যং নূনাহং কতকম্মং পুচ্ছেয্যং; যং নূনাহং দস্সেয্যং।** (মধ্যম নিকায়) **যং নূনাহং পব্বজ্জেয্যং।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **যং নূনাহং আনেয্যং; যং নূনাহং বিহরেয্যং।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **যং নূনাহং অবস্সযো ভবেয্যং।** ⟹ **যং** (৩)।

যং মতং—যখন যেই মত হয় তাহা। ⟹ **যমতং।**

যং মুখ—যেই দিকে মুখ করো অথবা সম্মুখ করো, যেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াও, যেই দিকে হও অথবা ফিরিয়া থাকো। = **সম্মুখ** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **যং** (২)।

যং যং—যাহা যাহা, যেই যেই। ⟹ **যং** (৩)।

যং বিপাক—যেইরূপ বিপাক বা (পাপ-পুণ্য) কাজের ফল, যেই প্রকার ফল বা কর্মফল। ⟹ **যং** (২)।

যং হি (ক্রি-বিণ) বেশ তাহা হইলে, এখন তাহা হইলে। ইহার ব্যবহার ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তির সহিত হইয়া থাকে, যথা—(সংযুক্ত নিকায়) **যং হি তং বদেয্য।** (তুলনীয়) **যগ্ঘে।**

যকন (ক্লী) যকৃৎ, কুক্ষির মধ্যে দক্ষিণভাগস্থ মাংস-খণ্ড-বিশেষ, পিত্তাশয়, পিত্তকোষ, রোগ-বিশেষ। = **যকনপিণ্ড।**

যকনক = **যকন।** ⟹ **যকন।**

যকনপিণ্ড (ক্লী) যকৃৎ, যকৃৎপিণ্ড। = **যকন, যকপেড়।**

যকপেল (ক্লী) যকৃৎ, যকৃৎপিণ্ড। = **যকনপিণ্ড।** (তুলনীয়) **পটল।** ⟹ **পেল।**

যকার [য+কার] ১ "য" বর্ণ। (জাতকে) **পদসন্ধিকর; ব্যঞ্জনসন্ধি-বসেন গহিত।** ২ "য" অক্ষর (অথবা এককালে উচ্চার্য শব্দাংশ)। (জাতকে) **নিপাত-মত্ত।**

এই অক্ষরটি প্রায়ই শব্দের শেষে "য" বা যফলা (্য) রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**দাসিয, গুম্বিয, বাল্য** ইত্যাদি। তখন ইহার "**হীনা অক্কোসা**" অর্থাৎ "অপমান, গালাগালি, অবজ্ঞা" অর্থ প্রকাশ হইয়া থাকে।

যক্খ (পুং) ১ অমনুষ্য অর্থাৎ যক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, নিম্নস্তরের অশরীরী সত্ত্ব। ⟹ **অমনুস্স**। অল্প পুণ্যবান দেবতাদিগকেও যক্ষ বলা হয়, কিন্তু পুণ্যবান দেবতা এবং তদূর্ধ্ব সত্ত্বগণকে যক্ষ বলা হয় না। নিম্নস্তরের অল্পপুণ্য অশরীরী সত্ত্বগণকেও কখনও কখনও দেবতা বলা হইয়া থাকে, যেমন সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে "**দেবতা**" এবং পেতবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**দেবপুত্তা**"। (বিমানবত্থু অর্থকথা) "**যজন্তি তত্থ বলিং উপহরন্তী'তি যক্খা**" অথবা "**পূজনীয-ভবতো যক্খো'তি বুচ্চতি**"। ২ কতকগুলি নিম্নস্তরের দৈত্য বা যক্ষ আছে তাহাদিগকেও দেবতা বা স্বর্গীয় দূত বলা হয়। তাহারা মানুষের হিত এবং অহিত উভয়ই করিয়া থাকে। তাহারা হয়ত কেহ গুরুতর পাপ করিতে যাইতেছে তাহাকে সেই পাপকার্য হইতে রক্ষা করিয়া থাকে (তুলনীয়—পেতবত্থু)। তাহারা ভয়াবহ দৃশ্যে পতিত করে (পেতবত্থু), তাহারা কোনো প্রকার ভীষণ বিপদ ঘটাইয়া দেয় (দীর্ঘনিকায়), যেমন—ভগবান বুদ্ধের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেওয়াতে যক্ষ বজিরপাণি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লৌহদণ্ডের আঘাতে অম্বটঠের জীবন নাশ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল; এই প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বলিয়াছেন,—"**ন যো বা সো বা যক্খো, সক্কো দেবরাজা'তি বেদিতব্বো**—যে সে যক্ষ নহে, দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া মনে করিতে হইবে"। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নাই যেখানে (**অকিণ্ণ যক্খ**) যক্ষ বা ভূতপ্রেতাদি দ্বারা রক্ষিত নহে অর্থাৎ সারা পৃথিবী যক্ষ বা ভূতপ্রেতাদিতে পরিপূর্ণ অথবা পৃথিবীর সর্বত্র যক্ষ বা ভূতপ্রেতাদি অবস্থান করে। যক্ষিণীগণ যক্ষ অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্করী ও দুষ্টাপ্রকৃতির। তাহারা রক্তমাংস খায় (জাতক), এমন কি গোগ্রাসে মানুষ গিলে খায় (দীর্ঘনিকায়), শব গিলে খায় (জাতক)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে পঞ্চ "**আদীনবা**" (বিপদ)-তেও যক্ষ সম্বন্ধে বর্ণনা দ্রষ্টব্য। যক্ষ সারিপুত্রকে বধ করিতে চাহিয়াছিল (উদান)। ৩ দীর্ঘনিকায়ে যক্ষের শ্রেণী বর্ণনা করা হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে তাহাদের উন্নতিক্রমে তাহারা মনুষ্য এবং গন্ধর্বের মধ্যে মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে বা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জাতকে ইহাদিগকে "দেবতা, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং মহা-উরগ (সর্প) রূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। বিমানবত্থু অর্থকথায় যক্ষকে "**সক্ক**" অর্থাৎ চারি লোকপালের (**লোকপালা**) চারিজন মহারাজাও বলা হইয়াছে। জাতকে "**সক্ক**" বা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রায়ই যক্ষ বলা হইয়াছে। ৪ ক শরীরাকৃতিতে যক্ষ বা প্রেতগণের শ্রেণীবিভাগ:—(সূত্রনিপাত) **খর**—কর্কশ চর্মযুক্ত বা খসখসে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খরলোম**—রুক্ষলোম বা কেশযুক্ত। (জাতক) **খরদাঠিক**—রুক্ষ বা কর্কশ দাঁতযুক্ত। (মহাবংস) **চিত্ত**—চিত্রিত বা দাগযুক্ত, চিত্রবিচিত্র। (জাতক) **চিত্তরাজা**—(বিণ) মনোরম চিত্রবিচিত্র; **সিলেটলোম**—চটচটে লোমযুক্ত, আঠালো কেশযুক্ত। (সূত্রনিপাত) **সূচিলোম**—লোম বা কেশরাশি সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ। **খ** অবস্থান হিসাবে পশু এবং যক্ষ বা প্রেতগণের শ্রেণীবিভাগ:—(উদান) **অজকলাপক**—ছাগলপালের ন্যায় বাসকারী। (জাতক) **আড়বক**—বনে অবস্থানকারী বা বনবাসী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উপ্পল**—উৎপল বা পদ্মবনে বাসকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **ককুধ**—ককুধ বা বাবলা গাছে বাসকারী। (জাতক) **কুম্ভির**—কুম্ভীরের ন্যায় বাসকারী; **গুম্বিয**—ঝোপে জঙ্গলে বাসকারী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যমমোলি**—যমরাজার ন্যায় শিরস্ত্রাণ বা পাগড়িধারী; **বজির**—বজ্রধ্বনিকারী। (দীর্ঘনিকায়) **বজিরপাণি**—বজ্রধারী, যাহার হাতে বজ্র আছে এমন; = **বজিরবাহু** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **সাতাগির**—সুখকর বা মনোহর পর্বতবাসী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সেরিসক**—বাবলাগাছে বাসকারী। **গ** তাহাদের স্বভাব বা চরিত্রগুণ:—(মিলিন্দ প্রশ্ন) **অধম্ম**—অসাধু, অধর্ম, অধার্মিক। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কটত্থ**—শুভার্থী। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ধম্ম**—ধার্মিক, পুণ্যবান। (জাতক) **পুণ্ণক**—পূর্ণ বা পরিপূর্ণ। (সূত্রনিপাত) **মার**—ক্রোধী, বিঘ্নকারী। (মধ্যম নিকায়) **সকট**—ধনীদের বোঝাই গরুর গাড়ির সাহায্যকারী এবং অনিষ্টকারী। **ঘ** মৃত পূর্বপুরুষ বা আত্মীয় স্বজনের শরীরের স্বরূপধারী যক্ষ, যেমন--(দীর্ঘনিকায়) **জনবসভ**—মানুষের শাসনকর্তা বা রাজার ন্যায় শরীর ধারণকারী; = **নরদেব** (জাতক)। (মহাবংস) **পণ্ডক**—নপুংসক বা খোজাজাতীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **সিবক**--সুখী, সৌভাগ্যশালী, অনুকূল; **সেরী**--স্বেচ্ছাচারী। ৫ যক্ষগণ চারি লোকপাল দেবতাদের মধ্যে উত্তর দিকস্থ মহা প্রভাবশালী মহারাজ "**বেস্সবণ**" (বৈশ্রবণ) বা কুবেরের প্রভাবাধীন। তাহারা যমরাজের (তৃতীয় স্বর্গের অধিনায়কের বিশেষত নিম্নস্তরস্থ প্রেতভূমির সর্বাধিনায়কের) আজ্ঞাধীন সেবক বা দূত (তুলনীয়--দীর্ঘনিকায়)। জাতকে বলা হইয়াছে যক্ষিণীগণ মহারাজ "**বেস্সবণ**" বা বৈশ্রবণের জল আহরণ করিয়া থাকে। "পুণ্ণক" ছিল "**বেস্সবণ**" এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং "সেরীসক" ছিল "**বেস্সবণ**" এর দূত। "**যম**" এর সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়া বিমানবত্থুতে বলা হইয়াছে:—**দ্বে যক্খা যমস্স দূতা**। ধর্মপদ অর্থকথায় "**যমমোলি**" এক ব্যক্তির নাম হিসাবে দ্রষ্টব্য। ঐতিহ্যের সহিত ঐক্যে তাহারা "**কুবের**" (ধনকুবের) এর বাস্তব জীবনে কৃতকর্মের অংশ গ্রহণ করে (পেতবত্থু দ্রষ্টব্য)

এবং তাহারই মাটির নীচে রক্ষিত বা গুপ্তধনের রক্ষাকারী ও উদারতাপূর্ণ ব্যয়কারী যদ্দ্বারা তাহারা মানুষকে আনন্দিত করিয়া থাকে (পেতবত্থু, পেতবত্থু অর্থকথা দ্রষ্টব্য)। তাহারা সর্বপ্রকার জাঁকজমক এবং আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিয়া থাকে, এই কারণে তাহাদের বিশেষণ (ধর্ম বা গুণ) শব্দরূপে ব্যবহৃত হয় **"কাম-কামিন"** (পেতবত্থু)। এই কারণে তাহারা ঋদ্ধিবান বা দৈবশক্তি সম্পন্ন, তাহারা মায়া বা ঋদ্ধি করিয়া তাহাদের স্থান ও অলৌকিক ঘটনাগুলিসহ তাহারা দ্রুত স্থানান্তরিত বা অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হইতে পারে। তাহাদের এই হঠাৎ পরিবর্তনের গুণকে বলা হয় **"মহিদ্ধিক"** অর্থাৎ মহাঋদ্ধিবান (পেতবত্থু, জাতক)। তাহাদের চেহারা বা আকৃতি পূর্ব পুণ্যকর্মের ফল অনুসারে চমৎকার হইয়া থাকে (পেতবত্থু)। আবার পূর্ব পাপকর্মের ফল অনুসারে তাহারা একই সময়ে বিষম বা অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়া থাকে, তখন তাহারা লজ্জিত হয় এবং তালপাতা ও লৌহকে ভয় করিয়া থাকে (জাতক)। তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং মিটমিট করে না (জাতক)। তাহাদের স্বয়ং কৃত বিমান (প্রাসাদ) তাহাদের বাসস্থান, এই বিমান বা প্রাসাদগুলি আকাশের সর্বত্র এবং গাছ ইত্যাদি সমূহের মধ্যে রহিয়াছে (⟹ **বিমান**)। সময়ে সময়ে আমরা শহরে বন্দরে যক্ষের দল-সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে আলাপে শুনিতে পাই অর্থাৎ **"আলকমন্দা"** নামক যক্ষ (দীর্ঘনিকায়)। সিংহলদ্বীপের **"সিরীসবত্থু"** ও যক্ষ সম্বন্ধীয় ঘটনা (মহাবংস)। ৬ ধর্মের প্রতি যক্ষগণের মনোভাব হইতেও তাহাদের অত্যাবশ্যক মনুষ্য স্বভাব সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশেষ বিষয়ে তাহাদের অনেকেই বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়া দেবদূতরূপে বুদ্ধবাক্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণে ও পালনে তাহারা সংসারে উচ্চস্তরের সত্ত্বরূপে (মনুষ্যরূপে) উন্নীত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে (তুলনীয়--দীর্ঘনিকায়, জাতক, বিমানবত্থু অর্থকথা)। পেতবত্থু অর্থকথায় যক্ষ-সম্বন্ধে ধর্মপালের বর্ণনায় বলা হইয়াছে **"পেত-অত্তভাবতো চুতো যক্খো অত্তং জাতো দেবত্তভাবং পত্তো"**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় **"সূচিলোম যক্খ"** এবং **"খরযক্খ"** বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত বলিয়া বলা হইয়াছে। ৭ দার্শনিক মতে যক্ষকে ব্যক্তিগত সত্ত্বরূপেও গ্রহণ করা হয়। সম্ভবত এই কারণে পৌরাণিক বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে **"এত্তাবতা যক্খস্‌স সুদ্ধি"**--চিত্তের পরিশুদ্ধি (সূত্রনিপাত), আবার বিমানবত্থু অর্থকথায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে **"এত্তাবত'গ্গং নো বদন্তি হ'একে যক্খস্‌স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে**। (মহানির্দেশ) **যক্খ = সত্ত, নর, পুগ্গল, মনুস্‌স**।

যক্খগণ (পুং) যক্ষগণ, যক্ষ সমবায়, যক্ষ সাধারণ, সমস্ত যক্ষ।

যক্খগহ (পুং) যক্ষের আক্রমণ, যক্ষের আয়ত্ত, যক্ষের অধিকার, যক্ষকর্তৃক গৃহীত বা অধিকৃত বিষয়বস্তু।

যক্খগাহ (পুং) যক্ষের অধিকার। = **যক্খগহ**। (বিণ) যক্ষের আশ্রিত, যক্ষের অধিকৃত, যক্ষকর্তৃক গৃহীত বা ধৃত।

যক্খট্‌ঠান (ক্লী) যক্ষস্থান, যক্ষের স্থান, যক্ষের বাসস্থান।

যক্খত্ত (ক্লী) যক্ষত্ব, যক্ষের অবস্থা, যক্ষের অবস্থা প্রাপ্তি, উচ্চস্তরের যক্ষের অবস্থা।

যক্খদাসী (স্ত্রী) যক্ষদাসী, মন্দির সেবিকা, (অথবা সম্ভবত "যক্ষিণীর অধিকৃত")। = **দেবতা পবিট্‌ঠা** (বর্মা জাতকগ্রন্থ)। (তুলনীয়) **যক্খাবিট্‌ঠা**।

যক্খনগর (ক্লী) যক্ষনগর, যক্ষগণের শহর, যক্ষরাজ্য। = **সিরীসবত্থু** (মহাবংস)। (তুলনীয়) **পিসাচনগর**।

যক্খপুর (ক্লী) যক্ষপুর, যক্ষরাজ্য। = **যক্খনগর**।

যক্খভবন (ক্লী) যক্ষভবন, যক্ষের বাসস্থান। ⟹ **যক্খট্‌ঠান, যক্খপুর**।

যক্খভূত (বিণ) যক্ষভূত, যক্ষত্ব প্রাপ্ত, যক্ষ হইয়া উৎপন্ন বা জন্ম হইয়াছে এমন। (পুং) যক্ষরূপ সত্ত, যক্ষত্বপ্রাপ্ত সত্ত্ব, ভূত, প্রেত, পিশাচ। = **পিসাচভূত বা যক্খভূত** বা (পেতবত্থু অর্থকথা)।

যক্খমহিদ্ধি = **যক্খিদ্ধি**। ⟹ **যক্খিদ্ধি**।

যক্খযোনি--যক্ষযোনি, যক্ষকূল, যক্ষজগৎ, যক্ষের দেশ, যক্ষরাজ্য, যক্ষরাষ্ট্র।

যক্খসমাগম (পুং) যক্ষ সমাগম, যক্ষের সম্মেলন বা সভা।

যক্খসূকর (পুং) শূকরাকৃতির যক্ষ, শূকরবেশী যক্ষ, শূকরের ন্যায় দেহধারী যক্ষ।

যক্খসেনা (স্ত্রী) যক্ষসৈন্য, যক্ষরাজের সৈন্যগণ, যক্ষরাজ্যের সৈন্যগণ।

যক্খসেনাপতি (পুং) যক্ষসেনাপতি, যক্ষরাজ্যের সেনাধ্যক্ষ।

যক্খাধিপ (পুং) যক্ষাধিপ, যক্ষরাজ, কুবের।

যক্খানুভাব (পুং) যক্ষের অনুভাব, যক্ষের প্রভাব, যক্ষের সামর্থ্য, যক্ষের তেজ, যক্ষের ক্ষমতা, যক্ষের উদারতা, যক্ষের মহিমা, যক্ষের শক্তি। ⟹ **অনুভাব**।

যক্খাবিট্‌ঠ (বিণ) যক্ষাবিষ্ট, যক্ষ কর্তৃক অধিকৃত, যক্ষব্যাপ্ত, যক্ষপ্রবেশিত, যক্ষাশ্রিত।

যক্খাবিট্‌ঠা (বিণ, স্ত্রী) যক্ষিণী কর্তৃক অধিকৃত বা আশ্রিত। ⟹ **যক্খাবিট্‌ঠ**।

যক্খিদ্ধি (স্ত্রী) [যক্খ+ইদ্ধি] যক্ষঋদ্ধি, যক্ষের অলৌকিক ক্ষমতা, যক্ষের ঋদ্ধিশক্তি। ⟹ **ইদ্ধি**।

যক্খিনিভাব = **যক্খিনীভাব**। ⟹ **যক্খিনীভাব**।

যক্খিনী (স্ত্রী) যক্ষিণী, স্ত্রীজাতীয় যক্ষ। শরীর, স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ে যক্ষিণীগণ যক্ষের ন্যায় একই প্রকার [⟹ **যক্খ** (৪)]। যক্ষিণীগণ ভয়ঙ্করী, বিদ্বেষী বা আক্রোশকারিণী এবং প্রতিহিংসাকারিণী; তাহারা মনুষ্য

ও পশ্বাদি বধে রক্ত-মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত [⟹ **যক্‌খ** (২)]। স্বভাবে তাহারা পেত্নীর ন্যায়। যক্ষিণীদের সহিত যৌন সংসর্গ করা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **পিযঙ্কর-মাতা যক্‌খিনী**। (জাতকে) ছাগলরূপে যক্ষিণী; যক্ষিণী মানুষশিশু খাইতেছে; যক্ষিণী কর্তৃক খাওয়া হইতেছে; শিশু খাইবার ইচ্ছা করিতেছে। (বিশুদ্ধিমার্গে) যক্ষিণী গান গাহিতেছে; চারিজনের মাতা, যথা—**পিযঙ্কর মাতা, উত্তর মাতা, ফুস্‌সমিত্তা, ধম্মগুত্তা**। (মহাবংস) **কুবণ্ণা যক্‌খিনী; চেতিযা যক্‌খিনী; হারিতা যক্‌খিনী**।

যক্‌খিনীভাব—যক্ষিণীর অবস্থাপ্রাপ্তি, অর্থাৎ যক্ষিণী হইয়া উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণ।

যক্‌খী (স্ত্রী) = **যক্‌খিনী**। ⟹ **যক্‌খিনী**।

যগ্‌ঘে—[যং+অগ্‌গ, যদ+অগ্‌গ] এইটি অব্যয় বা উপসর্গ অথবা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত উৎসাহবর্ধক অল্পাক্ষর শব্দবিশেষ। ইহার ব্যবহার হয় নিজ অপেক্ষা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনার্থে আলাপন বা সম্বোধনপদে এবং "**জানাতি**" ক্রিয়ার বর্তমান সপ্তমী বিভক্তির মধ্যম পুরুষ একবচনে "**জানেয্যাসি**" অথবা প্রথম পুরুষ একবচনে "**জানেয্য**"-এর সহিত। ইহার অনুবাদ হইবে "এখানে দেখুন, আপনি জানেন না, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, আপনার জানা দরকার, এখন তাহা হইলে" অর্থেরই কিছু কিছু সাদৃশ্যানুরূপ; এবং ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ "**যং নু, যং নূন, যং হি**" এর একইরূপে। কেবল নিকায় গ্রন্থের ভাষায় প্রাচীন ও মৌলিক প্রাদেশিক ভাষার নির্দেশিত অংশে এই "**যগ্‌ঘে**" শব্দটি দৃষ্ট হয়, যেমন—(বিনয়) **যগ্‌ঘে ভন্তে জানেয্যাসি**—মাননীয় প্রভো! আপনি যদি জানেন অথবা আপনি জানিলে অথবা আপনি হয়ত জানেন বা জানিয়া থাকিবেন; (দীর্ঘনিকায়) **যগ্‌ঘে দেব জানেয্যাসি যে তে পুরিসো দাসো ... সো ... পব্বজিতো**—মহারাজ! আপনি কি জানেন ... অথবা মহারাজ! আপনি যদি জানেন ...। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**চোদনত্থে নিপাতো**"। (মধ্যম নিকায়) **যগ্‌ঘে অয্যে জানেয্যাসি**। (জাতক) **যগ্‌ঘে মহারাজ জানেয্যাসি**। (সংযুক্ত নিকায়) **যগ্‌ঘে ভবং জানেয্য**। মধ্যম নিকায়ের পাঠে "**যগ্‌ঘে**" এবং "**তগ্‌ঘ**" শব্দের "**য**" শব্দ-সম্বন্ধে কিছু সন্দেহজনক মনে হয়, যেমন আছে "**জানাতি পন ভোন্তো যগ্‌ঘে ...**"; উত্তরে বলা হইয়াছে "**ন জানাম যগ্‌ঘে ...**"। সম্ভবত এখানে "**তগ্‌ঘ**" শব্দই ব্যবহারের উপযুক্ত।

যজতি (ক্রি) [√যজ+অ] বলি দেওয়া, পূজা করা, উৎসর্গ করা, পূজার সামগ্রী নিবেদন করা, দেবোদ্দেশে সামগ্রী নিবেদন করা, যাগযজ্ঞ করা, দান দেওয়া, ভিক্ষা দেওয়া, যজন করা। (বর্তমানে প্রথম পুরুষ একবচনে) **যজতি**। (পঞ্চমী) **যজতু, যজতং** = **দেতু ভবং**; (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **যজাহি** (সাহিত্যে "**যাহি**" শব্দের পরিবর্তে), **যজস্‌সু**; (জাতক) **যজস্‌সু যঞ্‌ঞং**। (সপ্তমী উত্তমপুরুষ একবচনে) **যজেয্যং**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **যজেথ**, (বহুবচনে) **যজেয্যুং**; (ধর্মপদ) **মাসে মাসে সহস্‌সেন যো যজেথ = দানং দদেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত উত্তমপুরুষ একবচনে) **যজিং**; (প্রথমপুরুষ একবচনে) **যজি, অযজি**। (অ-বিণ) **যিট্‌ঠ, যজিত**। (ব-বিণ) **যজন্তো, যজমান**; (সম্বন্ধপদে বহুবচনে) **যজতং**; (দীর্ঘনিকায়) **মহাযঞ্‌ঞং যজমান**। (ভবিষ্যতে মধ্যম পুরুষ একবচনে) **যজিস্‌সসি**; (উত্তমপুরুষ একবচনে) **যজিস্‌সামি**; (জাতক) **পত্থ-সকুণং তুয্হং মংসেন যজিস্‌সামি**, (বহুবচনে) **যজিস্‌সাম**; (প্রথমপুরুষ একবচনে) **যজিস্‌সতি**। (ভ-বিণ) **যজিতব্ব**; (সূত্রনিপাত) **সব্বচতুক্কেন যজিতব্ব**। (ক্রি-বি) **যজিত্বা, যজিত্বান**; (জাতক) **পুত্তেহি যজিত্বা**; (পেতবত্থু) **দত্বা যজিত্বা**—উদারতার সহিত দান দিয়া। (তুম্‌) **যজিতুং, যট্‌ঠুং, যিট্‌ঠুং** (দীর্ঘনিকায়) **যিট্‌ঠুকাম; যট্‌ঠুংকাম**। (করণে) **যাজেতি, যজাপেতি**।

যজন (ক্লী) যজন, পূজন, যাগযজ্ঞকরণ।

যজনক (বিণ) পূজারী, পূজক, যাজক। (পুং) যে ব্যক্তি পূজা করে, পূজারী ব্যক্তি।

যজাপেতি (ক্রি) পূজা করায়, যজন করায়, যজ্ঞ করায়, বলি দেওয়ায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যজতি যজাপেতি**। ⟹ **যজতি**।

যজিত (বিণ) পূজিত, পূজাপ্রাপ্ত, যজিত, উৎসর্গীকৃত, বলি-প্রদত্ত। (ক্লী) = **যিট্‌ঠ**। ⟹ **যিট্‌ঠ** (ক্লী)।

যজুব্বেদ (পুং) যজুর্বেদ, শত শাখাযুক্ত বেদ-বিশেষ, বৈদিক ধর্মে ত্রিবেদের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ যাহাতে বৈদিক পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিবেদের নাম, যথা—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ।

যঞ্চ (ক্রি-বিণ) = **যঞ্চে**। ⟹ **যঞ্চে**।

যঞ্চঞ্‌ঞং [যঞ্চ+অঞ্‌ঞং] আরও কিছু। ⟹ **যং**।

যঞ্চে (ক্রি-বিণ) (বরং) উহা অথবা তাহা অপেক্ষা। ইহার ব্যবহার ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তির সহিত হইয়া থাকে, যেমন—(সূত্রনিপাত) **সঙ্গামে মে মতং সেয্যো যঞ্চে জীবে পরাজিতো**—সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়। (জাতক) **মে মরণং সেয্যো যঞ্চে জীবে তযা বিনা**।

যঞ্‌ঞ (পুং) ১ ব্রাহ্মণ্য মতে:—যজ্ঞ, যাগ, হোম, বলিদান, নাশ, ক্ষতিস্বীকার, বলি, উৎসর্গ, ত্যাগ। ২ বৌদ্ধমতে:—দানযজ্ঞ, দানক্ষেত্র, দানদেওয়া, বদান্যতা, দান, দানশীলতা, ভিক্ষা, উদারতা, দয়ার কার্য, অনুকম্পা, সহনশীলতা, হিতৈষিতা, দানশালা, বিশ্বমৈত্রী, ভিক্ষুসঙ্ঘ ক্ষেত্রে বস্তুদান, ভিক্ষুকে প্রত্যয় দান। = **যাগ**। ⟹ **দক্‌খিণেয্য**। (মহানির্দেশ) **যঞ্‌ঞো**

বুচ্ছতি দেয্যধম্মো। বৌদ্ধদের মধ্যে চৌদ্দ প্রকার দানীয় বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—চারি **"পচ্চয"** বা প্রত্যয় (**চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন, ভেসজ্জ**), দশবিধ দানীয় বস্তু (**অন্ন, পান, বত্থ, যান, মালা, গন্ধা, বিলেপন, সেয্য, অবসথ, পদীপেয্য**)। বৌদ্ধদের **"পরিক্খার"** বা পরিষ্কার অর্থাৎ ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় চারি প্রত্যয় ব্রাহ্মণ্যযজ্ঞে "আনুষঙ্গিক উপায়" অর্থে ব্যবহৃত হয় (দীর্ঘনিকায়)। ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞের এই **"পরিক্খার"** ১৬ প্রকার, যথা—**চত্তারো অনুমতি-পক্খা** (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, রাজমন্ত্রী বা পুরোহিত, ব্রাহ্মণ এবং গৃহপতিগণ—এই চতুর্বিধ সহকর্মীর সম্মতি দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞ), **অট্ঠ অঙ্গানি** (অর্থাৎ যজ্ঞকারী রাজার আট প্রকার অঙ্গ), **চত্তারঙ্গানি** (অর্থাৎ পুরোহিতের চতুর্বিধ অঙ্গ)। মধ্যম নিকায়ের **"মহাযঞ্ঞ"** ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচরণের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকে বুঝাইয়াছে; ইহাকে বৌদ্ধমতে পেতবত্থুতে **"মহাদান"** বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যমতে বিশিষ্ট যজ্ঞকে বলা হয় **"সব্ব চতুক্ক যঞ্ঞ"** অর্থাৎ যে যজ্ঞে চতুষ্ক (এক এক প্রকারের চারি চারি) যেই বস্তু দান বা বলি দেওয়া হয়, যেমন—৪টি হস্তী, ৪টি বৃষভ ইত্যাদি, এমন কি যেই যজ্ঞে চারিজন মানুষও দান বা বলি দেওয়া হইয়া থাকে (জাতক)। এইখানে এই চারি বস্তু অর্থে "যুগ্মতা বা সমানতা, সম্পূর্ণতা বা ঐক্য", যাহা আমরা "বিমান এবং পদ্মপুকুর" সম্পর্কে চতুষ্কের ধারণায় প্রায়শ দেখিয়া থাকি। (জাতক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু ইত্যাদি)। বিশেষত প্রায়ই চৌরাস্তার সংলগ্ন অবস্থায় ভয়ানকতা ও কুহক পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় অর্থাৎ ভয় আছে বলিয়া ধারণা হয়। পেতবত্থুতে নরকের **"চতুদ্বার"** সম্পর্কে বর্ণনা দ্রষ্টব্য (⟹ **চতুদ্বার**)। এইরূপ চতুষ্ক পূজা বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান চারি লোকপাল দেবতার উদ্দেশ্যেও হইতে পারে, যেহেতু এই চারিজন দেবতা আসুরিক ক্ষমতায় বলীয়ান (তুলনীয়—পেতবত্থু)। সূত্রনিপাতে **"যঞ্ঞ"** শব্দের প্রচলিত (সর্বত্র দৃষ্ট) অর্থ—"দান, ভিক্ষু সঙ্ঘ পূজা, ভিক্ষু পূজা বা ভিক্ষুর জন্য চতুর প্রত্যয় দান, ভিক্ষা দান"। বিমানবত্থুতে **"দান"** সম্বন্ধে **"সুদিন্ন দান, সুহুত দান, সযিট্ঠ দান"**—এই গুণবাচক সংজ্ঞা আরোপিত করা হইয়াছে। **"দান"** এবং **"দেয্যধম্ম"** এতে যেমন "দানীয় বস্তু, দাতা এবং দানীয় বস্তু গ্রহীতা (অর্থাৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ)"—এই তিন প্রকারের নির্বাচন রহিয়াছে তেমন **"যঞ্ঞ"** (অথবা **"যঞ্ঞপথ"**) এতেও বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—(চুল্লনিদ্দেস) **"যে যঞ্ঞং** (অর্থাৎ **চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন, ভেসজ্জ**'**এসন্তি"**—যাহারা দানীয় বস্তু (চীবর, পিণ্ডপাত বা অন্নভিক্ষা, শয়নাসন ও ভৈষজ্য) পাইবার ইচ্ছা করেন, **"যে যঞ্ঞং অভিসঙ্খরোন্তি"**—যাহারা যজ্ঞের বা দান দেওয়ার জন্য সংগৃহীত বস্তু সজ্জিত করে, আর **"যে যঞ্ঞ দেন্তি"**—যাহারা সেই সংগৃহীত ও সজ্জিত বস্তু দান দেয় [⟹ **অপ্পমত্ত** (২)। তদ্রূপ চুল্লনিদ্দেসে আমরা **"যঞ্ঞ"** অর্থেও তিনটি ভাগ দেখিতে পাই, যেমন—**যঞ্ঞ** (অর্থাৎ **"চীবর"** ইত্যাদি দানীয় বস্তু), **যঞ্ঞ যাজক** (অর্থাৎ **"খত্তিযা, ব্রাহ্মণা"** প্রভৃতি ষোল প্রকার **"পরিক্খার"**—চুল্লনিদ্দেসে দ্রষ্টব্য) **দক্খিণেয্য** (অর্থাৎ দানীয় বস্তু গ্রহীতা, যথা—**সমণ ব্রাহ্মণা, কপণ'দ্ধিকা বনিব্বা, যাচকা**)। চুল্লনিদ্দেসে **"পুথু"** শব্দও দ্রষ্টব্য। তুলনীয়—দীর্ঘনিকায়ের ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধীয় সমালোচনা; লাভ এবং অলাভজনক সমালোচনা; মধ্যম নিকায়ের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধীয় সমালোচনা; সংযুক্ত নিকায়ের এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ের সমালোচনা; অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্যত্র বলা হইয়াছে **"নিরারম্ভং যঞ্ঞং উপসঙ্কমন্তি অরহন্তো"** (তুলনীয়—ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা); সূত্রনিপাতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধীয় সমালোচনা এবং **"অগ্‌গিহুত্তমুখা যঞ্ঞা"** অর্থাৎ অগ্নিপূজাসমূহ উত্তম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম; থেরীগাথার সমালোচনা; জাতকের সমালোচনা; জাতকের অন্যত্র বলা হইয়াছে **"যঞ্ঞকারক-ব্রাহ্মণ"**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথা ও ধর্মপদ অর্থকথার সমালোচনাও দ্রষ্টব্য।

যঞ্ঞতা (স্ত্রী) যজ্ঞীয়তা, যজ্ঞের উৎসব। = **যঞ্ঞবিধান** (জাতক অর্থকথা)।

যঞ্ঞপথ—(পুং) যজ্ঞ, যজ্ঞ করিবার পদ্ধতি বা উপায়। = **যঞ্ঞ**। (চুল্লনিদ্দেস) **যঞ্ঞো যেব বুচ্চতি যঞ্ঞপথো**।

যঞ্ঞ যাজিন (বিণ) যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত। ⟹ **যাজিন**।

যঞ্ঞযুত্তক (বিণ) যজ্ঞে যুক্ত, যজ্ঞে রত, দানে রত। = **যাচযোগ**।

যঞ্ঞবণ্ণ (ক্লী) যজ্ঞের গুণ বর্ণনা, যজ্ঞের প্রশংসা।

যঞ্ঞবাট-(পুং) যজ্ঞবাট, যজ্ঞকুণ্ড, যজ্ঞের জন্য বেষ্টিত বা আবদ্ধ স্থান। = **যঞ্ঞবাট**।

যঞ্ঞবাটক = **যঞ্ঞবাট**। ⟹ **যঞ্ঞবাট**।

যঞ্ঞবিধান (ক্লী) যজ্ঞের বিন্যাস বা যথাবিধি ব্যবস্থা, যজ্ঞ বিবধান।

যঞ্ঞসম্পদা (ত্রিবিধ প্রথায়) যজ্ঞের কার্য সম্পাদন বা সম্পাদিত কার্য, যজ্ঞ সম্বন্ধে কৃতকার্যতা। ⟹ **সম্পদা** (২), **যঞ্ঞ** (২) শব্দে ১৬ প্রকার **"পরিক্খার"**।

যঞ্ঞসামিন (পুং) যজ্ঞের উদ্যোক্তা, যজ্ঞস্বামী, যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞসম্পাদনের কর্তৃপক্ষ, যজ্ঞ সম্পাদনে যে ব্যক্তি ব্যয়ভার গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করায়।

যঞ্ঞসামী (পুং) = **যঞ্ঞসামিন**। ⟹ **যঞ্ঞসামিন**।

যঞ্ঞসালা (স্ত্রী) যজ্ঞশালা, যেই ঘরে যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন করা হয়, যজ্ঞাগার। = **যঞ্ঞাগার**। ⟹ **সালা**।

যঞ্ঞসুত্তক (ক্লী) যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত, পৈতা, যজ্ঞের

দড়ি।

যঞ্ঞস্স পরিক্খার—যজ্ঞের উপকরণ বা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। = **যঞ্ঞস্স পরিবার** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⟹ **পরিক্খার** (২ ক), **যঞ্ঞ** (২)।

যঞ্ঞস্স পরিবার = **যঞ্ঞস্স পরিক্খার**। ⟹ **যঞ্ঞস্স পরিক্খার**।

যঞ্ঞাকাল (পুং) যজ্ঞের উপযুক্ত কাল বা সময়, যজ্ঞের সময়, যজ্ঞকার্য সম্পাদন করিবার নির্দিষ্ট সময়।

যঞ্ঞাগার—যজ্ঞাগার, যজ্ঞশালা, যেই ঘরে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করা হয়। = **যঞ্ঞসালা**।

যঞ্ঞাবাট (পুং) [যঞ্ঞ + আবাট] যজ্ঞকুণ্ড, যজ্ঞগর্ত, যজ্ঞ করিবার আধার। ⟹ **আবাট**।

যঞ্ঞুপনীত (বিণ) = **যঞ্ঞূপনীত**। ⟹ **যঞ্ঞূপনীত**।

যঞ্ঞূপনীত (বিণ) যজ্ঞের জন্য আনীত (অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যই সব জিনিস আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে)।

যঞ্ঞোপচিত কম্মা = **যঞ্ঞোপবীত কণ্ঠা**। ⟹ **যঞ্ঞোপবীত কণ্ঠা**।

যঞ্ঞোপনীত = **যঞ্ঞোপবীত**। ⟹ **যঞ্ঞোপবীত**।

যঞ্ঞোপবীত (ক্লী) যজ্ঞোপবীত, পৈতা। (তুলনীয়) **যঞ্ঞসুত্তক**। ⟹ **উপবীত**। (বি-ভা) **যঞ্ঞোপবীত কণ্ঠা**—কণ্ঠে পৈতা ধারণ করিয়াছে এমন। "**যঞ্ঞূপনীত**" শব্দের পরিবর্তে "**যঞ্ঞোনীত**" শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, হয়ত "**যঞ্ঞোনীত**" শব্দের পাঠ "**যঞ্ঞোপবীত**" শব্দই হইবে।

যঞ্ঞোপবীত কণ্ঠা (বিণ) কণ্ঠে যজ্ঞ সূত্রধারী, কণ্ঠে পৈতাধারী, গলায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছে এমন। ⟹ **যঞ্ঞোপবীত**।

যট্ঠি (পুং, স্ত্রী) ১ যষ্টি, লাঠি, ছড়ি, অবলম্বনের খুঁটা, ধরিবার জন্য দীর্ঘ দণ্ড, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লাঠি, গাছের সরু ডাল, লাঠির মতো দেখিতে কোনো জিনিস, দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড। (মধ্যম নিকায়) **তোমর যট্ঠি**। (সংযুক্ত নিকায়) **পাচন যট্ঠি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কত্তর যট্ঠি**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **যন্তচক্ক যট্ঠি**। (মহাবংস) **বেড়ু যট্ঠি**। ২ প্রধান অবলম্বন, গাছের গুঁড়ি বা ছোট গাছের ডাঁটা, ফুল বা ফলের বোঁটা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উচ্ছু যট্ঠি**। ৩ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ (=সপ্ত রত্ন)—বিভঙ্গ অর্থকথা)।

যট্ঠি কোটি (স্ত্রী) লাঠির প্রান্তভাগ, যষ্টির শেষ প্রান্ত।

যট্ঠি মধুকা (স্ত্রী) যষ্টি মধু, একপ্রকার গাছের মূল বিশেষ।

যট্ঠি লুদ্দক (পুং) লাঠির দ্বারা শিকারি (অর্থাৎ লাঠির বা দণ্ডের আগায় ফাঁস-দড়ি বাঁধিয়া যেই ব্যক্তি পশুপক্ষী শিকার করে)।

যট্ঠুং কাম = **যিট্ঠুকাম**। ⟹ **যিট্ঠুকাম**। ⟹ **যজতি**।

যত (বিণ) যত, সংযত, বদ্ধ, নিগৃহীত, দমিত, অনুষ্ঠিত, নিয়মিত, (হিসাব) পরীক্ষিত, সতর্কিত, শাসিত, নিয়ন্ত্রিত, সংযমী, ভাবপ্রবণ বা উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন, গৃহীত, পোষিত, দখলকৃত, অধিকৃত, অধিকারে বা আধিপত্যে আনীত, আবদ্ধকৃত, ধারণকৃত, অবধারিত, রক্ষিত, সম্মানিত, সম্পাদিত, উঠিয়া পড়িয়া লাগে এমন, অবিরত যত্নবান হইয়া কাজ করে এমন, ক্রমাগত চালায় এমন, বিবেচিত, সংলগ্ন হইয়া থাকে এমন, স্থির, অবিচলিত, অদমিতভাবে থাকে এমন, অভিন্ন বা অবশীকৃত থাকে এমন, লাগিয়া থাকে এমন, অধিকার লাভ করে এমন, মনোযোগী, যত্নশীল, যত্নসাধ্য। = **যত্ত**, **পটিযত্ত**, **গুত্ত** ইত্যাদি। (তুলনীয়) **অপ্পমত্ত**, **সংযত**। ⟹ **যত্ত**, **যমেতি**, **যতচারিন**।

যতং (বিণ) বিচরণ করে এমন, স্থির থাকে এরূপ, অর্চনা করে এমন। = **চরে**, **টিট্ঠে**, **অচ্ছে**। (তুলনীয়) **যত**। ⟹ **যততি** (১)।

যতচারিন (বিণ) আত্মদমন করিয়া থাকে এমন, আত্মনিয়ন্ত্রিত হইয়া অবস্থান করে এমন, সতর্ক হইয়া অবস্থান করে অথবা কার্য করে এমন, সংযমশীল, সংযত হইয়া চলে এমন, ইচ্ছানুরূপ আচরণকারী। = **যত্ত**, **পটিযত্ত**, **গুত্ত**, ইত্যাদি। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **যতচারিন সমাহিত-চিত্ত**। ⟹ **যত**, **গুত্ত**, **চারিন**।

যতচারী (বিণ) = **যতচারিন**। ⟹ **যতচারিন**।

যততি (ক্রি) [যত + অ] ১ নিজে উদ্যোগী হওয়া, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা, সাবধান হওয়া, পরিণামদর্শী হওয়া, যত্নশীল হওয়া। (অতীত) **যতি**। (অ-বিণ) **যত্ত**। (ব-বিণ) **যতং**। ২ চালাইয়া নেওয়া। = **নিয্যাতনে**।

যতত্ত (বিণ) (যত + অত্তং) আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, আত্ম-দমিত, আত্ম-সংযত, চিত্ত বা মনকে দমিত করিয়াছে এমন। ⟹ **যত**।

যতন (ক্লী) যতন, যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, যেই কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার, ⟹ **যততি** (২)। (জাতক অর্থকথায়) **সমোসরণট্ঠান**।

যতানুযাগিন (বিণ) অভ্যস্ত, অভ্যাসে পরিণত, স্বভাবে পরিণত। (তুলনীয়) **যাত্রা**। ⟹ **যানিকত**।

যতি (পুং) যতি, মুনি, তপস্বী, শ্রমণ, বৌদ্ধভিক্ষু। (মহাবংস) **রচ্ছাগতং যতিং মত্তিকা-দাযকং যতি খীণাসবস্স যতিনো**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিকম্পেতি মারস্স হদযং যতি**। (করণ কারকে) **মুনিবর যতিনা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

যতিচ্ছিং (ক্রি-বিণ) যত ইচ্ছা কর, যেই পর্যন্ত ইচ্ছা কর, যাহা যাহা ইচ্ছা কর। = **যতিচ্ছিং**।

যতো (ক্রি-বিণ) ১ (স্থানীয় ভাষানুরূপ) যখন হইতে, যেখানে, কোথায় হইতে, যেখান হইতে, যেই স্থান

হইতে। (দীর্ঘনিকায়) **যতো উগ্গচ্ছন্তি চন্দিম-সুরিযা;** (বিপ) **যত্থ**। ২ (সময় সংক্রান্ত) কোথা হইতে, যেথা হইতে, যেই কারণ হইতে, কিরূপে, তাহার জন্য, অনন্তর, তৎপরে, পূর্বে, অগ্রে, কখন, কোন সময়ে, কোন সময়, যেই সময় হইতে, যাহাতে, যাহার উপরে, যেই সময়ে, যদিও, ইহা সত্ত্বেও, যখনই, পরে, অবধি, কোন সময় হইতে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যতো পট্ঠায**। ৩ (প্রকারীয় বা বাহ্যিক) যাহা হইতে, যেই কারণ হইতে, কোনো কারণ নাই, কারণ, যেই কারণে, যেই জন্য, যেহেতু, এই হেতুতে, যতদূর সম্ভবের মধ্যে। (দীর্ঘনিকায়) **যতো ... এত্তাবতা**—যেহেতু ... সেই জন্য।

যতো অধিকরণং (ক্রি-বিণ) কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে, এই কারণে; (সাহিত্যে) কোন কারণে, কোন কারণ দ্বারা, কোন হেতুতে। (তুলনীয়) ⟹ **কিং অধিকরণং? অধিকরণং**।

যতোধিক (ক্রি-বিণ) = **যথোধিক**। ⟹ **যতোধিক**।

যতো নিদানং (ক্রি-বিণ) কোন হেতুতে, কোন কারণে, যেই কারণ হইতে, কি কারণ হইতে ?, কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে, যদ্দ্বারা, যাহার দ্বারা, যাহার মাধ্যমে বা মারফতে। = **যং নিমিত্তং**। ⟹ **যত্বাধিকরণং**।

যতো যতো—যে কোনো আদি কারণে বা আদিকারণ হইতে।

যত্ত (বিণ) কষ্টসাধ্য, উদ্যমযুক্ত, চেষ্টা করে এরূপ, সতর্ক, মনোযোগী, সম্পূর্ণ জাগ্রত। (চুল্লনিদ্দেস) **যত্ত পটিযত্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যত্ত পযত্ত**—উৎসাহপূর্ণ উদ্যমে। ⟹ **যততি** (১)।

যত্তক (বিণ) যত, যত অধিক, যে কোনো, যাহাই হউক না কেন, ঠিক তাহাই ("**তত্তক**"-এর সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া)। = **যাবন্ত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যত্তকং ঠানং গণ্হাতি ... তত্তকং ...; যত্তকা = যাবতা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **যত্তক ... তত্তক** (এখানে "যতক্ষণ" অর্থে)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যত্তকং কালং**—যতক্ষণ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **যত্তকং ঠানং ... তত্তকং যত্তকানি কুসল-চিত্তানি ... তেসং সব্বেসং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যত্তকানি ... তানি**—যতগুলি ... ততগুলি অর্থাৎ যে কোনো; **যত্তকা আহুনেয্যা নাম ... তেসু সব্বেসু ...**। (করণ কারকে) **যত্তকেন**।

যত্তকং কালং (ক্রি-বিণ) যতক্ষণ, যদবধি। ⟹ **যত্তক**।

যত্তকা—যতদূর পর্যন্ত, যেই পর্যন্ত। = **যাবতা**। ⟹ **যত্তক**।

যত্তকেন (করণ কারক, ক্রি-বিণ) কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে, কোন হেতুতে, কোন কারণে। = **যাবতা**। ⟹ **যত্তক**।

যত্তকেন কারণেন ⟹ **যাবতা**।

যত্তচারিন = **যত্তচারিন**। ⟹ **যত্তচারিন**।

যত্তচারী = **যত্তচারিন**। ⟹ **যত্তচারিন**।

যত্তপযত্ত (বিণ) উৎসাহপূর্ণ উদ্যমের সহিত। ⟹ **যত্ত**।

যত্থ (ক্রি-বিণ) যত্র, যথায়, যেখানে, যে বিষয়ে, যেথায়, যেই ঘটনায়, যেই স্থানে, কোন বিষয়ে, কোথায়, কোন স্থানে, কোন দিকে; (কখন কখন) কোন সময়ে, কোন সময়, কখন; (গতি বা চলন অবস্থার ক্রিয়ার সহিত) যাহাতে, কিসে, এই জন্য যে। (ধর্মপদ) **যত্থ ঠিত**। (তুলনীয়) **যত্র**।

যত্থ কত্থচি—যেই কোনো স্থানে, যেখানে ইচ্ছা হয়। = **যত্থকামং**।

যত্থত্রকামং—যেখানে নিজের ইচ্ছা বা পছন্দ হয় অর্থাৎ যেই কোনো স্থানে। = **যত্থকত্থচি, যত্থ যত্থ ইচ্ছতি**—যেখানে যেখানে ইচ্ছা করো (ধর্মপদ অর্থকথা)। (তুলনীয়) **যথাকামং**।

যত্থট্ঠিত = **যত্থ ঠিত**। ⟹ **যত্থ ঠিত**।

যত্থ ঠিত—যেইখানে আছ, যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, যেখানে রহিয়াছে। ⟹ **যত্থ**।

যত্থ যত্থ (ক্রি-বিণ) যেখানে যেখানে, যেই যেই খানে, যেই যেই স্থানে, যেই কোনো স্থানে, যে যে বিষয়ে। (সম্পর্কিত শব্দ) **তত্থ তত্থ। যত্থ যত্থ গচ্ছেয্য তত্থ তত্থ**।

যত্থ যেন যহিং—কোথায় হইতে, যেথায় হইতে, যে কারণ হইতে, কিরূপে, তাহার জন্য, কোথায়, কোন স্থানে, যেখানে, যথায়, কোন দিকে, কোন বিষয়ে, যেথায়, যে বিষয়ে, যেই ঘটনায়, যে স্থানে।

যত্থ বা তত্থ বা—যে কোনো স্থানে, অথবা যখনই, যে কোনো সময়ে।

যত্থিচ্ছকং (ক্রি-বিণ) যেখানে ইচ্ছা করো। = **যত্থকামং**।

যত্র (ক্রি-বিণ) যত্র, যথায়, যেখানে, যে বিষয়ে, কোন সময়, কোন সময়ে, কোন স্থানে, কোন দিকে, কোন বিষয়ে, কোথায়, অনন্তর, তৎপরে, পূর্বে, অগ্রে। = **যত্থ**। (বি-ভা) **যত্র হি নাম**।

যত্রট্ঠিত (বিণ) যত্রস্থিত, যেখানে আছে বা রহিয়াছে।

যত্র হি নাম (ভবিষ্যৎ কালের সহিত), বাস্তবিকপক্ষে, যেহেতু, যে কারণে, যেইরূপে, যত, তত, যে কারণে, না কি। (সংযুক্ত নিকায়) **ঞাণভূতা বত সাবকা যত হি নাম সাবকো ঞস্সতি** ইত্যাদি। (জাতক) **ধিরত্থু বত ভো জাতিযা যত্র হি নাম জাতস্স জরা পঞ্ঞাযিস্সতি**—ধিক সেই জন্ম যেই জন্মের কারণে জরা বা বার্ধক্য সূচিত হইয়া থাকে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অচ্ছরিযং বত ভো ... যত্র হি নাম মে উপজ্ঝাযো চেতো-পরিবিতক্কং জানিস্সতি**। ⟹ **যত্র**।

যত্বাধিকরণং (ক্রিং-বিণ) [যতো+অধিকরণং] ১ কিসের নিমিত্ত, কি জন্য, অনন্তর, তৎপরে, পূর্বে, অগ্রে। ২ (ক্রি-বিণ, অব্যয়) কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে; (সাহিত্যে) কোন কারণ দ্বারা, কোন হেতুতে। = **যতো অধিকরণং** (তুলনীয়) **কিং অধিকরণং**। ⟹

অধিকরণং।

যত্রত্ত (স্ত্রী) বাস্তব, বাস্তবতা, সত্তা, সত্য ধর্ম, যথার্থ চরিত্র বা প্রকৃতি।

যথায়িদং(ক্রি-বিণ) [যথা + ইদং, যথ + ইদং] (নিশ্চয়ার্থে) ঠিক এইরূপ, এমন, এইজন্য যে, তাহার ফলে, তার ফল এই যে, যথানুরূপ, তদনুযায়ী, তদনুরূপ, অর্থাৎ (অস্বীকার বা অনিশ্চয়তাসূচক উক্তির পর) কেবল, যদি ... না, অন্তত। **ন অঞ্ঞং ... যথয়িদং।** (সূত্রনিপাত) **ত্বঞ্চ মে দীপমক্খাহি, যথয়িদং নাপরং সিযা**—আপনি আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দিন যার ফলে আর পাপ করিতে হইবে না। "**অযং**" শব্দে নির্দিষ্ট অর্থ এবং উদাহরণ (ক) দ্রষ্টব্য। ⟹ **সেয্যথা, সেয্যথীদং, যথা** (২)।

যথরিব (অব্যয়ার্থে) [যথা + ইব] তাদৃশ, ঠিক তদ্রূপ, ঠিক সেইরূপ, ঠিক যেমন, অবিকল সেইরূপ। ⟹ **যথা**।

যথা (ক্রি-বিণ) ১ যথা, যাদৃশ, যেমন, যোগ্য, যৎপরিমাণ, যেইরূপ, যেইভাবে, যেখানে, সত্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, স্বার্থ, অনুরূপভাবে, সমানভাবে, মতে, সম্পর্কে, অনুসারে, যে কোনো পথে, একটানা একটা উপায়ে, অনুরূপে, ঠিক সেইভাবে, অবিকল সেইরূপ, সম্ভবত, তুল্যরূপে, (রীতি বা ধারা) অনুসারে, (নীতি বা কার্য) অনুরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথাকম্মং যথাকালং**। (পেতবত্থু) **যথামতিং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথা রুচিং যথাবিভবং** (কর্মকারক); **যথাসুখং**। (জাতক) **যথাপদেসে** (অধিকরণ কারক)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যথাসত্তিযা** (করণ কারক); **যথামনেন**। (ক্রি-বি) **যথাহরিত্বা**। ২ ঠিকরূপে, প্রায়, ঠিক, মাত্র, অনুরূপভাবে, সমানভাবে, মতো, সত্য বটে, বরং তেমনি, এমন কি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, ততটুকু, বাস্তবিকই, ততখানি, অতীব, এইরূপে, সেইরূপে, এইভাবে। (সংযুক্ত নিকায়) **যথা কথংপন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যথা কিং বিয**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যথা পন**। (দীর্ঘনিকায়) **যথরিব**। (ধর্মপদ) **যথা পি ... এবং**—ঠিক যেমন ... সেইরূপ (অর্থাৎ ঠিক সেইরূপ যেমন ...)। **যথায়িদং**। "**তথা**" শব্দের সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধে : **যথা ... তথা**—একই (জিনিস) যেমন ..., (উহার) অনুরূপ যেমন ..., যেমন ... সেইরূপ। (পেতবত্থু) **যথাগতো; তথাগতো**। (সূত্রনিপাত) **যথা তথা** (বি-ভা) **যথা তং**। ৩ (বিণ) যেন; (সংযোজন অর্থে) "যেমন, যেন" অথবা "এইজন্য যে, তাহার ফলে, তার ফল এই যে। = **সেয্যথা**। (ধর্মপদ) **যথামত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যথা ন**।

যথা ইচ্ছিং = **যদিচ্ছিং**। ⟹ **যদিচ্ছিং**।

যথা কথং(ক্রি-বিণ) যেইরূপ বলা হইয়াছে, যেরূপ বলে বা কহে, কথা অনুরূপে, কথা অনুরূপে।

যথা কথং পন (ক্রি-বিণ) তাহা হইলে কিরূপে? তাহা হইলে ইহা কিরূপে হইবে বা হইতে পারে? (তুলনীয়) **যথা তথং**। ⟹ **যথা** (২)।

যথা কম্ম = **যথাকম্মং**। ⟹ **যথাকম্মং**।

যথাকম্মং(ক্রি-বিণ) কর্মানুরূপে, যেমন কার্য সেইভাবে কর্ম বা কার্য অনুরূপভাবে। (বি-ভা) **যথাকম্মূপগে সত্তে (পজানাতি)** (সে প্রকৃষ্টরূপে জানে) সত্ত্বগণ তাহাদের ঠিক কর্মানুরূপে পরলোকে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (দীর্ঘনিকায়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যথাকম্মূপগ ঞাণ**—ঠিক কর্ম বা কার্যানুরূপে জ্ঞান প্রাপ্তি। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **যথাকম্মূপগ ঞাণচতুত্থ**।

যথাকামং (ক্রি-বিণ) ইচ্ছানুরূপে, পছন্দমতো, আশানুরূপে, লক্ষ্যহীনভাবে, উদ্দেশ্যহীনভাবে। ⟹ **কামং**(১)। = **যথকামং**। (সংযুক্ত নিকায়) **যথাকামং করণিযং**—পছন্দমত করণীয় কর্তব্য, ইচ্ছানুরূপে যাহা করা যায়। ⟹ **যথা** (১)।

যথাকামকারিন = **যথাকামকারী**। ⟹ **যথাকামকারী**।

যথাকামকারী (বিণ) ইচ্ছানুরূপে কাজ করে এমন, ইচ্ছানুরূপ কার্যকরী, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে।

যথাকারিন (বিণ) সে যেমন করে, সে যেরূপ করে। "**তথাবাদিন**" এর সহিত এই শব্দটি সম্পর্কযুক্ত, যেমন—**সো যথাকারিনো তথাবাদিনো**—সে যেরূপ করে বা যাহা করে সেরূপ বলে বা তাহা বলিয়া থাকে। = **যথাকারী**।

যথাকারী (বিণ) = **যথাকারিন**। ⟹ **যথাকারিন**।

যথাকাল (পুং) যথাকাল, যথাসময়, উপযুক্ত সময়, ঠিক সময়।

যথাকালং (ক্রি-বিণ) যথাকালে, যথাসময়ে, উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময়ে, সময়ানুসারে, একই সময়ে, সময়ে, যথা সময়ে, নিয়মিত সময়ে। ⟹ **যথা** (১)।

যথা কিং বিথ (ক্রি-বিণ) কিছুটা এ রকম, প্রায় এরূপ। ⟹ **যথা** (২)।

যথাক্কমং (কর্ম কারক, ক্রি-বিণ) যথাক্রমে, ক্রমে ক্রমে, পরে পরে, পর্যায়ক্রমে, একাদিক্রমে, শৃঙ্খলার সহিত, একটির পর আর একটি। ⟹ **কম** (২)।

যথাগতো (ক্রি-বিণ) [যথ + আগতো, যথা + আগতো] (সে) যেমন আসিয়াছে, যেরূপভাবে আসিয়াছে। "**তথাগতো**" শব্দের সহিত এই শব্দটি সম্বন্ধযুক্ত, যেমন—**সো যথাগতো তথাগতো**—সে যেমন আসিয়াছে তেমনই চলিয়া গিয়াছে। ⟹ **যথা** (২)।

যথাচারিন (বিণ) ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, সতী, পবিত্র, ন্যায়পর। = **যতচারিন**। (থেরগাথা অর্থকথা) **যত কাযাদীহি সন্যতি** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে "যার যেমন শক্তি সে তেমন ন্যায়পর)।

যথাচারী = **যথাচারিন**। ⟹ **যথাচারিন**।

যথাচিত্তো (বিণ, কর্তৃকারকে) চিত্ত অনুরূপ। = **যথাসনো**।

যথাচোদন = **যথারহং**। ⟹ **যথারহং**।

যথাঠিত (বিণ) যেরূপ ছিল, (ইহা) যেমন ছিল, সে যেমন দাঁড়াইয়াছিল, যেমন আছে, অমুক অমুক, এই এই, উহারা যেমন আছে, উহারা যেরূপ ছিল।

যথা তং (ক্রি-বিণ) যেমন অবস্থায় ঠিক আছে বা রহিয়াছে, যেমন আছে, উহা যেরূপ আছে, তাহা যেমন আছে, যেমন, যেন, অনুরূপভাবে, সমানভাবে, মত। ⟹ **যথা** (২)।

যথা তচ্ছং ⟹ **তচ্ছং**।

যথাতথ (বিণ) যথার্থ, প্রকৃত, সত্য, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত, বাস্তব, অকাল্পনিক, স্থাবর।

যথা তথং (ক্রি-বিণ) সত্যনিষ্ঠভাবে, সত্যরূপে, প্রকৃতরূপে, ন্যায়ানুরূপে। ⟹ **তথং, যথা তথা**। কর্তৃকারক একবচনে ইহার অর্থ হয় :— (সে) এক বিষয়ে যেমন অন্য বিষয়েও তেমন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বা সর্বগুণান্বিত। = **যথা আবিকখিতব্বং তথা আচিকখি** (চূলনিদ্দেস)। (থেরগাথা) **দিট্‌ঠে ধম্মে যথাতথে** (পাঠ শুদ্ধ?), সম্ভবত ইহা হইবে "**দিট্‌ঠে ধম্মে যথা তথা**"—ধর্মসমূহ যেরূপ তদনুরূপ দর্শন হয়। (দীপবংস) **পঞহং ব্যাকরোহি যথা তথং**।

যথা তথা (ক্রি-বিণ) যথা তথা, যেখানে সেখানে, যেরূপে সেরূপে, যে কোনো পথে বা উপায়ে, এইরূপ এইরূপ প্রকারে, এই এই ধারায় বা রীতিতে, এই এই আচরণে বা আচারে, অমুক অমুকভাবে, এইরূপ, এমনতর, কারণ অনুসারে; (ইহার এই অর্থও হইতে পারে যে) বিশুদ্ধরূপে, ঠিকভাবে, সত্যভাবে, কোনো নীতি বা আদর্শ অনুযায়ী, ঠিকঠাক, যথার্থরূপে, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, বস্তুত, আন্তরিকভাবে। (সূত্রনিপাত) **ত্বং হেত্থ জানাসি যথা তথা' ইদং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথাতথা ব্যাকাসি**। ⟹ **যথাতথং**।

যথাধম্মং (বিণ) যথাধর্ম, ধর্মানুরূপ। (ক্রি-বিণ) ১ আইন অনুসারে, বিধান বা ব্যবস্থা অনুযায়ী। = **যথাধম্মং**। (বিনয়) **যথাধম্মং পটিকরোতি**—বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতিপূরণ করা অথবা সংশোধন করা। (তুলনীয়) **যথাধম্মং পটিগণ্হাতি** (সংযুক্ত নিকায়) ২ সত্য অনুসারে, প্রকৃতভাবে, বাস্তবিকরূপে। = **যথাভূতং**। (স্ত্রী) প্রযুক্ত বিধান অনুরূপ। (বিনয়) **যো উদ্দিসেয্য, যথাধম্মো কারেতব্বো; যো পবারেয্য, যথাধম্মো কারেতব্বো; যো মারেয্য, যথাধম্মো কারেতব্বো, উভোপি যথাধম্মং কারাপেতব্বা; যো অজ্ঝোহরেয্য, যথাধম্মো কারেতব্বো; যো জানং** (অর্থাৎ "জ্ঞাত") **যথাধম্মং নিহতাধিকরণং পুনকম্মায উক্কোটেয্য, পাচিত্তিযং'তি** অর্থাৎ ন্যায়পরতার সহিত মীমাংসিত বিবাদ; বর্ণনায় বলা হইয়াছে : **যথাধম্মং নাম ধম্মেন বিনযেন সত্থু সাসনে কতং ন তস্স... মুত্তি অত্থি যঞ্চ তত্থ আপত্তিং আপন্নো তঞ্চ যথাধম্মো কারেতব্বো, উত্তরি চ'স্স মোহো আরোপেতব্বো**।

যথাধম্মং (ক্রি-বিণ) বিধান বা আইন অনুসারে। = **যথা ধম্ম** (ক্রি-বিণ)।

যথাধিপ্পায (বিণ) যথারুচি। ⟹ **যথারুচি**।

যথাধিপ্পাযং (ক্রি-বিণ) = **যথাভিঞঞ**। ⟹ **যথাভিঞঞং**।

যথাধোত (বিণ) ধৌত করার মতো, পরিষ্কার করার মতো, যেন ধৌত করিয়াছে, যেন নিষ্কলঙ্ক করা হইয়াছে, যেন ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। (তুলনীয়) যথা-ধৌত (বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু)।

যথা ন (ক্রি-বিণ) যেমন... না, ক্রমে তাহা না। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যথা সরীরে আবাধং ন উপ্পাদেতি, এবং তস্স বিনোদন'ত্থং**। (ধম্মপদ অর্থকথা) **যথা'স্স পতিতট্‌ঠানং ন পস্সামি তথা নং ছড্ডেস্সামি**—আমি যেন উহার পতিত স্থান না দেখি সেইভাবে নিক্ষেপ করিব। ⟹ **যথা** (৩)।

যথানুধম্মং (ক্রি-বিণ) (জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইবার) ধারা বা বিধান অনুসারে, যথানিয়মে।

যথানুভাবং (ক্রি-বিণ) যথাশক্তি অনুসারে, শক্তি অনুক্রমে, সামর্থ্য অনুযায়ী, যথানুভাবে, যথানুরূপে, নিয়মানুসারে, ঠিক ঠিকভাবে, যথানুক্রমে, যথানুসারে, ক্ষমতানুরূপে, সাধ্যানুযায়ী যতদূর পারা যায় ততদূর। = **যথাবলং**। **যথানুভাবং করিস্সামি**—আমি যতদূর পারি ততদূর করিব, আমি যতটুকু পারি ততটুকু করিব।

যথানুরূপ (বিণ) যথানুরূপ, যথোপযুক্ত, উপযোগী, অনুরূপ, যোগ্য, উপযুক্ত, উচিত, সঙ্গত, ঠিক, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক।

যথানুসন্ধি (স্ত্রী) যথাপ্রয়োগ, ঠিক প্রযোজ্য। ⟹ **অনুসন্ধি**।

যথানুসিট্‌ঠং (ক্রি-বিণ) পরামর্শ অনুসারে, শিক্ষানুরূপে, যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী।

যথাপদেসে (ক্রি-বিণ) স্থান অনুসারে, উপযুক্ত স্থানে। ⟹ **যথা** (১)।

যথাপন (ক্রি-বিণ) সদৃশ যেমন, সেইরূপ যেমন, ঠিক যেমন।

যথাপসাদং (ক্রি-বিণ) প্রসাদ বা সন্তুষ্টি অনুসারে, বিনোদন বা আহ্লাদ অনুসারে, পুরস্কার অনুসারে। = **যথাপসাধনং**।

যথাপসাধনং (ক্রি-বিণ) মনের পরিষ্কার অবস্থা অনুসারে, বিনোদন অনুসারে। = **যথাপসাদং**. **অত্তনো পসাদানুরূপং** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

যথাপুগ্‌গলং (ক্রি-বিণ) ব্যক্তিগতভাবে, ব্যক্তি অনুসারে, স্বতন্ত্রভাবে, একজন একজন করিয়া, একে একে।

যথাপূরিত (বিণ) যেই পর্যন্ত পূর্ণ করা যাইত, সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ, যথাপূরিত, পুরা, পুরোপুরি, পরিপূর্ণ।

যথাফাসুক (বিণ) আরামপ্রদ, আরামভোগী, সুখকর,

মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল।

যথাবলং(ক্রি-বিণ) বল বা শক্তি অনুসারে, সাধ্যানুসারে, ক্ষমতানুসারে, উপায় অনুসারে, ক্ষমতানুযায়ী অর্থাৎ যতদূর সম্ভব। = **যথাসত্তি**। ⟹ **বল** (১ ক)।

যথাবুড্ঢ = **যথাবুড্ঢ**। ⟹ **যথাবুড্ঢ**।

যথাভটং (ক্রি-বিণ) সৈন্যের ন্যায়, ভৃত্যের ন্যায়। ⟹ **ভট, যথাভতং**।

যথাভতং (ক্রি-বিণ) [যথা + আভতং, যথ + আভতং] যেইরূপে ভার (লালন পালনের ভার) গ্রহণ করা হইয়াছিল সেইরূপে। Rhys Davids বলেন,—এই শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয় নাই এবং ইহার বিশ্লেষণ করাও দুরূহ যেহেতু ইহা একটিমাত্র বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা (মধ্যম নিকায়) **যথাভতং নিক্‌খিত্তো এবং নিরযে (চ সগ্‌গে চ)** সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পরিবর্তে **"যথাহতং"** এবং **"যথাভতং"** দৃষ্ট হয়। আমরা **"যথাভতং"** শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছি "লালন পালন ও শিক্ষা অনুসারে", কিন্তু আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছি যেহেতু এইভাবে পালিতে এই শব্দের ব্যবহার কর্মকারক ক্লীব লিঙ্গে ক্রিয়া বিশেষণের পরিবর্তে কর্তৃকারকে হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ থাকে যে, "যথা + আভতং" এবং "যথ+আভতং" এই দুইটির বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা কোনটি গ্রহণ করিব। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুবাদ করিবার সংকেত:-- ১ যেই মুহূর্তে আনীত বা গৃহীত। ২ (পাপ এবং পুণ্য) যেমন আনিয়াছে বা গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে **"আভতং"** শব্দকে অনিয়মিতভাবে 'আ+ ভর"-এর কৃদন্ত বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া **"আহরিত্বা** (যথাহরিত্বা)" পাঠ দ্বারা গাথার পরিপূরকে অনুবাদের সংকেত দেওয়া হইয়াছে। ৩ পুণ্য (সদ্‌গুণ) অথবা পুণ্যফল অনুসারে। Kern. Toev.-এর মতে **"ভট"** শব্দ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, **"ভত"** শব্দই এই বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত সেই **"ভট"** শব্দের ব্যবহার হইয়াছে "কার্যের ফল বা পুরস্কার" অর্থে। **"আহত"** (আহট ?) এর অনুরূপ **"(আ) ভত্ত"** এর অর্থ "আনীত বা গৃহীত" অর্থাৎ কোনো হেতুতে বা কারণে" অর্থের সম্বন্ধে জোরালো সম্ভাবনা রহিয়াছে (সংযুক্ত নিকায়ের সূত্র এবং পাঠ তুলনীয়); তথাপি বিশেষ ভাষাটি বিশেষভাবে অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। Seidenstüeker's এর অনুবাদে উক্ত বিশেষ ভাষাটি গ্রহণ করা হইয়াছে **"হরিত্বা"** শব্দে অনুপযুক্তভাবে। **"যথাভূতং** শব্দটি **"যথাভতং"** শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত করে (⟹ **আভত**)। যতদূর সম্ভব পরবর্তী বিশেষ ভাষাটি "সত্যভাবে" এবং "নিশ্চয়রূপে"—এই অর্থের কিছু কিছু সংকেত দিতে পারে, পরন্ত তাহাও নির্দিষ্ট অর্থে পৌছায় না। যা তা করিয়া অথবা যে কোনো প্রকারে আমরা মীমাংসা করিয়া ইহার "পুণ্য বা সদ্‌গুণ অনুসারে"—এই অর্থ গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যদিও বা এই বিশেষ ভাষার সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল না। বিনয় গ্রন্থের এক পাঠে **"যথাভতং"** শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—... **উস্‌সবো হোতি, যথাভতং লসুণং পরিক্‌খযং অগমাসি**—রসুন আনয়ন করা মাত্রই কমিয়া বা শেষ হইয়া গেল (এখানে **"হরাপেতি"** অর্থ **"আভত"** শব্দের ব্যবহার হইল এবং **"আভত"** শব্দ **"আভরতি"** ক্রিয়ার অতীত কৃদন্ত বিশেষ হইল।

যথাভিঞ্ঞ (বিণ) = **যথারুচি**। ⟹ **যথারুচি**। ⟹ **অভিঞ্ঞ**।

যথাভিঞ্ঞং(ক্রি-বিণ) যেভাবে তুমি সুখী হও, তোমার পছন্দমতো, তোমার যেইরূপ ইচ্ছা। = **যথাধিপ্পাযং, যথারুচিং**। ⟹ **অভিঞ্ঞ**।

যথাভিরন্ত (ব-বিণ) চিত্ত সন্তুষ্টির অনুরূপ, ইচ্ছানুরূপ, খুশিমতো, যতদূর বা যেইরূপ পছন্দ হয়। ⟹ **যথাভিরন্তং**।

যথাভিরন্তং (ক্লী, ক্রি-বিণ) মনের খুশিমতো, চিত্ত সন্তুষ্টির অনুরূপে, পছন্দমতো, যেভাবে সন্তুষ্ট হয় সেভাবে, যত চায় তত, যতটা ইচ্ছা করে ততটা, মনের ইচ্ছামতো, যতদূর বা যে পরিমাণ চায় তত, যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করে সেই পর্যন্ত, ইচ্ছামত, যথাভিরুচি। ⟹ **অভিরমং**।

যথাভুচ্চ (বিণ) ঘটনা বা ঘটনার বিবরণ অনুরূপ অর্থাৎ আশানুরূপ, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বাস্তব, অকাল্পনিক, স্থাবর, সত্য অনুরূপ। = **যথাভূত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথাভুচ্চগুণা**-প্রত্যক্ষ গুণসমূহ।

যথাভুচ্চং (ক্লী, ক্রি-বিণ) প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, যথার্থত, বাস্তবিকই, যে অবস্থায় আছে ঠিক সেভাবে, প্রত্যক্ষরূপে, সুস্পষ্টভাবে। = **যথাভূতং**। ⟹ **যথাভচ্চ**।

যথাভুচ্চ গুণা ⟹ **যথাভুচ্চ**।

যথাভুত্ত (বিণ) যেই পরিমাণ খাওয়া যায় সেই পরিমাণ। ⟹ **ভুত্ত**।

যথাভুত্তং (ক্লী, ক্রি-বিণ) যেই পরিমাণে খাওয়া যায় সেই পরিমাণে। ⟹ **যথাভুত্ত, ভুত্ত**।

যথাভূত (বিণ) যথাভূত, বাস্তব, স্থাবর, অকাল্পনিক, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সত্য অনুযায়ী। = **যথাভুচ্চ**। ⟹ **যথাভূতং**।

যথাভূতং (ক্লী, ক্রি-বিণ) প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, যথার্থত, সত্যত, বাস্তবিকই, যথার্থরূপে, ঠিক ঠিকভাবে, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত, সত্য সত্যই, নিশ্চয়রূপে, বাস্তবরূপে, নিশ্চিতভাবে, সুনির্দিষ্টভাবে, সম্পূর্ণরূপে, (চলতি) নিশ্চয়ই, উচিত মতে, আবশ্যক অনুসারে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে, সত্য পূর্ণরূপে, প্রকৃত উপাদানরূপে অথবা সারভাগ্যরূপে। = **যথাভুচ্চং**। সংযুক্ত নিকায়ে নির্বাণ সম্বন্ধীয় বর্ণনায় :— **যথাভূতং বচনং যথাভূতং অভিসময**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথাভূত গুণ**। (দীর্ঘনিকায়) **যথাভূতং পজানাতি**—সে প্রকৃতরূপে বা নিশ্চিতরূপে জানে। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **দিস্তো যথাভূতং জানাতি পস্‌সতি**।

যথাভূতং বচনং—ঠিক কথা, যথার্থ কথন। ⟹ **বচন** (১)।

যথাভূতঞাণ (ক্লী) (কায় ইত্যাদি সম্বন্ধে) যথার্থ জ্ঞান, ঠিক ঠিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সুস্পষ্ট জ্ঞান, সত্য জ্ঞান, সত্য অনুরূপ জ্ঞান, সঙ্গত জ্ঞান, যথাযথ জ্ঞান, স্পষ্ট জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান, স্বতন্ত্র জ্ঞান, সুনিশ্চিত জ্ঞান, সম্পূর্ণ জ্ঞান। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যথাভূত ঞাণ সম্মাদস্সন**। = **মগ্গনঞাণ**। ⟹ **ঞাণ**।

যথাভূত ঞাণদস্সন—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান প্রাপ্তি বা লাভ। = **যথাভূত ঞাণ**। ⟹ **ঞাণদস্সন**।

যথামত (বিণ) মনের অনুরূপ, মনোমত, মন বা মত অনুযায়ী, যথামত, ইচ্ছানুরূপ। = **যথামতি**।

যথামতি (বিণ) ইচ্ছানুরূপ, যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ। = **যথামত**।

যথামতিং (ক্লী, ক্রি–বিণ) মতানুসারে, ইচ্ছানুসারে। ⟹ **যথামতি, যথা** (১)।

যথামনেন (করণ কারক, ক্রি–বিণ) মন দ্বারা, হৃদয় হইতে, আন্তরিকভাবে, হৃদ্যতা সহকারে, যথার্থরূপে, প্রকৃতপক্ষে, অকপটভাবে, স্বেচ্ছাচারীরূপে, ইচ্ছানুসারে, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে, স্বেচ্ছাধীনভাবে, ঐচ্ছিকভাবে, ইচ্ছুকরূপে, অভিপ্রেতরূপে, অভিপ্রায় অনুসারে, স্বাধীনভাবে। ⟹ **মনো** (১ গ)। ⟹ **যথা** (১)।

যথামনো (বিণ, কর্তৃকারক) মতানুসারে, মন অনুযায়ী, মতানুযায়ী, ইচ্ছামত, মনগড়া। = **যথাচিত্তো, যথাসঙ্কপ্পো, যথাবিঞ্ঞাণো**।

যথাযিদং (ক্রি–বিণ) তদনুরূপে, সেইভাবে, যথানুরূপে, যথানুভাবে, তেমনভাবে, জন্য। ⟹ **যথাযিদং যথা**।

যথারদ্ধ (বিণ) প্রয়োজন অনুরূপ, প্রচুর, যথেষ্ট, পর্যাপ্ত।

যথারহং (ক্লী, ক্রি–বিণ) [যথ + আরহং] যোগ্যরূপে, উপযুক্তভাবে, আপাততপ্রতীয়মানরূপে, বাহ্যিকভাবে, অনিয়মিতভাবে, থাকিয়া থাকিয়া সংঘটিত হয় এরূপভাবে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্তরূপে, সঙ্গতভাবে, যথাবিহিতভাবে। (সিংহলী পেতবত্থু অর্থকথায়) **যথাচোদন**।

যথারুচি (বিণ) যথারুচি, রুচিমত, রুচিসম্মত, রুচি অনুযায়ী, ইচ্ছামত, আত্মতুষ্টি অনুরূপ, সন্তোষজনক, যথোচিত। = **যথাভিঞ্ঞ, যথাধিপ্পায**। ⟹ **যথারুচিং**।

যথারুচিং (ক্লী, ক্রি–বিণ) রুচি অনুসারে, পছন্দমতে, সম্পূর্ণরূপে, সন্তুষ্টি অনুরূপে, কেবল, ঠিক ঠিকভাবে, যথেষ্ট পরিমাণে, ঠিকঠিকভাবে, প্রচুর পরিমাণে, না বেশি—না কম, সন্তোষজনকভাবে, যথোচিতভাবে। = **যথাভিঞ্ঞং**। ⟹ **রুচি** (৩), **যথা**।

যথালঙ্কত (বিণ) যেইরূপ পোশাক পরিচ্ছদ আছে তদনুরূপ অলঙ্কৃত বা সজ্জিত, সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত বা ভূষিত।

যথাব (বিণ) যথানুরূপ, যথার্থ, সত্যানুবর্তী হইয়া চরিত্র গঠন করিয়াছে এমন, বাস্তব, অকাল্পনিক, স্থাবর, সত্য, প্রকৃত, যোগ্য, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, ঠিক, অভ্রান্ত, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল যেমন, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত, সাধু, নিয়মিত, ধার্মিক, সত্যপরায়ণ। (থেরগাথা) **যথাব আলোকদস্সন**—প্রকৃত আলোক দর্শন। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **যথাব লক্খণ**। (অপাদান কারকে) **যথাবতো**।

যথাবং (ক্লী, ক্রি–বিণ) সত্যতা অনুসারে, যথার্থরূপে, ন্যায়পরতা সহকারে। **সন্তং পণীতং যথাবং**।

যথাবক (বিণ) বাস্তবতা অথবা পর্যাপ্তি অনুসারে হয় এরূপ, পর্যাপ্ত, যথেষ্ট, সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত, বাস্তব, অকাল্পনিক, স্থাবর, অত্যাবশ্যক। (বিভঙ্গ অর্থকথা) "**যথাবক বত্থু**"—বিভঙ্গে উল্লিখিত "**মান**" বিভাগ সম্পর্কীয় বিষয়।

যথাবজ্জং (ক্লী, ক্রি–বিণ) "দোষ দেওয়া অথবা নিন্দা করা হয় যেন" অর্থাৎ যেই কোনো প্রকার নিন্দার্হ কার্যের অনুকরণ, অঙ্গ বৈকল্যের বা অস্বাভাবিকতার অনুকরণ (যেই কোনো অনুকরণ ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ)। = **কাণকুণি-খঞ্জাদীনং যং যং বজ্জং তং তং পযোজেত্বা দস্সন-কীড়া** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

যথাবতো (অপাদান কারক, ক্রি–বিণ) যোগ্যতা অনুসারে, উপযুক্ততা অনুরূপে, অনিয়মিতভাবে, থাকিয়া থাকিয়া সংঘটিত হয় এরূপে, উপযুক্তরূপে, উপযুক্ত সময়ে, যথার্থরূপে, ঠিকঠাকভাবে, যথাযথভাবে, বাস্তব অস্তিত্বে বা সারভাগে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতা সহকারে, প্রচুর পরিমাণে।

যথাবলক্খণ (ক্লী) সত্য বা সত্যনিষ্ঠ লক্ষণ। ⟹ **যথাব, লক্খণ** (১)।

যথাবলক্খণা ⟹ **লক্খণ** (১)।

যথাবাদিন (বিণ) যেমন বলা হয় তেমন, যেরূপ বলে সেইরূপ, সঙ্গতবাদী, সত্যবাদী, যথানুযায়ী, যথার্থবাদী। (তুলনীয়) **তথাবাদিন**। (দীর্ঘনিকায়) **যথাবাদিন তথাকারিন**—যেরূপ বলে সেরূপ কার্য করে এমন। ⟹ **বাদিন, তথাকারিন**।

যথাবাদী (বিণ) = **যথাবাদিন**। ⟹ **যথাবাদিন**।

যথাবিঞ্ঞাণো (বিণ, কর্তৃকারক) বিজ্ঞান অনুরূপ। = **যথামনো**।

যথাবিধি (বিণ) বিধানমত, নিয়মানুরূপ, যথাবিধি, বিধান অনুযায়ী।

যথাবিধিং (ক্লী, ক্রি–বিণ) নিয়মানুসারে, বিধানমতে, উপযুক্তরূপে, উপযুক্ত সময়ে, যোগ্যভাবে, উচিতভাবে,

সুবিধাজনকভাবে, (চলতি) বেশ ভালভাবে।

যথাবিভবং (ক্লী, কর্মকারক, ক্রি–বিণ) ঐশ্বর্যানুরূপে, বিষয়–সম্পত্তি এবং ক্ষমতানুসারে, বিভব বা ধন অনুসারে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বা পর্যাপ্তরূপে। = **বিভবানুরূপ**। ⟹ **বিভব** (১), **যথা**।

যথাবিসয্হং—যথাসম্ভব, যথাসাধ্য। ⟹ **বিসয্হ**।

যথাবিহারং(ক্রি–বিণ) ভিক্ষুরা নিজ নিজ বিহারে অথবা যে যার আবাসস্থানে। ⟹ **বিহার** (৩ ক)।

যথাবিহিত (বিণ) যথাবিহিত, শৃঙ্খলা বা বন্দোবস্ত অনুযায়ী, বিধানানুরূপ।

যথাবুড্ঢং (ক্লী, ক্রি–বিণ) বার্ধক্য অনুরূপে, প্রবীণত্ব অনুসারে, জ্যেষ্ঠত্ব অনুক্রমে।

যথাবুত্ত (বিণ) যেমন বলা হইয়াছে সেইরূপ, উল্লিখিত, সংক্ষেপে কথিত, পূর্বোক্ত, পূর্বকথিত। (পেতবথ্থু অর্থকথা) **যথাবুত্তো পুগ্গলো**।

যথাবুত্তং (ক্লী, ক্রি–বিণ) পূর্বের কথা অনুসারে, পূর্বে কথিতভাবে, পূর্বোক্তরূপে। ⟹ **যথাবুত্ত**।

যথাসক (বিণ) প্রত্যেকের নিজস্ব অনুরূপ, স্ব স্ব, নিজ নিজ, আপন আপন, আপেক্ষিক, বিশেষ বিশেষ, সম্বন্ধীয়, অধিকার বা স্বত্ব অনুযায়ী, স্বামিত্ব অনুরূপ, কর্তৃত্ব অনুযায়ী।

যথাসকং(ক্লী, ক্রি–বিণ) প্রত্যেকের নিজস্ব বা অধিকার অনুসারে, ক্রমান্বয়ে, যথাক্রমে, নিজ স্বত্ব অনুযায়ী। ⟹ **যথাসক**।

যথাসঙ্কপ্পো (বিণ, কর্তৃকারক) সংকল্প অনুরূপ। = **যথামনো**।

যথাসত (বিণ) ঋষিতুল্য বা সাধুবৎ (?), মনোযোগী, লক্ষ্যকারী। (তুলনীয়) **যথাচারিন**।

যথাসত্তি (বিণ) যথাশক্তি, শক্তি অনুরূপ, সাধ্যমত, ক্ষমতা অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুরূপ, একজনে যতদূর করিতে পারে ততদূর পর্যন্ত, শক্তি অনুযায়ী।

যথাসত্তিং (ক্লী, ক্রি–বিণ) শক্তি অনুসারে, সাধ্যমতে, সামর্থ্য অনুসারে, ক্ষমতা অনুরূপে। (সংযুক্ত নিকায়) **যথাসত্তিং যথাবলং**। ⟹ **যথাসত্তি, যথাবলং**।

যথাসত্তিয়া (করণকারক, ক্রি–বিণ) সাধ্যানুসারে, যতদূর বা যেই পর্যন্ত পারা যায় ততদূর বা সেই পর্যন্ত। = **যথাসত্তিং**। ⟹ **থা** (১)।

যথাসখং (ক্লী, ক্রি–বিণ) আদেশ অনুসারে, উপদেশ মতে, বিচারকের আদেশপত্র অনুযায়ী, আইনের ব্যবস্থানুক্রমে। সম্ভবত মধ্যম নিকায়ে এই শব্দটি "**যথাসদ্ধং**"-এর পরিবর্তে ভুল লেখা হইয়াছে (?)।

যথাসদ্ধং(ক্লী, ক্রি–বিণ) শ্রদ্ধানুরূপে, বিশ্বাস অনুসারে।

যথাসন্থতিক (বিণ) যেইরূপ আসন দেওয়া হয় সেইরূপ গ্রহণ করে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যথাসন্থতিক অঙ্গ**—১৩টি ধুতাঙ্গের মধ্যে একটি।

যথাসন্দিট্ঠং ⟹ **সন্দিট্ঠ**।

যথাসম্ভত্তং (ক্রি–বিণ) একে অন্যের সহিত সঙ্গী হইয়া বাস করা অনুসারে অর্থাৎ যেইভাবে সঙ্গীরূপে বাস করা যায় সেইভাবে। ⟹ **সম্ভত্ত** (পুং)।

যথাসুখং (ক্লী) সুখানুরূপ স্থান, অনুকূল স্থান, (তৃষ্ণার নিবৃত্তিসুখ) নির্বাণ। ⟹ **নিজ্ঝান** (৩ খ)। (বিণ) যথাসুখ, অনুকূল, পছন্দমত, আশাদায়ক, সুখানুরূপ, ইচ্ছানুরূপ, শুভলক্ষণযুক্ত। (ক্রি–বিণ) সুখ অনুসারে, যেইভাবে আরাম বা সুখ পাওয়া যায়, সেইভাবে, স্বচ্ছন্দে সুস্থির চিত্তে, স্বাচ্ছন্দ্য অনুসারে, পছন্দমতে, সন্তুষ্টি সহকারে। ⟹ **সুখং, যথা** (১)।

যথাহতং ⟹ **যথাভতং**।

যথাহরিত্বা (ক্রি–বি, ক্রি–বিণ) গ্রহণ (অথবা কার্যের পুরস্কার বা ফল) অনুসারে। ⟹ **যথাভতং**।

যথিচ্ছিতং(ক্লী, ক্রি–বিণ) ইচ্ছানুসারে, পছন্দমতে, চিত্ত সন্তুষ্টিতা সহকারে, ইচ্ছানুরূপে, যত ইচ্ছা তত, মনের সন্তুষ্টির সহিত। (পেতবথ্থু অর্থকথা) **যথিচ্ছিতট্ঠান**—পছন্দমত যেই কোনো স্থান। = **যদিচ্ছিতং, যতিচ্ছিতং**।

যথোধি (বিণ) যতদূর সীমা আছে ততদূর, শেষ, চূড়ান্ত, চরম, অত্যন্ত, অতিশয়, পরম, সর্বোচ্চ, বহু দূরবর্তী, দূরতম।

যথোধিক (ক্রি–বিণ) সম্পূর্ণ বিস্তৃতি পর্যন্ত, পুরোপুরি আয়তন বা প্রসার অবধি, সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সব কিছু বিবেচনা করিয়া, সীমা অবধি, শেষ সীমা পর্যন্ত। (বি–ভা) **যথোধিকানি কামানি** (সূত্রনিপাত)। যদিও ঠিক অর্থ প্রমাণিত না হয় তথাপি তুলনীয় :—(জাতক অর্থকথা) **অত্তনো ওধিবসেন ঠিতানি**। বানানভেদে সমার্থ বাচক শব্দ :—**যতোধিকানি**; ইহার বর্ণনায়—**যতো উপরতো ওধি এতেসং'তি যতোধিকানি উপরতকোট্ঠাসানি**। জাতক অর্থকথার "**যেন যেন ওধিনা ঠিতানি তেন তেন ঠিতানেব জহিস্সামি, ন কিঞ্চি অবসিস্সামী'তি অথো**"—এই ব্যাখ্যাই উত্তম তুলনীয়। পুনশ্চ জাতক বর্ণনায় :—**যথা ঠিত কোট্ঠাসানি**।

যদ (ক্লী) যেই বস্তু। (সর্বনামপদ) যাহা। (সংযুক্ত নিকায়) **যদ'নিচ্চং তং দুক্খং**—যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ, **যদেব দিট্ঠং তদেবাহং বদামি**—যাহা আমি দেখিয়াছি তাহাই বলিব। = **যং**।

যদকিঞ্চি—যাহা কিছু, যে কিছু। = **যং কিঞ্চি**। ⟹ **কিঞ্চি**।

যদ'গ্গে (অধিকরণ কারক, ক্রি–বিণ) [যদ + অগ্গে] যেই মুহূর্তে, যখন হইতে, কখন হইতে, কোন সময় হইতে, কোন তারিখ হইতে। = **মূলদিবসতো পট্ঠায যং দিবসং অগ্গং পত্বা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **যতো পট্ঠায** (বিমানবথ্থু অর্থকথা)। ⟹ **তদ'গ্গে, অগ্গে** (২)।

যদ'গ্গেন (করণকারক, ক্রি–বিণ) = **যদগ্গে**। ⟹

যদগ্গে। (বিনয়) **যদগ্গেন মহাপজাপতি অট্‌ঠ গরুধম্মা পটিগ্গহিতা তদেব সা উপসম্পন্না।**

যদঞ্চিও কিঞ্চিও ⟹ কিঞ্চিও।

যদ'খং (ক্রি–বিণ) [যদ + অখং] কিসের জন্য, কি জন্য, কেন।

যদ'খিয (ক্রি–বিণ) [যদ + অখিয] যতটা দরকার ততটা, প্রয়োজন অনুসারে, আবশ্যকমতো, যথেষ্ট পরিমাণে, প্রয়োজন অনুসারে, উচিতমতো, ঠিকভাবে।

যদ'খিযং (ক্রি–বিণ) [যদ + অখিযং] কিসের নিমিত্ত, কোন উদ্দেশ্যে। ⟹ **অখিয।**

যদা (ক্রি–বিণ) যদা, যৎকালে, যখন, যেই সময়ে, যেহেতু, যাহাতে, যাহার উপরে, সেই সময়ে, যদিও, ইহা সত্ত্বেও, যখনই, যেই কোনো সময়ে। (সূত্রনিপাত) **যদা চ সো মতো সেতি; যদা দেবো দেবকাযা চবতি।** (তুলনীয়) **কদা, তদা।**

যদা চ—কিন্তু যখন, কিন্তু যেই সময়। (তুলনীয়) **তদাচ।** ⟹ **চ** (২খ)।

যদি (অব্যয়) যদি, একটি ক্রিয়াতে অন্যের অপেক্ষাসূচক সম্ভাবনা, সংশয়, অনবধারণ, পক্ষান্তর, এই ভাবিয়া যে, কিনা, কিন্তু, তত্রাচ, সে যাহা হউক, তথাপি। = **সচে।** (জাতক) **যদি বোধিং পত্তুং ইচ্ছসি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **যদি দাযকো দানং দেতি... এতং বীজং হোতি।** (দীর্ঘনিকায়) **যদি এবং সন্তে**—যদি তাহাই হয়, যদি ইহাই হয় বা এরূপই হয়। (মহাবংস) **গহিতো যদি সীহো তে**—তোমা কর্তৃক যদি সিংহ ধৃত হয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যদি আসনমত্তং পি**—এমন কি যদি আসন মাত্রও। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যদি... অথ কস্সা**—যদি... তাহা হইলে কিরূপে? (পেতবত্থু অর্থকথা) **যদি এবং... (তু)**—এমন কি যদিও... তথাপি (কিন্তু); **যদি এবং পিতান রোদতি, মাতু নাম হদযং মুদুকং।** (ধর্মপদ) **যদিব।**

যদি এবং—যদি তাহাই হয়, যদি ইহাই হয়, সেই প্রসঙ্গে, সেই বিষয়ে, উহাই হইতে দাও, তাহাই হউক, বেশ, বস্তুত আচ্ছা, সময়ে সময়ে, কখন কখন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যদি এবং যং মযহং দেসিতং একস্স ভিক্খুনো দেহি; যদি এবং যাবদ'খং গণ্হাহি**—যত ইচ্ছা তত লও, যেই পরিমাণ ইচ্ছা হয় সেই পরিমাণে গ্রহণ কর।

যদিচ্ছকং(ক্রি–বিণ) "যাহা কিছু সুখকর বা আনন্দজনক, যে কিছু মনোহর বা আমোদপ্রিয় অর্থাৎ (কাহারও) ইচ্ছামত বা পছন্দমত, পছন্দ অনুসারে, যদৃচ্ছাক্রমে, নিজের ইচ্ছামত, স্বাধীনভাবে, খুশিমত, ইচ্ছামত। (জাতক) **যদিচ্ছকং ভুত্ত**—ইচ্ছানুরূপ বা পেট ভরিয়া খাইয়াছে এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যদিচ্ছক যবদিচ্ছক।** = **যেন ইচ্ছকং, যখিচ্ছকং।**

যদিচ্ছক ভাণিন ⟹ কামলাপিন।

যদিচ্ছতি (ক্রি) যদি ইচ্ছা করে অর্থাৎ যাহা চায়, যাহা ইচ্ছা করে।

যদিচ্ছিত = যতিচ্ছিত। ⟹ যতিচ্ছিত। ⟹ যদিচ্ছিতং।

যদিচ্ছিতং (ক্লী, ক্রি–বিণ) [যদি+ইচ্ছিতং] ইচ্ছা হইলে, যাহা ইচ্ছা হয় তাহা, যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে। = **যথা ইচ্ছিতং। ⟹ যতিচ্ছিত।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **যদিচ্ছিতং দেন্তো।**

যদিদং (ক্লী, ক্রি–বিণ) [যদ + ইদং] সেই মত, যাহা এইরূপ, এইরূপ হইলে, তাহা হইলে, যদি এইরূপ হয়, অর্থাৎ, অন্য শব্দে বা কথাসমূহে, সেইরূপ বলা বা কহা, ঠিক এইটি, আমার মনে হয়, যদি ইহা, এইটা কোনটা, ঐটি কোনটি?, যথা, এই এই। = **যাবঞ্চিদং** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। **কামানং এতং নিস্সরণং যদিদং নেক্খম্মং**—ঠিক এইভাবে নিষ্ক্রমণই এই কামপ্রবৃত্তি বা লোভসমূহ হইতে নিঃসরণ বা নিষ্কৃতি অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি এবং পরলোকের প্রতি আসক্তি বর্জন। **দ্বে দানানি আমিসদানং ধম্মদানং, এতদগ্গং ইমেসং যদিদং ধম্মদানং**—দান দুই প্রকার—আমিষদান এবং ধর্মদান—ইহাদের মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ। (মধ্যম নিকায়) **সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি** ইত্যাদি। ⟹ **যাবতা।**

যদি ব (তুলনীয় বৈদিক শব্দ—যদি বা) তাহাই হউক, যদি তাহাও হয়। = **যদি বা, অথবা।** (জাতক) **সো যদি বা।** (সূত্রনিপাত) **লতা বা যদি বা রুক্খ** ইত্যাদি—লতা হউক অথবা বৃক্ষ হউক ইত্যাদি; **গামে বা যদি বা অরঞ্ঞে**—গ্রামে হউক অথবা অরণ্যে হউক। ⟹ **যদি।**

যদি বা = যদি ব। ⟹ যদি ব।

যন্ত (ক্লী) (বৈদিক—যন্ত্র) যন্ত্র, কল, কৌশলে কোনো কার্য নির্বাহার্থ নির্মিত বস্তু, ইন্দ্রিয়, অগ্নিযন্ত্র, জাঁতা, পদার্থ নিরূপণ সামগ্রী, তুরপুন ভ্রমর ইত্যাদি যদ্দ্বারা একস্থানে প্রযুক্ত শক্তি স্থানান্তরে ভিন্নরূপে কার্যকর হয় তাহা, দেবাদির অধিষ্ঠান চক্র, বাদ্য, অন্যের যন্ত্রস্বরূপ, ধারণ করিবার উপায় বা যন্ত্র, পরিকল্পনা, উদ্ভাবিত বা পরিকল্পিত বিষয়, কৌশল, উপায়, আবিষ্কার, মতলব, দক্ষতা, চাতুরী, অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, দলিল, সাধনস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু, কলের গঠন, যন্ত্রনির্মাণ, সর্ববিধ যন্ত্র কলকব্জা ইত্যাদি; (চরিত্রে) কর্তৃক, মধ্যস্থতা, সহায়তা, করণত্ব (সম্ভবত "**কম্মযন্ত**")। জাহাজের দাঁড়, হাল প্রভৃতি জাহাজের সাজসরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জাতকে :—**সব্বযন্ত উপপন্ন = পিয-আরিত্তা** ইত্যাদি (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **যন্ত বেগেন**—যন্ত্রবেগে বা যন্ত্রপাতির দ্রুততার সহিত; **উচ্ছুযন্ত**—চিনির কল; **তেলযন্ত।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)—কাজের যন্ত্রপাতি।

যন্তক (ক্লী) তীর, বজ্র, অশনি, অর্গল, বল্টু, আকস্মিক-ভাবে দ্রুত পলায়ন। (বিনয়) **বিহারা অগুত্তা হোন্তি... অনুজানামি যন্তকং সূচিকংতি।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কুঞ্চিকা যন্তক।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **যন্তকং দেতি**—হুক বা অর্গল দেওয়া, তালাবদ্ধ করা।

যন্তচক্ক যট্ঠি (চিনির) কলের চক্রে ব্যবহৃত দীর্ঘ কাষ্ঠ বা লৌহদণ্ড বিশেষ। ⟹ **যট্ঠি** (১)।

যন্তনালি (স্ত্রী) যন্ত্রবিষয়ক নল বা চোঙ্গ।

যন্তপাসাণ (পুং) যন্ত্র বিষয়ক পাষাণ, যেই প্রস্তর যন্ত্রের অংশরূপে ব্যবহৃত হয়, যেই পাথর যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, পাষাণ দ্বারা প্রস্তুত জাঁতা, জাঁতার পাষাণ, উল্কা বা উল্কাপিণ্ড (?)।

যন্তফলকানি (ক্লী, বহুবচন) কলের বা যন্ত্রের কাষ্ঠফলক সমূহ।

যন্তমুত্ত (বিণ) যন্ত্রমুক্ত, যন্ত্র দ্বারা কাজ শেষ হইয়া বাহির হইয়াছে এরূপ।

যন্তযুত্ত (বিণ) যন্ত্রস্থ, যন্ত্রযুক্ত, যন্ত্র দ্বারা কাজ চলিতেছে এরূপ, যন্ত্রের সহিত আবদ্ধ বা সন্দেহযুক্ত।

যন্তযুত্তাবার ⟹ **আবার।**

যন্তবেগেন (করণকারক, ক্রি-বিণ)। ⟹ **যন্ত।**

যন্তসুত্ত (ক্লী) যন্ত্রের বা কলের দড়ি, কলের সহিত সম্বন্ধ সূত্র বা দড়ি, যন্ত্রসূত্র।

যন্তসুত্তক = **যন্তসুত্ত।** ⟹ **যন্তসুত্ত।**

যন্তহত্থি—যন্ত্রহস্তী, যন্ত্রচালিত হস্তী, যন্ত্র দ্বারা কৃত (স্বয়ংক্রিয়) হস্তী। ধর্মপদ অর্থকথায় উল্লিখিত রাজা **"চণ্ড-পজ্জোত"**-এর এই রকম হস্তী ছিল।

যন্তাকড্ঢন—যন্ত্র আকর্ষণকরণ, যন্ত্র টানা, কল টানিয়া নেওয়া।

যন্তাসুত্ত (ক্লী) যন্ত্রের বা কলের দড়ি। ⟹ **যন্তসুত্ত।**

যন্তি—(**"যাতি"** ক্রিয়ার প্রথম পুরুষ বহুবচন)। ⟹ **যাতি।** (দীর্ঘনিকায়) **বিসমা যন্তি, সম্বাধা যন্তি** (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য)।

যন্তিক (পুং) যান্ত্রিক ব্যক্তি, যন্ত্রধারী ব্যক্তি, যন্ত্রী, মিস্ত্রি। (বিণ) যন্ত্রধারী, যন্ত্রবিষয়ক, যন্ত্রকুশল, যান্ত্রিক, যন্ত্র নির্মাণে এবং চালানে সুদক্ষ, যন্ত্র সম্বন্ধীয়।

যন্তিত (বিণ) যন্ত্রিত, যন্ত্রস্থ, যন্ত্রে স্থাপিত, তাড়িত, চালিত, উত্তেজিত, প্রবর্তিত, গতিতে বা চলিত অবস্থায় রহিয়াছে এরূপ, প্রস্তুত হইয়াছে এরূপ। (থেরগাথা) **এবাযং বত্ততি কাযো কম্ম-যন্তেন যন্তিতো**—এইরূপে কর্মযন্ত্রে স্থাপিত হইয়া এই দেহ প্রবর্তিত বা চালিত হইতেছে। ⟹ **যন্তেতি।**

যন্তেতি (ক্রি) যন্ত্রিত হওয়া, (যন্ত্র) চালানো, তাড়না করা, চালিত করা, উত্তেজিত করা, প্রবর্তিত করা, বলপূর্বক নিক্ষেপ করা, জোর দিয়া উচ্চারণ করা, দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করা, ঘূর্ণিত করা বা হওয়া, গতিবদ্ধ করা। (জাতক) **সক্খরং অঙ্গুলিযা যন্তেত্বা।** (অ-বিণ) **যন্তিত।** (ক্রি-বি) **যন্তেত্বা।**

যন্ন যাজিনো জনা = **যাজক।** ⟹ **যাজক।**

যন্নুন (ক্রি-বিণ) (যং + নূন) = **যং নূন।** ⟹ **যং নূন।**

যপন (ক্লী) = **যাপন।** ⟹ **যাপন।**

যপনা (স্ত্রী) = **যাপনা।** ⟹ **যাপনা।**

যপেতি (ক্রি) = **যাপেতি।** ⟹ **যাপেতি।**

যভতি (ক্রি) [যিভ + অ] দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাস করা।

যম (পুং) ১ সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাধা, সংযমন, অন্তঃকরণের বহির্বৃত্তি নিবারণ করিয়া কেবল চারি আর্যসত্যের স্বরূপ দর্শনে আত্মনিয়োগ, অহিংসা সত্যাদি, সহিষ্ণুতা, মৃত্যু, ধ্যান, উৎসব-বিশেষ। ২ যম, ধর্মরাজ, শমন, মৃত্যুরাজ। ৩ যমদেবলোক, তৃতীয় স্বর্গভূমি বা দেবস্তর, এই যমস্বর্গের অধিপতির নামও যম। এই যমকে সাধারণভাবে "মৃত্যুরাজ" অথবা "যম" নামক দৈত্য বা যক্ষ" অথবা "প্রেতও বলা হইয়াছে। ⟹ **যক্খ** (২)। ৪ যমজ সন্তান, যমজের একটি সন্তান। (বিণ) যমজ, যুগ্মজাত। = **যমক** (বিণ)। ৫ (ক্লী) জোড়া, যুগল, যুগ্ম, দম্পতি। = **যমক** (ক্লী)।

যমক (পুং) যমজ সন্তান, একগর্ভে এককালীন উৎপন্ন দুইটি সন্তান। = **যম** (৪)। (বিণ) যমজ, যুগ্মজাত, দ্বিগুণ, জোড়া, শঠ, অসরল। = **যম** (৪ বিণ)। (মহাবংস) **যমকে দুবে পুত্তং চ ধীতরং জনেসি; সোলসক্খত্তুং যমকে দুবে দুবে পুত্তে জনযি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **যমকে দুবে পুত্তং... বিজাযি; সোলসক্খত্তুং... বিজাযি।** (ক্লী) জোড়া, যমক, যুগল, যুগ্ম, দম্পতি। অভিধর্ম গ্রন্থের মধ্যে **"যমকপ্পকরণ"** কেও **"যমক"** বলা হয়।

যমকতো সম্মসন—জোড়ায় জোড়ায়, একসঙ্গে দুইটি করিয়া অথবা দুইজন করিয়া। ⟹ **কলাপতো সম্মসন।** যমক সূত্রে **"অনিচ্চ, দুক্খ, অনত্ত"** সম্বন্ধীয় বিচারের সহিত ইহা সম্পর্কযুক্ত। ⟹ **যমকসুত্ত।**

যমক পাটিহারিয (ক্লী) যমক প্রতিহার্য, জোড়া জোড়া ঋদ্ধি প্রদর্শন, একই মুহূর্তে এক সঙ্গে দুই রকমের দুইটি দুইটি করিয়া ঋদ্ধি বা অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন। ⟹ **পাটিহারিয, যমক।**

যমক পাটিহীর (ক্লী) = **যমক পাটিহারিয।** ⟹ **যমক পাটিহারিয।**

যমকপ্পকরণ—যমক প্রকরণ, অভিধর্ম পিটকে যমক গ্রন্থ। ⟹ **যম** (ক্লী)।

যমকসাল (পুং) যুগ্ম বা জোড়া শালবৃক্ষ, যমক শালগাছ। ভগবান তথাগত বুদ্ধ কুশীনগরের যমক শালগাছের সুশীতল ছায়াতলে নিরুপাদিশেষ পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন)।

যমকসুত্ত—যমক ভিক্ষুর ধর্ম পরিবর্তন সম্বন্ধীয় সূত্র। ⟹ **যমকতো সম্মসন।** সংযুক্ত নিকায়ে, বিশুদ্ধিমার্গে

এবং বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার বর্ণনাও দ্রষ্টব্য।

যমতং—এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে দৃষ্ট হয়, যেমন—**স বীতিবত্তো যমতং সুমেধো**। কিন্তু ইহাকে "**যমেতং**" পাঠ করা উচিত। সিংহলী গ্রন্থে "**যমতং**" শব্দের পরিবর্তে "**মঞ্ঞনং**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। ⟹ **মঞ্ঞনং**।

যমতি (ক্রি) [√যম+অ] দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা, শান্ত হওয়া, সুস্থির হওয়া, প্রশান্ত হওয়া। (পঞ্চমী ভাবার্থে বহুবচনে) **যমামসে**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরে চ ন বিজানন্তি মযং এত্থ যমামসে** (থেরগাথা অর্থকথাও দ্রষ্টব্য)। জাতকে "**যম**" (২) ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে দৃষ্ট হয় "**যমামসে:—উপরমাস নস্সাম সততং সমিতং মচ্চু সন্তিকং গচ্ছামা'তি ন জানন্তি**" অর্থাৎ আমরা ক্রমশ মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছি; ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "**ভণ্ডাদীনং বুদ্ধিযা বাযমামা' তি ন বিজানাতি**"। (করণে) **যমেতি**।

যমদূত (পুং) যমদূত, যমরাজের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, মৃত্যুর দূত। = **দেবদূত, নিরযপাল**। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **যমস্‌সদূতা**। ⟹ **যমপুরিস**।

যমপুরিস (পুং) যমপুরুষ, যাহারা নরকে পাপীদিগকে পীড়ন করে, যমের লোক অর্থাৎ প্রেতগণ। = **যমদূত**।

যমভবন = **যামাভবন**। ⟹ **যামাভবন**।

যমমোলি (পুং) ১ এক যক্ষের নাম বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪ খ)। ২ যমরাজার শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ি। (বিণ) যমরাজার ন্যায় শিরস্ত্রাণধারী বা পাগড়িধারী। ⟹ **যক্খ** (৪খ)।

যমমোলি যক্খ (পুং) যমমোলি যক্ষ, এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে যাহারা "যমমোলি" নামে পরিচিত। ⟹ **যমমোলি** (১)।

যমরাজ (পুং) যমরাজ, মৃত্যুরাজ, যম, শমন। = **যম** (২)।

যমল (ক্লী) যমল, যুগ্ম, জোড়া।

যমলী (স্ত্রী) এই শব্দটি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদানের। ইহার অর্থ:—এক প্রকার বা একজাতীয় পোশাক।

যমলোক (পুং) যমলোক, যমরাজার অধিকৃত রাজ্য, চারিপ্রকার অপায় বা দুর্গতি-ভূমি। ⟹ **গতি** (৪), **যমভবন**।

যমলোকিক ⟹ **লোকিক** (১ খ)।

যমবিসয (পুং) যমরাজ্য, যমরাজার দেশ, মৃত্যুরাজের শাসিত রাজ্য। = **পেতলোক, যমলোক**। ⟹ **বিসয**।

যমসাদন—যমালয়, যমরাজার স্থান, যমের রাজ্য, মৃত্যুর দেশ, মৃত্যু। ⟹ **সাদন**।

যমস্‌স ঠান (ক্লী) যমের স্থান, প্রেতস্থান, চারি প্রকারের অপায় বা নরকের মধ্যে একটি। = **পেত্তিবিসয**।

যমস্‌স ঠাযিন (বিণ) যমলোকে অবস্থানকারী, যমলোকবাসী। ⟹ **ঠাযিন**।

যমামসে (ক্রি, পঞ্চমী) আত্মদমন কর, নিজকে দমিত কর। (তুলনীয়) **সংযমামসে**। ⟹ **যমতি**।

যমেতি (ক্রি) [√যম+এ] দমন করা, বাধা দেওয়া, (হিসাব) পরীক্ষা করা, সতর্ক করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, সংযত করা, গ্রহণ করা, পোষণ করা, দখল করা, অধিকার করা, আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বন্ধ করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, ক্রমাগত চালান, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অদমিত ভাবে থাকা, অভিন্ন থাকা, অবশীকৃত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা। ⟹ **যমতি**। (অতীত) **যমেসি**। (অ-বিণ) **যত**।

যমেয্যাথ ⟹ **বাযমেয্যাথ**।

যব (পুং) যব, যবধান, যবশস্য বিশেষ, গম। ⟹ **ধঞ্ঞ** (১)।

যবক (ক্লী) = **যব**। ⟹ **যব**। (জাতক) **সালিযব**। (তুলনীয়) **যাবক**।

যবকরণ--যবের আয়োজন, যব বা যবমণ্ডের প্রস্তুতি।

যবকরণ্ডব—যবের তুষ, যব শস্যের আবর্জনা।

যবকলাপিনী (স্ত্রী) = **যবকলাপী**। ⟹ **যবকলাপী**। ⟹ **কলাপিনী**।

যবকলাপী (স্ত্রী) যবের আঁটি, যবশস্যের গুচ্ছ।

যবকুম্মাস—যবের যাগু বা মণ্ড, যবের দ্বারা প্রস্তুত যাগু।

যবক্খেত্ত—যবক্ষেত্র, যব শস্য ক্ষেত্র, যব ধানের খেত।

যবদূসিন (বিণ) যবশস্য বিনাশকারী, যবধ্বংসকারী, যবধান নাশক, যদ্দ্বারা যবশস্য নষ্ট হয় এমন।

যবন—ধূপগন্ধ।

যবনঘট—ধূপদানি, ধূপের পাত্র বা ঘট, ধূপ রাখিবার পাত্র বা কলস। ⟹ **বরণঘট**।

যবপলাপ (পুং) যব শস্যের ভুসি বা আবর্জনা। ⟹ **পলাপ** (১)।

যবমজ্ঝক (বিণ) যব শস্যক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে এরূপ। **পাচীন যবমজ্ঝক**—যবক্ষেত্রের পূর্বদিকে আছে এরূপ; **দক্খিণ যবমজ্ঝক**--যবক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে আছে এরূপ; **পচ্ছিম যবমজ্ঝক**—যবক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে আছে এরূপ; **উত্তর যবমজ্ঝক**—যবক্ষেত্রের উত্তরদিকে আছে এরূপ—ইহা

প্রাচীন মিথিলার নিটকস্থ চারি হাট বা বাজার স্থানের নাম (জাতক)।

যবস (পুং, ক্লী) ঘাস, খড়, শুষ্ক তৃণ, পশুর (তৃণাদি) খাদ্য।

যবসকুণ (পুং) কাঠঠোকরা পক্ষী।

যবসূক (পু) যবশস্যের শুঁয়া, যবের মঞ্জরি বা দাড়ি।

যস (পুং, ক্লী) যশ, কীর্তি, সুখ্যাতি, প্রশংসা, জীবিতের খ্যাতি, জনরব, তেজ, প্রভা, গৌরব, গৌরবের বস্তু, মহাপুরুষের আবির্ভাব, জ্যোতির্মণ্ডল, প্রভাচ্ছটা, বড় লোকের অনুচরবর্গ বা পারিষদবর্গ, কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদ লাভ, জয়, যে ব্যক্তি বা বিষয় সাফল্য লাভ করিয়াছে। = **যসো**। (বিপ) **অযস**। ⟹ **লোকধম্ম**।

যসকুলপুত্ত (পুং) যস নামক কুলপুত্র (সম্ভ্রান্ত বংশীয় পুত্র বা গৃহী যুবক)। ⟹ **যসদারক**।

যসগ্‌গ (পুং) উচ্চ প্রশংসা। = **মহাযসো**। ⟹ **যসো**। (বিণ) যশ শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ ধরনের প্রশংসাপ্রাপ্ত।

যসদাযক (পুং) যেই ব্যক্তি ধন দেয় অর্থ বা সুখ্যাতি বর্ণনা করে। (বিণ) ধনদায়ক বা যশদায়ক।

যসদাযিক (বিণ) যশদায়ক। = **যসদাযক** (বিণ)।

যসদারক (পুং) যস নামক বালক বা যুবক পুরুষ। = **যসকুলপুত্ত**। ⟹ **দারক**।

যসপ্পত্ত (বিণ) যশপ্রাপ্ত, প্রশংসা প্রাপ্ত, বিখ্যাত, সুখ্যাতি প্রাপ্ত। = **যসস্‌সিন**।

যসমদ—যশের অহঙ্কার, সুখ্যাতির গর্ব।

যসমহত্ত (ক্লী) যশের কিংবা ধনের মহত্ত্ব, যশের মহত্ত্ব, উচ্চ পদবিযুক্ত স্থান।

যসলাভ (পুং) যশ লাভ, যশ বা ধনলাভ, যশ বা ধনপ্রাপ্তি, খ্যাতি লাভ। (জাতক) **যসলাভ ধনলাভ**। ⟹ **লাভ**।

যসবন্ত (বিণ) যশস্বান, বিখ্যাত, খ্যাতিপ্রাপ্ত, প্রশংসিত, যশঃপ্রাপ্ত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দীঘাযু যসবন্ত**।

যসসা (বিণ) যশস্বী, বিখ্যাত, কীর্তিমান। ⟹ **যসো**।

যসস্বিন (বিণ) = **যসস্‌সিমন্ত**। ⟹ **যসস্‌সিমন্ত**।

যসস্‌সিন (বিণ) যশস্বী, কীর্তিমান, বিখ্যাত, গৌরবময়, চমৎকার, প্রসিদ্ধ, মহিমাময়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, জীবনে সর্বপ্রকার প্রতিভায় প্রতিভান্বিত অথবা শান্তিপ্রাপ্ত। (চুল্লনিদ্দেস বর্ণনায়) **যসপ্পত্ত, সক্কত, লাভী**, ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায়) **ঞাত যসস্‌সিন**। = **কিত্তিমন্ত পরিবারন্ত** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

যসস্‌সিনী (বিণ, স্ত্রী) যশস্বিনী, উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়।

যসস্‌সিমন্ত (বিণ) যশস্বান, গৌরবময়, চমৎকার, মহিমাময়, কীর্তিমান, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকালো, অত্যন্ত সন্তোষজনক, শ্রীমান, শোভাময়। = **যসস্‌সিন**। (জাতকে) **পাবকো যসস্‌সিমা** = **তেজ-সম্পত্তিযা যসস্‌সিনীহি অচ্চীহি যুত্তো** (জাতক অর্থকথা)।

যসস্‌সী (বিণ) যশস্বী, বিখ্যাত। = **যসস্‌সিন**।

যসো (পুং, ক্লী) যশ, সুখ্যাতি, খ্যাতি, উচ্চ পদবিযুক্ত স্থান। ধর্মপালের মতে, "যাঁহার বহু পারিষদ আছে এবং শিষ্যপ্রশিষ্য আছে"—এই অর্থে "যশ" (দীর্ঘনিকায় ও দীর্ঘনিকায় অর্থকথা দ্রষ্টব্য)। = **যস**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **যসসা'তি আণা-ঠপন-সমত্থতায**। **যসো** = **পরিবার** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **যসসা** = **মহতি পরিবার সম্পত্তিযা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **রাজা মহন্তেন যসেন উপ্পনং গচ্ছতি** (জাতক)। দীর্ঘনিকায়ে রাজার গুণ অর্থেও "**যসো**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (জাতক, পেতবত্থু) **দিব্বযসো**—দশ প্রকার মহত্ত্বের গুণের মধ্যে ইহা একটি; দশপ্রকার মহত্ত্বের গুণ, যথা—দিব্যায়ু, সৌন্দর্য, সুখ, যশ, ক্ষমতা, (এবং পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যথা) **রূপ, সদ্দ, গন্ধ, রস, ফোট্ঠব্ব** (অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ)। (ধর্মপদ) **যসোভোগ**। = **দেব-ইদ্ধি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভোগযসো**। (জাতক) **যসং দেতি**—যশ বা গুণ দেয়; **মহাযসো**; **যস'গ্‌গ**। চুল্লনিদ্দেসে পর্যায়ক্রমে চতুর্বিধ সাংসারিক আদর্শ, যথা—**লাভ, যসো, পসংসা, সুখ**। (বিপ) **অযস**।

যসোধর (বিণ) যশধর, যশস্বী, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। (পুং) যশস্বী পুরুষ, সুখ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি।

যসোধরা (স্ত্রী) যশোধরা, যশোধরা নাম্নী স্ত্রীলোক, রাহুলমাতা, গৌতম বা সিদ্ধার্থের স্ত্রী। ⟹ **সিদ্ধার্থ**।

যসোভোগ—সৌভাগ্য, সৌভাগ্য ভোগ, যশের অধিকার। ⟹ **যসো**।

যসোলব্ধ (বিণ) যশোলব্ধ, প্রশংসাপ্রাপ্ত, সুখ্যাতিপ্রাপ্ত, যশ দ্বারা প্রাপ্ত, প্রশংসা দ্বারা প্রাপ্ত।

যস্মা (অপাদান কারকে, ক্রি-বিণ) যেই কারণে, যেই হেতুতে, এই হেতুতে। **যস্মা... তস্মা**।

যস্মাতিহ (ক্রি, বিণ) এই কারণে, এই হেতুতে, যেই কারণে, যেই হেতুতে।

যস্মিং (অধিকারণ কারকে) যেখানে। = **যহিং**।

যস্মিং বা তস্মিং বা—প্রতি সুযোগে, প্রতি (কার্যের বা বিষয়ের) উপলক্ষে, প্রত্যেক কারণে, প্রত্যেক নিমিত্তার্থক ঘটনায়, প্রত্যেক প্রয়োজনে, প্রত্যেক ঘটনায়।

যস্মিং সমযে (বিণ) যেই সময়ে। ⟹ **সময**।

যস্‌স কস্‌সচি—যেই কোনো ব্যক্তির। = **কোচি**। **যস্‌স কস্‌সচি রাগো পহীনো অযং বুচ্চতি**—যে কোনো ব্যক্তির কামপ্রবৃত্তি বা লোভ পরিত্যক্ত হইলে তাঁহাকে বলা হয় ...।

যস্‌সু = **উষ্যস্‌সু**। ⟹ **উষ্যস্‌সু**।

যহং = **জহিং**। ⟹ **জহিং**।

যহিং (অধিকরণ কারক, ক্রি-বিণ) যেই কোনো স্থানে, যেথায়, যেখানে, যেই বিষয়ে, যেই ঘটনায়, যেই স্থানে, যে স্থানে, যথায়।

যহিং যহিং—যেই যেই স্থানে, যেখানে যেখানে। (বিমানবত্থু) **যহিং যহিং গচ্ছতি তহিং তহিং মোদতি**—যেই যেই স্থানে গমন করে সেই সেই স্থানে আনন্দ পাইয়া থাকে (অর্থাৎ সেই সেই স্থানের অধিবাসীদের দ্বারা গৃহীত বা অভিনন্দিত হয়)। ⟹ **যহিং**।

যা (সর্বনাম, স্ত্রী, একবচন) যে, যেই, যেই (স্ত্রীলোক), যেই কোনো (স্ত্রীলোক)। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচন) **যা**; (বহুবচনে) **যা, যাযো**। কর্ম (একবচনে) **যং**; (বহুবচনে) **যা, যাযো**। করণ (একবচনে) **যায**; (বহুবচনে) **যাহি, যাভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **যায, যস্‌সা**; (বহুবচনে) **যাসং, যাসানং**। অপাদান (একবচনে) **যায**; (বহুবচনে) **যাহি, যাভি**। সামীবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **যায, যস্‌সা**; (বহুবচনে) **যাসং, যাসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **যাযং, যস্‌সং** (বহুবচনে) **যাসু**।

যাগ (পুং) ১ (ব্রাহ্মণ্য মতে) যাগ, যজ্ঞ, হোম, বলি, বলিদান। ইহা চতুর্বিধ, যথা—**অস্‌সমেধ, পুরিসমেধ, সম্মাপাস, বাজ-পেয্য** (সংযুক্ত নিকায় এবং সূত্রনিপাত)। ২ (বৌদ্ধমতে) দান, ভিক্ষাদান, বদান্যতা, দানশীলতা, ভিক্ষা, উদারতা, দয়ার কার্য, অনুকম্পা, সহনশীলতা, হিতৈষিতা, দানশালা, বিশ্বপ্রেম, দানের জন্য খরচ। (তুলনীয়) **চাগ, দান**। (দীর্ঘনিকায়) **আমিস যাগ; ধম্মযাগ**। (জাতক) **সহস্‌সেন যাগং যজন্তো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মযাগ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহাযাগ সঞ্ঞিত যঞ্ঞং, মহাযাগ**। (থেরগাথা অর্থকথা) **সুযিট্‌ঠ যাগসম্পদা**—উত্তম দানই বদান্যতা বা দানশীলতার পূর্ণতা।

যাগপিণ্ড—মাংস বা আটার পিণ্ডে যাজ্ঞীয় ধর্ম। (তুলনীয় সংস্কৃত) "পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞ"। = **যাগুপিণ্ড**।

যাগিন (বিণ) যাজ্ঞীয়, যজ্ঞের, দানীয়, ব্যয়কৃত। (জাতক) **সহস্‌স যাগিন**—সহস্র মুদ্রা বা হাজার টাকা মূল্যের দানীয়।

যাগু (স্ত্রী) (বৈদিক-যবাগু) যাগু, চাউলের মণ্ড, যাউ (যাহা জলের ন্যায় পান করা যায়)। (বিনয়) **সচে যাগু হোতি, ভাজনং ধোবিত্বা যাগু উপন-মেতকব্বা; যাগুং পীতস্‌স উদকং দত্বা ... ; ভগবতো উদর-বাত-আবাধো তেকটুলায যাগুযা ধুব-যাগুং দাতুং** অর্থাৎ নিত্য যাগু সরবরাহ করা; **ন মযং ইমিনা ভিক্‌খুনা সদ্ধিং যাগুপানে নিসীদিস্‌সাম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যাগুপানে পঞ্চ আনিসংসা**—যাগুপানে পাঁচটি ফল, যথা:—ক্ষুধার পক্ষে উপকারী, পিপাসার পক্ষে উপকারী, বায়ুর পক্ষে উপকারী, বস্তি বা মূত্রস্থালী পরিষ্কারের পক্ষে উপকারী এবং হজম বা পরিপাক শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে উপকারী। (জাতক) **যাগু খজ্জক**। (মহাবংস) **যাগু খজ্জ-ভোজ্জ**।

যাগুখজ্জক—যাগু এবং খাদ্য (এখানে যাগু অর্থে পানীয় খাদ্য এবং খাদ্য অর্থে দাঁতে চর্বণ করিয়া খাইবার খাদ্য)। ⟹ **যাগু**।

যাগু খজ্জ-ভোজ্জ—যাগু এবং খাদ্যভোজ্য। ⟹ **যাগু খজ্জক, যাগু**।

যাগুপান (ক্লী) যাগু বা চাউলের মণ্ড পান, যাগুপান (যাগু তরল দ্রব্য বলিয়া উহা পান করাই হয়)। ⟹ **পান, যাগুখজ্জক**।

যাগুপিণ্ড = **যাগপিণ্ড**। ⟹ **যাগপিণ্ড**।

যাগু ভাজক (বিণ) যাগু বন্টনকারী, যাগু বিভাগকারী। (পুং) যে ব্যক্তি যাগু বন্টন বা ভাগ করিয়া দেয়। (বিনয়) **যাগু ভাজকো পঞ্চহি অঙ্গেহি সমন্নাগতং** (যৌগিকে) **চীবর ভাজক, ফলভাজক, যাগুভাজক, খজ্জভাজক**।

যাগুসিখ (ক্লী) যাগুর পিণ্ড বা সমষ্টি। ⟹ **যিখ** (১)।

যাচ (ক্লী) যাচ্ঞা, যাচন, যাচনা, ভিক্ষা, দান, ভিক্ষাকরণ, (যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের জন্য) প্রার্থনা।

যা চ—যে কোনো স্ত্রীলোক।

যাচক (বিণ) যাচক, প্রার্থী, ভিক্ষুক, ভিখারী, ভিক্ষার্থী, প্রার্থনাকারী। = **যাচনক**। (বি-ভা) **সমণ-ব্রাহ্মণ কপনিদ্ধিক বণিব্বক যাচকা** (দীর্ঘনিকায়)। (পুং) যাচক, ভিক্ষার্থী লোক, যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে অথবা প্রার্থনা জানায়।

যাচক জীবান (বিণ) উঞ্ছবৃত্তিকারী, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী। ⟹ **জীবান, জীবন**।

যাচতি (ক্রি) যাচনা করা, যাচ্ঞা করা, চাওয়া, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয়-বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা। (বিনয়) **পব্বজ্জং যাচতি**। (অতীত) **যাচি**, (প্রথম পুরুষ বহুবচন) **যাচিং সু, অযাচিসুং, অযাচযুং**। (অ-বিণ) **যাচিত**। (ব-বিণ) **যাচন্ত, যাচমান**। (ক্রি-বি) **যাচিত্বা, যাচিয, যাচিত্বান**। (তুম) **যাচিতুং**।

যাচন (ক্লী) যাচন, প্রার্থনা, যাচ্ঞা, ভিক্ষা; ভিক্ষাকরণ, যাচনা, অনুনয়, অনুনয়-বিনয়, সানুনয় প্রার্থনা। = **সাধুক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ইঙ্ঘা'তি যাচন'ত্থে নিপাতো**।

যাচনক (বিণ) = **যাচক**। ⟹ **যাচক**। (ক্লী) ভিক্ষাকরণ।

যাচন জীবান (বিণ) = **যাচকজীবান**। ⟹ **যাচকজীবান**।

যাচনযুত্তক (বিণ) = **যাচযোগ**। ⟹ **যাচযোগ**।

যাচনা (স্ত্রী) = **যাচন**। ⟹ **যাচন**।

যাচযোগ (বিণ) ভিক্ষার্থে সুগম বা প্রবেশযোগ্য, অপরের অনুরোধে সম্মত বা স্বীকৃত হওয়ায় প্রস্তুত, দানে রত, দানে উৎসর্গীকৃত, সরলতায় অনুরক্ত, উদারতাপরায়ণ, নৈবেদ্য বা পূজা দিতে অনুমতি প্রদত্ত, বদান্যতায় অনুরক্ত, নিরপেক্ষতা পরায়ণ, মুক্তহস্ত। (বি-ভা) **মুত্ত-চাগ পযত-পাণি বোসগ্গরত যাচ-যোগ দান-সংবিভাগ-রত**—বদান্যতার প্রগাঢ় অনুরাগ সূচিত করা (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **যং যং পরে যাচন্তি তস্‌স তস্‌স দানতো যাচন-যোগা'তি অত্থো; যাজযোগো'তি পিপাঠো; যাজন সঙ্খাতেন যাজেন যুত্তো'তি অত্থো।** (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **যাচিতুং যুত্তো, যো হি যাচকে দিস্বা ভুকুটিং কত্বা ফরুসবচনাদীনি ভণতি, সো ন যাচযোগো হোতি** ইত্যাদি। (জাতক অর্থকথায়) **যং যং আগন্তুকা যাচন্তি তস্‌স তস্‌স যুত্তো অনুচ্ছবিকো ভবিত্বা, সব্বং তেহি যাচিত-যাচিতং দদমানো'তি অত্থো; যাচিতব্বযুত্তক;** = **"যাচন-যুত্তক"** অথবা **"যঞ্ঞযুত্তক"; উভযথাপি দাযকস্‌সেব এতং নাম।** ⟹ **যোগ** (৪)।

যাচিকা (বিণ, স্ত্রী) ভিখারিণী, ভিক্ষার্থিনী। ⟹ **যাচক**।

যাচিত (বিণ) যাচিত, প্রার্থিত, অনুনয় বিনয়কৃত। ⟹ **যাচতি**।

যাচিতক (বিণ) প্রার্থিত, ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, হাওলাত বা কর্জ করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, অনুনয় বিনয় করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, যাচনা করিয়া অথবা চাহিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **যাচিতকং ভোগং যাচিতকং যানং যাচিতকং ধনং।** (জাতকে) **যং পরেন দিন্নত্তা লব্ভতি তং যাচিত সদিসমেব হোতি।** (স্ত্রী) যে কোনো ধার করা বস্তু, হওলাত বা কর্জ করিয়া আনা জিনিস, চাহিয়া আনা দ্রব্য। বিনয় শাস্ত্রে **"অপ্পস্‌সাদা কামা'** পাঠে **"যাচিতকূপমা কামা"**—কাম বা ইন্দ্রিয় সুখ ধার করার সহিত উপমেয় অর্থাৎ যাচঞা করা সদৃশ; = **যাচিতং-উপমা কামা** (চুল্লনিদ্দেস)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **যে যাচিতক গহেত্বা ন পটিদেন্তি।** (থেরগাথা অর্থকথায়) **কামা;** = **যাচিতক-ভণ্ডসদিসা তাবকালিক'ত্থেন।**

যাচিতব্বযুত্তক (বিণ) = **যাচযোগ**। ⟹ **যাচযোগ**।

যাচিতভণ্ড ⟹ **ভণ্ড** (১)।

যাজ (স্ত্রী) যজ্ঞকরণ, যাগকরণ, ভিক্ষা প্রদান, দান দেওয়া, উদারতা, বদান্যতা,। = **চাগ, যাজন**। ⟹ **যাচ, যাচযোগ**।

যাজক (পুং) যাজক, ঋত্বিক, যাজ্ঞিক, পুরোহিত, দাতা, দায়ক, যে ব্যক্তি দান দেয়, যে ব্যক্তি যজ্ঞকার্য সম্পাদন করে, যে ব্যক্তি পূজা দেয়, পুরোহিতের কার্য। = **যন্ন-যাজিনো জনা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা), **যাচক** (বর্মা সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

যাজন (স্ত্রী) যাজন, পৌরোহিত্য, যাগযজ্ঞ করানো। = **যাজ**। ⟹ **যাচযোগ**।

যাজযোগ (বিণ) = **যাচযোগ**। ⟹ **যাচযোগ**। (চুল্লনিদ্দেস) **যাজেযুত্ত**।

যাজিন (বিণ) যাজ্ঞীয়, যজ্ঞ বা দানের জন্য সংগৃহীত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **যঞ্ঞযাজিন**।

যাজেতর (পুং) যেই ব্যক্তি যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করে অথবা যজ্ঞ সম্পাদন করায়।

যাজেতি (ক্রি) যজ্ঞ করায়, পূজা করায়, (দেবোদ্দেশে) দান দিবার জন্য পৌরোহিত্য করা অথবা পৌরোহিত্য কাজের জন্য নিযুক্ত করা। (সপ্তমী মধ্যম পুরুষ একবচনে) **যাজেয্য;** (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **যাজেয্যুং, যাজযেয্যুং** (জাতকে) **অঞ্ঞং ব্রাহ্মণং যাজেয্যুং।** (অতীত) **যাজেসি**। (বি-বিণ) **যাজেন্তো**। (ক্রি-বি) **যাজেত্বা**।

যাজেযুত্ত (বিণ) = **যাজযোগ**। ⟹ **যাজযোগ**। (চুল্লনিদ্দেসে) **যাযেযুত্ত**।

যাত (বিণ) গত, গিয়াছে এমন, যায় এমন, অগ্রসর হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত, চলিয়াছে এরূপ, ক্রমাগত করিতেছে এরূপ, নির্গত হইয়াছে এরূপ। ⟹ **যাতি**। (স্ত্রী) অভ্যাস, রীতি, প্রথা, দেশাচার। (যৌগিকে) **যাতানুযাযিন**। ⟹ **যাত্রা যানিকত**।

যা তা—সেইখানে ঠিক সেই স্ত্রীলোকটি, যেই স্ত্রীলোকটি এইরূপ অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোকটি এমনই অথবা সেই স্ত্রীলোকটির স্বভাব এইরূপ। (তুলনীয়) **যা যা সীমা... তং সীমং** (বিনয়)। (মধ্যম নিকায়) **যে তে ধম্মা আদিকল্যাণা . . . সাত্থং ব্রহ্মচরিযং অভিবদন্তি তথারূপা'স্‌স ধম্মা হোন্তি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **যানি এতানি যানানি**—এই সেই যান বা শকটগুলি।

যাতানুযাযিন (বিণ) [যাতা + অনুযাযিন] (সংস্কৃত—গতানুগতিক) গতানুগতিক যাইতেছে বা চলিতেছে এরূপ, যেইভাবে গিয়াছে সেইভাবে যাইতেছে এরূপ, পূর্বের অভ্যাসমত যাইতেছে বা চলিতেছে এরূপ, পূর্বের রীতি অনুযায়ী যাইতেছে বা চলিতেছে এরূপ। (জাতক অর্থকথায়) **পুব্ব-কারিনা যাতস্‌স পুগ্‌গলস্‌স অনুযাযী, পথমং করোন্তো যাতি নাম পচ্ছা করোন্তো অনুযাযতি**। ⟹ **যাত** (স্ত্রী)।

যাতি (ক্রি) [যা + অ] যাওয়া, চলা, গমন করা, অগ্রসর হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, চলিয়া যাওয়া, প্রস্থান করা, অতিবাহিত করা বা হওয়া। ⟹ **গচ্ছতি**। বর্তমান কাল : (উত্তম পুরুষ একবচনে) **যামি** = **গচ্ছামি;** (বহুবচনে) **যাম;** (মহাবংস) **কিং ন যাম?, কিং নূ যাম?;** (মধ্যম পুরুষ একবচনে)

যাসি; (মহাবংস) **কুহিং যাসি?** (বহুবচনে) **যাথ;** (প্রথম পুরুষ একবচনে) **যাতি;** (সূত্রনিপাত) **তুণ্হী যাতি মহোদধি;** (বহুবচনে) **যন্তি = গচ্ছন্তি।** **পঞ্চমী** (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **যাহি (যজাহি?);** (বহুবচনে) **যাথ;** (প্রথম পুরুষ একবচনে) **যাতু।** (অ-বিণ) **যাত।** (ব-বিণ) **যন্তো;** (মহাবংস) **পচ্ছা যন্তো**—পশ্চাদ্গমন করিতেছে এমন; (সম্বন্ধ পদে) **যন্তস্স;** (মহাবংস) **অস্সবেগেন যন্তস্স।** (ক্রি-বি) **যন্বা, যাত্বা।** (তুম) **যাতুং, যাতবে।** (কর্মবাচ্যে) **যাযতি।** (করণে) **যপেতি, যাপেতি।** ⟹ **যাযতি, অনুপরিযাতি, আযাতি, উপযাতি, উয্যাতি, পযাতি, পচ্চুয্যাতি, পরিযাতি, অনুযাতি, অনুযাযাত।**

যাত্রা (স্ত্রী) ১ যাত্রা, গমন, পর্যটন, চলন, কোনো একটি ঘটনা, কাজ, আচরণ, সৎ অভ্যাস, সৎস্বভাব। (তুলনীয়) **যাত** (ক্লী)। ২ চলন, যাপন, নির্বাহ, জীবিকা, জীবিকা নির্বাহের উপায়, জীবনের ভরণপোষণ, ধারণ, ভরণপোষণ, সমর্থন, গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণ। অর্থকথার সর্বত্র :—"**পুরাণং বেদনং পটিহঙ্খামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্সতি**" ইত্যাদি, ধর্মসঙ্গণী "**যাপনা**" শব্দ দ্বারা "**যাত্রা**" শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিশুদ্ধিমার্গের বিস্তৃত বর্ণনা:— "**চিরকাল-গমন-সঙ্খাতা যাত্রা**"। বুদ্ধঘোষ "**যাত্রা**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে:—"চলিতে থাকা" অথবা "ক্রমান্বয়ে ভরণপোষণের উপায়"। কোনো কোনো "**যাত্রা**" শব্দের পরিবর্তে "**যাত্রা**" শব্দ ধারণা করা হইয়াছে, যেমন—সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**সাত্রাযাগ**" শব্দের পরিবর্তে "**যাত্রাযাগ**" গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এখানে "**যাত্রা**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "প্রথানুযায়ী" অথবা "চিরপ্রচলিত" (সংস্কৃত শব্দ) যাতসত্র—কোনো উৎসব।

যাত্রাযাগ—প্রথানুযায়ী, যজ্ঞ, চির-প্রচলিত যজ্ঞ। = **সাত্রাযাগ।** ⟹ **যাত্রা** (২)।

যাথাব (বিণ) পর্যাপ্ত, যথেষ্ট (সাহিত্যে—"ঠিক পরিমাণ" অর্থাৎ যেইরূপ আছে ঠিক সেইরূপ), প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত, যথেষ্টরূপে নির্মিত বা স্থাপিত, যৌক্তিক, তর্কশাস্ত্র সঙ্গত, তর্কশাস্ত্রজ্ঞ, দৃঢ়বদ্ধ, দৃঢ়, উপযুক্ত, সঙ্গত, সমান, সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঠিক, সত্য, সাবধান, নিয়মিত, প্রমাণযোগ্য, নিশ্চিত, যথার্থ, যোগ্য, নির্দিষ্ট, স্পষ্ট, স্থির, সীমা-নির্দেশক, প্রকৃত, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, আসল, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ প্রভুভক্ত। = **তথ, অবিপরীত, যথাভূতং, যথাবক।**

যথাবক বথু = **যথাবক বথু** (⟹ "**যথাবক**")।

যাথাবতো (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) ঠিকভাবে, যথারূপে, সঠিক, যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত, দৃঢ়বদ্ধভাবে, দৃঢ়রূপে, উপযুক্তভাবে, সমানরূপে, সঙ্গতভাবে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। = **যথাবতো।**

যাথাব নাম (বিণ) যথার্থ নামের, প্রকৃত নামের, ঠিক নাম আছে এরূপ, যেইরূপ নাম আছে সেইরূপ, সঙ্গত নামধারী, নামের উপযুক্ত, যোগ্য নামধারী। (পেতবথু অর্থকথা) **যাথাব নাম অবিপরীত নাম।** ⟹ **যাথাব।**

যাথাব মান—প্রাচুর্যের অহঙ্কার, দৃঢ়তার গর্ব।

যাথাব লক্খণ (বিণ) নিশ্চয়তার বিশেষ গুণ জ্ঞাত আছে এমন, যৌক্তিকতার লক্ষণ জ্ঞাত আছে এমন। নেত্তিতে "**অবিজ্জা**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"**সব্ব-ধম্ম-যাথাব অসম্পটিবেধ-লক্খণা।**

যাথাব বচন (ক্লী) সত্য কথা, প্রকৃত কথা, ঠিক কথা, যৌক্তিক কথা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তচ্ছ বচন, যাথাব বচন, অবিপরীত বচন।**

যাথাব সরস (বিণ) যৌক্তিক এবং সারমর্ম পূর্ণ, তর্কশাস্ত্র, সঙ্গত এবং রসপূর্ণ, সারাংশপূর্ণ।

যাদিচ্ছকং—এই শব্দের শুদ্ধ পাঠ "**যদিচ্ছকং**"। = **যদিচ্ছকং।** ⟹ **যদিচ্ছকং।**

যাদিস (বিণ) **ক** যাদৃশ, যেইরূপ, যেমন। = **যাব মহন্তো**—যেমন বা যেরূপ বড় (পেতবথু অর্থকথা)। (যৌগিকে) **যাদিস কিদিসো।** **খ** (না বা অল্প অর্থবাচক বাক্যে এবং ইহার ব্যবহারের অর্থে) যে কোনো, যেমন ক্ষুদ্র, যেইরূপ ছোট। (যৌগিকে) **যাদিসি কিদিসা।** (মিলিন্দ প্রশ্ন অর্থকথায়) **যা বা সা বা, লামকা'তি অত্থো।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যাদিসং কিদিসং দানং**—যে কোনো প্রকারের দান। "**তাদিস**" শব্দের সহিত যৌগিকে :—**যাদিস বা তাদিস বা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

যাদিসং (ক্রি-বিণ) যাদৃশ, যেমন, যেইরূপ। = **যাব মহন্তং।**

যাদিসক (বিণ) = **যাদিস।** ⟹ **যাদিস।**

যাদিসক তাদিসক (বিণ) যে কিছু হউক না... এইরূপ, যে কোনও।

যাদিস কিদিসো (বিণ) যে কোনো, এইটি অথবা সেইটি, যে কেহ, বহু। = **পচুরজন;** (বিমানবথু অর্থকথা) **যো বা সো বা পচুর জনো'তি অত্থো।** ⟹ **যাদিস** (ক), **পচুর।**

যাদিস বা তাদিস বা (বিণ) যে কোনো প্রকার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যাদিস বা তাদিস বা কামা।** ⟹ **যাদিস** (খ)।

যাদিসি কিদিসা (বিণ, স্ত্রী) নাই, অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ। (জাতক) **যাদিসি কিদিসা জীবিকা**—জীবিকার উপায়হীন, যৎসামান্য বা যৎকিঞ্চিত জীবিকার উপায় আছে এরূপ। ⟹ **যাদিস** (খ)।

যান (ক্লী) ১ গমন, প্রস্থান, চলন, কোনও একটি ঘটনা,

কোনো কাজ, কোনো প্রকার আচরণ, ঘোড়ায় চড়িবার বা চলিবার জন্য জমির অবস্থা। (জাতক) **যান অযান**। ২ যান, বাহন, হস্তী-অশ্ব-শকট-নৌকা প্রভৃতি বাহন, গাড়ি ইত্যাদি, যাহাতে আরোহণ করিয়া যাওয়া হয়, গতি বা স্থান পরিবর্তনের উপায়। (মহানির্দেশ) **হত্থিযান; গোযান; অযজ্ঞান, মেণ্ডকযান, ওট্‌ঠযান, খরযান, রথযান, অস্‌সযান**। "**যান**" ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (যাহা গাড়ি, নৌকা অথবা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের উপায়) মধ্যে একটি এবং ইহা "**দেয্য-ধম্ম**" অথবা ১৪ প্রকার দানীয় বস্তুর অন্তর্গত (⟹ **যঞ্ঞ, দেয্য-ধম্ম**)। সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে—"**অন্ন-পান-বত্থ-যান**" ইত্যাদি। ⟹ **যান সন্নিধি**। (বিনয়) **ভিক্‌খু যানেন যাযন্তি... ন ভিক্‌খবে যানেন যাযিতব্বং, যো যাযেয্য** ইত্যাদি (এখানে স্পষ্টভাবে ভিক্ষুর প্রতি নিষেধ করা হইল!); **অম্বপালী ভদ্রানি ভদ্রানি যানানি যোজাপেত্বা ভদ্রং যানং অভিরূহিত্বা...; মেণ্ডক গহপতি ভদ্রানি ভদ্রানি যানানি...**। (মধ্যম নিকায়) **যানং পোরোসেয্যং** (কোনো কোনো স্থানে "**বোরোপেয্য**" এবং "**ওরোপেয্য**") **পবর-মণি-কুণ্ডলং**; (অর্থকথায়) **পুরিসানুচ্ছবিকং যানং পোরোসেয্য**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থিযানাদীনি**। (জাতক) **রথযান** = রথ। (কথাবত্থু) **এরাবণো হত্থিনাগো সহস্‌স-যুত্তং দিব্বং যানং**—সহস্র শ্রেষ্ঠ ঐরাবত হস্তিযুক্ত দিব্য যান বা রথ। (পেতবত্থু) **যান** = "**রথ**" অথবা "**বয্‌হ**" (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইদ্ধিযান; দেবযান**। সূত্রনিপাতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেও "**যান**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; ইহার সমার্থে সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে—"**দেবলোকং যাপেতুং সমত্থতা... অট্‌ঠ সমাপত্তি-যানং**। (থেরীগাথা) **মগ্‌গ অট্‌ঠঙ্গিক যান (যানানি)**; = **অট্‌ঠঙ্গিক-মগ্‌গ সঙ্খাত অরিয-যান** (থেরগাথা অর্থকথা)। সংযুক্ত নিকায়ে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বর্ণনায়—"**ব্রহ্মযান ধম্মযান**"। ⟹ **যানিকত**।

যানক (ক্লী) ছোট শকট, ছোট গাড়ি, চারিচাকার ছোট গাড়ি, ছোট যান। (জাতক) **যানকং পূরেত্বা**—ব্যাধের ছোট গাড়ি পূর্ণ করিয়া। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সুখযানক, পকতি যানক**—সাধারণ ছোট গাড়ি। (জাতক) **যানকং পাজেতি**—গরুর গাড়ি বা শকট চালান।

যানকলোপি = **যানপট্টোলি**। ⟹ **যানপেট্টালি**।

যানকুপখণ্ড (ক্লী) (যানক + উপখণ্ড) গাড়ির স্তম্ভ বা খুঁটি, শকটের বা গরুর গাড়ির খোঁটা বা অবলম্বন।

যানকুপখণ্ডন (ক্লী) = **যানকুপখণ্ড**। ⟹ **যানকুপখণ্ড**।

যানকুপখণ্ডনি (ক্লী) = **যানকুপখণ্ড**। ⟹ **যানকুপখণ্ড**। বিভঙ্গ অর্থকথায় দাঁতের গঠন-সম্বন্ধীয় বর্ণনায় "**যানকুপখণ্ডনিক**"।

যানকুপখণ্ডনিক (ক্লী) = **যানকুপখণ্ডনি**। ⟹ **যানকুপখণ্ডনি**।

যানগত (বিণ) যানগত, যানারূঢ়, গাড়িতে আরোহণ করিয়াছে এমন, গাড়ি চাপিয়া বসিয়াছে এমন।

যানপট্টোলি—গাড়িতে সঙ্গে করিয়া নিবার পুটলি বা গাঁঠরি। = **যানপুটোলী, যানমুতোলী**। ⟹ **পট্টোলি**।

যানপুটোলী—গাড়িতে যাইবার সময়ে সঙ্গে করিয়া নেওয়ার খাদ্য বস্তু ইত্যাদির থলি বা গাঁঠরি। = **যানপট্টোলি। যানমুতোলী**।

যানপুটোসা = **যানপুটোলী**। ⟹ **যানপুটোলী**।

যানপুটোসি = **যানপুটোলী**। ⟹ **যানপুটোলী**।

যানপুতোলি = **যানপুটোসি**। ⟹ **যানপুটোসি**।

যানভূমি (স্ত্রী) গাড়ির রাস্তা, গাড়ি চলিবার সড়ক, গাড়ি চলাচলের পথ। ⟹ **ভূমি** (১)।

যানমুতোলী—যানাদিতে ভ্রমণ করিবার সময় সঙ্গে নেওয়া দ্রব্যাদির মুটরি বা বোচকা। = **যানপুতোলি**। ⟹ **মুতোলী**।

যানযাযিনী (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক যানে বা গাড়িতে আরোহণ করিয়া যায় বা যাইতেছে। ⟹ **যাযিন**।

যানসন্নিধি—গাড়ি সংগ্রহকরণ অথবা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের উপায়, যানসন্নিধি, যান সন্নিধান, গাড়ির সামীপ্য বা নৈকট্য, গাড়ির স্থিতি বা সমাগম। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **যানং নাম বয্‌হং রথো সকটং সন্দ মানিকা পতঙ্কী'তি; ন পনেতং পব্বজিতস্‌স যানং, উপাহনা যানং পন**। (মহানির্দেশ) **অন্ন-পান-বত্থ-যানসন্নিধি**।

যানসুখ—যানে আরোহণ সুখ এবং যান বা গাড়ি চালানে আনন্দ।

যানাযান—ক্লী) [যান + অযান] স্থান এবং অস্থান, অনুকূল স্থান এবং প্রতিকূল স্থান। ⟹ **যান** (১)।

যানিক (বিণ) চালাইবার, যান বা গাড়ি চালাইয়া নিতে পারে এমন, গাড়ি করিয়া গমনকারী, গমন করিবার, গমনকারী, পন্থী বা পন্থক, (কিছুতে) সহায়ক, (কোনো দিকে) পরিচালিত। (দীর্ঘনিকায়) **দেবযানিক যানিয মগ্‌গ; ব্রহ্মযানিক যানিয মগ্‌গ**—ব্রহ্মলোকে গমনের পথ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিপস্‌সনাযানিক, সমথযানিক**। (তুলনীয়) **যানিকত**।

যানিকত (বিণ) [যানি + কত] অভ্যস্ত, আসক্ত, প্রাপ্ত, উপার্জিত, অর্জিত, আয়ত্ত, দক্ষ, শ্রেষ্ঠ। (তুলনীয়) **যত্থ যত্থ আকঙ্খতি তত্থ তত্থ বসিপ্পত্তো হোতি বলপ্পত্তো** ইত্যাদি (প্রতিসম্ভিদামার্গ)। **যাত্রা, যতানুযাগিন** শব্দ বিশেষ ভাষায় বর্ণনা দ্রষ্টব্য। এই শব্দটি "**যাত্রা** শব্দের সহিতও "চলন বা চলিতে থাকা অর্থাৎ অভ্যাসে পরিণত, অভ্যস্ত, স্বভাবে পরিণত"—এই অর্থে সমার্থবাচক হয়। Dial-এর ইংরেজি অনুবাদ "গাড়ির ন্যায় ব্যবহার

করা"—এই অর্থ গ্রহণ করায় ঠিক ঠিক অনুবাদ হয় নাই। কথায় বা লেখায় নির্বাচিত একই শব্দ, যেমন (দীর্ঘনিকায়ে চতুর্বিধ "**ইদ্ধিপাদ**" এতে প্রয়োগে) **বহুলীকত যানিকত বথুকত অনুট্‌ঠিত পরিচিত সুসমারদ্ধ**। মধ্যম নিকায়ে "মেত্ত"-তেও ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যানিক যানিয (বিণ) পথের পথিক, পথের পন্থী। ⟹ **যানিক**।

যানি কানি চি—যে কোনো বস্তু, যে কোনো। **যানি কানি চি বথূনি... সব্বানি তানি**।

যানিন (বিণ, পুং) গাড়ি চালক, শকট চালক, যেই ব্যক্তি গাড়ি চালায়। জাতক অর্থকথায় অস্পষ্ট বর্ণনায়—"**সপ্পি-তেল-যানেন গচ্ছন্তো বিয**"; "**যানেন গচ্ছন্তো বিয**"।

যানিয (বিণ) = **যানিক**। ⟹ **যানিক**।

যানী (বিণ, পুং) = **যানিন**। ⟹ **যানিন**।

যানীকত = **যানিকত**। ⟹ **যানিকত**।

যানুগ্‌ঘত—গাড়ির ঝাঁকুনি, গাড়ির ধাক্কা।

যানুগ্‌ঘাত (পুং) [যান + উগ্‌ঘাত] (নৌকা প্রভৃতি যে কোনো) যানে আঘাত বা ধাক্কা লাগানো। ⟹ **উগ্‌ঘাত**।

যাপন (ক্লী) যাপন, অবস্থান, সময় কাটানো, বর্তন, নিরসন, অপসারণ, শরীর রক্ষণ, পুষ্টি, খাদ্য, জীবন বা শক্তি রাখায় উপায়, রক্ষা করিয়া চলন, ভোজন করানো, অস্তিত্ব, জীবন, প্রাণী, জীব, জীবিকা, জীবনোপায়। (বি-ভা) **কাযস্‌স ঠিতিযা যাপনায** ইত্যাদি—শরীর রক্ষার্থে (⟹ **যাত্রা**); বিশুদ্ধিমার্গে ইহার বর্ণনায়—"**পবত্তিযা অবিচ্ছেদ'ত্থং, চির-কালট্‌ঠিত'ত্থং** অর্থাৎ জীবন রক্ষার্থে। (জাতক) **অলং মে এত্তকং যাপনায; থোকং মম যাপন-মত্তং এব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যাপন-মত্তং ধনং**। = **যপন**। (বি-ভা) **বুত্তিপালন, যাপন যাপন চার** (বিশুদ্ধিমার্গ); (তুলনীয়) **যপেতি**। = **যাপনা**।

যাপনা (স্ত্রী) = **যাপন**। ⟹ **যাপন**। (ধর্মসঙ্গণী) **যপনা যাপনা ইরিযনা বত্তনা পালনা**; = **যাত্রা** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

যাপনীয (বিণ) যাপনীয়, ক্ষেপণীয়, অতিবাহনীয়, অপসারণীয়, একজনের জীবিকার জন্য প্রচুর, একজনের জীবনের ভরণপোষণের উপযুক্ত অথবা ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে "যাপনীযতর"।

যাপেতি (ক্রি) [√যা + আপে] ১ সাহিত্যে:—**ক** (করণ কারকে) যাপন করা, অবস্থান করা, থাকা, যাওয়া, চলা, চলিতে থাকা, হওয়া। = **চরতি, বিহরতি**। সমার্থবাচক শব্দসমূহ :—**ইরিযতি, বত্ততি, পালেতি, যপেতি, যাপেতি** (চুল্লনিদ্দেস)। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় একক শব্দ "**যাপেতি**"। **খ** যাওয়ার হেতু করা, গমন করানো, যাইতে বাধ্য করা, আনানো বা আনয়ন করানো, চালানো, চালাইয়া নেওয়া। (জাতক) **সসেনা বাহন যাপেসি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দেবলোকং যাপেতুং সমত্থ**—দেবলোকে আনাইবার বা আনয়ন করিবার উপযুক্ত। **গ** চলা, উন্নতি করা, অগ্রসর হওয়া, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, সক্রিয় হওয়া, কার্যকর হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সরীরে যাপেন্তে; ইরিযাপথেন যাপেতি**। ২ চরিত্রে:—চালাইয়া রাখা, চলিতে থাকা, রক্ষা করা, ধারণ করা, কোনো অবস্থায় রাখা, জীবন ধারণ করা, বাঁচিয়া থাকা, যাপন করা, সময় কাটানো, কালক্ষেপণ করা, জীবন বাঁচাইয়া রাখা। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে—"যাপযতি"। (দীর্ঘনিকায়) **একিস্‌সা দত্তিযা যাপেতি**—একজন স্ত্রীলোকের প্রদত্ত ভিক্ষায় জীবন ধারণ করে। (জাতক) **উঞ্ছেন যাপেতি**। (পেতবত্থু) **ইতো দিন্নেন যাপেন্তি পেতা; তব দিন্নেন যাপেন্তি কুরারিনো**। = **অত্তভাবং যাপেতি; উপজীবতি**। (অতীত) **যাপেসি**। (অ-বিণ) **যাপিত**। (ব-বিণ) **যাপেন্ত**। (ক্রি-বিণ) **যাপেত্বা**। (তুম) **যাপেতুং**।

যাপ্য (বিণ) ১ সাহিত্যে:—নড়াচড়ার যোগ্য, গতিবিধির উপযুক্ত, বিচলন বা গতির উপযুক্ত, আন্দোলনের যোগ্য, একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের উপযুক্ত, গতিশক্তির উপযুক্ত। (অভিধানপ্পদীপিকা) **যাপ্যযান**। ২ চরিত্রে :—যাপ্য, যাপনীয়, ক্ষেপণীয়, জীবনরক্ষা বিষয়ক, জীবন-সম্বন্ধীয়, প্রাণ ধারক, জীবন রক্ষক, অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য, নিন্দনীয়, গোপনীয়, আবরণীয়, নিঃশেষে অপ্রতিকার্য। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যাপ্যরোগিন**।

যাপ্যযান (ক্লী) শিবিকা বা পালকিতে বসিবার আসন, আচ্ছাদিত মটর গাড়ি, পালকি, চৌদোল, শিবিকা। ⟹ **যাপ্য** (১)।

যাপ্যরোগিন—পুং) যে ব্যক্তি নিন্দনীয় রোগে ভুগিতেছে, শরীর রক্ষণ সম্বন্ধীয় রোগ-বিশেষ। বিশুদ্ধিমার্গের (Path of furity) ইংরেজি অনুবাদে—"যেই রোগী দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগ ভোগ করে অর্থাৎ চিররোগী"; বুদ্ধঘোষের মতে—"বিভিন্ন দৃষ্টি বা মতের পীড়ায় পীড়িত, যেমন—সাময়িক পীড়া"। ⟹ **যাপ্য** (২)।

যাপ্যরোগী = **যাপ্যরোগিন**। ⟹ **যাপ্যরোগিন**।

যাম (পুং) ১ সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ। (দীর্ঘনিকায়) **চাতুযাম**। ২ রাত্রির প্রহর। রাত্রির ১২ ঘণ্টাকে অর্থাৎ সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে তিন ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—**পথম যাম (পঠম যাম), মজ্‌ঝিম যাম, পচ্ছিম যাম**। অতএব প্রতি ৪ ঘণ্টাকে এক একটি "**যাম**" বা প্রহর বলা হয়। "**পথম যাম**"কে "**পুরিম**

যাম" ও বলা হয়। ⟹ **পচ্ছিম যাম**। (তুলনীয়) **সদা**। ধর্মপদ অর্থকথার ইংরেজি অনুবাদ তিন "**যাম**"কে তিন "**বয**" রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। (জাতক) **তিসু যামেসু একস্মিং যামে**। ৩ (সাধারণত বহুবচনে—"**যামাদেবা**") যমরাজার রাজ্যের অধিবাসী সত্ত্বগণ, যাম নামক তৃতীয় স্বর্গ স্তরের দেবগণ, যমরাজার প্রজাবৃন্দ, যমরাজার রাজ্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **যামাদেবা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **যামা ভবন**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **যামতো যাব অকনিট্ঠং**—তৃতীয় স্বর্গযাম (যম) দেবলোক হইতে ভবাগ্রে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। (বিশুদ্ধিমার্গ, বিভঙ্গ অর্থকথায়) **যামা**। (থেরগাথা অর্থকথায়) **যামাদেবা**।

যামকালিক (বিণ) সীমাবদ্ধ সময় সম্বন্ধীয়, (অপেক্ষাকৃতভাবে) অল্প সময়ের জন্য অনুমোদিত; (সাহিত্যে:—) ব্যবহারের জন্য একবার গ্রহণ করিয়া কেবল রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত সময় নিরূপিত অর্থাৎ (কোনো খাদ্য পানীয়) একবার গ্রহণ করিয়া এক প্রহর সময় পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারে এমন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রত্যুষে অরুণোদয়ের সময় হইতে মধ্যাহ্নে বেলা ১২ ঘটিকা সময়ের মধ্যে যাবতীয় আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে পারে। ইহার পর বেলা ১২ ঘটিকা সময় হইতে পরদিবস প্রত্যুষে অরুণোদয়ের সময় পর্যন্ত কোনো আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন না, তবে তাঁহারা প্রয়োজনবোধে ভগবান বুদ্ধের অনুমোদিত ঔষধাদি ভৈষজ্য গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। এই ভৈষজ্য সম্বন্ধেও কতকগুলি নিয়ম আছে যে কোনো ভৈষজ্য একবার গ্রহণ করিলে কতক্ষণ সময় অথবা কতদিন সময় পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়, যেমন—**যাবকালিক, যামকালিক, সত্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক**। "**যামকালিক**" বলিলে অপেক্ষাকৃতভাবে অল্প সময়কেই বুঝায়, কিন্তু ইহা "**যাবকালিক**" অপেক্ষা সময় অধিক। ⟹ **কালিক, যাম** (২)।

যামগণ্ডিক = **যামগণ্ডিকং**। ⟹ **যামগণ্ডিকং**।

যামগণ্ডিকং (ক্রি–বিণ) এই শব্দটি খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় দৃষ্ট হয়, যেমন--"**যামগণ্ডিকং কোট্টেতি**"--আত্মনিয়ন্ত্রণের গণ্ডিকে আঘাত করা অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস (?) (অথবা ইহার দ্বারা কি "**যাম**" শব্দকে বুঝায়?)।

যামদেব (পুং, একবচন) যমরাজার রাজ্যের অধিবাসী দেবতা, তৃতীয় স্বর্গ যামস্তরের দেবতা। ⟹ **যামদেবা**।

যামভবন = **যামাভবন**। ⟹ **যামাভবন**।

যামভেরি (স্ত্রী) (রাত্রিকালে) যাম বা প্রহরে প্রহরে ঘণ্টার ধ্বনি বা ঘণ্টার শব্দ। (জাতক) **যামভেরি বেলায**—রাত্রিকালে প্রহরে প্রহরে যখন দামামা বাজিবে বা ঘণ্টার ধ্বনি হইবে। ⟹ **ভেরি**।

যামা = **যাম**। ⟹ **যাম** (৩)।

যামাদেবা (পুং, বহুবচন) যমরাজার রাজ্যের অধিবাসীগণ, তৃতীয় স্বর্গ যাম দেবলোকের দেবগণ। ⟹ **যাম** (৩), **যম, যামদেব**।

যামাভবন—যমপুরী, যম বা যাম দেবগণের আবাস-স্থান, তৃতীয় স্বর্গ যাম দেবলোক। ⟹ **যাম** (৩), **যামাদেবা**।

যাযং [যং + অযং] যাহা এই, এই। = **য্বাযং**।

যাযতি (ক্রি) যাওয়া হয়, চালিত হয়, চালাইয়া নেওয়া, ঠেলিয়া দেওয়া, বলপূর্বক অগ্রসর করা, গাড়ি চালানো, ক্ষিপ্র চালিত করা, উদ্যমের সহিত পরিচালনা করা, সম্পাদন করা, কোনো অবস্থায় আনা, শিকার অনুসরণ করা, খনন করিয়া প্রসারিত করা, আগ্রহ ও পরিশ্রম করিয়া কাজ করা, ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, চালিত হওয়া, গাড়ি করিয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি অথবা বিশেষ উপায়ে সরিয়া পড়া। (বি–ভা) **যানেন যাযতি**—গাড়ি করিয়া যাওয়া (বিনয়)। = **নীযতি**। ⟹ **যাতি, অনুযাতি**। (সপ্তমী) **যাযেয্য**। (ব–বিণ) **যাযতো**; (সূত্রনিপাত) **রথস্সাণী ব যাযতো; যাযতো কাম যমানে** (অথবা "**কাম-যানে**")। (ক্রি–বি) **যাযিত্বা**; (সূত্রনিপাত) **যানভূমিং যাযিত্বা যানা ওরুয্হ**।

যাযিন (বিণ, পুং) বিদ্যমান, যাহা পাওয়া যায়, চলিতেছে এমন, যাইতেছে এমন, গমনশীল, গতিশীল, চলমান। (থেরীগাথা) **যানযাযিনী** (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক যানে বা গাড়িতে আরোহণ করিয়া যাইতেছে; **মগ্গট্ঠঙ্গিক যান যাযিনী**—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ যানে বা গাড়িতে আরোহণ করিয়া গমনকারিণী; (থেরগাথা অর্থকথা) **অরিয-যানেন নিব্বান-পুরং যাযিনী উপগতা**।

যাযেযুত্ত (বিণ) = **যাজেযুত্ত**। ⟹ **যাজেযুত্ত**। ⟹ **যাজ**।

যাব (অব্যয়, ক্রি–বিণ) ১ যাবৎ, সীমা, সমূহ, অধিকার, পরিমাণ, কতদূর, পর্যন্ত, অবধি, যদবধি, কি পরিমাণ, (সীমা) পর্যন্ত, যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্যন্ত। এই শব্দটি পার্থিব এবং ঘটনাস্থল উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **তব, কীব**। ব্যাকরণ হিসাবে এই শব্দের ব্যবহার বিশেষ্য অথবা বিশেষণকে ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র আকারে অথবা কর্তৃকারকে অথবা অপাদানকারকে অথবা কর্মকারকে হইয়া থাকে, যেমন—**ক** স্বতন্ত্র আকারে : (পেতবত্থু অর্থকথা) **যাব সহস্স**—এক হাজার পর্যন্ত। (দীর্ঘনিকায়) **যাব সত্তম**—সপ্তম স্থান পর্যন্ত। **খ** কর্তৃকারকে : (পেতবত্থু অর্থকথা) **যাব দেব-ভব-সম্পত্তি**—দেবত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত; **যাব সত্তদিবসা**—সপ্তদিবস পর্যন্ত; সাতদিন ধরিয়া **গ**। অপাদান কারকে: (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যাব ব্রহ্মলোকা**—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত।

(পেতবথু অর্থকথা) **যাব মেখলা**—কটিবন্ধ বা কোমর পর্যন্ত; **যাব আয়ু-পরিযোসানা**—জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত, আয়ুষ্কাল অবধি। (মহাবংস) **যাব অজ্জদিবসা**—অদ্যাবধি, বর্তমান দিন পর্যন্ত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যাব কপ্পাবসানা**—কল্প অবসান পর্যন্ত, পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অবধি। (সূত্রনিপাত) **যাব কপ্পাবসানং**। (জাতক) **যাব কালপ্পবেদনা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যাব মুখস্‌সা** (পাত্রের) কানায় কানায়, কিনারায় বা (পাত্রের) উপরি প্রান্ত পর্যন্ত। (পেতবথু) **যাব ভুম্মাবলম্বরে**—ভূমি পর্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া। ঘ কর্মকারকে : (মহাবংস) **যাব বোধিমণ্ডং**—বোধিমণ্ড যতদূর, বোধিমণ্ডপ পর্যন্ত। (দীর্ঘনিকায়) **যাব ততিযকং**—তৃতীয় বারের জন্য (অর্থাৎ শেষবারের জন্য); = **যাব ততিযং** (বিনয়)। (বিনয়) **যাব ততিযং সমনুভাসিতব্বং**। (বি-ভা) **যাব জীবং**। (পেতবথু অর্থকথা) **সত্তমাসং ছ পঞ্চ চত্তারো'তি বত্বা যাব তেমাসং যাচিংসু**—৭, ৬, ৫, ৪ মাস অবধি বলার পর তাহারা ৩ মাসের জন্য প্রার্থনা করিল। প্রারম্ভে, ঘটনাস্থলে: (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাদতলতো... যাব কেসগ্গং**—পদতল হইতে... উপরে কেশাগ্র পর্যন্ত। বাহ্যিক বা প্রকারীয় ভাব প্রকাশে : (বিশুদ্ধিমার্গ) **পঠবী কসিণতো পট্‌ঠায যাব ওদাত-কসিণং**—পৃথিবী কসিণ হইতে শুভ্র কসিণ পর্যন্ত অর্থাৎ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। ২ (ক্রি-বিণ) কেমন করিয়া, কি প্রকারে, কতদূর, কেমন অবস্থায়, কেমন, কিরূপ, কি রকম, কত অধিক, কি পরিমাণ, কত, কতগুলি, কি পর্যন্ত, কত পরিমাণ, যত বড়, যত অধিক। ⟹ **তাব**। (যৌগিকে) **যাব মহা** = **যাব মহন্তং** (পেতবথু অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **যাব দুক্‌খা নিরযা**—কত অধিক বা কি রকম নরক যন্ত্রণা! (মধ্যম নিকায়) **যাব দুক্‌খা তিরচ্ছানযোনি** (পশুপক্ষী প্রভৃতি) তির্যক্‌কুলে জন্মগ্রহণ করা কত দুঃখ? (দীর্ঘনিকায়) **যাব পাপো অযং দেবদত্তো অলক্‌খিকো**...—এই দেবদত্ত কেমন পাপী! (বিণ) পর্যাপ্ত, যথেষ্ট, প্রচুর। (মধ্যম নিকায়) **পরিপুণ্ণ... সুহিত যাব**। = **পহূত**। কখন কখন "ং" সংযোগেও "**যাব**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, ইহা কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত নহে ক্রিয়া বিশেষণেই ব্যবহৃত হয়, যেমন (জাতক) যাবং + পি = **যাবম্পি**; (ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তির সহিত) **যাবম্পি তিট্‌ঠেয্য** = **যত্তকং কালং তিট্‌ঠেয্য**—যতক্ষণ পর্যন্ত থাক (জাতক অর্থকথা)। ৩ সংযুক্ত অব্যয়রূপে :—যতক্ষণ সময় পর্যন্ত, যদবধি, যখন, যতক্ষণ না, যে পর্যন্ত না, যেই পর্যন্ত। (তুলনীয়) **তাব**। (জাতক) **অহু পুরে ধম্মপদেসু ছন্দো যাব বিরাগেন সমাগমিম্হ**—যতক্ষণ সেই পবিত্র ধর্মবিষয় আমার সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ দর্শন না হয়; **যাব আমন্তযে**। (পেতবথু অর্থকথা) **তাব অয্যো আগমেতু যাব অযং পুরিসো... পানীযং পিবিস্‌সতি**—এই লোকটি যতক্ষণ জল পান করে ততক্ষণ তুমি এখানে থাক। "**যাব**" শব্দ "না" অর্থে প্রয়োগ :—**যাব... ন**—যেই পর্যন্ত না, যদবধি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না। (দীর্ঘনিকায়) **ন পরিব্বাযিস্‌সামি... যাব... ন ভবিস্‌সতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **যাব ন গাধং লভতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যত্তকং কালং ন**...। ⟹ **যাবত**।

যাবং (ক্লী, ক্রি-বিণ) = **যাব**। ⟹ **যাব** (২)। **যাবন্ত**, **যাবতা** শব্দের সহিতও ইহা সমার্থবাচক।

যাবক (ক্লী) এক থালা যব চাউলের অন্ন, এক থালা পাক করা যব বা বার্লি। = **যবক**, **যবতণ্ডুল ভত্ত** (জাতক অর্থকথা)।

যাবকালিক (বিণ) ১ অস্থায়ী অথবা যখন গচ্ছিত করিয়া লওয়া হয় তখনই ব্যবহার করিতে হয় (অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুরা কোনো কোনো ভৈষজ্য বা আহার্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য একবার গ্রহণ করিলে উহা গ্রহণ করিবার পরই ব্যবহার করিতে হয়, পরে ব্যবহার করিব বলিয়া রাখিয়া দিতে পারে না—সেই সব ভৈষজ্যকে নির্দিষ্ট সময় অনুসারে "যাবকালিক বা নির্দিষ্ট অল্পকালের জন্য ব্যবহার্য" বলা হয়)। (বিনয়) **কপ্পতি... যাবকালিকেন, যামকালিকং ন কপ্পতি, কপ্পতি যাবকালিকেন সত্তাহ-কালিকং ন কপ্পতি** ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—**কপ্পতি যাবকালিকেন, সত্তাহ-কালিকেন ন কপ্পতি; কপ্পতি সত্তাহ-কালিকেন, যাবজীবিকেন ন কপ্পতি**; ইহার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, **যাব-কালিকেন যামকালিকং তদহু পটিগ্গহিতং কালেকপ্পতি বিকালে ন কপ্পতি** (সেইরূপ "**সত্তাহ কালিকং, যাবজীবিকং**" জ্ঞাতব্য)। পুনশ্চ বলা হইয়াছে,—**যামকালিকেন... সত্তাহকালিকং, যাবজীবিকং; সত্তাহকালিকেন... যাবজীবিকং**। ⟹ **তাব, যামকালিক**। ২ = **সব্বকালিক**। ⟹ **সব্বকালিক**।

যাবজীব (বিণ) যাবজ্জীবন, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, সারাজীবন, জীবনভর।

যাবজীবং (ক্রি-বিণ) জীবন কাল পর্যন্ত, যতদিন জীবনধারণ করা হয় ততদিন পর্যন্ত, জীবিত অবস্থা পর্যন্ত, সারাজীবন ধরিয়া, চিরজীবন ধরিয়া। = **সততং**। তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান শতক—"যাবজীব-সুখ্য"। ⟹ **জীব**।

যাবজীবিক (বিণ) যতদিন জীবিত থাকা যায় ততদিন, জীবনকাল পর্যন্ত সময় নিরূপিত (অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুর কোনো কোনো ভৈষজ্য ব্যবহারের জন্য একবার গচ্ছিত করিয়া গ্রহণ করিলে উহা গ্রহণ করিবার পর হইতে যাবজ্জীবন অথবা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন দ্বিতীয়বার গচ্ছিতভাবে গ্রহণ না করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন—সেইসব ভৈষজ্যকে অনির্দিষ্ট সময় অনুসারে

"**যাবজ্জীবিক**" বা যাবজ্জীবন অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবহার্য বলা হয়। ⟹ **যামকালিক, সত্তাহকালিক**।

যাবঞ্চ—"এবং তাহা" অর্থাৎ কত, কি পরিমাণ, খুব বেশি, এত বড়। (সংযুক্ত নিকায়) **পস্‌স যাবঞ্চতে ইদং অপরদ্ধং**—দেখ তুমি এখানে কত বড় ভুল করিয়াছ; **পস্‌স যাবঞ্চ আবকা চ সন্তিকে**—দেখ কত দূরে এবং নিকটে; **যাবঞ্চ ইদং**। ⟹ **যাবঞ্চিদং, যাবত**।

যাবঞ্চিদং (ক্রি-বিণ) [যাবং+চ+ইদং] = **যদিদং**। ⟹ **যদিদং**। ⟹ **যাবঞ্চ**।

যাবত (ক্লী, ক্রি-বিণ) যাবৎ, যত অধিক। = **যাব** (২)। ইহার ক্লীবলিঙ্গে "**যাবং**"; ⟹ যাবং। "**যাব মহন্তং**" অর্থাৎ "**যাব**" শব্দ সাধারণত "**যাবং**" শব্দরূপে "**চ**"-এর সহিত যৌগিকে যুক্ত হয়, যেমন—যাবং+চ= **যাবঞ্চ**। (মহাবংস) **যাবতাযুকং** [যাবত+আযুকং]—যতদিন জীবিত থাকা যায়, জীবিত সময়ের জন্য (⟹ **যাবতাযুকং**)। (বিণ) **যাবতাযুকা দিব্ব-সম্পত্তি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি) **যাবতিচ্ছকং**। (করণকারকে) **যাবতা**।

যাবতক (বিণ) যতদূর সম্ভব, যতটা ততটা, যত অধিক তত, যে কিছু, যাহা কিছু। "**তাবতক**" শব্দের সহিতই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, যেমন (বিনয়) **যাবতক... তাবতক**। (দীর্ঘনিকায়) **যাবতক কাযো তাবতক ব্যামো**। (চুল্লনিদ্দেস) **যাবতকং ঞেয্যং তাবতকং ঞাণং**। (মধ্যম নিকায়) **যাবতক কথা-সল্লাপো... সব্বং তং**..। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যাবতকা** = **যাবন্তো**।

যাবতকা = **যাবন্ত**। ⟹ **যাবন্ত**। ⟹ **যাবতক**।

যাবতজ্জনী (বিণ) তর্জন গর্জন জনিত ভয়ের মধ্যে যতক্ষণ রাখা যায় ততক্ষণ। = **যাববিনীত**। (সাহিত্যে) **যাবতজ্ঝা**।

যাবতজ্ঝা (বিণ) = **যাবতজ্জনী**। ⟹ **যাবতজ্জনী**।

যাবততিযং (ক্রি-বিণ) তিন বার পর্যন্ত। = **যাবততিযক**।

যাবততিযক (ক্রি-বিণ) তিনবার পর্যন্ত, বেশির মধ্যে তিনবার, পরবর্তী চতুর্থ সঙ্ঘদিবসে আপত্তির নাম-বিশেষ (কারণ শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তিনবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়)। ⟹ "**যাবতিহ** (উদাহরণও দ্রষ্টব্য)।

যাবতা (অব্যয়, ক্রি-বিণ) যেই পর্যন্ত, যদবধি, যেইরূপ, যতদূর সম্ভব, ন্যায়, মতন, যেমন, যতদূর, সদৃশ, তুল্য, তুলনায়, সম্বন্ধে, কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে, তুলনীয়। ⟹ **যাবন্ত**। (তুলনীয়) **তাবতা**। (ধর্মপদ) **ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসতি** = **যত্তকেন কারণেন** (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **যত্তকেন**। (সূত্রনিপাত) **যাবত-অত্থী'তি বুচ্চতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **যাবতা এতে ছ আরম্মণা অত্থী'তি বুচ্চন্তি, বচনব্যত্তযো বেদিতব্বো; যাবতা অরিযং পরমং সীলং, নাহং তত্থ অত্তনো সম-সমং সমনুপস্‌সামি কুতো ভিয্যো**—পরম আর্যশীলের সহিত তুলনা করিলে আমার নিজের সমান কাহাকেও দেখি না, সকলে আমা অপেক্ষা অতি হীন। (দীর্ঘনিকায়) **যাবতা অরিযং আযতনং যাবতা বনিপ্পথো ইদং অগ্‌গ-নগরং ভবিস্‌সতি পাটলিপুত্তং পুট-ভেদনং**—আর্যস্থানের তুলনায় আর বাণিজ্য ব্যবসায়ের তুলনায় বিভাগ করিয়া দেখিলে এই পাটলিপুত্র (বর্তমান "পাটনা") শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত হইবে; **যাবতা সত্ত-আবাসা যাবতা ভবগ্‌গং এতে অগ্‌গা এতে সট্‌ঠা** (পাঠ হইবে "**সেট্‌ঠা**") **লোকস্মিং যদিদং অরহন্তো**)—যতদূর সত্ত্বগণের আবাস স্থান আছে এমনকি ভবাগ্র পর্যন্ত—এর মধ্যে আমার মনে হয় অর্হতগণই অগ্র এবং শ্রেষ্ঠ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যাবতা ধম্মা সঙ্খতা বা অসঙ্খতা বা বিরাগো... অগ্‌গমকখাযতি, যদিদং মদ-নিম্মদনো**...—নিশ্চিত বা অনিশ্চিত বস্তু-সম্বন্ধে নির্লিপ্ততা অর্জন করাই উচ্চপদের প্রশংসা—আমার মনে হয় অহঙ্কারে প্রমত্ত না হওয়া ইত্যাদি। বিশুদ্ধিমার্গে "**যাবতা**" শব্দকে বিশেষ্যপদের বহুবচনে গ্রহণ করা হইয়াছে (কিন্তু ইহা ব্যাকরণগত ভুল) এবং "**যত্তকা**" অর্থে "**যাবতা**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। **যাবতা জগতো গতি**—জগতের গতি যেরূপ।

যাব তাব (অব্যয়) যতক্ষণ পর্যন্ত... ততক্ষণ পর্যন্ত, যতদূর... ততদূর, যে পর্যন্ত না... ততদূর। (জাতক) **যাব রাজা আগচ্ছতি তাব উভো রমিস্‌সাম**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হেট্‌ঠা পি যাব অবীচি উপরি যাব অকনিট্‌ঠ-ভবনং, তাব অদ্দস**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যাব নং আনেমি তাব ইধেব তিট্‌ঠ**। ⟹ **যাব, তাব**।

যাবতাযুকং (ক্রি-বিণ) আয়ুষ্কাল পর্যন্ত, যতদিন জীবিত থাকা যায় ততদিন পর্যন্ত, আয়ু পর্যন্ত, জীবিত থাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত)। ⟹ **যাবত**।

যাবতিকা (বিণ, স্ত্রী) = **যাবতক**। ⟹ **যাবতক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যাবতিকা গতি তাবতিকং গন্তা**। (দীর্ঘনিকায়) **যাবতিকা নাগস্‌স ভূমি**—যেই পর্যন্ত হস্তিগণের আবাস স্থান আছে অথবা হস্তিগণের আবাসভূমি পর্যন্ত; **যাবতিকা যানস্‌স ভূমি**—গাড়ির স্থান বা রাস্তা পর্যন্ত। (নেত্তি) **যাবতিকা ঞাণস্‌স ভূমি**)।

যাবতিচ্ছকং (ক্রি-বিণ) [যাবত+ইচ্ছকং] যত বেশি চায় তত পরিমাণে, ইচ্ছামত, ইচ্ছানুসারে। ⟹ **যাবত**।

যাবতিহং (ক্রি-বিণ) যতদিন পর্যন্ত, যত অধিক দিন

পর্যন্ত।(বিনয়) **উদ্দিট্‌ঠা... তেরস সঙ্ঘাদিসেসা ধম্মা, নব পঠম-আপত্তিকা চত্তারো যাবততিযকা, যেসং ভিক্‌খু অঞ্‌ঞতরং বা অঞ্‌ঞতরং বা আপজ্জিত্বা যাবতিহং জানং পটিচ্ছাদেতি তবতিহং তেন ভিক্‌খুনা অকামা পরিবুত্থব্বং** (যেই ভিক্ষু পাপ করিয়াছে সেই ভিক্ষু উহা জানিয়া যতদিন পাপ গোপন করিয়া রাখে ততদিন...), **পরিবুত্থ-পরিবাসেন ভিক্‌খুনা উত্তরিং ছারত্তং ভিক্‌খু মানত্তায পটিপজ্জিতব্বং।**

যাবদত্থ (বিণ) [যাব+দ+অত্থ] যত প্রয়োজন তত, প্রচুর। = **পহূত, অনপ্পক**। ⟹ **অত্থ, দ**। (ক্রি-বিণ) যথেষ্ট পরিমাণে, প্রচুররূপে, যেই পর্যন্ত দরকার আছে তত পর্যন্ত, প্রয়োজন অনুসারে। = **যাবদত্থং**।

যাবদত্থং (ক্রি-বিণ) প্রয়োজন মতে, যেই পর্যন্ত দরকার সেই অনুরূপে, যেই পরিমাণে পারা যায় তদনুসারে, প্রয়োজন অনুসারে, ইচ্ছানুরূপে।= **যাবদত্থ** (ক্রি-বিণ)। (পেতবত্থু) **খাদস্‌সু যাবদত্থং**—যেই পরিমাণ খাইতে পার খাও; = **যত্তকং ইচ্ছতি তত্তকং**—যত ইচ্ছা হয় তত।(পেতবত্থু অর্থকথা) **গণ্হাহি যাবদত্থং**।(তুলনীয়) **যাবদত্থং কত্বা**—নিজে নিজে সন্তুষ্ট হইয়া অর্থাৎ সন্তুষ্টতার সহিত বা ইচ্ছানুরূপে (বিনয়)।

যাবদিচ্ছকং = **যদিচ্ছকং**। ⟹ **যদিচ্ছকং**। = **যাবতিচ্ছকং**।

যাবদে = **যাবদেব**। ⟹ **যাবদেব**।

যাবদেব (ক্রি-বিণ) যাবৎ, যেহেতু। (বিস্তৃতি অর্থে) যতদূর হইতে পারে ততদূর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদূর আবশ্যক ততদূর পর্যন্ত, এ পর্যন্ত, যেই পরিমাণে ইচ্ছা সেই পরিমাণে, খুশিমতে, যত খুশি তত পরিমাণে, যতদূর সম্ভব, যেই পর্যন্ত, ক্ষণকালের বা অল্প সময়ের নিমিত্ত, সংক্ষেপে, কমপক্ষে, কমের মধ্যে, সম্পূর্ণরূপে, মোটের উপর, একেবারে, সব কিছু বিবেচনা করিয়া, বাস্তবিক, প্রকৃত পক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, অনধিক, অন্তত। (তুলনীয়) **তাবদেব**। ঈদৃশ একই ভাবার্থে বুদ্ধঘোষ সূত্রনিপাত অর্থকথায় গ্রহণ করিয়াছেন,—"**পরিচ্ছেদাবধারণ বচনং**"; ধর্মপদ অর্থকথায় গ্রহণ করা হইয়াছে,—"**অবধি পরিচ্ছেদন**"। (বি-ভা) **নেব দবায... যাবদেব ইমস্‌স কাযস্‌স ঠিতিযা...**। ⟹ **যাত্রা**। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) বিশেষ ভাষায়,—"**আহার-আহরণে পযোজনস্‌স পরিচ্ছেদ-নিযম দস্‌সনং**" (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে:—) আহার আহরণে প্রয়োজনের অনতিরিক্ত সীমার নিয়ম নির্ধারণ। মধ্যম নিকায়ে "**যাবদেব**" এর ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে, "কেবলমাত্র"। দীর্ঘনিকায়ের পরিনির্বাণ সূত্রে "যতদিন দেব-মনুষ্যের মধ্যে আমার ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করা না হয় ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হইব না" বুদ্ধের এইরূপ উক্তির পাঠ্যাংশের বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে,—"**যাব-দেব-মনুস্‌সেহি সুপ্পকাসিতং**"; এখানে "**যাব**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, "যদবধি বা যতদিন পর্যন্ত না, যে পর্যন্ত না" অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ হইতেছে, "যতদিন পর্যন্ত দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে সুন্দররূপে প্রকাশিত বা প্রচারিত হইতেছে না"; কাজেই আমরা এখানে '**যাবদেব**' এর পরিবর্তে পৃথক পৃথকভাবে "**যাব দেব**" শব্দদ্বয় গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু এই শব্দের মূল হইতেছে, "যাবদ+এব"। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যবদান গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়, (যাবদ+এব=) **যাবদ্দেব মনুস্যেভ্যং**। ⟹ **যাব** (২)।

যাবন্ত (সর্বনাম, বিণ) যত বেশি, যত অধিক। (ধর্মপদ) **যাবন্ত-এত্থ সমাগতা**—এখানে যত অধিক সমবেত থাকে বা আসিয়া থাকে।(জাতক) **যাবন্তো উদবিন্দূনি... তাবন্তো গণ্ডু জাযেথ;** জাতক অর্থকথায় এখানে "**যাবন্তো**" শব্দের পরিবর্তে "**যত্তকানি**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (বহুবচনে) **যাবতা**—যত সংখ্যাধিক্য (পেতবত্থু)। = **যাবতকা**। (জাতক) **দেথবত্থানি... যাবন্তো এব ইচ্ছতি**—সে যত বেশি চায়।

যাবভুম্ম (ক্রি-বিণ) নিম্নে ভূমিতল পর্যন্ত।⟹ **ভুম্ম** (১)।

যাবমহন্তং (ক্রি-বিণ) কত বড়, কি রকম বড়। = **যাদিসং**। ⟹ **যাব** (২)।

যাবমহন্তো (বিণ) যত বড় হইতে পারে তত বড়, যেইরূপ বড় হইতে পারে সেইরূপ বড়, যেমন মহৎ, যেইরূপ প্রকাণ্ড, যাদৃশ বড়। ⟹ **যাদিস**।

যাবমহা = **যাবমহন্তং**। ⟹ **যাবমহন্তং**।

যা বা সা বা (বিণ) যৎসামান্য, যেই কোনো পরিমাণের, খুব অল্প, যৎকিঞ্চিৎ, সামান্য পরিমাণের, যে কোনো। ⟹ **যাদিস** (খ)।

যাববিনীত (বিণ) যতক্ষণ বিনীত বা দমিত করিতে পারা না যায় অথবা না হয় ততক্ষণ। = **যাবতজ্জনী**।

যাবেতদ্ধি—Rhys Davids বলেন, মধ্যম নিকায়ের এই শব্দযুক্ত বর্ণনাটি বুঝা গেল না। এই পাঠটি দৃঢ়বদ্ধ করা হইয়াছে, অন্যথা মনে করা যাইতে পারে যে "**যাব এতা অহোসি**" (অথবা "**যাবেতদ অহোসি পি**") অথবা "**যাবদেব অহোতি**"—প্রকৃত তাহাই ছিল? অথবা তুমি কি বাস্তবিকই তাহা ভাবিয়াছিলে?—ইহারই ভুল বর্ণনা গ্রহণ করা হইয়াছে। Neumann, Mittl., Sammalung-তে এই শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে, তুমি কি এতই তাড়াতাড়ি করিতেছ? আর যদি মনে করা হয় যে এই পাঠটি "**যাব-এতদো হি পি**" তাহা হইলে "**এতদো**" শব্দ হইতে পারে না বলিয়াও আমাদিগকে উহা ত্যাগ করিতে হয়। তবে কি এই "**যাবেতদ্ধি**" শব্দটিকে "**যাযেতি**" ক্রিয়াপদ হইতে গঠিত বিশেষ্যপদ "**যাযেতর**" শব্দের বিকৃত শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে?

যিট্‌ঠ (বিণ) (বর্তমানে) যজ্ঞ করিয়া, বলি দিয়া, পূজা

করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **মহাযঞ্ঞং যিট্‌ঠ রাজা।** (কর্মবাচ্যে "**যিট্‌ঠ**" শব্দের অর্থ :—) যজ্ঞকৃত, উৎসর্গীকৃত, নিবেদিত; (বৌদ্ধমতে অর্থ :—) প্রদত্ত, দান দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ভিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রচুর অথবা উদারতা পূর্ণ দান দেওয়া হইয়াছে এরূপ। (ধর্মপদ) **যং কিঞ্চি যিট্‌ঠং ব হুতং ব;** = **যেভুয্যেন মঙ্গল কিরিযাদিবসেসু দিন্নং-দানং**(ধর্মপদ অর্থকথা)।(বিমানবত্থু অর্থকথায় বৈদিক ও বৌদ্ধ মতে) **মহাযাগ-বসেন যিট্‌ঠং।** ⟹ **যজতি**। (ক্লী) যাগ, যজ্ঞ, হোম, বলিদান, ক্ষতি-স্বীকার, বলি, উৎসর্গ, ত্যাগ, নাশ।(দীর্ঘনিকায়ে) **দিন্ন, যিট্‌ঠ হুত**।(দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **মহাযাগ**।(জাতকে) **যিট্‌ঠ হুত**। = **যজিত** (জাতক অর্থকথা)।

যিট্‌ঠুকাম—যাগ-যজ্ঞ হোমাদি করিবার ইচ্ছা, বলিদান দিবার ইচ্ছা, উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা, পূজা দেওয়ার ইচ্ছা, ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, দান দেওয়ার ইচ্ছা। ⟹ **যজতি**।

যিধ (এই শব্দটি বিনয়গ্রন্থে "**মাযিধ**"—এখানে না অর্থাৎ এইখানে করিও না—শব্দের সহিত যুক্তভাবে দৃষ্ট হয়। ইহার প্রকৃত পাঠ হইবে "মা+য+ইধ", "য" এখানে শ্রুতিমাধুর্যতার জন্য প্রযুক্ত অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণ বিশেষ)। এখানে, এই স্থানে, ইহ জীবনে।

যুগ (ক্লী) ১ লাঙ্গল বা গরুর গাড়ির জোয়াল বা জুয়াল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যুগং গীবং বাধতি**—গ্রীবায় জোয়াল চাপ দিতেছে বা পীড়ন করিতেছে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রথযুগ**। (বি-ভা) **ধোনেন যুগং সমাগমা;** সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ ইহার বর্ণনা দিয়াছেন—"**ধুত-কিলেসেন বুদ্ধেন সদ্ধিং যুগগ্‌গাহং সমাপন্নো**" অর্থাৎ ক্লেশবিধৌত (শুদ্ধ) বুদ্ধের সহিত জোয়াল জোতিবার বা কর্তৃত্ব করিবার সমক্ষমতা সম্পন্ন। ⟹ **যুগনঙ্গল**। ২ (এক জোয়ালে জোতা) যুগল, যোড়া, যুগ্ম, দম্পতি। "**যুগ**" শব্দ বস্তুসমূহে প্রযুক্ত হইলে : (সংযুক্ত নিকায়) **দুস্সযুগ**—এক জোড়া চীরব; **সাটক যুগ**—এক জোড়া বস্ত্র। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বত্থযুগ**—এক জোড়া বস্ত্র। মানুষ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে : (বিমানবত্থু) **তপস্সীযুগ**—তপস্বী যুগল। (সংযুক্ত নিকায়) **দূতযুগ**—দূত বা সংবাদবাহক যুগল। (দীর্ঘনিকায়) **সাবক যুগ**—শ্রবিক বা শিষ্যযুগল। (সংযুক্ত নিকায়) **পুরিসযুগ**—পুরুষযুগল। পাপ-সম্বন্ধীয় জোড়া সম্পর্কে প্রযুক্ত হইলে:— (জাতকের মধ্যে কিছু কিছু সন্দেহযুক্ত পাঠে) **স-মঙ্গলদোস-বীতিবত্তো যুগ-যোগাধিগতো ন জাতুমেতি;** কিন্তু এখানে জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**কিলেসা**" এর ন্যায় "**যুগা**" কেও যুগ্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (যেমন—"**কোধো চ উপনাহো**" অথবা "**মক্‌খো চ পলাসো**") এবং "**যোগ**" শব্দকে চারিযোজন বা যোগরূপে (ওঘ?) উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন—**কামযোগ, ভবযোগ, দিট্‌ঠি যোগ, অবিজ্জাযোগ**। "**যুগ**" শব্দকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ রূপেও ব্যবহার করা হইয়াছে, তখন এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "দুই"; (দীপবংস) **যুগং বা নাবং বা**—দুইখানা নৌকা। ৩ (বংশানুক্রম সম্পর্কে) বংশ, গোত্র, জাতি, এক যুগের লোক, সমকালীন বা সমসাময়িক ব্যক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **যাব সত্তমা পিতামহাযুগা**—পিতামহ হইতে পূর্ববর্তী সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত। (তুলনীয়) **আযুপ্পমাণ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (জাতক) **পুরিসযুগ**।Brethren-এ ইংরেজি অনুবাদে বুদ্ধের শাসন ধর্মকে পঞ্চযুগ বা স্তররূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই পঞ্চস্তর, যথা—**বিমুত্তি, সমাধি, সীল, সুত, দান**।

যুগগ্‌গাহ (পুং) "জোয়াল ধারণকরণ" অর্থাৎ প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্ব, নায়কত্ব, নৈতিক শক্তি, আদেশ করিবার ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি, ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, উদ্ধতভাবে শাসনকরণ, প্রধানত্ব, প্রকটতা। = **যুদ্ধগ্‌গাহ**। পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি গ্রন্থে এই শব্দের পাঠ "**যুদ্ধগ্‌গাহ**"। ⟹ **পলাস** (৩)। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **সম-ধুরগ্‌গহণং**—সম্পূর্ণরূপে নায়কত্ব গ্রহণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যুগগ্‌গাহ লক্‌খণো পলাসো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যুগগ্‌গাহ কথা**। (জাতক) **যুগগ্‌গাহং গণ্হাতি**—নেতৃত্ব গ্রহণ করা, অন্যায়রূপে অধিকারী হওয়া বা প্রভুত্ব করা; ইহার পরিবর্তে সাহিত্যে "**পলাসিন**" গ্রহণ করা হইয়াছে।

যুগগ্‌গাহ কথা—আড়ম্বরপূর্ণ কথা, সাড়ম্বর কথা, দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা, প্রভুত্বজনক কথা, প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা দেখাইয়া কথা। = **সারম্ভর কথা**। ⟹ **যুগগ্‌গাহ**।

যুগগ্‌গাহিন (বিণ) অন্যকে অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টাকারী, উদ্ধত, দাম্ভিক, প্রভুত্বব্যঞ্জক, উদ্ধতভাবে শাসনকারী, উপযুক্ত, কর্মদক্ষ।

যুগগ্‌গাহী (বিণ) = **যুগগ্‌গাহিন**। ⟹ **যুগগ্‌গাহিন**।

যুগচ্ছিদ্দ (ক্লী) জোয়াল বা জুয়ালের ছিদ্র।

যুগনঙ্গল (ক্লী) জোয়াল এবং লাঙ্গল অর্থাৎ জোয়ালে জোতা লাঙ্গল। ⟹ **নঙ্গল**।

যুগনদ্ধ = **যুগনদ্ধ**। ⟹ **যুগনদ্ধ**।

যুগনদ্ধ (বিণ) ১ সঙ্গত, মানানসই, সুস্বরবিশিষ্ট, একতান, মিষ্ট, সুসমঞ্জস। ২ জোয়াল বা জুয়ালের সহিত সংযুক্ত, কাঁধে জোয়াল দিয়াছে এরূপ, জোয়ালে আবদ্ধ। ⟹ **নদ্ধ**। (ক্লী) ১ জোয়ালে আবদ্ধ করণ, জোয়ালে একত্রে সংযুক্তকরণ। ২ ঐক্য, সঙ্গতি, সঙ্গ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, সাধারণ কারণ বা যুক্তি, সাধারণ উদ্দেশ্য। (পটিসম্ভিদামার্গ) **যুগনদ্ধবগ্‌গ; যুগনদ্ধ কথা**।

যুগনদ্ধ ধম্মা—যেইসব জিনিস জোয়ালের সহিত সংযুক্ত থাকে, জোয়ালের অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ অংশসমূহ, জোয়ালের উপাদানসমূহ।

যুগন্ত (পুং) যুগান্ত, প্রলয়কাল, যুগের অবসান, বংশের শেষ, পৃথিবী ধ্বংস।

যুগন্তবাত—প্রলয় ঝটিকা, ঘূর্ণিবাত্যা।

যুগমত্ত (বিণ) জোয়ালের ব্যবধান বা সম্মুখে চারি হাতের অনধিক অর্থাৎ লাঙ্গল চালক এবং জোয়াল এই দুইয়ের যতদূর দূরত্ব থাকে উহা। **যুগমত্ত দস্সন**—সম্মুখে চারি হাতের অধিক দর্শন না করা।

যুগমত্তং(ক্রি-বিণ) জোয়ালের ব্যবধানমাত্র, সম্মুখ দিকে চারি হাতমাত্র অর্থাৎ কৃষক আর জোয়ালের মধ্যে যতদূর দূরত্ব থাকে ততদূর মাত্র, সম্মুখ দিকে (প্রয়োজনের অনুরূপে) সামান্য দূরমাত্র। দৃষ্টি সম্বন্ধে: (সূত্রনিপাত) **যুগমত্তং পেক্খতি**—চারি হাতের অনধিক দর্শন করে। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **যুগমত্তং পেক্খিন**—সম্মুখে চারি হাতমাত্র দর্শনকারী; = **যুগমত্তং দস্সাবিন** (বিশুদ্ধিমার্গ)। চক্ষু-সম্বন্ধে: (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ওক্খিত্ত-চক্খু যুগমত্তং পেক্খমান**।

যুগমত্ত দস (বিণ) যুগমাত্র বা সম্মুখ দিকে চারি হাতের অনধিক দর্শনকারী, সম্মুখে অল্পদূর বা চারি হাতমাত্র দর্শনকারী। ⟹ **দস** (২)।

যুগমত্ত দস্স = **যুগমত্তদস**। ⟹ **যুগমত্তদস**। = **যুগমত্ত দস্সন**।

যুগমত্ত দস্সন ⟹ **যুগমত্ত**। ⟹ **যুগমত্ত দস্স**।

যুগল (ক্লী) যুগল, যুগ্ম, জোড়া, দম্পতি। (জাতক) **যুগল যুগলভূতা**--জোড়ায় জোড়ায়, যুগ্ম যুগ্মভাবে; **বাহুযুগল; থনযুগল**; (বিশুদ্ধিমার্গে) **যুগলতো (যুগলতো)**--এক সঙ্গে; যুগ্মভাবে, যুগলরূপে, জোড়াভাবে বা জোড়া জোড়া হইয়া। (বিণ) = **যুগ** । ⟹ **যুগ** ২ (বিণ)। (বি-ভা) **যুগলং করোতি**—জোড়া দেওয়া, যুগ্ম করা, জোড় করা, দুই ভাঁজ করা, একত্র করা (দীপবংস)।

যুগলক (ক্লী) এক জোড়া। = **যুগ** (ক্লী)।

যুগলতো = **যুগলতো**। ⟹ **যুগলতো**।

যুগল্ = **যুগল**। ⟹ **যুগল**।

যুগড়তো (ক্রি-বিণ) ⟹ **যুগল**।

যুগসাটক—একজোড়া চীবর বা বস্ত্র, দুইখানা চীবর বা বস্ত্র। = **সাটক যুগ**।

যুগাধান (ক্লী) জোয়ালে জোতন, জোয়ালে সংযুক্তকরণ, অশ্ব সজ্জিতকরণ।

যুজ (বিণ) জোয়ালে জোতা হয় বা হইয়াছে এরূপ, যোগ্য, উপযুক্ত, প্রযোজ্য, উদ্দেশ্যমূলক হয় এরূপ, অভিপ্রেত হয় এরূপ, সুচিন্তিত হয় এরূপ।

যুজ্জতি (ক্রি) উপযুক্ত করা বা হওয়া, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, ঠিক হওয়া। ⟹ **যুঞ্জতি**।

যুজ্ঝ (বিণ) যুদ্ধ করিতে হয় এমন, যোদ্ধা।

যুজ্ঝতি (ক্রি) [√যুধ+য] যুদ্ধ করা, মারামারি করা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা বা হওয়া, কাহারও সহিত যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব করা, যুদ্ধের সৃষ্টি করা। এই শব্দটি কেবল মহাবংস গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। (অতীত) **যুজ্ঝি, অযুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **যুজ্ঝিত, যুদ্ধ**। (ব-বিণ) **যুজ্ঝমান, যুজ্ঝন্ত**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **মল্লযুদ্ধং যুজ্ঝন্তো; অজাতসত্তুনা সদ্ধিং যুজ্ঝন্তো**। (ভবিষ্যতে **যুজ্ঝিস্সাম**; (করণ কারকের সহিত) **দমিড়েহি যুজ্ঝিস্সাম**—আমরা দ্রাবিড় জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিব। (ক্রি-বি) **যুজ্ঝিত্বা, যুজ্ঝিয**। (তুম) **যুজ্ঝিতুং**। (করণে) যোধেতি।

যুজ্ঝন (ক্লী) যুদ্ধকরণ, দ্বন্দ্বকরণ, মারামারিকরণ, যুদ্ধের সৃষ্টিকরণ।

যুজ্ঝাপন (ক্লী) কাহাকেও যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব করিবার জন্য উৎসাহিতকরণ, (দুইয়ের মধ্যে) ঝগড়া লাগানো, বিবাদ করিবার জন্য উস্কানি দেওয়া।

যুঞ্জতি (ক্রি) [√যুজ+ং+অ] (সাহিত্যে) জোয়ালে যোজনা করা, জোয়ালে জোতা ; (চরিত্রে) মিলিত হওয়া, সংযুক্ত করা, ঠিকভাবে মিল করা, সম্পূর্ণরূপে মিল হওয়া, ব্যস্ত থাকা, নিযুক্ত থাকা, প্রবৃত্ত হওয়া, চেষ্টা করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা, (বল, শক্তি ইত্যাদি) প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, উদ্যোগী হওয়া। = **ঘটতি, বাযমতি**। বর্তমানকাল (প্রথম পুরুষ একবচনে) **যুঞ্জতি**; (মধ্যমপুরুষ বহুবচনে) **যুঞ্জথ**; (থেরীগাথা) **কামেসু যুঞ্জথ**; = **নিযোজেথ**। (পঞ্চমী) **যুঞ্জ, যুঞ্জস্সু**; (সংযুক্ত নিকায়) **সাসনে যুঞ্জ**। (অতীত) **যুঞ্জি**। (অ-বিণ) **যুত্ত**। (ব-বিণ) **যঞ্জন্ত, যুঞ্জমান্**; (জাতক) **কম্মটঠানে যুঞ্জন্তো**। (ভ-বিণ) **যুঞ্জিতব্ব**। (ব-বি) **যুঞ্জিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **যুজ্জতি**। (করণে) **যোজেতি, যোজাপেতি**।

যুত (বিণ) যুত, যুক্ত, মিলিত, বদ্ধ, দৃঢ়, সম্পৃক্ত, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, আকর্ষিত, মনোযোগ আকর্ষিত প্রলুব্ধ, প্রলোভিত, কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অঙ্গীকৃত, বাগ্‌দত্ত, সংসক্ত, ব্যাপৃত, কার্যে নিযুক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **সব্ববারিযুত**। (সূত্রনিপাত) **পেসুণেয্যযুত**, মহানির্দেশে এই শব্দের পাঠ হইয়াছে "**যুত্ত**" এবং আরও বর্ণনাসমূহে দৃষ্টহয় "**আযুত্ত পযুত্ত**" ইত্যাদি; **অতিমানে যুত**। (দীর্ঘনকায়) **খিতিযুত**। কিন্তু বিশেষ ভাষায় "**যুত**" শব্দ সন্দেহযুক্ত, যেমন (অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**নিরয**" পাঠে) **তেজসা-যুত**, ইহার শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত "তেজস+আযুত" (বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) অথবা "**তেজসাযুত্ত**" (চুল্লনিদ্দেসে, পেতবত্থু অর্থকথা)। (ক্লী) পাল, দল, যূত।

যুত্ত (বিণ) ১ (সাহিত্যে) জোয়ালে সংযুক্ত, জোয়ালে জোতা হইয়াছে এরূপ, (অশ্ব) সজ্জায় সজ্জিত। (পেতবত্থু) **চতুব্ভি যুত্ত রথ**। (মহাবংসে) **গোণা রথে**

যুত্তা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধুরে যুত্তা বলিবদ্দা**। ২ যুক্ত, সংযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, প্রযুক্ত, প্রদত্ত, নিযুক্ত, ব্যাপৃত, আসক্ত, অঙ্গীকৃত, বাগ্‌দত্ত, সংসক্ত, কার্যে নিযুক্ত। (সূত্রনিপাত) **মেথুনে যুত্ত; মচ্ছিরিযযুত্ত; তেনযুত্ত। বুদ্ধসাসনে যুত্ত**। ৩ সজ্জিত, স্থিরীকৃত, স্থির, সুদৃঢ়, প্রস্তুত, উৎসুক, ইচ্ছুক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সুমপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রকৃতিস্থ, ঠিকঠাক, পরে পরে। (সূত্রনিপাত) **মারযুত্ত**। = **উয্যুত্ত**। ৪ সমর্থ, শক্তিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধীমান, দক্ষ, উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, ন্যায্য, (চলতি) বেশ ভাল, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, পর্যাপ্ত, যথেষ্ট। = **ছন্ন** (৪)। (জাতক) **দস্‌সিতুং। যুত্ত = দস্‌সনীয**। = **অলং**। ৫ উপযুক্ত, উচিত, ঠিক, সঙ্গত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, দক্ষিণ, ডান, প্রকৃত, ন্যায্য, যোগ্য, সত্য, যথার্থ, আসল, ঠিকঠাক, খাড়া, পটু, সুস্থ। ৬ দেয়, উপযুক্ত, পূর্বনির্দিষ্ট। "**যুত্ত**" শব্দ ভবিষ্যৎ কৃদন্ত বিশেষণের সহিত স্পষ্টরূপে নিষ্প্রয়োজন ব্যবহারে : (জাতক) **আসঙ্কিতব্বযুত্ত**। (তুলনীয়) **যুত্তক**। ৭ (ক্লী) সংযোগ, মিলন, দুই জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্য (অর্থাৎ একটি নক্ষত্র কিংবা অন্য নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত চন্দ্রের সান্নিধ্য বা মিলন), যুগপৎ সংঘটন।

যুত্তং এব (বিণ) যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, উপযুক্ত, প্রয়োজনবোধক। ⟹ **অলং** (১)।

যুত্তক (বিণ) উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, উচিত, ঠিক, সঙ্গত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, যোগ্য, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভাল। (ক্লী) যোগ্যতা, উপযুক্ততা, যাহা ঠিক বা উপযুক্ত হয়। (জাতক) **ধম্ম-যুত্তকং কথেতি**—ন্যায্য বা ধর্মীয় কথা বলা। ভবিষ্যৎ কৃদন্ত বিশেষণের সহিত ব্যবহার:— **কাতব্বযুত্তক**—যাহা ঠিক করিতে হইবে (পেতবত্থু অর্থকথা); = **কত্তব্বযুত্ত** (ধর্মপদ অর্থকথা); (ধর্মপদ অর্থকথা) **আপুচ্ছিতব্বযুত্ত**--জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত। ⟹ **যুত্ত** (৬)।

যুত্তকার (বিণ) ঠিকভাবে কাজ করে এমন। = **যুত্তকারিন**।

যুত্তকারিন (বিণ) যথাযথভাবে কাজ করে এমন। = **যুত্তকার**।

যুত্তকারী (বিণ) = **যুত্তকারিন**। ⟹ **যুত্তকারিন**।

যুত্তপটিভাণ (ক্লী) উপযুক্ততা সম্বন্ধীয় বুদ্ধি, যোগ্যতার জ্ঞান।

যুত্তপযুত্ত (বিণ) যুক্তপ্রযুক্ত, ব্যাপৃত, অভিনিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত, দৃঢ় সংকল্প, ব্যগ্র।

যুত্তযোগ—কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্থাৎ ব্যগ্রতা সহকারে উদ্যম বা চেষ্টা। ⟹ **যোগ** (৪)।

যুত্তরূপ (বিণ) যেই ব্যক্তি সমর্থবান, যোগ্য, উপযুক্ত। ⟹ **রূপ** (৩)।

যুত্তবাহ (বিণ) ন্যায্য বলিয়া সমর্থিত, ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত, সঠিক প্রমাণিত।

যুত্ত সেবক (বিণ) কার্যকারকসহ, সকর্মচারী, কর্মচারীর সহিত; (বৈবাহিক কার্যে) বাদক-বাহক ও অন্যান্য কার্যকরী সঙ্গে করিয়া।

যুত্তি (স্ত্রী) "যোগ্যতা, উপযুক্ততা, ন্যায়পরতা, ন্যায়বিচার", অর্থাৎ ১ প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ওপম্ম যুত্তি**। ২ যুক্তি, যোগ্যতা, উপযুক্ততা, ন্যায্যতা। **বাদযুত্তি**। (করণকারকে) **যুত্তিযা**; (মহাবংস) **বচন যুত্তিযা**; (সম্বোধন) **সুত্তিযুত্তিযা**। (অপাদান কারকে) **যুত্তিতো**। ৩ (যৌক্তিক অর্থ) যোগ্যতা, উপযুক্ততা, সঙ্গত ব্যাখ্যা বা অর্থ, উপযুক্ত রচনা বা পদবিন্যাস, অর্থের বা ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা, নেত্তিগ্রন্থে উল্লিখিত ১৬টি "**হারা**"-এর মধ্যে একটি। ৪ কৌশল, চালাকি, ভেলকি, তামাশা, প্রতারণা, বিশেষ রীতি, বিশেষ অভ্যাস, বিশেষ নৈপুণ্য, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, কুলচিহ্ন, পরিচয় চিহ্ন, নকশা, ফিকির।

যুত্তিকত (বিণ) যুক্তিকৃত, একত্রিত, মিলিত, সম্মিলিত, সংযুক্ত, একত্রে আবদ্ধ। (ক্লী) সংযোগ, সম্মেলন, মিল, মিলন, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ, রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, ধাতুর মিশ্রণ, সংকর বা মিশ্রিত ধাতু, খাদ।

যুত্তিতো (ক্রি-বিণ) বিচার অনুসারে, যুক্তিমতে, যুক্তিভাবে, ন্যায়পরভাবে, যুক্তিতে, বিশুদ্ধতা বা উপযুক্ততার যুক্তি দ্বারা, শুদ্ধ বা যোগ্যতার উপায় দ্বারা ("**সুত্ততো**" বা সূত্র অনুসারে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **যুত্তিবসেন** (অর্থের) বিশুদ্ধিতার উপায় দ্বারা ("**অনুস্‌সব**" অনুসারে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে)। ⟹ **যুত্তি** (২)।

যুত্তিবসেন (ক্রি-বিণ) যুক্তি অনুসারে, সম্মিলিতভাবে। ⟹ **যুত্তিতো**।

যুথ (বিণ, ক্লী) যূথ, যুগ্ম, যুগল, জোড়া।

যুদ্ধ (ক্লী) যুদ্ধ, সংগ্রাম, লড়াই, সমর, বিবাদ, প্রকাশ্য বৈরিতা, শত্রুতা, দ্বন্দ্ব। (দীর্ঘনিকায়) **দণ্ডযুদ্ধ**—লাঠি বা অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ। (সম্প্রদান কারকে) **যুদ্ধায**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কিলেসযুদ্ধ**। (মহাবংস) **যুদ্ধত্থং**—যুদ্ধের জন্য; **যুদ্ধায**—যুদ্ধের জন্য; **যুদ্ধায আগত; যুদ্ধং যুজ্জতি; মচ্চু যুদ্ধ**—মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মল্লযুদ্ধ**—মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কুস্তি।

যুদ্ধক (পুং) যোদ্ধা।

যুদ্ধকাল (পুং) যুদ্ধকাল, সংগ্রামের সময়, বিবাদের সময়,

যুদ্ধের সময়।

যুদ্ধগগাহ = যুগগগাহ। ⟹ **যুগগগাহ**।

যুদ্ধট্‌ঠ (বিণ) যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে "**যুদ্ধত্থ**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

যুদ্ধত্থ = **যুদ্ধত্থং**। ⟹ **যুদ্ধত্থং**।

যুদ্ধত্থং (ক্রি-বিণ) [যুদ্ধ+অত্থং] যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধার্থ। ⟹ **যুদ্ধ**।

যুদ্ধত্থায (ক্রি-বিণ) যুদ্ধার্থে, যুদ্ধের জন্য। = **যুদ্ধায**। ⟹ **যুদ্ধত্থং**।

যুদ্ধভূমি (স্ত্রী) যুদ্ধভূমি, সংগ্রামস্থল, বিবাদ স্থান, রণভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র। ⟹ **যুদ্ধমণ্ডল**।

যুদ্ধমণ্ডল (ক্লী) যুদ্ধের জন্য চক্রাকারে আবদ্ধ স্থান, রণভূমি, রঙ্গভূমি, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। (তুলনীয়) **যুদ্ধভূমি**। ⟹ **মণ্ডল** (৪)।

যুদ্ধসোণ্ড (বিণ) যুদ্ধপ্রিয়, যুদ্ধাভিলাষী, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, যুদ্ধাসক্ত। ⟹ **সোণ্ড**।

যুদ্ধায (ক্রি-বিণ) যুদ্ধের জন্য। = **যুদ্ধত্থায**। ⟹ **যুদ্ধ**।

যুধায = **যুদ্ধায**। ⟹ **যুদ্ধায**।

যুধিকা (স্ত্রী) একটি বৃক্ষের নাম বিশেষ। এই শব্দটি জাতক অর্থকথায়, দৃষ্ট হয়, কিন্তু এইটি সন্দেহজনক শব্দ। জাতক সাহিত্যের "যোধি" শব্দের পরিবর্তে ইহা পাঠ হইয়াছে। এই শব্দের বিধিসিদ্ধ পাঠ "**যূথিকা**"। ⟹ **যূথিকা**।

যুব (পুং) যুবক। (কর্তৃকারক একবচনে) **যুব**; (বহুবচনে) **যুবা**।

যুবতি = **যুবতী**। ⟹ **যুবতী**।

যুবতী (বিণ, স্ত্রী) যুবতী, যুবতি, তরুণী, প্রাপ্তযৌবনা, ষোড়শবর্ষ হইতে ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্কা, নবযৌবনা।

যুবন (বিণ, পুং) যুবন, যুবক, যুবা, তরুণ, প্রাপ্তযৌবন, নবযৌবন। (কর্তৃকারক একবচনে) **যুবা**; = **পঠমযোব্বনে ঠিত** (ধর্মপদ অর্থকথা); **যোব্বনেন সমন্নাগত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা); **তরুণ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **যুব**, **যুবিন**, **যোব্বন**।

যুবা (বিণ, পুং) (একবচনে এবং বহুবচনে) যুবা, যুবক, যুবন, তরুণ, ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক।

যুবিন (বিণ, পুং) যুবক। = **যুবন**।

যূথ (পুং, ক্লী) যূথ, পশুপক্ষীর স্বজাতীয় পাল বা সমূহ, মেষপাল, পাখির ঝাঁক, হস্তিযূথ, ঘোড়াসমূহ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **গোযূথ**। (জাতক) **বানরযূথ**। (সূত্রনিপাত) **হত্থিযূথ**।

যূথজেট্‌ঠ (পুং) (হস্তী) দলের প্রধান বা দলপতি। = **যূথপতি**।

যূথপ (পুং) = **যূথপতি**। ⟹ **যূথপতি**।

যূথপতি (পুং) (হস্তী) দলের দলপতি। = **যূথজেট্‌ঠ**।

যূথিকা (স্ত্রী) এক প্রকার মল্লিকা বা মালতী জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ। এই শব্দটি "**যোধি**" শব্দের পরিবর্তে দৃষ্ট হয়। জাতকের অন্যত্র "**যোধিকা**" এবং "**যূথিকা**" শব্দদ্বয় একই অর্থে দৃষ্ট হয়। ⟹ **যোধিকা**।

যূপ (পুং) ১ যূপ, যজ্ঞস্তম্ভ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মযূপ**। ২ রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা। = **পাসাদ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **যূপুস্‌সাপন**।

যূপুস্‌সাপন (ক্লী) (যূপ+উস্‌সাপন) পবিত্র স্তম্ভ নির্মাণ, ধর্মস্তম্ভ স্থাপন। ⟹ **যূপ** (২)।

যূস (পুং, ক্লী) ১ যূষ, ঝোল, মাংস ডাল প্রভৃতির ক্বাথ, সূপ। মধ্যম নিকায়ে চতুর্বিধ যূষ বা সূপের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**মুগ্‌গ যূস**, **কুলত্থযূস**, **কড়াযযূস**, **হরেণুক যূস**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রঞ্‌ঞো সূদো যূসং বা রসং বা করেয্য**। ২ রস (ফলাদি চটকানো রস)। (বিনয়) **অকটযূস**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বদরযূস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সেদযূস**।

যে—যেইসব, যেই সমস্ত, যাহারা, যেই ব্যক্তিরা।

যে কেচি (সর্বনাম) যে কেহ, যেই কোনো ব্যক্তি, যাহা কিছু, যেই সমস্ত, যেই কোনো, ইহাই হউক অথবা উহাই হউক, যেই কিছু, যেই কোনো, একটা না একটা, মোটেই। = **যং কিঞ্চি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যে কেচি আরব্‌ভ**—যাহাকে উপলক্ষ বা লক্ষ্য করিয়া কথা আরম্ভ করা হয়। ⟹ **পরিযাদায**, **অনিযম**। (বিণ) যে কোনো, যাহাই হউক না কেন।

যে তে—যেই কোনো, যেই কেহ। ⟹ **যা তা**, **যং তং**।

যেন (ক্লী, করণকারক) (চলতি কথায়) যেখানে, যথায়, যেইস্থানে, কোথায়, কোন স্থানে। (বিণ) যথা, যেরূপ। (জাতক অর্থকথা) **যেন পানেন**। (পেতবত্থু) **কিং অকত্থ পাপং যেন পিবায লোহিতং**—রক্ত পান করিবার ফলে কি যে পাপ করিলে। (ক্রি-বিণ) এই হেতু, এই কারণে, যেন, যেরূপে, যাহাতে।

যেন কামং ⟹ **ক্রামং** (১)।

যেন তেন (ক্রি-বিণ) যেন তেন, যেমন তেমন, যে কোনো প্রকারে, যেই কোনো উপায়ে, যেখানে... সেখানে অর্থাৎ যেখানে (সে ছিল) সেখানে (সে গিয়াছিল)। (তুলনীয়) **যেন আবসথ-আগারং তেন উপসঙ্কমি** (দীর্ঘনিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যেন বা তেন বা**। (জাতক) **যেন তেন উপাযেন**—যে কোনো উপায়ে। ⟹ **যং তং**।

যেনত্থেন (ক্রি-বিণ) [যেন+অত্থেন] যেই উদ্দেশ্যে, যে কারণে, যেই জন্যে। ⟹ **অত্থ**।

যেন যেন (ক্রি-বিণ) যেই যেই ভাবে, যেই যেই, যেই যেই স্থানে, যেই কোনো স্থানে।

যেন বা তেন বা—এখানে সেখানে, ইতস্তত, যেখানে সেখানে, সর্বত্র। ⟹ **যেন তেন**।

যেনিচ্ছকং [যেন+ইচ্ছকং] যেখানে ইচ্ছা কর, যেমন ইচ্ছা

কর, ইচ্ছামত। = যদিচ্ছকং। ⟹ যেন।

যেভুয্য (বিণ) প্রচুর, সর্বাপেক্ষা অধিক, অধিকতম, বহুল, অনেক, বিস্তর, বহুসংখ্যক। (বি-ভা) **যেভুয্যবসেন** (থেরগাথা অর্থকথা)। (করণ কারকে) **যেভুয্যেন**।

যেভুয্যবসেন (ক্রি-বিণ) অধিক সংখ্যায়, বহুল পরিমাণে, সাধারণত, সচরাচর। (তুলনীয়) **যেভুয্যেন**। ⟹ **যেভুয্য**।

যেভুয্যসিকা (স্ত্রী, এই শব্দটি ক্রিয়া উহ্যরূপে সাধারণত বিশেষণ) সাহিত্যে:—"সংখ্যাগুরু অনুরূপ" অর্থাৎ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের সংখ্যাগুরুর মত বা সম্মতি, "**অধিকরণ-সমথ**" সমূহের মধ্যে একটির নাম অথবা বিবাদ মীমাংসার উপায়। (বিনয়) **অনুজানামি ভিক্খবে অধিকরণং যেভুয্যাসিকায বূপসমেতুং; বিবাদাধিকরণং দ্বীহি সমথেহি সম্মতি:—সম্মুখা-বিনযেন চ যেভুয্যসিকায চ**। বিনয়ে উক্ত বিবাদ মীমাংসার সপ্ত ধারা বা ক্রমের মধ্যে একটির ন্যায় সেই সপ্ত নিয়ম, যথা—**সম্মুখা-বিনয, সতি-বিনয, অমূঢ়-বিনয, পটিঞ্ঞা, যেভুয্যসিকা, তস্স-পাপিয্যসিকা, তীণবত্থারক**। মধ্যম নিকায়ের বিস্তারিত বর্ণনায়:—"যদি ভিক্ষুরা তাহাদের অবস্থান স্থানে বিবাদ মীমাংসা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদিগকে মীমাংসার জন্য সম্ভব স্থানে গমন করিয়া সংখ্যাগুরুরূপে জনমত সংখ্যাগুরু হিসাবে জনমত (ভোট) গ্রহণে মীমাংসা করিতে হয়।

যেভুয্যেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) অধিক পরিমাণে, বহু সংখ্যায়, অনেকভাবে, বহুল রূপে, অধিকরূপে, বিস্তরভাবে; অর্থাৎ ১ প্রায়, প্রায় সমস্ত, অধিকাংশে, সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সব কিছু বিবেচনা করিয়া, অধিক সংখ্যায়, বহুল পরিমাণে, কার্যত, বাস্তবরূপে। = **ভিয্যো** (ক্রি-বিণ)। (দীর্ঘনিকায়) **অদ্দসা দ্বত্তিংস লক্খণানি যেভুয্যেন ঠপেত্বা দ্বে**—বত্রিশটি লক্ষণের মধ্যে দুইটি লক্ষণ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দর্শন করিল। (জাতক) **গামকো যেভুয্যেন অন্ধ-বাল-মনুস্সেহি যেব উস্সন্নো**—গ্রামটি অধিক সংখ্যক অন্ধ-মূর্খ লোক দ্বারা উৎসন্ন হইয়া গেল; **যেভুয্যেন অসীতি মহাথেরা**—একেবারে ৮০ জন মহাস্থবির। ২ যেমন ঘটে বা ঘটিয়া থাকে, সচরাচর, সাধারণত, প্রচলিতভাবে, নিয়মিতভাবে, সাদাসিদেভাবে, সাধারণভাবে, সামান্যরূপে, কখনো কখনো, মাঝে মাঝে, সময়ে সময়ে। (দীর্ঘনিকায়) **সংবট্টমানে লোকে যেভুযেন** ("সাধারণত বা সচরাচর" অর্থে) **সত্তা আভস্সর-সংবট্টনিকা হোন্তি**; দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "অর্ধ রূপাত্মকভাবে, অর্ধ জনপ্রিয়ভাবে, জনসাধারণে প্রচলিতভাবে" অর্থে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—"**যে উপরি ব্রহ্মলোকেসু বা আরুপ্পেসু বা নিব্বত্তন্তি, তদবসেসে সন্ধায বুত্তং**"। (দীর্ঘনিকায়) **যেভুয্যেন দসসু লোকধাতুসু দেবতা সন্নিপাতিতা** ("সাধারণত, সচরাচর" অর্থে)। = **বহুকানি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যেভুয্যেন হিমবন্তমেব গচ্ছন্তি** ("সচরাচর" অর্থে)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পিহিত দ্বারমেব হোতি** ("সচরাচর" অর্থে)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্তরি তত্থ তত্থ বিহরন্তে যেভুয্যেন তায তায অত্থ-উপ্পত্তিযা; তস্সা কেস-সোভং দিস্বা তরুণজনা যেভুয্যেন তত্থ পটিবদ্ধ-চিত্তা অদেসুং** ("অপরিবর্তনীয়ভাবে বা নিয়ত একরূপে" অর্থে)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ন যেভুয্যেন** (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য)। ⟹ **যেভুয্য**।

যেব (ক্রি-বিণ) সত্য বটে, বরং তেমনি, সমানভাবে, যেমন, এমনকি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, প্রায়, বাস্তবিকই, ঠিকরূপে, ঠিক, মাত্র, তাহা ছাড়া, এতদ্ব্যতীত, আরও। (সূত্রনিপাত) **পেক্খতং যেব; বিবেকং যেব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সদ্ধিং যেব**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তস্মি যেব; ইমস্মিং যেব; তুম্হাকং যেব; অপনীতো যেব**। (সূত্রনিপাত) **মনসা যেব**। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধি যেব**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অহোসি যেব**। (জাতক) **বিহারে যেব; পুব্বণহে যেব**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ন কেবলং এতে যেব, অঞ্ঞে পি**—কেবল এইগুলিই নহে অন্যান্য আরও।

যেবাপন (বিণ) (**যে বা পন**; এখানে "যং" এর পরিবর্তে "যে" হইয়াছে) অনুরূপ, পত্র-ব্যবহারকারী, পারস্পরিক, স্ব স্ব, অনন্য, নিজ নিজ, আপন আপন, আপেক্ষিক, বিশেষ বিশেষ, সম্বন্ধীয়, অনুরূপ অংশে, যতদূর সম্ভব উদ্দিগ্ন; (সাহিত্যে) আর যাহা কিছু বা যেই কিছু হউক। অভিধর্ম সাহিত্যে বহুবচনে কিন্তু ইহার অদ্ভুত বর্ণনা দেখা যায়, যেমন—"**যেবাপনা**" এবং "**যেবাপনকা**" (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা, বিভঙ্গ অর্থকথা, বিশুদ্ধিমার্গ ইত্যাদিতে)। কর্তৃকারক বহুবচনে "**যে**" শব্দ দ্বারা একই অর্থের বিশেষ ভাষায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে: (ধর্মসঙ্গণী) **যে বা পন তস্মিং সমযে অঞ্ঞেপিধম্মা**; (তুলনীয় একই ভাবার্থের বর্ণনা:—) **যং যং বা পনারব্ভ**।

যেবাপনক = **যেবাপন**। ⟹ **যেবাপন**।

যেবাপনকা (বহুবচনে) ⟹ **যেবাপন**।

যেবাপনা (বহুবচনে) = **যেবাপনকা**। ⟹ **যেবাপন**।

যে বা পি চ = **বা পি**। ⟹ **বা পি**।

যেহিংসু—যাহাই হউক না কেন, যাহাই হউক। ⟹ **সু** (৩)।

যো (সর্বনাম, পুং) যে, যেই অর্থাৎ যেই ব্যক্তি, যেই কেহ, যে কোনো ব্যক্তি। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **যো**; (মধ্যম নিকায়) যো+অযং = **য্বাযং** যো+অস্স = **য্বাস্স**; জাতকে "**যো**" এর পরিবর্তে "**য**" এর ব্যবহার ও দৃষ্ট হয়; (জাতক অর্থকথা) **যকারো নিপাতমত্তো**;

(বহুবচনে) যে। কর্ম (একবচনে) যং (বহুবচনে) যে। করণ (একবচনে) যেন; (বহুবচনে) যেহি, যেভি। সম্প্রদান (একবচনে) যস্স; (বহুবচনে) যেসং। অপাদান (একবচনে) যস্মা, যম্হা; "যস্মা"-এর ব্যবহার ক্রিয়া বিশেষণে; (বহুবচনে) যেহি, যেভি। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) যস্স; (বহুবচনে) যেসং। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) যেস্মিং, যম্হি (বহুবচনে) যেসু।

যো অঞ্ঞে ⟹ অঞ্ঞং কিঞ্চি।

যোগ (পুং, ক্লী) (সাহিত্যে) "জোয়াল বা জোয়ালে জোতন" অর্থাৎ যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, আসক্তি, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, সঙ্গতি, অর্থসম্পদ, উপায়, পথ, মার্গ, মিলন, ঐক্য, সম্বন্ধ, সদ্ভাব, শকট, বশীকরণোপায়, বিকুম্ভাদি, যুক্তি, ছল, প্রতারণা, ঔষধ, পরিণাম, অপূর্ব অর্থপ্রাপ্তি, লাভ, শুভকাল, নৌকাদি যান, দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ, উপযুক্ততা, নিয়ম; (চরিত্রে:—) প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, কৌশল, কুলচিহ্ন, পরিচয় চিহ্ন, নকশা, ফিকির, যম-নিয়ম-ধ্যান-ধারণা আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, ধর্মবন্ধন, ধ্যান, দেহস্থৈর্য, প্রণিধি। ১ জোয়াল, জোয়ালে জোতা (খুব কমই ব্যবহৃত হয়) অর্থে:—জাতক ষষ্ঠ খণ্ডে উল্লিখিত "যোগ" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "মন্থনদণ্ডের জোয়াল"। ২ সম্বন্ধ, প্রয়োগ, সম্পর্ক, (প্রাকৃতিক) সম্বন্ধ (অর্থাৎ দেহ, জীবন ধারণের সম্পর্ক), সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, সঙ্গ, (চিন্তার) যোগ, দুই জ্যোতিষ্কের বা নক্ষত্রের সান্নিধ্য। **মানুসক যোগ**। (অপাদান কারকে) **যোগতো**। প্রয়োগ অর্থে: (বিশুদ্ধিমার্গ) **যোগ-উপ্পাদ**; (জাতক) **পুব্বযোগ; নক্খত্তযোগ**; (বিনয়) **অড্ঢযোগ**। ৩ (চরিত্রে:—) বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, গ্রন্থি, আসক্তি (সংসারের প্রতি এবং ইহাতে কামনার প্রতি আসক্তি), পুনর্জন্মের সহিত সংলগ্নতা। "যোগ" চতুর্বিধ, যথা—**কামযোগ, ভবযোগ, দিট্ঠিযোগ, অবিজ্জাযোগ**; এই চতুর্বিধ "যোগ" চতুর্বিধ "ওঘ" হইতে অভিন্ন (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পটিসম্ভিদামার্গ) **চতূহি যোগেহি যুত্তো লোকসন্নিবাসো চতু-যোগ-যোজিতো**। ধর্মসঙ্গণীতে "তণ্হা"-এর বর্ণনায় বলা হইয়াছে "ওঘ যোগ"। (থেরীগাথা) **সব্বযোগা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভবযোগযুত্ত আগামী হোতি, কামযোগযুত্ত আগামী হোতি**। **ওঘযোগ**: (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **অবিজ্জা ওঘযোগ**। (দীর্ঘনিকায়) **পাপিম যোগানি**—পাপের বন্ধন অথবা দুষ্ট ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ; **যোগা পমোচেন্তি বহু জনং**। ৪ প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, প্রযত্ন, অধ্যবসায়, মনোনিবেশ, চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, বলপ্রয়োগ, সচেতন, চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, যেই কাজের ভার লওয়া হইয়াছে উহা, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার। = **সম্মপ্পধান**। (সংযুক্ত নিকায়) **যোগং করোতি**—চেষ্টা বা উদ্যম করে, পরিশ্রম করে, প্রতিযোগিতা করে, আড়াআড়ি করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আসবানং খযায যোগ করণীয**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যোগং আপজ্জতি** (ব্যগ্রতার সহিত) চেষ্টা বা উদ্যম প্রদর্শন করে, সক্রিয় বা কার্যকরী হয়। (বিভঙ্গ) **অত্তনা যোগ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মযোগ**। (জাতক) **যুত্তযোগ**। ৫ ধ্যানকরণ, ভাবনাকরণ, চিন্তাকরণ, মনে মনে তোলপাড়করণ, বিবেচনা করণ, সমাবেশ, সমারোহণ, এককেন্দ্রে মিলন, ঘনীভূতকরণ, একাগ্রতা, ধ্যান, উৎসর্গ। = **যোনিসো মনসিকার** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিভঙ্গ) **যোগ-বিহিতেসু কম্মাযতনেসু সিপ্পাযতনেসু**; (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **যোগ বুচ্চতি পঞ্ঞা**। ৬ ঋদ্ধি শক্তি, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, পরিচালক শক্তি, প্রভাব, প্রভুত্ব, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, কৌশল, কুলচিহ্ন, পরিচয়-নির্দশন, নকশা, ফিকির, পরিকল্পনা, মুসাবিদা, মতলব, ফন্দি, মন্ত্রণা, অভিপ্রায়। (জাতক) **যোগ-যোগেন**। পেতবথ্থুতে দেবগণের প্রতি আরোপ করিয়া "মন্ত" শব্দের সহিত ইহাকে যৌগিক করা হইয়াছে, যেমন—**যোগমন্ত**। ৭ সঙ্গতি, অর্থ সম্পদ, উপায়, পথ, যন্ত্র, অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, দলিল, সাধনস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু, রোগ-নিবারক ঔষধ, প্রতিকার। (জাতক) **বমনযোগ**; (জাতক ষষ্ঠ খণ্ড) **একং যোগং কত্বা**; কিন্তু উত্তম পাঠ "**ভেসজ্জং তস্স দত্বা**" ("**বত্বা**" শব্দের পরিবর্তে) এবং "**একং যোগং বত্বা**" ("**দত্বা**" শব্দের পরিবর্তে); এখানে "যোগ" অর্থ "মন্ত্র, যাদুমন্ত্র" গ্রহণ করা হইয়াছে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যেন যোগেন সত্তানং গুণ-বড্ঢি... তেন হিতং উপদহতি**।

যোগং= মানুসক কাযং (⟹ **মানুসক**)।

যোগক্খেম (পুং) চেষ্টা হইতে বিরাম, কার্য হইতে বিশ্রাম, যোগক্ষেম, অলব্ধ বস্তু লাভ এবং লব্ধ বস্তু রক্ষণ; (চরিত্রে এবং পণ্ডিতযোগ্য বিশেষ ব্যাখ্যায়) "দাসত্ব বা বন্দিশালা হইতে শান্তি বা উৎপাত-নিবৃত্তি" অর্থাৎ পূর্ণ শান্তি অথবা চূড়ান্ত নির্বিঘ্নতা, সর্বপ্রকার আসক্তিতে নিবৃত্তি অথবা আসক্তি হইতে মুক্তি। ইহা নির্বাণের গুণবাচক সংজ্ঞা-বিশেষ। দিব্যাবদান গ্রন্থের বৌদ্ধসংস্কৃতেও একই অর্থে "যোগক্ষেম" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (মধ্যম নিকায়) **যোগক্খেম কাম; যোগক্খেম অনুত্তর**। (সংযুক্ত নিকায়) **যোগক্খেম অধিবাহন; যোগক্খেমতো ধংসতি = যোগক্খেমা পধংসতি**

(বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অভব্বো যোগক্খেমস্স অধিগমায**। (বিভঙ্গ) **কুলানি যোগক্খেম-কামানি= চতূহি যোগেহি খেমং নিব্ভযং ইচ্ছন্তি** (বিভঙ্গ অর্থকথা)।

যোগক্খেমিন (বিণ, পুং) বিরাম বা বিশ্রাম চায় এমন, শান্তি অন্বেষী, মুক্তিকামী, মুক্ত, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত অর্থাৎ অর্হত। (সংযুক্ত নিকায়) **অচ্চন্ত যোগক্খেমিন**। **পত্তযোগক্খেমিন**। = **সব্বযোগ-বিসংযুত্ত**।

যোগগুত্ত (বিণ) = **যোগযুত্ত**। ⟹ **যোগযুত্ত**।

যোগঞ্ঞূ (বিণ) (সৎ) উপায় জ্ঞাত, (প্রকৃত বা যথার্থ) পথ জ্ঞানে এমন।

যোগতো—সম্পর্ক হইতে, সঙ্গ দ্বারা, সম্মেলন দ্বারা, মেলামেশা দ্বারা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বাল্যযোগতো; সম্মপ্পধান যোগতো**। ⟹ **যোগ** (২, ৩)।

যোগনিষ (বিণ) = **যোগনীষ**। ⟹ **যোগনীষ**।

যোগনীষ (বিণ) প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, চেষ্টাকৃত, চেষ্টিত, বন্ধন বা দাসত্ব স্বরূপ কার্যকরী, শৃঙ্খলিত। (তুলনীয়) **ওঘনিষ**।

যোগবহুল (বিণ) চেষ্টা বহুল, কঠোর পরিশ্রমী।

যোগমন্ত—যোগমন্ত্র, দেবারাধনা, ধ্যানমন্ত্র, যাদুমন্ত্র, যোগ সম্বন্ধীয় মন্ত্র। ⟹ **যোগ** (৬)।

যোগযুত্ত (বিণ) যোগযুক্ত, আসক্তি সমূহে আবদ্ধ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যোগযুত্ত মারস্স**—মারের বন্ধনে আবদ্ধ।

যোগ যোগেন—যোগাযোগ দ্বারা, কাজের পালা ইত্যাদির অভ্যাস দ্বারা, সেই সেই প্রভাব পরিচালনা দ্বারা, সেইরূপ মন্ত্র শক্তি দ্বারা। = **তায তায যুত্তিযা** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **যোগ** (৬)।

যোগবিভাগ—সম্বন্ধ বিভাগ। ⟹ **যোগ** (২)।

যোগাতিগ (বিণ) "জোয়াল জয়কারী" অর্থাৎ যেই ব্যক্তি পুনঃপুন জন্মের বন্ধনকে জয় বা ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি পুনর্বার দেহ ধারণের অথবা জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, জন্মমুক্ত। **যোগাতিগ মুনি**।

যোগাতিগ মুনি—যেই মুনি বা ধ্যানী পুরুষ পুনর্বার জন্মগ্রহণের হেতু ক্ষয় বা ধ্বংস করিয়াছেন, মুক্ত পুরুষ। ⟹ **যোগাতিগ**।

যোগাতিগামিন (বিণ) = যোগাতিগ। ⟹ **যোগাতিগ**। = **সব্ব যোগ-বিসংযুত্ত**।

যোগাবচর (পুং) [যোগ + অবচর] "যিনি চেষ্টায় বা পরমার্থিক (ধ্যান) চর্চায় রত আছেন, যেই ব্যক্তি যোগ বা ধ্যান অভ্যাস করে, উৎসুক বা অধ্যাবসায়ী শিক্ষার্থী। অভিধর্ম সাহিত্যে এই বিষয়টি অদ্ভুত রকমের। (জাতক) **সংসার সাগরং তরন্তো যোগবচর**। বিশুদ্ধিমার্গে "শিকারীরূপে, ভিক্ষার্থী ভিক্ষুরূপে এবং ঋদ্ধি-শিক্ষারূপে" ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পধানং পদহন্তো যোগবচর; যোগাবচর ভিক্খু**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **আধিকম্মিক যোগাবচর; যোগাবচরকুলপুত্ত**। বিভঙ্গ অর্থকথায় "ভিক্ষার্থে বিচরণশীল ভিক্ষুরূপে, ব্যাধরূপে, শিকারীরূপে" ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। (বিণ) যোগে অর্থাৎ ধ্যানে বিচরণশীল, ধ্যানে অবস্থানকারী, সমাধিযুক্ত, যোগী, ধ্যানী, যোগাচারী।

যোগিজন (পুং) যোগিজন, ধ্যানী পুরুষ, যোগ সাধানাকারী ব্যক্তি। ⟹ **যোগিন** (২)।

যোগিন (বিণ, পুং) ১ আত্মনিয়োগকারী, (উপায় অবলম্বনে), কার্যকারী, আচরণকারী, প্রয়োগকারী, ব্যবহারকারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হত্থযোগিন**—হস্ত প্রয়োগকারী; **পত্তযোগিন**—পাত্র ব্যবহারকারী। ২ যেই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, যোগী, যোগসাধনকারী, ধ্যানী, উৎসুক শিক্ষার্থী, যে ব্যক্তি (ধ্যানে) উদ্যম প্রদর্শন করে, দার্শনিক, জ্ঞানী। এই শব্দটি মুনিগণের গুণবাচক শব্দ। (থেরগাথা) **পুব্বকে যোগী**—পূর্ব পূর্ব যোগী ঋষিগণ; **যোগিজন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যোগাবচর যোগিন**। = **যোগী**।

যোগী (বিণ, পুং) যোগী, তাপস, তপস্বী, যোগসাধনাকারী, ধ্যানী, সন্ন্যাসী, যোগনিষ্ঠ, উপাসক। = **যোগিন, যোগাবচর**।

যোগ্গ (ক্লী) ১ "যাহা জোতা যায়" অর্থাৎ ক চারি চাকার গাড়ি, রেলের কামরা, চক্রযুক্ত যান, যান-শকট-গাড়ি প্রভৃতি, রেলের মালগাড়ি (সাধারণত যাহা বড় ও আবরণযুক্ত গাড়ি এবং বৃষভ দ্বারা টানিতে হয় উহাকেই বলা হয়)। (জাতক) **পটিচ্ছন্ন যোগ্গ; মহাযোগ্গ**। খ গাড়ি টানা বৃষভ বা বলদ; = **রথ-যুগ-বাহন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **যোগ্গানি মুঞ্চতি**—শকট হইতে বৃষভ বা বলদগুলিকে ছাড়িয়া দেয় বা ভারমুক্ত করিয়া দেয়। ২ পরিকল্পনা, উদ্ভাবিত বা পরিকল্পিত বিষয়, কৌশল উপায়, আবিষ্কার, মতলব। (জাতক) **যোগ্গং করোতি** (অর্থ হইয়া থাকে) "শিক্ষা, অভ্যাস বা সাধন করে" (এখানে "যোগ্গা" শব্দ দ্রষ্টব্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গহণযোগ্গ**। (বিণ) উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, যোগ্য, উপযুক্ত, উচিত, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভাল, পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী করা হইয়াছে এরূপ, খাপ খাওয়ানো হইয়াছে এরূপ, দুইয়ের মধ্যে এক, অন্যতর, প্রত্যেক। = **যোগ্য** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভোজনযোগ্গ; কম্ম-বিপাকানুভবন যোগ্গ; গমনযোগ্গ; অনুভবনযোগ্গ**।

যোগ্গং অকাসি—উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়াছিলাম, যোগ্যানুরূপে শিক্ষা দিয়াছিলাম বা অভ্যাস করাইয়াছিলাম। ⟹ **যোগ্গ** (২)।

যোগ্গপথ—যোগ্যপথ, উপযুক্ত উপায় বা কৌশল।

যোগ্গা (স্ত্রী) শিক্ষা, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির পেশা। = **যোগ্গ** (২) (জাতক) **যোগ্গং করোতি**—সাধন বা অভ্যাস করে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লক্খযোগ্গং করোতি**—লক্ষ্যভেদের (বা শরত্যাগে লক্ষ্যভেদের) অভ্যাস করা।

যোগ্গাচরিয (পুং) (ঘোড়ার) সহিস, বর, রাজসরকারের কর্মচারীর উপাধি, শিক্ষাদাতা, শিক্ষক, রেসের ঘোড়া বা ব্যায়ামবীরদের যেই ব্যক্তি শিক্ষা দেয়।

যোগ্য (বিণ) যোগ্য, উপযুক্ত, সমর্থ, প্রবীণ, নিপুণ, পবিত্র, প্রত্যক্ষ, যোগার্হ। = **যোগ্গ** (বিণ)।

যো চ—কিন্তু কোনো ব্যক্তি, কিন্তু যেই ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি। ⟹ **চ** (২খ)।

যোজক (বিণ) যোজক, সংযোগকারক, মেলক, যেই ব্যক্তি সংযোগ করে অথবা যুক্ত করে, যেই ব্যক্তি জোয়ালে জোতে, সুরকার।

যোজন (ক্লী) ১ শকটের (গরুর গাড়ির) জোয়াল অথবা একটি জুয়ালে বাঁধা একজোড়া ষাঁড়, যোজন, একত্রকরণ, যোগকরণ, সংঘটন, যোয়ালে জোতন। = **রথ-যুগ**। ২ যোজন, একযোজন, দৈর্ঘ্যের পরিমাণ, এক জোড়া ষাঁড় যতদূর পর্যন্ত শকট টানিয়া নিতে পারে, সাত মাইল দূরত্ব। = ৪ **গাবুত** (ধর্মপদ অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)। ধর্মপদ অর্থকথায় অন্যত্র কমাইয়া বলা হইয়াছে,—"**যোজন-তিগাবুত উসভ**। (জাতক) **যোজন যোজন বিত্থতা**—প্রত্যেকটি সমচতুষ্কোণ বিস্তৃত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অড্ঢযোজন**—অর্ধযোজন (পথ বা দূরত্ব)। (তুলনীয়) **যোজনিক**।

যোজন সতিক (বিণ) একশত যোজন বিস্তৃত। ⟹ **সতিক**।

যোজনা (স্ত্রী) যোজনা, একত্রীকরণ, মেলন, সংঘটন, নির্মাণ, রচনা, অর্থ, ব্যাখ্যা, পদবিন্যাস, অঙ্কশাস্ত্রে চিত্রাঙ্কন প্রণালী, অট্টালিকা, ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা এবং ব্যাখ্যা, বিশদ ব্যাখ্যা, অনুবাদ, মর্ম, অভিপ্রায়, সংকল্প, প্রস্তাবণ, প্রস্তাবকরণ, পরিকল্পনা, প্রস্তাবিত বিষয়, (বিবাহের) প্রস্তাব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্থযোজনা**।

যোজনিক (বিণ) বিস্তৃতিতে যোজন পরিমিত, যোজনিক, এক যোজন পরিমিত। (জাতক) **যোজনিক বিহার**। (দীপবংস) **যোজনিক আরাম**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **যোজন মণিপল্লঙ্ক**।

যোজাপেতি (ক্রি) শকটে বা জোয়ালে জোতাইয়া দেওয়া, যোজনা করানো, আবদ্ধ করানো, সংযোজিত করানো। (দীর্ঘনিকায়) **যানানি যোজাপেতি** (ঘোড়ার) সাজসজ্জা দিয়া গাড়িতে জোতাইয়া দেওয়া। (জাতক) **দ্বারং যোজাপেতি**—দ্বার আবদ্ধ করানো। (মহাবংস) **রথে যোজাপেতি** (ঘোড়ার) সাজসজ্জা দিয়া রথে বা গাড়িতে যোজনা করায়। ⟹ **যোজেতি**।

যোজিত (বিণ) যোজিত, মেলিত, একত্রীকৃত, নিয়মিত, রচিত, সংযুক্ত, জোয়ালে বন্ধনকৃত, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বাধিত, বাধ্য, সংযত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **যোত্তেহি যোজিত**। ⟹ যোজেতি।

যোজিতক (বিণ) যোজনাকৃত, মিশ্রিত, সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত।

যোজিযতি (ক্রি) যোজিত হওয়া, জোয়ালে যোজিত হওয়া, (ঘোড়ায়) সাজসজ্জা দিয়া গাড়িতে বা রথে যোজিত হওয়া বা সংযুক্ত হওয়া। ⟹ **যোজেতি**।

যোজেতি (ক্রি) [√যুজ+এ] ১ জোয়ালে যোজিত করা, জোয়ালে বন্ধন করা, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, সংযুক্ত করা বা হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলা, বন্ধন করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, সংযোজনা করা, যোজনা করা, সমান ফল করা, অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা, অশ্বের সজ্জা দেওয়া, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা। (পেতবত্থু) **বাহন যোজেতি**—গাড়ি টানিবার ষাঁড়কে গাড়িতে যোজনা করা অথবা জোয়ালে বন্ধন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সিন্ধবে যোজেতি**—সৈন্ধব ঘোড়াকে গাড়িতে বন্ধন করে অথবা রথে যোজনা করে। (অতীত) **যোজযি** ("**যোজাপযি**" শব্দের পরিবর্তে)। ২ সজ্জিত করা, জোগাইয়া দেওয়া, একত্র করা, সংযুক্ত করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঘনিষ্ঠ করা বা হওয়া, সংযোগ করা, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া, মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন করা, দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা। (জাতক) **সুরং যোজেতি**। (মহাবংস) **অম্বং বিসেন যোজেতি**—আমে বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছে অথবা আমাকে বিষাক্ত করা হইয়াছে; **বিসং ফলেসু যোজেতি**—ফলগুলিতে বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছে। ৩ প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা বা হওয়া, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, প্রস্তুত করিয়া রাখা, জোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, ক্রমানুয়ে সজ্জিত করা, শৃঙ্খলা করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, যোগ্য করা, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, ঠিক করা বা হওয়া, দৃঢ় করা বা হওয়া, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম স্থির করা, তারিখ নির্দিষ্ট করা, স্থায়ীভাবে থাকা, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া। (মহাবংস) **পাদে উপানাহি যোজতি**—চটিজুতা দুইখানা পায়ে ঠিক হয়। (জাতক) **দ্বারং যোজেতি**—ঠিকভাবে দরজা সংলগ্ন করে, ঠিকভাবে দরজা আবদ্ধ করে। (তুলনীয়) **যোজাপেতি**। ৪ অঙ্গীকার বা চুক্তি দ্বারা

আবদ্ধ করা, নিযুক্ত করা, যুদ্ধ করা আকর্ষণ করা, বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করা, ব্যস্ত থাকা, নিযুক্ত থাকা, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, চাপা, সামনে অগ্রসর হওয়া, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, তাগিদ করা বা দেওয়া, কার্যের ভার দেওয়া, নিয়োগ করা, যুদ্ধার্থে জাহাজ সজ্জিত করা, উপদেশ-ছলে তিরস্কার করা, সতর্ক করা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া। (মহাবংসে) **মনুস্সে যোজেতি; বিহারাং নাসেতুং যোজেতি**—বিহার ধ্বংসে করিবার জন্য উত্তেজিত হওয়া। ৫ নির্মাণ করা, গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, রচনা করা, সংকলন করা, ব্যাখ্যা করা, অনুবাদ করা, অর্থ গ্রহণ করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া। (অতীত) **যোজেসি**। (অ-বিণ) **যোজিত**। (ব-বিণ) **যোজেন্ত**। (ভ-বিণ) **যোজেতব্ব**। (ক্রি-বি) **যোজেত্বা, যোজিয**। (কর্মবাচ্যে) **যোজিযতি**। (করণে) **যোজাপেতি**।

যোজ্ঝা = **যুজ্ঝ**। ⟹ **যুজ্ঝা**।

যোত্ত (ক্লী) যোত্র, লাঙ্গল ইত্যাদি টানিবার জন্য নিয়োজিত বৃষভাদির স্কন্ধোপরি সংলগ্ন কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ, জোয়াল, যুগাদি বন্ধন রজ্জু, যোত দড়ি, সম্পত্তি, লাঙ্গলের অথবা গাড়ির জোয়ালে স যোজিত ষাঁড়-যুগল বন্ধনের দড়ি, পাকানো, পাক দেওয়া, জড়ানো। (জাতক) **চম্মযোত্ত; চম্মযোত্ত বরত্ত; ধুরযোত্ত**।

যোত্তক (ক্লী) গ্রন্থি, বন্ধনী, রজ্জু, দড়ি, রশি, কাছি, অশ্ববন্ধনার্থ রজ্জু, ফাঁসদড়ি, বন্ধন, শৃঙ্খল, গলাবন্ধ, শার্ট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভিন্নবর্ণের বস্ত্রাংশ, জোড়া, রেখা, ফিতা।

যোথিক—যূথিকা ফুল।

যোদ্ধী (বিণ) যোদ্ধ, যেই ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে।

যোধ (পুং) যোদ্ধা, যোদ্ধপুরুষ, সৈন্য, সৈনিক, পুরুষ, মল্ল, মল্লযোদ্ধা, মুষ্টিযোদ্ধা, বীরপুরুষ, রক্ষক, সর্বজয়ী মল্ল। (বিনয়) **যোধা যুদ্ধাভিনন্দিনো ... পব্বজ্জং যাচিংসু**। (অব্যয়) [যো+ইধ] এখানে যে, যেই ব্যক্তি এখানে।

যোধহত্থিন—যুদ্ধের হস্তী, যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তী।

যোধাজীব (পুং) [যোধ+আজীব] যোদ্ধা, যেই ব্যক্তি যুদ্ধের সৈন্য হইয়া জীবনধারণ করে, সৈনিক পুরুষ, যেই ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণের উপায় করে। যেই ব্যক্তি সৈনিকের কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করে।

যোধি (স্ত্রী) = **যুধিকা**। ⟹ **যুধিকা**।

যোধিকা (স্ত্রী) বিশেষ প্রকারের মল্লিকা কিংবা মালতী জাতীয় ফুলের গাছ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **থলজ যোধিকা**—স্থলজ মল্লিকা বা মালতী ফুল এবং সেই ফুলের গাছ।

যোধিকাদিক—মল্লিকা-মালতী-যূথিকা ইত্যাদি ফুলের ছোট ছোট গাছ। = **থলজ**। ⟹ **যোধিকা**।

যোধিন (পুং) যোদ্ধা, সৈন্য, যোদ্ধপুরুষ। = **যোধ**। (দীর্ঘনিকায়) **চম্মযোধিন**।

যোধিতি (ক্রি) [√যুধ+এ] যুদ্ধ করা, যুদ্ধ চালানো, লড়াই করা, শত্রুতা করা, আক্রমণ করা, বিরুদ্ধে সমালোচনা করা। (ধর্মপদ) **যোধেথ = পহরেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **যোধেসি**। (অ-বিণ) **যোধিত**। (ক্রি-বি) **যোধেত্বা**।

যোনি (স্ত্রী) ১ মাতৃকুক্ষি, গর্ভ, গর্ভাশয়, পেট, জরায়ু, গহ্বর। ২ যোনি, স্ত্রীত্বের চিহ্ন-বিশেষ, কারণ, উৎপত্তি স্থান, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, মূল, ব্যুৎপত্তি, গোড়াপত্তন, জন্ম, জন্মের পথ, জন্মস্থান, অস্তিত্বের দেশ বা রাজ্য, সৃষ্টি, জড় জগৎ, বিশ্ব, প্রকৃতি, প্রকার, ভাব, স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম, সত্যের সঙ্গে উপযোগিতা, নগ্নতা, যেই সকল পদার্থে খনিজ বস্তু নিহিত থাকে, জরায়ু, গর্ভ। যোনি বা জন্ম হওয়ার পথ অথবা প্রাণিগণের জন্মের প্রকারভেদ চতুর্বিধ, যথা—**অণ্ডজ** (অণ্ডজ অর্থাৎ ডিম হইতে উৎপন্ন বা জন্ম হয় এরূপ), **জলাবুজ** (ডিমের পরিবর্তে জরায়ু হইতে শাবক প্রসূত বা উৎপন্ন হয় এরূপ), **সংসেদজ** (ঘর্ম বা আর্দ্রস্থান হইতে অথবা ময়লার স্থান হইতে উৎপন্ন হয় এরূপ), **ওপপাতিক** (মাতাপিতা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয় এরূপ)। (যৌগিকে) **তিরচ্ছানযোনি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **নাগযোনি; যোনি উপপরিক্খিতব্ব = কিং জাতিকা** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মযোনি**। ৩ সম্পূর্ণতা, নিঃশেষতা, (অভিজ্ঞতা লব্ধ) জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বিষয়, জ্ঞাতব্য বিষয়, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান।

যোনিজ (বিণ) যোনিজ, গর্ভজাত, গর্ভ হইতে উৎপন্ন, গর্ভ হইতে জন্ম হইয়াছে এমন।

যোনিপমুখ (বিণ) "যোনি প্রধান" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতিতে জন্ম হইয়াছে এমন, শ্রেষ্ঠ যোনিজ, শ্রেষ্ঠ জাতিতে উৎপন্ন।

যোনিসো (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) "আদিকারণ বা মূলভিত্তির দিকে" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে, সম্যক্‌ভাবে, মনোযোগ সহকারে, জ্ঞানের সহিত, জ্ঞানপূর্ণভাবে, বিচক্ষণভাবে, নিপুণভাবে, সুবিবেচিতরূপে, বিজ্ঞভাবে, জ্ঞানীরূপে, ঠিকভাবে, নিয়মিতভাবে, নিয়মানুসারে, প্রণালীক্রমে, ধারাবাহিকভাবে, সুবিজ্ঞের ন্যায়, সুদূরদর্শীভাবে। **আরদ্ধ আসবানং খযায যোনিসো**। (বি-ভা) **যোনিসো মনসিকার**।

যোনিসো মনসিকার (পুং) "কোনো অভিপ্রায়ে অথবা সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দৃঢ় বা সংলগ্ন করণ" উচিত বিচার, সঙ্গত কারণ, উপযুক্ত সম্মান, সঙ্গত অভিনিবেশ,

ঠিক কর্ণপাত বা যত্ন, (কাহারও) চিন্তা ধারায় সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা অবস্থা, ধ্যান বা ভাবনায় পূর্ণাঙ্গ ধারা বা পদ্ধতি। (বিপ) **অযোনিসো মনসিকার।** ⟹ **মনসিকার, যোনিসো।**

যোপবাস ⟹ **উপবাস।**

যোব্বঞঞ (ক্লী) = **যোব্বন।** ⟹ **যোব্বন।**

যোব্বন (ক্লী) যৌবন, তারুণ্য, তরুণ অবস্থা, ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়স, যৌবনকাল, যুবা, যুবক।

যোব্বনমদ (পুং) যৌবনের অহঙ্কার, যৌবনত্বের গর্ব, যৌবনমদে প্রমত্ত। ⟹ **মদ** (২)।

যো বা সো বা—যে সে, কেহ, অন্য কেহ, যে কেহ, যে কোনো। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ন যো বা সো বা যক্‌খো**—যে সে যক্ষ নহে, যে কোনো সাধারণ যক্ষ নহে।

যো সো (ক্লী) যে কোনো। (মধ্যম নিকায়) **যো সো পুরিসো পথমং রুক্‌খ আরূঢো সচে সো খিপ্পমেব ওরোহেয্য**—যে ব্যক্তি প্রথমে বৃক্ষে আরোহণ করে যদি সে দ্রুত অবতরণ করে।

য্বাযং (ক্লী) [যো+অযং] এই, এই যে, যাহা। = **ইদং।** (মধ্যম নিকায়) **য্বাযং বদো বেদেয্যো তত্র তত্র ... বিপাকং পটিসংবেদেতি।** **নিব্বাপেন্তি মোহ'গ্গিং পঞঞায যা'যং নিব্বেধ-গামিনী**—এই নির্বেধগামী প্রজ্ঞা দ্বারা মোহজনক অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া থাকে। (বিনয়) **যে'মে অন্তরাযিকা ধম্মা বুত্তা ... তে পটিসেবতো নালং অন্তরাযায**—এই যে অন্তরায়কর ধর্মসমূহ বলা হইল ... ঐ গুলি আচরিত হইলে আর কোনো অন্তরায় থাকে না। (থেরগাথা) **পঙ্কো'তি হি নং অবেদযুং যাযং** [য+অযং] **বন্দন পূজনা।** (ধর্মপদ) **অপ্পমত্তো অযং গন্ধো য্বাযং**[যো+অযং] **তগর-চন্দনী।** (মধ্যম নিকায়) **যং ইদং কম্মং..তং।** ⟹ **যো।**

র

র—অবর্গ ব্যঞ্জন মূর্ধাজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে মূর্ধাজ বর্ণ বলে। এই বর্ণটি **"য"**–এর মত দুই শব্দের মধ্যস্থলে আগম হইয়া শব্দ দুইটিকে সন্ধিযুক্ত করে, যেমন—(জাতক) পুন+আগত =**পুনরাগত;** এখানে **"পুন-আগত"**, র-কারে **সন্ধিবসেন বুত্তো** (জাতক অর্থকথা)। (সেইরূপ: (সূত্রনিপাত) বুত্তি+এসা=**বুত্তিরেসা;** থম্ভো+ইব= **থম্ভোরিব;** (ধর্মপদ) আরগ্গে+ইব=**আরগ্গেরিব;** অতি+ইব= **অতিরিব;** সরদ+ইব= **সরদরিব;** হংস + ইব = **হংসরিব;** (বিমানবত্থু) বজির+আবুধো+ ইব= **বজিরাবুধোরিব;** (পেতবত্থু) পুন+এব= **পুনরেব;** (পেতবত্থু অর্থকথা) সু+অভিগন্ধ=**সুরভিগন্ধ।** (বি-ভা) ধির + অত্থু = **"ধিরত্থু"** অথবা **"ধীরত্থু"** (সূত্রনিপাত)।

রংসি (স্ত্রী) ১ লাগাম, বল্গা, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিপত্তি, বাধা। একই অর্থে **"রস্মি"**শব্দের প্রয়োগও মধ্যম নিকায়ে, ধর্মপদে ও জাতকে দৃষ্ট হয়। ২ রশ্মি, কিরণ, জ্যোতি, আলোক রেখা, স্নানালোক, ঈষৎ আভাস। সূত্রনিপাতে প্রায় **"রংসি"** এবং **"রস্মি"** শব্দদ্বয় কবিতায় বা গাথায় ব্যবহার দৃষ্ট হয় (**"বীতরংসি?"** সম্ভবত **"পীতরংসি?"** (বহুবচনে) **রংসী** (বিমানবত্থু) = **রংসিযো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **সহস্স রংসী**—সহস্র সহস্র রশ্মি বা কিরণ আছে এরূপ ; = **সুরিয**—সূর্য (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (যৌগিকে) **রংসিজাল** (জাতক)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রংসি সম্মুজ্জল**—সমুজ্জ্বল রশ্মি বা কিরণ। = **রশ্মি** (২)।

রংসিক (বিন) জ্যোতির্ময়, কিরণ বা রশ্মি আছে এরূপ, কিরণ বিকাশকারী, সমুজ্জ্বল, কিরণযুক্ত, প্রভাযুক্ত, উজ্জ্বল, আনন্দোজ্জ্বল, আনন্দব্যঞ্জক। (বিমানবত্থু) **সহস্স রংসিক**—সহস্র সহস্র কিরণযুক্ত; = **সুরিযমণ্ডল বিয** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

রংসিজাল (ক্লী) রশ্মিজাল, কিরণজাল, রশ্মির বর্ণদীপ্তি বা উজ্জ্বলতা, জালতুল্য কিরণসমূহ। ⟹ **জাল** (২), **রংসি** (২)।

রংসিমন্ত (বিণ) = **রংসিক**। ⟹ **রংসিক**।

রংসিমা (পুং) সূর্য। = **সুরিয়**।

রক্খ (বিণ) রক্ষা করা হয় এরূপ, যত্ন নেওয়া হয় এরূপ, সতর্কিত হয় এরূপ, রক্ষিত হয় এরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মরক্খ**—পবিত্রতা বা সদাচার দ্বারা রক্ষিত।

রক্খক (বিণ) ১ রক্ষক, রক্ষাকারী, পালনকারী, ত্রাণকারী, যত্নকারী, প্রহরী, পাহারাদার। ২ মনোযোগী, পর্যবেক্ষণকারী, রক্ষাকারী, পালনকারী। (জাতক) **সীলরক্খক**। (পুং) **ক** রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা। **খ** কৃষক। **গ** প্রহরী, শাস্ত্রী, সৈনিক প্রহরী।

রক্খতি (ক্রি) [√রক্খ+অ] ১ রক্ষা করা, রাখা, পালন করা, আশ্রয় দেওয়া, গোপন করা, আশ্রয় গ্রহণ করা, বাঁচানো, উদ্ধার করা, মুক্তকরা, ত্রাণ করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, মিতব্যয়ী হওয়া, আচার বা মোরব্বা প্রস্তুত করা, সংরক্ষণ করা। (জাতক) **মংরক্খেয্যাথ**। = **পালেতি**। (পেতবত্থু) **ধনংরক্খতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রুক্খং রক্খতি; অত্তানং রক্খেয্য**—নিজেকে রক্ষা কর। (ব-বিণ) **রক্খিয**—রক্ষিত হয় এরূপ। (কর্মবাচ্য) **রক্খিযমান**। ২ অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, অবধান করা, মনোযোগ দেওয়া, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা, যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, পাহারা দেওয়া, চৌকি দেওয়া, সাবধান হওয়া, তত্ত্বাবধান করা; ("**চিত্ত**" বা মন-সম্বন্ধে) দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা; ("**সীল**" বা শীল অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে) পালন করা, রক্ষা করা। **সীলং রক্খতি**—শীল রক্ষা করে বা পালন করে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চিত্তরক্খ**= **চিত্তদম; আচারং রক্খতি**—আচার বা নিয়ম রক্ষা করে। (জাতক) **বাচং রক্খতি**—বাক্য বা কথা রক্ষা করে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সীলংরক্খি**—শীল পালন করিয়াছিল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সীলং রক্খথ, উপোসথং করোথ**। ৩ গোপন রাখা, রাখিয়া দেওয়া, রক্ষা করা অথবা সরাইয়া রাখা। (সূত্রনিপাত) **মনো-পদোসং রক্খেয্য**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বচীদুচ্চরিতং রক্খেয্য**। ⟹ **পরিপালেতি, পরিরক্খতি**। (অতীত) **রক্খি**। (অ-বিণ) **রক্খিত**। (ব-বিণ) **রক্খন্ত**। (ভ-বিণ) **রক্খিতব্ব**। (ক্রি-বিণ) **রক্খিত্বা**।

রক্খন (ক্লী) ১ রক্ষণ, রক্ষা, যত্ন, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত, পালন, আশ্রয়, রক্ষাকরণ, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষার ব্যবস্থা, প্রহরী, সতর্কতা, আঘাত ইত্যাদি হইতে রক্ষাব্যবস্থা। (মহাবংস) **রহস্স রক্খনত্থায**—রহস্য গোপন করিবার জন্য, গুপ্তবিষয় রক্ষার জন্য। ২ ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, রক্ষাকরণ, পালনকরণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উপোসথ সীল রক্খন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সীল-রক্খন; উপোসথ রক্খন**।

রক্খনক (বিণ) পালনকারী, রক্ষক, রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি রক্ষা করে বা পালন করে। (জাতক) **পঞ্চসীল রক্খনক**।

রক্খস (পুং) রাক্ষস, নিশাচর, যক্ষ, অনিষ্টকারী দৈত্য। (সূত্রনিপাত) **অসুর-রক্খস**। (জাতক) **দকরক্খস** = **উদক-রক্খস**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রক্খস পরিগ্গহিত পোক্খরণী**—রাক্ষস বা যক্ষের অধিকৃত পুষ্করিণী; **উদক-রক্খস**।

রক্খসী (স্ত্রী) রাক্ষসী, যক্ষিণী। (জাতক) **রক্খসী পজা**—রাক্ষসী বা যক্ষিণী জাতীয় স্ত্রীলোক বা সত্ত্বা। (মহাবংস) **রুদ্দরক্খসী**।

রক্খা (স্ত্রী) রক্ষা, আশ্রয়, শরণ, ত্রাণ, রক্ষাস্থান, আশ্রয়স্থান, নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, পালন, রক্ষণ, রক্ষাকারী, ব্যক্তি, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষাব্যবস্থা, যত্ন, সতর্কতা, উদ্বেগ, তত্ত্বাবধান, চিন্তার বিষয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রক্খাপরিত্তা**। (জাতক) **বহূহি রক্খাহি রক্খিযমান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রক্খং সংবিদহতি**। (যৌগিকে) **রক্খাআবরণ** (বিনয়)। তুলনীয় **গোরক্খা**। জাতকে "**রুক্খা**" শব্দের পরিবর্তে "**রক্খা**" শব্দ ভুল পাঠ হইয়াছে।

রক্খাবরণ (ক্লী) [রক্খা+আবরণ] রক্ষাবরণ, আশ্রয় এবং প্রতিরোধ, আশ্রয় স্থান এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা। (বিনয়) **রক্খাবরণ গুত্তি**। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মিকং রক্খাবরণগুত্তি সংবিদহেয্যাম**। ⟹ **রক্খা**।

রক্খিকা (স্ত্রী) রক্ষিকা, রক্ষাকারিণী স্ত্রীলোক, যত্নকারিণী স্ত্রীলোক। (বিণ) পালনকারিণী, যত্নকারিণী, রক্ষাকারিণী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রক্খিকা দাসী**।

রক্খিত (বিণ) রক্ষিত, পালিত, পরিত্রাত, সতর্কিত, অবহিত, সংরক্ষিত, বাঁচানো হইয়াছে এরূপ, উদ্ধারকৃত, ত্রাণ করা হইয়াছে এরূপ, মুক্ত করা হইয়াছে এরূপ, সঞ্চিত। (সংযুক্ত নিকায়) **রক্খিতেন কাযেন, রক্খিতায বাচায** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তংরক্খিত**। (সূত্রনিপাত) **ধম্মরক্খিত; গোত্তারক্খিত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মাতুরক্খিত; পিতুরক্খিত** ইত্যাদি। (মহাবংস) **রক্খিত করোতি** (ইহার অর্থ Childers-এর মতে) আশ্রয়ে গ্রহণ করা বা আশ্রিত করা; কিন্তু gieger ইহাকে "**রক্খিকে**" শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন,--"পাহারাদার বা চৌকিদারগণকে নিযুক্তকরা"। ⟹ **রক্খতি**।

রক্‌খিতত্ত (বিণ) [রক্‌খিত+অত্ত] আত্মচরিত্র রক্ষাকারী, যেই ব্যক্তি নিজ চরিত্র রক্ষা করে।

রক্‌খিত মানসান (বিণ) ১ মেধাবী, স্মৃতিমান, স্মৃতিবহুল, যাহার মনে রাখিবার ক্ষমতা আছে। (তুলনীয়) **বহুজ্জাগর**। ২ যেই ব্যক্তি মনকে রক্ষা করে, যেই ব্যক্তি মনকে দমিত বা সংযমিত করে। = **গোপিত মানসানো রক্‌খিত চিত্তো** (চুল্লনিদ্দেস)।

রক্‌খিতিন্দ্রিয (বিণ) ইন্দ্রিয় রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে কুবিষয় হইতে রক্ষা করে, ইন্দ্রিয় সংযমকারী।

রক্‌খিয (বিণ) রক্ষিত হয় এরূপ, রক্ষা করিতে হয় এরূপ। ⟹ **রক্‌খতি** (১)।

রখসা = **নখসা**। ⟹ **নখসা**।

রগা (স্ত্রী) মারকন্যা "**রাগ**"-কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে "**রগা**"ও বলা হইয়াছে। ⟹ **রাগ** (২)।

রঙ্গ (পুং) ১ রং, রঙ, বর্ণ, রঙ্গ, রঞ্জক পদার্থ, লাল-নীল ইত্যাদি বর্ণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রঙ্গ পরিবোধ**। ২ রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গভূমি, রঙ্গালয়, নাট্যশালা, নাট্যমন্দির, অভিনয়ের নিমিত্ত উন্নত মঞ্চস্থান, নাচের স্থান, নাটক, অভিনয়, প্রদর্শনী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রঙ্গং করোতি**—অভিনয় করা। (সংযুক্ত নিকায়) **রঙ্গমজ্‌ঝে**।

রঙ্গকার (পুং) ১ রঞ্জনকারক, রঞ্জক, যেই ব্যক্তি বস্ত্রাদি রং করে বা রঞ্জিত করে। ২ অভিনেতা, নট।

রঙ্গজাত (ক্লী) বিভিন্ন জাতীয় রং, নানা প্রকারের রং।

রঙ্গমজ্‌ঝ (ক্লী) রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গভূমি, নাট্যশালা, রঙ্গালয়, প্রদর্শনী। = **রঙ্গমণ্ডল**। (অধিকরণ কারকে) **রঙ্গমজ্‌ঝে**—রঙ্গমঞ্চে বা রঙ্গমঞ্চের উপর; = **রঙ্গমণ্ডলে** (জাতক)।

রঙ্গমজ্‌ঝে ⟹ **রঙ্গমজ্‌ঝ**। = **রঙ্গমণ্ডলে**।

রঙ্গমণ্ডল (ক্লী) রংমহল, রঙ্গগৃহ, প্রেক্ষাগৃহ, থিয়েটার ইত্যাদির ঘর। = **রঙ্গমজ্‌ঝ**। ⟹ **মণ্ডল** (৪)।

রঙ্গমণ্ডলে = **রঙ্গমজ্‌ঝে**। ⟹ **রঙ্গমজ্‌ঝে**।

রঙ্গরত্ত (বিণ) রং দ্বারা রঞ্জিত, রক্তবর্ণে রঞ্জিত, লাল রঙে রঞ্জিত, রঞ্জিত।

রঙ্গাজীব (পুং) যে ব্যক্তি রঙের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। = **রঙ্গকার** (১)।

রচতি (ক্রি) ⟹ **রচযতি**।

রচনা (স্ত্রী) রচনা, প্রবন্ধ, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, নিবন্ধ, রচন, নির্মাণ, গঠন, সাজানো, অর্পণ, কেশবিন্যাশ, ভূষণ, স্থাপন, মিশ্রণ, সংযুক্তি, মীমাংসা, সন্ধি, রফা, বন্দোবস্ত, সংকলন, অক্ষর বিন্যাস।

রচযতি (ক্রি) [√রচ+অয] রচনা করা, প্রবন্ধ লেখা, প্রস্তুত করা, নির্মাণ করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, সুবিন্যস্ত করা, মীমাংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা, স্থির করা, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা। (অতীত) **রচযি**। (অ-বিণ) **রচিত**। (ক্রি-বিণ) **রচিত্বা**।

রচিত (বিণ) ১ রচিত, নির্মিত, কৃত, গ্রথিত, শোভিত, বিন্যস্ত, অর্পিত, পরিষ্কৃত। ২ সজ্জিত, বন্দোবস্তকৃত, শ্রেণীবদ্ধকৃত, মীমাংসিত, নিষ্পত্তিকৃত। (তুলনীয়) **বিরচিত**। ⟹ **রচযতি**।

রচ্ছ (পুং) রাস্তা, পথ। = **রচ্ছা**।

রচ্ছগত (বিণ) রাস্তায় গিয়াছে এমন, রাস্তায় উপনীত, পথের মধ্যে আছে এমন।

রচ্ছা (স্ত্রী) রাস্তা, পথ, সড়ক, গরুর গাড়ি চলিবার রাস্তা বা পথ। = **রচ্ছ**, **রথিযা**, **রথিকা**। (তুলনীয়) **বীথি**।

রজ (পুং, ক্লী) রজ, ধুলা, ধুলাময়লা, পুষ্পরেণু, স্ত্রীকুসুম, ইচ্ছা, দ্বেষ-রাগ-অহঙ্কারাদি জনক গুণবিশেষ, ধূলি, গুঁড়া, মৃত্তিকা, আবর্জনা, হীন অবস্থা, ময়লা, কর্দম, অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, অপবিত্র বস্তু, অবিশুদ্ধতা, মালিন্য, পরাগ। = **রজো**।

রজক (পুং) রজক, ধোপা, বস্ত্র পরিষ্কারক, জাতিবিশেষ, রঞ্জক, রংকারক। **চিত্তকার রজক**—চিত্রকর এবং রংকারক।

রজকখ (বিণ) রজম্রক্ষিত, ধুলায় ধূসরিত, অপবিত্র হইয়াছে এরূপ, ভ্রষ্ট হইয়াছে এমন, দূষিত, দোষযুক্ত, দোষী, নীচ, কলঙ্কিত। (যৌগিকে) **অপ্পরজকখ**; **মহারজকখ**।

রজক্‌খজাতিক (বিণ) অপবিত্র জাতীয়। ⟹ **রজকখ**।

রজকখতা (স্ত্রী) রজম্রক্ষণ, কলঙ্ক, দোষ, দোষযুক্ততা, অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা। ⟹ **রজকখ**।

রজকখন্ধ (পুং) রজ, ধূলিরাশি, ধূলিমেঘ অর্থাৎ আকাশে ধূলিরাশি দ্বারা মেঘের ন্যায় আচ্ছন্নতা, (হিন্দুস্থানের) আঁধি।

রজগ্গ—ধূলিরাশি, আবর্জনা স্তূপ, ময়লারাশি, কর্দমপূর্ণ অবস্থা। = **রজকখন্ধ**, (চরিত্রে) **কিলেস**।

রজজল্ল = **রজোজল্ল**। ⟹ **রজোজল্ল**। ⟹ **জল্ল**।

রজত (ক্লী) রজত, রৌপ্য, চাঁদি। দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায় বলা হইয়াছে, "স্বর্ণ ব্যতীত সর্বপ্রকার মুদ্রাকে (**কহাপণ** ইত্যাদিকে) সাধারণ কথায় '**রজত**' বলা হয়"। ইহাকে মহানির্দেশ বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"**জাতরূপ**"; (জাতকে) **হেমরজত**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **রজত পট্ট**; **রজতগবভ**। বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে, "**কহাপণ**" এবং পেতবত্থু অর্থকথায় "**রূপিয**" শব্দের পরিবর্তে "**রজত**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ⟹ **রূপিয**।

রজতকার (পুং) রৌপ্যকার, রূপার অলঙ্কারাদি প্রস্তুত কারক, শেকরা। ⟹ **সুবণ্ণকার**।

রজতগবভ—রূপার সিন্দুক, চাঁদিনির্মিত বাক্স, টাকা পয়সাদি রাখিবার জন্য রৌপ্যনির্মিত পেটরা। ⟹

রজত।

রজত গুহা (স্ত্রী) রৌপ্যগুহা, চাঁদিময় গুহা। ⟹ **মণিগুহা**।

রজতথূপ—রৌপ্যনির্মিত মন্দির অথবা ঢিবি সদৃশ স্তূপ। ⟹ **থূপ**।

রজতদাম (ক্লী) রৌপ্য নির্মিত হার বা শিকল। ⟹ **দাম**।

রজতপট্ট (ক্লী) রৌপ্য বটিকা অথবা চাঁদি দ্বারা নির্মিত রেকাব বা থালা, রৌপ্য পট্ট, চাঁদির পাত, রৌপ্যবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ বস্তু। ⟹ **পট্ট** (১, ৩), **রজত**।

রজত মণ্ডল (ক্লী) রৌপ্যমণ্ডল, চাঁদির নির্মিত চক্রাকার বৃত্ত, শুভ্র বা শ্বেতবর্ণের চক্রাকার বৃত্ত (যাহা "**কসিণ**" ভাবনায় আদিকর্মিক যোগীর জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে)। ⟹ **মণ্ডল** (১)।

রজতময় (বিণ) = **রূপিযময়**। ⟹ **রূপিযময়**।

রজতি (ক্রি) [√রজ+অ] রং করা, রঞ্জিত করা, ধৌত করিয়া সাদা করা। কখন কখন ইহার অর্থে "ধৌত করা" এবং "রং করা"—এই দুইটির পার্থক্য করা কষ্টকর হয়। (তুলনীয়) **রজক**। বিনয়ে "**ধোবতি রজতি**" শব্দের পরিষ্কার অর্থ হয় "রং করা", যেমন আছে—**রজতি, রজিতব্ব, রজিযেথ**; বিশুদ্ধিমার্গে দেখা যায়—**রজিত্বা, রজিতব্ব, রজিতুং**। (তুলনীয়) **ধোবতি বিজটেতি**। (সপ্তমী, প্রথম পুরুষ একবচনে) **রজিযেথ**। (অতীত) **রজি**। (ব-বিণ, একবচনে) **রজনীয**; (বহু বচনে) **ধোবন্তিযো রজন্তিযো** ইত্যাদি। (ভ-বিণ) **রজিতব্ব**। (ক্রি-বিণ) **রজিত্বা**। (তুম্) **রজিতুং**। (করণে) **রজ্জতি, রজেতি, রঞ্জেতি**।

রজন (ক্লী) রং করিবার বস্তু, রং দিবার ধরন বা রীতি, রং, পরিরঞ্জন, রঞ্জনীবিদ্যা, রঞ্জিতকরণ। (দীর্ঘনিকায়) **সুদ্ধং বত্থং ... সম্মদেব রজনং পটিগ্গণ্হেয্য**। বিনয়ে ভিক্ষুদের চীবরের জন্য ৬ প্রকারের রং অনুমোদিত আছে, যথা—**মূলরজন** (বৃক্ষাদির মূল জাতীয় বস্তুর সিদ্ধ করা রং), **খন্ধরজন** (বৃক্ষাদির কাণ্ডজাতীয় বস্তুর সারভাগ সিদ্ধ করা রং), **তচরজন** (বৃক্ষাদির বাকল বা ছাল জাতীয় বস্তুর সিদ্ধকরা রং), **পত্তরজন** (বৃক্ষাদির পত্রজাতীয় বস্তুর সিদ্ধকরা রং), **পুপ্ফরজন** (বৃক্ষাদির পুষ্পজাতীয় বস্তুর সিদ্ধকরা রং), **ফলরজন** (বৃক্ষাদির ফলজাতীয় বস্তুর সিদ্ধকরা রং)। সংযুক্ত নিকায়ে স্ত্রীলিঙ্গে অথবা বিশেষণেও "**রজন**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, ইহার অর্থ কি "ধৌতকরণ" অথবা "ধৌত"?

রজনকম্ম (ক্লী) রং দেওয়ার কার্য, রঞ্জনকর্ম, পরিরঞ্জন, রঞ্জনীবিদ্যা, রঞ্জিতকরণ।

রজনদোণিকা (স্ত্রী) চীবরে রং দিবার পাত্র, পরিরঞ্জন বা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহার্য দ্রোণিকা বা পাত্র। = **দোণি**। (তুলনীয়) **রজনভাজন**। ⟹ **দোণিকা**।

রজনপক্ক (ক্লী) = **রজনপচন**। ⟹ **রজনপচন**।

রজনপচন (ক্লী) রং সিদ্ধকরণ। = **রজনপক্ক**।

রজনভাজন (ক্লী) রং দেওয়ার পাত্র। = **রজনদোণিকা**।

রজনসালা (স্ত্রী) রঞ্জনশালা, চীবরাদিতে রং করিবার ঘর, রং দেওয়ার কারখানা, যেই ঘরে বস্ত্রে বা চীবরে রং দেওয়া হয়, পরিরঞ্জনী কক্ষ বা ঘর। ⟹ **সালা**।

রজনী (স্ত্রী) রজনী, রাত্রি। ⟹ **রজনীয** (২)।

রজনীয (বিণ) রজসমূহের স্বভাব সম্বন্ধীয় অর্থাৎ লোভ বা কামপ্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত, উত্তেজনা প্রবণ, উত্তেজনায় উত্তেজিত হওয়ায় তৎপর, প্রলুব্ধ, প্রলোভিত, বিপথে চালিত, কামোদ্দীপক, কামুক, কামাসক্ত। ১ সংযুক্ত নিকায় "**রূপ**" (বেদনা **সঞ্ঞা** ইত্যাদি) এর বর্ণনানুসারে: (দীর্ঘনিকায়) **দিব্বানি রূপানি পস্সামি পিয-রূপানি কামূপসংহিতানি রজনীযানি**; "**সদ্দানি**" শব্দের সহিত ও তদ্রূপ। অন্য ধারায় বা সূত্রে "**কামগুণা**" সম্বন্ধে) : (দীর্ঘনিকায়) **রূপা** (**সদ্দা** ইত্যাদি) **ইট্ঠা কন্তা মনাপা পিযরূপা কামূপসংহিতা রজনীযা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রজনীয** = **রাগজনক**। ২ বিভিন্ন সম্বন্ধযুক্ত হইয়া "**রজনীয**" শব্দের অর্থ হয়,—"আনন্দজনক, মনোরম, মনোজ্ঞ, প্রীতিকর, লাবণ্যময়, অত্যন্ত সুন্দর" এবং ইহাতে "রাত্রি" সম্বন্ধীয় বর্ণনা হইয়া থাকে। (পেতবত্থু) **যুবা রজনীযে কামগুণেহি সোভসি**—উপভোগ্য রাত্রিতে যুবকের যৌবন উপভোগের বা আমোদের গুণের দ্বারা প্রভাস্বর হয়; ইহাকে পেতবত্থু অর্থকথায় দুই প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন—"**রমণীযেহি রাগুপ্পত্তিহেতুভূতেহি**" ইহার পর "**রজনী'তি বা রত্তিসু, যে'তি নিপাতমত্তং**" এবং "**বিরোচেসি রত্তিযং**"। এইরূপে সোজাসুজি "**রজনী**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "রাত্রি"। (পেতবত্থু) **পমত্তা রজনিযেসু কাম-অস্সাদাভি-নন্দিনো**—রাত্রির সৌন্দর্যে প্রমত্ত হইয়া কাম-আস্বাদকে অভিনন্দনকারী; এখানে "**রজনী**" শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে পুংলিঙ্গে গ্রহণ করা হইয়াছে। "**রজনী**"শব্দকে "প্রীতিকর বা লাবণ্যময়" অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন—**সরেন রজনীযেন** (থেরগাথা); (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রজনীয নিগ্ঘোস**। ⟹ **রজতি**।

রজনীযা ধম্মা—কামোদ্দীপক বস্তু বা চিন্তাসমূহ, যেই ধর্মসমূহ (বস্তু বা চিন্তাসমূহ) উত্তেজনা বৃদ্ধিকারক। (বিপ) **বিমোচনীযা ধম্মা**।

রজরঞ্জিত (বিণ) অপবিত্র, ভ্রষ্ট, কলঙ্কিত, দাগী, দূষিত, নিন্দিত, লজ্জিত। ⟹ **রজ, রঞ্জিত**।

রজরেণু—ধূলি এবং আবর্জনা।

রজবড্‌ঢন = **রজবদ্ধন**। ⟹ **রজবদ্ধন**।

রজবদ্ধন--অপবিত্রতা বৃদ্ধি, রজঃ-বর্ধন, ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি, অপবিত্রতা বা ভ্রষ্টতা সাধন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে, "মর্ত্যে বা কামভূমিতে পুনর্বার জন্মগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা"। = **রাগরজাদি সংবড্‌ঢন**।

রজস্‌সাযতন (ক্লী) [রজস্‌স + আযতন] যৌন ভালবাসার আকর্ষণে যেই স্থানে যাতায়াত করে, ভাবাবেগে অথবা প্রবল ইচ্ছায় যেই স্থানে যাওয়া আসা করে, যেই স্থান হইতে রাগ-দ্বেষ-মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। = **রাগাদি রজস্‌স উপ্পত্তি-দেসো**। ⟹ **আযতন** (১)।

রজস্‌সির (বিণ) যাহার মস্তক ধুলায় ধূসরিত, যাহার শিরস্থ কেশদাম ধুলায় মলিন, যাহার মস্তক ধুলায় ধূসরবর্ণ, যাহার মাথার কেশরাশি ধূল্যবলিপ্ত। ⟹ **পঙ্কদন্ত**।

রজানুকিণ্ণ (বিণ) রজানুকীর্ণ, জঞ্জাল বা আবর্জনা ছড়ানো, আবর্জনা ছড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ।

রজাপথ (পুং) রজপূর্ণ পথ, আবর্জনাপূর্ণ স্থান বা পথ, ধূলিময় স্থান বা পথ, কদর্মময় স্থান বা পথ, ময়লাপূর্ণ পথ, আবর্জনাপূর্ণ গর্ত, অপবিত্রতা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রাগ-রজাদীনং উট্‌ঠানট্‌ঠানং**।

রজাযতন (ক্লী) [রজ+আযতন] = **রজস্‌সাযতন**। ⟹ **রজস্‌সাযতন**।

রজি ১ (ক্লী) = **তাল**। ⟹ **তাল** (২)। ২ ⟹ (অতীত ক্রিয়া) **রজতি**।

রজিতব্ব (ভ-বিণ) সাদা করিতে হইবে অথবা সাদা বা শ্বেতবর্ণ করিবার যোগ্য। **ধোবিতব্ব রজিতব্ব**—ধৌত করিয়া সাদা করিতে হইবে অথবা সাদা করিবার উপযুক্ত। (তুলনীয়) **ধোবতি বিজটেতি**। ⟹ **রজতি**।

রজির (পুং) হীরক, হীরা।

রজুপবাহন (বিণ) ময়লা বা আবর্জনা সরাইয়া নেয় এরূপ, রজ প্রবাহিতকারী, ধূলি অপসারিত করে অথবা ঝাড়িয়া ফেলে এরূপ।

রজেতি (ক্রি) রং করা, রঞ্জিত করা, চিত্রিত করা, বর্ণনা করা, চিত্রকার্য করা, চিত্র করা, মুখে রং দেওয়া, মুখ রঞ্জিত করা, অন্যায্য বিষয়কে ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা, অতিরঞ্জিত করা, লজ্জিত হওয়া, লাল হইয়া ওঠা। ⟹ **রজতি**।

রজো (পুং ক্লী) ১ সাহিত্যে:—রজ, ধূলি, গুঁড়া, মৃত্তিকা, পুষ্পরেণু, আবর্জনা, হীন অবস্থা, কবর, ময়লা, কর্দম; (সাধারণত) আর্দ্র, মাটি বা কর্দম, রঞ্জিত বা দাগযুক্ত ময়লা। = **রজ**। (দীর্ঘনিকায়) **তিণরজো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুখুমো রজো পটিবাতং খিত্তো**। (ধর্মসঙ্গণী) **ধূমোরজো**। (বিশেষণে "**রাজ**"; (বিনয়) **সরাজ বাত; অরাজ বাত**। "পুষ্পরেণু" অর্থে : (ধর্মপদ অর্থকথা) **রজমিস্‌সকং রসং**। ২ চরিত্রে :—দাগ, চিহ্ন, কলঙ্ক, নিন্দা, লজ্জা, ময়লা, কর্দম, মালিন্য, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, ভ্রষ্টতা। = **রজ**। এইরূপে অর্থকারেরা মানব চরিত্রকে তিন ভাগ করিয়াছে, যেমন—**রাগরজো, দোসরজো, মোহরজো**; এতদ্ব্যতীত সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে, "**কিলেস রজ**"। (সূত্রনিপাত) **নিকেতা জাযতে রজো; রজং আকিরসি; পঞ্চরজানিলোকে**, যেমন—(মহানির্দেশ) **পঞ্চ "বাহিরানি আযতনানি"** এর দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়া থাকে; **রাগো** (দোসো, মোহো) **রজোন চ পন রেণুবুচ্চতি**। বিশেষণে "**রজ**"; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অপগত রজ; বিগত রজ**। কারক নির্দেশ:—কর্তৃ (পুং, একবচনে) **রজো**; (বহুবচনে) **রজা**; (ক্লী, একবচনে) **রজং**; (বহুবচনে) **রজানি**। কর্ম (একবচনে) **রজং**; (বহুবচনে) **রজানি**। সম্প্রদান এবং সম্বন্ধপদ (একবচনে) **রজস্‌স**।

রজোজল্ল (ক্লী) ধুলা এবং কাদা, ধূলি ও কর্দম, কর্দমাক্ত ময়লা এবং সিক্ত আবর্জনা। = **রজজল্ল**। ⟹ **জল্ল**।

রজোজল্লধর (বিণ) ধূলি ও কাদায় ম্রক্ষিত, ধুলা ও কর্দমে প্রলিপ্ত, ধূলি-কাদাধারী।

রজোজল্লিক (পুং) ধুলা-কাদায় বাসকারী, ধূলি-কাদালিপ্ত একশ্রেণীর সন্ন্যাসী।

রজোধাতু (স্ত্রী) ধূলি-মাটি অর্থাৎ মৃত্তিকারূপ, ধাতু, পৃথিবীরূপ ধাতু, পৃথিবীধাতু। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **রজ-ওকিণ্ণট্‌ঠানানি**—ধূলি বা আবর্জনাময় স্থান, ময়লা স্থান। Dial-এর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"আবর্জনা স্তূপীকৃত স্থান"।

রজোমল (ক্লী) ধুলা ও ময়লা, ধুলা ও আবর্জনা, ধূলি ও কাদা। = **রজোজল্ল**।

রজোবজল্ল (ক্লী) = **রজোমল**। ⟹ **রজোমল**। = **কদ্দম-লিম্পনাকারেন সরীরে সন্নিচিতরজো** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

রজোহরণ (ক্লী) রজহরণ, ময়লা অপসারণ, ঝাড়ন, ধূলি বা ময়লা ঝাড়ন, বুরুশ করণ, যাহাতে পরিষ্কার করিয়া ময়লা আবর্জনাদি লওয়া হয়, পরিষ্কারক, ঝাড়ু, মুছিবার ভিজা নেকড়া বা ছেঁড়া বস্ত্র, গৃহতল আচ্ছাদনের বস্ত্র।

রজ্জ (ক্লী) রাজ্য, রাষ্ট্র, (প্রকৃতি বিজ্ঞানের) বিভাগ, শাসন, প্রদেশ, রাজপদ, রাজ মর্যাদা, রাজধর্ম, রাজপরিবারের কোনো ব্যক্তি, রাজ পরিবারবর্গ, আবিষ্কারের প্রাপ্যাংশ, গ্রন্থকারের প্রাপ্য অংশ, রাজসিংহাসন, রাজকীয় ক্ষমতা, রাজ্য, সম্রাট, রাজশক্তি, রাজত্ব, শাসন ক্ষমতা, প্রভাব, সাম্রাজ্য; (চরিত্রে) একাধিপত্য, সর্বময় ক্ষমতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রজ্জং করোতি**—রাজত্ব করা। (জাতক) **একরজ্জেন**

তীণি রজ্জানি অতিকম্ম—এক রাত্রিতে তিনটি রাজ্য অতিক্রম করিয়া; **রজ্জং অমচ্চানং নিয্যাদেত্বা; দুক্খসেয্যং অপি রজ্জং পিকারয়ে; নব রজ্জ**—নতুন রাজত্ব, নতুন (অথবা সম্প্রতি) অভিষিক্ত রাজা; **রজ্জতো মে সুস্সিত্বা মরণমেব সেয্যো**—রাজত্ব গ্রহণ করা অপেক্ষা শুকাইয়া শুকাইয়া মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। (মহাবংস) **রাজা রজ্জং অকারযি**।

রজ্জতি (ক্রি) [√রজ+য] পরিতৃপ্তি চাওয়া, আনন্দ ইচ্ছা করা, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, উস্কাইয়া দেওয়া। (বিপ) **বিরজ্জতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ন সো রজ্জতি রূপেসু=বিরত্তচিত্তো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রজ্জসি রজনীযেসু** ইত্যাদি; (যৌগিকে) **দোস রজ্জসি রজনীযেসু; মোহ রজ্জসি রজনীযেসু**; "**রাগ**" অথবা "**লোভরজ্জসি রজনীযেসু**"; (তুলনীয়) **লোভনীয**। (সপ্তমী) **রজ্জেয্য**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রজ্জেয্য কম্পেয্য**। (অতীত) **রজ্জি, অরঞ্জি**; (জাতক) **ন যিট্‌ঠেন হুতে অরঞ্জিং**। (অ-বিণ) **রত্ত**। (বি-বিণ) **রজ্জন্ত, রজ্জমান**। (ভবিষ্যতে) **রজ্জিস্সতি**। (ভ-বিণ) **রজ্জিতব্ব**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রজনীযেসু রজ্জিতব্ব; দুস্সনীযেসু রজ্জিতব্ব; মুয্হনীযেসু রজ্জিতব্ব কম্পিতব্ব** (ক্রি-বি) **রজ্জিত্বা**।

রজ্জত্থিক (বিণ) [রজ্জ+আত্থিক] রাজ্যলোভী, রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিলাষী বা ইচ্ছুক। ⟹ **অত্থিক**।

রজ্জন (ক্লী) অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, হৃদয়ে বা মনে অনুরাগ উৎপাদন। (তুলনীয়) **মুয্হন**।

রজ্জলক্খী (স্ত্রী) রাজ্যলক্ষ্মী, রাজ্যশ্রী, রাজক্ষমতা, রাজগৌরব, রাজ-প্রভাব, রাজ প্রতিপত্তি, রাজলক্ষ্মী, রাজশ্রী। ⟹ **লক্খী** (২)।

রজ্জসিরী (স্ত্রী) রাজ্যশ্রী, একাধিপত্য, সর্বময় ক্ষমতা।

রজ্জসিরীদাযিকা (স্ত্রী) রাজ্যশ্রী প্রদানকারিণী, রাজক্ষমতা প্রদানকারিণী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রজ্জসিরীদাযিকা দেবতা**—রাজসৌভাগ্য প্রদানকারিণী দেবী, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

রজ্জসীমা (স্ত্রী) রাজ্যসীমা, রাজ্যের বা সম্রাজ্যের নির্ধারিত সীমা।

রজ্জু (স্ত্রী) রজ্জু, দড়ি, বন্ধনী, বেণী, চুলের বিউনি, রসি, কাছি, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, শিকল, সারি, শ্রেণী। (বিনয়) **আবিঞ্ছন রজ্জু**।

রজ্জুক (ক্লী) ১ রজ্জু, দড়ি। = **রজ্জু**। (জাতক) **বন্ধন রজ্জু**। ২ রাজকীয় বা সরকারী জমি জরিপকারী লোক, সরকারী আমিন ও কানুনগো। = **রজ্জুগাহক**।

রজ্জুকার (পুং) রজ্জু বা দড়ি প্রস্তুতকারী লোক।

রজ্জু কুণ্ডল (পুং) রজ্জু বা দড়ির কুণ্ডল বা বেষ্টনী। ⟹ **কুণ্ডল**।

রজ্জু গাহক (পুং) রাজকীয় ভূমি জরিপকারী লোক, সরকারী আমিন, ক্ষেত্র পরিমাপক, জমি মাপকারী লোক। = **রজ্জুক** (২)।

রজ্জু বন্ধন (ক্লী) রজ্জুবন্ধন, রশির বন্ধন, দড়ি দ্বারা বন্ধন। ⟹ **বন্ধন** (২)।

রজ্জু সঞ্‌ঞা (স্ত্রী) রজ্জু সংজ্ঞা, দড়ি বলিয়া জানা, নিদর্শন স্বরূপ (অন্ধের গমনাগমনের জন্য) ব্যবহৃত দড়ি, দড়িকে দড়ি বলিয়া জানা, সীমা নির্দেশিত দড়ি, পথ প্রদর্শনের জন্য অথবা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহৃত দড়ি, উপদেশ দেওয়া অথবা শাসন করিবার জন্য ব্যবহৃত দড়ি। ⟹ **সঞ্‌ঞা** (৫)।

রজ্জতি (ক্রি) স্নেহ করা, আদর করা, আশা দেওয়া, বর্ধিত করা। ⟹ **অবরজ্ঝাতি**।

রঞ্জতি (ক্রি) [√রঞ্জ+অ] ১ রঞ্জিত করা, রং দেওয়া। = **রজতি** (২) আনন্দ চাওয়া, আমোদ ইচ্ছা করা, উত্তেজিত হওয়া। = **রজ্জতি**। (সূত্রনিপাত) **এথ মে রঞ্জতি মনো**। (অতীত) **রঞ্জি**। (অ-বিণ) **রঞ্জিত, রত্ত**। (ব-বিণ) **রঞ্জন্ত, রঞ্জমান**। (ক্রি-বি) **রঞ্জিত্বা**। (করণে) **রঞ্জেতি, রঞ্জাপেতি**।

রঞ্জন (ক্লী) রঞ্জন, সন্তুষ্টকরণ, রংকরণ, হৃদয়ে বা অন্তঃকরণে অনুরাগ উৎপাদন, আনন্দ, আনন্দজনক বস্তু, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **রঞ্জন'ট্‌ঠেন (রঞ্জন'খেন) রাগো** (কোনো কোনো স্থানে "**রজনো'ট্‌ঠেন**" শব্দও দৃষ্ট হয়, "**রজ্জন'ট্‌ঠেন**" (অথবা "**রজ্জন'খেন**") পাঠই সম্ভবত উত্তম।

রঞ্জাপেতি (ক্রি) রং করানো, রঞ্জিত করানো। ⟹ **রঞ্জতি** (২)।

রঞ্জিত (বিণ) রঞ্জিত, রং করা হইয়াছে এমন, রাঙানো, রংবিশিষ্ট, অতিরঞ্জিত, বিস্তারিত বর্ণনায় সরস, সারযুক্ত, ময়লাকৃত, মলিন, কলঙ্কিত। (জাতক) **রজরঞ্জিত**। ⟹ **রঞ্জেতি, রঞ্জতি, অনুরঞ্জিত, পরিরঞ্জিত**।

রঞ্জেতি (ক্রি) ১ শ্বেত বর্ণ বা সাদা করানো, সাদা হওয়ার কারণ করা। (বিনয়ে) **ধোবাপেয্য রজাপেয্য আকোটাপেয্য; ধোবাপেতি রজাপেতি বিজটাপেতি**। (জাতক) ও **বট্টিকং সিব্বাপেত্বা রজাপেত্বা**। ⟹ **রঞ্জতি** (১)। ২ সন্তুষ্ট করা, আনন্দিত করা, তৃপ্ত করা বা হওয়া, প্রফুল্ল করা, হৃষ্ট করা। ⟹ **রঞ্জতি** (২)। (অতীত) **রঞ্জেসি**। (অ-বিণ) **রঞ্জিত**। (ব-বিণ) **রঞ্জেন্ত**। (ক্রি-বি) **রঞ্জেত্বা**।

রঞ্‌ঞ (পুং) রাজা, নরপতি, নরাধিপ। = **রাজা**।

রঞ্‌ঞো আকার (পুং) ⟹ **আকার** (৩)।

রঞ্‌ঞো অঙ্গং—রাজোদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জিনিস বা লাভ।

রঞ্‌ঞো আণা (স্ত্রী) রাজ আজ্ঞা, রাজার আদেশ। = **রাজাণা**।

রটতি (ক্রি) চেঁচানো, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, জয়ধ্বনি করা, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, গালাগালি করা, মন্দ বলা, অপযশ করা, নিন্দা করা, প্রার্থনা করা, ক্রন্দন করা, বিলাপ করা, অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা, প্রচার করা। এই শব্দটি কিন্তু সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

রট্ঠ (ক্লী) রাষ্ট্র, রাজ্য, রাজশক্তি, রাজত্ব, রাজার অধিকার, শাসন, শাসন ক্ষমতা, প্রভাব, (প্রকৃতি বিজ্ঞানের) বিভাগ, প্রদেশ, দেশ, সাম্রাজ্য, স্বদেশ, পল্লীগ্রাম, ভূখণ্ড। (চুল্লনিদ্দেস) **রট্ঠঞ্চ জনপদঞ্চ কোট্ঠাগারঞ্চ ... নগরঞ্চ**। (জাতক) **রট্ঠং অরট্ঠং করোতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রট্ঠং কারেতি**—রাজত্ব করা, শাসন করা। (সুত্রনিপাত অর্থকথা) **পব্বত রট্ঠ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মগধরট্ঠ**।

রট্ঠং কোস—রাজ্যবাসীদের সুখ সুবিধার নিমিত্ত সঞ্চিত ও ব্যয়িত ধন রাখিবার গৃহ, ধনাগার, রাজকোষ। = **রাজকোস**। ⟹ **কোস**।

রট্ঠক (বিণ) রাষ্ট্রিক, রাজ্য বিষয়ক, রাষ্ট্র সম্বন্ধীয়, রাজ্যের, রাষ্ট্রের, রাজা বা রানী সম্বন্ধীয়, রাজা বা রানী হইতে উৎপন্ন, রাজোচিত, রাজার যোগ্য, রাজকীয়, মহা আড়ম্বরযুক্ত, রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট, প্রবল প্রতাপশালী, মহাপরাক্রান্ত, প্রধান, পরম ফলপ্রদ, মুখ্য, প্রবল পরাক্রান্ত। (জাতক) **রট্ঠক সেনাবাহন**। (তুলনীয়) **রট্ঠিক**।

রট্ঠপিণ্ড (পুং) জনগণ হইতে প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য, রাজ্যবাসীর প্রদত্ত খাদ্য বস্তু, দেশের মধ্যে ভিক্ষা করিয়া প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য। (ধর্মপদ) **রট্ঠপিণ্ডং ভুঞ্জতি; সদ্ধায় দিন্নং রট্ঠপিণ্ডং**।

রট্ঠ বড্ঢন (পুং) = **রট্ঠবদ্ধন**। ⟹ **রট্ঠবদ্ধন**।

রট্ঠবদ্ধন (পুং) রাজ্যবর্ধন, রাজা, মহারাজা, রাজ্যের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধিকারক। = **রট্ঠবড্ঢন**।

রট্ঠবন্ত (বিণ) রাজ্য বা রাজত্ব আছে এমন, রাজপদে অভিষিক্ত, রাজপদ প্রাপ্ত, রাজার মর্যাদা প্রাপ্ত অর্থাৎ রাজা। (পেতবত্থু) **রট্ঠবন্তো খত্তিযা**।

রট্ঠবাসিক (বিণ) রাজ্যবাসী, দেশবাসী। (পুং) রাজ্যবাসী প্রজা।

রট্ঠবাসিন (বিণ) = **রট্ঠবাসিক**। ⟹ **রট্ঠবাসিক**।

রট্ঠবাসী (বিণ) = **রট্ঠবাসিন**। ⟹ **রট্ঠবাসিন**।

রট্ঠিক (বিণ) ১ রাজ্যবাসী, দেশবাসী। (পুং) রাজ্যবাসী প্রজা, দেশবাসী লোক। (জাতক) **ব্রাহ্মণ গহপতি রট্ঠিক-দোবারিকাদযো**। ২ রাষ্ট্রীয়, সরকারী, কর্মচারীকৃত, রাজ্যের পদ পরিচায়ক। (পুং) রাজ্যের বা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, রাজার অধীন কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রট্ঠিক পেত্তনিক সেনাষ সেনাপতিক**।

রণ (ক্লী) ১ বৈদিক মতে:—রণ, যুদ্ধ, সমর, সংগ্রাম, কলহ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ। (থেরীগাথা) **রণং করিত্বা কামানং**। (মহাবংস) **সুভরাজং রণে হন্ত্বা**। ২ বৌদ্ধমতে:—সুরামত্ততা, মাতলামি, অতিশয় উত্তেজনা, উল্লাস, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, পাপ, যেই কোনো নীতিবিগর্হিত কার্য, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ। ধর্মসঙ্গণীর টীকাতে বর্ণনায় ইহাকে সর্বদা **"পাপ"** অথবা **"রাগ"** রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; **ক** = রেণু (**"রাগ"** ইত্যাদির রেণু বা অণু অংশ অথবা কুয়াশা সদৃশ অংশবিশেষ যাহাকে অনুশয় বলা হয়); **খ** (পথ-সম্বন্ধে) দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, যুদ্ধ, বিবাদ; **গ** বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, অত্যন্ত দৈহিক ব্যথা বা বেদনা, দারুণ মনস্তাপ, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য। "দুঃখ, শোক, দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা বেদনা-উৎপীড়নের কারণ" অথবা "ক্ষতি, অনিষ্ট, অপকার" এই অর্থে ও ধর্মসঙ্গণীতে "**রণ**" শব্দের ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে; এইরূপে ঐ অনুবাদে "**অরণ**" অর্থাৎ অক্ষত ও নির্দোষ অর্থে এবং "**সরণ**" অর্থাৎ অনিষ্টকর ও হানিজনক অর্থে (পরবর্তী অনুবাদে "যুদ্ধের সহিত সংযুক্ত" অর্থে) গ্রহণ করা হইয়াছে—যাহার বিপরীত শব্দে "**অসরণ**" অর্থাৎ "যুদ্ধের সহিত সংযুক্ত নহে" অর্থে অনুবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপে রণং দিস্বা**; এখানে "**রণ**" শব্দ "**রজ**" শব্দের প্রায়শ সমার্থবাচক। এই পাঠে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**রূপম্হি জাতি-জরা-ভঙ্গসঙ্খাতং দোসং**"; K.S.-এর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:"দৃশ্যমান বস্তুরূপ উপাদানের দোষ বা রোগ-বিশেষ যাহার পার্থক্য বিচার করা যায় অথবা দূর হইতে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লক্ষ করা যায়।" "**রণ**" শব্দের অর্থ তথাপি পরিষ্কার হইল না। থেরীগাথায় বলা হইয়াছে "**(কামা) অপ্পসসাদা রণকরা সুক্কপক্ক-বিসোসন**", অন্যত্র বলা হইয়াছে "**রণং করিত্বা কামানং**", থেরগাথা অর্থকথা বর্ণনায় "**রাগাদি সম্বদ্ধনতো রণ**", অন্যত্র বর্ণনায় "**কামানং রণং তে চ মযা কাতব্বং অরিযমগ্গং সম্পহারং কত্বা**; এখানে প্রথম "**রণ**" অর্থে "**শোক-দুঃখ**" এবং দ্বিতীয় "**রণ**" অর্থে "**সংগ্রাম বা যুদ্ধ**" কিন্তু Sisters-এর ইংরেজি অনুবাদে ঐ প্রথম "**রণ**" শব্দের অর্থগ্রহণ করা হইয়াছে "উত্তেজনাকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিবাদ" এবং দ্বিতীয় "**রণ**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "পার্থিব লালসা বা কামপ্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম"; আবার Kern. Toev.-এর ইংরেজি অনুবাদে "**রণকর**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "পাপজনক ইচ্ছার হেতু উৎপাদন করণ"? "**অরণ**" শব্দটি উক্ত ১নং ও ২নং উভয় অর্থে "**না**" অর্থবাচক, কাজেই ইহার অর্থ "ইন্দ্রিয়

সুখজনক উত্তেজনা হইতে মুক্তি "অথবা" যুদ্ধে বা সংগ্রামে বিরতি"। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথার ইংরেজি অনুবাদে ইহা অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "নির্দোষ, নিরীহ, অক্ষত" (অর্থাৎ যাহাতে দুঃখজনক কিংবা শোকজনক হেতু নাই এরূপ) যাহা ভাবের সহিত সাধারণ পৃথক দেখা যায়। মধ্যম নিকায়ে "**অরণ**" শব্দটি যেন "**অদুক্খ অনুপঘাত অনুপাযাস**" শব্দ প্রভৃতির সহিত যোগ করা হইয়াছে; "**সরণ**" শব্দটি উহাদের বিপরীত। এখানে উহাদের অর্থ "নির্দোষতা, নিরীহতা, অক্ষত অবস্থা" এবং "অনিষ্টতা, হানিকর অবস্থা" বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। **অরণ, সরণ** শব্দের যথাস্থানে অন্য অর্থও দ্রষ্টব্য।

রণজহ (বিণ) ইচ্ছা বা কামপ্রবৃত্তি রহিত, পাপ পরিত্যক্ত। = **রণঞ্জহ**।

রণঞ্জয (বিণ) রণঞ্জয়, যুদ্ধে জয়কারী। ⟹ **রণঞ্জহ**।

রণঞ্জহ (বিণ) ইচ্ছা রহিত, আকাঙ্ক্ষা রহিত, কামপ্রবৃত্তি পরিত্যক্ত, পাপ পরিত্যক্ত, অনিষ্টের হেতুসমূহকে ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ, ক্রোধ ইচ্ছা ইত্যাদির ভাবাবেগের আলোড়ন বা উপদ্রব পরিহার বা রহিত করা হইয়াছে এরূপ। Trenckner ইহাকে "**রণঞ্জয**" শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থ করা হইয়াছে "রণঞ্জয়, রণজিত, যুদ্ধে জয়কারী, যে ব্যক্তি যুদ্ধে জয় করিয়াছে।"

রত (বিণ) রত, নিযুক্ত, আসক্ত, ঈপ্সিত, তৃপ্ত, আনন্দিত, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, একাগ্রচিত্তে, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ়সংকল্প। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মে ঝানেরত; ভবরত** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **সঙ্গণিক রত; ধম্মে রত; যঞ্ঞে রত; উপসমে রত**। (মহাবংস) **মহাকারুণিকো সত্থা সব্বলোক-হিতে রতো; রত পুঞ্ঞে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রতমানস**।

রতঞ্ঞুতা = **রত্তঞ্ঞুতা**। ⟹ **রত্তঞ্ঞুতা**।

রতন (ক্লী) ১ ক (সাহিত্যে) রত্ন, অতি মূল্যবান বস্তু, মণি, মাণিক্য, বজ্র, আদরের বা প্রিয় বস্তু, মণি-মুক্তা-স্বর্ণাদি বহু মূল্য উৎকৃষ্ট বস্তু, যে কোনো জাতীয় বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু, শ্রেষ্ঠ বস্তু, মণি-মুক্তাদি রত্ন, মূল্যবান বস্তু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নানাবিধানি রতনানি**। মিলিন্দ প্রশ্নে সপ্তবিধ রত্নের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**সুবণ্ণ, রজত, মুত্তা, মণি, বেড়ুরিয, বজির, পবাড়**—এইসব মূল্যবান খনিজ পদার্থ। এই সপ্তবিধ মূল্যবান পদার্থ জাহাজের অধিকতর শোভা বৃদ্ধির জন্য সাজসরঞ্জামে ব্যবহৃত হয় (জাতক বর্ণনা)। পুনশ্চ এই সপ্তবিধ রত্নকে থেরীগাথায় (অনির্দিষ্ট বলিয়া) উল্লেখ করা হইয়াছে—"**সত্তরতনানি বস্সেয্য বুট্ঠিমা**—সপ্তবিধ রত্ন বৃষ্টিতুল্য বর্ষিত হয়"; ধর্মপদ অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**রতন-মণ্ডপ**" এবং ইহাতে উত্তোলিত পতাকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "**সত্তরতনমযা**"। খ সঞ্চিত ধন, অর্থ, প্রাচুর্য, বহুমূল্য দ্রব্য, অতি মূল্যবান বস্তু। (সূত্রনিপাত) **এতাদিসং রতনং = দিব্ব-ইত্থি-রতন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুস্স রতন**। সাধারণত চক্রবর্তী রাজার অথবা বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাটের সিংহাসনে খচিত সপ্তবিধ রত্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপে দীর্ঘনিকায়ে "**মহাসুদস্সন**" সম্বন্ধে ও সপ্তরত্নের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। দীর্ঘনিকায়ে এক একটি করিয়া পৃথক পৃথকভাবেও সপ্তরত্নের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—**চক্করতন** (চক্ররত্ন); অন্যত্র "**হত্থিরতন**" (হস্তীরত্ন, ইহাকে "**উপোসথ**" ও বলা হইয়াছে); অন্যত্র "**অস্সরতন**" (অশ্বরত্ন, ইহাকে "**বলাহক**"ও বলা হইয়াছে); অন্যত্র "**মণিরতন**" (মণিরত্ন); অন্যত্র "**ইত্থিরতন**" (স্ত্রীরত্ন); অন্যত্র "**গহপতি রতন**" (খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষরূপ রত্ন); অন্যত্র "**পরিণাযক রতন**" (উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতারূপ রত্ন) এর উল্লেখও দৃষ্ট হয়। (জাতক) "**চক্কদহ**"-এর মধ্যে "**চক্করতন,**" "**উপোসথ**" বা উপোসথিকদের হইতে "**হত্থিরতন**", "**বলাহস্সরাজ**"-এর বংশধর হইতে "**অস্সরতন**", "**বেপুল্ল**" হইতে "**মণিরতন**", এবং অবশিষ্ট তিনটি অনির্দিষ্ট (⟹ **গহপতি**)। সংযুক্ত নিকায়ে সপ্তবিধ (ধর্মসম্মত) "**রতন**" সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, প্রথম পাঁচটি, যথা—**সীলরতন, সমাধিরতন, পঞ্ঞারতন, বিমুত্তিরতন, বিমুত্তি-ঞাণদস্সন** (ইহাও "**সীলক্খন্ধ**" অথবা "**ধম্মক্খন্ধ**"-এ সংযোগ করা হইয়াছে); এই গুলির সহিত অন্য যেই দুইটি যোগ করা হইয়াছে, তাহা এই--"**পটিসম্ভিদারতন**" এবং "**বোজ্ঝঙ্গরতন**"। (পেতবত্থু অর্থকথায় সপ্তরত্ন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"**সক্ক সত্তরতন-ভরিতং কত্বা**" অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদের ঘর সপ্তরত্নে ভূষিত করিয়া। (মহাবংস) "**বুদ্ধরতন, ধম্মরতন, সঙ্ঘরতন**" যাহাকে এক কথায় দ্রুত বলা হয় "**রতনত্তয**"। ২ এক হস্ত বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ, রৈখিক বা সরল পরিমাপ পদ্ধতিবিশেষ (ইহার পরিমাপ ১২ আঙ্গুল অথবা ৭ রত্ন = ১ যট্ঠি; বিভঙ্গ অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**দ্বে বিদত্থিযো রতনং; সত্ত রতন যট্ঠি**")। (জাতক) **বিসং রতন সতং**; অন্যত্র "**রতনমত্তং**"। বিমানবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে শুধু "দৈর্ঘ্যের পরিমাণ", কিন্তু ইহাকে "রতন (১)" অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে অর্থকথার মতানুসারে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সত্ত-পতিট্ঠিতো অট্ঠ-রতন-উব্বেধো নব-রতনাযাম-পরিণাহো পাসাদিকো দস্সনীযো উপোসথো নাগরাজা**।

রতনক (বিণ) মণি-মুক্তা বিশিষ্ট অথবা রাজার সঞ্চিত ধনবিশিষ্ট। (বি-ভা) **অনিগ্গত রতনকে**—যখন সঞ্চিত অর্থ চলিয়া যায় নাই অথবা (ব্যয় হইয়া) নিঃশেষ হয় নাই (বিনয়—এখানে স্ত্রীরত্ন বা রানীকেই "ধন" বুঝাইয়াছে)।

রতনকূট—রত্নখচিত চূড়া, মণি-মাণিক্য শোভিত মস্তক।

রতনঞঞ (বিণ) নির্বাণরূপ রত্নবিষয়ে জ্ঞাত।

রতনত্তয (ক্লী) [রতন+তয] তিনটি মহামূল্যবান রত্ন, যথা—"বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন, সঙ্ঘরত্ন" যাঁহাকে এককথায় "ত্রিরত্ন" বলা হয়। ⟹ **রতন** (১খ), **তয**।

রতন পলিবেঠন—মণিমুক্তা খচিত অথবা মণিমুক্তায় ঝলমল আলোয়ান (কাপড়)।

রতনবর (ক্লী) উৎকৃষ্ট জাতীয় রত্ন। (বিণ) রত্নশ্রেষ্ঠ, রত্নসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। = **বররতনভূত**। ⟹ **বর** (বিণ)।

রতন সুত্ত (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই) ত্রিরত্নের গুণ সংবলিত সূত্র, সূত্রনিপাতের একটি সূত্রের নাম। বিশুদ্ধিমার্গে এই সূত্রটি "**পরিত্তা**" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

রতনাকর—রত্নের আকর, রত্নের খনি, মূল্যবান পদার্থের খনি, রত্নাকর।

রতনি—এক হাত অথবা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অট্ঠ রতনিযো**।

রতনিক (বিণ) এক হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থ, দৈর্ঘ্য এক রত্ন। (জাতক) **অড্‌ঢ রতনিক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অট্ঠ রতনিক**। ⟹ **রতন** (২), **রতিন**।

রতমানস (বিণ) যাহার মন কার্যে রত বা মনসক্রিয়ায় রত, যাহার মন আসক্ত, মানসিক কার্যে বা চিন্তায় রত। ⟹ **রত**, **মানস** (বিণ)।

রতি (স্ত্রী) ১ রতি, কামদেবের পত্নী, কামপত্নী, দিব্যকন্যা, দেবকন্যা, মারকন্যা। = **দিব্বারতি**। ২ অনুরাগ, ক্রীড়া, রমণ, সন্তোষ, আসক্তি, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, দয়া, প্রিয়ব্যক্তি, প্রণয়পাত্র, প্রগাঢ় অনুরাগ, কামদেব, অভিরুচি, পছন্দ, সন্তুষ্টি, আনন্দ, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (সংযুক্ত নিকায়) **রতিং পচ্চনুভবতি**। = **অনুক্খন্তিত অধিবচনং** (চুল্লনিদ্দেস)। = **নেক্খম্ম-রতি**, **পবিবেক-রতি**, **উপসম-রতি** (মহানির্দেশ)। (জাতক) **কিলেস-রতি**। **রতিং করোতি**—আমোদ করা, আনন্দ করা, ভালবাসা করা, প্রণয় করা, প্রেম করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পুরিসা ইত্থীসু রতিং করোন্তি**।

রতিকীলা (স্ত্রী) রতিক্রিয়া, রমণ, যৌন সংসর্গ।

রতিন (বিণ) অনুরাগী, পরিপুষ্ট, পোষিত, লালিত পালিত, প্রবণ, উৎসাহিত, অনুরক্ত, উৎসর্গীকৃত, উৎসাহী, ব্যগ্র, (ইন্দ্রিয়াদি সম্পর্কে) খুব ভাল বা সংবেদনশীল, (অনুভূতি সম্পর্কে) তীব্রভাবে অনুভূত।

রতিনন্দিত বড্‌ঢন (ক্লী) আসক্তি বৃদ্ধিকরণ, স্পৃহা বাড়ানো। (বিণ) আসক্তি বৃদ্ধিকারী। ⟹ **বড্‌ঢন** (ক্লী ৪, বিণ ৩)।

রতিনী (বিণ, স্ত্রী) অনুরাগিণী, অনুরক্তা। (জাতক) **অহিংসা রতিনী**। ⟹ **রতিন**।

রত্ত (বিণ) ১ ক রঞ্জিত, রং করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **রঞ্জতি**। (মধ্যম নিকায়) **দূরত্ত-বণ্ণ**। (সূত্রনিপাত) **নানা-রত্তেহিবত্থেহি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রত্তবত্থ-নিবত্থ** (শোকের চিহ্নস্বরূপ)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রত্তবত্থ**। **খ** লাল, লোহিত, রক্তবর্ণ, গাঢ় লাল বর্ণের, উজ্জ্বল লালরঙের, টুকটুকে লাল, দীপ্তিমান বা চকচকে লালবর্ণের; চকচকে লাল ("**রত্তসুবণ্ণ**" সদৃশ)। (তুলনীয়) **রজতি, রজন**। ইহাকে "**রত্তকম্বল**" সম্বন্ধে "সাদা করা হইয়াছে" অর্থেও গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতকে "**রত্তফলিক**" সম্বন্ধে "সাদা বা শ্বেতবর্ণ" অর্থেও ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং "**পুণ্ডরিক**" শব্দের বর্ণনায় "**রত্তপদুম**" শব্দ সম্বন্ধে "**শ্বেত**" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। (মহাবংস) **রত্তানি অক্খিনি**—রক্তবর্ণের চক্ষুদ্বয়, লাল চক্ষুদ্বয়। **গ** (চরিত্রে) উত্তেজিত, লোভে জ্ঞানহীন, কামপ্রবৃত্তিতে হতবুদ্ধি, অত্যন্ত অভিভূত বা উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য, বুদ্ধিহীন। (সূত্রনিপাত) **বিরাগরত্ত**—তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে অভিভূত। **মচ্চা রত্তা**। (যৌগিকে) **রত্ত দুট্ঠ মূঢ়**—উত্তেজিত দুষ্ট মূর্খ; (তুলনীয়) **ভবরাগ রত্ত**। ২ (ক্লী) **ক** রক্ত, শোণিত। **খ** (কদাচিৎ) রাত্রি; (সচরাচর) অধিকাংশে সময়কে বুঝায়। বর্ণনায় ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ও বুঝায়। বর্মাগ্রন্থের সূত্রে এক (সন্দেহজনক) পাঠে "**রত্তং অহো**" এর পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে "**রত্তম-অহা**" যাহা বৈদিক শব্দে আছে "অহো-রাত্রং" = (পালি) "**অহোরত্তং**; P.T.S.-র গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় "**নত্তং**" এবং সূত্রনিপাতের অর্থকথায়ও দেখা যায় "**নত্তং**", কিন্তু ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**রত্তিন্দিবং**", চুল্লনিদ্দেসে পাঠ হইয়াছে "**রত্তিং**" এবং বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—"**রত্তিং বুচ্চতি রত্তি, অহা'তিদিবসো, রত্তিঞ্চ দিবঞ্চ**। অতএব নিম্নোক্ত ক্রিয়া বিশেষণের বর্ণনা সমূহে "**রত্ত**" শব্দের অর্থ "রাত্রি" অথবা "সময়" হইবে : (করণ কারকে) এক **রত্তেন**—এক রাত্রিতে, এক রাত্রির মধ্যে (জাতক); (সূত্রনিপাত) **সত্ত রত্তেন**—এক সপ্তাহ পরে, (সাহিত্যে) এক সপ্তরাত্রি (কর্মকারক একবচনে) **চিররত্তং**—বহু সময়, দীর্ঘ সময়

(সুত্তনিপাত); = **দীর্ঘরত্তং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অড্ঢরত্তং**—অর্ধরাত্রিতে, মধ্যরাত্রিতে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুব্ব-রত্তাপর-রত্তং**—পূর্ব রাত্রির পরের রাত্রিতে, (সাহিত্যে) গত রাত্রি এবং তদ্‌পূর্ব রাত্রিতে। (কর্মকারক বহুবচনে) **চিররত্তানি**—বহু দীর্ঘসময় (জাতক)। (অধিকরণ কারক) **বস্‌স-রত্তে**—বর্ষা ঋতুতে, বর্ষাকালে (জাতক); (পতবত্থু অর্থকথা) **অড্ঢরত্তে**—অর্ধরাত্রিতে, মধ্যরাত্রিতে। (বিমানবত্থু) **অড্ঢ রত্তাযং**—মধ্য রাত্রিতে, অর্ধরাত্রিতে; **দিবা চ রত্তো চ**—দিবা এবং রাত্রি। (জাতক) **চির রত্তায**—দীর্ঘ সময়ে।

রত্তং অহা (ক্রি-বিণ) দিবারাত্রি। = **রত্তং অহো, অহোরত্তং**। (চুল্লনিদ্দেসে) **রত্তং বুচ্চতি রত্তি, অহা'তিদিবসো, রত্তিঞ্চ দিবঞ্চ**। ⟹ **রত্ত** (২খ)।

রত্তং অহো (ক্রি-বিণ) দিবারাত্রি। = **রত্তং অহা, রত্তমহা**। ⟹ **রত্ত** (২খ)।

রত্ত কণবের মালা (স্ত্রী) রক্ত করবী ফুলের মালা গলায় পরিধান (অর্থাৎ যাহা মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে অপরাধীর গলায় পড়াইয়া দেওয়া হয়)। (তুলনীয়) **রত্তমালাধর, রত্তবিরলমালা**।

রত্ত কম্বল (ক্লী) রক্ত কম্বল, রক্তবর্ণ কম্বল, টুকটুকে লাল কম্বল। = **পণ্ডুকম্বল**।

রত্ত কুরবক= **কুরবক**। ⟹ **কুরবক**। ⟹ **বিম্বিজাল**।

রত্তকুরবক রুক্‌খ (ক্লী) বুক্তকরবী ফুলের গাছ। = **রত্তঙ্কুর রুক্‌খ**।

রত্তকোরণ্ডক—লালবর্ণের গুল্ম বা গাছড়া এবং ইহার লাল ফুল। ⟹ **কোরণ্ডক**।

রত্তক্‌খ (বিণ) [রত্ত+অক্‌খ] রক্তচক্ষু, ফোপাইয়া ফোপাইয়া রোদন করিতে করিতে চক্ষু লাল করিয়াছে এমন, চোখ লাল করিয়াছে অথবা হইয়াছে এরূপ, চোখ লাল করিয়া। (ব্যাখ্যায়) **অস্‌সুমুখ**।

রত্তক্‌খিন (বিণ) রক্তচক্ষু, যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, যাহাদের চক্ষু সাধারণত লাল। এই শব্দটি যক্ষের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়।

রত্তঙ্কুর রুক্‌খ (ক্লী) = **বিম্বজাল**। ⟹ **বিম্বজাল**। ⟹ **রত্ত কুরবক রুক্‌খ**।

রত্তচন্দন (ক্লী) রক্তচন্দন, রক্তবর্ণ চন্দন, লাল চন্দন। ⟹ **চন্দন**।

রত্তচন্দন রুক্‌খ (পুং) রক্তচন্দনের গাছ, লাল চন্দনের গাছ।

রত্তঞ্ঞ (পুং) পরিচিত ব্যক্তি। (বহুবচনে) **রত্তঞ্ঞা**। ⟹ **রত্তঞ্ঞু**। (সুত্তনিপাত) **থেরা রত্তঞ্ঞা চির-পব্বজিতা**।

রত্তঞ্ঞু (বিণ) দীর্ঘস্থায়ী, স্বীকৃত, পরিচিত। (বি-ভা) **রত্তঞ্ঞু চিরপব্বজিতো অদ্ধগতো** ইত্যাদি (ধর্মপদ); (ধর্মপদ অর্থকথায়) **পব্বজ্জতো পট্‌ঠায অতিক্কন্তা বহূ রত্তিযো জানাতী'তি রত্তঞ্ঞু**। ⟹ **রত্তঞ্ঞ**।

রত্তঞ্ঞুতা (স্ত্রী) স্বীকার, পুনরায় জানা, প্রত্যভিজ্ঞা।

রত্তঞ্ঞু (বিণ) = **রত্তঞ্ঞু**। ⟹ **রত্তঞ্ঞু**।

রত্তদুট্‌ঠ মূঢ় (বিণ) উত্তেজিত দুষ্ট মূর্খ, জ্ঞানহীন দুষ্ট মূঢ়। ⟹ **রত্ত** (১ গ)।

রত্তদুপট্ট—লাল রঙের দুই পাট্টা চীবর, দ্বিগুণ বা দুই ভাঁজে সেলাই করা রক্তবর্ণ চীবর বা বস্ত্র। ⟹ **দুপট্ট**।

রত্তনযনা (বিণ) রক্তনয়না, রক্তচক্ষু। = **লোহিতক্‌খ**। ⟹ **রত্তক্‌খ, রত্তক্‌খিন**।

রত্তন্ধকার (পুং) রাত্রির অন্ধকার। (বিনয়) **ওগ্‌গতে সুরিযে রত্তন্ধকার**।

রত্তপটাকা (স্ত্রী) লাল পতাকা, রক্তবর্ণের ধ্বজা।

রত্তপতাকা = **রত্তপটাকা**। ⟹ **রত্তপটাকা**।

রত্তপদুম (ক্লী) রক্ত পদ্ম, কোকনদ, লাল পদ্মফুল। (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **রত্ত-সেতাদি-বসেন পদুম**। ⟹ **পদুম** (১)।

রত্তপবাড়দল (ক্লী) রক্ত প্রবাল ফলক, রক্তবর্ণ বা লাল প্রবালসমূহ। ⟹ **দল**।

রত্তপবাল—রক্ত প্রবাল, লাল প্রবাল, লাল বর্ণের প্রবাল।

রত্ত পুপ্‌ফদাম (ক্লী) রক্ত পুষ্পের বা লাল ফুলের মালা, রক্তবর্ণ পুষ্প গুচ্ছ। ⟹ **দাম**।

রত্তফলা (স্ত্রী) ডিম্বাকার লালরঙের ফলবতী লতা-বিশেষ, যেই লতায় ডিমের ন্যায় আকারবিশিষ্ট লালরঙের ফল ধরিয়াছে।

রত্তফলিক (বিণ) লালবর্ণের ফলকযুক্ত, লালরঙের স্ফটিক বা কাঁচযুক্ত।

রত্তমণি (পুং) পদ্মরাগ-মণি, চুনি, লাল বস্তু, রক্তবর্ণের বা লাল কাঁচ। = **কাচত্ত**।

রত্তমহং (ক্রি-বিণ) দিনের বেলায় এবং রাত্রিকালে। = **নত্তমহং**।

রত্তমহা (ক্রি-বিণ) [রত্তং+অহা] দিবারাত্রি, অহোরাত্র। = **অহোরত্তং**। ⟹ **রত্ত** (২ খ)।

রত্তমালাধর (বিণ, পুং) রক্তবর্ণ ফুলের মালা গলায় ধারণকারী। ⟹ **রত্ত কণবের মালা**।

রত্তলোহিত চন্দন—রক্তের ন্যায় লাল বর্ণের চন্দন, রক্ত চন্দন, লাল চন্দন।

রত্তবণ্ণ (বিণ) রক্তবর্ণ, লালবর্ণবিশিষ্ট, লাল রঙের। = **রোহঞ্ঞ**।

রত্তবত্থ (ক্লী) লাল রঙে রঞ্জিত বস্ত্র। ⟹ **রত্ত** (১ ক)।

রত্তবিরল মালা (স্ত্রী) আইনানুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর গলায় গড়াইয়া দেওয়া রক্তবর্ণ ফুলের মালা। ⟹ **রত্ত কণবের মালা**।

রত্তসময়ে (ক্রি-বিণ) রাত্রিকালে, রাত্রিতে। (জাতক) **অড্ঢরত্ত সময়ে**—অর্ধরাত্রি সময়ে, মধ্য রাত্রিতে; **বস্স সময়ে**—বর্ষাকালে, বর্ষাঋতুতে। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **অড্ঢ সময়ে**—অর্ধসময়ে অর্থাৎ অর্ধরাত্রি সময়ে।

রত্তসালি—লাল রঙের শালি ধান, রক্ত বর্ণের শালি ধান।

রত্তসালিবন—রক্তবর্ণ শালি ধানের ক্ষেত, লাল বর্ণের শালি ধানের ক্ষেত।

রত্তাতিসার (পুং) রক্তাতিসার, এক প্রকার রোগবিশেষ, রক্তমিশ্রিত উদরাময় রোগ।

রত্তসুবণ্ণ (ক্লী) রক্তবর্ণ সুবর্ণ, লাল রঙের সোনা, উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট স্বর্ণ, দীপ্তিমান স্বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ। ⟹ **তপনীয়** (ক্লী)।

রত্তি (স্ত্রী) ১ প্রেম, ভালবাসা। ২ রাত্রি, নিশা, রজনী, শর্বরী। (দীর্ঘনিকায়) **রত্তি দোসিনা**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **রত্তি**; (বহুবচনে) **রত্তী**, **রত্তিযো**, **রত্যো** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। কর্ম (একবচনে) **রত্তিং**; (উদাহরণগুলি ক্রিয়া বিশেষণে ব্যবহারে, যেমন—) **রত্তিন্দিব**—দিনে রাতে, রাত্রিদিনে, দিনের বেলায় এবং রাত্রিতে (অঙ্গুত্তর নিকায়); (চুল্লনিদ্দেস) **রত্তিঞ্চ দিবঞ্চ**—দিনের বেলায় এবং রাত্রিকালে; **রত্তিং** (বিপ) **দিবা**; **একরত্তিং**-একরাত্রি (জাতক); (মহাবংসে) **তং রত্তিং**—সেই রাত্রি; (মধ্যম নিকায়) **ইমং রত্তিং**—এই রাত্রি; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রত্তিং**—রাত্রিতে, রাত্রিকালে; (মহাবংসে) **রত্তিং রত্তিং**—রাত্রির পর রাত্রি; (বহুবচনে) **রত্তী**, **রত্তিযো**। করণ (একবচনে) **রত্যা**; **রত্তিযো**; (বহুবচনে) **রত্তীহি**, **রত্তীভি**, **রত্তীসু** (বিনয়); (বিনয়) **হমন্তিকাসু রত্তীসু**। সম্প্রদান (একবচনে) **রত্যা**, **রত্তিযা**; (বহুবচনে) **রত্তীনং**। অপাদান (একবচনে) **রত্যা**, **রত্তিযা**; (বি-ভা) **অভিক্কন্তায রত্তিযা**—রাত্রির শেষভাগে (দীর্ঘনিকায়); (জাতক) **পভাতায রত্তিযা**—রাত্রি প্রভাত হইলে অর্থাৎ রাত্রির শেষে প্রভাত হইলে, প্রত্যূষে, ভোরে; (বহুবচনে) **রত্তীহি**, **রত্তীভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধ পদ (একবচনে) **রত্যা**, **রত্তিযা**; (সূত্রনিপাত) **রত্যা বিবসনে** = **রত্তি-সমতিক্কমে** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (সংযুক্ত নিকায়) **রত্তিযা চ দিবসস্স চ**—রাত্রিতে এবং দিনের বেলায়; (বহুবচনে) **রত্তীনং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **রত্তিযং**, **রত্যং**, **রত্তং**, **রত্যা**, **রত্তিযা**, **রত্তো**; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রত্তিযঞ্চ**—রাত্রিতে, রাত্রিকালে; **অড্ঢ রত্তিযং**—অর্ধরাত্রিতে, মধ্যরাত্রে; (সূত্রনিপাত) **দিবা চ রত্তোচ**; (বহুবচনে) **রত্তীসু**। আলাপনং বা সম্বোধন (একবচনে) (হো) **রত্তি**; (বহুবচনে) (ভোতি) **রত্তিযো**; (ভোতি) **রত্তী**।

রত্তিং (ক্রি-বিণ) রাত্রিকালে, রাত্রিতে, রাত্রির মধ্যে, রাত্রি। = **রত্তিভাগে**। (মধ্যম নিকায়) **ইমং রত্তিং**—এই রাত্রিতে। (জাতক) **এক রত্তিং**—এক রাত্রিতে। (মহাবংসে) **তংরত্তিং**—সেই রাত্রিতে, **যঞ্চরত্তিং** ... **যঞ্চরত্তিং** ... **এতস্মিং অন্তরে**—ঐ রাত্রি এবং ঐ রাত্রির মধ্যে। (বিপ) **দিবা**। ⟹ **রত্তি** (২)। ⟹ **রত্ত** (২ খ)।

রত্তিং রত্তিং (ক্রি-বিণ) রাতের পর রাত, রাত্রির পর রাত্রি, প্রতি রাত্রিতে। ⟹ **রত্তি** (২)।

রত্তিক্খয (পুং) রাত্রিক্ষয়, রাত্রির শেষ বা শেষ ভাগ, রাত্রি অবসান।

রত্তিক্খিত্ত (বিণ) রাত্রি যাপনকারী, রাত্রিকালীন শিকারি বা লক্ষ্যভেদকারী।

রত্তিচার (পুং) নিশাচর, রাত্রিকালে ভ্রমণকারী লোক। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্বরত্তিচার**—সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে থাকে এমন লোক। ইহার ইংরেজি অনুবাদে "উৎসব" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

রত্তিচ্ছেদ—রাত্রিচ্ছেদ। ভিক্ষুরা বর্ষাবাস আরম্ভ করিলে কিংবা পরিবাস করিতে থাকিলে একস্থানে রাত্রি যাপন করিবার জন্য অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন বা স্বীকৃত হন। তখন অরুণোদয় পর্যন্ত ভিক্ষুরা স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠিত আবাসে অথবা আবাস সীমার (বিহার সীমার) মধ্যে রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে অরুণোদয়ের পূর্বে কোনো কারণে উক্ত অধিষ্ঠিত সীমা লঙ্ঘন করিলে রাত্রিচ্ছেদ বা রাত্রিযাপনের পূর্ণতা ছেদন হইয়া যায়। ইহা তিন প্রকারে হইয়া থাকে:—**সহবাস রত্তিচ্ছেদ**, **বিপ্পবাস রত্তিচ্ছেদ**, **অনারোচনা রত্তিচ্ছেদ**।

রত্তিঞ্চ দিবঞ্চ (ক্রি-বিণ) দিবারাত্রি, দিবা এবং রাত্রি। = **রত্তং অহা**। ⟹ **রত্ত** (২খ), **রত্তি** (২)।

রত্তিট্ঠিকা (বিণ) [রত্ত+ইট্ঠিকা] লাল বর্ণের ইষ্টক নির্মিত। = **পাকারিট্ঠিকা**।

রত্তিধূমাযনা (স্ত্রী) রাত্রিকালে ধূমায়িত অবস্থা অথবা ধিকি ধিকি জ্বলন অবস্থা। (যৌগিকে) **রত্তি ধূমাযনা দিবা পজ্জলনা** (বিশুদ্ধিমার্গ); (তুলনীয়) **অযং বম্মীকো রত্তিং ধূমাযতি দিবা পজ্জলতি** (মধ্যম নিকায়)।

রত্তিন্দিব (ক্রি-বিণ) [রত্তিং+দিব] রাত্রি এবং দিন, দিবারাত্রি, এক রাত্রি এবং একদিন। (বি-ভা) **দস রত্তিন্দিবা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⟹ **দিব** (২),

রত্তি (২)।

রত্তিন্দিবং (ক্রি–বিণ) [রত্তিং + দিবং] রাত্রি এবং দিন, রাত্রিদিন, দিবারাত্রি। = **অহোরত্তং**। (বি–ভা) **সত্ত রত্তিন্দিবং**। ⟹ **দিব** (২), **রত্ত** (২খ), **রত্তি** (২)।

রত্তি পরিচ্ছেদ—রাত্রির অংশ, রাত্রিকে বিভাগকরণ, রাত্রিভাগ। ⟹ **পরিচ্ছেদ** (১)।

রত্তিপরিযন্ত (ক্রি–বিণ) রাত্রি পর্যন্ত।

রত্তিভাগ (পুং) রাত্রিভাগ, রাত্রিকাল। = **নিশীথ, রত্তিযা**। (জাতক) **রত্তিভাগে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রত্তিভাগেন**। (বিপ) **দিবসভাগ**। ⟹ **রত্তি** (২)।

রত্তিভাগ সমনন্তরে—রাত্রিকালে। ⟹ **সমনন্তরা**।

রত্তিভাগে ⟹ **রত্তিং**।

রত্তিভাগেন—সেই দিন রাত্রিকালে। (বিপ) **দিবস-ভাগেন**।

রত্তিভোজন (ক্লী) রাত্রি ভোজন, রাত্রিকালীন আহার।

রত্তিযং(ক্রি–বিণ) রাত্রিতে, দিবায় এবং রাত্রিতে। = **দিবা চ রত্তো চ**।

রত্তিযা চ দিবসস্স চ ⟹ **রত্তি** (২)।

রত্তিযঞ্চ ⟹ রত্তি (২)।

রত্তি সময—রাত্রি সময়, রাত্রিকাল, রাত্রি বেলা, রাতের বেলা। (অধিকরণ কারকে) **অড্ঢ রত্তিসমযে**-মধ্যরাত্রিতে, রাত দুপুরে (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

রত্তূপরত (বিণ) [রত্ত+উপরত] নিশিপালনে রত, রাত্রিতে উপবাস থাকে এমন, রাত্রিকালে ভোজনে বিরত, রাত্রিকালে আহার করে না এমন। ⟹ **উপরত**।

রত্তো (ক্রি–বিণ) রাত্রিতে, রাত্রিকালে। = **রত্তিং**।

রত্তোপ্পল [রত্ত+উপ্পল] রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম, লালবর্ণের পদ্ম, লাল কুমুদফুল। ⟹ **পদুম** (১)।

রথ (পুং) ১ রথ, গাড়ি, চক্রযুক্ত যুদ্ধযান, শকটাদি। ইহা "**অক্‌খ, চক্ক, পঞ্জর, ঈসা**" ইত্যাদি সংযুক্ত গাড়ি (বিশুদ্ধিমার্গ)। (জাতক) **পস্‌সদ্ধরথ**—গতিমন্থর করা গাড়ি। (থেরগাথা) **চতুরস্সং রথং**—চারি অশ্বযুক্ত রথ অর্থাৎ বিমান। (মহাবংস) **গোণা রথে যুত্তা**। = **বিমান**। ⟹ **বয্হ**। ২ সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া-কৌতুক, উল্লাস, আহ্লাদ, আমোদ, আনন্দের কারণ, আনন্দজনক বস্তু। ⟹ **মনোরথ**।

রথ-ঈসা (স্ত্রী) রথের ঈষ, রথের বা গাড়ির দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড। = **রথকুব্বর**।

রথক (ক্লী) ছোট রথ, ছোট গাড়ি, (ছেলেমেয়েদের) ছোট ছোট খেলনার গাড়ি। = **খুদ্দকরথং**। (বিণ) রথী, রথ বা গাড়ি আছে এমন। ⟹ **রথিক**।

রথকায—রথপুঞ্জ, গাড়িপুঞ্জ, পুঞ্জীভূত রথ বা গাড়ি, একস্থানে একত্রীভূত রথ বা গাড়িসমূহ। ⟹ **কায**।

রথকার (পুং) রথ বা গাড়ি নির্মাণকারী লোক, গাড়ি নির্মাণকারক, যে ব্যক্তি গাড়ি তৈরি করে, সূত্রধর, রথকার। মধ্যম নিকায়ে ইহাদিগকে নীচ জাতি বলা হইয়াছে এবং আরও বলা হইয়াছে পাপের ফল বা শাস্তিস্বরূপ ঈদৃশ নীচ শ্রেণীতে সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; গালাগালিতেও নীচজাতির সহিত সংযোগে এই শব্দের ব্যবহার করা হইয়া থাকে, যেমন—**রথকার চণ্ডাল বেণ নেসাদ; রথকার জাতি**। (পেতবত্থুতে) **রথকারিন**; = **চম্মকারিন**।

রথকারদহ—হিমালয়ের সপ্ত মহাহ্রদের মধ্যে একটির নাম-বিশেষ।

রথকারিন (বিণ) রথনির্মাণ কারক, যেই ব্যক্তি গাড়ি তৈয়ার করে। ⟹ **রথকার**।

রথকারী (বিণ) = **রথকারিন**। ⟹ **রথকারিন**।

রথকুব্বর (পুং) রথের যষ্টি বা দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড। = **রথ-ঈসা**। ⟹ **কুব্বর**।

রথকোস—রথ বা গাড়ি রাখিবার ঘর। = **রথাকোস**।

রথগুত্তি (স্ত্রী) রথ বা গাড়ির চাকা ঘুরিবার সময়ে উপর দিকে কর্দমাদি ধূলিবালি না উঠিবার জন্য নিবারক বস্তু বা আবরণী।

রথঙ্গ (ক্লী) রথের অঙ্গসমূহ, গাড়ির অংশসমূহ।

রথচক্ক (ক্লী) রথচক্র, রথ বা গাড়ির চক্র, গাড়ির চাকা।

রথত্থর (ক্লী) [রথ+অত্থর] রথ বা গাড়ির আস্তরণ বা কম্বল। = **রথত্থরণ**।

রথত্থরণ (ক্লী) [রথ+অত্থরণ] রথ বা গাড়ির আস্তরণ, গাড়িতে বিছাইয়া বসিবার কম্বল বা বস্ত্রখণ্ড। = **রথত্থর**।

রথদণ্ডক (ক্লী) গাড়ির ধ্বজাদণ্ড, রথের পতাকাদণ্ড। ⟹ **দণ্ডক**।

রথপঞ্জর (পুং) রথপঞ্জর, রথ বা গাড়ির শরীর বা দেহ। = **রথূপত্থ**।

রথযান (ক্লী) রথযান, রথরূপ বাহন, গাড়িরূপ যান। ⟹ **যান** (২)।

রথযুগ (ক্লী) রথের জোয়াল, গাড়ির দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড। = **যোজন** (১)। ⟹ **যুগ** (১)।

রথযুগ বাহন (পুং) [রথ+যুগ+বাহন] শকট বা গাড়ি টানা বৃষভ বা বলদ, গাড়ি বা রথটানা ঘোড়া। = **যোগ্গ** (১ খ)। (বিণ) রথ বা গাড়ির জোয়াল টানিবার জন্য

নিযুক্ত। ⟹ **রথযুগ, বাহন** (বিণ)।

রথরেণু (পুং) রথ বা গাড়ির রেণু বা ধূলি, (পরিমাণে বা সংখ্যায়) গাড়ি অতি সামান্য সংখ্যা অর্থাৎ খুব সামান্য সংখ্যক গাড়ি, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, গাড়ির অণু বা খুব ছোট বস্তু। (সংস্কৃতে) "ত্রসরেণু, ধূলিরেণু, পরমাণু"-এর সহিত Childers-এ তুলনা করা হইয়াছে। কথিত আছে "৩৬ **তজ্জারি**" এবং ৩৬ **রথরেণু**" এতে এক "**লিক্‌খা**"-এর সমান (বিভঙ্গ অর্থকথা)।

রথবরত্ত—রথিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (জাতক) **নদ্ধ রথবরত্তং**—রথিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে দৃঢ়। ⟹ **নদ্ধ**।

রথবিনীত (বিণ) রথারোহী, রথী। (পুং) রথ বা গাড়ির চালক। বিশুদ্ধিমার্গে উদ্ধৃত মধ্যম নিকায়ের "**মজ্‌ঝিম সুত্তন্ত**"-এর ২৪শ সূত্রের নাম। (ক্লী) ভ্রমণার্থ মধ্যপথে ঘোড়া জোগানো, বদলি ঘোড়া জোগানো।

রথসালা (স্ত্রী) রথশালা, রথ বা গাড়ি রাখিবার ঘর। ⟹ **রথাকোস, সালা**।

রথসেণি (স্ত্রী) রথের বিভাগ অথবা রথীদলের বিভাগ। ⟹ **সেণি** (২)।

রথস্‌স উরো (পুং) = **ঈসামূলং**। ⟹ **ঈসামূলং**।

রথাকোস—রথ বা গাড়ি রাখিবার ঘর, গাড়ির গ্যারেজ। = **রথকোস, রথসালা**। ⟹ **কোস**।

রথাচরিয (পুং) সারথি, রথ বা গাড়ির চালক।

রথানীক (ক্লী) যুদ্ধের জন্য রথের (একত্র) বিন্যাস, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রথপুঞ্জ, রথসমূহের ব্যূহ, রথের শৃঙ্খলা বা সাজসজ্জা।

রথারোহ (পুং) রথিক, রথারোহী লোক বা সৈন্য, রথারোহী যোদ্ধা।

রথিক (পুং) রথিক, রথী, রথারূঢ় ব্যক্তি, রথস্থ যোদ্ধা, রথস্বামী, রথারূঢ় সৈন্য, সারথি, রথচালক। (মধ্যম নিকায়) **সঞ্ঞাতো কুসলো রথস্‌স অঙ্গ পচ্চঙ্গানং**। (জাতক) **রথিক পত্তিকারিক**। ⟹ **পত্তিক** (১), **পত্তি** (ক্লী)।

রথিকা (স্ত্রী) রথ বা গাড়ি চলাচলের রাস্তা। = **রথিযা**।

রথিযা (স্ত্রী) রাস্তা, রথ বা গাড়ির রাস্তা, গাড়ি চলাচলের রাস্তা, রাজপথ। = **রথিকা**।

রথিযা চোড় (ক্লী) পথস্থ ছিন্নবস্ত্র, রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া জীর্ণবস্ত্র। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রথিকায ছড্ডিত-চোড়ক**।

রথীসা (স্ত্রী) [রথ+ঈসা] রথের ঈষা, গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ড। = **রথ-ঈসা**।

রথূপত্থর (ক্লী) রথের আবরণ, গাড়ির আবরণী পর্দা।

রথেসব (পুং) রাজা, রথিন, রথী, মহারথী, রথিক প্রবর, রথি শ্রেষ্ঠ, রথস্বামী। পেতবত্থু অর্থকথায় ধর্মপালের বর্ণনায়—"**রথেসু উসভসদিসো মহারথো'তি অত্থো**"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়—"**মহা রথেসু খত্তিযেসু অকম্পিয'ত্থেন উসভসদিসো**"।

রদ—থেরগাথা অর্থকথায় যৌগিক শব্দে এই শব্দটি দৃষ্ট হয়, যেমন—"**সন্নিবেস-বিসিট্‌ঠ-রদ-বিসেস-যুত্ত**" কিন্তু ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে। ইহার অর্থ কি "ফাটল অথবা চিড়?" বাঙ্গালায় ইহার অর্থ দৃষ্ট হয় : (পুং) ১ দন্ত। ২ খনন। (বিণ) প্রতিবাদ, রহিত, রদ, খারিজ।

রদতি (ক্রি) [√রদ+অ] তীক্ষ্ণ বস্তুর দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, রেঁদা করা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া ফেলা, দাঁতে কাটা, খননাদিতে নখাদির ব্যবহার করা। ⟹ **রদ, রদন**।

রদন—দন্ত, খনন। = **রদ**।

রন্ধ (বিণ) রন্ধিত, রন্ধনকৃত, যাহা রন্ধন করা হইয়াছে। ⟹ **রন্ধতি** (২)। (ক্লী) রন্ধ্র, ছিদ্র, গর্ত, কুক্ষি, অন্যায়, আলস্যাদি দোষ, ছল, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, ফাটল, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ, খোলা, চিড়, দাগ, চিহ্ন, নিন্দা, কলঙ্ক, অপরিসর স্থান, অভাব, অসম্পূর্ণতা, বৈকল্য। (সূত্রনিপাত) **রন্ধমেসিন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রন্ধবিবর**।

রন্ধক (পুং) পাচক, রাঁধুনি। (বিণ) রন্ধনকারী, যে ব্যক্তি রন্ধন করে। (জাতক) **ভত্ত রন্ধক**।

রন্ধ গবেসিত (বিণ) ছিদ্র অন্বেষিত, অপরের দোষক্রটি গবেষিত বা অন্বেষিত। (তুলনীয়) **রন্ধগবেসী**।

রন্ধগবেসিন = **রন্ধগবেসী**। ⟹ **রন্ধগবেসী**।

রন্ধগবেসী (বিণ, পুং) রন্ধ্র-গবেষী, পরদোষ অন্বেষণ-কারী, যে ব্যক্তি পরের দোষ অন্বেষণ করে। = **রন্ধমেসিন**।

রন্ধতি (ক্রি) [√রধ অথবা √রন্ধ+অ] ১। জয় করা বা হওয়া, অধীন করা বা হওয়া, বশীভূত করা বা হওয়া, সহ্য করা, কাহারও ক্ষমতাধীন হওয়া, বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, ত্যক্ত করা, কষ্ট দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা। (পঞ্চমী) **রন্ধেহি** (নিষেধার্থে) **মা রন্ধযি**; (বহুবচনে) **মা রন্ধযুং**= **মা রন্ধন্তু মা মথন্তু** (ধর্মপদ অর্থকথা); ⟹ **রন্ধ** (ক্লী)। ২ রন্ধন করা, রান্না করা, পাক করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভোজনং রন্ধেয্য**। (অতীত) **রন্ধি**। (অ-বিণ) **রন্ধ**। (করণে) **রন্ধেতি**।

রন্ধন (ক্লী) রন্ধন, পাককরণ, রান্নাকরণ, সিদ্ধকরণ।

রন্ধমেসিন (বিণ) [রন্ধং+এসিন] অপরের দোষক্রটি

অন্বেষণকারী, ছিদ্র অন্বেষী, পরদোষ অন্বেষী। (তুলনীয়) **বিরন্ধমেসিন অপরন্ধমেসিন খলিত-মেসিন গড়িতমেসিন বিরমেসী'তি** (মহানির্দেশ)। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **রন্ধগবেসিত**। = **রন্ধগবেসী**। ⟹ **রন্ধ**।

রন্ধবিবর—দোষ, ছিদ্র, রন্ধ্র, বিবর, ফাটল। = **ওতার** (৩)।

রন্ধিত (বিণ) রন্ধিত, রন্ধনকৃত, যাহা রন্ধন করা হইয়াছে। (তুলনীয়) **রন্ধ** (বিণ)। ⟹ **রন্ধেতি**।

রন্ধেতি (ক্রি) [রন্ধ+এ] রন্ধন করা, পাক করা, রান্না করা, সিদ্ধ করা। ⟹ **রন্ধতি**। (অতীত) **রন্ধেসি**। (অ-বিণ) **রন্ধিত**। (ক্রি-বি) **রন্ধেত্বা**।

রপতি (ক্রি) [√রপ+অ] কিচমিচ শব্দ করা, বৃথা কথা বলা, হড় বড় করা, শীতে দাঁত ঠক ঠক করা, ফিস ফিস করিয়া কহা, চুপি চুপি বলা, মৃদুস্বরে বলা, আস্তে আস্তে বলা, (গাছের পাতা ইত্যাদি) খস খস করা। ⟹ **লপতি**।

রভস (বিণ) বন্য, অ-পোষা, গোঁয়ার, অকর্ষিত, অসভ্য, প্রচণ্ড, উৎকট, ভ্রমণশীল, ব্যভিচারী, (সমুদ্র, আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে) ঝড়ো, বিক্ষুব্ধ, অত্যন্ত উত্তেজিত, প্রবল, আবেগপূর্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগে অথবা আঘাত দ্বারা কৃত, অসহ্য, চরম, ভয়ানক, ভীষণ, খুব বেশি, অত্যধিক। = **বহু-ভাণিন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

রম (বিণ) সন্তুষ্টিজনক, আমোদজনক, তৃপ্তিকর, আনন্দদায়ক, উপভোগ্য, মনোরম। = **মনোরম, রমণ**।

রমণ (বিণ) রমণ, প্রিয়, সন্তোষ-বিধানকারী, মনোহর, মুগ্ধকারী, আমোদজনক, আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রীতিকর, মধুর। = **রম, মনোরম, রমণীয**।

রমণক (বিণ) = **রমণ**। ⟹ **রমণ**।

রমণী (স্ত্রী) রমণী, স্ত্রীলোক, সুন্দরী স্ত্রী, পত্নী, নারী।

রমণীয (বিণ) রমণীয়, রম্য, সুন্দর, মনোরম, মধুর, মনোহর, মুগ্ধকারী, আমোদজনক, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, সুখকর, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। (দীর্ঘনিকায়) **রমণীযা দোসিনা রত্তি**। (মহাবংসে) **রমণীযং**। = **রুচির** (পেতবথু অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়ে) **রমণেয্য**। (তুলনীয়) **রমণেয্য, রমণেয্যক**। = **রমণ**। ⟹ **রমতি**।

রমণেয্য = **রমণীয**। ⟹ **রমণীয**।

রমতি (ক্রি) [√রম+অ] রমিত হওয়া, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, সন্তুষ্ট করা, আনন্দিত করা বা হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, খেলা করা, তৃপ্তি পাওয়া, আমোদ করা, কৌতুক করা, তামাশা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, মজা করা, আমোদ প্রমোদ করা, চিত্ত বিনোদন করা, হাসানো, প্রফুল্ল করা, আনন্দ দেওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযোন রমতি পাপে**। (সূত্রনিপাত) **ঝানে রমতি**। (ধর্মপদ) **অরিযপ্পবোদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো**। (বর্তমানকালে) **রমতি**; (কর্তৃবাচ্যে উত্তমপুরুষ একবচনে) **রমে**; (বহুবচনে) **রমামসে**। (পঞ্চমী) **রম**; (পেতবথু) **রম দেব মযাসহ** (এখানে "**রম্ম**" শব্দের প্রয়োগই উত্তম)। (অতীত) **রমি**। (অ-বিণ) **রমিত, রত, ওরত**। (ব-বিণ) **রমন্ত, রমমান, রম্ম, রমণীয**। (ভবিষ্যতে) **রমিস্সতি**। (ক্রি-বিণ) **রমিত্বা, রম্ম**। (তুম) **রমিতুং**। (করণে) **রমেতি, রমাপেতি**।

রমন (ক্লী) রমণ, আমোদ, সুখ, রতি, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, সুরত, মৈথুন, ক্রীড়া।

রমনীয (বিণ) = **রমণীয**। ⟹ **রমণীয**।

রমাপেতি (ক্রি) সুখভোগ করানো, সুখের কারণ করা, আনন্দ উপভোগ করানো, উপভোগ করিবার কারণ করা। ⟹ **রমতি**।

রমিত (বিণ) রমিত, শোভিত, রমণকৃত, রতিপ্রাপিত, সুখভোগ করিয়াছে এরূপ, উপভোগ করিয়াছে এরূপ, সুখপ্রাপ্ত, আনন্দিত, আমোদপ্রাপ্ত, কৌতুকপ্রদ। (সূত্রনিপাত) **বনন্তে রমিত সিযা**। = **অভিরত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবথু) **রমম্হি তযাসহ**। ⟹ **রমেতি, রমতি**।

রমেতি (ক্রি) আনন্দ করা, আমোদ করা, সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা, আদর করা, সোহাগ করা। ⟹ **রমতি**। (অতীত) **রমেসি**। (অ-বিণ) **রমিত**।

রম্বতি (ক্রি) নিচের দিকে ঝুলিয়া পড়া, লম্বমান হওয়া। = **লম্বতি**।

রম্বা (স্ত্রী) রম্ভা, কলা, কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ। = **রম্ভা**।

রম্ভা (স্ত্রী) রম্ভা, কলা। = **রম্বা**।

রম্ম (বিণ) রম্য, রমণীয়, সুন্দর, মনোহর, মুগ্ধকর, আনন্দদায়ক, উপভোগ্য = **রমণীয**। ⟹ **রমতি**।

রম্মক (বিণ) = **রম্ম**। ⟹ **রম্ম**। (পুং) চৈত্র মাসের নাম।

রয (পুং) বেগ, দ্রুতগমন, শীঘ্রতা, গতিবেগ; (সাহিত্যে) স্রোত, গতি, বিদ্যুৎপ্রবাহ। ⟹ **রব** (১)।

রযতি (ক্রি) = **রসতি**। ⟹ **রসতি**।

রব (পুং, ক্লী) ১ বেগ, দ্রুতগমন, শীঘ্রতা, গতিবেগ, অতি ক্ষিপ্রতা, খুব সত্বরতা, অতিবেগ, অশ্বের প্লুতগতি।

(বিনয়) **দবরব**। মধ্যম নিকায়ে **"ধাবে রবখে"** এর পরিবর্তে উত্তম পাঠ **"ধাবখে রবখে"**। দ্রুততার গতি নির্ণয়ে **"দবরব"** শব্দের ও ব্যবহার হইয়াছে, যেমন—শব্দের ন্যায় বা শব্দ অপেক্ষা দ্রুত গমন বা গতি। ২ রব, ধ্বনি, শব্দ, কলরব, গর্জন, গোলমাল, উচ্চ শব্দ, বড় শব্দ, হুঙ্কার, গুরু গুরু, ধ্বনি, চিৎকার, আহ্লাদসূচক চিৎকার, আর্তনাদ, উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি, ক্রন্দন, ঘোষণা, প্রচার, অবিচার বা অত্যাচারের তীব্র অনুযোগ, নীতিসূত্র, পশুর গর্জন বা উচ্চরব, পক্ষীর রব। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সব্বরবঞঞু**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কারুঞঞ রব**। ⟹ **রাব, রুত**।

রবক (পুং) রব, শব্দ, গর্জন, চিৎকার।= **রব** (২)। (মধ্যম নিকায়) **গোরবক**।

রবণ (ক্লী) রবকরণ, গর্জন করণ, হুঙ্কার করণ, গুরু গুরু ধ্বনি করণ, চিৎকার করণ, উচ্চ শব্দ করণ, আহ্লাদসূচক চিৎকার করণ, আর্তনাদ করণ, গান করার কাজ, গীত বিদ্যা, কুকুর অথবা নেকড়ে বাঘের ন্যায় শব্দ, আর্তনাদ, বিলাপধ্বনি।

রবণ ঘট—এক প্রকার ঘট বা কলস (এখানে কিন্তু **"রবণ"** শব্দের অর্থ অনিশ্চিত)।এই শব্দটি বিশুদ্ধিমার্গে দৃষ্টহয়; = **পেড়াঘট** (খুদ্দক নিকায় অর্থকথা); (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **যবনঘট**।

রবতি (ক্রি) [√রু+অ] রব করা, শব্দ করা, চেঁচামেচি করা, কলরব করা, গোলমাল করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, উচ্চ শব্দে শোরগোল করা, প্রার্থনা করা, ক্রন্দন করা, বিলাপ করা, অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা, প্রচার করা, ঘোষণা করা। (তুলনীয়) **বিরবতি, অভিরবতি**। (অতীত) **রবি, অরাবি, অরবি**; (জাতক) **বন্ধ রাবং রবি**; (মহাবংস) **মহা-রাবং অরাবি**। (অ-বিণ) **রবিত, রুত**। (বি-বিণ) **রবন্ত, রবমান**। (ক্রি-বি) **রবিত্বা**।

রবন (ক্লী) =**রবণ**। ⟹ **রবণ**।

রবি (পুং) রবি, সূর্য। (জাতক) **তরুণ রবিবণ্ণ রথ**। ⟹ (অতীত ক্রিয়া) **রবতি**।

রবিত (বিণ) উচ্চ শব্দকৃত, আর্তনাদ করিয়াছে এরূপ, চিৎকার করিয়াছে এরূপ, চেঁচামেচি করিয়াছে এরূপ, ঘোষণাকৃত, ঘোষিত, উচ্চ শব্দে কথিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সকুণ-রুত রবিত**। ⟹ **রবতি**।

রবিন্দ (পুং) [রবি+ইন্দ] "সূর্যের রাজা", পদ্মফুলের নাম।

রবিবার—রবিবার।

রবিহংস (পুং) "সূর্যহংস", পক্ষীর নাম, পক্ষীরাজ।

রস (পুং) রস, রসনেন্দ্রিয় (জিহবা) গ্রাহ্য মাধুর্যাদি গুণ, স্বাদ, আস্বাদ, কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-অম্ল-মধুর—এই ছয় প্রকার রস, আস্বাদন, গন্ধ, আস্বাদন শক্তি, অধিকতর পছন্দ, স্বাদ-বিস্বাদ বিচার শক্তি, তার, ক্বাথ, ঝোল, সুরুয়া, পারদা, পারা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জিহ্বা-পটিহনন-লক্খণো রসো, জিহ্বা বিঞ্ঞাণস্স বিসয-ভাবো রসো, তস্সেব গোচরপচ্চু পট্ঠানো, মূল-রসো খন্ধ-রসো'তি আদিনা নযেন অনেকবিধো**—জিহ্বা বিকর্ষণের লক্ষণ রস, জিহ্বা-বিজ্ঞানের বিষয় ভাব বা স্বভাব রস—এইরূপে উহার নির্ভরশীল ঘটমান বিষয় (জিহ্বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) বৃক্ষের মূলরস, বৃক্ষের কাণ্ডরস ইত্যাদি বহুবিধ; অর্থাৎ শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া রস জিহ্বার (ইন্দ্রিয় বস্তুর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির) পক্ষে অসাধারণ এবং বৃক্ষমূল, বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি হইতে নিষ্কাশনে নানাবিধ বস্তুরূপে রস নিহিত থাকে। বিষয়গত উৎসের রস ৬ প্রকার, যথা—**মূলরস** (বৃক্ষমূলের আস্বাদন বা রস), **খন্ধরস** (বৃক্ষকাণ্ডের আস্বাদন বা রস), **তচরস** (বাকলের আস্বাদন বা রস), **পত্তরস** (পাতার আস্বাদন বা রস), **পুপ্ফরস** (পুষ্পের আস্বাদন বা রস), **ফলরস** (ফলের আস্বাদন বা রস) অন্তর্মুখী উৎসের রস ১২ প্রকার, যথা—**অম্বিল-রস** (অম্লরস), **মধুর রস** (মধুর বা মিষ্ট রস), **তিত্তিক রস** (তিক্ত রস), **কটুক রস** (কটুরস), **লোণিক রস** (লবণ রস), **খারিক রস** (ক্ষারগুণযুক্ত রস), **লম্বিল রস** (কর্কশ বা অপক্ব ফলাদির অম্লরস, মিলিন্দ প্রশ্নে ৬২ প্রকার **"অম্বিল"** বা অম্লের বর্ণনা পাওয়া যায়), **কসাব রস** (কষায় রস), **সাদুরস** (স্বাদু বা আনন্দদায়ক রস), **অসাদুরস** (অস্বাদু বা অপ্রীতিকর রস), **সীতরস** (ঠাণ্ডা বা শীত রস), **উণ্হরস** (গরম রস)। মিলিন্দ প্রশ্নে ৫৬ প্রকার রস-সম্বন্ধে:—১ রস বা ক্বাথ অর্থে:—**উচ্ছুরস** (আখের বা ইক্ষুর রস), চিনির সরবত; **পত্তরস**—বৃক্ষপত্রের রস বা ক্বাথ; **পুপ্ফরস**—পুষ্পের রস বা ক্বাথ; **মধুর রস**—মধুর রস বা মধুর সরবত। ২ (বিষয়গত) গুণস্বরূপ আস্বাদন, অধিকতর পছন্দ অনুরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। **"আয়তন"** সমূহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) (ভাবাবেগ এবং উপলব্ধ) বস্তুসমূহের তালিকায় **"রস"**-এর স্থান **"গন্ধ"**-এর পরবর্তী চতুর্থ স্থান। আস্বাদন (অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে একমাত্র জিহবার আস্বাদনের বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—**জিব্হায রসং সাযিত্বা** (অথবা **'বিঞ্ঞেয্য'**); ⟹ **আয়তন** (৩), **রূপ**। (মধ্যম নিকায়) **জিব্হা বিঞ্ঞেয্য রস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বণ্ণ-গন্ধ-রস সম্পন্ন ভোজন**। ৩ গুণ এবং ব্যক্তিগত সম্পাদিত কার্যস্বরূপ আস্বাদন জ্ঞান বা আস্বাদন-ইন্দ্রিয়।

এইরূপে ইন্দ্রিয় সমূহের প্রাধান্য-চিহ্নিত (যাহাকে ১০ প্রকার "আধিপতেয্য" অথবা "ঠান" বলা হয় উহার) তালিকায় এই "রস" মহাপুরুষের বিশিষ্ট চিহ্নের ("রসগ্গ" এর) সমান। ৪ আমোদজনক বস্তু বা কার্য, ইন্দ্রিয়সুখজনিত উত্তেজনা, পার্থিব বা দৈহিক সুখ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা, অনুগ্রহ, প্রশংসোবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (সূত্রনিপাত) **রসেসু গেধং রসে ন অনুগিজ্ঝেতি** (এখানে সম্ভবত "রসেসু" শব্দই উত্তম হইবে সূত্রনিপাত অর্থকথার মতানুসারে)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুরিসো অগ্গরস-পরিতিত্তো** (এখানে সম্ভবত এই শব্দের ২ নং অর্থে)। ৫ আস্বাদন বা গন্ধ এবং ইহার সারাংশে (অথবা "তলদেশ বা মৃত্তিকার দ্বিতীয় স্তর") অর্থাৎ সূপ বা ঝোল। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কক্কটকরস**—কাঁকড়া সিদ্ধ সূপ বা ঝোল। (তুলনীয় সংযুক্ত নিকায়ে) আট প্রকার সুগন্ধিযুক্ত বা উৎকৃষ্ট সূপ বা ঝোল, যথা—**অম্বিল, তিত্তক, কটুক, মধুর, খারিক, অখারিক, লোণিক, অলোণিক**। (পেতবত্থু) **অনেক-রস-ব্যঞ্জন**—অনেক প্রকার নানাবিধ রস ব্যঞ্জন বা ঝোল। (জাতক) **গোরস**—গোরস বা গরুর দুধ হইতে উৎপন্ন ক্ষীরাদি পঞ্চবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য) (⟹ **গোরস**)। এখানে "রস" শব্দের অলঙ্কারিক অর্থ:—আস্বাদন, গন্ধ, সুস্বাদ, তার, আমোদ, আগ্রহ, অনুরাগ, ইচ্ছা, চাটনি, মসলা, ক্ষুধা, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, স্পৃহা, অভিলাষ, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (সূত্রনিপাত) **পরিবেক রস; ধম্ম-পীতিরস;** (তুলনীয় সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অস্সাদ খেন**—আস্বাদ বা অধিকতর পছন্দ অর্থে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিমুত্তি রস**—বিমুক্তি রস বা মুক্তির ইচ্ছা। তদ্রূপ পটিসম্ভিদামার্গে—**অত্থরস ধম্মরস, বিমুত্তিরস**। ৬ ব্যাকরণমতে এবং লিখিবার বলিবার আঁকিবার ইত্যাদির মতে "রস" শব্দের অর্থ :—অত্যাবশ্যক বিষয় বা গুণ, সৌন্দর্য, শোভা, কমনীয়তা, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, চতুরতা, দক্ষতা, প্রফুল্লতা, সুখের অবস্থা, পরিষ্কৃত অবস্থা। নাটকীয় মতে ইহার অর্থ:—ভাবাবেগ বা ভাবপ্রবণতা (শ্রেষ্ঠতায়); Childers গ্রন্থে "নাট্যরস" দ্রষ্টব্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ওপম্মরস; লক্খণরস** (এই দুইটি শব্দ সম্ভবত নিম্নস্থ ৭ নম্বরের অর্থানুরূপ)। ((পেতবত্থু অর্থকথা) **"অঙ্গীরস"**—এক ব্যক্তির নাম-বিশেষ; বর্ণনায় ইহার অর্থ:—**জুতিযা অধিবচনং** অর্থাৎ "উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য, দক্ষতা, চতুরতা, প্রফুল্লতা, সম্ভ্রমসূচক পদবী"। ৭ দর্শনমতে "রস" শব্দের অর্থ:—আবশ্যকীয় বিষয় বা বস্তু"। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় যৌগিক শব্দে **"লক্খনরস"** ইত্যাদি; **"কিচ্চরস"**—কৃত্যরস অথবা কর্তব্যরস; **"সম্পত্তি রস"**—সম্পত্তি রস অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় রস। ৮ উৎকৃষ্ট সারাংশ, কিছু শক্ত কিছু তরল অর্থাৎ নয় শক্ত নয় তরল তন্মধ্যম সারাংশ, সার, উদ্ধৃতি, মাধুর্য, কোমলতা, কমনীয়তা, সুশীতল, ভদ্রতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি, অন্যের প্রতি বিবেচনা, দুর্বলতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, সুস্বাদু দ্রব্য, কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, সুন্দরত্ব, সূক্ষ্মতা, ধূলি, গুঁড়া, মৃত্তিকা, পুষ্পরেণু, আবর্জনা, হীন অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) **পথবী রস (পঠবী রস)**—পৃথিবীর সারভাগ। (দীর্ঘনিকায়) **রস পথবী (রসপথবী)**—ধূলিমাটি, অতিসূক্ষ্ম বা মেকি ধূলি মাটি। (জাতক) **পব্বরস**—পর্বতের রস বা সার, পাহাড় বা প্রস্তরের সারাংশ। (জাতক) **সুবণ্ণ রস**—স্বর্ণধূলি, স্বর্ণরেণু। (বিণ) ১ রসযুক্ত, স্বাদনীয়। ২ দশ, ১০। = **ড়স**।

রসক (পুং) পাচক, রাঁধুনি।

রসগরুক (বিণ) রসপ্রবণ, আমোদ প্রিয়, সুখের ইচ্ছুক।

রসগিদ্ধ (বিণ) রসলোভী। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"স্থিরপ্রতিজ্ঞ, স্থিরসংকল্প, নাছোড়বান্দা, একগুঁয়ে" অর্থে। = **পকটঠক**।

রসগ্গ (স্ত্রী) [রস+অগ্গ] রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট জাতীয় স্বাদযুক্ত গুণ। দীর্ঘনিকায়ে মহাপুরুষের বর্ণনায়:—**রসগ্গসগ্গিত; রসগ্গসগ্গিন**; তুলনীয় Dial-এর ইংরেজি অনুবাদ "তাঁহার আস্বাদন নিরতিশয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী অনুরূপ"।

রসগ্গসগ্গিত (পুং) [রস+অগ্গ+স+অগ্গিত] অতি সূক্ষ্মরূপে বিচারক্ষম জ্ঞান। ⟹ **রসগ্গ**।

রসগ্গসগ্গিন (বিণ) [রস+অগ্গ+স+অগ্গিন] আস্বাদন উৎকৃষ্ট জাতীয়। (তুলনীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃত মহাবস্তু) রসরসাগ্রিন। ⟹ **রসগ্গ**।

রসঞ্জন (স্ত্রী) [রস+অঞ্জন] একপ্রকার মলম, এক জাতীয় সুর্মা, একপ্রকার কাজল বা অঞ্জন। ইহা পঞ্চ প্রকার অঞ্জনের মধ্যে একপ্রকার।

রসতণ্হা (স্ত্রী) রস তৃষ্ণা, রস বা আস্বাদের জন্য তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লোভ বা লিপ্সা।

রসতি (ক্রি) জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, নেকড়ে বাঘ বা কুকুরের ন্যায় চিৎকার করা, বিলাপ করা, আর্তনাদ করা, গর্জন করা। = **রবতি, বসতি, সরতি** (জাতক), **নদতি** (জাতক অর্থকথা)।

রসত্ত (স্ত্রী) রসত্ব, আস্বাদন, তার, আস্বাদন শক্তি, অধিকতর পছন্দ, বিচার শক্তি, মধুরতা, মিষ্টতা।

রসপঠবী = **রসপথবী**। ⟹ **রসপথবী**।

রসপথবী—ধূলিমাটি, অতি সূক্ষ্ম ধূলামাটি (যাহা বাতাসের সহিত উড়ে), মৌলিক মাটি (কঠিনাকার ধারণ করিবার পূর্বাবস্থা), সিক্ত মাটি, ভিজা মাটি, নরম মাটি। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"সুস্বাদু বা মনোরম মাটি" (ইহা কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থ নহে) (বিপ) **ভূমি পপ্পটক** (১)। ⟹ **পঠবী, রস** (৮)।

রসরাগ (পুং) আস্বাদ বা সুখজনক উত্তেজনা। ⟹ **রাগ** (২)।

রসবতী (স্ত্রী) "আস্বাদ অবস্থা" অর্থাৎ রন্ধনশালা, রন্ধনপাত্র। (বিণ) রসবতী, রসজ্ঞ।

রসসঞ্ঞা (স্ত্রী) রসসংজ্ঞা, রসজ্ঞান, আস্বাদের উপলব্ধি।

রসসঞ্চেতনা (স্ত্রী) = **রসসঞ্ঞা**। ⟹ **রসসঞ্ঞা**।

রসহরণী (স্ত্রী) আস্বাদ ব্যবস্থাপক, আস্বাদগ্রহীতা, মুখের লালা বা থুথু চলাচলের নল, দৈহিক বা মানসিক বোধ বা অনুভূতির (সংবেদনের) স্নায়ু। ⟹ **হরণী**। আধুনিক সাহিত্যে অর্থাৎ জাতকে শরীরের এই স্নায়ুর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছ ৭০০০। (জাতক) **রসহরণী খোভেত্বা ফরি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রসহরণী অনুফরি**। যৌগিকে "**রসহরণী**" এর স্থলে "**রসহরণি**" হয়, যেমন (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পঠম-কবড়ে মুখে পক্খিত্ত-মত্তে সত্ত রস-হরণি-সহস্সানি অমতেন-এব ফুটানি অহেসুং**। দীর্ঘনিকায়ের প্রাচীন গ্রন্থে "**মহাপুরিস**" সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"**সম্মজ্জসা রস-হরণী সুসন্থিতা**", ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—(গলদেশে) আস্বাদ বহনকারী নল বা স্নায়ুসমূহকে উত্তমরূপে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে।

রসাদ (ক্লী) আস্বাদের বিষয় বা বস্তু সমূহকে উপভোগকরণ।

রসারম্মণ (ক্লী) আস্বাদের বিষয়বস্তু।

রসায়তন (ক্লী) আস্বাদের ক্ষেত্র। **জিহ্বা রসায়তন**। ⟹ **আয়তন** (৩)।

রসাবিন (বিণ) আস্বাদনীয়, অনুভবনীয়, উপলব্ধি করিবার যোগ্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিব্বান রসাবিন**।

রসীয়তি (ক্রি) আস্বাদ পাওয়া, তৃপ্তি পাওয়া, সন্তুষ্টি লাভ করা, আমোদ পাওয়া, সন্তুষ্ট করা বা হওয়া, আনন্দিত করা, সন্তোষ বিধান করা, তৃপ্ত হওয়া, পরিতৃপ্ত হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভাসিতস্স রসীয়তি**। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **তুস্সতি**।

রস্মি (স্ত্রী) ১ দড়ি, রজ্জু, লাগাম, বলগা, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিপত্তি, বাধা। = **রংসি** (১)। ২ রশ্মি, জ্যোতি, কিরণ, আলোক রেখা। = **রংসি** (২)। এই শব্দটি প্রায়ই গদ্যে ব্যবহার হয় এবং পদ্যে ব্যবহার হয় "**রংসি**"। (বহুবচনে) **রস্মিযো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রস্মিং বিস্সজ্জেসি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নীল-রস্মিযো**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **চন্দিম-সুরিয-রস্মি**। (যৌগিকে) **বুদ্ধ-রস্মি**। (জাতক) **বুদ্ধ-রস্মিযো বিস্সজ্জেন্তো**।

রস্মিগাহ (বিণ) বল্গাধারী, বল্গা বা লাগাম ধরিয়া। ⟹ **গাহ** (৩)।

রস্স (বিণ) হ্রস্ব, খাট, অল্প, বেঁটে, খর্ব, সংক্ষিপ্ত, অপ্রচুর, অনতিদীর্ঘ, কম, সামান্য, ত্রুটিপূর্ণ, রূঢ়, অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ, ন্যূন, অপর্যাপ্ত, অতিক্ষুদ্র, অবর্ধিত। (বিপ) **দীঘ**। (দীর্ঘনিকায়) **দীঘা বা রস্স বা মজ্ঝিমা'তি বা**। (তুলনীয়) **অতিরস্স**।

রস্সত্ত (ক্লী) হ্রস্বত্ব, খর্বতা, সংক্ষেপ, সংকীর্ণতা, ন্যূনতা, হ্রাস, লঘুকরণ, পরিবর্তন।

রস্স সরীর (বিণ) খাট দেহ, হ্রস্ব শরীর, অতি ছোট, বৃদ্ধিকালে বাধাপ্রাপ্ত।

রস্সাদেস—"সামান্য আদেশ" অর্থাৎ সংকল্পের হ্রাস, বিচার-নিষ্পত্তির পরিবর্তন, অটলতার লঘুকরণ।

রহ = **অরহ**। ⟹ **অরহ**।

রহতি (ক্রি) [√রহ+অ] পরিত্যাগ করা, ত্যাগ করা, পরিহার করা, ছাড়িয়া দেওয়া, দানপত্র লিখিয়া দেওয়া, থাকিতে দেওয়া, সমর্পণ করা, জিজ্ঞাসা করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, অনুমতি না লইয়া কাজ পরিত্যাগপূর্বক চালিয়া যাওয়া, পলায়ন করা। (তুলনীয়) **রহস, রহস্স**। (অ-বিণ) **রহিত**।

রহদ (পুং) হ্রদ, পুকুর, সরোবর, পুষ্করিণী, বদ্ধ জলাশয়। (দীর্ঘনিকায়) **রহদং ইব বিপ্পসন্নং উদানং**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মো রহদো সীল-তিত্থো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রহদো পূরো ব পণ্ডিতো; রহদো ব নিবাতো; রহদো স-উম্মি সাবট্টো সগহো**।

রহস (ক্লী) নির্জন স্থান, একাকী বাস, নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা, সংগুপ্তি, গোপনতা, নির্জন বাস, গোপনীয়তা।

রহস্স (ক্লী) রহস্য, গুপ্তবিষয়, মর্ম, গূঢ়তত্ত্ব, পরিহাস, সংগুপ্তি, গোপনতা, নির্জনবাস, নির্জনতা। (মহাবংস) **বত্বা রহস্সং**। (কর্মকারকে) **রহস্সং**। (করণকারকে) **রহস্সেন**। (বিণ) রহস্য, গোপনীয়, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট, নির্জন, নিভৃত, গোপন, গুপ্ত, গূঢ়, চাপা, নিজস্ব, সর্বসাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য, বেসরকারী।

রহস্সক (বিণ) = **রহস্স**। ⟹ **রহস্স** (বিণ)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গুয্হং ন কাতব্বং ন রহস্সকং**।

রহস্স কথা—রহস্য কথা, গোপনীয় কথা, গুপ্ত কথা, গূঢ় কথা, কানে কানে ফিস ফিস কথা, চুপি চুপি কথা।

রহস্সেন (ক্লী, ক্রি-বিণ) রহস্যভাবে, গোপনভাবে, নির্জনে, নিভৃতে, অদৃষ্টরূপে। ⟹ **রহস্য**।

রহা—এই শব্দটি কেবল যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যথা—**রহাভাব**। ⟹ **রহাভাব**।

রহাভাব (পুং) সংগুপ্তি, গোপনতা, নির্জনবাস, নির্জনতা। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় **"অহরন্ত"** এর বর্ণনাও দ্রষ্টব্য। = **রহাভাবেন তেনেস অরহং'তি** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (তুলনীয়) **রাহসেয্যক**। (জাতক) **অগ্গাসনাদি অরহং**—যাহারা প্রথম আসন লাভ করিবার উপযুক্ত তাহাদের।

রহাযতি (ক্রি) একাকী হওয়া, নির্জন স্থানে বা নির্জনে থাকিবার ইচ্ছা করা।

রহিত (বিণ) ১ রহিত, পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, বর্জিত, নির্জন, একক, একাকী। (থেরীগাথা) **গন্তুং ইচ্ছসি রহিতং ভিংসনকং মহাবনং**। ২ বিযুক্ত, বঞ্চিত, রহিত, বিহীন, শূন্য, ছাড়া, ব্যতীত। (জাতক) **বুদ্ধিযা রহিত সত্তা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অবণ্ণ রহিত**। (পেতবথু অর্থকথা) **ভোগরহিত; আচার-রহিত; গন্ধরহিত**।

রহিতং বনং—অগম্য ভীষণ ভয়াবহ অরণ্য। ⇒ **মহাবন**।

রহো (ক্লী) = **রহস**। ⇒ **রহস**। (ক্রি-বিণ) গোপনভাবে, লুক্কায়িতভাবে, অদৃষ্টরূপে, নির্জনভাবে, নিভৃতরূপে, গুপ্তভাবে, গূঢ়ভাবে, চাপাভাবে, এককরূপে, একাকীভাবে, লুকাইয়া লুকাইয়া, গোপনে গোপনে, নির্জন স্থানে, নির্জনতায়, সংগুপ্তিরূপে, গোপনতায়, নির্জন বাসে, গুপ্তবিষয়ে, রহস্যভাবে। (বিপ) **আবি**। (পেতবথু) **রহো নিসিন্ন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ন রহো করোতি পাপানি, অরহং তেন বুচ্চতি**।

রহোগত (বিণ) নির্জনে আছে এমন, গোপনে অবস্থান করে এমন, গোপনভাবে রহিয়াছে এমন, একাকী রহিয়াছে এমন, গোপন স্থানে গিয়াছে এমন, ধ্যানে নিমগ্ন, নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে বিচ্ছিন্ন, দূরে অবস্থিত, গোপন স্থানে স্থিত, নির্জন স্থানে রহিয়াছে এমন, সংগোপনে, গোপনে, গুপ্তভাবে, লুকাইয়া লুকাইয়া। (দীর্ঘনিকায়) **রহোগত পটিসল্লীন**। ⇒ **পটিসল্লিন, গত** (২)।

রহোগম (ক্লী) গোপনে মিলন, গোপন সম্পর্ক, গোপন সংসর্গ, গোপন সংস্রব, নির্জনে মিলন, গোপনে যৌন-সংসর্গ, গোপন সম্মেলন; (চরিত্রে) গোপন উপদেষ্টা, গুপ্ত পরামর্শদাতা।

রহোবাদ (পুং) গোপন কথা, নির্জন আলাপ, গুপ্ত পরামর্শ।

রাগ (পুং) ১ রাগ, লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণ, রং, দেহের রং, শরীরের বর্ণ, রঙিন পোশাক, রঞ্জক দ্রব্য, রক্তবর্ণ, পরিচয় চিহ্নস্বরূপ ফিতা বা পরিচ্ছদ, রং করিবার বস্তু, রং দিবার ধরন বা রীতি, বর্ণ, চেহারা। (বিনয়) **অঙ্গরাগ**—অঙ্গ রঞ্জিতকরণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **নানাবিধ রাগ**। ২ (দর্শন ও নীতি বিজ্ঞান অনুসারে) রাগ, অনুরাগ, সন্তুষ্টি, ইচ্ছা, বিষয়েচ্ছা, কামবিহ্বলতা, ক্রোধ, রঞ্জন, উৎসাহ, মাৎসর্য, দ্বেষ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, ভাবাবেগ, যৌন ভালবাসা, প্রবল ইচ্ছা, মনের উত্তেজনা, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, আসক্তি, যোগ, বন্ধুত্ব, সংলগ্ন বস্তু, তৃষ্ণা বা কামতৃষ্ণা, অদম্য উত্তেজনা। ⇒ **কামচ্ছন্দ**। প্রায়শ যৌগিকে **"রাগ দোস মোহ"** অর্থাৎ "মনের উত্তেজনা বা লিপ্সা (অদম্য উত্তেজনা), বিদ্বেষ বা শত্রুতা (ক্রোধ), অজ্ঞানতা (বিহ্বলতা)। ⇒ **দোস, মোহ**। (তুলনীয়) **সরাগ**। পুনরায় "রাগ দোস মোহ"—এই তিনটি একই শর্তে বা অবস্থায় বহুবিধ যৌগিকে দৃষ্ট হয়, তখন **"রাগ"** শব্দের অর্থ বুঝায় :—"অস্তিত্বের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা" অথবা "জীবনের বা জীবিত থাকার প্রতি লোভ বা লিপ্সা ('তণ্হা' ইত্যাদি)" অথবা **"নিব্বান"** এর প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ। সুতরাং **"রাগ"** পরিত্যাগই **"বিমুক্তি"** বা বন্ধন মুক্তির চরম লক্ষ্যস্থান প্রাপ্তির দিকে একটি স্তরবিশেষ। **"রাগ দোস মোহ"**-এর সহিত কতকগুলি যৌগিক শব্দ, যথা—**রাগ দোস মোহ কিলেস; রাগ দোস মোহ কোধ; রাগ দোস মোহমান দিট্ঠি**। চুল্লনিদ্দেসে **"রাগ"** শব্দ দ্রষ্টব্য। **"রাগ"** এবং **নিব্বান"**-এর তুলনামূলক অনেক পাঠ দৃষ্ট হয়, যেমন (সূত্রনিপাত) **ছন্দরাগ বিনোদনং নিব্বানপদং অচ্চুতং**; (সংযুক্ত নিকায়) **যো রাগক্খযো** ইত্যাদি **ইদং বুচ্চতি অমতং; যো রাগক্খযো** ইত্যাদি **ইদং বুচ্চতি নিব্বানং**; (বিমানবথু) **যে'ধ পজহন্তি কামরাগং ভবরাগানুসযঞ্চ পহায...পরিনিব্বানগতা**; (উদান) **কুসলো জহতি পাপকং...রাগ দোস মোহক্খযা পরিনিব্বুতো**। **"রাগ"**-কে মানবীরূপে আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে:—**রাগ** (কোনো কোনো স্থানে **"রাগা"** শব্দও দৃষ্ট হয়), **তণ্হা, অরতি**—এই তিনজন মারকন্যা (**মারধীতা**)। (মধ্যম নিকায়) **রসরাগ**—স্বাদ গ্রহণের উত্তেজনা। (দীর্ঘনিকায়) **অরূপরাগ**—অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা; **রাগো চিত্তং পরিযাদায তিট্ঠতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **রাগো চিত্তং অনুদ্ধংসেতি; ন রাগং জানেতি** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিব্বরাগ জাতিকো রাগজং দুক্খং পটিসংবেদেতি; কামেসু বীতরাগ; ধম্মরাগ**। (সংযুক্ত নিকায়) **রাগদোস**। (ধর্মপদ) **তিব্বরাগ = বহলরাগ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **তণ্হা, কিঞ্চন**। (বিপ) **বিরাগ**। (বিণ) আসক্ত, তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, অনুরক্ত, বিষয়াসক্ত = **কাম** (বিণ)।

রাগক্খয (পুং) রাগক্ষয়, লোভের ধ্বংস-সাধন, অনুরাগক্ষয়, আসক্তির বিনাশ, ভাবাবেগের বিলুপ্তি,

প্রবল ইচ্ছার ক্ষয়, তৃষ্ণার নিবৃত্তি, যেই অবস্থায় আসক্তি অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা ও লোভাদি সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় পরে আর পুনরায় উৎপন্ন হইবার কোনো হেতু থাকে না। ⟹ মোহ।

রাগ গহন (স্ত্রী) রাগ বা আসক্তির গাঢ়তা, আসক্তিতে বিহ্বল বা অন্ধতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষার বন্ধন, প্রগাঢ় কামপ্রবৃত্তি, প্রবল ইচ্ছা, অত্যধিক তৃষ্ণা। ⟹ **গহন**।

রাগগ্গি (পুং) [রাগ+অগ্গি] রাগাগ্নি, রাগরূপ অগ্নি, তৃষ্ণারূপ অগ্নি, অনুরাগরূপ অগ্নি, লোভরূপ অগ্নি, তীব্র আকাঙ্ক্ষারূপ অগ্নি, ইচ্ছারূপ অগ্নি, ইন্দ্রিয় সুখরূপ অগ্নি, কামবাসনারূপ অগ্নি, মনের উত্তেজনারূপ অগ্নি, লোভরূপ অগ্নি, কামাগ্নি, ক্রোধাগ্নি, ভাবাবেগরূপ অগ্নি, মনের উত্তেজনামূলক অগ্নি, যৌন ভালবাসারূপ অগ্নি। ইহা চারিপ্রকার, যথা—১। **আহুনেয্যগ্গি**, ২। **গহপতি অগ্গি**, ৩। **দক্খিণেয্যগ্গি**, ৪। **কট্‌ঠগ্গি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দহতি মচ্চে রত্তে কামেসু মুচ্ছিতে; রাগগ্গি দোসগ্গি মোহগ্গি**। (জাতক) **রাগগ্গিম্‌হি নিব্বুতে নিব্বুতং নামহোতি**। ⟹ মোহ।

রাগচরিত (বিণ) লোভ চরিত্রের, কামুক স্বভাবের, কামাসক্ত স্বভাবের, কামচরিত্রের, কামোদ্দীপক স্বভাব সম্পন্ন, কোপন স্বভাবের। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রাগচরিত দোসরচিত মোহচরিত**। খুদ্দক নিকায়ের অর্থকথায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে,— "হৃদয়ের রক্তের বর্ণ"।

রাগজনক (বিণ) রাগজনক, আসক্তিজনক, পঞ্চ কামগুণের উৎপত্তিকারক। = **রজনীয** (১)।

রাগট্‌ঠানীয (বিণ) রাগস্থানীয়, যদ্দ্বারা যৌন ভালবাসা জন্মে তৎস্থানীয়, যৌন ভালবাসা উৎপন্নকারী, ভাবাবেগ উৎপাদক, প্রবল ইচ্ছা উৎপাদক, মনের উত্তেজনাস্থানীয়, তৃষ্ণা বা আসক্তি উৎপাদক, অনুরাগজনক।

রাগতনুত্ত (স্ত্রী) রাগ বা কামনার ক্রমিক ক্ষয়-সাধন, অনুরাগের বা ইচ্ছার ক্রমিক বিলুপ্তি, আসক্তির ক্রমশ বিনাশ সাধন, তৃষ্ণার ক্রমিক হ্রাস। "**সকদাগামিন**"-এর গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : (দীর্ঘনিকায়) **রাগ দোস মোহানং তনুত্ত সকদাগামী হোতি**। ⟹ **তনুত্ত**।

রাগপথ (পুং) ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগাসক্তি, কামুকতা, কামপ্রবৃত্তির উপায়, লোভের পথ, কাম বা কামনার পথ, লিপ্সার মার্গ, ভাবাবেগ, যৌন ভালবাসা, প্রবল ইচ্ছা, মনের উত্তেজনা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রাগো পি হি দুগ্গতিনং পথত্তা রাগপথো'তি বুচ্চতি**।

রাগপরেত (বিণ) লোভের বশীভূত, কামনা প্রবণ, আসক্তি পরায়ণ। ⟹ **পরেত**।

রাগরতি (স্ত্রী) (কামনায়) উৎসর্গপূর্ণ আনন্দ, কামোদ্দীপক আনন্দ।

রাগরত্ত (বিণ) ভাবাবেগে মুগ্ধ, পঞ্চকামগুণে আসক্ত বা রত, মনের উত্তেজনায় বিচলিত, ভালবাসায় প্রমত্ত, লোভে বিহ্বল, কামনায় হতবুদ্ধি। = **কামগুণেসুরত্ত** (মহানির্দেশ)।

রাগরাগিন (বিণ) পঞ্চকামগুণে আসক্ত, কামনায় রত। = **রাগরত্ত**।

রাগবিরাগিন (বিণ) (চিত্ত সম্বন্ধে) স্বাভাবিক রঙের বর্ণান্তর বা বিবর্ণ ঘটে এরূপ, পঞ্চ কামগুণে বিরাগ উৎপাদনকারী বা অনাসক্ত, কামনায় অননুরাগী। (বিপ) **রাগরাগিন**। ⟹ **বিরাগিন** (১)।

রাগসল্ল—রাগ বা অনুরাগরূপ শল্য বা শেল, আসক্তিমূলক যন্ত্রণা, আসক্তিরূপ শল্য। ⟹ **নন্দি**, **উপসেচন**, **সল্ল**।

রাগাধিকরণং (ক্রী, ক্রি-বিণ) [রাগ+অধিকরণং] রাগবশত, আসক্তির হেতুতে, অনুরাগের কারণে, কাম বা কামনার হেতুতে।

রাগানুসয (পুং) রাগ বা অনুরাগরূপ অনুশয়, আসক্তিরূপ অনুশয়, ভাবাবেগের সুপ্ত বা অন্তর্লীন প্রবণতা। "**অনুসয**" তিনপ্রকার, যথা—**রাগানুসয**, **পটিঘানুসয**, **অবিজ্জানুসয**। (সংযুক্ত নিকায়) **যো সুভায ধাতুযা রাগো সো পদুষতি**।

রাগিন (বিণ) রাগী, রাগিন, রাগযুক্ত, অনুরক্ত, কামুক, রঞ্জনকারী, কামোদ্দীপক, কামাসক্ত, ভাবাবেগে মুগ্ধ, যৌন ভালবাসায় প্রমত্ত, মনের উত্তেজনায় বিচলিত, প্রবল ইচ্ছায় বিচলিত, ক্রোধী, লোভ বা কামপ্রবৃত্তি আছে এমন, লোভী।

রাগী (বিণ) = **রাগিন**। ⟹ **রাগিন**।

রাগুস্সদ [রাগ+উস্সদ] কামপ্রবৃত্তি বা লোভমূলক অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার, সপ্তবিধ "**উস্সদ**"-এর মধ্যে একটি সপ্তবিধ "**উস্সদ**", যথা—**রাগুস্সদ**, **দোস-উস্সদ**, **মোহ-উস্সদ**, **মান-উস্সদ**, **দিট্‌ঠি-উস্সদ**, **কিলেস-উস্সদ**, **কম্ম-উস্সদ**। ⟹ **উস্সদ** (৬)।

রাজ (বিণ) ময়লাযুক্ত, দাগী, কলঙ্কিত, দূষিত, ধুলায় ধূসরিত, রঞ্জিত, কর্দমময়। (বিনয়) **সরাজ্জ বাত; অরাজ বাত**। ⟹ **রজো** (১)। (পুং) রাজ, রাজা, নরপতি, ভূতি। = **রাজা**।

রাজক (বিণ) রাজকীয়, সরকারী, রাজ বা রাজা সম্বন্ধীয়। (পুং) রাজগুণ, রাজলক্ষণ, রাজা।

রাজককুধভণ্ড (ক্রী) রাজকীয় চিহ্ন, সরকারী নিদর্শন, রাজমর্যাদযুক্ত, অথবা রাজচিহ্নযুক্ত ধ্বজা, রাজচিহ্ন। পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন, যথা—**খগ্গ** (খড়্গ), **ছত্ত** (ছত্র বা ছাতা), **উণ্হীস** (উষ্ণীষ), **পাদুক** (পাদুকা বা জুতা), **বালবীজনী** (চামড়া)। ⟹ **ককুধ**, **ককুধভণ্ড**।

রাজকঞ্ঞা (স্ত্রী) রাজকন্যা, নৃপসুতা। = **রাজকুমারী**।

রাজকত্তরো ⟹ **কত্তা** (২)।

রাজকত্তারো = **রাজকত্তরো**। ⟹ **রাজকত্তরো**।

রাজকথা (স্ত্রী) রাজকথা, রাজার কথা, রাজ-সম্বন্ধীয় কথা, রাজার-সম্বন্ধে কথা বা আলাপ আলোচনা। (যৌগিকে) **রাজকথা চোরকথা**। ⟹ **রাজা** (৪ গ)।

রাজকম্মিক (পুং) রাজকর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, রাজার অধীনস্থ কর্মচারী, রাজা কর্তৃক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি।

রাজকুটুম্ব—রাজকুটুম্ব "অর্থাৎ রাজ সম্পত্তি, রাজার ঐশ্বর্য বা ধনদৌলত, রাজৈশ্বর্য। = **রাজকুটুম্ব**।

রাজকুটুম্বক—রাজ সম্পত্তি, রাজার সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি।= **রাজকুটুম্ব, রাজাকুটুম্ব**।⟹ **কুটুম্বক**।

রাজকুণ্ড—রাজার বাঁকা বা বক্র জিনিস।

রাজকুপকিণ্ণ (বিণ) রাজাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ⟹ **রুচকুপকিণ্ণ**।

রাজকুমার (পুং) রাজকুমার, রাজপুত্র, অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ। = **রাজপুত্ত**। (তুলনীয়) **খত্তিযকুমার**।

রাজকুমারী (স্ত্রী) রাজকুমারী, নৃপসুতা, রাজকন্যা। = **রাজকঞ্ঞা, রাজপুত্তী**।

রাজকুম্ভ (পুং) রাজার ব্যবহার্য মৃন্ময়পাত্র।

রাজকুম্ভকার (পুং) রাজকুম্ভকার, রাজার জন্য মৃন্ময়পাত্র নির্মাণকারী কুম্ভকার, রাজার জন্য মাটির পাত্র সরবরাহকারক।

রাজকুল (স্ত্রী) রাজকুল, রাজপরিবার, রাজপ্রাসাদ, রাজবংশ, প্রাসাদ। ⟹ **রাজ** (৪ ক)।

রাজকোস (পুং, ক্লী) রাজকোষ, রাজভাণ্ডার, রাজার ধনভাণ্ডার বা ধনাগার। = **রট্‌ঠকোস**। ⟹ **কোস** (১)।

রাজখাদ (ক্লী) রাজখাদ্য, রাজার খাদ্য, রাজ ভোগ্য বস্তু, রাজভোজ্য। ⟹ **খাদ**।

রাজখাদা (স্ত্রী) রাজখাদ্য। = **রাজখাদ**। (সূত্রনিপাত) **রাজখাদায ফুট্‌ঠ**—রাজভোজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে এমন। ⟹ **খাদা**।

রাজখাদায ⟹ **খাদা**। ⟹ **রাজখাদা**। এই শব্দটি "**রাজখাদায ফুট্‌ঠ**" শব্দরূপে সূত্রনিপাতে দৃষ্ট হয়। Kern.Toev.-এর মতে ("**রজকখ**" শব্দ হইতে) "**রজকখতায ফুট্‌ঠ**" শব্দরূপে পাঠ হইয়াছে। প্রাচীন মহানির্দেশে পাঠ হইয়াছে "**রাজখাদায**" এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**রাজভোজনীযেন**" অর্থাৎ রাজভোজ্য দ্বারা অথবা রাজার খাদ্য দ্বারা।

রাজগহ সেট্‌ঠি ⟹ **সেট্‌ঠি**।

রাজগুণ (পুং) রাজার গুণ, রাজার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। মধ্যম নিকায়ে বলা হইয়াছে "সার্কাসের ঘোড়ার কৌশল বা চালাকি"। (মধ্যম নিকায়) **রাজগুণ রাজবংসে**।

রাজগেহ (ক্লী) রাজপ্রাসাদ, রাজার বাসস্থান বা বাসভবন, রাজভবন, রাজমন্দির।

রাজঙ্গ (ক্লী) রাজঙ্গ, রাজচিহ্ন, রাজার নিদর্শন, রাজার নামখোদিত চিহ্ন, রাজার নামের খ্যাতি, রাজার বিশেষ গুণ বা লক্ষণ, রাজসম্পত্তি। (বিনয়) **রাজঙ্গং হত্থী**—রাজাকর্তৃক ব্যবহৃত হস্তী, রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত হস্তী। (তুলনীয়) "**অস্সাজানিযো রঞ্ঞো অঙ্গং'তি এব সঙ্খং গচ্ছতি**"—ইহাকেও অঙ্গুত্তর নিকায়ে রাজসম্পত্তি বলা হইয়াছে।

রাজঙ্গণ (ক্লী) [রাজ+অঙ্গণ] রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ, রাজাঙ্গণ, রাজপ্রাসাদের অঙ্গন বা উঠান, রাজপ্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ খোলা স্থান।

রাজঞ্ঞ (পুং) রাজন্য, যোদ্ধা জাতীয় লোক, রাজধর্ম, রাজমর্যাদা ইত্যাদি, রাজপরিবারের কোনো ব্যক্তি, রাজপরিবারবর্গ, রাজসভাসদ, ক্ষত্রিয়, রাজ-অনুগ্রহপ্রার্থী, তোষামুদে। = **রাজভোগ্গ**। (দীর্ঘনিকায়) **পসেনদি রাজা...উগ্গেহি বা রাজনিযেহি বা কঞ্চিদ-এব মন্তনং মন্তেয্য**। = **অনভিসিত্তা কুমারা**—অনভিষিক্ত রাজপুত্রগণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পাষাসি রাজঞ্ঞ**।

রাজতা (স্ত্রী) রাজা হওয়ার অবস্থা, রাজত্ব, রাজপদ বা রাজার মর্যাদা, একাধিপত্য, সর্বময় ক্ষমতা। (জাতক) **অনুত্তর ধম্মরাজতা**—শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বা অতিকায় ন্যায়পরায়ণ রাজা হওয়ার অবস্থা। = **রাজত্ত**।

রাজতি (ক্রি) [√রাজ+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া। = **বিজ্জোততি, বিরাজতি**। (অতীত) **রাজি**। (অ-বিণ) **রাজিত**। (ব-বিণ) **রাজমান**।

রাজত্ত (ক্লী) রাজত্ব, রাজপদ, রাজ্য-শাসন। = **রাজতা**।

রাজদণ্ড (পুং) রাজদণ্ড, রাজদত্ত শাস্তি, রাজা কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি, রাজার আদেশে প্রদত্ত শাস্তি।

রাজদত্তিয (বিণ) রাজপ্রদত্ত, রাজার দেওয়া। (ক্লী) রাজার দেওয়া বস্তু। (তুলনীয়) **রজদায ব্রহ্মদেয্য**। ⟹ **দায**।

রাজদায (পুং) রাজার দান। = **রাজদত্তিয**।

রাজদাযব্রহ্মদেয্য—রাজার প্রদত্ত বস্তু বা অর্থ। (তুলনীয়) **রাজদত্তিয**।

রাজদূত (পুং) রাজদূত, রাজার চর, রাজার সংবাদবাহক, রাজকীয় বা সরকারী বার্তাবাহক। এখানে সংবাদ অর্থে কাহাকেও দরবারে আহ্বান করিবার জন্য অথবা রাজদরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ পত্র। ⟹ **দূত**।

রাজদেয্য (বিণ) রাজপ্রদত্ত, রাজাকর্তৃক প্রদত্ত, রাজার আদেশে প্রদত্ত, রাজার দেওয়া। = **রাজদত্তিয**। ⟹ **দেয্য**।

রাজদেবী (স্ত্র) রাজদেবী, রাজ্ঞী, রানী, রাজার সহচরী বা সঙ্গিনী।

রাজধম্ম (পুং) রাজধর্ম, রাজার কর্তব্যকর্ম, প্রজা পালন ইত্যাদি রাজকর্ম; রাজার শাসন অর্থাৎ শাসন বিধি বা আইন, রাজপদের আদর্শ। জাতকে দশপ্রকার রাজধর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যথা—দান। (দান বা ভিক্ষা

দেওয়া), **সীল** (নৈতিকতা বা ধর্মাচরণ), **পরিচ্চাগ** (বদান্যতা), **অজ্জব** (ন্যায়পরতা বা সরলতা), **মদ্দব** (নম্রতা, মৃদুতা, সুশীলতা), **তপো** (আত্ম অবরোধ বা আত্মসংযমতা), **অক্কোধ** (অক্রোধ বা ক্রোধহীনতা), **অবিহিংসা** (নির্দয়হীনতা, অনাঘাত অর্থাৎ কাহাকেও আঘাত বা পীড়া না দেওয়া ইত্যাদি নিষ্ঠুরতা বর্জন), **খন্তি** (ধৈর্য, সহনশীলতা, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা), **অবিরোধন** (প্রতিরোধ না করা, প্রতিকূলাচরণ না করা)। (বি-ভা) **দস রাজ-ধম্মে অকোপেত্বা ধম্মেন রজ্জং করোসি**—দশবিধ রাজধর্মে কম্পিত না হইয়া ন্যায়পরায়ণার সহিত রাজত্ব করিতেন। জাতকে আরও অন্য তিন প্রকার রাজধর্মের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—"**বিতথং কোধং-হাসং নিবারযে**"—ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**মুসাবাদ কোধ অধম্ম-হাস**" পরিত্যাগ করা।

রাজধানী (স্ত্রী) রাজধানী, রাজার প্রধান নগর, যেই স্থানে রাজা বা রাজ প্রতিনিধি বাস করেন, "রাজার আসন" অর্থাৎ রাজা বা রাজপ্রতিনিধি যেইখানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করেন, রাজকীয় শহর। (যৌগিকে) **গামনিগম রাজধানী**। ⟹ **ধানী**।

রাজধীতা—(স্ত্রী) রাজকন্যা, রাজকুমারী। = **রাজকুমারী**।

রাজধীতু (স্ত্রী) = **রাজধীতা**। ⟹ **রাজধীতা**।

রাজন (পুং) = **রাজা**। ⟹ **রাজা**।

রাজনিবেস—রাজনিবেশ, রাজপুরী, রাজার বাসভবন।

রাজনিবেসন (ক্লী) রাজার বাসস্থান, রাজবাড়ি, রাজবাটী, রাজপ্রাসাদ।

রাজন্তেপুর (ক্লী) রাজ অন্তঃপুর, রাজবাড়ির অন্দরমহল, রাজবাড়ির স্ত্রীমহল, রাজান্তঃপুর, রাজার ভিতর বাড়ি, রাজপ্রাসাদের অন্তঃস্থিতপুর। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে ভিক্ষাচরণে ভিক্ষুর ১০টি সম্ভাব্য বিপদ বা মন্দফলের সম্ভাবনার মধ্যে ইহাও একটি।

রাজপরিচরিযা (স্ত্রী) = **রাজবসতি**। ⟹ **রাজবসতি**।

রাজপরিসা (স্ত্রী) রাজ পরিষদবর্গ, রাজকীয় লোকদের বা সরকারী কর্মচারীদের সম্মেলন, রাজার অনুচরবর্গ, রাজসভা। ⟹ **পরিসা**।

রাজপীল (?)—রাজপীড়ন, রাজাকর্তৃক দুঃখ প্রদান। এই শব্দটি ধর্মপদ অর্থকথায় দৃষ্ট হয়। Rhys. Davids তাঁহার অভিধানে এই শব্দের অর্থের কোনোরূপ সমাধান করেন নাই।

রাজপুত্ত (পুং) রাজপুত্র, রাজকুমার, যুবরাজ, রাজার বংশধর, রাজার উত্তরাধিকারী যে কেহ। = **রাজকুমার**। (তুলনীয়) **কুলপুত্ত**।

রাজপুত্তী (স্ত্রী) রাজপুত্রী, রাজকন্যা। = **রাজধীতা, রাজকুমারী**।

রাজপুরিস (পুং) রাজপুরুষ, সরকারী কর্মচারী, রাজকর্মচারী, রাজার চাকর, শান্তিরক্ষক, আরক্ষক, দেহরক্ষী। ⟹ **পোরিস** (২ ক্লী)। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **রাজপুরিসানুবন্ধ-চোরা**।

রাজপোরিস (পুং) রাজপুরুষ, রাজার চাকর, রাজকর্মচারী, (সমবায়ে) যাহারা রাজসরকারের অধীনে চাকরী করে, সরকারী কর্মচারী। (তুলনীয়) **রাজপুরিস**। **পোরিস** (১ পুং)।

রাজবন্ধু (পুং) রাজবন্ধু অর্থাৎ মিথিলা শহর। (জাতক অর্থকথা) **রাজগ্গাতকেহি এব পুন্না'তি রাজবন্ধু**। ⟹ **বন্ধুনী**।

রাজবলি (পুং) রাজবলি, রাজপূজা, রাজাকে প্রদত্ত উপহার, রাজাকে প্রদত্ত (ভেটস্বরূপ) রাজস্ব, রাজকর। ⟹ **পঞ্চবলি**।

রাজভট (পুং) সৈনিক পুরুষ, যোদ্ধা, রাজার বেতনভোগী সৈন্য।

রাজভয (ক্লী) রাজভয়, রাজার ভয়, রাজার আদেশ লঙ্ঘনের ভয়, রাজ আদেশ অমান্যের ভয়, রাজদণ্ডের ভয়।

রাজভবন (ক্লী) = **রাজগেহ**। ⟹ **রাজগেহ**।

রাজভাগ (পুং) রাজার ভাগ, রাজভাগ, রাজার অংশ।

রাজভোগিয = **রাজভোগ্‌গ**। ⟹ **রাজভোগ্‌গ**।

রাজভোগ্‌গ (বিণ) ১ রাজভোগ্য, রাজার যোগ্য, রাজোচিত, রাজার ব্যবহার্য, রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট, রাজ কার্যে বা সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত ; (হস্ত সম্বন্ধে) রাজার অধিকৃত, কার্যকরী, উপকারী, কর্মক্ষম, সাধারণত রাজার অধিকৃত। ⟹ ভোগ্‌গ (২ ক), **রাজা** (১ ঘ)। (বি-ভা) **রাজভোগ্‌গং রঞ্‌ঞোদিন্নং রাজ-দাযং ব্রহ্মদাযং** (দীর্ঘনিকায়ে বর্ধিষ্ণু বা আড়ম্বরযুক্ত স্থান সম্বন্ধে)। Dial-এ ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"রাজার মত শক্তি প্রয়োগ দ্বারা" এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"যেখানে রাজা অধিকার সম্বন্ধীয় শর্ত বা স্বামিত্ব পাইয়াছেন।" দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় ইহার অর্থহীন "**রাজলদ্ধ**" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—"রাজ্ঞ অগ্নিদত্তেন ব্রহ্মদেয়্যং দত্তং"—রাজা কর্তৃক অগ্নিস্থানে প্রদত্ত (?)। বিনয়গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে বলা হইয়াছে—"**রাজা রাজভোগ্‌গ, ব্রাহ্মণ, গহপতিক**"; বিনয় অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"**যো কোচি রঞ্‌ঞো ভত্ত-বেতনাহারো**"। (তুলনীয়) **রাজা** (২)। গৎ-বাঁধা ভাষায় বলা হইয়াছে—"**রাজারহ রাজভোগ্‌গ রঞ্‌ঞো অঙ্গং'তি এব সঙ্খং গচ্ছতি**" অর্থাৎ (উৎকৃষ্ট বংশজাত ঘোড়া-সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে) রাজার যোগ্য রাজভোগ্য ও রাজার উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; (সৈন্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—) **যোধ-আজীব**। জাতকে হস্তী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"**রাজ পরিভোগ**"। ধর্মপদ অর্থকথায় সাধারণ অর্থে বলা হইয়াছে—"রাজার অধিকার"। Fick

Soc-gl.-এর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"রাজকর্মচারী"; কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। ২ রাজা বা রানী সম্বন্ধীয়, রাজা বা রানী হইতে উৎপন্ন, রাজোচিত, রাজার যোগ্য, মহাড়ম্বরযুক্ত, রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট, রাজ ক্ষমতার, রাজশক্তির, রাজাভিষিক্ত বা রাজ্যাভিষিক্ত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **"ভোগ্গ, ভোগিয"** অথবা **"(খত্তিযা) ভোজ-রাজানো"** (সূত্রনিপাত)। বিনয়গ্রন্থে সাধারণত **"খত্তিয"** শব্দের অর্থে "রাজার যোগ্য অভিজাত" এবং সূত্রনিপাতে **"ভোজ-রাজানো"** অর্থে **"খত্তিযা"** শব্দের সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। (তুলনীয়) (অন্তর) **ভোগিক, রাজঞ্ঞ**। ⟹ **ভোজ**।

রাজমন্দির (ক্লী) = **রাজভবন**। ⟹ **রাজভবন**।

রাজমহামত্ত (পুং) রাজমহামাত্য, রাজার প্রধানমন্ত্রী। ⟹ **রাজা** (৪ ঘ)।

রাজমহেসী (স্ত্রী) রাজমহিষী, রাজার প্রাধানা স্ত্রী যিনি সিংহাসনে রাজার পার্শ্বে উপবেশন করেন, রানী, মহারানী, পাটরানী, রাজ্ঞী।

রাজমালকার (পুং) রাজোদ্যানের মালী, রাজোদ্যান পাল।

রাজমাস—শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিম বা বরবটি। = **করতি** (২), **করতী**।

রাজমুদ্দা (স্ত্রী) রাজমুদ্রা, রাজচিহ্নযুক্ত মোহর, রাজার সিলমোহর, রাজকীয় সিলমোহর। ⟹ **মুদ্দা** (১)।

রাজমুদ্দিকা (স্ত্রী) = **রাজমুদ্দা**। ⟹ **রাজমুদ্দা**।

রাজরথ (পুং) রাজরথ, রাজকীয় রথ, যেই রথ বা গাড়িতে রাজা আরোহণ করেন।

রাজরুক্খ (পুং) রাজবৃক্ষ, একজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ।

রাজরূপক (ক্লী) রাজার ছবি বা চিত্র, রাজার প্রতিমূর্তি। ⟹ **রূপক**।

রাজবংস (পুং) রাজবংশ, রাজার বংশ, নৃপতিকুল।

রাজবড্ঢন (ক্লী) রাজপ্রাসাদ, রাজার উপকার বা জোগানদান। ⟹ **বড্ঢন** (২)।

রাজবদ্ধন = **রাজবড্ঢন**। ⟹ **রাজবড্ঢন**।

রাজবর (পুং) রাজবর, শ্রেষ্ঠ রাজা, রাজশ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত রাজা, উদারচেতা রাজা। = **সক্ক**।

রাজবল্লব (বিণ) = **রাজবল্লভ**। ⟹ **রাজবল্লভ**।

রাজবল্লভ (বিণ) রাজবল্লভ, রাজার প্রিয়, রাজা কর্তৃক সমাদৃত, রাজার উপদর্শক অথবা কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, রাজপ্রিয়, রাজার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ, রাজার ঘরোয়া, রাজার সহিত সুপরিচিত, রাজার সচরাচর ঘটিত, রাজার মান্য, রাজার সমাদৃত। ⟹ **বল্লভ**।

রাজবসতি (স্ত্রী) রাজার বসতি স্থান, রাজপ্রাসাদ, রাজবাড়ি, রাজার বাসস্থান, রাজভবন, রাজনিকেতন। ⟹ **বসতি** (৪)।

রাজবিভূতি (স্ত্রী) রাজবিভূতি, রাজৈশ্বর্য, রাজোচিত জাঁকজমক, রাজপ্রভা, রাজশোভা, রাজশ্রী, রাজমর্যাদা।

রাজবীথি—রাজার গমনের জন্য ব্যবস্থাকৃত পথ। ⟹ **বীথি** (১খ)।

রাজসক্খেপেন—সে যেন রাজা। ⟹ **সক্খেপেন**।

রাজসম্পত্তি (স্ত্রী) রাজসম্পত্তি, রাজৈশ্বর্য, রাজগৌরব, রাজশ্রী, রাজশোভা, রাজার সৌন্দর্য, রাজপ্রভা, রাজদীপ্তি বা উজ্জ্বলতা।

রাজহংস (পুং) রাজহংস, রাজহাঁস, মরাল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সুবণ্ণ রাজহংস**। ⟹ **হংস** [পুং (১)]।

রাজহংসী (স্ত্রী) রাজহংসী, স্ত্রী জাতীয় রাজহাঁস, মরালী। ⟹ **হংসী**।

রাজা (পুং) রাজা, রাজন্, নৃপতি, শাসনকর্তা। (বিনয়) **যো কোচি রজ্জং কারেতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ধম্মেন পরে রঞ্জেতী'তি রাজা**—অর্থাৎ যিনি ধর্মকথায় ও ধর্মাচরণে অপরকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন তিনি রাজা। দুই প্রকার রাজার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**মহাসম্মত রাজা** (অর্থাৎ রাজ্যবাসী জনসাধারণের সম্মতিতে যাঁহাকে রাজপদে বরণ করা হয়), **খত্তিয রাজা** (অর্থাৎ যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ভূমি বা রাজ্যের অধিকাররূপে রাজত্ব করিতে থাকেন)। ১ শাসন কর্তৃত্বের পদ বা ভার গ্রহণ করার নাম রাজা। বৌদ্ধভারতে রাজা শব্দের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ এক নহে। যিনি রাজা হইবেন তাঁহাকে প্রথমত ক্ষত্রিয় বংশধর হইতে হইবে। সেই ক্ষত্রিয় বংশের রাজার ঔরসজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবেন, রাজা নিঃসন্তান হইলে সেই রাজবংশের অন্য কাহাকেও রাজা করা হয়, তার অভাবে ক্ষত্রিয় বংশে হইতে সর্বসম্মতিক্রমে কাহাকেও রাজপদে বরণ করা হয়। রাজা শব্দের প্রায় পাঁচমিশালি বা এলোমেলোভাবে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করা হয়। আমরা "রাজা শাসনকর্তা অথবা যুবরাজ" এর যেই কোনো শব্দ দ্বারা অনুবাদ করি বটে, কিন্তু উহা অপেক্ষা "রাজা" শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আমরা রাজাকে সর্বসম্মতিক্রমে রাজপদে বরিত অথবা বংশানুক্রমে অভিষিক্ত রাজপদবীতে ব্যবহৃত রাজা অর্থে দেখিয়া থাকি, ইহা ছাড়াও বিখ্যাত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অথবা স্থানীয় সর্দার বা নেতাকে অথবা যুবরাজকে বিশেষ কার্যজনিত পদমর্যাদার গুণ অনুসারে "রাজা" অর্থে লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইহার দ্বারা আমরা জানিতে পারি:—**ক** (পৌরাণিক মতে—রাজাকে দেবতারূপে আরোপ করিয়া, (তুলনীয়) "**দেব**" = **রাজা**; কিন্তু সাধারণ রাজা বা নৃপতিকে দেব বা দেবতা অর্থে কখনও গ্রহণ করা হয় না, কেবল মহারাজাকেই সম্বোধনে "**দেব**" শব্দের ব্যবহার করা হয়।) যিনি সমস্ত বিশ্বের একছত্র সম্রাট তাঁহাকে "**চক্কবত্তী রাজা**" বা চক্রবর্তী রাজা বলা হয়। পক্ষান্তরে বিশ্বের সেই একচ্ছত্র সম্রাটের ন্যায় ধর্মের দিক দিয়া মানবের ত্রাণকর্তা জগদ্গুরু পবিত্রতা বা সদাচারের

শাসনকর্তারূপে মহাপুরুষ সম্যক-সম্বুদ্ধের পূজা উপাসনা অদ্ভুত। সূত্রনিপাতে, দীর্ঘনিকায়ে ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই দুইটি গতি সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার শক্তি আলাদা বা শর্তশূন্য এবং বিশেষ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে : (দীর্ঘনিকায়) **চক্কবত্তী রাজা ধম্মিকো ধম্মরাজা চাতুরন্তো বিজিতাবী জনপদত্থা-বরিযপ্পত্তো সত্ত-রতন সমন্নাগতো।** ধর্মপাল "**চক্কবত্তীরাজা**" এর মর্যাদাপূর্ণ অর্থ দিয়াছেন—"মনুষ্যজাতির শাসনকর্তারূপে সর্ববিধ শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি" (পেতবত্থু অর্থকথা)। মধ্যম নিকায়ে বলা হইয়াছে চক্রবর্তী রাজার চতুর্বিধ ঋদ্ধিশক্তি, যথা—তিনি সুন্দর পুরুষ হন, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তিনি দীর্ঘায়ু হন, তিনি স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহসম্পন্ন হন, তিনি ঋষি ও গৃহীগণের প্রিয় হন। দীর্ঘনিকায়ে তাঁহার অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—তাঁহার চারিটি গুণ, ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ এবং শ্রমণ পরিষদ—এই চারিটি পরিষদ সর্বদা তাঁহার সহিত সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার শরীরাবশিষ্টের উপর স্তূপ (মন্দির) নির্মাণ করা হয়।" ⟹ **চক্কবত্তী, চক্কবত্তিন, রতন**। একই ভাবার্থে বুদ্ধের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে (সূত্রনিপাত) **রাজাহমস্মি ধম্মরাজা অনুত্তরো**; আবার শিষ্টাচারে উচ্চতম প্রশংসাস্বরূপ মহারাজ বিম্বিসারকেও সম্বোধন করা হইয়াছে—"মহারাজ !" **খ** (মহানিয়মতান্ত্রিক রাজ্যে বা রাষ্ট্রে) **মুদ্ধাভিসিত্ত রাজা**" অর্থাৎ মূর্ধাভিষিক্ত বা রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা রাজশক্তির রাষ্ট্রের বা রাজ্যের নায়ক বা কর্তা। বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে অতিপ্রচলিত "রাজা" শব্দের ধারণা সম্বন্ধে চুল্লনিদ্দেসে এইরূপ (সাধারণ) রাজার বর্ণনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন বলা হইয়াছে:—**খত্তিযো মুদ্ধাভিসিত্তোবিজিত-সঙ্গামো নিহত-পচ্চামিত্তো লদ্ধ'ধিপ্পাযো পরিপুণ্ণ-কোট্‌ঠাগারো** অর্থাৎ রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা সংগ্রাম-জয়ে শত্রু নিধন করিয়া ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত ধনরত্নাদি দ্বারা ধনাগার পূর্ণ করিয়া থাকেন। (বিনয়) **রাজা মুখং মনুস্সানং**—মানুষের মধ্যে রাজা সর্বোপরি অথবা মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ। (সূত্রনিপাত) **রাজা রট্‌ঠং বিজিতং পহায**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রাজা ব সঙ্ঘ'ত্তগতো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দেবরাজা**—দেবরাজ ইন্দ্র। **গ** কতিপয় লোক দ্বারা শাসিত রাজ্য অর্থে : (জাতক) ক্ষত্রিয়দের কুল সদস্য অর্থাৎ শাক্য কুমারগণকে এবং কুলীয় কুমারগণকে বিশেষত বংশের বা দলের নেতাগণকে রাজকুলের রাজাগণ (**কুলানং রাজানো**) বলা হয়। **ঘ** (যথেচ্ছাচারী ছোট ছোট রাজ্যের) নেতা, প্রধান, দলপতি, যুবরাজ, শাসনকর্তা সচরাচর মণ্ডলী বা সমবায় অনুসারে ইহাদিগকে "**রাজানো**" বলা হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুড্ড-রাজানো রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স অনুযুত্তা** ("**অনুযন্তা**" শব্দের পরিবর্তে) **ভবন্তি**। (সূত্রনিপাত) **ভোজরাজা = রাজভোগ্গ, রাজভোগিযা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মিকা রাজা; অধম্মিকা রাজা**। বিনয়ে তিনটি পদবীতে ভাগ করা রাজার উল্লেখও পাওয়া যায়, যথা—**মহেসক্‌খা রাজানো, মজ্ঝিমা রাজানো, নীচা রাজানো**। চারিজন "**লোকপালা**" (অর্থাৎ লোকপাল বা জগৎরক্ষক)-এর পদবীতেও "**চত্তারো মহারাজানো**"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এখানে সৌজন্য বা শিষ্টাচার অর্থে "**মহা**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে (অঙ্গুত্তর নিকায়); ⟹ **মহা, পটিরাজা**। **ঙ** কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা মহকুমা আছে (উহাতে রাজা থাকুক বা না থাকুক) উহাদের বিস্তৃত অর্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে তথাকার রাজকর্মচারীগণ এবং স্থানীয় লোকেরা কখন কখন রাজার স্থান (রাজকর্মচারীগণের স্থান) গ্রহণ করিয়া থাকেন, জনমত তাঁহাদিগকে রাজা সমতুল্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। বিনয়ে "**রাজানো**" (বহুবচন) এর বর্ণনায় বলা হইয়াছে—**রাজা, পদেস-রাজা, মণ্ডলিকা-অন্তর ভোগিকা, অক্‌খদস্সা, মহামত্ত, যে বা পন ছেজ্জ-ভেজ্জং অনুসাসন্তি** (অর্থাৎ যাহাদের বিচারক-সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে) সকলকেই বহুবচনে "**রাজানো**" বলা হয়; ⟹ (নিম্নে ৪ খ), **রাজপুত্ত, রাজভোগ্গ**। **২** বুদ্ধের সময়কালীন কিংবা পরবর্তী সময়ে রাজা-সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ হইয়া যায়, সেইজন্য উহা বাদ দিয়া এখানে প্রধান প্রধান কতিপয় মন্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে। বংশগত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে:—**কুল-সন্তকং রজ্জং** (জাতক); ইহা ছাড়া জাতক ও পেতবত্থুতে মহাসমারোহের সহিত রাজপদে বরণ করিবার বিষয়ও উল্লেখ পাওয়া যায়। "**মহামত্ত**" অর্থে রাজ্যের প্রধান কর্মচারী হইলেও তাহার হস্তে শাসন-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ও সামরিক ক্ষমতা থাকিত, এমনকি বিচারালয়ের অধিকারও তাহার হাতে থাকিত। তিনি দশ প্রকার রাজধর্ম পালন করিতেন (⟹ **রাজধম্ম**)। দীর্ঘনিকায়ে অন্যান্য রাজধর্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"চাষীগণকে খাদ্য ও ধান্যাদি শস্যের বীজ প্রদান, ব্যবসায়ীগণকে মূলধন প্রদান, রাজকর্মচারীদের যথাযোগ্য বেতন বা পারিশ্রমিক দান"। অভিজাতবংশ (সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়), ধর্মমতে বিশ্বাসী, শিক্ষিত, নিপুণ, অভিজ্ঞ ইত্যাদি রাজার অষ্টবিধ গুণ থাকিতে হইবে (দীর্ঘনিকায়ে দ্রষ্টব্য)। দীর্ঘনিকায়ে "সেট্‌ঠি" (শ্রেষ্ঠী) এবং ব্রাহ্মণের ধনদৌলত-সম্বন্ধে যেমন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**অড্ঢ মহদ্ধনমহাভোগ পহূত-জাতরূপ-রজত পহূত-বিত্তূপকরণ পহূত-ধন-ধঞ্ঞ পরিপুণ্ণ-**

কোসাগার" রাজারও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক ধনদৌলত থাকিতে হইবে। রাজার গুণ এবং শ্রেষ্ঠতা-সম্বন্ধে পূর্বতন বর্ণনা মিলিন্দ প্রশ্নে দ্রষ্টব্য। তাঁহার শাসন বা শৃঙ্খলা-সম্বন্ধীয় প্রভুত্বে গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে:—তিনি শাস্তির যোগ্য অপরাধীকে বা শত্রুকে (বর্ণনায় "**চোর**") ক্ষমা করেন না। চুল্লনিদ্দেসের সুদীর্ঘ পাঠে দণ্ডবিধানকৃত অপরাধীগণের শাস্তির যে সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে উহাকে "**দুক্‌খ**" (দৈহিক কষ্ট) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; মধ্যম নিকায়ে চোরের শাস্তি-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ৩ যাঁহাদিগকে জনমতের কথায় প্রধানরূপে এবং বংশপরম্পরায় রাজা বলা হয় বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা রাজ্যে বিভিন্ন সূত্রে সুযোগ অনুসারে সমাজ জীবনের কাজ করিয়া বিভিন্ন বিখ্যাত পদবীযুক্ত অথবা নেতৃস্থানীয় উক্তির লোক-বিশেষ। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অধিক রাজনৈতিক চতুরতা প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন, কেহ কেহ জাতি বা ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন, দীর্ঘনিকায়ে যেমন বলা হইয়াছে—**খত্তিয অমচ্চ ব্রাহ্মণ গহপতি**; যেমন অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে—**রাজা খত্তিয ব্রাহ্মণ গহপতিক**। রাজা এবং ব্রাহ্মণের মধ্যবর্তী পদবীও দৃষ্ট হয় যদিও তাঁহারা রাজা বলিয়া মর্যাদা প্রাপ্ত এবং রাজপরিবারের লোক, যেমন অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে,—**রাজা-পুত্তা ব্রাহ্মণা গহপতিকা নেগম-জানপদা**; যেমন দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে,—**রাজা-মহামত্তা খত্তিযা ব্রাহ্মণা গহপতিকা তিত্থিযা** (কিন্তু Dialogues-এর অতি দুর্বল ইংরেজি অনুবাদে বলা হইয়াছে—রাজাগণ এবং তাঁহাদের কর্মচারীগণ); বিনয়ে যেমন বলা হইয়াছে,—**রাজা রাজভোগ্‌গ ব্রাহ্মণ গহপতি**। ৪ রাজদরবারে অথবা অন্যান্য প্রসিদ্ধ সমবায়ের সম্পর্কে রাজার স্থান বা রাজপদ বর্ণনার বিভিন্ন অবস্থা:—**ক** "**রাজা**" এবং "**খত্তিয**" সম্বন্ধে:—সকল রাজাই ক্ষত্রিয় ছিলেন; রাজা ক্ষত্রিয় অভিজাত বংশের লোক—সূত্রনিপাত অর্থকথায় এবং সূত্রে যেমন বলা হইয়াছে—**জাতি-খত্তিয**। ঋগ্বেদেও বলা হইয়াছে—ক্ষত্রিয়গণ রাজপরিবারের লোক অথবা রাজবংশধর এবং "**রাজঞ্ঞ**" বা রাজন্য শব্দও ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধীয় বর্ণনা। (দীর্ঘনিকায়) **রাজা খত্তিযো মুদ্ধাবসিত্তো**—অভিষিক্ত বা মুকুট পরিহিত ক্ষত্রিয় রাজা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**রাজা**"-কে "**ব্রাহ্মণ মহাসাল**"-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে; অন্যত্র বলা হইয়াছে,—"যদি অলস হয় লোকের পছন্দ হইবে না"। মধ্যম নিকায়ে বলা হইয়াছে "**চক্করতন**"-এর আবির্ভাবে কিরূপে "**চক্কবত্তী**" হইয়া থাকেন। "**মুদ্ধাবসিত্ত**" ছাড়া:—(ধর্মপদ) **রাজানো খত্তিযা**। তুলনীয় "**চক্কবত্তী**" রাজার অনুচর বা সহচররূপে সূত্রনিপাতে উক্ত—**খত্তিযা ভোজ**-

রাজানো—ক্ষত্রিয়গণ এবং সম্ভ্রান্ত রাজা বা মোড়লগণ (⟹ **ভোজ**)। জাতকে বলা হইয়াছে—"**রাজানো**" বলিলে সোজাসুজি "**খত্তিযা**"-কেই বুঝায়; **সট্‌ঠি সহস্‌স রাজানো**; (তুলনীয়) **খত্তিয-কুল** (জাতক) = **রাজ-কুল**। **খ** "**রাজা**" এবং "**মহামত্ত**" সম্বন্ধে:—"**মহামত্ত**" বলিলে প্রধান মন্ত্রীকে বুঝায়, কিন্তু পদবীতে রাজার সমতুল্য; সেই কারণে তিনিও নিজে রাজা বলিয়া কথিত হন, যেমন—(বিনয়) **অক্‌খদস্‌স মহামত্ত**। অন্যথা তাঁহাকে "**রাজ মহামত্ত**" অর্থাৎ রাজার প্রধানমন্ত্রী বা রাজমন্ত্রী বলা হয়; রাজ্যের নামের সহিত রাজ্যের পরিচিতির জন্য "**মগধ মহামত্ত**" (অর্থাৎ মগধরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী) বলা হয়; এবং দীর্ঘনিকায়ে দেখা যায় তিনি নিজেকে "**খত্তিয**" বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। **গ** "**রাজা**" এবং "**চোর**" সম্বন্ধে:—রাজ্যের ব্যাপারে এক বিখ্যাত মূর্তির নাম হইতেছে "**মহাচোর**" অর্থাৎ দস্যু সর্দার। "**রাজানো**" (শব্দটি বহুবচনে) এবং "**চোর**"-এই শব্দ দুইটি পরস্পরবিরোধী বা বিপরীত। এই শব্দ দুইটির মধ্যে আমাদের মনে হয় "**রাজানো**" বলিলে ছোট ছোট রাজাগণকে অথবা সম্ভ্রমসূচক উপাধিধারী ব্যক্তিগণকে অথবা রাজার যোগ্য ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ রাজ-কর্মচারীগণকে অথবা রাজার রক্ষকগণকেই বুঝায়। জাতক ও জাতক অর্থকথায় ইঁহাদিগকে "**রাজপুরিসা**" বা রাজপুরুষগণ বলা হইয়াছে; এখানে "**রাজপুরিসা**" ব্যবহৃত হইয়াছে সতর্কীকরণ অথবা ভয় প্রদর্শন অর্থে, যেমন বলা হয় "ওহে! উঠ উঠ অথবা দস্যু দস্যু অথবা চোর চোর, ইহার ফলে (পুলিশের ওরফে) রাজাগণ তোমাকে ধরিবে না" এবং যেমন—**উট্‌ঠেহি চোর মা তং গহেসুং রাজানো**। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে,—"**রাজ-কথা**" এবং "**চোর-কথা**"। (মধ্যম নিকায়) **রাজানো চোরং আগুচারিং গহেত্বা**। (বিনয়) "**রাজাভিনীত চোরাভিনীত**" এবং অনুক্রমে "**রাজানো চোরা ধুত্তা**" (যাহা ভিক্ষুদের পক্ষে বিপজ্জনক)। ৫ প্রকৃত রাজারূপে খুব কম রাজার নামই উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—**অজাতসত্তু**, (ধর্মপদ অর্থকথায়) **উদেন**, **ওক্কাক**, (বিনয়ে উক্ত কোশলের) **দীঘী**, (ধর্মপদ অর্থকথায় উক্ত কৌসাম্বীর) **পরন্তপ**, (দীর্ঘনিকায় এবং বিনয়ে উক্ত কোশলের) **পসেনদি**, (বিনয় এবং সূত্রনিপাতে উক্ত মগধের) **বিম্বিসার**, **ভদ্দিয** প্রভৃতি। ৬ (চরিত্রে) রাজা শব্দটি প্রাধান্যের চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, সূত্রনিপাতে সিংহকে বলা হইয়াছে—**রাজা মিগানং** অর্থাৎ পশুরাজ; যেমন অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**হিমবন্ত**" বা হিমালয়কে বলা হইয়াছে—**পব্বত-রাজা** অর্থাৎ পর্বতরাজা বা পর্বতশ্রেষ্ঠ; জাতকে যেমন সিদ্ধার্থ গৌতমের "**কন্টক**" অশ্বকে বলা হইয়াছে—**অস্‌স-রাজা** অর্থাৎ অশ্বরাজা বা অশ্বশ্রেষ্ঠ। "**রাজা**" শব্দ যৌগিকে "**রাজ**" হয়।

রাজাকুটুম্ব ⟹ কুটুম্ব (২)।

রাজাগার (পুং) রাজাগার, রাজার রাজবাড়ি, রাজপ্রাসাদ, রাজার বাগানবাড়ি, রাজার প্রমোদগৃহ।

রাজাগারক = **রাজাগার**। ⟹ **রাজাগার**।

রাজাচক্কবত্তী (পুং) রাজচক্রবর্তী রাজা অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবীর একছত্র শাসক বা সম্রাট। ⟹ **বুদ্ধ** (২), **চক্কবত্তরাজা**।

রাজাণত্তি (স্ত্রী) [রাজা+আণত্তি] রাজার অনুমতি।

রাজাণা (স্ত্রী) [রাজা+আণা] ১ রাজাজ্ঞা, রাজার আদেশ, রাজক্ষমতা। = **রঞ্‌ঞো আণা**। ⟹ **আণা**। ২ রাজা কর্তৃক জরিমানা, রাজাকর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি, রাজদণ্ড, রাজা কর্তৃক বিহিত দণ্ড বা আরোপিত জরিমানা। = **রাজদণ্ড**।(জাতক) **রাজানং করোতি**—রাজার আরোপ করা, রাজা কর্তৃক (আঘাত চড় ইত্যাদি) বসানো।

রাজানুভাব (পুং) [রাজা+অনুভাব] রাজশক্তি, রাজক্ষমতা, রাজশক্তির প্রভাব, রাজমহত্ত্ব, রাজমহিমা, রাজমর্যাদা, রাজপদবি, রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মানসূচক উপাধি, রাজার বিধিসঙ্গত ক্ষমতা বা প্রাধিকার, রাজার প্রভুত্ব বা গুরুত্ব, রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব, রাজকীয় জাঁকজমক বা বিলাস, রাজকীয় ঘটা বা ধূমধাম, রাজকীয় আড়ম্বর।

রাজানুযুত্ত (বিণ) ছোট রাজার পদবিযুক্ত, ছোট রাজ্যের রাজা হইয়াছে এমন অর্থাৎ ছোট রাজা। ⟹ **অনুযুত্ত** (২)।

রাজাপুত্তী (স্ত্রী) রাজকন্যা। = **রাজকঞ্‌ঞা**।

রাজাভিনীত (বিণ) রাজাকর্তৃক আনীত। **রাজাভিনীত চোরাভিনীত**।

রাজাভিরাজা (পুং) রাজাগণের রাজা, রাজাধিরাজ, সম্রাট।

রাজামচ্চ (পুং) রাজামাত্য, রাজমন্ত্রী।(জাতক) **রাজামচ্চ মজ্‌ঝে**।

রাজাযতন (ক্লী) এক বৃক্ষের নামবিশেষ, রাজবৃক্ষ, পিয়ালবৃক্ষ, রাজায়তন বৃক্ষ, রাজাদন গাছ, পিয়াল ফল, এক প্রকার মিষ্ট ফল, পিয়াসাল বৃক্ষ।

রাজারূপক ⟹ রূপক।

রাজাবর (পুং) রাজাবর, শ্রেষ্ঠ রাজা, রাজশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান রাজা, বিখ্যাত রাজা। = **সক্ক**। ⟹ **বর** (বিণ)।

রাজি (স্ত্রী) ১ রাজি, রাজী, শ্রেণী, সমূহ, সারি, জমি হইতে ভিন্ন রঙের ডোরা, রেখা, সামান্য অংশ, আঁচ, আভাস, সূক্ষ্মসূত্র, তার পঙ্‌ক্তি, কবিতা, পদ্যপঙ্‌ক্তি, এক ইঞ্চির দ্বাদশ অংশ, খসড়া, নকশা, সৈন্যশ্রেণী, উপদেশ, ব্যবসায়, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাত, রেল-রাস্তা, বিষুবরেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, সীমা, ধারা, প্রণালী, গতিপথ, ক্ষুদ্রলিপি, বিভাগ, বংশ, অদৃষ্ট, ইতস্তত ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, মানসিক ক্ষমতা, গোলাগুলির পাল্লা বা দূরত্ব, এলাকা, পরিসর, সুদীর্ঘ চুল্লীবিশেষ। (সূত্রনিপাত) **নীল-বনরাজি**; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **নীল-বন রুক্‌খ-পন্তি**। (বিমানবত্থু) **নভ্যো সত-রাজি-চিত্তিত**—আকাশ শতবর্ণে রঞ্জিত। = **লেখা**। (বিমানবত্থু) **বেডুরিয রাজি**।(জাতক) **পব্বতরাজি**—পর্বতশ্রেণী।(পেতবত্থু অর্থকথা) **দীঘরাজি** (বিণ) লম্বা রেখার। **দ্বাঙ্গুলরাজি**—দুই আঙ্গুল বা দুই ইঞ্চি চাওড়া বন্ধনী (দাঠাবংস)। (জাতক) **রোমরাজি**—কেশের সারি। ২ বিবাদ, মতভেদ, অমিল, কলহ, ঝগড়া, বন্ধুবিচ্ছেদ। (বি-ভা) **সঙ্ঘরাজি সঙ্ঘভেদ** (বিনয়)।

রাজিকা (স্ত্রী) স্বর্ণ পরিমাপ বা ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার বীজ, রাই সর্ষপ। (থেরগাথা) **কংসে সতরাজিকা**—ওজনে শত রাই সর্ষপ পরিমাণ অর্থাৎ খুব মহার্ঘ। (জাতক) **কংসে সোবণ্ণে সতরাজিকে**।

রাজিত (বিণ) রাজিত, সুন্দরভাবে অবস্থিত, শোভনীয়, শোভমান, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়, প্রভাস্বর, উজ্জ্বল, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, দীপ্তিমান। = **বিরাজিত**।

রাজিদ্ধি (স্ত্রী) রাজঋদ্ধি, রাজক্ষমতা, রাজশক্তি, রাজপ্রভাব, রাজোচিত ক্ষমতা।

রাজিন (বিণ) ডোরা ডোরা রং আছে এমন, ডোরাকাটা রঞ্জিত। (সিংহ সম্বন্ধে) **উদ্ধগ্গরাজিন**—উর্ধ্বদিকে বা মস্তকের দিকে (কেশরাশি) ডোরাকাটা রঞ্জিত।

রাজিনী (স্ত্রী) রানী, রাজ্ঞী।

রাজিমতী (বিণ, স্ত্রী) কিরণবিকাশী, সমুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, বিখ্যাত, প্রভাবশালী, আনন্দোজ্জ্বল, আনন্দব্যঞ্জক, দীপ্তিশালী। বিমানবত্থুতে এই শব্দটিকে "**রাজপুত্তী**" বলা হইয়াছে; বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়—**রাজতি বিজ্জোততী'তি রাজী, রাজী'তি মতা পঞ্‌ঞাতা রাজিমতী**।

রাজিমন্ত (বিণ) = **রাজিন**। ⟹ **রাজিন**।

রাজিসি (পুং) [রাজা+ঋষি] রাজর্ষি, যেই রাজা ঋষিবৎ আচরণ করেন তিনি, রাজশ্রেষ্ঠ, রাজোচিত ভাবিদর্শী, যেই রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ঋষিব্রত গ্রহণ করেন তিনি।

রাজীসি (পুং) = **রাজিসি**। ⟹ **রাজিসি**।

রাজুপট্‌ঠান = **রাজূপট্‌ঠান**। ⟹ **রাজূপট্‌ঠান**।

রাজুয্যান (ক্লী) রাজোদ্যান, রাজার প্রমোদভূমি।

রাজুল—কোনো একজাতীয় সরীসৃপ, কোনো একজন নীচাশয় ব্যক্তি।

রাজূপক (বিণ) রাজার আশ্রিত, রাজসরকার কর্তৃক প্রতিপালিত, রাজবন্ধু।

রাজূপট্‌ঠান (ক্লী) [রাজা+উপট্‌ঠান] রাজসেবা, রাজার সহিত সাক্ষাৎকার, রাজসন্নিধানে উপস্থিতি।

রাজূপভোগ (বিণ) রাজার ব্যবহারের যোগ্য, রাজা কর্তৃক ব্যবহারের উপযুক্ত।

রাজূপসেবিন (বিণ) [রাজা+উপসেবিন] রাজার সেবাকারী, রাজসেবক, রাজসেবী, রাজকর্মচারী।

রাজোরোধ (পুং) [রাজা+ওরোধ] রাজার উপপত্নী বা

উপপত্নীগণ।

রাজোরোধা (স্ত্রী) রাজার উপপত্নীগণের মধ্যে একজন, রাজার উপপত্নী, অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোক। ⟹ **ওরোধ**।

রাতি (ক্রি) গ্রহণ করা, লওয়া।

রাধেতি (ক্রি) সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা। ⟹ **অভিরাধেতি, অপরাধেতি, আরাধেতি**।

রাম—সন্তুষ্টি, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ, আমোদ-প্রমোদ, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়াসামগ্রী, প্রমোদ, মজা, মনের স্ফূর্তিভাব।

রামকর (বিণ) আমোদকর, সন্তোষজনক, আনন্দকর, তৃপ্তিকর, ইচ্ছাজনক, রমণীয়, মনোহর, রাম, ভালবাসাজনক, কৌতুকজনক, ক্রীড়াকর, ক্রীড়নক আছে এমন, মজা আছে এরূপ। ⟹ **রাম**।

রামণেয্য = **রামণেয্যক**। ⟹ **রামণেয্যক**।

রামণেয্যক (বিণ) সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রমণীয়, রাজী, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়। = **রমণীয**। (ক্লী) আনন্দ, আনন্দজনক বস্তু, রমণীয় দৃশ্য। মধ্যম নিকায়ে চতুর্বিধ স্বপ্নদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, যেমন—**আরাম রামণেয্যক, বন রামণেয্যক, ভূমি রামণেয্যক, পোক্‌খরণি রামণেয্যক**।

রাব (পুং) রাব, রব, শব্দ, চিৎকার, ক্রন্দন, গর্জন, আর্তনাদ, বিলাপধ্বনি, বাঘের ন্যায় শব্দ, কুকুরের ন্যায় শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল, উচ্চনিনাদ, উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি। (জাতক) **বদ্ধরাব**—(পাশ ইত্যাদি) আবদ্ধ হওয়ায় আর্তনাদ। জাতক ষষ্ঠখণ্ডে বলা হইয়াছে "পশ্বাদির রব অনুকরণে অভিজ্ঞ বা দক্ষ।" (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভেরবং-রাবং অভিরবতি**। (মহাবংসে) **মহা-রাবং অরাবি**।

রাস—ধানের ক্ষীর। ⟹ **পঞ্চগ্‌গদান**।

রাসগ্‌গং [রাস+অগ্‌গং] ধান্যাদি শস্য মাড়াইবার সময়ে প্রথম অগ্রবস্তু (অর্থাৎ মাড়াইবার সময় প্রথম যেই দান দেওয়া হয় তাহা)। ⟹ **পঞ্চগ্‌গং**।

রাসি (পুং) ১ রাশি, পুঞ্জ, সংখ্যা, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, পিণ্ড, ভর, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ, আকৃতি, পরিমাণ, মাত্রা, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা। (জাতক) **অঙ্গাররাসি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কণিকার পুপ্ফরাসি**—কণিকার বা করবী পুষ্পের স্তূপ; **তিলরাসি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কহাপণরাসি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধঞ্ঞরাসি**। **রাসিং করোতি**—রাশিকৃত বা স্তূপাকার করা, জড় করা। (বিণ) রাশি, রাশি রাশি, অনেক, বহু, পুঞ্জীভূত, রাশিকৃত, স্তূপীকৃত, সঞ্চিত, প্রচুর। = **পসুর**। ২ (সঞ্চিত) অর্থ, ধন, সম্পদ, সৌভাগ্য, খুব বেশি সংখ্যা বা পরিমাণ, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য। **রাসি-অগ্গ দান**—(কাহারও নিজ সম্পত্তি হইতে) অধিক পরিমাণে বা সংখ্যায় ধন-দান। ⟹ **রাসিবড়্‌ঢক**। ৩ রাশিচক্রের বা নক্ষত্র-পুঞ্জস্বরূপ মেষাদি দ্বাদশ রাশি, যথা—**মেস** (মেষ), **উসভ** (বৃষ), **মেথুন** (মিথুন), **কক্কট** (কর্কট), **সীহ** (সিংহ), **কঞ্ঞা** (কন্যা), **তুলা** (তুলা রাশি), **বিচ্ছিকা** (বৃশ্চিক), **ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন**। ৪ চরিত্রে:—(তর্কশাস্ত্রে) সমবায়, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্রে) বিন্যাস, সমষ্টি, সমূহ, সমানবর্ণ, সমান জাতি বা শ্রেণী অথবা গণ, সংগৃহীত বস্তুনিচয় বা বস্তুর স্তূপাকার। অভিধর্ম সাহিত্য অনুসারে ত্রিবিধ সংগ্রহ বা রাশিকরণের কথা বলা হইয়াছে, যেমন—**মিচ্ছত্ত-নিযতো রাসি** (কুকার্য বা পাপকার্য করা যাহার ফলস্বরূপ অপরিবর্তনীয় কুফল ঘটে), **সম্মত-নিযতো রাসি** (সৎকার্য বা পুণ্যকার্য করা যাহার ফলস্বরূপ অপরিবর্তনীয় সুফল বা মঙ্গলজনক ফল ঘটে)। **অনিযতো রাসি** (অনির্ধারিত প্রত্যেক বিষয়)—Dialogues-এর ইংরেজি অনুবাদ মতে। ব্যক্তিত্বের **"পঞ্চকখন্ধা"** অথবা নাম-রূপকেও **"রাসি"** অর্থাৎ **"অসি"** অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **কুসলরাসি; অকুসলরাসি**। বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ মহাবস্তুতে উক্ত তিন হইতে দুই প্রকার গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা—মিথ্যাত্বনিয়তো রাশিং, অনিয়তো রাশিং।

রাসিক (ক্লী) রাজস্ব, আয়, কর, খাজানা।

রাসিগ্‌গদান [রাসি+অগ্‌গ+দান] (কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি হইতে) প্রচুর অর্থ দান, অধিক সংখ্যায় বা অধিক পরিমাণে ধন দান, পঞ্চবিধ অগ্রদানের মধ্যে ইহা একটি। পঞ্চবিধ অগ্র বা শ্রেষ্ঠ দান, যথা—**খেত্তগ্‌গদান, রাসিগ্‌গদান, কোট্‌ঠগ্‌গদান, কুম্ভিগ্‌গদান, ভোজনগ্‌গদান**। ⟹ **রাসি** (২)।

রাসিবড়্‌ঢক (পুং) রাজস্ব বা খাজানা সংগ্রহকারক, যেই ব্যক্তি ধন বৃদ্ধি করে অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ, রাজসরকারের বা জমিদারের নায়েব বা গোমস্তা। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"রাজার ধন বা রাজভাণ্ডার বৃদ্ধিকারক"। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ধঞ্ঞ-রাসিঞ্চ ধনরাসিঞ্চ বড়্‌ঢতী'তি রাসিবড়্‌ঢক**। ⟹ **বড়্‌ঢক** (বিণ)।

রাসিবদ্ধক (পুং) = **রাসিবড়্‌ঢক**। ⟹ **রাসিবড়্‌ঢক**।

রাহসেয্যক (বিণ) নির্জনে শয়নকারী, নির্জনে অবস্থান-কারী, নির্জনতায় বা গোপনভাবে বাসকারী, নির্জনবাসী, নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে বিমুক্ত, গোপনীয়, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট, গুপ্ত, গূঢ়, চাপা দেওয়া। (বিনয়) **মনুস্স রাহসেয্যক**—মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত অর্থাৎ মানুষ হইতে নির্বিঘ্নে বাসকারী, নির্জনবাসী, মানুষ হইতে নির্জনে শয়নের উপযুক্ত। (বিনয়) **রাহসেয্যক পটিসল্লান-সারুপ্প**।

রাহু (পুং) রাহু, অসুর, রাজার নামবিশেষ, অসুরের

নামবিশেষ।

রাহুমুখ (ক্লী) রাহুর মুখ, একপ্রকার দণ্ড বা শাস্তির নাম, অপরাধীর একপ্রকার শাস্তিবিশেষ।

রাহুল (পুং) রাহুল ছিলেন কপিলবাস্তুর রাজা মহারাজ সুদ্ধোদনের প্রপৌত্র এবং মহারাজ সুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌতমের ঔরসজাত গোপাদেবীর গর্ভজাত পুত্র। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর মহারাজ সুদ্ধোদনের আহ্বানে বুদ্ধ শিষ্যবর্গের সহিত কপিলবাস্তু গমন করিলে মায়ের নিকট উৎসাহ পাইয়া কোমলমতি শিশু রাহুলকুমার বুদ্ধের নিকট পিতৃধন যাচ্ঞা করেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিহারে (ভিক্ষুদের আবাসস্থানে) আনয়ন করেন এবং শ্রামণের ধর্মে (ব্রতে) তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র মহাস্থবিরের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। তখন কুমার রাহুলের বয়স ছিল সাত বৎসর। কোমলমতি শিশু পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া যথাসময়ে অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

রিচ্চতি (ক্রি) পরিত্যক্ত হওয়া। ⟹ **অতিরিচ্চতি, রিঞ্চতি**।

রিঞ্চতি (ক্রি) [√রিচ্+ং+অ] পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া যাওয়া, ত্যাগ করা, দানপত্র লিখিয়া দেওয়া, থাকিতে দেওয়া, সমর্পণ করা, জিজ্ঞাসা করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, শূন্য করা বা হওয়া, খালি করা বা হওয়া। (অতীত) **রিঞ্চি**। (অ-বিণ) **রিত্ত**। (ব-বিণ) **রিঞ্চমান**। (ভবিষ্যতে) **রিঞ্চিস্সতি**। (ক্রি-বি) **রিঞ্চিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **রিচ্চতি**।

রিঞ্চন (ক্লী) পরিত্যাগ, ত্যাগ, ছাড়িয়া আসা।

রিণাতি (ক্রি) ঢিলা দেওয়া, শিথিল করা বা হওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া, প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা বা হওয়া।

রিত্ত (বিণ) রিক্ত, শূন্য, খালি, নিঃস্ব, দরিদ্র, নিষ্ফল, হীন, বর্জিত, অসার, অস্পষ্ট, নিরর্থক, (চলতি) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, মুক্ত, স্বাধীন, মূল্যহীন, বন্ধনমুক্ত, অনিয়ন্ত্রিত, শিথিল, আক্ষরিক নহে এরূপ, তেজস্বী, হঠকারী, অশ্লীল, লৌকিকতা বা শিষ্টাচার বর্জিত, স্বতঃপ্রবৃত্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, ব্যস্ত নয় এমন, সাবকাশ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, বদান্য, অবাধ, সরল, স্বতন্ত্র, বিযুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **রিত্ত তুচ্ছ**। সূত্রনিপাতে "মুক্ত" অর্থে:— **রিত্তো মুনি** = **বিবিত্ত** ইত্যাদি। (তুলনীয়) **তুচ্ছ**। ⟹ **রিঞ্চতি, রিন্দি**।

রিত্তক (বিণ) রিক্ত, শূন্য, খালি, অসার, অস্পষ্ট, (চলতি) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, নিষ্ফল, নিরর্থক, বৃথা, বাতিল, অনধিকৃত, অবাস্তব, বাস্তবতাহীন। = **তুচ্ছক অন্তো-সার-রহিত** (থেরগাথা অর্থকথা), **তুচ্ছ** (পেতবত্থু অর্থকথা), **রিত্ত, সুঞ্ঞ, বিরহিত**। (যৌগিকে) **রিত্তক তুচ্ছক**।

রিত্তক তুচ্ছক (বিণ) খালি পরিত্যক্ত, নিরর্থক, একেবারেই খালি, অবাস্তব, অন্তঃসারশূন্য, অকর্মণ্য, অসার, নির্গুণ। = **তুচ্ছক রিত্তক**।

রিত্তকুম্ভী—শূন্য পাত্র, খালি কলসী।

রিত্ততুচ্ছ (বিণ) রিক্ত এবং তুচ্ছ, শূন্য এবং বর্জিত, খালি এবং পরিত্যক্ত, অর্থহীন বলিয়া বর্জিত। ⟹ **তুচ্ছ**।

রিত্তপেসুণ (বিণ) অপবাদমুক্ত, অনিন্দ্য, অনিন্দনীয়, খ্যাতিবান। (মহানির্দেশ) **যস্স পেসুঞ্ঞং পহীনং** ইত্যাদি।

রিত্তমুট্‌ঠি (বিণ) রিক্তমুষ্টি, খালি মুঠ, শূন্যহস্ত, যার মুষ্টির মধ্যে কিছুই নাই এমন। = **রিত্ত সদিস**। ⟹ **মুট্‌ঠি** (২)।

রিত্ত সদিস (বিণ) রিক্তসদৃশ, শূন্যময়, খালি। = **রিত্তমুট্‌ঠি**। ধর্মপদ অর্থকথায় এই পাঠটি জ্ঞানাভাব বা মূর্খতাকে লক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে।

রিত্তস্সাদ (বিণ) (অন্তঃসার) শূন্য বস্তুসমূহে স্বাদ অন্বেষী, রিক্ত স্বাদ, স্বাদহীন, স্বাদরহিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রিত্তস্সাদ বাহিরস্সাদ**। Kern. Toev.-এ এই শব্দটি পাঠ করা হইয়াছে "**রিত্তাস**" এবং অনুবাদ করিয়াছেন,—"(খাদ্য সম্বন্ধে) মিশ্রিত বা কলুষিত"; কিন্তু এই অর্থ ভাবের সহিত মোটেই ঐক্য হয় নাই।

রিত্তহত্থ (বিণ) রিক্তহস্ত, খালিহস্ত, শূন্যহস্ত। ⟹ **হত্থ** (১)।

রিত্তা ইব = **রিত্তীব**। ⟹ **রিত্তীব**।

রিত্তাস ⟹ **রিত্তস্সাদ**।

রিত্তাসন (ক্লী) রিক্তাসন, শূন্যাসন, খালি আসন।

রিত্তীব [রিত্তা+ইব] যেন শূন্য বা খালি। ⟹ **রিন্দী**।

রিন্দি ⟹ **রিন্দী**।

রিন্দী—এই শব্দটি থেরীগাথায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু সন্দেহজনক। সাহিত্যে পাঠ রহিয়াছে—**তে রিন্দী ব লম্বন্তে** "**নোদক**"—(পশুগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) বৃদ্ধ বয়সে বা বৃদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। থেরগাথা অর্থকথায় উহাদিগকে "চর্মনির্মিত জলের ভস্ত্রা বা থালী জলশূন্য (**উদক-ভস্তা বিয**)"-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আমাদের হয়ত Morris-এর মতে পাঠ করিতে হইবে "**রিত্তীব**" (=রিত্তা-ইব) অর্থাৎ "যেন শূন্য বা খালি", নতুবা থেরগাথা অর্থকথায় উক্ত পাঠ করিতে হইবে "**থেরী'তিব**" অর্থাৎ "বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সদৃশ"। Sisters গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে অর্থকথার বর্ণনানুসারে "**উদকভস্তা**" পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে যাহা সাহিত্যের সমান পাঠ "**রিন্দি**" এবং অনুবাদ করা হইয়াছে "চর্মগুলি রস বা জলহীন হওয়ায় কুঞ্চিত", কিন্তু "**রিন্দী**" শব্দ সম্পূর্ণরূপে সন্দেহজনক এবং সূত্র অনুসারে "**থেরী**" পাঠই উত্তম। যেহেতু "**থেরী**" অর্থেও আমরা "বৃদ্ধা স্ত্রীলোক" পাইয়া থাকি (পেতবত্থু

অর্থকথা)।

রিস্সতি (ক্রি) পীড়িত হওয়া, আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অনিষ্ট বা অপকার ভোগ করা। (মধ্যম নিকায়) **ডংস-মকস-বাত-আতপ-সিরিংসপ-সম্ফস্সেহি রিস্সমানো;** এই একই পাঠে চুল্লনিদ্দেসে বলা হইয়াছে "**সম্ফস্সমান**"।

রিস্সমান (বিণ) = **সম্ফুস্সমান**। ⟹ **সম্ফুস্সমান, সম্ফুসতি**।

রুক—এই শব্দটি যৌগিকে দৃষ্ট হয়, যেমন—(বিনয়) **অড্ঢরুক**—ইহা শ্মশ্রু বা দাড়ির গঠন বা আকার সম্বন্ধে বলা হইলেও সন্দেহজনক। অন্যত্র ইহাকে "**দুক**" শব্দরূপেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই শব্দটি কি বৈদিক "**রুক্ম**" শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত যাহার অর্থ হয় "বক্ষে পরিধান করিবার একপ্রকার অলঙ্কার"(?)।

রুক্খ (পুং) বৃক্ষ, গাছ। বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গে "**রুক্খমূলিকঙ্গ**" এর একখানা তালিকা দিয়াছেন যাহা "বৃক্ষমূলে বাস"-এর অভ্যাসের জন্য নির্বাচিত হয় নাই। এই গুলি হইতেছে—**সীমন্তরিক-রুক্খ** (সীমান্ত বৃক্ষ), **চেতিযরুক্খ** (চৈত্যস্বরূপ পূজাপ্রাপ্ত বৃক্ষ), **নিয্যাসরুক্খ** (ধূপবৃক্ষ, ধূনা বা রজন গাছ), **ফলরুক্খ** (ফলন্ত বৃক্ষ), **বগ্গুলিরুক্খ** (যেই বৃক্ষে বাদুর বাস করে), **সুসিররুক্খ** (শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা গাছ), **বিহার-মজ্ঝে ঠিত রুক্খ** (বিহারস্থ বা বিহার প্রাঙ্গণে স্থিত বৃক্ষ)। "**বিহার-পচ্চন্তে ঠিত রুক্খ**" অর্থাৎ বিহার সীমান্তে অথবা বিহারের বহির্ভাগে স্থিত বৃক্ষকেই নির্বাচিত ও মনোনীত করিয়া নিতে হয়। তৎপর তিনি গাছের অবস্থা সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। বিশুদ্ধিমার্গে বৃক্ষের বর্ণনায় নানাজাতীয় বৃক্ষ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন—**অস্সত্থ, নিগ্রোধ, কচ্ছক, কপিত্থক, উচ্চ, নীচ, খুদ্দক, মহন্তো, কাড়, সেত**। সংযুক্ত নিকায়ের সূচিতেও অনেক প্রকার বৃক্ষের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। (জাতক) **নাগরুক্খ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মহারুক্খে যাব কপ্পাবসানা বীজপরম্পরায রুক্খ-পবেণিং সন্তাযমানে ঠিতে; রুক্খ ফলিত**। বিভঙ্গ অর্থকথায় তুলনামূলক:—**জাতস্স অবস্সং জরা-মরণং, উপ্পন্নস্স রুক্খস্স পতনং বিয;** পুনশ্চ দেখানো হইয়াছে "**গরু-ভণ্ড**"। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পঠবি-রসাদিমিব রুক্খে;** একই রকমের পাঠ বিশুদ্ধিমার্গে "**কপ্পাবসানং**" এবং "**সন্তানেন্তে**" শব্দের সহিত দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অম্বরুক্খ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রাজরুক্খ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দিপরুক্খ**।

রুক্খকোট্টক (পুং) গাছ-ঠোকরা বা কাঠঠোকরা (পক্ষী)। (জাতক) **রুক্খ-কোট্টক সকুণ**—কাঠঠোকরা পক্ষী। = **জবসকুণ**।

রুক্খকোট্ঠক—গাছের ছিদ্র, বৃক্ষস্থ গর্ত, বৃক্ষ কোটর। = **রুক্খসুসির**।

রুক্খকখন্ধ (পুং) [রুক্খ+খন্ধ] বৃক্ষকাণ্ড, বৃক্ষের কাণ্ড, গাছের গুঁড়ি। ⟹ **খন্ধ** (১গ)।

রুক্খগচ্ছ—গাছ-গাছড়া।

রুক্খগহণ (ক্লী) = **রুক্খগহন**। ⟹ **রুক্খগহন**।

রুক্খগহন (ক্লী) বৃক্ষঘন, ঘনবৃক্ষ, গাছের বন বা জঙ্গল। ⟹ **গহন** [ক্লী (ক)]।

রুক্খদেবতা (স্ত্রী) বৃক্ষদেবতা, গাছের দেবতা, বৃক্ষের অধিবাসী দেবতা, বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বৃক্ষে অবস্থানকারী দেবতা বা অশরীরী সত্ত্ব, বনদেবী, বৃক্ষবাসী যক্ষ। ⟹ **দেবতা**। (বিনয়) **রুক্খে অধিবত্থা দেবতা**—বৃক্ষে অবস্থানকারী দেবতা বা যক্ষ; **ককুধে অধিবত্থা দেবতা**—ককুধবৃক্ষে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; **এরণ্ড রুক্খ দেবতা; বনজেট্ঠক-রুক্খে নিব্বত্ত দেবতা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিগ্রোধ রুক্খ দেবতা; বিঞ্ঝ রুক্খ দেবতা**—জঙ্গল বা বনস্থ গাছের দেবতা। জাতকে বলা হইয়াছে "বৃক্ষ দেবতাগণের বিমান বা গৃহস্বরূপ, তাহারা হয়ত বৃক্ষকোটরে অথবা বৃক্ষের উপরিভাগে বাস করে। লোকেরা বৃক্ষমূলে বৃক্ষদেবতার পূজা দিয়া যাহা প্রদান করে উহাই তাহাদের খাদ্য, এই খাদ্য প্রদানের লোকের জন্য তাহারা সেই খাদ্য প্রদানকারী লোকের সাহায্য বা উপকার করিয়া থাকে। যদি তাহাদিগকে পূজাস্বরূপ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ খাদ্য দেওয়া না হয় তাহারা সেই পূজারী লোকের অনিষ্ট করে এবং তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা নানা বেশে আসিয়া সেই পূজারী লোকদের নিকট দর্শন দিয়া থাকে"। জাতক এবং বিনয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে—"তাহারা সংসারী এবং তাহাদের ছেলেপিলেও আছে"।

রুক্খন্তর [রুক্খ+অন্তর] বৃক্ষের মধ্যে, গাছের ভিতরে বা ভিতরাংশে।

রুক্খপবেণি (স্ত্রী) বৃক্ষের জাতি, গাছের বংশ বা পরম্পরা বংশাবলী।

রুক্খপাণিকা (স্ত্রী) কাঠের চামচ, কাঠ দ্বারা প্রস্তুত চামচ বা হাতা। (বিপ) **পাসাণ পাণিকা**।

রুক্খফলূপম (বিণ) [রুক্খ+ফল+উপম] গাছ ও ফলের ন্যায়, গাছ ও ফল সদৃশ। মধ্যম নিকায়ে উল্লিখিত "**কামা**" শব্দের সহিত ইহা সমার্থবাচক। (থেরগাথা অর্থকথা) **অঙ্গ পচ্চঙ্গানং পলিভঞ্জন (ফলিভঞ্জন) রুক্খফলূপম**—বৃক্ষের ফলসদৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ভঙ্গ হইবার মত, (Rhys. Davids.-এর ইংরেজি অনুবাদ অনুসারে) যেই ফলের কারণে বৃক্ষারোহী বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। ⟹ **ফল** (১)।

রুক্খমূল (ক্লী) বৃক্ষমূল, গাছের গোড়া বা মূলদেশ, গাছতলা, বৃক্ষের পাদদেশ। = **রুক্খসমীপং**। ⟹ **মূল** (১,২), **রুক্খ**। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে যে ধ্যান করিবার নিমিত্ত মুনি ঋষিগণ বৃক্ষমূলে বৃক্ষমূলে স্বীয় স্বীয় বাসস্থান গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে কতিপয় নির্জন

স্থান গ্রহণের জন্য অনুমোদন করা হইয়াছে, যেমন— **অরঞ্‌ঞ, রুক্‌খমূল, পব্বত, কন্দর** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **যং কিঞ্চি সন্দচ্ছায়ং বিবিত্তং রুক্‌খমূলং**। (সংযুক্ত নিকায়) **রুক্‌খমূল গহন**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **সুক্‌খনদী;** (বুদ্ধের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) **গণ্ড'ম্ব রুক্‌খমূল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রুক্‌খমূলগত**—ধ্যান করিবার জন্য বৃক্ষমূলে গিয়াছেন বা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এমন (যোগী বা মুনি)। (বিনয়) **রুক্‌খমূল সেনাসন**—(ধ্যান অভ্যাসের জন্য) বৃক্ষমূল যাঁহার শয়নাসন (শয্যা বা আসন) স্বরূপ করিয়াছেন এমন; ইহা চতুর্বিধ **"নিস্‌সয"** এর মধ্যে একটি। চতুর্বিধ **"নিস্‌সয"**, যথা—**পিণ্ডিয-আলোপ-ভোজন, পংসুকূল চীবর, রুক্‌খমূল সেনাসন, পূতি-মুত্ত ভেসজ্জ** (যাহা ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার একমাত্র সম্বল)।

রুক্‌খমূলগত (বিণ) ⟹ **রুক্‌খমূল**।

রুক্‌খমূল সেনাসন (বিণ) বৃক্ষমূল যাঁহার শয়নাসন (শয্যা ও আসন) স্বরূপ (অর্থাৎ যেই ভিক্ষু ধ্যান অভ্যাসের জন্য বৃক্ষমূলকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতে থাকেন)। (ক্লী) বৃক্ষমূল শয়নাসন, বৃক্ষমূল বা গাছতলা যাঁহার নির্দিষ্ট শয়নশয্যা এবং বসিবার আসন, ইহা ভিক্ষুদের চতুর্বিধ **"নিস্‌সয"** (অবলম্বন বা আশ্রয়) এর মধ্যে একটি। ⟹ **রুক্‌খমূল**।

রুক্‌খমূলিক (বিণ) বৃক্ষমূলে বাসকারী, গাছতলায় অবস্থানকারী, ধ্যান অভ্যাসের জন্য বৃক্ষমূলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থানকারী। (পুং) যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলকে আশ্রয় করিয়া বাস করে অর্থাৎ ধ্যান অভ্যাসকারী ভিক্ষু। (জাতক) **আরঞ্‌ঞক পণ্ণসালং অকত্বা রুক্‌খমূলিক অব্‌ভোকাসিক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রুক্‌খমূলিক অঙ্গ**—বৃক্ষমূলিক অঙ্গ; ইহা ১৩ প্রকার **"ধুতঙ্গ"** অভ্যাসের মধ্যে একটি অর্থাৎ ধর্মভীরু উপায়ে জীবনযাত্রার অভ্যাস এবং ইহা **"আরঞ্‌ঞক অঙ্গ"** এবং **"অব্‌ভোকাসিক অঙ্গ"**—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বিষয়। ⟹ **রুক্‌খ**।

রুক্‌খমূলিক অঙ্গ ⟹ **রুক্‌খমূলিক**।

রুক্‌খমূলিকত্ত (ক্লী) বৃক্ষমূলে (একাকী) বাস করিবার অভ্যাস। (মধ্যম নিকায়) **রুক্‌খমূলিকত্ত পংসুকূলিকত্ত পিণ্ডপাতিকত্ত**। ⟹ **রুক্‌খমূলিক**।

রুক্‌খরোপক (পুং) বৃক্ষ রোপণকারী লোক। (ক্লী) গাছের চারা। ⟹ **রোপক** (ক্লী)।

রুক্‌খলতা (স্ত্রী) বৃক্ষলতা, লতাজাতীয় বৃক্ষ, বৃক্ষ এবং লতা। ⟹ **লতা** (১)।

রুক্‌খবতিকা (স্ত্রী) গাছের বেড়া, গাছের বা কাঠের বেষ্টনী। ⟹ **বতিকা**।

রুক্‌খবল্লিফল = **গবিফল**। ⟹ **গবিফল**।

রুক্‌খসয (বিণ) বৃক্ষের উপরে বাসকারী, গাছের ডালে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এমন। ⟹ **বিলাসয**।

রুক্‌খসমীপং (ক্লী) বৃক্ষসমীপ, গাছের গোড়া, বৃক্ষমূল, বৃক্ষের মূলদেশ। = **রুক্‌খমূল**।

রুক্‌খসুনখ (পুং) "বৃক্ষ কুকুর", একজাতীয় জীব বা জন্তুবিশেষ (কাঠবিড়ালী?)। (জাতক অর্থকথা) **নড়-সন্নিভ রুক্‌খসুনখ**—নল বা খাগড়ার বর্ণবিশিষ্ট বৃক্ষকুকুর।

রুক্‌খসুসির (ক্লী) বৃক্ষকোটর, বৃক্ষের গহ্বর বা গর্ত। = **রুক্‌খ কোটঠক**।

রুক্‌খা (পুং, বহুবচন) বৃক্ষসমূহ। ⟹ **রুক্‌খ, রক্‌খা**।

রুক্‌খান্তরে (ক্রি-বিণ) [রুক্‌খ+অন্তরে] বৃক্ষান্তরালে, গাছের আড়ালে, গাছের পশ্চাতে।

রুচ (পুং) রুচবৃক্ষ, রুচ নামক একজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার পরিবর্তে শব্দ **"মুক্‌খক"** (পাঠ **"মোক্‌খক"** (জাতক); জাতক টীকায় পাঠ **"মঙ্গল-রুক্‌খ"**। **মুক্‌খক**—প্রধান কড়িকাঠ বা তক্তা। (জাতকে) **রুচ রুক্‌খ**।

রুচক (ক্লী) (সুবর্ণ) বালুকা। = **সুবণ্ণ-বালিকা**।

রুচকুপকিণ্ণ (বিণ) সুবর্ণ বালুকায় আচ্ছাদিত। **"রাজকুপকিণ্ণ"** শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ। (বর্ণনায়) **ওকিণ্ণ**।

রুচরুক্‌খ (পুং) রুচবৃক্ষ। = **রুচ**।

রুচা (স্ত্রী) = **রুচ**। ⟹ **রুচ**।

রুচি (স্ত্রী) ১ শোভা, দীপ্তি, প্রভা, উজ্জ্বলতা, জাঁকজমক, শ্রী, গৌরব, চটক, আলোক, উজ্জ্বল পদার্থ, দিন, আলোকের উৎস বা কারণ, চিত্রের আলোকিত অংশ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, দিব্যজ্যোতি, বিদ্যাজ্যোতি, প্রত্যুষ, প্রকাশ, সুখের সময়, সৌভাগ্য, জ্ঞান, প্রকাশ্য দৃশ্য, অনুগ্রহ, খ্যাতনামা ব্যক্তি, প্রখ্যাত লোক, প্রসিদ্ধ লোক, দর্শনশক্তি, স্বচ্ছতা, পরিষ্কার, সৌন্দর্য, প্রফুল্লতা, সুখ, বুদ্ধি, চতুরতা, সুদক্ষতা। ২ রুচি, রুচী, স্পৃহা, অভিলাষ, প্রবৃত্তি, প্রীতি, অনুরাগ, পছন্দ, আস্বাদ, বুভুক্ষা, আলিঙ্গনবিশেষ, গোরোচনা, প্রবণতা, নতি, ইচ্ছা, অবনমন, নমন, ঝোঁক, দুই রেখা বা তলের বর্ধিত কোণ, অভিরুচি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রুচিং উপ্পাদেতি**—রুচি উৎপন্ন করে, আনন্দ দেয়, সন্তুষ্ট করে। ৩ আনন্দের বস্তু (জাতক)। (অপাদান কারকে) **রুচিযা**—আনন্দে, সন্তুষ্টিতে, সন্তুষ্টি অনুসারে, পছন্দ দ্বারা; (বি-ভা) **অত্তনো রুচিযা**—নিজের রুচি মতে, নিজের সন্তুষ্টিতে বা সন্তুষ্টি অনুসারে; = **অত্তনো চিত্ত রুচিযা** (**"রুচিযং"** শব্দের পরিবর্তে)—নিজের মনগড়া, নিজের চিত্তের বা মনের সন্তুষ্টি অনুসারে (জাতক)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পরস্‌স রুচিযা পবত্ততি**—অপর কাহারও সন্তুষ্টির দ্বারা থাকা অর্থাৎ পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথারুচিং**। ৪ সমর্থক যুক্তি

ব্যতিরেকে স্বীকৃত মতবাদী ভাষায় "ইচ্ছা" অথবা "প্রভাব বা প্রভুত্ব" ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (যৌগিকে) **দিট্‌ঠি খন্তি রুচি**—দৃষ্টি ক্ষান্তি ও আনন্দ (=ইচ্ছা) অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত, আবেগময় বা ভাবোদ্দীপক ও ইচ্ছানুরূপ পরিবেশ (বিনয়)। (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠি রুচি**। (মধ্যম নিকায়) **রুচি সদ্ধা অনুস্‌সবো আকার পরিবিতক্কো দিট্‌ঠি নিজ্‌ঝানখন্তি**। দীর্ঘনিকায়ে "**ধম্ম**"-এর বিপরীত অর্থে "**রুচি**" শব্দকে দেখানো হইয়াছে। বিভঙ্গে "**ইধ**"-এর বর্ণনায়ও "**রুচি**" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **অঞ্ঞত্র রুচিযা**—অন্য কাহারও ইচ্ছার প্রভাবে।

রুচিক (বিণ) রুচিকর, তৃপ্তিজনক, প্রবৃত্তিজনক, ইচ্ছুক, অভিলাষী, আনন্দ পায় এরূপ, সন্তোষজনক, অনুরাগী, প্রবণ, ঝোঁক আছে এরূপ, তৃপ্তি পায় এরূপ, সন্তুষ্টি লাভ করে এরূপ, প্রবণতা আছে এরূপ। (বি-ভা) **অঞ্ঞরুচিক; অঞ্ঞরুচিক অঞ্ঞদিট্‌ঠিক অঞ্ঞখন্তিক**—আপন বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি অনুভব ও ইচ্ছাসম্বন্ধে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণনা করিয়া Rhys. Davids-এর Dial-এর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"বিভিন্ন দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া, অন্যান্য বিষয়সমূহ যাহা তোমার নিকট নিজে নিজে সপ্রমাণিত হয়, তোমার নিজ সমক্ষে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ যোজিত করিয়া" (এখানে "**অঞ্ঞ**" শব্দকে কল্পিতভাবে গ্রহণ করিয়া পার্থক্য দেখানো হইয়াছে); Neumann ইহার সম্পূর্ণ ভুল অর্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—"অর্থহীন অথবা কৈফিয়ত ব্যতীত, অসহিষ্ণু বা ক্রোধী, উৎসর্গ ছাড়া"।

রুচিমা (বিণ) রুচিসম্মত, আনন্দদায়ক।

রুচিযা (ক্রি-বিণ) ⟹ **রুচি** (৩)।

রুচির (বিণ) রুচির, মধুর, সুন্দর, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, গৌরবান্বিত, মনোহর, সুখকর, আনন্দজনক, প্রফুল্ল, আমোদপ্রিয়, মনোযোগী, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, রুচিসম্পন্ন, রুচিকর, রুচিজনক, মনোমত, প্রিয়দর্শন। = **দস্‌সনীয, রমণীয দস্‌সনীব** (পেতবত্থু অর্থকথা), **সোভন, বগ্‌গু**।

রুচির পভস্‌সর (বিণ) রুচিমত বা আনন্দজনক প্রভাস্বর। ⟹ **পভস্‌সর**।

রুচ্চতি (ক্রি) [√রুচ+য] আনন্দ পাওয়া, সন্তুষ্ট করা বা হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, পছন্দ করা, অনুমোদন করা, মনোনীত করা, উপভোগ করা, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, মন বসানো, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, সংযত না করা, অনুমতি দেওয়া, আসক্ত হওয়া। (সূত্রনিপাত) **এতঞ্চে রুচ্চতি ভোতো বুদ্ধসাসনং**। (মধ্যম নিকায়) **রুচ্চতি খমতি**—সন্তুষ্ট হওয়া এবং অনুমোদন করা। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের ভাষায়,—**যথা রুচ্চতি তথা পঠিতব্বং**; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **যং রুচ্চতি তং গহেতব্বং**—যাহা পছন্দ হয় তাহা গ্রহণ কর (পঠন অথবা অনুবাদকরণ এই দুই বিষয়ের মধ্যে নির্বাচন বা পছন্দ করিতে দেওয়া)। (অতীত) **রুচ্চি**, (উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **রুচ্চাদিম্‌হসে = রুচ্চাম রুচিং উপ্পাদেম, তং অত্তনো রুচিযা পিবিস্‌সামা'তি অত্থো** (পেতবত্থু অর্থকথা); নিষেধার্থে:—**মা রুচ্চি**—উহা করিও না, না তাহা করিও না (উদ্দেশ্যের পশ্চাদ্ধাবন না করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন), (বহুবচনে) **মা রুচ্চিত্থ**; (বিনয়) **অলং দেবদত্ত মা তে রুচ্চি সঙ্ঘ-ভেদো**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **মা বো আবুসো এবং রুচ্চিত্থ**। (অ-বিণ) **রুচ্চিত**। (ক্রি-বি) **রুচ্চিত্বা**; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রুচ্চিত্বা পূরেসি**—সন্তুষ্ট হইয়া অথবা আনন্দ সহকারে পূর্ণ করিল; (বর্ণনায়) **অভিরোচেসি**।

রুচ্চতি খমতি ⟹ **রুচ্চতি**।

রুচ্চন (ক্লী) অভিরুচি, মনোনয়ন, পছন্দ, নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়, মনোনীত বিষয় বা ব্যক্তি, একাধিক বস্তুর মধ্যে বাছিয়া লইবার অধিকার, বিকল্প, পছন্দ করিয়া লইবার মত ব্যক্তি বা বস্তু-সমবায়, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তব রুচ্চনট্‌ঠানে**—তোমার পছন্দ মত স্থানে।

রুচ্চনক (বিণ) রুচিসম্মত, রুচিকর, রুচিজনক, রুচিমত, ইচ্ছামত, আনন্দজনক, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মনোরম, মধুর, রুচ্য, রুচিকারক, সুন্দর, ঈপ্সিত, তৃপ্তিকর, পছন্দমত, সন্তোষজনক, নিঃসন্দেহ। (ক্লী) পরিতৃপ্তি, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি, সন্তোষের বিষয় বা বস্তু, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ, পছন্দ। (জাতক) **রুচ্চনক সচ্চ; তব রুচ্চনকং করোসি**—তুমি তোমার রুচিমত কর অর্থাৎ তুমি যাহা পছন্দ কর তাহাই কর।

রুচ্চনা (স্ত্রী) = **রুচ্চন**। ⟹ **রুচ্চন**।

রুচ্ছতি = **রুচ্ছিতি**। ⟹ **রুচ্ছিতি**।

রুচ্ছিতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **রুজ্জতি, রুদতি**।

রুজ—১ ভাঙ্গা, ভগ্ন অবস্থা, আঘাত। ২ বীণা।

রুজক (পুং) বীণাবাদক, যে ব্যক্তি বীণা বাজায়। (জাতক) **(বীণং) ব রুজক** ("**বিরুজক**" শব্দের পরিবর্তে)। = **বীণাবাদক**।

রুজতি (ক্রি) [√রুজ+অ] ভাঙ্গা, ভঙ্গ হওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া, আহত হওয়া, আঘাত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে বা জোরে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, কষ্ট দেওয়া, ক্লেশ দেওয়া, যাতনা দেওয়া,

ব্যথিত করা বা হওয়া, বেদনা বা ব্যথা অনুভব করা, ব্যথা করা, দুঃখ দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, ক্লেশ দেওয়া, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা বা দেওয়া, ক্ষতি করা। ⟹ **লুজ্জতি**। (জাতক) **পাদা রুজ্জন্তি; পাদা মে রুজন্তি**—আমার পদদ্বয়ে ব্যথা অনুভব হইতেছে; **খন্ধেন রুজন্তেন**—পিঠে আঘাত লইয়া; **উরা রুজন্তি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্খীনি মে রুজিংসু**। (অতীত) **রুজি**। (অ-বিণ) **লুগ্গ**। (ভবিষ্যতে) **রুচ্ছিতি**, (বর্মা জাতকে) **রুজ্জতি**; জাতক অর্থকথায় ভুলে "**রোদতি**" শব্দ হইতে "**রোদিস্সতি**" গ্রহণ করা হইয়াছে। (ক্রি-বি) **রুজিত্বা**।

রুজন (ক্লী) দঃখ অনুভব, ব্যথা অনুভব, আঘাতকরণ, ব্যথা, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনোকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ অথবা উহার কারণ। (জাতক) রোগ = **রুজন-সভাবত্তং**। (জাতক) **যাব পিট্ঠিযা রুজনপ্পমাণং**—যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার পিঠ ব্যথা না করে। = **রুজা**।

রুজনক (বিণ) বেদনা করে এরূপ, অবিশ্রান্ত বা বিরামহীন ব্যথা অনুভূত হয় এরূপ, পীড়া দেয় এরূপ, আঘাত করে এরূপ, ক্ষতিজনক, অনিষ্টকর, ব্যথাজনক, বেদনাকর, ক্ষতিকর, আঘাতজনক, পীড়াজনক। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **রুজনক অঙ্গুলি**।

রুজা (স্ত্রী) পীড়া, রোগ, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনোকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড। = **রুজন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রুজং ন করোতি**। ⟹ **রুজতি**।

রুজ্জতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **রুজতি**।

রুজ্ঝতি (ক্রি) [√রুধ+য] ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, রুদ্ধ হওয়া, বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, নিবারিত হওয়া। ⟹ **রুন্ধতি**। (জাতক) **পাণা রুজ্ঝন্তি**; (জাতক অর্থকথায়) **নিরুজ্ঝতি**। (তুলনীয়) **উপরুজ্ঝতি, বিরুজ্ঝতি**। (অতীত) **রুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **রুদ্ধ**।

রুট্ঠ (বিণ) রুষ্ট, বিরক্ত, উত্যক্ত, ত্যক্ত, বিতর্কপূর্ণ, রোষান্বিত, পাশাপাশি, আড়াআড়ি, খিটখিটে। (বিপ) **তুট্ঠ**। ⟹ **রুস্সতি**।

রুঠতি (ক্রি) = **লুঠতি**। ⟹ **লুঠতি**। (তুলনীয়) **রুদ্ধ**।

রুণ—ভারী জিনিস পতনের শব্দাংশ (প্রায় "**থুদ**" শব্দের ন্যায় অর্থবাচক)। "**থুদ**" শব্দটি কিন্তু অস্পষ্ট রহিয়া গেল।

রুণ্ণ (বিণ) রোদন করিতেছে এমন, অশ্রুপূর্ণ, ক্রন্দনরত, রোরুদ্যমান। (জাতক) **রুণ্ণমুখ**; (অর্থকথা) **রুদম**। ⟹ **রুদতি**। (ক্লী) ক্রন্দন, রোদন, বিলাপ, ফোঁস ফোঁস করিয়া কান্না, খেদোক্তি, দুঃখ প্রকাশ, শোক, খেদ। (সূত্রনিপাত) **রুণ্ণসোক**।

রুণ্ণবল (ক্লী) রোদনবল। শিশুদের বল কেবল রোদন অর্থাৎ শিশুরা বা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কেবল রোদন দ্বারা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যাহা পাইবার তাহা পাইয়া থাকে। ⟹ **বল** (১খ)।

রুণ্ণমুখ (বিণ) অশ্রুপূর্ণ মুখ হইয়াছে এমন, রোরুদ্যমান মুখের। (ক্লী) রোদন-মুখ, কাঁদ কাঁদ মুখ, অশ্রুপূর্ণ মুখ, রোদনরত মুখ, রোরুদ্যমান মুখ। = **রুদম্মুখ**। ⟹ **রুণ্ণ**।

রুণ্ণসোক (বিণ) শোক প্রকাশ করিয়া করিয়া ক্রন্দন করে এমন। (ক্লী) শোকপূর্ণ ক্রন্দন, খেদপূর্ণ ক্রন্দন। ⟹ **রুণ্ণ**।

রুত (বিণ) (পশুপক্ষী-সম্বন্ধে) রবরত, শব্দকারী। ⟹ **রবতি**। (ক্লী) পশুপক্ষীর রব, পশুর ডাক, চিৎকার, শব্দ, রব, গোলমাল, উচ্চনিনাদ, ধ্বনি, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ, ধ্বনিকরণ, গানকরণ, গীতবিদ্যা, গান করার কাজ, ক্রন্দন, ঘোষণা, প্রচার, অবিচার বা অত্যাচারের তীব্র অনুযোগ, নীতিসূত্র। (জাতক সাহিত্যে) **রুদ**, (অর্থকথায়) **রুত** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ("দ" স্থানে "ত" অর্থাৎ **ত-কারস্স দকারো কতো**)। (জাতক) **সব্ব-রুত-জানন-মন্ত**—সর্বপ্রকার পশুপক্ষীর শব্দ জানিবার যাদু বা মন্ত্র; (তুলনীয়) **সব্বরাব-জানন** (জাতক); = **রুদঞ্ঞু, রুতজ্ঞ** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **সকুণ-রুত-রবিত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **করবীক রুত**।

রুতজ্ঞ (বিণ) = **রুদঞ্ঞু**। ⟹ **রুদঞ্ঞু**।

রুত্ত—এই শব্দটি ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**দুরুত্ত**" এবং "**সুরুত্ত**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ⟹ **দুরুত্ত, সুরুত্ত**।

রুদ (ক্লী) রব, শব্দ, ধ্বনি, চিৎকার। = **রুত** (ক্লী)। (জাতকে) **রুদঞ্ঞু**। ⟹ **রুদঞ্ঞু**।

রুদঞ্ঞু (বিণ) পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বপ্রকার রব অনুকরণ করিতে জানে এমন। = **সব্ব-রাব-জানন**। (জাতক অর্থকথায়) **রুতজ্ঞ**। **সব্ব রাবং জানাতী'তি রুতজ্ঞ বা রুদঞ্ঞু বা**। ⟹ **রুত**।

রুদতি (ক্রি) [√রুদ +অ] রোদন করা, ক্রন্দন করা, বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, (কাহারও জন্য) শোক করা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিলাপ করা, দুঃখ করা, শোক প্রকাশ করা, অশ্রুপাত করা, চোখের জল ফেলা, ফোঁস ফোঁস করিয়া কান্না করা। ⟹ **রুজতি, রোদতি**। (অতীত) **রুদি**। (অ-বিণ) **রুদিত, রুত, রুণ্ণ**। (ব-বিণ) **রুদন্ত, রুদমান, রুদং**; ⟹ **রুদম্মুখ**। (ভবিষ্যতে) **রুচ্ছতি, রুচ্ছিতি** = রোদিস্সতি (⟹ রোদতি)। (ক্রি-বি) **রুদিত্বা, রুদিত্বান**।

রুদম (বিণ) = **রুণ্ণ**। ⟹ **রুণ্ণ**।

রুদম্মুখ (বিণ) রোদনমুখ, কাঁদ কাঁদ অবস্থার মুখ করিয়াছে এমন, মুখখানা কাঁদ কাঁদ ভাব করিয়াছে এমন, ক্রন্দনরত মুখ করিয়াছে এমন, রোদন করিতেছে এমন। = **রুণ্ণমুখ**। (জাতক) **অস্সু-নেত্ত রুদম্মুখ**।

রুদরক্খসী (স্ত্রী) = **রুন্দরক্খসী**। ⟹ **রুন্দরক্খসী**।

রুদিত (বিণ) রোদন করিয়াছে এমন, ক্রন্দন করিয়াছে এমন, খেদ বা বিলাপ করিয়াছে এমন, শোক বা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে এমন। ⟹ **রুদতি**। = **রুণ্ণ, পরিদেবিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রুদিত অস্সু-মোচন**।

রুন্দ (বিণ) রুদ্র, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভয় সঞ্চারক, হিংস্র, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ। (জাতক) **লুদ্দকো রুন্দ-রূপো**।

রুন্দরক্খসী (স্ত্রী) ভীষণা রাক্ষসী, ভয় সঞ্চারিণী রাক্ষসী, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী, ভীষণাকার রাক্ষসী, সমুদ্র হইতে অথবা জল হইতে অথবা বন হইতে বাহির হইয়া আসা ভীষণাকার ভয়োৎপাদনকারিণী রাক্ষসী।

রুদ্ধ (বিণ) রুদ্ধ, আবদ্ধ, বদ্ধ, আটক, বেষ্টিত, প্রতিহত, বাধাপ্রাপ্ত, বিরক্তিপ্রাপ্ত। (তুলনীয়) **উপরুদ্ধ, নিরুদ্ধ, পটিরুদ্ধ, পটিবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ**। ⟹ **রুন্ধতি, রুজ্ঝতি**।

রুদ্ধরক্খসী (স্ত্রী) = **রুন্দরক্খসী**। ⟹ **রুন্দরক্খসী**।

রুধিত = **রূহিত**। ⟹ **রূহিত**।

রুধির (ক্লী) রুধির, শোণিত, রক্ত। = **লোহিত**।

রুন্ধতি (ক্রি) [√রুধ+ং+অ] ১ দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া, অবরোধ করা, বেষ্টন করা, ছাঁকিয়া ধরা, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত করা, বিঘ্ন ঘটা, নিবারণ করা, রোধ করা, আবদ্ধ করা, কারারুদ্ধ করা, বদ্ধ করা, মন্থর করা, বাহিরে রাখা, বাহির করিয়া রাখা, সরাইয়া রাখা। (বি-ভা) **নগরং রুন্ধতি**—নগর অবরোধ করা (জাতক)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রুন্ধতি উপরুন্ধতি**। ২ গোপন করা, লুক্কায়িত করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, ঢাকা, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা। **উপরুন্ধতি, পটিরুন্ধতি পটিবা** (⟹ **পটিরুন্ধতি**), ⟹ **বিরুন্ধতি, রুন্ধতি**। (অতীত) **রুন্ধি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **রুন্ধিংসু**। (অ-বিণ) **রুন্ধিত, রুদ্ধ, রূঢ়**। (অ-বিণ) **রুন্ধন্ত, রুন্ধমান**। (ক্রি-বি) **রুন্ধিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **রুজ্ঝতি**।

রুন্ধন (ক্লী) প্রতিনিরোধ, নিবারণ, কারাবাস, অবরোধ।

রুপ্প—এই শব্দটি "**রুপ্প-রূপকং**" শব্দরূপে থেরীগাথায় দৃষ্ট হয়। "**রুপ্প-রূপকং**" শব্দটিকে ক্লীবলিঙ্গে গ্রহণ করিলে ইহার পরিষ্কার অর্থ হয় না। "**রুপ্প-রূপকং**" বলিলে উহাকেই বুঝায় যাহা কোনো কিছুর "**রূপ**" বা আকৃতিবিশেষ নহে, তথাপি ইহা "**রূপ**" বা আকারবিশেষেই ধর্তব্য অর্থাৎ একটি কৃত্রিম কৃতি বা আড়ম্বর। এইরূপে "**রুপ্প**" শব্দটি রূপ্য বা "**রূপক**" শব্দের অনুরূপ হইতে পারে যাহার অর্থ হয় "কোনো প্রকার আকারে গঠিত বা আকারের আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বাস্তবিকত্ব"। থেরগাথা অর্থকথায় বর্ণনা করা হইয়াছে—**রূপিয-রূপসদিসং সারং সারং উপট্ঠহন্তং অসারং'তি অত্থো**; Rhys. Davids.-এর Sisters-এ ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"পুতুল নাচ দ্বারা প্রতারিত (যাহা সচরাচর জনতার মধ্যে দৃষ্ট হয়)"।

রুপ্পতি (ক্রি) [√রূপ+য] বিরক্ত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, বিতর্কপূর্ণ হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, অত্যাচারিত হওয়া, পীড়িত হওয়া, দমিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, ব্যথিত হওয়া, আহত হওয়া, ক্ষতি হওয়া, রোগাতুর হওয়া। = **কুপ্পতি, ঘট্টিযতি, পীড়িযতি, ঘটযতি**। ⟹ **রুপ্পন**। রূপকবিশিষ্ট (নৈষ্ঠিক) অর্থের অনুরাগে পালিশাস্ত্রে "**রুপ্পতি**" শব্দটি "**রূপ**" শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী, এইরূপে সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে,—**রুপ্পতী'তি তস্মা রূপং'তি বুচ্চতি, কেন রুপ্পতি? সীতেন, উণ্হেন** ইত্যাদি (সর্বপ্রকার শারীরিক দুঃখ) **রুপ্পতি**। অথবা সূত্রনিপাতে বলা হইয়াছে,—**রুপ্পন্তি রূপেন**; ⟹ **রূপ** (১)। (সূত্রনিপাত) **সল্ল-বিদ্ধোব রুপ্পতি**। (অতীত) **রুপ্পি**। (ব-বিণ) **রুপ্পমান**, (সম্বন্ধপদে) **রুপ্পতো**; (সংযুক্ত নিকায়) **সল্ল-বিদ্ধস্স রুপ্পতি**, (বর্ণনায়) **ঘট্টন অত্থেন**; = একবচনে পরিবর্তে বহুবচনে সূত্রনিপাতে পাঠ "**সল্ল-বিদ্ধান রুপ্পতং**"; (থেরগাথা) **সল্ল-বিদ্ধস্স রুপ্পতো**, (অর্থকথায়) **সরীরবিকারং আপজ্জতো**; (জাতক অর্থকথায়) **ঘট্টিযমান পীড়িযমান** = **দুক্খিতস্স রুপ্পতো** (বিশুদ্ধিমার্গ); (জাতক) **সল্ল-বিদ্ধস্স রুপ্পতো** = **ঘট্টিযমান** (জাতক অর্থকথা)।

রুপ্পতো (বিণ) পরিবর্তিত হইয়া, বদলাইয়া গিয়া, দৃশ্যমান একপ্রকার রূপ বা আকার হইতে পরিবর্তন হইয়া অন্যরূপ বা অন্য প্রকার আকার ধারণ করে এরূপ। ⟹ **রুপ্পতি**।

রুপ্পন (ক্লী) উৎপীড়ন, বিরক্তি, যন্ত্রণা, বিরক্তিকর বিষয় বা বস্তু, দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য। = **ঘট্টন দূসন কুপন** (জাতক অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নমন'ত্থেন নামং রুপ্পন'ত্থেন রূপং**; (অন্যত্র) **রূপাদীহি রুপ্পন-ভাব-দীপন**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **রুপ্পন'ত্থেন রূপং** (⟹ **রুপ্পতি**)। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **রুপ্পন'ত্থেন (রুপ্পনট্ঠেন)** ... **রূপং রূপং'তি বুচ্চতি**।

রুপ্প-রূপকং (ক্লী) ⟹ **রুপ্প**।

রুম্ভতি (ক্রি) রোধ করা, বদ্ধ করা, আবদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, বেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া, অবরোধ করা, ছাঁকিয়া ধরা। ⟹ **রুন্ধতি** (১)। জাতকে কখনো কখনো এই শব্দের বানান "**রুম্হতি**" রূপেও হইয়াছে, যেমন বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে—"**নগরং রুম্হতি**"। ⟹ **নিরুম্ভতি, সন্নিরুম্ভতি**। (অ-বিণ) **রূঢ়**।

রুম্ম (বিণ) নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, ময়লায় ম্রক্ষিত, কর্দমাক্ত, ধূলায় ধূসরিত, কর্দমযুক্ত, অপরিষ্কার,

নোংরা, নীচ, অধম। (ক্রি-বিণ) নিঃস্বরূপে, দরিদ্রভাবে, অপ্রচুররূপে, সফল না হইয়া, ধূলায় ধূসরিতভাবে। (জাতক) **রুম্মরূপিন= লূখবেস**। (যৌগিকে) **দুমরুম্ম; রুম্মবাসিন**।

রুম্মরূপিন (বিণ) অপরিষ্কার বা নোংরা বেশধারী। = **লূখবেস**। ⟹ **রুম্ম**।

রুম্মবাসিন (বিণ) অপরিষ্কার বা নোংরা বস্ত্র পরিহিত। ⟹ **রুম্ম**।

রুম্মি = দুম্মী। ⟹ **দুম্মী**।

রুম্মিন (বিণ) ময়লাম্রক্ষিত, কর্দমাক্ত। = **রুম্ম**; (জাতকে) **দুম্মি**।

রুম্মী = দুম্মী। ⟹ **দুম্ম**।

রুম্‌হতি (ক্রি) = **রুন্ধতি**। ⟹ **রুন্ধতি**।

রুয্‌হতি (ক্রি) = **রূহতি**। ⟹ **রূহতি, রোহতি**।

রুরির—এই শব্দটি বিমানবথুতে "**রুচির**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ।

রুরু (পুং) রুরু, একজাতীয় মৃগ-বিশেষ, রুরু মৃগ, মৃগ, হরিণ। (জাতকে বহুবচনে) **রোহিত রুরু**।

রুরুমিগ (পুং) রুরুমৃগ, রুরুজাতীয় হরিণ। ⟹ **রুরু**।

রুরুব (পুং) রুরুমৃগ। = **রুরু, রুরুমিগ**। (বিণ) রুরুমৃগের ন্যায়।

রুঢ় (বিণ) = **রুদ্ধ**। ⟹ **রুদ্ধ, রুদ্ধতি, রুন্ধতি**।

রুসিত (বিণ) রোষিত, উত্ত্যক্ত, বিরক্ত, কোপান্বিত, রাগাইয়া দিয়াছে এমন, রাগান্বিত, উত্তেজিত, পীড়িত, অসন্তুষ্ট, কুপিত, রুষ্ট, ক্রুদ্ধ, পাপিষ্ট, অপরাধী, ক্রোধের কারণ হইয়াছে এরূপ। মহানির্দেশের ব্যাখ্যায় "**খুংসিত, বম্ভিত, ঘট্টিত** ইত্যাদি। ⟹ **রোস, রোসেতি** ইত্যাদি।

রুস্‌সতি (ক্রি) বিরক্ত করা, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, রুষ্ট করা, ক্রুদ্ধ করা, রোষান্বিত করা। এই শব্দটি সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**দুস্‌সতি**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। (অ-বিণ) **রুট্‌ঠ**।

রুহ (বিণ) বর্ধিত, উন্নত, বাড়ন্ত, উৎপাদিত, উদীয়মান, বর্ধিষ্ণু, আরুঢ়, উত্থিত। ⟹ **রূহতি**। (পুং) ১ বৃক্ষ। (যৌগিকে) **জগতিরুহ, ধরণিরুহ, মহীরুহ** ইত্যাদি। ২ শোণিত, রুধির, রক্ত। = **রুধির, লোহিত**। (যৌগিকে) **রুহংঘস** (জাতক)।

রুহংঘস (পুং) রক্তখাদক অর্থাৎ রক্তপায়ী, চিতাবাঘের জন্য প্রদত্ত নাম। = **রুহির-ভক্‌খ লোহিত-পাযিন** (জাতক অর্থকথায়)।

রুহতি (ক্রি) = **রূহতি**। ⟹ **রূহতি**।

রুহিত-উক্‌খিত = রুহিরক্‌খিত। ⟹ **রুহিরক্‌খিত**।

রুহির (স্ত্রী) রুধির, রক্ত, শোণিত। = **রুধির**। ⟹ **রুহ** [পুং(২)]।

রুহিরক্‌খিত (বিণ) [রুহির+অক্‌খিত] রুধির লিপ্ত, রক্ত ম্রক্ষিত। = **রুহিরমক্‌খিত**। ইহার পাঠ হইবে "**রুহিত-উক্‌খিত**"।

রুহিরমক্‌খিত (বিণ) রুধিতম্রক্ষিত, রক্তে লিপ্ত। = **লোহিতমক্‌খিত, রুহিরক্‌খিত**।

রুহিরুক্‌খিত (বিণ) = **রুহিরক্‌খিত**। ⟹ **রুহিরক্‌খিত**।

রূত—ইহার পাঠ হইবে "**রুত**"। ⟹ **রুত**।

রূপ (ক্লী) রূপ, দেহ, শরীর, শরীরাকার, গঠন, আকার, আকৃতি, বহিরঙ্গ, মূর্তি, প্রতিমূর্তি, পার্থিব বা দৈহিক গঠন, প্রতিরূপ, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, চেহারা, গঠন বা আকৃতির আদি বা মূলতত্ত্ব, সৌন্দর্য, স্বভাব, স্বরূপ, প্রকার, জড় পদার্থ, শৈত্যে বা উত্তাপে যাহার পরিবর্তন ঘটে উহার নাম রূপ, চারি মহাভূত দ্বারা সংঘটিত বস্তু-বিশেষ, রূপ বা দৃষ্টির অন্তর্গত চক্ষু-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের বস্তু, দৃশ্যমান বস্তু, স্পর্শজনক বস্তু, অদৃশ্য বস্তু (যেমন—বস্তুরূপ, শব্দরূপ, গন্ধরূপ, রসরূপ, স্পর্শরূপ এবং ধর্ম বা স্বভাবরূপ যাহাকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত চিত্তবৃত্তি বা চেতনা গ্রহণ করিয়া থাকে), পার্থিব গুণ, জড়ত্বের গুণসমূহ, দৈহিকগুণ-সমূহ, প্রয়োজনীয় গুণসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ গুণসমূহ, চারি মহাভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ শরীর, আকার বা অবয়বের সম্বন্ধ, ষড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু। ⟹ **তচ, ফস্‌স** (পুং)। ইহার চেতন স্বভাব "**নাম**"। **রূপ্পন'ত্থেন রূপং** অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তন হইতে থাকে বলিয়া "**রূপ**" নামে কথিত হয়। ⟹ **নাম-রূপ**। ১ সংজ্ঞা বা বর্ণনা:—পালি টীকাকারের মতে "**রুপ্পতি**" শব্দ হইতে "**রূপ**" শব্দের নাম বা অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থাৎ (বিশুদ্ধিমার্গ) **রুপ্পনতো রূপং**; (বিভঙ্গ অর্থকথা) **রূপ্পন'ত্থেন (রূপ্পনট্‌ঠেন) রূপং**; **রূপ-রূপং = রুপ্পন সভাবেন যুত্তং**; (যৌগিকে এখানে অর্থ সম্পূর্ণ শুদ্ধরূপে না হইলেও "পরিবর্তন" অর্থে "**রুপ্পতি**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, যেমন—) **রুপ্পতী'তি:—তস্মা রূপং'তি বুচ্চতি** (সংযুক্ত নিকায়)। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**চক্‌খু**" এবং অন্য দশটি আয়তনের সহিত অন্যরূপে বর্ণনায়:—**রূপযতী'তি রূপং**। অতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বা সঠিকরূপে:—(বিশুদ্ধিমার্গ) **পরেসু রূপাদিসু চক্‌খু-পটিহনন লক্‌খণং রূপং**। ⟹ **লোক**। ২ (সাহিত্যে) আকার, আকৃতি, চেহারা, বাহ্যিক সাদৃশ্য, অপচ্ছায়া, সৌন্দর্য, স্বরূপ, প্রতিরূপ, প্রকার, মূর্তি, প্রতিমূর্তি, গঠন, বহিরঙ্গ, দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তু। (মহাবংস) **সীহ-ব্যগ্‌ঘাদি রূপানি**—সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্তি; **রবি-চন্দ-তার-রূপানি**—রবি চন্দ্র এবং তারকার আকৃতি; **লোহরূপ**—পিত্তল মূর্তি। সুগঠন ও সৌন্দর্য অর্থে "**রূপ**" শব্দকে সংযুক্ত নিকায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে। পেতবথুতে গ্রহণ করা হইয়াছে "**সদ্দ**" ইত্যাদি বিভেদ-সম্বন্ধীয় দশটি বিশেষণ বা গুণের মধ্যে একটি অর্থে। (মহাবংস) **রূপ মানিনী**—(আপন) সৌন্দর্যের গর্বিতা (স্ত্রীলোক)। (বি-ভা) "**রূপং সিক্‌খতি**", ইহার অর্থ কিন্তু সন্দেহজনক; ইহার অর্থ হইতে পারে "চিত্রঅঙ্কন শিক্ষা

করা, অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করা, কারিগরি বা কলাকৌশল শিক্ষা করা, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা"; অথবা Hardy-এর মতে ইহার অর্থ "মুদ্রা বিনিময় শিক্ষা করা"; অথবা Rhys. Davids.-এর মতে ইহার অর্থ "ওজন এবং পরিমাপ শিক্ষা করা"। ৩ (বিণ) অর্থকথা মতে:—ঈদৃশ, এই প্রকারের, এইরূপ আকারের, মত, সদৃশ, এই রকম, যেই কোনো অবস্থার, যেই কোনো আকারের। = **কায;** (তুলনীয়) বিমানবত্থুতে উক্ত **"আতুররূপ"** এর ব্যাখ্যা বিমানবত্থু অর্থকথায় দেওয়া হইয়াছে **"অভিতুণ্ণকায"** কিন্তু ইহা আকার এবং দর্শন অনুরূপ জীব আর অনুভূতি সম্পর্কে তেমন খাটে না। (সূত্রনিপাত) **অনেকরূপ = অনেকবিধ** (চুল্লনিদ্দেস)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অদিস্সমান রূপ**—অদৃশ্য আকার বা চেহারা, সাহিত্যে ইহার অর্থ "অদৃশ্য গঠন"। (পেতবত্থু) **উম্মত্তরূপ**—যেন উন্মত্ত, উন্মত্তের ন্যায়; **এবরূপ**—এইরূপ, এইরূপ অবস্থা; **তপস্সরূপ**—তপস্বীর ন্যায়। (ধর্মসঙ্গণী) **তারকারূপ**—তারকা বা নক্ষত্রের আকার সদৃশ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেবরূপ**—দেবতার ন্যায়। (পেতবত্থু) **অনুপত্তরূপ**—প্রাপ্ত, অর্জিত; **তরমানরূপ**—সত্বর, অবিলম্ব, দ্রুত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যুত্তরূপ**—উপযুক্ত; (পেতবত্থু) **সুচিত্তরূপ**—চিত্রবিচিত্র। ৪ দর্শনমতে:—দৈহিক গঠন-সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্ব, জড়ত্ব, দেহ, পার্থিব বস্তু, দৃশ্যমানতা, দৃষ্টিগোচরতা। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় প্রণালীবদ্ধ অবস্থার বহুবিধ (একত্র) বিন্যাস রহিয়াছে যাহাতে **"রূপ"** অপরাপর অধিক কূট বা দৃঢ় উৎপাদক সমূহের পার্শ্বে যুক্ত হইয়া জড় স্পষ্ট উৎপাদকের ন্যায় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। **"রূপ"**-এর এই সব বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে ধর্মসম্মত বা নীতি-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্বের উপাদান বিশুদ্ধরূপে দার্শনিক ও চিন্তাশীল আকৃতির ছায়াপাত করে। অভিধর্মের মতে **"রূপ"** সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়া বিস্তারিত আলোচনা ধর্মসঙ্গণীতে দেখা যায়। ক **"আযতন"** বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুস্বরূপ "রূপ", ইহা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের কার্যদক্ষতা অথবা ক্ষেত্রজনিত বিষয় বা বস্তু। এইরূপে ইহা ছয় প্রকার **"বাহিরানি আযতনানি"**-এর তালিকায় প্রথমে রাখিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানসমূহ এবং ইহাদের লক্ষ্যবস্তু-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—**চকখুনা রূপং দিস্বা, সোতেন সদ্দং সুত্বা, ঘানেন গন্ধং ঘাযিত্বা, জিব্হায রসং অস্সাদেত্বা, কাযেন ফোট্‌ঠব্বং ফুসিত্বা, মনেন ধম্মং ধারেত্বা;** (তুলনীয়) **চকখু-বিঞ্ঞেয্যা রূপা ইট্‌ঠা কন্তা** ইত্যাদি (দীর্ঘনিকায়); (সংযুক্ত নিকায়) **চকখুনা রূপং পস্সতি ইট্‌ঠ-রূপং কন্ত-রূপং** ইত্যাদি। (বিনয়) **সব্বং আদিত্তং:—চকখু আদিত্তং, রূপাদিত্তা** ইত্যাদি (অন্যান্য **"আযতন"** অনুক্রমে একইরূপে)। (মধ্যম নিকায়) **যং খো রূপং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সুখং সোমনস্সং, অযং রূপে অস্সাদো; যে তে চকখু-বিঞ্ঞেয্যেসু রূপেসু অবীত-রাগা** ইত্যাদি। (পটিসম্ভিদামার্গ) **রূপী রূপানি পস্সতী'তি বিমোকখো।** খ (দর্শনশাস্ত্র মতে) সংবেদজ্ঞ বা জড় অস্তিত্বের প্রতিনিধি স্বরূপ:—(১) সর্বজনীনভাবে **"রূপভব"** অর্থাৎ সাকার বা পঞ্চভৌতিক শরীরধারী জীব স্তর বা অবস্থা (⟹ **রূপভব**)। বিভঙ্গে বলা হইয়াছে,—**"গুরু-পরিণাম"** সদৃশ **"রূপ"** এবং **"দন্ধ-নিরোধ"** সদৃশ **"অরূপ"**। সূত্রনিপাতের গাথায় সমপর্যায়ক্রমে **"রূপ অরূপ"** এবং **"নিরোধ (নিব্বান)" রূপেহি অরূপা সন্ততার, অরূপেহি নিরোধো সন্ততরো।** (২) সংসারক্ষেত্রে সংবেদজ্ঞ ব্যক্তিগত একের অস্তিত্ব বা স্কন্ধসমূহ পঞ্চবিধ, যথা—**রূপকখন্ধ, বেদনাকখন্ধ, সঞ্ঞাকখন্ধ, সঙ্খারকখন্ধ, বিঞ্ঞাণকখন্ধ;** অন্যপ্রকারে—**রূপূপাদানকখন্ধ, বেদনা-উপাদানকখন্ধ, সঞ্ঞা-উপাদানকখন্ধ, সঙ্খার-উপাদানকখন্ধ, বিঞ্ঞাণ-উপাদানকখন্ধ**[⟹ **খন্ধ** (২খ)]। এই স্বত্বে বিশুদ্ধিমার্গে **"রূপ"** ২৮ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—৪ প্রকার (মহা) ধাতু (**পথবী ধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতু**—যাহাকে বলা হয় **"মহাভূতানি"** অথবা **"ভূতরূপ"** অর্থাৎ আদি বিষয়), ২৪ প্রকার **"উপাদান রূপানি"** (অর্থাৎ গৌণ আকার বা অপ্রধান বিষয়সমূহ); উক্ত ২৪ প্রকার **"উপাদান রূপানি"** এর মধ্যে ৫টি প্রসাদরূপ (যথা—**চকখু, সোতং, ঘানং, জিব্হা, কাযো**), ৪ প্রকার গোচররূপ (যথা—**রূপং, সদ্দো, গন্ধো, রসো**), ২ প্রকার ভাব (যথা—**"ইত্থত্তং"** অথবা **"ইত্থিন্দ্রিয", "পুরিসত্তং"** অথবা **পুরিসিন্দ্রিয**), এক প্রকার হৃদয়রূপ (**হদযবত্থু**), এক প্রকার জীবিতরূপ (**জীবিতিন্দ্রিযং**), এক প্রকার আহাররূপ (**কবটীকারো আহারো**), এক প্রকার পরিচ্ছেদরূপ (**আকাসধাতু**), দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তিরূপ (যথা—**কাযবিঞ্ঞত্তি, বচীবিঞ্ঞত্তি**), ৩ প্রকার বিকাররূপ (যথা—**কাযলহুতা, কাযমুদুতা, কাযকম্মঞ্ঞতা**), ৪ প্রকার লক্ষণরূপ (যথা—**কায-উপচযো, কাযসন্ততি, কাযজরতা, কায-অনিচ্চতা**)। (নেত্তি বর্ণনায়) **চাতু-মহাভূতিকং রূপং চতুন্নং চ মহাভূতানং উপাদায রূপস্স পঞ্ঞত্তি।** **অনিচ্চ** (অনিত্য), **দুকখ** (দুঃখ), ও **অনত্তা** (অনাত্মা)-এর গুণের সহিতও **"রূপকখন্ধ"** সংযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন—(বিনয়) **রূপঞ্চ হিদং অত্তা অভবিস্স, ন যিদং রূপং আবধায সংবত্তেয্য; রূপং অনিচ্চং;** (পরিসম্ভিদামার্গ) **রূপে অনিচ্চানুপস্সনা; রূপস্স আদীনবো।** (৩) **ব্যক্তিত্বের** সংগঠনে এই **"নাম-রূপ"** যেখানে **"নাম"** (বস্তুনিরপেক্ষ, যৌক্তিক, অদৃশ্য বস্তুরূপে অথবা মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিমত্তারূপে ব্যবহৃত হয়) এর বৈষম্যে

"রূপ" দৃশ্যমান (শারীরিক) বস্তুকে জ্ঞাত করায়; এখানে "রূপ" = "কায" (নামরূপ = নামকায)। "নাম-রূপ" সম্বন্ধীয় পার্থক্য:—নাম-(কায) = বেদনা, সঞ্ঞা, চেতনা, ফস্স, মনসিকার (অথবা "চিত্ত-সঙ্খারা"); রূপ(কায) = চত্তারো মহাভূতা চতুন্নং মহাভূতানং উপাদায রূপং (অথবা "কায-সঙ্খারা")—(সংযুক্ত নিকায়)। (নেত্তি) যে ফস্স-পঞ্চমকা ধম্মা ইদং নামং; যানি পঞ্চিন্দ্রিযানি রূপানি ইদং রূপং, তদুভযং নাম-রূপং বিঞ্ঞাণ-সম্পযুত্তং। ⟹ পটিচ্চ-সমুপ্পাদ। গ বিবিধ প্রকার-সম্বন্ধে:—(মধ্যম নিকায়) গোতমো কামানং পরিঞ্ঞং পঞ্ঞাপেতি, রূপানং বেদনানং (সংযুক্ত নিকায়) এবং-রূপো সিযং, এবং বেদনো ইত্যাদি ("খন্ধ" সমূহ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ); (বিশুদ্ধিমার্গ) উপ্লজ্জনক রূপ।

রূপক (ক্লী) ছোট মূর্তি, মূর্তি, আকৃতি, আকার, গঠন, প্রতিমূর্তি, প্রতিমা, পুত্তলি, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া, ছায়া, মনোভাব, সাদৃশ্য, প্রতিরূপ, চিত্র। (বিনয়) রূপক-ওকিণ্ণানি পত্তানি—চিত্র চিত্রিত পাত্রসমূহ। ⟹ রুক্খরূপকং। (ধর্মপদ অর্থকথা) মণিরূপক—মণিময় বা মণি দ্বারা নির্মিত মূর্তি; অস্সরূপক—(ছেলে-মেয়েদের) খেলার জন্য (কাষ্ঠাদি দ্বারা) নির্মিত ঘোড়া। (মহাবংস) রাজরূপক—রাজার মূর্তি, রাজার ছবি বা চিত্র; দেবতারূপক—দেবতার আকৃতি বা প্রতিমূর্তি। (জাতক) রূপদূরূপক—হীন আকৃতির বা চেহারার প্রতিমা বা মূর্তি।

রূপক্খন্ধ (পুং) জড় বস্তুপুঞ্জ, দৈহিক বা পার্থিব বস্তুসমূহ, (মাটি, জল, তাপ, বায়ু—এই) চারি মহাভৌতিক পদার্থ সমবায় বা সমষ্টি। ⟹ রূপ।

রূপ গরুভার—শরীরের গুরুভার, চারি মহাভৌতিক দেহের গুরুভার, ভারী ওজনের প্রতিমূর্তি। ⟹ গুরু।

রূপগোচর (বিণ) দর্শনে অনুভূত, দেখার উপলব্ধি, দেখিয়া জ্ঞাত, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত সংস্পর্শে ভৌতিক পদার্থ-সম্বন্ধে যাহা জানা যায় অথবা অনুভব করা যায়। ⟹ গোচর।

রূপগ্গ (ক্লী) [রূপ+অগ্গ] রূপাগ্র, রূপশ্রেষ্ঠ, অসাধারণ সৌন্দর্য।

রূপঞ্ঞু (বিণ) রূপজ্ঞ, (নানাবিধ) শরীরাকৃতি-সম্বন্ধে জানে এমন, শরীরধারী সত্ত্বদের সম্বন্ধে জানে এমন, ১৬ প্রকার রূপাবচর ব্রহ্ম ভূমির সত্ত্বদের সম্বন্ধে জানে বা জ্ঞাত।

রূপতণ্হা (স্ত্রী) ১৬ প্রকার রূপাবচর ব্রহ্মভূমির যেই কোনো একটিতে উৎপন্ন হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য দর্শনের অথবা রূপদর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, রূপতৃষ্ণা, দেহ ধারণের বা পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা, রূপ-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা।

রূপতা (স্ত্রী) আকারত্ব লাভ, সাকারত্ব, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যিক সাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, সাদৃশ্য, মিল, তুল্যতা, অনুক্রম, মিল রাখিয়া কাজ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) ভব্য-রূপতায।

রূপত্ত (ক্লী) রূপত্ব, গঠনত্ব, আকারত্ব, সৌন্দর্যত্ব, গঠনকরণ, আকৃতিযুক্তকরণ, মূর্তি গড়ন, ভাবকার্যে রূপায়িতকরণ, গঠন অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) রূপং রূপত্তায সঙ্খাতং।

রূপদক্খ (বিণ) রূপদক্ষ, অঙ্গসজ্জায় নিপুণ, গঠন বা নির্মাণকার্যে দক্ষ অর্থাৎ রসশিল্পী বা সুকুমার শিল্পী অথবা চিত্রকর (হিসাব রক্ষক?)। মিলিন্দ প্রশ্নে "ধম্মনগর" বিষয়ে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বিণ, বহুবচনে) রূপদক্খা—যাহারা চেহারায় বা সৌসাদৃশ্যে উপযুক্ত। ⟹ দক্খ।

রূপদক্খা ⟹ রূপদক্খ।

রূপদস্সন (ক্লী) জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয় দর্শন, বস্তু দর্শন, রূপদর্শন।

রূপদূরূপক (ক্লী) বিশ্রী আকার গঠনের মূর্তি। ⟹ রূপক।

রূপধাতু (স্ত্রী) আকারবিশিষ্ট উপাদান, সাকার বস্তু, রূপব্রহ্মলোকের উপাদান, রূপব্রহ্মভূমির বিষয় বা সম্পত্তি, চতুর্মহাভৌতিক বস্তু, শারীরিক বা পার্থিব উপাদান, রূপব্রহ্মলোকের অবস্থা, গঠন বা গড়নের উপাদান। = রূপভব। ⟹ ধাতু (২ক, ২ঘ), রূপ (৪)।

রূপধাতু ছন্দ—সাকার উপাদানের (অর্থাৎ মানুষের) ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা।

রূপনিট্ঠ (বিণ) সৌন্দর্যতায় ব্যগ্র, সুন্দরতার প্রতি আসক্তি। ⟹ নিট্ঠ।

রূপনিমিত্ত (ক্লী) সাকার মূর্তি, সাকার চিহ্ন, মূর্তিরূপ ছায়া, মানুষের অথবা আকার বিশিষ্ট অপচ্ছায়া।

রূপন্তররূপ [রূপ+অন্তর+রূপ] মধ্যবর্তী রূপ বা সাকার মূর্তি, দুই মূর্তির মধ্যস্থ মূর্তি, মূর্তির ভিতর মূর্তি।

রূপপত্ত (বিণ) সুন্দর, মনোহর।

রূপপাতুভাব—সাকার মূর্তির প্রাদুর্ভাব, (কাহারও) মূর্তিমান আভির্ভাব।

রূপপোত্থক (ক্লী) মাটি বা কাঠ দ্বারা নিমিত যেই কোনো মূর্তি। ⟹ পোত্থক (১খ)।

রূপপ্পমাণ (পুং) [রূপ+পমাণ] রূপ বা দৃশ্যমান বস্তু বলিয়া প্রমাণ, আকৃতি বা গঠন দ্বারা প্রমাণ, বাহ্যিক সাদৃশ্য বা চেহারা দ্বারা প্রমাণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) রূপপ্পমাণাদিসু সম্পত্তিযুত্তং রূপং পমাণং করোতী'তি। ⟹ রূপপ্পমাণিক, পহাণ (৩, বিণ)।

রূপপ্পমাণিক (বিণ) (বাহ্যিক আকারের) গঠন দ্বারা প্রমাণিত, মূর্তি বা আকৃতি দ্বারা পরিমাপিত, চতুর্বিধ মাপের (যাহা "তথাগত" সম্বন্ধে জগদ্বাসী গ্রহণ করিয়াছে) মধ্যে একটি। চতুর্বিধ মাপ, যথা—রূপপ্পমাণিক, ঘোসপ্পমাণিক, লূখপ্পমাণিক,

ধম্মপ্পমাণিক (ধর্মপদ অর্থকথা, সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

রূপবল (ক্লী) রূপবল, সৌন্দর্যরূপ রূপ, সৌন্দর্যের শক্তি বা প্রভাব। ⟹ **বল** (১খ)।

রূপব্রহ্মলোক (পুং) রূপব্রহ্মলোক, কামসুগতি ভূমি বা দেবলোকের উর্ধ্বস্থিত ১৬ প্রকার রূপব্রহ্ম বা সাকার ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দৃশ্যমান দেহধারী ব্রহ্মসত্ত্বগণের আবাসস্থান। ⟹ **ব্রহ্মলোক**।

রূপভব (পুং) ১ শারীরিক অস্তিত্ব, সাকার ব্রহ্মলোক। = **রূপব্রহ্মলোক**। ২ পঞ্চস্কন্ধযুক্ত সত্ত্বাবাস, ভৌতিক আকারবিশিষ্ট জীবজগৎ, সাকার সত্ত্বাবাস, দৃশ্যমান শরীরধারী প্রাণীজগৎ, দেব বা দিব্য দেহধারী। অস্তিত্বের অবস্থা, চারি মহাভৌতিক বা সাকার অস্তিত্বের অবস্থা। ইহা দ্বিবিধ:—**কামভব** (সপ্তবিধ কামভূমি), **রূপভব** (১৬ প্রকার রূপব্রহ্মভূমি)। সাধারণত "**রূপভব**" বলিলে ১৬ প্রকার রূপব্রহ্মভূমিকেই বুঝায়। (বিপ) **অরূপভব**, **অরূপভূমি**। (পর্যায়ক্রমে) **কামভব**, **রূপভব**, **অরূপভব**। ⟹ **ভব**।

রূপমানিনী (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক আপন সৌন্দর্যের জন্য গর্বিত, রূপসৌন্দর্যের জন্য গরবিনী, নিজ লাবণ্যের জন্য অভিমানিনী। ⟹ **মানিনী**, **রূপ** (২)।

রূপরাগ (পুং) রূপভূমিতে উৎপন্ন হইবার ইচ্ছা, রূপব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার আকাঙ্ক্ষা, দেহধারী সত্ত্বরূপে উৎপন্ন হইবার ইচ্ছা, সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **রূপরাগ অরূপরাগ**। (নেত্তি) **পঞ্চিন্দ্রিযানি রূপিনি রূপ- রাগস্স পদট্ঠানং**।

রূপরূপ—শরীরাকৃতি, জড়াকার, ভৌতিক দেহ, পার্থিব বস্তু (পরিবর্তনশীল দৈহিক গুণ বা ধর্ম?)।

রূপলোক—সাকার ব্রহ্মলোক, ১৬ প্রকার রূপব্রহ্মভূমি। = **রূপভব**। ⟹ **ভূমিত্তয**।

রূপবতী (বিণ, স্ত্রী) রূপবতী, সুন্দরী অর্থাৎ সুন্দরী স্ত্রীলোক। = **রূপিনী**।

রূপবন্ত (বিণ, পুং) ১ সাকার, শরীরধারী। সূত্র অনুসারে "**সক্কায-দিট্ঠি**"। ২ (কিছুর বা কাহারও) আকৃতি অনুরূপ, চেহারা অনুযায়ী। (মহাবংস) **গোকণ্ণ রূপবন্ত**। ৩ রূপবান, সুন্দর, সুরূপ, রূপবন্ত।

রূপবন্তু (বিণ) = **রূপবন্ত**। ⟹ **রূপবন্ত**।

রূপবিকার (পুং) প্রয়োজনীয় গুণ, পার্থিব ধর্ম, দৈহিক শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ পদ, জড়শক্তি। ⟹ **বিকার** (৪)।

রূপবিভত্তি (স্ত্রী) বিভিন্ন প্রকারের গঠন, নানা রকমের আকৃতি, বহুবিধ বহিরঙ্গ, বিভিন্ন আকার, নানা ছাঁচ বা আদর্শ, বিভিন্ন আকারের গঠনপ্রক্রিয়া। ⟹ **বিভত্তি**।

রূপসঞ্ঞা (স্ত্রী) জড়ত্ব বা জড়গুণের উপলব্ধি, আকার-ধারণা, সাকার বা দেহ আছে বলিয়া অনুভূতি, রূপসংজ্ঞা, দেহ বা শরীর আছে বলিয়া ধারণা, রূপকে রূপ বলিয়া জানা, ভৌতিক বা পার্থিব উপাদান সমূহকে রূপ বলিয়া জানা, দৃশ্যমান বস্তুকে রূপ বলিয়া জানা, শারীরিক বেদন বা উপলব্ধি, পার্থিব গুণ বা শক্তির অস্তিত্ববোধ। ⟹ **সঞ্ঞা** (২, ৬)।

রূপসঞ্ঞিন (বিণ, পুং) রূপসংজ্ঞী, দেহ আছে বলিয়া অনুভব করিতে পারে এমন।

রূপসঞ্ঞী (বিণ) রূপসংজ্ঞী। = **রূপসঞ্ঞিন**।

রূপসন্ততি—জড়দেহের স্থিতিকাল, যতদিন শরীর টিকিয়া থাকে।

রূপসমাপত্তি (স্ত্রী) বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ প্রাপ্তি, রূপ-সম্পত্তি লাভ, লাবণ্য প্রাপ্তি।

রূপসমুস্সয (পুং) দেহ, শরীর, পঞ্চ-উপাদানসম্বন্ধযুক্ত দেহ, ভৌতিক দেহের সংগঠন, মিশ্রিত আকার, ভৌতিক উপাদানে সংগঠিত আকার বা দেহ। ⟹ **সমুস্সয** (২)।

রূপসম্পত্তি (স্ত্রী) রূপসম্পত্তি, দৈহিক সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর জিনিস বা ব্যক্তি। ⟹ **সম্পত্তি** (২), **বণ্ণ** (৪)।

রূপসম্পন্ন (বিণ, পুং) রূপসম্পন্ন, সুশ্রী, সুন্দর। = **বণ্ণবন্ত**।

রূপসিরি (স্ত্রী) রূপশ্রী, ব্যক্তিগত গৌরব, ব্যক্তিগত প্রভা বা শোভা।

রূপাধিকরণং (ক্লী, ক্রি-বিণ) [রূপ+ অধিকরণং] সৌন্দর্যের জন্য, রূপের বা সুন্দরের খাতিরে।

রূপাযতন (ক্লী) ⟹ **আযতন** (৩)।

রূপারম্মণ (ক্লী) (সাহিত্যে) গঠন বা আকৃতির উপর আস্থা স্থাপন বা নির্ভরশীলতা অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তু, দৃষ্টির গোচরীভূত আকৃতি বা আকার, দৃশ্য, চিত্ত বা মন দ্বারা যেই আকৃতিটি গ্রহণ করা হয় অথবা লক্ষ্যবস্তু। ⟹ **আরম্মণ** (৩)।

রূপাবচর (বিণ) [রূপ+অবচর] যেই স্থানে কেবল রূপ বা দেহ আছে—উহাতে "**কামাবচর**" চেতনা নাই, কাম বা আকাঙ্ক্ষারহিত কেবল দেহধারী, সত্ত্বগণের স্থান সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ১৬ প্রকার রূপ বা শরীরধারী ব্রহ্মলোক, রূপব্রহ্মলোকসম্বন্ধীয়, দেহধারী সত্ত্বাবাস-সম্বন্ধীয়। (পুং) দেহধারী সত্ত্বাবাস, রূপব্রহ্মলোক, ১৬ প্রকার সাকার ব্রহ্মাগণের আবাস স্থান, জড়জগৎ। = **রূপভব**, **রূপব্রহ্মলোক**।

রূপাবচর ভূমি (স্ত্রী) ১৬ প্রকার রূপব্রহ্ম ভূমি। = **রূপলোক**। ⟹ **রূপাবচর**।

রূপি (পুং) ১ রূপব্রহ্মলোকের অধিবাসী সত্ত্ব, রূপব্রহ্মলোকের সত্ত্ব, শরীরধারী সত্ত্ব। ২ টাকা, বিনিময়ের মুদ্রা।

রূপিক (বিণ) সাকার, আকার বা আকৃতিযুক্ত, দেহধারী। (সদ্ধম্মোপাযনে) **রূপিকারূপিক**। = **রূপিন**।

রূপিকারূপিক (বিণ) [রূপিক+ অরূপিক] সাকার এবং নিরাকার, সশরীরী এবং অশরীরী, যেই ব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণ শরীরধারী এবং যেই ব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণ অশরীরী (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় অদৃশ্যমান অতিসূক্ষ্ম দেহে

চিত্তসন্ততি চলিতে থাকে)। ⟹ **অরূপ, অরূপ-ব্রহ্মলোক, অরূপভব, রূপিক।**

রূপিন (বিণ) **১ক** সাকার, আকারবিশিষ্ট, রূপিন্, দেহধারী, পার্থিব বা জড়গুণবিশিষ্ট, ভৌতিক দেহধারী, রূপব্রহ্মলোকের, সাকার ব্রহ্মলোক-সম্বন্ধীয়, সাকার ব্রহ্মলোকবাসী, সশরীরী। = **রূপী**। **খ** মনোজ্ঞ, মনোময়, সুন্দর, রূপযুক্ত, সুশ্রী। = **মনোমষ**। দীর্ঘনিকায়ে "**রূপ**" সম্বন্ধে বর্ণনাও দ্রষ্টব্য। (তুলনীয়) **রূপী-অরূপী-সঞ্ঞী অসঞ্ঞী-নেবসঞ্ঞি-নাসঞ্ঞী** (চূল্লনিদ্দেস)। (দীর্ঘনিকায়) **অত্তা দিব্বো রূপী; কাযো রূপী মনোমযো; অত্তপটিলাভো রূপী মনোমযো; অত্তা রূপী মনোমযো।** (পটিসম্ভিদামার্গ) **রূপী রূপানি পস্সতি।** (নেত্তি) **পঞ্চ-ইন্দ্রিযানি রূপিনী; পঞ্চরূপীনি ইন্দ্রিযানি; পঞ্চ অরূপীনি ইন্দ্রিযানি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্তা রূপিন।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **রূপিনো ধম্মা।** ২ (কিছুর বা কাহারও ন্যায়) আকৃতি বা চেহারা আছে এমন, আকারযুক্ত, সদৃশ, অনুরূপ। ⟹ **রুম্মরূপিন।**

রূপিনী (বিণ, স্ত্রী) রূপিণী, সুন্দরী (স্ত্রীলোক), সুশ্রী। = **রূপবতী।**

রূপিনোক্খন্ধ (পুং) রূপস্কন্ধ, রূপসমবায়, শরীরী বা ভৌতিক স্কন্ধ বা পুঞ্জ। ইহা "মাটি, জল, তাপ ও বায়ু"—এই চারি ভৌতিক সমবায় পদার্থ। (বিপ) **অরূপিনোক্খন্ধ।**

রূপিনো খন্ধ = **রূপিনোক্খন্ধ।** ⟹ **রূপিনোক্খন্ধ।**

রূপিন্দ্রিয (ক্লী) [রূপ+ইন্দ্রিয] ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি।

রূপিয (ক্লী) ১ রৌপ্য, রূপ্য, চাঁদি, রজত, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা। (বিনয় অর্থকথায়) **রূপিযং নাম সত্থুবণ্ণো কহাপণো লোহমাসকো দারুমাসকো জতুমাসকো।** (সংযুক্ত নিকায়) **সুদ্ধং রূপিয।** ⟹ **রজত।** ২ = **রুপ্প।** ⟹ **রুপ্প।**

রূপিযপাতী (স্ত্রী) রৌপ্যপাত্র, চাঁদি দ্বারা নির্মিত পাত্র। ⟹ **পাতী** (স্ত্রী)।

রূপিযময (বিণ) রৌপ্যময়, রৌপ্যনির্মিত, সর্বাংশে কেবল চাঁদি দ্বারা নির্মিত। (সংযুক্ত নিকায়) **সোবণ্ণময রূপিযময।** (পটিসম্ভিদামার্গে) **সোবণ্ণময মণিময লোহময রূপিযময।** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **রজতময।**

রূপী (বিণ) রূপযুক্ত, সাকার, জড় বা পার্থিব গুণ আছে এমন, আকারবিশিষ্ট, রূপবিশিষ্ট, সৌভাগ্যশালী। = **রূপিন।** (যৌগিকে) **রূপী-অরূপী।**

রূপী-অরূপী (বিণ) সাকার এবং নিরাকার, সশরীরী এবং অশরীরী, দেহবিশিষ্ট এবং দেহবিহীন। = **রূপিকারূপিক।** ⟹ **রূপারূপ, রূপী, রূপিন।**

রূপুপয = **রূপূপয।** ⟹ **রূপূপয।**

রূপুপায = **রূপূপয।** ⟹ **রূপূপয।**

রূপূপগ (বিণ) [রূপ+উপগ] রূপ-ব্রহ্মলোকবাসী, সাকার, সাকার ব্রহ্মলোকের অধিবাসী। (সূত্রনিপাত) **রূপূপগ সত্ত।** ⟹ **রূপিক, রূপিন** (১ক)।

রূপূপগ সত্ত (পুং) রূপব্রহ্মলোকবাসী সত্ত্ব। ⟹ **রূপূপগ, রূপি** (১)।

রূপূপজীবিনী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক আপন সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করিয়া বাস করে বা জীবিকা অর্জন করে অর্থাৎ বেশ্যা।

রূপূপয (বিণ) সংগঠনে জড়িত, নির্মাণে নিযুক্ত বা রত, আকার ধারণে সংলগ্ন, রূপসজ্জায় রত। = **রূপুপয।** ⟹ **উপয।**

রূপেতি (ক্রি) ১ আকার বা আকৃতির অনুরূপ করা, আকারের উপযোগী করা, ছাঁচে দেওয়া, দৃষ্টিগোচর করা, লোকসমক্ষে আবির্ভূত বা উপস্থিত করা, প্রকাশিত করা, উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা। ২ গঠিত হওয়া, সাকার হওয়া, রূপধারণ করা, আকার বা আকৃতিযুক্ত করা বা হওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, বোধ হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, লক্ষ্যপথে বা দৃষ্টির মধ্যে আসা। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**রূপ**" শব্দের বর্ণনায় "**রূপেতি**" গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—**রূপযতী'তি রূপং।**

রূল্ (বিণ) ভয়ানক, ভীষণ, বিশ্রী, ভয় বা ভক্তি সঞ্চারক, মহিমান্বিত, খুব বেশি, অত্যধিক। = **ভীম**। এই শব্দটির বানান সন্দেহজনক, সম্ভবত "**রূল্**" শব্দের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, "**রুদ্ধ**" শব্দের সহিত স্পষ্টরূপে ইহার অভিন্ন ব্যবহার হইয়া থাকে।

রূলহ (বিণ) **১ক** রূঢ়, উৎপন্ন, আরোহিত। (সূত্রনিপাত) **রূঢ়তিণ**। **খ** আরোগ্য, সুস্থ, রহিত, বিহীন, শূন্য, দমিত, নিবারিত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **রূলহবণ।** ⟹ **রূহতি, রোহতি।** (তুলনীয়) **রূহনা।** ⟹ **রূহতি** (২)। ২ রূঢ়, **কর্কশ, রুদ্ধ, আবদ্ধ,** মন্থরকৃত, কঠিন, দুঃসাধ্য, কষ্টদায়ক। = **রুদ্ধ।** ⟹ **রুন্ধতি, রুন্ততি।** কিন্তু Kern. Teov.-এ "**রূলহ** (১)" শব্দের অনুরূপে ইহার ইংরেজি অর্থ করা হইয়াছে—"(তৃণাদি) অতিশয় বর্ধিত"। ⟹ **রূহতি** (১গ)।

রূলহতিণ (ক্লী) উৎপন্ন ঘাস। ⟹ **রূলহ** (২)।

রূঢ়বণ (বিণ) যাহার ব্রণ (অর্থাৎ ঘা বা ক্ষতস্থান) আরোগ্য হইয়াছে এমন। ⟹ **রূলহ**(২)। (পুং) আরোগ্য ক্ষতস্থান।

রূলহি (স্ত্রী) (সাহিত্যে) আরোহণ, আরোহণের পথ, সোপানশ্রেণী, বৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, উৎপন্ন দ্রব্য (⟹ **বিরূলহি**); (চরিত্রে) দেশাচার বা রীতি অনুসারে যাহা উৎপন্ন বা বর্ধিত হইয়াছে, ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা। একই অর্থে "**রূলহিসদ্দ**" জনপ্রিয় শব্দ।

রূলহিতো = **রূলহিযং।** ⟹ **রূলহিযং।**

রূলহিযং (ক্রি-বিণ) ঐতিহ্য অনুসারে, পরম্পরাগত প্রবাদ

বা প্রথা অনুসারে, সচরাচর, সাধারণত, অধিকাংশ স্থলে। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**রাসি, গুণ, পণ্ণত্তি**"— এই তিন শব্দের সহিত সমান বর্ণের ন্যায় "**রূল্হিযং**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

রূল্হিযা = **রূল্হিতো**। ⇒ **রূল্হিতো**।

রূল্হিবসেন = **রূল্হিযা**। ⇒ **রূল্হিযা**।

রূল্হিসদ্দ (পুং) = **রূল্হি**। ⇒ **রূল্হি**।

রূল্হিসদ্দেন (ক্রি-বিণ) সাধারণ কথায়, অধিকাংশ স্থলে কথায়, সাধারণত কথায়, প্রথানুসারে কথায়, চিরপ্রচলিত মতে কথায়।

রূহতি (ক্রি) [√রুহ্+অ] **১ক** বর্ধিত হওয়া, হওয়া, উন্নত হওয়া, বাড়ানো, উৎপাদন করা, চাষ করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, বিস্তার করা, বিস্তৃত হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, আরোহণ করা, উপরে উঠা। (জাতক) **অক্খীনি রূহিংসু**। (ব-বিণ) **রুয্হমান**। **খ** দমন করা, নিবারণ করা, সুস্থ হওয়া, (ক্ষত বা ঘা) আরোগ্য করা, বন্ধ করা, রুদ্ধ করা। **বণো রূহতি**—ঘা বা ক্ষত আরোগ্য হয়। (বিণ) **বণো ন রূহতি**—ঘা বা ক্ষত বন্ধ করা যায় না। **গ** ফলপ্রদ হয়, ফলোৎপাদক হয়, ক্ষমতাশীল হয়, চিত্তাকর্ষক হয়। **বাদো তম্হি ন রূহতি**। (অতীত) **রূহি**। (অ-বিণ) **রূল্হ**(২)। (করণে) **রূহেতি**। ⇒ **রূহিত**। **২** ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া; (চরিত্রে) আবদ্ধ হওয়া, স্থগিত হওয়া, কিছুকালের জন্য অপসৃত হওয়া। (বিনয়) **ধম্মতা রূহতি**—দায় বা দায়িত্ব কাটিয়া যাওয়া অথবা রহিত হওয়া। (অ-বিণ) **রূঢ়** (১)।

রূহন (ক্লী) উৎপাদন, উৎপত্তি, আরোহণ, বাড়ন্ত বা বর্ধিত অবস্থা, উদয়, উত্থান, উন্নতি, চড়াই, বৃদ্ধি, স্ফীতি।

রূহনা (স্ত্রী) **১** বৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, উৎপন্ন দ্রব্য। (জাতক অর্থকথায়) **বিরূহনা**। **২** (ঘা বা ক্ষত) আরোগ্য, আরোগ্য অবস্থা, আরোগ্যকরণ বা তাহার প্রক্রিয়া।

রূহিত (ক্লী) স্ফোটক, ফোড়া, ব্রণ, রোগবৃদ্ধি। (বিনয় বর্ণনায়) **যং কিঞ্চি বণো**। (বিণ) নিবারিত, আরোগ্যকৃত। ⇒ **রূহেতি**।

রূহেতি (ক্রি) = **রূহতি**। ⇒ **রূহতি** (১)। (অতীত) **রূহেসি**। (অ-বিণ) **রূহিত**।

রে—(অব্যয়, হর্ষ-বিস্ময়সূচক, তুচ্ছার্থে সম্বোধনে) রে, ওহে, হে, ওরে; (নীচ বা অতি তুচ্ছ ব্যবহারে) হেই যাও, সরিয়া যাও। = **অরে**। (জাতক অর্থকথায়) **আমন্তণে নিপাতো**। (যৌগিকে) **চর পি রে**—তুই নিয়া যা রে (মধ্যম নিকায়); বিনয়ে ইহার পাঠ হইয়াছে "**চর পিরে**"; বিনয় অর্থকথায় ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে "**পর**" অর্থাৎ "**অমমক**"। (জাতক) **এ হি রে**—তাহা হইলে এস। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হ রে**—হা রে অর্থাৎ "দেখ এখানেই রয়েছে"। (পেতবত্থু) **অহো বত রে**—ওরে তাইত, নিশ্চয়, ইচ্ছা হয় আমিই হইব; (পেতবত্থু অর্থকথায়) **রে'তি আলপনং**। (কথাবত্থু) **নো চ বত রে বত্তব্বে**—কিন্তু ওহে নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছে অথবা প্রথা অনুযায়ী হইয়াছে।

রেখা (স্ত্রী) রেখা, বিস্তৃতিরহিত দীর্ঘ ধরাতল, লম্বাকৃতি চিহ্ন, দাঁড়ি-কসি প্রভৃতি, রাজি, শ্রেণী, সারি, আভোগ, অল্পমাত্র, সম্পূর্ণতা, ছল, শরীরস্থ শুভাশুভ লক্ষণচিহ্ন, সূক্ষ্মসূত্র, তার, পঙক্তি, কবিতা, পদ্যপঙক্তি, এক ইঞ্চির দ্বাদশ অংশ, খসরা, নকশা, বিষুব রেখা, সীমা, প্রণালী, গতিপথ, ক্ষুদ্রলিপি, জমি হইতে ভিন্ন রঙের লম্বা লম্বা ডোরা, আঁচ, সামান্য অংশ, আভাস। = **লেখা**।

রেচন (ক্লী) রেচন, বিরেচন, ভেদ, নির্গমন, এককালে নিঃসৃত বস্তু, ঢিলা বা শ্লথকরণ। (তুলনীয়) **বিরেচন**।

রেণু (পুং, স্ত্রী) **১** গুঁড়া, ধূলি, পাংশু, ধূলা, সূক্ষ্মাংশ, অণুপরমাণু অংশ। (বহুবচনে) রেণূ—ধূলার অণুপরমাণু অংশসমূহ। (বিনয়) **রেণুহতা ভূমি**। (জাতক) **রাগো রজো ন চ পন রেণু বুচ্চতি; ওকিণ্ণা রজ-রেণূহি;** (জাতক অর্থকথায়) **পুংসূহি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রেণুং বূপসামেতি** (উপশম বা প্রশমিত করা)। ⇒ **রণ** (২ক)। **২** রেণু, পুষ্পরেণু, পরাগ। জাতকে ইহাকে "**মহা-তুম্ব-মত্ত**" বলা হইয়াছে; **পুপ্ফতো রেণুং গণ্হাতি; পুপ্ফরেণু; পদুম কিঞ্জক্খ রেণু**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রেণুবট্‌ঠি**।

রেণুবট্টি (স্ত্রী) রেণুকোষ, পুষ্পরেণুর আবরণ। ⇒ **বট্টি** (৫)।

রেণুবট্‌ঠি = **রেণুবট্টি**। ⇒ রেণুবট্টি, রেণু (২)।

রেণুহত (বিণ) ধূলাহত, ধূলায় ধূসরিত, ধূলায় আচ্ছন্ন। ⇒ **হত**।

রেণূ ⇒ রেণু (১)।

রেরুক—হস্তিদন্ত, হাতির দাঁত, গজদন্ত, গজদন্ত দ্বারা নির্মিত দ্রব্য। = **হত্থিদন্ত**।

রোগ (পুং) রোগ, ব্যাধি, পীড়া, অসুখ, অসুস্থতা। জাতকে "**রোগ**" বর্ণনায় বলা হইয়াছে "**রোগ রুজন-সভাবত্তং**"। সূত্রনিপাতে বলা হইয়াছে যে প্রাচীনকালে তিনটিমাত্র রোগ ছিল, যথা—**ইচ্ছা, অনসনং, জরা**। বুদ্ধঘোষ সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলিয়াছেন (তুলনীয় দীর্ঘনিকায়) উক্ত রোগ তিনটি পরবর্তীকালে প্রাণিহত্যাদি কারণে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৮ প্রকার রোগে দাঁড়াইয়াছে, যেমন "**চক্খুরোগ আদিনাভেদেন**"। এই "**চক্খুরোগ**" (চক্ষুরোগ) হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা মহানির্দ্দেশের "**পাকট-পরিস্সযা**" (প্রকাশ্য বিপদসমূহ)-এতে ৩৪ প্রকার রোগের নাম পাইয়া থাকি, এবং চুল্লনিদ্দেসের রোগের তালিকায় পাওয়া যায়—**চক্খুরোগ, সোতরোগ, ঘাণরোগ, জিব্হারোগ, কাযরোগ, সীসরোগ,**

কণ্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাস, সাস, পিণাস, ডাহ, জর, কুচ্ছিরোগ, মুচ্ছা, পক্খন্দিকা, সূলা, বিসূচিকা, কুট্‌ঠং, গণ্ডো, কিলাসো, সোসো, অপমারো, দদ্দু, কণ্ডু, কচ্ছু, রখসা, (কেচি-নখসা), বিতচ্ছিকা, লোহিতপিণ্ডং, মধুমেহো, অংসা, পিল্কা, ভগন্দলা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে, চুল্লনিদ্দেস এবং চুল্লনিদ্দেস অর্থকথায় দশপ্রকার "**আবাধা**"-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**পিত্তসমুট্‌ঠানা আবাধা, সেম্হসমুট্‌ঠানা আবাধা, বাতসমুট্‌ঠানা আবাধা, সন্নিপাতিকা আবাধা, উতুপরিণামজা আবাধা, বিসম পরিহারজা আবাধা, ওপক্কমিকা আবাধা, কম্মবিপাকজা আবাধা** ইত্যাদি। **সীতং, উণ্হং, জিঘচ্ছা, পিপাসা, উচ্চারো, পস্সাবো**—এইগুলিও "**আবাধা**" এর মধ্যে পরিগণিত; মিলিন্দ প্রশ্নে এইগুলিকে "**আগন্তুক-রোগা**" বলা হইয়াছে। মিলিন্দ প্রশ্নে সূর্য-সম্বন্ধীয় চারিটি রোগের বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—**অব্ভ, মহিকা, মেঘ, রাহু**। জাতকে প্লেগ রোগের সহিত আরও কতিপয় রোগের বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায় যাহা সচরাচর শস্যক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে, যেমন—**বিসবাত** (অনিষ্টকারী বাতাস), **মূসিক-সলভ-সুক-পাণকা** (ইঁদুর, প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ বা পশমকাটা কীট, তোতা পাখি প্রভৃতি প্রাণী), **সেতট্‌ঠিকরোগ** (উদ্ভিদের রোগবিশেষ), ইত্যাদি। মধ্যম নিকায় এবং বিশুদ্ধিমার্গে যৌক্তিকে "**রোগ, গণ্ড সল্ল**" রোগবিশেষে দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া জাতকে "**কুচ্ছিরোগ**" (উদর বা পাকস্থলীর অবিশ্রান্ত বেদনা)। (বিনয়) **অহিবাতক রোগ** ("সর্পবাতাস রোগ", ইহা একপ্রকার রোগের নাম); **পণ্ডুরোগ** (পালং রোগ বা পাণ্ডু রোগ)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিণ পুপ্ফক রোগ** (ঔষধিজ জ্বর)। ⟹ **আতঙ্ক, আবাধ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রোগেন ফুট্‌ঠ; সরীরে রোগো উপ্পজ্জি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কচ্ছুরোগ; রোগেন অভিভূত**। (বিপ) **অরোগ**।

রোগনিড্ড (পুং) রোগের আবাসস্থান। = **রোগনিড্ঢ**।

রোগনিড্ঢ (পুং) রোগের বাসা। = **রোগনিড্ড, রোগনীল্**।

রোগনীল্ (পুং, ক্লী) [রোগ+নীল্] রোগনীড়, ব্যাধির আবাসস্থান, রোগের বাসা, রোগের অবস্থান স্থান। ⟹ **নীল্, বধরোগনীল্**।

রোগভাব (পুং) রোগভাব, রোগাবস্থা।

রোগমূল (ক্লী) রোগের মূল বা আদিকারণ।

রোগব্যসন (ক্লী) রোগজনিত দুঃখ বা দুর্দশা, রোগজনিত দুঃখ বা দুর্বিপাক, রোগযন্ত্রণা, রোগ-সম্বন্ধীয় দুঃখ। পঞ্চ "**ব্যসন**"-এর মধ্যে ইহা একটি। পঞ্চ "**ব্যসন**", যথা—**ঞাতিব্যসন, ভোগ্যব্যসন, রোগব্যসন, সীলব্যসন, দিট্‌ঠিব্যসন**। ⟹ **ব্যসন**।

রোগসম্মত (বিণ) রোগে পীড়িত, রোগগ্রস্ত, পীড়ায় বিরক্ত, রোগক্লিষ্ট। = **সম্মত্ত পীড়িত**।

রোগহারী (পুং) চিকিৎসক।

রোগাতঙ্ক—রোগাতঙ্ক, রোগের দ্বারা আতঙ্ক, রোগ বা পীড়াজনিত শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ বা উহার কারণ।

রোগাতুর (বিণ) [রোগ+আতুর] রোগাতুর, রোগগ্রস্ত, রোগে আতুর, পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়াগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত।

রোগিন (বিণ) রোগিন, রোগী, রুগ্ন। = **রোগী**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উস্সন্ন-ব্যাধি দুক্খস্স**। (জাতক) **পণ্ডুরোগিন** (পাণ্ডুরোগী)।

রোগী (বিণ) রোগী, রুগ্ন, পীড়িত। = **রোগিন**।

রোচতি (ক্রি) [√রুচ+অ] ১ রুচিজনক হওয়া, মনোরম হওয়া, রুচিকর হওয়া, মনোমত হওয়া, আনন্দজনক হওয়া, সন্তোষজনক হওয়া, তৃপ্তিকর হওয়া, মনোজ্ঞ হওয়া, সুখকর হওয়া। (থেরীগাথায়) **রোচতে**। (মহাবংস) **নিবাসো রোচতু**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত) **রোচ্যতে**। ২ আনন্দিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, রমিত হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভবে রোচতি**। ৩ আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া। ⟹ **বিরোচতি**। (অতীত) **রোচি**। (করণে) **রোচেতি**।

রোচন (ক্লী) রোচন, অভিরুচি, পছন্দ, মনোনয়ন, নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়, মনোনীত বিষয় বা ব্যক্তি, একাধিক বস্তুর মধ্যে বাছিয়া লইবার অধিকার, বিকল্প, পছন্দ করিয়া লইবার মত ব্যক্তি বা বস্তু সমবায়, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, খ্যাতি। (বিণ) রোচন, রোচক, রুচিকারক, বলকারক, দীপ্তিপ্রদ।

রোচেতি (ক্রি) [√রুচ+এ] ১ তুষ্ট হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, পরিতৃপ্ত হওয়া, মনোজ্ঞ হওয়া, রুচিমত হওয়া, সম্মতিতে দেওয়া। (টীকায়) **রুচিখ রুচেয্যাথ**। ২ আনন্দদায়ক হওয়া, প্রীতিকর হওয়া, মনোরম হওয়া, মনোজ্ঞ হওয়া, মধুর হওয়া, আনন্দ পাওয়া, সংলগ্ন হওয়া, আসক্ত হওয়া, অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, মনোনীত করা, পছন্দ করা, নির্বাচন করা, ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **বধং রোচেতি**। (জাতক) **দেবদত্তস্স লদ্ধিং রোচেতি; পব্বজ্জং রোচ'হং = রোচেমি** (জাতক অর্থকথা); **কম্মং রোচেতি; ধম্মং অসতং ন রোচযাম**। (বিনয়) **ধম্মং রোচেতি**—ধর্ম বা মন্ত্রণা অনুমোদন করা; **দেবদত্তস্স ধম্মং রোচেতি**। (সূত্রনিপাত) **অসতং ধম্মং রোচেতি; ধম্মং ইমং রোচযে**। ⟹ **রোচতি, অভিরোচেতি, আরোচেতি, বিরোচেতি**। (অতীত) **রোচেসি**। (অ-বিণ) **রোচিত**। (ক্রি-বি) **রোচেত্বা**।

রোচেয্য (বিণ) রুচ্য, রুচিসম্পন্ন, রুচিকারক, সুন্দর, রুচিকর, আস্বাদজনক, অনুরাগজনক, প্রীতিকর। ⟹ **ছাদেতি** (২খ)।

রোণ্ণ = **রুণ্ণ**। ⟹ **রুণ্ণ**।

রোদতি (ক্রি) [√রুদ+অ] রোদন করা, কান্না করা, ক্রন্দন করা, শোক করা, বিলাপ করা। = **রুদতি**। (জাতক, পেতবত্থু) **সোচতি রোদতি**। (অতীত) **রোদি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **রোদি হসি**—কান্দিল এবং হাসিল। (অ-বিণ)

রোদিত। (ব-বিণ) **রোদন্ত, রোদমান**। (ভবিষ্যতে) **রোদিস্সতি**। (ক্রি-বি) **রোদিত্বা, রোদে, রোদেযং**। (তুম্) **রোদিতুং**। (করণে) **রোদাপেতি**।

রোদন (ক্লী) রোদন, ক্রন্দন, বিলাপ।

রোদনপরাযণ (বিণ) রোদনপরায়ণ, সর্বদা কান্দিতে থাকে এমন, অবিরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিলাপ করিতে থাকে এমন। ⟹ **পরাযন** [বিণ(১)]।

রোদন্তী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক সর্বদা কাঁদিতে থাকে। (বিণ) ক্রন্দনকারিণী, রোদনরতা (স্ত্রীলোক)।

রোদাপেতি (ক্রি) (কাহাকেও) কাঁদানো, কান্না করানো, রোদন করানো। ⟹ **রোদতি**।

রোধ (পুং) রোধ, অবরোধকরণ, বাধা, অবরোধন, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধক, বিরাম, প্রতিনিরোধ, আটক, নিবারণ। (যৌগিকে) **পরপাণ রোধ**--অপরের জীবনাবসান ঘটানো, জীবহত্যা, বধ। (তুলনীয়) **অনুরোধ, নিরোধ, বিরোধ**। (ক্লী) তীর, চড়া, আল, লম্বা বাঁধ, অর্থসংগ্রহ, অধিকোষ, ব্যাঙ্ক, স্তূপ, জাঙ্গাল, আবদ্ধ জল। = গেধ (২)। চুল্লনিদ্দেসে "**গেধিরোধ**"-এর পরিবর্তে "**রোধিরোধ**" পাঠ হইয়াছে।

রোধগত = **গেধিকত**। ⟹ **গেধিকত**।

রোধন (ক্লী) রোধন, রোধকরণ, আটক, বাধা, আবদ্ধকরণ। = **রোধ**।

রোধিগতা = **গেধিকতা**। ⟹ **গেধিকতা**।

রোধিরোধ (ক্লী) আল দ্বারা আবদ্ধ জল। = **গেধিরোধ**। ⟹ **রোধ** (ক্লী)।

রোপ (বিণ) রোপণকারী, ক্ষেত্রস্বামী, চাষী। (ক্লী) রোপণ, বুনন, গাছের চারা রোয়া, উৎপাদন, জনন, স্থাপন, অর্পণ, আরোপ, আবাদ। (সংযুক্ত নিকায়) **বনরোপণ আরাম**। ⟹ **রোপণ** (১)।

রোপক (বিণ) রোপক, রোপণকারী। = **রোপ** (বিণ)। (ক্লী) চারাগাছ। (জাতক) **রুক্খরোপক**।

রোপণ (ক্লী) ১ রোপণ, বুনন, গাছের চারা রোপণ, উৎপাদন, জনন, স্থাপন, আরোপ, অর্পণ, রোপণকরণ, স্থাপনকরণ, প্রোথিতকরণ, মনের মধ্যে স্থাপনকরণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আরাম রোপণ**—বিহার বা আশ্রম স্থাপনকরণ। ⟹ **রোপ**। ২ আরোগ্য, আরোগ্যকরণ বা তাহার প্রক্রিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **বণরোপণ**—ব্রণ (ক্ষত বা ঘা) আরোগ্যকরণ। ৩ আনুকূল্যকরণ, বর্ধিতকরণ, উৎপাদনকরণ। (পটিসম্ভিদামার্গ) **বুদ্ধিরোপণ**।

রোপণা (স্ত্রী) অভিযোগ, অভিযুক্তকরণ।

রোপয (বিণ) (ক্ষত) আরোগ্যকারী, আরোগ্যজনক, আরোগ্য করা যায় এমন। (বিনয়) **বণরোপয**।

রোপাপেতি (ক্রি) রোপণ করানো। = **রোপেতি** (১)।

রোপিত (বিণ) ১ রোপিত, রোপণকৃত, যাহা রোপণ করা হইয়াছে এমন, অর্পিত, আরোপিত, প্রোত, প্রোথিত, পোতা, স্থাপিত। ২ বর্ধিত, উৎপন্ন, উন্নত, বাড়ন্ত, উৎপাদিত, কর্ষিত বা চষিত। পেতবত্থুতে "**বিরোপিতং**" শব্দের পরিবর্তে শুদ্ধ পাঠ "**পি রোপিতং**"। ৩ সজ্জিত, চূর্ণীকৃত, চূর্ণিত, গুঁড়া করা হইয়াছে এরূপ, জোগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। বিমানবত্থুতে ইহাকে "**বোসিত**" শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; বিমানবত্থু অর্থকথায় ইহাকে "**উল্লিত্ত**" এবং "**বিচ্ছুরিত**" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৪ অভিযুক্ত, অপরাধী, অভিযোগে আনীত, নিন্দিত, অপবাদ প্রদত্ত, তত্ত্বাবধানে আনীত। ⟹ রোপেতি (১)।

রোপিম (ক্লী) ১ যাহা রোপণ করা হইয়াছে, যাহা স্থাপিত বা প্রোথিত করা হইয়াছে, অর্পিত বিষয়, আরোপিত বিষয়। ২ এক প্রকার বাণ, শর, তীর, শরাকৃতি চিহ্ন। (তুলনীয়) **কচ্ছ**।

রোপেতি (ক্রি) [√রুপ+এ] ১ **ক** রোপণ করা, রোয়া, বপন করা। (জাতক) **নিবাপতিণং রোপেতি**। (মহাবংস) **অম্বট্‌ঠিকং রোপেতি**—আমের আঁটি বপন করে। **খ** উত্তোলন করা, আলাদা করিয়া রাখা, বাসা লওয়া, বিক্রয়ার্থে রাখা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম বা তারিখ স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, দৃঢ় হওয়া, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া। (জাতক) **সূলানি রোপেতি**। **গ** আনুকূল্য করা, কর্ষণ করা, চষা, উন্নতি সাধন করা, বৃদ্ধি করা, উৎপন্ন করা, অনুশীলন করা, প্রসারিত করা, বর্ধিত করা বা হওয়া, জন্মানো, উৎপাদন করা। = **রূপেতি** (১)। (সপ্তমী) **রোপযেয্য**। **ঘ** (চরিত্রে) দৃঢ় করা বা হওয়া, সংলগ্ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, স্থাপন করা, আবদ্ধ করা, দাম বা মূল্য নির্ধারণ করা, তারিখ স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, কঠিন করা, জমিয়া যাওয়া, দিকে বা অভিমুখে পথ দেখানো, (কিছুর) দিকে ঠিক সোজা চালানো, বিরুদ্ধে আনা। নিম্নোক্ত ২ খ স্থানেও দ্রষ্টব্য। (তুলনীয়) **অভিরোপেতি, অভিনিরোপেতি, আরোপেতি**। ⟹ **রূহতি** (১)। (অতীত) **রোপেসি**। (অ-বিণ) **রোপিত**। (ব-বিণ) **রোপেন্ত, রোপযমান**। (ক্রি-বি) **রোপেত্বা, রোপিয**। (করণে) **রোপাপেতি**। **২ক** ভঙ্গ করা, (কাহার দ্বারা) ভঙ্গ করা, স্থগিত করা, বন্ধ করা, কিছুকালের জন্য অপসৃত করা, নষ্ট করা, লুপ্ত করা, বিলুপ্ত করা, রদ করা, কাটাইয়া দেওয়া বা কাটানো, অন্তর্হিত করা, প্রতারণা করা, দিতে বা লইতে অমত করা, "না" বলা। (বিনয়) **ভিক্খূহি ভিক্খুনীনং কম্মং রোপেত্বা ভিক্খুনীনং নিয্যাদেতুং**--ভিক্ষুদের দ্বারা ভিক্ষুণীদের কর্তব্যকর্মকে অন্তর্হিত বা পণ্ড করাইয়া ভিক্ষুণীদিগকে নির্দেশ দিতে। **খ** সত্য বলিয়া স্বীকার করা, (দোষ) স্বীকার করা, অভিযুক্ত করা, অপরাধী করা, নিন্দিত করা, অপবাদ দেওয়া। (বিনয়) **আপত্তিং রোপেতি**—দোষী সাব্যস্ত করে বা দোষ দেওয়ায় (প্রথমে "**চোদেতি**", তৎপর "**সারেতি**", তৎপর "**রোপেতি**", অবশেষে "**সঙ্ঘং ঞাপেতি**"); **অঞ্ঞবাদকং রোপেতি**—কাহারও বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধী মতের জন্য অভিযোগ আনা। উপরোক্ত "**রোপেতি**" (১) শব্দ দেখুন। (যৌগিকে) **ওরাপেতি, বোরোপেতি**।

রোম (ক্লী) দেহের রোম, শরীরের লোম, শরীরস্থ কেশ। (জাতক) **রোমরাজিযা মণ্ডিত-উদরা;** (বর্ণনায়) **লোমসুন্দরী।**

রোমক (বিণ) ১ পালক দ্বারা সজ্জিত বা আবৃত। ২ রোমক, রোমনগরবাসী, রোমদেশীয়। ৩ লোমশ, সর্বশরীরে কেশ আছে এমন। ⟹ **রোমঞ্ঞ** (বিণ)।

রোমকূপ (পুং) রোমকূপ, লোমকূপ, রোমবিবর, লোমবিবর, লোমের গোড়ায় যে ছিদ্র থাকে উহা।

রোমঞ্ঞ (পুং) রোমাঞ্চ, পুলক, শরীরে কাটা দিয়া ওঠা, রোমোদ্‌গম, শরীরের লোমরাজি খাড়া হইয়া ওঠা। (বিণ) লোমশ, লোমবৎ(?)। (দাঠাবংস) **রোমঞ্ঞকঞ্চুক।** ⟹ **রোমক** (১,৩)।

রোমঞ্ঞ কঞ্চুক (বিণ) লোমশ, লোমে ঢাকা, লোমাবৃত। ⟹ **রোমক** (১,৩), **রোমঞ্ঞ** (বিণ)।

রোমন্থক (বিণ) জাবর কাটে এমন, রোমন্থক, রোমন্থন করে এমন, গিলিতচর্বণ করে এমন, রোমন্থনকারী, গিলিতচর্বণকারী, উদ্‌গীর্ণ চর্বণ করে এমন, চিন্তা করিতে থাকে এমন, চিন্তাশীল, ভাবিতে থাকে এমন, ভাবনাকারী, অনুধ্যানকারী, গভীর চিন্তাকারী। (পুং) রোমন্থন, গিলিত চর্বণ, উদ্‌গীর্ণ চর্বণ, যেই পশু ভুক্ত দ্রব্য উদ্‌গীর্ণ করিয়া তাহা পুনরায় চর্বণ করে, অনুধ্যান, চিন্তন, গভীর চিন্তন।

রোমন্থতি (ক্রি) রোমন্থন করা, চর্বিতচর্বণ করা, জাবর কাটা, উদ্‌গীর্ণ চর্বণ করা, চিন্তা করা, ভাবা বা ভাবিতে থাকা, অনুধ্যান করা, চিন্তা করা, গভীর চিন্তা করা, সশব্দে চর্বণ করা, মুখ না খুলিয়া চর্বণ করা। (অতীত) **রোমন্থি।** (ক্রি-বি) **রোমন্থযিত্বা।**

রোমন্থন (ক্লী) রোমন্থন, রোমন্থ, উদ্‌গীর্ণ চর্বণ, জাবর কাটা, রোমন্থনকরণ, গিলিত চর্বণকরণ, শব্দপূর্বক চর্বণকরণ, মুখ না খুলিয়া চর্বণকরণ।

রোমন্থেতি (ক্রি) = **রোমন্থতি।** ⟹ **রোমন্থতি।**

রোমরাজি (স্ত্রী) রোমরাজি, লোমগুচ্ছ, কেশগুচ্ছ, সারিবদ্ধ কেশ, বিন্যস্ত চুল। ⟹ **রাজি** (১)।

রোরুব (পুং) ১ একজাতীয় হরিণবিশেষ। = **রুরু।** ২ রৌরব, নরকবিশেষ, রৌরব নরক, একটি নরকের নাম।

রোস (পুং) ১ রোষ, রাগ, ক্রোধ, ক্রুদ্ধ ভাব। ২ ঝগড়া, বিবাদ, কলহ, বন্ধুবিচ্ছেদ।

রোসক (বিণ) রোষপূর্ণ, ক্রুদ্ধ, ক্রোধান্বিত, রাগান্বিত, ক্রোধপূর্ণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরেসং রোসুপ্পাদনেন রোসক।**

রোসতি (ক্রি) = রোসেতি। ⟹ রোসেতি।

রোসনা (স্ত্রী) রোষান্বিত অবস্থা, ক্রোধের কারণকরণ, ক্রোধকরণ, ক্রোধান্বিত অবস্থা, রোষকরণ। (বিভঙ্গ) **হিংসনা রোসনা;** (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **ঘট্টনা।**

রোসনেয্য (বিণ) ক্রোধপ্রবণ, রোষজনক, ক্রোধপরায়ণ, রাগ হয় এমন, ক্রোধের কারণ ঘটে এমন, যদ্দ্বারা ক্রোধ উৎপন্ন হয় এমন।

রোসিত (বিণ) ১ রোষিত, রোষকষায়িত, খিটখিটে, রোষান্বিত, ক্রোধান্বিত। = **রুসিত।** ⟹ **রোসেতি।** ২ চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লিপ্তপ্রলিপ্ত অথবা ময়লাকৃত, অভিষিক্ত। = **বিলিত্ত।**

রোসেতি (ক্রি) [√রুস+এ] রোষ করা, ক্রোধ করা, রাগ করা, কোপান্বিত করা, বিরক্ত করা, রাগাইয়া দেওয়া, উত্তেজিত করা, উত্ত্যক্ত করা। (অতীত) **রোসেসি।** (অ-বিণ) **রোসিত।** (ক্রি-বি) **রোসেত্বা।**

রোহ (বিণ) লাল, রক্তবর্ণ। = **রোহিত।** ⟹ **রোহঞ্ঞ।**

রোহঞ্ঞ (বিণ) লাল, রক্তবর্ণ, লাল রঙের। = **রোহ, রোহিত।** (জাতক) **রোহঞ্ঞ পুঙ্গবূসভ**—লালবর্ণের বৃষভ। (জাতক অর্থকথায়) **রত্তবণ্ণা।** Kern. Toev.-এর ইংরেজি অনুবাদে "**রোহঞ্ঞো**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"লালবর্ণের গাভীগুলি"।

রোহতি (ক্রি) ১ = **রূহতি।** ⟹ **রূহতি** (১)। (সম্প্রদানে) **রোপেতি**—উৎপন্ন করা। ⟹ **রোপেতি** (১গ)। ২ ভঙ্গ করা। = **রূহতি** (২)। ⟹ **লুম্পতি।** (করণে) **রোপেতি** (২)।

রোহিচ্চ (পুং) একজাতীয় হরিণবিশেষ, রোহিত হরিণ। (জাতক) **রোহিচ্চ সরভা মিগা।** ⟹ **রোহিত মিগ।**

রোহিণী (স্ত্রী) ১ লালরঙের গাইগরু বা গাভী। ২ একটি গ্রহ বা নক্ষত্রের নামবিশেষ (যাহাকে বলা হয় "লাল গাভী")। ৩ একটি নদীর নামবিশেষ। ইহা ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ বিখ্যাত রোহিণী নদী।

রোহিত (বিণ) লাল, লালরঙের, রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। = **রোহ, রোহঞ্ঞ।** ইহা মাছের একটি গুণবিশেষ অর্থাৎ বিশিষ্টরূপের মাছ এবং বিশিষ্ট ধরনের এক জাতীয় হরিণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যেমন—(জাতক) **রোহিতমচ্ছ**—রুই মাছ; **রোহিত মিগ**—রোহিত হরিণ। (ক্লী) রক্ত। = **রুধির।**

রোহিতমচ্ছ (পুং) রুই মাছ। ⟹ **রোহিত।** জাতকে কতকগুলি মাছের নাম পাওয়া যায়, যেমন—**রোহিত মচ্ছ, আনন্দ মচ্ছ, তিমন্দ মচ্ছ, তিমির পিঙ্গল মচ্ছ, মিতচিন্তিন মচ্ছ, বহুচিন্তিন মচ্ছ।** ⟹ **মচ্ছ, রোহিত।**

রোহিত মিগ (পুং) রোহিত হরিণ, একজাতীয় মৃগবিশেষ। ⟹ **রোহিত, রোহিচ্চ।**

রোহেতি (ক্রি) = **রূহেতি।** ⟹ **রূহেতি।**

ল—অবর্গ ব্যঞ্জন দন্ত্যজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্ত্যজ বর্ণ বলে। এই অক্ষরটি পালিতে **"পেয্যাল"** শব্দের পরিবর্তে সংক্ষেপে ব্যবহৃত শব্দ। = পে। ⟹ **পেয্যাল**।

লক = **লবুজক** (?)। ⟹ **লবুজক, অনুবিলোকেতি**।

লকট্‌ঠিক [লক+অট্‌ঠিক] বিমানবত্থু অর্থকথায় এই শব্দটি সন্দেহজনক। এখানে **"অট্‌ঠিক"** অর্থে "ফলের আঁটি বা বীজ", কিন্তু **"লক"** শব্দটি বোধ হয় **"লবুজক"** শব্দের পরিবর্তে ভুল বানান হইয়াছে (?)।

লকনক (ক্লী?) জাহাজের নঙ্গর। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নাবা লকনক**। = **লগ্‌গনক**।

লকার (পুং) পাল, জাহাজ, জলপথে ভ্রমণ। (বর্মা বিশুদ্ধিমার্গে) **লঙ্কার**।

লকুট—লাঠি, যষ্টি, গদা, মুগুর। মিলিন্দ প্রশ্নে পর্যায়ক্রমে শব্দসমূহ **"দণ্ড-লেড্ডু-লকুট-মুগ্‌গর"**। ⟹ **লগুড়**।

লকুণ্টক (বিণ) বামন, বেঁটে (লোক), খাটো। (মহাবংস) **লকুণ্টক সরীরত্ত**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **লকুণ্টক পাদ-পুরিস**। ⟹ ও **কোটিমক**।

লকুণ্টকত্ত (ক্লী) বামনত্ব।

লকেতি (ক্রি) দৃঢ়রূপে ধারণ করা, গাঢ়রূপে আবদ্ধ করা, গভীরভাবে সম্মান প্রদর্শন করা, দ্রুততার সহিত গ্রহণ করা, তাড়াতাড়ি দখল করা; (সাহিত্যে) দৃঢ় সংলগ্ন করা, লাগাইয়া রাখা, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা।

লক্‌খ (ক্লী) ১ লক্ষ্য, দৃশ্যমান চিহ্ন, চিহ্ন, সীমা, প্রমাণ, নিদর্শন, লক্ষণ, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, দৃষ্টি। ২ লক্ষ্যবস্তু, চাঁদমারি, শরব্য, শরসন্ধান, সমালোচনা, বিদ্রূপ ইত্যাদির পাত্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লক্‌খযোগ্‌গা**। ৩ জুয়াখেলার বাজি বা পণ। ৪ বৃহৎ সংখ্যার অঙ্ক, এক লক্ষ, একশ হাজার, শত সহস্র সংখ্যা। কিন্তু পেতবত্থুতে "সময়ের যে কোনো ভাগ যাহা ১০০ কোটির সমান"—এই অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।

লক্‌খঞ্ঞ (বিণ) ভাবী শুভাশুভ লক্ষণ-সম্বন্ধীয়, আনুকূল্য বা প্রসাদ-সম্বন্ধীয়, শুভলক্ষণযুক্ত, অনুকূল, আশাদায়ক। (বি-ভা) **লক্‌খঞ্ঞা বত ভো দোসিনা রত্তি**—বন্ধুগণ! এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি কেমন চমৎকার লক্ষণ (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দিবস-মাসদীনং লক্‌খণং ভবিতুং যুত্তা**। (জাতক) **লক্‌খঞ্ঞ সম্মত**—বিবেচিত শুভলক্ষণযুক্ত।

লক্‌খঞ্ঞসম্মত (বিণ) ⟹ **লক্‌খঞ্ঞ**।

লক্‌খণ (ক্লী) ১ লক্ষণ, নাম, চিহ্ন, সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইশারা, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশি-চিহ্ন, মেষ বৃষাদি রাশি, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, বিশেষগুণ, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা। দীর্ঘনিকায় বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"অসাধারণ কিছু অথবা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের ইঙ্গিতযুক্ত চিহ্ন বা পূর্বলক্ষণ; সেইজন্য ইহা পূর্বাভাসযুক্ত অথবা ভাবী শুভাশুভ সূচক চিহ্ন, বিশিষ্ট লক্ষণ অথবা স্পষ্ট প্রকাশ্যমান কোনো কিছুর বিশিষ্ট অংশ (যাহা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে), বিশেষ ধর্ম, শক্তি (বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যায় Rhys. Davids তাহার Dial-এ কিছু দীর্ঘ বর্ণনা দিয়া **"লক্‌খণ"** শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে এবং উহাদের মধ্যে মালিকের স্বাস্থ্য ও অদৃষ্টসূচনাকারী চিহ্নসমূহ-সম্বন্ধীয় শুভাশুভ ধর্মের লক্ষণসমূহ")। দীর্ঘনিকায়ে দৈববাণীর (গণিয়া অদৃষ্ট কথনের) নিষিদ্ধ অভ্যাস-সম্বন্ধীয় একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—**মণিলক্‌খণ** (মণিলক্ষণ হইতে), **দণ্ডলক্‌খণ** (দণ্ড বা লাঠি লক্ষণ হইতে), **অসিলক্‌খণ** (অসি বা তলোয়ার চিহ্ন হইতে), ইত্যাদি। (সূত্রনিপাতে বহুবচনে) **লক্‌খণা** (এখানে **"সুপিন লক্‌খণা"** বা স্বপ্নকথন সহ অদৃষ্ট গণনা করিয়া কথন); **দণ্ডলক্‌খণা, বত্থলক্‌খণা**, ইত্যাদি (**আযব্বন লক্‌খণা, সুপিন লক্‌খণা, নক্‌খত্ত লক্‌খণা;** ইহা সর্বপ্রকার গুপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান; সূত্রনিপাত অর্থকথায় **"মণিলক্‌খণাদি"**), **গোত্তং ব্রূহি সলক্‌খণা**—ইহার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ সহ। জাতকে বলা হইয়াছে—"সৌন্দর্যের লক্ষণ"। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যথাব লক্‌খণা**—ধার্মিক গুণ বা যথার্থ লক্ষণসমূহ। (মহাবংস) **ইত্থিলক্‌খণা**—স্ত্রীলোকের লক্ষণসমূহ, শুভলক্ষণযুক্তা স্ত্রীলোক, অনুকূল চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত অথবা অনুকূল গুণসম্পন্না স্ত্রীলোক। দীর্ঘনিকায়ে "সর্বপ্রকার লক্ষণ (পরিপূর্ণ)" অর্থে বলা হইয়াছে **"তথ-লক্‌খণানি"**। (তুলনীয় সৌভাগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে) **তাদি-লক্‌খণ**—ঈদৃশ (জীবের) লক্ষণসমূহ (জাতক)। ২ শরীরস্থ চিহ্ন বা দাগ। ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে যখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করা হয় অর্থাৎ জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা (দাসত্বের) চিহ্নিতকরণ স্বরূপ অথবা ভবিষ্যতে মহত্ব নির্দেশিত ভাগ্যবান সত্তা বা ব্যক্তির চিহ্ন বা নিদর্শন,

যেমন—**ক** উত্তপ্ত লৌহের দাগ, কলঙ্কচিহ্ন। (তুলনীয়) **লক্‌খণাহত**। **খ** ৩২ প্রকার **"মহাপুরিস লক্‌খণ"** (মহাপুরুষ লক্ষণ বা মহাসত্তার লক্ষণ), **"রাজা চক্কবত্তি লক্‌খণ"** (রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ), **"সম্মাসম্বুদ্ধ লক্‌খণ"** (সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ লক্ষণ)। (সূত্রনিপাতে বহুবচনে) **লক্‌খণা;** লক্ষণ তিন প্রকার, যথা—**মুখং জিব্‌হায় ছাদেতি** (জিহ্বা দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করেন), **উণ্‌ণ্‌সস ভমুক'ন্তরে** (তাঁহার দুই ভ্রূর মধ্যস্থ উর্ণা নামক কেশ), **কোস-ওহিতং বথ-গুয্‌হং** (কোষাবৃত লিঙ্গ); দীর্ঘনিকায়ে ৩২ প্রকার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। (সূত্রনিপাত) **লক্‌খণ সুত্তন্ত**—লক্ষণসূত্র। (তুলনীয়) **পরিপূণ্‌ণ কায** (সূত্রনিপাত); (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **লক্‌খণেহি পুণ্‌ণতায**। ৩ বিশেষ ভাবার্থে:—পুরুষাঙ্গ বা উপস্থ। (জাতক) **সুভলক্‌খণ**—শুভলক্ষণ বা পুরুষের পূর্ণাঙ্গ জিনিসের মধ্যে একটি অংশ। (বিণ) দাগী, দাগযুক্ত, চিহ্নযুক্ত, চিহ্নিত, লক্ষণযুক্ত, বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণিত বা প্রশংসিত, এইরূপ এইরূপ চরিত্রের। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মলক্‌খণ, বাললক্‌খণ, পণ্ডিতলক্‌খণ, বালনিমিত্ত বাললক্‌খণ, পণ্ডিত নিমিত্ত পণ্ডিতলক্‌খণ**। মিলিন্দ প্রশ্নে বুদ্ধ-সম্বন্ধে:—**সত-পুঞ্‌ঞ লক্‌খণ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পর-সম্পত্তি-উসুয্যা-লক্‌খণা ইস্‌সা**। ৪ (দর্শনশাস্ত্র মতে—) বিশেষ গুণ, বিশিষ্ট চিহ্ন বা লক্ষণ। **"নিমিত্ত"** এর বৈষম্য প্রদর্শনে (ব্যক্তি বিশেষের) আরও সঙ্গতিপন্ন ধর্ম বা গুণ অথবা প্রাথমিক লক্ষণ। নিম্নোক্ত শব্দগুলিও তুলনীয়:—(ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **লক্‌খণ রস**—অত্যাবশ্যক গুণ; **লক্‌খণ পচ্চুপট্‌ঠান**—আবর্তমান বা পুনঃপুন ঘটিতেছে এমন ব্যাপার; **লক্‌খণ পদট্‌ঠান**—আশুকারণ, অবিলম্বিত ঘটনা; অন্যত্র **"লক্‌খণ পদট্‌ঠান"** শব্দের অনুবাদ "আসন্ন বা প্রত্যক্ষ কারণ" দৃষ্ট হয়। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **খন্ধানং লক্‌খণং; সচ্চানং লক্‌খণং**। বিভঙ্গ অর্থকথায় **"পটিচ্চ সমুপ্পাদ"** সম্পর্কে এবং "কেসা, লোমা" ইত্যাদি চারি বিষয়ে লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশুদ্ধিমার্গে **"কম্মট্‌ঠান"** সম্পর্কে, চতুর্বিধ **"ধাতু"** সম্পর্কে (যেমন—**থদ্ধলক্‌খণ, আবন্ধন লক্‌খণ, পরিপাচন লক্‌খণ, বিত্থম্ভন লক্‌খণ**) এবং **"অরিযসচ্চানং"** সম্পর্কে লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। বিমানবত্থু অর্থকথায় **"ঝান"** সম্পর্কে যৌগিকে **"আরম্মণ লক্‌খণ"** [অস্তিত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ জীবিত বস্তুসমূহের অথবা আকৃতিগত জগতের বিশেষ ধর্ম বা গুণ ত্রিবিধ (**তিলক্‌খণং**), যথা—**অনিচ্চ** (অনিত্য বা অস্থায়ী অথবা পরিবর্তনশীল), **দুক্‌খ** (দুঃখময়, শারীরিক বা মানসিক দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ), **অনত্ত** (অসত্য, অবাস্তব, অনাত্ম)]; এইরূপে জাতকে **ধম্মদেসনা'তি লক্‌খণমুত্তা; "অনিচ্চ, দুক্‌খ, অনত্ত"**—এই ত্রি-লক্ষণের মাধ্যমে ধ্যান দ্বারা **"বিপস্‌সনা"** এবং **"পচ্চেকবোধি-ঞাণ"** উৎপন্ন হইয়া থাকে। (অপাদান কারকে) **লক্‌খণতো**—লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা, অত্যাবশ্যক গুণে; বিশুদ্ধিমার্গে অর্থকথার ব্যাখ্যাসূচক বিশ্লেষণে প্রায়শ দেখা যায় এই শব্দটি বিবিধ তুল্যার্থক শব্দের (অর্থাৎ **"অত্থতো কমতো, নিমিত্ততো"** প্রভৃতির) সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধিমার্গে **"উগ্‌গহত্ত লক্‌খণ"** শব্দের পরিবর্তে **"পরিপাচন লক্‌খণ"** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **উপলক্‌খণ, বিলক্‌খণ, সলক্‌খণ**।

লক্‌খণকারক = **লঞ্ছক**। ⟹ **লঞ্ছক**।

লক্‌খণকুসল (বিণ) লক্ষণকুশল, শরীরের চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া অদৃষ্টের কথা বলিতে সমর্থ, শরীরস্থ চিহ্নাদি দেখিয়া উহার গুণাগুণ বা শুভাশুভ বলিতে দক্ষ, লক্ষণজ্ঞ, লক্ষণপারদর্শী। ⟹ **নিমিত্তক**।

লক্‌খণকুসলতা (স্ত্রী) শরীরস্থ বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া ব্যাখ্যা পারদর্শিতা, মানুষের লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিবার নৈপুণ্য বা দক্ষতা।

লক্‌খণতো (অপাদানকারক, ত্রি-বিণ) ⟹ **লক্‌খণ** (৪)।

লক্‌খণ পচ্চুপট্‌ঠান (ক্লী) আবর্তমান ঘটনা, পুনঃপুন ঘটিতেছে অথবা সংঘটিত হইতেছে এমন ব্যাপার। ⟹ **লক্‌খণ** (৪)।

লক্‌খণ পটিগ্‌গাহক (বিণ, পুং) যেই ব্যক্তি লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া শুভাশুভ বলিতে পারে, দৈবজ্ঞ, ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্ঞানী, লক্ষণ পারদর্শী, লক্ষণজ্ঞ।

লক্‌খণ পদট্‌ঠান (ক্লী) আশুকারণ, বর্তমান কারণ, অবিলম্বিত ঘটনা। ⟹ **লক্‌খণ** (৪)।

লক্‌খণ পাঠক (বিণ, পুং) লক্ষণপাঠক, যেই ব্যক্তি লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দক্ষ, দৈবজ্ঞ, ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্ঞানী। ⟹ **পাঠক**।

লক্‌খণমন্ত (ক্লী) লক্ষণবিজ্ঞান, মানুষের লক্ষণের অথবা শরীরস্থ চিহ্নের গুপ্ততত্ত্ব বা বিজ্ঞান। কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় **"লক্‌খণানি চ বেদা চ"** দ্বন্দ্বস্বরূপ ইহার গ্রহণে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

লক্‌খণরস (পুং) সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় রস, লক্ষণস্বরূপ আবশ্যকীয় বিষয় বা বস্তু, অত্যাবশ্যক গুণ। ⟹ **লক্‌খণ** (৪), **রস** (৭)।

লক্‌খণসম্পত্তি (স্ত্রী) লক্ষণসম্পত্তি, লক্ষণ বা চিহ্নস্বরূপ সম্পত্তি, লক্ষণগুণ, লক্ষণে শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ যেই লক্ষণ বা চিহ্ন মানুষের সৌভাগ্য সূচিত করে।

লক্‌খণসম্পন্ন (বিণ) লক্ষণসম্পন্ন, শুভচিহ্নযুক্ত, শুভলক্ষণ দ্বারা ভূষিত।

লক্‌খণসুত্তন্ত ⟹ **লক্‌খণ** (২খ)।

লক্‌খণাহত (বিণ) জ্বলন্ত বা তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নকৃত, (কলঙ্কের অথবা শাস্তির) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। ⟹ **লক্‌খণ** (২ক)।

লক্‌খযোগ্‌গা—শরাদি দ্বারা লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করিবার অভ্যাস অর্থাৎ বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ, শরত্যাগ, শিকার, মৃগয়া। ⟹ **লক্‌খ** (২)।

লক্‌খিক (বিণ) লক্ষ্মীবান, অনুকূল, আশাপ্রদ, সৌভাগ্যের অনুকূল, শুভ, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, ভাবী শুভাশুভ চিহ্ন-সম্বন্ধীয়।

লক্‌খিত (বিণ) লক্ষিত, দৃষ্ট, জ্ঞাত, উপদিষ্ট, চিহ্নিত, অঙ্কিত, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত, অনুমিত, অনুভূত, আলোচিত। = **অতিলক্‌খিত**। ⟹ **লক্‌খেতি**।

লক্‌খিয (বিণ) = **লক্‌খিক**। ⟹ **লক্‌খিক**।

লক্‌খী (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মী, রাজশ্রী, শোভা, অদৃষ্ট, ভাগ্য, সৌভাগ্য, দৈব, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, নিয়তি, কৃতকার্যতা, ইষ্টসিদ্ধি, সাফল্য, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, যে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছে, যে বিষয়ে সাফল্য লাভ করা হইয়াছে, জয়, ব্যক্তিগত উন্নতি, ব্যক্তিগত মঙ্গল বা শুভ। (যৌগিকে) **সিরীলক্‌খী**। জাতক বর্ণনায় যথাক্রমে "**পরিবার সম্পত্তি**" এবং "**পঞ্‌ঞা**"। জাতকে অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**সিরী পি পুঞ্‌ঞম্পি পঞ্‌ঞা পি**"। ২ প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, কর্মক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব, শাসন, প্রভাব, বল, কার্যকরণ শক্তি, প্রতিপত্তি, বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি। (দাঠাবংসে) **রজ্জলক্‌খী**। ৩ সাফল্য, উন্নতি, সৌভাগ্য। (দাঠাবংসে) **লক্‌খীনিধান অনুরাধাপুর**।

লক্‌খেতি (ক্রি) [√লক্‌খ+এ] লক্ষ্য করা, দেখা, মনোযোগ করা, বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া, বিশেষরূপে লক্ষ্য করা, চিহ্নিত করা, দাগ দেওয়া, অঙ্কিত করা, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, (লোক দৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, বিশেষগুণ দ্বারা বর্ণনা করা, প্রভেদ করা। (তুলনীয়) **উপলক্‌খেতি**। (অতীত) **লক্‌খেসি**। (অ-বিণ) **লক্‌খিত**। (ক্রি-বি) **লক্‌খেত্বা**।

লগতি (ক্রি) লাগিয়া থাকা, লাগিয়া যাওয়া, দৃঢ় সংলগ্ন হওয়া, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, ঘনিষ্ঠ করা বা হওয়া, একনিষ্ঠ করা বা হওয়া, অধ্যবসায়ের সহিত গভীরভাবে লাগিয়া থাকা, দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা, দৃঢ়রূপে রক্ষা করা, উঁচুতে লাগানো বা আটকানো, ঝুলিয়া থাকা, (ছবি প্রভৃতি দেয়ালে) টাঙ্গাইয়া রাখা, আটকাইয়া যাওয়া, আটকাইয়া থাকা। = **লগ্‌গতি**। ⟹ **অভিসজ্জতি**, **আলগ্‌গেতি**। (অতীত) **লগ্‌গি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **তীরে লগ্‌গি**। (অ-বিণ) **লগ্‌গ**, **লগ্‌গিত**। (ব-বিণ) **লগ্‌গমান**। (ক্রি-বি) **লগ্‌গিত্বা**; (শুদ্ধপাঠ) **লগ্‌গেত্বা**—লাগাইয়া দিয়া। (করণে) **লগ্‌গেতি**, **লগ্‌গাপেতি**।

লগন (ক্লী) ১ সংলগ্নকরণ, লাগিয়া থাকা, সংলগ্নতা, আটকানো, দৃঢ় অনুরাগ, আনুরক্তি, লাগিয়া থাকার অবস্থা, দৃঢ় সমর্থন, আঠালোকরণ, আঠা সংযুক্ত করিয়া লাগানো, লাগানো। = **লগ্‌গন**, **সঙ্গ**। (তুল্যার্থবাচক শব্দ) **বন্ধন**, **পলিবোধ**। (তুলনীয়) **নিস্‌সিত**। ⟹ **অভিলেপন**। ২ চতুর্দিকে নিক্ষেপকরণ, চারিদিকে ঝুলাইয়া বা লটকাইয়া রাখা, দৃঢ়করণ, ঘনিষ্ঠ বা একনিষ্ঠ করণ। = **লগ্‌গন**।

লগুল্‌ (পুং) লগুড়, লাঠি, ঠেঙ্গা, লৌহময় মুদগর, গদা, মুগুর, যষ্টি। বিবিধ বর্ণনায় "**অসি, সত্তি, ভেণ্ডি, পাসাণ**, প্রভৃতির ন্যায় মারণ বা বধের অস্ত্রবিশেষ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কোদণ্ড-লগুল্‌-মুগ্‌গর**; (অন্যত্র) **কিলেস লগুড়**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লগুল্‌-অভিঘাত**।

লগ্‌গ (বিণ) লগ্ন, সংযুক্ত, সংলগ্ন, যুক্ত, জুড়িয়া দিবার মতো আঠালো, লাগিয়া আছে এরূপ, বিঁধিয়া আছে এরূপ, আসক্ত, অনুরক্ত, আবদ্ধ, রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, ধনমদে মত্ত, মন্থরকৃত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লগ্‌গংদিস্বা মহিং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লগ্‌গমানস** (তুলনীয়) **ওলগ্‌গ**। ⟹ **লগতি**, **লগ্‌গতি**।

লগ্‌গতি (ক্রি) (√লগ + অ) আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া, সংলগ্ন করা, সংযুক্ত করা, আটকানো, অনুরক্ত হওয়া, সংযুক্ত থাকা, দৃঢ় সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া থাকা, লাগিয়া যাওয়া, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, ঝুলিয়া থাকা, লটকাইয়া থাকা। = **লগতি**। (অতীত) **লগ্‌গি**। (অ-বিণ) **লগ্‌গিত**।

লগ্‌গন (ক্লী) সংলগ্ন করণ, লাগিয়া থাকার অবস্থা, আঠালো করণ, আঠা সংযুক্ত করিয়া লাগানো, লাগানো, লটকানো অবস্থা, সংলগ্নতা, লাগিয়া থাকন, আসক্তি, যোগ, সংযোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, ঝুলন অবস্থা। = **লগন**। ⟹ **অভিলেপন**।

লগ্‌গনক—জাহাজের নঙ্গর। = **লকনক**।

লগ্‌গাপন (ক্লী) আঠা দিয়া লাগানো, আবদ্ধ করানো, আটক করানো, বাধা প্রদান, বিঘ্ন করানো, প্রতিরোধ করানো। ⟹ **লগ্‌গাপেতি**।

লগ্‌গাপেতি (ক্রি) বন্ধ করিবার কারণ করা, বন্ধ করানো, লাগাইয়া রাখানো, বিঁধিয়া রাখানো, (আঠায়) জুড়িয়া রাখানো বা জোড়া দেওয়াইয়া রাখানো, রোধ করা, বন্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, আটকাইয়া রাখা। (মহাবংসে) **কলাপং লগ্‌গাপেতি**। ⟹ **লগতি**, **লগ্‌গতি**।

লগ্‌গিক (বিণ) আবদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ, প্রতিরোধকৃত, রুদ্ধ,

বন্ধ, আঠা দিয়া লাগানো, সংলগ্ন, আসক্ত, অনুরক্ত, যুক্ত, সংযুক্ত, ঝুলানো, আটকানো, দৃঢ়সংলগ্ন, লাগাইয়া দেওয়া বা রাখা হইয়াছে এরূপ, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত। (তুল্যার্থবাচক শব্দ) **লগ্গ, লগ্গিক, পলিবুদ্ধ।** (চূল্লনিদ্দেস)। (তুলনীয়) **নিস্সিত।** ⟹ **লগতি, লগ্গতি, লগ্গেতি।**

লগ্গেতি (ক্রি) (√লুগ + এ) লাগাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া রাখা, আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া, ধরিয়া রাখা, অধ্যবসায়ের সহিত লাগাইয়া রাখা, বন্ধ করা, সংযুক্ত করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, সমান ফল করা, দৃঢ় করা, লাগিয়া থাকা, সংলগ্ন করা, আঠা দিয়া জোড়া দিয়া রাখা, সংবদ্ধ করা, ঝুলাইয়া রাখা, আটকাইয়া রাখা, লটকাইয়া রাখা। (মহাবংস) **সুত্তঞ্চ তেসং হত্থেসু লগ্গেত্বা।** ⟹ **লগতি, লগ্গতি।** (অতীত) **লগ্গেসি।** (অ-বিণ) **লগ্গিত।** (ক্রি-বি) **লগ্গেত্বা।**

লগ্গেত্বা (ক্রি-বি) লাগাইয়া দিয়া, ঝুলাইয়া দিয়া। ⟹ **লগতি, লগ্গতি।**

লঘিম—এই শব্দটি খুদ্দকপাঠ অর্থকথার বিশেষ ভাষায় "**অণিম-লঘিম-আদিকং**" এতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই শব্দের পাঠ ও অর্থ সন্দেহপূর্ণ। ইহার সমার্থবাচক শব্দ বিশুদ্ধিমার্গে ভিন্নরূপ বানানে দৃষ্ট হয়, যেমন—**লঙ্ঘিম।**

লঙ্কার = **লকার।** ⟹ **লকার।**

লঙ্কালোক ⟹ **লোক** (৩ ক)।

লঙ্গী (স্ত্রী) অর্গল, বল্টু, হুড়কা, প্রতিবন্ধক, বাধা, উন্নতির অন্তরায়। মধ্যম নিকায়ে রূপকভাবে ইহাকে "**অবিজ্জা**" সম্বন্ধে ব্যবহার করা হইয়াছে।

লঙ্গুল (ক্লী) লাঙ্গুল, লেজ, পুচ্ছ। (মহাবংস) **লাড়েন্তো লাঙ্গুলং।** ⟹ **নঙ্গুল, লদ্ধতি** (=**নদ্ধতি**)।

লঙ্ঘক (বিণ, পুং) লঙ্ঘনকারী, অতিক্রমকারী, লম্ফনকারী, উল্লম্ফনকারী, যেই ব্যক্তি গড়াইয়া গড়াইয়া পড়ে, বাজিকর, দড়াবাজিকর।

লঙ্ঘতি (ক্রি) (√লঘ + ং + অ) ১ লম্ফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া চলা, লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, লম্ফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফাইয়া পার হওয়া, পদক্ষেপ করা, পা ফেলা, এক পায়ে ভার করিয়া লাফ দেওয়া, (জন্তু সম্বন্ধে) সমস্ত পায়ে লাফ মারা, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা, নৃত্য করা, চলা, হাঁটা, ধীরে ধীরে চলা, স্থাপন করা, খাড়া করা। (জাতক) **লঙ্ঘমানো যাতি।** ২ হালকা করা, ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক বা তীর ছোঁড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা, লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, অপরাধী হওয়া, পাপ করা, উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা, উপহাস করা। (তুলনীয়) **অতিলঙ্ঘতি, উল্লঙ্ঘতি।** (অতীত) **লঙ্ঘি।** (ক্রি-বি) **লঙ্ঘিত্বা।** (করণে) **লঙ্ঘেতি, লঙ্ঘাপেতি।**

লঙ্ঘন (ক্লী) লঙ্ঘন, অতিক্রম, অতিবাহন, লাফানো, অন্যথাচরণ, এক পায়ে ভার করিয়া লম্ফ প্রদান, নৃত্য, লম্ফন, লম্ফ, উল্লম্ফন। (তুলনীয়) **উল্লঙ্ঘনা, ওলঙ্ঘনা।**

লঙ্ঘনটক (বিণ, পুং) যেই ব্যক্তি গড়াইয়া গড়াইয়া পড়ে, বাজিকর, দড়াবাজিকর, যেই ব্যক্তি লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, লাফাইয়া চলে এমন, লম্ফনকারী, অতিক্রমকারী, উল্লম্ফনকারী, নৃত্যকারী।

লঙ্ঘমযা (বিণ, বহুবচন) লম্ফন উল্লম্ফনকারী অর্থাৎ হরিণ, হরিণের ন্যায় লম্ফন করে এমন। জাতক অর্থকথায় ইহার পাঠ হইয়াছে "**লঙ্ঘিমযা**" (হরিণের ন্যায়-লম্ফনকারী?) এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**নানা রতনমযা**" (সর্বাংশে বিভিন্ন রত্ন দ্বারা নির্মিত অর্থাৎ অদ্ভুত)।

লঙ্ঘাপন (ক্লী) লম্ফন, অতিক্রম করণ, উল্লম্ফন করণ, লম্ফন করণ, উত্তোলন করণ, উন্নত করণ, পদোন্নতি করণ, সতেজ বা বলবৎ করণ, উত্তেজিত করণ, পরিমাণ করণ, মূল্য বৃদ্ধি করণ, সংগঠন করণ, সঙ্ঘবদ্ধ করণ, সংগ্রহ করণ, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করণ, স্ফীত করণ, শক্তি বৃদ্ধি করণ, তোলন, উৎপাদন করণ, জাগ্রত করণ, খাড়া করণ, নির্মাণ করণ।

লঙ্ঘাপেতি (ক্রি) লম্ফ বা উল্লম্ফনের কারণ করা। ⟹ **লঙ্ঘতি।**

লঙ্ঘি (পুং, স্ত্রী) ১ এক জাতীয় মৃগ (?)। ২ লম্ফনকারী ব্যক্তি বা জীব, দ্বারের গোবরাট, চৌকাঠের তলার কাঠ, প্রবেশ পথ, দ্বার, প্রারম্ভ, মাথা গলানো জামাবিশেষ। এই অর্থ কিন্তু সন্দেহপূর্ণ এবং জাতকের মৌলিক বিশেষ ভাষায় আছে "**লঙ্ঘী পিতামহা**" অর্থাৎ যাহার পিতামহ মৃগ ছিল অথবা লম্ফনকারী ছিল (?); ইহা বক বা সারসের প্রতি অপমানজনক ব্যবহারে ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতক অর্থকথায় উদ্ধৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**লঙ্ঘী বুচ্চতি আকাসে লঙ্ঘনতো মেঘো**" অর্থাৎ আকাশে বা শূন্য স্থানে লম্ফ প্রদান করে বলিয়া লম্ফনকারী মৃগকে মেঘ বলা হয়; "**বলাকা চ নাম মেঘ-সদ্দেন গব্ভং গণ্হন্তী'তি**" অর্থাৎ বক বা সারস জাতীয় পক্ষী মেঘের শব্দে গর্ভবতী হয়; **মেঘসদ্দো বলাকানং পিতামেঘো পিতামহো'তি**" অর্থাৎ মেঘের শব্দ বকপক্ষীদের পিতা এবং মেঘ উহাদের পিতামহ।

লঙ্ঘিকা (বিণ, স্ত্রী) লঙ্ঘনকারিণী, লম্ফনকারিণী, উল্লম্ফনকারিণী। (বিনয়) **নটকা লঙ্ঘিকা; সোকজ্ঝাযিকা, লঙ্ঘিকা।** = **লঙ্ঘক।**

লঙ্ঘিত (বিণ) লঙ্ঘিত, অতিক্রান্ত, লম্ফ দিয়া অতিক্রান্ত,

লাফ দিয়া পার হইয়াছে এমন, অমান্যকৃত। ⟹ **লঙ্ঘেতি।**

লঙ্ঘিম = **লঘিম।** ⟹ **লঘিম।**

লঙ্ঘিমযা = **লঙ্ঘমযা।** ⟹ **লঙ্ঘমযা।**

লঙ্ঘিযো = **লম্ঘমযা।** ⟹ **লঙ্ঘমযা।**

লঙ্ঘী (পুং, স্ত্রী) = **লঙ্ঘি।** ⟹ **লঙ্ঘি।**

লঙ্ঘী পিতামহা ⟹ **লঙ্ঘি।**

লঙ্ঘেতি (ক্রি) (√লঘ + ং + এ) লম্ফ দেওয়া, লাফ দেওয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, লম্ফ দিয়া অতিক্রম করা। = **লঙ্ঘতি।** (জাতক) **বতিং লঙ্ঘেতি।** (থেরীগাথা) **মেরুং লঙ্ঘেতুং ইচ্ছসি।** (তুলনীয়) **ওলঙ্ঘেতি।** ⟹ **লঙ্ঘতি।** (অতীত) **লঙ্ঘেসি।** (অ-বিণ) **লঙ্ঘিত।** (ক্রি-বি) **লঙ্ঘযিত্বা, লঙ্ঘেত্বা,** (পদ্যে) **লঙ্ঘযিত্বান;** = **অত্তানং লঙ্ঘিত্বা** (জাতক অর্থকথা); (মহাবংস) **পাকারং লঙ্ঘযিত্বা।** (তুম্) **লঙ্ঘেতুং।**

লচ্ছতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) লাভ করিবে, প্রাপ্ত হইবে, পাইবে। = **লভিস্সতি** (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া)। ⟹ **লভতি।**

লজ্জতি (ক্রি) (√লজ্জ + অ) ১ লজ্জিত হওয়া, লজ্জা পাওয়া, অপ্রস্তুত হওয়া, লজ্জাশীল বা লাজুক হওয়া, শিষ্ট হওয়া, মুখচোরা হওয়া, কুনো হওয়া। পেতবত্থু অর্থকথায় এই শব্দটি "**হয়াযতি**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।(অতীত) **লজ্জি।**(অ-বিণ) **লজ্জিত।** (ব-বিণ) **লজ্জন্ত, লজ্জমান, লজ্জিতায।**(ভবিষ্যতে) **লজ্জিস্সতি।** (ভ-বিণ) **লজ্জিতব্ব।** (ক্রি-বি) **লজ্জিত্বা।** (তুম্) **লজ্জিতুং।** (করণে) **লজ্জাপেতি।** ২ শ্রদ্ধা করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, দৃষ্টি দেওয়া, যত্ন লওয়া, বিবেচনা করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, সম্মান করা।

লজ্জন (ক্লী) লাজ, লজ্জিত অবস্থা, লজ্জিত স্বভাব।

লজ্জনক (ক্লী) লজ্জার কারণ করণ, অবনত করণ, লজ্জিত করণ। (বিণ) লজ্জাজনক, অবমাননাকর, অবনমিত, অবনত, হীনাবস্থ, লজ্জাকর, লজ্জা উৎপাদক, যাহাতে লজ্জা হয় এমন, মুখচোরা।

লজ্জব (ক্লী) লজ্জাশীলতা, লাজুকতা, মুখচোরা অবস্থা। ধর্মসঙ্গণীতে এই শব্দের পরিবর্তে "**মদ্দব**" ব্যবহার করা হইয়াছে।

লজ্জা (স্ত্রী) লজ্জা, শরম, অপমান, অবজ্ঞা, লজ্জার কারণ, শরীরের গোপনীয় অংশ, বিনয়, শিষ্টতা, ভদ্রতা, শালীনতা, সচ্চরিত্রতা, পবিত্রতা, সংযম, লাজুকতা, মুখচোরা অবস্থা, কুনো অবস্থা, লাজ, ব্রীড়া, সম্ভ্রমনাশ, শ্লীলতাহানি। (করণ কারকে) **লজ্জায।** (তুলনীয়) **নিল্লজ্জ।**

লজ্জাপন (ক্লী) লজ্জিত করণ, লজ্জায় ফেলা, শরম দেওয়া।

লজ্জাপনিকা (স্ত্রী) লজ্জিত করণ, লজ্জায় ফেলা, অপমানিত করণ, হীনকরণ। (জাতক) **কুললজ্জাপনিকা**—বংশের অপমান করণ, বংশের অমর্যাদা করণ।

লজ্জাপেতি (ক্রি) লজ্জিত করা, লজ্জা দেওয়া, লজ্জিত হওয়ার কারণ করা, লজ্জায় মুখ আরক্তিম করা, লজ্জা দিয়া গণ্ডদেশ রক্তিমবর্ণ করা। ⟹ **লজ্জতি।** (অতীত) **লজ্জাপেসি।** (অ-বিণ) **লজ্জাপিত।**

লজ্জায (ক্রি-বিণ) লজ্জায়, লজ্জার দরুণ, লজ্জার জন্য, লজ্জা দ্বারা, লজ্জার বাহিরে, লজ্জার ভিতর হইতে, লজ্জা হইতে। ⟹ **লজ্জা।**

লজ্জিত (বিণ) লজ্জিত, লজ্জাযুক্ত, লাজুক, কুনো, মুখচোরা। ⟹ **লজ্জতি।**

লজ্জিতব্ব (ভ-বিণ) লজ্জিত হওয়া উচিত, লজ্জার যোগ্য। ⟹ **লজ্জতি।** (ক্লী) যদ্দ্বারা লজ্জিত হইতে হয়, লজ্জাজনক কোন কিছু, লজ্জাকর কোন কার্য।

লজ্জিতব্বক (ক্লী) লজ্জিত হইবার বিষয়, লজ্জার কারণ, লজ্জা, অপমান। (বিণ) লজ্জার যোগ্য, লজ্জিত হওয়ার যোগ্য, লজ্জিত হওয়া উচিত।

লজ্জিতা (স্ত্রী) লজ্জিতা, লাজুকতা, কুনো অবস্থা।

লজ্জিধম্ম = **লজ্জিনধম্ম।** ⟹ **লজ্জিনধম্ম।**

লজ্জিন (বিণ) লজ্জাশীল, লাজুক, লজ্জাবান, লজ্জা অনুভবকারী, শিষ্ট, বিনীত, পরিমিত, ন্যায়বান, ধর্মভীরু, বিবেকী, ভীত, দুঃখিত, ভীরু, মুখচোরা, কুনো, ভীরুতা প্রকাশক, লজ্জা প্রকাশক, (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায়) যাহার "**হিরি**" এবং "**ওত্তপ্প**" আছে এমন, (পেতবত্থু বর্ণনামতে) যেই ব্যক্তি পাপের ভয়ে ভীত। (বহুবচনে) **লজ্জিনো।**

লজ্জিনধম্ম (পুং) লজ্জানুভব, বিনয়, লজ্জা, শিষ্টতা, ভদ্রতা, শালীনতা, সচ্চরিত্রতা, পবিত্রতা, সংযম।

লজ্জী (বিণ) = **লজ্জিন।** ⟹ **লজ্জিন।**

লঞ্চ (পুং) উৎকোচ, ঘুষ, প্রলোভন, দান, নজর, উপহার। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লঞ্চং অদাসি।**

লঞ্চক—এই শব্দটি কদাচিৎ নেত্তিতে দৃষ্ট হয়, বোধ হয় "**লঞ্জক**" শব্দের পরিবর্তে লেখা হইয়াছে এবং অনুবাদ করা হইয়াছে,—"জ্ঞাতকরণ বা জানানো", অর্থাৎ ব্যাখ্যা, প্রদর্শনী, আবরণোম্মোচন, ব্যাখ্যা পুস্তক (তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ—লঞ্জ "জ্ঞাপন করা বা প্রকাশ করা" অর্থে)। মিলিন্দ প্রশ্নে যৌগিক শব্দে—**সংযুত্ত-নিকায-বর-লঞ্চক**(Rhys. Davids. ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "অতি চমৎকার"); **মজ্ঝিমনিকায বরলঞ্চক;**

একুত্তর-নিকায-বর-লঞ্চক। নেত্তিতে যৌগিক শব্দে—**নযলঞ্জক**। Trencxner-এর মিলিন্দ প্রশ্নের অনুবাদে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে,—"(মানবগণের জন্য) চমৎকার দান"।

লঞ্চখাদক (বিণ, পুং) ঘুষখোর, যে ব্যক্তি উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করে।

লঞ্চগহিত (বিণ) ঘুষপ্রাপ্ত, উপহার প্রাপ্ত, প্রলোভন পাইয়াছে এমন, নজর লইয়াছে এমন।

লঞ্চগ্গহিত = **লঞ্চগহিত**। ⟹ **লঞ্চগহিত**।

লঞ্চগ্গাহ (বিণ) উৎকোচ বা ঘুষ লয় এমন, নজর লয় এমন, উপহার গ্রহণ করে এমন।

লঞ্চদণ্ডক (ক্লী) উপহার স্বরূপ প্রদত্ত লাঠি। (জাতক) **বোলঞ্জনক লঞ্চদণ্ডক**।

লঞ্চদান (ক্লী) ঘুষ দান, উৎকোচ প্রদান, উপহার দান বা গ্রহণ।

লঞ্চন—এই শব্দটি দ্বীপবংসে "**কারাপেসি তিলঞ্চনং**" শব্দে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অর্থ স্পষ্ট নহে। আমরা এই শব্দটিকে "**লঞ্ছনং**" অথবা "**লঞ্ছকং**" শব্দরূপে শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিব। Oldenberg-এর অনুবাদে এই শব্দটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং মন্তব্য করা হইয়াছে:— মহাবংসের এই পাঠটি সম্ভবত তিনটি "**পুপ্ফযান**" সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু Geiger-এ পাঠ করা হইয়াছে "**পুপ্ফাধানানি তীনি**" (অর্থাৎ পুষ্পপূজার জন্য তিনটি উঁচু পাথরের বেদী)। Rhys. Davids. বলেন,—এই "**তিলঞ্চনং**" শব্দের ব্যাখ্যা করা অথবা সংশোধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না।

লঞ্চবিত্তক (বিণ, পুং) যেই ব্যক্তি উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করিয়া ধন লাভ করিয়াছে, ঘুষের ধনে ধনী।

লঞ্চেতি (ক্রি) = **লাঞ্জেতি**। ⟹ **লাঞ্জেতি**। ⟹ **লঞ্ছেতি**, **লঞ্জেতি**। (অ-বিণ) **লঞ্চিত্বা**, **লঞ্ছেত্বা**, **লঞ্জেত্বা**।

লঞ্ছ (পুং) লাঞ্ছন, চিহ্ন, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ, নিদর্শন, লক্ষণ, অঙ্কিত বস্তু, গ্রন্থাদিতে মুদ্রিত প্রকাশকের ও মুদ্রকের নাম, দাগ, ছাপ। ⟹ **লঞ্ছন**।

লঞ্ছক (বিণ, পুং) যেই ব্যক্তি চিহ্নিত করে বা ছাপ মারে, যেই ব্যক্তি মুদ্রাঙ্কিত বা মোহরাঙ্কিত করে। (জাতক অর্থকথায়) **লকখণ কারক; তিলঞ্ছক; নিল্লঞ্ছক**। (তুলনীয়) **লঞ্চন** (তিলঞ্চন)। ⟹ **নিলঞ্ছক**।

লঞ্ছতি (ক্রি) (√লঞ্ছ + অ) সজোরে পদাঘাত করা, মোহর করা, মোহরাঙ্কিত করা, মুদ্রাঙ্কিত করা, টিকিট লাগানো, মুদ্রা প্রস্তুত করা, গঠন করা, গালা মোহর করা, মোহর দ্বারা চিহ্নিত করা, দৃঢ় করা, মঞ্জুর করা, সমর্থন করা, নিরাপদে রাখা, গুপ্ত রাখা, (ভাগ্য) নির্ণয় করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সাসনং রাজ-মুদ্দায লঞ্ছন্তো**। (অতীত) **লঞ্ছি**। (অ-বিণ) **লঞ্ছিত**। (ক্রি-বি) **লঞ্ছিত্বা**, **লঞ্ছেত্বা**। (করণে) **লঞ্চেতি**, **লঞ্ছেতি**, **লঞ্ছাপেতি**; (তুলনীয়) **নিল্লঞ্ছেতি**।

লঞ্ছন (ক্লী) ১ লাঞ্ছন, কলঙ্ক, চিহ্ন, ধ্বজ, নাম, উপাধি, ভূমিতে সবল পদাঘাত, মুদ্রাযন্ত্র, মোহর, মুদ্রিত চিহ্ন, ছাপ, আকার, ধরন, গঠন, ছাঁচ, স্বভাব, টিকিট, স্ট্যাম্প, দলিলাদির কাগজ, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ, নিদর্শন, লক্ষণ, অঙ্কিত বস্তু, গ্রন্থাদিতে মুদ্রিত প্রকাশকের ও মুদ্রকের নাম, দাগ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সসলঞ্ছন**। (দাঠাবংস) **পদলঞ্ছন**। ২ খোদিত সিল, সিলমোহর, নামাদির মোহর, মোহর, মুদ্রিত লাক্ষাদি, যাহা দৃঢ় করে অথবা প্রমাণ করে, নিশ্চয়তা, মঞ্জুর, (পত্রাদিতে মারিবার) সিলমোহর। (তুলনীয়) **লঞ্চন**।

লঞ্ছাপেতি (ক্রি) চিহ্নিত করা বা করানো, দাগ দেওয়া, সিলমোহর মারা, (রাজার আদেশযুক্ত) সিলমোহর করা। (বিশুদ্ধিমার্গে ইংরেজি অনুবাদ অনুসারে) এই আদেশে কি তাঁহার (রাজার) সিলমোহর করা হইয়াছিল? ⟹ **লঞ্ছতি**।

লঞ্ছিত (বিণ) লাঞ্ছিত, কলঙ্কিত, চিহ্নিত, ধ্বজযুক্ত, নামযুক্ত, অপদস্থ, উৎপীড়িত, তিরস্কৃত, অপমানিত, অবমানিত, সিলমোহরকৃত। (জাতক) **পিহিত লঞ্ছিত বা লোহচাতিযো**। ⟹ **লঞ্ছতি**।

লঞ্ছেতি (ক্রি) (√লঞ্ছ + এ) ১ সিল করা, সিলমোহর করা, মোহর করা, গালা মোহর করা, মোহর দ্বারা চিহ্নিত করা, দৃঢ় করা, মঞ্জুর করা, সমর্থন করা, নিরাপদে রাখা, গুপ্ত রাখা, (ভাগ্য) নির্ণয় করা (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রাজ-মুদ্দিকায় লঞ্ছেতি**। ২ চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা, চর্বি দ্বারা ময়লা করা, রঙ করা, রঞ্জিত করা, চিত্রিত করা, বর্ণনা করা, চিত্রকার্য করা, চিত্র করা, মুখে রঙ দেওয়া, মুখ রঞ্জিত করা, চিহ্নিত করা, দাগ দেওয়া, অঙ্কিত করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ করা, বিশেষভাবে মনোযোগ করা, বিশেষরূপে লক্ষ্য করা। (বিনয়) **মুখং লঞ্ছেতি**। (তুলনীয়) **নিল্লঞ্ছেতি**। ⟹ **নিল্লঞ্ছেতি**। (অতীত) **লঞ্ছেসি**। (ক্রি-বি) **লঞ্ছেত্বা**; জাতকে ইহার বানান দৃষ্ট হয় "**লঞ্জেত্বা**"।

লঞ্জক—এই শব্দটি দ্বীপবংসে দৃষ্ট হয় "**দ্বীপলঞ্জক**" (অর্থাৎ দ্বীপের ইতিহাস) শব্দে। Oldenberg-এ ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে "**লঙ্কাদ্বীপ**"। ⟹ **লঞ্চক**।

লঞ্জেতি (ক্রি) = **লঞ্ছেতি**। ⟹ **লঞ্ছেতি**। = **বলঞ্জেতি**, **লঞ্চেতি**। (ক্রি-বি) **লঞ্জেত্বা**।

লটুকিকা (স্ত্রী) একজাতীয় ভারতীয় পক্ষীবিশেষ অর্থাৎ তিত্তির পক্ষী। (মধ্যম নিকায়) **লটুকিকা সকুণিকা**।

লট্‌ঠক (বিণ) সুন্দর, শুভ, কমনীয়, মনোহর, শুভ লক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়।

লট্‌ঠি (স্ত্রী) ১ লাঠি, যষ্টি, অবলম্বনের খোঁটা, ছড়ি, ধরিবার জন্য দীর্ঘদণ্ড, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছড়ি, গাছের সরু ডাল, ছড়ির মত দেখিতে কোন জিনিস। (দীর্ঘনিকায়) **পতোদ লট্‌ঠি**—অঙ্কুশদণ্ড। (জাতক) **লট্‌ঠিহত = লট্‌ঠিয়া হত** (জাতক অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উচ্ছুলট্‌ঠি**। ২ চারাগাছ, ছোট ছোট গাছ, চারা গাছের অঙ্কুর বা পল্লব অথবা মঞ্জরী, প্ররোহ, প্রশাখা। (থেরগাথা অর্থকথা) **অঙ্গলট্‌ঠি**। (থেরীগাথা) **দালিক লট্‌ঠি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বেড়ুব লট্‌ঠি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সললট্‌ঠি**।

লট্‌ঠিকা (স্ত্রী) ১ চারাগাছ, ছোট ছোট গাছ। = **লট্‌ঠি** (২)। ২ কোন স্থানের নামবিশেষ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অম্বলট্‌ঠিকা**।

লট্‌ঠি মধু (ক্লী) "বেতের মধু" অর্থাৎ যষ্টিমধু, মিষ্ট মূলবিশেষ। = **মধু লট্‌ঠিকা**।

লট্‌ঠি মধুক (ক্লী) = **লট্‌ঠি মধু**। ⟹ **লট্‌ঠি মধু**।

লট্‌ঠি মধুক বন—যষ্টিমধু গাছের বন। ⟹ **মধুলট্‌ঠিকা, লট্‌ঠি মধু**।

লট্‌ঠিযা হত (বিণ) লাঠির আঘাতে মৃত। ⟹ **লট্‌ঠি** (১)।

লট্‌ঠি বন—যষ্টি বা লাঠির বন, কোন একটি স্থানের নামবিশেষ।

লট্‌ঠি হত (বিণ) = **লট্‌ঠিযা হত**। ⟹ **লট্‌ঠিযা হত**।

লণ্ড (পুং, ক্লী) বিষ্ঠা, মল, গোবর, পশুর বিষ্ঠা, ময়লা। (জাতক) **হত্থিলণ্ড**—হস্তির বিষ্ঠা বা মল। (তুলনীয়) **লণ্ডিকা**।

লণ্ডসাধন (ক্লী) গোবর বৃদ্ধি করণ, (জমিতে) সার বৃদ্ধি করণ। ⟹ **সাধন**(৩)।

লণ্ডিকা (স্ত্রী) = **লণ্ড**। ⟹ **লণ্ড**। (জাতক) **অজ লণ্ডিকা**।

লতা (স্ত্রী) ১ লতা, লতিকা, ব্রততী, লতা জাতীয় গাছ, লতানিয়া গাছ, শাখা, শাখা রহিত, মৃদু বল্লী, সূত্র, নারী, লম্বা বা সরু গাছ। = **বল্লী**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) মালু বা লতা। (বিমানবত্থু) **কোসাতকি লতা**। (জাতক) **রুক্খ লতা**। (সম্ভবত এখানে ইহার উত্তম অর্থ হইবে "বৃক্ষ ডাল")। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লতাপসাধন**। (বিমানবত্থু-অর্থকথা) **কপ্পলতা**—কল্পতরুর ন্যায় লতা গাছ। বিশুদ্ধমার্গে কতকগুলি লতাজাতীয় গাছের নাম দেওয়া হইয়াছে, যেমন—**লাবু, কুম্ভতি, সাম, কাড়বল্লী, পূতিলতা**। ২ (চরিত্রে) জমি হইতে ভিন্ন রঙের লম্বা লম্বা ডোরা, রেখা, সামান্য অংশ বা আঁচ অথবা আভাস, আকস্মিক চঞ্চল দীপ্তি বা আলোকচ্ছটা, মুহূর্ত, আকস্মিক প্রকাশ, আড়ম্বর। (জাতক) **বিজ্জুল-লতা**।

লতাকম্ম (ক্লী) লতাকর্ম, লতা ইত্যাদি অঙ্কন বা খোদনের কার্য, সূচি কর্মে অথবা রঙ ইত্যাদি দ্বারা লতা অঙ্কনের কার্য। (বিনয়) **মালাকম্ম লতাকম্ম**। ⟹ **কম্ম** (১)।

লতাগচ্ছ—লতাগুল্ম, লতাজাতীয় গাছ গাছড়া।

লতাতন্ত = অলকন্দ। ⟹ **অলকন্দ**। = **কলম্ব, বিড়ালী** (১)।

লতাপসাধন—মেয়েদের প্রিয় অলঙ্কার স্বরূপ কণ্ঠহার। = **মহালতা পসাধন**। ⟹ **লতা** (১)।

লদ্ধ (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত, গৃহীত, অর্জিত, উপার্জিত, সমাদৃত, অভ্যর্থিত, স্বীকৃত, অন্তর্ভুক্ত, ধৃত, মনোনীত, প্রযুক্ত, ব্যবহৃত, জ্ঞাত, বিবেচিত, বিমোহিত, সম্মত, অধিকারভুক্ত, ভক্ষিত, অধিকৃত, আক্রান্ত, পীত, সম্পাদিত, ধারণাকৃত, অতিক্রান্ত, উদ্ধৃত, ফলপ্রদ। (মহাবংস) **কিঞ্চি লদ্ধং; কঞ্ঞা লদ্ধা**। (তুলনীয়) **উপলদ্ধ, পলদ্ধ**। ⟹ **লভতি, লব্ভতি**।

লদ্ধক (বিণ) মনোহর, মুগ্ধকারী, প্রফুল্ল, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়।

লদ্ধজয (বিণ) জয়ী, বিজয়সূচক।

লদ্ধজীবিক (বিণ) পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে এমন, পুনর্জীবিত, বাঁচিয়া উঠিয়াছে এমন, সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, পুনরায় সতেজ হইয়াছে এরূপ, চৈতন্য সম্পাদিত, জাগরিত, উদ্বোধিত, জীবিত হইয়াছে এরূপ, সঞ্জীবিত।

লদ্ধত্বং (ক্রি-বি) লাভ করিয়া, পাইয়া, প্রাপ্ত হইয়া। ইহার সংশোধিত শব্দ "**উদ্ধত্বা**"। ⟹ **লদ্ধ**।

লদ্ধধিপ্পায (বিণ) ইচ্ছানুরূপ লাভী, আশানুরূপ প্রাপ্ত হয় এমন, যাহা ইচ্ছা করে তাহা পায় এমন।

লদ্ধনাম (বিণ) লব্ধনাম, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, খ্যাতিবান, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, সেই নামে কথিত বা পরিচিত। (থেরগাথা অর্থকথা) **পুথুলোম লদ্ধনামো মচ্ছো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যমলোক লদ্ধনাম পেতলোক; নিরয লদ্ধনাম নরক; কুঞ্জর লদ্ধনাম হত্থী; লদ্ধনামা সূচিকা জিঘচ্ছা; লদ্ধনাম পুরিন্দদ; লদ্ধনামো হিমবন্তো**।

লদ্ধব্ব (ভ-বিণ) প্রাপ্তব্য, পাওয়া উচিত, পাইবার যোগ্য। ⟹ **লভতি**।

লদ্ধভত্ততা (স্ত্রী) অতি সকালে ভোজন, প্রাতরাশ।

লদ্ধভাব (পুং) লাভ করিতেছে অথবা পাইতেছে এরূপ অবস্থা, লাভ করার অথবা প্রাপ্ত হওয়ার অবস্থা।

লদ্ধবোহার (বিণ) তথাকথিত লব্ধ, ঐরূপ লাভ হইয়াছে বলা হয় বটে প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নহে। ⟹ **বোহার**

[২(বিণ)]।

লদ্ধস্‌স (বিণ) (লদ্ধ + অস্‌স) ১ শ্বাস লওয়া হইয়াছে এরূপ। ২ আশ্বাস লব্ধ, প্রবোধিত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, দুঃখমুক্ত। (তুলনীয়) **লদ্ধস্‌সাস**।

লদ্ধস্‌সাদ (বিণ) স্বাদপ্রাপ্ত, সতেজ করা হইয়াছে এরূপ, পুনরায় শীতল করা হইয়াছে এরূপ, ঘটনাদির নির্দেশে স্মরণ করানো হইয়াছে এমন, নূতন করিয়া সরবরাহ করা হইয়াছে এরূপ, দুঃখ হইতে মুক্ত।

লদ্ধস্‌সাস (বিণ) পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করিয়াছে এমন, (মূর্ছা বা অচেতন হইতে) সংজ্ঞা প্রাপ্তির দিকে অথবা শ্বাস গ্রহণের দিকে আসিয়াছে এমন।

লদ্ধা (ক্রি-বি) পাইয়া, প্রাপ্ত হইয়া, লাভ করিয়া। ⟹ **লভতি**।

লদ্ধান = **লদ্ধা**। ⟹ **লদ্ধা**।

লদ্ধি (স্ত্রী) ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাস, দৃষ্টি, দর্শন, দৃষ্টিসীমা, দৃশ্য, নকশা, মত, ধারণা, অভিপ্রায়, মতবাদ, অনুমান, কোনও শিল্প বা বিজ্ঞানের সাধারণ নীতি, (ব্যাখ্যায়) ধর্মবিরোধী বা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টি। ⟹ **দিট্‌ঠি**। (জাতক) **দেবদত্তস্‌স লদ্ধি**। (তুলনীয়) **উপলদ্ধি**।

লদ্ধিক (বিণ) মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ, (মিথ্যা) বিশ্বাসী, কোনও দৃষ্টিপরায়ণ, ধারণার, মতের বা মতবাদের, ধর্মবিরোধী, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, মতান্তর গ্রাহী, (ধর্ম-সম্বন্ধে) মতভেদ-সম্বন্ধীয়। (জাতক) **এবং লদ্ধিক**। (দীপবংস) **পুথুলদ্ধিক**।

লদ্ধুং (তুম্) লইতে, পাইতে, লাভ করিতে। = **লভিতুং** (⟹ **লভতি**)।

লদ্ধুপসম্পদ (বিণ) (লদ্ধ + উপসম্পদ) উপসম্পন্ন, উপসম্পদাপ্রাপ্ত, ভিক্ষুভাব প্রাপ্ত।

লন্ধতি (ক্রি) = **নন্ধতি**। ⟹ **নন্ধতি**। (তুলনীয়) **লঙ্গুল**। ⟹ **পিলন্ধন**।

লপ (বিণ) গল্পপ্রিয়, বাচাল, বৃথা আলাপী, কথাবার্তা বলে এমন, অধিক কথা বলে এমন, গল্প করে এমন, কথা বলে এমন, নিরর্থক কথা বলে এমন, জল্পনা কল্পনাকারী, বহুভাষী, জল্পনাকারী, কিচমিচ শব্দকারী। (পুং) জল্পনাকারী লোক, বাচাল মানুষ, বহুভাষী মানুষ, গল্পকথক, কথক, গল্পের মানুষ, যে ব্যক্তি গোপন কথা বলে।

লপক (বিণ) বিড় বিড় করিয়া কথা বলে এমন, গজগজাইয়া কথা বলে এমন, (দান দেওয়ার জন্য মঙ্গল কামনা করিয়া পবিত্র বাণীর অংশ) একঘেঁয়ে সুরে আবৃত্তিকারী। = **লপক লপক**। (পুং) যেই ব্যক্তি বিড় বিড় করিয়া কথা বলে, যেই ব্যক্তি গজগজাইয়া কথা বলে, যেই ব্যক্তি একঘেয়ে সুরে (পবিত্র বাণীর অংশ) আবৃত্তি করে।

লপক লপক (বিণ) বিড় বিড় করিয়া কথা কথনকারী, গজ গজ করিয়া ভাষণকারী। = **লপ লপ**। ⟹ **লপক** (বিণ)।

লপতি (ক্রি) (√লপ + অ) কথা বলা, কথাবার্তা বলা, বক বক করিয়া বলা, বলা, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, উক্তি করা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, জল্পনা করা, নিরর্থক কথা বলা, বিড় বিড় করিয়া কথা বলা, গজ গজ করিয়া কথা বলা। (তুলনীয়) **উল্লপতি**, **পলপতি**, **সমুল্লপতি**। (অতীত) **লপি**। (অ-বিণ) **লপিত**। (ক্রি-বি) **লপিত্বা**। (তুম্) **লপিতুং**, (পদ্যে) **লপেতরে**। (করণে) **লপেতি**, **লাপেতি**, **লপাপেতি**।

লপন (ক্লী) ১ কথা, ভাষা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, কথোপকথন, গল্পগাছা, গজগজানি, বিড় বিড় করিয়া কথা কথন; (বর্ণনায়) ভিক্ষা দেওয়ার জন্য অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ বা কথন, গ্রাম্য ভাষা, বাচালতা, চটপটে শব্দ বা কথা। ২ মুখ, মুখগহ্বর, কথা কহিবার যন্ত্র। (তুলনীয়) **আলাপন**, **আলাপনতা**, **উল্লপন**।

লপনজ (বিণ) "মুখে উৎপন্ন" অর্থাৎ দাঁত। = **মুখজ**।

লপনা (স্ত্রী) ১ তোশামোদকারী মানুষ, বাচালতা, তোষামোদ, বৃথাবাক্য, অনর্থক কথা। = **লপন** (১)। ২ = **মুগ্গসূপ্যতা**। ⟹ **মুগ্গসূপ্যতা**।

লপ লপ (বিণ) বক বক করিয়া আলাপী, বহু ভাষী। = **লপক লপক**। ⟹ **লপ**।

লপাপন (ক্লী) কথা বলিবার কারণ করণ, কথাবার্তা, কথন, আলাপকরণ, গল্পকরণ। ⟹ **লপাপেতি**।

লপাপেতি (ক্রি) কথা বলিবার কারণ করা, (কাহারও দ্বারা কিছু) বলা, বলিতে দেওয়া। ⟹ **লপতি**।

লপতি (বিণ) কথিত, কথা কথিত, উচ্চারিত, কথা বলিয়াছে এমন, বিড় বিড় করিয়া বলিয়াছে এরূপ, গজ গজ করিয়া বলিয়াছে এরূপ। ⟹ **লপতি**।

লপিত লাপন (ক্লী) কথিত বাক্য, বিড় বিড় করিয়া কথন, গজগজানি, কথাবার্তা। = **লাপন**।

লপিন (বিণ) মূর্খের ন্যায় কথা বলে এমন, অবিজ্ঞ বা নির্বোধের ন্যায় কথা কথনকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **বাললপিন**।

লপিল (বিণ) = **লম্বিল**। ⟹ **লম্বিল**।

লপেতি (ক্রি) (কাহাকেও কিছু) বলা, প্রথমে সম্ভাষণ করা, অগ্রসর হইয়া কথা বলা, চাওয়া, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয় বিনয় করা, অনুনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা, জ্ঞাপন করা, প্রকাশ করা, প্রচার

করা, বক্তব্য প্রকাশ করা। (সূত্রনিপাত) **জনং ন লাপযেয্য = ন পযেয্য লপনং পজহেয্য** (মহানির্দেশ) ⟹ **লপতি।**

লবুজ (পুং) (সংস্কৃত—লবুজ) ১ লকুচগাছ, রুটিফলের গাছ। ২ লকুচফল, এক জাতীয় ফলবিশেষ (এই ফল সেঁকিলে রুটির মত খাওয়া যায়)। পেতবত্থু অর্থকথায় **"সলবুজ"**; ইহার পাঠ হইবে **"সলললবুজ"**।

লবুজক = লবুজ। ⟹ **লবুজ।**

লব্‌ভতি (ক্রি) (√লভ + য) লওয়া, লাভ হওয়া, পাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া, সম্ভব বা উপযুক্ত হওয়া; (অথবা সহজ অর্থে) ইহা হওয়া। ⟹ **লভতি।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বত্তুং লব্‌ভতি।** (অ-বিণ) **লদ্ধ।** (ব-বিণ) **লব্‌ভমান।**

লব্‌ভনীয (বিণ) লাভনীয়, লাভজনক, সুবিধাজনক, যাহাতে খুব লাভ হয় এমন। ⟹ **লভতি।**

লব্‌ভমান (বিণ) = **লভমান।** ⟹ **লভমান।** ⟹ **লব্‌ভতি।**

লব্‌ভমানত্ত (ক্লী) লওয়া, অবস্থা, লইতেছে বা গ্রহণ করিতেছে এরূপ কার্য বা ব্যাপার, লদ্ধমানত্ব।

লব্‌ভা (বিণ, অব্যয়) চলিতে পারে এমন, সাধ্য, সম্ভবপর, সম্ভবানুরূপ, অনুমোদনযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত, লাভ হইতে পারে এমন। সাধারণত এই শব্দটি "না" অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—(সূত্রনিপাত) **ন লব্‌ভাপসসেতুং।** (জাতক) **ন লব্‌ভা তযা পব্বজিতুং। = সক্কা; লদ্ধুং সক্কা।**

লব্‌ভেতি (ক্রি) কাহাকেও লইয়া দেওয়া, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো। ⟹ **লভতি। = অধিগমেতি।** (অতীত) **লব্‌ভেসি।**

লভ (বিণ) পায় এমন, পাইতেছে এমন, প্রাপ্ত হয় এমন, লাভ হয় এমন, গ্রহণ করে এমন।

লভতি (ক্রি) (√লভ + অ) ১ প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, লাভ করা, লওয়া, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা, ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করা, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, অন্তর্ভুক্ত করা, উপার্জন করা, অর্জন করা, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, নাগাল পাওয়া, পৌঁছানো। ২ (চরিত্রে) অনুমতি পাওয়া বা লাভ করা, আদেশ বা আজ্ঞা পাওয়া, সুযোগ লাভ করা, সুবিধা পাওয়া। (তুলনীয়) **উপলভতি, পটিলভতি, বিলভতি।** (মহাবংস) **পব্বজিতুং সচে লচ্ছামি**—যদি আমি প্রব্রজিত হইবার অনুমতি পাই। (জাতক) **লভমানো নিচ্চম্পি খাদিতু- কাম'ম্হি**—যদি আমি সুযোগ পাই আমার সর্বদা খাইতে ইচ্ছা হয় অর্থাৎ সুযোগ পাইলেই আমার খাইবার ইচ্ছা হয়। ধাতুরূপ নির্ণয় :— বর্তমান :— উত্তম পুরুষ (একবচনে) **লভামি, লভে, লভেথ, লাভেয্য;** (বহুবচনে) **লভাম।** মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **লভসি, লভসে, লভেথো;** (বহুবচনে) **লভথ।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **লভতি, লভতে;** (বহুবচনে) **লভন্তি, লভরে।** পঞ্চমী :— উত্তম পুরুষ (একবচনে) **লভামি;** (বহুবচনে) **লভাম, লভামসে** (= **লভাম**), **লভাম্হসে।** মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **লভ, লভাহি, লভস্সু;** (বহুবচনে) **লভথ।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **লভতু, লভতং;** (বহুবচনে) **লভন্তু;** নিষেধার্থে প্রথম পুরুষ (একবচনে) **মালদ্ধা**—পাইবে না, পাওয়া যাইবে না, পাওয়া যায় না, লাভ হইবে না। সপ্তমী :— উত্তম পুরুষ (একবচনে) **লভেয্যামি;** (বহুবচনে) **লভেয্যাম।** মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **লভেয্যাসি;** (বহুবচনে) **লভেয্যাথ।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **লভেয্য;** (বহুবচনে) **লভেয্যুং।** অতীত :— উত্তম পুরুষ (একবচনে) **লভিং, লভিং, অলত্থং, অলভিত্থং;** (বহুবচনে) **লভিম্হ, লভিম্হা।** মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **লভি, অলভি, অলত্থ;** (বহুবচনে) **লভিত্থ, অলভিত্থ।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **লভি, অলভি, অলত্থ, অলভিত্থ** (পেতবত্থু অর্থকথায় ইহার বানান হইয়াছে **"অলব্‌ভিত্থ"**); (দীর্ঘনিকায়) **অলত্থ পব্বজ্জং;** (বহুবচনে) **লভিংসু, অলভিংসু, অলত্থং, অলত্থংসু।** (অ-বিণ) **লদ্ধ, লদ্ধু।** (ব-বিণ) **লভমান, লভন্ত, লব্‌ভিয, লব্‌ভনেয্য** (জাতক অর্থকথায় **"লব্‌ভনীয"**), **লদ্ধেয্য;** (সংযুক্ত নিকায়) **ওতারং অলভমান** (⟹ **অলভমান**); (পেতবত্থু অর্থকথা) **লব্‌ভনীযবত্থু;** (জাতক) **লব্‌ভনীযট্‌ঠান।** ভবিষ্যতে :— উত্তমপুরুষ (একবচনে) **লভিস্সামি, লচ্ছামি;** (বহুবচনে) **লভিস্সাম, লচ্ছাম, লচ্ছামসে,** (অবস্থা বুঝাইলে) **লভিস্সাম।** মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **লভিস্সসি, লচ্ছসি,** (অবস্থা বুঝাইলে) **অলভিস্সথ;** (বহুবচনে) **লভিস্সথ।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **লভিস্সতি, লচ্ছসি,** (অবস্থা বুঝাইলে) **অলভিস্সথ;** (জাতক) **মারো ওতারং লচ্ছসি;** (বহুবচনে) **লভিস্সন্তি।** (ভ-বিণ) **লদ্ধব্ব।** (ক্রি-বি) **লভিত্বা,** (পদ্যে) **লদ্ধা, লদ্ধান।** (তুম্‌) **লভিতুং, লদ্ধুং।** (কর্মবাচ্যে) **লব্‌ভতি।** (করণে) **লব্‌ভেতি।**

লভন (ক্লী) লাভকরণ, গ্রহণকরণ, দান, পাওয়ার অবস্থা, প্রকৃতিদত্ত গুণ, অর্জন, অর্জিত দ্রব্য, উপহার, উপঢৌকন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লভনভার;** (পেতবত্থু

অর্থকথা) **লভনট্ঠান।**

লভমান (বিণ) পাইতেছে এরূপ, লাভ করিতেছে এরূপ, লাভবান, লইতেছে এরূপ, গ্রহণ করিতেছে এরূপ; (কর্মবাচ্য অর্থে) পাইতে পাইতে, লইতে লইতে। ⟹ **লভতি।**

লভমানত্ত (ক্লী) = **লব্ভমানত্ত।** ⟹ **লব্ভমানত্ত।**

লভামসে—সম্ভব হইলে পাইতে পারি অথবা পাইতে ইচ্ছা করি। ⟹ **লভতি।**

লম্পিল (বিণ) = **লম্বিল।** ⟹ **লম্বিল।**

লম্পেত্বা (ক্রি-বিণ) অঙ্গুত্তর নিকায়ের এই শব্দটির সংশোধিত শব্দ **লম্ভেত্বা** (⟹ **লম্ভেতি**)।

লম্ব (বিণ) লম্ব, লম্বা, দণ্ডায়মান, বিস্তৃত, প্রসারিত, ঝোলানো, মস্তক অবনত করিয়া আছে এমন, নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ, লম্বমান, দোদুল্যমান। (সংযুক্ত নিকায়) **লম্বচূড়কা ভট**—অল্পকালের জন্য অধিক বেতনে নিযুক্ত ভৃত্য অথবা উচ্চগ্রন্থি হইতে নীচের দিকে মাথা করিয়া ঝুলিতেছে এমন। (জাতক) **লম্বত্থন**—নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়া স্তন; **লম্বচূল-বিহঙ্গম।** (তুলনীয়) **আলম্ব, বিলম্ব, আলম্বন।**

লম্বক (ক্লী) যাহা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে; (ঘড়ির) দোলক।

লম্বতি (ক্রি) (√লব + ং + অ) লম্বমান হওয়া, দোলায়মান হওয়া, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়া, ঝুলানো, টাঙ্গানো, লটকানো, বিলম্ব করা, বন্ধ করা, কিছুকালের জন্য অপসৃত করা, স্থগিত রাখা, মস্তক অবনত করা, ক্ষীণ হওয়া, দুর্বল হওয়া, অবসন্ন হওয়া, কৃশ হওয়া, হেঁট করা, পতিত হওয়া, অধঃপতিত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া, খালি হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, ক্রমশ ক্ষয় হওয়া, জন্ম লওয়া, অধিকৃত হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ঘটনাক্রমে আসা বা উত্তরাধিকারী স্বত্ব পাওয়া, অবস্থান্তরে উপনীত হওয়া, পাপে বা ভ্রমে পতিত হওয়া, হতাশ হওয়া, ঘটা, বেগে ধাবিত হওয়া, অনবধানতার সহিত উচ্চারিত হওয়া, সাগ্রহে আরম্ভ করা। = **রম্বতি।** (তুলনীয়) **অভিলম্বতি, পলম্বতি, বিলম্বতি।** (মহাবংস) **লগ্গানি লম্বিংসু; আকাসে লম্বমানানি।** (অতীত) **লম্বি।** (অ-বিণ) **লম্বিত।** (ব-বিণ) **লম্বন্ত, লম্বমান।** (ক্রি-বি) **লম্বিত্বা।** (ভবিষ্যতে) **লম্বিস্সতি,** (পদ্যে) **লম্বহীতি।** (করণে) **লম্বেতি, লম্বাপেতি।**

লম্বত্থন (ক্লী) লম্বা হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়া স্তন। ⟹ **লম্ব।**

লম্বমান (বিণ) লম্বমান, দোলায়মান, ঝোলানো, নীচের দিকে ঝুলিতেছে এরূপ। ⟹ **লম্বতি।**

লম্বাপেতি (ক্রি) = **লম্বেতি।** ⟹ **লম্বতি।**

লম্বিত (বিণ) লম্বিত, দোলিত, অবলম্বিত, দোলন হইয়াছে এমন, শব্দিত, ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, লটকাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, কিছু কালের জন্য অপসৃত করা হইয়াছে এমন। ⟹ **লম্বতি।**

লম্বিন (বিণ) লম্বমান, নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ, লটকাইয়া রহিয়াছে এরূপ, ঝুলিয়া থাকিতে অথবা বাঁকাইতে সমর্থ। (বিনয়) **তস্সভিক্খুস্স অঙ্গজাতং দীঘং হোতি লম্বতি, তস্সা লম্বী'তিবুত্তো** (সমন্তপাসাদিকা)।

লম্বিল (বিণ) অম্লল, অম্ল, টক, উগ্র, কটু, তীব্র, কর্কশ, অপক্ক, খিটখিটে, তিক্ত, রুক্ষ, বিস্বাদ, সঙ্কোচক, ধারক। এই শব্দটি স্বাদ-সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ইহাকে "**লপিল**" এবং "**লম্পিল**" শব্দরূপে পাঠ করা হইয়াছে; বর্ণনা করা হইয়াছে "**বদর-সাড়ব কপিট্ঠ-সাড়বাদি**"। মিলিন্দ প্রশ্নে পাঠ করা হইয়াছে "**অম্বিল**"।

লম্বিলরস (পুং) কর্কশ বা অপক্ক ফলাদির অম্লরস। মিলিন্দ প্রশ্নে কিন্তু ইহাকে "**অম্বিল**" বলা হইয়াছে। ⟹ **রস।**

লম্বী (বিণ) = **লম্বিন।** ⟹ **লম্বিন।**

লম্বেতি (ক্রি) ঝুলিয়া থাকার কারণ করা, ঝুলাইয়া রাখা, টাঙ্গাইয়া রাখা, লটাকাইয়া রাখা, দোলায়মান করা, (চাকরি হইতে) কিছুকালের জন্য অপসৃত করা, বিলম্ব করা। ⟹ **লম্বতি।** (অতীত) **লম্বেসি।** (অ-বিণ) **লম্বিত।** (ক্রি-বি) **লম্বেত্বা।**

লম্ভেতি (ক্রি) প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, ঠকানো, হতাশ করা। = **পলম্ভেতি।** (অতীত) **লম্ভেসি।** (ক্রি-বি) **লম্ভেত্বা;** (যৌগিকে) **লম্ভেত্বা হাপেত্বা।**

লয (পুং) ১ অতি অল্প পরিমিত সময়। (বিনয়ে) **খণ লয মুহুত্ত।** (দীপবংস) **খণে খণে লযে বুদ্ধো সব্বলোকং অবেক্খতি।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইসকম্পি লযং যন্তং পগ্গণ্হেথ-এব মানসং।** ২ লয়, সঙ্গীতের মধ্যস্থ সময়, সঙ্গীতাদির তাল বা সমান সময়, সমান সময়, ছন্দ, তাল ও লয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বাদসন্নং লযভেদানং বসেন পদেভদ।**

ললতি (ক্রি) = **লড়তি।** ⟹ **লড়তি।**

ললনা (স্ত্রী) ললনা, স্ত্রীলোক, পত্নী, স্ত্রী, রমণী।

ললাট (ক্লী) ললাট, কপাল। = **নলাট।**

ললিত (ক্লী) ললিত, অনুগ্রহ, লাবণ্য, কৃপা, স্বাভাবিক গুণ, ভোজনের পূর্বে বা পরে প্রার্থনা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধিবিশেষ, অনন্ত জীবন, মুক্তি, যাদুমন্ত্র, কবচ, আকর্ষণ, গুপ্তশক্তি সম্পন্ন পদার্থ, মনোমোহনকর বস্তু, মুগ্ধকারী দ্রব্য, বিলাস, স্ত্রীজাতির শৃঙ্গারভাবজনিত

ক্রিয়াবিশেষ, নারীনৃত্য, ক্রীড়া, চলন। (বিণ) ললিত, সুন্দর, কোমল, প্রিয়, বাঞ্ছিত, চঞ্চল।

ললতি (ক্রি) তুচ্ছ বিষয়ে অথবা আলস্য করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা, আদর করা, সোহাগ করা, বিহার করা, খেলা করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তামাশা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, গান করা, গান গাওয়া, পদ্যে কীর্তন করা। (অতীত) **ললি**। (ব-বিণ) **ললমানা, ললন্তী**।

ললাট = **নলাট**। ⟹ **নলাট**।

লব (পুং) অণু অংশ, পরমাণু অংশ, ক্ষুদ্রাংশ, বিন্দু, ফোঁটা। (সন্ধস্মোপায়ন) **লব ওদক**।

লবক (পুং) কর্তনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, জামা প্রভৃতির জন্য কাপড়কাটা দর্জি, শস্য-ছেদক, শস্য কর্তনকারী যন্ত্র। = **লাবক**।

লবঙ্ক—ক্ষুদ্রচিহ্ন, ছোট ছোট দাগ, ছোট দাগ, সামান্য কলঙ্ক।

লবঙ্গ (ক্লী) লবঙ্গ, লঙ্গ, দেবকুসুম।

লবণ (ক্লী) লবণ, ক্ষাররসযুক্ত দ্রব্যবিশেষ, নূন, ক্ষতস্থানাদিতে লেপন করিবার আরক। ⟹ **লোণ**।

লবন (ক্লী) কর্তন করণ, কর্তন, ছেদন, কাটা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) ছেদন বা কর্তন, ছেদিত তৃণ ভূমিখণ্ড, শস্যচ্ছেদন।

লবাপেতি (ক্রি) শস্য কর্তনের কারণ করা, শস্যাদি কাটানো, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করানো। ⟹ **লুনাতি**।

লবোদক (লব + ওদক) একবিন্দু জল। ⟹ **লব**।

লসগত—এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**লসগত হত্থ**" এতে পাওয়া যায়, ইহার পাঠ হইবে "**লেপগত**"। ⟹ **লেপগত**।

লসতি (ক্রি) (√লস + অ) ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, লিপ্সা উৎপন্ন করা, অনুরোধ করা, অত্যন্ত ইচ্ছা করা, নৃত্য করা বা করানো, ইতস্তত লাফাইয়া লাফাইয়া বা খেলা করিয়া বেড়ানো, ক্রীড়া করা, খেলা করা, তামাশা করা, জুয়া খেলা, অভিনয় করা, ইতস্তত সঞ্চালিত হওয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সম্পাদন করা, কার্যে পরিণত করা, সঞ্চালিত করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা, জোরে বাজানো, শব্দ করা, সঙ্গীতধ্বনি করা, কোনরূপ বিশেষভাবে প্রকাশ করা। ⟹ **লাসন, অভিলাস, উপড়াসেতি, অলস, বিলাস**। (অতীত) **লসি**। (করণে) **লাসেতি**।

লসিকা (স্ত্রী) এক প্রকার জলীয় পদার্থ যাহা গ্রন্থিসমূহকে পিচ্ছিল রাখে, লালা, মুখজাত জল। = **পিচ্ছিল কুণপং**।

লসী (স্ত্রী) মস্তিষ্ক, মগজ, বুদ্ধি। = **মত্থলুঙ্গ**।

লসুণ (ক্লী) রসুন, রসূন, রসোন, মূলবিশেষ, রোসনা, লসুন।

লসুন (ক্লী) = **লসুণ**। ⟹ **লসুণ**।

লহতি (ক্রি) চাটা, অবলেহন করা, (চলতি) বেত্রাঘাত করা, সঞ্চালিত হওয়া, লেহন করা। ⟹ **উল্লহক, পলহতি, লেহতি**।

লহু (বিণ) লঘু, হালকা, পাতলা, গুরুত্বহীন, ফিকে, ক্ষিপ্রকারী, সামান্য, গাঢ় নয় এমন, বালুকাময়, অদৃঢ়, শিথিল, দুশ্চরিত্র, রহস্যপ্রিয়, প্রফুল্ল, দ্রুত, বেগবান, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজে উত্তেজনাশীল, (প্রাচীন ব্যবহারে) সজীব। (বিপ) **গরু**। (জাতক) **লহুং করোতি**—হালকা করা, লঘু করা, পাতলা করা, লঘুচেতা হওয়া, চপল হওয়া, নগণ্য বা সামান্য হওয়া। (ক্লী) অল্পপ্রাণ স্বরবর্ণ।

লহুং (ক্লী, ক্রি-বিণ) সত্বর, অবিলম্বে, তাড়াতাড়ি। = **লহুকং, লহুসো**।

লহুক (বিণ) ফিকে, লঘু, হালকা, ক্ষিপ্রকারী, সামান্য, গাঢ় নয় এমন, বালুকাময়, অদৃঢ়, শিথিল, দুশ্চরিত্র, রহস্যপ্রিয়, প্রফুল্ল, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, প্লবনশীল, ভাসিতে বা ভাসাইয়া রাখিতে সমর্থ, লঘুচিত্ত। ⟹ **লহু**।

লহুকং (ক্রি-বিণ) = **লহুং**। ⟹ **লহুং**।

লহুক আপত্তি—লঘু পাপ, সামান্য দোষ। (বিপ) **গরু আপত্তি**।

লহুক আবাধ—সামান্য রোগ, সাধারণ রোগ। (বিপ) **গরুক আবাধ**।

লহুক কম্ম (ক্লী) লঘু কার্য, সামান্য কাজ, ক্ষুদ্র কর্ম, ছোট কাজ। (বিপ) **গরুক কম্ম**।

লহুক মরণ—১ ক্রমে ক্রমে দেহ-মনের পরিবর্তন। শিশুত্বের পর কৈশোরত্ব, কৈশোরত্বের পর যৌবনত্ব, যৌবনত্বের পর প্রৌঢ়ত্ব, প্রৌঢ়ত্বের পর বার্ধক্য এবং বার্ধক্যের পর মৃত্যু বা মরণ—এইরূপে জীব তথা মানব দেহ-মনের অবস্থার যেই পরিবর্তন বা মরণ দর্শন হয় ইহা স্থূল দর্শন। ইহা ছাড়া ক্ষণে ক্ষণে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এবং দিনে দিনে যে দেহ-মনের পরিবর্তন ঘটিয়া শিশুত্ব, কৈশোরত্ব, যৌবন ইত্যাদি অবস্থান্তর অবস্থায় পরিণতি প্রাপ্ত হয় উহাকে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে দর্শনই "**লহুক মরণ**" বা লঘু মৃত্যু। ২ আকস্মিক মৃত্যু, হঠাৎ মরণ। (তুলনীয়) **খণিক মরণ**।

লহুকা (বিণ, স্ত্রী) ১ ফিকে, হালকা, লঘু, ক্ষিপ্রকারী, সামান্য, গাঢ় নয় এমন, বালুকাময়, অদৃঢ়, শিথিল, প্রফুল্ল, দুশ্চরিত্র, রহস্যপ্রিয়, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। (বিপ) **গরুকা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লহুকা আপত্তি; জীবিতং**

পরিত্তং লহুকা। ২ হালকা, লঘু, পাতলা, প্লাবনশীল, ভাসিতে বা ভাসাইয়া রাখিতে সমর্থ, লঘুচিত্ত, প্রফুল্ল। (থেরগাথা) **কাযো লহুকা।** ৩ (ব্যাকরণ মতে) ২০টি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে অল্পপ্রাণ অক্ষরসমূহ। (বিপ) **গরুক, গরুকা।**

লহুকা আপত্তি = **লহুক আপত্তি।** ⟹ **লহুক আপত্তি।**

লহুচিত্ত (ক্লী) লঘুচিত্ত, লঘু অবস্থা প্রাপ্ত চিত্তভাব, মনের হালকাভাব বা অবস্থা।

লহুট্‌ঠান (ক্লী) দেহের লঘুতা, শরীরের হালকাবস্থা, দৈহিক শক্তি শারীরিক বীর্য, কায়িক তেজ, লঘু অবস্থা, শরীরের সুস্থতা। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) লঘূত্থানতা। = **লহুতা।** ⟹ **ঠান** (৩ ক)।

লহুতা (স্ত্রী) লঘুতা, হালকাবস্থা, হালকা ভাব, প্লাবিতা, ভাসিবার বা ভাসাইয়া রাখিবার ক্ষমতা, লঘুচিত্ততা, প্রফুল্লতা।

লহুপরিবত্ত (বিণ) অবিলম্বে পরিবর্তিত হয় এরূপ, হঠাৎ পরিবর্তনশীল, সহজে পরিবর্তন ঘটে এরূপ।

লহুবচন—ক্ষিপ্রবাক্য, লঘুবচন, হালকা কথা।

লহুস (বিণ) সহজে কুপিত, শীঘ্র পীড়িত বা অসন্তুষ্ট হয় এমন, অভিমানী, রাগ বা ক্রোধপ্রবণ। (ধর্মবাদ অর্থকথা) **লহুসা'তি লহুকা, অপ্পকেন-এব তুস্‌সতি বা রুস্‌সতি বা উদক-পিট্‌ঠে লাবুকটাহং বিয অপ্পকেন পি উপ্পিল বত্তি।** (তুলনীয়) **রভস।**

লহুসো (ক্রি-বিণ) সত্বর, অবিলম্বে, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, দ্রুত। = **লহুং।**

লাখা (স্ত্রী) লাক্ষা, গালা, গালার বর্ণ, সিলমোহরের মোম, লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্যাস-বিশেষ, জৌ, লা, (বিশুদ্ধিমার্গে) রক্তবর্ণ।

লাখাগুলক (পুং) লাক্ষার গোলক বা বটিকা, গালার বটিকা।

লাখাগোলক (পুং) = **লাখাগুলক।** ⟹ **লাখাগুলক।**

লাখাচরিয (পুং) লাক্ষার কার্যে সুনিপুণ ব্যক্তি, গালা দিয়া রঞ্জিত করিবার অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

লাখাতম্ব (বিণ) যেই তাম্র লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণবিশিষ্ট। (ক্লী) লাক্ষার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাম্র।

লাখাপরিকম্মকত (বিণ) লাক্ষা বা গালা দ্বারা প্রস্তুত, লাক্ষানির্মিত। ⟹ **পরিকম্মকত।**

লাখারস (পুং) লাক্ষারস, অলক্তক রস, আলতা, লাক্ষার ন্যায় বর্ণ, গালার নির্যাস যাহা রঞ্জনে ব্যবহার হয়, গালার রঙ। (জাতক) **লাখারসরত্ত সুচ্ছবি।**

লাজ (পুং) ১ লাজ, ভৃষ্ট ধান্য, খৈ, শস্য, আতপ তণ্ডুল, আর্দ্র তণ্ডুল, ভিজা চাউল। (জাতক) **মধু-লাজ।** ২ একজাতীয় পুষ্প-বিশেষ যাহা অপর চতুর্বিধ ফুলের সহিত (পঞ্চবিধ ফুলের) গুচ্ছ করিয়া অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দনের নিদর্শন-স্বরূপ মঙ্গলঘটে দেওয়া হয় অর্থাৎ ফুল-স্বরূপ ব্যবহৃত খৈ। সাধারণত ধর্মপদ অর্থকথায় **"লাজ-পঞ্চমানি পুপ্ফানি"** অর্থাৎ পঞ্চম পদ (বস্তু) পুষ্প-স্বরূপ খৈ সহ অপর চতুর্বিধ পুষ্পের গুচ্ছ; (জাতক) **লাজ-পঞ্চমকানি পুপ্ফানি।** (তুলনীয়—জাতক) **বিপ্পকিণ্ণ-লাজ-কুসুম-মণ্ডিত-তলা; বিপ্পকিণ্ণ-লাজ-কুসুম-বাস-ধূপ'ন্ধকার;** (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিপ্পকিণ্ণ-বলিকং পঞ্চবণ্ণ-কুসুম-লাজ-পুণ্ণঘট-পটিমণ্ডিত।**

লাজপঞ্চমক (বিণ) পঞ্চ পদে (বস্তুতে) লাজ বা খৈও আছে এরূপ। ⟹ **লাজ** (২)।

লাজা (স্ত্রী) = **লাজ।** ⟹ **লাজ।**

লাজেতি (ক্রি) ভাজা করা, ভর্জন করা, ভর্জিত হওয়া, (খৈ) ভাজা, আগুনের তাপে অথবা তৈলময় দ্রব্যে পক্ব করা। = **লঞ্চেতি।**

লাপ (পুং) ১ কথোপকথন, আলাপ-সালাপ, গল্পগাছা, কথাবার্তা। ⟹ **অভিলাপ, পলাপ, সল্লাপ।** ২ একজাতীয় পক্ষীবিশেষ অর্থাৎ তিত্তির পক্ষী। (জাতক) **লাপক সকুণ।** = **বট্টক, বত্তক।**

লাপক সকুণ (পুং) তিত্তির পক্ষী। = **লাপ** (২)।

লাপন (ক্লী) গজগজানি, গজগজাইয়া কথন, উচ্চারণ, বাক্যকথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য, কথাবার্তা, ভাষা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লপিত লাপন।** (তুলনীয়) **উপলাপন।**

লাপু (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ড, অলাবু, লাউ, কুমড়া। = **অলাপু, অলাবু, লাবুক, লাবু।**

লাপুকটাহ = **লাবুকটাহ।** ⟹ **লাবুকটাহ।**

লাপুলতা (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ড লতা, অলাবু লতা, লাউগাছ, লাউয়ের লতাগাছ। ⟹ **লাপু।**

লাপেতি (ক্রি) = **লপেতি।** ⟹ **লপেতি।** (তুলনীয়) **উপলাপেতি।**

লাবু (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ড, অলাবু, কদুফল, মিষ্টি কুমড়া, লাউ। = **লাপু, অলাবু, লাবুক।** (জাতক) **লাবু-কুম্ভণ্ড; অদ্ধ-লাবু-সমা-থনা।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লাবুম্হি চতু-মধুরং পূরেতুকামো।**

লাবুক (পুং) = **লাবু।** ⟹ **লাবু।**

লাবুকটাহ (পুং) অলাবুর খোল দ্বারা প্রস্তুত আধার, কদুফলের বা লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বা স্থালী।

লাবুকুম্ভণ্ড (পুং) অলাবু কুষ্মাণ্ড, কদুফলের বা লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র। = **লাবুকটাহ।** ⟹ **লাবু।**

লাভ (পুং) লাভ, প্রাপ্তি, অর্জন, অর্জিত দ্রব্য, উপার্জন,

বৃদ্ধি, প্রাপ্ত বস্তু, গ্রহণ করণ, অভ্যর্থনা করণ, সমাদর করণ, অন্তর্ভুক্ত করণ, স্বীকার করণ, অধিকার, অধিকার ভোগ, সম্পত্তি, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু, উপস্বত্ব, ধন, আয়; (বহুবচনে) অধিকৃত বস্তু সমূহ। (মধ্যম নিকায়) **আরোগ্য পরমা লাভা; লাভেন অভিভূতো পরিযদিন্নচিত্তো দেবদত্তো; বিত্তলাভ।** (জাতক) **যসলাভ, ধনলাভ।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **লাভং লভতি; লাভস্‌স ভাগিন**—লাভের ভাগী অথবা ধনপ্রাপ্তি। সম্প্রদান কারকে "**লাভায**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ "**লাভা**", কিন্তু ইহার অর্থ হয় সম্বন্ধ পদে (⟹ **লাভা**)। ⟹ **লোকধম্ম**।

লাভক (বিণ) ১ লাভী, লাভকারী, গ্রহণকারী, অভ্যর্থনাকারী, সমাদরকারী, স্বীকারকারী, অন্তর্ভুক্তকারী। ২ লাভজনক, সুবিধাজনক, যাহাতে খুব লাভ করা হয় এমন। (পুং) গ্রহণকারী ব্যক্তি, সমাদরকারী ব্যক্তি, অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তি, স্বীকারকারী লোক, অন্তর্ভুক্তকারী মানুষ। (ক্লী) গ্রহণ, অভ্যর্থনা, সমাদর, তারবার্তা বা বেতারবার্তা গ্রহণ।

লাভকম্যতা (স্ত্রী) লাভের আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার ইচ্ছা বা বাসনা।

লাভকম্যা (স্ত্রী, অপাদান কারক) কোনো কিছুর দরুণ অথবা কোনো কিছু হইতে লাভের আকাঙ্ক্ষা। = **লাভ হেতু**।

লাভকাম (বিণ) স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, অর্থলোভী, অর্থগৃধ্নু, গ্রহণানুরাগী।

লাভগ্গ (ক্লী) (লাভ + অগ্গ) শ্রেষ্ঠলাভ, উচ্চদরের লাভ বা প্রাপ্তি।

লাভগ্গ যসগ্গ—শ্রেষ্ঠ লাভ এবং উচ্চ প্রশংসা।

লাভতণ্হা (স্ত্রী) অধিকারের জন্য অথবা অধিকার ভোগের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

লাভমচ্ছরিয (ক্লী) লাভের মাৎসর্য, লাভের জন্য স্বার্থপরতা, লাভের জন্য অন্ধতা, লাভ সৎকারের মাৎসর্যতা, অর্জনে বা অর্জিত দ্রব্যে স্বার্থপরতা। ⟹ **পঞ্চমচ্ছরিয, মচ্ছরিয, লাভ**।

লাভমদ—লাভের অহঙ্কার, উপার্জনের জন্য গর্ব।

লাভসক্কার (পুং) লাভ সৎকার, লাভ এবং সম্মান। (যৌগিকে) **লাভসক্কার সিলোক**—যশ, খ্যাতি, প্রশংসা, সুখ্যাতি (মধ্যম নিকায়)।

লাভসক্কার সিলোক ⟹ **লাভসক্কার**।

লাভসিলোক--লাভসৎকার, প্রশংসা, যশ। = **লাভসক্কার, লাভসক্কার সিলোক**।

লাভ হেতু—লাভের হেতু, লাভের কারণে। = **লাভকম্যা**।

লাভা—১ (পুং, বহুবচনে) অধিকৃত বস্তু সমূহ। ২ (সম্প্রদান কারক, ব্যবহারে ক্রি-বিণ, কিন্তু অর্থ হয় সম্বন্ধ পদে, যেমন—) আমার (আমাদের) লাভের জন্য, ইহা লাভজনক, ইহাই লাভ, উহা আমার মঙ্গলের জন্য, ইত্যাদি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লাভা নো তাত, সুলদ্ধং নো তাত; লাভ বত তাসং দেবতানং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লাভা বত মে সুলদ্ধং বত মে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লাভা বত মে** (অঙ্গহীনভাবে); **লাভার বত নো যে মযং ... উপট্‌ঠহিম্‌হ**। ⟹ **লাভ**।

লাভায (ক্রি-বিণ) লাভের জন্য। = **লাভা** (২)।

লাভা বত নো—নিঃসন্দেহে উহাই লাভ। ⟹ **বত** (১)।

লাভাসা (স্ত্রী) (লাভ + আসা) লাভের আশা, লাভের জন্য বাসনা বা ইচ্ছা।

লাভিত্বা (ক্রি-বি) = **লাযিত্বা** (⟹ **লাযতি**)।

লাভিন (বিণ) ১ লাভিন, লাভী, প্রাপ্ত হয় এমন, লাভ করে এমন, অধিকার পাইয়াছে এমন। (বিভঙ্গ) **নিকাম লাভিন**। (পুং) গ্রহীতা, গ্রাহক, খাজাঞ্চি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, বকযন্ত্রের পাত্র, বাষ্পাধার, (টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন যন্ত্রের বার্তার) গ্রাহক যন্ত্র, রেডিও, গ্রহণকারী লোক। ২ যেই ব্যক্তির যুক্তিতর্কে (অথবা যৌক্তিক হেতুবাদে) অথবা মনের (মনস্তত্ত্বের) দিক দিয়া স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি আছে এবং তদ্ধেতু যেই ব্যক্তি কোন স্তর বা অবস্থা-বিশেষকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছে এমন। (বিপ) **অলাভিন**।

লাভী (বিণ) লাভী, লাভসৎকার প্রাপ্ত হয় এমন, যেই ব্যক্তি অধিক লাভ করে। = **যসস্‌সিন**।

লামক (বিণ) হীনতা প্রাপ্ত, নামিয়া যায় এমন, হীন, নিকৃষ্ট, সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অনর্থক, নিম্ন, অনুন্নত, অধম, নীচ, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ণ, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, দরিদ্র, নিঃস্ব, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, উষর, অনুর্বর, সামান্য মাত্র, তত বা বেশ ভাল নয় এমন, পাপিষ্ঠ, পাপী, পাপে রত, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, মন্দ, কু, অসৎ, অহিতকর, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড। = **অসবভিরূপ, পাপ, পাপক, খুদ্দক**। ⟹ **অপ্প**। (পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি অর্থকথা) **লামক দেসনা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লামকভাব**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লামক পুরিস**। (বিপ) **উক্কট্‌ঠ**।

লামক দেসনা—নিকৃষ্ট ধরনের ধর্মপ্রচার বা ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ। (তুলনীয়) **উক্কট্‌ঠ দেসনা**। ⟹ **লামক**।

লামক পঞ্‌ঞ = **ওমক পঞ্‌ঞ**। ⟹ **ওমক পঞ্‌ঞ**।

লামক পুরিস (পুং) নিকৃষ্ট ব্যক্তি, দরিদ্র লোক,

সরল মানুষ, বিনীত পুরুষ। = **কাপুরিস।** ⟹ **লামক।**

লামকভত্ত—নিকৃষ্ট অন্ন, কদর্য ভাত। (বিপ) **বরভত্ত।**

লামক ভাব—নিকৃষ্ট ভাব, হীন ভাব, অনুন্নত অবস্থা, বিনীত ভাব। ⟹ **লামক।**

লামজ্জক (ক্লী) (তুলনীয় সংস্কৃত—লামজ্জক) লামজ্জক নামক একজাতীয় বৃক্ষের মূলবিশেষ।

লামঞ্চক = **লামজ্জক।** ⟹ **লামজ্জক।**

লামঞ্জক = **লামজ্জক।** ⟹ **লামজ্জক।**

লামিকা (বিণ, স্ত্রী) নিকৃষ্টা, দরিদ্রা, বিনীতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাপিকা লামিকা দিট্ঠি।** এই শব্দটি "**ইতরা**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

লাযক (বিণ) (শস্যাদি) কর্তনকারী, ছেদনকারী। (পুং) শস্য-ছেদক, শস্য ছেদনকারী যন্ত্র, যে ব্যক্তি বা যদ্দ্বারা ঘাস কাটে, ঘাস কাটিবার যন্ত্র, কর্তনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, জামা প্রভৃতির জন্য কাপড়-কাটা দর্জি। ⟹ **বব্বজ লাযক।**

লাযতি (ক্রি) (√লা + য) কাটিয়া ফেলা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা, (শস্য) কর্তন করা, (শস্যাদি) ছেদন করা। (অতীত) **লাযি।** (অ-বিণ) **লাযিত।** (ক্রি-বি) **লাযিত্বা** = **লাভিত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

লাযন (ক্লী) কর্তন, ছেদন। = **দাযন।** (জাতক) **তিণ-লাযন অসি**—তৃণ কাটার কাস্তে।

লাযিত (বিণ) কর্তিত, ছেদিত, কাস্তে দিয়া কাটা হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **তিণং ন লাযিত-পুব্বং।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **লাযিতট্ঠান**—কর্তিত স্থান অর্থাৎ যেই স্থানে তৃণ বা শস্যাদি কাটা হইয়াছে। ⟹ **লাযতি।**

লাযিতট্ঠান (ক্লী) ⟹ **লাযিত।**

লাল (বিণ) নির্বোধের মত কথা বলে এমন, মূর্খ, বোকা, নির্বোধ, অবিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অসঙ্গত, অসম্ভব, হাস্যাস্পদ। (তুলনীয়) **অলালা।** ⟹ **লড়তি।**

লালক (পুং) ভাঁড়, বিদূষক, মস্করাকারী, রসিক ব্যক্তি, মূর্খ লোক, নির্বোধ মানুষ, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি।

লালন (ক্লী) লালন, পরস্পর আলিঙ্গন, প্রেমের ভান, সান্ত্বনা করণ, শান্ত করণ, প্রশমিত করণ, সস্নেহে পালন, অতিশয় যত্নের সহিত পালন।

লালপতি (ক্রি) অধিক কথা বলা, নির্বোধের মত কথা বলা, বিলাপ করা, শোক করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, ক্রন্দন করা। = **বিলপতি, লালপ্পতি।** (অতীত) **লালপি।** (অ-বিণ) **লালপ্পিত।**

লালপন (ক্লী) = **লালপ্পন।** ⟹ **লালপ্পন।**

লালপিতত্ত (ক্লী) = **লালপ্পিতত্ত।** ⟹ **লালপ্পিতত্ত।**

লালপ্প (ক্লী) ক্রন্দন, বিলাপ, ক্রন্দনধ্বনি, অধিক কথা কথন, উত্তেজিত কথা, নিরর্থক কথা। = **পুনপ্পুনং লপনং।**

লালপ্পতি (ক্রি) = **লালপতি।** ⟹ **লালপতি।**

লালপ্পন (ক্লী) = **লালপ্প।** ⟹ **লালপ্প।** চুল্লনিদ্দেসে "**পরিদেব**" অর্থে "**লালপ্পন লালপ্পিতত্ত**"।

লালপ্পিত (বিণ) অতিরিক্ত কথা বলে বা বলিয়াছে এমন, বিলাপ করে বা করিয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিদেবিত লালপ্পিত মুখ।** ⟹ **লালপ্পতি।** (ক্লী) অধিক কথাকথন, উত্তেজনাপূর্ণ কথা, আলাপ করণ।

লালপ্পিতত্ত (ক্লী) = **লালপ্পন।** ⟹ **লালপ্পন।**

লালা (স্ত্রী) লালা, থুথু, নিষ্ঠীবন, মুখের জল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুখতো লালা গলতি।**

লালাকিলিন্নগত্ত--লালাতে ক্লিষ্ট গাত্র, লালাক্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, থুথুতে ভিজা বা ঘর্মাক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ⟹ **গত্ত।**

লালিত (বিণ) লালিত, সেবিত, পোষিত, প্রতিপালিত, সান্ত্বনাকৃত, প্রশমিত, দমিত। ⟹ **লালেতি।**

লালেতি (ক্রি) (√লাল + এ) সান্ত্বনা দেওয়া, প্রশমিত করা বা হওয়া, শান্ত করা বা হওয়া, দমন করা। (অতীত) **লালেসি।** (অ-বিণ) **লালিত।** (ক্রি-বি) **লালেত্বা।**

লাল্ন (ক্লী) শাসন, প্রভাব, কর্তৃত্ব, আন্দোলন, অস্ত্র সঞ্চালনের সীমা, ক্রীড়া, আমোদ, প্রমোদ, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়াসামগ্রী, পরস্পর আলিঙ্গন, প্রেমের ভান।

লাল্না (স্ত্রী) = **লাল্ন।** ⟹ **লাল্ন।**

লাল্েতি (ক্রি) = **লল্তি।** ⟹ **লল্তি।**

লাবক (পুং) কর্তনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, জামা প্রভৃতির জন্য কাপড় কাটা দর্জি, শস্য-ছেদক, শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র বা কাস্তে। = **লবক।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যব লাবক।**

লাবতি (ক্রি) কাটা, কর্তন করা, ছেদন করা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা। = **লাযতি।** ⟹ **লুনাতি।** (ক্রি-বি) **লাবিত্বা।** (করণে) **লাবেতি।**

লাবযতি (ক্রি) = **লাবতি।** ⟹ **লাবতি।** ⟹ **লুনাতি।**

লাবেতি (ক্রি) = **লাবতি।** ⟹ **লাবতি।**

লাস (পুং) লাস, নারীনৃত্য, স্ত্রীলোকের নাচ, নৃত্য বা নৃত্যবিদ্যা, ক্রীড়া, কৌতুক, তামাশা, আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়নক, খেলনা, ক্রীড়া সামগ্রী, লাস্য। ⟹ **অভিলাস, বিলাস।**

লাসিকা (স্ত্রী) নর্তক বা নর্তকী।

লাসেতি (ক্রি) খেলা করা, আমোদ করা, কৌতুক

করা, তামাশা করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, আনন্দ দেওয়া, প্রফুল্ল করা, হাসানো, চিত্তবিনোদন করা। (বিনয়) **লাসেতি বাদেতি গাযতি নচ্চতি।** ⟹ **লসতি।**

লিক্‌খা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—লিক্ষা) উকুন বা উকুনের ডিম, উকুনের ডিমের সমান পরিমাণ বা পরিমাপ। ইহা এক প্রকার মাপ বা ওজনবিশেষ। বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে : ৩৬ রত্তরেণুতে ১ লিক্‌খা বা ১ লিক্ষা এবং ৭ লিক্‌খাতে বা ৭ লিক্ষাতে ১ উকা। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **লিক্‌খামত্ত**—এক লিক্ষামাত্র।

লিক্‌খামত্ত ⟹ **লিক্‌খা।**

লিখতি (ক্রি) (√লিখ + অ) ১ লেখা, লিপি করা, লিপিবদ্ধ করা, খোদাই করা, চিঠি লিখিয়া জানানো, পত্রাদি লেখা, প্রবন্ধাদি রচনা করা, গ্রন্থাকার হওয়া, সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করা, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া ফেলা, খননাদিতে নখরাদির ব্যবহার করা, কাটা বা বিদীর্ণ করা, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পর বিভক্ত হওয়া, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি খাওয়া, কাটিয়া কমানো, খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করা, ক্ষোদিত করা, গঠন করা, উপরে লেখা, গভীররূপে অঙ্কিত করা, অঙ্কিত করা। (মধ্যম নিকায়) **রূপানি লিখতি।** (জাতক) **সুবণ্ণ পত্তে লিখতি; জাতি-হিঙ্গুলকেন লিখতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **নামং লিখি**—নাম লিখিল। (জাতক) **পণ্ণং লিখতি**—চিঠি লেখে; **পণ্ণে লিখতি**—কাগজে বা চিঠিতে লেখে। ২ মুণ্ডন করা, ক্ষৌর করা, ক্ষৌরকর্ম করা, কামানো, বঞ্চিত করা, সমান করা, সমতল করা। (অতীত) **লিখি।** (অ-বিণ) **লিখিত ;** (তুলনীয়) **বিলিখিত।** (ব-বিণ) **লিখন্ত।** (ক্রি-বি) **লিখিত্বা।** (তুম্) **লিখিতুং।** (করণে) **লেখেতি, লিখাপেতি।**

লিখন (ক্লী) লিখন, পত্র লিখন, লেখন, আঁচড়ানো, অক্ষর বিন্যাস, চিত্রকরণ, চিত্র অঙ্কন, খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন, কর্তন, ছেদন। জাতকে বলা হইয়াছে "লিখিবার স্বর্ণফলক"। (তুলনীয়) **উল্লিখন।**

লিখা (বিণ) লিখা, লেখা, লিখিত, লেখা হইয়াছে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লিখাপণ্ণ।**

লিখাপণ্ণ (ক্লী) লেখা পত্র, লিখা চিঠি, লিখিত কাগজ, লিখিত পত্র, লেখা সংবাদপত্র। (স) **লেখাপণ্ণ।** ⟹ **লিখা, পণ্ণ** (১)।

লিখাপেতি (ক্রি) (কাহারও দ্বারা) লেখানো, লিখানো, ক্ষোদিত করানো, কাটানো, কাটিবার কারণ করা বা হওয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করানো, গঠিত করানো। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) **লিখাপয়তি।** (অতীত) **লিখাপেসি।** (ক্রি-বি) **লিখাপেত্বা।**

লিখিত (বিণ) ১ কর্তিত, ছেদিত, (হস্তিদন্ত ইত্যাদি) কাজ করা হইয়াছে এরূপ। (যৌগিকে) **সঙ্খলিখিত ব্রহ্মচরিয**—পরিষ্কার মসৃণ পালিশ করা শঙ্খের ন্যায় (সুন্দর) ব্রহ্মচর্য বা আদর্শজীবন (দীর্ঘনিকায়) ; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **লিখিত সংখসদিস ধোত-সঙ্খ-সপ্পটিভাগ।** ২ লিখিত, ক্ষোদিত, লেখিত, অঙ্কিত, চিত্রিত। (জাতক) **লিখিতানি অক্‌খরানি।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লেখলিখিত।** ৩ মসৃণ করা হইয়াছে এরূপ, কোমলকৃত, শান্তকৃত, সমানকৃত, চিক্কণ করা হইয়াছে এরূপ, ক্ষৌরকর্মকৃত, কামানো হইয়াছে বা কামাইয়াছে এমন। (জাতকে) **চাপ।** ৪ চিহ্নিত, বিখ্যাত, বিশিষ্ট, নিষিদ্ধ, বে-আইনি বলিয়া নাম ঘোষিত, বিধিবহির্ভূত, আইনের আশ্রয় হইতে বহিষ্কৃত। (তুলনীয়) **উল্লিখিত।**

লিখিতক (পুং) বিধিবহির্ভূত মানুষ, আইনের আশ্রয় হইতে যাহাকে বহিষ্কার করা হইয়াছে, দস্যু, রাজবিধির আশ্রয়চ্যুত লোক, যাহাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, যাহার নাম বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। (বিনয়ে) **চোর।**

লিখিতানি (ক্লী, বহুবচন) যাহা যাহা লেখা আছে, আলেখ্য সমূহ। ⟹ **অক্‌খর।**

লিঙ্গ (ক্লী) ১ লিঙ্গ, চিহ্ন, সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইশারা, নিদর্শন, শুভাশুভ লক্ষণ, প্রমাণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশি চিহ্ন, মেষ বৃষাদি রাশি, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, লক্ষণ, (গঠন ও প্রভাবের দিক দিয়া) মুখাবয়ব, কোনো কিছুর বিশিষ্ট অংশ (যাহা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে), বিশেষ গুণ, বস্তুর বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ। = **সণ্ঠান** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **সণ্ঠান** (১)। (বিনয়) **হীনলিঙ্গ; উক্কট্ঠ লিঙ্গ।** (জাতক) **গিহিলিঙ্গ।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সাসনলিঙ্গ; দ্বে সমণস্স লিঙ্গানি; লিঙ্গতো চ নিমিত্ততো চ** ইত্যাদি। ২ লিঙ্গ, শিশ্ন, উপস্থ, (স্ত্রী ও পুরুষ) লিঙ্গ, (স্ত্রী ও পুরুষজাতীয়) চিহ্ন, স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদচিহ্ন, লিঙ্গ-সংক্রান্ত চিহ্ন, স্ত্রী কিংবা পুরুষও নয় অথবা স্ত্রীজাতীয়ও নয় পুরুষজাতীয়ও নয় (নপুংসক) চিহ্ন। (বিনয়) **পুরিসলিঙ্গ।** (খুদ্দকপাঠ) **ইত্থিলিঙ্গ।** (জাতক) **লিঙ্গসণ্ঠান।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লিঙ্গ সম্পত্তি।** ৩ (ব্যাকরণে) লিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ-পুলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ, (সমাপ্তির) চিহ্ন, লিঙ্গ বা চিহ্ন।

লিঙ্গতি (ক্রি) = **লিঙ্গেতি।** ⟹ **লিঙ্গেতি।**

লিঙ্গ পরিবত্তন (ক্লী) লিঙ্গ পরিবর্তন, পুরুষ স্ত্রীত্বে (নারীত্বে) এবং নারী পুরুষত্বে অথবা নপুংসকে (ক্লীবত্বে) রূপান্তর হওয়া। = **লিঙ্গ বিপল্লাস।**

লিঙ্গবিপ্লাস (ক্লী) লিঙ্গ পরিবর্তন, পুরুষের নারীত্বে রূপান্তর, স্ত্রীলোকের পুরুষত্বে রূপান্তর, নারী অথবা পুরুষের ক্লীবত্বে (নপুংসকে) রূপান্তর। = **লিঙ্গ পরিবত্তন।**

লিঙ্গসণ্ঠান (ক্লী) লিঙ্গাকার, লিঙ্গাংশ, লিঙ্গ গঠন। ⇒ **লিঙ্গ** (২)।

লিঙ্গ সম্পত্তি (স্ত্রী) লিঙ্গরূপ সম্পত্তি। ⇒ **লিঙ্গ** (২)।

লিঙ্গাল (পুং) (তুলনীয় সংস্কৃত—লিঙ্গাল অর্থাৎ মূষিক) কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণবিশেষ।

লিঙ্গিক (বিণ) লিঙ্গযুক্ত, চিহ্নযুক্ত, লক্ষণযুক্ত, বিশেষ গুণযুক্ত, (বিশুদ্ধিমার্গে) নামের চিহ্নযুক্ত, খ্যাতি সম্পন্ন।

লিঙ্গেতি (ক্রি) ১ (পদ্যে) আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। (ক্রি-বি) **লিঙ্গিয, আলিঙ্গেত্বা** (⇒ **আলিঙ্গতি**)। ২ বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণনা করা, চিহ্নিত করা, প্রভেদ করা, স্বতন্ত্র করা। ⇒ **উল্লিঙ্গেতি।**

লিত্ত (বিণ) লিপ্ত, প্রলিপ্ত, লেপিত, মিলিত, সংযুক্ত, চন্দনাদি দ্বারা লেপিত, বিষাক্ত, ভুক্ত। ⇒ **লিম্পতি।**

লিপি (স্ত্রী) লিপি, লিপী, বর্ণমালা, বর্ণমালার অক্ষর, অক্ষর বিন্যাস, হস্তলিপি, লিখন, লেখা, পুস্তক, দলিল, খত, রচনা, প্রবন্ধ, বর্ণ, পত্র, পত্রিকা, বাক্যের অর্থ, আক্ষরিক অর্থ, ছাপিবার অক্ষর, লিখিত পত্রাদি, লেখন।

লিপিকার (পুং) লিপিকার, লিপিকর, লেখক, কেরানি, গ্রন্থকার, রচনাকারী।

লিপ্পতি (ক্রি) লেপন করা। = **লিম্পতি।**

লিম্পতি (ক্রি) [√লিপ + ং + অ] লেপন করা, চর্বি ইত্যাদি দিয়া লেপন বা মর্দন করা, রঞ্জিত করা, রঙ দেওয়া, কলঙ্কিত করা বা হওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, দাগী করা, তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা অথবা লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করা, প্লাস্টার করা, আস্তর করা, জমাট করা, মলম দ্বারা আবৃত করা, মলম দিয়া ঢাকা, ময়লা করা, মলিন করা বা হওয়া। (তুলনীয়) **আলিম্পেতি, পলিম্পেতি, বিলিম্পতি।** (অতীত) **লিম্পি।** (অ-বিণ) **লিত্ত (⇒ অবলিত্ত, উল্লিত্ত, বিলিত্ত)।** (ব-বিণ) **লিপ্পমান, লিম্পমান।** (ক্রি-বি) **লিম্পিত্বা।** (করণে) **লিম্পেতি, লেপেতি, লিম্পাপেতি।**

লিম্পন (ক্লী) লেপন, লেপা, বিলেপন, লিপ্ত করণ, প্রলিপ্ত করণ, ময়লা করণ, কলঙ্কিত করণ।

লিম্পাপেতি (ক্রি) মলম দ্বারা আবৃত করানো, তৈল লেপন করানো, জমাট করানো, লেপন করানো, প্লাস্টার বা আস্তর করানো। (মহাবংস) **চেতিযং লিম্পাপেত্বা।** ⇒ **লিম্পেতি, লিম্পতি।** (ক্রি-বি) **লিম্পাপেত্বা।**

লিম্পেতি (ক্রি) [√লিপ + ং + এ] তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা অথবা লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করা, প্লাস্টার বা আস্তর করা, জমাট করা, মলম দ্বারা আবৃত করা, মলম দিয়া ঢাকা, চর্বি ইত্যাদি লেপন করা, চর্বি দ্বারা ময়লা করা। ⇒ **লিম্পতি।** (অতীত) **লিম্পেসি।** (অ-বিণ) **লিম্পিত।** (ব-বিণ) **লিম্পেন্ত।** (ক্রি-বি) **লিম্পেত্বা।** (করণে, সম্প্রদানে) **লিম্পাপেতি।**

লিলালেতি (ক্রি) = **নিল্লালেতি।** ⇒ **নিল্লালেতি।**

লিলহ (বিণ) অবলেহিত, চাটিয়াছে এরূপ, লীঢ়, লেহন করা, চাটা, স্পৃষ্ট, আস্বাদিত, ভক্ষিত। (তুলনীয়) **লেয্য।** ⇒ **লিহতি।**

লিসতি (ক্রি) পৃথক করা, শেষ করা, ভঙ্গ করা, ছিঁড়িয়া ফেলা, উপড়াইয়া ফেলা, আকর্ষণ করা, বলপূর্বক টানা, উৎপাটন করা, বিচ্ছিন্ন করা, ছিন্ন করা, ছেঁড়া। ইহাকে "লেস" শব্দেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

লিহতি (ক্রি) [√লিহ + অ] চাটা, অবলেহন করা, (চলতি) বেত্রাঘাত করা, সঞ্চালিত করা বা হওয়া। = **লেহতি।** (অতীতকাল, প্রথম পুরুষ একবচন) **লিহিং;** (বহুবচনে) **লেহযিংসু = পলহিংসু** (⇒ **পলহতি**); (তুলনীয়) **পরিলেহিসং** (বিমানবত্থু)। (অ-বিণ) **লিঢ়।** (ব-বিণ) **লিহমান।** (ক্রি-বি) **লিহিত্বা, লেহিত্বা;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সরীরং লেহিত্বা।**

লীন (বিণ) লীন, লয়প্রাপ্ত, মিলিত, শায়িত, সংসক্ত, লুপ্ত, (জন্তু-সম্বন্ধে) ভীরু, (লোক-সম্বন্ধে) লাজুক, মুখচোরা, (ব্যবহার-সম্বন্ধে) ভীরুতা বা লজ্জা প্রকাশক, কুঞ্চিত, সংকুচিত, (ভয়ে) জড়সড়, আকুঞ্চিত, চাপা স্বভাবের, সংযত চরিত্রের, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, জড়াইয়া ধরিয়া থাকে এমন, প্রবেশ করাইয়া দেয় এরূপ, লাগাইয়া দেয় এমন, লাগিয়া থাকে এরূপ, (আঠায়) জুড়িয়া থাকে এরূপ, দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে এরূপ, স্তব্ধ হইয়া থাকে এমন, বিঁধিয়া দেয় এমন, খোঁচাইয়া মারে এমন, ছুরিকাবিদ্ধ, মন্থর, মন্দগতি, অল্পবুদ্ধি, বিলম্বী, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন, (ঘড়ি-সম্বন্ধে) প্রকৃত সময়ের পশ্চাদ্বর্তী, অলস, মন্থরগতি, জড়, স্থূলবুদ্ধি, ভোঁতা, অনুভূতিহীন, বিষণ্ণ, নিরানন্দ, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, নীরস, নিস্তেজ, স্ফূর্তিহীন, কানে খাটো। (সংযুক্ত নিকায়) **অতিলীন;** (যৌগিকে) **লীন উদ্ধত**—অলস বা লাজুক এবং সামঞ্জস্যহীন বা পাগলাটে। ⇒ **লীযতি।**

লীন উদ্ধত ⇒ **লীন।**

লীনতা (স্ত্রী) = **লীনত্ত।** ⇒ **লীনত্ত।** = **লীযনা।**

লীনত্ত (ক্লী) ভীরুতা, লাজুকতা, মুখচোরা অবস্থা, অলসতা, জড়তা, ঢিলা অবস্থা, মন্থরগতি অবস্থা, আসক্তি, সংলগ্নতা, যোগ। (বি-ভা) **চেতসো লীনত্তং**—মনের অচল বা স্থির অবস্থা (সংযুক্ত নিকায়); = **চিত্তস্স লীনাকার।**

লীযতি (ক্রি) [√লী + য] ১ কুঞ্চিত হওয়া, কোঁচকানো, গুটানো, সংকুচিত করা বা হওয়া, (ভয়ে) জড়সড় হওয়া, আকুঞ্চিত করা, নীরস হওয়া, শুষ্ক হওয়া, ম্লান করা বা হওয়া, ক্ষীণ হওয়া, নষ্ট করা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন

হওয়া, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, দৃঢ় সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া থাকা, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, (আঠায়) জুড়িয়া থাকা, দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকা, স্তব্ধ হইয়া থাকা, বিঁধিয়া দেওয়া, খোঁচাইয়া মারা, ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করা। ⇒ **অল্লীযতি, ওলীযতি, নিলীযতি, পলিসল্লীযতি**। ২ দ্রবীভূত করা বা হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বিলীন হওয়া, পিছলাইয়া যাওয়া, হড়কাইয়া যাওয়া, পলায়ন করা, সরিয়া যাওয়া, পা ফসকানো, পড়িয়া যাওয়া, ভুল করা, পরিধান করা অথবা খুলিয়া ফেলা, গোপনে চালানো, পলাইতে দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, বাদ দেওয়া। (যৌগিকে) **পবিলীযতি**—গলিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া, ভঙ্গ করা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া। (অতীত) **লীযি**। (অ-বিণ) **লীন**। (ব-বিণ) **লীযমান**। (ক্রি-বি) **লীযিত্বা**।

লীযন (ক্লী) কুঞ্চিত করণ, সংকুচিত করণ, গুটানো, (ভয়ে) জড়সড় অবস্থা, আকুঞ্চিত করণ, নীরস করণ, শুষ্ক অবস্থা প্রাপ্তি, ম্লান বা ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্তি, নষ্ট করণ, প্রবেশ করণ, লাগানো, সংলগ্নতা, দৃঢ়বদ্ধতা, স্তব্ধতা, ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করণ, বিশ্রাম করণ, বিশ্রাম, বিরাম, স্থিরতা, মৃত্যু, শান্তি, বিশ্রামস্থান, অবলম্বন, দৃঢ় সংলগ্ন অবস্থা প্রাপ্তি, দৃঢ়ভাবে সমর্থন, লাগিয়া থাকা। (সদ্ধম্মোপায়ন) **লীযনট্‌ঠান**—বিশ্রাম স্থান।

লীযনট্‌ঠান (ক্লী) ⇒ **লীযন**।

লীযনা (স্ত্রী) সংলগ্ন অবস্থা প্রাপ্তি, সংলগ্নতা, অলসতা, জড়তা, ভীরুতা, লাজুকতা। = **লীযন**।

লীযিতত্ত (ক্লী) = **লীযন**। ⇒ **লীযন**।

লীলা (স্ত্রী) লীলা, ক্রীড়া, খেলা, কেলি, আমোদ, প্রমোদ, শৃঙ্গার ভাবজাত চেষ্টাবিশেষ, অঙ্গ-বেশ-অলঙ্কার-প্রীতি-বাক্যাদি দ্বারা প্রিয়তমের মনোরঞ্জন, বিলাস, শোভা, ভঙ্গি, সাময়িক ক্রিয়াকলাপ (মানব লীলা), অনুগ্রহ, লাবণ্য, কৃপা, স্বাভাবিক গুণ, ভোজনের পূর্বে বা পরে প্রার্থনা, অনন্ত জীবন, মুক্তি, যাদুমন্ত্র, কবচ, আকর্ষণ, গুপ্তশক্তি সম্পন্ন পদার্থ, মনোমোহকর বস্তু, মনোমুগ্ধকর পদার্থ, আমোদপ্রমোদ, জুয়াখেলা, কার্যের স্বাধীনতা, প্রসার, ব্যবহার, অভিনয়, নাটক, গতি, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, ক্রীড়াসামগ্রী, পরস্পর আলিঙ্গন, প্রেমের ভান। ⇒ **লীল্‌হা**। (যৌগিকে) **লীলা বিলাস**।

লীলা অরবিন্দ (ক্লী) ক্রীড়ার জন্য কার্যকর পদ্ম, লীলা কমল, ক্রীড়ার্থ হস্তে ধৃত পদ্মফুল, পদ্মফুলের আকৃতিযুক্ত খেলনা, লীলা পদ্ম।

লীলা বিলাস—লীলা বিলাস, লীলা লাবণ্য বা শোভা, অনুগ্রহ, লীলাভূষণ, লীলাভঙ্গি, লাবণ্য। ⇒ **লীলা, বিলাস**।

লীলা (স্ত্রী) ১ = **লীলা**। ⇒ **লীলা**। ২ অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

লীলা অরবিন্দ (ক্লী) = **লীলা অরবিন্দ**। ⇒ **লীলা অরবিন্দ**।

লীল্‌হা (স্ত্রী) অনুগ্রহ, লাবণ্য, অনুকম্পা, কৃপা, স্বাভাবিক গুণ, ভোজনের পূর্বে বা পরে প্রার্থনা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধিবিশেষ, দেবতার অনুগ্রহ, ভূষণ, অনন্ত জীবন, মুক্তি, আরাম, বিরাম, বিশ্রাম, অনায়াসত্ব, উদ্বেগহীনতা, কষ্টশূন্যতা, যাদুমন্ত্র, কবচ, আকর্ষণ, গুপ্তশক্তি সম্পন্ন পদার্থ, মনোমোহকর বস্তু, নিপুণতা, চতুরতা। এই শব্দটি প্রায়ই বুদ্ধের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যথা— **বুদ্ধলীল্‌হা**। (যৌগিকে) **লীল্‌হা বিলাস**।

লীল্‌হা বিলাস = **লীলা বিলাস**। ⇒ **লীলা বিলাস**। ⇒ **লীল্‌হা, বিলাস**।

লুগ্‌গ (বিণ) ভগ্ন, সমাপ্ত, বিভক্ত, পৃথককৃত; (পথ সম্বন্ধে) অসমান, এবড়ো-খেবড়ো। (তুলনীয়) **বিলুগ্‌গ**। ⇒ **লুজ্জতি**।

লুজ্জতি (ক্রি) [√লুজ্‌ + য] ভঙ্গ হওয়া, শেষ করা বা হওয়া, ভাগ হওয়া, পৃথক হওয়া, স্বতন্ত্র হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়া অথবা টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়া। = **লসসতি** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। "**লোক**" সম্বন্ধে শব্দ ও শব্দরূপ বিজ্ঞান অনুসারে বিশদ ব্যাখ্যায় : (সংযুক্ত নিকায়) **লুজ্জতি খো লোকো'তি বুচ্চতি**। (তুলনীয়) **ওলুজ্জতি, পলুজ্জতি**। (অতীত) **লুজ্জি**। (অ-বিণ) **লুগ্‌গ**। (ক্রি-বি) **লুজ্জিত্বা**।

লুজ্জন (ক্লী) ভঙ্গ, ভাঙ্গিয়া টুকটা টুকরা হইয়া যাওয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া, দ্রবীভূত করণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গ করণ, মরণ, ধ্বংস, পচন, বিশ্লেষণ, ভঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা। "**লোক**" সম্বন্ধে শব্দ ও শব্দরূপবিজ্ঞান অনুসারে : (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **লুজ্জন পলুজ্জন অত্থেন (অট্‌ঠেন) বত্তং'তি লোকো**।

লুঞ্চতি (ক্রি) [√লুঞ্চ্‌ + অ] টানিয়া বাহির করা, শিকড় সমেত তুলিয়া ফেলা, উপড়ানো, আবাসস্থল হইতে সরানো, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, (পাখীর পক্ষ বা পালক) উৎপাটন করা অথবা ছাড়াইয়া ফেলা, ত্বক বা বল্কল উন্মোচন করা, ছাল তোলা, খোলা, ছড়ানো, সংগ্রহ করা, চয়ন করা, কাড়িয়া লওয়া, আকর্ষণ করা, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ করানো, লুণ্ঠন করা, খুলিয়া আনা, বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, ফাড়া, গভীরভাবে আঘাত করা, শান্তি নষ্ট করা, যন্ত্রণা দেওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া, উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ানো। (অতীত) **লুঞ্চি, অলুঞ্চি**। (অ-বিণ) **লুঞ্চিত**। (ক্রি-বি) **লুঞ্চিত্বা**; (বিশুদ্ধিমার্গ) **কেসে লুঞ্চিত্বা**। (করণে) **লোচেতি, লুঞ্চাপেতি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **কেসো লুঞ্চাপেতি**; (থেরগাথা) **কেসমসসুং অলোচযিং**।

লুঞ্চিত (বিণ) পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, পক্ষ বা পালক উৎপাটিত, অপহৃত, আকর্ষিত, বিচ্ছিন্ন, ছিন্ন, বলপূর্বক টানিয়াছে

এরূপ। মিলিন্দ প্রশ্নে যৌগিক শব্দে পশম-সম্বন্ধে এই শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে, Rhys. Davids.-এর ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন "নিপীড়িত বা নিষ্পেষিত"। ঞাণতিলোক ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "**কর্তিত**"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিলূন-কেস লুঞ্চিত**।⇒ **লুঞ্চতি**।

লুঞ্চিত-পমট্ট পত্থক ⇒ **পমট্ট**।

লুটট্ঠি (ক্রি) = লুড়তি।⇒ **লুড়তি**।

লুঠতি (ক্রি) লুঠ করা, লুট করা, লুণ্ঠন করা, বলপূর্বক অপহরণ করা, জোরপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, অপহরণ করা, বঞ্চিত করা।

লুড়টিকো (স্ত্রী) ⇒ **লুদ্দক**।

লুণাতি (ক্রি) কাটা, কর্তন করা, ঘাস কাটা।⇒ **লুনাতি**।

লুত (বিণ) কর্তিত, ছেদিত। = **লুত্ত, লূন**। (সংযুক্ত নিকায়) **নলো ব হরিতো লুতো**। (সূত্রনিপাত) **লুতানি বন্ধনানি**; অন্যত্র "**লূতানি**" এবং "**লুনানি**" শব্দও দৃষ্ট হয়; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ছিন্নানি পদালিতানি**। ⇒ **লুনাতি**।

লুত্ত (বিণ) লুপ্ত, নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্ট, বিধ্বংসিত, কৃশ, ছিন্ন, বিলুপ্ত, অপহৃত, বিনাশিত, ভগ্ন, কর্তিত, ছেদিত, লুণ্ঠিত, (ব্যাকরণমতে) লোপপ্রাপ্ত, যেমন বিমানবত্থু অর্থকথায় "**চ**" এবং "**ইতি**" সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।⇒ **লুত**।

লুদ্দ (বিণ) ১ লোলুপ, লোভী, লম্পট, লব্ধ। ২ হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ, কোপন স্বভাব, ভয়ানক, ভীষণ, খুব বেশি, অত্যধিক, ভীতিজনক, নিষ্ঠুর, যন্ত্রণাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাপ লুদ্দ কিব্বিস**।= **দারুণা পিসাচ-আদিনো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **লুদ্দট্ঠান** = **নিরয়**। জাতকে "**লুদ্দ**" শব্দের পরিবর্তে "**লুদ্র**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (পুং) ব্যাধ, নক্ষত্রমণ্ডল, শিকারী, (শিকারকালে) শিকারী কুকুরের ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য, ক্রীড়ানিপুণ ব্যক্তি, মৃগয়াকারী ব্যক্তি। (সূত্রনিপাত) **দুস্সীল লুদ্দ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লুদ্দা চ কুরূর-কম্মন্তা লোহিত পাণিতায, মচ্ছ ঘাতক-মিগবন্ধ-সাকুণিকাদযো ইধ অধিপ্পেতা**। (জাতক) **লুদ্দপুত্ত** = **লুদ্দক**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **মাগবিক সাকুণিক লুদ্দক মচ্ছঘাতক** ইত্যাদি; (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথায়) **দারুণ কক্খড়**।

লুদ্দক (পুং) ব্যাধ, শিকারী। = **লুদ্দ** (পুং)। (পেতবত্থু) **মিগলুদ্দক**; (পেতবত্থু অর্থকথায়) **দারুণ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সুণক লুদ্দকো**—কুকুর ব্যাধ বা শিকারী কুকুর? মং টিন-এর বর্মাগ্রন্থে "**লুদ্দক**" শব্দকে পাঠ করা হইয়াছে "**লুড়টিকা**" অর্থাৎ কুকুরী।

লুদ্দপুত্ত (পুং) ব্যাধপুত্র, শিকারীর পুত্র।⇒ **লুদ্দ** (পুং), **পুত্ত** (২)।

লুদ্দা মিলাচ (পুং) অনার্য বা অসভ্য ব্যাধ, পাহাড়ি বা জঙ্গলি শিকারী।⇒ **মিলাচ**।

লুদ্ধ (বিণ) লুব্ধ, লোভী, লোলুপ, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লুদ্ধ ফরুস-বাচ; লুদ্ধ সম্ফপ্পলাপিন**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **দুট্ঠ মূলহ লুদ্ধ**। ⇒ **লুব্ভতি**।

লুদ্র = **লুদ্দ**।⇒ **লুদ্দ** (২)।

লুনন (ক্লী) কর্তন, ছেদন, ভিন্নকরণ, কাটিয়া পৃথককরণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **নিদ্দানং'তি ছেদনং লুননং উপ্পাটনং**।

লুনাতি (ক্রি) [√লু + না] কাটিয়া ফেলা, কাটা বা বিদীর্ণ হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পর বিভক্ত করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো, ছেদন করা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা, (শস্য) কর্তন করা, (শস্যাদি) ছেদন করা, সংগ্রহ করা, পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া, পরিশ্রমের ফল লাভ করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যব লাবকা যবং লুনাতি**। ⇒ **লব, লবক, লবন, লাযতি, লবতি**। (অতীত) **লুনি**। (অ-বিণ) **লূন, লুত**। (কর্মবাচ্যে) **লূযতি**। (করণে) **লাবযতি, লবাপেতি**।

লুনানি ⇒ **লুত**।

লুব্ভতি (ক্রি) [√লুভ + য] পেটুক হওয়া, ধনলোভী হওয়া, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ হওয়া, (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, বাসনা করা, অনুরোধ করা, কামোদ্দীপক হওয়া, কামাসক্ত হওয়া, কামুক হওয়া, অত্যন্ত ইচ্ছা করা। **লোভনেয্যেন লুব্ভতি**। (অতীত) **লুব্ভি**। (অ-বিণ) **লুব্ভ (?)**, "**ওলুব্ভ**" শব্দ সম্বন্ধীয়। (ব-বিণ) "**লোভনেয্য**" অথবা "**লোভনীয**"।

লুব্ভন (ক্লী) পেটুকতা, ধনলোভ, লোভ, আকাঙ্ক্ষা, লুব্ধভাব, বাসনা, অভিলাষ। = **লোভ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লুব্ভন-মত্তং লোভ**।

লুব্ভিতত্ত = **লুব্ভন**।⇒ **লুব্ভন**।

লুম্পতি (ক্রি) [√লুপ + ং + অ] লুট করা, লুণ্ঠন করা, আক্রমণ করা, বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, কাজ শুরু করা, ক্ষয় করা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত হওয়া, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, স্থাপন করা, নষ্ট করা, আরম্ভ করা, ভক্ষণ করা, খাওয়া, ক্রমশ ক্ষয় করা, অপকার করা, অনিষ্ট করা, অহিত করা, ক্ষতি করা, বিরক্ত করা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **লোলুপ্প**। (তুলনীয়) **উল্লুম্পন, উল্লোপ, লোপ, বিলুম্পতি, বিলোপ**।

লুম্পন (ক্লী) লুণ্ঠন, অপহরণ, লুঠ করণ, ভোজন করণ।

লুলতি (ক্রি) নড়া, নড়ানো, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা বা হওয়া, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া,

জাগ্রত হওয়া, নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, উল্টাইয়া দেওয়া, উল্টাইয়া যাওয়া, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা, গতিপ্রাপ্ত হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চলতি খবভতি লুলতি আবিলতি**। (অতীত) **লুলি**। (অ-বিণ) **লুলিত**।

লুলিত (বিণ) আলোড়িত, নড়িত, বিচলিত, স্থানান্তরিত, তেজস্বী, সজীব, ক্ষিপ্র, প্রখর, সমুজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল, বিব্রত, (জল-সম্বন্ধে) আবিল বা ঘোলা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদপত্ত আবিল লুলিত**। (উদান) **উদকং পরিত্তং লুলিতং আবিলং**। (মহানির্দেশ) **আবিল লুলিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লুলিত চিত্ত**—কম্পিত চিত্ত। ⟹ **লুলতি**।

লুলিত চিত্ত ⟹ **লুলিত**।

লূক (পুং) পেঁচা। = **উলূক**।

লূখ (বিণ) ১ বন্ধুর, অসমান, অসমতল, অমসৃণ, এবড়োথেবড়ো, অস্পষ্ট, মোটামুটি, কঠোর, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, উগ্র, ঝটিকা সঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট, মোটা, অশিষ্ট, নিকৃষ্ট, মন্দ, দুষ্ট, অসৎ, কু, অহিতকর, পচা, বিশ্রী, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, দরিদ্র, নিঃস্ব, কৃশ, দুর্বল, জীর্ণ, ময়লা, দুর্বর্ণ, অপরিষ্কার, নোংড়া, বেচারা, দয়ার যোগ্য, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, অনুর্বর, উষর, সামান্যমাত্র, তত বা বেশ ভাল নয় এরূপ, অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর, দুঃখী, দীন, জঘন্য, হীনবল, অপ্রচুর, অল্প, অভাবগ্রস্ত, সামান্য, মধ্যবিধ, না ভাল না মন্দ, মাঝারি। (বিপ) **পণীত**। (জাতক) **চিত্তসমং পণীতে ... দানং লূখং ন হোতি**। (চুল্লনিদ্দেসে) **নিক্ষুঃ** (ভিক্ষুদের অভ্যস্ত অভ্যাস সম্বন্ধে) **লূখং চীবরং ধারেতি, লূখং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জতি, লূখং সেনাসনং পটিসেবতি** ইত্যাদি। ২ (মানুষ-সম্বন্ধে) নিম্ন, অনুন্নত, অধম, নীচ, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, মৃদু, কোমল, বিষণ্ন, ভগ্নোদ্যম, বিনীত, নম্র, দুঃখী, দীন, নিঃস্ব, জঘন্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, কঠোর, কঠিন, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, প্রচণ্ড, উগ্র, অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর, অপমানজনক, আক্রমণাত্মক, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়। (বিনয়) **কিস লূখ দুব্বণ্ণ**। = **জিণ্ণ** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)।

লূখচীবর (বিণ) নিকৃষ্ট বা মোটা চীবর পরিধানকারী, চীবর নিকৃষ্ট বা জীর্ণ হইয়াছে এরূপ, জীর্ণ চীবরধারী, অতি দুর্বল বা বিবর্ণ চীবর পরিহিত, নিকৃষ্ট চীবর পরিধান করিয়াছে এমন। = **লূখচীবর দুচ্চোল** (বিনয়)। (ক্লী) জীর্ণ চীবর, নিকৃষ্ট চীবর, মোটা চীবর। ⟹ **লূখ** (১)।

লূখচীবরধর (পুং) যেই ভিক্ষু জীর্ণ বা বিবর্ণ চীবর পরিধান করেন, যেই ভিক্ষু দুর্বল বা মোটা চীবর ধারণ করেন। (বিণ) জীর্ণ চীবরধারী, নিকৃষ্ট বা দুর্বল চীবর পরিধানকারী, বিবর্ণ বা মোটা চীবর ধারণকারী।

লূখতা (স্ত্রী) নিকৃষ্টতা, মোটা অবস্থা, অসভ্যতা, অশিষ্টতা, দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা, দরিদ্রতা, নিঃস্ব অবস্থা, কৃশ অবস্থা, দুর্বলতা, দয়ার যোগ্য অবস্থা, সামান্যতা, তুচ্ছ অবস্থা, অপ্রীতিকর অবস্থা, বিরক্তিজনক অবস্থা, দুঃখী অবস্থা, হীন অবস্থা, জঘন্য অবস্থা, অকিঞ্চিৎকর অবস্থা।

লূখপাপুরণ (বিণ) দরিদ্রভাবে পরিহিত, দুঃস্থভাবে বা দীনভাবে পরিহিত।

লূখপিণ্ডপাত (পুং) ভিক্ষার দ্বারা সংগৃহীত নিকৃষ্ট খাদ্য বা ভোজন। ⟹ **লূখ** (১)।

লূখপুগ্গল (পুং) দুঃস্থ লোক, নিকৃষ্ট ব্যক্তি, নীচ লোক, অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর চরিত্র বা ব্যক্তির ধর্ম। (বিপ) **সিনিদ্ধ পুগ্গল**। ⟹ **লূখ** (২)।

লূখপ্পমাণ (ক্লী) নির্ধারিত বিধি (নিয়মাদি) স্বরূপ অপ্রীতিকর অবস্থা বা দুঃখ গ্রহণ। ⟹ **লূখপ্পমাণিক**। (তুলনীয়) **রূপপ্পমাণ**।

লূখপ্পমাণিক (পুং) যেই ব্যক্তি নির্ধারিত বিধি (নিয়মাদি) অনুসারে বিরক্তিকর অবস্থা বা কষ্ট সহ্য করেন। ⟹ **লূখপ্পমাণ**।

লূখপ্পসন্ন (বিণ) জীর্ণচীবর (অথবা জীর্ণবস্ত্র) পরিহিত ভিক্ষুর (বা ব্যক্তির) প্রতি অনুরক্ত বা প্রসন্ন, জীর্ণ চীবর (জীর্ণ বস্ত্র) অথবা মধ্যম অবস্থার প্রতি বিশ্বাসী, (শারীরিক) অকিঞ্চিৎকর অবস্থার প্রতি বিশ্বাসী, যিনি দুর্বল বা জীর্ণ চীবর ধারণে প্রসন্ন।

লূখবেস (বিণ) অপরিষ্কার বা নোংরা বেশধারী। = **রুম্মরূপিন**। ⟹ **রুম্ম**।

লূখস (বিণ) বন্ধুর, অসমান, অসমতল, অমসৃণ, এবড়ো-থেবড়ো, অস্পষ্ট, কঠোর, মোটামুটি, কঠিন, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, উগ্র, ঝটিকাসঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট, কর্কশ, অশ্লীল, শ্রুতিকটু, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, আত্ম-সংযমিত। = **নীরস অত্ত-কিল-মথানু যুত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

লূখসেনাসন (ক্লী) নিকৃষ্ট বা হীন শয়নাসন, দুর্বল বা দীন শয্যা বা আবাসস্থান, আড়ম্বরহীন শয্যা এবং আবাস স্থান, অনন্ত আকাশের নিম্নস্থ ভূমিতল শয্যা ও আবাসস্থান।

লূখাজীবিন (বিণ) কঠোর জীবনযাপনকারী, যেই ব্যক্তি নিঃস্বভাবে বা দীনভাবে জীবনযাপন করে, অতি দরিদ্রতার সহিত যেই ব্যক্তি জীবন ধারণ করে। (বিপ) **বহুলজীব**।

লূখাজীবী = **লূখাজীবিন**। ⟹ **লূখাজীবিন**।

লূণ (বিণ) কর্তিত, ছেদিত, (শস্যাদি) কাটা হইয়াছে এরূপ, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কাটা হইয়াছে এরূপ। = **লূন**। ⟹ **লূত, লুনাতি**।

লূতা (স্ত্রী) ঊর্ণনাভ, মাকড়সা।

লূতানি ⇒ **লূত।**

লূন (বিণ) কর্তিত, ছেদিত, (শস্যাদি অথবা তৃণাদি) কাটা হইয়াছে এরূপ। = **লূণ**। (থেরীগাথা) **লূনাকেসী**। (তুলনীয়) **বিলূন**। ⇒ **লূণাতি**।

লূযতি (ক্রি) কর্তিত হয়, কাটা হয়, ছেদিত হয়, ছেদন করা হয়। (অতীত, প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **লূযিংসু**। (পঞ্চমী) **লূযন্তু**।

লেখ (পুং) ১ লেখ, লিখন, চিঠি, পত্র, অক্ষর বিন্যাস, হস্তলিপি, লেখা, পুস্তক, দলিল, খত, রচা, প্রবন্ধ, শিরোনাম, কাহারও নামে গ্রন্থের উৎসর্গ, অক্ষর, বর্ণ, লিপি, পত্রিকা। (জাতক) **সিলালেখং**। (মহাবংস) **লেখে সুত্বা; লেখং বিস্‌সজ্জমি**। (দাঠাবংস) **চারিত্ত লেখং**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লেখবাচাক**। ২ ভাজা আলুর কুচি, মুণ্ডন, ক্ষৌর কার্য, চাঁচুনি, কাষ্ঠাদির খণ্ড, কাঠের কুচি, খেলিবার ঘুঁটি, অসার বস্তু, আলু-আপেল ইত্যাদির কুচি। (বিনয়ে) **লেখ লিখং**। (বিণ) = **লিখা**। ⇒ **লিখা**।

লেখং (ক্লী) লেখা।

লেখক (পুং) লেখক, লিপিকর, চিত্রকারক, যেই ব্যক্তির লিখিবার বিদ্যা অবগত আছে, কেরানি, কর্মসচিব, সম্পাদক, গ্রন্থকার, রচনাকারী ব্যক্তি, মুহুরি। = **মুদ্দিকা, গণকা** (বহুবচনে)।

লেখতি (ক্রি) লেখা, লিপিবদ্ধ করা।

লেখণী (স্ত্রী) আঁচড়াইবার বা লিখিবার যন্ত্রবিশেষ, কোনো দ্রব্যের গাত্রে ছাপ দিবার নিমিত্ত মধ্যে কাটা ধাতুপাত্র, কলম, তুলিকা, পেন্সিল, সীসক-লেখনী, লেখনী।

লেখন (ক্লী) লেখন, লিখন, অক্ষর বিন্যাস, অঙ্কন, চিত্র, জিভ আঁচড়ানো, নখাঘাত করণ, দাগকাটা, আঁচড়ানো, চিঠি, পত্র, হস্তলিপি, লেখা, পুস্তক বা প্রবন্ধাদি লিখন, শিরোনাম, কাহারও নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গ, অঙ্কন বিদ্যা।

লেখনি (পুং) = **লেখনী**। ⇒ **লেখনী**।

লেখনিযানি (বিণ) (বিপ) **সিনেহনিযানি**। ⇒ **সিনেহনিয**।

লেখনী (স্ত্রী) কলম, তুলি, তুলিকা, লেখনী। = **লেখণী**।

লেখনীমুখ (ক্লী) কলমের নিব।

লেখ লিখিত (বিণ) লেখা লিখিত, অক্ষর লিখিত, চিত্রাদি অঙ্কিত, চিঠিপত্রাদি লিখিত। ⇒ **লিখিত** (২)।

লেখবাচক (বিণ) লেখাপাঠক, যেই ব্যক্তি লেখিয়া পাঠ করে, প্রবন্ধ পাঠক। ⇒ **বাচক**।

লেখবাচাক (ক্লী) লিখিত বিষয় আবৃত্তি করণ, মুখস্থ বলা। ⇒ **লেখ** (১)।

লেখা (স্ত্রী) ১ জমি হইতে বিভিন্ন বর্ণের লম্বা লম্বা ডোরা, সামান্য অংশ, আঁচ, আভাস, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, সারি, পঙক্তি, শ্রেণী, কবিতা, পদ্য পঙক্তি, খসড়া, নকশা, নির্দিষ্ট পথ, গতিপথ, ধারা, প্রণালী, ক্ষুদ্রলিপি। = **রাজি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চন্দলেখা**। ২ নখাঘাত, আঁচড়, ছড়, দাগ, সাহসের প্রমাণ বা পরিচয়, যেখান হইতে দৌড় আরম্ভ হয়, রেখা, বিষুবরেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, ধারা, প্রণালী, গতিপথ, বিভাগ, উপদেশ, সৈন্যশ্রেণী, ব্যবসায়, বৃত্তি, অদৃষ্ট। (জাতক) **লেখং কড্‌ঢতি**। ৩ লেখা, লিখন, লিপি, চিঠি। = **লেখন**। (বিনয়) **লেখং ছিন্দতি**—পত্র বা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলা বা নষ্ট করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লেখা আচরিয়**—লেখা শিক্ষা দিবার শিক্ষক। (জাতক) **লেখাফলকে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লেখাপণ্ণ**। ৪ লেখাবিদ্যা, অঙ্কন বিদ্যা, গ্রন্থাদি প্রবন্ধ লেখা, চিত্র অঙ্কন। বিনয়ে ইহাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের উপযুক্ত (**উক্কট্‌ঠ**) পেশা (**সিপ্প**) বলা হইয়াছে এবং ইহাকে "**মুদ্দা**" এবং "**গণনা**"-এর পাশাপাশি বর্ণনা করা হইয়াছে। ৫ (বিণ) = **লিখা**। ⇒ **লিখা**।

লেখা আচরিয ⇒ **লেখা** (৩)।

লেখাপণ্ণ (ক্লী) লেখাচিঠি, লিখিত পত্র। = **লিখাপণ্ণ**। ⇒ **লেখা** (৩)।

লেখিকা (স্ত্রী) লেখিকা, যেই নারী বা স্ত্রীলোক লেখার কার্য করে। ⇒ **লেখক**।

লেখিত (বিণ) লেখিত, লিখিত, (রেখা) অঙ্কিত, অঙ্কিত, পেন্সিল দ্বারা লিখিত বা অঙ্কিত। ⇒ **লেখেতি**।

লেখেতি (ক্রি) আঁচড় কাটা, দাগকাটা, লেখা, রেখা অঙ্কন করা। ⇒ **লিখতি**। (অতীত) **লেখেসি**। (অ-বিণ) **লেখিত**।

লেড্ডু (পুং) মৃত্তিকার শৈত্য, মাটির ঠাণ্ডা গুণ। = **লেড্ডুট্‌ঠান** (জাতক)। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহাকে একই অর্থে বলা হইয়াছে "**আকাসে খিত্ত**"। বিশুদ্ধিমার্গের ইংরেজি অনুবাদে "**লেড্ডু**" অর্থে "**পাথর**" গ্রহণ করা হইয়াছে; **লেড্ডু খণ্ডাদীনি**; অন্যত্র "**স্বর্ণ ধারণ করা**" অর্থেও "**লেড্ডু**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **লেড্ডুখণ্ডা**; ইহাকে শৈত্যসমূহের (পাথর সমূহের?) ক্ষেপণ অর্থে শাস্তিবিধান স্বরূপ বুঝায় এবং ইহাকে "**দণ্ড**" (লাঠি) ও "**সত্থ**" (অসি)-এর একত্রে বিন্যাসও করা হইয়াছে অথবা মধ্যম নিকায়ে যেমন আছে "**লেড্ডু-দণ্ডাদি**"।

লেড্ডুক (পুং) = লেড্ডু। ⇒ লেড্ডু।

লেড্ডুট্‌ঠান (ক্লী) যেই স্থানের মাটি ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা পাথর, বরফ। ⇒ লেড্ডু।

লেড্ডু পাত (পুং) বরফ পতন, শৈত্য ক্ষেপণ, শৈত্যের প্রবল উদ্যম, পাথর বা বরফ নিক্ষেপ, (নিকটবর্তী) কোনও দূরত্বের পরিমাণ। ধর্মসঙ্গণীর অর্থকথার ইংরেজি অনুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে "পাথর নিক্ষেপ অথবা পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব"।

লেড্ডূপক (বিণ) পাথর মিশ্রিত, পাথরের কণা মিশানো আছে এরূপ। = **বালণ্ডুপক**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **চুণ্ণং বা তেলং বা লেড্ডূপকেন** ইত্যাদি; (বিশুদ্ধিমার্গে)

বালগুপকেন। ⇒ **লেড্ডু**।

লেণ (ক্লী) ১ (প্রস্তর) গুহা, (শিলা) গুহা, পর্বতগুহা যাহা ঋষি কিংবা ভিক্ষুগণের আবাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হয়, পাষাণ গুহা, একজনের বাসযোগ্য প্রস্তরের ক্ষুদ্র গুহাকক্ষ। বিনয়ে বলা হইয়াছে ইহা "**কুটি**" এবং "**গুহা**" এর মধ্যেও পরিগণিত। বিনয়ে পঞ্চবিধ নিভৃত বাসস্থান বা তপোবন সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—**বিহার, অড্‌ঢযোগ, পাসাদ, হম্মিয, গুহা**। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**লেণ**" সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়— "**পব্বতং খনিত্বা বা পব্ভারস্স অপ্পহোনকট্‌ঠানে কুড্ডং উট্‌ঠাপেত্বা বা কতসেনাসনং**" অর্থাৎ পর্বত ক্ষোদিয়া (খনন করিয়া) অথবা ঢালু জায়গায় প্রশস্ত স্থানে দেয়াল উঠাইয়া বসিবার ও শয়ন করিবার যেই স্থান করা হয়। (মহাবংস) **পব্ভারং সোধাপেতি লেণং কত্তুকামো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মহালেন**। ২ নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, শরণ আশ্রয়, ত্রাণ, রক্ষা, রক্ষা স্থান, আশ্রয় স্থান, রক্ষার স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়; (চরিত্রে) রক্ষণ, পরিত্রাণ, মুক্তি, উদ্ধার; (কখন কখন অর্থ হয়) নির্বাণ। (দীর্ঘনিকায়) **তাণ লেণ সরণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **মং-লেণ**—আমার শরণ লও; **মং-লেণ মং-তাণ**; = **নিব্বান**। (বিনয়) **লেণত্থং**।

লেণগবেসিন (বিণ, পুং) আশ্রয় অন্বেষী, নিরপত্তা গবেষণাকারী, আশ্রয় স্থানের সন্ধানকারী, যেই ব্যক্তি নিজের আবাসস্থানের জন্য গুহাদি প্রস্তুত করে।

লেণগুহা—পর্বত গুহা।

লেণত্থং (ক্রি-বিণ) [লেণ + অত্থং] শরণের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য, অবস্থানের জন্য, আবাসস্থানরূপে ব্যবহারের জন্য। ⇒ **লেণ** (২)।

লেণদ্বার (ক্লী) পাষাণ গুহার দ্বার।

লেণপব্ভার—পাহাড়ের গড়ানিয়া স্থানস্থ অথবা ক্রমনিম্ন স্থানস্থ গুহা, ঢালু জায়গার গুহা।

লেন (ক্লী) ১ পাষাণ গুহা, পর্বত গুহা। ২ বাসস্থান। বিনয়ে পঞ্চ "**লেনানি**" সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। = **লেণ**। ⇒ **হম্মিয**।

লেপ (পুং) ১ লেপ, লেপন, লেপা, বন্ধন, লেপন-সাধন বস্তু, বিলেপন, চূর্ণ, চূণ, আচ্ছাদিত করণ, আবরিত করণ, প্রলেপ, প্লাস্টার করণ, জমাট করণ, মলম দ্বারা আবৃত করণ, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন। (বিনয়) **বাহির লেপ**। (জাতক) **মত্তিকা লেপ**। ২ (চরিত্রে) "মলম, চুন-বালি ও জলদ্বারা প্রস্তুত জমাট" অর্থাৎ যাহা লাগিয়া থাকে, যাহার দ্বারা লেপা যায় তাহা, অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, আসক্তি, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব। (মহানির্দেশ) **তণ্হালেপ; দিট্‌ঠিলেপ**।

লেপগত (বিণ) চটচটে, আঠালো। (বিপ) **সুদ্ধ**।

লেপন (ক্লী) লেপন, লেপা, বিলেপন, আবরিত করণ, আচ্ছাদিত করণ, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন, তৈল ছিটানো বা বর্ষণ করণ, চুন-বালি ও জল দ্বারা জমাট করণ, যদ্দ্বারা লেপন করা যায় উহা। (বিনয়) **কুড্ডলেপন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বাসনলেপন**। ⇒ **লেপ, অভিলেপন, আলেপন, পলেপন**।

লেপেতি (ক্রি) [√লিপ + এ] প্লাস্টার বা আস্তর করা, লেপন করা, প্রলিপ্ত করা, লেপন কার্য করা, আচ্ছাদিত করা, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা। ⇒ **লিম্পতি**। (অতীত) **লেপেসি**। (অ-বিণ) **লেপিত, লিত্ত**। (ব-বিণ) **লেপেন্ত**। (ক্রি-বি) **লেপেত্বা**।

লেয্য (বিণ) লেহ্য, অবলেহন করিবার যোগ্য, চুমুক দিয়া অথবা অল্প অল্প পান করিবার উপযুক্ত, আস্বাদনীয়, আস্বাদ্য, লেহনীয়। (ক্লী) আঠাল খাদ্য, চর্বণ করিয়া খাইবার শক্ত খাদ্য। (বিপ) **পেয্য**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লেয্য পেয্য**।

লেয্য পেয্য (বিণ) লেহ্য পেয়, অবলহেন করিবার উপযুক্ত এবং পান করিবার উপযুক্ত। ⇒ **লেয্য**।

লেস (পুং) লেশ, অল্প, সামান্য, কিঞ্চিৎ, কণা, বিন্দু, তুচ্ছ বিষয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয়, অতি সামান্য পরিমাণ, বিশেষার্থ, কৌশল, চালাকি, ভেল্কি, তামাশা, প্রতারণা, বিশেষ রীতি, বিশেষ অভ্যাস, বিশেষ নৈপুণ্য, ছল, ছুতা, ওজর, ফাঁকি। জাতকে দশ প্রকাশ "**লেস**"-এর কথা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—**জাতিলেস, নামলেস, গোত্তলেস, লিঙ্গলেস, আপত্তিলেস, পত্তলেস, চীবরলেস, উপজ্‌ঝায়লেস, আচরিযলেস, সেনাসনলেস**।

লেসকপ্প—বিশেষ রীতিমতে (প্রদত্ত) কাল দাগ বা বিন্দু, ছল, ছুতা, ওজর। = **কপ্পবিন্দু, কপ্পিয-লেস**।

লেহতি (ক্রি) লেহন করা, চাটা, অবলেহন করা। = **লিহতি**।

লোক (পুং) লোক, প্রাণীজগৎ, সত্ত্বলোক, সত্ত্বগণের স্থান, সত্ত্বভূমি, ভব, ভুবন, জগৎ, পৃথিবী, দৃশ্যমান জগৎ, ইহলোক, ঐহিক ব্যাপার, ভূমণ্ডল, বিশ্ব, মানব সমাজ, জনসাধারণ, মানুষ, মনুষ্য, মনুষ্যজাতি, প্রাণিসমূহ, পরলোক, পারলৌকিক ব্যাপার, সংসার। = **লোক মহাজন**। ⇒ **জন**। শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী ⇒ "**রোচতি**"। পালিতে শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে "**লোক**" শব্দ "**রুপ্পতি**" এবং "**রুজ্জতি**" শব্দের গুণের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) "**লুজ্জতি খো লোকো'তি বুচ্চতি**", এবং "**লোক**"= "**লুজ্জন**" (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা); ⇒ **লুজ্জন**। "**লোক**" শব্দ স্থিরকৃত এবং নির্দিষ্ট অর্থবাচক নহে। ইহা অশরীরিতা এবং শরীরিতাকে (অর্থাৎ অজড়ত্ব ও জড়ত্বকে) অন্তর্ভুক্ত করে বা বুঝায় এবং প্রশ্নে বিষয় অথবা জাতি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত দৃষ্টি অনুসারে এক বা ভিন্ন অর্থে গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। এইরূপে "গোলক, মণ্ডল, চক্র, গণ্ডী, পরিবেশ, আকাশ, তারকা বা অন্য কোনো জ্যোতিষ্ক,

সীমানা, বিস্তার, ক্ষেত্র, সমতল ক্ষেত্র, উন্নতির স্তর, জ্ঞানাদির স্তর, বিমান, ক্রম, **শৃঙ্খলা**, বিন্যাস, নিয়ম, পদ্ধতি, ধর্মসম্প্রদায়, বর্ণ, শ্রেণী, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, রকম, প্রকার, (ক্ষুদ্রতম জাতি হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তম জাতি হইতে ক্ষুদ্রতর) সমশ্রেণীর প্রাণী, বিভাগ, বিভাগ করণ" এর অনুবাদ জগতের সহিত বিনিময় করা হইয়া থাকে। প্রকৃত অবস্থা-সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা যাহাই হউক না কেন উহাতে অনিত্য-সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট বৌদ্ধ মতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে "**লোক**" = "**লুজ্জতি**" অর্থে। ১ বিশ্ব বুঝাইলে : সমগ্র অপেক্ষা বৃহত্তর বিশ্ব (তুলনীয়—**চক্কবাড়** অর্থাৎ চক্রবাল) এবং অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র জগৎ—এই দুইয়ের পার্থক্য তারতম্য করিলে সেই বৃহত্তরকে নির্দিষ্ট করা যায় না। সংযুক্ত নিকায়ে যেই "**সব্ব-লোক**" বলা হইয়াছে ইহাতে সম্ভবত অনির্দিষ্ট পরিমাণ বিস্তৃত ক্ষেত্রকেই বুঝাইয়াছে; (তুলনীয়) **সব্বাবন্ত লোক** (দীর্ঘনিকায়)। অন্যথা এমন কি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র "**লোক**" (জগৎ) ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী ধারণ করে। "**লোক**" সম্বন্ধে অন্যরূপ বৃহত্তর বিভাগ এইরূপ : (সংযুক্ত নিকায়) **সদেবক লোক** (দেবগণের সহিত দেবলোক বা দেবজগৎ), **সমারকলোক** (মারগণের সহিত মার জগৎ), **সব্রহ্মক লোক** (ব্রহ্মাগণের সহিত ব্রহ্মালোক); ইহার সহিত সাধারণত "**সস্সমণ-ব্রাহ্মণী পজা**"ও যুক্ত হইয়া থাকে। ইহার সহিত তুলনীয় : (ধর্মপদে উল্লিখিত বিভাগ যথা—) **পঠবী (পথবী)**, **যমলোক**, **সদেবক (লোক)**; ধর্মপদ অর্থকথায় ইহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে : **পথবী** = **অত্তভাব**, **যমলোক** = **চতুব্বিধ অপাযলোক**, **সদেক** = **মনুস্সলোক দেবলোকেন সদ্ধিং**। বিশ্বের বিবর্তন পর্যায় আছে, যেমন—"**সংবট্টতি**" এবং "**বিবট্টতি**" (দীর্ঘনিকায়)। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞানলোক প্রাপ্তির অবস্থার দ্বারা ইহা আয়ত্ত বা জয় করিয়াছেন, যেমন—**লোকো তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধো**। ২ আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক অর্থ : ক। সাধারণত—এই সংসারকে বুঝায় যেহেতু ইহাতে অন্তর্ধান বা বিলোপ ধর্ম স্বাভাবিক; প্রশস্ততর অর্থে বিশ্বকে বুঝায় যেহেতু আনন্ত্য বা অমেয়তা অর্থ সূচনা করে যদিও ইহার সীমা নির্দিষ্ট নাই। ধর্মগ্রন্থের অনেক স্থানে বিশ্বের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতবাদ বিষয়ে বিভিন্ন আধিবিদ্যকে বা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মতবাদ সমূহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ে "**অন্তানন্তিকা**" (অর্থাৎ অনন্তত্ব বা অসীমতার জন্য অথবা অন্যপ্রকারে জগৎ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া) দল বা ধর্মসম্প্রদায়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাকে "**লোক**" বলা হয় উহা "**সস্সত**" অথবা "**অন্তরা**" কিনা—এই সম্বন্ধে মধ্যম নিকায়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে—"জগতের (শাশ্বত অথবা সীমাবদ্ধ, সৃষ্ট অথবা প্রকাশিত, ইত্যাদি) ঘনত্ব-সম্বন্ধে ধারণা"। সংযুক্ত নিকায়ে উল্লিখিত "**লোক**" বলিলে "**সুঞঞ**" স্বরূপ-এর দীর্ঘ এবং মনোযোগ আকর্ষণকারী আলোচনাও তুলনীয়। (মধ্যম নিকায়) **উপনীযতি লোকো অদ্ধুবো; অত্তানো লোকো, অস্সকো লোকো**, ইত্যাদি। "**লোকস্স অন্তো**" ইহাতে সাহিত্যে বলা হইয়াছে "যাহা দুঃখের সহিত লাভ করা যায় অর্থাৎ দুর্লভ", কিন্তু অর্হত বলিলে বুঝায় "**লোকন্তগূ**" (অঙ্গুত্তর নিকায়ের বর্ণনা তুলনীয়)। স্থান বা স্তর (অবস্থা) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জগতের সত্ত্বগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দলবদ্ধভাবে রহিয়াছে, ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় জনপ্রিয় সত্ত্বগণ হইতেছে মনুষ্য জগতের উপরে দেবলোকের দেবগণ, আর মনুষ্য জগতের নিম্নে দুর্গতিভূমির চারি অপায় বা নরক রহিয়াছে অর্থাৎ মনুষ্যজগৎ (**তিরিযং বাপিমজ্ঝে**) দেব ও তির্যগের মধ্যবর্তী স্থান (চুল্লনিদ্দেস)। ("**অযংলোকো**") এই মনুষ্যলোক বা মনুষ্যজগৎ (**পরোলোকো**) পরলোক বা পরজন্মের বিপরীত (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত) **নাসিংসতি লোকং ইমং পরঞ্চ**। দীর্ঘনিকায়ে এই মনুষ্য জগৎকে "**ইধলোক**" (ইহলোক বা এই জগৎ)-ও বলা হইয়াছে। মহানির্দেশে "**অযংলোকো**" (এই সংসার বা এই জগৎ) সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, "**সক-অত্তভাব, সক-রূপ-বেদনা** ইত্যাদি, **অজ্ঝত্ত আযতনানি, মনুস্স-লোক, কামধাতু**", যাহার বিপরীত "**পর-লোকো**" বলিলে বুঝায়,—"**পর-অত্তভাব, পর-রূপ-বেদনা** ইত্যাদি, **বাহির আযতনানি, দেবলোক, রূপধাতু**" এবং "**অরূপধাতু**"। জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংসকে সংযুক্ত নিকায়ে "**সমুদয**" এবং "**অত্থঙ্গম**" বলা হইয়াছে। তুলনীয়—(দীর্ঘনিকায়) **অত্তা চ লোকো চ**; (মহাবংস) **লোকং দুক্খা পমোচেতুং; লোকো'যং পীলিতো**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিজ্জা-চরণ-সম্পন্নং যেন নীযন্তি লোকতো**। খ। বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বা স্তর ভেদে অন্যান্য বিভাগ সমূহ : (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেবলোক**; (বিভঙ্গ) **ব্রহ্মলোক**; (ধর্মপদ) **যমলোক**; (মহাবংস) **নরলোক**। ⇒ "পেতলোক, **মনুস্সলোক**"। মহানির্দেশের বিভাগগুলি এইরূপ : **নিরয-লোক, তিরচ্ছানলোক, পিত্তিবিসযলোক, মনুস্সলোক, দেবলোক** (সশরীরী); **খন্ধলোক, ধাতুলোক, আযতনলোক** (অশরীরী)। সেইরূপে মহানির্দেশে উল্লিখিত "**অপাযলোক**" অর্থে "**নিরযলোক, তিরচ্ছানলোক, পিত্তিবিসয লোক**"—এই সব স্থানকে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশুদ্ধিমার্গে অন্যভাবে তিনভাগ করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—**সঙ্খারলোক, সত্তলোক, ওকাসলোক**" এবং বর্ণনা করা হইয়াছে,—"**সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা'তি**" = **সঙ্খারলোক; সস্সতো লোকো'তি বা অসস্সতো লোকো'তি** =

সত্তলোক; যাবতা চন্দিম-সুরিযা পরিহরন্তি দিসা'ভন্তি বিরোচমানা ইত্যাদি (= মধ্যম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, তুলনীয়—জাতক) = **ওকাসলোক।** সূত্রনিপাত অর্থকথায়ও একইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। নেত্তির মতে বিভাগসমূহ : **কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক্;** অন্যপ্রকারে : **কিলেসলোক, ভবলোক, ইন্দ্রিযলোক।** তুলনীয়—(বিভঙ্গ অর্থকথা) **সঙ্খারলোক;** (সংযুক্ত নিকায়) **দস লোক-ধাতুযো।** ৩ সাধারণ অর্থ এবং প্রযুক্ত অর্থ : **ক** পৃথিবী সম্বন্ধে বিভাগ, পার্থিব বস্তু সমূহ। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকে বিসত্তিকা**—এই পৃথিবীর বা সংসারের প্রতি আসক্তি; (বিপ) **সব্বলোকে অনভিরতি** (সংযুক্ত নিকায়)। "**লোক**" সমবেতভাবে বা একসঙ্গে বুঝাইলে ইহার অর্থ হয়"এক, মানুষ", যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **কিচ্ছং লোকো আপন্নো জাযতি চ জীযতি চ** ইত্যাদি; এবং "**জনসমূহ,** দেশবাসী লোক, জাতি" অর্থে : (মহাবংস) **লঙ্কা-লোক**—লঙ্কার অধিবাসী জনগণ; (সমার্থে তুলনীয়) **জন।** যৌগিকে ব্যবহার হইলে "**লোক**" শব্দ বিশেষণপদ হইয়া যায়, তখন ইহার অর্থ হয়—সাধারণ, প্রচলিত, প্রতিদিনকার, নিত্য, জনসাধারণে প্রচলিত, জনপ্রিয়, লোকপ্রিয়, জন সাধারণের উপযুক্ত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, বাজে, সস্তা; অর্থাৎ "**লোকাযত, লোকবজ্জ, লোক-বোহার**" শব্দ দ্রষ্টব্য। **খ** পার্থিব বস্তু, শারীরিক উপাদান, দৈহিক ধর্ম, জাগতিক ধর্ম, (জড়ত্ব বা শরীরত্ব সম্বন্ধীয়) ক্ষেত্র বা জাতি। "**লোক**" সম্বন্ধীয় এই জাতির সম্বন্ধ বিভঙ্গে দৃষ্ট হয় এবং বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার বর্ণনা হইয়াছে : **এত্থ যো অযং অজ্ঝত্তাদি ভেদো কাযো পরিগ্গহিতো, সো এব ইধ-লোকো নাম।** ঈদৃশ ভাবার্থে প্রতি পুঞ্জে নির্বচনের সংখ্যানুসারে (১-১২,১৮) ১৩ প্রকার সমবায়ে শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে, এই গুলি সূত্রনিপাতে "**লোকন্তগূ**" শব্দে সমাবেশ করা হইয়াছে, যেমন—(১) **ভবলোক;** (২) **সম্পত্তি ভবলোক, বিপত্তি ভবলোক;** (৩) **বেদনা;** (৪) **আহার;** (৫) **উপাদানকখন্ধা;** (৬) **অজ্ঝত্তিকানি আযতনানি** (ইহাদের উৎপত্তি এবং বিলয়, যেমন—"**লোকস্স সমুদয**" এবং "**লোকস্স অত্থঙ্গম**"—সংযুক্ত নিকায়); (৭) **বিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো;** (৮) **লোক-ধম্মা;** (৯) **সত্তাবাসা;** (১০) **উপকিলেসা;** (১১) **কামভবা;** (১২) **আযতনানি;** (১৮) **ধাতুযো।** প্রতিসম্ভিদামার্গেও ইহাদের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং ইহাদের সমান অর্থে বলা হইয়াছে, যেমন—(১) **সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা;** (২) **নামঞ্চ রূপঞ্চ;** (৩) **বেদনা;** (৪) **আহার** ইত্যাদি অবশিষ্টগুলি পূর্বোক্ত সদৃশ। বিশুদ্ধিমার্গ, সূত্রনিপাত অর্থকথা এবং প্রতিসম্ভিদামার্গেও দ্রষ্টব্য। একই দৃষ্টিতে সংযুক্ত নিকায়েও তুলনীয়, যেমন—ষড়েন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগৎকে (জড়ত্ব বা শরীরত্ব: "**লোক-সঞ্ঞিন**" এবং "**লোকমানিন**" অর্থাৎ জগৎ-সম্বন্ধে গর্বিত) উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আর্যদের যুক্তিবিদ্যায় (**বিনয**) ইহাকেই "**লোক**" বলা হয়।

লোককখায (পুং) জনপ্রিয় পাণ্ডিত্য বা দর্শন। = **লোককখাযিকা।**

লোককখাযিক (পুং) = **লোককখায।** ⇒ **লোককখায।**

লোককখাযিকা (স্ত্রী) লোক আখ্যায়িকা, জগতের আদি-অন্ত কথা, সংসার-সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনা, পৃথিবী-সম্বন্ধীয় অনুধ্যান, লোকপ্রিয় দর্শন, জনপ্রিয় পাণ্ডিত্য। ⇒ **লোকাযত।**

লোকগ্গ (বিণ) জগতের প্রধান, জগৎশ্রেষ্ঠ, লোকশ্রেষ্ঠ, থেরগাথা অর্থকথায় বুদ্ধকে লোকশ্রেষ্ঠ বা জগৎশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

লোকচারিত্ত (ক্লী) সংসারের রীতিনীতি, জগতের প্রচলিত ধারা, জাগতিক নিয়ম। ⇒ **চারিত্ত।**

লোকচিন্তা (স্ত্রী) জগতের চিন্তা, পৃথিবী অথবা সংসার-সম্বন্ধীয় চিন্তা, দর্শন বিষয়ে ভাবনা বা চিন্তা, পাণ্ডিত্য চিন্তা, জগৎ-সম্বন্ধে অনুধ্যান বা বিবেচনা, লৌকিক চিন্তা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে "**লোকচিন্তা**" চতুর্বিধ "**অচিন্তেয্যানি**"-এর মধ্যে একটি। ⇒ **চিন্তা, অচিন্তেয্যানি।** (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) লৌকিক চিন্ত।

লোকধম্ম (পুং) লৌকিক অদৃষ্ট বা ভাগ্য অর্থাৎ সংসারে মানুষের ভাগ্যে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিয়া থাকে, লৌকিক ধর্ম, লোক ধর্ম। লোকধর্ম ৮ প্রকার, যথা—লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ। ⇒ **দুক্খ** [৩ক(৫)], **লোকধম্মা।**

লোকধম্মা (পুং, বহুবচন) সাধারণ অভ্যাস বা চলিত নিয়মসমূহ, লৌকিক ধর্মসমূহ। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **লোকে ধম্মা।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **যাব লোকপ্পবত্তি তাব-অনিবত্তিকা ধম্মা'তি বুত্তং হোতি।** সাধারণত লোকধর্মসমূহ ৮ প্রকার, যথা—**লাভ** (লাভ), **অলাভ** (অলাভ), **যসো** (যশ), **অযসো** (অযশ), **নিন্দা** (নিন্দা), **পসংসা** (প্রশংসা), **সুখং** (সুখ), **দুক্খং** (দুঃখ)। ⇒ **ধম্ম** [১খ(২)], **লোকধম্ম।**

লোকধাতু (স্ত্রী) সত্ত্বগণের অবস্থাভেদে বসতি স্থান, চক্রবাল, চক্রবালের অন্য নাম, বিশ্বের উপাদান বা একটিমাত্র বস্তু, পার্থিব মাটি-জল-তাপ-বায়ু—এই চতুর্বিধ ভৌতিক উপাদান, জগৎ, পৃথিবী, গোলক, ক্ষেত্র। (বিনয়) "**দসস-সহসসি-লোক ধাতু**" অথবা "**চক্কবাল**" অর্থাৎ দশসহস্র পৃথিবীর ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। মহানির্দেশে এক হইতে পঞ্চাশ প্রকার "লোক ধাতু"-এর অবস্থার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে : **সহস্সী চূড়ণিকা লোকধাতু; দ্বিসহস্সী**

মজ্‌ঝিমিকা লোকধাতু; তিসহস্‌সী লোকধাতু; মহাসহস্‌সী লোকধাতু। ⇒ **ধাতু** (২ক), **চূলনিকা।**

লোকনাথ (পুং) লোকনাথ, জগদ্‌গুরু, জগৎবাসীর ত্রাণের উপায় নির্দেশক, বুদ্ধ, জীবমুক্তিতে নির্বাণের পথপ্রদর্শক। = **লোকনায়ক।** ⇒ **নাথ।**

লোকনায়ক (পুং) লোকনায়ক, জগদ্‌গুরু, লোকশিক্ষক, জগতের প্রধান পুরুষ, বুদ্ধ। = **লোকনাথ।**

লোকনিস্‌সরণ (বিণ) সংসার উত্তীর্ণ। ⇒ **নিস্‌সরণ।**

লোকনিরুত্তি (স্ত্রী) জগৎ বা সংসার সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ। ⇒ **নিরুত্তি।**

লোকনিরোধ (পুং) অস্তিত্বের ধ্বংস, জগতের বিলোপ। (বিপ) **লোক সমুদয়।**

লোকন্ত (পুং) সংসার বা জগতের সমাপ্তি, সংসারের শেষ বা চরম সীমা, পৃথিবী ধ্বংস। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন চ অপ্পত্বা লোকন্তং দুক্‌খ অত্থি পমোচনং।**

লোকন্তগূ (বিণ) সংসারের এবং সর্বপ্রকার পার্থিব বা সাংসারিক বস্তুর শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন এমন অর্থাৎ অর্হত। অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনায় ইহা অর্হতকে বলা হইয়াছে।

লোকন্তর (ক্লী) লোকান্তর, স্বতন্ত্র জগৎ, দুই পৃথক জগতের মধ্যবর্তী স্থান। (জাতক) **অবীচিম্‌হি ন উপ্পজ্জন্তি, তথা লোকন্তরে সু চ।**

লোকন্তরিক (বিণ) লোকান্তরিক। **লোকন্তরিক নিরয়**—লোকান্তরিক নরক। ইহা নরকবিশেষ এবং প্রেতগণের বসতিস্থান এইখানেই। এই লোকান্তরিক নরক দুই চক্রবাল বা দুই জগতের মধ্যবর্তী স্থানে **(চক্কবাল অন্তরেসু)** অবস্থিত। এই লোকান্তরিক নরকের আয়তন ৮০০০ যোজন এবং ইহা আলকাতরার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ ঘোর অন্ধকারময়, জগতে গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তিতে এখানে আলোকিত হইয়াছিল (জাতক)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লোকন্তরিয নিরয।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লোকন্তরিক বাস** (লোকান্তরিক নরকে বাস, লোকান্তরিক নরকে জীবনযাপন, লোকান্তর নরকবাসী জীব। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—লোকান্তরিকা; অন্ধাস তমসো'ন্ধকার তমিস্রা।

লোকন্তরিক নিরয ⇒ **লোকন্তরিক।**

লোকন্তরিকবাস ⇒ **লোকন্তরিক।**

লোকপঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) লোক বা সংসার-সম্বন্ধে ধারণা, মনুষ্য-দেব-ব্রহ্মাদি সর্বলোক বিষয়ে প্রজ্ঞপ্তি। ⇒ **পঞ্ঞত্তি।**

লোকপণ্ণত্তি (স্ত্রী) = **লোকপঞ্ঞত্তি।** ⇒ **লোকপঞ্ঞত্তি।**

লোকপাল (পুং) লোকপাল, পৃথিবী রক্ষাকারী দেবতা, জগতের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক। (পেতবত্থু) **চত্তারো লোকপাল মহারাজানো**—চারিজন লোকপাল মহারাজা, যথা—**পুরত্থিমেন "ধতরট্‌ঠ"** (পূর্বদিকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র), **দক্‌খিণেন "বিরূঢ়ক"** (দক্ষিণ দিকে মহারাজ বিরূঢ়ক), **পচ্ছিমেন "বিরূপক্‌খ"** (পশ্চিম দিকে মহারাজ বিরূপাক্ষ), **"কুবের" (= বেস্‌সবণ) উত্তরদিসং** (উত্তর দিকে মহারাজ "কুবের (বৈশ্রাবণ)" এই চারিজন মহারাজা চতুর্মহারাজিক দেবলোকে দিক্ প্রধান দেবতারূপে আছেন। জাতকে ভবিষ্যতে বুদ্ধ উৎপত্তির ঘোষণায়ও উক্ত চারিজন লোকপাল দেবতা-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

লোকপালা (পুং, বহুবচন) লোকপাল দেবতাগণ, জগতের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কগণ। **চত্তারো লোকপালা**—(জগৎ রক্ষাকারী) চারিজন লোকপাল দেবতা। = **চত্তারো মহারাজা।** ⇒ **রাজা** (১ ঘ), **লোকপাল।**

লোকব্যূহ (পুং) লোকব্যূহ, বিশ্বরূপ ব্যূহ, সংসার-পরিচ্ছেদ, পৃথিবীর বিন্যাস, জগৎ-শৃঙ্খলা।

লোকমরিযাদা (স্ত্রী) লোকমর্যাদা, জগতের সীমা, চক্রবালের সীমা, পৃথিবীর সীমা।

লোকমহাজন (পুং) পৃথিবীর জনগণ, জগৎবাসী জনসাধারণ, সংসারের জনগণ বা প্রাণিসমূহ। = **লোক।** ⇒ **বহুজন, লোকিয মহাজন, জন।**

লোকমানিন (বিণ) = **লোকসঞ্‌ঞিন।** ⇒ **লোকসঞ্‌ঞিন।**

লোকবজ্জ (ক্লী) সাধারণ পাপ, চলাফেরায় অসতর্কতার দরুন সাধারণত যেই দোষত্রুটি ঘটিয়া থাকে, সামান্য পাপ।

লোকবজ্জ ভযদস্‌সাবিন (বিণ) সাধারণ বা সামান্য পাপেও ভয়দর্শী। ⇒ **দস্‌সাবিন** (১)।

লোকবট্ট (বিণ) "জগৎ চক্রাকারে গতিশীল বা ভ্রমণশীল" অর্থাৎ সংসারে পুনঃপুন আগমন বা জন্মগ্রহণ করে এরূপ। (ক্লী) জগৎ চক্রাকারে ঘূর্ণন অর্থাৎ সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ। = **সংসার।** (বিপ) **বিবট্ট।** ⇒ **বট্ট।**

লোকবড্ঢন (ক্লী) সংসারে পুনঃপুন জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, সংসারের প্রতি আসক্তি, পুনর্জন্মের ইচ্ছা। ⇒ **বড্ঢন** (২)।

লোকবত্ত = **লোকবট্ট।** ⇒ **লোকবট্ট।**

লোকবিদ্ধ (বিণ) লোকবিদ, লোকজ্ঞ, একত্রিশ প্রকার ভব-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এমন কি নির্বাণ সম্বন্ধেও যিনি অভিজ্ঞ, জীব-জগৎ-সম্বন্ধে যিনি জ্ঞাত, সর্বপ্রকার লোক বা জগৎ-সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ বর্ণনায় বুদ্ধ। ⇒ **বুদ্ধ** (২)।

লোকবিবরণ (ক্লী) বিশ্বের অনাচ্ছাদিত অবস্থা, জগতের আবরণহীন অবস্থা, ভবসমূহের উন্মুক্ত অবস্থা, দিব্য প্রকাশ, অতি প্রাকৃতিক জ্ঞান বা সংবাদ। বিশুদ্ধিমার্গে মহান অলৌকিক ঘটনাস্বরূপ সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—"যখন মানুষেরা দেবগণ প্রভৃতির দর্শন লাভ করে"। ⇒ **বিবরণ** (১)।

লোক বোহার (পুং) কথোপকথনের সাধারণ উপায়,

সাধারণ-প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা, সামান্য বিভেদ বা পার্থক্য, জনপ্রিয় তর্কবিজ্ঞান বা যুক্তিবিদ্যা।

লোকসঞ্‌ঞ্‌ঞিন (বিণ) লোক বা বিশ্ব সম্বন্ধে গর্বিত, জাগতিক বিষয়ে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বা জ্ঞাত। ⇒ **লোক** (৩খ)

লোকসঞ্‌ঞ্‌ঞী = **লোকসঞ্‌ঞ্‌ঞিন**। ⇒ **লোকসঞ্‌ঞ্‌ঞিন**।

লোকসন্নিবাস ⇒ **সন্নিবাস**।

লোকসমঞ্‌ঞা (স্ত্রী) লোক সংজ্ঞা বা জাগতিক সংজ্ঞা অর্থাৎ সাধারণ নাম বা পদবি, সর্বজন কথিত বর্ণনা, জনপ্রিয় বাক্যের রীতি অথবা মত প্রকাশ। ⇒ **সমঞ্‌ঞা**।

লোকসমুদয (পুং) অস্তিত্বের উৎপত্তি, জাগতিক বস্তু বা জগতের উৎপত্তি। (বিপ) **লোকনিরোধ**।

লোকস্‌মিং ছন্দ—সংসারের প্রতি লিপ্সা বা আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **ছন্দ**।

লোকাদীপিত (বিণ) [লোক+আদীপিত] লোক বা জগৎ আলোককারী। ⇒ **আদীপিত**।

লোকাধিপ (পুং) লোকাধিপতি, জগৎপতি, বিশ্বের শাসন কর্তা, জগতের প্রভু।

লোকাধিপচ্চ (ক্লী) বিশ্বের অত্যাচার, জগতের বা সংসারের যথেচ্ছাচার শাসন।

লোকাধিপতি (বিণ) [লোক + অধিপতি] জন্মের দ্বারা প্রভাবিত, জনগণের মধ্যে কর্তৃত্বকারী, জননেতৃ। (পুং) জননেতৃত্ব। বিশ্বের শাসনকর্তা।

লোকাধিপতেয্য—বিশ্বের বা পৃথিবীর শাসন, জগতের প্রভুত্ব, জনমতের অধীনতা, জনমতের উপর নির্ভরশীলতা, সর্বসাধারণের মুখপেক্ষিতা, মানুষের উপর দৈহিক বা পার্থিব বস্তুসমূহের প্রভাব বা আধিপত্য অথবা প্রভাব বিস্তার, ত্রিবিধ "**আধিপতেয্য**"-এর মধ্যে একটি। ত্রিবিধ "**আধিপতেয্য**", যথা—**অত্তাধিপতেয্য, লোকাধিপতেয্য, ধম্মাধিপতেয্য**।

লোকানুকম্পা (স্ত্রী) বিশ্বের জনগণের সহিত সহানুভূতি বা সমবেদনা, জগতের জনমানবের সহিত দয়াবোধ। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) লোকানুগ্রহ।

লোকামিস [লোক + আমিস] জাগতিক উপভোগ্য বস্তু, সংসারে লোভনীয় বস্তু, পার্থিব লাভ, মাছের টোপ।

লোকাযত (জগৎ সম্বন্ধে) সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা সম্পর্ক রাখে অথবা সংসৃষ্ট হয়, সাধারণ অথবা জনপ্রিয় দর্শন বা পাণ্ডিত্য। Rhys. Davids.-এর অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "ব্রাহ্মণের শিক্ষার একটি শাখার নাম, সম্ভবত প্রাকৃতিক জ্ঞান"; পরবর্তী অনুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে যেন "কূটতর্ক, কুতর্ক, ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি" এই ধরনের অর্থে। "**লোকক্‌খায (লোকক্‌খাযিক)**" অর্থাৎ জনপ্রিয় পাণ্ডিত্য বা দর্শন"—শব্দের সহিত ইহা অনেকাংশে সমানার্থবাচক। = **বিতণ্ডবাদ সত্থ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) লোকায়ত, লোকায়তিক।

লোকাযতিক (বিণ) যেই ব্যক্তি "**লোকাযত**" অর্থাৎ জনপ্রিয় পাণ্ডিত্যের বা দর্শনের দৃষ্টি গ্রহণ করে, যেই ব্যক্তি প্রাকৃতিক জ্ঞানের দৃষ্টি ধারণ করে, ধ্বংসবাদে বিশ্বাসী। ⇒ **লোকাযত**। (জাতক) **ন সেবে লোকাযতিকং**; (ব্যাখ্যায়) **অনত্থনিস্‌সিতং ... বিতণ্ডসল্লাপং লোকাতিক বাদং ন সেবেয্য**—এইখানে "কূটতর্ক, কুতর্ক, ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি"—এই অর্থ সঙ্গত। **লোকাযতিক ব্রাহ্মণ**; K. S.-এর ইংরেজি অনুবাদে ইহার "বিশ্বজ্ঞানে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ" গ্রহণ করা হইয়াছে।

লোকিক (বিণ) ১ লোক-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ **ক** বিশ্বব্যাপী, জগৎব্যাপী, সংসার ব্যাপী, সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া বা ব্যাপিয়া আছে এরূপ, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, সর্বজন পরিচিত। **খ** লোক বা সংসার সম্বন্ধীয়, (কোনও স্থান বা স্তর-বিশেষের) নিবাসী বা অধিবাসী, লৌকিক। (পেতবত্থু) **যমলোকিক**—যমলোকের অধিবাসী। **গ** সাধারণ, সমগ্র জাতীয়, প্রচলিত, অনিশ্চিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে, পার্থিব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লোকিক সমাধি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **লোকিক মহাজন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোকিক পরিক্‌খক; লোকিক সুখ; লোকিক সভাব**। ২ (বিশেষ অর্থ) লৌকিক, পার্থিব, মানুষিক, সংসার সম্বন্ধীয়, সাংসারিক, জাগতিক। (বিপ) **লোকুত্তর**।

লোকিক অভযদান (ক্লী) সচরাচর লৌকিক অভয়দান অর্থাৎ ধর্মপথে থাকিয়া একে অন্যকে সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শন করণ, ঘাতক হইতে দুস্থকে অভয় প্রদান, স্বর্গসুখ ও ব্রহ্মসুখের জন্য উৎসাহ ও অভয় দান ইত্যাদি। সাধারণত লৌকিক ব্যবহারে যেই সব অভয় দান করা হয় উহা লৌকিক অভয় দান নামে কথিত।

লোকিয (বিণ) পার্থিব, জাগতিক, লৌকিক। = **লোকিক**। (বিপ) **লোকুত্তর**।

লোকিয পরিক্‌খক (বিণ) সংসার-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সাংসারিক বা পার্থিব বিষয়ে দক্ষ, জাগতিক বিষয়ে বহুদর্শী। "**অগরহিত**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **পরিক্‌খক**।

লোকিয মহাজন (পুং) জনসাধারণ, লোকোত্তর মার্গফল লাভ করে নাই এমন সাধারণ লোক বা জনসঙ্ঘ, অন্ধ-অজ্ঞ পৃথগ্‌জন সঙ্ঘ। = **বহুজন**।

লোকিয বোহার—সাধারণ বক্তৃতা দিবার প্রথা, প্রচলিত কথা বলিবার ধারা, নিকৃষ্টভাবে কথা বলিবার ধরন, কথাবার্তার সাধারণ উপায় বা পন্থা, নিকৃষ্ট কথার ধরন। ⇒ **বোহার** [২ (বিণ)]।

লোকিয সুখ ⇒ **সুখ**।

লোকিস্‌সর (পুং) [লোক + ইস্‌সর] লোকিশ্বর, জগদ্গুরু, জনমানবের ত্রাণকর্তা, জগতের প্রভু।

লোকুত্তর (বিণ) ১ সাধারণ ভাবার্থে : লোকোত্তর, উর্ধ্বতম লোক-সম্বন্ধীয়, লোকশ্রেষ্ঠ, উর্ধ্বতম অবস্থার বা স্তরের,

শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম উৎপাদক, উন্নত (যেমন—"লোকগ্গ" ইত্যাদি) ইহা অর্হত্ত্ব ফল লাভকেই বুঝায় অর্থাৎ "লোকুত্তরদাযজ্জ" (অর্হত্ত্ব লাভের উত্তরাধিকার—জাতক)। আদর্শস্বরূপ অর্থে : **লোকুত্তর ধম্ম** (এই শব্দটি "**পরম ধম্ম**" সদৃশ)—আদর্শ অবস্থা; (বহু বচনে) **লোকুত্তর ধম্মা** (মধ্যম নিকায়)। ২ পরবর্তী ধর্মীয় সাহিত্যের মতে ইহার অর্থ : লোকোত্তর, এই জগৎসমূহের বাহিরের, উর্ধ্ব পার্থিব, উপরি বা উর্ধ্ব জাগতিক, মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তুরীয়, অতিমানুষিক, অসাধারণ, অতীন্দ্রিয়, অস্পষ্ট, আধ্যাত্মিক, অশরীরী, অনাত্মিক, পরমার্থিক, পবিত্র, সর্বশুদ্ধ, অপার্থিব, পবিত্র বস্তু বিষয়ক। এই অর্থে ইহা "**নব লোকুত্তরা ধম্মা**"-এতে প্রযুক্ত হয়। "নব লোকুত্তরা ধম্মা", যথা—চারি মার্গ (স্রোতাপত্তি মার্গ, সকৃদাগামী মার্গ, অনাগামী মার্গ, অর্হত্ত্ব মার্গ), চারিফল (স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বফল), নির্বাণ। Rhys. Davids. উক্ত দুই অর্থের মীমাংসায় তাঁহার ধর্ম-সঙ্গণীর ইংরেজি অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "উর্ধ্বতম আদর্শ কার্যে নিযুক্ত"; এবং বলিয়াছেন "২ নম্বর অর্থে যাহা বলা হইয়াছে উহা একতরফা দার্শনিক আকারে অতিরিক্ত করা হইয়াছে"।

লোকুত্তর দাযজ্জ (পুং) অর্হত্ত্বফল লাভের উত্তরাধিকার। ⇒ **লোকুত্তর** (১)।

লোকুত্তর ধম্ম (পুং) লোকোত্তর ধর্ম, আদর্শ অবস্থা, লৌকিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠতম সদাচার, উচ্চতম সাধুতা, পরম পবিত্রতা, নরক-স্বর্গ-ব্রহ্মাদি ৩১ প্রকার ভবের আচরিত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম সদ্গুণতা, নির্বাণ ধর্ম। (বহুবচনে) **লোকুত্তর ধম্মা** (মধ্যম নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **পটিবিদ্ধ লোকুত্তরধম্মতায উত্তমভাবং পত্ত**। ⇒ **লোকুত্তর** (১), **উত্তর ধম্ম**।

লোকুত্তর ভূমি (স্ত্রী) লোকোত্তর ভূমি, আর্যভূমি অর্থাৎ স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্ত্ব—ইহাদের মার্গও ফলানুক্রম ভেদে অষ্ট স্তর বা অবস্থাকে লোকোত্তর ভূমি বলা হয়। ⇒ **ভূমিত্তয**, **লোকুত্তর** (২)।

লোকে—এই সংসারে, ইহ জগতে, এই মানুষের মধ্যে, এইখানে, এই পৃথিবীতে, এই বিশ্বে। (দীর্ঘনিকায়) **যে নিব্বুতা লোকে। লোকে উপ্পজ্জতি**। (বিভঙ্গ) **যৎলোকে পিয-রূপং** ইত্যাদি। = **ইদং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। চূল্লনিদ্দেসে "**লোকে**" সম্বন্ধে পার্থক দ্রষ্টব্য।

লোকে বিসত্তিকা ⇒ লোক (৩ক)।

লোচক (বিণ) যেই ব্যক্তি টানিয়া বাহির করে, (শিকড় সমেত) উপড়াইয়া ফেলে এমন, তুলিয়া ফেলে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **কেস-মসসু লোচক**—গোঁফদাড়ি টানিয়া তুলিয়া ফেলে এমন (ঋষির অর্থাৎ কোনো কোনো ঋষির স্বভাব)। ⇒ **লোচন** (২)।

লোচন (ক্লী) ১ লোচন, নয়ন, চক্ষু, নেত্র। (বিণ) (কোনো কিছুর তুলনামূলক) চক্ষু আছে এমন। (পেতবত্থু) **মিগ-মন্দ লোচন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পিঙ্গল লোচন**। ২ টানন, আকর্ষণ করণ, উৎপাটন, উৎপাটিত করণ, উপড়াইয়া ফেলন, ছিঁড়িয়া ফেলা, ছিন্ন করণ। (দীর্ঘনিকায়) **কেস-মস্সু লোচন**—গোঁফদাড়ি উৎপাটিত করণ। ⇒ লোচক।

লোচি = গড়। ⇒ গড়। = **গণ্ড**।

লোচেতি (ক্রি) = **লুঞ্চতি**। ⇒ **লুঞ্চতি**।

লোটন (ক্লী) লোটন, কম্পিত করণ, ঝাঁকি দেওয়া, নাড়া, কম্পন, আঘাত, আলোড়িত করণ, পতন, উল্টানো, বিশৃঙ্খল অবস্থা, (খেলাধুলায়) অপ্রত্যাশিত ফল, বিপর্যস্ত করণ, ব্যর্থ করণ, বাতিল করণ, বিলোড়ন। (তুলনীয়) **বিলোটন**।

লোণ (ক্লী) লবণ, ক্ষার। (বিনয়) **লোণানি ভেসজ্জানি**—ক্ষার গুণযুক্ত ঔষধ যাহার মধ্যে "**সামুদ্দং কাড়লোণং সিন্ধবং উব্ভিদং বিলং**" প্রভৃতি বিবিধ প্রকার লবণ সংযোগ করা হয়; আস্বাদন স্বরূপ **লোণ, তেল, তণ্ডুল, খাদনিয**"। (বিণ) লোণা, লোনা, নোনা, ক্ষারযুক্ত, লবণাক্ত, অল্পলোণা, কিঞ্চিৎ লবণাক্ত, লবণের, ক্ষারগুণযুক্ত, ক্ষারধর্মী।

লোণ-অম্বিল—অম্লদ্রব্য এবং লবণ, দ্রাবক বা টক বস্তু এবং লবণ।

লোণকর = লোণকার। ⇒ **লোণকার**।

লোণকার (বিণ, পুং) লবণ প্রস্তুত কারক। (বিনয়) **লোণকার গাম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লোণকার দারকা**। (জাতকে) **লোণকর**।

লোণঘট—লবণঘট, লবণ রাখার কলস বা বৃহৎ পাত্র।

লোণঘটক = লোণঘট। ⇒ লোণঘট।

লোণধূপন (ক্লী) লবণ সংযোগে আস্বাদন বা সুগন্ধি বিতরণ, লবণ সংযোগে সুস্বাদু করণ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **লোণধূপন বিয সব্ব ব্যঞ্জনেসু**—অর্থাৎ সর্বপ্রকার আস্বাদন বা সুস্বাদু করণের মধ্যে তীব্র।

লোণফল (ক্লী) (স্বাভাবিক) লবণের স্ফটিক অথবা স্ফটিকসদৃশ জমাট লবণ। এখানে "**ফট**" শব্দের পরিবর্তে "**ফল**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে; (তুলনীয়) **ফলক, লোণসক্খর**।

লোণমচ্ছ (পুং) লবণমাছ, লবণাক্ত মাছ, লবণমিশ্রিত অর্ধশুষ্ক মৎস্য। ⇒ **মচ্ছ**।

লোণরস (পুং) ক্ষারগুণযুক্ত রস বা স্বাদ, লবণাক্ত আস্বাদ।

লোণসক্খর (পুং) উৎকৃষ্ট কাচের ন্যায় জমাট লবণের শর্করা, লবণের মোটা মোটা কণা। (তুলনীয়) **লোণফল**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অগ্গিমহি পক্খিত্ত লোণসক্খর = উদ্ধনে পক্খিত্ত লোণ** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

লোণসক্খরা (স্ত্রী) লবণের ছোট ছোট দানা বা কণিকা, স্ফটিক বা কাচ সদৃশ লবণের টুকরা। =

লোণ-সক্‌খর। ⇒ সক্‌খরা (৩)। (Rhys. Davids. "**লোণসক্‌খর**" শব্দকে পুংলিঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু Concise Pali Dictionery-তে বুদ্ধদত্ত মহাথের "**লোণসক্‌খরা**" শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, বোধ হয় শেষেরটাই ঠিক হইবে। এইরূপ সন্দেহজনক আরও অনেক শব্দ পাওয়া যায়)।

লোণসক্‌খরিকা (স্ত্রী) স্ফটিক সদৃশ জমাট লবণের টুকরা যাহা কষ্টিক বা দগ্ধকারক পদার্থের ন্যায় ক্ষত আরোগ্যে ব্যবহৃত হয়। = **লোণ-সক্‌খরা।**

লোণসোবীরক (পুং) লবণাক্ত অম্লযাগু, লবণমিশ্রিত টক যাগু।

লোণিক (বিণ) লবণাক্ত, লোণা, ক্ষারগুণযুক্ত, লোনা, নোনা, ক্ষারধর্মী। = **লোণ** (বিণ)।

লোণিক রস (পুং) লবণরস, লবণাক্ত রস, ক্ষারগুণযুক্ত স্বাদ। ⇒ **রস।**

লোণিয (বিণ) = **লোণিক।** ⇒ **লোণিক।**

লোণিয তেলিয (বিণ) লবণ এবং তৈল দ্বারা প্রস্তুত।

লোণী (স্ত্রী) লবণের চাটু, লবণ রাখার অগভীর ভাজন, উপহ্রদ, সমুদ্রের নিকটবর্তী অগভীর লবণাক্ত হ্রদ।

লোণুদক = **লোণোদক।** ⇒ **লোণোদক।**

লোণোদক (ক্লী) লবণজল, লবণাক্ত জল।

লোদ্দ (সংস্কৃত—রোধ্র) একটি বৃক্ষের নামবিশেষ।

লোদ্দপদ্মক = **লোমপদ্মক।** ⇒ **লোমপদ্মক।**

লোপ (পুং) লোপ, (স্বর বা শব্দমাত্রার) লোপ, বিলোপ, তিরোধান, অন্তর্ধান, অদর্শন, অপচয়, বিনাশ, নাশ, ভ্রংশ, ছেদন, অভাব, অদর্শনরূপ বর্ণনাশ, কর্তন, গ্রহণ, ধরা, ধরিয়া নেওয়া, লইয়া যাওয়া, শব্দের অন্ত্যাংশ লোপ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সব্বলোক-বোহার লোপ।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অনুনাসিক লোপ**—শব্দের অন্ত্যাংশ অনুনাসিক "ং" বর্ণের লোপ। সংযুক্ত নিকায়ের দ্রুত পাঠে "**পিণ্ডিযা লোপেন**" এর পরিবর্তে "পিণ্ডিযা আলোপেন" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (তুলনীয়) **আলোপ, নিল্লোপ, বিলোপ, বিলোপিয।**

লোভ (পুং) লোভ, লালসা, লিপ্সা, পরদ্রব্য গ্রহণে অভিলাষ, পাইবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, পেটুকতা, লোলুপতা। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **লুব্ভন্তি তেন, সযং বা লুব্ভতি, লুব্ভনমত্তমেব বা তং।** প্রায়ই "**লোভ**" (লোভ), "**দোস**" (দ্বেষ বা ক্রোধ), "**মোহ**" (মোহ বা বিহ্বলতা)—এই তিনটি ত্রয়ী সংযোগে দেখা যায় যাহা ত্রিবিধ অকুশল বা পাপের মূল (⇒ **কুসলমূল**)। ⇒ **দোস, মোহ।** (সংযুক্ত নিকায়) **ভবলোভ।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লোভক্‌খয; বিসমলোভ।** (সূত্রনিপাত) **লোভকোধ; লোভ পাপ।** (জাতক) **কোধ দোসলোভ।** (সদ্ধম্মোপাযন) **লোভমোহ।**

লোভক্‌খয—লোভক্ষয়, লোভের বিনাশ, লোভের ধ্বংস সাধন। ⇒ **লোভ।**

লোভধম্ম (পুং) লোভযুক্ত কার্য, লোভযুক্ত আচার, গৃধ্নুতা। (বহুবচনে) **লোভধম্মা**—লোভ-সম্বন্ধীয় প্রীতি বা অনুরাগ, লোভনীয় দ্রব্য সমূহ; (বিণ) লোভ-চরিত্রের, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ স্বভাবের।

লোভধম্মা ⇒ **লোভধম্ম।**

লোভন (ক্লী) লোভন, প্রলুব্ধকরণ, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ হইয়া, ধনলোভী হইয়া। = **লোভুপ্পাদ।**

লোভনিয (বিণ) = **লোভনীয।** ⇒ **লোভনীয।**

লোভনীয (বিণ) ১ লোভ-সম্বন্ধীয়, লোভযুক্ত স্বভাবের, লোভের কারণযুক্ত। ⇒ **রজনীয।** ২ লোভনীয়, লোভজনক, স্পৃহনীয়, ইচ্ছুক, লোলুপ, মনোরম, বাঞ্ছনীয়, আনন্দজনক, লোভী, অর্থগৃধ্নু। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লোভনীয পদুম।**

লোভনীযা ধম্মা (পুং, বহুবচন) লোভ-ব্যঞ্জক বস্তুসমূহ, লোভ উৎপন্নকারী চিন্তাসমূহ। (তুলনীয়) **রজনীযা ধম্মা।**

লোভনেয্য (বিণ) = **লোভনীয।** ⇒ **লোভনীয।**

লোভমূল (ক্লী) লোভের মূল, লোভমূল, লোভের হেতু বা কারণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লোভমূল দোসমূল মোহমূল।**

লোভমূলক (বিণ) লোভমূলক, লোভের মূলস্বরূপ, লোভের হেতু বা কারণযুক্ত।

লোভুপ্পাদ [লোভ + উপ্পাদ] লোভ উৎপন্নকারক, লোভ উৎপন্ন করিয়া। = **লোভন।**

লোম (ক্লী) লোম, কেশ, শরীরজাত কেশ, রোঁয়া, চুল, শরীরের কেশ। মহাপুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায়ে উল্লেখ পাওয়া যায়—**একেক লোম; উদ্ধগ্গলোম।** (সংযুক্ত নিকায়) **অসিলোম উসুলোম সত্তিলোম** ইত্যাদি। (জাতক) **খগ্গো লোমেসু অল্লীযি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **লোমগণনা।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সূকরলোম।** বিশুদ্ধিমার্গে শরীরের ৩২ প্রকার "**আকার**"এর মধ্যে "**লোম**" একটি। খুদ্দকপাঠে বহুবচনে "**লোমা**" শব্দ দৃষ্ট হয়। (জাতক) **পুথুলোম।** (বিমানবত্থু) **হট্‌ঠলোম।** (তুলনীয়) **অনুলোম; পটিলোম, বিলোম।** ⇒ **কিলোম।**

লোমং (ক্লী) = **লোম।** ⇒ **লোম।**

লোমং পাতেতি—পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ অথবা শালীনতা বা শিষ্টতার চিহ্নস্বরূপ লোমপাত করা অথবা কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলাইয়া দেওয়া (বিপরীত শব্দ "রোমাঞ্চ")। এখানে "**পন্নলোম**" (অর্থাৎ লোম বা কেশপাত করিয়া) শব্দের "**পন্ন**"-এর ভুল শব্দ ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী পৎ ধাতু হইতে "**পাতেতি**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু "**পতিত**" শব্দ হইতে "**পন্ন**" গ্রহণ করা হইয়াছে (⇒ **পন্নলোম**)। = **পন্নলোম হোতি** (বিনয় অর্থকথা)।

লোমক (বিণ) লোমশ, লোম বা কেশ আছে এরূপ। (যৌগিকে) **চতুরঙ্গ লোমক** (শরীরের বিভিন্ন অংশের?)

চারিস্থানে লোম বা কেশ আছে এমন (বিনয়)। Rhys. Davids. বলেন, ইহা নির্দেশ করা যাইতে পারে যে "কেশ, লোম, নখ, দাঁত ও ত্বক বা চর্ম—এই শরীর পঞ্চক (⟹ **পঞ্চক**) এবং ইহা এইরূপে বাহ্যিক সাদৃশ্য। আমরা সঠিক বুঝিতেছি না যে এখানে কিরূপে "**চতুরঙ্গ**" শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। (তুলনীয়) **অনুলোমিক**।

লোমকূপ (পুং) লোমকূপ, রোমাধার, লোমমুখে বিন্দুর আকার গর্ত, কেশমূল, শরীরস্থ চর্মের ছিদ্র, শরীরস্থ লোমকূপ। (জাতক) **ন লোমকূপমত্তং পি**—এমনকি লোমকূপের ছিদ্রও নহে অথবা ছিদ্র নাই। সূত্রনিপাত অর্থকথা এবং বিশুদ্ধিমার্গে বলা হইয়াছে, লোমকূপের ছিদ্র ৯৯০০০।

লোমপদ্মক (পুং) একজাতীয় ছোট ছোট গাছ বা উদ্ভিদ। এই পাঠ অনিশ্চিত; একই অর্থে "**লোদ্দপদ্মক**" শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়।

লোমসুন্দরী (বিণ, স্ত্রী) লোমসুন্দরী, যেই স্ত্রীলোক সর্বশরীরে লোমযুক্ত সুন্দরী, যেই স্ত্রীলোকের সর্বশরীরে লোম বা কেশ আছে, যেই স্ত্রীলোকের সর্বশরীরে লোম থাকায় দেখিতে সুন্দর। (জাতক) **কুরঙ্গবী লোমসুন্দরী**; (বর্ণনায়) **রোম-রাজিযা মণ্ডিত উদরা**। ⟹ **রোম**।

লোমস (বিণ) লোমশ, লোমবিশিষ্ট, লোমাবৃত, লোমবৎ, কোমল, শান্তিপ্রদ, কোমল পালক বিশিষ্ট, নরম, মৃদু, শান্ত, সহজ, মধুর, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসাররহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত।

লোমসপাণক (পুং) গুটিপোকা, শুঁয়াপোকা, প্রজাপতি হইবার পূর্ব অবস্থার কীট।

লোমসা (স্ত্রী) পক্ষীকুল। = **পক্খিনো**।

লোমহংস (পুং) লোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ, ভয় বা বিস্ময় দ্বারা উত্তেজনা, পুলক, শিহরণ।

লোমহংসন (ক্লী) লোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ। = **লোমহংস**। (বিণ) রোমাঞ্চের কারণ করিয়া, ভীত, বিস্ময়াভিভূত, বৃহৎ, বিশাল, বিস্ময়কর, অদ্ভুত, ভয়ানক, রোমাঞ্চকারক। (জাতক) **অব্ভুত লোমহংসন**।

লোমহংসনধম্মপরিযায—লোমহর্ষণজনক ধর্মপর্যায়ে। ⟹ **ধম্মপরিযায**।

লোমহট্‌ঠ (বিণ) লোমহর্ষ, লোম খাড়া হইয়া ওঠে এরূপ, ভীত, ত্রাসিত, বিস্ময়াভিভূত, বজ্রাহত, মাথার চুল খাড়া হইয়া রহিয়াছে এমন। (তুলনীয়) **হট্‌ঠলোম**। ⟹ **লোমহট্‌ঠজাত**।

লোমহট্‌ঠজাত (বিণ) (কেশ বা চুল সম্বন্ধে) লোমহর্ষণ হয় এমন, রোমাঞ্চকারক, ভয়ানক, রোমাঞ্চকর, উত্তেজিত, লোমরাজি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে এরূপ, ভয়বিহ্বল, বিস্ময়াভিভূত। = **লোমহট্‌ঠ**। (তুলনীয়) **হট্‌ঠলোম**। ⟹ **হট্‌ঠ** (১)।

লোমা (বহুবচন) = **লোম**। ⟹ **লোম**।

লোমাচিতত্তা (স্ত্রী) কাল লোমে আচ্ছাদিত অবস্থা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশে ঢাকা। = **কণ্হঞ্জন, সুকুমকণ্হ**।

লোমিন (বিণ) লোমশ, লোম আছে এমন। (যৌগিকে) **একন্তলোম; উদ্দলোম** (বিনয়)।

লোল (বিণ) লোল, শিথিল, যাহার শরীর চর্ম ঢিলা হইয়াছে, ঢিলা, চঞ্চল, চালিত, সতৃষ্ণ, লোলুপ, লোভী, ইচ্ছুক, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, অস্থির, দোলায়মান, ইতস্ততকারী, একবার এদিক একবার ওদিক করে এমন, আকুল, উদ্বিগ্ন, কম্পিত, ব্যগ্র, উৎসুক, অধীর, স্পৃহাসূচক, স্পৃহাপূর্ণ, গভীর আগ্রহসূচক। (জাতক) **বুদ্ধ-মাতা লোলা ন হোতি; ধনলোল; লোলমনুস্স**।

লোলতা (স্ত্রী) লোলতা, শিথিলতা, ব্যগ্রতা, লোভ, পেটুকতা, ঔৎসুক্য, স্পৃহা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আহার লোলতা**।

লোলবাল (বিণ) ১ পেটুক, ধনলোভী, ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। ২ মূর্খ, নির্বোধ, হাস্যাস্পদ। ⟹ **বাল** (১ক)।

লোল ভব (পুং) পেটুকতা, লোভ, লোভপরায়ণতা, গৃধ্নুতা, লোলুপতা।

লোলমনুস্স (পুং) লোভী মানুষ, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ ব্যক্তি, আকাঙ্ক্ষিত মানুষ। ⟹ **লোল**।

লোলিত (বিণ) লোলিত, বিগলিত, মুক্ত, চঞ্চল, কম্পিত, আকুল, উদ্বিগ্ন, বিচলিত, আলোড়িত। = **আলোলিত**। ⟹ **লোলেতি**।

লোলুপ (বিণ) লোলুপ, অতি লোভী, অভিলাষী, ইচ্ছুক, লোভী, আসক্ত, ধনলোভী, পেটুক, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, নিজের অনুকূল, আত্মপ্রশ্রয়দাতা, আত্মকঠোরতারহিত। ⟹ **লুম্পতি**।

লোলুপা (স্ত্রী) একজাতীয় ছোট ছোট গাছ বা উদ্ভিদের নাম।

লোলুপ্প (ক্লী) লোভ, পেটুকতা, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণতা, ধনলোভ, লোলুপতা, আত্ম-অনুকূলতা, আত্মপ্রশ্রয়, আত্ম-অকঠোরতা, বলবতী ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। অভিধর্ম অনুসারে "**জপ্পা**" অথবা "**তণ্হা**"-এর প্রায়শ সমানার্থবাচক। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় এই "**লোলুপ্প**" শব্দকে বিশেষণ পদে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—**পুনপ্পুন বিসযে লম্পতি আকড়ঢতী'তি** অর্থাৎ বিষয়বস্তুতে বার বার ছিন্ন বা গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকে (অথবা Expos. গ্রন্থের অনুবাদমতে "বার বার স্নানক্ষেত্রে পুনঃপুন লুণ্ঠন করণ ও আকর্ষণ করণ")। ইহার ব্যাখ্যাসূচক সমানার্থবাচক শব্দ "**লোলুপ্পাযিতত্তং**" এবং **লোলুপ্পাযনা**" (ধর্মসঙ্গণী)।

লোলুপ্পাযনা (স্ত্রী) = **লোলুপ্প**। ⟹ **লোলুপ্প**।

লোলুপ্পাযিতত্তং (ক্লী) = **লোলুপ্প**। ⟹ **লোলুপ্প**।

লোলেতি (ক্রি) [√লুল+এ] নড়ানো, উত্তেজিত করা.

আলোড়িত করা, ঘোলানো, নড়া, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, নাড়া দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরে কম্পন তোলা, আলোড়ন করা, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, চঞ্চল করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খোভেতি লোলেতি**। (অ-বিণ) **লোলিত**।

লোল্ (বিণ) = **লোল**। ⇒ **লোল**।

লোল্তা (স্ত্রী) = **লোলতা**। ⇒ **লোলতা**।

লোলী (স্ত্রী) = **আলোলী**। ⇒ **আলোলী**।

লোহ (ক্লী) লৌহ, ধাতুবিশেষ, তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতুবিশেষ, (বর্ণনায়) পিত্তল, ব্রঞ্জবর্ণ, তাম্র, তাম্রপাত্র, তাম্রমুদ্রা। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার শ্রেণীবিভাগ করিয়া বলা হইয়াছে, যেমন--**লোহং'তি জাতিলোহং** (স্বাভাবিক ধাতুবিশেষ), **বিজাতি লোহং** (উৎপাদিত ধাতুবিশেষ), **কিত্তিম লোহং** (কৃত্রিম বা খাদমিশানো ধাতুবিশেষ), **পিসাচ লোহং** (পিশাচ রাজ্যের ধাতুবিশেষ)। ইহাদের প্রত্যেকটিকে পুনর্বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন—১ "**জাতিলোহ**" বলিলে বুঝায় "**অযো, সজ্ঝং, সুবণ্ণং, তিপু, সীসং, তম্বলোহং, বেকন্তকলোহং**"; ২ "**বিজাতিলোহ**" বলিলে বুঝায় "**বিজাতিলোহং**"; ৩ "**কিত্তিমলোহ**" বলিলে বুঝায় "**কংসলোহং, বট্টলোহং, আরকূটং**"; ৪ "**পিসাচলোহ**" বলিলে বুঝায় "**মোরকখকং, পুথুকং, মলিনকং, চপলকং, সেলকং, আটকং, ভল্লকং, দূসিলোহং**"। বর্ণনার শেষে আছে : "**তেসু পঞ্চ জাতিলোহানি পাড়িযং বিসুং বুত্তানেব** (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর গুলিকে পৃথক পৃথকভাবে যেই কোনো নৈতিক বা ব্যবহারিক আদর্শরূপে বলা হইয়াছে); **তম্বলোহং বেকন্তকং'তি ইমেহি পন দ্বীহি জাতিলোহেহি সদ্ধিং সেসং সব্বম্পি ইধ লোহং'তি বেদিতব্বং**"। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে যে স্বর্ণের সহিত পঞ্চবিধ খাদ বা ধাতুর মিশ্রণ আছে, যেমন—**অযো, লোহ, তিপু, সীসং, সজ্ঝং**। (জাতক) **অসিলোহ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুবণ্ণম্পি জাতিবন্তং লোহেন ভিজ্জতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তম্বলোহ= লোহ; তত্ত-লোহ-সেচনং**—উত্তপ্ত গলিত ধাতু সিঞ্চন বা ঢালা (ইহা নরকে পঞ্চবিধ কঠোর পরীক্ষা বা পীড়নের মধ্যে একটি)।

লোহকটাহ (পুং) তাম্রপাত্র, তাম্রনির্মিত আধার বা স্থালী, পিত্তলের পাত্র বা কড়াই।

লোহকার (পুং) তাম্রকার, তাম্র বা পিত্তলের কর্মকার, কর্মকার, যেই ব্যক্তি ধাতু দ্বারা নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করে।

লোহকুম্ভ (পুং) = **লোহকুম্ভী**। ⇒ **লোহকুম্ভী**।

লোহকুম্ভ মুখবট্টি—লৌহকুম্ভী নামক নরকের উন্নত বেড়। ⇒ **মুখবট্টি**।

লোহকুম্ভী (স্ত্রী) ১ লৌহ বা তাম্রনির্মিত কড়াই বা আধার, লৌহ বা তাম্রপাত্র। = **লোহময কুম্ভী** (সূত্রনিপাত)। ২ লৌহকুম্ভী নামক নরক।

লোহগুল্ (পুং) লৌহ গোলক, লৌহ বা তাম্রগুলি, লোহা বা তামার গুলি। (ধর্মপদ) **মা লোহগুলং গিলী পমত্তো**। = **লোহপিণ্ড**। ⇒ **গুল্** (১)।

লোহজাল (ক্লী) লোহার জাল, তাম্র বা পিত্তলের তারের জাল। = **লোহময়**। ⇒ **জাল**।

লোহতা (স্ত্রী) ধাতু-অবস্থা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুবণ্ণসসঅগ্গলোহতা**—স্বর্ণবিষয়ে বা স্বর্ণের শ্রেষ্ঠ ধাতু-অবস্থা।

লোহতাল্ (ক্লী) তাম্রনির্মিত চাবি অথবা বাদ্যযন্ত্রের স্বর প্রকাশক যন্ত্র। ⇒ **তাল্** (২)।

লোহতুম্ব—তাম্র বা পিত্তলাদি ধাতু দ্বারা নির্মিত জলপাত্র। ⇒ **তুম্ব**।

লোহ থালক (পুং) তাম্র বা পিত্তলনির্মিত থালা বা পাত্র, লৌহ থালা বা পাত্র।

লোহথালি (স্ত্রী) তাম্র বা পিত্তলনির্মিত থালা বা বাসন, লৌহনির্মিত কেটলি।

লোহপট্ট—লৌহ বা তাম্র পাট, পিত্তল বা তাম্রনির্মিত থালা বা পাত্র। ⇒ **পট্ট** (১)।

লোহ পাসাদ (পুং) লৌহ প্রাসাদ, লৌহময় প্রাসাদ, সর্বাংশে তাম্র বা পিত্তল দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ, লঙ্কায় অনুরাধাপুরের প্রসিদ্ধ এক বিহারের নাম।

লোহপিণ্ড (পুং) লৌহপিণ্ড, লৌহ গোলক বা গুলি। = **লোহগুড়**।

লোহভণ্ড (ক্লী) তাম্র বা পিত্তলজাতীয় পণ্য দ্রব্য।

লোহভাণক (পুং) তাম্র বা পিত্তলনির্মিত বড় কলসী। ⇒ **ভাণক** (২)।

লোহময (বিণ) তাম্র বা পিত্তল দ্বারা নির্মিত, পিতলের, তাম্রময়, লৌহময়, ধাতুময়, পিত্তলময়, কেবল তাম্র বা পিত্তল দ্বারা প্রস্তুত, সর্বাংশে তাম্র বা পিত্তলনির্মিত। ⇒ **ময** (১)।

লোহমলিনক (ক্লী) তামার ন্যায় মালিন্য, তাম্রবর্ণের মালিন্য। (বিণ) তামার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহাকে পিশাচের বর্ণও বলা হইয়াছে।

লোহমাস (পুং) তাম্রবর্ণ শিম বা মাসকলাই। (মহানির্দেশ) **সুবণ্ণ-ছন্ন মাস**—সোনালী রঙের মাসকলাই।

লোহমাসক (পুং) তাম্রমুদ্রা, তাম্র দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা, তাম্রনির্মিত প্রচলিত টাকা বা পয়সা। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **জতুমাসক দারুমাসক লোহমাসক**। ⇒ **মাসক** (২), **রূপিয** (১)।

লোহরূপ (ক্লী) পিত্তলের মূর্তি, পিত্তল দ্বারা নির্মিত মূর্তি। ⇒ **রূপ** (২)।

লোহবারক (পুং) তাম্রনির্মিত পাত্র। ⇒ **বারক**।

লোহসলাকা (স্ত্রী) পিত্তলের শলাকা, পিত্তল দ্বারা

নির্মিত শলাকা, ব্রঞ্জ বা পিতলের দণ্ড বা শলাকা। ⇒ **সলাকা** (৮)।

লোহিত (বিণ) লোহিত, রক্তবর্ণ, লাল, লালরঙের। (যৌগিকে) **লোহিত'ভিজাতি**—রক্তবর্ণ, লাল রঙ, লাল রকম, লালজাতীয় রঙ, লালজাতি বা প্রকার (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **লোহিকসিণ**—লালবের্ণর কৌশল বা চাতুরী, লালজাতীয় কসিণ বা তৈরি বস্তু। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লোহিত চন্দন**—লাল চন্দন, রক্তচন্দন। = **রোহিত**। (ক্লী) রক্ত, রুধির, শোণিত। = **রুধির**। খুদ্দক নিকায় অর্থকথায় উল্লেখিত ৩২ প্রকার "**আকার**"-এর মধ্যে ইহা একটি। (বিনয়) **আমক লোহিত; লোহিতং মোচেতুং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সট্‌ঠি-মত্তানং ভিক্‌খূনং উণ্‌হং লোহিত মুখতো উগ্‌গঞ্ছি**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **রুহির**। বিশুদ্ধিমার্গের এক স্থানে "**লোহিত**" দুই প্রকার বলা হইয়াছে, যথা—**সন্নিচিত লোহিত, সংসরণ লোহিত;** অন্যত্র বলা হইয়াছে, "ইহা মনের অবস্থা সম্পর্কীয় হৃদয় শোণিতের বর্ণ।"

লোহিতং (ক্লী) = **লোহিত**। ⇒ **লোহিত**।

লোহিতক (বিণ) ১ লাল, রক্তবর্ণ, লাল বর্ণের, লাল রঙের। = **লোহিত** (বিণ)। (দীর্ঘনিকায়) **লোহিতক উপধান**—লাল রঙের বালিশ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লোহিতক সালি**—লালবর্ণের শালিধানের চাউল অথবা শালিধানের লাল রঙের চাউল, লাল শালিধান্য। ⇒ **পঞ্চবণ্ণ**। ২ রক্তাক্ত, নিষ্ঠুর, হত্যাকারী, রক্তপাত সমন্বিত, নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পূতি লোহিতক গব্‌ভ**। ⇒ **অসুভলক্‌খণ**।

লোহিতক উপাধান ⇒ **লোহিতক** (১)।

লোহিতক সালি (পুং) লাল রঙের শালিধান্য অথবা চাউল। ⇒ **লোহিতক** (১)। ⇒ **সালি**।

লোহিত কসিণ (ক্লী) ⇒ **লোহিত** (বিণ)।

লোহিত কুম্ভী (স্ত্রী) রক্তের আধার, শোণিতের স্থালী। উদানে ইহা গর্ভ বা গর্ভাশয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

লোহিতক্‌খ (বিণ) [লোহিত + অক্‌খ] লালচক্ষু, রক্তচক্ষু, রক্তের মত লাল চক্ষু আছে এমন। বিমানবত্থুতে ইহা যক্ষ এবং সর্প-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। = **রক্তনয়না**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যক্‌খানং হি নেত্তানি অতি-লোহিতানি হোন্তি**।

লোহিতঙ্ক (পুং) [লোহিত + অঙ্ক] পদ্মরাগ-মণি, চুণি। ⇒ **মসার গল্ল**। ⇒ **বেলুরিয**। "পদ্মরাগ-মণি" অর্থে "**লোহিতক**" বা "**লোহিতঙ্ক**" শব্দ বেদ কিংবা সংস্কৃতে দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ভাষায় "**লোহিতাঙ্গ**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "গ্রহরূপী মারগণ"।

লোহিত চন্দন (ক্লী) লাল চন্দন, রক্ত চন্দন। = **রক্ত চন্দন**। ⇒ **লোহিত** (বিণ)।

লোহিত পক্‌খন্দিকা (স্ত্রী) রক্তামাশয়, রক্তাতিসার। = **লোহিত পক্‌খন্দিকাবাধ** (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **পক্‌খন্দিকা**।

লোহিত-পুব্ব (পুং) রক্ত ও পূয, রক্তমিশ্রিত পূয। = **পুব্ব-লোহিত**। ⇒ **পুব্ব** (পুং)।

লোহিত-পুব্বভক্‌খ (বিণ) রক্ত-পূযখাদক, রক্তমিশ্রিত পূযভোজী, রক্ত ও পূয খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন। ⇒ **ভক্‌খ** (১)।

লোহিত ভক্‌খ (বিণ) রক্তখাদক, রক্তপান করিয়া জীবনধারণ করে এমন, শোণিতপায়ী।

লোহিত'ভিজাতি (স্ত্রী) [লোহিত + অভিজাতি] ⇒ **লোহিত** (বিণ)।

লোহিত মংসখাদক ⇒ **খাদক**।

লোহিত মক্‌খিত (বিণ) রুধির লিপ্ত, রক্তমাখানো, শোণিত দ্বারা ম্রক্ষিত। ⇒ **মক্‌খিত**।

লোহিত হোম—রক্তদান, রক্ত উৎসর্গ, রক্ত দ্বারা হোম্ বা যাগ।

লোহিতুপ্পাদ (পুং) (আঘাতাদি দ্বারা তথাগতের) রক্তপাত অর্থাৎ রক্তপাতজনিত পাপ। ইহা "**অনন্তরিয-কম্ম**" সমূহের মধ্যে একটি। (তুলনীয়) **তথাগতস্‌স লোহিতং উপ্পাদেতি** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

লোহিতুপ্পাদক (পুং) যেই ব্যক্তি তথাগত বুদ্ধ কিংবা অর্হতের রক্তপাত করে, যেই ব্যক্তি রক্তপাত করে।

ল়

ল়—অবর্গ ব্যঞ্জন মূর্ধাজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে মূর্ধাজবর্ণ বলে। এই বর্ণটি সাধারণত "ল"-এর মতই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ল়স (বিণ) ১০, দশ। = **রস** [বিণ (২)]।

ল়ীযতি (ক্রি) উড়া, উড্ডীয়মান হওয়া। (বর্ণনায়) **আকাস-গমন;** = **বেহাস-গমন।**

ল়হ

ল়হ—অবর্গ ব্যঞ্জন মূর্ধাজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এই জন্য ইহাকে মূর্ধাজ বর্ণ বলে। এই বর্ণটিও সাধারণত "ল়" অপেক্ষা দীর্ঘ উচ্চারণে (যেমন— ড, ঢ উচ্চারিত হয় সেইরূপ) "**ল়হ**"-এর মতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোনো শব্দের আদি অক্ষররূপে ইহা ব্যবহৃত হয় না।

ব (অন্তঃস্থ)

ব—অবর্গ ব্যঞ্জন ওষ্ঠজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠজ বর্ণ বলে। ১ "ব" অক্ষর "বা"-এ রূপান্তরিত হইয়া শব্দের শেষে যুক্ত হয়, যেমন— ভগবা; এখানে বুদ্ধঘোষ বর্ণনা করিয়াছেন : "**ব-কারং দীঘং কত্বা**" অর্থাৎ বকারকে দীর্ঘ করিয়া (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। ⟹ নিম্নোক্ত (৩)। ২ (ক্রি-বিণ) মত, ন্যায়, যেমন, যেন। = **ইব। তালপক্কং ব বন্ধনা; ছবালাতং ব নস্সতি।** (সূত্রনিপাত) **বংসো বিসালো ব** (⟹ নিম্নোক্ত ৩)। (পেতবত্থু) **উম্মত্ত-রূপো ব;** = **বিয** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **নড়ো ব ছিন্নো।** (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ছাযা ব অনপাযিনী।** (জাতক) **কুসমুদ্দো ব ঘোসবা; অগ্গী ব সুরিযো ব।** ৩ (অব্যয়) সত্য বটে, বরং, তেমনি, সমানভাবে, এমন কি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, বাস্তবিকই, ঠিকরূপে, প্রায়, ঠিক, মাত্র, কেবল, ব্যতীত, কিন্তু তাহা হইলে, নিশ্চয়রূপে, নিশ্চয়ই। = **এব।** (ধর্মপদ) **অগ্গি-দড়্ঢো ব তপ্পতি।** (জাতক) **সো পি সুবণ্ণ-বণ্ণো ব অহোসি।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ব-কারো অবধারণত্থো এব-কারো বা অযং সন্ধি-বসেন-এত্থ এ-কারো নট্ঠো;** সূত্রনিপাতের এই পাঠে "**ইব**" শব্দের সমার্থ উপরোক্ত ২ নম্বরের পরিবর্তে গ্রহণ করিয়া ভুল করা হইয়াছে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **একো ব পুত্তো; ঞাতমত্তা ব।** ৪ (ছন্দময়রূপে) "**বা**" এর হ্রস্বরূপে : (ধর্মপদ) "**যদি বা**"-এর পরিবর্তে "**যদি ব**"। অথবা অনুবন্ধরূপে "**ব-ব**"—এই দুইয়ের মধ্যে একটি, অথবা : (ধর্মপদ) **ঘিট্ঠং ব হুতং ব; আবাধং ব চিত্তক্খেপং ব পাপুণে।**

বংস (পুং) ১ বংশ, বাঁশ, বাঁশের বাঁশি। (সূত্রনিপাত) **বংসো বিসালো ব।** = বেড়ু। চুল্লনিদ্দেসের ব্যাখ্যায় "বেড়ুগুম্ব"। (জাতক) **বংসকড়ীর।** ২ বংশ, কুল, জাতি, বংশাবলী, গোত্র, পরিবার, একবংশীয় ব্যক্তিবর্গ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিযবংস**—আর্যবংশ, আর্যদের বংশধরগণ। (সংযুক্ত নিকায়) **চণ্ডাল বংস।** (জাতক) **উজুবংস।** (মহাবংস) **পিতু-ঘাতক বংসো**—পিতৃহন্তার বংশ। ৩ ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা, বংশগত প্রথা বা রীতি অথবা ধারা, বংশগত যশ বা নাম অথবা খ্যাতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আচরিযবংস; তথাগতানং বংস।** (খুদ্দকপাঠ) **বুদ্ধবংস।** (দীপবংস) **সদ্ধম্মবংস কোবিদা থেরা।** (জাতক) **বংসং নামেতি**—পরিবারের নাম নষ্ট করা, বংশের বা গোত্রের খ্যাতি নষ্ট করা; = **"বংসং উচ্ছিন্দতি"** অথবা **"বংসং উপচ্ছিন্দতি"** (জাতক); (বিপ) **পতিট্ঠাপেতি**—খ্যাতি বা নামের প্রতিষ্ঠা করা (জাতক)। ৪ বংশ, গোত্র (মহাবংস) **কস্স বংসে ঠস্সতি?** ৫ বংশী, বাঁশি, বেণু, মুরলী, বাঁশের বাঁশি। ৬ এক প্রকার ক্রীড়া বা কৌতুক অথবা বাজি। দীর্ঘনিকায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে "আমোদ প্রমোদ এবং ভেল্কি বা চালাকি" (**চণ্ডালবংস ধোপন**)—এই পাঠে অতীত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ প্রত্যেক শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং "**বংস**" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"**বেণুং উস্সাপেত্বা কীড়নং**" অর্থাৎ বাঁশ খাড়া করিয়া ক্রীড়া (ইহা কি বাঁশ গাড়িয়া আরোহণ করা?); (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) **বংশঘতিকা**—এক প্রকার ক্রীড়া। Dial-এর অর্থ : "চণ্ডাল কর্তৃক দড়াবাজি বা দড়ির উপর দিয়া হাঁটা-সম্বন্ধীয় কৌশল প্রদর্শন"। Franke কর্তৃক দীর্ঘনিকায়ের অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "বাঁশের কৌশল"; তাঁহার ধারণা—"**বংস-ধম্মং**" অর্থাৎ বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া ক্রীড়া; (তুলনীয়) **বংস-ধমক** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

বংসকলীর (পুং) ১ বংশ, বাঁশ, বাঁশের অঙ্কুর বা মঞ্জরী। ⇒ **বংস** (১)। ২ = **বেলুগুম্ব।** ⇒ **বেলুগুম্ব।**

বংসচোরক (পুং) এক জাতীয় গাছ অথবা নলখাগড়া। (তুলনীয়) চোরক। জাতক অর্থকথায় "**বেড়ুক**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। = **বেলুক।**

বংসজ (বিণ) বংশজ, বংশজাত, কুলীন, সংকুলোৎপন্ন, কোনো বংশে বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, কুল বা গোত্রসম্বন্ধীয়। (মহাবংস) **সুদ্ধবংসজ।**

বংসঞ্ঞ (বিণ) সদ্বংশে জাত, সৎপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, কুলীন বংশে জাত, সদ্বংশধর।

বংসধমক (বিণ, পুং) বংশীবাদক, যেই ব্যক্তি (বাঁশের) বাঁশি বাজায়।

বংসধর (বিণ, পুং) বংশধর, বংশরক্ষক, কুলপ্রবর্তক, বংশের খ্যাতি ধারণকারী, যেই কুলপ্রথা রক্ষা করিয়া চলে। (পুং) সন্তান, উত্তর পুরুষ।

বংসধরণ (পুং) = **বংসধর।** ⇒ **বংসধর** (পুং)।

বংসধোপন (ক্লী) দড়াবাজিকর (অর্থাৎ যেই ব্যক্তি দড়ির উপর হাঁটিয়া তামাশা দেখায় তাহার) দ্বারা দৃশ্যত বা প্রদর্শিত একটি কৌশল বা সাহসিক কার্য।

বংসনলক (পুং) বাঁশের নল বা চুঙ্গি। ⇒ **নলক।**

বংসনাল্ = **বংসনলক।** ⇒ **বংসনলক।**

বংসপেসিকা (স্ত্রী) বংশখণ্ড, বাঁশের টুকরা। = **বেলুপেসিকা।**

বংসরাগ (পুং) বাঁশের বর্ণ বা রঙ অর্থাৎ বৈদূর্য মণি। ইহা "**বেলুরিয**" (বৈদূর্য মণি)-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ (জাতক)। ⇒ **বংসবণ্ণ।**

বংসবণ্ণ (পুং) উজ্জ্বল নীলবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, বৈদূর্য মণি। ⇒ **বংসরাগ।**

বংসাগত (বিণ) বংশাগত, বংশগত, পিতার পর পুত্র—এইরূপে বংশানুক্রমে আগত বা প্রচলিত।

বংসানুপালক (বিণ) বংশের প্রথা বা নীতিপালনকারী। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অরিয-বংসানুপালক।**

বংসানুরক্খক (বিণ) [বংস + অনুরক্খক] বংশের প্রথা বা নীতি রক্ষাকারী। (পুং) বংশ রক্ষাকারী ব্যক্তি, বংশের প্রথা বা নিয়ম রক্ষাকারী ব্যক্তি। = **পবেণিপালক।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **বংসানুরক্খক পবেণিপালক।**

বংসিক (বিণ) গোত্র-সম্বন্ধীয়, বংশীয়, গোত্রীয়, কুলোদ্ভব, সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্ত, জাতি-সম্বন্ধীয়, পরিবার-সম্বন্ধীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **চণ্ডালবংসিক।**

বক (পুং) নেকড়ে বাঘ, হিংস্র স্বভাবের ব্যক্তি।

বকা = **তস।** ⇒ **তস।**

বকুল (পুং) ১ বকুল, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বকুল ফুলের গাছ, বকুল গাছ। ২ (ক্লী) বকুল ফুল, বকুল পুষ্প। ⇒ **আকুলী।**

বক্ক (বিণ) বক্র, অসরল, কুটিল, অঋজু, বাঁকা। (ক্লী) মূত্রগ্রন্থি, বৃক্ক, মূত্রাশয়। বিশুদ্ধিমার্গের বিস্তৃত বর্ণনায় ৩২ প্রকার "**আকার**"-এর মধ্যে একটি।

বক্কঙ্গ [বক্কং+গ] বক্রাঙ্গ, পক্ষীর অন্য নামবিশেষ। জাতকে বিশেষত "**সকুণ**"-এর পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। (জাতক অর্থকথা) **তেসং উভোসু পস্সেসু পক্খা বঙ্কা জাতা'তি বক্কঙ্গা।**

বক্কপঞ্চক (ক্লী) বৃক্ক পঞ্চক অর্থাৎ শরীরস্থ ৩২ প্রকার অশুচি বস্তুর মধ্যে বৃক্ক (মূত্রগ্রন্থি) পর্যন্ত পাঁচটি বস্তু। পাঁচটি, যথা—**মংসং, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জা, বক্কং;** কিন্তু Rhys. Davids. "**বক্ক, হদয, যকন, কিলোমক, পিহক**"—এই পাঁচটি গ্রহণ করিয়াছেন। ⇒ **পঞ্চক।**

বক্কল (ক্লী) ১ বল্কল। ২ গাছের বাকলে প্রস্তুত পোশাক পরিচ্ছদ (যাহা ঋষিরা পরিধান করিয়া থাকেন)। ⇒

বক্কলি।

বক্কলক (বিণ) **বল্কল** সদৃশ, **বল্কল** পরিধানকারী। এই শব্দটি খুদ্দকপাঠ অর্থকথা ও বিশুদ্ধিমার্গে দৃষ্ট হয়, খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় ইহার পরিবর্তে **"দণ্ড"** শব্দের পাঠও দৃষ্ট হয়। P.T.S.-এর বিশুদ্ধিমার্গে ভুলে ইহাকে **"চক্কলক"** শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বক্কলি (বিণ) বল্কল পরিধানকারী। (পুং) ১ বল্কল পরিধানকারী ঋষি। (জাতক) **বক্কলি সদ্দ**—বল্কল পরিধানকারী ঋষিদের শব্দ। ২ একজন লোকের নামবিশেষ। = **বক্কলী।**

বক্কলিক—১ এই শব্দটি যৌগিকে **"দন্ত বক্কলিক"** শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। **দন্ত-বক্কলিক** (বিণ) দাঁত দ্বারা বল্কল বা গাছের ছাল ছাড়ায় এমন (ব্যক্তি)। ২ (পুং) কোনও এক সম্প্রদায়ের ঋষির নাম বা পদবীবিশেষ।

বক্কলি সদ্দ ⇒ বক্কলি।

বক্কলী (বিণ) বল্কলধারী, গাছের বাকলে প্রস্তুত পোশাকপরিচ্ছদ পরিধানকারী (ঋষি)। ⇒ **বক্কলি।**

বক্কুল = বকুল। ⇒ বকুল।

বক্খতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) বলিবে, কহিবে। ⇒ **বদতি, বত্তি।**

বগ্গ (পুং) ১ বর্গ, দল, সম্প্রদায়, স্বজাতীয় সমূহ, মনুষ্যবর্গ, পশুবর্গ, একদল লোক, সমূহ, সঙ্গ, সমবায়, সঙ্ঘ, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্রে) বিন্যাস, কোনো উদ্দেশ্যে একত্র বা মিলিত জনগণ, জনসমাগম, পক্ষ, সেনাদল, বাদী বা প্রতিবাদী, নিমন্ত্রিত জনগণ, অংশ, ভাগ, বিভাগ। (বিনয়) **দুবগ্গ; তিবগ্গ; দসবগ্গ**—দশজন ভিক্ষুর একটি বর্গ বা দল। ২ পুস্তকের অধ্যায়, গ্রন্থের বর্গ বা পরিচ্ছেদ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **একবগ্গ-দ্বিবগ্গ-মত্তম পি।** (বিণ) স্বতন্ত্র, বিযুক্ত, বিভক্ত, পৃথক, বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, ভিন্নমতাবলম্বী, স্বতন্ত্র মতের, ভাবের, অনৈক্যতার, পার্থক্যতার, মতানৈক্যতার। (বিনয়) **বগ্গসঙ্ঘ;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বগ্গ পরিসা।** (করণ কারকে) **বগ্গেন।**

বগ্গকম্ম (ক্লী) বর্গকর্ম, ভিক্ষুদের অসমাপ্ত (গ্রন্থাদির) অধ্যায়ের অথবা ভাগের কার্য। (বিপ) **সমগ্গ-কম্ম।**

বগ্গগত (বিণ) বর্গগত, দলে বিভক্ত, সম্প্রদায়গত। বুদ্ধঘোষ সূত্রনিপাত অর্থকথায় বর্ণনা করিয়াছেন,— "৬২ প্রকার **'দিট্‌ঠিগতিকা'** (মিথ্যাদৃষ্টি অনুসরণকারী) সম্প্রদায়ভুক্ত"।

বগ্গতি (ক্রি) লম্ফ প্রদান করা, লাফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, লম্ফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফ দিয়া পার হওয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **কদাচি পদে পদং (পদাপদং ?) নিক্‌খিপন্তা বগ্গনেন গমনে** (পাঠ **"বগ্গগমনেন"**) **গচ্ছন্তি।**

বগ্গত্ত (ক্লী) বর্গত্ব, হতবুদ্ধিতা, চিত্ত-বিক্ষেপ, উন্মত্ততা, চিত্ত বিক্ষেপকারী বস্তু, বিবাদ, মতভেদ, অমিল, অপসরণ, (সমাজ ত্যাগপূর্বক) বহির্গমন, সাম্প্রদায়িকতা। (বিপ) **সমগ্গত।**

বগ্গন (ক্লী) লম্ফন, লাফাইয়া অতিক্রম। ⇒ **বগ্গতি।**

বগ্গবদ্ধ (বিণ) বর্গের অন্তর্গত, বর্গবদ্ধ, সম্প্রদায়ভুক্ত, দলবদ্ধ, বর্গগত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বগ্গবন্ধনেন**—দলে দলে, একদলের পর অপর দল করিয়া, একটির পর একটি দলবদ্ধভাবে।

বগ্গবন্ধন (ক্লী) বর্গবন্ধন, দলগঠন, কুকার্য সাধন বা শাসন চালাইবার জন্য দলবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, সর্দারের অধীন শ্রমিক সংখ্যা, একত্রে দলবদ্ধ করণ, সমবায় করণ, সমাজ, দল, সম্প্রদায়, সঙ্ঘ।

বগ্গবন্ধনেন (ক্রি-বিণ) ⇒ **বগ্গবদ্ধ।**

বগ্গরত = বগ্গারাম ⇒ বগ্গারাম।

বগ্গবগ্গ (বিণ) দলে দলে, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, রাশীকৃত, পুঞ্জীভূত।

বগ্গবদ ⇒ বদ।

বগ্গবাদক (বিণ, পুং) বর্গবাদী, পক্ষগ্রহণকারী, কাহারও পক্ষ হইয়া কথা বলে এমন, কোনো পক্ষ সমর্থনকারী, সাম্প্রদায়িক, (ধর্ম সম্বন্ধে) মতভেদ সম্বন্ধীয় অথবা মতান্তরগ্রাহী। (বিনয়) **অনুবত্তক বগ্গবাদক।** ⇒ **বাদক, বগ্গ।**

বগ্গসারিন (বিণ) (প্রচলিত ধর্মের বা নিয়মের বিরুদ্ধে) দলগঠনকারী, দল গঠন করে এমন, দলের অনুরূপ বা আদেশমত কার্য করে এমন, পক্ষভুক্ত, লোকের অনুরূপ কার্যকারী, পক্ষসমর্থনকারী।

বগ্গারাম (বিণ) বর্গপ্রিয়, দলবিভাগের ইচ্ছুক, সম্প্রদায় বিভাগের কারণ করে এমন। **বগ্গারাম অধম্মট্‌ঠ (অধম্মত্থ)**—দলে দলে বিভাগ করিয়া আরাম বা আনন্দ পায় এমন। (কিন্তু Seidenstucher এর এই অনুবাদ ঠিক অর্থে পৌঁছায় নাই)।

বগ্গিয (বিণ) বর্গীয়, বর্গ্য, বর্গ-সম্বন্ধীয়, দলগঠিত করিয়া, সঙ্গী করিয়া। (জাতক) **পঞ্চবগ্গিযা থেরা**—পঞ্চবর্গীয় থের অর্থাৎ একসঙ্গে পাঁচজন স্থবির ভিক্ষু = **পঞ্চবগ্গিযা ভিক্‌খূ** (মধ্যম নিকায়)। (বিনয়) **ছব্বগ্গিযা ভিক্‌খূ**—ছয়জনের একদল ভিক্ষু; **সত্তরস বগ্গিযা ভিক্‌খূ**—১৭ জনের একদল ভিক্ষু।

বগ্গু (বিণ) সুন্দর, মনোহর, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মিষ্ট, মধুর। এই শব্দটি শব্দ বা স্বর **(সর)** সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **বগ্গুসসর;** (বিমানবত্থু) **বগ্গুরূপ; বগ্গুগিরা;** ঘোসো **সুবগ্গু।** = **চারু, মধুর, অভিরূপ, রুচির, সবনীয, সিনিদ্ধ, সুন্দর, সোভন।**

বগ্গুগিরা—সুন্দর কথা, মিষ্টভাষণ, মধুর আলাপ। ⇒ **বগ্গু।**

বগ্গুপোসথ—দলে দলে অথবা জনসমাগমে উপোসথের

যথাবিধি অনুষ্ঠান। Oldenberg-এর দীপবংসের ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "অসমাপ্ত জনসমবায় বা ধর্মসভা"। ⟹ **বগ্গ** (২)।

বগ্গুরূপ (ক্লী) সুন্দর রূপ বা আকৃতি, লাবণ্যময় চেহারা। ⟹ **বগ্গু**।

বগ্গুবদ (বিণ) সুন্দর কথার, সুন্দর ভাষণযুক্ত, প্রফুল্লতার সহিত কথা বলিতে নিযুক্ত, আনন্দজনক ঘোষণার, আমোদজনক উক্তির, মিষ্ট ধরনের উচ্চারণের, আনন্দদায়ক কথা বলে এমন, প্রিয় ভাষণ করে এমন, মিষ্টভাষী, রসাত্মক কথার, মধুর কথার। = **মধুরবদ, পেমনিযবদ, হদযঙ্গমবদ, করবীকরুদ-মঞ্জুস্সর** (মহানির্দেশ)।

বগ্গুস্সর—সুন্দর শব্দ বা স্বর, মধুর স্বর, মধুর কণ্ঠ, সুকণ্ঠ, সুস্বর। ⟹ **বগ্গু**।

বগ্গুলি (পুং) বাদুর।

বগ্গুলিরুক্খ (পুং) যেই গাছে বাদুর বাস করে। ⟹ **রুক্খ**।

বগ্গুলিবত (পুং, ক্লী) বাদুরব্রত, বাদুরের স্বভাবের ন্যায় ব্রত, বাদুরের স্বভাব অনুশীলন ব্রত। ইহা এক সম্প্রদায়ের ঋষিদের ব্রতবিশেষ। ⟹ **বত** (২খ)।

বগ্গুলী (স্ত্রী) বাদুর। = **বগ্গুলি**।

বগ্গেন (ক্রি-বিণ) বিচ্ছিন্নভাবে, পৃথক পৃথকরূপে, সম্প্রদায় হিসাবে, দল বিভাগে, (সমাজ ত্যাগপূর্বক) বহির্গমনরূপে। ⟹ **বগ্গ** (বিণ)।

বঙ্ক (বিণ) ১ বক্র, যাহা সোজা নহে, বাঁকা, অসরল, অঋজু, বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক। (মধ্যম নিকায়) **বঙ্কজিম্হ**। (সংযুক্ত নিকায়) **বঙ্কদণ্ডা**। (বিনয়) **সুত্তা বঙ্কা হোতি**। জাতকে "**কাজ**"-এর সম্বন্ধে "**বঙ্ক**" বলা হইয়াছে; **বঙ্কদণ্ড**। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**বীণা**"-এর সম্বন্ধেও "**বঙ্ক**" বলা হইয়াছে। ২ (চরিত্রে) বক্র, অসরল, কপটী, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, অসৎ, প্রবঞ্চক। জাতক অর্থকথায় কাক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : **কাকানং নামং বঙ্ক**। ৩ সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট, অস্থিরমতি, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, প্রতারণাপূর্ণ, ভ্রান্তিমূলক, ভ্রান্তিজনক, অর্থাৎ পুনঃপুন গমন করে অথবা সর্বদা গতিবিধি করে এমন। (পুং) ১ বাঁক, বক্ররেখা, কোণ, নিভৃত স্থান, (পুকুর-সম্বন্ধে) বক্র পুকুর। ২ আঁকড়া, আকশি, বঁড়শি, বাঁকা পেরেক, কাস্তে। ৩ মাছ ধরার বঁড়শি।

বঙ্কক (ক্লী) এক প্রকার খেলনা। Rhys. Davids-এর Dial-এর অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "খেলনা রূপ লাঙ্গল"। Kern. Toev.-এর অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "ক্ষুদ্র বঁড়শি"। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "খেলনারূপ লাঙ্গল"। এই একই অর্থে বিনয়ে "**বঙ্গক**" এবং "**বঙ্কত**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, বিনয়ের অন্যত্র "**চঙ্গক**"; অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**বঙ্ক**" এবং অন্যত্র "**বঙ্কক**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। থেরগাথা অর্থকথায় "**খুজ্জ**" শব্দের বর্ণনায় "**বঙ্কক**" শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "কোনো বিষয় বক্র", যাহা থেরগাথায় বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে "কাস্তে, লাঙ্গল এবং কোদাল"।

বঙ্কগত (বিণ) বক্রগত, বক্র হইয়াছে এরূপ, বাঁকা হইয়াছে এরূপ, আঁকাবাঁকা হইয়াছে এরূপ, সর্পিল গতিযুক্ত। জাতকে ইহা নদীর বক্রগতি সম্বন্ধে হইয়াছে "**সব্বানদী বঙ্কগতা**"।

বঙ্কঘস্ত (বিণ) (মাছ-সম্বন্ধে) বঁড়শি গিলিয়াছে এমন (মৎস্য)। ⟹ **ঘস্ত**।

বঙ্কঙ্গুল—বক্র আঙ্গুল, বাঁকা আঙ্গুল।

বঙ্কাচ্ছিদ্দ—বক্র ছিদ্র, বক্র গর্ত, যেই গর্তের ছিদ্রপথ আঁকাবাঁকা হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কচারিত্ত (ক্লী) নিয়মবিরুদ্ধ আচার। ⟹ **চারিত্ত**।

বঙ্কত = **বঙ্কক**। ⟹ **বঙ্কক**।

বঙ্কতা (স্ত্রী) বক্রতা, বাঁকা। = **বঙ্কত্ত**।

বঙ্কত্ত (ক্লী) বক্রত্ব, বক্রতা। = **বঙ্কতা**।

বঙ্কদাঠ (পুং) (শূকর সম্বন্ধে) বক্রদন্ত, বাঁকা দাঁত অর্থাৎ শূকর।

বঙ্কাতিবঙ্ক (বিণ) [বঙ্ক + অতিবঙ্ক] অত্যন্ত বক্র, বাঁকা অপেক্ষাও বাঁকা, সর্বত্র বক্র। ⟹ **অতিবঙ্ক**।

বঙ্কাতিবঙ্কিন (বিণ) [বঙ্ক + অতিবঙ্কিন] (শিং সম্বন্ধে) অত্যন্ত বক্র, বক্রের উপর বক্র, বাঁকা অপেক্ষাও বাঁকা, (মৃগের) শাখাবিশিষ্ট শিং অতি বক্র, অতি বক্র শিংযুক্ত।

বঙ্কাতিবঙ্কিম (বিণ) [বঙ্ক + অতি + বঙ্কিম] সর্বপ্রকারে বক্র, অতি বাঁকা, অত্যন্ত কুটিল। ⟹ **অতিবঙ্ক, অতিবঙ্কিন**।

বঙ্কেয্য (বিণ) বক্রসদৃশ, বাঁকার মত, কুটিলের ন্যায়। (ক্লী) পাকানো দড়ি, মোচড়, পাক, পেঁচ, দড়ির ন্যায় পাকানো জিনিস, মানসিক বৈশিষ্ট্য, বক্রতা, বাঁকা, কুটিলতা, অসাধুতা, প্রবঞ্চনা।

বঙ্গ (পুং) ১ বঙ্গদেশ, বাঙ্গালাদেশ। ২ দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দটি "**কণ**" শব্দের সমান অর্থবাচক এবং অর্থ করা হইয়াছে "এক প্রকার দোষ বা ত্রুটি অথবা ছিদ্র"। সম্ভবত ইহা "**বঙ্ক**" শব্দেরই ভুল বানান করা হইয়াছে (Rhys. Davids.-এর অভিধান)।

বঙ্গক = **বঙ্কক**। ⟹ **বঙ্কক**।

বঙ্গতি (ক্রি) যাওয়া, চলা, গমন করা, একবার এদিকে একবার ওদিক যাওয়া, ইতস্তত করা, দ্বিধা করা, দোলায়মান হওয়া, দোলা, টলা। ⟹ **বগ্গতি**।

বঙ্গদেস—বঙ্গদেশ, বঙ্গালাদেশ।

বঙ্গনগরে—বঙ্গদেশের রাজধানীতে।

বঙ্গভাসা (স্ত্রী) বঙ্গভাষা, বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্গদেশীয় ভাষা, বাঙ্গালী জাতির ভাষা।

বঙ্গরট্‌ঠ (ক্লী) বঙ্গদেশ, বাঙ্গালা রাজ্য।

বচ (পুং, ক্লী) ১ বচ, একজাতীয় উদ্ভিদের কাল মূলবিশেষ। = ⟹ **বচত্থ**। ⟹ **বচা**। ২ বাক্য, কথা, বচঃ, বচস্। = **বচো**। (বিণ) কথা বলিতে নিযুক্ত, ঈদৃশ কথার বা কথাবার্তার। (পেতবত্থু) **দুট্‌ঠবচ**।

বচতা (স্ত্রী) এই শব্দটি জাতকগ্রন্থে যৌগিক "**দুব্বচতা**" শব্দে দৃষ্ট হয়। ⟹ **দুব্বচতা**।

বচতি (ক্রি) বলা, কহা। = **বত্তি**।

বচত্থ (ক্লী) বচ, একজাতীয় উদ্ভিদের কালো মূল। আয়ুর্বেদিক ঔষধে এই বচ ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে ইহা নিজেই একটি ঔষধ। = **বচ** (১)।

বচন (ক্লী) ১ বচন, ভাষা, কথা, বাক্য, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, ভাষণ, কথন, কথা বলা, উচ্চারণ, বাক্য কথন, কথিত বাক্য, শব্দ, আদেশ। (সংযুক্ত নিকায়) **অলং বচনায়**—ঠিকভাবে বলিতে; **যথাভূতং বচনং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মম বচনেন**—আমার কথায়। (জাতক) **বচনং করোতি**—আদেশ অনুযায়ী (কাজ) করা। ২ ব্যাকরণ—বাক্যরচনা অথবা পদ বিন্যাসের সম্পর্ক সম্বন্ধে কথিত বিষয়, পদ, বাক্যের ধারা বা নীতি, নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ, মত প্রকাশ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **আমন্তন বচন**—আমন্ত্রণ বাক্য, সম্বোধনপদ অথবা আহ্বান সূচক বাক্য। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পচ্চত্ত বচন**--স্বতন্ত্র সম্পর্ক বিষয়ে মত প্রকাশ অর্থাৎ কার্যকারক। (চুল্লনিদ্দেস) **পিযবচন**--প্রিয়বচন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বত্তমান বচন**—বর্তমান কথা, বর্তমান কাল-সম্বন্ধীয় কথা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিসেসিতব্ব বচন**—বিশেষ বিষয়ে অথবা সীমাবদ্ধ করিয়া (অন্য সম্বন্ধ আরোপণ সূচক) মত প্রকাশ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সম্পদান বচন**—সম্প্রদান বাক্য বা সম্বন্ধ "**লিঙ্গবচন**" এবং অপরাপর শর্তাবলীর সহিত ইহা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সংখ্যাবাচক শব্দরূপে একবচন এবং বহুবচন বুঝাইয়া থাকে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পুনব্বচন**--পুনরাবৃত্তি, পুনরনুষ্ঠান, পুনঃসঙ্ঘটন, পুনর্বৃত্তি, মুখস্থ বলন, পুনরাবৃত্ত পুনরনুষ্ঠিত বা পুনঃসঙ্ঘটিত বিষয় অথবা বস্তু, নকল, প্রতিলিপি, প্রতিরূপ (= **পুন-বচন**)।

বচনংকর = **বচনকর**। ⟹ **বচনকর**।

বচনকং (বিণ) ১ বাক্যকার, শব্দ করে এমন, কথার বা কিছু বলার কারণ হয় এমন। ২ আদেশ অনুরূপ কার্যকারী, বাধ্য, আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ। (পুং) যেই ব্যক্তি আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, চাকর। (জাতক) **বচনংকের**।

বচনক্খম (বিণ) ১ সুন্দর এবং ভদ্রভাষণকারী, কোমলভাষী, ভদ্র আলাপী, প্রিয়ভাষী, মিষ্টভাষী। ⟹ **বত্তা বচনক্খম**। ২ অপরে যাহা আদেশ করে তাহা করিতে ইচ্ছুক।

বচনত্থ (পুং) [বচন + অত্থ] কথার অর্থ, বচনের অর্থ, শব্দার্থ, শব্দ বিশ্লেষণ।

বচন পটিগ্গাহিকা (বিণ, স্ত্রী) আদেশ পালনকারিণী, আজ্ঞাবহ নারী, চাকরানী। = **অস্সবা**।

বচন পটিবচন—কথা এবং প্রতিকথা (অর্থাৎ উত্তর), আলাপ সালাপ, কথাবার্তা, কথোপকথন।

বচনপথ (পুং) কথার ধরন, কথাবার্তার প্রণালী বা ধারা, বক্তৃতার ধারা, কথা বলার যুক্তি, কথা বলিবার উপায়, কথার নীতি, কথাবার্তার উপায়। ব্যক্তি পঞ্চ উপায়ে বিচার করিয়া থাকে, যথা—**১ কালেন বা অকালেন বা, ২ ভূতেন বা অভূতেন বা, ৩ সণ্হেন বা ফরুসেন বা, ৪ অত্থ-সংহিতেন বা অনত্থ-সংহিতেন বা, ৫ মেত্তাচিত্তা বা দোসন্তরা বা** (মধ্যম নিকায়)। = **বচন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

বচনব্যপ্পথ = **বাচাব্যপ্পথ**। ⟹ **বাচাব্যপ্পথ**।

বচনভেদ--মতভেদ, মতের অমিল, মতবিরোধ, মতের পরিবর্তন, ভিন্ন ভিন্ন কথা বা বাক্য, বিভিন্ন প্রকার কথা। (তুলনীয়) **বচনমত্তে ভেদো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

বচনব্যত্তয়--মত প্রকাশের পার্থক্য অথবা সবিস্তার বিবরণী, (একবচনে বা বহুবচনে) সংখ্যার বা গণনায় সংখ্যার পরিবর্তন অথবা উলটপালট অথবা উল্টানো অথবা রদবদল করিবার কাজ, ব্যর্থবাক্য। ⟹ **ব্যত্তয়**।

বচন সম্পটিগ্গহ (বিণ) একত্রে গ্রহণকারী, একমত হয় এমন, (যাহা বলা হয় তাহা) যোগ করা হয় এরূপ, পুনর্বার গ্রহণ করে এমন, পুনর্গ্রহণকারী।

বচনসেস--কথার শেষ, কথার অবসান, কথার অবশিষ্টাংশ।

বচনীয (ভ-বিণ) বচনীয়, বাচ্য, কথনীয়, কথ্য, বলিবার উপযুক্ত, উপদেশের ছলে তিরস্কারের যোগ্য, যাহা বলিতে হয় এমন, যাহা উত্তর দিতে হয় এমন। ⟹ **বত্তি**।

বচস (বিণ) কথা বলিবার আছে এরূপ, বাকশক্তি আছে এমন, কথা বলিতে নিযুক্ত। (বিনয়) **সল্লেয্য বচস**।

বচা (স্ত্রী) সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ বা গুল্ম, ছোট ছোট সুগন্ধিযুক্ত গাছ, ফুলগাছের মূল, বচ, ঔষধবিশেষ। ⟹ **বচ** (১), **বচত্থ**।

বচী (স্ত্রী) ভাষা, কথা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, শব্দ, পদ, আদেশ, হুকুম, বিবাদ, প্রতিজ্ঞা, সংবাদ, উক্তবাক্য, মন্তব্য। এই শব্দটি প্রায়ই যৌগিকে এবং পদ্যে ব্যবহৃত হয়। (সূত্রনিপাত) **যস্স বচী খরা;** সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**বাচা**" শব্দ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চুদিতো বচীহি** = **বাচাহি**।

বচীকম্ম (ক্লী) বাচনিক কর্ম, কথাকথন, বাক্যকর্ম, কথা বলার কার্য, ধ্বনিময় কার্য, কথা বলা, বাক্য পরিস্ফুট

কার্য, কথিত কার্য, গলার স্বরে উৎপন্ন কার্য, স্বরযুক্ত কাজ, কথার কার্য। (মধ্যম নিকায়) **বচীকম্ম কায়কম্ম মনোকম্ম।**

বচীকম্মন্ত—বাচনিক কার্য, বাক্যকর্ম। দশবিধ সুচরিত শীলে "**মুসাবাদ, পিসুণাবাচা, ফরুসাবাচা, সম্ফপ্পলাপ**—এই চারিটিকে বাক্যকর্ম বলা হয়। ⟹ **সীল, বচীদুচ্চরিত।**

বচীগুত্ত (বিণ) বাকসংযত, বাক্যকর্মে সংযত। (ক্লী) বাক্য সংযম, বাক-সংযম।

বচীচেতনা—কথা বলিবার ইচ্ছা। ⟹ **চেতনা।**

বচীদণ্ড (ক্লী) বাচনিক দণ্ড, কথার দ্বারা পীড়ন, কথায় কথায় শাস্তি, কথায় শাস্তি।

বচীদুচ্চরিত (ক্লী) বাক্য দুশ্চরিত, বাক্য পাপ, কথার দ্বারা পাপকার্য, কথায় অসদাচরণ, বাক্য দ্বারা কুব্যবহার। ইহা চতুর্বিধ, যথা—**মুসাবাদ** (মিথ্যা বলা), **পিসুণাবাচা** (একের বিরুদ্ধে অপরকে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলিয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া দেওয়া), **ফরুসা বাচা** (কটু কথা বা কর্কশবাক্য বলা), **সম্ফপ্পলাপ** (নিরর্থক কথা বলিয়া সম্প্রলাপ করা)। ⟹ **দুচ্চরিত, বচীকম্মন্ত।**

বচীপর (পুং) যেই ব্যক্তি কেবল কথায় শ্রেষ্ঠ হয় কিন্তু কাজে নহে অর্থাৎ কথার লোক। (বিণ) কেবল কথায় শ্রেষ্ঠ কাজে নহে এমন। = **বচীপরম।**

বচীপরম (পুং) যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে, বাচাল ব্যক্তি, গল্পপ্রিয় লোক। (বিণ) কেবল কথায় শ্রেষ্ঠ কাজে নহে এমন, অতিরিক্ত কথা বলে এমন, বাচাল, গল্পপ্রিয়। ⟹ **মিত্ত পটিরূপক।**

বচীভেদ (পুং) ১ এক প্রকার বাক্য, যাহা কথার ন্যায় অর্থাৎ কথা বা ভাষা, উচ্চারণ, বাক্যকথন, কথা, প্রকাশ, কথিত বাক্য। ২ বাক্য লঙ্ঘন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, (কথা দিয়া যেই আইন বা নিয়ম করা হইয়াছে সেই) কথা ভঙ্গ অথবা কথামত কাজ না করা। ৩ নানাবিধ কথা, বিস্তারিত কথা, সবিস্তার বিবরণী। ⟹ **ভেদ** (১)। ⟹ **বাক্যভেদ, বাচং ভিন্দতি।**

বচীবিপ্ফার (পুং) বিস্তারিত কথা, সবিশেষ বর্ণনাযুক্ত কথা, কথা বিস্তৃত করণ, কথা দীর্ঘ করণ, বিস্তারিতভাবে কথন। ⟹ **বিপ্ফার।**

বচীমুনি (পুং) বাক্য সংযমে মৌন বা মুনি, বাক্য সংযম দ্বারা মৌনত্ব গ্রহণ, বাক্য সংযম দ্বারা তুষ্ণীভাব ধারণ। ⟹ **মুনি** (২)।

বচীমোনেয্য (ক্লী) বাক্য বা মনের দিক দিয়া সচ্চরিত্রতা অর্থাৎ বাক্য সংযম, বাক্য সংযমের মুনিত্ব। ⟹ **মুনি** (২), **মোনেয্য।**

বচীবিঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) বাক্য বিজ্ঞপ্তি, বাক্য সঙ্কেত, কথা বা বাক্য দ্বারা সঙ্কেত প্রদর্শন, ভাষার দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন, মুখে বলিয়া সংবাদ প্রদান, কথার দ্বারা ইঙ্গিতকরণ। ⟹ **বিঞ্ঞত্তি।**

বচীসংসার—বাক্যের পরিবর্তন, শব্দের পরিবর্তন। ⟹ **সংসার** (২)।

বচীসঙ্খার (পুং) বাক্য সংস্কার, বাক্যকর্মের ক্রিয়া, বলিবার চেতনা উৎপন্ন হইয়া যেই বাক্য বা কথা বলা হয়, কথা বলিবার জন্য পূর্ববর্তী ঘটনা বা হেতু, কথা বলিবার অবশ্যক বিষয়, মনোযোগ এবং বিচার, অভিনিবেশ এবং বিবেচনা। ⟹ **সঙ্খার** (১খ)।

বচীসঞ্চেতনা (স্ত্রী) বাক্য সঞ্চেতনা, কথা বলিবার অভিপ্রায় বা সংকল্প, কথার পরিকল্পনা।

বচীসত্থ—বাক্যরূপ অস্ত্র। ⟹ **সত্থ** (১)।

বচীসমাচার (পুং) বাক্যে সদ্ভাব, ভদ্রতামূলক কথা, কথনে নম্রতা, ভাষণে শিষ্টতা, সংযমতার সহিত কথা বলা। এই শব্দটি "**বচীসমাচার কায়সমাচার মনোসমাচার**"—এইরূপে প্রায়ই এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়; যৌগিকে "**বচী**" শব্দের প্রয়োগ হয় এবং যৌগিক না "**বাচা**" শব্দই ব্যবহার হয়।

বচীসুচরিত (ক্লী) বাক্যে সদ্ভাব, বাক্য দ্বারা পুণ্য কার্য, কথা বলিয়া সৎকার্যকরণ। "**বচীসুচরিত**" চতুর্বিধ, যথা—**সচ্চবাচা** (সত্য কথা বলা অর্থাৎ মিথ্যা না বলা), **অপিসুণা বাচা** (একের বিরুদ্ধে অপরকে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলিয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া না দেওয়া), **সণ্হাবাচা** (কটু বা কর্কশ বাক্য না বলিয়া ভদ্রতা বা শিষ্টতামূলক কথা বলা), **মন্তাভাসা** (অর্থহীন বা বাজে কথা দ্বারা বা সম্প্রলাপ না করিয়া উপদেশপূর্ণ কথা বলা)। ⟹ **সুচরিত।**

বচো (ক্লী) কথা, ভাষা, কথাবার্তা, বক্তৃতা, কথোপকথন, বাকশক্তি, শব্দ, পদ, আদেশ, হুকুম, প্রতিজ্ঞা, সংবাদ, উক্তবাক্য, মন্তব্য, বচন, উক্তি, প্রবাদবাক্য। (কর্তৃকারকে ও কর্মকারকে) **বচো;** = **বচন ব্যাপথ দেসনা অনুসন্ধি।** (করণ কারকে) **বচসা;** (বিনয়) **ধম্মা বহুসসুতা হোন্তি ধতা বচসা পরিচিতা;** (সংযুক্ত নিকায়) **বচসা মনসা;** = **বচনেন** (মহানির্দেশ)। = **বচ** (২)। ⟹ **বচী, বাচা।**

বচ্চ (ক্লী) বিষ্ঠা, মল, গোবর, গাদ, শিঠা, পশ্বাদির বিষ্ঠা। (জাতক) **বচ্চং ওসজ্জতি**—বিষ্ঠা ত্যাগ করে; = **বচ্চং করোতি।**

বচ্চকুটি (স্ত্রী) = **বচ্চকুটী।** ⟹ **বচ্চকুটী।**

বচ্চকুটী (স্ত্রী) শৌচাগার, শৌচস্থান, পায়খানা, স্নানাগার।

বচ্চকূপ (পুং) বিষ্ঠাকুণ্ড, মলকুণ্ড, ময়লা জলের আধার, পায়খানার কূয়া = **গূথকূপ।** ⟹ **কূপ।**

বচ্চকূপসস কূল ⟹ **কূপ।**

বচ্চঘট (পুং) রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য শয্যায় ব্যবহৃত মলত্যাগের পাত্র, মলত্যাগের পাত্র, মলমূত্র ত্যাগের পাত্র, পায়খানার মলপাত্র। ⟹ **ঘট।**

বচ্চদোণিকা (স্ত্রী) মলত্যাগের পাত্র। = **বচ্চঘট।** ⟹ **দোণিকা।**

বচ্চমগ্গ (পুং) গুহ্যমার্গ, শরীর হইতে মল নিঃসরণের

পথ, গুহ্যদ্বার।

বচ্চসিন (বিণ) উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবান, জমকালো, চিত্তাকর্ষক। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রাহ্মণ বচ্চসিন**।

বচ্চসোধক (পুং) পায়খানা পরিষ্কারক, যেই ব্যক্তি পায়খানা পরিষ্কার করে, মেথর।

বচ্চিত (বিণ) পায়খানা করিতে চায় এমন, কোষ্ঠবদ্ধতায় পীড়িত। ⟹ **বচ্চেতি**।

বচ্চেতি (ক্রি) পায়খানা হয় বা করায়, জোলাপের কাজ করে। (অ-বিণ) **বচ্চিত**।

বচ্ছ (পুং) ১ বৎস, গোশিশু, বাছুর, গো বা পশুশাবক, শাবক, পশুমাত্রেরই শিশু। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কূটবচ্ছ**—বিকলাঙ্গ অথবা অঙ্গহীন গোশিশু। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বদতী'তি বচ্ছো**। (বিমানবথু অর্থকথা) **তরুণবচ্ছ**। ২ গাছ, বৃক্ষ। = **রুক্‌খ**। (বিনয়) **মালাবচ্ছ**—অলঙ্কারিক অথবা শোভাবর্ধক বৃক্ষ।

বচ্ছক (পুং) ছোট গোশিশু। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গোবচ্ছক**।

বচ্ছক পালক (পুং) গোপালক, রাখাল। = **বচ্ছগোপালক**।

বচ্ছক সালা (স্ত্রী) গোশালা, গোয়াল, গরু ঘর।

বচ্ছগিদ্ধিনী (বিণ) বাছুরের জন্য স্পৃহাপূর্ণ বা গাভীর আগ্রহসূচক। (স্ত্রী) শাবকের জন্য আগ্রহপূর্ণ গাভী।

বচ্ছ গোপালক (পুং) গোপালক, রাখাল। = **বচ্ছক পালক**।

বচ্ছতর (পুং) বড় গোশাবক, দুধ বা মাই ছাড়ানো গোশাবক, বৃষ বা বলদ, দামড়া গোশাবক।

বচ্ছতরী (স্ত্রী) দামড়ি গোশাবক। ⟹ **বচ্ছতর**।

বচ্ছতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) বাস করিবে, থাকিবে। ⟹ **বসতি**।

বচ্ছদন্ত—"গোশাবকের দাঁত", একপ্রকার শর বা তীর অথবা বল্লম বা বর্শা।

বচ্ছপালক (পুং) রাখাল, গোপালক। = **বচ্ছকপালক**।

বচ্ছর (ক্লী) বৎসর, বচ্ছর, বছর, বর্ষ, বার মাস পরিমিত সময়। = **সংবচ্ছর**।

বচ্ছল (বিণ) বৎসল, স্নেহময়, ভক্ত, অনুরক্ত, স্নেহযুক্ত, স্নেহশীল, প্রীতিপূর্ণ, (সাহিত্যে) বাছুরের প্রতি বৎসল বা স্নেহময় (গাভী)।

বজ (পুং) ব্রজ, গোষ্ঠ, খোঁয়াড়, গোঠ, গরুর অবস্থান স্থান, মিলন স্থান।

বজতি (ক্রি) [√বজ + অ] গমন করা, ঘটা, চলা, প্রস্থান করা, চলিয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, যন্ত্রের সাহায্যে চলা, রহিত হওয়া, দেহত্যাগ করা, উৎপন্ন হওয়া, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো, অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়া, কোনো বিশেষ অবস্থার অধীন হওয়া, উপযোগী হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, কোনো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, বিক্রয় হওয়া, প্রচলিত হওয়া, অতিবাহিত হওয়া; (সাহিত্যে) ফিরানো, প্রয়োগ করা, ঘটানো, পরিণত করা। = **অপনমতি**। ⟹ **বত্ত** (১), **অনুব্বজতি, উপব্বজতি, পব্বজতি, পরিব্বতি**। = **গচ্ছতি কমতি**। (তুলনীয়) **বজ্জেতি** (বর্জন করা অর্থে), **বজ্জিত, বজ্জন** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **জাতি-মরণ-সংসারং বজতি**। (জাতক) **নিরযং বজতি**। (সপ্তমী) **বজেয্য**। (পঞ্চমী) **বজ**; (সাহিত্যে) **ভজ**। (অতীত) **বজি**। (ব-বিণ) **বজমান**।

বজল্ল = **রজো বজল্ল**। ⟹ **রজোবতল্ল**।

বজির (পুং, ক্লী) ১ বজ্র, ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ, কুলিশ, বাজ, বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বস্তু, অতর্কিত বিপদপাত। = **অযস**। (জাতক) **বজির-পূরিতা বিয গরুকা কুচ্ছি**—যেন বজ্র বা দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করা। **বজির সঙ্ঘাত**। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। ⟹ **যক্‌খ** (৪খ)। ৩ হীরক, হীরা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বজিরূপমচিত্ত**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বজির সঙ্খাত-কায**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বজির পন্তি**। (বিণ) বজ্রতুল্য, হীরক সদৃশ, বজ্রের ন্যায় ভীষণ শব্দকারী, বজ্রধ্বনি সমতুল্য, কঠিন, অসহ্য, হৃদ্বিদারক, বজ্রাকৃতি তুল্য, বজ্রধ্বনিকারী।

বজির পন্তি—হীরকের সারি, হীরার পঙ্‌ক্তি বা শ্রেণী। ⟹ **বজির** (৩)।

বজির পাণি (পুং) ১ বজ্রপাণি, বজ্রধর, দেবরাজ ইন্দ্র। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। ⟹ **যক্‌খ** (৪খ)। (বিণ) বজ্রধারী, যাহার হাতে বজ্র আছে এমন।

বজির পাণিন (বিণ) বজ্রধারী। = **বজিরপাণি** (বিণ)।

বজির পাণি যক্‌খ (পুং) বজ্রধারী যক্ষ অর্থাৎ এক শ্রেণীর যক্ষ আছে যাহারা (যুদ্ধে সচকিত সৈন্যদের ন্যায়) সর্বদা বজ্রহস্তে বাস করে।

বজির বাহু ১ বজ্রপাণি। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। (বিণ) বজ্রধারী। = **বজির পাণি**।

বজির বাহু যক্‌খ (পুং) = **বজির পাণি যক্‌খ**। ⟹ **বজির পাণি যক্‌খ**।

বজির যক্‌খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ আছে তাহারা সর্বদা বজ্রপাত শব্দের ন্যায় ধ্বনি করিতে থাকে।

বজির হত্থ (পুং) = **বজির পাণি**। ⟹ **বজির পাণি**।

বজিরা বুধ (ক্লী) বজ্ররূপ অস্ত্র, দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র।

বজিসসতি ⟹ **অপনমতি**।

বজুড়—কতিপয় উদ্ভিদের নাম, কতিপয় গাছের নাম।

বজ্জ (ক্লী) ১ যেই বস্তু বা বিষয় বর্জন করা দরকার, পাপ, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ। (বিনয়) **থুলবজ্জ**—গুরু পাপ; = **দোস, গরহিতব্ব** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পণ্ণত্তিবজ্জ, পকতিবজ্জ, লোকবজ্জ**; = **অকুসল ধম্ম**। (বি-ভা) **অণুমত্তেসু বজ্জেসু ভয-দসসাবিন**—অণুমাত্র পাপ বা গুরু পাপ সমূহেও ভয়দর্শী। ২ বাদ্যযন্ত্র। ৩ কথন, ভাষণ, কথাবর্তা, বক্তৃতা। (বিণ) ১ বর্জন করার যোগ্য, যাহা বর্জন করা

দরকার এমন, বর্জন করা উচিত, পরিত্যাগ বা বর্জন করিবার উপযুক্ত। ২ শব্দায়মান, শব্দায়িত বা ধ্বনিত হয় এমন। ৩ বলিবার মত, যাহা বলিবার দরকার এমন। ৪ ⇒ **বদতি।**

বজ্জতি (ক্রি) ১ ঘুরা বা ঘুরানো, ফিরানো, পাক দেওয়া, উল্টানো, উল্টাইয়া দেওয়া, পাল্টানো, হওয়া, ঘটানো, বদলানো, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, লাগানো, পরিণত করা, আকার দেওয়া, গঠন করা, কুঁদিয়া বাহির করা, ভিন্ন গতি লওয়া, বিপর্যস্ত করা, পরিবর্তিত হওয়া, শেষ হওয়া। (কর্মবাচ্যে) (বাদ্যযন্ত্র) বাদিত হওয়া, শব্দায়মান হওয়া; (জাতক) **বজ্জন্তিভেরিযো।** ⇒ **বাদেতি।** (অতীত) **বজ্জিংসু।** (ব-বিণ) **বজ্জমান।** ২ বর্জন করা, পরিত্যাগ করা, দূরে সরিয়া থাকা, পরিহার করা, রহিত করা, বহির্ভূত করা। (ভ-বিণ) **বজ্জিতব্ব।** (করণে) **বজ্জেতি।** ⇒ **বাদেতি।**

বজ্জদস্সিন (বিণ) দোষ অন্বেষী, দোষ বা পাপ দর্শনকারী, যেই ব্যক্তি সামান্য ত্রুটিতেও পাপ ধারণায় দূরে সরিয়া থাকে।

বজ্জন (ক্লী) বর্জন, ত্যাগ, পরিত্যাগ, রহিত করণ, পরিহার। (বিপ) **সেবন।**

বজ্জনীয (বিণ) বর্জনীয়, বর্জনের যোগ্য, যাহা বর্জন করা উচিত, ত্যাজ্য, মারণীয়, রহিত, পরিহার করিবার যোগ্য, দূরে সরিয়া থাকার যোগ্য, অনুপযুক্ত (অর্থাৎ কাঠের পচা বা এবড়োথেবড়ো অংশসমূহ)। ⇒ **বজ্জেতি।**

বজ্জনীযদান (ক্লী) বর্জনীয় দান অর্থাৎ যদ্দ্বারা পাপ উৎপন্ন ও বৃদ্ধি হয় তাহা বর্জন করিতে হয় বলিয়া বর্জনীয় দান। বর্জনীয় দান, যথা—গাভীর গর্ভ উৎপন্ন হইবার জন্য বৃষভ দান, ক্ষেত্রজ পুত্র জন্ম হইবার জন্য অপর পুরুষকে নিজ স্ত্রী দান, অপরের অনিষ্ট সাধনে যেই কোনোরূপ সাহায্য দান—এই দানসমূহ বৌদ্ধদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্জনীয় দান। ⇒ **দান।**

বজ্জপেয্য—প্রিয়ভাষণ, ভাষার সদয়তা বা প্রিয়তা, দয়ালু কথা। চতুর্বিধ "**সঙ্গহ বত্থু**" এর মধ্যে ইহাও একটি। = **পেয্যবাচা।** ইহা সন্দেহযুক্ত যে "যাগ, হোম, ত্যাগ" অর্থে সূত্রনিপাতে উল্লিখিত "**বাচপেয্য**" শব্দ কি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত "**পেয্যবাচা**" শব্দের সহিত এক? অথবা কি "**বাজপেয্য**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে? বৈদিক "বাজ" শব্দের অর্থ "যজ্ঞে প্রদত্ত খাদ্য"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় যাহা আছে উহার সমান অর্থবাচক "**বাজমেখ পিবন্তি**" অর্থাৎ "**বাজপেয্য**" অর্থে প্রযুক্ত, এইরূপে "**পেয্য**" = পেয্য (১)। ⇒ পেয্য (২)।

বজ্জভেরি—শব্দকারী ভেরি, শব্দায়মান ঢোল। ⇒ **বজ্জ** (বিণ (১))।

বজ্জবন্ত (বিণ) পাপেরত, পাপী, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র।

বজ্জা ⇒ **বজ্জতি।**

বজ্জিত (বিণ) বর্জিত, পরিত্যক্ত, পরিহারকৃত, বিরত, নিবৃত্ত, রহিত। ⇒ **বজ্জেতি।**

বজ্জী (পুং) বৃজিজাতীয় লোক, বৃজিবংশের মানুষ।

বজ্জুং ⇒ **বদতি।**

বজ্জেতি (ক্রি) [√বজ্জ + এ] দূরে থাকা, পরিহার করা, এড়াইয়া চলা, রহিত করা, নিবৃত্ত করা, বিরত থাকা, অস্বীকার করা, পরিত্যাগ করা, ত্যাগ করা, দাবি ত্যাগ করা। (তুলনীয়) **পরিবজ্জেতি, বিবজ্জেতি।** ⇒ **বজ্জতি।** (অতীত) **বজ্জেসি।** (অ-বিণ) **বজ্জিত।** (ভ-বিণ) **বজ্জেতব্ব, বজ্জনীয।** (ক্রি-বি) **বজ্জেত্বা।** (তুম) **বজ্জেতুং।**

বজ্ঝ (বিণ) ১ বধযোগ্য, শাস্তির যোগ্য, হত্যার যোগ্য, ফাঁসি দেওয়া উচিত, প্রাণদণ্ডের যোগ্য, মরণের যোগ্য, বধ্য, হননীয়। (সূত্রনিপাত) **গো বজ্ঝ বিয।** (জাতক) **বজ্ঝ চোর;** = **বজ্ঝপ্পত্ত** চোর (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **বধতি।** ২ বন্ধ্যা। = **বঞ্ঝ।**

বজ্ঝক (বিণ) = **বজ্ঝ।** ⇒ **বজ্ঝ।**

বজ্ঝঘাতক (পুং) কসাই, হত্যাকারী, জল্লাদ, ঘাতক।

বজ্ঝচোর (পুং) বধ্য চোর বা দস্যু, বধ্য অপরাধী, যেই অপরাধী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বজ্ঝপটহভেরি (স্ত্রী) প্রাণদণ্ডের ভেরি, অপরাধীকে বধ বা হত্যা করিবার জন্য দামামা বা ভেরি বাজাইয়া ঘোষণা। = **বজ্ঝ ভেরি।**

বজ্ঝপ্পত্ত (বিণ) দোষী সাব্যস্ত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, দণ্ডপ্রাপ্ত, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, বাজেয়াপ্ত সাব্যস্ত, নিন্দিত। = **বজ্ঝভাবপ্পত্ত।**

বজ্ঝভাবপত্ত (বিণ) বধ্য ভাব প্রাপ্ত, অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। = **বজ্ঝপ্পত্ত।**

বজ্ঝভেরি (স্ত্রী) = **বজ্ঝপটহভেরি।** ⇒ **বজ্ঝপটহভেরি।**

বজ্ঝসূকরিযো (স্ত্রী, বহুবচনে) বন্ধ্যা শূকরী, বাঁঝা বরাহী, বৃষলী বা বালা শূকরী। = **বঞ্ঝসূকরিযো।**

বজ্ঝা (স্ত্রী) প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ডের আদেশ।

বজ্ঝাপ্পত্ত (বিণ) প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত, প্রাণদণ্ড হইবার মত অপরাধী সাব্যস্ত।

বজ্ঝেতি (ক্রি) ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, হত্যা করা, বধ করা, প্রাণে নাশ করা। (জাতক) **সিরো বজ্ঝযিত্বান।** Kern. Toev.-এর মতে "**বদ্ধযিত্বান**" (কাটা, কর্তন, ছেদন অর্থে) পাঠই উত্তম।

বঞ্চক (বিণ) বঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত, ছলপূর্ণ, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ।

বঞ্চতি (ক্রি) [√বঞ্চ + অ] পদব্রজে ইতস্তত ভ্রমণ করা অথবা ঘোরাফেরা করা। (তুম) **বঞ্চিতং** = **পাদচার-গমনেন গন্তুং** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **বঞ্চেতি।**

বঞ্চন (ক্লী) বঞ্চন, প্রতারণা, ঠকানো, প্রতারণা করণ, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চক, চাতুরী, ভ্রান্তি, মতিভ্রম, মায়া, বিভ্রম। = **বঞ্চনা**।

বঞ্চনা (স্ত্রী) বঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকানো। = **বঞ্চন**।

বঞ্চনিক (বিণ) প্রতারণ করে এমন, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ফাঁকিবাজ, হতাশ করে এমন। (পুং) প্রতারণা, প্রবঞ্চক, প্রতারক।

বঞ্চনিয (বিণ) বঞ্চনীয়, প্রতার্য, প্রতারণা করা হয় এরূপ, ভ্রান্ত করে এমন, ফাঁকি দেয় এমন, হতাশ করে এমন, ঠকায় এমন।

বঞ্চিত (বিণ) বঞ্চিত, প্রতারিত, যেই ব্যক্তি ঠকিয়াছে, ভ্রান্ত, ফাঁকিবাজ, হতাশ হইয়াছে এমন। (জাতক) **বঞ্চিতম্হি = বঞ্চিতা অম্হি**। ⇒ **বঞ্চেতি**।

বঞ্চেতি (ক্রি) [√বঞ্চ + এ] বঞ্চনা করা, প্রবঞ্চনা করা, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, ঠকানো, এড়াইয়া চলা, পলায়ন করা, বিফল করা। ⇒ **বঞ্চতি**। (অতীত) **বঞ্চেসি, অবঞ্চি**; (জাতক) **বঞ্চেতু কাম**; (মহাবংস) **তোমরং অবঞ্চযি**। (অ-বিণ) **বঞ্চিত**। (ব-বিণ) **বঞ্চেন্ত**। (ক্রি-বি) **বঞ্চেত্বা**।

বঞ্জুল = বঞ্জুড়। ⇒ **বঞ্জুড়**।

বঞ্ঝ (বিণ) (স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) বন্ধ্যা, বাঁজা, বাঁঝা, (জমি-সম্বন্ধে) অনুর্বর, (গাছ-সম্বন্ধে) অফলন্ত, (ব্যক্তি-সম্বন্ধে) অনুভাবনশীল, নির্বোধ, নীরস, জীবাণু হইতে মুক্ত।

বঞ্ঝভাব (পুং) বন্ধ্যা অবস্থা, নিষ্ফল অবস্থা, অনুর্বর অবস্থা, অনুভাবনশীলতা, নির্বুদ্ধিতা।

বঞ্ঝসূকরিযো (স্ত্রী, বহুবচন) = **বজ্ঝসূকরিযো**। ⇒ **বজ্ঝসূকরিযো**।

বঞ্ঝা (স্ত্রী) বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। (বিণ) যেই স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে না, বন্ধ্যা। (বিপ) **বিজাযিনী**। ⇒ **বঞ্ঝ**।

বঞ্ঝিত্থি (স্ত্রী) বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। ⇒ **বঞ্ঝা**।

বট (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ, বটবৃক্ষ। ২ এই শব্দটি পুগ্গলপঞ্ঞত্তিতে দৃষ্ট হয়, যেমন—**তুচ্ছো পি হিতো পূরো পি বটো**; ইহা পাঠ হইবে "**তি পিহিতো পূরো বিবটো**"। ⇒ **বিবট**।

বটংস (পুং) শিরোদেশে বা মস্তকে পরিধান করিবার এক প্রকার অলঙ্কারবিশেষ (সম্ভবত ইহা কর্ণাভরণ অথবা কণ্ঠে ধারণ করিবার মালা)। মহাবংস অর্থকথা বর্ণনায়—**কণ্ণপিলন্ধনং বটংসকংতি বুত্তং হোতি**। এই শব্দটি সাধারণত "**বটংসক**" শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিমানবত্থু বর্ণনায়—**রতনমযা কণ্ণিকা** (বহুবচনে)।

বটংসক (পুং) মস্তকে বা গলায় পরিধান করিবার হার। = **বটংস**।

বটক (পুং) ছোট গোলক বা গুলি অথবা মোটা কোনো বস্তু, গোলাকার মুলা (পেঁয়াজ ইত্যাদি), কাচের গোলক বা বালব, কন্দ, আলু-ওল ইত্যাদি জাতীয় দ্রব্য।

বটরুক্খ (পুং) বটগাছ, বটবৃক্ষ।

বটাকর—রজ্জু, রশি, দড়ি, কাছি, শৃঙ্খল। (জাতক) **নাবা স-বটাকরা**।

বটুম (ক্লী) রাস্তা, রাজপথ, বাঁধা পথ, পথ, কার্য সাধনের উপায়, কার্য করিবার ধারা বা রীতি, বর্তন। (সংযুক্ত নিকায়) **ছিন্ন বটুম**। (তুলনীয়) **উব্বটুম, পরিবটুম**।

বট্ট (ক্লী) ১ বৃত্ত, চক্র, কক্ষপথ, মণ্ডল, পরিবেষ্টন, পুনঃপুন জন্মগ্রহণের চক্র। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আযতবট্ট**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বট্টনালি**। ২ (চরিত্রে) "গড়াইয়া গড়াইয়া চলা অথবা চাকার ন্যায় ঘুরা", পুনঃপুন জন্মগ্রহণের চক্র, আবর্ত চক্র, পুনঃপুন অস্তিত্ব প্রাপ্তির চাকা, আবর্ত, ঘূর্ণন, পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুতে সংসারে নব নবরূপে বিবর্তন (= বিজড়িত করণ)। ⇒ **বিবট্ট**। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিযাদিন্ন বট্ট**। (থেরগাথা) **সব্ববট্ট**—সর্বক্ষণ বা অবিরাম গড়াইয়া গড়াইয়া চলা অথবা চাকার ন্যায় ঘুরিতে থাকা। = **উপাদান**। স্তর বা অবস্থাসমূহে অস্তিত্ব প্রাপ্তির তিন প্রকার "**বট্ট**" বা আবর্তচক্র। (⇒ তে **ভূমক বত্ত, তিবট্ট**) আছে, যথা—**কম্মবট্ট** (কর্মবর্ত বা কর্মাবর্ত), **কিলেসবট্ট** (ক্লেশবর্ত বা পাপবর্ত), **বিপাকবট্ট** (ফলাবর্ত, কর্মের ফল প্রাপ্তির স্বরূপ আবর্ত)। ⇒ **মার, বট্টদুক্খ, বট্ট বিবট্ট**। ৩ "যাহা স্বেচ্ছায় দিতে চায়", ব্যয়, খরচ, ব্যয়িত অর্থ, ভিক্ষা, দান-খয়রাত। (জাতক) **দানবট্ট**—ভিক্ষাদান। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাকবট্ট**—ভিক্ষাস্বরূপ পক্ব অন্ন। (মহাবংস) **সলাকবট্ট ভত্ত**। (বিণ) ১ গোল, গোলাকার, আপনাতেই যাহার পরিধির পরিসমাপ্তি, সম্পূর্ণ, পুরা, পূর্ণ, স্পষ্ট, চক্রাকারে ভ্রমণশীল, সুরচিত বা সুগঠিত। ২ বৃষ্টি হইয়াছে এরূপ, অভিবর্ষিত, বৃষ্টি বর্ষিত। ⇒ **অভিবট্ট, বট্ঠ, বুট্ঠ**।

বট্টক (পুং) বর্তক, তিত্তির পক্ষী। = **লাপক সকুণ**। ⇒ **বট্টকা, লাপ** (২)। (ক্লী) মালগাড়ি, মালবাহী গাড়ি, গরুরগাড়ি, গোশকট।

বট্টকথা (স্ত্রী) সংসার-সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা, পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে সংসার ভ্রমণ বিষয়ে কথা।

বট্টকা (স্ত্রী) পক্ষীবিশেষ, তিত্তির পক্ষী। = **বট্টক** (পুং)। (জাতক) **বট্টকলুদ্দক; বট্টক জাতক**।

বট্টকার (পুং) যেই ব্যক্তি পিত্তলের কাজ করে, কাঁসারি।

বট্টঙ্গুলি (স্ত্রী) গোল আঙ্গুল, গোলাকার অর্থাৎ উত্তমরূপে গঠিত আঙ্গুল। = **বট্টঙ্গুলী**। (বিণ) যাহার আঙ্গুলগুলি গোলাকার অথবা গোল গোল এমন। = **অনুপুব্বতো বট্টঙ্গুলি**—যাহার আঙ্গুলগুলি বরাবর বা উত্তমরূপে গঠিত এমন।

বট্টঙ্গুলিক (ক্লী) বর্তাঙ্গুল, গোলাকার বা গোল গোল সুগঠিত আঙ্গুল। = **বত্তঙ্গুলিক, বট্টঙ্গুলি**। ⇒ **অঙ্গুলিক**।

বট্টঙ্গুলী (স্ত্রী) [বট্ট + অঙ্গুলী] গোলাকার বা গোল গোল সুগঠিত আঙ্গুল। = **বট্টঙ্গুলি** (স্ত্রী)।

বট্টচ্ছদ = **বিবটচ্ছদ**। ⇒ **বিবটচ্ছদ**।

বট্টতি (ক্রি) [√বট্ট + অ] ১ ঘুরা, ঘুরানো, ফিরানো, পাক দেওয়া, উল্টানো, পাল্টানো, বদলানো, পরিবর্তিত করা, বিপর্যস্ত করা, পরিণত করা, চলিতে থাকা, গতি লওয়া, অগ্রসর হওয়া, স্থানান্তরে যাওয়া, স্থানান্তর করা, চালানো, বিচলিত করা, ঘুরিতে থাকা। (সংযুক্ত নিকায়) **কথ বট্টং ন বট্টতি** (কিন্তু ইহা সন্দেহজনক)। ⇒ **বড়ঢতি**। ২ অধিকার থাকা, যোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, ঠিক হওয়া। (জাতক) **সীলাচার-সম্পন্নেন ভবিতুং বট্টতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বুত্তং বট্টতি**— বলার উপযুক্ত, বলিবার যোগ্য। (পেতবথু অর্থকথা) **দাতুং বট্টতি**। ⇒ **বত্ততি**। (ক্রি-বিণ) বটে, তাহাই সত্য, সেইরূপ, ঠিক।

বট্টদুক্খ—পুনর্জন্মজনিত দুঃখ, পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে আবর্তন দুঃখ।

বট্টন (ক্লী) আবর্তন, ঘূর্ণন, পাক।

বট্টনা (স্ত্রী) এই শব্দটি যৌগিকে "**বট্টনাবলি**" শব্দেই দৃষ্ট হয় এবং অর্থ হয় "কতকগুলি বল বা গুলির ('গোলত্রের' অর্থাৎ আঙটি বা টেকুয়ার দণ্ড) সারি বা শৃঙ্খল" (ইহা সন্দেহজনক)। মধ্যম নিকায়ে বলা হইয়াছে—"**সেষ্যথা বট্টনাবলি এবং মে পিট্‌ঠিকণ্টক উন্নতাবনতো হোতি**" এবং জাতকে বলা হইয়াছে (স্বতন্ত্র বানানে)— "**বট্‌ঠনাবলি সঙ্কাসা পিট্‌ঠি তে নিন্নতুন্নতা**" এবং জাতক অর্থকথা বর্ণনায়—"**পিট্‌ঠিকট্‌ঠানে আবুণিত্বা ঠাপিতা বট্‌ঠনাবলি সদিসা** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—পৃষ্ঠদেশ কতকগুলি টেকুর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ এবং ইহা দীর্ঘ অসমান বক্রতাস্বরূপ দেখায়)।

বট্টনাবলি ⇒ **বট্টনা**।

বট্টনি (স্ত্রী) মণ্ডল, বৃত্ত, গোলাকার বস্তু, বল, গুলি, গোলক। (থেরীগাথা) **বট্টনি রিব**; (থেরগাথা অর্থকথায়) **লাখায গুলিক বিয** (Sisters-এ ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে "কেবল ছোট গোলক বা বল বা গুলি")।

বট্টপটিঘাতক = **বট্টপটিঘাতকং**। ⇒ **বট্টপটিঘাতকং**।

বট্টপটিঘাতকং (ক্লী) ক্রমবিকাশ অথবা বিবর্তন ধ্বংসকরণ অর্থাৎ সংসার বা পুনর্জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তি। ⇒ **বিবট্টং**।

বট্টপলিঘ (ক্লী) দুইটি কাষ্ঠদণ্ডের উপর স্থাপিত কাষ্ঠদণ্ড। = **পরিঘদণ্ড**। ⇒ **পলিঘ** (১)।

বট্টভয—সংসার ভয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয়, পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে আবর্ত ভয়।

বট্টমূল (ক্লী) সংসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণের মূল বা হেতু, পুনর্জন্মের কারণ বা হেতু, পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে আবর্তনের কারণ।

বট্টলোহ—গোলাকার সীসা বা পিত্তলাদি ধাতু।

বট্টবিবট্ট (ক্লী) ১ প্রবর্তন এবং বিবর্তন, সংবর্ত এবং বিবর্ত, ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতি, সম্মুখ দিকে (জন্মচক্র) ঘুরিয়া যাওয়া এবং পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া যাওয়া অর্থাৎ চতুর্দিকে (যাহাতে চাকার দ্বিগুণিত ঘুরাঘুরির পদ্ধতি গঠনে অথবা সংবের্তন-বিবর্তনে তৎসংলগ্ন বস্তু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া থাকে)। **বট্ট বিবট্ট বসেন** (ক্রি-বিণ) সোজা এবং উল্টা (অর্থাৎ বিপরীত) অনুগমনে, সংবর্ত এবং বিবর্ত বশে, চারিদিকে, চতুর্দিকে, প্রবর্তন এবং বিবর্তনের দরুন, পরিবর্ধন-পরিবর্তন বশত, সম্পূর্ণরূপে। (তুলনীয়) **বত্ত পরিবত্ত**। ২ সংসারে গমনাগমন বা আগমন এবং প্রস্থান বৃত্তি, ক্রমবিকাশ (বিজড়িত করণ) এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতি, জন্ম এবং মৃত্যু, একবার জন্মগ্রহণ করণ এবং পুনরায় (মৃত্যুর মাধ্যমে) অবস্থান্তর প্রাপ্তি। (নেত্তি) **বট্টং সংসারো বিবট্টং নিব্বানং** (এখানে "**বট্টং**" শব্দের অর্থ দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বিপরীত বলা হইয়াছে যাহা সচরাচর অর্থ নহে, "**বিবত্ত**" নির্বাণ স্তরের বা অবস্থার প্রয়োজনীয় অর্থ নহে; এই সম্বন্ধে সূত্রনিপাত অর্থকথা দ্রষ্টব্য)।

বট্ট বিবট্ট বসেন ⇒ **বট্ট বিবট্ট** (১)।

বট্টানুগত (বিণ) আবর্তনের অনুগত, সংসারে আগমনের অধীন, আবর্তাধীন, পুনর্জন্মের অধীন, সংসারের প্রতি মুগ্ধ। (জাতক) **বট্টানুগত ধন**।

বট্টাপেতি (ক্রি) ফিরানো, ঘুরানো, উল্টানো, পরিবর্তন করানো, বিপর্যস্ত করানো। ⇒ **বট্টতি** (১)।

বট্টি (স্ত্রী) ১ বর্তি, পলিতা, (প্রদীপের বা ল্যাম্পের) সলিতা। (জাতক) **দীপবট্টি**। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **বট্টীনি**। ২ বেষ্টিত স্থান, বেড়া, আস্তর, সম্ভাব, অভ্যন্তরীণ আবরণ, ঝিল্লী, সূক্ষ্ম আস্তরণ, সূক্ষ্ম চর্মাবরণ, অতিসূক্ষ্ম সূত্র, সর, আলোক, চিত্রের কাগজ, চলচ্চিত্র, ত্বক, চামড়া, খোসা, ছাল, ভিস্তি, মসক। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অন্তবট্টি; উদর বট্টি**। ৩ ধার, প্রান্ত, অস্ত্রের ধার, তীক্ষ্ণতা, উন্নত বেড়া, কিনারা, টুপির ধার, পাত্রের উপরি প্রান্ত, পরিধি, নেমি। (বিনয়) **অগ্গলবট্টি**। (সংযুক্ত নিকায়) **পত্তবট্টি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) নেমিবট্টি। ৪ টুকরা বস্তু, ফালি, ঝালর, ঝুঁপি, প্রান্ত, শেষভাগ। (বিনয়) **দুসসবট্টি**। (জাতক) **চম্মবট্টি**। ৫ কোষ, আবরণ, খাপ, পতঙ্গের পক্ষাবরণ, বীজের আবরণ, শিম মটর প্রভৃতির শুঁটি, থলি। (জাতক) **তিণবট্টি**। (মহাবংস) **মরিচবট্টি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রেণুবট্টি**। ৬ পিণ্ড, সমগ্রসমষ্টি, মোট, গোলক, গুলি। (ধর্মপদ অর্থাকথা) **পুব্ববট্টি**। ৭ সম্মুখ দিকে অথবা বরাবর আবর্তন, গুটানো, জড়ানো বস্তু, পেষণী, জলের প্রবাহ, জলের হুড় হুড় শব্দ, মুষলধারে বৃষ্টিপাত।

বট্টিকা (স্ত্রী) ১ বর্তিকা, প্রদীপ, পলিতা, শলিতা, প্রদীপের

সলিতা। = **বট্টি** (১)। ২ কিনারা, প্রান্ত, টুপির ধার, পাত্রের উপরিপ্রান্ত। ⟹ **বট্টি** (৩)। ৩ বীজের আবরণ, শিম মটর প্রভৃতির শুঁটি। ⟹ **বট্টি** (৫)।

বট্টিন (বিণ) এই শব্দটি "**মুণ্ড বট্টিন**" শব্দে যৌগিকে দৃষ্ট হয়। "**মুণ্ড**" অর্থে "দ্বারবান বা মুটে (?)" গ্রহণ করিলে অর্থ অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। "**বট্টি**" শব্দ হইতে একটি অথবা যে কোনো একটির অর্থে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় হইয়াছে। এই শব্দটি কেবল বিনয়েই দেখা যায়, বুদ্ধঘোষ "**বেট্ঠিন**" শব্দ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা "**বটংস**" অথবা "**বট**" (রজ্জু অর্থে) সম্বন্ধীয় শব্দ হইতে পারে।

বট্টুল (বিণ) বর্তুল, গোলাকার, বৃত্ত, যাহার পরিধি আপনাতেই পরিসমাপ্ত।

বট্টুপচ্ছেদ--পুনর্জন্মের চক্র ধ্বংস অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণের হেতু বিনষ্ট।

বট্টেতি (ক্রি) [√বট্ট + এ] ১ ঘুরানো, পাকানো, (প্রদীপের) সলিতা প্রস্তুত করা, আবর্তন করা, গুটানো, বস্তু জড়ানো। (জাতক) **রজ্জুং বট্টেতি**। ২ চালানো, চালাইয়া নেওয়া। (তাঁত সম্বন্ধে) **তসরং বট্টেতি**—জোরে মাকু চালানো। (তুলনীয়) **আবট্টেতি**। ৩ বিজ্ঞপ্তি করা, পরিপত্র করা। ⟹ **বট্টতি** (১)। (অতীত) **বট্টেসি**। (অ-বিণ) **বট্টিত**। (ক্রি-বি) **বট্টেত্বা**।

বট্ঠ (বিণ) বর্ষিত, বৃষ্টিপাত হইয়াছে এরূপ, বৃষ্টির জলে আর্দ্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নববট্ঠ**। ⟹ **বস্সিত**।

বট্ঠনাবলি = বট্টনাবলি। ⟹ **বট্টনাবলি**।

বঠর (বিণ) বৃহৎ, স্থূলাকার, মোটা, মাংসল, স্থূল, তৈলাক্ত, লাভজনক, অমার্জিত, স্পষ্ট, লজ্জাকর, স্থূলকায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নির্বোধ, অশ্লীল, (বাদ না দিয়া) মোট-মাট।

বড্ঢ (ক্লী) ধন, সৌভাগ্য, সম্পদ, খুব বেশি সংখ্যা বা পরিমাণ, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য। (পুং) এক ব্যক্তির নাম। (বিণ) বর্ধিত, বাড়ন্ত, প্রসারিত, বৃহত্তর, উন্নত, সমৃদ্ধ। = **বড্ঢক** (বিণ)।

বড্ঢং (ক্লী) = **বড্ঢ**। ⟹ **বড্ঢ** (ক্লী)। (আজ্ঞাবোধক অর্থে) শ্রীবৃদ্ধি হউক, উন্নত হউক। = **বড্ঢতং**।

বড্ঢক (বিণ) বাড়ন্ত, বর্ধিত, প্রসারিত, বৃহত্তর, উন্নত, সমৃদ্ধ, (কাহারও) মঙ্গল কামনাকারী, (কোনও কিছুর) যত্নকারক, তত্ত্বাবধানকারী। (জাতক) **রাসিবড্ঢক**—রাজ সরকারের বা জমিদারের নায়েব বা গোমস্তা। (পুং) (জামাদি) প্রস্তুতকারক, দর্জি। (জাতক) **চীবর বড্ঢক**।

বড্ঢকি = বড্ঢকী। ⟹ **বড্ঢকী**।

বড্ঢকী (পুং) ছুতার মিস্ত্রি, গৃহ-নির্মাতা, প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপক, স্থপতি, নির্মাতা, কারিকর, রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর। (মহাবংস) **ইট্ঠবড্ঢকী**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নগরবড্ঢকী**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **নগরবড্ঢকী**। (জাতক) **ব্রাহ্মণ বড্ঢকী**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মহাবড্ঢকী**। (দর্শন শাস্ত্রমতে) **তণ্হাবড্ঢকী**।

বড্ঢকীগাম (পুং) রাজমিস্ত্রি অথবা ছুতার মিস্ত্রিদের গ্রাম।

বড্ঢতং (ক্লী) = **বড্ঢ**। ⟹ **বড্ঢ** (ক্লী)। (আজ্ঞাবোধক অর্থে) সমৃদ্ধ হউক, উন্নত হউক, শ্রীবৃদ্ধি হউক, বর্ধিত হউক। = **বড্ঢং**।

বড্ঢতি (ক্রি) [√বড্ঢ + অ] বর্ধিত হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বাড়া, বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি পাওয়া, প্রসারিত করা, যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা বা হওয়া, উন্নত হওয়া, বাড়ানো, উৎপাদন করা, চাষ করা, উৎপন্ন করা, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া, অধিক করা, বহু সংখ্যক করা, গুণ করা, সুখী করা, উন্নতি করা, কৃতকার্য হওয়া, সমৃদ্ধিশালী হওয়া। ⟹ **পরিবড্ঢতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **বণ্ণেন বড্ঢতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্ঞায় বড্ঢতি**। (সূত্রনিপাত) **পঞ্ঞা চ সুতঞ্চ বড্ঢতি**। (জাতক) **পোরাণং বড্ঢং বড্ঢতং** (আজ্ঞাবোধক অর্থে বর্তমান কাল প্রথম পুরুষ একবচনে); **সদা সো বড্ঢত রাজা সুক্ক-পকখে বা চন্দিমা**। (পেতবত্থু) **দাতা পুঞ্ঞেন বড্ঢতি**। (মহাবংস) **পুত্ত-ধীতাহি বড্ঢিত্বা**—বহু পুত্র-কন্যা দ্বারা বর্ধিত হইয়া; **উভো বড্ঢিংসু দারকা**—উভয় বালক অথবা বালক দুইটি বাড়িয়া উঠিল (বয়োপ্রাপ্ত হইল)। (অতীত) **বড্ঢি**। (অ-বিণ) **বড্ঢিত, বড্ঢ, বদ্ধ, বুড্ঢ, বুদ্ধ, বুড্ঢ**। (ব-বিণ) **বড্ঢন্ত, বড্ঢমান**। (ক্রি-বি) **বড্ঢিত্বা**। (করণে) **বড্ঢেতি, বড্ঢাপেতি**।

বড্ঢন (ক্লী) ১ বৃদ্ধি, বর্ধন, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, পুষ্টিসাধন, ক্রমিক বৃদ্ধি, বংশ, সন্তান-সন্ততি, লালন-পালন, বাড়ানো, পরিপোষণ, উৎসাহ প্রদান, পরিবর্ধন, মুক্তি, সবিস্তৃত বর্ণনা, কালহরণ, উন্নতি, সম্প্রসারণ। (বিপ) **হাযন**। (মধ্যম নিকায়) **হাযন বড্ঢন (বদ্ধন)**। (জাতক) **কুলবড্ঢন (কুলবদ্ধন)**। (মহাবংস) **আয়ুস্স বড্ঢন (বদ্ধন)**—আয়ু বৃদ্ধি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বলবড্ঢন (বলবদ্ধন)**—বল বা শক্তি বৃদ্ধি। ২ আসক্তি, বন্ধুত্ব, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, প্রসাদ, চরিতার্থ সাধন, প্রশ্রয়দান, পাপের জন্য দণ্ডের ক্ষমা, অমিতাচার, উপকার, জোগানদার, বন্দোবস্ত, পরিবেশন। (সূত্রনিপাত) **তক্ক বড্ঢন**। (জাতক) **কটসিবড্ঢন** [তুলনীয়—**বড্ঢেতি**(৬)]। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বড্ঢনা-বড্ঢন**। (বি-ভা) **রাজবড্ঢন, লোকবড্ঢন**। ৩ বিন্যাস, নিষ্পত্তি, শৃঙ্খলা, বন্দোবস্ত। (জাতক) **পঠবি-বড্ঢনক-কম্ম**—ভূমির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কার্য অর্থাৎ ভূমি সংস্কার করণ। ৪ সেবা, আনুগত্য স্বীকার, জোগান, পরিবেশন, আদেশ পালন, উপকার, মান্যতা, পূজা, বাধ্যতা, উঁচুকরণ, বাড়ানো, বৃদ্ধিকরণ, অনুগ্রহ করণ, সাহায্য করণ, অনুকম্পাকরণ, দয়াকরণ, উপকার করণ, দান দেওয়া, অনুকূল, পক্ষাবলম্বন। (পেতবত্থু)

রতি-নন্দি-বড্‌ঢন। ৫ মৃন্ময়পাত্র ভাঙ্গা চাঁড়া, মাটির পাত্র ভাঙ্গা চাঁড়া। = **কঠলিক** (জাতক অর্থকথা); কিন্তু ইহা অনিশ্চিত। ৬ যে কোনো অঙ্গের একপ্রকার বস্ত্র বা পরিচ্ছদ। (মহাবংস) **পুণ্ণবড্‌ঢন**। (বিণ) ১ বর্ধমান, বাড়ন্ত, বর্ধনশীল, উন্নতিশীল, সমৃদ্ধিশালী, বৃদ্ধিকারক, পরিপুষ্ট হয় এমন, লালিত পালিত হয় এমন, পোষিত হয় এমন, উৎসাহ দেওয়া হয় এরূপ। ২ উপকারী, কর্মী, কাজে রত, আদেশ পালনকারী, বাধ্যগত, পরিবেশন-কারী, যোগানদার, বন্দোবস্তকারী, অভ্যাসকারী, পুনঃপুন বা নিত্য অভ্যাসে রত, সম্পাদনকারী। ৩ অনুগত, বাধ্য, উপকারী, মান্যবর, কর্মরত, পূজারী, পরিবেশনকারী, আদেশ পালনকারী, কার্যে নিযুক্ত, বাড়াইয়া তোলে এরূপ, উঁচু করে এরূপ, বর্ধিত করে এরূপ, অনুগ্রহকারী, অনুকম্পাকারী, সাহায্যকারী, দয়াবান, দয়ালু, দান দেয় এমন, আনুকূল্য, পক্ষাবলম্বী। (তুলনীয়) **বড্‌ঢমান**।

বড্‌ঢনক (বিণ) বাড়ন্ত, বর্ধমান, বৃদ্ধিকারক, উন্নতিশীল, সমৃদ্ধিশালী, পরিবেশনকারী।

বড্‌ঢনক্কম ⇒ **কম** (১)।

বড্‌ঢনিকা (স্ত্রী) (খাদ্যের) পরিবেশন।

বড্‌ঢমান (ক্রী) = **বড্‌ঢন**। ⇒ **বড্‌ঢন** (৬)। মহাবংসে ইহার অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে—"(এক জোড়া) বিশেষ (বিশেষত মূল্যবান) পোশাক বা পরিচ্ছদ"। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে "**বড্‌ঢেতি**" (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে "বর্ধতে" এর ন্যায়) শব্দের অর্থ "(বিক্রয়ে) অধিক মূল্য বলা" এবং বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতকে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "যাহার অধিক মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে অর্থাৎ খুব মূল্যবান"। এই পাঠ সন্দেহজনক। ("**নন্দিযাবট্টং**" অর্থাৎ প্রিয়বস্তু হিসাবে) সোজা কথায় বলা যায় "মূল্যবান বা মহার্ঘ" অথবা ইহার পাঠ কি "**বট্টমান**" হইবে? (বিণ) ১ সমৃদ্ধিশালী, উন্নতিশীল। ২ বাড়ন্ত, বৃদ্ধি হয় এরূপ, উৎপত্তিশীল, বর্ধমান, বৃদ্ধিকারক, সংখ্যাধিক। (জাতক) **পুত্ত-ধীতাহি বড্‌ঢমান**। (মহাবংস) **বড্‌ঢমান ছাযাযং**—ছায়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা বাড়িলে। ⇒ **বড্‌ঢতি**।

বড্‌ঢমানক (বিণ) উৎপত্তিশীল, বর্ধমান, বাড়ন্ত, প্রসারিত হয় এরূপ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ, বাড়িতেছে এরূপ, বড় বা বৃহত্তর হইতেছে এরূপ, বর্ধিত হইতেছে এমন। (বি-ভা) **বড্‌ঢমানকচ্ছাযায**—বৈকালের দীর্ঘতম ছায়া হওয়ার ন্যায় বাড়ন্ত ছায়ায়।

বড্‌ঢমানকচ্ছাযায ⇒ **বড্‌ঢমানক**।

বড্‌ঢমোদন = **বদ্ধমোদন**। ⇒ **বদ্ধমোদন**।

বড্‌ঢাপেতি (ক্রি) ১ বৃদ্ধি করানো, বর্ধিত করানো, মুক্ত করানো, সবিস্তারে বর্ণনা করানো বা লেখানো। ২ লালন পালন করানো, উত্তোলিত করানো, খাড়া করানো, শির-পা বা উর্ধ্বপাদ অধঃশির করানো, অশ্বের ন্যায় পিছের পায়ে ভার দিয়া দাঁড়াইবার কারণ করা, প্রতিপালন করানো, শিক্ষিত করানো। ৩ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করানো, মনোযোগের কারণ করা। (বিনয়) **মসসুং বড্‌ঢাপেতি**। ৪ (খাদ্য সম্বন্ধে) প্রস্তুত করানো, বন্দোবস্ত করানো। ⇒ **বড্‌ঢতি**।

বড্‌ঢি (স্ত্রী) ১ বৃদ্ধি, উন্নতি, বিস্তৃতি, লাভ, আধিক্য, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তানসন্ততি, ক্রমিক বৃদ্ধি, পুষ্টি সাধন। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযবড্‌ঢি**। = **ফাতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গুণবড্‌ঢি**। ২ সৌভাগ্য, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, মঙ্গল, শুভ, সুখ। ৩ মুনাফা, লাভ, সুফল, উপকার, উন্নতি, (কর্জ টাকার) সুদ। (থেরগাথা অর্থকথা) **ইণবড্‌ঢি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বড্‌ঢিগহণ**।

বড্‌ঢিক (বিণ) বৃদ্ধিকামী, উন্নতিকামী, লাভকামী, বৃদ্ধিশালী, উন্নতিশীল, লাভজনক, বর্ধিষ্ণু, বর্ধনশীল, বাড়ন্ত, বর্ধিত হয় এরূপ, বৃদ্ধিযুক্ত, অনুকূল, সমৃদ্ধিশালী, সফলকাম।

বড্‌ঢিত (বিণ) ১ বর্ধিত, প্রসারিত, বিস্তৃত, বাড়ানো হইয়াছে এমন, উত্তোলিত, উন্নীত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে এরূপ, সতেজকৃত, বলবৎকৃত, উৎপাদিত, খাড়াকৃত, নির্মিত, প্রস্তুত, উত্তেজিত, জাগরিত, পরিমিত, মূল্য বৃদ্ধিকৃত, উল্লিখিত, সংগঠিত, সঙ্ঘবদ্ধ, সংগৃহীত, উচ্চশব্দকৃত, স্ফীত, উন্মুক্ত, মুক্ত, সবিস্তারে কথিত বা লিখিত, বড়, বৃহৎ, গুরুত্বপূর্ণ, গর্ভবতী, অহঙ্কারপূর্ণ, উদার, মহৎ। (থেরগাথা) **সু-সুবড্‌ঢিত**। (জাতক) **বড্‌ঢিত কায**। ২ বয়োবৃদ্ধ, পূর্ণবয়স্ক, বয়সে বৃদ্ধ। ৩ প্রতিপালিত, শিক্ষিত, পোষিত, পালিত পোষিত। ৪ পূরিত, পরিবেশিত, তুষ্ট, প্রশ্রয় প্রদত্ত, অনুমতি প্রদত্ত, অসংযত, আসক্ত, উপকারকৃত, সরবরাহকৃত, জোগান দিয়াছে এরূপ। ⇒ **কটাসিবড্‌ঢিত**, **বড্‌ঢেতি**।

বড্‌ঢিতকায = **বদ্ধিত কায**। ⇒ **বদ্ধিত কায**।

বড্‌ঢিনিকা (স্ত্রী) = **বড্‌ঢনিকা**। ⇒ **বড্‌ঢনিকা**।

বড্‌ঢেতি (ক্রি) [√বড্‌ঢ + এ] (উন্নতিমূলক ধারণায় ভিত্তি করিয়া ইহার বহুপ্রকার অর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে ইহার নিম্নোক্ত যে কোনো ভাবার্থে অনুবাদ করা যায়, যেমন—) বর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধি করা, বৃহত্তর হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, প্রসারিত হওয়া, স্থান পরিবর্তন করা, কৌশল করা, চালাইয়া নেওয়া (তুলনীয়—"**বট্টেতি**"), ঘটানো, উৎসাহ গ্রহণ করা, আনুকূল্য করা, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, সংযত না করা, আসক্ত হওয়া, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (কোনো পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, কোনো কার্য করা, অভ্যস্ত হওয়া, কৌশল করা, চালাকি করা, কার্যে ব্যাপৃত বা ব্যস্ত হওয়া, পরিশ্রমী হওয়া, কর্মচঞ্চল করা বা হওয়া, সুখী হইবার কারণ করা, উন্নতির কারণ করা, উন্নতি করা, সুখী করা, কৃতকার্য

করা, সফল করা, সমৃদ্ধিশালী করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, অভিমুখে যাত্রা করা, কোনোদিকে যাওয়া, আক্রমণ করা; (সাধারণ অর্থে:) সৃষ্টি করা, গঠন করা, নির্মাণ করা, উৎপন্ন করা, নির্বাহ করা, সম্পাদন করা, সংসাধন করা, বাধ্য করা, উপস্থিত হওয়া, উপার্জন করা, লাভ করা, প্রস্তুত করা, অবস্থাবিশেষে আনয়ন করা, সংঘটন করা, পরিণত করা, প্রতিষ্ঠিত করা, নিশ্চয় করা, নিয়োগ করা, রচনা করা, গমন করা, ভান করা (তুলনীয়—**বড্‌ঢক**"প্রস্তুত কারক বা নির্মাতা অর্থাৎ দর্জি অর্থে", **বড্‌ঢকী**"নির্মাতা অর্থাৎ ছুতার অর্থে", **বড্‌ঢন** ইত্যাদি)। এই শব্দটি পরবর্তী উন্নয়নে "নির্মাণ" অর্থে পরিণত হইয়াছে। উক্ত অর্থসমূহকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাগ করা যায়, যেমন—১ বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা, বিস্তৃত করা, উঠানো, তোলা, খাড়া করা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ করা, বলবৎ করা, উৎপাদন করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ করা, মূল্যবৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, স্ফীত করা, উচ্চশব্দ করা। (সূত্রনিপাত) **রজ্জং বড্‌ঢেতি**। (মহাবংস) **মঙ্গলং বড্‌ঢেতি**—উচ্চ শব্দে মঙ্গল সূত্রাদি পাঠ করা। (পেথবত্থু অর্থকথা) **বড্‌ঢেতি ব্রহেতি**। ২ বর্ষণ করা, উন্নতিসাধন করা, অনুশীলন করা, (জীবাণু ইত্যাদির) উৎপাদন বাড়ানো, অধ্যয়ন করা, সুসভ্য করা, কাহারও সঙ্গ বা পরিচয় লাভের চেষ্টা করা। **বিপস্‌সনং বড্‌ঢেতি**—বিদর্শন (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান ভাবনা) বৃদ্ধি করা। ৩ লালন পালন করা, উত্তোলিত করা, খাড়া করা, শির-পা অর্থাৎ উর্ধ্বপাদ-অধঃশির করা, অশ্বের ন্যায় পিছের পায়ে ভার দিয়া দাঁড়ানো, প্রতিপালন করা শিক্ষা দেওয়া। ৪ (খাদ্য-সম্বন্ধে) প্রস্তুত করা, বাড়িয়া দেওয়া, বন্দোবস্ত করা, পরিবেশন করা। (জাতক) **পাতিযা বড্‌ঢেতি**—থালায় পরিবেশন করা; **করোটিযং বড্‌ঢেতি**। ৫ প্রশংসা করা, উন্নত করা, উল্লসিত করা। (জাতক) **অকুলীনে বড্‌ঢেস্‌সতি**। ৬ ভাগ লওয়া, অংশগ্রহণ করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, (কোনো পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, কোনো কার্য করা, সেবা করা, সঙ্গে থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত হওয়া, (রোগীকে) দেখাশোনা করা, (ফল স্বরূপ) বর্তমান থাকা, কাজ করা, যথেষ্ট হওয়া, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সরবরাহ করা, সন্তুষ্ট করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হং বড্‌ঢেতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কটসিং বড্‌ঢেতি**—গোরস্থান বা শ্মশানকে মান্য করা অর্থাৎ বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া বার বার মৃত্যুকে বরণ করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কসিণং বড্‌ঢেতি**—কৃৎস্ন ভাবনা বৃদ্ধি করা। ৭ স্থান পরিবর্তন করা, চালাইয়া নেওয়া, কৌশল করা, গতিবদ্ধ করা, গতিনির্দেশ করা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তসরং বড্‌ঢেতি**। ৮ গ্রহণ করা, তুলিয়া লওয়া। (মহাবংস) **কুন্তং বড্‌ঢেতি**। ⟹ **বড্‌ঢতি**। (অতীত) **বড্‌ঢেসি**। (অ-বিণ) **বড্‌ঢিত**। (ব-বিণ) **বড্‌ঢেন্ত**। (ক্রি-বি) **বড্‌ঢেত্বা**।

বণ (ক্লী, পুং) ব্রণ, ক্ষত, ঘা, আঘাত, থেঁতলানো, ক্ষতি। (বিনয়) **বণো রূঢ়ো; বণো অঙ্গজাতে**। (সংযুক্ত নিকায়) **বণং আলিম্পেতি**। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **পুরাণ-বণ-সদিস-চিত্তো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বণং বন্ধতি**—পট্টি দিয়া ক্ষত বা ক্ষতস্থান বন্ধন করা।

বণচোলক (ক্লী) ঘা বা ক্ষতস্থান বন্ধ করিবার ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

বণচোড়ক (ক্লী) = **বণচোলক**। ⟹ **বণচোলক**।

বণপটিকম্ম (ক্লী) ঘা বা ক্ষত আরোগ, ক্ষত আরোগ্যকরণ অথবা উহার প্রতিক্রিয়া, ক্ষত প্রতিষেধক কার্য।

বণপটিচ্ছাদন (ক্লী) ঘা অথবা ক্ষতস্থানে প্রযুক্ত মলম ইত্যাদি ঔষধ।

বণপট্ট (ক্লী) ক্ষত বা আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি।

বণবন্ধন (ক্লী) ক্ষতস্থান বন্ধন। = **বণপট্ট**।

বণমুখ (ক্লী) ব্রণের মুখ, ঘা অথবা ক্ষতের মুখ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নব বণমুখানি**।

বণরোপণ (ক্লী) ব্রণ আরোগ্য, ক্ষত বা ঘা আরোগ্য করণ। ⟹ **বণপটিকম্ম, রোপণ** (২)।

বণরোপয (বিণ) ব্রণ (ক্ষত বা ঘা) আরোগ্যকারী। ⟹ **রোপয**। = **বণসারোপিন**।

বণসারোপিন (বিণ) = **বণরোপয**। ⟹ **বণরোপয**। ⟹ **সারোপিন**।

বণালেপন (ক্লী) ঘা বা ক্ষতস্থানে মলমাদি ঔষধ লেপন।

বণি (স্ত্রী) ইচ্ছা, ঔৎসুক্য, প্রার্থনা, নিবেদন, অনুরোধ, অভাব, প্রয়োজন। = **যাচনা**। ⟹ **বন** (২), **বণেতি**।

বণিজ = **বাণিজ**। ⟹ **বাণিজ**।

বণিজ্জা (স্ত্রী) বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়, বাণিজ্য করণ, বণিগ্‌বৃত্তি, কারবার, ব্যবসায়, সওদাগরি। (সূত্রনিপাত) **পযোজযে ধম্মিকংসো বণিজ্জং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তেলবণিজ্জা**। বৌদ্ধদের মধ্যে নিষিদ্ধ পঞ্চ বাণিজ্য, যথা—**সত্থবণিজ্জা** (অস্ত্রবাণিজ্য), **সত্তবণিজ্জা** (প্রাণীবাণিজ্য), **মংসবণিজ্জা** (মাংসবাণিজ্য), **মজ্জ-বণিজ্জা** (মদ্যবাণিজ্য), **বিসবণিজ্জা** (বিষবাণিজ্য)।

বণিত (বিণ) আহত, বিক্ষত, ক্ষতবিক্ষত, ক্ষত, স্ফীত।

বণিদীপক (পুং) = **বণিব্বক**। ⟹ **বণিব্বক**।

বণিপ্পথ (পুং) যেই দেশের সহিত বাণিজ্য করা হয়, যেই দেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলে, পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির স্থান বা দেশ, ক্রয় বিক্রয় করণ, বাণিজ্য করণ,

ব্যবসায় ব্যাপার করণ, ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্য, ব্যবসায় ব্যাপার। উদানে বলা হইয়াছে প্রাচীনকালে **"পাটলিপুত্ত"** (পাটলিপুত্র বা পাটনা) বাণিজ্য স্থান ছিল।

বণিব্বক (পুং) পথিক, যাত্রী, অনাথাশ্রমে পালিত ব্যক্তি, গরিব লোক, ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক, অর্থাদি সংগ্রাহক, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, গ্রাম্যলোক, ব্যক্তি, ছোকরা, পথচারী, বণিক, ফেরিওয়ালা। = **বণিব্বক, ভোজপুত্ত** (জাতক অর্থকথা)। (বি-ভা) **কপণ'দ্ধিক (ইদ্ধিক) বণিব্বক যাচকা**—দীনগণ-ভ্রমণকারীগণ, পথচারীগণ, ভিখারিগণ (দীর্ঘনিকায়)। কৃত্রিমাকারে গঠিত অন্যান্য শব্দ—**বণিদীপক, বনীপক**।

বণিব্বিন (বিণ, পুং) ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষু, অর্থাদি সংগ্রাহক, অতিশয় দরিদ্র (ব্যক্তি), ছোকরা, ভিক্ষার্থী, যাচনা করে এমন, প্রার্থনাকারী, পদব্রজে ভ্রমণকারী, ভ্রমণকারী, পথিক, টো টো করিয়া ভ্রমণ করে এমন। = **যাচন্তো**। ⟹ **বনিন**।

বণিম্হসে (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) প্রার্থনাকারীকে অথবা যাচককে প্রদান করিব। ⟹ **বণেতি**।

বণীযতি (ক্রি) ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা। = **বনীযতি**।

বণেতি (ক্রি) ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, "আশা করি" একথা বলা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয় বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা, অনুসন্ধান করা, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম চাওয়া। জাতকে এই শব্দের বানান **"বণ্ণেতি"** রূপেও দৃষ্ট হয়; জাতক অর্থকথায় **"বারেতি ইচ্ছতি"**। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় **"বনযতি"**, যেমন—**বনযতী'তি বনং**। (বর্তমান কাল উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **বণিম্হসে = ইচ্ছাম** (জাতক অর্থকথা)।

বণ্ট (ক্লী) বৃন্ত, ফল পুষ্প পত্রাদির বোঁটা, কুচাগ্র, বোঁটা, স্তনের বোঁটা, স্তনবৃন্ত, জলপাত্র রাখিবার বিঁড়া। (দীর্ঘনিকায়) **বণ্টচ্ছিন্ন**—বৃন্তচ্ছিন্ন, বোঁটা কাটা। ⟹ **তালবণ্ট**।

বণ্টক (ক্লী) = **বণ্ট**। ⟹ **বণ্ট**। (বিণ) বোঁটা আছে এমন।

বণ্টচ্ছিন্ন (বিণ) ⟹ **বণ্ট**।

বণ্টতি (ক্রি) অংশে বিভাগ করা, প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত করা, অংশগ্রহণ করা, অংশভাগী হওয়া, বন্টন করা। বর্ণনায় **"বণ্ট'থে"**। ⟹ **বিভাজন**।

বণ্টিক (বিণ) বোঁটা বা বৃন্ত আছে এমন। মালা বা হার সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায় : **একতো বন্তিক**—এক পার্শ্বে বোঁটা বা বৃন্ত আছে এমন; **উভতো বন্তিক**—উভয় পার্শ্বে বোঁটা বা বৃন্ত আছে এমন।

বণ্ঠ (পুং) খোঁড়া বা খঞ্জ লোক। জাতকে ইহার পরিবর্তে **"বত্ত"** শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ⟹ **বত্ত** (৫)।

বণ্ণ (পুং) বর্ণ, লাল নীল ইত্যাদি বর্ণ, রঙ, দেহের রঙ, রঙ্গিন পোশাক, পরিচয় চিহ্ন-স্বরূপ ফিতা বা পরিচ্ছদ, মিথ্যা প্রকাশ, ছল, প্রকার, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যিক আড়ম্বর। পৃথক পৃথকভাবে বিশেষ অর্থ : ১ বর্ণ, লাল নীল ইত্যাদি বর্ণ, রঙ, দেহের রঙ। (সূত্রনিপাত) **মেদবণ্ণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **ছবিবণ্ণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সঙ্খবণ্ণ**। (থেরগাথা) **নীল'বভবণ্ণ**। (বিমানবত্থু) **দন্তবণ্ণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অরুণবণ্ণ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিচিত্তবণ্ণ**। পটিসম্ভিদামার্গে ছয় প্রকার বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা : **নীলবণ্ণ, পীতবণ্ণ, লোহিতকবণ্ণ, ওদাতবণ্ণ, মঞ্জেট্‌ঠবণ্ণ, পভস্সর-বণ্ণ**; ধর্মসঙ্গণীতে **"রূপ"** শব্দে উল্লেখিত ছয় প্রকার বর্ণ তুলনীয় (এখানে কিন্তু **"পভস্সরবণ্ণ"** এর পরিবর্তে **"কাড়কবণ্ণ"** সংযোগ করা হইয়াছে)। জাতকে পঞ্চ বর্ণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (অপাদান কারকে) **বণ্ণতো**—বাহ্যিক সাদৃশ্য হইতে, হাব ভাব হইতে, চেহারা হইতে, আকার দ্বারা, বাহ্যিক আড়ম্বর হইতে, বর্ণ বা রঙ হইতে; **বণ্ণতো সণ্ঠানতো**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কাড় বা ওদাত বা মঙ্গুরচ্ছবি বা**। ⟹ **ছবিবণ্ণ**। ২ আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যিক সাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যিক আড়ম্বর। (সংযুক্ত নিকায়) **কস্সক-বণ্ণং অভিনিম্মিনিত্বা = মানবক বণ্ণং অভিনিম্মিনিত্বা** (জাতক)। = **ছবিবণ্ণ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **কনকস্স সন্নিভবণ্ণ**। ৩ ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, কীর্তি, খ্যাতি, যশ, ঝাড়, দীপাধার, উজ্জ্বলতা, প্রভা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব। (দীর্ঘনিকায়) **সুবণ্ণবণ্ণ**। (পেতবত্থু) **ন কোচি দেবো বণ্ণেন সম্বুদ্ধং অতি-রোচতি; সুরিযবণ্ণ**। = **সরীর-ওভাস** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ৪ সৌন্দর্য, রূপ, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু। (তুলনীয়) **বণ্ণবন্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **অভিক্কন্তবণ্ণ; আযুবণ্ণ**। = **রূপসম্পত্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। কখন কখন পঞ্চবিধ আদর্শের সংযোগে : (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আযু, বণ্ণ, সুখ, যস, সগ্গ**; অন্যত্র চতুর্বিধ সংযোগে : **আযু, বণ্ণ, সুখ, বল**; জাতকে পঞ্চবিধ সংযোগে : **আযু, বণ্ণ, যস, সুখ, আধিপচ্চ**। ৫ বাক্যের রীতি বা ধরন, মুখাবয়ব, মুখের ভাব, মত প্রকাশ, রাশি, রাশিমালা, মুখাকৃতি, দর্শন, দৃশ্য, দৃষ্টি, আকৃতি, চেহারা। (সংযুক্ত নিকায়) **মুখবণ্ণ**। ৬ দেহবর্ণ, শরীরের রঙ, শারীরিক অবয়ব বা আকৃতি, (মুখের) বর্ণ, আকার প্রকার। (মধ্যম নিকায়) **পরমবণ্ণ; সেট্‌ঠবণ্ণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিব্ববণ্ণ**। (সূত্রনিপাত) **অনোমবণ্ণ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **এবং বণ্ণ = ওদাতো বা সামো বা**। (তুলনীয়) **বণ্ণপোক্খরতা**। ৭ ক জাতি, গোত্র, বংশ,

বর্ণ। চতুর্বিধ বর্ণ বা জাতি, যথা—**ব্রাহ্মণা, খত্তিয়া, বেস্সা, সুদ্দা** (বিনয়)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **খত্তিযবণ্ণ; ব্রাহ্মণবণ্ণ।** খ ক্রম বা ক্রমনিম্নতার পরিমাণ। ভিক্ষাপাত্র-সম্বন্ধে বিনয়ে বলা হইয়াছে—**তযো পত্তস্স বণ্ণা**—অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্রের তিন প্রকার ক্রম (তিন প্রকার ভিক্ষাপাত্র), যথা—**উক্কট্ঠ, মজ্‌ঝিম, ওমক।** নিম্নোক্ত ৮ নম্বরও দ্রষ্টব্য। ৮ বংশ, জাতি, প্রকার, গোত্র, প্রণালী, স্বভাব, প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্য, রকম, শ্রেণী, বিভাগ, পদ। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **নানাবণ্ণ।** উপরোক্ত ৭ নম্বরও দ্রষ্টব্য। ৯ (সঙ্গীতে) কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য বা আকার, স্বরের বিপরীত স্বরভঙ্গি, উচ্চারণকালে শব্দের অংশ-বিশেষে জোর, স্বরাঘাত, স্বরাঘাতের চিহ্ন; সময়ে সময়ে ইহাকে "স্বরবর্ণ" রূপেও গ্রহণ করা হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বণ্ণ সর।** (সুত্রনিপাত) **গিরং বণ্ণ-উপসংহিতং।** ১০ গঠন সংস্থাপন, শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা, মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ, নিয়মতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি, সৌসাদৃশ্য, বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, ধর্ম, চরিত্র, শক্তি। (বিণ) সদৃশ, অনুরূপ, ন্যায়, সম্ভবপর, মত, তুল্য। (পেতবত্থু) **অগ্গিবণ্ণ।** ১১ প্রশংসা, গুণকীর্তন, স্তব, স্তুতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মগ্গবণ্ণ।** ১২ বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার। এখানে বাহ্যিক আকার-সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। = **কারণ।** ১৩ বর্ণ অর্থাৎ "অ আ ক খ" প্রভৃতি অক্ষর বা ব্যাকরণের বর্ণমালা।

বণ্ণক (ক্লী) রঙ, গালে বা ঠোঁটে দিবার এক প্রকার লাল রঙ বা লিপস্টিক।

বণ্ণকসিণ (ক্লী) ধ্যান অভ্যাসের জন্য ব্যবহৃত লাল রঙের গোলাকার বা চক্র।

বণ্ণকারক (পুং) যেই ব্যক্তি সুন্দর আকারের যে কোনো কিছু প্রস্তুত করে।

বণ্ণতা (স্ত্রী) বর্ণতা, সৌন্দর্যতা, রূপ বা বর্ণ আছে এরূপ অবস্থা, (মুখের) বর্ণ, আকার প্রকার, হাবভাব।

বণ্ণতো (অপাদান, ক্রি-বিণ) ⟹ **বণ্ণ** (১)।

বণ্ণদ (বিণ) বর্ণদ, বর্ণ বা সৌন্দর্য প্রদানকারী, বর্ণ দেয় বা সৌন্দর্য প্রদান করে এমন, রঙ ফলাইয়া দেয় এমন। ⟹ **দ।** = **বণ্ণদদ।**

বণ্ণদদ (বিণ) বর্ণ বা সৌন্দর্য প্রদানকারী। = **বণ্ণদ।**

বণ্ণদসক (পুং) পূর্ণাবস্থার দশ (বৎসর), সৌন্দর্যতার দশ (বৎসর)। ইহা মানবজীবনের তৃতীয় বা তৃতীয়াংশের দশ বৎসর কাল অর্থাৎ বৃদ্ধকাল (বিশুদ্ধিমার্গ)।

বণ্ণদাসী (স্ত্রী) "সৌন্দর্যের দাসী" অর্থাৎ বেশ্যা।

বণ্ণধাতু (স্ত্রী) গঠন, আকার, ছাঁচ, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, আকৃতির অবস্থা, লাল নীল ইত্যাদি বর্ণ, রঙ, শরীরবর্ণ, দেহের রঙ, রঙিন পোশাক, পরিচয়ের চিহ্ন-স্বরূপ ফিতা বা পরিচ্ছদ, মিথ্যা-প্রকাশ, ছল, প্রকার, রচন বা গঠনের অবস্থা, মিশ্রণ বা সংযুক্তির অবস্থা, স্বতন্ত্র আকার, বিশেষ আকার, সুনির্দিষ্ট আকার, জড়াকার, গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় গঠন, দৈহিক আকার, পার্থিব আকার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বাভাবিক সৌন্দর্য। = **ছবিবণ্ণ।** ⟹ **ধাতু** (২ক)।

বণ্ণনা (স্ত্রী) ১ বর্ণনা, বর্ণন, গুণকথন, বিবরণ, রঞ্জন, বর্ণবিন্যাস, ব্যাখ্যা, প্রশস্তি, স্তুতি, অর্থ, কৈফিয়ত, ভাষ্য, প্রদর্শনী, আবরণোম্মোচন, ব্যাখ্যাপুস্তক। (সুত্রনিপাত অর্থকথা) **পদবর্ণনা।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাড়িবর্ণনা।** ২ গুণকীর্তন করণ, সৌন্দর্য বর্ণনা, প্রশংসা, স্তব, স্তুতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বনবণ্ণনা।**

বণ্ণনিভ (বিণ) রঙের মত, বর্ণসদৃশ, বর্ণের ন্যায়। = **বণ্ণ।** ⟹ **নিভ।**

বণ্ণনীয (ভ-বিণ) বর্ণনীয়, বর্ণনযোগ্য, ব্যাখ্যার উপযুক্ত, প্রশংসার যোগ্য। ⟹ **বণ্ণেতি।**

বণ্ণপথ (পুং) বালুকাময় স্থান। = **বণ্ণুপথ।**

বণ্ণপোক্খরতা (স্ত্রী) বর্ণসৌন্দর্য অর্থাৎ পদ্মফুলের ন্যায় সৌন্দর্য বা দীপ্তি, (মুখের) বর্ণ সৌন্দর্যতা, আকার প্রকার, সৌন্দর্য, সৎ পরিবারের লোক হওয়ার মত ফিকে বর্ণ বা রঙ অর্থাৎ গৌরবর্ণ [কিন্তু Kern.-এর মতে "বকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ" (মানুষের শরীরবর্ণ বকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয় কি?)]। (তুলনীয় সংস্কৃত) কোলপুচ্ছ—বক। ⟹ **কোলপুত্তি, পোক্খরতা।**

বণ্ণভূত (পুং) প্রশংসার বা প্রশংসনীয় স্থান। = **বণ্ণভূমি।** (বিণ) প্রশংসনীয়, প্রশংসার উপযুক্ত।

বণ্ণভূমি (স্ত্রী) প্রশংসার উপযুক্ত স্থান, গুণাদি বর্ণনার যোগ্য স্থান।

বণ্ণমচ্ছরিয (ক্লী) বর্ণ মাৎসর্য, সৌন্দর্যের জন্য গর্ব বা স্বার্থপরতা, বর্ণের বা রঙের জন্য মাৎসর্যপরায়ণতা, গুণের জন্য অথবা প্রশংসা লাভের জন্য স্বার্থপরতা। ⟹ **পঞ্চমচ্ছরিয, মচ্ছরিয, বণ্ণ।**

বণ্ণযতি (ক্রি) প্রশংসা করা, গুণ বর্ণনা করা। ⟹ **বণ্ণেতি** (২)।

বণ্ণবন্ত (বিণ) সুন্দর, শ্রীসম্পন্ন, যশসম্পন্ন, কীর্তিমান, লাবণ্যময়, গুণসম্পন্ন, বর্ণ বা রঙ যুক্ত, মনোহর। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চাতুম্মহারাজিকা দেবা দীঘাযুকা বণ্ণবন্তো।** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **বণ্ণবন্তা।** = **রূপসম্পন্ন।**

বণ্ণবন্তু (বিণ) = **বণ্ণবন্ত।** ⟹ **বণ্ণবন্ত।**

বণ্ণবাদিন (বিণ) প্রশংসাকারী, গুণ বর্ণনাকারী, গুণ কীর্তনকারী, প্রশংসাবাদী, গুণবাদী, গুণবাদিন, স্তুতিকারী, যশ ও গুণ প্রচারকারী। ⟹ **বাদিন।**

বণ্ণবাদী (বিণ) = **বণ্ণবাদিন।** ⟹ **বণ্ণবাদিন।**

বণ্ণবিকার (পুং) বর্ণবিকার, শ্রী ও সৌন্দর্যের পরিবর্তন। ⟹ **বিকার** (১)।

বণ্ণসণ্ঠান (বিণ) ⟹ **সন্ঠান** [১ (বিণ)]।

বণ্ণসম্পন্ন (বিণ) বর্ণসম্পন্ন, গুণযুক্ত, সৌন্দর্যতায় ভূষিত, রঙ দ্বারা শোভিত, গুণসম্পন্ন।

বণ্ণসর—স্বরভঙ্গি, উচ্চারণকালে শব্দের বিশেষ বিশেষ অংশে অথবা অংশবিশেষে জোর। ⟹ **বণ্ণ** (৯), **সর** (৫)।

বণ্ণসামঞ্ঞতা (স্ত্রী) বর্ণের ঐক্য বা মিল, বর্ণের একত্ব। ⟹ **সামঞ্ঞতা** (১)।

বণ্ণারোহ (পুং) সৌন্দর্যের (মহান) বিস্তৃতি বা প্রসার।

বণ্ণিত (বিণ) ১ বর্ণিত, বিবৃত, ব্যাখ্যাত, রঞ্জিত, রূপান্তর-প্রাপিত, সমালোচনাকৃত। ২ প্রশংসিত, স্তুত, অত্যন্ত প্রশংসিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **"বণ্ণিত থুত"** এবং **"পসত্থ"**। = **পসংসিত**। ⟹ **বণ্ণেতি**।

বণ্ণিন (বিণ) ১ বর্ণ বা রঙ আছে এমন। (থেরগাথা) **অচ্ছরা নানত্তবণ্ণিযো**—অপ্সরা ডুবুরী বা পানকৌড়ির ন্যায় নানা রঙের। ২ বর্ণ বা জাতি-সম্বন্ধীয়। (মধ্যম নিকায়) **চাতুবণ্ণিন সুদ্ধি**—চারি জাতীয় শুদ্ধি। ৩ রূপ বা সৌন্দর্যতা আছে এমন। (সূত্রনিপাত) **উত্তমবণ্ণিন**। ৪ আকারযুক্ত, আকৃতিযুক্ত। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **আমবণ্ণিন; পক্কবণ্ণিন**। (জাতক) **বিজ্জুবণ্ণিন**।

বণ্ণিয (ক্লী) রঞ্জিতকরণ, রঙ আছে অথবা রঙ দেওয়া হইয়াছে এরূপ অবস্থা, (মুখের) বর্ণ, আকার প্রকার। মধ্যম নিকায়ে বিশেষ ভাষায় : **অস্সং অস্সধমকো বণ্ণিযঞ্চ বলিযঞ্চ অনুপ্পবেচ্ছতি**।

বণ্ণী (বিণ) = **বণ্ণিন**। ⟹ **বণ্ণিন**।

বণ্ণু (স্ত্রী) বালি, বালুকা।

বণ্ণুপথ (পুং) বালুকাময় স্থান, বালুকাময় মরুভূমি, চোরাবালি, বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়, জলা, জলাভূমি। = **বণ্ণপথ, বালুকন্তার** (বিমানবত্থু অর্থকথা), **পেতেন নিম্মিতং মুদু-ভূমি-মগগ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

বণ্ণেতি (ক্রি) [√বণ্ণ + এ] ১ অঙ্কিত করা, বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, সমালোচনা করা, ভাষ্য করা। ২ প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, সরবে অথবা করতালি দিয়া প্রশংসা জ্ঞাপন করা, অত্যন্ত প্রশংসা করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বণ্ণেতি পসংসতি**। (অতীত) **বণ্ণেসি**। (অ-বিণ) **বণ্ণিত**। (ব-বিণ) **বণ্ণেন্ত**। (ভ-বিণ) **বণ্ণনীয, বণ্ণেতব্ব**। (ক্রি-বি) **বণ্ণেত্বা**।

বণ্ণেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) বর্ণের দ্বারা, পরিবর্তিত হইয়া, পরিণত হইয়া।

বত—১ (অব্যয়) শব্দাংশ, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, নিশ্চয়ই, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময় বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, হায় হায়, দুঃখ প্রকাশক শব্দ, গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনা-সূচক শব্দ; (হর্ষ-বিস্ময় সূচক) অহো, হো, নিশ্চয়ই। (বিনয়) **পুরিসুসভো বতাযং**—প্রকৃতপক্ষে তিনি মনুষ্যজাতির বৃষভ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানব)। (থেরীগাথা) **অব্ভুতং বত বাচং ভাসসি**। (যৌগিকে) **অহো বত = সাধু বত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **লাভা বত নো**। (জাতক) **বত ভো**। ২ (পুং, ক্লী) ক ব্রত, পাপক্ষয়ের কাজ, পুণ্যজনক কার্য, ধর্মীয় কর্তব্য, ধর্মকর্মপ্রতিপালন, ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, ধর্মবিধি, আচার, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, দেশাচার, প্রথা, রীতি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীল বত তপস ব্রহ্মচরিয**। খ (ঋষিগণের অভ্যাস-স্বরূপ) কোনো জন্তুর (নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ করার ন্যায়) আচরণ বা কার্যের ধারা অর্থাৎ ঋষিদের মধ্যে যেই ঋষি (গো ব্রত, কুকুর ব্রত ইত্যাদির ন্যায়) যেই পশুর আচরণ অনুকরণ করিয়া সাধনার ব্রত গ্রহণ করেন। যেমন—**অজবত**—অজব্রত অথবা অজ বা ছাগলের স্বভাব অনুকরণ করিয়া ব্রত গ্রহণ; **গোবত**—গোব্রত বা গরুর স্বভাব অনুকরণ করিয়া ব্রত গ্রহণ; **সোণকবত**—কুকুরব্রত বা কুকুরের স্বভাব অনুকরণ করিয়া ব্রত গ্রহণ। **বগ্গুলিবত**—বাদুড়ব্রত বা বাদুড়ের স্বভাব অনুকরণ করিয়া ব্রত গ্রহণ; **হত্থিবত**—হস্তিব্রত বা হাতির স্বভাব অনুকরণ করিয়া ব্রত গ্রহণ।

বত পটিবত্ত—ব্রত-পরিব্রত, ব্রতসমূহ, কর্তব্যসমূহ, গৌণ বা দ্বিতীয় স্থানীয় কর্তব্য, সর্বপ্রকার কর্তব্য। ⟹ **বত্ত পটিবত্ত**।

বতপদ (ক্লী) ব্রতপদ, ব্রতবিষয়, সৎ অভ্যাসের বিষয়, ধর্ম, পুণ্য, সতীত্ব, সাধুতা, প্রতিজ্ঞা, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, নৈতিক উৎকর্ষ। = **গুণ** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। জাতকে সপ্তবিধ ব্রত বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—মাতা এবং পিতার সেবায় আত্মোৎসর্গ, গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সত্য ভাষণ, মৃদু ভাষণ, প্রিয় ভাষণ, মনখোলা বা স্পষ্ট ভাষণ, নিঃস্বার্থপরতা; উহাকে বিভাগ করিয়া মিলিন্দ প্রশ্নে ৮ প্রকার দেখানো হইয়াছে। ⟹ **বত** (২)।

বত ভো (ক্রি-বিণ) নিঃসন্দেহে, যথার্থরূপে, নিশ্চয়রূপে, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে। ⟹ **বত** (১)।

বতবন্ত (বিণ) ধর্ম-সম্বন্ধীয় অথবা ধর্মনিষ্ঠ কর্তব্যসমূহে পর্যবেক্ষণশীল (মনোযোগী বা অভিনিবিষ্ট), শ্রদ্ধাবান, ভক্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রকাশক, ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ, আন্তরিক। = **ধুত-বতেন সমন্নাগত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

বতবন্ত (বিণ) = **বতবন্ত**। ⟹ **বতবন্ত**।

বত সমাদান (ক্লী) ধর্মনিষ্ঠ ব্রতগ্রহণ, ধার্মিক বা

ধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্রত পালন, সৎ অভ্যাস গ্রহণ।

বতি (স্ত্রী) ১ বেড়া, বেষ্টনী, অসি সঞ্চালন কৌশল, আত্মরক্ষা। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**গুত্তি**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ মনোনয়ন, পছন্দ, নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়, মনোনীত বিষয় বা ব্যক্তি, একাধিক বস্তুর মধ্যে বাছিয়া লইবার অধিকার, পছন্দ করিয়া লইবার মত ব্যক্তি বা বস্তু-সমবায়, বর, দান, উপহার, অনুগ্রহ, আবেদন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুব্বে সামা নাম বতিযা পন কারিতত্তা সামাবতী নাম জাতা**।

বতিক (বিণ) ব্রতিক, (কিছুর) স্বভাব পাইয়াছে অথবা গ্রহণ করিয়াছে এমন, কিছুর স্বভাবের ন্যায় কাজ করে এমন। (মধ্যম নিকায়) **কুকুরবতিক**—কুকুরব্রত পালনকারী। ⟹ **বত** (২খ)।

বতিকা (স্ত্রী) বেড়া, বেষ্টনী। = **বতি** (১)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **কণ্টক বতিকা; রুক্‌খবতিকা**।

বতী (স্ত্রী) = **বতি**। ⟹ **বতি**।

বত্ত (ক্লী) ১ "যাহা করা হয় তাহা, যাহা চলিতেছে তাহা, যাহা প্রথানুযায়ী অথবা চির প্রচলিত তাহা", অর্থাৎ ব্রত, কর্তব্যকর্ম, কর্তব্য, বাধ্যতা, বশ্যতা, শুল্ক, সামরিক কার্য, চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজনবাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, প্রথা, দেশাচার, রীতি, বৃত্তি, ধর্ম, কর্তব্য কাজ, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক অনুষ্ঠান। (সূত্রনিপাত) **গহট্‌ঠবত্ত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চেতিযঙ্গণবত্ত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আচরিয বত্ত**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **গত-পচ্চাগত বত্ত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গামবত্ত**। ২ ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, ব্রত, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য। (বহুবচনে) **বত্তানি**। "**বত্তানি**" বলিলে বুঝায়: (বিভঙ্গ অর্থকথা) **খুদ্দক-বত্তানি, মহা-বত্তানি, চেতিযঙ্গণ-বত্তানি, বোধিযঙ্গণ-বত্তানি, পানীযমাল-বত্তানি, উপোসথাগার-বত্তানি, আগন্তুক-বত্তানি, গামিক-বত্তানি**।(দীর্ঘনিকায়) **সত্ত বত্ত পদানি**—সপ্তবিধ ব্রতপদ বা ব্রতবিষয় (⟹ **বত্তপদ**)। (মহানির্দেশ) **সীলঞ্চ বত্তঞ্চ; হত্থিবত্ত** (⟹ **হত্থিবত্ত**); **বত্তসুদ্ধি;** অষ্টবিধ ধুতাঙ্গব্রতকেও "**বত্ত**" রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩ গহ্বর, মুখ, (নদীর) মোহনা, কথা কহিবার যন্ত্র, প্রধান বক্তা, মুখভঙ্গি; (সাহিত্যে) যেই ব্যক্তি কথা বলে, বক্তা, বাগ্মী, সভাপতি। (পঞ্চগতি দীপন) **সূচি-বত্তো মহোদর পেত্ত**। (বিণ) সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, প্রশস্তরূপে খোলা। (জাতক) **বত্তে মুখে**। ৪ = **বণ্ঠ**। ⟹ **বণ্ঠ**।

বত্তক (পুং) = **বট্টক**। ⟹ **বট্টক**। (বিণ) প্রযুক্ত হয় এরূপ, করে বা করিতেছে এমন, প্রয়োগ করে এরূপ, শিক্ষা দেয় এরূপ, শাসন করে এমন, অভ্যাস করে এমন, ব্যায়াম করে বা করায় এমন, উদ্বিগ্ন হয় এমন, বিব্রত হয় এমন, পরিচালিত করে এমন, প্রভাবিত করে এমন, প্রবৃত্ত করে এমন, চালিত করে এমন, রক্ষা করে এমন, ধারণ করে এমন, যত্ন করে বা রাখে এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বসবত্তক**।

বত্তঙ্গুলি = **বট্টঙ্গুলি**। ⟹ **বট্টঙ্গুলি**।

বত্তঙ্গুলিক (ক্লী) [বত্ত + অঙ্গুলিক] বর্ত বা গোলাকার আঙ্গুল, গোল গোল আঙ্গুল। = **বট্টঙ্গুলিক; পবাড় অঙ্কুর সদিসা বত্তঙ্গুলী**। ⟹ **অঙ্গুলিক**।

বত্তঙ্গুলী = **বট্টঙ্গুলী**। ⟹ **বট্টঙ্গুলী**। ⟹ **বত্তঙ্গুলিক**।

বত্ততি (ক্রি) [√বত + অ] স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, চলা, উৎপন্ন হওয়া, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো, ঘটা, সংঘটিত হওয়া, হওয়া, বর্তমান থাকা, হওয়া, থাকা, উপস্থিত হওয়া, জীবিত থাকা, অস্তিত্ব হওয়া, অস্তিত্বে পরিণত হওয়া, কোনো অবস্থায় অবস্থিত হওয়া, ভালমন্দ ঘটা, করা, সম্পাদন করা, শেষ করা, (চলতি) ঠকানো, প্রস্তুত করা, (ঘর) সজ্জিত করা, অভিনয় করা, ব্যবহার করা, কৃতকার্য করা, সফলকাম হওয়া, উপযোগী হওয়া, (চলতি) ক্ষতি সাধন করা। (সূত্রনিপাত) **পরিবেসনা বত্ততি**—খাদ্য পরিবেশন অগ্রসর বা আরম্ভ হয়; **কম্মনা বত্ততি লোকো**—সংসার কর্ম দ্বারাই রক্ষিত হয় বা চলিতে থাকে। = **অত্থি, সন্তি**। ⟹ **বট্টতি**। (অতীত) **বত্তি**। (অ-বিণ) **বত্ত**। (অ-বিণ) **বত্তন্ত, বত্তমান**। (সপ্তমী) **বত্তেয্যে;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন চিরং বত্ততে ভবো**। (ভ-বিণ) **বত্তব্ব, বত্তিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বত্তিত্বা**। (তুম্) **বত্তিতুং**। (করণে) **বত্তেতি**।

বত্তন (ক্লী) বর্তন, গতিশীলতা, চলনশীলতা, পরিবর্তনশীলতা, পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন, বাড়ি, মটর ইত্যাদি ভাল অবস্থায় রক্ষণ, রাখিবার খরচ, অস্তিত্ব, জীবন, প্রাণী, জীব, সময়ের ব্যাপ্তি, অবস্থিতি, ধারাবাহিকতা। (সূত্রনিপাত) **চক্কবত্তন**।

বত্তনা (স্ত্রী) = **বত্তন**। ⟹ **বত্তন**।

বত্তনি = **বত্তনী**। ⟹ **বত্তনী**।

বত্তনী (স্ত্রী) কোনো কিছু চলিয়া যাওয়ার চিহ্ন, পদচিহ্ন, পায়ে চলার পথ, সঙ্কীর্ণ পথ, রেল বা ট্রাম লাইন, গাড়ি যাওয়ায় চাকার দাগ বা চিহ্ন, বিশেষভাবে প্রস্তুত দৌড়-প্রতিযোগিতার পথ, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট গতিপথ, রাস্তা, রাজপথ, বাঁধা পথ, কার্যসাধনের উপায়। (জাতক) **কণ্হবত্তনী**।

বত্ত পটিবত্ত (ক্লী) ব্রত পরিব্রত, সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম বা অভ্যাস। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুচরিত বত্ত পটিবত্ত।** ⇒ **বত্ত পটিবত্ত।**

বত্ত পটিবত্ত করণ ⇒ **পটিবত্ত।** ⇒ **বত্ত পটিবত্ত।**

বত্তব্ব (ভ-বিণ) ১ বলা উচিত, কহা বা বলার যোগ্য। = **বদিতব্ব।** ⇒ **বদতি, বত্ততি, বত্তি।** ২ অগ্রসর হইতেছে এরূপ, উৎপন্ন হইতেছে এরূপ, চলিতেছে এরূপ, ক্রমাগত চলিতেছে এরূপ, নির্গত হইতেছে এরূপ। ইহার সাধারণ অর্থ : হওয়া, থাকা, বর্তমান থাকা। এই শব্দটি সাধারণত **"বত্থব্ব"** বানানরূপেই ব্যবহৃত হয়। (বিনয়) **নিস্সায তে বত্তব্ব**—তোমাকে অপর সকলের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে। ⇒ **বত্ততি।**

বত্তব্বত (ক্লী) প্রচলিত প্রথা, সাধারণ নীতি বা রীতি। ⇒ **বদতি, বত্তি।**

বত্তমান (বিণ) বর্তমান, বিদ্যমান উপস্থিত, অস্তিত্বরূপে বিদ্যমান আছে এমন, যাহা চলিতেছে এমন, সাক্ষাৎ, স্থিতিশীল, বর্তমানে ঘটিতেছে এমন। (পুং) বর্তমান কাল, প্রারব্ধ এবং অসমাপ্তকাল। (ক্লী) ক্রমিক গতি, ক্রমোন্নতি, ক্রিয়া (পরিপাক ক্রিয়া), প্রস্তুত-প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, কার্যধারা, প্রণালী, মোকর্দমার আনুপূর্বিক কার্যপ্রণালী, হাড় হইতে বহিরাগত অংশবিশেষ, সপিনা, পরওয়ানা, উন্নতি, প্রগতি, যাত্রা, বৃদ্ধি, অগ্রগমন, অগ্রগতি, পারদর্শিতা, চলন, গতি, পরিভ্রমণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বত্তমান-উপ্পন্ন।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **বত্তমান বচন।** ⇒ **বত্ততি।**

বত্তমানক (বিণ) = **বত্তমান।** ⇒ **বত্তমান** (বিণ)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বত্তমানক ভবে**—এই অস্তিত্ব অবস্থায়, বর্তমান জীবিত কালে, বর্তমান জীবনে।

বত্তমান বচন (ক্লী) বর্তমান কথা, এখনকার আলাপ, বর্তমান কাল। ⇒ **বচন** (২)। ⇒ **বত্তমান** (ক্লী)।

বত্তমানা (স্ত্রী) (ব্যাকরণে) বর্তমানকাল। = **বত্তমান** (পুং)।

বত্তমানুপ্পন্ন (বিণ) [বত্তমান + উপ্পন্ন] বর্তমানে উৎপন্ন, প্রগতিশীল, গতি উৎপন্ন। ⇒ **বত্তমান** (ক্লী)।

বত্তর (পুং) বক্তা, যেই ব্যক্তি কথা বলে অথবা ভাষণ দেয়, বাগ্মী, সভাপতি। থেরগাথায় **"অরিযবতা"** শব্দের পরিবর্তে **"অরিযবত্তা"** শব্দ পাঠ করিতে হইবে। ⇒ **অরিযবত্তা।** ⇒ **বত্তার, বত্তা।**

বত্তসম্পন্ন (বিণ) ব্রত সম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ, যেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার ধর্মব্রত বা ধর্মকর্ম প্রতিপালন করেন। ⇒ **বত্ত** (২)।

বত্তসুদ্ধি (স্ত্রী) ব্রতশুদ্ধি অর্থাৎ নিরলস কর্তব্য কার্য সম্পাদন। ⇒ **বত্ত** (২)।

বত্তা (স্ত্রী) বক্তা, যেই ব্যক্তি কথা বলে অথবা ভাষণ দেয়, যেই ব্যক্তি বক্তৃতা দেয়। ⇒ **বত্তর।**

বত্তা বচনক্খম (বিণ) সুন্দর, ভদ্র ভাষণকারী, কোমল বা মৃদুভাষী, ভদ্রভাবে কথা বলে এমন, প্রিয়ভাষী। (তুলনীয়) **সুবচোক্খম।**

বত্তার (পুং) = **বত্তা।** ⇒ **বত্তা।** ⇒ **বত্তর।**

বত্তি (ক্রি) বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, কহা, কথায় প্রকাশ করা, বিবৃতি দান করা, অনুমান করা, ধরিয়া লওয়া, বলাবলি করা, আলোচনা করা, গুজব রটানো, নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। এই একই অর্থে একমাত্র **"বদতি"** শব্দ ব্যতীত বর্তমানকালে আর অন্য শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। ⇒ **বদতি।** অতীতকাল : উত্তমপুরুষ (একবচনে) **অবচং, অবোচং** (বহুবচনে) **অবচুমহ, অবোচুম্হ।** মধ্যমপুরুষ (একবচনে) **অবচ, অবোচ, অবচাসি;** (বহুবচনে) **অবচুত্থ, অবোচুত্থ;** (বিনয়) **মা অবচুত্থ।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অবচ, অবোচ, অবচাসি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মা অবচ;** (বহুবচনে) **অবচুং, অবোচুং।** (ব-বিণ) **বুচ্চমান।** ভবিষ্যতে : উত্তম পুরুষ (একবচনে) **বক্খামি;** (বহুবচনে) **বক্খাম।** প্রথম পুরুষ (একবচনে) **বক্খতি;** (বহুবচনে) **বক্খন্তি;** (ভ-বিণ) **বক্খমান, বুচ্চমান, বচনীয, বত্তব্ব;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কিং বত্তব্বং**—ইহাতে কি বলিবার আছে অর্থাৎ কিছুই বলিবার নাই। (ক্রি-বি) **বত্বা, বত্বান।** (তুম) **বত্তুং** = **বত্তুকাম।** (কর্মবাচ্যে) **বুচ্চতি, বুচ্চতে, উচ্চতে,** (প্রথম পুরুষ একবচনে) **বুচ্চরে।** (সম্প্রদানে) **বাচেতি।**

বত্তিক (বিণ) ব্রতিক, ব্রতধারী, ব্রত পালনকারী, অশ্ব হস্তী প্রভৃতির স্বভাব ব্রত-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে এমন। = **বতিক।**

বত্তিকা (স্ত্রী) চামড়ার পাতলা ফালি, পলিতা, সলিতা।

বত্তিত (ক্লী) যাহা চলিতে থাকে তাহা, (অস্তিত্ব বা জীব-সম্বন্ধে) আবর্তন বা পরিভ্রমণ, পরিক্রমণ, আবর্তন, আমূল পরিবর্তন, রাষ্ট্রবিপ্লব।

বত্তিতব্ব (ভ-বিণ) অভ্যাস করিতে হয় এরূপ, অভ্যস্ত, ক্রমান্বয়ে করিতে হয় এরূপ, নিত্য করা উচিত, পুনঃপুন করা উচিত, রক্ষা বা পালন করা উচিত। ⇒ **বত্তেতি।**

বত্তিন (বিণ) রত, নিযুক্ত, প্রযুক্ত, অঙ্গীকৃত, বাগ্‌দত্ত, সংসক্ত, ব্যাপৃত, কার্যে নিযুক্ত, কর্তৃত্বাধীন, করে বা করিতেছে এমন, প্রস্তুত করিতেছে এরূপ। (যৌগিকে) **চক্কবত্তিন, বসবত্তিন।** = **বত্তী।**

বত্তি সমোধানতা (স্ত্রী) = **বুত্তি সমোধানতা।** ⇒ **বুত্তি সমোধানতা।**

বত্তী (বিণ) যেই ব্যক্তি রাখিয়া দেয়, অভ্যাসে রত, অভ্যাসকারী, পুনঃপুন করে অথবা নিত্য করে এমন, যেই ব্যক্তি চালায় অথবা চলিবার কারণ হয় এমন। =

বত্তিন।

বত্তু (পুং) কথক, কথক, যেই ব্যক্তি কথা বলে, যেই ব্যক্তি কহে বা বলে।

বত্তুং (তুম) বলিতে, কহিতে। ⟹ **বদতি**।

বত্তুকাম (বিণ) কথা বলিতে ইচ্ছুক, কথা কহিতে চায় এমন।

বত্তুল (বিণ) = **বটুল**। ⟹ **বটুল**।

বত্তেতি (ক্রি) চালানো, গতিবদ্ধ করা, অভ্যাস করা, যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (কোনো) পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা। (সূত্রনিপাত) এতং **বত্তযং**—ইহার পশ্চাদ্ধাবন বা অনুসন্ধান করিয়া। (বি-ভা) **বসং বত্তেতি**—ক্ষমতা প্রয়োগ করা (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **চক্কং বত্তেতি**—রাজ ক্ষমতা চালনা করা, শাসন করা (বর্ণনায় "**চক্কবত্তিন**"; ⟹ **পবত্তেতি**); **চক্কং বত্তেস্সতি; ধম্মচক্কং বত্তেতি**। ⟹ **বত্ততি**। (অতীত) **বত্তেসি**। (অ-বিণ) **বত্তিত**। (ব-বিণ) **বত্তেন্ত**। (ভ-বিণ) **বত্তেতব্ব, বত্তিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বত্তেত্বা**। (তুম) **বত্তেতুং**।

বত্তেতু (বিণ) = **বত্তক**। ⟹ **বত্তক** (বিণ)।

বত্থ (ক্লী) ১ বস্ত্র, কাপড়, বসন, আচ্ছাদন, পরিচ্ছদ, যে কোনো অঙ্গের পরিচ্ছদ, পোশাক, শয্যাবস্ত্র। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওদাতং বত্থং; কাসিকং বত্থং; কাসায বত্থং; উভতো ভাগ-বিমট্ঠং বত্থং = বিমদ্ধ বত্থং** (মধ্যম নিকায়; তুলনীয়—**উভতো ভাগ বিমুত্ত**); = **বত্থং পরিযোদাতি**। (বহুবচনে) **বত্থানি**—পোশাক, পরিচ্ছদ, বস্ত্রসমূহ। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **কাসাযানি বত্থানি**—কাষায় বস্ত্রসমূহ। ২ ঝালর সমূহ, পরদাগুলি, চিত্রিত পর্দা। (বিণ) বস্ত্র পরিহিত। (যৌগিকে) **নিবত্থ**; এই সম্বন্ধে পেতবত্থু অর্থকথায় সমান অর্থে দুইটি পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা—"**বত্থ**" এবং "**নিবত্থ**"। পেতবত্থু অর্থকথায় "**বত্থানি বত্থ**" ইহার পাঠ হইবে "**বত্থ নিবত্থ**"।

বত্থকোট্ঠাগার (ক্লী) বস্ত্রভাণ্ড, বস্ত্র বা পোশাক পরিচ্ছদাদি রাখিবার কক্ষ বা সাজঘর, বস্ত্র পরিধানের কামড়া বা প্রকোষ্ঠ।

বত্থগুয্হ (ক্লী) বস্ত্র দ্বারা যাহা ঢাকিয়া রাখা হয় উহা অর্থাৎ লজ্জাস্থান বা (পুরুষ বা স্ত্রী) লিঙ্গ অথবা গুহ্যদেশ। = **অঙ্গজাতং**। (দীর্ঘনিকায়) **ভগবতো'তি বারণস্সেব কোসোহিতং বত্থগুয্হং সুবণ্ণবণ্ণং পদুমগব্ভ-সমানং**। ⟹ **বত্থি** (২)।

বত্থচ্ছাদন (ক্লী) [বত্থ + ছাদন] বস্ত্রের আচ্ছাদন, বস্ত্র, পোশাক, পরিচ্ছদ। = **বত্থ**।

বত্থন্তর (ক্লী) কাপড়ের প্রকার, বস্ত্রের রকম, বস্ত্রের উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী, বস্ত্রান্তর।

বত্থব্ব = **বত্তব্ব**। ⟹ **বত্তব্ব**। ইহার শুদ্ধ বানান হইবে "**বত্তব্ব**"।

বত্থযুগ (ক্লী) বস্ত্র যুগল, এক জোড়া বস্ত্র, একযোড়া বা দুইখানা কাপড় অথবা পোশাক পরিচ্ছদ। = **সাটকযুগ**। ⟹ **যুগ** (২)।

বত্থলক্খণ (ক্লী) বস্ত্র লক্ষণ, কাপর পরিধান অথবা বস্ত্র দেখিয়া অদৃষ্টের কথা বা ভাগ্য সম্বন্ধে বলা। ⟹ **লক্খণ** (১)।

বত্থসন্নিধি--বস্ত্র সংগ্রহ, বস্ত্রভাণ্ডার, কাপড়ের রাশিকরণ, নিজ আয়ত্তাধীনে রাশি রাশি কাপড় করণ, কাপড়ের দোকান বা গুদাম, বস্ত্র গুদামজাত করণ।

বত্থসুত্ত--বস্ত্র-সম্বন্ধে সূত্র বা আলোচনা অর্থাৎ বস্ত্র-সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ ছোট ছোট গল্প বা নীতিকথা। = **বত্থ-উপম সুত্ত** (মধ্যম নিকায়)।

বত্থি (পুং, স্ত্রী) ১ বস্তি, বস্তী, মূত্রস্থালী, বায়ু বা বারিপূর্ণ ছোট থলি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মুত্তবত্থি**। ২ নাভির অধোভাগ, তলপেট, পুরুষলিঙ্গ। ⟹ **বত্থিকোস**। ৩ থলি, কোষ, আবরণ, খাপ (এখানে পুরুষলিঙ্গ আবরণের থলি বা কোষ)। ⟹ **বত্থিকম্ম**।

বত্থিকম্ম (ক্লী) থলি বা কোষ ব্যবহার। (বিনয়) **বত্থিকম্মং করোতি**—থলি বা কোষ ব্যবহার করে। ⟹ **বত্থি** (৩)।

বত্থিকোস (পুং) পুরুষের যৌন-ইন্দ্রিয় বা পুরুষলিঙ্গ ঢুকাইয়া রাখিবার কোষ বা থলি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বত্থিকোসেন পটিচ্ছন্ন বত্থগুয্হ**। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **বত্থিমুখ**।

বত্থিপুট (পুং, ক্লী) = **বত্থি**। ⟹ **বত্থি** (১)। ⟹ **পুট** (৩)।

বত্থিমুখ (পুং) হস্তীর লিঙ্গস্থ মুখ বা ছিদ্র অর্থাৎ মূত্রমার্গের রন্ধ্র। ⟹ **বত্থিকোস**।

বত্থু (ক্লী) ১ (সাহিত্যে) বস্তু, বিষয়, পদার্থ, সামগ্রী, জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বস্তু, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, কর্মপদ, প্রকৃত বস্তু, যেই কোনো জড় পদার্থ, দ্রব্য, জিনিস, দরকারি জিনিসপত্র, আধ্যাত্মিক বস্তু, লোক (অবজ্ঞার্থে), অবস্থা, সার, সারভাগ, সারাংশ, আকৃতি, প্রকৃতি, সম্পত্তি, ধন, তাৎপর্য, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খেতবত্থু**। ২ (প্রযুক্ত অর্থ) পদার্থ, বস্তু, সামগ্রী, জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, কর্মপদ, স্বতন্ত্র দ্রব্য, বিষয়, দফা, টুকরা টুকরা খবর ইত্যাদি। (বিনয়) **অন্তিম-বত্থুং অজ্ঝাপন্নক**—অন্তিম বা চরম দোষে দোষী। (বিভঙ্গে) দশবিধ "**আঘাত বত্থূনি**"। (দীর্ঘনিকায়ে) সপ্তবিধ "**নিদ্দেস বত্থূনি**"; অষ্টবিধ "**কুসীত বত্থূনি**"; অষ্টবিধ দান "**দানবত্থূনি**"। (বিভঙ্গে) **চক্খবত্থূনি** ইত্যাদি। (নেত্তি) দশবিধ "**বত্থূনি**"। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্কোস বত্থু**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানবত্থু; অলব্ভনেয্য বত্থু; ইট্ঠ-বত্থু**। (তুলনীয়) **বত্থুভূত**। ৩ হেতু, কারণ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, বিচার, বুদ্ধি,

বিচারশক্তি, হেতুবাদ, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, ভিত্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বত্থুখেত্ত (বত্থুকখেত্ত)**; ইহা **"আয়তন"** এবং **"অধিকরণ"** একেই বুঝায়। (দীর্ঘনিকায়) **অট্‌ঠদসহি বত্থূহি** ইত্যাদি। (জাতক) **অবত্থুস্মিহি ছন্দং মা করি**—যাহা যুক্তি বা প্রমাণহীন উহাতে তুমি মন দিও না। (করণ কারকে) **বত্থুনা**—কারণ দ্বারা। (অপদান কারকে) **বত্থুতো**—কোনো প্রকার হেতুতে, কোনো কারণে। ৪ ভিত্তি, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, ভিত্তিস্থাপন, বৃত্তিদান, আসন, বেঞ্চ, চৌকি, পিঁড়ি প্রভৃতি বসিবার আসন, স্থান, অবস্থান, বাসস্থান, আবাস, পল্লীগৃহ, ক্ষমতার স্থল, (বিষয়গত বা বৈষয়িক) তলদেশ, মৃত্তিকার দ্বিতীয় স্তর, সার, সারভাগ, সারাংশ, দ্রব্য, বস্তু, আকৃতি, প্রকৃতি, পদার্থ, সম্পত্তি, বিষয়, তাৎপর্য, উপাদান, (রসায়নে) মৌলিক পদার্থ, বায়ু ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়, মাটি বায়ু অগ্নি জল—এই চতুর্বিধ ভৌতিক পদার্থের মধ্যে একটি, জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান, কোনো ব্যক্তির সাধারণ পরিবেশ, উপক্রমণিকা, মূল সূত্র বা তত্ত্ব, একটু ছিটা বা স্পর্শ অথবা অতি সামান্য। (জাতক) **কাযো পরিদেবানং বত্থু**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **বত্থু আরম্মণ**। ৫ বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়, প্রজ্ঞা, অধীন ব্যক্তি, বিষয়, প্রসঙ্গ, পাত্র, পরীক্ষণ কার্যের জন্য ব্যক্তিপ্রভৃতি, আত্মা, বিষয়ী, কর্তৃপদ, কারণ, উপলক্ষ, অলীক গল্প, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, গল্প, উপকথা, মিথ্যা কথা, গণনা, হিসাব, বিবরণ, প্রকৃত বিবরণ, মূল্য, উৎকর্ষ, হেতু। (তুলনীয়) **বত্থুগাথা, পেতবত্থু, বিমানবত্থু**। ৬ সংস্থিতি, (বাড়ির) অবস্থিতি, অবস্থান, ভূমি, ময়দান, মাঠ, ভিত্তি, জমি, ভূমিখণ্ড, বাস্তু ভিটা, ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, জরিপের নকশা। ⟹ **খেত্ত** (১)। (বিনয়) **আরাম বত্থু; বিহার বত্থু**। (সূত্রনিপাত) **সখেত্ত বত্থু**; (তুলনীয়) **বত্থু** (১)। (সূত্রনিপাত) **খেত্ত বত্থু**। (দীর্ঘনিকায়) **পরিগণহত্তি বত্থু**—পরিগৃহীত বা অমনুষ্যাশ্রিত ভূমি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গেহস্সবত্থু**—বাড়ির পিছনের মাঠ।

বত্থুক (বিণ) ১ সংস্থিতি বা (বাড়ির) অবস্থিতি বা ভিত্তি অথবা জমি আছে এমন। (বিনয়) **উচ্চবত্থুক; নীচবত্থু**। ২ কারণ বা হেতু আছে এরূপ, ভিত্তি করিয়া, এই এই স্বভাবের বা সংযুক্তির দরুণ। (সংযুক্ত নিকায়) **বাচাবত্থুক**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **মিচ্ছাদিট্‌ঠি বত্থুক**। (বিভঙ্গ) **উপ্পন্ন বত্থুক**।

বত্থুকত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত, ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া, প্রধান উপাদা বা মূলসূত্র করিয়া, সম্যকরূপে আয়ত্ত করিয়া। (জাতক) **বত্থুকত ভাবিত**। (বি-ভা) **তালাবত্থুকত (= তাল অবত্থু কত)**; এখানে **"বত্থু"** অর্থে "ভিত্তি, মূল, যেই জমি হইতে সারবস্তু আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে"; সুতরাং **"তালাবত্থুকত"** শব্দের অর্থ "যেই তালগাছকে ভিত্তি হইতে বঞ্চিত বা ভিত্তিহীন করা হইয়াছে এমন অর্থাৎ সমূলে উৎপাটিত বা ছেদন করা হইয়াছে এরূপ"।

বত্থুকম্ম (ক্লী) "গৃহের ভিত্তি বা সংস্থিতি বিষয়ে কার্য" অর্থাৎ গৃহনির্মাণের জন্য জমি বা ভিত্তিস্থান প্রস্তুত করিবার কার্য। দীর্ঘনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "বাসগৃহ নির্মাণের জমি নির্দিষ্ট করণ"। (তুলনীয়) **অকট (অকত) বত্থুম্হি গেহপটিট্‌ঠাপনং** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

বত্থুকাম (পুং) স্থায়ী স্বত্ব বা স্থাবর সম্পত্তি রাখিবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, বৈষয়িক ইচ্ছা, দেহ-সম্বন্ধীয় অথবা বাহ্যিক বস্তু-সম্বন্ধীয় কামনা। ⟹ **কাম, বত্থু** (১)।

বত্থুকখেত্ত = বত্থু খেত্ত। ⟹ **বত্থু খেত্ত**।

বত্থু খেত্ত—বস্তু ক্ষেত্র, বস্তু বা বাস্তু ভূমি, যেই স্থানে ঈপ্সিত বস্তু রহিয়াছে, বাস্তুভিটা, বাস্তুভূমি, যেখানে হেতু বা কারণ রহিয়াছে। ⟹ **বত্থু** (৩)।

বত্থুগাথা (স্ত্রী) ইতিবৃত্ত বা গল্পের বিষয়বস্তু-সম্বন্ধীয় গাথা বা পদ্য, ভূমিকা-সম্বন্ধীয় অথবা প্রারম্ভিক শ্লোক (যা দ্বারা পুস্তকের বিষয়বস্তুর সারমর্ম গ্রহণ করা যায়), গল্পের কবিতা বা শ্লোক। ইহা গাথাকারে প্রায় প্রস্তাবনা সদৃশ অর্থাৎ বিষয়বস্তুর পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাপন আলাপন যাহাকে পুস্তকের নিদান বা উপক্রমণিকা বলা যায়। ⟹ **বত্থু** (৫,৬)।

বত্থুতো (অপাদানকারক, ক্রি-বিণ) ⟹ **বত্থু** (৩)।

বত্থুদসক—দশ প্রকার সারাংশ বা প্রয়োজনীয় উপাদান বা মূলভিত্তি।

বত্থুদেবতা (স্ত্রী) বাস্তু দেবতা, আবাসভূমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গৃহদেবতা, ভূমিবাসী দেবতা, গ্রামরক্ষাকারী দেবতা, কোনো স্থানে সর্বদা গতিবিধিকারী দেবতা, মাঠ বা কোনো স্থান বিশেষের রক্ষাকারী বা অধিকারকারী দেবতা। = **ঘরবত্থুং অধিবত্থা দেবতা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **"চাতুম্মহারাজিকা"** দেবগণকেও **"বত্থুদেবতা"** বলা হয়। ⟹ **দেবতা**।

বত্থুনা (করণকারক, ক্রি-বিণ) ⟹ **বত্থু** (৩)।

বত্থুপরিকরণ (ক্লী) বাড়ির অবস্থিতি অথবা বাস্তু ভিটার উপর বলি বা নৈবেদ্য প্রদান। দীর্ঘনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "গৃহনির্মাণের জন্য স্থিরকৃত জমি পবিত্র করণ"। = **বলি-কম্ম-করণং**।

বত্থুভূত (বিণ) বিষয়ীভূত, অভিপ্রায় স্বরূপ হইয়াছে এরূপ অর্থাৎ পরাধীন, অধীন, বাধ্য, কোনো শর্তাধীন।

বত্থুরূপ (ক্লী) বস্তুরূপ, দৈহিক আকৃতি, জড়ত্বরূপ বা অবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ আকার বা গঠন, বস্তুর আকার, বিষয়ের তাৎপর্য, বিষয়ের সারাংশ, ব্যাপার-সম্বন্ধীয় তলদেশ বা মূলঘটনা।

বত্থুবিজ্জ (বিণ) বস্তু-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে এমন। ⇒ **বিজ্জ**।

বত্থুবিজ্জা (স্ত্রী) বাস্তুভিটা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, গৃহবিদ্যা, (গৃহ নির্মাণের জন্য) স্থিরকৃত জমি-সম্বন্ধে বিজ্ঞান বা নিরূপিত সত্য, (বাড়ির) অবস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান, ঘরের জন্য উপযুক্ত (অর্থাৎ মঙ্গলজনক) সংস্থিতি নির্ধারণের বিদ্যা।

বত্থুবিসদ কিরিযতা (স্ত্রী) বস্তুসমূহ শোধন, বস্তুর সারাংশগুলি পরিষ্কৃত করণ।

বত্থুবিসদ কিরিযা (স্ত্রী) বাস্তুভিটা পরিষ্কৃত করণ, ভিত্তি পবিত্র করণ, মূলতত্ত্ব সংশোধন করণ, মুখ্য বস্তুসমূহ পরিষ্কৃত করণ, উপাদান সমূহের শোধন, উপক্রমিকা সংশোধন, মূলসূত্র বা তত্ত্ব শোধন, মাটি জল অগ্নি বায়ু—এই চতুর্বিধ পদার্থের একটি শোধন।

বত্থু সম্পদা (স্ত্রী) (পুণ্যের) বস্তু সম্পদ, পুণ্যের মূল বা ভিত্তিজনিত সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১)।

বত্থুসাযিক (বিণ) বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে এমন। ⇒ **সাযিক**।

বত্বা (ক্রি-বি) বলিয়া, কহিয়া। ⇒ **বদতি**।

বদ (বিণ) কথা বলিতে নিযুক্ত, কথা বলিতেছে এমন। (যৌগিকে) **বগ্গুবদ**—আনন্দজনকভাবে কথায় রত; = **সুন্দর বদ**। (সূত্রনিপাত) **সুদ্ধিং বদ**।

বদঞ্ঞূ (বিণ) "(সহজে) কথিত বা উচ্চারিত, কাহারও উদ্দেশ্যে বলার যোগ্য", অর্থাৎ স্বাধীন, ভদ্র, ভদ্রোচিত, বদান্য, দানশীল, সরল, উদার, উচ্চমনা, মুক্ত (ধর্মে বা রাজনীতিতে) উদার মতাবলম্বী, অবিকল নহে এরূপ, সাধারণ, বিশাল, অতি দাতা, দয়ালু, সদ্বক্তা, মধুরভাষী, (জিনিস-সম্বন্ধে) প্রচুর, সদয়।

বদঞ্ঞুতা (স্ত্রী) বদান্যতা, দানশীলতা, দান, পরিতোষিক, উদারতা, সরলতা, নিরপেক্ষতা, সদয়তা, দয়ালুতা।

বদঞ্ঞূ (বিণ) = **বদঞ্ঞু**। ⇒ **বদঞ্ঞু**।

বদতি (ক্রি) [√বদ + অ] বলা, কহা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, কথায় প্রকাশ করা, বিবৃতি দান করা, অনুমান করা, ধরিয়া লওয়া, বলাবলি করা, গুজব রটানো, গণনা করা, সংখ্যা করা, জানানো, বর্ণনা করা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বুঝা, আদেশ করা, স্থির করা, চেনা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা। ⇒ **বত্তি**। (তুলনীয়) **অভিবদতি, উপবদতি, পবদতি, বিবদতি**। কারক নির্ণয়ে : সপ্তমী উত্তম পুরুষ। (একবচনে) **বদেয্যামি, বদে** ("**বদো**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ ?); অন্যপ্রকারে: **বজ্জং** (থেরীগাথা); (বহুবচনে) **বদেয্যাম, বদেমসে** (দীর্ঘনিকায়)। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **বদেয্যাসি**, (সংক্ষিপ্ত গঠনে) **বজ্জেসি**—আপনার বলা উচিত অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্বক বলুন (পেতবত্থু); (অন্যপ্রকারে) **বজ্জাসি, বজ্জ** (থেরীগাথা); (বহুবচনে) **বদেয্যাম**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **বদেয্য** (জাতক অর্থকথা), **বজ্জা** (সূত্রনিপাত); (বহুবচনে) **বদেয্যুং, বজ্জুং** (সূত্রনিপাত) = **বদেয্যুং কথেয্যুং** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। (পঞ্চমী) **বদেহি** (জাতক)। অতীত : উত্তম পুরুষ (একবচনে) **অবদিং**; (বহুবচনে) **অবদিম্হা**। মধ্যমপুরুষ (একবচনে) **বদি, অবদি, বদেসি** (ধর্মপদ অর্থকথা); (বহুবচনে) **বদিত্থ, অবদিত্থ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **বদি, অবদি**; (বহুবচনে) অন্য প্রকারে : **বদেতি** (ইহা সম্প্রদান কারকে নহে); (সূত্রনিপাত) **কিং বদেত্থ?** (অ-বিণ) **বুত্ত, উত্ত, বাদিত, উদিত** (২)। (ব-বিণ) **বদন্ত, বদমান, বদান**। (ভবিষ্যতে) **বদেস্সতি, বক্খতি**। (ভ-বিণ) **বদিতব্ব, বত্তব্ব**। (ক্রি-বি) **বত্বা, বদিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বজ্জতি**; অন্য প্রকারে : **বদান**। (করণে) **বাদেতি, বাদিযতি** (সূত্রনিপাত), (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **বদতি** (অথবা "**কথেতি ভণতি**" ইত্যাদি চুল্লনিদ্দেসের বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণনায় "**বদতি**"—চুল্লনিদ্দেস দ্রষ্টব্য), **বদাপেতি, বাদাপেতি**।

বদন (ক্লী) ১ বদন, মুখ, মুখমণ্ডল, আস্য, আনন। ২ কথন, কথা, ভাষা, ভাষ্য, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, প্রকাশ, উচ্চারণ, বাক্যকথন, কথিত বাক্য বা কথা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বদন কথন**।

বদরী (পুং) বদরী, বড়ই, কুল, এক জাতীয় ফল।

বদান (বিণ) বলিত বা কথিত হয় এরূপ, ডাকা হয় এরূপ, সেই নামে ডাকা হয় এরূপ, বলা হয় এরূপ। (ক্রি) বলিতে হয়, কহিতে হয়। ⇒ **বদতি**।

বদানিয (বিণ) = **বদঞ্ঞু**। ⇒ **বদঞ্ঞু, অবদানিয**।

বদাপন (ক্লী) বলিবার কারণ করণ, কথা বলিবার কারণ করণ, কাহারও দ্বারা বলানো বা কহানো, কাহারও দ্বারা শব্দ করানো, (বাদ্যযন্ত্রাদি অথবা যেই কিছুর) শব্দ করানো।

বদাপেতি (ক্রি) কাহারও বলানো অথবা কহানো, কাহাকেও বলিতে দেওয়া, কথা বলিতে দেওয়া, কথা বলিবার কারণ হওয়া। ⇒ **বদতি**। (অতীত) **বদাপেসি**। (অ-বিণ) **বদাপিত**। (ক্রি-বি) **বদাপেত্বা**।

বদিতব্ব (ভ-বিণ) বলা উচিত, কহা উচিত, বলিবার যোগ্য, কহিবার উপযুক্ত, বলা কর্তব্য। = **বত্তব্ব** (১)। ⇒ **বদতি**।

বদেতি (ক্রি) বলা, কহা, কথা বলা। = **বদতি**। (সূত্রনিপাত) **কিং বদেত্থ**। ⇒ **বদতি**। (পঞ্চমী) **বদেহি**। (সপ্তমী, উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **বদেমসে**। (অতীত) **বদেসি**। (ভবিষ্যতে) **বদেস্সতি**।

বদ্দলিকা (স্ত্রী) বাদলা বা বৃষ্টি বহুল আবহাওয়া, বাদলা মেঘের ঘটা। (অধিকরণ কারকে) **বদ্দলিকে**।

বদ্ধ—১ (বিণ) বর্ধিত, উন্নত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উৎপাদিত, কর্ষিত,

বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, প্রাচীন, পুরাতন, বহুকাল, প্রচলিত, ঘাগি, নিপুণ, অভিজ্ঞ, পূর্বকালীন, বর্তমানকালে অপ্রচলিত, জীর্ণ, জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ, মাননীয়, সম্মানার্হ, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত; (জিনিস বা কাজ-সম্বন্ধে) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপযোগী, ইতর বা সাধারণ নয়; বিশেষ আয়তন—গুরুত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট, বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ, বয়স চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য, যাহার কর্তৃত্ব আছে এমন। "**বদ্ধ**" তিন প্রকার, যথা—**জাতিবদ্ধ** (স্বভাব বা চরিত্র দ্বারা সম্মানার্হ), **বযোবদ্ধ** (বয়োবৃদ্ধ), **গুণবদ্ধ** (ধার্মিক হিসাবে অথবা গুণ দ্বারা বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ)। = **পঞ্ঞাযবুদ্ধ** (জাতক অর্থকথা)। = **বড়ঢ, বুড়ঢ, বুদ্ধ**।⟹ **বড়ঢতি**।(যৌগিকে) **বদ্ধ অপচাযতি**—বৃদ্ধের সম্মান করা (জাতক)। (জাতক) **বদ্ধ অপচাযিক**—বয়োবৃদ্ধদের প্রতি অথবা যাঁহারা কর্তৃত্ব করেন তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এমন; = **বদ্ধ অপচাযিন**; = **বদ্ধানং অপচিতি-করণ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); = **বুড়ঢতরে গুণবুড়ঢে অপচাযমান**; (তুলনীয়) **জেট্‌ঠ পচাযিন**। (পুং) বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, পূর্বপুরুষ, যাঁহাদের কর্তৃত্ব আছে। ২ **হৃষ্ট, হৃষ্ট প্রহৃষ্ট, প্রফুল্ল**, আনন্দিত, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ। (যৌগিকে) **বদ্ধভূত**। ৩ (পুং, ক্লী) (চামড়ার) বুকপেটি, চামড়ার লম্বা সরু ফালি, নাপিতের চামাটি, চামড়ার পাতলা ফালি। ⟹ **বদ্ধ**(১০), **বন্ধন, বদ্ধ, বট্ট**। (অপাদান গ্রন্থে) **অংসবদ্ধ**।

বদ্ধক (পুং, ক্লী) = **বদ্ধ**। ⟹ **বদ্ধ** (৩)। (যৌগিকে) **অংসবদ্ধক**।

বদ্ধন (ক্লী) বর্ধন, উন্নতি, বৃদ্ধি, বাড়ানো, পূরণ, ছেদন, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তান-সন্ততি, বর্ধিত করণ, আনুকূল্য করণ। = **বড়ঢন**। (জাতক) **কুলবদ্ধন**। (সদ্ধম্মোপাযন) **পীতিবদ্ধন**।

বদ্ধনক্কম = **বড়ঢনক্কম**। ⟹ **বড়ঢনক্কম**।

বদ্ধপচাযিক (বিণ) [বদ্ধ + অপচাযিক] বৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী, যাঁহারা কর্তৃত্ব করেন তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। ⟹ **বদ্ধ** (১ বিণ)।

বদ্ধপচাযিন (বিণ) = **বদ্ধপচাযিক**। ⟹ **বদ্ধপচাযিক**।

বদ্ধভূত (বিণ) হৃষ্ট, প্রফুল্ল, উল্লসিত, আনন্দিত, উৎসাহপূর্ণ। ⟹ **বদ্ধ** (২ বিণ)।

বদ্ধময (বিণ) চর্মময়, চর্মনির্মিত, চামড়া দ্বারা প্রস্তুত।

বদ্ধব (ক্লী) আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, সন্তুষ্টি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া কৌতুক। ইহার সমান অর্থে জাতক অর্থকথায় কিন্তু "**পণ্ডিতভাব**"।

বদ্ধব্য (ক্লী) বার্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধত্ব। = **বুদ্ধভাব, মহল্লকতা**।

বদ্ধাপচাযন (ক্লী) বৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

বদ্ধাপচাযিক (বিণ) ⟹ **অপচাযিক**।

বদ্ধাপচাযিন (বিণ) ⟹ **অপচাযিন**।

বদ্ধি (স্ত্রী) = **বট্টি**। ⟹ **বট্টি**। (জাতক) **অন্তবদ্ধি**। ইহার পাঠ হইবে "**বট্টি**" শব্দের ন্যায়।

বদ্ধিত কায = **পবড়ঢকায**। ⟹ **পবড়ঢকায**।

বদ্ধেতি (ক্রি) কাটিয়া ফেলা, ছেদন করা, কাটিয়া কমানো, বিভক্ত করা। (জাতক) **সিরো বদ্ধযিত্বান**; "**বজ্‌ঝেতি**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে "**বদ্ধেতি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়; জাতক সাহিত্যে "**বজ্‌ঝযিত্বান**"।

বধ (পুং) বধ, বিনাশ, হনন, হত্যা, দণ্ড, শাস্তি, নির্বাহ, প্রাণদণ্ড, ধ্বংস, আঘাত, আদালতের আদেশ বা রায় পালনের নিমিত্ত নির্দেশপত্র বা হুকুমনামা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বধকত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাণবধ পাণঘাত**। (জাতক) **বধং দদাতি**—বেত্রাঘাত করা।

বধক (পুং) বধক, ঘাতক, জল্লাদ, যেই বক্তি বধ করে অথবা আঘাত করে অথবা শাস্তি দেয়, হত্যাকরণ, বধকরণ, ধ্বংস করণ। (বিণ) খুনে, হত্যাকারী, হত্যাপরাধী, হত্যাজনক, শোণিতপিপাসু, অসভ্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর। (দীর্ঘনিকায়) **বধকচিত্ত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বধক চেতনা**।

বধকচিত্ত (ক্লী) খুনে চিত্ত, যেই মনোভাব দ্বারা হত্যা করা হয়, যেই চিত্ত দ্বারা বধ করা হয়। ⟹ **বধক**।

বধক চেতনা (স্ত্রী) বধক চেতনা, বধ করিবার ইচ্ছা, হত্যা করিবার সঙ্কল্প, হত্যাজনক ইচ্ছা। ⟹ **বধক, চেতনা**।

বধকত (বিণ) বধকৃত, বধ বা হত্যা করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **বধ**।

বধতি (ক্রি) বধ করা, হত্যা করা, বিনাশ করা, বহু সংখ্যায় হত্যা করা, ধ্বংস করা, শাস্তি দেওয়া, সাজা দেওয়া, দণ্ড দেওয়া, আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্বালিত করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের অথবা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা। (পঞ্চমী, মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **বধেথ**। (অতীত) **বধি**; (তুলনীয়) **উদ-অ-ব্বধি**; (শর্তযুক্ত বা শর্তমূলক, উত্তমপুরুষ একবচনে) **বধিস্সং** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (ব-বিণ) **বজ্‌ঝ** (⟹ **অবজ্‌ঝ**)। (ভবিষ্যতে) **বধিস্সতি**। (ক্রি-বি) **বধিত্বা** = **হিংসিত্বা** (⟹ **হিংসতি**)। (করণে) **বধেতি**।

বধবন্ধন—বধ এবং বন্ধন, বেত্রাঘাত করণ এবং বন্ধন করণ অর্থাৎ কয়েদ করণ। (সূত্রনিপাত) **বধ-ছেদ-বন্ধন**; (সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার বর্ণনায়) **সত্তানং দণ্ডাদীহি আকোটনন** অর্থাৎ "বেত্রাঘাত করণ", = **পোঠন**

(সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

বধরোগ নীড় (পুং, ক্লী) [বধ + রোগ + নীড়] যেই রোগ দ্বারা মৃত্যু ঘটে সেই রোগের অবস্থান ক্ষেত্র। ⇒ **রোগনীড়**।

বধিকা (স্ত্রী) বধিকা, যেই স্ত্রীলোক বধ বা হত্যা করে। (বহুবচনে) **বধিকাযো**।

বধিত (বিণ) বধিত, বধ বা হত্যা করা হইয়াছে এমন, প্রহৃত, আহত, আঘাত দেওয়া অথবা ঘুসি মারা হইয়াছে এমন, অভিভূত। ⇒ **বধেতি**।

বধুকা (স্ত্রী) বধূ, বিবাহিতা স্ত্রী, নারী, পত্নী, তরুণী ভার্যা, পুত্রবধূ।

বধূ (স্ত্রী) বধূ, পুত্রবধূ, বধূমাতা, আদরের বধূ, বৌমা।

বধেতি (ক্রি) [√বধ + এ] বধ করা, হত্যা করা, ধ্বংস করা, বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা, উত্ত্যক্ত করা, আঁচড়াইয়া সাফ করা, পীড়া দেওয়া, ব্যাথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা। ⇒ **বধতি**। (অতীত) **বধেসি**। (অ-বিণ) **বধিত**। (ব-বিণ) **বধেন্ত**। (ক্রি-বি) **বধিত্বা**।

বন (ক্লী) ১ বন, বহু বৃক্ষাদিযুক্ত স্থান, অরণ্য, কুঞ্জ, বড় বন, অরণ্যানী, কান্ত, কুঞ্জবন; (জঙ্গল-সম্বন্ধে) বিপজ্জনক স্থান, ভীষণ স্থান, ভয়ঙ্কর স্থান; (বন-সম্বন্ধে) ঋষিগণের গম্যস্থান, ঋষিগণের ঋষিত্ব প্রাপ্তির অথবা ধ্যান ধারণাদির উপযুক্ত স্থান; (কুঞ্জবন-সম্বন্ধে) আনন্দজনক স্থান, ক্রীড়া বা খেলাধুলার স্থান। ⇒ **সানু**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বনুতে বনোতী'তি বনং**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বনযতী'তি বনং**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **তং তং আরম্মণং বনতি ভজতি অল্লীযতী'তি বনং, যাচতি বা'তি বনং** [অর্থাৎ "**বন**" (২)]; **বনথো'তি ব্যঞ্জনেন পদং বড্ঢিতং ... বলবতণ্হায-এতং নাম**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মহন্তা রুক্খা বনং নাম, খুদ্দকা তস্মিং বনেঠিততা বনথা নাম** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায়) **ভিক্খূনং সমিতিং বনং**। (সূত্রনিপাত) **সীহো নদতি বনে; ইসিবহয বনে; জেতবন; ইচ্ছানঙ্গল বন**। (থেরীগাথা) **অঞ্জনবন**—সাকেতের নিকটস্থ বন যেইখানে বিহার আছে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বনং সোধেতি**—জঙ্গল শোধন বা পরিষ্কার করা। ধর্মসঙ্গণীতে বলা হইয়াছে জঙ্গল অর্থে "**তণ্হা**"। (পেতবত্থু) **অরঞ্ঞে বন-গোচর**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নন্দনবন** ইত্যাদি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তণ্হাবন**—তৃষ্ণারূপবন, লোভরূপ জঙ্গল। ২ কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, বলবতী ইচ্ছা, ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। ⇒ **কামগুণ**। নিস + বন = **নিব্বন** (⇒ **নিব্বন**); (তুলনীয়) **নিব্বান**। (সংযুক্ত নিকায়) **সো'হং বনে নিব্বনথো বিসল্লো**। (সূত্রনিপাত) **নিব্বন**। (থেরগাথা) **বনা নিব্বনং আগতং**।

বনক (বিণ) বন বা অরণ্য সম্বন্ধীয়, জঙ্গল সদৃশ, বনের ন্যায়, অরণ্যতুল্য।

বনকম্মিক (বিণ, পুং) বনকর্মিক, যেই ব্যক্তি বনে বা অরণ্যে কাজ করে। (জাতক) **বনকম্মিক পুরিস**।

বনগহন (ক্লী) বনগহন, গহনবন, ঘনবন, গভীর বন, দুর্গম অরণ্য, নিবিড় বন, গভীর বা ঘন জঙ্গল। ⇒ **গহন**।

বনগুম্ব (পুং) ঘন বৃক্ষপুঞ্জ, বনের জঙ্গল বা ঝোপ। ⇒ **গুম্ব**।

বনগোচর (বিণ) বনগোচর, বনে বনে বিচরণকারী, বনবাসী, বনে বাসকারী অসভ্য লোক সদৃশ, জঙ্গলী, বন্যপশু সদৃশ। = **তিরচ্ছানগত**। ⇒ **গোচর** [বিণ (১)]।

বনঘট (পুং) ঘনবন, গভীর জঙ্গল। ⇒ **ঘট** (২)।

বনচর (বিণ) বনচর, বনরক্ষক, বনবাসী, বনে বনে বিচরণকারী, বনচারী, বনে বাস করে এমন।

বনচরক (বিণ) = **বনচর**। ⇒ **বনচর**।

বনচারক (বিণ) = **বনচর**। ⇒ **বনচর**। ⇒ **চারক**।

বনচারী (বিণ) = **বনচর**। ⇒ **বনচর**।

বনচেত্য—বনস্থ মন্দির, বনের মধ্যস্থ চৈত্য বা পূজার স্থান, বনমধ্যস্থ পবিত্র স্থান।

বনটঠ (বিণ) বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে এমন। ⇒ **পোক্খরটঠ**।

বনটঠ পোক্খরটঠ ⇒ **পোক্খরটঠ**।

বনতরং—গহন বন, ঘন বন বা জঙ্গল, গভীর অরণ্য, নিবিড় বন, গভীর জঙ্গল। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বনতো বনতরং পবিসাম**।

বনতি (ক্রি) ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, ভালবাসা, স্নেহ করা, আনন্দ পাওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দ বোধ করা, আসক্ত হওয়া, প্রণয়ে পড়া, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, "আশা করি" এ কথা বলা, অনুসন্ধান করা, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম চাওয়া, লক্ষ্য করা, লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়া, লক্ষ্য করিয়া বলা, উদ্দেশ্যে বলা, প্রচেষ্টা করা। = **বনুতে** = **বনোতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বনতি ভজতি অল্লীযতি**। (করণে) **বনযতি**।

বনতিমির (ক্লী) ১ বনতিমির, বনের অন্ধকার, বনজঙ্গলের আঁধার। জাতকে রূপক অর্থে: **বনতিমির মত্ত অক্খিন**; Kern. Toev.-এ ইহার পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে: **বনতিমির পত্ত অক্খিন**—অরণ্যের অন্ধকারের পত্র-সমূহ সদৃশ চক্ষুতে বা চক্ষু দ্বারা। Kern. তুলনা করিয়াছেন সংস্কৃতের—"বনজ পত্রাক্ষী" (মহাভারত) এবং "বনজ লোচনা" (অবদান কল্প)। ২ একজাতীয় ফুল বা ফুলের গাছ। সিংহলী গ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে : "**বনতিমির পুপ্ফ সমান অক্খী**" এবং "**গিরিকণ্ণিক সমান নেত্তা**"; এই অর্থে ইহা "এক জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ"। ⇒ **তিমির**।

বনথ (পুং) (সাধারণ অর্থে) বৃক্ষাদির মধ্যস্থ ঝোপ, গুল্মাদি, বনজঙ্গল, ঝোপ, গুল্মপুঞ্জ; (চরিত্রে) তীব্র আকাঙ্ক্ষা,

বলবতী ইচ্ছা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তণ্হা পরিযুট্ঠান বসেন বনং তনোতী'তি বনথো, তণ্হানুসযস্স এতং অধিবচনং।** (জাতক) **বনথং ন কযিরা।**

বনথজ (বিণ) তৃষ্ণামূলক, লোভজ, কাম প্রবৃত্তিজনক, ইচ্ছামূলক, কামজনক, কামনাজনক।

বনদহক (পুং) বনদহন, জঙ্গল ভস্মীভূত করণ, দাবাগ্নি, অগ্নি। (বিণ) বন দহনকারী, যেই ব্যক্তি বনজঙ্গল ভস্মীভূত করে, যদ্দ্বারা অরণ্য দগ্ধীভূত হয়।

বনদহন (পুং) বনদহন, অগ্নি, দাবাগ্নি। = **অগ্গি, বনদহক** (পুং)।

বনদেবতা (স্ত্রী) বনদেবতা, বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পরী, বিদ্যাধরী, কিন্নর-কিন্নরী, গন্ধর্ব-গন্ধর্বী। ⟹ **দেবতা।**

বনন্ত (পুং) [বন + অন্ত] বনান্ত, বনের শেষ সীমা, বনের সীমা, বনসমূহ, বনের প্রান্তদেশ, বনপ্রান্ত, বনের সীমান্ত ভূমি, বনের বা অরণ্যের কিনারা, বন। = **বন** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

বনপত্থ—(ক্লী) বনমধ্যস্থ দূরবর্তী স্থান, গভীর অরণ্য বা বনজঙ্গল। = **অরঞ্ঞ পত্থ।** (পুং) বানপ্রস্থ, বনাশ্রম, বনের বিজন প্রদেশ বা স্থান। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধ ঘোষের বর্ণনায়) **গামন্তং অতিক্কমিত্বা মনুস্সানং অনুপচারট্ঠানং যত্থ ন কসন্তি ন বপন্তি।** ⟹ **পত্থ** (১)।

বনপথ = **বনপত্থ।** ⟹ **বনপত্থ।**

বনপত্থ (ক্লী) বনপথ, জঙ্গলের পথ, বন বা অরণ্যের মধ্য দিয়া অতিক্রমের পথ।

বনপ্পগুম্ব (ক্লী) তরুবীথি, কুঞ্জবন।

বনপ্পতি (পুং) বনস্পতি, বৃক্ষ, পুষ্পব্যতিরেকে ফলভারে নত বৃহৎ বৃক্ষ, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, বৃক্ষের মধ্যে বনরাজ বা শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ, জঙ্গলী গাছ। বিনয়ে কেবল "**বনপ্পতি**" শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যত্র কিন্তু "**বনস্পতি**" শব্দেরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (সংযুক্ত নিকায়) **ওসধি তিণ বনস্পতি।** (জাতক) **তিণ-লতা-বনস্পতিযো।**

বনভঙ্গ (ক্লী) বন হইতে সংগৃহীত দ্রব্য অর্থাৎ বন্য ফল বা ফুলের উপহার, বন্য ফল বা ফুল দান।

বন মহিস (পুং) বন্য মহিষ, বনের মহিষ, জঙ্গলী মহিষ (গয়াল ?)।

বনমূল (ক্লী) বন্য মূলজাতীয় দ্রব্য, বনের মূলজাতীয় বস্তু, জঙ্গলের মূলজাতীয় দ্রব্য। (দীর্ঘনিকায়) **বনমূলফল**—বনের মূলজাতীয় দ্রব্য এবং ফল।

বনমূলফল (ক্লী) [বন + মূল + ফল] ⟹ **বনমূল।**

বনযতি (ক্রি) = **বণেতি।** ⟹ **বণেতি।** ⟹ **বনতি।**

বনরতি (স্ত্রী) বনে রতি, বনে বা অরণ্যে আনন্দ, বনের আনন্দদায়ক বস্তু।

বনরোপয (বিণ) ঘা বা ক্ষত আরোগ্যকারী। ⟹ **রোপয।**

বনবণ্ণনা (স্ত্রী) বনের সৌন্দর্য বর্ণনা, জঙ্গলের গুণ বর্ণনা, বনজঙ্গলের প্রশংসা।

বনবাসিন (বিণ) = **বনবাসী।** ⟹ **বনবাসী।**

বনবাসী (বিণ) বনবাসী, বনবাসিন, বনে বাস করে এমন, বনে অবস্থানকারী, বনে বাসকারী। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বনবাসিন মহাতিস্সত্থের।**

বনবিকাস (পুং) বনের প্রারম্ভ, বনের প্রথম আবির্ভাব। ⟹ **বিকাস।**

বনসণ্ড (পুং) গহন বন, গভীর অরণ্য, ঘন বন, নিবিড় জঙ্গল, বনষণ্ড, কুঞ্জবন, তরুবীথি, গভীর বন। = **কানন।** (সংযুক্ত নিকায়) **তিব্ব বনসণ্ড অবিজ্জায অধিবচন।** ⟹ **সণ্ড।**

বনসয (বিণ) বনে বাসকারী। = **বনবাসী।** ⟹ **বিলাসয।**

বনসব্হয = **তুম্ববনগর।** ⟹ **তুম্ববনগর।**

বনস্পতি (পুং) বনস্পতি, বটবৃক্ষ, মহামহীরুহ, বড় গাছ। = **বনপ্পতি।**

বনাযতি (ক্রি) ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, "আশা করি" একথা বলা, লালায়িত হওয়া, (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা। = **কেড়াযতি, বনীযতি।** ⟹ **অল্লীযতি।**

বনিক (বিণ) বন বা জঙ্গল সম্বন্ধীয়। = **বনক।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নাগবনিক।**

বনিন (বিণ, পুং) দরিদ্র, ভিখারী, ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীবী। = **বনিব্বক।**

বনিব্বক (পুং) পথচারী বণিক, ফেরিওয়ালা। = **বনিব্বক।**

বনিস্সহে (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) প্রার্থনাকারীকে প্রদান করিব, প্রার্থীকে দিব।

বনীপক = **বনিব্বক।** ⟹ **বনিব্বক।**

বনীযতি (ক্রি) ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা। = **পত্থেতি, ধনীযতি, বনাযতি।** (জাতক অর্থকথা) **হদযং বনীযতি।** (তুলনীয়) **অল্লীযতি।** ⟹ **বনতি, বণেতি।**

বনুতে (ক্রি) = **বনতি।** ⟹ **বনতি।**

বনেচরক (পুং) বনে বিচরণকারী পশু। ⟹ **চরক।**

বনেজ (বিণ) বনজ, বনজাত, বনে উৎপন্ন, বনে জন্ম হইয়াছে এরূপ।

বনোতি (ক্রি) = **বনতি।** ⟹ **বনতি।**

বন্ত (বিণ) ১ উদ্গিরিত, বমন বা বমি করিয়াছে এরূপ, যেই ব্যক্তি বমি করিয়াছে। (ক্লী) বমন, উদ্গিরণ, ন্যক্কার, বমি, পীড়া, ক্লেশ, আহুতি, নিঃসারণ, বমনকারক ঔষধ। ২ (চরিত্রে) পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, মুক্ত, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, অবলীলাক্রমে রচিত, ছাড়িয়া গিয়াছে এমন, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমন, অস্বীকৃত, দাবি ত্যাগ করিয়াছে এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **বন্ত, চত্ত, মুত্ত, পহীন** (সমান অর্থবাচক শব্দ)। ⟹ **বমতি।**

বন্ত কসাব (বিণ) যিনি সর্বপ্রকার দোষ বা অপরাধ ত্যাগ করিয়াছেন এমন, কলঙ্কমুক্ত, দোষমুক্ত, পাপমুক্ত। = **ছড্ডিত কসাব**।

বন্তখাদক (বিণ, পুং) বমি খাদক, বমিভোজী, বমির ন্যক্কার খায় এমন অর্থাৎ কাক। = **বন্তাদ**। ⇒ **অদ**।

বন্ত গমন—এই শব্দটি বিশুদ্ধিমার্গে দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ে উল্লেখিত [ব + অন্তগমন =] "**বন্তগমন**" অথবা [চ + অন্তগমন =] "**চন্তগমন**" শব্দের সমান অর্থবাচক শব্দ। সুতরাং ইহার অর্থ হয় : এবং অন্তগমন অর্থাৎ চরম সীমায় উপস্থিতি, শেষ পর্যায়ে উপস্থিতি।

বন্তমল (বিণ) দাগরহিত, নির্দাগ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

বন্তলোকামিস (বিণ) পার্থিব বা জাগতিক লাভ পরিত্যাগ করিয়াছে এমন, সংসার বা সংসার ধর্ম পরিত্যাগী, লোকধর্ম বা সংসার বিরাগী।

বন্তাদ (বিণ, পুং) [বন্ত + অদ] বমি বা বমির ন্যক্কারভোজী, বমিখাদক অর্থাৎ কাক। = **বন্তখাদক**। ⇒ **অদ**।

বন্তাস (বিণ, পুং) বীতস্পৃহ, যিনি সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্হত। = **সব্বা আসা ইমিনা বন্তা** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

বন্তাসিক (বিণ, পুং) বমি করিয়া বমিভোজী অর্থাৎ যাহা নিজে বমি করে তাহা নিজে খায় এমন, একশ্রেণীর প্রেত যাহারা নিজে বমি করিয়া নিজে খায়।

বন্তিক (বিণ) = **বন্টিক**। ⇒ **বন্টিক**।

বন্দক (বিণ, পুং) বন্দনাকারী, ভক্তি বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত, যে ব্যক্তি নমস্কার করে অথবা শ্রদ্ধা করে অথবা মান্য করে।

বন্দতি (ক্রি) [√বন্দ + অ] বন্দনা করা, বিনীতভাবে বা সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করা, সম্মানিতরূপে সম্ভাষণ করা, অভিবাদন করা, অভ্যর্থনা করা, সম্মান করা, নমস্কার করা, শ্রদ্ধা নিবেদন করা, শ্রদ্ধা করা, পূজা করা, মনোযোগ দেওয়া, ভক্তি করা, মান্য করা, দেবতারূপে পূজা করা, আদর করা, ভালবাসা, অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত গণ্য করা। (মহাবংস) **বন্দতি পূজেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বন্দতি সিরসা**—অবনত মস্তকে বন্দনা করা, অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত সম্ভাষণ করা। (অতীত) **বন্দি**। (অ-বিণ) **বন্দিত**। (ব-বিণ) **বন্দন্ত, বন্দমান**। (পঞ্চমী, একবচনে) **বন্দ = অভিবাদয**; (বহুবচনে) **বন্দন্তু**। (ভ-বিণ) **বন্দিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বন্দিয, বন্দিত্বা**। (করণে) **বন্দাপেতি**।

বন্দন (ক্লী) = **বন্দনা**। ⇒ **বন্দনা**।

বন্দনা (স্ত্রী) বন্দনা, বন্দন, প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সম্মান, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, প্রেম, শ্রদ্ধা নিবেদন, অভ্যর্থনা, সমাদর, সম্ভাষণ, আরাধনা, উপাসনা, স্তুতিগান, স্তব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বন্দনা পূজা**।

বন্দাপন (ক্লী) অভ্যর্থনার কারণ করণ, সম্ভাষণ বা সমাদর করানো, অভিবাদন করানো, নমস্কার করানো, বন্দনা করানো।

বন্দাপেতি (ক্রি) বন্দনার কারণ করা, অভিবাদন করানো, অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণের কারণ করা, পূজা করানো, সম্মান প্রদর্শনের কারণ করা। ⇒ **বন্দতি**। (অতীত) **বন্দাপেসি**। (অ-বিণ) **বন্দাপিত**। (ক্রি-বি) **বন্দাপেত্বা**।

বন্দিকা (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক বন্দনা করে অথবা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে অথবা মান্য করে, বন্দনাকারিণী। ⇒ **বন্দক**।

বন্দিত (বিণ) বন্দিত, পূজিত, স্তুত, নমস্য, নমস্কারকৃত, অভিবাদিত, শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিভাজন, সম্মানিত, অভ্যর্থিত, সম্ভাষিত, সমাদরকৃত। ⇒ **বন্দতি**। (পুং) পূজা, সম্মান, আনুগত্য প্রদর্শন, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা নিবেদন, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। (সূত্রনিপাত) **অক্কুট্ঠ বন্দিত**।

বন্দিতর (পুং) যেই ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে অথবা মান্য করে, যেই ব্যক্তি (দেবতারূপে) পূজা করে অথবা আদর সম্ভাষণ করে, উপাসক, পূজারী। (জাতক) **বন্দিতস্স = বন্দিতাভবেয্য** (জাতক অর্থকথা)

বন্ধকী (স্ত্রী) = **বন্ধকী**। ⇒ **বন্ধকী**।

বপকস্সতি (ক্রি) = **ববকস্সতি**। ⇒ **ববকস্সতি**।

বপতি (ক্রি) [√বপ + অ] ১ বপন করা, বোনা, ছড়ানো, বীজ বপন করা। (সূত্রনিপাত) **কসতি বপতি**। (জাতক) **নিবাপং বপিত্বা**। (অতীত) **বপি**। (অ-বিণ) **বপিত, বুত্ত**। (ব-বিণ) **বপন্ত**। (ক্রি-বি) **বপিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বপ্পতে, বুপ্পতি** (বৈদিক—উপ্যতে); (সংযুক্ত নিকায়) **যাদিসং বপ্পতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং**। (করণে) **বাপেতি, বপাপেতি**। ২ কাঁচি দ্বারা ছাঁটা, কাটা, মেষের লোম কাটা, প্রতারণা করা, পৃথক হওয়া, মুণ্ডন করা, ক্ষৌরকর্ম করা, কামানো, বঞ্চিত করা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পর বিভক্ত করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো। (অ-বিণ) **বাপিত**।

বপন (ক্লী) বপন, বীজরোপণ, বয়ন, বপনকরণ, রোপণকরণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বপনকস্সক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কসনবপন**।

বপনকাল (পুং) বপনকাল, বপনের সময়। = **বপ্পকাল, বীজনিক্খেপকাল**।

বপযাতি (ক্রি) [বি + √অপ + যা] চলিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া। (কথাবত্থু) **কঙ্খা বপযন্তি সব্বা**। বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু "ব্যপনন্তি", ইহার পাঠ হইবে "ব্যপযন্তি"।

বপাপেতি (ক্রি) বপন করানো, বপন করিবার কারণ

করা। (বিনয়) খেত্তং বপাপেতি। (জাতক) সালিং বপাপেতি। ⟹ বপতি।

বপ্প (পুং অথবা ক্লী) ১ ক বপিত হইয়াছে এরূপ অবস্থা, বপন করণ, (কিছুর উপর) বপন বা বপিত অবস্থা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পংসুবপ্প, কললবপ্প।** খ নদীর তীর। "**বপ্প**" নদীর তীরকেও বুঝায়। ২ এক মাসের নাম। কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসকেই বুঝায়। ৩ অশ্রুবিন্দু, চোখের জল, অশ্রুবৎ বস্তু, ক্রন্দন, রোদন। (বিনয়) **বপ্পং পুঞ্ছিত্বা**—চোখের জল মুছিয়া।

বপ্পকম্ম (ক্লী) বপন কার্য, বপন করিবার কাজ বা ব্যবসায়। (জাতক) **বপ্পকম্ম কসিকম্ম।**

বপ্পকাল (পুং) বপনকাল, বপন করিবার সময়। = **বপনকাল, বীজনিক্খেপকাল।**

বপ্পমঙ্গল (ক্লী) হলকর্ষণ উৎসব, ভূমিকর্ষণ উৎসব।

বব্ভাচিতং—(Neumann-এর অনুবাদ মতে) ইহাই বলা হইয়াছে, এইরূপই বলিয়াছে। = **ভাসিতং এতং।** এই শব্দটি মধ্যম নিকায়ে দৃষ্ট হয়, সম্ভবত ইহার উত্তম পাঠ হইবে "**বম্ভযিতং**"।

বমক্খিত (বিণ) বমির ন্যক্কারে ম্রক্ষিত, বমিতে ময়লাযুক্ত। ⟹ **মলকিত, পসক্খিত।**

বমতি (ক্রি) [√বম + অ] বমন করা, উদ্গিরণ করা, উগরাইয়া ফেলা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, নিক্ষেপ করা, প্রক্ষেপ রা, দূর করা, উচ্ছেদ করা, বহিষ্কার করা, অধিকারচ্যুত করা, রহিত করা, স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা, অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক ছোঁড়া, তীর ছোঁড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা। (অতীত) **বমি।** (অ-বিণ) **বন্ত, বমিত।** (ভবিষ্যতে) **বমিস্সতি = উড্ডযতি, ছড্ডযতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **বমিত্বা।** (করণে) **বমেতি।**

বমথু (পুং) বমন, বমি, বমনকারক ঔষধ, জোলাপ, ভুক্তবস্তুর নিঃসারণ বা উদ্গিরণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বমথুভত্ত; বমথু উচ্ছিট্ঠ ভত্ত। = বমন।**

বমন (ক্লী) বমন, উদ্গিরণ, ন্যক্কার, বমি, পীড়া, ক্লেশ, আহুতি, নিঃসারণ, বমনকারক ঔষধ। = **বমথু।**

বমনযোগ (ক্লী) বমনকারক ঔষধ, জোলাপ। ⟹ **যোগ** (৭)।

বমনীয (বিণ) বমনীয়, বমনের উপযুক্ত, বমনযোগ্য, যেই ব্যক্তি বমনকারক ঔষধ গ্রহণ করে, যেই ঔষধ সেবনে বমি হয় এমন।

বম্ভ = **বম্হ।** ⟹ **বম্হ।**

বম্ভন (ক্লী) = **বম্ভনা।** ⟹ **বম্ভনা।**

বম্ভনা (স্ত্রী) ঘৃণা, অপমান, আদালত অবমাননা, দ্বেষ, নিন্দা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, অবজ্ঞা। (মধ্যম নিকায়) **পর-বম্ভন;** (বিপ) **অত্ত-উক্কংসন।**

বম্ভনীয (বিণ) অবজ্ঞাজনক, ঘৃণিত, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, হতভাগ্য, দুরাত্মা, দুঃখী, দীন, অধম, জঘন্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

বম্ভযিত (ক্লী) ঘৃণিত অবস্থা, অবজ্ঞাজনক অবস্থা। (বিণ) ঘৃণিত হইয়াছে এমন, অবজ্ঞাজনক হইয়াছে এমন, গালাগালি করার যোগ্য, অপযশের যোগ্য। = **নিন্দিত, গরহিত, উপবাদিত।** ⟹ **বম্ভেতি।**

বম্ভযিতং (ক্লী) = **বম্ভযিত।** ⟹ **বম্ভযিত** (ক্লী)।

বম্ভিন (বিণ) অপমানজনক ব্যবহার করে এমন, ঘৃণা করে এমন, অবজ্ঞা করে এমন, হতাদর করে এমন, নিন্দা করে এমন, অপদস্থ করে এমন, বিদ্বেষকারী। (মধ্যম নিকায়) **পরবম্ভিন।**

বম্ভী (বিণ) = **বম্ভিন।** ⟹ **বম্ভিন।**

বম্ভেতি (ক্রি) [√বম্ভ + এ] ঘৃণা করা, ঘৃণিত আচরণ করা, দুর্ব্যবহার করা, অপমানজনক ব্যবহার করা, অবজ্ঞা করা, গালাগালি করা, অপযশ করা, নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা। (সাধারণত যৌগিকে) **খুংসেতি বম্ভেতি;** (বিপ) **উক্কংসেতি বম্ভেতি** (বিনয়)। = **অবজানাতি, হীলেতি।** জাতকে "**বম্ভেতি**" শব্দের বানান দৃষ্ট হয় "**বম্হেতি**"। (অতীত) **বম্ভেসি।** (অ-বিণ) **বম্ভিত, বম্ভযিত** (ব-বিণ) **বম্ভেন্ত।** (ক্রি-বি) **বম্ভেত্বা।**

বম্ভেন্ত (বিণ) = **খিপ্পমান** (⟹ **খিপ্পতি**)। ⟹ **বম্ভেতি।**

বম্ম (ক্লী) বর্ম, আত্মরক্ষার্থ বর্ম, যুদ্ধসজ্জা, রণপোত ইত্যাদিকে আবৃত করিবার জন্য লোহার পাত, সাঁজোয়া, কবচ, বর্ম।

বম্মিক (পুং, ক্লী) বল্মিক, বল্মীক, উইয়ের ঢিপি, বল্মিকি, বল্মীকি। = **বম্মীক।** (বিণ) ১ বর্মধারী, আত্মরক্ষার্থ বর্মপরিহিত। = **বম্মিন।** ২ অঙ্কিত, বর্ণিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বম্মিক মুদ্দনি।**

বম্মিকবিল (ক্লী) উইপোকার বাসা, বল্মীক ছিদ্র।

বম্মিত (বিণ) বর্ম আচ্ছাদিত, সাঁজোয়া, বর্ম পরিহিত। (জাতক) **বম্মিত অস্স**—সাঁজোয়া অশ্ব; **বম্মিত হত্থি**—সাঁজোয়া হস্তী। ⟹ **বম্মেতি।**

বম্মিত অস্স ⟹ **বম্মিত।**

বম্মিত হত্থি ⟹ **বম্মিত।**

বম্মিন (বিণ) বর্মধারী, আত্মরক্ষার জন্য বর্ম পরিহিত, বর্মাচ্ছাদিত, সাঁজোয়া। = **বম্মিত; কেটকফলক হত্থ** (জাতক অর্থকথা)।

বম্মী (বিণ) = **বম্মিন।** ⟹ **বম্মিন।**

বম্মীক (পুং, ক্লী) বল্মীক, উইঢিপি। = **বম্মিক।**

বম্মেতি (ক্রি) [√বম + এ] আত্মরক্ষার্থবর্ম পরিধান করা, বর্ম ধারণ করা, বর্মাচ্ছাদিত করা, সাঁজোয়া করা। (জাতক) **মঙ্গল হত্থিং বম্মেতি।** (অতীত) **বম্মেসি।** (অ-বিণ) **বম্মিত।** (ক্রি-বি) **বম্মেত্বা।**

বম্হ (বিণ) বড়াই করে এমন, দাম্ভিক, দম্ভপূর্ণ কথা বলে

এমন, অহঙ্কারী, আছে বলিয়া গর্বিত হয় এমন, অহঙ্কারপূর্ণ কথা বলে এমন, আত্মশ্লাঘাজনক কথা বলে এমন, গর্বিত, অবজ্ঞাকারী, ঘৃণাকারী। (জাতক) **বম্হ বচন**—দম্ভপূর্ণকথা। ⇒ **বম্ভেতি**।

বম্হন (ক্লী) = **বম্ভনা**। ⇒ **বম্ভনা**। (জাতক) **বম্হন বচন**; (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **খুংসন বচন**।

বম্হন বচন (ক্লী) বিদ্বেষপূর্ণ কথা, অবজ্ঞাসূচক কথা। = **খুংসন বচন**। ⇒ **বম্হন**।

বম্হনা (স্ত্রী) = **বম্ভনা**। ⇒ **বম্ভনা**। (জাতক) **বম্হনা বচন**।

বম্হনা বচন = **বম্হন বচন**। ⇒ **বম্হন বচন**।

বম্হ বচন ⇒ **বম্হ**।

বম্হেতি (ক্রি) = **বম্ভেতি**। ⇒ **বম্ভেতি**। (তুলনীয়) **বম্হন**।

বয (পুং, ক্লী) ১ বয়, বয়ঃ, বয়স, বাল্যাদি জীবিতকাল, আয়ু, যৌবন, যুগ, আয়ুষ্কাল, সাবালকত্ব, বৃদ্ধ বয়স, দীর্ঘকাল, যৌবনকাল, প্রারম্ভ, আরম্ভ, বসন্ত, প্রত্যুষসময়, সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ, চরমোৎকর্ষতা, পরাকাষ্ঠা, তারুণ্য, যুবা, যুবক যুবতীগণ। = **বযো**। জীবনকাল বা বয়সকে তিন ভাগ করা যায়, যেমন— **পঠমবয** (বয়সের প্রথম ভাগ অর্থাৎ শিশু বাল্য কৈশোর যৌবন অবস্থা), **মজ্‌ঝিমবয** (মধ্যম বয়স অর্থাৎ প্রৌঢ় অবস্থা), **পচ্ছিমবয** (শেষ বয়স অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা)। বিশুদ্ধিমার্গে উক্ত তিন প্রকার বয়সের অবস্থাকে দশ প্রকারে বা দশবিধ অবস্থাকালরূপে দেখানো হইয়াছে। (মহাবংস) **একূনতিংসো বযসা**—২৯ বৎসর বয়স। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঠম বযে**—জীবনের প্রথম অবস্থায় বা যৌবনকালে অথবা যখন বয়স্ক হয়। ২ **ক** ক্ষয়, অপচয়, হানি, নাশ, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয় তাহা, পরাজয়, পরাভব, ব্যয়, মূল্য, খরচ, ব্যয়িত অর্থ। (বিপ) **আয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভোগানং বয**। **খ** অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়, পচন, পরিহানি। (বিপ) **উপ্পাদ**। = **অনিচ্চ বত সঙ্খারা উপ্পাদ-বয-ধম্মিনো**।

বযং--১ = **মযং**। ⇒ **মযং**। পেতবত্থু টীকায় "**বা**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং পেতবত্থু অর্থকথায় "**অম্হাকং**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ (ক্লী) = **বয**। ⇒ **বয** (পুং, ক্লী)।

বয করণ (ক্লী) ব্যয়, মূল্য, খরচ, ব্যয়িত অর্থ।

বযকল্যাণ (ক্লী) বয়সে তরুণ সৌন্দর্য, তারুণ্যতার সৌন্দর্য, যৌবন সৌন্দর্য, যৌবনত্বের আকর্ষণ। ⇒ **পঞ্চকল্যাণ**।

বযট্‌ঠ (বিণ) বয়স্থ, মধ্যবয়স্ক, যুবা, বয়স পরিপক্ক হইয়া আসিয়াছে এমন।

বযপ্পত্ত (বিণ) বয়ঃপ্রাপ্ত, বয়সপ্রাপ্ত, বয়স্ক, বিবাহোপযোগী বয়স হইয়াছে এমন। (জাতক) **বযপ্পত্ত সোড়সবস্সকালে**। ⇒ **পত্ত** (৩)।

বযস্স (পুং) বয়স্য, সখা, বন্ধু, সমবয়স্ক ব্যক্তি।

বযো (পুং) বয়স, আয়ু, আয়ুষ্কাল। = **বয**। (দীর্ঘনিকায়) **বযো অনুপ্পত্ত**—বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, বয়সে বৃদ্ধ, বয়সপ্রাপ্ত; = **পচ্ছিম-বযং অনুপ্পত্ত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (জাতক) **বযো-হরা কেসা**।

বযো অনুপ্পত্ত ⇒ **বযো**।

বযোক্‌খন্ধ (পুং) বয়ঃস্কন্ধ, বয়সের বিভাগ, বয়সের অংশ। ⇒ **খন্ধ** (২)। "**বযোক্‌খন্ধ**" তিন প্রকার, যথা—**পুরিমা বযোক্‌খন্ধ, মজ্‌ঝিম বযোক্‌খন্ধ, পচ্ছিম বযোক্‌খন্ধ**। (বর্ণনায়) সদা। ⇒ **খন্ধ**।

বযোবদ্ধ (বিণ) বয়োবৃদ্ধ, জ্যেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, অগ্রজ, বয়সে জ্যেষ্ঠ, জ্ঞানে বড়। ⇒ **বদ্ধ** (১বিণ)।

বযোবুদ্ধ (বিণ) বয়স্ক, বয়সে পরিণত বা উন্নত, বয়স্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত।

বযোহর (বিণ) (পক্ক চুল-সম্পর্কে) বয়স কমাইয়া আনে অথবা বার্ধক্য দেখা দেয় এরূপ, আয়ু কমাইয়া ফেলে এরূপ, বয়স ছিনাইয়া লয় এরূপ, বার্ধক্যে পরিণত করে এরূপ, বৃদ্ধ হয় এমন, বয়স হরণকারী, আয়ু কমাইয়া দেয় এরূপ, আয়ু নাশক। ⇒ **হর**।

বযোহরা কেসা—আয়ুনাশক কেশ অর্থাৎ চুলপক্ক হইলে বুঝা যায় আয়ু কমিয়া গিয়াছে অথবা বৃদ্ধ হইয়াছে। ⇒ **বযো, বযোহর**।

বয্হ (ক্লী) রথ, যান, শকট, গাড়ি প্রভৃতি, হালকা বা বহনীয় শয্যা, ডুলি, শিবিকা। **যান, রথ, সকট, সন্দমানিকা, সিবিা, পাটঙ্কী**—এই সবকে "**বয্হ**" বলা হয়। ⇒ **যান** (২)।

বয্হা (স্ত্রী) শিবিকা, ডুলি। = **বয্হ**। (জাতক) **বয্হা সিবিকা রথ**।

বর (বিণ) বর, বড়, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, অভীষ্ট, উত্তম, বিখ্যাত, চমৎকার, প্রধান, অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয়, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকালো, গৌরবময়, অত্যন্ত সন্তোষজনক। (সূত্রনিপাত) **বরপঞ্ঞ**—চূড়ান্ত বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সম্বন্ধীয়। (জাতক) **বরভত্ত**—শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট অন্ন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বরলঞ্জক**--শ্রেষ্ঠ দান (?)। (সূত্রনিপাত) **ধম্মবর**—উত্তমাদর্শ। (বিমানবত্থু) **নগরবর**—প্রধান শহর। (সূত্রনিপাত) **রতনবর**—শ্রেষ্ঠ রত্ন। (বিমানবত্থু) **রাজাবর**—সর্বপ্রধান বা বিখ্যাত রাজা। (সূত্রনিপাত) **আকিণ্ণ-বর-লক্‌খণ**—শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বা চিহ্নযুক্ত, **নরী-বর-গণ**—অত্যন্ত লাবণ্যময়ী নারীগণের সমাবেশ। **বরগত**—শ্রেষ্ঠতায় উপনীত। (পুং) বর, উপহার, দান, অনুগ্রহ, আবেদন, সাহায্য, অনুকম্পা, দয়া, উপকার, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি, ইচ্ছা, ঔৎসুক্য, আশীর্বাদ। = **বরং**।

বরং (ক্লী) ১ বর, আশীর্বাদ, উপহার, দান, অনুগ্রহ, ইচ্ছা গ্রহণ, বর গ্রহণ, আশীর্বাদ গ্রহণ, ইচ্ছা পূরণের আশীর্বাদ। = **বর** (পুং)। ⇒ **বরতি**। (বি-ভা) **বরং দদাতি**—বর

বা আশীর্বাদ প্রদান করা (জাতক)। (জাতক) **বরং গণ্হাতি**—বর বা আশীর্বাদ গ্রহণ করা, সংকল্প গ্রহণ করা; = **বরং বুণাতি** = **বরং বরতি;** (আদেশার্থে) **বরং বরস্সু; বরং যাচতি**—বর বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করা; **বরানি যাচামি**। ২ শ্রেষ্ঠত্ব, অত্যন্ত চমৎকার দ্রব্য বা সামগ্রী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কতমং নু খো বরং? যং ... যং**। (ধর্মপদ) **আধিপচ্চেন সোতাপত্তি ফলং বরং; বরং অস্সতরা দন্তা ... অত্তদন্তো ততো বরং**।

বরক (পুং) মাসকলাই, শিম, বরবটি, এক জাতীয় শস্যের দানা। = **কলায** (জাতক), **কালরাজমাস**। ⇒ **ধঞঞ** (১)। (বিণ) (বিবাহ-সম্বন্ধে) ইচ্ছুক, ইচ্ছা করে এমন, চাওয়া করে এমন অথবা জিজ্ঞাসা করে এন।

বরগত (বিণ) বরগত, শ্রেষ্ঠতায় উপনীত। ⇒ **বর** (বিণ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উপরি পাসাদ বরগত**—রাজ প্রাসাদে আরোহিত বা পদচারণা করিতেছে এমন। (জাতক) **সিন্ধপিট্ঠি বরগত**—রাজকীয় সৈন্ধব অশ্বে আরোহিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হত্থিক্খন্ধ বরগত**—রাজকীয় হস্তির উপর আরোহিত।

বরঙ্গনা (স্ত্রী) উন্নত চরিত্রের মহিলা, আদর্শ-সম্পকীয়া মহিলা, সুন্দরী মহিলা, উদারচেতা মহিলা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী, বরাঙ্গনা, উত্তমা স্ত্রী, শ্রেষ্ঠা স্ত্রী।

বরণ (পুং) বরুণ বৃক্ষ, বরুণ গাছ। (জাতক) **বরণ-রুক্খ**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **বরণ কট্ঠভঞ্জ**।

বরণরুক্খ (পুং) = **বরণ**। ⇒ **বরণ**।

বরণ কট্ঠভঞ্জ—বরুণ গাছ অথবা বরুণ গাছের ডাল ভঙ্গ হওয়া বা ভাঙ্গন। ⇒ **বরণ**।

বরতি (ক্রি) = **বুণাতি**। ⇒ **বুণাতি** (২)। (তুলনীয়) **বণেতি**। (পঞ্চমী) **বরস্সু, বরং**। (সপ্তমী) **বরে, বরেয্যাসি**। (ব-বিণ) **বরমান; = পত্থযমান** (⇒ **পত্থেতি**)।

বরত্ত (ক্লী) = **বরত্তা**। ⇒ **বরত্তা**।

বরত্তক্খন্ধ (পুং) চামড়ার পাতলা ফালি, চর্মনির্মিত লম্বা ফালি, নাপিতের চামাটি, বুকপেটি।

বরত্তা (স্ত্রী) নাপিতের চামাটি, বুকপেটি, চামড়ার লম্বা সরু ফালি, চামড়ার টুকরা বস্তু, চর্মনির্মিত পাতলা ফালি। চরিত্রে "**তণ্হা**" শব্দের ধর্মপদে "**বরত্তা**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। জাতকে "**বরত্তা**" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "ঘোড়ার সাজ", এবং মিলিন্দ প্রশ্নে অর্থ করা হইয়াছে "চামড়ার পাতলা ফালি যাহা জাহাজের মাস্তুলে পালের ন্যায় ব্যবহার করা হয়"। (তুলনীয়) **বারত্তিক**।

বরদ (বিণ) বরদ, অভীষ্টদাতা, প্রসন্ন, প্রসন্নতার চিহ্ন সূচক হস্তাদি বিন্যাসযুক্ত (মুদ্রাবিশেষ), বরপ্রদানকারী, আশীর্বাদক, উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রদানকারী বা দাতা। ⇒ **দ**।

বর দান (ক্লী) বর দান, বিশেষ অধিকার দান, অনুগ্রহ করণ, অব্যাহতি দান, আশীর্বাদ করণ।

বরদাযিন (বিণ, পুং) বরদাযিন, বরদাতা, বর প্রদানকারী, শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে এমন।

বরপঞঞ (বিণ) শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, চমৎকার জ্ঞান আছে এমন, প্রধান অথবা নিরতিশয় জ্ঞান সম্বন্ধীয়। = **অগ্গপঞঞ** (চুল্লনিদ্দেস)। ⇒ **বর** (বিণ)।

বর পল্লঙ্ক (পুং) শ্রেষ্ঠ ধর্মাসন। ⇒ **সরভ পল্লঙ্ক**।

বরভণ্ড (ক্লী) শ্রেষ্ঠভাণ্ড, শ্রেষ্ঠ বা প্রধান সম্পত্তি, উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ⇒ **ভণ্ড** (১)।

বরভত্ত—শ্রেষ্ঠ ভাত, উৎকৃষ্ট অন্ন। (বিপ) **লামকভত্ত**। ⇒ **বর**।

বর রতনভূত (বিণ) রত্ন সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট, রত্নশ্রেষ্ঠ। = **রতন বর**।

বরকল্যাণ (ক্লী) বড় কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, শরীরস্থ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বা চিহ্ন।

বরলঞ্চক—শ্রেষ্ঠ দান (?)। ⇒ **লঞ্চক, বর** (বিণ)।

বরাক (বিণ) দুঃখী, দুঃস্থ, দীন, দরিদ্র, নিঃস্ব, জঘন্য, ঘৃণ্য, তুচ্ছ, শোচনীয়, অকিঞ্চিৎকর। ⇒ **কপণ**।

বরারোহ (পুং) রাজ হস্তী, রাজকীয় হস্তী, রাজ সরকারের হাতি, সরকারি হস্তী। = **বরো অগ্গো সেট্ঠো আরোহো'তি বরারোহো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (স্ত্রী) সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী। (জাতক) **মদ্দী বরারোহা রাজপুত্তী**।

বরাহ (পুং) বরাহ, শূকর, বন্য শূকর।

বরাহী (স্ত্রী) বরাহী, শূকরী।

বলঞ্জ (ক্লী) = **বলঞ্জ**। ⇒ **বলঞ্জ** (১)।

বলঞ্জ (ক্লী) ১ কোনো কিছু চলিয়া যাওয়ার চিহ্ন, পদচিহ্ন, পায়ে চলার পথ, সঙ্কীর্ণ পথ, রেল বা ট্রাম লাইন, বিশেষভাবে প্রস্তুত দৌড় প্রতিযোগিতার পথ, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট গতিপথ, চিহ্ন, দাগ, পদাঙ্ক, খসড়া, সন্ধান, অবশেষ, অতি সামান্য পরিমাণ, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, সারি, পঙক্তি, শ্রেণী, কবিতা, পদ্য পঙক্তি, এক ইঞ্চির দ্বাদশাংশ, নকশা, সৈন্য শ্রেণী, উপদেশ, ব্যবসায়, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাত, রেলরাস্তা, বিষুবরেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্য প্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, সীমা, ধারা, প্রণালী, গতিপথ, ক্ষুদ্রলিপি, বিভাগ, বংশ, অদৃষ্ট। (জাতক) **পদবলঞ্জ**। জাতকে ইহাকে "**লঞ্জ**" এবং "**লঞ্জ**" শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়; সাহিত্যে ইহাকে "**বলঞ্জ**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। ২ যাহা অতিবাহিত বা গোপন করা হয় অর্থাৎ যাহা নিঃসারিত হয় অথবা বাহির হইয়া যায়, গাদ, শিঠা, বিষ্ঠা, মল, গোবর। (জাতক) **সরীরবলঞ্জ**। ৩ নকশা, অভিসন্ধি, পরিকল্পনা, অভিপ্রায়, প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, প্রয়োজন, আবশ্যকতা, সুবিধা, অভ্যাস।

বলঞ্জন (ক্লী) ১ গমন, গম্যস্থান, গমনাগমনের স্থান, উপায়, যাহাকে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়,

আশ্রয় গ্রহণ, অবলম্বন, অভিনয় কার্য, ভান করা, কার্য, ব্যবহার, চাল চলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার। ২ মলত্যাগ, উদ্বাসন, পরিত্যক্ত বিষয়, শরীরকে আরাম দান, শরীরের বিশ্রাম বা আরাম। (জাতক) **বলঞ্জন বচ্চকুটি**—শৌচস্থান, পায়খানা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সরীর বলঞ্জন**।

বলঞ্জনক (বিণ) ব্যবহারযোগ্য, অতিবাহিত করার উপযুক্ত, খরচ করা উচিত, চিহ্নিত করা আছে এরূপ, নকশা করা আছে এমন, সম্বন্ধীয়, ব্যবহৃত, আচরিত, অভ্যস্ত, জীবিত, জীবন্ত, সজীব, ক্ষিপ্ত, সতেজ।

বলঞ্জন বচ্চকুটি ⟹ **বলঞ্জন**। ⟹ **বচ্চকুটি**।

বলঞ্জিত (বিণ) পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করিয়াছে বা করা হইয়াছে এরূপ, পিছে পিছে গিয়াছে এমন, নকশাকৃত, অঙ্কিত, অনেক কষ্টে দেখিতে পাইয়াছে এমন, পিছু লইয়াছে এমন, ভ্রমণ করা হইয়াছে এরূপ, ভ্রমণকৃত, অভ্যস্ত, ব্যবহৃত, নিত্যকৃত। (জাতক) **বলঞ্জিত মগ্গ**। ⟹ **বলঞ্জেতি**।

বলঞ্জিয়মান (বিণ) অভ্যাসে রত, অভ্যাস করে এমন, পুনঃপুন করে এমন, নিত্যকারী। ⟹ **বলঞ্জেতি**।

বলঞ্জেতি (ক্রি) [√বল + এ] [প্রচলিত প্রথানুরূপ অথবা গতানুগতিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে "অব + √লঞ্জ" ধাতু; সংস্কৃত ধাতুরূপে √লঞ্জ এবং ইহার অর্থ "ভাজা করা বা হওয়া" এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থ। কিন্তু ইহার ধাতু এবং বিশ্লেষণ শব্দকোষ সঙ্কলন বা তদ্বিদ্যামতে ও ব্যাকরণমতে কার্য দৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু ইহাতে সন্দেহ হয় যে ইহা স্বাভাবিক অথবা বিশুদ্ধ শব্দ কিনা। "**লঞ্জ**" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"কোন কিছু চলিয়া যাওয়ার চিহ্ন, পদচিহ্ন, পায়ে চলার পথ, সঙ্কীর্ণ পথ, রেল বা ট্রাম লাইন, বিশেষভাবে তৈরি দৌড় প্রতিযোগিতার পথ, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট গতিপথ, স্থান, জায়গা, পদ এবং লেজ বা পুচ্ছ"। আমরা "**লঞ্জ**" শব্দকে "**লঞ্ছ**" শব্দরূপেও প্রবর্তিত দেখিতে পাই যাহা "লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ, লক্ষণ, চিহ্ন" ইত্যাদি অর্থে "লক্ষ" শব্দের পাঠান্তর; (তুলনীয়) **লঞ্ছ, লঞ্ছক, লঞ্ছন, লঞ্ছিত**। এইরূপে মূলত শ্রেণীবদ্ধ অর্থ হইয়া থাকে—"(অর্থকথা মতে) পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করা, পিছু পিছু যাওয়া, নকশা করা, অঙ্কিত করা, বুলানো, বহু কষ্টে দেখিতে পাওয়া, চিহ্নিত করা, দাগ দেওয়া, দেখা, মনোযোগ করা, লক্ষ করা, বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া, বিশেষরূপে লক্ষ করা, আবদ্ধ করা, বেষ্টন করা, বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলা; 'আবদ্ধ হইয়া, কিছুতে নির্দিষ্ট বা অধিকারভুক্ত অর্থাৎ চলনশীল বা গতিবদ্ধ, বারংবার, অভ্যাসমত" ইত্যাদি। মনে হয় ইহার মূল অনুযায়ী ইহা সিংহলিদের জাতীয় ভাষার শব্দ হইবে, ইহা নিশ্চিতরূপে প্রাদেশিক ভাষার শব্দ।] ১ পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করা, পিছু পিছু যাওয়া, নকশা করা, অঙ্কিত করা, বুলানো, অনেক কষ্টে দেখিতে পাওয়া, পিছু লওয়া, (পদব্রজে রাস্তা ধরিয়া) চলা, ভ্রমণ করা, যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (কোনো পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, কার্য সাধন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, পরিশ্রম করিয়া লাভ করা। ২ নিযুক্ত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, আচরণ করা, অভ্যস্ত হওয়া, নিঃশেষ করা, শেষ করা, ব্যয় করা, নষ্ট করা, উড়াইয়া দেওয়া, অতিবাহিত করা, যাপন করা, টাকা খরচ করা। (অতীত) **বলঞ্জেসি**। (অ-বিণ) **বলঞ্জিত**। (ব-বিণ) **বলঞ্জেন্ত, বলঞ্জিয়মান**। (ভ-বিণ) **বলঞ্জেতব্ব**। (ক্রি-বি) **বলঞ্জেত্বা**।

বলদ (বিণ) বলদ, বলদায়ক, বলদাতা, শক্তিদায়ক। ⟹ **দ**।

বলয (পুং, ক্লী) ১ বলয়, করভূষণ, বালা, মণ্ডল, হাতের অলঙ্কারবিশেষ। = **নীধুর**। (জাতক) **দন্তকারে বলযাদীনি করোন্তে দিস্বা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দন্তবলয**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্খবলয**। (মহাবংস) **বলযঙ্গুলি বেঠকা**। ২ দড়ির ফাঁস, ছিদ্র, ঝালরের ভাঁজ, পলায়ন পথ।

বলযঙ্গুলি বেঠক—গোলাকার আংটি। ⟹ **বলয** (১)।

বলযবেঠক (পুং, ক্লী) গোলাকার বালা বা বলয়।

বলযাকার (বিণ) বলয়াকার, বলয়ের মত গোলাকার, কোনো কিছুর আপনাতে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ গোলাকার।

বলাহক (পুং) ১ বলাহক, মেঘ, জলধর, (বর্ষণকারী) দেব, বৃষ্টি, বর্ষণ, ধূম বা ধূলিরাশি ইত্যাদি, একত্রে চলন্ত দ্রব্যের রাশি, যাহা ছায়াচ্ছন্ন করে, যাহা অন্ধকার বা অসুখী করে, ঘনকৃষ্ণ মেঘ, বজ্রপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ মেঘ। (জাতক) **ঘন বলাহক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বলাহক পটল**। = **অব্ভ**। ⟹ দেব (২)। ২ রূপক অথবা কাল্পনিক অশ্বসমূহের নামবিশেষ।

বলাহক কাযিক—মেঘপুঞ্জ, মেঘরাশি। (সংযুক্ত নিকায়) **বলাহক কাযিক দেবা**—মেঘদেবের রাশি (যেমন—**সীত বলাহক কাযিক দেব, উণ্হ বলাহক কাযিক দেব, অব্ভ বলাহক কাযিক দেব, বাত বলাহক কাযিক দেব, বস্স বলাহক কাযিক দেব**)।

বলাহক পটল (ক্লী) মেঘ পটল, সঞ্চিত মেঘ, জমাট মেঘ, মেঘের সঞ্চয় বা জমাট মেঘ, ঘন জমাট মেঘ। ⟹ **বলাহক**।

বলাহস্স (পুং) [বলাহ + অস্স], মেঘরূপ অশ্ব। (জাতক) **বলাহস্স জাতক**। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে—বালাহাশ্ব (বাল্যাহাশ্ব রাজা)।

বলি (স্ত্রী) ১ বলি, কোঁচকানো রেখা, এবড়ো থেবড়ো ভাব, রেখা, বন্ধুরতা, জমি হইতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের লম্বা লম্বা ডোরা বা ডোরাকাটা, সামান্য অংশ, আঁচ, আভাস, শ্রেণী, সারি, সূক্ষ্মসূত্র, তার, পঙক্তি, কবিতা,

পদপঙ্‌ক্তি, এক ইঞ্চির দ্বাদশ অংশ, খসড়া, নকশা, সৈন্যশ্রেণী, উপদেশ, ব্যবসায়, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাত, রেলরাস্তা, বিষুবরেখা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, প্রণালী, গতিপথ, ক্ষুদ্রলিপি, বিভাগ, বংশ, অদৃষ্ট, ভাঁজ, সাপের কুণ্ডলী। ⇒ **আবলী**। ২ পূজা।

বলিক (বিণ) ভাঁজ করা আছে এমন।

বলিকং = **বলীকং**। ⇒ **বলীকং**।

বলিত (বিণ) কুঞ্চিত, লোল, শিথিল, এবড়ো খেবড়ো, সঙ্কুচিত, বন্ধুর, কোঁচকানো। (কর্মকারকে) **খণ্ড-দন্তং পালিত-কেসং বিলূনং খলিতং সিরোবলিতং তিলকাহত-গত্তং**; (তুলনীয়) **বলিন**। ⇒ **বলেতি**।

বলিত তচ (বিণ) লোলচর্ম, শিথিল চামড়া। = **বলিত্তচ**।

বলিত তচতা (স্ত্রী) (বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ শরীরে) লোল চর্মবিশিষ্টতা, যাহার শরীরের চর্ম ঢিলা বা শিথিল হইয়াছে, চর্মের কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানো অবস্থা। = **বলিত্ত চতা**। ⇒ **তচ**।

বলিত্ততচ (বিণ) = **বলিত্তচ**। ⇒ **বলিত্তচ**।

বলিত্তচ (বিণ) লোলচর্ম, ঢিলা বা শিথিলচর্ম, কুঞ্চিত বা সঙ্কুচিত চর্মবিশেষ, যাহার বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ শরীরে শরীরচর্ম ঢিলা বা শিথিল হইয়াছে এমন। = **বলিত তচ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ফলিতকেস বলিত্তচ**।

বলিত্তচতা (স্ত্রী) (বৃদ্ধকালে) শরীর চর্ম লোল বা কুঞ্চিত হইয়াছে এরূপ অবস্থা। = **বলিততচতা**। (মধ্যম নিকায়) **পালিচ্চ বলিত্তচতা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খণ্ডিচ্চ পালিচ্চ বলিত্তচতা**।

বলিন (বিণ) লোল, শিথিল, ঢিলা, সঙ্কুচিত, কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো, কোঁচকানো, বন্ধুর, অসমান, এবড়ো খেবড়ো। (কর্মকারকে) **পলিতকেসিং বিলূনং খলিতসিরং বলিনং** (মধ্যম নিকায়); = **পলিতকেসং বিলূনং খলিতং সিরং বলিনং**। ⇒ **বলিত**।

বলিনং = **বলীন**। ⇒ **বলীন**।

বলিমুখ (পুং) কুঞ্চিত মুখ অর্থাৎ বানর, মর্কট, যার মুখ দেখিতে বানরের মত।

বলিয—মধ্যম নিকায়ে এই শব্দটি স্পষ্ট নহে। ইহা "**বণবিষ**" শব্দের সহিত যৌগিকে দৃষ্ট হয়। অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না। "**পানীয**" অর্থেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **বলি**। ⇒ **বলি**।

বলী = **বলি**। ⇒ **বলি**।

বলীকং (ক্লী) (তুলনীয় সংস্কৃত—ব্যলিকং) অপকার, অন্যায়, ভ্রম, ত্রুটি, দোষ, খুঁত, অপরাধ। (থেরগাথা অর্থকথা) **ব্যালিকং দোসং**।

বলীমন্ত (বিণ) কুঞ্চিত হইয়াছে এমন। = **বলিন**। (বহুবচনে) **বলিমন্তা**।

বলীমুখ (পুং) = **বলিমুখ**। ⇒ **বলিমুখ**।

বলেতি (ক্রি) ১ পাক দেওয়া, পাকানো, পেঁচ লাগানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক করা বা হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, ঘুরানো, ঘুরা, ফিরানো, উল্টাইয়া দেওয়া, উল্টানো, পাল্টানো, বদলানো, হওয়া, ঘটানো, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, লাগানো, পরিণত করা, আকার দেওয়া, গঠন করা, কুঁদিয়া বাহির করা, ভিন্নগতি লওয়া, বিপর্যস্ত করা, পরিবর্তিত হওয়া, শেষ হওয়া। (জাতক) **গীবং বলেতি**—(মুরগির) গ্রীবা মোচড়ানো; **গীবং বলিত্বা (বলেত্বা)**। ২ পাক দেওয়া, ঘুরানো, জড়ানো, পাকানো, বাঁকাইয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, (পোশাক) পরিধান করা, কাপড় পড়া, বিন্যাস করা, পরিধান করা, বন্ধন করা, সজ্জিত করা বা হওয়া, (ক্ষত) পরিষ্কার করা, গাছ বা ঝোপ ছাঁটিয়া দেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা। (জাতক) "**সাটকে বলেতুং**" অথবা "**বলঞ্চেতুং**"। (অ-বিণ) **বলিত**।

বল্লকী (স্ত্রী) ভারতীয় (বাদ্যযন্ত্র) বীণা। সংস্কৃত—বল্লকী। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—বল্লিকী।

বল্লভ (বিণ) বল্লভ, প্রণয়ী, দয়িত, প্রিয়, মান্য, সমাদৃত। (জাতক) **রাজবল্লভ**—রাজার প্রিয়।

বল্লভত্ত (ক্লী) বল্লভত্ব, সমাদৃত অবস্থা, মান্যতা, প্রিয়তা।

বল্লভা (স্ত্রী) বল্লভা, প্রিয়া, দয়িতা, প্রণয়িণী স্ত্রীলোক।

বল্লরী (স্ত্রী) বল্লরি, বল্লরী, মঞ্জরী, লতা, চিত্রমূল, কাঁদি, থোলো, গুচ্ছ, রাশি, একত্র সংবদ্ধ বা একসঙ্গে বর্ধমান দ্রব্যসমষ্টি, থলো, জনতা, ফুল বা পত্রের সংযুক্ত বৃন্ত, মঞ্জরিত শাখা। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে ইহার অর্থ "বাদ্যযন্ত্র"।

বল্লি (স্ত্রী) লতা। = **বল্লী**।

বল্লিকা (স্ত্রী) ১ কর্ণাভরণ, কানের অলঙ্কারবিশেষ। ২ জঙ্গলী লতার দড়ি বা রজ্জু।

বল্লিপীঠ = **বলিকরণ**। ⇒ **বলিকরণ**।

বল্লিফল (ক্লী) লতাজাতীয় গাছের ফল। = **বল্লীফল**, **কক্কারুজাত**। ⇒ **কক্কারু**।

বল্লিভ (পুং) কুমড়া, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, কুষ্মাণ্ড বা অলাবুর লতাগাছ।

বল্লিহারক (বিণ, পুং) লতা সংগ্রহকারী। = **বল্লীহারক**।

বল্লিসন্তান (ক্লী) লতার বিস্তৃতি। = **বল্লী সন্তান**। ⇒ **সন্তান** [ক্লী (১)]

বল্লী (স্ত্রী) ১ বল্লি, বল্লী, লতা, ব্রততী, লতাগাছ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সন্তানক বল্লী**—দীর্ঘ ও বিস্তৃত লতা। ২ নলখাগড়া যাহা কিছু বন্ধনে দড়ির ন্যায় ব্যবহৃত হয়। (জাতক) **সত্ত রোহিত মচ্ছে উদ্ধরিত্বা বল্লিযা আবুণিত্বা নেত্বা** ইত্যাদি।

বল্লীকোটি—লতার অগ্রভাগ বা আগা।

বল্লীপক্ক—লতাজাতীয় গাছের ফল বা পক্ব ফল। = **বল্লীফল**।

বল্লীফল (ক্লী) লতাজাতীয় গাছের ফল। = **বল্লিফল**,

বল্লীপক্ক।

বল্লীসন্তান—বিস্তৃত লতা, উদ্‌গত লতা, অঙ্কুর নির্গত লতা গাছ। = **বল্লিসন্তান**।

বল্লীহারক (বিণ, পুং) লতা বা লতার মালা বহনকারী, লতা সংগ্রহকারী। = **বল্লিহারক**। "**পটিচ্চ সমুপ্পাদ**"-এর বর্ণনা তুলনীয়।

বল্লুর (ক্লী) = **বল্লূর**। ⟹ **বল্লূর**।

বল্লূর (ক্লী) শুষ্ক মাংস।

বল্‌ (পুং) সর্প। এই শব্দটি বিশুদ্ধিমার্গে দৃষ্ট হয়। ইহার পাঠ "সর্প" অর্থে "**বাল্‌**" হইবে। (বি-ভা) **বালেহি উপদ্দুত**—সর্প দ্বারা উপদ্রুত। = **বাল্‌** (১ক)।

বল্‌তনু (বিণ) সুন্দর শরীর যুক্ত, কমনীয় দেহধারী। = **উত্তমরূপধর**। ⟹ **তনু**। (স্ত্রী) সুন্দর শরীর।

বল্‌বামুখ (ক্লী) ডুবো জাহাজের অগ্নি বা ধূম উদ্‌গিরণ, সমুদ্রমধ্যস্থ অথবা অন্তঃসাগরীয় অগ্নি।

বল্‌ভা (= **বল্‌বা?**) ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে। এই শব্দটির বর্ণনায় "**বল্‌ভামুখ**" অর্থাৎ "সমুদ্রমধ্যস্থ অথবা অন্তঃসাগরীয় অগ্নি অথবা প্রেতলোক" (অভিধানপ্পদীপিকা)। সংস্কৃত হলায়ুধগ্রন্থে—বড়বামুখ।

বল্‌ভামুখ ⟹ **বল্‌ভা**।

বল্‌ভিযো (বহুবচনে) আচ্ছাদনযুক্ত বড় বড় গাড়িসমূহ, বড় আচ্ছাদনযুক্ত গাড়িসমূহ। = **ভণ্ড সকটিযো**। ⟹ **বল্‌ভীরথ**।

বল্‌ভী (স্ত্রী) ছাদ, চাল, ছই, ছত্রী, গৃহ, তালু, টাকরা। (মধ্যম নিকায়) **বল্‌ভীরথ**।

বল্‌ভীরথ—বড় আচ্ছাদনযুক্ত গাড়ি বা রথ। (তুলনীয়) যোগ্গ (১)। (মধ্যম নিকায়) **সব্ব-সেতেন বল্‌ভী-রথেন সাবত্থিযা নিয্যাতি দিবা দিবং** = **বল্‌বাভিরথেন**। (জাতক) **বল্‌ভিযো= ভণ্ডসকটিযো** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **বল্‌বারথ, বল্‌ভী**।

বল্‌বা (স্ত্রী) ঘোটকী, সাধারণ ঘোড়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অস্‌সতরা বল্‌বায গদ্রভেন জাতা**। ⟹ **খলুঙ্ক**।

বল্‌বাভিরথেন—বড় আচ্ছাদনযুক্ত গাড়ি করিয়া বা গাড়ি দ্বারা। ⟹ **বল্‌ভীরথ**।

বল্‌বামুখ (বিণ) ঘোটকীর ন্যায় মুখ আছে বা করিয়াছে এমন। ⟹ **পুরিসল্লু**।

বল্‌বা রথ—যেই গাড়ি ঘোটকী দ্বারা টানিত হয়, ঘোটকী টানিত গাড়ি। ⟹ **বল্‌ভীরথ**।

বলীন—জাতকের এই শব্দটি অস্পষ্ট; (বি-ভা) **জটং বলীনং পঙ্কগতং**। জাতক অর্থকথায় ইহার পাঠ "**বলিনং**", ভাষান্তরে "**আকুলং**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। Faus Ball অনুমান করিয়াছেন যে এই শব্দটি "**মলিনং**" হইবে। আমরা "**বলিনং**" শব্দরূপে গ্রহণ করিতে পারি? তাহা হইলে ইহার কর্মকারক একবচনে "**বলিন**" শব্দই হইবে।

ব ব—অথবা, দুইয়ের মধ্যে একটি। ⟹**ব** (৪)।

ববকট্‌ঠ (বিণ) টানিয়া লইয়া গিয়াছে এরূপ, প্রলোভিত, আকর্ষিত, নিষ্কোষিত, হস্তান্তরিত, স্নেহচ্যুত, উঠাইয়া লইয়াছে এরূপ, সরিয়া পড়িয়াছে এরূপ, নিভৃত, নির্জন, অপারাপর হইতে বিযুক্ত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ববকট্‌ঠকায**। ⟹ **ববকস্‌সতি**।

ববকস্‌সতি (ক্রি) আকর্ষিত হওয়া, প্রলোভিত হওয়া, নিষ্কোষিত হওয়া, হস্তান্তরিত হওয়া, স্নেহচ্যুত হওয়া, সরিয়া পড়া, চিত্তবিক্ষিপ্ত হওয়া, অন্যমনস্ক হওয়া। এই শব্দটি কখন কখন একাকী আবার কখন কখন "**অবকস্‌সতি** শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাঠ, যথা—(বিনয়) **অপকাসন্তি অবপকাসন্তি** = **অবকস্‌সন্তি ববকস্‌সন্তি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভিক্খু নালং সঙ্ঘ মহা'বপকাসিতুং**; ইহার পাঠ হইবে "**ভিক্‌খু নালং সঙ্ঘমহা ববকাসিতুং** (অথবা '**ববকস্‌সিতুং**')"; **বপকস্‌সতেব সখারা, বপকস্‌সতি গরুট্‌ঠানিযেহি**। **অপকাসতি, অবকস্‌সতি**, ⟹ **অবপকাসতি**। (অ-বিণ) **ববকট্‌ঠ**।

ববক্‌খতি (ক্রি) = **বাচেতি**। ⟹ **বাচেতি**। = **বত্তি**।

ববট্‌ঠাপেতি (ক্রি) = **ববত্থাপেতি**। ⟹ **ববত্থাপেতি**।

ববত্থপেতি (ক্রি) [বি + অব + √ঠা + আপে] ব্যবস্থা করা, সীমা নির্দেশ করা, সীমাবদ্ধ করা, নির্ধারণ করা, নিষ্পত্তি করা, সংকল্প করা, সিদ্ধান্ত করা, সিদ্ধান্তে আসা, প্রকাশ করা, নাম করা, বর্ণনা করা, সীমা নিরূপণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা, দৃঢ় করা বা হওয়া, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম বা মূল্য নির্ধারণ করা, তারিখ স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া, অঙ্গুলি নির্দেশ করা, দৃষ্টি দ্বারা শিকার দেখাইয়া দেওয়া, স্থির করা, মীমাংসা করা, ঠিক বিন্যাস করা, শান্ত করা বা হওয়া, তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, খতম করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, থিতিয়া পড়া, নীচে পড়িয়া যাওয়া, স্থির করা বা হওয়া, স্থায়ী হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, সন্ধি করা, দেনা পাওনা চুকানো, হিসাব ঠিক করা। (জাতক) **দিসং ববত্থপেত্বা**—সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া। (অতীত) **ববত্থপেসি**। (অ-বিণ) **ববত্থিত, ববত্থাপিত**। (ব-বিণ, কর্মবাচ্যে) **ববত্থাপিযমান**। (ক্রি-বি) **ববত্থপেত্বা, ববত্থাপেত্বা**।

ববত্থান (ক্লী) সংকল্প, বিচার নিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা, স্থিরতা, দৃঢ়তা, স্থিরীকরণ, ব্যবস্থাপন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সংকল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা। = **নিমিত্ত**।

ববত্থাপন (ক্লী) ব্যবস্থাপন, সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, সংকল্প, বিষয় নিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা। ⟹ **ববত্থান**।

ববত্থাপিত (বিণ) ব্যবস্থাপিত, বিন্যস্ত, সজ্জিত,

বন্দোবস্তকৃত, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, সিদ্ধান্তকৃত, স্থাপিত, নিষ্পত্তিকৃত, প্রতিষ্ঠিত। ⇒ **বত্থাপেতি, ববত্থাপেতি**।

ববত্থাপেতি (বিণ) = **ববত্থপেতি**। ⇒ **ববত্থপেতি**।

ববত্থিক (বিণ) = **অববত্থিক**। ⇒ **অববত্থিক**।

ববত্থিত (বিণ) ১ (কোনো বিষয়ে) ব্যবস্থিত, ব্যবস্থাকৃত, প্রবিষ্ট, বন্দোবস্তকৃত, সজ্জিত, স্থিরীকৃত, সিদ্ধান্তকৃত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সংকল্পিত, মীমাংসিত, নিষ্পত্তিকৃত, নির্ধারিত, অবধারিত, অটল, শান্ত, বিন্যস্ত। ২ বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত। (বিপ) **সম্ভিন্ন**। ⇒ **ববত্থেতি**।

ববত্থেতি (ক্রি) [বি + অব + √ঠা + এ] বিশ্লেষণ করা, মূল উপাদানে পৃথক করা, (বাক্যের অংশগুলি) পৃথক করা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা, বিশ্লেষিত করা, সংকল্পিত করা, সীমা নিরূপণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা। (অতীত) **ববত্থেসি**। (অ-বিণ) **ববত্থিত**। (ক্রি-বি) **ববত্থেত্বা**।

ববসায (ক্লী) = **ব্যবসান**। ⇒ **ব্যবসান**।

ববস্‌সগ্‌গ (ক্লী) (সংস্কৃত—ব্যবসর্গ) "যাইতে দেওয়া, চলিতে দেওয়া, অনুমতি দেওয়া", অর্থাৎ কোনো কিছু আরম্ভ করণ, চেষ্টা করণ, প্রয়াস করণ, উদ্যোগ করণ, চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সংকল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা। (জাতক) **হন্দা'তি ববস্‌সগ্‌গ'ত্থে নিপাতো**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**হন্দ**" শব্দের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—**ববসায'ত্থে নিপাতো**। Kern. Toev.-এ ইহার ভুল অর্থ করা হইয়াছে "মতের একতা, মিলন, সম্মতি"।

বস (পুং, ক্লী) বশ, অধীনতা, আয়ত্ততা, স্বাধীনতা, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, কর্ম-ক্ষমতা, শক্তি, শাসন, প্রভাব, বল, শক্তি, কার্যকরণ-শক্তি, কল চালাইবার শক্তি, বেগ, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি, গণিতের শক্তি (ঘাত), বিধিসঙ্গত ক্ষমতা, প্রাধিকার, গুরুত্ব, ব্যক্তিগত প্রভাব, কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি, প্রামাণিক গ্রন্থ বা মত, শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শক্তি, আদেশ করিবার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, প্রতিপত্তি, পরিচালক শক্তি, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা। (সংযুক্ত নিকায়) **কোধো বো বসমাযাতু**—তোমার ক্ষমতাধীন হউক; **বস = আণাপবত্তন** (Kindred Saying)। (মধ্যম নিকায়) **ভিক্খু চিত্তং বসং বত্তেতি, নো চ চিত্তস্‌স বসেন বত্ততি**—ভিক্ষু চিত্তকে বশ বা নিয়ন্ত্রিত করেন কিন্তু চিত্তের প্রভাবে থাকেন না। (করণ কারকে) **বসেন**। (অধিকরণ কারকে) **বসে**; (জাতক) **বসে বত্ততি**—কাহারও ক্ষমতাধীন হওয়া বা থাকা; **তে বসে বত্ততি**; (তুলনীয়) **চিত্তস্‌স বসেন বত্ততি** (মধ্যম নিকায়); (মধ্যম নিকায়) **বত্তেতি তে তস্মিং বসো**—উহাতে তোমার ক্ষমতা বা প্রভাব আছে কি? (জাতক) **বসে বত্তেতি**—নিয়ন্ত্রাধীনে যাওয়া, নিয়ন্ত্রাধীন হওয়া, কাহারও ক্ষমতাধীন হওয়া; **অত্তনো বসে বত্তেত্বা; রাজানো অত্তনো বসে বত্তেতি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **রাজানং অত্তনো বসে বত্তেতি**; (তুলনীয়) **বসং বত্ততি** (মধ্যম নিকায়) এবং (পেতবত্থু অর্থকথা) **বসং বত্তেন্তো**।

বসং অন্বগূ (বিণ) বশানুবর্তী, বশাগত, বশীভূত। = **বসঙ্গত**।

বসগ (বিণ) বশংবদ, অনুগত, বাধ্য, কাহারও অধীনস্থ বা ক্ষমতার অন্তর্গত, বশবর্তী, অধীন। = **বসঙ্গত**।

বসগত (বিণ) = **বসগ**। ⇒ **বসগ**। (জাতক) **নরীনং বসগত**। (তুলনীয়) **বসীকত**।

বসঙ্গত (বিণ) [বসং + গত] = **বসগ**। ⇒ **বসগ**।

বসতি (ক্রি) [√বস + অ] ১ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা, বস্ত্র দেওয়া, সজ্জিত করা, ভূষিত করা, আবৃত করা। ⇒ **নিবসতি, বাসন** (১)। (অ-বিণ) **বুত্থ** (১)। (করণে) **বাসেতি**। ২ গর্জন করা, চিৎকার করা। = **রসতি**। ৩ জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টিকা, টিকিয়া থাকা, বাস করা, জীবন ধারণ করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা, (কোনো কিছুর) অনুসারে চলা, (কোনো কিছু) অনুসারে কার্য করা, থাকা, অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, সহ্য করা, অটলভাবে থাকা, অবস্থিতি করা, অল্পকালের জন্য বাস করা, বিলম্ব করা, বিশ্রাম করা, স্থগিত করা, আটক রাখা, ধরিয়া রাখা, ঠেকো দেওয়া, খাড়া রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, সময় কাটানো (বর্ণনায়—**বসতি বস্‌সং**—বর্ষাকাল থাকা), (সূত্রনিপাত মতে অর্থ:) যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া, অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা, জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টেকা, টিকিয়া থাকা, বাস করা, জীবন ধারণ করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা, (কোনো কিছু) অনুসারে চলা বা কার্যকরা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা (= **সংবসতি আবসতি পরিবসতি**—চুল্লনিদ্দেস)। ⇒ **অধিবসতি, আবসতি, নিবসতি, পরিবসতি**। (সপ্তমী) **বসেয্য, বসে**; (পেতবত্থু) **ঘরে বসে**। (পঞ্চমী) **বস, বসাহি, বসত্থ**; (ব-বিণ) **উপোসথং বস**—উপোসথ পালনকারী, উপোসথ পালন করে এমন। (অতীত) **বসি**; (জাতক) **পিয-সংবাসং বসি**; (মহাবংস) **বসী বসি**। (অ-বিণ) **বুত্থ, বসিত, বুসিত**। (ব-বিণ) **বসন্ত, বসমান**। (ভবিষ্যতে) **বসিস্‌সতি, বচ্ছতি, বচ্ছং**; (উত্তম পুরুষ একবচনে) **বচ্ছামি**; (জাতক) **ন তে বচ্ছামি সন্তিকে**। (ভ-বিণ) **বসিতব্ব, বত্থব্ব**। (ক্রি-বি) **বসিত্বা**। (তুম্) **বসিতুং, বুত্থং**।

(কর্মবাচ্যে) **বসস্সতি**; (মধ্যম নিকায়) **ব্রহ্মচরিযং বুস্সতি**। (সম্প্রদানে) **বাসেতি, বসাপেতি**। ৪ (স্ত্রী) বাসস্থান, বাড়ি, বসতি, বসতী, ভবন, নিকেতন, গৃহ, আলয়, বাসভূমি, আবাস। (জাতক) **রাজবসতি** = **রাজপরিচরিযা** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রাজবসতিং বসে**। (দাঠাবংস) **সকবসতি**।

বসন (ক্লী) ১ বসন, বাস, বস্ত্র, আচ্ছাদন, স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, পোশাক, পরিচ্ছদ, শয্যাবস্ত্র। (দীর্ঘনিকায়) **ওদাতবসন**। মহানির্দেশে ছয় প্রকার **"চীবরানি"**-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বহুবচনে) **বচনানি**—পোশাক বা পরিচ্ছদ সমূহ, বস্ত্রগুলি। (বিণ) পরিহিত, যাহা পরিধান করা হইয়াছে, আচ্ছাদিত। (বিনয়) **ওদাত বসন**। (মহাবংস) **কাসাযবসন**--কাষায়বস্ত্র বা চীবর। (জাতক) **পিলোতিক বসন**—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণ বস্ত্র বা চীবর। (সূত্রনিপাত) **সুচিবসন**—পরিষ্কৃত বা ধবধবে উজ্জ্বল পোশাক, শুচি বা পবিত্র বস্ত্র। ২ বসতিস্থান, বাসস্থান, বাড়ি, বাসভূমি, আবাস। = **বসতি** (৪)। **বসনগাম**--যেই গ্রামে বাস করে সেই গ্রাম। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বসনট্ঠান**।

বসনক (বিণ) বাস করিবার, থাকিবার, যেইখানে থাকে বা বাস করে। (জাতক) **নিবদ্ধবসনক**—নিত্য থাকিবার, সব সময়ে বাস করিবার।

বসনকোবরক (পুং) [বসনক + ওবরক] বাস করিবার নির্দিষ্ট কুঁড়েঘর। = **বিহারক**।

বসনগাম ⟹ **বসন** (২)।

বসনগুম্ব (পুং) = **নিবাসগুম্ব**। ⟹ **নিবাসগুম্ব**।

বসনট্ঠান (ক্লী) বাসস্থান, বাড়ি, বসতিস্থান, নিবাসস্থান। ⟹ **বসন** (২), **বসতি** (৪), **ঠান** (২খ)।

বসন্ত (পুং) বসন্ত ঋতুবিশেষ, বসন্তকাল। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বালবসন্ত**; = **চিত্র**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বসন্তবন**।

বসন্তকাল (পুং) বসন্তকাল, ফাল্গুন ও চৈত্রমাস। ⟹ **বসন্ত**।

বসন্তবন (ক্লী) বসন্তকালীন বন। ⟹ **বসন্ত**।

বসভ (পুং) বৃষভ, ষাঁড়, বৃষ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রাজ বসভ**। ⟹ **উসভ, নিসভ**।

বসভূত = **বসীভূত**। ⟹ **বসীভূত**।

বসল (পুং) বৃষল, নির্বাসিত ব্যক্তি, জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি, সমাজচ্যুত ব্যক্তি, বেচারা ব্যক্তি, হতভাগ্য লোক, দুরাত্মা, অধম ব্যক্তি, হীনজন্মা বা নীচজন্মা ব্যক্তি, হীন ব্যক্তি। (বিণ) নীচ, হীন, অধম, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট, মলপূর্ণ, সমল, অশ্লীল, মলিন, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অসুবিধা-জনক, প্রতিকূল, ঘৃণাজনক, ঘৃণিত, জড়িত, (আবহাওয়া সম্বন্ধে) ঝড়ো, অসাধু, অসৎ।

বসলক (বিণ) [বসল + ক—অতি হীন ভাবার্থে] = **বসল**। ⟹ **বসল**।

বসলধম্ম (পুং) অধর্ম, হীন আচরণ, পাপিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার, অধম ব্যবহার, নীচ স্বভাব, দুষ্ট স্বভাব। = **গামধম্ম**।

বসলবাদ (পুং) অশ্লীল কথা, প্রতিকূল কথা, ঘৃণাজনক কথা, অসাধু করা, অসৎ কথা, অসুবিধাজনক কথা, অপবিত্র কথা।

বসলসুত্ত (পুং) বৃষল সূত্র, হীনজন্ম, জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিষয়ক সূত্র, সূত্রনিপাতের একটি সূত্রের নামবিশেষ।

বসলাধম (বিণ) অধমের চেয়েও অধম, হীন অপেক্ষা হীন। ⟹ **বসল** (বিণ)। (পুং) = **বসলধম্ম**। ⟹ **বসলধম্ম**।

বসলী (স্ত্রী) বৃষলী, জাতিভ্রষ্টা বা হীনজন্মা স্ত্রীলোক, হতভাগী, বেচারী, অধমা স্ত্রীলোক। ⟹ **বসল** (পুং)।

বসবত্তক (বিণ) ক্ষমতা সম্পন্ন, ক্ষমতাবান, শাসক, শাসনকারী, আধিপত্য করে এমন, বশীভূতকারী, বশে আনয়নকারী, ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে এমন, চালাইবার বা পরিচালনা করিবার শক্তি বা ক্ষমতা আছে এমন। ⟹ **বত্তক**।

বসবত্তন (ক্লী) শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শক্তি, আদেশ করিবার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, প্রতিপত্তি, আধিপত্য, বিধিসঙ্গত ক্ষমতা, প্রাধিকার, প্রভুত্ব, গুরুত্ব, ব্যক্তিগত প্রভাব, কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি, প্রামাণিক মত বা গ্রন্থ, পরিচালনা করিবার শক্তি।

বসবত্তিক (বিণ) = **বসবত্তক**। ⟹ **বসবত্তক**।

বসবত্তিন (বিণ) ১ (**"বত্তেতি"** ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে) উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, উদ্ধতভাবে শাসনকারী, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন (রাজা), স্বেচ্ছাচারী (ব্যক্তি), (সর্ব) শক্তিমান; (চরিত্রে) নিজের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তিসম্পন্ন, আত্মজয়ী, আত্মদমনকারী, ইন্দ্রিয়দমনকারী, ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বসবত্তিন ভবন**। ২ (**"বত্ততি"** ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে) কাহারও অধীন, নির্ভরশীল, পরাধীন, অধীন, প্রতিপালিত, বাধ্য, কোনো শর্তাধীন।

বসবত্তী (বিণ, পুং) = **বসবত্তিন**। ⟹ **বসবত্তিন**। = **বসবত্তক**।

বসবত্তী দেবপুত্ত ⟹ (পুং) **দেবপুত্ত**।

বস বসি = **বসী বসি**। ⟹ **বসী বসি**।

বসা (স্ত্রী) ১ বকন, বকনা, অল্পবয়স্কা গাভী (অর্থাৎ যেই বাছুরের এখনও গর্ভ হয় নাই বা বাছুর হয় নাই পরন্তু দুগ্ধও পান করে না)। = **অদমিত বুদ্ধ বচ্ছকা**। ২ বসা, মেদ, মজ্জা, চর্বি, স্নেহ দ্রব্য।

বসানুগ (বিণ) [বস + অনুগ] ক্ষমতাবানের বশানুগত বা বশীভূত, বশানুগত, বাধ্যগত, বশবর্তী, অনুগত, অধীন, বাধ্য, পরাধীন, কোনো শর্তাধীন, আজ্ঞাবহ, কর্তব্য-পরায়ণ। = **বসবত্তিন** (২) (জাতক অর্থকথা); = **কিঙ্কর-পটিস্সাবিন** (থেরগাথা অর্থকথা)।

বসানুগতি (স্ত্রী) [বস + অনুগতি] ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী ব্যক্তির আজ্ঞাধীন গতি অর্থাৎ মনিবের আদেশ অনুযায়ী কাজকর্ম বা কর্তব্য সম্পাদন।

বসানুবত্তিন (বিণ) = **বসানুগত**। ⇒ **বসানুগ**।

বসানুবত্তিনী (বিণ, স্ত্রী) বাধ্যগতা (অর্থাৎ স্বামীর বাধ্যগতা স্ত্রী), বশবর্তিনী, অনুগতা। ⇒ **বসানুগ**।

বসানুবত্তী (বিণ) = **বসানুবত্তিন**। ⇒ **বসানুবত্তিন**।

বসাপেতি (ক্রি) বাস করানো, অবস্থান করানো, সময় কাটানো, অবস্থিতি করানো, বাস করিবার কারণ করা, স্থগিত রাখা, আটক করিয়া রাখা, বাধা দেওয়া, অস্থায়ীভাবে কারারুদ্ধ করা। ⇒ **বসতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বস্সং বসাপেতি**। (অতীত) **বসাপেসি**। (অ-বিণ) **বাসিত, বসাপিত**। (ক্রি-বি) **বসাপেত্বা**।

বসি—১ (বিণ) = **বসী**। ⇒ **বসী**। এই শব্দটি সাধারণত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**বসিপ্পত্ত**। ২ (অতীত ক্রিয়া) বাস করিত, থাকিত। ⇒ **বসতি**।

বসিক (বিণ) বশীভূত, প্রভাবিত, বশবর্তী, আয়ত্তাধীন, ক্ষমতাধীন, বাধ্য। (জাতক) **কোধবসিক; তণ্হাবসিক; মাতুগামবসিক**।

বসিত (বিণ) বাসকৃত, অবস্থিত, স্থিত, সময় অতিবাহিত, যাপিত, জীবিত। ⇒ **বসতি**।

বসিতর (পুং) যেই ব্যক্তি অপেক্ষা করে বা প্রতীক্ষা করে অথবা সহ্য করে, যেই ব্যক্তি থাকে বা বাস করে, অবস্থানকারী ব্যক্তি, বাসিন্দা, অধিবাসী লোক; (চরিত্রে) যেই ব্যক্তির (রীতিমত) অভ্যাস আছে অর্থাৎ অভ্যস্ত ব্যক্তি।

বসিতা (স্ত্রী) পরিচ্ছদ, শারীরিক বা মানসিক গঠন, অভ্যাস, রীতি, স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় চড়িবার কোট। এই শব্দটি অন্য কোনো শব্দের সহিত যৌগিকে অর্থ হয়।

বসিতুং (তুম্) বাস করিতে, থাকিতে। ⇒ **বসতি**।

বসিত্বা (ক্রি-বি) বাস করিয়া, থাকিয়া। ⇒ **বসতি**।

বসিন (বিণ) (কিছুর উপর) ক্ষমতা আছে এমন, দক্ষ, সুনিপুণ, কর্মদক্ষ, প্রভুত্ব ব্যঞ্জক, প্রভাবশালী; (বিনয় বর্ণনায়) ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাবশালী অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমনারী, জিতেন্দ্রিয়। = **চিণ্ণবসিতত্তা বসি**। বিশুদ্ধিমার্গে ইহাকে পাঁচভাগে দেখানো হইয়াছে। (মহাবংসে) **বসী বসি**।

বসিপ্পত্ত (বিণ) সুদক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, আয়ত্তে আনীত, অধিকার প্রাপ্ত, কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, দক্ষতা প্রাপ্ত, প্রভুত্ব ব্যঞ্জক, প্রভাবশালী। = **বসিন**। (বি-ভা) **চেতো বসিপ্পত্ত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **বসীভূত**।

বসিপ্পত্তি (পুং) প্রভুত্ব, স্বামিত্ব, আধিপত্য, জয়, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, নৈপুণ্য লাভ, শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা লাভ, কোনো বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান, প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অপ্পনা বসিপ্পত্তি**।

বসিম = **বসিন**। ⇒ **বসিন**। (কর্ম কারকে) **বসিমং, বসীমং**।

বসী (বিণ) ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী। = **বস, বসিপ্পত্ত**।

বসীকত (বিণ) বশীকৃত, ক্ষমতার অধীনে আনীত, বাধ্য, বাধ্যগত, প্রভাবিত, বাধ্যকৃত, আয়ত্তীকৃত, বশবর্তী, আজ্ঞাবহ। = **বসবত্তিনো কত্বা** (বহুবচনে)। (তুলনীয়) **বসগত**।

বসীকত্বা (ক্রি-বি) বশীভূত করিয়া, জয় করিয়া, বশে আনিয়া, বাধ্য করিয়া, আয়ত্ত করিয়া, ক্ষমতাধীন করিয়া। = **অত্তনো বসে বত্তেত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা), **বসিং করিত্বা** (সূত্রনিপাত)।

বসীভাব (পুং) বশীভাব, প্রভুত্ব, স্বামিত্ব, আধিপত্য, জয়, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা প্রাপ্তি, নৈপুণ্য লাভ, কোনো বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান, ক্ষমতা লাভের অবস্থা। (চুল্লনিদ্দেস) **বলেসু বসীভাব**; কিন্তু পুগ্গল পঞ্ঞত্তিতে ইহার পরিবর্তে "**ফলেসু বসীভাব**" পাঠ দৃষ্ট হয়। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **চিণ্ণবসী-ভাব**। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) **বল-বশী-ভাব**। ⇒ **চিণ্ণ**।

বসীভূত (বিণ) বশীভূত, বশ্যতাপ্রাপ্ত, বশবর্তী, আজ্ঞাবহ, সুনিপুণ, কর্মদক্ষ, প্রভুত্বব্যঞ্জক, প্রভাবশালী, অধিকার প্রাপ্ত, আয়ত্তীকৃত। ⇒ **বসিপ্পত্ত**।

বসীভূতচিত্ত (বিণ) বশীভূতচিত্ত, যাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে এমন, যাহার মন বাধ্যগত হইয়াছে এমন।

বসী বসি (বিণ) = **বসিপ্পত্ত**। ⇒ **বসিপ্পত্ত**।

বসু (ক্লী) ধন, ঐশ্বর্য, বিভব, রত্ন, বসু, স্বর্ণ।

বসুত্তম (পুং) [বসু + উত্তম] উচ্চপদস্থ কর্তৃত্ব, মহান আদর্শ।

বসুদেব (পুং) ধনের অধিকারী দেবতা অর্থাৎ "**কণ্হ**" বা কৃষ্ণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বসুদেবা**—কৃষ্ণের অনুচরবর্গ। (জাতক) **আদিচ্চো বাসুদেবো পভঙ্করো**; (জাতক অর্থকথা) **বসুদেবো বসুজোতনো** অর্থাৎ সূর্যের বর্ণনা। (বিশুদ্ধিমার্গে) **বাসুদেব বলদেবো**।

বসুদেবা (পুং, বহুবচন) "**কণ্হ**" বা কৃষ্ণের অনুচরগণ। ⇒ **বসুদেব**।

বসুধরা (স্ত্রী) "ধন বহনকারিণী বা ধনশালিনী" অর্থাৎ পৃথিবী, বসুন্ধরা, ধরিত্রী। = **বসুন্ধরা**।

বসুধা (স্ত্রী) বসুধা, পৃথিবী। = **বসুধরা, বসুন্ধরা**।

বসুন্ধরা (স্ত্রী) "ধনশালিনী" অর্থাৎ বসুন্ধরা, পৃথিবী। = **বসুধা, বসুমতী**।

বসুমতী (স্ত্রী) বসুমতী, পৃথিবী, বসুধা, বসুন্ধরা। = **বসুন্ধরা, বসুধা**।

বসুমন্ত (বিণ) ধনবান, ধনের অধিকারী, ধন আছে এমন, ঐশ্বর্যশালী, বিভবশালী।

বসেন (করণ কারক, ক্রি-বিণ) বশত, অধীনতা হেতু, প্রযুক্ততায়, বশীভূততা প্রযুক্তভাবে, হেতুতে, কোনো হেতুতে বা কারণে, হেতু, কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহগ্ঘবসেন মহারহ**—ইহার মহা

উপকারিতা বা গুরুত্বতা হেতু মহার্ঘ বা মূল্যবান; **পুত্তবসেন**। (মহাবংস) **পটিসন্থার বসেন**। ⇒ **বস**।

বস্‌স (পুং, ক্লী) ১ক বর্ষণ, বৃষ্টি, বৃষ্টিপাত, পশলা। (জাতক) **খণিক বস্‌স**—ক্ষণিক বর্ষণ, ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টিপাত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পোক্‌খর বস্‌স**—ভাবী বা ভবিষ্যতের অনিষ্ট সূচক বর্ষণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মহাবস্‌স**—মহাবর্ষণ, প্রচুর বারিপাত, বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাত হেতু বন্যা বা প্লাবন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বাতবস্‌স**—ঝড় এবং বৃষ্টিপাত। খ (চরিত্রে) বৃষ্টি, বৃষ্টিপাত, পশলা, বর্ষণ, প্রচুর বৃষ্টিপাত ইত্যাদি, বর্ষাকাল, বর্ষা, পতন, ধ্বংস, মৃত্যু, অবনতি, ক্রমনিম্নতা, জলপ্রপাত, মূল্যের হ্রাস, স্বরের খর্বতা, শরৎকাল, পাপে মগ্নতা। (বিনয়) **কহাপণ বস্‌স**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুসুম বস্‌স**। (বর্ণনায় ইহার অর্থ) বর্ষাকাল অর্থাৎ আষাঢ় মাস বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক মাস বা কার্তিক পূর্ণিমা (জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস) পর্যন্ত ৪ মাস সময় যখন বৃষ্টিপাত হয়। (বহুবচনে) **বস্‌সা** (অঙ্গুত্তর নিকায়); (জাতক) **বস্‌সারত্ত**—বৃষ্টির সময়। (বিনয়) **বস্‌সং বসতি**—বর্ষ বা বর্ষাকাল যাপন করা। (মহাবংস) **বস্‌সবাসং** = **বস্‌সাবাস**। (সংযুক্ত নিকায়) **বস্‌সং উপেতি**—বর্ষা যাপন করে; = **বস্‌সং উপগচ্ছতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **বুখবস্‌স**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বস্‌সং বসাপেতি**—(কাহাকেও) বর্ষাবাস বা বর্ষাযাপন করানো। ২ (ক্লী) বর্ষা, বৎসর, সংবছর, বছর। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মানুসকানি পঞ্ঞাস বস্‌সানি**। ৩ পুরুষোচিত বীর্য, পুরুষত্ব, শক্তি, কার্যক্ষমতা। (যৌগিকে) **বস্‌সকম্ম**, **বস্‌স বর**।

বস্‌সং বুখ (বিণ) = **বুখবস্‌স**। ⇒ **বুখবস্‌স**।

বস্‌সকম্ম (ক্লী) পুরুষত্বের কারণকরণ। = **বস্‌সো'তি পুরিসো, বোস্‌সো'তি পণ্ডকো'তি; বোস্‌সস্‌স বস্‌সকরণং বস্‌স-কম্মং, বস্‌সস্‌স বোস্‌স-করণং বোস্‌স-কম্মং** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **বস্‌স** (৩)।

বস্‌সকাল (পুং) বর্ষাকাল, বর্ষার সময় (অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত ৪ মাস সময়), বর্ষা ঋতু, বৃষ্টি বা বর্ষণ ঋতু। ⇒ **বস্‌স** (১খ)।

বস্‌সগ্‌গ (ক্লী) ১ ভিক্ষুদের মধ্যে বর্ষাবাস স্বরূপ বয়সে বয়োজ্যেষ্ঠত্ব বা প্রবীণত্ব। ২ বৃষ্টি হইতে রক্ষার আশ্রয়, চালাঘর বা কুঁড়েঘর। এইখানে "**অগ্‌গ = আগার**" (জাতক)।

বস্‌সগ্‌গেন (ক্রি-বিণ) [বস্‌স + অগ্‌গেন] কয়েক বৎসর ধরিয়া, কয়েক বছর অনুক্রমে, কয়েক বৎসর যাবৎ। "**অগ্‌গ**" শব্দের ক্রিয়াবিশেষ "**অগ্‌গেন**" শব্দেও দ্রষ্টব্য।

বস্‌সতি (ক্রি) [√বস + এ] বৃষ্টি হওয়া, বারিপাত হওয়া, বৃষ্টি পড়া, বর্ষণ করা; (চরিত্রে) বৃষ্টির জল দ্বারা সিক্ত করা, ঢালিয়া দেওয়া, মুক্তহস্তে দান করা, পশলা পশলা বৃষ্টি পড়া, প্রবাহিত করা বা হওয়া, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া, ঢালা। (বিনয়) **মহামেঘো বস্‌সতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দেবে বস্‌সন্তে**। (সূত্রনিপাত) **দেবস্‌স বস্‌সতো**। (পঞ্চমী) **বস্‌সতু**। (অতীত) **বস্‌সি**। (অ-বিণ) **বস্‌সিত** (বৃষ্টি হইলে বা বর্ষিত হইলে), **বুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **বস্‌সন্ত**; (কর্তৃকারক একবচনে) **দেবো বস্‌সন্তো**; (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) কালেন কালং দেবো বর্ষ্যতে। (ক্রি-বি) **বস্‌সিত্বা**। (করণে) **বস্‌সেতি, বস্‌সাপেতি**। ২ (পশুপক্ষী সম্বন্ধে) চিৎকার করিয়া শব্দ করা, গর্জন করা, (কুকুর সম্বন্ধে) ঘেউ ঘেউ করা, ক্রুদ্ধ চিৎকার করা, ভ্যা ভ্যা করা, ধীরে ধীরে বলা, বোকার মত বলা, কুক্কুটের মত ডাকা, অহঙ্কার করা, কা কা শব্দ করা বা রব করা। (অ-বিণ) **বস্‌সিত** (২)। (ব-বিণ) **বস্‌সমান** = **বাসমান** (জাতক অর্থকথা)।

বস্‌সদস—দশ বৎসর কাল। (জাতক) **দসেব ইমা বস্‌সদসা**। ⇒ **দস**।

বস্‌সদসক = **বস্‌সদস**। ⇒ **বস্‌সদস**।

বস্‌সদসা—দশ বৎসর।

বস্‌সধারা (স্ত্রী) বৃষ্টি ধারা, বর্ষণের ধারা, বৃষ্টিপাত। ⇒ **ধারা** (১)।

বস্‌সন (ক্লী) ১ বর্ষণ, বৃষ্টি, জল বর্ষণ, মেঘবর্ষণ, বৃষ্টিপাত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বস্‌স বস্‌সন**। ২ পশুর গর্জন, ভেড়া ছাগল প্রভৃতির ডাক বা রব।

বস্‌সপূগানি (ক্লী, বহুবচন) অসংখ্য বৎসর, অগণিত বছর।

বস্‌সরত্তে (ক্রি-বিণ) বর্ষাকালে, বর্ষাঋতুতে। = **বস্‌স সময়ে**। ⇒ **রত্ত** (২খ)।

বস্‌সবর (পুং, ক্লী) নপুংসক, খোজা।

বস্‌সবলাহক (পুং) বর্ষণকারী মেঘ, বাদলা মেঘ, যেই মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বস্‌সবলাহক দেবা**। ⇒ **বলাহক**।

বস্‌সবলাহক দেবা (ক্লী) **বস্‌সবলাহক**। ⇒ **বস্‌সবলাহক**।

বস্‌স বস্‌সন (ক্লী) বৃষ্টিপাত, বৃষ্টি। = **বস্‌সন** (১)।

বস্‌সবাসং = **বস্‌সাবাস**। ⇒ **বস্‌সাবাস**। (বিণ) বর্ষাবাস যাপন করে এমন, বর্ষাবাস যাপনকারী। = **বস্‌সাবাসিক**। ⇒ **বাস** [২গ (বিণ)]।

বস্‌সবাসবস্‌স—বর্ষাকালীন স্থিতি বা বাসভূমি, বর্ষা-কালীন আবাস বা বাসস্থান, বর্ষায় অবস্থিতি। = **বস্‌সবাসং**।

বস্‌সবুট্‌ঠি (স্ত্রী) বৃষ্টিপাত, বারিপাত।

বস্‌সসত—শত বৎসর, একশত বৎসর, শতবর্ষ, শতাব্দী।

বস্‌সসতিক (পুং) শতবর্ষ বয়স্ক মানব। (বিণ) শত বৎসরের, শতবর্ষ সম্বন্ধীয়।

বস্‌স সময়ে (ক্রি-বিণ) বর্ষাকালে, বর্ষা ঋতুতে। = **বস্‌সরত্তে**। ⇒ **রত্ত সময়ে**।

বস্‌সা (স্ত্রী) বর্ষা, বর্ষাকাল।

বস্‌সা উতু (স্ত্রী, ক্লী) বর্ষাঋতু, বর্ষাকাল। = **বস্‌সামাসা, বস্‌সান**। ⇒ **গীম্হ উতু**।

বস্‌সান (পুং) বর্ষাঋতু, বর্ষাকাল। = **বস্‌সা উতু, বস্‌সকাল**।

বস্‌সাপনক (বিণ) বর্ষণকারক, বৃষ্টি বর্ষণকারী, যেই ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করায়, বৃষ্টি হওয়ার কারণ করে এমন, বৃষ্টিপাত করায় এমন। (জাতক) **ধনবস্‌সাপনক**।

বস্‌সাপেতি (ক্রি) বৃষ্টি পড়িবার কারণ করা, বৃষ্টি বর্ষণের কারণ করা, বৃষ্টিপাত করানো। ⇒ **বস্‌সতি** (১)। (অতীত) **বস্‌সাপেসি**। (অ-বিণ) **বস্‌সাপিত, বট্ঠ, বুট্ঠ, বট্ঠ**। (ক্রি-বি) **বস্‌সাপেত্বা**।

বস্‌সামাসা (পুং, বহুবচন) বর্ষাকালের মাসসমূহ অর্থাৎ বর্ষাঋতু। পালিশাস্ত্রে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমার অন্তর্বর্তী চারিমাসকে বর্ষাঋতু বা বর্ষাকাল বলা হয়। = **বস্‌সা উতু**। ⇒ **বস্‌সাকাল, বস্‌সান**।

বস্‌সারম্ভ (ক্লী) বর্ষাঋতু, বৃষ্টির সময়, যেই চারি মাস বৃষ্টিপাত হয়। ⇒ **বস্‌সামাসা, আরম্ভ**। ⇒ **বস্‌স** (১খ)।

বস্‌সাবাস [বস্‌স + আবাস] বর্ষাবাস, বর্ষাযাপন, বর্ষাকালের স্থিতি বা বাসভূমি, বর্ষাকালীন আবাস বা বাসস্থান। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বস্‌সাবাসং বসতি**। ⇒ **বস্‌স** (১খ)।

বস্‌সাবাসিক (বিণ, পুং) বর্ষাবাসকারী, বর্ষাযাপনকারী, বর্ষাযপন সম্বন্ধীয় (বিশেষত বর্ষাযাপনকারী ভিক্ষুদের ভোজন বা আহার্য প্রদান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে)। ইহা চারিপ্রকার ভোজন দানের মধ্যে একটি, চারি প্রকার। যথা—**সলাক বস্‌সাবাসিক** (অধুনাকালের টিকিটের ন্যায় পূর্বকালে কেহ কেহ বর্ষাকালে বর্ষাবাসিক ভিক্ষুদের মধ্যে শলাকা বিতরণ করিয়া ভোজন দান করিতেন এবং যেই ভিক্ষুরা সেই শলাকা লইয়া আহার্য বস্তু দান গ্রহণ করিয়া বর্ষাযাপন করিতেন তাঁহারা শলাকা বর্ষাবাসিক ভিক্ষু), **পক্‌খিক বস্‌সাবাসিক** (পূর্বকালে কেহ কেহ বর্ষাকালে বর্ষাবাসিক ভিক্ষুদের মধ্যে ১৫ দিন অন্তর এক একবার পালা করিয়া ভোজন দান দিতেন এবং যেই ভিক্ষুরা সেই পক্ষকালীন এক একবার পালায় প্রদত্ত আহার্যবস্তু দান গ্রহণ করিয়া বর্ষাযাপন করিতেন তাঁহারা পাক্ষিক বর্ষাবাসিক ভিক্ষু), **নবচন্দ বস্‌সাবাসিক** (পূর্বকালে কেহ কেহ বর্ষাকালে বর্ষাবাসিক ভিক্ষুদের মধ্যে নব চন্দ্রোদয়ে এক একবার পালা করিয়া ভোজন দান দিতেন এবং যেই ভিক্ষুরা তাদৃশ মাসিক এক একবার পালায় প্রদত্ত আহার্যবস্তু দান গ্রহণ করিয়া বর্ষাযাপন করিতেন তাঁহারা নবচন্দ্রোদয় বা মাসিক বর্ষাবাসিক ভিক্ষু), **বস্‌স-আবাসিক বস্‌সাবাসিক** (বর্ষাকালে যেই ভিক্ষুরা গুহা কুঁড়েঘর অথবা বিহারাদির আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া বর্ষাযাপন করেন তাঁহারা বর্ষাকালীন আবাসিক বর্ষাবাসিক ভিক্ষু)।

বস্‌সাবাসিক লাভ—বর্ষাবাসিক লাভ অর্থাৎ বর্ষাযাপনের অভ্যন্তরে বর্ষাবাসিক ভিক্ষুগণের চীবর-আহার-ভৈষজ্য-শয়নাসন—এই চারিপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ চতুর্প্রত্যয় প্রাপ্তি।

বস্‌সিক (বিণ) ১ বর্ষাকালীন। (দীর্ঘনিকায়) **বস্‌সিকো পাসাদো**—বর্ষাযাপন করিবার উপযোগী প্রাসাদ। (তুলনীয়) **বস্‌স** (১)। ২ বার্ষিক, বাৎসরিক, বর্ষাবাস সম্বন্ধীয়, বৎসরের। (সূত্রনিপাত) **গণবস্‌সিক**—অনেক বৎসরের প্রাচীন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তেরো বস্‌সিক**—এক বৎসর অপেক্ষা অধিক (প্রাচীন)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্তবস্‌সিক**—সাত বৎসরের। (ক্লী) = **বস্‌সিকা**। ⇒ **বস্‌সিকা**।

বস্‌সিক সঙ্কেত (ক্লী) ⇒ **সঙ্কেত**।

বস্‌সিক সাটিকা (স্ত্রী) ভিক্ষুদের বর্ষাকালীন ব্যবহারিক চীবর।

বস্‌সিকা (স্ত্রী) বড় জাতীয় মল্লিকা বা মালতী ফুলের পুষ্পিত গাছ। = **সুমনা**। (ক্লী) সর্বাপেক্ষা সুগন্ধজাতীয় ফুল। **বস্‌সিকা পুপ্ফ**।

বস্‌সিকা পুপ্ফ (ক্লী) ⇒ **বস্‌সিকা** (স্ত্রী)।

বস্‌সিকী (স্ত্রী) = **বস্‌সিকা**। ⇒ **বস্‌সিকা** (স্ত্রী)।

বস্‌সিকো পাসাদো ⇒ **বস্‌সিক** (১)।

বস্‌সিত (বিণ) বর্ষিত, সিক্ত, আর্দ্র, ধারাকারে প্রবাহিত, বর্ষণপ্রাপিত, ভূষিত অর্থাৎ পূর্ণ, অভিষিক্ত। (জাতক) **বলেন বস্‌সিত**। ⇒ **বস্‌সতি, বস্‌সেতি**। (ক্লী) পশুপক্ষীর রব বা গর্জন, পশুপক্ষীর ডাক।

বস্‌সিতর (পুং) (তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা) বৃষ্টিবর্ষণকারী ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি বৃষ্টিবর্ষণ করায়।

বস্‌সিন (বিণ, পুং) বৃষ্টিপাত হয় এরূপ, বর্ষণকারী। (পুং) বৃষ্টি, বর্ষণ। (যৌগিকে) **পদেসবস্‌সিন**।

বস্‌সুপনাযিকা = **বস্‌সূপনাযিকা**। ⇒ **বস্‌সূপনাযিকা**।

বস্‌সূপগমন (ক্লী) [বস্‌স + উপগমন] বর্ষাবাসিক বাসস্থানে প্রবেশ।

বস্‌সূপনাযিক দিবস ⇒ **বস্‌সূপনাযিকা**।

বস্‌সূপনাযিকং খন্ধকং ⇒ **বস্‌সূপনাযিকা**।

বস্‌সূপনাযিকা (স্ত্রী) [বস্‌স + উপনাযিকা] (মৌলিক সংস্কৃত— বর্ষোপনায়িকা) বর্ষাগমন, বর্ষাকাল আগমনের সময়, কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশের সময়, বর্ষাঋতুর উপস্থিতি, ভিক্ষুগণের বর্ষাবাসের প্রারম্ভ অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। ⇒ **উপনাযিক** (২)। ভিক্ষুদের আরম্ভিক বর্ষাবাস দুইটি, যথা—**পুরিমিকা বস্‌সূপনাযিকা** (প্রথম বর্ষাবাস আরম্ভ অর্থাৎ ভিক্ষুরা প্রথম বর্ষাবাস আরম্ভ করেন আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এবং বর্ষাবাস ত্যাগ করেন পরবর্তী আশ্বিনী পূর্ণিমায়), **পচ্ছিমিকা বস্‌সূপনাযিকা** (দ্বিতীয় বর্ষাবাস আরম্ভ অর্থাৎ কোনো বিশেষ কারণে

যদি কোনো ভিক্ষু প্রথম বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে না পারেন তিনি শ্রাবণী পূর্ণিমায় দ্বিতীয় বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে পারেন এবং বর্ষাবাস ত্যাগ করেন পরবর্তী কার্তিক পূর্ণিমায়)। ⇒ **উপকটঠ, বস্‌স, উপনায়িক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বস্‌সূপনায়িক দিবস**—বর্ষাবাসের প্রথম দিবস। (মহাবংস) **বস্‌সূপনায়িকং খন্ধকং**—বর্ষাবাসে প্রবেশের সময় পালনের জন্য বিনয় সম্মত নিয়মধারা।

বস্‌সেতি (ক্রি) বর্ষণ করা, বৃষ্টিপাত করা। ⇒ **বস্‌সতি** (১)। (অ-বিণ) **বস্‌সিত**।

বস্‌সোদক—বৃষ্টির জল।

বহ (বিণ) বহনকারী, আনয়নকারী, পরিচালনাকারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বারিবহঃ অনত্থবহ**। (পুং) নদী, স্রোতস্বিনী। জাতকে এখানে গঙ্গানদী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এবং অন্যত্র মহানদী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (তুলনীয়) **বাহ**।

বহতি (ক্রি) [√বহ + অ] ১ প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা, ভার বহন করা, বহন করা, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, কোনো স্থান পর্যন্ত প্রসারিত করা, দেহভঙ্গি করা, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, অন্য কলমে বা পাতায় যোগ করা, ধারণ করা, সহ্য করা, পোষণ করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, সরানো, নির্বাসিত করা, গভীর আবেগে অভিভূত করা বা হওয়া, বিচলিত করা। = **ধারেতি**। (পঞ্চমী) **বহ**। (ভ-বিণ) **বহিতব্ব**। (তুম্) **বহিতুং**। ২ অগ্রসর হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, চলা, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো, কাহারও কার্য করা। P. T. S.-এর সাহিত্যে উল্লিখিত "**গুড়যন্তমূহি কত্বান**"-এর পরিবর্তে মহাবংসের প্রাচীন পাঠ হইতেছে "**গুড়যন্তং বহিত্বান**"। ৩ পরিশ্রম করা, কাজ করা, খাটা, কার্য নির্বাহ করা, বাঞ্ছিত ফল লাভ করা, চাঞ্চল্য প্রকাশ করা, করা, গাঁজলা উঠা, চালানো, কার্য করানো, সুচের কাজ করা, ফল হওয়া, ব্যবহারে আনা, প্রবর্তিত করা, উৎপন্ন করা, নির্বাহ করা, অঙ্ক কষা বা করা, সমাধান করা, গাঁজানো, সমর্থন হওয়া, শক্তি থাকা, ক্ষমতা থাকা। (তুলনীয়) **উব্বহতি** (২)। (অতীত) **বহি**। (অ-বিণ) **বহিত**। (ব-বিণ) **বহন্ত**। (ভ-বিণ) **বহিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বহিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বুয্হতি, বহীযতি**। (করণে) **বাহেতি**।

বহন (ক্লী) ১ বহন, লইয়া যাওয়া, বহন করণ, ধারণ, সহ্য করণ, প্রবাহ, প্রবাহিত করণ, বহিয়া যাওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধুর বহন**। ২ স্রোত।

বহনক (বিণ) বহনকারী, বাহী, সহনশীল, সহ্যকারী। (জাতক) **ধুরবহনক**।

বহি অপঙ্গ (পুং) বহির্দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ চোখের কোণে বাহিরের দিকে দর্শন করণ।

বহিতু (পুং) বাহক, দূত, পত্রবাহক, শববাহক, যেই ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাইবার জন্য আসে, সুফলা বৃক্ষাদি, ভৃত্য।

বহীযতি (ক্রি) বহন করিয়া নেয় বা নীত হয়। = **নীযতি**। ⇒ **বহতি** (৩)। (ব-বিণ) **বহীযমান**।

বা (অব্যয়) অথবা, দুইয়ের মধ্যে যেই কোনো একটি। (খুদ্দক পাঠ) **ইত্থিযা পুরিসস্‌স বা**—স্ত্রীলোকের অথবা পুরুষের; **মাতরি পিতরি বা পি**। ইহা পদ্যে কখন কখন সংক্ষেপে "ব" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন—**দেবো ব ব্রহ্মা বা** (সূত্রনিপাত)। = **উদাহু**। ⇒ **ব** (৪)।

বাক (স্ত্রী) বাক্, বাচা, বাক্য, শব্দ, বিদ্যা, ভাষা, কথা, কথাবার্তা, বক্তৃতা, বাক্‌শক্তি, কথোপকথন, গল্পগাছা, কণ্ঠস্বর, মত, মত প্রকাশ, মতামত, আদেশ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বাককরণ**। (তুলনীয়) **বাক্য**। (ক্লী) বাকল, বল্কল, বল্ক, গাছের ছাল, মাছের আঁশ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **অক্কবাক; মকচিবাক**।

বাক অক্কবাক = **মকচিবাক**। ⇒ **মকচিবাক**।

বাককরণ (ক্লী) কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্পগাছা, কথন, কথা বলা, আলাপ, গল্প। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কল্যাণ বাককরণ**—সদালাপ। ⇒ **বাক** (স্ত্রী)।

বাকখণ্ড (ক্লী) বল্কল জাতীয় বস্ত্রের টুকরা, বল্কল খণ্ড। ⇒ **মকচি**।

বাকচীর (ক্লী) বল্কবস্ত্র, বল্কল জাতীয় পরিচ্ছদ যাহা মুনি ঋষিগণ পরিধান করেন। ⇒ **চীর**।

বাকচীর নিবাসন—বল্কবস্ত্র, বল্কলজাতীয় পরিধেয় বস্ত্র। ⇒ **নিধি** (২)।

বাকভিসি (স্ত্রী) বল্কল অথবা গাছের ছাল অথবা নারিকেলের ছোবরাদিতে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ। ⇒ **ভিসি** (১)।

বাকময (বিণ) গাছের ছাল বা বল্কল দ্বারা প্রস্তুত, বল্কলের টুকরা দ্বারা প্রস্তুত, সর্বাংশে বল্কল দ্বারা প্রস্তুত।

বাকময বীজনী—সর্বাংশে ছাল দ্বারা প্রস্তুত বীজনী, গাছের ছাল দ্বারা তৈরি পাখা। ⇒ **বীজনী**।

বাকর (ক্লী) = **বাকরা**। ⇒ **বাকরা**।

বাকরা (স্ত্রী) জাল, ফাঁদ, পাশ, বাগুরা, হরিণ ধরিবার জাল বা ফাঁদ। (মধ্যম নিকায়) **দণ্ড বাকরা**। = **বাকর** (জাতক), **বাকুর** (থেরগাথা), **বাগুর, বাগুরা, বাগুলা**।

বাকুর (ক্লী) = **বাকরা**। ⇒ **বাকরা**।

বাক্করণ (ক্লী) বাক্যকরণ, কথা কথন, আলাপ, কথোপকথন, গল্প।

বাক্য (ক্লী) বাক্য, বচন, উক্তি, মত, বিচার, প্রবাদ বাক্য, দণ্ডাজ্ঞা, নীতিবাক্য, ভাষা, কথা, কথাবার্তা, বক্তৃতা,

বাক্‌শক্তি। (দীর্ঘনিকায়ের গাথায়) **সুণন্তু ভোন্তো মম এক বাক্যং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়ের গাথায়) **সুত্বা অরহতো বাক্যং কত্বান বাক্যং অসিতস্‌স তাদিনো।** = **বচন।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বাক্যোপাদান**—পুনর্বার মত গ্রহণ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বাক্যভেদ।**

বাক্যভেদ (পুং) ১ গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ কথা। ২ বাক্য ভঙ্গ, বাক্যভেদ, কথা প্রকাশ, কথা দিয়া কথা রক্ষা না করা। = **বচীভেদ।** ৩ নীতিকথা, তাৎপর্যপূর্ণ কথা, গুরুত্বপূর্ণ মত বা বিচার। ⇒ **বাক্য।**

বাক্যোপাদান (ক্লী) মত পুনর্গ্রহণ, পুনর্বার নীতিবাক্য গ্রহণ, পুনর্বিচার গ্রহণ, পুনরায় দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ। ⇒ **বাক্য।**

বাগমা—এই শব্দটি মহাবংসে **"তদহে বাগমা রাজা"** এতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার পাঠ হইবে **"তদহ-এব আগমা রাজা"** অর্থাৎ রাজা সেই একই দিবসে আসিয়াছিলেন।

বাগুর (ক্লী) জাল, ফাঁদ, পাশ। (জাতক) **সূকর বাগুর।** = **বাকরা।**

বাগুরা (স্ত্রী) = **বাগুর।** ⇒ **বাগুর।** (জাতক) **সূকর বাগুরা।**

বাগুরিক (বিণ) যেই ব্যক্তি পশুপক্ষী প্রভৃতি ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতে এমন, ব্যাধ, শিকারি।

বাগুলা (স্ত্রী) = **বাকরা।** ⇒ **বাকরা।**

বাচং ভিন্দতি—কথা দিয়া কথা রক্ষা না করা। ⇒ **বাচা।** (তুলনীয়) **বাক্যভেদ** (২)।

বাচক (বিণ) কথিক, কথা বলিতে নিযুক্ত, আবৃত্তিকারক, যেই ব্যক্তি শিক্ষা দেয় এবং আবৃত্তি করে, মুখস্থ বলে এমন, বর্ণনাকারী, প্রকাশক। (সূত্রনিপাত) **লেখবাচক।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সোত্থিবাচক।**

বাচনক (ক্লী) আবৃত্তি, প্রকাশ্যে পাঠ, শিক্ষাদান, কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্পগাছা, বিতর্ক, বাদানুবাদ, আহ্বান বা নিমন্ত্রণ (?)। (জাতক) **ব্রাহ্মণবাচনক; বাচনক করোতি।**

বাচনা (স্ত্রী) বাচন, বাচনা, কথন, ব্যাখ্যান, পঠন, আবৃত্তি, প্রকাশ্যে পাঠ।

বাচনা মগ্‌গ (পুং) আবৃত্তির পথ বা উপায়, পঠনের সাহায্য, ঐতিহ্যের উপায়, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথার মার্গ বা উপায়, সাহিত্যের (অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদরূপে) বিভাগ।

বাচপেয্য—অমায়িক কথা, প্রিয়বাক্য, বন্ধুত্বভাবাপন্ন কথাবার্তা বা আলাপ। = **পিযবচন, বাচাপেয্য।**

বাচসিক (বিণ) বাচনিক, বচন নিষ্পন্ন, মৌখিক, কথা সম্বন্ধীয়, ক্রিয়াঘটিত, কথিত, শব্দঘটিত, আক্ষরিক। (বিপ) **কাযিক, চেতসিক।** (ক্লী) কথাবার্তায় ব্যবহার (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

বাচসিক খিড্ডা—কথাবার্তায় আমোদ প্রমোদ, আলাপে আমোদ প্রমোদ, কথায় কথায় ব্যবহার।

বাচা (স্ত্রী) বাক্য, শব্দ, পদ, কথা, আদেশ, হুকুম, বিবাদ, প্রতিজ্ঞা, চিহ্ন, নিদর্শন, উক্তবাক্য, মন্তব্য, বক্তৃতা, ভাষা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বচন, উক্তি, প্রবাদবাক্য। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযেন বাচায মনসা** (⇒ **কায, মনো**)। (সূত্রনিপাত) **কাযেন বাচা উদ চেতসা বা।** = **বচন।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বুচ্চতী'তি বাচা।** বিনয়ে কথাসম্বন্ধীয় বর্ণনায় **"বাচা"**-এর সমান অর্থে **"গিরা ব্যপ্পথ বচীভেদ বাচসিকা বিঞ্ঞত্তি** (⇒ **ব্যপ্পথ**)। **বাচং ভিন্দতি**—১ কথা পরিবর্তন করা, ভাষা রূপান্তরিত করা। (তুলনীয়) **বাক্যভেদ।** ২ শব্দ ব্যবহার করা অর্থাৎ কিছু বলা, নীরবতা ভঙ্গ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্থসংহিতা বাচা; কল্যাণ বাচা; পিসুণাবাচা; ফরুসা বাচা।** (সংযুক্ত নিকায়) **রক্‌খিত বাচা; বিকিণ্ণ বাচা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সচ্চবাচা; সণ্হাবাচা** (⇒ **বচীসুচরিত**)। (বিভক্ত) **সম্মাবাচা** (⇒ **মগ্‌গ**)। (সংযুক্ত নিকায়) **হীনবাচা,** ইত্যাদি।

বাচানুরক্‌খিন (বিণ) সংযতভাষী, সতর্কতার সহিত কথা বলে এমন, অবহিত হইয়া কথা বলে এমন।

বাচানুরক্‌খী (বিণ) = **বাচানুরক্‌খিন।** ⇒ **বাচানুরক্‌খিন।**

বাচাপলাপ—বাক্য প্রলাপ। = **অনুখুনা, বিপ্পলাস।**

বাচাপেয্য [বাচা+ পেয্য = পিয] প্রিয় বাক্য, আনন্দজনক কথা। = **বজ্জপেয্য, পিযবচন, বাচপেয্য, পেয্যবাচা।**

বাচাব্যপ্পথ ১ (বিণ) কথায় ব্যাপৃত, কথায় ব্যস্ত, কথায় রত। ⇒ **ব্যপ্পথ।** ২ (ক্লী) কথার ধারা, কথার ধরন, কথার রীতি।

বাচাভিলাপ [বাচা + অভিলাপ] কথা বলা, কথা কথনের উপায় বা ধারা করণ, বাজে কথা, আপত্তিকর ভাষণ, বক বক করিয়া কথা বলা, দ্রুত অস্পষ্ট কথা, আপত্তিকর কথা, অবৈধ কথা, নিষিদ্ধ কথা (অর্থাৎ ৩২ প্রকার **"তিরচ্ছান কথা"**—চুল্লনিদ্দেস)। = **তিরচ্ছান কথা** (চুল্লনিদ্দেস)। ⇒ **অভিলাপ।**

বাচামুনি = **বচীমুনি।** ⇒ **বচীমুনি।** ⇒ **মুনি** (২)।

বাচাযত (বিণ) বাকসংযত, স্বল্পভাষী, সতর্ক বা সংযত হইয়া কথা বলে এমন। = **যত্ত গুত্ত রক্‌খিত** (মহানির্দেশ)।

বাচাবত্থুক (বিণ) এই এই কথার দ্বারা বা কথার দরুণ। ⇒ **বত্থুক** (২)।

বাচাবিক্‌খেপ (পুং) বিক্ষিপ্ত কথা, গোলমেলে কথা, কথার গোলমাল বা বিশৃঙ্খল অবস্থা, কথা বলিতে লজ্জায় অপ্রতিভ অবস্থা, অচেতন বা জ্ঞানহীন কথা, কথায় কথায় স্থৈর্যচ্যুতি বা ধৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া কথন, কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা, নির্বোধের ন্যায় কথা, মূর্খের ন্যায় কথা, দ্ব্যর্থ বাক্য, বাক্‌চাতুরী, ব্যঙ্গোক্তি।

বাচাল (বিণ) বাচাল, যে খুব বেশি কথা বলে, অসম্বন্ধ প্রলাপী, বহুভাষী, অতিভাষী, গল্পপ্রিয়।

বাচিকা (স্ত্রী) ভাষা, কথা, কথাবার্তা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা।

বাচিত = **পবুত্ত**। ⟹ **পবুত্ত** (১)।

বচীভেদব্যপ্পথ = **বাচাব্যপ্পথ**। ⟹ **বাচাব্যপ্পথ**।

বাচুগ্‌গত (বিণ) [বাচা + উগ্‌গত] গুণ গুণ সুর করে এমন, সুর করিয়া কথা বলে এমন, সুর করিয়া আবৃত্তি করে এমন, মনে মনে পড়ে এমন।

বাচেতি (ক্রি) [√বচ + এ] কথা বলানো অর্থাৎ পড়িয়া প্রকাশ করা, পড়িবার কারণ করা, শিক্ষা দেওয়া, পাঠ শিখানো, জ্ঞাত করা, পরিচালিত করা, আবৃত্তি করা বা করানো, পাঠ করা, পড়া। ⟹ **বত্তি**। (অতীত) **বাচেসি**। (অ-বিণ) **বাচিত**। (ব-বিণ) **বাচেন্ত**। (ভ-বিণ) **বাচেতব্ব**। (ক্রি-বি) **বাচেত্বা**।

বাচেতু (পুং) যেই ব্যক্তি পড়ে, যেই ব্যক্তি শিক্ষা দেয়।

বাজ (পুং) ১. বল, সামর্থ্য, শক্তি, শক্তির উৎস, কোনো দলের লোকসংখ্যা বা শক্তি অথবা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, শক্তি প্রদানকারী পানীয় বা মদ, সোম নামধেয় সুরা। ২ তীর বা শরের পালক।

বাজপরাধী (বিণ) যুদ্ধাপরাধী, অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হইলে আসক্তরূপী অপরাধী (যেমন—কামাসক্ত, মদাসক্ত, ভবাসক্ত ইত্যাদি)

বাজপেয্য (ক্লী) বাজপেয়, আহার্য বস্তু দান, (বৈদিক মতে) সামবেদবিহিত আহার দান বা ঘৃতাহুতি প্রদত্ত যজ্ঞবিশেষ, বাজপেয় যজ্ঞ। = **বজ্জপেয্য, বাচপেয্য**। (তুলনীয়) **পেয্য** (২)।

বাজবাদিক (পুং) একজাতীয় পক্ষীবিশেষ। = **বাদিক** (পুং)।

বাজিত (বিণ) পালক দ্বারা সজ্জিত (তীর বা শর), পালকযুক্ত (বাণ)। ⟹ **বাজেতি**।

বাজিন (বিণ) বাজিন, বাজী, শক্তিমান, বেগবান। (পুং) বাজিন, অশ্ব, বাজী, পালের ঘোড়া। (দাঠাবংসে) **সসিবাজিন; সসিপণ্ডর বাজিন**।

বাজী = **বাজিন**। ⟹ **বাজিন**।

বাজেতি (ক্রি) শরে বা তীরে পালক লাগানো, পালক দ্বারা বাণ সজ্জিত করণ। (অতীত) **বাজেসি**। (অ-বিণ) **বাজিত**।

বাট (পুং) বেড়া, বাট, আবৃত স্থান, বেষ্টিত স্থান, আবদ্ধ স্থান, যেই স্থান বেড়া বা ঘেরা দিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। ⟹ **যঞ্ঞবাট**।

বাটক (পুং) বেষ্টিত স্থান, বেড়া, বৃত্ত, চক্র, কক্ষপথ, মণ্ডল, পরিবেষ্টন, মণ্ডলী, পরিষদ, বেষ্টনকারী জনসম্প্রদায়, পরগনা, অঙ্গুরীয়ক, আংটি, রঙ্গভূমি, বৃত্তাকারে সমবেত জনমণ্ডলী। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গলবাটক; চণ্ডালবাটক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ব্রাহ্মণবাটক**।

বাণিজ (পুং) বণিক, সওদাগর, ব্যবসায়ী, ব্যবসাদার, দোকানদার। (বিনয়) **অস্‌সবাণিজ্জ**।

বাণিজক (পুং) = **বাণিজ**। ⟹ **বাণিজ**। (ক্লী) = **বাণিজ্জা**। ⟹ **বাণিজ্জা**। (সংযুক্ত নিকায়) **সূচিবাণিজক**।

বাণিজকম্ম (ক্লী) বাণিজ্যকর্ম, বণিকবৃত্তি, ক্রয়বিক্রয়ের কার্য, ক্রয়বিক্রয়, বাণিজ্য, কারবার, ব্যবসায়, সওদাগরি কাজ, কার্য, ব্যবসায় ব্যাপার, তেজারতি কার্য, মহাজনী কার্য।

বাণিজকুল (ক্লী) বণিককুল, ব্যবসায়ী বংশ।

বাণিজ্জ (স্ত্রী) বাণিজ্য, ব্যবসায়। = **বাণিজকম্ম**।

বাণিজ্জা (স্ত্রী) = **বাণিজ্জ**। ⟹ **বাণিজ্জ**।

বাণী (স্ত্রী) বাণী, বাক্য, উপদেশাত্মক কথা, শিক্ষাপ্রদ কথা, কথা, বক্তৃতা, ভাষণ, কথাবার্তা, শব্দ, আদেশ, হুকুম, মন্তব্য।

বাত (পুং) বাত, বায়ু, ঝড়, বাতাস, রোগবিশেষ, দেহের ধাতুবিশেষ, নিশ্বাস। সাধারণত ইহার দুইটি শ্রেণী, যথা—(বিভঙ্গ অর্থকথা) **অজ্ঝত্তিকা বাযোধাতু** (অধ্যাত্ম বা শরীরের ভিতরের বায়ু), **বাহিরা বাযোধাতু** (বাহিরের বায়ু)। অধ্যাত্ম বা শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু সমূহ, যথা—**উদ্ধঙ্গমা বাতা** (শরীরস্থ উর্ধ্বগামী বায়ু), **অধোগমা বাতা** (শরীরস্থ অধোগামী বায়ু), **কুচ্ছিসযা বাতা** (উদরাশ্রিত বায়ু বা পেটফাঁপা), **কোট্‌ঠাসসযা বাতা** (শরীরস্থ যেই কোনো অংশে সঞ্চিত বায়ু), **অঙ্গমঙ্গানুসারিনো বাতা** (শরীরস্থ প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চরণকারী বায়ু), **সত্থকা বাতা** (শরীরের অভ্যন্তরে ছুরি বা কাঁচি দ্বারা কাটার ন্যায় যেই সঞ্চিত বায়ু বিদ্ধ করিতে থাকে, বাতবেদনা), **খুরকা বাতা** (দেহাভ্যন্তরে যেই সঞ্চিত বায়ু ক্ষুর দিয়া কাটার ন্যায় বিদ্ধ করিতে থাকে), **উপ্পলকা বাতা** (দেহাভন্তরে নরক যন্ত্রণার ন্যায় দুঃখ প্রদানকারী সঞ্চিত বায়ু), **অস্‌সাসো বাতা** (শ্বাস দ্বারা দেহাভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু), **পস্‌সাসো বাতা** (প্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হইবার জন্য দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত বায়ু)—অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরস্থ সর্বপ্রকার সঞ্চিত বায়ু। উহাদের পূরক হইতেছে বাহিরের বায়ু, যথা—**পুরত্থিমা বাতা** (পূর্বদিকস্থ বায়ু), **পচ্ছিমা বাতা** (পশ্চিম দিকস্থ বায়ু), **উত্তরা বাতা** (উত্তরদিকস্থ বায়ু), **দক্‌খিণা বাতা** (দক্ষিণদিকস্থ বায়ু)—এই চতুর্দিকস্থ বায়ু, **সরজা বাতা** (সমল বা দূষিত বায়ু), **অরজা বাতা** (নির্মল বা বিশুদ্ধ বায়ু), **সীতা বাতা** (শীতল বায়ু), **উণ্হা বাতা** (উষ্ণ বায়ু), **পরিত্তা বাতা** (সামান্য বা মৃদু মন্দ বায়ু), **অধিমত্তা বাতা** (অধিক বায়ু), **কাড়া বাতা** (সাময়িক বায়ু), **বেরম্ভবাতা** (ভীষণ বাতাস, মহা ঝটিকা), **পক্‌খবাতা** (ডানা বা পক্ষ দ্বারা উৎপন্ন বায়ু), **সুপণ্ণবাতা** (গরুর পক্ষীর ডানার দ্বারা উৎপন্ন বাতাস), **তালবণ্ড বাতা (তালবণ্ট বাতা)** (তালপাতার পাখার

বাতাস), **বিধূপনবাতা** (পাখার বাতাস)। ১ বহিস্থ শূন্য স্থানের বা আকাশের বাতাস, (সংযুক্ত নিকায়) **বাতা আকাসে বাযন্তি।** (সূত্রনিপাত) **বাতো তূলং বা ধংসযে।** ২ শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু অর্থাৎ বাতাস সঞ্চরণে বেদনা, সময়ে সময়ে শরীরের মধ্যে অদম্য বাতাস সঞ্চালন, কখনও কখনও শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাত ব্যাধির বেদনা অথবা তীব্র ও খিচুনি বেদনা। (পেতবত্থু) **তস্স বাতা বলীযন্তি**—তাহার দূষিত বায়ু বলবৎ হয় অর্থাৎ সে অজ্ঞান হইয়া যায়; (তুলনীয়) **উম্মাদ বাতা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ৩ (চরিত্রে) বায়ুমণ্ডল, আবহমণ্ডল, কোনো বিশেষ স্থানের বায়ুমণ্ডল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা, সমৃদ্ধি, বিভব, ঐশ্বর্য, রাষ্ট্র, রাজ সরকার, পদ, গুণ, মর্যাদা, শ্রেণী, সম্প্রদায়। (বিণ) সুবাসিত, গন্ধে পূরিত, সুগন্ধকৃত, আঘ্রাত, পরিপূর্ণ, ব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট। ⇒ **বাযতি** (২)। (বিনয়) **বিজন বাত।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইসিবাত পরিবাত**—ঋষিগণের আবহমণ্ডল দ্বারা সুগন্ধে পরিপূর্ণ।

বাতক (বিণ) (দেহস্থ) বায়ু সম্বন্ধীয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অহি-বাত-রোগ।**

বাতক্খন্ধ (পুং) "অধিকাংশ বাতাস", বাতাসের প্রধান অংশ বা পিণ্ডাকার, বায়ুপুঞ্জ, বায়ু প্রদেশ, বায়ু অঞ্চল।

বাতঘাত (বিণ) বাতাহত, ঝটিকা-পীড়িত, বায়ু দ্বারা আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত। (পুং) এক জাতীয় বৃক্ষ, ভগন্দর। = **উদ্দাল, উদ্দালক।**

বাতঘাতক—১ = **বাতঘাত।** ⇒ **বাতঘাত** (বিণ)। ২ = **উদ্দালক।** ⇒ **উদ্দালক।**

বাতজব (বিণ) বাতাসের ন্যায় দ্রুতগতিশীল। (পুং) বায়ুবেগ, বায়ুপ্রবাহের সত্বরতা, বাতাসের ক্ষিপ্রতা।

বাতধুত (বিণ) বায়ুতাড়িত, বাতাসে কম্পিত, বাতাসে আন্দোলিত। ⇒ **ধুত।**

বাতধূত (বিণ) = **বাতধুত।** ⇒ **বাতধুত।**

বাতপটহ (বিণ) বাত্যাহত, বাতাহত, বাতাস দ্বারা বিনষ্ট, ঝটিকাপীড়িত, বায়ু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। = **মালুতেন পমদ্দিত।**

বাতপস্স—বাতাসের দিক, যেই দিকে বা পার্শ্বে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিক বা সেই পার্শ্ব।

বাতপান (ক্লী) জানালা, খিড়কি, জাফরি। = **বাতাযতন।** ⇒ **থকেতি।**

বাতপান ভিসিকা (স্ত্রী) (রৌদ্রাদি গৃহে প্রবেশ না করিবার জন্য) জানালায় যেই মাদুর প্রভৃতি লটকইয়া দেওয়া হয় উহা। ⇒ **ভিসিকা।**

বাতভক্খ (বিণ) বায়ু আহারী, বায়ু সেবনে জীবিত থাকে এমন।

বাতমণ্ডল (পুং) ঘূর্ণিবাত্যা, ঘূর্ণিবায়ু, ঘূর্ণাবর্ত, মহা ঝটিকা, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, ঘূর্ণি বাতাস, দমকা বাতাস, বাতাসের ঝাপটা, ঝড়, ঘূর্ণবাত। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদানশতক) বায়ুমণ্ডল। ⇒ **মণ্ডল** (৪)।

বাতমণ্ডলিকা (স্ত্রী) = **বাতমণ্ডল।** ⇒ **বাতমণ্ডল।**

বাতযোগ—বায়ুর গতি, বাতাসের গতি।

বাতরোগ (পুং) বাতরোগ, বায়ুরোগ, বায়ুর প্রকৃতিজনিত পীড়া বা রোগ, শরীরের বিশৃঙ্খলা অবস্থা, নাড়ি-ভুঁড়ির উপদ্রব, অন্ত্রের আলোড়ন, পেটের বেদনা, শূলবেদনা।

বাতবস্স (পুং, ক্লী) ঝড় এবং বৃষ্টি, ঝড়বৃষ্টি, বাতাস এবং বৃষ্টিপাত। ⇒ **বস্স** (১ক)।

বাতবস্সা (বহুবচন শব্দ) ঝড়বৃষ্টি, ঝড় এবং বৃষ্টি। = **বাতবস্স।**

বাতবুট্‌ঠি (স্ত্রী) ঝড়বৃষ্টি। = **বাতবস্সা।** ⇒ **বুট্‌ঠি।**

বাত বেগ (পুং) বাতবেগ, বাতাসের জোর, বাতাসের বেগ, বায়ুগতি, বাতাসের গতিবেগ। ⇒ **বেগ।**

বাতসকুণ (পুং) "বায়ুপক্ষী" অর্থাৎ একজাতীয় পক্ষী বিশেষ। = **ভাসসকুণ।**

বাতসিখা তিক্খা—প্রবল বাতাসের ঝাপটা। ⇒ **সিখা।**

বাতাতপ (পুং) [বাত + আতপ] বাতাস এবং উষ্ণতা, বাতাতপ।

বাতাবাধ (পুং) বাতব্যাধি, বাতাসজনিত রোগ, বায়ুরোগ, শরীরের বায়ু আশ্রিত বেদনা। = **বাতরোগ।**

বাতাভিহত (বিণ) বাত্যাহত, বাতাসের দ্বারা কম্পিত। = **বাতপটহ।** (তুলনীয়) **বাতধুত।**

বাতায়ন (ক্লী) বাতাস প্রবেশের ছিদ্র, বাতায়ন, গবাক্ষ, জানালা, খিড়কি। = **বাতপান।**

বাতাহট (বিণ) বাতাসের দ্বারা আনীত।

বাতাহত (বিণ) বাত্যাহত। = **বাতাভিহত, বাতপটহ।**

বাতি (ক্রি) [√বা + অ] ১ কাপড় বোনা, তাঁতে বোনা, মিশাইয়া এক করা। = **বাযতি** (১)। ২ ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, প্রবাহিত হওয়া, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, কোনোরূপ গন্ধ নির্গত করা। ⇒ **বাযতি** (২ক)। (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **বাসি।**

বাতিক (বিণ) বাতিক, বাতিকগ্রস্ত, শরীরের বায়ু প্রকৃতি সম্বন্ধীয়, শরীরাভ্যন্তরে বায়ুর অনিষ্টকর প্রক্রিয়া বা সঞ্চালন হইয়াছে এরূপ, শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত বায়ুর প্রকৃতি ঘটিত, শরীরের আভ্যন্তরিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় এরূপ, বাতোৎপন্ন, বায়ুজনিত। (পুং) বাত রোগ, রোগবিশেষ, বাতিক রোগ, বাতিক।

বাতিঙ্গণ (পুং) (তুলনীয় সংস্কৃত—বাতিঙ্গন) "ডিম্ববৃক্ষ" অর্থাৎ বেগুন বা বেগুন গাছ।

বাতেরিত (বিণ) [বাত + ঈরিত] (গাছ সম্বন্ধে) বাতাসে কম্পিত, বাতাসে নড়ে এরূপ, বাতাস দ্বারা হেলে-দুলে এরূপ, বাতাসে বিক্ষিপ্ত। ⇒ **এরিত।**

বাদ (পুং) ১ বাদ, কথন, কথা কথন, ভাষা, আলাপ,

কথাবার্তা, কথা, বাক্‌শক্তি, বক্তৃতা, কথোপকথন, গল্পগাছা। (মধ্যম নিকায়) **ইতিবাদ**—প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, সাধারণ কথাবার্তা। (সংযুক্ত নিকায়) **কুমারক বাদ**—ছেলেকথা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চোরি-বাদ**—প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথা। (পেতবত্থু) **ভেরিবাদ**— ভেরি সম্বন্ধে কথাবার্তা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মিক বাদ**—ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা বা আলাপ; **মুসাবাদ**—মিথ্যা কথা বা মিথ্যাকথন। (বিণ) কথা বলিতে নিযুক্ত, কথায় রত, (কিছুর জন্য) বলিতে নিযুক্ত, ঘোষণা করে এরূপ, প্রচারে রত, বিজ্ঞাপিত করে এরূপ, সর্বসাধারণকে জ্ঞাপিত করে এরূপ, প্রদর্শন করে এরূপ। (দীর্ঘনিকায়) **সীলবাদ পঞ্‌ঞাবাদ** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **নিবিসস-বাদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মবাদ কিরিযবাদ বিরিয-বাদ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বাদং ভিন্দতি**—কথা খণ্ডন করা, দৃষ্টি সামঞ্জস্য রহিত করা, ধারণা বিপরীত করা, মত বিভিন্ন করা, ভিন্ন মত করা (⟹ **ভিন্নবাদ**); **মারবাদং ভিন্দতি**। ২ যাহা বলা হয় তাহা, খ্যাতি, কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে সাধারণ মতবাদ, যশ, নাম, আরোপ, লক্ষণ, বিশেষ গুণ। কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার সমান অর্থবাচক "**নিন্দাবচন**" বলা হইয়াছে। (জাতক) **জাতিবাদ**। ৩ বিচার, তর্ক, আলোচনা, বাদানুবাদ, বিচার-বিতর্ক, বিবাদ, বিতর্ক, বিরোধ, যুক্তি, হেতুবাদ, তর্ক প্রণালী, নির্ঘণ্ট, আলোচ্য বিষয়। (মহাবংস) **সুত্বাউভিন্নং বাদং**। ৪ মতবাদ, তত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রের সত্যবিশেষ, শিক্ষা, উপদেশ, ধর্মমত, কোনও নীতিতে বিশ্বাস, অনুমান, কোনো নীতিতে উপস্থিতি, বিশ্বাস, সত্য বলিয়া প্রতীতি, ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয়, ধর্ম সম্প্রদায়, দল, শ্রেণী, (পণ্ডিত) সম্প্রদায়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আচরিযবাদ**। (মহানির্দেশ) **উচ্ছেদ বাদ**। (মহাবংস) **থেরবাদ**। (দীপবংস) **ভিন্নবাদ**। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **সস্সত বাদ**।

বাদং পটিসংযুজে— বাদানুবাদ করে। = **বাদং পটিপ্ফরেয্য কলহং করেয্য**। ⟹ **পটিসংযুজতি**।

বাদং ভিন্দতি ⟹ **বাদ** (১)।

বাদক (বিণ, পুং) ১ বাদক, বাদ্যকর। ২ মত সম্বন্ধীয়, উপদেশ সম্বন্ধীয়, শিক্ষা বিষয়ক, ধর্মবিরোধী, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, সাম্প্রদায়িক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বগ্গবাদক; বাদক সম্মুতি**।

বাদকসম্মুতি (স্ত্রী) ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবৃতি, সাম্প্রদায়িক উক্তি। ⟹ **বাদক**।

বাদকাম (বিণ) বিতর্কে ইচ্ছুক, বাদানুবাদে আকাঙ্ক্ষী।

বাদখিত্ত (বিণ) বিতর্ক নিক্ষিপ্ত, বিতর্ক ত্যাগ, বাদানুবাদের ওলটপালট, বিশ্বাস সম্বন্ধে নিক্ষিপ্ত বা অগ্রাহ্য, বিশ্বাস বিবর্জিত, বিতর্ক পরিত্যক্ত।

বাদন (ক্লী) বাদন, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, বাজানো, বাদ্য বাজনা, সঙ্গীতবিদ্যা।

বাদ পটিবাদ (পুং) বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ, কথা কাটাকাটি, বাক্যকলহ, ঝগড়া। ⟹ **পটিবাদ**।

বাদপথ (পুং) "কথা বলার পথ বা উপায়" অর্থাৎ বর্ণনা বা ব্যাখ্যার প্রমাণ, স্বীকার বা প্রত্যভিজ্ঞার সঙ্কেত, পুনরায় জানার নিদর্শন, আরোপ করিবার ইঙ্গিত, তর্ক বা বাদানুবাদের মূলভিত্তি, কথা বলার উপায়। = **বচনপথ**।

বাদপন = **বদাপন**। ⟹ **বদাপন**।

বাদসত্থ—বিতর্কজ্ঞান, বাদানুবাদে নিরূপিত সত্য, সত্যধর্ম, প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতীতি, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস, যথার্থ বিশ্বাসের বিষয়, প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য কথার জ্ঞান বা বিজ্ঞান। ⟹ **সত্থ** (২)।

বাদসীল (বিণ) অভ্যস্ত, অভ্যাস আছে এরূপ, রীতি আছে এরূপ, ব্যবহৃত, কলহপ্রিয়, বিবাদপ্রিয়, কুঁদুলে, বিবাদের বা বাদানুবাদের স্বভাবযুক্ত, বিতর্ক বিচারে অভ্যস্ত, বিতর্কশীল, বিবাদশীল, বিচার বিতর্কশীল। ⟹ **সীল** [১ (বিণ)]।

বাদানুবাদ (পুং) বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি, ঝগড়া, বাক্যকলহ, অতিরিক্ত কথা, ছোট কথা, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক মতবাদ, সাম্প্রদায়িক মত বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ বা বিষয়।

বাদাপেতি (ক্রি) (বাদ্যযন্ত্র) বাজাইবার কারণ হওয়া। (মহাবংস) **তুরিযং বাদাপেতি**। ⟹ **বদতি**।

বাদিক (বিণ, পুং) কথা বলিতে নিযুক্ত, (কোনো বিষয়ে) কথা বলে অথবা বক বক করিয়া বলে এমন। (মহাবংস) **পারবাদিক**। (পুং) একজাতীয় পক্ষীবিশেষ। (জাতক) **বাজবাদিক**।

বাদিত (বিণ) বাদিত, ধ্বনিত, বাজানো হয় এরূপ। ⟹ **বাদেতি**। (ক্লী) (যান্ত্রিক) সঙ্গীতবিদ্যা, বাদ্যবাজনা।

বাদিতর (পুং) কথক, যেই ব্যক্তি কথা বলে, বক্তা, বাগ্মী, সভাপতি, যেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে, যাহার মতবাদ আছে।

বাদিন (বিণ) বাদিন, বাদী, বক্তা, অর্থ প্রকাশকারী, অভিযোগকারী, বিবাদকারী, বিতর্ককারী, যেই ব্যক্তি যথার্থতা স্বীকার করে না, কোনও মতবাদ প্রচারকারী, কথক, কোনো বিষয়ে বলে এমন, বলে বা প্রকাশ করে এমন, বিবৃতি দানকারী, সমর্থনকারী, দাবি করিয়া বলে এমন, কথা বলে এমন, প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে এমন, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে এমন, দক্ষতা প্রকাশ করে এমন, দৃষ্টি বা মতবাদ গ্রহণকারী, তর্ক-বিতর্ককারী, যুক্তি প্রদর্শনকারী, প্রমাণকারী, বাদানুবাদ করে এমন। (সূত্রনিপাত) **চত্তারো বাদী**—চারিপ্রকার বাদানুবাদকারী বা বিবাদকারী; **যে বা পি চ'ঞ্‌ঞে বাদিনো**—এমন কি যে কোনো অন্যদৃষ্টিক বা অন্য মতবাদী। (থেরগাথা) **অগ্গবাদিন**। (নেত্তি) **উচ্ছেদবাদিন**। (দীর্ঘনিকায়) **কালবাদিন ভূতবাদিন অত্থবাদিন** ইত্যাদি। (মহাবংস) **চণ্ডালবাদিন**। (দীর্ঘনিকায়) **তথাবাদিন**। (সংযুক্ত

নিকায়) **ধম্মবাদিন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মহাবাদিন; যথাবাদিন**। (বিনয়) **বিনযবাদিন; বণ্ণবাদিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সচ্চবাদিন**।

বাদিযতি (ক্রি) = **বদতি**। ⇒ **বদতি**। এই শব্দটি কর্তৃবাচ্যে বর্তমানকালে গাথার ছন্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। = **কথেতি, ভণেতি**। সংক্ষিপ্তাকারে ক্রিয়ার সপ্তমীতে: উত্তম পুরুষ (একবচনে) **বজ্জং**। মধ্যমপুরুষ (একবচনে) **বজ্জাসি, বজ্জ, বজ্জেসি (বাদিযেসি)**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **বজ্জা = বদেয্য**; (বহুবচনে) **বজ্জুং = বদেয্যুং, কথেয্যুং** ইত্যাদি। ⇒ **বাদেতি, বদতি**।

বাদিযেসি (ক্রি) আপনি বলিতে পারেন অর্থাৎ দয়া করিয়া আপনি বলুন। = **বদেয্যাসি, বজ্জেসি (⇒ বাদিযতি)**। ⇒ **বাদিযতি**।

বাদী (বিণ) বাদিন, বাদী। = **বাদিন**।

বাদীবর (পুং) বাদীবর, প্রধান বাদী, বাদীশ্রেষ্ঠ, দৃষ্টিবাদের অধিকারী বা কর্তা, মতবাদের নায়ক।

বাদেতি (সপ্তমী, ক্রি) শব্দ করা, (বাদ্যযন্ত্র) বাজানো। (জাতক) **বাদেয্যাম**—আমরা (বাদ্যযন্ত্র) বাজাইলে অথবা যদি আমরা (বাদ্যযন্ত্র) বাজাই। ⇒ **বদতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বীণং বাদেন্তো**। (অতীত) **বাদেসুং**। (কর্মবাচ্যে) **বজ্জতি (বাদিযতি)**।

বান (ক্লী) ১ সীবন কর্ম, সেলাইয়ের কাজ, সেলাই করা জিনিস, তোশক, পালঙ্ক বা শয্যার অথবা আরাম কেদারার গদির মধ্যে পোরা তুলা ইত্যাদি, শয্যায় জালের ন্যায় ব্যবহৃত বস্তু অর্থাৎ মশারি বা ঝালরযুক্ত বিছানার চাদর, অরণ্য, জঙ্গল, ঝোপ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মঞ্চবান**। ২ (চরিত্রে) তীব্র আকাঙ্ক্ষা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা। = **তণ্হা**।

বানচিত্তিকা—এই শব্দের পাঠ "**নানচিত্তকা**"। = **নানচিত্তকা**। ⇒ **নানচিত্তকা**। (বিনয়) **বান (নান) চিত্র উণ্ণাময অত্থারণং**।

বানচিত্র = **বানচিত্তকা**। ⇒ **বানচিত্তকা**।

বানয—এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে যৌগিকরূপে "**সুবানয**" [সু + ব + আনয] শব্দে দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ "আনয়ন করা সহজ"। = **সুবানয**।

বানর (পুং) বানর, বাঁদর, শাখামৃগ; (সাহিত্যে) বনবাসী, বনরক্ষক। (জাতকে) **সেনক; নন্দিয**।

বানরযূথ (ক্লী) বানরযূথ, বানরের দল বা পাল বা ঝাঁক। ⇒ **যূথ**।

বানরিন্দ (পুং) বানরেন্দ্র, বানরের রাজা।

বানরী (স্ত্রী) বানরী, বাঁদরী, স্ত্রীজাতীয় বানর।

বা পন—১ নতুবা, নচেৎ, তদ্ভিন্ন, কিংবা, বা, অথবা। ⇒ পন(১)। ২ এমনকি। (পেতবত্থু) **মনুস্সেন অমনুস্সেন বা পন**—এমন কি মনুষ্যের দ্বারা অথবা অমনুষ্যের দ্বারা, মানুষের দ্বারা হউক অথবা অমানুষের (ভূত প্রেত পিশাচাদির) দ্বারা হউক।

বাপ সকুণ = **ভাস সকুণ**। ⇒ **ভাস সকুণ**।

বা পি—এমন কি। = **যে বা পি চ**। (পেতবত্থু) **ইসযো বা পি যে সন্তা** ইত্যাদি।

বাপি (স্ত্রী) বাপি, বাপী, বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি, পুকুর, বদ্ধ জলাশয়, জলাধার, চৌবাচ্চা।

বাপিজল—পুষ্করিণীর জল, দীঘি বা পুকুর হইতে আনীত জল।

বাপিত (বিণ) ১ ক (বীজ) বপিত, রোপিত। (ধান্য সম্বন্ধে) **বাপিত রোপিত**। খ কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা বা কাটা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বাপেতি**। ২ = **পাপিত**। ⇒ **পাপিত**।

বাপিমরিযাদা (স্ত্রী) পুকুরপাড়, পুষ্করিণীর অথবা বদ্ধ জলাশয়ের তীর। **মরিযাদা** (১)।

বাপেতি (ক্রি) ১ কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা বা কাটা। ২ রোপণ করা, বপন করা। ⇒ **বপতি**। (অ-বিণ) **বাপিত**।

বাভি—এই শব্দটি বোধ হয় সংস্কৃত শব্দ হইতে আনিয়া Rhys. Davids. এখানে যোগ করিয়াছেন। পালিতে বলা হয় "**নাভি**" যাহার অর্থ হয় "নাভি", যেমন—**উণ্ণনাভি**—মাকড়শা।

বাম (বিণ) ১ বাম, বাঁ, বাম পার্শ্বস্থ, বাঁ দিকের, প্রতিকূল, বিমুখ, বিপরীত, বামদিকস্থ। (বিণ) **দক্খিণ**। **বামহত্থ**—বামহাত, বাঁহাত, বামহস্ত। (জাতক) **বামক্খি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বামগাহিন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বামপস্স**। (জাতক) **বামং করোতি**—উল্টাইয়া যাওয়া, উল্টাইয়া দেওয়া, বিপরীত করা, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজম শক্তি নষ্ট করা। (করণ কারকে) **বামেন**—বাম দিকে, বাঁ পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে। (অপাদান কারকে) **বমতো**—বাম দিক হইতে অথবা বাম দিকে; (পেতবত্থু) যতদূর সম্ভব "জমা রাখা অথবা পশ্চাতে রক্ষিত বস্তু হইতে" (= "**বিলোমতো**"—পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, সুন্দর, সুশ্রী, মনোহর। (দীর্ঘনিকায়) **বামূরু**।

বামং করোতি ⇒ **বাম** (১)।

বামক্খি [বাম + অক্খি] বাম চক্ষু, বাঁ চোখ। ⇒ **বাম**(১)।

বামগাহিন (বিণ) বাম পার্শ্বস্থ, বাঁ দিকের, বামের, বাম হাত আছে এমন, বাঁ হাতের। ⇒ **বাম** (১)।

বামতো ⇒ (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) **বাম** (১)।

বামন (পুং) বামন, বেঁটেলোক। (বিণ) ক্ষুদ্র, ছোট, নীচ, অতি ছোট, অল্প, বেঁটে, খর্ব। = **বামনক**।

বামনক (পুং) বেঁটে লোক, বামন। (বিণ) অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ছোট, বেঁটে, নীচ, অতি ছোট, খর্ব, খোঁড়া, পঙ্গু, অসমর্থ। = **বামন**।

বামনকধাতুক (বিণ) কুৎসিত স্বভাবের, বিকৃত অবস্থার। ⇒ **ধাতুক**।

বামনিকা (স্ত্রী) ১ কোনো একটি হস্তীর নামবিশেষ (মধ্যম নিকায়)। ২ নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক। ⇒ **বেলামিক**। ৩ শ্রেণীগত নাম। ⇒ **বেলামিকা**।

বামপস্‌স (ক্লী) বাম পার্শ্ব, বাঁপাশ, বাঁ দিক, বাম দিক, বিপরীত দিক, প্রতিকূল দিক। ⇒ **বাম** (১)।

বামপাদ—বাম পা, বাঁ পদ, বাঁ ঠেং, বাম পদ।

বামবাহ—বাম বাহু, বাঁ বাহু।

বামবাহু = **বামবাহ**। ⇒ **বমবাহ**।

বামহত্থ—বাম হস্ত, বাঁ হাত। ⇒ **বাম** (১)।

বামুরু = **বামূরু**। ⇒ **বামূরু**।

বামূরু (পুং) [বাম + "উরু" অথবা "উরু"] বাম উরু, বামূরু, বাম পার্শ্বের উরু। (বিণ) সুন্দর বাম উরু আছে এমন, যাহার বাম পার্শ্বের উরু বা উরুদেশ সুন্দর। ⇒ **বাম** (২)।

বামেন ⇒ (করণ কারক, ক্রি-বিণ) **বাম** (১)।

বায (পুং, ক্লী) ১ বায়, বায়ু, বাতাস, বায়ুমণ্ডল, মৃদু বাতাস, সমীরণ, মৃদুমন্দ সমীরণ। ২ বুনন, (বস্ত্রাদি) বোনার কার্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তুন্নবায**। ⇒ **তন্তবায**।

বাযতি (ক্রি) [√বা + য] ১ বস্ত্র বোনা, তাঁতে বোনা, মিশাইয়া এক করা। (অ-বিণ) **বাযিত**। (কর্মবাচ্যে) **বিয্যতি**। (করণে) **বাযাপেতি**। ২ক ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, বায়ু বহা, প্রবাহিত হওয়া, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা। (দীর্ঘনিকায়) **মহাবাতা বাযন্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **বাতা আকাসে বাযন্তি**। (তুলনীয়) **অভিবাযতি, উপবাযতি, পবাযতি**। **খ** শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া, জীবিত থাকা, বিশ্রাম করা, থামা, শ্বাসক্রিয়া দ্বারা বায়ু গ্রহণ করা এবং ত্যাগ করা, প্রকাশ করা, অনুপ্রবিষ্ট করা, সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ নির্গত করা, আঘ্রাণ করা, নাসিকার শ্বাস দ্বারা অনুভব করা, ঘ্রাণ লওয়া, গন্ধ দেওয়া। (মধ্যম নিকায়) **বাযসি** = **বাসি**। ⇒ **বাতি**। (অতীত) **বাযি**। (অ-বিণ) **বাত**। (ব-বিণ) **বাযন্ত, বাযমান**। (ক্রি-বি) **বাযিত্বা**।

বাযন (ক্লী) ১ বায়ন, যেই ব্যক্তি বাজায়, বাদক। ২ বাতাস চলাচল, গন্ধ বিস্তার। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **উপরিবাযন বাত**। ⇒ **সাযন**।

বাযম (পুং) চেষ্টা, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম। = **বাযাম**।

বাযমতি (ক্রি) [বি + আ + √যম + অ] চেষ্টা করা, উদ্যম প্রকাশ করা, বিবাদ করা, যন্ত্রণা ভোগ করা, কষ্ট করা, পরিশ্রম করা, শ্রম করা, প্রতিযোগিতা করা, প্রচেষ্টা করা, আড়াআড়ি করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা, নিজে চেষ্টা করা, নিজে উদ্যম করা, শক্তি ইত্যাদি প্রয়োগ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ছন্দং জনেতি বাযমতি, বিরিযং আরভতি চিত্তং পগ্গণ্হাতি**। (অতীত) **বাযমি**। (ব-বিণ) **বাযমন্ত**। (সপ্তমী) **বাযমেয্যাথ**। (ক্রি-বি) **বাযমিত্বা**।

বাযমেয্যাথ (সপ্তমী ক্রিয়া) চেষ্টা করিলে অথবা যদি চেষ্টা করা হয়। সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পরিবর্তে "**ষমেয্যাথ**" শব্দের ব্যবহার ভুল। ⇒ **বাযমতি**।

বাযস (পুং) বায়স, কাক।

বাযসবিজ্জা (স্ত্রী) বায়সবিদ্যা, কাকবিদ্যা। দীর্ঘনিকায় অর্থকথা দ্রষ্টব্য।

বাযসারি (পুং) পেঁচা, পেঁচাপক্ষী।

বাযাপেতি (ক্রি) বস্ত্র বোনানো, তাঁতে বোনার কারণ করা। = **বিনাপেতি**। ⇒ **বিনাতি, বাযতি** (১)।

বাযাম (পুং) চেষ্টা, পরিশ্রম, শ্রম, বিবাদ, প্রতিযোগিতা, উদ্যম, উদ্যোগ, আড়াআড়ি, লক্ষ্য, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, বল প্রয়োগ। = **বাযম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ছন্দো বাযাম; সম্মাবাযাম** (⇒ **মগ্গ**)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বাযামং করোতি**—স্বয়ং চেষ্টা করা বা উদ্যম করা।

বাযিত (বিণ) ১ তাঁতে কাপড় বোনা হইয়াছে এরূপ, ভাঁজকৃত, মিশ্রিত, বিজড়িত। (মধ্যম নিকায়) **সামবাযিত**। (তুলনীয়) **বীত**। ⇒ **বাযতি** (১)। ২ প্রবাহিত, বহে বা বহিয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **বাযতি** (২)।

বাযিন (বিণ) প্রবাহিত হয় বা বহিয়া যায় এরূপ, প্রবাহমান, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে এরূপ, গন্ধ অনুভূত হয় এরূপ।

বাযিম (বিণ) কাপড় বোনা হইতেছে এরূপ, তাঁতে বস্ত্র বোনা হইয়াছে বা হয় এরূপ।

বাযু (ক্লী) বায়ু, বাতাস, সমীরণ, পরিচালনীয় মূল বা মৌলিক শক্তি। ইহা চারি মহাভৌতিক উপাদানের মধ্যে একটি। = **মালুত**। ⇒ **বাত, বাযো**।

বাযু মহাভূত—বায়ুরূপ মহাভৌতিক উপাদান। = **বাযুধাতু**। ⇒ **বাযু**।

বাযো (ক্লী) বায়ু, বাতাস (যাহা বিস্তৃতির উপাদান, সংযোগ বা সংসক্তি অথবা সংযোগ প্রবণতা, উত্তাপ এবং গতি)। = **বাযু**। (দীর্ঘনিকায়) **বাযোকসিণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বাযো সঞ্ঞা**। ⇒ **বাযোধাতু**।

বাযোকসিণ (ক্লী) বায়ুকৃৎস্ন অর্থাৎ যেই বাতাসকে ভাবনাকারী যোগী ভাবনার লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ⇒ **বাযো**।

বাযোধাতু (স্ত্রী) বায়ুরূপী ভৌতিক উপাদান, বায়ু, বাতাস, পরিচালনীয় মূল বা মৌলিক শক্তি, চারি মহাভৌতিক উপাদানের মধ্যে একটি। ⇒ **বাত, বাযু, বাযো**।

বার (পুং) ১ (রবি, সোম ইত্যাদি) বার, আবর্তন, ঘূর্ণন, আবর্ত, পাক, গতি পরিবর্তন, অবস্থার পরিবর্তন,

আকৃতি, সুবিধা, সুযোগ, বন্ধুত্বের বা শত্রুতার কার্য, বাঁক, বক্রপথ, প্রবণতা, ঝোঁক, সামান্য ভ্রমণ, ক্ষণিক কর্মব্যস্ততা, উদ্দেশ্য, বিশেষ প্রয়োজন, ক্রম, ধারা, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, অবসর, সময়, কাল, তাল, নির্দিষ্ট কাল, বার, উপযুক্ত কাল, বর্তমান অবস্থা, গতি, গতিপথ, ধারা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির মাঠ, গতিদিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, পর্যায়, একবারে পরিবেশিত ভোজনের অংশ, ক্রমোন্নতি, কার্যপরম্পরা। **বার পরিযায**—বার পর্যায়ে, গতি পর্যায়ে। ২ পদক্ষেপ, এক পা, অল্পদূরত্ব, পদশব্দ, ক্রম, সোপান, মইয়ের ধাপ, পদাঙ্ক, পদচিহ্ন, চলনভঙ্গি, চলিবার ধরন, চলন, অবলম্বিত কার্য, উপায়। **পদবার**।

বারং (ক্রি-বিণ) অপর পাড়ে, অপর পার্শ্বে। (ক্লী) বার, সময়।

বারক (পুং) কলসী, পাত্র, ভাজন, বালতি। ইহা তিন প্রকার, যথা—**লোহবারক**, **দারুবারক**, **চম্মখণ্ড বারক**। (জাতক) **দধিবারক**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ফানিতবারক**।

বারঙ্গমন (ক্লী) [বারং + গমন] একবার দুইবার অথবা বার বার গমন।

বারণ (ক্লী) ১ বারণ, নিষেধ, রোধ, বাধা, নিবারণ, যাহার জন্য বাধানিষেধ আছে, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধ, প্রতিবোধের শক্তি। = **নিবারণ**। (দাঠাংস) **আতপবারণ**। ২ সুরাসার জনিত সুরা, কোহলবিশিষ্ট সুরা। (পুং) ১ বারণ, হস্তী, হাতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বারণলিল্‌হা**। ২ হস্তিলিঙ্গ পক্ষী, এক জাতীয় গরুর পক্ষী।

বারণলিল্‌হা—হস্তীর করুণা, হাতির দয়া, হাতির কৃপা, বারণের অনুগ্রহ। ⟹ **বারণ** [পুং (১)]।

বারণস্‌স খন্ধ ⟹ **খন্ধ** (১)।

বারণস্‌স পিট্‌ঠে—হস্তীপৃষ্ঠে, হাতির পিঠে। = **হত্থিপিট্‌ঠে**।

বারণা সাযনা = **নাগরুক্‌খা**। ⟹ **নাগরুক্‌খা**।

বারণিক—এই শব্দটি থেরগাথায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার পাঠ হইবে "**চারণিক**"। ⟹ **চারণিক**।

বারত্তিক (বিণ) পরিষ্কৃত চর্ম বা চর্মের বুকপেটি আছে এমন।

বারপরিযায (ক্রি-বিণ) বার পর্যায়ে, বার ক্রমে, গতি পর্যায়ে, অভ্যাসক্রমে। ⟹ **বার**, **পরিযায** (১)।

বারভত্ত (রবি, সোম, মঙ্গল ইত্যাদি) বার হিসাবে প্রদত্ত অন্ন-আহার্য, বার হিসাবে পর্যায়ক্রমে বা পালাক্রমে প্রদত্ত অন্নখাদ্য। = **পরিযাযভত্ত**।

বারযিস্‌সং ⟹ **বারেত্রি** (১)।

বারাপেতি (ক্রি) স্ত্রী নির্বাচন বা মনোনীত করিবার জন্য কাহাকে প্রবৃত্ত করা। ⟹ **বারেতি**।

বারি (ক্লী) বারি, জল, উদক। = **উদক**, **জল**।

বারিগোচর (বিণ) জলচর, জলে বিচরণকারী, জলে অবস্থানকারী, জলে বাসকারী, (সাহিত্যে) জল পান করিয়া জীবিত থাকে এমন। = **জলগোচর**। ⟹ **গোচর**।

বারিচ্ছন্ন (বিণ) জলাচ্ছন্ন, বারি বা জলে আচ্ছন্ন, জলঢাকা। ⟹ **ছন্ন**।

বারিজ (বিণ) বারিজ, জলজ, জলে উৎপন্ন। = **জলজ**। সূত্রনিপাতে "**পদ্মকে**" বারিজ বলা হইয়াছে, ধর্মপদ অর্থকথায় মৎস্যকে (= **মচ্ছ**) এবং জাতক অর্থকথায় আনন্দ নামক মৎস্যকে (= **আনন্দ-মচ্ছ**) বারিজ বলা হইয়াছে।

বারিত (বিণ) বারিত, নিবারিত, নিষিদ্ধ, বাধা প্রদত্ত, বিঘ্নঘটিত, বাধাপ্রাপ্ত; দমিত, শাসিত (**সব্ববারি বারিত**) ⟹ **বারি**, **বারেতি**।

বারিত বত (বিণ) নিষিদ্ধ ব্রত, নিবারিত ব্রত, স্বার্থত্যাগের স্বভাব আছে এমন অর্থাৎ স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত। এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে "**চারিত বারিত**"-এর পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যায়—**কিলেসানং পন ছিন্নত্তা বতং ফলং-সমাধিনা সমাহিতং** (তুলনীয়) **ভাবনা বলেন বারিতত্তা ধম্মা** ইত্যাদি (তিক পট্‌ঠান)।

বারিত্ত (ক্লী) বারিত্র, বর্জন, পরিত্যাগ, ত্যাগ, উপরতি, আহারে-বিহারে সংযম, না করিবার কার্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চারিত্তঞ্চ বারিত্তঞ্চ**।

বারিদ (পুং) "যে জল দান করে" অর্থাৎ মেঘ, বর্ষণকারী মেঘ, জলধর, বারিদ। = **জলদ**।

বারিধর (পুং) ১ বারিধর, মেঘ, জলধর। ⟹ **বারিদ**। ২ জলের আধার, জলের কলসী, জলপাত্র। = **জলধর**।

বারিধুত (বিণ) জলকম্পিত, জল দ্বারা কম্পিত, জলে কম্পিত (ইহা জৈন সন্ন্যাসীদের একপ্রকার অভ্যাস)। = **বারিবারিত**।

বারিফুট = **বারিধুত**। ⟹ **বারিধুত**।

বারিবিন্দু—বারিবিন্দু, জলবিন্দু, জলের ফোঁটা।

বারিমগ্‌গ (পুং) বারিমার্গ, জল নির্গত হইবার পথ, পয়োনালী, নর্দমা, নিয়ত ক্ষয়, পয়ঃপ্রণালী, জলের নল।

বারিযমান (বিণ) বারণ করে এমন, নিবারিত হয় এরূপ, বাধাপ্রাপ্ত হয় এরূপ, নিষিদ্ধ হয় এরূপ। "**বারিযমান (কালকণ্ণি সলাকা)**" জাতকে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হইবে "**চারিযমানা**" [তুলনীয় "**বিচারেসুং (কালকণ্ণি সলাকা)**"—পেতবত্থু অর্থকথা]।

বারিযুত = **বারিধুত**। ⟹ **বারিধুত**।

বারিবহ (বিণ) জলবহনকারী অর্থাৎ নদী। ইহা এখানে ভারতের মহানদী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ⟹ **বহ** (বিণ)।

বারিবারিত (বিণ) জল দ্বারা নিবারিত। = **বারিধুত**।

বারিবাহ (পুং) "যে জল বহন করে" অর্থাৎ মেঘ, জলধর।

= বারিদ।

বারুণী (স্ত্রী) ১ বারুণী, একপ্রকার মদ্যবিশেষ। (জাতক) **বারুণী বাণিজ।** ২ মদবতী স্ত্রীলোক, যেই স্ত্রীলোক বারুণী বা মদ সেবন করে, উত্তেজিতা নারী, উল্লসিতা স্ত্রীলোক। জাতকে "দৈবজ্ঞা স্ত্রীলোককেও "**বারুণী**" বলা হইয়াছে, যেমন—**বারুণী'ব পবেধতি;** (জাতক অর্থকথা) **দেবতা-ভূত-পবিট্‌ঠা যক্‌খ-দাসী বিয গহিতা** অর্থাৎ অধিকৃত। (জাতক) **বারুণী'ব পবেধেন্তি;** (জাতক অর্থকথা) **যক্‌খ-আবিট্‌ঠা ইক্‌খণিকা বিয।**

বারুণী পায়ক (বিণ) বারুণীপায়ী, মদ্যপানকারী। ⇒ **পায়ক।**

বারুণীবাণিজ (পুং) বারুণী বণিক, মদ্যবিক্রেতা, মদের দোকানের সওদাগর। ⇒ **বারুণী** (১)।

বারেতি (ক্রি) [√বার + এ] ১ বাধা দেওয়া, নিবারণ করা, বারণ করা, দমন করা, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, রোধ করা, বন্ধ করা, মন্থর করা। (পেতবত্থু) **বারয়িস্সং**—রোধ করার বা বন্ধ করার অভ্যাস আমার ছিল; = **নিবারেসিং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ বিবাহে নিমন্ত্রণ করা অথবা অনুমতি চাওয়া। ⇒ **বুণাতি।** (অতীত) **বারেসি।** (অ-বিণ) **বারিত।** (ব-বিণ) **বারেন্ত, বারয়মান।** (ভ-বিণ) **বারেতব্ব।** (ক্রি-বি) **বারেয্য, বারেত্বা।** (সম্প্রদানে) **বারাপেতি।**

বারেয্য (ক্লী) বিবাহ, বিবাহোৎসব, পরিণয়। (ক্রি-বি) বারণ করিয়া, বাধা দিয়া, বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া, অনুমতি চাহিয়া। = **ধারেয্য।** ⇒ **বারেতি।**

বাল (পুং) ১ ক লেজের কেশ, ঘোড়ার কেশ, লেজ। (জাতক) **পহট্‌ঠ-কণ্ণ-বাল**—(হস্তীর) কর্ণ এবং লেজ দ্বারা আহত। পেতবত্থু অর্থকথায় "**বালকোটি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**বালকোটি**"। (বিনয়) **পল্লঙ্কস্স বালে ভিন্দিত্বা**—পালঙ্কের কেশপূর্ণ গদির কেশ নষ্ট করিয়া বা ফেলিয়া দিয়া; (তুলনীয়) **পল্লঙ্কো আহরিমেহি বালেহি কতো** (বিনয়)। খ কেশের চালুনি অথবা কেশ দ্বারা প্রস্তুত ঝাঁঝরি। ২ (বিণ) কষ্টদায়ক, দুঃখ প্রদানকারী, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ, কোপন-স্বভাব, বিদ্বেষপরায়ণ, বিরক্তিজনক, ক্লেশজনক, পীড়াদায়ক, কঠিন, দুঃসাধ্য। (বিনয়ে) **অধিকরণ।** ৩ (ক্লী) জল, বারি, উদক। = **বারি, জল, উদক।**

বালকম্বল (ক্লী) ঘোড়ার লেজের কেশ দ্বারা প্রস্তুত কম্বল।

বলকোটি—কেশাগ্র, কেশের অগ্রভাগ। = **বালকোটি।** ⇒ **বাল** (১ক)।

বালগগ (ক্লী) কেশাগ্র, কেশের অগ্রভাগ। = **বালকোটি।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বালগ্গবেধ।**

বালগগমত্ত—এমন কি একখানা কেশমাত্রও নহে। = **বালকোটিমত্ত।** ⇒ **বালগ্গ।**

বালগ্গবেধ (বিণ) (তীরন্দাজ সম্বন্ধে) কেশাগ্রবিদ্ধ, কেশাগ্র দ্বারা আহত। ⇒ **বালগ্গ।**

বালজ (বিণ) জলজ, জলে উৎপন্ন অর্থাৎ মৎস্য। = **বারিজ।** ⇒ **বাল** (৩)।

বালণ্ডুক = **বালণ্ডুপক।** ⇒ **বালণ্ডুপক।**

বালণ্ডুপক (পুং, ক্লী) ১ ঘোড়ার লেজের কেশ দ্বারা প্রস্তুত ব্রুশ। ২ উপাদান, উপকরণ, শিরস্ত্রাণ (?)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**বালণ্ডুক**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**বালণ্ডুপক**" এবং ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় পাঠ হইয়াছে "**লেড্ডুপক**"। (বিণ) বালুকা মিশ্রিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চুণ্ণং বা তেলং বা বালণ্ডুপকেন** ইত্যাদি; (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **লেড্ডুপকেন।**

বালতা (স্ত্রী) মূর্খতা, অজ্ঞতা।

বালত্ত (ক্লী) দুঃখ, কষ্ট, বিরক্তি, অসুবিধা, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, অস্বাস্থ্য, দুষ্করতা, জটিল সমস্যা, ক্লেশ, আপত্তি, দায়, মুশকিল, বাধা, দুর্বোধ্য বিষয়।

বালধি (পুং) (সাধারণত বড় জন্তু বিশেষের) লেজ (যেমন চমরী গরুর লেজ)।

বালমিগ (পুং) শিকারী পশু। = **বাড়মিগ।**

বালরজ্জু—কেশদ্বারা প্রস্তুত রজ্জু, কেশদ্বারা তৈরি দড়ি, কেশের দড়ি।

বালবীজনী (স্ত্রী) তিব্বত দেশীয় চমরী গরুর লেজের বীজনী বা পাখা, চামরের পাখা।

বালবেধা (বিণ) চুলচেরা, কেশভেদক, চুলভেদকারী। ⇒ **বালবেধিন** (১)।

বালবেধিন (বিণ, পুং) ১ যেই তীরন্দাজ কেশ বিদ্ধ করিতে পারে, যেই তীরন্দাজ কেশ বা চুল বিদ্ধকারী। (জাতক) **অক্‌খণবেধিন বালবেধিন।** (মহাবংস) **সদ্দবেধিন বিজ্জুবেধিন বালবেধিন।** (বিশুদ্ধিমার্গে) **বালবেধা।** ২ (চরিত্রে) চতুর তর্কবিতর্ককারী, চুলচেরা বা অতিসূক্ষ্ম আলোচনাকারী বা বিচারকারী। (বি-ভা) **পণ্ডিতা নিপুণা কত-পরপ্পবাদা বালবেধিরূপা** (দীর্ঘনিকায়)।

বালবেধী (বিণ) = **বালবেধিন।** ⇒ **বালবেধিন।**

বালিক (বিণ) বালুকাময়, বালুকাপূর্ণ। = **বালুক।** (পুং) বালুকা। = **বালিকা।**

বালিকপুঞ্জ (পুং) বালুকাপুঞ্জ, বালুকা স্তূপ, বালুকারাশি। = **বালিকাপুঞ্জ।** ⇒ **পুঞ্জ।**

বালিক বালিকা—কেবল বালুকা, সর্বাংশে বালুকা। ⇒ **বালিকা।**

বালিকা (স্ত্রী) বালি, বালুকা, বালিকা। (জাতক) **পরিত্ত বালিকা।** (যৌগিকে) **বালিক বালিকা।** = **বালুকা।**

বালিকা কন্তার (পুং) বালুকাময় মরুভূমি, বালুকাময় জনশূন্য স্থান। = **বালুক কন্তার।**

বালিকাপুঞ্জ (পুং) বালুকাপুঞ্জ, বালুকারাশি। =

বালিকপুঞ্জ।

বালিকাপুলিন (ক্লী) বালুকাময় শয্যা, বালুকাশয্যা, নদীর বালুকাময় তীর, বালুকাপূর্ণ নদী সৈকত।

বালিকাবস্‌স—বালুকা বর্ষণ, বালুকা বৃষ্টি।

বালিন (বিণ) যাহার লেজে কেশ আছে এমন, কেশপূর্ণ লেজ আছে এমন।

বালুক (বিণ) বালুকাময়, বালুকাপূর্ণ। = **বালিক**। (পুং) বালুকা। = **বালুকা**।

বালুক কন্তার (পুং) বালুকাময় মরুভূমি। = **বালিকা কন্তার, বালুকন্তার**।

বালুকন্তার (পুং) বালুকা কান্তার, বালুকাময় মরুভূমি, মরুভূমি, দুর্লঙ্ঘ্য বনভূমি বা মরুভূমি, মরুকান্তার, বনকান্তার। = **বালিকাকন্তার, বালুককন্তার, বণ্ণু-পথ**। ⇒ **কন্তার**।

বালুকা (স্ত্রী) বালি, বালুকা। = **বালিকা**। (মহানির্দেশ) **গঙ্গায়বালুকা**।

বালেহি = **ফালেহি**। ⇒ **ফাল** (২)।

বাল্ (পুং) ১ **ক** সর্প, সাপ। বিশুদ্ধিমার্গে "**বল্**" শব্দের পরিবর্তে "**বাল্**" শব্দের পাঠ হইয়াছে। ⇒ **বল্**। **খ** শিকারের পশু। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অমনুস্‌স বাল্**। (জাতক) **বাল্মচ্ছা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বাল্ বন**। ২ সঙ্গীত বিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সঙ্গীত, সুস্বর, সুর রচনা।

বাল্মচ্ছা—লুণ্ঠনকারী মৎস্যদল, লুণ্ঠনকারী মাছের ঝাঁক। ⇒ **বাল্** (১খ)।

বাল্মিগ (পুং) শিকারী পশু, লুণ্ঠনকারী জন্তু, হিংস্র জন্তু (যেমন—বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ প্রভৃতি)। (জাতক) **বাল্মিগট্‌ঠান**—শিকারী পশু বা হিংস্রজন্তুর বাসস্থান; **বাল্মিগরোচনা**—হিংস্র জন্তুর রম্য স্থান বা বিচরণ স্থান।

বাল্মিগট্‌ঠান ⇒ **বাল্মিগ**।

বাল্মিগরোচনা ⇒ **বাল্মিগ**।

বাল্বন—বন্য পশুদের বাসস্থান অরণ্য, যেই অরণ্যে বন্য পশু বাস করে। ⇒ **বাল্** (১খ)।

বাল্ বীজনী—চামরের বীজনী, চামরের পাখা, রাজবীজনী চামর, চামর। ⇒ **ককুধভণ্ড, পঞ্চবিধ ককুধভণ্ড**।

বাবত্তেতি (ক্রি) উল্টাইয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, বদলাইয়া দেওয়া, ঘটানো, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, পরিণত করা, আকার দেওয়া, গঠন করা, কুঁদিয়া বাহির করা, বিপর্যস্ত করা, পরিবর্তিত করা বা হওয়া, ভিন্নগতি লওয়া, ফিরানো, পাক দেওয়া, নষ্ট করা, লোপ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (অতীত) **বাবত্তযি**; (মধ্যম নিকায়) **বাবত্তযি সংযোজন** = **পবিবত্তযি সংযোজন** = **সংযোজনং নিম্মূলং অকাসি**।

বা....বা—দুইয়ের মধ্যে যেই কোনো একটি, তাই নাকি। (সূত্রনিপাত) **ব্রহ্মা বা ইন্দো বা**—ব্রহ্মা অথবা ইন্দ্র—এই দুইজনের মধ্য একজন। (ধর্মপদ) **ভাসতি বা করোতি বা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুত্তো বা ধীতা বা নত্থি**—পুত্র অথবা কন্যা নাই, পুত্র কন্যা নাই। (দীর্ঘনিকায়) **হোতি বা নো বা**—আছে কি অথবা কি নাই? (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তংপখেহি বা ম বা**। ⇒ **বা**।

বাবীসতি (বিণ) বাইশ, ২২, বাইশ সংখ্যক।

বাস (পুং) ১ বাস, বস্ত্র। (বিণ) পরিহিত, পরিধানকৃত। (জাতক) **হেম-কপ্পন-বাসসে**। ২ক বাস, বাস করণ, থাকা, স্থিতি, জীবন, অল্পক্ষণের জন্য অবস্থিতি, অবস্থান, প্রবাস, আয়ু, জীবনকাল, মানুষের জীবনধারণের অবস্থা, জীবনযাপন, জীবনযাত্রা, জীবনোপায়, জীবিকা। (মহাবংস) **অনাথ-বাসং বসতি**—অনাথের ন্যায় বাস করা, অসহায় জীবনযাপন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সমগ্গবাসং বসতি**—সম্মিলিতভাবে বা ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাস করা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লোকান্তরিক বাসং বসতি**। (তুলনীয়) **পরিবাস, সংবাস**। **খ** গৃহ, ঘর, আবাস স্থান, বাসগৃহ, বাসস্থান, বসতি, বসবাসকরণ। (জাতক) **বাসং কপ্পেতি**—(কোনো স্থানে) বাস করা, বাসগৃহ করা, আবাস স্থান করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বাসং উপগচ্ছতি**—(বর্ষাকালে বর্ষাবাস যাপনের জন্য) বাস গৃহে বা আবাসস্থানে প্রবেশ করা। বিশেষ ভাবার্থে "**বস**" শব্দের অর্থ হয় "বিছানা, শয্যা"। ⇒ **বাসূপগত**। **গ** অবস্থা, দশা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাষ্ট্র, রাজ সরকার, পদ, গুণ, মর্যাদা, সম্প্রদায়, শ্রেণী, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিয়বাস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ব্রহ্মচরিয় বাস**। (বিণ) বাসকারী, থাকে এমন, অবস্থান করে এমন, জীবন্ত, সজীব, জীবিত, ক্ষিপ্র, সতেজ, অবস্থিতি করে এমন, অল্পকালের জন্য বাসকারী, অপেক্ষাকারী, বিলম্বকারী, বিশ্বাসী, বিশ্বাসকারী, সময় যাপন করে অথবা সময় কাটায় এমন, স্থায়ী, অবিরাম। (সূত্রনিপাত) **একরত্তি বাস; এখবাস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বস্‌সবাস**। (জাতক) **বত্থুবাস**। (তুলনীয়) **অন্তেবাসিকবাস**। ৩ বাস, সুবাস, সুগন্ধ, সৌরভ, সুরভি, সুরভিদ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য।

বাসক (বিণ) বাসকারী, অবস্থানকারী, জীবন্ত, সজীব। = **বাস** [২গ(বিণ)], **বাসিক**। ⇒ **সংবাসক**।

বাসঘর (ক্লী) বাসঘর, বাসকক্ষ, বাসগৃহ, শয়নকক্ষ। = **কুটী**।

বাসচুণ্ণ (ক্লী) সুগন্ধযুক্ত চূর্ণ বা পাউডার।

বাসট্‌ঠানং (ক্লী) বাসস্থান।

বাসতং (বিণ) দুইশত, ২০০।

বাসতি (ক্রি) (পশুপক্ষীদের) চিৎকার করা, শব্দ করা, রব করা। ⇒ **বস্‌সতি** (২)।

বাসখ—গৃহসৌভাগ্য, গৃহসমৃদ্ধি, ঘরে থাকিয়া সমৃদ্ধি বা সৌভাগ্য লাভ, সাফল্য, উন্নতি, সৌভাগ্য।

বাসধুর—সাধারণ কাজ, নিয়মিত কর্তব্যকর্ম, প্রচলিত বা নির্ধারিত কাজ, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ, সাধারণ জীবিকার দায়িত্ব, সাধুতার বা পবিত্রতার প্রাথমিক অবস্থা, (সাহিত্যে) ভার বা বোঝা। (বিপ) **পরিযত্তধুর**। ⇒ **গন্থধুর**।

বাসন (ক্লী) ১ বাসন, বাসস্থান, বাসস্থান করণ, বসবাস করণ, অবস্থান করণ। = **বাসন** (২)। ২ বসন, বস্ত্র, বস্ত্র পরিধান করণ, বস্ত্র পরিধান। = **বসন** (১)। (বিণ) বস্ত্র পরিহিত, বস্ত্র পরিধান করে বা করিয়াছে এমন। = **বসন** [১(বিণ)]। ৩ সুগন্ধযুক্ত করণ, সুরভি, সুরভিত দ্রব্য। = **বাস** (৩)।

বাসন বাসিত (বিণ) = **বাসিত বাসন**। ⇒ **বাসিত বাসন**।

বাসনা (স্ত্রী) বাসনা, অতীতের স্মৃতি, স্মৃতি, যাহা মনে স্মরণ থাকে তাহা, অতীত সংস্কার, পূর্বজন্মের সংস্কারজনিত স্মৃতি, পূর্বের সংস্কারজনিত স্মৃতি, অস্পষ্ট স্মৃতি, বিশ্বাস, সংস্কারবিশেষ, স্মৃতিজনক সংস্কার।

বাসর (পুং) বাসর, দিন, দিবা। (বিপ) **রাত্রি**।

বাসব (পুং) বাসব, দেবরাজ ইন্দ্র। = **সক্ক, ইন্দ**।

বাসাগার—বাসাগার, বাসগৃহ, শয়নকক্ষ। ⇒ **বাসঘর**।

বাসি (স্ত্রী) ১ বাসি, কুঠারবিশেষ, ক্ষুর, তীক্ষ্ণ বা ধারালো ছুরি, ছুতার মিস্ত্রির বাইস, কুড়ালি, ক্ষুদ্র কুঠার। (জাতক) **বাসি ফরসু**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিখিণা বাসিয়া খণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দিত্বা**—তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বাসিজট**। ২ ক্ষুর।

বাসিক (বিণ) বাসকারী, অবস্থানকারী, থাকে বা বাস করে এমন। = **বাসক**। (মহাবংস) **গাম বাসিক**। (জাতক) **বারাণসিবাসিক**। ⇒ **অন্তেবাসিক**।

বাসিজট (ক্লী) কুড়ালির হাতল, রাজমিস্ত্রির কুঠারির হাতল, ছুতার মিস্ত্রির বাইসের হাতল, ক্ষুরের বাঁট, ছুরির বাঁট। ⇒ **জট**।

বাসিত (বিণ) ১ স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, প্রস্তুতকৃত, জীবন্ত করা হইয়াছে এরূপ, সতেজকৃত, রক্ষিত, সংরক্ষিত, বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ। (বি-ভা) "**বাসিত বাসন**" অথবা "**বাসন বাসিত**" (সূত্রনিপাত); (বিশুদ্ধিমার্গ) **বাসিত ভাবিত ভাবনা**। ২ বাসিত, সুরভিত, সুগন্ধকৃত; ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট, গর্ত দিয়া গত, ভেদ করিয়া গিয়াছে এরূপ; পরিপূরিত, পূরিত। (তুলনীয়) **পরিবাসিত**। ⇒ **বাসেতি** (১, ২)।

বাসিতক (বিণ) সুরভিত, সুবাসিত, সুগন্ধকৃত, সুগন্ধিযুক্ত। (বিণ) **বাসিতকেন পিঞ্ঞাকেন নহাযেয্য**—সুগন্ধিযুক্ত সাবানে স্নান করা উচিত। (ক্লী) সুগন্ধিযুক্ত চূর্ণ বা পাউডার।

বাসিত বাসন (বিণ) অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি দ্বারা যেই ব্যক্তি নিজ চিত্তকে প্রভাবিত করে। (সূত্রনিপাত) **পুব্ব বাসিত বাসন** = **বাসনায বাসিত-চিত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **বাসন বাসিত**। ⇒ **বাসিত** (১)।

বাসিতিকা (বিণ, স্ত্রী) সুরভিত। = **বাসিতক**। (বিনয়) **বাসিতিকা মত্তিকা**—সুগন্ধিযুক্ত মৃত্তিকা।

বাসিন (বিণ) ১ বসন পরিহিত, বস্ত্রাচ্ছাদিত। (সূত্রনিপাত) **সাংঘাটিবাসিন; কাসাযবাসিন**। (পেতবত্থু) **সাহুন্দবাসিন**। (জাতক) **নন্তকবাসিন; রুম্মবাসিন**। ২ পছন্দকারী, বাসকারী, অবস্থানকারী। (সূত্রনিপাত) **মেরুমুদ্ধবাসিন; আরম্ভবাসিন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহাবিহারবাসিন; অঙ্গ-মগধবাসিন; সাবত্থিবাসিন; বারাণসিবাসিন**।

বাসিনী (বিণ, স্ত্রী) বাসিনী, বাসকারিণী, অবস্থানকারিণী, পছন্দকারিণী। (বিনয়) **ছন্দবাসিনী, পটবাসিনী** ইত্যাদি।

বাসিফল (ক্লী) ছুরির ফল বা ফলক, কুঠারের ফলক। ⇒ **বাসি**।

বাসী (বিণ) = **বাসিক**। ⇒ **বাসিক**। = **বাসিন**। (স্ত্রী) কুঠার, ছুরি, ক্ষুর। = **বাসি**।

বাসুদেব (পুং) ১ শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম ছিল বসুদেব। ⇒ **বলদেব**। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বাসূপগত (বিণ) [বাস + উপগত] ১ (বর্ষাবাস বা বর্ষা ঋতু যাপনের জন্য) কুঁড়ে ঘরে বা বাসগৃহে উপবিষ্ট, বাসগৃহে প্রবেশ করিয়াছে এমন। ২ শয্যায় গত, শয়ন করিয়াছে এমন, শায়িত।

বাসেতি (ক্রি) [√বাস + এ] ১ বাস করা, বাস করিবার কারণ করা, থাকা, অবস্থান করা, বাঁচিয়া থাকা, বাঁচাইয়া রাখা, স্থায়ী করা, শুকাইয়া রাখিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত করা, টিকাইয়া রাখা, রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা, বাঁচানো, প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিষ্ঠিত করা, বাস করানো। (বিপ) **নাসেতি**। ⇒ **বসতি** (৩)। (তুম্) **বাসেতুং**। ২ সুবাসিত করা, সুগন্ধিযুক্ত করা, সুগন্ধিত করা, সুবাসিত করিয়া পরিষ্কার বা সংরক্ষণ করা, সংক্রামক রোগের জীবাণু শূন্য করা (?), আরোগ্য করা, দোষমুক্ত করা, কাহারও দোষের প্রতিকার করা। (জাতক) **অট্ঠিনি বাসেতি**—অস্থিসমূহ সংরক্ষণ করা; **সসো অবাসেসি সক সরীরে**, (বর্ণনায়) "**সকে সরীরে অত্তনো সরীরং দাতুং অবাসেসি বাসাপেসী'তি অত্থো, সরীরঞ্চ'স্স ভক্খথায অদাসি; কুসুমেহি বাসেত্বা**—পুষ্পের দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করিয়া। ⇒ **বসতি** (২), **বাসেতি** (১)। (অতীত) **বাসেসি, অবাসেসি**। (অ-বিণ) **বাসিত**। (ক্রি-বি) **বাসেত্বা**। করণে **বাসাপেতি**।

বাহ (বিণ) বহন করিয়া নিয়া যায় এরূপ, চালিত করে এরূপ, পরিচালিত করে এমন, ভার বহন করে এমন,

প্রধান, মুখ্য। (পুং) **ক** পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী (ব্যক্তি বা দল), সংবাদপত্রের মুখ্য প্রবন্ধ, প্রধান প্রবন্ধ, দলপতি, নেতা, অধিনায়ক। (জাতক) **সত্থবাহ**। **খ** মালবাহী গাড়ি, গরুর গাড়ি, যান, শকট, বোঝাই গাড়ি, প্রচণ্ড ও প্রচুর প্রবাহ, জলস্রোত, ভারবাহী পশু, গাড়ির বোঝা অর্থাৎ ৩৮০ দ্রোণ, প্রবাহ। (সুত্রনিপাত অর্থকথা) **তিলবাহ**। (জাতক) **সট্‌ঠিবাহসহস্‌সানি**—ষাট হাজার মাল বোঝাই গাড়ি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বাহসতং**—এক শত মাল বোঝাই গাড়ি।

বাহক (বিণ, পুং) বাহক, বহনকারী, বহনকর্তা, যদ্দ্বারা বহন করিয়া নেওয়া হয় এমন (অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, নৌকা, শিবিকা, জলস্রোত, জলপ্রবাহ প্রভৃতি)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকবাহক**।

বাহন (বিণ) বহন করে এমন, আকর্ষণ করে এরূপ, টানে এরূপ, প্রলোভিত করে এমন। (বিনয়) **উদকবাহন রজ্জু**। (জাতক) **কট্‌ঠবাহন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রথযুগবাহন**। (ক্লী) বাহন, যান, যদ্দ্বারা বহন করা যায় উহা, হস্তী-নৌকা-গাড়ি-শিবিকা প্রভৃতি, বহনকারী পশু, বহন। (বিনয়) **বাহনাগার**। (সুত্রনিপাত) **মার সবাহন**—মাররাজ হস্তিতে আরোহণ করিয়া (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থিবাহন**। (জাতক) **বলবাহন**।

বাহনক = বাহ। ⇒ **বাহ**।

বাহনাগার (পুং) আস্তাবল, হাতি ঘোড়া প্রভৃতি রাখিবার ঘর, গাড়ি রাখিবার ঘর। ⇒ **বাহন (ক্লী)**।

বাহসা (অব্যয়) জন্য, হেতু, কোনো কিছুর বলে বা প্রভাবে, যে কোনো হেতুতে বা কারণে, এক দিক হইতে অন্য দিকে, বরাবর ভিতর দিয়া, জন্যে, কারণে।

বাহা (স্ত্রী) ১ বাহু। ২ চাউল প্রভৃতি মাপিবার জন্য ব্যবহৃত মগধ দেশীয় পূর্বকালীন একপ্রার পাত্রবিশেষ, পরিমাপক পাত্র, ওজন করিবার পাত্র। ⇒ **অড্‌ঢচূড় (বিণ)**।

বাহিন (বিণ, পুং) বহনকারী, বহন করিয়া লইয়া যায় এমন, সমর্পণ করে এরূপ, জ্ঞাপন করে এমন, জ্ঞাত করে এমন, জ্ঞাপনকারী, সমর্পণকারী। (জাতক) **হযবাহিন**।

বাহিনী (স্ত্রী) ১ নদী। ২ বাহিনী, সেনাবাহিনী, সৈন্যবিশেষ, সেনাসামন্ত। ৮১টি হস্তী, ৮১ খানা রথ, ২৪৩টি অশ্ব, ৪০৫ জন পদাতিক সৈন্য—এতাবৎ সংখ্যক সৈন্য সমষ্টিকে এক একটি বাহিনী বলা হয়। (জাতক) **মিগবাহিনী**।

বাহী (বিণ) বাহী, বাহিন্‌, বহনকারী, সহনকারী। ⇒ **বাহক, বাহিন**।

বাহেতি(ক্রি) [√বহ + এ] যাইবার কারণ করা, বহন করা, সমর্পণ করা, জ্ঞাপন করা, জ্ঞাত করা, পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা। ⇒ **বহতি**। (ব-বিণ) **বাহিযমান**।

বি—১ বিস্তৃতি বা প্রসারণ সূচিত করণ, প্রসারিত করণ, বৃদ্ধি করণ; (চরিত্রে) বহুবিধ বর্ণনা, সবিশেষ বর্ণনা; যেমন—**বিকম্পতি**—নাড়াঝাড়া করা; **বিকাসেতি; বিকিরতি; বিচরতি; বিকূজতি; বিচ্ছুরিত; বিজাযতি; বিতান; বিত্থার; বিদালেতি; বিধম্মতি; বিধাযক; বিপকিরতি; বিপ্ফার; বিপ্ফারিকা; বিবরতি; বিভজতি; বিভত্ত; বিভাগ; বিরূহন; বিরোচতি; বিস্‌সজ্জতি; বিস্‌সট্‌ঠং; বিস্‌সুত; বিস্‌সর**। ২ উপদ্রব বা বিরক্তি সূচিত করণ, পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, মিশ্রিতকরণ; যেমন--**বিকসিত; বিকূব্বন; বিক্কয; বিক্‌খম্ভতি; বিক্‌খালেতি; বিক্‌খেপ; বিগত; বিগলিত; বিগ্‌গহ; বিচিনতি; বিজহতি; বিদেস; বিনট্‌ঠ; বিনত; বিনাস; বিনিচ্ছয; বিনোদক; বিপাতেতি; বিপ্পলপেতি; বিরাজেতি; বিরোধ; বিলুম্পতি; বিবিত্ত; ববিধ; বিবেক; বিবাহ**। ৩ ক্ষতি সূচিত করণ, পার্থক্য সূচিত করণ, বৈপরীত্য সূচিতকরণ, বিপর্যয় সূচিত করণ, যেমন—**বিসন; বিকটিক; বিকপ্প; বিকার; বিকাল; বিতথ; বিধূম; বিপত্তি; বিপরীত; বিপ্পটিপন্ন; বিভব; বিমতি; বিমানন; বিযোগ; বিরজ; বিরত; বিরূপ; বিকট; বিবণ্ণেতি; বিবাদ; বিসম; বিসন্দতি; বিস্‌সরিত; বিসিট্‌ঠ; বিসেস**। ৪ প্রায়শ তীব্রতর ভাব প্রকাশে, যেমন—**ব্যাকুল; বিকত্ত; বিকোপেতি; বিগরহতি; বিচ্ছিন্দতি; বিজিত; বিজ্জোতিত; বিতরতি; বিনিযোগ; বিনিবত্তেতি; বিপরিণাম; বিপ্পমুত্ত; বিপ্পসন্ন; বিপ্ফলিত; বিবন্ধন; বিরমতি; বিসহতি; বিসুক্‌খ; বিসুদ্ধ; বিস্‌সমতি; বিহঞ্‌ঞতি**।

বি-আকিরতি (ক্রি) বিকীর্ণ করা, ছিটাইয়া দেওয়া, বিক্ষিপ্ত করা, পূর্ণ করা, পুঞ্জীভূত করা।

বি-আঘাত—আঘাত, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা।

বি-আচমেতি (ক্রি) ধৌত করা, প্রক্ষালন করা। ⇒ **আচমতি**।

বি-আলেপ—প্রলেপ, লেপন, মলম। ⇒ **আলেপ**।

বি-আলোপ—(খাদ্যের) টুকরা, কর্তিত টুকরা। ⇒ **আলোপ**।

বিকচ (বিণ) ক্লান্ত, স্ফীত, প্রস্ফুটিত, দৃষিত, পুষ্পিত, মুকুলিত, বিকচ, বিকশিত, ক্লেশরহিত।

বিকট (বিণ) বিকট, ভীষণ, ভয়ানক, বিশাল, বিপুল, বিকৃত, পরিবর্তিত, সুন্দর, প্রকৃত অর্থ বিকৃত, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট, মলপূর্ণ, সমল, অশ্লীল, মলিন, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অসুবিধাজনক, প্রতিকূল, ঘৃণাজনক, জড়িত, (আবহাওয়া) ঝড়ো, অসাধু, কলুষিত, অপরিষ্কার, সংঘর্ষণপ্রাপ্ত, ধাক্কা লাগা, ময়লাযুক্ত। ⇒ **বিকরোতি**। (ক্লী) ময়লা, মালিন্য, কলুষ, কর্দম। বিনয়ে সর্পদংশনের

প্রতিষেধরূপে চারি প্রকার **"মহা-বিকটানি"** এর প্রয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**গূথ, মুত্ত, ছারিকা, মত্তিকা।**

বিকট ভোজন—কদন্ন, কদর্য ভোজন, অপরিষ্কার খাবার, ঘৃণিত আহার্য, কুৎসিত খাদ্য।

বিকটানন (বিণ) [বিকট + আনন] বিকটমুখ, অশ্লীল মুখ, কলুষিত বা কলুষপূর্ণ মুখ, অবিশুদ্ধ মুখ, যাহার বিকট মুখ আছে এমন, বিকট মুখ আছে এমন। ⟹ **আনন।**

বিকটি (স্ত্রী) এক প্রকার, এক রকম, এক ধরনে গঠিত, একই আকারে প্রস্তুত। ⟹ **বিকতি।**

বিকটিক (বিণ) ১ নানা আকারের, নানা প্রকারের। ২ অপরিষ্কার, অশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ, অপবিত্র, লম্পট।

বিকণ্ণ (বিণ) [বি + কণ্ণ] কোণগুলি বক্র বা বিশৃঙ্খল, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত।

বিকণ্ণক—এক প্রকার তীর বা বাণ।

বিকত (বিণ) বিকৃতিপ্রাপ্ত, পরিবর্তিত, পরিবর্তনকৃত, বদলিয়া গিয়াছে এমন। (বিনয়) **গিহি-বিকত।** ⟹ **বিকরোতি।**

বিকতি (স্ত্রী) "যেই কোন কিছু প্রস্তুত করা হয়", তৈয়ার করণ অর্থাৎ ১ শ্রেণী, রকম, প্রকার, বর্ণ, শ্রেণীভুক্ত কিন্তু শ্রেণীর অযোগ্য বস্তু, (মুদ্রণে) নির্দিষ্ট ছাঁচের যে কোনো অক্ষর, ধরন, জ্ঞাতিবর্গ, বংশ, সগোত্র, প্রাণিসমূহ বা বস্তুসমূহ, প্রজাতি, মৌলিক গুণ। (জাতক) **আভরণবিকতি; মচ্ছ-মংস-বিকতি।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভোজন-বিকতি।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাজন বিকতি।** (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পিলন্ধন বিকতি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **খজ্জ বিকতি।** ২ উৎপন্ন বস্তু, সৃষ্টি, উৎপাদন, আকার, গঠন, শ্রেণী, প্রকার, তৈরি করণ, পণ্য দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্যসূচক সংজ্ঞা, উৎপাদনাদির পরিমাণ, কার্য, কর্ম, আকৃতি, পানপাত্র, পাত্র, জাহাজাদি, নল, শিরা। (মধ্যম নিকায়) **দন্তবিকতি।** ৩ বিন্যাস, নিষ্পত্তি, গঠন, বেশভূষা, আকারপ্রকার, (পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির) রীতি বা ধরন, পাঁচমিশালি জিনিস, আকার, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, বেঞ্চ, বিদ্যালয়ের শ্রেণী, সামাজিক পদ, শৃঙ্খলা, প্রণালী, ফর্মা, মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষরসমূহ, মূর্তি। (জাতক) **মালা বিকতি।**

বিকতিকা (স্ত্রী) (বাঘ, সিংহ প্রভৃতির চিত্রসমূহের সূচিকর্ম করা, পশমের শয্যাবরণী বা বিছানার চাদর। (অপাদানে) **তুলিকা বিকতিকা।**

বিকতি ফল (ক্লী) ফলবিন্যাস, ফল সজ্জিত করণ, পাঁচমিশালি ফল।

বিকত্ত (বিণ) কর্তিত, কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **বিকত্ত কন্ত।** = **বিকন্ত।** ⟹ **বিকন্ততি।**

বিকত্ত কন্ত—যেই প্রেমিকের সহিত ভালবাসার বন্ধন কর্তন বা ছিন্ন করা হইয়াছে এমন। ⟹ **বিকত্ত।**

বিকত্তন (ক্লী) কর্তনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, ছুরি। (বিনয়) **তিণ্হ গোবিকত্তন**—তীক্ষ্ণধার গরু-কাটা ছুরি। (তুলনীয়) **বিকন্তন।**

বিকত্থক (বিণ) = **বিকত্থী।** ⟹ **বিকত্থী।**

বিকত্থতি (ক্রি) [বি + √কথ + অ] অহঙ্কার করা, আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া বা গর্ব করা, প্রকাশ বন্ধ করা, প্রদর্শন বন্ধ করা, প্রমাণ না করা, জ্ঞাত না করা। = **বঞ্চন-বচনং বদতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **বিকত্থি।** (অ-বিণ) **বিকত্থিত।** (ক্রি-বি) **বিকত্থিত্বা।**

বিকত্থন (ক্লী) দম্ভপূর্ণ উক্তি, গর্বের বিষয় বা বস্তু।

বিকত্থিত (ক্লী) = **বিকত্থন।** ⟹ **বিকত্থন।** (বিণ) অহঙ্কৃত, গর্বিত। ⟹ **বিকত্থতি।**

বিকত্থিন (বিণ) দম্ভকারী, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, আছে বলিয়া গর্বকারী। = **বিকত্থী।**

বিকত্থী (বিণ) দম্ভকারী। = **বিকত্থিন।**

বিকন্ত (বিণ) কর্তিত, কাটিয়া টুকরা টুকরা করা হইয়াছে এরূপ। = **বিকত্ত।** ⟹ **বিকন্ততি।**

বিকন্ততি (ক্রি) [বি + √কন্ত + অ] কাটিয়া ফেলা, কর্তন করা, ছিন্ন করা। = **ছিন্দতি।** (অতীত) **বিকন্তি।** (অ-বিণ) **বিকন্তিত, বিকত্ত, বিকন্ত।** (ক্রি-বি) **বিকন্তিত্বা।**

বিকন্তিত (বিণ) কর্তিত। = **বিকন্ত।** ⟹ **বিকন্ততি।**

বিকন্তন (ক্লী) কর্তন, ছেদন, কর্তন করিবার দা, কাটিবার ছুরি। (তুলনীয়) **বিকত্তন।**

বিকপ্প (পুং) ১ মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, কোনো বিষয়ে ভাবনা বা চিন্তা, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতিবিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, সংকল্প, পরিকল্পন। ২ সন্দেহ, ভ্রম, ভ্রান্তি, বিকল্প, বিপরীত কল্প, অনুকল্প, দুইয়ের মধ্যে একটির নির্বাচন, লঘুচিত্ততা, অব্যবস্থিত-চিত্ততা, অনিশ্চয়তা, অনিশ্চিততা, অবিশ্বাস, অস্পষ্টতা, অস্থিরমতিত্ব, বিবিধ কল্পনা, ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা, ভেদবুদ্ধিবিশেষ, বিভাষা, অলঙ্কারবিশ্বাস, সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

বিকপ্পন (ক্লী) ১ সমর্পিত বস্তু, স্বত্ব-নিয়োগ, হস্তান্তর করিবার কাজ, নির্দিষ্ট কাজ, যথোচিত ভাগ করিবার কার্য, যথোচিত ভাগ, বণ্টন। বিনয়ে দানীয় বস্তুর বিশেষত চীবরের স্বত্ব-নিয়োগ বা হস্তান্তর করিবার কাজ সম্বন্ধে দুই প্রকার নিয়মই প্রসিদ্ধ দেখা যায়, যথা—**সম্মুখা বিকপ্পনা ; পরম্মুখা বিকপ্পনা।** ২ বিকল্প, অনুকল্প, দুইয়ের মধ্যে একটির নির্বাচন, লঘুচিত্ততা, সন্দেহ, অব্যবস্থিত চিত্ততা, অনিশ্চিততা, অনির্দিষ্টতা। = **বিকপ্প।**

বিকপ্পনা (স্ত্রী) = **বিকপ্পন।** ⟹ **বিকপ্পন।**

বিকপ্পনূপগ (বিণ) [বিকপ্পন + উপগ] অভিরুচি অনুযায়ী, পছন্দমত, অভিলাষ অনুরূপ। ⇒ **উপগ**।

বিকপ্পিত (বিণ) বিকল্পিত, অনিয়মিত, বিভিন্নভাবে কল্পিত, সন্দিগ্ধ, বিভাষিত, প্রস্তুত, যথানিয়মে রক্ষিত, নির্মিত, শ্রেণীবদ্ধ, শৃঙ্খলাকৃত, সজ্জিত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মনোহর বিকপ্পিত**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ "**বিকপ্পিত**" শব্দের অর্থগ্রহণ করিয়াছেন "**ছিন্ন**" অর্থাৎ "**কর্তিত**" অর্থে এবং বলা হইয়াছে যে এই অর্থ "**কপ্পিত-কেস-মস্সু**" (অর্থাৎ "চুল ও দাড়ি কাটা") হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ⇒ **বিকপ্পেতি**।

বিকপ্পিন (বিণ) অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত, পরিকল্পিত, কল্পিত, সংকল্পিত, অভিসন্ধিকৃত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনিস্সর বিকপ্পিন**—অভিপ্রেত অবাধ্যতা, পরিকল্পিত অদম্যতা।

বিকপ্পিয (বিণ) অভিপ্রায় হইয়াছে এরূপ, পরিকল্পনা করা হইয়াছে এরূপ।

বিকপ্পেতি (ক্রি) [বি + √কপ্প + এ] ১ পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, নকশা করা, অঙ্কিত করা, প্যাটার্ন তোলা, ফুল পাতা কাটা বা বোনা, অভিসন্ধি করা, মনঃস্থ করা, সংকল্প করা, অভিপ্রায় করা বা থাকা, পরিকল্পন থাকা, অগ্রাধিকার থাকা, অপেক্ষাকৃত অধিক পছন্দ থাকা, অধিকতর পছন্দের জিনিস থাকা, মনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করা। = **বিকপ্পং আপজ্জতি** (মহানির্দেশ)। ২ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীত করা, অঙ্কিত করা, বর্ণনা করা, বলা, বিবৃত করা, নির্ধারণ করা। ৩ (অংশ) ভাগ করিয়া দেওয়া, স্থির করা, হস্তান্তর করা, নির্দিষ্ট করা, আরোপ করা, যথোচিত ভাগ করিয়া দেওয়া, দেওয়া, দান দেওয়া, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা বা দেওয়া, সমর্পণ করা, জোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনা সামনি থাকা। (বিনয়) **চীবরং বিকপ্পেতি**। ৪ শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, প্রস্তুত থাকা, পরিধান করা। ৫ পরিবর্তন করা, পরিবর্তিত হওয়া, বিনিময় করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, নির্মাণ করা, গঠিত করা বা হওয়া, শিক্ষা দেওয়া, বিন্যাস করা, আকার ধারণ করা, গঠন করা, ডৌল বা আকৃতিবিশিষ্ট করা, সৃষ্টি করা, নিরূপিত করা, নিয়মিত করা, কল্পনা করা, উপযোগী করা বা হওয়া। (জাতক) **অম্বপক্কং সখেন বিকপ্পেতি**। জাতক অর্থকথায় "**বিকপ্পেতি**" শব্দের সমান অর্থে "**বিচ্ছিন্দতি**" শব্দ সম্পূর্ণ ভুল। (অতীত) **বিকপ্পেসি**। (অ-বিণ) **বিকপ্পিত**। (ব-বিণ) **বিকপ্পেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিকপ্পেত্বা**।

বিকম্পতি (ক্রি) [বিণ √কম্প + অ] কম্পিত করা বা হওয়া, কাঁপা, কাঁপিয়া উঠা, ঝাঁকড়ানো, নাড়াঝাড়া করা, বিশেষভাবে বিচলিত বা অস্থির করা, আলোড়িত করা, ভীত করা বা হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, নিষ্পত্তি না হওয়া, অমীমাংসিত থাকা, ঢেউ ওঠা, পত পত করিয়া ওড়া, আন্দোলিত হওয়া, ঘুরানো, ভাঁজা, হস্তাদির আন্দোলন দ্বারা ইঙ্গিত করা, সন্দিগ্ধ হওয়া, নাড়া দেওয়া, নড়া, দুর্বল করা, স্বরে কম্পন তোলা। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং ন বিকম্পতে**। (থেরগাথা) **বিধাসু ন বিকম্পতি**—যেই ব্যক্তি এইভাবে কিংবা সেইভাবে নিজে নিজে অভ্যাস বা শিক্ষা করে না (Brethren-এর অনুবাদ)। (মহানির্দেশ) **তীসু বিধাসু**। ⇒ **বি**। (অতীত) **বিকম্পি**। (অ-বিণ) **বিকম্পিত**। (ব-বিণ) **বিকম্পমান**। (ক্রি-বি) **বিকম্পিত্বা**।

বিকম্পন (স্ত্রী) কম্পন, কম্পিত অবস্থা, উদ্বেগযুক্ত ভাব, ভীত অবস্থা, ভয়ে কম্পন, ভয়ে ভীত অবস্থা।

বিকম্পিন (বিণ) কাঁপায় বা কাঁপাইয়া তোলে এরূপ, কম্পিত করে এমন, চঞ্চল করিয়া তোলে এমন, অস্থির করিয়া তোলে এমন।

বিকরোতি (ক্রি) [বি √কর + ও] শিথিল করা, আলগা করা, সর্বনাশ করা, নষ্ট করা, উল্টাইয়া দেওয়া, রদ করা, বাতিল করা, পরিবর্তন করা, পরিবর্তিত হওয়া, বিনিময় করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা। ⇒ **বিকুব্বতি**। (অতীত) **বিকরি, ব্যকাসি, ব্যাকাসি**; = **বিকারং অকাসি পরিবত্তয়ি** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **বিকট, বিকত**। (পঞ্চমী কর্মবাচ্যে) **বিকিরিয্যতু**—সে বিরক্ত করুক অথবা তাহাকে বিরক্ত করিতে দাও, কেহ কেহ "**বিকরোতি**" শব্দকে "**বিকিরতি**" শব্দরূপেও গ্রহণ করিয়াছেন।

বিকল (বিণ) বিকল, বিহ্বল, অপ্রতিভ, অবশ, অসম্পূর্ণ, হ্রাসপ্রাপ্ত, নষ্ট, যাহার যন্ত্র বিকৃত হইয়াছে এমন, ব্যবহারের অযোগ্য, অস্বাভাবিক, কলাহীন, অসমর্থ, রহিত, অঙ্গহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অপরিণত মনোবৃত্তি সম্পন্ন, বিযুক্ত, বঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত। (পেতবত্থু) **ভোগ বিকল**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উদকেন বিকল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হত্থ বিকল**। (তুলনীয়) **বেকল্ল**।

বিকলক (বিণ) অপর্যাপ্ত হইয়াছে এরূপ, অপ্রচুর বা কম হইয়াছে এরূপ, অনুপস্থিত, অভাবগ্রস্ত, নাই এমন।

বিকসতি (ক্রি) [বি + √কস + অ] ১ খোলা, উন্মুক্ত করা বা হওয়া, প্রবেশ পথ বা দরজা তৈরি করা, গর্ত করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, মেলিয়া ধরা, বিকাশ হওয়া, আরম্ভ করা বা হওয়া, বিকশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া, (ফুল সম্বন্ধে) সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হওয়া, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, বিশদভাবে ব্যক্ত বা ব্যাখ্যা

করা, পুষ্পিত হওয়া, মুকুলিত হওয়া। (অতীত) **বিকাসি**। (অ-বিণ) **বিকসিত**। (ক্রি-বি) **বিকসিত্বা**। (সম্প্রদানে) **বিকাসেতি**। ২ আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা। (সম্প্রদানে) **বিকাসেতি**।

বিকসিত (বিণ) বিকশিত, প্রকাশিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, পৃথক পৃথকভাবে খুলিয়া গিয়াছে এরূপ, টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ, খুলিয়া গিয়াছে এরূপ, উন্মুক্ত, বিস্তৃত, বিস্তারিতভাবে বর্ণিত, প্রকাশ্য, বিশদভাবে ব্যক্ত। = **ফালিত** (জাতক অর্থকথা) ⇒ **বিকসতি**।

বিকার (পুং) ১ বিকার, বিকৃতিভাব, ভিন্নরূপ প্রাপ্তি, রূপান্তর প্রাপ্তি, পচন, অস্বাস্থ্য, রোগ, রোগজনিত বিকার বা মস্তিষ্ক বিকৃতি, স্খলন, পরিবর্তন, বৈচিত্র্য, চন্দ্রের পরিবর্তন, রেজকি, বণিকদিগের কার্যস্থান, অদলবদল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মহাবিকার**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বণ্ণবিকার**। ২ মোচড়ানো, বিকৃতকরণ, বক্রতা, প্রকৃত অর্থের বিকৃতি, প্রত্যাগমন, প্রত্যাবর্তন, পূর্ব অধিকারে প্রত্যাগমন, উত্তরাধিকার, শেষাধিকার, আকুঞ্চন, (মুখ ও দেহের) বিকৃতি। (বিপ) **কুচ্ছিবিকার**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভমুকবিকার**। (জাতক) **মুখবিকার**। (বিনয়) **হত্থবিকার**। ৩ ব্যাকুলতা, উদ্বেগ, চাঞ্চল্য, বিরক্তি, গোলমাল, উপদ্রব, ভঙ্গ, ভগ্নাবস্থা, আলোড়ন, বিকলতা, অঙ্গহীনতা, অঙ্গবৈকল্য, অস্বাভাবিকতা, অসুবিধা। (বিনয়) **বিকারং সল্লক্খেতি**—উৎকণ্ঠা অবধান করা, ব্যাকুলতায় মনোযোগ দেওয়া, অস্বস্তি অবলোকন করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তাবতক বিকার; বিকার বিপ্ফার**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভূতবিকার**। ৪ গঠন, সংস্থান, শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা, মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ, নিয়মতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, ধর্ম, চরিত্র, পদ, শক্তি, প্রকার। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রূপবিকার**। ৫ প্রবঞ্চনা, চাতুরী, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক, প্রতারণা। (তুলনীয়) **নিব্বিকার**।

বিকারণ = **বিকিরণ**। ⇒ **বিকিরণ**।

বিকারত্থে (ক্রি-বিণ) [বিকার + অর্থে] বিকার অর্থে, বিকৃতি প্রাপ্তি অর্থে, অদলবদল অর্থে, রূপান্তর অর্থে, পরিবর্তন অর্থে। ⇒ **মযত**।

বিকারময (বিণ) পরিবর্তনশীল, অদলবদলের অধীন, রূপান্তরিত হয় এরূপ, বিকারগ্রস্ত, বিকার প্রাপ্ত হয় এরূপ (অর্থাৎ অধিকন্তু উৎপন্ন বস্তুর বস্তুর ন্যায়, দৃঢ়তা সদৃশ, সারতুল্য, সামঞ্জস্য সদৃশ, মিলন সদৃশ)। উদাহরণ: **সব্বে মত্তিকাময কটিকা**। ⇒ **মযত**।

বিকার বিপ্ফার—বিশৃঙ্খল প্রভাব, গোলেমেলে পরিচালনা শক্তি বা প্রভুত্ব, বিরক্তিজনক বা বিরক্তিকর প্রতিষ্ঠা। ⇒ **বিকার** (৩)।

বিকাল (পুং) বিকাল, অসময়, বৈকাল, অপরাহ্ণ, অনুপযুক্ত সময়, অতিশয় বিলম্ব, অত্যন্ত গৌণ, খুব দেরি, সন্ধ্যাবেলা বা সান্ধ্যকাল। বিনয়ে বলা হইয়াছে "সাধারণত সূর্যাস্ত হইতে পরদিবস সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়, (ভিক্ষু ও উপোসথ পালনকারিদের জন্য) মধ্যাহ্নকাল অর্থাৎ বেলা ১২ ঘণ্টার (যাহাকে বলা হয় সূর্য ঠিক মস্তকোপরি স্থির হওয়ার) পর হইতে পরদিন প্রত্যুষে অরুণোদয় পর্যন্ত সময়"—এই সময়কে বিকাল বা বৈকাল বলা হয়। (জাতক) **অজ্জ বিকালো**—অদ্য অত্যন্ত গৌণ বা বিলম্ব হইল, আজ খুব দেরি হইল। (ওকাস বা অধিকরণ কারকে) **বিকালে**।

বিকাল ভোজন (ক্লী) বৈকাল ভোজন, অসময়ে আহার গ্রহণ, রাত্রি ভোজন, নৈশ ভোজন। দিনের বেলা ১২ ঘণ্টার পর হইতে পরদিবস প্রত্যুষে অরুণোদয় সময়ের মধ্যে আহার গ্রহণকে বলা হয় বৈকাল ভোজন। ⇒ **বিকাল**।

বিকালে (ক্রি-বিণ) ১ বিকালে, বৈকালে, অসময়ে, অপরাহ্ণে। ২ অতি গৌণে, অত্যন্ত বিলম্বে, খুব দেরি করিয়া। = **অকালে**। ৩ অত্যন্ত দেরিতে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে। ⇒ **বিকাল**।

বিকাস (পুং) বিকাশ, প্রকাশ, প্রসার, বিস্তার, উল্লাস, বিষমগতি, বিস্তৃতি, প্রসারণ, বৃদ্ধি, প্রসারিত বস্ত্র, ছিদ্র, ফাটল, রন্ধ্র, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ। (জাতক) **বনবিকাস**।

বিকাসিক (পুং) আহত স্থান প্রভৃতি ক্ষত স্থান বন্ধনের ক্ষৌমবস্ত্রের পট্টি। বিনয়ে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "আহত স্থান বন্ধনের পট্টি"। "**কাসক**" শব্দের "কাশীতে প্রস্তুত বস্ত্র" অর্থ হইতে "**বিকাসিক**" শব্দের অর্থও "কাশীতে উৎপন্ন বা কাশীজাত বস্ত্র" হইতে পারে।

বিকাসিত (বিণ) বিকাশিত, প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত। ⇒ **বিকাসেতি**।

বিকাসিতর (পুং) যেই ব্যক্তি চয়ন করে বা আকর্ষণ করে অথবা উৎপাটন করে, ধনুর্ধর, তীরন্দাজ, ধনু বক্রকারী।

বিকাসিন (বিণ) বিকাশজনক, আলোক প্রদানকারী, আলোকিত করে এমন, রঞ্জিত বা অলঙ্কৃত অক্ষরসমূহ দ্বারা সুশোভিত বা সজ্জিত করে এমন, তৃপ্তিকর, আনন্দদায়ক।

বিকাসেতি (ক্রি) [বি + √কস্ + এ] ১ বিকাশ করা, উন্মুক্ত করা, বিস্তৃত করা, মেলিয়া ধরা, খুলিয়া দেওয়া, প্রবেশ পথ বা দরজা তৈয়ার করা, গর্ত করা, প্রসারিত করা, আরম্ভ করা, দৃশ্যমান করা, বিকাশিত করা। (জাতক) **হত্থং বিকাসেতি**। ⇒ **বিকসতি** (১)। ২ আলোকিত করা, আলো দেওয়া, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত অক্ষর প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা। ⇒ **বিকসতি** (২)। (দাঠাবংস) **মুখম্বুজ-বনানি বিকাসযন্তো**। (অতীত) **বিকাসেতি**। (অ-বিণ)

বিকাসিত। (ক্রি-বি) **বিকাসেত্বা**।

বিকিণ্ণ (বিণ) বিকীর্ণ, বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, বিস্তারিত, ছড়ানো, বিখ্যাত, ইতস্তত ছড়ানো, সর্বত্র বিস্তৃত, অনাবদ্ধ, মুক্ত, শিথিল, অনাবিষ্ট, অসংযত, অনবরুদ্ধ, অস্পষ্ট, ঠিক নয় এমন, যথাযথ নয় এমন, লম্পট, অসতী, দুশ্চরিত্র। (বিনয়) **উন্দুরেহি বিকিণ্ণ**—ইন্দুরের দ্বারা ছড়ানো বা বিস্তৃত। ⟹ **বিকিরতি**।

বিকিণ্ণকেস (বিণ) বিকীর্ণ কেশবিশিষ্ট, আলুলায়িত কেশযুক্ত।

বিকিণ্ণবাচ (বিণ) শিথিল বা ঢিলা কথার, অসংযত কথা-সম্বন্ধীয়, অস্পষ্ট কথার। = **অসঞ্ঞতবচন, পখটবচন**।

বিকিত্তেতি (ক্রি) [বি + কিত্তেতি] অপবাদ দেওয়া, নিন্দা করা। (বিপ) **পকিত্তেতি**।

বিকিরণ (ক্লী) বিকিরণ, বিক্ষেপণ, ছড়ানো, স্তান, বিক্ষিপ্ত অবস্থা, বিস্তৃত অবস্থা, বিকীর্ণ অবস্থা, ব্যাপ্ত অবস্থা, ছড়ানো অবস্থা, ছত্রভঙ্গ অবস্থা, ছিন্নভিন্ন অবস্থা, বিশৃঙ্খল অবস্থা। = **বিকীরণ, বিকারণ, বিক্কিরণ**। অর্হত্ত্ব অবস্থা (দেহ ধ্বংস বা বিগলন) সম্পর্কে ধর্মপদ অর্থকথায় বলা হইয়াছে—"**বেদনা বিকিরণ বিদ্ধংসন ধম্ম**" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস হওয়ার স্বভাবের বা স্বভাব সম্বন্ধীয়; (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতক) শতন-পতন-বিকিরণ-বিধ্বংসন (ধর্মতা); কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে "শতন পতন ..."-এর পরিবর্তে "চ্যবন পতন ..." গ্রহণ করা হইয়াছে। (বিণ) বিকীর্ণ, ছড়ানো, চারিদিকে ছড়ানো, বিনষ্ট, নষ্ট, অপচয়কৃত, অতিবাহিত, অপব্যয়কৃত, ব্যয়িত, টাকা উড়াইয়া দেয় বা খরচ করিতে থাকে এমন।

বিকিরণা (স্ত্রী) অস্বীকার, প্রতিবাদ, ত্যাগস্বীকার, পরিত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **নাহং এব করোমী'তি পাপানং বিকখিপনতো বিকিরণা**।

বিকিরতি (ক্রি) [বি + √কির + অ] বিকীর্ণ করা বা হওয়া, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া, বিস্তৃত করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া, বিঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প বর্ষিত করা বা হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, মিশ্রিত করা, মিশাইয়া ফেলা। সংযুক্ত নিকায়ে শিশুদের ক্রীড়া সম্বন্ধে: **পংস্বাগারকানি হত্থেহি চ পাদেহি চ বিকিরন্তি** (মিশ্রিত করা অর্থে) **বিধমন্তি** (লম্ফ ঝম্প করিয়া এদিকে ওদিকে পতিত হওয়া অর্থে) **বিদ্ধংসেন্তি** (ডিগবাজি খাইয়া গড়াইয়া পতন ইত্যাদি অর্থে) **বিকীলনিকং করোন্তি** (কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি ঝটিপটি ভিড়াভিড়ি ইত্যাদি বর্ণনায়)। অর্হত্ত্ব অর্থে "**বিকিরতি**" শব্দের প্রয়োগে ইহার অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যায় (⟹ **বিকিরণ**), যেমন সংযুক্ত নিকায়ে বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে—"**রূপং বিকিরতি বিধমতি**" ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **কায়ো বিকিরি** ("দেহখানি টুকরা টুকরা হইয়া গেল" অর্থে) **সেয্যথাপি ভুস-মুট্‌ঠি**। পেতবত্থুর এক স্থানে "**ওকিরি**" শব্দের পরিবর্তে "**বিকিরি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লোকধাতু বিকিরেয্য**—বিশ্ব যদি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; (যৌগিকে) **বিকিরেয্য বিধমেয্য বিদ্ধংসেয্য**—অল্প অল্প (টুকরা টুকরা) হইয়া পতিত হইলে এবং গড়াইয়া অথবা হঠাৎ নীচে পতিত হইলে (এখানে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং ধ্বংস অবস্থা সূচিত করা হইয়াছে); (সমান অর্থে) **বারিপোক্‌খরপত্তে বিকিরতি বিধমতি বিদ্ধংসেতি**—জল ছড়াইয়া যায় বিন্দু বিন্দু পতিত হয় এবং খসিয়া পড়ে; এই একই পঠে অসদ্‌গুণেও রূপকযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। (পঞ্চমী) **বিকিরিয্যতু**। (অতীত) **বিকিরি**। (অ-বিণ) **বিকিণ্ণ**। (ব-বিণ) **বিকিরন্ত, বিকিরমান**। (ক্রি-বি) **বিকিরিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বিকিরিয্যতি, বিকিরীযতি** [এই শব্দটি হয়ত "**বিকিরতি**" অথবা "**বিকরোতি**" (তুলনীয় "**কিরিযতি**") শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে]; (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সুত্তেন সঙ্গহিতানি পুপ্ফানি ন বিকিরীযন্তি** (ছড়াইয়া পড়া এবং খসিয়া পড়া অর্থে)।

বিকিরিয্যতু ⟹ বিকিরোতি।

বিকীরণ = বিকিরণ। ⟹ বিকিরণ।

বিকীলনিক (বিণ, ক্লী) ক্রীড়াকর, ইতস্তত ক্রীড়া করে এমন, ক্রীড়াকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **বিকীলনিকং করোতি**—সর্বত্র অথবা উত্তেজিতভাবে ক্রীড়া করা (সাহিত্যে—ক্রীড়া করা); সংযুক্ত নিকায়ের অন্যত্র ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"ক্রীড়া ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া"। (সংযুক্ত নিকায়) "**রূপং**" ইত্যাদি "**বিকীলনিকং করোতি**"।

বিকুজ্জিত = বিকুজ্‌ঝিত। ⟹ বিকুজ্‌ঝিত।

বিকুজ্‌ঝিত (বিণ) কুপিত, ক্রুদ্ধ, উত্ত্যক্ত, বিরক্ত, ক্রোধ করিয়াছে এমন, বিরক্ত হইয়াছে এমন। ইহা মধ্যম নিকায়ে "**বিকুজ্জিত**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

বিকুণিত (বিণ) বিকৃত, প্রকৃত অর্থের বিকৃত, কুৎসিত, বিশ্রী, কদর্য। (বিশুদ্ধিমাগ) **বিকুণিত মুখ**—বিকৃত বা বিশ্রী মুখ। (তুলনীয়) **বিকূণ**।

বিকুণিত মুখ ⟹ বিকুণিত।

বিকুদ্ধ (বিণ) ক্রোধমুক্ত, রাগহীন, কোপন স্বভাব রহিত।

বিকুব্বতি (ক্রি) [বি √কর + ও, এখানে "**কর**" শব্দ পরিবর্তন হইয়া "**কুব্ব**" হইয়াছে] আকার বদলানো, রূপান্তরিত হওয়া, ঋদ্ধিপ্রভাব প্রদর্শন করা, দৈবশক্তি বা অলৌকিক শক্তি দেখানো, কুহক করা, ইন্দ্রজাল করা, যাদু করা, যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করা, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা, এক আকার বা দৃশ্য হইতে ভিন্ন

আকারে বা দৃশ্যে পরিবর্তিত করা। = **পরিবত্তেতি**। (দীপবংস) **বিকুব্বেয্য**। (কথাবত্থু) **ইদ্ধি-বিকুব্বতি**—ঋদ্ধি দ্বারা আকার পরিবর্তন করা। (অতীত) **বিকুব্বি**। (অ-বিণ) **বিকুব্বিত**। (ব-বিণ) **বিকুব্বন্তী**, **বিকুব্বমান**; (বিমানবত্থু) **বিকুব্বমানা ইদ্ধি**।

বিকুব্বন (ক্লী) পরিবর্তন অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা, অদ্ভুত কাণ্ড, অত্যদ্ভুত রূপান্তর, অলৌকিক আকার পরিবর্তন, পরিবর্তন, রূপান্তর, ঋদ্ধিপ্রভাবে অন্যরূপ ধারণ, ঋদ্ধি কৌশল, ঋদ্ধিশক্তি। (দীপবংস) **বিকুব্বনেসু কোবিদ**। (দীর্ঘনিকায়) **ইদ্ধি বিকুব্বন** (অথবা "**বিকুব্বনা**") অর্থাৎ মানসিক শক্তি দ্বারা; অথবা "**বিকুব্বনা ইদ্ধি**" (বিশুদ্ধিমার্গ)। বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতকে এই শব্দের সমার্থে গ্রহণ করা হইয়াছে "বিকুর্বিত" (⇒ **বিকুব্বিত**)।

বিকুব্বন্তী (স্ত্রী) অলৌকিক কার্য, অদ্ভুত কাণ্ড, অলৌকিক ঘটনা। (বিণ) অলৌকিক ঘটনাজনক, অদ্ভুত কাণ্ডকারী, অত্যদ্ভুত কার্যকর। (বিমানবত্থু) **বিকুব্বন্তী ইদ্ধিং**—ইদ্ধি বা অলৌকিক কাণ্ডকারী; = **বিকুব্বন ইদ্ধিযো বলপ্পত্তী** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **বিকুব্বতি**।

বিকুব্বিত (বিণ) অলৌকিক, অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত। ⇒ **বিকুব্বতি**। (ক্লী) অলৌকিক ঘটনা, অদ্ভুত কাণ্ড। = **বিকুব্বন**।

বিকূলব (বিণ) নীড়হীন, যেই পাখির বাসা নাই, কুলায়বিহীন।

বিকূলবক (বিণ) = **বিকূলব**। ⇒ **বিকূলব**।

বিকূজতি (ক্রি) [বি + √কূজ + অ] **কূজন** করা, (ছোট ছোট পাখিদের) কিচমিচ শব্দ করা, কপোত বা ঘুঘুর মতো শব্দ করা, আদরের স্বরে বলা, প্রেমের স্বরে বলা, কোমল স্বরে বলা, গাওয়া, গান করা, পদ্যছন্দে কীর্তন করা, কাঁপানো গলায় বা স্বরে গান করা, গলা কাঁপাইয়া গান করা, গলা ছাড়িয়া আনন্দে গান করা। = **উপনদতি**। (অতীত) **বিকূজি**। (অ-বিণ) **বিকূজিত**। (ব-বিণ) **বিকূজমান**।

বিকূজন (ক্লী) কূজন, পাখির কিচিমিচি শব্দ।

বিকূণ (ক্লী) মোচড়ানো, বিকৃত করণ, বক্রতা, প্রকৃত অর্থের বিকৃতি, মুখভঙ্গি, মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মুখবিকূণ**।

বিকূল (বিণ) ক্রমনিম্ন, ঢালু, গড়ানিয়া, নিম্নগতিবদ্ধ। (বিপ) **উক্কূল, উদকূল**। আমরা বৌদ্ধসংস্কৃতের ন্যায় "**বিকূল**" শব্দের পরিবর্তে "**নিকূল**" শব্দও গ্রহণ করিতে পারি (⇒ **উক্কূল**)।

বিকূলক (বিণ) প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত, বিপরীত দিকের, অবাধ্য, একগুঁয়ে, অসঙ্গত, বিরাগভাজন, ঘৃণাজনক। = **পটিকূল**।

বিকেসিকা (বিণ, স্ত্রী) শিথিল কেশযুক্ত, আলুলায়িত কেশবিশিষ্ট।

বিকোট্টিত (বিণ) প্রহৃত, আহত, আঘাত প্রাপ্ত, কর্তিত, হত্যাকৃত, বধিত, বধপ্রাপ্ত, হত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **কোট্টিত বিকোট্টিত**—হতাহত।

বিকোপন (ক্লী) অনিষ্ট করণ, অহিত করণ, অপকার, ক্ষতি, অনিষ্ট, বিরক্তি, ব্যর্থ করণ, বাতিল করণ, বিপর্যস্ত করণ, উল্টানো, পতন, বিশৃঙ্খলার অবস্থা, (খেলাধুলায়) অপ্রত্যাশিত ফল।

বিকোপনা (বিণ) বিপর্যস্তকর, বিপর্যস্তকারী, অনিষ্টকর, ক্ষতিজনক।

বিকোপিন (বিণ) বিরক্তিকর, বিরক্তিজনক, কম্পমান, ভয়জনক, অস্থির, বিচলিত করে বা হয় এমন।

বিকোপেতি (ক্রি) [বি + √কুপ + এ] ১ নাড়া দেওয়া, নাড়াঝাড়া করা বা দেওয়া, কম্পিত করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, আলোড়িত করা, ঝাঁকা দেওয়া। ২ উল্টাইয়া যাওয়া বা দেওয়া, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজম শক্তি নষ্ট করা, লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, নষ্ট করা বা হওয়া, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিগড়ানো, অব্যবহার্য হওয়া, অনিষ্ট করা, অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, বিরক্ত করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিকিত্তেতি বিকোপেতি**। ৩ ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। (জাতক) **পদং বিকোপেতি**—পদচিহ্ন অথবা পায়ে চলা পথ নষ্ট করা। (অতীত) **বিকোপেসি**। (অ-বিণ) **বিকোপিত**। (ব-বিণ) **বিকোপেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিকোপেত্বা**।

বিক্কন্ত (ক্লী) বিক্রম, সাহস, নির্ভীকতা, বীরত্ব, সামর্থ্য, পরাক্রম, চলন, আক্রমণ, পক্ষীরগতি। (বিণ) বীর সম্বন্ধীয়, বীরোচিত, বীরসদৃশ, বীরের উপযুক্ত, বিক্রমী, বিক্রমশালী, প্রভাবশালী, বীর, পরাক্রান্ত, শৌর্যসম্পন্ন, পরাক্রমশালী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিক্কন্ত চারিন**—সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী, সিংহবিক্রমের।

বিক্কন্তচারিন (বিণ) ⇒ **বিক্কন্ত** (বিণ)।

বিক্কন্দতি (ক্রি) [বি + কন্দতি] চিৎকার করা, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা, বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, রোদন করা, ক্রন্দন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা।

বিক্কম (পুং) ১ বিক্রম, সাহস, নির্ভীকতা, বীরত্ব, সামর্থ্য, পরাক্রম, চলন, আক্রমণ, পক্ষীর গতি, বল, শক্তি, শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি অথা শক্তির পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা। (জাতক) **বিক্কমপোরিস**। ২ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ানো, পদচারণা, পদক্ষেপণ বা পদক্ষেপ। (জাতক) **বিক্কম মলক**—বেড়াইবার জন্য বেষ্টিত স্থান।

বিক্কমতি (ক্রি) [বি + √কম + অ] বিক্রম করা, সাহস করা, নিজে চেষ্টা করা, উদ্যম করা, শক্তি থাকা, শক্তি

দেখানো, সম্মুখদিকে পদক্ষেপ করা, বীরত্ব দেখানো, পরাক্রম করা। = **পরক্কমতি**। (অতীত) **বিক্কমি**। (ব-বিণ) **বিক্কন্ত**।

বিক্কমন (ক্লী) বিক্রম, পরাক্রম, চেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম, চলন, পদক্ষেপ।

বিক্কম মলক—বেড়ইবার জন্য বেষ্টিত স্থান, বারাণ্ডা, দরদালান, এক দেশের অধিকারভুক্ত অন্য দেশের অন্তবর্তী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড (সমুদ্রপথে অথবা অন্যত্র সংলগ্ন)। ⇒ **বিক্কম** (২)।

বিক্কয (পুং) [বি + কয] বিক্রয়, মূলগ্রহণ ও স্বত্ব ত্যাগপূর্বক অর্পণ, বেচা, বিক্রয় করণ, বাজার, নিলাম, খাঁই, চাহিদা, আবশ্যকতা। (সূত্রনিপাত) **কযবিক্কয**—ক্রয়বিক্রয়। (জাতক) **মজ্জবিক্কয**—মদ্যবিক্রয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিক্কযভণ্ড**।

বিক্কযভণ্ড (ক্লী) বিক্রয়ভাণ্ড, পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়ের জন্য মজুদ দ্রব্য, বেচিবার মাল। ⇒ **বিক্কয**।

বিক্কযিক (বিণ) বিক্রয়কারী। (পুং) বিক্রেতা, দোকানদার।

বিক্কযিকা (বিণ, স্ত্রী) বিক্রয়কারিণী। (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক বিক্রয় বা বেচাকেনা করে, দোকানি স্ত্রীলোক।

বিক্কাযিক (বিণ) বিক্রয় করিবার, বেচিবার, বিক্রয়ের জন্য মজুদ, বিক্রেয়, বিক্রয়যোগ্য, যাহা বিক্রয় করা হয়, পণ্য। (পুং) পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।

বিক্কাযিক ভণ্ড (ক্লী) পণ্যদ্রব্য। = **বিক্কযভণ্ড**।

বিক্কাযিকা = **বিক্কযিকা**। ⇒ **বিক্কযিকা**।

বিক্কিণাতি (ক্রি) [বি + √কি + ণা] বিক্রয় করা, বেচা, বিক্রীত হওয়া, মূল্য গ্রহণ ও স্বত্বত্যাগপূর্বক অর্পণ করা। (অতীত) **বিক্কিণি**। (অ-বিণ) **বিক্কিণিত**। (বি-বিণ) **বিক্কিণন্ত, বিক্কিণিয**। (ভ-বিণ) **বিক্কিণিতব্ব, বিক্কিণিয**। (তুম) **বিক্কেতুং**। (ক্রি-বি) **বিক্কিণিত্বা**।

বিক্কিণিতব্ব (ভ-বিণ) বিক্রয় করা উচিত, বেচিবার যোগ্য। ⇒ **বিক্কিণাতি, কেয্য**।

বিক্কিণিয (ভ-বিণ) বিক্রয় করিবার, বেচিবার, বিক্রয়ের জন্য মজুদ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিক্কিণিযভণ্ড**। ⇒ **বিক্কিণাতি**।

বিক্কিণিযভণ্ড (ক্লী) বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়ের জন্য মজুদ পণ্যদ্রব্য। ⇒ **বিক্কিণিয, ভণ্ড** (১)।

বিক্কিরণ = **বিকিরণ**। ⇒ **বিকিরণ**।

বিক্কীলিত (ক্লী) ক্রীড়া, আমোদপ্রমোদ, কৌতুক, ক্রীড়নক, তামাসা, খেলনা, ক্রীড়াসামগ্রী, ক্রীড়াকৌতুক, মনের স্ফূর্তিভাব, মজা।

বিক্কুট্‌ঠিত = **বিক্কুথিত**। ⇒ **বিক্কুথিত**।

বিক্কুথিত (বিণ) [বি + কুথিত] ফুটানো, সিদ্ধ, সিদ্ধ করা। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বিক্কুথিত দুদ্ধ**—সিদ্ধ করা দুগ্ধ; সাহিত্যে ইহার পাঠ আছে "**বিক্কুথিত দুট্‌ঠবণ্ণ**"; কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় দৃষ্ট হয় "**বিক্কুট্‌ঠিত দুদ্ধবণ্ণ**"; আবার বিশুদ্ধিমার্গে দেখা যায় "**দুট্‌ঠ খীরবণ্ণ**" (মনে হয় ইহা ভুলে গ্রহণ করা হইয়াছে)।

বিক্কেতু (বিণ) বিক্রয়কারী। (পুং) বিক্রেতা। = **বিক্কযিক**।

বিক্‌খণ্ডতি (ক্রি) [বি + খণ্ডতি] ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, শেষ করা, খণ্ড বিখণ্ড করা, টুকরা টুকরা করা, ভাগ হওয়া, পৃথক হওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা বা হওয়া, বধ করা, লুঠ করা, লুণ্ঠন করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিগড়ানো, অব্যবহার্য হওয়া। (অতীত) **বিক্‌খণ্ডি**। (অ-বিণ) **বিক্‌খণ্ডিত**। (ক্রি-বি) **বিক্‌খণ্ডিয, বিক্‌খণ্ডিত্বা**।

বিক্‌খণ্ডিত (বিণ) ভগ্ন, ভঙ্গকৃত, বিধ্বংসিত, ধ্বংসকৃত, বিনষ্ট, খণ্ডবিখণ্ডকৃত, ভাজিত, পৃথককৃত, লুণ্ঠিত। ⇒ **বিক্‌খণ্ডতি**।

বিক্‌খম্ভ (পুং) ব্যাস, ব্যাসরেখা (সাহিত্যে—আশ্রয়, অবলম্বন, সমর্থন, সাহায্য)।

বিক্‌খম্ভতি (ক্রি) [বি + √খম্ভ + অ] (ভয়ে) জড়সর হওয়া, শক্ত হওয়া, কঠিন হওয়া, বাহ্যিক আচারপ্রিয় হওয়া, অনমিত হওয়া, দৃঢ় হওয়া, ভয় প্রদর্শিত হওয়া, ভীত হওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা।

বিক্‌খম্ভন (ক্লী) কয়েদ করণ, গ্রেপ্তার করণ, গতিরোধ করণ, পরিত্যাগ করণ, বিষ্কম্ভন, ছাড়িয়া দেওয়া, নিক্ষেপকরণ, প্রত্যাখ্যান করণ, অগ্রাহ্য করণ, বাদ, অপচয়ন, বর্জন, দমন, নিবারণ, নিরোধ, গোপন, কয়েদ, গ্রেপ্তার, গতিরোধ, সমর্থন প্রত্যাহার করণ, সাহায্য উঠাইয়া লওয়া, আশ্রয় বা অবলম্বন তুলিয়া লওয়া, ("**নীবরণ**" সমূহ অথবা যেই কোনো পাপজনিত প্রভাব অথবা দোষ "**কিলেসবিক্‌খম্ভন**") বন্ধ করণ বা দমন, অকার্যকর করণ, নিষ্ক্রিয় করণ, ক্ষীণ করণ। (জাতক) **কিলেস-বিক্‌খম্ভন মেত্তা-ভাবনজ্ঝান-উপ্পত্তি; বিক্‌খম্ভন পহান; বিক্‌খম্ভন বিমুত্তি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিক্‌খম্ভন বিবেক**।

বিক্‌খম্ভনতা (স্ত্রী) নিরুদ্ধ অবস্থা, পরিত্যক্ত অবস্থা, অপসারিত অবস্থা, ধ্বংস অবস্থা, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা, নিষ্ফল অবস্থা, ক্ষীণ অবস্থা, অকার্যকর অবস্থা, নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সংজ্ঞাহীন অবস্থা, জড়তাপ্রাপ্ত অবস্থা।

বিক্‌খম্ভন পহান (চরিত্রদোষ সম্বন্ধে) পরিত্যাগ দ্বারা প্রহাণ, ত্যাগ দ্বারা বর্জন। ⇒ **বিক্‌খম্ভন**।

বিক্‌খম্ভন বিমুত্তি—বিষ্কম্ভন বিমুক্তি, পরিত্যাগ দ্বারা মুক্তি বা বন্ধন মোচন, বর্জন দ্বারা স্বাধীনতা বা বিমুক্তি। ⇒ **বিক্‌খম্ভন**।

বিক্‌খম্ভন বিবেক—বিষ্কম্ভন বিবেক, বিষ্কম্ভন বৈরাগ্য, দূরে পৃথকভাবে থাকিয়া গতিরোধ করণ, নির্জনে অবস্থান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান চিন্তাকরণ। ⇒ **বিক্‌খম্ভন**।

বিক্‌খম্ভিক (বিণ) (ভাগাবেগ বা প্রবল ইচ্ছা সম্বন্ধে) রোধকরণে মুখ্য বা প্রধান, বাধাপ্রদানের প্রধান; (চরিত্রের

দোষ বা কলঙ্ক সম্বন্ধে) পরিত্যাগে পরিবাহী, ছাড়িয়া দেওয়ায় অথবা ত্যাগশক্তি উৎপাদনে ক্ষমতাশালী।

বিক্খম্ভিত (বিণ) বিষ্কম্ভিত, রুদ্ধ, গতিরুদ্ধ, নিরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, আবদ্ধ, বদ্ধ, দমিত, নিবৃত্ত, থাকিয়া গিয়াছে এরূপ, প্রতিরুদ্ধ, জড়তা প্রাপ্ত, সংজ্ঞাহীনতা প্রাপ্ত, নিষ্ফলতা প্রাপ্ত, নিষ্ক্রিয়তা প্রাপ্ত, অকার্যকর অবস্থা প্রাপ্ত, ধ্বংসেপ্রাপ্ত, নষ্ট হইয়া গিয়াছে এরূপ, ভঙ্গতাপ্রাপ্ত, বধিত, বধপ্রাপ্ত। ⇒ **বিক্খমেতি**।

বিক্খম্ভিয (বিণ) বাধা পায় এরূপ, দমিত হয় এরূপ, নিবৃত্ত হয় এরূপ। ⇒ **বিক্খম্ভেতি**।

বিক্খম্ভেতি (ক্রি) [বি + খম্ভ + এ] বিষ্কম্ভিত করা, অদৃঢ় করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, অনিশ্চিত করা বা হওয়া, বে-বন্দোবস্ত করা, দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা, রোধ করা, বন্ধ করা, বদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, সমূলে উৎপাটন করা, বিনষ্ট করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, নিষ্ফল করা, অকার্যকর করা, নিষ্ক্রিয় করা, সংজ্ঞাহীন করা, ক্ষীণ করা, [তুলনীয়—**খম্ভ** (২), **ছম্ভেতি**], প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা। = **অভিভবতি**। (জাতক) **ঝান-বলেন কিলেসে বিক্খম্ভেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নীবরণে বিক্খম্ভেতি**। (অতীত) **বিক্খম্ভেসি**। (অ-বিণ) **বিক্খম্ভিত**। (ব-বিণ) **বিক্খম্ভন্ত, বিক্খম্ভিয**। (ক্রি-বি) **বিক্খম্ভেত্বা**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **পীতিং বিক্খম্ভেত্বা**—(এখানে অর্থ হইতেছে) "খাড়া করা, প্রতিষ্ঠা করা?" অথবা এইরূপ "**পীতি**" উৎপন্ন করা যাহাকে বলা হয় "**ফরাণা পীতি**"; এইরূপে "**বিক্খম্ভেতি**" = **ফরতি** (২)?

বিক্খলিত (ক্লী) হোঁচট খাইয়া প্রায় পতন, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, স্খলন, পতন, ভ্রংশ, মোচন, পিছলানো, ধর্ম হইতে পতন, বিকৃতি, প্রতিঘাত, ধাক্কা, ভ্রান্তি, ক্ষোভ, বাক্যের অর্ধ উচ্চারণ, অসম্বন্ধপ্রলাপ, আঘাতাদি দ্বারা চাঞ্চল্য, স্থানচ্যুতি, বিরুদ্ধাচরণ, বিফলতা।

বিক্খাযিত (বিণ) খাদিত, ভক্ষিত। = **বিক্খাযিতক**।

বিক্খাযিতক (বিণ, ক্লী) [বি + খাযতি (= খাদিত) + ক] "গৃহীত, অধিকৃত, সম্পর্কিত, সংসৃষ্ট, (অথবা স্বভাবত) খাদিত, ভক্ষিত", অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ শবদেহের মাংস খাইয়া ফেলিলে যেই অবস্থা হয় সেই অবস্থা, লৌকিক শমথ ভাবনায় দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে ইহা একটি। যেই শমথ ভাবনাকারী যোগী শ্মশানে শবদেহকে অবলম্বন করিয়া লৌকিক শমথ ধ্যানের দশবিধ অশুভ কর্মস্থান ভাবনা করেন তিনি শবদেহের অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে এই অবস্থাও লক্ষ্য করিয়া থাকেন। = **বিক্খাযিতক সঞ্ঞা** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। ⇒ **অসুভ লক্খণ**।

বিক্খাযিতক সঞ্ঞা (স্ত্রী) খাইয়াছে বলিয়া সংজ্ঞা বা জ্ঞান অবস্থা। = **বিক্খাযিতক**।

বিক্খালিত (বিণ) প্রক্ষালিত, ধৌত, পরিষ্কৃত, ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বিক্খালেতি**।

বিক্খালেতি (ক্রি) [বি + √খাল + এ] প্রক্ষালন করা, ধুইয়া ফেলা, ধোয়া, কাচা, প্লাবিত করা, ধৌত করা বা হওয়া, আচমন করা, স্নান করা, মুখ ধৌত করা, জল দিয়া পরিষ্কার করা। (বিনয়) **মুখং বিক্খালেতি**। = **আচমেতি**। (অতীত) **বিক্খালেসি**। (অ-বিণ) **বিক্খালিত**। (ক্রি-বি) **বিক্খালেত্বা**।

বিক্খিত্ত (বিণ) বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল, ত্যক্ত, বিস্তারিত, বিস্তৃত, ছড়ানো, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে, নিক্ষিপ্ত, প্রেরিত, বিকীর্ণ, অস্থির, বিপর্যস্ত, উল্টাইয়া গিয়াছে এরূপ, আলোড়িত, উলটপালট, অশান্ত, ব্যর্থ, বাতিল, জটিল করা হইয়াছে এরূপ, ঝঞ্ঝাটে, হতবুদ্ধি করা হইয়াছে এমন, মানসিকরূপে বা মনের দিক দিয়া পরিবর্তিত, হতভম্ব, এলোমেলো অবস্থাপ্রাপ্ত। **বিক্খিত্তং= বিবিধং খিত্তং**। = **উদ্ধচ্চানুতগ্গ**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিক্খিত্তচিত্ত**। ⇒ **বিক্খিপতি, বিক্খিপত্তি**।

বিক্খিত্তক (বিণ) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সর্বত্র ছড়ানো, মানসিক বিকারগ্রস্ত, পাগল, বুদ্ধিভ্রষ্ট, শবদেহ হইতে অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় হস্তপদাদি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে এরূপ, মৃতের শবদেহ হইতে পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ মাংস খাইবার হেতুতে হস্তপদাদি ছিন্নভিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। (ক্লী) পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ শবদেহ হইতে মাংস খাওয়ার হেতুতে ছিন্নভিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হস্তপদাদি, দশবিধ অশুভ কর্মস্থান ভাবনার মধ্যে ইহা লক্ষ্য বস্তুর শবদেহস্থ একটি অবস্থা। ⇒ **অসুভ লক্খণ**। (তুলনীয়) **বিক্খাযিক, বিচ্ছিদ্দক**। = **বিক্খিত্তক সঞ্ঞা** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **বিবিধং খিত্তং বিক্খিত্তং; অঞ্ঞেন হত্থং অঞ্ঞেন পাদং অঞ্ঞেন সীসং'তি এবং ততো ততো খিত্তস্স ছব-সরীরস্স অধিবচনং**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হতবিক্খিত্তক**।

বিক্খিত্তক সঞ্ঞা (স্ত্রী) = **বিক্খিত্তক**। ⇒ **বিক্খিত্তক** (ক্লী)। (তুলনীয়) **বিক্খাযিতক সঞ্ঞা**।

বিক্খিত্তচিত্ত (বিণ) বিক্ষিপ্তচিত্ত, মনের অবস্থা বিশৃঙ্খল বা উলটপালট হইয়াছে এরূপ, মনের অবস্থা অস্থির বা এলোমেলো হইয়াছে এমন, অস্থিরচিত্ত, অশান্তচিত্ত। (তুলনীয়) **চিত্তবিক্খিত্তক**। ⇒ **বিক্খিত্ত**।

বিক্খপতি (ক্রি) [বি+√খিপ+অ] বিশৃঙ্খল করা বা হওয়া, বিক্ষিপ্ত করা বা হওয়া, এলোমেলো করা বা হওয়া, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল করা, পার্থক্য বুঝিতে না পারা। (অতীত) **বিক্খিপি**। (অ-বিণ) **বিক্খিত্ত**। (ব-বিণ) **বিক্খিপন্ত**। (ক্রি-বি) **বিক্খিপিত্বা** (কর্মবাচ্যে) **বিক্খিপত্তি**।

বিক্খিপত্তি (ক্রি) গোলমাল হওয়া, বিরক্ত হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া। ⇒ **বিক্খিপতি**। (জাতক) **গোচরে বিক্খিপত্তি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চিত্তং বিক্খিপত্তি**। (অ-বিণ) **বিক্খিত্ত**।

বিক্খিপন (ক্লী) বিক্ষেপণ, নিক্ষেপ, প্রেরণ, বিকিরণ, চিত্তচাঞ্চল্য, অসম্মতি, অস্বীকার, প্রতিবাদ, গোলমাল, বিরক্তি, উপদ্রব, ভঙ্গ, আলোড়ন, বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ। ⇒ **বিকিরণ** (ক্লী)।

বিক্খীণ (বিণ) [বি + খীণ] সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকৃত, বিনষ্ট, নিঃশেষিত, ক্ষয়প্রাপ্ত, গত, অনবশিষ্ট, ক্ষীণতাপ্রাপ্ত, বিগত, নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিধ্বংসিত। ⇒ **বিক্খীযতি**।

বিক্খীযতি (ক্রি) [বি + খীযতি] ধ্বংসে হইয়া যাওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, হারাইয়া যাওয়া, ক্ষীণ হইয়া যাওয়া, অনবশিষ্ট থাকা, নিঃশেষে ধ্বংসে হইয়া যাওয়া, নিঃশেষিত হওয়া। (অ-বিণ) **বিক্খীণ**। (ভবিষ্যতে) **বিক্খীযিস্সতি**।

বিক্খেপ (পুং) বিক্ষেপ, বিশৃঙ্খলতা, আলোড়ন, গোলমাল, উপদ্রব, বিরক্তি, ভঙ্গ, উন্মত্ততা, নিক্ষেপ, ত্যাগ, ভয়, চাঞ্চল্য, চিত্তচাঞ্চল্য, প্রসারণ, প্রেরণ, সঞ্চালন, জটিলতা, হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, বিশৃঙ্খল অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ। = **বিক্খিপন**।

বিক্খেপক (বিণ) যেই ব্যক্তি গোলমাল করে, বিরক্তকারী, আলোড়নকারী, ভঙ্গকারী, বিশৃঙ্খলকারী।

বিক্খেপপটিবাহন--(মনের) স্থৈর্যচ্যুতি নিবারণ, (মনের) অপ্রতিভ অবস্থার বর্জন, লজ্জা ত্যাগ বা নিবারণ, উপদ্রব বর্জন, বিরক্তি বর্জন।

বিক্খেপিক (বিণ) (খিপ—"বাইন মাছের চুপড়ি বা ঝুড়ি"—এই অর্থে) যেই ব্যক্তি বাইন মাছের ঝুড়ি বিপর্যস্ত করে বা উল্টাইয়া দেয় অর্থাৎ বিশৃঙ্খল অবস্থার বা অপ্রতিভ অবস্থার কারণ করা। ইহার অন্যপ্রকার অর্থে "**অমরা বিক্খেপিক**" শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিক্খেলিকা (বিণ, স্ত্রী) [বি + খেড় + ইকা] (যেই স্ত্রীলোকের ঘুমন্ত অবস্থায়) মুখ হইতে লালা বা থুথু নিঃসরিত বা নির্গত হয় এমন, লালাক্ষরিতা।

বিক্খোভন (ক্লী) মহা উপদ্রব, মহা গোলমাল, মহা বিরক্তি, মহা আলোড়ন।

বিক্খোভিত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে কম্পিত বা বিরক্ত, সম্যকরূপে আলোড়িত বা বিশৃঙ্খল, বিক্ষুব্ধ, বিক্ষোভিত, বিচলিত, চঞ্চল, বিশেষরূপে আন্দোলিত। ⇒ **বিক্খোভেতি**।

বিক্খোভেতি (ক্রি) [বি + √খুভ + এ] সম্পূর্ণরূপে কম্পিত করা বা বিরক্ত করা, সম্যকরূপে আলোড়িত করা বা বিশৃঙ্খল করা, বিক্ষুব্ধ করা, বিচলিত করা, চঞ্চল করিয়া তোলা, বিশেষভাবে আন্দোলিত করা। (অতীত) **বিক্খোভেসি**। (অ-বিণ) **বিক্খোভিত**। (ক্রি-বি) **বিক্খোভেত্বা**।

বিখাদন (ক্লী) চর্বণ, দংশন, কামড়, গ্রাস, দংশনক্ষত।

বিগচ্ছতি (ক্রি) [বি + √গম + অ] প্রস্থান করা, মরিয়া যাওয়া, রওনা হওয়া, হারাইয়া ফেলা, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া বা মরিয়া যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, (অপ্রচলিত) বিচ্ছিন্ন করা, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া, হ্রাস হওয়া, ন্যূন করা বা হওয়া, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করা, চলিয়া যাওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **ভোগকখন্ধ বিগচ্ছিস্সতি**। (অতীত) **বিগচ্ছি, ব্যগা**। (অ-বিণ) **বিগত**। (ব-বিণ) **বিগচ্ছন্ত, বিগচ্ছমান**।

বিগত (বিণ) বিগত, অতীত, মৃত, প্রস্থিত, নষ্ট, নিষ্প্রভ, ভূত, সম্পন্ন, মলিন, বিরত, ক্ষান্ত, সমাপ্ত, পরিত্যক্ত, বঞ্চিত, বিযুক্ত, মুক্ত, বিরহিত, বিমুক্ত, বিনা, ব্যতীত, অদৃশ্য, অন্তর্হিত, তিরোহিত, হারাইয়া ফেলিয়াছে এরূপ, পূর্বাবধারিত, পূর্বগত। (সূত্রনিপাত) **সারম্ভা যস্স বিগতা**। (বিমানবথু অর্থকথা) **পদুমা মা বিগতা হোতু**। = **বীত**। ⇒ **বিগচ্ছতি**।

বিগতকথা (বিণ) বিগতকথা, গতকথা, যাহা বলা হইয়াছে। ⇒ **কথং কথা**।

বিগতকাড়ক ⇒ **কাড়ক** [পুং (১)]।

বিগতখিল (বিণ) অনাবদ্ধ, বাধাহীন, খোলা, মুক্ত, চর্মোপরিস্থ করা বা ফুলরহিত। = **অখিল**।

বিগতচাপল্ল (বিণ) চাপল্যহীন, চপলতারহিত, অস্থিরতা ব্যতীত, খামখেয়ালি বিরহিত।

বিগতচ্ছন্দ (বিণ) ছন্দরহিত, ছন্দহীন, বিগতচ্ছন্দ, ইচ্ছামুক্ত, আকাঙ্ক্ষা একেবারে উৎপন্ন হয় না এমন, (মনে কোনোরূপ) উত্তেজনা উৎপন্ন হয় না এমন, আসক্তিহীন, নিরাসক্ত, বিতৃষ্ণ, বীতরাগ, তৃষ্ণারহিত, আকঙ্ক্ষারহিত। = **বীতচ্ছন্দ**।

বিগতচ্ছবিবণ্ণ (বিণ) সৌন্দর্যরহিত, দেহের সৌন্দর্যহীন।

বিগতজীবিত (বিণ) জীবনহীন, মৃত, প্রাণবায়ু রহিত, যেই জীবের প্রাণবায়ু রহিত হইয়াছে অর্থাৎ মৃতজীব। = **গতসত্ত**। ⇒ **সত্ত** [ক্লী (১)]।

বিগতপচ্চয (বিণ) আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, প্রয়োজনীয় বস্তুহীন, নিরুপায়, উপায়রহিত, বাসস্থানবিহীন, প্রত্যয়হীন (অর্থাৎ চীবর পিণ্ডপাত শয়নাসন এবং ভৈষজ্য নাই এমন)।

বিগত পটিঘাত (বিণ) আশ্রয়হীন, অনাহত, বিকর্ষণ বা প্রতিনিবৃত্তি রহিত, তৃষিত, আকাঙ্ক্ষিত।

বিগতপেম (বিণ) প্রেমরহিত, নিষ্প্রেম, স্নেহহীন, প্রীতিরহিত। ⇒ **পেম**।

বিগতমদ (বিণ) অহঙ্কার রহিত, নিরহঙ্কার।

বিগত মলমচ্ছের (বিণ) মাৎসর্যরূপ ময়লাহীন, মাৎসর্য-রহিত, অহিংসক, যাঁহার হিংসারূপ ময়লা বিনষ্ট হইয়াছে, মাৎসর্যরূপ মনের ময়লা বিনষ্ট হইয়াছে এমন, স্বার্থপরতারূপ মনের কলুষতা বিনষ্ট হইয়াছে এমন। ইহাকে দ্রুত বলা যায় "অনিন্দনীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট অংশ এবং অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির প্রস্তুতি অর্থাৎ অর্হত"। ⇒ **মচ্ছের**।

বিগতরজ (বিণ) যিনি লোভ-দ্বেষ-মোহ বিমুক্ত, যাঁহার লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ ময়লা বিনষ্ট বা বিদূরিত হইয়াছে এমন, ময়লাহীন, নির্মল, রজহীন, বিশুদ্ধ, পবিত্র, দোষ বা অপবিত্রতামুক্ত। = **অপগতরজ**। ⇒ **রজো** (২)।

বিগত বলিত (বিণ) বন্ধুরতাহীন, অসমানতা নাই এরূপ অর্থাৎ সমান, এবড়োথেবড়ো ভাবরহিত, বলিবিরহিত, কোঁচকানো বা কুঞ্চিত রেখাপাত হয় নাই এমন।

বিগতাস (বিণ) [বিগত + আস] আশামুক্ত, ইচ্ছাবিমুক্ত, অনাকাঙ্ক্ষিত, বিতৃষ্ণ, বাসনামুক্ত, অনাসক্ত, আসক্তিহীন, তৃষ্ণারহিত, নিরাসক্ত। **বিগতাসব** শব্দও তুলনীয়।

বিগতাসব (বিণ) [বিগত + আসব] অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অর্হত, অনাসব, আসক্তিমুক্ত, আকাঙ্ক্ষাবিরহিত, দুশ্চরিত্রতা হইতে মুক্ত, নীতিভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত। (তুলনীয়) **বিগতাস, বিগতিচ্ছা**।

বিগতিচ্ছা (বিণ) [বিগত + ইচ্ছা] ইচ্ছামুক্ত, বীতস্পৃহ, বিগতস্পৃহ, কামনাবিহীন, ইচ্ছা বিরহিত, লালসাবিহীন, বাসনাহীন, যাঁহার আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **বিগতাসব**।

বিগম (পুং) বিগত অবস্থা, বিদূরিত অবস্থা, অন্তর্ধান, তিরোধান, প্রস্থান, মৃত্যু, নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসরণ, ব্যতিক্রম। (দীপবংস) **সব্বাসব বিগম**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **জিঘচ্ছা বিগম; সন্দেহ বিগম**।

বিগমন (স্ত্রী) = **বিগম**। ⇒ **বিগম**।

বিগয্হ (ক্রি-বি) প্রবেশ করিয়া, প্রবিষ্ট হইয়া, নিমগ্ন হইয়া। **পরিসং বিগাহিত্বা (= বিগয্হ) তং সঞ্ঞং ব্যাকাসি**--পরিষদে প্রবেশ করিয়া (অথবা বিপরীত করিয়া) সেই বিষয় বর্ণনা করিল। ⇒ **বিগাহতি**।

বিগরহতি (ক্রি) [বি + √গরহ + অ] বিগরিয়া যাওয়া, অত্যন্ত কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা, অপরিমিতভাবে বা প্রচুররূপে তিরস্কার করা, খুব নিন্দা করা, অপব্যবহার করা, গালাগালি দেওয়া, নিয়মভঙ্গ করা, বিকৃত করা। (বিনয়) **ধম্মিং কথং বিগরহতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযধম্মং বিগরহতি**। (অতীত) **বিগরহি**। (অ-বিণ) **বিগরহিত**। (ক্রি-বি) **বিগরহিত্বা**।

বিগরহিত (বিণ) বিগর্হিত, খুবই নিন্দিত।⇒ **বিগরহতি**।

বিগলতি (ক্রি) [বি + গলতি] বিগলিত হওয়া, দ্রবীভূত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া, পতিত হওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, দয়ার্দ্র হওয়া, স্খলিত হওয়া, স্থানচলিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময় অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া, সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামানো, পত্র পাঠানো, স্থানচ্যুত করা। (তুলনীয়) **বিনিগ্গলতি**। (অতীত) **বিগলি**। (অ-বিণ) **বিগলিত**।

বিগলিত (বিণ) বিগলিত, দ্রবীভূত, স্খলিত, দয়ার্দ্র, ক্ষরিত, স্থানচ্যুত, স্থানচলিত, ভ্রষ্ট, বিন্দু বিন্দু পতিত, ঝলসাইয়া বা চুয়াইয়া পতিত। = **পগ্গলিত**। ⇒ **বিগলতি**।

বিগল্তি (ক্রি) = **বিগলতি**। ⇒ **বিগলতি**।

বিগড়িত (বিণ) = **বিগলিত**। ⇒ **বিগলিত**।

বিগাহতি (ক্রি) [বি + √ গাহ + অ] গর্ত বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর দিয়া কিছু প্রবেশ করানো, অস্ত্র প্রবেশ করানো, (কোনো) অবস্থায় পাতিত করা, হঠাৎ প্রবেশ করা, মগ্ন করা, ডুব দেওয়া, দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, প্রবল বেগে বিপদে পতিত হওয়া, প্রবেশ করা, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত হওয়া, (রঙ্গমঞ্চে) প্রবেশ করানো হউক। (অতীত) **বিগাহি, বিগাহিসুং**। (অ-বিণ) **বিগাঢ়**। (ব-বিণ) **বিগাহমান**। (ক্রি-বি) **বিগাহিত্বা, বিগাহেত্বা, বিগাহিয়, বিগয্হ (= ওগয্হ পবিসিত্বা)**। (তুম) **বিগাহিতুং**।

বিগেতি (ক্রি) অন্তর্হিত করা, ছাড়িয়া দেওয়া, বিলোপ করা, ত্যাগ করা। = **বিনেতি**। ⇒ **বিহেতি** (২)।

বিগ্গণ্হতি (ক্রি) = **বিগ্গণ্হাতি**। ⇒ **বিগ্গণ্হাতি**।

বিগ্গণ্হাতি (ক্রি) [বি + গণ্হাতি] ১ গ্রহণ করা, ধারণ করা, বিবাদ করা, ঝগড়া করা, কলহ করা, বেসুর হওয়া, গোলমালে পড়া। ২ টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, বর্ধিত করা, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, ভগ্ন না হইয়া প্রসারিত হওয়া, বিস্তার করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, ব্যাপ্ত করা বা হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, বিক্ষিপ্ত করা, ছত্রভঙ্গ করা, বিকীর্ণ করা, অন্তর্হিত করা, ছিন্নভিন্ন হওয়া, ছড়াইয়া যাওয়া, ভাগ করা, পৃথক করা, বণ্টন করা, দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করা, বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, অপরের সহিত অংশ গ্রহণ করা। (অতীত) **বিগ্গণ্হি**। (অ-বিণ) **বিগ্গহিত**। (ক্রি-বি) **বিগ্গয্হ**।

বিগ্গয্হ (ক্রি-বি) ১ বিবাদ করিয়া, বিতর্ক করিয়া, যথার্থতা অস্বীকার করিয়া, ঝগড়া করিয়া, কলহ করিয়া, যুদ্ধ করিয়া। = **উগ্গহেত্বা পরামসিত্বা**। ২ বিস্তৃত করিয়া, বিছাইয়া, পৃথক করিয়া, বিভক্ত করিয়া, ছিন্ন

করিয়া। (বিমানবত্থু) **হত্থপাদে বিগ্গহো** (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **বিবিধেহি আকারেহি গহেত্বা**। ⇒ **বিগ্গণ্হাতি**।

বিগ্গহ (পুং) ১ বিগ্রহ, মূর্তি, দেহ, শরীর, আকার ধারণ বা গ্রহণ, প্রতিমা, সংযোগ, সম্মিলন, সমিতি গঠন, সভা, সমাজ, গঠন, আকার, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা, সৌন্দর্য, ব্যক্তি, রূপ, যেই রূপ বা আকার ধারণ করে উহা। (দীর্ঘনিকায়) **সোবণ্ণো বিগ্গহো মানুসং বিগ্গহং অতিরোচতি**। (বিনয়) **মনুস্স বিগ্গহঃ তিরচ্ছানগত মনুস্সবিগ্গহ**। = **সরীর** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **রুচির বিগ্গহ**। (দাঠাবংস) **উজু সোম্ম বিগ্গহ**। ২ বিবাদ, বাদানুবাদ, বিচার বিতর্ক, কলহ, ঝগড়া, যুদ্ধ, প্রহার, বন্ধুবিচ্ছেদ। (জাতক) **ঞাতকানং অঞ্ঞমঞ্ঞং বিগ্গহ**। (বিনয়) **কলহ বিগ্গহ**। ৩ বিস্তার, বিভাগ, পার্থক্য, বিরহ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ, সমাসের বাক্য, বিশেষ স্থান, শব্দের ব্যবহার্য স্থানে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, শব্দ পৃথক বা বিভাগ করণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পদবিগ্গহ**।

বিগ্গহিত (বিণ) গৃহীত, ধৃত, বলপূর্বক অধিকৃত, দখলীকৃত, আক্রান্ত, মনে মনে অবধারিত, প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক কুপথগামী করাইয়াছে এমন, কুপথে লইয়া গিয়াছে এমন, অসৎ পথে পরিচালিত, ধর্মভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট, কুসংস্কারাপন্ন। (বি-ভা) **ধম্মুদ্ধ-বিগ্গহিত-মানস** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতকে "বিগ্রহিত" = "অজাত শত্রু দেবদত্ত বিগ্রহিত"। ⇒ **বিগ্গণ্হাতি**।

বিগ্গাহিক (বিণ) ঝগড়াটে, বিবাদপ্রিয়, কলহপ্রিয়, তর্কবিতর্ককারী, কুঁদুলে, কোন্দলপ্রিয়।

বিগ্গাহিক কথা (স্ত্রী) ঝগড়াটে কথা, বিবাদজনক কথা, কলহজনক কথা, কুঁদুলে কথা।

বিগ্ঘ (পুং) (সংস্কৃত—বিঘ্ন) বিঘ্ন, বাধা, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, প্রত্যূহ, প্রতিবন্ধ। (তুলনীয়) **উপরুন্ধতি**।

বিঘট্টন (ক্লী) কড়া নাড়া, আঘাত করণ, ধাক্কা, দ্বারে আঘাত করণ।

বিঘট্টিত (বিণ) ঘা মারিয়াছে এমন, খট খট শব্দ করিয়াছে এমন, ধাক্কা মারিয়াছে এমন, অভিভূত, আকুলিত, আবিষ্কৃত, ধাক্কা দিয়াছে এমন, মারিয়াছে এমন, প্রহৃত, বাজাইয়াছে এমন।

বিঘস (পুং) = **বিঘাস**। ⇒ **বিঘাস**।

বিঘাটন (ক্লী) ছিদ্র, ফাটল, রন্ধ্র, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ, খোলাবস্থা, অনাবদ্ধ অবস্থা, আলগা অবস্থা। (বিণ) খোলা, অনাবদ্ধ, আলগা, ভঙ্গ হয় এমন, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এমন, নিক্ষেপ করে এমন, বিপর্যস্ত হয় এরূপ, ধ্বংস হয় এরূপ।

বিঘাটিত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, বিধ্বংসিত, নিক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত, নষ্টকৃত, ভগ্ন, বধিত। ⇒ **বিঘাটেতি**।

বিঘাটেতি (ক্রি) [বি + √ঘট + এ] খুলিয়া দেওয়া, আলগা করা, উন্মুক্ত করা বা হওয়া, প্রবেশপথ তৈরি করা, গর্ত করা, বিস্তৃত করা, মেলিয়া ধরা, আরম্ভ করা বা হওয়া, বিকশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া, ভঙ্গ করা বা হওয়া, শেষ করা, ভাগ হওয়া, পৃথক হওয়া। (অতীত) **বিঘাটেসি**। (অ-বিণ) **বিঘাটিত**। (ব-বিণ) **বিঘাটেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিঘাটেত্বা**

বিঘাত (পুং) ১ বিনাশ, মৃত্যু, ধ্বংস, হত্যা, বধ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিঘাতং আপজ্জতি = বিহঞ্ঞতি**। (বিণ) হত্যাকৃত, বধিত, বিনষ্ট, প্রহৃত, মারিয়াছে বা আঘাত করিয়াছে এরূপ। = **বিঘাত বা বিহত-বল**। ২ অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, বিরক্তি, বিরক্তির বা অসন্তোষের কারণ, বিরাগ, মনের বিশৃঙ্খল ভাব বা এলেমেলো অবস্থা, মনের বিপর্যয় অবস্থা, কষ্ট, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখের কারণ, অস্বাস্থ্য, যন্ত্রণা, বিরক্তিকর বিষয় বা বস্তু। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিঘাত পরিলাহ**। = **উগ্ঘাত পীলন ঘট্টন উপদ্দব** (মহানির্দেশ)। (থেরীগাথা) **বহুবিঘাত**। ৩ বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বর্তমান মন্ত্রিদল বা শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীগণ।

বিঘাতপক্খিক (বিণ) প্রতিকূল ঘটনার বা অবস্থার পক্ষপাতী, দুর্দশার বা দুর্ভাগ্যের অংশীদার, দুঃখে পতিত, দুঃখের সহিত সংযুক্ত, কষ্টে পতিত, বিরক্তিতে পতিত, অসুবিধায় পতিত, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগে পতিত।

বিঘাত পরিলাহ—দুঃখ দুর্দৈব। ⇒ **বিঘাত** (২), **পরিলাহ**।

বিঘাত ভূমি (স্ত্রী) বধ্যভূমি, বধ্য স্থান, যেই স্থানে বধ করা হয়, বিরক্তির বস্তু, বিরক্তিকর বিষয়, যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। ⇒ **ভূমি** (২)।

বিঘাতবন্ত (বিণ) বিরাগপূর্ণ, বিরক্তিজনক, বিরক্তির বা অসন্তোষের কারণপূর্ণ, বিরক্তিকর বিষয়পূর্ণ, বিরক্তিকর বস্তুপূর্ণ, যন্ত্রণাদায়ক, দুঃখজনক, দুর্দশাজনক, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর।

বিঘাতিত (বিণ) হত্যাকৃত, বধিত, বধ্য, ধ্বংসকৃত, নষ্টকৃত, ভঙ্গকৃত, বিধ্বংসিত। ⇒ **বিঘাতেতি**।

বিঘাতেতি (ক্রি) [বি + √ হন + এ] হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা। (অতীত) **বিঘাতেসি**। (অ-বিণ) **বিঘাতিত**। (ক্রি-বি) **বিঘাতেত্বা**।

বিঘাস (পুং) খাদ্যাবশিষ্ট, ভগ্ন মাংসখণ্ড, টুকরা টাকরা, বিশেষত খাদ্যাবশেষ, ভুক্তাবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট।

বিঘাস্সাদ (পুং) ১ যেই ব্যক্তি খাদ্যাবশিষ্ট খায়, ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনকারী ব্যক্তি। (বিনয়) **পঞ্চ বিঘাসসাদ-সতানি**। ২ কোনো একজাতীয় জন্তুর নামবিশেষ (জাতক)।

বিচক্ক (বিণ) [বি + চক্ক] চক্রহীন, চাকাহীন, চক্র নাই এমন, যেই গাড়ির বা রথের চাকা নাই। (জাতক) **বিচক্ক সকট**—চক্রহীন শকট অর্থাৎ যেই গাড়িতে চাকা নাই।

বিচক্ক সকট ⇒ **বিচক্ক**।

বিচক্খণ (বিণ) বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানসম্পন্ন, নিপুণ, কুশল, কৌশলী, বক্তা, মনোযোগী, সতর্ক, পটু, শিষ্টাচার সম্পন্ন, সম্পূর্ণ জাগ্রত, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত, অবগত। (স্ত্রী) প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, বিচারশক্তি, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, বুদ্ধিশুদ্ধি, বুদ্ধি, জ্ঞান, রসিকতা, ভাবে ও ভাষায় সরসভাব। (পুং) বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ ব্যক্তি, প্রভাবশালী লোক, জ্ঞানী ব্যক্তি। (সূত্রনিপাত) **অপ্পমত্ত বিচক্খণ**—অপ্রমত্ত জ্ঞানীলোক।

বিচক্খু (বিণ) [বি + চক্খু] চক্ষুহীন, অন্ধ।

বিচক্খুকম্ম (স্ত্রী) অন্ধ করার কার্য, হতবুদ্ধি বা ঝঞ্ঝাটে ফেলার কার্য, জটিল করিয়া তোলার কার্য, বুদ্ধি বা জ্ঞাত রহিত করিবার কার্য, বোধশক্তি বা মানসিক শক্তি রহিত করিবার কার্য। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) বিচক্ষুকর্ম।

বিচক্খুক (বিণ) দেখে না এমন, অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন, সামান্য সামান্য দেখে এমন, অন্ধের মত হইয়াছে এমন। Rhys. Davids. ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "টেরা, আড়ে দেখে বা নজর রাখে এমন"।

বিচয (পুং) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, অনুসন্ধান, পরীক্ষা, অন্বেষণ, খোঁজ, অনুগমন, অনুসরণ, পরীক্ষণ, পরিদর্শন, পরখ। (সংযুক্ত নিকায়) **বিচযসো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মবিচয**। ⇒ **বিচিনাতি**।

বিচযসো—সম্যক রূপে বা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা। ⇒ **বিচয**।

বিচরণ (স্ত্রী) বিচরণ, ভ্রমণ, ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো, পরিভ্রমণ, স্থান পরিবর্তন, পায়চারি করণ, চংক্রমণ করণ, এদিক–ওদিক বেড়ানো, পর্যটন, (বিদেশে) দীর্ঘ ভ্রমণ। (জাতক) **বিচরণভণ্ড**।

বিচরণভণ্ড (স্ত্রী) ভ্রমণশীল পণ্যদ্রব্য, পর্যটনকারীর জিনিসপত্র। ⇒ **বিচরণ**।

বিচরতি (ক্রি) [বি + √চর + অ] ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ানো, এদিক ওদিক পদচারণা করা, নড়াচড়া করা, চলাফেরা করা, স্থানান্তরে যাওয়া, হাঁটা, বেড়ানো, পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া, ভ্রমণ করা, চংক্রমণ করা, বিচরণ করা, পথ ধরিয়া চলা, রাস্তা দিয়া চলিতে থাকা, পরিভ্রমণ করা, পর্যটন করা, স্থান পরিবর্তন করা, পায়চারি করা। (সূত্রনিপাত) **রট্ঠা রট্ঠং বিচরিস্সং**—রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে অথবা রাজ্যে রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইব; **ধম্মমগ্গং বিচরতি**—ধর্মপথে বিচরণ করে, ধর্মপথ ধরিয়া চলে। = **আহিণ্ডতি**। (সূত্রনিপাত) **লোকে বিচরতি**—ইহজগতে বা এই সংসারে বিচরণ করে। (তুলনীয়) **অনুবিচরতি**। (অতীত) **বিচরি**। (অ–বিণ) **বিচরিত, বিচারিত, বিচিণ্ণ**। (ব–বিণ) **বিচরন্ত, বিচরমান**। (ক্রি–বি) **বিচরিত্বা**। (তুম) **বিচরিতুং**। (করণে) **বিচারেতি**।

বিচরিত (বিণ) বিচরণকৃত, ভ্রমিত, ভ্রমণকৃত, অধিকৃত, পূর্ণকৃত, পুনঃপুন গমন করিয়াছে এমন, সর্বদা গতিবিধির মধ্যে রাখিয়াছে এমন, বাস করিয়াছে এমন, দেখিয়াছে এমন, প্রায়শ যাতায়াত করিয়াছে এমন। ⇒ **বিচরতি**।

বিচার (পুং) বিচার, মীমাংসা, বিবেচনা, তত্ত্বনির্ণয়, তর্ক, যথার্থ নির্ণয়, সত্যতা নির্ণয়, ভাল–মন্দ ন্যায়–অন্যায় দোষ–গুণ ইত্যাদির নিরূপণ বা নির্ণয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরখ, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, গুরুত্ব, স্থিরভাবে চিন্তা, বিচক্ষণতা, আলোচনা, নির্বাহ, পরিচালন, শাসন, কৌশল, সকৌশল আচরণ, বন্দোবস্ত, কর্তৃপক্ষগণ, উন্নতির স্তর, জ্ঞানাদির স্তর, কল্পনা, পরিকল্পনা। (বিশুদ্ধিমার্গে) **বিচরণং বিচারো, অনুসঞ্চরণং'তি বুত্তং হোতি** (⇒ **বিতক্ক**)। (থেরগাথা) **মনোবিচার**। ইহা সাধারণত "**বিতক্ক**" শব্দের সহিত যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়। = **বিচারণ, বিচারণা**।

বিচারক (বিণ) ১ বিচারক, মীমাংসাকারক। ২ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, তদন্তকারী, পরীক্ষক, পরীক্ষাকারী, শাসনকারী, পরিচালনাকারী। ৩ যেই ব্যক্তি কোনো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, মনোযোগী, সতর্কী, জাগরিত বা জাগ্রত থাকে এমন, সতর্কতার সহিত দেখে এমন। (জাতক) **ঘর বিচারক**। (পুং) বিচারক, বিচারকর্তা, পরিচালক।

বিচারণ (স্ত্রী) = **বিচার**। ⇒ **বিচার**। = **বিচারণা**।

বিচারণা (স্ত্রী) ১ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, গবেষণা, তদন্ত, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজ, পরীক্ষা, অনুগমন, অনুসরণ, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান। (জাতক) **বিচারণা পঞ্ঞা**। ২ নিষ্পত্তি, বন্দোবস্ত, পরিকল্পনা, বিন্যাস, কোনো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত বা সতর্কতা রক্ষা, নকশা, পরিকল্পনা, মুসাবিদা, মতলব, ফন্দি, অভিপ্রায়, মন্ত্রণা। (জাতক) **যুদ্ধ বিচারণা**। ⇒ **বিচার**।

বিচারিত (বিণ) বিচারিত, মীমাংসিত, কল্পিত, বিবেচিত, নির্ণীত, চিন্তিত, ভাবিত, গবেষিত। "**বিতক্ক-বিচার**"-এর সমান অর্থবাচক "**বিতক্কিত-বিচারিত**" (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **বিচারেতি**।

বিচারেতি (ক্রি) [বি + √চর + এ] ১ চতুর্দিকে ঘুরাইয়া আনা, চতুর্দিকে বিচরণ করা বা চলা অথবা ভ্রমণ করা, বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগ করা।

(পেতবত্থু অর্থকথা) **সলাকং বিচারেতি**। ২ বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, কোনো বিষয় নিয়া চিন্তা করা। (সংযুক্ত নিকায়) **বিতক্কেতি বিচারেতি**। ৩ গবেষণা করা, অনুসন্ধান করা, অন্বেষণ করা, পরীক্ষা করা, খোঁজ করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা, আলোচনা করা, পরীক্ষা করিয়া দেখা, বাজাইয়া লওয়া। ৪ নকশা করা, অভিসন্ধি করা, মনে মনে অঙ্কন করা, চিন্তা করা, ভাবনা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, নির্মাণ করা, গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, রচনা করা, সংকলন করা। ৫ নির্বাহ করা, শাসন করা, চালানো, পরিচালনা করা, শিক্ষা দেওয়া, হস্ত দ্বারা চালনা করা, কার্যনির্বাহ করা, বিষয়কর্ম চালানো, (কোনো বিষয় বা ব্যবসায় উপলক্ষে) গমন করা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, প্রদান করা, প্রয়োগ করা, যোগান দেওয়া, (কাহাকেও) গ্রহণ করানো, প্রস্তুত করিয়া রাখা, যোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা। ⇒ **বিচরতি**। (মহাবংস) **রজ্জং বিচারেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মন্তে বিচারেতি**। (অতীত) **বিচারেসি, বিচারেসুং**। (অ–বিণ) **বিচারিত, বিচিণ্ণ**। (ব–বিণ) **বিচারেন্ত**। (ক্রি–বি) **বিচারেত্বা**।

বিচারেসুং (অতীত ক্রিয়া) বিবেচনা করিল। ⇒ **বিচারেতি, বারিযমান**।

বিচালিয (বিণ) কম্পমান, বিচলিত, অস্থির, একবার এদিকে একবার ওদিকে যায় এমন, ইতস্ততঃকারী, দোলায়মান, দোলে বা টলে এমন। ⇒ **বিচালেতি**।

বিচালেতি (ক্রি) বিচলিত করা, কম্পিত করা, চঞ্চল করা, অস্থির করা, একবার এদিকে একবার ওদিকে যাওয়া, ইতস্তত করা, দোলায়মান করা বা হওয়া, দোলা, টলা, টলিয়া যাওয়া। (ব–বিণ) **বিচালিয**।

বিচিকিচ্ছ (বিণ) সন্দিগ্ধ, সন্দিহান। (দীর্ঘনিকায়) **তিণ্ণবিচিকিচ্ছ**—সন্দেহোত্তীর্ণ, সন্দেহমুক্ত।

বিচিকিচ্ছতি (ক্রি) [বি + √কিত + ছ; এখানে "কি" দ্বিত্ব হইয়াছে এবং প্রথম "কি"–এর পরিবর্তন হইয়া "চি" এর আগম হইয়াছে] সন্দেহ করা, সন্দিগ্ধ হওয়া, সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া, অবিশ্বাস করা, ইতস্তত করা, হতবুদ্ধি হওয়া, উন্মত্তপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, সংশয়াপন্ন হওয়া, অনিশ্চিত হওয়া, সঙ্কুচিত হওয়া। বর্তমানকাল মধ্যমপুরুষ একবচনে "**বিচিকিচ্ছসে**"। (অতীত) **বিচিকিচ্ছি**। (অ–বিণ) **বিচিকিচ্ছিত**।

বিচিকিচ্ছা (স্ত্রী) সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, জটিলতা, হতবুদ্ধিতা, সন্দিগ্ধতা, কিংকর্তব্যমূঢ়তা, অনির্ভরশীলতা, অনিশ্চিত বিষয়। ইহা "**নীবরণ**" সমূহের মধ্যে একটি। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মেসু বিচিকিচ্ছা**—ধর্ম বা শিক্ষাসমূহ বিষয়ে সন্দেহ। = **সোড়স–বত্থুক বিচিকিচ্ছা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **বিগতা চিকিচ্ছা'তি বিচিকিচ্ছা** ইত্যাদি (বিশুদ্ধিমার্গ)। (তুলনীয়) **কথঙ্কথা, কিচ্ছতি, বেচিকিচ্ছিন**।

বিচিকিচ্ছা নীবরণ (ক্লী) সন্দিহান অবস্থায় ইতস্তত ভাবজনিত বাধা বা প্রতিবন্ধক, সন্দেহজনিত ব্যাঘাত, দ্বিধাজনক বিঘ্ন। ⇒ **পঞ্চনীবরণ**।

বিচিকিচ্ছিত (বিণ) সন্দিগ্ধ, সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এমন। ⇒ **বিচিকিচ্ছতি**। (ক্লী) সন্দেহ, অনিশ্চয়তা।

বিচিকিচ্ছিন = বেচিকিচ্ছিন। ⇒ **বেচিকিচ্ছিন**।

বিচিণ্ণ (বিণ) চিন্তা করিয়া বা গবেষণা করিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ, গবেষিত। ⇒ **বিচারেতি, বিচিনাতি**।

বিচিত (বিণ) বাছিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। = **অপগত–খণ্ড–কাল (কালক)**। (বি–ভা) **বিচিত–কাল (কালক) ভত্ত**—কালো চাউল বিদূরিত করিয়া বা বাছিয়া লওয়া চাউলের ভাত বা অন্ন; = **বিচিতভত্ত**। ⇒ **বিচিনাতি**।

বিচিতকাড়ক ⇒ **কাড়ক** [পুং (১)]।

বিচিতভত্ত—কালো ও খণ্ড চাউল বিদূরিত করিয়া বা বাছিয়া লওয়া চাউলের অন্ন। ⇒ **বিচিত**।

বিচিত কাড় ভত্ত ⇒ **বিচিত**।

বিচিত কাড়ক ভত্ত ⇒ **বিচিত**।

বিচিত্ত (বিণ) বিচিত্র, নানাবর্ণবিশিষ্ট, আশ্চর্য, বিস্ময়কর, রম্য, সুন্দর, নানাবিধ, বিভিন্ন, বিবিধ, অনেক, কতিপয়, চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে রঞ্জিত, অলঙ্কৃত, ভূষিত, শোভিত, রঙবিশিষ্ট, অতিরঞ্জিত, বিস্তারিত বর্ণনায় সরস, সজ্জিত, পদক ইত্যাদি সম্মানজনক চিহ্নে ভূষিত, চিত্রবিচিত্র, রঞ্জিত, বিচিত্রিত, রংবেরঙে সজ্জিত। = **চিত্তকত**।

বিচিত্তবণ্ণ (ক্লী) বিচিত্রবর্ণ, ফুট ফুটে রঙ, সুন্দর বর্ণ। (বিণ) বিচিত্র বর্ণের। ⇒ **বণ্ণ** (১)।

বিচিত্র (বিণ) = **বিচিত্ত**। ⇒ **বিচিত্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিচিত্র কথিক**।

বিচিত্র কথিক (বিণ) বিচিত্র কথিক, বাক্পটু। ⇒ **বিচিত্র**।

বিচিন (ক্লী) ১ পরীক্ষা, গবেষণা, অনুসন্ধান, পার্থক্য। ⇒ **বিচিনাতি**। ২ = **বিপিন**। ⇒ **বিপিন**।

বিচিনতি (ক্রি) ভিন্ন ভিন্ন করা, বিভিন্ন করা, পৃথক করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা। = **বিচিনাতি**।

বিচিনন (ক্লী) প্রভেদ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ চিহ্ন।

বিচিনাতি (ক্রি) [বি + চিনাতি] ১ অনুসন্ধান করা, পরীক্ষা করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, বিভিন্ন করা, ভিন্ন ভিন্ন করা, পৃথক করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, সংগ্রহ করা, রাশিকৃত করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা। (সংযুক্ত নিকায়) **যোনিসো বিচিনে ধম্মং**। ২ আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা,

বিলম্ব করা, কালক্ষয় করা, গড়িমসি করা, কষ্টের সহিত অতিবাহিত করা, কষ্টকরভাবে সময় কাটানো, অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, পাইতে চেষ্টা করা, চেষ্টা করা, (সর্বাপেক্ষা ভালটি) বাছিয়া লওয়া, সঙ্কলন করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা, নির্বাচন করা, ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। ⇒ **পচিনতি**। (অতীত) **বিচিনি** = **পবেসি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অ-বিণ) **বিচিত**। (ব-বিণ) **বিচিনন্ত**। (ভ-বিণ) **বিচেতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিচিনিত্বা**, **বিচেয্য**।

বিচিনি (অতীত ক্রিয়া) অনুসন্ধান করিল। ⇒ **বিচিনাতি**। = **পবেসি** (⇒ **পবেসতি**)।

বিচিন্তেতি (ক্রি) [বি + √চিত + এ] (কোনো বিষয়ে) চিন্তা করা, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, চিন্তা করা। (অতীত) **বিচিন্তেসি**। (অ-বিণ) **বিচিন্তিত**। (ব-বিণ) **বিচিন্তেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিচিন্তেত্বা**, **বিচিন্তিয**।

বিচুণ্ণ (বিণ) বিচূর্ণ, বিচূর্ণিত, উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত, ভঙ্গকৃত, গুঁড়া করা, পেষিত, ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করা হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **চুণ্ণ-বিচুণ্ণ**। ⇒ **চুণ্ণ**।

বিচুণ্ণিত (বিণ) বিচূর্ণিত, গুঁড়াকৃত। = **বিচুণ্ণ**। (জাতক) **বিদ্ধন্ত বিচুণ্ণিত**। ⇒ **বিচুণ্ণেতি**।

বিচুণ্ণেতি (ক্রি) [বি + √চুণ্ণ + এ] চূর্ণ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা, গুঁড়া করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, চূর্ণীকৃত করা বা হওয়া, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, লবণ ছিটাইয়া দেওয়া, ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড বা টুকরা টুকরা করা। (অতীত) **বিচুণ্ণেসি**। (অ-বিণ) **বিচুণ্ণিত**। (ক্রি-বি) **বিচুণ্ণেত্বা**।

বিচেতো (বিণ) ⇒ **চেতো**।

বিচেয্য (ক্রি-বি) বাছনি করিয়া, বিচার করিয়া, বিভিন্ন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন করিয়া, পৃথক করিয়া, পার্থক্য করিয়া, প্রভেদ করিয়া, বিবেচনার সহিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত; (দীর্ঘনিকায়) পৃথক পৃথক করিয়া, ভাগ ভাগ করিয়া, অতিশয় যত্ন সহকারে বিভাগ করিয়া অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **বিচেয্য পেক্খিতর**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিচেয্য দান**। ⇒ **বিচিনাতি**।

বিচেয্য দান (ক্লী) বাছিয়া বাছিয়া প্রদত্ত দান, বিভাগ করিয়া দান, ভাগ ভাগ করিয়া দান, বিচার করিয়া প্রদত্ত দান, পার্থক্য করিয়া দান। ⇒ **বিচেয্য**।

বিচ্চুত (বিণ) বিচ্যুত, নীচে পতিত, পতিত, ভ্রষ্ট, বিশ্লিষ্ট, ক্ষরিত। (জাতক অর্থকথায়) **বিযুত্ত**।

বিচ্ছড্ডেতি (ক্রি) [বি + ছড্ডেতি] অগ্রাহ্য করা, পাশ না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা, নিক্ষেপ করা, ছোঁড়া, জোর করিয়া ছোঁড়া, চিৎপাত করা, ফেলিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া ফেলা, অসাবধানে বা তাড়াতাড়ি করিয়া রাখা, দ্রুত প্রেরণ করা, মোচন করা, প্রসব করা, (দৃষ্টি) নিক্ষেপ করা, বমন করা, উদ্‌গিরণ করা, উগরাইয়া ফেলা। (অ-বিণ) **বিচ্ছড্ডিত**।

বিচ্ছড্ডন (ক্লী) অগ্রাহ্য করণ, পাশ না করণ, নির্গত করণ, নিঃসারিত করণ, নিক্ষেপণ, বমন, উদ্‌গিরণ। ⇒ **বিচ্ছড্ডেতি**।

বিচ্ছন্দ— = **বিচ্ছিন্দ**। ⇒ **বিচ্ছিন্দ**।

বিচ্ছন্দনিক (বিণ) নিঃস্বার্থতার যোগ্য, নিরপেক্ষতার উপযুক্ত, উদাস থাকার যোগ্য, কৌতূহলশূন্য হইয়া থাকার যোগ্য, উদাসীন থাকার যোগ্য, অমনোযোগী হওয়ার যোগ্য, অনিমগ্ন থাকার উপযুক্ত, মুক্ত থাকার যোগ্য, নির্লিপ্ত থাকার যোগ্য, অবকাশ না রাখার যোগ্য, ছন্দ বা ইচ্ছা উৎপন্ন না করিবার যোগ্য। (বিনয়) **বিচ্ছন্দনিক কথা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **বিচ্ছন্দনিক সুত্ত**; **বিচ্ছন্দনিয**। (তুলনীয়) **বিচ্ছন্দতি**।

বিচ্ছন্দনিক কথা—শরীরের নিমিত্ত অথবা দেহধারণের নিমিত্ত ইচ্ছামুক্তির ধর্মোপদেশ। ⇒ **বিচ্ছন্দনিক**।

বিচ্ছন্দনিক সুত্ত—শরীর বিষয়ে মায়া বা বিভ্রমহীনতা সম্বন্ধে সূত্রান্ত বা ধর্মোপদেশ। বুদ্ধঘোষ ইহার অপর নাম দিয়াছেন "**বিজয়সুত্ত**" (সূত্রনিপাত)। ⇒ **বিচ্ছন্দনিক**।

বিচ্ছন্দনিয (বিণ) = **বিচ্ছন্দনিক**। ⇒ **বিচ্ছন্দনিক**।

বিচ্ছাদনা (স্ত্রী) [বি + ছাদনা] গোপন স্থান, লুকাইবার জায়গা।

বিচ্ছিক (পুং) বৃশ্চিক, কাঁকড়াবিছা, বৃশ্চিক রাশি।

বিচ্ছিক বিজ্জা (স্ত্রী) বৃশ্চিক বিদ্যা, বৃশ্চিকের ন্যায় কৌশল বা নিপুণতা, বৃশ্চিক কৌশল।

বিচ্ছিকা (স্ত্রী) = **বিচ্ছিক**। ⇒ **বিচ্ছিক**।

বিচ্ছিত (বিণ) [বি + ইচ্ছিত] এই শব্দটি বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেমন—**বলবিচ্ছিতকারিন**। ⇒ **বলবিচ্ছিতকারিন**।

বিচ্ছিদ্দ (বিণ) [বি + ছিদ্দ] বিচ্ছিদ্র, ছিদ্রযুক্ত। (জাতক) **ছিদ্দবিচ্ছিদ্দ**।

বিচ্ছিদ্দক (বিণ) সম্পূর্ণ ছিদ্রযুক্ত, সর্বত্র ছিদ্রযুক্ত, সর্বত্র ছিদ্রময় বা ছিদ্র বিচ্ছিদ্র করা। দশবিধ অশুভ ভাবনার মধ্যে ইহা একটি লক্ষ্য বস্তু। ⇒ **অসুভলক্খণ**।

বিচ্ছিদ্দক সঞ্ঞা (স্ত্রী) বিচ্ছিদ্র সংজ্ঞা, ছিদ্রবিচ্ছিদ্র হইয়াছে বলিয়া জানা। ⇒ **বিচ্ছিদ্দক**, **বিকখিত্ত সঞ্ঞা**।

বিচ্ছিন্দ (ক্লী) ছেদন, ছিদ্রকরণ, পৃথক করণ, ধ্বংসে করণ, ভঙ্গ, ভঙ্গ করণ, বিচ্ছিন্ন করণ, বিযুক্তকরণ, ভিন্ন ভিন্ন করণ, বিভিন্ন করণ, ছিন্নভিন্ন করণ, বিভক্ত করণ, বিভাগ, বিনষ্ট করণ, কর্তন করণ, সমালব্ধ করণ। Kern. Toev.–এ বলা হইয়াছে এই শব্দটি "**বিচ্ছন্দ**"

এর বিকৃত বা অপকৃষ্ট শব্দ। ⇒ **বিচ্ছন্দনিক।**

বিচ্ছন্দতি (ক্রি) [বি + √ছিদ + ই + অ] কাটিয়া ফেলা, ছেদন করা, ছিঁড়িয়া ফেলা, বাধা দেওয়া, ব্যাঘাত করা, ভিন্ন ভিন্ন করা, বিভাগ করা, ক্রমিকতা ভঙ্গ করা, নিবারণ করা, কাটা, বিদীর্ণ করা, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পরকে বিভক্ত করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি করা, কাটিয়া কমানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিচ্ছিন্দিতু-কাম।** বৌদ্ধ-সংস্কৃত দিব্যাবদানে "বিচ্ছন্দযতি" = [বি + ছন্দযতি] বিশেষ নাম দেওয়া ছন্দ। (অতীত) **বিচ্ছিনি।** (অ-বিণ) **বিচ্ছিন্ন।** (ব-বিণ) **বিচ্ছিন্দন্ত, বিচ্ছিন্দমান।** (ক্রি-বি) **বিচ্ছিন্দিত্বা।**

বিচ্ছিন্ন (বিণ) বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত, বিভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন, ছিন্নভিন্ন, বিভক্ত, বিনষ্ট, সমালব্ধ, কর্তিত, ধ্বংসকৃত। ⇒ **বিচ্ছিন্দতি।**

বিচ্ছুরিত (বিণ) বিচ্ছুরিত, অনুরঞ্জিত, বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট, চতুর্দিকে ছড়ানো বা ছিটানো হইয়াছে এরূপ, অল্পবর্ষিত, বিন্দু বিন্দু বর্ষিত, উপর দিক দিয়া ছিটানো হইয়াছে এরূপ, বিন্দুপাত করা হইয়াছে এরূপ। = **উল্লিত্ত।**

বিচ্ছেদ (পুং) বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ি, বিরহ, বিয়োগ, অভাব, বিভাগ, পার্থক্য, সন্ততিরহিতা, প্রতিবন্ধক, বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত উৎপাদন, বিরাম, ছেদন, কর্তন, ছিন্নকরণ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। (জাতক) **সন্ততিবিচ্ছেদ।**

বিজটন (স্ত্রী) অজড়িত অবস্থা, উদ্ধার হইয়াছে এরূপ অবস্থা, মুক্ত অবস্থা, প্রকাশ, সংলগ্নতার অভাব।

বিজটিত (বিণ) বিজটিত, অজড়িত, অসংলগ্ন, উদ্ধৃত, উদ্ধারকৃত, মুক্ত, নির্লিপ্ত, প্রকাশ্য, উদ্ধার করা হইয়াছে এমন। ⇒ **বিজটেতি।**

বিজটেতি (ক্রি) [বি + √জট + এ] ১ উদ্ধার করা, মুক্ত করা, প্রকাশ করা, সমান করা, মসৃণ করা, চৌরস করা, কোমল করা, শান্ত করা, চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো, খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা, জট খোলা, পাক খোলা, ব্যাখ্যা করা, সমাধান করা, সুতা ছাড়ানো, জট খুলিয়া যাওয়া। (বিনয়) **বিম্মোহনং কাতুং তূলানি বিজটেতি।** ২ লুট করা, লুণ্ঠন করা। (অতীত) **বিজটেসি।** (অ-বিণ) **বিজটিত।** (ক্রি-বি) **বিজটেত্বা।**

বিজন (বিণ) বিজন, জনহীন, নির্জন, জনশূন্য, একক, একাকী।

বিজনবাত (বিণ) নির্জনতায় পরিব্যাপ্ত, নির্জনতাপূর্ণ, নিঃসঙ্গতার আবহমণ্ডলপূর্ণ, জনশূন্যতার বাতাসে পূর্ণ। ⇒ **বাত** [৩(বিণ)]।

বিজম্ভতি (ক্রি) [বি + √জম্ভ + অ] বিজৃম্ভণ করা, জৃম্ভণ করা, হাই তোলা, জাগরিত করা বা হওয়া, জাগানো, উত্তেজিত করা বা হওয়া, উদ্দীপিত করা, জাগিয়া ওঠা, তৎপরতা প্রদর্শন করা, কার্যদক্ষতা প্রকাশ করা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করা, নিদ্রালুতা অনুভব করা, তন্দ্রালুতা অনুভব করা, মুখব্যাদান করা, ফাঁক করা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে সিংহের জাগরণ সম্বন্ধে এই শব্দটি প্রায়শ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (অতীত) **বিজম্ভি।** (ব-বিণ) **বিজম্ভমান।** (ক্রি-বি) **বিজম্ভিত্বা।**

বিজম্ভন (স্ত্রী) বিজৃম্ভণ, জৃম্ভণ, হাই তোলা, ইচ্ছা, বিকাশ, বিস্তার।

বিজম্ভনা (স্ত্রী) জাগরিত করণ, উত্তেজিত করণ, উদ্বুদ্ধ করণ, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, শক্তি, তেজ, কর্মশক্তি।

বিজম্ভমান (বিণ) জাগিয়া ওঠে এমন, জৃম্ভণ করে এমন, হাই তুলিতেছে এমন। ⇒ **বিজম্ভতি।**

বিজম্ভিকা (স্ত্রী) বিজৃম্ভণ করণ, জৃম্ভণ করণ, হাই তোলা, নিদ্রালুতা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, তন্দ্রালুতা, শ্রমবিমুখতা, ক্লান্তিজনক অবস্থা। (যৌগিকে) **অরতি বিজম্ভিকা; তন্দী বিজম্ভিকা** (সংযুক্ত নিকায়)।

বিজম্ভিতা (স্ত্রী) ১ = **বিজম্ভিকা।** ⇒ **বিজাম্ভিকা।** ২ তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, চটপটে ভাব, সতর্কতা। কিন্তু ঠাট্টা বা ব্যঙ্গসূচক অর্থে "**সীহ-বিজম্ভিতা**" (⇒ **বিজাম্ভিকা**)। = **কাযবিনামনা।**

বিজয (পুং) বিজয়, জয়, পরিভবপূর্বক গ্রহণ, সিদ্ধি, যুদ্ধ-খেলা ইত্যাদিতে জয় লাভ বা সাফল্য, সাফল্য, জয়ের বা সাফল্যতা লাভের আনন্দ, পরাজিত করণ, বশীভূত করণ, অতিক্রম করণ, কর্তৃত্ব করণ, আয়ত্ত করণ, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করণ, দক্ষতা লাভ করণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইধলোক বিজয।** (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **বিজযসুত্ত;** ইহার অন্য নাম "**কাযবিচ্ছন্দনিক সুত্ত**"।

বিজযতি (ক্রি) [বি + √জন + য] পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া, জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা, বিজয় করা, বিজয়োৎসব করা, আনন্দ প্রকাশ করা, সাফল্য লাভ করা, কাহারও উপরে জয়লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিজেতি।** (তুলনীয়) **অভিবিজযতি।** (অতীত) **বিজযি।** (অ-বিণ) **বিজিত।** (ভবিষ্যতে) **বিজেস্সসতি।** (ক্রি-বি) **বিজেয্য, বিজেত্বা।**

বিজযন্তে (ক্রি-বিণ) [বিজয + অন্তে] বিজয়ের পর, জয় করিবার পর।

বিজযভেরি—বিজয়ভেরী, বিজয়োৎসবে ঢাক পিটা। ⇒ **নন্দি** (২)।

বিজযসুত্ত—"**বিচ্ছন্দনিক সুত্ত**"-এর অপর নাম। = **বিচ্ছন্দনিক সুত্ত।** ⇒ **বিজয।**

বিজহতি (ক্রি) [বি + √হা + অ; এখানে "হা" শব্দ দ্বিত্ব হইয়াছে এবং প্রথম "হা" এর স্থানে "জ" এর আগম হইয়াছে] বিদায় করা, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা,

প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা, পরিত্যাগ করা, বিসর্জন দেওয়া, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া যাওয়া বা দেওয়া, বর্জন করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া। (পেতবত্থু) **সরীরং বিজহতি**। (সপ্তমী) **বিজহেয্য**। (অতীত) **বিজহি**। (অ-বিণ) **বিহীন, বিজহিত**। (ব-বিণ) **বিজহন্ত**। (ভবিষ্যতে) **বিজহিস্সসতি**; (পেতবত্থু) **জীবিতং বিজহিস্সসতি**। (ভ-বিণ) **বিজহাতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিজহিত্বা, বিহায**; (জাতক) **ইদ্ধানুভাবেন অত্তভাবং বিজহিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বিহীযতি** = **কিলামস্সসতি** (জাতক অর্থকথা)।

বিজহন (ক্লী) পরিত্যাগ করণ, বর্জন করণ, ছাড়িয়া দেওয়া।

বিজহাতি (ক্রি) = **বিজহতি**। ⇒ **বিজহতি** (কর্মবাচ্যে) **বিহেতি**। (তুলনীয়) **বিহাহেসি**।

বিজহিত (বিণ) পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, বর্জিত, ছাড়িয়া আসা হইয়াছে অথবা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বিজহতি**।

বিজাত (বিণ) প্রসবিত, প্রসৃত, প্রসব করা বা জন্ম দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বিজাযতি**।

বিজাতা (স্ত্রী) প্রসবিনী স্ত্রীলোক, প্রসবকারিণী স্ত্রীলোক, যেই স্ত্রীলোক প্রসব করে। = **পসূতা, বিজাযন্তী**।

বিজাতাকাল (পুং) প্রসবের সময়, জন্মকাল, জন্মের সময়।

বিজাতাঘর (ক্লী) প্রসবঘর, জন্মপ্রকোষ্ঠ, প্রসব হওয়ার ঘর, জন্ম হওয়ার ঘর, যেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে।

বিজাতি (স্ত্রী.) বিজাতি, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক।

বিজাতিক (বিণ) বিজাতীয়, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত, ভিন্ন জাতির, অন্য জাতির, বহির্দেশীয়, বিদলীয়, দলবহির্ভূত, বিদেশী, অন্য রাষ্ট্রীয় বা রাজ্যের।

বিজাতিলোহং—এক জাতীয় তাম্র, উৎপাদিত ধাতু-বিশেষ। ⇒ **লোহ**।

বিজান (ক্লী) বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস।

বিজানতি (ক্রি) বিশেষরূপে জানা, অপেক্ষাকৃত ভাল জানা, সাধারণ জ্ঞান অপেক্ষা অধিক জানা। ⇒ **বিজানাতি**।

বিজানন (ক্লী) স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা, সুদক্ষতা, (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্যনৈপুণ্য, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রভেদ, প্রভেদ-চিহ্ন, তীক্ষ্নবুদ্ধি, বিবেচনা। (তুলনীয়) **জানন** = **ঞাণ**। ⇒ **বিজানাতি**।

বিজানাতি (ক্রি) [বি + √ঞা + না; এখানে "ঞা" শব্দ "জা" শব্দে পরিবর্তিত হইয়াছে] জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, চেনা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় স্পর্শ দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, মনোমধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা, স্বীকার করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, ধরিয়া লওয়া, বৈশিষ্ট্যমূলক জ্ঞান থাকা, প্রভেদকারী জ্ঞান থাকা, ধৃত করা, ধারণা করা, আশঙ্কা করা, অনুমান করা, নিশ্চয় করা, নিরূপণ করা, সাবধান হওয়া, সতর্ক হওয়া, লক্ষ্য করা, দর্শন করা, মনোযোগ দেওয়া, বর্ণনা করা, ভদ্র ব্যবহার করা, শিষ্টতা প্রদর্শন করা, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, শিক্ষা করা, জ্ঞানার্জন করা। ইহা "**সংজানাতি**" অথবা "**সংজানন**" অপেক্ষা উন্নততর স্থানে জানা (যেমন প্রবীণ ব্যক্তি টাকা পাইলে উহার দ্বারা নানা ব্যবসায় করিয়া বা টাকা খাটাইয়া টাকায় টাকা রোজগার করিয়া থাকে—এইরূপে ইহা "**সংজানন**" অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞান)। ⇒ **জানাতি**। ⇒ **বিঞ্ঞাণ**। (পঞ্চমী মধ্যম পুরুষ একবচনে) **বিজান** = **আজান** (চুল্লনিদ্দেস), **বিজানাহি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সপ্তমী উত্তমপুরুষ একবচনে) **বিজঞ্ঞং** (গাথায় ব্যবহৃত), = **বিজানেয্যং** (জাতক অর্থকথা); **বিজানিযং** (বিমানবত্থু) = **পটিবিজ্ঝিং** (বিমানবত্থু অর্থকথা); (প্রথম পুরুষ একবচনে) **বিজঞ্ঞা**। (অতীত) **বিজানি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **বিজানিংস**। (অ-বিণ) **বিঞ্ঞাত**। (ব-বিণ) **বিজানন্ত, বিজানন্তো, বিজানং, বিজানমান**। (ভ-বিণ), **বিজানিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিজানিত্বা, বিজানিয, বিঞ্ঞায, বিঞ্ঞিত্বা**। (তুম্) **বিজানিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **বিঞ্ঞাযতি**।

বিজানাহি = **বিজান** (⇒ **বিজানাতি**)।

বিজাযতি (ক্রি) [বি + √জন + য] প্রসব করা, জন্ম দেওয়া, ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, পেষণ করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা। (অতীত) **বিজাযি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুত্তং বিজাযি**। (অ-বিণ) **বিজাত**। (ক্রি-বি) **বিজাযিত্বা, বিজাযিত্বান**; (মহাবংসে) **পুত্তং বিজাযিত্বা**। (কারণে) **বিজাযাপেতি**।

বিজাযন (ক্লী) প্রসব, উৎপাদন, জন্মদান।

বিজাযন্তী (স্ত্রী) প্রসূতি, প্রসবকারিণী স্ত্রীলোক। = **বিজাতা, পসূতা**।

বিজাযমানা (বিণ, স্ত্রী) প্রসবকারিণী, প্রসবিণী, প্রসব করে বা করিতেছে এমন।

বিজাযাপেতি (ক্রি) প্রসব করানো, প্রসব হইবার কারণ করা। ⇒ **বিজাযতি**।

বিজাযিন (বিণ) প্রসবিণী, প্রসবকারিণী, গর্ভধারণ করিতে পারে এমন (স্ত্রীলোক), উর্বর, যেই স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে, সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে এমন (স্ত্রীলোক)। (বিপ) **বঞ্ঝা**।

বিজাযিনী (বিণ) = **বিজাযিন**। ⇒**বিজাযিন**।

বিজিগুচ্ছতি (ক্রি) অত্যন্ত ঘৃণা করা। (সূত্রনিপাত) **বিজিগুচ্ছতো** = **অট্টিযতো হরাযতো** (মহানির্দেশ)। (অ-বিণ) **বিজিগুচ্ছমান** (সূত্রনিপাত) = **অট্টিযমান হরাযমান** (চূল্লনিদ্দেস)।

বিজিত (বিণ) ১ বিজিত, সর্বতোভাবে জয় করিয়াছে এমন, জয়কৃত, পরাভূত বা পরাজিত করিয়াছে এমন, জয়ী, বশীভূত করিয়াছে এমন, অতিক্রান্ত, অধ্যাবসায় দ্বারা লব্ধ, অর্জিত, উপার্জিত, অব্যাহতি প্রাপ্ত, মুক্ত, আয়ত্তকৃত, অধিকারভুক্ত, লাভবান, পরাজিত, পরাভূত, বশীভূত, আর্দ্র, নরম, শান্ত, জয়লাভ করিয়াছে এমন, অনুগ্রহ লব্ধ, তুষ্ট, সফলকৃত। (তুলনীয়) **নিজ্জিত**। ⇒ **বিজযতি**। ২ (ক্লী) বিজিত ভূমি, বিজিত রাজ্য, বিজিত দেশ, বিজিত রাষ্ট্র, বিজিত রাজ্যক্ষেত্র বা স্থান। = **দেস** (বিমানবথু অর্থকথা)।

বিজিতঙ্গ—এই শব্দটির পাঠ "**বীজিতঙ্গ**"। ⇒ **বীজিতঙ্গ**।

বিজিত সঙ্গাম (বিণ) বিজিতসংগ্রাম, জয়ী, বিজয়সূচক, যাহার দ্বারা সংগ্রামে বা যুদ্ধে জয়লাভ করা হইয়াছে।

বিজিতাবিন (বিণ) [বিজিত + আবিন] জয়ী, বিজয়সূচক। (দীর্ঘনিকায়) **চতুরন্ত বিজিতাবিন**।

বিজিতাবী (বিণ) = **বিজিতাবিন**। ⇒ **বিজিতাবিন**।

বিজিতিন্দ্রিয (বিণ, পুং) জিতেন্দ্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন বা জয় করিয়াছেন। ⇒ **গুত্ত**।

বিজিন—১ (এই শব্দটি সন্দেহজনক) দুঃখ, দুর্দশা, দুর্দৈব, অত্যন্ত ক্লেশ (?)। অঙ্গুত্তর নিকায়ের সর্বত্র "**বিচিন**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ = **বিপিন**। ⇒ **বিপিন**।

বিজিনাতি (ক্রি) = **জিনাতি**। ⇒ **জিনাতি**।

বিজীযতি (ক্রি) ইহার পাঠ হইবে "**বীজিযতি**"। ⇒ **বীজিযতি**। ⇒ **বীজতি**।

বিজেতি (ক্রি) = **বিজযতি**। ⇒ **বিজযতি**।

বিজ্জ (বিণ) জ্ঞানী, বিজ্ঞ, জ্ঞানের অধিকারী, বিদ্বান, বিদ্যা বা জ্ঞান আছে এমন, অভিজ্ঞ। (সংযুক্ত নিকায়) **বথুবিজ্জ তিরচ্ছানবিজ্জ নক্খত্তবিজ্জ** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) তেবিজ্জ। ⇒ **বিজ্জা**।

বিজ্জটিপত্তি (স্ত্রী) ব্যভিচার, নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো নারীর সহিত অথবা নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সহিত অবৈধ সহবাস। এই শব্দটির বানান কিন্তু সন্দেহজনক।

বিজ্জতি (ক্রি) [√বিদ + য] থাকা, বর্তমান থাকা, জীবিত থাকা, দৃষ্ট হওয়া, স্থাপিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নির্মিত হওয়া, ভিত্তি স্থাপিত হওয়া, আরম্ভ হওয়া, উৎপত্তি হওয়া, জ্ঞাত হওয়া। বর্তমান কালে: (বহুবচনে) **বিজ্জরে**; (পেতবথুতে) **বিজ্জতে**; = **অত্থি**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **বিজ্জিত্থ**; (সূত্রনিপাত) **মা বিজ্জিত্থ** = **মা সংবিজ্জিত্থ** (চূল্লনিদ্দেস)। (ব-বিণ) **বিজ্জন্ত**, **বিজ্জমান**। ⇒ **বিন্দতি** (১)।

বিজ্জন্তরিকা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ চমকাইবার মধ্যবর্তী অবকাশ, বিদ্যুৎ চমকাইলে আলোকের মধ্যে মধ্যে যে অন্ধকার হয় উহা। এই শব্দটি কিন্তু স্পষ্ট নহে। মধ্যম নিকায়ের এই শব্দটির অর্থ Kern. Toev.-এর মতে "বীথি + অন্তরিকা" অর্থাৎ দুই রাস্তার মধ্যবর্তী স্থান অথবা মধ্যবর্তী রাস্তা (ইহা সাহসিক অনুমান যেহেতু এখানে "**বিজ্জন্তরিকা**" এর স্থানে "**বীথিন্তরিকা**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে) Neumann-এর মতে ইহার অর্থ "ছাদের জলনির্গমন নালী বা নর্দমা"। "**অন্তরিকা**" শব্দে আমরা ইহাই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি "বিদ্যুৎ চমকাইবার মধ্যবর্তী অবকাশ"। = **বিজ্জান্তরিকা**।

বিজ্জমান (বিণ) বিদ্যমান, বর্তমান আছে এমন, উপস্থিত, স্থিতিশীল। (বহুবচনে) **বিজ্জমানতং**। ⇒ **বিজ্জতি**।

বিজ্জা (স্ত্রী) বিদ্যা, জ্ঞান, মন্ত্র, অধ্যয়নাদির-জন্য বোধ, দর্শনশাস্ত্র, তত্ত্বজ্ঞান, উচ্চস্তরের জ্ঞান, বিজ্ঞান, নিরূপিত সত্য, বোধিসজ্ঞাত, সত্যদর্শন। (বিপ) **অবিজ্জা**। (তুলনীয়) **অভিঞ্ঞা, ঞাণদস্সন, পঞ্ঞা**। বিশেষার্থ বা উচ্চস্তরের অর্থের জন্য দীর্ঘনিকায়ের "**সামঞ্ঞফল সুত্ত**" এবং "**সুত্তন্ত**" সমূহ দ্রষ্টব্য। ইহা তিন প্রকার "**সম্পদা**"-এর সহিত মীমাংসিত বা সুবিন্যস্ত, যথা—**সীলসম্পদা, চিত্তসম্পদা, পঞ্ঞা-সম্পদা**। "**সীলসম্পদা**" বলিলে বুঝায়: **সীল (খন্ধ), ইন্দ্রিয-সংবর, সতিসম্পজঞ্ঞ, সন্তুট্ঠি**। "**চিত্ত-সম্পদা**" বলিলে বুঝায়: ১ "**নীবরণ**" সমূহ বিদূরণ সম্পর্কে সুবিন্যস্ত, ২ চতুর্বিধ ধ্যান সম্পর্কে সুবিন্যস্ত। "**পঞ্ঞাসম্পদা**" বলিলে বুঝায়: অষ্টবিধ বিষয় সংযুক্ত, যথা—১ **ঞাণদস্সন**, ২ **মনোমযকায**, ৩ **ইদ্ধি**, ৪ **দিব্বসোত**, ৫ **চেতো পরিযঞাণ**, ৬ **পুব্বে নিবাসানুস্সতি ঞাণ**, ৭ **চুতূপপত্তি ঞাণ**, ৮ **আসবানং খয-ঞাণ**। পুনশ্চ "**চিত্তসম্পদা**" বলিলে অন্য প্রকারে "**চরণ**"-কে বুঝায় এবং "**পঞ্ঞাসম্পদা**" বলিলে অন্য প্রকারে "**বিজ্জা**"-কে বুঝায়। দীর্ঘনিকায় বর্ণনায় "**অম্বট্ঠ**"-এর ব্রাহ্ম মত সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**বিজ্জা নাম তযো বেদা, চরণং পঞ্চসীলানি**"। মধ্যম-নিকায়ে ত্রিবিদ্যা (**তেবিজ্জা**) উপরোক্ত "পঞ্ঞাসম্পদা" এর ৬, ৭, ৮ নম্বরের উল্লিখিত বিষয়কে বলা হইয়াছে (যাহা বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের সময়ে তৃতীয় যামে অধিগত করিয়াছিলেন), ইহার সহিত ক্রিয়া সংযোগে বলা হইয়াছে, "৬ **পুব্বে নিবাসানুস্সতি ঞাণং অনুস্সরতি**, ৭ **চুতূপপত্তি ঞাণং পজানাতি**, ৮ **আসবানং খযঞাণং অভিজানাতি**;" ইহাদের প্রত্যেকটিতে উচ্চ স্তরের (ত্রাণজনক) জ্ঞানের অর্থ বুঝায়, তথাপি ইহাদিগকে "**বিজ্জা**" বলা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধিমার্গে উক্ত অষ্টবিধ স্তরকে "**অট্ঠ-বিজ্জা**" এবং পঞ্চদশ গুণ বা আচরণকে (অর্থাৎ "**সীলসংবর, ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বার**" ইত্যাদিকে)

"**পঞ্চদসা চরণা**" বলা হইয়াছে। দীর্ঘনিকায়ে উপরোক্ত "**পঞ্ঞাসম্পদা**" এর "**৬ পুব্বেনিবাসানুস্সতি ঞাণ, ৭ চুতূপপত্তি ঞাণ, ৮ আসবানং খয-ঞাণ**"—এই তিনটি স্তর বা বিষয়কে প্রকৃত "**অরিয**" অথবা "**ব্রাহ্মণ**" (অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু লক্ষণ) বলা হইয়াছে, অঙ্গুত্তর নিকায়েও গাথার ছন্দে উহাই বলা হইয়াছে, যেমন—**এতাহি তীহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি ব্রাহ্মণো**; ইহার বিপরীত অর্থেই ব্রাহ্মণদের ত্রিবেদজ্ঞান। বৈদিকমতে "**ঋক, সাম, যজু**"—এই তিনটি গ্রন্থসমষ্টিকে ত্রিবেদ বলা হয় (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই দুই অর্থের তুলনায় এবং বৈপরীত্যে বলা হইয়াছে "**অঞ্ঞথা ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণং তেবিজ্জং পঞ্ঞাপেন্তি, অঞ্ঞথা চ পন অরিযস্স বিনযে তেবিজ্জো হোতি**—ইহাই বৈদিক মতের পার্থক্য এবং বৌদ্ধমতের পার্থক্য। (বিনয়, সূত্র ইত্যাদিতে) **তিস্সো বিজ্জা**। "**বিজ্জা-চরণ**" সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায়ে দ্রষ্টব্য। "**বিজ্জা**" ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায়ে দ্রষ্টব্য; সংযুক্ত নিকায়ে "**চক্খু, ঞাণ, পঞ্ঞা, বিজ্জা, আলোক**"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**আসবানং খযঞাণ**" অর্থে "**বিজ্জা**" শব্দগ্রহণ করা হইয়াছে; (বিপ) **অবিজ্জা**। দীর্ঘনিকায়ে "**মন্ত্র**" অর্থেও "**বিজ্জা**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—**গান্ধারী নাম বিজ্জা**, (জাতকে চিকিৎসকদের যেই তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করিবার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় উহা) **মণিক নাম বিজ্জা, চিন্তামণিবিজ্জা, বখুবিজ্জা, ঘোরবিজ্জা, অঙ্গবিজ্জা**। (ধর্মপদ) **ভূমিচল নাম বিজ্জা; ধনু অগমনীযং অম্বট্ঠ নাম বিজ্জা**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বখুবিজ্জা, খেত্তবিজ্জা, অঙ্গবিজ্জা**। ⇒ **বিজ্জাচরণ**।

বিজ্জাগত (বিণ) বিদ্যাগত, যথার্থ বিদ্যা বা জ্ঞান প্রাপ্ত, জ্ঞানপ্রাপ্ত। (বিপ) **অবিজ্জা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) যে **অরহত্তমগ্‌গ-বিজ্জায কিলেসে বিজ্‌ঝিত্বা গতা খীণাসব-সত্তা**। ⇒ **গত** (২)।

বিজ্জাচরণ (ক্লী) [বিজ্জা + চরণ] বিদ্যা এবং চরণ (বা আচরণ), বিশেষ জ্ঞান এবং গুণ। "**ভযভেযব**" সূত্রে তিন প্রকার বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—১ পূর্ব পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণের জ্ঞান, ২ জীবগণ কে কোথায় মরিতেছে এবং মরিবে আবার মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং করিবে তাহা বিশদরূপে জানিবার জ্ঞান, ৩ কামাদি আসব (পাপ) ক্ষয়ের জ্ঞান বা মুক্তিজ্ঞান। "**অম্বট্ঠ**" সূত্রে আট প্রকার বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—১ বিদর্শন জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, ২ মনোময় ঋদ্ধিজ্ঞান, (নানাবিধ অমানুষিক বা অলৌকিক শক্তির জ্ঞান), ৩ দিব্য শ্রুত জ্ঞান (দিব্যকর্ণ জ্ঞান), ৪ অপরের মনোভাব জানিবার জ্ঞান, ৫ পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের বৃত্তান্ত অনুস্মরণ করিবার জ্ঞান, ৬ সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান (অর্থাৎ কে কোথায় এবং কখন মরিবে আবার মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং করিবে ইত্যাদি বিষয়ে জানিবার জ্ঞান, ৭ আসব ক্ষয় জ্ঞান (অর্থাৎ সর্বপ্রকার আসক্তি কিরূপে ক্ষয় হয় তাহা জানিবার জ্ঞান), ৮ কামাদি পাপ বিনাশ করিবার জ্ঞান। পনের প্রকার চরণ বা আচরণ অথবা গুণ, যথা—১ শীল সংবর চরণ বা গুণ (অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষ শীল আচরণ বা পালন), ২ ইন্দ্রিয় সংবর চরণ বা গুণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন করিয়া আচরণ বা নীতি পালন), ৩ আহারে মাত্রাজ্ঞান (অর্থাৎ আলস্যাদি ত্যাগ করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য পরিমিত আহার ভোজন অথবা পরিমিত আহার অপেক্ষা ২/৪ গ্রাস উনভোজন), ৪ জাগরণশীলতা (অর্থাৎ নিত্য সতর্ক থাকিয়া পাপ হইতে আত্মরক্ষা করণ), ৫ শ্রদ্ধা (অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফলের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রীতির সহিত সৎকার্য সম্পাদন করণ), ৬ পাপের প্রতি লজ্জা (অর্থাৎ পাপ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার জন্য পাপ কার্য করিতে নিজের মধ্যে লজ্জাবোধ আনয়ন করণ), ৭ পাপের প্রতি ভয় (অর্থাৎ পাপ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার জন্য পাপকার্য করিতে নিজের মধ্যে ভয় উৎপাদন করণ বা আনয়ন করণ), ৮ বহুশ্রুত জ্ঞান (অর্থাৎ নানাশাস্ত্রে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন), ৯ বীর্য (অর্থাৎ সৎকার্য সম্পাদন করিবার জন্য নিজের মধ্যে উৎসাহ আনয়ন করণ), ১০ স্মৃতি (অর্থাৎ পূর্বাপর সর্ব বিষয় মনে রাখিবার ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক নীতিতে 'মনের বা চিত্তের একাগ্রতা সাধন), ১১ প্রজ্ঞা (অর্থাৎ প্রজানন বা বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে জহুরির জানার ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানন), ১২ প্রথম ধ্যান (অর্থাৎ ধ্যানের বা ভাবনার পঞ্চ অঙ্গের সহিত চিত্তের বা মনের একাগ্রতা সাধনে দক্ষতা), ১৩ দ্বিতীয় ধ্যান (অর্থাৎ বিতর্ক বর্জিত ধ্যানের চারি অঙ্গের সহিত চিত্তের একাগ্রতা সাধনে দক্ষতা), ১৪ তৃতীয় ধ্যান (অর্থাৎ বিতর্ক ও বিচার বর্জিত ধ্যানের তিন অঙ্গের সহিত চিত্তের একাগ্রতা সাধনে দক্ষতা), ১৫ চতুর্থ ধ্যান (অর্থাৎ বিতর্ক, বিচার ও প্রীতি বর্জিত ধ্যানের দুই অঙ্গের সহিত চিত্তের একাগ্রতা সাধনে দক্ষতা)। **বিজ্জাচরণ সম্পন্ন**—বিদ্যা এবং আচরণ বা গুণ দ্বারা সম্পন্ন বা ভূষিত। ⇒ **ঝান, বিজ্জা, চরণ**।

বিজ্জাচরণ সম্পন্ন (বিণ) আট প্রকার বিদ্যা এবং পনের প্রকার আচরণ বা গুণ দ্বারা সম্পন্ন বা ভূষিত, জ্ঞানপূর্ণ এবং সাধুতাপূর্ণ। = **সম্পন্ন বিজ্জাচরণ**। ⇒ **বিজ্জাচরণ**। ⇒ **সম্পন্ন** (২)।

বিজ্জাট্ঠান (ক্লী) বিদ্যাস্থান, অধ্যয়নের বিষয়, অনুধ্যানের বিষয়, গবেষণার বিষয়, বিদ্যা এবং বিজ্ঞান, অধ্যয়নের শাখা। জাতকে ১৮ প্রকার "**বিজ্জাট্ঠানানি**" অর্থাৎ অধ্যয়নের বিষয়-সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বিজ্জাধর (বিণ, পুং) বিদ্যাধর, মায়াবী, বিমোহক, যাদুকর, বিভিন্ন প্রকার যাদুমন্ত্র জানে এমন, ইন্দ্রজালপ্রদর্শনকারী।

বিজ্জান্তরিকা (স্ত্রী) [বিজ্জ + অন্তরিকা] বিদ্যুৎ চমকাইবার মধ্যবর্তী অবকাশ, বিদ্যুৎ খেলিবার সময় বিদ্যুৎ-আলোকের মাঝে মাঝে যেই ফাঁক হয় বা অন্ধকারময় হয় উহা। = **বিজ্জান্তরিকা**। ⇒ **অন্তরিকা**।

বিজ্জাভাগিয (বিণ) বিদ্যাভাগীয়, জ্ঞানের সহায়ক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিজ্জাভাগিযা ধম্মা**—জ্ঞানের সহায়ক অবস্থাসমূহ (ছয় প্রকার "**সঞ্ঞঞা**" বা সংজ্ঞা)।

বিজ্জামযা (বিণ, স্ত্রী) বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা সুশিক্ষিত বা গুণান্বিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিজ্জামযা ইদ্ধি**—জ্ঞান দ্বারা সুসভ্য বা গুণান্বিত ক্ষমতা। ⇒ **ইদ্ধি, বিজ্জা**।

বিজ্জালোক (পুং) বিদ্যারূপ আলোক, জ্ঞানালোক। ⇒ **আলোক** (৩)।

বিজ্জাবিমুত্তি (স্ত্রী) প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তি, বিজ্ঞতায় বিমুক্তি, জ্ঞানের হেতু বিমুক্তি, উচ্চতম বা চরম জ্ঞান যদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।

বিজ্জিত্থ = **সংবিজ্জিত্থ**। ⇒ **সংবিজ্জিত্থ**।

বিজ্জু (স্ত্রী) বিদ্যুৎ, তড়িৎ, চপলা, সন্ধ্যা, কান্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **বিজ্জুমালি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিজ্জুপম চিত্ত**। (জাতক) **বিজ্জুবণ্ণিন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিজ্জুজাল**।

বিজ্জুজাল—বিদ্যুৎ জাল, বিস্তৃত বিদ্যুৎরশ্মি। ⇒ **বিজ্জু**।

বিজ্জুমালি (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। = **বিজ্জু**।

বিজ্জুল্লতা (স্ত্রী) [বিজ্জু (ত) + লতা] বিদ্যুৎলতা, আকস্মিক বিদ্যুৎ প্রকাশ, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের চঞ্চল আকস্মিক দীপ্তি, বিদ্যুতের আড়ম্বর, বিদ্যুৎ রেখা, আঁকাবাঁকা হইয়া বিদ্যুৎচমক। = **বিজ্জু**। ⇒ **লতা** (২)।

বিজ্জুবণ্ণিন (বিণ) বিদুৎবর্ণিন, বিদ্যুৎ আকারের, বিদ্যুতের ন্যায়, বিদ্যুৎ সদৃশ। ⇒ **বণ্ণিন** (৪), **বিজ্জু**।

বিজ্জুপমচিত্ত [বিজ্জু + উপম + চিত্ত] বিদ্যুৎ উপমেয় চিত্ত, বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল চিত্ত। ⇒ **বিজ্জু**।

বিজ্জোততি (ক্রি) [বি + √জুট + অ] আলোক দেওয়া, উজ্জ্বল হইয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, বিদ্যুৎ প্রকাশ পাওয়া, বিদ্যুৎ চমকানো, দেদীপ্যমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া। (অতীত) **বিজ্জোতি**। (অ-বিণ) **বিজ্জোতিত**। (ব-বিণ) **বিজ্জোতমান**। (করণে) **বিজ্জোতেতি**।

বিজ্জোতমান (বিণ) বিদ্যুৎ চমকানো তুল্য, অতিশয় চকচকে, প্রভাময়। ⇒ **দদ্দঢ়মান, বিজ্জোততি**।

বিজ্জোতলতি (ক্রি) কম্পিত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, ইতস্তত করা।

বিজ্জোতিত (বিণ) বিদ্যুদ্দীপ্ত, তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়, তড়িৎ প্রভায় আলোকিত। ⇒ **বিজ্জোততি**।

বিজ্জোতেতি (ক্রি) আলোকিত করা, আলোক দেওয়া, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত অক্ষর প্রভৃতিতে সজ্জিত করা, বিদ্যুৎ প্রকাশ করা, বিদ্যুৎ চমকানো। ⇒ **বিজ্জোততি**।

বিজ্ঝতি (ক্রি) [√বিধ + অ] বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, অনুভব করা, জ্ঞাত হওয়া, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা, সচ্ছিদ্র করা বা হওয়া, তীর দ্বারা বিদ্ধ করা, জোরের সহিত ছোঁড়া, ধনুক বা বন্দুক হইতে গুলি ছোঁড়া, গুলি করা, গোলের দিকে বল মারা, কোনো জিনিস ছুঁড়িয়া বিদ্ধ করা, আঘাত করা, উদগত করা, অঙ্কুর নির্গত করা, সম্মুখে ঠেলা, শরাদি ত্যাগ করা, আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করা, গজানো, ছুটিয়া যাওয়া, বেগে যাওয়া, বিদ্ধ করার মত বেদনা অনুভব করা, কনকনানি বেদনা বোধ করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া (অগ্নি) উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্জ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, চেরা, ফাটা, ফাড়া, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, স্পর্শ করা, উপযোগী করা, সমীপবর্তী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, সৌভাগ্যক্রমে ঘটা। (অতীত) **বিজ্ঝি**। (অ-বিণ) **বিদ্ধ**। (ব-বিণ) **বিজ্ঝন্ত, বিজ্ঝমান**। (ভবিষ্যতে) **বিজ্ঝিস্সতি**। (ক্রি-বি) **বিজ্ঝিত্বা, বিজ্ঝিয, বিদ্ধা**। (তুম) **বিজ্ঝিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **বিজ্ঝতি**; (ক্রি-বি) **বিজ্ঝিত্বা**। (করণে) বিজ্ঝেতি, বেধেতি।

বিজ্ঝন (ক্লী) বিদ্ধকরণ, ভেদন, আঘাতকরণ, বিদারণ, অনৈক্য করণ, বিচ্ছেদ করণ, ভঙ্গকরণ, বেধন, ব্যাঘাত করণ, বিরেচন, ছিদ্রকরণ, অনুভবকরণ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কণ্ণবিজ্ঝন মঙ্গল**—কর্ণবেধন উৎসব।

বিজ্ঝাপেতি (ক্রি) [বি + ঝাপেতি] নির্বাপিত করা, ধ্বংসে করা, নিবাইয়া দেওয়া।

বিজ্ঝাযতি (ক্রি) [বি + √ঝে + অ] নির্বাপিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, (অগ্নি) নিভিয়া যাওয়া। (পঞ্চমী) **বিজ্ঝাযতু**। (অতীত) **বিজ্ঝাযি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **অকখীনি দীপ-সিখা বিয বিজ্ঝাযিংসু** (বহু বচনে)। (ভবিষ্যতে) **বিজ্ঝাযিস্সতি**।

বিজ্ঝিত্বা (ক্রি-বি) আঘাত পাইয়া, আহত হইয়া, বিদ্ধ করিয়া, অনুভব করিয়া, বিধিয়া, (বৃক্ষের কাণ্ড বা কড়িকাঠ) ছিদ্র করিয়া। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **কিলেসে বিজ্ঝিত্বা**। ⇒ **বিজ্ঝতি**।'

বিজ্ঝেতি (ক্রি) বিদ্ধ করা, অনুভব করা, ভেদ করা, ছিদ্র করা। ⇒ **বিজ্ঝতি**। (জাতক) **সূলেহি বিজ্ঝযন্তো**। (অ-বিণ) **বেধিত**। (ব-বিণ) **বিজ্ঝন্ত**।

বিঞ্ঞঞত্ত (বিণ) বিজ্ঞাপিত, নিবেদিত, যাহা জানানো হইয়াছে, জ্ঞাপিত, সংবাদ জানাইয়াছে এমন, পরিচালিত, উপদিষ্ট, শিক্ষাপ্রদত্ত, বৃত্তান্ত কথিত।

বিঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) বিজ্ঞপ্তি, বিশেষ জ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন, বৃত্তান্ত কথন, বার্তা, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ, ইঙ্গিত, সঙ্কেত, জানিতে দেওয়া বা জানাইয়া দেওয়া, ইঙ্গিত করিয়া অথবা সংবাদ দিয়া কিছু চাওয়া (যাহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নিষিদ্ধ স্বভাব)। (বিনয়) **বিঞ্ঞত্তিবহুল**—নানাবিধ সঙ্কেত দ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাত করে এমন। (জাতক) **বিঞ্ঞত্তি নাম ন বট্টতি**। ইহা ভ্রান্ত বা অশুদ্ধ। বিশুদ্ধি মার্গে "**বিঞ্ঞত্তি**" তিন প্রকার, যথা— **নিমিত্ত বিঞ্ঞত্তি, ওভাস- বিঞ্ঞত্তি, পরিকথা** (যা দ্বারা বা যেই সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করা যায়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিঞ্ঞত্তিং কত্বা ভুঞ্জিতুং ন বট্টতি**। ধর্মসঙ্গণীতে সাধারণত দুই প্রকার "**বিঞ্ঞত্তি**" প্রসিদ্ধ, যথা— **কাযবিঞ্ঞত্তি** (শরীরের যে কোনো অঙ্গ দ্বারা সঙ্কেত প্রদর্শন), **বচীবিঞ্ঞত্তি** (বাক্যের দ্বারা সঙ্কেত প্রদর্শন)।

বিঞ্ঞত্তিবহুল ⇒ **বিঞ্ঞত্তি**।

বিঞ্ঞাণ (ক্লী) বিজ্ঞান, রূপ-বেদনা-সংস্কার সহযোগে উৎপন্ন পূর্ণ চেতনা বা চিত্ত, প্রত্যক্ষজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, চেতনা, বিশেষজ্ঞান, ভাবিবার বা চিন্তা করিবার বিষয় বা প্রকৃতি (আত্মজ্ঞান, চেতনা, প্রত্যক্ষজ্ঞান), ব্যক্তিত্বের উপাদান-স্বরূপ মানসিক গুণ বা ধর্ম অথবা শক্তি, ব্যক্তিগত জীবনের বাহক, (পুনর্জন্ম প্রদানকারী) মানসিক বেগ বা জীবন প্রভাব, চেতনাময় জীবনের মনোবৃত্তি বা মৌলিক উপাদান, (নাম ও রূপের ধর্ম বা বৃত্তি স্বরূপ) সাধারণ আত্মজ্ঞান বা চেতনা, পুনর্জীবিত করিতে সমর্থবান কার্যকারিতা বা প্রভাব, জীবন বা সজীবতা, দেহান্তর বা পুনর্জন্ম গ্রহণকারী চিত্ত বা মন, অবস্থান্তর গ্রহণকারী চিত্ত বা মন, স্থানান্তর গ্রহণকারী মন, (ব্যক্তিগত কর্ম অনুসারে) ব্যক্তিগত জীবনকে মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোকে রূপান্তর প্রদানকারী মন। ⇒ **পটিচ্চসমুপ্পাদ**। ঈদৃশ (ভিত্তিগত) প্রয়োগে সাধারণত মন দ্বারা প্রকাশিত সংবেদজ ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় কার্যদক্ষতার ন্যায় ইহা বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণিত হইয়া থাকে। এই "**বিঞ্ঞাণ**" শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার, কারণ এই শব্দে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের আধুনিক উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পার্থক্য এবং এই শব্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন পর্যায়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়ের অতি পুরাতন সূত্রে "**চিত্ত**" এবং "**মন**" শব্দের সমান অর্থে "**বিঞ্ঞাণ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যাহা শরীর অর্থে "**কায**" শব্দের বিপরীত। অন্যান্য সূত্রে এই "**বিঞ্ঞাণ**" শব্দের অতি সরল অযাজকীয় অপণ্ডিতযোগ্য জনপ্রিয় অর্থ করা হইয়াছে। অর্থাৎ দেহ (**কায**) যখন সজীব বা চেতনাযুক্ত হয় তখন উহাকে "**সবিঞ্ঞাণক**" বলা হয় (তুলনীয়— **বিঞ্ঞাণত্ত**)। পুনশ্চ সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে দেহান্তে "**বিঞ্ঞাণ**" অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় প্রতিষ্ঠা (**পটিট্ঠা**) লাভ করে। "**বিঞ্ঞাণ**" অপরিবর্তনীয়, স্থায়ী সারবস্তু বলিয়া অবধারণ—এই দৃষ্টিও বিশেষরূপে নিন্দনীয় (মধ্যম নিকায়)। সে যাহা হউক, জীব হইতে জীবান্তরে "**বিঞ্ঞাণ**"-এর নির্বন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে (দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায়), আমাদের বিচারে অপরিবর্তনীয় নির্বন্ধ নিন্দনীয়। "**বিঞ্ঞাণ**" মন-স্বরূপ অপেক্ষা অধিক মনোযোগ স্বরূপ হইয়া চিন্তিত থাকে। ইহার গঠন বা স্বরূপ উক্ত ক্রিয়ারূপমূলক। যাজকীয় পণ্ডিতযোগ্য মতবাদী মনে করেন "**বিঞ্ঞাণ**" (ক) **খন্ধ**, (খ) **ধাতু**, (গ) **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**, (ঘ) **আহার**, (ঙ) **কায** শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে (ক) **খন্ধ**—"**বিঞ্ঞাণ**" পঞ্চ স্কন্ধের পঞ্চম স্কন্ধরূপে কখনও যথার্থভাবে বর্ণিত বা সঠিক স্থিরকৃত হয় না। ইহা চরম বা মৌলিক। কিন্তু প্রাণবন্ত অস্তিত্বের অন্যতম কারণস্বরূপ ইহাকে বলা হয় পার্থক্যকরণ (**বিজানাতি**) অর্থাৎ অধিকতর পছন্দ বা রুচিকর বস্তুসমূহ (সংযুক্ত নিকায়) অথবা পুনরায় সুখকর বা বেদনাপূর্ণ অনুভূতি (মধ্যম নিকায়)। অবস্থা বা কিংবা অপর অশরীরী (আধ্যাত্মিক) স্কন্ধসমূহের চরম সীমা স্বরূপ ইহা জ্ঞানপূর্ণ ধারণায় বা বিচারের মধ্যে ধর্তব্য হয় নাই। ইহা মানসিক জীবনের (মানস ক্রিয়ার) অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে ঠিক একটি উন্নত অবস্থা। মধ্যযুগীয় মতবাদের ইহা বরং উদ্বুদ্ধ অভিনিবেশের উলঙ্গ ব্যাপারস্বরূপ দৃষ্ট হয়, অপরাপর স্কন্ধসমূহ অনুবন্ধে কিংবা সহগামী বস্তুসমূহে দুর্বল হইয়া "**বিঞ্ঞাণ**"-এর উদ্বোধনে এবং এবম্বিধ শ্রেণীর "চেতসিকা" এর অন্তর্গত পূর্ববর্তী "**সঙ্খারকখন্ধ**" স্বরূপ চালিত বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। (খ) **ধাতু**—"**বিঞ্ঞাণ**" কেবল নামস্কন্ধের চতুর্বিধ উপাদান শ্রেণীভুক্ত হইলেও ধাতুরূপে ষষ্ঠস্থানীয় উপাদানরূপে এবং "**খন্ধ**"-এর পরিবর্তে "**ধাতু**" রূপে ব্যবহার হইয়াছে, সেখানেও ষষ্ঠস্থানীয় উপাদান (সংযুক্ত নিকায়)। (গ) **পটিচ্চসমুপ্পাদ**—প্রতীত্য-সমুৎপাদ অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ শ্রেণীতে "**সঙ্খার**" সমূহ দ্বারা "**বিঞ্ঞাণ**" নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহা নিজেই "**নাম-রূপ**" বা ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য বা আবশ্যকীয় অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**"-এর মধ্যে "**বিঞ্ঞাণট্ঠিতি**" বর্ণনানুসারে "**বিঞ্ঞাণ**" শব্দের একইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—ষড়িন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রত্যেকটির অদ্ভুত (এবং মৌলিক) গুণস্বরূপ : **কতমং বিঞ্ঞাণং? ছযিমে বিঞ্ঞাণকাযা** ("**বিঞ্ঞাণ**" সমবায়), যথা--**চক্খুবিঞ্ঞাণ, সোতবিঞ্ঞাণ**, ইত্যাদি যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে "**বিঞ্ঞাণ**" সংপ্রত্যক্ষশীল বা উদ্যমশীল মনোবৃত্তি; তদ্ধেতু বলা যায় যে ইহা ব্যক্তিত্বের সংবেদজ (সংজ্ঞাবহ) দিকের আত্মা বা জীবন (তলদেশ বা ভিত্তি, সজীবতা,

জীবনীশক্তি)। মধ্যম নিকায়ের ছয় প্রকার "**বিঞ্ঞাণ-কায়া**" স্থানে বলা হইয়াছে,—ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়-বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইহার ("বিঞ্ঞাণ"-এর) উৎপত্তি। সেই মত ইহা (**বিঞ্ঞাণ**) পুনর্জন্মের অন্যতম কারণ গঠন করিয়া থাকে, যেমন "**উপধি**"-এর সমবায় করা হইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়ের অনুবাদে Mrs. Rhys. Davids ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "আত্মজ্ঞান, চেতনা, প্রত্যক্ষজ্ঞান"। (ঘ) **আহার**—চারি প্রকার আহারের মধ্যে এক প্রকার আহারস্বরূপ "**বিঞ্ঞাণ**"-কে খাদ্য বা কারণ উপাদানরূপে বিবেচিত হইয়াছে যদ্দ্বারা পুনর্জন্ম ঘটিয়া থাকে (সংযুক্ত নিকায়)। সেইরূপ ইহাকে "**কম্ম**" বা কর্মক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় তুলনা করা হইয়াছে (অঙ্গুত্তর নিকায়), এবং পুনর্জন্মে (দেহে) প্রবেশস্বরূপ বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে "**বিঞ্ঞাণ অবক্কন্তি**" (দীর্ঘনিকায়)। এই সম্পর্কে "**পটিসন্ধি-বিঞ্ঞাণ**" বর্ণনাটি প্রতিসম্ভিদা-মার্গে প্রথমেই দৃষ্ট হয়; অতঃপর দৃষ্ট হয় বিভঙ্গ অর্থকথায়; = **পটিসন্ধিচিত্ত** (বিশুদ্ধিমার্গ)। বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**বিঞ্ঞাণ**" হৃদয়ে অবস্থান করে, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে বহির্গত হয়, ইহার পূর্ব অবলম্বন ত্যাগ করে এবং ইহার মনোবস্তুর উপায়ে ও অন্যান্য অবস্থায় অন্য আকারে বা অবস্থান্তরে অথবা রূপান্তরে (**পবত্ততি**) প্রবর্তিত বা উৎপন্ন হয়। অন্য প্রকারে পণ্ডিতযোগ্য প্রাচীন এবং পূর্বতন বর্ণনায় বলা হইয়াছে "**অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ**" অর্থাৎ চেতনা প্রভাব, যেমন—ব্যক্তিগত পুনর্জন্ম অথবা প্রেরিত বৃত্তি (**বিঞ্ঞাণ**) যাহা ব্যক্তিগত পুণ্য বা পাপ অথবা উপেক্ষাগুণ সঞ্চয় অনুসারে পরবর্তী জীবন লাভ করায়, যেমন চুল্লনিদ্দেসে "**বিঞ্ঞাণ**"-এর বর্ণনায় বলা হইয়াছে "**পুঞ্ঞাভিসঙ্খার সহগত বিঞ্ঞাণং, অপুঞ্ঞাভিসঙ্খার সহগত বিঞ্ঞাণং, আনেঞ্জাভিসঙ্খার সহগত বিঞ্ঞাণং**"; সূত্রনিপাতে বলা হইয়াছে "**যং কিঞ্চি সম্পজানাসি ...পনুজ্জ বিঞ্ঞাণং ভবে তিট্‌ঠে**। চুল্লনিদ্দেসের শিরোনামায়ও আমরা দেখিতে পাই "**অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ**" যাহা "সোতাপত্তি" (অর্থাৎ মুক্তির প্রারম্ভিক স্তর) অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত, বলা হইয়াছে যে, "**অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ**"-এর ক্রমিক তিরোধান দ্বারা "**নাম-রূপ**" এর (ব্যক্তিত্বের) অবশিষ্ট সপ্তবিধ অস্তিত্বও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। ঈদৃশ ক্রমবিকাশের পরাকাষ্ঠা বা চরমসীমা "**অনুপাদিসেস নিব্বান ধাতু**" অর্থাৎ অনবশেষ নির্বাণ অবস্থা (**পরিনিব্বান**), যাহা "**চরিমক বিঞ্ঞাণ**" ব্যতীত "**অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ**" দ্বারা গুণ বর্ণিত হয় না। (ঙ) **কায**—"**কায**" অর্থাৎ সমবায় বা পুঞ্জসদৃশ, দীর্ঘনিকায়ে এবং মধ্যম নিকায়ে বলা হইয়াছে "**বিঞ্ঞাণ**" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যতম কারণের ন্যায় মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ভৌতিকরূপে বিবেচিত হইয়াছে, যেমন—ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যিক বস্তুর মিলনে দৃষ্টি বা চক্ষুবিজ্ঞান (**চক্‌খুবিঞ্ঞাণ**), শ্রবণ বা শ্রুতবিজ্ঞান (**সোতবিঞ্ঞাণ**), প্রভৃতি "**বিঞ্ঞাণ**" উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিবিধ অন্যতম কারণ প্রদত্ত চেতনার "**বিঞ্ঞাণ কায**" গঠিত করিয়া থাকে। বৈদুর্যমণি রজ্জুবদ্ধ হওয়ার ন্যায় "**বিঞ্ঞাণ**" এইরূপে দৈহিক ক্রমোন্নতিতে আবদ্ধ থাকে (দীর্ঘনিকায়)। "**বিঞ্ঞাণ**" এর অন্যরূপ প্রয়োগসমূহ, ধর্মসম্মত বা যাজকীয় ও মধ্যযুগীয় উভয় প্রকারে : বস্তুর বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণসমূহের এবং বৃত্তি বা ধর্মসমূহের বিষয়ে সবিশেষ বর্ণনায় (বিনয় দ্রষ্টব্য), যে কোনো একটি "**খন্ধ**"-এর "**অনত্তা**" গুণস্বরূপ (তুলনীয় সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বিঞ্ঞাণস্‌স অবক্কন্তি; বিঞ্ঞাণস্‌স গতি, বিঞ্ঞাণস্‌সাগতি**, **বিঞ্ঞাণস্‌স চুতি** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **যং কিঞ্চি দুক্‌খং সম্ভোতি, সব্বং বিঞ্ঞাণপচ্চযা**; "**বিঞ্ঞাণ**" ধ্বংসের ফলে "**নামরূপ**" ধ্বংস হইয়া থাকে; **চবেত্থ** ("**ভবেত্থ**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ) **বিঞ্ঞাণ**, এখানে "**বিঞ্ঞাণ**" শব্দের বর্ণনায় মহানির্দেশে বলা হইয়াছে "**পুনপ্পটিসন্ধি বিঞ্ঞাণ**"। সূত্রনিপাতের অন্যত্র বলা হইয়াছে "**বিঞ্ঞাণ উপরুজ্ঝতি**"। (নেত্তি) **নামরূপ বিঞ্ঞাণ সম্পযুত্ত; বিঞ্ঞাণহেতুক নামরূপ; বিঞ্ঞাণ নিরোধ**; অন্যত্র "**খন্ধ**" অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। বিশুদ্ধিমার্গে মৌলিক, দ্বিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি অর্থে "**বিঞ্ঞাণ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অন্যত্র বিশেষ বর্ণনায় দৃষ্ট হয় "**সঙ্খার**" সমূহের কার্যস্বরূপ এবং বত্রিশ প্রকারের সমবায়স্বরূপ। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহাকে দোহারা বা দ্বিবিধভাবে দৃষ্ট হয়, যেমন—"**বিপাক**" এবং '**অবিপাক**"।

বিঞ্ঞাণক (বিণ) জীবন আছে এমন, চেতনা আছে এমন, জ্ঞান আছে এমন, প্রাণবন্ত, প্রাণমূল বা জীবনীশক্তি সম্পন্ন। চারি নিকায়ের মধ্যে কেবল একটিমাত্র নির্ধারিত বিধিবদ্ধ নিয়মের পাঠে একই সম্পর্কে দৃষ্ট হয় "**সবিঞ্ঞাণক কায**" অর্থাৎ "**বিঞ্ঞাণ**" বা জীবনশক্তি অথবা মনযুক্ত দেহ। এইরূপে "**সবিঞ্ঞাণ**" সর্বত্র পাঠে পঠনীয়। পরবর্তীকালে জাতক, ধর্মপদ অর্থকথা ও পেতবত্থু অর্থকথায় "**সবিঞ্ঞাণক**" (অর্থাৎ "জীবন্ত বা চেতন অথবা প্রাণবন্ত") "**অবিঞ্ঞাণক**" (অর্থাৎ "অচেতন বা জড় অথবা প্রাণরহিত) শব্দ দুইটির বৈপরীত্য বা বৈষম্য প্রদর্শনে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বিঞ্ঞাণকায—"**বিঞ্ঞাণ**" শব্দে (ঙ) দ্রষ্টব্য।

বিঞ্ঞাণক্‌খন্ধ (পুং) দৈহিক চেতনার একটি সমষ্টিগত জীবনপ্রবাহ বা প্রাণ, বৈশিষ্ট্যমূলক আত্মজ্ঞান বা চেতনাস্কন্ধ (চেতনা সমষ্টি), প্রভেদকারী প্রত্যক্ষ জ্ঞানরাশি। ⟹ **খন্ধ, বিঞ্ঞাণ**।

বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন (স্ত্রী) বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনময় স্তর

বা অবস্থা।

বিঞ্ঞাণট্‌ঠিতি (স্ত্রী) বিজ্ঞানের স্থিতি বা স্থিতিকাল, সচেতন সত্ত্বগণের স্থিতি, সংবেদনশীল জীবগণের অবস্থা, গ্রহ বা নক্ষত্রপুঞ্জের স্থিতি, পদ বা চাকরির স্থিরতা, অবস্থার স্থিরতা, অবস্থানের স্থিরতা, মনোভাবের স্থিরতা, মানসিক শক্তি, চেতনাবোধ অবস্থা। ⇒ **ঠিতি**। "**ঠিতি**" শব্দে "**ঠান**" শব্দ হইলে ইহার অর্থ হয় স্থান, ইহা অপেক্ষা এই শব্দের অর্থ স্থিতিকাল বা ধারাবাহিকতার উপর মর্মস্পর্শীভাবে ভাব প্রকাশ হয়। সঞ্চিত (**অভিসঙ্খার**) গুণসম্বন্ধে: ক। চতুর্বিধ "**বিঞ্ঞাণ**" স্থিতিকাল, যথা—অপর চতুর্বিধ স্কন্ধ (**খন্ধ**) অথবা মনস-জীবনের বা মননকার্যের (**রূপ**, **বেদনা**, **সঞ্ঞা**, **সঙ্খারা**) সহিত (মনের মূলতত্ত্ব পরিচালন স্বরূপ) "**বিঞ্ঞাণ**" এর সংযোগ, "বিঞ্ঞাণ" সজীব করণ অথবা যে কোনো প্রকার জীবন্ত সত্ত্বের আকারে আত্মজ্ঞানে বা চেতনায় আনয়ন করণ; ধর্মপুস্তকসমূহের পাঠাংশে : (সংযুক্ত নিকায়) চেতনা বা আত্মজ্ঞানের জন্য এবং উন্নত স্থানের জন্য ইহা নির্ধারিত; **বিঞ্ঞাণ পটিট্‌ঠা**; খ। সত্ত্বগণের পুনর্জীবিত হওয়ার (নূতন জীবন সংযোগ বা পুনর্জন্ম = "**পটিসন্ধি**") গুণ সম্বন্ধে সপ্তবিধ "**বিঞ্ঞাণ**" স্থিতিকাল, যথা—চতুর্বিধ বিভিন্ন সত্ত্ব স্তর (মনুষ্য হইতে দেবগণ) এবং উপরিস্থিত আয়তনস্থ তিনটি অবস্থা ("**আনঞ্চাযতন**" অথবা "**আনেঞ্জাযতন**") সমূহ অর্থাৎ "**আকাস**" অনন্তত্ব, "**বিঞ্ঞাণ**" অনন্তত্ব এবং "**আকিঞ্চঞ্ঞ**" অনন্তত্বও ইহাতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দীর্ঘনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "চেতনাবস্থা"। এই চতুর্বিধ এবং সপ্তবিধ উভয়ই চুল্লনিদ্দেসে দ্রষ্টব্য। (তুলনীয়) সংযুক্ত নিকায়ে কথঞ্চিৎ তারতম্য দৃষ্ট হয়, যেমন—**যং চেতেতি ... আরম্মনং ... হোতি বিঞ্ঞাণস্স ঠিতিযা**।

বিঞ্ঞাণত্ত (ক্লী) বিজ্ঞানত্ব, "**বিঞ্ঞাণ**" বা বিজ্ঞান দ্বারা ভূষিত হওয়ার ঘটনা।

বিঞ্ঞাণ ধাতু (স্ত্রী) বিজ্ঞান ধাতু, মনের উপাদান। "**চত্তারো মহাভূতানি**" অর্থাৎ "**পঠবী ধাতু**, **আপো ধাতু**, **তেজো ধাতু**, **বাযো ধাতু**" (মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু)—এই চারি মহা ভৌতিক উপাদান ধাতু এবং "**আকাস ধাতু**" এবং "**বিঞ্ঞাণ ধাতু**"—এই ষড়বিধ ধাতুর বর্ণনায় "**বিঞ্ঞাণ ধাতু**" ষষ্ঠস্থানীয় এবং পঞ্চমস্থানীয় ধাতু "**আকাস ধাতু**" (যাহা বিভঙ্গ অর্থকথায় "**অসম্ফুট্‌ঠ ধাতু**" বলিয়া বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং "**বিঞ্ঞাণ ধাতু**"-কে বলা হইয়াছে "**বিজানন ধাতু**")। এই "**বিঞ্ঞাণ ধাতু**" শব্দ সংযুক্ত নিকায়ে "**খন্ধ**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ⇒ **ধাতু** (১), **বিঞ্ঞাণ**।

বিঞ্ঞাণবীথি (স্ত্রী) (চরিত্রে) বিজ্ঞানের পথ, মনের পথ বা উপায়, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপলব্ধির কার্যধারার জন্য মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিদ্য সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অর্থে শব্দ, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পথ বা উপায়। ⇒ **বীথি** (২), **বিঞ্ঞাণ**।

বিঞ্ঞাণসোত ⇒ (পুং, ক্লী) সোত (২ক)।

বিঞ্ঞাণানঞ্চাযতন (ক্লী) [বিঞ্ঞাণানং + চ + আযতন] বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তনময় স্তর বা অবস্থা, জীবত্বের বা মন ব্যাপারের অনন্তত্ব (ক্ষেত্র বা আকাশ)। ইহা অরূপ ধ্যানসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান বা ধ্যান স্তর (অবস্থা)। ⇒ **ঝান**।

বিঞ্ঞাণাভিসঙ্খার (ক্লী) প্রবল মনোবৃত্তি, বিচার শক্তি, তেজস্বী মেধা বা বুদ্ধি। ⇒ **অভিসঙ্খার** (২)।

বিঞ্ঞাণাহার (পুং) বিজ্ঞানাহার, চেতনারূপ উপজীবিকা, প্রাণধারক মৌলিক তথ্যরূপ খাদ্য। ⇒ **বিঞ্ঞাণ** (ঘ) এবং তুলনা করুন।

বিঞ্ঞাত (বিণ) বিজ্ঞাত, মনের দ্বারা অনুভূত বা জ্ঞাত, প্রত্যক্ষকৃত, আত্মদর্শন হইয়াছে এমন, স্বয়ং দর্শন করিয়াছে এমন, চিনিতে পারিয়াছে এমন, স্বীকৃত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধ, জ্ঞাত, অনুভূত, মনের মধ্যে গৃহীত, উপলব্ধ, বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এরূপ, ধরিয়া লইয়াছে এরূপ, ধারণা করিয়াছে এরূপ, ধ্যানলব্ধ, গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে অথবা চিন্তা করা হইয়াছে এমন, গবেষিত, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিদ্বান। (সূত্রনিপাত) **বিঞ্ঞাত ধম্ম**—যিনি ধর্ম বিষয় সম্বন্ধে জানিয়াছেন বা বুঝিতে পারিয়াছেন; = **বিঞ্ঞাত সাসন ধম্ম** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১)। প্রায়ই পর্যায়ক্রমে "**দিট্‌ঠ সুত মুত বিঞ্ঞাত**" রূপে ব্যবহৃত হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানজনিত এবং বোধশক্তি বা সংপ্রত্যক্ষজনক মনোবৃত্তির (কার্যক্ষমতার) সর্ব এলাকা বা পরিসর সূচিত করে (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **বিজানাতি**।

বিঞ্ঞাত ধম্ম ⇒ বিঞ্ঞাত।

বিঞ্ঞাতব্ব (ভ-বিণ) জানিবার যোগ্য, জানা উচিত, জ্ঞাতব্য। ⇒ **বিঞ্ঞাযতি**। = **বিঞ্ঞেয্য**।

বিঞ্ঞাতর (পুং) যেই ব্যক্তি উপলব্ধি করে, অনুভবকারী ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করে বা জানিতে পারে, যেই ব্যক্তি মনের মধ্যে গ্রহণ করে, যেই ব্যক্তি গ্রহণ করে অথবা হৃদয়ঙ্গম করে, যেই ব্যক্তি আত্মদর্শন বা সংপ্রত্যক্ষ করে, শিক্ষার্থী লোক, ছাত্র। = **সোতর**, **উগ্গহেতর**, **বিঞ্ঞাতর** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

বিঞ্ঞাতু (পুং) = **বিঞ্ঞাতর**। ⇒ **বিঞ্ঞাতর**।

বিঞ্ঞাপক (বিণ) শিক্ষাদানে পটু, বিজ্ঞাপক, নির্দেশ দানে পটু, অনুজ্ঞা বা আদেশ দানে চতুর, উপদেশ দানে দক্ষ, শিক্ষা দিতে বা জ্ঞাত করাইতে সমর্থ।

বিঞ্ঞাপন (ক্লী) বিজ্ঞাপন, বিদিত করণ, জানানো, নিবেদন, বার্তা, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ, প্রবর্তন,

আরম্ভ, পরিচয় করানো, মুখবন্ধ, পরিচায়িকা, গ্রন্থের ভূমিকা, উপক্রমণিকা, প্রবর্তিত জিনিস। (বিণ) শিক্ষাসম্বন্ধীয়, জ্ঞাত, পরিচালিত, জ্ঞাপিত।

বিঞ্ঞাপনী (স্ত্রী) বিজ্ঞাপনী, বাচিক, বাক্য বা লিপি দ্বারা কোনো বিষয় আবেদন করন, রিপোর্ট, দরখাস্ত, জ্ঞাপনপত্রী, শিক্ষাপ্রদ বিষয়, জ্ঞানপূর্ণ বিষয়, উপদেশপূর্ণ বিষয়, (কথা সম্বন্ধে) স্পষ্ট বাক্য। (দীর্ঘনিকায়) **অত্থস্স বিঞ্ঞাপনিযা** = **বিঞ্ঞাপন সমত্থায** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **অত্থবিঞ্ঞাপনী** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

বিঞ্ঞাপয (ভ-বিণ) শিক্ষা দিবার উপযুক্ত, জানাইবার যোগ্য, সংবাদ জ্ঞাপনের যোগ্য, আদেশ বা অনুজ্ঞা দিবার যোগ্য, উপদেশ দিবার যোগ্য, বিজ্ঞপ্তির যোগ্য, শিক্ষণীয়, বিজ্ঞেয়, জানিবার উপযুক্ত, জ্ঞাতব্য।

বিঞ্ঞাপিত (বিণ) বিজ্ঞাপিত, জ্ঞাত, পরিচালিত, উপদিষ্ট, শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত, জানানো হইয়াছে এমন, বলা হইয়াছে এমন। = **বিঞ্ঞত্ত**। ⇒ **বিঞ্ঞাপেতি**।

বিঞ্ঞাপেতর (পুং) শিক্ষক, উপদেষ্টা।

বিঞ্ঞাপেতি (ক্রি) [বি + √ঞা + আপে] বিজ্ঞাপিত করা, জ্ঞাত করা, জানানো, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, লিখিয়া পাঠানো, কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, প্রয়োগ করা, জ্ঞাপন করা, সজীব করা, উজ্জীবিত করা, সংবাদ দেওয়া, পড়ানো, শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া, শিক্ষকতা করা, পরিচালিত করা, ইঙ্গিত করা, সঙ্কেত করা, সূচিত করা, জানিতে দেওয়া, বুঝিতে দেওয়া, চাওয়া, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয় করা, বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা, পুনর্বিচার প্রার্থনা করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অনুভূতি জাগানো। (অতীত) **বিঞ্ঞাপেসি**। (অ-বিণ) **বিঞ্ঞাপিত**। (ব-বিণ) **বিঞ্ঞাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিঞ্ঞাপেত্বা**।

বিঞ্ঞাপেতু (পুং) উপদেষ্টা, শিক্ষক, ইঙ্গিতকারী ব্যক্তি, সঙ্কেতকারী ব্যক্তি, সূচনাকারী ব্যক্তি, জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি।

বিঞ্ঞায (ক্রি-বি) জানিয়া, শিক্ষা করিয়া। ⇒ **বিজানাতি**।

বিঞ্ঞাযতি (ক্রি) বিজ্ঞাপিত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, অনুভূত হওয়া, উপলব্ধি হওয়া, জানিতে পারা। ⇒ **বিজানাতি**। (অতীত) **বিঞ্ঞাযি**। (অ-বিণ) **বিঞ্ঞাত**। (ভবিষ্যতে) **বিঞ্ঞস্সতি**। (ভ-বিণ) **বিঞ্ঞেয্য**, **বিঞ্ঞাতব্ব** (জ্ঞাতব্য)। (তুম্) **বিঞ্ঞাতুং**। (করণে) **বিঞ্ঞাপেতি**।

বিঞ্ঞুতা (স্ত্রী) বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা, নিজের বিচারবুদ্ধি ও দায়িত্ব অনুসারে কাজ করিবার অধিকার। (বি-ভা) **বিঞ্ঞুতং পাপুণাতি**—বয়ঃসন্ধি বা বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হওয়া (বিনয়) = **বিঞ্ঞূতা**।

বিঞ্ঞুপসট্ঠ (বিণ) [বি + নি + উপস্সট্ঠ] অনাক্রান্ত, বিরুদ্ধে সমালোচিত হয় নাই এমন, অভাবগ্রস্ত নহে এরূপ, অপর্যাপ্ত নহে এরূপ, অনুৎপীড়িত, অক্লিষ্ট, বিরক্তকৃত নহে এমন, অসুবিধায় ফেলা হয় নাই এমন, নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, শান্ত। Kerns. Toev.-এর মতে এই শব্দের পাঠ হইবে "**বিঞ্ঞুপসত্থ** (জ্ঞানীগণ দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত), কিন্তু সংযুক্ত নিকায়ে "**বিঞ্ঞুপসট্ঠ**" শব্দই দৃষ্ট হয়। আমাদের মনে হয় ইহার পরিবর্তন নিরর্থক, Kerns. Toev.-এর মতে অর্থ গ্রহণ করিলে "**অনুপসট্ঠ**" শব্দ গ্রহণই স্বাভাবিক হইবে।

বিঞ্ঞু (বিণ) বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, প্রবীণ, নিপুণ, দক্ষ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিদ্বান, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৌশলী। (পুং) বিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ পুরুষ।

বিঞ্ঞুজাতিক (বিণ) বিশেষজ্ঞ সদৃশ, বিজ্ঞতুল্য, জ্ঞানীর মত। ⇒ **জাতিক**।

বিঞ্ঞুতা (স্ত্রী) বয়ঃসন্ধি, বিজ্ঞতা। = **বিঞ্ঞুতা**।

বিঞ্ঞূপসট্ঠ (বিণ) = **বিঞ্ঞুপসট্ঠ**। ⇒ **বিঞ্ঞুপসট্ঠ**।

বিঞ্ঞুপসত্থ (বিণ) জ্ঞানীগণ দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত, বিজ্ঞগণ দ্বারা প্রশংসাপ্রাপ্ত। ⇒ **বিঞ্ঞুপসট্ঠ**।

বিঞ্ঞূপ্পসত্থ (বিণ) = **বিঞ্ঞূপসত্থ**। ⇒ **বিঞ্ঞুপসত্থ**।

বিঞ্ঞেয্য (বিণ) বিজ্ঞেয়, জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য, অনুভূত হয় এরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি হয় বা জানিতে পারে এরূপ, মনের মধ্যে গ্রহণ করা যায় এরূপ, চিনিতে বা বুঝিতে পারা যায় এরূপ, স্বীকার করা যায় এরূপ। ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়, যথা—**চক্খু বিঞ্ঞেয্যরূপ**—চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাতব্য রূপ; **সোত বিঞ্ঞেয্য সদ্দ**; ইত্যাদি। = **বিঞ্ঞাতব্ব**। ⇒ **বিঞ্ঞাযতি**।

বিটঙ্ক (পুং, ক্লী) পায়রার খোপ, বিটঙ্ক, কবুতরের বাসার জন্য রক্ষিত ছোট ছোট বাক্স, কড়িকাঠসমূহে পরিকল্পিত প্রান্তবর্তী রেখা, পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান।

বিটপ (পুং) বিটপ, শাখা, ডাল, ছোট ছোট ডাল, পল্লব, ফেকড়ি, বিস্তার, স্তম্ভগুচ্ছ, গাছের কাঁটা, শাখাসমূহ হইতে যেই সব মূল বা শিকড়াদি নীচের দিকে নামিয়া আসে। (জাতক) **নিগ্রোধবিটপ**।

বিটপিন (পুং) বৃক্ষ, (সাহিত্যে) শাখী। = **বিটপী**।

বিটপী (পুং) বিটপী, বিটপিন, তরু, বৃক্ষ, শাখী। = **বিটপিন**।

বিটভী (স্ত্রী) (সংস্কৃত—বিটপিন) বৃক্ষের কণ্টক, গাছের কাঁটা।

বিট্ঠ (বিণ) (প্রবেশার্থে) প্রবিষ্ট। = **পবিট্ঠ, উবিট্ঠ**।

বিতক্ক (পুং) বিতর্ক, তর্ক, বাদানুবাদ, বিচার, আলোচনা, অনুমান, সন্দেহ, সংশয়, মনের ভাবান্তর, চিত্তের অস্থিরতা, মনের বা মানসিক জঞ্জাল, মনের ভিন্ন ভিন্ন

চিন্তাধারা যার জন্য সহজে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয় না, (বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ ও একাগ্রতা—এই পঞ্চবিধ ধ্যানাঙ্গের মধ্যে ইহা) প্রথম বা আদি ধ্যানাঙ্গ বিশেষ, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অবযশ, নিন্দা, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, (ভাবনায় মনের অথবা ধ্যানের চিত্তের) সর্ব প্রথম প্রয়োগ। (বিশুদ্ধিমার্গে) **বিতক্কানং বিতক্কো উহনং'তি বুত্তং হোতি** [একই অর্থে **"বিচার"** এর সহিত **"বিতর্ক"** তুলনায় : **কুম্ভকারস্‌স দণ্ডপ্পহারেন চক্কং ভমযিত্বা, ভাজনং করোন্তস্‌স উপ্পীড়ন-হত্থো বিয বিতক্কো** (হস্তে দৃঢ়রূপে চক্রধরার ন্যায়), **ইতো চ ইতো সঞ্চরণ হত্থো বিয বিচারো** : দৃঢ়তার বিশেষগুণ ও অটলতারূপে **"বিতক্ক"** প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহার গতি ও প্রকাশ বা প্রদর্শনরূপে **"বিচার"** প্রদত্ত হইয়াছে]। (দীর্ঘনিকায়) **অট্ঠ "মহাপুরিস বিতক্ক"**। (মধ্যম নিকায়) **দ্বিধা-কতো বিতক্কো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মবিতক্ক; বিতক্ক উপচ্ছেদ**। (জাতক) **বুদ্ধবিতক্ক, সঙ্ঘবিতক্ক, নিব্বান বিতক্ক**। (বিভঙ্গ) **রূপবিতক্ক, সদ্দবিতক্ক** ইত্যাদি; **সবিতক্ক; অকুসল বিতক্ক**। (দীর্ঘনিকায়) **কামবিতক্ক** (ইন্দ্রিয় সুখ-সম্বন্ধীয় চিন্তা), **বিহিংসা বিতক্ক** (অনিষ্টকর চিন্তা), **ব্যাপাদ বিতক্ক** (নিষ্ঠুর বা নিষ্ঠুরতার চিন্তা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিতক্ক উপচ্ছেদ**। **"বিতক্ক"** প্রায়শ **"বিচার"** এর সহিত যৌগিকে অথবা (Mrs. Rhys. Davids-এর মতে) "সর্বপ্রথম এবং অনুমোদিত প্রয়োগ" অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং (Mrs. Rhys. Davids-এর মতে) "প্রতিফলন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা" অর্থে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে চিন্তাধারার মানসিক ক্রমোন্নতির সর্ববিষয় সূচিত হয় (যথা—কাহারও মনোযোগ দৃঢ় করিয়া এবং বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া, অথবা যৌগিকরূপে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে : **"বিতক্ক"** বিষয়ের প্রতি সংযুক্ত বা সহগামী বিশেষ ধর্মের লক্ষ্য বা গতি, "বিচার" সেই বিষয়ের উপর মনের বর্ধিত অনুশীলন বা চর্চা; উক্ত বর্ণনা-সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গেও দ্রষ্টব্য। **"বিতক্ক"** এবং **"বিচার"** উভয়ই প্রথম **"ঝান"** এর (ধ্যানের) বিশেষ ধর্ম বা অঙ্গ-বিশেষ (যাহাকে বলা হয় **"সবিতক্ক সবিচার"**), কিন্তু এতদুভয়ই দ্বিতীয় **"ঝান"**-এ (ধ্যানে) পরিত্যক্ত হইয়া থাকে (যাহাকে বলা হয় **"অবিতক্ক অবিচার"**); বিশুদ্ধিমার্গ এবং ধ্যান সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থেও **"ঝান"** বা ধ্যান প্রণালী দ্রষ্টব্য। ধ্যানের অঙ্গরূপে **"পীতি"** ও **"সমাধি"** সম্বন্ধে বিভঙ্গে এবং **"পঞ্ঞা"** সম্বন্ধে বিভঙ্গে দ্রষ্টব্য। একই যৌগিক শব্দ **"বিতক্কবিচার"** সম্বন্ধে পাঠ : (দীর্ঘনিকায়) **"সমাধি"** এর বিষয়ে যাহাকে বলা হইয়াছে **"সবিতক্ক"**, অথবা **"অবিতক্ক"**, অথবা **"অবিতক্কবিচার মত্ত"**। (তুলনীয়) **রূপ (সদ্দ ইত্যাদি) বিতক্ক + রূপ (সদ্দ ইত্যাদি) বিচার** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। তদ্রূপ বিভঙ্গে (**"বিচার"**-এর সহিতও) দ্রষ্টব্য : যৌগিক শব্দে বিভঙ্গে **"বিতক্ক"** এবং **"মনসিকার"** এর মধ্যে পার্থক্যও দেখানো হইয়াছে। (তুলনীয়) **পরিতক্ক, পরিবিতক্ক**। দ্রষ্টব্য: যৌগিক শব্দ **"বিতক্কবিচার"**-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কার্য দর্শন করিয়া ব্যক্তিমাত্রেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এই দুইটি শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হইয়া একটিমাত্র অর্থে একই বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে :—(উহারা সম্পূর্ণরূপে সমান অর্থ-বাচক হওয়ায়) একই ঝোঁকের সহিত উচ্চারিত হইয়া একই অর্থ প্রকাশ করে "ভাবনা, চিন্তা" এবং সেই উভয় শব্দ অর্থের অভিন্নরূপে **"জানাতি পস্‌সতি"** যৌগিক শব্দের ন্যায় একই বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সঙ্ঘের মধ্যে পরিভাষার আতিশয্য বাচক অধ্যয়নের উন্নতি সাধনের সহিত তাঁহারা পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র বা সম্মানিত হইয়া থাকেন। "মনের প্রারম্ভিক অবস্থা অথবা মনোযোগ প্রদানের প্রাথমিক অবস্থা"—এই অর্থে **"বিতক্ক"** শব্দ সাধারণত ভাবনা সম্বন্ধে সূত্রে যেইভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে সেইরূপ আর কোনো কিছুতে ইহা প্রযুক্ত হয় নাই। অর্থকথা আচার্যদের বর্ণনায় প্রায়ই উন্নতিমূলক স্বভাব সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ইহার স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ভিত্তি অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় শব্দরূপ বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করা হইয়াছে।

বিতক্কন (ক্লী) বিতর্ক, মানসিক অস্থিরতা, মনের ভাবান্তর, চিন্তা, মনোনিবেশ, ধ্যান, অনুশীলন। = **বিতক্ক**।

বিতক্ক পরিযায—বিতর্ক পর্যায়, প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা চিন্তা সম্বন্ধীয় বিচার। ⟹ **পরিযায** (৪)।

বিতক্কিত (বিণ) বিতর্কিত, বিচারকৃত, বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তকৃত, পরীক্ষিত, তর্কে প্রণোদিত, তর্ক-বিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত, বাদানুবাদকৃত, যুক্তিপ্রদর্শিত, তর্ককৃত, বিবাদকৃত, প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকৃত, প্রমাণিত, প্রকাশিত, মনোযোগের সহিত চিন্তিত। ⟹ **বিতক্কেতি**।

বিতক্কেতি (ক্রি) [বি + √তক + এ] বিতর্ক করা, তর্ক করা, বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করা, পরীক্ষা করা, বিচার করা, তর্কে প্রণোদিত করা, গভীর চিন্তা করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, চিন্তা করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া। (অতীত) **বিতক্কেসি**। (অ-বিণ) **বিতক্কিত**। (বি-বিণ) **বিতক্কেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিতক্কেত্বা**।

বিতচ্ছিক = বীতচ্চিক। ⟹ **বীতচ্চিক**।

বিতচ্ছিকা (স্ত্রী) খোস, পাঁচড়া। ইহা একপ্রকার চর্মরোগ বিশেষ। চুল্লনিদ্দেসে ইহাকে **"রোগ"** উল্লেখ করা

হইয়াছে।

বিতচ্ছিত (বিণ) সমানকৃত, মসৃণকৃত, সমতলকৃত, চৌরসকৃত, কোমলকৃত, শান্তকৃত। ⟹ **বিতচ্ছেতি**।

বিতচ্ছেতি (ক্রি) [বি + √তচ্ছ + এ] ১ বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, ফাড়া, গভীরভাবে আঘাত করা, কাটা, কর্তন করা, শান্তি নষ্ট করা, যন্ত্রণা দেওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া, উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ানো, সংগ্রহ করা, চয়ন করা, পক্ষ উৎপাটন করা, ছাড়াইয়া ফেলা, কাড়িয়া লওয়া, আকর্ষণ করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানো, ত্বক বা বঙ্কল উন্মোচন করা, ছাল খোলা, খোলা ছাড়ানো, লুণ্ঠন করা, খুলিয়া আসা, আঙ্গুল দিয়া পৃথক করা, (পালক) ছাড়ানো, অপহরণ করা, অল্প অল্প করিয়া ভোজন করা, বিদ্ধ করা, ঠোকরানো। (মধ্যম নিকায়) **বিতচ্ছেতি বিরাজেতি**; সংযুক্ত নিকায়ে কিন্তু "**বিরাজেতি**" এর পরিবর্তে পাঠ হইবে "**বিভজেতি**"। ২ সমান করা, মসৃণ করা, চৌরস করা, কোমল করা, শান্ত করা। (অতীত) **বিতচ্ছেসি**। (অ-বিণ) **বিতচ্ছিত**।

বিতণ্ডবাদ (পুং) বিতণ্ডবাদ, বিতণ্ডকথা, কুতর্ক, ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি, অযুক্তি, অযুক্তিপূর্ণ কথা।

বিতণ্ডবাদিন (বিণ, পুং) বিতণ্ডবাদিন, বিতণ্ডবাদী, কুতর্কী, কূটতার্কিক, তার্কিক, বাদানুবাদকারী। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**বিবড়্‌ঢ**' শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইবে "**বিতণ্ডবাদিন**"।

বিতণ্ডবাদী (বিণ) = **বিতণ্ডবাদিন**। ⟹ **বিতণ্ডবাদিন**।

বিতণ্ডা (স্ত্রী) বিতণ্ডা, বিতর্ক, কুতর্ক, মিথ্যা বিচার, স্বমত ব্যবস্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর, প্রবঞ্চণাপূর্ণ বাদানুবাদ বা বিতর্ক, লঘুচেতা (নগণ্য) অথবা কুতর্কপূর্ণ (কূট সমালোচনাপূর্ণ বা ছিদ্রান্বেষী) আলোচনা (বাদানুবাদ)। ⟹ **লোকাযত**।

বিতত (বিণ) বিতত, বিস্তৃত, প্রসারিত, বর্ধিত, অত্যুক্তিকৃত, ভঙ্গ না হইয়া প্রসারিত, টানিয়া লম্বা করা হইয়াছে এরূপ, বিস্তারিতভাবে বর্ণিত, ব্যাপ্ত, পরিব্যাপ্ত, বাক্‌বহুল। = **বিখত** (১)। (জাতক) **তন্তবিতত**—যেইখানে দড়ি বিস্তৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল এইরূপ বা এমন। (মহাবংস) **বল্লীহি বিতত**। ⟹ **বিতনোতি**। (ক্লী) (দুই পার্শ্বে চাড়মাযুক্ত) ঢোল, রণ-ঢক্কা।

বিতথ (বিণ) মিথ্যা, অসত্য, অমূলক, অপ্রকৃত, কপটী, মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী। (ক্লী) বিতথ, বিফল, মিথ্যা, অলীক, অসত্যতা। (দীর্ঘনিকায়) **ন হি তথাগতা বিতথং ভণন্তি**। = **অতথ, মুসা'তি অত্থো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

বিতনিয্যাতি (ক্রি) = **বিতনোতি**। ⟹ **বিতনোতি**।

বিতনোতি (ক্রি) [বি + √তন + ও] টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, ভঙ্গ না হইয়া প্রসারিত হওয়া, বিস্তার করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, ব্যাপ্ত হওয়া, পরিবেশন করা, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। (তুলনী) **বিতান**। (অতীত) **বিতনি**। (অ-বিণ) **বিতত**। (ক্রি-বি) **বিতনিত্বান** (গাথায় ব্যবহৃত শব্দ)। (কর্মবাচ্যে) **বিতনিয্যতি**।

বিতরণ (ক্লী) বিতরণ, দান, অর্পণ, বিলানো, বণ্টন, বাঁটিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগকরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি, জয় করণ, পরাজিত করণ, কিছুর মাধ্যমে প্রাপ্তি। (মধ্যম নিকায়) **কঙ্খাবিতরণ**।

বিতরতি (ক্রি) [বি + √তর + অ] ১ সম্পূর্ণরূপে কিছুর মধ্য দিয়া আসা বা যাওয়া, পার হইয়া যাওয়া, জয় করা, পরাজিত করা। (ক্রি-বি) **বিতরেয্য** (সূত্রনিপাত; কিন্তু ইহাকে মহানির্দেশে কৃদন্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে "**ওঘং অতিক্কমেয্য**" অর্থে), (পেতবত্থু) **বিতরিত্বা = বিতিণ্ণো হুত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণী ভাগ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। ৩ সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্র বাদন করা। (জাতক) **বুভুক্‌খিতো নো বিতরাসি ভোত্তুং; বিসহামি**। (অতীত) **বিতরি**। (অ-বিণ) **বিতরিত, বিতিণ্ণ**।

বিতরিযতি (ক্রি) ⟹ **বিতুরেয্যতি**।

বিতান—(পুং, ক্লী) বিতান, চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ, পটমণ্ডপ, সমূহ, যজ্ঞ, বিস্তার, বিস্তৃতি, সামিয়ানা। ⟹ **চেলবিতান**। (বিণ) বিস্তৃত, প্রসারিত।

বিতিণ্ণ—(বিণ) ১ জয়কৃত, জয়ী, বিজয়ী, বিজিত, উত্তীর্ণ, কিছুর মধ্য দিয়া গিয়াছে এরূপ। (ধর্মপদ) **বিতিণ্ণকঙ্খ**। ২ পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, পরিবর্জিত, অগ্রাহ্য, প্রত্যাখ্যানকৃত, প্রত্যাখাত, নাকচকৃত। (ধর্মপদ) **বিতিণ্ণ পরলোক**। = **পরিচ্চত্ত** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **বিতরতি**।

বিতিণ্ণকঙ্খ—(বিণ) সন্দেহ বিমুক্ত, সন্দেহমুক্ত, যথার্থ জ্ঞানী, যিনি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকার লাভ করিয়াছেন। = **নিক্কঙ্খ**। (যৌগিকে) **নিক্কঙ্খ নিব্বিচিকিচ্ছ**। (বিপ) **অবিতিণ্ণকঙ্খ**।

বিতিহার—দ্রুতপদে গমন। = **বীতিহার**।

বিতুদং বনানি—সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায় অথবা অতি নরম অকেজো গাছের বন ⟹ **ফালিভদ্দক**।

বিতুদতি (ক্রি) [বি + √তদ + অ] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্জ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, বিদ্ধ করা বা হওয়া, ডাঙ্গস মারা, খোঁচা

মারিয়া উত্তেজিত করা, কষ্ট দেওয়া, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কনুই দিয়া ধাক্কা দেওয়া বা ধাক্কা মারা, ঘা মারা, খট খট শব্দ করা, ধাক্কামারা, ধাক্কা দেওয়া, জিদ করা, অনুনয় করা, চেষ্টা করা, চাপ দেওয়া, বিদীর্ণ হওয়া, আক্রমণ করা, বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, কাজ শুরু করা, ক্ষয় করা। (অতীত) **বিতুদি**। (অ-বিণ) **বিতুন্ন**। (ক্রি-বি) **বিতুদিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বিতুজ্জতি**।

বিতুদন (ক্লী) বিদ্ধকরণ, কোনো কিছু বিদ্ধ হওয়ার মত যন্ত্রণা।

বিতুণ্ণ (বিণ) বিদ্ধকৃত, ডাঙ্গস মারিয়াছে এরূপ, খোঁচা মারিয়া উত্তেজিত করিয়াছে এরূপ, কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এরূপ, খাড়া করা হইয়াছে এরূপ, বিদ্ধ, ধাক্কা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, জিদ কয়িাছে এরূপ, অনুনয়কৃত, চেষ্টাকৃত, চাপপ্রদত্ত, বিদীর্ণকৃত, আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, অভিভূত, আকুলিত। ⟹ **বিতুদতি**।

বিতুরিযত ⟹ **বিতুরেয্যতি**।

বিতুরেয্যতি—জাতকে এই শব্দটি দৃষ্ট হয়, কিন্তু অস্পষ্ট। জাতকের প্রথম খণ্ডে "**বিতরিযতি**" শব্দের ব্যবহার আছে, অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**তুলেতি তীরেতি**" যাহার অর্থ হয় "ধ্যান করা, মনস্থ করা, অনুশীলন করা, আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা"। Kern. Toev.-এতে ইহার বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে "**বিতুরিযত**" (প্রথম পুরুষ একবচনে) যাহার অর্থ করা হইয়াছে "অতিক্রম করা"।

বিত্ত (ক্লী) বিত্ত, ধন, অর্থ, সম্পত্তি, বিষয়, বিশেষ ধর্ম, গুণ, অধিকার, অধিকার ভোগ, অধিকৃত, বস্তু, সৌভাগ্য, সম্পদ, খুব বেশি সংখ্যা বা পরিমাণ, ভোগবিলাসের বস্তু। = **বিত্তিযা উপকরণ-ভূতং বিত্তং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বি-ভা) **বিত্তূপকরণ**। (বিণ) ১ হৃষ্ট, প্রফুল্ল, উল্লসিত, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত অনুকূল, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ। = **তুট্ঠ**। ২ = **বিবিত্ত**। ⟹ **বিবিত্ত**।

বিত্তক (বিণ) বিত্তক, সম্পদের অধিকারী, ধনী বা ধনের অধিকারী হইয়াছে এমন, বিত্তশালী। (জাতক) **লঞ্চবিত্তক; মিগবিত্তক; জূতবিত্তক**।

বিত্তকতা (স্ত্রী) এই শব্দটি "**সুতবিত্তকতা**" শব্দরূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⟹ **সুতবিত্তকতা**।

বিত্তলাভ (পুং) বিত্তলাভ, ধন-লাভ, সম্পত্তি প্রাপ্তি। ⟹ **লাভ**।

বিত্তি (স্ত্রী) বিত্তি, সাফল্য, সৌভাগ্য, উন্নতি, আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সুখ, মনোরম ভাব প্রকাশ।

বিত্তিণ্ণ = **বিত্থিণ্ণ**। ⟹ **বিত্থিণ্ণ**।

বিত্তূপকরণ (ক্লী) [বিত্ত + উপকরণ] বিলাসিতার আবশ্যক দ্রব্য, ভোগ-বিলাসের বস্তু, অধিকৃত বস্তু এবং অর্থসম্পদ অর্থাৎ সম্পত্তি। ⟹ **বিত্ত**।

বিত্থ (ক্লী) সুরাপানের পাত্র। = **সুরাবিত্থ** (জাতক)।

বিত্থক (ক্লী) ছোট পাত্রবিশেষ, ছোট আধার-বিশেষ। যেমন—**আবেসন বিত্থক**—সুচ কাঁচি অঙ্গুষ্ঠান (সেলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত আঙ্গুলের টোপর) রাখিবার পাত্র।

বিত্থত (বিণ) ১ বিস্তৃত, প্রসারিত, বিস্তৃতরূপে বর্ণিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রদত্ত, ব্যাপ্ত, পরিবেশিত, আচ্ছাদিত, প্রকাশিত, প্রচারিত, ঘোষিত, প্রশস্ত, চওড়া, বিস্তীর্ণ, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, লক্ষ্য বস্তু অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হইতে দূরবর্তী। ২ (চীবর-সম্বন্ধে) প্রশস্ত, চওড়া, বিস্তৃত, বিশাল, লম্বা চওড়া। ৩ সমতল, চ্যাপটা, মসৃণ, নীরস, স্পষ্ট, বেশি গভীর বা পুরু নয় এমন, বিষণ্ণ, নিরুৎসাহজনক, ধরাশায়ী, গড়ে সমান, লাভজনক নহে এমন। ⟹ **বিত্থরতি**। ৪ হতবুদ্ধি করিয়াছে এমন, জটিল করিয়া তুলিয়াছে এরূপ, সঙ্কুচিত, সন্দিগ্ধ, বিহ্বল, বিশৃঙ্খল। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ভীতবিত্থত**—ভীতবিহ্বল। ⟹ **বিত্থাযতি**।

বিত্থম্ভন (ক্লী) বিষ্কম্ভণ, বিস্তৃতি, প্রসারণ, সংপ্রসারণ, বৃদ্ধি, বিস্তার, প্রসারিত বস্তু, বিজ্ঞাপনাদিতে অতিরিক্ত প্রশংসাকরণ, বায়ু দ্বারা স্ফীতকরণ, আকস্মিক শ্বাস, ফুৎকার, দমকা বাতাস, আকস্মিক বায়ুপ্রবাহ, সংবাদ পত্রাদিতে প্রশংসা পূর্ণ বিজ্ঞাপন, ব্যাপ্ত, পরিপূর্ণতা, পরিপ্লুততা, দৃঢ়করণ, ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ, বর্ধিতকরণ, সংবর্ধিত করণ, অধিকতর সবল করণ, বলবৎ করণ, রক্ষণ, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য।

বিত্থম্ভেতি (ক্রি) [বি + √থম্ভ + এ] বিস্তৃত করা বা হওয়া, বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা, বিশদভাবে ব্যক্ত করা, বিকশিত হওয়া, ফুৎকার দেওয়া, বাতাস দিয়া সঞ্চালিত করা, বায়ু দ্বারা স্ফীত করা, বিজ্ঞাপনাদিতে অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রশংসা করা, বায়ুতে স্ফীত হওয়া, বায়ুপূর্ণ করা, স্ফীত করা, দৃঢ় করা, মূল্যবৃদ্ধি করা, শক্ত করা, বলবৎ করা, অধিকতর সবল করা, ক্ষমতা বর্ধিত করা, নিরাপত্তা বর্ধিত করা, বলীয়ান হওয়া, বলবান হওয়া। (অতীত) **বিত্থম্ভেসি**। (অ-বিণ) **বিত্থম্ভিত**। (ক্রি-বি) **বিত্থম্ভেত্বা**।

বিত্থরতি (ক্রি) বিস্তার করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, বৃদ্ধি করা, বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা, প্রদান করা, প্রসারিত হওয়া, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। (অতীত) **বিত্থরি**। (অ-বিণ) **বিত্থত**।

বিত্থাযতি (ক্রি) হতবুদ্ধি করা বা হওয়া, দায়গ্রস্ত করা, ঝঞ্ঝাটে ফেলা, জটিল করিয়া তোলা, সঙ্কুচিত হওয়া, সন্দিগ্ধ হওয়া, ইতস্তত করা, এলোমেলো করা, বিশৃঙ্খল

করা, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল করা বা হওয়া, পার্থক্য বুঝিতে না পারা; (সাহিত্যে) দুর্দমনীয় হওয়া, দৃঢ় হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। (অতীত) **বিখাসি** (বিখাযি?)। (অ-বিণ) **বিখত, বিখাযিত**।

বিখাযিতত্ত (ক্লী) জটিলতা, হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা, দ্বিধা, সন্দেহ, অব্যাবস্থিত চিত্ততা।

বিত্থার (পুং) ১ বিস্তার, বিস্তৃতি, প্রসারণ, বৃদ্ধি, প্রসারিত বস্তু, ব্যাপ্তি, প্রসার, বিশালতা, (মনের) উদারতা। (করণ-কারকে) **বিত্থারেন**—বিস্তৃতি দ্বারা, প্রসারণ দ্বারা। (অপাদান কারকে) **বিত্থারতো**। ২ প্রসারণ, বৃদ্ধি, বিস্তৃত অংশ, ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, অতি ক্ষুদ্র অংশ, সবিশেষ বর্ণনা, দফা, বিশদ বিবরণ। ইহার সহজ বর্ণনায় লেখা বা বলা হয় "**বিত্থারো**", (বিপ) **সংখেপ**। (যৌগিকে) **বিত্থার কথা** (সূতনিপাত অর্থকথা); **বিত্থার দেসনা; বিত্থার বচন**।

বিত্থার কথা (স্ত্রী) বিস্তৃত কথা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, বিশদ বর্ণনা। ⟹ **বিত্থার** (২)।

বিত্থারণা (স্ত্রী) = **বিত্থারতা**। ⟹ **বিত্থারতা**।

বিত্থারতা (স্ত্রী) স্পষ্টতা, সুব্যক্ততা, অতি ক্ষুদ্র অংশ, সবিশেষ বর্ণনা।

বিত্থারতো (ক্রি-বিণ) সবিশেষ বর্ণনায়, বিস্তৃতরূপে, বিস্তারিত ভাবে। = **বিত্থারেন**। ⟹ **বিত্থার** (১)।

বিত্থারদেসনা (স্ত্রী) বিস্তৃতভাবে দেশনা বা ভাষণ। ⟹ **বিত্থার** (২)।

বিত্থারাযাম (পুং) [বিত্থার + আয়াম] ⟹ **আযাম**।

বিস্তারিক (বিণ) ১ চতুর্দিকে বিস্তৃত, সুদূরপ্রসারী। ২ বহু দূর ব্যাপী যশকীর্তিত, পরিচিত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যশস্বী। ⟹ **বহুজঞঞ**।

বিত্থারিত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে কথিত, সবিশেষ বর্ণিত, বিস্তারিত, প্রসারিত। (মহাবংস) **অতিবিত্থারিত**—অতি বিস্তারিত (বিপ) **সংখিত্ত**। ⟹ **বিত্থারেতি**।

বিত্থারিযতি (ক্রি) বিস্তৃত করা বা হওয়া, বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা, বিশদভাবে ব্যক্ত করা, বিকশিত হওয়া, বিস্তারে যাওয়া বা সবিস্তারে বর্ণনা করা।

বিত্থারেতি (ক্রি) [বি + √থর + এ] ১ বিস্তার করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, বিস্তৃত হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। ২ বিস্তৃত করা বা হওয়া, বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা, বিশদভাবে ব্যক্ত করা, বিকশিত হওয়া, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীত করা, সম্পূর্ণরূপে দেওয়া। (অতীত) **বিত্থারেসি**। (অ-বিণ) **বিত্থারিত**। (ব-বিণ) **বিত্থারেন্ত**। (ভ-বিণ) **বিত্থারিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিত্থারেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বিত্থারীযতি**।

বিত্থারেন (ক্রি-বিণ) বিস্তারিতভাবে, প্রসার করিয়া, বিস্তৃতরূপে, বিশদরূপে। (বিপ) **সংখিত্তেন**। = **বিত্থারতো**। ⟹ **বিত্থার** (১)।

বিত্থিণ্ণ (বিণ) বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত, বিশাল, ব্যাপ্ত, প্রশস্ত, চওড়া, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, লক্ষ্য বস্তু বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হইতে দূরবর্তী, প্রশস্ত, পর্যাপ্ত, প্রচুর, বহুল, বৃহদাকার, বড়, পরিব্যাপ্ত, দীর্ঘ, অবাধ, উদার, সদাশয়, মহৎ, বৃহৎ। জাতকের "**বিত্তিণ্ণ**" শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ হইবে। (তুলনীয়) **পরিবিত্থিণ্ণ**।

বিদংসক (বিণ) প্রদর্শন করে এরূপ, দেখায় এরূপ। (হাসি-সম্বন্ধে) **দন্ত বিদংসক**—দাঁত দেখায় এমন (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

বিদংসেতি (ক্রি) [বি + দংসেতি] প্রত্যক্ষ করা, দৃষ্টিগোচর করা, উপস্থিত করা, লোক সমক্ষে আবির্ভূত করা, বোধগম্য করা, প্রকাশিত করা, প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, দেখানো, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, প্রতীয়মান করা। = **দস্সেতি**। (তুলনীয়) **পবিদংসেতি**।

বিদড্ঢ (বিণ) বিদগ্ধ, পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ। এই শব্দটি পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ, যেমন—**দড্ঢ বিদড্ঢগত**। (সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) দগ্ধবিদগ্ধ হইয়াছে এমন।

বিদতি (ক্রি) জানা, জ্ঞাত হওয়া, অনুভব করা, বুঝিতে পারা, উপলব্ধি করা, বিদিত হওয়া। = **বিন্দতি**। (অতীত) **বেদি**। (অ-বিণ) **বিদিত**।

বিদত্থি (স্ত্রী) বিতস্তি, এক বিঘৎ, অর্ধহস্ত পরিমাণ, ১২ আঙুল পরিমিত প্রশস্ত বা দৈর্ঘ্য, ৯ ইঞ্চি পরিমাণ। (বিনয়) **দীঘসো দ্বাদশ বিদত্থিযো সুগত বিদত্থিযা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **দ্বাদস-অঙ্গুলানি বিদত্থি: দ্বে বিদত্থিযো রতনং** ইত্যাদি।

বিদধাতি (ক্রি) লাভ হওয়া, অর্জিত হওয়া, সম্ভব হওয়া। = **বিদহতি, বিধেতি**।

বিদহতি (ক্রি) [বি + √ধা + অ] শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, শৃঙ্খলা করা, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, নির্বাহ করা, শাসন করা, পরিচালনা করা, শিক্ষা দেওয়া, হস্ত দ্বারা চালনা করা, কার্যনির্বাহ করা, বিষয়কর্ম চালানো, আদেশ করা, আধিপত্য করা, দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া, নায়ক হওয়া, অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া, নির্দিষ্ট করা, নিয়োগ করা, (অংশ) ভাগ করিয়া দেওয়া, স্থির করা, হস্তান্তর করা, আরোপ করা, প্রস্তুত করিয়া রাখা, যোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো (পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা। (বর্তমানকাল) **বিদহতি** (⟹ **সংবিদহতি**), **বিদধাতি, বিধেতি**,। (সপ্তমী) **বিদহে** = **বিদহেয্য**। (অতীত) **বিদহি**, (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **বিদধু** (সংস্কৃত—বিদধুহ)। (অ-বিণ) **বিহিত, বিদহিত**। (ব-বিণ) **বিধেয্য**

(বাধ্য, আজ্ঞাবহ)। (ক্রি-বি) **বিধায, বিদহিত্বা;** (মহাবংস) **আরক্খং বিধায**—রক্ষক বা প্রহরী রাখিয়া। (তুম্) **বিধাতুং** (বিনয়) **ভেসজ্জং বিধাতুং।**

বিদধাতি (ক্রি) = **বিদহতি।** ⇒ **বিদহতি।**

বিদহেয্য (বিণ) শ্রেণীবদ্ধ করে এরূপ, নিষ্পত্তি করে এরূপ, শিক্ষা দেয় এরূপ, অভ্যাস করে এরূপ। = **বিদহে** (⇒**বিদহতি**)।

বিদারণ (ক্লী) বিদারণ, বিদীর্ণ করণ, ভেদন, মারণ, হনন, ছিন্নকরণ, ফাটল, চির।

বিদারিত (বিণ) বিদারিত, ভেদিত, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ভিন্ন, ছিন্নভিন্ন, চেরা, ফাড়া, বিস্তৃত, হত। ⇒ **বিদারেতি।** = **বিদালিত।**

বিদারেতি (ক্রি) [বি + √দর + এ] চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ফাটা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, চিরিয়া ফেলা, ছিন্ন করা বা হওয়া, জোর করিয়া অধিকার করা। (অতীত) **বিদারেসি।** (অ-বিণ) **বিদারিত।** (ব-বিণ) **বিদারেন্ত।** (ক্রি-বি) **বিদারেত্বা।**

বিদালন (ক্লী) বিদারণ, বিদীর্ণকরণ, ভেদন, ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, আকস্মিক প্রাদুর্ভাব (ঝড় ইত্যাদি)।

বিদালযতি (ক্রি) = **বিদালিযতি।** ⇒ **বিদালিযতি।**

বিদালিত (বিণ) বিদারিত, বিদীর্ণ, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ। = **বিদারিত।** ⇒ **বিদালেতি।**

বিদালিযতি (ক্রি) বিদারিত হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া। ⇒ **বিদালেতি, বিপাটেতি।**

বিদালেতি (ক্রি) [বি + দালেতি] বিদারণ করা, ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, খণ্ডখণ্ড করিয়া ভাঙ্গা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া, বেগে আসিয়া পড়া, জোরে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, খুলিয়া যাওয়া, বেগে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া পড়া, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ফাটা। ⇒ **বিদারেতি, দালেতি।** (অতীত) **বিদালেসি।** (অ-বিণ) **বিদালিত।** (কর্মবাচ্যে) **বিদালিযতি, বিদালযতি।**

বিদিত (বিণ) বিদিত, জ্ঞাত, অনুভূত, অভিজ্ঞাত, আবিষ্কৃত, প্রার্থিত। ⇒ **বিদতি, বিন্দতি।**

বিদিতত্ত (ক্লী) জানিবার ঘটনা, জ্ঞাত অবস্থা, আবিষ্কৃত কার্য, অভিজ্ঞতা।

বিদিসা (স্ত্রী) বিদিসা, বিপরীত দিক, পরিধি বা দিকনির্ণায়ক মধ্যবর্তী বিন্দু। = **পটিদিসা।** ⇒ **দিসা।**

বিদু (বিণ) = **বিদূ।** ⇒ **বিদূ।**

বিদুগ্গ (বিণ) দুর্গম, (যেখানে) পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া কষ্টকর, বিরক্তি জনক, ক্লেশকর, পীড়াদায়ক, কষ্টদায়ক, কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর, দুঃখজনক, কঠিন, দুঃসাধ্য। (পুং, ক্লী) দুর্গম পথ, দুষ্করতা, জটিল সমস্যা, ক্লেশ, আপত্তি, দায়, মুশকিল, অসুবিধা, বাধা, দুর্বোধ্য বিষয়, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র, দুর্গম প্রবেশ পথ, পাওয়া দুঃসাধ্য।

বিদুর (বিণ) বিদুর, ধীর, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত। = **পণ্ডিত।** (তুলনীয়) **বিধুর** (২)

বিদূ (বিণ) নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, জ্ঞাত, অভিজ্ঞ, পণ্ডিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকবিদূ।** (বিনয়) **পরচিত্ত বিদুনো** (বহুবচনে)। (সূত্রনিপাত) **বিদূহি** (বহুবচনে)। (জাতক) **ধম্মবিদূ।** = **সপ্পঞ্ঞ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (মহাবংস) **ঠানাঠানবিদূ**—স্থানাস্থান অর্থাৎ সংস্থিতি বা (বাড়ির) অবস্থিতি বিষয়ে ভালমন্দ জ্ঞাত। "**বিদূ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ "**বিদু**" যাহার অর্থ হয় "তাহারা জানিত" (⇒**বিন্দতি**)। (পুং) জ্ঞানী লোক, প্রবীণ ব্যক্তি, বিচক্ষণ পুরুষ।

বিদূপিত—এই শব্দটি উদানে "**বিতক্কা বিদূপিতা**" শব্দে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হইবে "**বিধূপিত**"। ⇒ **বিধূপিত।**

বিদূর (বিণ) বিদূর, বহু দূরবর্তী, বহু অন্তরিত, দূরস্থ, দূরবর্তী, অভিপ্রায় বিরুদ্ধ, আদিম, প্রাথমিক, বিভিন্ন, অসংলগ্ন, সামান্য, পরোক্ষ, পৃথক, অনালাপী, অস্পষ্ট, দূরবর্তী সময়ের, দূরবর্তী স্থানের, দূর সম্পর্কীয়।

বিদূসিত (বিণ) বিদূষিত, দূষিত, পচা, অসাধু, নীতিহীন, ভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিদূসিত চিত্ত।** ⇒ **বিদূসেতি।**

বিদূসেতি (ক্রি) বিদূষিত করা বা হওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, বিকৃত করা, পচাইয়া ফেলা, পচিয়া যাওয়া, নষ্ট করা, উৎকোচ প্রদান করা, ভ্রমপূর্ণ করা, নৈতিক দিকদিয়া দূষিত করা। (অ-বিণ) **বিদূসিত।**

বিদেস (পুং) বিদেশ, স্বদেশ ভিন্ন দেশ, ভিন্ন দেশ, দেশান্তর। (তুলনীয়) **বেরজ্জক।**

বিদেসবসিক (বিণ) বিদেশী, বিদেশবাসী। ⇒ **বেরজ্জক।**

বিদেসিক (বিণ) বৈদেশিক, বিদেশী। ⇒ **বিদেসী।**

বিদেসী (বিণ) বিদেশী, বিদেশীয়, ভিন্ন দেশবাসী, বৈদেশিক।

বিদোমনস্সা (স্ত্রী) [বি + দোমনস্স] নৈরাশ্যহীনতা, বিষাদের অভাব।

বিদ্দসু (পুং) জ্ঞানী পুরুষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিদ্বান বা পণ্ডিত লোক। (বিণ) বিদ্বান, পণ্ডিত, বিদ্যাবান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, শাস্ত্রদর্শী, নিপুণ, দক্ষ, বিচক্ষণ, শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। (কর্তৃকারক বহুবচনে এবং সামীবচন বা সম্বন্ধপদ একবচনে) **বিদ্দসুনো।**

বিদ্দেস (পুং) বিদ্বেষ, বৈর, শত্রুতা, দ্বেষ, ঈর্ষা, বিপক্ষতা, ঘৃণা।

বিদ্দেসনা (স্ত্রী) বিদ্বেষণ, শত্রুতা, বৈরিতা। = **বিদ্দেস**।

বিদ্দেসনীয (বিণ) বিদ্বেষণীয়, বিদ্বেষপূর্ণ, ঘৃণার্হ, ঘৃণাব্যঞ্জক, ঘৃণাজনক, ঘৃণিত, ঘৃণার যোগ্য। ⇒ **বিদ্দেস্সতি**।

বিদ্দেসিন (বিণ) বিদ্বেষকারী, বিদ্বেষী, দেষকারী, হিংসুক। (পুং) শত্রু।

বিদ্দেসী (বিণ) = **বিদ্দেসিন**। ⇒ **বিদ্দেসিন**।

বিদ্দেস্সতি (ক্রি) [বি + দেস্সতি] ঘৃণা করা, বিদ্বেষ করা, হিংসা করা। (ভ-বিণ) **বিদ্দেসনীয**।

বিদ্ধ (বিণ) ১ বিদ্ধ, বেঁধা, সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত, বিছিদ্রিত, ছিদ্রকৃত, আহাত, তাড়িত, নিক্ষিপ্ত, সদৃশ, প্রেরিত, বাধিত, ভেদিত, বিদীর্ণ, মর্মস্পর্শী, মোহিত, রহস্য উদ্ঘাটিত, গুপ্ত বিষয়ে প্রবিষ্ট, উদ্গত, প্রস্থত, অঙ্কুরিত। (মহানির্দেশ) **সল্লেন বিদ্ধ**। মিলিন্দ প্রশ্নে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "পোকায় খাইয়া ছিদ্র ছিদ্র করা হইয়াছে এমন"। (সদ্ধম্মোপায়ন) **কন্টকেন বিদ্ধ**। ⇒ **বিজ্ঝতি**। ২ পরিষ্কার। (বি-ভা) **বিদ্ধ বিগত-বলাহক দেব**—মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ (বিনয়)।

বিদ্ধংস (ক্লী) বিধ্বংস, ধ্বংস, বিনাশ, বিলোপ, মৃত্যু, ক্ষয়, অপকার। (জাতক) **বিদ্ধংসকারিন**।

বিদ্ধংসক (বিণ) ধ্বংসকারী, বিলোপ সাধন করে এমন, ধ্বংসের অবস্থায় আনয়ন করে এমন, বিনাশকারী, নষ্টকারী, অপকারকারী, ক্ষতিকারক, বিনাশক।

বিদ্ধংসকারিন (বিণ) ধ্বংসকারী। = **বিদ্ধংসক**।

বিদ্ধংসকারী (বিণ) = **বিদ্ধংসকারিন**। ⇒ **বিদ্ধংসকারিন**।

বিদ্ধংসতি(ক্রি) [বি + ধংসতি] পতন হওয়া, খণ্ড খণ্ড করা বা হওয়া, চূর্ণবিচূর্ণ করা বা হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ধ্বংস করা বা হওয়া, নাশ করা বা হওয়া, বিধ্বস্ত করা বা হওয়া, দরিদ্র হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া। (অতীত) **বিদ্ধংসি**। (অ-বিণ) **বিদ্ধস্ত, বিদ্ধংসিত**। (সপ্তমী) **বিদ্ধংসেয্য**। (কর্মবাচ্যে) **বিদ্ধংসীযতি**। (সম্প্রদানে) **বিদ্ধংসেতি**।

বিদ্ধংসন (ক্লী) ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু, ভগ্নখণ্ড, বন্ধনমুক্তি, কৃতকর্ম উল্টানো, সর্বনাশ, দুর্ভাগ্যের কারণ, অদৃশ্যকরণ, অন্তর্হিত করণ, তিরোহিত করণ, তিরোধান, অন্তর্ধান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কোসজ্জবিদ্ধংস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিক্খেপবিদ্ধংসন**। (বিণ) বিধ্বংসিত, বিনষ্ট, নষ্ট। = **নুদ**। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস অর্থে বিশেষ ভাষায়: (দীর্ঘনিকায়) **অনিচ্চ উচ্ছাদন-পরিমদ্দন-ভেদন-বিদ্ধংসন-ধম্ম**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) শতন-পতন-বিকিরণ বিধ্বংসন-ধর্মতা।

বিদ্ধংসনতা (স্ত্রী) ধ্বংসশীলতা, বিনষ্টতা, ধ্বংস করিবার ক্ষমতা, ধ্বংসবিষয়ক গুণ, বিনাশজনিত গুণ, বিনষ্টমূলক গুণ।

বিদ্ধংসিত (বিণ) বিধ্বংসিত, বিনাশিত, নষ্টকৃত, ধ্বংসকৃত, বিনাশকৃত, অপকারিত, বিলোপিত। ⇒ **বিদ্ধংসেতি, বিদ্ধংসেতি**।

বিদ্ধংসেতি (ক্রি) [বি + √ধংস্ + এ] খণ্ড খণ্ড করা বা হওয়া, চূর্ণবিচূর্ণ করা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। (মহানির্দেশ) **বিকিরতি বিধমেতি বিদ্ধংসেতি**। ⇒ **বিদ্ধংসেতি, বিকিরতি**। (অতীত) **বিদ্ধংসেসি**। (অ-বিণ) **বিদ্ধংসিত, বিদ্ধস্ত**। (ব-বিণ) **বিদ্ধংসেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিদ্ধংসেত্বা**।

বিদ্ধংসীযতি (ক্রি) বিধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ক্ষয় বা ধ্বংস হইয়া আসা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সুত্তেন সঙ্গহিতানি পুপ্ফানি ন বিকিরীযন্তি ন বিদ্ধংসীযতি**। ⇒ **বিদ্ধংসতি**।

বিদ্ধস্ত (বিণ) বিধ্বস্ত, বিনষ্ট, অপকৃত, ভঙ্গ, ভগ্ন, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়াছে এরূপ। = **বিনট্ঠ**। ⇒ **বিদ্ধংসতি, বিদ্ধংসেতি**।

বিদ্ধা (বিণ) (এই শব্দটি গাথায় ব্যবহৃত হয়।) বিদ্ধ, ভেদিত, বেঁধা, ছিদ্রত বা ছিদ্রকৃত, সমুৎকীর্ণ, আহত, তাড়িত, নিক্ষিপ্ত, সদৃশ, প্রেরিত, বাধিত, বক্র। ⇒ **বিজ্ঝতি**।

বিদ্বা (বিণ) ১ [সংস্কৃত—বিদ্বান, √বিদ্ + বা] বিদ্বান, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, জ্ঞানবান। (বিপ) **অবিদ্বা**। ২ বেঁধা, ছিদ্রিত। = **বিদ্ধা**। ⇒ **বিন্দতি**।

বিধ ১ (বিণ) বিধ, প্রকারের, রকমের, আছে এরূপ, রচিত, নিহিত, মোড়া, পরিবেষ্টিত, ভাঁজ করা আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **অনেকবিধ**। (সূত্রনিপাত) **তথাবিধ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নানাবিধ**। (থেরগাথা অর্থকথা) **বহুবিধ**। (দীর্ঘনিকায়) **তিবিধ**। = **বিধা**। ২ (পুং) গঠন, আকার, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, বেঞ্চ, বিদ্যালয়ের শ্রেণী, সামাজিক পদ, শৃঙ্খলা, প্রণালী, ফর্মা, মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষরসমূহ, বংশ, জাতি, প্রকার, স্বভাব, প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্য। "**বিধ**" অর্থে আরও নানাবিধ অর্থ প্রকাশ পায় যেমন—"যে কোনো ধরনে বা পরিমাণে, তৎসত্ত্বেও, যাহাই হউক না কেন, যাহা হউক, অনিশ্চিত, স্থির করা হয় নাই এমন, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য, অটল নহে এমন, অদৃঢ়, পরিবর্তনশীল"; এবং অবশিষ্ট অর্থগুলি "**বিধ**" শব্দের সন্দেহজনক পাঠেই ইহা থাকে। এইরূপে বিনয়ে অর্থ করা হইয়াছে "(Buckle) বা বাকল্স" (পাঠ বিনয়ের অর্থকথায় "নীরব, স্বল্পভাষী, সংযতবাক, নিঃশব্দ, নির্বাক, শব্দহীন, উল্লেখ করে না এমন, তথ্যাদি আদান প্রদান করেনা বা ফাঁস করে না এমন অনুচ্চারিত, অক্রিয়); পুনশ্চ বিনয়ে ইহার অর্থ দৃষ্ট হয় "ক্ষুদ্র বাক্স (?)"। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে "ভার বহন করিবার বাঁক"; = **কাচ** (২); কিন্তু দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে "**বিবিধ**"।

বিধমক (বিণ) ধ্বংসকারী, যেই ব্যক্তি নিক্ষেপ করে বা

লইয়া যায়, যেই ব্যক্তি অপসারণ করে, বিধ্বংসিত, বিনষ্ট, পরিষ্কৃত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কিলেস-মল-দুগ্গন্ধ বিধমক**।

বিধমতি (ক্রি) [বি + √ধম + অ] ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, বধ করা, নাশ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, কিছু করিয়া ফেলা, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চতুর্দিকে চলিয়া যাওয়া; (অকর্মক ক্রিয়ায়) বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময়ে অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া ফেলা, সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, বাদ দেওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামানো, পত্র পাঠানো, ছড়াইয়া পতিত হওয়া, বেগে ঘুরা, জোরে পাক খাওয়া, ঘুরা, চাকার ন্যায় ঘুরা, তাল পাকাইয়া যাওয়া, অক্ষের উপর আবর্তিত হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, গড়াইতে থাকা, ইতস্তত চালিত হওয়া, দোলায়িত হওয়া, গড় গড় শব্দ হওয়া, ঢাকের শব্দের মত শব্দ হওয়া, কৃশ হওয়া, নষ্ট হওয়া, রাজদ্রোহী হওয়া, স্বধর্মত্যাগী হওয়া, পাপে পতিত হওয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাইতে দেওয়া। (অতীত) **বিধমি** = **বিদ্ধংসেসি** (জাতক অর্থকথা); (জাতক) **বিধমং তে রথং**—তোমার রথ বিনষ্ট হইয়াছে; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মারসেনং বিধমি**। (অ-বিণ) **বিধমিত**। (ক্রি-বি) **বিধমিত্বা**। (করণে) **বিধমেতি**।

বিধমন (ক্লী) ধ্বংসকরণ, নষ্টকরণ, ভঙ্গকরণ, বিনাশ, ধ্বংস, চারিদিকে ছড়ানো, চতুর্দিকে তাড়ানো, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে গমন, বিক্ষিপ্তকরণ, ছত্রভঙ্গ করণ, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তকরণ, বিকীর্ণকরণ, বিকিরণ, অন্তর্ধান, অন্তর্হিত করণ, ছিন্নভিন্ন করণ, ছড়ানো। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মচ্চুসেন বিধমন**। অকর্মক ক্রিয়ার সহিত—**বিদ্ধংসতি, বিকিরতি**।

বিধমিত (বিণ) বিধ্বংসিত, বিনষ্ট, ভগ্ন, নষ্ট, বধিত। ⟹ **বিধমতি**।

বিধমেতি (ক্রি) [বি + √ধম + এ] = **বিধমতি**। ⟹ **বধমতি**। (জাতক গাথায়) **বিধমেমসি** (লেখায়—"বিধমেমসে !) = **বিধমেম, নাসেম** (জাতক অর্থকথা)।

বিধম্মতি (ক্রি) চারিদিকে বেগে ঘুরা, জোরে জোরে পাক খাওয়া, চতুর্দিকে আবর্তিত হওয়া, চারিদিকে পাকখাওয়ানো, খুব বেগে চারিদিকে ঘুরানো।

বিধবা (স্ত্রী) বিধবা, মৃতপতিকা, রাণ্ডী, রাঁড়, বিবস্ত্রা, যেই স্ত্রীলোকের পতির মৃত্যু হইয়াছে। ⟹ **ধব** (২)।

বিধা (স্ত্রী) ১ আকৃতি, রীতি, প্রকার, প্রণালী, ধরণ, প্রথা, উপায়, ধারা, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, রকম, শ্রেণী, জাতি, বিভাগ, পদ, বংশ, স্বভাব, প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্য, অঙ্গসৌষ্ঠব, সমান অংশ, ঠিক অংশ, সম্বন্ধ, (গণিতে) সমানুপাত, অনুপাত, গঠন, আকার, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, বেঞ্চ, বিদ্যালয়ের শ্রেণী, সামাজিক পদ, শৃঙ্খলা, ফর্মা, মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষর সমূহ, বহুবিধত্ব, বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ, বৈষম্য, জলসা। (দীর্ঘনিকায়) **আদেসনবিধা**। (থেরীগাথা) **চক্খুবিধা**। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**কথং বিধ**" এর উদাহরণে : **আকার-সন্ঠানং বিধা নাম**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ইদ্ধিবিধা**; "**তিবিধ-যঞ্ঞ**" এর উদাহরণে : **এখ বিধা বুচ্চতি ঠপনা** অর্থাৎ "সম্পাদন, কৃতি, সম্পন্ন কার্য, অভিনয়, বিন্যাস, নিষ্পত্তি"; অন্যত্র সমার্থে "**তিস্সো বিধা**" = **তীনিঠপনানি** ("**যঞ্ঞ**" সম্বন্ধে)। সম্ভবত বিশেষভাষা "**বিধা সমতিক্কন্ত**" এর অর্থ করিতে হইবে "বৈষম্য উপায়ে সীমা অতিক্রম করণ বা শ্রেষ্ঠতা লাভ, বহুবিধত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বস্তুসমূহ সম্বন্ধে) অথবা সম্ভবত ইহার উত্তম অর্থ হইবে : (ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে) "সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের বাহিরে বা অতিরিক্ত গমন"; সংযুক্ত নিকায়ে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "কুসংস্কারমুক্ত" (নিম্নোক্ত ২ নং ও দ্রষ্টব্য)। অপাদান কারকেও "**বিধা**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার ব্যবহার দেখা যায় ক্রিয়া বিশেষণে। ২ (নীতিশাস্ত্র মতে) ইহার বিশেষ ভাবার্থে : (অন্যান্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনো ব্যক্তিগত) বৈশিষ্ট্যমূলক (গঠন ও প্রভাবের দিক দিয়া) মুখাবয়ব, অহঙ্কার (মান) বা ভ্রান্তির (মোহের) ধরন বা রীতি, আত্মশ্লাঘা বা অহমিকার আকার। এবম্বিধ অহমিকাকে "**তিস্সোবিধা**" অর্থাৎ তিনপ্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—**সেয্যো'হমস্মি** (আমি অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব), **সদিসো'হমস্মি** (আমি অপরাপর ব্যক্তির সমান হইব), **হীনো'হমস্মি** (আমি অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা হীন হইব)। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মানো ব বিধা নাম**। (বিণ) = **বিধ**। ⟹ **বিধ**। (ক্রি-বিণ) বিভিন্ন প্রকারে (উপরোক্ত ১নং দ্রষ্টব্য); পেতবত্থু অর্থকথায় "**বিধাতব্ব**" (ইহা ভুলক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ শুদ্ধ নহে)।

বিধাতব্ব = **বিধা** (ক্রি-বিণ); **বিধা** [২ (ক্রি-বিণ)] শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিধাতর (পুং) নির্মাতা, বিন্যাসকারী ব্যক্তি, কর্তা, বিধানকর্তা, স্রষ্টা, কন্দর্প, সৃষ্টিকর্তা। জাতকে বিশ্বকর্মার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**ধাতা বিধাতা**"।

বিধাতু (পং) = **বিধাতর**। ⟹ **বিধাতর**।

বিধান (ক্লী) ১ বিধান, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, বেশভূষা, আকার প্রকার, গঠন, (পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির) রীতি

বা ধারা, সম্পাদন, কৃতি, সম্পাদিত বা সম্পন্ন কার্য, অভিনয়, ক্রমিক গতি, ক্রমোন্নতি, ক্রিয়া, প্রস্তুত-প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, কার্যধারা, প্রণালী, মোকদ্দমার আনুপূর্বিক কার্যপ্রণালী, হাড় হইতে বহিরাগত অংশবিশেষ, সপিনা, পরওয়ানা, আদেশ, আজ্ঞা, আধিপত্য, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, দখল, অধিকার, আজ্ঞাকরণ, সৃষ্টি, নির্মাণ, করণ, প্রেরণ, জনন, ধন, সম্পত্তি, গ্রহণ, শত্রুতাচরণ, অনুভব, উপার্জন, বিষয়, হস্তীর কবল, হস্তীর গ্রাস, উপায়। (জাতক) **অত্তনো বিধানেন**—বিধানানুযায়ী বেশে (অর্থাৎ চীবর পরিধান করিয়া)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভাবনাবিধান**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মনসিকার বিধান**। ২ (যজ্ঞাদি) ক্রিয়া, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম, শিষ্টাচার বিধি, বাহ্যিক লৌকিকতা, ধর্মবিধি, আচার, পূজা, অর্চনা। (জাতক) **যঞ্ঞবিধান**। ৩ সমর্পিত বস্তু, স্বত্বনিয়োগ, হস্তান্তর করিবার কাজ, নির্দিষ্ট কাজ, বিন্যাস, মেজাজ, প্রবণতা, হস্তান্তরিত করণ, প্রদান, প্রয়োগ, শাস্ত্রনিয়ম, নিয়ম, বিধান, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, বিধি, পরিণামদর্শিতা। (জাতক) **বিধি-বিধানঞ্ঞ**; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **কোটঠাসো বা সংবিদহনং বা**। ৪ পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম (যতদূর সম্ভব "অতিরিক্ত কোনও কিছু")। (তুলনীয়) **সংবিদহন, সংবিধান**।

বিধানবত্ত (বিণ) বিন্যাসকারী, বিধানকারী, প্রবণ, হস্তান্তরকারী, প্রদানকারী, প্রয়োগকারী, মেজাজী, প্রস্তুতকরণে মনোনিবেশকারী, যোগানে যত্নশীল, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করণে যত্নসাধ্য, উপায় অবলম্বনে সতর্কী, পূর্ব হইতে চুক্তিকরণে সাবধানী, সতর্ক, বিমৃষ্যকারী, গণ্যমান্য, অনল্প।

বিধায়ক (বিণ) বিধায়ক, বিধানকারী, বিধায়ী, জনক, কারক, ব্যবস্থাপক, নিয়মকারক, বিন্যাসকারী, আইন প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতকারক, বিধায়িন্।

বিধারিতে = **ঠপন**। ⇒ **ঠপন**।

বিধাবতি (ক্রি) [বি + √ধাব + অ] এদিক ওদিক দৌড়া, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করিতে করিতে অতিক্রম করা, দূরত্ব গোপন করা, বিপথে গমন করা, কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত হওয়া। (অতীত) **বিধাবি**। (ক্রি-বি) **বিধাবিত্বা**।

বিধাবন (ক্লী) ইতস্তত ভ্রমণ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করণ।

বিধা সমতিক্কন্ত ⇒ **বিধা** (১)।

বিধি (পুং) ১ বিধি, বিধান, নিয়ম, ক্রম, নিয়োগ, অনুষ্ঠান, শাস্ত্রবিধান, গঠন, আকার, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, বেঞ্চ, বিদ্যালয়ের শ্রেণী, সামাজিক পদ, শৃঙ্খলা, প্রণালী, ফর্মা, মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষর সমূহ, রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, শাসন, প্রভুত্ব, ব্যবস্থা, পরিমাপ, সরলরেখা টানিবার যন্ত্র, রুল, লক্ষ্য, গতি, তত্ত্বাবধান, আদেশ, শিরোনামা, উপদেশ, গতিপথ, পরিচালন, বিন্যাস, মেজাজ, প্রবণতা, হস্তান্তরিত করণ, প্রদান, প্রয়োগ, প্রকার, সূত্র, সংক্ষিপ্তাকার, নীতিবাক্য, উপায়, অপ্রাপ্ত প্রাপক বাক্যবিশেষ, আচার, ব্যাপার, যজ্ঞ, লক্ষণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মনসিকার বিধি** (অষ্টবিধ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানবিধি**—দানবিধি; = **দান**। (করণ কারকে) **বিধিনা**—উপযুক্ত ধারায় (মহাবংস)। ২ ভাগ্য, দৈব, অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, নিয়তি। (জাতক) **বিধিরহিত**।

বিধিনা (ক্রি-বিণ) বিধি অনুসারে, উপযুক্ত ধারায়, নিয়মিত পদ্ধতিতে, ঠিক নিয়মে, যথাযুক্তভাবে, নিয়ম দ্বারা, পূর্ব নির্দিষ্ট ক্রমে বা পদ্ধতিতে, নীতি অনুসারে। ⇒ **বিধি** (১)।

বিধিরহিত (বিণ) বিধিরহিত, ভাগ্যহীন, অশুভ। ⇒ **বিধি** (২)।

বিধুতিক (পুং) (গলার) মালা, হার।

বিধুনাতি (ক্রি) [বি + √ধু + না] ১ নাড়া দেওয়া, নড়া, নাড়াঝাড়া করা, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা। ২ নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, (চতুষ্পদ জন্তুকে) চর্মহীন করা। (অতীত) **বিধুনি**। (অ-বিণ) **বিধূত, বিধুনিত**। (ক্রি-বি) **বিধুনিত্বা**।

বিধুনিত (বিণ) বিধুত, বিধৃত, বিধুনিত, বিধূনিত, অভিভূত, কম্পিত, ত্যক্ত, অপসারিত, ভীত, বিদূরিত, দূরীকৃত, নিঃসারিত, বিচলিত, অস্থির। ⇒ **বিধুনাতি**।

বিধুম = **বিধূম**। ⇒ **বিধূম**।

বিধুর (বিণ) ১ বিধুর, অভাবগ্রস্ত, সহায় সম্পদহীন, হীন, কাতর, দুঃখিত, ক্লিষ্ট, নির্জন, একক, একাকী, নিঃসঙ্গ, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দুঃখী, দীন, জঘন্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, ভীত, অসমর্থ, বিকল, বিযুক্ত, বিমূঢ়। Kern. Toev.-এ "**বিদুর**" শব্দের পরিবর্তেও ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। ২ ভারমুক্ত, বোঝা শূন্য, কষ্টদায়ক বস্তুহীন বা বিষয়হীন, মুখ্য প্রসঙ্গ নাই এরূপ, অসমানকৃত। = **বিগতধুর, অপ্পটিম** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "চালাক, নিপুণ, বুদ্ধিমান", এখানে সম্ভবত বানানে "**বিদুর**" শব্দের পরিবর্তে ভুলবশত "**বিধুর**" শব্দ হইয়াছে। জাতকে গ্রহণ করা হইয়াছে "**বিধুর**"।

বিধূত (বিণ) = **বিধুনিত**। ⇒ **বিধুনিত**।

বিধূপন (ক্লী) পাখা, তালপাতার পাখা, শস্য ঝাড়া কুলা, পাখা দিয়া বাতাস করণ, শস্য ঝাড়া, প্রজ্জ্বলিত করণ,

উত্তেজিত করণ, আস্বাদন, গন্ধ, সুগন্ধ বিতরণ করণ, ধোঁয়া দেওয়া, শোধনকরণ, সুবাসিত করণ। = **চতুরস্স বীজনি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

বিধূপন বাত (পুং) ব্যজনী বা তালপাতার পাখার বাতাস। ⟹ **বাত**।

বিধূপিত (বিণ) চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে বিতাড়িত, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যায় এরূপ, বিধ্বংসিত, বিনষ্ট, নষ্টকৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভগ্ন, বধিত। = **দড়্‌ঢ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। উদানে "বিতক্কা বিধূপিতা" এর পাঠ হইবে "**বিধূপিত**"। ⟹ **বিধূপেতি**।

বিধূপেতি (ক্রি) [বি + √ধূপ + এ] ১ ধোঁয়া দেওয়া, শোধিত করা, সুবাসিত করা, সুগন্ধ করা, ছড়াইয়া দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা, প্রচার করা, পাখা দিয়া বাতাস করা, শস্য ঝাড়া, প্রজ্জ্বলিত করা, উত্তেজিত করা, সুগন্ধি বিতরণ করা। ২ চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। (বিনয়) **বিধূপযং মারসেনং**। (অতীত) **বিধূপেসি**। (অ-বিণ) **বিধূপিত**। (ব-বিণ) **বিধূপযন্ত**। (ক্রি-বি) **বিধূপেত্বা**।

বিধূম (বিণ) ধূমহীন, ধোঁয়ারহিত, নির্লিপ্ত, উদাসীন, আবেগহীন, প্রশান্ত, সুস্থির, শান্ত, নম্র, অপ্রকাশিত, গোপনীয়, উদ্ধারকৃত, মুক্ত। = **কোধ-ধূম-বিগমেন বিধূম** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **বিগত-মিচ্ছা-বিতক্কধূম** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

বিধূর = **বিধুর**। ⟹ **বিধুর**।

বিধেতি (ক্রি) = **বিদধাতি**। ⟹ **বিদধাতি**। = **বিদহতি**।

বিধেয্য (বিণ) বিধেয়, বাধ্য, আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ, শাসনীয়, বশ্য, কর্তব্য, উচিত, বিধিসিদ্ধ, বিধিসঙ্গত, বিধানযোগ্য, কথার বাধ্য, অধীন, বিনয়ী। ⟹ **বিদহতি**।

বিনট্‌ঠ (বিণ) বিনষ্ট, নষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত, পতিত, মৃত, ক্ষরিত, গত, বধিত, ভগ্ন, হারানো গিয়াছে এরূপ, বিনাশপ্রাপ্ত, বিধ্বংসী, ধ্বংসশীল। ⟹ **বিনস্সতি**।

বিনত (বিণ) বিনত, বিনীত, নম্র, অবনত, প্রণত, শিক্ষিত, নত, বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক। ⟹ **বিনমতি**।

বিনতা (স্ত্রী) বিনতা, গরুড়ের মাতা, গরুড়পক্ষী বংশের জননী, গরুড়পক্ষীর মাতা, গরুড়পক্ষী।

বিনদতি (ক্রি) [বি + নদতি] উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা, নিনাদ করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা। (জাতক) **কামংবিনদন্তু**—জয়ধ্বনি বা চিৎকার করিয়া বলিতে দাও। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) বিনাদিত—গালাগালি করা বা অপযশ করা।

বিনদ্ধ (বিণ) আবরিত, আচ্ছাদিত, আবৃত, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, গুপ্ত, বদ্ধ, নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, বাধ্য, যাইতে প্রস্তুত, আবদ্ধ, উদ্দিষ্ট, একত্রে জড়ানো বা জড়িত। (বিনয়) **চম্মবিনদ্ধ; ওনদ্ধ বিনদ্ধ**। (জাতক) **কঞ্চনলতা বিনদ্ধভেরি**। = **জটিত সংসিব্বিত** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⟹ **বিনন্ধতি**।

বিনন্ধতি (ক্রি) [বি + √নন্ধ + অ] বন্ধ করা, সমাপ্ত করা বা হওয়া, বেষ্টন করা, মিলিত করা বা হওয়া, একত্র করা, একত্রিত করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, বেষ্টন করা, পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, একত্রে জড়ানো বা জড়িত হওয়া। (অতীত) **বিনন্ধি**। (অ-বিণ) **বিনদ্ধ**। (বি-বিণ) **বিনন্ধমান (বিনন্ধমান** শব্দের পরিবর্তে)। (ক্রি-বি) **বিনন্ধিত্বা**।

বিনন্ধন (ক্লী) বন্ধনকরণ, সংযুক্তকরণ, বাধ্যকরণ, বাধিত করণ, আইনমতে বন্ধনকরণ, সংযতকরণ, কঠিনকরণ। (বিনয়) **বিনন্ধন রজ্জু**—রন্ধন করিবার দড়ি।

বিনয (পুং) ১ বিতাড়ন, নিঃশেষকরণ, লোপকরণ, বিলোপ সাধন, রদ বা রহিত করণ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, মরণ, অপসারণ, স্থানান্তর করিবার কার্য, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি। (বিনয়) **অস্মি-মানস্স বিনয**। = **অকুসলানংধম্মানংবিনযাযধম্মংদেসেমি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কোধ বিনয; উপনাহ বিনয; পিপাস বিনয; ইচ্ছা বিনয**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্থস্স মূলং নিকতি বিনয**। প্রায়শ বিশেষ ভাষায় : **রাগবিনয; দোসবিনয; মোহবিনয** (সংযুক্ত নিকায়)। ২ (তর্কবিজ্ঞান বা যুক্তি বিদ্যায়) বিনয় শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, আইন বা বিধানগ্রন্থ, সংবিধান, শাসন, প্রভুত্ব, বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা, পরিমাপ, শৃঙ্খলা, সরলরেখা টানিবার যন্ত্র, রুল, কথা বলিবার উপায় বা ধারা, বিচার করিবার নীতি, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ, অর্থ, ভাব, বুদ্ধি, বিচার শক্তি, মত, অভিপ্রায়, বিশ্বাস, ধারণা, পরিভাষা, শাস্তি, পারিভাষিক শব্দ, দণ্ড, নিবারণ, দমন, পরিশোধ, বিনিয়োগ, শিক্ষা। (তুলনীয়) **ইমিনা নযেন; অরিযস্স বিনযে বুচ্চতি লোকো** (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিযস্স বিনযে তেবিজ্জো**—আর্যবিনয়ে ত্রিবিদ্য অর্থাৎ বৌদ্ধ পরিভাষায় ত্রিবিধ জ্ঞানে জ্ঞানী; **অরিযস্স বিনয**। ৩ বিনয়, মিনতি, অনুনয়, নম্রতা, শিষ্টতা, সুশীলতা, শীল, আচার, আচরণ, সভ্যতা, শিক্ষা, অনুশাসন, নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞাধীনত্ব, আইন বা আদেশের অধীনতা, শৃঙ্খলা, কঠোর শিক্ষা, বিপদ ও দুঃখকষ্টের মধ্যদিয়া চরিত্রের উন্নয়ন, আদর্শক আচরণ, নৈতিক চরিত্র, কর্তব্য বিষয়ক জ্ঞান, নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র, ধর্মাচরণ, ধর্ম, নৈতিক আবেদনপূর্ণ নাটক বিশেষ, সদাচরণ। = **আচার বিনয** (জাতক অর্থকথা)। **অরিয-বিনযে সদ্ধা যস্স পতিট্‌ঠিতা** ইত্যাদি (বৌদ্ধ

নৈতিকতায় শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত)। ৪ নৈতিক আইন বা নিয়ম, প্রব্রজিত ভিক্ষুদের শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মাবলী বা সংহিতা (আইন), বুদ্ধের শাসন-প্রণালী, আদর্শ আচরণের নিয়ম, আচরণীয় নিয়ম, শৃঙ্খলাবদ্ধ নীতি, বুদ্ধের শাসন, প্রাতিমোক্ষাদি বিনয়শাস্ত্র, প্রজ্ঞালাভ বা নির্বাণ দর্শনের উপায় বা নিয়ম ধারা, বিনয় শাস্ত্রের নিয়ম। ⇒ **অভিধম্ম, পিটকত্তয, বিনয-পিটক।** (যৌগিকে) **ধম্মতো বিনযতো চ**—ধর্ম এবং বিনয়কে ভিত্তি করিয়া (বিনয়)। **ধম্মো চ বিনযো চ।** (দ্বন্দ্বরূপে ব্যবহার) **ধম্ম বিনয**—বুদ্ধের সম্পূর্ণ শিক্ষা বা উপদেশ (দীর্ঘনিকায়)। (বিনয়) **বিনযে ছেকো হোতি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অযং ধম্মো, অযল বিনযো, ইদং সত্থু-সাসনং।** বিনয় সম্বন্ধে গাথায় বলা হইয়াছে:— (বিবিধ-বিসেস) **নযত্তা বিনযনতো বিনযো'তি অকখাতো** অর্থাৎ "যেহেতু ইহাতে আদেশ এবং মূল তত্ত্ব রহিয়াছে, ইহা কার্য এবং বাক্যকে সংযত করিয়া থাকে, তদ্ধেতু নরগণ ইহাকে বিনয়শাস্ত্র বলিয়া থাকেন এবং ইহা বিনয়রূপে অনূবাদিত"।

বিনযকথা (স্ত্রী) বিনয়-সম্বন্ধে কথা, বিনয় কথা, বিনয়-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাপুস্তক।

বিনযকম্ম (ক্লী) বিনয়শাস্ত্রে অনুমোদিত কার্য, বিনয়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য। (তুলনীয়) **ধম্মকম্ম।**

বিনযট্ঠকথা (স্ত্রী) বিনয়ের অর্থকথা, বিনয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যাপুস্তক।

বিনযতি (ক্রি) বিনীত করা, দমন করা, সংযম শিক্ষা করা, বিনীত হওয়া, পরাজিত করা, বিনীত হওয়া, পরাজিত করা, ইন্দ্রিয় দমন করা। = **বিনেতি।**

বিনযধর (বিণ) বিনয়ধর, বিনয়ের নীতিসমূহ আচরণকারী, বিনয় পিটক যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে, যিনি সর্বতোভাবে বিনয়শাস্ত্রে উল্লিখিত বিধান বা নিয়মসমূহ উৎসাহের সহিত নির্দোষরূপে পালনে রত, যিনি বিনয়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিনয়শাস্ত্রজ্ঞাত, বিনয়ের নীতিপালনে দক্ষ, বিনয়শাস্ত্রে দক্ষ। ⇒ **ধর, পিটক** (২)। (বিনয়) **বিনযধর ধম্মধর; বিনযধর মাতিকাধর।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিনযধর ধম্ম; বিনযধর কথিত; বিনযধর ধুতবাদ।** (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) বিনয় ধর।

বিনযধর কত্ত (ক্লী) বিনয়শাস্ত্র-সম্বন্ধে কথন বা ভাষণ, বিনয়োপদেশ।

বিনযন (ক্লী) ১ স্থানান্তর করণ, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, মোচন, অপনয়ন, অপনোদন, বিদূরণ, বিদূরিত করণ, অপসারণ, পদচ্যুতি, বিনীত করণ, শান্তকরণ, নিবারণ করণ, বিনয়ন, স্থান পরিবর্তন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পিপাসা বিনযন।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোক বিনযন।** ২ শিক্ষা, সংবাদ জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, অনুশাসন, নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞাধীনত্ব, আইন বা নিয়মশৃঙ্খলার অধীনতা, আদেশের বাধ্যতা, বিনয়, শৃঙ্খলা, শাসন, শাস্তি, দণ্ড, কঠোর শিক্ষা, বিপদ ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া চরিত্রের উন্নয়ন, (কথায়) উদাহরণ প্রয়োগ।

বিনযপিটক (ক্লী) বিনয়পিটক, বিনয়শাস্ত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আইন বা নিয়ম শৃঙ্খলার গ্রন্থ, যেই শাস্ত্রে প্রব্রজিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য শাসন ও দণ্ডবিধির আইন সমূহ বিধিবদ্ধ করা আছে। সাধারণত বিনয়পিটক বা বিনয় শাস্ত্র বলিলে প্রব্রজিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের "শাসনবিধি ও দণ্ডবিধান বিধিকেই" বুঝায়। এই বিনয় শাস্ত্রকে বলা হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আইন সন্নিবিষ্ট গ্রন্থ যাহাতে প্রব্রজিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা, স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিধিবদ্ধ সংবিধান রচিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আত্মচরিত্র গঠন করিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত নিয়মানুসারে ধর্মের প্রতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক ও দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। বিনয় পিটকের এই ইতিহাস ও সারতত্ত্বকে "**বিনয়**" বলা হয়। (বিপ) **সুত্তপিটক।** ⇒ **বিনয, তিপিটক।**

বিনযপিটক অট্ঠকথা—বিনয়পিটকের বা বিনয়শাস্ত্রের অর্থকথা বা ব্যাখ্যা পুস্তক। = **বিনযট্ঠকথা।** (বিপ) **সুত্তপিটক অট্ঠকথা, সুত্তন্তপিটক অট্ঠকথা।** এই অর্থকথাকে এককথায় "**সমন্ত পাসাদিকা**"-ও বলা হয়।

বিনযবত্থু (ক্লী) বিনয়পিটকে উল্লিখিত বিষয়বস্তু, বিনয়গ্রন্থে উল্লিখিত পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়।

বিনযবাদিন (বিণ) বিনয়বাদী, বিনয়বাদিন, স্বধর্মপরায়ণ, ধর্মমতে দৃঢ় বিশ্বাসী, গোঁড়া, নৈষ্ঠিক, শাস্ত্র বিশ্বাসী, যিনি সবসময়ে বিনয়-সম্বন্ধে কথা বলিয়া থাকেন, যিনি প্রকাশ্যে বিনয়ের বিষয় প্রকাশ করেন (অথবা বিনয়ে উল্লিখিত স্বভাবের ধারানুযায়ী ভাষণকারী), বিনয় অনুসরণকারী (এখানে দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথায়) বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় : **সংবর-বিনয পহান-বিনয সন্নিস্সিতং কত্বা বদতী'তি;** পুগ্গল-পঞ্ঞত্তিতে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"আত্মসংযম রক্ষা করিয়া কথা বলা"। ⇒ **বাদিন, ধম্মবাদিন।** (পুং) যিনি সর্বদা বিনয়াচরণ করিয়া বিনয়ের কথা বলেন।

বিনযবাদী = **বিনযবাদিন।** ⇒ **বিনযবাদিন।**

বিনযবিনিচ্ছয (পুং) পবিত্র ধর্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয়ের ন্যায় বিনয় বা অনুশাসন আছে ঈদৃশ গ্রন্থ বা স্থান। ⇒ **বিনয, বিনিচ্ছয** (৩)।

বিনযানুগ্গহ—বিনয়ানুগ্রহ, বিনয়-সম্বন্ধে (অর্থাৎ বিনয় অনুসারণ করিয়া) কথা কথন।

বিনলীকত (বিণ) বিধ্বংসিত, বিনষ্ট, ভগ্ন, ভগ্ন, নষ্টকৃত, অব্যবহার্য হইয়াছে এমন, খাগড়া অথবা ফুল বা ফলের বোঁটার ন্যায় অপসারিত। = **উচ্ছিন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (জাতক) **বিদ্ধস্ত বিনলীকত।**

বিনস্সতি (ক্রি) [বি + √নস + য] হারাইয়া যাওয়া, বিনষ্ট

হওয়া, বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপব্যয়িত হওয়া, নষ্ট হওয়া, অধিকার ভ্রষ্ট হওয়া, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিনাশ হওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, মৃত্যু হওয়া, বধিত হওয়া। (পঞ্চমী) **বিনস্‌স**—বিনাশ কর। (অতীত) **বিনস্‌সি**। (অ-বিণ) **বিনট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **বিনস্‌সন্ত, বিনস্‌সমান**। (ক্রি-বি) **বিনস্‌সিত্বা**। (করণে) **বিনাসেতি**।

বিনস্‌সন (ক্লী) বিনাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ, মৃত্যু, অদর্শন, লোপ, ক্ষয়, অপচয়, অভাব, জীবন হারানো, অকালে ধ্বংস।

বিনা (উপসর্গপদ, অব্যয়) বিনা, ব্যতিরেকে, ব্যতীত, ছাড়া, অবর্তমানে, অভাবে, বর্জনে। (বিনয়) **বিনা দণ্ডেন**—দণ্ড ব্যতীত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুরিসেহি বিনা**—পুরুষ ছাড়া, মানুষের অবর্তমানে। (সূত্রনিপাত) **ঞাতিসঙ্ঘা বিনা হোতি**—জ্ঞাতিবর্গ হইতে পৃথক হইয়া; (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) বিনা ভবতি। (মহাবংস) **ন সক্কা হি তং বিনা**। (যৌগিকে) **বিনাভাব** (সূত্রনিপাত)। = **বিযোগ** (জাতক অর্থকথা)।

বিনাতি (ক্রি) [বি + √না + অ] বস্ত্রবুনা, তাঁতে বুনা, মিশাইয়া এক করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তন্তং বিনাতি**। (অতীত) **বিনি**। (অ-বিণ) **বীত**। (তুম্) **বেতুং**। **(কর্মবাচ্যে) বিয্যতি**। (করণে) **বিনাপেতি**।

বিনাপেতি (ক্রি) বস্ত্র বুনানো, (কাহার ও দ্বারা) তাঁতে বুনানো, বস্ত্র বুনিবার জন্য অথবা তাঁতে বুনিবার জন্য আদেশ করা। = **বাযাপেতি**। ⇒ **বিনাতি**।

বিনাপেস্‌সামি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া)। ⇒ **নিজ্জরেতি**।

বিনাভাব (পুং) পরিবর্তন, পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, অনৈক্য, বিতর্ক, মতানৈক্য, বিয়োগফল, অন্তর। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) বিনাভাব। ⇒ **বিনা, ভাব** (১)।

বিনাম (পুং) = **বিনামন**। ⇒ **বিনামন**।

বিনামন (ক্লী) বাঁকানো, বক্রকরণ, শরীর বা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ বক্রকরণ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **কায বিনামন**—উঠিবার উদ্দেশ্যে শরীর বা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে বক্রকরণ। **বিজম্ভিকা** শব্দের বর্ণনায়ও এই শব্দটি দৃষ্ট হয়।

বিনামেতি (ক্রি) [বি + √নম + এ] বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো, পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া বা জড় হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া। (অতীত) **বিনামেসি**। (অ-বিণ) **বিনামিত**। (ক্রি-বি) **বিনামেত্বা**।

বিনাযক (পুং) ১ বিনায়ক, বুদ্ধ, মহাগুরু শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, অগ্রগামী লোক, দলপতি, নেতা, অধিনায়ক। = **বেনেয্যসত্তে বিনেতি**। ২ বিচারপতি, সমালোক।

বিনাস (পুং) বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, উচ্ছেদ, অদর্শন, লোপ, ক্ষয়, অপচয়, অভাব, হানি, নাশ, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব। (দীর্ঘনিকায়) **বিনাস উচ্ছেদ; বিনাস বিভব**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধনবিনাস**। = **নাস**।

বিনাসংপত্ত (বিণ) বিনাশপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। = **বিভবংগত**।

বিনাসক (বিণ) বিনাশক, ঘাতক, সংহারক, ধ্বংসকারী, বিনষ্টকারী, বিনাশকারী, উচ্ছেদকারী, লয়কারী, ধ্বংসে হইবার কারণ করে এমন।

বিনাসতি (ক্রি) বিনাশ হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, বধিত হওয়া। (কর্মবাচ্যে) **বিনাসযতি**। (করণে) **বিনাসেতি**।

বিনাসন (ক্লী) বিনাশকরণ, বিনাশন, সংহার করণ, বধকরণ, উচ্ছেদ করণ, মৃত্যু ঘটানো, ক্ষয়করণ, লয় করণ, বিনাশ সাধন। = **নিগ্‌ঘাতন**।

বিনাসযতি (ক্রি) বিনাশ হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, বধিত হওয়া। ⇒ **বিনাসতি, বিপাটেতি**।

বিনাসিক (বিণ) = **বিনাসক**। ⇒ **বিনাসক**।

বিনাসেতি (ক্রি) [বি + √নস + এ] ১ ধ্বংসের কারণ করা, মৃত্যুর কারণ করা, বিনাশের কারণ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, নাশ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, অপচয় করা, বিগড়াইয়া দেওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধনং বিনাসেতি**। ২ দেশ হইতে বিতাড়িত করা, নির্বাসিত করা, বহিষ্কার করা, তাড়াইয়া দেওয়া, মন হইতে দূরীভূত করা। ⇒ **বিনস্‌সতি**। (অতীত) **বিনাসেতি**। (অ-বিণ) **বিনাসিত**। (ব-বিণ) **বিনাসেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিনাসেত্বা**।

বিনিগল্‌তি (ক্রি) [বি + নিগড়তি] নিম্নে পতিত হওয়া, নীচে নামিয়া আসা, বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময়ে অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, (কোনো কার্যাদি) শেষ করিয়া দেওয়া, সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, বাদ দেওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামানো, পত্র পাঠানো।

বিনিগ্‌গচ্ছতি (ক্রি) নির্গত হওয়া, প্রচারিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, নিষ্ক্রান্ত হওয়া, নিঃসৃত হওয়া, বহির্গত হওয়া, অপসৃত হওয়া, প্রস্থিত হওয়া, অতীত হওয়া। (অতীত) **বিনিগ্‌গচ্ছি**। (অ-বিণ) **বিনিগ্‌গত**।

বিনিগ্‌গত (বিণ) বিনির্গত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বহির্গত, অপসৃত, প্রস্থিত, অতীত, প্রচারিত, প্রকাশিত। ⇒ **বিনিগ্‌গচ্ছতি**।

বিনিগ্‌গহ (পুং) সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাধা, প্রতিবন্ধক, আকস্মিক দমন, তিরস্কার।

বিনিগ্গীলতি (ক্রি) অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা, বিকীর্ণ করা, নিঃসরণ করা।

বিনিঘাতিন (বিণ) পরাজয়ের ভয়ে ভীত, বিফল হওয়ার ফলে ভীত, পরাভূত হওয়ার ভয়ে ভীত, (বিতর্ক বা বাদানুবাদের) ফল বা পরিণাম-সম্বন্ধে চিন্তিত। সূত্রনিপাতের বিশেষ ভাষায় **"বিনিঘাতী হোতি"** এর পরিবর্তে হইবে **"বিনিঘাতি হোতি"**।

বিনিচ্ছতি (ক্রি) = **বিনিচ্ছিনাতি**। ⟹ **বিনিচ্ছিনাতি**।

বিনিচ্ছয (পুং) বিনিচ্ছয়, প্রভেদ, তীক্ষ্নবুদ্ধি, বিচার শক্তি, বিবেচনা, প্রভেদ-চিহ্ন, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, দৃঢ় ধারণা বা মত, গভীর জ্ঞান। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাপকম্ম বিনিচ্ছয**। (সূত্রনিপাত) **ধম্মবিনিচ্ছয়**; = **দ্বাসট্‌ঠি দিট্‌ঠি-বিনিচ্ছযা** (মহানির্দেশ)। (সূত্রনিপাত) **বিনিচ্ছযং কুরুন্তে**। (জাতক) **অত্থবিনিচ্ছয**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কূট-বিনিচ্ছয**। ২ সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি, মীমাংসা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, চরিত্রের দৃঢ়তা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, পরীক্ষা, পরখ, আদালত প্রভৃতির বিচার, কষ্ট, ক্লেশ, দুঃখ, প্রলোভ, (রাজা কর্তৃক অথবা তৎমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত) রায়, বিচার, সিদ্ধান্ত, দণ্ডাজ্ঞা, দণ্ড, ধারণা, রুচি, বিবেক, মত, সত্যনির্ধারণার্থ বিষয়সমূহের তুলনা, ভিক্ষুদের শাসনানুশাসন, বিধি, ধারা, যথানিয়মে বিনয়ে উল্লিখিত আইন বা বিধি, শাসনানুশাসন। দীর্ঘনিকায়ে **"লাভ"** সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "কাহারও লাভের দ্বারা কি করা যায় উহার মীমাংসা করণ"; = বিভঙ্গ অর্থকথার বর্ণনা যেখানে চতুর্বিধ **"বিনিচ্ছয"** এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা— **ঞাণবিনিচ্ছয, তণ্হাবিনিচ্ছয, দিট্‌ঠি বিনিচ্ছয, বিতক্কবিনিচ্ছয**। ৩ বিচারালয়, আদালত, বিচারস্থান, ধর্মাধিকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিনয বিনিচ্ছয**—যেই গ্রন্থে বা স্থানে পবিত্র বিচারালয় সদৃশ অনুশাসন আছে। ৪ (যুক্তিবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে—) বিচারের ধারা বা জেরা, বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, স্থিরভাবে চিন্তা, বিচক্ষণতা, আলোচনা, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, নিরূপণ, নির্ণয়। (জাতক) **বিনিচ্ছযং বিচারেতি**। বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে—**"অত্থ, লকখণ"** ইত্যাদি অনুসারে অর্থ প্রকট হয়।

বিনিচ্ছয কথা (স্ত্রী) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, ভাবের বিশেষ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ, বিশ্লেষণমূলক আলোচনা বা বিচার, বিশ্লেষণের ধারামূলক তর্ক বা বাদানুবাদ, ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মবিধির সমালোচনা ও ব্যাখ্যা, বিশদ ব্যাখ্যা, অর্থ, অনুবাদ। (বিপ) **পালি-বণ্ণনা**।

বিনিচ্ছযঞঞু (বিণ) মীমাংসায় বা বিচারে রায় প্রদানে দক্ষ।

বিনিচ্ছযট্‌ঠান (ক্লী) বিচার স্থান, আদালত, ধর্মাধিকরণ, বিচারালয়।

বিনিচ্ছযধম্ম (পুং) আইন সাধন, নিয়ম বা আইনের অভ্যাস বা পুনঃপুন ব্যবহার, উকিল প্রভৃতি আইনজ্ঞের পেশা।

বিনিচ্ছয বীথি (স্ত্রী) (যুক্তিবাদে) রায় প্রদানের বা বিচারের ধারা বা নিয়ম, বিচার পদ্ধতি, বিনিচ্ছয় বা বিচার-সম্বন্ধীয় পথ বা উপায়। ⟹ **বিনিচ্ছয, বীথি** (২)।

বিনিচ্ছয সালা (স্ত্রী) বিচারশালা, বিচারগৃহ, আদালত, বিচারালয়।

বিনিচ্ছযে ঠিত (বিণ) বিচারের জন্য নীত, বিচারস্থানে আনীত।

বিনিচ্ছরতি (ক্রি) [বি + নিচ্ছরতি] (সর্বদিকে) নির্মূল হওয়া, নির্বাপিত হওয়া।

বিনিচ্ছিত (বিণ) মীমাংসিত, নিঃসন্দেহ, স্থিরীকৃত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পার্থক্য বিচারকৃত, দূর হইতে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য লক্ষ্যকৃত, মনে মনে পার্থক্য বুঝিতে পারে এমন, প্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট, চিহ্নিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীত, বিচারিত, বিচারকৃত, রায় প্রদত্ত, সালিশিকৃত, বিবেচিত। ⟹ **বিনিচ্ছিনাতি, বিনিচ্ছেতি**।

বিনিচ্ছিন (বিণ) সূক্ষ্মদর্শী, তীক্ষ্নবুদ্ধি, পার্থক্য বিচারে নিপুণ, বিচারদক্ষ।

বিনিচ্ছিনতি (ক্রি) = **বিনিচ্ছিনাতি**। ⟹ **বিনিচ্ছিনাতি**।

বিনিচ্ছিনন (ক্লী) বিচারে রায় প্রদান।

বিনিচ্ছিনাতি (ক্রি) [বি + নি + √ছি + না] অনুসন্ধান করা, চেষ্টা করা, পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা, অনুভব করা, বিচার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, অবসন্ন করা, পীড়িত করা, পাইতে চেষ্টা করা, মীমাংসা করা, নিষ্পত্তি করা, সমাধান করা, স্থির করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, সীমা নির্দেশ করা, সীমাবদ্ধ করা, নির্ধারণ করা, সংকল্প করা, সিদ্ধান্ত করা, সিদ্ধান্তে আসা, রায় দেওয়া, সালিশ করা, বিবেচনা করা। (অতীত) **বিনিচ্ছিনি**। (অ-বিণ) **বিনিচ্ছিত**। (ভবিষ্যতে) **বিনিচ্ছিস্সতি**। (ক্রি-বি) **বিনিচ্ছিত্বা**। (তুম) **বিনিচ্ছিতং**। (করণে) **বিনিচ্ছেতি**।

বিনিচ্ছেতি (ক্রি) [বি + নি + √ছি + এ] অনুসন্ধান করা, বিচার করা, রায় প্রদান করা, সালিশ করা, বিবেচনা করা। ⟹ **বিনিচ্ছিনাতি**। (অতীত) **বিনিচ্ছেসি**। (অ-বিণ) **বিনিচ্ছিত**। (ব-বিণ) **বিনিচ্ছেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিনিচ্ছেত্বা**।

বিনিজ্জিত (বিণ) অরঞ্জিত, সাদাসিধা।

বিনিদহতি (ক্রি) ভুলস্থানে রাখা, অনুচিত পাত্রে স্থাপন

করা বা রাখা, ভুলক্রমে সমর্থন করা বা দাবি করা, মিথ্যা ধারণা দেওয়া। (ক্রি-বি) **বিনিধায**।

বিনিধায (ক্রি-বি) ভুল স্থানে রাখিয়া, অনুচিত পাত্রে স্থাপন করিয়া বা রাখিয়া, ভুলক্রমে সমর্থন করিয়া বা দাবি করিয়া, মিথ্যা ধারণা দিয়া। ⇒ **বিনিদহতি**।

বিনিন্দতি (ক্রি) [বি + নিন্দতি] ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা, দোষারোপ করা, গালাগালি দেওয়া।

বিনিপাত (পুং) বিনিপাত, পতন, অপমান, মৃত্যু, ক্লেশ, দুঃখ, দৈবদুঃখ, নাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ, বিনাশ, দুঃখজনক স্থান, মানসিক বা দৈহিক দুঃখকষ্টের স্থান, শাস্তিজনক অবস্থা, দণ্ডপ্রাপ্তির রাজ্য, দুর্গতি ভূমি বা স্থান, আপায় স্থান। (যৌগিকে) **অপায-বিনিপাত; দুগ্গতিবিনিপাত; দুগ্গতি অপায বিনিপাত নিরয** (বিনয়)। বিশুদ্ধিমার্গে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**বিনাসা নিপতন্তিতত্থ দুক্কটকারিনো (দুক্কতকারিনো)**; এই বর্ণনায় "**দুগ্গতি**" এবং "**নিরয**" অর্থও বুঝাইয়াছে। "**সোতাপন্ন**"-কে বলা হয় "**অবিনিপাত-ধম্মো**" অর্থাৎ নরকযন্ত্রণাভোগ হইতে মুক্ত (⇒ সোতাপন্ন); = **খীণ-নিরয** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

বিনিপাতিক (বিণ) নরকযন্ত্রণাভোগী, মৃত্যুর পর দেহত্যাগ শাস্তি ভোগের অধীন, যেই ব্যক্তি দুঃখপূর্ণ স্থানে উৎপন্ন হইয়া দুঃখভোগ করিতে থাকে।

বিনিপাতেতি (ক্রি) [বি + নি + √পত + এ] ধ্বংসের মধ্যে আনা, ক্ষয় করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, পরাভূত করা, বিফল করা, ব্যর্থ করা, উচ্ছন্ন করা, ব্যয় করা, অপব্যবহার করা।

বিনিবদ্ধ (বিণ) বদ্ধ, আবদ্ধ, বাধ্য, সম্বন্ধযুক্ত, সংলগ্ন, সম্পর্কিত। ⇒ **বিনিবন্ধতি**।

বিনিবন্ধ (পুং) দাসত্ব, বন্দিদশা, অবরোধ অবস্থা, আসক্তি, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব। পঞ্চ "**চেতসো বিনিবন্ধা**" (মনের অবরোধ অবস্থা), যথা—**কামেসু রাগো, কাযে রাগো, রূপে রাগো, যাবদত্থং উদরাবদেহকং ভুঞ্জিত্বা সেয্য-সুখং অনুযোগো, অঞ্ঞতরং দেব-নিকাযং পণিধায ব্রহ্মচরিযং**।

বিনিবন্ধতি (ক্রি) সম্পর্কযুক্ত থাকা, সংযুক্ত থাকা, আবদ্ধ থাকা, বাধ্য থাকা, সংলগ্ন থাকা। (অ-বিণ) **বিনিবদ্ধ**।

বিনিবন্ধন (ক্লী) = **বিনিবন্ধ**। ⇒ **বিনিবন্ধ**।

বিনিবেঠন (ক্লী) = **বিনিবেঠন**। ⇒ **বিনিবেঠন**।

বিনিব্ভুজতি (ক্রি) [বি + নি + √ভুজ + অ] ১ ভিতরের জিনিস বাহির করা। ২ পৃথক করা বা হওয়া, স্বতন্ত্র করা বা হওয়া, বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, কর্তন করা, ছিন্ন করা, কাটিয়া ফেলা, নড়ানো, নড়াচড়া করা, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, কাটা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো। ৩ নির্মল করা, পরিষ্কার করা, পবিত্র করা; (চরিত্রে) চালুনি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঝাড়া, চালা, পৃথক করা, তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, বিভিন্ন করা, প্রভেদ করা। (অতীত) **বিনিব্ভুজি**। (অ-বিণ) **বিনিব্ভুত্ত**। (ব-বিণ) **অবিনিব্ভুজং**। (ক্রি-বি) **বিনিব্ভুজিত্বা**।

বিনিব্ভুজন (ক্লী) ভিতরের জিনিস বাহির করণ।

বিনিব্ভুঞ্জতি (ক্রি) = **বিনিব্ভুজতি**। ⇒ **বিনিব্ভুজতি**।

বিনিব্ভুত্ত (বিণ) বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত, প্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট, চিহ্নিত, স্বতন্ত্র, প্রভেদক, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। ⇒ **বিনিব্ভুজতি**।

বিনিব্ভোগ (বিণ) অভাবগ্রস্ত, বিযুক্ত, হীন, বঞ্চিত, অভাববিশিষ্ট, অপর্যাপ্ত। (থেরগাথা অর্থকথা) **বিঞ্ঞাণ বিনিব্ভোগ**। (পুং) চালুনি দ্বারা ঝাড়িয়া বাহির করণ, চালা, চালন, পৃথককরণ, তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া বাহির করণ, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ-চিহ্ন, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ধাতুবিনিব্ভোগ**।

বিনিভিন্দতি (ক্রি) [বি + নি + √ভিদ + অ] জোরপূর্বক প্রবেশ করা, অগ্রাহ্য করা।

বিনিময (পুং) বিনিময়, পরিবর্ত, প্রতিদান, বদল, বন্ধক, আঘাত প্রতিঘাত, ব্যতিহার, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বাণিজ্যস্থান, বণিকদিগের আড্ডা, টেলিফোন লাইনের সংযোগ আফিস, দ্রব্য বিনিময় দ্বারা ব্যবসায়।

বিনিমীলেতি (ক্রি) [বি + নিমীলেতি] চক্ষু বন্ধ করা, চোখ বোজা।

বিনিমুত্ত (বিণ) [বি + নিস + মত্ত] ১ বন্ধনমুক্ত, খালাস দেওয়া হইয়াছে এরূপ, মুক্ত, সত্ত্ব পরিত্যক্ত, দাবি পরিত্যক্ত, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি প্রদত্ত, বিনির্মুক্ত, বহির্গত, পৃথকভূত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, উদ্ধৃত, অনাচ্ছন্ন, উদ্ঘাটিত। ২ (তীর-সম্বন্ধে) তীর ছুড়িয়াছে এরূপ।

বিনিমোচেতি (ক্রি) [বি + নি + √মুচ + এ] নিজকে মুক্ত করা, মুক্তি লাভ করা। (অতীত) **বিনিমোচেসি**। (অ-বিণ) **বিনিমোচিত**। (ক্রি-বি) **বিনিমোচেত্বা**।

বিনিম্মুত্ত (বিণ) মুক্ত, উদ্ধার প্রাপ্ত। = **বিনিমুত্ত**।

বিনিযুজ্জতি (ক্রি) [বি + নিযুজ্জতি] সংযুক্ত হওয়া, সংযোগ হওয়া, একত্রিত হওয়া, (আত্মীয়-সম্পর্কে) যুক্ত হওয়া, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া, ফলস্বরূপ বা স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হওয়া, জমা হওয়া। = **উপকপ্পতি**।

বিনিযোগ (পুং) বিনিয়োগ নিকটতম সম্বন্ধ, প্রয়োগ, কোনো বিষয়ে নিয়োজিত করণ, নিয়োগ, অর্পণ, প্রেরণ,

প্রবেশন, আরোপ, রতকরণ, উপযোজন, আবেদন, আবেদনপত্র, অধিকার, অধিকার ভোগ, সম্পত্তি, ভূতাবেশ, দখলীকৃত বা অধিকৃত বা প্রাপ্ত বস্তু বা বিষয়, অধিকৃত বস্তু, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, সম্পত্তি, অধিকৃত বিদেশী রাজ্য, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, উপকারিতা, প্রথা, ধারা, রীতি, প্রয়োজন, আবশ্যকতা, সুবিধা, অভ্যাস।

বিনিবট্টেতি (ক্রি) = **বিনিবত্তেতি**। ⇒ **বিনিবত্তেতি**।

বিনিবত্তেতি (ক্রি) [বি + নি + √বত + এ] ১ পরিণত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, লাগানো, উল্টাইয়া দেওয়া, উল্টানো, বিপর্যস্ত করা, ঘুরা বা ঘুরানো, পাক দেওয়া, পাল্টানো, বদলানো, হওয়া, ঘটানো, আকার দেওয়া, গঠন করা, কুঁদিয়া বাহির করা, ভিন্ন গতি লওয়া, পরিবর্তন করা, শেষ হওয়া, মুখস্থ বলা, পুনর্বার বলা, পুনরাবৃত্তি করা, পুনর্বার করা, সম্পূর্ণরূপে ঘুরাইয়া দেওয়া। ২ (কাহাকেও কিছু হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া, নানাদিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা। ৩ ঘুরা, চাকার ন্যায় ঘুরা, তাল পাকাইয়া যাওয়া, অক্ষের উপর আবর্তিত হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, গড়াইতে থাকা, ইতস্তত চালিত হওয়া, দোলায়িত হওয়া, গড় গড় করিয়া শব্দ হওয়া, ঢাকের শব্দের মত শব্দ হওয়া, গড়ানো, গুটানো, জড়ানো, চক্রের উপর সঞ্চালিত করা বা ঘুরানো, চালিত করা, চাপিয়া সমতল করা, গোলাকার বস্তু দ্বারা পেষণ করা, দ্রুত হস্তে বাজানো, বিজড়িত করা, বেষ্টন করা, গড় গড় করিয়া বলিয়া যাওয়া, মনে মনে তোলপাড় করা, হড়কাইয়া যাওয়া, ধীরে ধীরে বহিয়া যাওয়া, ধীরে ধীরে চালানো। (অতীত) **পরিবত্তেসি, পরিবট্টেসি, পরিবত্তয়ি**। (অ-বিণ) **পরিবত্তিত, পরিবট্টিত**। (ক্রি-বি) **পরিবত্তেত্বা, পরিবট্টেত্বা**।

বিনিবিজ্ঝ (বিণ) বিদ্ধ করা যায় এরূপ, বিদ্ধ হয় এরূপ, ছিদ্র হয় এরূপ, ভেদ হয় এরূপ, বোধগম্য, বিদীর্ণ হয় এরূপ, মর্মভেদী, মর্মস্পর্শী, মর্মস্পর্শ হয় এরূপ, মোহিত হয় এরূপ, রহস্যভেদ হয় এরূপ, গুপ্ত বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় এরূপ। (ক্রি-বি) বিদ্ধ হইয়া, ছিদ্র হইয়া, (ভেদ হইয়া, বিদীর্ণ হইয়া, মর্মস্পর্শ হইয়া, মোহিত হইয়া, রহস্য ভেদ হইয়া, গুপ্ত বিষয়ে প্রবিষ্ট হইয়া। ⇒ **বিনিবিজ্ঝতি**।

বিনিবিজ্ঝতি (ক্রি) [বি + নি + √বিধ + য] বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, জানা, বোধগম্য হওয়া, গুপ্তবিষয়ে প্রবেশ করা। (অতীত) **বিনিবিজ্ঝি**। (অ-বিণ) **বিনিবিদ্ধ**। (ব-বিণ) **বিনিবিজ্ঝ** (ক্রি-বি) **বিনিবিজ্ঝিত্বা, বিনিবিজ্ঝ**।

বিনিবিজ্ঝন (ক্লী) বিদ্ধকরণ, ভেদকরণ, মর্মভেদকরণ, রহস্য ভেদ করণ, ছিদ্রকরণ, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করণ, মোহিতকরণ, বিদীর্ণ করণ, অর্থজ্ঞান, বোধগম্য করণ, অর্থ জ্ঞাতকরণ। থেরগাথা অর্থকথায় "**বহুবিধ**" শব্দে বর্ণনায় এই শব্দটি পাওয়া যায়।

বিনিবিদ্ধ (বিণ) ছিদ্রিত, বিদ্ধ, ভেদিত, মর্মভেদিত, মর্মস্পর্শিত, রহস্য ভেদিত, গুপ্তবিষয়ে প্রবিষ্ট, মোহিত, বিদিত, জ্ঞাত। ⇒ **বিনিবিজ্ঝতি**।

বিনিবেঠন (ক্লী) ভাঁজ খোলা অবস্থা, অগুটানো অবস্থা, অমোড়া অবস্থা, অজড়ানো অবস্থা, জটখোলা অবস্থা, পাকখোলা অবস্থা, অসমাধানকৃত অবস্থা, সুতাছাড়ানো, অবস্থা; (চরিত্রে) ব্যাখ্যাকরণ, অর্থ করিয়া বুঝানো, স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, পরিষ্কার করণ, খণ্ডন বা খণ্ডনপ্রণালী। (চুল্লনিদ্দেস) **দিট্‌ঠি সঙ্ঘাতস্‌স বিনিবেঠন**। মহানির্দেশে ইহার পাঠ হইয়াছে "**বিনিবেধন**"। (বিমানবথু অর্থকথা) **দিট্‌ঠি-গন্থি বিনিবেঠন**।

বিনিবেঠেতি (ক্রি) [বি + নি + √বেঠ + এ] ১ উদ্ধার করা, মুক্ত করা, প্রকাশ করা, ভাঁজ খোলা। (বিনয়) **অন্তগণ্ঠিং বিনিবেঠেতি**—অন্ত্রের ভাঁজ খোলা। (জাতক) **সরীরং বিনিবেঠেতি**। ২ নিজকে উদ্ধার করা, নিজকে মুক্ত করা। (অতীত) **বিনিবেঠেসি**। (অ-বিণ) **বিনিবেঠিত**। (ক্রি-বি) **বিনিবেঠেত্বা**।

বিনিবেধন (ক্লী) = **বিনিবেঠন**। ⇒ **বিনিবেঠন**। (তুলনীয়) **নিব্বেধ**।

বিনিবেস (পুং) [বি + নিবেস] গ্রন্থি, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, আসক্তি, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিনিবেস বিনিবন্ধ**।

বিনীত (বিণ) বিনীত, শান্ত, নম্র, অনুদ্ধত, বিনয়ান্বিত, ধার্মিক, শিক্ষিত, জিতেন্দ্রিয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত, দমিত, বশীভূত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিযত্ত বিনীত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিনীত বথু**। ⇒ **বিনেতি**।

বিনীলক (বিণ) [বি + নীলক] ঈষৎ নীলযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (বেগুনে রঙের), বিবর্ণ, স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত, বর্ণান্তর, বদ রঙের, খারাপ বর্ণের। জাতকে হংস-শাবক, মরালের ও কাকের জারজ সন্তান-সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "পিতার সদৃশও নয় মাতার সদৃশও নয়" অর্থাৎ শ্বেত-কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণের। সাধারণ শবের বর্ণ-সম্বন্ধে ইহার অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে "বেগুনিবর্ণ, বিবর্ণ" এবং ধ্যান সম্বন্ধে ইহার অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে—দশ "**অসুভ-সঞ্ঞা**" এর মধ্যে একটি। (মধ্যম নিকায়) **উদ্ধুমাতক বিনীলক**। ⇒ **অসুভলক্খণ**।

বিনীবরণ (বিণ) [বি + নীবরণ] মনের উন্নতির ধারায় বাধাহীন, বাধামুক্ত, খোলা, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, অপক্ষপাতী, পক্ষপাতরহিত। (বি-ভা) **বিনীবরণ চিত্ত**—অপক্ষপাতী পক্ষপাতহীন মন। (যৌগিকে)

বিনীবরণ মুদু-চিত্ত; বিনীবরণ উদগ্গ-চিত্ত (বিনয়)।

বিনুদতি (ক্রি) এই শব্দটি কেবল "**বিনোদেতি**" শব্দের করণকারকে দৃষ্ট হয়। ⟹ **বিনোদেতি**।

বিনেতর (পুং) শিক্ষক, অধ্যাপক, আচার্য, উপদেশক, উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথ-নির্দেশক পুস্তক। (প্রতিসম্ভিদামার্গে) **নেতর, বিনেতর, অনুনেতর**।

বিনেতি (ক্রি) [বি + √নি + এ] ১ নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুতি করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, সরাইয়া রাখা, ত্যাগ করা। (সপ্তমী) **বিনযেথ, বিনেয্য** (সূত্রনিপাত)। (পঞ্চমী) **বিনয, বিনযস্সু** (সূত্রনিপাত)। (ব-বিণ) **বিনযং** (জাতক)। (ক্রি-বি) **বিনেয্য, বিনেত্বা, বিনযিত্বা, বিনযিত্বান**; (পেতবত্থু) **মচ্ছেরমলং বিনেয্য**; (জাতক) **ছন্দং বিনেত্বা**; (সূত্রনিপাত) **ভকুটিং বিনযিত্বান**। ২ পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, পথ প্রদর্শন করা, উপদেশ দেওয়া, শাসন করা, শিক্ষিত করা, শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাত করা, পরিচালিত করা, সুশাসিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলা, মানুষকে ব্যায়াম এবং অশ্বাদিকে দৌড় শিক্ষা দেওয়া, জন্তুকে শিক্ষিত করিয়া বশে আনা, বশীভূত করা। (সপ্তমী) **বিনেয্যং** (সংযুক্ত নিকায়)। (অতীত) **বিনেসি**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অভিধম্মে বিনেসি**। (অ-বিণ) **বিনীত**। (ব-বিণ) **বিনেন্ত, বিনেয্য**; (তুলনীয়) **বেনেয্য**। (ভবিষ্যতে) **বিনেস্সতি**। (ভ-বিণ) **বিনেতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিনেত্বা, বিনযিত্বান**। (তুম) **বিনেতুং**।

বিনেতু (পুং) শিক্ষাদাতা, রেসের বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে যেই ব্যক্তি শিক্ষা দেয়, যেই ব্যক্তি ব্যায়ামবীরদের শিক্ষা দেয়, শিক্ষক, অপসারণকারক, স্থান পরিবর্তনকারী লোক, কর্ম হইতে বিদায়ী ব্যক্তি।

বিনেয্য (ক্রি-বি) অপসারণ করিয়া। (বিণ) শিক্ষা দিবার যোগ্য, দমন করিবার যোগ্য। ⟹ **বিনেতি**।

বিনোদ (পুং) বিনোদ, আমোদিতকরণ, ঔৎসুক্য, আমোদ, বিহার, আমোদপ্রমোদ, প্রবৃত্তি, আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়, তৃপ্তি, ক্রিয়া কৌতুক।

বিনোদক (বিণ) অপসারণকারী, বিতাড়িত, অপনোদিত, বিনোদনকারী, অপনোদনকারী, সান্ত্বনা প্রদানকারী, আমোদপ্রদানকারী, বিনোদন করে এরূপ, দূরীভূত করে এরূপ, বিদূরণকারী, তাড়াইয়া দেয় এরূপ, উপশমকারী, প্রশামিত করে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিস্সম বিনোদক**।

বিনোদন (স্ত্রী) বিনোদন, বিমোচন, অপনোদন, অপনয়ন, সান্ত্বনা, প্রবোধদান, বিদূরণ, স্থানান্তরিত করণ, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি। (সূত্রনিপাত) **ছন্দ-রাগ বিনোদন = ছন্দ-রাগ পহান** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নিদ্দা বিনোদন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোকবিনোদন**। (বিণ) বিনোদনকারী, বিদূরণকারী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তমবিনোদন**।

বিনোদেতি (ক্রি) [বি + √নুদ + এ] নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, বিনোদন করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, অপনোদন করা, মোচন করা, বিমোচন করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, দূরীভূত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, বিতাড়িত করা, সরাইয়া দেওয়া বা রাখা, বিদূরিত করা। (সূত্রনিপাত) **তমং বিনোদেতি**। (জাতক) **সিনেহং বিনোদেতি**। (মহাবংসে) **বিমতিং বিনোদেতি, কঙ্খং বিনোদেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোকং বিনোদেতি**। (পঞ্চমী) **বিনোদেহি** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিনোদেহি অপনেহি বিনোদেহি নিচ্ছারেহি**। (অতীত) **বিনোদেসি**। (অ-বিণ) **বিনোদিত**। (ক্রি-বি) **বিনোদেত্বা**।

বিনোদেতু (পুং) বিনোদনকারী ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি অপনোদন করে বা বিদূরিত করে।

বিন্দক (বিণ) অনুভবকারী, ভোগী, যেই ব্যক্তি সুখ অনুভব করে অথবা দুঃখ অনুভব করে।

বিন্দতি (ক্রি) ১ [√বিদ + ং + অ] অনুভব করা, জ্ঞাত হওয়া, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, সুখ ভোগ করা, সুখ অনুভব করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, সহ্য করা, অধীন হওয়া, ভোগ করা, জানা, অনুমোদন করা, উপার্জন করা, লাভ করা, অব্যাহতি পাওয়া, লাভবান হওয়া, নিশ্চয় করা, নিরূপণ করা। "**বিন্দতি**" শব্দের পরিবর্তে থেরগাথায় বর্তমানকালে "**বেতি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। জাতকের প্রাচীন ব্যবহারে বর্তমানকাল প্রথম পুরুষ বহুবচনে (সংস্কৃত—বিদুঃ) "**বিদূ, বিদং**" (গাথায় "**বিদূ**") শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; = **জানন্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা, "**বিজানন্তি**" (জাতক অর্থকথা); ক্রিয়ার একই কালে সূত্রনিপাতের প্রাচীন ব্যবহারে "জ্ঞানী" অর্থে "**বিদ্বা**" (সংস্কৃত—বিদ্বান) শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়, মহানির্দেশে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**বিজ্জাগতো ঞাণী বিভাবী মেধাবী**; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলি "**বিন্দতি**" শব্দের পরিবর্তে "**বিদতি**" ক্রিয়া দ্বারা রচিত দেখা যায় (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) প্রাচীন ব্যবহারে অতীতকালে বেদি (সংস্কৃত—অবেদিত) = **অঞ্ঞাসি** (এখানে সম্ভবত সম্প্রদান কারকে "**বেদেতি**"—"জানিবার বা অনুভব করিবার কারণ করা" অর্থে ক্রিয়া অতীতকাল)। (অ-বিণ) **বিদিত**। (ক্রি-বি) **বিদিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বিজ্জতি**। (করণে) **বেদেতি**। ২ [√বিন্দ + অ] খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত

হওয়া, সিদ্ধান্ত করা, অধিকার করা, দখল করা, হস্তগত করা, অভিভূত করা, (ভূতে) পাওয়া, জ্ঞাত করা, জ্ঞাপন করা, ধারণ করা, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা। (তুলনীয়) **বিত্ত, বিত্তি, নিব্বিন্দতি**। জাতকে বর্তমানকালে "**বিন্দতে**" শব্দের ব্যবহারও দেখা যায় যাহার অর্থ করা হইয়াছে "আশা করা, নিজে অনুভব করা"। (অতীত) **বিন্দি**। (অ-বিণ) **বিন্দিত, বিত্ত** (যাহার জন্য সাহিত্যে "**অধিগত**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে)। (বি-বিণ) **বিন্দং** (মহাবংসে), **বিন্দন্ত, বিন্দমান**। (ভ-বিণ) **বিন্দিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিন্দিত্বা, বিন্দিয**। (তুম্) **বিন্দিতুং**।

বিন্দতে (ক্রি) আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা, নিজের জন্য খুঁজিয়া দেখা, নিজে অনুভব করা, নিজে অভিজ্ঞতা দ্বারা অথবা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, নিজে সিদ্ধান্ত করা, নিজের জন্য যোগানো। ⇒ **বিন্দতি** (২)।

বিন্দিযমান (বিণ) সহ্য করে এরূপ, সহনশীল, ভোগ করে এমন, অনুভব করে এমন ক্লেশ ভোগ করে বা শাস্তি ভোগ করে এমন।

বিন্দু (পুং) বিন্দু, ফোঁটা।

বিন্দুস্সর = **বিন্দুস্সর**। ⇒ **বিন্দুস্সর**।

বিন্ধ্য—বন, জঙ্গল। ⇒ **রুক্খদেবতা**।

বিপকিরতি (ক্রি) সর্বত্র ছড়ানো, সর্বত্র বিকীর্ণ করা।

বিপক্ক (বিণ) [বি + পক্ক] সম্পূর্ণরূপে পক্ব, বিশেষভাবে পাকা, সম্পূর্ণ পাকা। ⇒ **বিপচ্চতি**।

বিপকখ (বিণ) বিপক্ষ, শত্রু, ভিন্ন পক্ষাশ্রিত, অনিষ্টকারী, বিরুদ্ধ, যুদ্ধপ্রিয়, শত্রুপক্ষীয়, বিপরীত, সম্মুখবর্তী, সামনাসামনি।

বিপকখসেবক (বিণ) বিপক্ষসেবক, বিপক্ষদলের পক্ষ গ্রহণকারী, শত্রুপক্ষীয়, বিরুদ্ধপক্ষপাতী, বিরুদ্ধপক্ষীয়, বিপক্ষ দলভুক্ত, অসৎসঙ্গের সঙ্গী, বিশ্বাস-ঘাতক, দেশদ্রোহী।

বিপক্খসেবিন (বিণ) = **বিপক্খসেবক**। ⇒ **বিপকখসেবক**।

বিপক্খসেবী (বিণ) = **বিপক্খসেবিন**। ⇒ **বিপকখসেবিন**।

বিপক্খিক (বিণ) ১ বিপক্ষ, পক্ষহীন, যেই পাখির ডানা নাই, ডানাবিহীন। ২ বিপক্ষ, বিরুদ্ধ, বিপরীত, সম্মুখবর্তী, সামনাসামনি, যুদ্ধপ্রিয়, শত্রুপক্ষীয়।

বিপক্খিন (বিণ) পক্ষবিহীন, পাখাহীন, যেই পাখির পক্ষ বা ডানা নাই।

বিপচিতঞ্ঞ ⇒ **বিপঞ্চিত**।

বিপচ্চতা (স্ত্রী) এই শব্দটি বিনয়ে দৃষ্ট হয়, সম্ভবত √পচ ধাতু না হইয়া বি + √বচ ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি; এইরূপে সংস্কৃত শব্দ "বিবাচ্যতা" যাহার অর্থ হয়, "বাদানুবাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান অর্থাৎ কলহপ্রিয়তা, বিবাদপ্রিয়তা, উত্তেজিতকরণ। ⇒ **বিপাচেতি**। যদি বি + √পচ ধাতু হয় ইহার অর্থ কিছুটা এরূপই হইবে "উত্তেজনা, ক্রোধ, উত্তপ্ততা, আলোড়ন"।

বিপচ্চতি (ক্রি) [বি + √পচ + য] ১ রন্ধন হওয়া, রন্ধিত হওয়া, পাকা, পাকানো, রান্নার বা রাঁধার কার্য হওয়া। ২ ফল ধরা, ফলবতী হওয়া। (অতীত) **বিপচ্চি**। (অ-বিণ) **বিপক্ক**। (ব-বিণ) **বিপচ্চমান**।

বিপচ্চনক (বিণ) ফলবতী, (সম্পূর্ণরূপে) পাকা বা পক্ব।

বিপচ্চনীক (বিণ) যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়, বিরোধী।

বিপচ্চিতঞ্ঞ ⇒ **বিপঞ্চিত**।

বিপজ্জতি (ক্রি) [বি + √পদ + য] ভুল পথে যাওয়া, বিপদে পড়া, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, নিরাশ করা, অপর্যাপ্ত হওয়া, কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, (ঠাণ্ডা সম্বন্ধে) অত্যন্ত কষ্টে ফেলা। (বিপ) **সম্পজ্জতি**। (অতীত) **বিপজ্জি**। (অ-বিণ) **বিপন্ন**।

বিপজ্জন (ক্লী) দোষ, ন্যূনতা, অভাব, ক্ষয়, বিনাশ, মৃত্যু।

বিপঞ্চনা (স্ত্রী) বিস্তৃতকরণ, বিশদভাবে ব্যক্তকরণ, বিস্তারিতরূপে বর্ণনাকরণ, বিকাশ। এই শব্দটি "**উগ্ঘটনা**" এবং "**বিত্থারণা**" এই দুইটি শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**উগ্ঘটনা বিপঞ্চনা বিত্থারণা**—চিন্তা বা বিচার বিস্তার সবিশেষ বর্ণনা। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে "**বিপঞ্চিক**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেখানে "ব্রাহ্মণা নৈমিত্তিকা"-তে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং Cowell-এ ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে "সত্যভাষী"; দিব্যাবদানে সমার্থে "বিপঞ্চনক" শব্দও দৃষ্ট হয়; বৌদ্ধ সংস্কৃত ললিত বিস্তারের "বিপঞ্চিতাজ্ঞ" শব্দও তুলনীয়। ⇒ **বিপঞ্চিত**।

বিপঞ্চযতি (ক্রি) বিস্তৃত বর্ণনা করা, বিশদভাবে বলা। ⇒ **বিপঞ্চনা**।

বিপঞ্চিত (বিণ) এই শব্দটি কেবল বিশেষ ভাষায় 'বিপঞ্চিতঞ্ঞূ' শব্দরূপে প্রযুক্ত হয় এবং ইহার অর্থ হয় : "পরিব্যাপ্তি বা প্রচারে দক্ষ" অথবা "বিশদভাবে বিস্তারিত বর্ণনায় দক্ষ" অথবা "অবিভ্রান্ত অবস্থার, ঠিক অনুভূত, স্পষ্টরূপে কৃতসংকল্প, পক্ষপাতশূন্য" এবং ইহা "**উগ্ঘটিতঞ্ঞূ**" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয় (অঙ্গুত্তর নিকায়)। পুগ্গল পঞ্ঞত্তিতে বিমলাচরণ লাহা ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "সব্যাখ্যা অধ্যয়ন"; পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**বিত্থারিতং অত্থং জানাতি**" অর্থাৎ যেই ব্যক্তি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত আছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই শব্দের বানান "**বিপচিতঞ্ঞূ**"; পুগ্গল পঞ্ঞত্তিতে ইহার বানান "বিপচ্চিতঞ্ঞূ" এবং পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায় ইহার বানান "**বিপচ্চিতঞ্ঞূ, বিপঞ্চিতঞ্ঞূ**" দৃষ্ট হয়। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "যাহারা

'সংখেপ-দেসনায়' অর্থাৎ "সংক্ষিপ্ত ভাষণে জ্ঞাত হয়"—এই অর্থে "উগ্ঘটিতএঞ্ঞু" এবং যাহার জন্য "বিত্থার-দেসনা" অর্থাৎ "কোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ভাষণের প্রয়োজন আছে"—এই অর্থে "বিপঞ্চিতএঞ্ঞু" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; এইরূপে ইহার অর্থ হয় "পরিব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি অধ্যয়ন"। ⇒ বিপঞ্চনা, বিপঞ্চযতি।

বিপঞ্চিতএঞ্ঞু ⇒ বিপঞ্চিত।

বিপঞ্চিযতি (ক্রি) = বিপঞ্চযতি। ⇒ বিপঞ্চযতি।

বিপণেতি (ক্রি) [বি + পণেতি] বিক্রয় করা, বেচা, বিক্রীত হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, বিনিময় করা, বাণিজ্য করা, সওদাগরি করা। = বিক্কিণতি।

বিপততি (ক্রি) পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া, বিনষ্ট হওয়া। = বিপাটেতি (২)।

বিপত্তি (স্ত্রী) বিপত্তি, বিপদ, আপদ, দুর্ভাগ্য, নাশ, দোষ, পচন, বিকৃতি, পচাবস্তু, পাপ, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাষা সম্পর্কে) অপকৃষ্ট করণ, অপচার, নৈতিক অবনতি, ভুল পথে গমন, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, (আইনে) মাল ক্রোক, খারাপ অবস্থা, মিথ্যা বা অমূলক অভিব্যক্তি, কপটী বা অপ্রকৃত প্রদর্শন, অসাধু প্রকাশ, বিশ্বাসঘাতকতা বা অবিশ্বাস প্রদর্শন, বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন, অভাব, ন্যূনতা, দেউলিয়া অবস্থা, অকৃতী পুরুষ, নিষ্ফল কার্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক। (বিপ) সম্পত্তি। (বিনয়) আচার বিপত্তি—নৈতিক আচার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) আজীব বিপত্তি; অত্তবিপত্তি; পরবিপত্তি। (নেত্তি) তিন প্রকার "বিপত্তিযো", যথা—সীলবিপত্তি, দিট্‌ঠিবিপত্তি, আচারবিপত্তি। (পেতবত্থু অর্থকথা) পযোগ বিপত্তি।

বিপথ (পুং) বিপথ, কুপথ, ভ্রান্তপথ, নিন্দিত পথ বা উপায়, ভুল পথ। = অপথ।

বিপন্ন (বিণ) বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত, বিনষ্ট, দুরবস্থাগ্রস্ত, ভুল পথে গত, অকৃতকার্য। (বিপ) সম্পন্ন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) রুক্খো সাখা-পলাস বিপন্নো—শাখা পত্র বিনষ্ট বৃক্ষ। (সূত্রনিপাত) বিপন্নদিট্‌ঠি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) সুবিপন্ন। (বিনয়) ত্রিবিধ "বিপন্ন", যথা—আচারবিপন্ন, দিট্‌ঠিবিপন্ন, সীলবিপন্ন। (জাতক) সীলবিপন্ন।

বিপন্নত্ত (স্ত্রী) অভাব, ন্যূনতা, বিনাশ, নাশ, দেউলিয়া অবস্থা, অকৃতীপুরুষ, নিষ্ফল কার্য, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক।

তিবপন্নদিট্‌ঠি (বিণ) যাহার ভুল ধারণা আছে, ধর্মবিরোধী, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, যাহার মিথ্যা ধারণা আছে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার সম্পন্ন। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "বিনট্‌ঠ সম্পাদিট্‌ঠি"। ⇒ বিপন্ন।

বিপন্নসীল (বিণ) নৈতিক আচার বিরোধী, মিথ্যাচরণের বশবর্তী, নীতি সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহার মানে না এমন, প্রচলিত ধর্মমতের আচরণ লঙ্ঘনকারী বা আচার বিরোধী। বিপন্ন।

বিপরক্কম্ম—শক্তি অনুরূপ, যথাশক্তি, পরাক্রমের সহিত, জোরে চেষ্টা করে এরূপ, অত্যন্ত উদ্যমশীল, অতিশয় প্রচেষ্টাকারী, বিক্রমের সহিত।

বপরাগি (বিণ) = বিপরিষাষি। ⇒ বিপরিষাষি।

বিপরামাস = বিপরোমোস। ⇒ বিপরামোস।

বিপরামোস—ডাকাতি, রাহাজানি, পথে দস্যুতা। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় ইহার দ্বিবিধ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যথা—হিমবিপরামোস, গুম্ববিপরামোস; কিন্তু এখানে জনপ্রিয় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "জনং মুসন্তি" অর্থাৎ তাহারা জনগণকে লুঠ করে অথবা প্রতারণা করে।

বিপরাভত্ত (বিণ) বিপরীত দিকে ফিরাইয়াছে এরূপ, পশ্চাদ্দিকে ফিরাইয়াছে এরূপ, ভুলের দিকে বা ভুল পথে ফিরাইয়াছে এরূপ, পরিবর্তিত, বিনিময়কৃত, বিপরিবর্তিত।

বিপরিণত (বিণ) বিপরিণত, বিপর্যস্ত, পরিবর্তিত, বিনিময়কৃত, বিপথগামী, বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে এরূপ, কামুক, কামাসক্ত, কামোদ্দীপক। ⇒ বিপরিণমতি।

বিপরিণমতি (ক্রি) [বি + পরি + √নম + অ] দূষিত করা, বিপথগামী করা, বিকৃত অর্থ করা, পরিবর্তন করা, বদল করা, কোনো জিনিসের সহিত অন্য কোনো জিনিসের বিনিময় করা, আগ্রহ সহকারে ইচ্ছা করা, লিপ্সু হওয়া, কামাসক্ত হওয়া, অসৎ কামনা করা, বিপরিণাম বা বিপরীত আকারে পরিবর্তিত হওয়া। = পরিণমতি (২), বিপরিণামেতি। (অতীত) বিপরিণমি। (অ-বিণ) বিপরিণত।

বিপরিণাম (পুং) বিপরিণাম, বিপর্যাস, পরিবর্তন, পরিবর্তনশীলতা, চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, বিরুদ্ধ বা বিপরীত পরিণতি, পরিণামে শোচনীয় দশা প্রাপ্তি, বিপাক, নৈরাশ্য, বিফল মনোরথ, নৈরাশ্যকর ব্যক্তি বা বস্তু, নিরাশা, অত্যন্ত বা অপরিমিত পরিবর্তন, অধিকতর মন্দ জিনিস, অবস্থার পরিবর্তন, বিপরীত প্রাপ্ত, পৃষ্ঠ, কোনো জিনিসের বিপরীত বস্তু, বিপর্যয়, আর্থিক ক্ষতি, অবস্থার বা ভাগ্যের পরিবর্তন। (দীর্ঘনিকায়) বিপরিণাম দুক্খতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) বিপরিণাম ধম্ম—পরিবর্তনের অধীন বিষয় বা বস্তু। (বিশুদ্ধিমার্গ) বিপরিণাম দুক্খ।

বিপরিণামতি (ক্রি) = বিপরিণমতি। ⇒ বিপরিণমতি।

বিপরিণাম দুক্খ (পুং) = বিপরিণাম দুক্খতা। ⇒ বিপরিণাম দুক্খতা।

বিপরিণাম দুক্খতা (স্ত্রী) জলবায়ুর পরিবর্তনে শারীরিক কষ্টের যন্ত্রণাপূর্ণ সংবেদন। (তুলনীয়) সঙ্খার দুক্খতা। ⇒ বিপরিণাম, দুক্খ [৩ক(৩)]।

বিপরিণাম ধম্ম (পুং) পরিবর্তনশীল স্বভাব, পরিবর্তনের

অধীন ব্যক্তি বা বস্তু, যেই ব্যক্তির বা বস্তুর সর্বদা পরিবর্তন ঘটিতেছে, অস্থির স্বভাব, অনিত্য বস্তু বা ধর্ম। (পেতবথু অর্থকথা) **বিপরিণাম ধম্ম অনিচ্চ।** ⇒ **বিপরিণাম।**

বিপরিণামেতি (ক্রি) [বি + পরি + √নম + এ] পরিবর্তন করা, পরিবর্তিত হওয়া, বিনিময় করা, বদল করা, একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা। = **বিপরিণমতি।** (অতীত) **বিপরিণামেসি।** (অ-বিণ) **বিপরিণামিত।**

বিপরিভিন্ন (বিণ) (সম্পূর্ণরূপে বা একেবারে) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ।

বিপরিযত্থ = **বিপল্লত্থ।** ⇒ **বিপল্লত্থ।** এই শব্দটি গাথায় ব্যবহৃত হয়।

বিপরিযয = **বিপরিযায।** ⇒ **বিপরিযায।**

বিপরিযায (পুং) বিপর্যয়, পরিবর্তন, উল্টানো, উলটপালট। (তুলনীয়) **বিপল্লাস।**

বিপরিযাদিকত (বিণ) [বিপরিযায + কত] বিপর্যস্ত, বিনষ্ট, ব্যর্থ, উল্টেপাল্টে যাওয়া, ব্যতিক্রান্ত, গতির দিক নিঃসারিত, উল্টাইয়া গিয়াছে বা দিয়াছে এরূপ। (থেরগাথা) **বিপরিযাদি কত চিত্তং;** জাতকে সমার্থবাচক বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে "**বিপরিযত্থং চিত্তং**"। থেরগাথায় বলা হইয়াছে "**বিমরিযাদি কত**"।

বিপরিযাযি (বিণ) বিপর্যয়ী, বিপরিণামী, পরিবর্তনশীল, অধ্রুব।

বিপরিযাস ⇒ **বিপল্লাস।**

বিপরিযেস (পুং) বিপর্যয়, বিরুদ্ধতা, বিপরীতদিক, অবাধ্যতা, একগুঁয়ে ভাব, প্রতিকূল অবস্থা, অসঙ্গত ভাব, ভ্রান্ত অবস্থা, অন্যায্য ভাব, উল্টানো, উলট-পালট, পরিবর্তন, রদ করার কাজ। ত্রিবিধ পরিবর্তন, যথা—**সঞ্ঞা বিপরিযেস** (বেদন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির পরিবর্তন), **চিত্ত বিপরিযেস** (চিত্তের বা চেতনার বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিবর্তন), **দিট্‌ঠি বিপরিযেস** (দৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণার পরিবর্তন)।

বিপরিযেসগ্‌গাহ (পুং) বিপরীত ধারণা, ক্রমের বা অবস্থানের পরিবর্তিত আরও অর্থাৎ বিপরীত দৃষ্টি বা ধারণা গ্রহণ অথবা বিরুদ্ধ বা বিপরীত দিকের লক্ষ্য গ্রহণ, ভুল ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যাদৃষ্টি, কুসংস্কার। = **দিট্‌ঠি, বিপরীতগ্‌গাহ, বিপল্লত্থগ্‌গাহ।** ⇒ **গাহ** (২)।

বিপরিযেসতি (ক্রি) = **পরিযেসতি।** ⇒ **পরিযেসতি।**

বিপরিবত্ত (পুং) সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন, চতুর্দিকে ঘূর্ণন, উল্টানো, উলট-পালট, (জাতক) **লোকস্‌স বিপরিবত্তকালে।**

বিপরিবত্ততি (ক্রি) [বি + পরি + √বত + অ] চতুর্দিকে ঘুরা, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা, উল্টাইয়া যাওয়া। (জাতক) **নাবা বিপরিবত্তমানা**—নৌকা উলটাইয়া যায় যায় এরূপ। (অতীত) **বিপরিবত্তি।** (অ-বিণ) **বিপরিবত্তিত।**

বিপরিবত্তন (স্ত্রী) বিপরিবর্তন, বিশেষরূপে পরিবর্তন, ঘুরানো ফিরানো, পরিবর্তন, পরিবর্তিত করণ, বিপরীত প্রান্ত, পৃষ্ঠ, কোনো ও জিনিসের বিপরীত বস্তু, পরাজয়, বিপর্যয়, আর্থিক ক্ষতি।

বিপরীত (বিণ) বিপরীত, বিরুদ্ধ, উল্টা, প্রতিকূল, দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট, সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, পরিবর্তিত, বিপরীত দিকের, পশ্চাদ্দিকে বা ভুল দিকে ফেরানো, অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অশুদ্ধ, অযথার্থ, ভ্রান্ত, মিথ্যা, অসত্য, উল্টানো, উলটপালট করা, দ্ব্যর্থযুক্ত, সন্দেহপূর্ণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিপরীত দস্‌সন।** (নেত্তি) **বিপরীতগ্‌গাহ, বিপরীত সঞ্ঞা।**

বিপরীতগ্‌গাহ (পুং) বিপরীত ধারণা। = **বিপরিযেসগ্‌গাহ।**

বিপরীততা (স্ত্রী) বিপরীততা, বৈপরীত্য, গুণ বৈষম্য দ্বারা বা গুণের একত্র উপস্থিতি অন্যত্র অনুপস্থিতি দ্বারা প্রভেদ প্রদর্শন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তব্বিপরীততা।**

বিপরীত দস্‌সন (স্ত্রী) বিপরীত দর্শন, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি, পাপজনক দৃষ্টি। = **পাপ-দস্‌সন।** (বিপ) **সম্মাদস্‌সন।** ⇒ **দস্‌সন** (২)।

বিপলাবিত (বিণ) বিপ্লাবিত, বিপর্যস্ত, উল্টেপাল্টে যাওয়া বা দেওয়া, ব্যাহত, প্লাবিত, ভাসমান (ভেলাদি) প্রস্তুত, ভাসমান, প্রবাহমান, পরিবর্তনশীল, (জলে) নিক্ষিপ্ত বা নিমজ্জিত। জাতকে ইহার পাঠান্তর "**বিপ্লাবিতং, বিপলাবিতং;** (জাতক অর্থকথায়) **নিপলাবিতং।** = **নিপলাবিত।**

বিপলাবিতং ⇒ **বিপলাবিত।**

বিপল্লত্ত = **বিপল্লত্থ।** ⇒ **বিপল্লত্থ।**

বিপল্লত্থ (বিণ) মানসিক বিকারগ্রস্ত, বুদ্ধিভ্রষ্ট, পাগল, দূষিত, বিপথগামী, বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে এরূপ, উল্টা, উলটপালট, পরিবর্তিত, অন্যদিকে বা পিছন দিকে ফিরানো হইয়াছে এরূপ, দুইটি জিনিসের অবস্থান পরিবর্তন করা হইয়াছে এরূপ, পিছন দিকে সরানো হইয়াছে এরূপ, খণ্ডন বা রদ করা হইয়াছে এরূপ, বিপরীতদিকে চলিয়াছে এরূপ, বিপরীত দিকের, পশ্চাদ্দিকে বা ভুল দিকে ফিরানো হইয়াছে এরূপ, পচা, অসাধু, নীতিহীন। এই শব্দটি দুই প্রকারে হয়, যথা—**বিপরিযত্থ, বিপল্লত্থ;** জাতকে "**বিপরিযত্থ চিত্তং**" (গাথায় ব্যবহার) এবং "**বিপল্লত্থ চিত্তং**" (অর্থাৎ "অসাধু চিন্তা")। কখন কখন "**বিপল্লত্থ**" শব্দের পরিবর্তে "**বিপল্লত্ত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

বিপল্লত্থগাহ = **বিপল্লত্থগ্‌গাহ।** ⇒ **বিপল্লত্থগ্‌গাহ।**

বিপল্লত্থগ্‌গাহ (পুং) বিপরীত ধারণা। = **বিপরিযেসগ্‌গাহ।**

বিপল্লাস (পুং) বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা, ধাঁধা, দোষ, পচন,

বিকৃতি, বিকার, পচাবস্ত, পাপ, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাষা সম্পর্কে) অপকৃষ্ট করণ, অপচার, নৈতিক অবনতি, বিপথে গমন, কামবিকৃতি, উন্মার্গ গমন, উল্টানো, উলটপালট, রদবদল, রদ করার কাজ, শব্দ বিপর্যয় বা বৈপরীত্য, অনুপাতের বৈপরীত্য, মোচড়ানো, বিকৃতি করণ, বক্রতা, প্রকৃত অর্থের বিকৃতি, (মন্দ অর্থে) পরিবর্তন। বিনয়ে "বিপরিযাস" শব্দ গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে, চিত্ত বিপরিষাসকত—বিকৃতিগ্রস্ত বা বুদ্ধিভ্রষ্ট মন দ্বারা অথবা চিত্তের ভ্রান্ত চিন্তার সহিত। জাতক বর্ণনায় "বিপল্লাস"। (বিশুদ্ধিমার্গ) অথবিপল্লাস। তিন প্রকার "বিপল্লাস", যথা-- সঞ্ঞাবিপল্লাস (সংজ্ঞা অর্থাৎ বেদন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির বিকৃতি), চিত্ত বিপল্লাস (চিত্ত বা ভাব বিকৃতি), দিট্‌ঠি বিপল্লাস (দৃষ্টিবিকৃতি)। পুনশ্চ "চত্তারো বিপল্লাসা" অর্থাৎ "বিপল্লাস" চতুর্বিধ, যথা—অসুভে সুভসঞ্ঞা (অশুভকে শুভ বলিয়া ধারণা), দুক্খে সুখসঞ্ঞা (দুঃখকে সুখ বলিয়া ধারণা), অনিচ্চে নিচ্চসঞ্ঞা (অনিত্যকে নিত্য বলিয়া সংজ্ঞা বা ধারণা), অনত্তে অত্তসঞ্ঞা (অনাত্মকে আত্ম বলিয়া ধারণা)। ⟹ বিপরিষেস।

বিপল্লাসযতি (ক্রি) প্রতারিত হওয়া, ভ্রান্ত হওয়া, বিভ্রম হওয়া, হতাশ হওয়া, ফাঁকি দেওয়া, বিকৃত করা, প্রকৃত অর্থ বিকৃত করা, মনের ভাবকে বিকৃত করা, মনের ধারণাকে বিকৃত করিয়া দেওয়া।

বিপস্সক (বিণ) বিদর্শক, বিদর্শন ভাবনাকারী, অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান লাভে গুণান্বিত, ধ্যান পরায়ণ, চিন্তাশীল, ধ্যানী, ধ্যান করে এমন, অন্তর্দর্শনপ্রাপ্ত, অন্তর্দর্শন লাভী।

বিপস্সতি (ক্রি) [বি + √দিস + তা] পরিষ্কাররূপে দেখা বা দর্শন করা, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি থাকা, স্বজ্ঞা থাকা, আধ্যাত্মিক পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা। (অতীত) বিপস্সি; (দীর্ঘনিকায়) যে নিব্বুতা লোকে যথাভূতং বিপস্সিসুং। (ক্রি-বি) বিপস্সিত্বা; (জাতক) পব্বজিত্বা বিপস্সিত্বা অরহত্তং পাপুণিংসু।

বিপস্সনা (স্ত্রী) বিদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক বিষয় যথাভূত দর্শন, অন্তর্দর্শন, অনুধাবন, আত্মপরীক্ষা, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি, স্বজ্ঞা। (সংযুক্ত নিকায়) সমথ বিপস্সনা। (বিশুদ্ধিমার্গ) সমথ বিপস্সনা ঝান ইত্যাদি; সমথ বিপস্সনা সমাধি; মহাবিপস্সনা। (পেতবত্থু অর্থকথা) সমাহিত-চিত্ত বিপস্সনা। (বিণ) চিত্ত বিমুক্তিকর।

বিপস্সনা কম্ম (ক্লী) বিদর্শন ভাবনার কার্য, বিদর্শন ভাবনাকারীর কার্য।

বিপস্সনা কম্মট্‌ঠান (ক্লী) বিদর্শন কর্মস্থান, বিদর্শন ভাবনা, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি লাভে চর্চা বা অনুশীলন।

বিপস্সনাঙ্গ (ক্লী) [বিপস্সনা + অঙ্গ] বিদর্শন জ্ঞানের অঙ্গ, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি লাভের নিয়মতন্ত্র বা বিধিসমূহ।

বিপস্সনা ঞাণ (ক্লী) বিদর্শন জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান লাভের পদ্ধতি বা সামর্থ্য।

বিপস্সনা ধুর (ক্লী) বিদর্শন ধুর, বিদর্শন ধ্যানাভ্যাস, ধ্যান পন্থা, ধ্যানশিক্ষা, (বর্ণনায়) বিদর্শন ধ্যানের ক্রমোন্নতিতে নিমগ্ন থাকিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার উপায়, ধ্যানানুশীলনের কার্য, অনুধাবন বা অন্তরদর্শন সম্বন্ধীয় বাধ্যবাধকতা বা কর্তব্য। ⟹ গন্থধুর, ধুর (২)।

বিপস্সনাপহীন (বিণ) বিদর্শন ভাবনা ছাড়িয়া দিয়াছে এমন, বিদর্শন ধ্যান ত্যাগ করিয়াছে এমন। (বিপ) গন্থপহীন।

বিপস্সনা যানিক (বিণ) বিদর্শন পন্থী, বিদর্শন ভাবনাকারী, বিদর্শনযানী, বিদর্শনভাবনা অভ্যাসকারী। ⟹ যানিক।

বিপস্সনা যানিয (বিণ) = বিপস্সনা যানিক। ⟹ বিপস্সনা যানিক।

বিপস্সনুপেক্‌খা (স্ত্রী) [বিপস্সনা+উপেক্ষা] অনুধাবন দ্বারা উপেক্ষা, অন্তর্দর্শন দ্বারা নিরপেক্ষতা।

বিপস্সিন (বিণ) অন্তর্দৃষ্টি লাভী, পরিজ্ঞান, প্রাপ্ত, জ্ঞানী, বিদর্শনভাবনালাভী, অন্তর্দর্শন লাভী।

বিপস্সী (বিণ) = বিপস্সিন। ⟹ বিপস্সিন।

বিপাক (পুং) বিপাক, ফল, পরিণাম, পরিপক্কতা, পক্কতা, ভোগ, কাজের ফল, শেষ-ফল, উত্তর, উপভোগ, সম্ভোগ, ভোগসুখ, সফলতা, সিদ্ধি, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উৎপন্ন দ্রব্য, রচনা, কার্য, কর্ম, (অঙ্কে) গুণফল, ফলাফল, কর্মফল, সুবিধা, যাথার্থ, দর্শকের ভাবান্তর লাভ, সমাপ্তি, সৎ এবং পুণ্য (কুসল) কর্মের ফল অথবা মন্দ বা পাপ (অকুসল) কর্মের ফল, কাজের পুরস্কার অথবা শাস্তি। (সংযুক্ত নিকায়) কম্মস্স বিপাক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) সুখবিপাক; দুক্খবিপাক; কম্মবিপাক। (কথাবত্থু) "কম্ম" এবং "বিপাক"। (অঙ্গুত্তর নিকায়) অগ্গবিপাক; দানস্স বিপাক; বিপাক কামানং ইত্যাদি। (তিক পট্‌ঠান) চতুর্বিধ "বিপাক"; বিপাকতিক (ত্রিবিধ বিপাক)। (বিশুদ্ধিমার্গ) চতুর্বিধ "বিপাক"; বিপাক বিঞ্ঞাণ; বিপাক পচ্চয। (বিভঙ্গ অর্থকথা) কুসলবিপাক; অকুসল বিপাক।

বিপকিতর (পুং) সুখ ও পুণ্যের অথবা দুঃখ ও পাপের ফলভোগী ব্যক্তি।

বিপাকত্ত (ক্লী) বিপাকত্ব, পক্ক অবস্থা, পাকা অবস্থা, পক্কতা, পরিপক্কতা, পরিণাম অবস্থা, পাপ বা পুণ্যের ফলভোগের অবস্থা।

বিপাচেতি (ক্রি) উত্যক্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, ক্রোধ প্রকাশ পাওয়া, (সাহিত্যে) উত্তপ্ত বা

উত্তেজিত হওয়া। (যৌগিকে) **উজ্ঝাযতি বিপাচেতি**— বিরক্ত হওয়া, (চরিত্রে) ক্রোধান্বিত হওয়া; (তুলনীয়) **কিলিস্সতি**। কোনো কিছুর জন্য বিরক্তি বা অসন্তোষের কারণ প্রকাশ করা অথবা ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রকাশ করা সম্বন্ধে বিনয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে "**উজ্ঝাযতি খীযতি বিপাচেন্তি**"। একই অর্থে বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে বলা হইয়াছে "অবধ্যায়তি ধ্রিয়তি (প্রতিরোধ করা বা বাধা দেওয়া) বিবাচয়তি"। তাহা হইলে এখানে যদি আমরা "**বিপাচেতি**"-এর সমার্থে "**বিবাচেতি**" শব্দ গ্রহণ করি "**বিপাচেতি**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে হয় "অপমানজনক কথা বলা"। Rhys Davids, তাঁহার Kindred Sayings-এ অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছেন "ক্রোধের সহিত অথবা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সহিত বিরক্ত উত্যক্ত হইয়াছিলেন এবং বিনষ্ট করিয়াছিলেন"। ⇒ **খীযতি, বিপচ্চতা**।

বিপাটযতি (ক্রি) ছিন্ন হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া, ধ্বংস হওয়া। ⇒ **বিপাটেতি**।

বিপাটেতি (ক্রি) [বি + পাটেতি] ১ কাটিয়া ছিন্ন করা, ছিঁড়িয়া ফেলা। ২ বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, বধিত হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া, বিদারিত হওয়া, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হওয়া। ধ্বংসার্থে "**পাটেতি**" এবং কর্মবাচ্যে "**পাটিযতি**" শব্দ তুলনীয়। (পেতবথুতে) **সঙ্ঘাটিযো বিপাতযন্তি; বিনাসযতি; বিদালযতি**। (পেতবথু অর্থকথায় কর্মবাচ্যে) **বিপাড়িযতি** (= **বিপটিযতি**?) জাতকপাঠে দৃষ্ট হয় "**মুদ্ধা বিপ্ফলেয্য সত্তধা**" (সম্ভবত ইহাই শুদ্ধ); **মুদ্ধা বিপতেয্য সত্তধা**। ⇒ **বিপ্ফলতি**।

বিপাত = **অধিপাত**। ⇒ **অধিপাত**।

বিপাতযতি (কর্মবাচ্যে ক্রিয়া) বিপাতিত হওয়, পাতিত হওয়া, বিনষ্ট হওয়া। ⇒ **বিপাটেতি**।

বিপাতেতি (ক্রি) পাতিত করা, বিনষ্ট করা বা হওয়া, নষ্ট করা বা হওয়া, ধ্বংস করা বা হওয়া, বিনাশ করা বা হওয়া, ভঙ্গ করা বা হওয়া, বধ করা, বধিত হওয়া। ⇒ **অধিপাতেতি, বিপাটেতি**।

বিপাড়িযতি (ক্রি) বিদীর্ণ হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া। ⇒ **বিপাটেতি** (২)।

বিপিট্ঠি—এই শব্দটি বিশেষ ভাষায় দৃষ্ট হয়। (সূত্রনিপাত) **বিপিট্ঠি কত্বা (কত্বান)**—পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া, পিছনে ফেলিয়া বা রাখিয়া, ত্যাগ করিয়া, বর্জন করিয়া। (তুলনীয়) **পিট্ঠিতো করোতি**। চুল্লনিদ্দেসের বর্ণনায় "**পহান**" ইত্যাদি। (সূত্রনিপাতে) **পিট্ঠিতো কত্বা**।

বিপিন (ক্লী) বিপিন, বন, কানন, অরণ্য, কুঞ্জবন, তরুবীথি। দীর্ঘনিকায়ের "**বিজিন, বিবদ, বিবন**" শব্দগুলি সন্দেহপূর্ণ। (অপাদানে) **বিবন, বিচিন**; (অপাদান অর্থকথায়) **বিবন, বিপিন**। (পেতবথু অর্থকথায়) **বিচিত্ত** (!)।

বিপুত্ত (বিণ) বিপুত্রক, পুত্রহীন, পুত্র হইতে বা পুত্রলাভে বঞ্চিত।

বিপুব্বক (বিণ) বিকৃত, দোষপূর্ণ; (শবদেহ সম্বন্ধে) দূষিত, পূযযুক্ত। পূযযুক্ত শবদেহ-সম্বন্ধীয় ধ্যান বা সংজ্ঞা (**সঞ্ঞা**) দশবিধ "**অসুভ কম্মট্ঠান**"-এর মধ্যে একটি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিপুব্বক সঞ্ঞা** ⇒ **অসুভলক্খণ**।

বিপুল (বিণ) বিপুল, মহান, মহৎ, অনেক, অনেক সংখ্যক, প্রচুর, বৃহৎ, বড়, প্রশস্ত, বিস্তৃত, পর্যাপ্ত, বহুল, বৃহদাকার, বিশাল, পরিব্যাপ্ত, দীর্ঘ, অবাধ, উদার, সদাশয়, বিস্তীর্ণ, প্রধান, মুখ্য, গুরুত্ববিশিষ্ট, গর্বিত, ধনী, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন, প্রশান্ত, গভীর, অগাধ। এই শব্দটি বিশেষভাবে গাথায়ই ব্যবহৃত হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিপুল পঞ্ঞতা**। = **অধিমত্ত, মহন্ত, উড়ার**।

বিপুলতা (স্ত্রী) বিপুলতা, প্রাচুর্য, বিশালতা। = **বিপুলতা**।

বিপুলত্ত (ক্লী) বিপুলত্ব, বিপুলতা, প্রাচুর্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ, আধিক্য, অতিরেক, আতিশয্য, অমিতাচার, চতুর্দিকে প্রসারতা, প্রাধান্য, উদারতা, পূর্ণতা, প্রকাশ্যতা, স্পষ্টতা, প্রশস্ততা। ⇒ **বিপুল**।

বিপুলপঞ্ঞতা (স্ত্রী) বিপুলজ্ঞান, মহাজ্ঞান। ⇒ **পঞ্ঞতা, বিপুল**।

বিপুললুদ্দ = **আকিণ্ণ লুদ্দ**। ⇒ **আকিণ্ণ লুদ্দ**।

বিপুললোচনা (স্ত্রী) = **বিসালক্খী**। ⇒ **বিসালক্খী**।

বিপুল বর লক্খণ (ক্লী) = **আকিণ্ণ বর লক্খণ**। ⇒ **আকিণ্ণ বর লক্খণ**।

বিপ্প (পুং) বিপ্র, ব্রাহ্মণ।

বিপ্পকত (বিণ) ১ অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন, ত্রুটিপূর্ণ, কার্যে পরিণত, সম্পাদিত, নির্বাহকৃত, আবদ্ধ, বিভক্ত, ভিন্ন, ক্রমিকতাভঙ্গ, বাধাপ্রদত্ত, ব্যাঘাতজনিত, আসবাবপত্রাদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমন, আসবাবাদি দ্বারা সজ্জিত করে নাই বা ফেলিয়া রাখিয়াছে এমন। ২ অন্যায়রূপে বা ভুলক্রমে করিয়াছে এরূপ। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের ভাষায় "**বিপ্পকত মেথুন**"-এর পরিবর্তে "**বিপ্পগত মেথুন**" দৃষ্ট হয়। ⇒ **বিপ্পকরোতি**।

বিপ্পকত মেথুন—ব্যাঘাতজনিত সংস্রব বা যৌন সংসর্গ, বাধাপ্রাপ্ত বা বাধাপ্রদত্ত সংসর্গ। ⇒ **বিপ্পকত**।

বিপ্পকরোতি (ক্রি) মন্দ ব্যবহার করা, অপব্যবহার কার, অসদ্ব্যবহার করা, গালাগালি দেওয়া, নিয়ম ভঙ্গ করা, বিকৃত করা। (অ-বিণ) **বিপ্পকত**।

বিপ্পকার (পুং) বিপ্রকার, অদল-বদল, পরিবর্তন (নামজারিকরণ বা নামান্তর করণ), পরিবর্তন, বদল।

বিপ্পকিণ্ণ (বিণ) বিপ্রকীর্ণ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিপর্যস্ত, ছত্রভঙ্গ, কিছুর দ্বারা বেষ্টিত বা অবরুদ্ধ, সর্বদিকে ছড়ানো, ছিটানো। ⇒ **বিপ্পকিরতি**।

বিপ্পকিণ্ণতা (স্ত্রী) (কিছুর দ্বারা) বেষ্টিত বা ভূষিত

অবস্থা।

বিপ্পকিরতি (ক্রি) [বি + প + √কির + অ] ১ সর্বদিকে বিকীর্ণ করা বা ছড়ানো। ২ মিশ্রিত করা, বিশৃঙ্খল করা, ভুল করা, হতবুদ্ধি করা, বিস্মিত করা, ব্যর্থ করা, (চলতি) গোল্লায় যাওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। ৩ বিপুলভাবে সংগ্রহ করা, প্রচুররূপে রাশীকৃত করা। = **দানং বিপুলং আকিরি।** ⟹ **আকিরতি**। (অতীত) **বিপ্পকিরি**। (অ-বিণ) **বিপ্পকিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **বিপ্পকিরিত্বা।**

বিপ্পকুল (ক্লী) বিপ্রকুল, ব্রাহ্মণ-বংশ।

বিপ্পক্কমতি (ক্রি) [বি + পক্কমতি] দলবিভক্ত করা, (সঙ্গী ত্যাগ করিয়া) চলিয়া যাওয়া।

বিপ্পগত (বিণ) = **বিপ্পকত**। ⟹ **বিপ্পকত**।

বিপ্পগত মেথুন = **বিপ্পকত মেথুন**। ⟹ **বপ্পকত মেথুন**।

বিপ্পজহতি (ক্রি) [বি + প + √হা + অ] ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা। (অতীত) **বিপ্পজতি**। (অ-বিণ) **বিপ্পহীন**।(সপ্তমী) **বিপ্পজহে**।(ক্রি-বি) **বিপ্পহায**।(তুম্) **বিপ্পহাতবে**।

বিপ্পটিকুল (বিণ) বিরুদ্ধ, বিপরীত, বিপরীতদিকস্থ, অবাধ্য, একগুঁয়ে, প্রতিকূল, অসঙ্গত, বিপক্ষীয়, বিরোধী, শত্রুভাবাপন্ন।

বিপ্পটিপজ্জতি (ক্রি) [বি + পটি + √পদ + য] পাপ করা, ভুল করা, ভ্রমে পতিত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া, বিপথে যাওয়া, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, কমিয়া যাওয়া, অমৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ করা বা হওয়া, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা। (অতীত) **বিপ্পটিপজ্জি**। (অ-বিণ) **বিপ্পটিপন্ন**। (করণে) **বিপ্পটিপাদেতি**।

বিপ্পটিপত্তি (স্ত্রী) ভুলকার্য, ভুলপথ, ভুল, ভুল বিশ্বাস, কর্তব্য বিচ্যুতি, নৈতিক অপরাধ, পাপ, বিপ্রতিপত্তি, বিরোধ, বিরুদ্ধজ্ঞান, বিরুদ্ধাচরণ, অস্বীকার, সংশয়, বিধিলঙ্ঘন, অপরাধ, দোষ।

বিপ্পটিপন্ন (বিণ) বিপ্রতিপন্ন, বিরুদ্ধ, সন্ধিগ্ধ, অস্বীকৃত, পাপ করে এমন, ভুল পথ প্রাপ্ত, ভ্রান্তপথে পতিত, বিপথগত, বিপথে চলিয়াছে বা গিয়াছে এমন, ভুলরূপ কার্য করে এমন, ভ্রান্ত, ভুল পথে গিয়াছে এমন, ভ্রান্ত ধারণায় আছে এমন। (পেতবথ্থু) **বিপ্পটিপন্ন চিত্ত** = **অধম্মিযং পটিপদং পটিপন্ন** (পেতবথ্থু অর্থকথা)।

বিপ্পটিপাদেতি (ক্রি) পাপ করিবার কারণ করা; (বিনয় বর্ণনায়) ব্যভিচার করা, নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর কোনো নারীর সহিত অথবা নিজ স্বামী ব্যতীত অপর কোনো পুরুষের সহিত অবৈধ সহবাস করা। ⟹ **বিপ্পটিপজ্জতি**।

বিপ্পটিসার (পুং) মনস্তাপ, মর্মপীড়া, অনুতাপ, পাপের জন্য পরিতাপ, অসাধুতা, বদ ধারণা, খেদ, দুঃখ, খারাপ মত পোষণ করা।

বিপ্পটিসারগ্‌গি [বিপ্পটিসার + অগ্‌গি] মনস্তাপরূপ অগ্নি, মর্মপীড়া স্বরূপ অগ্নি।

বিপ্পটিসারিন (বিণ) অনুতপ্ত, অনুতাপপূর্ণ, অনুশোচনাপূর্ণ।

বিপ্পটিসারী (বিণ) = **বিপ্পটিসারিন**। ⟹ **বিপ্পটিসারিন**।

বিপ্পতচ্ছেতি (ক্রি) [বি + প + তচ্ছেতি] খননাদিতে নখের ব্যবহার করা, নখ দ্বারা খনন করা, নখে আঁচড়াইয়া খোলা, তীক্ষ্ণ বস্তুদ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, নখে আঁচড়াইয়া বা ছিঁড়িয়া পৃথক পৃথক করা বা খণ্ড খণ্ড করা।

বিপ্পনট্ঠ (বিণ) বিপথে গত, ইতস্তত ভ্রমণে রত, কর্তব্যচ্যুত, কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত, ভ্রান্ত, অধিকারভ্রষ্ট, হারানো, বিনষ্ট, বিনাশপ্রাপ্ত, নষ্ট, অপব্যয়িত, বিচ্ছিন্ন, জীবন হারাইয়াছে এমন, পথভ্রান্ত, অকালে শেষ হইয়াছে এমন, ক্ষয় প্রাপ্ত, (ঠাণ্ডা-সম্বন্ধে) অত্যন্ত কষ্টে ফেলিয়াছে এরূপ। = **মগ্গ-সম্মূঢ়** (বিমানবথ্থু অর্থকথা)।

বিপ্পমুত্ত (বিণ) বিপ্রমুক্ত, সম্পূর্ণরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত, মুক্ত, খালাস পাইয়াছে এমন, স্বত্ব পরিত্যক্ত, দাবি ছাড়িয়া দিয়াছে এমন, (ফিল্ম) প্রদর্শন বা বিক্রয়ের অনুমতি প্রাপ্ত, রক্ষাপ্রাপ্ত, বাঁচিয়া গিয়াছে এমন, উদ্ধারকৃত, ত্রাণ পাইয়াছে এমন, সঞ্চয়ার্থ রক্ষিত, সঞ্চিত, মিতব্যয়ী।

বিপ্পমোক্খ (পুং) মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা।

বিপ্পযুত্ত (বিণ) বিপ্রযুক্ত, বিযুক্ত, পৃথককৃত, বিশ্লিষ্ট, বিরহিত, বিচ্ছেদ প্রাপ্ত, বিচ্ছিন্ন। (সংযুক্ত নিকায়) **বিসংযুত্ত বিপ্পযুত্ত**। (তিকপট্ঠান) **বিপ্পযুত্ত পচ্চয**।

বিপ্পযুত্ত পচ্চয—বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়, বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থার সম্পর্ক। ⟹ **বিপ্পযুত্ত**।

বিপ্পযোগ (পুং) বিপ্রযোগ, পৃথক, পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ। (পেতবথ্থু অর্থকথা) **পিযবিপ্পযোগ**।

বিপ্পলপতি (ক্রি) [বি + প + √লপ + অ] (ঘুমন্ত অবস্থায়) প্রলাপ বকা, কিচমিচ শব্দ করা, বৃথা কথা কহা, হড়বর করা, শীতে দাঁত ঠক ঠক করা, বিলাপ করা, ক্রন্দন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা, দুঃখ প্রকাশ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা। (অতীত) **বিপ্পলপি**। (করণে) **বিপ্পলপেতি**।

বিপ্পলপেতি (ক্রি) বিশৃঙ্খলভাবে কথা বলা, হতভম্বের মত কথা কহা। ⟹ **বিপ্পলপতি**।

বিপ্পলম্ভেতি (ক্রি) [বি + পলম্ভেতি] প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, উপহাস করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা।

বিপ্পলাপ (পুং) বিপ্রলাপ, বিরুদ্ধকথা কথন, বিরোধ বচন বা কথা, কলহ, অনর্থক বিবাদ, বিশৃঙ্খল কথা, এলোমেলো কথা, ক্রন্দন, বিলাপ, ক্রন্দন ধ্বনি।

বিপ্পলুজ্জতি (ক্রি) [বি + পলুজ্জতি] ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, বিধ্বংস হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, বধিত হওয়া।

বিপ্পবদতি (ক্রি) [বি + পবদতি] বিবাদ করা, বিতর্ক করা, যথার্থতা অস্বীকার করা, অনৈক্য হওয়া, কলহ করা, ক্ষতিকর হওয়া।

বিপ্পবসতি (ক্রি) [বি + পবসতি] গৃহ হইতে কোনোদিকে চলিয়া যাওয়া, অনুপস্থিত থাকা, প্রবাসে থাকা, বিদেশে থাকা, গৃহ হইতে বাহিরে থাকা অথবা দূরে থাকা। = **অপেতি অপগচ্ছতি বিনা হোতি** (চুল্লনিদ্দেস)। (অতীত) **বিপ্পবসি**। (অ-বিণ) **বিপ্পবুত্থ**।

বিপ্পবাস (পুং) অনুপস্থিতি, গড়হাজিরি, অবিদ্যমানতা, বাহিরে অবস্থান, বিদেশে অবস্থান, প্রবাসে অবস্থান। (জাতক) **সতিবিপ্পবাস**।

বিপ্পবাস রত্তিচ্ছেদ—বাহিরে অবস্থানের জন্য রাত্রিচ্ছেদ (নামক অপরাধ) অর্থাৎ বর্ষাবাসের মধ্যে অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষুরা স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠিত স্থানে রাত্রি শেষে অরুণোদয় সময় পর্যন্ত রাত্রিযাপন না করিয়া বাহিরে অবস্থান করিলে স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠিত স্থান ত্যাগজনিত অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন। ⇒ **রত্তিচ্ছেদ**।

বিপ্পবিজ্ঝতি (ক্রি) সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ করা বা ভেদ করা, ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা, মোহিত করা, মর্মস্পর্শ করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা। (অ-বিণ) **বিপ্পবিদ্ধ**।

বিপ্পবিদ্ধ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ বা ছিদ্রযুক্ত। ⇒ **বিপ্পবিজ্ঝতি**।

বিপ্পবুত্থ (বিণ) অনুপস্থিত, গড়হাজির, অমনোযোগী, গৃহ হইতে বাহিরে বা দূরে অবস্থান করিয়াছে এমন। ⇒ **বিপ্পবসতি**।

বিপ্পবুত্থ সতি (বিণ) অনবহিত, অমনোযোগী, অনাদরকারী, তাচ্ছিল্যকারী।

বিপ্পসন্ন (বিণ) বিপ্রসন্ন, সন্তুষ্ট, প্রসন্ন, অনালোড়িত, শান্ত, ভক্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তি প্রকাশক, শ্রদ্ধাবান, আন্তরিক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত, পরিশুদ্ধ, পবিত্র, অতি পরিষ্কার, অতিস্পষ্ট, অমিশ্রিত, অবিমিশ্রিত, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, খাঁটি, কেবল, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ, নিষ্পাপ, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, উপযুক্ত, অনুকূল। (বিনয়) **বিপ্পসন্ন ছবিবণ্ণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিপ্পসন্ন চেতস**। = **পসন্ন-চিত্ত; সুটঠুপসন্ন**। ⇒ **বিপ্পসীদতি**।

বিপ্পসন্নচিত্ত = **পসন্নচিত্ত**। ⇒ **পসন্নচিত্ত**। (তুলনীয়) **বিপ্পসন্নেন চেতসা** (পেতবত্থু)।

বিপ্পসাদেতি (ক্রি) পবিত্র করা, শোধন করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা। ⇒ **বিপ্পসীদতি**।

বিপ্পসীদতি (ক্রি) [বি + প + √সদ + অ] স্বচ্ছ হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, স্পষ্ট হওয়া, জাজ্বল্যমান হওয়া, প্রখর হওয়া, শান্ত হওয়া, সহজে শ্রবণযোগ্য হওয়া, বিশুদ্ধ হওয়া, নির্দোষ হওয়া, সহজে বোধগম্য হওয়া, সহজবোধ্য হওয়া, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, পরিজ্ঞানলাভী হওয়া, অন্তর্দর্শন সম্পন্ন হওয়া, সুনিশ্চিত হওয়া, নিখরচা হওয়া, অবিমিশ্র হওয়া, নির্বিবাদ হওয়া, পক্ষপাতশূন্য হওয়া, ঋণশূন্য হওয়া, অবিব্রত হওয়া, পূর্ণ হওয়া, মুক্ত হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া, বাধাহীন হওয়া, সুন্দর হওয়া, পরিষ্কৃত বা পরিষ্কার হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, সুখী হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, চতুর হওয়া, সুদক্ষ হওয়া; (চরিত্রে) বন্ধুত্বে পুনঃস্থাপিত হওয়া, পুনর্মিলিত হওয়া, ঐক্যবিশিষ্ট হওয়া, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, মীমাংসিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, পরিতৃপ্ত হওয়া, মনোনীত হওয়া, পছন্দ হওয়া, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ হওয়া, সন্দেহ ভঞ্জন হওয়া, পরিশোধ হওয়া, পূর্ণ হওয়া, মেটানো, সৌভাগ্যশালী হওয়া, ভাগ্যবান হওয়া, দক্ষ হওয়া, নিপুণ হওয়া, সুষ্ঠু হওয়া, সুখী হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, অনুকূল হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মুখ-বণ্ণ বিপ্পসীদতি**। (অতীত) **বিপ্পসীদি**। (অ-বিণ) **বিপ্পসন্ন**। (করণে) **বিপ্পসাদেতি**।

বিপ্পসুক্খতি (ক্রি) [বি + প + সুক্খতি] সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হওয়া।

বিপ্পহান (ক্লী) পরিত্যাগ করণ, ত্যাগকরণ, বর্জন করণ, ত্যাগ, বর্জন, পরিত্যাগ, স্বত্ব পরিত্যাগ।

বিপ্পহিত (ক্লী) সর্বদিকে প্রেরণ, সংবাদ, বার্তা, বাণী। (জাতক) **দূতবিপ্পহিত**।

বিপ্পহীন (বিণ) পরিত্যক্ত, বর্জিত, অপসারিত, সরাইয়া ফেলিয়াছে এরূপ, ছাড়িয়া দিয়াছে এরূপ। ⇒ **বিপ্পজহতি**।

বিপ্পিত—এই শব্দটির "সমতল, চ্যাপ্টা" অর্থে জাতকে পাঠ হইয়াছে "**চিপিট**"।

বিপ্ফন্দতি (ক্রি) [বি + √ফন্দ + অ] হেঁচকিয়া টানা, ছিনাইয়া লওয়া, হঠাৎ ছিঁড়িয়া লওয়া, আপনা হইতেই কাঁপা বা দপদপ করা, পাকানো, মোচড়ানো, কাড়িয়া লওয়া, যন্ত্রণায় মোচড় খাওয়া, কাতরানো, ছটফট করা, চেষ্টা করা, উদ্যম প্রকাশ করা, বিবাদ করা, যন্ত্রণা ভোগ করা, কষ্ট করা, শ্রম করা। (অতীত) **বিপ্ফন্দি**। (অ-বিণ) **বিপ্ফন্দিত**। (ক্রি-বি) **বিপ্ফন্দিত্বা**।

বিপ্ফন্দন (ক্লী) বিস্ফন্দন, পাকানো, মোচড়ানো, কাতরানো, ছটফট করণ, পেশি সঙ্কোচন, হেঁচকা টান, ফিক বেদনা, বিবাদ, যুদ্ধ, অত্যন্ত উদ্যম, যন্ত্রণা, অতিশয় শ্রম।

বিপ্ফন্দিত (বিণ) কাড়িয়া লইয়াছে এরূপ, বিস্ফন্দিত, মোচড়াইয়াছে এরূপ, যন্ত্রণায় মোচড় খাইয়াছে এরূপ, পাকাইয়াছে এরূপ, ছটফট করিয়াছে এরূপ, হেঁচকাইয়া টানিয়াছে এরূপ, ছিনাইয়া লইয়াছে এরূপ, হঠাৎ ছিঁড়িয়া লইয়াছে এমন, আপনা হইতেই কাঁপিয়াছে বা দপদপ

করিয়াছে এমন, চেষ্টিত, উদ্যক্ত, শ্রম বা চেষ্টা করিয়াছে এমন। ⟹ **বিপ্ফন্দতি**। = **বিপ্ফন্দন**। ⟹ **বিপ্ফন্দন**। (মধ্যম নিকায়) **দিট্ঠি বিপ্ফন্দিত**। (যৌগিকে) **দিট্ঠি বিপ্ফন্দিত বিসূকায়িত**।

বিপ্ফল (পিপ্ফল?) = **ফল**। ⟹ **ফল**।

বিপ্ফলতি (ক্রি) [বি + ফলত] চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, ভাঙ্গিয়া খোলা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, বিভাগ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ফাটা, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া, জোরে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা। ইহার ব্যবহার জাতকে "**বিপততি**" এবং পেতবত্থুতে "**বিপাতেতি**" শব্দের পরিবর্তেও দৃষ্ট হয়। ⟹ **বিপাটেতি**। (অ-বিণ) **বিপ্ফলিত**। (করণে) **বিপ্ফালেতি**।

বিপ্ফলিত (বিণ) হাত দিয়া কুঁচকাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ। = **বিপ্ফালিত**। ⟹ **বিপ্ফলতি**।

বিপ্ফার (পুং) বিস্ফার, বিস্তার, ব্যাপ্তি, অনুপ্রবেশ, বিস্তৃতি, পরিব্যাপ্তি, বাহুল্য, কম্প, স্ফূর্তি, প্রচার, প্রসারণ। (বিণ) অনুপ্রবেশ করে এরূপ, ব্যাপী, বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ, বিস্তার করে এরূপ, সম্প্রসারণ করে এরূপ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিতক্ক-বিপ্ফার-সদ্দ; মহাজুতিক মহাবিপ্ফার**। (জাতক) **মহাবিপ্ফার মহাজুতিক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বচীবিপ্ফার**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মহাবিপ্ফার মহাজুতিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **করুণাবিপ্ফার**।

বিপ্ফারিক (বিণ) বিস্তারিত হয় এরূপ, বিস্তৃত হয় এরূপ, বিস্ফারিত হয় এরূপ, প্রসারিত হয় এরূপ।

বিপ্ফারিকা (স্ত্রী) উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।

বিপ্ফারিত (বিণ) বিস্ফারিত, বিস্তৃত, বিস্তারিত, কম্পিত, চলিত, স্ফূর্তিযুক্ত, প্রকাশিত, ধ্বনিত, প্রসারিত, বিশাল, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, বিশদভাবে ব্যক্ত, বিকশিত। (দাঠাবংস) **বিপ্ফারিত অক্খিযুগল**—বিস্ফারিত বা বিশাল চক্ষুদ্বয়।

বিপ্ফালিত (বিণ) চেরা, ফাড়া, বিদীর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিভক্ত, বিভাগকৃত, কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে এরূপ। (সদ্ধম্মোপায়ন) **বিপ্ফালিত অঙ্গ**। ⟹ **বিপ্ফালেতি**।

বিপ্ফালেতি (ক্রি) বিস্ফারিত করা, বিশাল করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, বিশদরূপে ব্যক্ত করা, বিকশিত করা, ধনুর ছিলা বা গুণ টানা। (অ-বিণ) **বিপ্ফালিত**। ⟹ **বিপ্ফলতি**।

বিপ্ফুরণ (ক্লী) বিস্ফুরণ, বিস্তার, বিস্তৃতি, সম্প্রসারণ, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, ব্যাপ্তি, অনুপ্রবেশ।

বিপ্ফুরতি (ক্রি) [বি + √ফুর + অ] আন্দোলিত করা বা হওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, স্পন্দিত করা বা হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, সংবেগ প্রাপ্ত হওয়া, ভীত হওয়া, পৃথকভাবে উড়িয়া যাওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা, প্রচার করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিজ্জোতমান বিপ্ফুরতো**। (অতীত) **বিপ্ফুরি**। (অ-বিণ) **বিপ্ফুরিত**। (ব-বিণ) **বিপ্ফুরন্ত**।

বিপ্ফুরিত (বিণ) বিস্ফুরিত, স্ফূর্তিযুক্ত, চঞ্চল, কম্পিত, পরিব্যাপ্ত, উদ্বেগযুক্ত, উদ্বিগ্ন, সংবেগপ্রাপ্ত, স্ফীত, বর্ধিত, ধ্বনিত। ⟹ **বিপ্ফুরতি**।

বিপ্ফুলিঙ্গ (ক্লী) বিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা, স্ফুলিঙ্গ, ফুলকি, ক্ষুদ্র অংশ, কণা।

বিপ্‌ফোটিত (বিণ) (বিস্ফোটক বা ফোড়া সম্বন্ধে) বিস্ফোটিত, ফাটিয়া গিয়াছে এরূপ।

বিপ্লাবিত ⟹ **বিপলাবিত**।

বিফল (বিণ) বিফল, বৃথা, নিষ্ফল, নিরর্থক, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, অনুর্বর, ফলপ্রদ নয় এমন।

বিবন্ধ (পুং) পদশৃঙ্খল, নিগড়, বন্ধন।

নিবন্ধন (ক্লী) শক্ত বন্ধন, ঘনিষ্ঠ বন্ধন। = **বিবন্ধ**।

বিবাধক (বিণ) অনিষ্ট করে এমন, অনিষ্টকর, অনিষ্টকারী, ক্ষতিকর, অহিতকর, বিরক্তিকর, বাধাযুক্ত।

বিবাধতি (ক্রি) [বি + √বধ + অ] বাধা দেওয়া, গতিরোধ করা, বিঘ্ন ঘটা, বাধা উপস্থিত হওয়া, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, রোধ করা, বন্ধ করা, মন্থর করা, অপকার করা, অনিষ্ট করা, অহিত করা। (কর্মবাচ্য) **বিবাধিযতি**।

বিবাধন (ক্লী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, প্রতিনিরোধ, নিবারণ।

বিবাধিযতি (ক্রি) উৎপীড়িত হওয়া। ⟹ **বিবাধতি**।

বিবোধেতি (ক্রি) = **নিবোধেতি**। ⟹ **নিবোধেতি**।

বিব্ভন্ত (বিণ) বিভ্রান্ত, ভ্রমযুক্ত, যাহার হইয়াছে এমন, ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, বিপথে গত, ভ্রান্ত, পথভ্রান্ত, যূথভ্রষ্ট, দলছাড়া, বিক্ষিপ্ত, এখানে ওখানে সংঘটিত, বিশৃঙ্খল, হতভম্ব। (মধ্যম নিকায়) **পধান বিব্ভন্ত**—উদ্যমত্যাগী। (জাতক) **বিব্ভন্ত কুপিতিন্দ্রিয**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিব্ভন্তিভাব**: "**বিব্ভন্ত**" শব্দ "**চিত্ত**" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহার হইলে উহার অর্থ হয়—"দ্বিধাগ্রস্ত, ইতস্ততকারী, দোলায়মান, ইতস্তত ভ্রমণকারী, বিভ্রান্ত" ⟹ **বিব্ভান্তচিত্ত**। ⟹ **বিব্ভমতি**।

বিব্ভন্তক (বিণ) ১ বিপথে গমনকারী, ইতস্তত ভ্রমণকারী, কর্তব্যকর্ম হইতে চ্যুত, যূথভ্রষ্ট, দলছাড়া, পথভ্রান্ত, বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত, এখানে ওখানে সংঘটিত, বিশৃঙ্খলা, হতভম্ব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ঝানবিব্ভন্তক**। ২ যেই ভিক্ষু বুদ্ধের শাসন বা ভিক্ষাধর্ম হইতে চ্যুত, স্বীয় মতত্যাগী, স্বীয় ধর্মত্যাগী, স্বদলত্যাগী।

বিব্ভন্তি = **বিব্ভন্ত**। ⟹ **বিব্ভন্ত**।

বিব্ভন্তিভাব = **বিব্ভান্ত চিত্ত**। ⟹ **বিব্ভান্ত চিত্ত**।

বিব্ভমতি (ক্রি) [বি + √ভম + অ] ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, পথ হারানো, বিভ্রান্ত হওয়া, প্রস্থান করা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া, বিপথে যাওয়া, বুদ্ধের শাসন বা ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করা। (অতীত) **বিব্ভমি**। (ব-বিণ) **বিব্ভন্ত**। (ক্রি-বি) **বিব্ভমিত্বা**।

বিব্‌ভান্ত = **বিব্‌ভন্ত**। ⇒ **বিব্‌ভন্ত**।

বিব্‌ভান্তচিত্ত–বিভ্রান্ত মন, ভ্রাম্যমাণ চিত্ত, বিহ্বল মন। ⇒ **বিব্‌ভন্ত**।

বিভঙ্গ (পুং) বিভঙ্গ, বিন্যাস, ভঙ্গিসঙ্কোচ, খণ্ড, ছেদ, বণ্টন, শ্রেণীভাগকরণ, বিতরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি, বিভাগকরণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেণীবিভাগ। (সূত্রনিপাত) **জাতিবিভঙ্গ**। (মহাবংসে) **ধাতুবিভঙ্গ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিভঙ্গ উদ্দেস**। বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র অভিধর্মপিটকে "**বিভঙ্গ**" দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম-বিশেষ। (তুলনীয়) **সুত্তবিভঙ্গ**।

বিভজতি (ক্রি) [বি + √ভজ + অ] (সাহিত্যে) বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগ করা, ভাগ করা, পৃথক করা, দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করা, বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ করা বা হওয়া, বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, অপরের সহিত অংশগ্রহণ করা; (চরিত্রে) পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, কোনো বিষয় সম্পর্কে সবিস্তারে স্থির করা বা ব্যবস্থা করা, শব ব্যবচ্ছেদ করা, বিশ্লেষণ করা, সবিশেষ বর্ণনায় যাওয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা, শ্রেণীবিভাগ করা, কোনো বিষয় সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিতে যাওয়া, বিভাগ করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**বিভাজেতি**" এবং মধ্যম নিকায়ে পাঠ হইয়াছে "**বিরাজেতি**"। (সংযুক্ত নিকায়) **অথং বিভজতি; ধম্মং বিবরতি বিভজতি উত্তানি-করোতি**। (অতীত) **বিভজি**। (অ-বিণ) **বিভত্ত, বিভজিত**। (ব-বিণ) **বিভজন্ত**। (ক্রি-বি) **বিভজিত্বা, বিভজ্জ**।

বিভজন (স্ত্রী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, বিভাগকরণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ, দফা বা অতি ক্ষুদ্র অংশে করিতে যাওয়া। (নেত্তি) **বিভজন বিবরণা; বিভজন উত্তানিকম্মতা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিবরণ, বিভজন, উত্তানি-করণ**। (তুলনীয়) **বিভাজন**।

বিভজিত্বা (ক্রি-বি) = **বিভজ্জ**। ⇒ **বিভজ্জ** (ক্রি-বি)। ⇒ **বিভজতি**।

বিভজ্জ (ক্রি-বি) বিভক্ত হইয়া, বিশ্লেষিত হইয়া, বিভাজ্য, বিভাগ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া। ⇒ **বিভজতি**। (ক্রি-বিণ) বিশদরূপে। (দীর্ঘনিকায়) **বিভজ্জ ব্যাকরণীয় পঞ্‌হ** (ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে "স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে উত্তর দান")। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিভজ্জ বচন**—বিশ্লেষণ করিয়া অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া কথন।

বিভজ্জবাদ (পুং) বিভাজ্যবাদ, কারণের ধর্ম অর্থাৎ কারণজনিত ক্রিয়া বা গুণ, যেই ধর্মকে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ভাগ ভাগ করিয়া দেখানো হইয়াছে, যেই ধর্মকে কার্যকারণ নীতিতে বিভাগ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই ধর্মই প্রাচীন থেরবাদ অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত মৌলিক ধর্ম।

বিভজ্জবাদিন (বিণ) = **বিভজ্জবাদী**। ⇒ **বিভজ্জবাদী**।

বিভজ্জবাদী (বিণ) বিভাজ্যবাদী, বিভাজ্যবাদিন, যেই ধর্মকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে যিনি সেই ধর্মের কথা বলেন, যিনি বিভাজ্যবাদ ধর্ম প্রচার করেন অর্থাৎ বুদ্ধ, যিনি বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে প্রাচীন থের মহাথেরগণ পরম্পরা থেরবাদ ধর্ম গ্রহণ করেন। ⇒ **বিভজ্জবাদ**।

বিভত্ত (বিণ) ১ বিভক্ত, বিভাগকৃত, সংক্রামিত, সুশ্লিষ্ট, বণ্টন করা হইয়াছে এরূপ, বিভিন্ন, শ্রেণী বিভাগকৃত, শ্রেণী বিভক্ত, বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অংশকৃত, স্বতন্ত্রকৃত, ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। ২ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীত, ব্যাখ্যাত, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিশ্লেষণকৃত, মূল উপাদানে পৃথককৃত, (বাক্যের অংশ) পৃথককৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বিভজতি**।

বিভত্তবত্থু (বিণ) বিশদ বিবরণপূর্ণ, সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত, বিভাগ করিয়া দেখাইবার বিষয়বস্তু পূর্ণ, কার্যকারণপূর্ণ।

বিভত্তি (স্ত্রী) ১ বিভাগ, বিভাগকরণ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ, রচনা, ভঙ্গি, বণ্টন, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেণীবিভাগ, অতি ক্ষুদ্র অংশ, সবিশেষ বর্ণনা, দফা, বহুবিধত্ব, বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ, বৈষম্য, প্রকার, রকম, জলসা। জাতকে "চিত্রবিদ্যা" সম্পর্কেও এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গে "**সঙ্খেপ**" এর সহিত "**বিভত্তি**" শব্দকে বাক্যরচিত দৃষ্ট হয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রূপবিভত্তি**। ২ বিভক্তি, শব্দ বা ধাতুর পরে যে সকল প্রত্যয় হয়, (ব্যাকরণে) বিভক্তি এবং প্রত্যয়, শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ, ধাতুরূপ, মিলন, সংযুক্তি, সম্বদ্ধতা, যুগ্মতা, সুপ্‌ ও তিঙ্‌ প্রভৃতি, বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের রূপসাধন, ব্যাকরণে শব্দ ও ধাতুর রূপ সাধন, শব্দরূপ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিভত্তিলোপ**।

বিভত্তিক (বিণ) বিভক্ত, ভাগ হইয়াছে এরূপ; (চরিত্রে) পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বর্ণিত, তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাখ্যাত, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীত।

বিভত্তিভাব = **বিভত্তিভাব**। ⇒ **বিভত্তিভাব**। = **বিব্‌ভত্তিভাব**।

বিভত্তিলোপ—বিভক্তি লোপ, ধাতুরূপ বা শব্দরূপ সাধনের অন্তর্ধান।

বিভন্ত (বিণ) বিভ্রান্ত, ভ্রমযুক্ত, যাহার ভুল হইয়া থাকে

এমন, ত্বরান্বিত। (তুলনীয়) ভন্ত।

বিভন্তিভাব (পুং) বিভ্রান্ত ভাব, বিভ্রান্ত অবস্থা। = ভন্তত্ত, **বিভত্তিভাব**।

বিভব (পুং) ১ বিভব, সম্পত্তি, ধন, ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, সম্পদ, সাফল্য, উন্নতি, বিভুত্ব, প্রভুত্ব, কর্মক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব, শাসন, প্রভাব, বল, কার্যকরণ শক্তি, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিভবসম্পন্ন**—ধনী, ধনাঢ্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসীতি-কোটি-বিভব**—৮০ কোটি (সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের) বিভব বা ধন। (জাতক) **বহুবিভব**—অত্যন্ত ধনবান, বহু সম্পত্তির মালিক বা অধিকারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহাবিভব; যথাবিভব** = **বিভবানুরূপ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ বিভব, অবিদ্যমানতা, জীবনের অবসান, ভব বা সংসার নাই বলিয়া ধারণা, সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন, অনস্তিত্ব। (সূত্রনিপাত) **বিভব ভব**। (জাতক) **বিভবংগত**। ⇒ **তণ্হা**।

বিভবঙ্গত (বিণ) [বিভবং + গত] শূন্যতায় গত হইয়াছে বা গমন করিয়াছে এমন, অনস্তিত্বে গত, অবিদ্যমানতায় গমন করিয়াছে এমন, ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনাশপ্রাপ্ত, বিধ্বংসে পর্যবসিত। = **বিনাসংপত্ত, ভববিগম**। ⇒ **বিভব** (২)।

বিভব তণ্হা (স্ত্রী) বিভব তৃষ্ণা, শূন্যতার প্রতি টান বা ঝোঁক, অনস্তিত্বতার প্রতি আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা, "ভবশূন্যতা অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেবলই শূন্যময় বলিয়া (আত্মা) ধ্বংসেই হইয়া যায় আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না"—এইরূপ ধারণায় পুনর্জন্ম গ্রহণ না করার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সম্পূর্ণরূপে আত্মধ্বংসে সাধনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জীবনের ধ্বংস-সাধনে আকাঙ্ক্ষা, অনস্তিত্বের ইচ্ছা, অবিদ্যমানতার ইচ্ছা। ⇒ **তণ্হা** (৩)।

বিভবতি (ক্রি) [বি + ভবতি] জীবিত থাকাকে শেষ করা অর্থাৎ অস্তিত্ব ধ্বংস করা। (অতীত) **বিভবি**। (অ-বিণ) **বিভূত**। (ভবিষ্যতে) **বিভবিস্সতি**।

বিভবদিট্‌ঠি (স্ত্রী) বিভব দৃষ্টি, আত্ম-ধ্বংসের মতবাদ, অনস্তিত্বের ধারণা, অবিদ্যমানতার মতবাদ, মৃত্যুর পর আত্মা ধ্বংসে হইয়া যায় আর পুনর্জন্ম করে না এইরূপ মতবাদ বা ধারণা, পুনরায় জন্ম করিতে হয় না বলিয়া আত্মধ্বংসের মতবাদ বা নীতি।

বিভব ভব—যেখানে অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা নাই অর্থাৎ কেবলই শূন্যতায় স্থান, অনস্তিত্ব অবস্থা, অবিদ্যামানতার অবস্থা। ⇒ **বিভব** (২)।

বিভবমত্ত (বিণ) বিভবমত্ত, ধনমত্ত, ঐশ্বর্যে মত্ত, ক্ষমতায় প্রমত্ত। ⇒ **মত্ত** (১গ), **বিভব** (১)।

বিভবসম্পন্ন (বিণ) বিভব সম্পন্ন, ঐশ্বর্যশালী, ধনশালী, ধনবাদ, ধনী, ধনাঢ্য, সৌভাগ্যশালী। ⇒ **বিভব** (১)।

বিভবানুরূপ (ক্রি-বিণ) প্রভূত সম্পদ ও শক্তি অনুরূপে। = **যথাবিভব**। ⇒ **বিভব** (১)।

বিভস্‌সিকত (বিণ) কথায় প্রস্তুত, কথায় কথায় প্রস্তুত। (ক্লী) জল্পনা, মিথ্যা গল্প, জল্পক, বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি।

বিভস্‌সিকতা (স্ত্রী) = **বেভস্‌সি**। ⇒ **বেভস্‌সি**।

বিভাগ (পুং) বিভাগ, ভাগ, বণ্টন, দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশকরণ বা অংশীকরণ, অঙ্কশাস্ত্রে ভগ্নাংশের ভাজ্য, শ্রেণীভাগকরণ, বিতরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি, বিভাগকরণ, হরণ, অমিল, বিবাদ, প্রাচীর, সৈন্যদল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনাকরণ, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীতকরণ, শ্রেণীবিভাগ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অত্থবিভাগ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ধাতুবিভাগ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পদবিভাগ**। (তুলনীয়) **সর্ববিভাগ**।

বিভাজন (ক্লী) বিভাজন, বণ্টন, বিভাগ করণ, শ্রেণীভাগ করণ, বিতরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি বা সংপ্রসারণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ। = **বিভাগ**।

বিভাজেতি (ক্রি) = **বিভজতি**। ⇒ **বিভজতি**।

বিভাত (বিণ) বিভাত, উজ্জ্বল, আলোকিত, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত। **বিভাবতায় রত্তিযা**—যখন রাত্রি প্রভাত হয় অর্থাৎ উষাকাল বা প্রভাত সময়। ⇒ **বিভাতি**। (ক্লী) বিভাত, প্রভাত, প্রাতঃকাল, উষা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিভাতকখণে**।

বিভাতকখণে (ক্রি-বিণ) = **বিভাত খণে**। ⇒ **বিভাত খণে**।

বিভাত খণে (ক্রি-বিণ) প্রভাতে, উষাকালে, প্রাতঃকালে, প্রত্যূষে, ভোরে, অতি ভোরে, অতি সকালে।

বিভাতায রত্তিযা ⇒ **বিভাত**।

বিভাতি (ক্রি) [বি + √ভা + অ] আলোকিত হওয়া, আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রভাত হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া। (অতীত) **বিভাযি**। (অ-বিণ) **বিভাত**। (ভবিষ্যতে)। **বিভাযিস্সতি**।

বিভাদতি (ক্রি) এই শব্দের পাঠ হইবে "**বিবাদতি**"। ⇒ **বিবাদতি**।

বিভাযতি (ক্রি) = **বিভাতি**। ⇒ **বিভাতি**।

বিভাযন (ক্লী) উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলকরণ, আলোকিতকরণ, আলোক প্রদান, কিরণ প্রকাশ।

বিভাবন (ক্লী) ১ বিভাবন, বিবেচনা, অবধারণ, চিন্তন, প্রকাশন, পরিষ্কারকরণ, স্পষ্টকরণ, দর্শন, খ্যাপন, বিভাবনা, নিরূপণ, নির্ণয়, ব্যাখ্যা, অর্থ, প্রদর্শনী, ব্যাখ্যা পুস্তক, আবরণোন্মোচন। ২ সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, অন্তর্ধান, তিরোধান, অস্তিত্ব লোপকরণ। (তুলনীয়) **বিভব** (২)। = **বিভাবনা**।

বিভাবনা (স্ত্রী) = **বিভাবন**। ⇒ **বিভাবন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্থবিভাবনা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিভাবনা নাম অন্তর ধাপনা'তি অত্থো**।

বিভাবনিয (বিণ) বিভাবনীয়, বিভাব্য, অবধারণীয়, চিন্তনীয়, দর্শনীয়, নির্ণয়ে সংসৃষ্ট, নিরূপণে সম্পর্কিত, সহজে বোধগম্য হয় এরূপ, স্পষ্ট হয় এরূপ, বর্ণনীয়, অর্থ করার যোগ্য, অর্থ করিয়া বুঝাইবার উপযুক্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরমত্থ বিভাবনিয**।

বিভাবিত (বিণ) বিভাবিত, অনুভূত, দৃষ্ট, বিবেচিত, বিমৃষ্ট, বিচিন্তিত, প্রসিদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত, লোপপ্রাপ্ত, বিলুপ্ত, লুপ্ত, নির্মূলিত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধিত, অস্তিত্বের বিলোপ সাধিত, বিদ্যমানতা বিনষ্ট। ⇒ **বিভাবেতি**।

বিভাবিন (বিণ) বিভাবিন্, বিভাবী, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৌশলী, জ্ঞানী, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। = **মেধাবিন**।

বিভাবী (বিণ) = **বিভাবিন**। ⇒ **বিভাবিন**। (পুং) জ্ঞানী ব্যক্তি।

বিভাবেতি (ক্রি) [বি + √ভূ + অ] ১ স্পষ্ট করা, সহজবোধ্য করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া। ২ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা; (সাহিত্যে) প্রচুররূপে উৎপাদন করা, আতিশয্যরূপে বা উত্তমরূপে বাড়ানো। (ক্রি-বি) **বিভাবযিত্বা**। ৩ অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করা, বিদ্যমানতার বিনাশ ঘটানো, জীবনীশক্তি বা জীবন ধারণ নির্বাপিত করা, লোপ করা, নির্মূল করা, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধন করা। (অতীত) **বিভাবেসি**। (অ-বিণ) **বিভাবিত**। (ব-বিণ) **বিভাবেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিভাবেত্বা**।

বিভাসতি (ক্রি) = **ভাসতি**। ⇒ **ভাসতি** (২)। (অ-বিণ) **বিভাসিত**।

বিভাসিত (বিণ) বিভাসিত, প্রদীপ্ত, দীপ্ত, আলোকিত, প্রকাশিত, কিরণ দ্বারা প্রকাশিত, আলোক দ্বারা সজ্জিত, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুসজ্জিত, সুশোভিত, জলোপরি শোভিত, চিত্রিত, উজ্জ্বলকৃত। ⇒ **বিভাসতি**।

বিভিন্ন (বিণ) বিভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন, বিভক্ত, মিশ্রিত, সংগৃহীত, পৃথকভূত, বিবটিত, অন্যবিধ, বিদীর্ণ, নানাবিধ, বিদলিত, বিকশিত, হতাশ, হতবুদ্ধি, নিঃশেষিত, বিবিধ, পরস্পর হইতে ভিন্ন, ইতস্তত ছড়ানো, বিশৃঙ্খল, ভেদযুক্ত, বিপরীত, অমিল, মিলন রহিত, অসঙ্গত, বিক্ষিপ্ত। = **অঞ্ঞমঞ্ঞং ভিন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

বিভীটক = **বিভীতক**। ⇒ **বিভীতক**।

বিভীটকা (স্ত্রী) বহেরা গাছ। = **বিভীতক**।

বিভীতক (পুং) বিভীতক, বিভীতকী, বহেরা গাছ, বয়ড়া বৃক্ষ, বহেরা ফল, বয়ড়া ফল, বয়ড়া, বহেরা, বহেরা বা বয়ড়া গাছ বা ফল। ⇒ **ফল** (১)।

বিভীতকা (স্ত্রী) = **বিভীতক**। ⇒ **বিভীতক**।

বিভীতকী (স্ত্রী) = **বিভীতকা**। ⇒ **বিভীতকা**।

বিভূত (বিণ) ১ অস্তিত্ব ধ্বংসকৃত, বিদ্যমানতা বিনষ্ট, ধ্বংসকৃত, বিনষ্ট, নষ্ট, ভগ্ন, বধিত, বিলুপ্ত, নির্মূলকৃত, রহিত বা শূন্যময় হইয়াছে এরূপ। = **বিভাবিত অতিক্কন্ত বীতিবত্ত** (চুল্লনিদ্দেস)। ⇒ **বিভবতি**। ২ মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, কপটী, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত। ৩ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্পষ্ট, জাজ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, সহজবোধ্য, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, পরিজ্ঞানলাভী, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্র, নির্বিবাদ, পক্ষপাতরহিত, ঋণশূন্য, অবিবৃত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, বাধাহীন, স্বতন্ত্র, পৃথক, বিভিন্ন, নির্দিষ্ট, স্পষ্ট উচ্চারিত, ঠিক, অবধারিত, (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিভূতং করোতি**—ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।

বিভূতি (স্ত্রী) ১ বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, নাশ, উচ্ছেদ। (থেরগাথা) **বিভূতিমণ্ডল**। (তুলনীয়) **বিভূত** (১)। ২ বিভূতি, ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, মহত্ত্ব, মহিমা, মর্যাদা, উচ্চ চালচলন, রাজপদবী, রাজা বা রানীর সম্মানসূচক উপাধি, উচ্চাঙ্গের বাক্যপ্রয়োগ প্রণালী, যশ, তেজ, প্রভা, প্রশংসা, গৌরবের বস্তু, ঈশ্বরের আবির্ভাব, জ্যোতির্মণ্ডল, প্রভাচ্ছটা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানবিভূতি; রাজবিভূতি**।

বিভূসন (ক্লী) বিভূষণ, বিভূষা, আভরণ, অলঙ্কার, শোভা, সৌষ্ঠব, সম্পাদন, ভূষণ। = **বিভূসা**।

বিভূসনট্ঠান (ক্লী) বিভূষণস্থান, ভূষণস্থান, প্রসাদন স্থান, অলঙ্কৃতকরণ অবস্থা, অলঙ্কৃতকরণ, ভূষণ, শোভা সম্পাদন, সাজ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, প্রসাদন, অলঙ্কৃত করার উপকরণ। ⇒ **ঠান** (৩ক)।

বিভূসা (স্ত্রী) অলঙ্কার, ভূষণ, সম্মানচিহ্ন, সাজ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, স্বতন্ত্র, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা। = **বিভূসণ**।

বিভূসিত (বিণ) বিভূষিত, অলঙ্কৃত, ভূষিত, শোভিত, সজ্জিত। ⇒ **বিভূসেতি**।

বিভূসেতি (ক্রি) [বি + √ভূস + এ] বিভূষিত করা, ভূষিত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, সুসজ্জিত করা, অলঙ্কৃত করা। (অতীত) **বিভূসেসি**। (অ-বিণ) **বিভূসিত**। (ক্রি-বি) **বিভূসেত্বা**।

বিভেতি (ক্রি) [বি + ভাযতি] ভীত হওয়া, শঙ্কিত হওয়া, ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় করা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় করা, ভক্তি করা, অতিশয় শ্রদ্ধার করা, ভয় সঞ্চার করা। = **ভাযতি**।

বিভেদক (বিণ, পুং) বিভেদকারী, বন্ধুত্ব নষ্টকারী, নিন্দুক, অপবাদ প্রদানকারী, বিভেদ সৃষ্টিকারী।

বিভেদিক (পুং) তালগাছ, তালবৃক্ষ।

বিভেদেতি (ক্রি) [বি + ভেদেতি] বিচ্ছিন্ন করা বা করানো, বিভেদ ঘটানো, ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কারণ করা, অপবাদ

দেওয়া, নিন্দা করা।

বিভোতি (ক্রি) = **বিভবতি**। ⇒ **বিভবতি**।

বিমজ্জন (ক্রী) মসৃণ করণ, তেলাকরণ, অবন্ধুর করণ, চিক্কণকরণ, নরম বা কোমল করণ, সহজকরণ, শান্তকরণ, স্নিগ্ধকরণ, বাধাহীনকরণ, অপ্রতিহতকরণ, পরিষ্কার করণ, সুন্দর বা সভ্যকরণ, সুরুচিসম্পন্ন করণ।

বিমট্‌ঠ (বিণ) বিমৃষ্ট, বিবেচিত, বিচারিত, অবন্ধুর, মসৃণ, তেলা, চিক্কণ, নরম, কোমল, সহজ, স্নিগ্ধ, শান্ত, বাধাহীন, অপ্রতিহত, মৃদু, মধুর, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরসারহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত, চকচকে, পালিশ করা, উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, সুন্দর ও সভ্য, সুরুচিসম্পন্ন। (জাতক) **বিমট্‌ঠাভরণ**; (জাতক অর্থকথায়) **বিসাল**। (মধ্যম নিকায়) **উভতো-ভাগবিমট্‌ঠ**)—উভয় পার্শ্বে চকচকে অথবা মসৃণ।

বিমত (বিণ) বিমত, অনভিমত, অসম্মত, বিরুদ্ধমতযুক্ত, অপ্রিয়, অগ্রাহ্য, অনিষ্ট, হতবুদ্ধি করিয়াছে এমন, ঝঞ্ঝাটে ফেলিয়াছে এরূপ, জটিল করিয়া তুলিয়াছে এরূপ, সন্দিগ্ধ, সন্দেহযুক্ত।

বিমতি (স্ত্রী) বিমতি, অনিচ্ছা, অসম্মতি, সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা, জটিলতা, হতবুদ্ধি অবস্থা, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা, ত্রাস।

বিমতিচ্ছেদক (বিণ) জটিলতা, বিদূরণকারী, হতবুদ্ধিতা অপসারক, বিমতিচ্ছেদক, যা দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বিদূরিত হয়।

বিমতিজাতা (বিণ) সন্দিগ্ধ হইয়াছে এমন, বিভ্রান্ত হইয়াছে এমন, অসম্মত হইয়াছে এমন, সন্দিগ্ধ, বিভ্রান্ত। ⇒ **বিমতি, অধিকত** (৩)।

বিমদ (বিণ) মদতারহিত, মত্ততাহীন, অনুত্তেজিত, অনুল্লসিত, বিহ্বল নহে এমন, মাতাল ও উন্মত্ত নহে এমন, আত্মশ্লাঘাহীন, অহমিকা নাই এমন, অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার হয় নাই এরূপ। জাতক অর্থকথায় ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "বেহুঁশ, অজ্ঞান, অজ্ঞাত, অজ্ঞানকৃত"।

বিমদ্দন (ক্রী) প্রবল চাপ, ঘনভিড়, ভঙ্গকরণ, মর্দন, নিংড়ানো, দমন, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও প্রবেশ, ধ্বংস, বিনাশ, বধ।

বিমদ্ধ (বিণ) মসৃণ, কোমল। = **বিমট্‌ঠ**। ⇒ **বধ** (১)।

বিমন (বিণ) ১ হতবুদ্ধি হইয়াছে এমন, ঝঞ্ঝাটে ফেলিয়াছে এরূপ, জটিল করিয়া তুলিয়াছে এরূপ, ত্রাসিত হয় এমন। ২ জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বুদ্ধিহারা, বুদ্ধিভ্রষ্ট। ৩ উন্মত্তপ্রায় অবস্থাপ্রাপ্ত, দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখে পতিত, বিমনা, বিষণ্ন, দুঃখিত, উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল, অন্যমনস্ক, নিরানন্দ, অপ্রফুল্ল, দুর্মনা।

বিমরিযাদি (বিণ) অনিয়ন্ত্রিত, মুক্ত। ⇒ **বিমরিযাদিকত**।

বিমরিযাদিকত (বিণ) [বি + মরিযাদা + কত] অবাধ বা অপ্রতিরুদ্ধ করা হইয়াছে এরূপ অর্থাৎ মুক্ত, খোলা, অনিয়ন্ত্রিত, উদ্ধারকৃত, পরিত্যক্ত, ছাড়িয়া দিয়াছে এরূপ, সন্তান-প্রসূত, বিলিকৃত, প্রদত্ত, বক্তৃতাদিপ্রদত্ত, (আঘাত) প্রদত্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **বিপ্পমুত্তে বিমরিযাদি কতেন চেতসা বিহরতি**।

বিমল (বিণ) বিমল, নির্মল, স্বচ্ছ, শুভ্র, সুন্দর, মনোহর, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, খাঁটি, নির্দোষ, পরিষ্কার, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, পবিত্র, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়ো-থেবড়ো প্রান্তযুক্ত নহে এমন, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, অকলঙ্ক, নির্দাগ, দাগশূন্য, অমিশ্রিত, অবিমিশ্রিত, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল।

বিমলযক—ঈষৎ কালো রঙের একজাতীয় মূল্যবান পাথর। (তুলনীয় সংস্কৃত) বিমলক।

বিমান (ক্রী) ১ (সাহিত্যে) কোনো স্থান-বিশেষের আচ্ছাদন, পরিমাণ, এক পরিমাণ বিশিষ্টকরণ। কিন্তু ধর্মপাল ইহার অর্থ করিয়াছেন "পরিমাণহীন অর্থাৎ অপরিমেয় বা অপরিমিত"। এইরূপে সমার্থবাচক বাক্য : (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিগত-মানে অপ্পমানে মহন্ত বর-পাসাদ; বিসিট্‌ঠমানং, পমাণতো মহন্তং**। প্রযুক্ত অর্থ : বিমান, দিব্যাবাস, স্বর্গীয় প্রাসাদ বা বাসস্থান, দেবতার বাসভবন, বাসভবন, দেবপ্রাসাদ, স্বর্গ, রমণীয় স্থান, ব্যোমযান, দেবরথ, যান, রথ, সুবৃহৎ অট্টালিকা, জমিদারের বাটী, মণ্ডপ, সিংহাসন, সাত তলা ঘর, অশ্ব, ঘোটক, রাজগৃহ বিশেষ, রাজপ্রাসাদ। ক সাধারণত মত প্রকাশে—(১) বিমান-সম্পর্কে যাহা ধারণা বা বিশ্বাস হয় উহা উপরোক্ত অর্থ অপেক্ষা অদ্ভুত, ধর্মপুস্তকের অবাস্তব বা (মিথ্যা) কাল্পনিক অংশসমূহ যাহা জনসাধারণে প্রচলিত উহা কুসংস্কার বা অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করা হইয়াছে (বিমানবত্থু, পেতবত্থু, অপদান, জাতক এবং তাদৃশ পরীর গল্পসমূহ)। ইহাতে দেখা যায় বিদেশী (Hellenic Babylonian) প্রভাবের এবং অবশিষ্ট অংশগুলির আংশিক সমুদ্রে ভ্রমণকারী বণিকদের গল্পসমূহের স্পষ্ট খসড়া (তুলনীয় location of viman in mid-ocean)। পক্ষান্তরে ইহা প্রাচীন বৈদিক মতে দেবরথকেই বুঝায় যাহা আরোহী রথীর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইত (নিম্নোক্ত "ঙ, ছ, জ" নম্বর দ্রষ্টব্য)। এইরূপে বিমানবত্থুতে বুঝাইয়াছে "**রথ**"; (জাতক) **দেববিমান সদিস রথ**। (২) বিমানসমূহ বিশ্বের দূরবর্তী অংশসমূহে রহিয়াছে (তুলনীয়—the island of the blessed অর্থাৎ বুদ্ধের দ্বীপ বর্ণনা); একইরূপে G. Chapman কর্তৃক অনুবাদিত Homer's Odyssey-এর স্বর্গ বা রমণীয় স্থানের বর্ণনায় বলা হইয়াছে : "সমস্ত পৃথিবীর অবিনশ্বর বা অমর প্রান্তভাগ সমূহ, স্বর্গীয় সৌভাগ্য প্রদানের ক্ষেত্র যেখানে Rhadamanthus কর্তৃক শাসিত হয় এবং

যেখানে বাসকারী জনগণ জীবনে কখনও দুঃখ ভোগ করে না, যেখানে তুষার নাই বৃষ্টিপাত নাই নিষ্ফল শক্তিক্ষয়ের অর্থাৎ নিষ্কর্মারূপে সময় ক্ষেপণের বিরক্তিকর শীত নাই, কিন্তু মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহিত মহাসমুদ্র হইতে যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা হয় উহা সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ"। (৩) জনপ্রিয় ধর্মে ঈদৃশ পারম্পরিক যৌক্তিক সাহিত্যের প্রভাব মহান হইয়া আসিয়াছে, বাস্তবিক পুরাণ বিজ্ঞান বা পুরাণ কথার স্পষ্ট উদাহরণসমূহ দ্বারা সাদাসিধে মনের মর্মস্পর্শ স্বরূপ প্রতিদানের অনুমানকে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিয়া বিমানবত্থু ও জাতকের গল্পসমূহে বিমানকে অতি মহান করিয়া তোলা হইয়াছে যে উহা অপর যে কোনো ধর্মসম্মত গ্রন্থ অপেক্ষা অতিশয় সমাদৃত গ্রন্থ। ঈদৃশ দৃষ্টিতে মহাবংসে উল্লিখিত "**পেতবত্থুং বিমানঞ্চ সচ্চ-সংযুক্ত এব চ দেসেসি থেরো**" বিষয়টি আমাদের বিচার করিতে হয়। **খ** বিমান সমূহের বর্ণনা অতিশয় প্রাণবন্ত বা উচ্ছ্বসিত অর্থের শব্দ পর্যায়ে করা হইয়াছে। প্রসাদসমূহ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র সংবলিত রাজ্যসমূহ) স্বর্ণময়, স্ফটিকময় অথবা অত্যুৎকৃষ্ট মণিময়, উহাদের স্তম্ভগুলি মণিখচিত, উহাদের উজ্জ্বল ছাদগুলি ৭০০ (বিমানবত্থু অর্থকথায় "অসংখ্য" ও বলা হইয়াছে) শৃঙ্গাকারে নির্মিত চূড়াবিশিষ্ট হইয়া সূক্ষ্মাগ্র করা হইয়াছে। ইহাদের গম্বুজসমূহের চতুর্দিকে মনোরম ও নকশাকৃত বাগান দ্বারা কারুকার্য করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে যাহার অলিগলি পথসমূহ স্বর্ণরেণু ছড়ানো, উহার প্রতিটি ইচ্ছাপূরণকারী কল্পতরুতে পরিপূর্ণ। তথায় বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন বৃক্ষও রহিয়াছে যাহা স্বর্গীয় ফুল ও ফলভারে নত এবং মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে সুগন্ধি প্রবাহিত হইয়া থাকে, পদ্ম পরিপূর্ণ শীতল জলের পুষ্করিণীসমূহ শক্তিবৃদ্ধিকর স্নানের নিমিত্ত আহ্বান জানায়, পক্ষীকুল করতাল বীণাদি স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া কলকণ্ঠে গান করিতে থাকে, দেবীগণ স্বীয় স্বীয় শরীর প্রভায় আলোকিত করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, সর্বত্র শান্তি ও সুখ বিরাজ করিতে থাকে, ঈদৃশ বিমানের আনন্দ-উল্লাস ভাষায় বর্ণনা বা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই স্বর্গ বা রমণীয় স্থান অনন্ত কালের জন্য স্থায়ী হয় [**চিরট্‌ঠিতিক** (বিমানবত্থু), **কপ্পট্‌ঠায়িন** (থেরগাথা)], সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহা স্বর্গীয় সুখময় স্থান যাহা সহজে কল্পনা করা যায়। বিমানের বিবরণ-সংবলিত প্রবন্ধের জন্য বিমানবত্থু গ্রন্থ এবং ইহার অর্থকথাকে প্রথম স্থানীয় গ্রন্থ বলা যায়। **গ** বিমানের অধিবাসীরা সাধারণত সুখী, ইহাদিগকে দেবতা (অথবা যক্ষ) বলা হয়। তাহারা তাহাদের স্বকীয় পুণ্য ("**পুঞ্ঞ**" নিম্নোক্ত "ঘ" নম্বর দ্রষ্টব্য) প্রভাব দ্বারা ঈদৃশ গৌরবান্বিত বা উন্নত স্থান লাভ করিতে পারিয়াছে। মৃত্যুর পর দেহত্যাগে যাহারা প্রেত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ প্রেতকুলে উৎপন্ন হইয়াছে) সেই দেবগণই বটে (অর্থাৎ বিমানবত্থুতে যাহাদিগকে "**পুব্বদেবতা**" বলা হইয়াছে)। উহারা দিবারাত্রির সমভাগে অর্ধকাল যেমন শাস্তিস্বরূপ কষ্টভোগের অধীন তেমন অর্ধকাল সুস্থানের সুখভোগ স্বরূপ নিত্য আনন্দমুখর থাকে—উহাই প্রায়শ গুরুত্ব আরোপিত হইয়া থাকে এবং উহাই তাহাদের ব্যক্তিগত কর্মের গুণ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত, যেমন জাতকে বলা হইয়াছে : **বিমান-পেতিযো সত্তাহং সুখং অনুভবন্তি, সত্তাহং দুক্‌খং**; জাতকে অন্যত্র বলা হইয়াছে : **বেমানিক-পেত-ভবেন-কম্মস্‌স সরিক্‌খকো বিপাকো অহোসি** (অর্থাৎ রাত্রিকালে সুখভোগ দিনের বেলায় দুঃখভোগ)। অর্ধকাল সুখী এবং অর্ধকাল দুঃখী ঈদৃশ মিশ্রিত দেবগণের বর্ণনায় তাহাদিগকে বলা হইয়াছে: (পেতবত্থু অর্থকথায়) **বিমানপেত**; (স্ত্রীলিঙ্গে) **বিমানপেতী, বিমানদেবতা**; (জাতক) **বেমানিক পেত**। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহাদিগকে বলা হইয়াছে ইহারা "**নাগ**" এবং "**সুপন্ন**" গণের ন্যায় শক্তিশালী। ইহারা বাহ্যিক সাদৃশ্যে সুন্দর এবং মনুষ্যজাতির ন্যায়, পরিধান করে মানুষের প্রয়োজনীয় পরিপূরক সজ্জাসামগ্রী এবং পরিবেষ্টনীর ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণের জরির কাজ করা পীতবর্ণের ("**পীত**" বর্ণনায় "**স্বর্ণবর্ণ**") চীবর। এইরূপে ইহাকে পেতবত্থুতে "**পীতবিমান**" বলা হইয়াছে। চন্দ্র ও শুকতারার জ্যোতির ন্যায় প্রায়শ তাহাদের প্রভা (দেহজ্যোতি) বিদ্যমান থাকে। **ঘ** বিমানের প্রথম উৎপত্তি বা কারণ। কোনো ব্যক্তি সৎকাজ করিলে (এমনকি তাহার জীবিতকালেও করিলে) তাহার দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পরলোকে তাহার জন্য বিমানের উৎপত্তি হয় এবং সেই মালিকের প্রবেশের নিমিত্ত উহা অপেক্ষা করিতে থাকে (ধর্মপদ অর্থকথা)। জাতকে নাগরাজার বিমান বর্ণনায় বলা হইয়াছে : বিনা কারণে (**অধিচ্চ**) বিমান লাভ হয় না, ঋতু পরিবর্তনেও বিমানের উৎপত্তি হয় না, ইহা স্বয়ংকৃতও (**সযঙ্কত**) নহে, দেবতা কর্তৃকও ইহা প্রদত্ত নহে, কিন্তু "**সকেহি কম্মেহি অপাপকেহি পুঞ্ঞেহি লদ্ধ**" (অর্থাৎ ব্যক্তির নিষ্পাপ ও পুণ্যকার্য সমূহ দ্বারা লব্ধ)। সর্বপ্রকার অর্ধ-প্রাণঘাতী অবস্থাকে ছাড়িয়া পরীর গল্পে উল্লেখিত মুগ্ধ বা উল্লসিত অবস্থায় প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় বিমানরূপে স্বর্গে প্রবেশ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার সহিত তুলনীয় (সমাধি অবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে) : **সুত্তপ্পবুদ্ধ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। বিমানবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে "কথিত আছে বিমান আপনা আপনিই প্রাদুর্ভাব হয় (**পাতুর অহোসি**) বা আবির্ভূত হয় অথবা উৎপন্ন হয় (**উগগচ্ছি**)। **ঙ** বিমানসমূহের অবস্থিতি। বিমান একটি ব্যক্তিগত স্বর্গীয় রাজ্য-বিশেষ। তদ্ধেতু বিমান সমূহের সুনির্দিষ্টভাবে অবস্থান নির্দেশিত হইতে পারে না (Etyian Fields)। ইহারা যেই কোনো স্থানে

(ইহলোক এবং মৃত্যুর পর পরলোকে) রহিয়াছে, কিন্তু কোনো কোনো স্থান ইহাদের সংস্থাপনের জন্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর অনুকূল বা উপযোগী। এইরূপে থেরগাথায় বলা হইয়াছে **মজ্‌ঝে সাগরস্মিং**" (অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে), পেতবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে **"সমুদ্দ-মজ্‌ঝে"** যেখানে পোত ধ্বংস হইলে কেবল দুঃসাহসিকতায় প্রবেশ সম্ভব অথবা তাদৃশ কারণযুক্ত স্থানে, অথবা হিমালয়ের একটি অথবা অন্যান্য মহাসরোবরে (পেতবত্থু)। বিমানগুলি রহিয়াছে পথের অগম্য স্থানে (পৃথিবীর প্রান্তদেশে), দেখা যায় ইহা মরুভূমি, বিজনপ্রদেশেও রহিয়াছে (বিমানবত্থু, পেতবত্থু)। পেতবত্থু, পেতবত্থু অর্থকথা এবং জাতকে দেখা যায়, **রুক্‌খদেবতা** অর্থাৎ বৃক্ষ দেবগণের বাসস্থান স্বরূপ, কাজেই বৃক্ষরূপ বিমান সমূহও রহিয়াছে। প্রায়শ এইগুলি আকাশে মোহাবিষ্ট নেত্রে দৃষ্ট অলীক ছায়ামূর্তির বা প্রকৃত মূর্তির মিথ্যা ধারাবাহিক প্রবাহ তুল্য প্রাসাদ। বিমানের অধিবাসীরা তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা নিজের ইচ্ছানুক্রমে বিমানগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে পারে। এইরূপ স্থানান্তরের মনোবৃত্তি চরম দ্রুতগতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত (অর্থাৎ ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিমান স্থানান্তরিত হইয়া যায়, ইহা **"মনোজব"** বা মননের দ্রুততার সহিত তুলনীয়)। এইরূপে বিমানবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে যে স্বর্ণময় পালকিরূপ বিমান প্রাসাদের উপরিস্থ আকাশে আসিয়া স্থিত হইলে (**আকাসচারিন, সীঘ-জব**)। এইগুলিকে জাতকে **"আকাসট্‌ঠানানি"** অর্থাৎ আকাশস্থ-স্থানসমূহও বলা হইয়াছে। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে **"যক্‌খ আলবক"**-এর প্রাসাদ হইতেছে **"ভূম্মট্‌ঠ"** (অর্থাৎ ভূমিস্থিত বা ভূমিবাসী) এবং দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। (উড়ন্ত) বিমান সম্বন্ধে স্থান বিভিন্ন **সুখস্বাচ্ছন্দ্য** বা সুবিধা অনুরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে, যেমন—কেদারা বা চেয়ার, হস্তী, জাহাজ, শয্যা বা খাট ইত্যাদি, ডুলি, শিবিকা ইত্যাদি; অথবা মৃত্যুর পর পরলোকে ইহার অবস্থিতি হইতেছে **"চিত্তলতাবন"** এতে (বিমানবত্থু), অথবা **"পারিচ্ছত্তক"** বৃক্ষে (বিমানবত্থু), অথবা **"চাতুম্মহারাজিক ভবন"** এতে (বিমানবত্থু অর্থকথা)। পূর্ববর্তীকালে যখন পুণ্যবান দেবগণ সম্বন্ধে (অথবা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে যাঁহারা উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে) **"বেমানিকা দেবা"** রূপে মতবাদ স্থাপিত হয় সেই সময় তাঁহাদের বিমানস্বরূপ বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হয় **"তাবতিংস"** স্বর্গে বা ত্রয়োদশ দেবলোকে (বিমানবত্থু অর্থকথা, ধর্মপদ অর্থকথা) অথবা **"তুসিত"** দেবলোকে। তদ্ধেতু **"তুসিত পুর"**কে **"তুসিত্ত-বিমান"** এতে পরিবর্তিত করা হয় (ধর্মপদ অর্থকথা)। **চ** বিমানের আকৃতি বা আয়তন অবশ্য বিশাল, কিন্তু (স্বর্গীয় হওয়ায়) সুসামঞ্জস্য অর্থাৎ সর্বদিকে বিস্তৃতি সমান অথবা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যায় বিশেষত সামঞ্জস্য বিধানকৃত। এই বিষয়সমূহে নিম্নে উল্লেখ করা হইল। পুনঃপুন মহা সংঘটনের রূপক সংখ্যাগুলি হইতেছে **"যোজন"** সম্বন্ধে ১২, ১৬, ৩০, ৭০০ (যোজন)। ১২ ও ১৬ (যোজন) সংখ্যার ব্যবহার দৃষ্ট হয় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাযুক্ত আয়তন বুঝাইতে এবং উদরের বেড়ের প্রমাণ বুঝাইতে, ৭০০ (যোজন) সংখ্যা সাধারণত উচ্চতা বুঝাইতে; ধর্মপদ অর্থকথায় ৭০০ (যোজন)-এর অধিক সংখ্যাও দেখানো হইয়াছে; চূড়া বা গম্বুজের উচ্চতার সংখ্যাগুলি সম্পর্কে উপরোক্ত "**খ**" দ্রষ্টব্য। বিমানবত্থু অর্থকথায় **"সত্ত যোজন-পমাণো রথো"** (৭০০ সংখ্যার পরিবর্তে ৭ সংখ্যাও ব্যবহার করা হইয়াছে)। ধর্মপদ অর্থকথায় (বিস্তৃতি সম্পর্কে) ৩০ সংখ্যাও দৃষ্ট হয়। **ছ** চন্দ্র ও সূর্যের বিমানসমূহ। চন্দ্র ও সূর্যের বিমান আছে—এই ধারণা অদ্ভুত (তুলনীয় বৈদিক শব্দ "রথ" = সূর্য)। ধর্মসম্মত পুস্তকের খুব কম পাঠেই ইহা দৃষ্ট হয়। জৈনদের মতে স্বর্গীয় বা দেবশরীরগুলি এক একটি বিমান বিশেষ (সাধারণ কির্ফেল গ্রন্থে "জৈন বিমান" দ্রষ্টব্য)। পালি সূত্রনিপাত অর্থকথায় দেখা যায়, **'চন্দ-বিমানং ভিন্দিত্বা** (চন্দ্র স্বয়ং) চন্দ্রের বিমান বা প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া; (ধর্মপদ অর্থকথা) **চন্দিমা সুরিযা বিমানানি গহেত্বা অট্‌ঠংসু**। **জ** **"বিমান"** সম্বন্ধে অন্যান্য নির্দিষ্ট অর্থ এবং সবিস্তার বিবরণী। **"বিমান"** শব্দের পরিবর্তে অপরাপর বিভিন্ন বর্ণনাসমূহ সাধারণ-ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **"রথ"** (উপরোক্ত "ক" দ্রষ্টব্য), **"নগর"** (পেতবত্থু), **"পুর"** (উপরোক্ত "ঙ"-এতে **"তুসিত"** রূপে ব্যবহার দ্রষ্টব্য), **"পাসাদ"** অথবা **"দিব্বপাসাদ"** (ধর্মপদ অর্থকথা) অথবা **"বরপাসাদ"** (বিমানবত্থু অর্থকথা) অথবা **"বিমান-পাসাদ"** (বিমানবত্থু)। জাতকে, বিশুদ্ধিমার্গে ও বিমানবত্থু অর্থকথায় **"বিমান"** বলিলে বিশেষ করে বুঝায় **"দেববিমান"** অর্থাৎ দেবপ্রাসাদ বা স্বর্গীয় প্রাসাদ (অতি শ্রেষ্ঠার্থে); দীর্ঘনিকায়ে **"ব্রহ্মবিমান"** অর্থাৎ অতি চমৎকার প্রাসাদ বা উর্ধ্বতম স্বর্গ (এখানে বোধ হয় ব্রহ্মার প্রাসাদ বা বাসভবনকে বুঝাইয়াছে)। (থেরগাথা) **ব্রহ্ম** (ক্লী)। ⇒ **ব্রহ্ম**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্তভাব**, যেমন—**তিগাবুতপ্পমাণ অত্তভাব** (যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)। **ঝ** নানাবিধ। গ্রন্থের বহুল পাঠে উপরোক্ত **"ক"** নম্বরের মত উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি **"বিমান"** সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতেছে : (দাঠাবংস) **অচলং বিমান অন্তলিক্‌খাম্‌হি নাবং গতিবিরহিতং অম্ভোরাসি-মজ্‌ঝাম্‌হি দিস্বা**; বিমানবত্থু গ্রন্থের সর্বত্র দ্রষ্টব্য; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যে দেবা দীঘাযুকা উচ্চেসু বিমানেসু চিরট্‌ঠিতিকা**। সংযুক্ত নিকায়ে **"ন বিমান"**-এর পরিবর্তে **"ন চ মানং"** পাঠ হওয়া উচিত। ২ [বি + মান] অসম্মান, অপমান, নিন্দা, ঘৃণা, বিমাননা অবমান, অবমাননা, তিরস্কার.

আদালত অবমাননা। (সুত্রনিপাত) **বিমানদস্সিন**। = **বিমানন**।

বিমানদস্সিন (বিণ, পুং) ঘৃণা প্রদর্শনকারী, নিন্দুক, অবমাননাকারী। ⟹ **বিমান** (২)।

বিমানন (ক্লী) বিমাননা, অবমান, তিরস্কার, অপমান, অসম্মান, নিন্দা, ঘৃণা, অশিষ্টতা, আদালত অবমাননা, অবমাননা। (দীর্ঘনিকায়) **অবিমানন**। = **বিমান** (২)।

বিমানপেত (পুং) বিমানপ্রেত, বিমানবাসী প্রেত, একজাতীয় অশরীরী জীব বা সত্ত্ব যাহারা রাত্রিকালে সুখভোগ করে এবং দিনের বেলায় শাস্তিস্বরূপ দুঃখভোগ করে। ⟹ **বিমান** (গ)।

বিমানপেত্তি (স্ত্রী) বিমানপেত্নী, বিমানবাসিনী পেত্নী, বিমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ⟹ **দেবধীতা**।

বিমানবত্থু (ক্লী) বিমান সম্বন্ধীয় গল্প, আবাসস্থান সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস, বিমান সম্বন্ধীয় ইতিহাসপূর্ণ গ্রন্থ। সূত্রপিটকে ইহা এক গ্রন্থের নাম বিশেষ। ⟹ **বিমান**, **বত্থু** (৫)।

বিমানিত (বিণ) ঘৃণিত বা ঘৃণার সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ, অপমানিত, অবমানিত, অসম্মানিত। ⟹ **বিমানেতি**।

বিমানেতি (ক্রি) [বি + √মান + এ] অসম্মানিত করা, ঘৃণা করা, ঘৃণিত ব্যবহার করা, অপমান করা, অপমানিত করা, অবমাননা করা, অমান্য করা। (অতীত) **বিমানেসি**। (অ-বিণ) **বিমানিত**। (ক্রি-বি) **বিমানেত্বা**।

বিমুখ (বিণ) বিমুখ, মুখ ফিরাইয়া থাকে এরূপ, প্রতিনিবৃত্ত, বাধাপ্রদত্ত, নিবারিত, অনবহিত, অমনোযোগী, অনাদারকৃত, তাচ্ছিল্যকৃত, অনাদরকারী, তাচ্ছিল্যকারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধম্মসঞ্ঞা বিমুখ; চরিত বিমুখ**।

বিমুচ্চতি (ক্রি) [বি + √মুচ + য] বিমুক্ত হওয়া, মুক্ত হওয়া, বন্ধনমুক্ত হওয়া, বন্ধন হইতে খালাস পাওয়া বা হওয়া, স্বত্ব পরিত্যাগ হওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শন বা বিক্রয়ের অনুমতি হওয়া, দাবি পরিত্যক্ত হওয়া, (ভাবাবেগ বা মনের উত্তেজনা বা প্রবল ইচ্ছা হইতে) বিমুক্ত হওয়া, উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া। (অতীত) **বিমুচ্চি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **বিমুচ্চিংসু**। ⟹ (অ-বিণ) **বিমুত্ত** [(**অন**) **উপাদা**, (**অন**) **উপাদায**]। (ভ-বিণ) **বিমোচনীয**। (ক্রি-বি) **বিমুচ্চিত্বা**। (করণে) **বিমোচেতি**।

বিমুচ্চন (ক্লী) মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, বিমোচন, উদ্ধার, পরিত্রাণ, বন্ধনমোচন, বিমোক্ষণ, বিমোক্ষ।

বিমুঞ্চতি (ক্রি) [বি + √মুচ + ং + অ] মুক্ত হওয়া, মুক্তি পাওয়া, বন্ধনমুক্ত হওয়া। (তুলনীয়) **বিমুচ্চতি**। (অতীত) **বিমুঞ্চি**। (অ-বিণ) **বিমুঞ্চিত**। (ব-বিণ) **বিমুঞ্চন্ত**। (ক্রি-বি) **বিমুঞ্চিত্বা**।

বিমুত্ত (বিণ) বিমুক্ত, মুক্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত, বন্ধন হইতে মুক্ত, দুঃখ হইতে মুক্ত, পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত, পরিত্যক্ত, রাগদ্বেষ মোহ হইতে বিমুক্ত, জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত, উদ্ধারকৃত। (পেতবত্থু) **অরহা বিমুত্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **চিত্তং বিমুত্ত**—(আসক্তিসমূহ হইতে) চিত্ত বিমুক্ত বা বিমুক্তচিত্ত; **উভতোভাগ বিমুত্ত**—উভয়দিক হইতে বিমুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্ঞাবিমুত্ত**—প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সদ্ধাবিমুত্ত**—শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **অনুপাদা বিমুত্ত**। ⟹ **বিমুচ্চতি**, **বিমুঞ্চতি**, **বদ্ধ** (২)।

বিমুত্তচিত্ত (বিণ) বিমুক্তচিত্ত, যেই চিত্ত বা মন সর্বপ্রকার আসক্তি হইতে বিমুক্ত, যাঁহার চিত্ত সর্বাসক্তি হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়াছে।

বিমুত্তচিত্ততা (স্ত্রী) মনে বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি হইতে বিমুক্ততা বা মুক্ত অবস্থা, সাধক চিত্তের লীন অবস্থা অর্থাৎ লোভ-দ্বেষ-মোহমূলক চিত্তভাব উৎপন্ন না হওয়ার অবস্থা। ⟹ **চিত্ততা**।।

বিমুত্তত্ত (ক্লী) বিমুক্তিত্ব, আত্মমুক্তির অবস্থা প্রাপ্তি।

বিমুত্তনুত্তরিয (বিণ) [বিমুত্ত + অনুত্তরিয] বিমুক্ত পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা তিন প্রাধান্যের মধ্যে একটি। ⟹ **দস্সন'নুত্তরিয**।

বিমুত্তাযতন (ক্লী) মুক্তির স্থান, মুক্তির লক্ষণ বা সুযোগ। ইহা পঞ্চবিধ, যথা—(শিক্ষক বা উপদেষ্টার শিক্ষাপ্রদত্ত) ধর্ম শ্রবণ, ধর্মবিষয় শিক্ষাদান বা ধর্মদান, ধর্মবিষয় আবৃত্তি, ধর্মবিষয় চিন্তা বা ভাবনা, ধর্মবিষয়ে জ্ঞান বা যথার্থ অনুভূতি (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

বিমুত্তি (স্ত্রী) বিমুক্তি, বিমোচন, বন্ধন হইতে মোচন, মোক্ষ, মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা, দাসত্ব মোচন, বন্ধন মোচন। (সংযুক্ত নিকায়ে) **অভিজানাতি; অরিযবিমুত্তি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **যথাভূতং পজানাতি**। (বিভঙ্গ) **মিচ্ছাবিমুত্তি**। ⟹ **অরহত্ত**, **উপেক্খা**, **খন্ধ** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **দস্সন**, **ফল**, **মেত্তা**।

বিমুত্তিকুসম (ক্লী) গুচ্ছহীন পুষ্প, যেই ফুলসমূহকে একত্রে গুচ্ছ বাঁধা হয় নাই অর্থাৎ এক একটি পৃথক পৃথক পুষ্প-বিশেষ।

বিমুত্তিক্খন্ধ (পুং) বিমুক্তিস্কন্ধ, বন্ধনমোচন লাভ সম্বন্ধীয় বিষয়পুঞ্জ, দাসত্বমোচন বা পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ।

বিমুত্তি ঞাণদস্সন (ক্লী) বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন, জন্ম-জরা ব্যাধি মরণ হইতে দূরে স্থিত বলিয়া জানা, অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি, অর্হত্ত্ব জ্ঞান লাভ।

বিমুত্তি ঞাণদস্সনক্খন্ধ (পুং) বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন স্কন্ধ, বন্ধন-মোচনের কার্যসাধনে উপলব্ধি বা বাস্তবে পরিণতি সম্বন্ধীয় বিষয় পুঞ্জ বা বিষয়সমূহ। ⟹ **বিমুত্তিক্খন্ধ**।

বিমুত্তি ঞাণদস্‌সনসম্পদা (স্ত্রী) বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন সম্পদ, অর্হত্ব জ্ঞান প্রাপ্তিতে সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১)।

বিমুত্তিরস (পুং) বিমুক্তিরস, মুক্তি লাভের জন্য আগ্রহ, বিমুক্তির উপাদান বা সারভাগ। ⇒ **রস** (৫)।

বিমুত্তিসম্পদা (স্ত্রী) বিমুক্তি সম্পদ, অর্হত্ব সুখ, অর্হত্ব প্রাপ্তির বা লাভের সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১)।

বিমুত্তিসার—বিমুক্তিসার, বিমুক্তির উপাদান বা সারভাগ।

বিমুত্তিসুখ (ক্লী) বিমুক্তি সুখ, মুক্তি লাভে সুখানুভূতি, মুক্তি প্রাপ্তিতে সুখ।

বিমোক্‌খ (পুং) বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ, বিমোচন, উদ্ধার, বিমুক্তি, পরিত্রাণ, বন্ধনমোচন, মুক্তি, মোচন, খালাস, বিপদ হইতে পরিত্রাণ বা উদ্ধার, স্বাধীনতা, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, দাসত্বমোচন, বন্ধনমোচন, পার্থিব সর্ববস্তুতে বিযুক্ত অবস্থা, সর্বপ্রকার সাংসারিক অবস্থা হইতে পৃথকত্ব বা স্বতন্ত্রতা, অর্হত্ব, অর্হত্ব অবস্থা। (মধ্যম নিকায়ে) **সমযবিমুত্তি অসমযবিমুত্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতসো বিমুত্তি**। (বিনয়) **চিত্তস্‌সবিমুত্তি**। চুল্লনিদ্দেসের বর্ণনায় "**বিমোক্‌খ**"-কে "**অগ্‌গ**" এবং "**ভগবা**" অর্থেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রতিসম্ভিদামার্গে বলা হইয়াছে "**বিমোক্‌খ**" ত্রিবিধ, যথা—**সুঞ্ঞতো বিমোক্‌খ, অনিমিত্তো বিমোক্‌খ, অপ্পনিহিতো বিমোক্‌খ**। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে "**বিমোক্‌খ**" বা বিমুক্তির অবস্থা অষ্টবিধ, যথা—১ "**রূপী**"-এর অবস্থা, ২ **অরূপসঞ্ঞী**, "৩ "**সুভ**"-এর প্রত্যভিজ্ঞা বা স্বীকার, ৪ "**আকাসানঞ্চাযতন**"-এর বাস্তবে পরিণতি বা উপলব্ধি, ৫ "**বিঞ্ঞাণানঞ্চাযতন**" এর উপলব্ধি, ৬ **আকিঞ্চঞ্ঞাযতন**, ৭ **নেব-সঞ্ঞা-নাসঞ্ঞাযতন**, ৮ **সঞ্ঞাবেদযিত-নিরোধ**। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান শতক) **অষ্টবিমোক্ষ**। বিনয়ে সমার্থে "**ঝান-বিমোক্‌খ সমাধি সমাপত্তি (মগ্‌গফল)**"। ⇒ **ঝান**।

বিমোক্‌খসম্ভার (পুং) বিমোক্ষ বা বিমুক্তির উপাদান সম্ভার, বিমোক্ষ বা বিমুক্তিজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাসমূহ।

বিমোখ = **বিমোক্‌খ**। ⇒ **বিমোক্‌খ**।

বিমোচক (বিণ) মোচনকারী, যা দ্বারা মোচন করা যায়, যা দ্বারা মুক্ত হওয়া যায়, উদ্ধারকারী, বন্ধনমোচনকারী, যেই ব্যক্তি বন্ধনমোচন করিয়া দেয়, মুক্তিকারী, পরিত্রাণকারী।

বিমোচন (ক্লী) ১ মোচন, বন্ধনমোচন, মুক্তি, অভিযোগ হইতে মুক্তি, ভারমোচন, নির্বাহ, কার্যমুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব। অস্‌সুবিমোচন—অশ্রুবিসর্জন, অশ্রুমোচন, অশ্রুবর্ষণ, রোদনকরণ, চোখের জল ফেলা। ২ উদ্ধার, মুক্তি, পরিত্রাণ, বিদূরিত করণ। (মহাবংসে) **অন্তরায বিমোচন**। ⇒ **বিমোক্‌খ**।

বিমোচনীযা ধম্মা—দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিজনক বিষয় বা চিন্তাসমূহ, যেই ধর্ম (বিষয় বা চিন্তা) সমূহ বন্ধন মুক্তিকারক অথবা স্বাধীনতায় নীত করে (অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রদানকারী)। (বিপ) **রজনীযা ধম্মা**।

বিমোচেতি (ক্রি) [বি + √মুচ + এ] মুক্ত বা খালাস হওয়ার কারণ করা, মুক্ত করা, বন্ধন মোচন করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তং বিমোচেতি**। ⇒ **বিমুঞ্চতি**। (অতীত) **বিমোচেসি**। (অ-বিণ) **বিমোচিত**। (ব-বিণ) **বিমোচেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিমোচেত্বা**।

বিমোহিত (বিণ) বিমোহিত, মুগ্ধ, মোহপ্রাপ্ত, মোহিত, মোহপ্রাপিত, অজ্ঞান, মূর্ছিত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, বিহ্বল, হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, প্রতারিত। ⇒ **বিমোহেতি**।

বিমোহেতি (ক্রি) [বি + √মুহ + এ] প্রতারণা করা, ঠকানো, আনন্দে সময় কাটানো, আমোদিত করা, আনন্দ বিধান করা, অন্যদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা, বিহ্বল করা, হতবুদ্ধি করা, বিমোহিত করা, মোহিত করা, মুগ্ধ করা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা। (অতীত) **বিমোহেসি**। (অ-বিণ) **বিমোহিত**। (ক্রি-বি) **বিমোহেত্বা**।

বিম্ব (পুং, ক্লী) বিম্ব, সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল, মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার, মূর্তি, প্রতিবিম্ব, ছায়া। = **বিম্ব** (১)। (তুলনীয়, বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) বিম্বক (মুখের অবয়ব বা গঠন)। মহাবংসের বর্ণনায় "**ব্যম্‌হিত**", সূত্রনিপাত অর্থকথার বর্ণনায় "**বত**" শব্দ এবং "**বে**" = "**অহো**" শব্দের পরিবর্তেও "**বিম্ব**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বিম্‌হয (পুং) বিস্ময়, আশ্চর্য ভাব, অদ্ভুত বলিয়া জ্ঞান বা ধারণা, অহঙ্কার, গর্ব, অদ্ভুত স্থায়িত্বভাব বা রসবিশেষ, সংশয়, নৈরাশ্য, বিফলমনোরথ, নৈরাশ্যকর ব্যক্তি বা বস্তু, আকস্মিক আক্রমণ, অপ্রত্যাশিত বস্তু।

বিম্‌হাপক (বিণ) বিস্ময় প্রকাশক, যেই ব্যক্তি বিস্ময়াভিভূত করে বা মুগ্ধ করে, যেই ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত করে অথবা হঠাৎ আক্রমণ করে, মুগ্ধকারী, বিহ্বলকারী, প্রতারণাকারী, হতাশকারী, ফাঁকিবাজ, ভয়বিহ্বল করে এমন। = **কুহক**।

বিম্‌হাপতি (ক্রি) বিস্ময়াভিভূত করা, বিস্মিত করা, মুগ্ধ করা, মোহিত করা, আশ্চর্যান্বিত করা, হঠাৎ আক্রমণ করা, বিহ্বল করা, ভয়বিহ্বল করা, প্রতারণা করা, হতাশ করা, নিরাশ করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া। ⇒ **বিম্‌হাপেতি**। **বিম্‌হাপেতি**।

বিম্‌হাপন (ক্লী) বিস্মাপন, বিস্মায়ন, বিস্ময়জনন, কুহক, মায়া, বিস্মিতকরণ, নিরাশা, নৈরাশ্য, হতাশ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বিহ্বলকরণ, মুগ্ধকরণ, ভ্রান্তকরণ, আশ্চর্যান্বিত করণ, হঠাৎ আক্রমণকরণ। = **কুহন** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

বিম্‌হাপেতি (ক্রি) [বি + √ম্‌হি + আপে] বিস্মিত করা, বিস্ময়াপন্ন করা, আশ্চর্যান্বিত করা, হঠাৎ আক্রমণ

করা, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, নিরাশ করা, অত্যন্ত ভয়ের কারণ করা, ভয়বিহ্বলতার কারণ করা। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় ইহার পরিবর্তে "কুহক" শব্দেরই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। (অতীত) **বিম্হাপেসি**। (অ-বিণ) **বিম্হাপিত**। (ক্রি-বি) **বিম্হাপেত্বা**।

বিম্হিত (বিণ) বিস্মিত, বিস্ময়াভিভূত, বিস্ময়াবিষ্ট, আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়াপন্ন, ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে এমন, (কিছু) করিতে নিবারিত বা বাধাপ্রাপ্ত, বিহ্বল, ভয়বিহ্বল, অত্যন্ত ভীত।

বিয (অব্যয়) ১ (তুলনামূলক অর্থে) ন্যায়, মত, সদৃশ, তুল্য, অনুরূপ, সম্ভবপর, যখন, যেমন, যথা, যেহেতু, হিসাবে, রূপে, যদিও। এই শব্দটি আকারান্ত শব্দের পরে "**ইব**" (সাধারণত গাথায়) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, যথা—(সূত্রনিপাত) **জাতিমা বিয**; (পেতবত্থু) **বারিনা বিযা**; অথবা ওকারান্ত শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়, যথা (সূত্রনিপাত) **বজ্ঝোবিয; কপণোবিয**; অথবা অনুস্বারান্ত শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়, যথা—(সূত্রনিপাত) **বজ্ঝন্তং বিয; নেক্খং বিয**। ২ ইতস্তত বা দ্বিধা অর্থে: (মধ্যম নিকায়) **ন বিয মঞ্ঞে**—আমি মনে করি না অর্থাৎ আমার মনে হয় না।

বিযগ্গ (বিণ) ব্যগ্র, ব্যাকুল, ব্যস্ত, ত্বরিত, চকিত, ত্রস্ত, ভীত, উৎসাহী, উদ্যমশীল, আসক্ত, আগ্রহী। ⇒ **আকুল**।

বিযঞ্চিত = **বিপঞ্চিত**। ⇒ **বিপঞ্চিত**।

বিযঞ্জন (স্ত্রী) লক্ষণ, চিহ্ন, বিশেষ গুণ। = **ব্যঞ্জন** (১)।

বিযঞ্জনেন (ক্রি-বিণ) লক্ষণ দ্বারা, চিহ্ন হিসাবে, বিশেষ গুণক্রমে। ⇒ **বিয়ঞ্জন**।

বিযঞ্জিত = **বিযঞ্চিত**। ⇒ **বিযঞ্চিত**।

বিযত্ত (বিণ) ১ সংকল্পিত, সীমা নির্দিষ্ট বা নির্দেশিত, সীমাবদ্ধ, নির্ধারিত, নিষ্পত্তিকৃত, সিদ্ধান্তকৃত, সিদ্ধান্তে উপনীত, স্থিরকৃত মত সম্বন্ধীয়, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিদ্বান, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য। (বি-ভা) **সাবকা বিযত্তা বিনীতা বিসারদা** (Rhys. Davids তাঁহার Dial-এ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন) "যথার্থ শ্রবণকারীগণ, জ্ঞানী এবং সুশিক্ষিত, প্রস্তুত ইত্যাদি (দীর্ঘনিকায়); বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে গ্রহণ করা হইয়াছে "শ্রাবক পণ্ডিতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তা বিনীতা বিশারদা"। ২ বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত, বিদীর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিভক্ত, ভিন্নমতের, মতভেদ হইয়াছে এরূপ, ধর্মবিরোধী, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী। = **ববত্থিত ভিন্ন দ্বেজ্ঝাপন্ন** ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস)। = **ভিন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **ববত্থিত** (১, ২)।

বিযত্তি (স্ত্রী) স্বাতন্ত্র্য, পৃথকত্ব, বিভিন্নতা, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা। (তুলনীয়) **বেয্যত্তি**।

বিযাকার [বি + আকার] প্রস্তুতি, উদ্যোগ, আয়োজন, প্রস্তুত বিষয়, প্রকাশ, প্রদর্শন, জাঁক, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, মহত্ত্ব, মহিমা, মর্যাদা, উচ্চ চালচলন, রাজপদবি, রাজা বা রানীর সম্মানসূচক উপাধি, উচ্চাঙ্গের বাক্যপ্রয়োগ প্রণালী। = **সম্পত্তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

বিযাচিক্খতি (ক্রি) = ব্যাকরোতি। ⇒ **ব্যাকরোতি**। = **ব্যাচিক্খতি**। এই শব্দটি গাথায় ব্যবহৃত হয়। (অ-বিণ) **ব্যাখ্যাত**। (ভবিষ্যতে) **ব্যাক্খিস্সতি**।

বিযাপন্ন (বিণ) ব্যাপন্ন, বিপন্ন, মৃত, বিপদগ্রস্ত, সংসারে জড়িত, তলাইয়া গিয়াছে এমন, বিনষ্ট, নষ্ট, হারানো, অধিকারভ্রষ্ট, বিনাশপ্রাপ্ত, অপব্যয়িত, বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন, বধিত, বিধ্বংসিত। সূত্রনিপাতের টীকায় গাথায় ইহার পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে "**বিয়াবত্ত**"। **বিযাপন্ন** = **নট্ঠ**; **বিযাবত্ত** = **বিপরিবত্তিত্বা অঞ্ঞথাভূত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

বিযাযত (বিণ) [বি + আযত] ব্যায়ত, দীর্ঘ, লম্বা, ব্যাপৃত, দৃঢ়, দূর, অতিশয়, প্রসারিত, বিস্তৃত, বর্ধিত; অথবা আড়াআড়িভাবে আছে এরূপ, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত আছে এরূপ। এই শব্দটি জাতকের গাথায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

বিযারম্ভ (পুং) [বি + আরম্ভ] চেষ্টা, উদ্যম, পরিশ্রম, প্রতিযোগিতা, লক্ষ্য, যেই কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকিবার কাজ, অঙ্গীকার (সূত্রনিপাত)। চুল্লনিদ্দেসে কিন্তু তিন প্রকার "**অভিসঙ্খার**" রূপে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—**পুঞ্ঞাভিসঙ্খার, অপুঞ্ঞাভি-সঙ্খার, আনেঞ্জাভিসঙ্খার**।

বিযাবত্ত (বিণ) = **বিযাপন্ন**। ⇒ **বিযাপন্ন**।

বিযুত্ত (বিণ) বিযুক্ত, বিযুত, চ্যুত, রহিত, বিরহিত, বিচ্ছিন্ন, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত। = **বিচ্চুত**।

বিযূলহ (বিণ) ১ আসন্ন, একত্রিত, রাশীকৃত, পুঞ্জীভূত, স্তূপীকৃত, সঞ্চিত, ঘন, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, নিস্তেজ, অপরিষ্কার, জনাকীর্ণ, নিবিড়, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, গাঢ়, নিরেট, অবিরত, বোকা, নির্বোধ, অনভিজ্ঞ। (চুল্লনিদ্দেস) **উভতো বিযূলহং সঙ্গামং**—উভয় দিকে নিবিড় বা অবিরত যুদ্ধ। (জাতক) **বলগ্গানি বিযূলহানি** = "**পক্খূলহ**" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "**সম্মুখ**"—জাতক অর্থকথা)। = **ব্যুহ**। ⇒ **পচ্চুপট্ঠিত**। ২ বিন্যস্ত, ব্যূহ রচিত, শৃঙ্খলাকৃত, শৃঙ্খলায় সন্নিবিষ্ট, প্রস্তুত, আসন্ন, উপস্থিত প্রায়। (জাতক) **মরণে বিযূলহে** = **পচ্চুপট্ঠিতে** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **সংযূলহ**। ⇒ **বিযূহতি**।

বিযূহতি (ক্রি) [বি + √যূহ + অ] লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক লইয়া যাওয়া, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, ঝাড়িয়া ফেলা, স্থানান্তরিত করা, অপসারিত করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল

করা, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া। (বিনয়ে) **পুংসুং ব্যযূহতি**। (জাতক) **কদ্দমং দ্বিধাবিযূহিত্বা; বালিকং বিযূহতি, বালুকং বিযূহতি**। (তুলনীয়) **সংযূহতি**। (অতীত) **বিযূহি**। (অ-বিণ) **বিযূলহ, ব্যূলহ, বিযূহিত**। (ক্রি-বি) **বিযূহিত্বা**।

বিযূহন (ক্লী) স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, অপসারিতকরণ, কর্মচ্যুত বা পদচ্যুতকরণ, প্রস্থানকরণ, ঘর বদলানো, চৌদিকে ছড়ানো, চতুর্দিকে বিতাড়ন, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে গমন বা প্রস্থান, ঝাড়িয়া ফেলন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পংসুবিযূহন**।

বিযূহিত (বিণ) বিতাড়িত, পদচ্যুত, কর্মচ্যুত, অপসারিত, বিদূরিত, ঝাড়িয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, বিতাড়িত। ⇒ **বিযূহতি**।

বিযেতি (ক্রি) = **বিগেতি**। ⇒ **বিগেতি**।

বিযোগ (পুং) বিয়োগ, বিচ্ছেদ, বিরহ, অভাব, পার্থক্য, বিযোগ। (মহাবংস) **মহাবোধী বিযোগ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পতিবিযোগ**।

বিয্যতি (ক্রি) বস্ত্র বুনিত হওয়া, তাঁতে বুনা বা বুনিত হওয়া। (তুলনীয়) **উপবীযতি**। ⇒ **বাযতি** (১), **বিনাতি**। (অ-বিণ) **বীত** (২)।

বিরচযতি (ক্রি) [বি + √রচ + য] সুবিন্যস্ত করা, রচনা করা, মীমাংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা, স্থির করা, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস করা, একত্রে রাখা, একত্রে গ্রথিত করা। (অতীত) **বিরচি, বিরচযি**। (অ-বিণ) **বিরচিত**।

বিরচিত (বিণ) ১ বিরচিত, প্রণীত, কৃত, নির্মিত, গঠিত, লিখিত, প্রোথিত, বর্ণিত, একত্রে গ্রথিত, একত্রে রক্ষিত, বিন্যস্ত, শান্ত, স্থির, স্থিরকৃত, সিদ্ধান্তকৃত, মীমাংসিত, প্রস্তুত। ২ ভূষিত, অলঙ্কৃত। ⇒ **বিরচযতি**।

বিরজ (বিণ) বিরজ, বিরজা, রজহীন, নির্দোষ, নিরপরাধ, ত্রুটিহীন, নিখুঁত, নিষ্পাপ, নির্দাগ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নির্মল, অপবিত্রতা হইতে মুক্ত, ভ্রষ্টতামুক্ত। (বিনয়) **আগম্ম মগ্গং বিরজং**। = **বিগত-রজ, নিদ্দোস** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বি-ভা) **বিরজং বীতমলং ধম্ম-চক্খুং উদপাদি** (অর্হতের) রজহীন অর্থাৎ পবিত্র ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বিরজং (অসোকং) পদং**—নিষ্পাপ (শোকহীন) উপাদান; ইহাকে অন্যত্র "**নিব্বান**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়। পেতবত্থুতে একই অর্থে "**পদং**" শব্দের পরিবর্তে "**ঠানং**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়; = **সগ্গ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

বিরজ্জক (বিণ) রাজ্যহারা, রাজ্যহীন, যেই ব্যক্তি রাজ্য হইতে পৃথক হইয়াছে বা দূরে সরিয়া রহিয়াছে, বিদেশবাসী, বিদেশে বাসকারী।

বিরজ্জতি (ক্রি) [বি + √রদ + য] নিজকে পৃথক করা, নিজকে বিচ্ছিন্ন করা বা সরানো, (কিছুতে) নিরুৎসাহ প্রদর্শন করা, (নিজকে) ভাবাবেগ বা মনের উত্তেজনা হইতে মুক্ত করা। (সূত্রনিপাত) **ন রজ্জতি ন বিরজ্জতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **তত্থ বিরজ্জতি**। (অতীত) **বিরজ্জি**। (অ-বিণ) **বিরত্ত**। (ব-বিণ) **বিরজ্জমান, নিব্বিন্দং** (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বিন্দং বিরজ্জতি**। (ক্রি-বি) **বিরজ্জিত্বা**। (করণে) **বিরাজেতি**।

বিরজ্জন (ক্লী) স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্তন করণ, বর্ণান্তর করণ, বর্ণ-বিকৃতিকরণ, পরিত্যাগকরণ, আমোদপ্রমোদ হইতে বিদায় দেওয়া বা বরখাস্ত করা।

বিরজ্ঝতি (ক্রি) [বি + √রাধ + য] ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ করা, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা, খোয়ানো, হারানো, বঞ্চিত হওয়া, নষ্ট করা, অপব্যয় করা, হারাইয়া ফেলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা, অপব্যয়গ্রস্ত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, লক্ষ করিতে না পারা, পরিত্যাগ করা, প্রাপ্ত না হওয়া, অভাব বুঝিতে পারা, অভাব অনুভব করা, ফসকানো, লক্ষ্য ছাড়াইয়া যাওয়া। (তুলনীয় সংস্কৃত) বিরাধ্যতি। ⇒ **রাধেতি** (১)। (অতীত) **বিরজ্ঝ**। (অ-বিণ) **বিরদ্ধ**। (ক্রি-বি) **বিরজ্ঝিত্বা**। (করণে) **বিরাধেতি**।

বিরণ (বিণ) যুদ্ধ বিরহিত, অনিষ্টরহিত। (ক্লী) অরণ, বিনাযুদ্ধ, শান্তি, উৎপাত নিবৃত্তি, যুদ্ধ নিবৃত্তি, সন্ধি, মিত্রতা, মিল, বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা।

বিরত (বিণ) বিরত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, বিমুখ, বিভ্রান্ত, উপরত। ⇒ **বিরমতি**।

বিরতি (স্ত্রী) বিরতি, বিশ্রাম, নিবৃত্তি, শান্তি, বিরাগ, উপরতি, আহারে বিহারে সংযম। = **বেরমণী**; দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় তিন প্রকার "**বিরতি**", যথা—**সম্পত্তবিরতি, সমাদানবিরতি, সেতুঘাতবিরতি**; (তুলনীয়) **তিস্সো বিরতিযো** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

বিরত্ত (বিণ) বিরক্ত, অবসন্ন, অসন্তুষ্ট, ভাবাবেগহীন, মনের উত্তেজনা হইতে মুক্ত, প্রবল ইচ্ছারহিত, ক্রোধহীন, আবেগহীন, নিরপেক্ষ, অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অননুরক্ত, বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত। = **নিব্বিণ্ণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপধাতুযা চিত্তং বিরত্তং বিমুত্তং**। (জাতক) **মযি বিরত্ত**। ⇒ **বিরজ্জতি**।

বিরত্তচিত্ত (বিণ) যাঁহার মন অনাসক্ত বা আসক্তিশূন্য, যাঁহার মন পঞ্চ কামবস্তু গ্রহণে অনিচ্ছুক। (বিপ) **সারত্তচিত্ত**।

বিরত্তচিত্তা (বিণ) যাঁহার মন পঞ্চ কামবস্তু গ্রহণ হইতে বিরত। = **ন সো রজ্জতি রূপেসু**।

বিরদ্ধ (বিণ) লক্ষ্য করিতে পারে নাই এরূপ, পরিত্যক্ত, অপ্রাপ্ত, বিরুদ্ধ, অভাব অনুভূত, অপর্যাপ্ত, নিরাশ হইয়াছে এরূপ, হ্রাসপ্রাপ্ত, অকৃতকার্য, ন্যূন, উপেক্ষিত, অবহেলাকৃত, তাচ্ছল্যকৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযো**

মগ্‌গো বিরদ্ধো; সতিপট্‌ঠানা বিরদ্ধা। ⇒ বিরজ্ঝতি।

বিরদ্ধ খলিত (বিণ) বিরুদ্ধ বর্জিত, অগর্হিত, নীতি অবিরুদ্ধ, নির্দোষ, আচার সম্পন্ন।

বিরদ্ধি (স্ত্রী) (অকৃতকার্যতা—লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্যতা?) বিনয়ের এই পাঠটি অনির্দিষ্ট। অন্যত্র "বিদ্ধট্‌ঠান" এবং "বিরদ্ধট্‌ঠান"-এর বর্ণনায় সহিত "বিসুদ্ধি, বিসন্ধি, বিসদ্ধি" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

বিরন্ধ (পুং) [বি + রন্ধ] অভাব, অপূর্ণতা, দোষ, বৈকল্য, ফাটল, ছিদ্র, ত্রুটি, কলঙ্ক, দমকা বাতাস, রন্ধ্র, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ।

বিরন্ধমেসিন (বিণ) [বিরন্ধং + এসিন] ছিদ্রান্বেষী, দোষ অনুসরণকারী। = রন্ধমেসিন।

বিরমণ (ক্লী) বিরমণ, উপরতি, আহার বিহারে সংযম, বিরতি, নিবৃত্তি, ক্ষান্তি, নিরপেক্ষতা। (মহাবংস) উচ্চা-সেয্যা বিরমণ।

বিরমতি (ক্রি) [বি + √রম + অ] একেবারে অবসর গ্রহণ করা, সম্পূর্ণরূপে বিরাম বা বিশ্রাম গ্রহণ করা, নিবৃত্ত হওয়া বা থাকা, বিরত থাকা, শেষ করা বা হওয়া, ক্ষান্ত থাকা বা হওয়া, ত্যাগ করা, বিরত হওয়া, আত্মদমন করা, বন্ধ করা বা হওয়া, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধগতি করা, দমন করা, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা। (পেতবত্থু) পাপদস্সনং বিরমতি। (সপ্তমী) বিরমেয্য, বিরমে। (অতীত) বিরমি, বিরমাসি। (অ-বিণ) বিরমিত। (ব-বিণ) বিরমন্ত। (ক্রি-বি) বিরমিত্বা।

বিরল (বিণ) বিরল, অল্প, স্বল্প, অনিবিড়, ফাঁক ফাঁক, খুবই কম (যাহাকে নাই বলিলেও চলে), ছাড়া ছাড়া, শিথিল, আলগা, ব্যবহিত, নির্জন, বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত, দুর্লভ, অসাধারণ, অসামান্য, অত্যুৎকৃষ্ট, সরু, পাতলা, অপুষ্ট, রোগা, সূক্ষ্ম, তুচ্ছ, অসার, জোরালো নয় এমন। থেরীগাথায় চুল-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। "বিরল কেস", ইহার বর্ণনায় থেরগাথা অর্থকথায় বলা হইয়াছে "বিলূন কেস"। (ধর্মপদ অর্থকথা) বিরলচ্ছন্ন। পেতবত্থু অর্থকথায় "রত্ত-বণ্ণ-বিরল-মালা" ইহার পরিবর্তে উত্তম পাঠ "রত্ত-কণবীর-মালা"।

বিরলকেস (বিণ) বিরল কেশযুক্ত, টাকপড়া, কেশহীন, চুল নাই এমন। = বিলূনকেস। ⇒ বিরল।

বিরলচ্ছন্ন (বিণ) বিরলাচ্ছন্ন, খুবই কমভাবে আচ্ছন্ন, পাতলাভাবে আচ্ছন্ন, অতি অল্প সংখ্যায় আচ্ছাদিত, মোটেই আচ্ছন্ন নহে এমন। ⇒ বিরল।

বিরলিত (বিণ) = বিরল। ⇒ বিরল, বিরলেতি।

বিরড় (বিণ) = বিরল। ⇒ বিরল।

বিরড়িত (বিণ) = বিরলিত। ⇒ বিরলিত।

বিরব (পুং) (পশুপক্ষীর) রব বা চিৎকার, শব্দ, চিৎকার, ক্রন্দন, ঘোষণা, বিরাব, ধ্বনি, গোলমাল, প্রচার, অবিচার বা অত্যাচারের তীব্র অনুযোগ, গর্জন, হুঙ্কার, গুরু গুরু ধ্বনি, উচ্চশব্দ, আহ্লাদসূচক চিৎকার, আর্তনাদ, জয়ধ্বনি করণ, উচ্চধ্বনি করণ, চিৎকার করণ, জাতকে হস্তীর বৃংহতি এবং হংসের আর্তনাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বিরবতি (ক্রি) [বি + √রব + অ] ১ চিৎকার করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করিয়া বলা, উচ্চশব্দে ঘোষণা করা, উচ্চৈঃস্বরে বলা, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলা বা প্রকাশ করা, (পশুপক্ষী সম্বন্ধে) উচ্চৈঃস্বরে ডাকা বা শব্দ করা। (জাতক) কিকী সকুণো বিরবি। (মহাবংস) মহারাবং বিরবিংসু মহাজনা। (পেতবত্থু অর্থকথা) বিস্‌সরং বিরবতি। ২ খড় খড় বা ঘড় ঘড় বা ঝন ঝন শব্দ করা, জোরে কথা বলা, বক বক করিয়া বকিতে বা বলিতে থাকা, ঝন ঝন খন খন শব্দ করানো, ভর্ৎসনা করা, হতবুদ্ধি করা। (অতীত) বিরবি। (অ-বিণ) বিরবিত। (ব-বিণ) বিরবন্ত। (ক্রি-বি) বিরবিত্বা। (করণে) বিরাবেতি।

বিরবন (ক্লী) = বিরব। ⇒ বিরব।

বিরহ (পুং) বিরহ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ, ত্যাগ, অভাব, অস্থিতি, বহির্ভাগ, বাহির, প্রতিবন্ধক, বাধা, শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভাখ্য অবস্থা-বিশেষ, পার্থক্য, শূন্যতা, খালি অবস্থা, অসারতা, অস্পষ্টতা, পরিত্যক্ত অবস্থা, অর্থহীনতা, নিষ্ফলতা, (চলতি) ক্ষুধার্ত অবস্থা। (বিণ) শূন্য, খালি, অসার, অস্পষ্ট, বিহীন, রহিত, বিরহিত, (চলতি) ক্ষুধার্ত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, নিষ্ফল, পরিষ্কার, মুক্ত, বিনা, বহির্ভূত, বাধাপ্রাপ্ত, (পেতবত্থু অর্থকথা) সীলবিরহ।

বিরহিত (বিণ) বিরহিত, রহিত, বিহীন, ত্যক্ত, বিমুক্ত, শূন্য, খালি, অসার, অস্পষ্ট, (চলতি) ক্ষুধার্ত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, নিষ্ফল, মুক্ত, বহির্ভূত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) দোসবিরহিত।

বিরাগ (পুং) ১ বিরাগ, নিষ্কাম, অলোভ, অননুরাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, ঔদাস্য, আবেগহীনতা, নিরপেক্ষতা, "রাগ"-এর অভাব, অনিচ্ছা, নিস্পৃহতা, ভাবাবেগ বা মনের উত্তেজনার বিনাশ, বিরাগে ঔদাস্য বা নিরপেক্ষতা, ক্ষীয়মানতা, ম্লানকরণ, অনুজ্জ্বলতা প্রাপ্তি, শোধনকরণ, পবিত্রকরণ, বন্ধন-মোচন, দাসত্বমোচন, স্বাধীনতা, অর্হত্ব। (নেত্তি) বিরাগো সেট্‌ঠো ধম্মানং। (বিশুদ্ধি-মার্গ) খযবিরাগ; অচ্চন্তবিরাগ। এই শব্দটি প্রায়ই "নিব্বান" শব্দের সমার্থবাচক, যাহার বর্ণনায় সরাসরিভাবে সূত্র বা ধারা গ্রহণ করিয়া থাকে : (সংযুক্ত নিকায়) তণ্হক্খয বিরাগ নিরোধ নিব্বান। (যৌগিকে) নিব্বিদা বিরাগ নিরোধ উপসম... নিব্বান (মধ্যম নিকায়)। (তুলনীয়) নিব্বান। অন্য সম্পর্কে (কর্মকারকরূপে "ধ্বংস বা বিনাশ" অর্থে) : (সংযুক্ত নিকায়) অনিচ্চতা সঙ্খারানং ইত্যাদি, বিপরিণাম বিরাগ নিরোধ। (বিরাম, বিলীন, অর্থে) : (মধ্যম

নিকায়) **খযধম্ম** (এখানে "**ধম্ম**") শব্দ "অধীন বা প্রবণ" অর্থে), **বযধম্ম, বিরাগধম্ম, নিরোধধম্ম**। ২ রং করিবার বস্তু, রং দিবার ধরন বা রীতি, লাল-নীল ইত্যাদি বর্ণের অসাদৃশ্য বা প্রকাশ, রং, বর্ণ, চেহারা। = **রাগ**। (জাতক) **নানা বিরাগ সমুজ্জল**—বিভিন্ন প্রকার বর্ণসমুজ্জ্বল; **নানা বিরাগ**—বিভিন্ন প্রকারের রং করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নানা বিরাগ বণ্ণ-সমুজ্জল**।

বিরাগতা (স্ত্রী) বিরাগতা, নিঃস্বার্থতা, নির্লোভ, নিরপেক্ষতা, কামনারহিত অবস্থা, অনাকাঙ্ক্ষা।

বিরাগধম্ম (পুং) বিরাগপ্রবণ, নিরাসক্ত স্বভাব। ⟹ **ধম্ম** (২ ক), **বিরাগ** (১)।

বিরাগরত্ত (বিণ) বিরাগে অভিভূত, সর্ব তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে অভিভূত। ⟹ **রত্ত** (১ গ)।

বিরাগিত (বিণ) জাতকের এই শব্দটি অস্পষ্ট। ইহা সুন্দরী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এবং জাতক অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**বিলগ্গ-সরীরা, তনুমজ্ঝা**" অর্থাৎ "লম্বা ও সরু কোমর আছে এমন, ক্ষীণ কটিযুক্তা"। ইহার অর্থ "ভাবাবেগে উত্তেজিত অথবা উত্তেজনাজনক ভাবাবেগ" হইতে পারে কি? অথবা ইহা কি "**বিরাজিত** (২)" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ? ইহা "**বিলাক**" অথবা "**বিলগ্গিত**"-এর বিকৃত শব্দ হইতে পারে।

বিরাগিন (বিণ) ১ বর্ণবিকৃত, বর্ণনান্তর, বিবর্ণ, রংমন্দা। (চরিত্রে) **সদ্ধা অবিরাগিনী; রাগবিরাগিন**। = **বিরাগী**। ২ পরিবর্তনশীল, বিপরিণামী, বিপরীত দিকে ফিরে এমন, পশ্চাদ্দিকে বা ভুল দিকে ফিরে এমন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**দুক্খ**" সম্বন্ধে: **দদ্ধবিরাগিন; খিপ্পবিরাগিন**। মধ্যম নিকায়ে "**বিপরাগি**" যাহা "**বিপরিযাযি**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিরাগী (বিণ) বিরাগী, বৈরাগী, বৈরাগ্যযুক্ত, ভাবাবেগ-রহিত, মনের উত্তেজনারহিত, বিষয়-বাসনাত্যাগী, সংসারত্যাগী, অনাসক্ত, মুক্ত, উদ্ধারকৃত।

বিরাগুণ (বিণ) ম্লান হইয়া যায় এমন, শুষ্ক বা অদৃশ্য হইয়া যায় এরূপ, ক্ষীয়মাণ, কমিয়া আসিতেছে এরূপ। "**বিগ্‌গুণ**" সম্বন্ধে ইহা গাথায় ব্যবহৃত শব্দ, কিন্তু এই পাঠটি সন্দেহজনক। ইহা গাথাংশের "**বিরাগধম্ম**" শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইহার পরিবর্তে "**পভঙ্গুণ**" শব্দ গ্রহণই অপেক্ষাকৃত ভাল, নতুবা আমরা "**বিরাগিন**" শব্দের বর্ণনাও গ্রহণ করিতে পারি যদি এরূপভাবে আমরা লিখি।

বিরাগুধম্ম = **বিরাগধম্ম**। ⟹ **বিরাগধম্ম**।

বিরাগেতি (ক্রি) ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, নিরাশ করা, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা, লক্ষ্য করিতে না পারা, পরিত্যাগ করা, প্রাপ্ত না হওয়া, অভাব বুঝিতে পারা, অভাব অনুভব করা, লক্ষ্য ছাড়াইয়া যাওয়া, ফসকানো। ⟹ **বিরাধেতি**। (মধ্যম নিকায়) **পুরিসো নরকপপাতে পপতন্তো হত্থেহি চ পাদেহি চ পঠবিং বিরাগেয্য**—নরকপ্রপাতে পতনশীল মানব হস্ত এবং পদ দ্বারা পৃথিবীর লক্ষ্য ছাড়াইয়া যায় অথবা পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সম্ভবত "**বিরাগায**" শব্দ "**বিরাগেতি**" শব্দের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অথবা "**বিরাগ**" শব্দের করণকারক "**বিরাধ**" বা "**বিরাধন**" অর্থে। (পেতবত্থু) **সুখং বিরাগায**—(টীকায় "**বিরাগেন**") সৌভাগ্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান; (পেতবত্থু অর্থকথায়) **বিরজ্ঝিত্বা বিরাধেত্বা**। (তুলনীয়) **বিরাযে** (থেরগাথা) = **বিরাগে?**

বিরাজতি (ক্রি) [বি + √রাজ + অ] বিরাজ করা, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, শোভামান বা শোভিত হওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, জাঁকজমক বিশিষ্ট হওয়া, বিরাজমান হওয়া। = **বিরোচতি**। (অতীত) **বিরাজি**। (অ-বিণ) **বিরাজিত**। (ব-বিণ) **বিরাজমান**।

বিরাজিত (বিণ) ১ পরিষ্কৃত, শোধিত, পবিত্রকৃত, পরিত্যক্ত, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ (যেমন—"**রাগ**" পরিত্যক্ত)। (সংযুক্ত নিকায়) **দোস বিরাজিত**। = **পহীন** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **বিরাজেতি**। ২ বিরাজিত, শোভিত, প্রকাশিত, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়। (জাতক) **মোর... সুরত্ত-রাজি-বিরাজিত** (এখানে সম্ভবত "**বিরাজিত** শব্দের অর্থ "ডোরা-কাটা বা ডোরা ডোরা?")। (তুলনীয়) **বিরাগিত**। ⟹ **বিরাজিত**।

বিরাজিতা (বিণ, স্ত্রী) বিগত, বিমুক্ত, মুক্ত, বিদূরিত, বিতাড়িত, বিনষ্ট, পরিত্যক্ত। = **বিগত** (জাতক অর্থকথা)।

বিরাজেতি (ক্রি) [বি + √রাজ + এ] দূরে সরাইয়া রাখা, (কিছু হইতে) বিচ্ছিন্ন করা, ক্রোধ বা প্রবল ইচ্ছা হইতে নিজকে পরিষ্কার বা পবিত্র রাখা, ভাবাবেগ বা মনের উত্তেজনা সম্বন্ধে নিজকে মুক্ত রাখা, পবিত্র করা, শোধন করা, "**রাগ**"-কে বর্জন করার ন্যায় পরিত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (সুত্তনিপাত) **এত্থ ছন্দং বিরাজেতি** = **বিনেত্বা বিদ্ধংসেত্বা** (সুত্তনিপাত অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রজনীযেসু ধম্মেসু চিত্তং বিরাজেতি**। (পেতবত্থু) **ইত্থিচিত্তং** = **বিরত্তচিত্ত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইত্থিভাবে ছন্দং বিরাজেতি**—স্ত্রীস্বভাব বা নারীত্বের জন্য ইচ্ছা পরিত্যাগ করা। ⟹ **বিরজ্জতি**। (অতীত) **বিরাজেসি**। (অ-বিণ) **বিরাজিত**। (ক্রি-বি) **বিরাজেত্বা**।

বিরাধ (পুং) বিরাধ, অপকার, অপরাধ, ব্যথা, পীড়া, বোধ, বিরক্তি। ⟹ **বিরাধন**।

বিরাধন (ক্লী) বিরাধন, অপকার, পীড়া, পীড়ন, ব্যথা। ⇒ **বিরাধনা**।

বিরাধনা (স্ত্রী) দোষ, অভাব, ন্যূনতা, নাশ, বিনাশ, দেউলিয়া অবস্থা, অকৃতী পুরুষ, অকৃতকার্যতা, নিষ্ফল কার্য। (বিপ) **আরাধন**।

বিরাধিত (বিণ) ন্যূন, হ্রাস পাইয়াছে এমন, অকৃতকার্য হইয়াছে এমন, দেউলিয়া হইয়াছে এমন, অপর্যাপ্ত, নিরাশ হইয়াছে এমন, অধিকারভ্রষ্ট, হারানো, বিনাশ প্রাপ্ত, নষ্ট, বিনষ্ট, অপব্যয়িত, বিচ্ছিন্ন, লক্ষ্য করিতে পারে নাই এমন, পরিত্যক্ত, অপ্রাপ্ত, অভাব অনুভূত। = **পরিচ্চত্ত**। ⇒ **বিরাধেতি**।

বিরাধেতি (ক্রি) [বি + √রাধ + এ] লক্ষ্য করিতে না পারা, প্রাপ্ত না হওয়া, ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, অভাব বুঝিতে পারা, অভাব অনুভব করা, লক্ষ্য ছাড়াইয়া যাওয়া, ফসকানো, বর্জন করা, উপেক্ষা করা, ছাড়িয়া যাওয়া, ন্যূন হওয়া, কমিয়া যাওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ করা বা হওয়া, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা, লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, অপরাধী করা বা হওয়া, পাপ করা, অধর্ম করা। ⇒ **বিরজ্ঝতি**। থেরগাথা অর্থকথার "**বিরাধয**" শব্দের পরিবর্তে থেরগাথায় "**বিরাযে**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, ইহা "**বিরাগে**" শব্দ হইবে। ⇒ **বিরাগেতি**। (অতীত) **বিরাধেসি**। (অ-বিণ) **বিরাধিত**। (ক্রি-বি) **বিরাধেত্বা**।

বিরাযে ⇒ **বিরাগেতি**।

বিরাব (পুং) = **বিরব**। ⇒ **বিরব**।

বিরাবেতি (ক্রি) বাজানো, শব্দ করা, সঙ্গীধ্বনি করা, কোনো বিষয় বিশেষভাবে প্রকাশ করা। (মহাবংস) **ঘণ্টং বিবারেতি**—ঘণ্টাবাজানো। ⇒ **বিরবতি**।

বিরিচ্চতি (ক্রি) [বি + বিরচ্চতি] অন্ত্রশুদ্ধি হওয়া, মলাদি নিঃসারিত বা অপসারিত হওয়া, পাপ হইতে মুক্ত হওয়া, নির্দোষ হওয়া, রেচক ঔষধ সেবন করা বা জোলাপ লওয়া। (তুলনীয়) **বিরেক**। (অ-বিণ) **বিরিত্ত**। (ব-বিণ) **বিরিচ্চমান**।

বিরিচ্চমান (বিণ) অন্ত্রশুদ্ধি হয় এমন, মলাদি নিঃসরিত হয় এমন, জোলাপের কাজ করে এমন। ⇒ **বিরিচ্চতি**।

বিরিত্ত (বিণ) বিরিক্ত, বিরেচনযুক্ত, যাহার উদরভঙ্গ হইয়াছে, যাহার জোলাপের কাজ হইয়াছে, যাহার অন্ত্রশুদ্ধি হইয়াছে, যাহার মলাদি নিঃসারিত হইয়াছে। ⇒ **বিরিচ্চতি**।

বিরিয (ক্লী) শক্তিশালী পুরুষের অবস্থা অর্থাৎ বীর্য, উৎসাহ, কুশলকর্ম সম্পাদনে প্রবল উৎসাহ, পরাক্রম, শৌর্য, বল, বিক্রম, বীরত্ব, গৌরবত্ব, প্রভাব, প্রতাপ, তেজ, তেজ, শক্তি, শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি বা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, সার, বীজ, শুক্র, রেত, কর্মশক্তি, চেষ্টা, উদ্যম, বলপ্রয়োগ, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকার্য। (সূত্রনিপাত) **ছন্দ বিরিয**। (জাতক) **বিরিযং করোতি**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **বিরিয-উপেক্খা**। (মধ্যম নিকায়) **অচ্চারদ্ধ বিরিয**—অতি উদ্যম, আপ্রাণ চেষ্টা। (সংযুক্ত নিকায়) **উট্ঠান বিরিয**—উত্থান শক্তি। (জাতক) **নরবিরিয**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিরিযং আরভতি (আরব্ভতি)**—শক্তি প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, চেষ্টা করা। (জাতক) **অলীন বিরিয; হীনবিরিয**। "**ইন্দ্রিয়**" সমূহের মধ্যে, **বল**" সমূহের মধ্যে এবং "**সম্বোজ্ঝঙ্গ**" সমূহের মধ্যে "**বিরিয**" একটি।

বিরিযতা (স্ত্রী) মানবীয়তা, সাহসিকতা, মহানতা, মহত্ত্ব, পুরুষোচিত গুণসম্পন্নতা, শক্তি, তেজ, কর্মশক্তি, বল, সামর্থ, শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি বা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, কাঠিন্যতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশর্য, বৈধতা, ন্যায্য।

বিরিযবল (ক্লী) বীর্যবল, কর্মপ্রচেষ্টায় অত্যন্ত উৎসাহ বা উদ্যম, প্রবল, উৎসাহ বা চেষ্টা, কর্মশক্তি, শক্তির প্রভাব, কর্মপ্রেরণা। ⇒ **পঞ্চবল**, **বল** (১খ)।

বিরিযবন্ত (বিণ) উদ্যমশীল, বীর্যবান, বলবান, বীর্যশালী, প্রাণবন্ত, প্রাণবান। = **আতাপিন**।

বিরিযবন্ত (বিণ) = **বিরিযবন্ত**। ⇒ **বিরিযবন্ত**।

বিরিযবাদ = **কম্মবাদ**। ⇒ **কম্মবাদ**।

বিরিযসংবর (পুং) বীর্য বলে সংবরণ, ইচ্ছাকৃত সংযম, স্বেচ্ছায় আত্মনিয়ন্ত্রণ, বীর্য বা পরাক্রম দ্বারা সংযম, চেষ্টা গুণ দ্বারা সংযম। ⇒ **সংবর**।

বিরিযসমতা (স্ত্রী) বীর্যের সমতা, শক্তির সংযম বা মিত্যাচার।

বিরিয সম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ, প্রচেষ্টারূপ সম্বোধির অঙ্গ, কর্মশক্তিরূপ সম্যক সম্বোধিত অঙ্গ, উৎসাহ বা পরাক্রমরূপ যথাযথভাবে বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ বা উপাদান। ⇒ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

বিরিযারম্ভ (পুং) [বিরিয + আরম্ভ] বীর্যারম্ভ, ঔৎসুক্য, আগ্রহ, সংকল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শক্তি, তেজ, কর্মপ্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, উদ্যোগকরণ, উদ্যম বা চেষ্টার প্রয়োগ, ইচ্ছাবৃত্তি, পছন্দ, পছন্দ রূপ শক্তি, আমোদ, ইচ্ছা, হুকুম, আদেশ, ইষ্টিপত্র, চরমপত্র, অভিলাষ, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, স্থিরতা, সংকল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ। (তুলনীয়) **আরদ্ধ বিরিয**।

বিরিযিন্দ্রিয (ক্লী) বীর্যেন্দ্রিয়, শক্তিরূপ ইন্দ্রিয়, কর্মপ্রচেষ্টার মনোবৃত্তি, কর্মশক্তির চিত্তবৃত্তি, শক্তির কার্যক্ষমতা। ⇒ **পঞ্চিন্দ্রিয**।

বিরুঞ্জক (পুং) বীণাবাদক, যেই ব্যক্তি বীণা বাজায়। ⇒ **রঞ্জক**।

বিরুজ্ঝতি (ক্রি) [বি + √রুধ + য] বাধা প্রাপ্ত হওয়া, মন্থর হওয়া, আবদ্ধ হওয়া, রুদ্ধ হওয়া, বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ করা, বিরুদ্ধে উপস্থিত করা, আপত্তি করা, যুদ্ধপ্রিয়

হওয়া, বিপক্ষ হওয়া, বিপক্ষীয় হওয়া। (অতীত) **বিরুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **বিরুদ্ধ**। (ব-বিণ) **বিরুজ্ঝন্ত**। (ক্রি-বি) **বিরুজ্ঝিত্বা**।

বিরুজ্ঝন (ক্লী) বাধা প্রদান, বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ অবস্থা, প্রতিরোধ করা, বাধা বিঘ্ন।

বিরুত (ক্লী) বিরুত, রব, কূজিত, শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি, গোলমাল, উচ্চনিনাদ, ধ্বনি, পশুপক্ষীর রব, চিৎকার, ক্রন্দন, ঘোষণা, প্রচার, অবিচার বা অত্যাচারের তীব্র অনুযোগ, নীতিসূত্র। সূত্রনিপাতে ইহার বানান "**বিরুদ**" রূপেও দৃষ্ট হয়, যেমন (মহানির্দেশ) **বিরুদং বুচ্চতি মিগ-চক্কং মিগ-চক্ক-পাঠকা** (অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর উপায়ে অভিজ্ঞ, শাকুনিক লক্ষণ বা ভাবী শুভাশুভ চিহ্ন সম্বন্ধে জানে এমন) **মিগচক্কং আদিসন্তি;** এবং সূত্রনিপাত অর্থকথায় যেমন—**মিগাদিনং বস্সিতং**। এই পাঠটি কিছু সন্দেহজনক মনে হয় যখন আমরা "**বিরুদ্ধ গব্ভকরণং**" (দীর্ঘনিকায়)—এই পাঠের সহিত "**বিরুতঞ্চ গব্ভকরণং**" (সূত্রনিপাত)—এই পাঠের তুলনা করি, কিন্তু এখানে উপরোক্ত পাঠকেই মূল পাঠ বলিয়া মনে হয়।

বিরুদ (ক্লী) = **বিরুত**। ⟹ **বিরুত**।

বিরুদ্ধ (বিণ) বিরুদ্ধ, বিপরীত, উল্টা, বিদ্বিষ্ট, বদ্ধ, আটক করা, বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিরুদ্ধ, বিরুদ্ধে উপস্থিত, আপত্তিকর, সম্মুখবর্তী, সামনা-সামনি, যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়, গতিরুদ্ধ, বাধা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ, বিঘ্ন ঘটিয়াছে এরূপ, রুদ্ধ, আবদ্ধ, মন্থরকৃত, বাধা প্রদত্ত, বিরক্ত করা হইয়াছে এরূপ, বিরক্ত, আলোড়িত, ভঙ্গকৃত, বিশৃঙ্খলকৃত। ⟹ **বিরুজ্ঝতি**, **বিরুন্ধতি**।

বিরুদ্ধ গব্ভকরণ (ক্লী) গর্ভস্রাব ঘটাইবার জন্য যাদুমন্ত্র বা কবচ বা গুপ্তশক্তিসম্পন্ন ঔষধ করণ, দারু-টোনা করিয়া গর্ভপাত করণ বা গর্ভনষ্টকরণ। ধর্মপদ অর্থকথার বর্ণনানুসারে ইহার অর্থ হয়: প্রথমত গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করণ এবং পরে উহাকে রক্ষার জন্য ঔষধ প্রয়োগকরণ। ⟹ **বিরুত**।

বিরুদ্ধতা (স্ত্রী) বিরুদ্ধতা, বিপক্ষতা, শত্রুতা, সংগ্রাম কার্য, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বর্তমান মন্ত্রিদল বা শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধবাদী।

বিরুদ্ধ-সেধিত = **বিরুদ্ধ-সেবিত**। ⟹ **বিরুদ্ধ-সেবিত**।

বিরুদ্ধ-সেবিত = **বিসেবিত**। ⟹ **বিসেবিত**।

বিরুন্ধতি (ক্রি) [বি + রুন্ধতি] রোধ করা, বদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা। (অ-বিণ) **বিরুদ্ধ**। (কর্মবাচ্যে) **বিরুজ্ঝতি**। (করণে) **বিরোধেতি**।

বিরূপ (বিণ) বিরূপ, কুরূপ, কুৎসিত, প্রতিকূল, বিরোধী, বিকৃত, কদাকার, অপ্রিয়, বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ।

বিরূপক্খ (পুং) নাগগণের অধিপতি বা রাজার নাম বিশেষ, নাগরাজার নাম-বিশেষ, বিরূপাক্ষ নামক নাগরাজা।

বিরূপতা (স্ত্রী) বিরূপতা, কুৎসিত অবস্থা, অপ্রিয়তা, কদাকার অবস্থা, বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থা, প্রতিকূলতা, বিরোধিতা।

বিরূলহ(বিণ) বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাড়ন্ত, বর্ধমান, বাড়িয়াছে এরূপ, উৎপন্ন। (সংযুক্ত নিকায়) **বিঞ্ঞাণে বিরূলহে আযতিং পুনব্ভবাভিনিব্বত্তি হোতি**। ⟹ **বিরূহতি**।

বিরূলহি (স্ত্রী) বৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, উৎপন্ন দ্রব্য।।

বিরূহতি (ক্রি) [বি + √রুহ + অ] বর্ধিত হওয়া, বাড়া, বৃদ্ধি পাওয়া, উন্নত হওয়া, বাড়ানো, উৎপাদন করা, চাষ করা, অঙ্কুরিত করা বা হওয়া, গজানো, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা। (তুলনীয়) **পটিবিরূহতি**। (অতীত) **বিরূহি**। (অ-বিণ) **বিরূলহ**। (ব-বিণ) **বিরূহন্ত**। (ক্রি-বি) **বিরূহিত্বা**। (করণে) **বিরূহাপেতি**।

বিরূহন (ক্লী) বৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, বর্ধিত করণ, উৎপাদন করণ।

বিরূহনট্ঠান (ক্লী) বাড়িবার স্থান, বর্ধিত হইবার স্থান। ⟹ **ঠান** (২খ)।

বিরূহনা (স্ত্রী) = **রূহনা**। ⟹ **রূহনা** (১)। = **বিরূহন**।

বিরূহাপেতি (ক্রি) উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, জন্মানো, বাড়ানো, পরিপুষ্ট করা, লালন পালন করা, পোষণ করা, উৎসাহ দেওয়া। ⟹ **বিরূহতি**।

বিরেক (পুং) = **বিরেচন**। ⟹ **বিরেচন**।

বিরেচন (ক্লী) বিরেচন, ভেদ কারক, জোলাপ, বিরেচক, পুনঃপুন মলনিঃসারক, রেচক, বিশোধন, অতিসার, উদরাময়। (বিনয়) **বিরেচন পাতুং**—জোলাপ লওয়া, বিরেচক ঔষধ পান করা। (জাতক) **সিনেহ বিরেচন**।

বিরেচন পাতুং ⟹ **বিরেচন**।

বিরেচনিয (বিণ) বিরেচনীয়, জোলাপের কাজ করে এরূপ, যেই ব্যক্তি জোলাপ দিয়া চিকিৎসা করে।

বিরেচেতি (ক্রি) [বি + √রেচ + এ] অন্ত্রশুদ্ধি করা, মলাদি নিঃসারিত করা, জোলাপ লওয়া, রেচক ঔষধ খাওয়া, পাপ হইতে মুক্ত করা, নির্দোষ করা, (মদ্য প্রভৃতি), পরিষ্কার শোধন করা। (অতীত) **বিরেচেসি**। (অ-বিণ) **বিরেচিত**। (ক্রি-বি) **বিরেচেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বিরিচ্চতি**।

বিরোচতি (ক্রি) [বি + √রোচ + অ] উজ্জ্বল হওয়া, আলোক দেওয়া, আলোকিত হওয়া, আলোক বিতরণ করা, দেদীপ্যমান করা, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, গৌরবান্বিত হওয়া। (বিনয়) **তপতি ভাসতি বিরোচতি**। = **বিরাজতি**, **থোবতি**। (তুলনীয়) **বিরোচন**। (অতীত) **বিরোচি**। (ব-বিণ) **বিরোচমান**। (ক্রি-বি) **বিরোচিত্বা**। (করণে) **বিরোচেতি**।

বিরোচন (ক্লী) বিরোচন, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, বৈশিষ্ট্য। (পুং) সূর্য। = **বেরোচন**।

বিরোচমান (বিণ) **উজ্জ্বল**, দীপ্তিমান, শোভাযুক্ত। = **দদ্দঢ়মান, সোভমান**। ⇒ **বিরোচতি**।

বিরোচরে (ক্রি) = **বিরোচতি**। ⇒ **বিরোচতি**।

বিরোচিত (বিণ) শোভিত, আলোকিত। ⇒ **বিরোচেতি**।

বিরোচেতি (ক্রি) আলোকিত করা, আলোক দেওয়া, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত অক্ষর প্রভৃতিতে সজ্জিত করা। ⇒ **বিরোচতি**। (অতীত) **বিরোচেসি**। (অ-বিণ) **বিরোচিত**। (ক্রি-বি) **বিরোচেত্বা**।

বিরোধ (পুং) বিরোধ, বিবাদ, বৈর, বৈপরীত্য, অরোধ, অনৈক্য, অবরোধ, বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিকূলতা, প্রতিকূলাচরণ, বিপক্ষদল, বর্তমান মন্ত্রীদল বা শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধবাদী লোক, অস্বীকার, প্রতিবাদ, অসঙ্গতি, প্রতিবন্ধক, শত্রুতা, বিদ্বেষ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, যুদ্ধ, বিপদ, অর্থালঙ্কার-বিশেষ, আটক।

বিরোধন (স্ত্রী) = **বিরোধ**। ⇒ **বিরোধ**।

বিরোধিত (বিণ) রুদ্ধ, বদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রদত্ত, মন্থরকৃত, বিরোধিত, বিপক্ষে কার্য সম্পাদিত (অথবা ইহা কি "**বিরোধিত**" শব্দ?) ⇒ **বিরোধেতি**।

বিরোধেতি (ক্রি) [বি + √রুধ + এ] বিরোধিতা করা, শত্রুতা করা, বিপক্ষে কার্য সম্পাদন করা, বিরুদ্ধে কার্য করা, প্রতিরোধের কারণ করা, বাধা জন্মানো, বিঘ্ন ঘটানো, গোলমালে পড়া, অত্যন্ত কুপিত করা, উত্তেজিত করা। (তুলনীয়) **বিগ্গণ্হতি**। (অতীত) **বিরোধেসি**। (অ-বিণ) **বিরোধিত**। (ক্রি-বি) **বিরোধেত্বা**।

বিরোপিতং ⇒ রোপিত।

বিরোসনা (স্ত্রী) ক্রোধ উৎপাদন, ক্রোধ উৎপন্নকরণ, ক্রোধের কারণ করণ।

বিলক্খণ (স্ত্রী) ভুলের লক্ষণ, মিথ্যার, গুণ বা লক্ষণ। (বিণ) বিলক্ষণ, অবিশিষ্ট অর্থাৎ লক্ষণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা অসংলগ্ন অথবা ভূষিত নহে এমন, সামঞ্জস্যরহিত, বিভিন্ন, ভিন্ন, বিপরীত। (বিপ) **সবিলক্খণ**।

বিলগ্গ (বিণ) ১ বিলগ্ন, সংলগ্ন, বদ্ধ, আবদ্ধ, কৃশ, জনিত, দৃঢ়বদ্ধ, প্রবিষ্ট, লগ্ন, (আঠায়) জুড়িয়া বা জোড়া লাগিয়া আছে এরূপ, স্তব্ধ হইয়া আছে এরূপ, বিদ্ধ, ছুরিকা দিয়া বিদ্ধ, সংযুক্ত, আটকানো, ধৃত, অনুরক্ত, আরোপিত, সহিকৃত, সঙ্গে আছে এরূপ। ২ (কোমর সম্বন্ধে) লম্বা বা সরু, পাতলা, অল্প, সামান্য। ⇒ **বিরাগিত, বিলাক**। (পুং) বিলগ্ন, কটিদেশ, কোমর, জন্মলগ্ন।

বিলগ্গসরীরা (বিণ) ছিপছিপে বা লম্বা ও সরু কোমর বিশিষ্টা। = **সঙ্খিত্ত মজ্ঝা**। ⇒ **বিরাগিত, বিলাক**।

বিলগ্গিত (বিণ) [বি + লগ্গিত] বিস্তৃত, প্রসারিত, সংপ্রসারিত, নুইয়া পড়িয়াছে এরূপ, লম্বা, সরু, পাতলা, অল্প, সামান্য, লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ, সংলগ্নকৃত, সংযুক্ত। ⇒ **বিলাক**।

বিলঙ্গ (স্ত্রী) (সংস্কৃত—বিড়ঙ্গ) বিড়ঙ্গ, ঔষধ বিশেষ। = **বিড়ঙ্গ**।

বিলঙ্গক = **বিলঙ্ঘক**। ⇒ **বিলঙ্ঘক**।

বিলঙ্গ থালিকা = **বিলঙ্গথালিকা**। ⇒ **বিলঙ্গথালিকা**।

বিলঙ্গ-দুতিয কণাজক (তৈলবীজ?) কটুফেনের সহিত খাওয়ার যবাদির ভাঙ্গা চাউল। = **কণাজক বিলঙ্গ-দুতিয**।

বিলঙ্ঘক (পুং) হেঁচকা টান, ঝাঁকুনি, হঠাৎ লম্ফ প্রদান, আকস্মিক লম্ফ, ইশারাকরণ। এই শব্দটি বিনয় গ্রন্থে "**হত্থবিলঙ্ঘক**" শব্দরূপেই দৃষ্ট হয়। ⇒ **হত্থবিলঙ্ঘক**।

বিলঙ্ঘতি (ক্রি) [বি + লঙ্ঘতি] ইতস্তত লম্ফ প্রদান করা, এদিক ওদিক লাফানো, ইতস্তত, লম্ফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, লম্ফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফাইয়া পাড় হওয়া, লম্ফ প্রদান করা, ডিঙ্গাইতে বাধ্য করা, লাফাইয়া ডিঙ্গানো।

বিলজ্জতি (ক্রি) [বি+লজ্জতি] লজ্জিত হওয়া, লাজুক হওয়া, কুনো হওয়া, লাজুকতার ভান করা।

বিলপতি (ক্রি) [বি + √লপ + অ] ১ নিরর্থক কথা বলা, অনাবশ্যক কথা বলা, অলস বা নিষ্কর্মার ন্যায় কথা বলা, বাজে কথা বলা, প্রলাপ বকা। ২ বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, ক্রন্দন করা, রোদন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা। (অতীত) **বিলপি**। (ব-বিণ) **বিলপন্ত, বিলপমান**। (ক্রি-বি) **বিলপিত্বা**।

বিলভতি (ক্রি) বিশেষরূপে লাভ করা বা প্রাপ্ত হওয়া। ⇒ **লভতি**।

বিলম্ব (বিণ) [বি + লম্ব] বিলম্ব, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে বা ঝুলিয়া থাকে এরূপ। (যৌগিকে) **ওলম্ববিলম্ব**—চতুর্দিকে বিন্দু বিন্দু পড়ে বা খসিয়া পড়ে এরূপ।

বিলম্বতি (ক্রি) [বি + √লম্ব + অ] বিলম্ব করা, পথে কালক্ষেপ করা, গড়িমসি করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ানো, ইতস্তত ঘুরাফেরা করা, থাকা, অবস্থান করা, দেরি করা, অপেক্ষা করা, অনর্থক সময় কাটানো, প্রতীক্ষা করা; (সাহিত্যে) ঘুরাফেরা করা। (অতীতে) **বিলম্বি**। (অ-বিণ) **বিলম্বিত**। (ক্রি-বি) **বিলম্বিত্বা**।

বিলম্বন (স্ত্রী) বিলম্বন, বিলম্ব, গৌণ, দেরি, শীঘ্রতা, বিলম্বকরণ, গড়িমসি করিতে করিতে ঘুরাফেরা করণ, লজ্জার কারণ।

বিলম্বিত (বিণ) বিলম্বিত, শীঘ্রতা নাই এরূপ, বিলম্বযুক্ত, দেরি করিয়াছ এরূপ, গৌণকৃত। ⇒ **বিলম্বতি**।

বিলম্বিন (বিণ) লম্বমান, নীচের দিকে ঝুলিতেছে বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ, নীচের দিকে পতিত হইতেছে এরূপ।

বিলম্বিনী (বিণ, স্ত্রী) (লতা-সম্বন্ধে) সর্বদিকে লতা-তন্তুর উৎপত্তি হইতেছে অথবা ঝুলিয়া পড়িতেছে

এরূপ।

বিলয (পুং) বিলয়, বিনাশ, প্রলয়, লয়, ধ্বংস, পচন, দ্রবীভূত করণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ প্রভৃতি ভঙ্গকরণ, বিশ্লেষণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিলযং গচ্ছতি** (যতদূর সম্ভব ইহার অর্থ) পরিপাক হওয়া, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া, রহস্য ভেদ হওয়া, দ্রবীভূত হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া। (বিণ) ভগ্ন, রহস্য ভেদ হইয়াছে এরূপ, দ্রব, বিগলিত, গলিত, দ্রবীভূত, চূর্ণবিচূর্ণ, অদৃশ্য হইয়াছে বা বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়াছে এরূপ, বিক্ষিপ্ত, ছত্রভঙ্গ, ব্যাপ্ত, বিকীর্ণ, অন্তর্হিত, ছিন্নভিন্ন, ছড়াইয়া গিয়াছে এরূপ।

বিলসতি (ক্রি) [বি + √লস + অ] বিলাস করা, ক্রীড়া করা, খেলা করা, তামাশা করা, জুয়া খেলা, অভিনয় করা, ইতস্তত সঞ্চালিত হওয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সম্পাদন করা, কাজে পরিণত করা, সঞ্চালিত করা, তুচ্ছ বিষয়ে অথবা আলস্য করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা, আদর করা, সোহাগ করা, বিহার করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, আলোক দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, দেদীপ্যমান হওয়া, প্রভাস্বর হওয়া, প্রভান্বিত হওয়া, উজ্জ্বলতা প্রকাশ করা, শ্রী সম্পন্ন করা বা হওয়া, গৌরব উদ্ঘাটিত করা, দীপ্তি প্রকাশ করা। (অতীত) **বিলসি**। (অ-বিণ) **বিলসিত**। (ব-বিণ) **বিলাসমান**।

বিলসিত (বিণ) উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত, বিখ্যাত, প্রফুল্ল, সুশোভিত, সুন্দরকৃত, লম্পট হইয়াছে এমন, ক্রীড়াসক্ত হইয়াছে এমন, প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছে এমন, আমোদপ্রিয় হইয়াছে এমন, ছিনালের মত হইয়াছে এমন, জমকালো হইয়াছে এরূপ, গৌরবমণ্ডিত, শ্রীসম্পন্ন, চমৎকৃত, অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বিলসতি**।

বিলসো = **বিলসো**। ⇒ **বিলসো**।

বিলাক (বিণ) এই শব্দটির অর্থ করা শক্ত, সম্ভবত "**বিলগ্গ**" শব্দের সমার্থবাচক। স্ত্রীলিঙ্গে "**বিলাকা**" শব্দের অর্থ হয়—(কোমর সম্বন্ধে) লম্বা বা সরু কটিদেশ বা কোমর আছে এমন, "**বিলগ্গ**" এর সহিত বর্ণনায় "**বিলাকা**" শব্দকে লতার সহিত তুলনা করা যায় ("**বিলম্বিন**" শব্দ এবং জাতক তুলনীয়), যেমন—"নীচের দিকে ঝুলিতেছে এমন (আরোহণ করিতেছে এমন অথবা আরোহণক্ষম)" অর্থাৎ রোগা, কৃশ, পাতলা; কিন্তু মনে হয় বলপূর্বক আকর্ষিত। এই একই প্রকার বর্ণিত "**বিরাগিত**" শব্দও দ্রষ্টব্য। জাতকে বর্ণনার ধারায় এই শব্দটি অদ্ভুত। জাতক চতুর্থ খণ্ডের বর্ণনানুসারে "**সুটঠু-বিলগ্গিত তনু-মজ্ঝা**" ইহার সমার্থবাচক হইয়া থাকে। জাতক পঞ্চম খণ্ডের বর্ণনায় "**বিলাক মুদুকা**", কিন্তু অর্থকথার বর্ণনায় "**সঙ্খিত্ত মজ্ঝা**"; **সঙ্খিত্ত মজ্ঝা** = **বিলগ্গসরীরা**, **তনু-দীঘ-মজ্ঝা** (জাতক অর্থকথা)।

বিলাকা (বিণ, স্ত্রী) ক্ষীণকটি, লম্বা বা সরু কটিদেশ বা কোমর আছে এমন। ⇒ **বিলাক**। ⇒ **বিলাতমজ্ঝা**।

বিলাতমজ্ঝা (বিণ) ক্ষীণকটি, ছিপছিপে বা লম্বা বা সরু কটিদেশ বা কোমরবিশিষ্টা। ⇒ = **বিলাকা**, **সমজ্ঝিমা**, **তনুদীঘ-মজ্ঝা**। ⇒ **বিলাক**।

বিলাপ (পুং) বিলাপ, পরিদেবন, খেদোক্তি, দুঃখপ্রকাশ, ক্রন্দন, ক্রন্দনধ্বনি, রোদন, বাজে কথা, বৃথা কথা, অর্থহীন বা নিরর্থক কথা।

বিলাপনতা (স্ত্রী) = **বিলাপ**। ⇒ **বিলাপ**।

বিলাস (পুং) ১ বিলাস, বিলাসিতা, কবচ, যাদুমন্ত্র, আকর্ষণ, গুপ্ত শক্তি সম্পন্ন পদার্থ, মনোমোহনকর বস্তু, অনুগ্রহ, লাবণ্য, কৃপা, স্বাভাবিক গুণ, ভোজনের পূর্বে বা শেষে প্রার্থনা, ভূষণ, অনন্ত জীবন, মুক্তি, সৌন্দর্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর পুরুষ বা বস্তু। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দেসনা বিলাস**—উপদেশ দিবার সৌন্দর্য, শিক্ষার সৌন্দর্য। ২ বিলাস, দেহের অঙ্গভঙ্গি, শৃঙ্গারের চেষ্টা-বিশেষ, স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়া-বিশেষ, ক্রীড়া, আমোদ প্রমোদ, শোভা, সুখভোগ, প্রাদুর্ভাব, স্ফুরণ, পরস্পর আলিঙ্গন, প্রেমের ভান, প্রমোদ, আমোদ, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়া সামগ্রী, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যিক সাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যিক আড়ম্বর, ছিনালি, ভালবাসার ভান। "**বিলাস**" শব্দটি প্রায়ই "**লীলা**" শব্দের সহিত যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়।

বিলাসমান (বিণ) বিলাসপরায়ণ, আমোদ প্রমোদে রত, সৌখীন, দীপ্তিমান, ক্রীড়ারত, উজ্জ্বল, প্রফুল্ল, আনন্দ-মুখর। ⇒ **বিলসতি**, **বিলসিত**।

বিলাসবন্ত (বিণ) প্রভাসম্পন্ন, শোভমান, গৌরবময়, শ্রীসম্পন্ন, চটকযুক্ত, জাঁকজমকপূর্ণ, দীপ্তিময়, দয়ালু, অনুগ্রহকারী, স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন, ভূষণধারী, কৃপালু, লাবণ্যতাপূর্ণ, সৌন্দর্যসম্পন্ন, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ-সম্পন্ন।

বিলাসিতা (স্ত্রী) বিলাসিতা, ছিনালি, ভালবাসার ভান।

বিলাসিন (বিণ) উজ্জ্বলতা প্রকাশক, জ্যোতি প্রকাশক, শোভা উদ্ঘাটিত হয় এরূপ, শ্রীপ্রকাশক, গৌরব প্রকাশ পায় এরূপ, প্রভাস্বর, দীপ্তিপ্রকাশ পায় এরূপ, কবচধারী, যাদুমন্ত্রের অধিকারী, যাদুমন্ত্র জানে এমন, মনোহর, মনোমুগ্ধকারী, মুগ্ধকারী, অনুগ্রহকারী, কৃপালু, দয়ালু, স্বাভাবিক গুণ আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **ব্যামপ্পভা পরিক্খেপ বিলাসিন**—ব্যামের ব্যাসার্ধের উপর দীপ্তিউজ্জ্বল। (⇒ **ব্যামপ্পভা**)। = **বিলাসী**।

বিলাসিনী (বিণ, স্ত্রী) বিলাসিনী, বিলাসকারিণী, মুগ্ধকারিণী। (স্ত্রী) স্ত্রীলোক, রমণী, নারী, কামিনী, বেশ্যা। ⇒ **বিলাসিন**।

বিলাসী (বিণ) = **বিলাসিন**। ⇒ **বিলাসিন**।

বিলিখতি (ক্রি) [বি + লিখতি] ১ চাঁচা, ঘর্ষণে ক্ষয় করা, ঘষিয়া ফেলা, ছোলা, কষ্টে সংগ্রহ করা, কর্কশ শব্দ করা, কর্কশভাবে বা সশব্দে ঘর্ষণ করা, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া ধরিয়া কাটিয়া ফেলা, নখ দ্বারা খনন করা, খননাদিতে নখ ইত্যাদির ব্যবহার করা। (সংযুক্ত নিকায়) **ভূমিং বিলিখতি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় চরিত্রে) **মনং বিলিখতি**। "**বিলেখ**"শব্দের বর্ণনায়ও "**বিলিখতি**" শব্দের বব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া তুলিয়া ফেলা, নখের আঁচড়ে খুলিয়া ফেলা। (অতীত) **বিলিখি**। (অ-বিণ) **বিলিখিত**।

বিলিখিত (বিণ) চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, ঘর্ষিত, কষ্টে সংগৃহীত, কর্কশ শব্দ হইয়াছে এরূপ, কর্কশভাবে বা সশব্দে ঘর্ষিত। ⇒ **বিলিখতি**।

বিলিত্ত (বিণ) বিলিপ্ত, প্রলিপ্ত, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লিপ্ত, অভিষিক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **সু-নহাত সু-বিলিত্ত কপ্পিত-কেস-মস্সু**। = রোসিত (২)। ⇒ **বিলিম্পতি**, **বিলিম্পেতি**।

বিলিম্পতি (ক্রি) [বি + √লিপ + ং + অ] বিলিম্পন করা, লেপন করা, লিম্পন করা, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা বা মালিশ করা, চর্বি দ্বারা ময়লা করা, তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা বা লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষেক করা। (অতীত) **বিলম্পি**। (অ-বিণ) **বিলিত্ত**। (ব-বিণ) **বিলম্পন্তো**। (ক্রি-বি) **বিলম্পিত্বা**, **বিলম্পিত্বান**। (করণে) **বিলম্পাপেতি**, **বিলিম্পেতি**।

বিলিম্পাপেতি (ক্রি) অভিষিক্ত হওয়ায় কারণ করা। (জাতক) **গন্ধেহি বিলিম্পাপেতি**। ⇒ **বিলিম্পতি**।

বিলিম্পেতি (ক্রি) [বি + √লিম্প + এ] = **বিলিম্পতি**। ⇒ **লিলিম্পতি**। (অতীত) **বিলিম্পেসি**। (অ-বিণ) **বিলিত্ত**। (ব-বিণ) **বিলিপেন্তো**। (ক্রি-বি) **বিলিম্পেত্বা**।

বিলিব = **বিলীব**। ⇒ **বিলীব**।

বিলিবিলি = **বিলিবিলিকা**। ⇒ **বিলিবিলিকা**।

বিলিবিলি কিরিয়া—চটচটে অথবা আঠালো আঠালো কার্য (?)। ⇒ **বিলিবিলিকা**।

বিলীন (বিণ) ১ বিলীন, লীন হয় এরূপ, নিবিষ্ট, মগ্ন, মিশ্রিত, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, জড়াইয়া ধরিয়া থাকে এমন, লাগিয়া থাকে এমন, (আঠায়) জুড়িয়া থাকে এমন, দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে এমন, স্তব্ধ হইয়া থাকে এমন। (তুলনীয়) **লীযতি** (১)। (বিনয়) **ওলীন বিলীন**—সর্বত্র লাগিয়া থাকে এমন। ২ পরিপক্ব, পূর্ণ বয়স্ক, পরিণত, পাকা, সুসম্পূর্ণ, প্রদত্ত, পূর্ণ অবস্থায় আসিয়াছে বা আনা হইয়াছে এমন, পরিপক্ব (পরিপাক বা হজম বা মনের মধ্যে গ্রহণ বা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা) হইয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **বিলয**। (জাতক) **নববিলীন**—সদ্য প্রস্তুত গাবা ঘৃত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ফলানি বিলীন**—পাকা ফলগুলি। ৩ গলিত অর্থাৎ শোধিত, দ্রবীভূত, ক্ষরিত, ভঙ্গকৃত, বিনষ্ট, রহস্য ভেদ করা হইয়াছে এমন, দ্রব, বিগলিত, ক্ষয়প্রাপ্ত, লয়প্রাপ্ত, অন্তর্হিত। (তুলনীয়) **লীযতি** (২)। (জাতক) **তম্ব লোহ বিলীন**—গলিত বা তরল তপ্ত তাম্র; (তুলনীয়) **বিলীনং তম্বালোহং বিষ পক্কটঠিতং লোহিতং পাযেন্তি** (জাতক অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিলীন সুবণ্ণ**। "বেল্লি" শব্দের ভাবার্থে এবং বর্ণনায় "**উত্তত্ত**" শব্দ তুলনীয়, যেমন (জাতক অর্থকথায়) "**উত্তত্ত-ঘন-সুবণ্ণ-রাসিপ্পব্বা**"। ⇒ **বিলীযতি**।

বিলীনসিনেহ (পুং) = **বসা**। ⇒ **বসা**।

বিলীযতি (ক্রি) [বি + √লী + য] দ্রবীভূত করা বা হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বিলীন হওয়া, গলিয়া যাওয়া, ভঙ্গ হওয়া, রহস্য ভেদ হওয়া, দ্রব হওয়া, হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, নষ্ট হওয়া, (ঠাণ্ডা সম্বন্ধে) কষ্টে ফেলা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পব্বত** (এখানে "**বিলীযতি**"শব্দের পরিবর্তে) **নিলীযতি**—দৃষ্টি পথ হইতে অদৃশ্য হওয়া (Warren Wrong-এর মতে)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ফানিত পিণ্ড বিলীযতি** (এখানে "**বিলীযতি**" অর্থে "হ্রাসপ্রাপ্ত অথবা চূর্ণবিচূর্ণিত হওয়া" ঠিক অনুবাদ হয় নাই)। (তুলনীয়) **পবিলীযতি**। (অতীত) **বিলীযি**। (অ-বিণ) **বিলীন**। (ব-বিণ) **বিলীযমান**।

বিলীযন (ক্লী) তরলকরণ, দ্রবকরণ, কোমলকরণ, দ্রবীভূতকরণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গকরণ, বিশ্লেষণ, পচন, ধ্বংস, মরণ।

বিলীব (বিণ) চেরা বা ফাড়া বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত, বাঁশের বেত দ্বারা প্রস্তুত। (ক্লী) বাঁশের কুচি বা খণ্ড, যে কোনো নল বা খাগড়ার টুকরা খণ্ড বা কুচি, বাঁশ বা খাগড়ার একটি স্খলন, (চুরি বা অপ্রদত্ত অবস্থা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিলীবময**।

বিলীবকার (পুং) বাঁশের বেত দ্বারা চুপড়ি বা ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, বাঁশ দ্বারা কিছু প্রস্তুত করিবার কারিগর, বাঁশের কারিগর।

বিলীবকারক (পুং) = **বিলীবকার**। ⇒ **বিলীবকার**।

বিলীবময—(বিণ) বাঁশময় অর্থাৎ কেবল বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত, সর্বাংশে বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত। ⇒ **বিলীব** (ক্লী)।

বিলুগগ (বিণ) ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, দুর্বল, অবনত, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা হইয়া গিয়াছে এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **ওলুগগ বিলগগ**—সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **বিলুজ্জতি**।

বিলুজ্জতি (ক্রি) ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, নষ্ট করা বা হওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া

দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, স্থাপন করা, আরম্ভ হওয়া, টুকরা টুকরা করা, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, গড়াইয়া যাওয়া, গড়ানো, হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া, দড়াবাজি করা, (তরঙ্গ অথবা নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে) এদিক ওদিক বা এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করা, উল্টাইয়া ফেলা, উলট পালট করা। (অতীত) **বিলুজ্জি**। (অ-বিণ) **বিলুগ্গ**।

বিলুত্ত (বিণ) বিলুপ্ত, লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট, লুণ্ঠিত, তিরোভূত, ছিন্ন, আক্রান্ত, গৃহীত, বঞ্চিত, হরণ বা অপহরণ করিয়াছে এরূপ, বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে এরূপ, নগ্ন, উলঙ্গ, বিবস্ত্র, বিনষ্ট, ধ্বংসকৃত, নষ্টকৃত, বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত, দরিদ্র করা হইয়াছে এমন। (মহাবংস) **চোরেহি বিলুত্ত**। ⟹ **বিলুম্পতি**।

বিলুপ্পতি (ক্রি) বিলুপ্ত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্ধান হওয়া, তিরোহিত হওয়া। ⟹ **বিলুম্পতি**।

বিলুম্পক (বিণ) লুণ্ঠনকারী, লুণ্ঠন করে বা লুণ্ঠিত হয় এরূপ। (জাতক) **বিলুম্পক চোর**।

বিলুম্পতি (ক্রি) [বি + লুম্পতি] ভঙ্গ হওয়া, শেষ করা, ভাগ হওয়া, পৃথক করা, লুঠ করা, লুণ্ঠন করা, বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, অপহরণ করা, বঞ্চিত করা, চুরি করা, অতর্কিতে লাভ করা, চাতুরীর সহিত প্রাপ্ত হওয়া, গোপনে প্রবেশ করা, গোপনে সরিয়া পড়া, নাশ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা। (অতীত) **বিলুম্পি**। (অ-বিণ) **বিলুত্ত**। (ব-বিণ) **বিলুম্পমান**। (কর্মবাচ্যে) **বিলুপ্পতি** (জাতক টীকায় "**বিলুম্পতি**" শব্দের পরিবর্তে)। (করণে) **বিলুম্পাপেতি**।

বিলুম্পন (ক্লী) লুণ্ঠন, লুঠ, অপহরণ।

বিলুম্পমান (বিণ) লুণ্ঠন বা লুঠ করে এমন, হরণ বা অপহরণ করে এরূপ, বঞ্চিত করে এরূপ, বলপূর্বক কাড়িয়া লয় এরূপ। ⟹ **বিলুম্পতি**।

বিলুম্পমানক (বিণ) লুণ্ঠনকারী, অপহরণকারী। (পেতবথু অর্থকথা) **বিলুম্পমানক চোর**।

বিলুম্পাপেতি (ক্রি) লুণ্ঠন করানো, লুঠ করানো, অপহরণ করিবার জন্য (কাহাকেও) উত্তেজিত বা উৎসাহিত করা। ⟹**বিলুম্পতি**।

বিলুলিত (বিণ) বিলোলিত, কম্পিত, চঞ্চল, দোদুল্যমান, বিদূরিত, চালিত, আন্দোলিত, বিক্ষুব্ধ আকুল, উদ্বিগ্ন, গোলমেলে, বিশৃঙ্খল, আলোড়িত, বিরক্তকৃত, ভঙ্গকৃত। (দাঠাবংস) **ভববিললিতচিত্ত**। (তুলনীয়) **বিলোড়েতি**।

বিলূন (বিণ) (কেশ বা চুল সম্বন্ধে) ছিন্ন, কর্তিত, কাটিয়া বা চাঁছিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, ন্যাড়া।

বিলূনকেস (বিণ) (মাথার চুল সম্বন্ধে) ন্যাড়া, ন্যাড়া-মাথা, চুল কাটিয়া বা চাঁছিয়া ফেলিয়াছে এইরূপ, সম্পূর্ণরূপে কেশহীন, টাক-পড়া। = **বিরলকেস**। ⟹ **বিরল**, **বিলূন**।

বিলেখ (পুং) বিলেখন, খনন, খোঁড়া, বিদারণ, আঁচড়ানো, কর্ষণ মূলোৎপাটন, বিভাগকরণ, জটিলতা, হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, নখাঘাত, আঁচড়, ছড়, দাগ, সাহসের পরিচয় বা প্রমাণ, যেখান হইতে দৌড় আরম্ভ হয়। (ধর্মসঙ্গণী) **মনোবিলেখ**। "জটিলতা বা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা" অর্থে অধিকতর সাধারণ ব্যবহৃত শব্দ "**বিকখেপ**"।

বিলেখা (স্ত্রী) = **বিলেখ**। ⟹ **বিলেখ**।

বিলেপন (ক্লী) বিলেপন, লেপনের বস্তু, লেপনযোগ্য সুগন্ধি দ্রব্য, চন্দনাদি লেপন, মাখানো, মলম, প্রলেপ, অঙ্গরাগ, প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি দ্রব্য। (থেরগাথা) **সীলং বিলেপন সেট্‌ঠং**।

বিলেপিত (বিণ) বিলেপিত, লিপ্ত, প্রলিপ্ত, মাখানো, মলম বা চন্দনাদি লাগানো হইয়াছে-এরূপ। ⟹ **বিলেপেতি**।

বিলেপেতি (ক্রি) [বি+√লিপ+এ] লেপন করা, মাখানো, তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা বা লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করা, প্রলেপ দেওয়া। (অতীত) **বিলেপেসি**। (অ-বিণ) **বিলেপিত**। (ক্রি-বি) **বিলেপেত্বা**।

বিলোকন (ক্রি) বিলোকন, দর্শন, মুখাকৃতি, মুখাবয়ব, দৃশ্য, দৃষ্টি, চেহারা, আকৃতি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, পূর্বলক্ষণ, পূর্বনিদর্শন, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ, নিন্দা। সাধারণত "কখন, কোথায় কিরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে"—এইরূপে পঞ্চবিধ গভীর চিন্তার বিষয় বা বিলোকন (পঞ্চ মহাবিলোকানি), যথা—**কাল** [("**জনেতি আয়ু**" অর্থাৎ মাতা এবং তাহার প্রসবকাল—জাতক) সময় (অর্থাৎ যথার্থ সময় বা অসময়)], **দেস** (দেশ বা মহাদেশ), **দীপ** (আকাশ অর্থাৎ পূর্বদিকে বা কোনো নির্দিষ্ট দিকে আবর্তন বা আবর্তিত অবস্থা), **কুল** (পরিবার অর্থাৎ বংশ বা গোত্র), **মাতা** (মাতা অর্থাৎ যেই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে)। মিলিন্দ প্রশ্নে অষ্টবিধ বিলোকানের কথা বলা হইয়াছে, যথা—**কাল**, **দীপ**, **দেস**, **কুল**, **জনেত্তি** (মাতা), **আয়ু** (গর্ভধারণ কাল অর্থাৎ কয়মাস গর্ভধারণ করিবে), **মাস** (জন্মমাস অর্থাৎ কোন্ মাসে ভূমিষ্ঠ হইবে), **নেক্‌খম্ম** (কখন ভূমিষ্ঠ ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিবে)। বিশেষ অর্থ ব্যতীত দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বলা হইয়াছে, **আলোকন বিলোকন**। = **বোলোকন**।

বিলোকিত (বিণ) বিলোকিত, দৃষ্ট, অবলোকিত, পরীক্ষিত, পশ্চাদ্দিকে নিরীক্ষিত, পিছনের দিকে অবলোকিত। (বিপ) **আলোকিত**। ⟹ **বিলোকেতি**।

(বিমানবত্থু অর্থকথা) **আলোকিত বিলোকিত**। (ক্রী) অবলোকন, দর্শন।

বিলোকেতর (পুং) যেই ব্যক্তি অবলোকন করে বা দর্শন করে বা পরিদর্শন করে, পশ্চাদ্দিকে নিরীক্ষণকারী ব্যক্তি, পিছন দিকে অবলোকনকারী ব্যক্তি। (বিপ) **আলোকেতর**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আলোকেতর বিলোকেতর**।

বিলোকেতি (ক্রি) [বি + √লোক + এ] দৃষ্টিপাত করা, অবলোকন করা, দেখা, দর্শন করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, তত্ত্বাবধান করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, প্রতিবিম্বিত করা, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, সম্যক অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা, পাঠ করা, অধ্যয়ন করা, মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা, মনোনিবেশ করা, পরীক্ষা করা, অভ্যাস করা, কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তা করা। (তুলনীয়) **পবিলোকেতি, বোবিলোকেতি**। (অতীত) **বিলোকেসি**। (অ-বিণ) **বিলোকিত**। (ব-বিণ) **বিলোকেন্ত, বিলোকমান**। (ক্রি-বি) **বিলোকেত্বা**।

বিলোচন (ক্লী) বিলোচন, লোচন, চক্ষু, দর্শন।

বিলোটন = **বিলোলন**। ⟹ **বিলোলন**।

বিলোপ (পুং) বিলোপ, লুঠ, লুণ্ঠন, লুঠপাট, লুণ্ঠিত দ্রব্য। (মধ্যম নিকায়) **মচ্ছবিলোপ**—মাছের টান, সবলে মাছের টান, জালের এক খেপে ধৃত মৎস্য, হেঁচড়াইয়া মাছ লইয়া যাওন। (দীপবংস) **বিলোপকম্ম**। (জাতক) **বিলোপং খাদতি**—লুণ্ঠন করিয়া খায় বা জীবন ধারণ করে।

বিলোপক (বিণ) লুণ্ঠনকারী, ধ্বংসকারী, লুঠ করে এমন, লুঠপাট করে এমন, লুণ্ঠন করিয়া খায় বা জীবিকানির্বাহ করে এমন।

বিলোপকম্ম (ক্লী) লুণ্ঠনকার্য, লুঠের কার্য, লুঠপাট করিবার জন্য কাজ। ⟹ **বিলোপ**।

বিলোপিকা (বিণ, স্ত্রী) লুণ্ঠনকারিণী, যেই স্ত্রীলোক লুণ্ঠন করিয়া খায় বা জীবিকা নির্বাহ করে। ⟹ **বিলোপক**।

বিলোপিয (বিণ) লুঠ হইবার মতো, লুণ্ঠিত হইবার মতো, চুরি হইবার মতো (বস্তু)।

বিলোম (বিণ) বিলোম, প্রতিকূল, বিপরীত, উল্টা, আপত্তিকর, বিমুখ, বিরুদ্ধ, ঐক্যহীন, অসমঞ্জস, বিরোধী, অস্বীকার্য, ব্যুৎক্রম, বিরক্তিকর, অসন্তোষ-জনক, শস্যের বিপরীত বা অনিষ্টকর (সাহিত্যে—কেশ বা চুলের বিপরীত বা অনিষ্টকর), সামঞ্জস্যরহিত, বিভিন্ন, অন্যায্য, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অন্যায়, অশুদ্ধ, অযথার্থ, ভ্রান্ত, অপ্রকৃত, মিথ্যা, অসত্য, অস্বাভাবিক, কৃত্রিম। বিনয়ে **"চীবর"** সম্বন্ধে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "কদাকার, কুরূপ, কুৎসিত, বিশ্রী"।

বিলোমতা (স্ত্রী) অমিল, মতভেদ, অনুপযোগিতা, বিবাদ, অনৈক্য, পার্থক্য, বৈপরীত্য, বিপরীত প্রান্ত, পৃষ্ঠ, জিনিসের বিপরীত বস্তু, পরাজয়, বিপর্যয়, আর্থিক ক্ষতি।

বিলোমন (ক্লী) = **বিলোমতা**। ⟹ **বিলোমত**।

বিলোমেতি (ক্রি) দোষ ধরা, দোষ গ্রহণ করা, দোষ দেখা, দোষ অনুসন্ধান করা, অনৈক্য হওয়া, বিবাদ করা, ক্ষতিকর হওয়া, বিতর্ক করা, যথার্থতা স্বীকার করা। (অতীত) **বিলোমেসি**। (ক্রি-বি) **বিলোমত্বো**।

বিলোলন (ক্লী) বিলোড়ন, মন্থন, আলোড়ন, ঘুঁটা, গোলমাল, বিক্ষোভ, আন্দোলন, কম্পন, নাড়া, আঘাত। ⟹ **লুলতি**।

বিলোলেতি (ক্রি) [বি + √লুড় + এ] সরা, নড়ানো, নড়াচড়া করা, উত্তেজিত করা, নড়া, আলোড়িত করা, ঘোলানো, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা।

বিলঙ্গ (ক্লী) বিড়ঙ্গ, বিড়ঙ্গ নামক এক জাতীয় ফল। ইহা এক প্রকার ঔষধ-বিশেষ। = **বিলঙ্গ**। ⟹ **ফল** (১)।

বিলয্হতি—(ক্রি) [বি + ডয্হতি] দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়া, পোড়ানো, প্রজ্জ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, শুষ্ক করা, উত্তেজিত হওয়া, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা।

বিলাল (পুং) বিড়াল। = **বিলার**।

বিলালকোসিয = **কোসিয**। ⟹ **কোসিয**।

বিবজ্জতি (ক্রি) = **বিবজ্জেতি**। ⟹ **বিবজ্জেতি**।

বিবজ্জন (ক্লী) বিবর্জন, বর্জন, পরিত্যাগকরণ, নিবৃত্ত-করণ, বিরত থাকন।

বিবজ্জিত (বিণ) ১ বিবর্জিত, পরিত্যক্ত, বর্জিত, নিবৃত্ত, বিরত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিবজ্জিত কিলিট্ঠ-কম্ম**। ২ দূরে অবস্থিত, পরিহারকৃত, এড়াইয়া চলে এরূপ, রহিত। ৩ (কিছু হইতে) দূরে থাকে এরূপ। ⟹ **বিবেজ্জতি**।

বিবজ্জেতি (ক্রি) [বি + √বজ্জ + এ] পরিত্যাগ করা, দূরে থাকা, বর্জন করা, পরিহার করা, ত্যাগ করা, রহিত করা। = **পরিবজ্জেতি, অভিবজ্জেতি**। (সপ্তমী) **বিবজ্জেয**। (পঞ্চমী) **বিবজ্জযাথ** = **পরিবজ্জেথ**। (অতীত) **বিবজ্জেসি, বিবজ্জযি**। (অ-বিণ) **বিবজ্জিত**। (ব-বিণ) **বিবজ্জেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিবজ্জেত্বা, বিবজ্জিয, বিবজ্জয**। (কর্মবাচ্যে) **বিবজ্জতি**।

বিবট (বিণ) খোলা, মুক্ত, উন্মুক্ত, বন্ধ নয় এমন, আবদ্ধ নয় এমন, বেষ্টিত বা বাধাযুক্ত ইত্যাদি নয় এমন, অনাবরিত, অনাচ্ছাদিত, ঢাকা নয় এরূপ, অনাবৃত, বিকশিত, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, প্রকাশ্য, কাজের জন্য প্রস্তুত, অনির্ণীত, অমীমাংসিত, প্রকাশিত, সর্বজন বিদিত, মনখোলা, সরল, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাব বিকাশ শেষ হয় নাই এরূপ, অনাবৃত রাখা হইয়াছে এরূপ, ঘোমটা দেওয়া হয় নাই এমন। = **অনাবট**। পুগ্‌গল-পঞ্ঞত্তিতে "**পিবট**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইবে "**বিবট**"; (বিপ) **পিহিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিবটমুখ**—মুখ খোলা বা হা করা। (দীর্ঘনিকায়) **বিবটেন চেতসা**—চেতন বা জাগ্রত ও পরিষ্কার মনে, খোলা মনে। (তুলনীয়) **চেতোবিবরণ**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**বিবত্ত**" বা "**বিবত্তচ্ছদ**" শব্দের পরিবর্তে "**বিবট**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। করণকারকে "**বিবটেন**", ইহার ব্যবহার হয় ক্রিয়া বিশেষণে। ⟹ **বিবরতি, বুণাতি**।

বিবটক (বিণ) বন্ধ নয় এরূপ, খোলা, উন্মুক্ত, আবদ্ধ নয় এরূপ, বেষ্টিত বা বাধাযুক্ত ইত্যাদি নয় এরূপ, অনাবৃত, বিকশিত, প্রকাশ্য, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, অনির্ণীত, অমীমাংসিত কাজের জন্য প্রস্তুত, প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত সরল, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাব-নিকাশ করা হয় নাই এরূপ।

বিবটচক্‌খু (বিণ) অনাবৃত চক্ষু, মনখোলা, মনের কপটতাহীন, সরল মনের, যাহার মন সরল, পরিষ্কার দৃষ্টিযুক্ত।

বিবটচ্ছদ (বিণ) ঘোমটা বা আচ্ছাদন উন্মুক্ত, আবরণহীন অর্থাৎ খোলা। = **বিবত্তচ্ছদ, বিবখচ্ছদ**। ⟹ **বিবট**। (পুং) আশ্রয়, নগ্নের বস্ত্র বা আচ্ছাদন, ঢাকনা, আবরণ, রক্ষাস্থান। ⟹ **ছদ, ছদ্দ**।

বিবটদ্বার (বিণ) দ্বার খোলা, দ্বার উন্মুক্ত। (ক্লী) খোলা দরজা, দরজা খোলা ঘর। **অড্‌ঢ বিবটদ্বার**—অর্ধখোলা দরজা।

বিবটনক্‌খত্ত—বাৎসরিক উৎসব, "জনসাধারণ দিবস" অর্থাৎ যেই দিনকে লোকেরা নগ্নদেহে (**অপ্পটিচ্ছন্নেন সরীরেন**) ও নগ্ন পায়ে নদীস্নানে গমনের অবধারিত নীতির দিন বলা হয়।

বিবটমুখ ⟹ **বিবট**।

বিবটেন (ক্রি-বিণ) স্পষ্টত, প্রকাশ্যভাবে, খোলাখুলি, অকপটে। ⟹ **বিবট**।

বিবটেন চেতসা ⟹ **বিবট**।

বিবট্ট (বিণ) নিশ্চল, গতিহীন। (পুং, ক্লী) ১ বিবর্ত, অবনতি, অবসান, ধ্বংস, নিশ্চল অবস্থা। = **নিব্বান**। (বিপ) **লোকবট্ট**। ২ বিবর্ত, ঘূর্ণন, পবিবর্তন, ভ্রান্তি, বিবর্তন, ভ্রম, ভ্রমণ, নৃত্য, পরিবর্তন, পরিণাম, পশ্চাদ্দিকে ঘূর্ণন, পুনর্জন্মে প্রত্যাবর্তন। ⟹ **সংবট্ট**। ইহা সংসারের অথবা কপ্পের (**কপ্প**) ক্রমবিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কে সংসার চক্রের বিবর্তন বা পশ্চাদ্দিকে ঘূর্ণনকে বুঝায়, এখানে শুধু "**বট্ট**" বা "**সংবট্ট**" বলিলে ("**কপ্প**" সহ অথবা "**কপ্প**" ব্যতীত) সংসার চক্রের আবর্তনকে বুঝায়। এইরূপে সংসারের "কাল বা পর্যায়" স্বরূপ উহারা কার্যগতভাবে একই অর্থ হয় এবং উভয় বিষয়ই নূতনভাবে সৃষ্টির আদি বা প্রারম্ভের ভাবার্থে অনূবাদিত হইতে পারে। কখন কখন "**বিবত্ত**" শব্দের ভাবার্থে "নবরূপদান বা পুনরভ্যুত্থান এবং "**সংবত্ত**" শব্দের ভাবার্থে "ধ্বংস বা বিনাশ" পাইয়া থাকে যেখানে আমরা একের বিপরীত অর্থে অন্যটি গ্রহণ করিয়া থাকি। ⟹ **বট্ট, সংবট্ট**। উদ্ধতভাবে "**বিবট্ট**" শব্দ ব্যবহৃত হয় "**বট্ট**" শব্দের অভাব অর্থে অর্থাৎ "**নিব্বান**" বা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি অর্থে ("**বট্ট**" শব্দ দ্রষ্টব্য এবং প্রতিসম্ভিদামার্গে "**চিত্ত-বিবট্ট, চেতোবিবট্ট, ঞাণবিবত্ত, বিমোক্‌খ বিবত্ত** শব্দও তুলনীয়)। (চরিত্রে) **কম্মবিবট্ট**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে "**বিবট্টো**" শব্দের পরিবর্তে "**বিবট্টে**" পাঠ হইয়াছে। বিশুদ্ধিমার্গে পুংলিঙ্গ শব্দে "**বিবট্টো**", পুংলিঙ্গ শব্দ "**সংবট্টো**" শব্দের সহিত তুলনীয়; **বিবট্টট্‌ঠাযিন**। (দীর্ঘনিকায়) **বিবট্ট-কপ্প**। ৩ (ক্লী) ভিক্ষুর পরিচ্ছদের বা চীবরের অংশ যাহা সম্মুখ দিকে ঘুরাইয়া রোল করিয়া চীবর পরিমণ্ডল করা হয়। (যৌগিকে) **অনু-বিবট্ট** (বিনয়)।

বিবট্টং (ক্লী) = **বিবট্ট**। ⟹ **বিবট্ট** (পুং, ক্লী)।

বিবট্টকপ্প (পুং) কপ্পের বিবর্ত, কপ্পের অবনতি বা ধ্বংস। ⟹ **বিবট্ট** [পুং, ক্লী (২)]।

বিবট্টক্‌খন্ধ (বিণ) যাহার স্কন্ধসমূহ বিবর্তিত বা গত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ মৃত (যাহার দেহত্যাগ বা মৃত্যু ঘটিয়াছে)। ⟹ **কন্ধ**।

বিবট্টচ্ছদ = **বিবটচ্ছদ**। ⟹ **বিবটচ্ছদ**। = **বিবত্তচ্ছদ**।

বিবট্টট্‌ঠাযিন (বিণ) সংসারের বিবর্তন বা ধ্বংসকাল পর্যন্ত স্থায়ী। ⟹ **বিবট্ট** [পুং, ক্লী (২)]।

বিবট্টতি (ক্রি) [বি + √বট্ট + অ] ১ পশ্চাদ্দিকে চলা, প্রস্থান করা, ফিরিয়া যাওয়া, বৃত্তাকারে ঘুরানো বা ঘুরা, আবর্তিত হওয়া, নিয়মিত ঘটা, চিন্তা করা, মনে তোলপাড় করা, (নতুন সংসার চক্র সম্বন্ধে) পুনর্বার আরম্ভ করা। (বিপ) **সংবট্টতি**—ক্রমোন্নতির দিকে চলা। ২ অন্যমনস্ক বা আমোদিত হওয়া, ফিরিয়া যাওয়া, ঘুরিয়া যাওয়া, পরিণত করা, বিপর্যস্ত করা, ভিন্ন গতি লওয়া, উল্টানো বা উল্টাইয়া দেওয়া, বিবর্তন করা। (অতীত) **বিবট্টি**। (অ-বিণ) **বিবট্টিত, বিবট্ট**। (ক্রি-বি) **বিবট্টিত্বা**। (করণে) **বিবট্টেতি**।

বিবট্টন (ক্লী) বিবর্তন, ঘুরিয়া যাওয়া, পশ্চাদ্দিকে চলা, ঘূর্ণন, চলন অবস্থা।

বিবট্টনা (স্ত্রী) = **বিবট্টন**। ⇒ **বিবট্টন**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **মগ্গবিবট্টনা**—রাস্তার মোড় ফেরা।

বিবট্টেতি (ক্রি) [বি + √বট্ট + এ] প্রত্যাখ্যান করা বা ঘুরিয়া যাওয়া, পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া যাওয়া, ভিন্ন মুখে ফিরানো, আমোদিত করা, বিষয়কর্ম হইতে অথবা পড়াশুনা হইতে অন্যমনস্ক করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। ⇒ **বিবট্টতি**। (অতীত) **বিবট্টেসি**, (সাহিত্যে), **বিবত্তযি, বিবট্টযি**; ("**অচ্ছেচ্ছি তণ্হং**"-এর সহিত নির্ধারিত রীতিতে বিশেষ ভাষায়) "**বিবট্টযি সংযোজন**" যেখানে প্রচলিত নিয়মে হইয়া থাকে "**বাবত্তযি**" (⇒ **বাবত্তেতি**)। (অ-বিণ) **বিবট্টিত**। (ক্রি-বি) **বিবট্টেত্বা**।

বিবড়্ঢ ⇒ **বিতণ্ডবাদিন**।

বিবণ্ণ (বিণ) বিবর্ণ, মলিন, বিকৃত বর্ণের, বদ রঙের; (গায়ের রং সম্বন্ধে) পাণ্ডুর, ফ্যাকাসে, মলিন; (রং সম্বন্ধে) ফিকে; (আলোক সম্বন্ধে) মন্দপ্রভ, অনুজ্জ্বল, পাণ্ডুবর্ণ, ফ্যাকাসে, রোগজীর্ণ।

বিবণ্ণক (ক্লী) নিন্দা, তিরস্কার, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-উৎসব, মদ্যপানে আমোদ প্রমোদ।

বিবণ্ণেতি (ক্রি) [বি + √বণ্ণ + এ] দুর্নাম করা, অপবাদ দেওয়া, অখ্যাতি করা, নিন্দা করা, তিরস্কার করা। (পেতবত্থু) **থূপ পূজং বিবণ্ণেতি**। (অতীত) **বিবণ্ণেসি**। (অ-বিণ) **বিবণ্ণিত**। (ক্রি-বি) **বিবণ্ণেত্বা**।

বিবতচ্ছদ = **বিবটচ্ছদ**। ⇒ **বিবটচ্ছদ**। = **বিবত্তচ্ছদ**।

বিবত্ত = **বিবট্ট**। ⇒ **বিবট্ট**।

বিবত্তং = **বিবট্টং**। ⇒ **বিবট্টং**।

বিবত্তকপ্প = **বিবট্টকপ্প**। ⇒ **বিবট্টকপ্প**।

বিবত্তক্খন্ধ (বিণ) যাহার স্কন্ধসমূহ গত হইয়াছে অর্থাৎ মৃত। = **বিবট্টক্খন্ধ**। ⇒ **খন্ধ** [৩ (১ক)।

বিবত্তচ্ছদ (বিণ) আবরণ বা আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা উত্তোলন করা হইয়াছে এরূপ, যে মস্তকাবরণ বা ঘোমটা সরাইয়া ফেলে (তুলনীয় "**বিবরণ**") অথবা (বিশ্ব ইত্যাদিকে) প্রকাশ করে বা উন্মুক্ত করে অথবা (বুদ্ধঘোষের মতে) যেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার (মানসিক ও আধ্যাত্মিক) আবরণসমূহ হইতে উন্মুক্ত বা মুক্ত হইয়াছেন। বুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ণনায় "**বিবত্তচ্ছদ**" শব্দের প্রয়োগ হয়। সময়ে সময়ে ইহার বানান "**ছদবিবত্ত**" রূপেও দৃষ্ট হয়। = **বিবটচ্ছদ**। (দীর্ঘনিকায়) **সম্মাসম্বুদ্ধ লোকে বিবত্তচ্ছদ**—সম্যক্ সম্বুদ্ধ জগৎ হইতে অবগুণ্ঠন গুটাইয়া লইয়াছেন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিবট-রাগ-দোস-মোহ-ছদন**। এই শব্দটি "**বিবত্তচ্ছদ**" এবং "**বিবটচ্ছ**"—দুই প্রকারেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম "**বিবত্তচ্ছদ**" শব্দটি "**বত্ত**" (ব্রত বা কর্তব্য কর্ম) শব্দের বিপরীতও নহে অথবা "**বিবট্ট**" (পশ্চাদ্দিকে বা উল্টা ঘূর্ণন) শব্দের সহিত একও নহে, কিম্বা "**বিবত্ততি**" শব্দের (সংস্কৃত শব্দ "বিবর্ত্ত"-এর ন্যায়) অতীত কৃদন্ত বিশেষণও নহে যাহার অর্থ হইবে "রুদ্ধ, প্রত্যাবৃত্ত, ক্ষান্ত, পরিত্যক্ত"-এর কাছাকাছি, তদ্ধেতু এই শব্দের বর্ণনা শক্ত। পালিতে "**বিবত্ততি**" শব্দ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় ইহার অর্থ "**বিবত্তেতি**" শব্দের ভাবার্থের অতীত কৃদন্ত বিশেষণ (যাহার অর্থ হইবে "পশ্চাদ্দিকে বা উল্টা দিকে ঘূর্ণিত, বদ্ধ বা রুদ্ধ, পরিত্যক্ত") রূপে এই শব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় "**বিবট**" শব্দটি "**বিবরতি**" শব্দের আবরণ বা আচ্ছাদন (**ছদ**) সম্বন্ধে "**আচ্ছাদিত**"-এর পরিবর্তে "অনাচ্ছাদিত, উত্তোলিত, অপসারিত" অর্থে অতীত কৃদন্ত বিশেষণ (⇒ **বিবট**)। কাজেই এই দুইটির মধ্যে অর্থ স্থির করা কঠিন। স্বাভাবিক ও দৃষ্টির সোজা লক্ষ্যস্থল হইতে "**বিবট**" যেখানে অধিকতর বোধগম্য এবং অধিকতর উপযুক্ত মনে হয় সেখানে "**বিবত্ত**" শব্দের মূলে অপেক্ষাকৃত অধিক পছন্দ হইবে। ইহা প্রাচীন বিশেষ ভাষায় স্পষ্টরূপে আছে। দ্রষ্টব্য : সংযুক্ত নিকায়ের "**বিবত্তক্খন্ধ**" (তাহার সৈন্যগণের চতুর্দিকে জড়িত হইয়া) একটি কৌতূহলী বর্ণনা-বিশেষ। ইহা "**পত্তক্খন্ধ**" শব্দের পরিবর্তে পুরাতন ভুল পাঠ।

বিবত্ততি (ক্রি) = **বিবট্টতি**। ⇒ **বিবট্টতি**। (করণে) **বিবত্তেতি**।

বিবত্তেতি (ক্রি) বিবর্তন করা, বন্ধ করা, রুদ্ধ করা, পরিত্যাগ করা, ত্যাগ করা, পশ্চাদ্দিকে ঘুরা, উল্টাদিকে ঘুরা। = **বাবত্তেতি**। ⇒ **বিবত্ততি**।

বিবত্থচ্ছদ (বিণ) আবরণমুক্ত, অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা দেওয়া হয় নাই এমন, বিবস্ত্রাচ্ছাদন। = **বিবটচ্ছদ, বিবত্তচ্ছদ**। (পুং) আশ্রয়, নগ্নের আচ্ছাদন, আচ্ছাদন, আবরণ, ঘোমটা বা অবগুণ্ঠন।

বিবদ = **বিপিন**। ⇒ **বিপিন**।

বিবদতি (ক্রি) [বি + √বদ + অ] ১ বিবাদ করা, বিতর্ক করা, যথার্থতা অস্বীকার করা, কলহ করা, ঝগড়া করা। ২ (করণকারকে) ঝগড়া হওয়া। (অতীত) **বিবদি**। (ব-বিণ) **বিবদন্ত, বিবদমান**। (ক্রি-বি) **বিবদিত্বা**।

বিবদন (ক্লী) বিতর্ক, বাদানুবাদ, বিবাদকরণ, মতভেদ ঘটানো, মন কষাকষি করণ, বিচ্ছেদের কারণ করণ।

বিবধ—জোয়াল বহন করণ। = **বিবিধ** (২), **খারীবিধ**।

বিবন (ক্লী) ১ মরুভূমি, বিজন প্রদেশ, অনুর্বর ভূ-খণ্ড। ২ = **বিপিন**। ⇒ **বিপিন**। = **অরঞ্ঞ**।

বিবর (ক্লী) ১ বিবর, ছিদ্র, রন্ধ্র, গর্ত, চিড়, ফাটল, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ, (সাহিত্যে—আবিষ্কার, প্রকাশ, উদ্ঘাটন), লোমকূপ, জল ইত্যাদি পদার্থের গমনাগমন উপযোগী ছিদ্র। (ধর্মপদ) **পব্বতানং বিবর**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুখবিবর**। ২ মধ্যবর্তী কাল বা স্থান,

দুই শ্রেণীর বা সারির মধ্যবর্তী অবকাশ, জোড়মুখ, ফাটল, মধ্যবর্তী খালি বা শূন্য স্থানে। ৩ দোষ, বিচ্ছেদ, পৃথকভাব, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, কলঙ্ক, দমকা বাতাস, অপূর্ণতা, অভাব, বৈকল্য।

বিবরণ (ক্লী) ১ আবরণহীন অবস্থা, আচ্ছাদনহীন অবস্থা, অবগুণ্ঠন বা ঘোমটাহীন অবস্থা, খোলা অবস্থা, উন্মুক্ত অবস্থা, উদঘাটন, প্রচার, নগ্নতা, দৈব, অপৌরুষেয়, অতি প্রাকৃতিক জ্ঞান বা সংবাদ, প্রত্যাদেশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লোকবিবরণ**। ২ ছিদ্র, রন্ধ্র, ফাটল, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ, প্রবেশযোগ্য করণ, সুগমকরণ; (চরিত্রে) পবিত্রকরণ, শোধন করণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চেতো বিবরণ**। ৩ বিবরণ, বর্ণন, ব্যাখ্যা, টীকা, অর্থপ্রকাশ করণ, প্রকাশ, অর্থ, কৈফিয়ত, স্পষ্টকরণ। (তুলনীয়) **বিভজন**।

বিবরতি (ক্রি) [বি + √বর + অ] ১ খোলা, খুলিয়া ফেলা, উদঘাটিত করা, স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। (সম্মান প্রদর্শনার্থে) টুপি বা মস্তকাবরণ খুলিয়া ফেলা, উন্মুক্ত করা বা হওয়া, প্রবেশপথ প্রস্তুত করা, গর্ত করা, বিস্তৃত করা, মেলিয়া ধরা, আরম্ভ করা বা হওয়া, বিকশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া। (বিনয়) **বাতপানং বিবরতি**—জানালা খোলা; (বিপ) **থকেতি**। (দীর্ঘনিকায়) **পটিচ্ছন্নং বিবরতি**। (জাতক) **দ্বারং বিবরতি; নগরং বিবরতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বাতপানং বিবরতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মুখং বিবরতি**। ২ (চরিত্রে) উন্মুক্ত করা বা হওয়া, প্রবেশপথ প্রস্তুত করা, গর্ত করা, বিস্তৃত করা, মেলিয়া ধরা, আরম্ভ করা বা হওয়া, বিকশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া, স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, বিশ্লেষণ করা, মূল উপাদানে পৃথক করা, (বাক্যের অংশগুলি) পৃথক করা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বিবরতি বিভজতি** ইত্যাদি। (অতীত) **বিবরি**। (অ-বিণ) **বিবট**। (ব-বিণ) **বিবরন্ত, বিবরমান**। (ক্রি-বি) **বিবরিত্বা**। (তুম) **বিবরিতুং**।

বিবসতি (ক্রি) ঘর হইতে দূর বাস করা, পৃথক হওয়া, দূরে হওয়া বা থাকা, স্বতন্ত্র হওয়া। (তুলনীয়) **বিপ্পবসতি**।

বিবসন (ক্লী) (ক্রমশ) আলোক প্রকাশ, আলোকিত হওন, (রাত্রি সম্বন্ধে) প্রভাত হওন। (বি-ভা) **রত্যা বিবসনে**—রাত্রির শেষে অথবা রাত্রি প্রভাত হইলে; **সুরিযুগ্গমনং পতি**—সূর্যোদয়ের দিকে বা সূর্যোদয়ে (থেরগাথা)। (তুলনীয়) **বিভাতি**।

বিবসান = **বিবসন**। ⟹ **বিবসন**।

বিবসেতি (ক্রি) আলোকিত করা, আলোক দেওয়া, কিরণ বিকাশ করা। (সূত্রনিপাত) **রত্তিং বিবসেতি** (প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত) রাত্রি যাপন করা। = **অতিনামেতি**। "**বিজহতি (রত্তিং)**" শব্দের পরিবর্তে থেরগাথায় Kern.-এর সিদ্ধান্তে "**বিবসতি**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি "**বিবসতে**" এবং থেরগাথা অর্থকথায় "**অতিনামেতি খেপেতি** শব্দের উপর তাঁহার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। Mrs. Rhys. Davids ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "নষ্ট বা অপব্যয় করা" অর্থে (অর্থাৎ "**বিজহতি**")।

বিবাদ (পুং) বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বিরোধ, বিতর্ক, তর্ক, বিতর্কের বিষয়, বাদানুবাদ, বিচার-বিতর্ক, বন্ধু বিচ্ছেদ, ব্যবহার মোকদ্দমা। (দীর্ঘনিকায়) ষড়বিধ "**বিবাদ-মূলানি**" (তর্ক বা বিবাদের মূলসমূহ), যথা—**কোধ** (ক্রোধ), **মক্খ** (স্বার্থপরতা), **ইস্সা** (ঈর্ষা), **সাঠেয্য** (কপটাচরণ), **পাপিচ্ছতা** (পাপ ইচ্ছা), **সন্দিট্‌ঠি পরামাস** (বিষয়ী ভাব)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**ধম্মা**" এবং "**বিনয**" সম্বন্ধে নীতিবিরুদ্ধ বিবরণে আরও দশ প্রকার বিবাদমূলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিবাদক (বিণ) ঝগড়াটে, যেই ব্যক্তি বিবাদ বাধায় বা বিরোধ করে। = **বিবাদী**।

বিবাদতি (ক্রি) বিবাদ করা, কলহ করা, ঝগড়া করা। = **বিবাদিযতি**।

বিবাদাধিকরণ (ক্লী) [বিবাদ + অধিকরণ] বিবাদের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করণ, মোকদ্দমার অনুসন্ধান, মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ, বিবাদের বিচার। ⟹ **অধিকরণ**।

বিবাদিযতি (ক্রি) বিবাদ করা, কলহ করা, ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা, তর্ক করা। = **কলহং করোতি** (মহানির্দেশ)। (সপ্তমী প্রথম পুরুষ একবচনে) **বিবাদিযেথ** = **কোলহং করেয্য** (মহানির্দেশ), **বিবাদযেথ** (সূত্রনিপাত)।

বিবাদী (বিণ) বিবাদী, বিবাদকারী। = **বিবাদক**।

বিবাদেতি (ক্রি) = **বিবাদিযতি**। ⟹ **বিবাদিযতি**।

বিবাহ (পুং) [বি + √বহ] "বহন করিয়া নেওয়া বা দূরে প্রেরণ করা" অর্থাৎ বিবাহ, দারপরিগ্রহ, ছেলের বিবাহ, পরিণয়, বিবাহোৎসব। = **ধরেয্যদিবস, ধারেয্য**। সাধারণত কন্যার পরিণয়কে "বিবাহ" বলা হয়। **বি-বহতী'তি বিবাহ** অর্থাৎ প্রেরণ বা বিচ্ছেদ অর্থে বিবাহ। "**আবাহ**" এবং "**বিবাহ**" শব্দ সম্বন্ধে সূত্রনিপাতে পার্থক্য বর্ণনায়: **আবাহ** = **কঞ্ঞা-গহণং** (কন্যাগ্রহণ বা স্ত্রীগ্রহণ), **বিবাহ** = **কঞ্ঞাদানং** (কন্যাদান)। তুলনীয়) **আবাহ, বেবাহিক**।

বিবাহক (পুং) মেয়ের বা কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ বা ভোজ। (তুলনীয়) **আবাহক**।

বিবাহন (ক্লী) বিবাহ কন্যা সম্প্রদান অথবা কন্যাকে স্বামী দান। (তুলনীয়) **আবাহন**।

বিবাহ-মঙ্গল (ক্লী) বিবাহমঙ্গল, বিবাহকালীন মঙ্গলকার্য, বিবাহোৎসব। ⟹ **মঙ্গল** (ক্লী)।

বিবিচ্চ (অব্যয়) দূরে থাকা, যোগ না দেওয়া, পৃথক থাকা, স্বতন্ত্রভাবে থাকা।

বিবিচ্চং (ক্রি-বিণ) গোপনভাবে, গুপ্তভাবে, লুকাইয়া

লুকাইয়া, স্বতন্ত্ররূপে, নিঃসৃতরূপে। = **রহো পটিচ্ছন্নং** (জাতক অর্থকথা)।

বিবিচ্চতি (ক্রি) নিজেকে পৃথক করিয়া রাখা, স্বতন্ত্রভাবে থাকা, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা, সরিয়া থাকা, প্রস্থান করা, একাকী থাকা, সঙ্গীবিহীন হইয়া থাকা, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, বিচ্ছিন্ন করা। (তুলনীয়) **বিবেচেতি**। (অ-বিণ) **বিবিত্ত**। (ক্রি-বি) **বিবিচ্চ, বিবিচ্চিত্বা**।

বিবিচ্ছতি (ক্রি) ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, অত্যন্ত ইচ্ছা করা, স্পৃহা করা, অভাবগ্রস্ত থাকা, না থাকা, আবশ্যক হওয়া, চাওয়া, প্রার্থনা করা, কম হওয়া, অভাব থাকা।

বিবিচ্ছা (স্ত্রী) বহু প্রকার আকাঙ্ক্ষা, বিবিধ ইচ্ছা, ধনলোভী ভাব, পেটুকতা, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণতা, লোভ, অতিরিক্ত ধনলিপ্সা। কিন্তু নেত্তিতে বলা হইয়াছে— "**বিবিচ্ছা নাম বুচ্চতি বিচিকিচ্ছা**"। ⇒ **বেবিচ্ছ**।

বিবিত্ত (বিণ) বিবিক্ত, বিজন, নির্জন, পবিত্র, শুভ, একাগ্র, পৃথককৃত, অসম্পৃক্ত, বিবেচক, বিবেকী, বিযুক্ত, পৃথকভূত, বিচ্ছিন্ন, একাকী, একক, নিভৃত, অপরাপর হইতে বিযুক্ত, পৃথক, স্বতন্ত্র, সঙ্গীহীন, পরিত্যক্ত, এক, একমাত্র, প্রায় জনশূন্য, সঙ্গীবিহীন, পৃথকভাবে, দূরে। (তুলনীয়) **পবিবিত্ত**।

বিবিত্তং (ক্রি-বিণ) পৃথকভাবে, নির্জনে, স্বতন্ত্রভাবে, একাকীভাবে। ⇒ **পথ** (১)।

বিবিত্তক (বিণ) একাকী, সঙ্গীহীন, পরিত্যক্ত, এক, একমাত্র, নিভৃত, প্রায় জনশূন্য। (জাতক) **বিবিত্তকাবাস**।

বিবিত্তকাবাস—নিভৃত আবাস, নির্জন বাসস্থান। ⇒ **বিবিত্তক**।

বিবিত্তকা (স্ত্রী) নির্জনতা, গোপনতা। = **বিবেক**।

বিবিত্তি (স্ত্রী) পার্থক্য, বিয়োগ, বিচ্ছেদ, বিরহ। (তুলনীয়) **বিবেক**।

বিবিধ (বিণ) ১ বিবিধ, নানাবিধ, নানা প্রকার, কতিপয়, একাধিক, মিশ্রিত, সম্মিলিত, অনেক সংখ্যক, বহুপ্রকার, পরিপূর্ণ, প্রফুল্ল, সুশোভন, সুন্দর, উজ্জ্বল, লম্পট। সুত্রনিপাত অর্থকথায় "**বিবিধ**" শব্দের বর্ণনায় "**বিহরতি = বিবিধং হিতং হরতি**"। = **উচ্চাবচ**। ২ জোয়াল বহন করে এমন। = **খারি-বিধং** (⇒ **খারি**)। (জাতক) **পরিক্খারং বিবিধং আদায**; কিন্তু ইহাতে পাঠ আছে "**খারিং বিবিধং**"।

বিবেক (পুং) বিবেক, বিচার, বিবেচনা, বৈরাগ্য, বিভিন্নতা, পার্থক্য, বিরাগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, পৃথক অবস্থা, সংসারে ঔদাস্য, নিরাসক্তি, বিচ্ছিন্ন অবস্থা, নিবিষ্টচিত্ততা, বিচ্ছিন্ন বাহিনী, নির্জনতা, গোপনতা, বিয়োগ, নিঃসঙ্গতা, অবিবাহিত অবস্থা; (চিত্তের) একনিষ্ঠতা, (চিন্তা বা ভাবনা সম্বন্ধে) প্রভেদচিহ্ন বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি। = **বিবেকানিন্ন চিত্ত**—বিবেকে বা ভাবনায় রত চিত্ত (সংযুক্ত নিকায়)। প্রতিসম্ভিদামার্গে পঞ্চবিধ "**বিবেক**" দেখানো হইয়াছে, যথা—**তদঙ্গ-বিবেক, বিক্খম্ভন-বিবেক, সমুচ্ছেদ-বিবেক, পটিপ্পসসদ্ধি-বিবেক, নিস্সরণ-বিবেক**। বিশুদ্ধিমার্গে দেখানো হইয়াছে ত্রিবিধ, যথা—**কায-বিবেক** (কায়িক বিবেক), **চিত্ত-বিবেক** (মানসিক বিবেক), **বিক্খম্ভন-বিবেক** (নৈতিক বিবেক)। মহানির্দেশে উল্লেখ দৃষ্ট হয় : **কায-বিবেক, চিত্ত-বিবেক, উপধি-বিবেক** (= **নিব্বান**)। কিন্তু সংযুক্ত নিকায়ে বুদ্ধ ঘোষের বর্ণনায় অষ্টবিধ "**বিবেক**"-এর কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **পবিবেক**। ⇒ **ঝান**।

বিবেকচিত্ত (বিণ) যাহার মন বিবেকে বা ধ্যানে বা ভাবনায় রত রহিয়াছে অর্থাৎ ধ্যানী।

বিবেকত্তা (স্ত্রী) = **বিবিত্ততা**। ⇒ **বিবিত্ততা**।

বিবেকদশী (বিণ) = **বিবেকদস্সিন**। ⇒ **বিবেকদস্সিন**।

বিবেকদস্সিন (বিণ) বিবেকদর্শিন, বিবেকদশী, যিনি স্বতন্ত্রতা বা নির্জনতা সন্ধান করেন। ⇒ **দস্সিন**।

বিবেকনিন্ন (বিণ) বিবেকে রত, ভাবনায় নিবিষ্ট, ধ্যানে নিমগ্ন। ⇒ **নিন্ন** (২), **বিবেক**।

বিবেচন (ক্লী) বিবেচন, প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদচিহ্ন, দোষগুণ বিচার বিদ্যা, সমালোচনা, বিচার, বিতর্ক, বিশেষরূপে আলোচনা।

বিবেচিতত্ত (ক্লী) প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ চিহ্ন, সবিস্তার বিবরণী।

বিবেচেতি (ক্রি) [বি + √বিচ + এ] পৃথক করা, বিচ্ছেদের কারণ করা, স্বতন্ত্র করা, বিচ্ছিন্ন করা, পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা, বিবেচনা করা, প্রতিনিবৃত্ত করা, প্রতিকূলে পরামর্শ দেওয়া, বিভিন্ন করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা, দোষগুণ বিচার করা, সমালোচনা করা, নিন্দা করা। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **পরিবাহেতি**। ⇒ **বিবিচ্চতি**। (অতীত) **বিবেচেসি**। (অ-বিণ) **বিবেচিত**। (ব বিণ) **বিবেচিযমান**। (ক্রি-বি) **বিবেচেত্বা**।

বিবেঠিযতি (ক্রি) ফাঁদে পড়া, বিপর্যস্ত হওয়া, জড়িত হওয়া।

বিবেস (?)—স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা। "**বিসেস**" শব্দরূপে ইহার পাঠ হইবে। ⇒ **বিসেস**।

বিবেসং—ইহার পাঠ হইবে "**বিসেসং**"। ⇒ **বিসেস**।

বিস (ক্লী) বিষ, কালকূট, গরল, হলাহল, প্রাণনাশক দ্রব্য-বিশেষ, অনিষ্টকর নীতি শিক্ষা ইত্যাদি যাহা নৈতিক পবিত্রতা নষ্ট করে, দ্বেষ, হিংসা, সংক্রামক রোগের বিষ। (সুত্রনিপাত) **সপ্পবিস**। (জাতক) **হলাহলবিস**। (তুলনীয়) **আসীবিস**।

বিসং (ক্রি-বিণ) পৃথক পৃথক করিয়া, এক পার্শ্বে, সংস্পর্শে, সংঘাতে, সামনে, তুলনায়, বিরুদ্ধে, বিপক্ষে, অপেক্ষায়। (যৌগিকে) **বিসংবাদেতি**।

বিসংযুত্ত (বিণ) ১ জোয়ালমুক্ত, বিমুক্ত, ঘোড়ার সাজমুক্ত, অস্ত্রশূন্য। ২ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক, সংসারে নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ, সংসার হইতে স্বতন্ত্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সব্বযোগ বিসংযুত্ত**।

বিসংযোগ (পুং) বিসংযোগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, অসহযোগ, বিয়োগ, বিভাগ, পার্থক্য। দীঘনিকায়ে চতুর্বিধ "বিসংযোগ"-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**কামযোগ বিসংযোগ, ভব-যোগ বিসংযোগ, দিট্‌ঠি-যোগ বিসংযোগ, অবিজ্জা-যোগ বিসংযোগ**।

বিসংবাদ (পুং) বিসংবাদ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ভ্রান্তকরণ, ফাঁকি দেওন, হতাশকরণ, মিথ্যাকথন।

বিসংবাদক (বিণ, পুং) বিসংবাদক, প্রতারক, প্রবঞ্চক, ফাঁকিবাজ, অবিশ্বাসী।

বিসংবাদন (ক্লী) প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ফাঁকি, শঠামি, নিরাশ, নৈরাশ্য, বিফল মনোরথ, মিথ্যাকথন।

বিসংবাদনতা (স্ত্রী) = **বিসংবাদন**। ⟹ **বিসংবাদন**।

বিসংবাদনা (স্ত্রী) = **বিসংবাদন**। ⟹ **বিসংবাদন**।

বিসংবাদযিতর (পুং) যেই ব্যক্তি অপরকে প্রতারণা করে বা ফাঁকি দেয়, ফাঁকিবাজ ব্যক্তি, প্রতারণাকারী লোক, প্রবঞ্চনাকারী পুরুষ, অবিশ্বাসী ব্যক্তি।

বিসংবাদিকা (বিণ, স্ত্রী) প্রবঞ্চনাকারিণী, প্রতারণা-কারিণী, অবিশ্বাসিনী, যেই স্ত্রীলোক অপরকে ফাঁকি দেয়।

বিসংবাদেতি (ক্রি) [বি + সং + √বদ + এ] কথায় কথায় প্রবঞ্চনা করা, কথা দিয়া রক্ষা না করা, কথা দিয়া কথা ভঙ্গ করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা করিয়া বলা, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, অনুচিত কথা বলা, অন্যায্য বা অন্যায় কথা বলা, অপ্রকৃত বা অসত্য কথা বলা, নীতিবিরুদ্ধ কথা বলা, অবৈধ কথা বলা, অশুদ্ধ বা ভ্রান্ত কথা বলা। ⟹ **বিসং**। (অতীত) **বিসংবাদেসি**। (অ-বিণ) **বিসংবাদিত**। (ব-বিণ) **বিসংবোদেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিসংবোদেত্বা**।

বিসংসেট্‌ঠ (বিণ) বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত, অসংলগ্ন, পৃথক, সম্পর্করহিত।

বিসংহত (বিণ) অপসারিত, নিঃসারিত, পদচ্যুত, কর্মচ্যুত, স্থান পরিবর্তিত, স্থানান্তরকৃত, ভঙ্গকৃত, বিনষ্ট, বিধ্বংসিত, বিধ্বস্ত, ধ্বংসেকৃত, বধিত।

বিসকণ্টক (ক্লী) বিষকণ্টক, বিষযুক্ত শর, একপ্রকার শর্করা বা চিনি।

বিসকুম্ভ—বিষকুম্ভ, বিষপূর্ণ কুম্ভ বা কলসী।

বিসক্কিয—এই শব্দটি বিনয়ে "**বিসক্কিয-দূত**" শব্দের সহিত যৌগিকে দৃষ্ট হয়। ⟹ **বিসক্কিযদূত**।

বিসক্কিয দূত (পুং) এক প্রকার বিশেষ ধরনের দূত।

বিসগ্গতা (স্ত্রী) গোলমালজনক অবস্থা, গোলেমেলে অবস্থা, অনৈক্যতা, স্বরে অমিলতা, স্বরে অসামঞ্জস্যতা, অসম তান, অস্থৈর্য, অসমান অবস্থা। ⟹ **অবিসগ্গতা**।

বিসঙ্ক (বিণ) নিঃশঙ্ক, নিরাশঙ্ক, নির্ভয়, ভয়হীন, শঙ্কাহীন, ত্রাসহীন, সাহসী, নিরাপদ, নিরুদ্বেগ, অসাবধান, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত।

বিসঙ্কিত (বিণ) সন্দিগ্ধ, সন্দেজনক, সন্দেহপ্রবণ, সন্দেহব্যঞ্জক, অবিশ্বাস্য, বিশ্বাসহীন, শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, আগ্রহান্বিত।

বিসঙ্খার (পুং) সংস্কারের অভাব, সংস্কার বা পুনর্গঠনের রহিত অবস্থা, সর্বপ্রকার দৈহিক বস্তু বা উপকরণ সমূহের মোহ বর্জন, পার্থিব বা ভৌতিক উপকরণ সমূহের মায়া রহিত অবস্থা। = **নিব্বান**। ⟹ **সঙ্খার** (৩)।

বিসঙ্খার গত চিত্ত—সংস্কার বা পুনর্গঠন রহিত অবস্থার চিত্ত, সংস্কার বা পুনর্গঠনের উপাদান বা উপকরণসমূহ যেই পুরুষের চিত্তের মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছে, সংস্কার বহির্ভূত চিত্ত অর্থাৎ যেই চিত্তে সংস্কারের উপাদান বা পুনর্জন্ম গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ বস্তু (মালমসলা) সমূহ বিনষ্ট হইয়াছে আর অবশিষ্ট নাই, সংস্কার রহিত চিত্ত, নির্বাণপ্রাপ্ত চিত্ত।

বিসঙ্খারগতং চিত্তং—সংস্কাররহিত চিত্ত বা মন, সর্বপ্রকার পার্থিব বস্তু বা ভৌতিক উপাদানসমূহের মোহ বর্জিত মন, যেই মন বা চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার পার্থিব বস্তুর মোহ বর্জিত হইয়াছে অর্থৎ যেই মনের মধ্যে সর্বপ্রকার পার্থিব বস্তুর প্রতি কোনো লালসা বা আসক্তি নাই, সংস্কার বা পুনর্গঠন বা পুনর্জন্ম গ্রহণ রহিত অবস্থার চিত্ত, (অর্হতগণের) নির্বাণপ্রাপ্ত চিত্ত।

বিসঙ্খিত (বিণ) বিধ্বংসিত, ধ্বংসেকৃত, বিনষ্ট, বিলুপ্ত, নির্মূলিত, ভঙ্গকৃত, বধিত, বিনাশপ্রাপ্ত, নষ্টকৃত। = **বিদ্ধংসিত**।

বিসজ্জ = **বিসজ্জ**। ⟹ **বিসজ্জ**।

বিসজ্জতি (ক্রি) [বি + সজ্জতি] ঝুলানো, লম্বিত করা, ফাঁসি দেওয়া, উঁচুতে লাগানো বা আটকানো, ছবি প্রভৃতি দিয়া দেয়াল সজ্জিত করা, লম্বমান হওয়া, দোলিত হওয়া, মন্দগতি হওয়া, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, দৃঢ়সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া থাকা, লাগিয়া যাওয়া, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, রক্ষা করা, ধরিয়া থাকা, অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকা। (অ-বিণ) **বিসত্ত**।

বিসজ্জন—বিস্‌সজ্জন। ⟹ **বিস্‌সজ্জন**।

বিসজ্জেতি (ক্রি) = **বিস্‌সজ্জেতি**। ⟹ **বিস্‌সজ্জেতি**।

বিসঞ্ঞ (বিণ) ১ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভ্রান্ত উপলব্ধিকৃত, মিথ্যা ধারণা হইয়াছে এরূপ, অপ্রকৃত রূপে বেদন বা প্রত্যক্ষ হইয়াছে এরূপ। ২ বেহুঁশ, অজ্ঞান, অজ্ঞাত, অজ্ঞাতকৃত, সংজ্ঞাহীন। = **বিসঞ্ঞীভূত** (জাতক), **বিসঞ্ঞিন**, **বিসঞ্ঞী**।

বিসঞ্ঞিন (বিণ) সংজ্ঞাহীন, বেহুঁশ, অজ্ঞান, যেই ব্যক্তি জ্ঞান বা সংজ্ঞাহারা হইয়াছে (এই অর্থও হইয়া

থাকে যে) বিকৃত মস্তিষ্ক [= **উন্মত্তক** (মহানির্দেশ)]। = **বিসঞ্ঞ** (২), **বিসঞ্ঞী**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খিত্তচিত্ত বিসঞ্ঞিন**।

বিসঞ্ঞী (বিণ) সংজ্ঞাহারা, অজ্ঞান। = **বিসঞ্ঞিন**, **বিসঞ্ঞ** (২)।

বিসঞ্ঞীভূত (বিণ) = **বিসঞ্ঞী**। ⟹ **বিসঞ্ঞী**।

বিসঞ্ঞুত্ত (বিণ) = **বিসংযুত্ত**। ⟹ **বিসংযুত্ত**।

বিসঞ্ঞোগ (পুং) = **বিসংযোগ**। ⟹ **বিসংযোগ**।

বিসট (বিণ) বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, পরিব্যাপ্ত, প্রশস্ত, চতুর্দিকে প্রসারিত, উন্মুক্ত, বাগ্বহুল, নির্দিষ্ট প্রস্থবিশিষ্ট, স্থূল, কদর্য, বিশেষ জোরালো, পূর্ণ, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, প্রধান, সাধারণ, উদার, চওড়া, বিস্তীর্ণ, সম্পূর্ণ, লক্ষ্যবস্তু বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হইতে দূরবর্তী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিসটবিখত**। (তুলনীয়) **অনুবিসট**। ⟹ **বিসরতি**।

বিসটা (স্ত্রী) ফাঁসি, ঝালর, পর্দা, ক্রমনিম্নতা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন অবস্থা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকার অবস্থা, আসক্তি, সংলগ্নতা, যোগ, যোগসূত্র, বন্ধুত্ব, সংলগ্ন বস্তু। ⟹ **বিসত্ত**। এই শব্দটি বোধ হয় "**বিসত্তিকা**" শব্দ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে "**বিসতা**" শব্দ গ্রহণ করিয়া চুল্লনিদ্দেসে এবং সূত্রনিপাত অর্থকথায় সমান অর্থে বলা হইয়াছে "**তণ্হা**"। ধর্মসঙ্গণীর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "পরিব্যাপ্তি, বাহুল্য, প্রচার, সংপ্রসারণ, প্রসারণ"।

বিসটিন্দ্রিয = **বিস্‌সট্‌ঠিন্দ্রিয**। ⟹ **বিস্‌সট্‌ঠিন্দ্রিয**।

বিসট্‌ঠ = **বিস্‌সট্‌ঠ**। ⟹ **বিস্‌সট্‌ঠ**।

বিসট্‌ঠি (স্ত্রী) ১ নির্গমন, এককালে বা একসঙ্গে নিঃসৃত বস্তু। = **বিস্‌সট্‌ঠি**। (বিনয়) **সুক্কবিসট্‌ঠি**। ২ এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে (সাহিত্যে ইহার বানান "**বিসখি**") সম্ভবত "**বিসত্তি**" (যাহার অর্থ হয় "স্পৃহা, সংলগ্নতা") শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিসত (বিণ) = **বিসট**। ⟹ **বিসট**।

বিসতা (বিণ, স্ত্রী) মিথ্যা, অসত্য, **নিন্দনীয**। ⟹ **বিসতাগব্ভা**। (স্ত্রী) = **বিসটা**। ⟹ **বিসটা**।

বিসতাগব্ভা (বিণ) অপগর্ভা, জারজ, নিজ স্বামী ব্যতীত পরপুরুষের সহবাসে যেই স্ত্রীলোকের গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে।

বিসতি (ক্রি) প্রবেশ করা, সংযোগ করা বা হওয়া, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত হওয়া। এই শব্দটি প্রায়ই যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**উপবিসতি**, **পবিসতি**, **পরিবিসতি**, **সংবিসতি**, **অভিসংবিসতি**, ইত্যাদি। ⟹ **পবিসতি**, **বেস্ম**।

বিসত্ত (বিণ) আসক্ত, সংলগ্ন, ঝুলানো, লম্বিত, ফাঁসিতে ঝুলানো, উঁচুতে লাগানো বা আটকানো, ছবি প্রভৃতি দিয়া দেওয়াল সজ্জিত, জড়াইয়া ধরিয়াছে এরূপ, জড়িত, বিপর্যস্ত, ফাঁদে পড়িয়াছে এরূপ, আঠালো, বিঁধিয়া থাকে এরূপ, লাগিয়া থাকে এরূপ। ⟹ **বিসজ্জতি**।

বিসত্তি (স্ত্রী) স্পৃহা, সংলগ্নতা। ⟹ **বিসটা**, **বিসট্‌ঠি** (২)।

বিসত্তিকা (স্ত্রী) স্পৃহা, সংলগ্নতা, আসক্তি, যোগ, সংযোগ, ক্রোক, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকার অবস্থা, দৃঢ়সংলগ্নতা, লাগিয়া যাওয়ার অবস্থা, দৃঢ়ভাবে সমর্থন, পাপপূর্ণ মনের গতি, পাপজনক ঝোঁক বা টান, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। এই শব্দটি প্রায়ই অপরিবর্তনীয়ভাবে "**তণ্হা**" শব্দের সমান অর্থে দৃষ্ট হয়। পালি অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**বিসট**" (পরিব্যাপ্ত বা বাগ্বহুল) অথবা "**বিস**" (বিষ)-এর সহিত সম্পর্ক রাখিয়া।

বিসত্তিন্দ্রিয = **বিস্‌সট্‌ঠিন্দ্রিয**। ⟹ **বিস্‌সট্‌ঠিন্দ্রিয**।

বিসখি (স্ত্রী) = **বিসত্তি**। ⟹ **বিসত্তি**।

বিসদ (বিণ) ১ শুভ্র, সাদা, নির্মল, পরিষ্কৃত, পবিত্র, বিশুদ্ধ, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিবিচ্যুতি রহিত, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, অব্যবহার্য বা অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়োখেবড়ো বা অসমান প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, সুন্দর, মনোহর, বিবিক্তাবয়ব, প্রসন্ন, অনুকূল, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, শুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল, শ্বেত, ম্লান, ফ্যাকাসে, গৌরবর্ণ, পক্ব (কেশ)। ২ বিশদ, স্পষ্ট, স্ফুট, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, প্রখর, জাজ্বল্যমান, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, সহজবোধ্য, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, পরিজ্ঞানসম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, ব্যয়হীন, অবিমিশ্র, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, অঋণী, ঋণশূন্য, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, বাধাহীন, সুস্পষ্ট।

বিসদকিরিযা (স্ত্রী) বিশদ করণ, স্পষ্টকরণ, স্ফুটকরণ, সহজে শ্রবণযোগ্যকরণ, বোধগম্য করণ, সহজবোধ্য করণ। ⟹ **বিশদ** (২)।

বিসদতা (স্ত্রী) বিশদভাব, শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য, স্বচ্ছতা, উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা, প্রখরতা, পরিষ্করণ, পরিষ্কারভাব, বোধগম্যতা, সাবাড়, খাঁটি লাভ, মোচন, প্রতিবন্ধক দূরীকরণ, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নতা, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, পরিজ্ঞান সম্পন্নতা, বাধাহীনতা, পূর্ণতা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বত্থুবিসদতা**।

বিসদভাব (পুং) বিশদভাব, পরিষ্কার ভাব। = **বিসদতা**।

বিসদোস (পুং) বিষদোষ, বিষক্রিয়া, বিষের দোষ, বিষের কুফল। ⟹ **দোস**।

বিসন—দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক।

বিসন্দতি (ক্রি) প্লাবিত করা, অভিভূত করা, উথলিয়া পড়া, ছাপাইয়া ওঠা, অধিক হওয়া।

বিসন্ন (বিণ) নিমগ্ন, অভিভূত, দমিত, খনিত, অবসন্ন, অস্তমিত, পতিত, তলায় পতিত, মগ্ন, নিযুক্ত। ⟹ **বিসীদতি**। গাথায় ব্যবহৃত শব্দ "**ব্যসন্ন**"।

বিসপান—বিষপান।

বিসপানক (পুং) বিষপান। (বিণ) বিষপানকারী।

বিসপিত = **বিসপ্পিত** ⟹ **বিসপ্পিত**।

বিসপীট (বিণ) বিষযুক্ত, বিষাক্ত। (স্ত্রী) বিষযুক্ত বা বিষাক্ত শর। ⟹ **সর** (২)।

বিসপীত (বিণ) (শর সম্বন্ধে) বিষে ডুবানো, বিষ সংযুক্ত, বিষাক্ত, বিষযুক্ত, বিষমিশ্রিত। ⟹ **বিসপ্পিত**।

বিসপ্পন—এই শব্দটি বিশুদ্ধিমার্গে "**বিসপ্পনরস**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শব্দটি স্পষ্ট নহে। ইহার অর্থ কি "বিস্তৃতকরণ" অথবা কি "**বিসপান**" শব্দের পরিবর্তে ভুল ছাপা হইয়াছে?

বিসপ্পিত (বিণ) [বিস + অপ্পিত] (ধনুর শর-সম্বন্ধে) বিষ অর্পিত, বিষযুক্ত, বিষসংযুক্ত, বিষাক্ত, বিষ প্রযুক্ত, বিষমিশ্রিত, বিষমাখানো, বিষাক্ত করা হইয়াছে এরূপ। ইহার পাঠ হইবে "**বিসপিত**"। **বিসপ্পিত সর**—বিষ প্রযুক্ত (ধনুর) শর। ⟹ **বিসপীত, অপ্পিত, পীত** (১খ)।

বিসপ্পীত (বিণ) = **বিসপ্পিত**। ⟹ **বিসপ্পিত**।

বিসভাগ (বিণ) পৃথক, অসদৃশ, বিভিন্ন, বিরুদ্ধ, বিপরীত দিকের, অবাধ্য, একগুঁয়ে, প্রতিকূল, প্রতিকূল অবস্থার, অসঙ্গত, অসাধারণ, বিরল, অপূর্ব, আশ্চর্য, অসামান্য, বিশেষ দ্রষ্টব্য, অদ্ভুত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পুরিসস্স ইত্থিসরীরং, ইত্থিযা পুরিস-সরীরং বিসভাগং**। (জাতক) **বিসভাগ আরম্মণ**—প্রতিকূল আরর্মণ। (বিপ) **সভাগ**।

বিসভাগ আরম্মণ ⟹ **বিসভাগ**।

বিসম (বিণ) ১ বিষম, অসমতল, এবড়োথেবড়ো, অসমান, বেজোড়, যাহার সমান নাই, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দুর্গম, দুঃসহ, বিষতুল্য, ক্লেশকর, দুর্গাহ্য, উপেক্ষিত, দুর্বোধ্য, সঙ্কট, দারুণ, উৎকট, বন্ধুর, অযুগ্ম, কষ্টদ, ক্লেশকর, উন্নতানত, অপ্রচুর, পরিবর্তনশীল, বেসুরা বা বেসুরের, অসমঞ্জস, গোলমেলে, বিরুদ্ধ, বিপরীত দিকের, বাধাহীন, একগুঁয়ে, প্রতিকূল, অসঙ্গত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিসমবাত**। ২ (ন্যায়ত বা নৈতিকভাবে) সমঞ্জস্যরহিত, বিভিন্ন, বিপরীত, (দেশ সম্বন্ধে) বিধিহীন, যথেচ্ছাচারী, বিধিব্যবস্থার অবাধ্য, অসংযত, অন্যায়, অন্যায্য, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অশুদ্ধ, অপ্রকৃত, ভ্রান্ত, মিথ্যা, অসত্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিসমদিট্ঠি**। ৩ বিষম, বেজোড়, অযুগ্ম, অদ্ভুত, অসাধারণ, অপরূপ, অতিরিক্ত, বেশি, অধিক, সাময়িক, অনিয়মিত, যথাযথ, অনির্দিষ্ট, বিশেষ, অসামান্য, সামান্য, ক্ষুদ্র, নগণ্য, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। (জাতক) **বিসম নগরক**। (স্ত্রী) অসমতল স্থান, বিপদসঙ্কুল স্থান, অগম্য স্থান, বন্ধুর রাস্তা, অসমান পথ; (চরিত্রে) অসমতলতা, এবড়োথেবড়ো অবস্থা, মন্দ অবস্থা, অসমান অবস্থা, কুভাব, দুষ্টভাব, অসদ্ভাব, নিকৃষ্ট অবস্থা, বিশ্রী অবস্থা, কটুতা, প্রচণ্ডতা, বদস্বভাব, ভয়ানক অবস্থা, অপর্যাপ্ত বস্তু, দুশ্চরিত, ব্যভিচার, অসন্তোষজনক অবস্থা, বিরক্তিকর অবস্থা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পব্বতবিসম**। বিভঙ্গে দুই শ্রেণীতে ত্রিবিধ ত্রিবিধ "**বিসমানি**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**রাগ বিসমানি**, ইত্যাদি। (করণকারকে) **বিসমেন** (পেতবত্থু)।

বিসমচক্খুল (বিণ) টেরাচক্ষু, টেরা, যাহার চোখ টেরা, আড়ে দেখে এমন, আড় চোখে নজর রাখে এমন।

বিসম চরিযা (স্ত্রী) বিষম চর্যা, অসম আচরণ, বিরুদ্ধাচরণ, পাপাচার। (তুলনীয়) **অধম্মচরিযা**।

বিসম পরিহার (বিণ) প্রতিকূল অবস্থায় পতিত, বিরুদ্ধ ঘটনা সমূহ দ্বারা আক্রান্ত বা পীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত, দুর্ভাগ্যে পতিত। ⟹ **পরিহার** (৪)।

বিসমমগ্গ (পুং) বিষম পথ, সঙ্কটজনক পথ, বিপদসঙ্কুল পথ, বন্ধুর বা অসমতল রাস্তা, খারাপ পথ বা রাস্তা।

বিসমলোভ (পুং) বিষম লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসহ লোভ। ⟹**লোভ, বিসম**।

বিসমাযতি (ক্রি) বিষম হওয়া, বন্ধুর হওয়া, অসমতল হওয়া, অসমান হওয়া, এবড়োথেবড়ো হওয়া, বেজোড় হওয়া, অযুগ্ম হওয়া, বিপদসঙ্কুল হওয়া। ইহা দীর্ঘনিকায়ে "**বিসমা যন্তি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ। ⟹ **যন্তি**।

বিসমা যন্তি (ক্রি) = **বিসমাযতি**। ⟹ **বিসমাযতি**।

বিসমাসনূপতাপ (বিণ) [বিস + মাসন + উপতাপ (উপতাপ)] বিষ খাইয়াছে বা পান করিয়াছে এরূপ। = **বিসমাসিত**। ⟹ **মাসন**।

বিসমাসিত (বিণ) [বিসং + আসিত] বিষ খাইয়াছে বা পান করিয়াছে এরূপ, বিষে জর্জরিত। = **বিসমাসনূপতাপ**। ⟹ **মাসিত, আসিত** (১)।

বিসমেন (করণ কারক, ক্রি-বিণ) ভ্রান্ত পথে, অসত্য পথে, অপ্রকৃত পথে। ⟹ **বিসম** (২)।

বিসয (পুং) ১ বিষয়, স্থান, প্রদেশ, সংস্থিতি, অবস্থান, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া, রাজ্যের অংশ, স্থান বিভাগ, নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্র, পদস্থাপন-স্থান, অপরের সম্পর্কে কাহারও অবস্থান, রাষ্ট্র, দেশ, অঞ্চল, রাজ্য, রাজার অধিকার, পদবিক্ষেপ, অবিস্থিতি, দাগ, চিহ্ন, নিন্দা, খুঁত, নৃত্য, নিরাপদ স্থান, দোষ, কলঙ্ক, অপরিসর স্থান, জ্ঞেয় বস্তু, জনপদ, আধার, পাত্র, গৃহ, আবাস, বিশ্ব, ভূমণ্ডল, পৃথিবী, জগৎ, সুবৃহৎ ভূভাগ, লোক, জনসাধারণ, মানব সমাজ, সাংসারিক জীবন, পৃথিবীবাসী, ইহলোক, কার্য, জীবনের গতি, অধিক সংখ্যা বা পরিমাণ, বৃহদংশ, মনুষ্যজাতি, বহুসংখ্যা, ঐহিক ব্যাপার। (যৌগিকে) **পেত্তিবিসয** (মধ্যম নিকায়);

পেত্তিক বিসয (দীর্ঘনিকায়)। (জাতকে) **যমলোম**। ২ বিস্তৃতি, প্রসার, বিস্তার, পাল্লা, শক্তি, নাগালের সীমা, দুই বাঁকের মধ্যবর্তী নদীর অংশ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ক্ষেত্র, সারি, শ্রেণী, ইতস্তত, ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, মানসিক ক্ষমতা, গোলাগুলির পাল্লা বা দূরত্ব, এলাকা, পরিসর, সুদীর্ঘ চুল্লী-বিশেষ, কার্যক্ষেত্র, কার্যক্ষেত্রের পরিধি, বোধশক্তি, কার্যের স্বাধীনতা, পদার্থ, বস্তু, সামগ্রী, জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, কর্মপদ, বিশেষ গুণ, লক্ষণ, ব্যক্তির বা বস্তুর ধর্ম বা গুণ। (সংযুক্ত নিকায়) **গোচর-বিসয**। (নেত্তি) **ইদ্ধিবিসয**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিসযীভূত** = **মহাভূত, অপ্পভূত** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বুদ্ধবিসয**। ৩ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, রূপ-রসাদি ভোগ্যবস্তু, ইন্দ্রিয়সুখ, ব্যভিচার, কামপ্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-সেবা।

বিসযক্‌খেত্ত (ক্লী) বিষয় ক্ষেত্র, কার্যক্ষেত্র, যেইস্থানে বর্তমান থাকিয়া সর্বকার্য সম্পাদন করা হয়, ঐতিহ্য স্থান। ⟹ **বুদ্ধক্‌খেত্ত**।

বিসযীভূত (ক্লী) মহাভূত, চারিভৌতিক পদার্থ। = **মহাভূত, অপ্পভূত**। ⟹ **বিসয** (২)।

বিসযত (বিণ) সহনীয়, সহ্যের অন্তর্ভুক্ত, সাধ্য, সাধ্যমত, সাধ্যের অন্তর্গত, সম্ভবপর, সম্ভবানুরূপ, যুক্তিযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত। (পেতবত্থু) **যথাবিসযহং**। ⟹ **বিসহতি**।

বিসর [বি + সর] বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক বা সর্বসাধারণ।

বিসরতি (ক্রি) বিস্তৃত করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদিত করা, পরিবেশন করা, বিস্তৃত হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা। (অ-বিণ) **বিসট, বিসত**।

বিসরিতা (স্ত্রী) এই শব্দটি দীর্ঘনিকায়ের বিশেষ ভাষায় "**ইদ্ধিবিসরিতা**" পাঠ সন্দেহপূর্ণ। টীকায় "**বিসেবিতা**" দৃষ্ট হয়, Dial-এর অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "ব্যুৎপত্তি, দক্ষতা, পারদর্শিতা"। ইহাকে "**ইদ্ধিপহুতা**" এবং "**ইদ্ধি-বিকুব্বনতা**"-এর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ইহাকে "**বিসবনা**" শব্দরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিসরুক্‌খ (পুং) বিষবৃক্ষ, একজাতীয় গাছ, বিষাক্ত গাছ।

বিসল্ল (বিণ) বেদনামুক্ত, শোকমুক্ত, ময়লা নিঃসরিত। (পুং) বিষাক্ত শল্য বা শূল, বিষ সংযুক্ত শেল, (ধনুর) বিষমিশ্রিত শর বা তীর। ⟹ **সল্ল**।

বিসবণিজ্জা (স্ত্রী) বিষবাণিজ্য, বিষরূপ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, বিষাক্ত বস্তুর বা বিষের বণিক বৃত্তি, বিষের ব্যবসায়। ⟹ **বণিজ্জা**।

বিসবনা ⟹ **বিসরিতা**।

বিসবাত (পুং) বিষবাত অর্থাৎ অনিষ্টকারী বাতাস, বিষবায়ু। ⟹ **রোগ**।

বিসবিজ্জা (স্ত্রী) বিষবিদ্যা, বিষের চিকিৎসা শাস্ত্র, বিষ ঝাড়া মন্ত্র, বিষহারক বা বিষ বিনষ্টকারী মন্ত্র।

বিসবেগ (পুং) বিষবেগ, বিষের বেগ, বিষের প্রভাব বা শক্তি, বিষের কার্যকারিতা। ⟹ **বেগ**।

বিসবেজ্জ (পু) বিষবৈদ্য, যেই ব্যক্তি বিষবিদ্যা বা বিষ ঝাড়ার মন্ত্র জানে, সাপুড়ে, সাপে কাটায় বিষ ঝাড়ার বৈদ্য, যেই ব্যক্তি বিষাক্ত সর্পদংশনে বিষ ঝাড়ার মন্ত্র জানে, গারলি। ⟹ **বেজ্জ**।

বিসসংযুত্ত (বিণ) বিষসংযুক্ত, বিষাক্ত, বিষমিশ্রিত, বিষমাখানো। ⟹ **সংযুত্ত** (২)।

বিসসল্ল (ক্লী) বিষাক্ত শল্য বা শেল, (ধনুর) বিষ মিশ্রিত শর বা তীর।

বিসহতি (ক্রি) [বি √সহ + অ] যথেষ্ট শক্তি থাকা, যথেষ্ট বল থাকা, সমর্থ হওয়া, শক্তিমান হওয়া, যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া, ধীমান হওয়া, দক্ষ হওয়া, সাহস করা, যুদ্ধে আহ্বান করা, করিতে যাইতে ইত্যাদিতে সাহস করা, সঙ্কটাপন্ন করা, বিপদসঙ্কুল করা, প্রকাশ করিতে সাহসী হওয়া। = **উস্সহতি, সক্কোতি**। (অতীত) **বিসহি**। (ব-বিণ) **বিসহমান**। (ক্রি-বি) **বিসয্হ**।

বিসহমান (বিণ) সক্ষম, সমর্থ। ⟹ **বিসহতি**।

বিসাখ (পুং) বৈশাখ, বৈশাখ মাস, একটি মাসের নাম। (বিণ) শাখাযুক্ত, কাঁটার আকারে গঠিত বা দ্বিধাবিভক্ত শাখাযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **তিবিসাখ**—তিনটি শাখা যুক্ত।

বিসাখ পুণ্ণমা—বৈশাখী পূর্ণিমা। = **বেসাখাপুণ্ণমা**। ⟹ **বিসাখা**।

বিসাখা (স্ত্রী) ১ চন্দ্রঘটিত বা চান্দ্রঘটিত সুবৃহৎ অট্টালিকার **(নক্‌খত্ত)** অথবা মাসের ("**বেসাখ**" বা বৈশাখ মাসের) নাম। সাধারণত "**বিসাখ**" বা "**বিসাখ পুণ্ণমা**" শব্দই ব্যবহৃত হয় (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ ভগবান বুদ্ধের মহা উপাসিকার নাম ছিল বিশাখা যিনি শ্রাবস্তী নিবাসী মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুণ্যবর্ধনের স্ত্রী ছিলেন। (বিণ) = **বিসাখ**। ⟹ **বিসাখ** (বিণ)।

বিসাটিত (বিণ) খণ্ডখণ্ড করিয়া কর্তিত, ভঙ্গকৃত, পেষিত, চূর্ণকৃত, ভঙ্গ, সম্পূর্ণরূপে পরাস্তকৃত, দেউলিয়া হইয়াছে এমন। = **ভিন্ন**। (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **বিসাটেতি**।

বিসাটেতি (ক্রি) [বি + সাটেতি] বলপূর্বক চূর্ণবিচূর্ণ করা, পিষিয়া ফেলা, পিষিয়া যাওয়া, ভঙ্গ হওয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা, দেউলিয়া হওয়া, খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটা, টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গা, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত হওয়া, আঘাত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া। (অ-বিণ) **বিসাটিত**।

বিসাণ (ক্লী) ১ বিষাণ, শিং, (গরু, মহিষ, হরিণ, গণ্ডার

প্রভৃতি) পশুর শৃঙ্গ-বিশেষ। (সূত্রনিপাত) **খগ্গবিসাণ**। (পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি) **মিগবিসাণ**। (অপদান) **উসভ-বিসাণ**। ২ (পুং, ক্লী) পশুর বৃহৎ দন্ত-বিশেষ (যেমন—হস্তিদন্ত, শূকরদন্ত)।

বিসাণতাল—শৃঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত চাবি, শিং দ্বারা প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্রের স্বরপ্রকাশক যন্ত্র। ⇒ **তাল** (২)।

বিসাণময (বিণ) শিঙের প্রস্তুত, বিষাণময়, কেবল শিং দ্বারা প্রস্তুত।

বিসাত (বিণ) টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এরূপ, নষ্টকৃত, বিনষ্টকৃত, ভঙ্গকৃত, বিধ্বংসিত, ধ্বংসকৃত, বিধ্বস্ত, হত্যাকৃত, বধিত। (মধ্যম নিকায়) **বিসতি গব্ভ, বিসাতগব্ভ মূলহগব্ভ**। (তুলনীয়) **সাটেতি**। ⇒ **বিঘাত**।

বিসাতগব্ভ (বিণ) নষ্টগর্ভ বা গর্ভনষ্ট। (পুং) নষ্টকৃত গর্ভ, যেই গর্ভ নষ্ট করা হইয়াছে। = **মূলহগব্ভ**।

বিসাদ (পুং) বিষাদ, নিরাশা, নৈরাশ্য, অবসাদ, উদ্যমহীনতা, সমস্থান হইতে ক্রমনিম্ন ভূমি, অবনতি, মন্দা। (তুলনীয়) **বিসীদতি**।

বিসার—বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, বিস্তৃত বা প্রসার করিবার কাজ, চারিদিকে ছড়ানো, পরিব্যাপ্তি, বাহুল্য, প্রচার, প্রসারণ।

বিসারক (বিণ) [বি + সারক] বিস্তৃত হয় এরূপ, প্রসার করে এরূপ, সম্প্রসারী, বিস্তারকারী, বিস্তৃতরূপে বর্ণনাকারী, বিশদরূপে ব্যক্ত করে এমন, বিকাশকারী, বিকাশক, প্রসারক, প্রদানকারী, বৃদ্ধিকারী, বৃদ্ধিকারক। (বিনয়) **বত্থুবিসারক** (সাহিত্যে), (বর্মাগ্রন্থে) **বত্থুবিসারক**।

বিসারদ (বিণ) বিশারদ, আত্ম অধিকৃত, প্রশান্ত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, দক্ষ, নিপুণ, চতুর, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রবীণ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, অতিবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মনির্ভরশীল, সাহসী, সুনিশ্চিত, নিজেকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হয় তাহা জ্ঞাত। = **বেসারজ্জ, বীতসারদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্যত্ত বিসারদ**।

বিসাল (বিণ) বিশাল, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, চওড়া, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বিস্তৃত, বর্ধিত, প্রসারিত, সম্প্রসারিত, পর্যাপ্ত, প্রচুর, বহুল, বৃহদাকার, বড়, পরিব্যাপ্ত, দীর্ঘ, অবাধ, উদার, সদাশয়, মহৎ, চারিদিকে প্রসারিত, নির্দিষ্ট প্রস্থবিশিষ্ট, স্থূল, কদর্য, বিশেষ জোরালো, পূর্ণ, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, প্রধান, সাধারণ। (জাতক) **বিসাল পখুম**।

বিসালক্‌খ (বিণ) বিশালাক্ষ, বিশালাক্ষী, সুনেত্র, যাহার চক্ষুদ্বয় বড় বা বিশাল, বৃহৎ নেত্রযুক্ত।

বিসালক্‌খিগণ্ড = **অলারপমুখ**। ⇒ **অলারপমুখ**।

বিসালক্‌খী (বিণ, স্ত্রী) বিশালাক্ষী, যেই স্ত্রীলোকের চক্ষুদ্বয় বড় বা বিশাল। (বিমানবত্থু) **বিসালক্‌খী বিপুললোচনা** (পত্নী সম্বন্ধে)।

বিসালতা (স্ত্রী) বিশালতা, বিস্তৃতি, প্রসার, প্রসারণ, সম্প্রসারণ, উদারতা, বৃহদাকার, প্রশস্ততা, প্রাচুর্য, দীর্ঘতা।

বিসালত্ত (ক্লী) = **বিসালতা**। ⇒ **বিসালতা**।

বিসাল পখুম (ক্লী) বিশাল ভোমা, বিস্তৃত ভ্রূ। = **অলার পমহ**। ⇒ **পমুখ, বিসালক্‌খিগণ্ড**।

বিসাহট (বিণ) = **বিসাহত**। ⇒ **বিসাহত**।

বিসাহত (বিণ) [বিস + আহত] বিষে আহত, বিষ দ্বারা আহত, বিষে জর্জরিত, ক্ষোভ্য, অস্থির, অশান্ত।

বিসাহার (পুং) [বিস + আহার অথবা বি + সং + আহার] বিষ আহার, উন্মত্ত প্রায় অবস্থা, হতবুদ্ধিতা, চিত্তবিক্ষেপ, উন্মত্ততা, চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তু, ব্যাকুলতা, উদ্বেগ, চাঞ্চল্য।

বিসিখা (স্ত্রী) বাঁধানো রাস্তা, রাজপথ, পাকা রাস্তা, রাস্তা, কার্য সাধনের উপায়।

বিসিখা কথা—রাস্তার কোণায় বসিয়া বসিয়া মিথ্যা গল্প করণ, রাস্তার উপর বসিয়া বসিয়া জল্পনা কল্পনা করণ।

বিসিট্‌ঠ (বিণ) বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, যুক্ত, যৌথ, মিলিত, ভিন্ন, বিলক্ষণ, অতিশিষ্ট, খ্যাত, সিদ্ধ, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, চিহ্নিত, উচ্চ, উন্নত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, অসাধারণ, অদ্ভুত, উদ্‌গত, সুস্পষ্ট, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, উর্ধ্বতন, উপরের, উচ্চতর। = **মহন্ত, পরম**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিসিট্‌ঠ মান**। (তুলনীয়) **অভিবিসিট্‌ঠ, পটিবিসিট্‌ঠ, বিস্‌সট্‌ঠ**। ⇒ **বিসিস্‌সতি**।

বিসিট্‌ঠক (বিণ) = **বিসিট্‌ঠ**। ⇒ **বিসিট্‌ঠ**।

বিসিট্‌ঠতর (বিণ) বিশিষ্টতর, সুপ্রসিদ্ধ, সুবিখ্যাত, সর্বোত্তম। = **অনুত্তর**।

বিসিট্‌ঠ মান (ক্লী) শ্রেষ্ঠ বিমান, শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ। = **বিমান**। ⇒ **বিসিট্‌ঠ**।

বিসিণ্‌ণ (বিণ) ভগ্ন, পেষিত, দমিত, চূর্ণ বিচূর্ণ, পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **বিসেয্যতি**।

বিসিনেতি (ক্রি) = **উস্‌সেনেতি**। ⇒ **উস্‌সেনেতি**।

বিসিব্বন (ক্লী) = **বিসীবন**। ⇒ **বিসীবন**।

বিসিব্বাপেতি (ক্রি) সেলাই না করানো। ⇒ **বিসিব্বেতি** (১)।

বিসিব্বিত (বিণ) সীবনকৃত, সেলাইকৃত, বয়নকৃত, জড়ানো, পাকানো, জড়িত, ফাঁদে পতিত, বিপর্যস্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সব্বসিব্বি বিসিব্বিত**।

বিসিব্বেতি (ক্রি) [বি + √সিব + এ] ১ (যাহ) সীবন বা সেলাই করা হয় নাই, সেলাই না করা, সেলাইর কাজ না করা। ২ নিজেকে উষ্ণ বা উত্তপ্ত করা, নিজেকে উত্তেজিত বা উৎসাহিত করা, নিজেকে গরম করা। ⇒ **বিসীবেতি**। (অতীত) **বিসিব্বেসি**। (ক্রি–বি) **বিসিব্বেত্বা**। (করণে) **বিসিব্বাপেতি**।

বিসিস্সতি (কর্মবাচ্যে ক্রিয়া) বিসদৃশ হওয়া, ভিন্নমত পোষণ করা, মতের অমিল হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া, উচ্চপদস্থ হওয়া, উন্নত হওয়া। (অ-বিণ) **বিসিট্ঠ**। (করণে) **বিসেসেতি**।

বিসীদতি (ক্রি) [বি + √সদ + অ] ১ ডুবিয়া যাওয়া, পতিত হওয়া, তলায় পড়া, মগ্ন করা বা হওয়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, খনন করা, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা হ্রাস করা, দেনা মিটানো। ২ বাধো বাধোভাবে কথা বলা, টলিতে টলিতে পথ চলা, বিষণ্ন হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, বিরক্ত হওয়া। (অতীত) **বিসীদি**। (অ-বিণ) **বিসন্ন**।

বিসীদন (ক্লী) ১ অস্তগমন, ডুবিয়া যাওয়া, পতন, তলায় পতন, মগ্ন বা নিমগ্ন অবস্থা। ২ বিষাদ, নিরাশা, নৈরাশ্য।

বিসীযতি (ক্রি) [বি + সীযতি] ভঙ্গ হওয়া, রহস্য ভেদ করা, দ্রবীভূত হওয়া, দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া। (পঞ্চমী প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **বিসীযরুং**।

বিসীবন (ক্লী) নিজেকে উত্তেজিত করণ বা উৎসাহিত করণ, নিজেকে ব্যগ্রকরণ বা আগ্রহান্বিত করণ, নিজেকে উষ্ণ বা উত্তপ্ত করণ। (বিনয়ে) **বিসিব্বন**।

বিসীবেতি (ক্রি) [বি + √সিব + এ] নিজেকে উষ্ণ করা, নিজেকে গরম করা, (ব্যক্তি সম্বন্ধে) নিজের গা (শরীর) গরম করা, নিজেকে উত্তপ্ত করা, নিজেকে উত্তেজিত করা, নিজে উত্তপ্ত বা গরম হওয়া, নিজে উৎসাহিত হওয়া। (অতীত) **বিসীবেসি**। (ব-বিণ) **বিসীবেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিসীবেত্বা**। (করণে) **বিসীবাপেতি**।

বিসুং (ক্রি-বিণ) বিচ্ছিন্নভাবে, আলাদা আলাদা করিয়া, পৃথকভাবে, স্বতন্ত্ররূপে, ব্যক্তিগতভাবে, একজন একজন করিয়া, একে একে, পৃথক পৃথকভাবে, একপার্শ্বে।

বিসুংকত্বা (ক্রি-বি) বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিযুক্ত হইয়া, পৃথক হইয়া, স্বতন্ত্র হইয়া।

বিসুংকরণ (ক্লী) পার্থক্য, পৃথককরণ, বিয়োগ, বিচ্ছেদকরণ, বিরহ, বিচ্ছিন্নকরণ, স্বতন্ত্রকরণ, বিভাগকরণ।

বিসুংবিসুং (ক্রি- বিণ) স্বতন্ত্রভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে, আলাদা আলাদারূপে, প্রত্যেকে, প্রত্যেকে নিজে নিজে, একে একে, একজন একজন করিয়া। = **পুথু** (৪)।

বিসুকরণ (ক্লী) = **বিসুংকরণ**। ⇒ **বিসুংকরণ**।

বিসুক্খিত (বিণ) বিশুষ্ক, শুষ্ক, নীরস, ম্লান।

বিসুক্খিত (বিণ) = **বিসুক্খ**। ⇒ **বিসুক্খ**।

বিসুগ্গার [বিস + উগ্গার] বিষোদ্গার, বিষবমন।

বিসুজ্ঝতি (ক্রি) বিশুদ্ধ হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, নির্মল হওয়া, শোধিত হওয়া, পবিত্র হওয়া, পরিশুদ্ধ হওয়া, শুদ্ধ হওয়া, সচ্চরিত্র হওয়া, চরিত্রবান হওয়া, অমিশ্রণ বা অমিশ্রিত হওয়া, খাঁটি হওয়া, কেবল হওয়া, নিষ্কলঙ্ক হওয়া, নির্দোষ হওয়া। (অতীত) **বিসুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **বিসুদ্ধ**। (ব-বিণ) **বিসুজ্ঝমান**। (ক্রি-বি) **বিসুজ্ঝিত্বা**। (করণে) **বিসোধেতি**।

বিসুদ্ধ (বিণ) বিশুদ্ধ, নির্মল, শুচি, পবিত্র, নির্দোষ, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, খাঁটি, পরিশুদ্ধ, শুদ্ধ, পরিষ্কার, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, অব্যবস্থত, ধোপদুরস্ত, এবড়োথেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার, অভ্যাসের, উজ্জ্বল, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, সচ্চরিত্র, কেবল, স্বচ্ছ, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, দক্ষ, নির্দাগ, পূত, শোধিত। (দীর্ঘনিকায়) **বিসুদ্ধচক্খু**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিসুদ্ধসীল**। ⇒ **বিসুজ্ঝতি**।

বিসুদ্ধচিত্ততা (স্ত্রী) সংস্বভাব, উন্নত চরিত্র, আদর্শ চরিত্র, মনের পবিত্র অবস্থা, মনের নিষ্পাপ ভাব, মনের বিশুদ্ধভাব।

বিসুদ্ধতা (স্ত্রী) বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, শুদ্ধতা, নিষ্কলঙ্ক অবস্থা, নির্মলিনতা, পরিশুদ্ধ অবস্থা, শোধিত অবস্থা। = **বিসুদ্ধত্ত**। ⇒বোদান (১)।

বিসুদ্ধত্ত (ক্লী) বিশুদ্ধত্ব, শুদ্ধত্ব, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, শোধন। = **বিসুদ্ধতা**।

বিসুদ্ধপেক্খা (বিণ) [বিসুদ্ধ + অপেক্খা] বিশুদ্ধাপেক্ষা, সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দিয়াছে এমন।

বিসুদ্ধি (স্ত্রী) বিশুদ্ধি, নির্মলতা, পবিত্রতা, শোধন, সংশোধন, নির্দোষতা, শুদ্ধতা, দোষরাহিত্য, সম্ভ্রমসূচক পদবী, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য, প্রফুল্লতা, সুখ, বুদ্ধি, চতুরতা, সুদক্ষতা, প্রভা, দীপ্তি, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, পবিত্র করার কাজ, পূতকরণ, উৎসর্গ, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য, ন্যায়পরতা। = বোদান (২)। (বিপ) **সঙ্কিলেস**। (বিনয়) **বিসুদ্ধো পরমায বিসুদ্ধিযা**। (দীর্ঘনিকায়) **দিট্ঠিবিসুদ্ধি; সীলবিসুদ্ধি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চতস্সো দক্খিণাবিসুদ্ধি; পরমত্থ বিসুদ্ধি**। (ধর্মপদ) **কম্মবিসুদ্ধি**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **সীলবিসুদ্ধি, চিত্তবিসুদ্ধি, দিট্ঠিবিসুদ্ধি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিসুদ্ধিদিবস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিসুদ্ধিচিত্ততা**।

বিসুদ্ধিদেব (পুং) বিশুদ্ধ পুরুষ, ধার্মিক পুরুষ, নিষ্পাপ পবিত্র পুরুষ (যেমন—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধ, অর্হত)। **দেব** (১), ⇒ **উপপত্তিদেব**।

বিসুদ্ধিভাব (পুং) বিশুদ্ধিভাব, পবিত্রতা অবস্থা। = **চোক্খভাব**। ⇒ **বিসুদ্ধি**।

বিসুদ্ধিমগ্গ (পুং) বিশুদ্ধিতা লাভের পথ, পবিত্রতা

লাভের উপায়।

বিসুস্‌সতি (ক্রি) = **বিস্‌সুস্‌সতি**। ⟹ **বিস্‌সুস্‌সতি**।

বিসূক (ক্লী) অস্থির গতি, নাচিয়া নাচিয়া গমন, সর্পের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া বা আঁকাবাঁকা হইয়া গমন, কেঁচোর ন্যায় নাড়াচাড়া বা নড়াচড়া করণ, মোচড় দিয়া চলন, কিলবিল করণ, মোচড়, পাক, পেঁচ, মানসিক বৈশিষ্ট্য, হঁচকাটানো, পেশি সঙ্কোচন, ফিকবেদনা, প্রদর্শন, আড়ম্বর, প্রদর্শনী, উৎসব, দৃশ্য, বাহ্যিক, যৌক্তিকতা, সাদৃশ্য, নৃত্য-গীত ইত্যাদি উৎসব। = **বিপ্ফন্দিত**।

বিসূক দস্‌সন (ক্লী) দৃশ্য, দর্শন, উৎসবাদি দর্শন, পুতুল নাচ প্রদর্শন, মূক অভিনয় বা সিনেমা ইত্যাদি দর্শন বা প্রদর্শন, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিয়া অভিনয় প্রদর্শন, গমন করিয়া নাচ-গান অভিনয়-শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসব দর্শন। ⟹ **পটানি, দস্‌সন** (১)।

বিসূকায়িত (ক্লী) ১ অস্থিরতা, চঞ্চলতা, (ব্যক্তি সম্বন্ধে) বিশ্রাম বা শান্তি লাভ করিতে অসমর্থতা, অসহিষ্ণুতা, অধীরতা। ২ বিশৃঙ্খলতা, গোলযোগ, শান্তিভঙ্গ, হাঙ্গামা, মানসিক বা শারীরিক গোলযোগ, মোচড়ানো, বিকৃতিকরণ, প্রকৃত অর্থের বিকৃতি, (দৃষ্টি-সম্বন্ধে) বক্রতা, মোচড়, পাক, পেঁচ, মানসিক বৈশিষ্ট্য। (বি-ভা) **দিট্‌ঠি বিসূকায়িত দিট্‌ঠিবিসেবিত, দিট্‌ঠিবিসূকায়িত দিট্‌ঠিবিপ্ফন্দিত**। (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **বিনিবিজ্ঝনট্‌ঠেন (বিনিবিজ্ঝনখেন) বিলোমনট্‌ঠেন (বিলোম-নখেন); সব্বং মিচ্ছাদিট্‌ঠি-বেবচনং**। ধর্মসঙ্গণীর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "অনুকূল ধারণার গোলযোগ, ধারণার বিশৃঙ্খলতা, মতের হাঙ্গামা"। (বিণ) অস্থির হইয়াছে এমন, বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে এরূপ। ⟹ **বিসূকায়েতি**।

বিসূকায়েতি (ক্রি) ১ অস্থির হওয়া, চঞ্চল হওয়া, (লোক সম্বন্ধে) বিশ্রাম বা শান্তি লাভ করিতে অসমর্থ হওয়া, অসহিষ্ণু হওয়া, অধীর হওয়া। ২ বিশৃঙ্খল হওয়া, গোলযোগ হওয়া, শান্তিভঙ্গ হওয়া, হাঙ্গামা হওয়া, মানসিক বা শারীরিক গোলযোগ হওয়া, মোচড়ানো, বিকৃত হওয়া, প্রকৃত অর্থের বিকৃত হওয়া, (দৃষ্টি সম্বন্ধে) বক্র হওয়া, মোচড় হওয়া, পাক হওয়া, পেঁচ হওয়া, মানসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া। (অ-বিণ) **বিসূকায়িত**।

বিসূচিকা (স্ত্রী) বিসূচিকা, বিসূচী, বিসূচি, রোগ-বিশেষ, কলেরা, ওলাউঠা, ভেদবমি।

বিসেট্‌ঠ = **বিসিট্‌ঠ**। ⟹ **বিসিট্‌ঠ**।

বিসেনি (বিণ) শত্রুহীন, বৈরীহীন।

বিসেনিকত্বা (ক্রি-বি) (শত্রুপক্ষের) সৈন্য শেষ করিয়া, সৈন্যহীন করিয়া অর্থাৎ নিরস্ত্র করিয়া। মহানির্দেশের এবং চুল্লনিদ্দেসের বর্ণনায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে "শত্রুকে দূরে রাখিয়া, জয় করিয়া"। কিন্তু মহানির্দেশে ইহার পাঠ হইয়াছে "**বিসেনিকত্বা কিলেসা**"-এর পরিবর্তে "**পটিসেনিকরা কিলেসা**"। (সূত্রনিপাত) **মারসেনং বিসেনিকত্বা**। ⟹ **খুপ্পিপাসা**।

বিসেনিভূত (বিণ) নিরস্ত্রকৃত, অস্ত্রহীন করা হইয়াছে এমন। মহানির্দেশে ইহার সহিত "**বিসেনিকত্বা**" এর একই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **বিসেনিভূত উপসন্ত-চিত্ত** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে) সর্বপ্রকারে অসৎ অতিথিসেবক, সর্বপ্রকার অনিষ্টকর নিমন্ত্রণকারী বা সরাই রক্ষক, অনিষ্টকারী সৈন্যদল; কিন্তু Kern. Toev-এর গ্রন্থে এই উভয় বর্ণনার পরিবর্তে ভিন্নরূপ অর্থকরা হইয়াছে "প্রতিরোধ না করিয়া"।

বিসেনেতি (ক্রি) পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া দেওয়া, অপছন্দ করা, ঘৃণা করা, (আপনাকে) মুক্ত করা (বিপরীত—**উস্‌সেনেতি**)। ⟹ **উস্‌সেনেতি**।

বিসেয্যতি (ক্রি) [বি + সেয্যতি] ভঙ্গ হওয়া, পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **বিসিণ্ণ**।

বিসেবতি (ক্রি) = **বিসূকায়েতি**। ⟹ **বিসূকায়েতি**। (অ-বিণ) **বিসেবিত**।

বিসেবিত (ক্লী) ১ অস্থিরতা, চঞ্চলতা, (লোক সম্বন্ধে) বিশ্রাম বা শান্তি লাভ করিতে অসমর্থতা, কৌশল, চালাকি, ভেলকি, তামাশা, প্রতারণা, বিশেষ রীতি, বিশেষ অভ্যাস, বিশেষ নিপুণতা, লম্ফ, নৃত্য। (মধ্যম নিকায়ে ঘোড়া-সম্বন্ধে) **বিসূকায়িত বিসেবিত**। ২ অমিল, মতভেদ, অনুপযোগিতা, বিবাদ। = **বিরুদ্ধ-সেবিত**। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**বিরুদ্ধ-সেবিত**"। (তুলনীয়) **বিসূকায়িত**। (বিণ) = **বিসূকায়িত**। ⟹ **বিসূকায়িত** (বিণ), **বিসেবাতি**।

বিসেবিতা ⟹ **বিসরিতা**।

বিসেস (পুং) ১ বিশেষ, প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য, তারতম্য, প্রকার, রকম, ব্যক্তি, নিয়ম, বৈচিত্র্য, প্রকর্ষ, সার, অবয়ব, আধিক্য, প্রাচুর্য, দ্রষ্টব্য, দ্রব্য, তিলক, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, বিতর্ক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ-চিহ্ন। ২ সৌন্দর্য, শোভা, কমনীয়তা, সদ্‌গুণ, গুণ, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব। ৩ স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, প্রভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, অসাধারণ গুণ, অপরের উপর প্রাধান্য, উচ্চতা, খ্যাতি, উচ্চপদ, গুণ, সদ্‌গুণ, উৎকর্ষ, অসাধারণ অবস্থা, অদ্ভুত অবস্থা। (বিপ) **হান**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞবিসেস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুখবিসেস**। ৪ অনৈক্য, পার্থক্য, মতানৈক্য, বিয়োগফল, অন্তর, আত্মসন্দেহ, নম্রতা, বহুবিধত্ব, বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ, বৈষম্য, প্রকার, রকম, জলসা। ৫ (ধ্যান-সম্বন্ধে) সুনির্দিষ্ট মত বা ভাব, স্বতন্ত্র ধারণা, ঠিক অনুভূতি, বিশেষ চিন্তা বা বিশ্বাস, লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি)। (তুলনীয়)

পটিবিসেস।

বিসেসং (ক্লী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা।

বিসেসক (পুং, ক্লী) ১ বিশেষক, চিত্রক, তিলক, (প্রভেদ করিবার বা চিনিবার জন্য ললাটের) চিহ্ন-বিশেষ, প্রভেদকারক, বিশেষ কারক। (বিনয়) **অপাঙ্গবিসেসক**। ২ প্রাধান্যের দিকে বা শ্রেষ্ঠতার দিকে পরিচালন।

বিসেসগামিন (বিণ) = **বিসেসগামী**। ⟹ **বিসেসগামী**।

বিসেসগামী (বিণ) প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী, বিশেষতা প্রাপ্তিতে অগ্রগামী অর্থাৎ প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠা বা স্বাতন্ত্র্যতায় উপস্থিতি, যোগ্যতা বা সদ্‌গুণ লাভ।

বিসেসগূ (বিণ) বিশেষজ্ঞ, লাভ বা অবস্থার উচ্চস্তরে উপস্থিত হইয়াছে বা পৌছিয়াছে এমন, শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত।

বিসেসতা (স্ত্রী) = **বিসেস**। ⟹ **বিসেস**।

বিসেসতো (ক্রি-বি) বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে, পার্থক্যতা সূচকরূপে, সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সবকিছু বিবেচনা করিয়া।

বিসেসন (ক্লী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, পৃথককরণ, স্বতন্ত্রকরণ, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করিতে পারা, চিনিতে পারা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, ব্যক্তির বা বস্তুর ধর্ম বা গুণ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ, প্রভেদ করিবার গুণ ক্রিয়াদি, গুণপনা, গুণ, পরিবর্তন, রূপান্তর, যোগ্যতা।

বিসেসপচ্চয—পার্থক্যতার বা স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, প্রতিষ্ঠার মূল, প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা লাভের ভিত্তিভূমি।

বিসেসভাগিয (বিণ) বিশেষ ভাগীয়, প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা লাভে পরিচালিত হয় এরূপ, প্রতিষ্ঠা লাভজনক, (আধ্যাত্মিক) উন্নতিতে নীত বা পরিচালিত করে এরূপ।

বিসেসভাগিযতা (স্ত্রী) প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য পরিচালন, (আধ্যাত্মিক) উন্নতিতে পরিচালন, প্রতিষ্ঠা লাভকরণ।

বিসেসবন্ত (বিণ)= **বিসেসিন**। ⟹ **বিসেসিন**।

বিসেসাধিগম (পুং) বিশেষাধিগম, স্বাতন্ত্র্য লাভ, সুনির্দিষ্ট বা যথার্থ প্রাপ্তি, ঠিক লাভ।

বিসেসিকা (স্ত্রী) বিশেষিকা নামক দর্শন বা পাণ্ডিত্য বা দর্শন শাস্ত্র।

বিসেসিত (বিণ) বিশেষিত, পৃথককৃত, ভিন্ন, প্রভেদিত, বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত, প্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট, চিহ্নিত। ⟹ **বিসেসেতি**।

বিসেসিতব্ব (ভ-বিণ) বিশিষ্ট হওয়া উচিত, প্রসিদ্ধ হইবার উপযুক্ত। ⟹ **বিসেসিয, বিসেসেতি**।

বিসেসিতব্ব বচন—বিশেষ করিয়া বলিবার কথা, বিশেষ আলাপ করিবার বিষয়, সীমাবদ্ধ করিয়া বা উপযুক্ত করিয়া (অন্য সম্বন্ধে আরোপণসূচক) মত প্রকাশ। ⟹ **বচন** (২), ⟹ **বিসেসেতি**।

বিসেসিন (বিণ) প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা অধিকার বা লাভ করে এমন, প্রতিষ্ঠাকারী, স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য জ্ঞাপনকারী, গুণবান, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, বিশিষ্ট, চিহ্নিত, অন্যান্য অপেক্ষা উত্তম বা শ্রেষ্ঠ। = **বিসেসবন্ত, বিসেসী**।

বিসেসিয (বিণ) বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ, চিহ্নিত, সীমাবদ্ধ, সীমা নিরূপিত, উপযুক্ত বা সঠিক স্থিরকৃত। = **বিসেসংপত্ত্বা**।

বিসেসী (বিণ) গুণান্বিত, গুণবান, গুণসম্পন্ন। = **বিসেসিন**।

বিসেসেতি (ক্রি) [বি + √সিস + এ] পার্থক্য করা, বিভেদ করা, প্রতিষ্ঠা করা, যোগ্য করা, বিভেদ করা, প্রতিষ্ঠা করা, যোগ্য করা, উপযুক্ত করা, সীমাবদ্ধ করা, হ্রাস করা, সঙ্কোচিত করা, স্বতন্ত্র করা, প্রধান করা, বিশিষ্ট করা, শ্রেষ্ঠ করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, সীমা নির্ধারণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা, বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা, সবিস্তারে বর্ণনা করা। ⟹ **বিসিস্‌সতি**। (অতীত) **বিসেসেতি**। (অ-বিণ) **বিসেসিত**। (ভ-বিণ) **বিসেসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিসেসেত্বা**।

বিসেসেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) স্বতন্ত্রভাবে নহে এরূপ অবস্থায়, অপার্থক্যভাবে, শ্রেষ্ঠতারহিত অবস্থায়, প্রাধান্যহীনতায়, অপ্রতিষ্ঠিতভাবে, যাহাই ঘটুক না কেন, অন্ততঃপক্ষে যেই কোনো প্রকারে, যা-তা করিয়া।

বিসোক (বিণ) শোকরহিত, কষ্টহীন, ব্যথা নাই এরূপ, উৎপীড়নরহিত, দুঃখশূন্য, বীতলোক।

বিসোধ—বিশুদ্ধকরণ, পরিষ্করণ, শোধনকরণ, পবিত্র-করণ, নির্ভুলকরণ, কায়দামত করণ।

বিসোধন (ক্লী) বিশোধন, পরিষ্করণ, সংশোধন, বিশুদ্ধকরণ, পবিত্রকরণ।

বিসোধিত (বিণ) পরিষ্কৃত, বিশোধিত, শোধিত, সংশোধিত, বিশুদ্ধকৃত, পবিত্রকৃত। ⟹ **বিসোধেতি**।

বিসোধেতি (ক্রি) [বি + √সুধ + এ] পরিষ্কার করা, বিশোধন করা, বিশুদ্ধ করা, শোধন করা, পবিত্র করা, নির্মল করা, শুদ্ধ করা, পাপমুক্ত করা। (অতীত) **বিসোধেসি**। (অ-বিণ) **বিসোধিত**। (ব-বিণ) **বিসোধেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিসোধেত্বা, বিসোধিয**।

বিসোসিত (বিণ) শুষ্ককৃত, ধ্বংসকৃত, বিধ্বংসিত, বিধ্বস্ত। ⟹ **বিসোসেতি**।

বিসোসেতি (ক্রি) [বি + √সুস + এ] শুকাইবার কারণ করা, শুকাইতে দেওয়া, নীরস করা, শুষ্ক করা, ম্লান করা, ক্ষীণ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। = **সুক্‌খাপেতি**। ⟹ **বিস্‌সুস্‌সতি**। (অতীত) **বিসোসেসি**। (অ-বিণ)। **বিসোসিত**। (ব-বিণ) **বিসোসেন্ত**। (ক্রি-বি) **বিসোসেত্বা**।

বিস্‌স (বিণ) সকল, সর্ব, সমস্ত, (অনেকের মধ্যে)

প্রত্যেক, সম্পূর্ণ, সমগ্র, অবিভক্ত। = **সব্ব**। **বিসসকম্ম**। (ধর্মপদ) **বিস্‌সধম্ম**; ধর্মপদ অর্থকথায় কিন্তু "**বিসম, বিস্‌সগন্ধ**" বর্ণনা করা হইয়াছে। (ধর্মপদ) **বিস্‌সন্তরং** (সর্বপ্রকার সত্তা বা জীবের মধ্যে), অন্যত্র "বেস্‌সন্তরং"। (ক্লী) পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ। (ধর্মসঙ্গণী) **বিস্‌সগন্ধ**।

বিস্‌সক—বাসস্থান, বাড়ি। ⇒ **পটিবিস্‌সক**।

বিস্‌সকম্ম (ক্লী) ১ সর্বপ্রকার কাজ, সমস্ত কার্য। ২ ব্যক্তির নাম-বিশেষ। ⇒ **বিস্‌স** (বিণ)।

বিস্‌সগন্ধ (পুং) পচা মাংসের ন্যায় গন্ধ। ⇒ **বিস্‌স** (ক্লী)।

বিস্‌সগগ—বিতরণ, দান, প্রদান, মুক্তি, বণ্টন, প্রয়োগ, বিচার কার্য, চাঁদা, প্রদত্ত বস্তু, সেবা, পূজা, মান্যতা, উপকার, যোগানো, উপকার, আদেশ পালন, আনুগত্য, প্রকাশন, পরিবেশন, প্রদানকরণ, (আহার্য সম্বন্ধে) ধারণ। (বি-ভা) **ভত্তবিস্‌সগগ**) (বিনয়)। পেতবথু অর্থকথায় "**বিস্‌সত্ত**" শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ হইয়াছে। (পেতবথু) **দানবিস্‌সগগ**।

বিস্‌সজেতি (ক্রি) বিসর্জন দেওয়া।

বিস্‌সজ্জ (ক্রি-বি) বিসর্জন দিয়া, মুক্তি দিয়া, ছাড়িয়া দিয়া, ত্যাগ করিয়া বা ত্যাগ করিয়া আসিয়া। ⇒ **বিস্‌সজ্জতি**।

বিস্‌সজ্জক (বিণ, পুং) ১ বিসর্জনকারী, প্রকাশক, প্রদানকারী, দাতা, বণ্টনকারী, শ্রেণীবিভাগকারী, বিতরণকারী, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বণ্টনকারী বা বিস্তারক, পরিবেশনকারী। ২ যেই ব্যক্তি (প্রশ্নের) উত্তর প্রদান করে, উত্তর প্রদানকারী।

বিস্‌সজ্জতি (ক্রি) বিসর্জন দেওয়া, প্রকাশ করা, প্রদান করা, ত্যাগ করা, দান দেওয়া, প্ররণ করা। বর্তমানকালে "**বিস্‌সজ্জতি**" শব্দের ব্যবহার নাই। (অ-বিণ) **বিস্‌সট্ঠ**। (ব-বিণ) **বিস্‌সজ্জনিয, বিস্‌সজ্জিয**। (ভ-বিণ) **বিস্‌সজ্জিতব্ব, বিস্‌সজ্জনিয**। (ক্রি-বি) **বিস্‌সজ্জ** কিন্তু লেখা হয় "**বিসজ্জ**")। (করণে) **বিস্‌সজ্জেতি, বিস্‌সজ্জাপেতি**।

বিস্‌সজ্জন (ক্লী) ১ বিসর্জন, দান, প্রকাশ, প্রকাশন ব্যয়, খরচ, ব্যয়িত অর্থ, দান করণ, স্থাপনকরণ, রাখা বা রক্ষাকরণ। (মহানির্দেশ) **ধনবিস্‌সজ্জন**। ২ বিদায়কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, প্রক্ষেপণ, প্রেরণ, পাঠানো, ছোঁড়া, কোনো সংবাদ বা সংবাদবাহক প্রেরণ, ভারমোচন, নির্বাহ, অভিযোগ হইতে মুক্তি, কার্যমুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব। (জাতক) **নাবা বিস্‌সজ্জন**—জলে নৌকা বিসর্জন বা ভাসানো। ৩ (প্রশ্নের) উত্তর, (অঙ্কের) সমাধান, প্রত্যুত্তর, জবাব। (যৌগিকে) **পুচ্ছা বিস্‌সজ্জন** (মহাবংস)।

বিস্‌সজ্জনক (বিণ, পুং) ১ প্রকাশ্য, দান দেয় এমন, স্থাপন করে এমন, বিসর্জনকারী, রাখে বা রক্ষা করে এমন, রক্ষক, ব্যয় বা খরচ করে এমন, নষ্টকারী। ২ (প্রশ্নের) উত্তর প্রদানকারী, যেই ব্যক্তি (প্রশ্নের) উত্তর বা জবাব দেয়। (জাতক) **পঞ্হ বিস্‌সজ্জনক**।

বিস্‌সজ্জনা (স্ত্রী) = **বিস্‌সজ্জন**। ⇒ **বিস্‌সজ্জন**।

বিস্‌সজ্জনিয (বিণ) উত্তর দিবার মত, জবাব দেওয়ার উপযুক্ত, দায়ী। (ক্লী) প্রত্যুত্তর, জবাব। ⇒ **বিস্‌সজ্জতি**।

বিস্‌সজ্জনীয (বিণ) বণ্টন বা ভাগ করিয়া দিবার যোগ্য, উত্তর দেওয়ার মত। = **বিস্‌সজ্জিতব্ব**। ⇒ **বিস্‌সজ্জনিয, বিস্‌সজ্জতি**।

বিস্‌সজ্জাপেতর (বিণ) যেই ব্যক্তি উত্তর প্রদান করে, প্রত্যুত্তর প্রদানকারী, উত্তর প্রদানকারী, যেই ব্যক্তি প্রত্যুত্তর দিবার কারণ করে। (তুলনীয়) **বিস্‌সজ্জেতর**।

বিস্‌সজ্জাপেতি (ক্রি) = **বিস্‌সজ্জেতি**। ⇒ **বিস্‌সজ্জেতি**। (জাতক) **হত্থং বিস্‌সজ্জাপেতি**—হাত ঠেলিয়া দেয়। ⇒ **বিস্‌সজ্জতি**।

বিস্‌সজ্জিত (বিণ) ১ অতিবাহিত, যাপিত, প্রদত্ত, ব্যয়িত, নষ্টকৃত, অপচয়িত। ২ মুক্তি প্রদত্ত, খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রেরিত, বিদায়কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে এমন, তীর ছোঁড়া হইয়াছে এমন, ভারমুক্ত, দোষমুক্ত, পদচ্যুত, কর্মচ্যুত। ⇒ **বিস্‌সজ্জেতি**।

বিস্‌সজ্জিতব্ব (ভ-বিণ) = **বিস্‌সজ্জনীয**। ⇒ **বিস্‌সজ্জনীয, বিস্‌সজ্জি, বিস্‌সজ্জেতি**।

বিস্‌সজ্জিয (বিণ) হটিয়া যায় এমন, ভাঙ্গিয়া পড়ে এরূপ, পরাজয় স্বীকার করে এমন। = **বিস্‌সজ্জনিয**। ⇒ **বিস্‌সজ্জতি, অবিস্‌সজ্জিয**।

বিস্‌সজ্জেতর (পুং) যেই ব্যক্তি (প্রশ্নের) উত্তর প্রদান করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্হং বিস্‌সজ্জেতর**। (তুলনীয়) **বিস্‌সজ্জাপেতর, বিস্‌সজ্জক**।

বিস্‌সজ্জেতি (ক্রি) [বি + √সজ্জ + এ] ১ বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক বা তীর ছোঁড়া, ত্যাগ করা, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা। (জাতক) **উচ্চার-পস্‌সবং বিস্‌সাজ্জেতি**। ২ প্রেরণ করা, পাঠানো, প্রক্ষেপ করা, ছোঁড়া, কোনো সংবাদ বা সংবাদ বাহক প্রেরণ করা, বিদায়কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা। (মহাবংস) **লেখং বিসজ্জযি**—চিঠি পাঠাইয়া দিল। ৩ বিদায় করা, বিদায় দেওয়া, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা। ৪ বন্ধন মোচন করিয়া দেওয়া, খুলিয়া দেওয়া, মুক্ত করিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, শিথিল করিয়া দেওয়া। (পেতবথু অর্থকথা) **রত্থং বিস্‌সজ্জেতি**। ৫ ব্যয় করা, নষ্ট করা, উড়াইয়া দেওয়া, অতিবাহিত করা, যাপন করা, টাকা খরচ করা, হাটিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া পড়া, পরাজয়

স্বীকার করা, দান করা, স্থাপন করা, রাখা, বন্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগ করা, হস্তান্তর করা, হাতের উপর তুলিয়া দেওয়া। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তিতে) **বিসজ্জেতি**। (মহানির্দেশ) ধনং **বিস্সজ্জেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) ধঞ্ঞং **বিস্সজ্জেতি**। ৬ (প্রশ্নের) উত্তর দেওয়া, জবাব দেওয়া, উপযুক্ত হওয়া, মীমাংসা করা, দায়ী হওয়া, সফল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, প্রত্যুত্তর করা বা দেওয়া, উত্তররূপে প্রয়োগ করা, সমান উত্তর করা, কড়া জবাব দেওয়া। ⇒ **বিস্সজ্জতি**। (অতীত) **বিস্সজ্জেসি**। (অ-বিণ) **বিস্সজ্জিত, বিস্সট্ঠ**। (ব-বিণ) **বিস্সজ্জেন্ত**। (ভবিষ্যতে) **বিস্সজ্জেস্সতি** (সূত্রনিপাত)। (ভ-বিণ) **বিস্সজ্জিতব্ব**। (ক্রি-বি) **বিস্সজ্জেত্বা**।

বিস্সট্ঠ (বিণ) ১ প্রেরিত, পাঠানো হইয়াছে এরূপ, কোনো সংবাদ বা সংবাদবাহক প্রেরিত, প্রক্ষিপ্ত, ছুঁড়িয়া মারিয়াছে এরূপ, মুক্তকৃত, বন্ধন মোচন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বন্ধনমুক্ত, স্বত্ব পরিত্যক্ত, দাবিমুক্ত, (ফিল্ম) প্রদর্শন বা বিক্রয়ের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত, বিদায়কৃত, বরখাস্ত, পদচ্যুত, প্রত্যাখ্যানকৃত, আর অধিক শুনানি লইতে অস্বীকৃত, নিক্ষিপ্ত, প্রকাশিত। ২ (স্বর সম্বন্ধে) স্বতন্ত্র, পৃথক, বিভিন্ন, নির্দিষ্ট, স্পষ্ট, স্পষ্ট উচ্চারিত, ঠিক, অবধারিত, সুন্দররূপে উচ্চারিত, সুন্দররূপে প্রকাশিত বা বিবৃত। = **অপলিবুদ্ধ**। (জাতক বর্ণনায়) **বিস্সত্থবচন**। ৩ জাতকের বিশেষ ভাষায় "**বিস্সট্ঠিন্দ্রিয**"। ৪ = **বিস্সত্থ**। ⇒ **বিস্সত্থ**। ⇒ **বিস্সজ্জেতি**।

বিস্সট্ঠি (স্ত্রী) নির্গমন, এককালে নিঃসৃত বস্তু, পুরুষ বীর্য বা রেত, রেতঃপাত, ভারমোচন, নির্বাহ, অভিযোগ হইতে মুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব। = **বিসট্ঠি**।

বিস্সট্ঠিন্দ্রিয (বিণ) কিছুটা দৃঢ়ের মত, শক্তের মত, তেজস্বীর ন্যায়, প্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট, চিহ্নিত। সম্ভবত অন্যত্র "**বিসট**" শব্দকে "**বিসত্ত**" করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে উহা "**বিসিট্ঠ**" শব্দের বিকৃতি। ⇒ **বিসট্ঠ**।

বিস্সট্ঠেন (ক্রি-বিণ) = **বিস্সত্থেন**। ⇒ **বিস্সত্থেন**।

বিস্সত্ত = **বিস্সগ্গ**। ⇒ **বিস্সগ্গ**।

বিস্সত্থ (বিণ) বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অতি বিশ্বাসী, সাহসী, সুনিশ্চিত, পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী, বিশ্বাসী বলিয়া দাবি করে এমন, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, মিত্র ভাবাপন্ন, বন্ধু সদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বহুবিস্সত্থ**—বহু বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিশ্বাসী। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বিস্সত্থ ভাব**। ⇒ **বিস্সসতি**।

বিস্সত্থভাব (পুং) বিশ্বস্তভাব, বিশ্বাস করিবার অবস্থা। ⇒ **বিস্সত্থ**।

বিস্সত্থবচন—বিশ্বাসের কথা, স্পষ্ট কথা, বিশ্বাসযোগ্য কথা। ⇒ **বিস্সট্ঠ** (৩), **বিস্সত্থ**।

বিস্সত্থেন (ক্রি-বিণ) বিশ্বাসভাবে, বিশ্বাস করিয়া, বিশ্বাসের সহিত।

বিস্সধম্ম (পুং) সর্বধর্ম, সমস্ত ধর্ম। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**বিসম, বিস্সগন্ধ**। = **বেস্সন্তরং**। ⇒ **বিস্স** (১), **বিস্স** (বিণ)।

বিস্সন্ত (বিণ) বিশ্রান্ত, শ্রান্তিযুক্ত, নিবৃত্ত, বিরত, ক্ষান্ত, বিগতশ্রম। ⇒ **বিস্সমতি**।

বিস্সন্তর = **বেস্সন্তর**। ⇒ **বেস্সন্তর**।

বিস্সন্তরং—সর্বপ্রকার জীবের মধ্যে বা সত্ত্বের মধ্যে। ⇒ **বিস্স** (বিণ)।

বিস্সন্দ (পুং) ১ প্রাচুর্য, বাহুল্য। ২ কাদা, পঙ্ক, কর্দম, ধীর প্রবাহ, মৃদুমন্দ প্রবাহ, চুয়ানো, ক্ষরণ।

বিস্সন্দক (বিণ) প্রচুর, বহুল, অনেক।

বিস্সন্দতি (ক্রি) [বি + √সন্দ + অ] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত হওয়া, অভিভূত করা, উথলিয়া পড়া, ছাপাইয়া ওঠা, অধিক হওয়া, ভাসা, ঢেউ খেলাইয়া যাওয়া, চুয়াইয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া। = **পগ্ঘরতি**। (অতীত) **বিস্সন্দি** (= **পগ্ঘরি**)। (অ-বিণ) **বিস্সন্দিত**। (ব-বিণ) **বিস্সন্দমান, বিস্সন্দন্ত** (= **পগ্ঘরন্ত**)। (ক্রি-বি) **বিস্সন্দিত্বা**।

বিস্সন্দন (ক্লী) = **বিস্সন্দ**। ⇒ **বিস্সন্দ**।

বিস্সমতি (ক্রি) [বি + √সম + অ] বিশ্রাম করা, সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করা বা দেওয়া, প্রশান্ত করা, জিরানো, অবলম্বন করিয়া থাকা, নির্ভর করা, নিদ্রা যাওয়া, শয়ন করা, হেলিয়া থাকা, বিশ্বাস করা, দাঁড়াইয়া থাকা, থাকা, আধারের উপর স্থাপন করা, রাখা, শয়ান থাকা, ক্লান্তি হইতে উদ্ধার করা, শ্রান্তি দূর করা, শ্রম বিনোদন করা, শ্রান্তি ক্লান্তি হইতে আরোগ্য করা। (অতীত) **বিস্সমি**। (অ-বিণ) **বিস্সন্ত**। (ব-বিণ) **বিস্সমন্ত**। (ক্রি-বি) **বিস্সমিত্বা**। (সম্প্রদানে) **বিস্সমেতি**।

বিস্সমন (ক্লী) বিশ্রাম, বিশ্রম, বিরাম, নিবৃত্তি, শ্রমাপনয়ন, শ্রমবিনোদন, জিরানো, শয়ন, নিদ্রা, শান্তি, মনের স্থিরতা, আরাম, মৃত্যু, বিশ্রাম স্থান, অবলম্বন।

বিস্সমনট্ঠান (ক্লী) বিশ্রাম স্থান। ⇒ **সন্থান** (৩), **সন্থান**।

বিস্সমেতর (পুং) যে ব্যক্তি বিশ্রাম করে, বিশ্রামকারী ব্যক্তি, ক্লান্তি বা শ্রম অপনোদনকারী ব্যক্তি, আরাম প্রদানকারী ব্যক্তি।

বিস্সমেতি (ক্রি) বিশ্রাম করা, বিশ্রাম দেওয়া। ⇒ **বিস্সমতি**।

বিস্সর (পুং) ১ জয়ধ্বনি করণ, চিৎকার করণ, চিৎকার করিয়া কথন, আর্তনাদ, ক্লেশব্যঞ্জক উচ্চ শব্দ, কষ্টজনক চিৎকার, বিকট শব্দ, সোরগোল, জনসাধারণের ক্রোধাদি প্রকাশ, উচ্চশব্দ, দুঃখের কান্না, চিৎকার ধ্বনি। (পেতবত্থু

অর্থকথা) **বিসসরং করোতি**। ২ অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, (আইনে) মালক্রোক।

বিসসরতি (ক্রি) [বি + √সর + অ] বিস্মরণ হওয়া, বিস্মৃত হওয়া, স্মরণ করিতে না পারা, ভুলিয়া যাওয়া, তাচ্ছিল্য করা। (অতীত) **বিসসরি**। (অ-বিণ) **বিসসরিত**। (ক্রি-বি) **বিসসরিত্বা**।

বিসসরিত (বিণ) বিস্মরিত, বিস্মৃত, স্মরণাতীত, স্মরণ করিতে পারে নাই এরূপ, ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ, তাচ্ছিল্যকৃত। ⟹ **বিসসরতি**।

বিসসবতি (ক্রি) [বি + সবতি] প্রবাহিত হওয়া, বহা, বহিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা বা হওয়া, চুয়ানো, ক্ষরণ করা, ক্ষরিত হওয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া, চুয়াইয়া পড়া।

বিসসসতি (ক্রি) [বি + √সস + অ] বিশ্বাস করা, পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, বিশ্বাস করিয়া কোনো ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা, বিশ্বাস করিয়া বলা, বিশ্বাস স্থাপন করা, মিত্রভাবাপন্ন হওয়া, বন্ধু সদৃশ হওয়া, সদ্ভাবসূচক হওয়া। (অতীত) **বিসসসি**। (অ-বিণ) **বিসসখ**। (ব-বিণ) **বিসসসন্ত**। (ক্রি-বি) **বিসসসিত্বা, বিসসসে, বিসসাসষিত্বা, বিসসাসযে**।

বিসসাস (পুং) বিশ্বাস, প্রত্যয়, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, জিম্মা, ন্যস্তদ্রব্য, দায়িত্ব, কর্তব্য, বিশ্বাস-ভূমি, যৌথ ব্যবসায়, সাহসিকতা, গুপ্তকথা, ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক ঐক্যতা।

বিসসাসক (বিণ) অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, সুপরিচিত, বিশ্রদ্ধ, গোপনীয়, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসভাজন।

বিসসাসনীয (ভ-বিণ) বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস করিবার মত, বিশ্বাসভাজন, যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত।

বিসসাসিক (বিণ) = **বিসসাসক**। ⟹ **বিসসাসক**।

বিসসাসিন (বিণ) বিশ্বাসী, অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত, সুপরিচিত, বিশ্রদ্ধ, গোপনীয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসন্থব বিসসাসিন**—অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত (যদিও পরিচিত বা জ্ঞাত নহে)।

বিসসাসী (বিণ) বিশ্বাসী। = **বিসসাসক**। ⟹ **বিসসাসিন**।

বিসসাসেতি (ক্রি) = **বিসসসতি**। ⟹ **বিসসসতি**।

বিসসুত (বিণ) বিশ্রুত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, স্বনামখ্যাত, জ্ঞাত, ধ্বনিত, হৃষ্ট, লব্ধ প্রতিষ্ঠ, যশস্বী, যাহার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। = **দূরঘুট্ঠ**।

বিসসুসসতি (ক্রি) [বি + √শুষ] শুষ্ক করা বা হওয়া, নীরস হওয়া, ম্লান করা বা হওয়া, ক্ষীণ হওয়া, নষ্ট করা। (যৌগিকে) **উসসুসসতি বিসসুসসতি**। (করণে) **বিসোসেতি**।

বিসসোত (বিণ) পক্ষ সঞ্চালন করিয়াছে এমন, উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এমন, গত, পলায়িত, বিদীর্ণ, শীঘ্র গমন করিয়াছে এমন, দ্রুতগত, পরিহারকৃত, উড়াইয়াছে বা উড়াইয়া দিয়াছে এরূপ, ব্যয়িত, নষ্ট।

বিহগ (পুং) [বিহ (আকাশ) + গ (গামী)] আকাশগামী পক্ষী, খগচড়, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পক্ষী, পাখি (সাহিত্যে, আকাশ পথে গমনশীল বা গমনকারী, আকাশচারী)। = **খগ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বিহগপতি**।

বিহঙ্গ (পুং) = **বিহগ**। ⟹ **বিহগ**।

বিহঙ্গ পথচারিণ (বিণ) পক্ষিগণের গমনাগমন পথে বিচরণকারী, আকাশচারী, আকাশপথে গমনকারী, আকাশে বিচরণকারী। ⟹ **চারিন**।

বিহঙ্গপথচারী (বিণ) = **বিহঙ্গপথচারিন**। ⟹ **বিহঙ্গপথচারিন**।

বিহঙ্গম (পুং) পক্ষী। = **বিহগ**। (বিণ) উড়ন্ত, উড়িতে পারে এমন, আকাশ পথে গমনকারী।

বিহঞ্ঞতি (ক্রি) [বি + √হন + য] আহত হওয়া, হত্যা হওয়া, বধিত হওয়া, হত হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ত্যক্ত হওয়া, হয়রান হওয়ানো, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, কষ্ট পাওয়া, ব্যথিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া, শোকার্ত হওয়া, বিলাপরত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, ক্লেশ ভোগ করা, নিক্ষিপ্ত হওয়া। = **বিঘাতং আপজ্জতি** (পেতবত্থু অর্থকথা), **দুক্খীযতি**। ⟹ **বিহনতি**। (অতীত) **বিহঞ্ঞি**। (অ-বিণ) **বিহত**। (ব-বিণ) **বিহঞ্ঞমান**।

বিহত (বিণ) ১ বধিত, হত, বিনষ্ট, বিধ্বংসিত, নষ্ট, (কার্পাস, শণ, পশম, ইত্যাদি) চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো হইয়াছে এরূপ, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, নষ্টকৃত, দুর্বলকৃত, ক্ষতিকৃত, অনিষ্টকৃত। ⟹ **বিহনতি, বিহঞ্ঞতি**। ২ চারিদিকে প্রসারিত, নির্দিষ্ট প্রস্থবিশিষ্ট, স্থূল, কদর্য, বিশেষ জোরালো, পূর্ণ, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, প্রধান, সাধারণ, উদার, প্রশস্ত, চওড়া, বিস্তীর্ণ, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, লক্ষ্যবস্তু বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হইতে দূরবর্তী। = **পুথুল** (জাতক অর্থকথা)।

বিহনতি (ক্রি) আঘাত করা, মারা, হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, শেষ করিয়া আনা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, অপসারিত করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কঙ্খং বিহনতি**। (সপ্তমী, প্রথম পুরুষ একবচনে) **বিহনে, বিহানে** (সূত্রনিপাত)। (অতীত) **বিহনি**। (অ-বিণ) **বিহত**। (ক্রি-বি) **বিহন্ত্বা, বিহনিত্বা, বিহচ্চ** ⟹ (**অভিবিহচ্চ**)। (কর্মবাচ্যে) **বিহঞ্ঞতি**।

বিহরণ (ক্লী) অপেক্ষা করণ, সহ্যকরণ, প্রতীক্ষাকরণ, অবস্থানকরণ, বাড়ি, বাসস্থান, বাসকরণ, বসতিকরণ, অটলভাবে থাকা।

বিহরতি (ক্রি) [বি + √হর + অ] থাকা, বাস করা, জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টিকা বা টিকিয়া থাকা, জীবন ধারণ

করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা, (কোনো কিছু) অনুসারে চলা বা কার্য করা, অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, সহ্য করা, অটলভাবে থাকা, অল্পকালের জন্য অবস্থান করা বা বাস করা, বিলম্ব করা, বিশ্বাস করা, স্থগিত করা, আটক করা, ধরিয়া রাখা, ঠেকো দেওয়া, খাড়া রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, প্রবাসী হওয়া, হওয়া। বিশুদ্ধিমার্গে "**ইরিযতি**" শব্দের সহিত ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বিভঙ্গে ব্যবহৃত সমান অর্থবাচক শব্দসমূহ : **ইরিযতি, বত্ততি, পালেতি, যপেতি, যাপেতি, চরতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **বিবিধং হিতং হরতী'তি বিহরতি**। (অতীত) **বিহরি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **বিহাসি**; (বহুবচনে) **বিহিংসু, বিহংসু**। (ব-বিণ) **বিহরন্ত, বিহরমান**। (ভবিষ্যতে) **বিহরিস্সতি, বিহেস্সতি, বিহিস্সতি**, (জাতকে সন্দেহজনক পাঠ) **বিহাহিসি**; (জাতক অর্থকথায়) **বিজহিস্সতি, পরিহাযিস্সতি**; (বি-ভা) **সুখং বিহাহিসি**, (তুলনীয়) **দুক্খংবিহরহি, বিহাহেসি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (ক্রি-বি) **বিহরিত্বা**।

বিহবিহ (পুং) একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ। এই শব্দটি "**বিহগ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে। = **চিহচিহ**। (থেরগাথা অর্থকথা বর্ণনায়) **পরিল্লক**।

বিহামি—জাতকে এই শব্দটি "**বিজহামি**" শব্দের পরিবর্তে গাথায় ব্যবহার হইয়াছে, যেমন—**বিহামি লোহিতং** জাতক অর্থকথা বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়াছে "**নিট্ঠুভামি**" (অর্থাৎ আমি থু করিয়া ফেলি বা থুথু ফেলি)।

বিহায—ছাড়িয়া আসিয়া বা ত্যাগ করিয়া। ⟹ **বিজহতি**।

বিহাযতি (ক্রি) = **বিজহাতি**। ⟹ **বিজহাতি**।

বিহাযস (পুং) আকাশ, বায়ুমণ্ডল, গগন। = **বেহাযস, বেহাস**।

বিহাযসং (ক্রি-বিণ) আকাশের মধ্য দিয়া, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া।

বিহাযসা (ক্রি-বিণ) = **বিহাযসং**। ⟹ **বিহাযসং**।

বিহার (পুং) ১ (অল্পকালের জন্য অবস্থান করিয়া অথবা চংক্রমণ করিয়া) সময় অতিবাহিত করণ, কোনো স্থানে অবস্থান করণ, বাসকরণ, বাসস্থান, অবস্থান, অবস্থিতি, সাময়িক অবস্থান, প্রবাস, বিরাম, অবলম্বন, ঠেকনা, বাধা, আটক, সহ্য করিবার ক্ষমতা, বাড়ি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **জলবিহার**। (সংযুক্ত নিকায়) **একবিহার**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জঙ্ঘাবিহার**। (সূত্রনিপাত) **দিবাবিহার**। ২ জীবনের অবস্থা, অবস্থা, দশা, সুস্থ অবস্থা, জীবন যাপনের ধরন বা উপায় অথবা জীবনের প্রথা বা রীতি [**বাস** (২) শব্দের সহিত প্রায় একই অর্থবাচক]। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিয বিহার**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দিব্ববিহার**। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্মবিহার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ফাসুবিহার**। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখবিহার**। (দীর্ঘনিকায়) **ছ সতত বিহার**। (সংযুক্ত নিকায়) **ঝানবিহার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিহারং কপ্পেতি**—জীবনযাপন করা। ৩ **ক** বিহার, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অবস্থান স্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আরাম বা আশ্রম, কূটাগার, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অরণ্যাশ্রম বা অরণ্যবিহার, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসস্থান বা আবাসস্থান বা অস্থায়ী বাসস্থান, এক কামরা ঘর বা কুঠরি। পূর্বকালে ঈদৃশ বৌদ্ধ বিহারে প্রাধান্য ও পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া মধ্যভারতীয় মগধপ্রদেশের নাম বিহারপ্রদেশ হইয়াছিল, যাহা ঐ নামে এখনও চলিয়া আসিতেছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যথাবিহারং**। (সূত্রনিপাত) **দূরবিহার**। **খ** বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সভাগৃহ বা সভার স্থান, (বাগানে কিম্বা উদ্যানে) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশ্রাম এবং অবিরমিত স্থান। **গ** বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য দালান-কোঠা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য সংগঠিত আবাস বা আশ্রম বিহার। (সংযুক্ত নিকায়) **বিহারপাল**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিহারচারিকা**; **বিহার পোক্খরণী**—ভিক্ষু আবাস এবং ভিক্ষু আবাসের পুকুর। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস বিহার হইতে আধুনিক বিহার প্রদেশের নাম প্রচলিত রহিয়াছে।

বিহারক (পুং) কুড়েঘর, প্রকোষ্ঠ, কামরা। = **বিহার, বসনক-ওবরক**।

বিহারচারিকা—ভিক্ষু আবাস বিহারে গমন বা সফর। ⟹ **বিহার** (৩গ)।

বিহারচীবর (ক্লী) ভিক্ষু আবাস বিহারে ব্যবহৃত চীবর।

বিহারট্ঠান (ক্লী) [বিহার + ঠান] বিহারস্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুর আবাস বিহার স্থান, অল্পকালের জন্য অবস্থিতি স্থান, প্রবাসস্থান। ⟹ **ঠান** (২খ)।

বিহারপাল (পুং) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস স্থান বিহার রক্ষক। ⟹ **বিহার** (৩গ)।

বিহারমহ (পুং, ক্লী) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস স্থান বিহারে অবধারিত বা অনুষ্ঠিত ধর্মীয় উৎসব। ⟹ **মহ** (২)।

বিহারিক (বিণ) = **বিহারিন**। ⟹ **বিহারিন**।

বিহারিন (বিণ) বাসকারী, অবস্থানকারী, প্রবাসীরূপে বাসকারী, অল্পকালের জন্য অবস্থানকারী, এই মর্যাদায় বা অবস্থায় আছে এমন, এই এই শ্রেণীভুক্ত হইয়া আছে অথবা অবস্থায় আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **অপ্পদুক্খ বিহারিন**; এবং **বিহারিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরণবিহারিন; মেত্তাবিহারিন**। **অপ্পমাদ বিহারিন**। (সূত্রনিপাত) **সাধু বিহারিন**। (সংযুক্ত নিকায়) **এক বিহারিন**।

বিহারী (বিণ) = **বিহারিন**। ⟹ **বিহারিন**।

বিহাসযং (ক্রি-বিণ) আকাশে। = **বেহাসযং**।

বিহাহিসি ⟹ **বিহাহেসি**।

বিহাহেসি (অতীত ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ একবচনে) নির্বাসিত করা হইয়াছিল, বহিষ্কার করা হইয়াছিল, মন হইতে

দূরীভূত করা হইয়াছিল। "**বজহতি**" ক্রিয়ার সম্প্রদান কারকে "**বিহাহেসি**"; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **পব্বজেসি**। অন্য প্রকারে "**বিহাহিসি**" শব্দ "**বিহরতি**" শব্দে দ্রষ্টব্য এবং "**বিহেতি**" (২) শব্দ তুলনীয়।

বিহিংস (বিণ) অন্যায়, ক্ষতিকর, ক্ষতিকারক, অহিতকর, পীড়িত করে বা ব্যথা দেয় এরূপ, আঘাত দেয় এরূপ, নিষ্ঠুর, নৃশংস।

বিহিংসকা (স্ত্রী) = **বিহিংসনা**। ⟹ **বিহিংসনা**।

বিহিংসতি (ক্রি) [বি + √হিংস + অ] পীড়া দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, হিংসা করা, আঘাত দেওয়া, ক্ষতি করা, অহিত করা, অপকার করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, উত্ত্যক্ত করা। (অতীত) **বিহিংসি**। (ব-বিণ) **বিহিংসন্ত**। (ক্রি-বি) **বিহিংসিত্বা**।

বিহিংসনা (স্ত্রী) = **বিহিংসা**। ⟹ **বিহিংসা**।

বিহিংসা সঙ্কপ্প—নিষ্ঠুর সংকল্প বা অভিপ্রায়, যন্ত্রণা দিবার উদ্দেশ্য।

বিহিংস সঞ্ঞিন (বিণ) দুঃখ সম্বন্ধে সজ্ঞান বা পরিজ্ঞাত, বিরক্তি সম্বন্ধে আত্মচেতন সচেতন, অসুবিধা বা কষ্ট সংজ্ঞাযুক্ত, দুঃখ আছে বলিয়া জানে এমন। ⟹ **সঞ্ঞিন**।

বিহিংস সঞ্ঞী = **বিহিংস সঞ্ঞিন**। ⟹ **বিহিংস সঞ্ঞিন**।

বিহিংসা (স্ত্রী) হিংসা, ক্ষতি, অহিত, অহিতকরণ, অনিষ্ট, অপকার করণ, ক্ষতিকরণ, নষ্টকরণ, বিরক্ত করণ, পীড়িতকরণ, আঘাতকরণ, ব্যথা, ব্যথা প্রদান, আঘাত, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা। (দীর্ঘনিকায়) **বিহিংসা বিতক্ক**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিহিংসা ধাতু**। (মহানির্দেশ) **বিহিংসা সঞ্ঞা**। ⟹ **বিহেসা**।

বিহিংসা ছন্দ—হত্যা করার ইচ্ছা, নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের ইচ্ছা।

বিহিংসা বিতক্ক—দ্বেষপূর্ণ চিন্তা, হিংসাজনক চিন্তা, অনিষ্টকর চিন্তা। (বিপ) **অবিহিংসা বিতক্ক**। ⟹ **বিতক্ক, বিহিংসা**।

বিহিত (বিণ) বিহিত, কর্তব্য, বিধেয়, বিধিবোধিত, অনুষ্ঠিত, কৃত, দত্ত, কথিত, শ্রেণীবদ্ধ, সাজানো, সজ্জিত, বন্দোবস্তকৃত, নিষ্পত্তিকৃত, মীমাংসিত, বিধানকৃত, অঙ্গীকৃত, বাগ্‌দত্ত, সংসক্ত, ব্যাপৃত, কার্যে নিযুক্ত, প্রস্তুত, উপযুক্ত, জোগানো হইয়াছে এরূপ, ইচ্ছুক, চরিত্রের বা আচরণের কোনো কোনো লক্ষণ প্রকাশক, নিযুক্ত, নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, কোনো পদে নিযুক্ত। (জাতক) **বিহিত লোক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিহিত নগর**। (পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি) **অনেক বিহিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুটঠু বিহিত**। (বিনয়) **অঞ্ঞবিহিত**। ⟹ **বিদহতি**।

বিহিতক (বিণ) = **বিহিত**। ⟹ **বিহিত**। (দীর্ঘনিকায়) **কথং বিহিতক অগ্গঞ্ঞং**—বস্তু বা বিষয়সমূহের আরম্ভ স্বরূপ কিরূপে নির্ধারিত করা হইয়াছিল? (জাতক) **অঞ্ঞবিহিতক**।

বিহিততা (স্ত্রী) এই শব্দটি ধর্মপদ অর্থকথায় "**অঞ্ঞবিহিততা**" শব্দে প্রযুক্ত দেখা যায়। ⟹ **অঞ্ঞবিহিততা**।

বিহী (স্ত্রী) বিহীধান্য, শালিধান্য। = **সালিধঞ্ঞ**। বিশেষত এই শব্দটি তরকারিকেই বুঝায়; = **সূপেয্য**।

বিহীন (বিণ) বিহীন, বিরহিত, ছাড়া, অভাববিশিষ্ট, রহিত, বর্জিত, ব্যতীত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, বিরত, ক্ষান্ত, অধিকার ভ্রষ্ট, হারানো, বিনষ্ট, বিনাশপ্রাপ্ত, নষ্ট, বিচ্ছিন্ন, অপব্যয়িত, হ্রাসপ্রাপ্ত, ন্যূনতাপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, পরিবর্জিত, লম্পট। ⟹ **বিজহতি**।

বিহেঠক (বিণ) বিরক্তিজনক, বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর, হয়রানজনক, পীড়াদায়ক, অত্যাচারজনক, দমনকর, পীড়নকর, উৎপীড়নজনক, উত্ত্যক্তজনক।

বিহেঠকজাতিক (বিণ) বিরক্ত হওয়ায় অভ্যস্ত, ক্লান্ত বা হয়রান হওয়ায় অভ্যস্ত বা অভ্যাসগত।

বিহেঠন (ক্লী) বিরক্তকরণ, হিংসা, বধকরণ, আঘাতকরণ, মর্দন, প্রতারণা, যাতনা, দুঃখ, কষ্ট, দুঃখদান, ক্লান্ত করণ, হয়রান করণ, পীড়া প্রদান, ব্যথা দেওন, হিংসাকরণ, অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, নিষ্ঠুর আচরণ, উৎপীড়ন, উপদ্রব।

বিহেঠনক (বিণ) অনিষ্টকারী, অপকারী, ক্ষতিকর, পীড়াদায়ক, পীড়াজনক, আঘাত প্রদানকারী, আঘাতজনক।

বিহেঠিযমান (বিণ) পীড়িত হয় এরূপ, দমিত হয় এরূপ, উৎপীড়িত হয় এরূপ, অত্যাচারিত হয় এরূপ, আঘাত দেয় এরূপ, বিরক্তহয় এরূপ, ক্লান্ত বা হয়রান হয় এরূপ। ⟹ **বিহেঠেতি**।

বিহেঠেতি (ক্রি) [বি+ √হেঠ + এ] উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, কঠিন ব্যাপার করিয়া তোলা, বিরক্ত করা, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, রোগগ্রস্ত করা, পীড়িত করা, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, উত্ত্যক্ত করা। (অতীত) **বিহেঠেসি**। (অ-বিণ) **বিহেঠিত**। (ব-বিণ) **বিহেঠেন্ত**; (কর্মবাচ্যে) **বিহেঠিযমান**। (ক্রি-বি) **বিহেঠেত্বা**।

বিহেতি (ক্রি) ১ ভীত হওয়া, শঙ্কিত হওয়া। = **ভাযতি**। (তুলনীয়) **বিভেতি**। ২ ছাড়িয়া দেওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া, চলিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া। ⟹ **বিজহাতি**।

বিহেসক (বিণ) বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, ত্যক্তকর, হয়রান করে এরূপ, দুঃখদায়ক, অসুবিধাজনক, বিরক্তিজনক, ক্লেশ কর, পীড়াদায়ক।

বিহেসভিরত (বিণ) [বিহেস + অভিরত] দুঃখগ্রস্ত, অসুবিধায় পতিত, পীড়াগ্রস্ত। ⟹ **অভিরত**।

বিহেসা (স্ত্রী) বিরক্তি, যন্ত্রণা, অহিত, বিরক্তিকর বিষয় বা বস্তু, ক্ষতি, অনিষ্ট, বিরক্তির কারণ, অসন্তুষ্টির কারণ, বিরাগ। ইহার বিশেষণে ব্যবহারে "**বিহেসা বিলেখা**"।

বিহেসিকা (স্ত্রী) ১ = **বিহেসা**। ⇒ **বিহেসা**। ২ ভয়, আতঙ্ক, জাতক অর্থকথা বর্ণনায় ইহার অর্থ "নির্ভয়তা, সাহসিকতা"।

বিহেসিযমান (বিণ) = **বিহেঠিযমান**। ⇒ **বিহেঠিযমান**। ⇒ **বিহেসেতি**।

বিহেসেতি (ক্রি) [বি + √হিস + এ] উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, অপমান করা, ত্যক্ত করা, কষ্ট দেওয়া। = **বিহেঠেতি**। (অতীত) **বিহেসং, বিহেসযি**। (ব-বিণ) **বিহেসিযমান**।

বীচি (পুং, স্ত্রী) ১ বীচি, তরঙ্গ, ঢেউ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জলবীচি; বীচিপুপ্ফ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সমুদ্দবীচি**। ২ মধ্যবর্তী কাল বা সময়, মধ্যবর্তী স্থান, দুই সারির বা শ্রেণীর মধ্যবর্তী অবকাশ, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ। (জাতক) **বীচি-অন্তর** (এখানে "**অবীচি**"-এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন অবস্থা")। (তুলনীয়) **অবীচি**।

বীচিন্তর [বীচি + অন্তর] অবিরত দুঃখভোগের অবস্থা। ⇒ **বীচি** (২)।

বীচিপুপ্ফ—ঢেউয়ের ন্যায় পুষ্প, ঢেউ খেলানোর ন্যায় ফুল। ⇒ **বীচি** (১)।

বীজতি (ক্রি) [√বীজ + অ] পাখা দিয়া বাতাস করা, ব্যজন করা। (অতীত) **বীজি**। (অ-বিণ) **বীজিত**। (ব-বিণ) **বীজযমান, বীজিযমান**। (ক্রি-বি) **বীজেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বীজিযতি**। (করণে) **বীজেতি**।

বীজন (ক্লী) পাখা দিয়া বাতাসকরণ, বীজনী, পাখা।

বীজন বাত—পাখার বাতাস, মৃদুমন্দ বাতাস, সমীরণ।

বীজনী (স্ত্রী) বীজনী, ব্যজনী, পাখা। বিনয়ে তিন প্রকার পাখার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**বাকমর বীজনী** (বল্কল বা বাকল দ্বারা প্রস্তুত পাখা), **উসীর বীজনী** (এক প্রকার জালিজালি সুগন্ধ শিকড় দ্বারা প্রস্তুত পাখা), **মোর-পিঞ্ছ বীজনী** (ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা প্রস্তুত পাখা)।

বীজিত (বিণ) পাখা দিয়া বাতাস করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **বীজতি**।

বিজিতঙ্গ (বিণ) [বীজিত + অঙ্গ] যেই শরীর পাখা দিয়া বাতাস করা হইয়াছে। = **বীজিত**।

বীজিযতি (ক্রি) পাখা দিয়া বাতাস করা হয়। ⇒ **বীজতি**।

বীজিযমান (বিণ) পাখা দিয়া বাতাস করা হয় বা হইতেছে এরূপ, পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে এরূপ। ⇒ **বীজতি**।

বীজেতি (ক্রি) [√বীজ + এ] পাখা দিয়া বাতাস করা। ⇒ **বীজতি**। (অতীত) **বীজেসি**। (ব-বিণ) **বীজেন্ত**। (ক্রি-বি) **বীজেত্বা**।

বীণতি (?)—এই শব্দটি সন্দেহজনক। ⇒ **অপবীণতি, পবীণতি**। Kern. Toev-এ ইহাকে ভুলবশত "দেখা, দর্শন করা" অর্থে ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বীণা (স্ত্রী) বীণা, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সপ্ততন্ত্রী বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, সারঙ্গ-বিশেষ। = **কচ্ছা ভস্‌সতি**—বগল হইতে বীণাকে গড়াইয়া পড়িতে দেওয়া (সূত্রনিপাত)। জাতকে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে। "**কোকনদ**" অর্থাৎ নেকড়ে বাঘের চিৎকার শব্দ বা হিংস্র স্বভাব ব্যক্তির আর্তনাদ। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে "ইহার (বীণার) ছয়টি অংশ" এবং মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হইয়াছে "ইহার ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত অংশ"। (মহাবংস) **বীণং বাদেতি**—বীণা বাজানো।

বীণাদণ্ডক (পুং) বীণাদণ্ড, বীণার গ্রীবা বা ঘাড়।

বীণাদোণি (স্ত্রী) = **বীণাদোণী**। ⇒ **বীণাদোণী**।

বীণাদোণিকা (স্ত্রী) = **বীণাদোণী**। ⇒ **বীণাদোণী**।

বীণাদোণী (স্ত্রী) বীণার ধ্বনিকর বা শব্দায়মান পাতলা কাষ্ঠফলক।

বীণাবাদক (পুং) বীণাবাদক, যেই ব্যক্তি বীণা বাজায়। = **রুঞ্জক, বিরুঞ্জক**।

বীণাবযন (ক্লী) বীণাবাজানো, বীণার শব্দকরণ।

বীণাবিরুঞ্জক (পুং) **বীণাবাদক**। ⇒ **বীণাবাদক**।

বীণাহত্থ (বিণ) বীণাহস্ত, হস্তে বীণা ধারণ করিয়াছে এমন, হাতে বীণা লইয়াছে এরূপ, হাতে বীণা আছে এমন। ⇒ **হত্থ** (১)।

বীত (বিণ) ১ বীত, বঞ্চিত, মুক্ত, পরিত্যক্ত, ছাড়া হইয়াছে এরূপ, অতীত, অপগত, বিগত, বন্ধনমুক্ত, নিবৃত্ত। = **বিগত**। ২ বস্ত্র বোনা হইয়াছে এরূপ, তাঁতে বোনা হইয়াছে এরূপ। = **বাযিত** (⇒ **বাযতি**)। ⇒ **বিনাতি**।

বীতংস (ক্লী) পাখি ধরিবার ফাঁদ বা জাল, অন্যান্য পাখিকে প্রতারণা করিয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্য নিযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত পক্ষী।

বীতগেধ (বিণ) নির্লোভ, লোভহীন, অনাকাঙ্ক্ষী, অনাসক্ত। = **বীততণ্হ**।

বীতচ্চিক (বিণ) [বীত + অচ্চিক] অগ্নিশিখাহীন, উত্তপ্ত, রক্তিমাভাযুক্ত, (কয়লার) অত্যন্ত উত্তাপজনিত লালবর্ণ বিশিষ্ট। (মধ্যম নিকায়) **বীতচ্চিক ধূম**।

বীতচ্চিক ধূম (বিণ) ধূমহীন রক্তিমাভাযুক্ত। ⇒ **বীতচ্চিক**।

বীতচ্ছন্দ (বিণ) [বীত + ছন্দ] ছন্দরহিত, ছন্দহীন, নিস্পৃহ, ইচ্ছাশূন্য, অনিচ্ছুক, অনাসক্ত। = **বিগতচ্ছন্দ, বীততণ্হ**।

বীতচ্ছিক (বিণ) = **বীতচ্চিক**। ⇒ **বীতচ্চিক**। এই শব্দের পরিবর্তে "**বীতচ্চিক**" শব্দের ব্যবহারই শুদ্ধ।

বীততণ্হ (বিণ) তৃষ্ণাহীন, বিতৃষ্ণ, ইচ্ছাহীন, অনিচ্ছুক, অনাসক্ত, অননুরাগী, তীব্র আকাঙ্ক্ষাহীন। = **বীতগেধ**,

বীতচ্ছন্দ। ⟹ **অকামকামিন**।

বীততপো (বিণ) উত্তাপহীন, উষ্ণতা নাই এরূপ, তাপরহিত, উত্তাপবোধহীন।

বীতদর (বিণ) নির্ভয়, ভয়হীন, সাহসিক।

বীতদোস (বিণ) ক্রোধহীন।

বীতদ্দর (বিণ) = **বীতদর**। ⟹ **বীতদর**।

বীতমচ্ছর (বিণ) মাৎসর্যহীন, অকৃপণ, কৃপণতারহিত, নিঃস্বার্থ পর, নিঃস্বার্থ, স্বার্থপর নহে এমন, দ্বেষহীন, হিংসাহীন, অহিংসক। ⟹ **মচ্ছরং**।

বীতমদ (বিণ) নিরহঙ্কার, আত্মাভিমানরহিত, আত্মাভিমানী নহে এমন, দাম্ভিক নহে এমন।

বীতমল (বিণ) মল বা ময়লাহীন, বিগতমল, নির্মল, নির্দোষ, পবিত্র, শুদ্ধ, দাগরহিত, নির্দাগ, পরিশুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক। (তুলনীয়) **বিমল**।

বীতমোহ (বিণ) মোহরহিত, অজ্ঞতাহীন, মূর্খতা বা জ্ঞানাভাব নাই এমন, বিহ্বলতারহিত।

বীতরংসি (বিণ) রশ্মিহীন, জ্ঞানালোক নাই এমন, নিষ্প্রভ, আলোক রেখাহীন, জ্যোতিরহিত, কিরণ নাই এমন। ইহা সূত্রনিপাতে সূর্য-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। চুল্লনিদ্দেসে ইহার পরিবর্তে পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে "**পীতরংসি**" (হলদে বর্ণের অর্থাৎ সোনালি রঙের কিরণ বা রশ্মিযুক্ত)।

বীতরাগ (বিণ) রাগহীন, অননুরাগী, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, উদাসীন, আবেগহীন।

বীতলোভ (বিণ) লোভহীন, নির্লোভ।

বীতবণ্ণ (বিণ) বর্ণহীন, লাল-নীল ইত্যাদি বর্ণ নাই এরূপ।

বীতসল্ল (বিণ) শল্য বা হুলহীন, মর্মভেদী নহে এমন, তীব্র যাতনাদায়ক বস্তু নহে এমন, তীব্রভাবে মন্তব্যের বিষয়বস্তু নহে এমন।

বীতসারদ (বিণ) "নূতন ও সবল নহে এমন, বিগত ক্লান্তি নহে এরূপ, অব্যবহৃত নহে এরূপ, সুস্থ নহে এমন, টাটকা বা সতেজ নহে এমন, অনভিজ্ঞ বা অবিস্মৃত নহে এমন, দক্ষ বা বহুদর্শী নহে এমন," অর্থাৎ বহুদর্শী, অভিজ্ঞ, দক্ষ, স্মৃতিযুক্ত, জ্ঞানী, ব্যবহৃত, সুস্থ, নূতন, সবল, তেজস্বী। = **বিসারদ**।

বীতি—"বীতি" শব্দাংশ মাত্র, অন্য শব্দের সংযোগে ইহা প্রযুক্ত হয়, যেমন—**বীতিক্কম**, **বীতিনামেতি**, ইত্যাদি।

বীতিকম = **বীতিক্কম**। ⟹ **বীতিক্কম**।

বীতিকিণ্ণ (বিণ) অভিষিক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগবিশিষ্ট বা চিহ্নযুক্ত, প্রফুল্ল, সুশোভন, শোভাযুক্ত, সুন্দর, উজ্জ্বল।

বীতিক্কম (পুং) ১ বিধিলঙ্ঘন, পাপ, অপরাধ, দোষ, অতিক্রম, প্রতারণা, যে কোনো নীতিবিগর্হিত কার্য। ২ বীতিক্রম, চলন, গতি, (কালের বা সময়ের) ক্রম, গতিপথ, ধারা, গতির দিক, কার্যধারা, ক্রমোন্নতি, কার্যপরম্পরা।

বীতিক্কমতি (ক্রি) [বি + অতি + √কম + অ] লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, অপরাধী হওয়া, পাপ করা, অতিক্রম করা, প্রতারণা করা। (অতীত) **বীতিক্কমি**। (অ-বিণ) **বীতিক্কন্ত**। (ব-বিণ) **বীতিক্কমন্ত**। (ক্রি-বি) **বীতিক্কমিত্বা**।

বীতিক্কমেন (ক্রি-বিণ) বীতিক্রমে, ক্রমে ক্রমে, শীঘ্রই, কার্যপরম্পরায়, কার্যধারা অনুসারে, গতিক্রমে, চলাক্রমে। = **অনুক্কমেন**।

বীতিচ্ছ (বিণ) ইচ্ছামুক্ত, ইচ্ছা হইতে মুক্ত, নিস্পৃহ, অনিচ্ছুক, ইচ্ছারহিত, অনাসক্ত। ⟹ **বীততণ্হ**।

বীতিনামেতি (ক্রি) [বি + অতি + √নম + এ] সময় কাটানো, সময় অতিবাহিত করা, কালক্ষেপণ করা, প্রতীক্ষা করিয়া থাকা, অপেক্ষা করা, (চলতি) বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা, জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টিকা বা টিকিয়া থাকা, বাস করা, জীবন ধারণ করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা বা হওয়া, (কোনো কিছু) অনুসারে চলা বা কার্য করা, বিচরণ করা, চলা, ভ্রমণ করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া, প্রচলিত হওয়া, ঘটা, প্রবাহিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, গত হওয়া, উপেক্ষিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, মনোনীত হওয়া, প্রাপ্য হওয়া, মরিয়া যাওয়া, যাপন করা, অগ্রাহ্য করা, উপেক্ষা করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, (উৎকর্ষে) অতিক্রম করা, বিধিবদ্ধ করা, আইন করা, হস্তান্তর করা, চালু করা, অনুমোদন করা, প্রেরণ করা, প্রচার করা, বলা, (পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হওয়া, চালিত করা, বলপূর্বক প্রবিষ্ট করানো। (অতীত) **বীতিনামেসি**। (অ-বিণ) **বীতিনামিত**। (ক্রি-বি) **বীতিনামেত্বা**।

বীতিপততি (ক্রি) নিকট দিয়া উড়িয়া যাওয়া, নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাওয়া বা পলায়ন করা, চতুর্দিকে ওড়া, চারিদিকে দ্রুত চলিয়া যাওয়া বা পলায়ন করা, উঠিতেছে ও পড়িতেছে এমন অবস্থায় উড়িয়া যাওয়া, ইতস্তত বা এদিক ওদিক উড়িয়া যাওয়া অথবা দ্রুত চলিয়া যাওয়া বা পলায়ন করা, নিকট দিয়া দ্রুত চলিয়া যাওয়া বা পলায়ন করা।

বীতিমিস্‌স (বিণ) মিশ্রিত, বিশৃঙ্খল, তাল পাকানো, মিলিত, সম্মিলিত।

বীতিমিস্‌সদিট্‌ঠিক (বিণ) সর্বধর্মবাদী, সর্বমতবাদী, মিশ্রদৃষ্টিক, বিশৃঙ্খলদৃষ্টিক, যাহার দৃষ্টিমিশ্র বা মত মিশ্র বা বিশৃঙ্খল। ⟹ **দিট্‌ঠিক**।

বীতিবত্ত (বিণ) [বি + অতিবত্ত] অতিক্রান্ত, যাপিত, অতিবাহিত, জয়কৃত, বিজিত, মধ্য দিয়া গত বা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন, ঘটিত, প্রবাহিত, গত, লঙ্ঘিত, ব্যয়িত, নষ্টকৃত, উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ⟹ **বীতিবত্ততি**, **অতিবত্ত**।

বীতিবত্ততি (ক্রি) = **বীতিবত্তেতি**। ⟹ **বীতিবত্তেতি**। (অ-বিণ) **বীতিবত্ত**। (করণে) **বীতিবত্তেতি**।

বীতিবত্তেতি (ক্রি) [বি + অতি + √বত + এ] জয় করা,

পরাজিত করা, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করা, চলা, বিচরণ করা, ভ্রমণ করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া, প্রচলিত হওয়া, ঘটা, প্রবাহিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, গত হওয়া, উপেক্ষিত হওয়া, উড়াইয়া দেওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, প্রাপ্য হওয়া, মনোনীত হওয়া, অগ্রাহ্য করা, উপেক্ষা করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, (উৎকর্ষতায়) অতিক্রম করা, বিধিবদ্ধ করা, আইন করা, হস্তান্তর করা, চালু করা, অনুমোদন করা, প্রেরণ করা, প্রচার করা, বলা, (পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হওয়া, চালিত করা, বলপূর্বক প্রবিষ্ট করানো, (সময় সম্বন্ধে) যাপন করা, অতিবাহিত করা বা হওয়া, সময় কাটানো, কাল হরণ করা, সময় ক্ষেপণ করা, ব্যয় করা, অতিক্রম করা, লঙ্ঘন করা। ⟹ **বীতিবত্ততি**। (অতীত) **বীতিবত্তেসি**। (অ-বিণ) **বীতিবত্তিত**। (ক্রি-বি) **বীতিবত্তেত্বা**।

বীতিসারেতি (ক্রি) [বি + অতি + √ সর + এ] (দুইয়ের মধ্যে) চলা বা চালিত করা, বিচরণ করা, ঘটা, প্রবাহিত করা, (অভ্যর্থনা বা অভিনন্দন) বিনিময় করা, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, লিখিয়া পাঠানো, কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, প্রয়োগ করা, ("**কথং**" বা কথা-সম্বন্ধে) কথোপকথন করা, আলাপ করা, গল্প করা, অভিবাদন করা, সম্ভাষণ করা। (বি-ভা) **সারাণীযং সম্মোদনীযং বীতিসারেতি**। (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে ইহার পরিবর্তে বলা হইয়াছে—"সম্মোদনীং সংরঞ্জনীং বিবিধাং কথং ব্যতিসারযতি"); জাতকে ইহাকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে "**সারণীযং বীতিসারিম্হ**"; কিন্তু বর্ণনায় বলা হইয়াছে "**সারণীযং সারযিম্হ**"।

বীতিহরণ (ক্লী) পদক্ষেপের বিনিময় বা পরিবর্তন, সোপান বা মইয়ের ধাপের মধ্যবর্তী স্থানে পদচারণা, দীর্ঘপদক্ষেপ, যেই স্থানটুকু একটি মাত্র পদক্ষেপে যাওয়া যায়, দুইয়ের মধ্যে নেওয়া, (পারস্পরিকভাবে) অতিক্রম বা চলন। (জাতক) **ভোজনানং বীতিহরণ**।

বীতিহরতি (ক্রি) [বি + অতি + √হর + অ] ১ (ব্যক্তি সম্বন্ধে) হাঁটা, বেড়ানো, (অশ্ব সম্বন্ধে) সবচেয়ে আস্তে চলা, পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করা, চালানো, হাঁটানো, দীর্ঘ পদক্ষেপে গমন করা, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলা, এক পদক্ষেপে অতিক্রম করা। ২ (ভোজনের সময়) মেলামেশা করা। (অতীত) **বীতিহরি**। (ক্রি-বি) **বীতিহরিত্বা**।

বীতিহার (পুং) = **বীতিহরণ**। ⟹ **বীতিহরণ**।

বীথি (স্ত্রী) ১ ক বীথি, বীথিকা, শ্রেণী, সারি, উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ, পথ, রাস্তা, বাঁধানো রাস্তা, রাজপথ, কোনো কিছু চলিয়া যাওয়ার চিহ্ন, পদচিহ্ন, পায়ে চলার পথ, সংকীর্ণ পথ, রেল বা ট্রাম লাইন, বিশেষভাবে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত পথ, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট গতিপথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, অভিপ্রায়, উন্নতি, বাঁধাপথ, উপায়, বর্ত্ম, কাজ করিবার রীতি বা প্রণালী। (জাতক) **দ্বে বীথিযো গহেত্বা তিট্ঠতি** (ঘর সম্বন্ধে); "**বীথি**" এবং "**রচ্ছ**"। খ বিভিন্ন প্রকার রাস্তা (রাজপথ, হাঁটাপথ, গলিপথ, উপায় ইত্যাদি) যেই পথে ব্যবসায় বা পেশা ইত্যাদি চলিতে থাকে, যেমন—**দন্তকার বীথি, পেসকার বীথি, ভতকারবীথি** ইত্যাদি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নাগবীথি**। (জাতক) **মিগবীথি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বুদ্ধবীথি**। **রাজবীথি**। ২ (মনস্তত্ত্ব বিষয়ে) গতি, গতিপথ, ধারা, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, ক্রমোন্নতি, কার্যপরম্পরা, (বিচার, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপলব্ধি বা বোধশক্তি-সম্বন্ধে) ক্রমিক গতি, ক্রমোন্নতি, ক্রিয়া, পদ্ধতি, প্রণালী। (তুলনীয়) **বিনিচ্ছয বীথি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কম্মট্ঠান বীথি**। (খুদ্দক পাঠ অর্থকথা) **বিঞ্ঞাণবীথি**।

বীথিক (বিণ) পথস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, পথ বা উপায় আছে এরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সতিপট্ঠান বীথিক**—স্মৃত্যুপস্থানে চলিবার পথ বা উপায় আছে এরূপ অথবা স্মৃত্যুপস্থান পথস্বরূপ।

বীথিচিত্ত (ক্লী) অবগতি পথ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পথ, বোধশক্তির উপায়; (সাহিত্যে) নীতিজ্ঞান বা কার্যধারা অনুরূপ জ্ঞান। ⟹ **বীথি** (২)।

বীথিসভাগ—পথের অংশ-বিশেষ, রাস্তার অংশ-বিশেষ।

বীথিসভাগেন (ক্রি-বিণ) পথের সঙ্গীরূপে, পথের সঙ্গী হইয়া বা সঙ্গী করিয়া, সাধারণত সমস্ত পথে। ⟹ **সভাগ**।

বীথিসিঙ্ঘাটক—চৌরাস্তার বা চারি রাস্তার সংযোগস্থল।

বীমংসক (বিণ) অনুসন্ধানকারী, অনুসন্ধান করে এমন, পরীক্ষক, পরীক্ষাকারী, পরীক্ষা করে এমন, পরখ করিয়া দেখে এমন, বাজাইয়া লয় এমন, পরিদর্শন করে এমন, পরিদর্শনকারী, পরীক্ষণকারী, গবেষণাকারী, গবেষক।

বীমংসাকার (বিণ) উদ্দেশ্য নিয়া কার্য করে এমন। (পুং) একরাশ উদ্দেশ্য নিয়া কার্যকরণ। = **সজ্ঝায্যকার**। ⟹ **বীমংসা**।

বীমংসতি (ক্রি) [মান + স; এখানে "মা" দ্বিত্ব হইয়া "মামা" হইয়াছে, ইহার প্রথম "মা" এর স্থানে "বী" আগম হইয়াছে এবং দ্বিতীয় "মা" এর উচ্চারণ লঘু হইয়াছে] "চিন্তা করিতে বা ভাবিতে চেষ্টা করা," চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, পরখ করিয়া দেখা, বাজাইয়া লওয়া, (কোনো বিষয়ে) বিবেচনা করা বা ভাবা, পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ করা, পিছু পিছু যাওয়া, পিছনে লাগা বা পিছন লওয়া, অনেক কষ্টে দেখিতে পাওয়া। (তুলনীয়) **পরিবীমংসতি**। (অতীত) **বীমংসি**। (অ-বিণ)

বীমংসিত। (ব-বিণ) **বিমংসন্তু**। (ক্রি-বি) **বীমংসিত্বা**, **বীমংসিয**। (তুং) **বীমংসিতুং**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **সিপ্পং বীমংসিতুং**। (করণে) **বীমংসাপেতি**।

বীমংসথ তাব—এখনই চিন্তা কর, অবিলম্বে ভাবিয়া দেখ। ⇒ **তাব** (৩)।

বীমংসন (ক্লী) পরীক্ষা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, অনুসন্ধান, তদন্ত, চেষ্টা, পরখ, অভীক্ষা, যা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, কষ্টি পাথর, নিকষ, (রসায়নে) বিশ্লেষণ, কি কি পদার্থ বা কি জিনিস আছে উহা জানিবার জন্য কোনও বস্তুর পরীক্ষা, আবিষ্কার, খুঁজিয়া বাহিরকরণ।

বীমংসা (স্ত্রী) বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, মীমাংসা, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বকশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরখ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত, পরীক্ষা, অভীক্ষা, যা দ্বারা, পরীক্ষা করা হয়, কষ্টি পাথর, নিকষ, (রসায়নে) বিশ্লেষণ, কি কি পদার্থ বা কি জিনিস আছে উহাজানিবার জন্য কোনও বস্তুর পরীক্ষা। ইহা চারিপ্রকার "**ইদ্ধিপাদ**"-এর মধ্যে চতুর্থ। (দীর্ঘনিকায়) **বীমংসা সমাধি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **বীমংসকার**। (তুলনীয়) **পরিবীমংসা**। ⇒ **বীমংসন**।

বীমংসানুচরিত (বিণ) [বীমংসা+অনুচরিত] মীমাংসানুকূল, মীমাংসায় অনুপ্রবিষ্ট বা অনুপ্রবেশিত। = **অনুবিচরিত**।

বীমাংসাপেতি (ক্রি) অনুসন্ধানের কারণ করা, অনুসন্ধান করানো। ⇒ **বীমংসতি**।

বীমংসিন (বিণ) = **বীমংসক**। ⇒ **বীমংসক**।

বীমংসী (বিণ) অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী। = **বীমংসক**।

বীযতি (ক্রি) [বা + √ঈ + য] তাঁতে বুনিত হওয়া। = **বিয্যতি**।

বীর (বিণ) বীর, শূর, বিক্রমশালী, বীরাচারবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, সাহসী, চমৎকার, সুন্দর, গুণবান, সাধু, প্রশংসনীয়, সুদৃশ্য পোশাক পরিহিত, সাহসিক, বীর সম্বন্ধীয়, বীরোচিত, বীরসদৃশ, মহান, বীরের উপযুক্ত, পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন, শক্তিমান, ক্ষমতাশালী, বলবান, মহৎ, অদ্ভুত। (থেরগাথা) **নরবীর**। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাবীর**। "**বীর**" শব্দ প্রায়শ বুদ্ধের গুণ বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (পুং) শক্তিবান পুরুষ, বীরপুরুষ।

বীরঙ্গরূপ (বিণ) [বীর + অঙ্গ + রূপ] বীরের ন্যায় প্রস্তুত, বীর সদৃশ, বীর সম্বন্ধীয়, বীরোচিত, বীরযোগ্য, বীরের উপযুক্ত, স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক, পবিত্র, অনুপম। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় : "**দেবপুত্ত-সদিস-কায**"। বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে বলা হইয়াছে : "বর-অঙ্গ-রূপিন" = **বীরঙ্গরূপ**।

বীবদাত (বিণ) [বি + অবদাত] নির্মল, পরিষ্কার, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, এবড়ো থেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সমান প্রান্তযুক্ত, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, খাঁটি, অবিমিশ্র, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল।

বীসং (বিণ), ২০, কুড়ি। = **বীসতি**। (সূত্রনিপাত) **বীসংবস্‌স-সত**—১২০ বৎসর। **বীসং জাতিযো**। (জাতক) **বীসংযোজন-সত**; **বীসংরতন-সত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বীসংযোজন-সতং**। **বীসংবস্‌স-সতিকা**।

বীসংবস্‌স-সতিক (বিণ, পুং) ১২০ বৎসরের। ⇒ **সতিক**, **বীসং**।

বীসংবস্‌স-সতিকা (বিণ, স্ত্রী) ১২০ বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে এমন। ⇒ **বীসং**।

বীসইন (বিণ) ২০, বিশ, কুড়ি। = **বীসতি**, **বীসং**।

বীসতি (বিণ) ২০, বিশ, কুড়ি, কুড়ি সংখ্যক। (বিনয়) **বীসতিবস্‌স** (উপসম্পদা লাভের সময় অর্থাৎ ভিক্ষু করাইবার সময় উপসম্পদা প্রার্থীকে গর্ভে উৎপন্ন কাল হইতে উপসম্পদা লাভের সময় পর্যন্ত কুড়ি বৎসর বয়স পরিপূর্ণ হইতে হয়—এই সূত্রে) কুড়ি বৎসর। (সূত্রনিপাত) চতু-**বীসত'ক্খরং**—২৪টি অক্ষর। (জাতক) **বীসতি সহস্‌সভিক্খু**—বিশ হাজার ভিক্ষু। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একূন-বীসতি**—১৯, উনিশ; **বীসতি বস্‌সসহস্‌সানি**। = **বীসতিং**, **বীসইন**।

বীসতিং (বিণ) ২০, কুড়ি সংখ্যক। = **বীসতি**।

বীসতিম (বিণ) ২০শ, ২০ বৎসরের, বীংশতিতম, বিংশতি, কুড়ি বৎসর পরিপূর্ণ বয়সের।

বীহি (পুং) ধান, ধান্য। Rhys. Davids-এর অভিধানে ইহার অর্থ বলা হইয়াছে "চাউল"। ইহা সপ্তবিধ "**আমক ধঞ্‌ঞ**"-কেই বলা হইয়াছে। ⇒ **আমক ধঞ্‌ঞ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বীহিতুম্ব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বীহিপিটক**।

বীহিতুম্ব—ধান মাপিবার এক প্রকার ঝুড়ি-বিশেষ, আড়ি সেরী ইত্যাদি। ⇒ **বীহি**।

বীহিপিটক (ক্লী) ধানের গোলা, ধান বা চাউল রাখিবার পাত্র বা ঝুড়ি-বিশেষ। ⇒ **পটক** (১), **বীহি**।

বুচ্চট্ঠানসোধক (বিণ) ময়লা স্থান শোধক, পায়খানাদি ময়লা-জঞ্জাল পরিষ্কারক, ময়লা পরিষ্কারকারী, যেই ব্যক্তি ময়লাদি পরিষ্কার করে। = **ছড্ডক**। (পুং) মেথর, ঝাড়ুদার।

বুচ্চতি (ক্রি) [√বচ + য] বলা হয়, কথিত হয়, ডাকা হয়। (চুল্লনিদ্দেস) **বুচ্চতি কথেতি**। ⇒ **বত্তি**। (অ-বিণ) **বুত্ত**। (ব-বিণ) **বুচ্চমান**।

বুজ্ঝেতি (ক্রি) বুঝা, জ্ঞাত হওয়া, জানা, হৃদয়ঙ্গম করা।

বুট্ঠ (বিণ) বর্ষিত, বৃষ্টির জলে ভিজিয়াছে এমন, বৃষ্টি বর্ষিত। ⇒ **বট্ট** (১), **বট্ঠ**, **বস্‌সতি** (১)।

বুট্ঠবন্ত (বিণ) = **বুসিতবন্ত**। ⇒ **বুসিতবন্ত**।

বুট্ঠহতি (ক্রি) [উ + √ঠা + অ] ১ উঠা, উত্থান করা, চড়া, ফাঁপিয়া উঠা, জন্মান, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া,

বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, হাজির হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, প্রদত্ত হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া। (বিনয়) **গব্ভ বুট্‌ঠহতি**। ২ উদিত হওয়া, আবির্ভাব হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, নির্গত হওয়া, দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন করা। = **উট্‌ঠহতি** (অতীত) **বুট্‌ঠাহি, বুট্‌ঠাসি**। (অ-বিণ) **বুট্‌ঠিত**। (ব-বিণ) **বুট্‌ঠন্ত**। (ক্রি-বিণ) **বুট্‌ঠহিত্বা**। **বুট্‌ঠায**। (করণে) **বুট্‌ঠাপেতি**।

বুট্‌ঠাতি (ক্রি) = **বুট্‌ঠহতি**। ⇒ **বুট্‌ঠহতি**।

বুট্‌ঠান (ক্লী) ১ আরোহণ, উত্থান, চড়াই, মূল, আদি, বৃদ্ধি, স্ফীতি, উন্নতি, স্বরের উচ্চতর প্রকাশ, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন। (জাতক) **গব্ভবুট্‌ঠান**। ২ ধর্মযাজক পদে নিয়োগ, উপসম্পদা বা ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ লাভ, পুনর্বাসন, (ভিক্ষুসঙ্ঘে) প্রতিষ্ঠা বা প্রবেশ লাভ। ৩ উদয়, উত্থান, উদ্দীপন, জাগরণ, বর্ধন, উন্নতি, দৃষ্টিপথে, আবির্ভাব বা আগমন, নির্গমন, জরুরি অবস্থা, অত্যয়, সঙ্কট, জরুরি অবস্থায় ব্যবহৃত বস্তু বা বিষয়, গুপ্ত অবস্থা হইতে পুনঃপ্রকাশ, উদ্ভব, উদ্ভিদ দেহে উদ্‌গত কোমল কাঁটার ন্যায় পদার্থ-বিশেষ, (পরিভাষায়) অঙ্গরুহ। (তুলনীয়) **উট্‌ঠান** (৩)। ধর্ম বিষয়ে 'বুট্‌ঠান" শব্দ প্রযুক্ত হইলে তখন অর্থ হয় : **"ঝান"** (ধ্যান বা গভীর চিন্তা) হইতে সংজ্ঞা বা চেতনা লাভ অর্থাৎ ধ্যান হইতে উত্থান। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বুট্‌ঠান গামিনী**।

বুট্‌ঠান গামিনী (বিণ) উত্থানগামী, উত্থান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ, উঠিবার পথে পড়িয়াছে এরূপ, উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেয় এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বুট্‌ঠানগামিনী বিপস্‌সনাঞাণ**—বিদর্শন জ্ঞানে বা অন্তর্দৃষ্টির পথে উন্নীত করে এমন।

বুট্‌ঠানতা (স্ত্রী) পুনর্বাসন। (বিনয়) **আপত্তিবুট্‌ঠানতা**—দোষে ক্ষমা প্রদান অথবা দোষ হইতে মুক্তিপ্রদান (অর্থাৎ কোনো ভিক্ষু **'আপত্তি"** বা দোষপ্রাপ্ত হইলে অন্যান্য ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিয়া সেই দোষস্খালন করণ)।

বুট্‌ঠানিম—ইহা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া এক প্রকার শাস্তিভোগ-বিশেষ। (মধ্যম নিকায়) **বুট্‌ঠানিমং নাম বেদনং বেদিযমান**।

বুট্‌ঠাপেতি (ক্রি) ১ নিয়মিত করা, ব্যবস্থা করা, নিয়োগ করা, পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করা, আদেশ করা, উপসম্পদা প্রদান করা অথবা ভিক্ষুপদে প্রতিষ্ঠিত করা, পুনর্বাসন করা। = **উপসম্পাদেতি**। ২ জাগিয়া উঠা, জাগরিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, ফিরিয়া যাওয়া বা ঘুরিয়া যাওয়া। ⇒ **বুট্‌ঠহতি**। (অতীত) **বুট্‌ঠাপেসি**। (অ-বিণ) **বুট্‌ঠাপিত**। (ক্রি-বি) **বুট্‌ঠাপেত্বা**।

বুট্‌ঠি (স্ত্রী) বৃষ্টি, বৃষ্টিপাত, মেঘ হইতে জলবর্ষণ, বৃষ্টিবর্ষণ। (সূত্রনিপাত) চরিত্রে সমার্থবাচক : **সদ্ধাবীজং তপোবুট্‌ঠি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বাতবুট্‌ঠি**। (জাতক) **বুট্‌ঠিধারা**। (অপাদান) চরিত্রে : **অমতবুট্‌ঠি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সলিলবুট্‌ঠি**।

বুট্‌ঠিক (বিণ) বৃষ্টিপাত হয় এরূপ, বৃষ্টিক, বর্ষিত, বৃষ্টিপাত হইয়াছে এরূপ।

বুট্‌ঠিকা (স্ত্রী) = **বুট্‌ঠি**। ⇒ **বুট্‌ঠি**।

বুট্‌ঠিত (বিণ) উত্থিত, উদিত, পুনরাগত, প্রাদুর্ভূত, প্রকাশিত। (দীর্ঘনিকায়) **পটিসল্লাণা বুট্‌ঠিত**। (তুলনীয়) **উট্‌ঠিত**। ⇒ **বুট্‌ঠহতি**।

বুট্‌ঠিধারা—বৃষ্টিধারা, বৃষ্টিপাতের ধারা, মেঘ হইতে জল পতনের ধারা। ⇒ **বুট্‌ঠি**।

বুট্‌ঠিমন্ত (বিণ) বৃষ্টিপাত হইতেছে বা হয় এরূপ, বৃষ্টিপূর্ণ, আকাশ মেঘপূর্ণ হইয়াছে এরূপ।

বুড্‌ঢ (বিণ) বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, প্রাচীন, বুড়া, শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধাভাজন, প্রবীণ, জ্ঞানবান। = **মহল্লক**।

বুড্‌ঢক (বিণ) বৃদ্ধ, প্রাচীন, বয়োবৃদ্ধ। (তুলনীয়) **বুড্‌ঢ**।

বুড্‌ঢতর (বিণ) অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, (দুইজনের মধ্যে) অগ্রজ। = **বুড্‌ঢতর**।

বুড্‌ঢি (স্ত্রী) বৃদ্ধি, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তান সন্ততি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, অগ্রসারণ, অগ্রকরণ, উন্নতিসাধন, বর্ধন, সাফল্য, সৌভাগ্য। (বি-ভা) **বুড্‌ঢি বিরূঢ়ি বেপুল্ল** (এই তিনটি পুনরুক্তি-ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে—মিলিন্দ প্রশ্ন)।

বুণাতি (ক্রি) ১ বাধা দেওয়া, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, রোধ করা, বন্ধ করা, মন্থর করা, রক্ষা করা, পালন করা, গোপন করা, লুক্কায়িত করা। (তুলনীয়) **রুন্ধতি**। ⇒ **বিবরতি**। ২ ইচ্ছা করা, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, "আশা করি"—এই কথা বলা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা।

বুণ্‌হ [ব + উণ্‌হ] উত্তাপ, উষ্ণতা, উত্তাপবোধ। (করণ কারকে) **বুণ্‌হেন**। ⇒ **উণ্‌হ**।

বুণ্‌হি = **বুণ্‌হ**। ⇒ **বুণ্‌হ**। (করণ কারকে) **বুণ্‌হিনা**।

বুত্ত (বিণ) ১ উক্ত, কথিত, বলা হইয়াছে এরূপ। = **পবুত্ত** (১)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বুত্তং হোতি**—তাহা বলিতে। ⇒ **বত্তি**। ২ বপিত, বোনিত, বীজ বপিত, বীজ ছড়ানো হইয়াছে এরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **খেত্তবুত্ত**। ⇒ **বপতি** (১)। ৩ মুণ্ডিত, ক্ষৌরকর্মকৃত, কামানো হইয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **বুত্তসিরো**। (তুলনীয়) **নিবুত্ত** (২)। ⇒ **বপতি** (২)। (পুং) বপিত দ্রব্য, কথিত বিষয়।

বুত্তং বট্টতি ⇒ **বট্টতি** (২)।

বুত্তং হোতি ⇒ **বুত্ত** (১)।

বুত্তক (ক্লী) কথিত বিষয়, কথিত কথা, উক্ত বিষয়, যাহা বলা হইয়াছে তাহা। **ইতিবুত্তক**—একটি পালি সাহিত্যের নাম-বিশেষ। ⇒ **ইতি**।

বুত্তত্তা—উক্ত হইয়াছে বলিয়া, বলা হইয়াছে বলিয়া।

বুত্তনযেন (ক্রি-বিণ) কথিত মতে, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তদনুরূপ, পূর্বোক্ত অনুসারে, পূর্বে বা প্রথমে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপভাবে, পূর্বের কথিত মতে। = **বুত্তনিযামেন**। ⇒ **নযেন** (২)।

বুত্তনিযামেন (ক্রি-বিণ) = **বুত্তনযেন**। ⇒ **বুত্তনযেন**।

বুত্তপ্পকার (বিণ) উপরোক্ত কথিত মতের, কথিত প্রকারের, প্রদত্ত বর্ণনারূপ, যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ, পূর্বের কথামত।

বুত্তপ্পকারেন (ক্রি-বিণ) উপরোক্ত কথিত মতে, কথিত বা বর্ণনা দেওয়া অনুসারে।

বুত্তমত্তে এব—বলিবার সঙ্গে সঙ্গে, যখন বলা হইয়াছে তখনই। ⇒ **মত্ত** (১ ঙ)।

বুত্তমান—সংযুক্ত নিকায়ের এই শব্দটির পাঠ হইবে "**বত্তমান**"।

বুত্তরি—এই শব্দটি ধর্মপদে দৃষ্ট হয়, যেমন—**পঞ্চ ব-উত্তরি** (অথবা "**বু-উত্তরিং**")। তুলনীয় ধর্মপদ অর্থকথা।

বুত্তবাদী (বিণ) যেই ব্যক্তি কথিত বিষয় বলে, আবৃত্তি-কারক।

বুত্তবেলা (স্ত্রী) কথিত সময়, যেই সময় বলা হইয়াছে সেই সময়, বলিবার সময়। (জাতক) **তেন বুত্ত-বেলাযং; ইত্তরায বুত্ত-বেলায**।

বুত্তসির (বিণ) মুণ্ডিত মস্তক, ন্যাড়ামাথা, যাহার মস্তকের কেশচ্ছেদন করা হইয়াছে। ⇒ **বুত্ত** (৩)।

বুত্তি (স্ত্রী) অস্তিত্বের ধরন, কার্যের ধরন বা রীতি, পরিচালন, পথপ্রদর্শন, সেনাপতিত্ব, আচরণ, ব্যবস্থা, পরিচ্ছদ, শারীরিক বা মানসিক গঠন, অভ্যাস, রীতি, স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় চড়িবার কোট, জীবিকার্জন, জীবিকা, জীবিকানির্বাহের উপায়, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, নীতি, নিয়ম, চলিত নিয়ম, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, ব্যবহার, প্রথা ধারা, শব্দ প্রয়োগরীতি। = **জীবিতবুত্তি, জীবিকা, জীবিত**। (তুলনীয়) **বত্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযবুত্তি**।

বুত্তিক (বিণ) অভ্যস্ত, পুনঃপুন ব্যবহারের মধ্যে আছে এরূপ, অভ্যাসে আছে এরূপ, আচরণ করা হয় এরূপ, কিছু করা হয় এরূপ, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা হয় এরূপ, সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করা হয় এরূপ, জীবন্ত, সজীব, জীবিত, ক্ষিপ্র, সতেজ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কণ্ডক বুত্তিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্খবুত্তিক**।

বুত্তিকা (স্ত্রী) অবস্থা, দশা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আসত্তবুত্তিতা**।

বুত্তিন (বিণ) = **বুত্তিক**। ⇒ **বুত্তিক**। (তুলনীয়) **বত্তিন**।

বুত্তিসমোধানতা (স্ত্রী) অনুধাবন, অনুবর্তন, অনুসরণ, ফল, পরিণাম। জাতকে "**বত্তিসমোধানতা**" পরিবর্তে ইহার পাঠ হইয়াছে।

বুত্তী (বিণ) = **বুত্তিক**। ⇒ **বুত্তিক**।

বুত্থ (বিণ) ১ বস্ত্র পরিহিত। এই শব্দটি দৃষ্ট হয় না, সাধারণত "**নিবত্থ**" শব্দের ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। = **নিবত্থ**। ⇒ **বসতি** (১)। ২ যাপিত, (সময়) কাটাইয়াছে এমন, বাস করিয়াছে এমন। ⇒ **বসতি** (২)। ধর্মপদ অর্থকথায় প্রায়ই "**বুদ্ধ**" শব্দের পরিবর্তে "**বুত্থ**" (উৎপাদিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উৎপন্ন, উদিত অর্থে) শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (ক্রি-বি) **বত্থুত্তং** (ধর্মপদ অর্থকথা) ⇒ **পরিবুত্থ, পবুত্থ, বুসিত**।

বুত্থক (বিণ) যেই ব্যক্তি বাস করিয়াছে, অবস্থান করিয়াছে এমন, যাপন করিয়াছে এমন।

বুত্থপুব্ব (বিণ) পূর্বেবাসকৃত, পূর্বে অবস্থান করা হইয়াছে এমন। ⇒ **পুব্ববুত্থক, পুব্ব** (বিণ)।

বুত্থমত্থং[বুত্তং + অত্থং] কথিত বিষয়, যাহা বলা হইয়াছে। ⇒ **অত্থং**।

বুত্থবস্স (বিণ) বর্ষাযাপিত, বর্ষাবাস যাপিত, বর্ষাকাল কাটাইয়াছে এমন, বর্ষাবাস যাপন করিয়াছে এমন। = **বস্সংবুত্থ, বুত্থবাস**। ⇒ **বস্স** (১খ)।

বুত্থবাস (বিণ) বর্ষাবাস যাপিত, বর্ষা বা বর্ষাবাস যাপন করিয়াছে এমন, বর্ষাকাল বা বর্ষা ঋতু কাটাইয়াছে এমন। ⇒ **বাস** [২গ (বিণ)]।

বুদ্ধ (বিণ) ১ জ্ঞানপ্রাপ্ত। = বুড্‌ঢ। (সূত্রনিপাত) **বুদ্ধমহল্লক**। ২ উদিত, উৎপন্ন, উৎপাদিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বুদ্ধভাব (পুং) বৃদ্ধভাব, বার্ধক্য, বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধাবস্থা। = **বদ্ধব্য**।

বুদ্ধসীলিন (বিণ) নৈতিক উৎকর্ষে বর্ধিত, ধর্মপুণ্যে উন্নত, গুণ বা বৈশিষ্ট্যে উন্নত, সাধুতায় বা ন্যায় পরতায় উন্নত, বলে বা শক্তিতে বর্ধিত। ⇒ **সীলিন**।

বুদ্ধি (স্ত্রী) = বুড্‌ঢি। ⇒ বুড্‌ঢি। (মধ্যম নিকায়) **বুদ্ধি বিরূঢ়িবেপুল্ল**। (বিপ) **পরিহানি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বুদ্ধি বিরূঢ়ি; কুসলেসু ধম্মেসু বুদ্ধি**। (জাতক) **বুদ্ধিপ্পত্ত**। ⇒ **বুদ্ধি**।

বুদ্ধিপ্পত্ত (বিণ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাড়ন্ত, উন্নত, সৌভাগ্যপ্রাপ্ত, প্রাপ্ত, বর্ধিত, সাফল্যজনিত, বয়সপ্রাপ্ত, বিবাহযোগ্য। ⇒ **বুদ্ধি**।

বুধ (বিণ) বুধ, জ্ঞানী। (পুং) জ্ঞানীপুরুষ।

বুধবার—বুধবার, সপ্তাহের মধ্যে চতুর্থ দিবস।

বুনাতি (ক্রি) দমন করা।

বুপসমতি (ক্রি) উপশম হওয়া, আরোগ্য হওয়া। ⇒ **বূপসামেতি**।

বুপ্পতি (ক্রি) বপন করা, রোপণ করা। = **বপ্পতে**। ⇒ **বপতি**।

বুয্হতি (ক্রি) [√বহ + য] (সংস্কৃত—উহ্যতে) ১ বহন করিয়া নীত হয়, (বরাবর) বহন করিতে হয়। ২ স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া যায়, (নদীর স্রোতে) জলমগ্ন হয়। ⇒ **বহতি**। (অতীত) **বুয্হি**। (অ-বিণ) **উঢ়** (⇒ "**সোঢ়**"), **বুঢ়, বূঢ়** (বূঢ়)। (ব-বিণ) **বুয্হমান, বুয্হরে**

(বিশুদ্ধিমার্গ)।

বুয্হমানক (বিণ) যেই ব্যক্তিকে জলমগ্ন করে, জলে ডুবিয়া মরে বা মরিতেছে এমন। = **বুয্হমান** (⇒ **বুয্হতি**)।

বুল্হ (বিণ) বহন করিয়া নীত, স্রোতে ভাসাইয়া নিয়াছে এরূপ। = **বূল্হ**। ⇒ **বহতি, বুয্হতি**।

বুবহ্যমান (বিণ) = **ওপুনিযমান**। ⇒ **ওপুনিযমান**।

বুসিত (বিণ) পরিপূরিত, সমাধাকৃত, কার্যে পরিণত, সম্পাদিত, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সিদ্ধ, সুসভ্য, বাসকৃত, বাস করিয়াছে এমন, যাপিত (= **বুত্থ**), পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পূর্ণতায় উপনীত। (বি-ভা) **বুসিতং ব্রহ্মচরিযং**—ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে এমন (দীর্ঘনিকায়); = **বুত্থং পরিবুত্থং**।

বুসিতত্ত (স্ত্রী) বাস করিবার ঘটনা বা অবস্থা, পূর্ণতা প্রাপ্তির অবস্থা। (দীর্ঘনিকায়) **বুসিতবা-মানিন কিং অঞ্ঞত্র অবুসিতত্তা**--অপূর্ণতা অপেক্ষা বরং পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে গৌরবান্বিত।

বুসিতভাব (পুং) = **বুসিতত্ত**। ⇒ **বুসিতত্ত**।

বুসিতবন্ত (বিণ) যিনি পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন। ইহা অর্হত সম্বন্ধীয় বর্ণনা। ⇒ **বুসিত, অরহন্ত**।

বুসীমন্ত (বিণ) [এই শব্দের বর্ণনা দেওয়া শক্ত, সম্ভবত "**বসবত্তিন**" শব্দের ভাবার্থে "**বসীমন্ত**" (⇒'**বসীবস**") শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে] = **বুসিতবন্ত**। ⇒ **বুসিতবন্ত**। = "**বুট্ঠবা চিণ্ণ-চরণো**" ইত্যাদি—এইরূপ অর্থেও "পূর্ণতাপ্রাপ্ত" অর্থ হইয়া থাকে; একই অর্থে "**চিণ্ণবসিন**" শব্দ তুলনীয়।

বুস্সতি—"**বস্সতি** শব্দের কর্মবাচ্যে ক্রিয়া। ⇒ **বসতি** (২)।

বূপকট্ঠ (বিণ) নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে বিমুক্ত, উঠাইয়া বা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, টানিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, হস্তান্তরকৃত, স্নেহচ্যুত। = **ববকট্ঠ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গণস্মা বূপকট্ঠ**। (বি-ভা) **একো বূপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী** ইত্যাদি (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **অরহন্ত**।

বূপকাস (পুং) হস্তান্তরণ, হস্তান্তর করিয়া যাহার নিকট দেওয়া যায়, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ, বিরহ, ছাড়াছাড়ি, মতিভ্রম, বিরোধ, পার্থক্য, বিয়োগ, নির্জনতা, গোপনতা। ইহা দুই প্রকার, যথা—**কাযবূপকাস, চিত্তবূপকাস** (কায় এবং মন-সম্বন্ধে)।

বূপকাসাপেতি (ক্রি) টানিয়া নেওয়া, আকর্ষণ করিবার কারণ করা, অন্যমনস্ক করা, নানাদিকে আকর্ষণ করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা। ⇒ **বূপকাসেতি**।

বূপকাসেতি (ক্রি) আকর্ষণ করা, টানিয়া নেওয়া, প্রলোভিত করা, হস্তান্তর করা, স্নেহচ্যুত করা, বন্ধুতা বিচ্ছেদ করা, নানাদিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা, বর্জন করা, বাদ দেওয়া, বেদখল করা, প্রবেশ করিতে না দেওয়া। ⇒ **ববকস্সতি**। (অ-বিণ) **ব্যপকট্ঠ**। (করণে) **বূপকাসাপেতি**।

বূপরতি (স্ত্রী) রতি-সম্বন্ধে উপশম, নিবৃত্তি, বিরাম, অবসান। = **উপরতি**।

বূপসন্ত (বিণ) উপশান্ত, উপশমিত, শান্ত, তৃপ্ত, প্রশমিত, প্রশান্ত, স্থির, অবিচলিত, নিস্তব্ধ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বূপসন্ত চিত্ত**। ⇒ **বূপসম্মতি**।

বূপসম (পুং) [বি + উপসম] ১ উপশম, শান্তি, প্রশান্তি, সান্ত্বনা, বৈষম্য, দরিদ্রকে সহায়তা, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য, অবরোধ হইতে উদ্ধার, উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত সৈন্যাদি, কর্তব্যরত ব্যক্তির স্থানপূরণ, দণ্ড হইতে মুক্তি দান, দমন, নিবারণ, নিরোধ, গোপন, প্রভুত্ব, স্বামিত্ব, আধিপত্য, জয়, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা বা নৈপুণ্য লাভ, কোনো বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান, বিরাম, নিবৃত্তি, অবসান, শান্ত অবস্থা। = **সন্তি, উপসম**। (সংযুক্ত নিকায়) **বূপসম চেতসো**। (দীর্ঘনিকায়) **সঙ্খারা বূপসম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পপঞ্চ বূপসম**। ২ (তৃষ্ণার) নির্বাপণ করণ, (তৃষ্ণা) প্রশমন করণ বা ধ্বংস করণ।

বূপসমতি (ক্রি) = **বুপসমতি**। ⇒ **বূপসমতি**। (করণে) **বূপসমেতি**।

বূপসমন (স্ত্রী) বিরাম, নিবৃত্তি, অবসান, উপশম, প্রশমন। = **বূপসম**।

বূপসমেতি (ক্রি) = **বূপসামেতি**। ⇒ **বূপসামেতি**। ⇒ **বূপসমতি**।

বূপসম্মতি (ক্রি) [বি + উপ + √সম + অ] ১ প্রশমিত হওয়া, শান্ত হওয়া। ২ দমিত হওয়া, নিরুদ্ধ হওয়া, চাপা থাকা, অপ্রকাশিত থাকা, নিবারিত হওয়া, সংযত হওয়া, অপসারিত হওয়া। ৩ পরাজিত হওয়া, দমিত হওয়া, বশীভূত হওয়া, শান্ত হওয়া, নরম হওয়া, আর্দ্র হওয়া, নির্বাপিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, (প্রদীপ) নিভিয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **বূপসন্ত**। (করণে) **বূপসমেতি**।

বূপসামেতি (ক্রি) [বি + উপ + √সম + এ] শান্ত করা, মিটানো, তৃপ্ত করা, উপশম করা, প্রশমিত করা, আরোগ্য করা, হ্রাস করা, লঘু করা, সাহায্য করা, কর্তব্যরত অন্য কোনো ব্যক্তির স্থান গ্রহণ করা, উদ্ধার করা, দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রেণুং বূপসমেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোকং বূপসমেতি**। ⇒ **বূপসম্মতি**।

বূঢ় (বিণ) = **বুঢ়**। ⇒ **বুঢ়**। = **বূঢ়**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদকেন বূঢ়**। ⇒ **বহতি, বুয্হতি**।

বে (অব্যয়, বিণ) ১ যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময় বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে। ইহা একটি গভীর

বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দও বটে। (বিনয়) **এতং বেসুখং।** (ধর্মপদ) **স বে বালো'তিবুচ্চতি; সব্বথ বে; যং বে .... তং বে।** = **যেব।** ⟹ **হবে।** ২ তোমাদিগকে, আপনাদিগকে। সূত্রনিপাতে প্রচলিত শব্দ "বো" এর পরিবর্তে "**তুম্হে**" শব্দের সংক্ষিপ্তাকারে "বে" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। = **তুম্হাকং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = বো (২)। ৩ "বে" শব্দ "**বি**" শব্দের "**গুণ**" (বৃদ্ধি) এর আকার, ইহা "**বি**" শব্দের সহিত যুক্ত শব্দ হইতে অনেক অপ্রধান বা গৌণ (প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গে, ক্লীব লিঙ্গে, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে) পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বা ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হয় অর্থাৎ "**বেকল্ল, বেচিকিচ্ছিন্ন,** বেনেয্য, **বেপুল্ল, বেমত্ত, বেবিচ্ছা, বেরমণী**" বুদ্ধঘোষ যাহার সোজাসুজি বর্ণনা দিয়াছেন "**বি-কারস্স বে-কারং কত্বা বেরমণী**"। (তুলনীয়) বেয্য।

বেকটিক (বিণ) যেই ব্যক্তি ধুলা-ময়লায় ম্রক্ষিত হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত, যেই ব্যক্তি নোংরা হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত, যেই ব্যক্তি নোংরা বা অপরিষ্কার খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে।

বেকণ্ড (ধনুর) এক প্রকার তীর বা শর।

বেকত (বিণ) পরিবর্তিত, রূপান্তরিত, বদলীকৃত। = **বিকত।**

বেকন্তক—একজাতীয় তাম্র-বিশেষ। ⟹ **লোহ।**

বেকল্য (ক্লী) = **বেকল্ল।** ⟹ **বেকল্ল।**

বেকল্যতা (স্ত্রী) = **বেকল্লতা।** ⟹ **বেকল্লতা।**

বেকল্ল (ক্লী) বৈকল্য, বিকলতা, বিকৃতভাব, অঙ্গহীনতা, অঙ্গ-বৈকল্য, ন্যূনতা, অস্বাভাবিকতা, কাতরতা, খঞ্জতা, অভাব, অসম্পূর্ণতা, দোষ। (বিপ) **সাকল্য।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জণ্ণূ অবেকল্লং করোতি**—হাঁটুদ্বয়কে সোজা করিয়া রাখে। ⟹ **অবেকল্ল।**

বেকল্লতা (স্ত্রী) বৈকল্য, অঙ্গহীনতা, অসম্পূর্ণতা, অভাব, দোষ। = **বেকল্ল।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইন্দ্রিয়-বেকল্লতা।**

বেক্খিয (ক্রি-বি) দেখিয়া, প্রত্যবেক্ষণ করিয়া, বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া, চিন্তা করিয়া। = **অবেক্খিয, অবেক্খিত্বা।** ⟹ **অবেক্খতি।**

বেগ (পুং) বেগ, ত্বরা, শীঘ্রতা, দ্রুততা, দ্রুতগমন, গতিবেগ, গতি, অতিমাত্র সংবেদনশীল দেহাংশ, মর্মস্থল, ভঙ্গি, চলচ্ছবি, অবস্থান পরিবর্তন, মানসিক উত্তেজনা, প্রস্তাব, মলত্যাগ, তাড়না, ঘাত, শক্তি, মনের বেগ বা উত্তেজনা, ঝোঁক, আবেগ, শারীরিক বা মানসিক শক্তি, প্রভাব, কার্যকারিতা, যুক্তিবল, বুঝাইবার কার্যকারিতা, যুক্তিবল, বুঝাইবার শক্তি, সঠিক অর্থ, ব্যুৎপত্তি, মূত্র-বিষ্ঠাদির নির্গমন প্রবৃত্তি, প্রবাহ, উদ্যম, প্রণয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আনন্দ, আহ্লাদ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সরবেগ।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **বাতবেগ; বিসবেগ; কম্মবেগ।** (তুলনীয়) **সংবেগ।**

বেগবন্ত (বিণ) বেগবান, দ্রুত গতিশীল। ⟹ **জব।**

বেগসা (ক্রি-বিণ) = **বেগেন।** ⟹ **বেগেন।**

বেগেন (ক্রি-বিণ) বেগে, দ্রুতবেগে, দ্রুত, শীঘ্র শীঘ্র, সত্বর, অবিলম্বে। ইহার একই অর্থে অন্যশব্দ "**বেগসা**"; ইহা জাতকে "**থামসা, বলসা**" ইত্যাদির সহিত সদৃশ ব্যাপারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তকৃত।

বেঘ—এই শব্দটি দীর্ঘনিকায়ে "**বেঘ মিস্সকেন**"-এর শব্দাংশরূপে দৃষ্ট হয়। Rhys. Davids. ইহার ইংরেজি অনুবাদে গ্রহণ করিয়াছেন "কোনো বস্তু বা বিষয়ের সাহায্যে"। সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পাঠ হইয়াছে "**বেধ**", থেরগাথায় পাঠ হইয়াছে "**বেঘ-মিস্সেন**"; ইহার ইংরেজি অনুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে "প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, বলাৎকার, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অনিষ্ট"। Kern. Toev.-এ শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে "**বেগ্ঘ**" = **বিগ্ঘ** (সংস্কৃত—বিঘ্ন)। কিন্তু শব্দটি দুর্বোধ্য রহিয়া গেল এবং Kern. Toev.-এর ব্যাখ্যাও সমস্যাপূর্ণ।

বেচিকিচ্ছিন (বিণ) সন্দেহজনক, অস্পষ্ট, সন্দেহপূর্ণ, সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, অবিশ্বাস্য, অস্থিরমতি, সংশয়াপন্ন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কঙ্খিন বেচিকিচ্ছিন।**

বেচিত্ত (ক্লী) গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ, অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ, মনের বিরক্তি বা বিশৃঙ্খল অবস্থা।

বেচ্চ (বিণ) মিথ্যা, অসত্য, ভুল, অনিশ্চয়, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত, অনির্দিষ্ট।

বেজযন্ত (পুং) বৈজয়ন্ত, বৈজয়ন্তধাম, ইন্দ্রপুরী, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদ, বৈজয়ন্তপুরী।

বেজ্জ (পুং) বৈদ্য, আয়ুর্বেদবেত্তা, ভিষক, চিকিৎসক, ডাক্তার, কবিরাজ। = **তিকিচ্ছক।** (জাতক) **হত্থিবেজ্জ; বিসবেজ্জ।**

বেজ্জকম্ম (ক্লী) চিকিৎসা কার্য, ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা।

বেজ্জসালা (স্ত্রী) চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা।

বেজ্জিকা (স্ত্রী) ঔষধ (?)।

বেট্ঠিন (বিণ) বেষ্টিত। = **বেঠিত।**

বেঠ (ক্লী) মোড়ক, বেষ্টনী, পরিবেষ্টনী, উষ্ণীষ, মস্তকাবরণ, মাথার পাগড়ি।

বেঠক (বিণ) চতুর্দিকস্থ, বেষ্টনী, বেষ্টক, বেষ্টনকারক, বেষ্টনকারী, আচ্ছাদনী, যাহা দিয়া চতুর্দিকে পরিবেষ্টন বা আবৃত করা যায়। (মহাবংস) **বলযঙ্গুলিবেঠক।**

বেঠন (ক্লী) ১ এই শব্দটি সম্ভবত "**বটংস**" শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ⟹ **বটংস।** ২ বেষ্টন, আচ্ছাদন, খাম, লেফাফা। ৩ পাগড়ি, মস্তকাবরণ, টুপি। ৪ মোড়ক, গুটানো, ভাঁজকরণ, মোড়ানো, জড়ানো, বস্ত্র, পরিচ্ছদ, শালবস্ত্র। (তুলনীয়) **পলিবেঠন।**

বেঠিত (বিণ) বেষ্টিত, খামে পূরিত, আবদ্ধ, বেড়া দিয়া ঘেরা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বলয়িত, গুটানো, হইয়াছে এরূপ, ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ, জড়ানো বা মোড়ানো

হইয়াছে এরূপ, পরিবৃত, আচ্ছাদিত। (তুলনীয়) **নিবেঠিত, পরিবেঠিত**। ⇒ **বেঠেতি**।

বেঠিত সীস—বেষ্টিত বা পরিবেষ্টিত শির, শিরবেষ্টন, শিরস্ত্রাণ, টুপি, পাগড়ি, কিরীট। = **কিরীটিন**।

বেঠিযমান (বিণ) গুটানো হয় বা হইতেছে এরূপ, জড়িত বা পাকানো হইতেছে এরূপ, বেষ্টিত বা পরিবেষ্টিত হইতেছে এরূপ। ⇒ **বেঠেতি**।

বেঠেতি (ক্রি) [√বেঠ + এ] পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া দেওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, বিস্তৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, মোড়া, লুক্কায়িত করা, সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা, গুটানো, ভাঁজ করা, মোড়ানো, ঢাকনা দেওয়া, বেষ্টন করা, পরিবেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া। (তুলনীয়) **পলিবেঠেতি**। (অতীত) **বেঠেসি**। (অ-বিণ) **বেঠিত**। (ব-বিণ) **বেঠেন্ত, বেঠিযমান**। (ক্রি-বি) **বেঠেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বেঠিযতি**।

বেণ (পুং) ১ বাঁশের কারিগর, যেই ব্যক্তি বাঁশ দ্বারা নানাবিধ কাজ করে বা বাঁশের ঝুড়ি টুকরি চুপড়ি প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিস প্রস্তুত করে। ২ নীচ জাতীয় লোক, নিম্নশ্রেণীর মানুষ। (তুলনীয়) **পুক্কুস**।

বেণকুল (ক্লী) নীচজাতি, নীচবংশ। = **নীচকুল**।

বেণজাতিক (বিণ) ১ যাহার বাঁশ দ্বারা নানাবিধ কাজ করে সেই জাতীয় বা সেই বংশীয়। ⇒ **বেণ** (১)। ২ নীচ জাতীয়, নীচ বংশীয়, নিম্নশ্রেণীর। ⇒ **জাতিক**।

বেণি (স্ত্রী) = **বেণী**। ⇒ **বেণী**।

বেণিক (পুং) বীণাবাদক, যেই ব্যক্তি বীণা নামক বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

বেণিকত (বিণ) = **বেণীকত**। ⇒ **বেণীকত**।

বেণী (স্ত্রী) ১ যাহারা বাঁশ দ্বারা নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করিয়া উহা বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকানির্বাহ করে, বাঁশের কারিগর। = **বেণ** (১)। ২ নীচবংশ, নিম্নশ্রেণীর লোক, অকুলীন লোক। = **বেণ** (২), **বিতচ্ছিকা**। ৩ক চুলের বেণী, চুলের খোঁপা, চুলের দড়ি, বেণীবদ্ধ চুল, ভাঁজ করা চুল, চুলের কবরী বা খোঁপা। (বিনয়) **দুস্সবেণী**। = **কেসবেণী**। খ (চরিত্রে) লোকের শ্রেণী-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **অন্ধবেণী**।

বেণীকত (বিণ) বেণীকৃত, কবরীকৃত, খোঁপাকৃত, যেই চুল ভাঁজ করা হইয়াছে, যেই চুলে বেণী বাঁধা হইয়াছে, যেই চুল আঁচড়াইয়া বেণী বা খোঁপা করা হইয়াছে।

বেণীকরণ (ক্লী) চুলের বেণীকরণ, চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বা ভাঁজকরণ।

বেণু (পুং) বেণু, বাঁশ, বংশ।

বেণুগুম্ব (পুং) বাঁশের ঝাড় বা ঝোপ, বাঁশবন, বাঁশের বনজঙ্গল।

বেণুতিন্দুক (পুং) একজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ। = **তিম্বরু**।

বেণুদণ্ডক (ক্লী) বাঁশের লাঠি, বংশরজ্জু অর্থাৎ বাঁশের বেত পাকাইয়া দড়ির ন্যায় ব্যবহার, জঙ্গলী লতার দড়ি। = **তচসার**। ⇒ **দণ্ডক**।

বেণুবলি (পুং) বাঁশের জন্য প্রদত্ত শুল্ক বা খাজনা, (বাঁশের কারিগরকে) বাঁশের জন্য প্রদত্ত কর।

বেণুবন (ক্লী) বেণুবন, বাঁশবন, বাঁশের কুঞ্জবন, বাঁশবীথি।

বেতণ্ডিন (বিণ) কুতর্কপূর্ণ, ভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ, ভ্রান্তিমূলক যুক্তিপূর্ণ, বাকবিতণ্ডায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ⇒ **বিতণ্ডা**।

বেতন (ক্লী) বেতন, শ্রমিকের বেতন, মাসহারা, পারিশ্রমিক, মাহিয়ানা, মাহিনা, কাজের মূল্য, মজুরি, ভাড়া, জীবিকা, রৌপ্য, টাকাপ্রদান, প্রদত্ত অর্থ, পুরস্কার, পারিতোষিক, প্রতিদান, ক্ষতিপূরণ, বিষয়, ভূসম্পত্তি, দেয়ক, দর্শনী, ব্যয়, খরচা, অগ্রভাগ, প্রান্তে যোজিত ক্ষুদ্র অংশ, ঈষৎ আঘাত, আঁচ, ইঙ্গিত, বকশিশ, গোপন সংবাদ। (জাতক) **নিবাস বেতন; ভত্তবেতন**। জাতকে ইহার পরিবর্তে "**বেদন**" শব্দও দৃষ্ট হয়।

বেতনিক (বিণ) যেই ব্যক্তি ভাড়া বা বেতন লইয়া কাজ করে, বেতনধারী, কাজ করিয়া মাহিনা বা পারিশ্রমিক লয় এমন।

বেতব্ব (ভ-বিণ) বস্ত্র বুনিতে হইবে এরূপ, তাঁতে বুনার যোগ্য, যাহা তাঁতে বুনার বাকি আছে এমন। ইহার তুম শব্দে "বেতুং" (বিনয়)।

বেতরণি (স্ত্রী) = **বেতরণী**। ⇒ **বেতরণী**

বেতরণী (স্ত্রী) বৈতরণী, বৈতরণী নদী, প্রেতস্থানস্থ মহানদী, যমদ্বারস্থ নদী, একটি নদীর নাম-বিশেষ। = **বেতরণী নদী**।

বেতরণী নদী (স্ত্রী) বৈতরণী নদী, একটি নদীর নাম-বিশেষ। = **বেতরণী**।

বেতস (পুং) (দেবদিক—বেতস) ১ বৈতস, অম্লবেতস বৃক্ষ। ২ বাণীর বৃক্ষ, বেতগাছ, বেতস, বেতসী।

বেতাল (পুং) বেতাল, তালহীনতা, তালমাত্রা নাই এরূপ অবস্থা। এই শব্দটি দীর্ঘনিকায়ে (অবৈধ কৌশলের তালিকায়) কোনো কুহক কৌশলকে বুঝাইয়াছে। দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথায় বুদ্ধ ঘোষ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "**ঘন-তালং**" (করতাল বাজানো), যাহার মন্তব্য করা হইয়াছে "**মন্তেন মত-সরীরুট্‌ঠাপনং'তি একে**" (কেহ কেহ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন "যাদুমন্ত্র দ্বারা মৃতদেহ উত্তোলন" অর্থে। Rhys. Davids-এর Dial-এ ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে "চারণ সঙ্গীত"। (তুলনীয়) **বেতালিক**।

বেতালিক (পুং) বৈতালিক, বৈতাল, স্তুতিপাঠ, বোধকর, ভাট বা চারণসঙ্গীত, রাজদরবারাদিতে সঙ্গীত ব্যবসায়। মিলিন্দ প্রশ্নেও এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইহার অর্থ দুর্বোধ্য এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক। জাতক বর্ণনায় দেখা যায় "**বেতালা (পাঠ বেত্তায?') উট্‌ঠাপকে**" অর্থাৎ "চারণসঙ্গীত ('**বেতাল**' অথবা '**বেত্ত**' দ্বারা) গাহিয়া (জনমানবকে) জাগ্রত করা

যাহাদের কর্তব্য"। এই ব্যাখ্যাও দুর্বোধ্য, যেহেতু **উট্‌ঠাপক" শব্দ বুদ্ধঘোষের "উট্‌ঠাপন" ("বেতাল'** বর্ণনার ব্যায়) শব্দকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।" তাড়ানো গান বা তাড়াইয়া দিবার সঙ্গীত" এই অনুবাদ করিয়া Kern. Toev.-এ ভুল বুঝানো হইয়াছে।

বেতি (ক্রি) [বি + √ই + অ] চলিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অবসন্ন হওয়া। (তুলনীয়) **ব্যবষাতি**। ২ = **বন্দতি**। ⇒ **বিন্দতি**।

বেতুং (তুম) তাঁতে বুনিতে, বস্ত্র বুনিতে। ⇒ **বেতব্ব**।

বেতুল্য = **বেতুল্ল**। ⇒ **বেতুল্ল**।

বেতুল্ল (তুলনীয় সংস্কৃত—বৈতুল্য, ইহাকে বিপুল শব্দ হইতে বৈপুল্যও বলা হয়, কিন্তু পালিতে ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে) মতভেদ ঘটিয়াছে এমন কোনও ধর্ম সম্প্রদায়। (মহাবংস) **বেতুল্লবাদ**।

বেতুল্লবাদ (পুং) প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী ধর্ম। ⇒ **বেতুল্ল**।

বেতুল্লবাদিন (বিণ) প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী ধর্ম সমর্থক।

বেতুল্লবাদী (বিণ) = **বেতুল্লবাদিন**। ⇒ **বেতুল্লবাদিন**।

বেত্ত (স্ত্রী) ১ লতা, জঙ্গলী লতার দড়ি। (তুলনীয়) **বেণুদণ্ড**। ২ বেত্র, বেত, বেতস, বেতগাছ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বেত্তেহি তালেতি**—বেত্র দ্বারা তাড়িত করা বা বেত্রাঘাত করা। ৩ পল্লব, ফেঁকড়ি, বেত্রাঘাতে শাস্তি।

বেত্তগ্গ (স্ত্রী) বেত্রাগ্র, বেতের অগ্রভাগ বা আগা, বেত্রাঙ্কুর, বেতগাছের পল্লব বা মঞ্জরী, বাঁশের পল্লব বা মঞ্জরী। (তুলনীয়—**কড়ীর**)। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় ইহাকে "**বেত্তঙ্কুর**" শব্দরূপে পাঠ করা হইয়াছে।

বেত্তঙ্কুর—বেত্রাঙ্কুর, বেতের নবপল্লব, বংশাঙ্কুর, বাঁশের নব পল্লব বা শাখা পল্লব বা প্রশাখা। ⇒ **বেত্তগ্গ**।

বেত্তচার—বেত্রাচার, বেতঝাড়, বেতবন, বেতের ঝোপ বা জঙ্গলা পথ, বেতের লতাইয়া পেচাইয়া বৃদ্ধি, বাঁশের শাখা প্রশাখার জটার ন্যায় বৃদ্ধি। (জাতক) **বেত্তচার সঙ্কুপথ**—বেতবনের সঙ্কুচিত পথ বা জঙ্গলাপথ; (জাতক অর্থকথায়) **বেত্তেহি সঞ্চরিতব্ব**। (বিমানবত্থু) **বেত্তচারং সঙ্কুপথঞ্চ মগ্গং;** (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **বেত্তলতা বন্ধিত্বা আচরিতব্ব মগ্গ**।

বেত্তপথ—বেতবনের মধ্যস্থ পথ, বেতপূর্ণ জঙ্গল, বেতবনের পার্শ্ব বা মধ্য দিয়া চলাচলের পথ, জঙ্গলাপথ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বেত্তপথ সঙ্কুপথ**। ⇒ **বেত্তচার**।

বেত্তবন্ধন (স্ত্রী) বেত্রবন্ধন, বেতের বন্ধন, বাঁশের বেত দ্বারা বন্ধন, লতাগাছ দ্বারা বন্ধন, বেত দ্বারা বন্ধন। ⇒ **বন্ধন** (২)।

বেত্তলতা (স্ত্রী) বেত্রলতা, বেতের লতা, বেতগাছ। বেতবতী (স্ত্রী) প্রাচীন ভারতের **বন্ধুমতী** নামক এক নগরের নাম। ⇒ **বন্ধুবতী** (২)।

বেত্তবল্লী (স্ত্রী) বেতগাছ, বেতের লতাগাছ, বেতের লতা, বেতলতা, লতার মালা, বেতের মালা।

বেত্তাচার = **বেত্তচার**। ⇒ **বেত্তচার**।

বেত্তাসন (স্ত্রী) বেত দ্বারা প্রস্তুত আসন, বেতের কেদারা, বেতের আসন, বেত্রাসন।

বেদ (পুং) ১ (আনন্দজনক) অনুভূতি, ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুভূতি, উৎসাহ, ঔৎসুক্য, শ্রদ্ধা প্রযুক্ত ভয় বা ভীতি, প্রগাঢ় ভক্তি বা শ্রদ্ধা, মানসিক সুগভীর অনুভূতি, আবেগ, ("**সংবেগ**"-এর ন্যায় কিছু পরিমাণে) উত্তেজনা। (তুলনীয়) **বেদিয়তি, বেদনা**। (দীর্ঘনিকায়) **বেদপটিলাভ সোমনস্‌স পটিলাভ**। = **উড়ার** (মধ্যম নিকায়), **পীতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **অত্থবেদ ধম্মবেদ**—বুদ্ধের ধর্মের বা শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সত্যের (শব্দাক্ষর এবং অর্থ ও তাৎপর্য জ্ঞাত হইবার) জন্য ঔৎসুক্য। = **সোমনস্‌সং** (মধ্যম নিকায় অর্থকথা) ⇒ **বেদজাত**। ২ (উচ্চদরের) জ্ঞান (যেমন বেদ-শাস্ত্রের গুরুত্বের প্রতি বৌদ্ধ বৈষম্য), অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞান, পরিজ্ঞান, উদ্‌ঘাটন, প্রচার, দৈব, অপৌরুষেয়, অতি প্রাকৃতিক জ্ঞান বা সংবাদ, প্রত্যাদেশ, অভিধর্ম গ্রন্থের অনুরূপ উপলব্ধ বা অনুভূত জ্ঞান, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা। ইহা মধ্যম নিকায় অর্থকথায় "**ঞাণ**"-এর সহিত সঠিক স্থিরকৃত এবং সূত্রনিপাতে "**বেদগূ**" এর সহিত উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত, অথবা দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**বিদন্তি এতেনা'তি বেদো**" এই বর্ণনার সহিত নির্দেশিত। = **বেদা বুচ্চন্তি চতূসু মগ্গেসু ঞাণং পঞ্ঞা** (মহানির্দেশ, সূত্রনিপাত)। (বিণ) অভিজ্ঞ, দৈব বা অতি প্রাকৃতিক জ্ঞানের অধিকারী (ইহা বুদ্ধের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়)। ⇒ **বেদগূ**। ৩ বেদ, বেদশাস্ত্র, বৈদিক ধর্মগ্রন্থ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। মধ্যম নিকায় অর্থকথায় ইহাকে "**গন্থ**" গ্রন্থও বলা হইয়াছে। বেদ তিন প্রকার, যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ। (দীর্ঘনিকায়) **তিন্নং বেদানং পারগূ**—তিন বেদশাস্ত্রে পারদর্শী বা অভিজ্ঞ। বুদ্ধের অনেক পরবর্তী সময়ে অর্থকথায় চারি বেদের সমাবেশ করা হইয়াছে, যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বত্র কেবল উপরোক্ত ত্রিবেদের উল্লেখই দৃষ্ট হয়। (বিণ) বেদজ্ঞ, বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তিবেদ**। "**বেদ**" শব্দ প্রায়ই "**বেদমন্ত্র**" শব্দরূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বেদের ছয় প্রকার অঙ্গ আছে অর্থাৎ [বে + অঙ্গ =] "**বেদাঙ্গ**" (⇒ **বেদাঙ্গ**), ইহাদিগকে "**মন্ত্র**" বলা হয়। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মন্তপারগূ বেদপারগূ**।

বেদক (বিণ) ১ যেই ব্যক্তি উপলব্ধি করে বা দুঃখভোগ করে। ২ বেদশাস্ত্র জানে অথবা বেদশাস্ত্র পড়ে এমন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বেদক ব্রাহ্মণ**।

বেদগূ (বিণ) বেদজ্ঞ, বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী। (পুং) ১ যিনি জ্ঞানের উচ্চস্তর লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ

বুদ্ধ। বৌদ্ধমতে বর্ণনায় "বেদগূ" কে বলা হয় :—**চতুসু মগ্গেসু ঞাণং**—চারিপ্রকার মার্গজ্ঞান (চুল্লনিদ্দেস); ⇒ বেদ (২)। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য মতে "বেদগূ" শব্দের অর্থ হয়। **তিণ্ণং বেদানং পারগূ**—ত্রিবেদে অভিজ্ঞ বা তিন প্রকার বেদশাস্ত্র জ্ঞানে এমন। ২ (মিলিন্দ প্রশ্নে ইহার অদ্ভুত অর্থ বলা হইয়াছে, যেমন—) আত্মা, (কিন্তু সাহিত্যে) যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

বেদজাত (বিণ) আনন্দে পরিপূর্ণ, (কোনও কিছুতে) উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত, শিহরিয়া উঠে এমন, পুলকিত, উৎসাহপূর্ণ, ঔৎসুক্যপূর্ণ, প্রগাঢ় ভক্তিতে বা শ্রদ্ধায় পরাজিত বা নত, উত্তেজিত। = **জাত-সুমনস্স** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

বেদন = **বেতন**। ⇒ বেতন।

বেদনং (ক্লী) বেদনা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি। = **বেদনা**।

বেদনক (বিণ) বেদনীয়, সংবেদনীয়, অনুভূতি আছে এমন, দৈহিক বা মানসিক বোধশক্তি বা অনুভূতি দ্বারা অলঙ্কৃত, ভাবাবেগপূর্ণ।

বেদনট্ট (বিণ) [বেদন + অট্ট] বেদনাক্লিষ্ট, বেদনায় ব্যথিত, বেদনা পীড়িত, দুঃখানুভূতিতে ব্যথিত। ⇒ **বেদনা** (২)।

বেদনা (স্ত্রী) ১ বেদনা, বোধ, বোধশক্তি, বুঝিবার ক্ষমতা, অনুভব, অনুভূতি, উপলব্ধি, জ্ঞান, সুখ ও দুঃখের অনুভূতি, স্পর্শেন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখ অনুভব, মত, দয়া, সহানুভূতি, দৈহিক বা মানসিক বোধ বা অনুভূতি, সংবেদন, বেদন, ভাবাবেগ, উত্তেজনার অবস্থা, সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা অনুভব, রূপের (বা দেহের) সহযোগে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা-সম্বন্ধীয় অনুভূতি, সুখ-দুঃখের উপলব্ধি। ⇒ **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**। (দীর্ঘনিকায়) **বেদনা-উপাদান**। (খুদ্দকপাঠ) **তিস্সো বেদনা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) বেদনানুপস্সনা। (দীর্ঘনিকায়) **তিস্সো বেদনা** অর্থাৎ "বেদনা" তিনপ্রকার, যথা—**সুখাবেদনা** (সহানুভূতি), **দুক্খা বেদনা** (দুঃখানুভূতি), **অদুক্খমসুখা** বেদনা (দুঃখও নহে এবং সুখও নহে এরূপ উপলব্ধি অর্থাৎ উপেক্ষা অনুভূতি)। (বিশুদ্ধিমার্গ) "বেদনা" ত্রিবিধ, যথা—**কুসলা** বেদনা, **অকুসলা** বেদনা, **অব্যাকতা** বেদনা; পুনশ্চ পঞ্চবিধ "বেদনা", যথা—**সুখং**, **দুক্খং**, সোমনস্সং, দোমনস্সং, **উপেক্খা**। "বেদনা" পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে একটি [⇒ **খন্ধ** (খ)]। ২ ("বেদনা" শব্দের সাধারণ অর্থ) বেদনা, দুঃখ, ক্লেশ, যাতনা, দুঃখানুভব, দৈহিক বা শারীরিক দুঃখপূর্ণ অনুভূতি, মানসিক দুঃখপূর্ণ অনুভূতি, দুঃখজনক সংবেদন, দুঃখপূর্ণ ভাবাবেগ, ক্লেশদায়ক উত্তেজনার অবস্থা, চাঞ্চল্যকর ঘটনা, কষ্টভোগ। ইহাকে সাধারণত দুঃখানুভূতি (**দুক্খবেদনা**) বলা হয় (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **দুক্খ** [৩ক (৫)]। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সারীরিকা বেদনা**—শারীরিক কষ্ট। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কায়িকা বেদনা**—কায়িক বা দৈহিক যাতনা; **চেতসিকা বেদনা**—মানসিক দুঃখ বা পীড়া। (বিনয়) **বেদনট্ট**। (বিণ) শারীরিক বা মানসিক কষ্টদায়ক, দুঃখভোগ করে এমন। = **অনুভূয়মান** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

বেদনাক্খন্ধ (পুং) [বেদনা + **খন্ধ**] বেদনাস্কন্ধ, সমগ্র সংবেদন, শারীরিক বা মানসিক যাবতীয় অনুভূতি, সর্বপ্রকার উপলব্ধি বা বোধ, বেদনা সমষ্টি, সুখ-দুঃখাদি অনুভূতিপুঞ্জ। ⇒ **বেদনা**।

বেদনাপত্ত = **বেদনাপ্পত্ত**। ⇒ **বেদনাপ্পত্ত**।

বেদনাপ্পত্ত (বিণ) বেদনাপ্রাপ্ত। = **বেদনামত্ত**।

বেদনামত্ত (বিণ) বেদনাপূর্ণ, বেদনায় ভরা। ⇒ **মত্ত** (১৬)।

বেদনিক = **জেবনীয**। ⇒ **জেবনীয**।

বেদনীয (ভ-বিণ) বেদনীয়, অনুভবনীয়, উপলব্ধি করিবার যোগ্য, অনুভব করিবার বা বুঝিবার উপযুক্ত। ⇒ বেদেতি।

বেদন্তগূ (পুং) ১ যিনি জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, যিনি জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। ২ ত্রিবেদ যাঁহার কণ্ঠস্থ, বেদশাস্ত্রে যাঁহার গভীর জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য লাভ হইয়াছে। (বিণ) বেদজ্ঞ, ত্রিবেদে অভিজ্ঞ, বেদান্ত অভিজ্ঞ, বেদশাস্ত্রে পারদর্শী, বেদশাস্ত্রে দক্ষ, বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। = **মন্তপারগূ**, **বেদগূ**। ⇒ **বেদ** (৩)।

বেদপারগূ—১ = **বেদন্তগূ**। ⇒ **বেদন্তগূ** [পুং (২)। ২ = **বেদন্তগূ**। ⇒ **বেদন্তগূ** (বিণ)।

বেদবন্ধু (বিণ) বেদবন্ধু, বেদশাস্ত্র ও বেদমন্ত্র যাহার বন্ধুস্বরূপ, বেদশাস্ত্র ও বেদমন্ত্রপ্রিয়। = **মন্তবন্ধন**। (পুং) বৈদিক ঋষি, যেই ব্যক্তি বৈদিক মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া উহাতেই ধ্যানে যত্নবান হন বেদশাস্ত্র তাঁহার মুক্তির জন্য ধ্যানের সহায়ক বন্ধু, বেদশাস্ত্র যাঁহার একমাত্র বন্ধু। = **মন্তবন্ধব**। ⇒ **বন্ধু** (৩)।

বেদব্ভমন্ত (ক্লী) বৈদভ্যমন্ত্র, কোনো নির্দিষ্ট নক্ষত্র যোগে নক্ষত্র দেখিয়া মণি-মাণিক্যাদি রত্ন বর্ষণ করাইবার যাদুমন্ত্র। ⇒ **মন্ত** (৩)।

বেদযতি (ক্রি) [√বিদ + অয] অনুভব করা, উপলব্ধি করা, জানা, বুঝিতে পারা। = বেদেতি।

বেদযি (অতীত ক্রিয়া) = **অঞ্ঞাসি**। ⇒ **অঞ্ঞাসি**, বেদি, অবেদি।

বেদযিত (ক্লী) অনুভূতি, উপলব্ধি, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়বস্তু বা মনের ভাব। (বিণ) অনুভূত, অভিজ্ঞ, জ্ঞাত। ⇒ বেদেতি।

বেদল্ল (ক্লী) [মূলের সহিত ইহার অর্থ দুর্বোধ্য, বুদ্ধঘোষ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "বেদ" (১)-এর সহিত সমতা রক্ষা করিয়া; ⇒ বেদ (১)। নব অঙ্গের মধ্যে ইহা একটি [⇒ **নব** (১)]। অথবা বিষয়ানুসারে ধর্মানুশাসন সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ (অঙ্গুত্তর নিকায়)। মধ্যম নিকায়ে

উল্লিখিত দুইটি "বেদল্লসুত্ত" কেই ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় এই "অঙ্গ" এর অন্তর্গত হিসাবে প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধীয় "সম্মাদিট্‌ঠি, সঙ্কপ্পগ্গহ, সঙ্খারা অজ্ঝত্তজনীয, মহপুণ্ণম", ইত্যাদি সূত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়ও তদ্রূপ করা হইয়াছে।

বেদাঙ্গ (ক্লী) [বেদ + অঙ্গ] বেদাঙ্গ, বেদের অঙ্গস্বরূপ কতকগুলি গ্রন্থ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই ছয় প্রকার বেদের অবয়ব গ্রন্থকে বেদাঙ্গ বলা হয়। ⇒ বেদ (৩)।

বেদানং পারগত (বিণ) ত্রিবেদে পারদর্শী, বেদজ্ঞ। = **বেদপারগূ, মন্তপারগূ**।

বেদি (স্ত্রী) ১ বেদি, বেদিকা, বেদী, পূজা বা যজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্য পরিষ্কৃত ভূমি, মঞ্চ, বেদি সদৃশ ভিত্তি, দ্রব্যাদি রাখিবার তাক, উন্নত শৈলস্তবক, স্তর, ছোট ছাঁচ, কার্নিস, গরাদে, লৌহবর্ত্ম। (মহাবংস) **পাসাণবেদি**। = **বেদিকা**। (তুলনীয়) **বেল্লি**। ২ (অতীত ক্রিয়া) জানিয়াছিল, জ্ঞাত হইল, বুঝিতে পারিল। = **অঞ্ঞাসি**। ⇒ **বিন্দতি, বেদিযতি**।

বেদিকা (স্ত্রী) বেদিকা, বেদী, মাচান, উন্নত মঞ্চ, একমতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মত-বিবরণী, কামান পাতিবার বা দাগিবার উচ্চভূমি, লোহার বেড়া, কাঠগড়া, রেলের বেড়া। = **বেদি** (স্ত্রী)।

বেদিত (বিণ) বেদিত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, জানানো, নিবেদিত, দর্শিত, প্রত্যক্ষকৃত, সাক্ষাৎকৃত, অনুভূত, অভিজ্ঞ, অভিজ্ঞাত। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখ বেদিত, দুক্‌খবেদিত**। ⇒ বেদেতি।

বেদিতব্ব (ভ-বিণ) বেদিতব্য, জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য, জানা উচিত। ⇒ **বেদেতি, বেদিযতি**।

বেদিযতি (ক্রি) [√বিদ + ই + য] অনুভূত হওয়া, অনুভব করা, উপলব্ধি করা, অভিজ্ঞ হওয়া, অভিজ্ঞাত হওয়া, স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা, স্পর্শ করা, জ্ঞান লাভ করা, পরীক্ষা করা, সহানুভূতিবোধ করা, স্পর্শ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, দৈহিক বা মানসিক বোধ বা অনুভূতি হওয়া অর্থাৎ সংবেদন দ্বারা অথবা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা (সাধারণত "বেদনং" দ্বারা অথবা বহুবচনে "বেদনা" দ্বারা) অনুভব করা। ⇒ বেদেতি। (সপ্তমী) **বেদিযেয্য**। (অতীত) **অবেদি, বেদি, বেদযি**। (ব-বিণ) **বেদিযমান, বেদিয**; (সূত্রনিপাত) **পরবেদিয দিট্‌ঠি**—অপরের দৃষ্টির ন্যায় ধারণা গৃহীত; বর্ণনায় **এঞাপেতব্ব** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ভবিষ্যতে) **বেদিস্সতি**—অনুভব করিবে; (পেতবত্থু) **দুক্‌খং বেদনং বেদিস্সতি**। (ভ-বিণ) **বেদিতব্ব**।

বেদিযা (স্ত্রী) = **বেদিকা**। ⇒ বেদিকা।

বেদিসা (পুং) এক জাতীয় বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

বেদী (স্ত্রী)= বেদি। ⇒ বেদি। = **বেদিকা**।

বেদেতি (ক্রি) [√বিদ + এ] উপলব্ধি করা, অনুভব করা, অর্থ বা ভাব বুঝা, জানিবার কারণ করা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, (তুলনীয়—"বেদ"); অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, সহ্য করা, ভোগ করা (তুলনীয়--"বেদনা")। "বেদেতি" অর্থে :—ক। "জানা" অর্থের সমান অর্থ "ডাকা বা আহ্বান করা" অর্থে: (সূত্রনিপাত) **তং মুনিং বেদযন্তি**। খ স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া অর্থে: (সংযুক্ত নিকায়) **ফুট্‌ঠো বেদেতি, চেতেতি, সঞ্জানাতি**; (পেতবত্থু) **দুক্‌খং বেদেতি = দুক্‌খং অনুভবতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। গ বেদনীয় অর্থে : জানা, জ্ঞাত হওয়া, বোধগম্য হওয়া, স্পষ্ট হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মানিপুণা** ..... **পণ্ডিত-বেদেনীযা**। ঘ দক্ষ হওয়া, অভিজ্ঞ হওয়া, বহুদর্শী হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখবেদনীয, দুক্‌খবেদনীয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্‌ঠধম্ম, বেদনীয**। (পেতবত্থু) **সুখবেদনীয কম্ম = সুখ-বিপাক** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **বেদনীয কম্ম; কম্ম বিপাক = অনুভবন-যোগ্গ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **বিন্দতি** (১)। (অতীত) **বেদেসি**। (অ-বিণ) **বেদিত, বেদযিত**। (ব-বিণ) **বেদেন্ত**। (ভ-বিণ) **বেদিতব্ব, বেদনীয**। (ক্রি-বি) **বেদেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **বেদিযতি**।

বেদেহ (পুং) প্রাচীন ভারতের বিদেহ রাজ্য (বর্তমান বিহার প্রদেশ ?)। (বিণ) বৈদেহী, বিদেহবাসী, জ্ঞানী, পণ্ডিত। (সংযুক্ত নিকায়) **বেদেহমুনি = পণ্ডিতমুনি**।

বেদেহমুনি (পুং) ১ বৈদেহীমুনি, বিদেহ রাজ্যের মুনি, বিদেহ রাজ্যবাসী মুনি। ২ শিক্ষিত বা জ্ঞানী মুনি, পণ্ডিত মুনি। = **পণ্ডিতমুনি**। ⇒ বেদেহ।

বেদেহী পুত্ত (পুং) বৈদেহী পুত্র, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র অর্থাৎ মগধের মহারাজা বিম্বিসারের পুত্র মহারাজা অজাতশত্রু।

বেধ (পুং) ১ বেধ, বেঁধা, ছিদ্রকরণ, বিদ্ধকরণ, কোনো কিছু বিদ্ধ করার মত যন্ত্রণা, প্রহার করণ, আঘাত করণ, স্পর্শকরণ, শরত্যাগ, শিকার, মৃগয়া, বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ বা ছোড়া। (বিণ) বিদ্ধকারী, বিদারক, মর্মভেদী, তীব্র। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহা ঘোড়ার শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত যাতনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যেমন—**লোমবেধ** (ঘোড়ার লোমে বিদ্ধকারী), **মংসবেধ**, (ঘোড়ার মাংসে বিদ্ধকারী), **অট্‌ঠিবেধ** (ঘোড়ার অস্থিতে বিদ্ধকারী)। ২ আঘাত, থেঁতলানো, ঘা, ক্ষত, ক্ষতি। ৩ ফাটল, ছিদ্র, দোষ, ত্রুটি, কলঙ্ক, দমকা বাতাস। (তুলনীয়) **উব্বেধ**।

বেধতি (ক্রি) [√বিধ + অ] কম্পিত করা বা হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত করা বা হওয়া, নাড়া দেওয়া, নড়া, বিচলিত করা, অস্থির করিয়া তোলা, অস্থির করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, শীতে বা ভয়ে কম্পিত হওয়া। (তুলনীয়) **ব্যধতি, ব্যথতি, উব্বেধতি**,

পবেধতি।(সপ্তমী) **বেধেয্য।**(অতীত) **বেধি।**(অ-বিণ) **বেধিত।** (ব-বিণ) **বেধিযমান, বেধমান;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বেধমানেন সরীরেন;** (জাতক) **কম্পতি বেধমান;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বেধমান চলতি।** (কর্মবাচ্যে) **বেধিযতি।**

বেধন (ক্লী) বেধন, ভেদন, বিদারণ, বিচ্ছেদকরণ, ভঙ্গকরণ, ব্যাঘাত করণ, ছিদ্রকরণ, বেঁধা। = বেধ।

বেধব্ব (ক্লী) বৈধব্য, পতিহীনতা, বিধবাত্ব।

বেধবের (পুং) বিধবার পুত্র। জাতকের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠে দেখা যায়—"**সুক্কচ্ছবী বেধবেরা**" বিধবার শ্বেতবর্ণ চামড়াযুক্ত (অথবা গৌরবর্ণ) পুত্রগণ। (জাতক) **সুক্কচ্ছবী বেধবেরা থুল্লবাহূ;** (জাতক অর্থকথায়) **বিধবা অপতিকা তেহিবিধবা সরত্তী'তি (তি) বিধ-বেরা চ বেধবেরা; বিধব-ইথকা; বিধব-ইত্তিকামা পুরিসা।**

বেধিতা (স্ত্রী) বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ, শরত্যাগ, শিকার, মৃগয়া, আঘাতকরণ, স্পর্শকরণ, বিদ্ধাবস্থা, ছিদ্র বিছিদ্র অবস্থা, ছিদ্রিত অবস্থা।

বেধিন (বিণ) বিদ্ধকারী, ভেদকারী, ভেদিন, ভেদী, ভেদবিশিষ্ট, বিদারক, পীড়াদায়ক, মর্মভেদী, তীব্র, (ধনুর) শর নিক্ষিপ্ত, আঘাতকারী, লক্ষ্যভেদী। ⇒ **অক্খণবেধিন।**

বেধিযমান (বিণ) বিদ্ধমান, কম্পমান, উদ্বেগযুক্ত, ভয়ে ভীত। = **পবেধিযমান।** ⇒ **বেধতি।**

বেধী (বিণ) বিদ্ধকারী, ভেদী, ভেদকারী, শরনিক্ষেপকারী, আঘাতকারী। = **বেধিন।**

বেধেতি (ক্রি) বিদ্ধ করা, বিদ্ধ হইবার কারণ করা, ভেদ করা, ছিদ্র করা। ⇒ **বিজ্ঝতি।** (অ-বিণ) **বেধিত।** (ভবিষ্যতে) **বেধিযস্সতি।**

বেনতেয্য (ক্রি-বি) বিনতা বা গরুড় পক্ষী হইতে নিম্নগামী হইয়া অথবা পূর্ব পুরুষাগত হইয়া।

বেনধোন (ক্লী) পরিষ্কৃত বাঁশবন।

বেনযিক (পুং) ধ্বংসবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি, বিনয়শাস্ত্রে সুনিপুণ বা সুদক্ষ ব্যক্তি। (বিণ) বিনয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বা অধিবিদ্য।

বেনেয্য (বিণ) ধর্মজ্ঞাত, শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য, ধর্ম-আদেশে সুগম বা প্রবেশের উপযুক্ত, শাসনীয়, বশ্য বা বশবর্তী হইবার যোগ্য, (বুদ্ধের) আদেশ বা অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, দমিত হইবার যোগ্য, বিনীত হইবার যোগ্য। = **বিনেয্য।** (তুলনীয়) **বুদ্ধবেনেয্য।**

বেনেয্যত্ত (ক্লী) নম্রতা, শাসনীয়তা, বশ্যতা, নম্রত্ব।

বেপক্ক (ক্লী) পক্বকরণ, পক্বতা, পরিপক্বতা, ফল, বিপাক, দেয় হইবার সময়, পরিণতি। = **বিপাক।** **দুক্খবেপক্ক**—দুঃখদায়ক ফল বা পরিণতি। (বিণ) পরিপক্ব, ফলদায়ক, ফলজনক, বিপাকজনক, ফলপ্রদানকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামধাতু বেপক্ক কম্ম; সম্মোহ বেপক্ক দুক্খ।** (সূত্রনিপাত) **দুক্খবেপক্কমকম্ম।**

বেপচিত্তি (বিণ) বুদ্ধাদি সৎপুরুষগণের প্রভাবের ভয়ে ভীত বা ত্রাসিত। বুদ্ধাদি অর্হতগণের কথা বা উপদেশ শ্রবণ না করিয়া অন্যায় কার্যের জন্য অসুরগণের যে অন্তর্দাহ বা হৃৎকম্প বা ত্রাস উৎপন্ন হয় উহাকেই বলা হয় "বেপচিত্তি"। (পুং) ভীত ত্রাসিত অসুর। ⇒ **খমতি** (১)।

বেপচিত্তিন = বেপচিত্তি। ⇒ **বেপচিত্তি।**

বেপুরিসিকা (স্ত্রী) স্ত্রীলোকের পুরুষত্বপ্রাপ্তি, স্ত্রীলোক লিঙ্গ পরিবর্তনে পুরুষের অনুরূপ হওয়া, পুরুষের মত স্ত্রীলোক।

বেপুল্ল (ক্লী) বৈপুল্য, প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি, পূর্ণতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ, সম্পূর্ণ উন্নয়ন বা বর্ধন, পূর্ণ সম্প্রসার বা ক্রমবিকাশ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস বেপুল্ল; ধম্মবেপুল্ল।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **সদ্ধাবেপুল্ল, সতিবেপুল্ল, পঞ্ঞাবেপুল্ল, পুঞ্ঞবেপুল্ল।** (বি-ভা) **বুড়্‌ঢি বিরূঢ়ি বেপুল্ল** (বিনয়)। (তুলনীয়) **বেতুল্ল।** (বিণ) প্রশস্ত, বহু, প্রচুর, বিপুল, অনেক, বিস্তর, বহুল।

বেপুল্লতং (ক্লী) = **বেপুল্লতা।** ⇒ **বেপুল্লতা।**

বেপুল্লতা (স্ত্রী) = **বেপুল্ল।** ⇒ **বেপুল্ল** (ক্লী)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রাগবেপুল্লতা, দোসবেপুল্লতা, মোহ-বেপুল্লতা।**

বেভঙ্গ—নিরর্থকতা, নিষ্ফলতা, অভাব, ন্যূনতা, নাশ, দেউলিয়া অবস্থা, অকৃতী পুরুষ, নিষ্ফল কার্য। (বিপ) **সম্পত্তি;** (বর্ণনায়) **বিপত্তি** (জাতক অর্থকথা)।

বেভঙ্গিক (বিণ) ভাগ করিয়া দিবার যোগ্য, যাহা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, শ্রেণীভাগ করিবার যোগ্য। ⇒ **অবেভঙ্গিক।**

বেভঙ্গিয (বিণ) = **বেভঙ্গিক।** ⇒ **বেভঙ্গিক।**

বেভব্ব (ক্লী) (কোনো বিষয় সম্বন্ধে) চিন্তা, ভাবনা, দোষগুণ বিচার বিদ্যা, সমালোচনা।

বেভব্যা (স্ত্রী) = **বেভব্য।** ⇒ **বেভব্য।**

বেভস্সি (স্ত্রী) জল্পনা করণ, জল্পনা-কল্পনা করণ, বেশি কথা কথন।

বেভূতিক (বিণ) দুর্ঘটনার কারণ করে এরূপ, ধ্বংসের কারণ করে এরূপ। (ক্লী) নিন্দাসূচক কথা কথন, কটুকথা, কুৎসাত্মক কথা, বদ বা বিশ্রী কথা কথন। বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় "**সহিতানং বিনাভাব-করণতো বেভূতিকং**" অর্থাৎ "**পিসুণং**"।

বেভূতিয = **বেভূতিক।** ⇒ **বেভূতিক।**

বেম (ক্লী) তাঁত, তন্তুবায়ের মাকু।

বেমক (ক্লী) = **বেম।** ⇒ **বেম।**

বেমকোটি (স্ত্রী) তাঁতের অংশ যাহা এদিক ওদিক আনাগোনা করে, মাকু। ⇒ **কোটি।**

বেমজ্ঝ (ক্লী) মধ্যস্থান, মধ্যবিন্দু, মধ্য অংশ, কটি বা কটিদেশ, কেন্দ্র, যে বা যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বেমজ্ঝভাগ**—মধ্যভাগ। (ওকাস বা

অধিকরণ কারকে) **বেমজ্ঝে**।

বেমজ্ঝভাগ—মধ্যম ভাগ, মধ্য অংশ, কেন্দ্র স্থান। ⇒ **বেমজ্ঝ**।

বেমজ্ঝে—১ বর্তমানে, সম্মুখে, "**সংসার**"এর মধ্যবর্তী কালে বা স্থানে। = **মজ্ঝ**। ২ দুইয়ের মধ্যে, দূর সারির বা শ্রেণীর মধ্যবর্তী অবকাশে, পৃথকভাবে। ⇒ **বেমজ্ঝ**।

বেমতিক (বিণ) অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট, অস্থিরমতি, সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে এরূপ, সন্দেহপূর্ণ, সংশয়াপন্ন, চঞ্চল, অস্থিরচিত্ত। (বিপ) **নিব্বেমতিক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বেমতিকসীল**।

বেমতিকসীল (বিণ) সন্দেহকারী। ⇒ **বেমতিক**।

বেমত্ত (ক্লী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, অনৈক্য, মতানৈক্য, বিতর্ক, বিয়োগফল, অন্তর।

বেমত্ততা (স্ত্রী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, অনৈক্য, বিতর্ক, মতানৈক্য, বিয়োগফল, অন্তর, বৈপরীত্য, বৈষম্য, অসামঞ্জস্যতা, অনুপযোগিতা। (সূত্রনিপাত) **পুগ্গল বেমত্ততা**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বিভিন্ন বুদ্ধগণের মধ্যে আট প্রকার পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, যেমন—**অদ্ধান বেমত্ততা, আয়ুবেমত্ততা, কুলবেমত্ততা, পমাণবেমত্ততা, নেকখম্মবেমত্ততা, পধান বেমত্ততা, বোধিবেমত্ততা, রংসিবেমত্ততা**।

বেমাতিক (বিণ) [বি + মাতিক] বৈমাতৃক, বিমাতার, বিমাতার গর্ভের, সৎমায়ের, বিমাতার গর্ভজাত এবং একই পিতার ঔরসজাত। (জাতক) **বেমাতিক ভগিনী; বেমাতিক ভাতরো**।

বেমাতিক ভগিনী (স্ত্রী) বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী, বৈমাতৃক ভগ্নি, বিমাতার গর্ভজাত কন্যা। ⇒ **বেমাতিক**।

বেমাতিক ভাতর (পুং) বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়, বিমাতার গর্ভজাত পুত্র, বৈমাতৃক ভাই। ⇒ **বেমাতিক**।

বেমানিক (বিণ) বৈমানিক, বিমানচারী, যাহার দেববিমান আছে। ⇒ **বিমান**।

বেমানিক পেত (পুং) বৈমানিক প্রেত, বিমানবাসী প্রেত। = **বিমানপেত**।

বেয্য—ইহা শব্দাংশ মাত্র এবং "ব্য" এর অপভ্রংশ। "ব্য"-এর পরিবর্তে "**বিয**" এবং "**বেয্য**" এর ওতপ্রোতভাবে বা এলোমেলোভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। "**বিয**" এবং "**বেয্য**" এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে যেমন "**বি**"এবং "**বে**"—এই দুইটির মধ্যে "**বে**"-এর দ্বারা (যেন দ্বিত্বভাবে) জটিল বিশেষ্যপদ গঠিত হইয়া থাকে (যেমন—**বেপুল্লতা, বেমত্ততা**, ইত্যাদি) যাহাতে "**বে**" এর উচ্চারণ "**বি**" এর মত অনুভব হয় বলিয়া মনে হয়। ঈদৃশ বানানের অন্যান্য শব্দও তুলনীয়, যেমন অর্থের পার্থক্য ব্যতিরেকে:—**অলব্ভনেয্য = অলব্ভনিয, অদ্ধনেয্য = অদ্ধনিয, পেসুনেয্য = পেসুনিয**—এইগুলি একার ও ইকারের ভেদ রহিয়াছে মাত্র।

বেয্যগ্ঘ (বিণ) ব্যাঘ্র সম্বন্ধীয়, ব্যাঘ্রের বা বাঘের। ইহা উচ্চারণে "**ব্যগ্ঘ**" শব্দের অনুরূপ। (পুং) ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত গাড়ি।

বেয্যগ্ঘি—ব্যাঘ্রগতি অর্থাৎ ব্যাঘ্র শিকারে বসিয়া শ্যেনপক্ষীর ছোঁ মারার ন্যায় শিকারের উপর যে লাফ দেওয়া হয়। (জাতক অর্থকথা) **ব্যাগ্ঘানং এসা'তি ব্যেগ্ঘি**—ছোঁ মারার ন্যায় ব্যাঘ্রগুলির শিকার ধরা।

বেয্যাগ্ঘিন (বিণ) = বেয্যগ্ঘ। ⇒ বেয্যগ্ঘ (বিণ)।

বেয্যঞ্জনিক (বিণ) লক্ষণবিদ, লক্ষণজ্ঞাত, দৈবজ্ঞ, যেই ব্যক্তি লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, লক্ষণজ্ঞ। (পুং) দৈবজ্ঞ, দৈববাণী, ভবিষ্যদ্বক্তা। (বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) বৈপঞ্চনিক। ⇒ **বিপঞ্চিত, বিযঞ্চিত, বিযঞ্জিত**। = **ব্যঞ্জনিক**।

বেয্যঞ্জনিক বচো (পুং) [বেয্যঞ্জনিক + বচ] লক্ষণ দেখিয়া কথন, লক্ষণ দেখিয়া বা গণিয়া যেই ভবিষ্যৎ শুভাশুভের কথা বলা হয়, ভবিষ্যদ্বাণী। ⇒ **বেয্যঞ্জনিক**।

বেয্যত্ত (বিণ) সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, নিপুণ, দক্ষ, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত। = **বিযত্ত**।

বেয্যত্তি (স্ত্রী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, নিপুণতা, চতুরতা, দক্ষতা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য। = **বিযত্তি**।

বেয্যত্তিয (ক্লী) স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা, উজ্জ্বলতা। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্ঞাবেয্যত্তিয**—প্রাজ্ঞতায় বা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা। ⇒ **বেয্যত্তি, বিযত্তি**।

বেয্যাকরণ (ক্লী) ব্যাকরণ, শব্দব্যুৎপাদক শব্দ, উত্তর, সমাধান, ব্যাখ্যা, অর্থ, ব্যাখ্যাপুস্তক। (পুং) বৈয়াকরণ, সমাধানে কিংবা ব্যাখায় দক্ষ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। = **ব্যাকরণ**।

বেয্যাবাধিক (বিণ) অনিষ্টকারক, ক্ষতিজনক, উপদ্রবের কারণ ঘটিয়াছে এরূপ, পীড়াদায়ক, অত্যাচারী, (শারীরিক যন্ত্রণায় বা মনঃকষ্টে) বিরক্তিজনক। বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষ ইহার ভিন্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, যেমন—**ব্যাবাধতো উপ্পন্নত্তা বেয্যাবাধিকা**। = ব্যাবাধিক।

বেয্যাযিক (ক্লী) খরচ নির্বাহের টাকা, খরচের টাকা, ব্যয়ের সঙ্গতি বা সম্পদ, খরচের উপায়।

বেয্যাবচ্চ (ক্লী) চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, কার্যে সহায়তা, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্য কর্ম, অন্যের নিমিত্ত কার্য, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসন ইত্যাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক কীর্তনাদি সঙ্গীত, সরকারি কাজ, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, কৃত্যক, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, ধর্মকর্মে আত্মসমর্পণ করণ, সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করণ,

শরীর বা মনের পরিশ্রম, চেষ্টা, কৃত জিনিস, ফল, পরিশ্রমের ফল, ছুঁচের কাজ, বুনাট, বৃত্তি, রোজগার, বন্দোবস্ত, বুদ্ধির বা কল্পনার ফল, বই, রচনা, সঙ্গীত-বিষয়ক রচনা ইত্যাদি, (দৈহিক বা মানসিক) পরিশ্রম, শক্ত কাজ, প্রসব বেদনা, শ্রমিক সম্প্রদায়, (অন্যায় কাজ) সম্পাদন, পরওয়ানা, দালালি, দস্তুরি, কোনো কার্য সাধনার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আয়োগ, (কাহাকেও) অর্পিত কর্মভার, এরূপ লোকের ক্ষমতা, বাধ্যতা, কর্তব্য, বশ্যতা, সামরিক কার্য, শুল্ক। = **পেস্‌সিতা**। (জাতক) **কার্যবেয্যাবচ্চ**। (তুলনীয়) **ব্যপ্পথ**।

বেয্যাবচ্চকম্ম (ক্লী) সেবার কার্য, পরিচর্যার কার্য, সেবাকরণ, পরিচর্যা করণ, উপকারকরণ, চাকরের কার্য করণ, কার্যে সহায়তা করণ, পূজাকরণ, শরীর বা মনের পরিশ্রম, চেষ্টা, কৃত জিনিস, ধর্মকর্মে সাহায্যকরণ, ফল, পরিশ্রমের ফল, সুচের কাজ, বুনাট, বৃত্তি, রোজগারের কাজ, বন্দোবস্ত, বুদ্ধির বা কল্পনার ফল, বই, রচনা, সঙ্গীত-বিষয়ক রচনা ইত্যাদি।

বেয্যাবচ্চকর = **বেয্যাবচ্চকার**। ⇒ **বেয্যাবচ্চকার**।

বেয্যাবচ্চকার (পুং) ভৃত্য, চাকর, সেবক, উৎসাহের সহিত কার্যে সাহায্যকারী লোক। = **পেসনকার**। (বিণ) উৎসাহের সহিত কার্যে সাহায্যকারী। ⇒ **পেস্‌সিয, অনুসারিন**।

বেয্যাবচ্চকারক (পুং) চাকর, ভৃত্য, সেবক। ⇒ **কারক** (পুং)।

বেয্যাবচ্চকারিকা (স্ত্রী) গৃহিণী, সেবিকা, দাসী, ঘরকন্যার পরিচালিকা, পরিচারিকা, কাজকর্মে সাহায্যকারিণী।

বেয্যাবচ্চকারিকা পরিচারিকা (স্ত্রী) সেবাদাসী, ঘরকন্যার কার্যে সাহায্যকারিণী, দাসী, চাকরানী। ⇒ **বেয্যাবচ্চকারিকা, পরিচারিকা**।

বেয্যাবচ্চকারিণী (স্ত্রী) চাকরানী, কাজকর্মে সাহায্যকারিণী। = **বেয্যাবচ্চকারিকা, বেয্যাবচ্চকারিকা পরিচারিকা**। ⇒ **পরিচারিকা**।

বেয্যাবচ্চকারী (পুং) ভৃত্য, চাকর, সেবক। (বিণ) সেবাকারী, যেই ব্যক্তি উৎসাহের সহিত কাজকর্মে সাহায্য করে। = **বেয্যাবচ্চকার**। ⇒ **পেস্‌সিয**।

বেয্যাবটিক (ক্লী) = **বেয্যাবতিক**। ⇒ **বেয্যাবতিক**।

বেয্যাবতিক (ক্লী) যেই ব্যক্তি আদেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করে, চাকর, ভৃত্য, সেবক, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কার্য, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, সহায়তা, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান। (সূত্রনিপাত) **কায বেয্যাবতিক; দান বেয্যাবতিক**। ⇒ **বেয্যাবচ্চকর**।

বের (ক্লী) বৈর, বৈরী, শত্রু, বিরোধ, দ্বেষ, শত্রুতা, বিপক্ষতা, বিদ্বেষ, অতিশয় ঘৃণ্য, বিপক্ষীয় কার্য, যুদ্ধপ্রিয় কাজ, শত্রুপক্ষীয় কাজ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, পাপ, যেই কোনো নীতিবিগর্হিত কার্য। (বিভঙ্গ) **"পঞ্চভযানি বেরানি"** (অথবা **"বের-ভযা"**) অথবা **"পঞ্চবেরা"**—পঞ্চ শীলের (**সীলানি**) অননুকূল আচরণজনিত পাপের সহিত সম্পর্কিত ভয়সমূহ হইতেছে "পঞ্চবিধ ভয়াবহ অপরাধ বা দোষ" (সংযুক্ত নিকায়েও দ্রষ্টব্য)। (সূত্রনিপাত) **বের-ভয**'তীত।

বেরক = **বের**। ⇒ **বের**। ⇒ **বেরিক**।

বেরজ্জ (ক্লী) বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশ। (সংযুক্ত নিকায়) **নানা বেরজ্জগত ভিক্খু**—নানা রাজ্য বা দেশপ্রদেশ ভ্রমণকারী ভিক্ষু।

বেরজ্জক (বিণ) বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রাজ্যের, বিভিন্ন দেশপ্রদেশ হইতে আগমনকারী, বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী, বিদেশী, বিদেশবাসী। **নানা বেরজ্জক**—নানা দেশের। (মধ্যম নিকায়) **বেরজ্জক ব্রাহ্মণা**—বিভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণগণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বেরজ্জক ভিক্খু**। = **বিদেসবসিক** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

বেরমণী (স্ত্রী) (বৌদ্ধ সংস্কৃত জাতকে—বিরমণী) উপরতি, বিরতি, আহারে বিহারে সংযম, কোনো বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া বা বিরত হওয়া।

বেরমণীয (বিণ) নিবৃত্ত, বিরত, সংযত, উপরত।

বেরমণীয ধম্ম (পুং) বিরতি ধর্ম, বিরতিমূলক ধর্ম, সংযত নীতি।

বেরম্ব = **বেরম্ভ**। ⇒ **বেরম্ভ**।

বেরম্ভ-(বিণ) ভৈরব, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, প্রলয়ঙ্কর (বাতাস সম্বন্ধে)।

বেরম্ভবাত (পুং) প্রলয়ঙ্কর বাতাস, ঊর্ধ্ব আকাশে প্রবলবেগে প্রবাহিত বাতাস, ভীষণ বেগে প্রবাহিত বাতাস, প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা। (সংযুক্ত নিকায়) **উপরি আকাসে বেরম্ভবাত**।

বেরবন্ত (বিণ) = **বেরিন**। ⇒ **বেরিন**।

বেরবা (বিণ) শত্রুতাজনক, বিদ্রোহজনক, শত্রুতাপূর্ণ।

বেরসমোহ (পুং, বহুবচন) শত্রুদমন, বৈরীসমূহ। = **দিসসমূহ, দিসত** (২)।

বেরাবিরহিত (বিণ) শত্রুবিরহিত, শত্রুহীন। ⇒ **অবের**।

বেরিক (বিণ) শত্রুভাবাপন্ন, বৈরতাজনক, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, বিদ্বেষী, বিরোধী। (পুং) শত্রু, শত্রুতা। = **বের**। (তুলনীয়) **বেরক**।

বেরিন (বিণ) বৈরভাবাপন্ন, শত্রুতামূলক, বিদ্বেষী, বিরোধী, প্রতিহিংসা পরায়ণ, সংগ্রাম কার্য চালায় এমন, শত্রুতা বা বিরুদ্ধাচরণ করে এমন। = **বেরবন্তো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বেরিন পুগ্গল; বেরিন পুরিস**।

বেরিন পুগ্গল (পুং) শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি, বিরুদ্ধাচরণ-কারী লোক। ⇒ **বেরিন।**

বেরিনপুরিস (পুং) = **বেরিন-পুগ্গল।** ⇒ **বেরিন-পুগ্গল।**

বেরী (পুং) বৈরী, শত্রু।

বেরোচন (পুং) সূর্য, (সাহিত্যে) কিরণ বিকাশকারী। = **বিরোচন।**

বেল (ক্লী) = **চেল।** ⇒ **চেল।**

বেলগ্গ = **বেড়ুগ্গ।** ⇒ **বেড়ুগ্গ।**

বেলা (স্ত্রী) ১ বেলা, সময়, কাল, ঠিক সময়। = **কাল।** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **উড্ডহনবেলা।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভত্তবেলা**—ভোজনের সময়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অরুণুগ্গমন বেলা।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পচ্চুস বেলা।** ২ উপকূল, সমুদ্রের তট, নদীর কিনারা, অবলম্বন, ঠেস, ঠেকো, বেলাভূমি। ৩ প্রান্ত, সীমা, অন্ত, দমন, বাধা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে "**বেলা**" এবং "**অগ্যাগার**" এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থান। ইহার বিশেষ ভাবার্থজনক অর্থ :—পরিমাণ, নির্ধারিত, পরিমাপ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যা দ্বারা মাপা যায় উহা, পরিমাপ পদ্ধতি বিশেষ, বিচারাদি মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, নৃত্য বিশেষ, তাল, মিতাচার, পরিমিতি, ছন্দ, উপায়, উপযুক্ত কার্যপ্রণালী, নিরোধ, অবরোধ, বাধা, সীমাবন্ধন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শক্তি, আদেশ করিবার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব। (ধর্মসঙ্গণী) **সীলবেলা।** (মহানির্দেশ) **অতিবেলং।** ৪ রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক (?)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **উরুবেলা**—এক স্থানের নাম যেই স্থানে ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন; ইহার বর্তমান নাম বোধগয়া এবং এই স্থান ভারতের বিহার প্রদেশস্থ গয়া জেলার অন্তর্গত।

বেলাতিক্কম (পুং) সীমাতিক্রম, সীমার বাহিরে গমন।

বেলাম—সম্ভবত ইহা জাতি বা বংশ বা দলের অবস্থান স্থানস্বরূপ উত্তর ভারতীয় প্রাচীন কোনো স্থান বা জেলার নাম। (দীর্ঘনিকায়) **বেলামিক।** (বিভঙ্গ অর্থকথা) **বেলাম বেস্সন্তর।** (জাতক) **বেলামসুত্ত।** ⇒ **বেলামিক।**

বেলামিক (বিণ) বেলামবাসী, বেলাম জাতীয়, বেলাম নামক স্থানের অধিবাসী, বেলামে অবস্থানকারী। ⇒ **বেলাম।** দীর্ঘনিকায়ে "**বেলামিকা, বেলামিকানী, বেস্সিনী, বেস্সাযিনী**" দলগত নাম বলা হইয়াছে এবং "**খুজ্জা, বামনিকা, কোমারিকা, চেলাবিকা**" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা এক জাতীয় ভৃত্য বা চাকর শ্রেণীর লোক; বর্ণনায় ইহাদিগকে বলা হইয়াছে "বড় লোকের অনুচরের জন্য চাহিদা"।

বেলামিকা (স্ত্রী) নীচ জাতিয়া স্ত্রীলোক, বেলাম দেশের স্ত্রীলোক। ⇒ **বেলাম, বেলামিক।**

বেলামিকানী (স্ত্রী) = **বেলামিকা।** ⇒ **বেলামিকা।**

বেলাযতি (ক্রি) ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা। = **বিদ্ধংসেতি।** ইহার অধিকতর উপযুক্ত অর্থ হইবে—"দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সীমাবদ্ধ করা, সংযত করা, (সীমা) নির্দেশ করা, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রাখা"।

বেলাবক = **চেলাবক।** ⇒ **চেলাবক।**

বেলুগুবভ—বাঁশবন, বাঁশের ঝোপ বা ঝাড়। = **বংসকড়ীর।** ⇒ **কড়ীর।**

বেলুপব্ব (ক্লী) বংশপর্ব, বাঁশের গাঁইট বা গিরা। ⇒ **পব্ব** (১)।

বেল্লালিন (বিণ) (তরবারি সম্বন্ধে) সহসা দীপ্ত (অর্থাৎ কোষবদ্ধ তরবারি সহসা উন্মুক্ত হইয়া দীপ্ত হইয়া উঠা বা চমক লাগা)।

বেল্লি (স্ত্রী) কটিবন্ধন, ঘের। = **কচ্ছা।** জাতকের এই শব্দটি অদ্ভুত। জাতক অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে "**বেদি**" (অর্থাৎ লৌহবর্ত্ম বা কার্নিস), যেখানে ইহা স্ত্রীলোকের লম্বা ও সরু কটি (কোমর) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। (তুলনীয়) **বিলাক, বিলগ্গিত।** জাতকের অন্যত্র ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"**স্বর্ণরাশি**"; এইরূপে জাতকের গাথায় পাওয়া যায়—"**বেল্লি-বিলাক-মজ্ঝা**"; জাতক অর্থকথায় "**এত্থ বেল্লী'তি রাসি বিলাকমজ্ঝা'তি বিলগ্গ-মজ্ঝা উত্তত্ত-ঘন-সুবণ্ণ-রাসিপ্পভা চেব তনু-দীঘ-মজ্ঝা চ**", এবং গাথায় "**কঞ্চন-বেল্লি-বিগ্গহ**"; জাতক অর্থকথায় "**সুবণ্ণ-রাসি-সস্সিরীক-সরীরা**"। একই বর্ণনায় জাতক পঞ্চম খণ্ডের অর্থকথায় "**কঞ্চন-রূপক-সদিস-সরীরা**"। ইহার ভাবার্থ সর্বত্র "সুবর্ণ বর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ"।

বেল্লিত (বিণ) বক্র, অসরল, বাঁকানো, ইচ্ছুক, প্রবণ, (চুল সম্বন্ধে) তরঙ্গায়িত বা ঢেউখেলানো। এই শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে চুল সম্বন্ধেই হইয়া থাকে।

বেল্লিতগ্গ (বিণ) (চুলের) আগা বাঁকানো বা কোঁকড়ানো, (চুলের) অগ্রভাগ বক্র বা ঢেউ খেলানো। = **কুঞ্চিতগ্গ, সুনগ্গ-বেল্লিত, কুঞ্চিত কেস।** ⇒ **বেল্লিত।**

বেলু (পুং) বাঁশ। = **বংস, বেণু।** (জাতক) **দণ্ডবেলু।**

বেলুক (পুং) এক জাতীয় গাছ বা বৃক্ষ। = **বংসচোরাক।**

বেলুগুম্ব (পুং) বাঁশবন, বাঁশের জঙ্গল বা ঝোপ, বাঁশের ঘন জঙ্গল। = **বেলুগুম্ব।** ⇒ **গুম্ব, বংস** (১)।

বেলুগ্গ—বাঁশের আগা বা অগ্রভাগ।

বেলুদণ্ড—বংশদণ্ড, বাঁশের দণ্ড, বাঁশের লাঠি।

বেলুদান—বাঁশদান, বাঁশ দানকরণ।

বেলুনলক = **বেলুনালি।** ⇒ **বেলুনালি।**

বেলুনালি—বাঁশের নলি বা নল।

বেলুনালিক = **বেলুনালি।** ⇒ **বেলুনালি।**

বেলুপব্ব (ক্লী) বাঁশের পর্ব বা গিরা। = **বেলুপব্ব**।
বেলুপেসি (স্ত্রী) বংশখণ্ড, বাঁশের টুকরা। ⇒ **পেসি** (৩)।
বেলুপেসিকা (স্ত্রী) = **বেলুপেসি**। ⇒ **বেলুপেসি**।
বেলুপেসী (স্ত্রী) = **বেলুপেসি**। ⇒ **বেলুপেসি**।
বেলুময (বিণ) বাঁশময়, কেবল ছাড়া অন্য কিছু নাই এরূপ, সর্বত্র বা সর্বাংশে বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত।
বেলুযট্‌ঠি—বংশযষ্টি, বাঁশের লাঠি, বাঁশের দণ্ড, বংশদণ্ড। ⇒ **যট্‌ঠি** (১)।
বেলুরিয (ক্লী) বেলোয়ারি কাচ বা পাথর, বৈদুর্য, নীল পীতাদি মূল্যবান মণি, মূল্যবান পাথর, বৈদুর্যমণি। বিমানবত্থুতে বিমান সম্বন্ধীয় বর্ণনায় ইহার অধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবত "**বেলু**"(বাঁশ; জনপ্রিয় শব্দ প্রকরণ) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ইহাকে বাঁশের বর্ণও বলা যায় (⇒ **বংস-রাগ, বংশ-বণ্ণ**)। "**বেলুরিয**" বর্ণ আছে বলিয়া ইহাকে জাতকে ময়ূর গ্রীবা বর্ণনা করা হইয়াছে। মিলিন্দপ্রশ্নে ("**লোক**"-এর তালিকায়) আমরা নিম্নোক্ত মূল্যবান পাথর সমূহের নাম গণনায় পাইয়া থাকি : **পবাল্‌** (প্রবাল), **লোহিতঙ্ক** (চুণি বা পদ্মরাগমণি), **মসারগল্ল** (বিড়াল-অক্ষি যা দ্বারা অন্ধকারে দেখা যায়), **বেলুরিয** (বৈদুর্য মণি), **বজির** (হীরক বা হীরা)। ⇒ **রতন**।
বেলুরিযময (বিণ) বৈদুর্যময়, বেলুরিয়ময়, বৈদুর্যমণি দ্বারা প্রস্তুত, সর্বত্র বা সর্বাংশে বৈদুর্যমণি আছে এমন, বৈদুর্যমণিময়। ⇒ **মষ** (১)।
বেলুরিয রাজি (স্ত্রী) বৈদুর্যমণি পুঞ্জ, বৈদুর্যমণি রাশি, বেলুরিয় রাজি। ⇒ **রাজি** (১)।
বেলুব—তুলনীয় বৈদিক শব্দ "বৈণব"—বেত দ্বারা প্রস্তুত। সম্ভবত এই শব্দটি "**বলু**" নহে। কিন্তু অন্য প্রকার বানানে দৃষ্ট হয় "**বেলুব**", যেমন—**বেলুবলট্‌ঠিকা** (সংযুক্ত নিকায়), সময় সময় '**বেলুব**" শব্দের পরিবর্তে "**বেলুব**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।
বেবচন (ক্লী) বস্তুর বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ, উপাধি, গুণবাচক সংজ্ঞা, প্রতিশব্দ, সমান অর্থবাচক শব্দ। (তুলনীয়) **অধিবচন**।
বেবণ্ণ (ক্লী) বিবর্ণ, যাহার বর্ণ নষ্ট হইয়াছে, বিকৃতি, বিরূপতা, বিকৃতবর্ণ, মালিন্য, বিবর্ণতা। (বিণ) বিবর্ণ, বিকৃত বর্ণের, মলিন।
বেবণ্ণিয (ক্লী) ১ জাতিবর্ণহীন অবস্থা, নির্বাসিত ব্যক্তির জীবন, সমাজচ্যুত ব্যক্তির জীবন, জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবন। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) বৈবর্ণিক—সমাজচ্যুত ব্যক্তি। ২ বিবর্ণ, বিকৃতি, বিরূপতা, বর্ণবিকৃতি, অস্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তন, বর্ণান্তর করণ, ম্লানকরণ, শুষ্ককরণ, বিবর্ণকরণ, পাণ্ডুবর্ণকরণ, ফ্যাকাসে বর্ণ, রোগজীর্ণতা।
বেবাহিক (পুং) বৈবাহিক, পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর, বেহাই।
বেবাহিকা (ক্লী) বৈবাহিকা, পুত্রের বা কন্যার শুশ্রূ বা শাশুড়ি, বেহাইন।
বেবিচ্ছ (ক্লী) নানাবিধ অভাব, বহুবিধ অনটন বা চাহিদা, পেটুকতা, ধনলোভ, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, অতিরিক্ত ধনলিপ্সা, লোভ। = **পঞ্চমচ্ছরিযানি** (মহানির্দেশ)। নেত্তিতে ইহার পাঠ হইয়াছে "**বিবিচ্ছা**"; চুল্লনিদ্দেসে পাঠ হইয়াছে "**তণ্হা**"।
বেস (পুং) বেশ, সজ্জা, পোশাক, পরিচ্ছদ, বস্ত্রপরিধান রীতি; (অধিকতর ব্যবহৃত) বস্ত্র, পরিচ্ছদ, ছদ্মবেশ, ছল, ছলনা, ভান, ছল-ছলনা-কথাবার্তা-আচরণ-চেহারা দ্বারা সত্য গোপন; (কল্পিত বা কাল্পনিক) আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যিক সাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যিক আড়ম্বর। (জাতক) **পকতিবেস; অযুত্তক বেস; অন্ধবেস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উম্মত্তক বেস; তুণ্ণবাযবেস**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **পুরিসবেন** (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে)।
বেসম (বিণ) = **বিসম**। ⇒ **বিসম**।
বিসম্ম (ক্লী) অসমভাব, অসমতা, সাদৃশ্যহীনতা, সাদৃশ্যরহিত অবস্থা, বেসুর, গোলমাল।
বেসাখ (পুং) বৈশাখ, বৈশাখ মাস, এক মাসের নাম-বিশেষ, ভারতীয় বা বাংলা বৎসরের প্রথম মাসের নাম। ⇒ **মাস** (১)।
বেসাখ পুণ্ণমা—বৈশাখী পূর্ণিমা। = **বিসাখ পুণ্ণমা**।
বেসাখমাস (পুং) বৈশাখ মাস। = **বেসাখ**। ⇒ **মাস** (১)।
বেসারজ্জ (ক্লী) (বুদ্ধ বা অর্হতগণের চারিপ্রকার) বৈশারদ্য, (চতুর্বিধ) পূর্ণাঙ্গ আত্মপ্রত্যয়, আপনার ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আত্মতৃপ্তি, বিশ্বাসের বিষয়। = **বিসারদ**। চারি প্রকার বৈশারদ্য, যথা—অর্হত্ত্ব জ্ঞান, "খীণাসব" অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন সমূহকে দেখা জানা, নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ এবং দেশনা করণ বা ধর্মপ্রচার করণ (চারি প্রকার বৈশারদ্য সম্বন্ধে মধ্যম নিকায়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য; এই সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায়েও দ্রষ্টব্য)।
বেসারজ্জপত্ত (বিণ) [বেসারজ্জ + পত্ত] বৈশারদ্য প্রাপ্ত। ⇒ **বেসারজ্জ**।
বেসিদ্বার—বেশ্যা গৃহ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নির্দিষ্ট গৃহ, ক্রীড়া কৌতুকের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ। ⇒ **বেসী**।
বেসিযা (স্ত্রী) ১ নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক, বৈশ্যকুলের স্ত্রীলোক। ⇒ **বেস্‌স**। ২ বেশ্যা, বারাঙ্গনা। (ধর্মপদ অর্থকথা) বেসিযাগোচর।
বেসিযাগোচর (বিণ) বেশ্যার সহিত মেলামেশা করে এমন, বেশ্যালয়ে আহার ভিক্ষার্থ গমন করে এমন। (পুং, ক্লী) বেশ্যার গণ্ডী, বেশ্যার পরিবেশ। ⇒ **গোচর, বেসিযা** (২)।

বেসিযান (পুং) বৈশ্যজাতি, বৈশ্যবংশ। = **বস্‌স**। (সূত্রনিপাতে) **বেস্‌সাযন**।

বেসী (স্ত্রী) = বেসিযা। ⟹ **বেসিযা**।

বেস্ম (ক্লী) ঘর, গৃহ, বাসস্থান। (ওকাস বা অধিকরণ কারকে) **বেস্মনি**।

বেস্‌স (পুং) বৈশ্য, বৈশ্যজাতি, (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে) তৃতীয় বর্ণ, সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে একজন। ⟹ **বণ্ণ** (৬)। (স্ত্রী) **বেসী, বেস্‌সী**।

বেস্‌সন্তর (পুং) জাতকে উল্লেখিত ভারতের এক অতি প্রাচীন রাজার নাম। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বোধিসত্ত্ব জীবনে এই "বেস্‌সন্তর" নামধেয় রাজা হইয়া তাঁহার শেষ পারমীসম্ভার পূর্ণ করিয়াছিলেন সর্বপ্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এমন কি নিজ স্ত্রীপুত্র কন্যা জুজুক নামক ব্রাহ্মণ হস্তে দান দিয়া।

বেস্‌সন্তরং (ক্রি-বিণ) সর্ব জীবের মধ্যে। = **বিস্‌সন্তরং**। ⟹ **বিস্‌স** (১)।

বেস্‌সবণ (পুং) বৈশ্রাবণ, বৈশ্রাবণ নামক যক্ষ অর্থাৎ প্রভাবশালী কুবেরের রাজা বা যক্ষরাজ, এক যক্ষের নাম-বিশেষ। = **কুবের**। ⟹ **লোকপাল**।

বেস্‌সাযন = বেসিযান। ⟹ **বেসিযান**।

বেস্‌সাযিনী (স্ত্রী) বৈশ্যা, বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীলোক, নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক। ⟹ **বেলাম, বেলামিক**।

বেস্‌সিকা (স্ত্রী) বৈশ্যকুলের স্ত্রীলোক, বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীলোক। ⟹ **বেসিযা** (১), **বেস্‌সাযিনী**।

বেস্‌সিনী (স্ত্রী) = বেস্‌সাযিনী। ⟹ **বেস্‌সাযিনী**। = **বেস্‌সিকা**।

বেস্‌সী (স্ত্রী) ১ = বেসিযা। ⟹ **বেসিযা**। ২ বৈশ্যদের মধ্যে একজন, বৈশ্যজাতির মধ্যে একজন। ⟹ **বেস্‌স**।

বেহাযস (পুং) বেহাস, আকাশ, গগন, বায়ুমণ্ডল। (করণ কারকে) **বেহাযসং** (ইহার দ্বারা ওকাস বা অধিকরণ কারকের কাজও সম্পাদিত হয়)।

বেহাযসং (ক্রি-বিণ) আকাশে, গগনে, বায়ুমণ্ডলে। = **বেহাযসভূতে হত্থিপিট্‌ঠে**—আকাশে (অর্থাৎ উপরে) হস্তিপৃষ্ঠে। ⟹ **বেহাযস**।

বেহাযসট্‌ঠিত (বিণ) আকাশে স্থিত। ⟹ **বেহাযস**।

বেহাযসভূত (বিণ) আকাশস্থ, বায়ুমণ্ডলস্থ, গগনস্থ। ⟹ **বেহাযসং**।

বেহাস (পুং) আকাশ, গগন, বায়ুমণ্ডল, স্বর্গ। (করণ কারকে) **বেহাসং**। (ওকাস বা অধিকরণ কারকে) **বেহাসে**।

বেহাসং (ক্রি-বিণ) আকাশ। = **বেহাযসং**। ⟹ **বেহাস**।

বেহাসং গম (বিণ) = বেহাসঙ্গম। ⟹ **বেহাসঙ্গম**।

বেহাসকুটি = বেহাসকুটী। ⟹ **বেহাসকুটী**।

বেহাসকুটী (স্ত্রী) বায়ুমণ্ডলের ঘর বা উপরের তলাঘর অর্থাৎ উপরে একখানা ঘর যেই ঘরে একজন মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ দাঁড়াইলে উপরের ছাদ মাথায় লাগে না, আকাশে বা শূন্য স্থানে কক্ষ বা কুটির অর্থাৎ আকাশস্থ প্রশস্ত স্থান, বায়ুমণ্ডলস্বরূপ স্থান বা কক্ষ, আকাশরূপ স্থান বা কুটির। ⟹ **ঘট্ট**।

বেহাসগমন (ক্লী) আকাশ পথে গমন, শূন্যের উপর দিয়া গমন।

বেহাসঙ্গম (বিণ) [বেহাসং + গম] আকাশ পথে গমনকারী, শূন্যের উপর দিয়া গমনকারী, আকাশচারী, আকাশ পথে গমন করে এমন, খগচারী বা খগচর। = **নভসিগম, অঘসিগম**।

বেহাসট্‌ঠ (বিণ) আকাশস্থিত, আকাশে অবস্থিত, আকাশে আছে এমন, খগচর, আকাশে বিচরণকারী। = **বিহঙ্গ**।

বেহাসট্‌ঠিত (বিণ) আকাশে স্থিত, আকাশস্থিত। = **বেহাসট্‌ঠ**।

বেহাসত্থ = বেহাসট্‌ঠ। ⟹ **বেহাসট্‌ঠ**।

বেহাসয (ক্রি-বিণ) আকাশে। = **বেহাসযং, বেহাসং, বেহাযসং**।

বেহাসযং (ক্রি-বিণ) = বেহাসয। ⟹ **বেহাসয**।

বেহাসসঞ্‌ঞিত (বিণ) আকাশ বলিয়া সংজ্ঞা আছে এমন, "আকাশ আকাশ" বলিয়া মনোযোগী বা ধ্যানী, "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক অরূপ ব্রহ্মলোকের প্রথম ধ্যানস্তরের ধ্যানকারী।

বেহাসে (ক্রি-বিণ) = বেহাসযং। ⟹ বেহাসযং। ⟹ **বেহাস**।

বো (অব্যয়) ১ = **এব**। ⟹ **এব**। অর্থকথায় "**বো**" শব্দকে নিপাত শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ২ আপনাদিগকে, তোমাদিগকে, তোমাদের দ্বারা, তোমাদের। = **বে** (২), **তুম্হে**। ⟹ **তুবং**। অর্থকথায় সাধারণত ইহাকেও "**বো**" (১)-এর ন্যায় নিপাত শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩ সাধারণত ইহা বি + অব = **বো** [অর্থাৎ "বি = ব" এবং "অব = ও"; সুতরাং "ব + ও" বো"], যেমন— **বোনত** = **ওনত, বোলোকেতি, বোক্কন্তি, বোকিণ্ণ, বোরোপেতি, বোসাপেতি, বোসান, বোস্‌সগ্গ**। কৃচিৎ "বি + উদ = বোদ", যেমন—**বোক্কমতি, বোচ্ছিজ্জতি, বোযোগ**।

বোকার [বি + ওকার] ১ অনৈক্য, পার্থক্য, মতানৈক্য, বিতর্ক, অন্তর, বিয়োগফল। ২ জীবত্বের উপাদান (অর্থাৎ "**খন্ধ**" সমূহ বা পঞ্চস্কন্ধ)। ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় এইরূপে:—**একবোকার, চতুবোকার, পঞ্চবোকার-ভব** (কথাবত্থু, বিভঙ্গ, ইত্যাদি)। এইরূপে অভিধর্মে এই "**বেকার**" শব্দের অদ্ভুত অর্থ হয় এবং প্রায় "**বিকার**" (৪) শব্দের সমান অর্থবাচক হয়, "**খন্ধ**"-এর সহিত "**যমক**"-এতেও অর্থাৎ "**পঞ্চ বোকার, চতুবোকার**" ইত্যাদি। ৩ অকর্মণ্য বস্তু, অসার বস্তু, নির্গুণ বিষয়, তুচ্ছ বিষয়, সামান্য পরিমাণ (বিশেষত সামান্য অর্থ ব্যয়)। ৪ অসুবিধা, বাধা, ক্ষতি, বিঘ্ন, প্রতিকূল অবস্থা। (তুলনীয়) **বিকার** (৩)।

বোকিণ্ণ (বিণ) [বি + ওকিণ্ণ] আবৃত, ঢাকা, আচ্ছাদিত, আবরিত, সিক্ত, আর্দ্র, ভিজা, মিশ্রিত, পূর্ণ, পরিপূর্ণ, পুরাপুরি। (তুলনীয়) **অবেকিণ্ণ**।

বোকিণ্ণক (বিণ) মিশ্রিত, মিলিত, মিশানো। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কপিনিদ্দাপরেতো বোকিণ্ণকং জগ্গতি** (একটি লোক) লঘু নিদ্রায় যাহাকে বলা হয় "বানরের ন্যায় নিদ্রা" (অর্থাৎ অর্ধনিদ্রা এবং অর্ধজাগ্রত অবস্থায়) শয়ন করিয়া সন্দিগ্ধভাবে জাগিয়া উঠে (এখানে "একটি লোক তাহার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মনোভাবকে এখনও পাহারা দেয়"—এই অর্থ করিয়া Rhys. Davids—যথার্থ অর্থে পৌঁছান নাই)।

বোক্কন্ত (বিণ) পৃথক হইয়াছে এরূপ, বিপথগামী হইয়াছে এমন। = **ওক্কন্ত**। ⟹ **বোক্কমতি**।

বোক্কন্তি (স্ত্রী) (মাতৃগর্ভে) জন্মগ্রহণ বা অবতরণ বা উৎপত্তি, গর্ভধারণ। = **ওক্কন্তি**।

বোক্কমতি (ক্রি) [বি + উ + √কম + অ] একপার্শ্বে বা একদিকে ঘুরিয়া যাওয়া, একপার্শ্বে সরিয়া যাওয়া, একদিকে সরিয়া পড়া, পৃথক হইয়া যাওয়া, বিপথগামী হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া বা করা। (অতীত) **বোক্কমি**। (অ-বিণ) **বোক্কন্ত**। (ক্রি-বি) **বোক্কমিত্বা, বোক্কম্ম**।

বোক্কমন (ক্লী) একপার্শ্বে আবর্তন, একদিকে ঘূর্ণন, একপার্শ্বে গমন বা সরিয়া যাওয়া, একদিকে গমন বা সরিয়া পড়া, বিচ্যুতি, ভিন্ন পথে গমন, বিপথে গমন, ভ্রম, ভ্রান্তি।

বোক্খ (বিণ) = **বগ্গু**। ⟹ **বগ্গু**। জাতকে ব্যবহৃত এই শব্দটি কিন্তু সন্দেহজনক।

বোচরিত (বিণ) (আত্মজ্ঞানে বা প্রত্যক্ষজ্ঞানে) প্রবিষ্ট বা বোধগম্য, অনুসন্ধানকৃত, প্রত্যক্ষকৃত। = **মনোদ্বারে সমুদাচারপ্পত্ত**।

বোচ্ছাদনা (স্ত্রী) (সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত করণ; একেবারে আবরিত বা আবৃত করণ, একেবারে ঢাকিয়া ফেলন।

বোচ্ছিজ্জতি (ক্রি) [বি+উ+ছিদ+য] কর্তিত হওয়া, ছেদিত হওয়া, ছিন্ন হওয়া, বন্ধ হইয়া যাওয়া। (অতীত) **বোচ্ছিজ্জি**। (অ-বিণ) **বোচ্ছিন্ন**। (ক্রি-বি) **বোচ্ছিজ্জিত্বা**।

বোট্ঠপন (ক্লী) ব্যবস্থাপন। = **বোত্থপন**।

বোট্ঠপনকিচ্চ = **বোত্থপনকিচ্চ**। ⟹ **বোত্থপনকিচ্চ**।

বোট্ঠপনকিরিযা = **বোত্থপনকিরিযা**। ⟹ **বোত্থপনকিরিযা**।

বোট্ঠব্বনকিচ্চ = **বোত্থপনকিচ্চ**। ⟹ **বোত্থপনকিচ্চ**।

বোট্ঠব্বন কিরিযা = **বোত্থপন কিরিযা**। ⟹ **বোত্থপন কিরিযা**।

বোত্থপন (ক্লী) ব্যবস্থাপন, দৃঢ়করণ, বিধিবদ্ধকরণ, স্থগিতকরণ, প্রতিষ্ঠা করণ, আইনানুসারে প্রমাণিত করণ, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, সমবায়, সংযোগ সাধন, সংকল্প, বিচার-নিষ্পত্তি, অটলতা, শেষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ক্ষণস্থায়ী অবস্থা, প্রত্যক্ষ বিষয়ে ক্ষণিক অবস্থা। = **ববত্থান**। (বিশুদ্ধি মার্গ) **বোত্থপনকিচ্চ; বোত্থপন কিরিযা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বোট্ঠব্বন কিচ্চ**।

বোত্থপনকিচ্চ (ক্লী) সংকল্পিত কৃত্য সম্পাদন করণ, সিদ্ধান্তকৃত কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করণ, বিচার নিষ্পত্তির বৃত্তি সমাধাকরণ। ⟹ **বোত্থপন**।

বোত্থপন কিরিযা (স্ত্রী) = **বোত্থপনকিচ্চ**। ⟹ **বোত্থপনকিচ্চ**।

বোত্থাপেতি (ক্রি) ব্যবস্থা করানো, দৃঢ় করানো, বিধিবদ্ধ করানো, স্থাপিত করানো, প্রতিষ্ঠা করানো, আইনানুসারে প্রমাণ করানো, উত্তোলন করানো, বিক্রয়ার্থে রাখা, আলাদা করিয়া রাখা, বাসা লওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা বা করানো, নিষ্পত্তি করা বা করানো। = **ববত্থাপেতি**।

বোদক (বিণ) [বি + ওদক = উদক] জল হইতে মুক্ত।

বোদপন (ক্লী) = **বোদপনা**। ⟹ **বোদপনা**।

বোদপনা (স্ত্রী) শোধন করণ, শোধন, পরিষ্কার করণ, পরিষ্করণ।

বোদপেতি (ক্রি) [বি + উ + √দ + আপে] শোধন করানো, পরিষ্কার করানো, পরিশুদ্ধ করা, পবিত্র করানো, নির্মল করানো। ⟹ **বোদাপেতি**। (অতীত) **বোদপেসি**।

বোদাত (বিণ) [বি + ওদাত] নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়োথেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এরূপ, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, অবিমিশ্র, অমিশ্রিত, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল। (তুলনীয়) **বীবদাত**।

বোদান (ক্লী) (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—ব্যবদান) ১ পরিষ্করণ, (সূর্য এবং চন্দ্র সম্বন্ধে) উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত হইতেছে এরূপ অবস্থা। = **বিসুদ্ধতা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ২ ("**কিলেস**" বা পাপকলঙ্ক হইতে) শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য; শোধন, পবিত্র করার কাজ, পূর্তকরণ, উৎসর্গ। = **বিসুদ্ধি**। (বিপ) **সঙ্কিলেস**।

বোদানিয (বিন) শুদ্ধ প্রবণ, পবিত্র করার উপযুক্ত, সংশোধন করিতে তৎপর, শোধনজনক, শুদ্ধজনক, পবিত্রকর। (বিপ) **সঙ্কিলেসিক**।

বোদাপন (ক্লী) পরিষ্করণ, শোধন, সংশোধন। = **পরিযোদপন**।

বোদাপনা (স্ত্রী) = **বোদাপন**। ⟹ **বোদাপন**।

বোদাপেতি (ক্রি) = **বোদপেতি**। **বোদপেতি**। **বোমাদপেতি** শব্দেও দ্রষ্টব্য।

বোদায—জাতকে ইহা "**চোদায**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ। ⟹ **চোদায**।

বোদাযতি (ক্রি) [বি + অব + √দা] পরিষ্কার বা পরিষ্কৃত

হওয়া, নির্মল হওয়া, খাঁটি হওয়া, নির্ভুল হওয়া, ত্রুটিহীন হওয়া, নিষ্কলঙ্ক হওয়া, পবিত্র হওয়া, নিষ্পাপ হওয়া, অব্যবহৃত হওয়া, ধোপদুরস্ত হওয়া, এবড়োখেবড়ো প্রান্তযুক্ত না হওয়া, সুগঠিত হওয়া, কায়দামত হওয়া, পরিষ্কাররূপে অভ্যস্ত হওয়া, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত হওয়া, স্বচ্ছ হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, স্পষ্ট হওয়া, জাজ্বল্যমান হওয়া, প্রখর হওয়া, শান্ত হওয়া, সহজে শ্রবণযোগ্য হওয়া, বিশুদ্ধ হওয়া, নির্দোষ হওয়া, সহজে বোধগম্য হওয়া, সহজবোধ্য হওয়া, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, সুনিশ্চিত হওয়া, নিখরচা হওয়া, অবিমিশ্র হওয়া, নির্বিবাদ হওয়া, পক্ষপাতহীন হওয়া, নিরপেক্ষ হওয়া, ঋণহীন হওয়া, অঋণী হওয়া, অবিব্রত হওয়া, পূর্ণ হওয়া, মুক্ত হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া, বাধাহীন হওয়া, সংশোধিত হওয়া, শোধিত হওয়া। (চরিত্রে) **সদ্ধম্মস্স বোদাযতি;** অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা বর্ণনায় "**বোদানং গচ্ছিত**"।

বোদাস (?)—এই শব্দটি কেবল দীর্ঘনিকায়ে ক্ষুধার্তের মুখরোচক ভোজন সম্বন্ধে (**ভোজনেসু**) অদ্ভুতরূপে বিশেষ ভাষায় ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**বোদাসং আপজ্জতি**—পার্থক্য করা, প্রভেদ করা। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**দ্বে ভাগে করোতি**। মনে হয় এই শব্দটি "**বোকার**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে, কিংবা আমরা ইহাকে "কর্তন করিয়া" অর্থে [বি + অব + √দা=] "**বোদায**" শব্দরূপে গ্রহণ করিতে পারি; এইরূপে "**বোদাস**" শব্দের অর্থ হয় "খাদ্য পৃথক করিয়া (?)"। ইহা ব্যঞ্জনাপূর্ণ হইলেও "**বোসানং আপজ্জতি**"-এর ন্যায় অর্থ হইয়া থাকে।

বোদিট্‌ঠ (বিণ) (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—ব্যপদেশ) সীমা নিরূপিত, ব্যাখ্যাত, নির্ভুলভাবে বর্ণিত, সঠিক স্থিরকৃত, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গমকৃত বা জ্ঞাত, সম্পূর্ণরূপে অবধারিত, স্বীকৃত, চিনিতে বা বুঝিতে পারিয়াছে এমন। = **সুট্‌ঠুদিট্‌ঠ** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)।

বোনত (বিণ) [বি + ওনত] বক্র, বাঁকানো, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, প্রবণ, ইচ্ছুক।

বোন্দি (পুং) শরীর, দেহ।

বোপেতি (ক্রি) দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় ইহার পাঠ দৃষ্ট হয় "**অবোপেত্বা**", কিন্তু ইহার পাঠ হইবে "**চোপেতি**"। ⇒ **চোপেতি**।

বোভিন্দতি (ক্রি) [বি + অব + ভিন্দতি] চেড়া, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ছেড়া, ফাটা। (অতীত) **বোভিন্দি**। (বি-বিণ) **বোভিন্দন্তো**।

বোভিন্দন্ত (বিণ) চুলচেড়া বা চুলছেড়া। ⇒ **বোভিন্দতি**।

বোভিন্দি (অতীত ক্রিয়া, কিন্তু সাহিত্যে বর্তমান ক্রিয়ায় গ্রহণ করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে) ভাঙ্গা, ভঙ্গ করা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, বিদীর্ণ করা, আহত করা, আঘাত করা, ক্ষত করা, বিভক্ত বা বিভাগ করা। (মধ্যম নিকায়) **সীসং বোভিন্দি**—মস্তক বিদীর্ণ করা। ⇒ **বোভিন্দতি**।

বোমাদপেতি (ক্রি) দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এই শব্দটির পাঠ হইয়াছে "নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা, পবিত্র করা, শোধন করা" অর্থে "**বোদাপেতি**" বর্মাগ্রন্থে পাঠ হইয়াছে "**বোদাপেতি**" এবং সিংহলি গ্রন্থে পাঠ হইয়াছে "**চামাপেতি, চামাদাপেতি**" যাহার অর্থ করা হইয়াছে "নির্মল করা বা করানো, পবিত্র করিবার কারণ করা, পরিষ্কার করা বা করানো, জলদিয়া ধৌত করা বা করানো"।

বোমিস্‌স (বিণ) = **বোমিস্‌সক**। ⇒ **বোমিস্‌সক**।

বোমিস্‌সক (বিণ) [বি + ওমিস্‌সক] মিশ্রিত, মিশ্রক, বিবিধ, নানারকম, নানাবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বোমিস্‌সকতা, বোমিস্‌সচরিত**।

বোমিস্‌সকতা (স্ত্রী) বিভিন্নতা, নানাত্ব, নানাবিধত্ব, মিশ্রিতা। ⇒ **বোমিস্‌সক**।

বোমিস্‌সচরিত (বিণ) বিভিন্ন চরিত্রের, নানারকম চরিত্রের। ⇒ **বোমিস্‌সক**।

বোযোগ [বি + উয্যোগ] চেষ্টা, বলপ্রয়োগ, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, মনোযোগ। এই পাঠটি কিন্তু সন্দেহজনক।

বোরোপন (ক্লী) বিযুক্তকরণ, বঞ্চিতকরণ, নষ্টকরণ, নাশকরণ, ধ্বংসকরণ, হতকরণ, বধকরণ। (জাতক) **জীবিত বোরোপন**—জীবন বিযুক্ত বা নাশকরণ, জীবন ধ্বংস বা বধকরণ।

বোরোপেতি (ক্রি) [বি + অব + √রুপ + এ] বিযুক্ত করা, বঞ্চিত করা, লইয়া ফেলা, গ্রহণ করা, লইয়া যাওয়া, নাশ করা, বধ করা, হানি করা। (দীর্ঘনিকায়) **জীবিতা বোরোপেতি**—জীবন হইতে বঞ্চিত করা অর্থাৎ জীবনে বধ করা বা প্রাণনাশ করা। ⇒ **রোপেতি** (২)। (অতীত) **বোরোপেসি**। (অ-বিণ) **বোরোপিত**। (ব-বিণ) **বোরোপেন্তু**। (ক্রি-বি) **বোরোপেত্বা**।

বোলোকন (ক্লী) [বি + ওলোকন] দৃষ্টিপাত করণ, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরখ। = **বিলোকন**। (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) ব্যাবলোকন—তত্ত্বানুসন্ধান, পরীক্ষা, অবেক্ষণ পরিদর্শন।

বোলোকেতি (ক্রি) [বি + অব + √লোক + এ] পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, সম্যক অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা, পাঠ করা, অধ্যয়ন করা, মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা, মনোনিবেশ করা, অভ্যাস করা, কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তা করা। (বিনয়) **লোকং বোলোকেতি**। = **ও লোকেতি, বিলোকেতি**।

বোসাটিতক (ক্লী) [এই শব্দটির (বি + ওস্‌সট্‌ঠ + ইক=) "**বোস্‌সট্‌ঠিক**"-এর পরিবর্তে বানান ভুল] (শ্মশান

প্রভৃতি স্থানে) মৃত প্রেতগণের উদ্দেশ্যে আহার দান বা প্রদান।

বোসান (ক্লী) [বি + ওসান] ১ কার্যসাধন, কার্যসম্পাদন, কৃতিত্বপূর্ণ কাজ, পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, শিক্ষালব্ধ বিষয়। (মধ্যম নিকায়) **দিট্‌ঠ ধম্মাভিঞ্ঞা বোসান পারমিপ্পত্তো**। (থেরগাথা) **বোসানং অধিগচ্ছতি**—পূর্ণতায় পৌঁছা বা উপস্থিত হওয়া। ২ বন্ধকরণ, আবদ্ধকরণ, রুদ্ধকরণ, দমনকরণ, প্রতিরোধকরণ, নিবৃত্তকরণ, শেষকরণ, ক্ষান্ত হওন, ত্যাগকরণ, বিরাম। (বি-ভা) **বোসানং আপজ্জতি**—(প্রায়ই "পমাদ" শব্দের সমার্থবাচক) শেষ করিয়া আনা, সমাপ্ত হইয়া আসা, সমাপ্ত করা, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধগতি বা গতিরুদ্ধ করা, দমন করা, নিবৃত্ত হওয়া, বন্ধ করা বা হওয়া, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, শেষ হওয়া, অমনোযোগী হওয়া, অযত্নশীল হওয়া, উদ্বেগহীন হওয়া, উদাসীন হওয়া, অসাবধান হওয়া, অবসন্ন হওয়া, শিথিলভাবে ঝুলিতে থাকা (মধ্যম নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অন্তরা বোসানং আপজ্জতি**—কার্য সম্পাদনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাড়ানো, অর্ধকার্য পর্যন্ত সম্পাদন করিয়া বন্ধ করা। Kern. Toev.-এ "সমাপ্তিতে উপনীত হওয়া, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বস্ত হওয়া"—এই অর্থ গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভুল করা হইয়াছে।

বোসাপেতি (ক্রি) [বি + ওসাপেতি] শেষ করা, সমাধা করা, সমাপ্ত করা, সমাপ্ত করিয়া আনা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দেসনং বোসাপেতি**।

বোসারণিয (বিণ) পুনরায় বহাল সম্বন্ধীয়, পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয়।

বোসিত (বিণ) [বি + ওসিত] যাহার কার্যসাধন বা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হইয়াছে, যাহার কার্য সম্পাদন হইয়াছে, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, জয়কৃত, আয়ত্তকৃত, শ্রেষ্ঠতা বা দক্ষতা লাভ করিয়াছে এমন, দক্ষতার সহিত সম্পাদিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সম্পূর্ণকৃত, সমাধাকৃত, শেষ বা সমাপ্ত করিয়াছে এমন। (বি-ভা) **অভিঞ্ঞাবোসিত**—যিনি বিশেষ জ্ঞানে দক্ষতা বা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন (সংযুক্ত নিকায়)। (ধর্মপদ অর্থকথা)। **নিট্‌ঠানং পত্তো বুসিত বোসানং বা পত্তো** ইত্যাদি।

বোস্‌স (ক্লী) = **বোস্‌সকম্ম**। ⟹ **বোস্‌সকম্ম**।

বোস্‌সকম্ম (ক্লী) দুর্বলকরণ, হীনবলকরণ, পুরুষত্বহীন করণ। ⟹ **বস্‌সকম্ম**।

বোস্‌সগ্‌গ (পুং) পরিত্যাগকরণ, ছাড়িয়া দেওয়া, পরিহার, পরিত্যাগ, শিথিলকরণ, শ্লথন, আমোদ প্রমোদ, যত্ন শৈথিল্য, হস্তান্তরকরণ, চাঁদা, প্রদত্ত বস্তু, দান, প্রকৃতি দত্ত গুণ, উপঢৌকন, উপহার। (দীর্ঘনিকায়) **ইস্‌সরিয বোস্‌সগ্‌গ**—কর্তৃত্ব প্রদান বা কর্তৃত্ব হস্তান্তরকরণ। (সংযুক্ত নিকায়) **বোস্‌সগ্‌গরত**। (জাতক) **কম্মবোস্‌সগ্‌গ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সতিবোস্‌সগ্‌গ**। (সংযুক্ত নিকায়) **বোস্‌সগ্‌গ পরিণামি**।

বোস্‌সগ্‌গ পরিণামি—ত্যাগে দেয় বা দেওয়া হইবার সময়, সমর্পণের পরিণতি, আত্মসমর্পণের পরিপক্বতা, প্রণতির পরিণাম। ⟹ **বোস্‌সগ্‌গ**।

বোস্‌সগ্‌গরত (বিণ) দানপ্রবণ, দানে রত, দানপ্রিয়, ত্যাগে অনুরাগী, ত্যাগে রত। ⟹ **বোস্‌সগ্‌গ**।

বোস্‌সজতি (ক্রি) [বি + অব + √সজ্জ + অ] ত্যাগ করা, দান করা, হস্তান্তর করা, পরিত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ইস্তফা দেওয়া, পদ পরিত্যাগ করা, বশ্যতা স্বীকার করা। (অতীত) **বোস্‌সজ্জি**। (অ-বিণ) **বোস্‌সট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **বোস্‌সজ্জন্ত**; (জাতক) **ইস্‌সরিযং বোস্‌সজ্জন্তো**। (ক্রি-বি) **বোস্‌সজ্জিত্বা, বোস্‌সজ্জ**।

বোস্‌সজন (ক্লী) = **বোস্‌সগ্‌গ**। ⟹ বোস্‌সগ্‌গ।

বোস্‌সজ্জতি (ক্রি) = **বোস্‌সজতি**। ⟹ **বোস্‌সজতি**।

বোস্‌সট্‌ঠিক (ক্লী) = **বোসাটিতক**। ⟹ **বোসাটিতক**।

বোহরতি (ক্রি) [বি + অব + √হর + অ] প্রকাশ করা, সীমা নিরূপণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা, মীমাংসা করা, নিষ্পত্তি করা, সমাধান করা, স্থির করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যোগানো, নিযুক্ত করা, প্রয়োগ করা, প্রস্তুত করিয়া রাখা, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, ব্যবহার করা, আচরণ করা, অভ্যস্ত হওয়া, নিঃশেষ করা, শেষ করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, বিনিময় করা, বিক্রয় করা, বাণিজ্য করা, নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, নিদ্রা হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, (কোনো রাজ্য) শাসন করা, বিচার করিয়া দেওয়া, শাসন করা, পরিচালনা করা, কার্যনির্বাহ করা, বিচার করা। (জাতক) **বারাণসিং মংস-সুর-ওদকং বোহরতি**—বারাণসী রাজ্যে রাজার জন্য মাংস সুরা ও জল জোগায় বা পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখে। (অতীত) **বোহরি**। (অ-বিণ) **বোহরিত**। (ব-বিণ) **বোহরন্ত**। (ক্রি-বি) **বোহরিত্বা**। (তুম্) **বোহরিতুং, বোহাতুং**। (কর্মবাচ্যে) **বোহরিযতি**।

বোহরিযতি (ক্রি) ডাকা হয়, আহ্বান করা হয়, নাম ধরিয়া ডাকা হয়, নাম ডাকা হয়। (ব-বিণ) **বোহরিযমান**। ⟹ **বোহরতি**।

বোহরিযমান (বিণ) ডাকে বা ডাকিতেছে এরূপ, ডাকা হয় এরূপ। ⟹ **বোহরিযতি**।

বোহার (পুং) [বি + অবহার] ১ ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য, ব্যবসায়-ব্যাপার, কার্য, তেজারতি, মহাজনী, বেচাকেনা, পেশা, ব্যবসায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়,

ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যাকর্তব্য। (সূত্রনিপাত) **বোহারং উপজীবতি**। ২ ডাকা, নাম ধরিয়া ডাকা, আহ্বান করণ, বাক্যের ধারা বা রীতি, মুখাবয়ব, মুখের ভাব, মত প্রকাশ, রাশি, রাশিমালা, চলিত নাম, বর্তমান খেতাব বা পদবি, (ভাষার) সাধারণ ব্যবহার বা ধারা, প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, প্রয়োজন, সুবিধা, আবশ্যকতা, অভ্যাস, জনপ্রিয় তর্কবিজ্ঞান, জনসাধারণে প্রচলিত যুক্তিবিদ্যা, ব্যাখ্যা বা নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিবার সাধারণ উপায়, সঠিক স্থির করিবার বা সীমা নিরূপিত করিবার সাধারণ উপায়, প্রয়োগ রীতি, নাম, উপাধি, অর্থ, নির্দিষ্ট সময়, নির্ধারিত কাল বা সময়, অবধি, সীমা, বিদ্যালয় আদালত ইত্যাদির কার্যকাল, পদ, নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ, (বীজগণিতের) পদ, বংশগত উপাধি, অতিরিক্ত নাম। (বিণ) তথাকথিত, ঐরূপ বলা হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নহে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লদ্ধবোহার**—ঐরূপ লাভ হইয়াছে বলা হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নহে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লদ্ধবোহার পদেস**—তথাকথিত নামের প্রদেশ লইয়াছে বা লাভ হইয়াছে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পাণো'তি বোহারতো সত্তো; লোক নিরূঢ়োয সমঞ্ঞায বোহার**। (দীর্ঘনিকায়) **অরিয বোহার**—(বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর) কথা বা বাকশক্তির উপযুক্ত ধরণ বা প্রথা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **লোকিয বোহার**—সাধারণ বা প্রচলিত কথার বা বাকশক্তির ধরণ। ৩ মোকদ্দমা, অভিযোগ, নিয়ম, সূত্র, আইন, বিধি, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যবহার সংহিতা, বিনয়শাস্ত্র, রাজবিধি, প্রাচীন বিধি, বিধিসঙ্গত বা ন্যায্য কর্তব্য বা বশ্যতা, আইনসঙ্গত বা উপযুক্ত বাধ্যবাধকতা, বিধিবদ্ধ ধর্ম, বৈধ অভ্যাস, উকিলের পেশা, বিচারপতির সম্পাদিত কার্য, বিচার সংক্রান্ত পদ্ধতি বা প্রণালী, ব্যবহৃত চলিত নিয়ম, ব্যবহার তত্ত্ব, আইনবিজ্ঞান। (তুলনীয়) **বোহারিক**। (সূত্রনিপাত) **বোহারকূট**—অসৎ আইনজ্ঞ বা উকিল? (জাতক) **বোহারং সাধেতি**—আইনের দ্বারা ঋণের টাকা দাবি করা, আইনসঙ্গত কর্জ টাকার দাবি করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বোহারূপজীবিন**—উকিল, আইনের ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী, আইনজীবী। ৪ (সমুদ্রাদিতে) জলে জাহাজ ধরিয়া রাখে এরূপ একজাতীয় ভীষণাকার জলজন্তুর নাম।

বোহারকূট (পুং) কূটনৈতিক আইনজীবী অসৎ উকিল, শঠ আইনজ্ঞ লোক, প্রতারক ব্যবহারাজীবী, ছলনাময় আইনজীবী। ⟹**বোহার** (৩)।

বোহারিকা (পুং) বণিক, ব্যবসাদার, ব্যবসায়ী, বাণিজ্য জাহাজ, বিচারপতি, সমালোচক, মীমাংসাকারক, মোকদ্দমা বা আইনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি, ম্যাজিস্ট্রেট বা জিলার শাসনকর্তা, বিচারালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী (**মহামত্ত**), বিচারপতি, বিচারক। বিনয়ে দুই প্রকার "**মহামত্ত**" (মহামন্ত্রী)–এর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**সেনানাযকা মহামত্তা** (সেনানায়ক বা প্রতিরোধ ব্যবস্থাকারী মহামন্ত্রী), **বোহারিকা মহামত্তা** (বিচার বিভাগীয় মহামন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী)। (বিনয়) **পুরাণ-বোহারিকো মহামত্তো**।

বোহারিকামচ্চ (পুং) [বোহারিক + অমচ্চ] প্রধান বিচারক।

বোহারিকা মহামত্তা (পুং, বহুবচন) আইনমন্ত্রীগণ। ⟹ **বোহারিকা**।

বোহারূপজীবিন (বিণ, পুং) [বোহার + উপজীবিন] উকিল, আইনজ্ঞ, ব্যবহারজীবী, যেই ব্যক্তি ওকালতি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ⟹**বোহার** (৩)।

ব্য (উপসর্গ পদ) "**ব্য**" উপপদটি "অ" এবং "আ" (অর্থাৎ "ব্য" এবং "ব্যা") আর ক্বচিৎ "উ" এবং "ও"–এর পূর্বে "বি" এর অর্ধস্বরাকার (অর্থাৎ অর্ধব্যঞ্জনযুক্ত)। "বি" উপপদটি খুবই চঞ্চল এবং গঠিত আকারসমূহের বহুবিধত্ব (বৈলক্ষণ্য আকার সমূহ) "ব্য" উপসর্গের সহিতও সংলগ্ন, যাহা পালিতে সর্বপ্রকার ব্যঞ্জন সংযোগের ধারায় ইহার নিয়মিত আকার "ব্য" ছাড়া হইয়া হয়ত সংক্ষিপ্ত হইয়া "**ব্ব**" (লেখা হয় "ব")–এর ন্যায় প্রকাশ পায়, যেমন—"**ব্যগ্গ**" শব্দর পরিবর্তে "**বগ্গ**)", "**ব্যয**" শব্দের পরিবর্তে "**বয**", "**ব্যোসিত**" শব্দের পরিবর্তে "**বোসিত**", "**ব্যূহ**" শব্দের পরি "**ব্বূহ**" (কিন্তু লেখা হয় "**বূহ**"; অথবা "**বিয**" (গাথায়) অথবা "**ব্যয্য**" (অর্থ—"**জনপ্রিয়**") উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়, যেমন—**বিযঞ্জন, বিযারম্ভ, বিযাযত**; অথবা **বেয্যঞ্জনিক, বেয্যাকরণ, বেয্যাযিক**। ইহা "**ব্য**" উপসর্গ দ্বারাও প্রকাশ হয়, যেমন—**ব্যগ্ঘ, ব্যঞ্জন, ব্যপ্পথ, ব্যম্হ, ব্যাপন্ন, ব্যাবাধ** ইত্যাদি। কোনো কোনো কারণে "**বি**" স্থানে "**ব্য**" উপসর্গও ব্যবহার হয়, যেমন—**ব্যম্হিত, ব্যসন**; এবং "**বি**" এর স্থানে "**ব্যা**" উপসর্গও ব্যবহৃত হয়, যেমন—**ব্যারোস**।

ব্যক্খিস্সং—সূত্রনিপাতের এই শব্দটি "**ব্যাচিক্খতি**" শব্দের ভবিষ্যৎ কাল। ⟹ **ব্যাচিক্খতি**।

ব্যগ্গ (বিণ) [বি + অগ্গ] ব্যগ্র, ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল, উন্মত্ত প্রায় অবস্থা-প্রাপ্ত, উদ্বেগযুক্ত, হতবুদ্ধি, হতভম্ব, বিশৃঙ্খল, বিহ্বল, এলোমেলো, উদভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ব্যগ্ঘ (পুং) ব্যাঘ্র, বাঘ। (সূত্রনিপাত) **ব্যগ্ঘ-উসভ**। (অপাদান) **ব্যগ্ঘ রাজা**। (জাতক) **সুবাহু ব্যগ্ঘ**—সুবাহু নামক ব্যাঘ্র; **গিরি-সানু ব্যগ্ঘ**। ⟹ **ব্যগ্ঘ**।

ব্যগ্ঘ-উসভ (পুং) পুরুষ জাতীয় ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রশ্রেষ্ঠ, বাঘের রাজা। ⟹ **ব্যগ্ঘ**।

ব্যগ্ঘচম্ম (ক্লী) ব্যাঘ্রচর্ম, বাঘের চামড়া। ⟹ **চম্ম**।

ব্যগ্ঘরাজা (পুং) ব্যাঘ্র রাজা, ব্যাঘ্রশ্রেষ্ঠ। ⟹ **ব্যগ্ঘ**।

ব্যগ্ঘিনী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রী, বাঘিনী। = **ব্যগ্ঘিনী**।

ব্যাগ্ঘীনস (?) (পুং) শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী। =

সকুণগ্‌ঘি)।

ব্যগ্‌ঘীনিস (পুং) = **ব্যগ্‌ঘীনস**। ⇒ **ব্যগ্‌ঘীনস**।

ব্যগ্‌ঘীনিসা (স্ত্রী) = **ব্যগ্‌ঘীনিস**। ⇒ **ব্যাগ্‌ঘীনিস**।

ব্যঞ্জন (ক্লী) ১ বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ (আছে এরূপ অবস্থা), স্পষ্ট চিহ্ন বা দাগ, চিহ্ন সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইসারা, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশি-চিহ্ন, মেষ বৃষাদি চিহ্ন, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, বিশেষ গুণ, লক্ষণ (তুলনীয়—অনুব্যঞ্জন)। (সূত্রনিপাত) **গিহিব্যঞ্জন**। (বিনয়) **পুরিসব্যঞ্জন**। ২ বর্ণ প্রকরণ, অক্ষর, ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ। (তুলনীয়) **সব্যঞ্জন**, **পদ**। (বিপ) **অথ**। ৩ ব্যঞ্জন, তরকারি, অন্নভোজনের উপকরণ, আচার, মাছ বা মাংসের তরকারি, চাটনি, মসলা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওদনো অনেক সূপো অনেক ব্যঞ্জনো**। (পেতবত্থু) **ভত্তব্যঞ্জন**। (তুলনীয়) **ব্যঞ্জন**।

ব্যঞ্জনক (বিণ) = **উভতোব্যঞ্জনক**। ⇒ **উভতোব্যঞ্জনক**। = **ব্যয্যঞ্জনিক**।

ব্যঞ্জনতো (ক্রি-বিণ) ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে, অক্ষর অনুসারে, বর্ণপ্রকরণ-অনুসারে। (বিপ) **অত্থতো**।

ব্যঞ্জনিক (বিণ) = **বেষ্যঞ্জনিক**। ⇒ **বেষ্যঞ্জনিক**। = **ব্যঞ্জনক**।

ব্যঞ্জযতি (ক্রি) [বি + √অঞ্জ + অ] বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণনা করা, চিহ্নিত করা, প্রভেদ করা, কোনো জিনিসের জাতি নাম বা চিহ্ন জ্ঞাপন করা, সূচিত করা, প্রকাশ করা, সূচনা করা, নির্দেশ করা। (অতীত) **ব্যঞ্জযি**। (অ-বিণ) **ব্যঞ্জিত**।

ব্যতিরেক (পুং) [বি + অতিরেক] ব্যতীরেক, বিনা অভাব, প্রভেদ, বিভিন্নতা, বৃদ্ধি, অতিক্রম, বাক্যের অলঙ্কার বিশেষ, যাহা ছাড়িয়া আসা হইয়াছে, সংযোজন বা একত্রীকরণ, সংযুক্ত বস্তু, সংকলন, যোগ, উদ্বৃত্ত, অবশিষ্ট, প্রয়োজনাতিরিক্ত, বাড়তি, উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়, যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে, যোগ করার কার্য, বাড়তি বা আমদানি ব্যক্তি বা বস্তু, অতিরিক্ত অংশ, উদ্বৃত্ত অংশ, প্রয়োজনের বা চাহিদার অতিরিক্ত। পেতবত্থু অর্থকথায় "চ" সম্বন্ধেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং সমান অর্থে "**ব্যতিরেকতো**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

ব্যত্ত (বিণ) ১ দক্ষ, অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, নিপুণ, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, পণ্ডিত, শিক্ষিত, পারদর্শী, বিদ্বান, মিতব্যয়ী, পরিণামদর্শী, বিজ্ঞ, প্রবীণ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। (সংযুক্ত নিকায়) **পণ্ডিত ব্যত্ত**। ২ সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, বিশদ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ব্যত্ত পাকট-ভাব**।

ব্যত্ত উপসেবিন (বিণ) জ্ঞান পরিচর্যাকারী, জ্ঞান অন্বেষী, অভিজ্ঞতা অর্জনকারী, দক্ষতার অধ্যবসায়ী।

ব্যত্ততর (বিণ) অধিক শিক্ষিত, অধিক জ্ঞানী, অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত, অপেক্ষাকৃত দক্ষ, অধিক নিপুণ বা পটু।

ব্যত্ততা (স্ত্রী) জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তু বা মনোভাব, নিপুণতা, দক্ষতা, চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন।

ব্যত্তপাকটভাব—স্পষ্টভাবে উন্মুক্ত অবস্থা। ⇒ **ব্যত্ত** (২)।

ব্যত্তয [বি+অতি+অয] বিপক্ষতা, প্রতিরোধ, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ, প্রতিকূলতা, প্রতিকূল আচরণ, বিপক্ষ দল, বর্তমান মন্ত্রিদলের বা শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধবাদী লোক, জ্যোতিষ্কগণের পরস্পর ১৮০ অংশান্তরে অবস্থিতি, উল্টানো, উলট-পালট, পরিবর্তন, রদ করার কাজ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পুরিস ব্যত্তয**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বচন ব্যত্তয**।

ব্যথতি (ক্রি) [√ব্যথ + অ] উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, পরাজিত করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা। (অতীত) **ব্যথি**। (অ-বিণ) **ব্যথিত**।

ব্যথন (ক্লী) কম্পন, নাড়া, নাড়াঝাড়াকরণ, কম্পিতকরণ, বিচলিতকরণ, অস্থিরকরণ, ইতস্তত করণ, দ্বিধাকরণ, একবার এদিকে একবার ওদিকে গমনাগমনকরণ, দোলা, টলা।

ব্যথিত (বিণ) ব্যথিত, দুঃখিত, পীড়িত, শোকগ্রস্ত, শোকপ্রাপ্ত, ভীত। ⇒ **ব্যথতি**।

ব্যধতি (ক্রি) কম্পিত করা বা হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত করা বা হওয়া, নাড়া দেওয়া, নাড়াঝাড়া করা, নড়া, বিচলিত করা, শঙ্কিত হওয়া, ভয়ার্ত করা, অস্থির করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, একবার এদিকে একবার ওদিকে যাওয়া আসা করা, ইতস্তত করা, দ্বিধা করা, দোলায়মান হওয়া, দোলা, টলা। (জাতকে) **ব্যধসে**; (জাতক অর্থকথায়) **ব্যধসি** = **কম্পসি**। (করণে) **ব্যধেতি**, **ব্যাধেতি**।

ব্যধসি (মধ্যম পুরুষ একবচনে বর্তমান ক্রিয়া) কাঁপিতেছ, ভীত হইতেছ, কম্পিত হইতেছ। = **কম্পসি**। ⇒ **ব্যধতি**।

ব্যধেতি (ক্রি) ভীত করা, শঙ্কিত করা, ভয়ার্ত করা, এলোমেলো করা, বিশৃঙ্খল করা, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল করা, পার্থক্য বুঝিতে না পারা। = **ব্যাধেতি**, **বাধেতি**। ⇒ **ব্যধতি**, **ব্যাধেতি** (যাহাতে আমরা "**ব্যাধি**" শব্দ হইতে ভিন্ন ধরনের বর্ণনা দিয়াছি)।

ব্যন্ত (বিণ) বিদূরিত, আপসারিত, স্থানান্তরিত, কর্ম হইতে বিদায়কৃত, জিনিসের মধ্যবর্তী ব্যবধানকৃত, দূরস্থ, দূরবর্তী, আদিম, প্রাথমিক, বিভিন্ন, অসংলগ্ন সামান্য, পরোক্ষ, পৃথক। (ক্লী) প্রান্তভাগ, সীমা, শেষ, সমাপ্তি, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরম ফল, সমাপন।

ব্যন্তি = **ব্যন্ত**। ⇒ **ব্যন্ত**। ⇒ **ব্যন্তিকরোতি**।

ব্যন্তিকরোতি (ক্রি) [বি + অন্ত + ই + √কর + ও] উঠাইয়া দেওয়া, লোপ করা, রদ করা, রহিত করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, (আপনাকে) মুক্ত করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারিত করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (অতীত) **ব্যন্তিকরি;** (মধ্যম নিকায়) **ব্যন্তেব একাসিং(অকাসিং?);** (সপ্তমী) **ব্যন্তিকরেয্য** (দীর্ঘনিকায়)। (অ-বিণ) **ব্যন্তিকত**। (ভবিষ্যতে) **ব্যন্তিকাহিতি, ব্যন্তিকাহিতি**। (ক্রি-বি) **ব্যন্তিকরিত্বা, ব্যন্তিকত্বা**।

ব্যন্তিভবতি (ক্রি) [বি + অন্ত + ই + √ভূ + অ] শেষ হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, শেষ করা, শেষ হইয়া আসা, সমাপ্ত করা, বন্ধ করা, রুদ্ধ করা বা হওয়া, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধগতি করা, গতিরুদ্ধ করা, দমন করা, নিবৃত্ত করা, বন্ধ করা বা হওয়া, থামা, অল্পকাল থাকা, অল্প সময়ের জন্য বাস করা, শেষ হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া, ভগ্ন হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, বধিত হওয়া। = **ব্যন্তিভবতি** (কথাবত্থু); **ব্যন্তিহোতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (অতীত) **ব্যন্তিভবি**। (অ-বিণ) **ব্যন্তিভূত**।

ব্যন্তিভাব (পুং) সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। = **ব্যন্তিভাব** (কথাবত্থু)।

ব্যন্তিভূত (বিণ) সমাপ্ত, শেষ হইয়াছে এরূপ, মৃত, ধ্বংসকৃত। ⇒ **ব্যন্তিভবতি**।

ব্যন্তিহোতি (ক্রি) = **ব্যন্তিভবতি**। ⇒ **ব্যন্তিভবতি**।

ব্যন্তীকরোতি (ক্রি) = **ব্যন্তিকরোতি**। ⇒ **ব্যন্তিকরোতি**।

ব্যন্তীভবতি (ক্রি) = **ব্যন্তিভবতি**। ⇒ **ব্যন্তিভবতি**।

ব্যন্তীভাব (পুং) = **ব্যন্তিভাব**। ⇒ **ব্যন্তিভাব**।

ব্যন্তীভূত (বিণ) = **ব্যন্তিভূত**। ⇒ **ব্যন্তিভূত**।

ব্যপগচ্ছতি (ক্রি) [বি + অপগচ্ছতি] প্রস্থান করা, মরিয়া যাওয়া, রওনা হওয়া, (অপ্রচলিত) বিচ্ছিন্ন করা, দূরীভূত হওয়া। (অতীত) **ব্যপগচ্ছি**। (অ-বিণ) **ব্যপগত**। (ক্রি-বি) **ব্যপগম্ম**।

ব্যপগত (বিণ) প্রস্থান করিয়াছে এরূপ, চলিয়া গিয়াছে এরূপ, মৃত, রওনা হইয়াছে এমন, দূরীভূত। = **ব্যপগত**। ⇒ **ব্যপগচ্ছতি**।

ব্যপনুদতি (ক্রি) [বি + অপনুদতি] তাড়াইয়া চালাইয়া নেওয়া, তাড়াইয়া দেওয়া, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, বহিষ্কৃত করা, নির্বাসিত করা। (অতীত) **ব্যপানুদি**। (ক্রি-বি) **ব্যপনুজ্জ**।

ব্যপহঞ্ঞতি (ক্রি) [বি + অপ + হঞ্ঞতি] অপসারিত হওয়া, পদচ্যুত হওয়া, কর্মচ্যুত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, পরিবর্তন হওয়া, জিনিসের মধ্যবর্তী ফাঁক হওয়া, নষ্ট হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, বধিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

ব্যপ্পথ (ক্লী) ১ বাধ্যতা, বশ্যতা, কর্তব্য, সামরিক কার্য, শুল্ক, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি, পেশা, ব্যবসায়, কাজ, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা। (সূত্রনিপাত) **খীণ-ব্যপ্পথ**। ২ কথা বলিবার ধরন, বাকশক্তির রীতি, বক্তৃতা দিবার ধারা বা নিয়ম, কথা কথনের ধারা, বাক্য কথনের নীতি, উচ্চারণের নিয়ম ধারা। সূত্রনিপাতে এই শব্দের ব্যবহারে **"চিত্ত"** এবং **"কম্ম"**-এর বৈষম্য দেখানো হইয়াছে; শব্দের একই রকম ব্যবহারে **"কায, বাচা, মনো"** তুলনীয়। সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায় ইহার পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে **"বচীকম্ম"** (⇒**ব্যপ্পথ**), ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় গ্রহণ করা হইয়াছে **"বাক্যভেদ"**।

ব্যপ্পথি (স্ত্রী) তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, বাধ্যতা, কর্তব্য, বশ্যতা, সামরিক কার্য, শুল্ক, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি, পেশা, ব্যবসায়, কাজ। (তুলনীয় সংস্কৃত) ব্যাপতি। ⇒ **ব্যপ্পথ**।

ব্যপ্পনা (স্ত্রী) [বি + অপ্পনা] (মনের) প্রয়োগ বা নিযুক্তি, (মনোযোগ সম্পর্কে) কেন্দ্রীভূত করণ।

ব্যম্হ (ক্লী) রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবপ্রাসাদ, স্বর্গীয় দালান কোঠা, দেব বিমান, দেবগণের বাসস্থান। = **পুর, রাজনিবেস, ভবন**। (তুলনীয়) **ব্যম্হ**।

ব্যম্হিত (বিণ) বিস্ময়াভিভূত, ভীত, ভয় সঞ্চারিত, ভয়বিহ্বল, হতাশ, অত্যন্ত ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত, ভয়ার্ত, আতঙ্কিত, আতঙ্ক-উৎপাদিত, ভয় বা ঘৃণায় অভিভূত, শঙ্কান্বিত, বিরক্ত, বিতৃষ্ণ। = **ভীত**।

ব্যয (পুং) ব্যয়, খরচা, খরচ, অপচয়, ক্ষয়, নাশ, অলাভ, অভাব, অপগম, মূল্য, অবনতি, হ্রাস, পচন, হানি, নাল, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো। = **বয**। (বিণ) **আয**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **অব্বয**। (তুলনীয়) **বেয্যাযিক, ব্যাযিক**। (করণ কারকে) **অব্যযেন**।

ব্যযধম্ম = **খযধম্ম**। ⇒ **খযধম্ম**।

ব্যযানুপস্সিন (বিণ) ব্যয়ানুদর্শী, ব্যয় বা পরিবর্তন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী, যেই ব্যক্তি বিদর্শন ভাবনায় নিত্য ব্যয় বা ক্ষয় হইতেছে বলিয়া দর্শন করিতে থাকেন। ⇒ **অনিচ্চানুপস্সিন, অনিচ্চ**।

ব্যযূহতি (ক্রি) = **বিযূহতি**। ⇒ **বিযূহতি**।

ব্যয্যঞ্জনিক (বিণ) = **ব্যঞ্জনক**। ⇒ **ব্যঞ্জনক**। = **বেয্যঞ্জনিক, ব্যঞ্জনিক**।

ব্যবযাতি (ক্রি) চলিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া। (তুলনীয়) **অপেতি, বেতি**।

ব্যবসান (ক্লী) সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, চরিত্রের দৃঢ়তা, সংকল্প, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সংকল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা। এই শব্দটি **"হন্দ"** (উপদেশ) শব্দের কেবল আংশিক ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয় (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ব্যবসায;** (তুলনীয়) **ববসায** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **ববস্সগ্গ**।

ব্যবসায (ক্লী)= **ব্যবসান**। ⇒ **ব্যবসান**।

ব্যবসিত (বিণ) নিঃসন্দেহ, স্থিরীকৃত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

সিদ্ধান্তকৃত, স্থিরসংকল্প, দৃঢ় সংকল্প, স্থিরনিশ্চয়, অটল, স্থির। (তুলনীয়) **ব্যবসান।**

ব্যসন (স্ত্রী) ব্যসন, দুঃখ, বিপদ, পাপ, অমঙ্গল, পতন, ভ্রংশ, বিনাশ, বৃথা-চেষ্টা, বিসয়াসক্তি, অদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য, অযোগ্যতা, নেশা, কামজ ও কোপজ দোষ (মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রী সঙ্গম, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথা ভ্রমণ, মদ্যপান—এই দশ প্রকার কামজ দোষ; দৌরাত্ম্য, সাহস, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ—এই আটটি কোপজ দোষ), দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক, কষ্ট, দুর্দশা, যন্ত্রণা, নাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ, ক্ষয়, অপচয়, হানি, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো, মৃত্যু। (সংযুক্ত নিকায়) **অনয ব্যসন।** (সূত্রনিপাত) **ব্যসনগত।** = **দুক্খ, অনত্থ।** "**ব্যসন**" পাঁচ প্রকার, যথা—**ঞাতিব্যসন** (জ্ঞাতি বিষয়ে দুঃখ বা দুর্বিপাক), **ভোগব্যসন** (ভোগসম্পত্তি বা ধন বিষয়ে দুঃখ), **রোগব্যসন** (রোগ বা স্বাস্থ্য বিষয়ে দুঃখ), **সীলব্যসন** (শীল বা চরিত্র বিষয়ে দুঃখ), **দিট্‌ঠি ব্যসন** (দৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ)।

ব্যসনগত (বিণ) ব্যবসনগত, দুঃখে পতিত, কষ্টে পড়িয়াছে এমন, দুর্বিপাকে পতিত, যন্ত্রণায় পতিত, সর্বস্বান্ত, বিধ্বস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, সর্বহারা দরিদ্র। ⟹ **গত** (২), **ব্যসন।**

ব্যসনাপন্ন (বিণ) ব্যসনাপন্ন, বিপদগ্রস্ত, দুঃখে পতিত। ⟹ **বিপন্ন।**

ব্যসনিন (বিণ) দুঃখিত, দুর্বিপাক ঘটিয়াছে এরূপ, দুঃখে পতিত, দুর্ভাগ্য নিবন্ধন, ভাগ্যহীন, দুর্ভাগা, দুর্ভাগ্য-জনিত, দুরবস্থায় পতিত, মন্দাবস্থায় পতিত, ব্যসনিন, ব্যসনী, ব্যসনযুক্ত, বিপদগ্রস্ত, আসক্ত, কুক্রিয়াসক্ত।

ব্যসন্ন (বিণ) নিমগ্ন, নিমজ্জিত, নিযুক্ত, মগ্ন, অভিভূত। = **বিসন্ন** (জাতক টীকা), **বিপন্ন, বিসত্ত** (জাতক অর্থকথা)।

ব্যা (উপসর্গ পদ) = **ব্যা।** ⟹ **ব্যা** (উপসর্গ পদ)। ⟹ **ব্য** (উপসর্গ পদ)।

ব্যাকত (বিণ) ১ ব্যাখ্যাকৃত, ব্যাখ্যাত, বিবৃত, যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বর্ণিত, কথিত, উত্তর দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিজ্ঞাপিত, প্রকাশিত, প্রচারিত, নিঃসন্দেহ, স্থিরীকৃত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২ ভবিষ্যৎ বলা হইয়াছে এরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এরূপ, পূর্বসঙ্কেত করা হইয়াছে এরূপ। ৩ মীমাংসিত, মীমাংসাকৃত, সংকল্পিত, নির্ধারিত, সিদ্ধান্তকৃত, সিদ্ধান্তে উপনীত, নিষ্পত্তিকৃত, সীমাবদ্ধ, সীমা নির্দেশিত, সমাধানকৃত। (জাতক) **অসিনা ব্যাকত**—অসি দ্বারা মীমাংসায় আনীত। ⟹ **ব্যাকরোতি।**

ব্যাকতত্ত (স্ত্রী) বিবৃতি, ব্যাখ্যা, অর্থ, নির্দিষ্টতা, যথার্থতা, স্পষ্টতা, স্থিরতা, সীমানির্দেশ, সীমাবদ্ধতা।

ব্যাকত্তর (পুং) ব্যাখ্যাকার, যেই ব্যক্তি ব্যাখ্যা করেন বা অর্থ করেন।

ব্যাকরণ (স্ত্রী) ১ উত্তর, ব্যাখ্যান , ব্যাখ্যাকরণ, ঘোষণা, শপথপূর্বক কহানো, বিকাশন, ব্যাখ্যা, অর্থ, ব্যাখ্যা-পুস্তক। **পঞ্‌হ ব্যাকরণ**—প্রশ্নের উত্তর। ২ ব্যাকরণ, শব্দের ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, যা দ্বারা, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া সমস্যাদির নিরূপণ করা হয়, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কোনো ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা বলিতে ও লিখিতে পারা যায়, ব্যাকরণ শাস্ত্র। ইহা ছয়টি অঙ্গের মধ্যে একটি (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ৩ ভবিষ্যদ্বাণী।

ব্যাকরিযমান (বিণ) ব্যাখ্যামান, ব্যাখ্যা করা হয় বা হইতেছে এরূপ, ঘোষণা করা হইতেছে এরূপ, প্রচার করা হইতেছে এরূপ। ⟹ **ব্যাকরোতি।**

ব্যাকরোতি (ক্রি) [বি + আ + √কর + ও] ১ ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, বলা, জ্ঞাপন করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, প্রচার করা, বক্তব্য প্রকাশ করা, উত্তর দেওয়া, উপযুক্ত হওয়া, মীমাংসা করা, দায়ী হওয়া, সফল হওয়া, অনুরূপ হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **পুট্‌ঠ ব্যাকরোতি**—জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ব্যাকরেয্য।** (অতীত একবচনে) **ব্যাকাসি;** (বহুবচনে) **ব্যাকংসু।** (ভবিষ্যতে) **ব্যাকরিস্‌সতি;** সূত্রনিপাতে ইহার পরিবর্তে "**বিযাচিক্‌খতি**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎকালে "ব্যক্‌খিস্‌সতি" শব্দ দ্রষ্টব্য) শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। (ভ-বিণ) **ব্যাকাতব্ব।** ২ ভবিষ্যৎ বলা, ভবিষ্যদ্বাণী করা, ভাবী বিষয় বলা, পূর্বসঙ্কেত করা। একই অর্থে তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান-- "ব্যাকরোতি"। (অতীত) **ব্যাকরি, ব্যাকরুং, ব্যাকাসি।** (অ-বিণ) **ব্যাকত, ব্যাখ্যাত।** (ব-বিণ) **ব্যাকরিযমান।** ক্রি-বি) **ব্যাকরিত্বা।**

ব্যাকার = **বিযাকার।** ⟹ **বিযাকার।**

ব্যাকুল (বিণ) [বি + আকুল] ব্যাকুল, অস্থির, ব্যস্ত, কাতর, ব্যাপৃত, উৎকণ্ঠিত, ইতিকর্তব্যতা জ্ঞানশূন্য, ভয়বিধুর, হতবুদ্ধি করিয়াছে এরূপ, ঝঞ্ঝাটে ফেলিয়াছে এরূপ, জটিল করিয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণ এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল, বিহ্বল, জড়িত, বিপর্যস্ত, ফাঁদে ফেলা হইয়াছে এরূপ।

ব্যাখ্যাত (বিণ) ব্যাখ্যাত, কথিত, বর্ণিত, ঘোষিত, প্রকাশিত, বিজ্ঞাপিত, প্রচারিত, গণনাকৃত, পরপর নাম করা হইয়াছে এরূপ, আরোপিত, নির্দেশিত, নিযুক্ত, সন্নিবিষ্ট, প্রদর্শিত। ⟹ **বিযাচিক্‌খতি, ব্যাচিক্‌খতি, ব্যাকরোতি, ব্যাখ্যাতি।**

ব্যাখ্যাতি (ক্রি) [বি + আ + √খ্যা + অ] ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, জ্ঞাপন করা, প্রচার করা, ঘোষণা করা, প্রকাশ করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা, গণনা করা, পরপর নাম করা, বলা, কহা, আরোপ করা, নির্দেশ করা, নিযুক্ত করা, সন্নিবিষ্ট করা,

প্রদর্শন করা। (অতীত) **বাখ্যাসি**। (অ-বিণ) **ব্যাখ্যাত**।

ব্যাগ্‌ঘ (পুং) ব্যাঘ্র, বাঘ। = **ব্যগ্‌ঘ**।

ব্যাচিক্‌খতি (ক্রি) [বি + আচিক্‌খতি] বলা, কহা, গণনা করা, সংখ্যা করা, জানানো, বর্ণনা করা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বুঝা, বুঝাইয়া বলা, আদেশ করা, স্থির করা, চেনা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, ফলপ্রদ হওয়া, বিবরণ দেওয়া, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সম্বন্ধ করা, সম্পর্কীয় হওয়া, সম্বন্ধীয় হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। = **বিযাবিচক্‌খতি**। ⟹ **ব্যাকরোতি** (১), **ব্যাখ্যাতি**। (অ-বিণ) **ব্যাখ্যাত**। (ভবিষ্যতে) **ব্যক্‌খিস্‌সতি, ব্যাক্‌খিস্‌সং**।

ব্যাদিন্ন (বিণ) এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে দৃষ্ট হয়, যেমন—**সোতো বিক্‌খিত্তো বিসটো ব্যাদিন্ন**; এই পাঠটি সন্দেহজনক এবং ইহার কি অর্থ হইবে "ফাড়া বা ফাটা, বিদীর্ণ, ভেদকৃত, বিশৃঙ্খল, বিভক্ত"? ইহার অর্থ নিশ্চয় "বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাঘাতকৃত, বিভক্ত, ভিন্ন, ক্রমিকতা ভগ্ন, ভিন্ন-মুখে ফিরিয়াছে এমন, বিষয়কর্ম বা পড়াশুনা হইতে অন্যমনস্ক" এর ন্যায় কিছু হইবে। **বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন** শব্দও "**ব্যাদিন্ন**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ব্যাধ (পুং) ব্যাধ, শিকারী, হরিণশিকারী, মৃগবধকারী জীব, মৃগবধ ব্যবসায়ী জাতি, দুষ্ট, নীচজাতি, শবর।

ব্যাধতি (ক্রি) = **ব্যধতি**। ⟹ **ব্যধতি**।

ব্যাধদেব (পুং) শিকারী দেবতা, ব্যাধদেবতা, ব্যাধশ্রেষ্ঠ (?)।

ব্যাধি (পং) ১ ব্যাধি, রোগ, পীড়া, কুষ্ঠরোগ, অসুখ। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহাকে "**দেবদূত**" স্বরূপও বলা হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে পর্যায়ক্রমে বলা হইয়াছে:— **জাতি জরা ব্যাধি মরণ**। ⟹ **ব্যাধি**। ২ উট, উষ্ট্র। ⟹ **ওট্‌ঠিব্যাধি**।

ব্যাধিত (বিণ) ১ ব্যাধিত, পীড়িত, আতুর, রোগী, রোগগ্রস্ত। = **ব্যাধিত**। ২ কম্পিত। ⟹ **ব্যাধেতি**।

ব্যাধিতা (স্ত্রী) কম্পন, উদ্বেগযুক্ত অবস্থা, কম্পমান অবস্থা।

ব্যাধিযক (ক্লী) কম্পন, কাঁপিয়া ওঠা। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**উপ্পন্ন ব্যাধিতা**" অর্থাৎ "**কাযস্পন্দন**"।

ব্যাধিব্যাধ (পুং) ব্যাধির দৈত্য, রোগের পিশাচ, ব্যাধির ব্যাধ।

ব্যাধেতি (ক্রি) = **ব্যধতি**। ⟹ **ব্যধতি**। = **ব্যধেতি, ব্যাধেতি**। (অ-বিণ) **ব্যাধিত**।

ব্যাপক (বিণ) ব্যাপক, বিস্তারিত, ব্যাপ্তিশীল, পরিপূর্ণ, একত্রীকৃত, সংযুক্ত, পরিব্যাপ্ত, পরিপ্লুত, সম্পাদিত, সম্পন্নকৃত। পেতবত্থু অর্থকথায় "**যে কেচি**"-এর বর্ণনায়: **অনবসেস ব্যাপক নিদ্দেস**।

ব্যাপজ্জতি (ক্রি) [বি + আ + √পদ + অ] ভুল পথে যাওয়া, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ করা, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা, অনৈক্য হওয়া, বিবাদ করা, ক্ষতিকর হওয়া, বিরক্তি করা, উদ্বিগ্ন হওয়া, অসুবিধা ঘটা, কষ্ট স্বীকার করা, গ্রাহ্য হওয়া, উদ্বেগ বোধ করা বা হওয়া, বিরক্ত করা বা হওয়া, ত্যক্ত হওয়া, হয়রান হওয়া, (ইহাও অনুবাদে গ্রহণ করা যায়) অনিষ্ট করা, ক্ষতি করা, অপকার করা, অহিত করা, নষ্ট করা। = **ব্যাপজ্জতি** (চুল্লনিদ্দেস)। (সপ্তমী প্রথম পুরুষ একবচনে) **ব্যাপজ্জেয্য**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভত্তং মে ব্যাপজ্জেয্য**—ভাতে আমার অনিষ্ট করে, অন্ন গ্রহণের সহিত আমার ঐক্য হয় না, অন্ন আমাকে পীড়িত করে। (অতীত) **ব্যাপজ্জি**। (অ-বিণ) **ব্যাপন্ন**। (ব-বিণ) **ব্যাপজ্জমান**। (করণে) **ব্যাপাদেতি**।

ব্যাপজ্জনা (স্ত্রী) অনিষ্টকরণ, ক্ষতিকরণ, অপকার করণ, দোষ, ন্যূনতা, অভাব, নষ্টকরণ, বিরক্তকরণ, বিদ্বেষ, শত্রুতা। ধর্মসঙ্গণীর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "উল্টিয়া যাওয়ার অবস্থা"।

ব্যাপজ্‌ঝা (বিণ) অপকারী, অনিষ্টকর, ক্ষতিকর, অহিতকর, নষ্টকারী, কষ্টকর, বিরক্তিকর, উদ্বেগজনক, অসুবিধাজনক, উদ্বিগ্ন কর, বিরক্তিজনক, ক্লেশজনক, পীড়াদায়ক। (ক্লী) ক্ষতি, অপকার, উদ্বিগ্নতা, অসুবিধা, উদ্বেগ, ক্লেশ, পীড়া। ⟹ **ব্যাপজ্‌ঝা, ব্যাবাধ**।

ব্যাপত্তি (স্ত্রী) ক্ষতি, অনিষ্ট, অহিত, অপকার, অপকারকরণ, অনিষ্টকরণ, ঈর্ষাপরায়ণতা। ধর্মসঙ্গণীতে ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে "গোলেমেলে বা বিশৃঙ্খল মেজাজ"।

ব্যাপন্ন (বিণ) ব্যাপন্ন, বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত, মৃত, সংসারধর্মে বা সংসারে জড়িত, বিগড়াইয়া দেওয়া, লুণ্ঠিত, বলপূর্বক গৃহীত, নষ্টকৃত, অনৈক্য হইয়াছে এরূপ, ভ্রান্ত পথে গত, পচা, দূষিত, অসাধু, নীতিহীন, ঈর্ষাপরায়ণ, হিংসাপর, বিদ্বেষ্টা, বিরক্ত, উত্ত্যক্ত, বিতর্কপূর্ণ। (দীর্ঘনিকায়) **ব্যাপন্ন চিত্ত**। (বিপ) **অব্যাপন্ন**। ⟹ **বাপন্ন, বিযাপন্ন, ব্যাপজ্জতি**।

ব্যাপন্ন চিত্ত—দূষিত চিত্ত, অসাধু মন, প্রদুষ্ট মন, হিংসাপর ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব, যাহার মন দূষিত বা হিংসাপরায়ণ হইয়াছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তে ব্যাপন্নে কাযকম্মং পি ব্যাপন্নং হোতি**। (বিপ) **অব্যাপন্ন চিত্ত**। (বিণ) ঈর্ষাপরায়ণ, হিংসাপর, বিদ্বেষ্টা। ⟹ **ব্যাপন্ন**।

ব্যাপাদ (পুং) ব্যাপদ, বিনাশ, মারণ, বধ, পরের অনিষ্ট চিন্তন, ব্যাপাদন, অনিষ্ট করণ, অহিতকরণ, ধ্বংসকরণ, ক্ষতিকরণ, অপকারকরণ, অহিত করার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা করণ, ক্ষতি বা অপকার করিবার ইচ্ছা, বিরক্ত করার ইচ্ছা, নষ্ট করার ইচ্ছা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষাপরায়ণতা। (মধ্যম নিকায়) **ব্যাপাদ অনুসয; ব্যাপাদ দোষ; ব্যাপাদ ধাতু; ব্যাপাদ নীবরণ**। (তুলনীয়) **অব্যাপাদ**।

ব্যাপাদ ছন্দ—অসৎ ইচ্ছার অভিলাষ, ঈর্ষাপরায়ণতার ইচ্ছা, অপরের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা, নিষ্ঠুরতা করিবার ইচ্ছা।

ব্যাপদ বিতক্ক—নিষ্ঠুরতা করিবার চিন্তা, অহিত করিবার চিন্তা, পরকে পীড়ন করিবার বা যন্ত্রণা দিবার ইচ্ছা, ঈর্ষা বা বিদ্বেষ করিবার চিন্তা। (বিপ) **অব্যাপাদ বিতক্ক**। ⇒ **বিতক্ক**।

ব্যাপাদ সঙ্কপ্প—বিপদজনক সংকল্প বা উদ্দেশ্য, হিংসাজনক অভিপ্রায়, দ্বেষজনক লক্ষ্য।

ব্যাপাদেতি (ক্রি) [বি + আ + √পদ + এ] লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করিয়া দেওয়া, পণ্ড করা, নষ্ট করা বা হওয়া, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিগড়ানো, অব্যবহার্য হওয়া, বিরক্ত করা, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, ঈর্ষা করা।

ব্যাপার (পুং) ব্যাপার, ক্রিয়া, কর্ম, নিয়োগ, অভ্যাস, অনুশীলন, ব্যবসায়, ভোগ, অধিকার, কাজ, বেচাকেনা, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, সংস্রব, প্রয়োজন, বিষয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকার্য, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারী কাজ, কৃত্যক, শরীর ও মনের পরিশ্রম, চেষ্টা, কৃত জিনিস, ফল, পরিশ্রমের ফল, ছুঁচের কাজ, বুনাট, বৃত্তি, পেশা, রোজগারের কাজ, বন্দোবস্ত, বুদ্ধির ফল, কল্পনার ফল, বই, রচনা, সঙ্গীত বিষয়ক রচনা ইত্যাদি। (তুলনীয়) **বেয্যাবচ্চ, ব্যপ্পথ, ব্যাবট**।

ব্যাপারিত (বিণ) উত্তেজিত, প্রণোদিত, প্ররোচিত, প্রবৃত্তিজনক, সামনে অগ্রসর হইয়াছে এইমত, ব্যাপারজনিত, সনির্বন্ধ অনুরোধকৃত, উৎসাহিত। ⇒ **ব্যাপারেতি**।

ব্যাপারিতর (পুং) যেইব্যক্তি আয়ত্ত বা অধিকার করিয়াছে, যাহার অধিকৃত হইয়াছে সেই ব্যক্তি।

ব্যাপারেতি (ক্রি) উত্তেজিত করা, প্রণোদিত করা, প্ররোচিত করা, প্রবৃত্ত করা, চাপা, সামনে অগ্রসর হওয়া, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, উৎসাহিত করা, তাগিদ করা। (অতীত) **ব্যাপারেসি**। (অ-বিণ) **ব্যাপারিত**।

ব্যাপিত(বিণ) ব্যাপ্ত, পরিপূরিত, পূর্ণ, আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, বিস্তারিত, পরিব্যাপ্ত, ব্যাপ্তিযুক্ত, প্রসিদ্ধ। ⇒ **ব্যাপেতি**।

ব্যাপিন (বিণ) ব্যাপী, ব্যাপিন, ব্যাপ্ত করা হয় এরূপ, পরিব্যাপ্ত, বাকবহুল, প্রচারিত।

ব্যাপেতি (ক্রি) [বি + √অপ + এ] ছড়াইয়া দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা, প্রচার করা, পরিপূর্ণ করা, পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূরণ করা, অন্তর্ভুক্ত করা, গঠন করা, ধারণ করা, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা। = **ফরতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যে কেচি ব্যাপেতি**। (অতীত) **ব্যাপেসি**। (অ-বিণ) **ব্যাপিত**। (ব-বিণ) **ব্যাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **ব্যাপেত্বা**।

ব্যাবাধ (পুং) অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব, ক্ষতি, অহিত, অনিষ্ট, অপকার, পীড়া প্রদান, শান্তিভঙ্গ করণ, ব্যথা প্রদান, ব্যথিতকরণ, পীড়ন, আঘাতকরণ, ক্ষতিকরণ। (মধ্যম নিকায়) **অত্তব্যাবাধ**—নিজের শান্তিভঙ্গকরণ; **পরব্যাবধে**—পরের শান্তিভঙ্গকরণ। (সংযুক্ত নিকায়) **পাণিনং ব্যাবাধায; ব্যাবাধায বধায**। ⇒ **ব্যাবাধ**। ইহার বিশেষণ পদ "**অব্যাপজ্ঝা, ব্যাপজ্ঝ, বেয্যাবাধিক**"-এর অনুরূপও হইয়া থাকে।

ব্যাবাধিক (বিণ) = **বেয্যাবাধিক**। ⇒ **বেয্যাবাধিক**।

ব্যাবাধেতি (ক্রি) [বি + আ + √বাধ + এ] অনিষ্ট করা, অপকার করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, অহিত করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, রোধ করা, বন্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা। (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) **ব্যাবাধযতে**। (অতীত) **ব্যাবাধেসি**। (অ-বিণ) **ব্যাবাধিত**। (ক্রি-বি) **ব্যাবাধেত্বা**।

ব্যাবাহেতি (ক্রি) [বি + আ + √বহ + এ] দলের বহির্ভূত লোকে পরিণত করা, বাহিরে রাখা, দূরে রাখা, দূরে সরাইয়া রাখা, বহির্ভূত করিয়া রাখা। (কর্মবাচ্যে প্রথম পুরুষ একবচনে) **ব্যাবাহিংসু** (বিনয়গ্রন্থে প্রযুক্ত এই শব্দটির ভাবার্থ হয় "তাহাদিগকে বাহিরে বা দলবহির্ভূত করিয়া রাখা যায় না", কিন্তু Oldenberg-এতে এই পাঠটি নির্দেশ করা হইয়াছে "**ব্যাবাধিংসু**" যাহার অর্থ হয় "তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না")। এই শেষেরটাই গ্রহণীয়। এই বিষয়টির বর্ণনা করা শক্ত।

ব্যাভঙ্গী (স্ত্রী) ১ ভার করিয়া বহন করিবার দীর্ঘ দণ্ড বা বাঁক। (যৌগিকে) **অসিত ব্যাভঙ্গী**—কাস্তে এবং ভার বহন করিবার দীর্ঘ কাষ্ঠ দণ্ড বা বাঁক [অসিত (৪) শব্দ দ্রষ্টব্য]। ২ শস্য আছড়াইবার কাষ্ঠফলক বা কাষ্ঠদণ্ড।

ব্যাম (পুঃ) ব্যাম, দুই বাহু দুই দিকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও, ছয় ফুট পরিমিত দৈর্ঘ্য, চারি হাত পরিমিত দৈর্ঘ্য। (বিশুদ্ধি মার্গ) **চতু ব্যামপ্পমাণ**।

ব্যামপভা = **ব্যামপ্পভা**। ⇒ **ব্যামপ্পভা**।

ব্যামপ্পভা (স্ত্রী) ব্যামপ্রভা, ব্যাম পরিমিত জ্যোতি, ব্যামপরিমিত স্থানে উজ্জ্বলতা। (বিণ) ব্যামপ্রভায় প্রভান্বিত। ⇒ **ব্যাম**।

ব্যায়ত (বিণ) [বি + আযত] বিস্তৃত, প্রসারিত, সংপ্রসারিত, টানিয়া লম্বা করা হইয়াছে এরূপ, বর্ধিত, অত্যুক্তিকৃত, বহিষ্কৃত। = **অব্যত্ত** (জাতক)। ⇒ **বিযাযত**।

ব্যাযত্ত (বিণ) = **ব্যাযত**। ⇒ **ব্যাযত**।

ব্যাযাম = **বাযাম**। ⇒ **বাযাম**

ব্যাযিক (বিণ) অবনতি সম্বন্ধীয়, ক্ষয় সম্বন্ধীয়।

ব্যারম্ভ = বিষারম্ভ। ⇒ **বিষারম্ভ**।

ব্যারুদ্ধ (বিণ) বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিরুদ্ধ, বিরুদ্ধে আনীত, আপত্তিকর, যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়। ⇒ **ব্যারুদ্ধ**।

ব্যারোস ক্রোধ, কোপ, রাগ। (তুলনীয়) **বিরোসনা**।

ব্যালিক (স্ত্রী) দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ।

ব্যাবট (বিণ) কাজ করে এমন, সেবা করে এমন, পরিচর্যা করে এমন, চাকরি করে এমন, সক্রিয়, কার্যকারী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, কার্যে ব্যাপৃত, পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল, ব্যগ্র, উৎসুক, অধীর, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণধার, ধারাল, তীব্র, উৎসাহী, বিচক্ষণ, সূক্ষ্মবুদ্ধি, (ইন্দ্রিয়াদি সম্পর্কে) খুব ভাল বা সংবেদনশীল, (অনুভূতি সম্পর্কে) তীব্রভাবে অনুভূত, নিযুক্ত, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ়সংকল্প। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্যাবট মযি**—আমার সম্বন্ধে উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ। (জাতক) **সুব্যাবট; কিচ্চাকিচ্চেসু ব্যাবট = উয্যত্ত = উস্সুক্ক = কায বেয্যাবচ্চদানাদি কম্ম করণেন ব্যাবট** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **দস্সন ব্যাবট**। (দীর্ঘনিকায়) **দানব্যাবট**। (পেতবত্থু) **দানে ব্যাবট = উস্সুক্কং আপন্ন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **ব্যাবট**। উপরোক্ত নিয়মেই "**ব্যাবট**" শব্দের অর্থ হইবে; Childers অভিধান মতে ইহার অর্থ "আবৃত, আচ্ছাদিত, বাধাপ্রদত্ত", কিন্তু ইহা ভুল।

ব্যাবিদ্ধ (বিণ) [বি + আবিদ্ধ] চতুর্দিকে আবর্তন করে এরূপ, বেগে ঘুরিতে থাকে বা জোরে জোরে পাক খায় এরূপ, খুব বেগে ঘোরে এমন, (এখানে সেখানে) পর্যটন করে এমন, ইতস্তত বিচরণশীল, ঘুরিতে থাকে এমন, তালগোল পাকানো, বিশৃঙ্খল, ছত্রভঙ্গ।

ব্যাস (পুং) পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বিভাগকরণ, বিভাগ, প্রাচীর, অমিল, বিবাদ, সৈন্যদল, ভাগ, হরণ। (বিপ) **সমান**।

ব্যাসতো (ক্রি-বিণ) বিচ্ছিন্নভাবে, আলাদা আলাদা করিয়া, ভাগ করিয়া, বাঁটিয়া দিয়া, পৃথক পৃথকভাবে। (বিপ) **সমানতো**।

ব্যাসত্ত (বিণ) আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত। = **ব্যাসত্ত**।

ব্যাসিঞ্চতি (ক্রি) [বি + আসিঞ্চতি] অপরিষ্কার করা, কলুষিত করা, বিকৃত করা, পচাইয়া ফেলা বা পচিয়া যাওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, নষ্ট করা, উৎকোচ প্রদান করা, ভ্রমপূর্ণ করা, কলঙ্কিত করা বা হওয়া, নিষ্প্রভ করা বা হওয়া, অনুজ্জ্বল করা, নিস্তেজ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং ব্যাসিঞ্চতি**। (অ-বিণ) **ব্যাসিত্ত**।

ব্যাসিত্ত (বিণ) কলুষিত, দূষিত, বিকৃত কলঙ্কিত, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ। ⇒ **ব্যাসিঞ্চতি**।

ব্যাসেক (বিণ) [বি + আসেক] মিশ্রিত, সম্মিলিত।

ব্যাহরতি (ক্রি) [বি + আ + √হর + অ] উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, কথা বলা, কথাবার্তা বলা, বক বক করিয়া বলা, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, উক্তি করা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচারণ করা, ঘোষণা করা। (তুলনীয়) **পটিব্যাহরতি**। ⇒ **অব্যাহরতি**। (বর্তমান কাল মধ্যম পুরুষ একবচনে) **পুটঠো ব্যাহাসি** (জাতক); "**ব্যাকাসি**" শব্দের ব্যবহারও জাতকের অন্যত্র দৃষ্ট হয়। (অতীত) **ব্যাহরি**। (অ-বিণ) **ব্যাহট**। ক্রি-বি) **ব্যাহরিত্বা**।

ব্যূলহ (বিণ) ব্যূঢ়, বিপুল, প্রশস্ত, পৃথুল, স্থূল, সংহত, স্ফীত। = **বিযূলহ**। ⇒ **বিযূহতি**।

ব্যূহ (পুং) ১ ব্যূহ, বল বিন্যাস, সৈন্য রচনা, সমূহ সৈন্যসমূহ, রাশি, স্তূপ, পিণ্ড, পুঞ্জ, প্রধান অংশ, আকৃতি, ব্যূহ রচনা, ভর, জরপিণ্ড, ধ্বংসস্তূপ, একত্রিত করণ, বিন্যাস, পরিচ্ছদ, শৃঙ্খলা, সাজ-সজ্জা, বিন্যাস করণ, দলবদ্ধভাবে সৈন্য বিন্যস্তকরণ, সৈন্যব্যূহ রচনা, সৈন্য সুবিন্যস্তকরণ। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্বাধ ব্যূহ**—ঘন সন্নিবিষ্ট জনতা, বিপুল সৈন্য সমাবেশ; (বি-ভা) **ইদ্ধফীত** ইত্যাদি (⇒ "**বাহুজঞঞ**")। (জাতক) **পদুমব্যূহ, চক্কব্যূহ, সকটব্যূহ**। ২ পার্শ্ববর্তী পথ বা রাস্তা। (জাতক) **সন্ধিব্যূহ**।

ব্যূহতি (ক্রি) এই শব্দটি বিমানবত্থু অর্থকথায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরিষ্কার অর্থবোধক নহে। ⇒ **ব্যূহতি**। এই শব্দটিকে "**বিযূঢ়**" শব্দের ভাবার্থে অর্থাৎ দৈত্য অপেক্ষা "বৃহৎ হওয়া" অর্থে বর্তমানকালের ন্যায় দেখায়। "**ব্যূহ**" শব্দ হইতে ইহার অর্থ হয় "ব্যূহতে বা সৈন্য সমাবেশে দাঁড়াল"। প্রচলিত শব্দের ক্রিয়ার মূল ধাতু "বি + √বহ"। ⇒ **বিযূহতি**। (তুলনীয়) **পটিব্যূহতি, সংযূহতি**।

ব্যোসিত (বিণ) সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সম্পূর্ণকৃত, সমাধাকৃত, সমাপ্ত, সম্পাদিত, শেষ করা হইয়াছে এরূপ। = **বোসিত**।

স

স—অবর্গ ব্যঞ্জন দন্ত্যজ অঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্ত্যজ বর্ণ বলে। ১ "স" মনে হয় সংযুক্ত শব্দেই প্রযুক্ত হয়, যেমন—**রস-অগ্গ-স-অগ্গিন** [⟹ **বস** (২)]। "স" দৃষ্ট হয় অব্যবহিত স্বরান্ত ও স্বরাদি দুই শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণের মধ্যে স্বররোধে, যেমন—(সূত্রনিপাত) **যে স-ইচ্ছ, স-অহং**। ইহাকে সংক্ষিপ্তভাবে "সু" করাও যাইতে পারে [⟹ **সু** (২)], নতুবা আমরা ইহাকে "পি"-এর পরিবর্তে ভুল বানানেও গ্রহণ করিয়া থাকি। "স" সবর্ণ "**সকার**" (সূত্রনিপাত অর্থকথা) অথবা "স" অক্ষর (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ "স" প্রতিপাদক সর্বনাম পদ, "যাহা, তাহা, সে" অর্থে কর্তৃকারকের ভিত্তি স্বরূপ। ইহার পুংলিঙ্গ একবচনে "স"-এর ব্যবহার বিরল (অর্থাৎ ধর্মপদ ও সূত্রনিপাতে কৃচিৎ দৃষ্ট হয়)। Geiger-এর পালি ব্যাকরণ অনুসারে সূত্রনিপাতে ৪০ বার "স" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং ১২৪ বার "সো" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আধুনিক পালি ভাষায় "স"-এর ব্যবহার মোটেই নাই। "সে" এর "ও" স্বরবর্ণের পূর্বে প্রায়ই "ব" এ পরিবর্তিত হয় এবং "ব" এর পরবর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, যেমন—(সূত্রনিপাত) **স্বাজ্জ = সো + অজ্জ**; (জাতক) **স্বাহং = সো + অহং** (বিনয়) **স্বাযং = সো + অযং**। পরবর্তী স্বরবর্ণ রহিত রূপে :— **সো মং = সো + ইমং**। অন্যপ্রকারে দীর্ঘনিকায়ে ও মধ্যম নিকায়ে "তং"-এর পরিবর্তে কারণ কারক ক্লীবলিঙ্গে মাগধী পালি ভাষায় "সে" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সংযুক্ত শব্দে যেমন—**সেয্যথা, সেয্যথীদং**; কিন্তু মিলিন্দ প্রশ্নে ইহার পরিবর্তে দৃষ্ট হয় "**তং যথা**"। ভাষার রীতিসিদ্ধ ব্যবহারে "যাহা, তাহা (অর্থাৎ 'সে' বা 'অন্য কেহ')" অর্থে "সো"-এর ব্যবহার অর্থাৎ "**সো বত ... পলিপল্লো পরং পলিপন্নং উদ্ধরিস্সতী'তি**":— (মধ্যম নিকায়) **নেতং ঠানং বিজ্জতি**; (তুলনীয়) **সা'হং ধম্মং নাস্সোসিং**—আমি সেই ধর্ম শ্রবণ করি নাই (ধর্মপদ)। অথবা অবস্থার (বা কারণের) অংশবিশেষে "যদি" অথবা "একদা" এর ভাবার্থে অর্থাৎ "**সখো সো ভিক্খু ... উপক্কিলেসো'তি ইতি বিদিত্বা ... উপক্কিলেসং পজহতি**"—একদা সে চিনিতে পারিয়াছিল ... (মধ্যম নিকায়)। (তুলনীয়) **য...**। "য" এর সহিত শব্দের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যবহার :—**যো সো** ইত্যাদি (⟹"য")। ৩ "স" এখানে "সং"-এর সহিত অভিন্ন। ⟹ "সং"। "স" শব্দ "সহ" শব্দের সংক্ষেপ। "সহিত, সহকারে, আছে এরূপ" ভাবার্থেও "স" এর ব্যবহার হয়, যেমন—(বিনয়) **সদেবক** (দেবগণের সহিত); (দীর্ঘনিকায়) **সধম্মিক** (ধার্মিকতা বা ধর্ম বিশ্বাস আছে এমন); (জাতক) **সজাতি** (সজাতি বা সগোত্র অর্থাৎ জাতির সহিত)। ইহার বিপরীত "অ" (অর্থাৎ আদি অক্ষর "অ" প্রযুক্ত শব্দ) এবং "নির"-এর ন্যায় "অপর নাই" অর্থবাচক শব্দ। কখন কখন প্রায়ই অধিক পদতা শব্দেও "স" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**স-অন্তর**। অন্যান্য কয়েকটি উদাহরণ :—(ধর্মপদ অর্থকথা) **স-অন্তর** (অন্তর সহিত অর্থাৎ মধ্যভাগ); (দীর্ঘনিকায়) **স-ইন্দ** (ইন্দ্রের সহিত একত্রে); **স-উত্তর** (নিকৃষ্টতর); **স-উত্তরচ্ছদ** (চন্দ্রাতপ সহ উপর দিয়া ঢাকা সতরঞ্চ); (বিনয়) **স-উদক** (সজল বা ভিজা); (জাতক) **স-উদরিয** (এক গর্ভজাত অর্থাৎ সহোদর ভাই); (বিশুদ্ধিমার্গ) **স-উদ্দেস** (বিশেষ পরিচয় বা বর্ণনাদিসহ); (সংযুক্ত নিকায়) **স-উপনিস** (কারণবশত মিলিত, একত্রে কারণসহ); (মধ্যম নিকায়) **স-উপবজ্জ** (যাহার সাহায্যকারী আছে অর্থাৎ সহায়ক সহ); **স-উপাদান** (আসক্তি আছে বা দেখায় এমন অর্থাৎ আসক্তির সহিত); (সূত্রনিপাত) **স-উপাদিসেস** (জীবনের অবশিষ্টাংশ আছে এমন অর্থাৎ সশরীরে বাকি জীবনের সহিত); **স-উম্মি** (সাগরের বিশাল তরঙ্গের গর্জনের সহিত)। ৪ "স" বিশেষণ পদ এবং ইহার অর্থ হয় "কাহারও নিজের, নিজের, আপনার"। বৈদিক সংস্কৃত শব্দ "স্ব, স্বয়ং"-এর সমান অর্থবাচক। = **সযং**। **সেহি কম্মেহি**—নিজের কর্মানুসারে বা নিজের কার্য দ্বারা। (ওকাস বা অধিকরণ কারকে) **সম্হি**; (জাতক) **সম্হি লোহিতে**। (করণ কারকে) **সং** (তাহার নিজের দ্বারা যথা জ্ঞাতি দ্বারা; = **সকজনং** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **সং ভাতরং**—নিজের ভাইকে। (কারণ কারকে) **সং তনুং** (ধর্মপদ অর্থকথা); **সেন**—নিজে নিজে (জাতক)। প্রায়ই যুক্ত শব্দে "**সদেস**" (স্বদেশ, নিজের দেশ) এর ন্যায় হইয়া থাকে। (তুলনীয়) **সক**। ৫ "ত"-এর পুংলিঙ্গে কর্তৃকারক এক বচনে প্রায়ই "স" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**স বে কাসাবং অবহতি**। = সো।

সং—"সং" উপপদ শব্দ বা অন্য শব্দের অঙ্গ বিশেষ। ইহার প্রধান অর্থ হয় : — একত্রে মিলিয়া, একসঙ্গে, একস্থানে, একখণ্ডে, সংস্পর্শে আসিয়া, একই সময়ে, অবিরত। ক্রিয়া ও বিশেষ্যের বিশেষ অর্থ বুঝাইতে ইহার অর্থ হয়: সম্পূর্ণরূপে, সম্যক, অতীব, অত্যন্ত। প্রায়ই অধিকতার বর্ণনায় অন্যান্য উপপদের সহিত সংযোগে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা—**সমনু—, সমা—, সম্প—**। "অনতি দূরবর্তী বা নিকটে, একত্রে মিলিয়া, একসঙ্গে, একস্থানে, একখণ্ডে, সংস্পর্শে আসিয়া, একসময়ে, অবিরত"

অর্থে ইহা "পর" উপপদের বিপরীত অর্থবাচক হয়; রূপান্তরিত উপপদ বা উপসর্গ স্বরূপ ইহা "**অভি**" এবং "**বি**" উপসর্গের বিপরীত হইয়া থাকে (অর্থাৎ "**সংবদতি**" এর সম্বন্ধসূচক শব্দ "**বিবদতি**") যেখানে সমার্থবাচক উপসর্গ "**প**" (অর্থাৎ "**পমোদতি**"-এর সম্বন্ধসূচক শব্দ "**সম্মোদতি**") হয় এবং যাহা প্রায়ই সংযুক্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**সম্প**—। তদ্রূপ "**অভি**" উপপদ ও (অর্থাৎ "**অভিবড্‌ঢতি**"-এর সম্বন্ধসূচক শব্দ "**সংবড্‌ঢতি**") প্রায়ই সংযুক্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**অভিসং**—। বুদ্ধঘোষ এবং ধর্মপাল সূত্রনিপাত অর্থকথায় "সং" উপপদের বর্ণনা "**সম্মা**" (তদ্ধেতু "**সমা—আগতা**"-এর পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে), "**সুটুঠু**" (অর্থাৎ ⟹ "**সন্তসিত, সন্তুসিত**"), "**সমন্তা**" (অর্থাৎ "সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সবকিছু বিবেচনা করিয়া" অর্থে) শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়াছেন; অথবা (সমর্থক যুক্তি ব্যতিরেকে স্বীকৃত মতবাদী) "**সকেন সন্তেন সমেন**" (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা); অথবা "**সংযোগ**" (বিশুদ্ধিমার্গ) শব্দরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আমরা প্রায়ই সংযুক্তরূপে দেখিতে পাই, যেমন—**সংয**—, **সঞ্‌ঞ**—। ⟹ **স** (৪)।

সংঘট্টন (ক্লী) সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষ, সঙ্ঘর্ষণ, পরস্পরের স্পর্ধা, আত্মপ্রাধান্য সূচক অহঙ্কার বাক্য, ঘর্ষণ, মর্দন, বাজি রাখা, ঘোটন, ধীরে ধীরে গমন, বহিয়া যাওয়া, প্রবাহ, ঠোকাঠুকি।

সংঘট্টেতি (ক্রি) [সং + √ঘট্ট + এ] সংঘর্ষিত হওয়া, ঠোকাঠুকি হওয়া। = **ঘট্টেতি**।

সংঘারিয = **সঙ্ঘারিয**। ⟹ **সঙ্ঘারিয**।

সংজানাতি (ক্রি) "**জানাতি**" বা জানা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অপেক্ষা উন্নত জ্ঞানে জানা (যেমন বুদ্ধিমান বালক হাতে টাকা পাইলে উহার বিনিময়ে কিছু খাবার পাইবে জানিয়া আনন্দিত হয় এবং অনুরূপ কার্য করে—এইরূপে ইহা শিশুর জ্ঞান অপেক্ষা সাধারণ উন্নততর জ্ঞান)। = **সঞ্জানাতি** (১)। ⟹ **জানাতি**।

সং তনু—নিজের শরীরকে। ⟹ **স** (৪)।

সণ্ঠিট্‌ঠতি (ক্রি) স্থির হয়, দাঁড়ায়। = **সন্তিট্‌ঠতি**।

সংধন্ত (বিণ) = **সুদ্ধন্ত**। ⟹ **সুদ্ধন্ত**।

সংনিবাস = **সন্নিবাস**। ⟹ **সন্নিবাস**।

সংভাতরং—নিজের ভাইকে। ⟹ **স** (৪)।

সংমুজু (বিণ) = **সমুজ্জু**। ⟹ **সমুজ্জু**।

সংম্হিত (বিণ) হাস্যময়ী, হাসি হাসি ভাব যার, স্নিগ্ধকর, মনোহারী, স্মিতহাস্য, মুচকি হাস্য। (জাতক) **পিযং সংম্হিত ভাসিনিং**—স্মিতহাস্য বা স্নিগ্ধকর ভাষণ-কারিণী প্রিয়াকে।

সংযত (বিণ) (সাহিত্যে) একসঙ্গে বা একই সময়ে অমীমাংসিত; (চরিত্রে) সংযত, সংযমী, ভাবপ্রবণ নয় এমন, উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন, আত্মসংযত। ⟹ **সংযমতি**।

সংযত উরু (বিণ) যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইয়া থাকে, যেই মোটা মানুষের উরুদ্বয়ের মধ্যে চলিবার সময় সংঘর্ষ হয়, যাহার উরুদ্বয় দৃঢ় বা শক্ত।

সংযতচারিন (বিণ) আত্মসংযমী হইয়া বাস করে এমন। = **সংযতচারী**।

সংযতচারী (বিণ) আত্ম-সংযত হইয়া বাসকারী বা অবস্থানকারী। = **সংযতচারিন**।

সংযত পখুম (বিণ) যাহার চক্ষুর পাতার লোম বা ভোমাসমূহ একত্রাবদ্ধ হইয়াছে, যেই বৃদ্ধের চক্ষুর উপর ও নীচের পাতার লোমসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে।

সংযত্ত (বিণ) যাহার মনকে সংযত করিয়াছে, মন সংযত হইয়াছে এমন, আত্মসংযত, আত্মসংযমী।

সংযম (পুং) ১ সংযম, আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপরতি, আহারে-বিহারে সংযম। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাযেন বাচায মনসা সংযম**। = **সঞ্‌ঞম**। (ধর্মপদ) **সঞ্‌ঞম দম**। = **চতুপারিসুদ্ধি সীল**। ২ ভিক্ষাদানে সংযম, (টাকা পয়সাদি অর্থ) সঞ্চয় বা মিতব্যয়, নীচতা, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা। = **সঙ্কোচ**।

সংযমতি (ক্রি) [সং + √যম + অ] আত্ম-সংযম অভ্যাস করা, দমন করা, সংযম করা, সংযমিত করা, বাধা দেওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **পাণেসু চ সংযমানসে সংযমতি** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে "যদি আমরা প্রাণিবধে হস্তসংযত করিতে পারি")। (তুলনীয়) **পটিসংযমতি**। (অ-বিণ) **সংযত**। (কারণে) **সংযমেতি, সঞ্‌ঞমেতি**।

সংযমন (ক্লী) সংযম, বন্ধকরণ, দৃঢ়করণ। = **সংযম**।

সংযমনী (স্ত্রী) একপ্রকার অলঙ্কার বিশেষ। = **মণিসুবন্ন-পবাড়-রজত মযানি পিলন্ধনানি** (জাতক অর্থকথা)।

সংযমী (বিণ, পুং) সংযমী, মুনি, যোগী, জিতেন্দ্রিয়, উদাসীন, সন্ন্যাসী, সমাধিমান, ইন্দ্রিয়-সংযমযুক্ত, যিনি ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিতে পারিয়াছেন।

সংযমামসে (ক্রি) সংযত হওয়া, আত্মদমন করা। = **যমামসে**।

সংযমেতি (ক্রি) [সং + √যম + এ] = **সংযমিত**। ⟹ **সংযমতি**। (অতীত) **সংযমেসি**। (অ-বিণ) **সংযমতি**। (ব-বিণ) **সংযমেন্ত**। (ক্রি-বি) **সংযমেত্বা**।

সংযাচিকা (স্ত্রী) ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাকরণ, যাহা যাচিত বা ভিক্ষা করা হয়, ভিক্ষালব্ধ বস্তু।

সংযাচিকায (ক্রি-বিণ) (অন্নব্যঞ্জনাদি একপাত্রে গ্রহণ করিয়া) এক সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া, (জনগণের) স্বতঃপ্রবৃত্ত বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান গ্রহণ বা সংগ্রহ দ্বারা। বিনয়ে এবং জাতকে "**সংযাচিকাযো**" শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ হইয়াছে, কিন্তু ইহার শুদ্ধ বর্ণনায় "**সযং যাচিত্বা**"। সুতরাং জাতকে "**সংযাচিকাযো**" পাঠ উত্তম।

সংযুগ (ক্লী) ঘোড়ার সাজ।

সংযুঞ্জতি (ক্রি) [সং + যুঞ্জতি] সংযুক্ত করা বা হওয়া, সংযোগ করা, একত্র করা, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্ত করা,

উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিকমত যুক্ত হওয়া, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **সংযুত্ত**। (কর্মবাচ্যে) **সংযুজ্জতি**। (করণে) **সংযোজেতি**।

সংযুত (বিণ) সংযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত, একত্র, ঐক্যযুক্ত, ঠিকমত যুক্ত, মিলিত, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, একত্রে মিলিত। (তুলনীয়) **সংযুত্ত**।

সংযুত্ত (বিণ) ১ বন্ধনকৃত, আবদ্ধ, বাধ্যকৃত, বাধিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিগড়াবদ্ধ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সংযোজনেন সংযুত্ত**—(এই সংসারের প্রতি) সংযোজন দ্বারা আবদ্ধ। ২ সংযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, সংযোগবিশিষ্ট, সংলগ্ন, একত্রিত, মিশ্রিত, মিলিত। (জাতক) **বিসসংযুত্ত**—বিষমিশ্রিত। (তুলনীয়) **সংযুত**, **পটিসংযুত্ত**, **বিসংযুত্ত**। ⟹ **সংযুঞ্জতি**।

সংযুত্তং (ক্রি-বি) = **সংযুত্তভাব**। ⟹ **সংযুত্তভাব**।

সংযুত্তভাব (পুং) সংযুক্তভাব, সংযুক্ত অবস্থা। "**সংযুত্তং**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার। ⟹ **ভাব** (১)।

সংযূলহ (বিণ) সংগৃহীত, একত্রিত, সমাবিষ্ট, মিলিত, একত্রীভূত, স্থির, স্থিরচিত্ত, শান্ত, একত্রে রক্ষিত, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত, উপার্জিত, অর্জিত। (দীর্ঘনিকায়) **গাথা সংযূলহ**—গাথা সংগৃহীত। ⟹ **সংযূহতি**।

সংযূহতি (ক্রি) [সং + √উহ + অ] সংখ্যায় অধিক করা, অধিক সংখ্যকরূপে গঠন করা, বলের ন্যায় একত্রে গোলাকার করা, পুঞ্জীভূত করা, একত্র করা, পিণ্ডাকার করা, পিণ্ডীভূত করা বা হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খেলপিণ্ডং সংযূহতি**। (অতীত) **সংযূহি**। (অ-বিণ) **সংযূলহ**।

সংযোগ (পুং) ১ বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, পদশৃঙ্খল, নিগড়। (বিপ) **বিসংযোগ**। = কামযোগাদযো সংযাগা (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ সংযোগ, মিলন, মিশ্রণ, সম্পর্ক, সম্মেলন, মিল, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তার) যোগ। ৩ (বাক্যের মধ্যে) যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, নির্মাণ, রচনা, অর্থ, ব্যাখ্যা, পদবিন্যাস, অঙ্কশাস্ত্রে চিত্রাঙ্কন প্রণালী, অট্টালিকা, শ্রুতিমধুর সমাবদ্ধ বা সংযোগ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অচ্চন্ত সংযোগ**।

সংযোজন (ক্লী) সংযোজন, মিশ্রণ, একত্রিত করণ, মৈথুন, নিগড়, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, পদশৃঙ্খল, নিগড়, বন্ধনকরণ, পূর্বজন্মের বন্ধন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্‌ঠি সংযোজন**। = **তণ্হা**, **গন্থ**। নেত্তিতে বলা হইয়াছে দশ প্রকার "**সংযোজন**", যথা—১ **সক্কায়দিট্‌ঠি সংযোজন**, ২ **বিচিকিচ্ছা সংযোজন**, ৩ **সীলব্বত পরামাসো সংযোজন**, ৪ **কামচ্ছন্দো সংযোজন**, ৫ **ব্যাপাদো সংযোজন**, ৬ **রূপরাগো সংযোজন**, ৭ **অরূপরাগো সংযোজন**, ৮ **মানো সংযোজন**, ৯ **উদ্ধচ্চং সংযোজন**, ১০ **অবিজ্জা সংযোজন**। নেত্তিতে পুনর্বার শেষের সাতটির নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে "**সত্ত সংযোজনানি**", মধ্যম নিকায়ে প্রথম তিনটির নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে "**তীণি সংযোজনানি**", অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রথম পাঁচটিকে বলা হইয়াছে "**ওরম্ভাগিযানি**" এবং শেষের পাঁচটিকে বলা হইয়াছে "**উদ্ধম্ভাগিযানি**"। নেত্তির সমতুল্যভাবে ধর্মসঙ্গণীতে ভিন্নরূপ দশবিধ "**সংযোজন**" এর উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—১ **কামরাগ সংযোজন**, ২ **পটিঘসংযোজন**, ৩ **মান সংযোজন**, ৪ **দিট্‌ঠি সংযোজন**, ৫ **বিচিকিচ্ছা সংযোজন**, ৬ **সীলব্বত পরামাস সংযোজন**, ৭ **ভবরাগ সংযোজন**, ৮ **ইস্সাসংযোজন**, ৯ **মচ্ছরিয সংযোজন**, ১০ **অবিজ্জা সংযোজন**। দীর্ঘনিকায় ভিন্নরূপ সপ্তবিধ "**সংযোজন**", যথা—১ **অনুনয সংযোজন**, ২ **পটিঘ সংযোজন**, ৩ **দিট্‌ঠি সংযোজন**, ৪ **বিচিকিচ্ছা সংযোজন**, ৫ **মান সংযোজন**, ৬ **ভবরাগ সংযোজন**, ৭ **অবিজ্জা সংযোজন**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে অষ্টবিধ "**সংযোজন**"-এর উল্লেখও পাওয়া যায়। (চরিয়াপিটক) **অজ্ঝত্ত সংযোজনো**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বহিদ্ধা সংযোজনো পুগ্‌গলো**। (সংযুক্ত নিকায়) **কিং-সু-সংযোজন**।

সংযোজনিয (বিণ) "**সংযোজন**" সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা সম্পর্কিত, "**সংযোজন**" সমূহের অনুকূল বা সুবিধাজনক বা উপকারী। (সূত্রনিপাত) **ধম্মা সংযোজনিয** (ক্লী) ধর্মসমূহ বা স্বভাব জ্ঞাত হইবার বা বুঝিবার সুবিধা। ⟹ **সংযোজন**।

সংযোজিত (বিণ) সংযোজিত, সংযোগকৃত, সম্মিলিত, সংমিশ্রিত, মিশ্রিত, একত্রকৃত, এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সংযুক্ত বা সংযোগকৃত, সংযুক্ত, মিলিত, মিলনকৃত, ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে এরূপ, সম্পর্ককৃত, সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধকৃত। (জাতক) **ভেসজ্জ সংযোজিত**। ⟹ **সংযোজেতি**।

সংযোজেতি (ক্রি) [সং + √যুজ + এ] ১ একসঙ্গে রাখা, গুণ দ্বারা ভূষিত করা, বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত করা। ২ সংযোগ করা, সংযোজন করা, যোজনা করা, সংমিশ্রিত করা, মিশ্রিত করা, সংযুক্ত করা বা হওয়া, এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, বিবাহ করা বা হওয়া, বিবাহ দেওয়া, এক করা, একত্র করা, মিলিত করা বা হওয়া, মিশ্রিত করা, ঘনিষ্ঠ করা বা হওয়া, বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইন মতে বাঁধা। (জাতক) **দারেন সংযোজেতি**। ⟹ **সংযুঞ্জতি**। (অতীত) **সংযোজেসি**। (অ-বিণ) **সংযোজিত**। (ব-বিণ) **সংযোজেন্ত**।

(ক্রি-বি) সংখোজেত্বা।

সংরেক্খতি (ক্রি) [সং + √রক্খ + অ] সংরক্ষণ করা, রক্ষা করা, রাখা, যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি দেওয়া, পাহারা দেওয়া, সাবধান হওয়া, সতর্ক হওয়া বা থাকা, নিরাপদে রাখা, নিবারণ করা, এড়াইয়া যাওয়া, আত্মরক্ষা করা। (অতীত) **সংরেক্খি**। (অ-বিণ) **সংরেক্খিত**। (ক্রি-বি) **সংরেক্খিত্বা**।

সংরেক্খনা (স্ত্রী) সংরেক্ষণ, রক্ষণ, রক্ষাকরণ, সতর্কতা, সাবধানতা, পাহারা দেওয়া, যত্নকরণ, পালন পোষণ, আশ্রয়, আশ্রয় প্রদান, রক্ষাকর্তা, পাহারাদার, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষার ব্যবস্থা।

সংরদ্ধ = **সারদ্ধ**। ⟹ **সারদ্ধ**।

সংরম্ভ (পুং) সংরম্ভ, আক্রোশ, ক্রোধ, গর্ব, বেগ, সম্ভ্রম, উৎসাহ, জাঁক, যুদ্ধ, উগ্র অবস্থা, প্রচণ্ডতা, প্রচণ্ড কোপ, তীব্র লালসা, প্রকোপ, প্রাবল্য, রীতি। ইহার প্রচলিত শব্দ "**সারম্ভ**"।

সংরাগ (পুং) ভাবাবেগ, যৌন ভালবাসা, ক্রোধ, প্রবল ইচ্ছা, মনের উত্তেজনা। (তুলনীয়) **সারাগ**।

সংরূল্হ (বিণ) সংরূঢ়, অঙ্কুরিত, জাত, উৎপন্ন, প্রবৃদ্ধ, একত্রে বর্ধিত, আরোগ্যকৃত, দমিত, নিবারিত, সুস্থ। ⟹ **সংরূহতি**।

সংরূহতি (ক্রি) [সং + রূহতি] বর্ধিত হওয়া, হওয়া, উন্নত হওয়া, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, উৎপাদন করা, চাষ করা। = **বড্ঢতি**। (অ-বিণ) **সংরূল্হ**।

সংরোচেতি (ক্রি) [সং + রোচেতি] রুচিমত হওয়া, ইচ্ছামত হওয়া, সুখী, সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দিত হওয়া। (অতীত) **সমরোচযি** (ইহা কেবল গাথায় ব্যবহৃত শব্দ)।

সংবচন (ক্লী) [সং + বচন] মত, বিচার, দণ্ডাজ্ঞা, বচন, নীতিবাক্য, বাক্য, কথা।

সংবচ্ছর (পুং, ক্লী) সংবৎসর, বর্ষ, বৎসর, বছর। (বহুবচনে) **সংবচ্ছরা**, **সংবচ্ছরানি**।

সংবট্ট (পুং, ক্লী) সংবর্ত, সংবর্তন, আবর্তন, ঘুরিতে থাকা বা চাকার ন্যায় ঘুরিতে থাকা, সম্মুখ দিকে ঘুরিতে থাকা, ক্রমবিকাশ, ক্রম-উন্নতি, ক্রম-উন্নয়ন, পূর্বকার হইতে উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়া জাতির বা শ্রেণীবিশেষের উৎপত্তি, বিবর্তন, বিবর্তনবাদ, ধ্বংস। বিশ্বের এবং সময়ের বা কল্পের (কপ্প) ক্রম-বিকাশ বা ক্রম-উন্নয়ন সম্পর্কে ইহার অর্থ হয় "যুগ বা অনন্তকালের সংবর্তন বা ক্রম-বিকাশ। (বিপ) **বিবট্ট**—বিবর্ত, বিবর্তন, বিবর্তনবাদ, ক্রম-অবনতি, যুগচক্রের বিবর্তন বা ক্রম-অবনতি বা ক্রম-অবতরণ, পশ্চাদ্দিকে ঘূর্ণন বা ঘুরিতে থাকা।

সংবট্ট কপ্প—ক্ষয়শীল যুগ। (বিপ) **বিবট্ট কপ্প**—বর্ধনশীল যুগ।

সংবট্ট বিবট্ট—সংবর্ত-বিবর্ত, সংবর্তন-বিবর্তন, ক্রম-উন্নতি এবং ক্রম-অবনতি, ক্রম-উন্নয়ন এবং ক্রম-পতন বা ধ্বংস, ক্রমবিকাশ এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্রম-অবনতি, যুগচক্রের সম্মুখদিকে আবর্তন এবং পশ্চাদ্দিকে বিবর্তন, যেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বের ক্রমবিকাশ বা উন্নয়ন এবং ধ্বংস বা অবনতি ঘটিয়া থাকে, সম্পূর্ণ সংসার চক্রের ঘূর্ণন। ⟹ **বিবট্ট** (২)।

সংবট্টতি (ক্রি) [সং + √বত + অ] ১ সংবর্তিত করা বা হওয়া, ক্রমোন্নতির দিকে চলা, অভিব্যক্ত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, ক্রম-বিকাশের ধারায় ক্রমে অগ্রসর হওয়া। (বিপ) **বিবট্টতি**—ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্রমে অবনতি বা ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া। ২ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হওয়া বা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া, (পৃথিবী বা কল্প ধ্বংসের ন্যায়) ক্রমে শেষ হইয়া আসা, মৃত্যু ঘটা, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, রহস্যভেদ হওয়া, দ্রব হওয়া, দ্রবীভূত হওয়া, গলিয়া যাওয়া, চূর্ণ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া। (জাতক) **পঠবী সংবট্টতি; পথবী সংবেড্ঢতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আকাসো সংবট্টেয্য**। জাতকে "**সংবেড্ঢতি**" শব্দের পরিবর্তে "**সংবট্টতি**" শব্দের পাঠও দৃষ্ট হয়। (অতীত) **সংবট্টি**। (ব-বিণ) **সংবট্টমান**।

সংবট্টন (ক্লী) সংবর্তন, সংবর্ত, আবর্তন, আবর্তিত অবস্থা, দ্রবীভূত করণ, বিগলন, বিবাহ ইত্যাদি বিচ্ছেদ, বিধান পরিষদ ইত্যাদি ভঙ্গকরণ, বিশ্লেষণ, পচন, ধ্বংস, মরণ। (বিপ) **বিবট্টন**।

সংবট্টনিক (বিণ) সংবর্তনিক, (কিছুর দিকে) আবর্তিত হয় এরূপ, গতি পরিবর্তন করে এরূপ, পুনর্জন্ম হয় বা গ্রহণ করে এরূপ, পুনর্জন্ম প্রদানকারী, পুনর্বার জন্মপ্রদানকারী, পুনর্জন্মদায়ক।

সংবট্টমান (বিণ) = **সংবেড্ঢমান**। ⟹ **সংবেড্ঢমান**, **সংবট্টতি**।

সংবেড্ঢ (বিণ) সংবর্ধিত, বর্ধিত, আনীত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাড়ন্ত। ⟹ **সংবেড্ঢতি**।

সংবেড্ঢতি (ক্রি) [সং + √বড্ঢ + অ] সংবর্ধিত হওয়া, বর্ধিত হওয়া, উন্নত হওয়া, বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, উৎপাদন করা, চাষ করা, বৃহত্তর হওয়া, প্রসারিত করা। (অতীত) **সংবেড্ঢি**। (অ-বিণ) **সংবেড্ঢ**। (ব-বিণ) **সংবেড্ঢমান**। (ক্রি-বি) **সংবেড্ঢিত্বা**। (করণে) **সংবেড্ঢেতি**।

সংবেড্ঢমান (বিণ) সংবর্ধিত হইতেছে এরূপ, বাড়িতেছে এরূপ, বাড়ন্ত, বৃদ্ধি পাইতেছে এরূপ, পালন করা হইতেছে এরূপ, জীবিত আছে এমন, জীবনধারণ করিতেছে এমন, সংবর্ধমান। এই শব্দটি যতদূর সম্ভব "**সংবট্টমান**" শব্দই হইবে। ইহার পরিবর্তে "**সংবদ্ধমান**" শব্দের ব্যবহার ও দৃষ্ট হয়। ⟹ **সংবেড্ঢতি**।

সংবড্ঢেতি (ক্রি) সংবর্ধন করা, লালন পালন করা, উত্তোলন করা, খাড়া করা, শির-পা করা, অশ্বের ন্যায় পশ্চাৎ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো, পালন করা, ভরণপোষণ করা, উৎসাহিত করা, পালনপোষণ করা, শিক্ষা দেওয়া, প্রতিপালন করা। ⟹ **সংবেড্ঢতি**। (অতীত) **সংবেড্ঢেসি**। (অ-বিণ) **সংবেড্ঢিত**। (ক্রি-বি) **সংবেড্ঢেত্বা**। (কর্মবাচ্যে, ব-বিণ) **সংবেড্ঢিযমান**।

সংবড্ঢিত (বিণ) সংবর্ধিত, পালিতপোষিত, প্রতিপালিত। ⟹ **সংবেড্ঢেতি**।

সংবণ্ণন (ক্লী) সংবর্ণন, প্রশংসা করণ, স্তবকরণ, স্তুতিকরণ, গুণগান করণ, প্রশংসা, গুণবর্ণন, স্তব, স্তুতি।

সংবণ্ণনা (স্ত্রী) সংবর্ণনা, প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, গুণগান, প্রদর্শনী, ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাপুস্তক, আবরণোন্মোচন, অর্থ, কৈফিয়ত।

সংবণ্ণিত (বিণ) প্রশংসিত, প্রশংসাপ্রাপ্ত। (যৌগিকে) **সংবণ্ণিত সম্ভাবিত** (মধ্যম নিকায়) ⟹ **সংবণ্ণেতি**।

সংবণ্ণিত সম্ভাবিত্ত (বিণ) প্রশংসিত এবং সম্মানিত। ⟹ **সংবণ্ণিত**।

সংবণ্ণেতি (ক্রি) [সং + √বণ্ণ + এ] ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, সমালোচনা করা, প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) সংবর্ণযতি। (অতীত) **সংবণ্ণেসি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সংবণ্ণযুং**। (অ-বিণ) **সংবণ্ণিত**। (ভ-বিণ) **সংবণ্ণেতব্ব**। (ক্রি-বি) **সংবণ্ণেত্বা**।

সংবত্ত = **সংবট্ট**। ⟹ **সংবট্ট**।

সংবত্ত কপ্পা (পুং, বহুবচন) সংবর্তিত কল্পসমূহ, অসংখ্য কল্প।

সংবত্ততি (ক্রি) [সং + √বত্ত + অ] সংবর্তিত হওয়া, থাকা, জীবিত থাকা, পথ দেখানো, (কিছুর দিকে) চালিত করা, পরিচালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, কার্যকর হওয়া, উপকারী হওয়া, হিতকারী হওয়া, দরকারি হওয়া, প্রয়োজনীয় হওয়া। (তুলনীয়) **সংবট্টতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অহিতায দুক্খায সংবত্ততি**। (বি-ভা) **নিব্বিদায, বিরাগায... নিব্বানায সংবত্ততি** (দীর্ঘনিকায়)। (সপ্তমী) **সংবত্তেয্য**। (অতীত) **সংবত্তি**। (অ-বিণ) **সংবত্তিত**। (করণে) **সংবত্তেতি**।

সংবত্তন = **সংবট্টন**। ⟹ **সংবট্টন**।

সংবত্তনা = **সংবট্টনা**। ⟹ **সংবট্টনা**।

সংবত্তনিক (বিণ) সংবর্তনিক, সহায়ক, জড়ানো, গুটানো, সমাবৃত, বিজড়িত, লিপ্ত, বিপদগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, অন্তর্ভুক্ত।

সংবত্তনিয (বিণ) = **সংবত্তনিক**। ⟹ **সংবত্তনিক**।

সংবত্তমান = **সংবট্টমান**। ⟹ **সংবট্টমান**।

সংবত্ত বিবত্ত = **সংবট্ট বিবট্ট**। ⟹ **সংবট্ট বিবট্ট**।

সংবত্তেতি (ক্রি) (কিছুর দিকে) চালিত করা বা চলিতে দেওয়া, অবিরত চলিতে দেওয়া বা চালানো। ⟹ **সংবত্ততি**। (অতীত) **সংবত্তেসি**। (অ-বিণ) **সংবত্তিত**। (ক্রি-বি) **সংবত্তেত্বা**।

সংবদতি (ক্রি) [সং + বদতি] রাজি হওয়া, স্বীকৃত হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া। (বিণ) **বিবদতি**।

সংবদন (ক্লী) সংবদন, আলোচনা, বশীকরণ, মন্ত্রৌষধ দ্বারা মুগ্ধকরণ, ক্রমানুয়ে সমতান বা ঐক্য রক্ষার জন্য কোনো প্রকার যাদুমন্ত্রের কার্য সম্পাদন।

সংবদ্ধ (বিণ) = **সংবেড্ঢ**। ⟹ **সংবেড্ঢ**, **সংবদ্ধতি**।

সংবদ্ধতি (ক্রি) সংবর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়িতে থাকা, উৎপন্ন হওয়া, জন্মানো। (তুলনীয়) **সংবড্ঢতি**। (অতীত) **সংবদ্ধি**। (অ-বিণ) **সংবদ্ধ**। (ব-বিণ) **সংবদ্ধমান**।

সংবদ্ধন (ক্লী) সংবর্ধন, বৃদ্ধি, বাড়ানো, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, উৎপন্ন দ্রব্য, পুষ্টিসাধন, সম্মানন, লালনপালন, প্রতিপালন, উৎপন্নকরণ, বৃদ্ধিকরণ, জন্মানো, উৎপাদন, উৎপাদনের কারণ করণ।

সংবদ্ধমান (বিণ) = **সংবেড্ঢমান**। ⟹ **সংবেড্ঢমান**, **সংবদ্ধতি**।

সংবর (পুং) সংবর, সংবরণ, সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ। (দীর্ঘনিকায়) **ইন্দ্রিযসংবর**। (বিনয়) **আযতিং সংবরায**—ভবিষ্যতে সংযমের জন্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সংবর দ্বারানি**। "**সংবর**" পঞ্চবিধ, যথা—(ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সীলসংবর** (শীল সংবর অর্থাৎ নৈতিক উৎকর্ষ বা সাধুতা দ্বারা সংযম), **সতিসংবর** (স্মৃতি বা মনোযোগিতা দ্বারা সংযম), **ঞাণসংবর** (জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সংযম), **খন্তি সংবর** (ক্ষান্তি বা ধৈর্যগুণ দ্বারা সংযম), **বিরিযসংবর** (বীর্য বা চেষ্টাগুণ দ্বারা সংযম)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পাতিমোক্‌খ সংবর**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সংবর বিনয**। (মধ্যম নিকায়) **চাতুযাম সংবর**।

সংবরণ (ক্লী) সংবরণ, নিবারণ, সংগোপন, আবরণ, আচ্ছাদন, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, নিরোধ, অবরোধ, সীমাবদ্ধন, বদ্ধকরণ, রুদ্ধকরণ।

সংবরতি (ক্রি) [সং + √বর + অ] দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া, বন্ধ করা, নিমীলিত করা, সংকুচিত করা, গুটানো, বহির্ভূত করা, রুদ্ধ হওয়া, বদ্ধ হওয়া, নিজকে দমন করা, আত্মসংযম করা, গ্রহণ করা, পোষণ করা, দখল করা, অধিকারে বা আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, ধারণ করা, রক্ষা করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, ক্রমাগত চালানো, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা,

অদমিতভাবে থাকা, অভিন্ন থাকা, অবশীভূত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পাসো ন সংবরতি**। (সপ্তমী) **সংবরেয্যাসি**। (অতীত) **সংবরি**। (অ-বিণ) **সংবুত**। (ক্রি-বি) **সংবরিত্বা**।

সংবরপধান—ইন্দ্রিয়সমূহের সংবরণের বা সংযত করিবার চেষ্টা, ইন্দ্রিয়গুলিকে দমনের চেষ্টা। ⟹ **পধান**।

সংবর বিনয—আত্মসংযমের আদর্শ, আত্মদমনের প্রাধান্য, পালন দ্বারা বর্জন, রক্ষণ দ্বারা পরিহার, নিবারণীয় বিষয় বা বস্তু। ⟹ **পহান বিনয, সংবর**।

সংবরী (স্ত্রী) শর্বরী, রাত্রি, রজনী।

সংবসতি (ক্রি) [সং + √বস + অ] সংবাস করা, একত্রে থাকা, একসঙ্গে বাস করা, সহবাস করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা, দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাস করা, বাস করা, জীবিত থাকা, টিকিয়া থাকা, জীবন ধারণ করা, পুষ্ট হওয়া। (তুলনীয়) **উপবসতি**। (অতীত) **সংবসি**। (অ-বিণ) **সংবসিত**। (ক্রি-বি)) **সংবসিত্বা**। (কারণে) **সংবসেতি**।

সংবসেতি (ক্রি) = **সংবসতি**। ⟹ **সংবসতি**।

সংবাতি (ক্রি) [সং + বাযতি] সুগন্ধিত হওয়া, সুগন্ধ হওয়া, সৌরভিত হওয়া, সুরভিযুক্ত হওয়া।

সংবারক (বিণ) সংযমশীল, সংযমী, যিনি ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিয়াছেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়াদি সংযত হইয়াছে। ⟹ **তপস্সিন**।

সংবাস (পুং) ১ সংবাস, একত্রে বাস, এক সঙ্গে অবস্থান। (জাতক) **পিয সংবাসং বসি**—প্রিয়ভাবে বা বন্ধুত্বভাবে একসঙ্গে অবস্থান করিল। ২ ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, বন্ধুতা। ৩ দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাস, যৌন সংসর্গ, নারী-পুরুষের যৌনমিলন।

সংবাসং অন্বায—দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাসের ফলে।

সংবাসিয (বিণ) যেই ব্যক্তি অন্য কাহারও সহিত একত্রে অবস্থান করে, সহবাসিক, সংবাসিক, সহ অবস্থানকারী।

সংবিগ্গ (বিণ) সংবিগ্ন, উদ্বিগ্ন, আকুল, ব্যাকুল, কম্পিত, ভয়ে কম্পিত, প্রগাঢ় ভক্তিতে বা শ্রদ্ধায় কম্পিত বা আপ্লুত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সংবিগ্গ হদয**। ⟹ **সংবিজ্জতি** (১)।

সংবিজিত (বিণ) ভয়ার্ত, ভয়পূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ, শ্রদ্ধায় আপ্লুত, কম্পিত, কম্পিত হইয়াছে এরূপ, কম্পন উঠিয়াছে এরূপ; (কর্মবাচ্যে) অনুভূত, জানিয়াছে বা চিনিতে পারিয়াছে এমন, জ্ঞাত, পরিচিত। = **সংবেজিত, উব্বেজিত** (নেত্তি)। ⟹ **সংবেজেতি**।

সংবিজ্জতি (ক্রি) [সং + √বিদ + য] ১ কম্পিত হওয়া, কাঁপিয়া উঠা, আকুল হওয়া, ব্যতিব্যস্ত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, আলোড়িত হওয়া, বিক্ষুব্ধ হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, তৎপর হওয়া, জাগ্রত হওয়া। (অতীত) **সংবিজ্জি, সংবেজেসি**। (অ-বিণ) **সংবিগ্গ**। (ব-বিণ) **সংবিজ্জমান**। (কারণে) **সংবেজেতি**। ২ দৃষ্ট হওয়া, থাকা, জীবিত থাকা, অস্তিত্ব থাকা, বর্তমান থাকা, হওয়া। (ব-বিণ) **সংবিজ্জমান**। (পঞ্চমী) **সংবিজ্জথ**। ⟹ **সংবিন্দতি**।

সংবিজ্জথ (ক্রি, পঞ্চমী) বর্তমান থাক, থাক, উপস্থিত থাক, বিদ্যমান থাক, জীবিত থাক। = **বিজ্জথ**। (⟹ **বিজ্জতি**)। ⟹ **সংবিজ্জতি** (২)।

সংবিদতি (ক্রি) [সং + বিদতি] জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, অনুভব করা, উপলব্ধি করা। (অ-বিণ) **সংবিদিত**। (ক্রি-বি) **সংবিদিত্বা**।

সংবিদহতি (ক্রি) [সং + বি + √ধা + অ] শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, আদেশ দেওয়া, নির্দিষ্ট করা, নিয়োগ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, মূল্য নির্ধারিত করা, তারিখ স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, দৃঢ় হওয়া, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, প্রস্তুত করিয়া রাখা, যোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, স্থির করা বা হওয়া, মীমাংসা করা, ঠিক বিন্যাস করা, শান্ত করা বা হওয়া, স্থির করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, থিতিয়া পড়া, নীচে পতিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, সন্ধি করা, দেনা পাওনা চুকানো, হিসাব ঠিক করা। (সপ্তমী) **সংবিদহেয্যাম**। (অতীত) **সংবিদহি**। (অ-বিণ) **সংবিহিত, সংবিহিত**। (ব-বিণ) **সংবিদহমান**। (ভ-বিণ) **সংবিদহিতব্ব**। (ক্রি-বি) **সংবিদহিত্বা, সংবিধায**। (তুম্) **সংবিদহিতুং, সংবিধাতুং**। (করণে) **সংবিদহেত্বান**।

সংবিদহন (ক্লী) বিন্যাস, নিষ্পত্তি, আদেশপ্রদান, নিয়োগ, চাকরি, পদ, বন্দোবস্ত, নিয়ম, বিধান, ব্যবস্থা, পরিণামদর্শিতা।

সংবিদহিত (বিণ) শ্রেণীবদ্ধকৃত, সজ্জিত, বন্দোবস্ত, নিষ্পত্তিকৃত। ⟹ **সংবিদহতি**।

সংবিদিত (বিণ) বিদিত, জ্ঞাত, অনুমোদিত, পরিচিত, জানিতে পারিয়াছে এরূপ, চিনিতে পারিয়াছে এরূপ, অনুভূত, উপলব্ধিকৃত, বুঝিতে পারিয়াছে এরূপ। ⟹ **সংবিদতি**।

সংবিধাতর (পুং) যেই ব্যক্তি শ্রেণীবদ্ধ করে বা সাজায়, যেই ব্যক্তি সজ্জিত করে, বন্দোবস্তকারী, নিষ্পত্তিকারী, প্রস্তুতকারক, যেই ব্যক্তি প্রস্তুত করিয়া রাখে, যোগানদার,

পূর্ব হইতে সংগ্রহকারী, উপায় অবলম্বনকারী, পূর্বে চুক্তিকারী। (তুলনীয়) **বিধাতর**।

সংবিধাতুং (তুম্) বন্দোবস্ত করিতে, সাজাইতে, সজ্জিত করিতে, শ্রেণীবদ্ধ করিতে, নিষ্পত্তি করিতে, আদেশ প্রচার বা প্রকাশ করিতে। ⟹ **সংবিদহতি**।

সংবিধান (ক্লী) সংবিধান, সজ্জা, আয়োজন, বিন্যাস, আইন বা আইন রচনা করণ, নিষ্পত্তি, শ্রেণীবদ্ধ করণ, সজ্জিত করণ, আইন গ্রন্থ প্রস্তুত করণ, বন্দোবস্ত করণ, নিষ্পত্তিকরণ, প্রস্তুত করিয়া রাখা, যোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করণ, উপায় অবলম্বন করণ, পূর্বে চুক্তিকরণ, রচনা, সোবার সামগ্রী, উপাচার, ঘটনা, বৈচিত্র্য। (জাতক) **রক্খা সংবিধান**। = **সংবিদহন**।

সংবিধায (ক্রি-বি) শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, সজ্জিত করিয়া, বন্দোবস্ত করিয়া, নিষ্পত্তি করিয়া। ⟹ **সংবিদহতি**।

সংবিধায়ক (বিণ, পুং) সংবিধায়ক, সংবিধানকারী, আইনগ্রন্থ রচনাকারী, বন্দোবস্তকারী, যেই ব্যক্তি সজ্জিত করে, শ্রেণীবদ্ধকারী, নিষ্পত্তিকারী, প্রস্তুত করিয়া রাখে এমন, যোগানদার, পূর্ব হইতে সংগ্রহকারী, উপায় অবলম্বনকারী, পূর্বে চুক্তিকারী, পরিচালনাকারী, নির্বাহকারী, কার্যনির্বাহকারী, শাসনকারী, শাসক, যেই ব্যক্তি বিষয়কর্ম চালায়।

সংবিধাযিকা (বিণ, স্ত্রী) সংবিধানকারিণী, যেই স্ত্রীলোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখে বা সজ্জিত করিয়া রাখে, পূর্ব হইতে সংগ্রহকারিণী। ⟹ **সংবিধাযক**।

সংবিধাবহার—চুরি করিবার বন্দোবস্ত করণ অর্থাৎ অন্যান্যদের সহিত চুক্তিতে বা একমতে চুরিকার্য করণ।

সংবিধেতি (ক্রি) সংবিধান করা, মীমাংসা করা, নির্ণয় করা, নির্ধারণ করা, শৃঙ্খলা করা, নির্দিষ্ট করা। = **সংবিদহতি**।

সংবিন্দতি (ক্রি) [সং + বিন্দতি] খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, বুঝিতে পারা, অভিজ্ঞতা দ্বারা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, যোগানো, সিদ্ধান্ত করা। (ব-বিণ) **অসংবিন্দং সংবিন্দং**। (কর্মবাচ্যে) **সংবিজ্জতি**।

সংবিভজতি (ক্রি) [সং + বি + √ভজ + অ] ভাগ করা, পৃথক করা, বণ্টন করা, দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করা, বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করা বা হওয়া, অপরের সহিত অংশগ্রহণ করা, অংশভাগী হওয়া, সংবাদাদি প্রদান করা, সংক্রামিত হওয়া, পত্র ব্যবহার করা, সংবাদাদি আদানপ্রদান করা, সংলগ্ন থাকা। (অতীত) **সংবিভজি**। (অ-বিণ) **সংবিভজিত, সংবিভত্ত**। (ক্রি-বি) **সংবিভজিত্বা, সংবিভজ্জ**। (তুম্) **সংবিভজিতুং**। (করণে) **সংবিভাজেতি**।

সংবিভজন (ক্লী) = **সংবিভাগ**। ⟹ **সংবিভাগ**।

সংবিভত্ত (বিণ) সংবিভক্ত, বিভক্ত, পৃথককৃত, বণ্টনকৃত, অংশকৃত। ⟹ **সংবিভজতি**।

সংবিভাগ (পুং) সংবিভাগ, বিভাগ, বিভাগকরণ, অংশকরণ, পৃথককরণ, বণ্টন, শ্রেণীভাগ করণ, বিতরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি, অংশ অংশ করিয়া ভাগকরণ। (জাতক) **দান সংবিভাগ**।

সংবিভাগিন (বিণ) = **সংবিভাগী**। ⟹**সংবিভাগী**। = **অসংবিভাগিন**(জাতক)।

সংবিভাগী (বিণ) উদার-প্রকৃতির, দয়ালু, দানশীল, মুক্তহস্ত, দানে অকুণ্ঠ।

সংবিরূলহ (বিণ) আরোগ্যকৃত, দমিত, নিবারিত, সুস্থ, সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত বা উন্নত। ⟹ **সংবিরূহতি**।

সংবিরূহতি (ক্রি) [সং + বিরূহতি] অঙ্কুরিত করা বা হওয়া, গজানো বা গজাইয়া উঠা। (অ-বিণ) **সংবিরূলহ**। (করণে) **সংবিরূহেতি**।

সংবিরূহেতি (ক্রি) বর্ধিত করা, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, উন্নত করা, উৎপাদন করা। ⟹ **সংবিরূহতি**।

সংবিলাপ (পুং) [সং + বিলাপ] গুরুগম্ভীর কথা, বজ্রগম্ভীর স্বরে কথা, বজ্রশব্দের ন্যায় কথাবার্তা, গোলমালপূর্ণ বা কোলাহলময় কথাবার্তা। (সংযুক্ত নিকায়) **অব্ভ-সংবিলাপ**।

সংবিসতি (ক্রি) [সং + বিসতি] প্রবেশ করা, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত করা বা হওয়া, (রঙ্গমঞ্চে) প্রবেশ করানো হউক। (তুলনীয়) **অভিসংবিসতি**। (করণে) **সংবেসেতি**।

সংবিসত্থ (বিণ) বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, বিশ্বাসভাজন।

সংবিস্সজ্জেতর (পুং) যেই ব্যক্তি নিয়োগ করে বা আরোপ করে, হস্তান্তরকারী, নির্দিষ্টকারী, যেই ব্যক্তি (অংশ) ভাগ করিয়া দেয় বা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

সংবিস্সন্দতি (ক্রি) [সং + বিস্সন্দতি] উথলিয়া পড়া, ছাপাইয়া উঠা, অধিক হওয়া।

সংবিহিত (বিণ) সংবিহিত, বিহিত, বিন্যস্ত, সজ্জিত, বিধানকৃত, বন্দোবস্তকৃত, নিষ্পত্তিকৃত, শ্রেণীবদ্ধকৃত, প্রস্তুত, ব্যবস্থাকৃত। (জাতক) **সংবিহিতারক্খ**। ⟹ **সংবিদহতি**।

সংবিহিতারক্খ (বিণ) [সংবিহিত + আরক্খ] রক্ষার ব্যবস্থাকৃত, রক্ষা করিবার জন্য বন্দোবস্তকৃত। ⟹ **সংবিহিত**।

সংবীজিত (বিণ) বীজনকৃত, পাখা দিয়া বাতাস করা হইয়াছে এরূপ, শস্য ঝাড়া হইয়াছে এরূপ।

সংবুণাতি (ক্রি) দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সংযত করা, সংবরণ করা, প্রতিবদ্ধ হওয়া, রুদ্ধ করা, বাধা দেওয়া।

সংবুত (বিণ) ১ বন্ধনকৃত, রুদ্ধ, বদ্ধ, নিভৃত, লুক্কায়িত, আঁটসাঁট, ঘন, কাছাকাছি, সুসম্বদ্ধ, বিরুদ্ধ, নির্বাত, মৌন, কৃপণ, পরিচিত, নিকট, নিকটস্থ, অবিকল, ঠিক, জনপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, মনোযোগী, উৎসাহী, গুপ্ত। ২

আবদ্ধ, বন্ধনকৃত, সংযুক্ত, বাধিত, বাধ্য। ৩ সংযত, সংযমী, ভাবপ্রবণ বা উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন, পরিচালিত, শাসিত, দমিত, আত্মসংযত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সতর্ক, অবহিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সংবুত চিত্তং**। (সূত্রনিপাত) **ইন্দ্রিয়েসু সংবুত**।

সংবুতকারিন (বিণ) সংযমকারী, আত্মনিয়ন্ত্রণকারী, সংযমী। ⟹ **সংবুতত্ত, সংবুতিন্দ্রিয**।

সংবুতত্ত (বিণ) আত্মনিয়ন্ত্রিত, আত্মসংযত, আত্মসংযমী।

সংবুত পাটিমোক্খ (বিণ) প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে উল্লেখিত নিয়মাদি পালনে আত্মনিয়ন্ত্রিত বা আত্মসংযত, প্রাতিমোক্ষ শীলে নিবৃত্ত বা দমিত। (তুলনীয়) **পাটিমোক্খ সংবর**।

সংবুতিন্দ্রিয (বিণ) [সংবুত + ইন্দ্রিয] সংযতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত বা দমিত করিয়াছেন।

সংবূলহ (বিণ) = **সংযূলহ**। ⟹ **সংযূলহ**।

সংব্যূলহ (বিণ) = **সংযূলহ**। ⟹ **সংযূলহ**।

সংবেগ (পুং) সংবেগ, উদ্বেগ, চিত্তোদ্বেগ, বিলোড়ন, আকুলতা, আন্দোলন, বাদানুবাদ, দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তার বিষয়, প্রবল বাসনা, ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, রোমাঞ্চ, পুলক, শিহরণ, ভাবাবেগ, ধর্মসম্ভূত বা ধর্মসম্মত ভাবাবেগ (যাহা পার্থিব দুঃখ সমূহ দর্শনে চিন্তা দ্বারা ঘটিয়া থাকে)। খুদ্দকপাঠের অর্থকথায় ঈদৃশ ধর্মসম্মত ভাবাবেগ উৎপন্ন হইবার অষ্টবিধ কারণজনিত অনিবার্য দুঃখ-সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—জন্ম, জরা বা বার্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু, অপায় বা নরকের যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ, পূর্বজন্মের কারণজনিত দুঃখ, ইহজন্মের কারণজনিত বর্তমান দুঃখ এবং বর্তমানের কারণজনিত ভবিষ্যৎ দুঃখ।

সংবেজন (বিণ) উদ্বিগ্নজনক, (মনের মধ্যে) আন্দোলনজনক, (মানসিক) আলোড়নজনক, (মনের) আকুলতাজনক, কম্পন উৎপাদক, চলনশীল, পরিবর্তনশীল, মর্মস্পর্শী, করুণাসঞ্চারক।

সংবেজনিয (বিণ) মানসিক সুগভীর অনুভূতি উৎপন্নকারী, আবেগজনক, দুশ্চিন্তা উৎপন্নকারী, উদ্বেগজনক, প্রবল বাসনা উৎপন্নকারী। ⟹ **সংবিজ্জতি** (১)।

সংবেজিত (বিণ) আকুল, উদ্বিগ্ন, কম্পিত, বিচলিত, উত্তেজিত, আলোড়িত, বিক্ষোভিত, বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, সংবিগ্ন, ভীত। ⟹ **সংবেজেতি**।

সংবেজেতি (ক্রি) [সং + √বিজ + এ] উদ্বিগ্নের কারণ করা বা ঘটা। ⟹ **সংবিজ্জতি** (১)। (পঞ্চমী) **সংবেজেহি**। (অতীত) **সংবেজেসি**। (অ-বিণ) **সংবিজ্জিত, সংবেজিত**। (ভ-বিণ) **সংবেজনীয** (যা দ্বারা শ্রদ্ধার কারণ ঘটে); দীর্ঘনিকায়ে তীর্থযাত্রার স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে— **সংবেজনীযানি ঠানানি**। (ক্রি-বি) **সংবেজেত্বা**। (তুম) **সংবেজেতুং**।

সংবেঠেতি (ক্রি) [সং + বেঠেতি] গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া, নীচের দিকে ভাঁজ করা, আরামদায়কভাবে আবৃত করা, স্বল্প পরিসর স্থানে জড় করা, পূর্ণ করা, ভরা, গাদা, ঠাসিয়া পোরা, মসলাদি দ্বারা পূর্ণ করা, মৃত জীবকে সজীবের ন্যায় দেখাইবার জন্য অন্য কিছু দিয়া উহার চর্মের অভ্যন্তর পূর্ণ করা, অতিভোজন করা।

সংবেধিত (বিণ) [সং + ব্যথিত] কম্পিত, গোলেমেলে, বিশৃঙ্খল, লজ্জিত, অপ্রতিভ, স্থৈর্যচ্যুত, হতভম্ব, বিহবল, এলোমেলো, বিচলিত, অস্থির, ভীত, দুর্বল, উদ্বেগযুক্ত। ⟹ **ব্যধতি**।

সংবেল্লি (স্ত্রী) যদ্দ্বারা চতুর্দিকে জড়াইয়া আবর্তিত করা হয় অর্থাৎ কটিদেশের বা কোমরের কাপড়।

সংবেল্লিয (স্ত্রী) = **সংবেল্লি**। ⟹ **সংবেল্লি**। (তুলনীয়) **বেল্লিত**।

সংবেল্লেতি (ক্রি) [সং + √বেল্ল + অ] সংগ্রহ করা, একত্র করা, উপার্জন করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, একত্রিত করা, বৃদ্ধি হওয়া, পূয সঞ্চিত হওয়া, বোঝা বন্ধন করা, বান্ডিল বাঁধা, পুঁটলি পাকাইয়া রাখা, মোড়া, পরিবেষ্টন করা।

সংবেসনা (স্ত্রী) শয়ন করা, শয্যা গ্রহণ করণ, ঘুমানো, বিছানায় গমন, বিশ্রাম করণ।

সংবেসিযতি (ক্রি) শয্যায় রাখা, শয়ন করাইয়া রাখা। এই শব্দটি বিশেষভাবে রুগ্ন ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয় (মধ্যম নিকায়)। ⟹ **সংবেসেতি**।

সংবেসেতি (ক্রি) পথ দেখানো, (কিছুর দিকে) চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, প্রলুব্ধ করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, চালানো, পরিচালন করা, নির্বাহ করা, পথে সঙ্গে যাইয়া রক্ষা করা, সঞ্চালিত করা, ব্যবহার করা। ⟹ **সংবিসতি**। (তুলনীয়) **অভিসংবেসেতি**। (কর্মবাচ্যে) **সংবেসিযতি**।

সংবোস্‌সজ্জতি (ক্রি) = **সমবোস্‌সজ্জতি**। ⟹ **সমবোস্‌সজ্জসি**।

সংবোহার (ক্লী) [সং + বোহার] বেচাকেনা, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসায়, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকার্য, বাণিজ্য, মাল বা যাত্রীর যাতায়াত, পরিযাণ, চালানো।

সংবোহারতি (ক্রি) ক্রয়বিক্রয় করা, বেচাকেনা করা, বিনিময় করা, বিক্রয় করা, বাণিজ্য করা। (ব-বিণ) **সংবোহারমান**; (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) সংব্যবহারমান।

সংসগ্গ (পুং) সংসর্গ, সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সংস্পর্শ, যেই ব্যক্তি সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগ বিস্তারের কারণ-স্বরূপ হয়, যোগ, একত্রে মিলন,

সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তা সম্বন্ধীয়) যোগ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সংসগ্গ আরামতা**—সংসর্গ সুখ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **অননুলোমিক সংসগ্গ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাপমিত্ত সংসগ্গ**। নেত্তিতে বলা হইয়াছে "**সংসগ্গ**" দ্বিবিধ, যথা—**দস্সনসংসগ্গ** (দর্শনের দ্বারা সংসর্গ বা মিলন), **সবণসংসগ্গ** (শব্দ শ্রবণ দ্বারা সংসর্গ বা মিলন)। (মহানির্দেশ) **পদসংসগ্গ**।

সংসগ্গজাত (বিণ) সংসর্গজাত, সম্পর্কজাত, যেই ব্যক্তি সংস্পর্শে আসিয়াছে।

সংসট্ঠ (বিণ) ১ মিশ্রিত, সংযুক্ত, জড়িত, সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন, মিলিত। ২ সম্প্রদায়গত, দলের সহিত সংশ্লিষ্ট, ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে এমন, সমাজের মধ্যে বাসকারী, সমাজের সহিত জড়িত।

সংসতি (ক্রি) ১ প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা, অঙ্গুলি নির্দেশ করা, দৃষ্টি দ্বারা শিকার দেখাইয়া দেওয়া। (তুলনীয়) **অভিসংসতি**। (সপ্তমী) **সংসে**। (অতীত) **সংসি, অসংসি, অসাসী**। ২ ⟹ **সংসদ**।

সংসত্ত (বিণ) সংসক্ত, সংলগ্ন, সম্পৃক্ত, মিলিত, আসক্ত, সংশ্লিষ্ট, দৃঢ় সংলগ্ন, লাগিয়া থাকা, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত। (দীর্ঘনিকায়) **পরম্পরা সংসত্ত**।

সংসদ (স্ত্রী) সংসদ, সভা, সমাজ, সমাগম, সত্র, অধিবেশন, সভার বৈঠক, বিদ্যালয়ের অধ্যাপন-কাল। (অধিকরণ কারকে) **সংসতি**; = **পরিসমজ্ঝে** (জাতক অর্থকথা)।

সংসদ্দতি (ক্রি) বাজানো, শব্দ করা, সঙ্গীতধ্বনি করা, কোনোরূপ বিশেষভাবে প্রকাশ করা।

সংসন্দতি (ক্রি) [সং + √সন্দ + অ] উপযুক্ত করা বা হওয়া, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, ঠিক হওয়া, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা, রাজি হওয়া, স্বীকার করা, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, একত্রে প্রতিযোগিতা করা বা দৌড়া। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান শতক) সংস্যন্দতি। (অতীত) **সংসন্দি**। (অ-বিণ) **সংসন্দিত**। (ক্রি-বি) **সংসন্দিত্বা**। (করণে) **সংসন্দেতি**।

সংসন্দেতি (ক্রি) উপযুক্ত করা, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, একত্রে রাখা, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া, একত্র করা, সংযুক্ত করা, মিলিত করা, ঘনিষ্ঠ করা, সংযোগ করা, সন্ধি করা। (অতীত) **সংসন্দেসি**। (ক্রি-বি) **সংসন্দেত্বা**।

সংসন্দনা (স্ত্রী) ১ (সাহিত্যে) একত্রে আগমন (সাহিত্যে "**সংসন্দিত**" শব্দের পরিবর্তে; **সংসন্দতি** শব্দ দ্রষ্টব্য)। ২ (চরিত্রে) আমদানি, নিহিতার্থ, প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদন পত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, শেষ, অবসান, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, অনুমান, নিষ্পত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ, উল্লেখ, মধ্যস্থতা, বরাত, সম্বন্ধ, সম্পর্ক, নিষ্পত্তির জন্য অর্পণ, সোপর্দ; (সাহিত্যে) একসঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে এরূপ অবস্থা, একসঙ্গে চলে বা চলাচল হয় এরূপ অবস্থা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ওপম্ম সংসন্দনা**। (মহানির্দেশ) **দিট্ঠ সংসন্দনা**; **দিট্ঠ সংসন্দনা পুচ্ছা**।

সংসন্ন (বিণ) অবসন্ন, ভগ্নোদ্যম হইয়াছে এমন, অবনত, অনুন্নত, ক্লান্ত, ব্যয়িত, নিঃশেষিত, পরিশ্রান্ত। = **ওসন্ন**। ⟹ **ওস্সন্ন**।

সংসপ্প (বিণ) বুকে হাঁটিয়া যায় বা গমন করে এমন, ধীরে ধীরে যায় বা চলে এমন, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করে এমন, লতাইয়া যায় এমন, হীনতা প্রকাশ করে এমন, আঁৎকাইয়া উঠে এমন, গা ছম ছম করে এমন।

সংসপ্পতি (ক্রি) [সং + √সপ + অ] বুকে হাঁটিয়া যাওয়া বা গমন করা, ধীরে ধীরে যাওয়া বা চলা, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করা, লতাইয়া যাওয়া, হীনতা প্রকাশ করা, আঁতকাইয়া উঠা, গা ছম ছম করা, হামাগুড়ি দিয়া চলা, অতি ধীরে যাওয়া বা চলা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া, নড়াচড়া করা, বিচলিত হওয়া। (অতীত) **সংসপ্পি**। (ক্রি-বি) **সংসপ্পিত্বা**।

সংসপ্পন (ক্লী) পাকানো অবস্থা, মোচড়ানো অবস্থা, যন্ত্রণায় মোচড় খাওয়ার অবস্থা, কাতরানো অবস্থা, ছট ফট করার অবস্থা, চেষ্টা করণ, উদ্যম প্রকাশ করণ, বিবাদ করণ, যন্ত্রণা ভোগকরণ, কষ্ট করণ, শ্রমকরণ।

সংসপ্পনিয পরিযায—ধীরে ধীরে আবরণোন্মোচনকরণ, কোনো প্রকার কর্মের ফল সম্বন্ধে বিচার বা আলাপ আলোচনা।

সংসপ্পিন (বিণ) = **সংসপ্প**। ⟹ **সংসপ্প**।

সংসয (পুং) (বৈদিক—সংশয়) সংশয়, সন্দেহ, দ্বৈধজ্ঞান, অনিশ্চয়তা। = **বিচিকিচ্ছা**।

সংসযতি (ক্রি) [সং + সেতি] সন্দেহ করা, সংশয়াপন্ন হওয়া। (অ-বিণ) **সংসযিত**।

সংসয পক্খন্ন (বিণ) সংশয়ে পতিত, সন্দেহে পতিত। ⟹ **পক্খন্ন**।

সংসযিত (ক্লী) সংশয়, সন্দেহ, দ্বৈধজ্ঞান। = **সংসয**। (বিণ) সন্দিগ্ধ, সংশয়াপন্ন, সন্দেহান্বিত, সন্দেহে পতিত। = **সংসয পক্খন্ন**। ⟹ **সংসযতি**।

সংসরণ (ক্লী) ১ ভ্রমণ করণ, প্রবাহ, প্রবাহমান অবস্থা, সঞ্চরণ, চলাচল, চলাচল করণ, এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করণ, সংসরণ, সঞ্চালন, দ্রুতগতি, দ্রুত চলন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সংসরণ লোহিত**। ২ যেই পর্দা এদিক ওদিক সরানো যায়, অস্থায়ী পর্দা, যেই অন্ধকে একদিকে সরানো যায় অথবা যেই অন্ধকারকে সরাইয়া দেওয়া যায়।

সংসরণ কিটিক—যেই পর্দা একদিকে সরানো যায়। = **উগ্ঘাটন কিটিক**।

সংসরণ লোহিত—রক্তের চলাচল। (বিপ) **সন্নিচিত**

লোহিত। ⟹ **সংসরণ** (১)।

সংসরতি (ক্রি) [সং + √সর + অ] ১ ক্রমাগত এদিকে বা একদিকে চলিতে থাকা বা নড়াচড়া করিতে থাকা, চলাচল করা, পুনঃপুন আসিতে থাকা বা আগমন করা, সঞ্চরণ করা। ২ এক জন্মের পর অন্য জন্ম গ্রহণ করা, স্থানান্তরে যাওয়া, দেহান্তরে গমন করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া। (অতীত) **সংসরি**। (অ-বিণ) **সংসিত, সংসরিত**। (ব-বিণ) **সংসরন্তো, সংসরং, সংসরমান**। (ক্রি-বি) **সংসরিত্বা**।

সংসরিত (বিণ) সঞ্চরিত, সংসরিত, স্থানান্তরে গত, অবস্থান্তর প্রাপ্ত, দেহান্তর প্রাপ্ত অর্থাৎ মৃত। ⟹ **সংসরতি**।

সংসব—প্রবাহ, স্রোত, প্রাচুর্য, সহজে ভাবপ্রকাশ, জোয়ার।

সংসবক—একটি নরকের নাম-বিশেষ।

সংসবেতি (ক্রি) একসঙ্গে প্রবাহিত হওয়ার কারণ করা, প্লাবিত করা, প্রবাহিত করা, ঢালা, নিক্ষেপ করা, সন্নিবিষ্ট করা, নিবেশিত করা, সন্নিবেশিত বা সন্নিবিষ্ট করা, দাখিল করা। = **পক্খিপতি** (জাতক অর্থকথা)।

সংসাদ = সংসীদ। ⟹ **সংসীদ**।

সংসাদিযা (স্ত্রী) (তুলনীয় সংস্কৃত—স্যবংসাতিকা) একপ্রকার নিকৃষ্ট চাউল।

সংসাদেতি (ক্রি) ১ বিরক্ত হওয়া, শ্রান্ত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, অবসন্ন হওয়া, প্রকাশ করা। ⟹ **সংসীদতি** (২)। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময় অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া বা সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, বাদ দেওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামানো, পত্র পাঠানো, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ করা, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্হং সংসাদেতি**—প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নাই। ৩ স্থাপন করা, নির্ধারণ করা, ধার দেওয়া, আরোপ করা।

সংসামেতি (ক্রি) (সাহিত্যে) সমান করা, মসৃণ করা, চৌরস করা, কোমল করা, শান্ত হওয়া, (কাহারও শয়নের বিছানা) ভাঁজ করা বা সামলাইয়া রাখা, (কেহ শয্যা) ত্যাগ করা। (বি-ভা) **সেনাসনং সংসামেত্বা**—বিছানা ভাঁজ করিয়া। (ক্রি-বি) **সংসামেত্বা**।

সংসাযতি (ক্রি) [সং + সাযতি] স্বাদ লওয়া, চাখা, চাখিয়া স্বাদ অনুভব করা, অবগত হওয়া, সামান্য খাওয়া বা পান করা, উপভোগ করা, বোধ করা, (খাদ্য দ্রব্যাদি-সম্বন্ধে) বিশেষ গন্ধযুক্ত হওয়া, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা। (অতীত) **সমসাযিসুং** (জাতক); ইহার পাঠ হইবে "**সমাসাসিসুং**"।

সংসার (পুং) ১ সংসার, দেহান্তর প্রাপ্তি, পুনর্জন্ম, অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, দেশান্তরে গমন; (সাহিত্যে) ভাড়া, আরোহী, কোনো অবস্থায় অবস্থান, চলন, অস্তিত্ব, অবিদ্যাবন্ধন। (মধ্যম নিকায়) **সংসারেন সুদ্ধি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সংসারস্স কারক**। বিশুদ্ধিমার্গে "**সংসার**" সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা এবং সংযুক্ত নিকায়ে "**সংসার**" এর 'অসীমতা এবং অপরিহার্যতা" সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**সংসার**" সম্বন্ধে "**অন্ত-বিরহিত**" এবং "**অনমতগ্গ**" বর্ণনাও দ্রষ্টব্য। ২ চলনশীল বা পরিবর্তনশীল অবস্থা, পরিভ্রমণ, প্রবহণ, প্রচার, প্রচলন, সংবাদপত্রাদি প্রচারের বা বিক্রয়ের সংখ্যা, দেশের প্রচলিত মুদ্রা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বচীসংসার**।

সংসারচক্ক (ক্লী) সংসারচক্র, পুনর্জন্মের চক্র বা চাকা, দেহান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্তির চক্র।

সংসারণ্ণব [সংসার + অণ্ণব] সংসাররূপ সমুদ্র।

সংসারদুক্খ (ক্লী) দেহান্তর প্রাপ্তিজনিত দুঃখ, পুনর্জন্ম জনিত দুঃখ।

সংসারভয—দেহান্তরপ্রাপ্তি জনিত ভয়, পুনর্জন্মজনিত ভয়।

সংসারসাগর (পুং) সংসাররূপ সাগর, দেহান্তরপ্রাপ্তি বা পুনর্জন্মরূপ সমুদ্র।

সংসিজ্ঝতি (ক্রি) [সং + √সিদ্ধ + য] পরিপূর্ণ হওয়া, পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া, সফল হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, অনুগামী হওয়া, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া (অতীত) **সংসিজ্ঝি**। (অ-বিণ) **সংসিদ্ধ**।

সংসিত (বিণ) ১ = **সংসরিত**। ⟹ **সংসরিত**। জাতক) **চির-রত্ত সংসিত = চরিত অনুচিণ্ণ** (জাতক অর্থকথা)। ২ আশ্রিত, নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, অধীন, অপ্রধান।

সংসিদ্ধি (স্ত্রী) [সং + সিদ্ধি] কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, জয়, যেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছে, যেই বিষয় সাফল্য লাভ করা হইয়াছে।

সংসিব্বতি (ক্রি) সেলাই করা, জড়ানো, পাকানো, বয়ন করা। (অতীত) **সংসিব্বি**। (অ-বিণ) **সংসিব্বিত**।

সংসিব্বিত (বিণ) সেলাইকৃত, জড়িত, পাকানো বা পেঁচ লাগানো হইয়াছে এরূপ, বয়নকৃত। ⟹ **সংসিব্বতি**।

সংসীদ (ক্লী) ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা, তলাইয়া যাওয়ার অবস্থা, ডুবু ডুবু অবস্থা।

সংসীদতি (ক্রি) [সং + √সিদ + অ] ১ ডুবিয়া যাওয়া, তলাইয়া যাওয়া, হতাশ হওয়া, নীচে পতিত হওয়া, তলায় পড়া। ২ (পথ বা "**মগ্গ**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) শেষ হইয়া আসা বা শেষ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, সফল না হওয়া। (অতীত) **সংসীদি**।

(ব-বিণ) **সংসীদমান**। (ক্রি-বি) **সংসীদিত্বা**। (করণে) **সংসাদেতি**।

সংসীদন (ক্লী) = **সংসীদ**। ⟹ **সংসীদ**।

সংসীন (বিণ) পতিত, ঝরিয়া বা খসিয়া পতিত, বিনষ্ট, ভগ্ন, বধ্য, ধ্বংসকৃত। (সূত্রনিপাত) **সংসীন পত্ত**। = **সঞ্ছিন্ন**।

সংসীনপত্ত (বিণ) পত্রহীন, যেই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। = **সঞ্ছিন্ন পত্ত, পতিত পত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⟹ **সংসীন**।

সংসুদ্ধ (বিণ) অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, খাঁটি, নিষ্কলঙ্ক, কেবল, সচ্চরিত্র।

সংসুদ্ধ গহণিক (বিণ) বিশুদ্ধ জন্ম সম্বন্ধীয়, নিষ্কলঙ্ক বংশ বা গোত্র সম্বন্ধীয়, পবিত্র বা শুদ্ধ উৎপত্তি সম্বন্ধীয়। ⟹ **গহণিক**।

সংসুদ্ধজিন = **মগ্গজিন**। ⟹ **মগ্গজিন**।

সংসুদ্ধি (স্ত্রী) শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য, শোধন।

সংসুম্ভতি (ক্রি) [সং + সুম্ভতি] প্রহার করা, আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচুনিচু করা, বাজা, বাজানো, চূর্ণ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা, প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা খাওয়া, পাখা পত পত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুকধুক করা, স্পন্দিত হওয়া। (ব-বিণ) **সংসুম্ভমান**।

সংসূচক (বিণ) সূচক, সূচনাকারী, নির্দেশক, প্রকাশক।

সংসূচেতি (ক্রি) সূচনা করা, প্রকাশ করা, নির্দেশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, দৃষ্টিগোচর হওয়া, দেখানো, প্রতীয়মান হওয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক (শত্রুহস্তে) সমর্পণ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, প্রতারণামূলক কার্য করা, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ বা প্রদর্শন করা, অনিচ্ছাপূর্বক প্রকাশ করা, অজ্ঞাতে বা অজ্ঞাতভাবে প্রকাশ করা, সূচনা করা, সাক্ষ্য দেওয়া, কুপথে লইয়া যাওয়া।

সংসেদ [সং + সেদ] ঘাম, ঘর্ম, অতিশ্রম, পরিশ্রম, আর্দ্রতা, বাতাসে মিশানো বাষ্প, বিন্দু বিন্দু পতিত জল হইতে উৎপন্ন বাষ্প।

সংসেদজ (বিণ) ঘর্ম হইতে উৎপন্ন, আর্দ্রস্থান হইতে উৎপন্ন, ময়লাযুক্ত স্থান হইতে উৎপন্ন, সেঁতসেঁতে স্থান হইতে উৎপন্ন। ⟹ **যোনি** (২)। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—সংস্বেদজ)।

সংসেব (পুং) সংসর্গ করণ, মেলামেশাকরণ, (মনে মনে) যুক্তকরণ, সেবনকরণ, সঙ্গকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সপ্পুরিস সংসেব; অসপ্পুরিস সংসেব**। (বিণ) মেলামেশাকারী, সঙ্গকারী।

সংসেবতি (ক্রি) [সং + √সেব + অ] সংসর্গ করা, মেলামেশা করা, (মনে হনে) যুক্ত করা, সেবন করা, সঙ্গ করা, সেবা করা, সঙ্গে থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত হওয়া, (আদেশ পালনার্থে) উপস্থিত থাকা, (রোগীকে) দেখাশোনা করা, ফলস্বরূপ বর্তমান থাকা। (অতীত) **সংসেবি**। (অ-বিণ) **সংসেবিত**। (ব-বিণ) **সংসেবমান**। (ক্রি-বি) **সংসেবিত্বা**।

সংসেবনা (স্ত্রী) = **সংসেব**। ⟹ **সংসেব**।

সংসেবা (স্ত্রী) সেবাকার্য, সেবা, সেবাকরণ, সঙ্গে থাকন, যত্নকরণ, (রোগীকে) দেখাশোনা করণ, (আদেশ পালনার্থে) উপস্থিত থাকন, মনোযোগী হওন, সম্মানকরণ, সমাদর করণ, গৌরবকরণ, পূজাকরণ, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **স্নেহ সংসেবা**।

সংসেবিত (বিণ) [সং + সেবিত] প্রায়শকৃত, পুনঃপুন সংঘটিত, অধিবাসী, নিবাসী। ⟹ **সংসেবতি**।

সংসেবিন (বিণ) সঙ্গসেবিন, সঙ্গসেবী, সঙ্গকারী, মেলামেশাকারী।

সংসেবী (বিণ) = **সংসেবিন**। ⟹ **সংসেবিন**।

সংহট (বিণ) = **সংহত**। ⟹ **সংহত** (১)।

সংহত (বিণ) ১ সংহত, দৃঢ়, মিলিত, সঞ্চিত, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, জমাট, কঠিন, স্থির, স্থির সংকল্প, আঁটসাঁট, নিবিড়, সংক্ষিপ্ত। ⟹ **সংহরতি**। ২ = **বিসংহত**। ⟹ **বিসংহত, সংহনতি** (২)।

সংহনতি (ক্রি) ১ একত্রে সংযুক্ত করা বা হওয়া, পৌঁছানো, উপস্থিত হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া। ২ দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয় রাখা, গোপন করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, উপশম করা, প্রশমিত করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কণ্ডুং সংহনতি**—খজুলি বা কণ্ডূয়ন প্রশমিত করা। (অ-বিণ) **সংহত**।

সংহনন (ক্লী) একত্রে মিলন, একত্রে সংযুক্তকরণ, ঘনিষ্ঠকরণ, জোড়া লাগানো।

সংহন্তি (ক্রি) = **সংহনতি**। ⟹ **সংহনতি**।

সংহর (ক্লী) সংহরণ, সংগ্রহকরণ, রাশীকৃতকরণ, একত্রিতকরণ।

সংহরণ (ক্লী) সংহরণ, সংগ্রহকরণ, রাশীকৃত করণ, একত্রিতকরণ, ভাঁজকরণ, মোড়ানো, পরিবেষ্টনকরণ, উপার্জনকরণ, সিদ্ধান্তকরণ, আহরণকরণ, বৃদ্ধিকরণ, সঞ্চিতকরণ, সঞ্চয়করণ। (তুলনীয়) **উপসংহরণ, সম্ভরণ**।

সংহরতি (ক্রি) [সং + √হর + অ] ১ সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, ভাঁজ করা, মোড়া, পরিবেষ্টন করা। ২ একত্রে টানা, এক সঙ্গে আকর্ষণ করা, এক সঙ্গে টানিয়া লম্বা করা। ৩ লওয়া, তুলিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া, গ্রহণ করা, ধরা, বাছিয়া লওয়া, যত্ন করা, উদ্ধৃত করা, অধিকারভুক্ত করা, অধিকারে রাখা, সংগ্রহ করিয়া

লওয়া, ধারণ করা, শরীরে গ্রহণ করা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রূপং সংহরতি**। ৪ রাশীকৃত করা, স্তূপীকৃত করা, সঞ্চয় করা। (পেতবত্থু) **সংহরিম্হ = সঞ্চিনিম্হ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **উপসংহরতি**। (অতীত) **সংহরি**। (অ-বিণ) **সংহত, সংহট, সংহরিত**। (ব-বিণ) **সংহরন্ত, সংহীর, সংহারিয**। (ক্রি-বি) **সংহরিত্বা** (কর্মবাচ্যে) **সংহীরতি**। (করণে) **সংহরাপেতি**।

সংহরাপেতি (ক্রি) সংগ্রহ করানো, রাশীকৃত করানো, একত্র করানো, আহরণ করানো, উৎপন্ন করানো, ভাঁজ করানো, উপার্জন করানো। (বিনয়) **লোমানি সংহরাপেতি**। ⟹ **সংহরতি**।

সংহরিত্বা (ক্রি-বি) সংগ্রহ করিয়া, আহরণ করিয়া, টানিয়া। (সাহিত্যে) **সঙ্কড্ঢিত্বা**। ⟹ **সংহরতি**।

সংহসতি (ক্রি) [সং + হসতি] হাস্য করা, হাসিয়া প্রকাশ করা।

সংহানি (স্ত্রী) [সং + হানি] কুঞ্চিতকরণ, গুটানো, কোঁচকানো, সঙ্কোচন, সঙ্কোচিতকরণ, কুঞ্চন, ক্ষয়প্রাপ্তকরণ, ক্ষয়করণ, ক্ষীণকরণ, কমানো, ভ্রষ্টকরণ, ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়করণ বা কমানো, হ্রাস, ন্যূনতা, হ্রাস করণ, ন্যূনকরণ।

সংহার (পুং) সংহার, সংক্ষেপ, সংক্ষেপ করার কার্য, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সঙ্কলন, সঙ্কলিত গ্রন্থাদি, সংগ্রহ, সঙ্কোচ, প্রত্যাকর্ষণ, বিনাশ, ধ্বংস, প্রলয়। (তুলনীয়) **উপসংহার**।

সংহারক (বিণ) একসঙ্গে টানে এরূপ, একত্রে আকর্ষণ করে এরূপ, সংগ্রহকারী, যেই ব্যক্তি সংগ্রহ করে, সংগ্রহকারক। (জাতক) **সব্ব সংহারক**।

সংহারিম (বিণ) চলনশীল, অস্থাবর, অস্থায়ী। (বিনয়ে) **অসংহারিম**।

সংহারিয (বিণ) = **সংহীর**। ⟹ **সংহীর**।

সংহিত (বিণ) সংযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত, সজ্জিত, প্রস্তুত, অধিকৃত, অধিকারভুক্ত, দখলকৃত, হস্তগত, সংহিত, মিলিত, সংগৃহীত, একত্রীকৃত, একত্রীভূত, অভিভূত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, অবধারিত, ধৃত। (ধর্মপদ) **গাথা অনত্থ-পদ সংহিত**। (দীর্ঘনিকায়) **অত্থসংহিত**। (তুলনীয়) **উপসংহিত**। ⟹ **সন্দহতি**।

সংহিতা (স্ত্রী) সংহিতা, একত্রে মিলন, যোগ, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়, শ্রুতিমধুর অন্বয় বা ঐক্য বা চুক্তি।

সংহীযতি (ক্রি) = **সন্ধীযতি**। ⟹ **সন্ধীযতি**।

সংহীর (বিণ) যাহাকে সংযত বা দমিত করা যায়, যাহাকে জয় করা যায়। ⟹ **সংহরতি**।

সংহীরতি (ক্রি) আকর্ষিত হওয়া, টানিত হওয়া, ধৃত হওয়া, আবদ্ধ হওয়া, পাশবদ্ধ হওয়া, ফাঁদে পড়া, ফাঁদে আবদ্ধ হওয়া। (মধ্যম নিকায়) **পচ্চুপ্পন্নেসু ধম্মেসু সংহীরতি**।

স-অতেকিচ্ছ (বিণ) মার্জনীয়, ক্ষমতার যোগ্য, সংশোধনীয়।

স-অন্তর = **সন্তর**। ⟹ **সন্তর, স** (৩)।

স-ইন (বিণ) ঋণে জড়িত, ঋণযুক্ত, ঋণগ্রস্ত। ⟹ **সাণ** (২)।

স-ইন্দ (বিণ) দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত, ইন্দ্ররাজাসহ। ⟹ **স** (৩)।

স-উত্তর (বিণ) নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, কিছু ছাড়া, কিছু ব্যতীত, কিছু বাহিরে বা দূরে রহিয়াছে এরূপ, কিছু উর্ধ্বে বা উপরে আছে এমন, উপরিস্থ লোক আছে এমন অর্থাৎ নিম্নপদস্থ। (বিপ) **অনুত্তর**। ⟹ **স** (৩)।

স-উত্তরচ্ছদ (বিণ) [স + উত্তর + ছদ] অবগুণ্ঠনের সহিত, ঘোমটাসহ, উত্তম আচ্ছাদনসহ, সতরঞ্চ তদুপরি চন্দ্রাতপ বা সামিয়ানাসহ, যেই গালিচা বা শতরঞ্চের উপরদিকে চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকা আছে। = **উত্তরচ্ছদন**। ⟹ **ছদ, স** (৩)।

স-উত্তরচ্ছদন (বিণ) = **স-উত্তরচ্ছদ**। ⟹ **স-উত্তরচ্ছদ**।

স-উত্তরচ্ছদব = **স-উত্তরচ্ছদ**। ⟹ **স-উত্তরচ্ছদ**।

স-উত্তরিভঙ্গ (বিণ) ⟹ **উত্তরিভঙ্গ**।

স-উদক (বিণ) জলসহ, জলের সহিত, আর্দ্র, সজল। ⟹ **স** (৩)।

স-উদরিয (বিণ) এক উদর হইতে উৎপন্ন বা জন্ম, এক মায়ের গর্ভজাত, সহোদর। (পুং) ভাই। = **সোদরিয**। ⟹ **স** (৩)।

স-উদ্দেস (বিণ) (প্রয়োজনীয়) ব্যাখ্যার সহিত, বর্ণে বর্ণে বিস্তারিত ব্যাখ্যাযুক্ত, বর্ণনাসহ বিস্তৃত বিবরণসহ, ব্যাখ্যাসহ, বর্ণনা বা বিশেষ পরিচয়সহ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নাম-গোত্ত-বসেন স-উদ্দেস; বণ্ণাদি-বসেন সাকার**। ⟹ **উদ্দেস, স** (৩)।

স-উদ্রয (বিণ) (ভাল অথবা মন্দ) ফলদায়ক, গুরুত্ব হিসাবে প্রভাবযুক্ত। ⟹ **উদ্রয**।

স-উপদি = **সোপদি**। ⟹ **সোপদি**।

স-উপনিস (বিণ) একত্রে কারণসহ, কারণের সহিত, কারণযুক্ত, ঘটনা সংবলিত, মিলিত, একত্রিত। ⟹ **স** (৩)।

স-উপবজ্জ (বিণ) যাহার সাহায্যকারী আছে, যাহার সহায়তা দিবার লোক আছে, সহায়তাকারী। ⟹ **স** (৩)।

স-উপাদান (বিণ) উপাদানের সহিত, উপাদানযুক্ত, উপাদান সংযুক্ত, জ্বালানি প্রযুক্ত, জ্বালানি প্রক্ষিপ্ত, জীবন ধারণের জন্য আসক্তিপূর্ণ, অস্তিত্বের প্রতি তৃষ্ণাযুক্ত, আসক্তি প্রদর্শনকারী, আসক্ত, অনুরক্ত, সংলগ্ন। (বিপ) **অনুপাদান**। = **সোপাদান**। ⟹

উপাদান (১), উপাদান, স (৩)।

স-উপাদিসেস (বিণ) উপাদি অর্থাৎ জীবনের অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে এমন, বাঁচিয়া রহিয়াছে এমন, সশরীরে বর্তমান আছে এমন। = **সোপাদিসেস**। (বিপ) **অনুপাদিসেস**। ⟹ স (৩)।

স-উপাদিসেস নিব্বান—সশরীরে বর্তমান থাকিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নির্বাণ অনুভব করণ, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান অবস্থা। = **সোপাদিসেস নিব্বান**।

স-উপাযাস (বিণ) দুঃখের সহিত, হাহুতাশের সহিত, কষ্টের সহিত, শোকযুক্ত, শোকপূর্ণ। ⟹ **উপাযাস**।

স-উপাহন (বিণ) পায়ে জুতাসহ, জুতা পরিধান করিয়া, জুতা পায়ে দিয়া। ⟹ **উপাহন**।

স-উপ্পীল্ (বিণ) উৎপীড়িত, উপদ্রুত, উপদ্রবযুক্ত। = **উপ্পীল্**। (বিপ) **অনুপ্পীল্**।

স-উম্মী (বিণ) উর্মিসহ, উর্মিপূর্ণ, বিশাল তরঙ্গের গর্জনের সহিত, ঢেউ খেলানো। ইহা "**কোধ উপাযাস**' শব্দের অধিবচন। ⟹ **কোধ উপাযাস, স** (৩)। (স্ত্রী) মহাসাগরের গর্জন, বিশাল তরঙ্গের গর্জন।

সক (বিণ) সক, নিজের, নিজস্ব। (দীর্ঘনিকায়) **সকং তে**—(রাজাকে অভ্যর্থনা জানাইতে বলা হইয়া থাকে) সমস্তই আপনার নিজের হউক। (বিনয়) **আচরিযক সক**—আচার্যের নিজের বা নিজস্ব। (পেতবত্থু) **সকঘর; সকভাতা**। (মধ্যম নিকায়) **কম্পসসক**। (বিণ) **অসসক** (২)। (পুং) বর্ণনা, উল্লেখ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সম্বন্ধ, সম্পর্ক। (ক্লী) নিজের বা নিজস্ব সম্পত্তি।

সক গবচণ্ড (বিণ) নিজের গরুর প্রতি প্রচণ্ড বা হিংস্র অর্থাৎ নিজের গরু দেখিলে ক্রোধ প্রকাশকারী, নিজস্ব গরুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশকারী, নিজের গরুকে প্রহারকারী, নিজের প্রতি নিজে বিরক্ত হয় এমন, নিজকে নিজে হয়রান করে এমন। (বিপ) **পরগবচণ্ড**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **যো অত্তনো গোগণং ঘট্টেতি, পরগোগণে পন সো রতো সুখসীলো হোতি** ইত্যাদি।

সকঘর (ক্লী) নিজের ঘর, নিজস্ব বাড়ি, সকালয়, নিজালয়। ⟹ **সক**।

সকঙ্খ (বিণ) সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট, অস্থিরমতি।

সকচ্ছ (বিণ) সরজ্জু, দড়ির, দড়িসহ, রশিসহ। (জাতক **সকচ্ছবন্ধো বিসিখং চরাতু**—রজ্জুবদ্ধ হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ করুক।

সকজনং—নিজের মানুষকে, নিজের জ্ঞাতিকে, নিজ আত্মীয়-স্বজনকে। ⟹ স (৪)।

সকট (পুং, ক্লী) ১ শকট, গরুর গাড়ি, গাড়ি, চারি চাকার গাড়ি, রেলের মালগাড়ি, মালবোঝাই গাড়ি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **উদক-ভরিত সকট**—জলভরা শকট; **বীজ সকট**—বীজের গাড়ি, নানাবিধ বীজ ভরা গরুর গাড়ি। (জাতক) **সকটানি পজাপেতি**—গাড়ি চলিবার কারণ করা অর্থাৎ গাড়ি চালানো। (বিণ) ধনীদের বোঝাই করা গরুর গাড়ির সাহায্যকারী এবং অনিষ্টকারী। ২ = **কসট**। ⟹ **কসট**। (পুং) ১ এক যক্ষের নাম বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪গ)। ২ গাছ, তলানি, উচ্ছিষ্ট। = **কসট** (২)।

সকটং (ক্লী) শকট, গাড়ি। = **সকট**।

সকটগোপক (পুং) শকটরক্ষক, গাড়ির অভিভাবক, গাড়ির তত্ত্বাবধায়ক।

সকটব্যূহ (পুং) শকটব্যূহ, গরুর গাড়ি বা চারি চাকার গাড়ি শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া যে ব্যূহ রচনা করা হয়। = **সকটব্যূহ**। ⟹ **ব্যূহ** (১)।

সকটভার (পুং) শকটভার, শকট বা গাড়ির বোঝা, গাড়ি বোঝাই মাল।

সকটমুখ (পুং) শকটমুখ, গাড়ির সম্মুখভাগ, গাড়ির প্রবেশ দ্বার। (বিণ) যেই দিকে গাড়ি বা শকটের মুখ বা সম্মুখ করা হইয়াছে এরূপ (?)। দীর্ঘনিকায়ে পৃথিবী সম্বন্ধে ঈদৃশ বর্ণনা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষ তৎকালে "শকট মুখ" নামে পরিচিত ছিল, দীর্ঘনিকায়ে উত্তর ভারতের ছয়টি রাজ্য সম্বন্ধেও "শকটমুখ" বলা হইয়াছে (তুলনীয়—মহাবস্তু)। দীর্ঘনিকায়ের দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে ছয়টি রাজ্যের সমস্তই ছিল সঙ্কীর্ণ পথ বা আবদ্ধ স্থান হইতে নির্গত হওয়ার সরু গলিপথের ন্যায় কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য, যাহা আকারে বা আয়তনে ছিল ষড়ভুজাকার। এই বর্ণনা গ্রন্থের অপর অংশের সহিত সামঞ্জস্যরহিত। তবে কি বিখ্যাত রোহিণী (নদী?) সম্বন্ধে "**সংকট**" শব্দের ব্যবহার করা হইত, যাহাকে মধ্যবর্তী যুগে "শকট" বলা হইত?

সকট যক্খ (পুং) শকট বাহী যক্ষ, কতকগুলি প্রেত বা যক্ষ আছে তাহাদের স্বভাব ধনীদের বোঝাই করা শকট (গরুর গাড়ি) মরুকান্তার পথ দিয়া যাইবার সময় তাহারা শকট পরিচালক বা শকট যাওয়ার পথপ্রদর্শক-রূপে শকটবাহীকে সাহায্য করিয়া থাকে, আর কতকগুলি প্রেত বা যক্ষ আছে তাহাদের স্বভাব ঐ সময় শকটবাহী লোকজনকে বিপদগ্রস্ত করা—এই সব প্রেত বা যক্ষকে শকটযক্ষ বলা হয়।

সকটবাহ (পুং) গাড়ির বোঝা, গাড়িতে বোঝাই করা মাল বা জিনিসপত্র।

সকটব্যূহ (পুং) শকটব্যূহ, ধাতুপিণ্ড বা গোঁচ (বাটাম) দিয়া গাছ চেড়ার আকারে গাড়ি দ্বারা রচিত ব্যূহ বা সৈন্য শৃঙ্খলা, শকট দ্বারা রচিত ব্যূহ, শকটব্যূহ, শকটসমূহ শৃঙ্খলা করিয়া রাখা যাহাতে বহিঃশত্রু আক্রমণ করিতে না পারে, শকটসমূহের শৃঙ্খলার ন্যায় যুদ্ধের সময় সৈন্য শৃঙ্খলা করিয়া ব্যূহ রচনা। ⟹ **ব্যূহ** (১), **পদুমব্যূহ**।

সকট্‌ঠান (ক্লী) নিজ বাসস্থান, নিজের অবস্থান স্থান। ⟹ **ঠান** (২খ)।

সকণিকা (বিণ) তিলযুক্ত, আঁচিলযুক্ত, সদোষ, কলঙ্কিত, চিহ্নিত, দাগী, তিল বা আঁচিল আছে এমন। (বিপ) **অকণিকা**। ⟹ **কণিকা**।

সকণ্টক (বিণ) ১ (খাদ্যে) কাঁটা বা অস্থি আছে এরূপ। ২ (চরিত্রে) চোরের দ্বারা উপদ্রুত, ভয়জনক, কণ্টকময়, কষ্টকর, ("**দুগ্গতি**" এবং "**কামা**" সম্বন্ধে) দুঃখজনক, বিঘ্নজনক, বাধাযুক্ত, ক্ষতিকর, কণ্টকযুক্ত, সকণ্টক, ক্লেশদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, বিপজ্জনক। (তুলনীয়) **নিক্কণ্টক**। (বিপ) **অকণ্টক**। ⟹ **কণ্টক** (৪)।

সকণ্ণজপ্পক (বিণ) কানে কানে ফিস ফিস করিয়া কথা কথনকারী, চুপি চুপি কথা বলে এমন, গোপনভাবে কথা বলে এমন, যেই চুপি চুপি কথা বলে। **কণ্ণজপ্পক** শব্দেও দ্রষ্টব্য। (বিনয়) **সকণ্ণজপ্পক সলাক-গাহ**।

সকতা (স্ত্রী) নিজের স্বভাব, অভেদ, একত্ব, স্বাতন্ত্র্যবোধক বিশেষত্ব, ব্যক্তিগত বিশিষ্ট আচরণ। ⟹ **কম্মস্‌সসকতা, কম্মস্‌সসকত**। ইহাকে "**কম্মস্‌সসক**" শব্দ হইতে গঠিত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সকদ—একবার, একদা। = **সকিদ, সকিং**।

সকদা গামিন (বিণ) [সকদ=সকিদ + আগামিন] "একবার আগমনকারী" অর্থাৎ যিনি সংসারে একাধিকবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবেন না, যিনি মুক্তিমার্গের অর্থাৎ চতুর্বিধ লোকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় স্তর সকৃদাগামী ফল লাভ করিয়াছেন। = **সকদাগামী**।

সকদাগামিতা (স্ত্রী) সকৃদাগামী অবস্থা, সকৃদাগামী ফল প্রাপ্তির অবস্থা, চতুর্বিধ লোকোত্তর পর্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের অবস্থা। ⟹ **সকদাগামিন, সকদাগামী**।

সকদাগামী (বিণ) সকৃদাগামী, মুক্তির স্রোতে প্রবেশের পর (সংসার ক্ষেত্রে বা মানবকুলে) একবার মাত্র পুনরাগমন বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এরূপ স্তরের। = **সকদাগামিন**। ⟹ **সকদাগামিতা**।

সকবল—১ (ক্লী) [সক + বল] নিজের বল, স্বীয় শক্তি, নিজ শক্তি, আপন বল। ২ (বিণ) [স + কবল] মুখে গ্রাস সহ অর্থাৎ মুখে (খাদ্যের) গ্রাস লইয়া, মুখে গ্রাস দ্বারা পূর্ণ করিয়া। ⟹ **কবল**।

সকভাতা (পুং) নিজের ভাই, আপন ভাই। ⟹ **সক**।

সকমন (পুং) [সক + মন] নিজের মন, আপন মন, নিজের ইচ্ছা, স্বকীয় ইচ্ছা বা অভিরুচি। = **অত্তমন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)। (বিণ) **হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট, সন্তুষ্ট**, উৎফুল্ল, আনন্দ পূর্ণ।

সকম্ম (ক্লী) স্বকর্ম, নিজের কার্য, নিজ কর্তব্য কর্ম, নিজের ব্যবসায়।

সকম্মক (বিণ) সকর্মক, কর্মসহ, কর্মযুক্ত, যেই ক্রিয়ার কর্ম আছে, কর্মযুক্ত (ধাতু)।

সকম্মপসুতা ⟹ **কম্ম** (১)।

সকরট্‌ঠ (ক্লী) নিজরাজ্য। ⟹ **সঘ** (১)।

সকরণীয (বিণ) [স + করণীয] সকরণীয়, করণীয়সহ, যাহার করণীয় কর্তব্য রহিয়াছে, যাহার কাজ করিবার বাকি আছে অর্থাৎ এখনও সম্পাদন করা হয় নাই, যাহার কাজ এখনও (আরও) বাকী আছে (পরিপূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা লাভের অনুক্রমে), কর্মব্যস্ত, কর্মরত। (ক্লী) নিজ কর্তব্য কার্য, কাজ এখনও বাকি আছে সম্পূর্ণ করা হয় নাই এরূপ অবস্থা।

সকরুণভাব (পুং) সকরুণভাব, সহানুভূতিপূর্ণ অবস্থা, দয়ার্দ্র ভাব, অনুকম্পায় বিগলিত অবস্থা। ⟹ **অবিহিংস**।

সকল (বিণ) সকল, সমুদয়, সমস্ত, সম্পূর্ণ, সমগ্র, অবিভক্ত, পুরা, আস্ত, ত্রুটিহীন, অক্ষত, অবিকৃত, সুস্থ, স্বচ্ছন্দ। (তুলনীয়) **সাকল্য**।

সকলিকং সকলিং—টুকরা টুকরা করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া।

সকলিকহীর (মাংসের কাবাব করিবার বা মাংস সেঁকিবার জন্য ব্যবহৃত) লোহার শিক, টেকুয়া।

সকলিকা (স্ত্রী) খোলার কুঁচি, খাপরাভাঙ্গা, মৃন্ময় পাত্রভাঙ্গা, চাঁড়া, টুকরা, চোকলা, সরু চেলা, কুচি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সকলিকা অগ্‌গি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মচ্ছ সকলিকা**।

সকলিকাগ্‌গি (পুং) [সকলিকা + অগ্‌গি) প্রজ্জ্বলিত টুকরা কয়লার অগ্নি, জ্বলন্ত ক্ষুদ্র কয়লার অগ্নি বা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। ⟹ **সকলিকা**।

সকাযূর রট্‌ঠ ⟹ **কাযূর**।

সকবসতি (স্ত্রী) নিজ বাসস্থান, নিজ বাড়ি। ⟹ **বসতি** (৪)।

সক সক (বণ) নিজ নিজ, স্ব স্ব, স্বীয় স্বীয়, আপন আপন।

সকসট (বিণ) দোষযুক্ত, দোষপূর্ণ, নিন্দার্হ, গর্হিত, অসম্পূর্ণ, খাইতে তিক্ত বা নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অশুদ্ধ, অযথার্থ, অপ্রকৃত, ভ্রান্ত, মিথ্যা, অসত্য, (সাহিত্যে) তিক্ত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **সকসটবচন**।

সকসায (বিণ) দোষযুক্ত, নিন্দার্হ, অসম্পূর্ণ।

সকাম (বিণ) ইচ্ছুক, সম্মত।

সকারণ (বিণ) কারণসহ, কারণের সহিত, কারণযুক্ত, কারণবশত, কারণ আছে এরূপ। = **সহেতুক, সহধম্মিক**। ⟹ **কারণ** (২খ)।

সকারণ কথা—কারণযুক্ত কথা। = **হেতুবচো**।

সকাস (পুং) সকাশ, সমীপ, নিকট, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া, উপস্থিতি, বর্তমানতা, সত্তা, অবয়ব, চেহারা, অনুভাব, (মনের) শান্তভাব বা তৎপরতা, (কারণ কারকে) **সকাসং**। (অধিকরণ কারকে) **সকাসে**।

সকাসং (ক্রি-বিণ) সকাশে, নিকটে, সমীপে, দিকে, অভিমুখে, সম্বন্ধে, প্রায়, কাছাকাছি, প্রতি, তে,

অভিপ্রায়ে, তুলনায়, অনুরূপ, মত, পর্যন্ত।⟹ **সকাস**।

সকাসে (ক্রি-বিণ) সকাশে, সমক্ষে, সম্মুখে।⟹ **সকাস**।

সকিং (ক্রি-বিণ) একদা, একবার, একবার মাত্র, পূর্বে। = **সকিদ, সকদ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সকিং বিজাতা ইত্থি**। কোনো কোনো স্থানে "**সকিং**" শব্দের অর্থ "একাধিকবার, চিরকালের জন্য, জন্মের মত" গ্রহণ করা হইয়াছে।

সকিচ্চ (ক্লী) নিজ কর্তব্য কাজ, নিজস্ব কর্তব্য, নিজের ব্যবসায়, আপন কর্তব্য কার্য। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সকিচ্চ পসুত**।

সকিচ্চয (ক্লী) = **সকিচ্চ**। ⟹ **সকিচ্চ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সকিচ্চয পসুত**।

সকিঞ্চন (বিণ) বিষয়াসক্ত, সংসারাসক্ত, আকিঞ্চনযুক্ত, বাধাযুক্ত, আবদ্ধ, প্রতিবন্ধকরূপে বাসকারী, বিষয় বাসনায় জড়িত বা লিপ্ত, আকাঙ্ক্ষী হইয়া বসবাসকারী, সংসারের প্রতি আসক্তিপূর্ণ। = **রাগাদীহি কিঞ্চনেহি সকিঞ্চন**। (বিপ) **অনাসব**। = **সপলিবোধ**।

সকিদ (ক্রি-বিণ) একবার, একবার মাত্র। = **সকিং**। বিনয়ে "**সকিদ**" শব্দের অর্থ "অবিলম্বে, তদ্দণ্ডেই, তৎমুহূর্তেই" গ্রহণ করা হইয়াছে। = **সকদ**। ⟹ **সকদাগামিন**।

সকিদ এব—একবার মাত্র। = **সকিদেব**।

সকিদেব (ক্রি-বিণ) [সকিদ + এব] একবার মাত্র। = **সকিদ এব**।

সকিয = **সকীয**। ⟹ **সকীয**।

সকিলেস (বিণ) "**কিলেস**" বা ক্লেশযুক্ত, ক্লেশযুক্ত, ক্লেশের সহিত, সক্লেশ, ক্লেশে ক্লিষ্ট। ⟹ **সাণ** (২), **কিলেস**।

সকীয (বিণ) স্বকীয়, নিজস্ব, নিজের।

সকুণ (পুং) পক্ষী, পাখি; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) শকুনবিদ্যা বা কাকচরিত্র। (দীর্ঘনিকায়) **পক্খিন সকুণ**। (জাতক) **কন্দগল সকুণ**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পম্বসকুণ**। = **পক্খিন** (১)। (বিণ) পক্ষীর, পাখির, পক্ষী সম্বন্ধীয়। (জাতক) **সকুণমংস**।

সকুণক (পুং) = **সকুণ**। ⟹ **সকুণ**।

সকুণ কুলাবক (পুং) পাখির বাসা।

সকুণগঘি = **সকুণগঘী**। ⟹ **সকুণগঘী**।

সকুণগঘী (পুং) শ্যেন পক্ষী, বাজপক্ষী; (সাহিত্যে) পক্ষীবধকারী। (তুলনীয়) **ব্যগঘীনস**।

সকুণঘচ্চা (স্ত্রী) মরাপাখি, মৃতপক্ষী। ⟹ **ঘচ্চা**।

সকুণছাপ (পুং) পক্ষীশাবক, পাখির ছানা।

সকুণণ্ডক (ক্লী) [সকুণ + অণ্ডক] পক্ষীর ডিম, পাখির ডিম। ⟹ **অণ্ডক** (ক্লী)।

সকুণপথ (পুং) পক্ষীর গতিপথ, পাখির চলাচল পথ।

সকুণপাদ—পাখির পা, পক্ষীর পদ।

সকুণমংস (ক্লী) পক্ষীর মাংস, পাখির মাংস।

সকুণরুত—পক্ষীর রব; পাখির ডাক, পাখির শব্দ।

সকুণবত্ত—পক্ষীর স্বভাব (অর্থাৎ জীবনী)।

সকুণবিজ্জা (স্ত্রী) পাখির শঠতা, পক্ষীর ধূর্ততা, পক্ষীর কৌশল, পাখির চাতুরী, কাক-চরিত্র, শাকুনিক বিদ্যা (অর্থাৎ পক্ষীর রব জানা)।

সকুণ সঙ্ঘ (পুং) পক্ষীসঙ্ঘ, পাখির ঝাঁক, পক্ষীগণ, পাখিদল। ⟹ **সঙ্ঘ** (১)

সকুণিক (পুং) পক্ষী, পাখি। = **সকুণ**।

সকুণিকা (স্ত্রী) পক্ষিণী, স্ত্রীজাতীয় পক্ষী।

সকুণী (স্ত্রী) পক্ষিণী। = **সকুণিকা**।

সকুণ্ডক (বিণ) খুঁদের সহিত, খুঁদসহ, খুঁদ আছে এরূপ। (জাতক) **সকুণ্ডক ভত্ত**—খুঁদের ভাত। ⟹ **কুণ্ডক**।

সকুতুক (বিণ) ব্যগ্রতার সহিত, কৌতুকতার সহিত, ঔৎসুক্যতার সহিত। ⟹ **কুতুক**।

সকুন্ত (পুং) পক্ষী, শকুনি, গৃধ্র।

সকুন্তক (পুং) = **সকুন্ত**। ⟹ **সকুন্ত**।

সকুমার (বিণ) সমবয়সের, একই বয়সের। (পুং) খেলার সাথী, সহক্রীড়ক, ক্রীড়া সহচর।

সকুল (পুং) (তুলনীয় সংস্কৃত—শকুল) একজাতীয় মৎস্য।

সকে অত্থে—নিজ মঙ্গলের জন্য, নিজ উন্নতির জন্য। ⟹ **সদত্থ**।

সক্ক (পুং) ১ শক্র, দেবরাজ ইন্দ্র। = **পুরিন্দদ, দেবরাজা**। ২ ধনীলোক, ধনবান লোক। ৩ শাক্যবংশীয় লোক। (বিণ) ১ সমর্থ, শক্তিবান, যোগ্যতা সম্পন্ন, ধীমান, দক্ষ, সাধ্য, সম্ভবপর, সম্ভবানুরূপ, যুক্তিসঙ্গত। ২ মহাধনী, ঐশ্বর্যশালী। ⟹ **অড্ঢ** [বিণ (২)]।

সক্কচ্চ (ক্রি-বি) উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া, সম্মান প্রদর্শন করিয়া। ⟹ **সক্করোতি**। (ক্রি-বিণ) বিনয়ভাবে, বিনীতভাবে, সম্ভ্রম সহকারে, শিষ্টতার সহিত, ভদ্রভাবে, সসম্মানে, যত্ন সহকারে, সাবধানতার সহিত, উপযুক্তরূপে, উপযুক্ত সময়ে, সম্পূর্ণরূপে, সম্যকভাবে। (সংযোগে) **সক্কচ্চ উপ্পট্‌ঠহতি**।

সক্কচ্চং (ক্রি-বিণ) = **সক্কচ্চ**। ⟹ **সক্কচ্চ** (ক্রি-বিণ)।

সক্কচ্চকারিন (বিণ) উৎসাহী, ব্যগ্র, আগ্রহের সহিত, যেই ব্যক্তি যত্নসহকারে বা মনোযোগের সহিত কাজ করে।

সক্কচ্চতো দান—গ্রহীতার উপস্থিতিতে দান, হাতে হাতে দান। ⟹ **আমিস দান**। = **সক্কচ্চদান**।

সক্কচ্চদান—সাক্ষাতে দান, (গ্রহিতার) হাতে হাতে দান। = **সক্কচ্চতো দান**।

সক্কত (বিণ) সৎকার প্রাপ্ত, সম্মানপ্রাপ্ত, পূজিত, পূজাপ্রাপ্ত, গৌরবান্বিত, সম্মানিত, উপযুক্ত সেবাপ্রাপ্ত। (সংযোগে) **সক্কত গরুকত; সক্কত পূজিত; সক্কত মানিত**। = **যসস্সিন**। ⟹ **সক্করোতি**।

সক্কতি (ক্রি) ১ গমন করা, ঘটা, চলা, প্রস্থান করা, অগ্রসর

হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, যন্ত্রের সাহায্যে চলা, রহিত হওয়া, দেহত্যাগ করা, অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়া, কোনো বিশেষ অবস্থার অধীন হওয়া, উপযোগী হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, কোনো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, বিক্রয় হওয়া, প্রচলিত হওয়া, অতিবাহিত হওয়া। ⟹ **ওসক্কতি**। (সংযোগে) **সক্কতি উস্‌সক্কতি; সক্কতি পটিসক্কতি**। ২ = **সক্কোতি**। ⟹ **সক্কোতি**।

সক্কত্ত (স্ত্রী) ইন্দ্রত্ব, দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বা পদমর্যাদা।

সক্কত্তরজ্জ—দেবরাজ ইন্দ্রের শাসনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য।

সক্কত্বা (ক্রি–বি) সৎকার করিয়া, পূজা দিয়া, সম্মান প্রদর্শন করিয়া। ⟹ **সক্করোতি**।

সক্কদত্তিয (বিণ) শক্র দত্ত, দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত। ⟹ **দত্তিয**।

সক্কন্ত (বিণ) সমর্থ, সমর্থ হইয়া, সমর্থবান, সমর্থ হয় এমন।

সক্করীযতি (ক্রি) পূজিত হয়, সৎকার করা হয়, সম্মানিত হয়, সেবা প্রাপ্ত হয়। ⟹ **সক্করোতি**। (ব–বিন) **সক্করিযমান**।

সক্করোতি (ক্রি) [সং + √কর + ও] সৎকার করা, পূজা করা, সেবা করা, সম্মান করা, মান্য করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময় মত টাকা দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, মূল্যবান জ্ঞান করা, অতিথিসৎকার প্রাপ্ত হওয়া। (সংযোগে) **সক্করোতি গরুকরোতি; সক্করোতি মানেতি; সক্করোতি পূজেতি**। = **গরুং পূজেতি; গরুং মানেতি** (বিনয়); **যসস্‌সিনং নমতি**। (বর্ণনায়) **গারবং করোতি**। (তুলনীয়) **গরুকরোতি**। (অতীত) **সক্করি**। (অ–বিণ) **সক্কত**। (ব–বিণ) **সক্করোন্ত**। (ভ–বিণ) **সক্করিতব্ব, সক্কাতব্ব**। (সপ্তমী) **সক্করেয্য**। (ক্রি–বি) **সক্কত্বা, সক্কচ্চ, সক্করিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সক্করীযতি**। (তুম্‌) **সক্করিতুং, সক্কাতুং**। (করণে) **সক্কারেতি**।

সক্কা (অব্যয়) (সাধারণত এই শব্দটি "**সক্কোতি**" ক্রিয়ার বর্তমানকাল সপ্তমী বিভক্তি এবং ইহা "**লব্‌ভা**" শব্দের সমার্থবাচক) সমর্থ, সম্ভব, পারে এমন, সাধ্য, সম্ভবপর, উপযুক্ত, সম্ভবানুরূপ, যুক্তিসঙ্গত; (সাহিত্যে) একজনে যতদূর সমর্থবান হয়। অপেক্ষাকৃত পূর্বতম ভাষায় ইহার ব্যবহার বর্তমান ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তিতে হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্তমানে ইহাকে ক্রিয়া বিশেষণে পরিবর্তিত করিয়া তুম্‌ শব্দের সহিত ব্যবহার করা হইতেছে, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **সক্কা সামঞ্ঞফলং পঞ্ঞাপেতুং**—শ্রমণত্বের ফল নির্দেশ করা কাহারও পক্ষে কি সম্ভব? (জাতক) **খাদিতুং না সক্কা**—খাওয়া সম্ভব নহে; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন সক্কা মগ্‌গো অক্‌খাতুং**—পথ দেখানো সম্ভব নহে অর্থাৎ রাস্তার বা পথের কথা বলিতে পারে না; (দীর্ঘনিকায়) **সক্কা এতং মযা ঞাতুং**—আমি কি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি? (জাতক) **সক্কা হোন্তি ইমানি অট্‌ঠ সুখানি বিন্দিতুং**—এবম্বিধ অষ্ট প্রকার সুখ অনুভব করা সম্ভবপর অর্থাৎ অনুভব করিতে পারা যায়; **সক্কা এতং অভিসম্ভবিতুং**—ইহা করা সম্ভব অর্থাৎ ইহা করা যায়; **ইমং সক্কা গণ্‌হিতুং**—ইহা গ্রহণ করিতে বা লইতে পারা যায়। = **লব্‌ভা**।

সক্কায (পুং) [সত + কায] (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে—সৎকায়) সৎকায়, জীবদেহ, যেই শরীর বা শরীর পুঞ্জ বিদ্যমান আছে, নিজ শরীর অথবা ব্যক্তি বিশেষের দেহ। = **সনিকায**। মধ্যম নিকায়ে পঞ্চস্কন্ধকেই "**সক্কায**" বলা হইয়াছে।

সক্কাযদিট্‌ঠি (স্ত্রী) সৎকায়দৃষ্টি, আত্মবাদ, আমিত্ব, আমি আমি বলিয়া আমার আমিত্বের অহঙ্কার, ব্যক্তিত্ব–সম্বন্ধে প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, আত্মা সম্বন্ধে মতবাদ, নিত্যতায় বিশ্বাস সম্বন্ধে অনুধ্যান বা বিবেচনা। = **সক্কাবাদা**। মধ্যম নিকায়ে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে বিশ্বাস অনুসারে পঞ্চস্কন্ধের একটিতে অথবা অন্য যে কোনোটিতে আত্মা অনন্তকাল স্থায়ী। এই একই বিষয়ে সুদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে প্রতিসম্ভিদামার্গে "**দিট্‌ঠিগত**" সূত্রে। আত্মা বা প্রেতাত্মা সম্বন্ধে চতুর্বিধ প্রবণতার (⟹**অভিনিবেস**) জন্য পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটি বিষয়ে মোহ বা প্রবঞ্চনা উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আমরা ২০ প্রকার "**সক্কাযদিট্‌ঠি**" পাইয়া থাকি, যথা—১৫ প্রকার "**সক্কায-বত্থুকা সস্‌সতদিট্‌ঠি**, ৫ প্রকার "**সক্কায-বত্থুকা উচ্ছেদ-দিট্‌ঠি**। দেবগণ এবং মনুষ্যগণ "**সক্কাযদিট্‌ঠি পরিযাপন্না**" (সংযুক্ত নিকায়), তদ্রূপ চক্ষু সম্বন্ধেও ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় বলা হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে "**দিট্‌ঠি**" এই শব্দটি প্রকাশ করা না হইলেও শব্দটির অর্থ ইঙ্গিতে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা হইয়াছে (থেরীগাথা, সূত্রনিপাত)। মার্গপথে প্রবেশ করিতে হইলে "**সক্কাযদিট্‌ঠি**"-কে প্রথমেই পরিত্যাগ করিতে হয় (⟹**সংযোজন**); ইহা চারিপ্রকার আয়ত্তের বা গ্রহণের (⟹**উপাদান**) চতুর্থটির সহিত অভিন্ন; ইহা "**নিব্বান**"-এর বিপরীত; ইহা মার্গপথ অবলম্বনে নির্বাপিত বা প্রশমিত হয় (মধ্যম নিকায়); অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান দ্বারা ইহাকে অপসারিত করিতে হয় (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

সক্কাযনিরোধ—বর্তমান দেহের বা ব্যক্তিত্বের বিনাশ, ব্যক্তিতার বা ব্যক্তিত্বের অবসান।

সক্কাযবাদা—সৎকায়বাদ বা আত্মদৃষ্টি (অর্থাৎ আমি আছি, আমার আমিত্ব আছে এবং আত্ম আছে বলিয়া ধারণা)। ইহাও একপ্রকার "**দিট্‌ঠি**" বা মিথ্যা দৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণা। ⟹ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি, সক্কাযদিট্‌ঠি**।

সক্কায সমুদয—ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি, ব্যক্তিত্বের হেতু বা কারণ।

সক্কার (পুং) সৎকার, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, সম্মান, সেবা, সমাদর, প্রেম, উক্তি, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধানিবেদন, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক পদ বা উপাধি, অতিথি সৎকার, সম্ভ্রমসূচক উপাধি, অর্চনা, আরাধনা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সক্কারং করোতি**—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, "ভগবান তোমার সহায় হউন" এরূপ বলা, বিদায় সূচক সম্ভাষণ বা নমস্কার বলা। (তুলনীয়) **লাভ**।

সক্কারকরণ (ক্লী) সৎকারকরণ, শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করণ, সম্মান প্রদর্শন করণ, ভদ্রতা প্রদর্শন করণ, অভিবাদন করণ, উৎসর্গ করণ, পূজা করণ, পূজন, ভক্তি প্রদর্শনকরণ।

সক্কারেতি (ক্রি) = **সক্কারোতি**। ⟹ **সক্কারোতি**। (অতীত) **সক্কারেসি**। (ব-বিণ) **সক্কারেয্য, সক্করেয্য**।

সক্কুণাতি (ক্রি) [সক + √উণা] সমর্থ হওয়া, শক্তিবান হওয়া, ধীমান হওয়া, যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া, যোগ্য হওয়া, দক্ষ হওয়া, করিতে পারা, উপযুক্ত হওয়া, (অতীত) **সক্কুণি**। (ব-বিণ) **সক্কুণন্ত**। (ক্রি-বি) **সক্কুণিত্বা**।

সক্কুণেয্য (বিণ) সাধ্য, সম্ভবপর, সম্ভবানুরূপ, যুক্তিসঙ্গত। ⟹ **সক্কোতি**।

সক্কুণেয্যত্ত (ক্লী) সামর্থ্য, কর্মক্ষমতা, শক্তি, কর্মশক্তি, সম্ভাবনা, সম্ভবপর বিষয়, সম্ভাবিত বিষয়।

সক্কোতি (ক্রি) [√সক + ও] সমর্থ হওয়া, করিতে পারা, সম্ভব হওয়া, যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। = **সক্কুণাতি**। ⟹ **সক্কা, সক্ক**। (বর্তমানে) **সক্কোতি** (দীর্ঘনিকায়), **সক্কতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) (= শ্রেণী; সংস্কৃত—শক্যতে)। (সপ্তমী) **সক্কুণেয্য**; (উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **সক্কুণেমু**। (অতীত) **অসক্খি, সক্খি**; (উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **অসক্খিসহ, অসক্খিম্হা**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **সক্কুণি**। (ব-বিণ) **সক্কোন্ত, সক্কোন্তো, সক্কুণেয্য**। (ভবিষ্যতে) **সক্খতি, সক্খীতি** (= সংস্কৃত—শক্ষ্যতি); (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **সগ্ঘসি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **সক্খিস্সতি**; (বহুবচনে) **সক্খিন্তি**।

সক্কোরতি (ক্রি) সৎকার করা, পূজা করা, সম্মান করা, গৌরব করা।

সক্খর কঠল ⟹ **কঠল**।

সক্খরধোত পাণি [সক্খর + ধোত + পাণি] তৈলসিক্ত পাষাণে শাণিত অসি হস্তে গ্রহণ বা ধারণ করিয়া মারিব কাটিব বলিয়া আস্ফালন।

সক্খরপ্পভেদ [স + অক্খর + পভেদ] ধ্বনিবিজ্ঞান বা শব্দ বিজ্ঞান এবং বর্ণপ্রকরণ।

সক্খর সুধা (স্ত্রী) বালুকার ন্যায় কণা কণা চিনি বা গুড়। ⟹ **সুধা** (১)।

সক্খরা (স্ত্রী) ১ কঙ্কর, পাথরি, পাথরের কুঁচি, বালুকণা, মনের জোর, সাহস, সহনশীলতা। ২ মৃন্ময়পাত্র ভাঙ্গা টুকরা, পাত্র বা হাঁড়ি ভাঙ্গা চাঁড়া। ৩ শস্য, ধান্য, শস্যের দানা, বীজ, কণিকা, অণু, ইংরেজি ওজন বিশেষ, রতি, ক্ষুদ্র শস্য দানা, কাষ্ঠতন্তুর বিন্যাস, ছোট দানা, স্ফটিক, উৎকৃষ্ট কাচ, কেলাস, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ বস্তু, পলতোলা কাচ বিশেষ, খাস গেলাস। (সংযুক্ত নিকায়) **লোণসক্খরা**। ৪ দানাদার, দানাযুক্ত চিনি।

সক্খরিকা (স্ত্রী) = **সক্খরা**। **সক্খরা**। ⟹ **সক্খরা** (৩)। এই শব্দটি বিনয়গ্রন্থে "**লোণসক্খরিকা**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। ⟹ **লোণসক্খরিকা**।

সক্খরিল্ল (বিণ) কঙ্করযুক্ত, পাথর আছে এরূপ, পাথরিযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডময়, প্রস্তরময়, অনুভূতিহীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর।

সক্খলকা (স্ত্রী) = **সক্খলি**। ⟹ **সক্খলি**।

সক্খলি (স্ত্রী) (তুলনীয় সংস্কৃত—শষ্কুলী) ১ কর্ণরন্ধ্র, কানের ছিদ্র। ⟹ **কণ্ণসক্খলি**। ২ একপ্রকার পিষ্টক বা পিঠা, মিঠাই, শর্করাযুক্ত খাদ্য। ৩ ফালি, চোকলা, পাতের মত খণ্ড, পাতলা ফলাদার ছুরি, মাছের শল্কা বা আঁষ। (তুলনীয়) **সঙ্কুড়িকা**। (সাহিত্যে) **সক্খলকা**। = **সক্খলিকা**।

সক্খলিকা (স্ত্রী) = **সক্খলি**। ⟹ **সক্খলি**।

সক্খি ১ [স+ অক্খিন; তুলনীয় সংস্কৃত—সাক্ষিন] সামনা-সামনি, মুখোমুখি, চোখের সামনে, প্রত্যক্ষদর্শী। (সূত্রনিপাত) **সক্খি** (সংস্কৃত—সাক্ষাৎ) **ধম্মং অদস্সি**। (সংযুক্ত নিকায়) **সক্খিং করোতি** (সংস্কৃত—সাক্ষী করোতি) **ক** কাহারও নিজের চক্ষে দেখা। **খ** সাক্ষী স্বরূপ অল্পক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া (অধিকরণ কারকের সহিত, ব্যক্তি সম্পর্কে)। (জাতক) **রাজানো সক্খিং করোতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মোগ্গল্লানস্স সক্খিং কত্বা**। কিন্তু পেতবথু অর্থকথায় "**সক্খি**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "**বন্ধুত্ব, সদ্ভাব**"। পালিতে "**সক্খি**" শব্দকে বিশেষণ অপেক্ষা (বর্তমান হিসাবে) ক্রিয়া বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই যোগ্য। "**সক্খিং**" এবং "**সক্খী**" শব্দকে "**সক্খি**" শব্দে পরিণত করিয়া "**সক্খিং করোতি**" করা হইয়াছে। তুলনীয় "**সকিদ**" এবং "**সকিং**"। ⟹ **সক্খী, সচ্ছিকরোতি**। ২ (ক্লী) = **সক্খী**। ⟹ **সক্খী** (৩)।

সক্খিক (বিণ) প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী। (পুং) প্রত্যক্ষদর্শী লোক, প্রমাণ, সাক্ষ্য, সাক্ষী। ⟹ **সক্খী**।

সক্খিদিট্ঠ (বিণ) প্রত্যক্ষদর্শী, নিজ চোখের সামনে দেখিয়াছে এমন, সামনা-সামনি দেখিয়াছে এমন।

সক্খিপুট্ঠ (বিণ) সাক্ষীস্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া।

সক্খিভব্বতা (স্ত্রী) প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার অবস্থা, অভিজ্ঞতার অবস্থা।

সক্খিসাবক (পুং) সমসাময়িক শ্রাবক বা শিষ্য অথবা ব্যক্তিগত শিষ্য।

সক্খী—১(ক্রি-বিণ) (কর্তৃকারক একবচনে) তাহার নিজের চক্ষে, প্রত্যক্ষদর্শীরূপে। (অঙ্গুত্তর নিকায়)

কায়সাক্খী। ⟹ সক্খি (১)। ২ (বিণ) প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী। = সক্খিক (বিণ)। ৩ (স্ত্রী) ক প্রত্যক্ষদর্শী লোক, প্রমাণ, সাক্ষ, সাক্ষী। খ (করণকারকে) (কাহারও সহিত) বন্ধুত্ব, সদ্ভাব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) জনেন করোতি সক্খিং--লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর। (তুলনীয়) সখ্য। সত্ত (বিণ) আবদ্ধ, বদ্ধ। = বদ্ধ। ⟹ কণ্ঠেবর।

সক্য (বিণ) ১ শাক্যবংশীয়, শাক্যজাতীয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) সক্য পুত্তিয। ২ সমর্থ, সম্ভবপর। = সক্ক। সক্যরূপং পুরে সন্তং—সমর্থবান থাকিতে, অবস্থার অনুকূলে থাকিতে। (পুং) শাক্যবংশ।

সক্যপুত্তিয (পুং) বুদ্ধের প্রকৃত শিষ্য, বুদ্ধের আদেশ পালনকারী বা নীতি অনুসরণকারী শিষ্য। (বিণ) শাক্যবংশীয় পুত্রসম্বন্ধীয়, শাক্য পুত্রের, শাক্যপুত্র সম্বন্ধীয়। ⟹ সক্য (১)। (বিপ) অসক্যপুত্তিয। ⟹ পুত্তিয (২)।

সক্যপুত্তিয ধম্ম--শাক্যপুত্র বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম। ⟹ সক্যপুত্তিয।

সক্যপুত্তিয পটিঞ্ঞ (বিণ) শাক্যপুত্র বলিয়া দাবি করে এমন। ⟹ পটিঞ্ঞ।

সক্যমুনি (পুং) শাক্যমুনি, শাক্যবংশের মধ্যে যিনি মহামুনি হইয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধ।

সখ (পুং) = সখি। ⟹ সখি।

সখল্ল (ক্লী) = সাখল্য। ⟹ সাখল্য।

সখা (পুং) সখা, বন্ধু, মিত্র। = সখি। কারক নির্ণয় : কর্তৃকারক (একবচনে) সখা; (বহুবচনে) সখা, সখানো, সখাযো, সখিনো। কর্মকারক (একবচনে) সখানং, সখং, সখারং; (বহুবচনে) সখা, সখানো, সখাযো, সখিনো। করণকারক (একবচনে) সখিনা; (বহুবচনে) সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি। সম্প্রদান কারক (একবচনে) সখিনো, সখিস্স; (বহুবচনে) সখানং, সখারানং, সখীনং। অপাদান কারক (একবচনে) সখিনা, সখারা; (বহুবচনে) সখারেহি, সখারেভি, সখেহি, সখেভি। সম্বন্ধপদ (একবচনে) সখিনো, সখানো; (বহুবচনে) সখানং, সখারানং, সখীনং। অধিকরণ কারক (একবচনে) সখে; (বহুবচনে) সখারেসু, সখেসু। সম্বোধনপদ (একবচনে) সখ, সখা, সখে, সখি; (বহুবচনে) সখানো, সখা, সখিনো।

সখি (পুং) সখি, সখা, মিত্র, বয়স্য, সুহৃৎ, সহচর, সহায়, সঙ্গী, অংশভোগী, সুখ-দুঃখে সমান ভোগী, সমরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি, বন্ধু, উপকারী, হিতৈষী, সহায়। কারক নির্ণয় : —কর্তৃকারক (একবচনে) সখা; (বহুবচনে) সখা, সখায়ো। কর্মকারক (একবচনে) সখারং, সখং (বহুবচনে) সখা, সখানো। করণকারক (একবচনে) সখিনা; (বহুবচনে) সখারেহি, সখারেভি। অপাদান কারক (একবচনে) সখারস্মা; (বহুবচনে) সখারেহি, সখারেভি। সম্বন্ধপদ (একবচনে) সখিনো; (বহুবচনে) সখীনং, সখানং। সম্বোধনপদ (একবচনে) সখা; (বহুবচনে) সখানো, সখিনো। √ভূ ধাতুর সহিত ইহার সংযোগে : সখি ভবতি; সখী ভবতি অর্থাৎ "সখিভাব"—বন্ধুত্ব। = সখা।

সখিকা (স্ত্রী) সখী, সহচরী, নারীবন্ধু। = সখী। ⟹ সখী।

সখিতা (স্ত্রী) বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সখিতা, সখ্য, সখিত্ব।

সখিভাব (পুং) বন্ধুত্ব, সদ্ভাব। ⟹ সখি।

সখিল (বিণ) কথায় কথায় সদয় বা দয়ালু, কথায় সহানুভূতিশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন, সমরুচি বা সমচরিত্রের, উপযুক্ত, মনোমত। = মুদু। (তুলনীয়) সাখল্য।

সখিল বাচতা (স্ত্রী) অনুকূল বা সদ্ভাবসূচক কথার ধারা, মিত্রভাবাপন্ন কথা বলার আবশ্যকতা বা অভ্যাস, বন্ধু সদৃশ কথার প্রয়োগ বা ব্যবহার।

সখী (স্ত্রী) সখী, নারীবন্ধু, সহচরী, বয়স্যা, সঙ্গিনী।

সখীভাব (পুং) = সখিভাব। ⟹ সখিভাব।

সখুর (বিণ) (পশ্বাদির) খুরের সহিত, খুর দ্বারা, খুর দিয়া।

সখ্য (ক্লী) সখ্য, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সখিত্ব, মিত্রতা, মৈত্রী।

সগন্ধক (বিণ) গন্ধের সহিত, সগন্ধ, গন্ধযুক্ত, সুগন্ধি, সুগন্ধ, সুরভি, সুরভিযুক্ত, সৌরভিত।

সগব্ভ (বিণ) সগর্ভ, গর্ভসহ, গর্ভবতী, ভ্রূণ সমেত, ফলশালী, অর্থপূর্ণ, অর্থব্যঞ্জক, পরিপূর্ণ, উদ্ভাবনক্ষম।

সগহ (বিণ) সগ্রহ, গ্রহ আছে এরূপ, গ্রহযুক্ত, গ্রহের সহিত, স্বামিত্ব বা কর্তৃত্ব আছে এরূপ, কুম্ভীর সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। = সগাহ। ⟹ গহ (২)। সগহ নদী—যেই নদীতে গ্রহ বা কুম্ভীর আছে, কুম্ভিরে পরিপূর্ণ নদী। সগহ সরক্খস—গ্রহ এবং রাক্ষসগণ দ্বারা পরিপূর্ণ।

সগামেয্য (বিণ) স্বগ্রামের, নিজ গ্রামের। (পুং) একগোষ্ঠীভূত লোক। = সগামেয্য সখা।

সগামেয্য সখা (পুং) স্বগ্রামের সখা, নিজগ্রামের মিত্র বা বন্ধু।

সগারব (বিণ) সগৌরব, শ্রদ্ধার সহিত, সশ্রদ্ধ, সম্মানের সহিত, ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিনীত, সম্ভ্রমকারী, সম্মানসূচক, ভদ্রশিষ্ট। (বিপ) অগারব। (যৌগিকে) সগারব সপ্পতিস্স। ⟹ গারব।

সগারবং (ক্রি-বিণ) বিনীতভাবে, সম্ভ্রমসহকারে, সম্মানিত ভাবে, ভদ্রশিষ্টভাবে।

সগারবতা (স্ত্রী) সম্মান, সম্মান প্রদর্শন, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা।

সগাহ (বিণ) হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। = সগহ।

সগুণ (বিণ) "সূত্র বা দড়ির সহিত" অথবা "এক হইয়া"। (বিনয়) সগুণং করোতি—একত্রে রাখা, ভাঁজ করা; = একতো কত্বা (বিনয় অর্থকথা)। "একত্রে রাখা"—এই

অনুবাদটি "গুণ (১)" এতে উল্লেখিত একটি বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য আছে। "সগুণং কত্বা" বলা হইয়াছে "সঙ্ঘাটিযো" সম্বন্ধে, কিন্তু "কাযবন্ধনং" এর সহিত সম্পর্কিত নহে; এইরূপে অর্থ হইয়া থাকে "সাঙ্ঘাটি বা উত্তরা সঙ্গগুলি একটি (বান্ডেল) করিয়া দিতে হয়"।

সগুল (বিণ) গুড় বা চিনি মিশ্রিত, গুড়ের সহিত, গুড়যুক্ত, চিনি দেওয়া, গুড় দিয়া মিষ্টি। (ক্লী) গুড় বা চিনি মিশ্রিত পিষ্টক বা পিঠা। = **সগুল পূব**। (বহুবচনে) **সগুলানি**। (তুলনীয়) **সঙ্গুলিকা**। ⟹ **গুল** (২)।

সগুল পূব—গুড় বা চিনি মিশ্রিত পিষ্টক বা পিঠা বিশেষ, ডিমের বড়া। ⟹ **সগুল**।

সগোচর (পুং) সঙ্গী, সহচর, অংশভোগী, সুখে-দুঃখে সমান ভোগী, সমরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি, সমকক্ষ, স্বামী কিংবা স্ত্রী, জীবজন্তুর স্ত্রীপুরুষের অন্যতর, বাণিজ্যপোতের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, সহকারী কর্মচারী; (সাহিত্যে) একই কার্যের কর্মী।

সগোত্ত (বিণ) একই গোত্রের, একই বংশের, একই কুলের, সগোত্র, একবংশজাত, একগোত্রের, এক জাতীয়। (পুং) জ্ঞাতি, একগোত্রের লোক, একবংশের মানুষ।

সগ্গ (পুং) ১ স্বর্গ, দেবলোক, সুরলোক, দেবনগরী, দেবসুখ প্রদানকারী সুখময় স্থান, স্বর্গস্থান, যেই স্থানকে সাধারণত মানুষেরা সুখময় ও দীর্ঘায়ুজনক মনে করিয়া থাকে সেই জনপ্রিয় স্থান। = **দেবলোক**। (পেতবথু অর্থকথা) **সুট্‌ঠু অগ্গত্তা সগ্গং** (বিশুদ্ধিমার্গ) **রূপাদীহি বিসযেহি সুট্‌ঠু অগ্গো'তি সগ্গো**। সাধারণত: "**কামাবচর দেবলোক**" কে স্বর্গ বলা হয়, কখন কখন ২৬ প্রকার স্বর্গের কথাও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (থেরগাথা অর্থকথা)। কখন কখন "**সগ্গট্‌ঠান**"-ও বলা হয় (জাতক)। (অধিকরণ কারক, বহুবচনে) **সগ্গেসু**। ⟹ **গতি** (৪)।

সগ্গকথা (স্ত্রী) স্বর্গকথা, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কথা বা আলাপ, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় আলোচনা বা কথাবার্তা। (তুলনীয়) **অনুপুব্বিকথা**।

সগ্গকায (পুং) স্বর্গীয় সভা, দেবসভা, দেবগণের সভা।

সগ্গট্‌ঠান (ক্লী) স্বর্গস্থান দেবস্থান। (তুলনীয়) **সগ্গলোক**। ⟹ **সগ্গ, ঠান** (২গ)।

সগ্গদ্বার (ক্লী) স্বর্গদ্বার, স্বর্গের দরজা।

সগ্গপথ (পুং) স্বর্গপথ, স্বর্গের পথ, স্বর্গে যাইবার রাস্তা বা উপায়।

সগ্গপদ—স্বর্গপদ, স্বর্গস্থান, স্বর্গদেশ, স্বর্গ, স্বর্গস্থানীয় অবস্থা। = **সগ্গলোক, সগ্গট্‌ঠান**।

সগ্গপরাযন (বিণ) স্বর্গপরায়ণ, পূর্ব হইতে স্বর্গে উৎপন্ন হইবার জন্য স্থিরকৃত, স্বর্গে যাইবার উপযুক্ত, স্বর্গে বা দেবস্থানে গমনে তৎপর, স্বর্গে উৎপন্ন হইবার কার্যে রত অর্থাৎ পুণ্যকার্যে রত। = **দেবলোক পরাযন**। ⟹ **পরাযন** [বিণ (২)]।

সগ্গমগ্গ (পুং) স্বর্গের মার্গ, স্বর্গস্থানে যাইবার রাস্তা বা উপায়। ⟹ **মোক্খ** (১খ)।

সগ্গলোক (পুং) স্বর্গলোক, দেবলোক, স্বর্গদেশ, স্বর্গস্থান। ⟹ **সগ্গট্‌ঠান**।

সগ্গসংবত্তনিক (বিণ) স্বর্গের দিকে সংবর্তিত করে এমন, স্বর্গে নিয়া যায় এমন, স্বর্গের দিকে চালাইয়া নেয় এমন, স্বর্গ প্রদানকারী।

সগ্গাপায (পুং) [সগ্গ + অপায] স্বর্গ এবং নরক।

সগ্গারোহণ (পুং) [সগ্গ+ আরোহণ] স্বর্গারোহণ, স্বর্গে গমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সগ্গারোহণ সোপান**—স্বর্গে আরোহণ করিবার বা যাইবার সিঁড়ি বা সোপান, স্বর্গের সিঁড়ি।

সগ্গুণ (পুং) [সদ + গুণ] সদ্‌গুণ, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সাধুতা, বৈশিষ্ট্য।

সগ্ঘসি (ক্রি) ⟹ **সক্কোতি**।

সঘচ্চা (স্ত্রী) [সদ + ঘচ্চা] ঠিক অথবা সত্য হত্যাকরণ।

সঘর (ক্লী) স্বঘর, নিজ ঘর, নিজের ঘর। = **সঙ্ঘর, সকঘর**।

সঙ্কচ্ছা (স্ত্রী) [সং + কচ্ছা (১)] স্ত্রীলোকের পোশাকের অংশ বিশেষ, কাঁচুলি (আঁটসাঁট বডি বা ব্লাউজ), ঘের বা কটিবন্ধ (?)। (জাতক) **সুবণ্ণ সঙ্কচ্ছা**।

সঙ্কচ্ছিক (ক্লী) পরিচ্ছদ বা বস্ত্রের অংশ বিশেষ, কটিবন্ধ বা কোমরবন্ধ। এখানে বিনয় অর্থকথার বর্ণনা ভুল।

সঙ্কটীর (ক্লী) আবর্জনার স্তূপ। K.S.-এর ইংরেজি বর্ণনায় "**সঙ্করট্‌ঠান**"।

সঙ্কড়চতি (ক্রি) [সং + √কড্ঢ + অ] ১ সংগ্রহ করা, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, একত্র করা বা এক হওয়া, রাশীকৃত করা বা হওয়া, টানা, মাটির উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া লওয়া বা যাওয়া, টানিয়া টানিয়া চলা, হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া, ক্ষেত্রে মই দেওয়া, জলাশয়ের তলদেশ অনুসন্ধান করা, অতি ধীরে ধীরে চলা, পিছনে পড়িয়া থাকা, নীরস হওয়া, জাল দিয়া মৎস্য ধরা। (ব-বিণ) **সঙ্কড়্ঢিযমান**। (কর্মবাচ্যে) **সঙ্কড়্ঢিযতি**। ২ পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, সম্যক অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা। (অতীত) **সকেড়্ঢি**। (ক্রি-বি) **সঙ্কড়্ঢিত্বা**। (তুম্) **সঙ্কড়্ঢিতুং** (জাতক) **চিন্তেত্বা সঙ্কড়্ঢিতুং**।

সঙ্কড়্ঢিত্বা (ক্রি-বি) আকর্ষণ করিয়া, টানিয়া, আহরণ করিয়া। = **সংহরিত্বা**। ⟹ **সঙ্কড়্ঢতি**।

সঙ্কড়্ঢিযমান (বিণ) সংগ্রহ করা হয় এরূপ, রাশীকৃত করা হয় এরূপ। ⟹ **সঙ্কঢ়ড্ঢতি** (১)।

সঙ্কতি (ক্রি) [√সক + ং + অ] (বৈদিক—শঙ্কতে) সন্দেহ করা, সন্দিগ্ধ হওয়া, সংশয়াপন্ন হওয়া, অনিশ্চিত হওয়া, অবিশ্বাস করা, সঙ্কোচিত হওয়া, সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া, ইতস্তত করা, কোনো বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া,

অস্থিরচিত্ত হওয়া, চঞ্চল হওয়া। (বর্তমান কাল উত্তম পুরুষ একবচনে) **সঙ্কামি, সঙ্কে; = আসঙ্কামি;** (জাতক) **ন সঙ্কে মরণ-আগময।** (সপ্তমী) **সঙ্কেথ।** (অতীত) **সঙ্কি।** (অ-বিণ) **সঙ্কিত।** (ব-বিণ) **সঙ্কমান।** (ক্রি-বি) **সঙ্কিত্বা।** (কর্মবাচ্যে **সঙ্কীযতি।**

সঙ্কথতি (ক্রি) [সং + কথতি] নাম করা, আখ্যাত করা, উল্লেখ করা, নিয়োগের জন্য নাম দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। (কর্মবাচ্যে) **সঙ্কথীযতি।**

সঙ্কন্ত (বিণ) একত্রে বা একসঙ্গে গিয়াছে এরূপ, পঠিত, পরীক্ষিত, সংযুক্ত। ⟹ **সঙ্কমতি।**

সঙ্কন্ততি (ক্রি) [সং + √কন্ত + অ] সর্বদিকে কর্তন করা বা কাটা। (অতীত) **সঙ্কন্তি।** (অ-বিণ) **সঙ্কন্তিত।** (ক্রি-বি) **সঙ্কন্তিত্বা।**

সঙ্কন্তি—১ (স্ত্রী) স্থানান্তর প্রাপ্তি, অবস্থান্তর প্রাপ্তি, পরিবর্তন, পথ, গমন, রাস্তা পার হওন, প্রবেশ পথ, গমনাধিকার, বিধিবদ্ধকরণ, (গাড়ির) ভাড়া, পর্যটন, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ। ২ (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সঙ্কন্ততি।**

সঙ্কন্তিক (বিণ) স্থানান্তরে গমনকারী, সংক্রামক, ছোঁয়াচে। (পুং) শিক্ষাক্ষেত্র (সাহিত্যে—সাম্প্রদায়িকতা বা বিরোধ পরীক্ষিত), সর্বাস্তিবাদীদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ।

সঙ্কন্তিক রোগ (পুং) সংক্রামক রোগ, ছোঁয়াচে রোগ।

সঙ্কপ্প (পুং) সংকল্প, মনোকর্ম, মানসকর্ম, মনোরথ, অভিলাষ, ইচ্ছা, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, পরিকল্পন, নকশা, অভিসন্ধি, মতলব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। = **বিতক্ক এঞাণ পঞঞাবুদ্ধি; বিতক্ক** (দীর্ঘনিকায়। "**সঙ্কপ্প**"-কে ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**(চেতসো) অভিনিরোপনা**" (অর্থাৎ মনের নিয়োগ বা মনোসংযোগ) রূপে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

সঙ্কপ্পেতি (ক্রি) [সং + √কপ্প + এ] ১ কল্পনা করা, বিবেচনা করা, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, "আশা করি" একথা বলা। ২ সীমানির্দেশ করা, সীমাবদ্ধ করা, নির্ধারণ করা, নিষ্পত্তি করা, সংকল্প করা, সিদ্ধান্ত করা, সিদ্ধান্তে আসা, বিবেচনা করা, মনে হওয়া, ভাবা, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। (অতীত) **সঙ্কপ্পেসি।** (অ-বিণ) **সঙ্কপ্পিত।** (ক্রি-বি) **সঙ্কপ্পেত্বা।**

সঙ্কম (পুং) গমন, পার হওন, পথ, রাস্তা, প্রবেশে পথ, বিধিবদ্ধকরণ, (গাড়ির) ভাড়া, পর্যটন, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ, সেতু, নাকের উপরিভাগ, এক প্রকার তাস খেলা। (জাতক) **অত্তানং সঙ্কমং কত্বা যো সোত্থিং সমতারযি।**

সঙ্কমতি (ক্রি) [সং + √কম + অ] ১ চলা, চলিতে থাকা, নিকট দিয়া যাওয়া, সংযুক্ত করা বা হওয়া, উপেক্ষা করা, পার হইয়া যাওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **আকাসং ইন্দ্রিযানি সঙ্কমতি।** (বিনয়) **ভিক্খূ রুক্খা রুক্খং সঙ্কমন্তি**—ভিক্ষুরা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আরোহণ করে বা বিচরণ করে। (কথাবথু) **ভিক্খূ ঝানা ঝানং সঙ্কমন্তি।** ২ স্থান পরিবর্তন করা, স্থানান্তরে যাওয়া, চালানো, বদলানো, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপায় অবলম্বন করা, দেহান্তরে গমন করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সঙ্কমতি পটিসন্দহতি।** (তুলনীয়) **উপসঙ্কমতি।** (অতীত) **সঙ্কমি।** (অ-বিণ) **সঙ্কন্ত।** (ভ-বিণ) **সঙ্কমনীয।** (ক্রি-বি) **সঙ্কমিত্বা, সঙ্কম্ম।** (করণে) **সঙ্কামেতি।**

সঙ্কমন (ক্লী) (সাহিত্যে) "উপর দিকে গমন" অর্থাৎ চঙ্ক্রমণ, পদচারণা, পদক্ষেপ, এক পা, অল্প দূরত্ব, পদশব্দ, ক্রম, সোপান, মইয়ের ধাপ, পদাঙ্ক, পদচিহ্ন, চলন ভঙ্গি, চলিবার ধরন, চলন, অবলম্বিত কার্য, উপায়, (এই কারণে ইহার প্রকৃত অর্থ হয়) সেতু, নাকের উপরিভাগ, একপ্রকার তাসখেলা, গমন, পার হওন, পথ, রাস্তা, প্রবেশ পথ, গমনাধিকার, বিধিবদ্ধকরণ, (গাড়ির) ভাড়া, পর্যটন, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ, স্থানে স্থানে বা বিভিন্ন স্থানে গমন, পাঠকরণ, পরীক্ষা করণ। (জাতক) **পপাসঙ্কমন।** (তুলনীয়) **উপসঙ্কমন।**

সঙ্কমনীয (বিণ) উপেক্ষণীয়, ছাড়িয়া যাওয়ার যোগ্য, পার হইয়া যাওয়ার উপযুক্ত, স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য, হাতবদল হওয়া উচিত, বিক্রয় হওয়ার যোগ্য, দান দেওয়ার যোগ্য, হস্তান্তরিত হওয়ার যোগ্য। (বিনয়) **চীবর সঙ্কমনীয**—যেই চীবর কাহারও নহে তাহা হস্তান্তরিত হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ যেই চীবরের মালিক নাই তাহা দান দেওয়ার যোগ্য বা দান দেওয়া উচিত। ⟹ **সঙ্কমতি।**

সঙ্কম্পতি (ক্রি) [সং + √কম্প + অ] কম্পিত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, নাড়া দেওয়া, নড়া, নড়াচড়া করা, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা। (অতীত) **সঙ্কম্পি।** (অ-বিণ) **সঙ্কম্পিত।** (ক্র-বি) **সঙ্কম্পিত্বা।** (করণে) **সঙ্কম্পেতি।**

সঙ্কম্পেতি (ক্রি) = **সঙ্কম্পতি।** ⟹ **সঙ্কম্পতি।**

সঙ্কর ১ নেত্তিতে এই শব্দটি "**সঙ্গর**" শব্দের পরিবর্তে ভুলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ২ (বিণ) পরম সুখী। ৩ (পুং) মিশ্রিত করণ, মিশ্রণ, সম্মিলিত করণ।

সঙ্কলন (ক্লী) সঙ্কলন, যোগ করার কার্য, বাড়তি বা আমদানিকৃত ব্যক্তি বা বস্তু, যোগ, জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, স্তূপ, রাশি, নির্বাচন, মিলন।

সঙ্কলহ [সং + কলহ] উত্তেজিত বাক্য বা কথা, ঝগড়া, বিবাদ, কলহ।

সঙ্কসাযতি (ক্রি) দুর্বল হওয়া, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য করা, দেউলিয়া হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ করা, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা।

সঙ্কস্সর (বিণ) সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট, অস্থিরমতি, দুষ্ট, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারক। ইহাকে ধর্মপদ অর্থকথায় **"সঙ্কাহি সরিতব্ব, আসঙ্কাহি সরিত, উস্সঙ্কিত, পরিসঙ্কিত"** গ্রহণ করা হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **সঙ্কস্সরাচার**—সর্ব বিষয় সন্দেহ-জনক (ইংরেজি অনুবাদ)।

সঙ্কস্সরাচার—সন্দিগ্ধ আচার, সন্দেহপূর্ণ ব্যবহার। ⟹ **সঙ্কস্সর**।

সঙ্কা (স্ত্রী) শঙ্কা, ভয়, আশঙ্কা, ত্রাস, বিতর্ক, ভয়ের কারণ বা বিষয়, সংশয়, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অনিশ্চিত বিষয়, অনির্ভরশীলতা। (তুলনীয়) **বিসঙ্ক**।

সঙ্কাপেতি (ক্রি) প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করানো, সংগ্রহ করানো, সজ্জিত করানো, প্রস্তুত থাকা, প্রস্তুত রাখা, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করানো, চেষ্টা করানো, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করানো, দায়িত্ব লওয়া বা দেওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা। (বিনয়) **বস্স-আবাসং সঙ্কাপেতি**।

সঙ্কামেতি (ক্রি) ১ স্থান পরিবর্তন করা, চালানো, বদলানো, কোনো উদ্দেশ্য সমাধানার্থ উপায় অবলম্বন করা, উপেক্ষা করা, পার হইয়া যাওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, নড়া, নড়াচড়া করা, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, হাঁটা, পদব্রজে চলা, যাওয়ার কারণ করা। ২ (দৈহিক বা মানসিক বোধ বা অনুভূতি অথবা সংবেদন) একসঙ্গে আসা। ⟹ **সঙ্কমতি**।

সঙ্কাযতি (ক্রি) সন্দিগ্ধ হওয়া, অনিশ্চিত হওয়া, সংশয়াপন্ন হওয়া, সন্দেহান্বিত হওয়া, অবিশ্বাসী হওয়া, চঞ্চল হওয়া, অস্থিরচিত্ত হওয়া। (অতীত) **সঙ্কাযি**। (অ-বিণ) **সঙ্কাযিত**।

সঙ্কার (পুং) জঞ্জাল রাশি, আবর্জনা স্তূপ, ময়লা স্তূপ, জঞ্জাল, আবর্জনা, ময়লা, নিরর্থক বাক্য বা কথা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঠপিত সঙ্কার**—স্তূপীকৃত আবর্জনা। ⟹ **ঠপিত**।

সঙ্কারকূট (পুং) আবর্জনা স্তূপ, গুঁড়া বা ধূলি স্তূপ, মৃত্তিকার স্তূপ, পুষ্পরেণুর স্তূপ, জঞ্জাল বা ময়লার স্তূপ, অবর্জনা রাশি, ধূলিরাশি। (তুলনীয়) **কচবর, কত্তর**। ⟹ **কূট** (গ)।

সঙ্কারচোল = **সঙ্কারচোল্**। ⟹ **সঙ্কারচোল্**।

সঙ্কারচোল্ (ক্লী) আবর্জনা স্থানের ন্যাকড়া বা ছিন্নবস্ত্র, আবর্জনারাশি হইতে কুড়াইয়া লওয়া ছেঁড়া কাপড়।

সঙ্কারট্‌ঠান (ক্লী) আবর্জনাপূর্ণ স্থান, আবর্জনা স্থান, আবর্জনাদি ফেলিবার আধার বা পাত্র আবর্জনারাশি, আবর্জনাদি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিবার স্থান। = **সঙ্কারধান**।

সঙ্কারধান (ক্লী) আবর্জনা স্তূপ অর্থাৎ যেই স্থানে বা যেই পাত্রে আবর্জনাদি স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়। = **সঙ্কারট্‌ঠান**। ⟹ **ধান**।

সঙ্কারযক্‌খ (পুং) আবর্জনা স্থানে অবস্থানকারী প্রেত বা যক্ষ।

সঙ্কাস (বিণ) সঙ্কাশ, সদৃশ, মত, তুল্য, আকারযুক্ত, সম, বাহ্যিক সাদৃশ্য যুক্ত, একই হাবভাবের, একই চেহারার, বাহ্যিক আড়ম্বরযুক্ত, সমীপ, নিকট, অনুরূপ, সম্ভবপর। (জাতক) **পুঞ্ঞসঙ্কাস = সদিস** (জাতক অর্থকথা)।

সঙ্কাসন (ক্লী) ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, বিশদীকরণ, উদাহরণ, চিত্র। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সঙ্কাসন পকাসন**।

সঙ্কাসনা (স্ত্রী) = **সঙ্কাসন**। ⟹ **সঙ্কাসন**।

সঙ্কিণ্ণ (বিণ) সঙ্কীর্ণ, অপশস্ত, বহু লোক সমাকীর্ণ, ভিড়, সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত, পূর্ণ, পরিপূর্ণ, মিশ্রিত, সম্মিলিত, নানাবিধ বস্তু মিলিত, অশুদ্ধ, অপবিত্র, কলুষিত, বর্ণসঙ্কর, সঙ্কোচিত, পরস্পর বিজাতীয়, সঙ্কটপূর্ণ। ⟹ **সঙ্কিরতি**।

সঙ্কিণ্ণ পরিখ (বিণ) পরিপূর্ণ পরিখাগুলিসহ, পরিখা বা খাতগুলি পূর্ণ। যাঁহারা সংসারধর্ম হইতে মুক্ত হইয়া অর্হত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে মধ্যম নিকায়ে এই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। (যৌগিকে) **সঙ্কিণ্ণ পরিখ উক্‌খিত্ত পলিঘ**। চুল্লনিদ্দেসের অর্থকথায় ইহার বানান হইয়াছে **"পরিকখ"**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **নগর পরিখ**। (জাতক) **উক্কিণ্ণ অন্তর পরিখ**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **গম্ভীর পরিখ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **পরিখ তট**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিখপিট্‌ঠে; পরিখপিট্‌ঠে পরিকখট**—তীরে। ⟹ **পরিখা**।

সঙ্কিত (বিণ) শঙ্কিত, ভীত, সন্দিগ্ধ, অবিশ্বস্ত, উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, আগ্রহান্বিত, অনিশ্চিত, অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট, অস্থিরমতি। (তুলনীয়) **পরিসঙ্কিত, বিসঙ্কিত**। ⟹ **সঙ্কতি**।

সঙ্কিত্তন (ক্লী) সঙ্কীর্তন, সম্যকরূপে গুণাদি কথন, গান দ্বারা মহাপুরুষের নাম বা মহিমা প্রচার, বর্ণনা, উচ্চারণ, জ্ঞাতকরণ, প্রচার, ঘোষণা, ঘোষণাপত্র।

সঙ্কিত্তি (স্ত্রী) এই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় এবং অর্থ খুবই সন্দেহপূর্ণ। পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তির অর্থকথায় বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্যরূপে গ্রহণীয় নহে, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **সঙ্কিত্তেত্বা কতভত্তেসু হোতি, দুব্‌ভিকখ-সমযেকির অচেল-কাসাবকা অচেলকানং অত্থায ততো ততো তণ্ডুলাদীনি সমাদপেত্বা ভত্তং পচন্তি, উক্কট্‌ঠাচেলকো ততো ন পটিগ্গণ্হাতি** (Dial-এ ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"সে ভিক্ষান্ন বা সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ অনাবৃষ্টির সময়ে বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায়";

Neumann এর ইংরেজি অনুবাদে—"ধুলা বা ময়লা হইতে নহে")। ইহা কিছুটা "সভার আহ্বান বা সমাবর্তন উৎসব" এর ন্যায় হইতে পারে।

সঙ্কিন (বিণ) উৎকণ্ঠিত, আগ্রহান্বিত, উদ্বিগ্ন।

সঙ্কিয (বিণ) ১ দোষী বিবেচিত, সন্দেহজনক, অবিশ্বাস্য হইয়াছে এরূপ। ২ উৎকণ্ঠিত, আগ্রহান্বিত, উদ্বিগ্ন।

সঙ্কিরণ (স্ত্রী) ঋণ সম্বন্ধীয় কার্যের অথবা সংগ্রহ করিবার জন্য সময়ের অথবা ফেরত চাহিয়া পাঠাইবার নির্দেশের জন্য গণনা ব্যবসায় শিক্ষা (বুদ্ধ ঘোষের এই ব্যাখ্যা সন্দেহপূর্ণ—দীর্ঘনিকায়)।

সঙ্কিরতি (ক্রি) [সং + কিরতি] একত্রিত করা, একত্রে মিশ্রিত করা, সম্মিলিত করা, মিশানো। (অ-বিণ) **সঙ্কিণ্ণ**। (কর্মবাচ্যে) **সঙ্কীযতি**।

সঙ্কিলিট্ঠ (বিণ) সংক্লিষ্ট, রঞ্জিত, চিহ্নিত, কলঙ্কিত, দাগী, নিন্দিত, লজ্জিত, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ, অপবিত্র, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত, মলপূর্ণ, সমল, অশ্লীল, মলিন, অবিশুদ্ধ, অসুবিধাজনক, প্রতিকূল, ঘৃণাজনক, ঘৃণিত, জড়িত, (আবহাওয়া) ঝড়ো, অসাধু, পচা, দূষিত, নীতিহীন। ⟹ **সঙ্কিলিস্সতি**।

সঙ্কিলিস্সতি (ক্রি) [সং + √কিলিস + য] মলিন হওয়া, ময়লাযুক্ত হওয়া, কলঙ্কিত হওয়া, দূষিত হওয়া, অপরিস্কৃত হওয়া, অপবিত্র হওয়া, অশুদ্ধ হওয়া, দুর্বল হওয়া, কলুষিত হওয়া, ক্লিষ্ট হওয়া। (অতীত) **সঙ্কিলিস্সি**। (অ-বিণ) **সঙ্কিলিট্ঠ**। (ক্রি-বি) **সঙ্কিলিস্সিত্বা**। (করণে) **সঙ্কিলেসেতি**।

সঙ্কিলিস্সন (স্ত্রী) রঞ্জিতকরণ, কলঙ্কিত করণ, দূষিতকরণ, দাগী করণ, অপরিস্কার করণ, কলুষিত করণ, কলুষিত হওন।

সঙ্কিলেস (পুং) অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, দোষ, পচন, বিকৃতি, পচা বস্তু, পাপ, উৎকোচ প্রদান, বা গ্রহণ, (ভাষা সম্পর্কে) অপকৃষ্ট করণ, অপচার, নৈতিক অবনতি, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য, পাপে রতি, দুষ্টামি, পাপীলোক। (বিপ) **বিসুদ্ধি, বোদান** (২)।

সঙ্কিলেসিক (বিণ) পাপে রত, পাপী, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, পচা, বিকৃত, দূষিত, নষ্ট, অসাধু, নীতিহীন, অনিষ্টকর, ধ্বংসকর। (বিপ) বোদানিয।

সঙ্কিলেসেতি (ক্রি) মলিন করা, ময়লা করা, দাগী করা, অপবিত্র করা, কলুষিত করা। ⟹ **সঙ্কিলিস্সতি**।

সঙ্কী (বিণ) সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট, অস্থিরমতি।

সঙ্কীযতি (ক্রি) সন্দিহান হওয়া, সন্দিগ্ধ হওয়া, সন্দেহ-ভাজন হওয়া, সন্দেহজনক হওয়া, অপবিত্র হওয়া, কলুষিত হওয়া, অশুদ্ধ হওয়া, মিশ্রিত হওয়া, বিহ্বল হওয়া, এলোমেলো হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া, হতভম্ব হওয়া। ⟹ **সঙ্কিরতি**।

সঙ্কীলতি (ক্রি) [সং + কীড়তি] ক্রীড়া করা, খেলা করা, তামাশা করা, জুয়া খেলা, অভিনয় করা, ইতস্তত সঞ্চালিত হওয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সম্পাদন করা, কাজে পরিণত করা, সঞ্চালিত করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

সঙ্কু (পুং) শঙ্কু, অস্ত্র-বিশেষ, শল্য, শেল, সড়কি, দ্বাদশাঙ্গুল কাঠি, কীলক, গোঁজ, স্থাণু, সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ড, খোঁটা, খুঁটি, শূলদণ্ড, বাজি, পণ, বড় পেরেক, বল্লম, বর্শা।

সঙ্কুক (পুং) = **সঙ্কু**। ⟹ **সঙ্কু**। (তুলনীয়) **খাণুক**।

সঙ্কুচতি (ক্রি) [সং + √কুচ + অ] সঙ্কুচিত করা বা হওয়া, নিমীলিত হওয়া, মুদ্রিত হওয়া, অপ্রফুল্লিত হওয়া, অপ্রসারিত হওয়া, কুণ্ঠিত হওয়া, সংক্ষিপ্ত হওয়া, বাগ্‌দত্ত হওয়া, উপার্জিত হওয়া, আনীত হওয়া, চুক্তি হওয়া, কুঞ্চিত হওয়া, কোঁচকানো, গুটানো, (ভয়ে) জড়সড় হওয়া, আকুঞ্চিত করা, পিটাইয়া পেরেক বসানো, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থ করা, চূড়ান্তভাবে স্থির করা। (অতীত) **সঙ্কুচি**। (অ-বিণ) **সঙ্কুচিত**। (ক্রি-বি) **সঙ্কুচিত্বা**। (করণে) **সঙ্কুচেতি**।

সঙ্কুচন (স্ত্রী) সঙ্কোচন, কুঞ্চন, সংক্ষিপ্ত করণ, সঙ্কুচিত করণ।

সঙ্কুচিত (বিণ) সঙ্কুচিত, সংক্ষিপ্ত, নিমীলিত, মুদ্রিত, অপ্রফুল্লিত, অপ্রসারিত, সপ্রমাণিত, কুঞ্চিত, উপার্জিত, বাগ্‌দত্ত। (জাতক) **সঙ্কুচিতহত্থ**। ⟹ **সঙ্কুচতি**।

সঙ্কুচিত হত্থ—সঙ্কুচিত হস্ত, অপ্রসারিত হস্ত। (বিপ) **পসারিত হত্থ**। ⟹ **সঙ্কুচিত**।

সঙ্কুটিক (বিণ) দ্বিগুণিত, দুই ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ।

সঙ্কুটিত (বিণ) দ্বিগুণিত, সঙ্কুচিত, কুঞ্চিত, গুটানো হইয়াছে এরূপ, আকুঞ্চিত, (ভয়ে) জড়সড়, শুকাইয়া গিয়াছে এরূপ, কোঁকড়াইয়া গিয়াছে এরূপ। বুদ্ধক পাঠ অর্থকথায় ইহার পরিবর্তে "**বহুল**" শব্দ পাঠ হইয়াছে।

সঙ্কুটিল (বিণ) [সং + কুটিল] বক্র, বক্র হইয়া গিয়াছে এরূপ, বাঁকিয়া গিয়াছে এরূপ, পাকানো, আঁকাবাঁকা।

সঙ্কুণ্ডিত (বিণ) আকুঞ্চিত, মোচড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিকৃত, প্রকৃত অর্থ বিকৃত, বক্র।

সঙ্কুদ্ধ (বিণ) [সং + কুদ্ধ] সংক্রুদ্ধ, ক্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ, ক্রোধ প্রকাশক।

সঙ্কুপথ (পুং) গোঁজ বা স্থাণুপূর্ণ পথ, খোঁটা-খুঁটিতে পূর্ণ পথ, যেই পথে শেল বল্লমাদি লইয়া যাইতে হয়।

সঙ্কুপিত (বিণ) কম্পিত, বিচলিত, অস্থির, ভীত, দুর্বল, রোষান্বিত, কুপিত, রাগান্বিত।

সঙ্কুপ্প (বিণ) কম্পিত, অস্থির, চঞ্চল, বিচলিত, চলনশীল, অস্থাবর, অস্থায়ী।

সঙ্কুল (বিণ) সঙ্কুল, তুমুল, বহুলোক সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত, মিশ্রিত, সঙ্কীর্ণ, পূর্ণ, ভিড়করা।

সঙ্কুলি (পুং) এক প্রকার পিষ্টক বা পিঠা। (তুলনীয়)

সকখলি (২), সঙ্কুড়িকা।

সঙ্কুলিকা (স্ত্রী) = **সঙ্কুড়িকা**। ⟹ **সঙ্কুড়িকা**। = **সকখলিকা**।

সঙ্কুল্য (স্ত্রী) = **সঙ্কুলি**। ⟹ **সঙ্কুলি**।

সঙ্কুসক (বিণ) বিরুদ্ধ, বিপরীত, অবাধ্য, একগুঁয়ে, অসঙ্গত, বিপরীত দিকের।

সঙ্কুসত—শত লাঠি বা গাছের সরু সরু ডাল, ছড়ির মত দেখিতে শত শত কোনো জিনিস, শত শত লাঠি বা ছড়ি, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শত শত ছড়ি বা লাঠি। বিশুদ্ধিমার্গে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"গরুর চামড়া পিটার শত দণ্ড বা লাঠি-বিশেষ"।

সঙ্কুসমাহত ⟹ **সমাহত**।

সঙ্কুহত (পুং) লৌহ কীলক বা বড় বড় পেরেকের সেট, এক প্রকার নরকের নাম-বিশেষ। (বিণ) অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ বা আহত। ⟹ **সমাহত**।

সঙ্কুসুমিত (বিণ) [সং + কুসুমিত] পুষ্প সমন্বিত, পুষ্প দ্বারা সজ্জিত।

সঙ্কে (ক্রি) আমার সন্দেহ হয়। = **আসঙ্কামি**। ⟹ **সঙ্কতি**।

সঙ্কেত (পুং, ক্লী) সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইশারা, স্বাভিপ্রায় ব্যঞ্জক চেষ্টা বিশেষ, চিহ্ন, বোধ, নিয়ম, সন্ধান, সূত্র, নিয়োগ, চুক্তি, শব্দের অর্থবোধক শক্তি, অভিধা, দৃশ্যমান চিহ্ন, চিহ্ন, নামের চিহ্ন, খ্যাতি, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ, নিদর্শন, লক্ষণ, সংবাদ, অন্বয়, ঐক্য, একমত, নির্দিষ্ট স্থান, কোনো পদে নিযুক্ত, অঙ্গীকার, নির্দিষ্ট সময়ে কোথাও উপস্থিত হইবার বা কার্য করিবার কথা প্রদান, যুদ্ধ, বিবাদ, বিবাহের চুক্তি, নির্দিষ্ট মিলন স্থান, গুপ্ত স্থান, প্রিয় সঙ্গমের নিরূপিত স্থান। (বিনয়) **সঙ্কেতং গচ্ছতি**—পদ বা চাকরি রক্ষা করা, নির্দিষ্ট মিলন স্থানে আসা, সঙ্কেত বা ইসারা অনুসারে আগমন করা। (বিনয়) **অসঙ্কেতেন**—অনির্দিষ্ট স্থানে অনির্দিষ্ট ভাবে। (বিনয়) **বস্সিক সঙ্কেত**—বর্ষাবাস যাপনের নির্দিষ্ট সময়।

সঙ্কেতকম্ম (ক্লী) সঙ্কেতকর্ম, ইসারা করিবার কার্য, অঙ্গীকার, নির্দিষ্ট সময়ে কোথাও উপস্থিত হইবার বা কার্য করিবার কথা দান, যুদ্ধ, বিবাদ, বিবাহের চুক্তি, চুক্তি, নিয়োগ, অন্বয়, ঐক্য, একমত।

সঙ্কেতন (ক্লী) = **সঙ্কেত**। ⟹ **সঙ্কেত**।

সঙ্কেতনট্‌ঠান (ক্লী) মিলনের নির্দিষ্ট স্থান।

সঙ্কেলাযতি (ক্রি) [সং + কেড়াযতি] নিজকে আনন্দ দেওয়া, নিজেকে প্রফুল্ল করা, নিজকে হাসানো, নিজের চিত্ত বিনোদন করা।

সঙ্কোচ (পুং) সঙ্কোচ, বহু বিষয়ক বাক্যার্থের বা বাক্যার্থকে অল্প বিষয়ে বা অল্প বাক্যার্থে স্থাপন, সংক্ষেপ, সামান্য বিষয়ের বিশেষকরণ, বন্ধন, মুদ্রণ, বিকশিত না হওন, জড়ীভূত ভাব, (ক্রোধ বা অসন্তুষ্টির কারণের চিহ্ন স্বরূপ) সংক্ষিপ্ত শব্দ, সঙ্কোচন, হ্রাসপ্রাপ্তি, রোগাক্রমণ, মোচড়ানো, বিকৃতকরণ, বক্রতা, প্রকৃত অর্থের বিকৃতি, মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য, মুখভঙ্গি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মুখসঙ্কোচ; হত্থসঙ্কোচ**।

সঙ্কোচন (পুং) সঙ্কোচন, সঙ্কোচকরণ। = **সঙ্কোচ**।

সঙ্কোচেতি (ক্রি) সঙ্কোচ করা, সঙ্কোচিত করা, সংক্ষেপ করা বা হওয়া, কমানো, বাগ্‌দান করা, উপার্জন করা, আনয়ন করা, চুক্তি করা, ফুরন করা, বিকৃত করা, প্রকৃত অর্থ বিকৃত করা। ⟹ **সঙ্কুচতি**। (অতীত) **সঙ্কোচেসি**। (অ-বিণ) **সঙ্কোচিত**।

সঙ্কোপ (পুং) গোলমাল, উপদ্রব, বিরক্তি, ভঙ্গ, আলোড়ন, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ। = **সঙ্খেপ**।

সঙ্খ (পুং) ১ শঙ্খ, শাঁখ, সমুদ্রজাত দ্রব্য-বিশেষ, শামুকের খোলা, ঝিনুক, ছাল, খোসা, কাঠাম, গোলা, শবাধার, কচ্ছপ-খোলার বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যশঙ্খ। সাধারণত এই শব্দটি "তূরী, সিঙ্গা, ভেরী, রণভেরী" অর্থ ব্যবহৃত হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মসঙ্খ**; **সঙ্খভেরি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সঙ্খপণব**। ২ ছোট ছোট জলজ গাছ বা উদ্ভিদ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সঙ্খসেবাল**। ⟹ **পণক** (২)।

সঙ্খংগচ্ছতি ⟹ **সঙ্খ** (৩)।

সঙ্খংগত (বিণ) কথিত, বর্ণিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উয্যানং অম্বলট্‌ঠিকা তেব সঙ্খংগত**। (তুলনীয়) **সঙ্খাত**। ⟹ **সঙ্খা** (৩)।

সঙ্খকুট্‌ঠিন (বিণ, পুং) এক প্রকার কুষ্ঠরোগী, যাহার শরীর ঝিনুক বা শঙ্খ সদৃশ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি শ্বেতকুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছে।

সঙ্খকুট্‌ঠী = **সঙ্খকুট্‌ঠিন**। ⟹ **সঙ্খকুট্‌ঠিন**।

সঙ্খত (বিণ) ১ একত্রে রক্ষিত, একসঙ্গে রক্ষিত, যৌগিক, মিশ্র, কার্য-কারণ দ্বারা সঞ্জাত বা উৎপন্ন, কার্য-কারণ সম্ভূত, সৃষ্ট, পূর্ব পূর্ব জন্মের কার্যসমূহের ফলাফল বা কর্মফল দ্বারা আনীত, শর্তমূলক, সপ্রতিবদ্ধ, কারণ দ্বারা সম্ভূত বা উৎপাদিত, মেরামতকৃত, সংস্কারকৃত, জীর্ণ সংস্কারকৃত, সংস্কারিত, উৎপন্ন। ⟹ **সঙ্খরোতি**। (ক্লী) ক মায়া, কল্পনা। (বহুবচনে) **সঙ্খতানি**। = **মঞ্জিত**। ⟹ **মঞ্জিত**। নয় প্রকার "**সঙ্খতানি**"। ⟹ **মঞ্জিত**। **খ** যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ "**সঙ্খার**" সমূহ হইতে উৎপন্ন হয়। "**সঙ্খত**" স্বরূপ উর্ধ্বতম ধ্যান অবস্থার অন্তর্দৃষ্টি বা বিচক্ষণতাই অর্হত্ব লাভের প্রাথমিক সূচনা। (তুলনীয়) **অভিসঙ্খত**, **বিসঙ্খিত**, **বিসঙ্খার**। ২ রঞ্জনকৃত, বিন্যস্ত, পরিহিত, সজ্জিত। ৩ সুশোভিত, সজ্জিত।

সঙ্খত ধম্ম (পুং) যৌগিক ধর্ম, মিলিত ধর্ম, দুই বা ততোধিকের মিলনে যে পরিবর্তন ঘটে, কারণ সম্ভূত স্বভাব বা নীতি, কারণ সঙ্ঘটিত ধর্ম বা বিষয়।

সঙ্খত লক্খণ (ক্লী) "**সঙ্খত**" বিষয়ক সম্পত্তি অর্থাৎ উৎপাদন, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম, রচনা, ক্ষয় এবং পরিবর্তন।

সঙ্খতি (স্ত্রী) পাক-প্রণালী।

সঙ্খথাল (পুং) শঙ্খথাল, ঝিনুক বা শঙ্খের খোল দ্বারা প্রস্তুত থালা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সুধোত থাল**।

সঙ্খধম (বিণ, পুং) যেই ব্যক্তি শঙ্খ বাজায়, যেই ব্যক্তি ফুৎকার দিয়া শঙ্খ বাজায়, শঙ্খবাদক, তুরীবাদক, শঙ্খের শব্দে শব্দায়মান। ⟹ **ধম, ধমক**।

সঙ্খধমক = **সঙ্খধম**। ⟹ **সঙ্খধম**।

সঙ্খনাভি (পুং) শঙ্খনাভি, একজাতীয় ঝিনুক বা শঙ্খ।

সঙ্খপণব—শঙ্খ এবং ছোট ঢোল। ⟹ **সঙ্খ** (১)।

সঙ্খপত্ত (পুং) শঙ্খপত্র, একজাতীয় চ্যাপটা শঙ্খ বা ঝিনুক।

সঙ্খভেরী—শঙ্খ এবং বড় ঢোল। ⟹ **সঙ্খ** (১)।

সঙ্খমুণ্ডিক (ক্লী) এক প্রকার যন্ত্রণা বা কষ্ট, এক প্রকার পীড়ন, শামুক বা শঙ্খের খোলের উপরদিকের চূড়া, যাহার মাথায় শঙ্খের চূড়ার ন্যায় চুলের চূড়াকরণ করা হইয়াছে, শঙ্খমুণ্ডক।

সঙ্খমুত্ত (পুং) ঝিনুক। জাতক অর্থকথায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে "শঙ্খ বা ঝিনুকের মুক্তা বা মণি, মুক্তা এবং মণি"।

সঙ্খয (পুং) [সং + খয] বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়, অপচয়, হানি, ক্ষতি, নাশ, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো, ক্ষয়কাল, ব্যয়, শিল্পজাত বস্তুর ব্যবহার। = **বিনাস**।

সঙ্খরণ (ক্লী) পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রচলন, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বকৃত বন্দোবস্ত।

সঙ্খরোতি (ক্রি) [সং + √কর + ও] একত্রে রাখা, প্রত্যর্পণ করা, নূতন করা, পুনঃসংস্কার করা, ক্ষতিপূরণ করা, আরোগ্য করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা, পুনঃস্থাপিত করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, পরিশ্রম করা, কাজ করা, খাটা, কার্যনির্বাহ করা, বাঞ্ছিত ফল লাভ করা, চাঞ্চল্য প্রকাশ করা, গাঁজলা ওঠা, করা, চালানো, কার্য করা, ছুঁচের কাজ করা, ফল হওয়া, ব্যবহারে আনা, প্রবর্তিত করা, উৎপন্ন করা, নির্বাহ করা, অঙ্ক কষা, সমাধান করা, গাঁজানো। (তুলনীয়) **অভিসঙ্খরোতি** (অতীত) **সঙ্খরি**। (অ-বিণ) **সঙ্খত**। (ব-বিণ) **সঙ্খরোন্ত**। (ক্রি-বি) **সঙ্খরিত্বা, সঙ্খাদিত্বা, অসঙ্খারান**।

সঙ্খলা (স্ত্রী) ১ শৃঙ্খল, শিকল, শৃঙ্খলশ্রেণী, নিগড়, বেড়ী, শ্রেণী, পদশৃঙ্খল, দাসত্ব, ক্লেশ, অধীনতা, বন্ধন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অট্ঠিসঙ্খলা**। ২ = **সঙ্খান**। ⟹ **সঙ্খান**।

সঙ্খলাতি (ক্রি) শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।

সঙ্খলিক (পুং) = **সঙ্খলিকা**। ⟹ **সঙ্খলিকা**। (জাতক) **সঙ্খলিকবন্ধন**—নিগড়বন্ধন, শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন।

সঙ্খলিকা (স্ত্রী) শৃঙ্খল শ্রেণী, নিগড়, বেড়ী, শ্রেণী, দাসত্ব, ক্লেশ, অধীনতা, পদশৃঙ্খল, বন্ধন। (দীর্ঘনিকায়) **চরণসঙ্খাত গুণ**।

সঙ্খাত ধম্ম—স্বীকৃত ধর্ম অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ধর্মকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বা জানিতে পারিয়াছেন বা চিনিতে পারিয়াছেন (K. S.-এর ইংরেজি অনুবাদ—"বস্তু সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে যাঁহারা দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন")। অর্হত সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি দেওয়া হইয়াছে। (সূত্রনিপাত) **সঙ্খতধম্মো**; চূল্লনিদ্দেসের বর্ণনা : "**বুচ্চতি ঞাণং**" ইত্যাদি; **সঙ্খাত ধম্মো** = **ঞাত-ধম্মো (পচ্চেকবুদ্ধ**" সম্বন্ধে বর্ণনা)। (সূত্রনিপাত) **সঙ্খাত ধম্মা** = **বুচ্চন্তি অরহন্তো খীনাসবা** (চূল্লনিদ্দেস)। (ধর্মপদ) **সঙ্খত ধম্ম**; কিন্তু ধর্মপদ অর্থকথায় দৃষ্ট হয় "**সঙ্খাত ধম্ম**"।

সঙ্খাতি (ক্রি) চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, বিভিন্ন করা, পৃথক করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা। (ক্রি-বি) **সঙ্খায**। = **সঙ্খ্যাযতি**।

সঙ্খাতি মস = **চমস**। ⟹ **চমস**।

সঙ্খাদতি (ক্রি) [সং + √খাদ + অ] দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা বা চর্বণ করা। (অতীত) **সঙ্খাদি**। (অ-বিণ) **সঙ্খাদিত, সঙ্খাযিত**। (ক্রি-বি) **সঙ্খাদিত্বা**, (সংযুক্ত নিকায়ে) **সঙ্খরিত্বা**।

সঙ্খাদিত (বিণ) দন্ত দ্বারা চূর্ণিত, চর্বিত। ⟹ **সঙ্খাদতি**।

সঙ্খাদিত্বা (ক্রি-বি) ১ = **সঙ্খরিত্বা**। **সঙ্খরিত্বা** (⟹**সঙ্খরোতি**)। ২ দন্ত দ্বারা চূর্ণ করিয়া, চর্বণ করিয়া। ⟹ **সঙ্খাদতি**।

সঙ্খান (ক্লী) ১ সংখ্যা, গণনা, সংখ্যান, সঙ্খ্যান, হিসাব নিরূপণ কার্য, বিবেচনা, গণনাকরণ, সমষ্টি, মোট, যোগফল। ⟹ **সঙ্খা**। ২ (জমি-সম্বন্ধে) জোতজমার বলবৎ বিলি বা পাট্টা, বলবৎ ইজারা। থেরীগাথায় ইহার পাঠ হইয়াছে "সঙ্খলা"।

সঙ্খা পি (ক্রি-বিণ) ধীরস্থির ভাবে, সুবিবেচিত রূপে, ইচ্ছানুসারে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে।

সঙ্খায (ক্রি-বি) বিবেচিত হইয়া, অবধারণ করিয়া, বিবেচনা করিয়া, চিন্তা করিয়া, ধারণা করিয়া, গণনায় আনিয়া, গভীর চিন্তা করিয়া, প্রভেদ করিয়া, বিভিন্ন করিয়া, ভিন্ন করিয়া, খুলিয়া পৃথক করিয়া, পার্থক্য করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, প্রভেদক হইয়া, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া, মন খুলিয়া, যত্নবান হইয়া, সাবধানতা রক্ষা করিয়া, সতর্ক হইয়া। ⟹ **সঙ্খাতি, সঙ্খাযতি**। (ক্রি-বিণ) প্রভেদকরূপে, স্বতন্ত্রভাবে বিচারবুদ্ধি সম্পন্নরূপে, যত্ন সহকারে, সাবধানে, খোলামনে। (দীর্ঘনিকায়) **সঙ্খায পটিসেবতি** (চতুর্বিধ

"অপসসেনানি" সম্পর্কে)। = জানিত্বা ইত্যাদি (চুল্লনিদ্দেস), ঞানেন (ধর্মপদ অর্থকথা)।

সঙ্খাযক (পুং) গণক, গণনযন্ত্র, গণনাকারী।

সঙ্খাযতি (ক্রি) [সং + √খা + অ] ১ প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, বোধ হওয়া, লোক সমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। ২ গণনা করা, আগে হইতে নিরূপণ করা, উপযোগী করা, হিসাব করা, যুক্তিপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, নির্ভর করা। (ক্রি-বি) **সঙ্খায**। (তুম) **সঙ্খাতুং**।

সঙ্খাযাতি (ক্রি) = **সঙ্খাযতি**। ⟹ **সঙ্খাযতি** (১)।

সঙ্খাযিত (বিণ) = **সঙ্খাদিত**। ⟹ **সঙ্খাদিত**।

সঙ্খার (পুং) (সাহিত্যে:—) প্রস্তুতি, গঠন, **সঙ্ঘটন**, আকার প্রকার, বেশভূষা, (প্রয়োগে:—) সংস্কার, উৎপত্তি, অত্যাবশ্যক অবস্থা, স্মৃতি হেতুক মনোবৃত্তির গুণবিশেষ, পূর্বকর্ম-বাসনা, পূর্বকৃত কর্মের স্মরণজনক শক্তিবিশেষ, কোনো বস্তু সপ্রতিবন্ধ অবস্থা, অন্যের সহযোগে মানসিক সাহায্য (আত্মজ্ঞান বা চেতনা সম্বন্ধীয় এবং জীবন্ত দেহ সম্বন্ধীয় অন্যের সহযোগে সাহায্যকারী (তুলনীয়—**বিঞ্ঞাণ**), উপাদান, উপাদান সম্বন্ধীয় সম্ভাব্য ভাব বা বৃত্তি বা শক্তি [(বহুবচনে) **কারণ-সংযোগ, কারণ-সমবায, হেতু-সমাবন্ধ**; (তুলনীয়) ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**স-সঙ্খার**" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে :—**স-সঙ্খার উস্সাহ, স-সঙ্খার প্রযোগ; স-সঙ্খার উপায; স-সঙ্খার পচ্চয-গহণ**], মিশ্রণ, সংযুক্তি, রচন, গঠন, মীমাংসা, সন্ধি, সমষ্টি সমূহ। ১ অবস্থা সমূহের সমষ্টি অথবা প্রদত্ত পদ্ধতি বা ফল অনুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ ক অবস্থা সমূহের সমষ্টি অথবা জীবন ধারণের বা অস্তিত্বের ফলদান, যে কিছুর প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ বা উপাদান:—অর্থাৎ (দীর্ঘনিকায়) **আয়ুসঙ্খার**—আয়ু-সংস্কার বা জীবনধারণের উপাদান; **ভবসঙ্খার; জীবিত সঙ্খার**। **খ** আবশ্যকীয় অবস্থা সমূহ, পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ অথবা তুল্যরূপ তৎপরতা বা কার্যদক্ষতা, কার্যকর মনোবৃত্তি (অন্যের সাহায্যে মানসিক কার্যকর বিষয়সমূহ), কাজের আবশ্যক দ্রব্য বা বিষয়বস্তু, ভাষণ, কথা, চিন্তা, ভাবনা:—অর্থাৎ (মধ্যম নিকায়) **কাযসঙ্খার** (শ্বাস, শ্বসন), **বচীসঙ্খার** (মনোযোগ এবং বিচার), **চিত্তসঙ্খার** (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয়), **মনোসঙ্খার** (**কাযসঙ্খার, বচীসঙ্খার, চিত্তসঙ্খার**—এই তিনটির ক্রমিক ক্রিয়াজাত ফল)। কারণ এই চতুর্বিধ সংস্কারের মধ্যে একটি অপরটির সহিত ক্রমিক আবদ্ধ অথবা একটি অপরটির ক্রমিক পূর্ববর্তী বিষয়। ২ পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে একটি, অথবা দেহ ধারণের আভ্যন্তরিক বা স্বাভাবিক উপাদান (⟹ **খন্ধ**) সর্বপ্রকার "**চিত্তসম্পযুক্ত চেতসিকা ধম্মা**" গঠনকারী অর্থাৎ (ধর্মসঙ্গণী) মানসিক সহগামী বস্তু সমূহ অথবা সংযোজিত পদার্থসমূহ যাহা চিত্তোৎপত্তির চেতনায় অথবা বোধশক্তির বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একত্বে আগমন করে অথবা আসিবার জন্য মনোযোগ দেয় বা ঝোঁকে। এইরূপে দৈহিক বিষয় সমূহের বা "**রূপক্খন্ধ**"-এর অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক অন্যতম কারণ "**সঙ্খার**" এর গঠন শ্রেণীভাগ হইয়া থাকে, এবং ইহারা যে তিনটি স্কন্ধের মিলনে একটিমাত্র মানসিক বৃত্তি প্রকাশ পায় উহাদের বিপরীত হয়। কিন্তু শরীর এবং কার্যের জন্য ঠিক যেমন "**কায**"-কে দাঁড় করানো হয় তদ্রূপ স্থূল মনোবৃত্তির যোগসাধন যাহাকে "**সঙ্খারা**" বলা হয়, নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ "**অভিসঙ্খার**" দ্বারা অর্থ প্রকাশ হইয়া কার্যকর মনোবৃত্তির, উদ্দেশ্যমূলক বুদ্ধিবৃত্তির কাজ অথবা প্রক্রিয়ার অনুমানের উপর গ্রহণ করিতে ঝুঁকিয়া থাকে (মধ্যম নিকায়); মধ্যম নিকায়ে এখানে "**সঙ্খারা**" পুনর্জন্ম প্রবর্তিত করিবার জন্য মনের উদ্দেশ্যমূলক সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) **পুঞ্ঞং, ওপুঞ্ঞং, আনেঞ্জং সঙ্খার অভিসঙ্খরোতি**। (বিভঙ্গ) গুণ হিসাবে ত্রিবিধ "**অভি-সঙ্খার**", যথা—**পুঞ্ঞাভিসঙ্খার, অপুঞ্ঞাভি-সঙ্খার, আনেঞ্জাভিসঙ্খার**। আবার এই তিনটির প্রত্যেকটি ভিত্তি বা দ্বার হিসাবে তিন তিন প্রকার, যথা—**কাযসঙ্খার, বচীসঙ্খার, চিত্তসঙ্খার**। ⟹ **সঙ্খারক্খন্ধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**সঙ্খার**" বিষয়টি "**সঞ্চেতনা**"-এর সমান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) "**সঙ্খার**" বিষয়টি "**খন্ধ**" রূপে "**চেতনা**" (উদ্দেশ্যমূলক ধারণাশক্তি বা ধারণা) দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। এইরূপে "**সঙ্খার**" ও "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" নিয়মে মানসিক অবস্থা সমূহের সমষ্টিস্বরূপ বিবেচিত হয় যাহা কর্মের নিয়মানুসারে "**পটিসন্ধিবিঞ্ঞাণ**"-এর প্রায় আরম্ভে আনয়ন করিয়া থাকে অথবা নূতনভাবে প্রারম্ভিক ব্যক্তিত্বের মানস জীবনের প্রাথমিক আলোড়ন বা আন্দোলন। মনস্তত্ত্বরূপে অথবা যৌক্তিকরূপে প্রভেদনীয় (বা স্মরণীয়) অন্যতম কারণসমূহের তালিকাগুলি যদ্দ্বারা সংযুক্ত (বা বিমিশ্র) "**সঙ্খারক্খন্ধ**" গঠিত হয়, অপরবির্তনীয় শক্তির এবং পাঠান্তরের (বা বানানভেদের) সহিত চিত্তের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ধর্মসঙ্গণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য :—"বেদনা" শব্দের পাঠান্তর "চেতনা"। "**ফস্স**" এবং "**বেদনা**" —এই দুইটি "**সঙ্খারক্খন্ধ**" এতে অপরিবর্তনীয় বা নিত্য অন্যতম কারণ। এই তালিকাগুলি বিশুদ্ধিমার্গে প্রদত্ত "**সঙ্খার**" উপাদান সমূহের অনতিপূর্ব বিবরণাদির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ৩ জনপ্রিয় অর্থে "**সঙ্খারা**" (বহুবচনে)। প্রসিদ্ধ সূত্রে বা নিয়মে (এবং অন্যান্য অনেক সম্পর্কে, যেমন—**সব্বে সঙ্খারা**) "**অনিচ্চাবত সঙ্খারা উপ্পাদ-বয-ধম্মিনো**"

(দীর্ঘনিকায়); Brethren-এতে Mrs. Rhys. Davids ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন—"ওহে, প্রতি ক্ষণ বা মুহূর্তই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা।" ইহাদের "উদয় ও ব্যয়কে" (উৎপত্তি ও বিলয়কে) আমরা "**সঙ্খার**" শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ সাধারণ অর্থে, জীবের জনপ্রিয় উপলব্ধি বা ধারণা অর্থে এবং দৈহিক বা পার্থিব অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। "**সব্বে সঙ্খারা**"-এর অর্থ—"প্রত্যেক বস্তু, সর্বপ্রকার দেহধারী এবং দৃশ্যমান জীব, সর্বপ্রকার উৎপন্ন বা সৃষ্ট বস্তু"। সাবধানতার সহিত "**সৃষ্টি**" পদটি গ্রহণ করা হইলে "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" এতে যাদুবিদ্যা-সংক্রান্ত পদের ন্যায় প্রযুক্ত হইতে পারে যখন আমরা সৃষ্টিকরণ স্বরূপ "**অবিজ্জা**" এর দিকে দৃষ্টিপাত করি, অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ হেতুবাদ দ্বারা "**সঙ্খার**"-সমূহ উৎপাদিত হয় এবং "**সঙ্খারা**" দ্বারা "**বিঞ্ঞাণ**" উৎপাদিত হয় ইত্যাদি। যদি আমরা ইহাকে "উৎপাদন" পদ দ্বারা গ্রহণ করি (তুলনীয়—Oldenberg's "Gestaltungen" Buddha) তবে আমরা মানসিক "স্বাভাবিক" উপাদানের এবং শারীরিক উপাদানের ব্যঞ্জনায় অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকি যদিও শেষোক্তটি চির প্রচলিত জড়বাদ-সম্বন্ধীয় জনপ্রিয় দর্শনে রহিয়াছে তথাপি ইহা প্রধান উৎপাদক (তুলনীয়—The discrepancies of "life eternal" and "life is extinct" in one and the same European term). "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**"-এর মধ্যে সংযোজক পদার্থ (বা শৃঙ্খল) সমূহের কোনোটিই ব্যক্তিমাত্রকে প্রকাশ করে না যে ইহা অভ্রান্ত বিশ্বাসে কোনো মত প্রকাশকদের চতুর ও মতান্তরগ্রাহী দর্শনের মত কিংবা কল্পিত মত (ধম্ম দুদ্দসা নিপুণা!) এইরূপে "**সঙ্খারা**" বলিলে বুঝায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বা বিস্তীর্ণ ভাবার্থে "ব্যাপার বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের জগৎ" (তুলনীয়—**সঙ্খারলোক**), পূর্ব পূর্ব অস্তিত্বের (বা জন্মের) কারণ-জনিত কর্মের দ্বারা গঠিত সর্বপ্রকার বস্তু। পেতবত্থু অর্থকথার "**যে কেচি (ভোগা)**" বর্ণনায় আমরা "**সঙ্খার**" অর্থে "বস্তুসমূহ" (প্রস্তুত বিষয়সমূহ) দেখিতে পাই। (সংযুক্ত নিকায়) "**সব্বে সঙ্খারা**" (ইংরাজি অনুবাদ—জগতের সর্ববস্তু) সর্বপ্রকার সপ্রতিবন্ধ বস্তুকে নিঃশেষে আলোচনা করিয়া পঞ্চ সমষ্টির সমস্তকে সূচিত করে (তুলনীয় কথাবত্থুর ইংরেজি অনুবাদ—"বস্তুসমূহ")। বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তুতে "**সঙ্খারা**" অর্থে "পার্থিব এবং ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য সংসার বা জগৎ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিসঙ্খার গতং চিত্তং**—সর্বপ্রকার পার্থিব বস্তু বর্জিত মন। ধর্মসঙ্গণীর অর্থকথায় "**অবিজ্জা-পচ্চয-সঙ্খারা**" সম্বন্ধে "**কম্ম**" শব্দ গ্রহণ করিয়া ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"কার্যকলাপ"। বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায় "**সঙ্খারা**" ("**অবিজ্জা**" এর ফল এবং "**বিঞ্ঞাণ**" এর কারণ স্বরূপ—প্রতিসম্ভিদামার্গ) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—**সঙ্খতং অভিসঙ্খরোন্তী'তি সঙ্খারা**। অপিচ: **অবিজ্জা-পচ্চযা সঙ্খারা সঙ্খার-সদ্দেন আগত সঙ্খারা'তি দুবিধা সঙ্খারা;** ইত্যাদি আরও চতুর্বিধ "**সঙ্খারা**" এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ৪ সাধারণত "**সঙ্খার**" শব্দের বিভিন্ন পাঠ:—(মধ্যম নিকায়) **ইমস্‌স দুক্খ-নিদানস্‌স সঙ্খারং পদহতো সঙ্খারপ্পধানা বিরাগো হোতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **একন্ত-দুক্খা সঙ্খারা; সঙ্খারানং কার্য-ধম্মতা; সঙ্খারানং বয-ধম্মতা; সঙ্খারানং বিরাগ-ধম্মতা; সঙ্খারানং নিরোধ-ধম্মতা;** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **যংকিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি সব্বং সঙ্খার-পচ্চযা; সঙ্খারানং নিরোধেন ন'ত্থি দুক্খস্‌স সম্ভবো**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) "**সঙ্খারা**" চতুর্বিধ; ত্রিবিধ [**সঙ্খার** (২) শব্দ দ্রষ্টব্য]; **সঙ্খারা আযুহনা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্খারা ভিজ্জন-ধম্মা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) "**সঙ্খারা**" একান্ন প্রকার (?), পঞ্চাশ প্রকার (**সঙ্খার-ক্খন্ধ** শব্দ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থ রচনায় বা পাঠে "**সঙ্খারা**" সমূহের সহিত যেই সব শব্দের ব্যবহার তাহা:—**অনিচ্চ, বযধম্মা, অনত্তা, দুক্খা**, ইত্যাদি। (চুল্লনিদ্দেস) **সব্বে বযধম্মা সঙ্খারা**।

সঙ্খারক্খন্ধ (পুং) সংস্কারস্কন্ধ, অন্যের সহযোগে মানসিক কার্যকরী সমূহ বা সমষ্টি, সমবায় মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ "**বেদনা**" এবং "**সঞ্ঞা**" ব্যতীত অবশিষ্ট ৫০ প্রকার চৈতসিক। পুনরায় ৫০ প্রকার চৈতসিক হইতে "**চেতনা**"-কে যদি স্বতন্ত্র করা হয় ৪৯ প্রকার চৈতসিকই চিত্ত উৎপাদনকারী সংস্কারস্কন্ধ; কারণ ৪৯ প্রকার চৈতসিকের সমবায়ে "**চেতনা**" উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর "**বেদনা**" এবং "**সঞ্ঞা**" ক্রমানুয়ে তাহাদের কাজ সম্পাদন করিয়া "**চেতনা**"-কে জাগ্রত করিয়া তোলে। এই "**চেতনা**" এর সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত "**বিঞ্ঞাণ**" অথবা "**চিত্ত**"। কায়-বাক্য-মনোদ্বারা "**চিত্ত**"-এর কার্য বা প্রকাশ "**কম্ম**"। ⟹ **চেতনা, সঙ্খার**।

সঙ্খারগত (বিণ) সংস্কারগত, অত্যাবশ্যক অবস্থাপ্রাপ্ত। ⟹ **গত** (২)।

সঙ্খারদুক্খ (ক্লী) সংস্কার দুঃখ, পার্থিব দুঃখ বা দুর্ভাগ্য, পার্থিব বিপদ বা অনিষ্ট, স্বাভাবিক বা সহজাত দুর্ভাগ্য বা অমঙ্গল। বিভঙ্গ অর্থকথাতে সফবিধ "**দুক্খ**"-এর বিভাগ দ্রষ্টব্য।

সঙ্খার দুক্খতা (স্ত্রী) দৈহিক যন্ত্রণাপূর্ণ অনুভূতি বা সংবেদন। (তুলনীয়) **দুক্খ দুক্খতা**। ⟹ **দুক্খ** [৩ক (৩)]।

সঙ্খার পচ্চযা—সংস্কাররূপ প্রত্যয় দ্বারা, সংস্কার হইতে, অন্যের সাহায্যে মানসিক কার্যকরী সমূহ দ্বারা সপ্রতিবন্ধ। **সঙ্খার পচ্চযা বিঞ্ঞাণং**—সংস্কার

হইতে বিজ্ঞান বা চিত্তের উৎপত্তি (যাহাকে জীবচেতনা বলা হয়)। ইহাকে **"পটিচ্চসমুপ্পাদ"** নীতির দ্বিতীয় সংযোজনা বা বন্ধন বলা হয় (বিশুদ্ধিমার্গ)।

সঙ্খার পধান—**"সঙ্খার"** বা সংস্কার সমূহে সমারোহণ বা একাগ্রতা।

সঙ্খারপুঞ্জ (পুং) সংস্কার পুঞ্জ। ⟹ **পুঞ্জ, সঙ্খার, সঙ্খারক্খন্ধ।**

সঙ্খার মজ্‌ঝত্ততা (স্ত্রী) = **সঙ্খারোপেক্‌খা।** ⟹ **সঙ্খারোপেক্‌খা।**

সঙ্খারলোক (পুং) সংস্কারলোক, সংস্কার জগৎ, সর্বপ্রকার সৃষ্টি, সমগ্র সৃষ্টি, পার্থিব জগৎ, উৎপাদন বা গঠন সম্বন্ধীয় জগৎ, প্রপঞ্চ বা (দৃশ্যমান বিশ্বে) ঘটমান বিষয় সম্বন্ধীয় জগৎ, সৃষ্টি। (বিপ) **সত্তলোক।**

সঙ্খারবন্ত (বিণ) **"সঙ্খার"** বা সংস্কারসমূহ আছে এমন।

সঙ্খারসন্ততি (স্ত্রী) পার্থিব বস্তুসমূহের হেতুভূত সম্বন্ধে, দৈহিক উপাদান বা বস্তুসমূহের কারণ সম্ভূত সম্পর্ক। ⟹ **সন্ততি** (১)।

সঙ্খারা (পুং, বহুবচন) সংস্কারসমূহ, মৌলিক পদার্থ বা জীব-উপাদান সমূহ, মাটি জল তাপ (অগ্নি) বায়ু,—এই চারিপ্রকার শারীরিক উপাদান, জীবের জীবত্বের মূলসূত্র বা তত্ত্বসমূহ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অন্যের (অর্থাৎ "রূপ-বেদনা-সঞ্জ্ঞা" এর) সহযোগে কার্যকরী সমষ্টি, আত্মজ্ঞানে বা চেতনায় অন্যের সহযোগে কার্যকরী সমষ্টি, পূর্বপূর্ব কর্মসমূহ, কর্মসমূহ, অস্পষ্টভাবে সচেতন উপাদান সমূহ, অস্পষ্ট স্মৃতি বা বিশ্বাস অথবা পূর্ব প্রবণতা বা প্রবৃত্তি (ইচ্ছা ও কার্য সম্বন্ধ) বিষয়ে ধারণাশক্তি সমূহ। ⟹ **সঙ্খার, পটিচ্চ-সমুপ্পাদ।**

সঙ্খারাক্‌খন্ধ (পুং, বহুবচন) সংস্কার সমূহের রাশি, সংস্কার সমষ্টির পুঞ্জ। ⟹ **সঙ্খারক্‌খন্ধ, সঙ্খারা।**

সঙ্খারা ভিজ্জন ধম্মা—সংস্কারজাতীয় বা উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই ভঙ্গুর-স্বভাব। ⟹ **ভিজ্জনধম্ম।**

সঙ্খারূপসম [সঙ্খার + উপসম] সংস্কার-উপশম, সংস্কার বস্তুসমূহের মধ্যে স্থিরতা বা সমভাব, সংস্কার বস্তু সমূহের মধ্যে শান্ত অবস্থা।

সঙ্খারোপেক্‌খা—জীব বা জীবত্বের উপাদান সমূহের প্রশমন বা উপশম।

সঙ্খারোপেক্‌খাকত (বিণ) মনকে প্রশান্ত করা হইয়াছে এরূপ, মনের মধ্যে স্থিরতা বা শান্তভাব আনয়ন করা, হইয়াছে এরূপ, মনের মধ্যে সমভাব বা সংস্কার-উপশম আনয়ন করা হইয়াছে এরূপ, উৎপন্ন সংস্কারকে উপেক্ষা গুণ দ্বারা প্রশমিত করা হইয়াছে এরূপ।

সঙ্খিত্ত (বিণ) ১ সংক্ষিপ্ত, অল্পীকৃত, সংক্ষেপ করা হইয়াছে এরূপ, অল্প কথায় অনেক প্রকাশিত, ক্ষণিক। (করণ কারকে) **সঙ্খিত্তেন**—সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্তভাবে, অল্পকথায়। ২ কেন্দ্রীভূত, একত্রিত, সন্নিকৃষ্ট, অল্পায়তনকৃত, জমাটকৃত, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পিত, একাগ্র, মনোযোগী, সতর্ক, শিষ্টাচার সম্পন্ন। বিশুদ্ধিমার্গে কিন্তু ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে **"থিন-মিদ্ধানুগত"।** ৩ সংক্ষেপ করা হইয়াছে বা করিয়াছে এরূপ, সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এরূপ, কমাইয়াছে এরূপ, সঙ্কুচিত, বাগ্‌দানকৃত, উপার্জিত, আনীত, চুক্তিকৃত, সরু, অনিবিড়, বিরল, পাতলা, অপুষ্ট, রোগা, সূক্ষ্ম, তুচ্ছ, অসার, জোরালো নয় এমন, কৃশ, লম্বা ও সরু, অল্প, সামান্য, সঞ্চিত। (জাতক) **সঙ্খিত্তমজ্‌ঝা।** (তুলনীয়) **অভিসঙ্খিত্ত।** ⟹ **সঙ্খিপতি।**

সঙ্খিত্তমজ্‌ঝা (বিণ) ক্ষীণ কটি বা কোমরবিশিষ্টা, যেই স্ত্রীলোকের লম্বা ও সরু কোমর আছে। = **বিলগ্গা সরীরা, তনু-দীঘ-মজ্‌ঝা।** ⟹ **বিলাক, সঙ্খিত্ত** (৩)।

সঙ্খিত্তেন (ক্র-বিণ) সংক্ষেপে, অল্প কথায়, সংক্ষেপে বলিতে গেলে। (বিপ) **বিত্থারেন।** ⟹ **সঙ্খিত্ত** (১)।

সঙ্খিপতি (ক্রি) [সং + √খিপ + অ] ১ সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, একত্রিত করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, একত্রে স্তূপীকৃত করা, ভাঁজ করা, মোড়া, পরিবেষ্টন করা। ২ উঠাইয়া লওয়া, তুলিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, স্থগিত রাখা, বিলম্ব করা, (পোশাক ইত্যাদি) খুলিয়া ফেলা। ৩ কেন্দ্রীভূত করা, একত্র করা, একত্রিত করা, সন্নিবিষ্ট করা, সন্নিকৃষ্ট করা, অল্পায়তন করা, জমাট করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা। ৪ সংক্ষেপ করা, সংক্ষিপ্ত করা বা হওয়া, কমানো, সঙ্কোচিত করা বা হওয়া, বাগ্‌দান করা, উপার্জন করা, আনয়ন করা, চুক্তি করা, ফুরন করা, ছোট করা বা হওয়া। (অতীত) **সঙ্খিপি।** (অ-বিণ) **সঙ্খিত্ত।** (ব-বিণ) **সঙ্খিপন্ত, সঙ্খিপমান।** (ভ-বিণ) **সঙ্খিপিতব্ব।** (ক্রি-বি) **সঙ্খিপিত্বা।** (তুম্) **সঙ্খিপিতুং।**

সঙ্খিপ্প (বিণ) দ্রুত, বেগবান, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজ, উত্তেজনাশীল, (প্রাচীন ব্যবহারে) সজীব।

সঙ্খিয়া-ধম্ম—কথাবার্তার সৌন্দর্য বা শিষ্টাচার, গল্প-গাছার প্রণালী বা শৃঙ্খলা, কথোপকথনের আকার বা ধরণ, কথাবার্তার প্রবণতা বা ঝোঁক।

সঙ্খুভতি (ক্রি) [সং + √খুভ + অ] সংক্ষুব্ধ হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, আলোড়িত বিলোড়িত হওয়া, আকুল হওয়া, কম্পিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, নড়ানো, নড়িত চড়িত হওয়া, আলোড়িত হওয়া, বিলোড়িত হওয়া, ঘোলানো, নড়া, নড়াচড়া করা, সরা, সরিয়া যাওয়া, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া। (অতীত) **সঙ্খুভি।** (অ-বিণ) **সঙ্খুভিত।** (ক্রি-বি) **সঙ্খুভিত্বা।** (করণে) **সঙ্খোভেতি।**

সঙ্খুভন (ক্লী) গোলমাল, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিলোড়ন,

আকুলতা, উদ্বেগ, বাদানুবাদ।

সঙ্খুভিত (বিণ) সংক্ষুব্ধ, সঞ্চালিত, আলোড়িত বিলোড়িত, অকুল, কম্পিত। ⟹ **সঙ্খুভতি।**

সঙ্খূপম (বিণ) [সঙ্খ + উপম] শঙ্খ সদৃশ অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট।

সঙ্খেপ (পুং) ১ সংক্ষেপ, অল্পীকরণ, কমানো, সংক্ষেপ করার কার্য, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংক্ষিপ্ত হিসাব বা গণনা, অল্প কথায় প্রকৃত বিবরণ। (বিপ) **বিত্থার।** ২ সমষ্টি, যোগফল, (অর্থাদির) পরিমাণ, সর্বোচ্চ পরিমাণ, চূড়ান্ত, অঙ্ক, পাটিগণিতের কঠিন অঙ্ক, সারাংশ, সংক্ষেপ, বিশুদ্ধ সারভাগ। (করণ কারকে) **সঙ্খেপেন।** ৩ সমবায়, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্র) বিন্যাস, স্তূপীকৃত করণ, সঞ্চয়করণ, রাশীকৃতকরণ, একত্রিতকরণ, জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, স্তূপ, রাশি, নির্বাচন, সঙ্কলন। (দীর্ঘনিকায়) **পব্বত সঙ্খেপে**—পর্বতের উপত্যকায় (সাহিত্যে—"পর্বতরাশি বা পর্বতরাজির মধ্যস্থলে")। (জাতক) **ভব-সঙ্খেপ**—অস্তিত্বসমূহের রাশীকৃত করণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অটবিসঙ্খেপ**—পার্বত্য জাতির জনতা।

সঙ্খেপেন (ক্রি-বিণ) উদ্দেশ্যে, ভাবে, হইয়া, ছলে, রূপে, জন্য, কোনো স্থান হইয়া, যেমন, যেন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রাজ সঙ্খেপেন**—সে যেন রাজা; **ভূমিঘর সঙ্খেপেন**—মৃত্তিকানির্মিত ঘরের বা মেটে ঘরের আকারে। ⟹ **সঙ্খেপ** (২)।

সঙ্খেয্য (বিণ) গণনসাধ্য, গণিতে পারা যায় এমন। ⟹ **উপসঙ্খেয্য।** (ক্লী) তপোবন, নিভৃত বাসস্থান; (মিলিন্দ প্রশ্নে) আয়ুপাল স্থবিরের বাসস্থান।

সঙ্খেয্যকার (বিণ) একরাশ উদ্দেশ্য নিয়া কাজ করে এমন। (পুং) একরাশ উদ্দেশ্য নিয়া কাজ করণ। = **বীমংসকার।** ⟹ **সঙ্খেয্য** (বিণ)।

সঙ্খোভ (পুং) সংক্ষোভ, গোলমাল, আন্দোলন, প্রচণ্ড আলোড়ন, উপদ্রব, বিরক্তি, ভঙ্গ, আলোড়ন, বিপর্যস্তকরণ, ওলট পালট করণ, উল্টানো, ব্যর্থ বা বাতিল করণ, বিচলিত করণ, কম্পিত করণ, বিক্ষুব্ধকরণ।

সঙ্খোভিত (বিণ) সংক্ষোভিত, সঞ্চালিত, সংক্ষুব্ধ। ⟹ **সঙ্খোভেতি।**

সঙ্খোভেতি (ক্রি) [সং + √খুভ + এ] নাড়া দেওয়া, নড়ানো, নড়া, সরা, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, ক্ষুব্ধ করা, সংক্ষুব্ধ করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা, উল্টাইয়া যাওয়া বা দেওয়া, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, বিলোড়িত করা, আলোড়িত বিলোড়িত করা, ঘোলানো, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, গোলমাল করা, আন্দোলন করা, বিরক্ত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা, আলোড়ন করা, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা। ⟹ **সঙ্খুভতি।** (অতীত) **সঙ্খোভেসি।** (অ-বিণ) **সঙ্খোভিত।** (ব-বিণ) **সঙ্খোভেন্ত।** (ক্রি-বি) **সঙ্খোভিত্বা।**

সঙ্খ্য = **সঙ্খ্যা।** ⟹ **সঙ্খ্যা।**

সঙ্খ্যা (স্ত্রী) = **সঙ্খা।** ⟹ **সঙ্খা।**

সঙ্খ্যান (ক্লী) = **সঙ্খান।** ⟹ **সঙ্খান** (১)।

সঙ্গ (পুং) সঙ্গ, সংসর্গ, সহবাস, অনুরাগ, প্রতিবন্ধ, বিষয়ানুরাগ, মিলন, সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব, বাসনা, আসক্তি, সংলগ্নতা, সংলগ্ন বস্তু, যোগ, দৃঢ়রূপে সংলগ্নতা, সংলগ্ন থাকন, জড়াইয়া থাকন, ধরিয়া থাকন, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ। থেরগাথায় পঞ্চবিধ "**সঙ্গ**", যথা—**রাগ, দোস, মোহ মান, দিট্ঠি।** ধর্মপদ অর্থকথায় "**সঙ্গ**" সপ্তবিধ।

সঙ্গচ্ছতি (ক্রি) [সং + √গম + অ] একত্রে আসা, একসঙ্গে আগমন করা, অভিজ্ঞতা লাভ করা, দৈবক্রমে সাক্ষাৎ লাভ করা বা হওয়া। (অতীত) **সঙ্গচ্ছি।** (অ-বিণ) **সঙ্গত।** (ক্রি-বি) **সঙ্গন্ত্বা, সঙ্গম্ম।**

সঙ্গণ (বিণ) [স + অঙ্গণ] অপবিত্র, পাপে রত, পাপী, পাতকী, দুষ্ট। (তুলনীয়) **সাঙ্গণ।**

সঙ্গণিকবিহার = **সঙ্গণিকা বিহার।** ⟹ **সঙ্গণিকা বিহার।**

সঙ্গণিকা (স্ত্রী) (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু—"সঙ্গণিকা") সঙ্গণিকা, জ্ঞাপন, কথাবার্তা, পত্র বা সংবাদ দ্বারা মনোভাব প্রকাশ, যাতায়তের পথ বা ব্যবস্থা, সমায়োজন, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, যোগ (চিন্তা সম্বন্ধীয়), সমাজ, সম্প্রদায়, সংসর্গ, সঙ্গ, ধর্ম সম্প্রদায়।

সঙ্গণিকারত (বিণ) সঙ্গরত, সমাজপ্রিয়, সংসর্গ প্রিয়, সম্প্রদায় প্রিয়, সমাজে থাকিতে পছন্দকারী, সঙ্গ বা সংসর্গ করিতে পছন্দ করে এমন, সংসর্গে প্রীত, সমাজে তৃপ্ত, সম্প্রদায়ে সন্তুষ্ট, সঙ্গ করিলে আনন্দ পায় এমন। = **সঙ্গণিকারাম।**

সঙ্গণিকারাম (বিণ) সঙ্গীদলের মধ্যে থাকিয়া আরাম বা আনন্দ পায় এমন। = **সঙ্গণিকারত।**

সঙ্গণিকারামতা (স্ত্রী) সুখ করিয়া সুখ, সমাজে আরামতা, সংসর্গ করিয়া আনন্দ, দলে বা সম্প্রদায়ে থাকিয়া আনন্দ বা আমোদ।

সঙ্গণিকা বিহার—সমাজে বাস, সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান, সঙ্গীদের মধ্যে থাকন, দলে অবস্থিতি।

সঙ্গণিকে রত (বিণ) = **সঙ্গণিকা রত।** ⟹ **সঙ্গণিকা রত।**

সঙ্গণ্হ (বিণ) গ্রহণ করে এমন, করুণা প্রদর্শন করে এমন, দয়া দেখায় এমন, দয়ালু, দয়ার্দ্র, কারুণিক, সহানুভূতিশীল, সহায়, সাহায্য করে এমন, সহায়তা করে এমন। = **সঙ্গণ্হসীল।**

সঙ্গণ্হসীল (বিণ) সহানুভূতিশীল, সহানুভূতি সম্পন্ন স্বভাবের, সহানুভূতিসূচক, সহানুভূতিপ্রদর্শক। = **সঙ্গণ্হ**। ⇒ পরেসং **সঙ্গণ্হসীল**।

সঙ্গণ্হাতি (ক্রি) [সং + √গহ + ণ্হা] ১ অন্তর্ভুক্ত করা, গঠন করা, ধারণ করা। ২ সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা। ৩ ধারণ করা, দমন করা, অন্তর্গত করা, অন্তর্ভুক্ত করা। ৪ সঙ্কলন করা, সংক্ষেপ করা, অল্প করা, কমানো। ৫ লওয়া, গ্রহণ করা, ধারণা করা, দেখাশুনা করা, সদয় ব্যবহার করা, সমবেদনা অনুভব করা, সহানুভূতি প্রকাশ করা, সাহায্য করা, অনুগ্রহ করা, আনুকূল্য করা, পক্ষাবলম্বন করা, সহায়ক করা, নিবারণ করা, না করিয়া পারা, খাদ্যাদি পরিবেশন করা, খাইতে আরম্ভ করা বা খাওয়া, রক্ষা করা, পালন করা, ভালবাসার দরুণ অনুগ্রহ বা আনুকূল্য করা। (অতীত) **সঙ্গণ্হি, সঙ্গহেসি**। (অ-বিণ) **সঙ্গহিত**। (ব-বিণ) **সঙ্গণ্হন্ত**। (ভবিষ্যতে) **সঙ্গহিস্সতি**। (ভ-বিণ) **সঙ্গহেতব্ব**। (ক্রি-বি) **সঙ্গণ্হিত্বা, সঙ্গয্হ, সঙ্গহেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সঙ্গয্হমান**। (করণে) **সঙ্গণ্হাপেতি**।

সঙ্গণ্হাপেতি (ক্রি) = **পরিগণ্হাপেতি** (⇒ **পরিগণ্হাতি**)। ⇒ **সঙ্গণ্হাতি**।

সঙ্গত (বিণ) ১ সঙ্গত, একত্রে আগত, মিলিত, সাক্ষাৎকৃত। = **সমাগত সমোহিত সন্নিপাতিত** (চুল্লনিদ্দেস)। ২ দৃঢ়, নিবিড়, সংক্ষিপ্ত, আঁটসাঁট, দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, উত্তমরূপে সংলগ্ন, বদ্ধ, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, আবদ্ধ, রুদ্ধ। = **নিব্বিবর**। ⇒ **সঙ্গচ্ছতি**।

সঙ্গতং (ক্লী) সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, যোগ (চিন্তা সম্বন্ধীয়)।

সঙ্গতি (স্ত্রী) ১ সঙ্গতি, মিলন, যোগ, অধিবেশন, বৈঠক, সভা, সম্মেলন, জনতা, সম্পর্ক, সংস্রব, সংসর্গ, সঙ্গ, যৌন-সংসর্গ, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, যোগ (চিন্তা বা ভাবনা সম্বন্ধীয়)। ২ সংযোগ, সম্মেলন, মিল, মিলন, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, সমবায়, সমাবদ্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ। ৩ আকস্মিক ঘটনা।

সঙ্গতিক (বিণ) সংযোগ করিয়া, সংযুক্ত করিয়া, একত্রিত হইয়া, মিলিয়া, যুক্ত হইয়া। (মধ্যম নিকায়) **কল্যাণ-সঙ্গতিক; পাপসঙ্গতিক**।

সঙ্গতিগ (বিণ) [সঙ্গ + অতিগ] তৃষ্ণা-জয়ী, আসক্তি দমনকারী। = **সঙ্গাতিগ**।

সঙ্গম (পুং) সঙ্গম, স্ত্রী পুরুষের সংযোগ বা মিলন, সহবাস, সম্ভোগ, মৈথুন, যৌন-সংসর্গ, সংসর্গ, সংস্রব, সম্পর্ক, নদ্যাদির মিলন, বৈঠক, অধিবেশন, সভা, সম্মেলন, জনতা, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, যোগ (চিন্তা বা ভাবনা সম্বন্ধীয়)।

সঙ্গম্ম = **সমযা**। ⇒ **সমযা**।

সঙ্গর (পুং) অঙ্গীকার, স্বীকার, স্বীকৃতি, প্রতিজ্ঞা, আশা, আশ্বাস বাক্য, আশাস্থল, চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত। (বিনয়) **সঙ্গরং করোতি**—চুক্তি করা। (ক্লী) সংগ্রাম, যুদ্ধ, সমর।

সঙ্গরং পটিমোক্খ—অবশ্য পালনীয় প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার। ⇒ **পটিমোক্খ** (২)।

সঙ্গস পামোক্খ (বিণ) নিজের দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ংপ্রধান অর্থাৎ পুরোহিত বা ধর্মযাজক। ⇒ **পামোক্খ** (১)।

সঙ্গহ (পুং) ১ সংগ্রহকরণ, রাশীকৃতকরণ, একত্রকরণ, একত্রীকরণ, জনতা, জনসভা, রাশিকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়। ২ অন্তর্ভুক্ত করণ, গঠন করণ, ধারণ করণ, স্তূপ, নির্বাচন, সঙ্কলন, চাঁদা, জনতা, রাশি, ধারণ, অন্তর্নিবেশ, শ্রেণীবিভাগ। (কথাবত্থু) **সঙ্গহকথা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **একসঙ্গহ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সঙ্গহং গচ্ছতি**—অন্তর্ভুক্ত হওয়া, গঠিত হওয়া, অবধারিত হওয়া, অন্তর্গত হওয়া, শ্রেণী-বিভক্ত হওয়া। ৩ অন্তর্নিবেশ বা ধারণ—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা চেতনার সংস্থান বা গঠন, (চন্দ্রাদির) কলা, দশা। ৪ সমালোচনা, পুনরালোচনা, শোধিত সংস্কার, ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ। ৫ (প্রয়োগে) বংশ, জাতি, প্রকার, প্রণালী, স্বভাব, প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্য, সদয়তা, বিন্যাস, মেজাজ, প্রবণতা, হস্তান্তরিতকরণ, প্রদান, প্রয়োগ, দয়াবোধ, সহানুভূতি, সমবেদনা, মিত্রভাবাপন্নতা, বন্ধুতা, সদ্ভাব, অনুকূলতা, সাহায্য, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, বাড়ির চাকর, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়া, দান, উপকার, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষাব্যবস্থা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্গহং করোতি**—চতুর্বিধ "**সঙ্গহবত্থূনি**" অর্থাৎ সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রদর্শনের বিষয় (বিশেষগুণ) সমূহ, যথা—**দান** (দান বা উদারতা), **পেয্যবজ্জ** (সদয় আলাপ বা কথা, প্রিয়বাক্য), **অত্থচরিযা** (কার্যকারিতার জীবন অর্থাৎ কর্মময় বা কাজের জীবন; Rhys. Davids-এর Dial-এ ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ আচরণ", ন্যায়পরতা), **সমানত্ততা** (নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা; ইহা অপেক্ষা উত্তম অর্থ "সমানতার অবস্থা অর্থাৎ সাম্যতা বা সুখ-দুঃখাদি অনুভূতির সমতা উপলব্ধি)। বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তুতে বলা হইয়াছে—"সংগ্রহ বস্তূনি", যথা—দান, প্রিয়বাক্য, তথার্থচর্যা, সমান সুখ-দুঃখতা; ললিত বিস্তারের বলা হইয়াছে—অর্থক্রিয়া, সমানার্থতা [=সমান + অর্থ + তা]। (ক্লী) দমনকরণ, সংযতকরণ, বাধা প্রদান, বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র। ইহার পাঠ এবং অর্থ এতদুভয়ই সন্দেহপূর্ণ।

সঙ্গহণ (ক্লী) সংগ্রহণ, দৃঢ়তা, উত্তমরূপে পরিপোষণ।

(বিণ) দৃঢ়, কঠিন, স্থির, স্থির সংকল্প, উত্তমরূপে পরিপোষিত।

সঙ্গহতি (ক্রি) সংগ্রহ করা। (অ-বিণ) **সঙ্গহিত**। ⇒ **সঙ্গণ্হাতি**।

সঙ্গহবত্থু (স্ত্রী) লোকপ্রিয়তার বা জনপ্রিয়তার ভিত্তিভূমি। ⇒ **বজ্জপেয্য**।

সঙ্গহিত (বিণ) ১ অন্তর্ভুক্ত, গঠিত, অবধারিত, অন্তর্গত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **একসঙ্গহিত**। ২ সংগৃহীত, সঙ্কলিত, আহৃত, একত্রিত, স্থির, স্থিরচিত্ত, শান্ত। ৩ দলবদ্ধভাবে বিন্যস্ত, বিন্যস্ত, সুবিন্যস্ত। ৪ সংযমী, সংযত, ভাবপ্রবণ বা উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন। (সূত্রনিপাত) **সঙ্গহিত অত্তভাব**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সঙ্গহিতত্ত**। ৫ চরিত্রের বা আচরণের কোনো কোনো লক্ষণ প্রকাশক। (পেতবত্থু) **সঙ্গহিত অত্তভাব = পরেসং সঙ্গণ্হসীল** (পরের প্রতি সহানভূতিশীল স্বভাবের)। ⇒ **সঙ্গণ্হাতি, সঙ্গহতি**।

সঙ্গহিত অত্তভাব (বিণ) ১ আত্মভাব সংযত, আত্মসংযমী। = **সঙ্গহিতত্ত**। ⇒ **সঙ্গহিত** (৪) ২ আত্মচরিত্রের বা আচরণের কোনো কোনো লক্ষণ প্রকাশক। = **পরেসং সঙ্গণ্হসীল**। ⇒ **সঙ্গহিত** (৫)।

সঙ্গহিতত্ত (বিণ) [সঙ্গহিত + অত্ত] আত্মসংযত। = **সঙ্গহিত অত্তভাব**। ⇒ **সঙ্গহিত** (৪)।

সঙ্গহীত (বিণ) = **সঙ্গহিত**। ⇒ **সঙ্গহিত**।

সঙ্গহো (বিণ) [সং + গহো] সংগৃহীত, সংগ্রহ করিয়া।

সঙ্গাতিগ (বিণ) আসক্তিমুক্ত, যিনি আসক্তিকে জয় করিয়াছেন। ইহা অর্হতকে বুঝাইয়াছে। = **সঙ্গতিগ**।

সঙ্গাম (পুং) সংগ্রাম, সমর, যুদ্ধ, রণ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ। (তুলনীয়) **বিজিত সঙ্গাম**।

সঙ্গামজি (বিণ) [সঙ্গাম + জ + উত্তম] সংগ্রাম বিজয়ী, যুদ্ধে জয়ী, রণজয়ী, রণে বিজয়সূচক। = **সঙ্গাম-সীস-যোধ**। ⇒ **জি**।

সঙ্গামজুত্তম (বিণ) [সঙ্গাম + জ + উত্তম] সংগ্রামে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ। = **সব্ব সঙ্গামজুত্তম** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **সঙ্গামজি**।

সঙ্গামপটহ (পুং) সংগ্রাম পটহ, রণবাদ্য, যুদ্ধের সময়ে বাদনীয় বাদ্য।

সঙ্গামভেরি—রণবাদ্য। = **সঙ্গামপটহ**।

সঙ্গামযোধ (পুং) সংগ্রামকারী যোদ্ধা, রণবীর, যোদ্ধা, সৈন্য।

সঙ্গামসীস (স্ত্রী) সংগ্রাম বা যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগ, রণক্ষেত্রের শীর্ষভাগ, রণাঙ্গণের সম্মুখভাগ। ⇒ **সীস** (২খ)।

সঙ্গামসীসযোধ (পুং) রণাঙ্গণের সম্মুখস্থ বা সম্মুখভাগীয় যোদ্ধা, সংগ্রামী বিজয়ী শ্রেষ্ঠ বীর বা যোদ্ধা। ⇒ **সঙ্গামসীস, সঙ্গামজি**।

সঙ্গামাবচর (বিণ) [সঙ্গাম + অবচর] যেই ব্যক্তি সর্বদা সংগ্রামের সহিত জড়িত থাকিতে ভালবাসে বা পছন্দ করে, যেই ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকে ঘরে থাকার ন্যায় মনে করে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণশীল, সংগ্রামে বা রণাঙ্গণে বিচরণকারী, প্রায়শ যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকে এমন। বিনয়ে বলা হইয়াছে "যেই ভিক্ষু অবিরত ধ্যানে রত থাকিয়া মার্গফলাদি লাভে দুঃখ ক্ষয়ে নিরত থাকেন।

সঙ্গামেতি (ক্রি) [√সঙ্গাম + এ] সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা, মারামারি করা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, কাহারও সহিত যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব করা, বিবাদে আসা, পরস্পর প্রচণ্ড সংঘর্ষে আসা, সংঘাতে বা বিরোধে নামিয়া পড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করা। (তুলনীয়) **সঙ্গচ্ছতি**। (অতীত) **সঙ্গামেসি; = সমাগমি** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **সঙ্গামিত**। (ক্রি-বি) **সঙ্গামেত্বা**।

সঙ্গাযণ (স্ত্রী) সঙ্গায়ণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ধর্ম বা ধর্মশাস্ত্রোল্লেখিত মূলবচনের বিষয় সম্বন্ধীয় আলোচনা সভা। এই সভার বৈঠকে আলোচ্য বিষয়কে বা আলোচনাকে বলা হয় সঙ্গীতি। ⇒ **সঙ্গীতি** (২), **সঙ্গাযতি**।

সঙ্গাযতি (ক্রি) [সং + √গা + য] গান করা, স্তব করা, আবৃত্তি করা, পনুরাবৃত্তি করা, বর্ণনা করা, বৌদ্ধ সাহিত্যের মূলবচন বিধবদ্ধ করা বা প্রতিষ্ঠা করা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বুদ্ধবচনং সঙ্গাযতি**। (অতীত) **সঙ্গাযি**। (অ-বিণ) **সঙ্গীত**। (ক্রি-বি) **সঙ্গাযিত্বা**।

সঙ্গাযন = সঙ্গাযন। ⇒ **সঙ্গাযন**।

সঙ্গাযিক (বিণ) ঘোষণা বা প্রচারের সহিত-সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ সঙ্গায়ণকারী, প্রচারক, ঘোষণাকারী। (জাতক) **ধম্ম সঙ্গাযিক থেরা**—ধর্ম সঙ্গায়ণকারী থের বা স্থবির ভিক্ষুগণ, ধর্ম প্রচারের জন্য পরিষদে সমবেত প্রবীণ বা জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষুগণ।

সঙ্গাহ (পুং) ১ সংগ্রহকরণ, রাশীকৃত করণ, একত্রিতকরণ, জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, স্তূপ, রাশি, নির্বাচন, সঙ্কলন। ২ দমনকরণ, সংযতকরণ, বাধাপ্রদান, আত্মসংযম। (বিণ) ১ সংগ্রহ করে এরূপ, একত্র করে এরূপ, একত্রিত হয় এরূপ, রাশীকৃত করে বা হয় এরূপ। ২ সংযত করে বা হয় এরূপ, সংযত, সংযমী।

সঙ্গাহক (পুং) ১ সংগ্রাহক, সংগ্রহকারী, সঙ্কলন কারক, সঙ্কলনকরণ, জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, স্তূপ, রাশি, নির্বাচন, সঙ্কলন, সমালোচনা করণ, পুনরালোচনা করণ, শোধিত সংস্কার করণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ধম্মসঙ্গাহক**। (বিণ) সংগ্রহকারী, একত্রে ধারণকারী, সদয় ব্যবহার করে এমন, সঙ্কলনকারী, পরদুঃখে কাতর, সদয়, দয়ালু। (তুলনীয়) **সঙ্গহ**। ২ সারথি।

সঙ্গাহবল (স্ত্রী) সংযমবল, আত্মদমনের শক্তি। ⇒ **বল** (১ম), **সঙ্গাহ** (২)।

সঙ্গাহিক (বিণ) ১ অন্তর্ভুক্ত করে এমন, অন্তর্ভুক্তকারী, গঠিত করে এমন, ধারণ করে এমন, অন্তর্গত করে এমন। ২ একত্রে পোষণ করে বা ধারণ করে এমন। ৩

ব্যাপক, বিস্তীর্ণ, অধিক ধীশক্তিসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, অল্প কথায় অনেক প্রকাশিত।

সঙ্গীত (বিণ) সঙ্গীত, সম্যকগীত, গীত, স্তবকৃত, উচ্চারিত, প্রকাশিত, কথিত, প্রচারিত, উচ্চকণ্ঠে জাহিরকৃত, ঘোষিত, ধর্মগ্রন্থরূপে বিধিবদ্ধকৃত বা দৃঢ়কৃত। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ মূল ধর্মগ্রন্থসমূহ সাত মাসের মধ্যে সঙ্গীতরূপে আবৃত্তি করা হইয়াছে। ⇒ **সঙ্গায়তি, সঙ্গায়ণ, সঙ্গীতি** (২)। (ক্লী) সঙ্গীত, গান, গীত, কণ্ঠগীত, পাখীর কূজন, একতান সঙ্গীত, গায়কদল, ধুয়া, ভজনগীত।

সঙ্গীতি (স্ত্রী) (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—সঙ্গীতি) ১ সঙ্গীত, গান, কণ্ঠগীত, গীত, পাখীর কূজন, সঙ্গীতি, গায়ক দল, ধুয়া, একতান সঙ্গীত, সঙ্গীত বিদ্যা, সঙ্গীত শাস্ত্র, সুস্বর, সুর-রচনা। (জাতক) **দিব্বসঙ্গীতি**। ২ প্রচার, ঘোষণা, ঘোষণাপত্র (তুলনীয়—**সঙ্গর**), পূর্বাভিনয়, মহলা, মহড়া, বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসাক্রমে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মতবাদে মূলবচনের শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়গুলির সাধারণ ভিক্ষু সভার আহ্বান। = **সঙ্গায়ণ**। (বিনয়) প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহা সঙ্গায়ণ বা মহা সঙ্গীতি হয় মহারাজ অজাতশত্রুর সময়ে ভগবান বুদ্ধের অনুপাদিশেষ মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে; দ্বিতীয় বার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহাসঙ্গায়ণ বা মহাসঙ্গীতি হয় মহারাজ সুসুনাগের পুত্র মহারাজ কালাশোকের সময়ে উত্তর ভারতের বৈশালীতে ১০০ বুদ্ধাব্দে (খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দে); তৃতীয় বার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহা সঙ্গায়ণ বা মহাসঙ্গীতি হয় সম্রাট অশোকের সময় উত্তর ভারতের পাটলিপুত্রে ২৩৬ বুদ্ধাব্দে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০৮ অব্দে); চতুর্থবার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহা সঙ্গায়ণ বা মহা সঙ্গীতি হয় মহারাজ কণিষ্কের সময়ে উত্তর ভারতে ৩৩৮ বুদ্ধাব্দে, কিন্তু এই সঙ্গায়ণ বা সঙ্গীতি মহাযানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতে হওয়ায় থেরবাদী ভিক্ষুদের মধ্যে এই সঙ্গায়ণ বা সঙ্গীতি গ্রহণ করা হয় নাই, সুতরাং থেরবাদী ভিক্ষুগণ ৪৫৫-৪৬৭ বুদ্ধাব্দের (খ্রিস্টপূর্ব ২৯-১৩ অব্দের) মধ্যে সিংহল দ্বীপের মাতরা গ্রাম আলোকলেন বট্টগামিনী অভয়রাজার সময়ে যেই মহা সঙ্গায়ণ বা মহাসঙ্গীতি করেন উহাকেই চতুর্থ মহাসঙ্গায়ণ বা মহাসঙ্গীতি রূপে গ্রহণ করা হয়; ২৪১৫ বুদ্ধাব্দে (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে) ব্রহ্মদেশের মান্দালে নগরে ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনমিণ্ডের সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে মহা সঙ্গায়ণ বা মহা সঙ্গীতি হয় উহাকেই থেরবাদ পঞ্চম মহা সঙ্গায়ণ বা মহাসঙ্গীতিরূপে গ্রহণ করা হয়; ২৪৯৮ বুদ্ধাব্দ হইতে ২৫০৫ বুদ্ধাব্দ (১৯৫৪-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ) অবধি সুদীর্ঘ সপ্ত বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী মহা উদারপ্রাণ মহা ধর্মপ্রাণ মহামান্য উ নু রেঙ্গুন মহানগরীর অনতি দূরবর্তী ইয়েগুর কাম্ভায়ে নামক স্থানে অর্থকথা ও টীকাসহ মূল বুদ্ধ বচনের যে মহা সঙ্গায়ণ বা মহাসঙ্গীতি করা হয় উহাকে ষষ্ঠ মহা সঙ্গায়ণ বা ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতিরূপে থেরবাদ মতে গ্রহণকরা হইয়াছে। এই "**সঙ্গায়ণ**" বা "**সঙ্গীতি**" সমূহকে "**মহাসঙ্গায়ণ**" বা "**মহাসঙ্গীতি**" বলা হয় (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মসঙ্গীতি**। বিনয়ে "**সঙ্গীতি**" শব্দের অর্থে বলা হইয়াছে "মূলবচন বা মূলগ্রন্থাংশ, ধারা, নিয়ম, সূত্র, প্রণালী"।

সঙ্গীতিকার (পুং) = **সঙ্গীতিকারক**। ⇒ **সঙ্গীতিকারক**।

সঙ্গীতিকারক (পুং) সঙ্গীতিকারক, সঙ্গায়ণ বা সঙ্গীতি সভার প্রাজ্ঞ প্রবীণ ভিক্ষু পরিষদবর্গ, ধর্মগ্রন্থ সমূহ রচনার কার্যভার গ্রহণকারী সম্পাদক। ⇒ **সঙ্গীতি** (২)।

সঙ্গীতিকাল— "**সঙ্গীতি**" সভার কাজ চলিবার সময়, যেই সময়ে "**সঙ্গীতি**" সভা চলিতে থাকে।

সঙ্গীতিপরিযায—সঙ্গীতি পর্যায়, সঙ্গীতি সভায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সমূহের মূল পালি বিষয় পঠন এবং তৎসম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা। Rhys. Davids. ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—"একত্রে বা সমস্বরে স্তব করার পরিকল্পন"।

সঙ্গুড়িকা (স্ত্রী) পিষ্টক, পিঠা, জমাট পিণ্ড। (তুলনীয়) **সষ্কুলিকা**।

সঙ্গোপেতি (ক্রি) [সং + গোপেতি] যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি দেওয়া, সাবধান হওয়া, সতর্ক থাকা, যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, থাকা, বাঁচানো, জীবিত রাখা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া, আচার বা মোরব্বা করা, সংরক্ষণ করা, লাগিয়া থাকা। (জাতক) **ধনং সঙ্গোপেতি**।

সঙ্ঘ (পুং) ১ বহুত্ব, বহুসংখ্যা, জনতা, বহু লোক সমবায়, সাধারণ লোক, জনসাধারণ, একত্রিত করার কাজ, মিলানো, মিলন, ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের সমবায়, দল, সঙ্ঘ, রাশি, গণ, সমূহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কাকসঙ্ঘ**। (জাতক) **সকুণ সঙ্ঘ**। (সূত্রনিপাত) **ঞাতিসঙ্ঘ; দেবসঙ্ঘ**। (দীর্ঘনিকায়) **মিগসঙ্ঘ**। (বিমানবত্থু) **অচ্ছরাসঙ্ঘ = সমূহ** (বিমানবত্থু অর্থকথা); **ভিক্খুসঙ্ঘ**—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সভা বা সমাগম। **ভিক্খুনীসঙ্ঘ**—বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সভা বা সমাগম। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সাবক সঙ্ঘ**—শ্রাবকগণের বা বুদ্ধের শিষ্যবর্গের সভা বা সমাগম। (সূত্রনিপাত) **সমণসঙ্ঘ**—শ্রমণগণের বা যোগীগণের বা কঠোর সংযমী তাপসগণের সভা বা সমাগম। ২ বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘ, ধর্মসম্প্রদায়, পুরোহিত সম্প্রদায়, পৌরোহিত্য, যাজকতা। ৩ মহাজন সঙ্ঘ, বহু জনসমবায়, গণ, সঙ্ঘ, সমূহ, রাশি, দল, যৌথ অধিকার বা ভোগ, সম্প্রদায়, জনসাধারণ। (তুলনীয়) **গণ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **দিট্‌ঠি-সীল-সামঞ্ঞেন সঙ্ঘটভাবেন সঙ্ঘ**। সূত্র বা ধারা

অনুসারে—"**বুদ্ধ ধম্ম সঙ্ঘ**"।

সঙ্ঘংসতি (ক্রি) [সং + ঘংসতি] সংঘর্ষণ করা, ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, একত্রে বা একসঙ্গে ঘর্ষণ করা।

সঙ্ঘকম্ম (ক্লী) সঙ্ঘকর্ম, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের একত্র সমাবেশে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা যে কাজ বা উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে, ভিক্ষুগণের সম্মিলিত কার্য।

সঙ্ঘগত (বিণ) সঙ্ঘগত, সঙ্ঘের মধ্যে বা ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে প্রবিষ্ট, সঙ্ঘভুক্ত, সঙ্ঘের গমন করিয়াছে এমন, সঙ্ঘের বা ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধায় অনুরক্ত, ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট গমন করিয়াছে এমন, ভিক্ষুসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, সঙ্ঘের মধ্যে গিয়াছে বা প্রদত্ত হইয়াছে এমন, সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছে এমন।

সঙ্ঘটিত (বিণ) ১ সংঘটিত, ঘর্ষিত, পরস্পর মর্দিত, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, সংঘর্ষিত, ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, গুণকীর্তিত, যশ বিস্তৃত, উচ্চধ্বনিত। ২ একত্রে বিদ্ধ, একসঙ্গে ভেদ করা হইয়াছে এরূপ, একসঙ্গে গোঁজ বা খোঁটা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে এরূপ, গঠিত, চালিত, নির্মিত, গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে এরূপ, উদ্ভাবিত, রচিত, সঙ্কলিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নাবা নানা-দারু সঙ্ঘটিত**। ⟹ **সঙ্ঘট্টেতি, সঙ্ঘটেতি**।

সঙ্ঘটেতি (ক্রি) [সং + √ঘট + এ] একত্রে সংযুক্ত করা বা হওয়া। (অতীত) **সঙ্ঘটেসি**। (অ-বিণ) **সঙ্ঘটিত**। (ক্রি-বি) **সঙ্ঘটেত্বা**।

সঙ্ঘট্ট—১ (বিণ) ঘা মারে এরূপ, খট খট শব্দ করে এমন, আঘাত করে এমন, ধাক্কা মারে এরূপ, পীড়া দেয় এরূপ, পীড়িত করে এরূপ, অসন্তুষ্ট করে এরূপ, কুপিত করে এরূপ, বিরক্ত করে এরূপ, পাপ করে এমন, অপরাধ করে এরূপ, ক্রোধের কারণ হয় এরূপ, ক্রোধান্বিত করে বা রাগাইয়া তোলে এমন, উত্তেজিত করে এরূপ, উদ্দীপিত করে এরূপ, (সদর্পে) আহ্বান করে এরূপ। ২ (পুং) বলয় বা মল। (সূত্রনিপাত) **সঙ্ঘট্টযন্ত**। = **বলয়**।

সঙ্ঘট্টন (ক্লী) ১ সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ, পরস্পর স্পর্ধা, আত্মপ্রাধান্য সূচক অহঙ্কার বাক্য, ঘর্ষণ, ঘষা, মর্দন, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, একসঙ্গে আঘাত করণ, ধাক্কা দেওন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অঙ্গুলি সঙঘট্টন**। ২ বলয়, বালা (?)।

সঙ্ঘট্টনা (স্ত্রী) = **সঙ্ঘট্টন**। ⟹ **সঙ্ঘট্টন**।

সঙ্ঘট্টযন্ত—গাড়ি প্রভৃতি নিজে মেরামত করিবার যন্ত্র। = **কম্মযন্ত**। হাতে পরিহিত অলঙ্কার দুইখানা বলয়ের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ হয় বলিয়া ইহাকে সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**বলযানি**"ও বলা হইয়াছে। ⟹ **সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘট্টন**।

সঙ্ঘট্টেতি (ক্রি) [সং + √ঘট্ট + এ] ১ ঘা মারা, খটখট শব্দ করা, আঘাত করা, ধাক্কা মারা। ২ বাজানো, শব্দ করা, সঙ্গীত ধ্বনিত করা, কোনো বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা, বেষ্টন করা। (মহাবংস) **সঙ্ঘট্টেতি অঘট্টযি**। ৩ একত্রে ঘা মারা, পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া, মর্দন করা। (জাতক) **অংসেন অংসং সমঘট্টযিম্‌হ**। ৪ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিরক্ত করা বা (সদর্পে) আহ্বান করা, অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া উত্তেজিত বা কুপিত করা, রাগাইয়া তোলা, ক্রোধান্বিত করা। (জাতক) **পরং অসঙ্ঘট্টেন্তো**; (অর্থকথায়) **অসঙ্ঘট্ট**। (অতীত) **সঙ্ঘট্টেসি**। (অ-বিণ) **সঙ্ঘটিত, সঙ্ঘট্টিত**। (ব-বিণ) **সঙ্ঘট্টমান**। (ক্রি-বি) **সঙ্ঘট্টেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সঙ্ঘট্টিযতি**।

সঙ্ঘথের (পুং) ধর্মসভার প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু, ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে প্রবীণ বা জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষু।

সঙ্ঘনবক—তরুণ ভিক্ষুসঙ্ঘ, তরুণ দল, তরুণগণ, তরুণ সম্প্রদায়। ⟹ **নবক**।

সঙ্ঘভত্ত (ক্লী) ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য আহার, ভিক্ষু-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন বা আহার। ⟹ **ভত্ত**।

সঙ্ঘভিন্ন (বিণ) (ধর্ম-সম্বন্ধে) মতভেদ-সম্বন্ধীয়, মতান্তর গ্রাহী।

সঙ্ঘভেদ (পুং) সঙ্ঘভেদ, ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে অনৈক্য, সঙ্ঘের অমিল, ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে বিবাদ ঘটন। **ভেদ** (১) শব্দ দ্রষ্টব্য।

সঙ্ঘভেদক (বিণ) সঙ্ঘভেদকারী, যেই ব্যক্তি ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া সঙ্ঘকে ভেদ করে বা বিভক্ত করিয়া দেয়, মতান্তরগ্রাহী, মতভেদ-সম্বন্ধীয়, বিবাদ বা বিভাগ কারণ করে এরূপ।

সঙ্ঘমামক (বিণ) ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বা শ্রদ্ধায় অনুরক্ত। ⟹ **মামক**।

সঙ্ঘর (ক্লী) নিজঘর, নিজের আবাসস্থান। = **সঘর**।

সঙ্ঘরক্‌খিত (বিণ) সঙ্ঘরক্ষিত, ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক রক্ষিত, ভিক্ষুসঙ্ঘের আশ্রিত। (পুং) ব্যক্তির নাম বিশেষ।

সঙ্ঘরণ (ক্লী) রাশি, রাশীকরণ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থ নিচয়। = **সংহরণ**। (জাতক) **ধনসঙ্ঘরণ**।

সঙ্ঘরতি (ক্রি) ১ একত্রে আনয়ন করা, একসঙ্গে আনা, সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা অধিক হওয়া, জমানো, সঞ্চয় করা। (জাতক) **ধনং সঙ্ঘরতি**। ২ ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, চূর্ণ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা, আঘাত করা।

সঙ্ঘরাজি (স্ত্রী) ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে মতভেদ বা কলহ। ⟹ **রাজি** (২)।

সঙ্ঘাট (পুং) ১ ভেলা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ। (জাতক) **নাবাসঙ্ঘাট**। ২ যোগ, সংযোগ, মিলন, সঙ্গম, সন্ধিক্ষণ, সন্ধিস্থান, সম্মেলন, মিল, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি। ৩ জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, স্তূপ, রাশি, নির্বাচন,

সঙ্কলন, সমষ্টি, সমূহ, সঙ্ঘাত। (জাতক) **উপাহন সঙ্ঘাট**। (থেরগাথা) **পপঞ্চ সঙ্ঘাট; অট্‌ঠিসঙ্ঘাট**। ৪ কাপড়ের পড়েনের সুতা (cross threads of web), গাঁইট, সূত্রগ্রন্থি, জট, জটিলতা, পিণ্ড, স্তূপ, পুঞ্জ, ভর, জড়পিণ্ড, আকৃতি। ইহার প্রধান অংশ প্রায়শ "**সঙ্ঘাটি**" বা চীবর অর্থে। (মধ্যম নিকায়) **তণ্হাসঙ্ঘাট-পটিমুক্ক; বাদসঙ্ঘাট পটিমুক্ক** (Newmann-এর ইংরেজি অনুবাদে "মতলব ফাঁস, পরাজয়")। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দিট্‌ঠিসঙ্ঘাট পটিমুক্ক**। ৫ খুঁটি, কাষ্ঠদণ্ড, স্তম্ভ, থাম। (বিনয়) **পিট্‌ঠসঙ্ঘাট**—দরজার খুঁটি বা স্তম্ভ, দরজা বা জানালার উপরের কাঠ বা পাথর, সর্দল।

সঙ্ঘাটি (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সর্বোপরি ব্যবহৃত দ্বিভাঁজে সেলাই করা চীবর, ত্রিচীবরের মধ্যে একখানা দ্বিভাঁজিক চীবর। = **দ্বিগুণা সঙ্ঘাটি**।

সঙ্ঘাটিক (বিণ) "**সঙ্ঘাটী**" চীবর ব্যবহারকারী, দ্বিভাঁজে সেলাই করা সর্বোপরি ব্যবহৃত চীবর ব্যবহারকারী।

সঙ্ঘাটিচার (বিণ) "**সাঙ্ঘাটী**" চীবর পরিধান করিয়া ইতস্তত ভ্রমণকারী, "**সাঙ্ঘাটী**" চীবর পরিধানকারী, চীবর গাচ্ছিত রাখিয়াছে বা জমা রাখিয়াছে এমন।

সঙ্ঘাটি চীবর = সঙ্ঘাটী চীবর। ⟹ **সঙ্ঘাটী চীবর**।

সঙ্ঘাটিবাসিন = সঙ্ঘাটিবাসিন। ⟹ **সঙ্ঘাটীবাসিন**।

সঙ্ঘাটী (স্ত্রী) = **সঙ্ঘাটি**। ⟹ **সঙ্ঘাটি**।

সঙ্ঘাটীচার = সঙ্ঘাটিচার। ⟹ **সঙ্ঘাটিচার**।

সঙ্ঘাটী চীবর (ক্লী) দো-পাট বা দুই ভাঁজে সেলাই করা বড় চীবর যাহা ভিক্ষুরা সর্বোপরি পরিধান করিয়া থাকেন, ভিক্ষুদের ব্যবহৃত ত্রিচীবরের মধ্যে যেই বড় চীবরটি দ্বিভাঁজে সেলাই করা হয়। এই চীবর খানি সাধারণত শীতের সময়ে শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর অন্য সময়ে মশা-মাছির উপদ্রব নিবারণের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

সঙ্ঘাটীবাসিন (বিণ) "**সঙ্ঘাটী চীবর**" পরিধানকারী, "**সঙ্ঘাটীচীবর**" পরিহিত।

সঙ্ঘাণি (স্ত্রী) কটিবস্ত্র, কটিদেশে ব্যবহৃত বস্ত্র, কোমরবন্ধনী, কটিবন্ধন।

সঙ্ঘাত (পুং) ১ আঘাত, বধ, হত্যা। ২ একসঙ্গে ঘা মারা বা আঘাত করা (তুলনীয় **সঙ্ঘট্টেতি**), মট মট করিয়া শব্দ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অচ্ছর সঙ্ঘাত**। ৩ রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থ নিচয়, সমষ্টি, সমূহ, বহু সংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্‌ঠিসঙ্ঘাত**—অস্থিরাশি। ৪ অষ্টবিধ মহানরকের মধ্যে একটি নরকের নামবিশেষ। ৫ অভিন্ন সংযোগ, জমাট, ঘন। ⟹ **বজির সঙ্ঘাত**।

সঙ্ঘাতনিক (বিণ) একসঙ্গে ধারণ করে এরূপ, একত্রে বন্ধনকারী, একত্রে ধারণ বা বন্ধন করিয়া, একসঙ্গে বন্ধন করা আছে এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **সঙ্ঘাতনিক অগ্গ সঙ্ঘাহিক**। বিনয়ে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"চরম মুহূর্ত"।

সঙ্ঘাদিসেস (পুং) কিছু কালের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে অপসারণের নিমিত্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট দোষী ভিক্ষুর প্রার্থনা, ইহা ভিক্ষুর এক প্রকার অপরাধ যাহা যথোচিত বা বিধিবৎ সঙ্ঘকর্ম দ্বারা ভিক্ষু সঙ্ঘ কর্তৃক মীমাংসা বা নিঃসন্দেহকৃত করিতে পারা যায়।

সঙ্ঘানুস্সতি (স্ত্রী) সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা। ইহা সমথ কর্মস্থানের দশবিধ অনুস্মৃতির মধ্যে একটি ভাবনা বা ধ্যান-বিশেষ। ⟹ **অনুস্সতি, বুদ্ধানুস্সতি**।

সঙ্ঘারাম (পুং, ক্লী) সঙ্ঘারাম, ভিক্ষু সঙ্ঘের বাসস্থান, যেই আরামে বা বিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘ বাস করেন। **আরাম** (ক্লী) শব্দ দ্রষ্টব্য।

সঙ্ঘারিয (বিণ, ক্রি-বি) সংগ্রহ করিয়া, সঞ্চয় করিয়া, যোগাড় করিয়া, একত্র করিয়া।

সঙ্ঘাসঙ্ঘী (বহুবচন) জনতার ভিতর, জনতার মধ্যে, বহুলোকের মধ্যে, জনতার সহিত। (দীর্ঘনিকায়) **সঙ্ঘাসঙ্ঘী গণিভূতা**—জনতার উপর জনতা অর্থাৎ ঘন জন সমাবেশ হইয়াছে এরূপ।

সঙ্ঘিক (বিণ) সঙ্ঘের, সঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সঙ্ঘের অন্তর্গত, সঙ্ঘের অধিকারভুক্ত, সঙ্ঘের মালিকত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সঙ্ঘিন (বিণ) (শিষ্যবর্গের) সমাবেশে বা সমাগমে জনতা হইয়াছে এরূপ। (পুং) সঙ্ঘনেতা, ভিক্ষুসঙ্ঘের দলপতি, ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতা।

সঙ্ঘী (বিণ) শিষ্যবর্গের সমাগমে জনপূর্ণ হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সঙ্ঘিন** (বিণ)।

সঙ্ঘুট্‌ঠ (বিণ) ১ প্রতিধ্বনিত, গুণকীর্তিত, যশ বিস্তৃত, উচ্চধ্বনিকৃত। (জাতক) **তুরিযতাড়িত সঙ্ঘুট্‌ঠ**। (মহাবংস) **তুরিয সঙ্ঘুট্‌ঠ**। ২ প্রচারিত, প্রদর্শিত, উচ্চকণ্ঠে জাহিরকৃত, ঘোষিত, বিঘোষিত, বিজ্ঞাপিত। ⟹ **সঙ্ঘোসেতি**।

সঙ্ঘুপট্‌ঠাক (পুং) ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবক। ⟹ **উপট্‌ঠাক**।

সঙ্ঘে গরু (বিণ) ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধালু, ভিক্ষুসঙ্ঘের পূজারী।

সঙ্ঘোপট্‌ঠাক (পুং) = **সঙ্ঘুপট্‌ঠাক**। ⟹ **সঙ্ঘুপট্‌ঠাক**।

সঙ্ঘোপোসথ—সঙ্ঘ-উপোসথ, উপোসথ দিবসে কিংবা অন্য সময়ে ভিক্ষু সঙ্ঘের উপস্থিতিতে এবং সঙ্ঘের সম্মতিক্রমে ভিক্ষুসঙ্ঘ যেই উপোসথ করেন উহা সঙ্ঘোপোসথ। ⟹ **উপোসথ, অরিয-উপোসথ**।

সঙ্ঘোসেতি (ক্রি) [সং + ঘোসেতি] ১ প্রতিধ্বনি করা, যশ বিস্তার করা, গুণকীর্তন করা, প্রতিধ্বনিত হওয়া, উচ্চধ্বনিত হওয়া। ২ ইস্তাহার দেওয়া, প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা, জ্ঞাপন করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা। (অ-বিণ) **সঙ্ঘুট্‌ঠ**।

সচর—গর্ত, ফাটল, চির, ছিদ্র, রন্ধ্র। = **পতর**।

সচা চ (অব্যয়) প্রকৃতপক্ষে তাহাই যদি হয়। ⟹ **সচে**।

সচাহং [সচে + অহং] যদি আমি।

সচিত্ত (ক্লী) স্বচিত্ত, নিজচিত্ত, নিজের মন বা হৃদয়, আপন মন, নিজ অন্তঃকরণ। (বিণ) একই মনের, একই চিত্তের।

সচিত্তক (বিণ) চিত্তসহ, চিত্তের সহিত, মন দ্বারা, ভূষিত, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, কৌশলী।

সচিব (পুং) সচিব, মন্ত্রী, অমাত্য।

সচীবর ভত্ত—প্রদত্ত চীবর সহ আহার্য, চীবর এবং আহার্য এক সঙ্গে দান।

সচে (অব্যয়) যদি, কিন্তু যদি, পক্ষান্তরে, কিনা, এই ভাবিয়া যে। = **যদি**। (বিপ) **নো চে**। (জাতক) **সচে...নো চে**—যদি ... যদি না। ⟹ **চ** (২খ)।

সচেতন (বিণ) সচেতন, প্রাণবন্ত, জীবন্ত, জীবিত, পরিজ্ঞাত, আত্ম-চেতন, সজ্ঞান, (অনুভূতি ইত্যাদি সম্বন্ধে) নিজের দ্বারা উপলব্ধ, বিচার শক্তি সম্পন্ন, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিবেক-সম্বন্ধীয়, যুক্তিসঙ্গত, বুদ্ধিমান, (গণিতে) মূলদ, চৈতন্য বিশিষ্ট, চেতনাযুক্ত প্রাণী।

সচেতস (বিণ) মনোযোগী, সতর্ক, চিত্ত সম্পন্ন, শিষ্টাচার সম্পন্ন, চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক। = **চিত্ত সম্পন্ন**।

সচ্চ (বিণ) সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তব, স্থাবর, অকাল্পনিক, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত। (ক্লী) তথ্য, যাথার্থ, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, পবিত্র শপথ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরম সচ্চং**। (মধ্যম নিকায়) **সচে পতিট্‌ঠায**—সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অর্থাৎ সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য। (বহুবচনে) **চত্তারি সচ্চানি**—চতুর্বিধ সত্য (মধ্যম নিকায়)। (সূত্রনিপাত) **চত্তারি অরিয-সচ্চানি**—চারি আর্যসত্য, যথা—**দুক্‌খ অরিয সচ্চং দুক্‌খসমুদয অরিয সচ্চং, দুক্‌খনিরোধ অরিয সচ্চং, দুক্‌খ-নিরোধ-গামিনী অরিয সচ্চং**—অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহাকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—"**দুক্‌খ, সমুদয, নিরোধ, মগ্‌গ**। (জাতক) **ইমিনা সচ্চেন**—এই সত্যের ফলে বা প্রভাবে অর্থাৎ ইহা যদি সত্য হয়। ⟹ **দুক্‌খ, অরিযসচ্চ, অসচ্চ**।

সচ্চং (ক্রি-বিণ) যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, প্রকৃতই, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত, নিশ্চয়, বাস্তবিক, সত্যসত্যই, নিশ্চয়ই।

সচ্চাকার (পুং) অনুমোদন, অনুসমর্থন, বন্ধকী জিনিস, প্রতিজ্ঞা, জামিন, অনুগ্রহাদির চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য, স্বাস্থ্যপান, সন্তান, চুক্তি, প্রতিভূগত চুক্তি বা দায়িত্বস্বরূপ বায়না বা দাদনে প্রদত্ত অর্থ, সত্যঙ্কার, বায়না, প্রতিজ্ঞা।

সচ্চকিরিযা (স্ত্রী) সত্যক্রিয়া, ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা, শপথপূর্বক কথন বা ঘোষণা।

সচ্চঞ্ঞাণ (ক্লী) সত্যজ্ঞান, সত্য বলিয়া জানা, সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ⟹ **অরিযসচ্চ**।

সচ্চঞ্চ [সচ্চং + চ] এবং সত্য।

সচ্চতো (ক্রি-বিণ) যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত।

সচ্চ নাম—সত্যনাম, কাহারও নামে বিচার করণ, সত্য নাম গ্রহণ করণ। ইহা অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ-সম্বন্ধে বর্ণনা।

সচ্চনিক্‌খম (বিণ) (ব্যক্তি-সম্বন্ধে) সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, (উক্তি-সম্পর্কে) সত্যপূর্ণ, যথার্থ, সত্যসন্ধ, সত্য সন্ধানকারী, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, সত্য অন্বেষণে উদ্যমশীল। = **তংপরক্কম**। ⟹ **নিক্কম** (বিণ)।

সচ্চপটিবেধ (পুং) সত্য-সম্বন্ধে প্রবেশ, সত্য সম্বন্ধীয় তীক্ষ্নবুদ্ধি বা বিচক্ষণতা, সত্য-সম্বন্ধে দক্ষতা।

সচ্চপরক্কম (বিণ) সত্য-সম্বন্ধীয় পরাক্রম, সত্যের পরক্রম, সত্যানুসন্ধী, সত্য অন্বেষী, সত্য সম্বন্ধে গবেষক, যেই ব্যক্তি সত্য সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা করেন, স্বাভাবিক পরাক্রম, ঐশীশক্তি, ঋদ্ধি-বল।

সচ্চপরিযোসান—সত্য-সম্বন্ধীয় বিষয়ে বা (চতুরার্য) সত্য বিষয়ে ব্যাখ্যার অবসান। = **দেসনা পরিযোসান**। ⟹ **পরিযোসান** (১)।

সচ্চপ্পটিঞ্ঞ (বিণ, পুং) সত্যজ্ঞানলাভী, সত্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞানবিদ বা অভিজ্ঞ, সত্যবিশ্বাসী। ⟹ **পটিঞ্ঞ**।

সচ্চকুমসর ⟹ **কটসর**।

সচ্চবন্ধ (পুং) কোনো একজাতীয় মাছের নাম বিশেষ। Cofenhagen ইহাকে "**সসচ্চ বন্ধ**" শব্দরূপে এবং Fausboll ইহাকে "**সতবন্ধ**" শব্দরূপে গ্রহণ করেন।

সচ্চবচন (ক্লী) সত্যবাক্য, সত্যকথা, সত্যবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা, সত্যতা। = **সচ্চবজ্জ, সচ্চকিরিযা**।

সচ্চবজ্জ (ক্লী) সত্যতা, সত্যপ্রিয়তা, যাথার্থ, যথার্থতা, সত্যবাদিতা। = **সচ্চবচন**।

সচ্চবাচা (স্ত্রী) সত্যবাক্য, সত্যকথা। = **সচ্চবজ্জ**।

সচ্চবাদিন (বিণ) (ব্যক্তি-সম্বন্ধে) সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, যে সত্যকথা বলে, (উক্তি সম্পর্কে) সত্যপূর্ণ, যথার্থ, বিশ্বাসযোগ্য। ⟹ **বাদিন**।

সচ্চবাদী (বিণ) সত্যবাদী। = **সচ্চবাদিন**। ⟹ **সচ্চবাদিন**।

সচ্চবিবট্ট—সত্য সম্বন্ধে উদ্‌ঘাটন, সত্য-সম্বন্ধীয় প্রচার।

সচ্চবুহয (বিণ) নাম অর্জিত, নামের উপযুক্ত। সূত্রনিপাতে এই শব্দটি বুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সচ্চসন্ধ (বিণ) সত্যসন্ধ, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, সত্যপূর্ণ, যথার্থ।

সচ্চ সম্মতা (স্ত্রী) জনপ্রিয় সত্য, যেই সত্যকে বহুলোক বিশ্বাস করে, সূত্র, অবধারিত মত, বচন, প্রবাদবাক্য।

সচ্চাধিট্‌ঠান (ক্লী) সত্যতায় অধিষ্ঠান, সত্যের উপর অবস্থান বা উপবেশন, সত্য-সম্বন্ধীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বা নির্ধারণ।

সচ্চানং চতুরোপদ—চারিপ্রকার মূল বিষয় সংবলিত সত্য। ⇒ **পদ** (১)।

সচ্চানং লক্খণ—সত্যসমূহের লক্ষণ। ⇒ **লক্খণ** (৪)।

সচ্চানুপট্টি = সচ্চানুপত্তি। ⇒ **সচ্চানুপত্তি**।

সচ্চানুপত্তি (স্ত্রী) সত্য-সম্বন্ধে বাস্তবে পরিণতি, সত্যের উপলব্ধি।

সচ্চানুবোধ (পুং) সত্যানুবোধ, সত্য সম্বন্ধে জাগরণ, সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা উপলব্ধি, সত্যধর্মের পুনঃপ্রাবল্য।

সচ্চানুরক্খণ (ক্লী) সত্যানুরক্ষণ, সত্যপালন, সত্য পালনে সতর্ক অবস্থান।

সচ্চাপেতি (ক্রি) ১ সত্যাবদ্ধ করা বা করানো, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। ২ সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, পূর্ণ করা, সমাধা করা, কার্যে পরিণত করা। (অতীত) **সচ্চাপেসি**। (অ-বিণ) **সচ্চাপিত**।

সচ্চাভিনিবেস—নিশ্চয়রূপে বা দম্ভের সহিত মত প্রকাশ করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছা। ইহা "**কাযগন্থ**" সমূহের মধ্যে একটি (সংযুক্ত নিকায়)।

সচ্চাভিসময (পুং) সত্য-সম্বন্ধে বোধশক্তি, বাস্তবতা সম্বন্ধে জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা।

সচ্চালিক (বিণ) [সচ্চ + অলিক] ⇒ **অলিক**।

সচ্চাববোধ [সচ্চ + অববোধ] সত্যজ্ঞান, সত্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, চারি আর্যসত্য প্রত্যক্ষ করণ, সত্যানুবোধ। ⇒ **অববোধ**।

সচ্চিক (বিণ) বাস্তব, অকাল্পনিক, স্থাবর, সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, ন্যায়পর, আসল, খাঁটি, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত। মহানির্দেশে ইহার বানান হইয়াছে "**সচ্ছিক**"।

সচ্চিকট্ঠ (পুং) [সচ্চিক + অট্ঠ] তথ্য, যাথার্থ্য, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, বাস্তব, বাস্তবতা, সত্তা, নিতান্ত সত্যতা। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় বলা হইয়াছে ইহা প্রায়শ "**পরমট্ঠ**" শব্দের সমার্থবাচক। Kern. Toev.-এ ইহার কাল্পনিক বা আজগুবি ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"পার্শ্বের দিকে টানিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ" অর্থাৎ "ভুল বুঝিয়াছে এরূপ"।

সচ্চেতি (ক্রি) "স্পর্শ করা" অর্থাৎ সমীপবর্তী হওয়া, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে গিয়া বলা; (কদাচিৎ) সহ গমন করা, সঙ্গে থাকা। (ভবিষ্যৎ কালে) **সচ্চেস্সতি**; অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**ঘট্টেস্সতি**" শব্দের পরিবর্তে ভুলবশত "সচ্চেস্সতি" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

সচ্ছন্দ (বিণ) স্বচ্ছন্দ, সুস্থ, স্বাধীন, স্বৈর, স্বেচ্ছানুবর্তী, অবাধিত, অযত্নজাত, স্বেচ্ছাচারী, একগুঁয়ে, উগ্রস্বভাব, উগ্রচিত্ত।

সচ্ছন্দিন (বিণ) = **সচ্ছন্দ**। ⇒ **সচ্ছন্দ**।

সচ্ছরুম সর ⇒ **কটসর**।

সচ্ছবীনি—অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই শব্দটি দৃষ্ট হয় "**সচ্ছবীনি মূলানি**" শব্দরূপে এবং ইহার অর্থ হয়—"কোনো চারা গাছ সমূলে উৎপাটন করিয়া পুনরায় অন্যত্র রোপণ করা"। (বিপ) **উন্মূল**। কিন্তু ইহা সন্দেহজনক, যেহেতু ইহা "**ছবি**" (ত্বক বা চামড়া অর্থে) শব্দকে বুঝায়।

সচ্ছিক (বিণ) = **সচ্চিক**। ⇒ **সচ্চিক**।

সচ্ছিকত (বিণ) সাক্ষাৎকৃত, প্রত্যক্ষকৃত, স্বয়ং দৃষ্ট, নিজের চোখে দেখিয়াছে এরূপ, সাধিত, কার্যে পরিণত, হৃদয়ঙ্গম কৃত, আদায়কৃত, লব্ধ, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, বহুদর্শী। ⇒ **সচ্ছিকরোতি**।

সচ্ছিকরণ (ক্লী) সাক্ষাৎকরণ, প্রত্যক্ষ দর্শন করণ, অনুভব করণ, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওন, সহ্যকরণ, ভোগ করণ, প্রত্যক্ষ দর্শনকর্ম, সাক্ষাতের কার্য, স্বয়ং দর্শন করণ, বাস্তবে পরিণতি, উপলব্ধি, আদায়করণ।

সচ্ছিকরণীয (বিণ) স্বয়ং দর্শন করিবার উপযুক্ত, প্রত্যক্ষ করিবার উপযুক্ত, সাধনার যোগ্য, কার্যে পরিণত করার উপযুক্ত, হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্য, আদায় বা লাভ করিবার উপযুক্ত, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করিবার যোগ্য, সাক্ষাৎ দর্শম করিবার যোগ্য, স্বয়ং দর্শনীয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে ইহা চতুর্বিধ উপায়ে হইয়া থাকে, যথা—**কায, সতি, চক্খু, পঞ্ঞা**। ⇒ **সচ্ছিকরোতি**।

সচ্ছিকরোতি (ক্রি) [সচ্ছি + √কর + ও] স্বয়ং দর্শন করা, সাক্ষাৎ দর্শন করা, নিজের চোখে দেখা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করা, নিজে অনুভব করা, নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, নিজে সহ্য করা, নিজে ভোগ করা। (অতীত) **সচ্ছিকরি, সচ্ছাকাসি**। (অ-বিণ) **সচ্ছিকত**। (ব-বিণ) **সচ্ছিকরোন্ত**। (ভবিষ্যতে) **সচ্ছিকরিস্সতি, সচ্ছি বা করিস্সতি** (মধ্যম নিকায়)। (ভ-বিণ) **সচ্ছিকরণীয, সচ্ছিকাতব্ব**। (ক্রি-বি) **সচ্ছিকত্বা, সচ্ছিকরিত্বা**। (তুম) **সচ্ছিকাতুং, সচ্ছি করিতুং**।

সচ্ছিকিরিযা (স্ত্রী) সাক্ষাৎকরণ। = **সচ্ছিকরণ**।

সজতি (ক্রি) [√সজ + অ] ১ ঢিলা করিয়া দেওয়া, প্রেরণ করা, পাঠানো, প্রক্ষেপ করা, ছোঁড়া, কোনো সংবাদ বা সংবাদবাহক প্রেরণ করা, ত্যাগ করা, বিদায় করা, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা। (পঞ্চমী) **সজাহি**। (অ-বিণ) **সট্ঠ** (⇒ **বিসসট্ঠ**)। (তুম) **সট্ঠুং**।

(করণে) সজ্জেতি; "সজ্জেতি" শব্দের পরিবর্তে আমরা "সঞ্জিতর" শব্দের "সঞ্জেতি" শব্দও দেখিতে পাই। ২ আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। (জাতক) উদকং সজতি—"জলে অবতরণ করা"-এর পরিবর্তে কবিতায় বলা হইয়াছে "জলকে আলিঙ্গন করা"; (সাহিত্যে) সজাতি; = অভিসিঞ্চতি; অত্তনো উপরি সজতি [অর্থাৎ সজতি (১)] অবভুক্কিরতি। (পঞ্চমী সজ। (অতীত) সজি। (ব-বিণ) সজমান। (ক্রি-বি) সজিত্বা।

সজন (পুং) স্বজন, নিজের মানুষ, আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব। = সপরিজনং। (ক্লী) আলিঙ্গন। = পরিস্সজন।

সজল (বিণ) সজল, পাতলা, স্বচ্ছ, পানসে, বিস্বাদ, জলপূর্ণ, জলময়, নিস্তেজ, জলের মত, অশ্রুপূর্ণ, ভিজা, সিক্ত। (ক্লী) জল, নদী, সমুদ্র, হ্রদ, জলাশয়, জলরাশি, মূত্র, প্রস্রাব, হীরকাদির প্রভা, জোয়ারের অবস্থা, কোনো পদার্থের জলে দ্রবণ।

সজলদ (বিণ) জলদ, জলদাতা, জলপ্রদানকারী, (বাতাস সম্বন্ধে) জল আনয়নকারী বা বর্ষণকারী। (পুং) মেঘ, জলধর।

সজলধর (বিণ) জলধর, জলধারী। (পুং) জলধর, মেঘ, সমুদ্র।

সজাতি (স্ত্রী) স্বজাতি, এক জাতি, এক গোত্র, সমান শ্রেণী। (জাতক) সজাতিপুত্ত—স্বজাতির পুত্র, এক বংশজপুত্র।

সজাতিক (বিণ) স্বজাতীয়, এক গোত্রজ, একবংশের, একজাতীয়, এক ধর্মাক্রান্ত, এক শ্রেণীভুক্ত, একবিধ, সদৃশ, তুল্য।

সজাতিপুত্ত (পুং) ⟹ সজাতি।

সজিতর (পুং) = সঞ্জিত্তর। ⟹ সঞ্জিতর।

সজীব (বিণ) সজীব, জীবিত, যাহার জীবন আছে, জীবন্ত। (পুং) মন্ত্রী, রাজমন্ত্রী, প্রধান সচিব। = অমচ্চ (জাতক অর্থকথা)।

সজীবন = সজীবান। ⟹ সজীবান।

সজীবান (ক্লী) সঞ্জীবন, একইরূপে জীবনধারণ। (বি-ভা) কিংসু কম্মে সজীবান "কাজের মধ্যে একইরূপে জীবনধারণ কিরূপ?" অর্থাৎ কি কাজ বা কি ব্যবসায় করিয়া জীবনধারণ কর? ইহা "জীবান" শব্দের সমার্থবাচক; Mrs. Rhys. Davids ভুলবশত সম্বন্ধ পদের বহুবচনে ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "কাজের মধ্য দিয়া মানুষের পুত্র কাহারা হইতে পারে?" বুদ্ধঘোষের ভুল অনুবাদ, যথা—কম্মেন সহ জীবন্তানং কম্মদুতিযকখ নাম হোন্তি।

সজোতিভূত (বিণ) আগুন লাগাইয়া বা জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, আগুন জ্বালাইয়া, অগ্নির সহিত, জ্বলন্ত, অগ্নিবৎ, উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট, অতিশয় উত্তেজিত, অত্যন্ত উত্তপ্ত, অত্যন্ত উত্তাপজনিত লালবর্ণ, দীপ্ত হইয়া, উজ্জ্বল হইয়া। ⟹ জোতি (পুং)।

সজ্জ (বিণ) সজ্জ, সজ্জিত, সাজানো, ভূষিত, সন্নদ্ধ, সন্নাহ বিশিষ্ট, প্রস্তুত, উৎসুক, ইচ্ছুক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সমুপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতি। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ধনু সম্বন্ধে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "জ্যা সহ ধনু প্রস্তুত।"

সজ্জক (বিণ) = সজ্জ। ⟹ সজ্জ। গমন সজ্জক—গমনের জন্য প্রস্তুত।

সজ্জতি (ক্রি) [√সজ + য] ১ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। (অতীত) সজ্জি; (মধ্যম পুরুষ একজন) সজ্জিত্থো, অসজ্জিত্থো। (ব-বিণ) সজ্জমান। ২ সঙ্কোচিত হওয়া, সন্দিগ্ধ হওয়া, ইতস্তত করা। (তুলনীয়) অভিসজ্জতি, বিসজ্জতি, সঞ্জতি। (অ-বিণ) সট্ঠ, সত্ত (১)। (ক্রি-বি) সজ্জিত্বা।

সজ্জন (ক্লী) মণ্ডিতকরণ, সজ্জিত করণ, ভূষিত করণ, প্রস্তুত করণ, আসক্তি, যোগ, ক্রোক, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, সাজ, ভূষণ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত। (পুং) সজ্জন, সাধু, সুজন, সৎব্যক্তি, ধার্মিক লোক, সৎপুরুষ।

সজ্জমান (বিণ) আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত। ⟹ সজ্জতি (১)

সজ্জা (স্ত্রী) সজ্জা, আসন, বেঞ্চ, চৌকি, পিঁড়ি প্রভৃতি বসিবার জায়গা বা আসন, স্থান, অবস্থান, বাসস্থান, আবাস, পল্লীগৃহ, ক্ষমতার স্থল, শয্যা, পালঙ্ক, আরামকেদারা-বিশেষ।

সজ্জাপেতি (ক্রি) প্রদত্ত হওয়ার কারণ করা, দিবার কারণ করা, দেওয়ানো, প্রস্তুত করানো, দান করানো। ⟹ সজ্জেতি।

সজ্জিত (বিণ) সজ্জিত, ভূষিত, সাজানো, আয়োজিত, সন্নদ্ধ, বর্মিত, বহির্গত, নির্গত, উৎপন্ন, সমাপ্ত, প্রেরিত, প্রকাশিত, জনসমাজে প্রচলিত, প্রক্ষিপ্ত, বিদায় কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপিত, প্রস্তুত, প্রস্তাবিত, দেখাইতে চেষ্টিত, উপহার প্রদত্ত, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত, দিতে ইচ্ছুক, ঘটিত, (বিনয়) সুখী বা সুখযুক্ত (= সুখিত); (মিলিন্দ প্রশ্নে ধনুর তীর সম্বন্ধে) ছোঁড়া হইয়াছে এরূপ। ⟹ সজ্জেতি। (ক্লী) উপহার, বলি, নৈবেদ্য, প্রদান, প্রস্তাবন।

সজ্জিতর = সঞ্জিতর। ⟹ সঞ্জিতর।

সজ্জু (ক্রি-বিণ) ১ তখনই, দ্রুতবেগে, অতি দ্রুত, মুহূর্তের মধ্যে, সত্বর, অবিলম্বে, বেগে, দ্রুত, শীঘ্র, গতিবেগে, দ্রুত গমনে, একই মুহূর্তে। ২ নূতনভাবে, নব্যরূপে, আধুনিকভাবে, সম্প্রতি, অল্পকাল পূর্বে, তাজা, সদ্য। (ধর্মপদ) সজ্জুখীর—সদ্যদুধ।

সজ্জুকং (ক্রি-বিণ) ১ দ্রুতবেগে। ২ নূতনভাবে। = সজ্জু।

সজ্জুখীর ⇒ সজ্জু (২)।

সজ্জুলস (পুং) ধুনা, রজন।

সজ্জেতি (ক্রি) [√সজ্জ + এ] প্রেরণ করা, পাঠানো, কোনো সংবাদ বা সংবাদ বাহক প্রেরণ করা, প্রক্ষেপ করা, ছোঁড়া, প্রস্তুত করা, সংগ্রহ করা, সাজানো, সজ্জিত করা, দান করা, প্রদান করা, দেওয়া, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনাসামনি থাকা, উপযুক্ত করা বা হওয়া, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা বা হওয়া, ভূষিত করা, পদক ইত্যাদি সম্মানজনক চিহ্নে ভূষিত করা। (ধর্মপদ-অর্থকথা) **দানং সজ্জেতি**—দানীয় বস্তু দান করা বা দান করিবার জন্য সজ্জিত করা। (জাতক) **পাথেয্যং সজ্জেতি**—পাথেয় বা পথের জন্য খাদ্য সম্ভার প্রস্তুত করা; **গেহে সজ্জেতি**—গৃহ সজ্জিত করা, গৃহ নির্মাণ করা; **নাটকানি সজ্জেতি**—পেশাদারি নর্তক-নর্তকীর ধারাবাহিক নৃত্যানুষ্ঠানের শৃঙ্খলা করা, নর্তক-নর্তকীগণকে সজ্জিত করা; **যঞ্ঞং সজ্জেতি**—যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা বা অনুষ্ঠান করা; **ধম্মসভং সজ্জেতি**—ধর্মসভার জন্য হল বা বড় খোলা ঘর সজ্জিত বা প্রস্তুত করা; **নগরং সজ্জেতি**—নগর বা শহর সজ্জিত করা; **পণ্ণাকারণং সজ্জেতি**—উপহার প্রেরণ করা। (তুলনীয়) **বিস্‌সজ্জেতি**। (অতীত) **সজ্জেসি**। (ব-বিণ) **সজ্জেন্ত**। (ক্রি-বি) **সজ্জেত্বা, সজ্জিয**। (করণে) **সজ্জাপেতি**।

সজ্ঝ (ক্লী) রৌপ্য, চাঁদি। = **সজ্ঝু**।

সজ্ঝকার (পুং) রৌপ্যকার, সেকরা।

সজ্ঝায (পুং) অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস, পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, গবেষণা, পাঠাগার, চিত্রকর প্রভৃতির কার্যের নমুনা, পুনরুক্তি, পুনরাবৃত্তি, পাঠ, আবৃত্তি, পূর্বাভিনয়, মহলা, মহড়া। (তুলনীয়) **অজ্ঝযন, অজ্ঝাযক**। (দীর্ঘনিকায়) **সজ্ঝাযং করোতি**—অধ্যয়ন করা।

সজ্ঝাযতি (ক্রি) [সং + √ঝা + য] আবৃত্তি করা, পুনরাবৃত্তি করা, মহলা বা মহড়া দেওয়া, বর্ণনা করা, মুখস্থ বলা, পুনর্বার বলা বা করা, পাঠ করা, অধ্যয়ন করা, মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা, পরীক্ষা করা, মনোনিবেশ করা, অভ্যাস করা, কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তা করা। ⇒ **অধিযতি**। (অতীত) **সজ্ঝাযি**। (অ-বিণ) **সজ্ঝাযিত**। (ব-বিণ) **সজ্ঝাযন্তো, সজ্ঝাযমান**। (ক্রি-বি) **সজ্ঝাযিত্বা, সজ্ঝায**। (করণে) **সজ্ঝাপেতি, সজ্ঝাযাপেতি**।

সজ্ঝাযনা (স্ত্রী) আবৃত্তি, প্রকাশ্যে পাঠ, অধ্যয়ন বিদ্যাভ্যাস পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, গবেষণা, পাঠাগার, চিত্রকর প্রভৃতির কার্যের নমুনা।

সজ্ঝাপেতি (ক্রি) পড়ানো, পড়িবার কারণ করা, শিক্ষা দেওয়া। ⇒ **সজ্ঝাযতি**।

সজ্ঝাযাপেতি (ক্রি) = **সজ্ঝাপেতি**। ⇒ **সজ্ঝাপেতি**।

সজ্ঝু (ক্লী) রৌপ্য। = **সজ্ঝ**।

সজ্ঝুময (বিণ) রৌপ্যময়, রৌপ্যনির্মিত, চাঁদি দ্বারা প্রস্তুত।

সঞ্ঞলহ (বিণ) = **সংযূলহ**। ⇒ **সংযূলহ**।

সঞ্চয (পুং) সঞ্চয়, সংগ্রহ, পুঁজি, সমূহ, রাশি, রাশীকরণ, সংগৃহীত পদার্থ নিচয়, পরিমাণ, মাত্রা, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা। **অট্‌ঠি সঞ্চয**।

সঞ্চযতি (ক্রি) = **সঞ্চিনাতি**। ⇒ **সঞ্চিনাতি**।

সঞ্চর (পুং) সঞ্চর, সেতু, সাঁকো, স্থান, পথ, রাস্তা, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, চলন, গমন, পার হওন, প্রবেশ পথ, গমনাধিকার, বিধিবদ্ধ করণ, (গাড়ির) ভাড়া, পর্যটন, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ, মধ্যবর্তী স্থান বা পরিমাণ, মধ্যবর্তী উপায়াদি, যোগসূত্র, মাধ্যম।

সঞ্চরণ (ক্লী) ১ সঞ্চরণ, ইতস্তত ভ্রমণ, অর্থহীন ভ্রমণ, (রোগে) এলোমেলো কথা বা প্রলাপ বকা, অধিবেশন, সভা, বৈঠক, সম্মেলন, জনতা, সঙ্গম, সভা বা সম্মেলন স্থান। ২ = **সঞ্চারণ**। ⇒ **সঞ্চারণ**।

সঞ্চরতি (ক্রি) [সং + √চর + অ] ১ প্রবৃত্ত হওয়া, এদিক ওদিক যাওয়া, ইতস্তত গমন করা, ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, পথ হারানো, বিভ্রান্ত হওয়া, প্রস্থান করা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া। ২ প্রায়ই যাতায়াত করিয়া সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করা, সম্মুখীন হওয়া, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া অতিক্রম করিয়া, একত্রে মিলিত হওয়া, অভ্যর্থনা করা, মেটানো, স্পর্শ করা, সংস্পর্শে আসা, সংযোগ করা, সংযুক্ত করা, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া, (ফাঁদ বা জালের ফাঁস সম্বন্ধে) একসঙ্গে আসা। ৩ স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, দোলানো, দোল দেওয়া, দোদুল্যমান হওয়া, কম্পিত হওয়া। ৪ চলা, বিচরণ করা, ভ্রমণ করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া, প্রচলিত হওয়া, ঘটা, প্রবাহিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অতিবাহিত হওয়া, গত হওয়া, উপেক্ষিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, মনোনীত হওয়া, প্রাপ্য হওয়া, মরিয়া যাওয়া, অতিবাহিত করা, যাপন করা, অগ্রাহ্য করা, উপেক্ষা করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, (উৎকর্ষে) অতিক্রম করা, বিধিবদ্ধ করা, চালু করা, অনুমোদন করা, প্রেরণ করা, প্রচার করা, বলা, (পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হওয়া, চালিত করা, বলপূর্বক প্রবিষ্ট করানো। (অতীত) **সঞ্চরি**। (অ-বিণ) **সঞ্চরিত**। (ব-বিণ) **সঞ্চরন্ত**।

(ক্রি-বি) **সঞ্চরিত্বা**। (করণে) **সঞ্চারেতি, সঞ্চরাপেতি**।

সঞ্চরাপেতি (ক্রি) যাওয়ার কারণ করা, চালানো, বিকীরণ করানো, নির্গত করানো, নিঃসরণ করানো; (বিশুদ্ধিমার্গ) কোনো বিষয় লইয়া কাহারও মনে মনে অধিক্ষণ আলোচনা করানো। ⟹ **সঞ্চরতি**।

সঞ্চরিত (বিণ) সঞ্চরিত, প্রচলিত, প্রস্থিত, গত। ⟹ **সঞ্চরতি**।

সঞ্চরিত্ত (ক্লী) ১ সম্মুখ দিকে এবং বিপরীত (পশ্চাৎ) দিকে গমন, দুইয়ের মধ্যে গমন স্বরূপ কার্যকরণ। ২ পত্র লেখালেখি, সম্পর্ক, সংস্রব, সংসর্গ, যৌন-সংসর্গ।

সঞ্চলতি (ক্রি) [সং + √চল + অ] অস্থির হওয়া, চঞ্চল হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, কম্পিত হওয়া। (অতীত) **সঞ্চলি**। (অ-বিণ) **সঞ্চলিত**। (করণে) **সঞ্চালেতি**।

সঞ্চলন (ক্লী) বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ।

সঞ্চলিত (বিণ) কম্পিত। ⟹ **সঞ্চলতি**।

সঞ্চার (পুং) ১ সঞ্চার, গতি, বৃদ্ধি, গমন, প্রস্থান, চলন, বিভ্রান্ত হওন, ঘোড়ায় চড়িবার বা চলিবার জন্য জমির অবস্থা, ভ্রমণ করণ, ঘুরিয়া বেড়ানো, মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থা, বিচলন, চলনভঙ্গি, সঙ্গীতাংশ, আন্দোলন, পার হওন, পর্যটন, গতিবিধি, মধ্য দিয়া অতিক্রম। ২ প্রবেশপথ, রাস্তা, পথ, গমনাধিকার, বিধিবদ্ধ করণ, (গাড়ির) ভাড়া, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ।

সঞ্চারণ (ক্লী) সঞ্চারণ, বিচলিত করণ, নড়িবার বা কাজ করিবার কারণ করণ, গমন, চলন, কম্পন।

সঞ্চারিষ = **সঞ্জাদিষ**। ⟹ **সঞ্জাদিষ**।

সঞ্চারেতি (ক্রি)সঞ্চার করা, নড়ানো, অগ্রসর করা, এদিক ওদিক নড়িবার কারণ করা, স্থানান্তরিত হইবার কারণ করা, বিচলিত করা। ⟹ **সঞ্চরতি**। (অতীত) **সঞ্চারেসি**। (অ-বিণ) **সঞ্চারিত**। (ক্রি-বি) **সঞ্চারেত্বা**।

সঞ্চালেতি (ক্রি) নাড়া, নাড়া ঝাড়া করা, কম্পিত করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা। ⟹ **সঞ্চলতি**।

সঞ্চিকখ = **পস্সিত্বা**। ⟹ **পস্সিত্বা**। = **দিস্বা**। ⟹ **পস্সতি, দিস্সতি, অভিসমিকখতি**।

সঞ্চিচ্চ (ক্রি-বিণ) বিভিন্নরূপে, পৃথকভাবে, পার্থক্য করিয়া, প্রভেদ করিয়া, মতলব আঁটিয়া, ইচ্ছাপূর্বক, সংকল্প অনুযায়ী, পরিকল্পনা অনুসারে, অভিপ্রায় মতে।

সঞ্চিত (বিণ) সঞ্চিত, সংগৃহীত, সঞ্চয় করা, সম্ভৃত, রাশীকৃত, পরিপূর্ণ। ⟹ **সঞ্চিনাতি**।

সঞ্চিনন (ক্লী) রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থ নিচয়।

সঞ্চিনাতি (ক্রি) [সং + √চি + না] রাশীকৃত করা বা হওয়া, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা অধিক হওয়া, জমানো। (তুলনীয়) **অভিসঞ্চিনাতি**। (অতীত) **সঞ্চিনি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞং সঞ্চিনি**; (বহুবচনে) **সঞ্চিনিমহ**। (অ-বিণ) **সঞ্চিনন্ত, সঞ্চিযন্তো**। (ক্রি-বি) **সঞ্চিনিত্বা**।

সঞ্চিনিম্হ ১ (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, উত্তম পুরুষ বহুবচন) সঞ্চয় করিব। = **সংহেরিম্হ** (⟹ **সংহরতি**)। ২ (অতীত ক্রিয়া, বহুবচন) ⟹ **সঞ্চিনাতি**।

সঞ্চিন্তেতি (ক্রি) বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, নকশা করা, অভিসন্ধি করা, মনে মনে অঙ্কন করা, উপায় বা পথ আবিষ্কার করা। (সপ্তমী) **সঞ্চিন্তযে**। (অতীত) **সমচেতযি, সমচিন্তেসুং**।

সঞ্চুণ্ণ (বিণ) ভগ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ, নিংড়ানো, পেষিত, দমিত, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবিষ্ট, খণ্ড খণ্ড করিয়াছে বা হইয়াছে এরূপ, চূর্ণ, বিধ্বংসিত।

সঞ্চুণ্ণিত (বিণ) চূর্ণকৃত, পেষিত, দমিত, ভঙ্গকৃত, নিংড়ানো, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবিষ্ট। ⟹ **সঞ্চুণ্ণেতি**।

সঞ্চুণ্ণেতি (ক্রি) [সং + √চুণ্ণ + এ] ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, চূর্ণ করা বা হওয়া, চূর্ণীকৃত করা বা হওয়া, গুঁড়া করা, লবণ ছিটাইয়া দেওয়া। = **পপোঠেতি**। ⟹ **পপ্পোঠেতি**। (সপ্তমী) **সঞ্চুণ্ণেয্য**। (অতীত) **সঞ্চুণ্ণেসি**। (অ-বিণ) **সঞ্চুণ্ণিত**। (ক্রি-বি) **সঞ্চুণ্ণেত্বা**।

সঞ্চেতনা (স্ত্রী) সঞ্চেতনা, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তা পদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ব বোধ, সংকল্প, পরিকল্পন, গভীর চিন্তা, জ্ঞান, বোধশক্তি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অবগতি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তসঞ্চেতনা, পরসঞ্চেতনা**। (সংযুক্ত নিকায়) **মনোসঞ্চেতনা**। (ধর্মসঙ্গণী) ছয় প্রকার "**সঞ্চেতনা**" অর্থাৎ সংবেদজ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, যথা—**রূপ-সঞ্চেতনা, সদ্দসঞ্চেতনা**, ইত্যাদি। পুনশ্চ ত্রিবিধ "**সঞ্চেতনা**", যথা—**কাযসঞ্চেতনা, বচী সঞ্চেতনা, মনোসঞ্চেতনা**।

সঞ্চেতনিক (বিণ) অভিপ্রেত, ইচ্ছাকৃত, সংকল্পিত।

সঞ্চেতনিক কম্ম ⟹ **কম্ম** (৩)।

সঞ্চেতযিতত্ত (ক্লী) প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ, নিন্দা।

সঞ্চেতেতি (ক্রি) [সং + √চিত + এ] বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, পথ বা উপায় আবিষ্কার করা।

= **সঞ্চিন্তেতি**। (অতীত) **সঞ্চেতেসি**। (ক্রি–বি) **সঞ্চেতেত্বা**।

সঞ্চোদতি (ক্রি) উত্তেজিত করা, উস্কাইয়া দেওয়া, প্রণোদিত করা, প্ররোচিত করা, প্রবৃত্ত করা। (অ–বিণ) **সঞ্চোদতি**।

সঞ্চোদিত (বিণ) উত্তেজিত, প্রণোদিত, প্ররোচিত, প্রবৃত্ত করা হইয়াছে এরূপ, উত্তেজিত করা হইয়াছে এরূপ, উস্কাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সঞ্চোদিত**।

সঞ্চোদিত মানস (বিণ) মনে মনে উত্তেজিত বা প্রণোদিত। ⟹ **মানস** (বিণ)।

সঞ্চোপ (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সঞ্চোপতি**।

সঞ্চোপতি (ক্রি) স্থানান্তরিত করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, সরা, নড়া, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া। (অতীত) **সমচোপি** (সাহিত্যে ইহার পাঠ "**সমধোসি, সমঞ্চোপি**") **সঞ্চকে**—সে শয্যা হইতে উত্থিত হইল বা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল (সংযুক্ত নিকায়), **সঞ্চোপ** (জাতক সাহিত্যে "**সঞ্চেসুং আসনা**"; জাতক অর্থকথায় "**চলিংসু**")।

সঞ্চোপন (ক্লী) স্পর্শ করণ, ধারণ করণ। = **পরামসনং নাম ইতো চ–ইতো চ**।

সঞ্চোপনা (স্ত্রী) = **সঞ্চোপন**। ⟹ **সঞ্চোপন**।

সঞ্ছন্ন (বিণ) আবৃত, আচ্ছন্ন, ছাউনি দেওয়া, আচ্ছাদিত, সমাচ্ছন্ন, ঢাকা, আবরিত, পরিপূর্ণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সঞ্ছন্ন পত্ত; পুপ্ফ সঞ্ছন্ন**—পুষ্পে পরিপূর্ণ। (পেতবত্থুতে পুকুর সম্বন্ধে) **পদুম সঞ্ছন্ন**—পদ্মফুলে সমাচ্ছন্ন বা আচ্ছাদিত। ⟹ **সঞ্ছাদেতি**।

সঞ্ছন্ন পত্ত—পত্র বা পাতায় পরিপূর্ণ। ⟹ **সঞ্ছন্ন**।

সঞ্ছবিন (বিণ) সুষ্ঠু বা সুন্দর চর্মযুক্ত (?)। এই শব্দটি মধ্যম নিকায়ে দৃষ্ট হয়। Rhys. Davids. এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিন্তু নীরব।

সঞ্ছাদিত (বিণ) আচ্ছাদিত। = **সঞ্ছন্ন**। ⟹ **সঞ্ছাদেতি**।

সঞ্ছাদেতি (ক্রি) [সং + √ছাদ + এ] আবৃত করা, আবরিত করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, খড় প্রভৃতি দিয়া বাসস্থান ছাওয়া। (অতীত) **সঞ্ছাদেসি**। (অ–বিণ) **সঞ্ছন্ন, সঞ্ছাদিত**। (ক্রি–বি) **সঞ্ছাদেত্বা**।

সঞ্ছিন্দতি (ক্রি) [সং + √ছিদ + ং + অ] কাটা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পর বিভক্ত হওয়া, মর্মবেদনা দেওয়া, বিভাগ করা, কাটিয়া কমানো, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। (সপ্তমী) **সঞ্ছিন্দেয্য**। (অতীত) **সঞ্ছিন্দি**। (অ–বিণ) **সঞ্ছিন্ন**। (ক্রি–বি) **সঞ্ছিন্দিত্বা**।

সঞ্ছিন্ন (বিণ) নষ্ট, বিনষ্ট, ছিন্ন। ⟹ **সঞ্ছিন্দতি**। (বিনয়ে কঠিন চীবর সম্বন্ধে) **সঞ্ছিন্ন সমণ্ডলিকত**। (যৌগিকে) **সঞ্ছিন্ন পত্ত** (সূত্রনিপাত); (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **সংসীন পত্ত**। চুল্লনিদ্দেসে কিন্তু একই পাঠের বর্ণনায় "**বহল–পত্ত–পলাস সণ্ডচ্ছায়া**"—ঘন ও নিবিড় পত্রযুক্ত পল্লব আছে এমন; আবার বিমানবত্থু অর্থকথায় "**সঞ্ছিন্ন (সংসীন) পত্ত**" শব্দের ঐ একই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; এইরূপে এই অর্থে "**সঞ্ছন্ন**" শব্দও গ্রহণ করিতে পারা যায়। সূত্রনিপাত অর্থকথায়ও "**সঞ্ছন্ন**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

সঞ্ছিন্ন পত্ত (বিণ) ছিন্নপত্র, পত্রহীন, যেই গাছের পাতাগুলি নষ্ট হইয়াছে বা ঝড়িয়া গিয়াছে, পাতাঝড়া। ⟹ **সঞ্ছিন্ন**। (স্ত্রী) ঝড়িয়া পড়া পাতা, বিনষ্ট পাতা। ⟹ **পত্ত** (১খ)।

সঞ্জগ্ঘতি (ক্রি) [সং + √জগ্ঘ + অ] হাস্য করা, হাসিয়া প্রকাশ করা, বিদ্রূপ করা, কৌতুক করা, রসিকতা করা, তামাশা করা। (অতীত) **সঞ্জগ্ঘি**। (ক্রি–বি) **সঞ্জগ্ঘিত্বা, সঞ্জগ্ঘন**।

সঞ্জগ্ঘন (ক্লী) হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, কৌতুক, তামাশা, রসিকতা। (ক্রি–বি) হাসিয়া, বিদ্রূপ করিয়া। ⟹ **সঞ্জগ্ঘতি**।

সঞ্জতি (ক্রি) এই শব্দটি "**সজতি** (১)" শব্দের অনুরূপ, কিন্তু সংস্কৃতে "**সঞ্জ**" = **সজ্জতি** (ঝুলানো, আটকানো, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা অর্থে)। √**সঞ্জ** ধাতুর মধ্যে "**আলিঙ্গন**" [= **সজতি** (২)], "**বিস্সগ্গ**" [= **সজতি** (১)] এবং "**নিস্মান**" (= **সজ্জেতি**) শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

সঞ্জনতি (ক্রি) [সং + জনতি] জন্ম হওয়া, জন্মগ্রহণ করা। (অ–বিণ) **সঞ্জাত**। (ক্রি–বি) **সঞ্জনযিত্বান**। (কর্মবাচ্যে) **সঞ্জাযতি**। (করণে) **সঞ্জনেতি**।

সঞ্জনন (ক্লী) জননকার্য, উৎপাদন, উৎপন্ন করণ, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম, রচনা। (বিণ) জন্ম দেওয়া হয় এরূপ, উৎপাদন করা হয় এরূপ, বাড়ানো হয় এরূপ।

সঞ্জননী (স্ত্রী) পূর্ব পুরুষ পরম্পরা জন্ম, পূর্বপূর্ব কর্ম বা তৃষ্ণা অনুরূপ উৎপত্তি (এইখানে **তণ্হা**"–এর সহিত অভিন্ন)।

সঞ্জনেতর (পুং) জনক, যেই ব্যক্তি জন্ম দেয়, যেই ব্যক্তি উৎপাদন করে বা বাড়ায়, উৎপাদনকারী।

সঞ্জনেতা (পুং) = **সঞ্জনেতর**। ⟹ **সঞ্জনেতর**।

সঞ্জনেতি (ক্রি) [সং + √জন + এ] উৎপাদন করা, ঘটানো, জন্মানো, হাজির করা, উৎপন্ন করা, বাড়ানো, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, জন্ম দেওয়া, প্রসব করা। (অতীত) **সঞ্জনেসি**। (অ–বিণ) **সঞ্জনিত**। (ক্রি–বি) **সঞ্জনেত্বা**।

সঞ্জন্তরি—এই শব্দটি দৃষ্ট হয় "**সঞ্জন্তরিং করোতি**"

এতে, কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় স্পষ্ট নহে এবং মনে হয় ইহার অর্থ হইতে পারে— "বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা, উত্যক্ত করা, আঁচড়াইয়া সাফ করা, অপব্যবহার করা, গালাগালি দেওয়া, নিয়ম ভঙ্গ করা, বিকৃত করা"; দীর্ঘনিকায়ে "**সঞ্জন্তরিযং**" শব্দ দ্রষ্টব্য। সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—"**সন্তরিতং নিরন্তরং ফুটং অকংসু, উপরি বিজ্ঝিংসূ'তি**" অর্থাৎ ক্রমাগত স্পর্শকরণ (অথবা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কনুই দিয়া ধাক্কা মারা); এখানে "**ফুট = ফুট্ঠ**" অথবা "**ফোটিত**"।

সঞ্জাত (বিণ) ১ সঞ্জাত, জাত, উৎপাদিত, উৎপন্ন, হইয়াছে এরূপ, বর্ধিত, উন্নত, উত্থিত, জন্ম হইয়াছে এমন, আবির্ভূত। ⟹ **সঞ্জাযতি, সঞ্জনতি**। (ধর্মসঙ্গণী) **সঞ্জাত ভূত**। ২ পরিপূর্ণ, বাড়ন্ত, বয়স্ক, অবস্থা প্রাপ্ত হয় এরূপ। (সূত্রনিপাত) **সঞ্জাতক্খন্ধ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সঞ্জাত গারব; সঞ্জাত পসাদ**। ৩ স্বজাতির, সবংশের। (তুলনীয়) **সজাতি**।

সঞ্জাতক্খন্ধ (বিণ) পরিপূর্ণ স্কন্ধযুক্ত। = **সুসণ্ঠিতক্খন্ধ**। ⟹ **সঞ্জাত** (২)।

সঞ্জাত গারব (বিণ) গৌরবপূর্ণ, সম্মানপূর্ণ। ⟹ **সঞ্জাত** (২)।

সঞ্জাতপসাদ (বিণ) আনন্দপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ, প্রসাদপূর্ণ। ⟹ **সঞ্জাত** (২)।

সঞ্জাতি (স্ত্রী) [সং + জাতি] জন্ম, প্রসব, উৎপত্তি, আদি, কুল, বংশ, বংশমর্যাদা, সম্ভ্রান্ত বংশ, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, ফল, পরিণাম, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, গোড়াপত্তন, আয়, কৃষিজাত দ্রব্য।

সঞ্জাদিয (ক্লী) কুঞ্জবন, তরুবীথি, বন, অরণ্য, কাষ্ঠ, অরণি। = **সঞ্চারিয**।

সঞ্জানতি (ক্রি) বিশেষরূপে জানা, স্বীকার করিয়া নেওয়া।

সঞ্জানন (ক্লী) জানন, জ্ঞাত হওন, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করণ, অনুভব করণ, মনোমধ্যে গ্রহণকরণ, বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ববোধ, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা। ধর্মসঙ্গণীতে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"গুণ বা লক্ষণ" যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বিখ্যাত হইয়া থাকেন।

সঞ্জাননা (স্ত্রী) = **সঞ্জানন**। ⟹ **সঞ্জানন**। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"মনোযোগ দিয়া জ্ঞাত হওয়ার কার্য"।

সঞ্জানাতি (ক্রি) [সং + √ঞা + না] ১ চিনিতে পারা, চেনা, স্বীকার করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, মনের মধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা, জানা, জানিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, অবগত হওয়া। = **সংজানাতি**। ২ বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, অনুমান করা, মনে করা, তর্কে স্বীকার করা, ধরিয়া লওয়া, "ধর যদি"—এইরূপ বুঝাইতে, অর্থ প্রকাশ করা, বুঝায়। ৩ নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, আখ্যাত করা, উল্লেখ করা, নিয়োগের জন্য নাম দেওয়া, অবজ্ঞাজনক নাম দেওয়া, ঘৃণাব্যঞ্জক বা ব্যঙ্গসূচক নাম দেওয়া। (অতীত) **সঞ্জানি**। (অ-বিণ) **সঞ্ঞঞাত**। (ব-বিণ) **সঞ্জানন্ত**। (ক্রি-বি) **সঞ্জানিত্বা, সঞ্ঞঞত্বা, সঞ্ঞঞায**। (করণে) **সঞ্ঞঞাপেতি**।

সঞ্জানিতত্ত (ক্লী) জানিয়াছে বা জ্ঞাত হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

সঞ্জানেতর (পুং) জ্ঞাত ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি জানিয়াছেন বা জ্ঞাত হইয়াছেন। ইহার পাঠ "**সঞ্জনেতা**" হইবে।

সঞ্জাযতি (ক্রি) [সং + √জন + য] জন্ম হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, বর্ধিত হওয়া, প্রসব হওয়া। (অতীত) **সঞ্জাযি**। (অ-বিণ) **সঞ্জাত**। (ব-বিণ) **সঞ্জাযমান**। (ক্রি-বি) **সঞ্জাযিত্বা**।

সঞ্জিণ্ণ (বিণ) [সং + জিণ্ণ] জীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত, হ্রাসপ্রাপ্ত, অবনতি ঘটিয়াছে এরূপ, পচন ধরিয়াছে এরূপ।

সঞ্জিতর (পুং) স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিটি স্বাভাবিক আবাস বা বিচরণ স্থল অথবা নির্দেশিত স্থান বা পদ নির্দিষ্ট করিয়া দেয় অথবা প্রাসঙ্গিক বোধে উল্লেখ করে, যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিটি অবস্থিতি স্থান বা আড্ডার দিকে নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

সঞ্জীবন (বিণ) [সং + জীব] সঞ্জীবন, জীবিতকারী, জীবিত করে এরূপ, পুনর্বার বাঁচাইয়া তোলে এরূপ, জীবন দানকারী, পুনর্জীবিত করে এরূপ, পুনর্জীবন প্রদান করে এরূপ। (অপাদান) **পুত্তসঞ্জীবন**।

সঞ্ঝা (স্ত্রী) সন্ধ্যা, দিবা-রাত্রির মিলনকাল, সন্ধ্যাকাল, জীবনের শষ ভাগ।

সঞ্ঝাঘন (পুং) সন্ধ্যাকালীন মেঘ।

সঞ্ঝাতপ (পুং) [সঞ্ঝা + আতপ] সন্ধ্যাকালীন সূর্য।

সঞ্ঞঞ—এই শব্দটি শব্দাংশ-বিশেষ। ইহার বানান প্রায়শ "**সংয**", অথবা "**সংয**" শব্দাংশের পরিবর্তেই ইহার ব্যবহার হয়, যেমন—**সংযোজন = সঞ্ঞঞোজন**।

সঞ্ঞঞত = সংযত। ⟹ **সংযত**।

সঞ্ঞঞত উরু (বিণ) = **সংযত উরু**। ⟹ **সংযত উরু**।

সঞ্ঞঞতচারিন (বিণ) = **সংযতচারিন**। ⟹ **সংযতচারিন**।

সঞ্ঞঞতচারী (বিণ) = **সংযতচারী**। ⟹ **সংযতচারী**।

সঞ্ঞঞতচিত্ত (বিণ) সংযত চিত্ত, যাহার মন সংযত হইয়াছে। ⟹ **সঞ্ঞঞত্ত**।

সঞ্ঞঞত্ত (ক্লী) "**সঞ্ঞঞা**" বা সংজ্ঞা প্রাপ্তির অবস্থা, অনুভবনীয়তা। (বিণ) ১ = **সংযত্ত**। ⟹ **সংযত্ত**। =

সঞ্ঞত্তচিত্ত। ২ প্রবৃত্ত, প্রবর্তিত, কোনোরূপে উৎপাদিত, কোনো বিষয়ে কথিত বা বলা হইয়াছে এরূপ, তর্কে পরাভূত, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মাইয়াছে এরূপ। = **সঞ্ঞাপিত**। ⟹ **সঞ্ঞাপেতি**।

সঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) ১ জ্ঞাত করণ, সংবাদ প্রদান, বিজ্ঞাপন, বার্তা, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ, তর্কে পরাভূত করণ, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মানো। ২ শান্তকরণ, মিটানো, তৃপ্তকরণ, শান্তি সংস্থাপন, সন্ধি স্থাপন।

সঞ্ঞপেতি (ক্রি) = **সঞ্ঞাপেতি**। ⟹ **সঞ্ঞাপেতি**।

সঞ্ঞম (পুং) = **সংযম**। ⟹ **সংযম**।

সঞ্ঞমতি (ক্রি) = **সংযমতি**। ⟹ **সংযমতি**।

সঞ্ঞমেতি (ক্রি) = সংযমেতি। ⟹ **সংযমেতি**।

সঞ্ঞা (স্ত্রী) [সং + √ঞা] (বহুবচনে) **সঞ্ঞা, সঞ্ঞাযো**। ১ সংজ্ঞা বেদন, উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ বোধ, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধজ্ঞান, রূপের সহযোগে বেদনার উপলব্ধি, অস্তিত্ব বোধ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, জ্ঞান, বোধ, অর্থ, ভাব, বুদ্ধি, মত, অভিপ্রায়, বিচারশক্তি, ইঙ্গিত, সংবাদ, বিশ্বাস, ধারণা, আত্মজ্ঞান, চেতনা, প্রত্যক্ষজ্ঞান, পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় বিষয়। ২ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, জ্ঞান, বোধ, অর্থ, ভাব, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, মত, অভিপ্রায়, বিশ্বাস, ধারণা, বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ববোধ, বিচার, বিচক্ষণতা, চৈতন্য, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা, দৈহিক ও মানসিক বোধ বা অনুভূতির সদৃশীকরণ, সংবেদন, ভাবাবেগের উপলব্ধি, উত্তেজনা অবস্থার উপলব্ধি, সতর্কতা, অবগত অবস্থা। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **নিব্বান সঞ্ঞা**। (সূত্রনিপাত) **সঞ্ঞায উপরোধনা দুক্খকখযো হোতি**; সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—"**কাম সঞ্ঞা**"। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **রূপ সঞ্ঞা**। ৩ আত্মজ্ঞান, চেতনা, প্রত্যক্ষজ্ঞান, চৈতন্য। (বিভঙ্গ) **নানত্ত সঞ্ঞা**। "**সঞ্ঞা**" জ্ঞানের (**ঞাণ**) পূর্বাবস্থা (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) "**সঞ্ঞা**" নামের (**নাম**) উপাদান-সম্বন্ধীয় অংশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) "**সঞ্ঞা**" রূপজ্ঞান বিজ্ঞান (**বিঞ্ঞাণ**) এবং প্রজ্ঞা (**পঞ্ঞা**) হইতে স্বতন্ত্র, যেমন—শিশুর জ্ঞান অপেক্ষা প্রৌঢ়ের জ্ঞান স্বতন্ত্র এবং প্রৌঢ়ের জ্ঞান অপেক্ষা জহুরি বা বিশেষ অভিজ্ঞের জ্ঞান স্বতন্ত্র। (দীর্ঘনিকায়) **নেবসঞ্ঞা-না সঞ্ঞা**—আত্মজ্ঞান আছে এরূপ নহে কিংবা আত্মজ্ঞান নাই এরূপ (অবস্থার স্তর)। ৪ গর্ভধারণ, মত, ধারণা, ধারণা শক্তি, ভাব, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, মনের ভাব, অনুমান, প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে কল্পিত বিষয় বা ধারণা বা প্রত্যয়। (জাতক) **অম্বফল সঞ্ঞায**—আম্রফল কল্পনায়, আম বলিয়া ধারণায়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **রূপ সঞ্ঞা**; **অট্ঠিক সঞ্ঞা**। (জাতক) **সঞ্ঞং করোতি**—কল্পনা করা, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে করা বা হওয়া, অভিপ্রায় করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ করা বা দেওয়া, দেখা। ৫ নাম, সংজ্ঞা, আখ্যা, উপাধি, যশ, বংশ, জাতি, পরিবার, চিহ্ন, সঙ্কেত, হস্তাদি দ্বারা অর্থ সূচনা, ইঙ্গিত, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্ব লক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রাশিচিহ্ন, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, আকার-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি, লক্ষণ, বন্ধুত্বের চিহ্ন, কোনো স্মারক বস্তু, দৃশ্যমান চিহ্ন, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ। (জাতক) **পণ্ণসঞ্ঞা**—পাতার চিহ্ন, পাতার দ্বারা চিহ্ন; **রজ্জুসঞ্ঞা**—দড়ি বলিয়া সংজ্ঞা, চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত রজ্জু; **রুক্খ সঞ্ঞং পব্বত সঞ্ঞং করোন্তো**—বৃক্ষ সংজ্ঞা পর্বত সংজ্ঞা বলিয়া জানিয়া অর্থাৎ বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া জানা পর্বতকে পর্বত বলিয়া জানা (নিদর্শনস্বরূপ পথ প্রদর্শনের বা উপদেশ দিবার জন্য বা শিক্ষা দিবার জন্য বৃক্ষের ব্যবহার এবং পাহাড়ের ব্যবহার); **সঞ্ঞং দদাতি**—(ঘোড়া চলিবার জন্য চাবুক দ্বারা) ইশারা দেওয়া বা সঙ্কেত করা। ৬ (বিভঙ্গ) "**সঞ্ঞা**" দ্বিবিধ, যথা—**পটিঘ-সম্ফস্সজা সঞ্ঞা** (অস্পষ্ট স্মৃতির বা বিশ্বাসের ভাব বা উপলব্ধি), অবিধবচন **সম্ফস্সজা সঞ্ঞা** (পুনরায় জানার ধারণা বা ভাব)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**সঞ্ঞা**" ত্রিবিধ, যথা—**রূপসঞ্ঞা, পটিঘ সঞ্ঞা, নানত্ত সঞ্ঞা**। (তুলনীয়) "**নানত্ত সঞ্ঞা**"-এর ন্যায় "**কাম সঞ্ঞা, ব্যাপাদ সঞ্ঞা, বিহিংসা সঞ্ঞা** (বিভঙ্গ)। (দীর্ঘনিকায়) "**সঞ্ঞা**" পঞ্চবিধ (অর্থাৎ "**পঞ্চ বিমুত্তি পরিপাচনিযা সঞ্ঞা**"), যথা—**অনিচ্চ সঞ্ঞা, অনিচ্চে দুক্খ সঞ্ঞা, দুক্খে অনত্ত সঞ্ঞা, পহান সঞ্ঞা, বিরাগ সঞ্ঞা**। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে "**রূপ, সদ্দ, গন্ধ, রস, ফোট্ঠব্ব, ধম্ম**" এই ষড়বিধ বেদন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি; পুনশ্চ বলা হইয়াছে—"**অনিচ্চ সঞ্ঞা, অনত্ত সঞ্ঞা, অসুভ সঞ্ঞা, আদীনব সঞ্ঞা, পহান সঞ্ঞা, বিরাগ সঞ্ঞা, নিরোধ সঞ্ঞা**—এই সপ্তবিধ বেদন বা প্রত্যক্ষবোধ বা উপলব্ধি। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে—"**অসুভ সঞ্ঞা, মরণ সঞ্ঞা, আহারে পটিকুল সঞ্ঞা, সব্বলোকে অনভিরত সঞ্ঞা, অনিচ্চ সঞ্ঞা, অনিচ্চে দুক্খ সঞ্ঞা, দুক্খে অনত্ত সঞ্ঞা, পহান সঞ্ঞা, বিরাগ সঞ্ঞা, নিরোধ সঞ্ঞা**"—এই দশ প্রকার বেদন বা প্রত্যক্ষবোধ; পুনর্বার বলা হইয়াছে—"**আহারে পটিকুল সঞ্ঞা**"—এই একটিমাত্র বেদন বা প্রত্যক্ষবোধ। ৭ আরও অন্যান্য সম্পর্কে : (দীর্ঘনিকায়) **পপঞ্চ সঞ্ঞা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **পঞ্চদ্বারিকা সঞ্ঞা**।

সঞ্ঞাক্খন্ধ (পুং) ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির সমষ্টি, বেদন সমষ্টি বা রাশি, সংজ্ঞাস্কন্ধ, প্রত্যক্ষরূপ সমূহ,

প্রত্যক্ষবোধ সমষ্টি বা রাশি। ⟹ **সঞ্ঞা**।

সঞ্ঞাগত (বিণ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনুভবনীয়, জ্ঞাতব্য, বোধগম্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জগৎ।

সঞ্ঞাণ (ক্লী) ১ বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ববোধ, (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য-নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়। ২ চিহ্ন, নিদর্শন, লক্ষণ, বন্ধুত্বের চিহ্ন, কোনো স্মারক বস্তু, সংকেত, ইঙ্গিত, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্ব লক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রাশিচিহ্ন, রোগের লক্ষণ, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ। ৩ কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিচিহ্ন, লিপি, স্মৃতিলিপি।

সঞ্ঞাত (বিণ) সংযত, শিক্ষাপ্রাপ্ত। ⟹ **সঞ্জানাতি**।

সঞ্ঞাপক (বিণ) সংজ্ঞাপক, যেই ব্যক্তি জ্ঞাত করায় বা জানায়।

সঞ্ঞাপন (ক্লী) সংজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন, জানানো, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মানো, তর্কে পরাভূত করণ, জ্ঞাপন করণ।

সঞ্ঞাপেতি (ক্রি) [সং+√ঞা + আপে] ১ জানানো, জ্ঞাত করানো, পড়ানো, শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া, শিক্ষকতা করা। ২ আপত্তি করা, প্রতিবাদ করা, বুঝাইয়া স্বপক্ষে আনা, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মানো, তর্কে পরাভূত করা। ৩ শান্ত করা, মিটানো, তৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, সামঞ্জস্য স্থাপন করা। (অতীত) **সঞ্ঞাপেসি**। (অ-বিণ) **সঞ্ঞাপিত, সঞ্ঞাপাপেত্বা**। (তুম্) **সঞ্ঞাতুং**।

সঞ্ঞাভব—সচেতন অস্তিত্ব বা জীবন, আত্মচেতন প্রাণী, সজ্ঞান বা জীবন্ত জীব।

সঞ্ঞাময় (বিণ) সংজ্ঞাময়, চেতনাময়। = **অরূপিন**। (বিপ) **মনোময়**।

সঞ্ঞাবন্ত (বিণ) বেদন আছে এমন, প্রত্যক্ষরূপ আছে এমন, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি আছে এমন, অস্তিত্ববোধ আছে এমন।

সঞ্ঞাবিমোক্খ—আত্মজ্ঞান বা চেতনা বিমুক্তি, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে স্বাধীনতা বা মুক্তি, সংজ্ঞাবিমুক্তি।

সঞ্ঞাবিরত (বিণ) সংজ্ঞাবিমুক্ত, চেতনাবিমুক্ত, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে বিমুক্ত, আত্মজ্ঞান হইতে মুক্ত অর্থাৎ অর্হত।

সঞ্ঞাবেদযিত নিরোধ—সংজ্ঞানুভূত নিরোধ, সংজ্ঞা আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি গ্রহণ করা হয় না এরূপ অবস্থায় নিরোধ বা উপশম, সংজ্ঞা বা জ্ঞান আছে বলিয়া জানিতে পারে কিন্তু উহাতে সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে না এরূপ অবস্থায় নিরোধ বা উপশম, আত্মজ্ঞান এবং দৈহিক বা মানসিক বোধ বা অনুভূতির বিরাম, চেতনা এবং সংবেদনের অবসান, প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং ভাবাবেগের নিবৃত্তি। এইজন্য ইহাকে "সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ" বলা হয়। ইহা সর্বোন্নততর বা উন্নততম ধ্যানের বা ধ্যান অবস্থার নামবিশেষ। এই ধ্যানাবস্থায় ধ্যানীর নিকট সংজ্ঞার উপলব্ধি হয় মাত্র, কিন্তু গ্রহণীয় চিত্তের নিরুদ্ধতা বা নিবৃত্তি হেতু উপলব্ধ বিষয় গৃহীত হয় না। ইহা বুদ্ধ এবং অর্হতগণের সেবনীয় ধ্যান। ⟹ **অভিসঞ্ঞা, সমাপজ্জতি** (১)।

সঞ্ঞাসীসেন—সংজ্ঞানামক শিরোনামায় বা শিরোলিপি-যুক্ত অবস্থায়। ⟹ **সীসেন**।

সঞ্ঞিগব্ভ—প্রাণবন্ত বা জীবন্ত উৎপাদন, সজীব উৎপাদন, গর্ভস্থ সচেতন ভ্রূণ সন্তান।

সঞ্ঞিগব্ভা (বিণ) সচেতন ভ্রূণ, গর্ভস্থ সজ্ঞান বা জীবন্ত সন্তান, গর্ভস্থ আত্মচেতনাযুক্ত সন্তান।

সঞ্ঞিত (বিণ) নাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত, নামে কথিত, তথাকথিত, বলিতে গেলে, আখ্যাত, নাম দেওয়া, = **সঞ্ঞাত**। ⟹ **অয, নিরয**।

সঞ্ঞিন (বিণ) সচেতন, পরিজ্ঞাত, আত্মচেতন, সজ্ঞান, (অনুভূতি ইত্যাদি সম্বন্ধে) নিজের দ্বারা উপলব্ধ, অবগত হয় এরূপ, ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হয় এমন, অনুভব করে এমন, মনের মধ্যে গ্রহণ করে এমন, উপলব্ধি করে এমন, বেদন আছে এমন, সংজ্ঞা বা জ্ঞান আছে এমন, প্রত্যক্ষরূপ আছে এমন, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি আছে এমন, অস্তিত্ববোধ আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **আলোক সঞ্ঞিন**—আলোক অর্থাৎ পরিষ্কার অস্তিত্ববোধ আছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নানত্ত সঞ্ঞিন**—বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞাযুক্ত, **পঠবী সঞ্ঞিন**—(সমাধিতে) পৃথিবী বা মৃত্তিকা। **(কসিণ)** সংজ্ঞাযুক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **পঠবী সঞ্ঞিনিযো**—সাংসারিক বা বৈষয়িক মন বা মত আছে এমন; **অসুভ সঞ্ঞিন**—সংসার সম্বন্ধীয় পাপ বা দোষ সংজ্ঞাযুক্ত। (বিনয়) **বিহিংস সঞ্ঞিন**—দুঃখ সংজ্ঞাযুক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **নেবসঞ্ঞী-না সঞ্ঞিন**—সংজ্ঞা আছেও বলা যায় না—নাই একথাও বলা যায় না এরূপ অবস্থার। (তুলনীয়) **বিসঞ্ঞিন**।

সঞ্ঞী (বিণ) = **সঞ্ঞিন**। ⟹ **সঞ্ঞিন**।

সঞ্ঞীবাদ—সংজ্ঞাবাদ, "মৃত্যুর পরও সচেতন অস্তিত্ব আছে" এইরূপ মতবাদী একশ্রেণীর সম্প্রদায়-বিশেষের নাম।

সঞ্ঞুত (বিণ) = **সংযুত**। ⟹ **সংযুত**।

সঞ্ঞুত্ত (বিণ) = **সংযুত্ত**। ⟹ **সংযুত্ত**।

সঞ্ঞোজন = **সংযোজন**। ⟹ **সংযোজন**।

সঞ্ঞোজনিয (বিণ) = **সংযোজনিয**। ⟹ **সংযোজনিয**।

সঞ্ঞোজনিহা (বিণ) = **সংযোজনিয**। ⟹ **সংযোজনিয**।

সট—পতন, ধ্বংস, মৃত্যু, অবনতি, ক্রমনিম্নতা, জলপ্রপাত, মূল্যের হ্রাস, স্বরের খর্বতা, শরৎকাল, পাপে মজ্জন,

পতিত বস্তুসমূহের স্তূপ বা রাশি। (মধ্যম নিকায়) **পণ্ণসট**—পতিত পাতার স্তূপ, ঝরাপাতার রাশি।

সট্ঠ (বিণ) বিদায়কৃত, বরখাস্তকৃত, পদচ্যুত, প্রত্যাখানকৃত, আর শুনানি লইতে অস্বীকৃত। কোনো কোনো স্থানে ইহার **"সেট্ঠ, সঠ"** শব্দরূপেও পাঠ দৃষ্টহয়।

সট্ঠি (বিণ) ষষ্ঠী, ৬০, ষাট। (জাতক) **সট্ঠি যোজন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সট্ঠি সকট**।

সট্ঠিহায়ন (বিণ) (হস্তী সম্বন্ধে) ৬০ বৎসর বয়স্ক, ৬০ বৎসর বয়সের।

সট্ঠুং (তুম) ত্যাগ করিতে, বিদায় করিতে, বরখাস্ত করিতে, পদচ্যুত করিতে, প্রত্যাখান করিতে, আর শুনানি লইবার জন্য অস্বীকার করিতে, বন্ধনমুক্ত করিতে, ছাড়িয়া দিতে, ঢিলা বা শিথিল করিতে। (জাতক) **তং অসকখি সট্ঠুং**।

সট্ঠেসন—যেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার স্পৃহা বা গবেষণা (অনুসন্ধান) পরিবর্জিত করিয়াছে। তুলনীয় Dial-এর অনুবাদ—"অনুসন্ধান বা অন্বেষণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত"। ⇒ **সজতি** (১)।

সঠ (বিণ) শঠ, খল, ধূর্ত, পাজি, মূর্খ, নিষ্কর্মা, যেই ব্যক্তি এক পত্নীকে বাহ্যিক (বা নামমাত্র) প্রণয় প্রদর্শন করে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্যটিকে ভালবাসে, নিপুণ, প্রবঞ্চক, চালাক, চতুর, ছলনাপূর্ণ, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ, বিশ্বাসঘাতক, অবিশ্বাসী, গাঢ় বিপ্রিয়কারী নায়ক বা স্বামী, অবিশ্বাসপূর্ণ, অবিশ্বাসে ভরা, দেখিতে ভাল কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না এমন। = **কেরাটিক**। ⇒ **সাঠেয্য, সমযব সঠ**। (পুং) প্রতারণা, প্রতারক, প্রবঞ্চনা।

সঠতা (স্ত্রী) শঠতা, ধূর্ততা, খলতা, দুষ্টামি, প্রতারণা, কৌশল, নৈপুণ্য, ব্যবসায়, শিল্পবিদ্যা, নৌকা, বিমান, দুষ্টতা, পাপাচার, নষ্টতা।

সঠিল (বিণ) অনবহিত, অমনোযোগী, অনাবিষ্ট, অনাবদ্ধ, শিথিল, অসংযত, অনবরুদ্ধ, মুক্ত, অস্পষ্ট, ঠিক নয় এমন, যথাযথ নয় এমন, লম্পট, দুশ্চরিত্র, অসতী।

সঠী (স্ত্রী) = **সঠ**। ⇒ **সঠ**।

সঠেসন = **সট্ঠেসন**। ⇒ **সট্ঠেসন**।

সণ (ক্লী) শণ, শণগাছ, উদ্ভিদজাতীয় ক্ষুদ্র গাছ-বিশেষ। (তুলনীয়) **সান** (১), **সাণী**।

সণতি (ক্রি) [√সণ + অ] শব্দ করা, সঙ্গীতধ্বনি করা, কোনো বিশেষভাবে প্রকাশ করা। (সংযুক্ত নিকায়ে) **সনতে**। (ব-বিণ) **সণন্তো**।

সণধোবন কীড়া—চণ্ডালগণের একপ্রকার ক্রীড়াকৌশল।

সণধোবিক (পুং) হস্তিগণের এক বিশেষ জলক্রীড়ার নাম, জলের মধ্যে হস্তিগণের এক বিশেষ প্রকার ক্রীড়ার নাম। ⇒ **সন্ধোবিক**।

সণবাক—শণ গাছের বাকল, শণসুতা। = **সাণবাক**। ⇒ **সণ, সণ্হক**।

সণসাটক = **ঘনসাটক**। ⇒ **ঘনসাটক**।

সণিং (ক্রি-বিণ) আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে।

সণিকং (ক্রি-বিণ) আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, ভদ্রভাবে, মৃদুভাবে, দয়ার্দ্রচিত্তে, আস্তে।

সণিকা (স্ত্রী) = **সণ্ণিকা**। ⇒ **সণ্ণিকা**।

সণ্ঠ—নল বা বেণু (যাহা ধনুর জ্যা বা দড়ির জন্য ব্যবহার করা হয়)।

সণ্ঠপন (ক্লী) সমন্বয়, মীমাংসা, মেরামতাদি দ্বারা উন্নতি সাধন, দৃঢ়করণ, বিধিবদ্ধ করণ, স্থাপিত করণ, প্রতিষ্ঠা করণ, আইনানুসারে প্রমাণ করণ, সংস্থা, সংস্থাপন, প্রতিষ্ঠান।

সণ্ঠপেতি (ক্রি) [সং + √ঠা + আপে] ১ স্থির করা, স্থাপন করা, মীমাংসা করা, ঠিক বিন্যাস করা, নিষ্পত্তি করা, শান্ত করা, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, থিতিয়া পড়া, নীচে পতিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, সন্ধি করা, দেনা পাওনা চুকানো, হিসাব ঠিক করা, দৃঢ় করা, বিধিবদ্ধ করা, স্থাপিত করা, প্রতিষ্ঠা করা, আইনানুসারে প্রমাণ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তং সণ্ঠপেতি**। ২ আদেশ দিবার জন্য ডাকা। (দীর্ঘনিকায়ে) **সণ্ঠাপেতি**। ৩ সবিন্যস্ত করা, সমন্বয় করা, নিয়মিত করা, ব্যবস্থাপূর্বক রাখা, মিলানো, মিটানো, উপযোগী করা, ভাঁজ করা, পরিবেষ্টন করা। (অতীত) **সণ্ঠাপেসি**। (ক্রি-বি) **সণ্ঠপেত্বা**।

সণ্ঠহতি (ক্রি) = **সন্তিট্ঠতি**। ⇒ **সন্তিট্ঠতি**।

সণ্ঠহন (ক্লী) বিশ্রাম, (শ্রান্তি) বিনোদন, আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া, অস্তিত্বে আসা বা অস্তিত্ব প্রাপ্তি।

সণ্ঠাতি (ক্রি) [সং + √ঠা + অ] থাকা, অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা, অচল থাকা, একভাবে থাকা, স্থায়ী হওয়া, খাড়া করা বা থাকা, সহা, সহ্য করা, স্থাপিত হওয়া, অবস্থিত হওয়া, দৃঢ় হওয়া, বিধিবদ্ধ হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আইনানুসারে প্রমাণিত হওয়া, স্থির থাকা। = **সন্তিট্ঠতি**। (অতীত) **সণ্ঠাসি**। (অ-বিণ) **সণ্ঠিত**। (ব-বিণ) **সণ্ঠহন্ত**। (ক্রি-বি) **সণ্ঠহিত্বা**। ⇒ **সণ্ঠাহিত্বা**।

সণ্ঠান (ক্লী) ১ বাহিরাকৃতি, গ্রহগণের আপেক্ষিক অবস্থান, অবস্থান, স্থান, অবস্থা, ভঙ্গি, মনোভাব, প্রতিজ্ঞা, সামাজিক পদমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, পদ, চাকরি, রচনা, মিশ্রণ, প্রবন্ধ, সংযুক্তি, রচন, গঠন, মীমাংসা, সন্ধি, রফা, বন্দোবস্ত, সঙ্কলন, অক্ষরবিন্যাস, সৃষ্টি, জড়জগৎ, বিশ্ব, প্রকৃতি, প্রকার, ভাব, স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম, সত্যের সঙ্গে উপযোগিতা, নগ্নতা, আকৃতি, মূর্তি, ছাঁচ, আদর্শ, আকার, বহিরঙ্গ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, বেষ্ঞ, বিদ্যালয়ের শ্রেণী, শৃঙ্খলা, প্রণালী, ফর্মা, মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষরসমূহ। মধ্যম

নিকায়ে ইহার বানান "**সন্থান**"; অর্থকথায় "**ওসক্কন**"। = **লিঙ্গ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) (বিণ) আকারবিশিষ্ট, আকৃতিবিশিষ্ট। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মেঘবণ্ণ সণ্ঠান**—মেঘের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। (জাতক) **ছবিসণ্ঠান**—ছবি বা বাহ্যিক শরীরাকৃতির ন্যায় আকারবিশিষ্ট। (নেত্তি) **বণ্ণ সণ্ঠান**—বাহ্যিক আকার বিশিষ্ট, বহিঃসাদৃশ্য বিশিষ্ট, বাহিরের হাবভাববিশিষ্ট। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সরীর সণ্ঠান**—(ভৌতিক) দেহের আকারবিশিষ্ট। ২ ইন্ধন, অরণি, জ্বালানি কাষ্ঠ। ৩ বিশ্রাম স্থান, সভাস্থান, সংস্থান, সম্মেলনস্থান, বাজার স্থান, জনসাধারণের স্থান অর্থাৎ বাজার। (বি-ভা) **নদী-তীরেসু সণ্ঠানে (সন্থানে) সভাসু রথিযাসু**—অর্থাৎ সর্বত্র জনসাধারণের স্থানে (সংযুক্ত নিকায়); অর্থকথা হইতে Kindred Sayings-এ ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"যখন বাজারের পণ্যদ্রব্য (বিক্রয়ের জন্য) আনীত হয় সেই সময় নগর দ্বারের নিকটবর্তী বিশ্রামস্থানে (**বিস্সমনট্ঠানে**)", ইহার ইংরেজি অনুবাদে— "নগরদ্বারের বিশ্রাম স্থানে"।

সণ্ঠানগত (বিণ) সংস্থানে গত, বাজার স্থানে বা হাটে গিয়াছে এমন, বিশ্রামস্থানে গিয়াছে এমন। ⟹ **সণ্ঠান** (৩)। অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে— "**সণ্ঠান-মরিযাদং গতা**"। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"ধনীলোক" (অর্থকথা বর্ণনায়—"**বিনিচ্ছযে ঠিতো**")।

সণ্ঠানে (ক্রি-বিণ) ১ বিশ্রাম স্থানে। ⟹ **সণ্ঠান** (৩)। ২ স্বভাবে, চরিত্রে, আকৃতিতে, আদর্শে, শিষ্টাচারে, নগ্নতায়, আকারে। ⟹ **সণ্ঠান** (১)।

সণ্ঠাপন = **সন্তপন**। ⟹ **সন্তপন**।

সণ্ঠাপেতি (ক্রি) সংস্থাপিত করা। = **সন্তপেতি**।

সণ্ঠিত (বিণ) ১ স্থিরীকৃত, অবধারিত, অটল, মীমাংসিত, শান্ত, দৃঢ়, বিধিবদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত, স্থাপিত, সংস্থাপিত, আইনানুসারে প্রমাণিত, বিন্যস্ত, স্থির। (সূত্রনিপাত) **সন্তি-সোরচ্চ-সমাধি সণ্ঠিত**। ২ শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত, স্থিরতাপ্রাপ্ত, স্বভাবযুক্ত, প্রকৃতিগত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উল্লুম্পন সভাব সণ্ঠিত**—সাহায্য প্রদানের স্বভাবযুক্ত, দয়া প্রদর্শনের স্বভাবযুক্ত। ⟹ **উল্লুম্পন, সণ্ঠাতি, সন্তিট্ঠতি**।

সণ্ঠিতি (স্ত্রী) ১ দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব, স্থিরতা, নিশ্চলতা, কঠিনতা, স্থির সংকল্পতা। ২ দৃঢ়করণ, সংলগ্নকরণ, স্থাপন করণ, প্রতিষ্ঠিত করণ, আবদ্ধ করণ, মূল্য নির্ধারণ করণ, তারিখ নির্দিষ্ট করণ, স্থায়িভাবে অবস্থান, কঠিন করণ, জমানো, স্থিরকরণ, মীমাংসাকরণ, ঠিককরণ, বিন্যাস করণ, নিষ্পত্তিকরণ, স্থিতকরণ, অবধারিত করণ, শেষ করণ, শোধকরণ, উপনিবেশ স্থাপন করণ, হিসাব চুকানো, দেনাপাওনা চুকানো, শান্তকরণ, সন্ধিকরণ, বাসস্থান ঠিককরণ।

সণ্ড (পুং) রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, গুচ্ছ, থলো, জনতা, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, বহু লোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক, কুঞ্জবন, তরুবীথি। (দীর্ঘনিকায়) **বনসণ্ড; সত্তসণ্ড**—জীবপূর্ণতা। (সূত্রনিপাত) **জম্বুসণ্ড**।

সণ্ডচারিন (বিণ) এক সঙ্গে বা সঙ্গ করিয়া বিচরণকারী, ভিড় করিয়া বা সঙ্গীর সহিত বাস করে এমন, বহুজনের সহিত বাস করে এমন।

সণ্ডমণ্ড ⟹ **জম্বুসণ্ড**।

সণ্ডাস (পুং) (লম্বা) সাঁড়াশি, চিমটা, সন্না, যন্ত্রের বাক্স। যেই সাঁড়াশি বা সন্না দ্বারা মস্তকের পাকা চুল উঠানো হয় উহাকে "**সণ্ডাস**" বলা হয়।

সণ্ণিকা (স্ত্রী) হস্তিচালকের আকুশী বা আঙ্কুশ। ইহা "**পণ্ণিকা**"শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

সণ্হ (বিণ) (তুলনীয় সংস্কৃত—**শ্লক্ষ্ণ**) ১ অবন্ধুর, মসৃণ, তেলা (বা তেলেতেলে), চিক্কণ, নরম, কোমল, সহজ, স্নিগ্ধ, শান্ত, বাধাহীন, অবাধ, অপ্রতিহত, মৃদু, মধুর, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসারসহিত, নমনীয়, ঘাতসহ, মৃদুগতি, অলবণাক্ত। = **মুদু**। ২ সৎকুলোদ্ভব, ভদ্র, শান্ত, মৃদু, সুশীল, নম্র, শান্তিকর, দয়ালু, কোমল, ধীর, শান্ত। (কথা সম্বন্ধে বিপরীত শব্দ) **ফরুস**—কর্কশ। ৩ সুন্দর, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, পাতলা, কোমল ও সুন্দর, চিক্কণ, মিহি, ভদ্র, সুশীল, সূক্ষ্ম বিচারক্ষম, নির্ভুল, নিপুণ, উপাদেয়, দুর্বল, সঙ্কোচজনক, সঙ্কটজনক, বিলাসী, কণ্ঠাশীল, অত্যুৎকৃষ্ট, অতি সুন্দর বা পরিপাটি, তীব্রভাবে অনুভূত। (তুলনীয়) **পরিসণ্হ**। ৪ (ক্লী) সুপারি, গুবাক।

সণ্হক—এই শব্দটি জাতকে চুল শ্বেতবর্ণ হওয়া বা পক্ব হওয়া সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে "**সণ্হক সদিসা**", Kern. Toev.-এতে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"শণ দ্বারা প্রস্তুত (মোটা বা নিকৃষ্ট) কাপড়"; = **সণবাক**। এইরূপে "**সণ**" এবং "**সাণ**" শব্দের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। Kern. Toev.-এতে তুলনা করা হইয়াছে পালি শব্দ "**তুণ্হীর**" = "তূণীর"। সংস্কৃত শব্দ "শণ" = "**সাণক**" (পালি শব্দ)। পালি টীকা অনুসারে Andersen-এর মতে ইহার অর্থ হয় "সুপারি" = **সণ্হ** (৪)।

সণ্হকরণী (স্ত্রী) শাণপাথর, ক্ষুর প্রভৃতি শাণ দিবার পাথর, ভূমি ইত্যাদি মসৃণ তেলা (তেলেতেলে) করিবার জন্য ব্যবহৃত কাঠের যন্ত্র অথবা এক প্রকার কর্ণিক, মসৃণ বা চিক্কণ করিবার যন্ত্র। (জাতক) **সণ্হকরণিযং পিংসিতো** (অধিকরণ কারকে); **সণ্হকরণী বিয তিলানি পিংসমানা; অসনি বিয বিরবন্তো সণ্হকরণিযং বিয পিংসন্তো**। ইহার দ্বারা বুঝা যায় "**সণ্হকরণী**" শব্দের অর্থ "তৈল বাহির যন্ত্র বা ঘানি অথবা খল বা হামানদিস্তা" গ্রহণ করাও যাইতে পারে।

সণ্‌হেতি (ক্রি) [√সণ্‌হ + এ] চূর্ণ করা বা হওয়া, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা, শাণ দেওয়া, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, ঘর্ষিত হওয়া, কঠোর পরিশ্রম করা, চূর্ণীকৃত করা বা হওয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ করা বা হওয়া, গুঁড়া করা, লবণ ছিটাইয়া দেওয়া, ঝাড়া, মৃদুভাবে ঘর্ষণ করা, তুলি দ্বারা চিত্র করা, মৃদুভাবে বুলানো, সমান করা, মসৃণ করা, চৌরস করা, কোমল করা, শান্ত হওয়া। কেসে **সণ্‌হেতি**—কেশ সমান বা মসৃণ করা। ⟹ **ওসণ্‌হেতি**।

সণ্‌হেন (বি-বিণ) আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে।

সত (বিণ) ১ শত, ১০০, একশত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গামসতং**—একশত গ্রাম। (বিনয়) **জটিল সতানি**—একশত জটিল সন্ন্যাসী। (ধর্মপদ) **গাথাসতং**—একশত গাথা। এই শব্দটি প্রায়ই "বহু" অথবা "অসংখ্য" অথবা "অগণনীয়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—**সতক্ককু**, **সতরংসি**, ইত্যাদি। (তুলনীয়) **সতসতানি** = **বহূনি**। ২ স্মরণ আছে এমন, স্মরণ রাখে এমন, মনে করে এমন, মনোনিবেশ করে এমন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এমন, বকশিস দেয় এমন, মানোযোগী, লক্ষ্যকারী, সচেতন, পরিজ্ঞাত, আত্মচেতন, সজ্ঞান, (অনুভূতি ইত্যাদি সম্বন্ধে) উপলব্ধ, অনুভূত। (মধ্যম নিকায়) **সুস্‌সত**, **দুস্‌সত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত সম্পজান**। ৩ সৎ, ভালো। = **সপ্পুরিস**। ⟹ **অখি**।

সতং (বিণ) ১ সৎ, ভালো। ২ শত, ১০০, একশত। = **সত**।

সতক (ক্লী) (বৌদ্ধসংস্কৃত—শতক) একশতটি, কোনো বস্তু সংগৃহীত একশতটি, একশত বস্তুর স্তূপ বা রাশি, একশত বস্তুর সংগ্রহ।

সতক্ককু (বিণ) শত কোণযুক্ত, শত অভিক্ষেপণযুক্ত, শত উদ্‌গত অংশযুক্ত, মেঘের গুণবাচক সংজ্ঞা। ⟹ **ককু**।

সতক্‌খত্তুং (ক্রি-বিণ) শতবার (অর্থাৎ বার বার?)। (তুলনীয়) **দ্বিক্‌খত্তুং**, **তিক্‌খত্তুং** ইত্যাদি।

স-তণ্‌হ (বিণ) তৃষ্ণার সহিত, তৃষ্ণাসহ, আসক্তিযুক্ত। ⟹ **অপেক্‌খবন্ত**।

সতত (বিণ) সতত, নিরন্তর, সর্বদা, অপরিবর্তনীয়, নিত্য, ধ্রুব, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, সকল সময় অবিরাম, অবিরত, দৃঢ়, ক্রমাগত, যাহা বার বার ঘটিয়া থাকে, দীর্ঘকাল স্থায়ী। (তুলনীয়) **সদা**।

সততং (ক্লী, ক্রি-বিণ) অবিরত, সর্বদা, সকল সময়ে, অবিরামভাবে, ক্রমাগত, অনুক্ষণ, চিরকাল। = **নিরন্তরং**, **সব্বকালং**। (তুলনীয়) **সাতচ্চ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সততং বিহার**—জীবনের দীর্ঘকাল স্থায়ী অবস্থা অর্থাৎ স্বভাব আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে।

সততেল (ক্লী) শত মুদ্রা মূল্যের তৈল, যেই তৈল একশত টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। ⟹ **তেল**।

সতধা (ক্রি-বিণ) শতধা, শতভাগে বা একশত অংশে বিভক্ত হইয়া, শতভাবে, শত পথে, শত উপায়ে, শত অংশে, একশত খণ্ডে। (তুলনীয়) **সহস্‌সধা**।

সতপকতেল—⟹ **পাকতেল**।

সতপত্ত (ক্লী) শতপত্র, শতদল, শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল। **সতপত্ত পদুম**—শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল অর্থাৎ যেই পদ্মফুলের একশত পাপড়ি আছে। ⟹ **পদুম** ১ (পুং) বক বা সারস জাতীয় অর্থাৎ কাঠঠোকরা পক্ষী।

সতপত্তো (পুং) কাঠ ঠোকরা পক্ষী। = **সতপত্ত** (পুং)।

সতপদী (স্ত্রী) শতপদী, চেলা, বিছা, কেন্নো, বৃশ্চিক, কর্ণকীটী, কাণকোটারী, যেই প্রাণীর বহু পদ আছে।

সতপল (বিণ) শতপল ওজনের, শতপল পরিমাণ বিশিষ্ট। ইহা এক প্রকার ওজনের মাপ-বিশেষ। ⟹ **পল**।

সতপাক (ক্লী) (তৈল সম্পর্কে) শতবার পাক করা, শত পাক। **সতপাক তেল**—শতবার তৈল মিশ্রিত বা তৈলে রাসায়নিক সংযোগ, শত বস্তুর গুণবিশিষ্ট তৈল, শতবার চিকিৎসিত তৈল, শত প্রকার ঔষধ সংমিশ্রিত তৈল। ⟹ **পাক**।

সতপুঞ্ঞ (ক্লী) শতপুণ্য, একশত বারের অর্থাৎ অসংখ্য বারের পুণ্যকার্য।

সতপুঞ্ঞলক্‌খণ (বিণ) শতবার পুণ্যকার্যের লক্ষণযুক্ত, অসংখ্য পুণ্যের লক্ষণযুক্ত, শত পুণ্যের লক্ষণযুক্ত। (ক্লী) শত বা অসংখ্য পুণ্যলক্ষণ।

সতপুপ্‌ফা—একজাতীয় সুগন্ধ বীজযুক্ত ঔষধি বা গুল্ম জাতীয় গাছ (অর্থাৎ যেই সুগন্ধিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের পত্রগুলি কাটা কাটা (বা বিভক্ত এবং হলদে রঙের ফুল ফোটে)।

সতপোরিস (বিণ) (মানুষের উপর মানুষ দাঁড়াইলে যেরূপ লম্বা হয় তদ্রূপ) একশত পুরুষের পরিমিত উচ্চতাযুক্ত, চরমরূপে উচ্চতাযুক্ত, অতি দূরতম উচ্চতাযুক্ত, খুব উচ্চ। ইহা নরকের বিশেষণ। (পুং) ১ একটি নরকের নাম-বিশেষ। ২ একশত জন দাস বা চাকর। ⟹ **পোরিস** (১ পুং)।

সতফল = **সতপল**। ⟹ **সতপল**।

সতভেত্তু—**কণ্ডু** (৩)।

সতমূলী (স্ত্রী) শতমূলী, স্বনাম প্রসিদ্ধ লতা-বিশেষ (অর্থাৎ যেই ক্ষুদ্রজাতীয় কণ্টকযুক্ত লতাগাছের একশত বা ততোধিক মূল বা ছড়া আছে)।

সতরংসী (পুং) শতরশ্মি, সূর্য, যাহার শত শত বা অসংখ্য রশ্মি আছে।

সতরস ভোজন (ক্লী) যেই ভোজন বা আহারের মধ্যে শত শত বা অসংখ্য প্রকার রস বা স্বাদ আছে, শত শত রসে বা স্বাদে পরিপূর্ণ ভোজন।

সতবঙ্ক—একজাতীয় মৎস্য। ⟹ **সচ্চবঙ্ক**।

সতবল্লিকা (স্ত্রী) সর্বপ্রকার অলঙ্কার শ্রেণীর ন্যায় বিন্যস্ত অন্তর্বাস বা অধোবাস।

সতসতানি (বিণ, বহুবচন) শত শত, বহুশত, অসংখ্য, অসংখ্য শত। = **বহূনি**। ⟹ **সত** (ক্লী)।

সতসম্পজান (বিণ) মনোযোগী, লক্ষ্যকারী। এই শব্দটি প্রায়ই "**সম্পজান**" শব্দের সমার্থবাচক।

সতসহস্স (বিণ) শত সহস্র, শত শত হাজার, একশ সহস্র অর্থাৎ লক্ষ সংখ্যক।

সতসহস্সং (বিণ) শত সহস্র (স্বর্ণমুদ্রা) একশত হাজার (স্বর্ণমুদ্রা), অসংখ্য (স্বর্ণমুদ্রা)। ⇒ **সহস্সং**।

সতসহস্সিম (বিণ) = **সতসহস্স** ⇒ **সতসহস্স**।

সতসাখন্ধ (বিণ) শত শত শাখায় সমৃদ্ধ, অসংখ্য শাখা প্রশাখার সহিত বর্ধিত। ⇒ **অড্ঢ**।

সতহংস (পুং) শত হংস, কোনো এক পক্ষীর নাম-বিশেষ, কোনো একজাতীয় পাখির নাম-বিশেষ। ⇒ **ভস্সর** (পুং)।

সতাধিপতেয্য—[সতি+ অধিপতেয্য] প্রকট বা প্রধান মনোযোগিতা।

সতি (স্ত্রী) স্মৃতি, স্মৃতিশক্তি, স্মরণ, স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, ধারণা শক্তি, মনোযোগিতা, লক্ষ্যকারিতা, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা, আত্মজ্ঞান, চেতনা, প্রত্যক্ষজ্ঞান, ভাবনার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তু, একাগ্রচিত্ততা, মনের অভিনিবিষ্টতা, মনের ব্যগ্রতা, মনের দৃঢ় সংকল্পতা, মনের জাগ্রত অবস্থা, মনের জাগরুকতা বা জাগরিত অবস্থা, মনের সতর্কতা, মনের অবহিত বা সজাগ অবস্থা, চটপটে অবস্থা, মনের স্বচ্ছতা, মনের স্পষ্টতা, মনের উজ্জ্বলতা, স্থৈর্য, প্রশান্তি, আত্মচেতন অবস্থা, ন্যায়ান্যায় বোধশক্তি, বিবেক, ন্যায়পরতা, সাধুতা। ⇒ **পরিমুখং**। (দীর্ঘনিকায়) **উপট্ঠিতা সতি**—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। (মধ্যম নিকায়) **পরিমুখং সতিং উপট্ঠাপেত্বং**—মনের সতর্কতার বা মনোযোগিতার সহিত নিজেকে পরিবৃত বা বেষ্টন করা। (জাতক) **সতিং পচ্চুপট্ঠাপেতুং**—স্থৈর্য বা প্রশান্তি রক্ষা করিতে। (মধ্যম নিকায়) **কাযগতাসতি**—শরীরের উপর মনের একাগ্রতা বা অভিনিবিষ্টতা। (দীর্ঘনিকায়) **মুট্ঠসতি**—বিস্মৃতিশীল, অমনোযোগী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মরণসতি**—"মরিতে হইবে"—ইহা লক্ষ্যকারী বা ইহাতে মনোযোগী। (বিণ) বর্তমান, বর্তমানে বা অস্তিত্বে আছে এরূপ। (ক্রি) = **অত্থি**। ⇒ **অত্থি**।

সতি-ওস্সগ্গ (ক্লী) স্মৃতি শিথিলকরণ, অসাবধানতা, অমনোযোগিতা, উপেক্ষা, অবহেলা, অনবধানতা, বিবেচনাহীনতা, অপরিণামদর্শিতা। ইহা ধর্মপদে "**পমাদ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। = **সতি-বোস্সগ্গ**। ⇒ **ওস্সগ্গ**।

সতিক (বিণ) শতিক, শতময়, একশত-সম্বন্ধীয়, একশত দ্বারা ক্রীত। (বিনয়) **যোজনসতিক**—একশত যোজন বিস্তৃত।

সতিণকট্ঠোদক (বিণ) [স + তিণ+কট্ঠ + উদক] তৃণ কাষ্ঠ ও জলে পরিপূর্ণ (অর্থাৎ যেই স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ ও জল পরিপূর্ণ আছে)। ⇒ **তিণ**।

সতিতা (স্ত্রী) মনোযোগিতা, লক্ষ্যকারিতা, স্মৃতি, স্মৃতিশক্তি, স্মরণ, স্মরণশক্তি, ধারণা, ধারণাশক্তি।

সতিনেপক্ক (ক্লী) স্মৃতিতে মনোযোগিতা, স্মৃতিবিজ্ঞতা, স্মৃতিতে যত্নশীলতা। ⇒ **নেপক্ক**।

সতিন্দ্রিয (ক্লী) [সতি + ইন্দ্রিয] স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, মনোযোগী সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি, মনোযোগিতার ধীশক্তি বা মনোবৃত্তি, মনোযোগিতার কার্যক্ষমতা, লক্ষ্যকারিতা সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা ধারণা, মনোযোগিতার জ্ঞান বা উপলব্ধি বা বোধ, মনোযোগিতা সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান, স্মৃতিরূপ ইন্দ্রিয়। ⇒ **পঞ্চিন্দ্রিয**।

সতিপট্ঠান (ক্লী) স্মৃত্যুপস্থান, স্মৃতিস্থাপন, মনোযোগের প্রতিষ্ঠা বা স্থিরতা, স্মৃতির দৃঢ়তা, মনোযোগিতার প্রয়োগ বা প্রযত্ন, একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ, অভিনিবিষ্ট মনে চিন্তা বা ধ্যান, একাগ্রমনে মনোযোগিতা, ব্যগ্র চিন্তাধারা বা মনোভাব, উৎসুক অভিমত বা মনোযোগ, অকপট মত বা মনন, ব্যগ্রমনে ধ্যান বা ভাবনা। ⇒ **পট্ঠান**। দীর্ঘনিকায়ে চতুর্বিধ "**সতিপট্ঠান**" বা স্মৃত্যুপস্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—**কাযে কাযানুপস্সী** (কায়ে বা শরীরে শরীর সম্বন্ধীয় বিষয়ে স্মৃতির সহিত অনুদর্শী বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী), **বেদনাসু বেদনানুপস্সী** (সংবেদনে সংবেদন বা অনুভূতি সম্বন্ধে বা অনুভূত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী), **চিত্তে চিত্তানুপস্সী** (চিত্তে বা মনে মনের উৎপন্ন বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী), **ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী** (ঘটমান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ঘটমান বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী)।

সতিপট্ঠান কম্ম—স্মৃতিস্থাপন বিষয়ক কার্য, স্মৃত্যুপস্থান ভাবনার কাজ।

সতিপট্ঠান বীথিক (বিণ) স্মৃত্যুপস্থান ভাবনার (নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিবার বা অনুভূতির) পথ বা উপায় স্বরূপ অর্থাৎ স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা দ্বারা নির্বাণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা হয়। ⇒ **বীথিক, সতিপট্ঠান**।

সতিবল (ক্লী) স্মৃতিবল, সম্পূর্ণরূপে মনে রাখিবার ক্ষমতা, স্মরণ করিবার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি। ⇒ **পঞ্চবল, বল** (১খ)।

সতিভাবনাভিরত (বিণ) [সতি + ভাবনা + অভিরত] স্মৃতিভাবনায় রত বা নিযুক্ত। ⇒ **অভিরত**।

সতিম (বিণ) শততম, শতসংখ্যার পূরক। (জাতক) **পঞ্চসতিম**।

সতিমন্ত (বিণ) মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক, সাবধান, যত্নশীল, যত্নসাধ্য, ধ্যানপরায়ণ, অধ্যয়নশীল, ধ্যানমগ্ন, বিষণ্ন, চিন্তামগ্ন। কর্তৃকারক (পুং, একবচনে) **সতিমা**, (গাথায়) **সতীমা**; (ক্লী, একবচনে) **সতিমং** (বহুবচনে) **সতিমন্তো**। সম্বন্ধপদ (একবচনে) **সতিমতো, সতীমতো**; (বহুবচনে)

সতিমন্তানং, সতীমতং।

সতিমন্ত (বিণ) = **সতিমন্ত**। ⇒ **সতিমন্ত**।

সতিমা (বিণ) স্মৃতিমান।

সতিবিনয় (পুং) স্মৃতিবিনয়, অভিযুক্ত ভিক্ষুর নিজের বিবেক বা ন্যায়ান্যায় বোধশক্তির আপিল বা পুনর্বিচার প্রার্থনায় শাসন বা শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় কার্য।

সতিবিপ্পবাস (পুং) অন্যমনস্কতা, উপেক্ষা, অবহেলা, অমনোযোগিতা, অসাবধানতা, বেহিসাবি ভাব, অনবধানতা, অবিবেচকতা, অপরিণামদর্শিতা।

সতিবেপুল্ল (বিণ) স্মৃতিবৈপুল্য, স্মৃতিবহুল।

সতিবেপুল্লপ্পত্ত (বিণ) স্মৃতিবিপুলতা বা স্মৃতি সম্বন্ধীয় বিপুলতা প্রাপ্ত, পরিষ্কাররূপে ন্যায়ন্যায় বোধশক্তি বা বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, স্পষ্ট ন্যায়পরতা বা সাধুতা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, স্মৃতিশক্তির বাহুল্যতাপ্রাপ্ত।

সতিবোস্সগ্গ (ক্লী) [সতি + ওসসগ্গ] যত্নশৈথিল্য, স্মৃতি সরলকরণ, মনোযোগের শিথিলকরণ, স্মৃতিশৈথিল্য, অসাবধানতা, অমনোযোগ, উপেক্ষা, অবহেলা, ঔদাস্য, নিরপেক্ষতা, অপক্ষপাতিতা, অপ্রয়োজনীয়তা। = **সতিওস্সগ্গ**। ⇒ **বোস্সগ্গ, ওস্সগ্গ**।

সতিসংবর (পুং) স্মৃতিসংযম, স্মৃতি বা মনোযোগিতা দ্বারা সংযম, মনোযোগিতায় সংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। ⇒ **সংবর**।

সতিসম্পজঞ্ঞ (ক্লী) স্মৃতিসম্প্রজন্য, স্মৃতি এবং জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি এবং প্রাজ্ঞতা বা পারদর্শিতা, স্মরণ-শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা বা বিচক্ষণতা, মনোযোগিতা এবং স্থৈর্য বা প্রশান্তি, স্মৃতিজ্ঞান, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান। = **সম্পজঞ্ঞ**।

সতিসম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) সম্বোধি জ্ঞান লাভের অঙ্গস্বরূপ স্মৃতি, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতিরূপ সম্বোধি জ্ঞান লাভের অঙ্গ বা উপাদান, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থার অঙ্গস্বরূপ স্থৈর্য বা প্রশান্তি, স্থৈর্য বা প্রশান্তিরূপ সম্বোধি লাভের অঙ্গ। ⇒ **সম্বোজ্ঝঙ্গ, বোজ্ঝঙ্গ**।

সতিসম্মোস (পুং) স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতির ত্রুটি। ⇒ **সম্মোস**।

সতিসম্মোহ (পুং) স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিহ্বল, বিস্মৃত অবস্থা, অমনোযোগিতা, বিস্মৃতি, মনোযোগের অভাব, ধ্যানহীনতা।

সতী (ক্লী) ১ সতী, সতী রমণী, সাধ্বী নারী, পতিব্রতা স্ত্রী, সৎ স্ত্রীলোক। ২ অস্তিত্ব, সত্তা, বর্তমান ব্যক্তি বা বস্তু, সমগ্র সত্তা বা প্রকৃতি।

সতুপ্পাদ [সতি + উপ্পাদ] স্মরণশক্তির উৎপাদন, স্মৃতির ফল বা কর্ম, স্মৃতি বা অনুস্মরণের আবির্ভাব, স্মৃত্যুৎপত্তি, স্মৃতির উৎপত্তি।

সতুল্ল পকায়িক [সতি + উল্লপকায়িক] এক শ্রেণির দেবতা।

সতেকিচ্ছ (বিণ) আরোগ্য করা যায় এমন, মার্জনীয়। ⇒ **তেকিচ্ছ**।

সতেরতা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। = **বিজ্জুলতা**।

সতেরিত (পুং) বিদ্যুৎ। = **সতেরিতা**।

সতেরিতা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। = **সতেরতা**।

সতোকারিন (বিণ) স্মৃতিকারী, যেই ব্যক্তি স্মৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণা করে, যেই ব্যক্তি স্মৃতিভাবনা করে।

সত্ত (বিণ) ১ প্রাণদণ্ডার্হ, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত। ⇒ **সজ্জতি**। ২ অভিশপ্ত, ঘৃণ্য, শপথকৃত, গালিগালাজ করে এমন, ধর্মসাক্ষী করিয়া বলে এমন। ⇒ **সপতি**। ৩ সাত, সপ্ত। **সত্তভূমক**—সপ্তভূমির বা সাততলা (প্রাসাদ)। **সত্তযোজন**—সাতযোজন। **সত্তবস্সানি**—সাতবর্ষা সময়, সাত বৎসর। **সত্তকাযা**—নিম্নশ্রেণীর জনাকীর্ণ লোকসমূহ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সত্তহি মাসেহি সঙ্গীতং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সত্তধনানি; সত্তমঙ্গলা**। (সংযুক্ত নিকায়) ৭ × ৭০ **ঞাণবত্থূনি**। (করণ কারকে) **সত্তহি**। (সম্বন্ধ পদে) **সত্তন্নং**। (অধিকরণ কারকে) **সত্তসু**। (পুং) **সজীব** প্রাণী, প্রাণী, সত্ত্ব, সত্তা, জীব, মনুষ্য, জন্তু, বেদনশীল বা সচেতন প্রাণী, ব্যক্তি, বিচারশক্তি সম্পন্ন পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষ। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **রূপাদিসু খন্দেসু ছন্দরাগেন সত্তা বিসত্তা'তি সত্তা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নরকসত্ত**—নরক যন্ত্রণাভোগকারী সত্তা বা জীব। (ক্লী) ১ আত্মা, মানবের আধ্যাত্মিক জীবন, সূক্ষ্ম বা সুন্দর মনোভাব প্রকাশ। = "**জীবিত**" অথবা "**বিঞ্ঞাণ**"। (পেতবত্থু) **গতসত্ত**—মৃতজীব। ২ সার, সারভাগ, সারাংশ।

সত্তক (ক্লী) সাতটির সমষ্টি, সাতটির সমবায়। (বিণ) সপ্তম, সাত, ৭।

সত্তকতু (বিণ) = **সত্তক্কতু**। ⇒ **সত্তক্কতু**।

সত্তকাযা—নিম্নশ্রেণীর জনাকীর্ণ লোকসমূহ। **সত্ত** (৩)।

সত্তক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) সাতবার, বার বার সাতবার।

সত্তক্খত্তুং পরমতা ⇒ **পরমতা**।

সত্তক্খত্তু পরম (বিণ) যিনি সাতবারের অতিরিক্ত বা অধিক পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবেন না, যেই ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাতবার পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ সাতবার পুনর্জন্ম করিবার পর (পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)। ⇒ **পরম**।

সত্তক্খত্তুপরমং—সর্বাপেক্ষা অধিক সাতবার।

সত্তঙ্গ (ক্লী) সপ্তাঙ্গ, সপ্ত অঙ্গবিশেষ, পালঙ্ক বা আরাম কেদারা-বিশেষ। ইহার সপ্ত অঙ্গ, যথা—চারিটি পদ, মাথা রাখিবার স্থান, পদ রাখিবার স্থান এবং পার্শ্ব বা হাত রাখিবার স্থান।

সত্তগুণ (বিণ) সপ্তগুণ, সাতগুণ, সাত পড়ল, সাত ভাঁজ।

সত্তচং = **সত্তচা**। ⇒ **সত্তচা**।

সত্তচত্তাড়ীসতি (বিণ) ৪৭, সাতচল্লিশ।

সত্তচত্তাড়ীসা (বিণ) ৪৭, সাতচল্লিশ।

সত্তজট (বিণ) (চুলের) সপ্তজটা, সাতটি বেণী বা জটা আছে এমন, সপ্ত জটা বা বেণীধারী। জাতকে ব্যাধ সম্বন্ধেও এই শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

সত্তট্ঠ (বিণ) [সত্ত + অট্ঠ] ৭ বা ৮, ৭/৮, সপ্ত বা অষ্ট।

সত্তট্ঠানানি (ক্লী, বহুবচন) সপ্তস্থান। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের পরদিবস হইতে সপ্ত সপ্তাহকাল অধিক সপ্তস্থান হইতে তাঁহার বোধিজ্ঞান লাভে মহা উপকারী বোধিবৃক্ষের (জ্ঞানবৃক্ষরূপ অশ্বত্থ তরুর) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সপ্তস্থান, যথা—**পথমং বোধিপালঙ্ক**—(প্রথম স্থান বোধিপালঙ্ক অর্থাৎ বুদ্ধ যেই আসনে বসিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই আসনে বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সপ্তাহকাল ধ্যানাসনে থাকিয়া ধ্যানচিত্তে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন), **দুতিযং অনিমিসং** (দ্বিতীয় স্থান অনিমেষ অর্থাৎ যেই স্থানে তিনি চোখের পলক না ফেলিয়া একদৃষ্টিতে সপ্তাহকাল বোধিবৃক্ষের প্রতি অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া ধ্যানচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন), **ততিযং চঙ্কমন সেট্ঠ** (তৃতীয় স্থান চংক্রমণ অর্থাৎ যেই স্থানে তিনি সপ্তাহকাল অবিরত কেবল চংক্রমণ করিতে করিতে ধ্যানচিত্তে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন), **চতুত্থং রতনঘরং** (চতুর্থ স্থান রত্নঘর অর্থাৎ যেই স্থান হইতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি সপ্তাহকাল ধ্যানচিত্তে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন), **পঞ্চমং অজপালং** (পঞ্চম স্থান অজপাল হইতে তিনি সপ্তাহকাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যানচিত্তে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন), **ছট্ঠমং মুচলিন্দং** (ষষ্ঠস্থান মুচলিন্দ অর্থাৎ মুচলিন্দ নামক সরোবর তীরে বসিয়া বসিয়া তিনি সপ্তাহকাল ধ্যানচিত্তে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন), **সত্তমং রাজাযতনং** (সপ্তম স্থান রাজায়তন হইতে তিনি সপ্তাহকাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যানচিত্তে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন)। এইরূপে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের পরদিবস হইতে এক এক স্থানে সপ্তদিবস অবিরত অবস্থান করিয়া সপ্ত সপ্তাহ বা ৭ × ৭ = ৪৯ দিন তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভে আশ্রয় দাতা স্বরূপ মহা উপকারী বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সত্ততন্তি (বিণ) সাতটি ছিলা বা দড়ি আছে এরূপ, সপ্ত তারযন্ত্র সমন্বিত, সপ্ততন্ত্রী। (স্ত্রী) সপ্ততন্ত্রী, বীণা, বীণা প্রভৃতির তার।

সত্ততাল—সাতটি তাল গাছ, সাতটি তালগাছ উপর উপর করিয়া দাঁড় করানো।

সত্ততাল মত্ত (বিণ) সাতটি তাল গাছ উপর উপর করিয়া দাড় করাইলে যতদূর উচ্চতা হয় ততদূর উচ্চতায় উর্ধ্ব।

সত্ততি (বিণ) সপ্ততি, ৭০, সত্তর।

সত্ততিংসতি (বিণ) সপ্তত্রিংশতি, ৩৭, সাঁইত্রিশ।

সত্ততিংস (বিণ) সপ্তত্রিংশ, ৩৭, সাঁইত্রিশ।

সত্ততিম (বিণ) সত্তরতম, ৭০তম।

সত্তত্ত (ক্লী) সত্ত্বত্ব, সত্ত্বভাব, অস্তিত্ব প্রাপ্তির অবস্থা।

সত্তদস (বিণ) সপ্তদশ, ১৭, সতের।

সত্তদিন (ক্লী) সপ্তদিবস, সাতদিন, সপ্তাহকাল, এক সপ্তাহ।

সত্তধা (ক্রি, বিণ) সপ্তধা, সপ্তখণ্ডে, সাতভাগে (বিভক্ত), সপ্ত অংশে।

সত্তনবুতি (বিণ) ৯৭, সাতানব্বই।

সত্তনিকায—১ জনসমূহ, জনগণ, জনতা। ⇒ **জন্তু**। ২ ⇒ **নিকায** (১)।

সত্তপকরণিক (বিণ) অভিধর্ম গ্রন্থের সপ্ত প্রকরণে অভিজ্ঞ।

সত্তপঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) সত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞপ্তি, সত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা, প্রাণী বা জীব সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি। ⇒ **পঞ্ঞত্তি**।

সত্তপঞ্ঞাসা (বিণ) ৫৭, সাতান্ন।

সত্তপণ্ণিগুহা (স্ত্রী) সপ্তপর্ণী গুহা, একটি গুহার নামবিশেষ, সপ্তপর্ণী বৃক্ষের ছায়াতলে বা সন্নিকটে যেই গুহা ছিল, এই গুহাটি ছিল ভগবান বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে এবং ইহার দ্বারদেশে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গায়ণ হইয়াছিল। ⇒ **সঙ্গীতি** (২), **সত্তপণ্ণিরুক্খ**।

সত্তপণ্ণিরুক্খ (পুং) সপ্তপর্ণী বৃক্ষ। যেই বৃক্ষের প্রতি পল্লবে সাতটি করিয়া পাতা আছে উহাকে সপ্তপর্ণীবৃক্ষ বলা হয়। পূর্ববঙ্গের দেশীয় ভাষায় ইহাকে "ছাইতন গাছ" বলা হয়।

সত্তপণ্ণী (পুং) সপ্তপর্ণী বৃক্ষ। = **সত্তপণ্ণি রুক্খ**। (বিণ) সাতটি পাতাযুক্ত।

সত্তপতিট্ঠ (বিণ) সাত ভাঁজে শক্ত, সাতভাঁজে ভাঁজ করা শক্ত, সাত পড়লে দৃঢ়।

সত্তপদং (ক্রি-বিণ) সপ্ত পদের জন্য, সাতবার পদক্ষেপের জন্য, সপ্তপদক্ষেপের জন্য।

সত্তপ্পত্ত (বিণ) ১ আসক্তিগ্রস্ত হইয়া, সংলগ্ন থাকিয়া। ২ সত্ত্ব বা জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া, সত্ত্বরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত। ৩ সাতটি পাতাযুক্ত। ⇒ **পত্ত** (৩)।

সত্তব্ভন্তরং (ক্রি-বিণ) [সত্ত + অব্ভন্তরং] সপ্তাহের মধ্যে, সাতদিনের ভিতরে, প্রতি সপ্তাহে। ⇒ **অব্ভন্তরং**।

সত্তভূমক (বিণ) সপ্ততল উচ্চ, সাততলা উচ্চ (প্রাসাদ)। **সত্তভূমক পাসাদ**—সপ্ততল উচ্চ দালান বা প্রাসাদ। ⇒ **ভূমক** (১), **সত্ত** (৩)।

সত্তভূমক পাসাদ (পুং) সপ্ততল উচ্চ দালানবাড়ি, সাততলা উচ্চ পাকা কুঠি বা রাজ প্রাসাদ। ⇒ **পাসাদ**, **সত্তভূমক**।

সত্তভূমিক (বিণ) সপ্ততল। = **সত্তভূমক**। ⇒ **ভূমিক**।

সত্তম (বিণ) ১ উত্তমতার সহিত, অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট,

সর্বোচ্চ, চমৎকার, অতি সৎ, অতি উত্তম, সর্বাপেক্ষা সৎ বা ধার্মিক, অত্যন্ত সাধু, অতিশোভন, পূজ্যতম। ⇒ **সত্ত** (১খ)। ২ সপ্তম, সপ্তম সংখ্যক, সপ্তম ভাগ, সাতই। (পুং) সাতভাগে এক ভাগ।

সত্তমদিবসে—সপ্তম দিবসে, সাতদিনের দিন।

সত্তম ভবিক (বিণ) যেই ব্যক্তি সপ্তমবার অস্তিত্বে বা পুনর্জন্মে উপস্থিত হইয়াছেন।

সত্তমাস—সাত মাস, সপ্তমাস।

সত্তমাসং (ক্রি-বিণ) সপ্তমাসের জন্য, সাতমাসের জন্য। (ক্লী) সাতমাস, সপ্তমাস।

সত্তমী (স্ত্রী) সপ্তম দিবস, অধিকরণ কারক, সপ্রতিবন্ধ বা সাপেক্ষ মনের ভাব, সাপেক্ষ ধাতুরূপের নীতি, (ব্যাকরণে ক্রিয়াপদে) অনুমতি এবং পরিকল্পনার্থে (সম্ভাবনার্থে) ধাতুর উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়।

সত্তযোজন (ক্লী) সাতযোজন বা সাত মাইল। ⇒ **সত্ত** (৩)

সত্তযোজনিক (বিণ) সাতযোজন বিস্তৃত।

সত্তরতন (ক্লী) সপ্তরত্ন, সপ্তবিধ রাজকীয় ধন, সাত প্রকার বহুমূল্য বস্তু। সপ্তরত্ন, যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, পদ্মরাগ মণি, নীলমণি, চুনি, প্রবাল, হীরা।

সত্তরত্ত (ক্লী) সাতরাত্রি বা এক সপ্তাহ। **দ্বেসত্তরত্ত**—দুই সপ্তাহ বা পক্ষকাল, এক পক্ষ (জাতক)।

সত্তরত্তেন (ক্রি-বিণ) সপ্তদিবস পরে, সাতদিন পরে, এক সপ্তাহ পরে, (সাহিত্যে) সপ্তরাত্রি। ⇒ **রত্ত** (২ খ)।

সত্তরস (বিণ) সপ্তদশ, ১৭, সতের। (বিনয়) **সত্তরস ভিক্খূ**—১৭ জনের একদল ভিক্ষু।

সত্তরস ভোজন (ক্লী) সপ্তবিধ রসে পরিপূর্ণ ভোজন।

সত্তরস বগ্গিয (বিণ) ১৭শ বর্গীয়, সপ্তদশ বর্গীয়, এক সঙ্গে ১৭ জন আছে এরূপ। ⇒ **বগ্গিয**।

সত্তরি (বিণ) ৭০, সত্তর। = **সত্ততি**।

সত্তলা = **সত্তলি**। ⇒ **সত্তলি**।

সত্তলি—১ (সংস্কৃত—সপ্তলা) একজাতীয় ফুলের নাম বিশেষ, কুন্দাল পুষ্প। ২ কদলী, কদলী পুষ্প, কলা, কলার মোচা। = **পত্তলি**।

সত্তলোক (পুং) সত্ত্বলোক, প্রাণী জগৎ। (বিপ) **সঙ্খার লোক**।

সত্তব (পুং) সত্ত্ব, প্রাণী, জীব। = **সত্ত** (পুং, ক্লী)।

সত্তবণিজ্জা (স্ত্রী) প্রাণীবাণিজ্য, দাসবাণিজ্য, দাসবিক্রয়। = **মনুস্স বিক্কয**। ⇒ **বণিজ্জা**।

সত্তবস্স (বিণ) সপ্ত বৎসরের, সাত বৎসরের। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্ত-অট্ঠ বস্স**—সাত কিংবা আট বৎসরের। ⇒ **বস্সত**।

সত্তবস্সানি (ক্লী, বহুবচন) সাত বৎসর কাল, সপ্তবর্ষা। ⇒ **সত্ত** (৩)

সত্তবস্সিক (বিণ) সপ্তবর্ষীয়, সাত বৎসরের, সপ্ত বার্ষিক, সপ্ত বার্ষিকী, সাত বৎসর বয়স্ক। **বস্সি** (২)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সত্তবস্সিক সামণের**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্তবস্সিক সঙ্কিচ্চ অরহত্তং পত্তা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সত্তবস্সিক কুমারো অবহত্তং পত্তো**।

সত্তবিধ অরিয ধন—সপ্তবিধ আর্যধন। সপ্তবিধ আর্যধন, যথা—**অজ্ঝেসনা, তপো, সীল, সচ্চ, চাগ, সতি, মতি**। ⇒ **চাগ, ধন**।

সত্তবীসতি (বিণ) সপ্তবীশতি, ২৭, সাতাইশ।

সত্তবো—**সত্তু** (১)।

সত্তসট্ঠি (বিণ) সপ্তষষ্ঠি, সাতষট্টি, ৬৭।

সত্তসণ্ড (পুং) জীবে পরিপূর্ণ অবস্থা, জীবপূর্ণ অবস্থা। ⇒ **সণ্ড**।

সত্তসত্ততি (বিণ) সপ্তসপ্ততি, ৭৭, সাতাত্তর।

সত্ত সত্ত দিবসা = **সত্তসত্তাহ**। ⇒ **সত্তসত্তাহ**।

সত্তসত্তাহ (ক্লী) সপ্ত সপ্তাহ, (৭ × ৭) = ৪৯ দিন।

সত্তসদ্ধম্ম গোচর (বিণ) সপ্তবিধ সদ্ধর্মের পরিবেশ জনিত, সাত প্রকার সদ্ধর্মানিয়ম রক্ষা করিয়া। ⇒ **গোচর**।

সত্তহারক (বিণ) ছোরা বা অস্ত্র শস্ত্র বাহক। (পুং) ছোরা বা অস্ত্র বাহক লোক, গুপ্তঘাতক।

সত্তাগারিক (বিণ) [সত্ত + আগারিক] সাতঘর ভিক্ষাকারী, যেই ভিক্ষু দৈনিক সাতঘর মাত্র ভিক্ষা করেন, ততোধিক ঘরে ভিক্ষা করেন না।

সত্তালোপিক (বিণ) (আহার সম্বন্ধে) সাত গ্রাসমাত্র ভোজনকারী, যেই ভিক্ষু বা ব্যক্তি দৈনিক সাত গ্রাসমাত্র আহার করিয়া জীবনধারণ করে ততোধিক আর কিছু আহার করে না।

সত্তাবাস (পুং) সত্ত্বাবাস, বেদনশীল বা সচেতন জীবগণের আবাস স্থান। **নব সত্তাবাস**। ⇒ **নব** (১)।

সত্তাসীতি (বিণ) ৮৭, সাতাশি।

সত্তাহ (পুং, ক্লী) সপ্তাহ, সাতদিন।

সত্তাহং—সাতদিন, এক সপ্তাহ, সপ্তাহ, সপ্তাহকাল।

সত্তাহকালিক (বিণ) সপ্তাহকালিক অর্থাৎ ভিক্ষুরা কোনো কোনো ভৈষজ্য বস্তু ব্যবহারের জন্য একবার গ্রহণ করিয়া সপ্তাহকাল বা সাতদিন পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারেন সেই সব ভৈষজ্য বস্তুকে সপ্তাহ-কালিক বলা হয়। ⇒ **কালিক, যামকালিক, যাবজ্জীবক**।

সত্তাহকালিকা (বিণ, স্ত্রী) = **সত্তাহকালিক**। ⇒ **সত্তাহকালিক**, ⇒ **কালিকা**।

সত্তি (স্ত্রী) ১ শক্তি, সামর্থ্য, কর্মশক্তি, কর্মক্ষমতা, কর্তৃত্ব, শাসন, প্রভাব, বল, কার্যকারণ শক্তি, কল চালাইবার শক্তি, বেগ, প্রভৃত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, পরাক্রম, প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, মানসিক শক্তি, গণিতের শক্তি (ঘাত), শক্তির উৎস, কোনো দলের সংখ্যা বা শক্তি বা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায়তা,

ন্যায্যতা। ২ **ক** ছুরি, ছুরিকা, ছোরা, ছোট বর্শা, তরবারি, অসি, খড়্গ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, যুদ্ধচিহ্ন, ক্ষমতার চিহ্ন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দীঘ-দণ্ডসত্তি**—দীর্ঘ হাতল বা দণ্ডযুক্ত বর্শা; **তিখিণ সত্তি**—তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরি। (জাতক) **মুখসত্তি**—তীব্র কথা। **খ** বল্লম, বর্শা, শড়কি।

সত্তিক = **তল সত্তিক**। ⇒ **তল সত্তিক**।

সত্তিগুম্বসুব (পুং) এক তোতা পাখির নাম। ⇒ **সুব**।

সত্তিপঞ্জর—বর্শার জাফরি, বল্লমের জাফরিকার্য।

সত্তিলঙ্ঘন—শড়কি নৃত্য, বল্লম লইয়া নৃত্য, বর্শাহস্তে লম্ফঝম্ফ।

সত্তিসিম্বলিবন—অসি সমন্বিত শিমূল বৃক্ষের বন। ইহা একটি নরক বা নরকের নামবিশেষ। এই নরক বনের ন্যায় শিমূল বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং বৃক্ষের পত্রগুলি তীক্ষ্ণ অসি সদৃশ ধারাল।

সত্তিসূল (ক্লী) ১ শক্তিশূল, শক্তিশেল, বল্লম বা বর্শার ন্যায় শূলদণ্ড। (সংযুক্ত নিকায়) **সত্তিসূলূপমা কামা**। ২ শক্তিশূল নামক একটি নরকের নাম-বিশেষ।

সত্তু (পুং) ১ শত্রু, অরি, বিপক্ষ, বৈরী, রিপু। (করণ কারক বহুবচনে) **সত্তবো**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সত্তুনিম্মথন**। ২ ছাতু, ময়দা, শস্যচূর্ণ, আটা।

সত্তু আপণ—বেকারির দোকান, রুটির দোকান, ছাতু বিক্রয়ের দোকান, আটা ময়দার দোকান।

সত্তুক (পুং) শত্রু। = **সত্তু** (১)।

সত্তুক্‌খত্তুং (ক্রি-বিণ) সাতবার, একাধিক সাতবার। ⇒ **বহুক্‌খত্তুং**।

সত্তুনিম্মথন—শত্রু নিপীড়ন, শত্রুদমন।

সত্তুপসিব্বক (পুং) ছাতুর থলে, আটা ময়দার বস্তা, ছাতুর বস্তা। = **সত্তুভস্তা**।

সত্তুভস্ত (পুং) = **সত্তুপসিব্বক**। ⇒ **সত্তুপসিব্বক**।

সত্তুভস্তা (স্ত্রী) = **সত্তুপসিব্বক**। ⇒ **সত্তুপসিব্বক**। ⇒ **ভস্তা** (২)।

সত্তুভোজন (ক্লী) ছাতুভোজন, ছাতু আহার করণ। ⇒ **পঞ্চভোজন**।

সত্তুস্সদ (বিণ) [সত্ত + উস্সদ] ১ জীবে পরিপূর্ণ, লোকপূর্ণ, জনমানব পূর্ণ। **চতুরুস্সদ**, **উস্সদ** (২, ৪ বিণ, ৬)। ২ (শরীরের উপর) সাতটি সমুন্নত (বা উচ্চ অংশ) অথবা উদ্‌গতাংশ (বা গণ্ড) আছে এমন। ইহা মহাপুরুষের একটি লক্ষণ। এই সাতটি উদ্‌গতাংশের লক্ষণ দৃষ্ট হয়—উভয় হস্তে, উভয় পদে, কাঁধে এবং পৃষ্ঠদেশে।

সত্থ (ক্লী) ১ তরবারি, তলোয়ার, অসি, বর্শা, বল্লম, শেল, অস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ছুরি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**সত্থ**" ত্রিবিধ, যথা—**কায়সত্থ** (শরীররূপ অস্ত্র), **বচীসত্থ** (বাক্যরূপ অস্ত্র), **মনোসত্থ** (মনরূপ অস্ত্র)। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **সত্থমুখেন**—অস্ত্রস্বরূপ মুখদ্বারা। (বিনয়) **দণ্ডসত্থ**। (সংযুক্ত নিকায়) **সত্থং আহরতি**—ছুরি মারা, বিদ্ধ করা, ঘায়েল করা, খোঁচা মারা। ২ জ্ঞান, বিজ্ঞান, নিরূপিত সত্য, শিক্ষা, বিদ্যা, উপদেশ, পাণ্ডিত্য, কারিগরি, কলাকৌশল, বিদ্যার বিভাগ, শিল্পবিদ্যা, যেই শিক্ষায় অধ্যয়ন ও ব্যবহারিক অভ্যাস দুইয়েরই প্রয়োজন হয়, কৌশল, অভিজ্ঞতা লব্ধ রীতিনীতি, চারুশিল্প, ললিত কলা ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বাদসত্থ**—যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য কথার জ্ঞান বিজ্ঞান; **সদ্দসত্থ**—ব্যাকরণ; **সুপিন সত্থ**—স্বপ্নবৃত্তান্ত। (পুং) বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়ি, (মরুভূমিতে) দলবদ্ধ ভ্রমণকারী বণিক দল বা যাত্রীদল। (ধর্মপদ) **অপ্পসত্থ**—বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত ছোট গাড়ি। ৪ **ক** (বিণ) কথিত, শিক্ষা প্রদত্ত, উপদেশ প্রদত্ত। ⇒ **সাসতি**। = **সিট্‌ঠ**। **খ** সমর্থ, শক্তিবান, ধীমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ, উপযুক্ত, কর্মদক্ষ। = **সমত্থ**। **গ** শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়াছে এরূপ, জীবিত, বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে এমন, প্রকাশিত, অনুপ্রবিষ্ট। ⇒ **বিস্সত্থ**।

সত্থং আহরতি ⇒ **সত্থ** (১)।

সত্থক—(ক্লী) ছুরি, শস্ত্র, ক্ষুর, কলমকাটা ছুরি, ছুরিকা, কাঁচি, অষ্ট পরিষ্কারের মধ্যে একটি অর্থাৎ ক্ষুর। (বিনয়) **দণ্ডসত্থক**—দণ্ডরূপ শস্ত্র। (জাতক) **অয়সত্থক**—লৌহ শস্ত্র; **সত্থক পট্টক**—ছুরি প্রভৃতি শস্ত্রের ফলা। (বিণ) বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়ি সম্বন্ধীয়, বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়ির মানুষ বা যাত্রী সম্বন্ধীয়, বণিকদল-সম্বন্ধীয়।

সত্থক নিসাদন (ক্লী) ছুরি তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত করণ বা ধারালো করণ, ছুরিতে ধার দেওন, ছুরিকা তীক্ষ্ণকরণ। (বিণ) ছুরিতে ধার দেয় এরূপ।

সত্থক নিসান = **সত্থক নিসাদন**। ⇒ **সত্থক নিসাদন**।

সত্থকপট্টক—ছুরি প্রভৃতি শস্ত্রের পাত বা ফলা। ⇒ **সত্থক** (ক্লী)।

সত্থকম্ম (ক্লী) অস্ত্রচিকিৎসা, শল্য-চিকিৎসা, ছুরি প্রয়োগ, ছেদ, ছেদন, ক্ষোদন, কর্তন, কর্তন জন্য খাত, কার্য, ফল, উপায়, অস্ত্রপ্রয়োগ, সৈন্যদলের গতিবিধি।

সত্থকবাত (পুং) শরীরাভ্যন্তরে যেই সঞ্চিত বায়ু ছুরি কাঁচি প্রভৃতি শস্ত্র দ্বারা কাটার ন্যায় বিদ্ধ করিতে থাকে, বাতবেদনা, মর্মান্তিক বা উগ্র মনঃকষ্ট, বিদ্রূপপূর্ণ বা কর্তনকারী বেদনা বা দৈহিক যন্ত্রণা। ⇒ **বাত**।

সত্থকারক (পুং) গুপ্তঘাতক, গোপনে হত্যাকারী। = **সত্থহারক**।

সত্থগমনীয (বিণ) বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়ি যাইতে পারে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **সত্থগমনীয মগ্গ**—বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়ি গমনের পথ বা রাস্তা।

সত্থদণ্ড (ক্লী) কাঁচির হাতল বা বাঁট, কাঁচি ছুরি প্রভৃতি শস্ত্র ধরিবার স্থান।

সত্থধারা (স্ত্রী) ছুরি বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের ধার, বল্লমের ধার, বল্লমের ন্যায় ধার। ⇒ **ধারা** (২)।

সত্থমুখেন (ক্রি-বিণ) অস্ত্র স্বরূপ মুখ দ্বারা, মুখরূপ অস্ত্র দ্বারা। ⇒ **সত্থ** (১)।

সত্থর (পুং) বুদ্ধ, শাস্তা, শিক্ষক, উপদেষ্টা, শিক্ষাদাতা। = **সত্থারো, সত্থা**। (জাতক) **গণসত্থর**—দলের দলপতি। (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **সত্থার দস্সন**—শাস্তার দৃষ্টি বা দর্শন। (মধ্যম নিকায়) **সত্থুদনুয**—শাস্তার উত্তরাধিকারী।

সত্থবণিজ্জা (স্ত্রী) অস্ত্রশস্ত্রের বাণিজ্য, দা ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায়। ⇒ **বণিজ্জা**।

সত্থবহ (পুং) (মরুভূমিতে) দলবদ্ধ ভ্রমণকারী বণিকদলের দলপতি বা সর্দার, সার্থবাহ, দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী, পথ প্রদর্শক, যাত্রিক গণের নেতা, বণিক, সওদাগর। ⇒ **বাহ** (পুং ১ ক)।

সত্থবাস—শিবির স্থাপন, শিবির।

সত্থবাসিক (বিণ) বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়িতে বাসকারী।

সত্থবাসিন = **সত্থবাসিক**। ⇒ **সত্থবাসিক**।

সত্থবাহ (পুং) সার্থবাহ, বণিক, দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী, পথপ্রদর্শক, বাসযোগ্য আচ্ছাদনযুক্ত বড় গাড়িতে বাসকারী লোকদের দলপতি বা নেতা, সৈন্যদলের সেনাপতি, লাঠিয়ালের সর্দার, গায়কদলের অধিকারী বা দলপতি, শাস্তা, শিক্ষক, উপদেষ্টা, বুদ্ধ। = **সত্থা**।

সত্থাহারক (পুং) গুপ্তঘাতক। = **সত্থকারক**।

সত্থা (পুং) শাস্তা, শিক্ষক, উপদেষ্টা, বুদ্ধ। = **সত্থারো, সত্থর**। কারক নির্ণয়: কর্তৃকারক (একবচনে) **সত্থা**; (বহুবচনে) **সত্থা, সত্থারো**। কর্মকারক (একবচনে) **সত্থারং, সত্থরং**; (বহুবচনে) **সত্থারো, সত্থারে**। করণকারক (একবচনে) **সত্থরা, সত্থারা, সত্থুনা**; (বহুবচনে) **সত্থারেহি, সত্থারেভি**। সম্প্রদান কারক (একবচনে) **সত্থু, সত্থুনো, সত্থুস্স**; (বহুবচনে) **সত্থারানং, সত্থানং, সত্থূনং**। অপাদান কারক (একবচনে) **সত্থরা, সত্থারা**; (বহুবচনে) **সত্থারেহি, সত্থারেভি**। সম্বন্ধপদ (একবচনে) **সত্থু, সত্থুনো, সত্থুস্স**; (বহুবচনে) **সত্থারানং, সত্থানং, সত্থূনং**। অধিকরণ কারক (একবচনে) **সত্থরি**; (বহুবচনে) **সত্থারেসু, সত্থূসু**। আলাপন বা সম্বোধনপদ (একবচনে) **সত্থ, সত্থা**; (বহুবচনে) **সত্থা, সত্থারো**। বিনয়ে পাঁচজন শাস্তার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**পূরাণকস্সপ, মক্খলি-গোসাল, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত, অজিত কেসকম্বলি**। দীর্ঘনিকায়ে ছয়জন শাস্তার নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ের অন্যত্র তিনজন শাস্তার নামও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে সর্বোত্তম শাস্তা "বুদ্ধ"।

সত্থারদস্সন (ক্লী) শাস্তার দর্শন, শিক্ষকের বা উপদেষ্টার দৃষ্টি। ⇒ **সত্থর, সত্থা**।

সত্থারো (পুং) শিক্ষক, প্রভু, অধিনায়ক, অধিকারী, নেতা, শাসক, কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি, বাণিজ্য পোতের অধ্যক্ষ বা নায়ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিশেষ, নিয়োগকর্তা, তরুণ ভদ্রলোক, উপদেষ্টা, উপদেশক, আচার্য, অধ্যাপক। ⇒ **বুদ্ধ** (২)। = **সত্থর, সত্থা**।

সত্থি (স্ত্রী) উরুদেশ, উরু। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অন্তরাসত্থি**—দুই উরুদেশের মধ্যে।

সত্থু (পুং) শাস্তা, শিক্ষক, বুদ্ধ। = **সত্থারো**। (ক্লী) ছাতু, যবাদি চূর্ণ। = **মন্থ** (২), **সত্তু** (২)।

সত্থুক (বিণ) যাহার শাস্তা জীবিত আছেন, যাহার শিক্ষক বর্তমান আছেন। (বিপ) **অতীত সত্থুক**—যাহার শাস্তা বাঁচিয়া নাই, যাহার শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে, অতীতাচার্য (দীর্ঘনিকায়)।

সত্থুগরু (বিণ) শাস্তা বা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

সত্থুগুণঘোসক (বিণ) শাস্তা বা বুদ্ধের গুণ প্রচারক, বুদ্ধের প্রশংসাকারী। ⇒ **ঘোসক**।

সত্থুদনুয (পুং) [সত্থু + দ + অনুয] শাস্তা বা বুদ্ধের উত্তরাধিকারী, শিক্ষক বা উপদেষ্টার পরবর্তী লোক। ⇒ **সত্থর, সত্থা**।

সত্থুন (?)—বন্ধু, উপকারী, হিতৈষী, সহায়।

সত্থুবণ্ণ (ক্লী) স্বর্ণবর্ণ, স্বর্ণ (সাহিত্যে—শাস্তা বা বুদ্ধের শরীরবর্ণ)।

সত্থের (বিণ) থের ভিক্ষুগণসহ, স্থবির ভিক্ষুগণের সহিত।

সদত্থ (পুং) [সদ + অত্থ] সৎ অর্থ, হিতার্থ, মঙ্গলার্থ, সদৎ, উপকারার্থ, খুব ভালো, অতি উত্তম, আদর্শ, নিজের মঙ্গল, নিজের শুভ বা উন্নতি। = **সত্ত, সকে অত্থে**। ⇒ **অত্থ**।

সদত্থুত (বিণ) [সদা + থুত] সর্বদা প্রশংসিত। = **সদা থুত, নিচ্চ-পসত্থ**। ⇒ **থুত**।

সদন (ক্লী) সদন, নিলয়, গৃহ, বাড়ি।

সদর (বিণ) দুঃখজনক, বেদনাদায়ক, মর্মপীড়ক, ভীতিজনক, ভয়জনিত, বিরক্তিকর, ক্লেশজনক, পীড়াদায়ক, অসুখী, হতভাগ্য, ভয়ানক, ভীরু, ভীত। ⇒ **দর**।

সদস (বিণ) ঝুঁপি বা ঝালর সহ, প্রান্তভাগ বা শেষাংশসহ, ঝালরযুক্ত, চাপিয়া বসার পাড় লাগানো বা ঝালরযুক্ত মাদুর বা আসন। (ক্লী) ১ সন্দেশ, একপ্রকার মিষ্টি। ২ কম্বল, (সাহিত্যে) ঝালরযুক্ত কম্বল। (বিপ) **অদসক**। ⇒ **দসা**।

সদস্স (পুং) [সত (= সন্ত) + অস্স] শিক্ষিত অশ্ব, উৎকৃষ্ট ঘোড়া, সংশিক্ষা প্রাপ্ত ঘোড়া, ভালো ঘোড়া।

সদা (ক্রি-বিণ) সদা, সর্বদা, সতত, সকল সময়, সদা সর্বদা, চিরদিন, চিরকাল, নিত্য, অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকরূপে। = **নিচ্চং, সব্বকালং, যাবজীবং, সব্বকালং দিবসে দিবসে সায়ঞ্চ পাতো চ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

সদাকালে (ক্রি-বিণ) সর্বদা। = **সদা, কালে, নিচ্চকালে**।

সদাচার (পুং) সদাচার, সদাচরণ।

সদাতন (বিণ) সনাতন, নিত্য, শাশ্বত, সদাতন, সদাস্থায়ী, চিরস্থায়ী।

সদাথুত (বিণ) সদাস্তুত, নিত্য প্রশংসিত। = **সদত্থুত**।

সদামত্ত (বিণ) সদামত্ত, সর্বদা উচ্ছৃঙ্খলভাবে আমোদ প্রমোদে রত বা পানভোজনে রত, সর্বদা খুবই উপভোগে রত। (পুং) ১ একটি স্থানের নাম-বিশেষ। ২ এক শ্রেণীর দেবগণ।

সদার (বিণ) সদার, নিজ স্ত্রীর সহিত। (পুং) নিজের স্ত্রী।

সদাসক (বিণ) দাসগণের সহিত, ভৃত্যগণ সহ, ভৃত্যগণ সমভিব্যহারে, চাকরগণকে সঙ্গে করিয়া।

সদিস (বিণ) সদৃশ, তুল্য, মত, সম, অনুরূপ, সম্ভবপর, সমান, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত। (তুলনীয়) **সাদিস**।

সদিসকুল (ক্লী) সদৃশ কুল, সমকুল, সমান বংশ, সমান জাতি, অনুরূপ জাতি।

সদিসত্ত (ক্লী) সমভাব, সাদৃশ্য, সমতা, তুল্যতা।

সদিসো'হমস্মি—আমি অপরাপর ব্যক্তির সদৃশ্য হইব বা সমান হইব। ⟹ **বিধা** (২)।

সদেরিত (পুং) বিদ্যুৎ। = **সতেরিত**।

সদেরিতা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। = **সতেরতা**।

সদেবক (বিণ) দেবতার সহিত, দেবগণ সহ, দেবগণের সহিত একত্রে, দেবভবন বা দেবালোকের সহিত। (অধিকরণ কারকে) **সদেবকে**—মনুষ্যলোকে এবং দেবলোক। ⟹ **লোক** (১)।

সদেবমনুস্সা—দেবগণ এবং মনুষ্যগণের সহিত, দেব মনুষ্যগণসহ, দেবতাদের সহিত মানুষেরা। ⟹ **দেবমনুস্সা**।

সদেবলোক—দেবলোক সহ অর্থাৎ দেবলোকবাসী দেবগণের সহিত। ⟹ **দেবক**।

সদেবিক (বিণ) দেবী বা রাজরানী সহ।

সদেস—স্বদেশ, নিজের দেশ। ⟹ **স** (৪)।

সদোস (বিণ) দোষসহ অর্থাৎ দূষিত, বিকৃত, বিনষ্ট, ভ্রষ্ট, নীতিহীন, দুষ্ট, পাপী, ক্ষতিকারক।

সদ্দ (পুং) ১ শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল, শূন্য গর্ভ বা অর্থ শূন্য শব্দ, স্বর, উচ্চনিনাদ। জাতকে দশ প্রকার শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, বিশুদ্ধিমার্গে বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (ধর্মসঙ্গণী) **উদক-সদ্দ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদ্রিষন সদ্দ**। বিশুদ্ধিমার্গে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—"**সোত পটিহনন লক্খণ**" এবং বিভঙ্গ অর্থকথায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**সপ্পতী'তি সদ্দো, উদাহরিযতী'তি অত্থো**"। ২ কণ্ঠস্বর, বাক্য, ভাষা, মত, মত প্রকাশ, মতামত, আদেশ, কথা, (ব্যাকরণে) বাচ্য। ৩ শব্দ, পদ, কথা, আদেশ, হুকুম, বিবাদ, প্রতিজ্ঞা, নিদর্শন, চিহ্ন, সংবাদ, উক্ত বাক্য, মন্তব্য, বক্তৃতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইত্থিসদ্দ**। বিভঙ্গ অর্থকথায় "**নিরুত্তি**"তেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্টহয়।

সদ্দকণ্টক—শ্রবণে বাধা, বহেরা, কালা।

সদ্দকোবিদ (বিণ) শব্দ জ্ঞানে বা শব্দ বিজ্ঞানে দক্ষ, ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সুপণ্ডিত, ব্যাকরণে অভিজ্ঞ। (পুং) বৈয়াকরণিক ব্যক্তি, বৈয়াকরণ, শব্দবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি (অর্থাৎ পশু পক্ষী প্রভৃতির সর্বপ্রকার শব্দ যেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে)। (তুলনীয়) **সদ্দবিদূ**।

সদ্দত্থ (পুং) শব্দার্থ, শব্দের অর্থ।

সদ্দধাতু (স্ত্রী) শব্দ ধাতু, শব্দের উপাদান।

সদ্দন (ক্লী) শব্দন, শব্দ, শব্দকরণ, ধ্বনিতকরণ।

সদ্দনয়—ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ব্যাকরণের বিজ্ঞান, শব্দ প্রকরণের জ্ঞান বা বিজ্ঞান।

সদ্দভেদ—শব্দভেদ, শব্দ বিশ্লেষণ, শব্দ বা পদ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা।

সদ্দল (পুং) নূতন ঘাসে আবৃত স্থান। = **তরুণ তিণ**। (বিণ) তৃণপূর্ণ, ঘাসযুক্ত, সবুজবর্ণ, তৃণাচ্ছাদিত।

সদ্দবিদূ (পুং) বৈয়াকরণ, শব্দজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি (পশুপক্ষী প্রভৃতির) বিভিন্ন শব্দ বুঝিতে পারে। (বিণ) শব্দবিদ, শব্দজ্ঞানে অভিজ্ঞ। (তুলনীয়) **সদ্দকোবিদ**।

সদ্দবেধিন (বিণ) = **সদ্দবেধী**। ⟹ **সদ্দবেধী**।

সদ্দবেধী (বিণ) শব্দভেদী, শব্দভেদিন্, শব্দ অনুসারে বিদ্ধকারী, দূরাগত শব্দ লক্ষ্য করিয়া বিদ্ধকারী, যেই তীরন্দাজ শব্দ বা স্বর শ্রবণে সেই শব্দকারীকে লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারে, যেই ব্যক্তি দূরাগত শব্দ লক্ষ্য করিয়া শব্দকারীকে বাণবিদ্ধ করে।

সদ্দসত্থ (ক্লী) শব্দবিজ্ঞান, শব্দ-জ্ঞান, ব্যাকরণ। ⟹ **সত্থ** (২)।

সদ্দসিদ্ধি (স্ত্রী) শব্দ বিশ্লেষণ, শব্দের ঠিক গঠন বা বিশুদ্ধ উৎপাদন, ব্যাকরণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, ব্যাকরণসিদ্ধ বর্ণনা।

সদ্দহতি (ক্রি) [সং + √ধা + অ] বিশ্বাস থাকা বা রাখা, সত্য বলিয়া ধারণা করা, শ্রদ্ধা করা, বিশ্বাস করা, আস্থা রাখা, অনুমান করা। (সপ্তমী) **সদ্ধেয্য, সদ্দহেয্য**, (মধ্যম পুরুষ) বহুবচনে) **সদ্দহেথ**, (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সদ্ধেয্যুং, সদ্দহে** (বোধ হয় "আমি জানিতে উৎসুক"—এই অর্থে; তুলনীয় "**মঞ্ঞে**"), **সদ্দহসে** (পেতবত্থু অর্থকথায় যাহার পাঠ হইবে "**সদ্দাযসে**"; ⟹ **সদ্দাযতি**। (অতীত) **সদ্দহি**। (অ-বিণ) **সদ্দহিত**। (ব-বিণ) **সদ্দহন্ত, সদ্দহান, সদ্দহন্তো**। (ভ-বিণ) **সদ্দহিতব্ব, সদ্ধাতব্ব, সদ্দহাতব্ব, সদ্ধেয্য, সদ্ধাযিতব্ব** (সম্প্রদান কারকে)। (ক্রি-বি) **সদ্দহিত্বা**। (করণে) ১ **সদ্দহতি**; (অতীত মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **সেদ্দহেসি**; (জাতক) **মা ... সদ্দহেসি**; (অ-বিণ) **সদ্ধাযিত**; (ক্রি-বি) **সদ্ধায** (= **সদ্দহিত্বা**); (তুম) **সদ্ধাতুং**। ২ = **সদ্দহাপেতি**।

সদ্দহন (ক্লী) = **সদ্দহনা**। ⟹ **সদ্দহনা**।

সদ্দহনা (স্ত্রী) সত্য বলিয়া ধারণা করণ, বিশ্বাস করণ, আস্থা রাখন, অনুমান করণ, প্রত্যয়, বিশ্বাস, নির্ভরকরণ, ধর্মে বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, সত্যতা, সত্যপ্রিয়তা, অঙ্গীকার।

সদ্দহাপেতি (ক্রি) বিশ্বাস করানো, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মানো, তর্কে পরাভূত করা। ⇒ **সদ্দহতি**। (সপ্তমী) **সদ্দহাপেয্য**। (ভবিষ্যতে) **সদ্দহাপেস্সতি**।

সদ্দহিত্বা পব্বজিত (বিণ) শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত। = **সদ্ধায পব্বজিত**। ⇒ **সদ্দহতি**।

সদ্দাযতন (ক্লী) ⇒ **আযতন** (৩)।

সদ্দাযতি (ক্রি) ১ শব্দ করা, ধ্বনি করা, গোলমাল করা, উচ্চধ্বনি করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া ডাকা। (পেতবত্থু) **"সদ্দহসে"** শব্দের পরিবর্তে **"সদ্দাযসে"** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, তলব করা, আহ্বান করা, ডাকা, একত্রিত করা। (অতীত) **সদ্দাযি**। (ব-বিণ) **সদ্দাযমান**। (ক্রি-বি) **সদ্দাযিত্বা**।

সদ্দাযমান (বিণ) শব্দায়মান, শব্দপূর্ণ, গোলমালপূর্ণ, কোলাহলময়, শব্দ করা হইতেছে এরূপ। ⇒ **সদ্দাযতি**।

সদ্দিং (অব্যয়) সহ, সহিত, সঙ্গে। = **সহ, সদ্ধিং**।

সদ্দিত (বিণ) শব্দিত, ধ্বনিত, শব্দকৃত, আহূত।

সদ্দূল (পুং) শার্দূল, বাঘ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ।

সদ্ধ (বিণ) ১ বিশ্বস্ত, প্রতিজ্ঞা পরায়ণ, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসযোগ্য, সত্য বলিয়া ধারণা করে এমন, বিশ্বাস করে এমন, আস্থা রাখে এমন, অনুমান করে এমন, শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধাশীল, শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত। ২ সহজে বিশ্বাসী, বিশ্বাস প্রবণ, অসন্দিগ্ধ। (ক্লী) শ্রাদ্ধ, মৃত জ্ঞাতিবর্গের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন ও বস্ত্রদান দিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযোগী ধর্মবিধি বা আচার, পিতৃকৃত্য, শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত যাহা দেওয়া হয়। (বিনয়) **সদ্ধং পমুঞ্চতি**—নৈবেদ্য ত্যাগ করা, পূজার উপহার বা উপচার ত্যাগ করা, হিন্দু জাতির বা বৈদিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন পরিত্যাগ করা। অভিধর্ম পিটক এবং অঙ্গুত্তর নিকায় অনুসারে এই শব্দটির অর্থ হয় না। (জাতকের গাথায় কর্মকারকে) **কং সদ্ধং**; (অর্থকথায়) **সদ্ধা-ভত্তং** (বোধ হয় স্ত্রীলিঙ্গে)—শ্রাদ্ধ ভোজন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্বন্ধীয় ভোজ বা আহার গ্রহণ।

সদ্ধপয (বিণ) বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, যাহাকে বিশ্বাস করা যায়।

সদ্ধভত্তং = **সদ্ধাভত্তং**। ⇒ **সদ্ধাভত্তং**।

সদ্ধম্ম (পুং) সদ্ধর্ম, বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, প্রত্যয়, বিশ্বস্ততা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যতা, সদাচার, সদভ্যাস, নির্বাণ, সত্যধর্ম। মধ্যম নিকায়, দীর্ঘনিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে সপ্তবিধ **"সদ্ধম্ম"**-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বিপ) **অধম্ম, অসদ্ধম্ম**।

সদ্ধম্মগরু (বিণ) সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধালু, সত্যধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসী, সদ্ধর্মে শ্রদ্ধাবান।

সদ্ধম্মগরুক (বিণ) সদ্ধর্ম পূজিত অর্থাৎ সত্যধর্মকে পূজা করা হয় এরূপ, সদ্ধর্ম গৌরবনীয় বা পালনীয়, যেই ব্যক্তি সদ্ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা গৌরব করে। ⇒ **গরুক** (গ)।

সদ্ধম্মনিযামতা—সদ্ধর্মের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, সত্যধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস। ⇒ **নিযামতা**।

সদ্ধম্মসবন—সদ্ধর্ম শ্রবণ, সত্য ধর্মের দেশনা বা ব্যাখ্যা শ্রবণ।

সদ্ধম্মসট্‌ঠিতি—সদ্ধর্মের স্থিতিকাল, সদ্ধর্মের স্থিরতা, সদ্ধর্ম রক্ষণশীলতা, সদ্ধর্মের বর্ধন, সদ্ধর্মের সম্প্রসারণ। ⇒ **ঠিতি**।

সদ্ধা (স্ত্রী) শ্রদ্ধা, ধর্মকার্যে দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাস, প্রত্যয়, আদর, চিত্তপ্রসাদ, মনের নির্মলতা, ধর্মকার্যে ইচ্ছা, স্পৃহা, সৎকার্যে প্রবল ইচ্ছা, সম্মান প্রদর্শন, কুশল বা পুণ্য সঞ্চয়ে প্রীতিপূর্ণ ব্যস্ততা, পুনঃপুন চেষ্টায় উৎসাহ, উৎসর্গ, ধর্মকার্যে প্রবল উৎসাহ, ধর্মে বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, সত্যতা, সত্যপ্রিয়তা, অঙ্গীকার। (করণ কারকে) **সদ্ধায**।

সদ্ধাচরিযা (স্ত্রী) শ্রদ্ধাচর্যা, শ্রদ্ধার সহিত বা বিশ্বাস রাখিয়া বাস করা।

সদ্ধাতব্ব (বিণ) শ্রদ্ধার উপযুক্ত, শ্রদ্ধা করা উচিত, শ্রদ্ধা করা কর্তব্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, বিশ্বাস করিবার যোগ্য।

সদ্ধাতর (পুং) শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, বিশ্বাসী লোক, ধর্মবিশ্বাসী লোক, ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তি।

সদ্ধাদেয—শ্রদ্ধায় দেয় বা প্রদত্ত বস্তু (বা ভোজন)। = **পরভোজন**।

সদ্ধাদেয্য (ক্লী) শ্রদ্ধাদান, শ্রদ্ধার সহিত দান, ধর্মবিশ্বাসের সহিত দান, কর্মফলে বিশ্বাস করিয়া দান, শ্রদ্ধার অনুরূপ দান। = **সদ্ধাদেয্য ধম্ম**। ⇒ **দেয্য**। (বিণ) শ্রদ্ধার সহিত যাহা দেওয়া হয়, শ্রদ্ধার প্রদত্ত।

সদ্ধাদেয্য ধম্ম (ক্লী) শ্রদ্ধাদান, শ্রদ্ধার দান। = **সদ্ধাদেয্য** (ক্লী)। ⇒ **দেয্যধম্ম**।

সদ্ধাধন (ক্লী) শ্রদ্ধাধন, শ্রদ্ধারূপ ধন, বিশ্বাসরূপ সম্পত্তি।

সদ্ধাধিমুত্ত (বিণ) শ্রদ্ধা বা গভীর বিশ্বাসের সহিত আত্মোৎসর্গীকৃত। = **মুত্তসদ্ধ**।

সদ্ধাধুর—শ্রদ্ধার কার্য, বিশ্বাসের সহিত কার্য, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখিয়া কার্য। (সদ্ধম্মোপায়ন) **সদ্ধাধুর বিরিয**। ⇒ **ধুর** (২)।

সদ্ধানুসারিন (বিণ) শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণকারী, শ্রদ্ধা করিয়া বা বিশ্বাস রাখিয়া চেষ্টা করে বা কার্য করে এমন, শ্রদ্ধার সহিত চলে এমন।

সদ্ধাপদান[সদ্ধা + অপদান] শ্রদ্ধাচারণ, শ্রদ্ধার সহিত যাহা বা যেরূপ আচরণ করা হয়।

সদ্ধাপব্বজিত = **সদ্ধায পব্বজিত**। ⇒ **সদ্ধায**

পব্বজিত।

সদ্ধাবল (ক্লী) শ্রদ্ধাবল, শ্রদ্ধারূপ বল, খুব উৎসাহের সহিত কর্মপ্রচেষ্টা, দৃঢ়বিশ্বাস। ⇒ **বল**(১খ), **পঞ্চবল**।

সদ্ধাবীজ (ক্লী) শ্রদ্ধাবীজ, শ্রদ্ধারূপবীজ। ⇒ **বীজ** (১)।

সদ্ধাবীজং(ক্লী) শ্রদ্ধারূপ বীজ, বিশ্বাসরূপ বীজ। ⇒ **তপ** (২)।

সদ্ধাভত্তং (ক্লী) শ্রাদ্ধভো জন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় প্রদত্ত ভোজ বা আহার গ্রহণ। ⇒ **সদ্ধ** (ক্লী)।

সদ্ধায় (ক্রি-বিণ) শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসের সহিত, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়া, বাস্তবিক। (বিনয়) **সদ্ধায় আয়স্মন্তানং**। (জাতক) **সদ্ধায় পব্বজিত** = **সদ্ধাপব্বজিত** (মধ্যম নিকায়) = **সদ্দহিত্বা পব্বজিত** (সংযুক্ত নিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মফলং সদ্ধায়**। ⇒ **সদ্ধা**।

সদ্ধায় পব্বজিত (বিণ) শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছে এমন।

সদ্ধাযিক (বিণ) বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস ভাজন, বিশ্বস্ত। এই পাঠটি "**সদ্ধাসিক**" শব্দের পরিবর্তে হইয়াছে।

সদ্ধাযিত (বিণ) যেই ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করা যায়। = **সদ্ধাযিক**। ⇒ **সদ্দহতি**। (ক্লী) বিশ্বস্ত বিষয়, শ্রদ্ধার পাত্র, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, ধর্মে বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, সত্যতা, সত্যপ্রিয়তা, অঙ্গীকার।

সদ্ধাবিত্ত (বিণ) শ্রদ্ধার সহিত প্রসন্নমনে যাপিত, শ্রদ্ধার সহিত প্রসন্ন মনে উপোসথ পালনে রত।

সদ্ধাবিত্তা (বিণ, স্ত্রী) = **সদ্ধাবিত্ত**। ⇒ **সদ্ধাবিত্ত**।

সদ্ধাবিমুত্ত (বিণ) শ্রদ্ধাবিমুক্ত, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত, বিশ্বাস দ্বারা বিমুক্ত। ⇒ **বিমুত্ত**।

সদ্ধাবিমুত্তি (স্ত্রী) বিশ্বাস দ্বারা বিমুক্তি, শ্রদ্ধা দ্বারা মুক্তি, শ্রদ্ধামুক্তি, শ্রদ্ধাতে বিমুক্তি।

সদ্ধালূ (বিণ) শ্রদ্ধালু, শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবান, উৎসর্গীকৃত, অত্যন্ত অনুরক্ত।

সদ্ধাসম্পদা (স্ত্রী) শ্রদ্ধারূপ সম্পদ অর্থাৎ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। ⇒ **সম্পদা** (১)।

সদ্ধাসিক (বিণ) ⇒ **সদ্ধাযিক**।

সদ্ধিং (ক্রি-বিণ) সহিত, সঙ্গে, একত্রে, এক সঙ্গে। = **সদ্ধিং একতো**। (জাতক) **সদ্দিং অগমাসি**—একত্রে আসিল; **সদ্ধিং কীড়িত**—এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছে এমন।

সদ্ধিংচর (বিণ) সহচর, সঙ্গী, সহগামী, অনুচর, একসঙ্গে গমনকারী। = **একতো চর**। ⇒ **চর**।

সদ্ধিং বিহারিক (বিণ) একসঙ্গে বাসকারী। (পুং) সঙ্গীভিক্ষু, সহচর ভিক্ষু, শিষ্য। = **সদ্ধিবিহারিক**।

সদ্ধিং বিহারিন = **সদ্ধিবিহারিন**। ⇒ **সদ্ধিবিহারিন**। = **সদ্ধিং বিহারিক**।

সদ্ধিন্দ্রিয় (ক্লী) [সদ্ধা + ইন্দ্রিয়] শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাস্বরূপ ইন্দ্রিয়, মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি, নৈতিক জ্ঞান, ধর্মসম্মত জ্ঞান, শ্রদ্ধাভাব, বিশ্বাসের ভাব। ⇒ **পঞ্চিন্দ্রিয়**।

সদ্ধিবিহারিক (বিণ) একসঙ্গে বাসকারী, ভাই ভাইয়ের মতো একস্থানে অবস্থানকারী, সঙ্গে বা একত্রে অবস্থানকারী, আদেশ পালনকারী বা সেবাকারী (ভিক্ষু), শিষ্য। = **সদ্ধিবিহারিন, সদ্ধিং বিহারিক**।

সদ্ধিবিহারিন (বিণ) ভাই ভাইয়ের মতো একত্রে এক স্থানে অবস্থানকারী। = **সদ্ধিংবিহারিন, সদ্ধিবিহারিক**। (বিপ) **এক বিহারিন**। ⇒ **বিহারিন**।

সদ্ধিয় (ক্লী) বিশ্বাসযোগ্য বিষয়, বিশ্বাসের বিষয়, সম্মানিত ব্যক্তি, শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষ। এই শব্দটি প্রায়ই নেতিবাচক অর্থে "**অসদ্ধিয**" শব্দরূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সদ্ধেয় বচস (বিণ) বিশ্বাসযোগ্য কথার, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসী, বিশ্বাসভাজন, বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাস্পদ। ⇒ **বচন**।

সধন (বিণ) ধনের সহিত অর্থাৎ ধনী, ধনবান, সম্পত্তিশালী। ⇒ **ধন**।

সধম্ম—স্বধর্ম, নিজ ধর্ম, নিজের ধর্ম-বিশ্বাস।

সধম্মিক (বিণ) এক ধর্মাবলম্বী, এক ধর্মবিশ্বাসী, স্বধর্মী।

সন—১ (পুং) কুকুর। (কর্তৃকারক একবচনে) **সা**। ⇒ **সুবাণ**। ২ = সং। ⇒ সং। ইহা "**স**" (৪)-এর কর্মকারকে।

সনচ্চ (বিণ) নাচের সহিত অর্থাৎ নৃত্যকারী (দল)।

সনতি (ক্রি) = **সণতি**। ⇒ **সণতি**।

সনতে (ক্রি) শব্দ করে, শন শন শব্দ করে। ⇒ **সনতি**।

সনন্তন (বিণ) সনাতন, মৌলিক, আদিম, প্রাচীন, চিরকালীন, নিত্য, শাশ্বত। (তুলনীয়) **পোরাণক, সন্তানং বা পণ্ডিতানং ধম্ম** (Kindred Saying নামক গ্রন্থে)।

সনাভিক (বিণ) (চক্রের) নাভিযুক্ত। ⇒ **সনেমিক**।

সনামিক (বিণ) স্বনামিক, স্বনামের, নিজ নামের, নাম আছে এরূপ, নামে ডাকা হয় এরূপ।

সনিকায (পুং) = **সক্কায**। ⇒ **সক্কায**। (বিণ) স্বনিকায়, নিজ সম্প্রদায়ের বা দলের। **সনিকায ভিক্খু**।

সনিবার—শনিবার, সপ্তাহের মধ্যে সপ্তম দিন।

সনিদস্সন (বিণ) ১ গুণের সহিত, নিদর্শনযুক্ত, লক্ষণযুক্ত, ⇒ **নিদস্সন**। ২ সুস্পষ্ট, দৃষ্টির গোচরীভূত, প্রতীয়মান, দৃশ্যমান।

সনিদান (বিণ) সনিদান, নিদানের সহিত, নিদানযুক্ত, কারণযুক্ত, যাহার আদি বা ভিত্তি আছে। ⇒ **নিদান**।

সনিদ্দেস (বিণ) অর্থযুক্ত, ব্যাখ্যাযুক্ত। ⇒ **নিদ্দেস** (২)।

সনিমিত্ত (বিণ) সনিমিত্ত, নিমিত্তের সহিত, লক্ষণযুক্ত, চিহ্নিত, কলুষিত, বাহ্যিক লক্ষণযুক্ত বা চেহারাযুক্ত, কপট, মুগ্ধ, কঠিন, বিকৃত, বিক্ষিপ্ত, নিয়ন্ত্রিত। (বিপ) **অনিমিত্ত**।

সনেত্তিক (বিণ) যাহার পুনর্জন্মের বন্ধন ছিন্ন হয় নাই

এমন। (পুং) সংসার আগমনে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, দুষ্টলোক।

সনেমিক (বিণ) (চাকা-সম্বন্ধে) নেমিযুক্ত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ)। ⇒ **সনাভিক**।

সন্ত(পুং) সন্ত, ধার্মিক লোক, সাধু ব্যক্তি, মুনি, সিদ্ধপুরুষ। (বিণ) ১ ক বিদ্যমান, বর্তমান, অস্তিত্বে আছে এরূপ, আছে বা জীবিত আছে এমন, বর্তমান আছে এমন। ⇒ **অত্থি**। **খ** ভালো, সৎ, ধার্মিক, উপযুক্ত, মৃদু, স্বাস্থ্যকর, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, প্রকৃত, সত্য, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত। কারক নির্ণয়: কর্তৃকারক (একবচন, পুং) **সন্তো** (= **সনাম**), (স্ত্রী) **সন্তী**, (ক্লী) **সন্তং** (বহুবচনে, পুং) **সন্তো**, (ক্লী) **সন্তানি**। কর্মকারক (একবচনে) **সন্তং, সতং** (বিপ **অসং**); (বহুবচনে) **সন্তে**। করণ কারক (একবচনে) **সতা**; (বহুবচনে) **সব্ভি**। অপাদান কারক (একবচনে) **সন্ততো**। সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **সতং**। অধিকরণ কারক (একবচনে) **সতি, সন্তে**; (বহুবচনে) **সন্তেসু**। (দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক) **সন্ততর**; (বহুর মধ্যে তুলনামূলক) **সত্তম**। ⇒ **অত্থি**। ২ শান্ত, প্রশান্ত, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, শান্ত করা হইয়াছে এরূপ, সান্ত্বনা প্রদত্ত, শান্ত হইয়াছে এরূপ, সুস্থির, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, উপশম প্রাপ্ত, উপশমিত, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নির্মল, খাঁটি, সচ্চরিত্র, কেবল, শান্তিময়, সাম্য, সৌম্য। ⇒ **সম্মতি** (১) = **উপসন্ত কিলেস** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গে) **সন্তঙ্গ**। (ক্লী) শান্তি, প্রশান্তি, উৎপাত-নিবৃত্তি, যুদ্ধ-নিবৃত্তি, সন্ধি, মিত্রতা, মিল, বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা, পরম সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ, স্বর্গবাস, নির্বাণ। ৩ অবসন্ন, দেহমনে ক্লান্ত, ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, বিরক্ত, নিঃশেষিত, ব্যয়িত। = **পরিসমপত্ত**।

সন্তং (পুং) সাধু, ধার্মিক লোক, সন্ন্যাসী, অর্হত। = **সপ্পুরিস**।

সন্তং পদং—শান্তিপদ, নির্বাণ। = **নিব্বানস্স এতং নামং, সন্ত কোট্‌ঠাসং** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

সন্তক (বিণ) ১ ক অধিকারভুক্ত, অংশভুক্ত, অধিবাসী, যুক্ত, সংশ্লিষ্ট। (ক্লী) বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব। **খ** দেয়, উপযুক্ত, পূর্ব-নির্দিষ্ট, দেওয়ার যোগ্য। **গ** ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পাইয়াছে এরূপ, প্রভাবশালী। (জাতক) **ভযসন্তক**। ২ [স + অন্তক] সংকীর্ণ, সীমিত। (বিপ) **অনন্তিক**।

সন্তকায (বিণ) শরীর বা দেহ শান্ত হইয়াছে এরূপ, শান্তকায়, নিশ্চল দেহের, অবিচলিত শরীরের।

সন্তকোট্‌ঠাসং = **সন্তং পদং**। ⇒ **সন্তং পদং, পদ** (৩খ)।

সন্তঙ্গ (বিণ) শান্ত বা প্রশান্ত শারীরিক অঙ্গবিশিষ্ট। = **ওড়ারিকঙ্গ**। ⇒ **সন্ত** [বিণ (২)]।

সন্তচা (স্ত্রী) ১ বল্কল, বাকল। ২ কুকুরের ডাক। এই শব্দটি কি **"সন্তচং"?**

সন্তচিত্ত (বিণ) শান্তচিত্ত, যাহার চিত্ত বা মনোভাব শান্ত হইয়াছে, নির্লিপ্তচিত্ত, যাহার চিত্ত শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। (তুলনীয়) **উপসন্তচিত্ত**।

সন্তজ্জেতি (ক্রি) [সং + √তজ্জ + এ] ভীত করা, শঙ্কিত করা, ভয়ার্ত করা, আতঙ্কোৎপাদন করা, ভীতিপ্রদর্শন করা, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা। (অতীত) **সন্তজ্জেসি**। (অ-বিণ) **সন্তজ্জিত**। (ব-বিণ) **সন্তজ্জেন্ত, সন্তজ্জযমান**। (ক্রি-বি) **সন্তজ্জেত্বা**।

সন্তত ⇒ **সন্থত**।

সন্ততং (ক্রি-বিণ) সতত, ক্রমাগত, অবিরামভাবে। = **সততং**।

সন্ততং কারিন (বিণ) দৃঢ়বদ্ধ, দৃঢ়, উপযুক্ত, সমান, সঙ্গত, সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সন্ততং বুত্তি (বিণ) সঙ্গত ব্যবহারের, উপযুক্ত বা সমান আচারের, সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বভাবের।

সন্ততংসীল (বিণ) চরিত্রে অটলবুদ্ধি বা স্থির বুদ্ধি, ব্যক্তির বিশিষ্ট ধর্মে বা গুণে স্থির সংকল্প বা দৃঢ় সংকল্প।

সন্ততর (বিণ) অধিকতর শান্ত, অপেক্ষা শান্ত, অপেক্ষাকৃত সৎ বা ধার্মিক। ⇒ **সন্ত** (১খ)।

সন্ততি (স্ত্রী) ১ নিরবচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা, অনবচ্ছেদ, বেতার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত করিবার জন্য ঘোষকের মন্তব্য। চিত্রনাট্য, স্থিতিকাল, সত্তা, জীবিকা, ভরণপোষণের উপায়। (কথাবত্থু) **চিত্তসন্ততি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মসন্ততি**। (থেরগাথা) **সঙ্খার সন্ততি**। ২ জাতি, কুল, বংশাবলী, বংশ।

সন্ততিং ⇒ **অনুপালেতি**।

সন্তত্ত (বিণ) সন্তপ্ত, সন্তাপযুক্ত, ক্লিষ্ট, পথশ্রমে পরিশ্রান্ত, দগ্ধ, গরম, জ্বলন্ত, জ্বলিত, উত্তপ্ত, অগ্নিবিশুদ্ধ, উত্তেজিত, আলোড়িত, রক্তিমাভাযুক্ত, আবেগবশত, উত্তেজনায় বা গণ্ডদেশে রক্তিমাযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **দিবস সন্তত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোকসন্তত্ত**। ⇒ **সন্তপ্পতি**। ২ ভীত, শঙ্কিত, ভয়ার্ত, আতঙ্কোৎপন্ন, বিরক্ত, ভগ্ন, আলোড়িত, বিশৃঙ্খল, গোলমালকৃত। = **সন্ত্রস্ত** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **সন্তসতি**।

সন্তধম্ম—শান্ত অবস্থা, প্রশান্ত বা উপশান্ত অবস্থা, উপশমিত অবস্থা, শান্তি, বিশ্রাম, স্থৈর্য, নিস্তব্ধতা। = **সন্তভাব**।

সন্তনেতি (ক্রি) শেষ না করা, বর্ধিত করা, যুক্ত করা, ক্রমাগত চালানো, পুনরায় আরম্ভ করা, বিস্তৃত করা, বিস্তার করা, বজায় রাখা, অবস্থান করা, অধ্যবসায়ী হওয়া। ⇒ **সন্তাযতি**।

সন্তপ্পতি (ক্রি) [সং + √তপ + য] উত্তপ্ত হওয়া, গরম

হওয়া, ঘর্ষণ দ্বারা উত্তপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া; (চরিত্রে) দুঃখ দেওয়া, ব্যথিত করা, বিলাপ করা, শোক করা, দুঃখ বোধ করা, অনুশোচনা করা। (অতীত) **সন্তপ্পি**। (অ-বিণ) **সন্তত্ত** (১)। (ব-বিণ) **সন্তপ্পমান**। (করণে) **সন্তাপেতি**।

সন্তপ্পিত (বিণ) সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, বিশ্বাস জন্মাইয়াছে এরূপ, নিঃসন্দেহকৃত, সন্দেহ ভঞ্জনকৃত, পরিশোধিত, পূর্ণকৃত, মেটানো হইয়াছে এরূপ, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল। = **পীণিত**। ⇒ **সন্তপ্পেতি**।

সন্তপ্পেতি (ক্রি) [সং + √তপ্প + এ] পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো, মনোনীত করা, পছন্দ করা। (অতীত) **সন্তপ্পেসি**। (অ-বিণ) **সন্তপ্পিত**। (ব-বিণ) **সন্তপ্পেন্ত**। (ক্রি-বি) **সন্তপ্পেত্বা**, **সন্তপ্পিয**।

সন্তভাব (পুং) শান্তভাব, শান্ত অবস্থা। = **সন্তধম্ম**।

সন্তমানস (বিণ) শান্তচিত্ত, শান্ত মনের। = **সন্তচিত্ত**।

সন্তর (বিণ) [স + অন্তর] মধ্যস্থিত, অন্তরস্থ, মধ্যগত, আভ্যন্তরিক, অভ্যন্তরস্থ। ⇒ **স** (৩)।

সন্তর বাহির (বিণ) [স + অন্তর + বাহির] ভিতর এবং বাহির উভয় অংশের সহিত, ভিতরের এবং বাহিরের। ⇒ **অন্তর বাহির**।

সন্তর বাহিরং (ক্রি-বিণ) ভিতরে এবং বাহিরে, আভ্যন্তরিকভাবে এবং বাহ্যিকভাবে।

সন্তরতি (ক্রি) [সং + √তর + অ] তাড়াতাড়ি করা, শীঘ্র করা, শীঘ্র যাওয়া, শীঘ্রান্বিত হওয়া, ত্বরা করা, ত্বরান্বিত হওয়া, দ্রুতগতিতে চলা, দ্রুত করা বা হওয়া, দ্রুত গমন করা, আলোড়িত হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, আন্দোলিত হওয়া। (অতীত) **সন্তরি**। (ব-বিণ) **সন্তরমান**; (জাতক) **সন্তরমানরূপ**।

সন্তরুত্তর (বিণ) [স + অন্তর + উত্তর] অভ্যন্তরস্থ এবং বহিঃস্থ, ভিতরের এবং বাহিরের।

সন্তরুত্তরেন (ক্রি-বিণ) অভ্যন্তরস্থ এবং বহিঃস্থ পোশাক দ্বারা, ভিতরের এবং বাহিরের পোশাক বা বস্ত্র দ্বারা।

সন্তবন্ত (বিণ) শান্ত, সুস্থির, প্রশান্ত।

সন্তবাস—শান্তিপূর্ণ অবস্থা, শান্তিতে বা নিরুপদ্রবে অবস্থান।

সন্তবুত্তি (বিণ) শান্তিপূর্ণ বা নিরুপদ্রব জীবনে বাস করে এমন। (স্ত্রী) শান্তিপূর্ণ জীবনের অবস্থা, নিরুপদ্রব জীবনযাপন, উৎপাত বিহীন হইয়া অবস্থান।

সন্তসতি (ক্রি) [সং + √তস + অ] ভীত হওয়া, শঙ্কিত হওয়া, ভয় করা, অত্যন্ত ভীত হওয়া, ভয়ার্ত হওয়া, আতঙ্কোৎপন্ন হওয়া, গোলমাল হওয়া, আলোড়িত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া। (অতীত) **সন্তসি**। অ-বিণ) **সন্তসিত**, **সন্তত্ত**। (ব-বিণ) **সন্তসং**, **সন্তসন্তো**। (সপ্তমী) **সন্তসে**। (ক্রি-বি) **সন্তসিত্বা**।

সন্তসিত (বিণ) ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত। = **সুটঠুতসিত**। ⇒ **সন্তসতি**।

সন্তান (ক্লী) ১ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, বিস্তার করার কাজ, বিস্তৃত করিবার কাজ, শাখাপ্রশাখা, শ্রেণীবিভাগ, লতা-তন্তু, শুঁয়া, আঁকড়ি, আকর্ষ। (খুদ্দক পাঠ অর্থকথা) **বল্লিসন্তান**। ২ স্বর্গীয় পঞ্চবৃক্ষের মধ্যে একটির নাম-বিশেষ, সন্তানবৃক্ষ, দেবতরু-বিশেষ। (জাতক) **সন্তানময**—সন্তান নামক দেববৃক্ষের পুষ্প দ্বারা প্রস্তুত। ৩ মাকড়শার জাল, অদৃঢ় বা অসার বস্তু। (পুং) সন্তান, পুত্রকন্যা, বংশ, অপত্য, প্রবন্ধ, ধারা, অবিচ্ছেদ প্রবাহ, ক্রম, নিরবচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা, অনচ্ছেদ, বেতার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত বা সংযোগ করিবার জন্য ঘোষকের মন্তব্য, চিত্রনাট্য, জাতি, কুল, বংশাবলী, সন্তান-সন্ততি, পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার। (তুলনীয়) **চিত্ত সন্তান**।

সন্তানক (ক্লী) ১ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি। = **সন্তান** [ক্লী (১)]। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সন্তানবল্লী**। (সংযুক্ত নিকায়) **মূলসন্তানক**। ২ সন্তানক, কল্পবৃক্ষ, দেবতরু-বিশেষ। ⇒ **সন্তান** [ক্লী (২)]। ৩ মাকড়শার জাল। ⇒ **সন্তান** [ক্লী (৩)]। (পুং) সন্তান-সন্ততি। = **সন্তান** (পুং)।

সন্তানকবল্লী (স্ত্রী) লতাগাছের বিস্তৃতি, এক জাতীয় লম্বা লতাগাছ, দীর্ঘ ও বিস্তৃত লতা-বিশেষ। ⇒ **সন্তানক** [ক্লী (১)], **বল্লী** (১)।

সন্তানময (বিণ) সন্তান নামক স্বর্গীয় দেববৃক্ষের পুষ্প দ্বারা প্রস্তুত। ⇒ **সন্তান** [ক্লী (২)]।

সন্তানেতি (ক্রি) = **সন্তনেতি**। ⇒ **সন্তনেতি**।

সন্তাপ (পুং) সন্তাপ, অন্তর্দাহ, দুঃখ, রিপু, অনুতাপ, দহন, জ্বলন, ভস্মীভূত করার কার্য, প্রদাহ, জ্বালা, অগ্নি, অগ্নিশিখা, অগ্নিদাহ, তেজ, উৎসাহ, আগ্রহ, কোপ, গোলনিক্ষেপ, উষ্ণতা, উত্তাপবোধ, ক্রোধ, সজীবতা, উত্তাপ, লালিমা, রক্তিমা, যেই সময়ে উষ্ণতা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, কামোদ্দীপনা, দৌড় বা অন্য প্রতিযোগিতায় এক দফা; (চরিত্রে) যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, পীড়া, কষ্ট, পীড়ন, দুঃখ, শোক, ব্যথা, দুঃখকষ্ট। বিভঙ্গ অর্থকথায় বিভিন্ন "**সন্তাপ**" এর কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন— **অগ্গি সন্তাপ**, **সুরিয সন্তাপ**।

সন্তাপিত (বিণ) সন্তাপিত, সন্তপ্ত, সন্তাপযুক্ত, দুঃখিত, উত্তপ্ত, উষ্ণ, অত্যন্ত উত্তপ্ত, অত্যন্ত উত্তাপজনিত, লালবর্ণ, দীপ্ত, উজ্জ্বল, উত্তেজিত, আলোড়িত। ⇒ **সন্তাপেতি**, **পধূপিত**।

সন্তাপেতি (ক্রি) [সং + √তপ + এ] দগ্ধ করানো, পোড়ানো, পোড়া, প্রজ্জ্বলিত করানো, দগ্ধ করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা বা হওয়া, শুষ্ক করানো, গরম করানো, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করানো বা করা, ঈষৎ দগ্ধ করানো বা করা, ভাজা, ঝলসাইয়া যাওয়া, শুষ্ক

হওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, বিরক্ত করা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা। ⇒ সন্তপ্পতি। (অতীত) সন্তাপেসি। (অ-বিণ) সন্তাপিত। (ক্রি-বি) সন্তাপেত্বা।

সন্তাযতি (ক্রি) [সং + তাযতি] রক্ষা করা, বাঁচানো, আচার করা, মোরব্বা করা, সংরক্ষণ করা, (সংযোগ বা একত্র করা?)। বিশুদ্ধিমার্গে ইহার উত্তম পাঠ হইবে "সন্ধাযতি" = সন্তানেতি (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

সন্তারণ (ক্লী) (নদীর) পরপারে বহনকরণ, অপর তীরের দিকে খেয়া করণ বা সন্তরণ করণ, অপর তীরে সমর্পণ করণ বা সংবাদ জ্ঞাপন করণ। = সন্তারণী।

সন্তারণী (স্ত্রী) = সন্তারণ। ⇒ সন্তারণ। ইহার বিশেষ অর্থ "নাবা"।

সন্তাস (পুং) সন্ত্রাস, সম্যক ভয়, ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, ধাক্কা, আঘাত, প্রচণ্ড আক্রমণ, ভয়ানক আক্রমণ, মনের আকস্মিক আবেগ, তড়িৎ স্পর্শ জনিত স্নায়বিক ধাক্কা, স্নায়বিক বিক্ষোভ, রোগের আকস্মিক আক্রমণ, কম্পন, উদ্বেগ।

সন্তাসনিয (বিণ) সন্ত্রাসনীয়, ভয়ের সঞ্চার করে এমন, ভীত করে বা সন্ত্রাসিত করে এমন, শঙ্কিত করে এমন।

সন্তাসিন (বিণ) সন্ত্রাসিন, ভয়জনক, শঙ্কাজনক, কম্পিত হয় এমন, উদ্বেগযুক্ত হয় এমন, যাহার দ্বারা সন্ত্রাসিত হয়, সন্ত্রাসী।

সন্তাসী (বিণ) = সন্তাসিন। ⇒ সন্তাসিন।

সন্তি—১ (স্ত্রী) শান্তি, প্রশান্তি, উৎপাত নিবৃত্তি, নিস্তব্ধতা, মনের শান্তিভাব, শান্ত অবস্থা, জাগরণ, উদ্বুদ্ধ, (দুঃখের) উপশম, যুদ্ধ-নিবৃত্তি, সন্ধি, মিত্রতা, মিল, বিশ্রাম। = উপেক্খা, বূপসম। ২ ক্রিয়া, বর্তমানকাল প্রথম পুরুষ বহুবচনে) হয়, আছে, থাকে। (একবচনে) অত্থি। = অত্থি, বত্ততি।

সন্তিক (বিণ) সন্তিক, নিকট, নিকটবর্তী, নিকটস্থ, অদূরবর্তী, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, অন্তরঙ্গ, ঠিক সোজা, কৃপন। (ক্লী) উপস্থিতি, বর্তমানতা, সত্তা, অবয়ব, চেহারা, অনুভাব, (মনের) শান্তভাব বা তৎপরতা, নৈকট্য, সান্নিধ্য, পাড়া, কাছাকাছি অঞ্চলসমূহ।

সন্তিকং (ক্রি-বিণ) = সন্তিকে। ⇒ সন্তিকে।

সন্তিকম্ম (ক্লী) শান্তি সংস্থাপন, সন্ধিস্থাপন, (গ্রহ বা দেবগণকে) শান্ত বা সন্তুষ্ট করার কার্য।

সন্তিকা (ক্রি-বিণ) নিকট হইতে, সম্মুখ হইতে, হইতে। (স্ত্রী) এক প্রকার খেলা বা ক্রীড়া-বিশেষ।

সন্তিকাবচর (বিণ) [সন্তিক + অবচর] নিকটে বাসকারী, সমীপে অবস্থানকারী, সুপরিচিত, ঘরোয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ, সঙ্গী, সচরাচর, সাক্ষাৎ ঘটিত, কাছে রাখা হয় এরূপ, নিকটে থাকে এমন, অন্তরঙ্গ।

সন্তিকে (উপসর্গপদ, ক্রি-বিণ) সন্তিকে, সমীপে, হইতে, সামনে, সম্মুখে, নিকটে, কাছে, সমক্ষে, পূর্বে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই, তার চেয়ে বরং, উন্মুক্ত, অপেক্ষাকৃত ভাল, শ্রেষ্ঠতর, দ্বারা, দিয়া, সঙ্গে, একত্রে, অধিকার বুঝাইতে, "আছে" বলিয়া বুঝাইতে, মধ্যে, বিরুদ্ধে, মিল বা একমত বুঝাইতে, কারণ বুঝাইতে, সত্ত্বেও, সম্বন্ধে, পক্ষে, অনুপাতে। (ধর্মপদ) নিব্বান সন্তিকে—নির্বাণ সমক্ষে।

সন্তিকেন (ক্রি-বিণ) নিকটে, পার্শ্বে, একদিক হইতে অন্যদিকে, ব্যাপিয়া, দ্বারা, ভাজিত, ক্রমান্বয়ে, পরে পরে, বরাবর, পর্যন্ত, অনুসারে, পূর্বে, শপথে, মধ্যদিয়া, নিকটে, একপার্শ্বে, পাশ দিয়া, অতিক্রম করিয়া, একত্রে। (তুলনীয়) সন্তিকং, সন্তিকে।

সন্তিট্ঠতি (ক্রি) [সং + √ঠা + অ] ১ দাঁড়াইয়া থাকা, দণ্ডায়মান হওয়া, একভাবে থাকা, স্থাপিত হওয়া, অবস্থিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, অগ্রসর না হওয়া, থামা, অপেক্ষা করা, সম্মত হওয়া, মিল হওয়া, কার্যের প্রার্থনা করা, প্রার্থী হইয়া দাঁড়ানো, সহা, সহ্য করা, প্রতিরোধ করা, মানিয়া চলা, খাড়া করা, দাঁড় করা, অচল হইয়া থাকা, এযাবৎ থাকা বা খাড়া হইয়া থাকা, থাকা, স্থির হইয়া থাকা, স্থির হওয়া, অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা, শেষ না করা, বর্ধিত করা, যুক্ত করা, ক্রমাগত চালানো, পুনরায় আরম্ভ করা, বিস্তার করা, বজায় রাখা, অবস্থান করা, স্থায়ী হওয়া, অধ্যবসায়ী হওয়া। ইহা চিঠির শেষে লিখিত ("রহিলাম" অর্থবোধক) ক্রিয়াবাচক শব্দও হইয়া থাকে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) উদকং সন্তিট্ঠতি—জল স্থির হয় বা থাকে। ২ দৃঢ় হওয়া, বিধিবদ্ধ হওয়া, স্থাপিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আইনানুসারে প্রমাণিত হওয়া, আদেশরূপে প্রতিষ্ঠিত বা বিধিবদ্ধ হওয়া। ৩ রক্ষা করা, ধরিয়া থাকা, অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকা, স্থির হওয়া, স্থিরকৃত হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, মীমাংসিত হওয়া, নিষ্পত্তি হওয়া, স্থাপিত হওয়া, শান্ত হওয়া, সন্ধি হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) চিত্তসন্তিট্ঠতি। ৪ আত্মদান করা, নিজকে সংযত করা, আত্মনিয়ন্ত্রিত করা। ৫ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা, অপেক্ষা করা, (চলতি) বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা। ⇒ সংতিট্ঠতি। (বর্তমানকালে) সন্তিট্ঠতি, সণ্ঠহতি, সণ্ঠাতি। (অতীত) সণ্ঠাসি (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) সণ্ঠাহিংসু। (অ-বিণ) সণ্ঠিত। (ব-বিণ) সণ্ঠাহন্তো। (সপ্তমী) সণ্ঠহেয্য। (তুম) সণ্ঠাতুং। (করণে) সণ্ঠপেতি, সণ্ঠাপেতি।

সন্তিন্দ্রিয (বিণ) [সন্ত + ইন্দ্রিয] শান্তিন্দ্রিয়, যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত বা দমিত হইয়াছে অর্থাৎ বিচলিত হয় না।

সন্তিপদ (ক্লী) শান্তিপদ, শান্ত অবস্থা, শান্তভাব, প্রাপ্তির অবস্থা, অমৃতপদ, নির্বাণ, স্থৈর্য, আত্মস্থতা, উদ্বেগহীনতা, শান্তি, প্রশান্তি, শান্তিস্থান।

সন্তিপর (বিণ) [সন্তি + পর] শান্তি বা প্রশান্তি অপেক্ষাও উর্ধ্বতর। ⟹ **পর** (৩ক)।

সন্তিবদ = সন্তিবাদ। ⟹ **সন্তিবাদ**। এই শব্দটি গাথায়ই ব্যবহৃত হয়।

সন্তিবাদ—শান্তিবাদ, মানসিক শান্তির পক্ষসমর্থনকারী বা অধিবক্তা।

সন্তীরণ (ক্লী) সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, তদন্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, চরিত্রের দৃঢ়তা; (শিল্প চিন্তাধারা ব্যবসায় ইত্যাদি-সম্বন্ধীয়) চেতনা—জ্ঞানের কার্যে অবস্থা প্রকাশ করণ, বিশ্বাস, অস্পষ্ট স্মৃতিকে বিচারকরণ।

সন্তীরণকিচ্চ (ক্লী) বিচারকৃত্য, বিচার করণের ধর্ম বা বৃত্তি বা পেশা।

সন্তীরণা (স্ত্রী) = **সন্তীরণ**। ⟹ **সন্তীরণ**।

সন্তুট্‌ঠ (বিণ) সন্তুষ্ট, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, আহ্লাদিত, তৃপ্ত, সন্তোষজনক, অনুকূল, উপযুক্ত। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **মহাসন্তুট্‌ঠ**।

সন্তুট্‌ঠচিত্ত (ক্লী) সন্তুষ্ট মন, সুষ্ঠু মন, তৃপ্ত মন, যাহার মন সন্তুষ্ট হইয়াছে বা আছে। = **সন্তুট্‌ঠমন**।

সন্তুট্‌ঠতা (স্ত্রী) সন্তুষ্টতা, তৃপ্তাবস্থা, তৃপ্তির অবস্থা, সন্তুষ্ট অবস্থা, সন্তুষ্টির অবস্থা, সন্তোষের অবস্থা।

সন্তুট্‌ঠমন (পুং) সন্তুষ্ট মন, প্রফুল্ল মন, প্রীত মন। = **পীতিমন, সন্তুট্‌ঠচিত্ত**।

সন্তুট্‌ঠি (স্ত্রী) সন্তুষ্টি, তৃপ্তি, পরিতোষ, সন্তুষ্টির বিষয়, সন্তোষের বস্তু, সন্তোষ, আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ।

সন্তুট্‌ঠিতা (স্ত্রী) সন্তুষ্টিতা, সন্তুষ্টির অবস্থা, সন্তোষের অবস্থা, সুখের অবস্থা।

সন্তুলেতি (ক্রি) [সং + তুলেতি] তুলনা করা, পরিমাণ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমতি করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ বিশিষ্ট করা, সমতুল হওয়া, একরূপ হওয়া। (ব-বিণ) **সন্তুলেয্য**।

সন্তুলেয্য (বিণ) পরিমেয়, পরিমাণ সাধ্য, পরিমিত, মধ্যবিধ, অল্প পরিমাণ, সমান্য প্রসর, তুলনীয়, তুল্য।

সন্তুসিত (বিণ) সন্তোষিত, পরিতুষ্ট, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল। = **সুটঠু তুসিত, সন্তুট্‌ঠ**। (সংযুক্ত নিকায়) **সন্তুসিতত্তা**।

সন্তুসিতত্তা (বিণ, স্ত্রী) [সন্তুসিত + অত্তা] আত্ম সন্তুষ্ট, নিজে পরিতুষ্ট। ⟹ **সন্তুসিত, সন্তুস্সতি**।

সন্তুসিত দেবপুত্ত (পুং) সন্তোষিত দেবপুত্র। ⟹ **দেবপুত্ত**।

সন্তুস্সক (বিণ) সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রফুল্ল, আনন্দিত।

সন্তুস্সতি (ক্রি) [সং + √তুস + য] পরিতুষ্ট হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দিত হওয়া, হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, সৌভাগ্যশালী হওয়া, ভাগ্যবান হওয়া, দক্ষ হওয়া, নিপুণ হওয়া, সুষ্ঠু হওয়া, সুখী হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, অনুকূল হওয়া। (অতীত) **সন্তুস্সি**। (অ-বিণ) **সন্তুট্‌ঠ, সন্তুসিত**। (ব-বিণ) **সন্তুস্সমান**।

সন্তুস্সন (ক্লী) সন্তোষ, সন্তুষ্টি, তৃপ্তি, আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ।

সন্তুস্সিত (বিণ) = **সন্তুসিত**। ⟹ **সন্তুসিত**।

সন্তোস (পুং) সন্তোষ, সন্তুষ্টি, তৃপ্তি, আহ্লাদ, হর্ষ, আনন্দ, উল্লাস, আনন্দের কারণ, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, স্পৃহা, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, ক্রীড়া-কৌতুক।

সন্ত্রস্ত (বিণ) সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত, ভীত। = **সন্তত্ত** (২)।

সন্থত (বিণ) বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, ঘোষিত, সম্ভৃত, প্রকাশিত, আচ্ছাদিত, আবৃত, বিকীর্ণ, জড়িত, ঢাকা, লুকায়িত। ⟹ **সন্থরতি**। (বিনয়) **ধমনি সন্থত গত্ত**—ধমনী সন্থত গাত্র, শিরাজালে আবৃত শরীর। Kern. Toev.-এতে মনে করা হইয়াছে যে ইহার ঠিক বানান হইবে "**সন্তত**"। (ক্লী) কম্বল বা মাদুর। = **তিণ-সন্থরক** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

সন্থতিক (বিণ) কম্বলের উপর ঘুমায় এমন।

সন্থন (ক্লী) ১ শান্তকরণ, মিটানো, তৃপ্তকরণ, তোষণ। ২ তৃপ্তি, পরিতোষ, সন্তোষের বস্তু বা বিষয়, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণপরিশোধ।

সন্থমতি (ক্রি) ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, হাঁপানো, বাজা, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্‌বুদ্ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, নাক ঝাড়া, এই পাঠটি জাতকে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার পাঠ হইবে "**সন্ধমতি**"।

সন্থম্ভতি (ক্রি) [সং + √থম্ভ + অ] আত্মদান করা, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা, আত্মস্তম্ভিত করা, নিজকে স্থির বা দৃঢ় রাখা। (পঞ্চমী, মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **সন্থম্ভস্সু**। (করণে) **সন্থম্ভেতি**।

সন্থম্ভনা (স্ত্রী) কঠিন করণ, শক্তকরণ, আড়ষ্টকরণ, কঠিনতা, অনমনীয়তা, দুর্দমনীয়তা, দৃঢ়তা, কর্কশতা, রুক্ষতা, একগুঁয়েমি, কৃত্রিমতা, বাহ্যিক আচার প্রিয়তা, অদম্যতা, কতকটা শক্ত এরূপ ভাব, কাঠিন্য। (জাতক) **অসন্থম্ভন ভাব**।

সন্থম্ভিতত্ত (ক্লী) = **সন্থম্ভনা**। ⟹ **সন্থম্ভনা**।

সন্থম্ভেতি (ক্রি) [সং + √থম্ভ + এ] অনমনীয় করা, দুর্দমনীয় করিয়া তোলা, দৃঢ় করা, কঠিন করা, কর্কশ করিয়া তোলা, রুক্ষ করা, এক গুঁয়েমি করা, কৃত্রিম করা, বাহ্যিক আচারপ্রিয় করা, কতকটা শক্ত করা, অদম্য করা, কঠোর করা, শক্ত করা, দারুণ করিয়া

তোলা, অবস করা, অসাড় করা। ⇒ **সন্থম্ভতি**। (অতীত) **সন্থম্ভেসি**। (অ-বিণ) **সন্থম্ভিত**। (ক্রি-বি) **সন্থম্ভেত্বা**।

সন্থর (পুং) মাদুর, আচ্ছাদন, বিছানার চাদর, পালঙ্ক, শয্যা, আরাম কেদারা-বিশেষ। (অপাদান) **তিণসন্থর**।

সন্থরক = সন্থর। ⇒ **সন্থর**। (বিনয়) **তিণ সন্থরক**।

সন্থরণ (স্ত্রী) বিস্তৃতকরণ, আচ্ছাদিতকরণ, আবরিত করণ, বিছানো।

সন্থরণক (বিণ) বিস্তৃত করে এরূপ, বিকীর্ণ করে এমন, ছড়ায় বা ছড়াইয়া দেয় এমন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সন্থরণক বাত**—যেই বাতাস জিনিসপত্রাদি ইতস্তত ছড়াইয়া দেয়।

সন্থরতি (ক্রি) [সং + √থর + অ] বিকীর্ণ করা, ছড়ানো, বিস্তার করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদিত করা, পরিবেশন করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, ঢাকা, আবরিত করা, আবৃত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা। (অতীত) **সন্থরি**। (অ-বিণ) **সন্থত**। (ক্রি-বি) **সন্থরিত্বা**। (করণে) **সন্থারেতি, সন্থরাপেতি**।

সন্থরাপেতি (ক্রি) বিস্তৃত করানো, বিছাইবার কারণ করা। ⇒ **সন্থরতি**।

সন্থরিং (ক্রি-বিণ) বিস্তৃত করার দ্বারা, বিছানোর দ্বারা, ছড়াইয়া দিবার কারণে, আচ্ছাদিত করা হইয়াছে বলিয়া, ঢাকিয়া রাখার হেতুতে। (দীর্ঘনিকায়) **সব্ব সন্থরিং**—উহার ফলে সমস্তই ছড়াইয়া গেল, তার ফল এই যে সমস্তই প্রস্তুত হইয়া গেল।

সন্থব (পুং) মৈত্রী, বন্ধুত্ব, মিত্রতা, প্রেম, প্রত্যক্ষ পরিচয় বা জ্ঞান, সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, যৌনসংসর্গ। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **সন্থবানি**।

সন্থবজাত (বিণ) পরিচিত, জ্ঞাত, পরিচিত বা জ্ঞাত হইয়াছে এরূপ। (পুং) সামান্য পরিচিত ব্যক্তি।

সন্থবন (স্ত্রী) প্রত্যক্ষ পরিচয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সামান্য পরিচিত ব্যক্তি।

সন্থবেতি (ক্রি) পরিচিত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, পরিচয় করা, জানা, ঘরোয়া করা, বন্ধুত্বপূর্ণ কার্য করা, সুপরিচিত হওয়া। (অ-বিণ) **সন্থুত**।

সন্থাগার (পুং, স্ত্রী) [সন্থ + আগার] সন্থাগার, সভাগৃহ, মন্ত্রণা-সভার গৃহ, পরিষদগৃহ, অনুগৃহ। (তুলনীয়) **সণ্ঠান** (৩)।

সন্থান (স্ত্রী) বিশ্রাম স্থান, সভার স্থান, সম্মেলন স্থান, জনসাধারণের স্থান (অর্থাৎ বাজার)। (তুলনীয় সংস্কৃত) সংস্থান। ⇒ **সণ্ঠান** (৩, ১)। সংযুক্ত নিকায়ে **"সন্থান"** শব্দের ব্যবহৃত ভাবার্থ : প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল, বিরাম, নিবৃত্তি, অবসান, বন্ধকরণ, রুদ্ধকরণ, প্রতিরোধ করণ, বাধাপ্রদান, রুদ্ধগতি করণ, নিবৃত্ত করণ, শেষকরণ।

সন্থানগত (বিণ) = **সণ্ঠানগত**। ⇒ **সণ্ঠানগত**।

সন্থানে (ক্রি-বিণ) = **সণ্ঠানে**। ⇒ **সণ্ঠানে**।

সন্থার (পুং) ১ বিস্তৃত করণ, বিছানো, আচ্ছাদিত করণ, আবরণ, আচ্ছাদন, ঢাকনা, মেঝে, গৃহতল, গৃহতল নির্মাণের উপাদান, মঞ্চ, উচ্চাসন, একতলস্থ কক্ষ, তল। বিনয়ে তিন প্রকার গৃহতল বা মঞ্চের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—**ইট্ঠকা সন্থার** (অর্থাৎ ছাদ প্রস্তুতের টালি বা খোলার মেঝে বা মঞ্চ), **সিলাসন্থার** (টালি পাথর বা প্রস্তর ফলকের গৃহতল বা মঞ্চ), **দারুসন্থার** (কাঠের মেঝে বা মঞ্চ)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সণ্ণ সন্থার**। ২ স্বাগত করণ, স্বাগত জানানো, বন্ধুত্বভাবে স্বাগত বা অভ্যর্থনা, সাদর সম্ভাষণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস সন্থার, ধম্ম সন্থার**।

সন্থারক (স্ত্রী) বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, বিস্তার করার কাজ, বিছানা, মাদুর, পাপোশ, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছলনা, ছদ্মবেশ। (বিনয়) **তিণ সন্থারক**।

সন্থুত (বিণ) পরিচিত, জ্ঞাত, ঘরোয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ, সুপরিচিত, সচরাচর ঘটিত। (জাতক) **চিরসন্থুত**। (তুলনীয়) **সন্থব**। ⇒ **সন্থবেতি**।

সন্থুতিক (বিণ) পরিচিত, জ্ঞাত। (তুলনীয়) **সন্থুত**।

সন্দ (বিণ) ঘন, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, অপরিষ্কার, নিস্তেজ, নিবিড়, জনাকীর্ণ, ঘিঞ্জি, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, গাঢ়, নিরেট, অবিরত, বোকা, নির্বোধ। (সংযুক্ত নিকায়) **সন্দচ্ছায**—যথেষ্ট ছায়া প্রদানকারী। ২ (ঘন) বন, (নিবিড়) অরণ্য, বন। (থেরগাথা) **সন্দবিহার**। (পুং) প্রবাহ, স্রোত, প্রাচুর্য, সহজে ভাব প্রকাশ, জোয়ার।

সন্দক (পুং) সারথি, রথচালক।

সন্দচ্ছায (বিণ) প্রচুর ছায়া প্রদানকারী অবিরত ছায়া প্রদান করে এরূপ। ⇒ **কবর, সন্দ** (১)।

সন্দতি (ক্রি) [√সন্দ + অ] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা। (জাতক) **সিকন্দতি** = **সিন্দযতি**? = **পবত্তেতি**। (তুলনীয়) **বিসসন্দতি, বিসসন্দক**। (অতীত) **সন্দি, সন্দিত্থ**। (অ-বিণ) **সন্দিত**। (ব-বিণ) **সন্দমান**। (ক্রি-বি) **সন্দিত্বা**। (করণে) **সন্দাপেতি**।

সন্দন (স্ত্রী) ১ ক ফাঁদ-জাল, ফন্দি, কৌশল, চাতুরী, ফাঁদে ফেলা, কলে বা কৌশলে ধৃতকরণ, শকট, ওৎ পাতিয়া (শত্রুকে) আক্রমণ করণ। ইহার পাঠ কি **"সন্দান"**? **খ** সজ্জিতকরণ, ভূষিতকরণ, (চলতি) কোনো ভগ্ন-জীর্ণ বস্তু। ২ রথ, চারি চক্রযুক্ত

শকট-বিশেষ, যুদ্ধরথ।

সন্দমানিকা (স্ত্রী) রথ, চারি চাকাযুক্ত শকট-বিশেষ, যুদ্ধ-রথ।

সন্দস্তিত (সংস্কৃত "সন্দর্ভিতি" শব্দ হইতে) Kern. Toev-এর মতে জাতকের "**সন্থম্ভিত**" শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ।

সন্দবিহার—বনে অবস্থান, অরণ্যে বসতি বা বাসকরণ, ঋষির ন্যায় বনবাসী জীবন। ⇒ **সন্দ** (২)।

সন্দস্সক (বিণ) প্রদর্শক, যেই ব্যক্তি দেখায় বা জ্ঞাত করায়, যেই ব্যক্তি শিক্ষা দেয় বা পরিচালিত করে, উপদেষ্টা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, নির্দেশকারী।

সন্দস্সন (ক্লী) প্রদর্শন করণ, দেখানো, শিক্ষা, সংবাদ জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, নির্দেশ করণ, প্রদর্শন, আড়ম্বর, প্রদর্শনী, দৃশ্য, ছল, ছলনা, বাহ্যিক যৌক্তিকতা, সাদৃশ্য, নির্দেশক।

সন্দস্সিত (বিণ) সন্দর্শিত, প্রদর্শিত, দেখানো হইয়াছে এরূপ, উত্তমরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে এরূপ।

সন্দস্সিযমান (বিণ) শিক্ষা দেওয়া হয় বা হইতেছে এরূপ, জানায় বা জানাইতেছে এরূপ, পরিচালনা করা হয় এরূপ, নির্দেশ প্রদান করা হয় এরূপ, দেখানো হইতেছে এরূপ, দেখাইতেছে এরূপ। ⇒ **সন্দস্সেতি**।

সন্দস্সেতি (ক্রি) [সং + √দিস + এ] দেখায়, প্রদর্শন করা, অঙ্গুলিনির্দেশ করা, দৃষ্টি দ্বারা শিকার দেখাইয়া দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, পড়ানো, শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, শিক্ষকতা করা, জানানো, জ্ঞাত করা, পরিচালিত করা, পরিচালনা করা, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া, সত্যতা প্রমাণ করা, যথার্থ বা প্রতিপাদন করা, সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করা। ⇒ **সন্দিস্সতি**। (অতীত) **সন্দস্সেসি**। (অ-বিণ) **সন্দস্সিত**। (ব-বিণ) **সন্দস্সিযমান**। (ক্রি-বি) **সন্দস্সেত্বা**।

সন্দহতি (ক্রি) [সং + √ধা + অ] এক সঙ্গে রাখা, একত্রে সংরক্ষণ করা, সংযোগ করা, একত্র করা, (আত্মীয়ের মধ্যে) সম্পর্কযুক্ত করা বা সংযোগ রাখা, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিকমত যুক্ত হওয়া, উপযুক্ত করা বা হওয়া, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, ঠিক হওয়া, সংযুক্ত করা, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা। (অতীত) **সন্দহি**। (অ-বিণ) **সন্দহিত, সংহিত**। (ব-বিণ) **সন্দহমান**। (ক্রি-বি) **সন্দহিত্বা, সন্ধায**। (করণে) **সন্ধাপেতি**।

সন্দহন (ক্লী) উপযুক্ততা, উপযোগিতা, একসঙ্গে রক্ষণ, একত্রে সংরক্ষণ, সংযোজনা করণ, (শর সম্বন্ধে) জ্যাতে যোজনাকরণ, স্থাপন করণ, লাগানো, প্রয়োগকরণ, প্রযোজনা, যোজনা, ব্যবহার করণ, মনোনিবেশ করণ, নির্ধারিত করণ, নির্ধারণ, আরোপণ, আরোপকরণ।

সন্দান (ক্লী) শৃঙ্খলশ্রেণী, নিগড়, বেড়ি, শ্রেণী, দাসত্ব, অধীনতা, ক্লেশ, পশুবন্ধনের রজ্জু বা শৃঙ্খল, পদশৃঙ্খল, বন্ধন, দড়ি, রজ্জু, কাণ্ড। (উদান সাহিত্যে) **সন্ধান**।

সন্দাপেতি (ক্রি) প্রবাহিত করানো, নির্গত হইবার কারণ করা, নির্গত করানো, প্লাবিত করানো। ⇒ **সন্দতি**। (অ-বিণ) **সন্ন**।

সন্দালেতি (ক্রি) [সং + √দাল + এ] ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ভঙ্গ করা, আঘাত করা, আহত করা, ক্ষতি করা, ক্ষয় করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে বা জোরে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ করা বা হওয়া, খণ্ড খণ্ড করা বা হওয়া, চূর্ণবিচূর্ণ করা, চূর্ণ করা। (অতীত) **সন্দালেসি**। (অ-বিণ) **সন্দালিত**। (ক্রি-বি) **সন্দালেত্বা, সন্দালেত্বান**।

সন্দিট্ঠ (বিণ) সন্দৃষ্ট, স্বয়ংদৃষ্ট, একত্রে বা একসঙ্গে দেখিয়াছে এমন। ⇒ **সন্দিস্সতি**। (পুং) বন্ধু, উপকারী, হিতৈষী, সহায়। (দীর্ঘনিকায়) **যথা সন্দিট্ঠং**—যেখানে বন্ধু বাস করে বা থাকে, যেখানে বন্ধুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়।

সন্দিট্ঠি (স্ত্রী) দৃশ্যমান জগৎ, পার্থিব লাভ। (মধ্যম নিকায়) **সন্দিট্ঠি পরামাসিন**।

সন্দিট্ঠিক (বিণ) সন্দৃষ্টিক, স্বয়ং দেখিবার মত বা দেখার উপযুক্ত, দৃশ্যমান, সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর, প্রতীয়মান, এই জীবন বা ইহকাল-সম্বন্ধীয়, সম্বন্ধীয়, ইহ জীবনে লাভ বা উপকার সম্বন্ধীয়, বাস্তবিক, প্রকৃত, যথার্থ, বর্তমান।

সন্দিট্ঠি পরমাস—সাংসারিকতা, বিষয়ীভাব, ঐহিকতা। ⇒ **বিবাদ**।

সন্দিট্ঠিক পরামাসিন (বিণ) সাংসারিকতার সহিত জড়িত বা কলুষিত, বিষয়ীভাব বা ঐহিকতায় দূষিত। ⇒ **সন্দিট্ঠি**।

সন্দিট্ঠিযা (স্ত্রী) দৃশ্যমান অবস্থা বা বস্তু, সাংসারিকতা, ইহজীবনে লাভ বা উপকার।

সন্দিত (বিণ) বন্ধনকৃত, আবদ্ধ, কাজ করিতে বাধ্য, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো হইয়াছে এরূপ, কঠিন করা হইয়াছে এরূপ, শক্ত হইয়াছে এরূপ, সংযত, আইনমতে আবদ্ধ, সংযুক্ত, বাধিত, বাধ্য, সমান ফল হইয়াছে এরূপ, শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ, বদ্ধ, দাসরূপে পরিণত, প্রবাহিত, দ্রবকৃত, চলাচলকৃত, নির্গত, প্লাবিত। (থেরগাথা) **দিট্ঠি-সন্দান সন্দিত**। ⇒ **সন্দান, সন্দতি**।

সন্দিদ্ধ (বিণ) [সং + দিদ্ধ] চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলিপ্ত বা

ময়লাকৃত, বিষলিপ্ত, অনির্দিষ্ট, বিশৃঙ্খল, অস্পষ্ট, শ্রুতিকটু, কর্কশ, ভগ্নস্বর, তুষযুক্ত, তুষময়।

সন্দিয্যতি (ক্রি) [সং + দিয্যতি = দীযতি] বিরক্ত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, বিতর্কপূর্ণ হওয়া, ক্রোধ প্রকাশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা। জাতকে ভুলক্রমে ইহার বানান হইয়াছে "**সন্ধীযতি**"। জাতক অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**মঙ্কুহোতি**"।

সন্দিস্সতি (ক্রি) [সং + √দিস + য] একত্রে দৃষ্ট হওয়া, এক সঙ্গে দেখা যাওয়া, দৃষ্ট হওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, বোধ হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, নিযুক্ত হওয়া, অঙ্গীকার বা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হওয়া, যুদ্ধ হওয়া, আকর্ষিত হওয়া, বিবাহ করিতে স্বীকৃত হওয়া, ব্যস্ত হওয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া, উপযুক্ত করা, মিল করা, মিলিয়া যাওয়া, অনুরূপ হওয়া, অনুরূপে বা অনুক্রমী হইয়া বাস করা (অধিকরণ কারকে) অর্থাৎ "**ধম্মে সন্দিস্সতি**")। (জাতক) **সুনখেসু সন্দিস্সন্তি**—ইহাদের আর কোনো মূল্য নাই। (অ-বিণ) **সন্দিট্ঠ**। (ব-বিণ) **সন্দিস্সমান**। (করণে) **সন্দস্সেতি**।

সন্দিস্সমান (বিণ) দৃশ্যমান, দেখা যায় এরূপ। ⇒ **সন্দিস্সতি**।

সন্দীপন—প্রদীপ্তকরণ, অগ্নি প্রদান, আগুন লাগানো, প্রজ্বালন, উত্তেজিত করণ, উদ্রিক্তকরণ, অগ্নিসংযোগ করণ, উত্তেজিত হওন, স্পষ্টকরণ, পরিষ্কার করণ।

সন্দীপনা (স্ত্রী) = **সন্দীপন**। ⇒ **সন্দীপন**।

সন্দীপেতি (ক্রি) [সং + √দীপ + এ] আগুন দেওয়া, প্রজ্বলিত করা, উত্তেজিত করা বা হওয়া, উদ্রিক্ত করা, আগুন লাগা, অগ্নিসংযোগ করা, অগ্নি সংযুক্ত হওয়া, স্পষ্ট করা, পরিষ্কার করা। (অতীত) **সন্দীপেসি**। (অ-বিণ) **সন্দীপিত**। (ক্রি-বি) **সন্দীপেত্বা**।

সন্দীযতি (ক্রি) = **সন্দিয্যতি**। ⇒ **সন্দিয্যতি**।

সন্দেস (পুং) সন্দেশ, সন্দিষ্ট, বার্তা, খবর, সংবাদ, আদেশ, চিঠি, বাণী, সমাচার, নূতন বিবরণ, লিপি, পত্র, লিখিত প্রমাণ বা দলিল।

সন্দেস হর (পুং) বার্তাবহ, দূত, সন্দেশহর, সন্দেশবহ, সন্দেশহার।

সন্দেসাগার (ক্লী) [সন্দেস + আগার] সন্দেশাগার, ডাকঘর, পোস্ট অফিস।

সন্দেহ (পুং) ১ মনুষ্যদেহ, রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়। ২ সন্দেহ, সংশয়, দ্বৈধজ্ঞান, অনিশ্চয়তা।

সন্দেহ বিগম (পুং) সন্দেহ বিদূরণ। ⇒ **বিগম**।

সন্দোস (পুং) অপবিত্র করণ, অবিশুদ্ধতা, অপরিচ্ছন্নতা, ভ্রষ্টতা, অপবিত্রতা।

সন্দোহ (পুং) সন্দোহ, সমূহ, সকল, গণ, রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, বহু সংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক।

সন্ধন (ক্লী) নিজ সম্পত্তি, বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকারভুক্ত দ্রব্যসমূহ, জিনিসপত্র, আত্মীয়স্বজন।

সন্ধন্ত (বিণ) ক্লান্ত, স্ফীত, প্রস্ফুটিত, দূষিত, (স্বর্ণ সম্বন্ধে) দ্রবীভূত, গলিত, অদৃশ্য, বিলীন, দ্রব। ⇒ **সন্ধমতি**।

সন্ধমতি (ক্রি) [সং + √ধম + অ] ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, হাঁপানো, বাজা, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্‌বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, নাক ঝাড়া, পাখা দিয়া বাতাস করা, শস্য ঝাড়া, প্রজ্বলিত করা, উত্তেজিত করা। (অতীত) **সন্ধমি**। (অ-বিণ) **সন্ধন্ত**। (ক্রি-বি) **সন্ধমিত্বা**।

সন্ধাতর (পুং) (সং + ধাতর) যেই ব্যক্তি একসঙ্গে রাখে বা সংস্থাপন করে, শান্তিকারক।

সন্ধাতি (ক্রি) সংযোগ করা, একত্রিত করা, একত্র করা, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্ত করা, দুইয়ের মধ্যে বা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিকমত যুক্ত হওয়া, সংযুক্ত করা, একত্রে রাখা। (কর্মবাচ্যে) **সন্ধীযতি**।

সন্ধাতু (পুং) যেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট করে বা শান্ত করে, যেই ব্যক্তি সামঞ্জস্য স্থাপন করে, শান্তিকারক।

সন্ধান (ক্লী) ১ সন্ধান, অন্বেষণ, সন্ধি, মিলন, মিশ্রণ, সংযোজন, সংযোগকরণ, সংযুক্তকরণ, সন্ধিকরণ, এক করণ, মিলিত হওন, ঐক্য স্থাপন করণ, অনুরঞ্জন, সন্তুষ্টি সাধন, পুনর্মিলন, শান্তকরণ, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব। ২ বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, পদশৃঙ্খল, নিগড়, বন্ধন। ⇒ **সন্দান**।

সন্ধাপন (ক্লী) সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবদ্ধ, কোনো ও উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি)।

সন্ধায (ক্রি-বি) (সাহিত্যে) রাখিয়া, সংস্থাপন করিয়া, সংরক্ষণ করিয়া, ঐক্য করিয়া, মিলাইয়া, মিলিত করিয়া, সংযোগ করিয়া, যুক্ত করিয়া, (ধনুতে তীর) সংযোজন করিয়া; (চরিত্রে) সম্পর্কে, সম্বন্ধে, বিষয়ে, দিকে, অভিমুখে, প্রায়, কাছাকাছি। ⇒ **সন্দহতি**।

সন্ধাযতি (ক্রি) ⇒ **সন্তাযতি**।

সন্ধারক (বিণ) ধারণকারী, বহনকারী, বাহক, সহ্যকারী, সহনকারী, পোষণকারী, প্রসব করে এমন, উৎপাদনকারী, পছন্দকারী, আচরণকারী, প্রদানকারী, যুক্তকরে এরূপ, উপযুক্ত করে এরূপ, চাপ দেয় এমন, সম্বন্ধযুক্ত হয় এরূপ, আহ্বানকারী, বাধা প্রদত্ত হয় এরূপ, বাধপ্রদানকারী, (হিসাব) পরীক্ষক, সতর্ককারী, সংযতকারী, দমিত হয় এরূপ।

সন্ধারণ (ক্লী) দমনকরণ, বাধাপ্রদান করণ, (হিসাব), পরীক্ষাকরণ, সতর্ককরণ, বাধা, প্রতিবন্ধক, আকস্মিক দমন।

সন্ধারেতি (ক্রি) [সং + √ধর + এ] ১ ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, পোষণ করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, ভার বহন করা, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, দেহভঙ্গি করা, কোনো স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, অন্য কলমে বা অন্য পাতায় যোগ করা, গ্রহণ করা, দমন করা, দখল করা, অধিকার বা আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বন্ধ করা, সম্মান করা, রক্ষা করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, ক্রমাগত চালানো, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অদমিতভাবে থাকা, অভিন্ন থাকা, অবশীকৃত থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা। ২ ধরিয়া থাকা, ধারণ করা, ভার বহন করা, সহ্য করা, ভরণপোষণ করা, প্রতিপালন করা, চালানো, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, সাহস দেওয়া। ৩ দমন করা, বাধা দেওয়া, (হিসাব) পরীক্ষা করা, সতর্ক করা, সংযত করা। (অতীত) **সন্ধারেসি**। (অ-বিণ) **সন্ধারিত**। (ব-বিণ) **সন্ধারেন্ত**। (ক্রি-বি) **সন্ধারেত্বা**।

সন্ধাবতি (ক্রি) [সং + √ধাব + অ] স্থানান্তরে যাওয়া, দেহান্তরে গমন করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট করিয়া ফেলা। (অতীত) **সন্ধাবি, সন্ধাবিস্‌সং** [=**অপরাপরং অনুবিচরিং** (ধর্মপদ অর্থকথা)]। (অ-বিণ) সন্ধাবিত। (ব-বিণ) সন্ধাবন্ত, সন্ধাবন। (ক্রি-বি) **সন্ধাবিত্বা**।

সন্ধি (পুং, স্ত্রী) ১ সন্ধি, সংযোগ, সম্মেলন, মিল, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, মিলন, যোগ, সঙ্গম, সন্ধিক্ষণ, সন্ধিস্থান; (মিলিন্দ প্রশ্ন মতে) দুই রাস্তার সন্ধি বা মিলন স্থান; (সংযুক্ত নিকায়ে বুদ্ধ ঘোষের মতে) দুই ঘরের মধ্যবর্তী স্থান। ২ কাটা, কর্তন, ছিদ্র, নিয়মলঙ্ঘন, রন্ধ্র, বিবাদ, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, বিচ্ছেদ, ভঙ্গ, বিরতি, বাধা, প্রারম্ভ, ফাটল, গহ্বর, সিঁধ, সুরঙ্গ, সিঁধ-কাটা, যোনিদ্বার, শূন্যতা, গর্ত, বিবর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সংকীর্ণ আবাস। (দীর্ঘনিকায়) **সন্ধিং ছিন্দতি**—গর্ত বা ছিদ্র করা, গহ্বর করা, অনুচ্চ অন্ধকারময় সংকীর্ণ আবাস বা বাসগৃহের জন্য বিবর করা। (বিনয়) **আলোক সন্ধি**—খিড়কি, জানালা। ৩ সন্ধি, কব্জা, গ্রন্থি, গাঁইট, সেলাইয়ের জোড়, প্রাণীদেহের কর্তিত অংশ, শৃঙ্খল, শিকলের কড়া, সংযোজক পদার্থ, শরীরের অস্থি প্রভৃতির মিলনস্থান, এক শ্রেণীর ক্রমিক অংশ, খণ্ড, অংশ, টুকরা, একটিমাত্র বস্তু, দ্রব্য, প্রবন্ধ, রচনা, কামান, বন্দুক, মুদ্রা, ব্যক্তি, লোক। বিশুদ্ধিমার্গে "**কম্মট্‌ঠান**"-এর পাঁচটি, বিশুদ্ধিমার্গে শরীরের সন্ধিস্থানের জন্যও এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যেমন—১৪ প্রকার "**মহাসন্ধি**"। ৪ যোগ, সংলগ্নতা, একত্রে মিলন, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি)। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **হেতুফল সন্ধি, ফলহেতু সন্ধি** ইত্যাদি। ৫ শ্রুতিমধুর সন্ধি অর্থাৎ শ্রুতিমধুর (শব্দের) সংযোগ বা মিলন। ⟹ **পদসন্ধি**। ৬ চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত।

সন্ধিং ছিন্দতি ⟹ **সন্ধি** (২)।

সন্ধিক (বিণ) সন্ধিযুক্ত, সংযোগ আছে এরূপ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পঞ্চসন্ধিক**—পঞ্চবিধ সন্ধি বা অংশ আছে এরূপ।

সন্ধিচ্ছেদ (ক্লী) ১ যেই ব্যক্তি "**পটিসন্ধি**" বা পুনর্জন্মের অবসান করিয়াছেন। ২ সিঁধেল চুরি বা সিঁধেল চোর।

সন্ধিচ্ছেদক (বিণ) গর্ত বা গহ্বর খনন করিয়া আবাসস্থান প্রস্তুত করে এমন, সিঁধ কাটিয়া চুরি করে এমন, অধঃখননকারী, যেই ব্যক্তি সুড়ঙ্গ কাটে বা সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করে, যেই ব্যক্তি গোপনে ক্ষতি করে, যেই ব্যক্তি গোড়া দিয়া কাটে অথবা ধীরে ধীরে ক্ষয় করে।

সন্ধিব্বূহ (পুং) পার্শ্ববর্তী পথ বা রাস্তা, দুই বা চারি রাস্তার মিলনস্থান। ⟹ **ব্যূহ** (২)।

সন্ধিভেদ (ক্লী) সুরের অমিল ঘটানো, মতভেদ ঘটানো, বিবাদ ঘটানো, মনকষাকষি ঘটানো, গোলমাল ঘটানো।

সন্ধিভেদক (বিণ) যেই ব্যক্তি সুরের অমিল বা গোলমাল ঘটায়, যেই ব্যক্তি মনকষাকষি ঘটায়, মতভেদকারী, বিবাদকারী।

সন্ধিমুখ (ক্লী) সন্ধিমুখ, প্রবেশদ্বার, সিঁধকাটায় প্রবেশদ্বার, সুড়ঙ্গের প্রবেশদ্বার, ফাটল বা ছিদ্রের প্রারম্ভ, গর্তের প্রবেশ মুখ, (সিঁধেল চোর কর্তৃক) সিঁধকাটা সুরঙ্গের প্রবেশদ্বার বা প্রবেশমুখ। ⟹ **মুখ** (৩)।

সন্ধিয্যতে (ক্রি) = **সন্ধীযতে**। ⟹ **সন্ধীযতে**।

সন্ধিব্যূহ (পুং) = **সন্ধিব্বূহ**। ⟹ **সন্ধিব্বূহ**।

সন্ধিসমল (ক্লী) গৃহসংলগ্ন নর্দমার বা নালার জঞ্জাল বা আবর্জনা স্তূপ।

সন্ধিসঙ্কটীব (ক্লী) = **সন্ধিসমল**। ⟹ **সন্ধিসমল**।

সন্ধীযতি (ক্রি) সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্ত হওয়া, একত্রিত হওয়া, একত্রে রক্ষিত হওয়া। ⟹ **সন্ধাতি, সন্দহতি**।

সন্ধীযতে (ক্রি) একত্রে রক্ষিত হওয়া, একসঙ্গে সংরক্ষিত হওয়া, স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, একত্র হওয়া, (আত্মীয়-সম্বন্ধে) যুক্ত হওয়া, ঠিক হওয়া, ঠিকমত যুক্ত হওয়া, সন্দেহ করা, ক্রোধ প্রকাশ করা, বিরক্তি

প্রকাশ করা, বন্ধুত্বে পুনঃস্থাপিত হওয়া, পুনর্মিলিত হওয়া, ঐক্যবিশিষ্ট হওয়া, সামঞ্জস্যযুক্ত হওয়া, মীমাংসিত হওয়া, শান্ত হওয়া। ⟹ **সন্দহতি**।

সন্ধুনাতি (ক্রি) [সং+ধুনাতি] নাড়া দেওয়া, নাড়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা।

সন্ধূপাযতি (ক্রি) [সং+√ধূপ+আয] ধূম বিকীর্ণ করা, ধোঁয়ায় অন্ধকার করা, ধূপ দেওয়া, ধোঁয়া নির্গত করা। = **সমন্তা ধূপাযতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অতীত) **সন্ধূপাযি**। (ক্রি-বি) **সন্ধূপাযিত্বা**।

সন্ধূপেতি (ক্রি) [সং+√ধূপ+এ] ধোঁয়া দেওয়ানো, ধূপ দেওয়ানো, শোধিত করানো, সুবাসিত করানো। (অতীত) **সন্ধূপেসি**। (অ-বিণ) **সন্ধূপিত**। (ক্রি-বি) **সন্ধূপেত্বা**।

সন্ধোবতি (ক্রি) [সং + ধোবতি] ধৌত করা, পরিষ্কার করা। = **ধোবতি**।

সন্ধোবিক (ক্লী) ধৌতকরণ, পরিষ্কারকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কণ্ণসন্ধোবিকা খিড্ডা**—(হস্তী-সম্বন্ধে) কান ধৌত করিবার ক্রীড়া বা আমোদপ্রমোদ। সম্ভবত মধ্যম নিকায়ে এই শব্দটি "**সণধোবিক**" শব্দের পরিবর্তে বসিয়াছে। (তুলনীয়) **সণধোবন** (?)।

সন্ন (বিণ) ১ মগ্ন, নিমজ্জিত, অবসন্ন, অভিভূত। ⟹ **সীদতি**। ২ প্রবাহিত, দ্রব, প্লাবিত, ক্ষীণ, নষ্ট, রহিত, হীন। (জাতক) **দধিসন্ন**। ⟹ **সন্দতি**।

সন্নকদ্দু (পুং) সন্নকদ্রু, পিয়াল বৃক্ষ।

সন্নত (বিণ) ১ নত, নমিত, নীচ, প্রণত, সন্নত। (বিপ) **উন্নত**। ২ বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক, তৈয়ারি, প্রস্তুত। (তুলনীয়) **সুফস্সিত**। ⟹ **সন্নামেতি**।

সন্নদ্ধ (বিণ) ১ বদ্ধ, দৃঢ়, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, বাধ্য, যাইতে প্রস্তুত, উদ্দিষ্ট। ২ পরিধানকৃত, পরিহিত, বস্ত্র দ্বারা আবৃত, সজ্জিত, ভূষিত, আবৃত। (পেতবত্থু) **সন্নদ্ধ দুস্স**। ৩ সশস্ত্র, যুদ্ধবেশে সজ্জিত, বর্মিত, সন্নদ্ধ, সন্নহি বিশিষ্ট, অস্ত্রসজ্জিত, আততায়ী, বধোদ্যত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সন্নদ্ধ ধনু-কলাপ**। ⟹ **সংযূঢ়, সন্নয্হতি**।

সন্নদ্ধপঞ্চ = **পঞ্চসন্নদ্ধ**। ⟹ **পঞ্চসন্নদ্ধ**। এই শব্দটি জাতকে জাহাজের নাবিক-সম্বন্ধে পাওয়া যায়।

সন্নয্হতি (ক্রি) [সং+√নহ+য] বন্ধন করা, সংযুক্ত করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, সমান ফল করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাধ্য করা বা বাঁধা, বদ্ধ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, সংবদ্ধ করা, নিজে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হওয়া, অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হওয়া, প্রতিরোধক্ষম করা, প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা, পোশাকে সজ্জিত করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, উপযুক্ত করা বা হওয়া, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, ঠিক হওয়া। (অতীত) **সন্নয্হি**। (অ-বিণ) **সন্নদ্ধ**। (ক্রি-বি) **সন্নয্হিত্বা, সন্নয্হ, সন্নহিত্বা**। (তুম্) **সন্নয্হিতুং**।

সন্নামেতি (ক্রি) বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নত করা, নমিত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযং সন্নামেয্য**—(শরীর সম্বন্ধে) পাকানো, মোচড়ানো, কাড়িয়া লওয়া, যন্ত্রণায় মোচড় খাওয়া, কাতরানো, ছটফট করা।

সন্নাহ (পুং) ১ সন্নাহ, পরিচ্ছদ, বস্ত্র, ক্ষতস্থানে প্রযুক্ত মলম ইত্যাদি, ভূমির জন্য সার, কাপড়ের মাড় বা কলপ, একত্রে বন্ধন। ২ বর্ম, অঙ্গত্রাণ, কবচ, সাঁজোয়া, আত্মরক্ষার্থ বর্ম, যুদ্ধসজ্জা, রণপোত ইত্যাদিকে আবৃত করিবার লোহার পাত।

সন্নিকট্ঠ (ক্লী) প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া, নৈকট্য, সান্নিধ্য, কাছকাছি অঞ্চলসমূহ, সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

সন্নিকাস (বিণ) [সং+নিকাস] সদৃশ, অনুরূপ, দেখিতে একই রকম। (জাতক অর্থকথায়) **দস্সন**।

সন্নিক্খেপন (ক্লী) [সং+নিক্খেপন] বাদ, বর্জন, অপনয়ন।

সন্নিগ্গণ্হাতি (ক্রি) [সং+নিগ্গণ্হাতি] দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া।

সন্নিঘাত (ক্লী) [সং+নিঘাত] দুই বস্তুর আকস্মিক সংঘর্ষণে দারুণ আঘাত বা ধাক্কা, আলোড়ন, দুই বস্তুর পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ।

সন্নিচয (ক্লী) [সং+নিচয] রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, গুপ্তভাবে মজুতকরণ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **লোহিত সন্নিচয**।

সন্নিচিত (বিণ) [সং+নিচিত] রাশীকৃত, সংখ্যায় বা পরিমাণে অধিক বা বর্ধিত, জমানো, সঞ্চিত, গুপ্তভাবে মজুতকৃত।

সন্নিচিত লোহিত—অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা সঞ্চিত রক্ত বা শোণিত। (বিপ) **সংসরণ লোহিত**।

সন্নিট্ঠান (ক্লী) [সং+নিট্ঠান] ১ শেষ, অবসান, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, অনুমান, বিচার, নিষ্পত্তি, সর্বশেষ অংশ, পূর্ণতা, পরিসমাপ্তি। ২ প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সংকল্প, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত। ৩ নিরূপণ, নির্ণয়, যথার্থ সিদ্ধান্ত বা অনুমান, ঠিক বিচার বা নিষ্পত্তি, দোষ প্রমাণ, দণ্ডাজ্ঞা, ভ্রম নিরাকরণ, দৃঢ়বিশ্বাস।

সন্নিতাল্েতি (ক্রি) [সং+নিতাড়েতি] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি প্রস্তুত করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, আবির্ভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা,

ধর্মঘট করা।

সন্নিতোদক (ক্লী) "বিদ্ধকরণ, কোনো কিছু বেঁধার মত যন্ত্রণা", অনুসন্ধানকরণ, ব্যঙ্গকরণ, ব্যঙ্গ।

সন্নিধান (ক্লী) সন্নিধান, নৈকট্য, সান্নিধ্য, সান্নিধি, সামীপ্য, নিকট, আশ্রয়, স্থিতি, আবির্ভাব, ইন্দ্রিয় বিষয়, সমাগম, সংগ্রহকরণ, সঞ্চয়করণ, গুদামে মজুত রাখা, কাছাকাছি অঞ্চলসমূহ, পাড়া, (সাহিত্যে) একত্রে রক্ষণ বা সংস্থাপন।

সন্নিধি (পুং) সন্নিধি, সংগ্রহকরণ, সঞ্চয়করণ, গুপ্তভাবে মজুতকরণ, একত্রে রক্ষণ বা সংরক্ষণ।

সন্নিধিকত (বিণ) সন্নিধিকৃত, সঞ্চিত, সঞ্চয়কৃত, সংগৃহীত, ভাণ্ডারে মজুতকৃত, স্থগিত, বিলম্বকৃত।

সন্নিধিকার (বিণ) সঞ্চয় করে এরূপ, সংগ্রহ করে এমন। (পুং) সংগৃহীত বস্তু, সঞ্চিত ভাণ্ডার।

সন্নিধিকারক (বিণ) সংগ্রহকারী, সঞ্চয়কারী, যেই ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার মজুত রাখে। (পুং) সংগ্রহকারী ব্যক্তি, সঞ্চয়করণ, সংগ্রহকরণ, ভাণ্ডার, গুদাম, দোকান।

সন্নিপততি (ক্রি) [সং+নি+√পত+অ] একত্রিত করা বা হওয়া, মিলিত হওয়া, মিলানো, জড় করা বা হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, একত্রে আসা। (অতীত) **সন্নিপতি**। (অ-বিণ) **সন্নিপতিত**। (ব-বিণ) **সন্নিপতন্ত**। (ক্রি-বি) **সন্নিপতিত্বা**। (করণে) **সন্নিপাতেতি, সন্নিপাতাপেতি**।

সন্নিপতিত (বিণ) সন্নিপতিত, একত্রে মিলিত, একত্রে আসা বা সমাগত। ⟹ **সন্নিপততি**।

সন্নিপাত (পুং) ১ সংযোগ, সম্মেলন, মিল, মিলন, বিবাহ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, সন্নিপাত, সমাপতন, একই সময়ে সংঘটন। ২ একত্রিত করার কাজ, মিলানো, ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের সমবায়, সভা, সমাগম, ধর্মসভা, জনসমবায়, মিলন। ৩ বহুলোকের সম্মেলন, জনসমাগম। ৪ স্থাপন, বিন্যাস।

সন্নিপাতন (ক্লী) একত্রে বা একস্থানে আহ্বানকরণ, সভায় আহ্বানকরণ, সমাহৃতকরণ, সমবেত হইবার জন্য আহ্বানকরণ।

সন্নিপাতাপেতি (ক্রি) সমাহৃত করানো, সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করানো, সভা আহ্বান করানো, একসঙ্গে একস্থানে সম্মিলিত হইবার জন্য ডাকানো বা আহ্বান জানানো। ⟹ **সন্নিপততি**।

সন্নিপাতিক (বিণ) বহুজনের সম্মিলিত সভায় সিদ্ধান্তকৃত।

সন্নিপাতেতি (ক্রি) [সং+নি+√পত+এ] একত্রে আসা, একত্রে আনা, একত্রিত করা, মিলিত করা, সমাহৃত করা, সমবেত হইবার জন্য বা সম্মেলনে আহ্বান করা, সভা আহ্বান করা বা ডাকা। ⟹ **সন্নিপততি**। (অতীত) **সন্নিপাতেসি**। (অ-বিণ) **সন্নিপাতিত**। (ক্রি-বি) **সন্নিপাতেত্বা**।

সন্নিভ (বিণ) সন্নিভ, সঙ্কাশ, সদৃশ, তুল্য, অনুরূপ।

সন্নিযোজেতি (ক্রি) [সং+নিযোজেতি] নির্দিষ্ট করা, নিয়োগ করা, আদেশ করা, আধিপত্য করা, দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া, নায়ক হওয়া, অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া।

সন্নিয্যাতন (ক্লী) [সং+নিয্যাতন] (কার্যভার) অর্পণকরণ, হস্তান্তরকরণ, পদত্যাগকরণ, সমর্পণ, বশবর্তিতা, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বরের উপর নির্ভরকরণ।

সন্নিরত (বিণ) [সং+নিরত] একত্রে সম্মিলিতভাবে (সম্পূর্ণ) সুখী হয় বা সুখী হইতে পারা যায় এরূপ।

সন্নিরুন্ধতি (ক্রি) = **সন্নিরুম্ভতি**। ⟹ **সন্নিরুম্ভতি**।

সন্নিরুম্ভতি (ক্রি) [সং+নিরুম্ভতি] দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া, বন্ধ করা, গঠন করা, কার্যকর হইতে বাধা দেওয়া। (সপ্তমী) **সন্নিরুন্ধেয্য**। (অতীত) **সন্নিরুম্ভি**। (অ-বিণ) **সন্নিরুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **সন্নিরুম্ভিত্বা, সন্নিরুম্হিত্বা, সন্নিরুজ্ঝিত্বা**। (করণে) **সন্নিরুম্ভেতি**।

সন্নিরুম্ভন (ক্লী) দমনকরণ, সংযতকরণ, বাধাপ্রদানকরণ, সতর্ককরণ, (হিসাব) পরীক্ষাকরণ, দমন, নিবারণ, নিরোধ, গোপন।

সন্নিরুম্ভেতি (ক্রি) [সং+নি+√রুম্ভ+এ] = **সন্নিরুম্ভতি**। ⟹ **সন্নিরুম্ভতি**। (অতীত) **সন্নিরুম্ভেসি**। (অ-বিণ) **সন্নিরুম্ভিত**। (ক্রি-বি) **সন্নিরুম্ভেত্বা**।

সন্নিরুম্হন (ক্লী) = **সন্নিরুম্ভন**। ⟹ **সন্নিরুম্ভন**।

সন্নিবট্ট (ক্লী) প্রত্যাগমন, প্রত্যর্পণ, পরিশোধ, প্রত্যুত্তর, প্রতিদান, ফল, লাভালাভ, সরকারি বিবৃতি, বিবরণী, ফেরত-পুনঃকৃত-পুনরায় ঘটিত ইত্যাদি, প্রত্যর্পণকরণ, প্রত্যাগমনকরণ।

সন্নিবসতি (ক্রি) [সং+নি+√বস+অ] একসঙ্গে থাকা, একত্রে বাস করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা। (অতীত) **সন্নিবসি**। (অ-বিণ) **সন্নিবুত্থ**।

সন্নিবারেতি (ক্রি) [সং+নি+√বর+এ] বাধা দেওয়া, নিবারণ করা, দমন করা, সংযত করা, একত্রে রাখা, (হিসাব) পরীক্ষা করা, সতর্ক করা। (অতীত) **সন্নিবারেসি**। (ক্রি-বি) **সন্নিবারেত্বা**।

সন্নিবাস (পুং) সংসর্গ, সঙ্গে বাস, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তা সম্বন্ধীয়) যোগ, যৌথ অধিকার বা ভোগ, সম্প্রদায়, জনসাধারণ, একত্রে অবস্থান। (জাতক) **লোক সন্নিবাস**—জনসমাজ, মানবসমাজ, মনুষ্য সমাজ, সর্বজগৎ। ⟹ **সমাসেথ**।

সন্নিবুত্থ (বিণ) একত্রীভূত, একত্রে বাসকৃত, সম্মিলিত, মিলিত। ⟹ **সন্নিবসতি**।

সন্নিবেস (পুং) প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত, শিবির, শিবির স্থাপন, স্থাপন, স্থিরকৃতকরণ, স্থিরীকরণ, ভূবাসন, বন্দোবস্ত, ব্যবস্থা, মীমাংসা, উপনিবেশ, নিষ্পত্তি, পরিশোধ।

সন্নিবেসন (ক্লী) স্থাপন, স্থিরীকরণ, ভূবাসন, বন্দোবস্ত, ব্যবস্থা, মীমাংসা, উপনিবেশ, নিষ্পত্তি, পরিশোধ, অবস্থান, স্থান, অবস্থা, ভঙ্গি, মনোভাব, প্রতিজ্ঞা, সামাজিক পদমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, পদ, চাকরি। (জাতক) **পাটি এক্কসন্নিবেসন**—স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

সন্নিসজ্জট্‌ঠান (ক্লী) = **সন্নিসজ্জা**। ⟹ **সন্নিসজ্জা**।

সন্নিসজ্জা (স্ত্রী) = **সন্নিস্‌সজ্জা**। ⟹ **সন্নিস্‌সজ্জা**।

সন্নিসাদেতি (ক্রি) শান্ত করা বা হওয়া, সুস্থির করা, প্রশান্ত করা, নম্র করা। ⟹ **সন্নিসীদতি**।

সন্নিসিন্ন (বিণ) ১ উপবিষ্ট, একত্রে বসিয়াছে এমন। ২ মীমাংসিত, স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, স্থিরীকৃত, অটল, শান্ত, দৃঢ়, বিধিবদ্ধ, আইনানুসারেপ্রমাণিত। (বিনয়) **সন্নিসিন্ন গব্‌ভা**। ⟹ **সন্নিসীদতি**।

সন্নিসিন্ন গব্‌ভা (বিণ) স্থিরকৃত গর্ভা, গর্ভবতী বলিয়া ধারণা বা কল্পনা করা হইয়াছে এমন, গর্ভবতী বলিয়া মনে করা হইয়াছে এমন। ⟹ **সন্নিসিন্ন**।

সন্নিসীদতি (ক্রি) [সং+নি+√সদ+এ] ১ পতিত হওয়া, তলায় পড়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, মগ্ন করা বা হওয়া, ডুব দেওয়া, ডুবিয়া যাওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, খনন করা, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা হ্রাস করা, দেনা মিটানো, স্থির করা, স্থাপন করা, মীমাংসা করা, ঠিক বিন্যাস করা, নিষ্পত্তি করা, শান্ত করা, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা। ২ (চরিত্রে) নিম্নে বসিয়া যাওয়া, থিতানো, স্থির হওয়া, প্রশমিত হওয়া, শান্ত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া, শান্ত বা সুস্থির হইয়া আসা। (অতীত) **সন্নিসীদি**। (অ-বিণ) **সন্নিসিন্ন**। (ক্রি-বি) **সন্নিসীদিত্বা**। (করণে) **সন্নিসাদেতি, সন্নিসীদাপেতি**।

সন্নিসীদাপেতি (ক্রি) ভ্রমণকালে বা চলিবার সময় থামা বা থামানো। ⟹ **সন্নিসীদতি**।

সন্নিস্‌সজ্জট্‌ঠান = **সন্নিসজ্জট্‌ঠান**। ⟹ **সন্নিসজ্জট্‌ঠান**।

সন্নিস্‌সজ্জা (স্ত্রী) [সং+নিস্‌সজ্জা] সভার স্থান, সম্মেলন স্থান। = **সন্নিস্‌সজ্জট্‌ঠান**।

সন্নিস্‌সযতা (স্ত্রী) [সং+নিস্‌সযতা] অধীনতা, অধীন রাজ্য, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়।

সন্নিস্‌সিত (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে—সন্নিশ্রিত) ভিত্তিস্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, সম্পর্কিত, সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, ক্রোক করা।

সন্নিহিত (বিণ) ১ রক্ষিত, সুবিন্যস্ত, সজ্জিত, সুশৃঙ্খলাকৃত, স্থাপিত, সন্নিহিত, সমীপস্থ, নিকটবর্তী, সম্যক স্থাপিত। ২ সঞ্চিত, সংগৃহীত। (তুলনীয়) **সন্নিধি**।

সন্নীত (বিণ) মিশ্রিত, মিলিত, সম্মিলিত, একত্রে রক্ষিত বা স্থাপিত, (ময়দা) মাখা বা ঠাসা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সন্নেতি**।

সন্নেতি (ক্রি) [সং+√নি+এ] মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা, (ময়দা) মাখা বা ঠাসা। (সপ্তমী) **সন্নেয্য**। (অতীত) **সন্নেসি**। (অ-বিণ) **সন্নীত**। (ভ-বিণ) **সন্নেতব্ব**। (ক্রি-বি) **সন্নেত্বা**।

সপচ্চয (বিণ) ভিত্তিযুক্ত, হেতুভূত, কারণযুক্ত। ⟹ **পচ্চয** (২)।

সপজাপতিক (বিণ) ১ ব্রহ্মাপ্রজাপতির সহিত, ব্রহ্মা প্রজাপতিসহ। (দীর্ঘনিকায়) **দেবা স-ইন্দকা সব্রহ্মকা সপজাপতিকা**—দেবরাজ ইন্দ্র-ব্রহ্মা-ব্রহ্মাপ্রজাপতির সহিত দেবগণ। ২ সস্ত্রীক, নিজ স্ত্রীর সহিত, নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া।

সপজাপতিকা (বিণ, স্ত্রী) দেবরাজ ইন্দ্র সস্ত্রীক।

সপঞঞ = **সপ্পঞঞ**। ⟹ **সপ্পঞঞ**।

সপতি (ক্রি) [√সপ+অ] ধর্মসাক্ষী করিয়া বলা, শপথ করিয়া বলা, শপথ করা, দিব্য করা, হলপ করা, শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া, গালিগালাজ করা, শপথ করানো, হলপ করানো, গালি দেওয়া, অভিশাপ হইয়া দাঁড়ানো। (অতীত) **সপি**। (অ-বিণ) **সপিত, সত্ত** (৩)। (ক্রি-বি) **সপিত্বা**।

সপতিক (বিণ) পতিসহ, স্বামীর সহিত।

সপতিকা (বিণ) সধবা, যেই স্ত্রীলোকের স্বামী আছে, যেই নারীর পতি জীবিত বা বর্তমান আছে।

সপতী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক প্রথম বিবাহিত স্বামীর সহিত বর্তমান আছে, প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা প্রতিযোগিতা-পরায়ণা স্ত্রী, প্রতিযোগিনী স্ত্রী, সপত্নী, সমানপতিকা স্ত্রী, সতিনী।

সপত্ত (পুং) প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী পুরুষ, প্রতিপক্ষ, সপত্ন, রিপু, শত্রু, বৈরী। (বিপ) **মিত্ত**। (বিণ) প্রতিযোগিতা পরায়ণ, যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়, বিপক্ষীয়। (জাতক) **সপত্তরাজা**—শত্রুপক্ষীয় রাজা।

সপত্তক (বিণ) যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়, শত্রুতাপূর্ণ।

সপত্তভার (বিণ) পক্ষভার, পাখাদ্বয়ের ভারের বা ওজনের সহিত, পক্ষদ্বয়ের ওজনসহ, নিজের পাখাদ্বয় নিজের ভারস্বরূপ।

সপত্তরাজা (পুং) শত্রুপক্ষীয় রাজা। ⟹ **সপত্ত** (বিণ)।

সপত্তিক (ক্লী) সপত্নীর অবস্থা, সমানপতিকা স্ত্রীর অবস্থা, সতিনীর অবস্থা। Kern. Tocv. এতে ইহার পাঠ মনোনীত করা হইয়াছে "**সাপত্তিক**"।

সপত্তী (স্ত্রী) সপত্নী, সমানপতিকা স্ত্রী, সতিনী। (বিণ) সস্ত্রীক, স্ত্রীসহ, স্ত্রীর সহিত।

সপথ (পুং) শপথ, হলপ, প্রতিজ্ঞা, দিব্য, সত্যাবধারণ।

সপদান (বিণ) ক্রমিক, আনুক্রমিক, পরম্পরানুযায়ী।

সপদানং (ক্রি-বিণ) "একই পদক্ষেপ সহকারে", অর্থাৎ প্রতিবন্ধক ব্যতীত, বিনা বাধায়, বিঘ্ন বা ব্যাঘাত উৎপাদন

ব্যতীত, বিরামহীনতায়, অবিশ্রান্তভাবে, অবিরতভাবে, সর্বদাই, সকল সময়ে, নিত্যরূপে, অপরিবর্তনীয়ভাবে, ধ্রুবভাবে, বিশ্বস্তরূপে, অবিচলিতভাবে, নিয়মিতরূপে, দৃঢ়রূপে, ক্রমিকভাবে, আনুক্রমিকরূপে, পরম্পরা অনুসারে। জাতকে পক্ষী-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— **"সপদানং সালিং খাদন্তো"**—বিনা বাধায় শালিধান খাইয়া। মিলিন্দ প্রশ্নে সিংহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— **"সপদান ভক্‌খ"**। (বি-ভা) **সপদানং চরতি**— নিরবচ্ছিন্ন বা অবিরত ভিক্ষার্থে গমন করে বা ভিক্ষায় যায় (বিনয়); (জাতক) **সপদান চারিকা**; (বিনয়) **সপদান চারিক** (বিণ); (মধ্যম নিকায়) **সপদান চারিন**; (বিনয়) **সপদান পিণ্ডপাত**।

সপদানচারিক (বিণ, পুং) অবিরত ভিক্ষাচরণকারী। ⟹ **সপদানং**।

সপদানচারিকা (স্ত্রী) অবিরত ভিক্ষাচরণ, ভিক্ষায় গমনপথে একঘরও বাদ না দিয়া ক্রমান্বয়ে ভিক্ষাকরণ। ⟹ **সপদানং**।

সপদানচারিন (বিণ) অনুক্রমে ভিক্ষাচরণকারী, ভিক্ষায় গমনপথে একঘরও বাদ না দিয়া অনুক্রমে ভিক্ষাচরণকারী, পরম্পরানুযায়ীপ্রথা রক্ষাকারী, অবিরত ভিক্ষাচরণ করে এমন। ⟹ **চারিন, সপদানং**।

সপদান পিণ্ডপাত (পুং) ভিক্ষায় গমন পথে একঘরও বাদ না দিয়া ভিক্ষাচরণ। ⟹ **সপদানং**।

সপদানভক্‌খ (বিণ) ক্রমান্বয়ে ভোজন করে এমন, না থামিয়া বা অবিরত খাইতে থাকে এমন, বিনা বাধায় খাইতে থাকে এমন। ⟹ **সপদানং**।

সপদি (ক্রি-বিণ) তখনই, অতি দ্রুত, মুহূর্তের মধ্যে, এখনই।

সপরিক্কমন (বিণ) "ইতস্তত ভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছে এমন", অর্থাৎ সুগম, প্রবেশযোগ্য, ভ্রমণযোগ্য, পর্যটনের উপযুক্ত, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, ধর্ম সম্বন্ধে কথিত। (বিপ) **অপরিক্কমন**।

সপরিক্‌খার (বিণ) সপরিষ্কার অর্থাৎ বস্ত্রাদিসহ, আবশ্যক দ্রব্যাদিসহ, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদিসহ অর্থাৎ সঙ্গতিপূর্ণ।

সপরিগ্‌গহ (বিণ) ১ ভোগ সম্পত্তির অধিকারী, বিষয়সম্পত্তির সহিত, বিষয়সম্পত্তি যাহার আছে এমন, বিষয়াসক্ত, বিষয়ভোগী, ধনী। (বিপ) **অপরিগ্গহ**। ⟹ **পরিগ্গহ** (৩)। ২ বিবাহিত (পুরুষ), সস্ত্রীক, নিজ স্ত্রীসহ, স্ত্রীর সহিত, সপত্নীক, ভার্যাসহ। (বিপ) **অপরিগ্গহ**।

সপরিজন (বিণ) সপরিজন, আপনজন সহ, ভৃত্যগণসহ, বহু অনুচরবর্গের সহিত, শিষ্যবর্গের সহিত। ⟹ **পরিজন**। (পুং) আত্মীয়, স্বজন, আপনলোক। = **সজন**।

সপরিদণ্ডা (স্ত্রী) কোনো একজাতীয় স্ত্রীলোক যাহাদের সেবন করিলে পুরুষদের শাস্তিভোগ করিতে হয় অর্থাৎ যেই সব নারী সম্ভোগ করিলে পুরুষদের শাস্তি পাইতে হয়।

সপরিপন্থ (বিণ) সপরিপন্থী, বিপদপূর্ণ, বাধার সহিত। ⟹ **পরিপন্থ** (২)।

সপরিবার (বিণ) আপন পরিবারবর্গের সহিত, নিজ অনুচরবর্গের সহিত। (জাতক) **চত্তারো দীপে সপরিবার**। ⟹ **পরিবার** (১)।

সপরিসং (ক্রি-বিণ) নিজ পরিষদ সহকারে, সপরিষদরূপে, সঙ্গীরূপে, সঙ্গী হইয়া। ⟹ **সপরিসা**।

সপলিবোধ (বিণ) (বিষয় সম্পত্তির প্রতি) আসক্ত হইয়া বাসকারী, বিষয়সম্পত্তির সহিত, বিষয়ী, বাধাবিঘ্নের সহিত। = **সকিঞ্চন**। ⟹ **পলিবোধ**।

সপল্লব (বিণ) পল্লবযুক্ত, অঙ্কুরসহ, মঞ্জরি বা পল্লবের সহিত।

সপল্লবিত (বিণ) সপল্লবিত, অঙ্কুরপূর্ণ, পল্লবিত হইয়াছে এমন, মঞ্জরি বা পল্লবের সহিত, নূতন নূতন পাতায় পরিপূর্ণ। ⟹ **পল্লবিত**।

সপাক (পুং) নির্বাসিত ব্যক্তি, জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি, সমাজচ্যুত ব্যক্তি, কুকুরখাদক, চণ্ডাল, নীচজাতি। ⟹ **সোপাক**।

সপিতিক (বিণ) সপিতৃক, পিতার সহিত, পিতা বর্তমান আছে বা জীবিত আছে এমন। ⟹ **পিতিক**।

সপুত্তদার (বিণ) স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সহিত, সপুত্রদার, স্ত্রীপুত্রসহ, সস্ত্রীপুত্র। ⟹ **দার, পুত্তদার**।

সপেক্‌খ (বিণ) [স+অপেক্‌খা] অপেক্ষা করিয়া, মনোযোগের সহিত, বিবেচনার সহিত, যত্নের সহিত। ⟹ **অপেক্‌খা**।

সপ্প (পুং) সর্প, সাপ, সরীসৃপ-বিশেষ। (জাতক) **কণ্হসপ্প**—কৃষ্ণসর্প বা কালন্তর সাপ। (তুলনীয়) **সপ্পিন**।

সপ্পকীলাপনক ⟹ **কীলাপনক**।

সপ্পচ্চয (বিণ) হেতুজনক, কারণ আছে এরূপ, সম্বন্ধযুক্ত, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, (যেই শর্তে মিটমাট হইবে তাহাতে) স্বীকৃত, নিয়ন্ত্রিত, ঠিক, যোগ্য।

সপ্পঞ্‌ঞ (বিণ) জ্ঞানী, সুদক্ষ, সুচতুর, পণ্ডিত, সপ্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। = **পণ্ডিত, পঞ্‌ঞ**। (বিপ) **দুপ্পঞ্‌ঞ, বাল**। এই শব্দটি প্রায়ই **"সপঞ্‌ঞ"** বানানে ব্যবহৃত হয়।

সপ্পঞ্‌ঞজাতিক (বিণ) সপ্রাজ্ঞজাতীয়, প্রজ্ঞাবান সদৃশ, জ্ঞানীর মতো, প্রবীণের মতো। (বিপ) **দুপ্পঞ্‌ঞজাতিক**।

সপ্পটিকম্ম (বিণ) সপ্রতিকর্ম, প্রতিকারের সহিত, প্রায়শ্চিত্তের সহিত। ⟹ **পটিকম্ম**।

সপ্পটিঘ (বিণ) সপ্রতিঘ, বিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া উৎপাদক, অধোগতিজনক, অধোগতির অবসাদজনক, দ্বেষমূলক, হিংসামূলক, প্রতিক্রিয়াজনক, একে অন্যের উপর কার্য করে এমন।

সপ্পটিপুগ্গল (বিণ) এক মতের, সমান সমান আছে এমন, তুলনীয়। (পুং) বন্ধু, উপকারী, হিতৈষী, সহায়।

সপ্পটিভয (বিণ) সভয়ে, ভয়ের সহিত, ত্রাসযুক্ত, শঙ্কাজনক, বিপজ্জনক, অনিষ্টকর, হানিকর।

সপ্পটিভাগ (বিণ) ১ সদৃশ করে এমন, অনুরূপ হয় এমন, সদৃশ, মত, অনুরূপ, সম্ভবপর। ২ সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তু আছে এরূপ, অবিকল প্রতিরূপের মত, একই সদৃশ, প্রতিরূপ বা অবিকল মূর্তি সদৃশ, প্রতিলিপি সদৃশ, সমভাবে মিশ্রিত। (মধ্যম নিকায়) **কণ্হসুক্ক সপ্পটিভাগ**।

সপ্পটিসরণ (বিণ) পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ।

সপ্পটিস্‌স (বিণ) বিনয়ী, শ্রদ্ধাপরায়ণ, বাধ্য, আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ, ভক্তিসূচক, ভক্তিমূলক, শ্রদ্ধামূলক, শ্রদ্ধাপ্রবণ, শ্রদ্ধাসূচক, শ্রদ্ধাজনিত, সশ্রদ্ধ। ⟹ **গারব**।

সপ্পটিস্‌সব (বিণ) বিনয়ী, শ্রদ্ধাপ্রবণ, বিনীত, সম্ভ্রমকারী, ভদ্র, শিষ্ট, সম্মান প্রদর্শক।

সপ্পটিস্‌সবতা (স্ত্রী) শ্রদ্ধা, ভক্তি, মর্যাদা, সম্মান, ভদ্রতা, শিষ্টতা, নম্রতা, অভিবাদন, যাচকদলের উপাধি, অপরের মতানুবর্তিতা।

সপ্পতি (ক্রি) [√সপ্প+অ] বুকে হাঁটিয়া যাওয়া, সপিল গতিতে যাওয়া, হামাগুড়ি দিয়া চলা, অতি ধীরে ধীরে যাওয়া, ধীরে ধীরে যাওয়া বা চলা, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করা, লতাইয়া যাওয়া, হীনতা প্রকাশ করা, আঁৎকাইয়া ওঠা, গা ছম ছম করা। ⟹ **সংসপ্পতি**। (অতীত) **সপ্পি**।

সপ্পতিস্‌স (বিণ) বাধ্যগত, বিনয়ী। = **সপ্পটিস্‌স**। ⟹ **সগারব**।

সপ্পদেস (বিণ) সর্বত্র, সর্বস্থানে, সর্বদিকে।

সপ্পন (ক্লী) হড়কাইয়া গমন, হামাগুড়ি দিয়া গমন, ধীরে ধীরে গমন বা চালান, বুকে হাঁটিয়া চলন।

সপ্পপোতক (পুং) সর্পশাবক, সাপের বাচ্চা।

সপ্পফণ—সর্পের ফণা, সাপের ফণা।

সপ্পভাস (বিণ) সৌন্দর্যের সহিত, লাবণ্যতাসহ, লাবণ্য সহকারে। ⟹ **পভাস**।

সপ্পযোগ (বিণ) উপায় নির্ধারিত বা নির্ধারণ করিয়া, বাদ্যযন্ত্রের সহিত, অর্থসম্পদসহ। ⟹ **পযোগ** (১)।

সপ্পবিস (ক্লী) সর্পবিষ, সাপের বিষ। ⟹ **বিস**।

সপ্পাটিহারিয (বিণ) আশ্চর্যজনক বিবিধ ঋদ্ধির (অলৌকিক ক্ষমতার) সহিত, (ধর্ম সম্বন্ধে) বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত, অসাধারণ, শ্রদ্ধা উৎপাদক, ভক্তি ও সম্ভ্রম উৎপাদক, উন্নত। (বিপ) **অপ্পাটিহারিয**। মধ্যম নিকায়ের ইংরাজি অনুবাদে "**সপ্পাটিহারিয**" অর্থে "বোধগম্য, স্পষ্ট" গ্রহণ করা হইয়াছে। ⟹ **পাটিহারিয**।

সপ্পাটিহীরকত (বিণ) ঋদ্ধিশক্তি দ্বারা বা অলৌকিক ক্ষমতায় কৃত, অদ্ভুত বা অসাধারণ শক্তি দ্বারা প্রমাণিত, প্রমাণিত, সপ্রমাণিত, সমর্থিত, সুন্দররূপে আবিষ্কৃত। দীর্ঘনিকায় হইতে Dial-এর ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "রক্ষাকারী বা মুক্তিদায়ক স্বাভাবিক গুণের বস্তু বা বিষয় তৈয়ারি করা হইয়াছে"।

সপ্পাটিহীর কথা—অদ্ভুত কথা, অলৌকিক কথা, আশ্চর্যজনক কথা। (বিপ) **অপ্পাটিহীর কথা**। ⟹ **পাটিহীর**।

সপ্পাণক (বিণ) জীবন্ত প্রাণীসহ, জীবন্ত জীব ধারণ করে এরূপ, প্রাণবন্ত প্রাণী ধারণ করে এমন, প্রাণীপূর্ণ, প্রাণী আছে এমন। (জাতক) **সপ্পাণক উদক**। (বিপ) **অপ্পাণক**। ⟹ **পাণক**।

সপ্পায (বিণ) সপ্রায়, উপযোগী, সম্ভব, বিশ্বাসযোগ্য, লাভজনক, উপকারী, উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভালো, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, সুস্থ, হিতকর, স্বাস্থ্যকর। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বান সপ্পায পটিপদা**। (জাতক) **কিঞ্চি সপ্পাযং**—সামান্য বা কিঞ্চিন্মাত্র হিতকর, রোগ-নিবারক ঔষধ, প্রতিকার। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সপ্পাযকিরিযা**। (ক্লী) লাভজনক কিছু (কোনো বিষয় বা বস্তু), উপকারী বস্তু, হিতকারী দ্রব্য বা বিষয়, উপকার, অনুগ্রহ, সুবিধা, লাভ, কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সাহায্যার্থে অভিনয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সপ্পাযসেবিন**। বিভঙ্গ অর্থকথায় বিবিধপ্রকার "**সপ্পায**" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়; **সপ্পায কথা**। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় দশ প্রকার "**সপ্পায**" এবং দশ প্রকার "**অসপ্পায**" এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্পায কথা (স্ত্রী) লাভজনক কথা, উপকারী কথা। ⟹ **সপ্পায** (ক্লী)।

সপ্পায কিরিযা (বিণ) ঔষধাদি প্রদান করে বা দেয় এরূপ, অবিক্রেয় পণ্যদ্রব্য দেয় এমন। ⟹ **সপ্পায** (বিণ)।

সপ্পাযতা (স্ত্রী) মনোজ্ঞতা, উপযোগিতা, সম্মত বা রাজি অবস্থা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা, অনুরূপ অবস্থা, যথোপযুক্ততা, যোগ্যতা, সুস্থতা, স্বাস্থ্যকর অবস্থা, উপকারিতা, হিতকারিতা।

সপ্পাযসেবিন (বিণ) সুবিধা ভোগকারী, যেই ব্যক্তি লাভ করে, যেই ব্যক্তি উপকার পায়। ⟹ **সপ্পায** (ক্লী)।

সপ্পাযাসপ্পায (বিণ) [সপ্পায+অসপ্পায] উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত, সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক, উপকারী এবং অনিষ্টকারী। (ক্লী) সুবিধা এবং অসুবিধা, লাভ এবং ক্ষতি, উপকার এবং অনুপকার।

সপ্পি (ক্লী) ঘি, ঘৃত, মাখন, নবনীত, শোধন করা মাখন। ⟹ **পঞ্চগোরস**।

সপ্পিতেল (ক্লী) ঘৃত এবং তৈল। ⟹ **তেল**।

সপ্পিন (বিণ) সর্পিল গতিতে চলে এমন, হামাগুড়ি দিয়া যায় এমন, বুকে হাঁটিয়া চলে এমন, বরাবর চলনশীল বা পরিবর্তনশীল। (পুং) সর্পিল গতিতে গমন, হামাগুড়ি দিয়া গমন, ধীরে ধীরে গমন, বুকে হাঁটিয়া চলন, বরাবর

চলন অবস্থা, বরাবর পরিবর্তন হয় এরূপ অবস্থা। ⟹ **পীঠসপ্পিন**।

সপ্পিনী (স্ত্রী) সর্পিণী, সাপিনী, স্ত্রীজাতীয় সর্প।

সপ্পিমণ্ড (পুং) শোধনকৃত মাখনের ননী বা সারাংশ, উৎকৃষ্ট ঘৃত, গাদ, ফেনা, গাঁজলা, মাড়, নীচজাতীয় লোক, অধম ব্যক্তি, অসার বাগাড়ম্বর, লঘুবস্তু। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হইয়াছে—ইহার "**তযোগুণা**"। ⟹ **মণ্ড**।

সপ্পীতিক (বিণ) আনন্দজনক অনুভূতির সহিত, প্রীতিপূর্ণ অনুভূতির সহিত, প্রীতিপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ, আনন্দের সহিত, প্রীতিকর, প্রীতিজনক, (সুখপূর্ণ) উচ্ছ্বাসের সহিত, উল্লাসের সহিত, আহ্লাদের সহিত, প্রীতি বা আনন্দের কারণযুক্ত। (বিপ) **নিপ্পীতিক**।

সপ্পুরিস (পুং) সৎপুরুষ, সচ্চরিত্রের লোক, সাধুপুরুষ, উত্তমপুরুষ, গুণবান পুরুষ, যোগ্য লোক, উপযুক্ত ব্যক্তি, ধার্মিক লোক, ন্যায়পর ব্যক্তি। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে—সপ্তবিধ "**সপ্পুরিস ধম্মা**"। = **অরিয** (মধ্যম নিকায়)। (বিপ) **অসপ্পুরিস, অনরিয**।

সপ্পুরিসতর (পুং) অতিশয় উত্তম ব্যক্তি, অপেক্ষাকৃত সৎ ব্যক্তি। ⟹ **সপ্পুরিস**।

সপ্পুরিসদান (ক্লী) সৎপুরুষকে দান, সৎপুরুষের হস্তে দান, সৎপুরুষের দান। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে--- পঞ্চবিধ "**সপ্পুরিসদান**"।

সপ্পুরিস ধম্ম (পুং) সৎপুরুষের ধর্ম, ধার্মিক লোকের স্বভাব বা আচার অনুষ্ঠান, মার্গফল লাভী ব্যক্তির নিত্য নৈমেত্তিক কার্যকলাপ বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম।

সপ্পুরিস সংসেব—সৎপুরুষের সঙ্গ, সদ্ব্যক্তির সহিত মেলামেশাকরণ। ⟹ **সংসেব**।

সপ্পুরিসূপস্সয [সপ্পুরিস+উপস্সয] সৎপুরুষের সহিত বাস, ধার্মিক লোকের সাহচর্য, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত বাসকরণ। ⟹ **চক্ক**।

সপ্রজাপতিক (বিণ) = **সপজাপতিক**। ⟹ **সপজাপতিক**।

সফরী (স্ত্রী) সফরী, পুঁটি মাছ।

সফল (বিণ) সফল, ফলযুক্ত, সুসিদ্ধ, কৃতকার্য, লাভজনক, পুরস্কারজনক, ফলবান।

সফলক (বিণ) ঢাল বর্মসহ, রক্ষাকবচ সহ, আশ্রয়ের সহিত, কুলচিহ্নের সহিত, রক্ষাকর্তার সহিত একসঙ্গে।

সবল (বিণ) সবল, বলবান, বলশালী, সামর্থ্যবান, সৈন্যগণের সহিত, সসৈন্য, সৈন্যযুক্ত, শক্তিশালী, খেলোয়ার, ক্রীড়াবীর, চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে রঞ্জিত। (পুং) লোকান্তর নরকের কুকুরগুলির মধ্যে একটির নামবিশেষ। (জাতক) **সবলো চ সামো চ**।

সবলকারিন (বিণ) অসঙ্গতভাবে কাজ করে এমন, পরস্পর বিরোধী হইয়া কাজ করে এমন, অসামঞ্জস্য কার্যকারী, অসংলগ্ন কার্যকারী, বলপ্রয়োগকারী, জোরপূর্বক কার্যকারী, বলৎকারকারী।

সবল সোণক = **কবরবণ্ণসোণক**। ⟹ **কবরবণ্ণসোণক**।

সবুদ্ধিক (বিণ) বুদ্ধির সহিত, জ্ঞানের সহিত, বুদ্ধি করিয়া, জ্ঞানী, জ্ঞান বা বোধশক্তি আছে এমন, চালাকি করিয়া। ⟹ **বুদ্ধিক**।

সব্ব (বিণ) সর্ব, সমুদয়, সমগ্র, সকল, সমস্ত, পুরা, পুরাপুরি, আস্ত, ত্রুটিহীন, অক্ষত, অবিকৃত, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছন্দ, সম্পূর্ণ, অবিভক্ত, (অনেকের মধ্যে) প্রত্যেক। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **সব্বে**। (সম্বন্ধপদ বহুবচনে) **সব্বেসং**। বিশুদ্ধিমার্গে "**সব্বে**" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**অনবসেস-পরিযাদানং**"। যৌগিক শব্দে "**সব্ব**" শব্দের অর্থ হয়—"সর্বাপেক্ষা (শ্রেষ্ঠ)", সম্পূর্ণরূপে, অতীব, অত্যন্ত, প্রকৃত, সত্য, বাস্তবিক, ঠিক সেই, সেই আর কিছু নয়, শুধু, কেবল, ... ব্যতীত কিছুই নয়, সর্বদিকে, সর্বতোভাবে, একেবারে। (দীর্ঘনিকায়) **সব্ববাল**—সম্পূর্ণরূপে বোকা, মহামূর্খ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সব্বপঠম**—সর্বপ্রথম, সকলের আগে, ঠিক সম্মুখে। (পেতবত্থু) **সব্বসোবণ্ণ**—স্বর্ণব্যতীত আর কিছুই নয় অর্থাৎ স্বর্ণময়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সব্বকণিট্ঠ**--সর্বকনিষ্ঠ; **সব্বত্থক**-- সর্বার্থক, সর্বপ্রকারে উপকারী। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সব্ব সঙ্গাহিক**—সম্যক রূপে ব্যাপক। সংখ্যা সম্বন্ধে "**সব্ব**" শব্দকে বিভাজক অর্থে বুঝায়—"প্রত্যেকের", অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের ততখানি বা ততটা, যেমন— **সব্বচতুক্ক**—প্রত্যেক প্রকারের চারিটি চারিটি করিয়া (জাতকে দান বা যজ্ঞের হোম সম্বন্ধে অথবা উৎসর্গ সম্বন্ধে কথিত); (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সব্বট্ঠক দান**— প্রত্যেক বস্তুর আটটি আটটি করিয়া দান; (ধর্মপদ অর্থকথা) **সব্ব সোড়সক**—প্রত্যেক বস্তু ষোলটি ষোলটি করিয়া দান; **সব্বসত**—প্রত্যেক বস্তুর একশতটি করিয়া। কারকসমূহের ক্রিয়া বিশেষণে ব্যবহার:—(করণ কারকে) **সব্বেন সব্বং**—সম্পূর্ণরূপে সমস্ত, একেবারে সমস্ত অর্থাৎ সমস্ত বা প্রতিটি বস্তু সঙ্গে লইয়া (দীর্ঘনিকায়)। (অপাদান কারকে) **সব্বতো**—সর্বপ্রকারে (পেতবত্থু); **সব্বসো**--সম্পূর্ণরূপে, সর্বতোভাবে (দীর্ঘনিকায়)।

সব্বং (ক্লী) ১ (সমস্ত) ভাব-অভিজ্ঞতার জগৎ, (সমগ্র) জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয়ের ভাবময় বা মনের ভাবময় জগৎ। ২ = **সব্বস্স** (সম্বন্ধপদে?)। ⟹ **সব্বস্স**।

সব্বকং (ক্রি-বিণ) সর্বত্র, প্রত্যেক স্থানে।

সব্বকনিট্ঠ (বিণ) সর্বকনিষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা ছোট, সকলের চেয়ে ছোট। ⟹ **সব্ব, কনিট্ঠ** (১)।

সব্বকম্মিক (বিণ) সর্বপ্রকার কাজের কর্মী, যেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার কাজ করে বা করিতে পারে, সকল রকম কাজের কার্যকারী, সকল প্রকার কাজ জানে এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সব্বকম্মিক অমচ্চ**—যেই মন্ত্রী সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। (পুং) প্রধানমন্ত্রী, কর্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক।

সব্বকম্মী = **সব্বকম্মিক**। ⟹ **সব্বকম্মিক**।

সব্বকাম সমিদ্ধ (বিণ) সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তুতে সমৃদ্ধ, সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ, সর্বপ্রকার উপভোগ্য বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত।

সব্বকালং(ক্রি-বিণ) সর্বকালে, সব সময়ে, সকল সময়ে, সর্বদা। = **সব্বদা, সততং**। ⟹ **সদা**।

সব্বকালং যাবজীবং (ক্রি-বিণ) সকল সময়ে এবং যাবজ্জীবন, সর্বদা এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ততদিন পর্যন্ত। ⟹ **সদা**।

সব্বকালিক (বিণ) ⟹ **কালিক**।

সব্বঘস (বিণ) সম্পূর্ণরূপে গোগ্রাসে ভোজনকারী, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকারী, সর্বতোভাবে অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত পড়ে বা লক্ষ্য করে এমন।

সব্বঙ্গ কল্যাণী (বিণ) সর্বাঙ্গ পূর্ণ, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা পরিপূর্ণ। = **সোভণ সব্বঙ্গ-পচ্চঙ্গী**।

সব্বঙ্গিন (বিণ) সর্বাঙ্গীণ, সকল অঙ্গ সম্বন্ধীয়, সর্বাঙ্গ ব্যাপক, সকল অবয়বের হিতকারী, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ, নিখুঁত।

সব্বচতুক্ক (বিণ) প্রত্যেক বস্তুর চারিটি চারিটি করিয়া। **সব্বচতুক্ক যঞ্ঞ**। ⟹ **সব্ব**।

সব্বচতুক্ক যঞ্ঞ—সর্বচতুষ্ক যজ্ঞ (অর্থাৎ যেই যজ্ঞে প্রত্যেক বস্তুর চারিটি চারিটি করিয়া দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়, এমন কি জীব হউক বা মনুষ্য হউক প্রত্যেকটির চারিটি চারিটি করিয়া বলিদানও করা হয়)। ⟹ **যঞ্ঞ** (২)।

সব্বচেতস (বিণ) মনপ্রাণে, মনেপ্রাণে, সর্বান্তঃকরণে। (বি-ভা) **অট্ঠিকত্বা মনসিকত্বা সব্বচেতসো সমন্নাহরিত্বা ওহিতসোতো**—সতর্কতার সহিত এবং স্থির মনোযোগের সহিত শ্রবণকারী (সংযুক্ত নিকায়)। ⟹ **চেতস**।

সব্বচেতসা (বিণ) = **সব্বচেতস**। ⟹ **সব্বচেতস**।

সব্বজন (পুং) সর্বজন, বহুজনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি, জনসাধারণ, প্রত্যেকে, প্রত্যেক ব্যক্তি। ⟹ **জন** (ক)।

সব্বজহ (বিণ) সর্বত্যাগী, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, যেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষয়সম্পত্তি এমন কি দারাপুত্রও ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। = **সব্বঞ্জহ**।

সব্বজি (বিণ) সর্বজিত, সর্বজয়ী, সর্ববিজয়ী। = **সব্বাভিভূ**।

সব্বঞ্জহ (বিণ) [সব্বং+জহ] সর্বত্যাগী, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী। = **সব্বজহ**।

সব্বঞ্ঞু (বিণ) = **সব্বঞ্ঞূ**। ⟹ **সব্বঞ্ঞূ**।

সব্বঞ্ঞুত (বিণ) = **সব্বঞ্ঞূত**। ⟹ **সব্বঞ্ঞূত**।

সব্বঞ্ঞুত ঞাণ (ক্লী) = **সব্বঞ্ঞূত ঞাণ**। ⟹ **সব্বঞ্ঞূত ঞাণ**।

সব্বঞ্ঞুতা = **সব্বঞ্ঞূতা**। ⟹ **সব্বঞ্ঞূতা**।

সব্বঞ্ঞুতা ঞাণ (ক্লী) = **সব্বঞ্ঞূতাঞাণ**। ⟹ **সব্বঞ্ঞূতাঞাণ**।

সব্বঞ্ঞূ (বিণ) সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, যিনি ৩১ প্রকার ভবের সর্বস্থানের সর্ববিষয় সম্বন্ধে এমন কি নির্বাণ সম্বন্ধেও দেখেন এবং অবগত আছেন। ⟹ **দস্সাবিন** (১)। (পুং) সর্বজ্ঞ বুদ্ধ। এই শব্দটির বানান কোনো কোনো স্থানে "**সব্বঞ্ঞু**" রূপেও দেখা যায়।

সব্বঞ্ঞূত ঞাণ (ক্লী) সর্বজ্ঞ জ্ঞান, সর্বদর্শী জ্ঞান। এই শব্দের বানান কোনো কোনো স্থানে "**সব্বঞ্ঞুত ঞাণ**" রূপেও দেখা যায়।

সব্বঞ্ঞূতা (স্ত্রী) সর্বজ্ঞতা, সর্বদর্শিতা। কোনো কোনো স্থানে এই শব্দের বানান "**সব্বঞ্ঞুতা**" রূপেও দেখা যায়।

সব্বঞ্ঞূতা ঞাণ (ক্লী) সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, সর্বদর্শিতা জ্ঞান। ⟹ **ঞাণ**। এই শব্দের বানান কোনো কোনো স্থানে "**সব্বঞ্ঞুতাঞাণ**" রূপেও দেখা যায়।

সব্বট্ঠক (বিণ) [সব্ব+অট্ঠক] প্রত্যেক বস্তুর আটটি আটটি করিয়া দেওয়া হয় এরূপ। ⟹ **সব্ব**।

সব্বট্ঠক দান ⟹ **সব্ব**।

সব্বট্ঠান (ক্লী) [সব্ব+ঠান] সর্বস্থান।

সব্বতো (ক্রি-বিণ) সর্বতোভাবে, সর্বপ্রকারে, সমষ্টিভাবে, একযোগে, সর্বত, সকলদিকে, সকল দিক হইতে, সকল বিষয়ে, সম্পূর্ণরূপে, সর্বদিক দিয়া, সর্বদিক হইতে। ⟹ **সব্ব, পরিযাদায়**।

সব্বত্তং (ক্লী) সর্বত্রতা, সর্বস্থান, সর্ব অবস্থা, ব্যাপকতা, বিস্তীর্ণতা, অধিক ধীশক্তি সম্পন্নতা।

সব্বত্ততা = **সব্বত্থতা**। ⟹ **সব্বত্থতা**।

সব্বত্থ (ক্রি-বিণ) সর্বত্র, সকলস্থানে, সকলদিকে, সর্বকালে, সকল বিষয়ে, প্রত্যেক স্থানে, সকল অবস্থায়।

সব্বত্থক (বিণ) সকল বিষয় সম্বন্ধীয়, প্রত্যেক বিষয়-সম্বন্ধীয়, যেই ব্যক্তি সর্বকার্য করে, সর্ববিষয়ে লাভজনক। (জাতক) **সব্বত্থক মহামত্ত**। ⟹ **সব্ব**।

সব্বত্থতা (স্ত্রী) সর্বত্রতা, সর্বস্থানে একই অবস্থা। বিশুদ্ধিমার্গে ইহার বানান "**সব্বত্ততা**" রূপেও দেখা যায়।

সব্বত্থতায় (ক্রি-বিণ) মোটামুটি, মোটের উপর ধরিলে, সকল প্রকারে, সকল অবস্থায়।

সব্বত্থাবিহিতক্কম ⟹ **কম** (১)।

সব্বত্থিক (বিণ) সর্বদা উপকারী, সর্বদিক দিয়া উপকারী বা দরকারি।

সব্বত্র (ক্রি-বিণ) সর্বত্র। = **সব্বত্থ**।

সব্বথা (ক্রি-বিণ) সর্বথা, সকল প্রকারে, সর্বোপায়ে, সর্বতোভাবে, সকল দিক দিয়া, সম্পূর্ণরূপে। (দীর্ঘনিকায়) **সব্বথা সব্বং**—সম্পূর্ণভাবে, পরিপাটি

রূপে।

সব্বথা সব্বং ⟹ **সব্বথা**।

সব্বদস্সাবিন (বিণ) যিনি সর্ববিষয় দেখেন বা জানেন, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, যিনি ৩১ প্রকার ভবের সর্বত্র সর্ববিষয় জানেন এবং দেখেন এমন কি নির্বাণ সম্বন্ধেও জানেন এবং দেখেন, অভিজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। = **দীঘদস্সিন**। ⟹ **দস্সাবিন** (১)।

সব্বদা (ক্রি–বিণ) সর্বদা, সদাসর্বদা, সদা, সকল সময়ে, প্রতিদিন, অনুক্ষণ, চিরকাল। = **সদা**।

সব্বদা চন = **সব্বকালং**। ⟹ **সব্বকালং**।

সব্বদিসা (স্ত্রী) সর্বদিক। = **দসদিসা**।

সব্বধি (ক্রি–বিণ) সর্বত্র, সকল স্থানে, সর্বপ্রকারে, প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক প্রকারে। = **সব্বখ**।

সব্বপঠম (বিণ) সর্বপ্রথম, সকলের আগে, ঠিক সম্মুখে, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়। ⟹ **সব্ব**।

সব্বপঠমং (ক্রি–বিণ) সকলের আগে, খুব সকালে।

সব্ব পরিক্খার (ক্লী) সকলপ্রকার উপকরণ বা আবশ্যক দ্রব্য। ⟹ **পরিক্খার** (২ ক)।

সব্বপাথেয্য (ক্লী) সর্বপ্রকার পাথেয় বা পথের সম্বল। ⟹ **অভিদেয্য**।

সব্বপ্পহরণ = **সব্বসংহরণ**। ⟹ **সব্বসংহরণ**।

সব্ববাল (বিণ) গণ্ডমূর্খ, মস্ত বড় বোকা, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, মহামূর্খ। ⟹ **সব্ব**।

সব্বব্যোহার (ক্লী) বেচাকেনা, ব্যবসায়, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকর্ম, পত্র লেখালেখি, সম্পর্ক, সংসর্গ, যৌন সংসর্গ। ⟹ **সংবোহার**।

সব্বভিদেয্য (ক্লী) [সব্ব+অভিদেয্য] = **সব্বপাথেয্য**। ⟹ **সব্বপাথেয্য, অভিদেয্য**।

সব্বভুম্ম (পুং) জগৎ-পতি, বিশ্বের রাজা বা সম্রাট, বিশ্বের সর্বপ্রধান বা একছত্র শাসনকর্তা, রাজচক্রবর্তী রাজা।

সব্বভূত (পুং) সর্বভূত, সর্বপ্রাণী।

সব্বম্হি = **সব্বহি**। ⟹ **সব্বহি**।

সব্বযোগা—সর্বপ্রকারের যোগাযোগ, সর্বপ্রকার সম্বন্ধ বা সম্পর্ক। ⟹ **যোগ** (৩)।

সব্বরত্তিচার (পুং) সারারাত্রি ধরিয়া গমন বা ভ্রমণ। (বিণ) সারারাত্রি ভ্রমণকারী বা পদচারণাকারী। ⟹ **রত্তিচার, চার**।

সব্বরবঞ্ঞু (বিণ) = **সব্বরবঞ্ঞূ**। ⟹ **সব্বরবঞ্ঞূ**।

সব্বরবঞ্ঞূ (বিণ) সর্বপ্রকার রবে অভিজ্ঞ অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলপ্রকার রব বা শব্দ বুঝিতে পারে বা জ্ঞাত হইতে পারে এমন। ⟹ **রব** (২)।

সব্বরাব জানন—পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বপ্রকার রবের অনুকরণ করিতে জানা। (তুলনীয়) **সব্বরুত্ত জানন মন্ত**। ⟹ **রুত্ত**।

সব্বরাব জাননমন্ত (ক্লী) পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বপ্রাণীর রব বা কথা বুঝিবার বা জানিবার যাদুমন্ত্র। ⟹ **মন্ত**।

সব্বরুত্ত জাননমন্ত = **সব্বরাব জানন মন্ত**। ⟹ **সব্বরাব জাননমন্ত, রুত্ত**।

সব্বলোক গরু (পুং) সর্বলোক গুরু, সর্ব জগতের গুরু, বিশ্বগুরু, জগৎ-গুরু। (বিণ) সর্বলোকের পূজ্য, সর্ব জগতে পূজিত।

সব্বলোকে অনভিরতি—সর্বলোকের প্রতি (অর্থাৎ যেই কোনো ভবের প্রতি) অনাসক্তি। (বিপ) **লোকে বিসত্তিকা**। ⟹ **লোক** (৩ক)।

সব্বলোকেন দস্সন—সর্বলোক অর্থাৎ ৩১ প্রকার ভবের জ্ঞান দ্বারা উহাদিগকে দর্শন বা প্রত্যক্ষকরণ, (অর্থাৎ ভবসমূহের মধ্যে যখন যেই ভব সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন বোধ হয় তখনই সেই ভব সম্বন্ধে জানার উপযুক্ত দৃষ্টিতে উহার সম্বন্ধে জানন বা দর্শনকরণ)। ⟹ **দস্সন** (২)।

সব্ববট্ট (ক্লী) ⟹ **বট্ট** (২)।

সব্ববিদূ (বিণ) সর্ববিদ, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানে ভূষিত, সর্বপ্রকার জ্ঞানযুক্ত। = **সব্বঞ্ঞূ**।

সব্বসংহারক (পুং) একপ্রকার মিশ্রিত সুগন্ধি বা সুগন্ধ দ্রব্য, একজাতীয় সুগন্ধি। ⟹ **সংহারক**।

সব্বসঙ্খার সমথ—অপরিহার্য বা জীবন সম্বন্ধীয় উপাদানসমূহ অবিচলিত বা শান্ত হইয়া যাওয়া। ⟹ **নিব্বান** (৩চ)।

সব্বসঙ্গামজুত্তম (বিণ) সর্ব সংগ্রামে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ। ⟹ **সঙ্গামজুত্তম**।

সব্বসঙ্গাহিক (বিণ) সম্পূর্ণরূপে বিস্তীর্ণ, সম্যক ব্যাপক, অত্যধিক ধীশক্তি সম্পন্ন। ⟹ **সব্ব**।

সব্বসত (বিণ) প্রত্যেক প্রকারের একশতটি করিয়া, প্রত্যেক বস্তু একশতটি একশতটি করিয়া। ⟹ **সব্ব**।

সব্বসন্থরিং ⟹ **সন্থরিং**।

সব্বসময ১ সকল সময়, সর্বসময়। ২ প্রত্যেকের সঙ্গে থাকা। ⟹ **সময**।

সব্বসহ (বিণ) সর্বপ্রকারে সহনশীল, সহ্যকারী, যেই ব্যক্তি সর্ববিষয় সহ্য করে। ⟹ **সহ** (২)।

সব্বসাধারণ—সর্বসাধারণ, সমস্ত জনমানব।

সব্বসো (ক্রি–বিণ) সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সবকিছু বিবেচনা করিয়া, সর্বতোভাবে, সকলপ্রকারে, সর্বত্র। ⟹ **সব্ব**।

সব্বসোড়সক (বিণ) প্রত্যেক বস্তুর ষোলটি ষোলটি করিয়া। ⟹ **সব্ব**।

সব্বসোবণ্ণ (বিণ) সমস্ত স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নাই অর্থাৎ সর্বাংশে স্বর্ণময়, কেবল স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত। ⟹

সব্ব।

সব্বস্‌স (ক্লী) সর্বস্ব, সমস্ত সম্পত্তি, কাহারও নিজের সর্বসম্পত্তি, সমস্ত ধন। জাতকের পঞ্চম খণ্ডে পাঠ হইয়াছে—"**সব্বসং বা পন'স্‌স হরন্তি**"।

সব্বস্‌সহরণ (ক্লী) সর্বস্ব হরণ, কাহারও নিজের সর্বস্ব বা সর্বসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কার্য, সকল বা সমুদয় সম্পত্তি উপগ্রহণ।

সব্বস্‌সহরণদণ্ড (পুং) = **সব্বস্‌সহরণ**। ⟹ **সব্বস্‌স-হরণ**। এই শব্দটি "**সব্বপ্পহরণ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সব্বহি—(কোনো কোনো স্থানে "**সব্বহি**" এবং "**সব্বমহি**" এই শব্দ দুইটিকে "আভা, চাকচিক্য, বাহ্যিক শোভা, কপট বাহ্যিকরূপ" সম্বন্ধে "**উদ্ধরি**" অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে)। **উদ্ধরতি** শব্দের অতীতকালে অর্থ দ্রষ্টব্য।

সব্বাত্থক (বিণ) সর্বার্থক, সর্ববিষয়ে কার্যকর বা দরকারি, সর্বদিকে উপকারী। ⟹ **সব্ব**।

সব্বাভিভূ (বিণ) সর্ববিজয়ী। = **সব্বজি**।

সব্বাবন্ত (বিণ) সকল, সমস্ত, সম্পূর্ণ, সমগ্র, সমুদয়, আস্ত, অবিভক্ত।

সব্বেন (ক্রি-বিণ) সমস্ত সঙ্গে করিয়া, সকল জিনিস সঙ্গে লইয়া। ⟹ **সব্ব**।

সব্বেন সব্বং ⟹ **সব্ব**।

সব্বে পি—সকলেই, সমস্তকেই, সকলেই। ⟹ **পি** (২)।

সব্বেযোগা = **সব্বযোগা**। ⟹ **সব্বযোগা**।

সব্বেসঙ্খারা (পুং, বহুবচন) সমস্ত সংস্কারজাতীয় বস্তু, সংস্কারজাতীয় সর্বপ্রকার বস্তু, প্রত্যেক বস্তু, সর্বপ্রকার দৃশ্যমান বা অদৃশ্য জীব বা বস্তু, সর্বপ্রকার উৎপন্ন প্রাণী বা পদার্থ। ⟹ **সঙ্খার** (৩)।

সব্বোতুক (বিণ) [সব্ব+উতুক] সকল ঋতুর অনুরূপ, সর্ব ঋতুর পক্ষে উপযুক্ত।

সব্ভ (বিণ) অশিষ্ট, অভদ্র, বন্য, নীচ, জঙ্গলী, অধম, অসভ্য। ⟹ **অসব্ভ** (১)।

সব্ভি (বিণ) সভ্য, সৎ, সাধু, ধার্মিক, ধর্মশীল, পবিত্র, সতী, ভদ্র, পণ্ডিত, সৎ পুরুষ। (পুং) ধার্মিক লোক।

সব্ভিন (বিণ) = **সব্ভ**। ⟹ **সব্ভ, অসব্ভিন**।

সব্ভির (বিণ) সাধুর সহিত, ধার্মিকের সহিত, পণ্ডিতের সহিত। ⟹ **সব্ভি**।

সব্রহ্মক (বিণ) ব্রহ্মকায়িক দেবগণ সহ, ব্রহ্মাগণের সহিত, ব্রহ্মলোক সহ, ব্রহ্মাগণ সহ। ⟹ **ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, লোক** (১)।

সব্রহ্মকা (বিণ, স্ত্রী) ব্রহ্মার সহিত, ব্রহ্মা সহ।

সব্রহ্মচারিন (বিণ) = **সব্রহ্মচারী**। ⟹ **সব্রহ্মচারী**।

সব্রহ্মচারী (বিণ) ব্রহ্মচারীর সহিত, ব্রহ্মা সদৃশ আচরণকারী, ব্রহ্মচর্য শিক্ষার্থী। (পুং) সব্রহ্মচারী, সতীর্থ, ব্রহ্মচর্য আচরণকারী একগুরুর শিষ্য, ভিক্ষুশিষ্য।

সভগ্গত (বিণ) সভায় আগত, সভাগৃহে গত, সভায় গিয়াছে এমন, সভায় আসিয়াছে এমন।

সভা (স্ত্রী) ১ সভা, কোনো কার্যের জন্য যেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়, পরিষদ, সমাজ, মিলনস্থান, সভাগৃহ। ২ জনসাধারণের বিশ্রামাগার, ছাত্রাবাস।

সভাগ (বিণ) সাধারণ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে, একই বিভাগের; (মিলিন্দ প্রশ্নে) সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর, সমান, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত, তুল্য, সম। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সভাগ আপত্তি**—যেই সাধারণ অপরাধ সকলকে সমভাগে গ্রহণ করিতে হয়। (জাতক) **বীথি সভাগেন**—পথের সঙ্গীরূপে। (বিপ) **বিসভাগ**।

সভাগ আপত্তি—সাধারণ দোষ বা অপরাধ যাহা কার্যের সকলকে সমান অংশে গ্রহণ করিতে হয়। ⟹ **সভাগ**।

সভাগট্‌ঠান (ক্লী) পাঠশালা, ছাত্রদের বসিবার স্থান, সাধারণের বসিবার ঘর বা স্থান, উপযুক্ত স্থান, অনুরূপ স্থান, সুবিধাজনক স্থান।

সভাগত = **সভগ্গত**। ⟹ **সভগ্গত**।

সভাগবুত্তিক (বিণ) পারস্পরিক ভদ্রতা বা সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলে অথবা ঠিকমতে চলে এমন। (যৌগিকে) **সপ্পতিস্‌স সভাগবুত্তিক** (বিনয়)। = **সভাগবুত্তিন**।

সভাগবুত্তিন (বিণ) পারস্পরিক অনুগ্রহ বা সম্মান প্রদর্শন করিয়া বাস করে এমন, অনুরূপভাবে বা যথোপযুক্তভাবে বাস করে এমন, উপযোগীরূপে বা যোগ্যভাবে বাস করে এমন। = **সভাগবুত্তিক**।

সভাগবুত্তী (বিণ) = **সভাগবুত্তিন**। ⟹ **সভাগবুত্তিন**।

সভাজন (ক্লী) সভাজন, সৎকার, পূজা, সম্মান প্রদর্শন, অভিবাদন, নমস্কার, প্রণাম, গমনাগমন সময়ে সুহৃদ প্রভৃতির আলিঙ্গন এবং সুস্থতা স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা সম্ভাষণ, কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরণ, আনন্দকরণ। (পুং) সভ্য, সভাসদ।

সভাতুক (বিণ) ভ্রাতার সহিত, ভাইসহ, ভাইয়ের সঙ্গে। ⟹ **ভাতুক**।

সভায (ক্লী) = **সভা**। ⟹ **সভা**। (ক্রি-বিণ) সভায়, সভাতে, সভার মধ্যে।

সভাব (পুং) [স্ব+ভাব] ১ স্বভাব, আত্মভাব, প্রকৃতি, স্বরূপ, স্বাভাবিক অবস্থা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, মনের অবস্থা, সৃষ্টি, জড়জগৎ, বিশ্ব, প্রকার, ভাব, চরিত্র, ধর্ম, সত্যের সঙ্গে উপযোগিতা, নগ্নতা, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উম্মত্তক সভাব; সন্ত সভাব**। ২ অক্ষর, চিহ্ন, লিখিবার রীতি বা ধারা, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম, চরিত্র, খ্যাতি, নাম সুপরিচিত ব্যক্তি, নাটকের চরিত্র, উপন্যাসের চরিত্র, বিন্যাস, মেজাজ, প্রবণতা, হস্তান্তরিতকরণ,

প্রদান, প্রয়োগ, ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, ব্যবহার, অন্যের প্রতি ব্যবহার। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদ্ধুম্পন সভাব; লোকিয সভাব**। ৩ তথ্য, যাথার্থ, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, বাস্তব, বাস্তবতা, সত্তা, অকপটতা, সরলতা, সাধুতা। (বিপ) **মুসাবাদ**।

সভাবং (ক্রি-বিণ) যথার্থরূপে, প্রকৃতপক্ষে, অকপটভাবে, উৎসর্গকৃতভাবে, অনুরক্তভাবে।

সভাবধম্ম (পুং) স্বভাবধর্ম, প্রকৃতিগত মনোবৃত্তি।

সভাবধম্মত্ত = **সভাবধম্ম**। ⟹ **সভাবধম্ম**।

সভাবভূত (বিণ) সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, সত্যনিষ্ঠ, ঠিক, ন্যায়বান, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত।

সভাসীলিন (বিণ) সভাশীল, সভাপ্রিয়, সভা ও সঙ্গপ্রিয়, বহুজনের মধ্যে থাকিতে পছন্দ করে এমন। ⟹ **সীলিন**।

সভিক্খুক (বিণ) ভিক্ষুসহ, ভিক্ষুগণ অবস্থান করেন এমন। (বিপ) **অভিক্খুক**।

সভোগ (বিণ) ভোগসম্পত্তি সহ অর্থাৎ ধনী, সম্পত্তিশালী। (ক্লী) বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ গুণ, ধর্ম, স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকার, অধিকার ভোগ, অধিকৃত বস্তু, ভূতাবেশ।

সভোজন (বিণ) ১ [স+ভোজন] সঙ্গে ভোজন করে এমন(?), খাদ্যসহ, ভোজন সহ। ২ [স+উভো+জন] যেই স্থানে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনই আছে বা বাস করে। এই দ্বিতীয় পাঠটি বিনয়েই দৃষ্ট হয়।

সভোজনে—যেই ঘরে খায়, যেই পরিবারে ভোজন করে। (বিনয়) **সভোজন কুলে**—যেই পরিবারে ভিক্ষু ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে। ⟹ **ভোজন**।

সভোজনে কুলে ⟹ **সভোজনে**।

সম (পুং) শান্ত অবস্থা, প্রশান্তি, শান্তি, নির্বিঘ্নতা, মনের বা মানসিক শান্ত ভাব, উৎপাত নিবৃত্তি, যুদ্ধ নিবৃত্তি, সন্ধি, মিত্রতা, মিল, বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা, উপদ্রব শূন্যতা। (জাতক) **সমং চরতি**—শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া, উপদ্রববিহীন হওয়া, নিস্তব্ধ বা নিশ্চল হওয়া। (তুলনীয়) **সমচরিযা, সমচারিন**। (ক্লী) ক্লান্তি, শ্রান্তি, শ্রম। (বিণ) ১ সম, সমতল, নিয়মিত, সমান, একই, সমান্তর, যুগ্ম, জোড়সংখ্যক, নিরপেক্ষ, স্থিরচিত্ত, অনুভূমিক। (ধর্মপদ) **সমং করোতি**—সমান করা বা সমতল করা। (বিপ) **বিসম**। ২ সম, সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর, একই, তুল্য, সমান, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত, একবিধ। ৩ নিরপেক্ষ, সমদর্শী, ন্যায়পর, ঠিক সোজা, খাড়া, সৎ, ন্যায়বান, সমান মনের, স্থিরচিত্তের, সাধু, ঠিক, নিয়মিত, ধার্মিক, সত্যপরায়ণ।

সমং (ক্রি-বিণ) সমানভাবে, উপযুক্তভাবে, নিরপেক্ষভাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে, একত্রে, সমতলরূপে, নিয়মিতরূপে, একইরূপে, সমভাবে, যুগ্মভাবে, জোড়সংখ্যকরূপে, জোড় জোড় হিসাবে, স্থিরচিত্তরূপে।

সমং চরতি ⟹ **সম** (পুং)।

সমক (বিণ) সমান, তুল্য, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত, সদৃশ, সম, অনুরূপ, সম্ভবপর, একই, সেই, পূর্বোক্ত, (আসন বা পালঙ্ক সম্বন্ধে) সমান উচ্চতার।

সমকং (ক্রি-বিণ) সমানভাবে, নিরপেক্ষভাবে। = **সমং, তুল্য**।

সমক্খাত (বিণ) সংখ্যা গণনাকৃত, আরোপিত, বিবেচিত, সমষ্টিকৃত, গণ্যকৃত, প্রয়োজন হইয়াছে এরূপ, মূল্যবান হইয়াছে এরূপ, অভিজ্ঞ, জ্ঞাত, সুবিদিত। = **সমক্খাতর**।

সমক্খাতর (বিণ) অভিজ্ঞ, জ্ঞাত, সুবিদিত। = **সমক্খাত**।

সমগ্গ (বিণ) সমগ্র, সমুদয়, সমস্ত, সকল, সম্পূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ, একতাবদ্ধ, পুঞ্জীভূত, সুস্বরবিশিষ্ট, একতানের, মিষ্ট, সুসমঞ্জস; (বহুবচনে) ঐক্যবদ্ধভাবে, সাধারণভাবে, একসঙ্গে সকলে, সাধারণত (বিনয়)। (তুলনীয়) **সামগ্গী**।

সমগ্গকরণ (ক্লী) ১ শান্তিকরণ, উৎপাত নিবৃত্তিকরণ, যুদ্ধ নিবৃত্তিকরণ, সন্ধিকরণ, মিত্রতাকরণ, মিলকরণ, ঐক্যবদ্ধকরণ, বিশ্রামকরণ, নিস্তব্ধতাকরণ। ২ ভিক্ষুগণের সমগ্র কার্য বা সমাপ্ত কার্য বা সর্বাংশে পরিপূর্ণ কার্য। (বিপ) **বগ্গকম্ম**।

সমগ্গত্ত (ক্লী) ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অবস্থা, মিলিত হওয়ার অবস্থা, মিলন, মতের একতা, সম্মতি, একমত, ঐক্য, অন্বয়, চুক্তি।

সমগ্গনন্দিন (বিণ) শান্তি অভিনন্দনকারী, উৎপাত নিবৃত্তিতে সুখী, যুদ্ধ নিবৃত্তিতে প্রফুল্ল, সন্ধিতে আনন্দিত, মিত্রতায় সন্তুষ্ট, মিলনে বা ঐক্যবদ্ধতায় প্রীত, নিস্তব্ধতায় রমিত, বিশ্রামে অভিভূত বা তৃপ্ত, সন্ধিকরণে রত।

সমগ্গরত (বিণ) সন্ধিকরণে রত। = **সমগ্গনন্দিন**।

সমগ্গবাস (বিণ) ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাস করে এমন, মিলিতভাবে বাস করে এমন।

সমগ্গারাম (বিণ) বিশ্রামে অভিভূত বা তৃপ্ত। = **সমগ্গনন্দিন**।

সমগ্গি করোতি—একতান করা বা হওয়া, মিল থাকা, মিলেমিশে থাকা, মিলিত করা, সুর বাঁধা, সন্তুষ্ট করা, শান্ত করা, সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

সমগ্গিয (ক্লী) = **সম্মোদিয**। ⟹ **সম্মোদিয**।

সমঙ্গ (বিণ) [সম+অঙ্গ] সমান অঙ্গবিশিষ্ট।

সমঙ্গি (বিণ) = **সমঙ্গিন**। ⟹ **সমঙ্গিন**।

সমঙ্গি করোতি—প্রস্তুত করিয়া রাখা, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, যোগানো। (জাতকে) **অকরি সমঙ্গিন**।

সমঙ্গিতা (স্ত্রী) গুণ দ্বারা ভূষিত হইবার বা সম্বন্ধযুক্ত হইবার কার্য, বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার ঘটনা, যৌতুক

বা বৃত্তি দেওয়ার যথার্থ বা সত্যতা। (জাতক) **পরলোক সমঙ্গিতা**। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহা পঞ্চবিধ, যথা— **আয়ূহন সমঙ্গিতা**, ইত্যাদি।

সমঙ্গিন (বিণ) অধিকারভুক্ত, ভূষিত, গুণান্বিত, অলঙ্কৃত, যৌতুক বা বৃত্তি প্রদত্ত।

সমঙ্গিভূত (বিণ) ১ সমান অঙ্গভূত, পরিপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত, সমান অঙ্গযুক্ত, নিখুঁত অঙ্গযুক্ত। ২ অধিকৃত, আয়ত্তাধীন, প্রস্তুতকৃত, পূর্ব হইতে সংগৃহীত, উপায় অবলম্বনকৃত, পূর্বে চুক্তিকৃত। ৩ = **সমঙ্গিন**। ⟹ **সমঙ্গিন**।

সমচরিযা (স্ত্রী) সমচর্যা, আধ্যাত্মিক শান্তিতে জীবনধারণ, মানসিক ঔদাস্য, বৈরাগ্য।

সমচাগ (বিণ) সমানরূপে উদার, নিরপেক্ষভাবে উদার, সমত্যাগী, সমানভাবে ত্যাগী বা দানশীল, ন্যায়সঙ্গতভাবে সরল, ন্যায়পরতার সহকারে বদান্য, সমানভাবে বদান্য, যোগ্যরূপে বা উপযুক্তভাবে উচ্চমনা।

সমচারিন (বিণ) সমান আচরণকারী, সমচারী, অর্হতের ন্যায় আচরণকারী অর্থাৎ অর্হত। ⟹ **চারিন**।

সমচিত্ত (বিণ) মনের স্থিরতা অবধারিত, মনের সমভাব অধিকারভুক্ত, মনের সাম্যতা প্রাপ্ত, চিত্তের সমতা বা স্থিরতা প্রাপ্ত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সমচিত্ত পটিপদা-সুত্ত**।

সমচিত্ততা (স্ত্রী) চিত্তের বা মনের সমতা, মনের সাদৃশ্য, চিত্তের সমভাব।

সমচিন্তেতি (ক্রি) [সম+√চিন্ত+এ] সমানরূপে চিন্তা করা, একইরূপ চিন্তা করা অর্থাৎ সকলে মিলিয়া এক কথা বলা, সকলে মিলিয়া একটিমাত্র বিষয়-সম্বন্ধে চিন্তা করা, একইরূপ পরামর্শ করা, এক কথাই ভাবা বা চিন্তা করা।

সমচোপি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সঙ্কোপতি**।

সমচ্ছতি (ক্রি) [সং+অচ্ছতি] একত্রে বসা, একসঙ্গে বসিয়া পড়া। (জাতকে) **সমচ্ছরে**।

সমচ্ছরে = **সমচ্ছতি**। ⟹ **সমচ্ছতি**।

সমচ্ছিদ্দগত্ত (বিণ) [সম+আ+ছিদ্দ+গত্ত] বিশৃঙ্খল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত, মিলিত বা তাল পাকানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ, দেহের কর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহ, ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত। ⟹ **গত্ত**।

সমজচ্চ (বিণ) সমশ্রেণীর কুলজাত, সমান বংশজ, একগোত্রের, এক বংশের।

সমজন (পুং) সাধারণ লোক, সামান্য ব্যক্তি, সাদাসিধে মানুষ।

সমজাতিক (বিণ) সমজাতীয়, একই জাতের, সমান বংশের।

সমজীবিতা (স্ত্রী) নিয়মিত জীবন, কালানুবর্তী জীবন, মিতব্যয়ী হইয়া জীবন যাপন, ব্যবস্থানুযায়ী জীবনধারণ, স্থায়ীরূপে ব্যবস্থাপিত জীবনধারণ।

সমজ্জ (ক্লী) এক প্রকার উৎসব, উৎসবোচিত জনতা, জনসভা, মেলা, প্রদর্শন, প্রদর্শনী, আড়ম্বর, বহুজন মিলিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা আমোদ-প্রমোদ, নাটকীয় প্রদর্শন, আড়ম্বর প্রদর্শনকারী জাঁক বা প্রকাশ। সাধারণত **"রাজগহ"** বা রাজগৃহের নিকটবর্তী পর্বতে ধর্মানুষ্ঠান উৎসবের জন্য এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। (বিনয়) **গিরগ্গসমজ্জং**—পর্বতোৎসব বা পর্বতের মেলা। (জাতক) **সমজ্জং করোতি (কারেতি)**—উচ্চ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল বিলাস উৎসব অনুষ্ঠান করা অথবা মদ্যপানে আমোদপ্রমোদ সম্পাদন করা।

সমজ্জট্ঠান (ক্লী) উৎসবস্থান, রঙ্গভূমি, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র।

সমজ্জদান (ক্লী) উৎসব প্রদান বা অনুষ্ঠান, জনতা আহ্বান, মেলা আহ্বান, বহুজন মিলিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমোদপ্রমোদ প্রদান বা অনুষ্ঠান।

সমজ্জমজ্ঝে—উৎসবস্থানে, রঙ্গভূমিতে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে।

সমজ্জমণ্ডল (পুং) সভামণ্ডল, সমাগমের পরিবেষ্টন।

সমজ্জাভিচরণ (ক্লী) মেলা দর্শন, উৎসব পরিদর্শন বা তদারক।

সমজ্ঝগং (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সমধিগচ্ছতি**।

সমজ্ঝগুং = **সমজ্ঝগং**। ⟹ **সমজ্ঝগং**।

সমঞ্চতি (ক্রি) [সম+অঞ্চ] একত্রে বাঁকানো বা বক্র হওয়া, একসঙ্গে দিক্ পরিবর্তন করা, একত্রে প্রয়োগ করা, একত্রে নোয়া বা নত করা, একসঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো।

সমঞ্চর (বিণ) সান্ত্বনা প্রদত্ত, শান্ত করা হইয়াছে এমন, ঠাণ্ডা করা হইয়াছে এরূপ, স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, প্রশান্ত।

সমঞ্চিন্তেতি (ক্রি) বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা। ⟹ **সঞ্চিন্তেতি**।

সমঞ্চোপি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সঞ্চোপতি**।

সমঞ্ঞা (স্ত্রী) [সং+অঞ্ঞা] নাম, উপাধি, অর্থ, সংজ্ঞা, যশ, খ্যাতি, সমজ্ঞা, কীর্তি, সুখ্যাতি, স্মৃতি, বংশ, জাতি, পরিবার, বিশেষ্য। (দীর্ঘনিকায়) **লোকসমঞ্ঞা**—সাধারণ নাম বা পদবি।

সমঞ্ঞাত (বিণ) প্রকাশিত, নাম করা, বর্ণিত, মনোনীত, পরিচিত, সুপরিচিত, বিদিত, জ্ঞাত, (অসৎকর্মে) প্রসিদ্ধ।

সমণ (পুং) (বৌদ্ধসংস্কৃত—শ্রমণ) শ্রমণ, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরিব্রাজক, উদাসীন। জাতকে অবৌদ্ধদের-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—**"তাপস"**, ধর্মপদ অর্থকথায় শব্দের শিক্ষাপ্রদ বা উন্নতিসাধক শব্দরূপ ও ধাতু প্রকরণে বলা হইয়াছে—**"সমিত-পাপত্তা সমণ"**; (তুলনীয় ধর্মপদের) **সমিতত্তা পাপানং সমণো'তি পবুচ্চতি**।

দীর্ঘনিকায়ে ক্রম বা পদমর্যাদা হিসাবে চতুর্বিধ "**সমণ**" সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। (জাতক) "**সমণ**" অবস্থায় অষ্টবিধ সুখপ্রাপ্ত হয়। (দীর্ঘনিকায়) অবৌদ্ধদের দ্বারা বুদ্ধকে প্রায় সময় "**সমণ**" বা শ্রমণ বলা হইত। "**সমণ**" শব্দ "**ব্রাহ্মণ**" শব্দের বিপরীত (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) সাধারণত "**সমণ**" বা শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্মের নেতা এবং ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ধর্মের নেতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমণধম্মং**—শ্রমণের কর্তব্যকর্মসমূহ। (বিনয়) **পুরে সমণ**—ভিক্ষুর অগ্রগামী ছোট ভিক্ষু, **পচ্ছাসমণ**—পশ্চাদ্‌গামী ভিক্ষু।

সমণক (পুং) নীচ বা নিকৃষ্ট শ্রমণ, ছোট বা ঘৃণার্হ শ্রমণ, হীনযোগী বা তাপস, শ্রমণক, একশ্রেণীর শ্রমণ। ইংরেজি অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**সাসনক**" শব্দের পরিবর্তে ভুলবশত "**সমণক**" শব্দ লেখা হইয়াছে। শব্দ গঠনে ও অর্থে "**মুণ্ডক**" শব্দ তুলনীয়।

সমণকপ্প = **কপ্পসমণ**। ⟹ **কপ্পসমণ**।

সমণকুত্তক (পুং) বাজে বা কৃত্রিম শ্রমণ, ছদ্মবেশী শ্রমণ, শ্রমণের বেশধারী শ্রমণ, যেই ব্যক্তি গুরু ব্যতীত নিজে নিজে শ্রমণের চীবর ধারণ করে, সামবেদের অনুকরণকারী ঋষি। = **সমণ-বেসধারকো** (বুদ্ধঘোষের মতে—বিনয়)। ⟹ **কুত্তক**।

সমণধম্ম (পুং) শ্রমণধর্ম, শ্রমণের কর্তব্যকার্য, শ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যসমূহ, পরিব্রাজকের আচার বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম। ⟹ **সমণ**।

সমণপটিঞ্ঞ (বিণ) শ্রমণ হইয়াছে বলিয়া দাবি করে এমন, শ্রমণ হওয়ার ভান করে এমন, যেন শ্রমণ হইয়াছে এমন, প্রায় শ্রমণ সদৃশ। ⟹ **পটিঞ্ঞ**।

সমণপব্বজ্জা (স্ত্রী) শ্রমণপ্রব্রজ্যা, পরিব্রাজক অবস্থা, শ্রমণবেশে নির্জনবাসী বা একাচারী হইয়াছে এরূপ অবস্থা। ⟹ **পব্বজ্জা**।

সমণপুণ্ডরীক (বিণ) পুণ্ডরীক সদৃশ শ্রমণ। ⟹ **পুণ্ডরীক**।

সমণভাব (পুং) শ্রমণভাব, শ্রমণ অবস্থা, নির্জনতা, উদাসীন অবস্থা, সন্ন্যাসী অবস্থা, সংসারত্যাগীর অবস্থা, নিঃসঙ্গ অবস্থা। ⟹ **ভাব** (১)।

সমণমানিন (বিণ) শ্রমণকে মাননকারী, শ্রমণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, শ্রমণের প্রতি গৌরব করে বা সম্মান প্রদর্শন করে এমন, শ্রমণধর্ম পালন করে এমন, শ্রমণধর্ম আচরণকারী। ⟹ **মানিন**।

সমণসঙ্ঘ (পুং) শ্রমণসঙ্ঘ, শ্রমণের দল, যোগী বা কঠোর সংযমী তাপসগণের সভা বা সমাগম। ⟹ **সঙ্ঘ** (১)।

সমণসারুপ্প (বিণ) ভিক্ষুর পক্ষে বিনয় সম্মত বা নীতিসঙ্গত।

সমণসুখুমাল—মৃদুস্বভাবের শ্রমণ, শান্ত প্রকৃতির শ্রমণ, মৃদুগতিসম্পন্ন শ্রমণ, কমনীয় বা সুন্দর শ্রমণ, আচারনিষ্ঠ শ্রমণ। ⟹ **সুখুমাল**।

সমণী (স্ত্রী) ভিক্ষুণী, স্ত্রীজাতীয় শ্রমণ, সন্ন্যাসিনী, উদাসিনী, পরিব্রাজিকা।

সমনুদ্দেস (পুং) শিক্ষানবিশ, শিক্ষার্থী, যেই ব্যক্তি কোনো কার্যে দক্ষ নহে, শ্রমণলক্ষণযুক্ত ব্যক্তি, শিক্ষার্থী শ্রমণ, নবদীক্ষিত শ্রমণ, নবদীক্ষিত ব্যক্তি, শ্রামণের। (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে) শ্রমণোদ্দেশ। (তুলনীয়) সামণের। ⟹ **উদ্দেস**।

সমণ্ডলীকত (বিণ) [স+মণ্ডল+কত] (কাপড়ের) মুড়ি সেলাই করা হইয়াছে এরূপ, (বস্ত্রের) পাড় বা প্রান্তভাগ সেলাইকৃত। (বিনয়) **সমণ্ডলীকত কঠিন**। ⟹ **সঙ্ছিন্ন**।

সমতল (পুং, ক্লী) সমতল, সমদেশ, সমানভূমি, উঁচুনিচু নহে এরূপ ভূমি, সমতলভূমি, সমতা, সাধারণ উচ্চতা, উচ্চতা, লক্ষ্যরেখা, সমতলত্ব, পরীক্ষার যন্ত্র-বিশেষ। (বিণ) সমতল, সাধারণ উচ্চ, উচ্চ, একই, নিয়মিত, সমান, সম, সমান্তর, যুগ্ম, জোড় সংখ্যক, নিরপেক্ষ, স্থিরচিত্ত।

সমতা (স্ত্রী) সমতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য, সাম্য, একরূপতা, সমভাব, সমতলতা, নিয়মিততা, সমানতা, একই অবস্থা, সমান্তরতা, যুগ্মতা, জোড়সংখ্যা, নিরপেক্ষতা, স্থিরচিত্ত অবস্থা, প্রকৃতিস্থ অবস্থা, নিয়মিত অবস্থা।

সমতিংস (বিণ) সমত্রিংশ, সর্বসমেত ত্রিংশ, সর্বমোট ত্রিশ।

সমতিক্কন্ত (বিণ) উপেক্ষিত, অপসারিত, কর্মচ্যুত, পদচ্যুত, পার হইয়া গিয়াছে এমন, অতিক্রান্ত, পলায়িত। ⟹ **সমতিক্কমতি**।

সমতিক্কম (বিণ) পার হইয়া যায় এরূপ, অতিক্রম করে এরূপ, জয় করে এরূপ, পরাজিত করে এরূপ, পিছনে ছাড়িয়া আসিয়াছে এরূপ। (পুং) পার হইয়া গমন, অতিক্রম, ছাড়িয়া যাওয়া, জয়করণ, পরাজিতকরণ।

সমতিক্কমতি (ক্রি) উপেক্ষা করা, পার হইয়া যাওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, ধীরে ধীরে অতিবাহিত হওয়া, বহিয়া যাওয়া, ক্রুশ দ্বারা চিহ্নিত করা, রেখা টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, ব্যর্থ করা, সংমিশ্রিত করা, হস্তক্ষেপ করা, আড়াআড়িভাবে থাকা। (অতীত) **সমতিক্কমি**। (অ-বিণ) **সমতিক্কন্ত**। (ক্রি-বি) **সমতিক্কমিত্বা**, **সমতিক্কম্ম**।

সমতিক্কমন (বিণ, ক্লী) = **সমতিক্কম**। ⟹ **সমতিক্কম**।

সমতিগণ্হাতি (ক্রি) = **সমতিগ্গণ্হাতি**। ⟹ **সমতিগ্গণ্হাতি**।

সমতিগ্গণ্হাতি (ক্রি) (কিছুর উপর দিয়া) টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, বর্ধিত করা, বাহির করা, ভঙ্গ না হইয়া প্রসারিত হওয়া, উপরে ওঠা বা চড়া, উত্থিত হওয়া, ঝাঁপিয়া ওঠা, আরোহণ করা, জন্মানো, লম্ফ দেওয়া,

দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, অন্তিমে পৌঁছা, চরমে উপস্থিত হওয়া, শেষ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, প্রসারিত করা বা হওয়া, নাগাল পাওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া। (অতীত) **সমতিগ্গণ্হি**। (ক্রি-বি) **সমতিগ্গয্হ**।

সমতিত্তিক (বিণ) (নদী-সম্বন্ধে) কানায় কানায় পূর্ণ (অর্থাৎ তীর পর্যন্ত জলে পূর্ণ নদী)। = **সমতিত্থিক**। ⟹ **তিত্তিক**।

সমতিত্তিয (বিণ) = **সমতিত্তিক**। ⟹ **সমতিত্তিক**।

সমতিত্থ (বিণ) (নদীর তীর বা পুকুরের পাড় সম্বন্ধে) সমতল, (পুকুর সম্বন্ধে) সমান পাড়যুক্ত। = **অপব্ভার**।

সমতিত্থিক (বিণ) (নদী বা পুকুর সম্বন্ধে) সমান বা সমতল পাড়যুক্ত বা তীরযুক্ত অর্থাৎ (জলে) সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, কানায় কানায় জলপূর্ণ, জলে ভরা বা পরিপূর্ণ। = **সমতিত্তিক**। (বিশুদ্ধিমাগ) **পত্তং সমতিত্তিকং (সমতিত্থিকং) পুরেত্বা**। এই শব্দটিকে প্রায়ই "**সমতিত্তিক**" এবং "**সমতিত্তিয**" শব্দরূপে লেখা হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমতিত্থিকং ভুঞ্জামি**—আমি (ঠিকভাবে) পেট পরিপূর্ণ করিয়া খাই; (বিপ) **ভিয্যো ভুঞ্জামি**—আমি পেট পরিপূর্ণ করিয়া খাই না।

সমতিমঞ্ঞতি (ক্রি) [সং+অতিমঞ্ঞতি] অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা। (অতীত) **সমতিমঞ্ঞি**।

সমতিবত্ততি (ক্রি) [সং+অতি+√বত+অ] জয় করা, পরাজিত করা, অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া। (অতীত) **সমতিবত্তি**। (অ-বিণ) **সমতিবত্ত, সমতিবত্তিত**।

সমতিবিজ্ঝতি (ক্রি) [সং+অতিবিজ্ঝতি] বিদ্ধ করা, প্রবেশ করা, মর্মভেদ করা, মর্মে আঘাত করা, অর্থ জানা, বোধগম্য, বাহির করা, পথ করা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা।

সমত্ত (ক্লী) সমভাব, সাদৃশ্য, সমতা, মনের সমভাব, মনের স্থিরতা, ন্যায়পরতা, সাধুতা, ন্যায়বিচার, বিচারক, শাসক, নিরপেক্ষতা। ⟹ **সমতা**। (বিণ) ১ সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, শেষ করিয়া আনিয়াছে বা সমাপ্ত করিয়াছে এরূপ। ২ সমস্ত, সমাপ্ত, পূর্ণ, পরিপূর্ণ, একেবারে, সম্পূর্ণ, সমগ্র, অবিভক্ত, পূর্ণাঙ্গ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধচরিত্র, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপিকা।

সমত্তং (ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণভাবে, পরিপাটিরূপে। (বিণ) সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ, পরিণত, পুরোপুরি, পর্যাপ্ত, সর্বাঙ্গসুন্দর।

সমত্থ (বিণ) সমর্থ, দক্ষ, শক্তিবান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধীমান, পটু, নিপুণ, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরাল, সক্ষম, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সংকল্প, উগ্র, প্রবল, উজ্জ্বল, বেশি তরল করা হয় নাই এরূপ, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট, স্বরবর্ণের পরিবর্তন করিয়া অতীতকাল গঠিত হয় এরূপ (ক্রিয়া)। = **সত্থ** (৪থ)। (পুং) সামর্থ্য, শক্তি, কার্যক্ষমতা।

সমত্থতা (স্ত্রী) সামর্থ, কার্যক্ষমতা, শক্তি, ব্যুৎপত্তি, পারদর্শিতা, দক্ষতা।

সমত্থিত (বিণ) সমর্থিত, দৃঢ়ীকৃত, বিবেচিত, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত, সম্ভাবিত, সমাধানকৃত, ব্যাখ্যাত, জট বা পাক খোলা হইয়াছে এরূপ, সুতা ছাড়ানো হইয়াছে এরূপ, জট খুলিয়া গিয়াছে এরূপ।

সমত্থিয (বিণ) সমর্থ, শক্তিবান, ধীমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ।

সমথ (পুং) ১ শমথ, উপশম, শান্তি, বিশ্রাম, স্থৈর্য, নিস্তব্ধতা, চিত্তের বা হৃদয়ের শান্তি। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে ইহা "**সঙ্খার**" বা সংস্কারসমূহের নিবৃত্তি বা অবসান। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতোসমথ**—চিত্তের উপশম বা শান্তি। ২ বিধিসঙ্গত প্রশ্নসমূহের (অধিকরণ) মীমাংসা। English Pali Text Society-এর ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**সমথ পটিবিজ্ঝতি**" তুলনীয়। (বিণ) চিত্তশান্তিকর।

সমথভাবনা (স্ত্রী) শমথভাবনা, লৌকিক ভাবনা, মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার উপায়, মনের একাগ্রতা সাধন।

সমথযানিক (বিণ) শমথভাবনাকারী, লৌকিক ভাবনার অন্তর্গত ভাবনাসমূহের মধ্যে যেই কোনো একটি ভাবনাকারী, শমথ ভাবনার পন্থী, শমথযানী, শমথভাবনা অভ্যাসকারী, যেই ব্যক্তি তাহার গাড়িকে নিবৃত্ত করে, নিবৃত্তিতে অনুরক্ত, অবসানে উৎসর্গীকৃত, শমথ ভাবনাকারী যোগী। ⟹ **যানিক**।

সমথযানিয (বিণ) = **সমথযানিক**। ⟹ **সমথযানিক**।

সমথ বিপস্সনা—শমথভাবনা এবং বিদর্শনভাবনা, স্থৈর্যের বা শান্তির উন্নতির জন্য অনুধাবন বা অনুদর্শন, শান্তি এবং (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি বা স্বজ্ঞা। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) শমথবিপশ্যনা।

সমধাতুক (বিণ) সমান স্বভাবের, সমান অবস্থার। ⟹ **ধাতুক**।

সমধারণ (ক্লী) নিরপেক্ষ সমর্থন, ন্যায়সঙ্গত ভারবহন, উপযুক্ত উপজীবিকা সমতুল্য জীবন বা শক্তিরক্ষার উপায়, উপযুক্ত খাদ্য, সমতুল্য আহার, উপযুক্ত আশ্রয়, সমান অবলম্বন, উপযুক্ত ভরণপোষণ বা সাহায্য।

সমধিগচ্ছতি (ক্রি) [সং+অধি+√গম+অ] সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, লাভ করা, উপস্থিত হওয়া, নাগাল পাওয়া, পৌঁছানো, স্পষ্টরূপে বা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা। (অতীত) **সমধিগচ্ছি, সমজ্ঝগা**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **সমজ্ঝগং**।

(অ-বিণ) **সমধিগত**। (ক্রি-বি) **সমধিগন্ত্বা**।

সমধিগণ্হাতি (ক্রি) [সং+অধিগণ্হাতি] ১ পৌছানো, উপস্থিত হওয়া, নাগাল পাওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করা বা করানো, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া, অর্জন করা, পাওয়া, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া। (ক্রি-বি) **সমধিগগয্হ**। ২ অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, অধিক হওয়া, ছড়াইয়া যাওয়া, অধিকতর ভাল করা বা হওয়া, জয় করা, পরাজয় করা, আয়ত্ত করা, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা। (জাতক) **পঞ্ঞং সমধিগগহেত্বা**—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া। (প্রায়ই যৌগিকে) **সমধিগণ্হাতি সমতিগণ্হাতি**।

সমধুর (বিণ) সমান সমান বোঝা বা ভারযুক্ত, সমান সমান বোঝা বা ভার বহন করে এমন, সমান, উপযুক্ত, নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত। ⟹ **ধুর** (২)।

সমধুরগ্গহণ (বিণ) [সম+ধুর+গহণ] সম্পূর্ণরূপে দাম্ভিক, একেবারে উদ্ধত, পূর্ণরূপে প্রভুত্বব্যঞ্জক, সম্পূর্ণরূপে নায়কত্ব গ্রহণকারী। ⟹ **যুগগ্গাহ**।

সমধুরগ্গহণং ⟹ **যুগগ্গাহ**।

সমধোসি (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সন্ধুপেতি, সঞ্চোপতি**।

সমন (ক্লী) দমন, নিবারণ, নিরোধ, গোপন, শমন, উপশম, মনঃশান্তি, যজ্ঞার্থ পশুবধ, হিংসা, দ্বেষ, তিরস্কার, শাপ, চর্বণ, আঘাত, ক্ষতি।

সমনক (বিণ) মন দ্বারা ভূষিত বা অলঙ্কৃত। (সাহিত্যে) **সমণক**।

সমনন্তর (বিণ) প্রত্যক্ষ, মুখ্য, অব্যবহিত, অবিলম্বিত, আশু, বর্তমান, অতি নিকটতম।

সমনন্তর পচ্চয—প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের সম্বন্ধ, অব্যবহিত সংস্পর্শের সম্পর্ক।

সমনন্তরা (ক্রি-বিণ) প্রত্যক্ষরূপে, তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে, পরে, পরক্ষণে, ঠিক পর মুহূর্তে। (জাতক) **রত্তিভাগ সমনন্তরে**—রাত্রিতে, রাত্রিকালে।

সমনুক্কমতি (ক্রি) [সং+অনুক্কমতি] বরাবর একসঙ্গে চলা, একত্রে পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করা।

সমনুগাহতি (ক্রি) [সং+অনু+√গহ+অ] কারণ জিজ্ঞাসা করা, "কোন হেতু বা কি কি কারণ" জিজ্ঞাসা করা, ঘনিষ্ঠভাবে প্রশ্ন করা। (অতীত) **সমনুগাহি**। (ব-বিণ) **সমনুগ্গাহিযমান**। (ক্রি-বি) **সমনুগাহিত্বা**।

সমনুগ্গাহিযমান (বিণ) সনির্বন্ধ অনুরোধ করে এমন, চাপ দেয় বা জেদ করে এমন, পীড়ন করে বা করিতেছে এরূপ। ⟹ **সমনুগাহতি**।

সমনুজানাতি (ক্রি) [সং+অনুজানাতি] অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া। (অতীত) **সমনুজানি**; (উত্তম পুরুষ একবচনে) **সমনুঞ্ঞাসিন** (জাতক) = **সমনুঞ্ঞো আসিং** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **সমনুঞ্ঞাত**। (ভবিষ্যতে) **সমনুজানিস্সন্তি**।

সমনুঞ্ঞ (বিণ) অনুমতি প্রদান করে এরূপ, অনুমোদন করে এমন, সম্মতি প্রদান করে এমন, অনুমোদনকারী, সম্মতি প্রদানকারী।

সমনুঞ্ঞা (স্ত্রী) অনুমোদন, সম্মতি, সায়।

সমনুঞ্ঞাত (বিণ) অনুমোদিত, সম্মতি প্রদত্ত, প্রদত্ত, সত্য বলিয়া স্বীকৃত, যোগ দিয়াছে এমন, বাদ দিয়াছে এরূপ, অনুমতি প্রদত্ত। ⟹ **সমনুজানাতি**।

সমনুপস্সতি (ক্রি) [সং+অনু+√দিস+অ] দর্শন করা, দেখা, দেখা করা, সাক্ষাৎ করা, সঙ্গে যাওয়া, নিজের সামনে উপস্থিত হইতে দেওয়া, বুঝা, পর্যবেক্ষণ করা, অবলোকন করা, যত্ন লওয়া, দৃষ্টি দেওয়া, বিশেষ করিয়া দেখা, সম্মান করা, মনোযোগ দেওয়া, ব্যবহার করা, বিবেচনা করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, মনোমধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপং অত্ততো সমনুপস্সতি**—নিজের শরীরের ন্যায় রূপকে (শরীরাকৃতি বা বহিরঙ্গকে) বিবেচনা করা। (অতীত) **সমনুপস্সি**। (ব-বিণ) **সমনুপস্সমান, সমনুপস্সন্ত**। (ক্রি-বি) **সমনুপস্সিত্বা**। (তুম্) **সমনুপস্সিতুং**।

সমনুপস্সনা (স্ত্রী) চিন্তাকরণ, ধারণাকরণ, গণনায় আনা, গভীর চিন্তাকরণ।

সমনুবন্ধতি (ক্রি) [সং+অনুবন্ধতি] পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, চালানো।

সমনুভাসতি (ক্রি) [সং+অনু+√ভাস+অ] একসঙ্গে আলাপ করা বা গল্প করা, একত্রে কথোপকথন করা, একসঙ্গে অধ্যয়ন করা। (অতীত) **সমনুভাসি**।

সমনুভাসনা (স্ত্রী) আলাপ, কথোপকথন, গল্প, পূর্বাভিনয়, মহলা, মহড়া, একসঙ্গে পুনর্বার করণ বা কথন, একসঙ্গে মুখস্থ কথন বা আবৃত্তিকরণ।

সমনুমঞ্ঞতি (ক্রি) [সং+অনুমঞ্ঞতি] অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া। (অতীত, প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **সমনুমঞ্ঞিংসু**। (ভবিষ্যতে, প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **সমনুমঞ্ঞস্সন্তি**।

সমনুমোদতি (ক্রি) [সং+অনুমোদতি] অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, উপভোগ করা।

সমনুযুঞ্জতি (ক্রি) [সং+অনু+√যুজ+ং+অ] জেরা করা, প্রশ্ন কাটাকাটি করা। (অতীত) **সমনুযুঞ্জি**। (ক্রি-বি) **সমনুযুঞ্জিত্বা**।

সমনুসাসতি (ক্রি) [সং+অনুসাসতি] উপদেশ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, অনুশাসন করা।

সমনুস্সরতি (ক্রি) [সং+অনু+√সর+অ] স্মরণ করা,

স্মৃতি করা, পুনরায় সংগ্রহ করা, স্মৃতিতে আনয়ন করা। (অতীত) **সমনুস্সরি**। (ব-বিণ) **সমনুস্সরন্ত**। (ক্রি-বি) **সমনুস্সরিত্বা**।

সমন্ত (বিণ) সমস্ত, সকল, সম্পূর্ণ, সমুদয়, সমগ্র, অবিভক্ত। কারকে ক্রিয়া বিশেষণে:—(কর্মকারকে) **সমন্তং**; (করণে) **সমন্তেন**। (অপাদানে) **সমন্তা, সমন্ততো**।

সমন্তং (ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণভাবে, পরিপাটিরূপে। ⟹ **সমন্ত**।

সমন্তচক্খু (বিণ) সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, যিনি সর্ববিষয় দর্শন করেন। (পুং) সর্ববিষয় দর্শন করিবার চক্ষু, পূর্ণজ্ঞানীর চক্ষু বা দৃষ্টি, যেই ব্যক্তি সর্ববিষয় (প্রত্যেক বিষয়) জানেন অর্থাৎ বিচক্ষণ বিচারক, তথাগত চক্ষু, বুদ্ধচক্ষু, বুদ্ধদৃষ্টি, তথাগতের দৃষ্টি, সর্ববিষয় দর্শনকারী দৃষ্টি, বুদ্ধ, বুদ্ধের উপাধি বা গুণবাচক সংজ্ঞা। = **বুদ্ধচক্খু**। ⟹ **পঞ্চচক্খু**।

সমন্ততো (ক্রি-বিণ) সর্বদিক হইতে, চতুর্দিক হইতে। = **সমন্তা**। (মহাবংস) **সমন্ততো নগরস্স**—নগরের চতুর্দিক হইতে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সমা সমন্ততো**। ⟹ **পরি, পরিসমন্ততো, সমন্ত**।

সমন্ততো আকিণ্ণ (বিণ) চতুর্দিক হইতে আচ্ছাদিত। = **পরিকিণ্ণ**।

সমন্ত পাসাদিক (বিণ) সর্বতোভাবে বা সম্পূর্ণরূপে আনন্দদায়ক, সর্বদিক দিয়া সন্তুষ্টকারী, সম্পূর্ণ শান্ত, সম্পূর্ণরূপে নির্মল বা মেঘযুক্ত। ⟹ **পাসাদিক** (১)।

সমন্ত পাসাদিকা (স্ত্রী) বুদ্ধঘোষ কর্তৃক লিখিত বিনয়-পিটকের অর্থকথা যাহার নাম "**সমন্ত পাসাদিকা**"।

সমন্তভদ্দক (বিণ) সম্পূর্ণ, পরিপাটি, অনুকূল, শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক।

সমন্তভদ্দকত্ত (ক্লী) পূর্ণ শুভলক্ষণযুক্ততা, সম্পূর্ণ অনুকূলতা, পূর্ণাঙ্গ লাবণ্য, সম্পূর্ণ কমনীয়তা, সর্বগুণান্বিত বা নিখুঁত (নির্দোষ) সৌন্দর্য।

সমন্তরহিত (বিণ) [সং+অন্তরহিত] একেবারে গিয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া গিয়াছে এরূপ।

সমন্তবেদ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে বেদজ্ঞ, যাহার বেদজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে বেদজ্ঞানে অভিজ্ঞ।

সমন্তা (ক্রি-বিণ) সর্বদিক হইতে, চতুর্দিক হইতে, সর্বত্র, সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সবকিছু বিবেচনা করিয়া, চতুর্দিকের। = **সমন্ততো**। (দীর্ঘনিকায়) **সমন্তা বেসালিং**—বৈশালীর সর্বত্র। ⟹ **সমন্ত**।

সমন্তেন (ক্রি-বিণ) সর্বদিকে, চতুর্দিকে, সর্বদিক দিয়া, সর্বত্র, সর্বস্থানে, প্রত্যেক স্থানে, যে কোনো স্থানে। ⟹ **সমন্ত**।

সমন্ধকার (পুং) রাত্রির অন্ধকার। = **তমোন্ধকার**।

সমন্নাগত (বিণ) [সং+অন্বাগত] মিলিত, সংযুক্ত, সমন্বিত, ভূষিত, গুণান্বিত, অনুসরণকৃত, অনুকরণকৃত, অলঙ্কৃত, অধিকৃত, অবধারিত। সূত্রনিপাত অর্থকথায় সমাপ্তির বর্ণনায় "**সমন্নাগতিন**" এবং "**সমন্নাগতমন্ত**" শব্দের ব্যবহারও একই অর্থে দৃষ্ট হয়। (যৌগিকে) **সমন্নাগত সম্পন্ন**—উত্তম, উৎকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠ, উর্ধ্বতন, অদ্ভুত বা আশ্চর্য গুণসমূহ।

সমন্নাগতত্ত (ক্লী, ক্রি-বি) ভূষিত করিয়া, অনুকরণ করিয়া, অধিকার করিয়া। ⟹ **সমন্নাগত**।

সমন্নাগতমন্ত = **সমন্নাগত**। ⟹ **সমন্নাগত**।

সমন্নাগত সম্পন্ন (বিণ) ⟹ **সমন্নাগত**।

সমন্নাগতিন = **সমন্নাগত**। ⟹ **সমন্নাগত**।

সমন্নানেতি (ক্রি) পথ দেখানো, পরিচালিত করা, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, উপযুক্তভাবে চালনা করা, ঠিকরূপে পরিচালনা করা, সঙ্গতরূপে নির্বাহ করা বা ব্যবহার করা, ঠিকভাবে সঞ্চালিত করা, পথে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া যথার্থভাবে রক্ষা করা, দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা। (ব-বিণ) **সমন্নানযমান**।

সমন্নাহট (বিণ) চিন্তিত, পুঞ্জীভূত, কেন্দ্রীভূত। ⟹ **সমন্নাহরতি**।

সমন্নাহত (বিণ) [সং+অন্বাহত] আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, আকুলিত, (একত্রে) সংঘর্ষিত, তুচ্ছকৃত, দ্ব্যর্থে প্রযুক্ত।

সমন্নাহরতি (ক্রি) [সং+অনু+আ+√হর+অ] (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—"সমন্বাহরতি") ১ একত্রে সংগ্রহ করা, একস্থানে পুঞ্জীভূত করা, মনের একাগ্রতা সাধন করা, মনকে একত্রিত করা বা কেন্দ্রীভূত করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা। ২ সম্মান প্রদর্শন করা, সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মত টাকা দেওয়া। (অতীত) **সমন্নাহরি**। (অ-বিণ) **সমন্নাহট**। (ক্রি-বি) **সমন্নাহরিত্বা**।

সমন্নাহার (পুং) [সং+অনু+আহার] সমাবেশ, সমাহরণ, এক কেন্দ্রে মিলন, ঘনীভূতকরণ, একাগ্রতা, একত্রীকরণ, এক স্থানে আনয়নকরণ।

সমন্নেসতি (ক্রি) [সং+অন্বেসতি] অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, পালাইতে চেষ্টা করা, চেষ্টা করা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসরণ করা, পরীক্ষা করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, অনুসন্ধান করা, অনুগমন করা।

সমন্নেসনা (স্ত্রী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজ, পরীক্ষা, অনুগমন, অনুসরণ, পরীক্ষণ, পরখ, পরিদর্শন।

সমন্বানেতি (ক্রি) [সং+অন্বানেতি] = **সমন্নানেতি**। ⟹ **সমন্নানেতি**।

সমন্নেসতি (ক্রি) = **সমন্নেসতি**। ⟹ **সমন্নেসতি**।

সমপতিতচ্ছবি (বিণ) সম্প্রাপ্ত সদৃশ, প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ, লাভ হইয়াছে এরূপ। ⟹ **অপ্পটিচ্ছবি**।

সমপমথিত (বিণ) সমরূপে দমিত, সম্যকরূপে নিষ্পেষিত। = **পমথিত**।

সমপিণ্ডনত্থ (পুং) সার সংকলনের ন্যায় অর্থ, সংক্ষিপ্ত অর্থ বা বিবরণ। = **পিণ্ডত্থ**।

সমপেক্খণ (স্ত্রী) চিন্তাকরণ, ধারণকরণ, গণনায় আনয়ন, গভীর চিন্তাকরণ।

সমপেক্খতি (ক্রি) [সং+অপেক্খতি] চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা। (তুলনীয়) **সমবেক্খতি**। (ক্রি–বি) **সমপেক্খিয**।

সমপ্পিত (বিণ) ১ সমর্পিত, অর্পিত, দত্ত, স্থাপিত, প্রদত্ত, হস্তান্তরকৃত, অন্যের হস্তে অর্পিত, রক্ষা করিবার ভার অর্পিত, স্টিমার বা রেলে প্রেরিত, মজুত বা জমা রাখা হইয়াছে এরূপ। ২ ভূষিত, গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত, সংঘটিত, বিচলিত, মুগ্ধ, অধিকারী, অধিকারভুক্ত, অধিকৃত, হস্তগত, অভিভূত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, অবধারিত। (জাতক) **কণ্টকেন সমপ্পিত**। = **অল্লীন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোক-সল্ল সমপ্পিত হদয**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সল্লেন সমপ্পিত**। (ধর্মপদ) **যসভোগ সমপ্পিত**—যশ এবং ধনের অধিকারী। (বিমানবত্থু) **দুক্খেন সমপ্পিত**—বেদনায় বা দুঃখে পীড়িত। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্পিত**—পঞ্চকামগুণ বা কামসুখ দ্বারা ভূষিত।

সমপ্পেতি (ক্রি) [সং+√অপ+এ] স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, সমর্পণ করা, হস্তান্তর করা, রক্ষা করিবার ভার দেওয়া, মজুদ বা জমা রাখা, রেল বা জাহাজ পাঠানো, অর্পণ করা, ভারার্পণ করা, (খারাপ কাজ) করা, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা, জমা করা, গচ্ছিত করা, দান করা, প্রদান করা, দেওয়া, স্বীকার করা, অনুমতি করা বা দেওয়া, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা। (অতীত) **সমপ্পেসি**। (অ-বিণ) **সমপ্পিত**। (ক্রি–বি) **সমপ্পেত্বা, সমপ্পিয**।

সমব্ভাহত (বিণ) [সং+অব্ভাহত] আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, বাজানো হইয়াছে এরূপ, অভিভূত, আকুলিত, প্রহৃত, পিটানো হইয়াছে এরূপ, সংঘর্ষিত, স্পন্দিত, উদ্বিগ্ন, ধুকধুক করিয়াছে এরূপ।

সমভার (বিণ) সমভার, সমান ভারী, সম পরিমাণে ভারী। ⟹ **ভারতর**।

সমভাব (পুং) সাম্যভাব, উপশম অবস্থা, সমান অবস্থা।

সমভি [সম+অভি] যাহা, তত্রাচ, সে যাহা হউক, কিন্তু, তথাপি, অতীত ঘটনা এবং অতীত আলোচনার স্বতন্ত্র বোধক বিশেষত্ব। ⟹ **সম**।

সমভিজানাতি (ক্রি) [সং+অভিজানাতি] পুনরায় সংগ্রহ করা, জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া।

সমভিসরতি (ক্রি) যাওয়া, চলা, গমন করা, স্মরণ করা, জানা, উড়িয়া যাওয়া, দৌড়াইয়া যাওয়া।

সমভিসাত (বিণ) হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ।

সমভিসিঞ্চতি (ক্রি) [সং+অভিসিঞ্চতি] রাজপদে অভিষেক করা।

সমম (বিণ) মমত্বসহ, অমিত্ব আছে এমন, মমাকার আছে এমন, মমত্ব আছে এমন, আত্মমর্যাদার দিকে দৃষ্টিকারী, আত্মাভিমানী, আত্মবোধ জ্ঞান যাহার আছে এমন, আমিত্বের অহঙ্কার আছে এমন। (বিপ) **অমম**।

সময (পুং) সময়, কাল, অবসর, সুযোগ, তাল, নির্দিষ্ট কাল, উপযুক্তকাল বা সময়, বর্তমান সময়, যোগ্যকাল, উপযুক্ত সময়, আচার, ধর্মসভা, জনসমবায়, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থাবস্থা, সুবিধা, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, ধর্ম, ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস, ঋতু, কোনো বিশেষ সময়, প্রতিজ্ঞা, সময় নির্দেশ, কর্তব্যনির্বাহ, শপথ, সংকেত, সীমা, সিদ্ধান্ত, উপদেশ, দুঃখাবসান। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় আমরা **"সময" (স-সদ্দ)**-এর বিভিন্ন অর্থের সহিত বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাই, যেমন—১। **সমবায** (এর ইংরাজি অনুবাদ—"পূর্বপদসমূহে সমতান বা স্বরমিল), ২। **খণ** (সুযোগ, অবসর, সুবিধা), ৩। **কাল** (ঋতু, সময়, কাল, কোনো বিশেষ সময়, উপযুক্ত সময়, সুযোগ), ৪। **সমূহ** (জনতা, সভা, সমিতি), ৫। **হেতু** (অবস্থা, দশা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থাবস্থা), ৬। **দিট্‌ঠি** (মত, বিবেচনা, ধারণা, অনুকূল ধারণা, পেশাদারী লোকের পরামর্শ), ৭। **পটিলাভ** (অর্জন, অর্জিত দ্রব্য), ৮। **পহান** (বাদ, বর্জন, অপনয়ন), ৯। **পটিবেধ** (প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা); বুদ্ধঘোষ ইহাদের প্রত্যেকটির উপযুক্ত উপমাসহ বর্ণনা দিয়াছেন (তুলনীয় ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। আমরা ইহাদিগকে এরূপে বিন্যাস করিতে পারি, যেমন—১। একত্রে বা একস্থানে আগমন, সংগ্রহকরণ, জনসভা, জনতা, ঘন সংবদ্ধ বস্তুসমূহ, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক। (দীর্ঘনিকায়) **সময পবাদক**—বক্তৃতা বা তর্কবিতর্কের বড় ঘর (হলঘর)। = **সমাগম**। **সমযা**—জনতার মধ্যে; (পেতবত্থু অর্থকথায়) **সঙ্গম**। ২। সঙ্গীকরণ, সঙ্গে থাকা, অন্তরঙ্গ সহচর, পত্র লেখালেখি, সম্পর্ক, সংস্রব, সংসর্গ, যৌনসংসর্গ। (জাতক) **সব্বসময**—প্রত্যেকের সঙ্গে থাকা। ৩। সময়, কাল, নির্দিষ্ট সময়, নিরূপিত বা ঠিক সময়, ঋতু, সুযোগ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মরণ সময**। বিশুদ্ধিমার্গের বর্ণনায়:—**সমযা সমযং উপাদায**—সময় সময়, সময় হইতে সময়ান্তরে। ক্রিয়া বিশেষণে কারকসমূহে:—(দীর্ঘনিকায়) **একং সমযং**—এক সময়ে, এক সময়, কোনও এক

সময়ে; **তেন সময়েন**—সেই সময়ে; (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপরেন সময়েন**—অপর সময়ে, অপর এক সময়ে, তৎপূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ে; (দীর্ঘনিকায়) **যস্মিং সময়ে**—যেই সময়ে; (জাতক) **একস্মিং সময়ে**—একদা, কোনও এক সময়ে, কোনো কোনো সময়ে; (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্চুস সময়ে**—প্রভাতে, প্রত্যুষে, প্রাতঃকালে; **অড্ঢরত্তি সময়ে**—মধ্যরাত্রিতে, অর্ধরাত্রি সময়ে (তুলনীয়—**রত্তসময়ে**)।৪।উপযুক্ত সময়, ঠিক সময়, নির্দিষ্ট সময়, উপযুক্ত ঋতু বা সময়, পূর্বনির্দিষ্ট ঋতু বা সময়, সুযোগ, সুবিধা, অবসর, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা। (বিনয়) **অঞ্ঞত্রসময়া**—অন্য সময় হইতে, উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত; (জাতক) **সময়ে**—উপযুক্ত সময়ে। ৫ সন্নিপাত, সমাপতন, একই সময়ে সংঘটন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্খর সময়**—বানান, বর্ণাবলীর সংযোগ শব্দ গঠন। ৬ দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাষ্ট্র, রাজ সরকার, পদ, গুণ, মর্যাদা, সম্প্রদায়, শ্রেণী, বিস্তৃতি, আয়তন, প্রসার, গোলক, চক্র, মণ্ডল, গণ্ডি, পরিবেশ, আকাশ, তারকা বা অন্য কোনো জ্যোতিষ্ক, সীমানা, বিস্তার, ক্ষেত্র (উপরে উক্ত বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় ৯ নম্বরও দ্রষ্টব্য); (পূর্বোক্ত ৬ নম্বর বর্ণনার সমান অর্থে) "**দিট্ঠি**" (দৃষ্টি, ধর্ম অর্থে) স্বরূপ সমার্থক যুক্তি ব্যতিরেকেও গ্রহণ করা হইয়াছে; **ইমম্হি সময়ে**—এই সময়ের মধ্যে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঞানন সময়**। (দাঠাবংস) **সময়ন্তর**—বিভিন্ন দৃষ্টি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বাহির সময়**—দলবহির্ভূত ব্যক্তির অবস্থা, দল বহির্ভূত ব্যক্তিদের ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম; (তুলনীয় দীর্ঘনিকায়ে) **ব্রাহ্মণানং সময়ে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অরিয়ানং সময়ে**—আর্যদের ধর্মে। ৭। প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল, অবসান, সিদ্ধান্ত, অনুমান, নিষ্পত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ, সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সময়বিমুত্ত**— পরিণামে মুক্ত।

সময়ন্তর (ক্লী) বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, বিভিন্ন দৃষ্টি, সময়ান্তর। ⟹ **সময়**।

সময়পবাদক (ক্লী) বিতর্ক কক্ষ বা গৃহ অর্থাৎ যেই গৃহে তর্কবিতর্ক করা হয়। ⟹ **পবাদক** (১), **সময়**।

সময়বসট্ঠ = **সময়বসঠ**। ⟹ **সময়বসঠ**।

সময়বসঠ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ। এই শব্দের পাঠ হইবে "**সময়বসট্ঠ**"। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে—"**সময়বসঠেসন**"।

সময়বিমুত্ত (বিণ) পরিণামে মুক্ত, উপসংহারে বা পরিশেষে উদ্ধারকৃত, শেষফলে বিমুক্ত। ⟹ **সময়**।

সময়া (ক্রি-বিণ) জনতার মধ্যে, জনসভার ভিতর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্গম**। ⟹ **সময়**।

সময়া সময়ং উপাদায ⟹ **সময়**।

সময়ে (ক্রি-বিণ) ঠিক সময়ে, উপযুক্ত সময়ে, নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট সময়ে। ⟹ **সময়**।

সময্যা = **সময়া**। ⟹ **সময়া**।

সমর (ক্লী) সমর, রণ, সংগ্রাম, যুদ্ধ, লড়াই।

সমরোচয়ি ⟹ **সংরোচেতি**।

সমল (বিণ) সমল, মলযুক্ত, মলিন, আবিল, অপবিত্র, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত।

সমলঙ্কত (বিণ) অলঙ্কৃত, সুশোভিত, ভূষিত, সজ্জিত। ⟹ **সমলঙ্করোতি**।

সমলঙ্করোতি (ক্রি) [সং+অলং+√কর+ও] ভূষিত করা, সজ্জিত করা, পদক ইত্যাদি সম্মানজনক চিহ্নে ভূষিত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা। (অতীত) **সমলঙ্করি**। (অ-বিণ) **সমলঙ্কত**। (ক্রি-বি) **সমলঙ্করিত্বা**।

সমলা (স্ত্রী) ময়লা বা জঞ্জাল প্রভৃতি ফেলিবার আধার বা পাত্র। = **গামতো গূথনিক্খমন মগ্গ**—অর্থাৎ (ভূমির নিম্নস্থ) নর্দমা বা পয়ঃপ্রণালী। ⟹ **সঙ্কিসমল**।

সমবট্ঠিত (বিণ) প্রস্তুত, ইচ্ছুক, উৎসবক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সমুপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতি। (সূত্রনিপাত) **সমবট্ঠিতা সবনায সোতা**।

সমবত্তক্খন্ধ (বিণ) যাঁহার স্কন্ধ বা কাঁধ গোলাকার, মস্তক হইতে আবক্ষ দেহাংশ যাঁহার সমভাবে গোলাকার। ইহা বুদ্ধের ৩২ লক্ষণের মধ্যে একটি।

সমবত্ত সংবাস (বিণ) সমত্বের একই করণীয় কর্তব্যকাজ করিয়া জীবনধারণ করে বা করিয়া থাকে এমন।

সমবত্থচার (পুং) সমান সমান পোশাক বা একজাতীয় বা একই ধরনের পোশাক পরিধানকরণ। (বিণ) একইরকম বস্ত্র বা পোশাক পরিধানকারী। ⟹ **চার**।

সমবধান (ক্লী) সমবধান, মিলন, যোগ, সম্মতি, একই সময়ে সংঘটন, একযোগে কার্য বা কার্য সম্পাদন, সহবিদ্যমানতা, যুগপৎ অবস্থান, সম্যক মনোযোগ, নিষ্পত্তি।

সমবয (ক্লী) সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, শেষ করার কাজ, সীমা, শেষ, অন্ত, শেষভাগ, চরম ফল (?)। (যৌগিক শব্দ) ⟹ **সময়, সঠ**।

সমবয সঠেসন ⟹ **সমবয়সঠ, সঠ**।

সমবসরতি (ক্রি) এই শব্দটি অঙ্কুশ অথবা অশ্বতাড়নী (চাবুক) সম্বন্ধে ব্যবহার করা হইয়াছে। = **সমোসরতি**। ⟹ **সমোসরতি**।

সমবাপক (ক্লী) ভাণ্ডার ঘর, ভাণ্ডার কক্ষ।

সমবায (পুং) সমবায়, মিলন, গণ, সমূহ, নিত্য-সম্বন্ধ, (দর্শনশাস্ত্রে) সম্বন্ধ বিশেষ, একসঙ্গে আগমন, সংযোগ, সম্মেলন, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত

ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শোমিজ ইত্যাদি)। ⟹ **সময**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সমবাযেন**—অন্যের সহিত সমানভাবে। (জাতক) **খণসমবায**—ক্ষণিক মিলন।

সমবাযেন (ক্রি-বিণ) অন্যের সহিত সমানভাবে। ⟹ **সমবায**।

সমবাহিত (বিণ) (মনের সমভাবের বা স্থিরতার) বরাবর নিয়মিতভাবে জাত বা গর্ভ হইতে উৎপন্ন অথবা স্থানান্তরে নীত।

সমবিভত্ত (বিণ) সমানভাগে বিভক্ত, সমান সমান অংশে বিভক্ত।

সমবেক্খতি (ক্রি) [সং+অব+√ইক্খ+অ] চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা। (অতীত) **সমবেক্খি**।

সমবেক্খিতর (পুং) যে ব্যক্তি চিন্তা করে বা ধারণা করে।

সমবেপাকিন (বিণ) সুন্দররূপে পরিপাক শক্তি বর্ধিত, উত্তমরূপে ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা উন্নত বা বর্ধিত।

সমবেপাকিনী (স্ত্রী) সুন্দররূপে পরিপাক শক্তির বর্ধন, উত্তমরূপে ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতার উন্নতি বা বর্ধন।

সমবোস্সজ্জতি (ক্রি) স্থানান্তরিত করা, হাত বদল করা বা হওয়া, দান দেওয়া, বিক্রয় করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়া। এই শব্দের পাঠ "**সংবোস্সজ্জতি**"।

সমব্হয (পুং) [সং+অহ্বয] নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, যশ, খ্যাতি স্মৃতি, বংশ, জাতি, পরিবার।

সমসম (বিণ) সমসম, সমান সমান, ঠিক একই, ঠিক একই রকমের বা ধরনের। = **সমাসম**।

সমসাযিসুন (অতীত ক্রিয়া) (সাহিত্যে) **সমাসাসিসং** (জাতক)। ইহার পাঠ হইবে "**তং অসাযিসুং**"।

সমসীসিন (পুং) একজাতীয় পুদ্‌গল (পুরুষ বা ব্যক্তি)। (বিণ) "যাহার সমান সমান মস্তক আছে এমন" অর্থাৎ যেই ব্যক্তি সমকালীনরূপে আসক্তি এবং জীবন ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন।

সমসূপ ⟹ **সূপ**।

সমসূপক (বিণ) সমান তরকারি বা ঝোলযুক্ত, সমান সমান তরকারির সহিত (অর্থাৎ প্রতি গ্রাসে তিনভাগ ভাত এবং একভাগ তরকারির সহিত গ্রাস করিয়া অন্নভোজন করিতে হয়—বিনয়)। ⟹ **সূপ**।

সমস্সত্থ (বিণ) [সং+অস্সত্থ] সতেজকৃত, পুনঃশীতলকৃত, ঘটনাদির নির্দেশে স্মরণ করানো হইয়াছে এমন, নূতন করিয়া সরবরাহকৃত, উপশমিত, হ্রাসপ্রাপ্ত, লঘুকৃত, সাহায্যকৃত, কর্তব্যরত অপরের স্থান গৃহীত, উদ্ধারকৃত, উদ্ধৃত।

সমস্সসতি (ক্রি) [সং+অস্সসতি] সতেজ হওয়া, পুনঃশীতল হওয়া, ঘটনাদির নির্দেশে স্মরণ হওয়া। (করণে) **সমস্সাসেতি**।

সমস্সাস (পুং) নবশক্তি বিধান, নবশক্তি লাভ, আহার, জলযোগ, সতেজকারক করণ, বলকারক করণ, শান্তি, সান্ত্বনা, সান্ত্বনার বস্তু, উপশম, বৈষম্য, দরিদ্র বা অভাগগ্রস্তকে সাহায্য, অবরোধ হইতে উদ্ধার, উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত সৈন্য প্রভৃতি, কর্তব্যরত ব্যক্তির স্থান পূরণ, দণ্ড হইতে মুক্তি দান। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ইহা "**পস্সদ্ধি**" শব্দের বর্ণনা-বিশেষ।

সমস্সাসপ্পত্ত (বিণ) [সমস্সাস+পত্ত] শান্তিপ্রাপ্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, উপশমপ্রাপ্ত। ⟹ **সমস্সাস**।

সমস্সাসেতি (ক্রি) [সং+আ+√সস+এ] উপশম করা, হ্রাস করা, লঘু করা, সাহায্য করা, কর্তব্যরত অপরের স্থান গ্রহণ করা, উদ্ধার করা, সতেজ করা, পুনঃশীতল করা, ঘটনাদির নির্দেশে স্মরণ করা বা করানো, নূতন করিয়া সরবরাহ করা। ⟹ **সমস্সসতি**। (অতীত) **সমস্সাসেসি**। (ক্রি-বি) **সমস্সাসেত্বা**।

সমস্সিত (বিণ) [সং+অস্সিত] (কিছুর দিকে) ঝুঁকিয়া পড়ে এমন, (কিছুর প্রতি) প্রবণ।

সমা (স্ত্রী) সমা, সংবৎসর, বৎসর।

সমাকড্ঢতি (ক্রি) [সং+আ+√কড্ঢ+অ] কেবল টানিতে থাকা, কেবল আকর্ষণ করা বা বলপূর্বক টানা, প্রলুব্ধ করা, প্রলোভিত করা, বিপথে লইয়া যাওয়া। (অতীত) **সমাকড্ঢি**। (ক্রি-বি) **সমাকড্ঢিত্বা, সমাকড্ঢিয**।

সমাকড্ঢন (ক্লী) আকর্ষণকরণ, টানন, উৎপাটন করণ, বলপূর্বক টানন, বিচ্ছিন্নকরণ, ছিন্নকরণ, মাটির উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া গ্রহণকরণ বা গমনকরণ, টানিয়া টানিয়া চলন বা গমনকরণ, ক্ষেত্রে মই দেওন, জলাশয়ের তলদেশ অনুসন্ধানকরণ, অতি ধীরে ধীরে চলন, পিছনে পড়িয়া থাকন, নীরস হওন, জাল দিয়া মৎস্য ধরণ।

সমাকিণ্ণ (বিণ) [সং+আকিণ্ণ] আচ্ছাদিত, আবরিত, আবৃত, সমাকীর্ণ, পরিপূর্ণ, জনপূর্ণ, জনাকীর্ণ। = **সমাকুল** (১)।

সমাকুল (বিণ) [সং+আকুল] ১ আচ্ছাদিত, আবরিত, সমাকীর্ণ, পরিপূর্ণ, জনাকীর্ণ, জনতাপূর্ণ, জনপূর্ণ অথবা (কিছু) ছড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ। = **সমাকিণ্ণ**। ২ বহুলোক একত্রিত, বহুজন সমাবিষ্ট। ৩ এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল হইয়াছে এরূপ, সমাকুল, ব্যাকুল, কাতর, অস্থির, সংশায়িত, সন্দিগ্ধ, হতবুদ্ধি, বিহ্বল, হতভম্ব হইয়াছে এমন, একত্রে এলোমেলোভাবে মিশ্রিত, একসঙ্গে আলোড়িত।

সমাগচ্ছতি (ক্রি) [সং+আ+√গম+অ] একসঙ্গে মিলিত হওয়া, একত্রিত করা বা হওয়া, মিলানো, জড় হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা, একত্রে প্রবেশ করা, সাক্ষাৎ করা, সম্মুখীন হওয়া, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া অতিক্রম করা, একত্রে

মিলিত হওয়া, অভ্যর্থনা করা, মেটানো, স্পর্শ করা, সংস্পর্শে আসা, দেখিতে যাওয়া, উপস্থিত হওয়া, আসিয়া পৌঁছানো, (সময় সম্বন্ধে) আসা, (ঘটনাক্রমে) ঘটা, আসা, আগমন করা। (অতীত) **সমাগচ্ছিং** (উত্তমপুরুষ একবচনে) **সমাগচ্ছিং**; (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **সমাগমা**। (অ-বিণ) **সমাগত**। (ক্রি-বি) **সমাগন্ত্বা, সমাগম্ম**।

সমাগচ্ছেয্য = **সম্ভজেয্য** (⟹ **সম্ভজতি**)।

সমাগত (বিণ) সমাগত, উপস্থিত, মিলিত, সাক্ষাৎকৃত, সাক্ষাৎপ্রাপ্ত। ⟹ **সমাগচ্ছতি**।

সমাগম (পুং) সমাগম, একত্রে মিলন, উপস্থিতি, আগমন, মিলন, সঙ্গম, অধিবেশন, বৈঠক, সভা, সম্মেলন, জনতা, সাক্ষাৎকরণ, দেখাকরণ, সম্পর্ক, পত্র লেখালেখি, সংস্রব, সংসর্গ, যৌন-সংসর্গ। ধর্মপদ অর্থকথায় ত্রিবিধ "**সমাগম**"-এর কথা দৃষ্ট হয়, যথা—**যমক-পাটিহারিয সমাগম**, **দেবো-রোহণ সমাগম**, **গঙ্গারোহণ সমাগম**।

সমাগমি (অতীত ক্রিয়া) = **সঙ্গামেসি** (⟹ **সঙ্গামেতি**)।

সমাচরণ (ক্লী) = **সমাচার**। ⟹ **সমাচার**।

সমাচরতি (ক্রি) [সং+আ+√চর+অ] সমাচরণ করা, আচরণ করা, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, কিছু করা, কার্যকর হওয়া, ভান করা, অভিনয় করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা। (অতীত) **সমাচরি**। (ব-বিণ) **সমাচরন্ত**। (ক্রি-বি) **সমাচরিত্বা**।

সমাচার (পুং) সমাচার, উত্তম আচরণ, ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, পরিচালন, পথ প্রদর্শন, ব্যবস্থা, সেনাপতিত্ব।

সমাতপ (পুং) [সং+আতপ] উত্তাপ, মনের আবেগ, উদ্দীপনা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য।

সমাতপতি (ক্রি) [সং+আতপতি] সমানভাবে উত্তপ্ত হওয়া, সমানরূপে জ্বলিয়া যাওয়া।

সমাদপক (পুং) জাগরিতকরণ, উত্তেজিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষাদান, জ্ঞাতকরণ, পরিচালিতকরণ, কুকর্মের প্রবর্তক, প্ররোচক।

সমাদপন (ক্লী) কুকর্মে প্ররোচনা, উত্তেজিতকরণ, প্রণোদিতকরণ, প্ররোচিতকরণ, প্রবৃত্তকরণ, শিক্ষাদান, জ্ঞাতকরণ।

সমাদপেতর (পুং) কুকর্মের প্রবর্তক, প্ররোচক, পরমর্শদাতা, উপদেষ্টা।

সমাদপেতি (ক্রি) [সং+আ+√দা+আপে] উত্তেজিত করানো, প্রণোদিত করানো, প্ররোচিত করানো, প্রবৃত্ত করানো, লইবার কারণ করা, গ্রহণ করিবার কারণ করা, উৎসাহিত করা, জাগরিত করা, জাগাইয়া দেওয়া, জাগ্রত করা, জাগানো, উদ্দীপিত করা, জাগিয়া ওঠা। (অতীত) **সমাদপেসি**। (অ-বিণ) **সমাদপিত**। (ব-বিণ, কর্মবাচ্যে) **সমাদপিযমান**। (ক্রি-বি) **সমাদপেত্বা, সমাদেত্বা**।

সমাদপেতু (পুং) = **সমাদপক**। ⟹ **সমাদপক**।

সমাদস্সতি (ক্রি) [সং+ আদস্সতি] সমানভাবে দেখা, সমানভাবে দর্শন করা।

সমাদহতি (ক্রি) [সং+আ+√ধা+অ] একত্রে রাখা, একত্রে সংযোগ করা, একত্র করা, কেন্দ্রীভূত করা, সমরূপে মীমাংসা করা, সন্নিকৃষ্ট করা, অল্পায়তন করা, জমাট করা, একই বিষয়ে মন অর্পণ করা, (আগুন) জ্বালানো, (অগ্নি) প্রজ্জ্বলিত করা। (বিনয়) **জোতিং সমাদহতি**—অগ্নি বা আলো জ্বালানো। (মধ্যম নিকায়) **চিত্তং সমাদহতি**—মন স্থির করা, মন সন্নিকৃষ্ট বা কেন্দ্রীভূত করা। (তুলনীয়) **আদিযতি**। ⟹ **আদহতি**। (অতীত) **সমাদহিং** (উত্তমপুরুষ বহুবচনে) **সমাদহংসু**। (অ-বিণ) **সমাহিত**। (ব-বিণ) **সমাদহন্ত, সমাদহং, সমাদহান**। (ক্রি-বি) **সমাদহিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সমাধিযতি**। (করণে) **সমাদহাপেতি**।

সমাদাতি (ক্রি) [সং+আ+√দা+অ] লওয়া, ধরা, গ্রহণ করা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার হওয়া, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান, শরীরে গ্রহণ করা, (কোনো সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা, ফলপ্রদ হওয়া, গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, মানিয়া লওয়া, স্বীকার করিয়া লওয়া। (ক্রি-বি) **সমাদায**। (কর্মবাচ্যে) **সমাদিযতি**।

সমাদান (ক্লী) ১ ধরা, পাকড়ানো, উত্তেজনা, গ্রহণ আনয়ন করণ। ২ নিজে গ্রহণকরণ, যেই কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার, উপার্জনকরণ, অর্জনকরণ, প্রাপ্তি, লাভকরণ, গ্রহণে স্বীকৃতিদান, অনুমোদন, স্বীকারপত্র। (দীর্ঘনিকায়) **কম্ম সমাদান**—নিজের কর্ম (**কম্ম**) অর্জনকরণ। ৩ সংকল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সংকল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা, ব্রত, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, ধর্মকর্ম, প্রতিপালন, ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম।

সমাদানচার (পুং) (ত্রিচীবরের মধ্যে) একখানা ব্যতীত দুইখানা চীবর পরিধান করিয়া পিণ্ডাচরণে বা ভিক্ষাচরণে গমনকরণ।

সমাদায (ক্রি-বি) তুলিয়া লইয়া, সঙ্গে লইয়া, নিজে কার্যভার গ্রহণ করিয়া, অনুরূপ করিয়া, সম্মত হইয়া,

আদেশ মত কার্য করিয়া, অনুরূপ হইয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সমাদায় সিক্‌খতি সিক্‌খাপদেসু**—সে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করিতে থাকে। ⟹ **সমাদিযতি**।

সমাদিন্ন (বিণ) ধৃত, গৃহীত, চেষ্টিত, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বিত, দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সমাদিযতি**।

সমাদিন্নবত (বিণ) = **সহিতংবেত**। ⟹ **সহিতংবেত**।

সমাদিযতি (ক্রি) নিজের সঙ্গে লওয়া, নিজে কার্যভার গ্রহণ করা, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা। ⟹ **সমাদাতি**। (অতীত) **সমাদিযি**। (অ-বিণ) **সমাদিন্ন**। (ব-বিণ) **সমাদিযন্ত**। (পঞ্চমী) **সমাদিয**। (ক্রি-বি) **সমাদিযিত্বা, সমাদায**।

সমাদিসতি (ক্রি) [সং+আ+√দিস+অ] সূচনা করা, প্রকাশ করা, নির্দেশ করা, আদেশ করা, আধিপত্য করা, দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া, নায়ক হওয়া, অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া। (অতীত) **সমাদিসি**। (অ-বিণ) **সমাদিট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **সমাদিসিত্বা**।

সমাধান (ক্লী) সমাধান, সমাধা, সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি, একত্রে সংস্থাপনকরণ বা রক্ষণ, দৃঢ়করণ, সংলগ্নকরণ, স্থাপনকরণ, প্রতিষ্ঠিতকরণ, আবদ্ধকরণ, দাম বা মূল্য নির্ধারিতকরণ, তারিখ স্থিরকরণ, সমাবেশ, সমাহরণ, এককেন্দ্রে মিলন, ঘনীভূতকরণ, একাগ্রতা। = **সম্মা আধানং ঠপনং**। বিশুদ্ধিমার্গে "**সমাধি**"-এর বর্ণনায় যেমন দেখা যায় "**সমাধানখেন**"।

সমাধি (পুং) ১ সমাধি, মনের একটিমাত্র লক্ষ্য অবস্থা, সমাবেশ, সমাহরণ, এককেন্দ্রে মিলন, ঘনীভূতকরণ বা ঘনীকরণ, একাগ্রতা, ধ্যান, গাঢ়চিন্তা, মনের একাগ্র অবস্থা, মনের আত্মস্থির অবস্থা, একাগ্রচিত্ত অবস্থা, মনের অভিনিবিষ্ট অবস্থা, চিত্তের একাগ্র অবস্থা যাহা সদ্‌জীবিকার সহগামী হইয়া উচ্চতর জ্ঞান এবং মুক্তি লাভের প্রয়োজনীয় অবস্থা। ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোনো এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তাহাকে একাগ্রতা বলা হয়, একাগ্রতা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধারণা বলা হয়, ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধ্যান বলা হয় এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে বলা হয় সমাধি। দীর্ঘনিকায়ের "**সুত্তসুত্তন্ত**"-এতে ইহার "**সমাধি-খন্ধ**" (একাগ্রতায় বিভাগ বা অংশবিশেষ) সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া হইয়াছে, অন্যপ্রকারে ইহার নাম "**চিত্ত সম্পদা**" যাহা "**সমথ**" জীবন হইতে পুণ্যফলরূপে উৎপন্ন হওয়ার ("**সামঞ্‌ঞফল সুত্তন্ত**" দ্রষ্টব্য) উর্ধ্বগতি (আরোহণ) ক্রমে "**সীল সম্পদা**" এবং "**পুঞ্‌ঞ সম্পদা**"—এতদুভয়ের মধ্যে দাঁড়ায়। "**অম্বট্‌ঠসুত্ত**"-এতে অনুরূপ পদসমূহ হইতেছে "**সীল, চরণ, বিজ্জা**" (দীর্ঘনিকায়)। এইরূপে "**সমাধি**" নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা—**ক**। ইন্দ্রিয় সমূহের রক্ষণ অর্থাৎ "**ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারতা**", **খ** আত্ম-অধিকার বা স্থৈর্য বা প্রশান্তি অর্থাৎ "**সতিসম্পজঞ্‌ঞ**", **গ** সন্তুষ্টি অর্থাৎ "**সন্তুট্‌ঠি**", **ঘ** পঞ্চবাধা (নীবরনানি) হইতে মুক্তি, **ঙ** চতুর্বিধ ধ্যান অর্থাৎ "**ঝান**"। এবম্বিধ উপায়ে আমরা দেখিতে পাই যে "**সমাধি**" সুবিন্যস্ত "**সম্পদা**" সমূহের মধ্যে একটি, যেমন অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে—"**সীলসম্পদা, সমাধিসম্পদা, পঞ্‌ঞাসম্পদা, বিমুত্তিসম্পদা**"; দীর্ঘনিকায়ে সুবিন্যস্ত "**খন্ধ**" সমূহের মধ্যে যেমন বলা হইয়াছে—"**সীলক্‌খন্ধ, সমাধিক্‌খন্ধ, পঞ্‌ঞাক্‌খন্ধ, বিমুত্তিক্‌খন্ধ**; চুল্লনিদ্দেসে যেমন বলা হইয়াছে—"**সমাধি, বিমুত্তি, সীল**"। মধ্যম নিকায়ে "**সমাধি**"-এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—"**চিত্তস্‌স একগ্গতা**"; ধর্মসঙ্গণীতে "**চিত্তস্‌স অবিক্‌খেপ**" এবং "**সমথ**"-এর সহিত অনন্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে—"**সম্মাসমাধি**" অষ্টবিধ আর্যমার্গের (**অরিয-মগ্গ**) মধ্যে একটি। "**অরিয**" (দীর্ঘনিকায়), "**সমথ-বিপস্‌সনা, সমাধি বিপ্ফারা ইদ্ধি**" (বিশুদ্ধিমার্গ) এর বর্ণনাও দ্রষ্টব্য। ২ "**সমাধি**"-এর বর্ণনা এবং বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণনা:—ইহার চতুর্বিধ "**নিমিত্ত**" (নিদর্শন বা প্রমাণ) হইতেছে চতুর্বিধ "**সতিপট্‌ঠান**" (মধ্যম নিকায়), ষড়বিধ অবস্থা এবং ষড়বিধ বাধা (অঙ্গুত্তর নিকায়), অন্যান্য বাধাসমূহ (মধ্যম নিকায়)। "**সমাধি**" হইতে দ্বিতীয় ধ্যান (**ঝান**) উৎপন্ন হয় (দীর্ঘনিকায়)। "**কুসলা ধম্মা**" লাভের মধ্যে "**সমাধি**" একটি অবস্থা-বিশেষ (অঙ্গুত্তর নিকায়); "**সমাধি**" অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞানের সহায়ক (অঙ্গুত্তর নিকায়), স্বর্গীয় দৃশ্যসমূহ দর্শনের সহায়ক ইত্যাদি (দীর্ঘনিকায়), পাহাড় পর্বতাদি অপসারণের সহায়ক (অঙ্গুত্তর নিকায়); "**সমাধি**" নিজের ভ্রান্তিসমূহ বিদূরিত করে (অঙ্গুত্তর নিকায়), অর্হত্বে নীত করে (অঙ্গুত্তর নিকায়); **আনন্তরিক সমাধি** (সূত্রনিপাত); (দীর্ঘনিকায়) **চেতোসমাধি** (মনের উল্লাস বা মহানন্দ); (নেত্তি) **চিত্তসমাধি**; (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মসমাধি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) "**সমাধি**" দ্বিবিধ ক্রম বা পদবিশিষ্ট, যথা—**উপাচার সমাধি** (প্রাথমিক সমাহরণ বা একাগ্রতা), **অপ্পনা সমাধি** (সমাহরণ বা একাগ্রতা লাভ); এখানে পরবর্তীটি "**ঝান**"-এর ফল-বিশেষ; (বিশুদ্ধিমার্গ) এই দুইটির তৃতীয় ক্রম বা পদযুক্ত হইয়াছে "**খণিখ সমাধি**" (ক্ষণিক সমাধি বা একাগ্রতা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**সমাধি**"-এর তিন প্রকারবিশিষ্ট, যথা—**সুঞ্‌ঞত** (শূন্যময়), **অপ্পনিহিত** (লক্ষ্যহীন বা উদ্দেশ্যহীন), **অনিমিত্ত** (নিমিত্তহীন বা নিদর্শনহীন)। (দীর্ঘনিকায়) "**সমাধি (তযো সমাধি)**" "**সবিতক্ক সবিচার**", "**অবিতক্ক বিচারমত্ত**" অথবা "**অবিতক্ক অবিচার**" হইয়া থাকে। (দীর্ঘনিকায়) "**সমাধি**" চারিপ্রকার,

যথা— **ছন্দসমাধি, বিরিয সমাধি, চিত্ত সমাধি, বীমংসা সমাধি**; অন্য প্রকারেও চতুর্বিধ, যথা—**হানভাগিয সমাধি, ঠিতিভাগিয সমাধি, বিসেসভাগিয সমাধি, নিব্বেধভাগিয সমাধি**; অন্যত্র দৃষ্ট হয় "**ধম্মা দুপ্পটিবিজ্ঝা**" স্বরূপ।

সমাধিক (বিণ) [সম+অধিক] অধিক, অপরিমিত, প্রচুর।

সমাধিক্খন্ধ (পুং) সমাধিস্কন্ধ, সমাধি বা ধ্যানসমূহ, আবেগময় কর্তব্য সম্পাদনের সংকেত-পদ্ধতি, ভাবোদ্দীপক কর্তব্য সম্পাদনের সংহিতা বা নিয়মাবলী, মন বা চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং ধ্যানের অভ্যাস সাধন, ধ্যান সম্প্রসারণ বা বর্ধন-সম্বন্ধীয় বিষয়রাশি, একাগ্রতার ক্রমবিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কীয় বিষয়পুঞ্জ। = **চিত্তসম্পদা**। ⟹ **পঞ্ঞত্ত, সমাধি** (১)।

সমাধিগোচর (বিণ) সমাধি লাভের অঙ্গীভূত, সমাধি বা একাগ্রতার অংশভূত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চত্তারো সতিপট্ঠানা সমাধিগোচর**।

সমাধিজ (বিণ) সমাধিজ, সমাধিজাত, একাগ্রতার দ্বারা উৎপন্ন।

সমাধিনিন্ন (বিণ) সমাধিতে রত, ধ্যানে রত, একাগ্রতায় মগ্ন। ⟹ **নিন্ন** (২)।

সমাধিন্দ্রিয (ক্লী) [সমাধি+ইন্দ্রিয] সমাধি ইন্দ্রিয়, ধ্যানরূপ ইন্দ্রিয়, সমাহরণ, একাগ্রতার মনোবৃত্তি, সমাবেশ, এক কেন্দ্রে মিলনের কার্যক্ষমতা। ⟹ **পঞ্চিন্দ্রিয**।

সমাধি পরিক্খার (পুং) সমাধির উপকরণ, সমাধি পরিষ্কার, একাগ্রতার উপকরণ, সমাহরণের উপকরণ, এক কেন্দ্রে মিলনের উপকরণ, সমাধি বা ধ্যান লাভের জন্যপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ চতুর্বিধ "**সম্মপ্পধান**" (মধ্যম নিকায়) অথবা সপ্তবিধ "**সমাধি পরিক্খার**" (দীর্ঘনিকায়)। ⟹ **পরিক্খার** (২গ)।

সমাধিবল (ক্লী) সমাধিবল, ধ্যানবল, সমাহরণের ক্ষমতা, একাগ্রতার শক্তি, ধ্যানের শক্তি, ধ্যানে উৎসাহ। ⟹ **পঞ্চবল, বল** (১খ)।

সমাধিভাবনা (স্ত্রী) সমাধিভাবনা, সমাহরণ বা একাগ্রতার উৎকর্ষণ, সমাধি বা একাগ্রতা লাভ, সমাহরণের চরম উন্নতি, একাগ্রতার উন্নতিসাধন বা শিক্ষা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিভিন্নভাবে চারি প্রকারে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

সমাধিযতি (ক্রি) [সং+আ+√ধা+ই+য] শান্ত হওয়া, সমাহরণ বা একাগ্রতায় মগ্ন হওয়া, অবস্থিত হওয়া, স্থির হওয়া, মীমাংসিত হওয়া, সমাধিস্থ হওয়া, ধ্যানস্থ হওয়া, ধ্যানযুক্ত হওয়া। = **সণ্ঠিতিট্ঠতি**। ⟹ **সমাদহতি**। (অতীত) **সমাধিযি**।

সমাধিসংবত্তনিক (বিণ) সমাধির সহায়ক, ধ্যানের সাহায্যকারী, সমাহরণ বা একাগ্রতার সহায়ক, ধ্যানের দিকে সংবর্তিত করে বা নীত করে এরূপ।

সমাধিসম্পত্তি (স্ত্রী) সমাধিরূপ সম্পত্তি, সমাধি বা ধ্যান সুখ, চিত্তের একাগ্রতারূপ সুখ বা সৌভাগ্য। ⟹ **সম্পত্তি** (১)।

সমাধিসম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) সমাধিসম্বোধি অঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থার উপাদানস্বরূপ সমাহরণ বা একাগ্রতা, বোধিজ্ঞান লাভের সমাধিরূপ উপাদান বা অঙ্গ। ইহা সপ্তবিধ বোধি অঙ্গের মধ্যে একটি। বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে যে ইহার উন্নতি সাধনে একাদশবিধ উপায়ের সহিত সমাধিতে সম্বোধ্যঙ্গ। ⟹ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

সমান (বিণ) ১ সমান, তুল্য, সদৃশ, অভিন্ন, একরূপ, সমভাগে বিভক্ত, সম, সেই, একই, পূর্বোক্ত, সমতল, নিয়মিত, সমান্তর, যুগ্ম, জোড়সংখ্যক, নিরপেক্ষ, স্থিরচিত্ত, উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত। (বিপ) **ব্যাস**। (তুলনীয়) **সামঞ্ঞ** (১)। ২ (ব-বিণ) **ক** বিদ্যমান, বর্তমান, আছে এরূপ, জীবিত আছে এমন। = **সন্তো**। ⟹ **অত্থি**। **খ** এক শ্রেণীর দেবগণ।

সমানগতিক (বিণ) অনন্য, অভিন্ন, একই, তাহাই।

সমানজাতিক (বিণ) সম মর্যাদার, সমান শ্রেণীর, সমান জাতীয়, সমবংশীয়। ⟹ **জাতিক**।

সমানতা (স্ত্রী) = **সমানভাব**। ⟹ **সমানভাব**।

সমানতো (ক্রি-বিণ) সমানভাবে, সমান সমান করিয়া। (বিপ) **ব্যাসতো**।

সমানত্ত (বিণ) মনের সমভাবাপন্ন, নিরপেক্ষ মনের, স্থিরচিত্ত মনের, সমান মনের, একই মনের। (ক্লী) = **সমানভাব**। ⟹ **সমানভাব**।

সমানত্ততা (স্ত্রী) মনের সমভাব, মনের স্থিরতা, নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা, সঙ্গশীলতা, সামাজিকতা। ⟹ **সঙ্গহ** (৫)।

সমানভাব (পুং) সমানভাব, সমতা, নিরপেক্ষতা, সমানতা, সুসমঞ্জস, সমানুপাতিকতা, অভেদ, একত্ব, সমভাব, সাদৃশ্য, মনের সমভাব, মনের স্থিরতা। ⟹ **ভাগ** (১)।

সমানবণ্ণ (ক্লী) একইরকম আকৃতি, সমানরূপ। = **সরীরবণ্ণ**। ⟹ **সরি**।

সমানবস্সিক (বিণ) প্রবীণত্ব বা জ্যেষ্ঠত্বের মধ্যে সমান, একই বয়সের, সমান বয়সের, একসঙ্গে বর্ষাযাপনকারী।

সমানসংবাস (বিণ) সমান সমানের সহিত বাস করা হইয়াছে এরূপ, সমানে সমানে বাস করা হইয়াছে এরূপ।

সমানসংবাসক (বিণ) সমশ্রেণীভুক্ত, সমান সম্প্রদায়ের, একই সম্প্রদায়ভুক্ত বা দলভুক্ত, একদেশীয়, একস্থানীয়। (বিপ) **নানাসংবাসক**।

সমানসীম (বিণ) একই বিহারের অন্তর্গত পল্লীবাসী অর্থাৎ যেই পল্লী বা গ্রামের লোক এক বিহারে গমন করে।

সমানসীমা (স্ত্রী) সমান সীমা, একই সীমা, একই বিহার বা ভিক্ষুর আবাস স্থান।

সমানাসনিক (বিণ) [সমান+ আসনিক] সমান উচ্চতার আসনের মালিক, সমান আসনিক, সমান আসনের অধিকারী।

সমানিযা (ক্রি–বিণ) (সমস্ত) সমানভাবে, অন্যের সহিত সমানভাবে।

সমানীত (বিণ) সমানীত, সঙ্গত, মিলিত, আনীত, মীমাংসিত। ⟹ **সমানেতি**।

সমানেতি (ক্রি) [সং+আ+√নী+অ] ১ একসঙ্গে আনয়ন করা, মিলিত করা। ২ আনয়ন করা, বহন করা, উৎপন্ন করা, সংগ্রহ করা, প্রবর্তিত করা, হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো। ৩ একত্রে রাখা, একসঙ্গে স্থাপন করা, একত্রে সংযুক্ত করা, সহসা উপস্থিত করা, কোনো অবস্থায় উপনীত করা। ৪ সংগ্রহ করা, স্তূপাকার করা, একত্রিত করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, রাশি করা, রাশীকৃত করা, গণনা করা, পর পর নাম করা, পরস্পরের মধ্যে পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া। ৫ (সময়) গণনা করা, আগে হইতে নিরূপণ করা, উপযোগী করা, হিসাব করা, যুক্তিপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, নির্ভর করা। (অতীত) **সমানেসি, সমানযি**। (অ–বিণ) **সমানীত**। (ক্রি–বি) **সমানেত্বা**।

সমাপজ্জতি (ক্রি) [সং+আ+√পদ+য] ১ ভিতরে আসা, আরম্ভ করা, সাধনায় নিবিষ্ট হওয়া, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, সমাধি লাভ করা, লাভ করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌছানো, নাগাল পাওয়া, অঙ্গীকার বা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করা, নিযুক্ত করা, যুদ্ধ করা, আকর্ষণ করা, বিবাহ করিতে অস্বীকার করা, ব্যস্ত থাকা, নিযুক্ত থাকা, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সমাধিং সমাপজ্জি**। (সপ্তমী) **সমাপজ্জেয্য**। (জাতক) **সমাপত্তিং সমাপজ্জতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরহত্তমগ্গং সমাপজ্জতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **সঞ্ঞাবেদযিত নিরোধং সমাপজ্জতি**— সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ বা অবসানজনিত সমাধি লাভ করা। (বিনয়) **কযবিক্কযং সমাপজ্জতি**— ক্রয়বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকা। (দীর্ঘনিকায়) **সাকচ্ছং সমাপজ্জতি**— কথোপকথনে নিযুক্ত থাকা। (বিনয়) **তেজোধাতুং সমাপজ্জতি**— নিজের দেহকে অগ্নিতে নিযুক্ত করা বা পরিবর্তিত করা। ২ ঘটা, পরিণত হওয়া, মানান, মানানসই হওয়া, যোগ্য হওয়া। (অতীত) **সমাপজ্জি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সমাপদুং**। (অ–বিণ) **সমাপজ্জিত, সমাপন্ন**। (ব–বিণ) **সমাপজ্জন্ত, সমাপজ্জমান**। (ক্রি–বি) **সমাপজ্জিত্বা, সমাপজ্জ**।

সমাপজ্জন (ক্লী) আরম্ভকরণ, ভিতর দিয়া গমন।

সমাপজ্জিত (বিণ) প্রাপ্ত, লব্ধ, উপনীত, পৌছিয়াছে এরূপ, নাগাল পাইয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পরিসা সমাপজ্জিত পুব্বা**। ⟹ **সমাপজ্জতি**।

সমাপটিপত্তি— এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে "সম্মাপটিপত্তি" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ।

সমাপটিপদা (স্ত্রী) মনের সমভাব, মনের স্থিরতা। ⟹ **পটিপদা** (৩ খ)।

সমাপত্তি (স্ত্রী) সমাপত্তি, লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধবস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), ধ্যানের সুখময় স্তর বা অবস্থা, ধ্যানের একটি স্তর বা অবস্থাবিশেষ। (সংযুক্ত নিকায়) **সঞ্ঞাবেদযিত নিরোধ সমাপত্তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহাকরুণা সমাপত্তি**। (জাতক) বুদ্ধ "**অনেক কোটিসত-সহস্সা সমাপত্তি**" ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) অষ্ট "**সমাপত্তি**" (ফল) প্রাপ্তি চতুর্বিধ ধ্যান (**ঝান**) পর্যায়ের অন্তর্গত, যথা—আকাশ অনন্ত আয়তন (অর্থাৎ আকাশের অনন্ত পরিমাণ আয়তন বা স্থান) ধ্যান, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন (অর্থাৎ বিজ্ঞানের বা চেতনাময় জীবের অনন্ত পরিমাণ আয়তন বা স্থান) ধ্যান, আকিঞ্চন্য আয়তন (অর্থাৎ শূন্যতার অনন্ত পরিমাণ আয়তন বা স্থান) ধ্যান, নৈব সংজ্ঞা–না সংজ্ঞা আয়তন (অর্থাৎ সংজ্ঞা বা চেতনাশক্তি নাই—না-চেতনা শক্তি নাই "যাহাকে চেতনা আছেও বলা যায় না নাইও বলা যায় না"—এরূপ অবস্থার আয়তন বা স্থান) ধ্যান। জাতকে বলা হইয়াছে—"বুদ্ধ হইবার জন্য '**সমাপত্তি**' সমূহ প্রয়োজনীয়"; জাতকের অন্যত্র বলা হইয়াছে—"বুদ্ধকর্তৃক '**সমাপত্তি**' সমূহ অর্জিত হইয়াছিল। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে—"নববিধ '**সমাপত্তি**' ফলপ্রাপ্তি যাহা বেদন (ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি) এবং সংবেদনের (দৈহিক বা মানসিক বোধ বা অনুভূতির) নিবৃত্তির (নিরুদ্ধ হওয়ার) পূর্ববিষয় এবং সমাধি অর্থাৎ অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান। ইহাকে দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে "**অনুপুব্ব বিহারা**"। বিনয়ে সংগৃহীত শব্দ অনুরূপে—"**ঝান, সমাপত্তি, বিমোক্খ, সমাধি**"। (জাতক) **সমাপত্তিভাবনা**— সমাপত্তিভাবনা, সমাপত্তি ধ্যানের ফলপ্রাপ্তির ভাবনা বা সাধনা। (দীর্ঘনিকায়) **সমাপত্তি কুসলতা**— সমাপত্তি ধ্যানের ফলপ্রাপ্তিতে কৃতকার্যতা।

সমাপত্তিকুসল (বিণ) সমাপত্তি ধ্যানে দক্ষ, সমাপত্তি ধ্যান লাভ করিয়াছে এমন।

সমাপত্তি কুসলতা (স্ত্রী) সমাপত্তি ধ্যান লাভে দক্ষতা, সমাপত্তি ধ্যান প্রাপ্তিতে নিপুণতা, সদ্‌গুণ লাভে চতুরতা বা বুদ্ধিসম্পন্নতা, সমাপত্তি ধ্যানের ফল প্রাপ্তিতে কৃতকার্যতা, সমাপত্তি ধ্যানের ফল লাভ হইয়াছে এরূপ অবস্থা। ⟹ **সমাপত্তি**।

সমাপত্তিভাবনা— সমাপত্তি ভাবনা, সমাপত্তি ধ্যানপ্রাপ্তির ভাবনা বা সাধনা। ⟹ **সমাপত্তি**।

সমাপত্তিল (বিণ) যেই ব্যক্তি সমাপত্তি ধ্যান ফল অর্জন বা লাভ করিয়াছেন।

সমাপত্তেসিয (বিণ) সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী বা পুনঃপুন চেষ্টাকারী।

সমাপন্ন (বিণ) লাভ হইয়াছে এরূপ, প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ, পৌঁছিয়াছে এরূপ, নাগাল পাইয়াছে এমন, সমাপন্ন, সাধিত, প্রবিষ্ট, উপনীত, প্রাপ্ত, লব্ধ। (সংযুক্ত নিকায়) **সঞ্ঞা নিরোধং সমাপন্ন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরহত্ত মগ্‌গং সমাপন্ন**—অর্হত্ত মার্গে প্রবিষ্ট। (ধর্মপদ) **ইচ্ছালোভ সমাপন্ন**—ইচ্ছাজনিত লোভসম্পন্ন, ইচ্ছায় প্রদত্ত। "**সমাপত্তি**"-এর বিশেষ ভাবার্থে—"সমাপত্তি ধ্যানফলসমূহ লাভ হইয়া থাকে এরূপ" (কথাবত্থু)।⟹ **সমাপজ্জতি**।

সমাপন্নক (বিণ) যিনি সমাপত্তি ধ্যানফলসমূহ লাভ করিয়াছেন, সমাপত্তি ধ্যানফলসমূহ অধিকৃত বা প্রাপ্ত।

সমাপেতি (ক্রি) [সং+√অপ+এ] সম্পূর্ণ করানো, শেষ করা বা হওয়া, নিষ্পত্তি করানো, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, সম্পন্ন করানো। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দেসং সমাপেতি**। (অতীত) **সমাপেসি**। (অ-বিণ) **সমাপিত, সমত্ত** (২)। (ক্রি-বি) **সমাপেত্বা**।

সমাযাত (বিণ) মিলিত, সংযুক্ত, সন্ধিকৃত।⟹ **সমাযতি**।

সমাযাতি (ক্রি) [সং+আ+√যা+অ] একত্রে আসা, মিলিত হওয়া, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া, সংযুক্ত হওয়া, সন্ধি হওয়া, সংযোগ হওয়া। (অ-বিণ) **সমাযাত**।

সমাযুত (বিণ) সংযুক্ত, সংযোগকৃত, সন্ধিকৃত, একত্রিত, মিলিত, ঐক্যবদ্ধ, ঘনিষ্ঠ, অধিকৃত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, অবধারিত, হস্তগত।

সমাযোগ (পুং) সমাযোগ, সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবদ্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি), মিলন, দুই জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্য, যুগপৎ সংঘটন, সংযোজকাদি অব্যয় শব্দ।

সমারক (বিণ) মার এবং দেবগণসহ, মারগণ এবং মার সৈন্যগণসহ, মাররাজ সহ।⟹ **মারক, লোক** (১), **দেব-মনুস্‌সলোক**।

সমারদ্ধ (বিণ) আরব্ধ কাজের ভার গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ।⟹ **সমারভতি**।

সমারভতি (ক্রি) [সং+আ+√রভ+অ] আরম্ভ করা বা হওয়া, সূত্রপাত করা, বলিতে আরম্ভ করা, উদ্ভূত হওয়া, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্বন্ধে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা। (অতীত) **সমারভি**। (অ-বিণ) **সমাবদ্ধ**। (ক্রি-বি) **সমারভিত্বা**।

সমারম্ভ (পুং) ১ যেই কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, লক্ষ্য, অঙ্গীকার, চেষ্টা, বলপ্রয়োগ, সচেতন, চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম, উদ্যম, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাযসমারম্ভ, বচীসমারম্ভ, মনোসমারম্ভ**। ২ অহিতকরণ, অপকারকরণ, ক্ষতিকরণ, নষ্টকরণ, বিরক্তকরণ, ক্ষতি, অহিত, অনিষ্ট, হত্যাকরণ, বধকরণ, ধ্বংসকরণ, হত্যা, একসঙ্গে বহু নরহত্যা।

সমারুহতি (ক্রি) [সং+আ+√রুহ+অ] আরোহণ করা, ওঠা, উঁচুতে ওঠা, চেষ্টা করিয়া উঁচুতে ওঠা, উপরে ওঠা, প্রবেশ করা, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত হওয়া, (রঙ্গমঞ্চে) প্রবেশ করানো হউক। (অতীত) **সমারুহি, সমারূহি**। (অ-বিণ) **সমারূঢ়**। (ক্রি-বি) **সমারুহিত্বা, সমারুয্‌হ**। (করণে) **সমারোপেতি**।

সমারুহন (ক্লী) আরোহণ, আরোহণকরণ, উপরে ওঠা।

সমারূঢ় (বিণ) আরূঢ়, আরোহিত, প্রবিষ্ট।⟹ **সমারুহতি**।

সমারোপন (ক্লী) ১ উত্তোলন, খাড়াকরণ, নির্মাণকরণ, তোলন, উন্নীতকরণ, পরিধানকরণ। ২ হারসমূহের মধ্যে একটি (নেত্তি)।

সমারোপেতি (ক্রি) [সং+আ+√রুপ+এ] আরোহণ করানো, উপরে উঠানো, পরিধান করানো, বিশ্বাস স্থাপন করানো, বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়ানো, উঠানো, তোলানো, উত্তোলন করানো, উন্নীত করানো, শক্তিবৃদ্ধি করানো, সতেজ করানো, বলবৎ করানো, উৎপাদন করানো, খাড়া করানো, নির্মাণ করানো, উত্তেজিত করানো, জাগানো, পরিমাণ বৃদ্ধি করানো, মূল্য বৃদ্ধি করানো, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করানো, সংগঠন করানো, সঙ্ঘবদ্ধ করানো, সংগ্রহ করানো, চাঁদা তোলানো, উচ্চ শব্দ করানো, স্ফীত করানো, প্রবেশের কারণ করা, প্রবেশ করানো, প্রবৃত্ত করানো, আরম্ভ করানো, ভর্তি করানো, লেখানো, তালিকাভুক্ত করানো, ভিতরে প্রবেশ করানো, অংশভুক্ত করানো, রাখানো, স্থাপন করানো, ব্যাখ্যা করানো, জিজ্ঞাসা করানো, সংযুক্ত করানো, প্রস্তাব করানো, নিয়োগ করানো, ভিতরে প্রবেশ করানো।⟹ **সমারুহতি**। (অতীত) **সমারোপেসি**। (অ-বিণ) **সমারোপিত**। (ক্রি-বি) **সমারোপেত্বা**।

সমারোহতি (ক্রি) = **সমারুহতি**।⟹ **সমারুহতি**। (তুলনীয়) **সমারোহতি**।

সমালপতি (ক্রি) [সং+আলপতি] বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, লিখিয়া পাঠানো, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, কাহারও উদ্দেশ্যে কিছু বলা বা লেখা, প্রয়োগ করা, (জাতকের অন্যত্র বোধ হয় এই অর্থও হইয়া থাকে যে) পুনরায় বাকশক্তি লাভ করা।

সমাবয (বিণ) ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বা মিলিত।= **সমবায**। এই শব্দটি গাথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমাবহতি (ক্রি) [সং+আ+√বহ+অ] সংসাধন করা, ঘটানো। (অতীত) **সমাবহি**। (ব-বিণ) **সমাবহন্ত**।

সমাস (পুং) ১ সমাস, দ্বি বা বহু পদের একপদীকরণ, যৌগিক, মিশ্র, সংযোগ, সম্মেলন, সমাহার, মিলন, সংগ্রহ, সমর্থন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি)। (তুলনীয়) **ব্যাস**। ২ সংক্ষেপ, সংক্ষেপ করার কার্য, সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সমাসতি (ক্রি) [সং+আসতি] একত্রে উপবেশন করা, একসঙ্গে বসা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা। (সপ্তমী, প্রথমপুরুষ একবচনে) **সমাসেথ**। (করণে) **সমাসেতি**।

সমাসন (ক্লী) একসঙ্গে উপবেশন, একত্রে বসা, একদল লোক, সঙ্গীদল, সঙ্গ, বণিক সমিতি, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদল, অতিথিবৃন্দ, সেনাদল।

সমাসম (বিণ) ঠিক একই ধরনের। ইহার পাঠ হইবে "**সমাসম**"। = **সমসম**।

সমাসমন্ততো (ক্রি-বিণ) সর্বত্র বা সর্বস্থান হইতে, প্রত্যেক দিক হইতে। ⟹ **সমন্ততো**।

সমাসাদেতি (ক্রি) [সং+আসাদেতি] উপার্জন করা, অর্জন করা, লাভ করা, পাওয়া, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করানো, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া। (ক্রি-বি) **সমাসজ্জ**।

সমাসাসি (অতীতক্রিয়া) = **সমসাযিসুন**। ⟹ **সমসাযিসুন**।

সমাসেতি (ক্রি) [সং+√আস+এ] মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা, একত্র করা, সংযুক্ত করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, সংক্ষেপ করা, কমানো। (অতীত) **সমাসেসি**। (অ-বিণ) **সমাসিত**। (ক্রি-বি) **সমাসেত্বা**।

সমাসেথ (ক্রি, পঞ্চমী) বাস কর, সান্নিধ্য লাভ কর, অবস্থান কর, সঙ্গ কর, সম্মিলিত হও।

সমাহত (বিণ) সমাহত, তাড়িত, আহত, প্রহৃত। (সুত্তনিপাত) **অযোসঙ্কু সমাহত**। (মধ্যম নিকায়) **সঙ্কুসমাহত**—একটি নরকের নাম-বিশেষ। ⟹ **সমাহনতি**।

সমাহনতি (ক্রি) আঘাত করা, স্পর্শ করা, উপযোগী করা, সমীপবর্তী করা, কৃতকার্য হওয়া, সৌভাগ্যক্রমে ঘটা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্জ্বলিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা।

সমাহিত (বিণ) ১ রক্ষিত, স্থাপিত, সংযুক্ত, প্রস্তাবিত, নিযুক্ত, ব্যাখ্যাত, নিষ্পাদিত, উপযুক্ত, উপযুক্তকৃত, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা হইয়াছে এরূপ, যোগ্য, যোগ্যকৃত, উচিত, যোজিত, সংযোজিত। (জাতক) **ন মে অজ্জ চাপধুরে খুরগ্গো সমাহিত**—আজ আমার ধনুর ছিলাতে শর যোজিত হয় নাই এরূপ। ২ সমাহিত, সমাধিস্থ, ধ্যানে নিবিষ্ট, সমাধিনিষ্ঠ, অঙ্গীকৃত, অভ্রান্তচিত্ত, একাগ্রচিত্ত, অবহিত, অবিচলিত, শিষ্টাচার সম্পন্ন, সঞ্চিত, সমাধিক্ষেত্রে নিহিত, একত্রিত, সংগৃহীত, স্থিরকৃত, স্থির, শান্ত, চিত্তের বা মনের কেন্দ্রীভূত, মনঃস্থির, মন একত্রীভূত, স্থিরকৃত, অবধারিত, অটল, মীমাংসিত, দৃঢ়, কঠিন, স্থিরসংকল্প, মনোযোগী, সতর্ক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমাহিত ইন্দ্রিয়**। ৩ লব্ধ, প্রাপ্ত, পাইয়াছে বা লাভ হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সমাদহতি**।

সমাহিত চিত্ত (বিণ) সমাহিত চিত্ত, সমাধিস্থ চিত্ত, ধ্যানে নিবিষ্ট চিত্ত।

সমিজ্ঝতি (ক্রি) [সং+√ইধ+য] অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, সুখী করা, সমৃদ্ধিশালী হওয়া, উন্নতি করা, কর্মফল হওয়া, সুবিধা হওয়া, ফলাফল ঘটা, যথার্থ হওয়া, দর্শকের ভাবান্তর ঘটা, লাভ হওয়া, সমাপ্ত করা, নির্বাহ করা, সাধন করা, সিদ্ধ হওয়া, সমাপ্তিতে আসা। ⟹ **লভতি**। (অতীত) **সমিজ্ঝি**। (অ-বিণ) **সমিদ্ধ**। (সপ্তমী) **সমিজ্ঝেয্যুং**। (ভবিষ্যতে) **সমিজ্ঝিস্সতি**। (ক্রি-বি) **সমিজ্ঝিত্বা**। (করণে) **সমিজ্ঝাপেতি**।

সমিজ্ঝন (ক্লী) সমাপ্তি, পূর্ণতা, কার্যে পরিণতি, সাধন, সিদ্ধি, কৃতকার্যতা, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, যেই ব্যক্তি বা বিষয় সাফল্য লাভ করিয়াছে, জয়।

সমিজ্ঝাপেতি (ক্রি) গুণ দ্বারা ভূষিত করা, পদাভিষিক্ত করা, যৌতুক দেওয়া, বিনিয়োগ করা, বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত করা বা বেষ্টন করা, বৃত্তি দেওয়া। ⟹ **সমিজ্ঝতি**।

সমিজ্ঝিট্‌ঠ (বিণ) আদিষ্ট, বিন্যস্ত, পরিচালিত, অনুরুদ্ধ, প্রার্থিত, নিবেদিত, অভাব বা প্রয়োজন হইয়াছে এরূপ। = **আনত্ত**।

সমিঞ্জতি (ক্রি) [সং+ইঞ্জতি] ১ দ্বিগুণ করা বা হওয়া, ভাঁজ করা, (অন্তরীপ) ঘুরিয়া গমন করা। ২ বিচলিত বা কম্পিত হওয়া, নড়ানো বা ঝাঁকুনি দেওয়া। = **চলতি কম্পতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **সম্মিঞ্জতি**।

সমিঞ্জন (ক্লী) ভাঁজকরণ, দ্বিগুণকরণ, পশ্চাদ্দিকে বক্রকরণ, পিছের দিক বাঁকানো (মূল অর্থ—প্রসারিতকরণ !)। (বিপ) **পসারণ**। ⟹ **সম্মিঞ্জন**।

সমিত (বিণ) ১ সংগৃহীত, একত্রিত, অর্জিত, উপার্জিত, ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ, আহরিত, সিদ্ধান্তকৃত, বর্ধিত, পূয সঞ্চিত, একত্রীকৃত, মিলিত, জড়িত, সম্মিলিত। ⟹ **সমেতি**। ২ (পরিমাণে) সমান, সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর। ৩ শান্ত, শান্তকৃত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, শান্ত হইয়াছে এমন, মিটানো হইয়াছে এরূপ, তৃপ্ত, অবিচলিত, স্থির, নিস্তব্ধ, শমিত, পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত, সুস্থির, নম্র, গোপনীয়, অপ্রকাশিত। ৪ শ্রেণীবদ্ধ, শৃঙ্খলাকৃত, সাজানো, বন্দোবস্তকৃত, নিষ্পত্তিকৃত।

সমিতং (ক্রি-বিণ) সর্বদা, অনুক্ষণ, চিরকাল, অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকরূপে, সংযুক্তভাবে।

সমিতত্ত (ক্লী) শান্ত হইয়া বাস করার অবস্থা, শান্ত বা স্থির হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

সমিতাবিন (বিণ) যেই ব্যক্তি নিজেকে শান্ত বা স্থির করিয়াছে, শান্ত, স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, প্রশান্ত। (তুলনীয়, বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) শমিতাবিন।

সমিতাবী (বিণ) = **সমিতাবিন**। ⟹ **সমিতাবিন**।

সমিতি (স্ত্রী) সমিতি, সভা, সঙ্গ, সম্মেলন, সমাগম, সমাজ, সম্প্রদায়, সংসর্গ, ধর্মসম্প্রদায়। = **সন্নিপাত**।

সমিদ্ধ (বিণ) ১ সমৃদ্ধ, সিদ্ধ, কৃতকার্য, সমৃদ্ধিশালী, সুখী, ভাগ্যবান, অনুগামী হইয়াছে এরূপ, অনুগমন করিয়াছে এরূপ, পশ্চাদগামী হইয়াছে এরূপ, উত্তরাধিকারী হইয়াছে এমন। ২ ধনবান, বহুমূল্য, মূল্যবান, প্রচুর, যথেষ্ট, উর্বর, (শব্দ, বর্ণনাদি সম্পর্কে) গাঢ়, সুগম্ভীর, ভাবপূর্ণ, মসলাযুক্ত, মসলা দিয়া প্রস্তুত, সারযুক্ত, পুষ্টিকর, মহৎ, জাঁকালো, ঐশ্বর্যশালী। ⟹ **সমিজ্ঝতি**।

সমিদ্ধি (স্ত্রী) কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, যেই ব্যক্তি বা বিষয় সাফল্য লাভ করিয়াছে, জয়, উন্নতি।

সমিদ্ধিক (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ধনবান, মূল্যবান, বহুমূল্য, প্রচুর, যথেষ্ট, উর্বর, (শব্দ, বর্ণাদি সম্পর্কে) গাঢ়, সুগম্ভীর, ভাবপূর্ণ, মসলাযুক্ত, মসলা দিয়া প্রস্তুত, সারযুক্ত, পুষ্টিকর, প্রচুর পরিমাণে আছে এরূপ।

সমিদ্ধিন (বিণ) যথেষ্টভাবে গুণ দ্বারা ভূষিত, প্রচুর, যৌতুক বা বৃত্তি প্রদত্ত, যথেষ্টরূপে বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত।

সমিদ্ধিনী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোককে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক বা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, যেই নারীকে যথেষ্টরূপে গুণ দ্বারা ভূষিত বা বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।

সমিদ্ধেন (ক্রি-বিণ) সফলতার সহিত, কৃতকার্য সহকারে।

সমিধা (স্ত্রী) ইন্ধন, জ্বালানি কাষ্ঠ।

সমিহিত (বিণ) একত্রিত, সংগৃহীত, স্থির, স্থিরচিত্ত, শান্ত, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত। = **সংহিত**।

সমীচিকম্ম (ক্লী) সমীচীন কর্ম অর্থাৎ ছোট বড় সকল ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা-আদর-যত্ন-স্নেহ-গৌরব প্রদর্শন করার কার্য এবং রোগী ভিক্ষুর সেবাকার্য।

সমীচী (স্ত্রী) = **সামীচী**। ⟹ **সামীচী**।

সমীতর (পুং) যেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে বা দেখা করে, যেই ব্যক্তি একত্রিত হয় বা সম্মিলিত হয়। (বহুবচনে) **সমীতারো**। = **সমেতর**।

সমীতারো (পুং, বহুবচন) যাহারা সাক্ষাৎ করে বা দেখা করে। ⟹ **সমীতর**।

সমীপ (বিণ) সমীপ, নিকট, অন্তিক, সন্নিহিত, সন্নিকট, অদূরবর্তী, নিকটস্থ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, অন্তরঙ্গ, ঠিক সোজা, কৃপণ, বদ্ধ, নিভৃত, লুক্কায়িত, আঁটসাঁট, কাছাকাছি, সুসম্বদ্ধ, নিরুদ্ধ, নির্বাত, মৌনী, পরিচিত, অবিকল, ঠিক, জনপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, মনোযোগী, উৎসাহী, গুপ্ত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভুম্ম-বচন সমীপ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দ্বার সমীপমগ্গ**। (ক্লী) নৈকট্য, সান্নিধ্য। কারকে ক্রিয়াবিশেষণ:—(করণকারকে) **সমীপং** (অধিকরণ কারকে) **সমীপে**।

সমীপং (ক্রি-বিণ) নিকটে, সন্তিকে, সমীপে, অনতিদূরে। ⟹ **সমীপ** (ক্লী)।

সমীপক (বিণ) নিকটবর্তী, নিকটে আছে এমন।

সমীপগ (বিণ) অনতিদূরে বা নিকটে প্রাপ্ত, সমীপবর্তী হইতেছে এমন, নিকটে আসিতেছে এমন, তুল্য হইতেছে এরূপ, নিকটে গিয়া বলিতেছে এমন।

সমীপচর (বিণ) নিকটে আছে এমন।

সমীপচারিন (বিণ) নিকটে আছে এমন।

সমীপচারী (বিণ) নিকটে আছে এমন।

সমীপটঠ (বিণ) নিকটে রহিয়াছে এমন, সমীপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এমন, দূরে নয় এমন।

সমীপটঠান (ক্লী) নিকটবর্তী স্থান।

সমীপে (উপসর্গ অব্যয়, ক্রি-বিণ) সমীপে। = **সমীপং, সন্তিকে**।

সমীর (পুং) সমীর, সমীরণ, বায়ু, বাতাস, বায়ুমণ্ডল, মৃদু বাতাস, নিশ্বাস, পেট ফাঁপা, বাজে কথা, অনর্থক বাক্য, ঘ্রাণ দ্বারা সন্ধান, সংবাদ, সুর, আচরণভঙ্গি, প্রকাশ, প্রচার।

সমীরণ (পুং) = **সমীর**। ⟹ **সমীর**।

সমীরতি (ক্রি) [সং+√ঈর+অ] ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বায়ু বহা, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্‌বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া, নড়ানো, বিচলিত করা বা হওয়া, উত্থাপন করা বা হওয়া, প্রস্তাব করা বা হওয়া, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, পদব্রজে চলা, হাঁটা। (অ-বিণ) **সমীরিত**।

সমীরিত (বিণ) ১ নড়িত, উত্তেজিত, আলোড়িত, ঘোলানো, সরানো হইয়াছে এরূপ, অপসারিত, তৎপর হইয়াছে এমন, উত্থিত, জাগ্রত, বিচলিত। ⟹ **সমীরতি**। ২ সমীরিত, উচ্চারিত, কথিত। ⟹ **সমীরেতি**।

সমীরেতি (ক্রি) [সং+√ঈর+এ] উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, (মেকি, মুদ্রা ইত্যাদি) চালানো, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা। (অতীত) **সমীরেসি**। (অ-বিণ) **সমীরিত**। (ক্রি-বি) **সমীরেত্বা**।

সমীহতি (ক্রি) [সং+ঈহতি] স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া, নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, সক্রিয় হওয়া, কার্যকর হওয়া, ক্রিয়াশীল হওয়া, জীবন্ত হওয়া, ব্যস্ত হওয়া, কর্মক্ষম হওয়া, ক্ষিপ্র হওয়া, বাস্তব বা প্রকৃত হওয়া, কর্তৃবাচ্য নিষ্পন্ন হওয়া, অত্যন্ত ইচ্ছা করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। (অ-বিণ) **সমীহিত**।

সমীহিত (বিণ) বিচলিত, উত্থাপিত, জাগ্রত, সমীহিত, সম্যক চেষ্টিত, অভীষ্ট, ব্যগ্র, জীবন্ত, ক্ষিপ্র। ⟹ **সমীহতি**। (স্ত্রী) চেষ্টা, ইচ্ছা, উদ্যম, লক্ষ্য, পরিশ্রম, বিবাদ, প্রতিযোগিতা, আড়াআড়িকরণ, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, সাধনা, কার্য, ব্যবসায়।

সমুক্কংসতি (ক্রি) [সং+উক্কংসতি] প্রশংসা করা, অত্যন্ত প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা। (অ-বিণ) **সমুক্কট্‌ঠ, সমুক্কংসিত**। (করণে) **সমুক্কংসেতি**।

সমুক্কংসিত (বিণ) = **সমুক্কট্‌ঠ**। ⟹ **সমুক্কট্‌ঠ** (২), **সমুক্কংসতি**।

সমুক্কংসেতি (ক্রি) [সং+উ+√কস+এ] = **সমুক্কংসতি**। ⟹ **সমুক্কংসতি**। (অতীত) **সমুক্কংসেসি**। (অ-বিণ) **সমুক্কংসিত**। (ক্রি-বি) **সমুক্কংসেত্বা**।

সমুক্কট্‌ঠ (বিণ) ১ উন্নত, গৌরবান্বিত। ২ প্রশংসিত, স্তুতিকৃত। ⟹ **সমুক্কংসেতি**।

সমুক্কাচনা = **উক্কাচনা**। ⟹ **উক্কাচনা**।

সমুক্‌খেটিত (বিণ) [সং+উক্‌খেটিত] অবজ্ঞাকৃত, ঘৃণিত, প্রত্যাখ্যাত, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচকৃত।

সমুগ্‌গ (পুং) [সম+উগ্‌গ] চুপড়ি, ঝুড়ি, বাক্স, মণিরত্ন রাখিবার আধার, বাক্সের অভ্যন্তরস্থ বস্তু, নাট্যশালায় বসিবার ঘেরা দেওয়া স্থানবিশেষ, শকটচালকের বসিবার স্থান, ছোট কুটির বা কাঠের আশ্রয়স্থল, সমান সমান উদার ব্যক্তি, সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। ⟹ **উগ্‌গ** (পুং)।

সমুগ্‌গগত (বিণ) = **সমুগ্‌গত**। ⟹ **সমুগ্‌গত**।

সমুগ্‌গচ্ছতি (ক্রি) [সং+উ+√গম+অ] (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, অস্তিত্বে আসা, জীবন পাওয়া, প্রাণী হওয়া, জীব হওয়া। (অতীত) **সমুগ্‌গচ্ছি**। (অ-বিণ) **সমুগ্‌গত**। (ক্রি-বি) **সমুগ্‌গন্ত্বা**।

সমুগ্‌গজাতক (পুং) = **সমুগ্‌গ**। ⟹ **সমুগ্‌গ**।

সমুগ্‌গণ্হাতি (ক্রি) [সং+উগ্‌গণ্হাতি] ধৃত করা, ধরা, বলপূর্বক অধিকার করা, দখল করা, আক্রমণ করা, পাকড়ানো, গ্রেপ্তার করা, উত্তমরূপে শিক্ষা করা, মুখস্থ করা, মনে মনে ধারণা করা, গ্রহণ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থ গ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা, আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। (অতীত) **সমুগ্‌গণ্হি**। (অ-বিণ) **সমুগ্‌গহীত**। (ক্রি-বি) **সমুগ্‌গহায, সমুগ্‌গহেত্বা**।

সমুগ্‌গত (বিণ) সমুদ্‌গত, দৃষ্টিপথে উপনীত, আবির্ভূত, উৎপন্ন, সমুত্থিত, উত্থিত, যে উঠিয়াছে, উদিত। ⟹ **সমুগ্‌গচ্ছতি**। (জাতকে) **সমুগ্‌গগত**।

সমুগ্‌গম (পুং) প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন, আরোহণ, উত্থান, চড়াই, আদি, বৃদ্ধি, স্ফীতি, উন্নতি, স্বরের উচ্চতর প্রকাশ, সমুত্থান, ওঠা, উদয়, উৎপত্তি; (বিভঙ্গ অর্থকথায় "**খন্ধ**" সমূহ-সম্বন্ধে) দ্বিত্ব, দ্বিভাজ।

সমুগ্‌গহীত (বিণ) ধৃত, গৃহীত, উত্তমরূপে শিক্ষিত, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, অধিকৃত। ⟹ **সমুগ্‌গণ্হাতি**।

সমুগ্‌গাভং = **সমুগ্‌গ**। ⟹ **সমুগ্‌গ**।

সমুগ্‌গিরতি (ক্রি) [সং+উ+√গির+অ] উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, (মেকি মুদ্র ইত্যাদি) চালানো, অগ্রাহ্য করা, পাশ না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, উদ্‌গিরণ করা, হঠাৎ বলিয়া ফেলা, বিকীর্ণ করা, নিঃসরণ করা, নিক্ষেপ করা, প্রক্ষেপ করা, দূর করা, বহিষ্কার করা, অধিকারচ্যুত করা, উচ্ছেদ করা, রহিত করা, স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা, (দাঠাবংসের মতে) উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা বা প্রচার করা। (অতীত) **সমুগ্‌গিরি**।

সমুগ্‌গিরণ (স্ত্রী) সমুদ্‌গিরণ, উচ্চারণ, বাক্য কথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য।

সমুগ্‌ঘাত (পুং) সমুৎপাটন, উন্মূলন, ধাক্কা দেওন বা ধাক্কা মারণ, ঘা মারণ, খটখট শব্দকরণ, আঘাতকরণ, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, সম্পূর্ণ ধ্বংসকরণ, আবাসস্থল হইতে বিদূরণ বা অপসারণ, উপড়ানো, শিকড়সমেত তুলিয়া ফেলন, লোপকরণ, বিনাশ সাধনকরণ, রদকরণ, রহিতকরণ, উঠাইয়া দেওন।

সমুগ্‌ঘাতক (বিণ) উঠাইয়া দেয় এরূপ, লোপ করা হয় এরূপ, রদ করে এরূপ, রহিত করা হয় এরূপ, সরাইয়া দেওয়া হয় এরূপ, অপসারিত করে এরূপ, বিদূরিত করে এমন, পদচ্যুত করে এমন।

সমুগ্‌ঘাতাপেতি (ক্রি) সরাইয়া ফেলিবার কারণ করা, অপসারিত করানো, কর্মচ্যুত করানো, পদচ্যুত করানো, মৃত্যু ঘটানো, জীবনে বধ করানো। ⟹ **সমূহনতি**।

(অ-বিণ) **সমুগ্‌ঘাতিত**।

সমুগ্‌ঘাতিত (বিণ) ১ সমুৎপাটিত, উন্মূলিত, উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিলুপ্ত, রদকৃত, রহিত করা হইয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে অপসারিত, বিনষ্ট। ⟹ **সমুগ্‌ঘাটেতি, সমূহনতি**। ২ সরাইয়া ফেলানো হইয়াছে এরূপ, অপসারিত, মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সমুগ্‌ঘাতাপেতি**।

সমুগ্‌ঘাতিত্ত (ক্লী) উৎপাটন, উন্মূলন, বিনাশ, বিলোপ, ধ্বংস, অপসারণ।

সমুগ্‌ঘাতুং ⟹ **সমূহনতি**।

সমুগ্‌ঘাতেতি (ক্রি) [সং+উ+√ঘাত+এ] উঠাইয়া দেওয়া, লোপ করা, রদ করা, রহিত করা, নির্মূল করা, উৎপাটন করা, শিকড়সমেত তুলিয়া ফেলা, উপড়ানো, আবাসস্থল হইতে সরাইয়া দেওয়া, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারণ করা, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (অতীত) **সমুগ্‌ঘাটেসি**। (অ-বিণ) **সমুগ্‌ঘাতিত**। (ক্রি-বি) **মুগ্‌ঘাতেত্বা**।

সমুচিত (বিণ) ১ সমুচিত, উপযুক্ত, যোগ্য, সমঞ্জস, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত। ২ রাশীকৃত, সংখ্যায় বা পরিমাণে বর্ধিত বা অধিক, জমানো; (বিনয়ের অন্যত্র সম্ভবত অর্থ হইতেছে) প্রহৃত বা ভীত।

সমুচ্চয (পুং) রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, জনতা, চাঁদা, স্তূপ, নির্বাচন, সংকলন, সমুচ্চয়, সমূহ, সমাহার, মিলন। (বিনয়) **সমুচ্চযকখন্ধক**।

সমুচ্চযকখন্ধক—"চূলবগ্‌গ" নামক পালি গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ। ⟹ **সমুচ্চয**।

সমুচ্ছক = **সমুঞ্ছক**। ⟹ **সমুঞ্ছক**।

সমুচ্ছতি (ক্রি) দৃঢ় হওয়া, কঠিন হওয়া, সংকুচিত হওয়া, একত্র হওয়া, (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া। (দীর্ঘনিকায়ে ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **সমুচ্ছিসসথ**—(তোমরা শর্তযুক্ত বা শর্তমূলক) দৃঢ় হইবে।

সমুচ্ছিত (বিণ) মোহিত, মুগ্ধ, জ্ঞানহীন বা নির্বোধ করা হইয়াছে এমন, হতবুদ্ধি করা হইয়াছে, বিমোহিত করা হইয়াছে এমন। = **পমুচ্ছিত**। সর্বত্র "**সমুচ্ছিত**" পাঠই সুন্দর।

সমুচ্ছিন্দতি (ক্রি) [সং+উ+√ছিদ+ং+অ] সমূলে উৎপাটন করা, বিনষ্ট করা, উঠাইয়া দেওয়া, লোপ করা, রদ করা, রহিত করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা বা হওয়া, ভঙ্গ করা, বধ করা, ত্যাগ করা, লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিগড়ানো, অব্যবহার্য হওয়া। (অতীত) **সমুচ্ছিন্দি**। (অ-বিণ) **সমুচ্ছিন্ন**। (ক্রি-বি) **সমুচ্ছিন্দিয, সমুচ্ছিন্দিত্বা**।

সমুচ্ছিন্ন (বিণ) কর্তিত, সমূলে উৎপাটিত, বিনষ্ট। ⟹ **সমুচ্ছিন্দতি**।

সমুচ্ছিন্দন (ক্লী) = **সমুচ্ছেদ**। ⟹ **সমুচ্ছেদ**।

সমুচ্ছেদ (পুং) কর্তন, বিনাশ, ধ্বংস, সমুচ্ছেদ, উন্মূলন, সমূলোৎপাটন, ত্যাগকরণ, লোপকরণ, উঠাইয়া দেওন, রহিতকরণ, ধ্বংস, মৃত্যু, ছিন্নকরণ। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **সম্মাসমুচ্ছেদ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সমুচ্ছেদ পহান; সমুচ্ছেদমরণ**। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **সমুচ্ছেদ বিসুদ্ধি; সমুচ্ছেদ সুঞ্‌ঞং**।

সমুচ্ছেদ পহান—সমূলে উৎপাটন করিয়া ত্যাগকরণ। ⟹ **পহাণ, সমুচ্ছেদ**।

সমুচ্ছেদ পহান—সমূলে উৎপাটন করিয়া ত্যাগকরণ। ⟹ **পহাণ, সমুচ্ছেদ**।

সমুচ্ছেদ মরণ (সংসার সম্বন্ধীয়) সমূলোৎপাটন করিয়া মৃত্যুবরণ। ⟹ **সমুচ্ছেদ**।

সমুচ্ছেদ সুঞ্‌ঞং—সমূলে উৎপাটন দ্বারা শূন্য বা নির্বাণ। ⟹ **সমুচ্ছেদ, সুঞ্‌ঞং**।

সমুজ্জল (বিণ) সমুজ্জ্বল, অত্যুজ্জ্বল, প্রভাময়, উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত। (জাতক) **পঞ্চবণ্ণ বত্থ সমুজ্জল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রংসিজাল সমুজ্জল**—রশ্মির বর্ণদীপ্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল।

সমুজ্জু (বিণ) [সং+উজু] সরল, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, দোষরহিত, বিশুদ্ধচরিত্র, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপিকা। (সংযুক্ত নিকায়) **সংমুজু**।

সমুঞ্ছক (বিণ) এই শব্দটি কেবল ক্লীবলিঙ্গে ক্রিয়াবিশেষণে "**সমুঞ্ছকং**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **সমুঞ্ছকং**।

সমুঞ্ছকং (ক্রি-বিণ) সংগৃহীত বস্তু দ্বারা, উঞ্ছবৃত্তি করিয়া, ধান্যাদির শিষ কুড়াইয়া বা সংগ্রহ করিয়া, উঞ্ছবৃত্তিভাবে, উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা (জীবনধারণ)। (জাতক) **সমুঞ্ছকং চরতি**—উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করা।

সমুট্‌ঠহতি (ক্রি) = **সমুট্‌ঠাতি**। ⟹ **সমুট্‌ঠাতি**।

সমুট্‌ঠাতি (ক্রি) [সং+উ+√ঠা+অ] উদিত হওয়া, ওঠা, চড়া, আরোহণ করা, ফাঁপিয়া উঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, সৃষ্টি করা, সৃজন করা, উৎপাদন করা, আরম্ভ করা, উদ্ভূত হওয়া। (অতীত) **সমুট্‌ঠহি**। (অ-বিণ) **সমুট্‌ঠিত**। (ক্রি-বি) **সমুট্‌ঠহিত্বা**। (করণে) **সমুট্‌ঠাপেতি**।

সমুট্‌ঠান (ক্লী) সমুত্থান, ওঠা, উত্থান, উদয়, উৎপত্তি, কার্যারম্ভ, মূল, আরম্ভ, আরোহণ, চড়াই, আদি, বৃদ্ধি, স্ফীতি, উন্নতি, স্বরের উচ্চতর প্রকাশ, কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, মোকদ্দমা। (বিণ) (যাহাতে) উৎপন্ন, দৃষ্টিপথে উপনীত, আবির্ভূত।

সমুট্‌ঠানিক (বিণ) সৃষ্টি হয় এরূপ, সৃজিত হয় এরূপ, সৃজন হয় এরূপ, উৎপন্ন হয় এরূপ, আরম্ভ হয় এরূপ, উদ্ভূত হয় এরূপ।

সমুট্‌ঠাপক (বিণ) উৎপন্ন করে বা হয় এরূপ, কারণস্বরূপ হয় এরূপ, প্রবৃত্ত করে এরূপ, উৎপাদন করে এরূপ, হাজির করে এরূপ, প্রদত্ত হয় এরূপ, দেওয়া হয় এরূপ, বাড়ানো হয় এরূপ, ঘটায় এরূপ, জন্মায় এরূপ, উৎপন্নকারক, জন্মদাতা, উৎপাদনকারী।

সমুট্‌ঠাপয = সুমুট্‌ঠাপয। ⟹ **সুমুট্‌ঠাপয**।

সমুট্‌ঠাপিকা (বিণ, স্ত্রী) উৎপাদনকারিণী, জন্মদাত্রী, বৃদ্ধিকারিণী। ⟹ **সমুট্‌ঠাপক**।

সমুট্‌ঠাপেতি (ক্রি) [সং+উ+√ঠা+আপে] তোলা, উঠানো, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ করা, বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, জাগ্রত করা, পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করা, স্ফীত করা, সৃষ্টি করা, সৃজন করা, আরম্ভ করা, উদ্ভূত করা বা হওয়া, পায়ে আবদ্ধ করা, হাজির করা, দেওয়া, বাড়ানো। ⟹ **সমুট্‌ঠাতি**। (অতীত) **সমুট্‌ঠেসি**। (অ-বিণ) **সমুট্‌ঠপিত**। (ক্রি-বি) **সমুট্‌ঠাপেত্বা**।

সমুট্‌ঠাসি ⟹ **সমুদ্ধরতি**।

সমুট্‌ঠিত (বিণ) সমুত্থিত, উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, দৃষ্টিপথে উপনীত, আবির্ভূত, সৃষ্ট, সৃজিত, উৎপাদিত, আরব্ধ, উদ্ভূত, ঘটিত, সংঘটিত, ইতস্তত দৃষ্ট, উপনীত, মনের মধ্যে উদিত, মনের মধ্যে উপনীত। ⟹ **সমুট্‌ঠাতি**।

সমুত্তরতি (ক্রি) [সং+উ+√তর+অ] উপেক্ষা করা, পার হইয়া যাওয়া, উত্তরণ করা, অতিক্রম করা, ছাড়িয়া যাওয়া। (অতীত) **সমুত্তরি**। (অ-বিণ) **সমুত্তিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **সমুত্তরিত্বা, সমুত্তরণ**।

সমুত্তেজক (বিণ) সমুত্তেজক, উত্তেজক, প্রণোদিত করে এরূপ, প্ররোচিত করে এরূপ, প্রবৃত্ত করে এরূপ, উৎসাহিত করে এমন, উত্তেজিত করে এমন, হৃষ্ট করে এরূপ, প্রফুল্লিত করে এমন, উল্লসিত করে এমন।

সমুত্তেজন (ক্লী) কুকার্যে প্ররোচনা।

সমুত্তেজেতি (ক্রি) [সং+উ+√তিজ+এ] উত্তেজিত করা, উস্কাইয়া দেওয়া, হৃষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লসিত করা, উৎসাহপূর্ণ হওয়া, ঔৎসুক্যপূর্ণ হওয়া, প্রণোদিত করা, প্ররোচিত করা, প্রবৃত্ত করা, তীক্ষ্ণ করা বা হওয়া, ধারালো করা, ধার দেওয়া। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) সমুত্তেজয়তি। (অতীত) **সমুত্তেজেসি**। (অ-বিণ) **সমুত্তেজিত**। (ক্রি-বি) **সমুত্তেজেত্বা**।

সমুদয (পুং) ১ কারণ, হেতু, আরোহণ, উত্থান, চড়াই, মূল, আদি, বৃদ্ধি, স্ফীতি, উন্নতি, স্বরের উচ্চতর প্রকাশ, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, উত্থান, সমুদয়, উদয়, ব্যুৎপত্তি, গোড়াপত্তন, অস্তিত্ব, অস্তিত্বে আগমন, অস্তিত্ব গ্রহণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মসমুদয**। (দীর্ঘনিকায়) **দুক্‌খ সমুদয**—দুঃখের আদি বা মূলকারণ। ২ উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, প্রকাশকরণ, ফাটিয়া নির্গমন। ৩ ফল, উৎপত্তি, আয়, কৃষিজাত দ্রব্য, খাজানা, রাজস্ব, কর।

সমুদযতি (ক্রি) = **সমুদেতি**। ⟹ **সমুদেতি**।

সমুদয ধম্ম (পুং) কারণ বা মূলঘটিত স্বভাব, আদি স্বভাব, আদি প্রকৃতি, মূলজনিত ধর্ম। ⟹ **নিরোধ ধম্ম**।

সমুদয সচ্চ (ক্লী) কারণ সত্য, আদি বা মূল সত্য, গোড়াপত্তনমূলক সত্য। ইহা চারি **"অরিয সচ্চ"** এর মধ্যে দ্বিতীয়টি। ⟹ **সমুদয**।

সমুদযে ঞাণ = দুক্‌খসমুদযে ঞাণ। ⟹ **দুক্‌খসমুদযে ঞাণ**।

সমুদাগচ্ছতি (ক্রি) ফলদায়ক হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া, ওঠা, চড়া, ফাঁপিয়া ওঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, লাফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, হাতে পাওয়া, হাতে আসা। (অতীত) **সমুদাগচ্ছি**। (অ-বিণ) **সমুদাগত**।

সমুদাগত (বিণ) ফলদায়ক হইয়াছে এরূপ, উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত, পরিণামে প্রাপ্ত, অর্জিত, শেষফলে প্রাপ্ত, সিদ্ধান্তে গৃহীত, হিসাবে প্রাপ্ত, ঠিক উত্তর হইয়াছে এরূপ, গৃহীত, সমাদরকৃত, অভ্যুত্থিত, স্বীকৃত, অন্তর্ভুক্ত, দৃষ্টিপথে উপনীত, আবির্ভূত। = **আগত**। ⟹ **সমুদাগচ্ছতি**।

সমুদাগম (পুং) সমুদাগম, সম্যক জ্ঞান, মূল, আদি, কারণ, হেতু, আরম্ভ, উপক্রমণিকা, ফল, উৎপত্তি, আয়, কৃষিজাত দ্রব্য, আরোহণ, উত্থান, চড়াই, বৃদ্ধি, স্ফীতি, উন্নতি, স্বরের উচ্চতর প্রকাশ।

সমুদাচরতি (ক্রি) [সং+উ+আ+√চর+অ] ১ প্রায়শ যাতায়াত করিয়া সাক্ষাৎ করা, প্রচলিত হওয়া, সর্বসাধারণ সম্মত হওয়া, ব্যবহারে থাকা। = **কায-বচী-দ্বারং সম্পত্ত সমুদাচরতি** (মধ্যম নিকায় অর্থকথা)। ২ ইতস্তত দৃষ্টি দেওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া, উপস্থিত হওয়া, মনের মধ্যে উপস্থিত হওয়া, মনে ওঠা, মনে উদিত হওয়া, বেষ্টন করা, রোধ করা, আক্রমণ করা। ৩ আচরণ করা, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা, কথোপকথন করা, আলাপ করা, গল্প করা, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, লিখিয়া পাঠানো, কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, প্রয়োগ করা। ৪ পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা। (অতীত, প্রথম পুরুষ বহুবচন) **সমুদাচরিংসু**। ৫ দাবি করা, দরকার করা, উপযুক্ত হওয়া, অহঙ্কার করা,

আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া। (অতীত) **সমুদাচরি**। (অ-বিণ) **সমুদাচরিত, সমুদাচিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **সমুদাচরিত্বা**।

সমুদাচরণ (ক্লী) = **সমুদাচার**। ⟹ **সমুদাচার**।

সমুদাচরিত (বিণ) প্রচলিত, জনসাধারণের সম্মতিপ্রাপ্ত, সংঘটিত, বেষ্টিত, আক্রান্ত, আচরিত, প্রযুক্ত, ভদ্র ব্যবহারকৃত, আলাপিত, সম্পাদিত, অভ্যস্ত, ব্যবহৃত, চালাকিকৃত, দাবিকৃত, অহঙ্কৃত, গর্বিত। ⟹ **সমুদাচরতি**।

সমুদাচরিতত্ত (ক্লী) অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতির পেশা।

সমুদাচার (পুং) ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন-প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, ঘনিষ্ঠতা, অব্যাহত আলাপ, পরিচ্ছদ, শারীরিক বা মানসিক গঠন, রীতি, স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় চড়িবার কোট।

সমুদাচিণ্ণ (বিণ) সম্পাদিত, নিত্যকৃত, পুনঃপুন কৃত, ব্যবহৃত, কৌশলকৃত, অভ্যস্ত, চালাকিকৃত, তুষ্টকৃত, প্রশ্রয় প্রদত্ত, অনুমতি প্রদত্ত, অসংযত, আসক্ত। ⟹ **সমুদাচরতি**।

সমুদানয (বিণ) স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হয় এরূপ, সংঘটিত হয় এরূপ, প্রাপ্ত হয় এরূপ, লাভ হয় এরূপ।

সমুদানীত (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে—সমুদানীত) সংগৃহীত, একত্রিত, স্থির, স্থিরচিত্ত, শান্ত, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত, সংঘটিত, ঘটিত। ⟹ **সমুদানেতি**।

সমুদানেতি (ক্রি) [সং+উদ+আনেতি] সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো। (অ-বিণ) **সমুদানীত**।

সমুদায (পুং) সমুদয়, সমগ্র, সমস্ত, সকল, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক, সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক, পরিমাণ, মাত্রা, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা, (গণিতে) রাশি।

সমুদাবট (বিণ) দমিত, সংযত, বাধাপ্রাপ্ত।

সমুদাহরণ (ক্লী) = **সমুদাহার**। ⟹ **সমুদাহার**।

সমুদাহরতি (ক্রি) [সং+উ+আ+√হর+অ] বলা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, (মেকি মুদ্রা ইত্যাদি) চালানো। (অতীত) **সমুদাহরি**। (অ-বিণ) **সমুদাহট**। (ক্রি-বি) **সমুদাহরিত্বা**।

সমুদাহার (পুং) আলাপ, কথোপকথন, গল্প, কথাবার্তা, গল্পগাছা, উচ্চারণ, বাক্যকথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পিয সমুদাহার**।

সমুদিক্খতি (ক্রি) [সং+উদিক্খতি] অবলোকন করা, দৃষ্টিপাত করা।

সমুদিত (বিণ) ১ সমুদিত, উত্থিত, উন্নত, উৎপন্ন, জাত, দৃষ্টিপথে উপনীত, আবির্ভূত। ২ উত্তেজিত, উস্কাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ৩ মিলিত, সংযুক্ত। ⟹ **সমুদেতি**।

সমুদিযতি (ক্রি) = **সমুদেতি**। ⟹ **সমুদেতি**।

সমুদীরণ (ক্লী) সমুদীরণ, সম্যক কথন, উচ্চারণ, বাক্যকথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য, বিচলন, চলনভঙ্গি, গতি, সঙ্গীতাংশ, আন্দোলন, গতিবিধি, স্থান পরিবর্তন, স্থানান্তরকরণ, স্থানান্তরে গমন, বিচলিতকরণ, উত্থাপন, প্রস্তাবকরণ, পদব্রজে চলন, অগ্রসর হওন, সক্রিয় অংশগ্রহণকরণ।

সমুদীরিত (বিণ) সমুদীরিত, সম্যকরূপে কথিত, উচ্চারিত, কথিত, প্রকাশিত। ⟹ **সমুদীরেতি**।

সমুদীরেতি (ক্রি) [সং+উ+√ঈর+এ] স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, উচ্চারণ করা, বলা, কহা, প্রকাশ করা, (মেকি মুদ্রা ইত্যাদি) চালানো। (অতীত) **সমুদীরেসি**। (অ-বিণ) **সমুদীরিত**। (ক্রি-বি) **সমুদীরেত্বা**।

সমুদেতি (ক্রি) [সং+উদেতি] (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া। (অতীত) **সমুদেসি**। (অ-বিণ) **সমুদিত**।

সমুদ্দ (পুং) সমুদ্র, সাগর, অম্বুধি, জলধি, জলরাশি, মহাসমুদ্র। সংযুক্ত নিকায়ে চারি সমুদ্রের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহার অষ্টবিধ গুণ বা ধর্ম:—**যত্তকং উদকং তত্তকং লোণং** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। চক্ষু ইত্যাদি (ইন্দ্রিয়সমূহ) এক একটি মহাসমুদ্র বিশেষ যাহা সর্বজীবকে আবর্তিত করে। = **মহা উদকরাসি**। (তুলনীয়) **সামুদ্দিক**।

সমুদ্দ অক্খাযিকা (স্ত্রী) সমুদ্র সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা, সমুদ্রের আদি বা গোড়াপত্তন-সম্বন্ধে গল্পসমূহ।

সমুদ্দট্ঠক (বিণ) সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত বা স্থাপিত, মহাসমুদ্রে অধিষ্ঠিত বা উপবিষ্ট।

সমুদ্দ দেবতা (স্ত্রী) সমুদ্রদেবতা, সমুদ্রে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সমুদ্রে অবস্থানকারী দেবতা, সমুদ্রে অধিষ্ঠিত দেবতা। ⟹ **দেবতা**।

সমুদ্দপিট্ঠে—সমুদ্রের উপর। ⟹ **পিট্ঠে** (২)।

সমুদ্দয = **সমুদয**। ⟹ **সমুদয**।

সমুদ্দবীচি—সমুদ্রের ঢেউ বা তরঙ্গ। ⟹ **বীচি** (১)।

সমুদ্দানুগত (বিণ) [সমুদ্দ+অনুগত] সমুদ্রানুগত, সমুদ্রের দিকে গতিশীল, সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত।

সমুদ্ধট (বিণ) সমুদ্ধৃত, টানিয়া বাহির করিয়াছে এরূপ, উত্তোলিত, উৎপাটিত, নষ্টকৃত, মোচনকৃত, উদ্ধারকৃত,

উদ্ধৃত, উন্মূলিত। ⟹ সমুদ্ধরতি।

সমুদ্ধরণ (ক্লী) সমুদ্ধরণ, উত্তোলন, উদ্ধার, মোচন, উন্মূলন, টানিয়া বাহিরকরণ, রক্ষণ, পরিত্রাণকরণ, মুক্তি প্রদান, মুক্তি।

সমুদ্ধরতি (ক্রি) [সং+উ+√হর+অ] সমুদ্ধার করা, উদ্ধৃত করা, রক্ষা করা, বাঁচানো, উদ্ধার করা, মুক্ত করা, ত্রাণ করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, মিতব্যয়ী হওয়া, উত্তোলন করা, টানিয়া তোলা, তোলা, উন্নত করা, স্ফীত করা, উর্ধ্বে ওঠা, উপরে ওঠা, উঠিতে চেষ্টা করা, উপরে তোলা, বাহির করিয়া লওয়া, লইয়া যাওয়া, সরানো, সরাইয়া ফেলা। (অতীত) **সমুদ্ধরি, সমুট্‌ঠাসি।** (এবং ইহার পরিবর্তে পাঠ) **সমুদ্ধাসি।** (ক্রি-বি) **সমুদ্ধরিত্বা।**

সমুন্ন (বিণ) [সং+উন্ন] সমুন্ন, আর্দ্র, ক্লিন্ন, সিক্ত, ভিজা, আর্দ্রকৃত, ভিজানো হইয়াছে এরূপ, বাদলা, মগ্ন, নিযুক্ত, অভিভূত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "জাল, ফাঁদ, পাশ" (পরিবেষ্টনভ্ধ) অর্থে "তণ্হা" সম্বন্ধে পাঠও তুলনীয়।

সমুন্নমেতি (ক্রি) [সং+উন্নমেতি] উন্নীত করা, তোলা, উঠানো, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ করা, বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মূল্যবৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সম্বন্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করা, স্ফীত করা, উত্তোলন করা, উন্নত করা।

সমুপগচ্ছতি (ক্রি) [সং+উপ+√গম+অ] সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে গিয়া বলা। (অতীত) **সমুপগচ্ছি।** (অ-বিণ) **সমুপগত।** (ক্রি-বি) **সমুপগন্ত্বা, সমুপগম্ম।**

সমুপগমন (ক্লী) নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা।

সমুপজনেতি (ক্রি) [সং+উপ+জনেতি] হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো। (কর্মবাচ্যে, ব-বিণ) **সমুজনিযমান।**

সমুপট্‌ঠহতি (ক্রি) [সং+উপট্‌ঠহতি] কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য স্বীকার করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, সাহায্য করা, সহায়তা করা, নিবারণ করা, না করিয়া পারা, খাদ্যাদি পরিবেশন করা, খাইতে আরম্ভ করা বা খাওয়া। (অতীত) **সমুপট্‌ঠহি।**

সমুপট্‌ঠাতি (ক্রি) = **সমুপট্‌ঠহতি** ⟹ **সমুপট্‌ঠহতি।**

সমুপব্বূঢ় (বিণ) [সং+উপ+বিযূঢ়] স্থির, নিশ্চিত, দৃঢ়, নিয়মিত, রীতিমত, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত, একত্রিত, একত্রীভূত, (যুদ্ধ সম্বন্ধে) পুরোদমে বা ব্যস্তভাবে কার্যে নিযুক্ত, জনতাপূর্ণ।

সমুপম (বিণ) সমুপম, সমতুল্য, সদৃশ, অনুরূপ, তুল্য।

সমুরূঢ় (বিণ) আরূঢ়, অধিরূঢ়, কৃতারোহণ, আরোহণকৃত, উপরে অধিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, আরোহণ করিয়াছে এমন।

সমুপপ্লবিং = উপপ্লবিং (⟹ **উপপ্লবতি**)।

সমুপসোভিত (বিণ) সুন্দরকৃত, সুশোভিত, অলঙ্কৃত, ভূষিত, যৌতুক বা বৃত্তি প্রদত্ত, গুণ দ্বারা ভূষিত, বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত।

সমুপাগচ্ছতি (ক্রি) [সং+উপাগচ্ছতি] আসা, নিকটবর্তী হওয়া, হওয়া, প্রকাশ হওয়া, সমান হওয়া, উপনীত হওয়া। এই শব্দটি আদেশ দোষ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, ভবিষ্যৎ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। (অতীত) **সমুপাগচ্ছি, সমুপাগমি।** (অ-বিণ) **সমুপাগত।**

সমুপাগত (বিণ) আগত, উপনীত, পৌঁছাইয়াছে বা আসিয়াছে এরূপ। ⟹ **সমুপাগচ্ছতি।**

সমুপাদিক (বিণ) জলের সমান সমতল হয় এরূপ। ইহার "**সমুপ্পাদিক**" পাঠই উত্তম।

সমুপেত (বিণ) [সং+উপেত] যৌতুক বা বৃত্তি প্রদত্ত, গুণ দ্বারা ভূষিত, বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত, সমুপেত, সমাগত।

সমুপ্পজ্জতি (ক্রি) [সং+উ+√পদ+য] (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, হাজির হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, প্রদত্ত হওয়া, বর্ধিত হওয়া। (অতীত) **সমুপ্পজ্জি।** (অ-বিণ) **সমুপ্পন্ন।** (ক্রি-বি) **সমুপ্পজ্জিত্বা।**

সমুপ্পটন—এই শব্দটি Rhys Davids-এর অভিধানে "**পটল** (১)" এর অন্তর্গত শব্দে পাওয়া যায়, কিন্তু এই শব্দের অর্থের সমাধান পাওয়া গেল না। তবে কি এই শব্দটি "**সমুপ্পটল**" হইবে ? ⟹ **সমুপ্পটল।**

সমুপ্পটল—এই শব্দটির অর্থও Rhys Davids-এর অভিধানে পাওয়া গেল না। "**সমুপ্পটন**" শব্দ হইতে এই শব্দটি গ্রহণ করা হইল। ইহার অর্থ কি "মাংসবৃদ্ধি অথবা উদ্ভেদ" হইবে ?

সমুপ্পত্তি (স্ত্রী) প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, হেতু, আদি, গোড়াপত্তন, উৎপত্তি, দৃষ্টিপথে আগমন বা উপস্থিতি, আবির্ভাব, সমুৎপত্তি।

সমুপ্পন্ন (বিণ) সমুৎপন্ন, উৎপন্ন, জাত, ঘটিত, প্রবৃত্ত, উদ্গত, প্রায় উপনীত, উপনীত, দৃষ্টিপথে উপনীত, আগত, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রদত্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রায় আসিয়াছে এরূপ। ⟹ **সমুপ্পজ্জতি।**

সমুপ্পাত (বিণ) বাতাসের ন্যায় দ্রুত, বায়ুবেগে প্রবাহিত বা গতিশীল।

সমুপ্পাদ (পুং) উৎপত্তি, উৎপত্তির সংযোগ সূত্র, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, হেতু, আদি, গোড়াপত্তন, দৃষ্টিপথে আগমন, উপস্থিতি, সৃষ্টি, আবির্ভাব, সমুৎপত্তি, সমাগম, আগমন, উৎপাদন, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম রচনা। (অঙ্গুত্তর নিকায়)

ধম্ম সমুগ্গাদ। (জাতক) অনিলূপন সমুগ্গাদ (এখানে পাঠ হইবে "সমুগ্গাদ")। (বিশুদ্ধিমার্গে) "সম্মা" এবং "সহ উগ্গজ্জতি" = সমুগ্গাদ। (তুলনীয়) পটিচ্চ সমুগ্গাদ।

সমুগ্গাদিক (বিণ) [সম+উগ্গাদিক] শান্ত হইয়াছে এরূপ, শান্ত, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, প্রশান্ত। (তুলনীয়) সম (পুং)।

সমুপ্পিলব (বিণ) উল্লম্ফন করে এরূপ অথবা জল বুদ্‌বুদ ওঠে এরূপ। (কর্তৃকারক বহুবচনে) সমুপ্পিলবাসো।

সমুপ্পিলবাসো (কর্তৃকারক বহুবচন) উল্লম্ফনসমূহ অথবা জল বুদ্‌বুদের ন্যায় অসার বস্তুসমূহ।

সমুপ্ফোসিত (বিণ) [সং+উদ+ফোসিত] অভিষিক্ত, অল্পবর্ষিত, বিন্দু বিন্দু পতিত, জলছিটানো হইয়াছে এরূপ, ছিটাইয়া পতিত।

সমুব্বন্তো (বিণ) প্রকাশ করে এরূপ, প্রদর্শন করে এরূপ। ⇒ সমুব্বহতি।

সমুব্বহতি (ক্রি) [সং+উ+√বহ+অ] ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, পোষণ করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, ভার বহন করা, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, দেহভঙ্গি করা, কোনো স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, অন্য কলমে বা পাতায় যোগ করা। (অতীত) সমুব্বহি। (ব-বিণ) সমুব্বহন্ত, সমুব্বন্তো (জাতক)। (ক্রি-বি) সমুব্বহিত্বা, সমুব্বহন।

সমুব্ভবতি (ক্রি) [সং+উ+√ভূ+অ] (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, হাজির হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, প্রদত্ত হওয়া, বর্ধিত হওয়া। (অতীত) সমুব্ভবি। (অ-বিণ) সমুব্ভূত। (ক্রি-বি) সমুব্ভবিত্বা।

সমুব্ভূত (বিণ) উপনীত, আবির্ভূত, প্রদত্ত, উৎপাদিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বর্ধিত, জন্ম দিয়াছে এরূপ, প্রসূত, উদ্ভূত, জাত, গর্ভ হইতে উৎপন্ন, স্থানান্তরে নীত। ⇒ সমুব্ভবতি।

সমুয্যুত (বিণ) [সং+উয্যুত] বলবান, উদ্যমশীল, প্রাণবান, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত।

সমুল্লপতি (ক্রি) [সং+উ+√লপ+অ] কথা বলা, কথাবার্তা বলা, বকবক করিয়া বলা, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, বলা, আলাপ করা, কথোপকথন করা, গল্প করা, বন্ধুত্বভাবে কথা বলা। (অতীত) সমুল্লপি। (অ-বিণ) সমুল্লপিত। (ব-বিণ) সমুল্লপন্তো। (ক্রি-বি) সমুল্লপিত্বা।

সমুল্লপন (ক্লী) [সং+উল্লপন] কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্পগাছা, আলাপ।

সমুল্লাপ (পুং) = সমুল্লপন। ⇒ সমুল্লপন।

সমুস্‌সয (পুং) ১ রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, জটিল, গূঢ়রেখা। (সূত্রনিপাত) ভস্‌সসমুস্‌সয। ২ দুরূহ অবয়ব বা গঠন, জটিল গঠন বা অবয়ব, মিশ্রিত আকার, দেহ, শরীর। = সরীর। থেরগাথায় বলা হইয়াছে "জনতা" অর্থাৎ পঞ্চ উৎপাদক স্কন্ধ (ইংরেজি অনুবাদ)। থেরীগাথায় বলা হইয়াছে "রূপসমুস্‌সয"। (তুলনীয়) সমুচ্চয়।

সমুস্‌সাপিত (বিণ) [সং+উস্‌সাপিত] উত্তোলিত, তোলা হইয়াছে এরূপ, উন্নত, স্ফীত, হরণ করা হইয়াছে এরূপ, লইয়া চলিয়া গিয়াছে এরূপ, উর্ধ্বে উঠিয়াছে এরূপ, উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে এরূপ, উঠানো হইয়াছে এরূপ, উন্নীত, শক্তিবৃদ্ধিকৃত, সতেজকৃত, বলবৎ করা হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত, খাড়া করা হইয়াছে এরূপ, নির্মিত, উত্তেজিত, জাগ্রত, পরিমাণ বৃদ্ধিকৃত, মূল্যবর্ধিত, (প্রেত) জাগানো হইয়াছে এরূপ, উল্লিখিত, সংগঠিত, সম্ঘবদ্ধ, সংগৃহীত, চাঁদা তোলা হইয়াছে এরূপ, উচ্চশব্দকৃত, স্ফীত। ⇒ সমুস্‌সাপেতি।

সমুস্‌সাপেতি (ক্রি) [সং+√উস+আপে] উঠানো, উত্তোলন করা, তোলা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ করা, বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, (প্রেত) জাগানো, পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মূল্য বৃদ্ধি করা, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সম্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা, স্ফীত করা। (অতীত) সমুস্‌সাপেসি। (অ-বিণ) সমুস্‌সাপিত। (ক্রি-বি) সমুস্‌সাপেত্বা।

সমুস্‌সাহিত (বিণ) উত্তেজিত, প্রণোদিত, প্ররোচিত, প্রবৃত্ত। ⇒ সমুস্‌সাহেতি।

সমুস্‌সাহেতি (ক্রি) [সং+উ+√সহ+এ] উত্তেজিত করা, প্রণোদিত করা, প্ররোচিত করা, প্রবৃত্ত করা। (অতীত) সমুস্‌সাহেসি। (অ-বিণ) সমুস্‌সাহিত। (ক্রি-বি) সমুস্‌সাহেত্বা।

সমুস্‌সিত (বিণ) [সং+উস্‌সিত] ১ উত্তোলিত, উন্নত, উন্নীত, স্ফীত, নির্মিত, খাড়া করা হইয়াছে এরূপ, তোলা হইয়াছে এমন। ২ উদ্ধত, প্রগল্‌ভ, গর্বিত, অহঙ্কৃত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, সমারোহবিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, অভিমানী। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "একত্রিত" অর্থাৎ ৩০০ অস্থির সমাবেশে শরীর গঠিত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) সমুস্‌সিতং ভস্‌সং—উচ্চ ধরনের এবং অদ্ভুত কথা বা আলাপ। ⇒ সমুস্‌সেতি।

সমুস্‌সেতি (ক্রি) উঠানো, উত্তোলন করা, তোলা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ করা, বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সম্ঘবদ্ধ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা, স্ফীত করা, উন্নত করা, উর্ধ্বে ওঠা,

উপরে ওঠা, উঠিতে চেষ্টা করা। (অতীত) **সমুস্‌সেসি**। (অ-বিণ) **সমুস্‌সিত**। (সপ্তমী) **সমুস্‌সেয্য** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

সমুস্‌সেয্য—বাগাড়ম্বরে পটু হওয়া, শব্দাড়ম্বপ্রিয় হওয়া। ⟹ **সমুস্‌সেতি**।

সমূপম (বিণ) = **সমুপম**। ⟹ **সমুপম**।

সমূপসন্ত (বিণ) উপশমিত, শান্ত হইয়াছে এরূপ। এই শব্দটি কি খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় "**সু-বূপসন্ত**" শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে?

সমূল (বিণ) ১ সমূল, সমূলক, মূলসহ, মূলের সহিত, গোড়াসহ। ⟹ **মূল** (১)। ২ সহেতুক, হেতুসহ, কারণের সহিত, সত্য, কারণ বা যুক্তির সহিত। ⟹ **মূল** (৩)।

সমূলক (বিণ) = **সমূল**। ⟹ **সমূল** (১)।

সমূলহ—ইহার শুদ্ধ পাঠ "**সম্মূলহ**"। ⟹ **সম্মূলহ**।

সমূহ (পুং, বহুবচন) সমূহ, গণ, গুলি, সমুদয়, রাশি, সকল, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোকসমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক, পিণ্ড, স্তূপ, পুঞ্জ, ভর, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ, আকৃতি, একত্রীকরণ, সমষ্টি। = **গণ**। ⟹ **সময**।

সমূহত (বিণ) বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, উদ্ধৃত, তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, অপসারিত, কর্মচ্যুত, পদচ্যুত, স্থান পরিবর্তিত, বিদায়কৃত। ⟹ **সমূহনতি**।

সমূহতত্ত (ক্লী) বিলোপ, বিলোপসাধন (যেমন—দাসত্ব প্রথার বিলোপসাধন)।

সমূহনতি (ক্রি) [সং+উ+√হন+অ] শিকড়সমেত তুলিয়া ফেলা, উপড়ানো, আবাসস্থান হইতে সরানো, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, উঠাইয়া দেওয়া, লোপ করা, রদ করা, রহিত করা। (বিনয়) **সিক্‌খাপদং সমূহনতি; উপোসথাগারং সমূহনতি**—বিহারকে উপোসথাগারের ন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগ করা; **সীমং সমূহনতি**—সীমা সরাইয়া ফেলা। (অতীত) **সমূহনি**। (অ-বিণ) **সমূহত**। (সপ্তমী) **সমূহনেয্য**। (পঞ্চমী) **সমূহন্তু, সমূহনতু**। (ভবিষ্যতে) **সমূহনিস্‌সতি**। (ভ-বিণ) **সমূহন্তব্ব**। (ক্রি-বি) **সমূহনিত্বা**, (মধ্যম নিকায়) **অসমূহনিত্বা**। (তুম্) **সমুগ্ঘাতুং**। (করণে) **সমূহনাপেতি, সমুগ্ঘাতাপেতি**।

সমূহনাপেতি (ক্রি) **সমুগ্ঘাতাপেতি**। ⟹ **সমুগ্ঘাপেতি, সমূহনতি**।

সমূহন্তি (ক্রি) = **সমূহনতি**। ⟹ **সমূহনতি**।

সমূহেতি (ক্রি) সংগ্রহ করা, একত্র করা বা হওয়া, উপার্জন করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, একত্রিত করা বা হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, পূয সঞ্চিত হওয়া, রাশি করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা।

সমেক্‌খেতি (ক্রি) [সং+√ইক্‌খ+অ] চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, পাইতে চেষ্টা করা, বিবেচনা করা। (সপ্তমী) **সমেক্‌খে**। (অতীত) **সমেক্‌খি**। (অ-বিণ) **সমেক্‌খিত**। (ব-বিণ) **সমেক্‌খমান, সমেক্‌খং**। (ক্রি-বি) **সমেক্‌খিয, সমিক্‌খিত্বা**।

সমেচ্চ (ক্রি-বি) ১ একত্রে আসিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, মিলিত হইয়া। ২ অর্জন করিয়া, শিক্ষা করিয়া, জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া, জানিতে পারিয়া। ⟹ **সমেতি**।

সমেত (বিণ) সমেত, সমবেত, সহিত, সংযুক্ত, মিলিত, প্রাপ্ত, উপস্থিত, সঙ্গত, ভূষিত, অলঙ্কৃত, সম্বন্ধযুক্ত, একত্রিত, ঘনিষ্ঠ, ঠিকমত যুক্ত, জোগানকৃত, পূর্ব হইতে সংগৃহীত, প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে এরূপ, পূর্বে চুক্তিকৃত, স্থাপিত, গঠিত, নিযুক্ত, বিধিমত গঠিত। ⟹ **সমেতি**।

সমেতর (পুং) = **সমীতর**। ⟹ **সমীতর**।

সমেতি (ক্রি) [সং+√ই+অ] ১ একত্রে আসা, মিলিয়া যাওয়া, দেখা করা, সাক্ষাৎ করা, মিলিত হওয়া, একত্র হওয়া, সম্মুখীন হওয়া, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া অতিক্রম করা, একত্রে মিলিত হওয়া, শান্ত করা, তৃপ্ত করা, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া, অভ্যর্থনা করা, মেটানো, স্পর্শ করা, সংস্পর্শে আসা, একত্রিত করা, মিলানো, মিশানো, জড় হওয়া, সম্মিলিত হওয়া। ২ মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত হওয়া, যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। ৩ অনুরূপ হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, চিঠিপত্রাদি লেখা, পত্রাদি দ্বারা সংবাদ ইত্যাদি আদান-প্রদান করা, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া। ৪ জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া, চিন্তা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা। ৫ উপযুক্ত করা, ঠিক করা, তদনুরূপ করা, সমানভাবে করা। (পঞ্চমী) **সমেতু**। (অতীত) **সমেসি**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **সমিংসু, সমেসুং**। (অ-বিণ) **সমিত, সমেত**। (ভবিষ্যতে) **সমেস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **সমেত্বা, সমেচ্চ**।

সমেতিকা—ইহার পাঠ হইবে "**সমাহিতা**"। ⟹ **সমাহিত**।

সমেন (ক্রি-বিণ) বিচার করিয়া, নিরপেক্ষভাবে, সমদর্শীরূপে, ন্যায়পরভাবে, ন্যায়পরতার সহিত। = **ধম্মেন**।

সমেরিত (বিণ) স্থানান্তরিত, চালিত, স্থানান্তরে গত, বিচলিত, প্রস্তাবিত, উত্থাপিত, পায়ে হাঁটে এমন, পদব্রজে চলে এমন, গতিতে পর্যবসিত, চলিয়াছে বা চালাইয়াছে এরূপ, অস্তগত, অস্তমিত, রোপিত, পরিপূরিত, ব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট।

সমোকিণ্ণ (বিণ) আবরিত, আচ্ছাদিত, উপরিভাগে ছিটানো হইয়াছে এরূপে। ⟹ **সমোকিরতি**।

সমোকিরতি (ক্রি) [সং+অব+√কির+অ] ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষিক্ত করা, অল্প বর্ষিত হওয়া, অভিষেক করা, বিকীর্ণ করা, ছিটাইয়া পড়া। (অতীত) **সমোকিরি**। (অ-বিণ) **সমোকিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **সমোকিরিত্বা**।

সমোকিরণ (ক্লী) বিকীর্ণকরণ, ছড়ানো, ছিটানো, ছড়ানো, অভিষেককরণ, বিন্দুপাতকরণ।

সমোগত (বিণ) = **সমোতত**। ⟹ **সমোতত**।

সমোচিত (বিণ) [সং+ওচিত] সংগৃহীত, একত্রিত, উপার্জিত, ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ, সিদ্ধান্তকৃত, আহরিত, বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পূয সঞ্চিত, শ্রেণীবদ্ধকৃত, সজ্জিত, বন্দোবস্তকৃত, নিষ্পত্তিকৃত। = **সুরোচিত**।

সমোতত (বিণ) সর্বত্র বিস্তৃত, সর্বস্থানে ব্যাপ্ত, বিকীর্ণ, ছড়ানো, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, প্রকাশিত, ঘোষিত, প্রচারিত, আচ্ছাদিত, পরিবেশিত। ⟹ **তত**।

সমোতরতি (ক্রি) [সং+অব+√তর+অ] (জলে) অবতরণ করা, নামা, অবতরণ করা, নামিয়া আসা, ক্রমনিম্ন হওয়া, বংশ হইতে উদ্ভূত হওয়া, আক্রমণ করা। (অতীত) **সমোতরি**। (অ-বিণ) **সমোতিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **সমোতরিত্বা**।

সমোদকং (ক্রি-বিণ) [সং+ওদকং] জলের ধারে, জলপ্রান্তে, জলের সীমায়।

সমোদহতি (ক্রি) [সং+অব+√দহ+অ] একত্রে রাখা, একসঙ্গে রক্ষা করা, (কিছুর ভিতরে) রাখা, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন করা, রক্ষা করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, পূরণ করা, জোগানো, সরবরাহ করা। (অতীত) **সমোদহি**। (অ-বিণ) **সমোদহিত, সমোহিত**। (ব-বিণ) **সমোদহং**। (ক্রি-বি) **সমোধায, সমোদহিত্বা**।

সমোদহন (ক্লী) যত্নকরণ, রক্ষাকরণ, কোনো অবস্থায় রাখন, ধারণকরণ, অভ্যাসকরণ, পালনকরণ, তত্ত্বাবধানকরণ, সংলগ্ন হওয়ার অবস্থা, স্থায়ী হওন, (কিছুর মধ্যে) স্থাপনকরণ বা রাখন।

সমোদহিত (বিণ) = **সমোহিত**। ⟹ **সমোহিত**।

সমোদিত (বিণ) মিলিত, সংযুক্ত। ইহা বিমানবত্থু অর্থকথায় "**সম্মোদিত**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে (⟹ **সম্মোদতি**)। (তুলনীয়) **সমুদিত**।

সমোধান (ক্লী) [সং+ওধান] স্থাপন, বিন্যাস, সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি), ধারণযোগ্য হওন, (জাতকে গল্প-সম্বন্ধে) প্রয়োগ। (তুলনীয়) **ওদহন**। (বিনয়) **সমোধানং গচ্ছতি**—একত্রে আসা বা মিলিত হওয়া, একত্র করা, একত্রিত করা বা হওয়া, সংযুক্ত করা, মিলিত করা, ঘনিষ্ঠ হওয়া, ধারণ করা, দমন করা। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায়) **ওধান পক্খেপং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমোধানগত**। (বিনয়) **সমোধান পরিবাস**।

সমোধানগত (বিণ) একসঙ্গে জড়িত, একত্রে মোড়া হইয়াছে এরূপ, একসঙ্গে গুটানো বা ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ, একসঙ্গে জড়ানো হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সমোধান**।

সমোধানতা (স্ত্রী) সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি), প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, অনুধাবন, অনুকর্তন, অনুসরণ, ফল, পরিণাম।

সমোধান পরিবাস—সমেত বা সমবেত পরিবাস, অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরীক্ষা, একত্রে বা সম্মিলিত পরিবাস, মিলিত পরিবাস, সংযুক্ত পরিবাস। ⟹ **সমোধান, পরিবাস** (২)।

সমোধানেতি (ক্রি) একত্র করা, সংযুক্ত করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, একসঙ্গে রাখা, একত্রে সংরক্ষণ করা, সংযোগ করা, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্ত করা, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিকমত যুক্ত হওয়া, মাপ অনুযায়ী একসঙ্গে ঠিক করা, একসঙ্গে উপযুক্ত করা বা হওয়া, একত্রে ঠিক হওয়া। (সাধারণত জাতকে) **জাতকং সমোধানেতি**—ঘটনায় বা প্রাসঙ্গিক কথায় জাতক (উপমাস্বরূপ ঘটনা বা গল্প) প্রয়োগ বা প্রযুক্ত করা। (অতীত) **সমোধানেসি**। (ক্রি-বি) **সমোধানেত্বা**।

সমোরুয্হ ⟹ **সমোরোহতি**।

সমোরোধ (ক্লী) অস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থাবিশেষ (পিপা, গরুর গাড়ি ইত্যাদি দ্বারা পথের উপর দ্রুত নির্মিত প্রাচীরবৎ প্রতিবন্ধক), বাধাপ্রদানকরণ, প্রতিরোধকরণ, গতিশক্তিহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা।

সমোরোহতি (ক্রি) [সং+ওরোহতি] নামা, নামিয়া আসা, অবতরণ করা, ক্রমনিম্ন হওয়া, বংশ হইতে উদ্ভূত হওয়া, আক্রমণ করা। (অতীত) **সমোরোহি**। (ক্রি-বি) **সমোরুয্হ**।

সমোসট (বিণ) নিম্নদিকে প্রবাহিত, নির্গত, উপার্জিত, আহরিত, সংগৃহীত, একত্রিত। ⟹ **সমোসরতি**।

সমোসরণ (ক্লী) একত্রে সম্মেলন, একসঙ্গে আগমন, অধিবেশন, বৈঠক, সভা, সম্মেলন, জনতা, সঙ্গম, সংযোগ, মিল, বিবাহ, যোগ, সন্ধিবদ্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, মিলন, সন্ধিক্ষণ, সন্ধিস্থান। ⟹ **আযতন** (১)।

সমোসরতি (ক্রি) [সং+অব+সর+অ] ১ নিম্নদিকে বহা বা প্রবাহিত হওয়া, নির্গত হওয়া, দ্রব হওয়া, বিগলিত হওয়া। ২ একসঙ্গে আসা বা মিলিত হওয়া, সংগ্রহ করা, একত্র করা, উপার্জন করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, একত্রিত করা বা হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, পূয সঞ্চিত হওয়া, মিলানো, জড় হওয়া, সম্মিলিত হওয়া। (অতীত) **সমোসরি**। (অ-বিণ) **সমোসট**। (ক্রি-বি) **সমোসরিত্বা**।

সমোহ (বিণ) মোহসহ, সম্মোহিত, মোহিত, অজ্ঞান, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি, নির্বোধ, বিহ্বল।

সমোহচিত্ত (বিণ) সম্মোহিত চিত্ত, বিমুগ্ধমন, নির্বোধমন, বিহ্বলচিত্ত, অজ্ঞ মন বা অজ্ঞমনের।

সমোহচিত্তং (ক্রি-বিণ) মোহচিত্তের সহিত, মুগ্ধমন দ্বারা। ⟹ **মোহ**।

সমোহত (বিণ) = **সমোতত**। ⟹ **সমোতত**।

সমোহিত (বিণ) ১ একত্রে রক্ষিত বা মিলিত, সংযুক্ত। ২ অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, ধারিত বা অবধারিত, সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কযুক্ত, সংযুক্ত, আচ্ছাদিত, আবরিত। মহানির্দেশে "পরেত" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার হইয়াছে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রজপজ্ঞ সমোহিত**। ⟹ **সমদহতি**।

সমোহসরণট্‌ঠান (ক্লী) অবিরত যেই কাজ করা হয় বা যেই স্থানে কাজ করা হয়। = **যতন**।

সম্পকন্ততি (ক্রি) = **সম্পরিকন্ততি**। ⟹ **সম্পরিকন্ততি**।

সম্পকম্পতি (ক্রি) [সং+প+√কম্প+অ] কম্পিত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, বিচলিত হওয়া, অস্থির হওয়া, দুর্বল হওয়া। (অতীত) **সম্পকম্পি**, (অ-বিণ) **সম্পকম্পিত**। (করণে) **সম্পকম্পেতি**।

সম্পকম্পেতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা। ⟹ **সম্পকম্পতি**।

সম্পকোপ (পুং) [সং+পকোপ] ক্রোধ, ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ।

সম্পক্‌খন্দতি (ক্রি) [সং+পক্‌খন্দতি] সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করা, প্রবেশ করা। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) সম্প্রস্কন্দতি।

সম্পক্‌খন্দন (ক্লী) [সং+পক্‌খন্দন] উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

সম্পগ্গণ্হাতি (ক্রি) [সং+পগ্গণ্হাতি] ১ (বল ইত্যাদি) প্রয়োগ করা, শক্তি প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, বলপূর্বক আকর্ষণ করা বা প্রসারণ করা, জোরে টানা, শোধিত করা বা হওয়া, ছাঁকা, ঢালা, অত্যধিক চালনা করা বা খাটানো, পেষণ করা, জোর করিয়া বাধ্য করা, মচকানো, মোচড়ানো, অত্যন্ত চেষ্টা করা, চোঁয়াইয়া পড়া। ২ পছন্দ করে বলিয়া দেখানো, সাহায্য করা, অনুগ্রহ করা, আনুকূল্য করা, পক্ষাবলম্বন করা, অনুকম্পা করা, মিত্রের ন্যায় কার্য করা। (অ-বিণ) **সম্পগ্গহীত**।

সম্পগ্গহ (ক্লী) [সং+পগ্গহ] ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, অবলম্বন, আশ্রয়, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, পৃষ্ঠপোষকতা, আনুকূল্য, অনুগ্রহ, অভিভাবকত্ব, উৎসাহ, ধর্মবৃত্ত্যাদি প্রদান করিবার অধিকার।

সম্পগ্গহীত (বিণ) উন্নীত, উত্তোলিত, উর্ধ্বে বা উপরে তোলা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সম্পগ্গণ্হাতি**।

সম্পগ্গাহ (পুং) অনুমান, প্রমাণব্যতীত স্বীকারকরণ, অনুমিত বস্তু বা বিষয়, জোরপূর্বক অধিকার, ভান, দম্ভ, সশরীরে স্বর্গারোহণ, ঔদ্ধত্য, গর্ব।

সম্পঘোস (পুং) শব্দ, ধ্বনি, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ, স্বর, গোলমাল, উচ্চনিনাদ।

সম্পচুর (বিণ) প্রচুর, বহু, বহুসংখ্যক।

সম্পজঞ্ঞ (ক্লী) সম্প্রজ্ঞতা, সম্প্রজ্ঞান, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বকশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা, হুঁশিয়ারি, সতর্কতা, বিমৃষ্যকারিতা, প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভেদ চিহ্ন। (দীর্ঘনিকায়) সতি **সম্পজঞ্ঞ**। (বিপ) **মুট্‌ঠসচ্চ সম্পজঞ্ঞ**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহাকে চারিপ্রকারে দেখানো হইয়াছে, যথা—**সাত্থক সম্পজঞ্ঞ, সপ্পায সম্পজঞ্ঞ, গোচর সম্পজঞ্ঞ, অসম্মোহ সম্পজঞ্ঞ**। (দীর্ঘনিকায়) **"সতি সম্পজঞ্ঞ"** এই শব্দটি প্রায়ই **"সম্পজঞ্ঞ"** শব্দের সমার্থবাচক।

সম্পজান (বিণ) চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক, মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, সতর্ক, শিষ্টাচার সম্পন্ন, ধীরস্থির, সুবিবেচিত, ইচ্ছাপূর্বক, উদ্দেশ্য প্রণোদিত। = **সত সম্পজান**।

সম্পজানকারিন (বিণ) যেই ব্যক্তি বিবেচনা বা চিন্তা করিয়া কার্য করে, সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত কার্যকারী, বিবেচক।

সম্পজান মুসাবাদ—উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাভাষণ, সুবিবেচিত মিথ্যাকথন, ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলা।

সম্পজানাতি (ক্রি) [সং+পজানাতি] জানা, জানার মত জানা, জ্ঞানের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, জ্ঞাত হওয়া।

সম্পজ্জতি (ক্রি) [সং+√পদ+য] ১ আসা, অগ্রসর হওয়া, নিকটে আসা, পতিত হওয়া, অবস্থান্তরে উপনীত হওয়া, অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, সুখী করা, সমৃদ্ধিশালী হওয়া, উন্নতি করা। ২ ঘটা, সংঘটিত হওয়া, পরিণত হওয়া, মানানো, মানানসই হওয়া, যোগ্য হওয়া। (অতীত) **সম্পজ্জি, সম্পাদি**। (অ-বিণ) **সম্পন্ন**। (ব-বিণ) **সম্পজ্জমান**। (ক্রি-বি) **সম্পজ্জিত্বা**। (করণে) **সম্পাদেতি**।

সম্পজ্জন (ক্লী) কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সম্পদলাভ, সমৃদ্ধি, যেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছে, যেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করা হইয়াছে, জয়, উন্নতি, সংঘটন, পরিণত অবস্থা, মানানসই অবস্থা, যোগ্য অবস্থা।

সম্পজ্জলতি (ক্রি) প্রজ্জ্বলিত হওয়া, অতিশয় উত্তেজিত হওয়া, জ্বলিতে থাকা, ক্রোধান্বিত হওয়া, আগ্রহান্বিত

হওয়া, উৎসাহিত হওয়া। (অ-বিণ) **সম্পজ্জলিত।**

সম্পজ্জলিত (বিণ) প্রজ্জ্বলিত, জ্বলিত, ক্রোধান্বিত, অত্যন্ত উত্তেজিত। ⟹ **সম্পজ্জলতি।**

সম্পটিক (ক্রি-বিণ) সাম্প্রতিক, সম্প্রতি। = **সম্পতি, সম্পটিকে।**

সম্পটিকে (ক্রি-বিণ) সম্প্রতি, এখন, এক্ষণে, বর্তমান সময়ে। = **সম্পতি, সম্পতিকে, ইদানি।**

সম্পটিগ্‌গহ (ক্লী) [সং+পটিগ্‌গহ] যোগকরণ, একত্রিতকরণ, চুম্বককরণ, সংক্ষেপে কথন, একত্র-করণ, চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত।

সম্পটিচ্ছতি (ক্রি) [সং+পটি+√ইস+অ] গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, মানিয়া লওয়া, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা। (জাতক) **ওবাদং সম্পটিচ্ছতি**—উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ করা, পরামর্শে সম্মত হওয়া; **সাধূ'তি সম্পটিচ্ছতি**—"উত্তম" বলিয়া সম্মত হওয়া। (অতীত) **সম্পটিচ্ছি।** (অ-বিণ) **সম্পটিচ্ছিত।** (ভবিষ্যতে) **সম্পটিচ্ছিস্‌সতি।** (ক্রি-বি) **সম্পটিচ্ছিত্বা।** (করণে) **সম্পটিচ্ছাপেতি।**

সম্পটিচ্ছন (ক্লী) গ্রহণে স্বীকৃতি, অনুমোদন, স্বীকারপত্র, চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**সাধু**" বলিয়া সম্মতি প্রদান অর্থে "**সম্পটিচ্ছন**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সম্পটিচ্ছবি = **অপ্পটিচ্ছবি।** ⟹ **অপ্পটিচ্ছবি।**

সম্পটিচ্ছাপেতি (ক্রি) সম্মত করানো, রাজি করানো, একমত করানো। ⟹ **সম্পটিচ্ছতি।**

সম্পটিচ্ছিস্‌সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) স্বীকার করিবে, অনুমোদন করিবে। ⟹ **সম্পটিচ্ছতি।**

সম্পটিনিপজ্জা (স্ত্রী) [সং+পটি+নিপজ্জা] শয়নকরণ, শুইয়া পড়ন, আসন-পিঁড়ি হইয়া উপবেশন, চাপিয়া বসা, বিনা স্বত্বে বা বিনা অনুমতিতে জমি দখল করিয়া বসা।

সম্পটিবিজ্ঝতি (ক্রি) [সং+পটিবিজ্ঝতি] বিদ্ধ করা, প্রবেশ করা, মর্মভেদ করা, মর্মে আঘাত করা, অর্থ জানা, বোধগম্য করা, বাহির করা, পথ করা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা। (কর্মবাচ্যে) **সম্পটিবিজ্ঝযতি।**

সম্পটিবেধ (পুং) [সং+পটিবেধ] প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা।

সম্পটিসঙ্খা (ক্রি-বিণ) চিন্তাপূর্বক, যত্নপূর্বক, বিবেচনার দ্বারা, নিজের মনে মনে ভাবিয়া দেখার দ্বারা, বাদানুবাদ দ্বারা, ধীর সুস্থিরভাবে, সুবিবেচিতরূপে, ইচ্ছাপূর্বক, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে।

সম্পটিসঙ্খায (ক্রি-বি) চিন্তা করিয়া, নিজের মনে মনে ভাবিয়া দেখিয়া, যত্নপূর্বক বিবেচনা করিয়া।

সম্পততি (ক্রি) [সং+পততি] এদিক ওদিক উল্লম্ফন করা, ইতস্তত লাফালাফি করা, বরাবর কিংবা এদিক ওদিক উড়িতে থাকা। (জাতক) **দুমা দুমং সম্পততি।** (পঞ্চমী) **সম্পততু।** (অতীত) **সম্পতি।** (অ-বিণ) **সম্পতিত।** (ব-বিণ) **সম্পতন্তো।**

সম্পতন্তো (বিণ) (কোনো দিকে) উড়িয়া যায় এরূপ। ⟹ **সম্পততি।**

সম্পতি (ক্রি-বিণ) সম্প্রতি, এক্ষণে। = **সম্পটিক, সম্পটিকে, সম্পতিকে।**

সম্পতিক = **সম্পতি।** ⟹ **সম্পতি।**

সম্পতিকে (ক্রি-বিণ) সম্প্রতিকে, সম্প্রতিক, সম্প্রতি। = **সম্পটিকে, সম্পতি।**

সম্পতিজ্জাত (বিণ) সম্প্রতিজাত, সম্প্রতি বা এক্ষণে জন্ম হইয়াছে এমন।

সম্পতিত (বিণ) পতিত, সংঘটিত, ঘটিয়াছে এরূপ, এদিকে ওদিকে লাফ দিয়া পড়িয়াছে বা উল্লম্ফন করিয়াছে এমন। ⟹ **সম্পততি।**

সম্পতিতচ্ছবি (ক্লী) প্রতিফলিত চিত্র বা ছবি। ⟹ **অপ্পটিচ্ছবি।**

সম্পত্ত (বিণ) সম্প্রাপ্ত, প্রাপ্ত, লব্ধ, নাগাল পাইয়াছে এরূপ, পৌঁছিয়াছে এরূপ, উপনীত, আগত, নিকটবর্তী হইয়াছে এরূপ, উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। ⟹ **অজ্ঝপত্ত** (২, ৩), **সম্পাপুণাতি।**

সম্পত্তকজাত—সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইয়াছে বা যুক্ত করা হইয়াছে এরূপ। এই শব্দটি উদানেই দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ "**সম্পত্তক**" (?)

সম্পত্তগোচর (পুং, ক্লী) কোনো বিষয়ের সহিত শারীরিক সংস্পর্শে আসা।

সম্পত্তি (স্ত্রী) ১ সম্পত্তি, সম্পদ, ধন, বিভূতি, ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, নিয়তি, ভাগ্য, কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, জয়, যেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছে, যেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করা হইয়াছে, লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), পরমসুখ, স্বর্গীয় আনন্দ, স্বর্গবাস, সুখ, অদৃষ্ট। (বিপ) বিপত্তি। (জাতক) **দিব্ব সম্পত্তি।** ধর্মপদ অর্থকথা ত্রিবিধ ত্রিবিধ সম্পত্তির কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা--**মনুস্স সম্পত্তি, দেবলোক সম্পত্তি, নিব্বান সম্পত্তি;** (তুলনীয়) **সম্পদা।** বিভঙ্গ অর্থকথায় চতুর্বিধ সম্পত্তির কথা উল্লেখ হইয়াছে, যথা— **গতি সম্পত্তি, উপধি সম্পত্তি, কাল সম্পত্তি, পযোগ সম্পত্তি।** মিলিন্দ প্রশ্নে নববিধ সম্পত্তির কথা উল্লেখ দেখা যায়। ⟹ **বেভঙ্গ।** ২ সম্ভ্রমসূচক পদবি, অতি শোভা, সৌন্দর্য, আড়ম্বর, জাঁকজমক। (জাতক) **রূপসম্পত্তি**—সৌন্দর্য। ৩ সম্মান, ভক্তি, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক উপাধি, উৎকর্ষ, গুণোৎকর্ষ। ৪ সাফল্য, সৌভাগ্য, উন্নতি, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **সম্পত্তি**

ভবলোকো। (তুলনীয়) **সমাপত্তি, সম্পদা।**

সম্পত্তিধারক (বিণ) সম্পত্তির অধিকারী। ⟹ **ধারক।**

সম্পত্তিরস (পুং) সম্পত্তিরস, সৌভাগ্য সুখ, প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুরূপ রস। ⟹ **রস** (৭), **কিচ্চ** [স্ত্রী(২খ)]।

সম্পত্থনা (স্ত্রী) [সং+পত্থনা] অনুনয়, সানুনয়, প্রার্থনা, ভিক্ষাকরণ, অনুনয়-বিনয়করণ, প্রার্থনাকরণ, যাচনাকরণ।

সম্পদলতি (ক্রি) [সং+প+√দল+অ] খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, হঠাৎ বা বেগে আবির্ভূত হওয়া, জোরে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, খুলিয়া যাওয়া, বেগে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাওয়া। = **ফলতি**। (করণে) **সম্পদালেতি, সম্পদাড়েতি।**

সম্পদা (স্ত্রী) ১ লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধবস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, যেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছে, যেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে, জয়, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, সম্পদ, সুখ, আশীর্বাদ, প্রসাদ বা অনুগ্রহ, প্রার্থনা, সুখদায়ক বস্তু, ভগবানের দান, পরমসুখ, স্বর্গীয় আনন্দ, স্বর্গবাস। = **সম্পত্তি**। ব্যক্তিবিশেষের ধর্মোন্নতি সম্পাদন অথবা ধর্মোন্নতির পূর্ণতাপ্রাপ্তি অর্থে **"সম্পদা"** শব্দ প্রযুক্ত হইয়া ইহার পরিপুষ্টতা সাধন করে। এইরূপে **"সম্পদা"** শব্দ **"সীল, চিত্ত, পঞ্ঞা"** শব্দসমূহের সহিতই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (দীর্ঘনিকায়) এবং অন্যান্য অনেক পাঠে সর্ববিদ্যা সংগ্রহ-সম্বন্ধীয় ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায়) "সীল সম্পদা" বলিলে বুঝায় সমস্ত **"সীলক্খন্ধ"** (শীলস্কন্ধ); **"চিত্তসম্পদা"** বলিলে বুঝায় হৃদয়ের বা চিত্তের উৎকর্ষতা এবং পূর্ণতা বা প্রাপ্তিকে বুঝায় যাহা আত্মস্থতা বা উদ্বেগহীনতা, একাগ্রতা ও ধর্মীয় গাঢ়চিন্তার (ধ্যানের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অথবা যাহাকে এককথায় **"সমাধিক্খন্ধ"** (সমাধিস্কন্ধ) বলা হয়; ইহা **"সমাধি"**-এর অন্তর্গত পরপর নাম করা ধ্যানান্তরসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। **"পঞ্ঞাসম্পদা"** বলিলে বুঝায় জ্ঞানের উন্নততম স্তর প্রাপ্তিকে এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বা মুক্তিকে যাহা সর্বোচ্চ অর্হত্ব প্রাপ্তিতে এবং পুনর্জন্মের সমস্ত কারণ ধ্বংসের মধ্যে অলৌকিক মনোবৃত্তি সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অথবা যাহাকে এককথায় **"বিজ্জা"** (বিদ্যা) বলা হয় (**"বিজ্জা"** শব্দে অষ্টবিধ কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)। উক্ত **"সীলসম্পদা, চিত্তসম্পদা, পঞ্ঞাসম্পদা"**—এই ত্রিবিধ **"সম্পদা"**-কে মধ্যম নিকায়ে পুনরায় পঞ্চবিধ **"সম্পদা"**-য় বিভাগ করা হইয়াছে, যথা—**সীলসম্পদা, সমাধি সম্পদা, পঞ্ঞা সম্পদা, বিমুত্তি সম্পদা, বিমুত্তিঞাণ দস্সন সম্পদা।** **"সম্পদা"** ভাব সম্পাদনের বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির ঠিক প্রস্থে (সেটে) বা গতিতে সীমাবদ্ধ নহে। উল্লিখিত একটির তুলনায় ঈদৃশ বিভিন্ন সেটে প্রযুক্ত হয়। এইরূপে অঙ্গুত্তর নিকায়ে **"সীলসম্পদা, চিত্তসম্পদা, দিট্ঠিসম্পদা"**—এই ত্রিবিধ **"সম্পদা"** দৃষ্ট হয় যাহা দশবিধ শীলধর্মের মধ্যে (অর্থাৎ দশশীলে) এক হইতে সপ্তম শীলকে বুঝায় (⟹ **সীল**), চিত্তের মধ্যে অষ্টম এবং নবম চিত্তকে বুঝায় এবং **"দিট্ঠি"** বা দৃষ্টির মধ্যে দশমটিকে বুঝায়। দীর্ঘনিকায়ে দ্বিবিধ **"সম্পদা"**, যথা—**সীলসম্পদা, দিট্ঠিসম্পদা।** **"উট্ঠান সম্পদা, আরক্খা সম্পদা, কল্যাণমিত্ততা, সম্মাজীবিতা, সদ্ধাসম্পদা, সীলসম্পদা, চাগসম্পদা, পঞ্ঞাসম্পদা"** সহ আটটি **"সম্পদা"** অঙ্গুত্তর নিকায়ে দৃষ্ট হয়; ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটির ব্যাখ্যা অঙ্গুত্তর নিকায়ে দেওয়া হইয়াছে, পার্থিব সুখ আনয়নের পর্যায়ে ইহাদের সমার্থক শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—চটপটে অবস্থা, সতর্কতা, সৎসঙ্গ, সৎজীবিকা; এবং ভবিষ্যতে সুখের দিকে পরিচালনা পর্যায়ে শেষের চারিটি সমার্থক শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, পঞ্চশীল পালন, উদারতা, উচ্চতর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা; অন্য প্রকারে জনপ্রিয় পছন্দ "সম্ম বোন" (Summa bona) বর্ণনা করিয়া পঞ্চবিধ **"সম্পদা"** এর উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—**ঞাতিসম্পদা** (জ্ঞাতিসম্পদ বা সুখ), **ভোগসম্পদা** (ভোগসম্পদ), **আরোগ্য সম্পদা** (আরোগ্য বা সুস্থতা সম্পদ অর্থাৎ স্বাস্থ্যসুখ), **সীলসম্পদা** (সচ্চরিত্রতা), **দিট্ঠিসম্পদা** (সম্যক দৃষ্টিজনিত সুখ) যাহা একই দফা বা বিষয়সমূহের অভাব (**"ব্যাসন"** বা বিপর্যয়) বিরোধী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) ত্রিবিধ **"সম্পদা"**, যথা—**কম্মসম্পদা** (দশ শীলের মধ্যে প্রথম সাতটি শীল), **আজীব সম্পদা** (সম্যক বা সৎজীবিকা), **দিট্ঠিসম্পদা** (সম্যক দৃষ্টি)। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্যত্রও ত্রিবিধ **"সম্পদা"** দৃষ্ট হয়, যথা—**সদ্ধাসম্পদা, সীলসম্পদা, পঞ্ঞাসম্পদা।** ধর্মপদ অর্থকথায় চতুর্বিধ **"সম্পদা"**, যথা—**বত্থুসম্পদা** (পুণ্যের মূলজনিত বা ভিত্তিজনিত সুখ), **পচ্চয়সম্পদা** (মুক্তির জন্য প্রত্যয় বা উপায়সুখ), চেতনাসম্পদা (সদিচ্ছাজনিত সুখ), **গুণাতিরেক সম্পদা** (ধর্ম এবং পুণ্যজনিত সুখ)। (জাতক) সপ্তবিধ **"সম্পদা"**, যথা—**আগমসম্পদা, অধিগম সম্পদা, পুব্বহেতু সম্পদা, অত্তথ পরিপুচ্ছা সম্পদা, তিত্থবাস সম্পদা, যোনিসো-মনাসিকার সম্পদা, বুদ্ধ-উপনিস্সয় সম্পদা।** (তুলনীয়) **অত্তসম্পদা** (সংযুক্ত নিকায়), **আকপ্প সম্পদা** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **আজীব সম্পদা** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **কম্ম সম্পদা** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **দস্সন সম্পদা** (সূত্রনিপাত), **নিব্বান সম্পদা** (বিশুদ্ধিমার্গ), **ভোগসম্পদা, পরিবার সম্পদা** (ধর্মপদ অর্থকথা), **যাগসম্পদা** (থেরগাথা অর্থকথা), **বিজ্জাচরণ সম্পদা** (দীর্ঘনিকায়)। ২ নির্বাহ, সম্পাদন,

প্রাণদণ্ড, আদালতের আদেশ বা রায় পালনের নিমিত্ত নির্দেশপত্র বা হুকুমনামা, কৃতি, সম্পন্ন কার্য, অভিনয়, পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্তবিষয়, উত্তর, ফল, প্রভাব, গুরুত্ব। (দীর্ঘনিকায়) **যঞ্ঞসম্পদা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পিটক-সম্পদায**।

সম্পদাতি (ক্রি) [সং+পদাতি] কাহাকেও আঘাত বা আক্রমণ করা, পরিত্যাগ করা, বিরত হওয়া। (অতীত) **সম্পদাসি**।

সম্পদান (ক্লী) ১ কাহাকেও আঘাতকরণ বা আক্রমণকরণ, পরিত্যাগকরণ, বিরত হওন, সম্প্রদান, দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কোনো বস্তু দান দেওয়া যায়, দান, সম্প্রদান সম্বন্ধ। ২ (ব্যাকরণে) সম্প্রদানকারক। (জাতক) **উপযোগত্থে সম্পদান, কারণত্থে সম্পদান**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সম্পদান বচন**।

সম্পদান বচন (ক্লী) ১ সম্প্রদান বিষয়ে আলাপ, সম্প্রদান বাক্য বা আলাপ। ২ (ব্যাকরণে) সম্প্রদান কারক। ⟹ **বচন** (২), **সম্পদান**।

সম্পদালন (ক্লী) চেরানো, ফাড়ন, ভেদকরণ, বিদীর্ণকরণ, বিভক্তকরণ, বিশৃঙ্খলকরণ, ফাটল, চির, বিদারণ, ফাটা, ছিন্নকরণ, গভীরভাবে আঘাতকরণ, শান্তি নষ্টকরণ, যন্ত্রণা প্রদান, ছিঁড়িয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ানো, দলন, ছেদন।

সম্পদালেতি (ক্রি) [সং+প+√দল+এ] বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, ফাড়া, গভীরভাবে আঘাত করা, শান্তি নষ্ট করা, যন্ত্রণা দেওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া, উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ানো, কাটা, বিদীর্ণ হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পরকে বিভক্ত করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো। ⟹ **সম্পদলতি, সম্পদালেতি**।

সম্পদালেতি (ক্রি) [সং+প+√দল+এ] চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ফাটা। = **সম্পদালেতি**। ⟹ **সম্পদলতি**। (অতীত) **সম্পদালেসি**। (অ-বিণ) **সম্পদালিত**। (ক্রি-বি) **সম্পদালেত্বা**।

সম্পদিত্ত (বিণ) [সং+পদিত্ত] অগ্নি প্রদত্ত, অগ্নিসংযুক্ত, অগ্নি সংযোগকৃত, প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত, উত্তেজিত, উদ্রিক্ত।

সম্পদুট্‌ঠ (বিণ) সম্প্রদুষ্ট, পচা, দূষিত, অসাধু, নীতিহীন, দুষ্ট, পাপী, বিকৃত, ক্ষতিকারক। ⟹ **সম্পদুস্সতি**।

সম্পদুস্সতি (ক্রি) [সং+প+√দুস+য] বিকৃত হওয়া, পচাইয়া ফেলা, পচিয়া যাওয়া, দূষিত হওয়া, নষ্ট হওয়া, উৎকোচ প্রদত্ত হওয়া, ভ্রমপূর্ণ হওয়া, অনধিকার প্রবেশ করা। (অতীত) **সম্পদুস্সি**। (অ-বিণ) **সম্পদুট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **সম্পদুস্সিত্বা**।

সম্পদুস্সন (ক্লী) দোষ, পচন, বিকৃতি, পচাবস্তু, পাপ, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাবা সম্পর্কে) অপকৃষ্টকরণ, অপচার, নৈতিক অবনতি।

সম্পদোস (পুং) দুষ্টতা, নষ্টতা, পাপাচার।

সম্পদ্দবতি (ক্রি) দৌড়িয়া পলাইয়া যাওয়া। (অতীত) **সম্পদ্দবি**। (অ-বিণ) **সম্পদ্দুত**।

সম্পদ্দুত (বিণ) দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছে এমন। ⟹ **সম্পদ্দবতি**।

সম্পধূপাতি (ক্রি) [সং+পধূপাতি] বেগে বা জোরে ঘনকৃষ্ণ ধোঁয়া ছোঁড়া বা নির্গত করা, ধোঁয়ায় বা ধূপধুনাদির গন্ধে পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা, ভিতর দিয়া প্রবেশ করা, গর্ত দিয়া গমন করা, ভেদ করা। (তুলনীয়) **সন্ধূপাযতি**।

সম্পধূপাযতি (ক্রি) = **সম্পধূপাতি**। ⟹ **সম্পধূপাতি**।

সম্পধূপেতি (ক্রি) = **সম্পধূপাতি**। ⟹ **সম্পধূপাতি**।

সম্পন্ন (বিণ) ১ সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, সিদ্ধ, সম্পাদিত, কৃতকার্য, পূর্ণ, সমৃদ্ধশালী, সুখী, ভাগ্যবান, সমগ্র, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, দোষরহিত, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধচরিত্র, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপিকা, সমাপ্ত, একেবারে। (সূত্রনিপাত) **সম্পন্ন বেয্যাকরণ**—সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। (বিপ) **বিপন্ন**। ২ ভূষিত, সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্যশালী, গুণদ্বারা ভূষিত, বুদ্ধিদ্বারা অলঙ্কৃত, অধিকৃত, হস্তগত, দখলকৃত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, অবধারিত, প্রচুর পরিমাণে আছে এরূপ। (সূত্রনিপাত) **চেতো-বিমুত্তি সম্পন্ন**। (দীর্ঘনিকায়) **বিজ্জাচরণ সম্পন্ন**—জ্ঞান এবং সাধুতাপূর্ণ। (ধর্মপদ) **সমন্ন বিজ্জাচরণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সম্পন্নসীল**—সাধু, সৎ। (জাতক) **সম্পন্নোদক**—প্রচুর পরিমাণে জল আছে এমন। ৩ মিষ্ট, স্বাদু, সুস্বাদু, মধুর, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বরবিশিষ্ট, সুললিত, সুন্দর, তাজা, টাটকা, অলবণাক্ত, নম্র, অমায়িক, অত্যন্ত মনোরম, খুব প্রিয়, উত্তমরূপে পক্ক বা রন্ধনকৃত। ⟹ **সম্পজ্জতি**।

সম্পন্নচরণ (বিণ) আচরণ সম্পন্ন, সদাচরণ সম্পন্ন, সদাচরণে গুণান্বিত বা সুশিক্ষিত। = **চরণবন্ত**। ⟹ **চরণ**।

সম্পন্নচিত্ত (বিণ) সম্পন্নচিত্ত, চিত্তের পূর্ণতা প্রাপ্ত, চিত্তভাব দ্বারা কৃতকার্য।

সম্পন্নবিজ্জাচরণ (বিণ) বিদ্যা এবং আচরণ সম্পন্ন। = **বিজ্জাচরণ সম্পন্ন**। ⟹ **সম্পন্ন** (২)।

সম্পন্ন বেয্যাকরণ (বিণ) সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাপূর্ণ। ⟹ **সম্পন্ন** (১)।

সম্পন্নসীল (বিণ) শীলসম্পন্ন, সদাচরণশীল, ধর্মশীল, ধার্মিক, সৎ, সতী, সাধু, পবিত্র, ন্যায়পর, ন্যায়বান। ⟹ **সম্পন্ন** (২)।

সম্পন্নোদক (বিণ) [সম্পন্ন+ওদক] প্রচুর জলপূর্ণ, জলপূর্ণ, প্রচুর পরিমাণে জলে পূর্ণ। ⟹ **সম্পন্ন** (২)।

সম্পফুল্ল (বিণ) কুসুমিত, পুষ্পিত, মুকুলিত, লাবণ্যযুক্ত।

সম্পভাস (পুং) চপল কথা, সামান্য আলাপ, লঘুচেতা

কথা, নগণ্য আলাপ।

সম্পভাসতি (ক্রি) [সং+প+√ভাস+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া।

সম্পমথিত (বিণ) [সং+পমথিত] সম্প্রমথিত, সম্পূর্ণরূপে দমিত, উত্তমরূপে পেষিত, একেবারে অভিভূত বা আচ্ছন্ন।

সম্পমদ্দতি (ক্রি) [সং+পমদ্দতি] ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা।

সম্পমুঞ্চতি (ক্রি) = **পমুঞ্চতি**। ⇒ **পমুঞ্চতি**।

সম্পমূলহ (বিণ) [সং+পমূলহ] মিশ্রিত, বিশৃঙ্খল, ভ্রান্ত, বিহ্বল, বিস্মিত, হতবুদ্ধি করা হইয়াছে এমন, ব্যর্থ, (চলতি) গোল্লায় গিয়াছে এমন।

সম্পমোদতি (ক্রি) [সং+পমোদতি] আনন্দিত করা বা হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া। (অ-বিণ) **সম্পমোদিত**।

সম্পমোদিত (বিণ) আনন্দিত, প্রফুল্ল, উৎফুল্ল, নিরতিশয় আনন্দিত। ⇒ **সম্পমোদতি**।

সম্পযাত (বিণ) [সং+পযাত] গত হইয়াছে এরূপ, প্রস্থানকৃত, অতিবাহিত, অন্য অবস্থায় পরিণত, বিক্রীত, প্রচলিত, কোনো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এমন, অগ্রসর হইয়াছে এমন, উৎপন্ন, চলিয়াছে এমন, ক্রমাগত করিয়াছে এমন, নির্গত, মোকদ্দমা চালাইয়াছে এমন। ⇒ **সম্পযাতি**।

সম্পযাতি (ক্রি) [সং+পযাতি] অগ্রসর হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, চলা, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো। (অ-বিণ) **সম্পযাত**। (তুম্) **সম্পযাতবে**।

সম্পযুত্ত (বিণ) সম্প্রযুক্ত, সংযুক্ত, একত্রিত, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্তকৃত, দুইয়ের মধ্যে বা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত, ঠিকমত যুক্ত। ⇒ **সম্পযোজেতি**।

সম্পযুত্ত পচ্চয—সঙ্ঘের সম্বন্ধ, সম্মেলনের সম্বন্ধ, (ভাবনা বা চিন্তা-সম্বন্ধীয়) যোগ সম্পর্ক, সমিতির সম্পর্ক, পরিমেলজনিত সম্পর্ক। (বিপ) **বিপ্পযুত্ত পচ্চয**।

সম্পযোগ (পুং) [সং+পযোগ] সম্প্রযোগ, সংযোগ, সম্মেলন, বিবাহ, সন্ধিবন্ধ রাজ্য, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, (চিন্তা বা ভাবনা-সম্বন্ধীয়) যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়।

সম্পযোজেতি (ক্রি) [সং+প+√যুজ+এ] ১ মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা, সংযুক্ত করা বা হওয়া। ২ ঝগড়া করা, মোকদ্দমা করা, বিবাদ করা, কলহ করা। (অতীত) **সম্পযোজেসি**। (অ-বিণ) **সম্পযুত্ত**, **সম্পযোজিত**। (ক্রি-বি) **সম্পযোজেত্বা**।

সম্পরায (পুং) ভবিষ্যৎ অবস্থা, পরলোক, মৃত্যুর পর যেখানে উৎপন্ন হয় বা জন্ম হয়।

সম্পরাযিক (বিণ) পরলোক-সম্বন্ধীয়, পরলোকের, ভবিষ্যতের, পারলৌকিক, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধীয়, যেখানে জন্মগ্রহণ করে বা উৎপন্ন হয় তদাবস্থা-সম্বন্ধীয়, ভবিষ্যৎ জন্ম-সম্বন্ধীয়। (বিপ) **দিট্ঠধম্মিক**।

সম্পরাযিকত্থ (পুং) [সম্পরাযিক+অত্থ] ভবিষ্যৎ জীবনের লাভ, ভবিষ্যৎ সম্পত্তি, পারলৌকিক সম্পত্তি। (বিপ) **দিট্ঠ-অত্থ**। ⇒ **অত্থ, সম্পরাযিক**।

সম্পরাযিক ধম্ম (পুং) পরলোক, মৃত্যুর পর যেস্থানে উপনীত হয় বা যেখানে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, পরজগৎ। (বিপ) **দিট্ঠধম্ম**।

সম্পরাজিকধম্মে—পরলোকে, মৃত্যুর পর যেখানে উৎপন্ন হয় বা যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে সেইস্থানে বা সেখানে। (বিপ) **দিট্ঠধম্মে**।

সম্পরিকড্ঢতি (ক্রি) [সং+পরিকড্ঢতি] এদিক ওদিক টানা, বরাবর টানিয়া টানিয়া বা হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া।

সম্পরিকন্ততি (ক্রি) [সং+পরিকন্ততি] চারিদিকে কাটিয়া কমানো, সর্বদিকে কাটিয়া ছাটিয়া ফেলা বা ছোট করা। Trenckner-এ ইহার পাঠ হইয়াছে "**সম্পকন্ততি**"।

সম্পরিকিণ্ণ (বিণ) পরিবৃত, চতুর্দিকে বেষ্টিত, পরিবেষ্টিত, আবেষ্টিত, বেষ্টনকৃত। (তুলনীয়) **পরিকিণ্ণ**।

সম্পরিতাপেতি (ক্রি) [সং+পরিতাপেতি] গরম করা, উত্তপ্ত করা, আলোড়িত করা, উত্তেজিত করা, তীব্র যন্ত্রণা দেওয়া, কশাঘাত করা, কোড়া মারা, উষ্ণ করা, উৎসাহিত করা।

সম্পরিভিন্ন (বিণ) [সং+পরিভিন্ন] ভঙ্গকৃত, ভগ্ন, ধ্বংসকৃত, বিভক্ত। (জাতক) **সম্পরিভিন্ন গত্ত**।

সম্পরিবজ্জেতি (ক্রি) [সং+পরি+√বজ্জ+এ] পরিবর্জন করা, দূরে থাকা, পরিহার করা, এড়াইয়া চলা, রহিত করা, বর্জন করা, ত্যাগ করা। (অতীত) **সম্পরিবজ্জেসি**। (অ-বিণ) **সম্পরিবজ্জিত**। (ক্রি-বি) **সম্পরিবজ্জেত্বা**।

সম্পরিবত্ত (বিণ) সংপরিবর্ত, চাকার ন্যায় ঘূর্ণিত, ইতস্তত পরিচালিত বা চালিত, দোলায়িত, ইতস্তত আবর্তিত। ⇒ **সম্পরিবত্ততি**।

সম্পরিবত্তক (বিণ) সংপরিবর্তক, চাকার ঘূর্ণিত, ইতস্তত চালিত, দোলায়িত, ইতস্তত আবর্তিত, নীচ, ডিগবাজির ন্যায় পরিবর্তিত বা আবর্তিত।

সম্পরিবত্তকং (ক্রি-বিণ) চাকার ন্যায় ঘূর্ণিত অবস্থায়, ইতস্তত আবর্তিত রীতিতে বা ধারায়। (বিনয়) **সম্পরিবত্তকং সম্পরিবত্তকং**—একাদিক্রমে বা অবিরত ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বা রীতিতে, অবিরত ঘুরিতেছে এরূপ ধারায় বা অবস্থায়।

সম্পরিবত্তক কীলনং—উপরে স্থিত দণ্ডাদিতে বা উপরিস্থ যেই কিছুতে হাঁটু সংলগ্ন করিয়া ডিগবাজি খাওয়ার ন্যায় ঘোরা। ⟹ **মোক্‌খচিক।**

সম্পরিবত্তিতি (ক্রি) [সং+পরি+√বত+অ] ঘুরানো, ঘুরা, ফিরানো, পাক দেওয়া, উল্টাইয়া দেওয়া, উল্টানো, পাল্টানো, বদলানো, হওয়া, ঘটানো, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, লাগানো, পরিণত করা, আকার দেওয়া, গঠন করা, কুঁদিয়া বাহির করা, ভিন্ন গতি হওয়া, বিপর্যস্ত করা, পরিবর্তিত হওয়া, শেষ হওয়া, চাকার ন্যায় ঘুরা, তাল পাকাইয়া যাওয়া, অক্ষের বা অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, গড়াইতে থাকা, ইতস্তত চালিত করা বা হওয়া, দোলায়িত হওয়া, গড় গড় শব্দ হওয়া, চাকের শব্দের মত শব্দ হওয়া, গুটানো, জড়ানো, চক্রের উপর সঞ্চালিত করা বা ঘুরানো, চাপিয়া সমতল করা, গোলাকার বস্তু দ্বারা পেষণ করা, দ্রুতহস্তে বাজানো, বিজড়িত করা, বেষ্টন করা, গড় গড় করিয়া বলিয়া যাওয়া, মনে মনে তোলপাড় করা। (অতীত) **সম্পরিবত্তি।** (অ-বিণ) **সম্পরিবত্ত।** (ব-বিণ) **সম্পরিবত্তমান।** (ক্রি-বি) **সম্পরিবত্তিত্বা।** (করণে) **সম্পরিবত্তেতি।**

সম্পরিবত্তেতি (ক্রি) মনের গতি ফিরানো, মন পরিবর্তন করা, ধ্যান করা, মনে মনে তোলপাড় করা, বিবেচনা করা। ⟹ **সম্পরিবত্ততি।**

সম্পরিবারেতি (ক্রি) [সং+পরি+√বর+এ] বেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া, সেবা করা, পরিচর্যা করা, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করা, ভৃত্যের ন্যায় কাহারও নিকটে হাজির থাকা, দেখা দিতে যাওয়া, আদেশ পালন করা। (তুলনীয়) **সম্পবারেতি।** (অতীত) **সম্পরিবারেসি;** (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সম্পরিবারেসুং।** (অ-বিণ) **সম্পরিবারিত।** (ক্রি-বি) **সম্পরিবারেত্বা, সম্পরিবারযিত্বা।**

সম্পরিবাসিত (বিণ) ১ সুস্বাদ গরম মসলাযুক্ত অথবা সুন্দররূপে শুষ্ক ও কঠিন অবস্থায় আনীত (?)। ⟹ **আপরিবাসিক।** ২ উত্তম সুগন্ধিযুক্ত বা সুরভিত (?)। ⟹ **পরিবাসিত।**

সম্পরেত (বিণ) [সং+পরেত] বেষ্টিত, পরিবেষ্টিত, বলয়িত, রুদ্ধ, অবরুদ্ধ।

সম্পলিবোধ [সং+পলিবোধ] বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, প্রতিরোধ।

সম্পলিভগ্গ (বিণ) ভঙ্গ, ভগ্ন, নষ্ট, ধ্বংসকৃত, বিভক্ত। ⟹ **সম্পলিভঞ্জতি।**

সম্পলিভঞ্জতি (ক্রি) [সং+পরি+√ভঞ্জ+অ] ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে বা জোরে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া, চিড় খাওয়া বা খাওয়ানো, শব্দ করিয়া ভাঙ্গা, কট করিয়া কোনো শব্দ করা বা করানো, মটকানো, মটকাইয়া দেওয়া, পাগল করা, বোতলের মুখ খুলিয়া পান করা, (চলতি) দন্ত করা, গলার স্বর ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা পরিবর্তিত হওয়া। (অ-বিণ) **সম্পলিভগ্গ।**

সম্পভঞ্জন = পলিভঞ্জন। ⟹ **পলিভঞ্জন।**

সম্পলিমট্‌ঠ (বিণ) [সং+পলিমট্‌ঠ] স্পর্শকৃত, হস্ত দ্বারা স্পর্শকৃত, চালিত, আলোচিত, হস্তচালনাকৃত, লোপকৃত, লুপ্ত, মুছিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, ধ্বংসকৃত, নষ্টকৃত, ভঙ্গকৃত, বধকৃত, বধিত, অনুভূত, প্রাপ্ত, সংস্পৃষ্ট, পৌঁছিয়াছে এরূপ, নাগাল পাইয়াছে এরূপ, অঙ্কিত, রেখাপাতকৃত, আঁচড় দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিচলিত, গলিত, মনে আঘাত দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত, খাদ্য গৃহীত, বাদ্যযন্ত্র বাজানো হইয়াছে এরূপ, সংলগ্ন, সামান্যভাবে কথিত, ঈষৎ উল্লিখিত।

সম্পলিবেঠিত (বিণ) [সং+পলিবেঠিত] গুটানো হইয়াছে এরূপ, ভাঁজকৃত, জড়িত, মোড়িত, মোড়া হইয়াছে এরূপ, লুক্কায়িত, সম্পূর্ণরূপে আবৃত। ⟹ **সম্পলিবেঠেতি।**

সম্পলিবেঠেতি (ক্রি) [সং+পলিবেঠেতি] মোড়া, লুক্কায়িত করা, সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা, গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো। (অ-বিণ) **সম্পলিবেঠিত।** (ক্রি-বি) **সম্পলিবেঠেয্য;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাযং সম্পলিবেঠেয্য।**

সম্পবঙ্ক (বিণ) অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত অর্থাৎ বন্ধু।

সম্পবঙ্কতা (স্ত্রী) যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধু সাদৃশ্য, অনুকূলতা, সদ্ভাবসূচকতা, বন্ধুসদৃশতা, ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাপ-সম্পবঙ্কতা, কল্যাণ-সম্পবঙ্কতা।** (তুলনীয়) **অনুসম্পবঙ্কতা।**

সম্পবণ্ণিত (বিণ) [সং+প+বণ্ণিত] অঙ্কিত, বর্ণিত, প্রশংসিত, স্তুতিকৃত, স্তুত, স্তবকৃত, গুণগীত।

সম্পবত্তর (পুং) [সং+পবত্তর] কুকর্মের প্রবর্তক, প্ররোচক।

সম্পবত্তেতি (ক্রি) [সং+প+√বত+এ] হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, গতি নির্দেশ করা, প্রবর্তিত করা, বিস্তৃত করা, প্রচলিত করা, প্রচলন করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সংবাসং সম্পবত্তেতি।** (অতীত) **সম্পবত্তেসি।** (অ-বিণ) **সম্পবত্তিত।**

সম্পবাতি (ক্রি) [সং+পবাতি] ফুঁৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, হাঁপানো, বহা, বাজা, বাজানো, মুকুলিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুঁৎকার দ্বারা বুদ্‌বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, সুগন্ধ হওয়া, সুরভিযুক্ত হওয়া।

সম্পবাযতি (ক্রি) [সং+পবাযতি] সুগন্ধ করা, সুরভিযুক্ত করা।

সম্পবাযন (ক্লী) সুগন্ধিকরণ, সুরভিতকরণ।

সম্পবারেতি (ক্রি) [সং+পবারেতি] গ্রহণ করিবার কারণ করা, সম্মত করানো, গ্রহণ করা বা করানো, প্রস্তুত করানো, অনুমোদন করানো, মানিয়া লওয়ার কারণ করা, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা, তৃপ্ত করা, পরিতুষ্ট করা, চরিতার্থ করা, ভোজন করা, কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, যোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, যথেষ্ট হওয়া, উপযুক্ত হওয়া। (অতীত) **সম্পবারেসি**। (ক্রি-বি) **সম্পবারেত্বা**।

সম্পবেধতি (ক্রি) [সং+প+√বিধ+অ] প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হওয়া, প্রবলভাবে অস্থির হওয়া, খুব বিচলিত হওয়া, অত্যন্ত মুগ্ধ হওয়া। (অতীত) **সম্পবেধি**। (অ-বিণ) **সম্পবেধিত**। (করণে) **সম্পবেধেতি**।

সম্পবেধেতি (ক্রি) প্রচণ্ডভাবে কম্পিত করা, প্রবলরূপে বিচলিত করা, অত্যন্ত অস্থির করা। ⟹ **সম্পবেধতি**।

সম্পবেধিন (বিণ) যাহাতে অস্থির বা বিচলিত হয়, কম্পনকারী, মুগ্ধকারী, বিহ্বলকারী।

সম্পসাদ (পুং) সুস্থিরতা, শান্তি, নির্মলতা, স্থৈর্য, প্রশান্তি, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, মনোনয়ন, প্রশংসাবাদ, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক।

সম্পসাদন (ক্লী) শান্তকরণ, প্রশান্তকরণ (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা বর্ণনায় ইহাকে দ্বিতীয় ব্যানিক "**সম্পসাদন**" বলা হইয়াছে), সৌভাগ্য, সুখ, আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ।

সম্পসাদনিয (বিণ) স্থৈর্যতার বা প্রশান্তির দিকে নীত করে এমন, সুস্থিরতা বা শান্তির দিকে চালিত করে এমন, উদ্দীপনাময় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। দীর্ঘনিকায়ের "**সম্পসাদনিয সুত্তন্ত**" নামক ইহা একটি সূত্রবিশেষ।

সম্পসাদেতি (ক্রি) [সং+প+√সদ+এ] হৃষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লসিত করা, পবিত্র করা, শোধন করা। (অতীত) **সম্পসাদেসি**। (অ-বিণ) **সম্পসাদিত**। (ক্রি-বি) **সম্পসাদেত্বা**।

সম্পসারেতি (ক্রি) [সং+প+√সর+এ] নানাদিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা, বিস্তার করা, বিছানো, প্রকাশ করা, প্রচার করা, আচ্ছাদন করা, পরিবেশন করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া, ঘোষিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, সম্প্রসারণ করা, সম্প্রসারিত হওয়া, টানিয়া লম্বা করা, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, ভঙ্গ না হইয়া প্রসারিত হওয়া। (অতীত) **সম্পসারেসি**। (অ-বিণ) **সম্পসারিত**। (ক্রি-বি) **সম্পসারেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সম্পসারিযতি**।

সম্পসীদতি (ক্রি) [সং+প+√সদ+এ] তৃপ্ত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, স্পষ্ট হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, শান্ত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া, অভয় প্রদত্ত হওয়া, বিশ্বস্ত হওয়া। (অতীত) **সম্পসীদি**। (ক্রি-বি) **সম্পসীদিত্বা**।

সম্পসীদন (ক্লী) উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সুখ, সৌভাগ্য, স্পষ্ট হওন, শান্ত হওন, প্রশান্ত হওন।

সম্পস্‌সং (বিণ) দেখার মত। **সম্পস্‌সং পস্‌সত্থি**—দেখার মত দেখিয়া। ⟹ **সম্পস্‌সতি**।

সম্পস্‌সতি (ক্রি) [সং+√দিস+অ] দর্শন করা, দেখা, দেখা করা, সাক্ষাৎ করা, সঙ্গে যাওয়া, নিজের সামনে উপস্থিত হইতে দেওয়া, বোঝা, পর্যবেক্ষণ করা, অবলোকন করা, যত্ন লওয়া, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, অবলোকন করা, দৃষ্টিপাত করা, (কোনো বিষয়ে) যত্নশীল হওয়া, (কাহারও উপর) নির্ভর করা। (অতীত) **সম্পস্‌সি**। (ব-বিণ) **সম্পস্‌সন্ত, সম্পস্‌সমান**; (দীর্ঘনিকায়ে) **সম্পস্‌সং**। (ক্রি-বি) **সম্পস্‌সিত্বা**।

সম্পহংসক (বিণ) আনন্দজনক, প্রফুল্লজনক, হৃষ্টজনক, উল্লাসজনক।

সম্পহংসতি (ক্রি) [সং+প+√হস+অ] হৃষ্ট হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, আনন্দিত হওয়া। (অতীত) **সম্পহংসি**। (অ-বিণ) **সম্পহট্‌ঠ**। (করণে) **সম্পহংসেতি**।

সম্পহংসন (ক্লী) হৃষ্ট হওন, প্রফুল্ল হওন, আনন্দিত হওন, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, অনুমোদন, সম্মতি, সায়। (বিশুদ্ধিমার্গে) **সম্পহংসনা**। খুদ্দকপাঠে সম্মতি এবং সায়প্রদানসূচক ব্যবহৃত শব্দ "**এবং**", সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**সাধু**"।

সম্পহংসনা (স্ত্রী) = **সম্পহংসন**। ⟹ **সম্পহংসন**।

সম্পহংসনে (ক্রি-বিণ) আনন্দ সহকারে, আনন্দিত হইয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে। ⟹ **সাধু** [ক্রি-বিণ (খ)]।

সম্পহংসেতি (ক্রি) হৃষ্ট করা, তুষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লসিত করা, সন্তুষ্ট করা, আনন্দিত করা, তৃপ্ত করা বা হওয়া। ⟹ **সম্পহংসতি**। (অতীত) **সম্পহংসেসি**। (অ-বিণ) **সম্পহংসিত**। (ক্রি-বি) **সম্পহংসেত্বা**।

সম্পহট্‌ঠ (বিণ) [সং+পহট্‌ঠ] ১ পিটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে এরূপ, পেটা, (লৌহাদি ধাতুর) আঘাতপ্রাপ্ত, শোধিত, সংস্কারকৃত, মার্জিত, নির্মলকৃত, বিশুদ্ধকৃত, উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে এরূপ, কৃত, শ্রমসিদ্ধ, কারখানায় তৈরি। (সংযুক্ত নিকায়) **সকুসল সম্পহট্‌ঠ**;

বুদ্ধঘোষের ভাষায় "**উক্কামুখে পচিত্বা সম্পহট্‌ঠং।** (সুত্রনিপাত অর্থকথা) **সুকুসল সম্পহট্‌ঠং; কুসলেন সুবণ্ণকারেন সঙ্ঘট্টিতং সঙ্ঘট্টেন্তেন** তাপিতং। ২ হৃষ্ট, প্রফুল্ল, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ। ⟹ **সম্পহংসতি।**

সম্পহার (পুং) [সং+পহার] একে অন্যকে আঘাতকরণ, বিরোধ, প্রহার, পরস্পরকে আঘাতকরণ, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন, সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আঘাতকরণ, কাজ বন্ধকরণ, ধর্মঘটকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উর্মি-বেগ সম্পহার।**

সম্পাক (ক্লী) [সং+পাক] ১ যাহা রন্ধন করা হয়, রন্ধন করিয়া প্রস্তুত বস্তু, অভিসন্ধি, প্রস্তুতি, মিশ্রিত তরল পদার্থ, সাজানো গল্প। (বিনয়) **মংস সম্পাক।** (বিমানবত্থু) **কোল সম্পাক।** ২ পক্বতা, পরিণত অবস্থা, সম্পন্নতা, ব্যবহারোপযোগিতা, উদ্যত অবস্থা, পরিপক্বতা, ক্রমবিকাশ, উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার।

সম্পাত (পুং) [সং+পাত] সম্পাত, একসঙ্গে পতন, মিলন, যোগ, সম্মতি, এক সময়ে সংঘটন, একযোগে কার্য, সংঘর্ষ, ধাক্কা, বাধা, বিবাদ, বিরোধ। = **সন্নিপাত।** (বিনয়) **কুক্কুটসম্পাত।**

সম্পাদক (বিণ) সম্পাদক, নিষ্পাদক, কার্যনির্বাহক, যেই ব্যক্তি লাভ করে বা প্রাপ্ত হয়, যেই ব্যক্তি যোগায় বা সরবরাহ করে, যেই ব্যক্তি সম্পাদন করে বা প্রস্তুত করে।

সম্পাদন (ক্লী) সম্পাদন, নিষ্পাদন, নির্বাহ, সমাপন, উপার্জন, কর্মফল, ফলাফল, সুবিধা, যথার্থ, দর্শকের ভাবান্তর, সমাপ্তি, লাভ, উৎপন্নকরণ, যোগানো, প্রস্তুতকরণ, সরবরাহকরণ, সরবরাহ, পূরণকরণ, সম্পন্নকরণ, সম্পাদিত কার্য, উপযুক্তকরণ, সংগ্রহকরণ, সজ্জিতকরণ, উপার্জনকরণ, লাভকরণ, প্রাপ্ত হওন, সফলকাম হওন, প্রচলিত হওন, বিদ্যমান থাকন।

সম্পাদিত (বিণ) সম্পাদিত, নিষ্পাদিত, সমাপিত, নির্বাহিত। ⟹ **সম্পাদেতি।**

সম্পাদিযতি (ক্রি) সরবরাহ হওয়া, পূরিত হওয়া, পরিপূরিত হওয়া, যোগান দেওয়া। ⟹ **সম্পাদেতি।**

সম্পাদেতি (ক্রি) ১ স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো, উপার্জন করা, অর্জন করা, লাভ করা, পাওয়া, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া। (জাতক) **একবচনং সম্পাদেতি**—একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হওয়া; **কথং সম্পাদেতি**—কথা বলিতে সমর্থ হওয়া। (মহাবংস) **দোহড়ে সম্পাদেতি**—স্পৃহা বা ইচ্ছানুরূপে পরিতৃপ্ত করা। ২ সম্পাদন করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, উদ্দেশ্য সম্পাদন বা সফল করিতে চেষ্টা করা, পূরণ করা, যোগানো, সরবরাহ করা। (অতীত) **সম্পাদেসি।** (অ-বিণ) **সম্পাদিত।** (ক্রি-বি) **সম্পাদেত্বা।** (কর্মবাচ্যে) **সম্পাদিযতি।**

সম্পাপক (বিণ) নীত করে এরূপ, সম্প্রাপ্ত করায় এরূপ, আনে বা আনয়ন করে এরূপ, লাভ করায় এরূপ, প্রাপ্তির কারণ হয় এরূপ, সম্প্রাপক, উপনীত করে এরূপ, পৌছাইয়া দেয় এরূপ।

সম্পাপন (ক্লী) সম্প্রাপন, প্রাপ্ত হওন, লাভকরণ, পৌছা, উপস্থিত হওন, নাগাল পাওন, পরিচালিতকরণ, সম্প্রাপ্তকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তীর সম্পাপন।** ⟹ **সম্পাপুণাতি।**

সম্পাপুণাতি (ক্রি) [সং+প+√অপ+উণা] পৌছানো, উপস্থিত হওয়া, নাগাল পাওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, প্রাপ্ত হওয়া, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, আসা, আগমন করা, নিকটবর্তী হওয়া, উপনীত হওয়া, হওয়া, প্রকাশ হওয়া, সমান হওয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করা, দৈবক্রমে সাক্ষাৎ লাভ করা। (অতীত) **সম্পাপুণি।** (অ-বিণ) **সম্পত্ত।** (ব-বিণ) **সম্পাপুণন্ত।** (ক্রি-বি) **সম্পাপুণিত্বা।** (করণে) **সম্পাপেতি।**

সম্পাপেতি (ক্রি) আনয়ন করা, বহন করা, উৎপন্ন করা, সংগ্রহ করা, প্রবর্তিত করা, লাভ করা, প্রাপ্ত করা বা করানো, উপনীত করা বা করানো, পৌছানো। ⟹ **সম্পাপুণাতি।**

সম্পাযতি (ক্রি) ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হওয়া, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হওয়া (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**সম্পাদেত্বা কথেতুং সক্কুণোতি**"), রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, সন্ধি স্থাপন করা, মিটমাট করা, বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। (তুলনীয়) **সম্পযাতি।** (অতীত) **সম্পাযাসি।**

সম্পারুত (বিণ) [সং+পারুত] (সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত।

সম্পালেতি (ক্রি) [সং+পালেতি] রক্ষা করা, পালন করা।

সম্পিণ্ডন (ক্লী) সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি) একত্রকরণ, সংযুক্তকরণ, মিলিতকরণ, ঘনিষ্ঠকরণ, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, আত্মীয়, কুটুম্ব, সংকলন, যোগ করার কার্য, বাড়তি আমদানি করা ব্যক্তি বা বস্তু। ইহা বিশুদ্ধিমার্গে "চ" সম্বন্ধীয় ব্যবহৃত শব্দ বিশেষ।

সম্পিণ্ডিত (বিণ) একত্রে আনীত, একত্রে মিলিত, পিণ্ডিত, পিণ্ডাকার হইয়াছে এরূপ, জড় পাকানো, প্রত্যর্পণকৃত, নূতন করা হইয়াছে এরূপ, নবনির্মিত, পুনঃসংস্কারকৃত, ক্ষতিপূরণকৃত, আরোগ্যকৃত, পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া

আনা হইয়াছে এরূপ, পুনঃসংস্থাপিত, পুনরায় স্থাপিত, কঠিন, দৃঢ়, স্থিরসংকল্প, স্থির, আঁটসাঁট, নিবিড়। ⟹ **সম্পিণ্ডেতি**।

সম্পিণ্ডিত ঘনসস্‌সর = **সম্পিণ্ডিতসস্‌সর**। ⟹ **সম্পিণ্ডিতসস্‌সর**।

সম্পিণ্ডিতসস্‌সর (পুং) গোলাকারে পরিব্যাপ্ত স্বর, চতুর্দিকে বিঘোষিত শব্দ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ। = **বিন্দুসস্‌সর**।

সম্পিণ্ডেতি (ক্রি) [সং+√পিণ্ড+এ] সংযোগ করা, সংযুক্ত করা, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া, একসঙ্গে মাখা, একসঙ্গে ঠাসা, একত্রে বলের ন্যায় গোলাকার করা, একত্র করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, সংক্ষেপ করা, কমানো, পিণ্ডাকার করা, জড় করা। (অতীত) **সম্পিণ্ডেসি**। (অ-বিণ) **সম্পিণ্ডিত**। (ক্রি-বি) **সম্পিণ্ডেত্বা**।

সম্পিয (বিণ) [সং+পিয] মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক, সম্প্রীতিযুক্ত, সম্প্রীত।

সম্পিযাযতি (ক্রি) [সং+পিযাযতি] সদয় ব্যবহার করা, সংযুক্ত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, প্রিয় হওয়া, প্রিয়ভাবে ব্যবহার করা, অনুরাগী হওয়া, সম্প্রীতি রাখা বা করা, ভালবাসা করা বা রাখা, স্নেহস্বরূপ সম্বোধন করা, প্রীতির সহিত সমাদর করা, আনন্দ সহকারে অভ্যর্থনা করা। (অতীত) **সম্পিযাযি**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **সম্পিযাযিংসু**। (অ-বিণ) **সম্পিযাযিত**। (ব-বিণ) **সম্পিযাযন্ত**, **সম্পিযাযমান**। (ক্রি-বি) **সম্পিযাযিত্বা**।

সম্পিযাযনা (স্ত্রী) [সং+পিযাযনা] অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, সুপরিচিত সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব বা জ্ঞাতি, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণতা, মহানুরাগ, অতি আসক্তি, সম্প্রীতি।

সম্পিযাযমান (বিণ) আদর করে এরূপ, সমাদর করে বা করিতেছে এরূপ, সোহাগ করিতে করিতে, সম্প্রীতিতে আছে এরূপ, স্নেহপরায়ণ, অনুরাগী হয় এমন। ⟹ **সম্পিযাযতি**।

সম্পিযেন (ক্রি-বিণ) প্রিয়ভাবে, বন্ধুভাবে, পারস্পরিক ভালবাসার মধ্যে, পারস্পরিক সম্মতিতে, পারস্পরিক মনের একতা দ্বারা, সম্প্রীতিতে।

সম্পীণেতি (ক্রি) [সং+পী+√ণা+এ] পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধন করা, পূর্ণ করা, মেটানো বা মিটাইয়া দেওয়া, মনোনীত করা, পছন্দ করা, হৃষ্ট করা, পুষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লসিত করা। (অতীত) **সম্পীণেসি**; (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **সম্পেসি**। (অ-বিণ) **সম্পীণিত**। (ক্রি-বি) **সম্পীণেত্বা**, **সম্পীণযিত্বা**।

সম্পীল (ক্লী) [সং+পীল] কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড।

সম্পীলিত (বিণ) সম্পীড়িত, পীড়িত, কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উদ্বিগ্ন, অসুবিধায় ফেলানো হইয়াছে এরূপ, অসুবিধা ঘটানো হইয়াছে এরূপ, কষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ, গ্রাহ্যকৃত, উদ্বেগবোধ করিয়াছে এমন, চিন্তিত, চিন্তান্বিত। ⟹ **সম্পীলেতি**। (ক্লী) কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য, অত্যন্ত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ।

সম্পীলেতি (ক্রি) [সং+√পীল+এ] পীড়ন করা, উৎপীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, অত্যাচার করা, দমন করা, চিমটি কাটা, মুঠা করা, আঁকড়াইয়া ধরা, নিষ্পেষণ করা, কষ্টকর হওয়া, পরিমিত ব্যয়ী হওয়া, নিংড়ানো, পেষণ করা, চাপ দেওয়া, জেদ করা, আলিঙ্গন করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অত্যন্ত জরুরি হওয়া, ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি করা, (কাজে, ভ্রমণে) সংকল্পের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া, বিরক্ত করা, হয়রান করা, দাঁত দিয়া কাটা, উত্ত্যক্ত করা বা হওয়া, মন খারাপ করা, ঘ্যান ঘ্যান করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। (অতীত) **সম্পীড়েসি**। (অ-বিণ) **সম্পীলিত**। (ক্রি-বি) **সম্পীলেত্বা**।

সম্পুচ্ছ (ক্রি-বি) বন্দোবস্ত করিয়া, নিয়োগ করিয়া, চাকরিতে বা পদে নিযুক্ত করিয়া। ⟹ **সম্পুচ্ছতি**।

সম্পুচ্ছতি (ক্রি) [সং+√পুচ্ছ+অ] জিজ্ঞাসা করা, অনুমতি গ্রহণ করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম চাওয়া, আদেশ লওয়া, আজ্ঞা লওয়া। (অতীত) **সম্পুচ্ছি**। (অ-বিণ) **সম্পুট্ঠ**। (ক্রি-বি) **সম্পুচ্ছ**।

সম্পুট (ক্লী) [সং+পুট] (শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বা নমস্কার করিবার জন্য) হাতজোড়করণ, করপুট, কৃতাঞ্জলি, অঞ্জলি। = **পাণিসম্পুট**। (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে) **সম্পুট**—অঞ্জলি, করপুট; (বিশেষ ভাষায়) কৃতকরসম্পুট।

সম্পুটিত (বিণ) [সং+পুটিত] কুঞ্চিত, কোঁচকানো, গুটানো, সংকুচিত, (ভয়ে) জড়সড়, আকুঞ্চিত, কোঁকড়ানো, শুষ্ক। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) সম্পুটক।

সম্পুপ্ফিত (বিণ) পুষ্পিত, ফুটন্ত, প্রস্ফুটিত, ফোটা। = **নিচ্চং পুপ্ফিত** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

সম্পুরেক্খরোতি (ক্রি) [সং+পুরক্খরোতি] সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময় মত টাকা দেওয়া।

সম্পূজেতি (ক্রি) [সং+√পূজ+এ] সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময় মত টাকা দেওয়া, মনোযোগ দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, মান্য করা, ভক্তি করা। (অতীত) **সম্পূজেসি**।

(অ-বিণ) **সম্পূজিত**। (ব-বিণ) **সম্পূজেন্ত**। (ক্রি-বি) **সম্পূজেত্বা**।

সম্পূণণ (ক্রিণ) সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, পূরিত, পূর্ণ, সমাপ্ত, একেবারে। ⟹ **সম্পূরতি**।

সম্পূরতি (ক্রি) [সং+পূরতি] পূরণ করা, পূর্ণ করা, পরিপূর্ণ করা, সমাপ্ত করা, শেষ করা। (অতীত) **সম্পূরি**; (জাতক) **মাসো সম্পূরি**—একমাস পূর্ণ হইল। (অ-বিণ) **সম্পূণ্ণ**। (কর্মবাচ্যে) **পূরিযতি**, **সম্পূরিযতি**। (করণে) **সম্পূরেতি**।

সম্পূরিযতি (ক্রি) পূর্ণ হওয়া, পরিপূর্ণ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া, শেষ হওয়া। ⟹ **সম্পূরতি**।

সম্পূরেতি (ক্রি) [সং+√পূর+এ] পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূর্ণ করা, সম্পাদন করা, শেষ করা, সফল করা। ⟹ **সম্পূরতি**। (অতীত) **সম্পূরেসি**। (অ-বিণ) **সম্পূরিত**। (ক্রি-বি) **সম্পূরেত্বা**।

সম্পেসতি (ক্রি) নিপীড়ন করা, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, উৎপীড়ন করা।

সম্ফ (বিণ) লঘুচেতা, চপল, নগণ্য, সামান্য। (স্ত্রী) চপলতা, লঘুতা, নিরর্থক, কথা বা আলাপ, মূর্খতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সম্ফংভাসতি**—নির্বোধের মত কথা বলা; (জাতকে) **সম্ফং ভাসতি**; (তিকপট্‌ঠানে) **সম্ফং পলপতি**।

সম্ফপ্পলাপ (পুং) [সম্ফ+পলাপ] নিরর্থক কথা, অনর্থক আলাপ, নির্বোধের মত কথা। ⟹ **সম্ফ**।

সম্ফপ্পলাপিন (বিণ) যেই ব্যক্তি নিরর্থক কথা বলে, যেই ব্যক্তি নির্বোধের ন্যায় কথা বলে।

সম্ফল (বিণ) [সং+ফল] প্রচুর পরিমাণে ফল আছে এরূপ।

সম্ফস্‌স (পুং) সংস্পর্শ, স্পর্শ, সম্যক স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ, যেই ব্যক্তি সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগ বিস্তারের কারণস্বরূপ হয়, প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া অধোগতি, অবসাদ, (রোগাদির স্থালে) উন্নতি, স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব। (দীর্ঘনিকায়) **চক্‌খুসম্ফস্‌স**—চক্ষুর বা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ; **সোতসম্ফস্‌স**—কর্ণের বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ; **ঘাণসম্ফস্‌স**—নাসিকার বা ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ; **জিহ্বাসম্ফস্‌স**—জিহ্বার বা রস-ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ; **কাযসম্ফস্‌স**—কায়ের বা ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ; **মনোসম্ফস্‌স**—মনের বা মনো-ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ।

সম্ফস্‌সতি (ক্রি) ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিলচিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা। = **সম্ফুসতি**। (অ-বিণ) **সম্ফুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **সম্ফস্‌সমান**।

সম্ফস্‌সমান (বিণ) স্পর্শ করে এরূপ, অনুভব করে এরূপ। = **সম্ফুস্‌সমান**। ⟹ **সম্ফস্‌সতি**।

সম্ফুট্‌ঠ (বিণ) সংস্পৃষ্ট, সম্যকরূপে স্পর্শকৃত, সংযুক্ত, স্পর্শকৃত, স্পর্শিত। ⟹ **সম্ফস্‌সতি**, **সম্ফুসতি**।

সম্ফুল্ল (বিণ) সংস্ফুট, প্রস্ফুটিত, বিকশিত, পূর্ণবিকশিত।

সম্ফুসতি (ক্রি) [সং+√ফুস+অ] সংস্পর্শে আসা, স্পর্শ করা। = **সম্ফস্‌সতি**। (অতীত) **সম্ফুসি**। (অ-বিণ) **সম্ফুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **সম্ফুস্‌সং**, **সম্ফুস্‌সমান**, (চূলনির্দেশে) **সম্ফুস্‌সমান**, (মধ্যম নিকায়ে পাঠ হইয়াছে) **রিস্‌সমান**। (ক্রি-বি) **সম্ফুসিত্বা**। (তুম্) **সম্ফুসিতুং**।

সম্ফুসনা (স্ত্রী) সংস্পর্শ, যেই ব্যক্তি সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগ বিস্তারের কারণস্বরূপ হয়, স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব।

সম্ফুসিত (বিণ) সংস্পৃষ্ট, সম্যকরূপে স্পর্শকৃত, সংযুক্ত, স্পর্শকৃত, উত্তমরূপে উপযুক্ত হইয়াছে এরূপ, মাপ অনুযায়ী ঠিক হইয়াছে এরূপ।

সম্ফুসিতত্ত (ক্লী) সংস্পর্শে আনা হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

সম্ফুস্‌সং (বিণ) = **সম্ফুস্‌সমান**। ⟹ **সম্ফুস্‌সমান**।

সম্ফুস্‌সমান (বিণ) = **সম্ফস্‌সমান**। ⟹ **সম্ফস্‌সমান**, **সম্ফুসতি**।

সম্বজ্ঝতি (ক্রি) মিলিত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, এক হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, সংযোগ হওয়া। ⟹ **সম্বন্ধতি**।

সম্বদ্ধ (বিণ) সম্বদ্ধ, সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট, সংযুক্ত, মিলিত, বদ্ধ, আবদ্ধ, একত্রে আবদ্ধ।

সম্বন্ধ (পুং) সম্বন্ধ, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, গণ্ডি, বন্ধনী, সংসর্গ, সংযোগ, মিলন।

সম্বন্ধকুল—সম্বন্ধযুক্ত পরিবার, সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতি, সম্পর্কিত গোত্র বা বংশ।

সম্বন্ধতি (ক্রি) [সং+√বন্ধ+অ] একত্রে বন্ধন করা, সংযোগ করা, সংযুক্ত করা, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া। (অতীত) **সম্বন্ধি**। (অ-বিণ) **সম্বদ্ধ**। (ক্রি-বি) **সম্বন্ধিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সম্বজ্ঝতি**।

সম্বন্ধন (ক্লী) একত্রে বন্ধন, সংযোগ, মিলন, সম্পর্ক, একত্রে মিলন, যোগ, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা, কুটুম্ব, আত্মীয়।

সম্বরিমায়া (স্ত্রী) [সম্বরি+মায়া] সম্বরি মায়া বা বিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, ভোজবাজি। সংযুক্ত নিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "সম্বরের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা"। সম্বর হইতেছে দৈত্য বা অসুরগণের রাজার নাম।

সম্বল (ক্লী) সম্বল, পাথেয়, পথ-খরচ, সংস্থাপন, পুঁজি, নিয়ম, বিধান, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, পরিণামদর্শিতা।

সম্বহুল (বিণ) বহুল, অনেক, অধিক সংখ্যক, বহুলিক, বাহুল্য, অধিক, বহু। (জাতক) **সম্বহুলং করোতি**—অধিক সংখ্যার মত গ্রহণ করা, বহুত্বের বা বহুলোকের সম্মতি গ্রহণ করা।

সম্বহুলতা (স্ত্রী) অধিকসংখ্যার মত, বহুত্বের বা বহুলোকের সম্মতি, বহুলতা, বাহুল্যতা।

সম্বহুলিক (বিণ) বহুলিক, বাহুল্য। = **সম্বহুল**। (জাতক) **সম্বহুলিকং করোতি= সম্বহুলং করোতি**।

সম্বাধ (পুং) ১ চাপ, পেষণ, বেগ, অত্যাচার, ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ, ভার, সংকট, প্রয়োজনীয়তা, সংগ্রহকরণ, জড়করণ, সম্বাধ, ভিড়, সংঘর্ষ, জনতার ভিড়করণ, জনতার ভিড়ে অসুবিধা, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জনসম্বাধরহিত**—জনতার ভিড়রহিত। (মধ্যম নিকায়) **কিটঠসম্বাধ**—যেই সময় শস্য ঘন হইয়া বাড়ে তখন শস্যের ভিড় বা জড়করণ। (বিনয়) **যস্স সম্বাধোভবিস্সতি**—জনতার ভিড়ে যাহার অসুবিধা হইবে। (জাতক) **অতিসম্বাধতা**—অতি সংকীর্ণ অবস্থা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পুত্তদার-সম্বাধ-সয়ন**—স্ত্রীপুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হইয়া শয়ন। চরিত্র-সম্বন্ধে **"সম্বাধ"** শব্দের ভাবার্থ:—দুষ্করতা, জটিল সমস্যা, ক্লেশ, আপত্তি, দায়, মুশকিল, অসুবিধা, বাধা, দুর্বোধ্য বিষয়, কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখের কারণ, বিরক্তির কারণ, অস্বস্তি। (সংযুক্ত নিকায়ে চন্দ্রের গ্রহণ-সম্বন্ধে) **সম্বাধপটিপন্ন**। (বিণ) সংগৃহীত, সংকীর্ণ, জড়, ভিড়কৃত, জনতায় পরিপূরিত, জনতাপূর্ণ, অপ্রশস্ত, কম চওড়া, নিবিড়, ঘন, বোকা, নির্বোধ। (দীর্ঘনিকায়) **সম্বাধো ঘরবাসো**--গৃহজীবন বাধাপূর্ণ। (জাতক) **সম্বাধমগ্গ**—জনপূর্ণ পথ, অপ্রশস্ত পথ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নিজ সম্বাধবন**—নির্জন নিবিড় বন। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্বাধব্যূহ**। ২ যোনিমার্গ, নরকের পথ। (জাতক) **সম্বাধট্‌ঠান**।

সম্বাধট্‌ঠান (ক্লী) যোনিমার্গের স্থান, নরকের স্থান। ⟹ **সম্বাধ**(২)।

সম্বাধতর (বিণ) সংকীর্ণতর, অপ্রশস্ততর। (তুলনীয়) **অতিসম্বাধ**।

সম্বাধন (ক্লী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, প্রতিরোধ।

সম্বাধপটিপন্ন (বিণ) দায়গ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত। ⟹ **সম্বাধ** (১)।

সম্বাধমগ্গ (ক্লী) জনতাপূর্ণ মার্গ, জনপূর্ণ পথ। ⟹ **সম্বাধ** [১(বিণ)]।

সম্বাধব্যূহ (পুং) ঘন সন্নিবিষ্ট জনতা, বিপুল সৈন্য সমাবেশ। ⟹ **ব্যূহ** (১), **সম্বাধ** [১(বিণ)]।

সম্বাধাযত্তি—পেষিত হওয়া, নিগৃহীত হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, পীড়িত হওয়া, দমিত হওয়া, অত্যাচারিত হওয়া, টানটান হওয়া, আঁটসাঁট হওয়া, আলগা নয় এমন হওয়া, মাতাল হওয়া, বিরল হওয়া, কৃপণ হওয়া। ⟹ **ষত্তি**।

সম্বাধেতি (ক্রি) [সং+√বাধ+এ] জনতাপূর্ণ হওয়া, ভিড় হওয়া, জড় হওয়া, সংগৃহীত হওয়া, রোধ করা, বন্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা। দীর্ঘনিকায়ে ইহার পাঠ **"সম্বাধাষত্তি"** শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়। (অতীত) **সম্বাধেসি**। (ক্রি-বি) **সম্বাধেত্বা**।

সম্বাধো ঘরবাসো—গৃহবাস সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ, গৃহজীবন কারারুদ্ধের ন্যায় সংকীর্ণ, গৃহজীবন সীমাবদ্ধ ও বাধাপূর্ণ। ⟹ **সম্বাধ** [১(বিণ)]।

সম্বাহতি (ক্রি) [সং+√বাহ+অ] ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিস করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, সাবানজল দিয়া (মাথা ও চুল) ধৌত করা, অঙ্গমর্দন বা মার্জনা করা। (তুলনীয়) **পরিসম্বাহতি**। (অতীত) **সম্বাহি**। (ব-বিণ) **সম্বাহন্ত**। (ক্রি-বি) **সম্বাহিত্বা**। (করণে) **সম্বাহাপেতি, সম্বাহেতি**।

সম্বাহন (ক্লী) ঘর্ষণ, মর্দন, মার্জন, বাধা, সংকট, বিদ্রূপ, পরিহাস, সংঘর্ষ, আঘাত, ঘা, চোট, সহসা আক্রমণ, গুরুত্বপূর্ণ উদ্যম, অসাধারণ চেষ্টা, বিপদ, যন্ত্রণা, ঘড়ির শব্দ, স্পন্দন, কম্পন, ছোট দাগ বা আঁচড়, কলমের টান, রেখা, হাতবুলানো, সংবাহন, সংবাহ, অঙ্গমর্দন, অঙ্গমার্জন, পা টেপা, ভারাদি বহন, পরিষ্কারকরণ, সাবান জল দ্বারা (মাথা ও চুল) ধৌতকরণ, মালিশ, লেপন, মুছিয়া ফেলন, পালিশকরণ, মল্লযুদ্ধকারী বা কুস্তিগিরদের এক প্রকার অঙ্গ চালনা বা ব্যায়াম।

সম্বাহাপেতি (ক্রি) সাবানজল দিয়া (মাথা ও চুল) ধৌত করানো। ⟹ **সম্বাহতি**।

সম্বাহেতি (ক্রি) = **সম্বাহতি**। ⟹ **সম্বাহতি**।

সম্বুক (পুং) শম্বুক, শামুক, শঙ্খ, শামুকের খোল, ঝিনুক, শাঁখ, শুক্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সিপ্পিসম্বুক**।

সম্বুজ্‌ঝতি (ক্রি) [সং+√বুধ+য] স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, সম্পূর্ণরূপে জানা, ঠিকভাবে জানা, জানিতে পারা, চিনিতে পারা, অনুমোদন করা, কার্যসাধন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, পরিশ্রম করিয়া লাভ করা। (অতীত) **সম্বুজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **সম্বুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **সম্বুজ্‌ঝিত্বা**। (তুম) **সম্বুদ্ধং, সম্বুদ্ধুং**। (করণে) **সম্বোধেতি**।

সম্বুদ্ধ (বিণ) সম্বুদ্ধ, সম্যকরূপে জ্ঞাত, সম্পূর্ণরূপে বা ঠিকভাবে জ্ঞাত, উত্তমরূপে জানিয়াছেন এমন, জ্ঞাত, অর্জিত, লব্ধ, প্রাপ্ত। ⟹ **সম্বুজ্‌ঝতি**। (পুং) সম্বুদ্ধ, বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, সর্বদর্শী বুদ্ধ, জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধ, নিজ জ্ঞান

বলে সর্ববিষয় জ্ঞাত বুদ্ধ।

সম্বুদ্ধং(তুম্) = **সম্বুদ্ধুং**। ⟹ **সম্বুদ্ধুং**।(পুং) সম্বুদ্ধকে, বুদ্ধকে।

সম্বুদ্ধি (স্ত্রী) পূর্ণজ্ঞান, সম্পূর্ণ বোধ, সম্পূর্ণ ধীশক্তি, পূর্ণবুদ্ধি।

সম্বুদ্ধিবন্তু (বিণ) জ্ঞানী, বিজ্ঞ, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। = **বুদ্ধিসম্পন্ন**।

সম্বুদ্ধুং(তুম্) জানিতে, চিনিতে, হৃদয়ঙ্গম করিতে। ⟹ **সম্বুজ্ঝতি**।

সম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং, ক্লী) [সম্বোধি+অঙ্গ] সম্বোধ্যঙ্গ, সম্বোধি জ্ঞান লাভের উপাদান, সম্বোধি বা বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির উপাদান। ইহা সপ্তবিধ, যথা—১। **সতিসম্বোজ্ঝঙ্গ** (স্মৃতিরূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ), ২। **ধম্মবিচয সম্বোজ্ঝঙ্গ** (ধর্মবিষয়ে তদন্ত বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষারূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ), ৩। **বিরিযসম্বোজ্ঝঙ্গ** (কর্মশক্তি বা উৎসাহরূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ), ৪। **পীতি সম্বোজ্ঝঙ্গ** (প্রীতি বা আনন্দোল্লাসরূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ), ৫ **পস্সদ্ধি সম্বোজ্ঝঙ্গ** (স্থৈর্য বা প্রশান্তিরূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ), ৬। **সমাধি সম্বোজ্ঝঙ্গ** (একাগ্রতারূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ), ৭। **উপেক্খা সম্বোজ্ঝঙ্গ** (উপেক্ষা অর্থাৎ মনের সমভাব বা স্থিরতারূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ)। এইরূপে আত্মোৎকর্ষের বিভিন্ন উপায়স্বরূপ কতিপয় উপাদান বা অঙ্গের গুণসমূহ বিশুদ্ধিমার্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্বোধ (পুং) জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা, উচ্চস্তরের জ্ঞান, জাগরণ, ধর্মের পুনঃপ্রাবল্য, মার্গের বা উপায়ের ত্রিবিধ উচ্চতর অবস্থার অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান। (মধ্যম নিকায়) **পুব্বে সম্বোধা**—অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইবার বা পরিজ্ঞান লাভের পূর্বে; **অভব্ব সম্বোধায**--পরিজ্ঞানের অনুপযোগী। = **বোধ**(১)।

সম্বোধগামিন (বিণ) জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থায় নিয়া যায় এমন, জ্ঞানের পূর্ণতার দিকে চালিত করে এমন, সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত করায় এমন।

সম্বোধন (ক্লী) সম্বোধন, আহ্বান, আমন্ত্রণ, জাগরিতকরণ, উত্তেজিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, (ব্যাকরণে) সম্বোধপদ।

সম্বোধপক্খিক (বিণ) জ্ঞানালোক প্রাপ্তির পক্ষীয়, জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি-সম্বন্ধীয়।

সম্বোধসুখ—জ্ঞানালোক প্রাপ্তির সুখ, জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির সুখ।

সম্বোধি(স্ত্রী) সম্বোধি, সম্বোধিজ্ঞান, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, জ্ঞানের পূর্ণতা, উচ্চতম জ্ঞান, প্রজ্ঞান। = **সম্বোধ**। (তুলনীয়) **সম্মাসম্বোধি**।

সম্বোধিগামিন (বিণ) = **সম্বোধগামিন**। ⟹ **সম্বোধগামিন**।

সম্বোধিগ্গ (ক্লী) = **সম্বোধিযগ্গ**। ⟹ **সম্বোধিযগ্গ**।

সম্বোধিঙ্গ = **সম্বোধিযঙ্গ**। ⟹ **সম্বোধিযঙ্গ**।

সম্বোধিপত্ত (বিণ) সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত, জ্ঞানালোক প্রাপ্ত, জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ অর্হত।

সম্বোধিপরাযন (বিণ) সম্বোধিপরায়ণ, যাঁহার বোধিজ্ঞান লাভ একমাত্র লক্ষ্য এমন, যিনি জ্ঞানালোকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এমন, জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ যাঁহার অভীষ্ট এমন, সম্বোধিজ্ঞান লাভী, স্বয়ং বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞান লাভে নিরত, সম্বোধিজ্ঞান লাভে তৎপর। সরাসরি ইহাকে "স্রোতাপন্ন"ও বলা হয়। ⟹ **পরাযণ** [বিণ(১)]।

সম্বোধিযগ্গ (ক্লী) [সম্বোধিয+অগ্গ] শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান, উচ্চতম জ্ঞান, জ্ঞানালোকের চরম সীমা। = **সব্বঞ্ঞুত ঞাণং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

সম্বোধিযঙ্গ (পুং) [সম্বোধিয+অঙ্গ] = **সম্বোজ্ঝঙ্গ**। ⟹ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

সম্বোধিসুখ—সম্বোধিসুখ, জ্ঞানালোকের সুখ, বোধিজ্ঞান লাভের সুখ।

সম্বোধেতি (ক্রি) [সং+√বুধ+এ] পড়ানো, শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, শিক্ষকতা করা, শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাত করা, জানানো। ⟹ **সম্বুজ্ঝতি**। (অতীত) **সম্বোধেসি**।

সম্ভগ্গ (বিণ) [সং+ভগ্গ] ভগ্ন, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **সম্পলিভগ্গ**। ⟹ **সম্ভঞ্জতি**।

সম্ভজতি (ক্রি) [সং+ভজতি] সঙ্গে থাকা, ভালবাসা, স্নেহ করা, আনন্দ পাওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দ বোধ করা, আসক্ত হওয়া, প্রণয়ে পড়া, উৎসর্গীকৃত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, আটক হওয়া, ধৃত হওয়া, আরোপিত হওয়া। (সপ্তমী) **সম্ভজেয্য**, (জাতক অর্থকথায়) **সমাগচ্ছেয্য**। (অতীত) **সম্ভজি**। (অ-বিণ) **সম্ভত্ত**। (ব-বিণ) **সম্ভজন্তো**।

সম্ভজনা (স্ত্রী) সঙ্গে থাকন, একসঙ্গে অবস্থানকরণ।

সম্ভঞ্জতি (ক্রি) [সং+√ভঞ্জ+অ] ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া, চেড়া, ফাড়া, ভেদ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ফাটা। (তুলনীয়) **সম্পলিভঞ্জতি**। (অতীত) **সম্ভঞ্জি**। (অ-বিণ) **সম্ভগ্গ**। (অতীত কর্মবাচ্যে) **সমভজ্জিসং**। (ক্রি-বি) **সম্ভঞ্জিত্বা**। (করণে) **সম্ভঞ্জেতি**।

সম্ভঞ্জেতি (ক্রি) = **সম্ভঞ্জতি**। ⟹ **সম্ভঞ্জতি**।

সম্ভত (বিণ) একসঙ্গে আনীত, একত্রে মিলিত, সংগৃহীত,

সঞ্চিত, গুদামে জমা করা হইয়াছে এরূপ। (ক্লী) খাদ্যসামগ্রী, সরঞ্জাম, ভাণ্ডার, গুদাম, দোকান, খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যসম্ভার।

সম্ভতি (ক্রি) নিম্নে বসিয়া যাওয়া, থিতানো, স্থির হওয়া, প্রশমিত হওয়া, শান্ত হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অবিচলিত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া, নিস্তব্ধ হওয়া। (যৌগিকে) **পটিপ্পসসম্ভতি**।

সম্ভত্ত (বিণ) উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত। ⟹ **সম্ভজতি**। (পুং) বন্ধু, অনুরক্ত ব্যক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **যথাসম্ভত্তং**—যেইভাবে সঙ্গীরূপে বাস করা যায় সেইভাবে।

সম্ভত্তি (স্ত্রী) সংযোগ, সংযুক্তকরণ, সঙ্গীকরণ, সঙ্গে অবস্থানকরণ, স্ত্রী কিংবা স্বামী, সহগামী পোত, অন্তরঙ্গ সহচর।

সম্ভম (পুং) গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ।

সম্ভমতি (ক্রি) [সং+√ভম+অ] বৃত্তাকারে ঘুরানো বা ঘোরা, আবর্তিত হওয়া, নিয়মিত ঘটা, চিন্তা করা, মনের মধ্যে তোলপাড় করা। (অতীত) **সম্ভমি**। (ক্রি-বি) **সম্ভমিত্বা**।

সম্ভমন্ত (বিণ) = তুরিত। ⟹ তুরিত। = তুরিত তরিত।

সম্ভমপত্ত (বিণ) উত্তেজনায় আচ্ছন্ন, উত্তেজনার কারণে অভিভূত।

সম্ভব (পুং) ১ সম্ভব, জন্ম, উৎপত্তি, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, মূল, কারণ, ব্যুৎপত্তি, গোড়াপত্তন কুল, বংশ, বংশমর্যাদা, আদি, প্রসব, সম্ভ্রান্ত বংশ, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, উৎপদান, উৎপন্ন দ্রব্য, প্রদর্শন, ফল, কর্ম, রচনা। (দীর্ঘনিকায়) **মাতাপেত্তিক সম্ভব**—মাতৃপৈতৃক উৎপত্তি, মাতাপিতা হইতে জন্ম। (সূত্রনিপাত) **নখিসম্ভবং**—উৎপন্ন হয় না, জন্ম নাই। ২ পুরুষোচিত বীজ বা শুক্র।

সম্ভবতি (ক্রি) [সং+√ভূ+অ] ১ (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, হাজির হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, প্রদত্ত হওয়া, বর্ধিত হওয়া। ২ যথা প্রয়োজন হওয়া, পর্যাপ্ত হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, কর্মদক্ষ হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন সম্ভবতি**—সম্ভব নহে, প্রয়োজনে বা ব্যবহারে আসে না। ৩ বর্তমান থাকা, উপস্থিত হওয়া, হাজির হওয়া, আলোচ্যমান হওয়া, সর্বদা প্রস্তুত থাকা, অব্যবহিত হওয়া, প্রমাণ হওয়া, সাক্ষ্য দেওয়া, সাক্ষী হওয়া, থাকা, জীবিত থাকা। ৪ একত্রে মিলিত হওয়া, এক স্থানে আসা, একসঙ্গে থাকা, (দুইটিতে) এক হওয়া, সংস্পর্শে আসা, অবিরত হওয়া, একই সময়ে হওয়া বা ঘটা। (জাতক অর্থকথায়) **সম্ভজতি**। (অতীত) **সম্ভবি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সমভবুং** (দাঠাবংস)। (অ-বিণ) **সম্ভূত**। (ক্রি-বি) **সম্ভুয্য**। (করণে) **সম্ভাবেতি**।

সম্ভবন (ক্লী) অস্তিত্ব গ্রহণকরণ, জীবত্বে আগমন, প্রাণীরূপে উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণ।

সম্ভবেসিন (বিণ) জন্মগ্রহণকারী, জন্মগ্রহণ বা উৎপন্ন হইবার জন্য সন্ধানী। = **সম্ভবেসী**।

সম্ভবেসী (বিণ) জন্ম অন্বেষী, জন্মগ্রহণের অভিলাষী বা ইচ্ছুক। = **সম্ভবেসিন**।

সম্ভার (পুং) ১ রাশীকরণ, রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, সমূহ, সম্ভার, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, উৎপন্ন দ্রব্য, রচনা, কার্য, কর্ম, (অঙ্কে) গুণফল, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্বে বন্দোবস্ত। ২ উপাদান, উপকরণ, মালমশলা, অভাব, আবশ্যক দ্রব্য, মৌলিক পদার্থ। ৩ উপাদান, উপাদান-সম্বন্ধীয় অংশ, (রসায়নে) মৌলিক পদার্থ, ঝড়-বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়। ৪ একত্রে আনয়ন, একত্রে মিলন, জনতা, সংগ্রহ, চাঁদা, স্তূপ, রাশি, নির্বাচন, সংকলন।

সম্ভারসেদ (পুং) কৃত্রিম উপায়ে ঘর্ম বাহিরকরণ, বীরুৎ বা ঔষধি ব্যবহার দ্বারা ঘর্ম আনয়নকরণ বা ঘর্ম নিঃসরণকরণ।

সম্ভাবন (ক্লী) অনুমান, কল্পনা, অনুমিত বস্তু বা বিষয়, মত, বিনা প্রমাণে স্বীকার, জোরপূর্বক অধিকার, ভান, দম্ভ, সশরীরে স্বর্গারোহণ। এই শব্দটি দ্বারা "সচে" শব্দের অব্যয়রূপে ব্যবহৃত বা উপসর্গ বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষর শব্দবিশেষের অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

সম্ভাবনা (স্ত্রী) সম্মান, ভক্তি, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সম্মানসূচক উপাধি, শ্রদ্ধা, মর্যাদা, সম্মান, ভদ্রতা, যাজকদের উপাধি, অভিবাদন, অভিপ্রায়, সংকল্প, পরিকল্পন, বিশ্বাস, সাহসিকতা, গুপ্তকথা। = **ওকপ্পনা**।

সম্ভাবনীয় (বিণ) বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ, বয়স-চরিত্র ইত্যাদির জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য, মাননীয়, পূজনীয়। ⟹ **সম্ভাবেতি**।

সম্ভাবিত (বিণ) সম্মানিত, পূজিত, পদোন্নতিকৃত, মহিমান্বিত, সম্মান প্রদর্শিত, শ্রদ্ধান্বিত, মূল্যবান বলিয়া ধারণাকৃত। ⟹ **সংবেণ্ণিত, সম্ভাবেতি**।

সম্ভাবেতি (ক্রি) [সং+√ভূ+এ] ১ সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি-সম্বন্ধে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, কার্যসাধন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, পরিশ্রম করিয়া লাভ করা, অভিপ্রায় হওয়া, অর্থ হওয়া, উদ্দেশ্য হওয়া। ২ পৌঁছানো, উপস্থিত হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, তাড়াতাড়ি তুলিয়া লওয়া। ৩ হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো,

উৎপন্ন করা, সম্পন্ন করা। ৪ চিন্তা করা, ধারণা করা, বিবেচনা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা। ৫ সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মত টাকা দেওয়া, শ্রদ্ধা করা, মূল্যবান জ্ঞান করা, মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা। (অতীত) **সম্ভাবেসি**। (অ-বিণ) **সম্ভাবিত**। (ভ-বিণ) **সম্ভাবনীয**। (ক্রি-বি) **সম্ভাবেত্বা**।

সম্ভাসা (স্ত্রী) [সং+ভাসা] আলাপ, কথোপকথন, গল্প, কথাবার্তা, গল্পগাছা, সম্ভাষ, সম্ভাষা, সম্ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, আলাপন।

সম্ভিন্দতি (ক্রি) [সং+ভিন্দতি] মিশ্রিত করা বা হওয়া। (বিনয়) **সীমায সীমং সম্ভিন্দতি**—পুরাতন সীমার সহিত নূতন সীমা মিশ্রিত বা মিলিত হওয়া অর্থাৎ অযথারূপে সীমার উপর দিয়া উঠিয়া আসা বা চলিতে থাকা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উদকেন সম্ভিন্দতি**। (অতীত) **সম্ভিন্দি**। (অ-বিণ) **সম্ভিন্ন**। (ব-বিণ) **সম্ভেজ্জ**।

সম্ভিন্ন (বিণ) ১ মিলিত, মিশ্রিত, একত্রীভূত। (বিপ) **ববত্থিত** (২)। ⟹ **সম্ভিন্দতি**। (সূত্রনিপাত) **সম্ভিন্ন মরিযাদভাব**—বিভক্ত সারি বা শ্রেণীকে গুলাইয়া ফেলন বা একত্রিতকরণ, বিশৃঙ্খলতাকে মিলিতকরণ; বিনয়ে স্ত্রীলোক-সম্বন্ধেও (অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বা বিশৃঙ্খল লিঙ্গ বা যোনি-সম্বন্ধে) ইহা বলা হইয়াছে। ২ সম্ভিন্ন, ভগ্ন, বিদলিত, প্রস্ফুটিত, চালিত, সংক্ষোভিত, নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত। (জাতক) **সম্ভিন্ন সরীর**। (তুলনীয়) **সম্ভেজ্জ**। ৩ (ক্লী) একপ্রকার মলমের নাম-বিশেষ।

সম্ভীত (বিণ) অত্যন্ত ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত।

সম্ভুঞ্জতি (ক্রি) [সং + √ভুজ + ং + অ] ১ একসঙ্গে ভোজন করা, একত্রে আহার করা, একত্রে (খাদ্যাদি) খাওয়া। ২ মেলামেশা করা। (অতীত) **সম্ভুঞ্জি**। (ক্রি-বি) **সম্ভুঞ্জিত্বা**।

সম্ভুণতি (ক্রি) = **সম্ভুণাতি**। ⟹ **সম্ভুণাতি**।

সম্ভুণাতি (ক্রি) = **সম্ভবতি**। ⟹ **সম্ভবতি**। এই শব্দটি ব্যবহার হয় "**অভিসম্ভুণাতি**" শব্দের ন্যায় "উপস্থিত হওয়া" অথবা "সমর্থ হওয়া" ভাবার্থে। (ব-বিণ) **সম্ভুণন্তো**।

সম্ভুয্য (ক্রি-বি) একসঙ্গে আসিয়া, একত্রে মিলিয়া, একত্রিত হইয়া। ⟹ **সম্ভবতি**।

সম্ভূত (বিণ) সম্ভূত, উদ্ভূত, জাত, উত্থিত, উৎপন্ন, দৃষ্টিপথে আগত বা উৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত। ⟹ **সম্ভবতি**।

সম্ভেজ্জ (বিণ) নদীর সঙ্গমস্থল-সম্বন্ধীয় (মহাসমুদ্রের জল-সম্বন্ধে কথিত), মিলিত, সংযুক্ত। বিভিন্ন পাঠে ইহার পরিবর্তে "**সম্ভোজ্জ**" শব্দও দৃষ্ট হয়। ⟹ **সম্ভিন্দতি**।

সম্ভেদ (পুং) মিশ্রণ, সংমিশ্রণ, সম্মেলন, মিলন, মিশ্রিতকরণ বা হওন, গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ, অপবিত্রতা, কলুষিতকরণ।

সম্ভোগ (পুং) সম্ভোগ, একত্রে ভোজন, একসঙ্গে অবস্থান।

সম্ভোজ্জ (বিণ) = **সম্ভেজ্জ**। ⟹ **সম্ভেজ্জ**।

সম্ভোতি (ক্রি) = **সম্ভবতি**। ⟹ **সম্ভবতি**। (ভবিষ্যতে) **সম্ভোস্‌সাম**।

সম্ম ১ (সম্বোধনসূচক শব্দ অর্থাৎ প্রিয় সম্ভাষণে এই শব্দটি সম্বোধন পদে ব্যবহৃত হয়, যেমন—) সৌম্য !, বন্ধু !, ভদ্রমহোদয় !। (বহুবচনে) **সম্মা**। ২ = **সম্মা**। ⟹ **সম্মা** (২)। এই শব্দটি সম্যক শব্দের রূপান্তর। ৩ (ক্লী) করতাল।

সম্মক্খন (ক্লী) চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন বা ময়লাকরণ, দাগ, কলঙ্ক, ম্রক্ষণ, সংম্রক্ষণ।

সম্মক্খিত (বিণ) ম্রক্ষিত, সংম্রক্ষিত, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলিপ্ত বা ময়লাকৃত, কলঙ্কিত। ⟹ **সম্মক্খেতি**।

সম্মক্খিত্ত (ক্লী) ম্রক্ষিত অবস্থা, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলিপ্ত অবস্থা।

সম্মক্খেতি (ক্রি) [সং+√মক্খ+এ] চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা বা ময়লা করা। (অতীত) **সম্মক্খেসি**। (অ-বিণ) **সম্মক্খিত**। (ক্রি-বি) **সম্মক্খেত্বা**।

সম্মগ্গত (বিণ) সম্যক গত, যেই ব্যক্তি ঠিক পথে চলিয়াছে বা আসিয়াছে, যথার্থ পথে আগত, সর্বগুণান্বিত, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, যিনি জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন অর্থাৎ অর্হত। = **সম্মাগত**।

সম্মজ্জ = **সম্মজ্জন**। ⟹ **সম্মজ্জন**।

সম্মজ্জতি (ক্রি) [সং+√মজ্জ+অ] ১ ঝাড়ু দেওয়া, সম্মার্জনা করা, পরিষ্কার কার, বলপূর্বক লইয়া যাওয়া, ধ্বংস করা, এক আঘাতে বিনষ্ট করা, আঘাত করা, উপর দিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া যাওয়া, অতিক্রম করা, নিরীক্ষণ করা, (উৎসাহে) বিচলিত করা বা হওয়া, গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত করা, শীঘ্র গমন করা, ধাইয়া চলা। ২ ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা বা হওয়া, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা বা হওয়া, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষিত হওয়া, সম্মার্জনা করা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, মসৃণ ও চিক্কণ করা বা হওয়া, সুন্দর ও সভ্য করা, সুরুচিসম্পন্ন করা। (অতীত) **সম্মজ্জি**। (অ-বিণ) **সম্মজ্জিত, সম্মট্ঠ**। (ব-বিণ) **সম্মজ্জন্ত**। (ভ-বিণ) **সম্মজ্জিতব্ব**। (ক্রি-বি) **সম্মজ্জিত্বা**। (করণে) **সম্মজ্জেতি, সম্মজ্জাপেতি**।

সম্মজ্জন (ক্লী) শোধন, পরিষ্করণ, পরিষ্কারকরণ, সম্মার্জন। (বিণ) সম্মার্জন করা বা ঝাড় দেওয়া হয় এরূপ।

সম্মজ্জনক (পুং) ঝাড়ুদার, সম্মার্জনকারক। (ক্লী)

ঝাড়ু, ঝাঁটা। (বিণ) যেই ব্যক্তি ঝাড়ু দেয়, যদ্দ্বারা পরিষ্কার করা হয় বা সম্মার্জনা করা হয়।

সম্মজ্জনী (স্ত্রী) সম্মার্জনী, মার্জনী, খিঙ্খরী, ঝাঁটা, ঝাড়ু দিবার কাজ। = **সম্মুজ্জনী।**

সম্মঞ্ঞতি (ক্রি) = **সম্মন্নতি।** ⟹ **সম্মন্নতি।**

সম্মট্ট = **সম্মট্ঠ।** ⟹ **সম্মট্ঠ।**

সম্মট্ঠ (বিণ) ঝাড়ু দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সম্মার্জিত, পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল, ঘর্ষিত, ঘর্ষণকৃত, মসৃণ ও চিক্কণকৃত, সুরুচিসম্পন্ন, মালিশকৃত, পলিশকৃত। ⟹ **সম্মজ্জতি।** মিলিন্দ প্রশ্নে ইহার বানান **"সম্মট্ট"** রূপেও দেখা যায়।

সম্মত (বিণ) ১ চিন্তিত, অবধারিত, ধারণাকৃত, বিবেচিত, গণনায় আনীত, গভীর চিন্তাকৃত। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মসম্মত।** ২ সম্মানিত, পূজিত, সমাদৃত, শ্রদ্ধান্বিত, মহিমান্বিত কৃত, পদোন্নতিকৃত, মহিমান্বিত। (দীর্ঘনিকায়) **সাধুসম্মত**—উত্তমরূপে চিন্তিত। ৩ সম্মত, অনমত, অভিপ্রেত, অভিমত, ক্ষমতার্পিত, অনুমোদিত, নিযুক্তিকৃত, সংকলিত, বাছিয়া লইয়াছে এরূপ। (বিনয়) **মহাজন সম্মত।** ⟹ **সম্মন্নতি।**

সম্মতাল (ক্লী) করতাল, একপ্রকার করতাল।

সম্মতি (ক্রি) [√সম+অ] ১ শান্ত হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, শেষ হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা। (বর্তমানকাল প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **সম্মেয়্যুং।** ২ বিশ্রাম করা বা দেওয়া, জিরানো, অবলম্বন করিয়া থাকা, নির্ভর করা, নিদ্রা যাওয়া, হেলিয়া থাকা, বিশ্বাস করা, দাঁড়াইয়া থাকা, থাকা, প্রশান্ত করা, আধারের উপর স্থাপন করা, রাখা, বাস করা। = **বসতি।** (অ-বিণ) **সন্ত।** (করণে) **সামেতি।** ৩ ক্লান্ত হওয়া, শ্রান্ত হওয়া, অবসন্ন হওয়া, বিরক্ত হওয়া, হয়রান হওয়া। ৪ পরিশ্রম করা, কাজ করা, খাটা, কার্য নির্বাহ করা, বাঞ্ছিত ফল লাভ করা, চাঞ্চল্য হওয়া, চাঞ্চল্যতা প্রকাশ করা, গাঁজলা ওঠা, করা, চালানো, কার্য করানো, ছুঁচের কাজ করা, ফল হওয়া, ব্যবহারে আনা, প্রবর্তিত করা, উৎপন্ন করা, নির্বাহ করা, অঙ্ক করা, সমাধান করা, গাঁজানো, সন্তোষজনক হওয়া। (বিনয়) **পরিস্সাবনং ন সম্মতি; নবকম্মং ... ন সম্মতি।**

সম্মত্ত (বিণ) [সং+মত্ত] মাতাল, উন্মত্ত, উল্লসিত, বিহ্বল, উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত, ক্ষেপাইয়া তোলা হইয়াছে এরূপ, ক্রুদ্ধ, রাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ক্ষিপ্তের ন্যায় কার্য করিয়াছে এমন, নিরতিশয় আনন্দিত। (ক্লী) বিশুদ্ধতা, শুদ্ধি, সাধুতা, পবিত্রতা, সদাচার।

সম্মত্তক ⟹ **সম্পত্তকজাত।**

সম্মত্তকারিন (বিণ) দক্ষতালাভী, পারদর্শী, ব্যুৎপত্তিলাভী।

সম্মত্তকারিতা (স্ত্রী) দক্ষতা, পারদর্শিতা, ব্যুৎপত্তি।

সম্মত্তনিযাম—মুক্তির পথ বা উপায়, সম্যক পথ, যথার্থ মার্গ। ⟹ **নিযাম।**

সম্মত্তপত্ত (বিণ) = **সম্মত্তপ্পত্ত।** ⟹ **সম্মত্তপ্পত্ত।**

সম্মত্তপীলিত (বিণ) রোগে পীড়িত। = **রোগসম্মত্ত।**

সম্মত্তপ্পত্ত (বিণ) উন্মত্ততাপ্রাপ্ত। ⟹ **মত্ত** (২)।

সম্মত্তা (স্ত্রী) অষ্ট অঙ্গ-বিশেষ অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। = **অরিযমগ্গ।** ⟹ **মগ্গ** (২)। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সহিত **"সম্মাঞাণ"** এবং **"সম্মাবিমুত্তি"** যোগ হইলে ইহা দশবিধ বা দশ অঙ্গিক মার্গ হইয়া থাকে।

সম্মদ (পুং) আহারের পর অলসতা, ভোজনের পর নিদ্রালু অবস্থা, খাওয়ার পর ঝিমানো অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) **ভত্তসম্মদ।**

সম্মক্খাত (বিণ) সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, সুন্দররূপে আখ্যাত বা ব্যাখ্যাকৃত, উত্তমরূপে ধর্মোপদিষ্ট বা ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত, সুন্দরভাবে ধর্মোপদেশ দ্বারা প্রচারিত।

সম্মদঞ্ঞা [সম্মদ+অঞ্ঞা] সম্যক জ্ঞান, সম্যকরূপে জ্ঞাত জ্ঞানীলোক, জ্ঞানের পূর্ণতালাভী অর্হত, প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞানলাভী অর্হত। (ধর্মপদ) **সম্মদঞ্ঞা বিমুত্ত।**

সম্মদঞ্ঞায = **সম্মদঞ্ঞা।** ⟹ **সম্মদঞ্ঞা।**

সম্মদত্থ—যথার্থ কারণ, উত্তম বিষয়।

সম্মদস—সম্যক উপলব্ধিকরণ, যথার্থরূপে দর্শনকরণ বা জ্ঞাত হওয়া, উত্তমরূপে প্রত্যক্ষকরণ। ⟹ **দস** (২)।

সম্মদেব (ক্রি-বিণ) [সম্মদ+এব] ঠিকরূপে, যথার্থভাবে, সমতানে, পূর্ণতার মধ্যে, পূর্ণতায়। ⟹ **দ।**

সম্মদ্দ (পুং) জনতা, জনসাধারণ, বহুলোকে ভিড়করণ।

সম্মদ্দতি (ক্রি) [সং+√মদ্দ+অ] পদদলিত করা, অবজ্ঞা করা, অবমাননা করা, অবজ্ঞাপূর্বক গমন করা, সজোরে পা ফেলিয়া চলা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। (বিনয়) **চীবরং সম্মদ্দতি**—চীবর ভিজানো, চীবর সিক্ত করা, (জলে) চীবর ডুবানো। (অতীত) **সম্মদ্দি।** (অ-বিণ) **সম্মদ্দিত।** (ব-বিণ) **সম্মদ্দন্তো।** (ক্রি-বি) **সম্মদ্দিত্বা।**

সম্মদ্দন (ক্লী) পদদলিতকরণ, অবজ্ঞাকরণ, পদ দ্বারা দলন, পদ দলন, পেষণকরণ, ভঙ্গকরণ, দমনকরণ, প্রবল চাপ, ঘনভিড়।

সম্মদ্দস (বিণ) ১ পদদলিত, পা পুঁছিয়াছে বা মুছিয়াছে এরূপ। ⟹ **সম্মদ্দতি।** ২ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, যথাযথভাবে দর্শন করে এমন, প্রত্যক্ষদর্শী, সম্যকদর্শী।

সম্মন্তেতি (ক্রি) [সং+√মন্ত+এ] একসঙ্গে পরামর্শ করা, মন্ত্রণা করা, আলোচনা করা, একত্রে বিবেচনা করা, উপদেশ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। (অতীত) **সম্মন্তেসি।** (অ-বিণ) **সম্মন্তিত।** (ক্রি-বি) **সম্মন্তেত্বা।**

সম্মন্নতি (ক্রি) [সং+√মন+অ] ১ সম্মত হওয়া, একমত হওয়া, সম্মতি দেওয়া। ২ রাজি হওয়া, একমত হওয়া,

মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, ক্ষমতার্পণ করা, অনুমোদন করা, (সর্বাপেক্ষা ভালটি) বাছিয়া লওয়া, সংকলন করা। (বিনয়) **সীমং সম্মন্নতি**—সীমা নির্দেশ করা, সীমা নির্দিষ্ট করা। ৩ সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, মূল্যবান জ্ঞান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মত টাকা দেওয়া। (অতীত) **সম্মন্নি**। (অ-বিণ) **সম্মন্নিত, সম্মত**। (ক্রি-বি) **সম্মন্নিত্বা, সম্মচ্চ**। (তুম্) **সম্মন্নিতুং**। (করণে) **সম্মন্নেতি**।

সম্মন্নেতি (ক্রি) = **সম্মন্নতি**। ⟹ **সম্মন্নতি**। (অতীত) **সম্মন্নেসি**; সাধারণত এই শব্দটি দীর্ঘনিকায়ে "**সমন্নেসি**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ।

সম্মপ্পজান (বিণ) সম্যক জ্ঞানে ভূষিত, যথার্থ জ্ঞানে দক্ষ, যাঁহার সম্যক বা যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়াছে এমন।

সম্মপ্পঞ্ঞা (স্ত্রী) সম্যক প্রজ্ঞা, সত্যজ্ঞান, যথার্থ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

সম্মপ্পটিপত্তি—সম্যক প্রতিপত্তি, সুন্দর আচরণ, সদাচরণ, যথার্থ চালচলন। ⟹ **পটিপত্তি**।

সম্মপ্পধান (ক্লী) সম্যক প্রধান, যথার্থ চেষ্টা, প্রকৃত প্রযত্ন, ঠিক উদ্যম। ⟹ **পধান**। মধ্যম নিকায়ে ইহা চতুর্বিধ, যথা—**অনুপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং অনুপ্পাদায, উপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং পহানায, অনুপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায, উপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং ঠিতিযা**।

সম্মসতি (ক্রি) [সং+√মস+অ] স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, গলানো, বিচলিত করা, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, ধৃত করা, ধরা, বলপূর্বক অধিকার করা, দখল করা, আক্রমণ করা, গ্রেপ্তার করা, মনে মনে ধারণা করা, সম্পূর্ণরূপে জানা, গ্রহণ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থ গ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা, জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা, ভাবা, ধ্যান করা, বিবেচনা করা, সংকল্প করা, চিন্তা করা, মনের মধ্যে তোলপাড় করা বা আলোড়ন করা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, কল্পনা করা, বিচার করা। (অতীত) **সম্মসি**। (অ-বিণ) **সম্মসিত**। (ব-বিণ) **সম্মসং, সম্মসন্তো** (স্ত্রীলিঙ্গে) "**সম্মসন্তী**", **সম্মসমান**। (ক্রি-বি) **সম্মসিত্বা**।

সম্মসন (ক্লী) স্পর্শকরণ, অর্থলোলুপতা, গ্রহণকরণ, আঁকড়াইয়া ধরণ, অর্থ গ্রহণকরণ, ধরিতে চেষ্টা করণ, হস্তমুষ্টি গ্রহণ, আয়ত্ত, ধীশক্তি, জয়করণ, আয়ত্তকরণ, শ্রেষ্ঠতা লাভকরণ, দক্ষতা লাভকরণ, দক্ষতা সহকারে কার্য সম্পন্নকরণ।

সম্মসিত (বিণ) স্পর্শকৃত, আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এরূপ, অর্থ গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে এরূপ, গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে এরূপ, হৃদয়ঙ্গমকৃত, ধরিয়া লইয়াছে এরূপ, জ্ঞাত, জয়কৃত, আয়ত্তে আনীত, দক্ষ, দক্ষতা সহকারে কৃত।

সম্মসিতর (পুং) যেই ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছে বা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, যেই ব্যক্তি সম্যকরূপে দেখে বা প্রত্যক্ষ করে।

সম্মস্স—চ্যুতি-উৎপত্তির কারণ চিন্তা, উদয়-ব্যয়ের কারণ বিচার, জন্ম-মরণের কারণ ভাবনা।

সম্মা ১ (স্ত্রী) জোয়ালের কীলক বা খিল, একপ্রকার যজ্ঞীয় যন্ত্র অর্থাৎ যূপকাষ্ঠ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সম্মং এত্থপাসন্তী'তি সম্মা পাসো; সাত্রা-যাগস্স এতং অধিবচনং**। (তুলনীয়) **সম্মাপাস**। ২ (অব্যয়) সম্পূর্ণরূপে, সম্যকভাবে, ঠিকরূপে, ন্যায়ত, যথার্থত, যথার্থরূপে, ঠিক উপায়ে, যথার্থ পথে, যেমন হওয়া উচিত, উত্তমরূপে, ঠিকভাবে। (বিপ) **মিচ্ছা**। ৩ (সম্বোধনে বহুবচন) বন্ধুগণ !, সৌম্যগণ !। ⟹ **সম্ম** (১)।

সম্মাকম্মন্ত (পুং) সম্যক কার্য, সদাচরণ, যথার্থ ব্যবহার বা আচরণ, সম্যক কর্ম, সৎকার্য, যথাধর্ম কার্য, যথার্থ কার্য, শুদ্ধকর্ম, শুভ্র বা সুন্দর কার্য, উপযুক্ত কার্য, যোগ্য কার্য, নির্দোষ বা বিশুদ্ধ কর্ম, যেই কার্য দ্বারা মার্গফল লাভে অন্তরায় না ঘটে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে ইহা একটি। (বিপ) **মিচ্ছাকম্মন্ত**। ⟹ **কম্মন্ত** (২)। (বর্ণনায়) **কাযকম্ম = সীল** (সংযুক্ত নিকায়)। (বিভঙ্গ) **কায-দুচ্চরিতেহি আরতি বিরতি** ...। (বিণ) যথার্থ পথে থাকিয়া সুষ্ঠু ব্যবহার করে এমন।

সম্মাগত (বিণ) যিনি জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন অর্থাৎ অর্হত। = **সম্মগ্গত**।

সম্মাজীব (পুং) [সম্মা+আজীব] যথার্থ পথে থাকিয়া জীবনযাপন, নিষ্পাপ জীবনযাপন, জীবন ধারণের সদুপায়, জীবিকানির্বাহের সদুপায়, সদ্ব্যবসায়। (বিণ) সৎপথে থাকিয়া জীবনধারণ করে এমন। (ক্রি-বিণ) উত্তমরূপে, অনর্গলভাবে। ⟹ **আজীব**।

সম্মাজীবিকা (স্ত্রী) সম্যক জীবিকা, সৎজীবিকা। ⟹ **সম্পদা** (১)।

সম্মাঞাণ (ক্লী) সম্যক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান, ঠিক জ্ঞান, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা, সম্যক প্রকারে একাগ্রতামূলক ধ্যান প্রাপ্তির ফলসমূহ।

সম্মাঞাণিন (বিণ) সম্যক জ্ঞানী, সম্যকরূপে জ্ঞাত, যিনি যথার্থরূপে বা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সম্যকরূপে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, প্রত্যক্ষভাবে পরিজ্ঞান সম্পন্ন। (বিপ) **অঞাণিন**। ⟹ **ঞাণিন**।

সম্মাতক্ক (পুং) সম্যক তর্ক, যথার্থ বিষয় সম্বন্ধীয় তর্ক, সত্যবিষয়ে তর্ক।

সম্মাদস্‌সন (ক্লী) সম্যক দর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শন, যথার্থ ধর্ম বা স্বভাব দর্শন, যথার্থ বা ঠিক জ্ঞানদৃষ্টি, অকপট দৃষ্টি, চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ, প্রত্যক্ষকরণ। = **যথাভূত ঞাণ**। ⇒ **দস্‌সন** (২)।

সম্মাদিট্‌ঠি (স্ত্রী) সম্যক দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ সত্যবিষয়, যথার্থ দৃষ্টি, প্রকৃত সত্য দর্শনীয় দৃষ্টি বা দর্শন, চারি আর্যসত্য দর্শনীয় দৃষ্টি, মুক্তিজনক মতবাদ, যথার্থ সত্য-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস, ঠিক বিশ্বাস, চারি আর্যসত্য দর্শনের প্রথম উপায়। ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে একটি। ইহার অস্তিত্ব বা উপাদান জ্ঞান (ধর্মসঙ্গণী)। ইহাতে সর্বপ্রকার স্থায়ীজীবের অবিদ্যমানতার জ্ঞান এবং সর্বগত অবস্থা প্রাপ্তির বাস্তবতা গঠন করে এবং পঞ্চস্কন্ধের অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে বাস্তবতা অন্তর্ভুক্ত করে (সংযুক্ত নিকায়)। ইহাতে শীল-সম্বন্ধ কার্য-কারণ-সম্বন্ধে, কার্যকারণ-সম্বন্ধে এবং আসক্তিসমূহের ধ্বংস সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত করে (মধ্যম নিকায়)। = **ভদ্দিকা দিট্‌ঠি**। (বিপ) **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**। ⇒ **দিট্‌ঠি**(২), **ঞাণ**।

সম্মাদিট্‌ঠিক (বিণ) সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদর্শী, সত্যপথদর্শী, যথার্থ সত্য দর্শনকারী, সত্য বিশ্বাসী, যিনি সম্যকরূপে দর্শন করেন। ⇒ **দিট্‌ঠিক**, **সম্মাদিট্‌ঠি**।

সম্মাদ্বয়তানু পস্‌সিন (বিণ) যেই ব্যক্তি দুইটি দিক ভাবে বা চিন্তা করে। এই দুই দিক, যথা—দুঃখের আদি বা মূল কারণসহ দুঃখ, দুঃখ-উৎপত্তির পথসহ দুঃখের বিনাশ (সূত্রনিপাত)।

সম্মাধম্ম (পুং) সম্যক ধর্ম, প্রত্যক্ষধর্ম, যথার্থ ধর্ম, পবিত্র স্বভাব, সত্যধর্ম, বিশুদ্ধ আচার বা আচরণ, সনাতন ধর্ম বা নিয়মধারা।

সম্মাধারা (স্ত্রী) সমান বৃষ্টি, ঋতুকালীন বারিপাত, সময়োচিত বৃষ্টিপাত, মুষলধারে বৃষ্টিপাত, নিয়মিত বা স্বাভাবিক বারিবর্ষণ (অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে)। বিশেষত ইহাতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপাদান সমূহ-সম্বন্ধেও বুঝায়, যাহার বিপরীত শব্দ "**মিচ্ছা**"। = **বুট্‌ঠি**। ⇒ **ধারা** (১), **মগ্গ**।

সম্মান (পুং) সম্মান, পূজা, সমাদর, গৌরব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সুযশ, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সতীত্ব, সম্মানসূচক উপাধি, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা।

সম্মাননা (স্ত্রী) সম্মানকরণ, পূজাকরণ, পদোন্নতিকরণ, মহিমান্বিতকরণ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। ⇒ **সম্মান**।

সম্মাপঞ্ঞা (স্ত্রী) সম্যক জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, ঠিক জ্ঞান, যথার্থ প্রজ্ঞা, সত্য প্রজ্ঞা।

সম্মাপটিপত্তি (স্ত্রী) সম্যক প্রতিপত্তি, যথার্থ মানসিক প্রবণতা। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তিতে) **সম্মাপটিপদা**।

সম্মাপটিপদা (স্ত্রী) = **সম্মাপটিপত্তি**। ⇒ **সম্মাপটিপত্তি**।

সম্মাপটিপন্ন (বিণ) সম্যকরূপে ইচ্ছুক, যথার্থরূপে চরিত্রের বা আচরণের কোনো কোনো লক্ষণ প্রকাশক, সম্যকভাবে প্রতিপন্ন, সম্যক বা ঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন।

সম্মাপণিধি—সম্যক প্রণিধান, মনের যথার্থ একাগ্রতা, ঠিক ঠিক মনোনিবেশ, প্রকৃত ধ্যান বা সমাধি।

সম্মাপস্‌সং—সম্যক দর্শন, যথার্থ পথে বিষয় প্রত্যক্ষকরণ।

সম্মাপাস (সংস্কৃত—শম্যাপ্রাস; বৌদ্ধসংস্কৃত—শমপ্রাশ) এক প্রকার যাগ বা হোম, এক প্রকার বলিদান বা উৎসর্গ।

সম্মামনসিকার (পুং) সম্যক মনোনিবেশ, যথার্থ মনোযোগ, মনোযোগ সহকারে বা একাগ্রচিত্তে ভাবনা।

সম্মামানাভিসময—সম্যকরূপে মান-সম্বন্ধে জ্ঞান, যথার্থভাবে আত্মাভিমান বা অহঙ্কার-সম্বন্ধে উপলব্ধি বা অনুভূতি। ⇒ **মানাভিসময**।

সম্মাবত্তনা (স্ত্রী) ঠিক বা সঙ্গত আচরণ, কড়া বা প্রকৃত আচরণ।

সম্মাবাচা (স্ত্রী) সম্যক বাক্য, নিষ্পাপ কথা, যেই আলাপে বা বাক্যভাষণে-মার্গ-ফল লাভে অন্তরায় হয় না, সত্যভাষণ। ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে একটি। (বিণ) ঠিকরূপে কথা বলা হয় এরূপ।

সম্মাবাযাম (পুং) সম্যক চেষ্টা, যথার্থ উদ্যম। ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে একটি। (বিণ) ঠিকরূপে চেষ্টা করা হয় এরূপ।

সম্মাবিমুত্ত (পুং) সম্যক বিমুক্তি, যথাভূত মুক্ত অবস্থা, সত্য বা যথার্থ বিমুক্তি, ঠিক স্বাধীনতা, যথার্থ দাসত্ব মোচন বা দাসত্বের বন্ধন মোচন। (বিণ) সম্যকভাবে বা প্রত্যক্ষরূপে বিমুক্ত, ঠিকরূপে বিমুক্ত।

সম্মাবিমুত্তি (স্ত্রী) = **সম্মাবিমুত্ত**। ⇒ **সম্মাবিমুত্ত**(পুং)।

সম্মাসঙ্কপ্প (পুং) সম্যক সংকল্প, যথাযথধারণা, সত্যধর্ম-সম্বন্ধে কল্পনা, যথার্থ চিন্তাধারা বা চিন্তাপদ্ধতি, প্রকৃত ধ্যান বা ভাবনা, সত্য অভিপ্রায়, ঠিক মনোভাব বা মনন, যোগ্যরূপ মত বা অভিমত, সম্যক প্রতিজ্ঞা, যথার্থ মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত, সম্যক পরিকল্পন বা অভিপ্রায়। ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে একটি। (বিপ) **মিচ্ছাসঙ্কপ্প**। (বিণ) যথার্থ বা নিষ্পাপ সংকল্প করে না বা গ্রহণ করে না এরূপ, মিথ্যা সংকল্প।

সম্মাসতি (স্ত্রী) সম্যক স্মৃতি, যথার্থ মনোযোগিতা, স্থৈর্য, প্রশান্তি। ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে একটি।

(বিণ) যথার্থভাবে স্মরণ করা হয় বা স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখা হয় এরূপ। ⟹ মগ্গ (২)।

সম্মাসমাধি (পুং) সম্যক সমাধি বা ধ্যান, যথার্থ একাগ্রতা। ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে একটি বা সর্বশেষেরটি বা শেষ স্তরটি। (বিণ) যথার্থরূপে মনের একাগ্রতা আনয়ন করা হয় এরূপ।

সম্মাসমুচ্ছেদ (পুং) সম্যক প্রকারে সমুচ্ছেদ, প্রত্যক্ষরূপে সমুচ্ছেদ। ⟹ **সমুচ্ছেদ**।

সম্মাসম্পসস (বিণ) সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, ঠিক বা যথার্থ দৃষ্টি আছে এমন।

সম্মাসম্বুদ্ধ (পুং) সম্যক সম্বুদ্ধ, যাহা জানিবার তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত বুদ্ধ, স্বয়ম্ভূ বুদ্ধ, প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞানের পূর্ণতালাভী মহাজ্ঞানী, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত মহাপুরুষ বা বুদ্ধ। সর্বজনীন বুদ্ধ। যিনি গুরু ব্যতীত নিজ সাধনা বলে স্বয়ংপ্রত্যক্ষরূপে জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন অথবা জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এবং জীবমুক্তির জন্য যিনি নিজ অভিজ্ঞাত নির্বাণধর্ম প্রচার করিয়াছেন তিনিই একমাত্র স্বয়ম্ভূ সম্যক সম্বুদ্ধ। ⟹ **পচ্চেকবুদ্ধ, বুদ্ধ** (২)।

সম্মাসম্বোধি (স্ত্রী) চরম বা পরম জ্ঞান, সম্যক সম্বোধি, সম্যক বোধিজ্ঞান, সম্বোধিজ্ঞান, উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম জ্ঞানের জাগ্রত ভাব, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানালোক প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধত্ব। ⟹ **অভিসম্বুজঝতি**।

সম্মিঞ্জতি (ক্রি) [সং+√ইঞ্জ+অ] বাঁকাইয়া ভাঁজ করা, উল্টাইয়া ভাঁজ করা, দ্বিভাঁজ করা, দ্বিগুণ করিয়া ভাঁজ করা। (বিপ **পসারতি**, **সম্পসারেতি**। (অতীত) **সম্মিঞ্জি**। (অ-বিণ) **সম্মিঞ্জিত**। (ব-বিণ) **সম্মিঞ্জন্ত**। (ক্রি-বি) **সম্মিঞ্জিত্বা**। (করণে) **সম্মিঞ্জেতি**।

সম্মিঞ্জন (ক্লী) বাঁকানো, উল্টাইয়া ভাঁজকরণ, দ্বিভাঁজকরণ, দ্বিগুণ করিয়া ভাঁজকরণ। (বিপ) **পসারণ**।

সম্মিঞ্জিত (বিণ) বাঁকানো হইয়াছে এরূপ, উল্টাইয়া ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ, দ্বিভাঁজকৃত, দ্বিগুণ করিয়া ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সম্মিঞ্জতি**।

সম্মিঞ্জেতি (ক্রি) = **সম্মিঞ্জতি**। ⟹ **সম্মিঞ্জতি**।

সম্মিত (বিণ) [সং+মিত] (ভাষা-সম্পর্কে) সযত্নে বিবেচিত, একরূপ, ঠিকঠিক, ছন্দবদ্ধ, পরিমিত অর্থাৎ ঠিক এই পর্যন্ত, অধিকও নয় কমও নয় এরূপ। (থেরগাথা) **সম্মিতভাণিন**।

সম্মিত ভাণিন (বিণ) পরিমিত ভাষণকারী অর্থাৎ অধিকও বলে না কমও বলে না এমন। ⟹ **সম্মিত**।

সম্মিলাত (বিণ) [সং+মিলাত] পরিম্লান, শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুঞ্চিত, আকুঞ্চিত, সঙ্কুচিত, গুটানো, (ভয়ে) জড়সড়, কোঁচকানো।

সম্মিলভাসিনী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক সহাস্যে কথা বলে, (জাতকে বলা হইয়াছে) বারাণসীবাসিনী এক বালিকার নাম।

সম্মিসস (বিণ) সংমিশ্রিত, মিশ্রিত, সম্মিলিত। ⟹ মিসস (১)।

সম্মিসসতা (স্ত্রী) মিশ্রিত অবস্থা, সম্মিলিত অবস্থা।

সম্মিসসেতি (ক্রি) [সং+√মিস+এ] মিশ্রিত করা, সম্মিলিত হওয়া, এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল করা, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল করা, পার্থক্য বুঝিতে না পারা। (অতীত) **সম্মিসসেসি**। (অ-বিণ) **সম্মিসসিত**। (ক্রি-বি) **সম্মিসসেত্বা**।

সম্মুখ (বিণ) সম্মুখ, সামনাসামনি, মুখোমুখি, (অধিকরণ কারকে) সমক্ষে। (জাতক) **সম্মুখচিন্ন**। (অপাদান কারকে) **সম্মুখা**। (অধিকরণ কারকে) **সম্মুখে**।

সম্মুখচিন্ন (ক্লী) কাহারও সম্মুখে কৃতকার্যতা। ⟹ **সম্মুখ**।

সম্মুখতা (স্ত্রী) সম্মুখতা, বর্তমানতা, উপস্থিতি, (সাহসের সহিত) সম্মুখীন হওয়ার অবস্থা, মুখোমুখি আনার অবস্থা, মুখোমুখি থাকার অবস্থা।

সম্মুখভাব (পুং) সম্মুখ অবস্থা, মুখোমুখি থাকা অবস্থা, সামনাসামনি হইয়াছে এরূপ অবস্থা, (সাহসের সহিত) সম্মুখীন হওয়ার অবস্থা।

সম্মুখা (ক্রি-বিণ) ১ সম্মুখে, উপস্থিতিতে, উপস্থিতে, বর্তমানে, সামনে, সামনা-সামনিতে, সাক্ষাতে, সম্মুখাসম্মুখী, মুখামুখিতে, সমক্ষে, সম্মুখ হইতে। (বিপ) **পরোক্খা**, **পরম্মুখা**। (তুলনীয়) **আবি**। ২ যোগ্য বা উপযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ণ সভার মধ্যে। ⟹ **সম্মুখ**।

সম্মুখাভাব = **সম্মুখভাব**। ⟹ **সম্মুখভাব**।

সম্মুখাবিনয (পুং) সম্মুখকাজ, সম্মুখে আচরণ, পুরোহিতগণের একটি যাজক সভার এবং অভিযুক্ত দলের বর্তমানতা বা উপস্থিতি আবশ্যক। ⟹ **যেভুয্যসিকা**।

সম্মুখীভাব (পুং) সামনাসামনি হইয়াছে এরূপ অবস্থা, কাহারও সম্মুখে আসিয়াছে এরূপ অবস্থা।

সম্মুখীভূত (বিণ) সম্মুখীভূত, সামনাসামনি হইয়াছে এরূপ, (সাহসের সহিত) সম্মুখীন হইয়াছে এরূপ, মুখোমুখি আনিয়াছে এরূপ, মুখোমুখি আছে বা রহিয়াছে এরূপ, বিপরীত দিকে আছে এমন, (কথাবথ্থুতে) যেই ব্যক্তি "**সংযোজন**" সমূহকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

সম্মুখে (ক্রি-বিণ) সম্মুখে, সমক্ষে, সামনে। = **পমুখে**।

সম্মুচ্চা (ক্রি-বিণ) সর্বসাধারণের মতে, সম্মেলন দ্বারা, কূটনৈতিক চুক্তি অনুসারে, প্রতিনিধিসভার মতে, দেশাচার বা প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে। ⟹ **সম্মুতি** (৪)।

সম্মুচ্ছতি (ক্রি) [সম+√মুস+য] জ্ঞানহীন করা, নির্বোধ

করা, বিহ্বল করা, মোহিত করা, মুগ্ধ করা, হতবুদ্ধি করা। (অতীত) **সম্মুচ্ছি**। (অ-বিণ) **সম্মুচ্ছিত**। (ক্রি-বি) **সম্মুচ্ছিত্বা**।

সম্মুচ্ছিত (বিণ) = **সমুচ্ছিত**। ⟹ **সমুচ্ছিত**, **সম্মুচ্ছতি**।

সম্মুজ্জনী (স্ত্রী) ঝাঁটা, ঝাড়ু। = **সম্মজ্জনী**।

সম্মুজ্জল (বিণ) সমুজ্জ্বল, বিশেষরূপে দীপ্তিমান। ⟹ **রংসি** (২)।

সম্মুঞ্জনী (স্ত্রী) = **সম্মুজ্জনী**। ⟹ **সম্মুজ্জনী**।

সম্মুট্‌ঠ (বিণ) [সং+মট্‌ঠ] এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল হইয়াছে এরূপ, গুলাইয়া গিয়াছে বা বিহ্বল হইয়াছে এরূপ, পার্থক্য বুঝিতে পারে নাই এমন, (বিনয়ে) যেই ব্যক্তি ভুলিয়া গিয়াছে। = **ন সরতি (নস্‌সরতি)**। ⟹ **সম্মুস্‌সতি**।

সম্মুট্‌ঠস্‌সতি (ক্রি) এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল করা, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল করা, পার্থক্য বুঝিতে না পারা, ভুলিয়া যাওয়া, ভুল হইয়া যাওয়া। = নস্সরতি।

সম্মুতি (স্ত্রী) ১ সম্মতি, মিলন, মতের একতা, আদেশ, অনুমতি, আজ্ঞা। ২ মনোনয়ন, পছন্দ, নির্বাচন, নির্বাচিত বস্তু বা বিষয়, মনোনীত বিষয় বা ব্যক্তি বা বস্তু, একাধিক বস্তুর মধ্যে বাছিয়া লইবার অধিকার, বিকল্প, পছন্দ করিয়া লইবার মত ব্যক্তি বা বস্তু-সমবায়, নির্বাচিত প্রবন্ধের পুস্তক, প্রতিনিধি নিয়োগ, প্রতিনিধিবর্গ, অন্যের উপর কার্যভার অর্পণ। ৩ দৃঢ়করণ, সংলগ্নকরণ, স্থাপনকরণ, প্রতিষ্ঠিতকরণ, আবদ্ধকরণ, মূল্য নির্দিষ্টকরণ, তারিখ স্থিরকরণ, সংকটাবস্থা, উভয়সংকট, (সীমা-সম্বন্ধে) সংকল্প, বিচার-নিষ্পত্তি, অটলতা। ৪ সর্বসাধারণের মতের একতা বা সম্মতি, জনসাধারণের মত, (আইনত বা জনগণের সম্মতি বা আহ্বানবশত) মিলন, সম্মেলন, প্রতিনিধি সভা, কূটনৈতিক চুক্তি, যাহা সর্বসাধারণে গ্রহণ করিয়াছে। (করণ কারকে) **সম্মুচ্চা**। ৫ মত, বিবেচনা, ধারণা, অনুকূল ধারণা, পেশাদারি লোকের পরামর্শ, মতবাদ, তত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রের সত্য-বিশেষ, শিক্ষা, উপদেশ। = **ষাসট্‌ঠী দিট্‌ঠি গতানি** (মহানির্দেশ)। ৬ সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, ঘোষণা, শপথপূর্বক কথন, বিবৃতি, উক্তি। (বিনয়) **উম্মত্তক সম্মুতি**। ৭ একটি জনপ্রিয় মত প্রকাশ, একমাত্র নাম, কেবল শব্দ, শুদ্ধ নাম বা কথা। ৮ ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা, শিক্ষা, বিদ্যা, উপদেশ, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুতি সম্মুতি**।

সম্মুতিঞাণ (ক্লী) সম্মতিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, সর্বসাধারণ যাহাকে জ্ঞান বলে বা জ্ঞান নামে অভিহিত করে।

সম্মুতিদেব (পুং) সম্মতি দেবতা, জনগণ যাহাকে দেবতার ন্যায় মান্য করে, জনসমাজে মাননীয় ব্যক্তি (যেমন— রাজা), শিষ্টাচার সম্পন্ন দেবতা। ⟹ **উপপত্তিদেব**, **দেব** (১)।

সম্মুতিমরণ—সম্মতিমরণ, জনসাধারণ সাধারণত যাহাকে মৃত্যু বলিয়া আখ্যা দেয় বা স্বীকার করিয়া থাকে, সাধারণ মরণ। যেই মরণে সত্ত্বকে পুনর্বার উৎপন্ন হইতে হয় অথবা জন্মগ্রহণ করিতে হয় উহাকে "**সম্মুতিমরণ**" বা সম্মতি মরণ বলা হয়। (বিপ) **পরিনিব্বান**।

সম্মুতিসচ্চ (ক্লী) সম্মতি সত্য, ব্যবহারিক সত্য, প্রচলিত সত্য, শিষ্টাচার সম্পন্ন সত্য, সামাজিক সত্য, ব্যবহারসিদ্ধ সত্য, মামুলি সত্য, (চারুশিল্পে) গতানুগতিক সত্য। (বিপ) **পরমত্থ সচ্চ**।

সম্মুদিত (বিণ) নিরতিশয় আনন্দিত, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, প্রীত, আহ্লাদিত। ⟹ **সম্মোদতি**।

সম্মুয্হতি (ক্রি) [সং+√মুহ+য] বিস্মৃত হওয়া, ভুলিয়া যাওয়া, তাচ্ছিল্য করা, বিহ্বল হওয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, সম্মোহিত হওয়া, জ্ঞানহীন হওয়া, নির্বোধ হওয়া, মোহিত হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া, ঘোলামাখা হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া। (অতীত) **সম্মুয্হি**। (অ-বিণ) **সম্মূঢ়**। (ক্রি-বি) **সম্মুয্হিত্বা**, **সম্মুয্হ**। (করণে) **সম্মোহেতি**।

সম্মুয্হন (ক্লী) সম্মোহন, মুগ্ধকরণ, বিভ্রান্তকরণ, বিস্মৃতকরণ, বিহ্বলকরণ, উদ্‌ভ্রান্তকরণ, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়করণ, বিহ্বলতা।

সম্মুসা—মধ্যম নিকায়ের এই শব্দটির পাঠ হইবে "**সম্মুচ্চা**"। ⟹ **সম্মুচ্চা**।

সম্মুস্‌সতি (ক্রি) [সং+√মুস+য] বিস্মৃত হওয়া, ভুলিয়া যাওয়া, তাচ্ছিল্য করা। (অতীত) **সম্মুস্‌সি**। (অ-বিণ) **সম্মুট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **সম্মুস্‌সিত্বা**।

সম্মুস্‌সনতা (স্ত্রী) বিস্মরণ, বিস্মৃতিশীলতা, বিস্মৃতিপূর্ণতা, অমনোযোগিতা।

সম্মূল্হ (বিণ) সম্মূঢ়, নির্বোধ, মুগ্ধ, অজ্ঞান, বিহ্বল, বিমূঢ়। ⟹ **সম্মুয্হতি**।

সম্মেঘ (পুং) বৃষ্টিবাদলজনক আবহাওয়া, মেঘলা আবহাওয়া।

সম্মোদ (পুং) সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, (বিশেষণহীন হইলে ইহার অর্থ "**দুর্গন্ধ**" হইয়া থাকে), খ্যাতি, সৌরভ। (জাতক) **একগন্ধ সম্মোদ**—সুগন্ধে পরিপূর্ণ।

সম্মোদক (বিণ) ভদ্র, শিষ্ট, সুশীল, বিনীত, শিষ্টাচারসম্পন্ন, যেই ব্যক্তি ভদ্রভাবে বা মিত্রভাবে কথা বলে।

সম্মোদতি (ক্রি) [সং+√মুদ+অ] ১ আনন্দিত করা বা হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, সন্তুষ্ট করা, তৃপ্ত হওয়া। (অ-বিণ) **সম্মুদিত**। ২ রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, বন্ধুত্বভাবে অভিনন্দন বিনিময় করা। (অতীত) **সম্মোদি**। (অ-বিণ) **সম্মোদিত** (ইহার পাঠ হইবে "**সমোদিত**")। (ব-বিণ) **সম্মোদমান**। (ভ-বিণ) **সম্মোদনীয**। (ক্রি-বি)

সম্মোদিত্বা।

সম্মোদন (ক্লী) পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বিষয় বা বস্তু, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণপরিশোধ, প্রশংসাসূচক কাজ, প্রশংসা প্রকাশ। (বিমানবথু অর্থকথা) **সম্মোদনং করোতি**—ভদ্রতার বিনিময় করা, আদর করা, সাদরে অভ্যর্থনা করা।

সম্মোদনা (স্ত্রী) আনন্দ, সুখ, প্রশংসাসূচক কাজ, প্রশংসা প্রকাশ, মিশ্রণ, মিশ্রিতকরণ, সম্মিলিতকরণ।

সম্মোদনীয় (বিণ) প্রশংসনীয়, সুখকর, প্রশংসার যোগ্য, মনোহর, আনন্দজনক, আনন্দপ্রিয়, প্রফুল্ল, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক। ⇒ **সম্মোদতি**।

সম্মোদমান (বিণ) একমতে কাজ করে এরূপ, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে এরূপ, মিত্রভাবাপন্ন হইয়া কাজ করে এরূপ। ⇒ **সম্মোদতি**।

সম্মোদিকা (বিণ, স্ত্রী) বিনীতা, শিষ্টা, ভদ্রতাসম্পন্না, যেই স্ত্রীলোক ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে।

সম্মোদিয (ক্লী) স্বীকার, মিলন, ঐক্য, উপযোগিতা। = **সমগ্গিয**।

সম্মোস (পুং) বিহ্বলতা, গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সতিসম্মোস**। ⇒ **মুসসতি**, **সম্মোহ**।

সম্মোহ (পুং) সম্মোহ, মুগ্ধকরণ, বিহ্বলতা, মোহ, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধিতা, প্রবঞ্চনা, ভ্রান্তি, মতিভ্রম। ⇒ **সম্মোস**।

সম্মোহেতি (ক্রি) সম্মোহিত করা, হতবুদ্ধি করা, বিহ্বল করা, বিভ্রান্ত করা। ⇒ **সম্মুয্হতি**।

সম্যক (অব্যয়) সম্যকরূপে, সর্বপ্রকারে, সমগ্রভাবে, উপযুক্তরূপে, উত্তমরূপে। (বিণ) সম্যক, যথার্থ, সত্য, প্রকৃত, ঠিক। ⇒ **সম্ম**(২), **সম্মা** (২)।

সয(বিণ) ১ নিজের। = **সক**; **সকরট্‌ঠ**(জাতক অর্থকথা)। ২ আশ্রিত। **কুচ্ছিসয বাত**— উদরাশ্রিত বায়ু।

সযং (ক্রি-বিণ) স্বয়ং, নিজে নিজে।

সযংকত (বিণ) স্বয়ংকৃত, নিজের দ্বারা কৃত, স্বতঃস্ফূর্ত, বিনা চাষে বর্ধিত হয় এরূপ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, স্বয়ংক্রিয়া, স্বভাবসিদ্ধ, (লিখনশৈলী, দৈহিক ভঙ্গি ইত্যাদি সম্বন্ধে) স্বাভাবিক, সহজ, জড়তাহীন। = **সযক্কত**। (দীর্ঘনিকায়) **সযংকত লোক**। (সংযুক্ত নিকায়) **সযংকত দুক্খ**।

সযংজাত (বিণ) স্বয়ংজাত, নিজে নিজে উৎপন্ন, নিজেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্গত বা উত্থিত, স্বভাবসিদ্ধভাবে উৎপন্ন। = **সযজ্জাত**।

সযংপভ (বিণ) স্বয়ংপ্রভ, নিজ শরীর হইতে আলোক প্রকাশ পায় এমন। (পুং) এক শ্রেণীর স্বয়ংপ্রভ দেবতা। = **সযম্পভ**।

সযংপমায (ক্রি-বি) নিজের প্রমাণমত করিয়া, নিজের পরিমিত করিয়া, নিজের ওজনে বা মাপে পরিমিত করিয়া। ⇒ **পমায** (১)।

সযংবর (পুং) স্বয়ংবর, স্বয়ম্বর, আত্মপছন্দ, সভার মধ্যস্থ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিবাহযোগ্যা কুমারীদের নিজের পছন্দমত স্বামীবরণ, নিজে নিজের বর বা পতি বরণ।

সযংবসিন (বিণ) স্বয়ং সংযত, স্বয়ংদমিত, স্বাধীন, স্বাবলম্বী, সচ্ছল, আত্মনির্ভরশীল, সাহায্য পাইতে অনিচ্ছুক, অপক্ষপাতী।

সযক্কত (বিণ) [সযং+কত] স্বয়ংকৃত, নিজের গড়া বা করা, নিজের কৃত, স্বীয় নির্মিত। = **সযংকত**। (বিপ) **পরক্কত**।

সযজ্জাত (বিণ) স্বয়ংজাত। = **সযংজাত**।

সযতত্ত—এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হইবে "**সংযতত্ত**"। ⇒ **সংযতত্ত**।

সযতি (ক্রি) [√সি+অ] ১ শয়ন করা, শোয়া, বিছানায় যাওয়া, ঘুমানো। (অতীত) **সযি**। (ব-বিণ) **সযন্ত**, **সযমান**। (ক্রি-বি) **সযিত্বা**। (করণে) **সযাপেতি**। ২ অবনত হওয়া, হেলা, হেলান দেওয়া, আনত হওয়া, আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করা, নত করানো, সমর্থিত হওয়া, সাহস দেওয়া, ঠেস দেওয়া, সপ্রমাণিত হওয়া, সহায় হওয়া, চালিত হওয়া, প্রতিপালিত হওয়া, সহ্য হওয়া। (অ-বিণ) **সিত**। (যৌগিকে) **নিস্সযতি**।

সযত্ত (বিণ) = **সংযত**। ⇒ **সংযত**।

সযথা (ক্রি-বিণ) সম্ভবত, তুলরূপে।

সযন (ক্লী) ১ শয়ন, নিদ্রা, শোয়া, শয়নকরণ, ঘুমানো। (পেতবথু অর্থকথা) **মঞ্চসযন**। ২ শয্যা, খাট পালঙ্ক ইত্যাদি, গদি, পালঙ্ক, আরামকেদারা-বিশেষ। (জাতক) **সযনং অত্থরাপেতি**—বিছানা বিছানো, শয্যা বিস্তৃত করানো, বিছানা পাতানো। (মহানির্দেশ) **সযন সন্নিধি**। (পেতবথু অর্থকথা) **কিসযন**। (বিণ) শায়িত, নিদ্রিত। = **সযান**। ⇒ **নিসিন্ন**।

সযনকলহ—শয়নকক্ষে কলহ, শোয়ার ঘরে ঝগড়া বিবাদ, গৃহিণীর তাড়না বা ভর্ৎসনা।

সযনগুম্ব (পুং) জঙ্গলের যেই ঝোপের মধ্যে বন্য পশু শয়ন করে। ⇒ **গুম্ব**।

সযনবহুল (বিণ) যাহার অধিক বিশ্রাম বা শয়নের স্থান আছে, কাহারও শয়ন বা বিশ্রাম স্থান (অর্থাৎ যে যেভাবে ইচ্ছা করে সেভাবে) নির্বাচনে অসাধারণ বা একমাত্র (ব্যক্তি)। ⇒ **বহুল**।

সযনাসন (ক্লী) শয্যা এবং বসিবার আসন। = **সেনাসন**।

সযনিঘর (ক্লী) শয়ন ঘর, শয়ন কক্ষ, শোয়ার ঘর।

সযনূপগত = সেনোপিয। ⇒ সেনোপিয।

সযম্পভ (বিণ) [সযং+পভ] স্বয়ংপ্রভ, স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়, আপন শরীর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান বা আলোকিত, স্বীয়জ্ঞানে প্রসিদ্ধ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)

অত্তনো অত্তনো ব তেসং পভা'তি সযম্পভ। = সযংপভ। ⟹ পভ।

সযম্বর (পুং) স্বয়ম্বর। = **সযংবর**।

সযম্ভু (পুং) = **সযম্ভূ**। ⟹ **সযম্ভূ**।

সযম্ভূ (পুং) স্বয়ম্ভূ, বুদ্ধ, আত্মনির্ভরশীলতা, বুদ্ধের উপাধি-বিশেষ। ভগবান বুদ্ধ গুরু ব্যতীত নিজ বীর্যবলে (নিজ উৎসাহে বা প্রচেষ্টায়) সাধনায় স্বয়ং বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ। ⟹ **সম্মাসম্বুদ্ধ**।

সযম্ভুতা (স্ত্রী) = **সযম্ভূ**। ⟹ **সযম্ভূ**।

সযান (বিণ) শায়িত, নিদ্রিত। ⟹ **সেতি**।

সযাপিত (বিণ) শোয়াইয়াছে এমন, নিদ্রিত করাইয়াছে এমন, ঘুম পাড়াইয়াছে এমন। ⟹ **সযাপেতি**।

সযাপেতি (ক্রি) শয়ান করানো, বিছানায় শয্যা গ্রহণ করানো, ঘুম পাড়ানো, নিদ্রিত করানো। (অ-বিণ) **সযাপিত**। ⟹ **সেতি, সযতি** (১)।

সযিত (বিণ) শায়িত, বিছানায় গত, নিদ্রিত। ⟹ **সেতি**।

সয্হ (বিণ) সহ্য করিতে সমর্থ, সহনীয়, করিতে সমর্থ, যাহা সহ্য করা যায়। ⟹ **সহতি**।

সয্হামি (ক্রি) = **সহতি**। ⟹ **সহতি** (৩)।

সর (পুং) ১ বাণতৃণ, খাগড়া গাছ। ২ ইষু, শর, বাণ, (ধনুর) বাণ বা শর, (খাগড়া গাছের প্রস্তুত) শর। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **বিসপীট**। ৩ স্বর, শব্দ, ধ্বনি, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ, কণ্ঠস্বর, বাক্য, ভাষা, মত, মতপ্রকাশ, মতামত, আদেশ, কথা, (ব্যাকরণে) বাচ্য, স্বরবর্ণ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণকালে শব্দের অংশবিশেষে জোর, স্বরাঘাত, স্বরাঘাতের চিহ্ন (অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণে বা কথায় যেখানের উপর জোর দেওয়া হয়)। পেতবত্থুতে যেমন পাখির গান-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, উহা পেতবত্থু অর্থকথায় উল্লিখিত "**অভিরুধ**" শব্দের সমান অর্থবাচক; (সূত্রনিপাত) **সরবণ্ণ** (এখানে ইহা কি পূর্ববর্তীটিকে অধিকতর বাঞ্ছনীয়রূপে বুঝাইয়া "আকারপ্রকার" অথবা "বাক্য বা কথা" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে?, কাজেই ইহা সন্দেহজনক)। দীর্ঘনিকায়ে অষ্টবিধ গুণ-সম্বন্ধে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। (বিনয়) **গীতাস্সর**। (সূত্রনিপাত) **বিন্দুস্সর**। জাতকে ইহার বিশেষণে ব্যবহারে শব্দ দৃষ্ট হয় "**সীহস্সর**"; জাতকের অন্যত্র রাজপুত্র সম্বন্ধেও "**সীহস্সর**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **বিস্সর**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সরবণ্ণ**—স্বরবর্ণ। ৪ (পুং, ক্লী) সর, সরোবর, হ্রদ, বৃহৎ জলাশয়। (জাতক) **মুচলিন্দসর**—মুচলিন্দ নামক হ্রদ বা সরোবর। অঙ্গুত্তর নিকায়ে সপ্তবিধ "**মহাসরা**" (মহাহ্রদের) নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**অনোতত্তসর, সীহপপাত সর, রথকার সর, কণ্ণমুণ্ড সর, কুণাল সর, ছদ্দন্ত সর, মন্দাকিনি সর**। (দীর্ঘনিকায়) **অণ্ণব সর**। (অধিকরণ কারকে) **সরে, সরস্মিং, সরসি**। (জাতক) **জাতস্সর**। ৫ক (বিণ) নিঃসারিত হয় এরূপ, চলায়মান, গতিশীল, প্রবাহমান, জলীয়, তরল, বাষ্পীয়। খ (পুং) জলীয় পদার্থ, বাষ্প, প্রবাহ, স্রোত, প্রাচুর্য, সহজে ভাবপ্রকাশ, জোয়ার। (জাতক) **পূতিসর**। ⟹ **সরতি** (১)। ৬ (বিণ) স্মরণ রাখে বা করে এরূপ। ⟹ **সরতি** (৩)। (মধ্যম নিকায়) **সরসঙ্কপ্প**।

সরংসা (স্ত্রী) সূর্য। (সাহিত্যে বিশেষণপদে) যাহার কিরণ আছে।

সরক (পুং) পাত্র, পানপাত্র, যেই পাত্রে করিয়া পান করা হয় অর্থাৎ গ্লাস, জলপানের পাত্র।

সরকুট্টি (স্ত্রী) স্বরভঙ্গি, প্রতিধ্বনি, অনুনাদ, (সঙ্গীতে) কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য, কণ্ঠস্বরের তাল-লয় যুক্ততা বা সুস্বরতা।

সরকুত্তি (স্ত্রী) শব্দে ভ্রমশূন্যতা, শব্দে যথার্থতা, সমতান, স্বরমিল, স্বর সামঞ্জস্য।

সরজ (বিণ) রজসহ, ধূলিময়, সরজা, ময়লাযুক্ত, সরজস্ক, ধূলিযুক্ত, রজোবিশিষ্ট, অপবিত্র, দূষিত, সমল, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত।

সরজবাত (পুং) সমল বায়ু, দূষিত বায়ু, অপরিশুদ্ধ বাতাস। ⟹ **বাত**।

সরঞ্জিত (পুং) = **সরাজিত**। ⟹ **সরাজিত**।

সরণ (ক্লী) ১ শরণ, আশ্রয়, রক্ষা, গৃহ, রক্ষক, ত্রাণ, রক্ষাস্থান, রক্ষার স্থান, আশ্রয় স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়, পালন, রক্ষণ, রক্ষাকারী ব্যক্তি বা বস্তু, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশে শিল্পাদি রক্ষা ব্যবস্থা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) বিশেষভাবে ত্রিবিধ রক্ষক বা রক্ষাকারী, যথা—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ বা ভ্রাতৃত্ব। (বিমানবত্থু) **সরণং উপেতি**। (দীর্ঘনিকায়) **সরণং গচ্ছতি**। (সূত্রনিপাত) **সরণং যাতি**। ⟹ **লেণ** (২)। ২ স্মরণশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা, স্মৃতি স্মরণার্থ চিহ্ন, স্মারক বস্তু। ৩ বধ, বিনাশ, ধ্বংস, অনিষ্ট। ৪ (বিণ) যুদ্ধে সংযুক্ত, অনিষ্টকর, হানিজনক। ⟹ **রণ** (২গ)।

সরণগম (ক্লী) বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ—এই ত্রিশরণে গমন বা আশ্রয়গ্রহণ।

সরণগমন (ক্লী) শরণে গমন, আশ্রয় গ্রহণ, নিরাপদ স্থানে গমন, বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ—এই ত্রিশরণে আশ্রয় গ্রহণ।

সরণতা (স্ত্রী) স্মৃতিকরণ, স্মরণ, স্মরণকরণ, মনে রাখন, মনে মনে জপকরণ, চিন্তাকরণ, মনেকরণ, ধ্যান।

সরণসীল—শরণে গমনরূপ শীল, যথা—"**বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি**"।

সরণাগমন (ক্লী) = **সরণগমন**। ⟹ **সরণগমন**।

সরণাতি (ক্রি) শরণ লওয়া, আশ্রয় গ্রহণ করা।

সরণীয (বিণ) স্মরণীয়, স্মরণের যোগ্য, স্মর্তব্য। ⟹ **সরতি** (৩)।

সরতি (ক্রি) [√সর+অ] ১ গমন করা, ঘটা, চলা, প্রস্থান করা, অগ্রসর হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, যন্ত্রের সাহায্যে চলা, বহিত হওয়া, দেহত্যাগ করা, অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়া, কোনো বিশেষ অবস্থার অধীন হওয়া, উপযোগী হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, কোনো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, বিক্রয় হওয়া, প্রচলিত হওয়া, অতিবাহিত হওয়া, প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, গলা, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা, দৌড়ানো, পলায়ন করা, সরিয়া পড়া, বংশানুগত হওয়া, উঠিয়া আসা, প্রতিযোগিতা করা, সম্মুখীন হওয়া, নির্গত হওয়া, পৃযাদি পড়া, দৌড় দেওয়ানো, ঢালা, তাড়াতাড়ি করা, নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করা, চলিতে থাকা, জোর করিয়া প্রবেশ করানো, ঢোকানো, পরিচালনা করা, (দর বা মূল্য সম্বন্ধে) গড়পড়তায় হওয়া, কথায় বা লেখায় প্রচলিত থাকা, বরাবর চলিতে থাকা। = **পরিহাযতি নস্সতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **অসরা**। (অ-বিণ) **সরিত** (১)। (সপ্তমী) **সরে**। (করণে) **সারেতি** (১)। ২ ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া বা করা, সম্মিলিত করা। (বর্তমান কাল প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সিংসরে** (বিমানবত্থু)। ৩ স্মরণ করা, মনে করা, স্মরণ রাখা, মনোনিবেশ করা, শুভেচ্ছা জানানো, বকশিশ দেওয়া। (বর্তমান কাল উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **সরেম্হসে**, **সরে**। (পঞ্চমী) **সর**, **সরাহিঃ** (প্রথম পুরুষ একবচনে) **সরতু**। (অতীত) **সরি**। (অ-বিণ) **সত** (২), **সরিত** (২)। (ব-বিণ) **সরন্ত**, **সরং**, **সরমান**। (ভবিষ্যতে) **সরিস্সতি**। (ভ-বিণ) **সরণীয**, **সরিতব্ব**। (ক্রি-বি) **সরিত্বা**। (করণে) **সারেতি**, **সারাপেতি**। ৪ ভাঙ্গিয়া ফেলা, পেষণ করা, নিংড়ানো, দমন করা, সঙ্কোচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। ⟹ **সেয্যতি**। (করণে) **সারেতি**। ৫ জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, আর্তনাদ করা। = **রসতি**।

সরতীর (স্ত্রী) সরোবরের তীর, হ্রদের তীর।

সরতুণ্ড (স্ত্রী) শরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, সুতীক্ষ্ণ বাণাগ্র ভাগ।

সরদ (পুং) শারদ, শরৎকাল, বৎসর, ঋতুবিশেষ।

সরদণ্ডক (স্ত্রী) শরদণ্ড, শর যষ্টি, শর বা বাণের দণ্ড বিশেষ।

সরদসময (পুং) শারদ সময়, শরৎকাল। = **সারদসময**।

সরদিদ্ধ (বিণ) শরবিদ্ধ, শরাহত।

সরদুট্ঠ (বিণ) বিষাক্ত শরবিশিষ্ট, বিষযুক্ত শরের, যেই শর বা বাণকে বিষাক্ত বা বিষযুক্ত করা হইয়াছে।

সরপরিত্তাণ (স্ত্রী) শরবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার স্থান বা আশ্রয়স্থান অর্থাৎ শরবর্ষণকালে আত্মরক্ষার বর্ম।

সরভ (পুং) শরভ, একজাতীয় মৃগ-বিশেষ, রক্তবর্ণ হরিণ। (জাতক) **রোহিচ্চ সরভা মিগা** = **রোহিতা সরভমিগা** (জাতক অর্থকথা)। জাতকে উল্লিখিত ৪৮৩তম জাতকের নামও "**সরভমিগজাতক**"। ইহাকে সাহিত্যে বলা হইয়াছে "**সরভঙ্গ**" (⟹ সরভঙ্গ)। ⟹ **অট্ঠপাদ**, **মিগ**(২)।

সরভঙ্গ (পুং) শরভঙ্গ, শরভঙ্গকরণ।

সরভঞ্ঞ (স্ত্রী) গুনগুন সুরকরণ, সুর করিয়া কথাকথন, সুর করিয়া আবৃত্তিকরণ, আবৃত্তি করার বা মুখস্থ বলার একটি নির্দিষ্ট ধরন বা রীতি।

সরভপল্লঙ্ক (পুং) "মৃগপালঙ্ক" অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুদের ধর্মাসন—যেই আসনে বসিয়া বৌদ্ধভিক্ষুরা ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন। (তুলনীয়) **বর-পল্লঙ্ক** (জাতক)।

সরভপাদক (বিণ) সুদৃশ্য দ্রুতগামী মৃগ-বিশেষের ন্যায় পদবিশিষ্ট।

সরভসং (ক্রি-বিণ) [স+রভসং] আগ্রহের সহিত, সত্বর, অবিলম্বে।

সরভাণ = **সরভঞ্ঞ**। ⟹ **সরভঞ্ঞ**।

সরভাণক (বিণ, পুং) সুর করিয়া আবৃত্তিকারক, যেই ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থের বিষয় আবৃত্তি করে বা "**সরভঞ্ঞ**"-এর মত মুখস্থ বলে।

সরভূ (স্ত্রী) টিকটিকি, গিরগিটিবিশেষ।

সরল (পুং) ১ সরল, দেবদারু গাছ, শাল গাছ। ২ "**সলড়**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে পাঠ হইয়াছে? ⟹ **সলড়**।

সরবণ্ণ (স্ত্রী) স্বরবর্ণ, বর্ণমালার স্বরবর্ণ। ⟹ **সর** (৩)।

সরবন্ত (বিণ) ১ স্বরবন্ত, শব্দ হয় এরূপ, শব্দকারী, সুন্দর শব্দ বিশিষ্ট। ২ সশব্দ, শব্দের সহিত, সশব্দে, শব্দ সহকারে।

সরবূ (স্ত্রী) = **সরভূ**। ⟹ **সরভূ**।

সরবেগ (পুং) (ধনুর) শরের গতি, তীরের গতিবেগ। (বিণ) শরের গতির ন্যায় দ্রুত, তীরবেগে। ⟹ **বেগ**।

সরবোধিন (বিণ, পুং) শরভেদিন, শরভেদী, যেই তীরন্দাজ স্বর শুনিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারে।

সরস (বিণ) সরস, রসপূর্ণ, সারপূর্ণ, সারাংশপূর্ণ, সারমর্মপূর্ণ, অত্যাবশ্যক বিষয় বা সম্পত্তিসহ, আবশ্যক বিশেষ ধর্ম বা গুণ সহকারে।

সরসঙ্কপ্প (পুং) ১ স্মৃতিশক্তি এবং পূর্ব অনুমান বা পূর্বসূচনা, ধারণাশক্তি এবং বিশ্বাস বা আশাস্থল। ২ মনোযোগিতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ⟹ **সর** (৬)।

সরসভাব (পুং) [স+রস+ভাব] ব্যাখ্যার রীতি, ব্যাখ্যাপুস্তকের ধরন বা নীতি।

সরসর—অনুকরণশীল শব্দ বা পদ, অনুকরণপ্রবণ কথা, "সরসর" শব্দ। = **বব্ভর**। (মধ্যম নিকায়) **সরসরং করোতি**—"সরসর" শব্দ করা।

সরসি (পুং, স্ত্রী) সরসী, সরোবর। এই শব্দটি অধিকরণ

কারকে ব্যবহৃত হয়। ⟹ **সর** (৪)।

সরসী (স্ত্রী) সরসী, সরোবর।

সরাগ (বিণ) সরাগ, অনুরক্ত, রঞ্জিত, অনুরাগী, বাসনাযুক্ত, লোভ বা কামনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, লিপ্সাযুক্ত, কামপ্রবৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, উৎসাহী, গাঢ়, প্রগাঢ়, ক্রোধী, কোপন স্বভাবের, ক্রোধশীল, সহজে উত্তেজনাশীল, কামুক।

সরাগচিত্ত (বিণ) সরাগচিত্ত, অনুরক্তচিত্ত, লোভচিত্তের, যে মন বা চিত্ত কাম বাসনায় লিপ্ত।

সরাজ (বিণ) ময়লাযুক্ত, দূষিত, অপবিত্র, দাগযুক্ত। (বিনয়) **সরাজ বাত**—দূষিত বাতাস। ⟹ **রাজ** (বিণ)।

সরাজক (বিণ) সরাজক, রাজা আছে এমন (রাজ্য), রাজাসহ, রাজাশূন্য নহে এমন (রাজ্য)। (বিপ) **অরাজক**। (জাতকে) **সরাজিক**। (তুলনীয়) **সরাজিকা**।

সরাজবাত—দূষিত বায়ু। ⟹ **সরাজ**।

সরাজিক (বিণ) = **সরাজক**। ⟹ **সরাজক**। (জাতক) **সসসামিক সরাজিক গেহ**—যেই গৃহে মালিক বা কর্তা আছে এমন।

সরাজিকা (বিণ, স্ত্রী) যেই দেশের বা রাজ্যের রাজা বর্তমান আছে। (তুলনীয়) **সরাজক**। (বিনয়) **সরাজিকা পরিসা**।

সরাজিত (পুং) একটি নরকের নাম-বিশেষ এবং ইহার অধিবাসীগণ। ইহার বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়, যেমন—**পরাজিত, সরঞ্জিত**।

সরাপন (ক্লী) কাহাকেও স্মরণ করিবার কারণকরণ, কাহাকেও স্মরণ করানো।

সরাপেতি (ক্রি) ১ = **সরতি**। ⟹ **সরতি** (২)। ২ স্মরণ করানো। ⟹ **সরতি** (৩)।

সরাব (পুং) সরাব, মৃন্ময় পাত্র-বিশেষ, সরা, পানপাত্র, পেয়ালা, বাটি, সানকি-বিশেষ, রেকাবি। এই শব্দটি মধ্যম নিকায়ে "পত্ত" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সরাবক (পুং) = **সরাব**। ⟹ **সরাব**।

সরি ১ এই শব্দটির "**পযোগসিদ্ধি**" অনুসারে অর্থ হয়। = **সরিস (সদিস)**। (তুলনীয়) **সরীরবণ্ণ** (জাতক); = **সমানবণ্ণ** (জাতক অর্থকথা)। ২ (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **সরতি** (৩)।

সরিক্খ (বিণ) সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর, সদৃশ করে এমন, অনুরূপ হয় এমন। = **সরিস**।

সরিক্খক (বিণ) অনুযায়ী, অনুরূপ, সদৃশ, অবিকল, সম্ভবপর। = **সরিক্খ**। ⟹ **কম্ম সরিক্খক**।

সরিক্খতা (স্ত্রী) সাদৃশ্য, অনুরূপতা, প্রতিকৃতি। (জাতক) তং **সরিক্খতা**--অবিকল সেইরূপ, তৎসদৃশ। (তুলনীয়) **কম্মসরিক্খতা**।

সরিক্খত্ত (ক্লী) সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি, অনুরূপতা। = **সরিক্খতা**।

সরিত (বিণ) ১ গত, গতিতে পর্যবসিত। = **অনুসট, পযাত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⟹ **সরতি** (১)। ২ স্মৃত, স্মরণকৃত। ⟹ **সরতি** (৩)।

সরিতক (ক্লী) পাষাণচূর্ণ, পাথরের গুঁড়া। = **পাসাণচুণ্ণ**।

সরিতব্ব (বিণ) স্মরণ করিবার যোগ্য, স্মরণীয়। ⟹ **সরতি** (৩)।

সরিতর (পুং) যে ব্যক্তি স্মরণ করে। = **সরিতু**।

সরিত সিপাটিক (ক্লী) আঠামিশ্রিত চূর্ণ।

সরিতা (স্ত্রী) নদী। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **সরিতা**। (কর্মকারকে) **সরিতং**।

সরিতু (পুং) যেই ব্যক্তি স্মরণ করে, স্মরণকারী ব্যক্তি। = **সরিতর**।

সরিস (বিণ) সদৃশ, মত, অনুরূপ, সম্ভবপর। = **সদিস, সরিক্খ**।

সরিসপ—এই শব্দের পাঠ হইবে "**সিরিংসেপ**"। ⟹ **সিরিংসেপ**।

সরীর (ক্লী) ১ কায়, শরীর, দেহ। জাতকে বলা হইয়াছে শরীরে ছয় প্রকার দোষ আছে; **অন্তিম সরীর**—অন্তিম বা শেষ শরীর ধারণ; = **অনাগামিন সরীর** (সূত্রনিপাত)। ২ মৃতদেহ, শবদেহ। ৩ অস্থিপঞ্জর। ৪ অস্থিধাতু, শরীরাবশিষ্ট, দেহাবশেষ।

সরীরকিচ্চ (ক্লী) ১ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্বন্ধীয় ধর্মবিধি, শবদাহ ক্রিয়া, মৃতদেহের সৎকারকর্ম, শব সৎকার। = **মতকিচ্চ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ শরীরকৃত্য, শারীরিক বৃত্তি বা ধর্ম, শরীরের আরাম প্রদান, শরীরের সন্তুষ্টি সম্পাদন।

সরীরচলন—শরীর চলন, শরীর পরিচালন, শরীর ক্রিয়া, শারীরিক কম্পন বা ব্যায়াম।

সরীরঝাপন কিচ্চ (ক্লী) শবদাহ কৃত্য, মৃতদেহ সৎকার কৃত্য, মরা পোড়াইবার কাজ। ⟹ **ঝাপন**।

সরীরট্ঠ (বিণ) শরীরের মধ্যে গচ্ছিত বা জমাকৃত, দেহে সংস্থাপিত।

সরীরট্ঠক (ক্লী) শরীরের অস্থিময় ঠাট বা কাঠামো, দেহের বড় বড় অস্থিবিশিষ্ট গঠন।

সরীরদড্ঢট্ঠান (ক্লী) শবদেহ জ্বালাইবার স্থান, মরা পোড়াইবার স্থান, শ্মশানভূমি। = **আড়াহন**।

সরীরদব্য (ক্লী) শরীরের যোগ্যতা বা উপযুক্ততা, অতি সুন্দর বা সুষ্ঠু দেহ, দৈহিক সৌন্দর্য বা গুণ, শারীরিক লাবণ্যতা, সুন্দর ব্যক্তি বা পুরুষ।

সরীর ধাতু (স্ত্রী) বুদ্ধের দেহাবশিষ্ট ধাতু, দেহাবশিষ্ট, অস্থিধাতু, মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার পর অস্থি ইত্যাদি ভস্মীভূত না হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, শরীরাবশিষ্ট (অর্থাৎ মহাপুরুষের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর অগ্নি দ্বারা শবদেহ সৎকার করা হইলে অদগ্ধ অবস্থায় শরীরের অস্থি প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাকে শরীরধাতু বা

শারীরিক ধাতু বলা হয়)। (বিপ) **পরিভোগ ধাতু**। ⟹ **ধাতু** (৪)।

সরীরনিস্‌সন্দ (পুং) শরীরমল, শরীর হইতে নির্গত মল। ⟹ **সরীরবলঞ্জ**।

সরীর পরিকম্ম (ক্লী) শরীরেরপ্রতি যত্ন, শরীর পরিচর্যা। ⟹ **পরিকম্ম** (২)।

সরীরপ্পভা (স্ত্রী) শরীরপ্রভা, শরীরের জ্যোতি, দেহপ্রভা, দেহজ্যোতি। ⟹ **পভা**।

সরীরভেদাপুব্ব—শরীর ধ্বংস হইবার পূর্বে। ⟹ **পুরাভেদা**।

সরীরবন্ত (বিণ) শরীরবান, সশরীরী, শরীরধারী, দেহধারী, দেহ আছে এমন।

সরীরমংস (ক্লী) শরীরমাংস, দেহের মাংস।

সরীরবণ্ণ (পুং) শরীরবর্ণ, দেহের সৌন্দর্য, শরীরের (বাহ্যিক) আকার, শরীরের গঠন।

সরীরবলঞ্জ (পুং) শরীর মল বা বিষ্ঠা। (জাতক) **সরীর বলঞ্জ মুঞ্চতি**—শরীরকে আরাম দেওয়া, শরীরকে শান্ত করা বা নিরুদ্বেগ করা, মলত্যাগ করা, বিষ্ঠা ত্যাগ করা। ⟹ **বলঞ্জ** (২), **সরীরনিস্‌সন্দ**।

সরীরবলঞ্জট্‌ঠান (ক্লী) যেখানে শরীরের মল বা বিষ্ঠা ত্যাগ করা হয়, বিষ্ঠা বা মল ত্যাগ করিবার স্থান, পায়খানা।

সরীরবলঞ্জন (ক্লী) শরীরের মল বা বিষ্ঠা ত্যাগ, শরীরের শান্তি বা আরাম। ⟹ **বলঞ্জন** (২)।

সরীরসঙ্ঘাত—শরীরের পরোৎকর্ষ বা পূর্ণতা, দেহের প্রকৃষ্ট কৌশল বা গুণ।

সরীরসণ্ঠান (বিণ) (ভৌতিক) দেহের আকারবিশিষ্ট। ⟹ **সণ্ঠান** [১(বিণ)]। (ক্লী) শারীরিক গঠন, শরীরী আকার, আকারবিশিষ্ট গঠন, শরীরের গঠন।

সরীরাভা (স্ত্রী) শরীরাভা, দেহজ্যোতি।

সরীরিক (বিণ) শারীরিক, দৈহিক, কায়িক।

সরীরিকচেতি—শারীরিক চৈত্য। = **সারীরিক চেতিয**।

সরীরিক ধাতু (স্ত্রী) = **সরীর ধাতু**। ⟹ **সরীরধাতু**।

সরীরোভাস [সরীর+ ওভাস] শরীরপ্রভা, দেহজ্যোতি।

সরীবণ্ণ (পুং) সদৃশকরণ, অনুরূপকরণ। (জাতকে) **সরীরবণ্ণ**। (তুলনীয়) **সরি** (১)।

সরূপ (বিণ) ১ একই গঠনের, একই আকারের, সদৃশ, তুল্য, স্বরূপ। ২ সশরীর, সাকার, দেহধারী, শরীরধারী।

সরেজ্জং—ধনুতে শর যোজন করিয়া রাখা বা প্রস্তুত থাকা। ⟹ **অদেজ্জ্ঝ**।

সরোজ (ক্লী) সরোজ, সরোজন্মা, পদ্ম। = **সরোরুহ**।

সরোজযোনি (স্ত্রী) পদ্মযোনি, যেই ব্যক্তি পদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ব্রহ্মা, সর্বপ্রধান দেবদূত।

সরোরুহ (ক্লী) পদ্ম। = **সরোজ**।

সলক্‌খণ (বিণ) লক্ষণযুক্ত, সলক্ষণ, বিশেষগুণের সহিত, বিশেষ গুণযুক্ত। (ক্লী) নিজের লক্ষণ বা বিশেষ গুণ, যেই ব্যক্তির লক্ষণ বা গুণ নিজ স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। (বিপ) **বিলক্‌খণ**।

সলক্‌খেন্ত (পুং) (মনে মনে) আলোচনাকরণ, জপকরণ, দর্শনকরণ। **বুদ্ধগুণং সলক্‌খেন্তেন**—বুদ্ধগুণ জপ করিয়া বা দর্শন দ্বারা।

সলন (ক্লী) বিচলিতকরণ, কম্পিত করণ, ঝাকড়ানো। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**কুসল**" সম্বন্ধে বর্ণনায়:— **কুচ্ছিতানং সলনাদীহি অত্থেহি কুসলং**।

সলবুজ = **সলড়লবুজ**। ⟹ **সলড়লবুজ**।

সলভ (পুং) প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ, পশম-কাটা কীট, ফড়িঙ্গ বা ফড়িং। ⟹ **রোগ**।

সলভা (স্ত্রী) = **অধিপাত**। ⟹ **অধিপাত**(পুং)।

সলযতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা।

সললট্‌ঠি (স্ত্রী) শালবৃক্ষের পল্লব বা মঞ্জরী। ⟹ **লট্‌ঠি** (২)।

সলল্ (পুং) একজাতীয় মিষ্ট সুগন্ধযুক্ত গাছ।

সলল্‌পুপ্ফ (ক্লী) "**সলল্**" গাছের পুষ্প। ⟹ **সলড়**।

সলল্‌লবুজ = **লবুজ**। ⟹ **লবুজ**।

সলাক (পুং) ১ জাতকে উল্লিখিত একটি বিশিষ্ট বানরের নাম। ⟹ **মক্কট**। ২ শলাকা, টিকিটস্বরূপ শলাকা। ⟹ **সলাকা** (২, ১০), **সলাকগ্গ**।

সলাকগ্গ (ক্লী) [সলাক+অগ্গ] শলাকাগৃহ যেখানে টিকিটস্বরূপ শলাকা দিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহার দান করা হয়, খাদ্যদপ্তর খানা। = **সলাকাগ্গ**।

সলাকথারয = **সলাকোধানীয**। ⟹ **সলাকোধানীয**।

সলাকবন্ধ (পুং) খাঁজ কাটা বন্ধন, (কোনো কার্যে টিকিটস্বরূপ) শলাকা প্রদানে সম্পর্ক রক্ষণ। ⟹ **বন্ধ** (৩)।

সলাকভত্ত—শলাকা বিতরণ দ্বারা যে অন্নাহার দান করা হয়। ⟹ **পক্‌খিন** [বিণ(১)]।

সলাকা (স্ত্রী) ১ শল্য, শেল, তীর, বাণ, ছোট বর্শা। ২ ছোট কাটি বা লাঠি, গোঁজ, খোঁটা, সরু অর্গল বা হুড়কা, শলাকা, ক্ষুদ্র যষ্টি, কাঁটা, নল, খাঁচার কাটি, দাঁতন কাটি, দেশলাইয়ের কাঠি। ৩ ঘাসের পত্র বা ফলক। ৪ ছোট ছাতার শিক। ৫ পেনসিল, তুলি, ছোট কাঠি (যাহা কাজল বা অঞ্জন দিয়া চোখ চিত্রিত করিতে ব্যবহৃত হয়)। (জাতক) **অঞ্জন সলাকা**। ৬ একপ্রকার সূচ। ৭ একপ্রকার শল্য বা অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্র, দগ্ধকারক পদার্থের বা কষ্টিকের শলাকা। ৮ (পিত্তলনির্মিত) পেটাঘড়ি বাজাইবার দণ্ড। (জাতক) **লোহসলাকা**। ৯ পুরুষোচিত শক্তি বা পুরুষত্ব, পুরুষলিঙ্গ। ১০ ভোট বা সম্মতি (মত) প্রদানের জন্য এবং খাদ্য বণ্টনের জন্য টিকিটস্বরূপ ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, মত, সম্মতি, মত প্রকাশ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, দৈব, অংশ, ভাগ, অধিক

সংখ্যা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কালকণ্ণি সলাকা।** (বিনয়) **সলাকং গণ্হাতি**—(মত প্রকাশক্রমে অথবা গণনাক্রমে) টিকিটস্বরূপ শলাকা গ্রহণ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঠমং সলাকং গণ্হন্তো**—প্রথম ভোট বা মত গ্রহণ করিয়া অথবা প্রথম দর বা নির্দিষ্ট মূল্য গ্রহণ করিয়া। (বিনয়) **সলাকং গাহেতি**—টিকিটস্বরূপ শলাকা জনসমাজে প্রদান করা বা প্রচলিত করা, মত বা সম্মতি গ্রহণ করা। (জাতক) **সলাকং দদাতি**—টিকিট স্বরূপ শলাকা দেওয়া; **সলাকং বারেতি**—টিকিট স্বরূপ শলাকার ভাগ ফেলিয়া দেওয়া (**কালকণ্ণি সলাকংবারেতি**)।

সলাকা ওধানিয—মলম বা প্রলেপ লাগাইবার কাটি রাখিবার বাক্স।

সলাকাগাহ (পুং) টিকিটস্বরূপ শলাকা গ্রহণ বা মতগ্রহণ, মত প্রকাশকরণ। বিনয়ে ইহা ত্রিবিধ।

সলাকা গাহাপক (বিণ) মত প্রকাশের জন্য টিকিটস্বরূপ শলাকা বণ্টনকারী, শলাকাপ্রদানকারী, সম্মতিপ্রকাশের টিকিট বা শলাকা গ্রহণকারী।

সলাকাগগ (ক্লী) টিকিটস্বরূপ শলাকা দ্বারা আহার্য বা খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের কক্ষ বা গৃহ, শলাকা বণ্টনের কক্ষ। = **সলাকগগ।**

সলাকাট্ঠানিয = **সলাকোধানীয।** ⟹ **সলাকোধানীয।**

সলাকাতনিয = **সলাকোধানীয।** ⟹ **সলাকোধানীয।**

সলাকাভত্ত (ক্লী) টিকিটস্বরূপ শলাকা দ্বারা বণ্টনকৃত অন্নাহার্য। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহা অষ্টবিধ।

সলাকা বাতপান—কাষ্ঠখণ্ড অথবা (বল্টুর ন্যায়) ছোট ছোট কাঠের শলাকা দ্বারা নির্মিত জানালা।

সলাকাবুত্ত (বিণ) আহার্যের টিকিটস্বরূপ শলাকা গ্রহণের উপায় দ্বারা জীবনধারণ করে এমন।

সলাকাহত্থ—মার্জনী বা তুলি-হস্ত, একপ্রকার ক্রীড়া যাহাতে হাত লাগায় বা রঙে ডুবাইয়া ব্রুচ বা তুলির ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়।

সলাকোধোনীয (ক্লী) শলাকা রাখিবার পাত্র, যেই পাত্রে শলাকা রাখা হয়, শলাকাধার। ⟹ **ওধানীয, সলাকাওধানিয।**

সলাটু (বিণ) = **সলাটুক।** ⟹ **সলাটুক।**

সলাটুক (বিণ) অপক্ব, কাঁচা, তাজা, অরঞ্জিত।

সলাভ (পুং) উপকার, লাভ, সুবিধা, উপার্জন।

সলিল (ক্লী) সলিল, জল, অম্বু, বারি। (চুল্লনিদ্দেস) **সলিল বুঙ্চতি উদকং।** মিলিন্দ প্রশ্নে ইহার পরিবর্তে "**সলিড়**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। জাতকে ইহার বিশেষণে ব্যবহারে:—**সলিলং আপো**—প্রবাহমান জল। তুলনীয় মিলিন্দ প্রশ্নে:—**ন তা নদিযো ধুব-সলিলা।**

সলিলতল (ক্লী) পুকুরে (জলের) উপরিভাগ বা নিম্নদেশ, পৃষ্ঠদেশ। ⟹ **তল।**

সলিলধারা (স্ত্রী) সলিল ধারা, বৃষ্টিধারা, জলবৃষ্টি, বৃষ্টিপাত। = **সলিল বুট্ঠি।**

সলিলবুট্ঠি (স্ত্রী) জলবৃষ্টি, বৃষ্টিপাত। = **সলিলধারা।** ⟹ **বুট্ঠি।**

সলিল্ (ক্লী) = **সলিল।** ⟹ **সলিল।**

সলোমহংস (বিণ) ভয়ে বা বিস্ময়ে উত্তেজিত হইয়াছে এমন, রোমাঞ্চিত হইয়া, শিহরিয়া উঠিয়া, লোমহর্ষণ সহকারে। ⟹ **লোমহংস।**

সলোহিত (পুং) স্বগোত্র, নিজবংশ। (বিণ) স্বগোত্রের, নিজবংশের, যাহার সহিত রক্তের সম্পর্ক আছে এমন।

সলোহিতা (স্ত্রী) স্বগোত্রের বা স্ববংশের স্ত্রীলোক। ⟹ **সলোহিত।**

সল্ল (পুং) শল্য, শঙ্কু, শলাকা, শেল, হুল, কীলক, বাণ, তীর, কণ্টক, শর, ছোট বর্শা, বিদ্ধ করিবার জিনিস, সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড, গোঁজ, খোঁটা, খুঁটি, শূলদণ্ড, বড় পেরেক, শজারুর কাঁটা, অস্ত্র বা শল্য চিকিৎসার যন্ত্র। (মধ্যম নিকায়) **সল্লং আহরতি**—তীর সরাইয়া ফেলা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বিসল্ল**—বিষাক্ত হুল। (তুলনীয়) **সল্লং বিষ বিতুজ্জতি** (বিভঙ্গ অর্থকথা)। মহানির্দেশে সপ্তবিধ শল্যের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**রাগসল্ল, দোসসল্ল, মোহসল্ল, মানসল্ল, দিট্ঠিসল্ল, সোকসল্ল, কথংকথাসল্ল।** (তুলনীয়) **বিসল্ল।**

সল্লক (পুং) সজারু নামক একজাতীয় জীব যাহার সর্বশরীরে তীক্ষ্ণ কাঁটার আবরণে আবরিত।

সল্লকত্ত (ক্লী) অস্ত্রচিকিৎসক, শল্যচিকিৎসক, সমর বিভাগের চিকিৎসক।

সল্লকত্তিয (ক্লী) শল্যচিকিৎসা, অস্ত্রচিকিৎসা, অস্ত্রোপচার কক্ষ।

সল্লকত্তিযক (ক্লী) = **সল্লকত্তিয।** ⟹ **সল্লকত্তিয।**

সল্লকী (স্ত্রী) ধূপগাছ। (বহুবচনে) **সল্লকিযো।** (থেরগাথা) **বহুকুটজ সল্লকিক = ইন্দসালরুক্খ** (?)।

সল্লক্খণ (ক্লী) = **সল্লক্খণা।** ⟹ **সল্লক্খণা।**

সল্লক্খণা (স্ত্রী) বিচার, বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিস, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, পরীক্ষাকরণ, পরখ করিয়া দেখন, বাজাইয়া লওন।

সল্লক্খাপেতি (ক্রি) বিখ্যাত বা পরিচিত হইবার কারণ করা, প্রসিদ্ধ বা নামজাদা হইবার কারণ করা, প্ররোচিত করা, প্রবর্তিত করা, লওয়ানো, কারণের মধ্যে আনা। ⟹ **সল্লক্খেতি।**

সল্লক্খিত (বিণ) সাধিত, কার্যে পরিণত, হৃদয়ঙ্গমকৃত, আদায়কৃত, লব্ধ, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত, চিন্তিত, ভাবিত, সিদ্ধান্তকৃত। ⟹ **সল্লক্খেতি।**

সল্লক্খেতি (ক্রি) [সং+√লক্খ+এ] অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, অবধান করা, পালন করা, মনোযোগ

দেওয়া, মন্তব্য প্রকাশ করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, মনে রাখা, নির্ণয় করা, স্মরণ রাখা, মনে পোষণ করা, বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, শেষ করা বা হওয়া, নিষ্পত্তি করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। (অতীত) **সল্লক্খেসি**। (অ-বিণ) **সল্লক্খিত**। (ব-বিণ) **সল্লক্খেন্ত**। (ক্রি-বি) **সল্লক্খেত্বা**। (করণে) **সল্লক্খাপেতি**।

সল্লপতি (ক্রি) [সং+√লপ+অ] কথা বলা, কথোপকথন করা, আলাপ করা, গল্প করা, কথাবার্তা বলা, বক বক করিয়া বলা, বলা, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, (অতীত) **সল্লপি**। (অ-বিণ) **সল্লপিত**। (ব-বিণ) **সল্লপন্ত**। (ক্রি-বি) **সল্লাপিত্বা**। (তুম্) **সল্লপিতুং**। (করণে) **সল্লপেতি**।

সল্লপন (ক্লী) কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, আলাপ-সালাপ, কথোপকথন, গল্পগাছা।

সল্লপেতি (ক্রি) = **সল্লপতি**। ⟹ **সল্লপতি**।

সল্লবন্ধন (ক্লী) [সল্ল+বন্ধন] (ধনুতে) তীর বন্ধন এবং বন্দীশালায় বন্ধন। কিন্তু থেরগাথা অর্থকথায় ইহার অর্থ ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়।

সল্ললীকত (বিণ) বিদ্ধকৃত, ছিদ্রকৃত, ভেদকৃত। Trenckner মনে করেন এই শব্দটি (সজারু অর্থে) "**সল্লক**" শব্দের "**সল্লকিকত**" শব্দ হইতে গৃহীত হইতে পারে।

সল্লবিদ্ধ (বিণ) শল্যবিদ্ধ, শূলদণ্ডে বিদ্ধ, তীরবিদ্ধ, বাণবিদ্ধ। (তুলনীয়) **রুপ্পতি**।

সল্লসণ্ঠান (ক্লী) হুল বা শল্য অপসারণ, কণ্টক অপসারণ। = **নিম্মথন আব্বাহন** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

সল্লহুক (বিণ) হালকা, লঘু, ক্ষিপ্রকারী, ফিকে, সামান্য, গাঢ় নয় এরূপ, বালুকাময়, অদৃঢ়, শিথিল, দুশ্চরিত্র, রহস্যপ্রিয়, প্রফুল্ল, মিতব্যয়ী। (জাতক) **সল্লহুকেন নক্খত্তেন**—শুভনক্ষত্রে বা শুভরাত্রিতে। (সূত্রনিপাত) **সল্লহুকবুত্তিন**।

সল্লহুকবুত্তিন (বিণ) যেই ব্যক্তি সহজে অভাব বোধ করে না এবং অভাব বোধ করিলে সহজে উহা পূর্ণ করিয়া নিতে পারে, মিতব্যয়ী।

সল্লাপ (পুং) আলাপ, কথোপকথন, বন্ধু সদৃশ বা মিত্রভাবাপন্ন কথাবার্তা, গল্প, অনুকূল আলাপ, সদ্ভাবসূচক আলাপ। প্রায়শ যৌগিকে—"**কথা**" এবং "**অল্লাপসল্লাপ**"।

সল্লিখতি (ক্রি) [সং+√লিখ+অ] চোকলা বা পাতের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, পাতলা খণ্ড করিয়া কাটা। (অতীত) **সল্লিখি**। (অ-বিণ) **সল্লিখিত**। (ক্রি-বি) **সল্লিখিত্বা**।

সল্লিত্ত (বিণ) [সং+লিত্ত] চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লিপ্ত বা লেপনকৃত, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা ময়লাকৃত, সংলিপ্ত, লিপ্ত, প্রলিপ্ত। (থেরগাথা) **মীঢ় সল্লিত্ত**।

সল্লীন (বিণ) ১ অলস, জড়, ঢিলা, মন্থরগতি, ভয়ে জড়সড়, ভয়ে শুকাইয়া যায় এরূপ। (তুলনীয়) **পটিসল্লীন**। ২ নিভৃত, নির্জন, অপরাপর হইতে বিযুক্ত। ⟹ **সল্লীযতি**।

সল্লীযতি (ক্রি) [সং+√লী+য] নির্জন হওয়া, নিভৃত হওয়া, অপরাপর হইতে বিযুক্ত হওয়া, নির্জনবাসী হওয়া। (অতীত) **সল্লীযি**। (অ-বিণ) **সল্লীন** (২)। (ক্রি-বি) **সল্লীযিত্বা**।

সল্লীনা (স্ত্রী) সহজে উত্তেজিত হয় না এরূপ অবস্থা, অনুভূতি বা আবেগ বোধ করে না এরূপ অবস্থা, নির্জনতা, গোপনতা।

সল্লেখ (পুং) পাপক্ষয়ার্থে উগ্র বা রূঢ় কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য, কঠোর প্রায়শ্চিত্ত, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা, জ্ঞানোন্নত উচ্চপর্যায়ের জীবযাপন, উচ্চ বা উন্নত জীবন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সল্লেখিতাচার**। (বিনয়) **সল্লেখবুত্তি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সল্লেখ বুত্তিতা**। (তুলনীয়) **অভিসল্লেখ**।

সল্লেখতা (স্ত্রী) = **সল্লেখ**। ⟹ **সল্লেখ**।

সল্লেখবুত্তি—কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার উপায় বা প্রণালী। ⟹ **সল্লেখ**।

সল্লেখবুত্তিতা (স্ত্রী) = **সল্লেখবুত্তি**। ⟹ **সল্লেখবুত্তি**।

সল্লেখিতাচার—কঠোর সাধনার আচার বা অভ্যাস। ⟹ **সল্লেখ**।

সড়ক্খেত্ত = **সলক্খেত্ত**। ⟹ **সলক্খেত্ত**।

সল্াপেতি (ক্রি) পরামর্শ করানো, আলোচনা করানো।

সল্াযতন (ক্লী) ষড়িন্দ্রিয়, অনুভূতির ছয় ইন্দ্রিয়। ষড়বিধ ইন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, কর্ণ-ইন্দ্রিয়, নাসিকা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, স্পর্শ বা দেহ-ইন্দ্রিয় এবং মন-ইন্দ্রিয়; এই ষড়িন্দ্রিয়ের ছয়প্রকার বিষয়, যথা—চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দর্শন, কর্ণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ শ্রবণ, নাসিকা-ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শ বা দেহ-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ এবং মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা বিজ্ঞান বা ভাব গ্রহণ। ইহা "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" এতে চতুর্থ স্থানীয় বিষয়। ⟹ **পটিচ্চসমুপ্পাদ**।

সব (বিণ) বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে এরূপ, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলায় এরূপ, দ্রব হয় এরূপ, ঝুলিয়া পড়ে এরূপ, প্রবাহিত হয় এরূপ, দ্রব, গলিত, নিঃসারিত। (পেতবত্থু) **মধুসব**—মধুর সহিত দ্রব হয় বা নির্গত হয়

এরূপ।

সবক = **সবস**। ⟹ **সবস**।

সবকা = **সিবিকা**। ⟹ **সিবিকা**।

সবঙ্ক (পুং) একজাতীয় মৎস্য। (তুলনীয়) **সত্তবঙ্ক**, **সচ্চবঙ্ক**। (বিণ) বক্র, বাঁকা, নত, আনত, অবনত, বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এরূপ, বক্রতাসহ।

সবচনীয [স+বচনীয] কথাবার্তার বা আলাপের (বিষয়)।

সবটুম (বিণ) পথ বা উপায় আছে এরূপ, রাস্তা দিয়া, রীতি বা ধারা দিয়া, পথ ধরিয়া, উপায় গ্রহণ করিয়া। (বিপ) **অবটুম**। ⟹ **বটুম**।

সবণং (ক্লী) শ্রবণ, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ, কান। = **সবন** (১)।

সবণ সংসগ্গ ⟹ **সংসগ্গ**।

সবণীয (বিণ) শ্রবণীয়, শ্রবণের যোগ্য, শ্রবণোপযোগী, শুনিবার মত, শ্রবণমধুর, শ্রবণে আনন্দদায়ক। = **সবনীয**।

সবতি (ক্রি) [√সু+অ] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা। (অতীত) **সবি**। (ব-বিণ) **সবন্ত**, **সবন্তী**। (ক্রি-বি) **সবিত্বা**।

সবন (ক্লী) ১ ক কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। খ শ্রবণ, শোনন। (জাতক) **সুস্সবনং সাবেসি**—সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে সুন্দর শ্রবণীয় বিষয় শুনাইল, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে সুন্দর বিষয় শিক্ষা দিল। (জাতক) **সবনট্‌ঠানে**—শ্রবণস্থানে অর্থাৎ যেই স্থান হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করা যায়। **ধম্মসবন**—ধর্মশ্রবণ, ধর্মদেশনা শ্রবণ, ধর্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশাদি শ্রবণ। ২ প্রবাহ, স্রোত, প্রাচুর্য, সহজে ভাবপ্রকাশ, জোয়ার। (থেরীগাথা) **সবনগন্ধ**।

সবনগন্ধ (বিণ) শরীরের দুর্গন্ধ আছে এমন। ⟹ **সবন** (২)।

সবনট্‌ঠান (ক্লী) শ্রবণস্থান, যেই স্থানে শুনা যায়, যেই স্থান হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করা যায়। ⟹ **সবন** (১খ)।

সবনীয (বিণ) শ্রবণীয়, শবণ করিবার উপযুক্ত, শ্রবণ করিবার মত, যাহা শ্রবণ করিতে হয়, শুনিতে আনন্দদায়ক। = **সবনীয**। ⟹ **সুণাতি**।

সবনেয্য (বিণ) = **সবনীয**। ⟹ **সবনীয**।

সবন্তী (স্ত্রী) নদী, স্রোতস্বিনী, কুল কুল শব্দে প্রবাহিনী নদী।

সবর (পুং) আদিম জাতি, অসভ্য লোক, বর্বর লোক, ক্রূর স্বভাবের মানুষ, নিষ্ঠুর লোক।

সবস—স্বেচ্ছা, নিজের ইচ্ছা, আত্মবশ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সবসবত্তিতা**।

সবসবত্তিতা (স্ত্রী) স্ববশে পরিচালিত হয় এরূপ অবস্থা, আত্মবশে চালিত অবস্থা, নিজের ইচ্ছানুক্রমে চলে এরূপ অবস্থা। ⟹ **সবস**।

সবাহন (বিণ) বাহনসহ, বাহনের সহিত, (হস্তী, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি) যানবাহনে আরোহণ করিয়া। ⟹ **বাহন** (ক্লী)।

সবিঘাত (বিণ) সম্পর্কযুক্ত, বিরক্তিজনক, বিরাগ আনয়নকারী, বিরক্তি বা অসন্তোষের কারণজনক, যন্ত্রণাদায়ক, বিরক্তি আনয়নকারী। (বিপ) **অবিঘাত**। ⟹ **বিঘাত** (২)।

সবিচার (বিণ) বিচারসহ, বিচারের সহিত, তদন্ত সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া। ইহা দ্বিতীয় ধ্যানিক অঙ্গবিশেষ। ⟹ **বিচার**।

সবিচিকিচ্ছা (বিণ) অনিশ্চিত, সন্দেহযুক্ত। (বিপ) **নিব্বিচিকিচ্ছা**।

সবিজ্জুক (বিণ) বিদ্যুত সহ, বিদ্যুতের সহিত।

সবিঞ্ঞাণ (বিণ) = **সবিঞ্ঞাণক**। ⟹ **সবিঞ্ঞাণক**।

সবিঞ্ঞাণক (বিণ) বিজ্ঞানসহ, বিজ্ঞানের সহিত, জীবন বা প্রাণ আছে এমন, জীবিত, জীবন্ত, প্রাণবন্ত, সজ্ঞান, সচেতন, চেতনা আছে এমন, পরিজ্ঞাত, আত্মচেতন, (অনুভূতি ইত্যাদি সম্বন্ধে) নিজের দ্বারা উপলব্ধ, বিজ্ঞানযুক্ত, জ্ঞানযুক্ত, ভাবযুক্ত, আত্মজ্ঞানযুক্ত, প্রত্যক্ষ জ্ঞানযুক্ত, অনুভূতি আছে এমন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এমন, আত্মজ্ঞান আছে এমন, চেতনা আছে এমন। (তুলনীয়) **আয়ুউস্মা চ বিঞ্ঞাণং যদা কাযং জহন্তি ইমং** (সংযুক্ত নিকায়)। (বিপ) **অবিঞ্ঞাণক**। ⟹ **বিঞ্ঞাণক**।

সবিতক্ক (বিণ) বিতর্কযুক্ত, বিতর্কের সহিত, চিন্তাযুক্ত, অস্থিরমন, মনের ইতস্তত গতিযুক্ত, যুক্তিতর্কযুক্ত, হেতুবাদযুক্ত, বিচারযুক্ত, বিচারশক্তির সহিত। ইহা প্রথম ধ্যানিক অঙ্গবিশেষ। ⟹ **বিতক্ক**।

সবিধ (বিণ) অদূরবর্তী, নিকটস্থ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, অন্তরঙ্গ, ঠিক সোজা, কৃপণ। (ক্লী) প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া।

সবিপাক (বিণ) বিপাকের সহিত, ফলযুক্ত, পরিণামযুক্ত, পরিণাম আছে এরূপ। ⟹ **বিপাক**।

সবিভত্তিক (বিণ) বিভাগ করা যায় এরূপ, বিভাজ্য, শ্রেণী ভাগ করা যায় এমন।

সবিলক্‌খণ (বিণ) লক্ষণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা ভূষিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, অভিন্ন, সানুকূল। (বিপ) **বিলক্‌খণ** (বিণ)।

সবীচি (বিণ) সবিরাম, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ আছে এরূপ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সবীচি জরা**—নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণকারী জরা বা বার্ধক্য। "**সবীচি**" বলিলে ইহাতে শীঘ্র পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে বুঝায়। (বিপ) **অবীচি**।

সবুপাদান (বিণ) [স+উপাদান] উপাদানযুক্ত, উপাদানের সহিত, উপাদানসহ। ⟹ **উপাদান**।

সবের (বিণ) বৈরতাসহ, শত্রুতার সহিত, শত্রুপূর্ণ, বৈরতাযুক্ত, অমিত্র, মিত্রহীন, অশান্তিপ্রিয়, অননুকূল, প্রতিকূল, অসদ্ভাবসূচক, নির্দয়, ক্রুদ্ধ, শত্রুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। (বিপ) **অবের**।

সব্যঞ্জন (বিণ) [স+ব্যঞ্জন] ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত, অক্ষর বা বর্ণপ্রকরণসহ, ব্যঞ্জনযুক্ত, বাক্যের অর্থযুক্ত, আক্ষরিক অর্থপূর্ণ, মসলাযুক্ত, সুন্দররূপে ধ্বনিত অক্ষর বা লিপিযুক্ত। ⇒ **ব্যঞ্জন** (২)।

সব্হয় (বিণ) নামপ্রদত্ত, নামকরণকৃত, (নামে) ডাকা হয় এরূপ।

সস (পুং) শশ, শশক, খরগোশ। জাতকে চন্দ্রে শশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

সসংরম্ভ (পুং) = **সারম্ভ**। ⇒ **সারম্ভ** (১)।

সসক (পুং) শশক। = **সস**।

সসক্কং (ক্রি-বিণ) ১ [স+সক্কং] যতদূর সম্ভব, একজনের পক্ষে যতদূর সম্ভব হয়, একজনের শক্তি অনুরূপে, একজনের সাধ্যমত, একজনে যেই পর্যন্ত করিতে পারে। ২ নিশ্চয়ই, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে। ইহা গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দ।

সসক্খর (বিণ) প্রস্তরময়, পাথরযুক্ত, পাথর মিশ্রিত, পাথর লাগানো হইয়াছে এরূপ।

সসঙ্ক (পুং) শশাঙ্ক, চন্দ্র, শশধর, শশী, শশচিহ্নিত অঙ্ক যার। ⇒ **সস**।

সসঙ্খার (বিণ) সংস্কারসহ, সংস্কারের সহিত, প্রেরণা-উদ্যম-অভ্যাস-কার্যের উপায় কারণঘটিত অবলম্বনের সহিত। ⇒ **সঙ্খার**।

সসঙ্খার পরিনিব্বান—সসংস্কারিক পরিনির্বাণ অর্থাৎ অত্যাবশ্যক অবস্থার সহিত পরিনির্বাণ, মনোবস্তুর সহিত পরিনির্বাণ। অর্হতগণের অর্হত্ত্ব লাভের পর মুহূর্ত হইতে দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সশরীরে অবস্থানকে সসংস্কারিক বা সো-উপাদিশেষ পরিনির্বাণ বলা হয়। = **সো-উপাদিসেস পরিনিব্বান**। ⇒ **পরিনিব্বাযিন**।

সসঙ্খার পরিনিব্বাযিন (বিণ) যিনি সসংস্কারিক পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ অর্হত্ত্ব বা অর্হত অবস্থা। = **সসঙ্খার পরিনিব্বান**। ⇒ **পরিনিব্বাযিন**।

সসঙ্খারিক (বিণ) উদ্যমজনিত, চেষ্টাজনিত, অভ্যাসজনিত, উদ্যম-চেষ্টা-অভ্যাস-কার্যের উপায় কারণঘটিত অবলম্বন আছে এবং অপর কর্তৃক প্রদত্ত প্রেরণাও আছে এরূপ।

সসঙ্খারিক চিত্ত—সসংস্কারিক চিত্ত, যেই চিত্তে বা মনোবৃত্তিতে প্রেরণা-উদ্যম-অভ্যাস-কার্যের উপায় কারণঘটিত অবলম্বন আছে এবং অপর কর্তৃক প্রদত্ত প্রেরণাও আছে। যেই চিত্ত ধীরভাবে অবলম্বন সমাগমে বা নিজের অথবা অপরের উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষ হইয়া উৎপন্ন হয় সেই চিত্ত সসংস্কারিক চিত্ত। (বিপ) **অসঙ্খারিক চিত্ত**।

সসচ্চবন্ধ ⇒ **সচ্চবন্ধ**।

সসতি (ক্রি) ১ হত্যা করা, বধ করা, বিনষ্ট করা, বহু সংখ্যায় হত্যা করা। (অ-বিণ) **সত্থ**। (ব-বিণ, কর্মবাচ্যে) **সসসমান**। (তুম্) **সসিতুং** (জাতকে ইহার পাঠ হইয়াছে "সাসিতুং", এই শব্দটি কি "সাসতি" শব্দ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে?)। ২ শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, জীবিত থাকা, বিশ্রাম করা, থামা, শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা গ্রহণ করা ও ত্যাগ করা, প্রকাশ করা, অনুপ্রবিষ্ট করানো। ⇒ **বিস্সসতি**।

সসত্থ (বিণ) সশস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্রসহ, অস্ত্রশস্ত্রের সহিত, তরবারি বা আয়ুধ সঙ্গে লইয়া।

সসনক ⇒ **সমণক**।

সসম্ভব (বিণ) [স+সম্ভব] মহাগোলমালের সহিত, মহা বিশৃঙ্খল অবস্থায়, লজ্জার সহিত, অপ্রতিভ অবস্থার সহিত, স্থৈর্যচ্যুতি হইয়া, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ করিয়া।

সসম্ভার (বিণ) সসম্ভার, উপাদানের সহিত, মৌলিক পদার্থ সহকারে।

সসলক্খণ (ক্লী) শশলক্ষণ, শশচিহ্ন, খরগোশের চিহ্ন। = **সসলঞ্ছন**।

সসলঞ্ছন (ক্লী) শশলাঞ্ছন, শশচিহ্ন, খরগোশের চিহ্ন, শশধর, শশাঙ্ক, শশী, চন্দ্রের খরগোশের চিহ্ন, খরগোশের আকার বা ছাপ। = **সসলক্খণ**। ⇒ **লঞ্ছন** (১)।

সসবিসাণ (ক্লী) শশকের বিষাণ (অর্থাৎ গণ্ডারের ন্যায় খরগোশের খড়্গ থাকে না বলিয়া অসম্ভব অর্থে)। (তুলনীয়) **কচ্ছপলোম**।

সসাঙ্ক (পুং) = **সসঙ্ক**। ⇒ **সসঙ্ক**।

সসিন (পুং) চন্দ্র, চাঁদ। = **সসঙ্ক, চন্দ, সসী**।

সসিপণ্ডুর (বিণ) শশী বা চন্দ্রের ন্যায় ফিকে বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট।

সসিপণ্ডুর বাজিন (পুং) শশী বা চন্দ্রের ন্যায় ফিকে বা শ্বেতবর্ণ ঘোড়া। ⇒ **বাজিন** (পুং)।

সসী (পুং) শশী, চন্দ্র। = **সসিন**।

সসীস (বিণ) [স+সীস] মাথাসহ একত্রে, মস্তকসহ, মস্তকের সহিত।

সসীসং (ক্রি-বিণ) মাথাসহ একত্রে, মাথা পর্যন্ত।

সসীসক (বিণ) মাথাসহ সমস্ত।

সসুর (পুং) শ্বশুর। (থেরীগাথায়) **সস্সুর**। (জাতক) **সস্সু সসুরা**—শাশুড়ি এবং শ্বশুর। ⇒ **সস্সু**।

সসেনক (বিণ) সসৈন্য, সৈন্যগণ সঙ্গে করিয়া।

সসোলূকা—খরগোশ এবং পেঁচাগুলি। ⇒ **সস**।

সস্সং (ক্লী) শস্য, ধানের গাছ, ধান্যাদি শস্য, সংগৃহীত শস্য। (বহুবচনে) **সস্সা** (পুংলিঙ্গে)।

সস্সকম্ম (ক্লী) কৃষি, কৃষিবিদ্যা, চাষ।

সস্সকাল (পুং) ফসলের সময়, ধান্যাদি শস্য কাটিয়া সংগ্রহ করিবার সময়। ⟹ **সস্স সময়**।

সস্সক্খেত্ত (ক্লী) শস্যক্ষেত্র, ধান্যাদি শস্যের খেত। = **সস্সট্ঠান**।

সস্সঘাত (বিণ) শস্য বিনষ্টকারী, সম্পত্তিনাশক।

সস্সট্ঠান (ক্লী) শস্যস্থান, শস্যক্ষেত্র। = **সস্সক্খেত্ত**।

সস্সত (বিণ) শাশ্বত, সনাতন, নিত্য, চিরস্থায়ী, অবিরত, অনন্ত, ধ্রুব। = **নিচ্চ**। (সম্প্রদান কারকে) **সস্সতাযং**।

সস্সতদিট্ঠি (স্ত্রী) শাশ্বতদৃষ্টি, সনাতনবাদ, নিত্যবাদ, শাশ্বতবাদ, যেই ধর্মে আত্মা এবং জগৎ নিত্য বলিয়া ধারণা করা হয়। = **সস্সতবাদ**।

সস্সতমূল (বিণ) শাশ্বতবাদী, নিত্যবাদী, সনাতনবাদী।

সস্সতবাদ (পুং) শাশ্বতবাদ, নিত্য বলিয়া গ্রহণ, সনাতনবাদ, অবিনশ্বরবাদ (অর্থাৎ আমার আমিত্ব এবং আত্মার কখনও ধ্বংস হইতে পারে না বলিয়া ধারণা)। জাগতিক সর্ববস্তু অবিধ্বংসী বলিয়া মতবাদ বা দৃঢ়বিশ্বাস। = **সস্সতদিট্ঠি**। ইহাও একপ্রকার "**দিট্ঠি**" বা মিথ্যাদৃষ্টি। ⟹ **বাদ**(৪), **মিচ্ছাদিট্ঠি**, **সক্কাযবাদ**।

সস্সতবাদিন (বিণ) = **সস্সতবাদী**। ⟹ **সস্সতবাদী**।

সস্সতবাদী (বিণ) শাশ্বতবাদী, নিত্যবাদী।

সস্সতাযং (ক্রি-বিণ) চিরকালের জন্য(?)। ইহাকে "**সস্সতা অযং**" শব্দরূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

সস্সতি (স্ত্রী) নিত্যতা, অনন্তকাল, পারলৌকিক অবস্থা।

সস্সতিক (বিণ) শাশ্বতবাদী, নিত্যবাদী।

সস্সতিযা (ক্রি-বিণ) চিরকালের জন্য।

সস্সতি সমং (ক্রি-বিণ) শাশ্বতের ন্যায়, নিত্যের মত, চিরকালের জন্য, ধ্রুবতুল্য, শাশ্বতসম। = **সস্সতি সমা**(জাতক); **সস্সতিহি সমান**(বিমানবত্থু অর্থকথা)।

সস্সতি সমা (ক্রি-বিণ) শাশ্বতের সমান। = **সস্সতিসমং**।

সস্সতিহি সমান (ক্রি-বিণ) নিত্যবস্তুর ন্যায়, শাশ্বত বস্তুর সমান।(যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যপ্রভৃতি—বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **সস্সতি সমং**।

সস্সমণ (বিণ) শ্রমণগণসহ।

সস্সমণ-ব্রাহ্মণ (বিণ) একত্রে শ্রমণগণ এবং ব্রাহ্মণগণসহ, একত্রে ধর্মগুরু এবং ব্রাহ্মণগণ (অর্হত ভিক্ষুগণ) সহ।

সস্সমণ-ব্রাহ্মণীপজা (বিণ) একত্রে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এবং বিশ্ববাসী জনমানব সহ। ⟹ **পজা**।

সস্সমান (বিণ) হত্যা করে বা করিতেছে এমন। = **হিংসেমান**। ⟹ **সসতি** (১)।

সস্সর (বিণ) "সর সর" ঈদৃশ শব্দ অনুকরণশীল বা অনুকরণপ্রবণ। (মধ্যম নিকায়) **ছিন্নসস্সর**।

সস্সরিব (বিণ) [সস্সর+ইব] = **অস্সিরী**। ⟹ **অস্সিরী**।

সস্সসময (পুং) ফসলের সময়, ধান্যাদি শস্যের সময়, ফসল কাটিবার বা সংগ্রহের সময়। ⟹ **সস্সকাল**।

সস্সামিক (বিণ) ১ সস্বামিক, স্বামী বা মালিক আছে এমন, কর্তা আছে এমন, কাহারও কর্তৃত্বাধীন। ২ যেই স্ত্রীলোকের স্বামী আছে, যেই নারীর পতি বর্তমান বা জীবিত আছে, বিবাহিতা।

সস্সিরিক = **সস্সিরীক**। ⟹ **সস্সিরীক**। (জাতক) **পুণ্ণচন্দ সস্সিরিক**।

সস্সিরীক (বিণ) সশ্রীক, শ্রীযুক্ত, গৌরবময়, চমৎকার, মহিমাময়, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়। (বিপ) **নিস্সিরীক**।

সস্সু (স্ত্রী) শ্বশ্রূ, শাশুড়ি, পতির অথবা স্ত্রীর মা। = **সস্সূ**, **সস্সুরী**। (সম্বন্ধপদে) **সস্সুযা**।

সস্সুদেব—শাশুড়িদেবী (যেখানে শাশুড়িকে দেবীর ন্যায় পূজা করা হয়)।

সস্সুদ্ধটকালে—শস্য উত্তোলন করিবার সময়ে, শস্য সংগ্রহের সময়ে, যখন শস্য সংগ্রহ করা হয় বা তোলা হয়। ⟹ **উদ্ধট** (৪), **উদ্ধরণ** (১)।

সস্সুদ্ধরণ (ক্লী) শস্য উদ্ধরণ, শস্য উত্তোলন বা তোলন।

সস্সুর (পুং) শ্বশুর, পতি বা স্ত্রীর পিতা। = **সসুর**।

সস্সুরী (স্ত্রী) শাশুড়ি। = **সস্সু**।

সস্সু-সসুরা—শাশুড়ি এবং শ্বশুর। ⟹ **সসুর**।

সস্সূ (স্ত্রী) শাশুড়ি। = **সস্সু**।

সহ (অব্যয়) ১ সহ, সহিত, সঙ্গে, একত্রে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, অধিকার বা আছে বুঝাইতে, মধ্যে, বিরুদ্ধে, মিল বা একমত বুঝাইতে, কারণ বুঝাইতে, সত্ত্বেও, সম্বন্ধে, পক্ষে, অনুপাতে, একত্রে মিলিয়া, একসঙ্গে, একস্থানে, একখণ্ডে, সংস্পর্শে আসিয়া, একই সময়ে, অবিরত, সহকারে, সহগমন করিয়া, সঙ্গে থাকিয়া, প্রত্যক্ষরূপেই, তৎক্ষণাৎই, অবিলম্বেই, পরমুহূর্তেই। (সূত্রনিপাতে) **সহা**। ২ (বিণ) স্থায়ী, সহ্যকারী, সহিষ্ণু, সমর্থ, সহনশীল, বিচারার্থ পেশকৃত, সমর্পিত, উপস্থাপিত, বশ্যতা স্বীকারকৃত, অধীনস্থ, বশীভূত, পরাভব স্বীকৃত, আত্মসমর্পিত। (জাতক) **সব্বসহ**। ৩ ক্ষমা করা, দোষ-দায়িত্ব হইতে অথবা কর্তব্য হইতে মুক্তি দাও, অর্থদণ্ড বা দাবি হইতে মুক্তি দাও, দয়ালু হও, ক্ষমাশীল হও, ক্ষমা চাই। ⟹ **সহতি**।

সহকথিন (বিণ) সঙ্গে কথাকথনকারী, গল্পকারীর সহিত কথা, আলাপকারীর সহিত, যেই ব্যক্তি সঙ্গে কথাবার্তা বলে, (কাহারও সহিত) কথা বলিতে বলিতে।

সহকার (পুং) একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত আম্রফল বা আম।

সহগত (বিণ) সহগত, সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত, ভূষিত, সহগামী, সংযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে আছে এমন।

সহগণ (বিণ) একত্রে সঙ্গীগণের সহিত।

সহচেতিয (বিণ) চৈত্য বা ধর্মমন্দির ধারণ করে এরূপ, চৈত্য সহ, চৈত্যের সহিত।

সহজ্জ (বিণ) সহজাত, একই সময়ে জন্ম হইয়াছে এমন।

= সহজাত (১)।

সহজাত (বিণ) ১ সহজাত, একই সময়ে জন্ম হইয়াছে এমন, সমবয়সের, একই বয়সের। = **সহজ**। ২ একই সময়ে উৎপন্ন, একই সময়ে আবির্ভূত, মিলিত, একত্রিত, মিলিতভাবে একই স্থান বা কাল অধিকৃত, অনুরূপ হইয়াছে এরূপ, মতের মিল হইয়াছে এরূপ।

সহজাত পচ্চয—সঙ্গে সঙ্গে জায়মান বা বর্ধিষ্ণু সম্বন্ধ, সন্নিপাত, সমাপতন, একই সময়ে সংঘটন, একই সঙ্গে ঘটমান বিষয় বা প্রত্যয়।

সহজানেত্ত ⟹ **সহাজনেত্ত**।

সহজীবি (বিণ) সহজীবী, একত্রে বসবাসকারী, একত্রে বাসকারী।

সহতি (ক্রি) [√সহ+অ] ১ পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া, বিফল হওয়া, পরাভূত করা, জয় করা। (জাতক) **অবমানং সহতি**। ২ ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, পোষণ করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, ভোগ করা, স্থায়ী হওয়া, অচল থাকা। ৩ সমর্থ হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সযহামি**। (পঞ্চমী) **সহ**। (সপ্তমী) **সহে, সহেয্য**। (অতীত) **সহি**। (ব-বিণ) **সহন্ত, সহমান**। (ভ-বিণ) **সহিতব্ব, সয্হ**। (ক্রি-বি) **সহিত্বা**।

সহত্থ (পুং) স্বহস্ত, নিজের হাত। (অপাদান কারকে) **সহত্থা**—স্বহস্তে, নিজের হাতে, নিজের হাত দ্বারা। (করণ কারকে) **সহত্থেন**—স্বহস্তে, নিজের হাতে, নিজের হাত দ্বারা। (তুলনীয়) **সাহত্থিক**।

সহত্থা (ক্রি-বিণ) স্বহস্তে। ⟹ **সহত্থ**।

সহত্থিন (বিণ) [স+হত্থিন] একত্রে হস্তীসহ, হাতীসহ, হাতীতে আরোহণ করিয়া।

সহত্থেন (ক্রি-বিণ) নিজের হাত। ⟹ **সহত্থ**।

সহধম্মিক (বিণ) ন্যায্য বলিয়া সমর্থিত, কারণযুক্ত, উপযুক্ত, সহধার্মিক, ধর্মসম্বন্ধীয়, এক ধর্মাবলম্বী, একধর্ম পালনকারী, যাহা ধর্মানুসারে করা হয়। (বিপ) **পরধম্মিক**—অন্য ধর্মাবলম্বী। = **সহেতুক, সকারণ**। (দীর্ঘনিকায়) **সহধম্মিক পঞ্হ**—ন্যায্য বা কারণযুক্ত বলিয়া সমর্থিত প্রশ্ন।

সহধম্মিকং (ক্রি-বিণ) ধর্মানুসারে, ধর্মানুযায়ী, ধর্মানুরূপে।

সহধম্মিয (বিণ) এক ধর্মাবলম্বী, এক ধর্ম পালনকারী।

সহধেনুক (বিণ) গাভীসহ, গাইগরু সঙ্গে করিয়া, গাভীসঙ্গে লইয়া।

সহন (ক্লী) সহন, প্রতীক্ষা, ক্ষমা, সহ্যকরণ, স্থিতি, সহিষ্ণুতা, সহ্যশক্তি, সহনশীলতা, সমর্থতা। (বিণ) সহিষ্ণু, সহনশীল, স্থায়ী, সহ্য করা হয় এরূপ, সমর্থ।

সহনন্দিন (বিণ) **সহনন্দী**। ⟹ **সহনন্দী**।

সহনন্দী (বিণ) একত্রে আনন্দ করে এমন, একসঙ্গে সুখভোগ করে এমন, একত্রে আনন্দোৎসব করে এমন।

সহনুক্কম = **সহানুক্কম**। ⟹ **সহানুক্কম**।

সহপংসুকীলিত (পুং) সহক্রীড়ক, খেলার সাথী, ক্রীড়া সহচর; (সাহিত্যে) কাদামাটি নিয়া যে একসঙ্গে খেলা করে, যেই ব্যক্তি একসঙ্গে মাটির জিনিস প্রস্তুত করে। = **সংস্বাগরক**। (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) **সহপানগুক্রীলিত**।

সহপেসুণ (বিণ) অপবাদসহ, নিন্দার সহিত, একত্রে অখ্যাতির সহিত।

সহভাব = **সহব্য**। ⟹ **সহব্য**।

সহভাবিন (বিণ) নিজ কার্যকারী, কাজে রত, কর্মব্যস্ত। (জাতক) **অমচ্চ সহভাবিন**।

সহভূ (বিণ) একসঙ্গে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত বা উপনীত, একসঙ্গে উৎপন্ন। দীর্ঘনিকায়ে ইহার অর্থ "একশ্রেণীর দেবগণ" বলা হইয়াছে।

সহমচ্ছর (বিণ) দ্বেষের সহিত, হিংসার সহিত, দ্বেষযুক্ত, হিংসাপূর্ণ।

সহম্পতি (পুং) সহম্পতি নামক ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা। ⟹ **ব্রহ্মা** (১)।

সহযোগ (পুং) সহযোগ, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব, আত্মীয়, আত্মীয়তা, যোগাযোগ। = **করণ-বচন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

সহবত্থু (বিণ) একত্রে বা একসঙ্গে থাকে অথবা সঙ্গে সঙ্গে থাকে এরূপ (বস্তু)।

সহবাস (পুং) সহবাস, একত্রে বাস, একসঙ্গে অবস্থান, একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস, মিলন।

সহবাস রত্তিচ্ছেদ—সহবাসজনিত রাত্রিচ্ছেদ (অর্থাৎ ভিক্ষুদের পরিবাসের সময় যেই যেই ভিক্ষু পরিবাস গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে এক ঘরে বা একচালের নীচে দুইজন ভিক্ষু রাত্রিযাপন করিতে পারে না, এমন কি কোনো পাকাতাত্তা বা যেই ভিক্ষু পরিবাস গ্রহণ করেন নাই সেই ভিক্ষুও পরিবাসকারী ভিক্ষুর সহিত একঘরে বা একচালের নীচে থাকিয়া রাত্রি যাপন করিতে পারেন না। যদিও ঘটনাক্রমে উহা ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে শেষ রাত্রিতে অরুণোদয়ের পূর্বে অথবা শেষ রাত্রিতে চারিঘটিকার পূর্বে উভয় ভিক্ষুকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়। তাহা না হইলে ভিক্ষুর সহবাসে পরিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদজনিত অপরাধ হইয়া থাকে। ⟹ **রত্তিচ্ছেদ**।

সহবাসিন (বিণ) একসঙ্গে বাসকারী, একত্রে অবস্থানকারী।

সহব্য (ক্লী) = **সহব্যতা**। ⟹ **সহব্যতা**।

সহব্যতা (স্ত্রী) সাহচর্য, সঙ্গ।

সহব্যূপগ (বিণ) [সহব্য+উপগ] সংযোগে আসে এরূপ, সম্মেলনে আসে এমন, মিলিত হয় বা মিলে এমন, বিবাহযোগ্য, বিবাহযোগ্যা, সঙ্ঘভুক্ত, সমিতিযুক্ত।

সহসঙ্ঘ (বিণ) ভিক্খুসঙ্ঘসহ, একত্রে ভিক্খুসঙ্ঘের সহিত।

সহসা (ক্রি–বিণ) সহসা, হঠাৎ, অকস্মাৎ, শীঘ্র, অপ্রত্যাশিতভাবে, দ্রুতবেগে, হঠকারিতা সহকারে, প্রবলভাবে, শক্তিসম্পন্নরূপে, সতেজভাবে, জোরে, গুরুতরভাবে, ফলপ্রদরূপ, অবিবেচকভাবে, অমনোযোগীরূপে, অনবহিতরূপে, হঠকারীরূপে।

সহসা অপ্পটিসঙ্খা ⟹ **অপ্পটিসঙ্খা**(২)।

সহসাকার (পুং) প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, বলাৎকার, শক্তিপ্রদর্শন, উৎপীড়ন, অনিষ্ট, আক্রমণ।

সহসেয্যা (স্ত্রী) একই শয়নকক্ষে বা শয্যায় ত্বরান্বিত গমন, সহবাস, একত্রে বা এক শয্যায় শয়নকরণ।

সহসেবক (বিণ) একত্রে সেবকসহ, একসঙ্গে চাকরের সহিত, সেবকসহ।

সহসোকিন (বিণ) = **সহসোকী**। ⟹ **সহসোকী**।

সহসোকী (বিণ) দুঃখিত, বিষণ্ন, শোচনীয়, অপরের দুঃখে দুঃখিত, অন্যের শোকে শোকপ্রাপ্ত, অপরের দুঃখের ভাগী।

সহস্স (বিণ) ১ সহস্র, ১০০০, দশশত, এক হাজার। (জাতক) **সট্‌ঠি সহস্সা অমচ্চা**—ষাট হাজার মন্ত্রী; **সিন্ধবসহস্সো রথো**। (ধর্মপদ) **সহস্সং সহস্সেন**—হাজার হাজারবার। (সূত্রনিপাত) **সতসহস্সিযো গাবো**—শতসহস্র বা অসংখ্য গাভী। (দীর্ঘনিকায়) **জাতিসহস্সং**—সহস্রজন্ম; **সহস্সেব**—এক হাজারের মধ্যে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ঘট সহস্সম্পি উদকং**। = **দসসত**। ২ সহস্র মুদ্রা মূল্যের। অপাদান গ্রন্থে "**সহস্সসো**"-এর পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**সহস্সযো**"। মধ্যম নিকায়ে ব্রহ্মানামের উপাধি-ধারীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "সহস্র বিশ্বনীতির বা চক্রবালের ব্রহ্মাগণ"। (ব্যাকরণে) **দসসহস্সী**। = **সহস্সী**। "**সহস্স**" ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহারে:—(ধর্মপদ) **সহস্সং বাচা**। (জাতক) **সতসহস্সানি বস্সানি**—শতসহস্র বৎসর বা অসংখ্য বৎসর। (বুদ্ধবংস) **চত্তারি সতসহস্সানি ছলভিঞ্ঞা**। (সম্বন্ধপদে) **অচ্ছরানং সহস্সং** (মহাবংস)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সহস্স যক্খ পরিবার**।

সহস্সং (ক্লী) একহাজার স্বর্ণখণ্ড, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। (জাতক) **সতসহস্সং**—শতসহস্র বা অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা। (বিণ) ১০০০, এক হাজার, এক সহস্র, দশশত।

সহস্সংবাচা (স্ত্রী) সহস্রকথা, হাজার কথা, বহু কথা, অসংখ্য কথা। ⟹ **সহস্স**।

সহস্সক্খ (বিণ) [সহস্স+ অক্খ] যাহার সহস্র অক্ষি বা চক্ষু আছে, সহস্রাক্ষী। (পুং) ১ সহস্রলোচন, দেবরাজ ইন্দ্র। ২ সূর্য। = **সহস্সরংসী**।

সহস্সক্খত্তুং (ক্রি–বিণ) সহস্রবার, হাজারবার, হাজার হাজার বার, অসংখ্য বার।

সহস্সগ্ঘ (পুং) সহস্র মুদ্রা মূল্য।

সহস্সগ্ঘনক (বিণ) সহস্রমুদ্রা মূল্যের।

সহস্সচক্খু = **সহস্সক্খ**। ⟹ **সহস্সক্খ**।

সহস্সতেল (ক্লী) সহস্র মুদ্রা মূল্যের তৈল। ⟹ **তেল**।

সহস্সত্থবিকা (স্ত্রী) সহস্র স্বর্ণমুদ্রার থলি, হাজার মুদ্রার থলি। ⟹ **থবিকা**।

সহস্সধা (ক্রি–বিণ) সহস্রধা, সহস্রখণ্ডে, হাজার পথে বা উপায়ে। (তুলনীয়) **সতধা**।

সহস্সনেত্ত = **সহস্সক্খ**। ⟹ **সহস্সক্খ**।

সহস্সপত্ত (বিণ) সহস্রদল, সহস্র পত্র বা পাপড়িযুক্ত। **সহস্সপত্ত পদুম**—সহস্রদল পদ্ম। ⟹ **পদুম** (১)।

সহস্স পরিচ্চাগ (বিণ) সহস্র মুদ্রা পরিত্যাগের অর্থাৎ সহস্রমুদ্রা মূল্যের, হাজার মুদ্রা ব্যয়ের। ⟹ **পরিচ্চাগ** (২)।

সহস্স পাকতেল ⟹ **পাকতেল**।

সহস্সবাহু (বিণ) সহস্রবাহু, যাহার সহস্র হাত বা বাহু আছে এমন (জাতকে এখানে অর্জুন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে)।

সহস্স ভণ্ডিকা (স্ত্রী) সহস্রখণ্ডের স্তূপ, সহস্রমুদ্রার থলি। = **সহস্সত্থবিক**।

সহস্সরংসী (পুং) সহস্রাংশু, সূর্য, অংশুমালী, সহস্রকর বা কিরণ।

সহস্সহত্থ—সহস্রহস্ত, একহাজার হাত। ⟹ **হত্থ** (১)।

সহস্সার (বিণ) [সহস্স+অর] সহস্র অরযুক্ত, যেই গাড়ির একটি চাকায় সহস্র পাখি বা অর আছে।

সহস্সিক (বিণ) সহস্রিক, হাজারী, সহস্র মুদ্রা ধারণ করে এমন, সহস্র ভাঁজের, সহস্র ভাঁজে ভাঁজ করা হইয়াছে এমন। এই শব্দটি জাতকে "**সহস্সিযো**" শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সহস্সিযো = **সহস্সিক**। ⟹ **সহস্সিক**।

সহস্সী (বিণ, স্ত্রী) = **সহস্স**। ⟹ **সহস্স** [বিণ(২)]।

সহস্সী লোকধাতু (স্ত্রী) সহস্র ভাঁজের জগৎ, জগতের রীতি বা জগতের ব্যবস্থা অর্থাৎ সহস্র চক্রবাল। (জাতক) **দস সহস্সী লোকধাতু**—দশ সহস্র লোকধাতু বা চক্রবাল। (তুলনীয়) "**দসসহস্সী**" এবং "**লোকধাতু**"।

সহস্সেব (ক্রি–বিণ) [সহস্স+এব] সহস্সের মধ্যে, এক হাজারের মধ্যে। ⟹ **সহস্স**।

সহা = **সহ**। ⟹ **সহ** (১)।

সহাজনেত্ত—এই শব্দটি সূত্রনিপাতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার "**সর্বদর্শী**" অর্থ সন্দেহপূর্ণ। চূলনির্দেশে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "সর্বদর্শী বা সর্বজ্ঞের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত বা উৎপত্তি", কিন্তু ইহার বানান হইয়াছে "**সহজানেত্ত**" যাহার অর্থ সাহিত্যে করা হইয়াছে "মিলিত চক্ষু"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**সহজাত-সব্বঞ্ঞুত-ঞাণ-চক্খু**"।

সহানুক্কম (বিণ) বলগা বা লাগামযুক্ত।

সহামচ্চ (বিণ) মন্ত্রীসহ, মন্ত্রীর সহিত, একসঙ্গে মন্ত্রীর সহিত।

সহায (পুং) সহায়, সহচর, বন্ধু, মিত্র, সঙ্গী, অংশভোগী, সুখ-দুঃখে সমান অংশীদার, সমরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, সহযোগী লোক, সন্ধিবদ্ধ রাজা বা রাজ্য। (বিণ) সাহায্যকারী, যেই ব্যক্তি আনুকূল্য করে, সহকারী।

সহাযক = সহায।⟹ সহায। (জাতক) **গিহীসহাযকা,** কিন্তু ইহার পাঠ "**গিহিসহাযকা**" (?)।

সহাযকিচ্চ (ক্লী) সাহায্যজনক কার্য, অনুকূল কার্য, বন্ধুর কাজ, কার্যে সহায়তা বা সাহায্যকরণ।

সহাযতা (স্ত্রী) সহায়তা, সাহায্য, আনুকূল্য, সহায়সঙ্ঘ, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব।

সহাযত্ত (ক্লী) = **সহাযতা।⟹ সহাযতা।**

সহাযমত্ত—সঙ্গী, সহচর, অংশভোগী, সুখ-দুঃখে সমান অংশীদার, সমরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি।

সহাযসম্পদা (স্ত্রী) সহায়সম্পদ, বন্ধু বা সঙ্গীরূপ সম্পদ, সহচর বা সমরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি লাভের সৌভাগ্য।

সহাযিকা (স্ত্রী) সহায়িকা, সঙ্গিণী, সহচরী, সাহায্যকারিণী, স্ত্রীবন্ধু। (বিণ) যেই স্ত্রীলোক সাহায্য করে।⟹ **সহাযক।**

সহাবুধ (বিণ) [সহ+আবুধ] আয়ুধ বা অস্ত্রশস্ত্র সহ, সশস্ত্র, তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র সঙ্গে লইয়া।

সহিত (বিণ) ১ সহিত, সহ, সঙ্গী হইয়াছে এমন, সঙ্গে রহিয়াছে এমন, সমভিব্যাহারে। ২ মিলিত, সংযুক্ত, একত্রে রক্ষিত। ৩ দৃঢ়বদ্ধ, দৃঢ়, উপযুক্ত, সমান, সঙ্গত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিযুক্ত, অবগত, সঙ্গত(ভাবে)। ধর্মপদ অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ত্রিপিটকের নাম অনুসারে যেমন সংস্কৃতে "সংহিতা"। ৪ একত্রে আবদ্ধ, ঘনিষ্ঠ, ঘন, গভীর। (ক্লী) সাহিত্য, ধর্মপুস্তক, ধর্মগ্রন্থ, কাষ্ঠখণ্ড যাহাতে ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা যায়।

সহিতংবত (বিণ) দৃঢ়সংকল্প রক্ষা করে বা নিত্যব্রত সম্পাদন করে এমন অর্থাৎ পবিত্র ধর্মজীবন যাপন করে এমন। = **সীলাচার সম্পন্ন** (জাতক অর্থকথা)। (সাহিত্যে) **সহিতব্বত।** (জাতক অর্থকথায়) **সমাদিন্ন-বত।** Kern. Teov-এতে ইহাকে "দূষিত বা অসাধু" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। (সংস্কৃত) শংসিত ব্রত।

সহিতব্ব (বিণ) সহনীয়, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার যোগ্য। ⟹ **সহতি।**

সহিতব্বত (বিণ) = **সহিতংবত।⟹ সহিতংবত।**

সহিতর (পুং) সহিষ্ণু ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি সহে বা সহ্য করে।

সহিতু (পুং) = **সহিতর।⟹ সহিতর।**

সহিন্দক (বিণ) [সহ+ইন্দক] দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত, ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া।

সহিরঞ্ঞ (বিণ) [স+হিরঞ্ঞ] হিরণ্য বা স্বর্ণের অধিকারী।

সহূদক (বিণ) [সহ+উদক] জলের সহিত, জলসহ, জল সঙ্গে লইয়া।

সহেতু (বিণ) [স+হেতু] সহেতু, হেতুযুক্ত, কারণযুক্ত, কারণসংযুক্ত, হেতু বা কারণ আছে এরূপ। ⟹ **হেতু।**

সহেতুক (বিণ) সহেতুক, হেতুযুক্ত, হেতুর সহিত, কারণযুক্ত, নৈতিক বা ধর্মসম্মত অবস্থাযুক্ত, হেতু বা কারণ সংযুক্ত, (বিশেষত সৎ বা অসৎ কর্ম-সম্বন্ধে) হেতু বা কারণ সহযোগে। = **সকারণ, সহধম্মিক।** (বিপ) **অহেতুক।⟹ হেতুক।**

সহেতুদস্সন (ক্লী) হেতুর সহিত জানন, কারণ বিচারে প্রত্যক্ষকরণ, যে যে কারণে বা হেতুতে যেই যেই কার্য উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে বিচারজ্ঞানে প্রত্যক্ষকরণ বা জানন, কার্য এবং কার্যের কারণ দর্শন। ⟹ **দস্সন** (২)।

সহোড়ঢচোর (পুং) [সহ+ওড়ঢ+চোর] লুঠের মাল বা চুরি করা দ্রব্যাদিসহ চোর।⟹ **ওড়ঢ।**

সহোঢ (বিণ) লুঠের মাল বা চুরি করা দ্রব্যাদিসহ। (বিশুদ্ধিমার্গ) চোরং **সহোঢং গহেত্বা।** (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) **থেন।⟹ ওড়ঢ।**

সহোঢচোর (পুং) = **সহোড়ঢ চোর।⟹ সহোড়ঢচোর।**

সহোদক (বিণ) জলসহ, জলের সহিত, জলধারণ করিয়া।

সহোরোধ (বিণ) পত্নী ও উপপত্নীসহ, পত্নী ও উপপত্নী সঙ্গে লইয়া, পত্নী ও উপপত্নীর সহিত।

সা ১ (পুং) কুকুর। = **সোণক।** কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **সা;** (বহুবচনে) **সা, সানো।** কর্ম (একবচনে) **সানা;** (বহুবচনে) **সানে।** করণ (একবচনে) **সানা;** (বহুবচনে) **সানেহি, সানেভি।** সম্প্রদান (একবচনে) **সাস্স;** (বহুবচনে) **সানং।** অপাদান (একবচনে) **সানা;** (বহুবচনে) **সানেহি, সানেভি।** সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **সাস্স;** (বহুবচনে) **সানং।** ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **সানে;** (বহুবচনে) **সানেসু।** আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **সা;** (বহুবচনে) **সা, সানো।** ২ (সর্বনাম, স্ত্রী) সে (স্ত্রীলোক), তিনি (স্ত্রীলোক), সেই স্ত্রীলোক। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **সা;** (বহুবচনে) **তা, তাযো, না, নাযো।** কর্ম (একবচনে) **তং, নং;** (বহুবচনে) **তা, তাযো, না, নাযো।** করণ (একবচনে) **তায, নায;** (বহুবচনে) **তাহি, তাভি, নাহি, নাভি।** সম্প্রদান (একবচনে) **তস্সা, অস্সা, তস্সায, অস্সায, তায, তিস্সা, তাস্সায, নস্সা, নস্সায, নায;** (বহুবচনে) **তাসং, তাসানং, নাসং।** অপাদান (একবচনে) **তায;** (বহুবচনে) **তাহি, তাভি, নাহি, নাভি।** সম্বন্ধপদ (একবচনে) **তায, তিস্সা, তিস্সায, তস্সা, তস্সায, অস্সা,**

অস্সায়; (বহুবচনে) **তাসং, তাসানং**। অধিকরণ (একবচনে) **তায, তাযং, তিস্সং, তস্সং, নস্সং, নাযং**; (বহুবচনে) **তাসু, নাসু**।

সাক (ক্লী) শাক, শাকসবজি, খাদ্যরূপে ব্যবহৃত পত্রমূলাদি। = **ডাক, তণ্ডুলেয্যকাদি সাকব্যঞ্জন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।২ শাকবৃক্ষ বা একটি বৃক্ষের নাম, বৃক্ষবিশেষ, সেগুনবৃক্ষ।

সাকচ্ছা (স্ত্রী) কথাবার্তা, (কোনো বিষয়ে) আলাপ-আলোচনা, আলাপ, বিচার, কথোপকথন, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ, আলোচনাকরণ, গল্পকরণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সাকচ্ছং করোতি**।

সাকচ্ছেতি (ক্রি) আলোচনা করা, বিচার করা, বাদানুবাদ করা, তর্কবিতর্ক করা, কথা বলা, কথাবার্তা বলা, বক বক করিয়া বলা, বলা, গল্প করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, আলাপ করা, কথোপকথন করা, গল্প করা। (দীর্ঘনিকায়) **সাকচ্ছেতি সল্লপতি**। (ব-বিণ) **সাকচ্ছন্তো, সাকচ্ছাযমান**। (ভবিষ্যতে) **সাকচ্ছিসন্তি**। (ভ-বিণ) **সাকচ্ছাতব্ব**।

সাকটিক (পুং) শকটচালক, গাড়িচালক, গাড়োয়ান।

সাকপণ্ণ (ক্লী) শাকের পাতা।

সাকপণ্ণবণ্ণ (বিণ) শাকপত্রবর্ণ, শাকের পাতার রংবিশিষ্ট (জাতকে দাঁত সম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে)।

সাকল্য (ক্লী) সাকল্য, সমুদয়, সম্পূর্ণতা, সমষ্টি, মোট, অঙ্গ পরিপূর্ণতা, অঙ্গহীন বা অঙ্গ বিকল নহে এরূপ অবস্থা, স্বাভাবিকতা। (বিপ) **বেকল্ল, বেকল্য**।

সাকবত্থু (ক্লী) শাক বা শাকসবজি উৎপন্ন করিবার জন্য চাষের জমি, শাকসবজির ভিত্তিভূমি।

সাকার (বিণ) [স+আকার] সাকার, আকারবিশিষ্ট, আকৃতি আছে এরূপ, যাহার আকার আছে (অর্থাৎ দেবাদি), লক্ষণযুক্ত, বিশেষ গুণের সহিত, যাহার লক্ষণ বা বিশেষ গুণ আছে, পূর্ণাঙ্গস্বরূপ, প্রকৃতিগত, প্রত্যেক প্রণালীতে, প্রত্যেক প্রথায়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সাকার স-উদ্দেস**।

সাকার স-উদ্দেস = **সাকার**। ⟹ **সাকার**।

সাকিয (বিণ) শাক্যবংশীয়।

সাকিযানী (স্ত্রী) শাক্যবংশীয়া স্ত্রীলোক।

সাকুণিক (পুং) শাকুনিক, পাখিমারক, ব্যাধ, পাখিমারা ব্যাধ। (যৌগিকে) **সাকুণিক মিগবন্ধক; সাকুণিক মচ্ছঘাতক; সাকুণিক মাগবিক**।

সাকুন্তিক (পুং) = **সাকুণিক**। ⟹ **সাকুণিক**।

সাক্খরপ্পভেদ (বিণ) [স+অক্খর+পভেদ] একত্রে অক্ষরসমূহের প্রভেদের বা পার্থক্যের সহিত, ধ্বনিবিজ্ঞান বা অর্থবোধক শব্দের উচ্চারণসহ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অক্খরপ্পভেদো'তি সিক্খা চ নিরুত্তি চ**।

সাখ (পুং, ক্লী) বৃক্ষের শাখা। = **সাখা**।

সাখগ্গ (ক্লী) [সাখ+অগ্গ] শাখাগ্র, শাখার অগ্রভাগ। ⟹ **শাখা**।

সাখপসাখ (পুং, ক্লী) [সাখ+পসাখ] শাখা এবং প্রশাখা। ⟹ **সাখ, সাখা**।

সাখপুরাণ সন্থুত (পুং) যাহার সহিত পূর্বে বন্ধুত্ব ছিল সেই ব্যক্তি।

সাখল্য (ক্লী) বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, গৃহপালিত বা পোষা অবস্থা, বিনীত বা শান্ত অবস্থা, সভ্য অবস্থা, দমিত অবস্থা। = **মট্ঠবচন**।

সাখবন্ত (বিণ) শাখাবান, শাখা আছে এমন, শাখাপ্রশাখা আছে এমন।

সাখা (স্ত্রী) শাখা, ডাল, ডালপালা, শাখাপ্রশাখা; (ইহা বিভিন্ন অর্থবাচক, যেমন—) শাখা, পর্বতমালা হইতে পর্বতশ্রেণী, নদী হইতে নদী, ছোট ছাতার পঞ্জর বা পাঁজরা, ছাতার শিক। (জাতক) **যাব অগ্গসাখা**—অগ্র শাখা পর্যন্ত। (বিশেষণরূপে ব্যবহারে) **সীলসাখ পসাখ**—যাহার শাখাপ্রশাখাগুলি বৈশিষ্ট্যস্বরূপ বা শক্তিস্বরূপ। যৌগিকে "**সাখ**" এবং "**সাখা**" উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়, যেমন—**সাখগ্গ, সাখাগ্গ**।

সাখাগ্গ (ক্লী) = **সাখগ্গ**। ⟹ **সাখগ্গ**।

সাখানগর (ক্লী) শহরতলী, নগরের উপকণ্ঠ, উপপুর। = **সাখানগরক**।

সাখানগরক (ক্লী) "শাখাসমূহে ছোট শহর" অর্থাৎ ছোট শহর, শহরতলী। = **সাখানগর**।

সাখাপত্তপলাস (ক্লী) [সাখা+পত্ত+পলাস] শাখা-পত্র বা পল্লব, শাখা এবং পত্রসমূহ।

সাখাপত্ত ফলুপেত (বিণ) [সাখা+পত্ত+ফল+উপেত] শাখা-পত্র-ফলসহ।

সাখাপলাস (ক্লী) [সাখা+পলাস] শাখা এবং পত্রসমূহ। ⟹ **পলাস** (১খ)।

সাখাভঙ্গ (পুং) ভাঙ্গিয়া ফেলা শাখাসমূহের স্তবক, ভগ্ন শাখা, জ্বালানি কাঠের আঁটি। ⟹ **ভঙ্গ** (২)।

সাখামিগ (পুং) শাখামৃগ, কপি, বানর, বাঁদর।

সাখাস্সিত (বিণ) শাখায় আশ্রিত, শাখায় শাখায় বাস করে এমন (অর্থাৎ বানর)।

সাখী (পুং) শাখী, বৃক্ষ, পাদপ, গাছ।

সাগতং (অব্যয়) অভিবাদন বা সংবর্ধনাসূচক উক্তি, স্বাগত সম্ভাষণ, অভ্যর্থনা, স্বাগত সম্ভাষণে অভিনন্দন, আসুন আসুন বলিয়া অভ্যর্থনা। (মধ্যম নিকায়) **সাগতং ভন্তে ভগবতো**—প্রভু ভগবান আসুন আগমন করুন; **সাগতং ভোতো আনন্দস্স**—প্রভু আনন্দের আগমন হউক।

সাগর (পুং) সাগর, সমুদ্র, মহাসমুদ্র।

সাগরউমি (স্ত্রী) সাগরের উর্মি, সাগরের ঢেউ, সমুদ্রের তরঙ্গ, জলপ্লাবন, বন্যা, জোয়ার, প্রাচুর্য, প্রবাহ।

সাগরকুণ্ডল—চতুর্দিকে সাগর দ্বারা কুণ্ডলীকৃত বা পরিবেষ্টিত অবস্থা অর্থাৎ দ্বীপবিশেষ। (জাতক অর্থকথা)

সাগর মঝে দীপবসেন ঠিতত্তা তস্স কুণ্ডলভূতং। = **সাগরন্ত**। ⟹ **কুণ্ডল**।

সাগরন্ত (জাতকে পৃথিবী-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) চতুর্দিকে সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থা। = **সাগরকুণ্ডল, সাগর পরিযন্ত** (২)।

সাগর পরিযন্ত ১ সাগর পর্যন্ত। ২ = **সাগরন্ত**। ⟹ **সাগরন্ত**।

সাগার (বিণ) আগারে বা ঘরে বাস করে এমন, গৃহবাসী, গৃহী, এক চালের নীচে ঘুমায় এমন।

সাঙ্গণ (বিণ) [স+অঙ্গণ] লোভপূর্ণ, কামবাসনাপূর্ণ, কামনাপূর্ণ, অপবিত্র, কলুষিত, দূষিত, ত্রুটিপূর্ণ। (বিপ) **অনঙ্গণ**।

সাচক্ক (ক্লী) একপ্রকার বিজ্ঞান বা জ্ঞান, কুকুরগুলির মণ্ডল বা চক্র। **সাচক্ক মিগচক্ক**—কুকুরগুলির মণ্ডল বা বন্য পশুদের মণ্ডল। ⟹ **চক্ক**।

সাচরিযক (বিণ) [স+আচরিয+ক] আচার্যের সহিত, আচার্য বা শিক্ষাগুরু সহ, একত্রে শিক্ষকের সঙ্গে করিয়া।

সাচিযোগ—বক্রপথ, অসরল উপায়, অসরলতা, কপটতা, প্রতারণা।

সাজীব (ক্লী) জীবনের নীতি, বৌদ্ধভিক্ষুদের ভিক্ষুজীবনের শাসননীতিমূলক উপদেশ বা শিক্ষা। (বিণ) উপদেশ গ্রহণকারী, শিক্ষা গ্রহণকারী।

সাজীবকর (বিণ) [স+আজীবকর] সমর্থনকারী, যেই ব্যক্তি ভরণপোষণ করে বা সাহায্য করে, সহ্যকারী, ভারবহনকারী।

সাজীবসমাপন্ন (বিণ) যেই ভিক্ষু ভিক্ষুজীবনের শাসননীতিমূলক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, শিক্ষিত, দক্ষ।

সাট (পুং) যে কোনো অঙ্গের পরিচ্ছদ, বস্ত্র। (জাতক) **উদকসাট**—স্নানবস্ত্র, স্নান আবরণ।

সাটক (পুং, ক্লী) শাটক, ধুতি, শাড়ি, পরিধেয় বস্ত্র, বহিঃস্থ আবরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বস্ত্র, ঢিলা অঙ্গরাখা, ছল, ছদ্মবেশ, আচ্ছাদন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সাণসাটক; অল্পসাটক**। (তুলনীয়) **অন্তরসাটক, অলংসাটক**।

সাটকযুগ (ক্লী) এক জোড়া বস্ত্র। = **দুস্সযুগ**। ⟹ **যুগ** (২), **যুগমত্তং সাটক**।

সাটকলক্খণ (ক্লী) কাপড়ের টুকরা হইতে পরিলক্ষিত বা আকর্ষিত পূর্বলক্ষণ বা পূর্বনিদর্শন।

সাটি (স্ত্রী) = **সাট**। ⟹ **সাট**।

সাটিকা (স্ত্রী) শাটিকা, পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি, শাড়ি। = **সাটক**।

সাটিয (স্ত্রী) = **সাটিকা**। ⟹ **সাটিকা**। (বিনয়) **সাটিয গহাপক**।

সাটিয গহাপক (বিণ) অধঃবস্ত্র গ্রহণকারী। ⟹ **সাটিয**।

সাটেতর (পুং) বিদূরণকারী লোক, যেই ব্যক্তি দূরীভূত করে বা তাড়াইয়া দেয়।

সাটেতি (ক্রি) কাটিয়া খোলা, নষ্ট করা, ধ্বংস করা, ভঙ্গ করা, বধ করা; (চরিত্রে) যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, বিরক্তি করা। Kern. Toev.-এতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে "**সাবেতি**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে ইহার ব্যবহার হইয়াছে, যেমন—**অম্বপক্কানি সাটেতি; অত্তানং সাটেত্বাদাসকম্মং করিস্সামি; কাযং সাটেত্বা**। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) শাটেতি গাত্রানি। (তুলনীয়) **বিসাটিত, বিসাত**। ⟹ **সাবেতি**। (ক্রি-বি) **সাটেত্বা**।

সাঠেয্য (ক্লী) কপটাচরণ, অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ধূর্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা। (তুলনীয়) **পটিসাঠেয্য**। ⟹ **বিবাদ**।

সাণ (ক্লী) ১ শণ, পাট, শণ দ্বারা প্রস্তুত মোটা বা নিকৃষ্ট বস্ত্র। ২ (বিণ) ঋণ আছে এমন, ঋণগ্রস্ত; (চরিত্রে) "**কিলেস**" সমূহের অধীন, ক্লিষ্ট, অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন, ত্রুটিবিশিষ্ট। = **সকিলেস, স-ইণ**। (তুলনীয়) **অনণ** (⟹ **অণ**)।

সাণক = **সাণ**। ⟹ **সাণ** (১)।

সাণবোধন (ক্লী) একপ্রকার ক্রীড়া। = **সণবোধিক**।

সাণলাক = **সণবাক**। ⟹ **সণবাক**।

সাণবাক = **সাণ**। ⟹ **সাণ** (১)।

সাণসাটক (পুং) শণবস্ত্র, শণপাটের সুতা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র, আলপাখার বস্ত্র। ⟹ **সাটক, সণ** (১)।

সাণি (স্ত্রী) পর্দা, মশারি, যবনিকা, তাঁবু।

সাণিকা (স্ত্রী) = **সাণি**। ⟹ **সাণি**।

সাণিপসিব্বক (পুং) (শণপাটের সুতা দ্বারা প্রস্তুত) থলে, বস্তা, বহির্বস্ত্র, বাহ্যিক ব্যবহৃত পোশাক।

সাণিপাকার (পুং) (শণপাটের সুতা দ্বারা প্রস্তুত) পর্দার দেয়াল বা বেড়া। পর্দার দেয়াল বা বেড়া। ⟹ **পাকার**।

সাণী = **সাণি**। ⟹ **সাণি**।

সাত (বিণ) সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ, উপযুক্ত, সম্মত, রাজি। (বিপ) **কটুক**। (ক্লী) সান্ত্বনা, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখাদি হইতে মুক্তি, স্বস্তি, সান্ত্বনাপ্রদানকারী ব্যক্তি বা বস্তু, আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (ধর্মপদ) **সাতসিত**। মহানির্দেশে বলা হইয়াছে "**ভব**" সম্পর্কে "**সাত**" ত্রিবিধ। (পেতবত্থু) **সাতসুখ**। (পুং) = **হট**। ⟹ **হট**।

সাতক (পুং) একজাতীয় পক্ষীর নাম-বিশেষ। (জাতক) **কোট্ঠপোক্খর সাতক**।

সাতকুম্ভ (ক্লী) শাতকুম্ভ, সুবর্ণ, স্বর্ণ, সোনা। ⟹ **হাটক**।

সাতচ্চ (স্ত্রী) ধারাবাহিকতা, সম্প্রসারণ, বিরতির পর আবার আরম্ভ, বাকি অংশে, অতিরিক্ত অংশে, বিস্তৃতি, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা।

সাতচ্চকারিন (বিণ) = **সাতচ্চকারী**। ⟹ **সাতচ্চকারী**।

সাতচ্চকারী (বিণ) অধ্যবসায়ী, ক্রমাগত কাজ করিতে থাকে এমন, অবিরত বা অবিশ্রান্ত কর্মী।

সাতচ্চকিরিযতা (স্ত্রী) কার্য সম্পাদনের জন্য অধ্যবসায় বা ক্রমাগত কাজ।

সাতচ্চকিরিযা (স্ত্রী) অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা।

সাততং (ক্রি-বিণ) অবিরামভাবে, ক্রমাগত কাজ।

সাততা (স্ত্রী) সৌভাগ্য, সুখ।

সাততিক (বিণ) অধ্যবসায়ী, অবিরত কর্মী। = **সাতচ্চকারী**।

সাতত্ত (ক্রী) রুচিকর গন্ধবিশেষ, মধুরতা, মিষ্টতা।

সাতনিস্সিত (বিণ) প্রশংসাজনক, স্পৃহাজনক, পরিতৃপ্তিকর, আনন্দজনক। = **সাতসিত**।

সাতপুত্ত (পুং) সম্ভ্রান্তবংশীয় পুত্র, উন্নত চরিত্রের ছেলে, আদর্শ ছেলে, উদারচেতা ছেলে, সুদর্শন ছেলে। = **অমচ্চপুত্ত** (জাতক অর্থকথা)।

সাতভকখ—এই শব্দটি পুগ্গলপঞ্ঞত্তিতে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হইবে "**হটভকখ**"।

সাতমলখ [সাতং+অলখ] ইচ্ছানুরূপ সুখপ্রাপ্ত না হউক।

সাতব (ক্রী) (সংকথার) মিষ্টফল। (জাতক অর্থকথায়) **কল্যাণকম্ম**। ইহা কি "**সাধু**" শব্দ হইতে "**সাধব**" শব্দের পরিবর্তে ভুল বানান ?।

সাতসিত (বিণ) উল্লাসজনক, ইচ্ছাজনক, আনন্দজনক। = **সাতনিস্সিত**। ⟹ **সাত** (ক্রী)।

সাতসুখ—আনন্দ ও সুখ। ⟹ **সাত** (ক্রী)।

সাতহট (পুং) = **হট**। ⟹ **হট** (পুং)।

সাতাগির (পুং) ১ এক যক্ষের বা প্রেতের নাম-বিশেষ। ২ সাতাগির নামক সুখকর বা মনোহর পর্বত। (বিণ) সাতাগির নামক সুখকর বা মনোহর পর্বতের অধিবাসী বা পর্বতে বাসকারী। ⟹ **যকখ** (৪খ)।

সাতাগির যকখ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ যাহারা সাতাগির নামক সুখকর বা মনোহর পর্বতে বাস করে। ⟹ **সাতাগির**।

সাতিয (বিণ) সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল।

সাতিরেক (বিণ) (স+অতিরেক, বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে "সাতিরিক্ত") অতিরিক্ত আছে এরূপ, অতিমাত্রায় বা অধিক আছে এরূপ।

সাতিসার (বিণ) [সা+অতিসার] অনধিকার প্রবেশ করে এরূপ, অবৈধ প্রবেশ করে এরূপ। ⟹ **অতিসার** (১)।

সাতুসিত (বিণ) ইচ্ছায় বা অভিলাষে আবদ্ধ, অনুগ্রহে বা প্রশংসাবাদে আবদ্ধ, সন্তুষ্টিতে বা আনন্দের জন্য যাইতে প্রস্তুত, মনোনয়নে বা উদ্দেশ্যে যাইতে বাধ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বা ক্রীড়াকৌতুকে আবদ্ধ। ⟹ **সিত** (৩)।

সাতোদক (ক্রী) [সাত+উদক] সুখকর জল, আনন্দদায়ক জল।

সাত্থ (বিণ) [স+অত্থ] অর্থসহ, জীবনে, চেতনায়, সাহসে, উৎসাহে, জীবনীশক্তির মধ্যে, অর্থে, তাৎপর্যে, মনে, আত্মায়, নৈতিক বা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রভাবে, অর্থের সহিত, সুবিধাজনক, উপকারজনক, লাভজনক, উপকারী, মঙ্গলকর, হিতকর। (বিপ) নিরত্থ। ⟹ **অত্থ, সাত্থক**।

সাত্থক (বিণ) [স+অত্থক] কার্যকরী, উপকারী, হিতকর, প্রয়োজনীয়, দরকারি। ⟹ **সাত্থ**।

সাত্থিকা (স্ত্রী) উপকারিণী, হিতকারিণী। ⟹ **সাত্থক**।

সাত্রাযাগ = **যাত্রাযাগ**। ⟹ **যাত্রাযাগ**। এই শব্দটি "**সম্মাপাস**" শব্দের সহিত অভিন্ন (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

সাথব্বণ ⟹ **অথব্বণ**।

সাথলিক (বিণ) অলস, নিশ্চেষ্ট, অস্বাভাবিকরূপে নিদ্রালু, কোমল, আলগা, ঢিলা, অদৃঢ়, শিথিল, নৈতিক বলহীন, লম্পট, বিরেচক। (তুলনীয়) **সঠিল, সিথিল**।

সাদন (ক্রী) সাদন, সদন, গৃহ, স্থান, মৃত্যু, বিনাশন। (জাতক) **যম-সাদনং সম্পত্তো**—যমালয়ে গত, মৃত। সিংহলী গ্রন্থের প্রায় পাঠে ইহার পরিবর্তে "**সাধন**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সাদর (বিণ) [স+আদর] সাদর, আদরের সহিত, আদরযুক্ত, প্রীতিপূর্ণ, স্নেহশীল, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এরূপ, সম্মান প্রদর্শন করে এরূপ, ভক্তিসূচক, শ্রদ্ধামূলক, শ্রদ্ধাজনিত, সশ্রদ্ধ, ভক্তিমূলক।

সাদরং (ক্রি-বিণ) প্রীতিপূর্ণভাবে, স্নেহ সহকারে, স্নেহের সঙ্গে, আদরপূর্বক।

সাদরিয (ক্রী) = **সাদরিযতা**। ⟹ **সাদরিযতা**।

সাদরিযতা (স্ত্রী) সম্মান প্রদর্শন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অন্যের প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন।

সাদান (বিণ) [স+আদান] জগতের প্রতি আসক্ত, সংসারের প্রতি অনুরক্ত, উৎসাহী, প্রগাঢ়, গাঢ়, ক্রোধী, কোপন স্বভাবের, সহজে উত্তেজনশীল, কামুক।

সাদিতর (পুং) যেই ব্যক্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা মানিয়া লয়, যেই ব্যক্তি বিশেষ কাজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখে বা আত্মসাৎ করে।

সাদিযতি (ক্রি) [√সদ+ই+য] (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু—স্বাদীয়তি) গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, মানিয়া লওয়া, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, সুখভোগ করা; আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, অনুমতি দেওয়া, মঞ্জুর করা, স্থান গ্রহণ করিতে দেওয়া বা বসিতে

দেওয়া। (অতীত) সাদিযি। (অ-বিণ) সাদিত। (ব-বিণ) সাদিযন্ত, সাদিযমান। (ভবিষ্যতে) সাদিযিস্সতি। (ক্রি-বি) সাদিযিত্বা।

সাদিযন (ক্লী) = সাদিযনা। ⟹ সাদিযনা।

সাদিযনা (স্ত্রী) গ্রহণে স্বীকৃতি, অনুমোদন, স্বীকারপত্র, আত্মসাৎ করার কাজ, উপযোজন, বিশেষ কার্যেপ্রয়োগ, পৃথক সংরক্ষিত অর্থ বা দ্রব্য, অনুমোদকরণ, বিশেষ কার্যে প্রয়োগকরণ।

সাদিস (বিণ) সদৃশ, অনুরূপ, তুল্য, সম্ভবপর, সম। (ক্লী) সদৃশ্য, তুল্যতা, সমতা।

সাদিসতা (স্ত্রী) ষড়দিকের বা ছয়দিকের পরিবেষ্টনী। ⟹ দিসতা (১)।

সাদু (বিণ) স্বাদু, মিষ্ট, সুস্বাদু, সুমিষ্ট, মধুর, সুগন্ধযুক্ত, সুললিত, সুস্বরবিশিষ্ট, সুন্দর, টাটকা, তাজা, অলবণাক্ত, নম্র, অমায়িক, অত্যন্ত মনোরম বা প্রিয়, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, প্রফুল্ল, আমোদপ্রিয়, সূক্ষ্ম, রুচিকর, আনন্দপ্রদ, ঠিক, মার্জিত, সুখস্পর্শের। (জাতক) সাদু করোতি—মিষ্ট করা, মধুর করা; (বিপ) অসাদু কিযিরা—কটু করা। (ক্লী) মিষ্ট বস্তু।

সাদুকম্যতা (স্ত্রী) রুচিকর ইচ্ছা, মার্জিত ইচ্ছা, সুখস্পর্শ কামনা। ⟹ সাদু (বিণ)।

সাদুতর (বিণ) খুব মিষ্ট, অপেক্ষাকৃত মধুর, অত্যন্ত সুস্বাদু, অত্যন্ত আনন্দজনক, অতি মনোরম।

সাদুতা (স্ত্রী) মিষ্টতা, মধুরতা।

সাদুফল (ক্লী) সুমিষ্ট ফল, মধুর ফল, সুন্দর ফল, সুগন্ধ ফল, মনোরম ফল। (বিণ) মধুর ফল বা মনোরম ফল আছে এমন। ⟹ সাধুফল, সাদু (বিণ)।

সাদুরস (পুং) সুমিষ্ট রস, সুস্বাদু রস, মধুর রস, আনন্দজনক রস, প্রীতিদায়ক রস। ⟹ রস। (বিণ) রুচিকর বা আনন্দজনক স্বাদ আছে এরূপ।

সাদেতি (ক্রি) সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা। ⟹ উচ্ছাদেতি, ছাদেতি(২)।

সাদ্ধবিহারিক (পুং) এক কামরায় বাসকারী বন্ধু। বিহারে এক কামরায় সঙ্গে বাসকারী ছোট ভিক্ষুকে "সাদ্ধবিহারিক" বা সার্ধবিহারিক বলা হয়।

সাধক (বিণ) সাধক, সিদ্ধিকারক, সাধনাকারী, নিষ্পাদক, আরাধনাকারী, অর্চনাকারী, সেবক, সম্পাদনকারী, সফলকারী, সম্পন্নকারী, উৎপাদনকারী। (ক্লী) প্রমাণ, পরীক্ষা, পরীক্ষণ, ছাপার ভুল সংশোধন করিবার জন্য মুদ্রিত পত্র।

সাধকতা (স্ত্রী) ফলোৎপাদন, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, চিত্তাকর্ষক বিষয়, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা।

সাধন (ক্লী) ১ সাধন, প্রমাণ, আরাধনা, বলবৎকরণ, প্রবর্তিত করণ, বলপ্রয়োগকরণ, বাধ্যকরণ, পরীক্ষা করণ, প্রমাণকরণ, সত্যপ্রতিপাদন করণ। ২ স্থিরকরণ, স্থাপনকরণ, মীমাংসাকরণ, নিষ্পত্তিকরণ, শান্তকরণ, অবধারিতকরণ, ঋণ পরিশোধ করণ, শোধকরণ, (ঋণ) পরিষ্কারকরণ। (জাতক) উদ্ধারসাধন। ইহার এই অর্থে "সোধেতি" শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, কাজেই দুইটির মধ্যে কোনটি পছন্দকৃত হইবে বলা সম্ভব নহে। ⟹ ইণ, উদ্ধার। ৩ স্বীকারকরণ, প্রদানকরণ, খরচ বা ব্যয়করণ, উৎপাদনকরণ, উৎপন্নকরণ, ত্যাগকরণ, হাজিরকরণ, বৃদ্ধিকরণ, সম্পন্নকরণ, ফলদায়ক করণ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) দণ্ডসাধন। (পেতবত্থু অর্থকথা) হিতসাধন। ৪ উপাদান, উপকরণ, মালমসলা, যন্ত্র, অস্ত্র, দলিল, উপায়, সহায়, বাদ্যযন্ত্র, সাধনরূপ বস্তু বা ব্যক্তি, কারণ, হেতু।

সাধারণ (বিণ) সাধারণ, তুল্য, একবিধ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, সস্তা, নিকৃষ্ট, বাজে, সমগ্র জাতির, অনিশ্চিত, মিলিত, সম্মিলিত, সংযুক্ত, সমবেত, যৌথ। (জাতক) পঞ্চ সাধারণভাব—পঞ্চসাধারণ সম্বন্ধ।

সাধিক (বিণ) [স+অধিক] অতিরিক্ত, অধিক বা বেশি আছে এরূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে এরূপ। (বিমানবত্থু) সাধিত বীসতি—প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুড়িটি অধিক আছে এরূপ। (মধ্যম নিকায়) সাধিক পোরিস—মানুষের উচ্চতা হইতে অধিক উচ্চ।

সাধিক পোরিস ⟹ সাধিক।

সাধিক বীসতি ⟹ সাধিক।

সাধিত (বিণ) সাধিত, সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। ⟹ সাধেতি।

সাধিয (বিণ) সাধ্যের অন্তর্গত, যাহা সম্পাদন করা যাইতে পারে।

সাধু (বিণ) ১ সাধু, সৎ, সজ্জন, ধার্মিক, ধর্মশীল, পবিত্র, সতী, ন্যায়পর, ভক্ত, ন্যায়বান, আচারনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ। ২ উত্তম, মহৎ, সুন্দর, যোগ্য, ভাল, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, মৃদু, বলবৎ, সমর্থ, শুভ, স্বীকার্য, মনোজ্ঞ, সম্মত, উপযোগী, রাজি, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, দোষশূন্য, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, লাভজনক, মঙ্গলকর, হিতকর, দক্ষ, ব্যুৎপন্ন, বিচক্ষণ, পুরস্কারের যোগ্য, প্রশংসনীয়, সম্মানার্হ, গুণসম্পন্ন। = সুন্দর, ভদ্দক। (ক্রি-বিণ) উত্তমরূপে, ভালরূপে, সম্পূর্ণরূপে, অনেকখানি, যুক্তিসহকারে, ন্যায়ভাবে, সম্যকরূপে। এই শব্দটি প্রায়শ সম্মতিজ্ঞাপক ও সায়প্রদানসূচক ভাব প্রকাশে সরাসরি ব্যবহৃত হয়, যেমন—ক। (হর্ষ-বিস্ময়সূচক ভাব প্রকাশে এবং নিবেদন বুঝাইলে ইহার অর্থ হয়—) বেশ, বেশ বেশ, সাধু, সাধু সাধু, উত্তম। (মিলিন্দ প্রশ্ন) সাধুগচ্ছ—বেশ যাও, সাধু যান। (বিমানবত্থু অর্থকথা) সাধু গচ্ছথ—বেশ যাও। সাধু আগচ্ছথ—বেশ আসুন, স্বাগতম; (অথবা এইটিকে উপরোক্ত ক্রিয়াবিশেষণেও গ্রহণ করা যায়); = আযাচনে

(পেতবথু অর্থকথা)। খ (প্রশ্নের উত্তরে সম্মতি এবং সায় বা অনুমোদন বুঝাইলে ইহার অর্থ হয়—) সাধু, উত্তম, বেশ, হাঁ। এখানে "সাধু" শব্দটি ক্রিয়ার কৃদন্ত বিশেষ্যের সহিত সাধারণত ব্যবহার হয়, যেমন—**সাধু পটিসুণিত্বা; সাধুবত্বা; সাধু সম্পটিচ্ছিত্বা** ইত্যাদি। = **সম্পহংসনে।** ⟹ **সম্পটিচ্ছন, সম্পহংসন।**

সাধুক = **যাচন।** ⟹ **যাচন।**

সাধুকং (ক্রি-বিণ) উত্তমরূপে, ভালরূপে, সম্পূর্ণরূপে, অনেকখানি, যুক্তিসহকারে, ন্যায়ভাবে, সম্যকরূপে। ⟹ **সাধু** (ক্রি-বিণ)।

সাধুকম্যতা (স্ত্রী) ব্যুৎপত্তি বা দক্ষতা লাভের বলবতী ইচ্ছা, পারদর্শিতা লাভের প্রবল ইচ্ছা।

সাধুকার (পুং) সাধুবাদ, "সাধু সাধু" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অনুমোদন বা সম্মতি জ্ঞাপন, সরবে বা করতালি দিয়া প্রশংসা জ্ঞাপন, "বেশ বেশ" বলিয়া কথন, সায়, সম্মতি, অনুমোদন, সরব প্রশংসা, অভিনন্দন, হর্ষ, উল্লাস, আনন্দধ্বনি, প্রশংসা, উৎসাহ। ⟹ **দদাতি।**

সাধুকীলন (ক্লী) পবিত্র বা ধর্মীয় উৎসব, ধর্মবিষয়ক উল্লাস বা আনন্দ, আনন্দময় বা উৎসবোচিত ক্রীড়া।

সাধুকীলা—উৎসবোচিত ক্রীড়া। ⟹ **সাধুকীলন।** (বিণ) = **সাধুকীলিত।** ⟹ **সাধুকীলিত।**

সাধুকীলিকা = **সাধুকীলা।** ⟹ **সাধুকীলা।**

সাধুকীলিত (বিণ) ধর্মবিষয়ক উল্লাসে উল্লসিত, উৎসবোচিত ক্রীড়ায় মত্ত বা রত। (বিনয়) **সাধুকীলিত দিবস।** ⟹ **সাধুকীলন।**

সাধুকেন (ক্রি-বিণ) ইচ্ছানুসারে, ইচ্ছানুরূপে, সম্মতভাবে। এইটি "জোর করিয়া" অর্থের বিপরীত শব্দ।

সাধু খো'সি—পবিত্র করিল, পুণ্যময় করিল, আনন্দময় হইল, ধন্য হইল।

সাধুজীবিন (বিণ) সাধুভাবে জীবনযাপনকারী, ধর্মজীবন যাপনকারী, যিনি আপন জীবনকে সৎভাবে পরিচালনা করেন।

সাধুফল (ক্লী) সাধুফল, সুস্থফল, উপকারী ফল, হিতকর ফল। (বিণ) সুস্থ বা হিতকর ফল আছে এরূপ, উপকারী ফল আছে এরূপ। জাতকে ইহার পাঠ "**সাদুফল**" দৃষ্ট হয়।

সাধুরূপ (বিণ) সাধুরূপ, ভাল, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, দোষশূন্য, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, মাননীয়, সম্মানার্হ, সদগুণবিশিষ্ট, বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত, (জিনিস বা কাজ-সম্বন্ধে) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপযোগী, ইতর বা সাধারণ নয় এমন, বিশেষ আয়তন গুরুত্ব ইত্যাদিতে বিশিষ্ট, সৎ প্রবণতা-সম্বন্ধীয়, সৎ মেজাজের, মৃদু প্রয়োগের।

সাধুবত—বেশ, বেশ বেশ, উত্তম, বেশ নিশ্চয়ই, প্রকৃতপক্ষে, নিঃসন্দেহে। = **অহোবত।** ⟹ **বত** (১)।

সাধুবিহারিন (বিণ) ধার্মিকরূপে জীবন-যাপনকারী, সাধুভাবে বা সদ্ভাবে অবস্থানকারী। ⟹ **বিহারিন।**

সাধুবিহারী (বিণ) = **সাধুবিহারিন।** ⟹ **সাধুবিহারিন।**

সাধুসম্মত (বিণ) সাধুসম্মত, সর্ববাদী সম্মত, উত্তমরূপে চিন্তিত, সুবিবেচিত, অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত, খুবই পূজিত, অত্যন্ত সম্মানিত, ধার্মিকরূপে গৃহীত, সৎ বা সাধুরূপে সর্বজন কর্তৃক সম্মতি প্রাপ্ত বা প্রশংসিত। ⟹ **সম্মত** (২)।

সাধুসীলিয (বিণ) সাধু চরিত্রের, ধার্মিক চরিত্রের, যাহার স্বভাব ও আচার ধর্মানুরূপ এমন, সচ্চরিত্রের। (ক্লী) সদাচার, সুখ্যাতি, সুন্দরগুণ। = **সুন্দর সীলভাব।** (বিপ) **দুসসীলিয।** ⟹ **সীলিয।**

সাধেতি (ক্রি) [√সাধ+এ] ১ শেষ করা, সম্পাদন করা, সফল করা, আনুকূল্য করা, বর্ধিত করা, উৎপন্ন করা, সম্পন্ন করা। (সপ্তমী) **সাধযেমসে।** ২ অনুকূল করা, সমৃদ্ধিশালী করা, সফলকাম করা। ৩ শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা। ৪ সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্রবাদন করা, কার্যে পরিণত করা, নির্বাহ করা, সম্পাদন করা, আইনানুসারে প্রাণদণ্ড দেওয়া। (জাতক) **আরামিক কিচ্চং সাধেতি।** ⟹ **উদুক্খল।** ৫ পরিষ্কার করা, স্পষ্ট করা, (যৌগিক) বিচারে বা সিদ্ধান্তে আনয়ন করা, পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা, সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করা, প্রমাণিত হওয়া, পরে প্রদর্শিত হওয়া, পরে প্রকাশিত হওয়া। (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **অত্থং সাধেতি।** পেতবথু অর্থকথায় "**সাধেতি**" শব্দের যতদূর সম্ভব অর্থ করা হইয়াছে "যদি কোনো উপকার বা মঙ্গল হয়"। ৬ ঋণ সংগ্রহ করা বা পরিশোধ করা, ঋণ পরিষ্কার করা, (টাকা) উসুল করা। এখানে এই ভাবার্থে "**সোধেতি**" শব্দের সহিত "**সাধেতি**" শব্দটি মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং এরূপে ইহাদের ব্যবহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়; "**সাধেতি**" শব্দের পরিবর্তে "**সোধেতি**" শব্দের সর্বত্র ব্যবহার সুন্দর। (তুলনীয়) **ইণ, উদ্ধার, অভিসাধেতি।** ⟹ **সোধেতি।** (অতীত) **সাধেসি।** (অ-বিণ) **সাধিত।** (ব-বিণ) **সাধেন্ত।** (ক্রি-বি) **সাধেত্বা।**

সানু (পুং, ক্লী) সানু, পর্বতের উপরিস্থ সমান বা সমতলভূমি, গিরিতট, প্রস্থ, অগ্রভাগ, সম-মালভূমি, অধিত্যকা, পশ্চাৎপৃষ্ঠ, পৃষ্ঠের উর্ধ্বদেশ, পর্বতশ্রেণী, শৈলশিরা, উন্নতভূমি, মটকা, লাঙ্গল পদ্ধতি, আলি। ⟹ **বন, পংসুপব্বত, সানুপব্বত, পব্বতসানু, গিরিসানু।**

সানুগহ—শৈলশিখরের গ্রহ, পর্বতশ্রেণী আয়ত্তকরণ বা গ্রহণ। ⟹ **গহ** (২)।

সানুগগহ = **সানুগহ।** ⟹ **সানুগহ।**

সানুচর (বিণ) [স+অনুচর] সানুচর, অনুচরগণসহ, সহচর বা শিষ্যগণসহ।

সানুপব্বত—অরণ্যময় পর্বত, বনময় বড় পর্বত। = সানু।
সানুবজ্জ (বিণ) [স+অনুবজ্জ] নিন্দনীয়।
সানুসেতি (ক্রি) (মনকে) সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করা, (মনের বাসনা) পরিপাটিরূপে পূর্ণ করা।
সান্ত (বিণ) শান্ত, ধীর, স্থির।
সান্তিং (স্ত্রী) শান্তি।
সাপ (পুং) শাপ, অভিশাপ, অভিসম্পাত, অমঙ্গলেচ্ছা, অমঙ্গলজনক বস্তু।
সাপতিয্য = **সাপতেয্য**। ⟹ **সাপতেয্য**।
সাপতেয্য (স্ত্রী) বিষয়, সম্পত্তি, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, ধন, সৌভাগ্য, সম্পদ, খুব বেশি সংখ্যা বা পরিমাণ।(তুলনীয়) **অধিপতেয্য**। অন্যত্র "**সাপতিয্য**" পাঠও দৃষ্ট হয়।
সাপত্তিক (বিণ) ১ [স+আপত্তি+ক] যেই ব্যক্তি বা ভিক্ষু বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, যেই ব্যক্তি পাপ করিয়াছে। ২ = **সপত্তিক**। ⟹ **সপত্তিক**।
সাপথেয্যং (ক্রি-বিণ) [স্ব+অপথেয্যং] নিজের ইচ্ছায়, স্বীয় আগ্রহানুরূপে, স্বীয় প্রার্থনা অনুসারে, নিজের অনুরোধক্রমে। (স্ত্রী) ধন, সম্পত্তি।
সাপদ (স্ত্রী) শিকারী পশু, বন্য জন্তু, স্বাপদ, হিংস্রজন্তু।
সাপদেস (বিণ) সকারণ, কারণসহ, হেতু বা কারণ আছে এরূপ, কারণজনিত। (বিপ) **অনপদেস**।
সাপস্সযে (বিণ) অতি সুকোমল, খুব নরম আস্তরণযুক্ত।
সাপানদোণী = **সুনখানং পিবনদোণী**। ⟹ **সুনখানং পিবনদোণী**।
সাপেক্খ (বিণ) সাপেক্ষ, অপেক্ষাযুক্ত পরম্পরাপেক্ষী, সাকাঙ্ক্ষ, আশান্বিত, আশাপ্রদ, স্পৃহাসূচক, স্পৃহাপূর্ণ, গভীর আগ্রহসূচক, প্রতীক্ষা করে এরূপ।
সাপেখ (বিণ) = **সাপেক্খ**। ⟹ **সাপেক্খ**।
সাম (বিণ) ১ শ্যাম বর্ণের, কালো, কালো রঙের, অন্ধকারাবৃত, কৃষ্ণচর্ম, রাগ প্রকাশক, গভীর পাপময়, নৈরাশ্যজনক, দুঃখময়, অন্ধকারময়, কৃষ্ণবর্ণ (কিছুটা ঘন বাদামি রঙের ন্যায়), দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, বিষণ্ণ, গুপ্ত, অশিক্ষিত।(বিনয়) **কাড়সাম**।(জাতক) **সামংমুখং**—কালমুখ। (বিপ) **ওদাত্ত** (চর্মের বর্ণে)। ২ সোনালী রঙের, হলদে, সুন্দর, মনোহর। (জাতক) **সামমিগী**; **সুবণ্ণ সামা**; **সবণ্ণ-বণ্ণ**। ⟹ **সবল**। (স্ত্রী) ১ গান, ধর্মবিষয়ক গান, উৎসর্গ, সম্মানসূচক পদ, সম্ভ্রমসূচক উপাধি, অর্চনা, পূজা, আরাধনা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা, তুষ্টিসাধন, প্রসাদন, (প্রাচীন ব্যবহারে) বলি, ক্রোধ উপশমের নিমিত্তপ্রদত্ত উপহার, শান্তি, উৎপাত নিবৃত্তি, যুদ্ধ নিবৃত্তি, সন্ধি, মিত্রতা, বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা। ২ সামবেদ নামক বেদশাস্ত্রের মধ্যে একটি গ্রন্থবিশেষ।
সামং (অব্যয়) স্বয়ং, নিজে, নিজে নিজে, নিজের, নিজের দ্বারা, নিজ কর্তৃক। (বিনয়) **সামংপাক**। (মধ্যম নিকায়) **সামং কত্তং সামং বাষিতং দুস্সযুগং**। (সূত্রনিপাত) **অসামপাক**—নিজের জন্য পাক করা বা রন্ধন করা নয় এরূপ। (জাতক) **সামগ্গেব**।
সামংদিট্ঠ (বিণ) তুমি স্বয়ং দেখিয়াছ এরূপ, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি এরূপ। ⟹ **দিট্ঠ** (১ক)।
সামংমুখং (অসৎ প্রেতের আশ্রয়ের কারণে) কালোমুখ, বিষণ্ণ বদন, বিষণ্ণ মুখ। ⟹ **সাম** [বিণ(১)]।
সামগ্গিয (স্ত্রী) সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা, পূর্ণতা, সমাপ্ত অবস্থা, মিলন, ঐক্য, অন্বয়, একতান, সুকৃণ, অদ্বিতীয়ত্ব, একতা, ঐক্য, মিল। (সূত্রনিপাত) **সামগ্গিযরস**। ⟹ **সামগ্গী**।
সামগ্গিযরস—ঐক্যত্বের রস, মিলনের মাধুর্য, একতানের মিষ্টতা, অন্বয়ের মধুরতা। ⟹ **সামগ্গিয**।
সামগ্গী (স্ত্রী) সমগ্রতা, পূর্ণতা, সম্পূর্ণতা, সমাপ্ত অবস্থা, কার্য সম্পাদনের আবশ্যক নির্দিষ্ট সভ্যসংখ্যা, অধিবেশন, বৈঠক, সভা, সম্মেলন, জনতা, সঙ্গম, পরস্পর কথোপকথন, মিলন, ঐক্য, অন্বয়, একতান, সুকৃণ, মতের মিল। ⟹ **সামগ্গিয**।
সামগ্গী উপোসথ—বিহারে অথবা যে কোনো স্থানে ভিক্ষু সঙ্ঘ উপস্থিত আছে তখন ভিক্ষুসঙ্ঘের ইচ্ছা হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মতিতে যেই উপোসথ করা হয় অথবা উপোসথ দিবস বিস্মরণ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মতিতে যেই উপোসথ করা হয় উহাকে "**সামগ্গী উপোসথ**" বা ঐক্যবদ্ধ উপোসথ বলে। ঈদৃশ উপোসথ যে কোনোটা করা যাইতে পারে। ⟹ **উপোসথ**, **অরিযউপোসথ**।
সামচ্চ (বিণ) [স+অমচ্চ] মন্ত্রীগণসহ, মন্ত্রীগণের সহিত, বন্ধু, পরামর্শদাতাগণের সঙ্গে।
সামগ্গ (স্ত্রী) ১ প্রধান অংশ, অধিকাংশ, সাধারণ উক্তি, সমভাব, সাদৃশ্য, সমতা, তুল্যতা, অনুক্রম, মিল রাখিয়া কাজ, একদল লোক, সঙ্গীদল, সঙ্গ, বণিক-সমিতি, অভিনেতা বা অভিনেত্রী দল, অতিথিবৃন্দ, ঐক্য, একতা, মিল, অদ্বিতীয়ত্ব। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **জাতিসামগ্গ**। "প্রধান অংশ বা সাধারণ উক্তি" বলিলে "**বিসেস**" এর সবিশেষ বর্ণনায় বিপরীত বুঝায় (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) সাদৃশ্য অর্থে—**দিট্ঠি সামগ্গ; সীল সামগ্গ**। (দীর্ঘনিকায়) **সামগ্গগত**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সামগ্গনাম**। ২ শ্রমণত্ব, শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষু অবস্থা। (বিণ) যথার্থ শ্রমণত্ব অনুযায়ী, শ্রমণ হওয়ার জন্য চেষ্টিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে "**শ্রমণত্ব**"। পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় "শ্রমণগণকে সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এরূপ"।
সামগ্গগত (বিণ) মিলিত, সংযুক্ত। ⟹ **সামগ্গ**(১)।
সামগ্গতা (স্ত্রী) ১ ঐক্য, ঐক্যতা, সঙ্গতি, অভেদ, একত্ব ইত্যাদি। = **সামগ্গ** (১)। (জাতক) **বণ্ণ**

সামঞ্‌ঞ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মরণ সামঞ্‌ঞ**। ২ শ্রমণ বা ভিক্ষুগণের প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন। = **সামঞ্‌ঞ** (২)।

সামঞ্‌ঞত্থ—শ্রমণত্বের অর্থ, শ্রমণত্বের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

সামঞ্‌ঞনাম—জনগণের সম্মতিতে প্রদত্ত নাম। ⟹ **সামঞ্‌ঞ**(১)।

সামঞ্‌ঞফল (ক্লী) ১ উদাসীন বা সন্ন্যাসী জীবনের ফল, শ্রমণত্ব দ্বারা ফলদায়ক লাভ। ইহার বিশেষ অর্থ হইতেছে "পথ বা উপায়-সম্বন্ধীয় চতুর্বিধ স্তরের বা অবস্থার ফল প্রাপ্তি, যথা—**সোতাপত্তিফল, সকদাগামীফল, অনাগামীফল, অরহত্ত ফল** (সংযুক্ত নিকায়)। কথাবত্থুতে ত্রিবিধ "**সামঞ্‌ঞ ফল**"–এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ দীর্ঘনিকায়ের এক সূত্রের নাম।

সামঞ্‌ঞেব [সামং+যেব] নিজের জন্য। ⟹ **সামং**।

সামণক (বিণ) শ্রমণ বা ভিক্ষুর পক্ষে উত্তম বা উপযুক্ত, ভিক্ষুর যোগ্য।

সামণের (পুং) (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—শ্রামণেরক) শ্রামণের, শ্রমণত্ব বা ভিক্ষুত্ব লাভের জন্য শিক্ষার্থী বা শিক্ষানবিশ, নবদীক্ষিত শিক্ষার্থী।

সামণের পব্বজ্জা—শ্রামণের প্রব্রজ্যা, নূতন লোককে শ্রামণের ধর্মে দীক্ষা। ⟹ **সামণের, পব্বজ্জা**।

সামণের পেসক (পুং) শ্রামণেরগণের তত্ত্বাবধায়ক।

সামণেরা ১ (পুং, বহুবচন) শ্রামণেরগণ। ২ (স্ত্রী) শ্রমণেরীগণ। = **সামণেরী**।

সামণেরী (স্ত্রী) শ্রামণেরী, ভিক্ষুণীত্ব লাভের জন্য শিক্ষার্থিনী। ⟹ **সামণের**।

সামত্থ (বিণ) সমর্থ, শক্তিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধীমান, দক্ষ। = **সমত্থ**।

সামত্থিয (ক্লী) সামর্থ্য, কর্মক্ষমতা, শক্তি, বল, ক্ষমতা, দক্ষতা, যোগ্যতা।

সামন্ত (ক্লী) সামন্ত, সামীপ্য, নৈকট্য, সান্নিধ্য, কাছাকাছি অঞ্চলসমূহ, পাড়া, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ। (বিণ) নিকটবর্তী, সমীপবর্তী, সন্নিহিত, প্রায় তুল্য, পাড় বসানো হইয়াছে এরূপ, প্রান্তবর্তী, প্রান্ত আছে এরূপ, সীমারেখা পর্যন্ত। (বিনয়) **আপত্তি সামন্ত**—বিধি-লঙ্ঘনের বা অপরাধের সীমারেখা পর্যন্ত। (বিভঙ্গ) **সামন্তজপ্পা; সামন্তজপ্পন**। (অপাদান কারকে) **সামন্তা**। (অধিকরণ কারকে) **সামন্তে**।

সামন্তজপ্পন (ক্লী) = **সামন্তজপ্পা**। ⟹ **সামন্তজপ্পা**।

সামন্তজপ্পা (স্ত্রী) ঘোরালো কথা। ⟹ **সামন্ত** (বিণ)।

সামন্তা (ক্রি-বিণ) সান্নিধ্যে, সামীপ্যে, প্রতিবেশিত্বে, কাছকাছি অঞ্চলসমূহে। ⟹ **সামন্ত**।

সামন্তে (ক্রি-বিণ) = **সামন্তা**। ⟹ **সামন্তা**। (জাতক) **কপিলবত্থু সামন্তে**। ⟹ **সামন্ত**।

সামযিক (বিণ) সাময়িক, সময়োচিত, কালোপযোগী, নিয়মানুযায়ী, অস্থায়ী, ধর্মনিষ্ঠ, ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ। ⟹ **সামাযিক**।

সামলতা (স্ত্রী) শ্যামলতা, শ্যামবর্ণের লতা।

সামবাযিত (বিণ) সুন্দর বস্ত্র বুনিয়াছে এমন। ⟹ **সাম** (১), **বাযিত** (১)।

সামা (স্ত্রী) ১ শ্যামা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, কালোবর্ণের স্ত্রীলোক। ⟹ **সাম** (১)। ২ ঔষধ সম্পর্কিত একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ, রোচনীলতা, প্রিয়ঙ্গুল লতা। (জাতক) **ভিসসামা**; (জাতক অর্থকথা) **ভিসানি চ সামাকা চ**।

সামাক (পুং) শ্যামাক, শ্যামক, ধান্য-বিশেষ, জোয়ার, জনার।

সামাজিক (পুং) সামাজিক, সভার সদস্য, সভ্য, সভাসদ, সহৃদয়।

সামাধিক (বিণ) সামাধিক, সমাধিযুক্ত, একাগ্রতায় রত, ধ্যানমগ্ন, সমাধি বা একাগ্রতায় নিহিত বা যুক্ত।

সামামিগী (স্ত্রী) শ্যামবর্ণের একজাতীয় মৃগী, কালোবর্ণের হরিণী। ⟹ **সাম** (১)।

সামাযিক (বিণ) ১ সদ্ভাবের উপর নির্ভরশীল, বন্ধুত্ব অনুরূপ, সম্মতি অনুযায়ী, রাজিমত। ২ উপযুক্ত কাল অনুযায়ী, সময়োপযোগী, সাময়িক, সময়োচিত। ৩ অস্থায়ী। (তুলনীয়) **সামযিক**।

সামি ১ জাতকে ইহার পাঠ হইয়াছে "**সাবি**"। ২ কর্তা, মহাশয়, প্রভু। ⟹ **সামিন** (১)।

সামিক (পুং) ১ প্রভু, মালিক, স্বামী, স্বত্বাধিকারী, অধিকারী, কর্তা, গৃহস্বামী। ২ পতি, স্বামী।

সামিন (পুং) ১ স্বামী, স্বত্বাধিকারী, মালিক, অধিকারী, শাসনকর্তা, রাজা, প্রভু, শিক্ষক, অধিনায়ক, নিয়োগকর্তা, বাণিজ্য পোতের অধ্যক্ষ বা নায়ক, কোনো কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি, উর্ধ্বতন ব্যক্তি, প্রধান ধর্মযাজক। (জাতক) **সামিন পরিভোগ**। (সম্বোধন পদে) **সামি**—প্রভু, মহাশয়। ⟹ **সুবাসিন**। ২ স্বামী, পতি। (সম্বোধন পদে) **সামি**। ৩ = **সাবি**। ⟹ **সাবি**।

সামিনবচন (ক্লী) (ব্যাকরণে) সম্বন্ধপদ। (জাতক) **উপযোগ অত্থে সামিন বচন; করণত্থে সামি (সামিন) বচন**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**উপযোগ**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সামিনী (স্ত্রী) ১ স্বত্বাধিকারিণী, শাসনকর্ত্রী, স্বামিনী, শিক্ষয়িত্রী, গৃহকর্ত্রী। ⟹ **সামিন** (১)। ২ (বিবাহিতা) স্ত্রীলোক, সধবা, যেই স্ত্রীলোকের স্বামী আছে বা জীবিত আছে। ⟹ **সামিন** (২)।

সামিপরিভোগ—কর্তারূপে পরিভোগ বা উপভোগ, কর্তৃত্ব ব্যবহার, কর্তৃত্বসুখ। ⟹ **পরিভোগ** (২), **সামিন** (১)।

সামিয (পুং) স্বামী, পতি। ⟹ **সামিক**।

সামিবচন (ক্লী) = **সামিনবচন**। ⟹ **সামিনবচন**।

সামিস (বিণ) ১ আমিষযুক্ত, খাদ্য দ্বারা লিপ্ত, খাদ্য গ্রহণকারী, খাদ্য দ্বারা স্থিত, আহার করিয়া বাঁচে এমন, খাদ্য খাইয়া জীবিত থাকে এমন। ২ মোটা, শাঁসাল, স্থূল,

শরীরে অধিক মাংস আছে এমন, রক্তমাংসের শরীর-সম্বন্ধীয়, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয়, সশরীরী, দেহ ধারণকারী, জাগতিক, জড়, দৈহিক, পার্থিব, গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয়। (বিপ) **নিরামিস**—আধ্যাত্মিক, অশরীরী (পটিসম্ভিদামার্গ)। ⟹ **নিরামিস** (২)।

সামিসংসুখ ⟹ **সুখ**।

সামী (পুং) স্বামী, স্বত্বাধিকারী, মালিক, অধিকারী, প্রভু, শাসনকর্তা, উর্ধ্বতন ব্যক্তি, প্রধান ধর্মযাজক, শিক্ষক, অধিনায়ক, নিয়োগকর্তা, বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ বা অধিনায়ক, শাসক, যে কোনো কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি, পতি, গৃহস্বামী, কর্তা। ⟹ **সামিন**।

সামীচি (স্ত্রী) ন্যায়, সত্য, যথার্থ, ধর্ম, এক-দাবি, অধিকার, স্বত্ব, ঠিক ধারা, সঙ্গতগতি, স্বাভাবিক গতিপথ, ঠিক গতির দিক, ঠিক কার্যধারা, নিজের অভ্যস্ত ব্যবহার, আপনার কার্যপরম্পরা, স্বকীয় ক্রমোন্নতি, সদ্ভাবসূচক আচরণ, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার।

সামীচিকম্ম (ক্লী) উচিত কার্য, সঙ্গত কর্ম, অভ্যস্ত কার্যকরণ, উপযুক্ত বিধিবদ্ধ আইন, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, সম্মান, শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধানিবেদন, সামীচীন কর্ম, বন্দনাকার্য, স্তুতিকার্য। = **অঞ্জলিকম্ম**।

সামীচি পটিপদা—জীবনের সঙ্গত বা ঠিক গতি, জীবনের উপযুক্ত ধারা বা গতিপথ।

সামীচি পটিপন্ন (বিণ) সঙ্গত বা ঠিক গতিতে প্রবিষ্ট, উপযুক্ত ধারায় বা গতিপথে প্রবিষ্ট, জীবনের বিশুদ্ধ বা সত্য।

সামীচী (স্ত্রী) = **সামীচি**। ⟹ **সামীচি**।

সামুক্কংসিক (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—সামুৎকর্ষিসী ধর্মদেশনা) প্রশংসা করিয়া, উন্নত করিয়া, উল্লসিত করিয়া, (চারি আর্য সত্যের) প্রশংসা করিয়া, যতটা নীতি বা আদর্শ বজায় রাখা যায় তত পর্যন্ত। Kern. Toev.-এতে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপে প্রদত্ত"। (বি-ভা) **সামুক্কংসিকা ধম্মদেসনা** (বিনয়, এখানে কি "**সামুক্কংসিক**" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "**সামুক্কংসিকা**" শব্দ হইল?)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **এগ্গ সামুক্কংসিক**।

সামুদ্দ (ক্লী) সামুদ্র, সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন লবণ, সমুদ্রলবণ, সমুদ্রফেনা।

সামুদ্দিক (বিণ) সামুদ্রিক, সমুদ্র ভ্রমণকারী, সমুদ্রে বাসকারী, সমুদ্রের বাসিন্দা, নৌসংক্রান্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সামুদ্দিক বাণিজা**; **সামুদ্দিকানাবা**। (জাতক) **সামুদ্দিক মহাসঙ্খ**।

সামুদ্দিক মহাসঙ্খ—এই শব্দটি একপ্রকার তূরী বা সিঙ্গাকে সূচিত করে। ⟹ **সামুদ্দিক**।

সামুদ্দিক বাণিজ্জা—সামুদ্রিক বণিকগণ। ⟹ **সামুদ্দিক**।

সামুদ্দিকা নাবা—বাঁধা পথে যাত্রীবাহী সামুদ্রিক জাহাজ, সামুদ্রিক খেয়াঘাটের জাহাজ, সমুদ্রে চলাচলের জাহাজ। ⟹ **নাবা**, **সামুদ্দিক**।

সামেতি (ক্রি) শান্ত করা, সাম্য করা, মিটানো, তৃপ্ত করা, দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা, বন্ধ করা বা হওয়া, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধগতি করা, নিবৃত্ত করা বা হওয়া, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, শেষ হওয়া। ⟹ **সম্মতি** (১)।

সায (পুং) সায়াহ্ন সময়, সন্ধ্যাকাল। (বিপ) **পাতো**। (বিনয়ে) **সাযং**। (দীর্ঘনিকায়) **সাযপাতং**। (বিনয়) **সাযংপাতং**। (পেতবত্থু) **সাযঞ্চ পাতো চ**। (দীর্ঘনিকায়) **সায-ততিযক**—সন্ধ্যায় তৃতীয়বারে। (জাতক) **সাযমান**। "**সাযং**" কর্তৃকারকরূপে:—(জাতক) **সাযং অহোসি**; **সাযতরং**।

সাযং (ক্রি-বিণ) সায়াহ্নে, সন্ধ্যায়, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে। (বিপ) **পাতং**, **পাতো**। ⟹ **সায**। (পুং) সায়াহ্ন, সন্ধ্যা। ⟹ **কাল** [পুং(২)]।

সাযংপাতং = **সাযপাতং**। ⟹ **সাযপাতং**, **সায**।

সাযক (বিণ) যেই ব্যক্তি স্বাদ লয় বা গ্রহণ করে, যেই ব্যক্তি অবগত হয় বা উপভোগ করে। ⟹ **সাযতি**।

সাযঞ্চ পাতো চ = **সাযপাতং**। ⟹ **সাযপাতং**, **সায**।

সাযণ্হ (পুং) সায়াহ্ন, অপরাহ্ণ, দিনের শেষভাগ, সন্ধ্যাকাল, বেলা তিনটার পর হইতে সন্ধ্যা পাঁচ বা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সময়, সন্ধ্যা। **সাযণ্হ সমযে**। (অধিকরণকারকে) **সাযণ্হে**।

সাযণ্হকাল (পুং) সায়াহ্নকাল, সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যার সময়।

সাযণ্হকালে (ক্রি-বিণ) সায়াহ্ন সময়ে, সন্ধ্যাকালে।

সাযণ্হ সময (পুং) = **সাযণ্হকাল**। ⟹ **সাযণ্হকাল**।

সাযণ্হসমযং (ক্রি-বিণ) সায়াহ্ন সময়ে, সায়াহ্নে, সন্ধ্যাকালে, দিনের শেষ, শেষ বেলায়।

সাযণ্হ সমযে = **সাযণ্হ সমযং**। ⟹ **সাযণ্হ সমযং**।

সাযণ্হে = **সাযণ্হ সমযং**। ⟹ **সাযণ্হ সমযং**, **সাযণ্হ**।

সাযততিযক—সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য। ⟹ **সায**।

সাযতরং (ক্রি-বিণ) বিলম্ব হইলেও সন্ধ্যাকালে। ⟹ **সায**।

সাযতি (ক্রি) [√সা+য] স্বাদ লওয়া, চাখা, চাখিয়া অনুভব করা, অবগত হওয়া, সামান্য খাওয়া বা পান করা, উপভোগ করা, বোধ করা, (খাদ্যদ্রব্যাদি-সম্বন্ধে) বিশেষ গন্ধযুক্ত হওয়া, ভক্ষণ করা, খাওয়া, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা। (তুলনীয়) **সংসাযতি**। (অতীত) **সাযি**। (অ-বিণ) **সাযিত**। (ব-বিণ) **সাযন্ত**, **সাযন্তো**। (ভ-বিণ) **সাযনীয**। (ক্রি-বি) **সাযিত্বা**।

সাযন (ক্লী) ১ আস্বাদন, আস্বাদ, তার, আস্বাদন শক্তি, অধিকতর পছন্দ, বিচারশক্তি, স্বাদ গ্রহণকরণ, চাখিয়া অনুভবকরণ, সামান্য ভোজন বা পানকরণ, উপভোগকরণ। ২ নাগবৃক্ষ। (তুলনীয়) **নাগ** (৩)। (জাতক) **বারণা সা যনা** = **নাগরুক্খা**। সাহিত্যে

ইহার পাঠ হইয়াছে "**বাষন**"; Kern. Toev.-এতে গ্রহণ করা হইয়াছে "**সাসন**"।

সাযনীয (বিণ) আস্বাদনীয়, আস্বাদন করিবার যোগ্য, আস্বাদজনক, সুস্বাদু, আনন্দজনক, মনোরম। ⟹ **সাযতি**।

সাযনহ—সায়াহ্ন, অপরাহ্ন, বৈকাল, সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকাল। = **সাযণ্হ**।

সাযপাতং (ক্রি-বিণ) সকালে বিকালে, প্রাতঃসন্ধ্যায়, সন্ধ্যাকালে এবং প্রাতঃকালে, সায়াহ্নে এবং প্রাতে। ⟹ **সায**।

সাযভত্ত (ক্লী) সান্ধ্যভোজন। = **সাযমাস**।

সাযমাস (পুং) সান্ধ্যাভোজন, নৈশ আহার, নৈশভোজন, দিনের শেষ আহার। = **সাযভত্ত**। ⟹ **সায**।

সাযাণ্হ (ক্লী) সায়াহ্ন, সন্ধ্যাকাল। = **সাযণ্হ**।

সাযিক (বিণ) শয়ন করিয়া রহিয়াছে এমন, ঘুমাইতেছে এমন, বিশ্রাম করিতেছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **বত্থুসাযিক**।

সাযিত (বিণ) স্বাদিত, স্বাদগ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, স্বাদ লইয়াছে এরূপ, উপভোগ করিয়াছে এরূপ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খাযিত সাযিত**। (তুলনীয়) **খাদিত, খাযিত, সাদিতর**। ⟹ **সাযতি**।

সাযিন (বিণ) শয়ন করিয়াছে এমন, পড়িয়া রহিয়াছে এরূপ, ঘুমাইতেছে এমন। (তুলনীয়) **সাযিক**।

সার (পুং) ১ সার, বৃক্ষের হৃদয় বা মজ্জা, শ্রেষ্ঠাংশ, বৃক্ষাদির সারভাগ, শক্তি, বল, তেজস্বিতা, সারাংশ, যেই কিছুর অন্তর্নিহিত এবং শক্ত অংশ, বৃক্ষের উৎকৃষ্ট অংশ-বিশেষ। ⟹ **ফেগ্গু**। ২ সার, সারভাগ, সারাংশ, দ্রব্য, বস্তু, আকৃতি, প্রকৃতি, পদার্থ, সম্পত্তি, বিষয়, ধন, তাৎপর্য, অস্তিত্ব, উপাদান, সুগন্ধি দ্রব্য, মনোনীত অংশ, পছন্দ মত অংশ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চন্দনসার**। (মধ্যম নিকায়) **সারে পতিট্‌ঠিতো**—সারবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, সারবস্তুকে ভিত্তি করা হইয়াছে এরূপ। ৩ মূল্য, অর্থমূল্য, (বীজগণিতের) মান, আবশ্যকতা, উপকারিতা, অর্থ, তাৎপর্য। (বিণ) সার, সারযুক্ত, অত্যাবশ্যক, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অতি চমৎকার, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরালো, সক্ষম, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ় সংকল্প, প্রবল, উগ্র, উজ্জ্বল, অধিকতরল করা হয় নাই এরূপ, তীব্র, কোনও সংখ্যাবিশিষ্ট, স্বরবর্ণের পরিবর্তন করিলে অতীতকাল গঠিত হয় এরূপ (ক্রিয়া)।

সারক (বিণ) সার পদার্থ আছে এমন, মূলসত্য রহিয়াছে এমন, সারক। (পুং) বার্তাবহ, দূত। (ক্লী) (যৌগিকে) **কটসারক**—মাদুর।

সারক্খ (বিণ) সতর্ক, অবহিত, সতর্কতার সহিত রক্ষা করে এমন।

সারক্খতি (ক্রি) = **সংরক্খতি**। ⟹ **সংরক্খতি**।

সারক্খা (স্ত্রী) রক্ষণাধীনে বা আশ্রয়ে অবস্থানকরণ (?), বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ।

সারগন্ধ (পুং) বৃক্ষের হৃদয় বা মজ্জার গন্ধ, চন্দন, সারগন্ধ, উত্তম গন্ধ।

সারগব্ভ—সারগর্ভ, কোষাগার, খাজাঞ্চিখানা, কোষবিভাগ, রাজস্ব বিভাগ।

সারগবেসিন (বিণ) সার গবেষিণ, সারগবেষী, সার গবেষণাকারী, শক্ত কাঠের অনুসন্ধানকারী, সারসন্ধানী, সারসংগ্রহকারী, সারগ্রাহী, শ্রেষ্ঠাংশ-গ্রাহক। = **সার পরিযেসন**।

সারগবেসী (বিণ) = **সার গবেসিন**। ⟹ **সারগবেসিন**।

সারজ্জ (ক্লী) ভীরুতা, ভয়, লাজুকতা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরিস সারজ্জ**।

সারজ্জতি (ক্রি) [সং+√রজ+য] সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দিত হওয়া, হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। (অতীত) **সারজ্জি**। (অ-বিণ) **সারত্ত**। (ক্রি-বি) **সারজ্জিত্বা**।

সারজ্জনা (স্ত্রী) আসক্তি, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধি অবস্থা, হতবুদ্ধিতা, নির্বোধ বা মোহিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি, জ্ঞানহীন বা হতবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি। = **সারজ্জিতত্ত**।

সারজ্জাযতি (ক্রি) হতবুদ্ধি হওয়া, দায়গ্রস্ত হওয়া, ঝঞ্ঝাটে ফেলা, জটিল করিয়া তোলা, লজ্জিত হওয়া।

সারজ্জিতত্ত (ক্লী) আসক্তি, যোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, জ্ঞানহীন অবস্থা, হতবুদ্ধি অবস্থা, নির্বোধ অবস্থা, মুগ্ধ বা মোহিত অবস্থা। = **সারজ্জনা**।

সারণা (স্ত্রী) স্মরণ, স্মরণকরণ, স্মৃতি গোচরকরণ, আপত্তিকরণ, প্রতিবাদকরণ।

সারত্ত (বিণ) অত্যন্ত অভিভূত বা উত্তেজিত, প্রেমোন্মত্ত, মোহিত, কামুকরূপে অনুরক্ত, গাঢ়ভাবে উৎসর্গীকৃত। (মহাবংস) **সারত্তমানসো**। ⟹ **সারজ্জতি**।

সারত্তচিত্ত (বিণ) যাহার মন আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়াছে এমন। (বিপ) **বিরত্তচিত্ত**।

সারত্তমানস (বিণ) = **সারত্তচিত্ত**। ⟹ **সারত্তচিত্ত, সারত্ত**।

সারত্তরত্ত (বিণ) অত্যন্ত আসক্ত, খুব অনুরক্ত।

সারথি (পুং) সারথি, রথাদির চালক, গাড়োয়ান, গাড়ি চালক, রথ চালক।

সারথী (পুং) = **সারথি**। ⟹ **সারথি**।

সারদ (বিণ) শারদ, শরৎকালীন, শারদীয়, বিনীত, এই বৎসরের নূতন বা টাটকা, নূতন, প্রশস্ত, অপ্রতিভ। (দীর্ঘনিকায়) **সারদ বীজানি**—শারদীয় নূতন বীজসমূহ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সারদ বাদর পণ্ডু**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় এক স্থানে বলা হইয়াছে—"শারদীয় বায়ুতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে"। চরিত্রে "**সারদ**" অর্থে:—অপক্ব, কাঁচা, অনভিজ্ঞ, দক্ষতাহীন, বহুদর্শী নহে এমন, অপরিণত, অসাময়িক, অকালোৎপন্ন। ⟹

সারজ্জ (ভীরুতা, লাজুকতা)। (বিপ) **বিসারদ**। Kindred Sayings-এতে সংযুক্ত নিকায়ের অনুবাদে ভুলবশত "সার+দ" = "সারদ" অর্থে "সার দিয়া" গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু বীজসমূহ সার প্রদান করে না, উহারা সার ধারণ করে; (তুলনীয়) **সারবন্ত**। অর্থকথা বর্ণনায় বলা হইয়াছে "**সারদাযিন**" ইহার কিছুটা সত্য, বস্তুত প্রকৃত নহে; "**সারদ**" শব্দের "**দ**" বর্ণটি "**অ+দ**" নহে; অধিকন্তু উক্ত চরিত্রের অর্থ বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে না।

সারদ বীজানি (ক্লী, বহুবচন) সারদীয় বীজসমূহ, শরৎকালীন নূতন বীজসমূহ, শরৎকালে বপনের বীজসমূহ অথবা নূতন সংগ্রহের বীজসমূহ। ⟹ **সারদ**।

সারদসময (পুং) শারদ সময়, শারদীয় সময়, শরৎকাল। সাধারণত ভাদ্র এবং আশ্বিন—এই দুই মাসকে শরৎকাল বলা হয়। = **সরদসময**।

সারদস্সাবিন (বিণ) সারদর্শী, যিনি অসার বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল সারবান বা মৌলিক বিষয় বা পদার্থই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ⟹ **দস্সাবিন** (১)।

সারদস্সাবী (বিণ) = **সারদস্সাবিন**। ⟹ **সারদস্সাবিন**।

সারদিক (বিণ) = **সারদ**। ⟹ **সারদ**।

সারদ্ধ (বিণ) উৎসাহী, প্রগাঢ়, গাঢ়, ক্রোধী, কোপনস্বভাব, সহজে উত্তেজনশীল, কামুক, সামান্য গরম, উষ্ণ, (লোক-সম্বন্ধে) গা-গরম, (বস্ত্রাদি-সম্বন্ধে) পরিহিত ব্যক্তিকে গরম রাখিবার উপযুক্ত, আগ্রহান্বিত, সাদর, ব্যগ্র, প্রীতিপূর্ণ, উত্তেজিত, প্রবল, প্রচণ্ড, আবেগপূর্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড শক্তি বা আঘাত দ্বারা কৃত, অসহ্য, চরম, ক্রুদ্ধ, ক্রোধপ্রকাশক। = **সংরদ্ধ**। (বিপ) **পস্সদ্ধকায**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সারদ্ধকায**।

সারদ্ধকায (বিণ) অসহ্য শরীরের, শরীরের অসহ্য, অসহ্যদেহ, ক্রুদ্ধদেহ, ক্রুদ্ধদেহের, প্রবল দেহের, প্রবলদেহ। ⟹ **সারদ্ধ**। (বিপ) **পস্সদ্ধকায**।

সারন (ক্লী) চলন, গমন। ⟹ **সরতি** (১)।

সারপরিযেসন (ক্লী) সার সন্ধানকরণ, শক্ত কাঠের অন্বেষণ, সারবান কাঠের সন্ধান, সারগ্রহণ, সারাংশ গ্রহণ। ⟹ **সারগবেসিন**।

সারভণ্ড (ক্লী) = **সারভণ্ডক**। ⟹ **সারভণ্ডক**।

সারভণ্ডক (ক্লী) সারবান বা উৎকৃষ্ট জিনিসের আঁটি, সারভণ্ড।

সারভূমি (স্ত্রী) সারভূমি, উর্বর ভূমি, উৎকৃষ্ট মাটি।

সারমকখময (বিণ) [সারং+অকখময] = **সারময**। ⟹ **সারময**।

সারমঞ্জুসা (স্ত্রী) সার মঞ্জুষা, পছন্দমত উৎকৃষ্ট কাঠের প্রস্তুত পেটরা বা বাক্স।

সারময (বিণ) সারময়, সার ব্যতীত আর কিছু নাই এমন, সর্বত্র সারযুক্ত, সারবান শক্ত কাঠের প্রস্তুত, সারময় শক্ত কাঠযুক্ত। (জাতক অর্থকথায়) **সারমকখময**। ⟹ **ফেগ্গুক**।

সারমেয (পুং) সারমেয়, কুকুর; (সাহিত্যে) সরমার পুত্র।

সারমেযী (স্ত্রী) সারমেয়ী, কুকুরী।

সারম্ভ (পুং) ১ উগ্র অবস্থা, প্রচণ্ডতা, রাগ, ক্রোধ। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **সসংরম্ভ**। ২ বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধুবিচ্ছেদ। ৩ অহঙ্কার, গর্ব, ঔদ্ধত্য, দেমাক, আত্মমর্যাদা জ্ঞান, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়। ৪ জীবিত প্রাণিদিগকে বধ বা বিপদগ্রস্তকরণ। (তুলনীয়) **সমারম্ভ**।

সারম্ভকথা (স্ত্রী) ক্রুদ্ধ কথা, গর্বিত কথা, উদ্ধত ভাব, দাম্ভিকতা, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব।

সারম্ভর কথা (স্ত্রী) সারম্ভ কথা, ভূমিকা দিয়া কথা, আড়ম্বরযুক্ত কথা। = **যুগগ্গাহ কথা**।

সারম্ভিন (বিণ) প্রচণ্ড, উগ্র, প্রবল।

সারবন্ত (বিণ) সারবান, মহার্ঘ, দামি, মূল্যবান, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, শাঁস বা মজ্জা আছে এমন (শস্য ও বৃক্ষাদি সম্বন্ধে কথিত)। = **দড়্**; (বিপ) **পলাপ**।

সারবন্তু (বিণ) = **সারবন্ত**। ⟹ **সারবন্ত**।

সারস (পুং) সারসপক্ষী, জলচর পক্ষী। = **কোঞ্চ**।

সারসুবণ্ণ (ক্লী) খাঁটি সোনা, অকৃত্রিম স্বর্ণ। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বিম্বিসার মহারাজার নাম-সম্বন্ধীয় বর্ণনায় ইহা দৃষ্ট হয়।

সারসূচি (স্ত্রী) শক্ত কাঠ দ্বারা প্রস্তুত ছুঁচ বা সুচ।

সারাগ (পুং) অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, পীড়া, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধিতা, হতবুদ্ধি অবস্থা। (তুলনীয়) **সংরাগ**।

সারাগিন (বিণ) আসক্ত, অনুরক্ত, সংলগ্ন।

সারাণীয (বিণ) [Trenckner এর মতে—"**সরণ**" অর্থাৎ "**সরণ**" (১ অথবা ২) (?)। Kern. Toev.-এতে অনুমান করা হইয়াছে বৌদ্ধ সংস্কৃত "সংরঞ্জনীয়" যাহার অর্থ "আনন্দনীয়, উপভোগ্য, সন্তুষ্টিদায়ক"। ⟹ **রঞ্জতি**। বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে—"**সারাযনিয**" যাহা অবদান শতকে এবং দিব্যাবদানে পাঠ হইয়াছে— "সংরঞ্জনী" এবং "সংরঞ্জনীয়"। জাতক অর্থকথায় "**সরণ**" (৩) শব্দ হইতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**সারিতব্ব-যুত্তক কথা**"-এর ন্যায় "**সারনীয কথা**"] যাহা স্মৃতিতে রাখা বা মনে রাখা উচিত, স্মরণীয়, যাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য, বিনীত, শিষ্ট, ভদ্র, শিষ্টাচারযুক্ত, সুশীল, (সুখী করিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, আনন্দদায়ক করিয়া) সদ্ভাবসূচক, বন্ধু সদৃশ, মিত্রভাবাপন্ন। (যৌগিকে) **সারানীয কথা**; "**সারানীয ধম্ম**" অথবা "**ধম্মকথা**"।

সারাণীযং বীতিসারতি = **সারাণীযং বীতিসারেতি**। ⟹ **সারাণীযং বীতিসারেতি**।

সারাণীযং বীতিসারেতি (ক্রি) (বৌদ্ধসংস্কৃত—ব্যতিসারযতি) প্রীতিপূর্ণ আলাপ করা, পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করা, (দুইজনের মধ্যে) কথা বলা

বা অনুমোদন করা, (অভ্যর্থনা বা অভিনন্দন) বিনিময় করা, উদ্দেশ্য বা সম্বোধন করিয়া কিছু বলা বা লেখা, কথোপকথন করা, কথা বলা, আলাপ করা, গল্প করা, অভিবাদন করা, সম্ভাষণ করা। (বি-ভা) **সারাণীযং সম্মোদনীযং কথং বীতিসারেতি** (= বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতক—"সম্মোদনীং সংরঞ্জনীং বিবিধাং কথং ব্যতিসারয়তি")। জাতকে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় "**সারণীযং বীতিসাটরম্হ**"; বর্ণনায়—"**সারষিম্হ**"। ⟹ **সারণীয**।

সারাণীযা কথা—সম্ভাষণসূচক কথা, ভদ্রোচিত কথা, ভদ্র আলাপ, বিনীত কথা। (বি-ভা) **সম্মোদনীযং কথং সারাণীযং বীতিসারেতি**; (মধ্যম নিকায় অর্থকথায়) **অনুস্সরিযমান সুখতো সারাণীযা কথা**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতক—"সম্মোদনীং সংরঞ্জনীং বিবিধাং কথা ব্যতিসার্য")। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সারাণীযং কথং কথেতি**। ⟹ **সারাণীয**।

সারাণীযা ধম্মা—অনুরঞ্জনের অবস্থা, সন্তুষ্টি সাধনের অবস্থা, পুনর্মিলনের অবস্থা, শান্তকরণের অবস্থা, ভ্রাতৃবৎ অবস্থান। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) সংরঞ্জনীযং ধর্মং সমাদায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সারাণীযং ধম্মকথং সুণাতি**। ⟹ **সারাণীয**।

সারাণীযা ধম্মকথা = সারাণীযা ধম্মা। ⟹ **সারাণীযা ধম্মা**।

সারাদাযিন (বিণ) যাহা সারপদার্থ অথবা মূলসত্য উহা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় অথবা অর্জন করিতে পারা যায় এমন, সারদায়ী, সারবস্তু প্রদানকারী।

সারাদাযী (বিণ) = **সারাদাযিন**। ⟹ **সারাদাযিন**।

সারি (স্ত্রী) শারি, শারী, শারিকা, পক্ষীবিশেষ, শালিক, ময়না, পাশাক্রীড়া ইত্যাদির বল বা গুটি, বীণাদি বাজাইবার ছড়ি বা যষ্টি, পাশক, অক্ষগুটিকা, যুদ্ধার্থ সজ্জিত হস্তীর পালান, প্রতারণা, গীত-বিশেষ, কপট। (তুলনীয় সংস্কৃত) শারি।

সারিন (বিণ) ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, ভ্রমণকারী, অর্থহীন ভ্রমণকারী, বিভ্রান্ত, মানসিক বিকারগ্রস্ত, অনুকরণকারী, পশ্চাদ্‌গামী, পরবর্তী, অনুরূপ কার্যকরী, আদেশমত কার্যকারী।

সারিপুত্ত (পুং) সারিপুত্র, সারিপুত্র নামক মহাগুণসম্পন্ন মহাশক্তিধারী একজন অর্হত ভিক্ষু। সারিপুত্রের মায়ের নাম ছিল সারি। মায়ের নাম সারি হইতে ইনি সারিপুত্র নামে পরিচিত। সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ছিলেন। ইনি বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য মৌদ্‌গল্যায়ণের আজন্ম পরম বন্ধু ছিলেন। রাজগৃহের অদূরবর্তী নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী নালক বা উপতিষ্য নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইনি বাল্যকালে এবং গৃহী অবস্থায় গ্রামের নামানুসারে উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ণ নালক বা উপতিষ্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী কুলিত গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য তিনি গ্রামের নামানুসারে বাল্যকালে এবং গৃহী অবস্থায় কুলিত নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহারা বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারা দুইবন্ধু সঞ্জয় নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট বেদশিক্ষা করিতেন। ত্রিবেদের কোথাও মুক্তির সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা দুই বন্ধু চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হইল তাঁহারা দুইজনের মধ্যে যদি কেহ মুক্তির সন্ধান পান একে অন্যকে জানাইবেন। একদিন বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষু অশ্বজিত ভিক্ষাচরণে বহির্গত হইলে ঘটনাক্রমে সারিপুত্রের সহিত তাঁহার দেখা হয়। সারিপুত্র তাঁহার সর্বৈব বিনীত আচরণ নীতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন এবং ভিক্ষু অশ্বজিতের ভিক্ষাচরণ হইতে অবসর গ্রহণের অপেক্ষায় নির্বিবাদে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। ভিক্ষু অশ্বজিত ভিক্ষাচরণের পর একস্থানে বসিয়া আহার করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে সারিপুত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করেন:—

যে ধম্মা হেতুপ্পভাবা,
তেসং হেতু তথাগতো আহ;
তেসঞ্চ পি নিরোধা,
এবম্বাদী মহাসমণো।

অর্থাৎ:—

হেতু প্রভাবে যে ধর্ম হয় প্রভাবিত,
সে হেতুর বর্ণনা করেন তথাগত।
তাহাও নিরোধ হয় করহ শ্রবণ,
এ কথা সদা বলেন মহাশ্রমণ।

এই গাথার অর্থ জ্ঞাত হইয়া সারিপুত্র প্রীত হইলেন। পরে বন্ধুর নিকট উক্ত গাথা ব্যক্ত করিলে তিনিও ইহার অর্থ জ্ঞাত হইয়া সন্তুষ্ট হন। দুইবন্ধু সন্তুষ্ট হইয়া প্রীত মনে বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অচিরেই তাঁহারা বুদ্ধের শাসনে মহাজ্ঞানের সহিত অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের মহাগুণ অনুসারে সারিপুত্র হইলেন বুদ্ধের প্রধান মহা অগ্রশ্রাবক বা প্রধান শিষ্য এবং মৌদ্‌গল্যায়ণ হইলেন দ্বিতীয় মহা অগ্রশ্রাবক। ⟹ **মোগ্গল্লায়ন**।

সারী (বিণ) = **সারিন**। ⟹ **সারিন**। এই শব্দটি যৌগিকে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সারীরিক (বিণ) শারীরিক, শরীর-সম্বন্ধীয়, দৈহিক, কায়িক। (ক্লী) শারীরিক ধাতু, দেহাবশিষ্ট।

সারীরিকং চেতিযং (ক্লী) শারীরিক চৈত্য। বুদ্ধের অস্থি, চুল, ইত্যাদি শরীরস্থ বস্তুর মধ্যে যে কোনো একটি বস্তুর উপর পূজার নিমিত্ত যে মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয় উহারই নাম শারীরিক চৈত্য। ইহা ত্রিবিধ চৈত্যের মধ্যে একটি। ত্রিবিধ চৈত্য, যথা—**পরিভোগিক চেতিয, সারীরিক চেতিয, উদ্দেসিক চেতিয**। ⟹ চেতিয।

সারীরিক চেতিয = সারীরিকং চেতিযং। ⟹ সারীরিকং চেতিযং।

সারীরিক ধাতু (স্ত্রী) = **সরীরিক ধাতু। ⟹ সরীরিক ধাতু।**

সারূপ্প (ক্লী) (বৌদ্ধসংস্কৃত—সারূপ্য, সারোপ্য) সারূপ্য, সমানরূপ্যতা, সমান অবস্থা, মুক্তিবিশেষ, যেই ব্যক্তি যাদৃশ আলম্বন গ্রহণে ধ্যানে রত থাকেন তৎসমান অবস্থায় মুক্তি বা তদবস্থা প্রাপ্ত। (বিণ) উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, ঠিক, সঙ্গত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত। (জাতক) **পরিব্বাজক সারূপ্প**—পরিব্রাজকের উপযোগী বা মানানসই।

সারেতি (ক্রি) [√সর+এ] ১ চালিত করা, পরিচালিত করা, যাইতে দেওয়া, বরাবর চলিতে দেওয়া বা চালাইয়া নেওয়া। ⟹ **সরতি** (১)। ২ স্মরণ করাইয়া দেওয়া, স্মৃতিগোচর করা। ⟹ **সতি** (৩)। (ব-বিণ, কর্মবাচ্যে) **সারিযমান**। ৩ = **সরতি**। ⟹ **সরতি** (৪)। (বিনয়) **সিথকেন সারেতি**—চূর্ণ করা অথবা মধুখ বা মোম মিশ্রিত করা। (তুলনীয়) **সরিতক, বীতিসারেতি**। (অতীত) **সারেসি**। (অ-বিণ) **সারিত**। (ভ-বিণ) **সারেতব্ব**। (ক্রি-বি) **সারেত্বা**।

সারোপিন (বিণ) [সং+রোপিন] আরোগ্যক্ষম, আরোগ্যকারী, মৃদু। (তুলনীয়) রোপেতি (১), **রূহতি** (১)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বণ সারোপিন**।

সাল (পুং) ১ শাল, শালবৃক্ষ। ২ শালা, শ্যালক, পত্নীর ভাই। = **সালক**।

সালক (পুং) শালা, শ্যালক, পত্নীর ভাই। = **সাল** (২)।

সালককিমি—একজাতীয় কীট, অতি ক্ষুদ্র বা অতি সূক্ষ্ম কীট-বিশেষ।

সাল-কীলা—শালবনে ক্রীড়া, শালবৃক্ষের বনে আমোদ-প্রমোদ। ⟹ **কীলা**।

সালমালক—শালবৃক্ষ দ্বারা বেড়া দেওয়া বা বেষ্টিত স্থান।

সালয (বিণ) আসক্তি আছে এমন, আসক্ত হইয়া, অনুরক্ত হইয়া, ঈপ্সিত, পরিকল্পিত, অভিপ্রায়যুক্ত।

সালরুক্খ (পুং) শালবৃক্ষ, শালগাছ।

সাললট্‌ঠি (স্ত্রী) ছোট শাল গাছ, শালগাছের অঙ্কুর, শালগাছের পল্লব বা মঞ্জরী।

সালবন (ক্লী) শালবন, শালগাছের বন।

সালা (স্ত্রী) শালা, বিশ্রামাগার, গৃহ, ঘর, বড় ঘর বা হলঘর, বড় কক্ষ, চালা ঘর, কুঁড়ে ঘর, আস্তাবল ইত্যাদি। (বিনয়) **অগ্গিসালা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আসনসালা**। (বিনয়) **উদপানসালা; উপট্‌ঠান সালা; কঠিন সালা**। (জাতক) **কীলসালা**। (দীর্ঘনিকায়) **কুতূহলসালা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুম্ভকারসালা; রথসালা**। (সংযুক্ত নিকায়) **গিলানসালা**। (বিনয়) **জন্তাঘারসালা; পানিযসালা; হত্থিসালা**। (জাতক) **দানসালা**। (মধ্যম নিকায়) **দ্বারসালা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভত্তসালা; রজনসালা**। (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **যঞ্ঞসালা**।

সালাকিয (ক্লী) চোখ ওঠা চক্ষু প্রদাহ ইত্যাদি চক্ষুরোগ। (তুলনীয় সুশ্রুত গ্রন্থ) শালাক্য।

সালি (পুং) শালিধান্য, শালি, কলমাদি ধান্য, আমন ধান, শালি ধানের চাউল, উৎকৃষ্টজাতীয় চাউল। = **সালিধঞ্ঞ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সালিযবক**—শালিধান্য এবং যবধান্যের চাউল। (বহুবচনে) **সালিযো**। (সম্বন্ধপদ বহুবচনে) **সালিনং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লোহিতক সালি**।

সালিক (বিণ) শালিধান্য বা শালিধান্যের চাউল-সম্বন্ধীয়, শালিধান্যের চাউলের, আমনধানের চাউল।

সালিকা (স্ত্রী) শালিকা, স্ত্রীজাতীয় শালিক পক্ষী, ময়না পক্ষী। ⟹ **সালিয, সাড়িকা। সালিয, সালিকা, সালিযা**—এইগুলি একই জাতীয় পক্ষী কিন্তু তোতা পক্ষী নহে।

সালিক্খেত্ত (ক্লী) শালিক্ষেত্র, শালিধান্যের খেত, আমন ধানের খেত।

সালিগব্ভ (পুং) ছোট শালিধান পাকানো বা পক্বকরণ, ছোট আমনধান পাকানো।

সালিতণ্ডুল (ক্লী) শালিতণ্ডুল, আমনধানের চাউল, শালিধান্যের চাউল। ⟹ **তণ্ডুল**।

সালিত্তক (ক্লী) ফিঙ্গ, কণ্ঠা, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, নিক্ষেপ, নিক্ষেপণ, কিছু ঝুলাইবার জন্য বন্ধনী, হস্তবন্ধনী, পাথর ছুড়িয়া মারিবার প্রাচীন যুদ্ধের যন্ত্র(?), নিক্ষেপ করণ, পাথর নিক্ষেপণ, পাত্র বা হাঁড়ি ভাঙ্গা চাঁড়াদি নিক্ষেপণ।

সালিত্তক সিপ্প (ক্লী) পাথরাদি নিক্ষেপণ বিদ্যা।

সালিধঞ্ঞ (পুং) শালিধান্য, আমনধান, কলমাদি ধান্য, যষ্টিকাদি ধান্য, গন্ধমার্জার। ⟹ **ধঞ্ঞ** (১)।

সালিন (বিণ) চমৎকার। = **সালীন**।

সালিবীজ (ক্লী) শালিধান্যের বীজ। ⟹ **সালিধঞ্ঞ**।

সালিভত্ত (ক্লী) শালিধান্যের চাউলের ভাত, আমন ধানের সিদ্ধ চাউল বা পক্ব অন্ন।

সালিভত্তচাটি (স্ত্রী) অন্নপাত্র, ভোজনপাত্র, ভাতের থালা, ভাতের হাঁড়ি, ভাত রাখার পাত্র। ⟹ **চাটি**।

সালিভোজন (ক্লী) শালিধানের চাউলের অন্নভোজন, আমনধানের চাউল সিদ্ধ অন্নের খাদ্য।

সালিয (স্ত্রী) = **সালিকা**। ⟹ **সালিকা**।

সালিযচ্ছাপ = **সালিযছাপ**। ⟹ **সালিযছাপ**।

সালিয ছাপ (পুং) শালিক বা ময়না পাখির শাবক।

সালিযবক—শালি ধান এবং যবধান। ⟹ **যবক, সালি**।

সালিয বচন (ক্লী) শালিক বা ময়না পাখির গল্প। ইহাকে "**সুবখণ্ড**" শব্দরূপেও পাঠ করা হইয়াছে।

সালিযা (স্ত্রী) = **সালিকা**। ⟹ **সালিকা**।

সালী (পুং) শালিধান্য, আমন ধান। = **সালি**।
সালীন (বিণ) উৎকৃষ্ট (চাউল)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সালিনং ওদনং**; (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান) শালীনং ওদনং।
সালুক (ক্লী) শালুক, শালূক, শাপলা পদ্ম প্রভৃতির মূল। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সালুক মুট্‌ঠি**।
সালূক (ক্লী) = **সালুক**। ⟹ **সালুক**। (পুং) একটি শূকরের নাম-বিশেষ। ⟹ **সূকর**।
সালূর (পুং) কুকুর। (জাতক) **সালূর সঙ্ঘ**। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ "সালূর" অর্থে "ভেক"।
সালূরসঙ্ঘ (পুং) কুকুরের দল। = **সুনখগণ** (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **সালূর**।
সালোক (পুং) [স+আলোক] দৃষ্টি, দর্শন, দর্শনশক্তি, দৃশ্য, দৃষ্টিসীমা, নকশা, মত, ধারণা, অভিপ্রায়। (বিনয়) **সালোক তিট্‌ঠতি**—খোলাস্থানে দৃষ্টিসীমার মধ্যে দাঁড়ানো বা নিজকে প্রকাশ বা প্রদর্শন করা।
সালোহিত (পুং) [স+লোহিত] জ্ঞাতি, রক্তসম্বন্ধ, সগোত্র। (বিনয়) **সালোহিত ঞাতি**।
সালব (পুং) ১ একপ্রকার থালা বা পাত্রসহ খাদ্য। সম্ভবত ইহা "কাঁচা শাকসবজির চাটনি বা সালাদ যাহা '**লম্বিল**' (⟹ **লম্বিল**) এর ন্যায় প্রদত্ত হয়" অর্থাৎ ("**বদর**" অথবা "**কপিট্‌ঠ**" দ্বারা প্রস্তুত) কটু বা ধারক (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ "শাড়ব" যাহার ভিন্ন প্রকার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ২ কাঁচা শাকসবজির চাটনি, সালাদ।
সালিক (পুং) শালিক, ময়নাপাখি। ⟹ **সালিকা**, **সালিয**।
সালিকা (স্ত্রী) শালিকা, স্ত্রীজাতীয় শালিক বা ময়নাপাখি। ⟹ **সালিকা**।
সালিযা (স্ত্রী) = **সালিযা**। ⟹ **সালিযা**। = **সালিকা**, **সালিকা**।
সালূর (পুং) কুকুর। = **সালূর**, **সুনখ**।
সাব—রস, ক্বাথ, ঝোল, সুরুয়া।
সাবক (পুং) ১ শ্রাবক, শ্রবণকারী অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ধর্মবিষয় শ্রবণ-ধারণ-পালন করে, ছাত্র, শিষ্য। (তুলনীয়) **অরিয সাবক**, **অগ্‌গসাবক**, **মহাসাবক**। ২ বাচ্চা, শাবক, (পক্ষীর) ছানা।
সাবকত্ত (ক্লী) শ্রাবকত্ব, শিষ্যত্ব অবস্থা।
সাবক পারমী ঞাণ (ক্লী) শ্রাবক বা বুদ্ধশিষ্যের পারমী পূর্ণতার জ্ঞান। ⟹ **ঞাণ**।
সাবকযুগ (পুং) শ্রাবকযুগল (অর্থাৎ সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ণ), শিষ্যযুগল, শিষ্যদ্বয়, যুগ্মশিষ্য। ⟹ **যুগ** (২)।
সাবক সঙ্ঘ (পুং) শ্রাবকসঙ্ঘ, শিষ্যমণ্ডলী, বুদ্ধের মার্গফললাভী শিষ্যগণ, শ্রাবকগণ, শ্রাবক শিষ্যদল, বুদ্ধের মার্গফললাভী অষ্টবিধ আর্যসঙ্ঘ বা আর্য-জনসমবায়। (সংযুক্ত নিকায়) **চত্তারি পুরিস যুগানি অট্‌ঠ পুরিস পুগ্‌গলা**। ⟹ **সঙ্ঘ** (১)।
সাবকা (স্ত্রী) = **সিবিকা**। ⟹ **সিবিকা**।
সাবজ্জ (বিণ) সাবদ্য, সদোষ, দোষযুক্ত, নিন্দনীয়, অপবিত্র, অপরিশুদ্ধ, বিশ্রী, অনুমোদনের অযোগ্য, নিন্দার্হ, দোষবহ, অসম্পূর্ণ। (বিপ) **অনবজ্জ**। (ক্লী) যাহা নিন্দার্হ তাহা, দোষ, অপরাধ, পাপ। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **মহাসাবজ্জ**, **অপ্পসাবজ্জ**।
সাবজ্জকম্ম (ক্লী) পাপকার্য, নিন্দনীয় কার্য, দোষবহ কার্য, নারকীয় কার্য। (বিপ) **অবজ্জ কম্ম**। ⟹ **কম্ম**(৩)।
সাবজ্জতা (স্ত্রী) দোষ, পাপ, পাপাসক্তি, নিন্দা।
সাবজ্জভোগিন = **মুগ্‌গসূপ্যতা**। ⟹ **মুগ্‌গসূপ্যতা**।
সাবট (ক্লী) অক্ষ বা পাশাখেলায় এক প্রকার দাম ফেলিবার নাম। (জাতকে) **সাবট্ট**।
সাবট্ট (বিণ) [স+আবট্ট] আবর্ত আছে এরূপ পাক বা ঘূর্ণিজল আছে এমন। (ক্লী) = **সাবট**। ⟹ **সাবট**।
সাবণ (ক্লী) প্রকাশ্যে কথন, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষিত সংবাদ, প্রচার, ঘোষণাপত্র, ইস্তাহার। = **সাবন**। (পুং) শ্রাবণমাস, একমাসের নাম, আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস, (ইংরেজি মাসে) জুলাই হইতে আগস্ট পর্যন্ত একমাস। ⟹ **মাস** (১)।
সাবণমাস (পুং) শ্রাবণমাস। ⟹ **মাস** (১), **সাবণ** (পুং)।
সাবত্থী (স্ত্রী) শ্রাবস্তী, পূর্বকালীন কোশল রাজ্যের প্রধান নগরের বা রাজধানীর নাম, ভারতের উত্তরপ্রদেশস্থ এক প্রাচীন রাজ্যের নাম (ইহার বর্তমান পরিচিতি—বলরামপুর শহরের নিকটবর্তী "শায়েত মায়েত" নামক স্থান)।
সাবন (ক্লী) উচ্চশব্দ, উচ্চৈঃস্বর, ঘোষণা, শব্দ, কথা, বক্তৃতা। = **সাবণ**(ক্লী)।
সাবসেস (বিণ) সাবশেষ, অবশিষ্ট আছে এরূপ, অসম্পূর্ণ, বাকি আছে এরূপ, এখনও করিবার কিছু অংশ বাকি আছে এরূপ, যেই পাপ বা অপরাধ আরও করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধীয়। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সাবসেস পাঠ**—(বহি-সম্বন্ধে) যেই পাঠে আরও কিছু অংশ পড়িবার বাকি আছে।
সাবি (পুং) সজারু। ইহার পরিবর্তে বর্মাগ্রন্থে "**সামি**" শব্দ দৃষ্ট হয় এবং "**সাসি**" শব্দও দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) মনু।
সাবিকা (স্ত্রী) শ্রাবিকা, শিষ্যা, ছাত্রী, শ্রবণকারিণী অর্থাৎ যেই স্ত্রীলোক ধর্মবিষয় শ্রবণ-ধারণ-পালন করে। (তুলনীয়) **অরিযা সাবিকা**, **অগ্‌গ সাবিকা**, **মহাসাবিকা**। ⟹ **সাবক**।
সাবিত্তী (স্ত্রী) বৈদিক গাথায় বা শ্লোকে "সাবিত্রী"। = **সাবিত্থী** (বিনয়)।
সাবিত্থী (স্ত্রী) = **সাবিত্তী**। ⟹ **সাবিত্তী**।
সাবেতর (পুং) যেই ব্যক্তি অপরকে ধর্মবিষয়াদি শ্রবণ করায়, যেই ব্যক্তি ধর্মবিষয়াদি ভাষণ করে বা বলে।

সাবেতি (ক্রি) [√সু+এ] শ্রবণ করানো, শুনানো, জ্ঞাপন করা, প্রচার করা, ঘোষণা করা, বলা, কহা, প্রকাশ করা, শ্রবণ করার কারণ করা, ধীরে ধীরে গমন করানো বা চালানো, বর্ণনা করা, জানানো, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বুঝা, আদেশ করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা, শুনিবার কারণ করা, খেলা করা। (বিনয়) **নামং সাবেতি**—উচ্চৈঃস্বরে বা চিৎকার করিতে করিতে কাহারও নাম ঘোষণা করা। (জাতক) **মং দাসী'তি সাবয**—আমাকে আপনার দাস বা দাসী বলিয়া ঘোষণা করুন। Kern. Toev.-এতে মনে করা হইয়াছে ইহার পাঠ হইবে "সাটেতি"। আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপক বা সনন্তক্রিয়ায়:— (দীর্ঘনিকায়) **সুস্সূসতি;** ইহাকে প্রায়ই লেখা হয় "**সুস্সূযতি**"; (মধ্যম নিকায়) **সুস্সূসন্তি**। ⟹ **সুণাতি, সেবেতি**। (অতীত) **সাবেসি**। (অ-বিণ) **সাবিত**। (ব-বিণ) **সাবেন্ত, সাবযমান**। (ভ-বিণ) **সাবেতব্ব**। (ক্রি-বি) **সাবেত্বা**।

সাবেতু (পুং) যেই ব্যক্তি ঘোষণা করে, যেই ব্যক্তি বক্তব্য প্রকাশ করে।

সাস (পুং) হাঁপানি কাশ, শ্বাসরোগ।

সাসঙ্ক (বিণ) [স+আসঙ্ক] বিপজ্জনক, ভয়ানক, ভীতিজনক, ভীরু, ভীত, ভয়জনিত, সন্দিগ্ধ, সন্দেহব্যঞ্জক, সন্দেহপ্রবণ, সন্দেহজনক, বিশ্বাসহীন। (বিপ) **খেম**।

সাসতি (ক্রি) [√সাস+অ] শাসন করা, শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, পড়ানো, শিক্ষকতা করা, জ্ঞাত করা, পরিচালিত করা, আদেশ করা, আধিপত্য করা, দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া, নায়ক হওয়া, অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া, দমন করা, বশীভূত করা, ব্যবস্থা দ্বারা স্থির করা, নিয়মিত করা, রুল করা, সোজা কসি টানা, মীমাংসা করা, ব্যবস্থা করা, (ব্যবসায়ে) গড়ে দাঁড়ানো, বলা, বর্ণনা করা, সংখ্যা করা, গণনা করা, জানানো, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বুঝা, স্থির করা, চিনা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, ফলপ্রদ হওয়া, বিবরণ দেওয়া। (জাতক) **দূতানি সাসতি** = পেসেতি (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **সাসি**। (অ-বিণ) **সাসিত, সত্থ** (৪ক), **সিট্‌ঠ**। (তুম্) **সাসিতুং**= **অনুসাসিতুং**(জাতক অর্থকথা)।

সাসন (ক্লী) শাসন, দণ্ড, দমন, আজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, প্রতিপালন, লিখিত পত্র, আজ্ঞাপত্র, সনন্দ, শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, ক্রম, সুশৃঙ্খলা, বিন্যাস, নিয়ম, পদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা, সুশাসনের অবস্থা, লিখিত নির্দেশ, বর্ণ, শ্রেণী, সমাজ, সম্প্রদায়, ক্রয় করিবার নির্দেশ, ধর্ম সম্প্রদায়, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, রকম, প্রকার, (ক্ষুদ্রতম জাতি হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর জাতি হইতে ক্ষুদ্রতর) সমশ্রেণীর প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সমবায়, সংবাদ, বার্তা, বাণী, মতবাদ, তত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রের সত্যবিশেষ, শিক্ষা। (বিনয়) **বুদ্ধানং সাসনং**—বুদ্ধগণের শাসন বা উপদিষ্ট ধর্ম; **দূতস্স সাসনং আরোচেসি**—দূতকে সংবাদ প্রদান করিল।

সাসনকর (বিণ) আদেশ এবং উপদেশ রক্ষা করিতে স্বীকৃত, শাসন এবং শিক্ষা গ্রহণ করিতে বা মানিয়া চলিতে সম্মত।

সাসনকারক (বিণ) = **সাসনকর**। ⟹ **সাসনকর, কারক** (পুং)।

সাসনকারিন (বিণ) = **সাসনকর**। ⟹ **সাসনকর**।

সাসনকারী (বিণ) = **সাসনকর**। ⟹ **সাসনকর**।

সাসনন্তরধান (ক্লী) [সাসন+অন্তরধান] বুদ্ধের শাসন বা ধর্ম অন্তর্ধান, বুদ্ধের উপদেশ বা শিক্ষার বিলোপ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) ভগবান কশ্যপবুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে কথিত (তুলনীয়—"**সাসনে পরিহাযমানে**"—সূত্রনিপাত অর্থকথা) এবং বিভঙ্গ অর্থকথায় বৌদ্ধধর্মের উন্নয়ন বা সম্প্রসার-সম্বন্ধে তিনটি নির্দিষ্ট বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, যেমন—**সাসন-ঠিত-কাল, সাসন ওসক্কন-কাল, সাসন-অন্তরধান**।

সাসনলিঙ্গ (ক্লী) শাসনচিহ্ন, ধর্মের গুণ বা লক্ষণ, শাসনসীমা, আদেশের স্বাক্ষর বা নামের চিহ্ন। ⟹ **শাসন, লিঙ্গ** (১)।

সাসনহর (পুং) দূত, সংবাদবাহক।

সাসনহর জোতক—আদেশ গ্রহণ করিয়া।

সাসনাবচর (বিণ) বুদ্ধের ধর্মের শাসন বা নিয়ম পালন করে এমন।

সাসনিক (বিণ) শাসনিক, শাসনের, শাসন-সম্বন্ধীয়, বৌদ্ধধর্মের সহিত সম্পর্কিত বা সম্বন্ধযুক্ত, ধর্মসংযুক্ত, শাসন সংযুক্ত।

সাসপ (পুং) সর্ষপ, সরিষা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাসপতেল**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **আর'গ্‌গে**।

সাসপকুট্ট—সর্ষপচূর্ণ, সরিষার গুঁড়া বা পাউডার। = **সাসপকুড্ড**। ⟹ **কুট্ট** (১)।

সাসপকুড্ড = **সাসপকুট্ট**। ⟹ **সাসপকুট্ট**।

সাসপতেল (ক্লী) সর্ষপ তৈল, সরিষার তৈল। ⟹ **তেল**।

সাসপধূপন (ক্লী) সর্ষপ দ্বারা তরকারি সুস্বাদুকরণ। ⟹ **ধূপন**।

সাসব (বিণ) দুশ্চরিত্রতাযুক্ত, নীতিভ্রষ্টতা সংযুক্ত, আসব বা আসক্তিযুক্ত, আস্রব সংযুক্ত, মদ্যসংযুক্ত, দুঃখ বা ক্লেশ সংযুক্ত, আসবের সহিত।

সাসি = **সাবি**। ⟹ **সাবি**।

সাসিতুং ⟹ **সাসতি**।

সা সুদং—বরং সেই স্ত্রীলোকটি, ঠিক সেই স্ত্রীলোকটি। ⟹ **সুদং**।

সাস্‌সুদং [সা+সুদং] = **সা সুদং**। ⟹ **সা সুদং**।

সাহ—ছয়দিন। = **ছদিবস**। (তুলনীয়) **ছাহ**।

সাহং [সো+অহং] সেই আমি, একমাত্র আমিই।

সাহখিক (বিণ) নিজহাতে করা বা গড়া, স্বহস্তে কৃত বা গঠিত বা নির্মিত।

সাহস (ক্লী) সাহস, প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অনিষ্ট, স্বেচ্ছাচারী কার্য, ইচ্ছানুযায়ী কাজ, অনিয়মিত ব্যবহার বা আচরণ, সাহসের কাজ, হৃদয়ের শক্তি, মনের বল, অন্তঃকরণের বিক্রম, উৎসাহ, নির্ভর, ভয়রাহির্ত্য দ্বেষ, অনৌচিত্য, দণ্ড, সহসা কৃতকর্ম, অবিমৃষ্যকরণ, দুষ্কর্ম, অত্যাচার, দস্যুবৃত্তি, বলপূর্বক কৃত দুষ্কার্য। (বিণ) সত্বর, দ্রুত, অবিমৃষ্যকারী, ক্রোধী, ক্রোধপ্রবণ, প্রবল, প্রচণ্ড, আবেগপূর্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড শক্তি বা আঘাত দ্বারা কৃত, অসহ্য, চরম।

সাহসং = **সাহসেন**। ⟹ **সাহসেন**।

সাহস কিরিযা—প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অনিষ্ট।

সাহসাকারা—দুষ্কার্যকরণ, সাহসের সহিত কার্যকরণ, গৃহে প্রবেশ করিয়া মরণের বা হত্যার ভয় দেখাইয়া দস্যুবৃত্তিকরণ। = **গেহং পবিসিত্বা মরণেন তজ্জেত্বা সাহসিক কম্মকরণানি** (জাতক অর্থকথা)।

সাহসিক (বিণ) সাহসিক, সাহসী, সাহসের সহিত কার্য করে এমন, সাহসকর্মকারী, নির্ভীক, নির্ভয়, পরুষবাদী, পশুবৎ, নির্দয়, কঠিন, কর্কশ, নৃশংস, বন্য, বর্বর, অসভ্য, ভয়ানক, ক্রুর, নিষ্ঠুর, প্রবল, প্রচণ্ড, আবেগপূর্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড শক্তি বা আঘাত দ্বারা কৃত, অসহ্য, চরম।

সাহসিক মহাযোধা (পুং) সাহসিক মহাযোদ্ধা, যেই ব্যক্তি সাহসের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবেশ করে।

সাহসিযকম্ম (ক্লী) সাহসিক কার্য, পশুবৎ কার্য, নির্দয় বা নিষ্ঠুর কর্ম, নৃশংস কার্য।

সাহসিয তণ্হায (ক্রি-বিণ) = **সাহসেন**। ⟹ **সাহসেন**।

সাহসিযা তণ্হায = **সাহসিয তণ্হায**। ⟹ **সাহসিয তণ্হায**।

সাহসেন (ক্রি-বিণ) সাহস দ্বারা, সাহস করিয়া, সাহসের সহিত, ইচ্ছানুরূপে, স্বেচ্ছাচারীভাবে, অনিয়মিতভাবে। (জাতক) **সাহসেন সাহসিকং কম্মং কত্বা**। ⟹ **সাহস**।

সাহসী (বিণ) সাহসী। = **সাহসিক**।

সাহার (বিণ) [স+আহার] খাদ্যসহ, খাবারসহ, ভোজনের সহিত, আহার সহ। (সংযুক্ত নিকায়) **বিঞ্ঞাণ সাহার**। (দীর্ঘনিকায়) **বেসালী সাহার** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে "প্রজাতন্ত্র রাজ্যসহ")।

সাহিন (বিণ) সহনশীলী, সহ্যকারী, সহ্য করে বা সহে এমন। ⟹ **অসযহ**।

সাহু (বিণ, অব্যয়) বেশ, ভাল, উত্তম, চমৎকার। = **সাধু**।

সাহুনেয্যক (বিণ) [স+আহুনেয্যক] = **আহুনেয্য**। ⟹ **আহুনেয্য**।

সাহুন্দ = **সহুন্ন**। ⟹ **সাহুন্ন**।

সাহুন্ন—জীর্ণ বা ছিন্ন বস্ত্রের ফালি।

সাহুল্ = **সাহুন্ন**। ⟹ **সাহুন্ন**।

সাহুলচীবর (ক্লী) মোটা বস্ত্র বা চীবর, নিকৃষ্ট বস্ত্র বা চীবর।

সি—ইহা প্রশ্নজিজ্ঞাসার অংশবিশেষ, যেমন—**কং-সি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। **স্বিদ**; যাহার পরিবর্তে সাধারণত ব্যবহার হয় "—**সু**", যেমন—**কংসু**?)। ⟹ **সু** (৩)।

সিংসক (ক্লী) (সংস্কৃত—শীর্ষক?) জলজ উদ্ভিদের নাম। ইহার অর্থ-সম্বন্ধে জাতকের অর্থকথার বর্ণনা ঠিক নহে।

সিংসতি (ক্রি) ১ আশা করা, আশা বোধ করা। = **আসিংসতি**। বর্ণনায় "**ইচ্ছা**" সদৃশ। ২ "**সরতি**" (১) শব্দের সনন্ত ক্রিয়া অর্থাৎ কর্তার ইঙ্গিতে ইচ্ছা প্রকাশক ক্রিয়ার এক প্রকার গঠন বা উৎপাদন। ৩ হ্রেষা রব করা (গাধার ডাক)। জাতকে ইহার পাঠ হইয়াছে "**হেসতি**" শব্দের পরিবর্তে "**হিংসেতি**"।

সিংসপা (স্ত্রী) শিংশপা, বৃক্ষ-বিশেষ, শিশুগাছ।

সিংসপা বনা—শিংশপা বা শিশু গাছের বনসমূহ, (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) নিকটবর্তী শিশুবন, (দীর্ঘনিকায়ে) সেতব্যার নিকটস্থ শিশুবন, (সংযুক্ত নিকায়ে) কোসাম্বির নিকটস্থ শিশুবন।

সিংসরে (ক্রি) ⟹ **সরতি** (২)।

সিকতা (স্ত্রী) বালি, বালুকা, কঙ্কর, পাথরি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুবণ্ণসিকতা**—স্বর্ণধূলি, স্বর্ণরেণু।

সিকন্দতি (ক্রি) = **সন্দতি**। ⟹ **সন্দতি**।

সিক্কা (স্ত্রী) শিকা, দ্রব্যাদি ঝুলাইয়া রক্ষণার্থ রজ্জুময় আধার-বিশেষ, শিক্য, শিক্যা, রজ্জুবিকার, দড়ি, দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তির দড়ি। (সাহিত্যে) **সিক্খা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মুত্তাসিক্কা**—মুক্তার ছড়া, মুক্তাগাঁথা দড়ি বা সুতা, মুক্তামালা।

সিক্খ (বিণ) শিক্ষণীয়, শিক্ষা করা, উপযুক্ত শিক্ষা করা উচিত। ⟹ **সিক্খতি**।

সিক্খং অপচ্চক্খায (ক্রি-বিণ) শিক্ষাপদ প্রত্যাক্ষ করা ছাড়া, উপদিষ্ট আচারনীতি দর্শন করা ব্যতীত, উপদেশ প্রত্যাক্ষ করা ব্যতীত। (তুলনীয়) **সিক্খং পচ্চক্খতক**। = **সিক্খা অপচ্চক্খাতা**।

সিক্খং পচ্চক্খাতক (পুং) যেই ব্যক্তি আদেশ বা শিক্ষাপদ পরিবর্জন করিয়াছে। (তুলনীয়) **সিক্খা পচ্চক্খান** (বিনয়), **সিক্খা অপচ্চক্খায** (বিনয়)। ⟹ **সিক্খা** (১)।

সিক্খতি (ক্রি) [√সিক্খ+অ] ১ শিক্ষা করা, জ্ঞানার্জন করা, নিজকে সুশাসিত করা, নিজকে নিয়ন্ত্রিত করা, পাঠ অভ্যাস করা, পড়া, নিজকে সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলা। = **ঘটতি বাযমতি** (বিশুদ্ধিমার্গ)। সাধারণত অধিকরণ কারকের সহিত যৌগিকে:—(দীর্ঘনিকায়) **সিক্খা পদেসু সিক্খতি**—শিক্ষাপদে বা চরিত্রনীতিতে নিজকে সুশিক্ষিত বা নিয়ন্ত্রিত করা। উদ্দেশ্য বুঝাইতে

সম্প্রদান কারকের সহিত যৌগিকে:—**বিনযায সিক্খতি**—ত্যাগ শিক্ষা করিয়া বা ত্যাগ দ্বারা নিজকে সুশিক্ষিত করা (সূত্রনিপাত)। কর্মকারকের সহিত যৌগিকে:—(সূত্রনিপাত) **নিব্বানং সিক্খতি**—নিজকে নির্বাণের দিকে অগ্রসর করিতে শিক্ষা করা বা নিয়ন্ত্রিত করা। ২ পুনঃপুন করা, নিত্য করা, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, কোনো (পেশা) চালানো, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, জয় করিতে চাওয়া, পরাজয় করিতে চাওয়া, চেষ্টা করা, পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা, অনুভব করা, বিচার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, অবসন্ন করা, পীড়িত করা, পাইতে চেষ্টা করা, কুকর্মে প্রবৃত্ত করা, কুকর্ম করিতে চেষ্টা করা, প্রলুব্ধ করা। (সপ্তমী) **সিক্খেয্যাম, সিক্খেয্যাসি, সিক্খেম, সিক্খে, সিক্খেয্য**। (অতীত) **সিক্খি**। (অ-বিণ) **সিক্খিত**। (ব-বিণ) **সিক্খন্ত, সিক্খমান**। (ভবিষ্যতে) **সিক্খিস্সামি, সিক্খিস্সামসে**। (ভ-বিণ) **সিক্খিতব্ব, সিক্খ**। (ক্রি-বি) **সিক্খিত্বা**। (তুম্) **সিক্খিতুং**। (করণে) **সিক্খাপেতি**।

সিক্খন (ক্লী) অধ্যয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা, অভ্যাস, দমন, অধ্যাপন, বিদ্যাভ্যাস, পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, জ্ঞান, গবেষণা, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য।

সিক্খমান (বিণ) শিক্ষা করিতেছে এমন। ⟹ **সিক্খতি**।

সিক্খমানা (স্ত্রী) ভিক্ষুণীধর্মে প্রব্রজিতা হইবার জন্য যেই স্ত্রীলোক শিক্ষা করে অর্থাৎ শ্রামণেরী।

সিক্খা (স্ত্রী) ১ শিক্ষা, অধ্যয়ন, বিনয়, দমন, অভ্যাস, উপদেশ, বিদ্যাভ্যাস, পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, গবেষণা, পাঠাগার, চিত্রকরাদির কার্যের নমুনা, নিয়মানুবর্তিতা, অনুশাসন, আজ্ঞাধীনত্ব, আইন বা আদেশের অধীনতা, শৃঙ্খলা, শাসন, শাস্তি, দণ্ড, কঠোর শিক্ষা, বিপদ ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া চরিত্রের উন্নয়ন। বিভঙ্গ অর্থকথায় ইহার বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। (বিনয়) **সিক্খং পচ্চক্খাতক**—যেই ব্যক্তি উপদেশ বা শিক্ষাপদ পরিবর্জন করিয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **তিস্সো সিক্খা**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহাকে "**অধিসীল, অধিচিত্ত, অধিপঞ্ঞা-সিক্খা**"রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশুদ্ধিমার্গে ইহাকে "**সংবর, সমাধি, পঞ্ঞা**"-এর সহিত সমান অর্থবাচক করা হইয়াছে। ২ (ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে একটি বেদাঙ্গস্বরূপ) উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থ-বিশেষ, নিরুক্তি (অর্থাৎ বিশদ ব্যাখ্যা, শব্দরূপ ও ধাতুপ্রকরণ) সহ যৌগিকে ধ্বনিবিজ্ঞান বা শব্দবিদ্যা।

সিক্খা অপচ্চক্খাতা (স্ত্রী) উপদেশ বা শিক্ষাপদ অদর্শন অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান। = **সিক্খং অপচ্চক্খায**।

সিক্খা আনিসংস—শিক্ষা যাঁহার ধর্ম, বিনয় বা নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা, শিক্ষা যাঁহার পুণ্য বা নৈতিক উৎকর্ষ, শিক্ষাই শক্তি বা বল, শিক্ষার ফল।

সিক্খাকাম (বিণ) শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহান্বিত বা ব্যগ্র, শিক্ষাকামী, শিক্ষালাভের জন্য ঈপ্সিত বা উৎসুক, ধর্ম-সম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ পালনের জন্য চিন্তাযুক্ত বা উৎকণ্ঠিত, শিক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন।

সিক্খাকামতা (স্ত্রী) শিক্ষাকাম্যতা, শিক্ষালাভের জন্য উদ্বেগ।

সিক্খানুসন্তবুত্তি--যাহার ব্যবহার বা আচরণ সম্পূর্ণরূপে নিয়মানুবর্তিতাস্বরূপ বা বিনয় অনুযায়ী।

সিক্খাপক = **সিক্খাপনক**। ⟹ **সিক্খাপনক**।

সিক্খাপচ্চক্খান (ক্লী) শিক্ষা প্রত্যাখ্যান, শিক্ষাপদ বা উপদেশ প্রত্যাখ্যান, শিক্ষাপদ পরিত্যাগ বা বর্জন। (তুলনীয়) **সিক্খং পচ্চক্খাতক**।

সিক্খাপদ (ক্লী) শিক্ষাপদ, শিক্ষা, উপদেশ, আদেশ, বিচারকের আদেশ পত্র, বিনয়ের নীতিসমূহ, ধর্মনিষ্ঠ আইনসমূহ, ধর্মাচরণের বিধানসমূহ, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় শিক্ষক বা আচার্যনীতি, অনুজ্ঞা, শাসন, প্রভুত্ব, বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা, শৃঙ্খলা। ১ সাধারণ অর্থে:—(বিনয়) **সহধম্মিক সিক্খাপদ; খুদ্দানুখুদ্দ কানি সিক্খাপদ**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **ভেসজ্জ সিক্খাপদ**। ২ বিশেষ অর্থে:—বৌদ্ধ গৃহীগণের নিত্য পালনীয় পঞ্চ নৈতিক নীতি বা পঞ্চশীল। ⟹ **সীল** (২), **পঞ্চসীল, দসসীল**। পুনশ্চ "**দসসিক্খাপদং**" অথবা "**দসসিক্খাপদানি**" অর্থাৎ দশশীল। দশশীলের মধ্যে উপরোক্ত পঞ্চশীলের তৃতীয় শীলের স্থানে হইবে "**অব্রহ্মচরিযা বেরমণি**" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন; ইহাসহ পঞ্চশীলের অবশিষ্ট চারিশীল এবং তদতিরিক্ত পাঁচটি শীল, যথা—৬ **বিকাল-ভোজনা বেরমণি** অর্থাৎ বিকালে বা অসময়ে (দিনের ১২ ঘটিকার অর্থাৎ বেলা স্থির হওয়ার পর হইতে পরদিবস প্রাতে অরুণোদয়ের সময় পর্যন্ত প্রব্রজিতদের পক্ষে বৈকাল বা অসময়) আহার গ্রহণে বিরত থাকা; ৭ **নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূক-দস্সনা বেরমণি** অর্থাৎ নাচ-গীত-বাদ্য-উৎসবাদি দর্শন হইতে (প্রব্রজিতগণের পক্ষে এমনকি অষ্টশীল পালনকারী উপাসক-উপাসিকাগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্যশীল অনুরূপে) বিরত থাকা; ৮ **মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ বিভূসনট্ঠানা বেরমণি** অর্থাৎ নিজেকে বিভূষিত করিবার জন্য ফুল ইত্যাদি মালা-সুগন্ধ দ্রব্য-নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্নো চন্দন প্রভৃতি বিধি প্রসাদনের প্রলেপাদি ধারণ মণ্ডণ এবং বিভূষণ স্থান বা প্রসাদন গৃহ হইতে (প্রব্রজিতগণের পক্ষে এমন কি অষ্টশীল পালনকারী উপাসক উপাসিকাগণের পক্ষে সন্ন্যাসব্রত রক্ষার অনুকূলে) বিরত থাকা; ৯ **উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণি** অর্থাৎ প্রজ্ঞাপিত প্রমাণের বা পরিমাণের অতিরিক্ত উচ্চ আসন (বসিবার আসন এবং শয্যা) এবং

মহার্ঘ (যাহা বড়লোক এবং রাজা-মহারাজাদি কর্তৃক ব্যবহৃত হয় তাদৃশ মূল্যবান) আসন হইতে (প্রব্রজিতগণের পক্ষে এমন কি অষ্টশীল পালনকারী উপাসক উপাসিকাগণের পক্ষে সন্ন্যাসব্রত রক্ষার অনুকূলে) বিরত থাকা; ১০ **জাতরূপ-রজত-পটিগ্‌গহণ বেরমণি** অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ হইতে (প্রব্রজিতগণের পক্ষে সন্ন্যাসব্রত রক্ষার অনুকূলে) বিরত থাকা। আট প্রকার শিক্ষাপদ; = **অট্‌ঠঙ্গিক উপোসথ সিক্‌খাপদ** অর্থাৎ অঙ্গ অঙ্গযুক্ত উপোসথ শীল (মহাবংস)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিযড্‌ঢ-সিক্‌খাপদ-সত** অর্থাৎ ১৫০ শীল বা উপদেশ যাহাকে বলা হয় প্রাতিমোক্ষ।

সিক্‌খাপন (ক্লী) শিক্ষাপন, শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, উপদেশ, শিক্ষা, সংবাদ জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, যাহা বা যে বিষয় শিখানো হয়।

সিক্‌খাপনক (পুং) শিক্ষক, আচার্য, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, উপদেশক, শিক্ষাদাতা, রেসের ঘোড়া বা ব্যায়ামবীরদের যে ব্যক্তি শিক্ষা দেয়, শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, উপদেশ, যাহা শিখানো হয়।

সিক্‌খাপেতি (ক্রি) পড়ানো, শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, শিক্ষকতা করা, সুশাসিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলা, মানুষকে ব্যায়াম এবং অশ্বাদিকে দৌড় শিক্ষা করানো, জন্তু শিক্ষিত করিয়া বশে আনা, বশীভূত করা। ⟹ **সিক্‌খতি**।

সিক্‌খাসমাদান (ক্লী) নিজে শিক্ষাপদ বা উপদেশ গ্রহণ, শীলগ্রহণ।

সিক্‌খাসাজীব (পুং) শিক্ষার প্রথা বা ধারা, শিক্ষার নীতি।

সিক্‌খিত (বিণ) শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, কৃতবিদ্য, উপদিষ্ট, দক্ষ, বিনীত, বশীভূত। ⟹ **সিক্‌খতি**।

সিক্‌খিতর (পুং) শিক্ষক, উপদেষ্টা, উপদেশক, প্রভু, অধিনায়ক, অধিকারী, নেতা, তরুণ ভদ্রলোক, নিয়োগকর্তা, বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ বা নায়ক, শাসক, কোনো কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি, সুদক্ষ পুরুষ, বিচক্ষণ ব্যক্তি, পারদর্শী লোক, ওস্তাদ, পেশাদার।

সিক্‌খিত সিক্‌খ (বিণ) শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষিত। (বিনয়) **ছসু ধম্মেসু সিক্‌খিত সিক্‌খ**।

সিক্‌খিত সিপ্প (ক্লী) শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যা।

সিক্‌খিতা কেরাটিকা (বিণ) শিক্ষিত প্রবঞ্চনাকারী বা শঠ, শিক্ষিত অথচ শঠ বা প্রবঞ্চনাকারী। ⟹ **কেটুভিন**।

সিখণ্ড (পুং) শিখণ্ড, ময়ূরের শিখা বা ঝুঁটি, শিখণ্ডক, শিখা, চূড়া, ময়ূর পুচ্ছ, কাকপক্ষ, জুল্পী, কুক্কুটের ঝুঁটি, কোনো জিনিসের শীর্ষস্থান, কুলচিহ্ন।

সিখণ্ডিন (বিণ) কেশগুচ্ছযুক্ত, শিখণ্ডযুক্ত, (পাখির ন্যায়) শিখা বা ঝুঁটিযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট, শিখা দ্বারা অলঙ্কৃত। (থেরগাথা) **সিখণ্ডিন ময়ূর**—শিখাযুক্ত ময়ূর। জাতকে ইহার অর্থ বলা হইয়াছে "(যোগীঋষির ন্যায়) মাথায় চূড়াকরণ সংস্কারযুক্ত"। (পুং) ময়ূর, ময়ূর পুচ্ছ, শিখণ্ডী।

সিখণ্ডী = **সিখণ্ডিন**। ⟹ **সিখণ্ডিন**।

সিখর = **সিখরং**। ⟹ **সিখরং**।

সিখরং (ক্লী) শিখর, পর্বতশৃঙ্গ, পর্বতের চূড়া, অগ্রভাগ, বৃক্ষাগ্র, উপরিভাগ, পর্বতচূড়া, চূড়া, সর্বোচ্চ পরিমাণ, চরম সীমা, তলোয়ারের অগ্রভাগ বা প্রান্তভাগ, শিখা, ঝুঁটি, শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ পক্ষগুচ্ছ, কুক্কুটের ঝুঁটি, কুলচিহ্ন, কোনও জিনিসের শীর্ষস্থান, কেশগুচ্ছ, ঘাসগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, স্তবক, গোছা, থোবা, ঝাড়, কুঁড়ি, মুকুল, অঙ্কুর। কিন্তু জাতক অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "সুন্দর অর্থাৎ সুচারু, রমণীয়, মার্জিত, সুশ্রী"; এই অর্থ দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য। Trenckner মনে করেন এই শব্দটি হইবে "**সিঙ্গার**"।

সিখরকূট = **সিখরং**। ⟹ **সিখরং, ককু**।

সিখরণী (স্ত্রী) = **সিখরিণী**। ⟹ **সিখরিণী**।

সিখর থূপিকাযো = **সিখরথূপিযো**। ⟹ **সিখরথূপিযো**।

সিখরথূপিযো—চূড়াযুক্ত গম্বুজ, সর্বোপরি গম্বুজ।

সিখরিণী (স্ত্রী) (কোনোপ্রকার দোষযুক্ত) একজাতীয় স্ত্রীলোক।

সিখা (স্ত্রী) শিখা, মস্তকস্থ কেশগুচ্ছ, টিকি, অগ্রভাগ, চূড়া, কিরীট, অর্চিঃ, জ্বালা, আগুনের শিষ, ধার, প্রান্ত, তীক্ষ্ণতা, ঝুঁটি, শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ পক্ষগুচ্ছ, কুক্কুটের ঝুঁটি, কুলচিহ্ন, কোনো জিনিসের শীর্ষস্থান, উপরিস্থ সংযোগ বা বন্ধন, (বাণিজ্য ব্যবসায়ে) মাপিবার পাত্রের উপরিভাগে শস্যের পিরামিড সদৃশ চূড়া। (সূত্রনিপাত) **অগ্‌গিসিখা**। (জাতক) **ধূমসিখা; দীপসিখা**। (দীর্ঘনিকায়) **সিখাবন্ধন**। (জাতক) **বাতসিখা বিক্‌খা**—প্রবল বাতাসের ঝাপটা।

সিখাবন্ধন (ক্লী) শিখাবন্ধন, অগ্রভাগ বন্ধন, ঝুঁটি বন্ধন, শিরবন্ধন, (যোগী ঋষিদের মস্তকোপরি চুলের) ঝুঁটিবন্ধন, উপরিস্থ সংযোগ বা বন্ধন। ⟹ **সিখা**।

সিখিন (বিণ) শিখাবিশিষ্ট, শিখাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, শীর্ষস্থানে উন্নীত, কেশগুচ্ছযুক্ত, ঘাস বা পুষ্পের গুচ্ছযুক্ত, স্তবকযুক্ত, গোছাবিশিষ্ট, থোকাবিশিষ্ট, ঝাড়যুক্ত। (থেরগাথা) **সিখিন মোর**। (পুং) ১ অগ্নি, আগুন। ২ ময়ূর, শিখী।

সিখিনী (স্ত্রী) ময়ূরী, শিখীনী।

সিগাল (পুং) শৃগাল, শিয়াল, শিবা। (সংযুক্ত নিকায়ে) **সিঙ্গাল**। (জাতকে) **পূতিমংস**—ইহা নামবিশেষ। ⟹ **সিঙ্গাল**।

সিলালক (ক্লী) শৃগালের গাক, শিয়ালের চিৎকার বা গর্জন।

সিগালিক (বিণ) শৃগাল-সম্বন্ধীয়। (জাতক) **সিগালিকং নাদং**। (ক্লী) শৃগালের ডাক। = **সিলাগলক**। (দীর্ঘনিকায়) **সিগালকং নদতি**। (তুলনীয়) **সেগালক**।

সিগালিকং নাদং (ক্লী) শৃগালের ডাক। ⟹ **সিগালক**,

সিগালিক (ক্লী)। (তুলনীয়) সেগালক, সেগালিক।

সিগালী (স্ত্রী) শৃগালী, শেয়ালী, স্ত্রীজাতীয় শৃগাল। (জাতকে) মায়াবী।

সিগ্‌গু (ক্লী) শিগ্রু, সজিনাগাছ, শাক।

সিগ্‌গুরুক্‌খ (পুং) সজিনাগাছ। = সোভঞ্জন। ⟹ সিগ্‌গু।

সিঙ্গং (ক্লী) ১ শৃঙ্গ, বিষাণ, শিং। ২ পশুশাবক, বাছুর, বাচ্চা।

সিঙ্গধনু—শৃঙ্গধনু, শিং দ্বারা প্রস্তুত ধনু।

সিঙ্গধমক (বিণ, পুং) শিঙ্গাবাদক, যেই ব্যক্তি মহিষের শিং ফুৎকারে বাজায়, শিং বাজানো।

সিঙ্গল = সিঙ্গিল। ⟹ সিঙ্গিল।

সিঙ্গার (পুং) শৃঙ্গার, প্রেম-সম্বন্ধীয় ভাবাবেগ বা রস বা মত, প্রেমসংক্রান্ত ভাবপ্রবণতা বা অনুভূতি, আদ্যরস (ইহাতে সুরত-রতিক্রীড়া-রতি স্থায়ীভাব), নায়ক-নায়িকার অবলম্বন বা আলিঙ্গন, চন্দ্র চন্দনাদি উদ্দীপন, ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষাদির অনুভাব, গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দূরাদি দ্বারা কৃত সজ্জা, নাট্য, নাট্যরস, হস্তীর সাজ, অলঙ্কার, মনোরম দ্রব্যসামগ্রী, জাঁকজমক, শোধনশালা, লৌহের কারখানা। (বিণ) সুন্দর, সুচারু, রমণীয়, মার্জিত, সুশ্রী, কমনীয় (জাতকে হস্তী-সম্বন্ধে কথিত)।

সিঙ্গারতা (স্ত্রী) সাজসজ্জার প্রিয়তা, ভূষণপ্রিয়তা।

সিঙ্গাল (পুং) = সিগাল। ⟹ সিগাল।

সিঙ্গি (স্ত্রী, ক্লী) ১ = সিঙ্গী। ⟹ সিঙ্গী (স্ত্রী, ক্লী)। ২ সিঙ্গি মাছ, একজাতীয় মৎস্যবিশেষ। ⟹ অদ্দসিঙ্গিবের।

সিঙ্গিক (বিণ) শিং আছে এমন, শিংধারী (অর্থাৎ গরু মহিষ প্রভৃতি)। (জাতক) আবেলিত সিঙ্গিক—পাকানো বা জড়ানো শিংযুক্ত।

সিঙ্গিন (বিণ) ১ = সিঙ্গিক। ⟹ সিঙ্গিক। ২ দক্ষ, নিপুণ, বিচক্ষণ, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতাসহকারে সম্পাদিত, তড়িৎ বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সহসা জ্ঞাত হয় বুঝিতে পারে এমন, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, শীঘ্র মুগ্ধ করিতে পারে এমন, কপটী, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত।

সিঙ্গিনিক্‌খ = সুবণ্ণনিক্‌খ। ⟹ সুবণ্ণনিক্‌খ।

সিঙ্গিল (পুং) একজাতীয় পক্ষী যাহার শিং আছে। (ধর্মপদ অর্থকথায়) সিঙ্গল।

সিঙ্গিবের (ক্লী) ১ আদা, আর্দ্রক, মূলবিশেষ। (জাতক) অল্লসিঙ্গিবের। ২ সিঙ্গি মাছ এবং শক্রতা। ⟹ অদ্দসিঙ্গিবের।

সিঙ্গী (বিণ) যাহার শিং আছে এমন। = সিঙ্গিক। (ক্লী) স্বর্ণ, সোনা, সুবর্ণ। (স্ত্রী) আদা (মুখরোচক, মিষ্টি ভাবার্থে)। = সিঙ্গিবেরাধিক উত্তরিভঙ্গ (জাতক অর্থকথা)।

সিঙ্গীকপ্প = সিঙ্গীলোণ। ⟹ সিঙ্গীলোণ।

সিঙ্গীনদ (ক্লী) স্বর্ণ, সোনা, সুবর্ণ।

সিঙ্গীলোণ (ক্লী) আর্দ্রক বা আদার জন্য অনুজ্ঞাপত্রধারী ব্যক্তি।

সিঙ্গীবণ্ণ (ক্লী) স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণ, সোনা, সুবর্ণ। (বিণ) স্বর্ণবর্ণের, সোনালী রঙের।

সিঙ্গীসুবণ্ণ (ক্লী) স্বর্ণ, সোনা, সুবর্ণ।

সিঙ্গু (স্ত্রী) একজাতীয় মাছ। (বহুবচনে) সিঙ্গূ। অভিধানপ্পদীপিকা নামক গ্রন্থমতে "সিঙ্গূ" পুংলিঙ্গ শব্দ এবং প্রয়োগসিদ্ধিতে ইহা ক্লীবলিঙ্গ হয়।

সিঙ্ঘতি (ক্রি) [√ সিঙ্ঘ+অ] আঘ্রাণ করা, নাসিকা দ্বারা অনুভব করা, ঘ্রাণ লওয়া, গন্ধ লওয়া, নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া, জোরে নিঃশ্বাস টানা, গন্ধ পাওয়া, সুগন্ধ পাওয়া। (তুলনীয়) উপসিঙ্ঘতি। (অতীত) সিঙ্ঘি। (ক্রি-বি) সিঙ্ঘিত্বা।

সিঙ্ঘাটক (পুং, ক্লী) ১ চৌরাস্তার সংযোগস্থল, সমচতুর্ভুজ, চৌকা জিনিস, যেইখানে চারি রাস্তার মিলন হয়, ক্রুশ বা বধকাষ্ঠ আকারের যে কিছু। (মধ্যম নিকায়) অযসিঙ্ঘাটক। ২ জলজ উদ্ভিদ-বিশেষ। ⟹ পিঙ্গরেদক।

সিঙ্ঘাণিকা (স্ত্রী) সিকনি, নাসিকামল, নাকের ক্লেদ বা শ্লেষ্মা। বর্মাগ্রন্থে ইহার পরিবর্তে "সিঙ্ঘানিকা" শব্দ দৃষ্ট হয়।

সিঙ্ঘানিকা = সিঙ্ঘাণিকা। ⟹ সিঙ্ঘাণিকা।

সিজ্জতি (ক্রি) সিদ্ধ করা (করণকারকে), ঘামানো, রস বাহির করা, ঘাম হওয়া, ঘাম পড়া, ঘামা, অতি শ্রম করা। (অতীত) সিজ্জি। (অ-বিণ) সিন্ন, সিদ্ধ। (ব-বিণ) সিজ্জমান। (করণে) সেদেতি।

সিজ্জমান (বিণ) সিদ্ধ হয় এরূপ, পক্ক হইতেছে এরূপ। ⟹ সিজ্জতি।

সিজ্ঝতি (ক্রি) [√সিধ+য] ঘটা, সংঘটিত হওয়া, সম্পাদিত হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, গুণান্বিত হওয়া, সুশিক্ষিত হওয়া, সুসভ্য হওয়া, কাজে লাগা, উপকার করা, নিজে লাভ করা, কাজে লাগানো, সাহায্য করা বা লাভ করা, সন্তুষ্ট করা, একমত হওয়া, উপযোগী করা বা হওয়া, যোগ্য হওয়া, অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। (অতীত) সিজ্ঝি। (অ-বিণ) সিদ্ধ। (তুম্‌) সিজ্ঝিতুং।

সিজ্ঝন (ক্লী) কৃতকার্যতা, সাফল্য, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, জয়, যেই ব্যক্তি বা যেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে, ঘটন, সংঘটন।

সিঞ্চক (বিণ) সিঞ্চৎ, সেচকারক, সেচনকারী, যে ব্যক্তি জল সিঞ্চন করে বা জল ছিটায়, সিঞ্চন করিতেছে এমন, যে ব্যক্তি জলে সিক্ত করে বা জল বর্ষণ করে। (বিমানবত্থু) অম্বসিঞ্চক।

সিঞ্চতি (ক্রি) [√সিচ+ং+অ] ১ জল সিঞ্চন করা, প্রবাহিত করা, ঢালা, নিক্ষেপ করা, ঝরা, নির্গত হওয়া, বহির্গত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, ছিটানো, বিন্দুপাত

করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া। ২ ছত্রবিশেষের (পেরাসুটের) সাহায্যে জাহাজ বা বিমান ত্যাগ করা। (অতীত) **সিঞ্চি**। (অ-বিণ) **সিঞ্চিত, সিত্ত**। (ব-বিণ) **সিঞ্চমান**। (পঞ্চমী) **সিঞ্চ**। (ক্রি-বি) **সিঞ্চিত্বা, সিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সিঞ্চতি** (বর্মাগ্রন্থে), **সিচ্চতি**। (তুম) **সিঞ্চিতুং**। (করণে) **সেচেতি, সিঞ্চাপেতি**।

সিঞ্চন (ক্রী) সিঞ্চন, সেচনকার্য, ছিটানো, প্রোক্ষণ, ইতস্তত অল্প পরিমাণ ছিটানো, সামান্য বর্ষণ, সামান্য সংখ্যা।

সিঞ্চনক (বিণ) জল ছিটায় বা ছিটাইতেছে এরূপ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বাত সিঞ্চনক**।

সিট্‌ঠ (বিণ) শিষ্ট, শিক্ষাপ্রাপ্ত, শান্ত, ভদ্র, শিক্ষিত, বিনীত। = **সখ** (৪ক)। ⟹ **বিসিট্‌ঠ, সিস্‌সতি**।

সিট্‌ঠং (ক্রী) উপদেশ, শিক্ষা। ⟹ **অনুসিট্‌ঠ**।

সিণাতি (ক্রি) = **সেয্যতি**। ⟹ **সেয্যতি**।

সিত (বিণ) ১ ধারালো, সূক্ষ্মাগ্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর, উগ্র, তীব্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সতর্ক, ধূর্ত, আকস্মিক, সরল, খাড়া। ২ক (সাহিত্যে) রক্ষা করে এরূপ, ধরিয়া থাকে এরূপ, অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে এরূপ। (সূত্রনিপাত) **হদযসিত সল্ল**। **খ** (চরিত্রে) হেলাইয়া দিয়াছে বা হেলিতে দিয়াছে এরূপ, হেলান দিয়াছে এমন, বিশ্রাম করে বা করিতেছে এমন, অবলম্বন করিয়া আছে এমন, নির্ভর করে বা করিতেছে এমন, নিদ্রা যায় বা যাইতেছে এমন, হেলিয়া থাকে বা রহিয়াছে এমন, বিশ্বাস করে এমন, দাঁড়াইয়া থাকে বা রহিয়াছে এমন, থাকে এমন, প্রশান্ত বা শান্ত করে এমন, বিশ্রাম দেয় এমন, আধারের উপর স্থাপন করে এরূপ, রাখে এরূপ, নীচের দিকে ঝুলিতেছে এমন, নির্ভরশীল, বিবেচ্য, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন রহিয়াছে এমন, জড়াইয়া ধরিয়া আছে এমন, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত। ⟹ **এসিত** (২), **সযতি** (২)। ৩ বন্ধ, নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, বাধ্য, যাইতে প্রস্তুত, উদ্দিষ্ট। (ধর্মপদ) **সাতুসিত**—ইছায় আবদ্ধ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তণ্হাসিত**। (তুলনীয়) **সিত** (২)। ⟹ **সিনোতি**। ৪ সাদা, শ্বেতবর্ণের, শ্বেতবর্ণ, শুক্লবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, শ্বেবর্ণযুক্ত। ৫ (ক্রী) ঈষৎ হাস্য, স্মিতহাস্য, মুচকি হাসি, মৃদুহাস্য, প্রফুল্ল আকার, অনুগ্রহ, প্রসাদ। (অপাদান কারকে) **পাতুকরি; সিতকম্ম**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সিতং পাত্বকাসি**।

সিতকম্ম (ক্রী) শুভ্রকর্ম, নির্দোষ কার্য, পাপরহিত কার্য। ⟹ **সিত** (৫)।

সিতকার (বিণ) হাসি হাসি (মুখ), প্রফুল্লতার সহিত, স্মিতহাস্যের সহিত, মৃদুহাস্যের সহিত।

সিতমত্তকারণা—স্মিতহাস্যের দরুণ, মৃদুহাস্যের কারণ, যেহেতু সে মৃদুহাস্য করিল, সে ঠিক মুচকি মুচকি হাসিল বা আনন্দিত হইল। ⟹ **মত্ত** (১ঘ)।

সিতবাজিন (পুং) শ্বেত অশ্ব। ⟹ **সিত**(৪), **বাজিন** (পুং)।

সিতাকার (বিণ) = **সিতাকার**। ⟹ **সিতাকার**।

সিত্ত (বিণ) সিক্ত, আর্দ্র, আর্দ্রিত, অভিষিক্ত, ছিটানো হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সিঞ্চতি**।

সিত্থ (ক্রী) ১ অন্নপিণ্ড, ভাতের পিণ্ড বা স্তূপাকার সমষ্টি, অন্নের ঢেলা। (জাতক) **ওদনসিত্থ; যাগুসিত্থ**। ২ মোম, মধূত্থ। (বিনয়) **সিত্থতেলক**।

সিত্থক (ক্রী) মোম, মধূত্থ।

সিত্থতেলক (ক্রী) মোম বা মধূত্থের তৈল। ⟹ **সিত্থ** (২), **তেলক**।

সিত্থাবকারকং (ক্রি-বিণ) অন্ন বা ভাত সর্বত্র ইতস্তত ছড়ানোরূপে, ভাতের পিণ্ডগুলি বিক্ষিপ্তভাবে।

সিথিল (বিণ) শিথিল, আলগা, শ্লথ, ঢিলা, অনাবদ্ধ, অনাবিষ্ট, অসংযত, অনবরুদ্ধ, মুক্ত, অস্পষ্ট, ঠিক নয় এমন, যথাযথ নয় এমন, লম্পট, দুশ্চরিত্র, অসতী, কোমল, অদৃঢ়, নৈতিক বলহীন, বিরেচক, বক্র, নমনীয়, বশীভূত, একগুঁয়ে নয় এমন। (তুলনীয়) **সঠিল**।

সিথিলত্ত (ক্রী) শিথিলতা, উদরাময়, চরিত্রহীনতা।

সিথিলভাব (পুং) আলগা অবস্থা, ঢিলা অবস্থা, অদৃঢ় অবস্থা, শিথিল অবস্থা, শৈথিল্যতা, লম্পট অবস্থা, বিরেচক অবস্থা। = **সিথিলীভাব**।

সিথিলভূ (পুং) = **সিথিলভাব**। ⟹ **সিথিলভাব**।

সিথিলভূত (বিণ) শিথিলভূত, শিথিলভাবে বা ঢিলা অবস্থায় ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ, অদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে এমন।

সিথিল হনু (পুং) একজাতীয় পক্ষী-বিশেষ।

সিথিলীভাব (পুং) শিথিলকরণ, শ্লথন, আমোদ প্রমোদ, যত্ন শৈথিল্য। ⟹ **ভাব** (১), **সিথিলভাব**।

সিদ্ধ (বিণ) ১ সিদ্ধ, পক্ব, রন্ধনকৃত, প্রস্তুত, পাক করা। = **পক্ক**। (জাতক) **সিদ্ধভোজন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সিদ্ধভত্ত**। ⟹ **সিজ্জতি**। ২ সমাপ্ত, সম্পাদিত, ঘটিত, সংঘটিত, কৃতকার্য, সম্পন্ন, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, ধ্বংসে হইয়াছে এরূপ, শেষ হইয়াছে এমন, সম্বৃদ্ধ, সম্বৃদ্ধিশালী, ভাগ্যবান, সুখী। ⟹ **সিজ্ঝতি**। ৩ (পুং) দেবযোনি-বিশেষ, অলৌকিক বা অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর দেব অংশে উৎপন্ন সত্ত্ব, যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক। (তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ) সিদ্ধ হলায়ুধ, যোগসূত্র।

সিদ্ধত্থ (বিণ) সিদ্ধার্থ, কৃতার্থ, সিদ্ধকার্য, প্রসিদ্ধার্থ, যেই ব্যক্তি নিজকার্য সম্পাদন বা সমাপ্ত করিয়াছে। (পুং) ১ সর্ষপ গাছ, সর্ষপ, সরিষা, রাই। ২ কপিলবাস্তুর রাজা মহারাজ শুদ্ধোধনের জ্যেষ্ঠপুত্র সিদ্ধার্থ যিনি কালে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে প্রসিদ্ধ হইলেন।

সিদ্ধত্থক (পুং) সর্ষপবীজ, শ্বেতসর্ষপ। ধর্মপদ অর্থকথায় কিসাগৌতমীর কাহিনীতেও দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধভত্ত (ক্রী) পক্বান্ন, পাককরা ভাত। = **পক্কোদন**। ⟹

সিদ্ধ (১)।

সিদ্ধভোজন (ক্লী) পক্কান্নভোজন। ⟹ **সিদ্ধ** (১)।

সিদ্ধি (স্ত্রী) সিদ্ধি, সফলতা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, সাফল্য, সৌভাগ্য, উন্নতি, কৃতকার্যতা, ইষ্টসিদ্ধি, সমৃদ্ধি, সম্পদলাভ, যেই ব্যক্তি বা যেই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে, জয়।

সিদ্ধিক (বিণ) কৃতকার্যতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সফলতার সহিত সম্পর্কিত। (জাতকে) **নামসিদ্ধিক; অপ্পসিদ্ধিক; সাগর; সমুদ্দ**।

সিনাত (বিণ) স্নাত, স্নান করিয়াছে বা করিতেছে এমন, ধৌত, ক্ষালিত, অভিষিক্ত। ⟹ **সিনাতি** (২)।

সিনাতি (ক্রি) ১ = সিনোতি। ⟹ **সিনোতি**। ২ স্নান করা, স্নান করানো, জল দ্বারা ধৌত করা, জল বা তরল ঔষধ প্রয়োগ করা, আবৃত করা, বেষ্টন করা। (পঞ্চমী) **সিনাহি**। (অতীত) **সিনাযি**। (অ-বিণ) **সিনাত**। (তুম্) **সিনাযিতুং**।

সিনান (ক্লী) স্নান, সর্বাঙ্গ ক্ষালন, অবগাহন।

সিনানী (স্ত্রী) স্নানচূর্ণ, সাবান।

সিনিদ্ধ (বিণ) ১ সিক্ত, ভিজা, আর্দ্র, অল্প আর্দ্র। ২ তৈলাক্ত, তৈলময়, তৈলবৎ, (বাক্য বা ব্যবহার-সম্বন্ধে) অত্যন্ত শিষ্ট, তোষামুদে, মসৃণ, মেদযুক্ত, বসাযুক্ত, স্নিগ্ধ, মেদবিশিষ্ট। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **সিনিদ্ধ আহার**। ৩ অবন্ধুর, মসৃণ, তেলা, চিক্কণ, কোমল, নরম, সহজ, স্নিগ্ধ, বাধাহীন, শান্ত, অপ্রতিহত। ৪ অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়, মনোহর, মুগ্ধকারী। ৫ নমনশীল, নমনীয়, সহজে প্রবর্তনীয়। (বিনয়) **সিনিদ্ধকায**। ৬ প্রীতিপূর্ণ, স্নেহশীল, আসক্ত, অনুরক্ত, সংলগ্ন, অনুরাগী, অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ, স্নেহময়, প্রমময়, প্রেমপ্রকাশক, প্রণয়ব্যঞ্জক। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সিনিদ্ধ পুগ্গল সেবনতা**। ⟹ **সিনিয্হতি**।

সিনিদ্ধকায—নাড়িভুঁড়ির বিচলনসহ শরীর। ⟹ **সিনিদ্ধ** (৫)।

সিনিদ্ধ পুগ্গল (পুং) স্নিগ্ধ বা মধুর স্বভাবের লোক। (বিপ) **লূখপুগ্গল**।

সিনিদ্ধরূতা (স্ত্রী) অতিশয় স্নিগ্ধতা বা কোমলতা। ⟹ **সিনিদ্ধান্ত**।

সিনিদ্ধান্ত (ক্লী) [সিনিদ্ধ+অন্ত] অতিশয় স্নিগ্ধতা। (বিণ) অতিশয় স্নিগ্ধ। = **নিদ্ধন্ত**।

সিনিদ্ধাহার (ক্লী) [সিনিদ্ধ+আহার] স্নিগ্ধ বা তৈলাক্ত আহার। ⟹ **সিনিদ্ধ** (২)।

সিনিয্হতি (ক্রি) স্নেহ করা, প্রীতি অনুভব করা, প্রেম অনুভব করা, প্রগাঢ় অনুরাগ অনুভব করা, অনুরক্ত হওয়া, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, (চরিত্রে) আর্দ্র হওয়া বা আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকা। = **মেত্ত** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। (অ-বিণ) **সিনিদ্ধ**। (করণে) **সিনেহেতি, স্নেহেতি, স্নেহযতি**।

সিনেহ (পুং) ১ চটচটে বা আঠালো আর্দ্রতা, জলীয় আর্দ্রতা, তৈলাক্ত আর্দ্রতা, বৃক্ষের রস বা সার। = **সিনেহন**। ২ চর্বি, স্নেহজাতীয় দ্রব্য। (জাতক) **বহু সিনেহ**। ৩ স্নেহ, আদর, প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ, পীড়া, ভক্তি, প্রেম, দয়া, প্রিয় ব্যক্তি, প্রণয়পাত্র, প্রগাঢ় অনুরাগ, কামদেব, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। = **স্নেহ**। কিন্তু "**স্নেহ**" বলিলে বুঝায় "তৈলাক্ত তরল বস্তু"। ⟹ **কামচ্ছন্দ**।

সিনেহক (পুং) বন্ধু, মিত্র, উপকারী, হিতৈষী, সহায়।

সিনেহগত (বিণ) সিক্ত বা তৈলাক্ত (যে কোনো বস্তু)।

সিনেহজ (বিণ) স্নেহজ, স্নেহ হইতে উৎপন্ন, প্রিয়তা বা ভালবাসা হইতে উৎপন্ন, প্রীতি বা অনুরাগ হইতে উৎপন্ন।

সিনেহতি (ক্রি) স্নেহ করা, আদর করা।

সিনেহন (ক্লী) তৈলাক্তকরণ, নরম বা কোমলকরণ, স্নেহন, তৈলাদি ম্রক্ষণ, স্নেহকরণ। (তুলনীয়) **সেনেহিক**।

সিনেহনিয (বিণ) কোমল বা নরম করে এরূপ, তৈলাক্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সিনেহনিযানি ভেসজ্জানি**—নরম করে এরূপ ঔষধসমূহ; (বিপ) **লেখনিযানি**।

সিনেহন্বয (বিণ) স্নেহ অন্বিত, স্নেহ আন্বয়িক, স্নেহ অনুরূপ, অনুরূপ সুষ্ঠু ব্যবহার করে এমন, স্নেহ অনুযায়ী, আদর বা যত্নের সহিত। (পুং) যত্নের সহিত মিল রাখিয়া কার্য, স্নেহধারা।

সিনেহবিন্দু (ক্লী) তৈলবিন্দু, তৈলের ফোঁটা।

সিনেহ বিরেচন (ক্লী) স্নিগ্ধ বিরেচন বা জোলাপ, পেট নরম করা জোলাপ, স্নিগ্ধ ভেদকারক ঔষধ, তৈলাক্ত জোলাপ। ⟹ **বিরেচন**।

সিনেহিত (বিণ) কামোদ্দীপক, কামাসক্ত, কামুক, লোভী, লোলুপ, অর্থগৃধ্নু। ⟹ **সিনেহেতি**।

সিনেহেতি (ক্রি) পিচ্ছিল করা, ঘর্ষণ নিবারার্থ তৈলাক্ত করা, নাম করা, স্নেহ করা, ভালবাসা, আনন্দ পাওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, (জোলাপ দ্বারা) তৈলাক্ত করা বা কোমল করা, নমনশীল বা নমনীয় করা, আনন্দ বোধ করা, আসক্ত হওয়া, প্রণয়ে পড়া, তৈল দ্বারা লেপন করা। (বিনয়) **কাযং সিনেহেতি**—শরীর তৈলাক্ত করা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **তেমেতি সিনেহেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মানসং সিনেহেতি**—মন নরম করা। (অ-বিণ) **সিনেহিত**।

সিনোতি (ক্রি) বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সিনোতি বন্ধতী'তি সেতু**। (অ-বিণ) **সিত** (৩)।

সিন্দযতি (ক্রি) ⟹ **সন্দতি**।

সিন্দী (স্ত্রী) খেজুর গাছ। = **খজ্জুরিকা**।

সিন্দুবার (পুং) সিন্দুবার, বৃক্ষবিশেষ, সিন্দুবার বৃক্ষ,

নিসিন্দা গাছ। ইহার বিভিন্ন বানান দৃষ্ট হয়, যথা— **সিন্ধবার, সিন্দুবারিকা, সিন্ধুবারিতা, সিন্দুবারিত, সিন্দুবারকা।**

সিন্দুবারকা = সিন্দুবার। ⟹ সিন্দুবার।

সিন্দুবারিকা = সিন্দুবার। ⟹ সিন্দুবার।

সিন্দুবারিত = সিন্দুবার। ⟹ সিন্দুবার।

সিন্দূর (পুং, ক্লী) সিন্দূর, সিঁদুর, রক্তবর্ণ বিশেষ, লাল শেঁকোবিষ।

সিন্ধব (বিণ) সৈন্ধব, সিন্ধুদেশীয়। (পুং) সিন্ধুদেশীয় বড় ঘোড়া। **সিন্ধুব রথে জতা অস্সা।** (ক্লী) সৈন্ধব লবণ, (সিন্ধুদেশীয়) পাহাড়ে জাত লবণ। = **সিন্ধবলোণ। ⟹ লোণ।**

সিন্ধবকুল (ক্লী) সৈন্ধব ঘোড়ার বংশ, সিন্ধুদেশীয় ঘোড়ার বংশ, সিন্ধুদেশীয় কুল বা বংশ।

সিন্ধবরট্‌ঠ (ক্লী) সিন্ধুদেশ, সিন্ধুরাজ্য, সিন্ধুনদের তীরবর্তী দেশ বা রাজ্য।

সিন্ধবলোণ (ক্লী) সৈন্ধব লবণ, সিন্ধুদেশের পাহাড়ে উৎপন্ন লবণ। = **সিন্ধব** (ক্লী)।

সিন্ধববাহিন (বিণ, পুং) সিন্ধুদেশীয় বা সৈন্ধব ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া দ্রুত গমনকারী। = **হযবাহিন।**

সিন্ধবা (স্ত্রী) একজাতীয় বীজ। ⟹ **কুমুদ পত্ত।** (বিণ) = **কুমুদবণ্ণ। ⟹ কুমুদবণ্ণ।**

সিন্ধবার (পুং) নিসিন্দাগাছ। = **সিন্দুবার। ⟹ মঞ্জেট্‌ঠক।**

সিন্ধু (পুং) সিন্ধু, সমুদ্র, সাগর, নদী।

সিন্ধুরট্‌ঠ (ক্লী) = **সিন্ধবরট্‌ঠ। ⟹ সিন্ধবরট্‌ঠ।**

সিন্ধুবারক—একজাতীয় বনজ পুষ্পের নাম, নিসিন্দা ফুল বা গাছ। ⟹ **সিন্দুবার।**

সিন্ধুবারিতা = সিন্দুবার। ⟹ সিন্দুবার।

সিন্ধুসঙ্গাম (পুং) নদীর মোহনা, নদীর সঙ্গমস্থল, সাগরসঙ্গম, নদীর একত্র প্রবহণ।

সিন্ন (বিণ) ১ সিক্ত, আর্দ্র, ঘর্মসিক্ত। ২ সিদ্ধ, পক্ব, পাককরা, রন্ধনকৃত। (তুলনীয়) **সিদ্ধ।** (জাতক) **উদকসিন্ন-পণ্ণ।** ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে "জল ছিটানো বা বিন্দুপাত করা হইয়াছে এরূপ"; কিন্তু সাহিত্যের বর্ণনায় বলা হইয়াছে "যাহা সিদ্ধ বা সিক্ত করা হইয়াছে" (অর্থাৎ "**সেদেত্বা**")। ⟹ **সিঞ্জতি।**

সিপাটিকা (স্ত্রী) ১ ফলত্বক, ফলত্বক হইতে প্রস্তুত গাম বা আঠা। (বিনয়) **হিঙ্গু সিপাটিকা।** = **সিপাতিকা।** ২ ছোট আধার বা বাক্স, পাত্র, স্থালী। (বিনয়) **খুরসিপাটিকা।** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **এক পটলা উপানহা।**

সিপাতিকা (স্ত্রী) = **সিপাটিকা। ⟹ সিপাটিকা** (১)। (বিণ) যেই বীজের আবরণ বিদীর্ণ হইয়াছে, শিম-মটর প্রভৃতির শুঁটি ফাটিয়া গিয়াছে এরূপ। **সিপাতিকা বীজং।** (সংযুক্ত নিকায়) **আদিন্ন-সিপাতিকা।**

সিপাতিকা বীজং—যেই বীজের আবরণ বা খোসা ফাটিয়া গিয়াছে। = **সিপাতিকা** (বিণ)।

সিপ্প (ক্লী) শিল্প, বিদ্যা, বিজ্ঞান, জ্ঞানের (বিভিন্ন বিদ্যা সম্বন্ধীয়) শাখা, কারিগরি, কলাকৌশল, বিদ্যার বিভাগ, শিল্পবিদ্যা, যেই শিক্ষায় অধ্যয়ন এবং ব্যবহারিক অভ্যাস দুইয়েরই প্রয়োজন হয়, কৌশল, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতালব্ধ রীতিনীতি, চারুশিল্প-ললিতকলা ইত্যাদি, ধূর্ততা, ছল, শঠ, নৌকা, বিমান। (জাতক) **সব্বসিপ্পানি।** মধ্যম নিকায়ে বিভিন্ন প্রকার অষ্টবিধ শিল্পের কথা দৃষ্ট হয়; উদানে বার প্রকার নৈপুণ্য বা শিল্পবিদ্যা-সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, (তুলনীয়) **দ্বাদসবিধ সিপ্পানি;** জাতকের অন্যত্র আঠার প্রকার শিল্পের কথাও উল্লেখ দেখা যায়। বিনয়ে বলা হইয়াছে কতকগুলি শিল্প "**হীন**" আর কতকগুলি "**উক্কট্‌ঠ**"। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিপ্পং উগ্‌গণ্হাতি**—নিপুণতা বা শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা।

সিপ্পক (ক্লী) = **সিপ্প। ⟹ সিপ্প।**

সিপ্পঞ্‌ঞু (বিণ) শিল্পজ্ঞ, শিল্পকার্যে নিপুণ, শিল্প বিদ্যায় অভিজ্ঞ। ⟹ **পুত্থুগুম্ব।**

সিপ্পট্‌ঠান (ক্লী) শিল্পস্থান, কারখানা, কৌশল, নৈপুণ্য, শঠতা, ধূর্ততা, ব্যবসায়, শিল্পবিদ্যা, নৌকা, বিমান, বিদ্যাস্থান, যেই স্থানে শিক্ষানুরূপ বিদ্যার বা শিল্পের কাজ করা হয়। (তুলনীয়) **সিপ্পাযতন।**

সিপ্পদস্সন (ক্লী) শিল্পদর্শন, শিল্পপ্রদর্শনী, শিল্প প্রতিযোগিতা, শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যা বা নৈপুণ্য দ্বারা যেই সব সুচারু কার্য সম্পন্ন করা হয় উহারই প্রদর্শনী। ⟹ **দস্সন** (১)।

সিপ্পফল (ক্লী) শিল্পের ফল, নিপুণতার ফল, কৌশল দ্বারা যেই সফলতা লাভ হয়, শিল্পবিদ্যা বা শিল্প কার্য দ্বারা যাহা লাভ বা উপকার হয়।

সিপ্পবন্ধু (পুং) যেই ব্যক্তি যেই শিল্পকার্য দ্বারা জীবিকার্জন করে সেই বিদ্যা বা শিল্পনিপুণতা সেই ব্যক্তির সহায়ক বন্ধু। ⟹ **বন্ধু** (১)।

সিপ্পমদ—নিজ সম্পাদিত কার্য-সম্বন্ধে অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার, নিজ শিল্পকার্যের গর্ব, সম্পাদন-সম্বন্ধীয় আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কার।

সিপ্পবন্ত (বিণ) শিল্পবান, কৌশলী, নিপুণ, যেই ব্যক্তি শিল্পবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করে বা শ্রেষ্ঠ হয়।

সিপ্পসম্বুক (পুং) শামুক বা শঙ্খের শিল্পী, শাঁখারি, শঙ্খদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য। ⟹ **সিপ্পিকসম্বুক, সম্বুক।**

সিপ্পসালা (স্ত্রী) শিল্পশালা, শিল্পকার্য করিবার ঘর, কারখানা ঘর, শিল্পবিদ্যা শিখিবার বিদ্যালয় বা স্কুল।

সিপ্পাযতন (ক্লী) শিল্পায়তন, শিল্পস্থান, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার শাখা, কারিগরি কলাকৌশল, বিদ্যার বিভাগ, শিল্পবিদ্যা, যেই শিক্ষায় অধ্যয়ন ও ব্যবহারিক অভ্যাস দুইয়েরই প্রয়োজন হয়, কৌশল, অভিজ্ঞতা লব্ধ রীতিনীতি, চারুশিল্প-ললিতকলা ইত্যাদি, ধূর্ততা, ছল। (তুলনীয়) **সিপ্পট্‌ঠান। ⟹ আযতন** (২)।

সিপ্পিক (বিণ) ১ শিল্পিক, কারিকর, শিল্পকর্মকারী। ২ বিচিত্র, রং-বেরং, কারুকার্যখচিত। (পুং) শিল্পী, শ্রমশিল্পী, কারিকর, শিল্পনিপুণ ব্যক্তি।

সিপ্পিকসম্বুক (পুং) শুক্তি বা ঝিনুকের শিল্পী। (তুলনীয়) **সিপ্পসম্বুক**।

সিপ্পিকা (স্ত্রী) ১ শুক্তি, ঝিনুক। ২ এই শব্দটি থেরগাথায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুঝা শক্ত। ইহা নিশ্চয়ই একজাতীয় পক্ষী (**সিপ্পিকা অভিরুত**) বুঝাইবে এবং ইহা (Kern. Toev.-এর মতানুসারে) **"পিপ্পিকা"** শব্দের ভুল পাঠ হইতে পারে। (তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ) **পিপ্পক, পিপ্পীক**।

সিপ্পিপুট (পুং) শামুকের খোল, শঙ্খ, শুক্তির খোসা, ঝিনুকের খোল। ⟹ **পুট** (৩)।

সিপ্পিয = **সিপ্পিক**। ⟹ **সিপ্পিক**।

সিপ্পিসম্বুক (পুং) শুক্তি, ঝিনুক, শঙ্খ, শামুকের খোল।

সিপ্পী (পুং) ১ শিল্পী, কারিকর, শ্রমশিল্পী, শিল্পনিপুণ ব্যক্তি। ২ শুক্তি, ঝিনুক।

সিপ্পুগ্‌গহণ (ক্লী) [সিপ্প+উগ্‌গহণ] শিল্পশিক্ষা, বিদ্যাভ্যাসকরণ, নিপুণতা বা কৌশল শিক্ষাকরণ।

সিবল—এক বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

সিব্ব (ক্লী) মাথার খুলির জোড়। (বহুবচনে) **সিব্বানি**।

সিব্বতি (ক্রি) [√সিব+য] সেলাই করা, সীবন করা, বুনা। (অতীত) **সিব্বি, সিব্বেসি**। (অ-বিণ) **সিব্বিত**। (ভ-বিণ) **সিব্বিতব্ব**। (ক্রি-বি) **সিব্বিত্বা, সিব্বেত্বা**। (তুম্) **সিব্বিতুং, সিব্বেতুং**। (করণে) **সিব্বেতি, সিব্বাপেতি**।

সিব্বন (ক্লী) সীবন, সীবন কার্য, সেলাইকরণ।

সিব্বনমগ্‌গ (পুং) মাথার খুলির জোড়।

সিব্বনী (স্ত্রী) ১ = **সিব্ব**। ⟹ **সিব্ব**। ২ সূচিকর্মকারিণী নারী, মেয়ে দরজি। ৩ তীব্র আকাঙ্ক্ষা, লোভ, লোলুপতা, পেটুকতা, লিপ্সা, কাম, কামপ্রবৃত্তি, কামনা। ⟹ **লোভ**।

সিব্বনীমগ্‌গ (পুং) = **সিব্বনমগ্‌গ**। ⟹ **সিব্বনমগ্‌গ**।

সিব্বাপন (ক্লী) সেলাই শেষ হইবার নিকটবর্তী অবস্থা, সেলাই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এরূপ অবস্থা।

সিব্বিত (বিণ) সেলাইকৃত। ⟹ **সিব্বতি**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সিব্বিত রজ্জুকা**। (তুলনীয়) **বিসিব্বিত, পরিসিব্বিত**।

সিব্বিতর (পুং) যেই ব্যক্তি সেলাই কার্য করে, দরজি।

সিব্বিনী (স্ত্রী) = **সিব্বনী**। ⟹ **সিব্বনী**।

সিব্বেতি (ক্রি) সেলাই করা। = **সিব্বতি**। (অতীত) **সিব্বেসি**। (অ-বিণ) **সিব্বিত**। (ব-বিণ) **সিব্বেন্ত**। (ক্রি-বি) **সিব্বেত্বা**।

সিম্বলি (পুং) শিমুল বৃক্ষ, শিমুল তুলার গাছ।

সিম্বলিবন—শিমুল গাছের বন। (জাতক) **সিম্বলিবন পালিভদ্দক বন**।

সিম্বলী (পুং) **সিম্বলি**। ⟹ **সিম্বলি**।

সিযা—ইহা এইরূপই হইবে, এইরূপই হউক, এইরূপই হইয়া থাকিবে, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে। ⟹ **অত্থি**।

সিযা খো পন—এখন তাহাই (অথবা ইহাই) হউক যে ...। ⟹ **পন** (৩)।

সিযতি (ক্রি) = **সেয্যতি**। ⟹ **সেয্যতি**।

সির (পুং, ক্লী) শির, মস্তক, মাথা। (কর্তৃকারকে) **সিরং**। (কর্মকারকে) **সিরং, সিরো, সিরসং**। (করণকারকে) **সিরসা**। (অধিকরণ কারকে) **সিরস্মিং, সিরে**। যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয় **"সিরো"**। (জাতক) **সিরসা পটিগ্‌গণ্হাতি**—শিরোধার্য করা, মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা, শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করা। (বিনয়) **পাদেসু সিরসা নিপততি**—পদদ্বয়ে মস্তক অবনত করা, ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে নমস্কার করা। (জাতক) **সিরং মুঞ্চতি**—মস্তক বা চুল অনবরুদ্ধ করা, শিরস্থ চুলের বন্ধন মোচন করা। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মুত্তসির**—মাথার চুল বন্ধন করা হয় নাই এরূপ, যাহার মস্তক অনাবরিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অধোসিরং**—নত মস্তকে, মাথা নত করিয়া। (জাতক) **দ্বেধাসির**—ভগ্ন মস্তকে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুণ্ডসির**—মুণ্ডিতমস্তক, ন্যাড়া মাথা।

সিরব্হাযনে—শিরে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আহ্বানে। **এহি সিরি মযহং সিরে পতিট্‌ঠাহী'তি এবং সিরে সিরিযা অব্হযনং**।

সিরা (স্ত্রী) শিরা, শরীরমধ্যস্থ রক্ত চলাচলের পথ, শির, নাড়ি, রক্তবহা নাড়ি, রক্তনালী, ধমনী, পেশিবন্ধ, পেশি ও অস্থির বন্ধনী, কণ্ডরা, রেখা, ফাঁক, গহ্বর, ঝোঁক, মনের গতি, বৃক্ষের শিরা, চিন্তাধারা, স্নায়ু, দৈহিক শক্তি, দৃঢ়তা, সাহস, অস্ত্র, অপ্রশস্ত জল-নালী।

সিরাজাল (ক্লী) শিরাজাল, শিরার জাল, শিরা দ্বারা বুনা জাল, জালের ন্যায় শিরাসমূহ, শিরাময় অবস্থা, শিরাশ্রেণী। ইহাতে বলা হইয়াছে শরীরের শিরাসমূহের অবস্থা জালের ন্যায় বুনিত। ⟹ **জাল**।

সিরি (স্ত্রী) = **সিরী**। ⟹ **সিরী**।

সিরিংসপ (পুং) সরীসৃপ, যাহারা বুকে হাঁটিয়া গমনাগমন করে, বুকে হাঁটিয়া চলে এরূপ লম্বা প্রাণী, সর্প, বৃশ্চিক, ভুজঙ্গ, নীচাশয় ব্যক্তি, ক্রূরলোক।

সিরিংসপত্ত (ক্লী) বুকে হাঁটিয়া চলার অবস্থা।

সিরিগব্ভ (পুং) শ্রীগর্ভ, সম্ভ্রান্তলোকের শয়নকক্ষ, রাজামহারাজার শয়নকক্ষ, শয়নকক্ষ, রাজকীয় শয়নাগার। = **সিরী** (৪)।

সিরিচোর ব্রাহ্মণ (পুং) শ্রী বা সৌভাগ্য হরণকারী চোর ব্রাহ্মণ। (তুলনীয়) **সিরিলক্খণ চোর ব্রাহ্মণ**।

সিরিদেবতা—শ্রী বা সৌভাগ্যের দেবী বা দেবতা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সিরিদেবতা কলিদেবতা**। = **সিরীদেবতা**।

সিরিধর (বিণ) শ্রীধর, গৌরবময়, যশস্বী, সৌভাগ্যশালী, চমৎকার, মহিমাময়। = **সিরিন্ধর**।

সিরিনিগ্গুণ্ডি—এক প্রকার গাছ, একজাতীয় বৃক্ষ।
সিরিন্ধর (বিণ) শ্রীধর, গৌরবময়। = **সিরিধর**।
সিরিমন্ত (বিণ) শ্রীমন্ত, শ্রীধর, শ্রীযুক্ত, ঐশ্বর্যশালী। = **সিরিন্ধর**।
সিরিমন্তু (বিণ) = **সিরিমন্ত**। ⟹ **সিরিমন্ত**।
সিরিলক্খণচোর ব্রাহ্মণ = **সিরিচোর ব্রাহ্মণ**। ⟹ **সিরিচোর ব্রাহ্মণ**।
সিরিবাস (পুং) তার্পিন তৈল।
সিরিবিলাস (পুং) শ্রীবিলাস, আড়ম্বর এবং গৌরব, জাঁকজমক এবং শোভা, শ্রী এবং সৌন্দর্য।
সিরিবিবাদ—শয্যাগৃহের বিবাদ, শয়নঘরের কলহ, শয়নকক্ষের ঝগড়া।
সিরিব্হযন (বিণ, পুং) রাজ আজ্ঞা পালনকারী, রাজসেবক, রাজপ্রতিহারী।
সিরিব্হযনো (বিণ) মঙ্গলকারক, সুশিক্ষিত। **নাগসিরিব্হযনো**—সুশিক্ষিত মঙ্গলহস্তী।
সিরিব্হাযন (ক্লী) ঐশ্বর্যের বা সৌভাগ্যের প্রতি সানুনয় প্রার্থনা। **সিরিব্হাযনে** শব্দে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।
সিরিসযন (ক্লী) রাজকীয় শয্যা, রাজকীয় খাটপালঙ্কাদি।
সিরী (স্ত্রী) ১ শ্রী, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, অতি শোভা, জাঁকজমক, চটক, গৌরব, সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর জিনিস বা ব্যক্তি, বিভূতি, আলোক প্রকাশ। (করণ কারকে) **সিরিযা**। (জাতক) **সিরিং ধারেতি**। ২ অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, দৈব, যশ, কীর্তি, তেজ, প্রশংসা, গৌরব, গৌরবের বস্তু, প্রভাচ্ছটা, মহত্ত্ব, মহিমা, মর্যাদা, উচ্চধরনের চালচলন, রাজপদবি, রাজা বা রাজ্যীয় সম্মানসূচক উপাধি, উচ্চাঙ্গের বাক্যপ্রয়োগ প্রণালী, যশঃকীর্তি ইত্যাদি ঐশ্বর্য, সাফল্য, উন্নতি। (কর্তৃকারকে) **সিরি, সিরিং**। (করণ কারকে) **বুদ্ধ সিরিযা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রজ্জসিরীদাযিকা দেবতা**—রাজ্যশ্রী বা রাজ্যের সৌভাগ্য প্রদানকারিণী দেবী। (জাতক) **সিরী লক্খী**—শ্রীলক্ষ্মী, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য। ৩ ভাগ্যদেবী, অদৃষ্টদেবী, সৌভাগ্যের দেবী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সিরীদেবতা**। ৪ শ্রীগর্ভ, রাজকীয় শয়নকক্ষ। = **সিরিগব্ভ**।
সিরীদেবতা (স্ত্রী) ভাগ্যদেবী। = **সিরিদেবতা, সিরী** (৩)।
সিরীলক্খী (স্ত্রী) ভাগ্যলক্ষ্মী, শ্রী এবং লক্ষ্মী, সৌভাগ্য এবং সৌন্দর্য, গৌরব এবং ভাগ্য, শোভা ও সৌভাগ্য। ⟹ **সিরী** (২), **লক্খী**।
সিরীস (পুং) শিরীষ, শিরীষ গাছ, একজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ। (তুলনীয়) **সেরীসক**।
সিরীসপুপ্ফ (ক্লী) শিরীষপুষ্প, শিরীষ গাছের ফুল।
সিরীসবত্থু = **যক্খনগর**। ⟹ **যক্খনগর**।
সিরো = **সির**। ⟹ **সির**। যৌগিকে ব্যবহারে "**সির**" শব্দের পরিবর্তে "**সিরো**" হইয়া থাকে।
সিরোজাল—মাথার আচ্ছাদন বা আবরণ, মস্তকের অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা, শিরস্ত্রাণ।
সিরোমণি (পুং) শিরোমণি, শিরোরত্ন, মস্তকের রত্নভূষণ, কিরীটস্থিত রত্ন, রাজমুকুট, রাজশক্তি, রত্নখচিত শিখা বা ঝুঁটি, শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ পক্ষগুচ্ছ।
সিরোরুহ (পুং, ক্লী) মাথার চুল, মস্তকের কেশ।
সিরোবেঠন (ক্লী) পাগড়ি, উষ্ণীষ, শিরবেষ্টনী, শিরস্ত্রাণ, টুপি।
সিলা (স্ত্রী) শিলা, প্রস্তর, পাথর, মনঃশিলা, বহুমূল্য পাথর, স্ফটিকমণি। = **ফলিকসিলা**। বিভঙ্গ অর্থকথায় বহুবিধ পাথরের নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (বিনয়) **পদসিলা**। (তুলনীয়) **সেল**।
সিলাউচ্চয—শিলাময় পর্বত, পর্বত, পাহাড়।
সিলাকুড্ড ⟹ **কুড্ড**।
সিলাগুল (পুং) শিলাগোলক, শিলাময় গুলি।
সিলাঘতি (ক্রি) [√সিলাঘ+অ] অত্যন্ত প্রশংসা করা, অহঙ্কার করা, আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া। বর্ণনায় "**কত্থন**"—দম্ভপূর্ণ উক্তি। (অতীত) **সিলাঘি**।
সিলাঘা (স্ত্রী) প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, শ্লাঘা, অভিলাষ, ইচ্ছা, পরিচর্যা, সেবা, নিজগুণ, খ্যাপন।
সিলাখম্ভ (পুং) শিলাস্তম্ভ, প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ, পাথরের স্তম্ভ।
সিলাপকার (পুং) প্রস্তরনির্মিত দেয়াল। = **সিলাপাকার**। ⟹ **ইট্ঠকাপকার**।
সিলাপটিমা (স্ত্রী) প্রস্তরনির্মিত মূর্তি, পাথরের প্রতিমা, শিলাময় প্রতিমা, শিলাপ্রতিমা।
সিলাপট্ট (ক্লী) শিলাপট্ট, পাথরের পট্ট অর্থাৎ পুরু অথচ চ্যাপ্টা পাথরখণ্ড, পুরু বা মোটা পাথর, চ্যাপ্টা পাথর। (জাতক) **মঙ্গলসিলাপট্ট**। ⟹ **পট্ট** (১)।
সিলাপতিমা = **সিলাপটিমা**। ⟹ **সিলাপটিমা**।
সিলাপাকার (পুং) শিলাময় প্রাকার, পাথরের প্রকার, পাথরের দেয়াল, প্রস্তরনির্মিত দেয়াল।
সিলাভু (ক্লী) চাবুকের ন্যায় সর্প। = **নীলপণ্ণবণ্ণ সপ্প**।
সিলামায (বিণ) শিলাময়, কেবল পাথর দ্বারা নির্মিত, প্রস্তরনির্মিত, পাথরের নির্মিত।
সিলাযূপ—প্রস্তর স্তম্ভ, পাথর দ্বারা নির্মিত থাম।
সিলালেখ (পুং) শিলালেখ, পাথরের উপর খোদিত লেখা বা স্মারক বিষয়। ⟹ **লেখ** (১)।
সিলাসন (ক্লী) শিলাসন। = **মনসিলাতল**।
সিলাসন্থার—প্রস্তরনির্মিত গৃহতল, পাথর দিয়া বাঁধানো (ঘরের) মেঝ। ⟹ **সন্থার** (১)।
সিলিট্ঠ (বিণ) শিষ্ট, শ্লেষযুক্ত, অনেক অর্থবাচক, সংসৃষ্ট, সংযুক্ত, আলিঙ্গিত, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত, দৃঢ়সংলগ্ন, সংশ্লিষ্ট, লাগিয়া গিয়াছে এরূপ, একত্রিত, ঠিকমত যুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, অবন্ধুর, মসৃণ, তেলা, চিক্কণ, নরম, কোমল, সহজ, স্নিগ্ধ, শান্ত, বাধাহীন, অপ্রতিহত। (সদ্ধম্মোপায)

অসিলিট্ঠ।

সিলিট্ঠতা (স্ত্রী) সংশ্লিষ্টতা, সংলগ্নতা, আনুরক্তি, দৃঢ় অনুরাগ, যোগ, সংযোগ, মিলন, সঙ্গম, সন্ধিস্থান, সন্ধিক্ষণ, মসৃণতা, কোমলতা, সমান, অবন্ধুরতা, স্নিগ্ধতা, বাধাহীনতা, অপ্রতিহত অবস্থা, শান্তভাব, চিক্কণতা, তেলা অবস্থা। চুল্লনিদ্দেসে "**ইতি**" সম্বন্ধে "**ব্যঞ্জনসিলিট্ঠতা**" শব্দে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সিলুচ্চয (পুং) শিলা, প্রস্তর, পাহাড়, ব্যর্থতা, দুর্দৈবের যে কোনো কারণ। = **উচ্চয সিলুচ্চয**।

সিলুত্ত (পুং) ইঁদুর-সর্প, ইঁদুর জাতীয় সর্প। = **ঘরসপ্প**।

সিলেটলোম (বিণ) ⟹ **যক্খ** (৪ক)।

সিলেস (পুং) সাহিত্যের অলঙ্কার গঠন, বাগ্মিতাকার, হেঁয়ালি, প্রহেলিকা, কূট প্রশ্ন, ফাঁপর, শ্লেষালঙ্কার, অভেদরূপে উচ্চারিত বা লিখিত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ, শ্লেষ, যোগ, সংযোগ, আশ্লেষ, আলিঙ্গন, দাহ, শব্দের অলঙ্কার-বিশেষ, শব্দের অনেকার্থ যোগ, কাব্যালঙ্কার-বিশেষ, মিলন, সঙ্গম, সন্ধিস্থান, সন্ধিক্ষণ, সংলগ্ন হইয়া থাকিবার গুণবিশিষ্ট পদার্থ, আঠাল বস্তু। জাতকে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— "**সিলেসূপমা**" = **পুরিসানং চিত্তবন্ধনেন সিলেসসদিসা** (জাতক)।

সিলেসলোম (বিণ) চটচটে বা আঠালো লোমবিশিষ্ট। (স্ত্রী) চটচটে বা আঠালো লোম। (পুং) এক যক্ষের নাম বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪ক)।

সিলেসলোম যক্খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে যাহাদের সর্বশরীরের লোমগুলি চটচটে বা আঠালো। ⟹ **সিলেসলোম** (বিণ)।

সিলেসুম (পুং) শ্লেষ্মা, কফ, সর্দি। = সেম্হ।

সিলেসূপমা—শ্লেষ বা মিলনের উপমা। ⟹ **সিলেস**।

সিলোক (পুং) ১ মোড়ক, পুরিয়া। (জাতক অর্থকথা) এবং **সিলোকে বন্ধিত্বা**—এইরূপে (ঔষধের) পুরিয়া বাঁধিয়া। ২ যশ, সুখ্যাতি, সুনাম, জনরব। (সংযুক্ত নিকায়) **লাভ-সক্কার সিলোক**; = **কিত্তিবণ্ণ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সিলোক ভণন**—শ্লোক আবৃত্তি। (বিনয়) **পাপসিলোক**। ৩ চরণ, পঙক্তি, শ্লোক, গাথা, স্তবক, কবিতা, পদ্য।

সিলোকভণন—গুণকীর্তন, সুনাম আবৃতি, সুখ্যাতি বর্ণনা। ⟹ **সিলোক** (২)।

সিলোকবন্তু (বিণ) বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

সিব (বিণ) ১ শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, সুষ্ঠু, অনুকূল, সৌভাগ্যশালী, সুখী, স্বর্গসুখপ্রাপ্ত, পবিত্র, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, উপযুক্ত, শুভ। ২ নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, অক্ষুণ্ণ, অক্ষত দেহ, আশ্রয় গ্রহণ করে এমন, আশ্রিত হয় এমন। ৩ শিবের পূজারী। (পুং) শিব। (ক্লী) ১ নিরাপদ স্থান, নির্বাণ। ২ পরম সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ, স্বর্গবাস, নির্বাণসুখ, সৌভাগ্য, সুখ।

সিবক (বিণ) ১ সুখী, সৌভাগ্যশালী, অনুকূল। ২ শিবপূজারী। ⟹ **সিব** [বিণ(১,২)]। (পুং) একযক্ষের নাম-বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪ঘ)।

সিবকযক্খ (পুং) ১ একযক্ষের নাম-বিশেষ। ২ সুখীযক্ষ, অনুকূল যক্ষ, সৌভাগ্যশালী যক্ষ। ⟹ **সিবক** (১)।

সিববিজ্জা (স্ত্রী) ১ শুভমন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ২ শৃগালের ডাক বা চিৎকার সম্বন্ধে (শুভাশুভ জানন) জ্ঞান। (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে) শিবাবিদ্যা।

সিবা (স্ত্রী) শিবা, শৃগাল বা শৃগালী। (বিণ) রক্ষিত, বেষ্টিত।

সিবাটিকা = **সিপাটিকা**। ⟹ **সিপাটিকা**। এই শব্দের বিভিন্ন পাঠ বা বানান দৃষ্ট হয়।

সিবিকা (স্ত্রী) শিবিকা, যানবিশেষ, পালকি, ডুলি, মহাপায়া। (সাহিত্যে) **সবকা**।

সিবিকাগব্ভ—শিবিকা আকারের কক্ষ, এক কক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ্য অন্য ক্ষুদ্র কক্ষ, কুলুঙ্গি, ছায়াময় স্থান।

সিবিকামঞ্চ—শিবিকামঞ্চ, শিবিকা আকারের সিংহাসন, শিবিকার ভিতর বসিবার আসন বা মঞ্চের ন্যায় বসিবার উচ্চ স্থান।

সিবেয্যক (বিণ) শিবিদেশ হইতে আগত বা আমদানিকৃত, শিবিদেশীয়। (পুং) শিবিরাজ্যে উৎপন্ন এক প্রকার মূল্যবান বস্ত্র।

সিসির (পুং) শিশির, হিম, তুষার, শীতকাল, মাঘ-ফাল্গুন মাসের শৈত্য, সর্দি, কফ, ঠাণ্ডার সময়। (বিণ) ঠাণ্ডা, শীতল, জড়।

সিস্স (পুং) শিষ্য, ছাত্র, অন্তেবাসী।

সিস্সানুসিস্সা (পুং) শিষ্য এবং অনুশিষ্যগণ।

সিস্সতি (ক্রি) পরিত্যক্ত হওয়া, ছাড়িয়া আসা, থাকা, অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা। (তুলনীয়) **বিসিস্সতি**। (অ-বিণ) **সিট্ঠ**। (করণে) সেসেতি।

সীঘ (বিণ) শীঘ্র, সত্বর, দ্রুত, শীঘ্রতাযুক্ত, ত্বরিত, বেগবান, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজে, উত্তেজনাশীল, (প্রাচীন ব্যবহারে) **সজীব**, ক্ষিপ্র, ত্বরান্বিত, দ্রুতগামী, দ্রুত সম্পাদিত।

সীঘং (ক্রি-বিণ) সত্বর, অবিলম্বে, দ্রুতবেগে, তাড়াতাড়ি, শীঘ্রভাবে।

সীঘগামিন (বিণ) দ্রুতগামী, ত্বরিতগতি, দ্রুত চলে এমন, ত্বরিত পদে গমন করে এমন, দ্রুত নড়ে এমন, শীঘ্র নড়িয়া যায় এমন।

সীঘগামী (বিণ) **সীঘগামিন**। ⟹ **সীঘগামিন**।

সীঘজব (বিণ) অতি শীঘ্র, অতি দ্রুত। = **বেগবন্তু**। ⟹ **জব**।

সীঘতরং (ক্রি-বিণ) খুব ত্বরা, শীঘ্রভাবে, অতি সত্বর, অবিলম্বে, খুব দ্রুতবেগে।

সীঘবন্তু (বিণ) = **সেখবন্তু**। ⟹ **সেখবন্তু**।

সীঘবাহন(বিণ) (অশ্বতুল্য) বেগবান, শীঘ্রগামী, দ্রুতগামী। (তুলনীয়) **সীঘতরং**।

সীঘসীঘং(ক্রি-বিণ) শীঘ্র শীঘ্র, খুব তাড়াতাড়ি, দ্রুতবেগে, হঠকারিতা সহকারে, অতি শীঘ্র, খুব ত্বরায়।

সীঘসোত (বিণ) বেগবান, খরস্রোত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সীঘসোতা নদী**—বেগবতী বা খরস্রোতা নদী। (পুং, ক্লী) ⟹ **সোত** (২ক)।

সীত(বিণ) শীত, শীতল, শৈত্যগুণযুক্ত, ঠাণ্ডা, উৎসাহশূন্য, উদাসীন, অনাসক্ত, অনুত্তেজিত, শান্ত, অলস, জড়। (ক্লী) শৈত্য, সর্দি, কফ, শীতলতা, ঠাণ্ডা, মতবিরোধের জন্য বন্ধুপ্রীতির অভাব, অমিল, শৈত্যগুণ। (বিপ) **উণ্‌হ**। (বিনয়) **সীতিকত**। (সংযুক্ত নিকায়) **সীতভবতি**—শান্ত, শীতল হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া। (বিনয়) **সীতিভূত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীতিভাব**। জাতকে "**সীত**" শব্দের পরিবর্তে "**সীন**" (অর্থাৎ "পতিত") শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সীতং (ক্লী) = **সীত**। ⟹ **সীত** (ক্লী)।

সীতক(বিণ) = **সীত**। ⟹ **সীত** (বিণ)। (সংযুক্ত নিকায়) **সীতবাত**।

সীতকাল (পুং) শীতকাল, ঠাণ্ডার সময়।

সীতপত্ত(বিণ) পত্রহীন, যেই গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছে। = **সীনপত্ত**।

সীতভীরুক (বিণ) শীতভীরু, শীতলতা ভীরু, শীত সংবেদনশীল, ঠাণ্ডা বা শীতলতা অনুভবক্ষম, ঠাণ্ডা অনুভবকারী, লোকটি কিছুটা ঠাণ্ডা হইয়াছে এরূপ, সঙ্গীটির কিছুটা আন্তরিকতা হইয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **সীতালুক**।

সীতরস (পুং) ঠাণ্ডা বা শীতল গুণযুক্ত রস। ⟹ **রস**।

সীতবাত (পুং) শীতল বায়ু, ঠাণ্ডা বাতাস। ⟹ **সীতক, বাত**।

সীতল (বিণ) শীতল, ঠাণ্ডা, শৈত্যগুণযুক্ত, শীত, শান্ত, প্রশান্ত, সুস্থির। = **সীত** (বিণ)। (ক্লী) শৈত্য, শীতলতা। = **সীত** (ক্লী)।

সীতলিভাব (পুং) ঠাণ্ডা অবস্থা, শীতলভাব, শান্তভাব।

সীতা (স্ত্রী) লাঙ্গলকর্ষণ দ্বারা কৃত খাত, সীতা, লাঙ্গল পদ্ধতি, লাঙ্গলের চিহ্নিত রেখা, রেখা, ললাট বা মুখের কুঞ্চিত রেখা, লাঙ্গল কর্ষণের ধুররেখা। (বিনয়) **সত্ত সীতাযো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গম্ভীর সীতা**।

সীতালুক (বিণ) = **সীতভীরুক**। ⟹ **সীতভীরুক**।

সীতালোলী (স্ত্রী) কর্ষণজনিত লাঙ্গলধুরের কাদা বা কর্দমাক্ত বালি, লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণে কৃত খাত হইতে লাঙ্গলে দৃঢ়সংলগ্ন কাদামাটি, (দেশীয় চলিত কথায়) লাঙ্গলের হুড়া। ⟹ **আলোলী**।

সীতি—পটিসম্ভিদামার্গের "**সীতি সিযাবিমোক্‌খ**" শব্দটি "**পাদ**" হইতে উৎপন্ন হইয়া নিশ্চয়ই অপ্রকৃত বা কৃত্রিম। সূত্রনিপাতে দেখা যায় "**সীতি-সিযা বিমুত্তো**", ইহার বর্ণনা চুল্লনিদ্দেসেও দ্রষ্টব্য। ⟹ **সীতিভবতি, সীত**।

সীতিকত (বিণ) ঠাণ্ডা করা হইয়াছে এরূপ, শীতল করা হইয়াছে এরূপ, শান্তকৃত, শীতলকৃত। ⟹ **সীত**।

সীতিভবতি (ক্রি) ঠাণ্ডা হওয়া, শীতল হওয়া, শান্ত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া, সুস্থির হওয়া। (সপ্তমী) **সীতিসিযা**। ⟹ **সীতি**।

সীতিভাব (পুং) ঠাণ্ডা অবস্থা, শীতল অবস্থা, শীতলভাব, শৈথিল্য, শিথিলতা, মতবিরোধের জন্য বন্ধুপ্রীতির অভাব, অমিল, প্রশান্তি, শান্তি, সমুদ্রের নিবাত নিষ্কম্প অবস্থা, সীতিভাব, আবেগহীনতা, নিরপেক্ষতা। ⟹ **সীত**।

সীতিভূত (বিণ) শীতিভূত, শীতলতাপ্রাপ্ত, শান্ত, প্রশান্ত, সুস্থির, শান্তকৃত, সুস্থিরকৃত। ⟹ **সীত**।

সীতিসিযা (ক্রি) ঠাণ্ডা করা হইলে, যদি শীতল বা ঠাণ্ডা করা হয়। ⟹ **সীতি, সীতিভবতি**।

সীতুণ্‌হ (বিণ) [সীত+উণ্‌হ] শীতোষ্ণ, ঠাণ্ডা এবং গরম।

সীতোদক (ক্লী) [সীত+ওদক] শীতল জল, ঠাণ্ডা জল। (বিণ) ঠাণ্ডা জলযুক্ত, শীতল জলের সহিত। (মধ্যম নিকায়) **সীতোদক পোক্‌খরণী**।

সীতোদিক (বিণ) = **সীতোদক**। ⟹ **সীতোদক** (বিণ)।

সীতোদিয (বিণ) = **সীতোদিক**। ⟹ **সীতোদিক**।

সীদতি (ক্রি) [√সদ+এ] নিম্নে বসিয়া যাওয়া, থিতানো, স্থির হওয়া, তলানি পড়া, তলায় পড়া, প্রশমিত হওয়া, শান্ত হওয়া, হ্রাস পাওয়া, পতিত হওয়া, মগ্ন করা বা হওয়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, খনন করা, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা হ্রাস করা, দেনা মিটানো, স্বীকার করা, দেওয়া, প্রদান করা, খরচ করা, উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা, হার মানা, নিরস্ত হওয়া, বশীভূত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা, বশবর্তী হওয়া, অনুরোধ রক্ষা করা, সম্মত হওয়া, স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, হটিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া পড়া, পরাজয় স্বীকার করা। = **সংসীদতি, ওসীদতি** (চুল্লনিদ্দেস)। (তুলনীয়) **নিসীদতি; বিসীদতি**। (বর্তমান কাল প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সীদরে**। (সপ্তমী) **সীদে**। (অতীত) **সীদি**। (অ-বিণ) **সীন, সন্ন**। (ব-বিণ) **সীদমান**। (ভবিষ্যতে) **সীদিস্‌সতি** (⟹ **নিসীদিস্‌সতি**)। (ক্রি-বি) **সীদিত্বা**। (করণে) **সাদেতি, সীদাপেতি**।

সীদন (ক্লী) ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা, ডুবাইয়া দেওয়ার অবস্থা, মগ্নকরণ, পতন, দমন, অবসন্নকরণ, কমানো, দেনা হ্রাসকরণ, মিটানো, অভিভূত করণ।

সীদাপেতি (ক্রি) ডুবানো, মগ্ন করানো, পাতিত করানো, দমন করানো, অবসন্ন করানো, কমানো, দেনা হ্রাস করানো, মিটানো, অভিভূত হইবার কারণ করা। ⟹

সীদতি।

সীন (বিণ) ১ পতিত, খসিয়া পড়িয়াছে এরূপ, ঝরিয়া গিয়াছে বা পড়িয়াছে এরূপ, বিনষ্ট, বিধ্বংসিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) সীনপত্ত। ⟹ **সংসীন, সীদতি, সীত**। ২ শীন, ঘনকৃত, ঘনীভূত, শক্তকৃত, শীতল, ঠাণ্ডা, উৎসাহহীন, উদাসীন, অনাসক্ত, তুষারে শীতল, আবেগহীন, সংবেগহীন। ⟹ **সীযতি**।

সীনপত্ত (বিণ) পত্রহীন, (যেই বৃক্ষের) পাতা ঝরিয়া গিয়াছে। ইহা জাতকে "**সীতপত্ত**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে। = **সীতপত্ত**। ⟹ **সীন** (১)।

সীপদ (ক্লী) গোদা বা গোদরোগ, পা গোদা, পা বড় হইয়া হস্তীর পায়ের ন্যায় মোটা হইয়া যাওয়া। ইহা পায়ের এক প্রকার রোগ-বিশেষ।

সীপদিক (বিণ) পাগোদা, যাহার পা হাতির পায়ের ন্যায় বড় হইয়াছে। ⟹ **সীপদ**।

সীপদিন (বিণ) = **সীপদিক**। ⟹ **সীপদিক**।

সীমকত (বিণ) = **সীমাকত**। ⟹ **সীমাকত**।

সীমট্‌ঠ (বিণ) সীমাতে বা সীমার মধ্যে অবস্থিত। = **সীমাট্‌ঠ**।

সীমট্‌ঠক (বিণ) = **সীমাট্‌ঠক**। ⟹ **সীমাট্‌ঠক**।

সীমন্তরিক (বিণ) সীমাস্থ, সীমা নির্দেশিত, সীমান্ত, সীমায় স্থিত।

সীমন্তরিক রুক্‌খ (পুং) সীমাস্থ বৃক্ষ, সীমান্তর গাছ, সীমার গাছ, রাজ্য সীমায় স্থিত গাছ। ⟹ **রুক্‌খ**।

সীমন্তরিকা (স্ত্রী) = **সীমান্তরিকা**। ⟹ **সীমান্তরিকা**।

সীমন্তিনী (স্ত্রী) সীমন্তিনী, স্ত্রী, নারী, বধূ, স্ত্রীলোক।

সীমসমুগ্‌ঘাত (পুং) = **সীমাসমুগ্‌ঘাত**। ⟹ **সীমাসমুগ্‌ঘাত**।

সীমসম্ভেদ (ক্লী) = **সীমাসম্ভেদ**। ⟹ **সীমাসম্ভেদ**।

সীমা (স্ত্রী) ১ সীমা, অবধি, অন্ত, প্রান্ত, প্রান্তভাগ, দমন, বাধা। ২ ভিক্ষুসীমা অর্থাৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের মন্ত্রপূত যেই স্থায়ী নির্দিষ্ট স্থানে প্রব্রজিত শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রামণেরদের ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ করানো বা উপসম্পদা প্রদান করা হয়। এই ভিক্ষুসীমা মহানির্দেশে চতুর্বিধ দেখানো হইয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মালকসীমা**। (বিনয়) **অন্তোসীমং**—সীমার মধ্যে। (জাতক) **একসীমায**--একসীমার (ভিক্ষুসীমার) মধ্যে। (বিনয়) **নিস্‌সীমং**—সীমার বাহিরে; **বহিসীমগত**—সীমার বাহিরে গিয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভিন্নসীম**—(ভদ্রতার) সীমালঙ্ঘিত।

সীমাকত (বিণ) সীমাকৃত, নির্দিষ্ট, সীমিত, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, (সীমা) নির্দেশিত, সংযত। (তুলনীয়) **পরিযন্ত**।

সীমাট্‌ঠ (বিণ) সীমাস্থ, সীমাতে বা সীমার মধ্যে অবস্থিত।

সীমাট্‌ঠক (বিণ) = **সীমাট্‌ঠ**। ⟹ **সীমাট্‌ঠ**।

সীমাতিগ (বিণ) [সম+অতিগ] সীমাতিক্রান্ত, সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে এরূপ, পাপের সীমা লঙ্ঘন করে এরূপ, পাপকে জয় করে এরূপ, সীমা অতিক্রমকারী, সীমা বা বিধি লঙ্ঘনকারী। (তুলনীয়) **ভিন্নসীম**।

সীমান্তরিকা (স্ত্রী) দুই সীমার মধ্যবর্তী স্থান।

সীমাসমুগ্‌ঘাত (পুং) পূর্বসীমা রহিতকরণ, পূর্বের নির্দিষ্ট বা নির্দেশিত সীমা রদকরণ বা অপসারিতকরণ।

সীমাসম্ভেদ (ক্লী) সীমারেখা মিলানো বা মিশ্রিতকরণ।

সীমাসম্মুতি (স্ত্রী) সীমাসম্মতি, সীমা ঠিককরণ, ভিক্ষুসীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য ভিক্ষু সম্মেলন।

সীযতি (ক্রি) জমাট বাঁধা বা বাঁধানো, কঠিন করা, ঘন করা, জমাট করা, শক্ত করা, বরফে পরিণত করা, সাময়িক বা চিরস্থায়ীভাবে (অর্থাদি) আদায় বন্ধ করা, শীতে জমিয়া যাওয়া। ⟹ **বিসীযতি, বিসীবেতি**। (অ-বিণ) **সীন**(২)।

সীর (পুং) লাঙ্গল। = **নঙ্গল**।

সীল (ক্লী) ১ শীল, স্বভাব, প্রকৃতি, প্রকার, ভাব, চরিত্র, ধর্ম, সত্যের সহিত উপযোগিতা, নগ্নতা, পরিচ্ছদ, শারীরিক বা মানসিক গঠন, অভ্যাস, রীতি, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ, খ্যাতি, নাম, সুপরিচিত ব্যক্তি, ব্যবহার, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, চালচলন। (বিণ) এরূপ স্বভাবের, এই প্রকৃতির কাজ করে এমন, সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর, এই চরিত্রের। (সূত্রনিপাত) **অদানসীল**—কৃপণ। (পেতবত্থু) **কিংসীল**—কিরকম আচরণ বা কিরূপ স্বভাবের? (পেতবত্থু অর্থকথা) **কেড়িসীল**—প্রতারণাকারী, প্রতারক; **দমনসীল**—দমনশীল, দমনকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসুদ্ধসীল**—পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ চরিত্রের। (সূত্রনিপাত) **পাপসীল**—দুষ্টপ্রকৃতির, দুষ্ট, পাপী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভণনসীল**—বলিতে অভ্যস্ত। (সূত্রনিপাত) **বাদসীল**—কলহপ্রিয়। (দীর্ঘনিকায়) **দুস্‌সীল**—দুঃশীল, পাপী, পাপকার্যকারী। ২ সচ্চরিত্র, সদাচার, সৎস্বভাব, ধর্মসংহিতা, ধর্মাচরণের সংহিতা, নৈতিকতার নিয়মাবলী, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান-সম্বন্ধীয় সংকেত পদ্ধতি বা আইনগ্রন্থ, নৈতিক বা ধর্মসম্মত অভ্যাস, বৌদ্ধবিনয় বা ধর্মাচরণ নীতি। **দসসীল**—দশশীল বা দশবিধ সদাচার নীতি (⟹ **দসসীল**)। **পঞ্চসীল**—পঞ্চশীল বা পঞ্চবিধ সদাচার নীতি (⟹ **পঞ্চসীল**)। মিলিন্দ প্রশ্নে শীল-সম্বন্ধে শ্রেণীবিভাগ, যথা—**সরণসীল, পঞ্চসীল, অট্‌ঠঙ্গসীল, দসঙ্গসীল, পাতিমোক্‌খ সংবরসীল**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) শীলসমূহ সপ্তরত্নের মধ্যে একটি। সপ্তরত্ন, যথা—**সীলরতন, সমাধিরতন, পঞ্‌ঞারতন, বিমুত্তিরতন, বিমুত্তিঞাণদস্‌সনরতন, পটিসম্ভিদারতন, বোজ্‌ঝঙ্গরতন** (⟹ **সম্পদা**)। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **চত্তারো সীলক্‌খন্ধা**—চারিপ্রকার সীলস্কন্ধ বা নৈতিকতা, যথা—**পাতিমোক্‌খ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পরিসুদ্ধি, পচ্চয সন্নিস্‌সিত**। জাতকেও এই সম্পর্কেই চতুর্বিধ শীল উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিসম্ভিদামার্গে

আমরা প্রতিটি শীলে পাঁচটি করিয়া বিভাগ দেখিতে পাই, যেমন—ক। **পাণাতিপাতসস পহাণং**, খ। **বেরমণী**, গ। চেতনা, ঘ। **সংবর**, ঙ। **অবিতিক্কম**। বিশুদ্ধিমার্গে "**সিক্খাপদ**" বা শিক্ষাপদ-সম্পর্কে চতুর্বিধ শীল দেখানো হইয়াছে, যথা—ক। **ভিক্খুসীল**, খ। **ভিক্খুণীসীল**, গ **অনুপসম্পন্নসীল**, ঘ। **গহট্ঠসীল**। "**সীল**" এবং "**অধিসীল**" সম্পর্কে অঙ্গুত্তর নিকায়ে দ্রষ্টব্য। জাতকে শীলকে "**সংবর**"রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহার দুইটি পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, যেমন শীল দুইপ্রকার, যথা—**চরিত্তসীল**, **বারিত্তসীল**; "**সংবর**" তিন প্রকার, যথা—**কায়িকসংবর**, **বাচনিক সংবর**, **মানসিক সংবর** এবং উপরোক্ত চতুর্বিধ শীলস্কন্ধ। মহানির্দেশ বর্ণনায় "**পাতিমোক্খসংবর**"। কারকনির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **সীলং**; (বহুবচনে) **সীলানি**। কর্ম (একবচনে) **সীলং**; (বহুবচনে) **সীলানি**। করণ (একবচনে) **সীলেন**; (বহুবচনে) **সীলেহি**, **সীলেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **সীলস্স**, **সীলায**; (বহুবচনে) **সীলানং**। অপাদান (একবচনে) **সীলা**, **সীলস্মা**, **সীলম্হা**; (বহুবচনে) **সীলেহি**, **সীলেভি**। সামীবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **সীলস্স**; (বহুবচনে) **সীলানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **সীলে**, **সীলস্মিং**, **সীলম্হি**; (বহুবচনে) **সীলেসু**। আলাপন বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **সীল**; (বহুবচনে) **সীলানি**।

সীলকথা (স্ত্রী) শীল সম্বন্ধীয় কর্তব্য বর্ণনা, নৈতিকতা সম্বন্ধীয় কর্তব্যের কথা বা ব্যাখ্যা।

সীলকম্ম (ক্লী) শীলগ্রহণ ও পালনের কার্য।

সীলকম্ম কিলেস ⇒ **কম্মকিলেস**।

সীলক্খন্ধ (পুং) শীলস্কন্ধ, নৈতিক আচার পালনের অভ্যাস সাধন, শীলপুঞ্জ, শীলসমূহ, নৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের সংকেতপদ্ধতি, শীলাচরণ নীতিসাধন, ধর্মসম্মত কর্তব্য সম্পাদনের সংহিতা বা নিয়মাবলী, ধর্ম বা ধর্মচরণের অভ্যাস সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ, নৈতিকতা বা কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানের অভ্যাস সম্বন্ধীয় বিষয়পুঞ্জ, নৈতিক আচার বা অভ্যাস সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ। ইহা পঞ্চস্কন্ধের প্রথম উপাদান (**সীলক্খন্ধ**, **সমাধিক্খন্ধ**, **পঞ্ঞাক্খন্ধ**, **বিমুত্তিক্খন্ধ**, **ঞাণদস্সনক্খন্ধ**) গঠনস্বরূপ দেহ যদ্দ্বারা পঞ্চ "**সম্পদা**" অথবা ধর্মবিষয়ক সর্ববিধ উন্নয়ন গড়িয়া ওঠে। ⇒ **খন্ধ** (২), **সীল**, **পঞ্ঞত্তি**।

সীলগন্ধ (পুং) শীলগন্ধ, সৎকাজের সুগন্ধ বা সুযশ, সচ্চরিত্রের সুখ্যাতি, সাদাচারের প্রশংসা।

সীলঙ্গ (ক্লী) [সীল+অঙ্গ] শীলাঙ্গ, শীলের অঙ্গ, নৈতিকতার উপাদান (যাহা পঞ্চ "**সিক্খাপদং**" বা পঞ্চশীল—বিভঙ্গ অর্থকথা)।

সীলচরণ—শীলাচরণ, নীতি-সম্বন্ধীয় জীবন, নৈতিক জীবন, ধার্মিক জীবন, ধর্ম-সম্বন্ধীয় জীবন।

সীলাচার—শীলাচার, নৈতিকতা সম্বন্ধীয় অভ্যাস, শীলপালন।

সীলতা (স্ত্রী) শীলতা, বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ, বিশেষ গুণ বা লক্ষণ, স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি, ধর্ম, সত্যের সহিত উপযোগিতা, ধারণশক্তি, ধারণ ক্ষমতা।

সীলতিত্থ (পুং) শীলতীর্থ, শীলরূপ তীর্থ। (বিণ) শীল পালনের নিয়ম অনুযায়ী চালচলন আছে বা ব্যবহার করে এমন, বিনয়সম্মত সদাচরণকারী। Rhys. Davids এর ইংরেজি অনুবাদ "ধর্মীয় স্নানের তীর্থ বা নদীর ধার"।

সীলতেজ (ক্লী) শীলতেজ, শীলপালনজনিত প্রভা বা জ্যোতি, শীল পালনজনিত উত্তাপ বা তাপ, চরিত্র সম্বন্ধীয় সুখ্যাতি বা প্রশংসা, শীলগৌরব, শীলশক্তি। ⇒ **সীল**, **তেজ**।

সীলদিট্ঠি (স্ত্রী) শীলদৃষ্টি অর্থাৎ শীলপালন অনর্থক অথবা শীলপালনে কোনো ফল নাই বলিয়া মিথ্যা ধারণা। ⇒ **দিট্ঠি** (৪)।

সীলধুর—শীল পালন, শীল পদ্ধতিতে আত্মচরিত্র গঠন, শীলনীতি। ⇒ **ধুর** (২)।

সীলন (ক্লী) শীলন, অভ্যাস, অভ্যাসকরণ, পুনঃপুন করণ, নিত্যকরণ, সম্পাদনকরণ, দমনকরণ, সংযতকরণ, দমন, সংযম।

সীলপঞ্ঞাণ (ক্লী) শীল বিচক্ষণতা, শীল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। ⇒ **পঞ্ঞাণ**।

সীলপদং—শীলাচরণ। (বিপ) **পাপ** (অর্থাৎ **শীলভঙ্গ**)। = **মজ্ঝেকল্যাণ**।

সীলবল (ক্লী) শীলবল, চরিত্রবল। ⇒ **বল** (১খ)।

সীলব্বত (ক্লী) শীলব্রত, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম, সৎকাজ, শিষ্টাচার সংক্রান্ত ধর্মকর্ম প্রতিপালন। (জাতক) **অরিয সীলব্বত**। = **সীলবত**।

সীলব্বত পরামাস—কেবল নিয়ম এবং ধর্মাচরণের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় নীতি অনুসরণ, সৎকার্যের জ্ঞানহীনতা, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা কিংবা ব্রত মানসাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধিতে ও মুক্তি লাভে বিশ্বাস, ব্রতশুদ্ধিবাদে আস্থা, ভ্রান্তির পথে চলিয়া উহাকেই যথেষ্ট বলিয়া ধারণা।

সীলব্বতুপাদান (ক্লী) [সীলব্বত+উপাদান] শীলব্রত গ্রহণকরণ বা সমর্থনকরণ, শীলব্রতের প্রতি আসক্তি। ⇒ **দিট্ঠুপাদান**।

সীলভেদ (পুং) শীলভেদ, শীলভঙ্গ, নৈতিকতা লঙ্ঘন, নিয়ম বা বিধিলঙ্ঘন, ধর্মাচরণে অবহেলা, কর্তব্যকর্মে অবহেলা। ⇒ **ভেদ** (১)।

সীলমত্তক (পুং) কেবল নৈতিকতার বিষয়।

সীলময (বিণ) শীলময়, কেবল শীলপালনকারী, শীল পালন করে এমন, শীলপালনে সম্বন্ধযুক্ত, নৈতিকতা বিষয়ক। ⇒ **ময** (৩)।

সীলমযপুঞঞং (ক্লী) শীলময় পুণ্য। শীল পালন দ্বারা যেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা উহা শীলময় পুণ্য। ⟹ **পুঞঞং**।

সীলরক্খন (ক্লী) শীলরক্ষণ, শীল পালন। ⟹ **রক্খন** (২)।

সীলবত (ক্লী) শীলব্রত, সচ্চরিত্র সম্বন্ধীয় বিধিসমূহ পালন করা, ধর্মীয় বা ধর্মসম্মত আচার যুক্ত হওন। = **সীলব্বত**।

সীলবতী (বিণ, স্ত্রী) শীলবতী, সতী, সাধ্বী।

সীলবত্ত (ক্লী) নৈতিকতা, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ধর্মাচরণ, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, বৈশিষ্ট্য।

সীলবন্ত (বিণ) শীলবান, ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎস্বভাবযুক্ত, সৎ, সাধু, পবিত্র, ন্যায়পর, নৈতিক উপদেশ পালনকারী, নৈতিক বিধি অভ্যাসকারী। (তুলনীয়) **সীলবন্ততর**। কারকনির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **সীলবা**; (বহুবচনে) **সীলবন্তো**। কর্ম (একবচনে) **সীলবন্তং**; (বহুবচনে) **সীলবন্তে**। করণ (একবচনে) **সীলবতা**; (বহুবচনে) **সীলবন্তেহি**। সম্বন্ধপদ (একবচনে) **সীলবতো**; (বহুবচনে) **সীলবন্তানং**, **সীলবতং**।

সীলবন্ততর (পুং) শীলবান পুরুষ, শীলপালনকারী ব্যক্তি।

সীলবিপত্তি (স্ত্রী) ধার্মিক বা ধর্মসম্মত বিধি লঙ্ঘন, নৈতিক পাপ, নীতি সম্বন্ধীয় অপরাধ, শীলের অনুরূপ নিয়ম পালনের অভাব বা ন্যূনতা, নীতি সম্বন্ধীয় ন্যূনতা, নৈতিক অভাব, ধর্মসম্মত অকৃতী পুরুষ। ⟹ **বিপত্তি**, **দিট্ঠিবিপত্তি**।

সীলবিপন্ন (বিণ) যেই ব্যক্তি নৈতিক উপদেশ হইতে ভুল পথে চলিয়াছে, অনধিকার প্রবেশকারী, শীলবিপন্ন, ধর্মসম্মত পথ হইতে ভুল পথে গত, নীতিভ্রষ্ট, নৈতিক আচার-ব্যবহার ভ্রষ্ট, আচরণভ্রষ্ট, ধর্মাচরণহীন, নীতিহীন, ধর্মশূন্য, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানরহিত, নৈতিকতাহীন। (বিনয়) **আচারবিপন্ন**, **দিট্ঠিবিপন্ন**, **সীলবিপন্ন**। (বিপ) **সীলসম্পন্ন**। ⟹ **বিপন্ন**।

সীলবিমংসক (বিণ) কাহারও যশ বা খ্যাতি পরীক্ষাকারী, কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে সাধারণ মতামত পরখ করিয়া দেখে বা বাজাইয়া লয় এমন, সুনাম পরীক্ষক, শীল বা নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় মীমাংসাকারী।

সীলবেলা (স্ত্রী) স্বভাব নিয়ন্ত্রণ, চরিত্র-সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ বা দমন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"অনধিকার বা অবৈধ প্রবেশ না হওয়া"। ⟹ **বেলা** (৩)।

সীলব্যসন—শীল বা চরিত্র-সম্বন্ধীয় দুঃখ, শীলপালনে দুঃখ, শীলাচরণে দুর্বিপাক। ⟹ **ব্যসন**, **দিট্ঠিব্যসন**।

সীলসংবর (পুং) শীলসংবর অর্থাৎ নৈতিক উৎকর্ষ বা সাধুতা দ্বারা সংযম, প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে উল্লেখিত শীলসমূহ পালন দ্বারা নিজকে সংযত করা, আচরণে আত্মদমন। ⟹ **সংবর**।

সীলসংবুত (বিণ) শীলগুণে সংযত, নৈতিক বা ধর্মসম্মত আত্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া অবস্থান করে এমন, শীলপালন দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রিত।

সীলসম্পত্তি (স্ত্রী) শীলরূপ আচরণ সম্পত্তি, শীলশুদ্ধি বা আচরণশুদ্ধিরূপ সুখ বা সৌভাগ্য প্রাপ্তি, নৈতিক আচার ব্যবহার-সম্বন্ধীয় সম্পাদন বা সম্পাদিত কার্য, ধর্মসম্মত জীবনযাপন দ্বারা সম্পাদন বা প্রাপ্তি। (তুলনীয়) **সীলসম্পদা**। ⟹ **সম্পত্তি** (১)।

সীলসম্পদা (স্ত্রী) শীলসম্পদা, শীলরূপ সম্পত্তি, সচ্চরিত্রতা, নৈতিকতা সম্বন্ধীয় অভ্যাস। = **সীলক্খন্ধ**। ⟹ **সম্পদা** (১)।

সীলসম্পন্ন (বিণ) শীলসম্পন্ন, নৈতিক বা ধর্মসম্মত উপদেশসমূহ পালন করে এমন, নৈতিকতা বা ধর্মসম্মত বিধিসমূহ অভ্যাস করে এমন, ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সতী, ন্যায়পর।

সীলসাখপসাখ (বিণ) ⟹ **সাখা**।

সীলসামঞঞ (ক্লী) শীলের সমতা বা সমভাব, শীলসাদৃশ্য। ⟹ **সামঞঞ** (১), **সীল**।

সীলাকুড্ড—পাথরের ঘর, প্রস্তর নির্মিত ঘর। ⟹ **কুড্ড**।

সীলাচার—শীলাচার, শীল এবং আচার, নৈতিক বা ধর্মসম্মত বিধি এবং আচরণ, চরিত্র শুদ্ধি এবং তদনুরূপ ব্যবহার।

সীলাচার সম্পন্ন (বিণ) শীলাচার সম্পন্ন, নৈতিক বা ধর্মসম্মত বিধি এবং আচরণ সম্পন্ন, শীল এবং আচার সম্পন্ন, চরিত্র শুদ্ধি রক্ষা করে এবং আচরণ করে এমন। ⟹ **সহিতংবেত**।

সীলানুস্সতি (স্ত্রী) ⟹ **অনুস্সতি**, **বুদ্ধানুস্সতি**।

সীলিক (বিণ) অভ্যস্ত, স্বভাবগত, স্বভাবগত হইয়াছে বা স্বভাব আছে এমন। = **সীলিন**।

সীলিন (বিণ) মেজাজ বা প্রবণতা আছে এমন, স্বভাবের, আচরণকারী। = **সীলিক**। (দীর্ঘনিকায়) **অরিযসীলিন**। (সূত্রনিপাত) **নিদ্দাসীলিন**। (দীর্ঘনিকায়) **বুদ্ধসীলিন**। (সূত্রনিপাত) **সভাসীলিন**।

সীলিয (ক্লী) পরিচালন, পথপ্রদর্শন, আচরণ, ব্যবস্থা, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট ধর্ম বা গুণ, খ্যাতি, নাম, সুপরিচিত ব্যক্তি, ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, (জাতকে) অসদাচরণ।

সীলী (বিণ) = **সীলিক**। ⟹ **সীলিক**।

সীবথিকা (স্ত্রী) আমকশ্মশান, যেই শ্মশানে পচিয়া গলিয়া নষ্ট হইয়া যাইবার জন্য শবদেহ ফেলিয়া রাখিয়া আসা হয়, গোরস্থান। = **সুসান**, **আমকসুসান**।

সীবন (ক্লী) = **বিসীবন**। ⟹ **বিসীবন**।

সীবেতি (ক্রি) = **বিসীবেতি**। ⟹ **বিসীবেতি**।

সীসং (ক্লী) ১ সীস, সীসক, সীসাধাতু, সীসা, সীসপত্রক,

সীসা দ্বারা তৈরি মুদ্রা। = **কাড়-তিপু**। **২ক**। শীর্ষ, মস্তক, শির, শিরস্, মাথা, শীর্ষক, শিরোস্থি, মাথার খুলি, শরীরস্থ মস্তক, পাগড়ি, টোপর। (দীর্ঘনিকায়) **সিসং নহাত**। (সংযুক্ত নিকায়) **আদিত্ত সীস**। (মহাবংস) **সীসতো**। (জাতক) **অধোসীস**। **খ** উর্ধ্ব অংশ, অগ্রভাগ, উপরিভাগ, মুখমণ্ডল, ললাট, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগ, কোনো বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, চূড়া, আগা, মস্তক, সর্বোচ্চ পদ। (দীপবংস) **ভূমিসীস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চঙ্কমন সীস**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **সঙ্গামসীস**। (জাতক) **মেঘসীস**। (বিপ) **সম** (সমান অর্থে)। **গ** প্রধান অংশ। **ঘ** ধান বা ফসলের শীষ বা কর্ণ। **ঙ** শীর্ষদেশ, অগ্রভাগ, শীর্ষক, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি বা কল্পনা, মস্তক, নায়ক, কর্তা, প্রধান চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রাপৃষ্ঠ, প্রত্যেকটি, ফোঁড়া, পরিণতি, বাক্যের প্রধান অংশ, তর্কের মূলকথা, নদীর উৎপত্তি স্থান, অন্তরীপ, সংকট, ক্ষমতা, একটি লোক, (কোনো দ্রব্যের) স্থূলাংশ, (কোনো বিষয়ে বিভাগস্বরূপ) শিরোনামা, শিরোলিপি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ছন্দসীস; চিত্তসীস**। (করণে) **সীসেন** (জাতক)।

সীসংনহাত (বিণ) যেই ব্যক্তি মাথা ধুইয়াছে, যেই ব্যক্তির মস্তকের পুণ্যস্নান সুসজ্জিত করিয়াছে। ⟹ **সীসং**(২ক)।

সীস অভিতাপ—সর্দিগর্মি। ⟹ **অভিতাপ**। = **সীসাভিতাপ**।

সীসক (ক্লী) = **সীসং**। ⟹ **সীসং**। (বিণ) শীর্ষক, শিরোনামাযুক্ত, শিরোলিপিযুক্ত, (কিছুর) দিকে মাথা রাখিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **উত্তরসীসক**—উত্তর দিকে মাথা আছে এমন। (জাতক) **পাচীন সীসক**—পূর্বশিরায়; **হেট্ঠাসীসক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মসীসক**।

সীসকটাহ (পুং) মাথার খুলি। = **সীসকপাল, কপাল** (২), **কপালসীস**। ⟹ **কটাহ** (২)।

সীসকপাল (পুং) = **সীসকটাহ**। ⟹ **সীসকটাহ**।

সীসকলন্দ—(এই শব্দটি মিলিন্দ প্রশ্নে দৃষ্ট হয়, ইহার ঠিক অর্থ জানা যায় না।) কম্বল (উপাধান বা গদি ?) অথবা মস্তকাবরণবিশেষ বা রুমাল। (তুলনীয়) **কলন্দ** ("কাঠবিড়াল" অর্থে), **কলন্দক**।

সীসকার (পুং) যেই ব্যক্তি সীসার কাজ করে, যেই ব্যক্তি সীসা দ্বারা অক্ষর ব্লকাদি প্রস্তুত করে। ⟹ **সীসং**(১)।

সীসচোল (ক্লী) মাথার কাপড়, পাগড়ি।

সীসচ্ছবি (স্ত্রী) মাথার চামড়া।

সীসচ্ছিন্ন (বিণ) শিরশ্ছিন্ন, মস্তকছিন্ন, শির বা মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

সীসচ্ছেজ্জ (বিণ) শিরশ্ছেদনে পরিণত, পরিণামে বা ফলে শিরশ্ছেদ হয় এরূপ।

সীসচ্ছেদ (ক্লী) শিরশ্ছেদ, শিরশ্ছেদন, মৃত্যু।

সীসচ্ছেদন (ক্লী) **সীসচ্ছেদ**। ⟹ **সীসচ্ছেদ**।

সীসতো (ক্রি-বিণ) মাথার দিকে, মস্তক হইতে। ⟹ **সীসং**(২ক)।

সীসপরম্পরা (স্ত্রী) বোঝা বহন করিবার সময় একজনের মাথার বোঝা অপরজনের মাথায় প্রদান, শিরপরম্পরা, পরস্পরের মধ্যে মাথার বোঝা অদলবদল বা পরিবর্তনকরণ।

সীসপরম্পরায (বিণ) মাথার কাছে মাথা একত্রিত করিয়া, একজনের মাথার সহিত অন্যজনের মাথা যুক্ত করিয়া বা কাছে আনিয়া।

সীসপ্পচালকং (ক্লী) শির আন্দোলিতকরণ, মাথা দোলানো, শিরসঞ্চালনকরণ, মস্তক সঞ্চালন।

সীসপ্পচালন (ক্লী) = **সীসপ্পচালকং**। ⟹ **সীসপ্পচালকং**।

সীসময (বিণ) সীসাময়, কেবল সীসা দ্বারা প্রস্তুত। ⟹ **সীসং** (১)।

সীসমুণ্ডনমত্ত—মস্তক মুণ্ডন করিবা মাত্র, মস্তক মুণ্ডন করিলেই। ⟹ **মুণ্ডক**।

সীসবিরেচন (ক্লী) মাথার উপশমের জন্য বিরেচন অর্থাৎ মাথাধরা ইত্যাদি শিরঃপীড়া উপশমের জন্য প্রক্রিয়া বা ঔষধাদি প্রয়োগ।

সীসবেঠ (ক্লী) শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি, টুপি, মাথার মোড়ক বা বেষ্টনীবস্ত্র, মস্তকাবরণ। ⟹ **বেঠ, বেঠণ** (৩)।

সীসবেঠন (ক্লী) মাথার কাপড়, পাগড়ি। = **সীসবেঠ**।

সীসবেদনা (স্ত্রী) মস্তকবেদনা, মাথার বেদনা, মাথাব্যথা, মাথাধরা, শিরঃপীড়া।

সীসা (পুং) সীসা, ধাতু-বিশেষ। = **সীসং** (১)।

সীসানুলোকিন (বিণ) সম্মুখে দর্শনকারী, কোনো কিছু সম্বন্ধে মনোযোগের সহিত অবলোকন বা দর্শন করে এমন, কোনো বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে এমন।

সীসাবাধ (পুং) [সীস+আবাধ] মাথার রোগ।

সীসাভিতাপ (পুং) [সীস+অভিতাপ] সর্দিগর্মি, মাথার উষ্ণতা, শিরঃপীড়া।

সীসেন (ক্রি-বিণ) শিরোনামায়, শিরোলিপিতে, সমানবর্ণে, জাতিতে, শ্রেণীতে, গণে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চিত্তসীসেন**। (জাতক) **পরিভোগ সীসেন**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সঞ্ঞাসীসেন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কম্মট্ঠান সীসেন**। ⟹ **সীসং** (২ ঙ)।

সীহ (পুং) সিংহ, পশুরাজ, মৃগেন্দ্র। = **মিগরাজা**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সহনতো চ হননতো চ সীহো'তি বুচ্চতি**। জাতকে বলা হইয়াছে "সিংহ সদৃশ স্ত্রীলোক"। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের উপাধিস্বরূপ সিংহ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সীহকুণ্ডল (পুং) "সিংহের অর্থাৎ সিংহচিহ্নস্বরূপ কর্ণাভরণ", বহুমূল্য কর্ণাভরণ। ইহা মূল্যবান কর্ণাভরণের নাম-বিশেষ। জাতকে ইহাকে "**সীহমুখ কুণ্ডল**" ও বলা হইয়াছে। = **সীহমুখ কুণ্ডল**। ⟹ **কুণ্ডল**।

সীহচম্ম (ক্লী) ১ সিংহচর্ম, সিংহের চামড়া। ⟹ **চম্ম**। ২

জাতক গ্রন্থে এক জাতকের নাম।

সীহতেল—সিংহের তেল, সিংহচর্বি, বহুমূল্য তৈল।

সীহনাদ (পুং) সিংহনাদ, সিংহের গর্জন, সিংহধ্বনি, যোদ্ধাগণের বীরোচিত আস্ফালনসূচক শব্দ, বীরোচিত গর্জন, সাহসিক ভাষণ, বুদ্ধের ধর্মদেশনা, হর্ষোচ্ছ্বাস, উল্লাসজনিত ধ্বনি বা সঙ্গীত, পরমাহ্লাদজনিত ধ্বনি, বিজয়োল্লাস ধ্বনি, "ধন্য হউক" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি। = সেট্‌ঠনাদ অভীত নাদ।

সীহনাদ নদন (ক্লী) সিংহগর্জনের শব্দ, সিংহের ন্যায় গর্জন শব্দ বা উল্লাসধ্বনি। ⟹ নদন।

সীহনাদিক (বিণ) সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া ভাষণকারী, যেই ব্যক্তি হর্ষোচ্ছ্বাস বা বিজয়োল্লাস সঙ্গীত করে, যেই ব্যক্তি উল্লাস ধ্বনি করে। (পুং) = সীহনাদ। ⟹ সীহনাদ।

সীহপঞ্জর (পুং) ১ সিংহপিঞ্জর, সিংহকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পিঞ্জর বা খাঁচা। ⟹ পঞ্জর। ২ জানালা, খিড়কি, গবাক্ষ।

সীহপপাতক (পুং) "সিংহপ্রপাত", হিমালয়স্থ একটি মহাহ্রদের নাম-বিশেষ।

সীহপিট্‌ঠে—সিংহের পৃষ্ঠদেশে, সিংহপৃষ্ঠে সিংহের উপরিভাগে বা উপরে। ⟹ পিট্‌ঠে (২)।

সীহপোতক (পুং) সিংহশাবক, সিংহের বাচ্চা।

সীহমুখ (পুং) সিংহমুখ, সিংহের মুখ, রাজরথের চক্রের নাভির পার্শ্ববর্তী সজ্জা বা আভরণ, হস্তীর ভূষণবিশেষ। ⟹ সীহমুখ কুণ্ডল।

সীহমুখকুণ্ডল (পুং) সিংহের মুখাকৃতির চিহ্নস্বরূপ কুণ্ডল বা কর্ণাভরণ। = সীহকুণ্ডল। ⟹ কুণ্ডল।

সীহরথ—সিংহবাহিত রথ, যেই রথ সিংহ টানিত হয়, সিংহ দ্বারা টানা রথ।

সীহরাজা (পুং) সিংহরাজা, সিংহরাজ, পশুরাজ। = সীহ।

সীহল = সীহল্। ⟹ সীহল্।

সীহলক (বিণ) সিংহলবাসী, লঙ্কাবাসী।

সীহল্ (বিণ) সিংহলবাসী, লঙ্কাবাসী। (পুং) ১ সিংহলবাসী লোক। ২ ভারতের দক্ষিণদিকস্থ এক দ্বীপের নামবিশেষ, সিংহল, লঙ্কা।

সীহলকুদ্দাল—সিংহল দেশীয় কোদাল, লঙ্কার কোদাল।

সীহলদীপ (পুং) সিংহলদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ।

সীহলভাসা (স্ত্রী) সিংহলীভাষা, সিংহলদেশীয় ভাষা, লঙ্কার ভাষা। ⟹ ভাসা।

সীহবিক্কীলিত (ক্লী) সিংহের ক্রীড়া, সিংহক্রীড়া, বুদ্ধগণের এবং অর্হতগণের দৈহিক অবস্থান বা মনোভাব।

সীহসেয্যা (স্ত্রী) সিংহশয্যা, (শরীরের) দক্ষিণ পার্শ্বে বা ডান কাত হইয়া (ডান হাতের কনুই হইতে কব্জা পর্যন্ত উঁচু করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তালুতে মাথা রাখিয়া) মাথা উঁচু করিয়া শয়ন। (বিণ) সিংহশয্যায় শয়ন করে এমন। ⟹ সেয্যা (বিণ)।

সীহস্সর (বিণ) সিংহের ন্যায় কণ্ঠস্বরে গর্জন করিয়া, সিংহগর্জনের ন্যায় কণ্ঠস্বর আছে এমন, সিংহের ন্যায় গর্জন করে এমন। ⟹ সর(৩)।

সীহহনু (বিণ) সিংহহনু, সিংহের চোয়ালের ন্যায় চোয়াল আছে এমন। দীর্ঘনিকায়ে ইহা বুদ্ধ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

সীহাসন (ক্লী) সিংহাসন, সিংহচিহ্নিত আসন, রাজাসন, রাজা বসিবার আসন।

সীহিনী (স্ত্রী) = সীহী। ⟹ সীহী।

সীহী (স্ত্রী) সিংহী, স্ত্রীজাতীয় সিংহ।

সীহো (পুং) সিংহ। = সীহ।

সু (অব্যয়) ১ "শূ" বলিয়া উচ্চ শব্দ বা ধ্বনিবিশেষ। এই "শূ" সাধারণত "সু সু" রূপে পুনরুক্ত হইয়া থাকে (জাতক)। জাতকে সর্পের "ফোঁস ফোঁস" সম্বন্ধেও "সু সু" শব্দরূপে ব্যবহার হইয়াছে। থেরগাথা অর্থকথায় কাহাকেও ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার জন্য "সু সু"-এর ব্যবহার হইয়াছে; ইহার অন্যত্র আকস্মিক শ্বাস বা দমকা বাতাস বা আকস্মিক বায়ুপ্রবাহের শব্দ-সম্বন্ধেও "সু সু" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তিকপট্‌ঠানে সাপের "ফোঁস ফোঁস" শব্দ-সম্বন্ধে "সূ সূ"-এর ব্যবহারও দেখা যায়। (তুলনীয়) সূকর। ইহাকে বলা হইয়াছে "সু সুমাষতি" অর্থাৎ "সু সু" রূপে এক প্রকার শব্দ করা। ২ "সু" অব্যয়রূপে বা উপসর্গরূপে বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষর শব্দবিশেষ। ইহা বিশেষণ, বিশেষ্য এবং কোনো কোনো ক্রিয়াকারের সহিত যুক্ত হইয়া "ভাল, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, সৌভাগ্যক্রমে, সানন্দে, সম্পূর্ণ, পূরা, পূর্ণাঙ্গ" সম্বন্ধীয় মনের ভাব প্রকাশ করে ("সুশিক্ষিত, ভদ্র, শিষ্ট, খাঁটি জাতের, স্বাগত সম্ভাষণ, অভ্যর্থনা, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ"-এর বর্ণনা তুলনীয়)। (বিপ) দু। "সু" শব্দ "অত্যন্ত, অতিশয়, অতি" অর্থেও প্রায় ব্যবহার হইয়াছে দেখা যায়, যেমন— সু-পাপক— অতি দুষ্ট; সু-দুব্বল—অত্যন্ত দুর্বল। ৩ এখানেও "সু" অব্যয়রূপে বা উপসর্গরূপে বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষর শব্দ-বিশেষ, কিন্তু ইহা এখানে প্রশ্নবোধক-রূপে ব্যবহৃত হইয়া প্রশ্নার্থ সর্বনাম পদের সহিত যুক্ত হয়, যথা— (সংযুক্ত নিকায়) কং সু? কেনস্সু? ("কিসসসস" শব্দের পরিবর্তে পাঠ) কিস্সস্সু? (সূত্রনিপাত) কো সু? কিং সু? কথং সু? "সু" শব্দ অধিক পদতাস্বরূপ অব্যয়রূপেও প্রায় ব্যবহার হয়, যথা—(দীর্ঘনিকায়) তদা সু—তখন; (সংযুক্ত নিকায়) হত্থে সু সতি—হাত যখন সেখানে আছে। "সু" শব্দ "স্সু" এবং "অস্সু" শব্দরূপে ব্যবহারও দৃষ্ট হয়, যথা—(দীর্ঘনিকায়) ত্যস্সু = তে অস্সু; যস্সাহং = যে অস্স অহং; (বিনয়) অপ্পিস্সু; (জাতক) তদস্সু = তদা সু—তখন; (সূত্রনিপাত) তযস্সু—তিনি; (দীর্ঘনিকায়) আদিত্ত স্সু—প্রজ্জ্বলিত। (সূত্রনিপাত)

নাসসু—না, নয়; (জাতক) স্বসসু = সো সু। "সু" কখন কখন অনুস্বার সংযুক্ত শব্দের পরেও বসে, যথা—(জাতক) যেহিংসু; (সূত্রনিপাত) কচ্চিংসু।

সুংসুমার (পুং) কুমির, কুম্ভীর, কপট শত্রু। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সুংসুমার কুচ্ছি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সুংসুমার পতিতেন বন্দেতি**—কুম্ভীরের ন্যায় পতিত হইয়া বন্দনা করা।

সুংসুমার কুচ্ছি—কুম্ভীরের উদর। ⟹ **সুংসুমার**।

সুংসুমারিনী (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় কুম্ভীর।

সুংসুমারী (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় কুম্ভীর।

সুক (পুং) শুক, শুকপাখি, তোতাপাখি। সংযুক্ত নিকায়ে "সুক" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "সূক"। ⟹ **সুব, রোগ**।

সুকট (বিণ) বাহবা, ভাল, উপযুক্ত, সুকৃত, ধার্মিক, শুভ, যথেষ্ট, যথার্থ, নির্দোষ, উপকারী, স্বাস্থ্যকর, মৃদু, বলবৎ, অনেক, দয়ালু, দোষশূন্য, সম্পূর্ণ, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, ন্যায়পর। = **সুকত**। (ক্লী) সৎকার্য, পুণ্যকার্য, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য। = **সুকতং**।

সুকট্ঠ (বিণ) সুকর্ষিত, সুন্দররূপে কর্ষণকৃত, উত্তমরূপে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উত্তমরূপে প্রস্তুত। ⟹ **কট্ঠ**।

সুকণ্হ (বিণ) গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের, খুব অন্ধকার, ঘোর আঁধার, অতিশয় পাপী, ঘোর অন্ধকারবিশিষ্ট।

সুকণ্হ কণ্হ—অতি সুন্দর মসৃণ কালবর্ণ, সুন্দর চকচকে কালোবর্ণ। = **সুসুকাড় কেস**।

সুকণ্হ জটিল (পুং) গাঢ় মসৃণ কালবর্ণের জটাধারী জটিল সন্ন্যাসী। (তুলনীয়) **কণ্হজটিল**।

সুকণ্হ সীস ⟹ **কণ্হ** (২)।

সুকত (বিণ) সুকৃত, পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান, ধার্মিক, সুবিহিত, ভাগ্যবান, সুন্দররূপে করা হইয়াছে এরূপ, সুনির্মিত, নিপুণহস্তে করা হইয়াছে এরূপ, সুন্দর, উত্তম, উত্তমরূপে প্রস্তুত, সুন্দরভাবে তৈয়ারি বা গড়া। = **সুকট** (বিণ)। **সুকত কম্মকারিন**—সুন্দরকার্য করে বা করা হইয়াছে এমন। ⟹ **বিমান** (দ্র)।

সুকতং (ক্লী) সুকৃতি, সাধুতা, উৎকর্ষ, ধর্ম, দয়া, সদাশয়তা, বদান্যতা, পুণ্য, শুভ, দান, ভাগ্য, পুরস্কার। = **সুকট** (ক্লী)।

সুকতহত্থ (বিণ) দৃঢ়হস্ত, নিপুণহস্ত, সুশিক্ষিত হস্ত, সুশিক্ষিত। ⟹ **কতহত্থ**।

সুকতী = **সুগতী**। ⟹ **সুগতী**।

সুকথা—ভালকথা, সুকথা, হিতকর কথা, মঙ্গলজনক কথা, উপকারী কথা। (বিপ) **দুক্কথকথা**।

সুকথিত (বিণ) ⟹ **কথিত**।

সুকপ্পিত (বিণ) সুকল্পিত, সুবিবেচিত, সুন্দররূপে সংকল্পিত, উত্তমরূপে সিদ্ধান্তকৃত, সুচিন্তিত। ⟹ **কপ্পিত** (৩)।

সুকর (বিণ) সুকর, সহজে করা যায় এরূপ, সহজ, স্বচ্ছন্দ, সহজলভ্য, সচ্ছল, সাধ্য, সম্ভাব্য। ন **সুকরং**—করা সহজ নহে, দুঃসাধ্য, করা কঠিন। (সংযুক্ত নিকায়) **ন সুকরো সো ভগবা অম্হেহি উপসঙ্কমিতুং**।

সুকলল (বিণ) সুন্দর কাদাযুক্ত অর্থাৎ মাঠে কোমল মাটি আছে এরূপ, অত্যন্ত কাদাযুক্ত, (মাঠে) খুব কাদা আছে এরূপ। ⟹ **কলল** (১)।

সুকুসালি = **সূকরসালি**। ⟹ **সূকরসালি**।

সুকাল (বিণ) অত্যন্ত মসৃণ কালো রঙের, মসৃণ বা তেলা কালো রংবিশিষ্ট।

সুকিচ্ছ—মহাদুঃখ, অতিশয় কষ্ট, অত্যন্ত বিরক্তি, খুব অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক মহাগোলযোগ, মহাদুঃখ বা বিরক্তির কারণ, নিতান্ত অস্বাস্থ্য, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড।

সুকিচ্ছরূপ (বিণ) বহুকষ্টে সংগৃহীত, খুব কষ্টকর, বহু কষ্টদায়ক।

সুকিত্তিক (বিণ) উত্তমরূপ, ব্যাখ্যাকৃত, সুন্দররূপে বর্ণিত। (তুলনীয়) **সুকিত্তিত**।

সুকিত্তিত (বিণ) সুকীর্তিত, সুবর্ণিত, সুন্দর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা হইয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **সুকিত্তিত**। ⟹ **কিত্তিত**।

সুকুণিকা (স্ত্রী) পক্ষিণী, স্ত্রীজাতীয় পাখি। = **সকুণিকা**।

সুকুণ্ডল ⟹ **কুণ্ডল**।

সুকুমার (বিণ) সুকুমার, অতি মৃদু, অতি কোমল, অতি বালক, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, সুন্দর, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, পাতলা, কোমল ও সুন্দর, চিক্কণ, মিহি, ভদ্র, সুশীল, সূক্ষ্মবিচারক্ষম, নির্ভুল, নিপুণ, উপাদেয়, দুর্বল, সংকট বা সংকোচজনক, বিলাসী, কষ্ঠাশীল। ⟹ **সুখুমাল**।

সুকুমারতা (স্ত্রী) সুন্দরতা, তৃপ্তিজনক অবস্থা, রুচিকর ভাব, কোমলতা এবং সৌন্দর্য, ভদ্রতা, সুশীলতা, নিপুণতা, বিলাসিতা, সৌন্দর্য, কমনীয়তা, লাবণ্য।

সুকুমাল (বিণ) মনোহর, সুন্দর, প্রীতিকর। ⟹ **সুকুমার**।

সুকুমালত্ত (ক্লী) সৌন্দর্য, কোমলতা, লাবণ্য, কমনীয়তা। ⟹ **সুকুমারতা**।

সুকুসল (বিণ) সুপুণ্য, সুকুশল, উত্তমপুণ্য, উত্তমকুশল, উচ্চদরের পুণ্য, সুনিপুণ, সুদক্ষ, অতিশয় নিপুণ, অত্যন্ত পটু। **সুকুসল ধম্মানং**—অতিশয় পুণ্যনীতিসমূহের, উচ্চদরের পুণ্যকার্য সমূহের। ⟹ **কুসল**।

সুক্ক (পুং) গ্রহ, নক্ষত্র, তারা। (ক্লী) ১ পুণ্য, ধর্ম, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য। ২ শুক্র, বীজ। (বিনয়) **সুক্কবিসট্ঠি**—শুক্রনির্গমন। ৩ উজ্জ্বল্য, উজ্জ্বলতা। (বিণ) উজ্জ্বল, শুভ্র, শুক্ল, সাদা, শ্বেত, ম্লান, শুষ্ক, শুকাইয়া গিয়াছে এরূপ, ফ্যাকাসে, পক্ব (কেশ), নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র,

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, খাঁটি, কেবল, সচ্চরিত্র, ভাল, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, দোষশূন্য, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ। (জাতক) **সুক্কধম্ম**। (সূত্রনিপাত) **কণ্হসুক্কং**।

সুক্কংস—উজ্জ্বল অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি, ঐশ্বর্য।

সুক্ককম্ম (ক্লী) পুণ্যকর্ম, নির্দোষ কার্য, উচ্চশ্রেণীর কার্য, অনিন্দনীয় কার্য, শুদ্ধ বা পবিত্র কর্ম, সৎকার্য। (বিপ) **কণ্হকম্ম**। ⟹ **কণ্হবিপাক**।

সুক্কচ্ছবি (বিণ) শ্বেতচর্মের, সাদা চামড়া আছে এমন, শ্বেতবর্ণের, সাদা, শুভ্র।

সুক্কচ্ছবি বেধবেরা (পুং, বহুবচন) শ্বেতবর্ণ চামড়াযুক্ত বিধবার পুত্রগণ। ⟹ **বেধবের**।

সুক্কতদুক্কত (বিণ) সুকৃত এবং দুষ্কৃত, ভালো এবং মন্দ, উত্তম এবং নিকৃষ্ট। **সুক্কত দুক্কত কম্মানি**—ভালোমন্দ কাজসমূহ।

সুক্কধম্ম (পুং) পবিত্র ধর্ম, বিশুদ্ধ ধর্ম, শুদ্ধধর্ম, নিষ্কলঙ্ক বা অনিন্দনীয় ধর্ম, যথার্থ ধর্ম, সত্যধর্ম। ⟹ **সুক্ক** (বিণ)।

সুক্কপকখ(পুং) শুক্লপক্ষ, মাসের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পক্ষকাল বা পনের দিন, জ্যোৎস্নায় আলোকিত অর্ধমাস, অমাবস্যার পর পূর্ণমাসী পর্যন্ত পনের দিন, সুবর্ণ সুযোগ। (বিপ) **কাড়পকখ**। = **সকখপকখ**।

সুক্কবিপাক (ক্লী) সৎকর্মের ফল, পুণ্যফল। (বিপ) **কণ্হবিপাক**। ⟹ **কণ্হবিপাক**।

সুক্কবিসট্‌ঠি (স্ত্রী) শুক্রনির্গমন, এককালে নিঃসৃত শুক্র বা বীজ। ⟹ **বিসট্‌ঠি, সুক্ক** [ক্লী)(২)]।

সুক্কা—একশ্রেণীর দেবগণ।

সুক্কবার—শুক্রবার।

সুক্‌খ (বিণ) শুষ্ক, বৃষ্টিহীন, রসহীন, অদুগ্ধবতী, শক্ত, কঠিন, মদ্যাদি বিক্রয় বর্জিত, অশ্রুশূন্য, আকর্ষণহীন, নীরস, স্পষ্ট, অলঙ্কারশূন্য, শুকনা, শীর্ণ, অকারণ, হেতুশূন্য, নিরর্থক, শুকাইয়া গিয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **পরিসুক্‌খ, বিসুক্‌খ**।

সুক্‌খকদ্দম—শুষ্কমাটি, নীরস মৃত্তিকা।

সুক্‌খকন্তার—শুষ্ককান্তার, মরুভূমি, জনমানবশূন্য স্থান, নির্জন স্থান, অনুর্বর স্থান।

সুক্‌খকূর ⟹ **কূর**।

সুক্‌খতি (ক্রি) [√সুক্‌খ+অ] শুষ্ক হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া। (অতীত) **সুক্‌খি**। (অ-বিণ) **সুক্‌খিত**। (ব-বিণ) **সুক্‌খমান, সুক্‌খন্তো**। (ক্রি-বি) **সুক্‌খিত্বা**। (করণে) **সুক্‌খাপেতি, পুক্খাপেতি**।

সুক্‌খদণ্ডক (ক্লী) শুষ্ক পল্লব বা ফেঁকড়ি। ⟹ **দণ্ডক**।

সুক্‌খন (ক্লী) শুকাইয়া যায় এরূপ অবস্থা।

সুক্‌খন্তো (বিণ) শুষ্কমান, শুকাইয়া যায় বা যাইতেছে এরূপ। ⟹ **সুক্‌খতি**।

সুক্‌খপকখ (পুং) শুক্লপক্ষ। চন্দ্রপক্ষীয় অর্ধমাস বা পনরদিনকে শুক্লপক্ষ বলা হয়। = **সুক্কপকখ, জুণ্হপকখ**। (বিপ) **কণ্হপকখ**। ⟹ **পকখ** (১গ)।

সুক্‌খমান (বিণ) শুষ্কমান, শুকাইয়া যায় বা যাইতেছে এরূপ, নষ্ট হইয়া যাইতেছে এরূপ। ⟹ **সুক্‌খতি**।

সুক্‌খবিপস্সক (পুং) শুষ্ক বিদর্শক, নীরসতা দর্শনকারী যোগী। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা বিরহিত বিদর্শন ভাবনাকারীকে শুষ্কবিদর্শক বলা হয়।

সুক্‌খাপন (ক্লী) শুকানো, শুষ্ককরণ।

সুক্‌খাপযমান (বিণ) শুকাইয়া ফেলিতেছে এরূপ, শীর্ণ করিতেছে এরূপ। ⟹ **পুক্খাপেতি, সুক্‌খাপেতি**।

সুক্‌খাপেতি (ক্রি) শুষ্ক করা বা করানো, শুষ্ক হইবার কারণ করা, শুকাইয়া লওয়া, শুকাইয়া ফেলানো। = **ৰিসোসেতি**। ⟹ **সুক্‌খতি**। (অতীত) **সুক্‌খাপেসি**। (অ-বিণ) **সুক্‌খিত**। (ব-বিণ) **সুক্‌খাপযমান**। (ক্রি-বি) **সুক্‌খেত্বা, সুক্‌খাপেত্বা**।

সুক্‌খিত (বিণ) শুষ্ক, শুকাইয়া গিয়াছে এরূপ, শুকাইয়া ফেলাইয়াছে এরূপ, শীর্ণ, কৃশ, কাহিল। (তুলনীয়) **পরিসুক্‌খিত**। ⟹ **সুক্‌খতি, সুক্‌খাপেতি**।

সুখ (ক্লী) সুখ, আনন্দ, সন্তোষ, আশীর্বাদ, প্রীতি, হর্ষ, স্বচ্ছন্দ, মঙ্গল, কুশল, সমৃদ্ধি, সাফল্য, কৃতকার্যতা, ইষ্টসিদ্ধি, সৌভাগ্য, সম্পদলাভ, যে ব্যক্তি বা বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে, জয়, আদর্শ, সান্ত্বনা, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখাদি হইতে মুক্তি, স্বস্তি, সান্ত্বনাকারী ব্যক্তি বা বস্তু, বিরাম, বিশ্রাম, অনায়াসত্ব, উদ্বেগহীনতা, কষ্টশূন্যতা। ⟹ **লোকধম্ম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুখং দেব মনুস্সানং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোকিয সুখ**—লৌকিক বা সাংসারিক সুখ। (তিকপট্‌ঠান) **কাযিক সুখ**—শারীরিক সুখ বা উন্নতি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সামিসং সুখ**—সামিষ সুখ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর সুখ, দৈহিক সুখ, পার্থিব সুখ। **"পীতি"** (প্রীতি বা আনন্দ) সম্পর্কে—(বিশুদ্ধিমার্গ) **সঙ্খারক্খন্ধসংহিতা পীতি, বেদনাক্খন্ধসঙ্গহিং সুখং**। বিশুদ্ধিমার্গের অন্যত্র বর্ণনায়—**ইট্‌ঠফুট্‌ঠব্বানুভবন-লক্খনং** অর্থাৎ আনন্দদায়ক সংস্পর্শজনিত অভিজ্ঞতার স্বভাব বা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়। **"সুখ"** দ্বিবিধ, যথা—**কাযিকসুখ, চেতসিকসুখ** (প্রতিসম্ভিদামার্গ)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে অন্যভাবে দুই দুই প্রকারে দৃষ্ট হয়। সুখ তিন প্রকার, যথা—প্রশংসাজনিত সুখ, ঐশ্বর্যসুখ, স্বর্গসুখ। ধর্মপদ অর্থকথায় ত্রিবিধ, যথা—**মনুস্সসুখ, দিব্বসুখ, নিব্বানসুখ**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্বিধ, যথা—অধিকার সুখ, অধিকৃত বস্তুর সদ্ব্যবহারজনিত সুখ, অঋণী সুখ, অনিন্দনীয় জীবনযাপনের সুখ। (জাতক) **গাথা-বন্ধন-সুখ'ত্থং**—গাথার সৌন্দর্যের জন্য। (বিপ) **অসুখ দুক্‌খ** (সময় সময় ইহার বানান **"দুখ"** রূপেও দৃষ্ট হয়)।

(কর্মকারকে) **সুখং**। (করণ কারকে) **সুখেন**। ইহার ব্যুৎপত্তিগত শব্দ—**"সোখ্য"**। (বিণ) সুখজনক, সুখময়, সুখদায়ক, সুখকর, প্রীতিজনক, আনন্দদায়ক, মনোজ্ঞ, সুখাকাঙ্ক্ষী, উপযোগী, সম্মত, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, রাজী, সুখী, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, উপযুক্ত, অনুকূল, পবিত্র, স্বর্গসুখপ্রাপ্ত, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। = **হিত**। (বিপ) **দুক্খ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুখ পটিপদা**—আনন্দজনক উপায়, সুখকর উন্নতি। (দীর্ঘনিকায়) **কণ্ণসুখ**—কর্ণসুখ।

সুখং (ক্রি–বিণ) অনায়াসে, সহজে, সুখে, আনন্দের সহিত, স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত, সৌভাগ্যক্রমে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যথাসুখং**—পছন্দমত, ইচ্ছানুরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখংসেতি**—আরামে বিশ্রাম করা, সুন্দররূপে শয়ন করা, স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত অবস্থান করা বা থাকা। (তুলনীয়) **সুখসাযিত**।

সুখংসেতি ⟹ **সুখং**।

সুখকাম (বিণ) সুখের ইচ্ছুক, সুখাকাঙ্ক্ষী। = **সুখত্থিক**।

সুখকারী (বিণ) সুখ প্রদানকারী। (পুং) সুখপ্রদানকারী ব্যক্তি।

সুখগ্গ (ক্লী) [সুখ+অগ্গ] সম্পূর্ণ সুখ, পূর্ণরূপে সুখ।

সুখত্থিক (বিণ) সুখার্থী, সুখের ইচ্ছুক, সুখাকাঙ্ক্ষী। = **সুখকাম**।

সুখত্থিন (বিণ) = **সুখত্থিক**। ⟹ **সুখত্থিক**।

সুখত্থিনী (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক সুখের আকাঙ্ক্ষিণী।

সুখত্থী (বিণ) = **সুখত্থিন**। ⟹ **সুখত্থিন**।

সুখদ (বিণ) সুখদ, সুখদায়ক, হর্ষপ্রদ, সুখপ্রদানকারী। ⟹ **দ**।

সুখদুক্খ—সুখ এবং দুঃখ, হর্ষ এবং বিষাদ, আনন্দ এবং নিরানন্দ। ⟹ **দুক্খ** [৩ক(৫)]।

সুখধম্ম (পুং) ভালো অবস্থা।

সুখনিব্বত্তক (বিণ) সুখদায়ক, সুখ আনিয়া দেয় এমন। = **সুখাবহ**। ⟹ **নিব্বত্তক**।

সুখনিসিন্ন (বিণ) সুখে উপবিষ্ট, আরামে বা সুখে বসিয়াছে এমন।

সুখপটিপদা--সুখকর পথ বা উপায়, সহজ অগ্রগতি বা উন্নতি। ⟹ **সুখ** (বিণ), **পটিপদা**।

সুখপটিসংবেদিন (বিণ) সুখভোগী, সুখ অনুভবকারী, সুখী।

সুখপটিসংবেদী (বিণ) = **সুখপটিসংবেদিন**। ⟹ **সুখপটিসংবেদিন**।

সুখপরিভত (বিণ) সুখে পালিত, সুখে পোষিত। ⟹ **পরিভত**।

সুখপরিহট (বিণ) সুখে মগ্ন, সৌভাগ্যের মধ্যে নিমজ্জিত, সুখ দ্বারা বেষ্টিত, সুখে স্থিত, সুখের অন্তর্ভুক্ত। (বিনয়) **সুখ পরিহট সুখে ঠিত**। = **সুখে ঠিত**। ⟹ **পরিহট**।

সুখপরিহারক (বিণ) = **সুখেধিত**। ⟹ **সুখেধিত**।

সুখপ্পত্ত (বিণ) সুখপ্রাপ্ত, সুখী, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, উপযুক্ত, প্রফুল্ল, অনুকূল, সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মঙ্গল বা কুশল হইয়াছে এরূপ।

সুখফরণতা (স্ত্রী) সুখ সংস্পর্শতা, প্রশান্ত সুখের ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি, কর্মহীন সুখের উল্লাস, সান্ত্বনাপ্রদ সুখের অত্যন্ত হর্ষ বা আনন্দ, সুখের পরিব্যাপ্তি, সমৃদ্ধির প্রসারণ, কুশলের বাহুল্য বা প্রচার, আরাম, বিরাম, বিশ্রাম, অনায়াসত্ব, উদ্বেগহীনতা, কষ্টশূন্যতা। ⟹ **ফরণতা**।

সুখব্রূহন (ক্লী) সুখবৃদ্ধি। ⟹ **ব্রূহন**।

সুখভাগিয (বিণ) সুখভাগীয়, সুখের অংশীদার, সুখের ভাগী, সুখভাগী, সুখী। (নেত্তি) চতুর্বিধ **"সুখভাগিয ধম্মা"**, যথা—**ইন্দ্রিয সংবর সুখভাগিয ধম্ম, তপসঙ্খাত পুঞ্ঞধম্ম সুখভাগিযধম্ম, বোজ্ঝঙ্গ-ভাবনা সুখভাগিযধম্ম, সব্বূপধি পটিনিস্সগ্গ সঙ্খাত নিব্বান সুখভাগিয ধম্ম**।

সুখভূমি (স্ত্রী) সুখের কারণ, সুখের হেতু, সুখের ভিত্তি, আরাম বা বিশ্রামের ভিত্তিভূমি, উদ্বেগহীনতার আদিকারণ, কষ্ট শূন্যতার উৎস, অনায়াসত্বের উৎপত্তি স্থান। ⟹ **ভূমি** (৩)।

সুখমেধ (বিণ) [সুখং+এধ] সমৃদ্ধিশালী, উন্নত, বর্ধিত, উপযুক্ত, সঙ্গত, স্বকীয়, প্রকৃত। ⟹ **সুখেধতি**।

সুখযতি (ক্রি) = **সুখেতি**। ⟹ **সুখেতি**।

সুখযানক (ক্লী) সহজে বা আরামে চলার গাড়ি, আরামজনক ছোট শকট বা গাড়ি। ⟹ **যানক**।

সুখর (বিণ) খুব শক্ত (অন্তঃকরণের), অত্যন্ত কঠিন (হৃদয়ের)। = **সুটঠুখর**।

সুখল্লিকানুযোগ—বিলাসী বা ভোগরত হইয়া জীবনধারণ, ভোগসুখে মত্ত থাকা, ভোগসুখবাদী। (বিনয়) **কামসুখল্লিকানুযোগ**।

সুখবিনিচ্ছয—সুখের বিচার, সুখ বা সৌভাগ্য-সম্বন্ধীয় বিচক্ষণতা বা অন্তর্দৃষ্টি।

সুখবিপাক (বিণ) সৌভাগ্যের ফলপ্রসূ, সুখজনিত ফলদায়ক। (ক্লী) সৌভাগ্যের ফল, সুখজনক ফল, আরাম, বিরাম, অনায়াসত্ব, উদ্বেগহীনতা, কষ্টশূন্যতা।

সুখবিহরণ (ক্লী) আরামপ্রদ জীবনযাপন, আরামভোগী হইয়া অবস্থান। (তুলনীয়) **সুখবিহার**।

সুখবিহার (পুং) আরামের সহিত অবস্থান, সুখে অবস্থান, সুখকর বা আরামপ্রদ অবস্থা। (তুলনীয়) **সুখবিহরণ**। ⟹ **বিহার** (২)।

সুখবিহারিন (বিণ) আরামে বা সুখে অবস্থানকারী, সুখে বাস করে এমন।

সুখবিহারী = **সুখবিহারিন**। ⟹ **সুখবিহারিন**।

সুখবেদনা (স্ত্রী) সুখকর সংবেদন, আনন্দজনক অনুভূতি। ⟹ **দুক্খ** [৩ক(৫)]।

সুখসংবাস (পুং) আনন্দদায়ক সঙ্গ, সুখকর মেলামেশা, আমোদজনক মেলামেশা।

সুখসঞ্‌ঞ্‌ঞিন (বিণ) সুখসংজ্ঞী, সুখ কল্পনাকারী, সুখ বলিয়া জানে বা অনুভব করে এমন, সুখ বলিয়া ধারণাকারী।

সুখসমুদ্দয—পরমসুখের প্রথম উৎপত্তি বা কারণ, স্বর্গীয় সুখের আরম্ভ, নির্বাণসুখের মূল।

সুখসম্ফস্স (বিণ) সুখ সংস্পর্শ, সুখস্পর্শ, স্পর্শ করিতে সুখকর।

সুখসল্লাসা(স্ত্রী) সুখের আলাপ, সুখজনক সম্ভাসা, সুখকর কথাবার্তা, আমোদজনক গল্প বা আলাপ।

সুখসম্মত (বিণ) সুখসম্মত, সুখ আছে বলিয়া বিশ্বাস করে এমন, আনন্দ আছে বলিয়া বিবেচিত, সন্তুষ্টি বা প্রশংসাবাদ আছে বলিয়া বিশ্বাসী।

সুখসযিত (বিণ) ১ সুখে শায়িত, সুন্দররূপে শয়ন করিয়াছে এমন, সুখে নিদ্রিত। ২ (বীজ সম্বন্ধে) উত্তমরূপে নিহিত বা বপিত।

সুখসযিতভাব (পুং) ১ সুনিদ্রিত অবস্থা, উত্তমরূপে শয়ন বা শায়িত অবস্থা। ২ (বীজ সম্বন্ধে) উত্তমরূপে নিহিত বা বপিত অবস্থা।

সুখসারাগিত (বিণ) = **সুখসারাগিন**। ⟹ **সুখসারাগিন**।

সুখসারাগিন (বিণ) অত্যন্ত অভিভূত, খুব উত্তেজিত।

সুখাযতি (ক্রি) আরামপ্রদ হওয়া, সুখী হওয়া, আনন্দিত হওয়া, হর্ষোৎফুল্ল হওয়া।

সুখবক্কন্ত (বিণ) [সুখ+ অবক্কন্ত] সুখে অভিভূত, সুখাচ্ছন্ন। (বিপ) **দুক্খাবক্কন্ত**।

সুখাবহ (বিণ) সুখাবহ, সুখবহনকারী, সুখ আনয়নকারী, সুখপ্রদ, সুখ বহন করিয়া আনে এমন, সুখ প্রদান করে এমন, আরাম প্রদানকারী, সুখজনক, সুখদায়ক। = **সুখনিব্বত্তক**।

সুখিত (বিণ) সুখিত, সুখপ্রাপ্ত, সুখী, সৌভাগ্যশালী, স্বর্গসুখপ্রাপ্ত, নির্বাণসুখপ্রাপ্ত, পবিত্র, হৃষ্ট, প্রফুল্ল, সুষ্ঠু, আনন্দিত, ভাগ্যবান, নিপুণ, দক্ষ, সুস্থ, স্বাস্থ্যপ্রদ, সতেজ, উপযুক্ত, অনুকূল। (বিপ) **দুক্খিত**। = **ধাত**। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখিতেসু সুখিতো দুক্খিতেসু দুক্খিতো**।

সুখিতত্ত (বিণ) [সুখিত+অত্ত; "আত্মন্" শব্দজ) স্বয়ং সৌভাগ্যশালী, নিজে ভাগ্যবান, স্বয়ং দক্ষ, স্বয়ং নিপুণ, স্বয়ং সুষ্ঠু, নিজে সুখী (অর্থাৎ তুমি নিজেই সুখী হও এরূপ), স্বয়ং উপযুক্ত, নিজের অনুকূল, নিজের জন্য সহজ, নিজের সহজলভ্য, আত্মস্বচ্ছন্দ (অর্থাৎ নিজে স্বচ্ছন্দতা লাভ করে এরূপ), আত্মসচ্ছল। ⟹ **সুখেতি**।

সুখিন (বিণ) সুখিন, সুখী, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, উপযুক্ত, অনুকূল, স্বচ্ছন্দ, সুস্থিরচিত্ত, নিরুদ্বেগ, সুস্থরূপ, আরামজনক, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, অনাহত, অক্ষত। = **সুখী**।

সুখিন্দ্রিয (ক্লী) অনায়াসত্ব সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি, উদ্বেগহীনতার মনোবৃত্তি, আরাম সম্বন্ধীয় কার্যক্ষমতা, কষ্টহীনতা সম্বন্ধীয় ধীশক্তি, বিরামজনিত ইন্দ্রিয়সুখ, ইন্দ্রিয় সংযমজনিত সুখ।

সুখিনী (বিণ, স্ত্রী) সুখিনী, সৌভাগ্যশালিনী, ভাগ্যবতী, নিপুণা, উপযুক্তা। ⟹ **সুখিন**।

সুখী (বিণ) সুখী, প্রীতিমান, সুখবিশিষ্ট, সন্তুষ্ট। = **সুখিন**।

সুখুদ্রয (বিণ) সুখুদ্রেককারী, সুখের উদয় হয় এরূপ, সুখজনিত ফল লাভ হয় এরূপ, সুখ প্রাপ্ত হয় এরূপ। = **সুখবিপাক**। এই শব্দের বানান কখনো কখনো "**সুখুন্দ্রিয**" রূপেও দৃষ্ট হয়।

সুখুন্দ্রিয = **সুখুদ্রয**। ⟹ **সুখুদ্রয**।

সুখুম (বিণ) সূক্ষ্ম, ধূর্ত, চতুর, কূট, অন্তদর্শী, (বর্ণনায়, সংজ্ঞানিরূপণে বা ব্যাখ্যান-বিষয়ে) শক্ত বা দুরূহ, অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম, অতি অল্প, অল্প, নগণ্য, সামান্য, বিশিষ্ট, যথাযথ, ক্ষুদ্র, অতীন্দ্রিয়, ক্ষীণ, সরু, সুন্দর, উত্তম, আড়ম্বরবিশিষ্ট, জাঁকালো, পরিষ্কৃত, অত্যুৎকৃষ্ট, অতি সুন্দর বা পরিপাটি, তীব্রভাবে অনুভূত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সুখুমরূপ**। (থেরগাথা) **সুসুখম**—অতি চতুর, অতি সূক্ষ্ম। (তুলনীয়) **সোখুম্ম, খোমসুখুম, কপ্পাসসুখম, কম্বলসুখম**।

সুখুমক (বিণ) = **সুখুম**। ⟹ **সুখুম**।

সুখুমকণ্হ (বিণ) গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ঘোর অন্ধকার। = **কণ্হঞ্জন, লোমাচিতত্তা**।

সুখুমচ্ছিক—সুন্দর বা সূক্ষ্ম জাল দ্বারা ধৃত, সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ ফাঁদে ফেলিয়াছে এমন। (অপাদানে) **জাল**।

সুখুমতর (বিণ) অতিসূক্ষ্ম, অতি উত্তম, অতি সুন্দর, অতি কূট, অতি অন্তর্দর্শী। ⟹ **সুখুম**।

সুখুমতা (স্ত্রী) সূক্ষ্মতা, সুন্দরতা, পরিষ্কার, আড়ম্বরবিশিষ্টতা, উত্তম অবস্থা, মাধুর্য, কোমলতা, কমনীয়তা, সুশীলতা, ভদ্রতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি, অন্যের প্রতি বিবেচনা, দুর্বলতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, সুস্বাদু দ্রব্য, কণ্ঠা, সঙ্কোচ।

সুখুমত্ত (ক্লী) = **সুখুমতা**। ⟹ **সুখুমতা**।

সুখুমদিট্‌ঠি (স্ত্রী) সূক্ষ্মদৃষ্টি, সূক্ষ্মদর্শিতা, অতিশয় বুদ্ধিমত্তা, সকল বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিবার শক্তি, কূটদৃষ্টি, অন্তর্দর্শী দৃষ্টি, শক্ত বা দুরূহ বিষয়ে বুঝিবার শক্তি।

সুখুমধার (বিণ) তীক্ষ্ণধারযুক্ত, সূক্ষ্ম বা উত্তম ধারযুক্ত, অত্যন্ত তেজালো (ছুরি)।

সুখুমধারা (স্ত্রী) সূক্ষ্ম বা উত্তম ধার, তীক্ষ্ণধার। ⟹ **ধারা** (২)।

সুখুমরূপ (বিণ) = **সুখুম**। ⟹ **সুখুম**।

সুখুমাল (বিণ) কোমল, মৃদু, দুর্বল, সহানুভূতিশীল, দয়ালু, ক্ষমাশীল, প্রিয়, পরদুঃখে কাতর, অল্পবয়স্ক, সুগঠিত, দেখিতে সুন্দর, নম্র, শান্ত, ধর্মভীরু,

করুণাজনক, শোধিত, সভ্য, সুন্দর, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, পাতলা, কোমল ও সুন্দর, চিক্কণ, মিহি, ভদ্র, সুশীল, সূক্ষ্ম বিচারক্ষম, নির্ভুল, নিপুণ, উপাদেয়, সংকট বা সংকোচজনক, বিলাসী, কষ্ঠাশীল, সুন্দর স্বভাবযুক্ত, ভদ্র প্রকৃতির, সুন্দররূপে অল্পবয়স্ক বা যৌবনপ্রাপ্ত, কমনীয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমণ সুখুমাল**—শান্ত প্রকৃতির বা কমনীয় স্বভাবযুক্ত শ্রমণ।

সুখুমালতা (স্ত্রী) সুকুমারতা, সুন্দর গঠন, নির্ভুল নিয়মতন্ত্র, ভদ্রোচিত বিধিসমূহ বা শাসনতন্ত্র, সূক্ষ্ম বিচারক্ষম মানসিক প্রকৃতি, উপাদেয় সংস্থান, শরীর ও মনের সহজাত সুন্দর অবস্থা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতি সুখুমালতা**।

সুখুমালিনী (বিণ, স্ত্রী) কোমল স্বভাবা। ⟹ **সুখুমালী**। (ক্লী) কোমল স্বভাবের স্ত্রীলোক।

সুখুমালী (বিণ) = **সুখুমাল**। ⟹ **সুখুমাল** = **সুখুমালিনী** (বিণ)।

সুখূপহরণ (ক্লী) [সুখু+উপহরণ] উপযুক্ত নৈবেদ্য বা উপহার, সুষ্ঠুপ্রস্তাবন, অনুকূলপ্রদান বা বলি, বিলাসিতা, ভোগবিলাসের বস্তু।

সুখেট্‌ঠিত (বিণ) = **সুখে ঠিত**। ⟹ **সুখে ঠিত**।

সুখে ঠিত (বিণ) সুখে স্থিত, সুখে অবস্থান করে এমন। = **সুখেধিত, সুখপরিহট**।

সুখেতি (ক্রি) [সু+√খন+এ] সৌভাগ্যশালী করা, ভাগ্যবান করা, দক্ষ করা, নিপুণ করা, সুষ্ঠু করা, সুখী করা, উপযুক্ত করা, অনুকূল করা। (অতীত) **সুখেসি**। (অ-বিণ) **সুখিত**। (করণে) **সুখাপেতি**।

সুখেত্ত (ক্লী) সুক্ষেত্র, উর্বরক্ষেত্র, উত্তম জমি, উর্বর ভূখণ্ড, উত্তম ভূমি। (বিপ) **দুক্খেত্ত**।

সুখেধতি (ক্রি) সমৃদ্ধিশালী হওয়া, উন্নতি করা, বর্ধিত হওয়া, উপযুক্ত করা, সঙ্গত করা, ব্যক্তিগত করা, সুন্দররূপে পরিতুষ্ট করা, স্বকীয় করা, নিজের করা, প্রকৃত করা। (তুলনীয়) **সুখমেধ**।

সুখেধিত (বিণ) [সুখ+এধিত] সুখে বর্ধিত, সুখে লালিত পালিত, সুখে আছে এমন, সুখে প্রতিপালিত, ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত বা অবস্থিত। = **সুখপরিহট, সুখে ঠিত**।

সুখেন (ক্রি-বিণ) সুখে, শান্তিতে, আরামে, সান্ত্বনা সহকারে, স্বাচ্ছন্দ্যে, সানন্দে, সুখেতে, সৌভাগ্যক্রমে, সুখের জন্য, সুখের মাধ্যমে। ⟹ **সুখ** (ক্লী)।

সুখেসিন (বিণ) [সুখ+এসিন] সুখ অন্বেষী, সুখের সন্ধানী, সুখের ইচ্ছুক, সুখের আকাঙ্ক্ষী।

সুখেসী (বিণ) = **সুখেসিন**। ⟹ **সুখেসিন**।

সুগজ্জিন (বিণ) (ময়ূর-সম্বন্ধে) সুন্দররূপে কেকারবকারী, মনোরম উচ্চশব্দকারী।

সুগত (বিণ) সুগত, সুখ-সম্বন্ধীয়, সুস্থানে গত, সুন্দরভাবে গত যিনি, সুন্দর অবস্থা সুখময় নির্বাণে গত যিনি, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, পরমসুখী, পবিত্র, সুখময় জীবন যাঁহার, যিনি সুখময় স্থানে গমন করিয়াছেন, সুন্দর গতিবিশিষ্ট, যিনি সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয়ে নির্বাণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন। = **সুগতিংগত, সুগতিগত**। ⟹ **গতি, গত**। (পুং) **বুদ্ধ**। ইহা বুদ্ধের নবগুণের মধ্যে তৃতীয় গুণ-বিশেষ এবং বুদ্ধের গুণহিসাবে বুদ্ধের একটি নামও বটে।

সুগতগত (বিণ) **সুগত**। ⟹ **সুগত** (বিণ)। = **সুগতিংগত**।

সুগতঙ্গুল—বুদ্ধের আঙ্গুলের পরিমাপে এক আঙ্গুল পরিমাণ অর্থাৎ এক ইঞ্চি পরিমাণ। বুদ্ধের আঙ্গুল সাধারণ লোকের আঙ্গুলের অপেক্ষা বড় ছিল। বিনয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সুগতবিদত্থি—বুদ্ধের বিঘতের পরিমাপে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা। বুদ্ধের বিঘত সাধারণ লোকের বিঘত অপেক্ষা বড় ছিল। বিনয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সুগতবিনয—বুদ্ধের শিক্ষা বা অনুশাসন অর্থাৎ বিনয়পিটক অনুসারে শৃঙ্খলা রক্ষার্থ বা নিয়মানুবর্তিতার বিধিসমূহ।

সুগতালয (পুং) সুগতালয়, বুদ্ধের আবাসস্থান বা গন্ধকুটির, বুদ্ধের অনুলিপি বা অনুকরণ, বুদ্ধের প্রতিমূর্তি বা সদৃশ চিত্র।

সুগতি (স্ত্রী) (সাধারণ অর্থে:—) সুগতি, সুখময় অবস্থা, সুখময় স্থানে গমন, সুখময় জীবন, আনন্দময় রাজ্য বা স্থান, দেবলোক, সৌভাগ্য, সুখ, সুষ্ঠু বা সুখময় অদৃষ্ট বা ভাগ্য, পরম সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ, স্বর্গবাস; (বিশেষ অর্থে:—) পরম শান্তিময় বা সুখময় নির্বাণে গমন। (বিপ) **দুগ্গতি**। = **সগ্গ, নিব্বান**। (তুলনীয়) **সুগতিন**। (বিনয় এবং ধর্মপদ) **সুগতিং গচ্ছতি; সুগতিংগত**। (দীর্ঘনিকায়) **সগ্গলোকং (সুগতিং) উপ্পজ্জতি**। (জাতক) **পরম্মরণা সুগতি পাটিকঙ্খা**। (পেতবথু অর্থকথা) **সুগতি পাপেহি কম্মেহি সুলভা ন হোতি**—পাপকর্মের দ্বারা সুগতি বা দেবলোক সুলভ হয় না। = **সগ্গ, দিব্বট্‌ঠান** (পেতবথু অর্থকথা)। বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়:—**সুন্দরা গতি**। ⟹ **গতি** (৪)।

সুগতিংগত (বিণ) স্বর্গলোকে বা দেবলোকে গিয়াছে এমন, সুগতিতে গত। ⟹ **সুগতি**।

সুগতিন (বিণ) ন্যায়পর, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, পুণ্যবান, নিষ্পাপ, স্বর্গলোক বা দেবলোক পরায়ণ। (বিনয়) **সুগগতি**।

সুগতিপরাযন (বিণ) সুগতি পরায়ণ, সুন্দর গতি পরায়ণ, নিশ্চিত স্বর্গলোকগামী। = **দেবলোক পরাযন, ব্রহ্মলোক পরাযন**। ⟹ **সুগতি**।

সুগতী (বিণ) = **সুগতিন**। ⟹ **সুগতিন**।

সুগতোবাদ [সুগত+ওবাদ] বুদ্ধের উপদেশ, বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধীয় আলাপ, বুদ্ধের দেশনা বা ধর্মবিষয়ে ভাষণ, বুদ্ধের ধর্মব্যাখ্যা।

সুগন্ধ (পুং) সুগন্ধ, উত্তম গন্ধ, সুগন্ধদ্রব্য, সৌরভ, আনন্দদায়ক সুগন্ধ। (বিণ) **সুগন্ধ, সুগন্ধি, সুগন্ধযুক্ত**।

সুগন্ধি = **সুগন্ধ**। ⟹ **সুগন্ধ**।

সুগন্ধিক (বিণ) সুগন্ধি, সুগন্ধ, সুরভি। = **গন্ধিক**। ⟹ **গন্ধিক** (১)।

সুগন্ধী (বিণ) **সুগন্ধিক**। ⟹ **সুগন্ধিক**।

সুগহন (ক্লী) সুগ্রহণ, সুন্দররূপে গ্রহণ, উত্তমরূপে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ, কোনো বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য, সুন্দর বাঁট, দৃঢ়ভাবে ধারণ।

সুগহিত (বিণ) সুগৃহীত, উত্তমরূপে গৃহিত, ধৃত, দৃঢ়ভাবে ধৃত, দৃঢ়ভাবে বা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এরূপ, সুলব্ধ, সহজবোধ্য, বিনাশ্রমে প্রাপ্ত, সুশিক্ষিত, গভীর অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, আয়ত্তকৃত, মনোযোগী, সতর্ক, শিষ্টাচার সম্পন্ন। ⟹ **গহিত**।

সুগুত্ত (বিণ) সুন্দররূপে রক্ষিত, অত্যন্ত সতর্ক বা অবহিত, সুরক্ষিত। (তুলনীয়) **দত্ত, রক্‌খিত**। ⟹ **গুত্ত**।

সুগোপিত (বিণ) = **সুগুত্ত**। ⟹ **সুগুত্ত**।

সুগ্গ (পুং) স্বর্গলোক, স্বর্গ, দিব্যস্থান, দেবস্থান, দেবলোক। = **সুগতি, দিব্বট্‌ঠান**।

সুগ্গত (বিণ) ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সতী, ন্যায়পর, স্বর্গগামী, দেবলোক প্রাপ্তির অধিকারী।

সুগ্গতি = **সুগতি**। ⟹ **সুগতি**।

সুগ্গব = **সুগ্গত**। ⟹ **সুগ্গত**। এই শব্দটি "**সুগ্গত**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, সম্ভবত ইহার বানানে মুদ্রণ ভুল হইয়া থাকিবে।

সুগ্গহিত (বিণ) = **সুগহিত**। ⟹ **সুগহিত**।

সুগ্গহীত = **সুগহিত**। ⟹ **সুগহিত**।

সুঘর (বিণ) সুঘর, সুন্দর ঘর আছে এমন।

সুঙ্ক (পুং, ক্লী) ১ শুল্ক, কর-বিশেষ, মাশুল, উপশুল্ক, রাজস্ব, খাজনা, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের শুল্ক, বহিঃশুল্ক। ২ লাভ, উপার্জন, বৃদ্ধি, মুনাফা, সুফল, উপকার, উন্নতি। ৩ বিবাহে স্ত্রীর জন্য পণ বা যৌতুক, পণ, বাজি, মূল্য। (জাতক) **সুঙ্কগহন**।

সুঙ্কগহন (ক্লী) শুল্কগ্রহণ।

সুঙ্কঘাট (পুং) শুল্কঘাট, যে স্থানে আমদানি ও রপ্তানি করা দ্রব্যের শুল্ক বা কর গ্রহণ করা হয়, দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি বিষয় বহির্দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থান অর্থাৎ সীমান্ত স্থান, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের শুল্ক পরিহার স্থান।

সুঙ্কট্‌ঠান (ক্লী) শুল্কস্থান, যে স্থানে শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দিবার ঘর বা আফিস।

সুঙ্কসাধক = **সুঙ্কসাযিক**। ⟹ **সুঙ্কসাযিক**।

সুঙ্কসাযিক (?)— শুল্ক বিভাগের কার্যালয়, শুল্কবিভাগের অফিসঘর। মিলিন্দ প্রশ্নে ইহা সম্ভবত "**সুঙ্কসাধক**" অথবা "**সুঙ্কসালিক**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে?

সুঙ্কসালিক = **সুঙ্কসাযিক**। ⟹ **সুঙ্কসাযিক**।

সুঙ্কিক (বিণ) শুল্ক আদায়কারী, শুল্ক গ্রহণকারী। (পুং) শুল্ক আদায়কারী লোক।

সুঙ্কিয (ক্লী) বিবাহে স্ত্রীর জন্য প্রদত্ত পণ বা যৌতুক।

সুচর (বিণ) সহজ স্বচ্ছন্দ, সহজলভ্য, সচ্ছল। (বিপ) **দুচ্চর**। ⟹ **চর**।

সুচরিত (ক্লী) সুচরিত, সাধু আচরণ, সৎস্বভাব, সদাচরণ, সচ্চরিত্র, সুকার্য, সুন্দর কার্য, সৎকার্য, যোগ্যতা, গুণ, মূল্য, সদ্‌গুণ, দোষগুণ বিচার, ধর্ম, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য। (বিপ) **দুচ্চরিত**। "**সুচরিত**" ত্রিবিধ, যথা— **কাযসুচরিত, বচীসুচরিত, মনোসুচরিত**। ⟹ **কায**। (বিণ) উত্তমরূপে আচরিত, সুচালিত, সুপরিচালিত, সুন্দররূপে নির্বাহিত, সদ্ব্যবহারকৃত, ভালো, উপযুক্ত, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, সোজা, ঠিক, প্রকৃত, ন্যায্য, উচিত, যোগ্য, আসল, সত্য, ঠিকঠাক, খাড়া, পটু, সচ্চরিত্র, সুস্থ।

সুচারু (বিণ) সুচারু, অতি মনোহর, অতি সুন্দর, অতি মনোরম। = **চারু**।

সুচি (বিণ) শুচি, পবিত্র, শুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, সুন্দর, যথাধর্ম অনুসারে প্রাপ্ত, যথাধর্ম প্রাপ্ত, নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, নির্দোষ, অনুপহত, অনুকূল, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়োখেবড়োপ্রান্তযুক্ত নয় এরূপ, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল, সাদা, শ্বেতবর্ণযুক্ত, শ্বেত, ম্লান, ফ্যাকাসে, গৌরবর্ণ, পক্ব (কেশ)। (বিপ) **অসুচি**। (ক্লী) শুদ্ধতা, পবিত্রতা দোষরাহিত্য, খাঁটি জিনিস, অমিশ্রিত বস্তু, সাধুতা, উৎকর্ষ, ধর্ম, দয়া, সদাশয়তা, গুণ, যোগ্যতা, মূল্য, সদ্‌গুণ, দোষগুণ বিচার। বিমানবত্থু অর্থকথায় ইহার বলা হইয়াছে,— "**পাদানি**" প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার জন্য যেই গাছ কাজে লাগানো হয়।

সুচিকম্ম (ক্লী) শুচিকর্ম, পবিত্র কার্য। (বিণ) যাহার কার্যগুলি পবিত্র বা নিষ্পাপ।

সুচিগন্ধ (পুং) পবিত্র গন্ধ। (বিণ) পবিত্র গন্ধযুক্ত, মিষ্টগন্ধ আছে এমন।

সুচিগবেসিন (বিণ) শুচিতা অনুসন্ধানকারী, পবিত্রতা অন্বেষী, পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা আকাঙ্ক্ষী।

সুচিঘটিক— বিনয়গ্রন্থের এই পাঠটি হইবে "**সূচিঘটিকা**"। ⟹ **সূচিঘটিকা**।

সুচিঘর = **সূচিঘর**। ⟹ **সূচিঘর**।

সুচিজাতিক (বিণ) পরিষ্কার জাতীয়, পবিত্র বংশের, শুদ্ধজাতিতে উৎপন্ন বা জন্ম।

সুচিণ্ণ (বিণ) অভ্যস্ত, অভ্যাসগত, স্বভাবশীল, স্বভাবজাত, সু-অভ্যস্ত, সুন্দররূপে অভ্যাসকৃত, যাহা বিশেষভাবে অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে, সুন্দর, পবিত্র, পুণ্যময়, পুণ্যজনক, নিষ্পাপ, সুসম্পাদিত, সুন্দররূপে

কৃত। ⟹ **চিণ্ণ**। (ক্লী) পুণ্যকার্য, পুণ্যজনক বা পুণ্যময় কাজ।

সুচিণ্ণং (ক্লী) অভ্যাস, স্বভাব, প্রকৃতি, আচার, আচরণ।

সুচিত্ত (বিণ) সুচিত্র, সুচিত্রিত, উল্লাস সহকারে রঞ্জিত বা চিত্রিত, কৌতুকপূর্ণভাবে বা আনন্দ সহকারে বিচিত্র পোশাক পরিহিত, অতি চিত্রবিচিত্র, উত্তমরূপে বা সুন্দরাকারে চিত্রবিচিত্রকৃত। (ধর্মপদ) **সুচিত্ত রাজরথ**। (পেতবত্থু) **সুচিত্ত বিমান**। ⟹ **চিত্ত** (বিণ)।

সুচিত্তরূপ (বিণ) চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে রঞ্জিত। ⟹ **রূপ** (৩)।

সুচিত্তিত (বিণ) সুন্দররূপে চিত্রিত। = **সুচিত্ত**।

সুচিন্তিত (ক্লী) সৎচিন্তা, সদিচ্ছা, সদ্ভাবনা। (বিপ) **দুচিন্তিত**। ⟹ **চিন্তিত**।

সুচিন্তিত চিন্তিন (বিণ) সৎচিন্তাকারী, সদ্বিষয় চিন্তাকারী। (বিণ) **দুচিন্তিত চিন্তিন**। ⟹ **চিন্তিন**।

সুচিভোজন (ক্লী) শুচিভোজন, পবিত্র ভোজন, শুভ্র ভোজন।

সুচিমন্ত (বিণ) [সুচি+মন্ত] অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, কেবল, খাঁটি। ইহা বুদ্ধের গুণবাচক সংজ্ঞা বা উপাধি।

সুচিমন্ত পিপি (বিণ) বিশুদ্ধ পানীয়। = **সুপিপি**।

সুচিমা (বিণ) শুচি, পবিত্র, শুদ্ধ।

সুচিম্হিত (বিণ) প্রফুল্লতার সহিত, স্মিতহাস্য করিয়া, শান্ত হাসির সহিত, নির্দোষ বা পবিত্র হাসির সহিত। বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় ইহা দ্বারা বুদ্ধকে "স্মিতহাস্যকারী" বলিয়া বুদ্ধের গুণবাচক সংজ্ঞা বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুচিরস্সেব [সুচিরস্স+এব] অতি বিলম্বে, দীর্ঘকাল পরে, বহুদিন পরে। ⟹ **চিরস্সং**।

সুচিবন্ত (বিণ) শুচিবান, শুচি, শুচিযুক্ত, পবিত্র, শুদ্ধ।

সুচিবসন (ক্লী) শুভ্রবসন, পরিষ্কার পোশাক, ধবধবে বস্ত্র বা পরিচ্ছদ, পরিষ্কার পরিধান বস্ত্র, উজ্জ্বল বস্ত্র। ⟹ **বসন** (১)। (বিণ) পরিষ্কৃত পোশাক বা বসন আছে এমন।

সুচেতস (বিণ) সৎ, সৎ প্রকৃতির, ধার্মিক, যার হৃদয়ে ধর্মভাব আছে এমন। = **সুন্দর চেতস**। (বিপ) **পাপচেতস**। ⟹ **চেতস**।

সুচ্ছন্ন (বিণ) সুন্দররূপে আচ্ছন্ন বা আচ্ছাদিত, উত্তমরূপে ছাউনি দেওয়া হইয়াছে এরূপ।

সুচ্ছবি (বিণ) কমনীয় শরীরচর্ম আছে এমন, যাহার শরীরচর্ম মনোরম।

সুজং (ক্লী) যজ্ঞীয় হাতা বা বড় চামচ, যজ্ঞে ব্যবহার্য বড় চামচ।

সুজন (পুং) সুজন, সজ্জন, সদ্ব্যক্তি, ধার্মিক লোক, সাধু লোক, সৎ পুরুষ।

সুজম্পতি (পুং) [সুজন+পতি] দেবরাজ ইন্দ্র, ইন্দ্র। সুজা নামিকা দেবীর পতি বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সুজম্পতি বলা হয়।

সুজা (স্ত্রী) ১ দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নীর নাম সুজা। ২ যজ্ঞীয় হাতা বা বড় চামচ। = **সুজং**।

সুজাত (বিণ) সুজাত, সৎকুলজাত, শাস্ত্রসম্মতভাবে পিতাকর্তৃক উৎপাদিত, সুন্দর, সদ্বংশজাত অর্থাৎ শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, সৌভাগ্যশালী, সুখী, স্বর্গসুখপ্রাপ্ত, পবিত্র, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, উপযুক্ত। (ক্লী) সদ্বংশে বা সৎকুলে জন্ম, পিতার ঔরসে এবং পিতার শাস্ত্রসম্মত পত্নীর গর্ভে জন্ম। (জাতক) **বহবো সুজাতা পুত্তা**—ধর্মসম্মত স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন বহু পুত্র। ⟹ **জাত** (৪)।

সুজাতি (স্ত্রী) সদ্বংশ, উত্তম জাতি, সৎপরিবার, সম্ভ্রান্ত পরিবার বা বংশ।

সুজাতিমন্ত = **জাতিমন্ত**। ⟹ **জাতিমন্ত**। (বিপ) **অজাতিম**।

সুজান (বিণ) সুবোধ্য, সুপরিচিত, সুজ্ঞাত, বোধগম্য, স্পষ্ট। = **সুবিঞ্ঞেয্য**। (বিপ) **দুজ্জান**।

সুজীব (বিণ) জীবিত থাকা সহজ, জীবনধারণ করা সহজ।

সুজ্ঝতি (ক্রি) [√সুধ+অ] শোধিত হওয়া, শোধন করা, বিশুদ্ধ হওয়া, শুদ্ধ করা বা হওয়া, পরিষ্কৃত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা বা হওয়া, পবিত্র হওয়া। (তুলনীয়) **পরিসুজ্ঝতি**। (অতীত) **সুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **সুদ্ধ**। (ব-বিণ) **সুজ্ঝমান**। (ক্রি-বি) **সুজ্ঝিত্বা**। (করণে) **সোধেতি, সোধাপেতি**।

সুজ্ঝন (ক্লী) শোধন, নির্দোষকরণ, ভুল শুধরানো, পরিষ্করণ, সংশোধন, অপনয়ন, শুদ্ধকরণ, পবিত্রকরণ।

সুঞ্ঞ (বিণ) ১ শূন্য, নির্জন, অস্পষ্ট, পরিত্যক্ত, (চলতি) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, নিষ্ফল, জনশূন্য, নির্জন, অনধ্যুষিত। ২ শূন্য, সত্যতারহিত, অসার, অবাস্তব, কল্পিত, প্রপঞ্চময়, আকারগত, অসাধারণ, অদ্ভুত। (মহানির্দেশ) **সুঞ্ঞলোক**। ৩ খালি, রিক্ত, শূন্য, রহিত, নিরর্থক, অনর্থক, বৃথা, নিষ্ফল, বাতিল, অনধিকৃত, অসার, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, তুচ্ছ, ফলপ্রদ নয় এমন। বিশুদ্ধিমার্গে "**নামরূপ**" সম্বন্ধে ইহা কথিত এবং আরও বলা হইয়াছে "**সুঞ্ঞ দারুযন্ত**"। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **সুঞ্ঞ সুঞ্ঞ**—চিরস্থায়ী সারবস্তুশূন্য।

সুঞ্ঞং (ক্লী) শূন্যতা, সাররাহিত্য, সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, নির্বাণ। বিশুদ্ধিমার্গে ত্রিবিধ "**নিরোধ সুঞ্ঞানি**" এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। (অপাদান কারকে) **সুঞ্ঞতো**—শূন্যতার দৃষ্টি হইতে।

সুঞ্ঞগাম (পুং) শূন্যগ্রাম, জনহীন গ্রাম, মরুভূমির ন্যায় গ্রাম, জনমানবশূন্য গ্রাম বা স্থান, নির্জন গ্রাম। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সুঞ্ঞট্ঠান**।

সুঞ্ঞট্ঠান (ক্লী) শূন্যস্থান। = **সুঞ্ঞগাম**।

সুঞ্‌ঞত (বিণ) শূন্য, খালি, অসার, অস্পষ্ট, (চলতি) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, নিষ্ফল, নিরর্থক, বৃথা, বাতিল, অনধিকৃত, অসার, নির্লোভ, কামবর্জিত, কামপ্রবৃত্তি বর্জিত, কামনাহীন, অসৎ প্রবণতাহীন, কর্মহীন। থেরীগাথায় বিশেষভাবে "আত্মা" এবং "অহম্‌" সম্বন্ধেই ইহা বলা হইয়াছে। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সুঞ্‌ঞত নিব্বান**। (সংযুক্ত নিকায়) **সুঞ্‌ঞত ফস্‌স**। (ধর্মপদ) **সুঞ্‌ঞত বিমোক্‌খ**। (বিনয়) **সুঞ্‌ঞত বিমোক্‌খ সমাধি; সুঞ্‌ঞত সমাপত্তি**। ⇒ **সমাধি** (২)। (পটিসম্ভিদামার্গ) **সুঞ্‌ঞত অনুপস্‌সনা**। ⇒ **সমাধি** (২)।

সুঞ্‌ঞত সমাধি—শূন্যতা-সম্বন্ধীয় মনোনিবেশ বা ধ্যান। ⇒ **সুঞ্‌ঞত**।

সুঞ্‌ঞতা (স্ত্রী) শূন্যতা, অসারতা, অবাস্তবতা, কল্পনা, প্রপঞ্চতা, অদ্ভুত অবস্থা, অসাধারণত্ব, লোভ হইতে মুক্তি, নির্লোভ অবস্থা, কাম বা কামনা হইতে মুক্তি, কামপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তি, বিদ্বেষ হইতে মুক্তি, শত্রুতা হইতে অব্যাহতি, মূঢ়তা বা নিরানন্দতা হইতে মুক্তি। (মধ্যম নিকায়ে) **নিব্বান**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ন'ত্থি, সুঞ্‌ঞ, বিবিত্ত** (অর্থাৎ "**অভাব, সুঞ্‌ঞতা, বিবিত্তাকার**"। ইহা "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" এর ১২ প্রকার বিষয় সম্পর্কীয়। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **অত্তসুঞ্‌ঞতা, অত্তনিয সুঞ্‌ঞতা, নিচ্চভাব সুঞ্‌ঞতা**।

সুঞ্‌ঞতা পকাসন (ক্লী) শূন্যতা সম্বন্ধীয় ধর্মমত।

সুঞ্‌ঞতা পটিসংযুক্ত (বিণ) শূন্যতা সংযুক্ত, শূন্যতা সম্পর্কীয়, শূন্যস্থান বা আকাশ সম্বন্ধীয়, শূন্য সম্পর্কিত, নির্বাণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

সুঞ্‌ঞতা বিহার—শূন্যতার ধারণায় অবস্থানকরণ, শূন্যময় বলিয়া বিশ্বাসের সহিত অবস্থানকরণ।

সুঞ্‌ঞতো (ক্রি-বিণ) শূন্যতার দৃষ্টি হইতে, শূন্যময় বলিয়া ধারণা বা বিশ্বাস হইতে। ⇒ **সুঞ্‌ঞং**।

সুঞ্‌ঞত্ত (ক্লী) শূন্যত্ব, শূন্যতা, রহিত অবস্থা, শূন্য অবস্থা, বর্জিত হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

সুঞ্‌ঞ সুঞ্‌ঞ (বিণ) কেবল শূন্যময়, চিরস্থির বা চিরস্থায়ী সারবস্তুহীন। ⇒ **সুঞ্‌ঞ** (৩)।

সুঞ্‌ঞাগার (ক্লী) শূন্যাগার, নির্জন স্থান, শূন্যস্থান, জনমানবহীন স্থান, যেই স্থানে কেহ থাকে না, খালি জায়গা।

সুট্‌ঠু (অব্যয়) সুষ্ঠু, অতিশয় সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, সত্য, সুন্দর, মনোরম, উত্তম, ভাল, সুস্থ, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী। = **চারু**। (জাতক) **সুট্‌ঠুতাত**—উত্তম বাবা!, বেশ বাবা!, সত্য বাবা!। (জাতক) **সুট্‌ঠু কতং**—ভাল করিয়াছ, বেশ করিয়াছ।

সুট্‌ঠু অড্ঢ (বিণ) সুষ্ঠুরূপে বা সুন্দরভাবে উন্নতিশীল। =**সুবাঢ়িক**।

সুট্‌ঠু আগতাগমো = **স্বাগমো**। ⇒ **স্বাগমো**।

সুট্‌ঠুকতং ⇒ **সুট্‌ঠু**।

সুট্‌ঠুকাল্‌ (বিণ) = **সুসুকাল্‌**। ⇒ **সুসুকাল্‌**।

সুট্‌ঠুখর (বিণ) = **সুখর**। ⇒ **সুখর**।

সুট্‌ঠুতর—আরও কঠিন, এমন কি আরও, এ পর্যন্ত আরও, তথাপি আরও, এখন আরও, অদ্যাপি আরও।

সুট্‌ঠুতসিত (বিণ) = **সন্তসিত**। ⇒ **সন্তসিত**।

সুট্‌ঠুতা (স্ত্রী) সদগুণ, গুণ, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ।

সুট্‌ঠুতাত ⇒ **সুট্‌ঠু**।

সুট্‌ঠুদিট্‌ঠ (বিণ) সুষ্ঠুভাবে দৃষ্ট, সুন্দররূপে দৃষ্ট, উত্তমরূপে প্রত্যক্ষকৃত, উত্তমরূপে দেখিয়াছে এরূপ। = **বোদিট্‌ঠ**।

সুট্‌ঠুমজ্জিত (বিণ) সুন্দররূপে মার্জিত বা পরিষ্কৃত। = **সুমট্‌ঠ**। ⇒ **মজ্জিত**।

সুট্‌ঠুতুসিত (বিণ) সুষ্ঠু তুষ্ট, সুন্দররূপে সন্তুষ্ট। = **সন্তুসিত**।

সুট্‌ঠু বিলগ্‌গিত তনুমজ্‌ঝা (বিণ) = **সঙ্খিত্ত মজ্‌ঝা**। ⇒ **সঙ্খিত্ত মজ্‌ঝা, বিলাক**।

সুণ (পুং) কুকুর।

সুণক (পুং) কুকুর।

সুণক লুদ্দক (পুং) ⇒ **লুদ্দক**।

সুণাতি (ক্রি) [√সু+ণা] শোনা, শ্রবণ করা, শুনিতে পাওয়া, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করা, বিচার করা, অনুকূলভাবে গ্রহণ করা, অনুগ্রহ করা, জ্ঞাত হওয়া। (পঞ্চমী) **সুণাতু**। (সপ্তমী) **সুণেয্য, সুণে**। (অতীত) **সুণি, অস্‌সোসি**। (অ-বিণ) **সুত**। (ব-বিণ) **সুণন্তো, সুণন্ত, সুণমান**। (ভবিষ্যতে) **সুণিস্‌সতি, সোস্‌সতি**। (ভ-বিণ) **সবনীয, সুনিতব্ব, সোতব্ব, সবং**। (ক্রি-বি) **সুত্বা, সুণিত্বা, সুত্বান, সুতূন, সুণিয**। (তুম্‌) **সোতুং, সুণিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **সূয্যতি**; (বহুবচনে) **সূযরে**। (করণে) **সাবেতি, সুণাপেতি**।

সুণাপেতি (ক্রি) = **সাবেতি**। ⇒ **সাবেতি**।

সুণিসা (স্ত্রী) স্নুষা, পুত্রবধূ। = **পুত্তস্‌স ভরিযা**। (পেতবত্থু অর্থকথায় বহুবচনে) **সুণিসাযো**। = **সুণ্‌হা**।

সুণিসাযো ⇒ **সুণিসা**। ইহা "**সূতিসাযে**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

সুণোতি (ক্রি) = **সুণাতি**। ⇒ **সুণাতি**।

সুণ্ড (পুং) শুণ্ড, হাতির শুঁড়। = **সোণ্ডা** (১)।

সুণ্‌হা (স্ত্রী) পুত্রবধূ, বধূ। = **সুণিসা**।

সুত (বিণ) ১ শ্রুত, আকর্ণিত, যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে, জ্ঞাত, প্রসিদ্ধ, শুনিয়া শুভাশুভ বিশ্বাস করে এমন, শব্দ শ্রুত, যাহা শুনিয়াছে, (বিশেষ ভাবার্থে) অনুপ্রেরণা বা অতি প্রাকৃতিক জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিদ্বান, ভাবিত, বিবেচিত, কল্পনাকৃত, বিশ্বাসকৃত, বিশ্বস্ত, অভিপ্রেত। ⇒ **সুতমঙ্গলিক, দিট্‌ঠ** (১ক), **সুণাতি**। (বি-ভা) **ইতি মে সুতং**—আমি এরূপ শুনিয়াছি, ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হইতে আমি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ২ বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যশস্বী। (পুং) পুত্র, রাজনন্দন, যুবরাজ। (ক্লী) শ্রুতি, শাস্ত্রবিদ,

পণ্ডিত, মুক্তির পথ জানার পাণ্ডিত্যজ্ঞান, পবিত্রজ্ঞান, নির্দোষ উপদেশ, উপদেশ, ধর্মশিক্ষা, ধর্মজ্ঞান, ধর্মবিষয়ক বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য, অনুপ্রাণিত ঐতিহ্য, প্রত্যাদিষ্ট বা পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা, উদ্‌ঘাটন, প্রচার, দৈব, অপৌরুষেয়, অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান বা সংবাদ, প্রত্যাদেশ, জ্ঞান, বিদ্যা।

সুতকবি (পুং) শ্রুতকবি, বৈদিক কবি, ধর্মীয় গান বা গাথা বা শ্লোক রচনাকারী কবি। ⟹ **কবি**।

সুতত্ত (ক্লী) শ্রুতবিষয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়। (বিণ) অতিশয় উত্তপ্ত।

সুতধন (ক্লী) ধর্মগ্রন্থ শিক্ষাজনিত ঐতিহ্য বা ধন, অতি প্রাকৃতিক জ্ঞানরূপ সম্পত্তি, ধর্মগ্রন্থে সঞ্চিত ধন বা মূল্যবান বিষয়।

সুতধর (বিণ) শ্রুতিধর, শ্রুতধর, শ্রবণমাত্র অভ্যাসকারী, যে ব্যক্তি কোনো বিষয় শুনিবামাত্র অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়, মেধাবী, যাহা শুনিয়াছে বা শিক্ষা করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে পারে এমন, ধর্মগ্রন্থাদি শিক্ষায় যাহা শিখিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে সমর্থবান।

সুতনিযামেন—শ্রুতি ধর্মের অনুরূপে বা নিয়মে, যেমন শুনিয়াছে বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে তদনুরূপে। ⟹ **নিযামেন**।

সুতনু (বিণ) সুতনু, সুন্দর শরীর ধারিণী, শোভনাঙ্গী, সুন্দরী, যেই স্ত্রীলোকের কটিদেশ লম্বা ও সরু।

সুতপ্পয (বিণ) অনায়াসে সন্তুষ্ট, সহজে পরিতুষ্ট। (বিপ) **দুতপ্পয**।

সুতমঙ্গলিক (বিণ) শ্রুতমাঙ্গলিক, যেই ব্যক্তি কোনো বিষয় শুনিয়া শুভাশুভ নির্ধারণ করে। ⟹ **মুতমঙ্গলিক**।

সুতমঙ্গলিকা (পুং, বহুবচনে) শ্রুতমাঙ্গলিকগণ, যাহারা কোনো বিষয় শুনিয়া শুভাশুভ নির্ধারণ করে, শুভাশুভ-সম্বন্ধে শুনিয়া বিশ্বাসকারী। ⟹ **মঙ্গলিক** (২)।

সুতময (বিণ) শ্রুতময়, শ্রুতিময়, শ্রবণে রত, শিক্ষায় রত, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠে রত। ইহা তিনপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে একটি। তিন প্রকার জ্ঞান, যথা—**চিন্তময়া পঞ্ঞা, সুমযা পঞ্ঞা, ভাবনাময়া পঞ্ঞা**। (পটিসম্ভিদা-মার্গে) **সুতময়ী**।

সুতময়ী (বিণ) = **সুতময়**। ⟹ **সুতময়**।

সুতবন্ত (বিণ) শিক্ষিত, ধর্মজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। = **আগমসম্পন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

সুতবন্তনিম্মিত (বিণ) শিক্ষিত লোকের দ্বারা নির্মিত, ধর্মজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ধারা প্রতিষ্ঠিত।

সুতবন্ত (বিণ) = **সুতবন্ত**। ⟹ **সুতবন্ত**।

সুতবা (বিণ) শ্রুতবান অর্থাৎ শুনিয়া অনুকরণকারী।

সুতবিত্তকতা (স্ত্রী) বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা ধনী হওয়ার অবস্থা। কিন্তু জাতকে শুভলক্ষণ বা অনুকূলতার পরিবর্তে "**সুতসোম**" নাম-সম্বন্ধে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

সুতসসব (বিণ) বহুদূর পর্যন্ত যাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে, জগদ্বিখ্যাত। ইহা বুদ্ধ-সম্বন্ধে বর্ণনা।

সুতা (স্ত্রী) সুতা, দুহিতা, কন্যা।

সুতাধার (বিণ) [সুত+আধার] শ্রুতি বিষয়ের আধার-সম্বন্ধীয়, শ্রুতিধর, যিনি ধর্মশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া মনে রাখিতে পারেন।

সুতি (স্ত্রী) ১ শ্রুতি, উদ্‌ঘাটন, প্রচার, দৈব, অপৌরুষেয়, জ্ঞান, সংবাদ, প্রত্যাদেশ, শ্রবণ, শ্রবণশক্তি, মনোযোগ, যতদূর পর্যন্ত শব্দ শ্রবণ করা যাইতে পারে, ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা, ভাবগ্রাহ উচ্ছ্বাস, অনুপ্রেরণা, ত্রিবেদ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুতিসম্মুতি**। ২ জনশ্রুতি, জনরব, উড়ো খবর। ৩ শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ, স্বর, পরম্পরাগত সুর বা রীতি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বাবীসতি সুতি-ভেদা**—২২ প্রকারের শব্দ। ⟹ **ঞাণ**।

সুতিতিকখ (বিণ) [সু+তিতিকখ] সুতিতিক্ষ, সহ্য করা সহজ, অনায়াসে সহিতে পারে এমন।

সুতিবসেন (ক্রি-বিণ) শ্রুতিবশে, জনশ্রুতি দ্বারা, জনরবে, শোনা গল্পের ন্যায়, পরম্পরাগত প্রবাদে।

সুতিসম্মুতি (স্ত্রী) শ্রুতিসম্মতি, শ্রুতিবিদ্যা, শোনা কথা দ্বারা যাহা শিক্ষা লাভ হয়। ⟹ **সম্মুতি**(৮)।

সুতিহীন (বিণ) শ্রুতিহীন, বধির, শ্রবণশক্তিরহিত।

সুতীত্থ (ক্লী) সুতীর্থ, সুন্দর ঘাট, ভালো অবতরণ স্থান। ⟹ **তীত্থ**।

সুতূন (ক্রি-বি) শুনিয়া, শ্রবণ করিয়া। ⟹ **সুণাতি**।

সুতেমিত্বা (ক্রি-বি) তেমেত্বা (⟹ তেমেতি)।

সুত্ত (বিণ) সুপ্ত, শায়িত, নিদ্রিত, গুপ্ত, অন্তর্নিহিত। = **সুপিত**। ⟹ **সুপতি**। (ক্লী) ১ শয়ন, নিদ্রা, বিশ্রাম। ২ সুতা, সূত্র, দড়ি, তন্তু। = **সুত্তক, কপ্পাসিযা সুত্ত**। চরিত্রে ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**তণ্হা**"-এর পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা হইয়াছে। ৩ বুদ্ধের উৎসাহপূর্ণ ধর্মোপদেশ, বিনয়-অভিধর্ম-নানামত খণ্ডন এবং বিবিধ উপদেশ সংবলিত সূত্রসমূহ, সূত্রপিটক। (তুলনীয়) **সুত্তন্ত**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অত্থানং সূচনতো সুবুত্ততো সবনতো'থ সূদনতো সুত্তান-সুত্ত-সভাগতো চ সুত্তং সুত্তং'তি অকখাতং**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সুত্তবিনয**। ⟹ **সুত্তপিটক**। ৪ ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভাগের মধ্যে একটি। ⟹ **নবঙ্গ, তিপিটক**। ৫ শাসন, প্রভুত্ব, বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা, শৃঙ্খলতা, শৃঙ্খলা, পরিমাপ, (প্রাতিমোক্ষের) উপাদান বাক্য বা দফা। ৬ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, বিভাগকরণ, বিভাগ, (বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত) সংলাপ বা কথোপকথন, মূলবচন (যাহা অবলম্বন করিয়া টীকা রচিত হয়), মূল গ্রন্থাংশ, গ্রন্থকর্তার বা গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা, আলোচনা-বক্তৃতাদি বিষয়, কথাবার্তা, ভাষা, কথোপকথন, পুস্তক,

ধর্মবিষয়ক উপদেশ, দর্শন সমন্বিত ধর্মশাস্ত্র বা শব্দ-শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতার গ্রথিত সংক্ষিপ্ত বাক্য-বিশেষ। ⇒ **সুত্তন্ত**। (বহুবচনে) **সুত্তা** (সংযুক্ত নিকায়)। ৭ প্রাচীন গাথা বা শ্লোক, উদ্ধৃতি। ৮ আইন বা শাসনগ্রন্থ, সংবিধানশাস্ত্র বা গ্রন্থ, শিক্ষা, বিদ্যা, উপদেশ, আইন বিষয়ক মত বা নিষ্পত্তি, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, কোনো বিজ্ঞানের মূলনীতি সংবলিত পুস্তক, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক।

সুত্তক (ক্লী) সূত্র, সুতা, দড়ি, ছিলা, ফিতা, তন্তু, তার, বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী, জ্যা, শ্রেণী, ছড়া, তন্তু বা সূত্রবৎ পদার্থ। বিনয়ে বলা হইয়াছে,—"মণি বা মালা গাঁথার সুতা"।

সুত্তকন্তন (ক্লী) সুতাকাটা।

সুত্তকন্তিকা (ক্লী) যে স্ত্রীলোক সুতা কাটে। (জাতকে) **সুত্তকন্তী**।

সুত্তকন্তী (স্ত্রী) = **সুত্তকন্তিকা**। ⇒ **সুত্তকন্তিকা**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **সুত্তকন্তিকা**।

সুত্তাকার (পুং) ১ বৈয়াকরণিক সংক্ষিপ্ত সূত্রসমূহের সূত্রকার। ২ যেই ব্যক্তি কার্পাসের সুতা কাটে।

সুত্তগুল (ক্লী) সুতার গুলি, দড়ির গোলক। ⇒ **গুল** (১)।

সুত্তজাল (ক্লী) সুতার জাল, সুতা দ্বারা বোনা জাল, মাকড়সার জাল। = **সুত্তময়**। ⇒ **জাল**।

সুত্ততো (ক্রি-বিণ) সূত্র অনুসারে, ব্যবস্থা বা নিয়ম অনুসারে, শাস্ত্র অনুসারে।

সুত্তন্ত (পুং, ক্লী) ১ কথাবার্তা, ভাষা, কথোপকথন, পুস্তক, ধর্মবিষয়ক উপদেশ, ধর্মগ্রন্থ সমূহের একটি অধ্যায়, মূলবচন (যাহা অবলম্বন করিয়া টীকা রচিত হয়), মূল গ্রন্থাংশ, গ্রন্থকর্তার মৌলিক রচনা, আলোচনা বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়, সূত্র, সংলাপ, পরস্পর কথোপকথন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুত্তন্তা কবি-কতা কাবেয্যা চিত্ত'ক্খরা চিত্তব্যঞ্জনা বাহিরকা সাবক-ভাসিতা**। (বিশুদ্ধিমার্গে বলা হইয়াছে,—"**কাযগতা সতি**"-এর জন্য তিনটি "**সুত্তন্ত**" সাহায্যকারী। ⇒ **চিত্তক্খর**। ২ সূত্রান্ত, "**সুত্তন্তপিটক**" নামক গ্রন্থ-বিশেষ। (বিপ) **বিনযপিটক**।

সুত্তন্তপিটক—সূত্রান্ত পিটক, সূত্রপিটক। = **সুত্তপিটক**। ⇒ **সুত্তন্ত** (২)।

সুত্তন্তপিটক অট্ঠকথা—সূত্রপিটকের অর্থকথা। (বিপ) **বিনযপিটক অট্ঠকথা**। ⇒ **সুত্তন্তপিটক**।

সুত্তন্তরে (ক্রি-বিণ) সূত্রের মধ্যে। ⇒ **অন্তর** (২)।

সুত্তন্তিক (বিণ) সূত্রান্তিক, যিনি সূত্রপিটক মুখস্থ করিয়াছেন এবং অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন, সূত্রপিটক যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে, সূত্রপিটকে অভিজ্ঞ। **সুত্তন্তিক ভিক্খু**—যে ভিক্ষু সমুদয় সূত্রপিটক কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। (বিপ) **বিনযধর**। ⇒ **পিটক** (২)।

সুত্তন্তিক দুক (বিণ) যুগ্মসূত্রান্ত, সূত্রান্তগ্রন্থের যুগ্ম বা জোড়া (বিষয়), সূত্রপিটকে যে সব বিষয় একসঙ্গে দুইটি করিয়া আছে। ⇒ **সুত্তান্ত** (২)।

সুত্তন্তিক বত্থূনি—সূত্রান্তিক বস্তুসমূহ, সূত্রান্তগ্রন্থের বা সূত্রপিটকের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক অভ্যাস-সম্বন্ধীয় শারীরিক ভিত্তিসমূহ। ⇒ **সুত্তান্ত** (২), **সুত্তন্তিক**।

সুত্তপবুদ্ধ (বিণ) সুপ্তপ্রবুদ্ধ, নিদ্রা হইতে জাগ্রত। বিশুদ্ধিমার্গে "**সুত্তপবুদ্ধ**" অর্থে দেবলোকে জাগ্রত (প্রবেশ বা উৎপত্তি) সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—"**ব্রহ্মলোকং উপ্পজ্জতি**"; ধর্মপদ অর্থকথায় বলা হইয়াছে,—"**কনকবিমানে নিব্বত্তি**"। = **সুত্তপ্পবুদ্ধ**।

সুত্তপিটক (ক্লী) সূত্রপিটক, সূত্রগ্রন্থ। ইহা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মধ্যে একটি। ইহাতে তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি, অনুশয়, মিথ্যাসংকল্প, নানামত খণ্ডন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপে বুদ্ধের উৎসাহপূর্ণ সারগর্ভ ভাষিত ধর্মোপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেইজন্য ইহাকে যথাপ্রয়োজন বিধিও বলা হয়। = **সুত্তন্তপিটক**। ⇒ **তিপিটক**, **সুত্তন্ত**।

সুত্তপ্পবুদ্ধ (বিণ) সুপ্তপ্রবুদ্ধ, ঘুম হইতে জাগ্রত। = **সুত্তপবুদ্ধ**। ⇒ **বিমান** (১ঘ)।

সুত্তভিক্খা (স্ত্রী) সূত্র বা সুতা ভিক্ষাকরণ, সুতা যাচ্‌নাকরণ, সুতা চাহিয়া নেওয়া।

সুত্তময় (বিণ) সূত্রময়, সুতাময়, সর্বাংশে কেবল সুতা, কেবল সুতা দ্বারা প্রস্তুত। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহাকে জাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ⇒ **সুত্তজাল**।

সুত্তরজ্জুক (ক্লী) সুতার দড়ি, সুতা দ্বারা প্রস্তুত রজ্জু বা রশি।

সুত্তলূখ (বিণ) মোটামুটিভাবে সেলাই করা হইয়াছে এরূপ, অমসৃণ বা এবড়োখেবড়োভাবে সেলাইকৃত, অসমানভাবে সেলাইকৃত।

সুত্তবাদ—"**সব্ব'ত্থবাদিন**" অর্থাৎ সর্বাস্তিবাদীর একটি বিভাগ।

সুত্তবিভঙ্গ--বিধি বা আইনসমূহের শ্রেণীবিভাগ, নিয়মশৃঙ্খলা সমূহের শ্রেণীবিভাগ। বিনয়পিটকে "**সুত্তবিভঙ্গ**"ও বলা হয় অর্থাৎ "**সুত্তবিভঙ্গ**" বিনয় পিটকের অপর একটি নামবিশেষ।

সুত্তসো (ক্রি-বিণ) অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ।

সুত্তান্তরিকা (স্ত্রী) [সুত্ত+অন্তরিকা] জরি বা ফিতার জোড়ামুখের ফাঁক, দুই টুকরা কাপড়ের জোড়া দেওয়া মুখের ফাঁক। ⇒ **অন্তরিকা**।

সুত্তি (স্ত্রী) ১ শুক্তি, ঝিনুক। ২ শরীরে লেপন করার জন্য ব্যবহৃত একপ্রকার চূর্ণবিশেষ। = **কুরুবিন্দকসুত্তি**। ⇒ **সোত্তি**। ৩ সৎকথা, সুন্দর ভাষণ, সুন্দর উক্তি, সুবচন, সুন্দর প্রবাদবাক্য।

সুত্বা (ক্রি-বি) শুনিয়া, শ্রবণ করিয়া। ⇒ **সুণাতি**।

সুত্বান = **সুত্বা**। ⇒ **সুত্বা**।

সুথিকেত ⇒ **সুত্থিত**।

সুথিত (?) (বিণ) হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া চ্যাপ্টা করা হইয়াছে এরূপ। ইহাকে "**সথিকেত, সুফিত, সুপিত**" শব্দের সহিতও সমান অর্থবাচক দেখা যায় (মিলিন্দ প্রশ্ন)। এই শব্দটি কি "**সু-পোঠিত**" শব্দ হইবে? Kern. Toev. এতে মনে করা হইয়াছে,—"**সু-পীত**" যাহার অর্থ "উত্তমরূপে সংপৃক্ত" এবং যাহার সহিত (তলোয়ার সম্বন্ধে জাতকে কথিত) "**সুপাযিত**" শব্দ তুলনীয়।

সুদং—(ইহা অধিক পদজনিত অব্যয়রূপে বা উপসর্গরূপে বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষর শব্দ-বিশেষ) সত্য বটে, বরং, তেমনি, সমানভাবে, এমনকি, এমনই যে, তদনুরূপই, তথাপি, বাস্তবিকই, ঠিক, ঠিকরূপে, প্রায়, মাত্র। এই অর্থ ছাড়া এই শব্দটির অন্য অর্থ করা যায় না। (মধ্যম নিকায়) **তপস্সী সুদং হোমি; লূখস্সুদং হোমি** ইত্যাদি। (তুলনীয়) **ইখং সুদং** (সূত্রনিপাত)। (দীর্ঘনিকায়) **অপিস্সুদং** (সংযুক্ত নিকায়) **অপিসুদং সাস্সুদং**।

সুদন্ত (বিণ) সুন্দররূপে পোষিত, সুবিনীত, উত্তমরূপে বশীভূত, সুশান্ত, সুসভ্য, উত্তমরূপে দমিত, সুসংযত, সুশাসিত, সুনিয়ন্ত্রিত, যিনি উত্তমরূপে দমিত হইয়াছেন।

সুদন্তচিত্ত (বিণ) সংযতচিত্ত, যাঁহার চিত্ত বা মন উত্তমরূপে দমিত হইয়াছে, দমিত চিত্ত, নিয়ন্ত্রিত চিত্ত।

সুদস্স (বিণ) সুদর্শনীয়, সহজে দর্শনীয়, অনায়াসে দেখা যায় এরূপ, সুবোধ্য, সুন্দররূপে উপলব্ধি বা অনুভব করা যায় এরূপ, অনায়াসে জানা যায় এরূপ। (বিপ) **দুদ্দস**। (পুং) একশ্রেণীর ব্রহ্মকায়িক দেবগণ, "**সুদস্স**" বা সুদর্শন নামক রূপব্রহ্মলোকের দেবগণ।

সুদস্সন (বিণ) সুদর্শন, যাহার চেহারা বা গঠনাকারে দেখিতে সুন্দর, সুন্দর আকৃতির।

সুদস্সী (পুং) এক শ্রেণীর ব্রহ্মকায়িক দেবগণ, "**সুদস্সী**" বা সুদর্শী নামক রূপব্রহ্মলোকের দেবগণ।

সুদিট্‌ঠ (বিণ) সুদৃষ্ট, সুন্দররূপে দেখা যায় এরূপ।

সুদিন (ক্লী) সুদিন, সুন্দর দিন, প্রকাশ্য দিনমান, নিরুপদ্রব সময়, সুখের দিন। (বিপ) **দুদ্দিন**। ⟹ **দিন সুদিন**।

সুদিন্ন (বিণ) সুদত্ত, সুন্দরভাবে প্রদত্ত, সুন্দরাকারে শ্রদ্ধার সহিত দান দেওয়া হইয়াছে এরূপ। = **সুযিট্‌ঠ**। ⟹ **দিন্ন, দদাতি**।

সুদিবস (পুং) সুদিবস, শুভদিন।

সুদিবসেন (ক্রি-বিণ) সুদিবসে, শুভদিনে। ⟹ **দিবস**।

সুদুক্কর (বিণ) সুদুষ্কর, সুদুশ্চর, সাতিশয় ক্লেশের সহিত সম্পাদিত, অত্যন্ত দুঃসাধ্য, করা শক্ত, যাহা সহজে করা যায় না, অতি দুরুত্তীর্ণ।

সুদুচ্চজ (বিণ) দুঃত্যাজ্য, সহজে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য, যাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায় না, ত্যাগ করা শক্ত।

সুদুজ্জয (বিণ) দুর্জয়, জয় করা দুঃসাধ্য, জয় করা শক্ত, যাহাকে সহজে জয় করা যায় না।

সুদুত্তর (বিণ) সুদুস্তর, অতি দুস্তর, দুষ্পার, পার হওয়া দুঃসাধ্য, যাহা সহজে পার হওয়া যায় না, যাহা হইতে পলায়ন করা অত্যন্ত ক্লেশকর, দুরতিক্রম্য, অতিক্রম করা কঠিন, পার হওয়া অত্যন্ত শক্ত। ⟹ **দুত্তর, তর**।

সুদুদ্দস (বিণ) সুদুর্দর্শ, সুদুর্নিরীক্ষ্য, যাহা সহজে দেখিতে পারা যায় না, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য, অত্যন্ত গম্ভীর, দেখা খুব কষ্টকর। ইহা সংযুক্ত নিকায়ে নির্বাণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। = **দুদ্দস**।

সুদুপ্পধংসিয (বিণ) সুদুর্ধর্ষ, দুর্ধর্ষ, সহজে অধর্ষণীয়, অধর্ষণীয়, যাহার কোনো অপমান বা অনিষ্ট করা যায় না, যাহাকে সহজে ধ্বংস করা যায় না, অভিভূত করা খুব কষ্টকর, আচ্ছন্ন করা দুঃসাধ্য। (বিপ) **সুপ্পধংসিয**।

সুদুব্বল (বিণ) অত্যন্ত দুর্বল, খুব আসক্ত, অশক্ত, বলহীন, অতি জীর্ণ, অতি কৃশ, অতি ক্ষীণ, অতি শিথিল। ⟹ সু(২)।

সুদুব্বুদ্ধ (বিণ) সুদুর্বোধ্য, বুঝা খুব শক্ত, যাহা সহজে বুঝা বা জ্ঞাত হওয়া যায় না, উপলব্ধি করা খুব কঠিন, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ⟹ **বুদ্ধ** (১ক)।

সুদুল্লভ (বিণ) সুদুর্লভ, যাহা প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, লাভ করা খুব কঠিন, দুষ্প্রাপ্য, প্রাপ্ত হওয়া খুব শক্ত, অত্যন্ত দুর্বল।

সুদেসিক (বিণ) সুবক্তা, সুন্দর দেশনাকারী, সুন্দর ব্যাখ্যাকারী, সুন্দররূপে শিক্ষা প্রদানকারী, উত্তমরূপে পথপ্রদর্শনকারী, সুন্দর উপদেশক বা শাসক, সুন্দররূপে ভাষণকারী বা বর্ণনাকারী। ⟹ **দেসিক**।

সুদেসিত (বিণ) সুন্দর দেশনাকৃত, সুব্যাখ্যাত, সুন্দররূপে বর্ণিত বা কথিত, সু-উপদিষ্ট, সুন্দররূপে ধর্মোপদেশ দেওয়া হইয়াছে বা ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সুভাষিত, সুপ্রচারিত, সুপ্রকাশিত, প্রকাশ্যাত শিক্ষাপ্রদত্ত। = **সুপ্পবুত্ত**।

সুদ্দ (পুং) শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ জাতির মধ্যে শূদ্র এক বর্ণজাতি-বিশেষ।

সুদ্দিট্‌ঠ (বিণ) [সু+উদ্দিট্‌ঠ] সু-উদ্দিষ্ট, সুন্দররূপে উপদিষ্ট, সুন্দররূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে এরূপ, সুন্দররূপে যাহার উদ্দেশ করা হইয়াছে এরূপ, সুন্দররূপে যাহার উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে এমন, উত্তমরূপে অনুসন্ধানকৃত, উত্তমরূপে লক্ষ্যকৃত, অভিপ্রেত, সুন্দররূপে প্রদর্শিত।

সুদ্দী (স্ত্রী) শূদ্রী, শূদ্রাণী, শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোক। ⟹ **সুদ্দ**।

সুদ্ধ (বিণ) ১ শুদ্ধ, পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্মল, পরিষ্কার, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়োথেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এরূপ, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, সচ্চরিত্র, কেবল, খাঁটি। ২ পবিত্রকৃত, শোধিত, মনের পবিত্র, পরিশুদ্ধ। ৩ কেবল, শুধু, সহজ, অনলঙ্কৃত, সাদাসিধে, অমায়িক, সরল; অকপট,

নির্বোধ, অমিশ্র, অমিশ্রিত, মৌলিক, অকৃত্রিম, না বেশি না কম এরূপ, নীচকুলোদ্ভব, একমাত্র, বিশুদ্ধ, খাঁটি। (জাতক) **সুদ্ধদণ্ডক**—একমাত্র দণ্ড বা লাঠি, কেবল লাঠি।

সুদ্ধক (ক্লী) তুচ্ছ বিষয়, সামান্য বিষয়, অতি সামান্য পরিমাণ, ক্ষুদ্র বা সাধারণ পাপ, **"সঙ্ঘাদিসেস"** অপেক্ষা অল্প দোষ বা সামান্য অপরাধ।

সুদ্ধতা (স্ত্রী) শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য।

সুদ্ধত্ত (ক্লী) শুদ্ধত্ব। = **সুদ্ধতা**।

সুদ্ধদণ্ডক—শুধুমাত্র লাঠি। ⟹ **সুদ্ধ** (৩)।

সুদ্ধন্ত (বিণ) যদ্দ্বারা শুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়। = **সংধন্ত**। ⟹ **সুদ্ধন্ত পরিবাস, সুধন্ত**।

সুদ্ধন্তপরিবাস (পুং) সম্পূর্ণ শোধনজনক বা শুদ্ধিতাসূচক পরিবাস, সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধতা-সম্বন্ধীয় পরিবাস, সম্পূর্ণ সংশোধনের জন্য পরীক্ষা বা পরীক্ষাকাল। ⟹ **পরিবাস** (২)।

সুদ্ধপীতি (বিণ) শুদ্ধপ্রীতি, পরিষ্কার, প্রীতিময়, যাহার আনন্দ নির্দোষ, যাহার উল্লাস পবিত্রময়।

সুদ্ধবুদ্ধি (বিণ) শুদ্ধবুদ্ধি, পরিষ্কার বুদ্ধিযুক্ত, পবিত্র বা নির্দোষ বুদ্ধিযুক্ত, পবিত্র মনোবৃত্তির, পরিশুদ্ধ মেধার বা বিচারশক্তির।

সুদ্ধলাভ (বিণ) শুদ্ধলাভ, শুদ্ধভাবে প্রাপ্ত, পরিষ্কারভাবে লব্ধ, যথাধর্ম প্রাপ্ত, সুন্দরভাবে বা নির্দোষরূপে প্রাপ্ত। = **ধম্মিকলাভ, মনোহরলাভ**।

সুদ্ধবংসজ (বিণ) বিশুদ্ধ বংশজাত, সদ্বংশজ, কুলীন বংশে উৎপন্ন, সম্ভ্রান্ত বংশজাত। ⟹ **বংসজ**।

সুদ্ধবংসতা (স্ত্রী) বংশের পবিত্রতা, কুলের বা জাতির শুদ্ধতা, বংশাবলীর দোষরাহিত্য।

সুদ্ধবসন (বিণ) পরিশুদ্ধ বা শুভ্র বস্ত্র পরিহিত।

সুদ্ধবালুকা (স্ত্রী) শুভ্র বা সাদা বালি বা বালুকা।

সুদ্ধ সঙ্খার পুঞ্জ—সংস্কারসমূহের কেবল পুঞ্জ বা রাশি, কেবল সংস্কাররাশি, একমাত্র সংস্কার পুঞ্জ। ⟹ **সঙ্খার**।

সুদ্ধাজীব (বিণ) পরিশুদ্ধ জীবনে বাসকারী, যেই ব্যক্তি পবিত্র জীবনে বাস করে। (পুং) পরিশুদ্ধজীবী, যাহার পবিত্র জীবিকা, যেই ব্যক্তির নির্দোষ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ হয়, জীবিকা নির্বাহের নির্দোষ উপায়।

সুদ্ধাজীবিন (বিণ) = **সুদ্ধাজীব**। ⟹ **সুদ্ধাজীব** (বিণ)।

সুদ্ধানুপস্সিন (বিণ) শুদ্ধানুদর্শী, শুদ্ধানুদর্শিন, পবিত্র বা নির্দোষ বিষয় চিন্তাকারী।

সুদ্ধানুপস্সী (বিণ) = **সুদ্ধানুপস্সিন**। ⟹ **সুদ্ধানুপস্সিন**।

সুদ্ধাবাস (পুং) শুদ্ধাবাস, শুদ্ধাবাস নামক ব্রহ্মকায়িক, দেবভূমি। ইহা রূপব্রহ্মলোকের পঞ্চম ধ্যানিক স্তরের নাম-বিশেষ। এই শুদ্ধাবাস রূপব্রহ্মলোক উপর্যুপরি পঞ্চস্তর সমন্বিত, যথা—**অবিহা, অতপ্পা, সুদস্সা, সুদস্সী, অকনিট্‌ঠা**।

সুদ্ধাবাসকায়িক (বিণ) শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকবাসী। (পুং) শুদ্ধবাস রূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মকায়িক দেবগণ। ⟹ **সুদ্ধাবাস**।

সুদ্ধাবাসিক (বিণ) শুদ্ধাবাসিক, শুদ্ধাবাস রূপব্রহ্মলোকে বাসকারী, শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকবাসী। ⟹ **সদ্ধাবাস**।

সুদ্ধি (স্ত্রী) শুদ্ধি, শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য, শোধন, অকৃত্রিমতা, অকপটতা, স্বাভাবিকতা, খাঁটি বা বিশুদ্ধ গুণ। = **বিসুদ্ধি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পযোগ সুদ্ধি**। বিশুদ্ধিমার্গে ইহা চতুর্বিধ, যথা—**দেসনাসুদ্ধি, সংবরসুদ্ধি, পরিয়েট্‌ঠি(পরিযেত্তি) সুদ্ধি, পচ্চবেক্‌খণসুদ্ধি**। (সূত্রনিপাত) **সুদ্ধিংবদ; সুদ্ধিনায**। (তুলনীয়) **পরিসুদ্ধি, বিসুদ্ধি**।

সুদ্ধিং—শুদ্ধ। = **বিরদ্ধখলিত**।

সুদ্ধিংবদ (বিণ) পরিষ্কার কথা বলে এমন, স্পষ্টভাষী, পরিশুদ্ধ বা পবিত্রভাবে ভাষণকারী, কোমল সুরে বা বাক্যে ভাষণকারী। ⟹ **সুদ্ধি, বদ**।

সুদ্ধিক (বিণ) ১ শুদ্ধিক, শোধন সম্বন্ধীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **উদকসুদ্ধিক**—(স্নানাদিতে) জল দ্বারা শুদ্ধ। (বিনয়) **উদকসুদ্ধিকা**। (জাতক) **সুসান সুদ্ধিক**। ২ অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, কেবল, শুধু, সহজ, অনলঙ্কৃত, সাদাসিধে, অমায়িক, অকপট, সরল, নির্বোধ, অমিশ্র, মৌলিক, অকৃত্রিম, না বেশি না কম এমন, নীচকুলোদ্ভব, স্বধর্মপরায়ণ, ধর্মমতে দৃঢ়বিশ্বাসী, গোঁড়া, নৈষ্ঠিক, শাস্ত্রবিশ্বাসী, ন্যায় বলিয়া সমর্থনকারী, ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণকারী। (মহানির্দেশ) **বত্তসুদ্ধিক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **একতো সুদ্ধিক; উভতো সুদ্ধিক**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ঝানসুদ্ধিক**।

সুদ্ধিনায (বিণ) শুদ্ধিতার দিকে নীত করে এরূপ, পবিত্রতার দিকে চালিত করে এরূপ, শুদ্ধতায় নিয়া যায় এরূপ। ⟹ **সুদ্ধি**।

সুদ্ধিমগ্গ (পুং) শুদ্ধিমার্গ, শুদ্ধ হইবার উপায়, সংশোধনের উপায়, সংশোধিত হইবার উপায়।

সুদ্ধোদন—ইনি ছিলেন ভারতের প্রাচীন আর্যাবর্তস্থ কপিলবাস্তু রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজা। ভারতের প্রাচীন রঘুবংশের পরম্পরা ইক্ষ্বাকু বংশ এবং ইক্ষ্বাকু বংশের পরম্পরা এই শাক্যবংশ। যে সিদ্ধার্থ উত্তরকালে বুদ্ধ নামে জগদ্বিখ্যাত হইলেন রাজা সুদ্ধোদন (শুদ্ধোধন) ছিলেন তাঁহার জনক। সেইজন্য সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধকে রামের পরবর্তী ৬১তম পুরুষ বলা হয়।

সুধন্ত (বিণ) উত্তমরূপে শোধিত, সুন্দররূপে সংশোধিত।

সুধম্মতা (স্ত্রী) সুন্দর নিয়মতা, সৎস্বভাব, সৎপ্রকৃতির, সাধুতা, উৎকর্ষ, ধর্ম, দয়া, সদাশয়তা, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, বৈশিষ্ট্য, সদাচার, সচ্চরিত্র, সদাচরণ। ⟹ **ধম্মতা**।

সুধা (স্ত্রী) ১ সুধা, অমৃত, পীযূষ, দেবগণের খাদ্য,

তৃপ্তিকর বস্তু। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সকখর সুধা**। ২ চুন, চুন-বালি-জল দ্বারা প্রস্তুত জমাট, মলম, চুনকাম, কলির জল, প্লাস্টার, চুনমাটি, সিমেন্ট, সংযোজক পদার্থ। (জাতক) **সুধাকম্ম**।

সুধাকম্ম (ক্লী) (ঘরে) চুনকামকরণ, সিমেন্টের কাজকরণ, সিমেন্ট প্লাস্টারকরণ। ⟹ **সুধা** (২)।

সুধাকর (পুং) সুধাকর, চন্দ্র, শশাঙ্ক, শশধর। স্নিগ্ধকর আলোক প্রদান করে বলিয়া চন্দ্রের অপর নাম সুধাকর।

সুধী (বিণ, পুং) সুধী, পণ্ডিত, বিদ্বান, জ্ঞানী।

সুধোত (বিণ) সুধৌত, উত্তমরূপে ধৌত, সম্পূর্ণরূপে ধুইয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত।

সুধোত থাল (পুং) শঙ্খের খোল, শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত থালা, শঙ্খের ন্যায় ধবধবে পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ থাল। = **সঙ্খথাল**।

সুন (পুং) কুকুর। = **সুণ, সুণখ, সুবান**। (বিণ) উদ্‌গত, স্ফীত, ফাঁপানো, ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ, উল্লসিত, অহঙ্কৃত, গর্বিত, ক্রুদ্ধ।

সুনখ (পুং) কুকুর। = **সুন** (পুং)। জাতকে কতকগুলি কুকুরের নাম পাওয়া যায়, যেমন—**কণ্হ, মহাকণ্হ, চতুরক্খ, অম্বুক, পিঙ্গিয, ভত্তভুঞ্জন**। (তুলনীয়) **সুবান**।

সুনখগণ (পুং, বহুবচন) কুকুরের দল, কুকুরগুলি। = **সালূকসঙ্ঘ**।

সুনখানং পিবনদোণি—কুকুরের জন্য জল এবং খাদ্যাদি রাখিবার ঢাকনাবিহীন লম্বা দ্রোণী বা পাত্র-বিশেষ।

সুনখী (স্ত্রী) কুকুরী, স্ত্রীজাতীয় কুকুর।

সুনগ্‌গবেল্লিত (বিণ) [সু+ অগ্‌গ+ বেল্লিত] (চুলের) আগার সুন্দররূপে ঢেউ খেলানোর ন্যায় বক্র। = **কুঞ্চিতগ্‌গ**। সম্ভবত ইহার মূল শব্দ হইবে "**সুবগ্‌গবেল্লিত**"।

সুনন্দী (বিণ) (এই শব্দটি "**বেদনা**" বা অনুভূতি-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়) আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মনোরম, মধুর, সুখদায়ক, সুখকর, শান্তিপ্রদ, তৃপ্তিকর, মনোহর।

সুনয (পুং) সুন্দর অভিমত, সুন্দর সিদ্ধান্ত, যথার্থ সত্য নির্ধারণ, সুবিচার, সুমীমাংসা। (বিণ) সুন্দর সিদ্ধান্তকৃত, যথার্থ সত্য নির্ধারিত, সুবিচারকৃত, সুমীমাংসিত, অনায়াসে কমানো হইয়াছে এরূপ, সহজে বিয়োগ করা হইয়াছে এরূপ, পরিষ্কারভাবে জানিতে পারিয়াছে এরূপ, স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়াছে এরূপ। = **সুন্নয**। (বিপ) **দুন্নয**। ⟹ **নয**।

সুনহাত (বিণ) সুস্নাত, যেই ব্যক্তি উত্তমরূপে স্নান করিয়াছে, মাঙ্গল্যদ্রব্য দ্বারা স্নাত, উত্তমরূপে স্নান করিয়াছে এমন, উত্তমরূপে (অশ্বের) পরিচর্যা করিয়াছে এমন।

সুনাতি (ক্রি) শোনা, শ্রবণ করা। = **সুণাতি**।

সুনিক্কোধ (বিণ) একেবারেই ক্রোধহীন, ক্রোধমুক্ত, অক্রোধ, অক্রোধী। = **সুনিদ্দোস**।

সুনিক্‌খিত্ত (বিণ) সুনিক্ষিপ্ত, সুন্দররূপে বসানো বা খচিত করা হইয়াছে এরূপ, সুন্দর বিন্যস্ত, সুবিন্যস্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুনিক্‌খিত্ত অস্‌স পদব্যঞ্জনস্‌স অত্থো সুন্নয হোতি**। (বিপ) **দুন্নিক্‌খিত্ত**। ⟹ **নিক্‌খিত্ত**।

সুনিট্‌ঠিত (বিণ) উত্তমরূপে সম্পাদিত, সুসমাপ্ত। ⟹ **নিট্‌ঠিত**।

সুনিদ্দোস (বিণ) সুনির্দোষ, নির্দোষ, খুব নির্দোষ, একেবারেই দ্বেষমুক্ত বা ক্রোধমুক্ত। = **অদুস্‌সনবসেন, সুনিক্কোধ**। ⟹ **নিদ্দোস** (২)।

সুনিম্মদয (বিণ) অনায়াসে বিজিত, সহজে জয়কৃত।

সুনিম্মিত (বিণ) সুনির্মিত অর্থাৎ প্রতিসম, সুষম, সৌষ্ঠবপূর্ণ, সুসমঞ্জস। ⟹ **নিম্মিত, অভিনিম্মিত**।

সুনিম্মিত দেবপুত্ত (পুং) ⟹ **দেবপুত্ত**।

সুনিবিট্‌ঠ (বিণ) সুনিবিষ্ট, সুন্দররূপে নিবিষ্ট, সুন্দররূপে নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত। ⟹ **নিবিট্‌ঠ**।

সুনিসিত (বিণ) তীক্ষ্ণ শাণিত, খুব ধারালো, অত্যন্ত উত্তেজিত, অতিশয় উদ্দীপক, খুব ক্ষুধাবর্ধক। ⟹ **নিসিত**।

সুনিসিতগ্‌গ (বিণ) [সুনিসিত+অগ্‌গ] যাহার অগ্রভাগ খুব ধারালো, অত্যন্ত ধারযুক্ত, তীক্ষ্ণ শান দেওয়া হইয়াছে এরূপ।

সুনিস্‌সিত (বিণ) = **সুনিসিত**। ⟹ **সুনিসিত**।

সুনিহিত (বিণ) সুনিহিত, সুন্দররূপে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত। ⟹ **নিহিত**।

সুনীত (বিণ) সুনীত, উত্তমরূপে নীত অর্থাৎ সুন্দররূপে জ্ঞাত হইয়াছে এমন, পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছে এমন।

সুন্দর (বিণ) সুন্দর, সুশ্রী, মনোহর, রম্য, সুরূপ, সুচারু, রমণীয়, মার্জিত, ভালো, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ, দয়ালু, যথার্থ, দোষশূন্য, নির্দোষ, মৃদু, বলবৎ, অনেক যথেষ্ট, ধার্মিক, সম্পূর্ণ, উপকারী, সূক্ষ্ম, রুচিকর, আনন্দপ্রদ, সুস্বাদু, ঠিক, সুলব্ধ, সুখস্পর্শ, ভাগ্যবান, সুস্থ, সৌভাগ্যশালী। (তুলনীয়) **পরোবর**। পেতবত্থু অর্থকথায় "**সুভ, সোভব, সেয্যো**" শব্দের পরিবর্তে এবং সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**সাধু**" শব্দের পরিবর্তে "**সুন্দর**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সুন্দরচেতস (বিণ) **সুচেতস**। ⟹ **সুচেতস**।

সুন্দর তনুতর (বিণ) (স্ত্রীলোকের কটিদেশ বা কোমর সম্বন্ধে) সুন্দর এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ (কটিদেশ)। ⟹ **তনুতর**।

সুন্দরতর (বিণ) সুন্দরতর, অধিকতর সুন্দর, উত্তম।

সুন্দর তিত্থ (বিণ) (স্নানঘাট বা নদীতে অবতরণ-সম্বন্ধীয়) সুন্দর তটযুক্ত, সুন্দর ঘাটযুক্ত। = **সুপতিত্থ, সূপতিত্থ**।

সুন্দর পঞ্ঞ (বিণ) খুব জ্ঞানবান, অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। = **সুমেধস**।

সুন্দরবদ (বিণ) সুন্দর ভাষণকারী, সুকথা বা সুন্দর কথা বলে এমন। = **বগ্গুবাদ**। ⟹ **বদ**।

সুন্দর সীলভাব (পুং) = **সাধুসীলিয।⟹ সাধুসীলিয।**
সুন্দরহদয = **সুহদ।⟹ সুহদ।**
সুন্নয (বিণ) **সুনয।⟹ সুনয।**
সুন্হাত (বিণ) **সুনহাত।⟹ সুনহাত।**
সুপক্ক (বিণ) সুপক্ব, সম্পূর্ণরূপে পাকিয়াছে এরূপ, উত্তমরূপে পরিপক্ব, সুপরিণত, সুসিদ্ধ।
সুপগব্ভ (বিণ) অত্যন্ত প্রগল্ভ, অতি সাহসী, অত্যন্ত বিনীত, অত্যন্ত নির্লজ্জ।⟹ **পগব্ভ।**
সুপঞ্ঞত্ত (বিণ) সুপ্রজ্ঞাপ্ত, সুন্দররূপে প্রজ্ঞাপ্ত বা নির্দিষ্টকৃত, সুপরিকল্পিত।⟹ **পঞ্ঞত্ত** (বিণ)।
সুপটিপন্ন (বিণ) সুপ্রতিপন্ন, সুপথে পতিত, যথার্থ পথে পতিত, সত্য বা ঠিক পথে প্রবিষ্ট।⟹ **সুপ্পটিপন্ন।**
সুপট্ঠাক (পুং) সৎ বা হিতকামী সেবক।⟹ **উপট্ঠাক।**
সুপণ্ণ (পুং) সুপর্ণ, গরুড়পক্ষী, স্বর্ণচূড় পক্ষী, কুক্কুট, এক প্রকার পরী জাতীয় বা যাদুকরী পক্ষী। দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে সুপর্ণের বা গরুড়পক্ষীর পক্ষবায়ু নাগগণের শত্রু। (তুলনীয়) **গরুড়।** সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে এই জাতীয় পক্ষী চতুর্বিধ।⟹ **সুপণ্ণবাত।**
সুপণ্ণপোতক (পুং) সুপর্ণশাবক, গরুড়পক্ষীর ছানা, পাখির ছানা, পক্ষীশাবক।
সুপণ্ণরাজা (পুং) সুপর্ণরাজ, সুপর্ণরাজা, গরুড় শ্রেষ্ঠ।
সুপণ্ণবাত (পুং) সুপর্ণপক্ষীর পক্ষবায়ু, সুপর্ণ বা গরুড় পক্ষীর ডানার আঘাতে উৎপন্ন বাতাস।⟹ **বাত, সুপণ্ণ।**
সুপণ্ণসালা (স্ত্রী) [সু+পণ্ণ+সালা] সুন্দর পর্ণশালা, পর্ণ দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত ঘর, পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর।
সুপণ্ণা (স্ত্রী) সুপর্ণা, বিনতা, গরুড়মাতা, স্ত্রীজাতীয় গরুড়পক্ষী, গরুড়মাতা বিনতা।
সুপতি (ক্রি) [√সুপ+অ] ঘুমানো, নিদ্রিত হওয়া, নিদ্রা যাওয়া, অসাবধান হওয়া, অসতর্ক থাকা, বিশ্রাম করা, শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া, অলস হওয়া। (জাতক) **সুখং সুপতি**—সুখে ঘুমানো, সুখে নিদ্রা যাওয়া। (সপ্তমী) **সুপে।** (অতীত) **সুপি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুখং সুপি।** (অ-বিণ) **সুত্ত, সুপিত, সোত্ত।** (ব-বিণ) **সুপন্ত, সুপন্তো, সুপ্পমান।** (ক্রি-বি) **সুপিত্বা।**
সুপতিত্থ (বিণ) সুন্দর তীর বা ঘাটযুক্ত। = **সুন্দরতিত্থ।** ⟹ **সূপতিত্থ।**
সুপরিকম্মকত (বিণ) সুপরিকর্মকৃত, সুন্দররূপে সজ্জিত বা প্রস্তুত, অনিয়মিত, থাকিয়া থাকিয়া সংঘটিত, উত্তমরূপে কৃত বা করা হইয়াছে এরূপ, সুন্দর পালিশ করা।⟹ **পরিকম্মকত।**
সুপরিক্খিত্ত (বিণ) সুপরীক্ষিত, সুরক্ষিত।⟹ **পরিক্খিত্ত।**
সুপরিচ্চজ (বিণ) উত্তমরূপে পরিত্যক্ত, সহজে পরিত্যক্ত, সুন্দররূপে বর্জিত, অনায়াসে যাহা ছাড়িয়া দেওয়া বা ত্যাগ করা যায়।
সুপরিপক্ক (বিণ) সুপরিপক্ব, উত্তমরূপে পাকা বা সিদ্ধ। ⟹ **পরিপক্ক** (১)।
সুপরিভুত্ত (বিণ) সুপরিভুক্ত, সু-অভ্যস্ত, উত্তমরূপে পরিভোগ করা হইয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ।⟹ **পরিভুত্ত।**
সুপরিমট্ঠ (বিণ) সুপরিমৃষ্ট, উত্তমরূপে পালিশ করা হইয়াছে এরূপ, সুমসৃণ, সুপরিস্কৃত, সুমার্জিত।⟹ **পরিমট্ঠ।**
সুপরিমণ্ডল (বিণ) সুপরিমণ্ডল, উত্তমরূপে পরিমণ্ডলকৃত, সুন্দররূপে গোলাকারকৃত, সম্পূর্ণ, একেবারে, পূর্ণ, সমাপ্ত।
সুপরিমদ্দিত (বিণ) সুপরিমর্দিত, উত্তমরূপে ব্যবহারকৃত, সুন্দররূপে আচরিত, সুব্যবহৃত।⟹ **পরিমদ্দিত।**
সুপরিহীন (বিণ) সম্পূর্ণরূপে দুঃখিত ও নিরাশ হইয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, খুব কাহিল, অতি কৃশ, সম্পূর্ণরূপে কৃত বা করা হইয়াছে এরূপ।
সুপাকত (বিণ) সর্বসাধারণের উত্তমরূপে জ্ঞাত।⟹ **পাকত** (৩)।
সুপাণ (পুং) কুকুর। = **সুবাণ, সুনখ।**
সুপান (পুং) = **সুপাণ।⟹ সুপাণ।**
সুপাপক (বিণ) অতি পাপী, অতিশয় পাপকার্যকারী, খুব খারাপ কর্মকারী, অতি দুষ্ট।⟹ **সু** (২)।
সুপাপকম্মিন (বিণ) অত্যন্ত পাপকার্যকারী, অতি পাপী, অত্যন্ত দুষ্ট, খুব খারাপ কার্যকারী।
সুপাপধম্ম (পুং) অত্যন্ত পাপধর্ম, অত্যন্ত পাপকার্য, খুব খারাপ কার্য। (বিণ) খুব খারপ, নিতান্ত ক্ষতিকারক, অত্যন্ত পাপজনক।
সুপাপিক (বিণ) = **সুপাপধম্ম।⟹ সুপাপধম্ম** (বিণ)।
সুপাযিক—এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার পাঠ হইবে "**সুপাযিত**"।⟹ **সুপাযিত।**
সুপাযিত (বিণ) উত্তমরূপে বা একেবারে সম্পৃক্ত অর্থাৎ (তলোয়ার সম্বন্ধে) পিটিয়া শক্ত করা হইয়াছে এরূপ। ⟹ **সুখিত।**
সুপাসিয (বিণ) (ছুঁচ বা সুচ সম্বন্ধে) অনায়াসে সুতা দেওয়া যায় এমন, সহজে সুতা গাঁথা যায় এমন।
সুপিচ্ছিত (বিণ) অত্যন্ত পিচ্ছিল, খুব পালিশ করা, খুব মসৃণ, অতি উজ্জ্বল, অত্যন্ত চকচকে, খুব পরিষ্কার করা, অতি চিক্কণ, খুব তেলা। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**সুফস্সিত**"।
সুপিত (বিণ) সুপ্ত, শায়িত, নিদ্রিত।⟹ **সুপতি, সুত্থিত।** (ক্লী) সুপ্তি, সুপ্ত, নিদ্রা, ঘুমানো, শয়ন। (সংযুক্ত নিকায়) **কো অত্থো সুপিতেন?** সুতরাং "**সুপিন**" শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ?
সুপিন (ক্লী) স্বপ্ন, কল্পনা, কাল্পনিক বিষয়, দৃষ্টি, দর্শন, ছায়া, স্বপ্ন বা সমাধি অবস্থায় দৃষ্ট বিষয়, দর্শনশক্তি,

চক্খু-ইন্দ্রিয়, দূরদৃষ্টি, পরিজ্ঞান। বিভঙ্গ অর্থকথায় বলা হইয়াছে চারি প্রকার কারণে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের পঞ্চস্বপ্ন দর্শনের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। পেতবত্থু অর্থকথায় অজাতশত্রুর স্বপ্নের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। জাতকে কোশল রাজার ১৬ প্রকার মহাদর্শনের বা স্বপ্নের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (জাতক) **মহাসুপিনং পস্সতি**—মহাস্বপ্ন দর্শন করে, মহাদর্শনশক্তি লাভ করে। (মহানির্দেশ) **সুপিনং আদিসতি**—স্বপ্নের কথা বলা। পেতবত্থুতে "**সুপিন**" শব্দের পরিবর্তে "**সুপিত**" পাঠ হইয়াছে।

সুপিনক (ক্লী) স্বপ্ন, কল্পনা, কাল্পনিক বিষয়।

সুপিনন্ত (ক্লী) স্বপ্ন, কল্পনা, কাল্পনিক বিষয়। (থেরগাথা অর্থকথা) **সুপিনমেব সুপিনন্তং**।

সুপিনন্তে (অপাদানকারক, ক্রি-বিণ) স্বপ্নে। = **সুপিনে**।

সুপিন পাঠক (পুং) স্বপ্নতত্ত্ব কথক, যে ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ বলে, জ্যোতিষী, গণক।

সুপিন লক্খণ (ক্লী) স্বপ্নলক্ষণ, স্বপ্নতত্ত্বের বিষয়। ⟹ **লক্খণ** (১)।

সুপিন সত্থ—স্বপ্নবৃত্তান্ত, স্বপ্নবৃত্তান্ত বা স্বপ্নতত্ত্ব বলার দর্শন। ⟹ **সত্থ** (২)।

সুপিনে—স্বপ্নে। = **সুপিনন্তে**। ⟹ **সুপিনেন**।

সুপিনেন—স্বপ্নে। = **সুপিনন্তে, সুপিনে**।

সুপিপি (বিণ) উত্তম পানীয়, পানযোগ্য, বিশুদ্ধ পানীয়, পান করিতে ভালো এরূপ। = **সুচিমন্ত পিপি**। ⟹ **পিপি**।

সুপীত—এই শব্দটি মিলিন্দ প্রশ্নে "**সুত্থিত**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার হইয়াছে দৃষ্ট হয়। ⟹ **সুত্থিত**।

সুপুব্বণহ—সুপূর্বাহ্ণ, সুপ্রভাত।

সুপুপ্ফিত (বিণ) সুপুষ্পিত, পুষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন, সম্পূর্ণরূপে ফুল ফুটিয়াছে এরূপ।

সুপেখুণ (ক্লী) সুন্দর ডানা বা পালক। ⟹ **পেখুম** (২)।

সুপোঠিত (বিণ) সম্পূর্ণভাবে হাঁতুড়িপেটা হইয়াছে এরূপ, উত্তমরূপে পেটা বা আঘাত করা হইয়াছে এরূপ। সম্ভবত এই শব্দটি মিলিন্দ প্রশ্নে "**সুত্থিত**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ক্লী) উত্তম শস্যমাড়া বা শস্য ঝাড়া, সম্পূর্ণ পরাভব, উত্তমমধ্যম প্রহার।

সুপোথিত = **সুপোঠিত**। ⟹ **সুপোঠিত**।

সুপোসতা (স্ত্রী) ১ সৎস্বভাব, সৎপ্রকৃতি, সচ্চরিত্র, সদ্ভাব। ২ সুপোষ্যতা, সহজে রক্ষা করা যায় এরূপ অবস্থা, সুন্দররূপে পালনপোষণ করা যায় এরূপ অবস্থা। (বিপ) **দুপ্পোসতা**। ⟹ **পোসতা**।

সুপ্প (পুং, ক্লী) তুষ ঝাড়িবার চুপড়ি বা ঝুড়ি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সুপ্পসরাব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কত্তর সুপ্প**।

সুপ্পক (ক্লী) খেলার চুপড়ি বা ঝুড়ি, ছোট চালুনি বা ঝাঁঝর। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সুপ্পক মুসলক**।

সুপ্পটিকার (ক্লী) অনায়াস প্রতিদান বা পুরস্কার, সহজ পরিশোধ।

সুপ্পটিট্‌ঠিত (বিণ) = **সুপ্পতিট্‌ঠিত**। ⟹ **সুপ্পতিট্‌ঠিত**।

সুপ্পটিট্‌ঠিত চিত্ত (বিণ) সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত, যাহার মন সুন্দররূপে স্থিরতাপ্রাপ্ত বা সমাধিস্থ হইয়াছে, চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত বা উত্তমরূপে একাগ্র হইয়াছে এমন। মূলগ্রন্থে আছে "**চতূসু সতিপট্‌ঠানেসু সুপ্পতিট্‌ঠিত চিত্ত**"। = **ঠিতত্ত** (বিণ), **ঠিতচিত্ত, সুপ্পতিট্‌ঠিত চিত্ত**।

সুপ্পটিনিস্‌সগ্‌গিন (বিণ) অস্বীকার করা সহজ, অনায়াসে পরিত্যাগ করা বা দাবি ত্যাগ করা যায় এরূপ, পরিত্যাগ করা সহজ, বর্জন করা কঠিন নহে এরূপ। (বিপ) **দুপ্পটিনিস্‌সগ্‌গিন**। ⟹ **পটিনিস্‌সগ্‌গিন**।

সুপ্পটিপন্ন (বিণ) সদ্ভাবে পরিচালিত, সুপ্রতিপন্ন, উত্তমরূপে নির্বাহকৃত। = **সুপটিপন্ন**।

সুপ্পটিপন্নতা (স্ত্রী) সদ্ভাব, সদাচরণ, সুপ্রতিপন্নতা, সুপথে বা যথার্থ পথে পতিত অবস্থা, সত্য বা ঠিক পথে প্রবিষ্ট অবস্থা।

সুপ্পটিপ্পতাড়িত (বিণ) উত্তমরূপে দ্ব্যর্থ প্রযুক্ত, ভালরূপে তুচ্ছকৃত।

সুপ্পটিমুত্ত (বিণ) অতি পবিত্র, অতি বিশুদ্ধ, অতি পরিশুদ্ধ। ⟹ **পটিমুত্ত**।

সুপ্পটিবিদ্ধ (বিণ) সুন্দররূপে প্রতিবিদ্ধ বা বিদ্ধ, উত্তমরূপে জ্ঞাত বা অনুভূত, সুবোধ্য, সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এমন। ⟹ **পটিবদ্ধি**।

সুপ্পণিহিত = **সুপ্পনিহিত**। ⟹ **সুপ্পনিহিত**।

সুপ্পতা (স্ত্রী) এই শব্দটি মিলিন্দ প্রশ্নে "**মুগগ-সুপ্পতা**" শব্দে ব্যবহার হইয়াছে। ⟹ **মুগ্‌গ সুপ্পতা**।

সুপ্পতি (ক্রি) = **সুপতি**। ⟹ **সুপতি**।

সুপ্পতিট্‌ঠিত (বিণ) সুপ্রতিষ্ঠিত, দৃঢ়ভাবে স্থাপিত।

সুপ্পতিট্‌ঠিতচিত্ত = **সুপ্পটিট্‌ঠিতচিত্ত**। ⟹ **সুপ্পটিট্‌ঠিতচিত্ত**।

সুপ্পতিত্থ (বিণ) সুন্দর তটযুক্ত, যে নদীতে বা সরোবরে সুন্দর তীর বা তটভূমি আছে। = **সুন্দর তিত্থ**। ⟹ **পতিত্থ**।

সুপ্পতীত (বিণ) সাতিশয় আনন্দিত, অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল।

সুপ্পধংসিয (বিণ) সহজে অভিভূত বা আচ্ছন্ন হয় এরূপ, অনায়াসে ধ্বংস করা যায় এমন, অনায়াসে প্রচণ্ড আক্রমণ করা যায় এমন, সহজে যুক্তি দ্বারা প্রতিবাদ করা যায় এরূপ। (বিপ) **সুদুপ্পধংসিয**। ⟹ **পধংসতি**।

সুপ্পধারিত (বিণ) উত্তমরূপে অবধারিত বা জ্ঞাত। ⟹ **পধারিত**।

সুপ্পধোত (বিণ) উত্তমরূপে ধৌত, সুধৌত, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত। = **পধোত**।

সুপ্পনিহিত (বিণ) সুনিয়ন্ত্রিত, উত্তমরূপে অভিনিবিষ্ট। = **সুটঠু ঠপিত অচল**। ⟹ **পণিহিত**।

সুপ্পন্ত (ক্লী) = **সুপিনন্ত**। ⟹ **সুপিনন্ত**।

সুপ্পন্তেন = **সুপিনেন**। ⟹ **সুপিনেন**।

সুপ্পবুদ্ধ—সুপ্রবুদ্ধ। সুপ্রবুদ্ধ ছিলেন শাক্যরাজ কুমার সিদ্ধার্থের স্ত্রী রাহুলমাতা গোপাদেবীর পিতা। তাঁহার অপর নাম ছিল দণ্ডপাণি। ⟹ **দণ্ডপাণি**।

সুপ্পভাত (স্ত্রী) সুপ্রভাত, শুভসূচক প্রভাত, শুভপ্রভাত, শুভপ্রাতঃকাল, উষার সুস্পষ্ট আলোকযুক্ত প্রাতঃকাল, সুস্পষ্ট প্রভাত, সৌভাগ্যযুক্ত মঙ্গলময় প্রভাত। ⟹ **পভাত**।

সুপ্পমেয্য (বিণ) সহজে প্রমাণিত হয় বা মাপা যায় এরূপ, অনুমান করা সহজ, সুন্দররূপে প্রমাণিত হয় এরূপ, বিবেচনা করা সোজা, অনায়াসে পরিমাণ করা যায় এমন, অনায়াসে গভীরতা ঠিক করা যায় বা বুঝা যায় এমন। (বিপ) **দুপ্পমেয্য**।

সুপ্পযুত্ত (বিণ) সুপ্রযুক্ত, শিষ্ট, ভদ্র, উত্তমরূপে কাজে প্রযুক্ত বা নিযুক্ত, সুন্দররূপে কাজ করে এমন।

সুপ্পবত্তিন (বিণ) উত্তমরূপে প্রবর্তিত হয় এমন, সুন্দররূপে প্রবাহমান, সুপ্রবাহিত অর্থাৎ ভালোরূপে মুখস্থ বলিয়াছে এমন (?)। ⟹ **পবত্তিন**।

সুপ্পবাদিত (বিণ) (বাঁশি প্রভৃতি সঙ্গীত যন্ত্র) উত্তমরূপে বাজানো হইয়াছে এরূপ।

সুপ্পবাযিত (বিণ) (বস্ত্র সম্বন্ধে) উত্তমরূপে বুনিত, তদনুরূপই বুনন হইয়াছে এমন।

সুপ্পবুত্ত (বিণ) সুভাষিত, সুকথিত, উত্তমরূপে ভাষিত বা কথিত। = **সুদেসিত**। ⟹ **পবুত্ত** (১)।

সুপ্পবেদিত (বিণ) জানা সহজ, যাহা অনায়াসে বোধগম্য হয়, ধর্ম-সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে যাহা সহজে বুঝা গিয়াছে এরূপ, সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় এরূপ। (বিপ) **দুপ্পবেদিত**। ⟹ **পবেদিত**।

সুপ্পসন্ন (বিণ) সুপ্রসন্ন, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসপূর্ণ বা বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিশ্বাসী, খুব শ্রদ্ধাবান, সুস্পষ্ট, সাতিশয় আনন্দিত, অত্যন্ত প্রসন্ন।

সুপ্পসয্হ (বিণ) সুন্দররূপে শৃঙ্খলার সহিত, উত্তমরূপে বল প্রয়োগ করিয়া। ⟹ **পসয্হ**।

সুপ্পহতচিত্ত (বিণ) মন প্রহৃত বা কঠোরভাবে নিগ্রহিত হইয়াছে এমন, সুপ্রহতচিত্ত, যাহার চিত্ত নিয়ন্ত্রিত বা দমিত হইয়াছে।

সুপ্পহার (পুং) সুপ্রহার, কঠোর আঘাত, খুব নিগ্রহ, অত্যন্ত বিপদ বা দুর্ভাগ্য, তীব্র মানসিক কষ্ট।

সুপ্পিচ্ছিত (বিণ) = **সুফস্সিত**। ⟹ **সুফস্সিত**।

সুপ্লবত্থং [সুপ্লব+অত্থং] কূয়ায় বা কূপে সাঁতার কাটার জন্য। জাতকে এই শব্দটির বানান সন্দেহজনক। সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে "**সুপ্লবত্তং**"। জাতক অর্থকথায় "**সুখেন প্লবনত্থং**"। ⟹ **পিলব** (১)।

সুপ্লবত্তং (বিণ) সুন্দররূপে বরাবর ধীরে ধীরে গমনকারী বা প্রবাহমান।

সুফস্সিত (বিণ) আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রীতিকর, মধুর, বাঞ্ছনীয়, আনন্দজনক, সুন্দর, মনোহর, সুস্পর্শিত, অত্যন্ত কোমল, মসৃণ, সংস্পর্শ সুখদায়ক, স্পর্শ কমনীয়, সুখকর, আমোদপ্রিয়, আমোদজনক, প্রফুল্ল, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধচরিত্র, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপিকা, খুব ঠিক বা উপযুক্ত, মাপ অনুযায়ী ঠিক। (জাতক) **সুফস্সিত চীবরং; সুফস্সিত দন্তা; সুফস্সিত দন্তাবরণং; সুফস্সিত ছেককরণ**। = **অতীব সঙ্গত** (বিমানবথু)। ⟹ **পিচ্ছিত, সুপিচ্ছিত**।

সুফিত ⟹ **সুখিত**।

সুফুল্লিত (বিণ) সুফুল্লিত, সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত। (জাতক) **সুফুল্লিত বন**—সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত ফুলের বন, বনের বৃক্ষসমূহ সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত। ⟹ **ফুল্লিত**।

সুফুস্সিত (বিণ) = **সুফস্সিত**। ⟹ **সুফস্সিত**।

সুবহল (বিণ) খুব ঘন। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **রজোজল্ল**। ⟹ **বহল**।

সুবহু (বিণ) সুবহু, খুব বেশি, অত্যন্ত অধিক।

সুবাল্হিক (বিণ) ভালো ভালো জিনিসগুলি বাড়িয়াছে বা বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ, সুন্দররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, খুব উন্নত, অত্যন্ত অনুকূল, অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, খুব সফলকাম। ⟹ **বাল্হিক**।

সুবাসিত—ইহা "**সুভাসিত**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ। ইহার পাঠ হইবে "**সুভাসিত**"। ⟹ **সুভাসিত**।

সুবাহু ব্যগ্ঘ (পুং) সুবাহু নামক ব্যাঘ্র। ইহা একটি বাঘের নাম-বিশেষ। ⟹ **ব্যগ্ঘ**।

সুব্বচ (বিণ) বাধ্য, কর্তব্যপরায়ণ, আজ্ঞাবহ, বিনম্র, বিনীত, বশংবদ, শিষ্ট, বিনয়ী। = **সুবচ**।

সুব্বত (বিণ) সুব্রত, সুন্দররূপে ব্রত পালনকারী, নিয়ম পালনকারী, সচ্চরিত্রের, সৎস্বভাবের, সৎপ্রকৃতির, সদাচরণের, ধার্মিক, শীলবান, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সাধ্বী, সতী, ন্যায়পর, শ্রদ্ধাবান, ভক্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিপ্রকাশক, আন্তরিক। (পুং) পুণ্যজনক কার্য, পাপক্ষয়কারী কর্ম, সুন্দর নিয়ম বা শীল পালন, সুন্দর ব্রত।

সুব্বিনায (বিণ) সহজবোধ্য, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এমন।

সুব্বুট্ঠি (স্ত্রী) সুবৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টিপাত।

সুব্বুট্ঠিকা (স্ত্রী) = **সুব্বুট্ঠি**। ⟹ **সুব্বুট্ঠি**।

সুবভূ (বিণ) সুভ্রূযুক্ত, যার চোখে সুন্দর ভ্রূ আছে। = **সুভমুখা**। (স্ত্রী) চোখের ভ্রূ। ⟹ **ভমুক**।

সুব্রহা (বিণ) খুব বড়, অতি প্রকাণ্ড।

সুভ (বিণ) শুভ, মঙ্গলজনক, মঙ্গলদায়ক, সুখী, সুন্দর, মনোহর, মনোরম, কৌশলী, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, বিখ্যাত, স্বচ্ছ, পরিষ্কার, প্রফুল্ল, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ, শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, সুখকর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, ভাল, উপযুক্ত, মৃদু, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, বলবৎ, অনেক,

দয়ালু, যথার্থ, দোষশূন্য, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী। = দস্সনীয। (সূত্রনিপাত) **সুভতো মঞ্ঞন্তি**—ভালো মনে করে। (ক্লী) মঙ্গল, ক্ষেম, সুখ, উন্নতি, শুভ, পদ্মকান্ঠ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসোবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ, প্রফুল্লতা, আমোদপ্রিয়তা, উপকার, ধর্ম, অধিকার, নৈতিক গুণ, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, পবিত্রতা, সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু। (জাতক) **সুভবসেন**—আমোদের উদ্দেশ্যে।

সুভকিণ্ণ (পুং) শুভকীর্ণ নামক রূপব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ, পদ্মাদেব নামক দেবগণ। ইঁহারা একশ্রেণীর ব্রহ্মকায়িক দেবতা।

সুভকিণ্হ (পুং) = **সুভকিণ্ণ**। ⟹ **সুভকিণ্ণ**।

সুভকিণ্হক (বিণ) শুভকীর্ণক, শুভকীর্ণ নামক রূপব্রহ্মলোকবাসী। ⟹ **সুভকিণ্ণ**।

সুভগ (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, শুভ।

সুভগকরণ (ক্লী) (যাদুমন্ত্র দ্বারা) সুখীকরণ অথবা প্রিয়করণ।

সুভগতি (স্ত্রী) [সুভ+গতি] শুভগতি, সুগতি, সুখস্থানে বা স্বর্গে গমন, সুখময় অবস্থা প্রাপ্তি।

সুভঙ্গন (বিণ) [সুভ+অঙ্গন] সুন্দর অঙ্গনযুক্ত, সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণযুক্ত।

সুভট্‌ঠ (বিণ) সুভাষিত, সুন্দররূপে কথিত। = **সুভাসিত**। ⟹ **ভট্‌ঠ** (৩)।

সুভট্‌ঠাযিন (বিণ) যশস্বী, স্থায়ী কীর্তিমান, যার গৌরব বা প্রশংসো ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে এমন, যার কীর্তি বা যশ স্থায়ীভাবে রহিয়াছে বা বর্তমান আছে এমন।

সুভণং (ক্লী) উত্তমরূপে বা যথার্থভাবে প্রকাশকরণ, ঠিক ঠিক কথন, সুন্দর ভাষণ, সুকথন।

সুভণতি (ক্রি) সুন্দররূপে প্রকাশ করা বা বর্ণনা করা, ঠিক ঠিক বলা, যথার্থভাবে কহা, সুন্দরভাবে বলা।

সুভধাতু (স্ত্রী) শুভকীর্ণ বা শুভকীর্ণক রূপব্রহ্মভূমির অবস্থা, দীপ্তির বা উজ্জ্বলতার উপাদান। ⟹ **ধাতু** (২ঘ), **সুভকিণ্হ**।

সুভনিমিত্ত (ক্লী) শুভলক্ষণ, মঙ্গলজনক চিহ্ন, সুন্দর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, সুন্দর জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়, সুন্দর বস্তু।

সুভমুখা = **সুব্ভূ**। ⟹ **সুব্ভূ**।

সুভর (বিণ) সুভর, অনায়াসে ভরণপোষণ করা যায় এরূপ, সহজপোষ্য, সহজে প্রতিপালন করা বা সাহায্য করা যায় এরূপ, সহজে রক্ষণীয়, মিতব্যয়ী। (বিপ) **দুব্ভর**।

সুভরতা (স্ত্রী) ভরণপোষণ করার সহজ অবস্থা, সুভরতা, রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধা, প্রতিপালনে আনন্দ বা সুখ, মিতব্যয়ীতা। (বিপ) **দুব্ভরতা**।

সুভলক্খণ (ক্লী) ১ শুভলক্ষণ, মঙ্গলজনক চিহ্ন। ২ পুরুষাঙ্গ, পুরুষের পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট একটি অংশ বা চিহ্ন, শিশ্ন, উপস্থ। ⟹ **লক্খণ** (৩)।

সুভবসেন (ক্রি-বিণ) আমোদের উদ্দেশ্যে, শুভবশে, মঙ্গলজনক মনে করিয়া। ⟹ **সুভ** (ক্লী)।

সুভসঞ্ঞা (স্ত্রী) শুভসংজ্ঞা, যাহা সুখকর বা সুন্দর তাহার উপলব্ধি বা অনুভূতি, মঙ্গলজনক বলিয়া জানা। (বিপ) **অসুভসঞ্ঞা**।

সুভসঞ্ঞিন (বিণ) শুভসংজ্ঞী, সুন্দর বা অনুকূল বলিয়া মনে করে এমন, সুখকর বা উপযুক্ত বলিয়া জানে এমন।

সুভাবিত (বিণ) সুভাবিত, সুচিন্তিত, সিদ্ধান্তকৃত, সুন্দররূপে ভাবনা করিয়া বা গবেষণা করিয়া বা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা হইয়াছে এরূপ।

সুভাসিত (বিণ) সুভাষিত, সুন্দররূপে ব্যাখ্যা বা বর্ণনাকৃত, উত্তমরূপে কথিত বা উক্ত। = **সুভট্‌ঠ**। (ক্লী) সুন্দর উক্তি, সুন্দর কথা। (বিপ) **দুব্ভাসিত**। ⟹ **ভাসিত**।

সুভাসিত দুব্ভাসিত (বিণ) ভালমন্দরূপে কথিত। (ক্লী) ভালমন্দ কথা বা উক্তি।

সুভাসিত ধজ (পুং) = **ধম্মধজ**। ⟹ **ধম্মধজ**।

সুভাসুভ (বিণ) শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল, ভালোমন্দ, আনন্দজনক ও নিরানন্দজনক, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর, আমোদজনক ও বিরক্তিজনক, সুখজনক ও দুঃখজনক। (জাতক) **নিরয = সুভানং অসুভং**—মঙ্গলের জন্য অপ্রীতিকর।

সুভিক্খ (বিণ) সুভিক্ষ, প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায় এরূপ, যথেষ্ট ভক্ষ্যবিশিষ্ট। (ক্লী) সুভিক্ষ, প্রচুর খাদ্য, খাদ্যের প্রাচুর্য, ভিক্ষায় প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায় এরূপ অবস্থা। (বিপ) **দুব্ভিক্খ**।

সুভিক্খবাচ (বিণ) প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায় বলিয়া কথিত, ভিক্ষায় যথেষ্ট ভিক্ষান্ন পাওয়া যায় বলিয়া কথিত, মহা উদারতার জন্য পরিচিত বা বিখ্যাত।

সুভূমি (স্ত্রী) সুভূমি, উত্তম বা উর্বর ভূমি।

সুমজ্জ (বিণ) সুমার্জিত, উত্তমরূপে মাজা হইয়াছে এরূপ, খুব পালিশ করা, অত্যন্ত মসৃণ বা তেলা।

সুমজ্ঝন্তিক (বিণ) শুভ মধ্যাহ্ন, সুন্দর দুপুর (বেলা)।

সুমজ্ঝা (বিণ) ⟹ **অথমজ্ঝ**।

সুমজ্ঝিমা (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের কটিদেশ বা কোমর সুন্দর। ⟹ **মজ্ঝিমং**। (বিণ) (স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য সম্বন্ধে) সুন্দর মধ্যদেশ বা কোমরবিশিষ্টা। = **তনু-দীঘ-মজ্ঝা**।

সুমট্‌ঠ (বিণ) সুমৃষ্ট, সুন্দররূপে মার্জিত বা পরিষ্কৃত। = **সুট্‌ঠু মজ্জিত**। ⟹ **মট্‌ঠ**।

সুমতি (পুং) সুমতি, জ্ঞানীলোক, সুবুদ্ধি, বন্ধুত্ব, দয়া। (বিণ) সুন্দর মতিযুক্ত, সুমতি, প্রবীণ, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, নিপুণ, বিচক্ষণ, দক্ষ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত। (বিপ) **দুম্মতি**।

সুমতিকত (বিণ) উত্তমরূপে মই দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ⟹ মতিকত।

সুমদ (বিণ) অত্যন্ত হৃষ্ট, খুব সন্তুষ্ট, অতিশয় প্রফুল্ল, অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ।

সুমদ্দিত (বিণ) ১ সুমর্দিত, উত্তমরূপে পেষিত বা চূর্ণকৃত। ⟹ মদ্দিত (১)। ২ সুমিশ্রিত, (ময়দা বা আটা) উত্তমরূপে মাখা ও ঠাসা হইয়াছে এরূপ। ⟹ মদ্দিত (২)।

সুমন (বিণ) ১ গর্বিত, বিজয়গর্বে স্ফীত, প্রীত, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, মনোহর, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ, প্রফুল্ল, আনন্দিত, সৌভাগ্যশালী, সুমন, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল। = সোমনস্সজাত। (বিপ) দুম্মন। ২ সদয়, দয়ালু, মিত্রভাবাপন্ন, হিতৈষী, সহায়। (বিপ) দিস। (ক্লী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় ফুল।

সুমনদাম (ক্লী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় ফুলের মালা। = সুমনাদাম। ⟹ দাম।

সুমনপট্ট (ক্লী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষের আদর্শে বা নমুনায় বোনা কাপড়। ⟹ পট্ট (৩)।

সুমনপুপ্ফ (ক্লী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় পুষ্প।

সুমনমকুল (ক্লী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় ফুলের মুকুল বা কুঁড়ি।

সুমনমালা (স্ত্রী) = সুমনদাম। ⟹ সুমনদাম।

সুমনা (স্ত্রী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় প্রস্ফুটিত বড় ফুল, প্রফুল্ল বা হৃষ্টা স্ত্রীলোক, মালতী পুষ্প, সুমনা।

সুমনাদাম (ক্লী) = সুমনদাম। ⟹ সুমনদাম।

সুমনাপট্ট (ক্লী) = সুমন পট্ট। ⟹ সুমন পট্ট।

সুমনাপুপ্ফ (ক্লী) = সুমন পুপ্ফ। ⟹ সুমন পুপ্ফ।

সুমনামকুল (ক্লী) = সুমনমকুল। ⟹ সুমনমকুল।

সুমনামালা (স্ত্রী) = সুমনমালা। ⟹ সুমনমালা।

সুমনোহর (বিণ) অতি মনোহর, খুব সুন্দর, অত্যন্ত মুগ্ধকারী।

সুমন্ত (বিণ) সুমন্ত্রণা প্রদত্ত, সুপরামর্শ প্রদত্ত, সুন্দর উপদেশ প্রদত্ত, মনোযোগী, সাবধান, যত্নশীল, যত্নসাধ্য।

সুমরতি (ক্রি) = সরতি। ⟹ সরতি (৩)। (ক্রি-বি) সুমরিৎ।

সুমানস (বিণ) হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ।

সুমাপিত (বিণ) সুনির্মিত। = নিবেসিত।

সুমুট্ঠাপয (বিণ) সহজে উৎপাদিত, অনায়াসে উন্নীত বা নির্মিত, সহজে সংগঠিত বা সংগৃহীত, সহজে উত্তোলিত, সহজে উত্তেজিত, সহজে স্ফীত, সহজে সতেজকৃত, অনায়াসে খাড়া করা বা উঠানো হইয়াছে এরূপ, অনায়াসে তোলা বা জাগানো হইয়াছে এরূপ।

সুমুত্ত (বিণ) সুমুক্ত, সানন্দে মুক্ত, সৌভাগ্যক্রমে বা উত্তমরূপে খালাস পাইয়াছে এমন। ⟹ মুত্ত (১ক)।

সুমেখলা (বিণ) সুন্দররূপে কটিবন্ধনে আবদ্ধ, সুন্দর মেখলাযুক্ত। ⟹ মেখলা।

সুমেধ (বিণ) সুমেধ, সুমেধা, সুমেধস, সুবুদ্ধি, উত্তমবুদ্ধি সম্পন্ন, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, চতুর, সুবিবেচিত, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, অভিজ্ঞ, কৌশলী। (বিপ) দুম্মেধ। = সুমেধস।

সুমেধস (বিণ) অতিশয় জ্ঞানী। = মেধস, সুন্দর পঞ্ঞ।

সুম্ভতি (ক্রি) ধাক্কা দেওয়া, জিদ করা, অনুনয় করা, চেষ্টা করা, চাপ দেওয়া, বিদীর্ণ করা, আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি প্রস্তুত করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্জ্বলিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নমিত করা বা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, পরিত্যাগ করা বা ছাড়িয়া দেওয়া। (তুলনীয়) আসুম্ভতি, পরিসুম্ভতি। (অ-বিণ) সুম্ভিত।

সুম্ভিত (বিণ) (কিছুর উপর) আঘাত করিয়াছে বা খটখট শব্দ করিয়াছে এরূপ, (কিছুর উপর) পতিত। ⟹ সুম্ভতি।

সুম্হতি (ক্রি) = সুম্ভতি। ⟹ সুম্ভতি।

সুযাম দেবপুত্ত ⟹ দেবপুত্ত।

সুযিট্ঠ (বিণ) সুন্দররূপে উৎসর্গীকৃত, শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত বা প্রদত্ত, উত্তমরূপে প্রদত্ত, সুন্দররূপে দান দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ধর্মবিধি বা আচার অনুযায়ী যজ্ঞ সম্পাদিত, দেবোদ্দেশে দানীয় সামগ্রী নিবেদিত। = সুহুত। (বিপ) দুযিট্ঠ। ⟹ যিট্ঠ (বিণ), যজতি।

সুযুত্ত (বিণ) সোজা, ঠিক, প্রকৃত, ন্যায্য, উচিত, যোগ্য, আসল, সত্য, যথার্থ, ঠিকঠাক, খাড়া, পটু, সুস্থ, ডান বা দক্ষিণ পার্শ্বস্থ, উপযুক্ত, সঙ্গত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, সন্তুষ্ট, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, যোগ্য, সুবন্দোবস্তকৃত। (বিপ) দুযুত্ত।

সুয্যতি (ক্রি) = সূয্যতি। ⟹ সূয্যতি।

সুর (পুং) ১ সুর, দেবতা। = দেব। ২ বোধিসত্ত্বের নাম-বিশেষ।

সুরকঞ্ঞা (স্ত্রী) সুরকন্যা, দেবকন্যা, স্বর্গীয় দেবী। = দেবধীতা।

সুরচিত (বিণ) সুরচিত, সুন্দররূপে সজ্জিত, সুশৃঙ্খলাকৃত, সুসজ্জিত, সুবন্দোবস্তকৃত। = সমোচিত।

সুরত (বিণ) সুরত, সুন্দররূপে রত, খুব স্নেহময়, খুব প্রেমময়, সাতিশয় প্রেম প্রকাশক, অত্যন্ত প্রণয় ব্যঞ্জক, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, আসক্ত, সংলগ্ন। ⟹ সোরচ্চ। জাতকে কিন্তু "সোরচ্চ" শব্দের ভুল অর্থে (খারাপভাবে) "যৌনসংসর্গ" গ্রহণ করা হইয়াছে, জাতক অথকথায় গ্রহণ করা হইয়াছে "দুস্সীল্য"। (তুলনীয়) সুরত।

সুরত্ত (বিণ) সুরঞ্জিত, সুন্দররূপে রং করা হইয়াছে এরূপ, অতি গাঢ় লাল রঙের। (বিপ) **দূরত্তবণ্ণ, দুরত্ত।**
সুরত্ত দুপট্ট—দ্বিগুণভাবে বা দুইভাঁজে সেলাই করা অতি গাঢ় লালবর্ণের বস্ত্র বা চীবর। ⟹ **দুপট্ট।**
সুরনদী (স্ত্রী) সুরনদী, স্বর্গীয় নদী, স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী।
সুরনাথ (পুং) সুরনাথ, দেবরাজ, দেবগণের রাজা, ইন্দ্র।
সুরপথ (পুং) সুরপথ, দেবপথ, আকাশ।
সুরভি (বিণ) সুরভি, সৌরভি, সুগন্ধি।
সুরভিকরণ্ডক (পুং) সুগন্ধিবাক্স, সুগন্ধ বাক্স, সুগন্ধির বাক্স বা পেটরা।
সুরভিগন্ধ (পুং) সুগন্ধ, সৌরভ। = **গন্ধিক** (১)।
সুরভি বিলেপন (ক্লী) সুরভি বিলেপন, (শরীরে) লেপনের সুগন্ধি দ্রব্য, লেপনযোগ্য সুগন্ধি প্রসাদন বা বস্তু।
সুররিপু (পুং) সুররিপু, দেবশত্রু, অসুর।
সুরা (স্ত্রী) সুরা, সুরী, মদ্য, মদ, মদিরা, সুরাসার বা কোহলবিশিষ্ট তরল (পানীয়) পদার্থ, উত্তেজক সুরা বা মদ্য, মাতালজনক তরল মাদক দ্রব্য। (জাতক) **তিখিণং সুরং যোজেত্বা**—তীক্ষ্ণ বা তীব্র সুরা মিশ্রিত করিয়া। বিমানবত্থু অর্থকথায় পঞ্চবিধ সুরার বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—**পিট্ঠসুরা, পূবসুরা, ওদন সুরা (ওদনীয সুরা), কিণ্ণপক্খিত্ত সুরা, সম্ভার সংযুত্ত সুরা।**
সুরাগেহ (পুং) সুরাগৃহ, পানাগার, মদের মাহাল, সুরাপানের ঘর। = **পানাগার।**
সুরাঘট (পুং) সুরাঘট, মদের ঘট বা পাত্র, সুরার কলসী।
সুরাঘর (ক্লী) **সুরাগেহ।** ⟹ **সুরাগেহ।**
সুরাছণ (পুং) সুরাপানের উৎসব। ⟹ **ছণ।**
সুরাধিট্ঠক (বিণ) [সুরা+অধিট্ঠক] সুরাসক্ত, মদ্যপানে অভ্যস্ত।
সুরাধুত্ত (পুং) মদ্যপায়ী, মাতাল, যেই ব্যক্তি সর্বদা নেশা বা সুরা পান করে এবং অপরকেও নেশা বা সুরা পান করায়, মদতি। ⟹ **ধুত্ত**(১)।
সুরানক্খত্ত (পুং) সুরাপানের উৎসব। = **সুরাছণ।**
সুরাপান (ক্লী) সুরাপান, মদ্যপান, তীব্র সুরাপান।
সুরাপাযিকা (স্ত্রী) মাতাল স্ত্রীলোক, যেই স্ত্রীলোক সুরা বা মদ্য পান করে, মদ্যপায়ী স্ত্রীলোক।
সুরাপিপাসিত (বিণ) সুরাপিপাসিত, সুরা বা মদ্য পানে পিপাসিত, তীব্র সুরাপানের জন্য তৃষ্ণার্ত।
সুরাপীত (বিণ) যেই ব্যক্তি সুরা পান করিয়াছে।
সুরামত্ত (বিণ) সুরামত্ত, সুরপানে মাতাল। ⟹ **মত্ত** (২)।
সুরামদ (পুং) সুরামত্ততা, মাতলামি, সুরাপানে উল্লাস, সুরাপায়ীর অতিশয় উত্তেজনা।
সুরামেরয (ক্লী) সুরা এবং মৈরেয্য, মদ এবং মাদক দ্রব্য। ⟹ **মজ্জ**(১)।
সুরাবিত্থ (ক্লী) সুরাপানের পাত্র। = **বিত্থ।**
সুরাবিত্থক (ক্লী) = **সুরাবিত্থ।** ⟹ **সুরাবিত্থ।**
সুরাসোণ্ড (বিণ) সুরাসক্ত, মাতাল, তীব্র মদ্যপানে অভ্যস্ত। = **সুরাধিট্ঠক।** (পুং) মদতি, মাতাল। = **সুরাধুত্ত।**
সুরাসোণ্ডক = **সুরাসোণ্ড।** ⟹ **সুরাসোণ্ড।**
সুরিন্দ (পুং) [সুর+ইন্দ] দেবরাজ ইন্দ্র। = **সক্ক, সুরনাথ, ইন্দ।**
সুরিয (পুং) সূর্য, রবি, ভানু, তপন। = **আদিচ্চ।** বিশুদ্ধিমার্গে সপ্তসূর্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (জাতক) **সুরিযং উট্ঠাপেতি**—সূর্যোদয়ে গাত্রোত্থান করে বা শয্যা ত্যাগ করে। ২ সূর্যদেব, দেবতাস্বরূপ সূর্য।
সুরিযকন্ত (ক্লী) সূর্যকান্ত মণি, এক প্রকার বহুমূল্য পাথর।
সুরিযগাহ = **সুরিযগ্গাহ।** ⟹ **সুরিযগ্গাহ।**
সুরিযগ্গাহ—সূর্যগ্রহণ, রাহু নামক অসুর কর্তৃক সূর্যকে গ্রাসকরণ। ⟹ **গাহ, চন্দগাহ।**
সুরিযত্থঙ্গম (পুং) [সুরিয+অত্থঙ্গম] সূর্যের অস্তগমন, সূর্যাস্ত।
সুরিযত্থঙ্গমন (ক্লী) = **সুরিযত্থঙ্গম।** ⟹ **সুরিযত্থঙ্গম।**
সুরিযমণ্ডল (ক্লী) সূর্যমণ্ডল, সূর্যের গোলাকার পরিধি। = **দিবসকর মণ্ডল।** ⟹ **মণ্ডল** (২)।
সুরিযরংসি (স্ত্রী) = **সুরিযরস্মি।** ⟹ **সুরিযরস্মি।**
সুরিযরস্মি (স্ত্রী) সূর্যরশ্মি, সূর্যের কিরণ।
সুরিযবত্তিক (পুং) সূর্যব্রতিক, সূর্যের পূজারী, সূর্যারাধক, সূর্যপূজারী।
সুরিযসন্তাপ (পুং) সূর্যের উত্তাপ। ⟹ **সন্তাপ।**
সুরিযস্সুগ্গমনম্পতি [সুরিযস্স+উগ্গমনং+পতি] সূর্যোদয়ের অভিমুখে। = **সুরিযুগ্গমনম্পতি।**
সুরিযালোক (পুং) সূর্যালোক, সূর্যের কিরণ বা আলো। ⟹ **আলোক** (১)।
সুরিযুগ্গমন (ক্লী) সূর্যোদয়।
সুরিযুগ্গমনম্পতি—সূর্যোদয়ের অভিমুখে, সূর্যোদয়ের মুখ করিয়া বা সম্মুখ করিয়া। = **সুরিযস্সুগ্গমনম্পতি।** ⟹ **পটি।**
সুরী (বিণ) বিজ্ঞ, জ্ঞানী।
সুরু (সর্পের) হিস হিস শব্দ।
সুরুঙ্গ (পুং) সুড়ঙ্গ, গর্ত-বিশেষ, গোপন পথ, ভূগর্ভস্থ পথ।
সুরুঙ্গা (স্ত্রী) কারাগার, বন্দিশালা, জেল।
সুরুচি (বিণ) ১ সুরুচি, রুচিসম্পন্ন। ২ অত্যন্ত উজ্জ্বল, অতিশয় দীপ্তিমান, অত্যন্ত জমকালো, অতিশয় গৌরবময়, খুব চমৎকার, খুব সন্তোষজনক, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়। = **সুন্দর সরীরপ্পভ।**
সুরুত্ত—প্রশংসাকরণ, গুণবর্ণনাকরণ অর্থাৎ সুযশ বা সুখ্যাতি। (বিপ) **দুরুত্ত।** ⟹ **উত্ত।**
সুরুদ্দ (বিণ) অতি ভীষণ, অতি ভয়ঙ্কর, খুব হিংস্র। জাতকে ইহার পাঠ হইয়াছে "**সুরুদ্ধ**"। (বর্ণনায়) **সুলুদ্দো সুফরুসো।** ⟹ **রুদ্দ।**
সুরুদ্ধ = **সুরুদ্দ।** ⟹ **সুরুদ্দ।**
সুরুসুরুকারকং (ক্রি-বিণ) খাওয়ার সময় মুখে হিস হিস

শব্দ করিয়া অথবা সুরু সুরু শব্দ করিয়া (খাওয়া)।

সুরূপ (বিণ) সুরূপ, সুশ্রী, সুন্দর, রূপবান, উত্তম রূপবিশিষ্ট, সদাশয়, উদার, যথেষ্ট, অত্যন্ত সুন্দর, সুন্দর গঠনযুক্ত। (বিপ) **দুরূপ**।

সুরূপিন (বিণ) = **সুরূপ**। ⇒ **সুরূপ**।

সুরূপিনী (বিণ) সুন্দরী, সুরূপা, সুরূপিনী, সুশ্রী, অত্যন্ত সুন্দরী।

সুরূপী = **সুরূপ**। ⇒ **সুরূপ**।

সুরোচিত (বিণ) = **সমোচিত**। ⇒ **সমোচিত**।

সুরোসিত (বিণ) সুন্দররূপে অভিষিক্ত।

সুলদ্ধ (বিণ) সুলব্ধ, সোপার্জিত, সুন্দররূপে উপার্জিত, যথেষ্ট প্রাপ্ত, সুগৃহীত। (ক্লী) সুলাভ, সুবৃদ্ধি, যথেষ্ট উপার্জন, পরম সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ, স্বর্গবাস।

সুলপতি (ক্রি) সুন্দর সুন্দর কথা বলা, সুকথা বলা, সুন্দর আলাপ করা। ⇒ **লপতি**।

সুলভ (বিণ) সুলভ, অনায়াস লভ্য, সুখলভ্য, অযত্নসিদ্ধ, সস্তা, সহজলভ্য, সহজে পাওয়া যায় অথবা লাভ হয় এরূপ। (বিপ) **দুল্লভ**।

সুলসি (স্ত্রী) তুলসী, তুলসী গাছ, তুলসীবীজ। = **সুলসী**। ⇒ **পণ্ণ** (১)।

সুলসিপণ্ণ (ক্লী) তুলসী পাতা। ⇒ **সুলসি**।

সুলসী (স্ত্রী) তুলসী, সুরসা। = **সুলসি**।

সুলোপী (স্ত্রী) একজাতীয় ছোট ছোট হরিণ।

সুব (পুং) শুক, শুকপাখি, তোতা পাখি। জাতকে দুই প্রকার **"সুব"** এর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**পুপ্ফকসুব, সত্তিগুম্বসুব**।

সুবখণ্ড—জাতক গ্রন্থের একটি অধ্যায় বা জাতকের নাম, জাতকের ৫৪৬তম জাতক। ⇒ **সালিযবচন**।

সুবগ্গবেল্লিত ⇒ **সুনগ্গবেল্লিত**।

সুবগ্গু (বিণ) অতি মিষ্ট, অতি মধুর, সুস্বর, সুন্দর স্বর বা শব্দবিশিষ্ট, খুব প্রীতিকর। ⇒ **বগ্গু**।

সুবচ (বিণ) সুন্দর ভাষণকারী, ভদ্র বা নম্রভাবে কথা বলে এমন, বিনয়ের সহিত বা বিনীতভাবে কথা বলে এমন, প্রিয়ভাষী, মধুর ভাষী, শিষ্ট, বিনয়ী, সুবচা, বাগ্মী, উত্তমবক্তা। = **সুব্বচ**। (বিপ) **দুব্বচ**। প্রায় **"পদক্খিণগ্গাহিন সুবচ"**। ⇒ **সুব্বচ, সোবচস্স**।

সুবচোক্খমো (বিণ) কোমলভাষী এবং ক্ষমাশীল।

সুবঞ্চিকতা (স্ত্রী) ⇒ **পুঞ্চিকতা**।

সুবণ্ণ (বিণ) সুবর্ণ, সোনালী রঙের, সুন্দর বর্ণের, সুন্দর রঙের, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, সুশ্রী, ভালো, আনুকূল্য, উত্তম, উপযুক্ত, শুভ। (বিপ) **দুব্বণ্ণ**। (ক্লী) সুবর্ণ, সোনা, স্বর্ণ। = **জাতরূপ**। (বিনয়) **সুবণ্ণ হিরঞ্ঞ**। (বহুবচনে) **সুবণ্ণানি**—মূল্যবান দ্রব্যসমূহ। (তুলনীয়) **সোণ্ণ**।

সুবণ্ণকার (পুং) সুবর্ণকার, স্বর্ণকার, সেকরা, স্বর্ণের অলঙ্কারাদিপ্রস্তুতকারক, রৌপ্যকার বা শুভ্রকার। (বিপ) অম্বকার।

সুবণ্ণকিলঞ্জা (স্ত্রী) সোনালী রং করা মাদুর। ⇒ **কিলঞ্জা**।

সুবণ্ণগব্ভ (পুং) ১ স্বর্ণনির্মিত বাক্স, সোনার বাক্স, স্বর্ণসিন্দুক। ২ স্বর্ণ রাখার নিরাপদ বা গুপ্ত কক্ষ।

সুবণ্ণগুহা (স্ত্রী) সুবর্ণ গুহা, স্বর্ণময় গুহা, সোনার গুহা, একটি গুহার নাম-বিশেষ। ⇒ **মণিগুহা**।

সুবণ্ণচীরক (ক্লী) কিংখাব, সোনালী বুটিতোলা রেশমি বস্ত্র, সোনালী কাজ করা সূক্ষ্ম বস্ত্র।

সুবণ্ণচ্ছণ্ণ (বিণ) সোনালী রঙের, স্বর্ণাচ্ছাদিত।

সুবণ্ণজাল বিতত (বিণ) সুবর্ণজাল বিস্তৃত, সোনার জাল দ্বারা আচ্ছাদিত। = **গবচ্ছিত**।

সুবণ্ণতা (স্ত্রী) (মুখের) বর্ণসৌন্দর্য, আকার প্রকারের বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, বর্ণের লাবণ্য।

সুবণ্ণতোরণ (ক্লী) সুবর্ণ তোরণ, সোনার তোরণ, স্বর্ণমণ্ডিত তোরণ, গিল্টি করা চূড়া।

সুবণ্ণদস্সন (বিণ) = **চারুদস্সন**। ⇒ **চারুদস্সন**।

সুবণ্ণনালি = **সুবণ্ণনালী**। ⇒ **সুবণ্ণনালী**।

সুবণ্ণনালী (স্ত্রী) পারিমাপক স্বর্ণপাত্র বা স্বর্ণভাজন। ⇒ **নালী**।

সুবণ্ণনিক্খ (পুং, ক্লী) স্বর্ণ পরিমাপক ওজনবিশেষ। = **নিক্খ**।

সুবণ্ণপট্ট (ক্লী) সুবর্ণপট্ট, স্বর্ণপাট, সোনার পাট্টা। ⇒ **পট্ট**(১)।

সুবণ্ণপণক (ক্লী) সোনার মুকুট, স্বর্ণের রাজমুকুট, স্বর্ণনির্মিত রাজমুকুট।

সুবণ্ণপণ্ণক (পুং) সোনার বর্ণ জলজ উদ্ভিদ। ⇒ **পণ্ণক** (২)।

সুবণ্ণপব্বত (পুং) সুবর্ণপর্বত, এক পর্বতের নাম-বিশেষ।

সুবণ্ণপস্স = **সুবণ্ণপব্বত**। ⇒ **সুবণ্ণপব্বত**।

সুবণ্ণপাতী (স্ত্রী) স্বর্ণপাত্র। ⇒ **পাতী** (স্ত্রী)।

সুবণ্ণপাদুকা (স্ত্রী) সোনার পাদুকা বা জুতা।

সুবণ্ণপাসাদ (পুং) সুবর্ণপ্রাসাদ, স্বর্ণময় প্রাসাদ, সোনার অট্টালিকা বা রাজবাড়ি। = **ব্রহ্মুত্তর**।

সুবণ্ণপীঠক (ক্লী) সোনার আসন, সোনার কেদারা বা চেয়ার।

সুবণ্ণভাজন (ক্লী) সোনার ভাজন, স্বর্ণপাত্র। ⇒ **ভাজন**(১)।

সুবণ্ণভিঙ্কার = **সুবণ্ণভিঙ্গার**। ⇒ **সুবণ্ণভিঙ্গার**।

সুবণ্ণভিঙ্গার (পুং) সুবর্ণভৃঙ্গার, সোনার ভৃঙ্গার, স্বর্ণভৃঙ্গার, সোনার কলসী, স্বর্ণনির্মিত ভাজন বা পাত্র। = **সোবণ্ণভিঙ্কার**।

সুবণ্ণভূমি (স্ত্রী) সুবর্ণভূমি। ব্রহ্মদেশ হইতে সুদূর কম্বোডিয়া পর্যন্ত দেশকে পূর্বকালে সুবর্ণভূমি বলা হইত।

সুবণ্ণময (বিণ) সুবর্ণময়, স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্মিত, সর্বাংশে

কেবল স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত। = **হেমময**। ⟹ **পীত** (২ক)।

সুবণ্ণমালা (স্ত্রী) সুবর্ণমালা, স্বর্ণমাল্য, সোনার মালা।

সুবণ্ণমাসক (পুং) সুবর্ণমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা। ⟹ **মাসক** (২)।

সুবণ্ণমেণ্ডক (পুং) স্বর্ণবর্ণের বা সোনালী রঙের ভেড়া, সুবর্ণমেণ্ডক।

সুবণ্ণরস (পুং) সুবর্ণরস, স্বর্ণরস, স্বর্ণধূলি, সোনার গুঁড়া, স্বর্ণরেণু, স্বর্ণের সূক্ষ্মাংশসমূহ। ⟹ **রস** (৮)।

সুবণ্ণরাজহংস (পুং) সুবর্ণরাজহংস, সুবর্ণবর্ণের রাজহংস, সোনালী রঙের মরাল।

সুবণ্ণবণ্ণ (বিণ) সুবর্ণবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সোনালী রঙের, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। দীর্ঘনিকায় তথাগত বুদ্ধের শরীরবর্ণ সম্বন্ধেও ইহা বলা হইয়াছে। = **সাম** (২)। ⟹ **বণ্ণ** (৩)।

সুবণ্ণবালিকা (স্ত্রী) সুবর্ণ বালুকা, স্বর্ণবর্ণ বালুকা। = **রুচক**।

সুবণ্ণবীথি (স্ত্রী) (স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকারভুক্ত দেবপুরে) স্বর্ণময় সড়ক বা রাস্তা, স্বর্ণমার্গ, স্বর্ণময় বীথি বা পথ, স্বর্ণবীথি।

সুবণ্ণসামা = **সাম**। ⟹ **সাম** (২)।

সুবণ্ণসালিক সকুণা—স্বর্ণবর্ণের পাখিগুলি, সুন্দর সুন্দর ময়নাপাখি। = **মধুসালিযা, সুবসালিয সকুণ** (জাতক)।

সুবণ্ণসিকতা (স্ত্রী) স্বর্ণধূলি, স্বর্ণরেণু। = **সুবণ্ণরস**। ⟹ **সিকতা**।

সুবণ্ণসিবিকা (স্ত্রী) সুবর্ণশিবিকা, সোনার পালকি।

সুবণ্ণহংস (পুং) সুবর্ণহংস, সোনালী রঙের হাঁস।

সুবণ্ণালিঙ্গতল [সুবণ্ণ+আলিঙ্গ+তল] ⟹ **আলিঙ্গ**।

সুবণ্ণালিঙ্গ সদিসজীব = **কম্বুগীব**। ⟹ **কম্বুগীব, কম্বুতল**।

সুবণ্ণিট্ঠকা [সুবণ্ণ+ইট্ঠকা] সোনার ইঁট, স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ইঁট, গিল্টি করা খোলা বা টালি।

সুবত (বিণ) সুব্রত, সুন্দর আচার সম্পন্ন, সুন্দর সাধনযুক্ত, সুন্দর অভ্যাসের, নিয়মবদ্ধ, নীতি অনুসরণকারী। (তুলনীয়) **পটিব্বত, সীলব্বত**। ⟹ **বত** (২ক)।

সুবত্থি (স্ত্রী) [সু+অত্থি] শুভ, বর্ষণ, মঙ্গল, সুখ, কুশল, সমৃদ্ধি। = **সোত্থি**। (জাতক, সূত্রনিপাত) **সুবত্থিহোতু**—মঙ্গল বর্ষিত হউক।

সুবম্মিত (বিণ) সুবর্মিত, উত্তমরূপে (অশ্ব) সজ্জিত বা বর্মাচ্ছাদিত।

সুবরাজা (পুং) তোতাপাখি রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তোতাপাখি।

সুববত্থাপিত (বিণ) সুব্যবস্থাপিত, সুব্যবস্থিত, সুন্দররূপে ব্যবস্থাকৃত, সুপরিচিত, সুনিরূপিত, সুনিশ্চিত। ⟹ **ববত্থাপিত**।

সুবসালিয সকুণ (পুং) = **সুবণ্ণসালিক সকুণা**। ⟹ **সুবণ্ণসালিক সকুণা**।

সুবাণ (পুং) কুকুর। = **সুপাণ**। জাতকে নরকের দুইটি কুকুরের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**সুবল, সাম**। ⟹ **সন, সুণ, সুন, সুনখ, সুণখ, সুপাণ, সোণ**।

সুবাণদোণি (স্ত্রী) কুকুরের খাদ্য খাওয়ার দ্রোণী বা পাত্র।

সুবাণপিণ্ড—কুকুরের খাওয়ার বিস্কুট।

সুবাণবমথু—কুকুরের উল্টি বা বমি।

সুবান (পুং) = **সুবাণ**। ⟹ **সুবাণ**।

সুবানয (বিণ) [সুব+আনয] আনয়ন করা সহজ, অনায়াসে আনিতে পারা যায় এমন, নিয়া আসা সহজ, সহজে ধৃত, ধরা সহজ। ⟹ **অনয**।

সুবামিন (পুং) স্বামী, স্বামিন, কর্তা, প্রভু, শিক্ষক, অধিকারী।

সুবাসিত (বিণ) সুবাসিত, সুগন্ধিকৃত, সুবাসযুক্ত, সৌরভযুক্ত।

সুবিকপ্পিত (বিণ) সুবিকল্পিত, উত্তমরূপে সিদ্ধান্তকৃত, উত্তমরূপে প্রস্তুত, সুন্দররূপে সন্নিবেশিত।

সুবিক্খিত্ত (বিণ) সুবিক্ষিপ্ত, সুশৃঙ্খলাকৃত, সুন্দররূপে সজ্জিত। = **সুটঠু**।

সুবিগ্গহ (বিণ) সুন্দরাকৃতির, সুন্দর, সদাশয়, উদার, যথেষ্ট।

সুবিজান (বিণ) সহজবোধ্য, সুজ্ঞেয়, বুঝিতে সোজা, সহজে অনুভবনীয়, সহজে বুঝা বা জানা যায় এমন। (বিপ) **দুব্বিজান**।

সুবিঞ্ঞাপয (বিণ) বাধ্য, বশীভূত, সহজে শিক্ষণীয়, অনায়াসে শিক্ষা দেওয়া যায় এমন, সহজে জ্ঞাত করানো বা জানানো যায় এমন। (বিপ) **দুব্বিঞ্ঞাপয**।

সুবিঞ্ঞাপিত (বিণ) সুশিক্ষিত। ⟹ **বিঞ্ঞাপিত**।

সুবিঞ্ঞেয্য (বিণ) সহজে জ্ঞাতব্য, সহজে বুঝিতে পারে এমন। = **সুজান**। ⟹ **বিঞ্ঞেয্য**।

সুবিতচ্ছিত (বিণ) (চীবর-সম্বন্ধে) সুবিন্যস্ত, উত্তমরূপে বিন্যস্ত।

সুবিদূর (বিণ) অতি দূরবর্তী। ⟹ **বিদূর**।

সুবিদূর বিদূর (বিণ) অতি দূরবর্তী, দূর দূরান্তরের।

সুবিদূরে (ক্রি-বিণ) অতি দূরে, খুব ব্যবধানে। ⟹ **অতিদূর**।

সুবিনীত (বিণ) সুবিনীত, উত্তমরূপে শিক্ষিত, সুদমিত, সুশিক্ষিত। (বিপ) **দুব্বিনীত**।

সুবিপন্ন (বিণ) সুবিপন্ন, অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, সম্পূর্ণরূপে পতিত বা বিনষ্ট। ⟹ **বিপন্ন**।

সুবিপ্ফলিত (বিণ) = **বিপ্ফলিত**। ⟹ **বিপ্ফলিত**।

সুবিভত্ত (বিণ) সুবিভক্ত, নকশাকৃত, অভিসন্ধিকৃত, মনে মনে অঙ্কিত, বিন্যস্ত, অংশকৃত, সামঞ্জস্য বিধানকৃত, বিভাগ করা হইয়াছে এরূপ, নিয়মিত, সুশৃঙ্খলাকৃত, সুষম, ব্যবস্থানুযায়ী, স্থায়ীরূপে, ব্যবস্থাপিত, ঠিক, কালানুবর্তী, সম্পূর্ণ, সুব্যবস্থাকৃত।

সুবিমুত্ত (বিণ) সুবিমুক্ত, যিনি সুন্দররূপে মুক্ত হইয়াছেন।

সুবিমুত্ত পঞ্ঞো (বিণ) সুন্দররূপে মুক্ত হইয়াছেন এমন

জ্ঞানী, সুবিমুক্তপ্রাজ্ঞ, অর্হত্ত্বজ্ঞানে দক্ষ (অর্থাৎ অর্হত)।

সুবিম্‌হিত (বিণ) সুবিস্মিত, অতিশয় বিস্মিত, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন, অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত, অতিশয় ভয়বিহ্বল। ⟹ **বিম্‌হিত**।

সুবিলিত্ত (বিণ) সুবিলিপ্ত, অতি সুগন্ধযুক্ত, অত্যন্ত সৌরভযুক্ত, সুন্দররূপে বা উত্তমরূপে সুবাসিত।

সুবিসদ (বিণ) সুবিশদ, খুব স্পষ্ট, খুব পরিষ্কৃত, খুব সহজে শ্রবণযোগ্য, অতি বিশুদ্ধ, অতি সহজে বোধগম্য, খুব উজ্জ্বল, একেবারে নির্দোষ।

সুবিসম (বিণ) সুবিষম, অতি এবড়োথেবড়ো, একেবারে অসমতল, বন্ধুর, নিতান্ত অসমান, বিপদসঙ্কুল, বিপজ্জনক।

সুবিসুদ্ধ (বিণ) সুবিশুদ্ধ, অতিশয় বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র, পরম পবিত্র। ⟹ **বিসুদ্ধ**।

সুবিসুদ্ধ দস্‌সন (ক্লী) সুবিশুদ্ধ দর্শন, খুব বিশুদ্ধরূপে দর্শন বা জ্ঞানন, নিঃসন্দেহভাবে প্রত্যক্ষকরণ, অকপট দর্শন, নির্দোষদর্শন, স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওন, পরিষ্কাররূপে উপলব্ধিকরণ। (তুলনীয়) **পরিসুদ্ধ ঞাণদস্‌সন**। ⟹ **দস্‌সন** (২)।

সুবিহীন (বিণ) সুবিহীন, একেবারে নাই এরূপ, সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

সুবী (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় তোতাপাখি।

সুবুট্‌ঠি (স্ত্রী) সুবৃষ্টি, প্রয়োজন অনুরূপ বৃষ্টিপাত। (বিপ) **দুব্বুট্‌ঠি**।

সুবুট্‌ঠিক (বিণ) প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে এরূপ।

সুবুট্‌ঠিকা (স্ত্রী) প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত, বৃষ্টির প্রাচুর্যতা। ⟹ **সুব্বুট্‌ঠিকা**।

সুবূপসন্ত (বিণ) [স+বূপসন্ত] = **সমূপসন্ত**। ⟹ **সমূপসন্ত**।

সুবে (ক্রি-বিণ) আগামীকল্য। = **স্বে**।

সুবে সুবে—দিনের পর দিন অর্থাৎ প্রতিদিন।

সুবোসিত (বিণ) সানন্দে সমাপ্তকৃত, সৌভাগ্যক্রমে শেষ হইয়াছে বা ধ্বংস হইয়াছে এরূপ।

সুব্যাবট (বিণ) সুন্দরভাবে কাজ করে বা কাজ দেয় এমন, খুব পরিশ্রমী, অতি উৎসাহী, খুব ব্যস্ত, খুবই তৎপর, অতি উৎসুক। ⟹ **ব্যাবট**।

সুসংবিহিত (বিণ) সুবন্দোবস্তকৃত, সুনির্দিষ্ট, উত্তমরূপে নির্ধারিত, কোনো পদে নিযুক্ত নহে এমন, সুসজ্জিত, শ্রেণীবদ্ধ, নিষ্পত্তিকৃত, সুশৃঙ্খলাকৃত।

সুসংবুত (বিণ) সুসংযত, সুন্দরভাবে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, সুনিবৃত্ত, উত্তমরূপে আত্মনিয়ন্ত্রিত, উত্তমরূপে আবদ্ধ, একেবারে দমিত। (তুলনীয়) **সংবুত, গুত্তদ্বার**।

সুসঙ্খত (বিণ) উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন।

সুসঞ্‌ঞত (বিণ) সুসংযত, সুন্দররূপে দমিত বা আত্মনিয়ন্ত্রিত, সম্পূর্ণরূপে সংযত বা দমিত।

সুসঞ্‌ঞা (স্ত্রী) সুন্দররূপে বুঝিবার সংজ্ঞা, উত্তমরূপে বা পরিষ্কারভাবে জানিবার জ্ঞান। (জাতক অর্থকথায়) **সুসসোণিয**।

সুসণ্ঠান (বিণ) সুগঠিত, সুরচিত, সুনির্মিত, সুশিক্ষিত, সুবিন্যস্ত, সুন্দরাকারে ধারণ করিয়াছে এমন, স্থৈর্য বা দৃঢ়তা আছে এমন, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, সুসঙ্গত, সুদৃঢ়, উপযুক্ত, উত্তমরূপে দৃঢ়াবদ্ধ, সুন্দর নকশাকৃত, সুপরিকল্পিত, সুন্দর প্যাটার্নের, সুগঠনবিশিষ্ট।

সুসণ্ঠিত (বিণ) সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, সুশান্ত, সুমীমাংসিত, সুন্দররূপে স্থাপিত, সুবিন্যস্ত, সুস্থানে বা সুন্দররূপে আছে এমন, সুন্দর ভঙ্গিতে আছে এমন, সুন্দররূপে অবস্থিত, সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত।

সুসণ্ঠিতক্‌খন্ধ (বিণ) সুন্দররূপে সংস্থাপিত স্কন্ধযুক্ত বা পৃষ্ঠদেশযুক্ত, সুন্দররূপে সজ্জিত বা অলঙ্কৃত হস্তীপৃষ্ঠযুক্ত। = **সঞ্জাতক্‌খন্ধ**।

সুসণ্ঠিতচিত্ত (বিণ) সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত, সুমীমাংসিত চিত্ত, যাঁহার চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাঁহার চিত্তভাব সুমীমাংসিত হইয়াছে।

সুসত্থ (বিণ) সুশিক্ষিত, সুন্দররূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

সুসন্ধি (বিণ) অতি সুন্দর সুযোগ আছে এরূপ, সুসন্ধিযুক্ত, সুন্দর রন্ধ্রযুক্ত বা প্রারম্ভযুক্ত, সুন্দর সন্ধিযুক্ত।

সুসন্নদ্ধ (বিণ) সুন্দররূপে আবদ্ধ, সুদৃঢ়, সুবাধ্য, সুসংবদ্ধ। ⟹ **সন্নদ্ধ** (১)।

সুসমাগত (বিণ) সুসমাগত, কার্যকরী বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত, সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক বা ব্যবহার্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অট্‌ঠঙ্গ সুসমাগত**" অর্থাৎ "**উপোসথ**"।

সুসমারদ্ধ (বিণ) সম্পন্ন করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, (কাজ, কার্যভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গৃহীত, দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে এরূপ।

সুসমাহিত (বিণ) [সু+সমাহিত] সুন্দররূপে সন্নিবেশিত বা একাগ্র, সুমীমাংসিত, সিদ্ধান্তে উপনীত, সুশান্ত, সুদৃঢ়, সুন্দররূপে স্থিরকৃত, সুনিয়ন্ত্রিত, একত্রীভূত, সুন্দর ভিত্তির উপর স্থাপিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, স্থিরসংকল্প, স্থির, সংযত, সুদমিত। **সুসমাহিত চিত্ত**। (বিপ) **অসমাহিত**।

সুসমাহিত ইন্দ্রিয ⟹ **ইন্দ্রিয** (৫)।

সুসমাহিতত্ত (বিণ) স্থির চিত্তের, স্থির সংকল্পযুক্ত মনের।

সুসমুচ্ছিন্ন (বিণ) সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকৃত, একেবারে উচ্ছিন্ন বা নষ্টকৃত।

সুসমুট্‌ঠাপয = **সুমুট্‌ঠাপয**। ⟹ **সুমুট্‌ঠাপয**।

সুসমুদানয (বিণ) সচেষ্টায় সুন্দররূপে প্রাপ্ত হয় এমন, সহজে সম্পাদিত বা সমাপ্তকৃত, অনায়াসে সফলকৃত, সুসংঘটিত হয় এরূপ, সুন্দররূপে প্রাপ্ত হয় এরূপ, উত্তমরূপে লাভ হয় এরূপ।

সুসমোহিত (বিণ) সুসংযুক্ত, সুন্দররূপে সংযুক্ত, উত্তমরূপে মিলিত। ⟹ **সমোহিত** (১)।

সুসম্বুদ্ধ (বিণ) সহজবোধ্য, সুন্দররূপে জ্ঞাত, উত্তমরূপে

বুঝিতে পারিয়াছেন এমন, সহজে অনুভূত বা উপলব্ধিকৃত। ⟹ সম্বুদ্ধ (বিণ)।

সুসম্মট্‌ঠ (বিণ) সুপরিষ্কৃত, অতি উজ্জ্বল, সুন্দররূপে ঘর্ষিত, সুমার্জিত, খুব চিক্কণকৃত বা মসৃণকৃত। ⟹ সম্মট্‌ঠ।

সুসস্‌স (ক্লী) [সু+ সস্‌স] সুন্দররূপে ধান্যাদি উৎপন্ন শস্য, শস্যাদির প্রচুরতা।

সুসান (ক্লী) শ্মশান, চিতা, শবদাহ স্থান, কবরস্থান, গোরস্থান। (তুলনীয়) **আমকসুসান, সোসানিক**।

সুসানক (বিণ) শ্মশানিক, শ্মশানে নিযুক্ত, শ্মশানে শবদাহ কিংবা গোরস্থ করিবার কাজে নিযুক্ত।

সুসানগ্‌গি—শ্মশানের অগ্নি, শ্মশানে শবদাহের অগ্নি।

সুসানগোপক (পুং) শ্মশানরক্ষক।

সুসানভূমি (স্ত্রী) শ্মশানভূমি, চিতা, শবদাহ স্থান, গোরস্থান। ⟹ ভূমি (২)।

সুসানবড্‌ঢন (বিণ) শ্মশান বৃদ্ধিকারী, শ্মশান বর্ধিত করে বা বাড়ায় এরূপ, শ্মশানে ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য, শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত।

সুসানসুদ্ধিক (বিণ) শ্মশান বিষয়ে খুঁতখুঁতে বা অত্যন্ত রুচিবাগীশ। ⟹ সুদ্ধিক (১)।

সুসায়ণ্‌হ—সুন্দর সায়াহ্নে, সুখময় সন্ধ্যাকাল, সুসায়াহ্ন সময়, জীবনের সুন্দর শেষ ভাগ।

সুসাসন (ক্লী) সুশাসন, সুন্দর উপদেশ, সুনীতি, সত্যধর্ম, সুসংবাদ। (বিপ) **দুস্‌সাসন**। ⟹ সাসন।

সুসাসনং দুস্‌সাসনং (ক্লী) সুশাসন এবং দুঃশাসন, সত্যধর্ম এবং মিথ্যাধর্ম, সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ।

সুসিক্‌খাপিত (বিণ) সুশিক্ষিত, সুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এমন।

সুসিক্‌খিত (বিণ) সুশিক্ষিত, সম্পূর্ণরূপে অর্জিত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত। = **পদক্‌খিণ** [(বিণ(২)], **দক্‌খ**। ⟹ দক্‌খিণ।

সুসিখ (বিণ) সুন্দর শিখাবিশিষ্ট, মনোরম চূড়াযুক্ত। ⟹ সিখা।

সুসিপ্পিক (পুং) দক্ষকর্মী, নিপুণ কার্যকার, দক্ষ শিল্পী।

সুসিব্বিত (বিণ) সুন্দররূপে সেলাইকৃত, ভালরূপে সেলাই করা হইয়াছে এরূপ, উত্তমরূপে সেলাই করা যায় এরূপ। (বিপ) **দুরসিব্বিত**।

সুসির (ক্লী) শুষির, রন্ধ্র, ছিদ্র, গর্ত, বিবর, গহ্বর, অবনত স্থান, প্রণালী। (বিণ) ছিদ্রপূর্ণ, সচ্ছিদ্র, রন্ধ্রযুক্ত, ফাঁপা, শূন্যগর্ভ, অসরল, কপট। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসুসির** (ইহা "এক-ঘন" শব্দের পরিবর্তে বুদ্ধঘোষ ব্যবহার করিয়াছেন)।

.**সুসিররুক্‌খ** (পুং) শূন্যগর্ভ বৃক্ষ, ফাঁপা গাছ, ছিদ্রযুক্ত গাছ। ⟹ রুক্‌খ, সুসির (বিণ)।

সুসীল (বিণ) সুশীল, সচ্চরিত্র, সংস্বভাব, ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সতী, ন্যায়পর, নীতি-সম্বন্ধীয়, নৈতিক, ধর্মসম্মত। (বিপ) **দুস্‌সীল**।

সুসু (পুং) ১ এক প্রকার ফোঁস ফোঁস শব্দ-বিশেষ। ⟹ সু (১)। ২ শিশু, ছোট বাচ্চা ছেলে, ছোট ছেলে, বালক। = **দহর** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। মধ্যম নিকায়ে "**আজানীয সুসূপম**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইবে "**আজানীয অস্‌স-উপম**" (তুলনীয় থেরগাথা)। ৩ শুশুক, এক জাতীয় জলজন্তু, কুম্ভীর। (বহুবচনে) **সুসূ**। (জাতক) **কুম্ভীলা মকসা সসূ**।

সুসুকা (স্ত্রী) শুশুক, কুম্ভীর। = **সুসু** (৩)। (চুল্লনিদ্দেস) **সুংসুমার**।

সুসুকাল (বিণ) = **সুসুকাল্‌**। ⟹ **সুসুকাল্‌**।

সুসুকাল্‌ (বিণ) গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের, অত্যন্ত কালো বর্ণের, অতি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের চুলবিশিষ্ট। দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায় "**সুট্‌ঠুকাল্‌**"। = **সুকণ্‌হ-কণ্‌হ-সীস** (জাতক)। (দীর্ঘনিকায়) **গোতমস্‌স সুসুকাল কেসো**—গৌতমের চুল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। (তুলনীয়) **কণ্‌হ, কল্যাণ**।

সুসুকাল্‌ কেস (বিণ) চকচকে বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের চুল আছে এমন। = **সুট্‌ঠু কালকেস, অঞ্জনবণ্ণ কালকেস বহু ত্বা**। (তুলনীয়) **কণ্‌হ অঞ্জন** (জাতক); **সিনিদ্ধ-নীল-মুদু-কুঞ্চিত-কেসো** (জাতক)। = **সুকণ্‌হ কণ্‌হ কেস**। এইরূপে বুদ্ধের চুলের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ⟹ **সুসুকাল্‌**।

সুসুক্ক (বিণ) খুব সাদা, অত্যন্ত শুভ্র বা শ্বেতবর্ণ, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়।

সুসুক্‌খ (বিণ) ১ অতি শুষ্ক। ২ সুতীক্ষ্ণ, ধারালো, চিক্কণ। (দীর্ঘনিকায়) **সুসুক্‌খ দাঠা**।

সুসুখম (বিণ) অতি ধূর্ত, অতি চতুর, অত্যন্ত কূট, খুব অন্তর্দর্শী, (বর্ণনায়, সংজ্ঞা-নিরূপণে বা ব্যাখ্যান বিষয়ে) অতিশক্ত বা দুরূহ। (থেরগাথা) **সুসুখম নিপুণত্থ-দস্‌সিন**। ⟹ **সুখুম**।

সুসুদ্ধ (বিণ) খুব পরিষ্কার, অতি খাঁটি, অতি নির্ভুল বা ত্রুটিহীন, অতিশয় নিষ্কলঙ্ক, খুব পবিত্র বা নিষ্পাপ, খুব পরিষ্কার অভ্যাসের, অতি বিপদগ্রস্ত বা অব্যবহৃত, অতি সুগঠিত, এবড়োথেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন।

সুসুমায়তি (ক্রি) সু সু বা ফোঁস ফোঁস করিয়া একপ্রকার শব্দ করা। = **সুসূযতি**। ⟹ **সু** (১), **সুসু** (১)।

সুসুবড্‌ঢিত (বিণ) সুবর্ধিত, অতি সুন্দররূপে বর্ধিত বা উন্নীত। ⟹ **বড্‌ঢিত** (১)।

সুসূ (পুং) ১ শিশু, ছোট বাচ্চা ছেলে, ছোট ছেলে, বালক। ⟹ **সুসু** (২)। ২ (বহুবচনে) শুশুকসমূহ। ⟹ **সুসু** (৩)।

সুসূকালকেস = **সুসুকালকেস**। ⟹ **সুসুকালকেস**।

সুসূপম (বিণ) [সুসু+উপম] বালক সদৃশ। ⟹ **সুসু** (২)।

সুসেদিত (বিণ) অত্যন্ত ঘর্মাপ্লুত, ঘামে খুব ভিজিয়া গিয়াছে এরূপ।

সুসেয্য (বিণ) নরম বিছানায় বা তোশকের উপর শয়নকারী। (পুং) নরম গদিতে শয়ন।

সুস্স (বিণ) শুষ্ক, শুকা। (ক্রি-বিণ) শুষ্করূপে।

সুস্সত (বিণ) [সু+সত] সুস্মরিত, পরিষ্কাররূপে স্মরণ করিতে পারিয়াছে এমন, সুন্দররূপে মনোযোগ দেওয়া যায় বা মনোনিবেশ করিয়াছে এমন, পরিষ্কারভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বা পরিজ্ঞাত হইয়াছে এমন, স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায় বা লক্ষ্য করিয়াছে এরূপ। (বিপ) **দুস্সত**। ⟹ **সত** [বিণ(১)]।

সুস্সতি (ক্রি) [√সুস+য] শুষ্ক হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া, নীরস হওয়া, ম্লান হওয়া, ক্ষীণ হওয়া, নষ্ট হওয়া, তৃষিত হওয়া। (তুলনীয়) **বিসসুস্সতি, সুক্খতি**। (অতীত) **সুস্সি**। (অ-বিণ) **সুক্খ**। (ব-বিণ) **সুস্সমান**। (ভবিষ্যতে) **সুস্সিস্সতি**। (ক্রি-বি) **সুস্সিত্বা**। (করণে) সোসেতি।

সুস্সর (বিণ) সুস্বর, সুশ্রাব্য, তাললয়যুক্ত।

সুস্সরতা (স্ত্রী) সুস্বরতা, সুমিষ্ট স্বর হয় বা আছে এরূপ অবস্থা।

সুস্সবন (ক্লী) সুশ্রবণ, সুসংবাদ, সুসমাচার, সুশ্রাব্য বিষয়।

সুস্সুত (বিণ) সুশ্রুত, শ্রবণমধুর, শুনিতে আনন্দদায়ক। (বিপ) **দুস্সুত**।

সুস্সূষতি (ক্রি) = **সাবেতি**। ⟹ **সাবেতি**।

সুস্সূস (বিণ) শুনিতে ইচ্ছুক, শ্রবণ করিতে বা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, আজ্ঞাবহ, বাধ্য, কর্তব্যপরায়ণ।

সুস্সূসতি (ক্রি) [সু+√স; এখানে সুয়ের "স" দ্বিত্ব হইয়াছে এবং দ্বিতীয় "উ" দীর্ঘ হইয়াছে] শুনিতে ইচ্ছা করা, শোনা, শ্রবণ করা, কর্ণপাত করা, উপদেশ মানিয়া চলা, মনোযোগ করা, সেবা করা, সঙ্গে থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত হওয়া, (রোগীকে) দেখাশোনা করা, (ফলস্বরূপ) বর্তমান থাকা। = **সাবেতি**। (অতীত) **সুস্সূসি**; (অধিকরণ, বহুবচনে) **সুস্সূসিংসু**। (ব-বিণ) **সুস্সূসং, সুস্সূসমান**; (সাহিত্যে) **সুস্সূসা, সুস্সূমান**। (ভবিষ্যতে) **সুস্সূসিস্সতি**; (সাহিত্যে) **সুস্সুসিস্সন্তি**।

সুস্সূসন্তি (ক্রি) = **সাবেতি**। ⟹ **সাবেতি**।

সুস্সূসা (স্ত্রী) শুনিতে ইচ্ছা, শ্রবণ করিবার ইচ্ছা, শুশ্রূষা, উপস্থিতি, বশ্যতা, অনুবর্তিতা, বাধ্যতা।

সুস্সূসিন (বিণ) আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ, বাধ্য, বিশ্বাসী, নির্ভরকারী।

সুস্সোণি (বিণ) কটিদেশের নিম্নভাগগুলি সুন্দর আছে এমন। (তুলনীয়) **সুস্সোণিয়**।

সুস্সোণিয (বিণ) কোমরের বা কটিদেশের নিম্নাংশগুলি সুন্দর আছে এমন।

সুহজ্জ (ক্লী) মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। (পুং) বন্ধু, উপকারী, হিতৈষী, সহায়, অন্তরঙ্গ বন্ধু। = **সুহদ** (পুং)। (বিণ) অতি অন্তরঙ্গ। = **সুহদ** (বিণ)।

সুহতা (স্ত্রী) সৌভাগ্য, সুখ।

সুহদ (বিণ) সুহৃদ, অতি অন্তরঙ্গ, অতি প্রিয়, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, সুহৃদয়, প্রশস্তমনা, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক, সংহৃদয়যুক্ত, সরল অন্তরযুক্ত, সদন্তঃকরণবিশিষ্ট, শুদ্ধচিত্ত। = **সুন্দরহদয** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (পুং) সুহৃদ, প্রিয়বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, সদা অনুরত, মিত্র, সখা, বন্ধু, সহায়, উপকারী, হিতৈষী, সাহায্যকারী, সহৃদয়। (তুলনীয়) **মিত্ত পটিরূপক**।

সুহদা (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের গর্ভে বা কোলে শিশু আছে।

সুহন্ন (ক্লী) শারীরিক ময়লা ত্যাগ-সম্বন্ধীয় সুন্দর (বা শিষ্ট) সম্পাদন অর্থাৎ বিনয়, লজ্জা, শিষ্টতা, ভদ্রতা, শালীনতা, পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা, সংযমতা। ⟹ **হন্ন**।

সুহিত (বিণ) পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, বিশ্বস্ত, নিঃসন্দেহকৃত, পরিশোধিত, পরিতুষ্ট, পূর্ণকৃত, মিটানো হইয়াছে এমন, সন্দেহ ভঞ্জনকৃত। = **তিত্ত, ধাত**।

সুহিতভাব (পুং) আরামে আছে বা সুস্থ আছে এরূপ অবস্থা। ⟹ **ভাব** (১)।

সুহুট্ঠিত (বিণ) [স+উট্ঠিত] সু-উত্থিত, সুন্দররূপে উঠিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এমন, সুন্দররূপে অভিভূত বা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এরূপ, সুন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা স্ফীত, সুন্দরভাবে উত্থিত বা উদিত।

সুহুত (বিণ) সুন্দররূপে হুতকৃত, শ্রদ্ধার সহিত দান প্রদত্ত, শ্রাদ্ধার সহিত পূজিত বা প্রদত্ত, সুন্দররূপে উৎসর্গীকৃত, যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত। ⟹ **জুহতি, সুযিট্ঠ, হুত, যঞ্ঞ** (২)।

সূ—সুসু বা ফোঁস ফোঁস শব্দ। (তুলনীয়) **সূকর, সুসুযতি**। ⟹ **সু** (১), **সু সু** (১)।

সূক (পুং) বর্লির শুঁয়া, যব বা যবমণ্ডের শুঁয়া বা অগ্রভাগ ইত্যাদি।

সূকর (পুং) শূকর, বরাহ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুক্কুট সূকর**। (জাতকে) **মুণিক, সালূক, চূল্লতুণ্ডিল, মহাতুণ্ডিল**। (বিভঙ্গ অর্থকথায়) **বর-সযনে সযাপিত**।

সূকরন্তক (ক্লী) এক প্রকার ঘের বা কটিবন্ধ।

সূকরমংস (ক্লী) শূকরের মাংস।

সূকরমদ্দব—শূকরমর্দব, বেঙের ছাতা। Franke-এর দীর্ঘনিকায়ে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে "কোমল বা চর্বিযুক্ত শূকরের মাংস"। Rhys Davids-এর অনুবাদ হইতেছে "মাটির নীচে জন্মায় এরূপ ছত্রাক বা ছাতার পরিমাণ বা মাত্র"।

সূকরপোতক (পুং) শূকরছানা, শূকরের বাচ্চা, শূকর শাবক।

সূকরবাগুর (ক্লী) শূকর ধরিবার ফাঁদ। ⟹ **বাগুর**।

সূকরবাগুরা (স্ত্রী) = **সূকরবাগুর**। ⟹ **সূকরবাগুর**।

সূকরসালি—একপ্রকার চাউল-বিশেষ, একপ্রকার বনজ ধানের চাউল। ⟹ **পসাদিযা**।

সূকরিক (পুং) শূকর ব্যবসায়ী, শূকর হত্যাকারী, শূকরের কসাই, শূকরের মাংস বিক্রেতা।

সূকরী (স্ত্রী) শূকরী, স্ত্রীজাতীয় শূকর বা বরাহ। (জাতক) **বগ্ঘ সূকরী**।

সূচক (বিণ) সূচক, কথক, জ্ঞাপক, প্রকাশক। (পুং) গোয়েন্দা, চর, গূঢ় পুরুষ, অপবাদকারী, নিন্দাকারী, পিশুনকারক, খললোক, প্রকাশকারী, নির্দেশকারী, সূচনাকারী লোক। = **পেসুঞ্ঞকারক**।

সূচন (ক্লী) সূচন, সূচনা, কথন, জ্ঞাপন, ভঙ্গি দ্বারা জানানো, সংকেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানানো, বিদ্ধকরণ, হিংসন, দুষ্টামি, পেজোমি, নিদর্শন, চিহ্ন, লক্ষণ, প্রদর্শক, নির্দেশকরণ, সূচনাকরণ, প্রকাশকরণ, প্রকাশন, প্রদর্শনকরণ, প্রদর্শন।

সূচি (স্ত্রী) সুচ, সূচি, সূচী, সীবনী, ছুঁচ, চুলের কাঁটা, দরজার ছোট হুক বা অর্গল, অর্গল বা বল্টু আটক করার খিল, লৌহবর্ত্ম বা গরাদের ক্রসবার (দুই কাষ্ঠদণ্ডের উপর স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড), লোহার বেড়া, কাঠগড়া, রেলের বেড়া। (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে) সূচী।

সূচিকট্ঠ (বিণ) [সূচি+অট্ঠ] = **সূচিকট্ঠ**। ⟹ **সূচিকট্ঠ**।

সূচিকট্ঠ (বিণ) সেলাইয়ের সময় ছুঁচের ফোঁড়ে বেদনা প্রাপ্ত বা ছুঁচে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত, যাহার অস্থিসমূহ ছুঁচের ন্যায়, ছুঁচের ফোঁড়ের ন্যায় বেদনায় ব্যথিত। ⟹ **সূচিকা** (২)।

সূচিকট্ঠিক (বিণ) = **সূচিকট্ঠ**। ⟹ **সূচিকট্ঠ**।

সূচিকণ্ঠ (বিণ) সূচিকণ্ঠ, যাহার কণ্ঠনালী ছুঁচের ন্যায় সরু। (তুলনীয়) **সূচিচ্ছিদ**। ⟹ **সূচিকা** (২)।

সূচিকা (স্ত্রী) ১ সূচি, ছুঁচ, সীবনী; (চরিত্রে) ক্ষুধা, বলবতী স্পৃহা। ২ দরজায় লাগাইবার হুক বা অর্গল। (পেতবত্থু) **সূচিকট্ঠ**—যাহার অস্থিসমূহ ছুঁচের মত (?); **সূচিগাতা'তি বা পাঠো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **বিজ্ঝনখেন সূচিকা'তি লদ্ধ নামায খুপ্পিপাসায অজ্ঝাপীড়িতা। সূচিকণ্ঠা'তি কেচি পঠন্তি, সূচি ছিদ্দ সদিসা মুখদ্বারা'তি অত্থো**।

সূচিকার (পুং) ছুঁচ প্রস্তুতকারক, যে ব্যক্তি ছুঁচ প্রস্তুত করে।

সূচিগাতা (স্ত্রী) = **সূচিকা**। ⟹ **সূচিকা** (২)।

সূচিঘটিকা (স্ত্রী) ছুঁচের মত কাষ্ঠখণ্ড, ছুঁচাকার কাঠের কাঠি বা শলাকা, হুক বা অর্গলের হাতল, দরজার ছোট হুক বা অর্গল। ⟹ **ঘটিকা** (২ গ)।

সূচিঘর (ক্লী) ছুঁচ রাখিবার আধার, সূচিভাণ্ড, ছুঁচের কৌটা বা বাক্স। = **সুচিনাড়িকা, সূচীঘর**।

সূচিছিদ্দ = **সূচিচ্ছিদ্দ**। ⟹ **সূচিচ্ছিদ্দ, সূচিকা** (২)।

সূচিচ্ছিদ্দ (ক্লী) ছুঁচের ছিদ্র, সূচীচ্ছিদ্র, ছুঁচে সুতা পরাইবার ছিদ্র। = **সূচি ছিদ্দ**। ⟹ **সূচিকা** (২)।

সূচিনঙ্গুল—ছুঁচের লেজ বা পোঁদা। ⟹ **নঙ্গুট্ঠ**।

সূচিনাড়িকা (স্ত্রী) ছুঁচ রাখিবার জন্য বাঁশের আধার। = **সূচিঘর**। ⟹ **নাড়িকা**।

সূচিমুখ (বিণ, পুং) সূচীমুখ, যাহার মুখ ছুঁচের ন্যায়। (মধ্যম নিকায়) **সূচিমুখা পাণা**—(গূথ বা বিষ্ঠা নরকের) একপ্রকার প্রাণী যাহাদের মুখ ছুঁচের ন্যায়। (পুং) মশক, এক প্রকার কীট যাহার মুখ অস্ত্র বা ছুঁচের মত।

সূচিলোম (বিণ) ছুঁচের ন্যায় তীক্ষ্ণ লোমবিশিষ্ট, যাহার চুল বা কেশসমূহ ছুঁচের ন্যায় তীক্ষ্ণ। (ক্লী) ছুঁচের ন্যায় তীক্ষ্ণ চুল বা কেশ। (পুং) এক যক্ষের নাম-বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪ক)।

সূচিলোম যক্খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে যাহাদের সর্বশরীরে ছুঁচের ন্যায় তীক্ষ্ণ লোম বা কেশ আছে। ⟹ **সূচিলোম**।

সূচিবত্ত (পুং) = **সূচিমুখ**। ⟹ **সূচিমুখ**।

সূচিবাণিজক (পুং) ছুঁচের ব্যবসায়ী। ⟹ **বাণিজক**।

সূচিবিজ্ঝন (ক্লী) তুরপুন, বেধনযন্ত্র, সূচীবিধন।

সূচিঘর (ক্লী) সূচীঘর, ছুঁচ রাখিবার আধার বা কৌটা, ছুঁচের বাক্স। = **সূচিঘর**। ⟹ **ঘর**।

সূজু (বিণ) ঠিক সোজা, খাড়া, ন্যায়বান, সৎ। = **সুট্ঠু**।

সূণা (স্ত্রী) বধ্যস্থান, কসাইখানা, হত্যা করিবার ঘর, যে স্থানে হত্যা বা কসাই কাজ করা হয়। = **সূনা**।

সূণাঘর (ক্লী) কসাইখানা, কসাইঘর। = **সূণা**।

সূত (পুং) ১ সারথি, রথ চালক। ২ কবি, ভাট, চারণ, প্রশংসাকারী, স্তুতি পাঠক।

সূতি (স্ত্রী) প্রসব, প্রভব, উৎপত্তি, জন্ম, সন্তান। (তুলনীয়) **সূনু**।

সূতিঘর (ক্লী) শয়নকক্ষে শয়ন অর্থাৎ প্রসূতিসদন, প্রসূতিঘর, সূতিকা ঘর। = **পসূতিঘর**।

সূতিসাযে = **সুণিসাযো**। ⟹ **সুণিসাযো**।

সূদ (পুং) পাচক, রাঁধুনি। = **সূদক, সূপিক**।

সূদক (পুং) পাচক। = **সূদ**।

সূন (বিণ) (সংস্কৃত—সূন) উদ্‌গত, স্ফীত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বর্ধিত। প্রায় সময় ইহাকে "**সুন**" শব্দরূপে ভুল বানানে দেখা যায়। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **সুনভাব**। ⟹ **সুন**। (ক্লী) = **সূনা**। ⟹ **সূনা**।

সূনকার ঘর (ক্লী) = **সূনা**। ⟹ **সূনা**।

সূনঘর (ক্লী) = **সূনা**। ⟹ **সূনা**।

সূননিস্‌সিত (ক্লী) = **সূনা**। ⟹ **সূনা**।

সূনা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—সূনা) কসাইঘর, বধ্যস্থান, যে ঘরে হত্যা করা হয়। = **অসিসূনা, সূন** (ক্লী), **সূণা, সূণাপণ, সূনঘর, সূননিস্‌সিত, সূণাঘর, সূনকার ঘর**।

সূনাপণ (ক্লী) = **সূনা**। ⟹ **সূনা**।

সূনু (পুং) সূনু, পুত্র, শিশুপুত্র, সন্তান, তনয়, ছেলে। (তুলনীয়) সূতি।

সূপ (পুং, ক্লী) সূপ, সুরুয়া, ঝোল, তরকারি, আচার, মাছ বা মাংসের তরকারি, ব্যঞ্জন-বিশেষ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনেক সূপ**। (বিনয়) **সমসূপক**—সমান সমান তরকারি

বা ঝোলসহ। (ক্লী, বহুবচনে) **সূপানি** (বিনয়)।

সূপতিত্থ (বিণ) [সু+উপ+তিত্থ] সুন্দর তীর বা কূলযুক্ত, নদ্যাদির যে স্থান দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায় সেই সুন্দর স্থানযুক্ত। = **সুপতিত্থ, সোভনতিত্থ, সুন্দরতিত্থ**।

সূপধারিত (বিণ) [স+উপধারিত] সুপরিচিত, সুপরিজ্ঞাত, সুন্দররূপে জ্ঞাত, সুচিন্তিত, সুন্দররূপে অবধারিত, সুনির্ধারিত, গভীর চিন্তাকৃত, সুসিদ্ধান্তকৃত, সুন্দররূপে স্থিরকৃত।

সূপব্যঞ্জন (ক্লী) ঝোলযুক্ত তরকারি, ঝোলা তরকারি।

সূপব্যঞ্জনক (ক্লী) ঝোলযুক্ত তরকারি এবং আচার বা চাটনি, সূপ এবং তরকারি।

সূপি (স্ত্রী) = সূপ। ⟹ **সূপ**। (জাতক) **বিদল সূপিযো**।

সূপিক (পুং) পাচক, রাঁধুনি, সূপকার। = **সূদ**।

সূপিন (বিণ) তরকারিযুক্ত, তরকারি আছে এরূপ, তরকারিসহ একসঙ্গে।

সূপেয্য (বিণ) সূপেয্য, সূপ বা ঝোল-সম্বন্ধীয়, দাল-সম্বন্ধীয়, তরকারির উপযুক্ত। (ক্লী) তরকারি। ⟹ **বিহী**।

সূপেয্যপণ্ণ (ক্লী) যেই শাকের সূপ বা ঝোল প্রস্তুত করা হয়, তরকারিতে ধনে পাতা-পিয়াজ পাতা, রসুন পাতা ইত্যাদি যেই সব পাতা ব্যবহার করা হয়, যেই সব পাতায় ঝোল বা তরকারি প্রস্তুত করা হয়। ⟹ **পণ্ণ** (১)।

সূপেয্যসাক (ক্লী) তরকারি বা ঝোল প্রস্তুত করিবার শাক।

সূযতি (ক্রি) শুনিতে পারা যায়, শোনা যায়, শ্রবণ করা যায়। ⟹ **সুণাতি**।

সূয্যতি (ক্রি) = **সূযতি**। ⟹ **সূযতি**।

সূর (বিণ) সাহসী, নির্ভীক, সাহসিক, বীরোচিত। (পুং) ১ শূর, বীর, যোদ্ধা, প্রধান ব্যক্তি, বিখ্যাত ব্যক্তি, নির্ভীক লোক, সাহসী পুরুষ। ২ সূর্য। = **সূরিয**। (ক্লী) সাহস, শৌর্য, নির্ভীকতা, বিক্রম।

সূরকথা (স্ত্রী) শূর বা সাহসী পুরুষের কথা, বীর বা যোদ্ধা-সম্বন্ধে গল্প, সাহসী পুরুষ-সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা।

সূরকাক (পুং) সাহসী কাক, নির্ভীক কাক।

সূরত (বিণ) কোমল, নরম, মৃদু, শান্ত, মধুর, দুর্বল, অপুরুষোচিত, প্রণয়াসক্ত, সুরাসাররহিত, ঘাতসহ, নমনীয়, মৃদুগতি, অলবণাক্ত, দয়ালু, ধীর। = **সুরত**। (তুলনীয়) **সোরত**।

সূরতা (স্ত্রী) শূরতা, সাহসিকতা, নির্ভীকতা। = **সূরভাব, সূর** (ক্লী)।

সূরভাব (পুং) সাহস, শৌর্য, নির্ভীকতা, বিক্রম, বল, সামর্থ্য, শক্তি, শক্তির উৎস, শক্তি বা পরিমাণ, কোনো দলের সংখ্যা, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, ন্যায্যতা।

সূরিন (বিণ) জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, প্রবীণ, নিপুণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত।

সূরিয (পুং) ১ সূর্য। = **সুরিয** (১), **সূর** [পুং(২)]। ২ সাহস, শৌর্য, নির্ভীকতা, বিক্রম। = **সূর** (ক্লী), **সূরতা**।

সূল (ক্লী) ১ শূল, সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত অস্ত্র, শূলাকৃতি অস্ত্র, সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ড, গোঁজা, খোঁটা, খুঁটি, শূলদণ্ড, বাজি, পণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খদিরসূল; অযোসূল; সুবণ্ণসূল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সূলে উত্তাসেতি**—শূলে দিয়া বধ করা। (জাতক) **সূলে অপ্পেতি**—শূলে অর্পণ করা বা শূলে দিয়া বধ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সূলে আরোপেতি**—শূলে আরোপ করা বা শূলে দিয়া বধ করা। (জাতক) **অযসূল**। (তুলনীয়) **অসিসূল, সত্তিসূল**। ২ (মাছ মাংস ইত্যাদি) কাবাব করিবার শিক, ছিঁচকা, শলা; (জাতক) ছিঁচকায় করিয়া বা শলায় গাঁথিয়া সেঁকা বা কাবাব করা, ঝলসানো বা সেঁকা মাংস। = **মংসসূল** (জাতক)। ৩ শূল, শূলরোগ, উদরজাত বেদনা রোগ-বিশেষ, তীব্র বেদনা, তীব্র বা কনকনে ব্যথা।

সূলকোটি (স্ত্রী) শূলের অগ্রভাগ। ⟹ **সূল** (১)।

সূলা (স্ত্রী) সূল। ⟹ **সূল**।

সূলারোপন (ক্লী) শূলারোপণ, শূলে বিদ্ধকরণ, শূলে উঠাইয়া বা শূলে দিয়া বধকরণ, প্রাণদণ্ড।

সূড়ার (বিণ) [সু+উড়ার] মহৎ, জাঁকালো, ঐশ্বর্যশালী।

সূ সূ = **সু সু**। ⟹ **সু সু, সু** (১)।

সূসূযতি (ক্রি) (সর্প-সম্বন্ধে) সূ সূ বা ফোঁস ফোঁস শব্দ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সুসুমাযতি**।

সে—(সর্বনাম পদ) = **তং**। ⟹ **তং, স** (২)।

সেক (পুং) ছিটানো, প্রোক্ষণ, ইতস্তত অল্প পরিমাণ ছিটানো, সামান্য বর্ষণ, সামান্য সংখ্যা। (জাতক) **সুবণ্ণরস-সেক-পিঞ্জর**। = **সেচন, সেচনক**।

সেকত (ক্লী) (নদী) সৈকত, পুলিন, বালুকাময় তট।

সেকধারী (স্ত্রী?) এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়, যেমন—**নীলপুপ্ফি সেকধারী**; (জাতক অর্থকথায়) **আদিকা পুপ্ফ বল্লিযো**।

সেক্খ (পুং) শিক্ষানবিশ, যেই ব্যক্তি শিক্ষায় রত রহিয়াছে, যাহার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। = **সেখ**। ⟹ **ভিক্খু** (১)।

সেখ (পুং) শৈক্ষ, প্রথম কল্পিক, শিক্ষণীয় শাস্ত্র অধ্যয়নকারী ছাত্র, ছাত্র, শিক্ষার্থী, যে ব্যক্তি পূর্ণতা অর্জনের পথে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান লাভের পথে, যে ব্যক্তির শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, যে ব্যক্তি এখনও অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা অর্হত্ত্বফল লাভ করে নাই। (মহানির্দেশ) **সিক্খতী'তি সেক্খো** ইত্যাদি। (মধ্যম নিকায়) **সেখ পটিপদা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সেখসীল**। (বিণ) শৈক্ষিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই এমন, অর্হত্ত্ব ফল লাভ হয়

নাই এমন, শিক্ষায় অভাবগ্রস্ত, অপূর্ণাঙ্গ, অসম্পূর্ণ, ত্রুটিবিশিষ্ট, শিক্ষা অসমাপ্ত। = **সেকখ**। ⟹ **অসেখ**।

সেখঞাণ (স্ত্রী) শৈক্ষজ্ঞান, শিক্ষায় অসমাপ্ত জ্ঞান, শিক্ষায় অসম্পন্ন জ্ঞান। (বিপ) **অসেখ ঞাণ**। ⟹ **ঞাণ**।

সেখপটিপদা—শিক্ষার্থীর পথ বা নীতি। ⟹ **সেখ**।

সেখবল—শিক্ষার্থী ছাত্রের বল বা শক্তি। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহা পঞ্চবিধ বলা হইয়াছে।

সেখমুনি (পুং) শৈক্ষমুনি, যেই ভিক্ষুগণের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অর্হত্ব মার্গফল ব্যতীত স্রোতাপত্তি মার্গফল, সকৃদাগামী মার্গফল এবং অনাগামী মার্গফল লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে "**সেখমুনি**" বা শৈক্ষমুনি বলা হয়। (বিপ) **অসেখমুনি**। ⟹ **মুনি** (২)।

সেখর (পুং, স্ত্রী) শেখর, শিখাস্থিত মাল্য, কোনো জিনিসের শীর্ষস্থানীয় মাল্য।

সেখবন্ত (?) (বিণ) দ্রুত, বেগবান, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজে উত্তেজনাশীল বা উত্তেজিত। = **সীঘবন্ত**।

সেখসম্মত (বিণ) শৈক্ষসম্মত, শৈক্ষগণের অনুমোদিত, অনুশাসনের বা বিনয়ের অনুবর্তিতায় শ্রদ্ধান্বিত বা সম্মানিত, শিক্ষা বা নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা পূজাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত।

সেখসীল (স্ত্রী) শৈক্ষগণের শীল বা বিনয় বা নিয়মানুবর্তিতার নীতি, শিক্ষা সমাপ্তকারীর বা অর্হত্ত্বের আদর্শ বা নৈতিক নীতি অনুকরণে শিক্ষার্থীগণের অভ্যাস। ⟹ **সেখ**।

সেখিয (বিণ) শিক্ষা সম্পর্কীয়, শিক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

সেখিযধম্ম (পুং) সদশিক্ষার নিয়ম বা নীতি, প্রাথমিক শিক্ষণীয় ধর্ম বা বিষয়।

সেগালক (স্ত্রী) শৃগালের ডাক, শেয়ালের রব বা চিৎকার। = **সিগালিক**, **সিগালক**।

সেগালিক = **সেগালক**। ⟹ **সেগালক**।

সেচন (স্ত্রী) = **সেক**। ⟹ **সেক**।

সেচনক (স্ত্রী) ছিটানো, প্রোক্ষণ, সেক, সেচন, উক্ষণ, ক্ষরণ, আর্দ্রকরণ, ইতস্তত অল্প পরিমাণ ছিটানো, সামান্য বর্ষণ, সামান্য সংখ্যা। = **সেচন**, **সেক**।

সেচেতি (ক্রি) জল ছিটানো, বর্ষণ করা, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষিক্ত করা, সিঞ্চন করা, সেচন করা। ⟹ **সিঞ্চতি**।

সেচ্ছা (স্ত্রী) [স+ইচ্ছা] স্বেচ্ছা, নিজের ইচ্ছা, যদৃচ্ছা, স্বচ্ছন্দ।

সেট্‌ঠ (বিণ) শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, চমৎকার, অত্যুত্তম, সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, অতি প্রশস্ত, প্রধান, উত্তম। = **মহন্ত**। ⟹ **পট্‌ঠ**, **পরম**।

সেট্‌ঠকম্ম (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠকর্ম, উত্তম কার্য, চমৎকার কাজ, আচারনিষ্ঠ কার্য, সাধুকর্ম, ভক্তের কাজ, ধার্মিকের কাজ।

সেট্‌ঠতর (বিণ) অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর চমৎকার। (তুলনীয়) **সেট্‌ঠ**।

সেট্‌ঠত্ত (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠত্ব, প্রধানত্ব। = **মহত্ত**।

সেট্‌ঠদেয্যং—শ্রেষ্ঠ দান, উত্তম দান। = **ব্রহ্মদেয্য**।

সেট্‌ঠনাদ (পুং) শ্রেষ্ঠ নিনাদ, উচ্চধ্বনি, উচ্চৈঃস্বরে রব, উল্লাসধ্বনি। ⟹ **সীহনাদ**।

সেট্‌ঠবণ্ণ (পুং) শরীরের শ্রেষ্ঠ বর্ণ বা চমৎকার রং, (মুখের) শ্রেষ্ঠ বর্ণ, উত্তম বা চমৎকার আকার প্রকার, দেহের চমৎকার অবয়ব বা গঠনাকৃতি। ⟹ **বণ্ণ** (৬)।

সেট্‌ঠসম্মত (বিণ) শ্রেষ্ঠ সম্মত, উত্তম বলিয়া বিবেচিত, শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তকৃত, চমৎকার বলিয়া অনুমোদিত।

সেট্‌ঠানুসেট্‌ঠি—শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী হইতে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠী পর্যন্ত, ধনকুবের হইতে ধনী মধ্যম শ্রেণীর ধনী এবং সামান্য ধনে ধনী পর্যন্ত, মহাধনী হইতে সামান্য ধনী পর্যন্ত।

সেট্‌ঠানুসেট্‌ঠী = **সেট্‌ঠানুসেট্‌ঠি**। ⟹ **সেট্‌ঠানুসেট্‌ঠি**।

সেট্‌ঠি (পুং) শ্রেষ্ঠী, শেঠ, বণিক-বিশেষ, দলের প্রধান লোক, সমাজের মুখপাত্র, কোষপাল বা খাজাঞ্চি, মহাজন, ব্যাংকের মালিক বা অংশীদার, ক্রোড়পতি, ধনী, ধনকুবের। (বিনয়) **রাজগহ সেট্‌ঠি**—রাজগৃহের ধনী বা ধনকুবের। (জাতক) **বারাণসি সেট্‌ঠি**—বারানসীর বণিক; **জনপদ সেট্‌ঠি**—দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লোক, দেশের বণিক। (বিনয়) **সেট্‌ঠি গহপতি**—ধনী গৃহপতি বা গৃহস্বামী।

সেট্‌ঠিগহপতি (পুং) শ্রেষ্ঠী গৃহপতি, মধ্যবিত্ত ধনী গৃহস্বামী, (বিশেষত) টাকা লগ্নিকারী মহাজন গৃহস্বামী, ভদ্রবংশীয় শ্রেষ্ঠী বা ধনী গৃহস্বামী। ⟹ **সেট্‌ঠি**, **গহপতি** (২)।

সেট্‌ঠিজাযা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠীজায়া, শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী, ধনী বা ধনকুবেরের পত্নী।

সেট্‌ঠিট্‌ঠান (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠীস্থান, ধনী বা ধনকুবেরের স্থান। জাতকে বলা হইয়াছে শ্রেষ্ঠীস্থানের পদবি প্রাপ্তি বংশগত।

সেট্‌ঠিত্ত (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠীত্ব, কোষপাল বা খাজাঞ্চির কার্যালয়, (পাইকারি বিক্রির) বণিক বা সওদাগরের কার্যালয়।

সেট্‌ঠিভরিযা (স্ত্রী) = **সেট্‌ঠিজাযা**। ⟹ **সেট্‌ঠিজাযা**।

সেট্‌ঠী (পুং) = **সেট্‌ঠি**। ⟹ **সেট্‌ঠি**।

সেণি (স্ত্রী) ১ সমাজ, দল। জাতকে বলা হইয়াছে ১৮ জন সভ্য লইয়া এই সমাজ বা দল গঠিত হয়। (জাতক) **সেণিপমুখ**। ২ সৈন্যদলের বিভাগ। (জাতক) **রথসেণি**; **সেণিমোক্‌খ**।

সেণিপমুখ—দলপ্রমুখ, দলের নেতা, সমাজের প্রধান ব্যক্তি। ⟹ **সেণি** (১)।

সেণিমোক্‌খ (পুং) সেনাপতি, সৈন্যদলের প্রধান ব্যক্তি বা সেনাধ্যক্ষ। (তুলনীয়) **সেনা**, **সেনিয**। ⟹ **সেণি** (২)।

সেণিয (পুং) দলের নেতা, সমাজের কর্তা, সমাজপতি, দলপতি। (তুলনীয়) **সেনিয**।

সেত (বিণ) শ্বেত, সাদা, শুভ্র, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট। (বিপ) কাড়। (পুং) শুক্লবর্ণ, দ্বীপ-বিশেষ, পর্বত-বিশেষ, হিমালয় বা ধবলগিরি, কোশলরাজ প্রসেন্দির হস্তীর

নাম-বিশেষ।

সেতক (বিণ) শ্বেত, সাদা, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, স্বচ্ছ, নির্মল।

সেতকণ্ণিক নিগম—শ্বেতকর্ণিক নামক একটি ছোট শহর। ⟹ নিগম।

সেতকমল—শ্বেতকমল, শ্বেতপদ্ম। ⟹ সেতকুমুদ, পুণ্ডরীক।

সেতকম্বল—শ্বেতকম্বল, সাদাকম্বল।

সেতকম্ম (ক্লী) শ্বেতকর্ম, চুনকাম, চুনকামকরণ।

সেতকুট্ঠ (ক্লী) শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলকুষ্ঠ।

সেতকুমুদ (ক্লী) শ্বেতকুমুদ, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতোৎপল। ⟹ সেতকমল।

সেতগেরু—একজাতীয় ছোট ছোট গাছের নাম-বিশেষ।

সেতঙ্গ (বিণ) [সেত+অঙ্গ] শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতবর্ণের অঙ্গবিশিষ্ট, যাহার সর্বশরীর শ্বেতবর্ণের।

সেতচ্ছ (পুং) বৃক্ষ-বিশেষ। (জাতক) **সেতচ্ছকূট**।

সেতচ্ছকূট—বৃক্ষাগ্র। জাতকে বলা হইয়াছে "**সকুণ**"। ⟹ সেতচ্ছ।

সেতচ্ছত্ত (ক্লী) শ্বেতছত্র, রাজকীয় ছত্র অর্থাৎ যেই ছত্রতলে রাজা বা মহাপুরুষ বসিলে শোভা বর্ধিত হয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সেতচ্ছত্ত পমুখং পঞ্চবিধং রাজককুধভণ্ডং** (⟹ **ককুধভণ্ড**)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সেতচ্ছত্তং উস্‌সাপেতি**—শ্বেতছত্র ধারণ করা। ⟹ **পণ্ণছত্ত**।

সেতট্ঠিক (বিণ) শ্বেতবর্ণের অস্থিবিশিষ্ট, (দুর্ভিক্ষজনিত অন্নকষ্টে শুষ্ক হইয়া) সাদা অস্থি দেখা যায় এমন। ⟹ রোগ।

সেতট্ঠিকরোগ—উদ্ভিদের রোগ-বিশেষ, (দেশীয় কথায় ধ্যান্যাদিতে) বুহ্মচণ্ডালীর চোষণ রোগ। ⟹ **রোগ**।

সেতট্ঠিকা (স্ত্রী) = **সেতট্ঠিকরোগ**। ⟹ **সেতট্ঠিকরোগ**।

সেতপচ্ছাদ (বিণ) শ্বেতবর্ণের আচ্ছাদনযুক্ত, সাদা আবরণযুক্ত।

সেতপণ্ণি (সত্তপণ্ণিরুক্‌খ?) (স্ত্রী) একজাতীয় বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

সেতপদুম (ক্লী) শ্বেতপদ্ম, পুণ্ডরীক, শ্বেতশতদল। ⟹ **পদুম** (১)।

সেতপুপ্ফ (ক্লী) শ্বেতপুষ্প, সাদা রঙের ফুল। (পুং) সিন্ধুবার বৃক্ষ, একটি বৃক্ষের নাম। = **পিযক**।

সেতবত্থপট্ট (ক্লী) শ্বেবর্ণের পট্টবস্ত্র, মাথার পাগড়ির সাদা বস্ত্র। = **দুস্‌সপট্ট**।

সেতবারিস (পুং) = **সেতবারী**। ⟹ **সেতবারী**।

সেতবারী (স্ত্রী) একজাতীয় ছোট ছোট গাছের নাম অথবা বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

সেতি (ক্রি) [√সি+অ] ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, অসাবধান হওয়া, অসতর্ক থাকা, বিশ্রাম করা, শয়ন করা, শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া, অলস হওয়া, কোনো অবস্থায় পতিত হওয়া, বাস করা, থাকা, আচরণ করা, নির্দিষ্ট নীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা। = **সযতি**। (বর্তমানোকাল) সেতি; (সংযুক্ত নিকায়) **কিং সেসি**—তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে কেন? (বিনয়ে) **সযতি**; (সংযুক্ত নিকায়) **সুখং সেতি**—আরামে থাকে বা সুখে থাকে; (বিপ) **দুক্‌খং সেতি**—নিঃস্ব হইয়া থাকে বা দুস্থ হইয়া থাকে; (জাতক) **রট্ঠং সুখং সেতি**—রাজ্য উন্নত বা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। (সপ্তমী) **সযেয্য**, **সযে**। (অতীত) **সেসি**, **সেখ**, **অসযিত্থ**। (অ-বিণ) **সযিত**। (ব-বিণ) **সেন্ত**, **সেমান**, **সযং**, **সেযান**, **সযমান**। (ভবিষ্যতে) **সেস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **সযিত্বা**। (তুম্) **সযিতুং**। (করণে) **সযাপেতি**।

সেতু (পুং) সেতু, সাঁকো, পুল, উচ্চ বাঁধা রাস্তা, বাঁধ, জাঙ্গাল।

সেতুকারক (পুং) সেতু বা সাঁকো নির্মাতা, পুল প্রস্তুতকারী, যে ব্যক্তি পার হইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

সেতুঘাত (পুং) সেতু বা পুল ধ্বংসকরণ, সাঁকো বিনষ্টকরণ, (কোনো কিছু চালাইয়া দিয়া) পুল বা সাঁকো টানিয়া বা ধাক্কা দিয়া ফেলাইয়া দেওয়া। ⟹ **ঘাত**, **সেতু**।

সেতোদক [সেত+ওদক] পরিষ্কার স্বচ্ছ জল, নির্মল জল।

সেতোপ্পল [সেত+উপ্পল] শ্বেতোৎপল, শ্বেতপদ্ম। ⟹ **পদুম**(১)।

সেদ (পুং) স্বেদ, ঘর্ম, ঘাম, ক্লেদ, অতিশ্রম, পরিশ্রম, ঘর্মনিঃসরণ। (বহুবচনে) **সেদা**।

সেদক (বিণ) ঘর্মাক্ত, নিঃশ্বাস বা বাষ্প নির্গত হয় এরূপ, লোমকূপ দিয়া ঘর্ম বা বাষ্প বাহির হয় এরূপ, ঘাম হয় বা ঘাম পড়ে এরূপ, ঘামায় এরূপ, ঘর্ম হয় এরূপ, শরীর হইতে রস বাহির হয় এরূপ।

সেদকম্ম (ক্লী) পরিশ্রম, ঘর্ম নিঃসরণজনক পরিশ্রম।

সেদগত (বিণ) ঘর্মসিক্ত, ঘর্মাক্ত, ঘামে আচ্ছাদিত, ঘামাইতেছে এরূপ।

সেদজল্ল (ক্লী) ঘামে আর্দ্রতা, ঘর্মসিক্ততা। (বিণ) ঘর্মসিক্ত, ঘর্মাক্ত। ⟹ **জল্ল**।

সেদজল্লিকা (স্ত্রী) = **সেদজল্ল**। ⟹ **সেদজল্ল**, **জল্লিকা**।

সেদন (ক্লী) স্বেদন, স্বেদ, ঘর্ম, ঘর্মজনন, ঘর্মোৎপত্তি, ঘর্মনিঃসরণ, ভাপরা, বাষ্প বা গরমজলের তাপ দ্বারা সিদ্ধকরণ।

সেদমল—ঘর্মজনিত ক্লেদ বা ময়লা।

সেদযূস (পুং, ক্লী) ঘর্ম, ঘর্মজনিত (শরীর) রস। ⟹ **যূস** (২)।

সেদা (পুং, বহুবচন) ঘর্মবিন্দু, ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম পতন। ⟹ **সেদ**।

সেদাবকখিত্ত (বিণ) [সেদ+অবকখিত্ত] ঘর্মলিপ্ত, ঘর্মে আচ্ছাদিত, ঘর্মসিক্ত, ভ্রঘর্মে অর্জিত, ঘর্মাক্ত, ঘর্মাক্ত কলেবরে লব্ধ বা উৎপাদিত, পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত বা প্রাপ্ত।

সেদিত (বিণ) ঘর্মাসিক্ত, ঘর্মে আর্দ্রিত, ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। (তুলনীয়) **পরিসেদিত**। ⟹ **সেদেতি**।

সেদেতি (ক্রি) [√সিদ+এ] পক্ক করা, সিদ্ধ করা, গরম করা, লোমকূপ দিয়া ঘর্ম বাহির করা, শরীর হইতে নিঃশ্বাস বা বাষ্প নির্গত করা, ঘর্মসিক্ত করা, ঘাম বাহির করা, তাপ দেওয়া, বাষ্পাকারে নির্গত করা। ⟹ **সিজ্জতি**। (অতীত) **সেদেসি**। (অ-বিণ) **সেদিত**। (ক্রি-বি) **সেদেত্বা**। (করণে) **সেদাপেতি**।

সেন (পুং) ১ শয়ন, নিদ্রা, শয্যা, পালঙ্ক। = **সযন**। ২ শ্যেন, শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী। ৩ (ক্রি-বিণ) নিজের দ্বারা, নিজে নিজে, স্বয়ং, নিজের উপর (ন্যস্ত)। জাতক অর্থকথায় "**মম সন্তকেন**" শব্দ প্রয়োগে "**সেন**" শব্দের ঠিক অর্থ হয় নাই। ⟹ **স** (৪)।

সেনক (পুং) ১ গাড়োয়ান। = **সাকটিক**। ২ শ্যেন, বাজপক্ষী। = **সেন** (২)।

সেনগুত্ত = **সেনাগুত্ত**। ⟹ **সেনাগুত্ত**।

সেনা (স্ত্রী) সেনা, সৈন্য, সৈন্যদল, সেনাবাহিনী। (বিনয়) **হত্থীসেনা, অস্সসেনা, রথাসেনা, পত্তীসেনা**। (মহানির্দেশ) **মারসেনা**। ⟹ **ধজিনী**।

সেনা আবাহন—সৈন্যদল, সৈন্য সমাবেশ, সৈন্য সংগঠন। ⟹ **আবাহন**।

সেনাগুত্ত (পুং) সৈন্যবিভাগের উর্ধতম কর্মচারী, যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্যবিভাগের সর্বাধিকারী।

সেনাগুম্ব (পুং) সৈন্যদল, সেনাদল। ⟹ **গুম্ব**।

সেনানাযক (পুং) সেনানায়ক, সেনাপতি। = **সেনাপতি**।

সেনানাযকা মহামত্তা (পুং, বহুবচন) প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগণ, সৈন্যবিভাগের মন্ত্রীগণ, প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রধান মন্ত্রীগণ। ⟹ **বোহারিকা**।

সেনানী (পুং) সেনানী, সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। = **সেনানাযক**।

সেনানী কটিলতা (স্ত্রী) সৈন্য পরিচালন বিদ্যা, রণচাতুর্য, সেনাপতির কুটিলতা বা বক্রতা, রণকৌশল। ⟹ **সেনানী**।

সেনাপচ্চ (ক্লী) সেনাপতির কার্যালয়, সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্তার কার্যালয়, সেনাপতিত্বের পদবী স্থান।

সেনাপতি (পুং) সেনাপতি, সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষ বা সর্বাধিকারী। = **সেনানী**।

সেনাপতিক = **সেনাপতি**। ⟹ **সেনাপতি**।

সেনাব্যূহ (পুং) সৈন্যব্যূহ, সৈন্যগণের শৃঙ্খলা, সৈন্যবিন্যাস, সৈন্য প্রস্তুতি, সৈন্য একত্রিতকরণ। = **সেনাব্যূহ**।

সেনাব্যূহ (পুং) সৈন্যব্যূহ। = **সেনাব্যূহ**। ⟹ **পদুমব্যূহ**।

সেনাসন (ক্লী) শয়নাসন, শয়ন এবং আসন বা বসা, শয্যা এবং কেদারা বা চেয়ার, আবাস, থাকিবার স্থান, রাত্রিকালে ঘুমাইবার স্থান, অস্থায়ী বাসস্থান, বাসস্থান, বাড়ি। (বিনয়) **সেনাসন পরিক্খার-দুস্স**। = **সেতি চেব আসতি চ এত্থা'তি সেনাসনং**। ⟹ **পন্থ**।

সেনাসনগাহ—আবাস স্থান বা অস্থায়ী বাসস্থান বা থাকিবার স্থান বণ্টন।

সেনাসন গাহাপক (পুং) যে ব্যক্তি থাকিবার স্থান বণ্টন করিয়া দেয়, প্রধান দাস, বাড়ির কর্মকারক বা সরকার।

সেনাসন চারিকা (স্ত্রী) আবাস হইতে আবাসান্তরে ভ্রমণকারী, এক আসন হইতে অন্য আসনে গমনকারী।

সেনাসন পঞ্ঞাপক (পুং) থাকিবার স্থান বা বাসস্থান প্রজ্ঞাপক, আবাসস্থান নিয়ামক।

সেনাসন পটিবাহন (ক্লী) বাসস্থানের তত্ত্বাবধানকরণ।

সেনাসন পবিবেক—বাসস্থানের বিষয়ে গোপনতা বা নির্জনতা অর্থাৎ নির্জন বাসস্থান।

সেনাসন বত্ত—আবাসস্থানের ব্রত, আবাসস্থানে বিধি-ব্যবস্থা, আবাসস্থানের বিষয় পরিচালনার নিয়মধারা।

সেনাসন সপ্পায (ক্লী) স্বাস্থ্যকর শয়নাসন বা আবাসস্থান, অনুকূল বা উপযুক্ত বাসস্থান।

সেনিয (বিণ) সৈন্য সম্বন্ধীয়। (পুং) সৈন্য, সেনা।

সেনূপিয = **সেনোপিয**। ⟹ **সেনোপিয**।

সেনেসিক—এই শব্দটি বিনয়ে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ (**সিনেহ** শব্দজ) "**সেনেহিক**"। ⟹ **সেনেহিক**।

সেনেহিক (বিণ) তৈলময়, তেলা, মসৃণ।

সেনোপিয (ক্রি-বিণ) শয্যাগত হইয়া, বিছানায় শয়ন করিয়া। = **সযনূপগত**। ⟹ **উপিয**।

সেপণ্ণী (সত্তপণ্ণ?) (স্ত্রী) একটি বৃক্ষের নাম।

সেফালিকা (স্ত্রী) শেফালিকা, শিউলি ফুল বা গাছ।

সেমানক (বিণ) শয়ন করে এমন। ⟹ **সেতি**।

সেম্হ (ক্লী) ১ শ্লেষ্মা, কফ, সর্দি। ২ ঢিলামি, অলসতা, জড়তা, ঔদাসীন্য। = **সিলেসুম**।

সেম্হার—একজাতীয় পশু (বানর?)। মধ্যম নিকায় বর্ণনায় "**মক্কট**"।

সেম্হিক (বিণ) ১ শ্লেষ্মা রোগী, কাশরোগী। ২ জড় প্রকৃতির, শান্ত মনোভাবের, ঢিলা মেজাজের।

সেয্য (বিণ) শ্রেষ্ঠ, অতি প্রশস্ত, উত্তম, প্রধান, চমৎকার, শ্রেষ্ঠতম, অপেক্ষাকৃত ভাল। কর্তৃকারক (পুংলিঙ্গে) **সেয্যো**; (স্ত্রীলিঙ্গে) **সেয্যা, সেয্যসি**; (ক্লীবলিঙ্গে) **সেয্যো**। এই শব্দটি প্রায়শ বিশেষ্যে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন ইহার অর্থ হয়,—"উপকার, উন্নতি, সুখ, মঙ্গল, ধর্ম, অধিকার, নৈতিক গুণ, সৌভাগ্য, কুশল, সমৃদ্ধি"—(বিনয়)।(জাতক) **রজ্জতো মরণং এব সেয্যো**—রাজ্যের রাজত্ব অপেক্ষা মরণই শ্রেয় বা মঙ্গল।(পেতবত্থু) **ধনং সেয্যো; জীবিতং সেয্যো**। (কর্তৃকারক ও কর্মকারক ক্লীবলিঙ্গে) **সেয্যং**। (অপাদানকারক, ক্রিয়াবিশেষণে) **সেয্যসো**—এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বা শ্রেয়ঃ, এমনকি অপেক্ষাকৃত ভালো, আরো চমৎকার। (তুলনায় সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে) **সেট্ঠ**।

সেয্যক (বিণ) শয্যাশায়ী, শয্যাগত, শুইয়াছে বা শুইয়া

রহিয়াছে এমন, শয়ন করে বা করিতেছে এমন। ⟹ **উত্তানসেয্যক, পবত্তসেয্যক।**

সেয্যতি (ক্রি) ভাঙ্গিয়া ফেলা, ভঙ্গ করা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। ⟹ **সরতি** (২), **বিসরতি।** (অ-বিণ) **সিণ্ণ** (⟹ **বিসিণ্ণ**)।

সেয্যথা (ক্রি-বিণ) মতন, তুল্যরূপে, সদৃশরূপে। = **তং যথা।** (তুলনীয়) **সযথা।** (বিণ) যথা, যেমন, তাদৃশ। = **তথূপম।**

সেয্যথা পি (ক্রি-বিণ) অনুরূপভাবে, মতন, সমানভাবে, ঠিকরূপে, সদৃশভাবে, তাদৃশভাবে, প্রায়, ঠিক, মাত্র।

সেয্যথীদং (ক্রি-বিণ) [সেয্যথা + ইদং] নিম্নোক্ত রূপে, অর্থাৎ, অথবা, যথা, যেমন, ঠিক সেইভাবে। ⟹ **যদিদং।**

সেয্যনিসজ্জ—শয্যাসন, শয্যায় উপবেশন, বিছানায় বসা। ⟹ **নিসজ্জ।**

সেয্যসো (ক্রি-বিণ) ⟹ **সেয্য।**

সেয্যা (স্ত্রী) শয্যা, বিছানা, শয়ন, পালঙ্ক, নিদ্রা। (বিনয়) **সেয্যাগ্গেন**—শয্যার অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত অংশ দিয়া। (জাতক) **গিলান সেয্যা।** অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্বিধ শয্যার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **সেয্যং কপ্পেতি**—শয়ন করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সেয্যাবসথ।** (বিণ) শুইয়াছে বা শুইয়া রহিয়াছে এমন, শয়ন করে এমন, বিশ্রাম করে বা করিতেছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **উস্সূর সেয্যা; দিবাসেয্যা; সীহসেয্যা।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুক্খসেয্যা।**

সেয্যাগ্গেন (ক্রি-বিণ) [সেয্যা+ অগ্গেন] ⟹ **সেয্যা।**

সেয্যাবসথ (পুং) [সেয্যা+ আবসথ] শয্যা এবং আবাসগৃহ, বিছানা এবং থাকিবার ঘর। ⟹ **সেয্যা।**

সেয্যো (ক্রি-বিণ) ইহাই উত্তম, ইহাই অপেক্ষাকৃত ভালো, ইহাই শ্রেষ্ঠ।

সেয্যো'হমস্মি—আমি অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। ⟹ **বিধা** (২)।

সেরিচারী (বিণ) পছন্দমত কাজ করে এমন, মনোমত কাজ করে এমন, স্বেচ্ছাচারী, নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে এমন, স্বৈরাচারী।

সেরিতা (স্ত্রী) স্বাধীনতা, পৌরাধিকার, মুক্তি, স্বাতন্ত্র্য, স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য যথেষ্ট আয়।

সেরিন (বিণ) স্বৈর, স্বৈরাচারী, একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন, স্বাবলম্বী, সচ্ছল, আত্মনির্ভরশীল, সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক, অপক্ষপাতী, নিজের পছন্দ অনুযায়ী। = **সেরী।**

সেরিবিহার (বিণ) নিজের পছন্দ মত ঘরে থাকে এমন, নিজের ইচ্ছানুসারে ঘরে বাস করে এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সেরিবিহার সুখং।**

সেরিবিহারী = **সেরিবিহার।** ⟹ **সেরিবিহার।**

সেরিসক (বিণ) বাবলাজাতীয় গাছে বাসকারী। (পুং) ১ বাবলা গাছ। ২ একযক্ষের নাম-বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪খ)।

সেরিসক যক্খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে তাহারা বাবলা গাছে আশ্রয় করিয়া বাস করে তাহাদিগকে "সেরিসক" যক্ষ বলা হয়। ⟹ **সেরিসক।**

সেরী (বিণ) আত্মমতলবী, স্বেচ্ছাচারী। = **সেরিন।** (পুং) এক যক্ষের নাম-বিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৪ ঘ)।

সেরীযক্খ (পুং) স্বেচ্ছাচারী যক্ষ। ⟹ **সেরী।**

সেরীসক (পুং) ১ (যক্ষগণের রাজা) মহারাজ বৈশ্রাবণের দূত, এক যক্ষের নামবিশেষ। ⟹ **যক্খ** (৫)। ২ একটি বিমান বা বড় হলঘর বা বড় ঘরের নাম। (বিণ) শিরীষ গাছের কাঠ দ্বারা প্রস্তুত।

সেরীসমহ—সেরীসক নামক বিমানের সম্মানার্থে পালিত উৎসব। ⟹ **সেরীসক** (২)।

সেরেয্যক—একটি বৃক্ষের নাম-বিশেষ।

সেল (পুং) শৈল, ভূধর, গিরি, পর্বত, পাহাড়, শিলা, প্রস্তর, ব্যর্থতা, দুর্দৈবের যে কোনো কারণ, পাথর, স্ফটিক, হীরা-মণি প্রভৃতি।

সেলক (বিণ) শিলাময়, শিলের ন্যায় শক্ত, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, অনমনীয়। (ক্লী) এক প্রকার তাম্র। (তুলনীয়) **পিসাচ।**

সেলগুল—শিলাগোলক, ভারী প্রস্তরের গুলি। ⟹ **গুল** (১)।

সেলময় (বিণ) পাথরের প্রস্তুত, প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, প্রস্তর নির্মিত। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ইহা বুদ্ধের ভোজনপাত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

সেলিত = **সেল্লিত।** ⟹ **সেল্লিত।**

সেলিস্সক (ক্লী) শব্দ, গোলমাল, উচ্চনিনাদ, ধ্বনি, কোলাহল, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, ঝগড়া, পাগলের ন্যায় ক্রীড়া বা তামাশা।

সেলেয্য (ক্লী) শৈলেয়, শৈলজ গন্ধৌষধি-বিশেষ, বৃক্ষনির্যাস বা আঠা।

সেলেয্যক (ক্লী) সেলিস্সক। ⟹ **সেলিস্সক।**

সেল্লিত (বিণ) জয়ধ্বনি করিয়াছে এরূপ, চিৎকার করিয়া বলিয়াছে এরূপ। (ক্লী) উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি, চিৎকার, কোলাহল, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, ঝগড়া, শব্দ, গোলমাল, উচ্চনিনাদ, ধ্বনি।

সেল্লেতি (ক্রি) শব্দ করা, গোলমাল করা, উচ্চনিনাদ করা, ধ্বনি করা, উচ্চধ্বনি করা, চিৎকার করা, উল্লাসের সহিত চিৎকার করা, জয়োল্লাস সহকারে চিৎকার করা। (অ-বিণ) **সেল্লিত।**

সেবক (পুং) সেবক, দাস, ভৃত্য, পরিচারক, অনুজীবী, চাকর। ⟹ **বিপক্খসেবক।** (বিণ) আদেশ পালনকারী, আজ্ঞাবহ, সেবাকারী, আদেশ পালনে অপেক্ষাকারী, কার্যকারী, মেলামেশা করে এমন, দেখা সাক্ষাৎ করে এমন।

সেবতি (ক্রি) [√সেব+অ] ১ কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, যোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, যথেষ্ট হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা। ২ পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। (অতীত) **সেবি, অসেবিস্‌সং**। (অ-বিণ) **সেবিত** (⟹ **আসেবিত, বিসেবিত**)। (ব-বিণ) **সেবন্ত, সেবমান**। (ভ-বিণ) **সেবিতব্ব**। (ক্রি-বি) **সেবিত্বা**।

সেবনতা (স্ত্রী) = **সেবনা**। ⟹ **সেবনা**।

সেবনা (স্ত্রী) সেবনা, উপাসনা, অনুচরবর্গ, মিলন, সাক্ষাৎকরণ। (ক্লী) দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাসকরণ।

সেবা (স্ত্রী) সেবা, পরিচর্যা, শুশ্রূষা, উপভোগ, আশ্রয়, উপাসনা, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ে সঙ্গীত, উপসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, গমন, গম্যস্থান, গমনাগমনের স্থান, উপায়, যাহাকে সাহায্যের আবেদন করা হয়, অবলম্বন, আশ্রয় গ্রহণ।

সেবাল (পুং) শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ-বিশেষ, শেয়ালা। = **মণ্ডুক** (২)। (যৌগিকে) **সেবাল-পণ্ণক**। ⟹ **পণ্ণক** (২), **অম্বুচারিন**।

সেবালমালক (পুং) যে ব্যক্তি শৈবালের মালা গাঁথে বা মালা করে, শৈবালের মালাকার।

সেবালমালিক = **সেবালমালক**। ⟹ **সেবালমালক**।

সেবিত (বিণ) সেবিত, উপভুক্ত, উপাসিত, আরাধিত, আশ্রিত, রক্ষিত, অভ্যস্ত, ব্যবহৃত। = **উপসেবিত, আসেবিত, বিসেবিত**।

সেবিন (বিণ) সেবিন, সেবাকারী, শুশ্রূষাকারী, পরিচর্যাকারী, পুনঃপুন চেষ্টাকারী, অভ্যাসকারী, অভ্যাসেরত, যে ব্যক্তি মেলামেশা করে বা (মনে মনে) যুক্ত করে, যে ব্যক্তি অভ্যাস করে। ⟹ **বিপক্‌খসেবিন**।

সেবী (বিণ) **সেবিন**। ⟹ **সেবিন**।

সেবেতি (ক্রি) পড়িবার কারণ করা, ফেলিয়া দেওয়া, পাতিত করা, নিক্ষেপ করা, ছুঁড়িয়া ফেলা। (জাতক অর্থকথায়) পাতেতি; (জাতক টীকায়) সবেতি (= সাবেতি— ধীরে ধীরে গমন করা বা করানো), **সাদেতি**।

সেস (বিণ) শেষ, অবশিষ্ট, পরিত্যক্ত, উচ্ছিষ্ট, যাহা অবশিষ্ট থাকে। (ক্লী) বাকী, অবশিষ্ট ভাগ, বিয়োগ-শেষ, প্রাসাদ, অনুগ্রহ।

সেসক = **সেস**। ⟹ **সেস**।

সেসেতি (ক্রি) [√সিস+এ] ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, ছাড়িয়া যাওয়া, দানপত্র লিখিয়া দেওয়া, থাকিতে দেওয়া, সমর্পণ করা, জিজ্ঞাসা করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া। = **সিস্‌সতি**। (অতীত) **সেসেসি**। (অ-বিণ) **সেসিত**। (ক্রি-বি) **সেসেত্বা**।

সেস্‌সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **সেতি**।

সেস্‌সন (ক্লী) শয়নকরণ, ঘুমানো, বিশ্রামকরণ। ⟹ **সেতি**।

সেহি (করণকারক, বহুবচন) নিজেদের দ্বারা, নিজেরাই।

সেহি কম্মেহি—নিজেদের কর্মানুসারে, নিজেদের কর্ম দ্বারা। = **স** (৪)।

সো (সর্বনামপদ, পুং) সে, সেই, তিনি, সে পুরুষ, সে ব্যক্তি। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **সো**; (বহুবচনে) **তে, নে**। কর্ম (একবচনে) **তং, নং**; (বহুবচনে) **তে, নে**। করণ (একবচনে) **তেন, নেন**; (বহুবচনে) **তেহি, তেভি, নেহি, নেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **তস্‌স, অস্‌স, নস্‌স**; (বহুবচনে) **তেসং, তেসানং, নেসং, নেসানং**। অপাদান (একবচনে) **তেন, তস্মা, নেন, অস্মা, নস্মা, তম্হা, নম্হা**; (বহুবচনে) **তেহি, তেভি, নেহি, নেভি**। সামী বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **তস্‌স, অস্‌স, নস্‌স**; (বহুবচনে) **তেসং, তেসানং, নেসং, নেসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **তস্মিং, অস্মিং, তম্হি, নস্মিং, নম্হি**; (বহুবচনে) **তেসু, নেসু**।

সো অস্‌সু—তাই নাকি? ⟹ **সু** (৩)।

সোক (পুং) শোক, ইষ্টবিয়োগজ মনঃকষ্ট, অনিষ্ট সংযোগজনিত দুঃখ, প্রিয়বিরহে দুঃখজনিত চিত্তবৈকল্য, প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু অথবা দুঃখাদি হেতুক চিত্তের বিকলতা, ক্লেশ, দুর্দশা, দুঃখ, উৎপীড়ন, দুঃখকষ্ট, ব্যথা, বিলাপ, শোকসূচক বস্ত্র, অনুশোচনা, দুঃখের কারণ। ⟹ **জরামরণ**। প্রতিসম্ভিদামার্গ বর্ণনায়:—"**সোচনা সোচিতত্তং অন্তোসোকো ... চেতসো পরিজ্ঝায়না দোমনস্‌সং**"। বিশুদ্ধিমার্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়,—"**ঞাতি-ব্যসনাদীহি ফুট্‌ঠস্‌স চিত্ত-সন্তাপো**"। (বুদ্ধকপাঠ অর্থকথা) **অব্বূঢ় সোক**। = **চিত্তসন্তাপ**। ⟹ **দুক্‌খ**।

সোকগ্‌গি (পুং) [সোক+অগ্‌গি] শোকাগ্নি, শোকরূপ অগ্নি, দুঃখাগ্নি।

সোকজীবিন (বিণ) যে ব্যক্তি শোকপরিতাপের (বা অনুশোচনার) মধ্যে জীবন কাটায় বা বাঁচিয়া রহিয়াছে। = **জীবসোকিন**।

সোকজ্ঝায়িকা (স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোক মূর্খের মত কার্য করে বা প্রতারণা করে, মিলনান্ত নাটকের অভিনেতা বা লেখক।

সোকদিবসা—(রানীর মৃত্যুর পর রাজদরবারে) শোকদিবস

পালনের জন্য ঘোষিত দিনগুলি।

সোকপরিদব = **সোকপরিদেব**। ⇒ **সোকপরিদেব**।

সোকপরিদেব—শোক-বিলাপ, হাহুতাশ, দুঃখ এবং শোকপ্রকাশ।

সোকপরেত (বিণ) শোকাভিভূত, শোকসন্তপ্ত, শোকগ্রস্ত, শোকে পরাজিত বা পরাভূত। (তুলনীয়) **সোকসন্তত্ত**। ⇒ **পরেত**।

সোকভিতণ্ণ (বিণ) [সোক+অভিতণ্ণ] শোকাচ্ছন্ন, শোকে অভিভূত। = **সোকাভিতুণ্ণ**। ⇒ **অভিতুণ্ণ**।

সোকবন্ত (বিণ) শোকগ্রস্ত, শোকসন্তপ্ত, দুঃখপূর্ণ, দুঃখিত, বিষণ্ণ, শোচনীয়।

সোকবিনয—শোক বিদূরণ, শোক দূরীভূতকরণ, শোক দমন। = **সোকবিনোদন**।

সোকবিনোদন--শোকবিনোদন, শোক অপসারণ, শোকের অপনোদন, শোক অপনয়ন, শোকে সান্ত্বনা, শোকে প্রবোধদান। = **সোকবিনয**।

সোকসন্তত্ত (বিণ) শোকসন্তপ্ত, শোকে অধীর, শোকাতুর, শোকে কাতর। (তুলনীয়) সোকপরেত। ⇒ **সন্তত্ত** (১)।

সোকসন্তত্ত মানস (বিণ) শোকসন্তপ্ত মানস অর্থাৎ যাহার মন শোকে অভিভূত হইয়াছে, যাহার হৃদয় বা মন শোকাগ্নিতে জ্বলিতেছে। ⇒ **মানস** (বিণ)।

সোকসল্ল (ক্লী) শোকশল্য, শোকরূপ শল্য বা শেল, শোকে অন্তরদাহ যন্ত্রণা, শোকরূপ হুল বা বিদ্ধ করিবার বস্তু। ⇒ **সল্ল**।

সোকসল্লহরণ (ক্লী) শোকরূপ শল্য উৎপাটক বা উৎপাটন যন্ত্র। ⇒ **ধম্ম পরিযায**।

সোকাভিতুণ্ণ (বিণ) [সোক + অভিতুণ্ণ] শোকে অভিভূত। ইহার পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ "**সোকাহিতুণ্ড**"। ⇒ **অভিতুণ্ণ**।

সোকাহিতুণ্ড (বিণ) **সোকাভিতুণ্ণ**। ⇒ **সোকাভিতুণ্ণ**।

সোকিক (বিণ) শোকী, শোকসন্তপ্ত, শোচনীয়, অনুশোচনাকারী, দুঃখিত, দুঃখী, দুঃখভোগী, বিষণ্ণ।

সোকিন = **সোকিক**। ⇒ **সোকিক**।

সোকী = **সোকিন**। ⇒ **সোকিন**।

সোখুম্ম (ক্লী) সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মাংশ, অণু অংশ, সুন্দরত্ব। = **সুখুম**।

সোখুম্মতা (স্ত্রী) = **সোখুম্ম**। ⇒ **সোখুম্ম**।

সোখ্য (ক্লী) সুখ, সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য, সুস্থতা। ⇒ **সুখ** (ক্লী)।

সোগন্ধিক (ক্লী) শ্বেতবর্ণের কুমুদ। (জাতক) সেত সোগন্ধিযেহি। (পুং) একশ্রেণীর নরকের নাম।

সোগন্ধিয = **গন্ধিক**। ⇒ **গন্ধিক** (১), **সোগন্ধিক**।

সো চ—যে কেহ, এবং সে, সে, সেও। ⇒ **চ** (১)।

সোচতি (ক্রি) [√সুচ+অ] বিলাপ করা, দুঃখিত হওয়া, (কাহারও জন্য) বিলাপ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, দুঃখ দেওয়া, দুঃখানুভব করা, ব্যথিত করা, শোক, অনুশোচনা করা। (পেতবত্থু) **সোচতি রোদতি**। (বর্তমান কাল প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **সোচরে**। (অতীত) **সোচি**। (অ-বিণ) **সোচিত**। (ব-বিণ) **সোচন্ত**, **সোচমান**; (সংযুক্ত নিকায়) **অসোচং**—শোক বিলাপ বা অনুশোচনা করে না এমন; (দীর্ঘনিকায়) **মা সোচি**—দুঃখ বা শোক করিও না; (বহুবচনে) **মা সোচযিত্থ**—শোকবিলাপ বা অনুশোচনা করিও না। (ভ-বিণ) **সোচিতব্ব**। (ক্রি-বি) **সোচিত্বা**। (তুম্) **সোচিতুং**। (করণে) **সোচযতি**, **সোচাপযতি**।

সোচযতি (ক্রি) শোকের কারণ করা, অনুশোচনার হেতু করা। (মিলিন্দপ্রশ্নে) **সোচেতি**। ⇒ **সোচতি**। (ক্রি-বি) **সোচযিত্বা**।

সোচন (ক্লী) অনুশোচনা, দুঃখ, দুঃখের কারণ, বিলাপ, শোক, শোকসূচক বস্ত্র। = **সোচনা**।

সোচনা (স্ত্রী) শোচনা, অনুশোচনা, দুঃখ, শোক, মানসিক দুঃখ। = **সোচন**।

সোচাপযতি (ক্রি) = **সোচযতি**। ⇒ **সোচযতি**।

সোচিত (ক্লী) দুঃখ, শোক, দুঃখকষ্ট, ব্যথা, উৎপীড়ন। (বিণ) অনুশোচিত, শোকগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত। ⇒ **সোচতি**।

সোচিতত্ত (ক্লী) শোচনীয়তা, বিষণ্ণতা, দুঃখিত অবস্থা।

সোচিন (বিণ) শোকী, শোক প্রকাশকারী।

সোচিয (বিণ) শোচ্য, শোচনীয়, শোকের বিষয়ীভূত, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করা যায় এমন, অনুকম্প্য।

সোচেতি (ক্রি) শোক, অনুশোচনা করা, দুঃখ করা। = **সোচযতি**।

সোচেয্য (ক্লী) শুদ্ধতা, পবিত্রতা, দোষরাহিত্য। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহার ত্রিবিধ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

সোজচ্চ (ক্লী) উচ্চপদ, পদমর্যাদা, কৌলীন্য, সম্ভ্রান্তশ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায়, কুলীন সম্প্রদায়, উচ্চশ্রেণী, মহত্ত্ব, গৌরব, উচ্চবংশে জন্ম।

সোণ (পুং) ১ কুকুর। = **সুনখ**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **সোণসিগাল**। ২ শ্যোনাক, বৃক্ষ-বিশেষ, শোনাগাছ। পদুমবুদ্ধের সময়ে এবং নারদ বুদ্ধের সময়ে এই বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ ছিল।

সোণকবত (পুং, ক্লী) হস্তীর স্বভাব বা আচার। এখানে ইহার অর্থ "**বত**" (১) সদৃশ। ⇒ **বত** (২ খ)।

সোণা (পুং) কুকুর। ⇒ **কত্থু**। (স্ত্রী) কুকুরী।

সোণি (স্ত্রী) = **সোণী**। ⇒ **সোণী**।

সোণিত (ক্লী) শোণিত, রক্ত, রুধির।

সোণী (স্ত্রী) ১ পাছা, কোমর, কটিদেশ। ২ কুকুরী।

সোণীপুথুলা (বিণ) (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) যার কোমরের নিম্নদেশ সুন্দর। = **কটিপুথুলক**।

সোণ্ড (বিণ) শৌণ্ড, মত্ত, মাতাল, অত্যাসক্ত, মদ্যপানে আসক্ত বা অভ্যস্ত, মদ্য পানে উত্তেজিত বা উল্লসিত, স্ত্রীজাতির প্রতি আসক্ত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অসোণ্ড**। (জাতক) **ইত্থি-সুরা-মংস-সোণ্ড; যুদ্ধসোণ্ড; দাসিসোণ্ড; ধম্মসোণ্ডতা**। (পুং) = **সোণ্ডা**। ⇒

সেণ্ডা (১)।

সোণ্ডক (বিণ) = সোণ্ড। ⟹ সোণ্ড। (জাতক) **সুরাসোণ্ডক**।

সোণ্ডা (স্ত্রী) ১ শুণ্ড, করীহস্ত, হাতির শুঁড়। = **সুণ্ড**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উচ্চাসোণ্ডা**। ২ যে স্ত্রীলোক সুরাসক্ত বা মাতাল।

সোণ্ডি (স্ত্রী) = **সোণ্ডী**। ⟹ **সোণ্ডী**।

সোণ্ডিক (পুং) ১ সুরা ব্যবসায়ী, মদ বিক্রেতা। ২ মাতাল লোক। ⟹ **সোণ্ড**।

সোণ্ডিকা (স্ত্রী) ১ লতার শুঁয়া বা লতাতন্তু, লতার আঁকড়ি বা আকর্ষ। ২ মরিচ সংযুক্ত মাংস (তুলনীয় সংস্কৃত, "শৌণ্ডী"—পিপুল)। ৩ = **সোণ্ডী**। ⟹ **সোণ্ডী** (১)।

সোণ্ডিকা কিলঞ্জা (স্ত্রী) বেতের চুপড়ি বা কাঠের বাক্স, যাহা সাপের ফণার ন্যায় খোল অথবা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় খোল (সংযুক্ত নিকায়ে এখানে "সর্প" অর্থে "মার")। ⟹ **কিলঞ্জা**।

সোণ্ডী (স্ত্রী) ১ পাথর বা পাষাণস্থিত স্বভাবজাত পুকুর, পাহাড়ের মধ্যদেশে অবস্থিত জলাশয়, পাহাড়স্থ স্বভাবজাত সরোবর। (জাতক) **উদক সোণ্ডী**। = **সেণ্ডিকা** (৩)। ২ কচ্ছপের ঘাড় বা গলা। (সংযুক্ত নিকায়) **সোণ্ডি-পঞ্চমানি অঙ্গানি**। ৩ সাপের ফণা। (জাতক) **নাগা সোণ্ডিকতা**।

সোণ্ণ (ক্লী) স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোনা। (বিণ) স্বর্ণের, সোনার।

সোণ্ণধজ (পুং) স্বর্ণের ধ্বজা, সোনার পতাকা। (বিণ) স্বর্ণের ধ্বজা বা পতাকাযুক্ত।

সোণ্ণভিঙ্কার (পুং) স্বর্ণভৃঙ্গার, স্বর্ণপাত্র, সোনার কলসী। = **সোবণ্ণভিঙ্কার**।

সোণ্ণভিঙ্গার = **সোণ্ণভিঙ্কার**। ⟹ **সোণ্ণভিঙ্কার**।

সোণ্ণময (বিণ) স্বর্ণময়। = **সুবণ্ণময**।

সোণ্ণবালুকা (স্ত্রী) স্বর্ণের গুঁড়া বা চূর্ণ, স্বর্ণরেণু, সোনার অণু অণু অংশ বা সূক্ষ্মাংশসমূহ।

সোণ্ণালঙ্কার (পুং) স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণাভরণ, সোনার অলঙ্কার।

সোত (ক্লী) ১ শ্রবণ, কর্ণ, কান, শ্রবণেন্দ্রিয়। সূত্রনিপাত অট্ঠকথায় কর্তৃকারক বহুবচনে "সোতা"। (দীর্ঘনিকায়) **দিব্বসোত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মসোত**। (দীর্ঘনিকায়) **সোতং ওদহতি**—(মনোযোগের সহিত) শ্রবণ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওহিতসোত**। ২ (পুং, ক্লী) ক স্রোত, জলস্রোত, জলধারা, জলপ্রবাহ, নদী, ঘটনাপ্রবাহ, মতধারা ইত্যাদি, স্রোতে গা ভাসানো, সকলে যেরূপ করে বা ভাবে সেইরূপ করা বা ভাবা, প্রচণ্ড ও প্রচুর জলপ্রবাহ, বন্যা, জলপ্লাবন, জোয়ার, প্রাচুর্য। (দীর্ঘনিকায়) **সীঘসোত**—দ্রুত গতিশীল স্রোত, (অলঙ্কারিক) তৃষ্ণার স্রোত। (সূত্রনিপাত) **ছিন্নসোত**। (মধ্যম নিকায়) **সোতং ছেত্বা**—স্রোতের গতি বন্ধ করিয়া। সংযুক্ত নিকায়ে আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ-সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে,—"আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ স্রোত বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের স্রোত"। (সংযুক্ত নিকায়) **ভবসোত**—ভবস্রোত অর্থ পুনর্জন্মের স্রোত। (দীর্ঘনিকায়) **বিঞ্ঞাণসোত**—বিজ্ঞানপ্রবাহ, মনের অবিরত পরিবর্তন। (কর্তৃকারক একবচনে) **সোতো**; (বহুবচনে) **সোতা**। (কর্মকারক বহুবচনে) **সোতানি**, **সোতাযো** [স্ত্রীলিঙ্গে (?) অথবা "**সোতাসে**" এর পরিবর্তে "**সোতাসো**" ভুল পাঠ (?)]। খ গমন, পার হওন, পথ, রাস্তা, প্রবেশ পথ, গমনাধিকার, বিধিবদ্ধকরণ, (গাড়ির) ভাড়া, পর্যটন, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ, (শরীরস্থ) গর্ত বা ছিদ্র (যেমন চক্ষুছিদ্র, কর্ণছিদ্র)। (দীর্ঘনিকায়) **কণ্ণসোত**—কর্ণরন্ধ্র, কানের ছিদ্র; **নাসসোত**—নাকের ছিদ্র। (জাতক) **হেট্ঠা নাসিক সোত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দক্খিণ নাসিক সোত**—ডানদিকের নাসিকার ছিদ্র; **বামকণ্ণসোত**—বামদিকের কানের ছিদ্র।

সোতইন্দ্রিয = **সোতিন্দ্রিয**। ⟹ **সোতিন্দ্রিয**।

সোতঞ্জন—বিরুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মলম।

সোতত্ত (বিণ) ঈষৎদগ্ধ, ঝলসানো, ভর্জিত। সুতরাং ইহার পাঠও "**তত্তো**"। ⟹ **তত্ত** (১), **সোসীত**।

সোতদ্বার (ক্লী) শ্রুতদ্বার, কর্ণদ্বার, শ্রবণ-সম্বন্ধীয় চেতনা বা সংবেদন।

সোতধাতু (স্ত্রী) কর্ণরূপ উপাদান, কর্ণ, কান, শব্দ শ্রবণের ইন্দ্রিয়। = **কণ্ণ**। ⟹ **ধাতু** (২খ)।

সোতবিল (ক্লী) কর্ণরন্ধ্র, কানের ছিদ্র। = **কণ্ণবিল**।

সোতব্ব (বিণ) শুনিবার উপযুক্ত, শ্রবণ করিবার যোগ্য, শ্রবণযোগ্য। ⟹ **সুণাতি**।

সোতর (পুং) শ্রোতা, শুনিবার লোক, যে ব্যক্তি শুনে বা গ্রহণ করে, শ্রবণকর্তা, যে ব্যক্তি শুনে, শ্রবণকারী ব্যক্তি। = **বিঞ্ঞাতর**।

সোতবন্ত (বিণ) যাহার কান আছে, যে ব্যক্তি শুনে, শ্রবণকারী। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **সোতবন্তো**।

সোতবন্ত (বিণ) = **সোতবন্ত**। ⟹ **সোতবন্ত**।

সোতবিঞ্ঞাণ (ক্লী) শ্রবণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, কর্ণের বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞান বা অনুভূতি।

সোতবিঞ্ঞেয্য (বিণ) শ্রবণদ্বারা বোধগম্য বা জ্ঞাতব্য, শ্রবণ দ্বারা বিচার্য বা প্রত্যক্ষকৃত।

সোতসম্ফস্স ⟹ **সম্ফস্স**।

সোতা (স্ত্রী) = **সোতর**। ⟹ **সোতর**।

সোতানুগত (বিণ) [সোত+অনুগত] ১ স্রোতানুগত, স্রোতের অনুকূলে গিয়াছে এমন। ২ শ্রবণ দ্বারা অর্জিত, যে শ্রবণ করে এবং শ্রবণের অনুরূপ কার্য করে, শ্রবণের বিষয় অনুকরণকারী বা অনুধাবনকারী।

সোতাপত্তি (স্ত্রী) স্রোতাপত্তি, মুক্তির স্রোতে প্রবেশের স্তর, আর্যপথে বা নির্বানের পথে প্রবেশ, আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে প্রবেশ, অবস্থান্তর প্রাপ্তি। ⟹ **মগ্গ** (৩)।

সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে ইহার দ্বারা ত্রিবিধ "**সংযোজন**" বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহার তিনটি অঙ্গ, যথা—বুদ্ধে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস এবং সঙ্ঘে বিশ্বাস, আর আর্যশীলে ও ইহাতে বিশ্বাস জন্মে (সংযুক্ত নিকায়)। অন্য প্রকারে ইহার চতুর্বিধ অঙ্গ, যথা—**সপ্পুরিস-সংসেবা, সদ্ধম্মসবণ, যোনিসো মনসিকার, ধম্মানুধম্মপটিপত্তি** (সংযুক্ত নিকায়)।

সোতাপত্তিফল (ক্লী) স্রোতাপত্তিফল, স্রোতে প্রবিষ্ট হওয়া স্বরূপ লাভ বা সমাপ্তি, দর্শকের বা প্রত্যক্ষকারীর ভাবান্তর ফল।

সোতাপত্তিমগ্গ (পুং) স্রোতাপত্তি মার্গ, ভাবান্তরের উপায়, পরিবর্তন বা ভাবান্তরের নিম্নতর স্তর। ⇒ **মগ্গ**।

সোতাপত্তিমগ্গকখণ—স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণ, স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের সময়, যেই মুহূর্তে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ হয় সেইক্ষণ।

সোতাপন্ন (বিণ) [সোত+আপন্ন] স্রোতাপন্ন, যে ব্যক্তি বা সাধক পথের স্রোতে প্রবিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছেন স্রোতে আপন্ন বা পতিত বা প্রবিষ্ট, ধর্মের স্রোতে যিনি পতিত বা প্রবিষ্ট তিনি স্রোতাপন্ন, ধর্ম শ্রবণ করিয়া যিনি অনুকরণে সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি স্রোতাপন্ন। (পুং) স্রোতাপন্ন ব্যক্তি বা সাধক। ঈদৃশ স্রোতাপন্ন ব্যক্তি "**আয়ু, বণ্ণ, সুখ, আধিপতেয্য**" দ্বারা ভূষিত হন (সংযুক্ত নিকায়)। তাঁহাকে যথার্থ সম্পত্তিশালী এবং মহিমাময় বলা হয় (সংযুক্ত নিকায়)। ঈদৃশ ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে কখনও নরকে কিংবা পশুকুলে কিংবা প্রেতযোনিতে উৎপন্ন হন না, এমনকি অন্য কোনও দুঃখস্থানেও উৎপন্ন হন না। সেইজন্য স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় "**অবিনিপাতধম্মো**" অর্থাৎ ইনি কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবেন না (⇒ "**বিনিপাত**")। = **খীণ-নিরয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোতাপন্ন খীণ-তিরচ্ছান যোনি** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায়) ঈদৃশ ব্যক্তি নিশ্চিত "**সম্বোধি**" লাভ করিয়া থাকেন (**নিযতো সম্বোধি পরাযনো**)।

সোতাযতন (ক্লী) শ্রবণায়তন, শ্রুতায়তন, শ্রবণেন্দ্রিয়, যেই স্থানের মাধ্যমে শ্রবণ করা যায় অর্থাৎ কান, কর্ণ। ⇒ **আযতন** (৩)।

সোতাবধান (ক্লী) কর্ণপাত, শ্রুতাবধান, শুনিবার সময় চিত্তের একাগ্রতা, শ্রবণের সময় মনোযোগ বা মনোসংযোগ, শ্রবণে অভিনিবেশ, শ্রবণে যত্ন বা সাবধানতা।

সোতিন্দ্রিয (ক্লী) [সোত+ইন্দ্রিয] শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণপথ, কর্ণ, কান, শুনিবার ইন্দ্রিয়।

সোতু (পুং) শ্রোতা, শুনিবার লোক, শ্রবণকারী। (তুলনীয়) সোতর।

সোতুং (তুম্) শুনিতে, শ্রবণ করিতে। ⇒ **সুণাতি**।

সোতুকাম (বিণ) শুনিতে ইচ্ছুক। = সোতুং। (পুং) শুনিবার ইচ্ছা। = সোতুকম্যতা।

সোতুকম্যতা (স্ত্রী) শুনিবার ইচ্ছা, শ্রবণ করিবার ইচ্ছা।

সোত্ত (বিণ) নিদ্রিত, সুপ্ত। = **সুপিত**।

সোত্তি (স্ত্রী) ১ শুক্তি, ঝিনুক। ২ চূর্ণ ও লাক্ষাপূর্ণ খোল যাহা পিঠ কণ্ডুয়নে বা চুলকাতে ব্যবহৃত হয়, স্পঞ্জের ন্যায় কার্যকারী পিঠ কণ্ডুয়ন করিবার বস্তু। ⇒ **সুত্তি** (১)।

সোত্তিয (বিণ) ধর্মশাস্ত্রে অধিবিদ্য বা সুপণ্ডিত। (পুং) শিক্ষিত লোক। ⇒ **সোত্থিয** (১)।

সোত্তুং (তুম্) ঘুমাইতে। ⇒ **সুপতি**।

সোত্থযনং = সোত্থান। ⇒ **সোত্থান**।

সোত্থান (ক্লী) (তুলনীয় সংস্কৃত—স্বস্ত্যয়ন) আশীর্বাদ, সুখদায়ক বস্তু, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ। (ছন্দঃমতে) **সোত্থযনং**।

সোত্থি (স্ত্রী) স্বস্তি, ক্ষেম, পুণ্যাদি, আরাম, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ, কুশল, সমৃদ্ধি, সুখ, নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, আশীর্বাদ, সুখদায়ক বস্তু, ভবিষ্যৎ সুখ আনয়নকারী। (দীর্ঘনিকায়) **সোত্থিতে তে হোতু**—তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমাদের উপর স্বস্তি বর্ষিত হউক। = **সুবত্থি**। ⇒ **সোত্থিক, সোবত্থিক**।

সোত্থিং (ক্লী) নিরাপদ স্থান, মুক্তি, পরিত্রাণ, বিপদমুক্তি, বিপদ হইতে উদ্ধার। (ক্রি-বিণ) নিরাপত্তার মধ্যে, নির্বিঘ্নতায়, নির্বিঘ্নে, নিরাপদে। = **অনুপদ্দবেন, নিরুপদ্দবেন**।

সোত্থিক (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল, শুভ লক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, স্বর্গসুখপ্রাপ্ত, পবিত্র, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, অক্ষুণ্ণ, অক্ষতদেহ। (বি-ভা) **দীঘ সোত্থিক**—যে ব্যক্তি চিরকাল সুখী।

সোত্থিকম্ম (ক্লী) আশীর্বাদ, সুখদায়ক বস্তু।

সোত্থিকার (বিণ) আশীর্বাদ, আশীর্বাদকারী ব্যক্তি, আশীর্বাণী উচ্চারণকারী, অগ্রগামী দূত, প্রচারক, ঘোষক, কুলজ্ঞী রক্ষক। (তুলনীয়) **সোত্থিবাচক**।

সোত্থিগত (ক্লী) নিরাপদ ভ্রমণ, নির্বিঘ্ন ভ্রমণ, অনুকূল ভ্রমণ, সফলকাম পর্যটন।

সোত্থিগমন (ক্লী) = সোত্থিগত। ⇒ সোত্থিগত।

সোত্থিনা (ক্রি-বিণ) নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, অনুকূলভাবে, সমৃদ্ধিশালী হইয়া, সফলকাম হইয়া।

সোত্থিভাব (পুং) নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, সাফল্য, সৌভাগ্য, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ, সমৃদ্ধি, কুশল, সুখ।

সোত্থিভাববাহ (বিণ) = **সোবত্থিক**। ⇒ **সোবত্থিক** (বিণ)। = **সোত্থিক**।

সোত্থিয (বিণ) = **সোত্থিক**। ⇒ **সোত্থিক**। (পুং) শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ। (ক্লী) ছেলে বা শিশুসন্তান প্রসবের বস্ত্র বা জীর্ণবস্ত্র, প্রসবের সময়ে ব্যবহৃত ময়লা বস্ত্র, প্রসববস্ত্র।

সোত্থিবন্ত (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল, শুভ, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, অক্ষত দেহ, অক্ষুণ্ণ।

সোত্থিবাচক (বিণ) স্বস্তিবাচক, আশীর্বাদকারী, আশীর্বাণী উচ্চারণকারী। = **সোত্থিকার**। ⟹ **বাচক**।

সোত্থিসালা (স্ত্রী) স্বস্তিস্থান, স্বস্তিশালা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যের অনুকূল বা উপযোগী স্থান, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় স্থান।

সোদক (বিণ) [স+উদক] **জল** আছে এরূপ, **জল** ধারণ করে এরূপ, ভিজা, সিক্ত, আর্দ্র, ফোঁটা ফোঁটা **জল** পড়ে এরূপ, জলযুক্ত, জলসহ।

সোদরিয (বিণ) সহোদর, এক মায়ের গর্ভজাত। (পুং) সহোদর ভাই, এক মায়ের গর্ভজাত ভাই, ভাই, ভ্রাতা। = **ভাতা**।

সোধক (বিণ) শোধক, শোধনকারক, যে ব্যক্তি ভুল সংশোধন করে, যে ব্যক্তি পরিষ্কার করে বা পবিত্র করে।

সোধতি (ক্রি) শোধন করা, পরিষ্কার করা, পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা। (করণে) **সোধেতি, সোধাপেতি**।

সোধন (ক্লী) শোধন, নির্দোষকরণ, পরিশুদ্ধকরণ, ভুল শুধরানো, পরিষ্কারকরণ, শোধনকরণ, সংশোধন, পরীক্ষাকরণ, সংশোধনকরণ, শুদ্ধি, পরিশোধ, টাকা প্রদান, প্রদত্ত অর্থ, প্রতিদান। ⟹ **উদ্ধার**।

সোধাপেতি (ক্রি) শুধরানো, শোধন করানো, পরিষ্কার করানো, সংশোধন করানো। ⟹ **সোধতি, সোধেতি, সুজ্ঝতি**। (অতীত) **সোধাপেসি**। (ক্রি–বিণ) **সোধাপিত**। (ক্রি–বি) **সোধাপেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **সোধীযতি**।

সোধীযতি (ক্রি) পরিষ্কৃত হওয়া, শোধিত হওয়া, সংশোধিত হওয়া, অলঙ্কৃত হওয়া, সজ্জিত হওয়া। ⟹ **সোধাপেতি**।

সোধেতি (ক্রি) [√সুধ+এ] পরিষ্কার করা, শোধন করা, সংশোধন করা, পবিত্র করা, শুদ্ধ করা, ঋণ পরিশোধ করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা, প্রার্থনা করা, পাইতে চেষ্টা করা, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, মাটি হইতে নোংরা সরাইয়া পরিষ্কার করা। ⟹ **সোধতি**। (তুলনীয়) **সোধেতি**। (বি–ভা) **"ইনং সাধেতি"** এর স্থানে **"ইনং সোধেতি"** (পেতবত্থু অর্থকথা) এবং **"উদ্ধার সাধেতি"** এর স্থানে **"উদ্ধারং সোধেতি"** (জাতক) হইয়া থাকে। ⟹ **সুজ্ঝতি**। (অতীত) **সোধেসি**। (অ–বিণ) **সোধিত**। (ব–বিণ) **সোধেন্ত, সোধযমান**। (ভ–বিণ) **সোধেতব্ব**। (ক্রি–বি) **সোধেত্বা**। (করণে) **সোধাপেতি**।

সোন (পুং) কুকুর। = **সোণ**।

সোন্তি = **পোন্তি**। ⟹ **পোন্তি**।

সোপদি (বিণ) [স+উপদি] আসক্তি বিমুক্ত কিন্তু **পঞ্চস্কন্ধযুক্ত**, সর্বতৃষ্ণা বিমুক্ত অথচ সদেহে স্থিত (অর্থাৎ দেহধারী হইয়া বর্তমান আছে এমন), পুনর্জন্ম গ্রহণের তৃষ্ণায় বিরক্তিযুক্ত হইয়া সশরীরে বর্তমান আছে এমন অর্থাৎ দেহধারী বর্তমান অর্হত। (বিপ) **অনুপাদি**।

সোপধীক (বিণ) [স+উপধীক] **পুনর্জন্মে** অনুরক্ত, পুনঃপুন **জন্ম**গ্রহণের প্রতি আসক্ত। ⟹ **উপধিক, উপধীক**।

সোপবাহন (বিণ) [স+উপবাহন] লইয়া যায় এমন, ধৌত হইয়া যায় এরূপ। ⟹ **উপবাহন**।

সোপাক (পুং) নীচজাতীয় লোক, হীনবংশজাত লোক, সমাজচ্যুত লোক, নির্বাসিত ব্যক্তি। ⟹ **সপাক**।

সোপাদান (বিণ) [স+উপাদান] আসক্ত, আসক্তি দেখায় এমন। = **স–উপাদান**।

সোপাদি নিব্বানধাতু—সশরীরে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানসুখের অবস্থা। ⟹ **স–উপাদিসেস নিব্বান, নিব্বানধাতু**।

সোপাদিসেস (বিণ) পঞ্চস্কন্ধের সহিত বর্তমান আছে এমন, সশরীরে বর্তমান, ভৌতিক দেহের সহিত বর্তমান আছে এমন, দেহধারী, শরীরধারী। = **স–উপাদিসেস**। (বিপ) **অনুপাদিসেস, নিরুপাদিসেস**। ⟹ উপাদিসেস।

সোপাদিসেস নিব্বান—সশরীরে বর্তমান থাকিয়া সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানের মাধ্যমে নির্বাণ সুখ অনুভবকরণ। = **স–উপাদিসেস নিব্বান**। ⟹ **নিব্বান**।

সোপাদিসেস পরিনিব্বান--সদেহস্থিত থাকিয়া পরিনির্বাণ সুখ অনুভব, নিরাসক্ত নির্বাপণ অর্থাৎ অর্হতগণের জ্ঞান লাভের পর হইতে আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সদেহে বর্তমান থাকিয়া দমিত ভাবাবেগে অনাসক্তরূপে জীবনযাপনকরণ। অর্হতগণ অর্হত্ত্বজ্ঞান লাভের পর হইতে দেহত্যাগে পরিনির্বাণ লাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ধরাতলে ধ্যান অবস্থায় সদেহ স্থিত থাকিয়া যে তৃষ্ণাবিরহিত সর্বপ্রকার নিবৃত্তিমূলক নির্বাণসুখ অনুভব করিতে থাকেন উহাই **"সোপাদিসস পরিনিব্বান"** বা স–উপাদিশেষ পরিনির্বাণ। (বিপ) **অনুপাদিসেস পরিনিব্বান**। = **স–উপাদিসেস পরিনিব্বান**। ⟹ **পরিনিব্বান, পরিনিব্বাযিন, সসঙ্খার পরিনিব্বান**।

সোপান (পুং, ক্লী) সোপান, আরোহিণী, সিঁড়ি, মই। (বিমানবত্থু) **ধুরসোপান**—সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ (?)।

সোপান কলিঙ্গর (পুং, ক্লী) সোপানশ্রেণী, সোপানের ধাপসমূহ, সিঁড়ির ধাপের তক্তাসমূহ। = **সোপান কলেবর, সোপানপন্তি**। ⟹ **কলিঙ্গর**।

সোপান কলেবর = সোপানকলিঙ্গর। ⟹ সোপানকলিঙ্গর।

সোপানপন্তি (স্ত্রী) সোপানের ধাপসমূহ, মইয়ের ধাপসমূহ। = **সোপানকলিঙ্গর**।

সোপানপাদ (পুং) সোপান বা সিঁড়ির পাদদেশ। (বিপ) সোপানসীস।

সোপফলক (ক্লী) সিঁড়ির ধাপের তক্তা, সোপানের কাষ্ঠফলক, অবতরণ করিবার সোপান, অবতরণিকা, (নদী বা পুকুরের) ঘাট। ⟹ **ফলক** (১)।

সোপানসীস (ক্লী) সোপান বা সিঁড়ির অগ্রভাগ। (বিপ) সোপানপাদ।

সোপ্প (ক্লী) নিদ্রা, স্বপ্ন, অলসতা।

সোপ্পতি (ক্রি) = **সুপতি**। ⟹ **সুপতি**।

সোপ্পনন্ত (ক্লী) **সুপ্পন্ত**। ⟹ **সুপ্পন্ত**।

সোপ্পন্তে (ক্রি-বিণ) নিদ্রায়, স্বপ্নে। = **সুপ্পন্তে**।

সোব্‌ভ (ক্লী) ছিদ্র, গর্ত, (গভীর) গর্ত, জলে ডোবা স্থান, ছোট জলাশয়। ⟹ **পপাত**। (বিণ) গভীর। (সংযুক্ত নিকায়) সোব্‌ভপপাত।

সোব্‌ভোপপাত—প্রপাত গর্ত। ইহা "**কোধউপাযাস**" শব্দের অধিবচন। ⟹ **কোধ উপাযাস**।

সোব্‌ভোপাপাত = সোব্‌ভোপপাত। ⟹ সোব্‌ভোপপাত।

সোভগ্‌গ (ক্লী) সৌভাগ্য, শুভাদৃষ্ট, সৌন্দর্য, শ্রী, গৌরব, শোভা, সাফল্য, জাঁকজমক, উন্নতি, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **সোভগ্যতা**। (বিণ) সৌভাগ্যশালী। = **সুভগ**।

সোভগ্‌গপত্ত (বিণ) সৌভাগ্যপ্রাপ্ত, সৌন্দর্যে ভূষিত, গৌরবমণ্ডিত, সাফল্য প্রাপ্ত, শোভিত, শোভাপ্রাপ্ত।

সোভগ্যতা (স্ত্রী) = **সোভগ্‌গ**। ⟹ **সোভগ্‌গ** (পুং)।

সোভঞ্জন (পুং) শোভনক, শোভাঞ্জনবৃক্ষ, শজিনা গাছ।

সোভঞ্জনক (পুং) = **সোভঞ্জন**। ⟹ **সোভঞ্জন**।

সোভণ (ক্লী) ১ কটিবন্ধনের উপর একপ্রকার ঝালর। ২ সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু, অলঙ্কার, ভূষণ, সম্মানচিহ্ন। (বিণ) ১ উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, বিখ্যাত, সুন্দর, সুশোভিত, অলঙ্কৃত, ভূষিত, সজ্জিত। (থেরগাথা অর্থকথা) **নগর সোভণা**। ২ ভাল, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, অনুকূল, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী। = **সোভন**।

সোভতি (ক্রি) [√সুভ+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান হওয়া, গৌরবময় হওয়া, চমৎকার হওয়া, অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়া, দেখিতে সুন্দর হওয়া। (বিনয়) **যং সোভেয** ...—উহাতে তুমি গৌরবময় হইয়া ওঠ...। (অতীত) **সোভি**। (অ-বিণ) **সোভিত**। (ব-বিণ) **সোভন্ত, সোভমান**। (পঞ্চমী) **সোভেথ**। (ক্রি-বি) **সোভিত্বা**। (করণে) সোভেতি।

সোভন (বিণ) শোভন, সুন্দর, মনোজ্ঞ, মনোহর, শোভাযুক্ত, পুণ্যময়, নিষ্পাপ, পবিত্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ। = **সোভণ** (বিণ)।

সোভনগরক (ক্লী) একপ্রকার ক্রীড়া, পরীর মত দৃশ্য, পরী সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ চিত্রিত দৃশ্যপট বা ঘটনা স্থলের ছবি।

সোভনগরকং—নগরের শোভা, নগরের সৌন্দর্য, শোভনীয় বা সুন্দর নগর। ⟹ **অব্‌ভোক্কিরণ**।

সোভনতিত্থ (বিণ) = **সুপতিত্থ**। ⟹ **সুপতিত্থ**।

সোভমান (বিণ) শোভাযুক্ত, উজ্জ্বল, সুন্দর। = **বিরোচমান**। ⟹ **সোভতি**।

সোভব (বিণ) মনোরম, শোভাযুক্ত, সুন্দর।

সোভা (স্ত্রী) শোভা, সৌন্দর্য, কান্তি, দীপ্তি, প্রভা, উজ্জ্বলতা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু।

সোভিত (বিণ) শোভিত, শোভাযুক্ত, ভূষিত। ⟹ **সোভতি, সোভেতি**।

সোভিয (পুং) একজাতীয় প্রবঞ্চক বা যাদুকর, চাষা, গ্রাম্যলোক, ভাঁড়, অসভ্য লোক। (জাতক) **সোভিযা'তি নগর সোভনা সম্পন্নরূপা পুরিসা**; কিন্তু জাতক অর্থকথায় ইহার অর্থ ভুল গ্রহণ করা হইয়াছে।

সোভেতি (ক্রি) অত্যুজ্জ্বল করা, সমুজ্জ্বল করা, প্রভাময় করা, শোভিত করা, অনুগৃহীত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, স্পষ্ট করা, পরিষ্কৃত করা, পরিষ্কার করা। ⟹ **সোভতি**। (অতীত) **সোভেসি**। (অ-বিণ) **সোভিত**। (ব-বিণ) **সোভেন্ত, সোভযন্তো**। (ক্রি-বি) **সোভেত্বা**।

সোভেথ (পঞ্চমী) তুমি গৌরবযুক্ত হও, তুমি দীপ্তিমান হও, তুমি শ্রেষ্ঠ হও, তুমি যশস্বী হও, তুমি শোভিত হও। ⟹ **সোভতি**।

সোম (পুং) সোম, চন্দ্র। = **চন্দ**।

সোমন (ক্লী) সুখী মন, সুখযুক্ত মন, আনন্দপূর্ণ মন, হৃষ্টমন, যে মনের অবস্থা আনন্দময়। (বিপ) **দোমনস্‌স**।

সোমনস্‌স (ক্লী) সৌমনস্য, প্রীতি, প্রফুল্লতা, মনের সুখাবস্থা, মানসিক সন্তুষ্টি, প্রসন্নতা, মানসিক আরাম, আনন্দ, আনন্দজনক বস্তু, সৌভাগ্য, সুখ, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, ইচ্ছা, অভিলাষ, স্পৃহা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া-কৌতুক, আশা, হর্ষ। (বিপ) **দোমনস্‌স**। দীর্ঘনিকায়ে ইহার অর্থে বলা হইয়াছে "সুখাধিক্য"। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **ইট্ঠ আরম্মণানুভবন লক্খণং** ইত্যাদি। ⟹ **মনস্‌স**।

সোমনস্‌সজাত (বিণ) প্রফুল্ল, সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, মনের আনন্দ সহকারে উৎপন্ন, প্রীতি মনে উৎপন্ন, জাত, প্রীতিভরা মনে উৎপন্ন। = **সুমন**।

সোমনস্‌সপত্ত (বিণ) সৌমনস্য প্রাপ্ত, মনে হর্ষভাব প্রাপ্ত, মনে উৎফুল্লতা প্রাপ্ত, মনেতে আনন্দভাব প্রাপ্ত। (বিপ) দোমনস্‌সপত্ত। ⟹ **পত্ত**(৩)।

সোমনস্‌সিত (বিণ) তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, পরিতুষ্ট।

সোমনস্সিন্দ্রিয় (ক্লী) [সোমনস্স+ইন্দ্রিয়] সৌমনস্যিন্দ্রিয়, আনন্দজনক মনোবৃত্তি, পরিতৃপ্তিকর মনোবৃত্তি, সন্তোষজনক মনোবৃত্তি।

সোমযাগ (পুং) সোমযাগ, সোমলতা রস-পানাঙ্গক বর্ষত্রয় সাধ্য যজ্ঞ-বিশেষ, প্রাণী বলি দিয়া পূজা, যেই যজ্ঞে বা পূজায় বহু জীব বা পশু হত্যা করা হয়, যক্ষ বা রাক্ষস পূজা। হিন্দু সমাজের মধ্যে দুর্গাপূজার সময়ে পূর্বে যেমন প্রতি পূজাবাড়িতে বহু পাঁঠা, ছাগল, মহিষ, হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হইত এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে কুরবানির সময়ে যেমন গরু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা, উট প্রভৃতি বহু প্রকার জীব হত্যা করা হয়—এইরূপ যজ্ঞ বা পূজাকে সোমযাগ বা সোমযজ্ঞ বলা হয়।

সোমরুক্খ (পুং) একজাতীয় গাছ (শ্বেত খদির বা কটফলের গাছ?)।

সোমবার—সোমবার, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবস।

সোত্তকা (স্ত্রী) = **সোত্তা**। ⟹ **সোত্তা**।

সোত্তা (স্ত্রী) পুতুল, তার বা সুতা দ্বারা চালিত পুত্তলিকা, সাক্ষীগোপাল, ছেলেমেয়েদের খেলার পুতুল। (থেরগাথা অর্থকথা বর্ণনায়) **সোত্তকা**।

সোম্ম (বিণ) সৎকুলোদ্ভব, সদ্বংশজ, ভদ্র, মৃদু, শান্ত, সুশীল, নম্র, শান্তিকর, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মনোরম, মধুর, সৌম্য, সুন্দর, সুদৃশ্য, প্রসন্ন, সাধু।

সোরচ্চ (ক্লী) ভদ্রতা, সৎকুলোদ্ভবতা, শান্তভাব, মৃদুতা, সুশীলতা, নম্রতা, শান্তিকর অবস্থা, বিনম্রতা, বিনীত স্বভাব, সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাধা। (যৌগিকে) **খন্তি সোরচ্চ**—ক্ষান্তি এবং বিনীত স্বভাব। ⟹ **সুরত**।

সোরচ্চিয (ক্লী) = **সোরচ্চ**। ⟹ **সোরচ্চ**।

সোরত (বিণ) সৎকুলোদ্ভব, সদ্বংশজ, ভদ্র, শান্ত, মৃদু, সুশীল, নম্র, শান্তিকর, সদয়, দয়ালু, নীচ, বিনীত, আত্মসংযত, আত্মনিয়ন্ত্রিত।

সোরস (বিণ) ১৬, ষোল। = **সোলস**।

সোলস (বিণ) = **সোলস**। ⟹ **সোলস**।

সোলস (বিণ) ষোল, ষোড়শ, ষোল সংখ্যার পূরক, ১৬, ষোল সংখ্যক। (বিমানবত্থু) **সোলস যোজনিকং কনক-বিমানং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সোলস বস্সুদ্দেসিক**। (জাতক) **সোলস লেখা; সোলস অতপ্পিয় বত্থূনি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সোলস পলিবোধা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সোলস সলাকা; সোলস করীসমত্ত**। বহুবচন:—(করণ কারকে) **সোলসহি, সোলসেহি;** (সম্বন্ধপদে) **সোলসন্নং**। সময়ের পরিমাণ বুঝাইতে:—(জাতক) **সোলসবস্স** ...—ষোল বৎসর ...।

সোলসক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) ষোলবার।

সোলসম (বিণ) ষোলসংখ্যক, "ষোল" এর সমান বা সমতুল্য।

সোলসী (স্ত্রী) ষোড়শী, ষোল বৎসরের যুবতী। (বিণ) ষোড়শী, ষোল বৎসরের, ষোল সংখ্যক, ষোল সংখ্যার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কলং নগ্ঘতি সোলসিং**—ষোল কলার মধ্যে এক কলার সমানও নহে, ষোলাংশের মধ্যে একাংশের সমানও নহে।

সোলহ (বিণ) = **উলহ**। ⟹ **উলহ, বুযহতি**।

সোবগ্গিক (বিণ) স্বর্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, স্বর্গের দিকে চালিত করে বা নীত করে এরূপ, স্বর্গে নিয়া যায় এমন।

সোবচস্স (ক্লী) সৎকুলোদ্ভবতা, ভদ্রতা, শান্তভাব, মৃদুতা, সুশীলতা, নম্রতা, শান্তিকর অবস্থা, কোমলতা, প্রীতিকর অবস্থা। (বিপ) **দুবচস্স**। = **সোবচস্সতা**।

সোবচস্সকরণ (ক্লী) ভদ্রতার জন্য করণ। ⟹ **সোবচস্স**।

সোবচস্সতা (স্ত্রী) কোমলতা, প্রীতিকর অবস্থা, অনুবর্তিতা, বশ্যতা, দয়াপূর্ণ কথা, মৃদু ভাষণ, ভদ্রতামূলক কথা, কোমল কথা, শান্তিপূর্ণ কথা। = **সোবচস্স**।

সোবচস্সিয = **সোবচস্সতা**। ⟹ **সোবচস্সতা**।

সোবচ্চসায = **সোবচস্সতা**। ⟹ **সোবচস্সতা**।

সোবণ্ণ (ক্লী) সুবর্ণ, স্বর্ণ, সোনা। = **সুবণ্ণ**। (বিণ) সুবর্ণময়, স্বর্ণবর্ণের, সোনালি রঙের। = **সোবণ্ণময**।

সোবণ্ণক (বিণ) = **সোবণ্ণয**। ⟹ **সোবণ্ণয**।

সোবণ্ণকংস—স্বর্ণবর্ণের কাঁস বা কাঁসা। = **ফলসত**।

সোবণ্ণভিঙ্কার (পুং) স্বর্ণময় ভৃঙ্গার, স্বর্ণপাত্র, সোনার কলসী। = **সুবণ্ণভিঙ্কার**। ⟹ **ভিঙ্কার** (১)।

সোবণ্ণভিঙ্গার = **সোবণ্ণভিঙ্কার**। ⟹ **সোবণ্ণভিঙ্কার**।

সোবণ্ণময (বিণ) সুবর্ণময়, স্বর্ণময়, স্বর্ণদ্বারা নির্মিত, সর্বাংশে স্বর্ণময়, উজ্জ্বল, মহামূল্য, বহুমূল্য, মূল্যবান, সুখপূর্ণ, অনুকূল, উৎকৃষ্ট। = **সুবণ্ণময, সোণ্ণময, সোবণ্ণ** (বিণ)।

সোবণ্ণয (বিণ) = **সোবণ্ণময**। ⟹ **সোবণ্ণময**।

সোবত্থিক (ক্লী) স্বস্তিক, গোক্ষুরা সাপের ফণার উপর স্বস্তিক আকারের চিহ্ন-বিশেষ। (বিণ) নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, অক্ষুণ্ণ, অক্ষত-দেহ, স্বস্তিক আকারের চিহ্ন সমন্বিত। = **সোত্থিক** (বিমানবত্থু অর্থকথা), **সোত্থিভাববাহ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

সোত্থিকালঙ্কার [সোত্থিকা+অলঙ্কার] একপ্রকার শুভ বা মঙ্গলজনক চিহ্ন, স্বস্তিকা চিহ্ন।

সোবীরক (পুং) টক জাতীয় সিদ্ধ তরল খাদ্য, সির্কা, টক জিনিস, (দেশীয় প্রচলিত কথায়) টক কাঁজি।

সোবুট্‌ঠাতি (ক্রি) [সো+উট্‌ঠাতি] সে ওঠে, সে গাত্রোত্থান করে, সে শয্যা বা আসন হইতে ওঠে।

সোস (পুং) শোষ, নীরসতা, শুষ্কতা, রসাকর্ষণ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ-বিশেষ, যক্ষ্মারোগ, ক্ষয়কাশ, ক্ষয়, বিনাশ, ধ্বংস, অপচয়, শিল্পজাত বস্তুর ব্যবহার, শোষক রোগ বিশেষ।

সোসন (ক্লী) শোষণ, রসাকর্ষণ, শুষ্ককরণ, (অস্ত্র

চিকিৎসায়) শুকাইবার কারণ করা, শোষক রোগ বিশেষ।

সোসান (স্ত্রী) শ্মশান, গোরস্থান। = **সুসান**। (ধাতুমঞ্জুষা) **সোসানপাক**—শ্মশানে পক্ক বা সিদ্ধ, **সোসান পাকেসু**—যাহা যাহা শ্মশানে পক্ক হইয়াছে বা দাহ করা হইয়াছে উহাদের মধ্যে। ⟹ **সোসানপাক**।

সোসানপাক (বিণ) শ্মশানে পক্ক, শ্মশানে সিদ্ধ, চিতায় দাহকৃত, শ্মশানে পোড়া (মৃতব্যক্তির শবদেহ, অস্থি ইত্যাদি)। ⟹ **সোসান, পাক** (১)।

সোসানিক (বিণ) শ্মশানিক, যে ব্যক্তি শ্মশানে বাস করে, শ্মশানবাসী, শ্মশান সম্বন্ধীয়, শ্মশানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, শববাহনের গাড়ি বা কাঠামো সদৃশ। (তুলনীয়) **সুসানক**। (পুং) যে ব্যক্তি শ্মশানে বা শ্মশানের কাছে বাস করে। (তুলনীয়) **সুসানগোপক**।

সোসারিত (বিণ) [সু+ওসারিত] পুনরায় সুন্দররূপে বহালকৃত, পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত। (বিপ) **দোসারিত**।

সোসিক (বিণ) বায়ুকোষ সংক্রান্ত ক্ষয়ে পীড়িত, ফুসফুস সম্বন্ধীয় অপচয় বা ক্ষয়কাশ দ্বারা আক্রান্ত।

সোসীত (বিণ) এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ:—"সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়াছে বা হতাশ হইয়াছে এমন" অথবা "একেবারে সিক্ত"। (জাতক বর্ণনায়) **হিমোদকেন সু-সীতো সুট্‌ঠু তিন্তো**। সম্ভবত আমাদের পাঠ করা উচিত "**সো সীত**" অথবা "**সীন**" [⟹ **সীন** (২)] অথবা "**সিন্ন**"। সম্বন্ধযুক্ত শব্দ "**সোতত্ত**", ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:—"**সুরিয-সন্তাপেন সু-তত্তো**"; সুতরাং ইহাও "**সো-তত্তো**" হওয়া উচিত।

সো সু—উহাই, তাহাই। ⟹ **সু** (৩)।

সোসেতি (ক্রি) [√সুস+এ] শোষণ করা, নীরস করা, শুষ্ক করা, শুকানো, ম্লান করা, ক্ষীণ করা, নষ্ট করা। ⟹ **বিসোসেতি**। (অতীত) **সোসেসি**। (অ-বিণ) **সোসিত**। (ব-বিণ) **সোসেন্ত**। (ক্রি-বি) **সোসেত্বা**।

সোস্সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) শুনিবে, শ্রবণ করিবে। = **সুণিস্সতি** (⟹ **সুণাতি**)।

সোহজ্জ (স্ত্রী) সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য, সৌহৃদ, বন্ধুত্ব, সখ্য, প্রণয়, সৌজন্য, সদ্ভাব।

সোহদ (স্ত্রী) সুহৃদ, বন্ধু, উপকারী, হিতৈষী, সহায়। = **সুহদ** (পুং)।

স্থবির (পুং) জ্ঞানী ভিক্ষু, প্রবীণ ভিক্ষু। (বিণ) জ্ঞানী, প্রবীণ, প্রাচীন, স্থবির, বৃদ্ধ, বুড়ো, জ্ঞানবৃদ্ধ। = **থবির**, **থের**।

স্থবির ভিক্‌খু (পুং) স্থবির ভিক্ষু। = **থবির ভিক্‌খু**।

স্থবিরিকা (স্ত্রী) = **থেরী**। ⟹ **থেরী**।

স্থাবর (বিণ) স্থাবর, অচল, অপরিবর্তনশীল। ⟹ **নগ**।

স্নেহ (পুং) ১ স্নেহজাতীয় বস্তু, তৈলাক্ত বস্তু, তৈল-মাখন-ঘি-চর্বি ইত্যাদি, তৈলাদি দ্রববস্তু, স্নেহজাতীয় তৈলাক্ত বস্তু। (পেতবত্থু) **অঙ্গুট্‌ঠস্নেহ**। ২ স্নেহ, আদর, দয়া, প্রেম, বৎসল্য, ভালবাসা, প্রিয়তা। = **সিনেহ, ছন্দ, পেম, রাগ**। (সংযুক্ত নিকায়) **কামস্নেহ**। (তুলনীয়) **কামচ্ছন্দ**। (স্ত্রী) দুগ্ধপূর্ণ রস। = **খীর**।

স্নেহদোস (পুং) স্নেহদোষ, আদরে ত্রুটি, ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধীয় সুযোগের অভাব। ⟹ **দোস**।

স্নেহপরেত (বিণ) স্নেহবশত, স্নেহ করিয়া, স্নেহ পরবশ, স্নেহাভিভূত। ⟹ **পরেত**।

স্নেহযতি (ক্রি) = **সিনেহেতি**। ⟹ **সিনেহেতি**।

স্নেহ সংসেবা (স্ত্রী) আদর যত্নকরণ, স্নেহ পরায়ণ হইয়া সেবা বা গৌরবকরণ। ⟹ **সংসেবা**।

স্নেহেতি (ক্রি) = **সিনেহেতি**। ⟹ **সিনেহেতি**।

স্বসসু [সো+অসসু] = **সো সু**। ⟹ **সো সু**।

স্বাকার (বিণ) [সু+আকার] সুন্দর আকারবিশিষ্ট, সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট, যাহার আকার বা গঠন সুন্দর।

স্বাক্‌খাত (বিণ) [সু+আক্‌খাত] সু ব্যাখ্যাত, সুন্দররূপে ব্যাখ্যাকৃত, সুবর্ণিত, সুদেশিত, সুন্দরভাবে ভাষিত, সুন্দররূপে প্রকাশিত বা প্রচারিত, সুন্দরভাবে ধর্মোপদেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রকাশ্যত শিক্ষাপ্রদত্ত। (বিপ) **দুরক্‌খাত**।

স্বাগত (বিণ) ১ সমাদৃত, আদরে গৃহীত, অভ্যর্থিত, সম্ভাষিত, অভিবাদিত, সম্মান প্রদর্শিত। ২ কণ্ঠস্থ, মুখস্থ। (স্ত্রী) স্বাগত, সম্ভাষণ, অভ্যর্থনা, সুখে আগমন, শুভাগমন, কুশল প্রশ্ন, অভিভাদন, সম্মান প্রদর্শন।

স্বাগমো (বিণ) ধর্মজ্ঞাত, ধর্মে দক্ষ, ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ব বিদিত, ধর্মশিক্ষায় অধিবিদ্য, শিক্ষায় অভিজ্ঞ, তত্ত্বকুশল, ধর্মশাস্ত্রের সত্য বিষয়ে জ্ঞাত, ধর্মোপদেশ দানে সুদক্ষ। = **সুট্‌ঠু আগতাগমো**।

স্বাতন (বিণ) সকাল-সম্বন্ধীয়, বর্তমান দিনের বা যে কোনো নির্দিষ্ট দিনের পরদিন সম্বন্ধীয়। (করণ কারকে) **স্বাতনায**।

স্বাতনায (ক্রি-বিণ) সকালের জন্য, বর্তমান দিনের বা যে কোনো নির্দিষ্ট দিনের পরদিনের জন্য।

স্বাতিবত্ত (বিণ) [সু+অতিবত্ত] সহজে বিজিত, অনায়াসে পরাজিত করিয়াছে এরূপ, অনায়াসে জয়কৃত।

স্বাতিবত্তা (স্ত্রী) যে ব্যক্তি সহজে জয় করে, যে ব্যক্তি অনায়াসে জয় করিতেছে। ⟹ **অতিবত্তর** (২)।

স্বাধিট্‌ঠিত (বিণ) [সো+অধিট্‌ঠিত] আমার অধ্যুষিত, আমার আশ্রিত, আমার দ্বারা রক্ষিত বা শাসিত। ⟹ **অধিট্‌ঠিত** (৩)।

স্বাসসু [সো+অসসু] = **সো অসসু**। ⟹ **সো অসসু**।

স্বাহং [সো+অহং] স্বাহং, আমি স্বয়ং, সে আমিই, আমি নিজে।

স্বিদ = **সি**। ⟹ **সি**।

স্বে (অব্যয়, ক্রি-বিণ) আগামীকল্য। = **স্বে দিবস, সুবে**।

স্বে দিবস (ক্রি-বিণ) আগামীকল্য, অদ্য বিদসের পরদিন। = **স্বে, সুবে**।

হ

হ—অবর্গ ব্যঞ্জন কণ্ঠজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজবর্ণ বলে। ইহা জোর বা ঝোঁকের সহিত উচ্চারিত শব্দাংশ, যেমন—হে, ওহে, হি ইত্যাদি (বিনয়)। (বিনয়) **ইতি হ**—এইরূপে।

হং (অব্যয়, নিপাতসিদ্ধ) হায় হায় প্রভৃতি বিস্ময়সূচক শব্দ, যেমন—ওহে !, ওরে !, দেখ ! শুন ! সময়ে সময়ে জাতকে (হং+ইতি=) "**হন-তি**" শব্দরূপেও ব্যবহার হইয়াছে। ⟹ **হন্দ, হম্ভো**। (যৌগিকে) **ইতি হং**। অন্য অংশরূপে, যেমন—(ধর্মপদ অর্থকথা) **হংধী**; ধর্মপদের অন্যত্র "**হং দি**" শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়।

হং দি (ক্রি) = **হঞ্ঞতি**। ⟹ **হঞ্ঞতি, হং**।

হংধী = **হং দি**। ⟹ **হং দি, হং**।

হংস (স্ত্রী) লোম খাড়া হওয়ার অবস্থা। ⟹ **লোমহংস**। (পুং) ১ হংস, হাঁস, মরাল, জলচর পক্ষী। (জাতক) **সুবণ্ণ রাজহংস**—স্বর্ণবর্ণের বা সোনালি রঙের রাজহাঁস। সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ বিভিন্ন প্রকার হংসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—**হরিতহংস, তম্বহংস, খীরহংস, কালহংস**, পাকহংস, **সুবণ্ণহংস**। ২ এক প্রকার হর্ম বা পাকা দালান।

হংসগগ্গর—রাজহাঁসের শব্দ, রাজহংসীর রব, রাজহাঁসের ডাক। (বর্ণনায়) **হংসমধুরস্সর**।

হংসতি (ক্রি) [√হংস+অ] ১ = **ঘংসতি**। ⟹ **ঘংসতি**। ২ = **হস্সতি**। ⟹ **হস্সতি**। ৩ (বিনয়ে লোম বা কেশ সম্বন্ধে কথিত) খাড়া হইয়া থাকা, রোমাঞ্চ হওয়া, রোমাঞ্চিত হওয়া, লোমহর্ষণ হওয়া, চুলের প্রান্তভাগ বা আগা দাঁড়াইয়া থাকা, খাড়া হওয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম লাগাইয়া দেওয়া, তীক্ষ্ণাগ্রে আবৃত হওয়া, মেজাজ দেখানো, ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকা, পূর্ণ হওয়া। (অতীত) **হংসি**। (অ-বিণ) **হট্‌ঠ**। (করণে) **হংসেতি**।

হংসন (স্ত্রী) = **হংস**। ⟹ **হংস** (স্ত্রী)।

হংসপোতক (পুং) হাঁসের বাচ্চা, হংসশাবক, হাঁসের ছানা।

হংসমধুরস্সর = **হংসগগ্গর**। ⟹ **হংসগগ্গর**।

হংসরাজ (পুং) হংসরাজ, হংসশ্রেষ্ঠ, হাঁসের রাজা।

হংসি—যদি, ঘটনাক্রমে। = **হঞ্চি**।

হংসী (স্ত্রী) হংসী, হাঁসী, স্ত্রীজাতীয় হাঁস। (দাঠাবংস) **রাজহংসী**।

হংসেতি (ক্রি) রোমাঞ্চিত করা, চুলের আগা খাড়া করা, লোমসমূহ খাড়া হইয়া থাকিবার কারণ করা। ⟹ **হংসতি**।

হকার (বিণ) হ হ শব্দকারী।

হঙ্খতি (ক্রি) = **পটিহঙ্খতি**। ⟹ **পটিহঙ্খতি**।

হচ্চ (বিণ) হত্যাকারী, হত্যা করে এমন, বধক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভূনহচ্চ**—ভ্রূণ হত্যাকারী; (মিলিন্দ প্রশ্নে) **ভূত হচ্চ**।

হঞ্চি—যদি, ঘটনাক্রমে। = **হংসি**।

হঞ্ঞতি ⟹ **হনতি**।

হঞ্ঞেম ⟹ **হনতি**।

হঞ্ঞতি (ক্রি) [√হন+য] হত্যা হওয়া, বধিত হওয়া, হনন হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, নষ্ট হওয়া, বিনাশ হওয়া। ⟹ **হনতি, হন্তি**। (অতীত) **হঞ্ঞিং**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **হঞ্ঞিংসু**। (ব-বিণ) **হঞ্ঞমান**। (ভবিষ্যতে) **হঞ্ঞিস্সতি**। (ভ-বিণ) **হন্তব্ব**।

হঞ্ঞন (স্ত্রী) হনন, বধ, যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, (আইনে) মালক্রোক।

হট (বিণ) নীত, লইয়া গিয়াছে এরূপ। ⟹ **হরতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **হট হট কেস**—এলোমেলো চুলসহ। (পুং) একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **সাতহট**; (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **সাত**। (তুলনীয়) **হাটক**।

হটভক্খ (বিণ) জলজ উদ্ভিদ ভক্ষণ করে এমন, জলজ উদ্ভিদ খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন। ⟹ **হট** (পুং)।

হট হটকেস (বিণ) আলুলায়িত কেশ আছে এমন, আলুথালু কেশবিশিষ্ট, এলোমেলো চুলযুক্ত। ⟹ **কেস** (১), **হট** (বিণ)।

হট্‌ঠ (বিণ) ১ (কেশ বা চুল সম্বন্ধে) খাড়া হইয়া থাকে এরূপ, লোমহর্ষ, লোমসমূহ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকে এরূপ। (দাঠাবংস) **লোমহট্‌ঠজাত**। (তুলনীয়) **হট্‌ঠলোম**। ⟹ **হংসেতি**। ২ **হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, প্রফুল্ল**, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, দক্ষ, সুঠুঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল। ⟹ **হসতি**।

হট্‌ঠতুট্‌ঠ (বিণ) **হৃষ্টপুষ্ট**, উল্লাসপূর্ণ, আমোদপ্রমোদে ভরপুর, অতিশয় আহ্লাদিত, খুব আনন্দিত। = **তুট্‌ঠহট্‌ঠ**। ⟹ **হট্‌ঠ** (২)।

হট্‌ঠপহট্‌ঠ (বিণ) **হৃষ্টপ্রহৃষ্ট**, নিরতিশয় আনন্দিত। ⟹ **হট্‌ঠতুট্‌ঠ, পহট্‌ঠ** (২), **পহংসতি**।

হট্‌ঠমন (পুং) হৃষ্ট মন, আনন্দপূর্ণ মন। = **পীতিমন**।

হট্‌ঠলোম (বিণ) লোমহর্ষ, রোমাঞ্চ, দাঁড়ানো বা খাড়া কেশযুক্ত, রুক্ষকেশযুক্ত, কেশ বা লোমসমূহ খাড়া হইয়া গিয়াছে এরূপ, লোমসমূহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **লোমহট্‌ঠজাত**। (বিনয়ে) **পণ্ণলোম** (বিণ)। ⟹ **লোমহট্‌ঠ, হট্‌ঠ** (১), **লোম**।

হট্‌ঠবট্টক (স্ত্রী) = **হত্থবত্তক**। ⟹ **হত্থবত্তক**।

হঠ (পুং) হঠ, বলাৎকার, লুঠ, প্রসব, পশ্চাদ্গতি, প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, উৎপীড়ন, বল, আক্রমণ, অনিষ্ট। = **বলক্কার**।

হত (বিণ) হত, বধিত, হত্যাকৃত, ধ্বংসকৃত, নষ্টকৃত, ভঙ্গ, ভগ্নকৃত, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, আকুলিত, অভিভূত, অপকৃত, অনিষ্টকৃত, ক্ষতি করা হইয়াছে এরূপ, বিরক্ত করা হইয়াছে এরূপ, বিনষ্ট, বিনাশিত, ব্যাহত, পণ্ডকৃত, প্রতিহত, গুণিত, নিরাশ, কুৎসিত, তুচ্ছ, দগ্ধ, লুণ্ঠিত, বলপূর্বক গৃহীত। ⟹ **হনতি, হন্তি।** (বিনয়) **রেণুহতধূলাচ্ছন্ন।** "**হত**" শব্দ "যেই ব্যক্তি বিনষ্ট করিয়াছে বা হত্যা করিয়াছে অর্থাৎ নষ্টকারী বা হত্যাকারী" অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—**নাগহত**—নাগ বা হস্তী হত্যাকারী।

হতচক্খু (বিণ) হতচক্ষু, চোখহারা, অন্ধ, চক্ষুহারা, বস্তুরূপ দর্শনে শক্তিহীন, যেই ব্যক্তি চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, দৃষ্টিশক্তিহীন। ⟹ **চক্খু** (১ ক)।

হতজানিসু (ক্রি-বিণ) বধ-বন্ধনে। = **বধেন বা বন্ধনে বা জানিষা বা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⟹ **জানি** (১)।

হতত্ত (ক্লী) হতাবস্থা, ধ্বংস অবস্থা, বধিত হইয়াছে এরূপ অবস্থা, নষ্ট অবস্থা।

হতন্তরায (বিণ) [হত+অন্তরায] বিঘ্ন বিনাশকারী, অন্তরায় বিদূরণকারী, যেই ব্যক্তি বাধাবিপত্তি অপসারণ করে, অন্তরায় বিদূরিত করিয়া, বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া। ⟹ **অন্তরায।**

হতভাব (পুং) হতভাব, হত অবস্থা, নষ্টাবস্থা, ধ্বংস হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

হতবিক্খিত্তক (বিণ) হতবিক্ষিপ্ত, হত এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত, হত এবং বিক্ষিপ্ত, হত্যাকৃত এবং খণ্ডবিখণ্ড হইয়া সম্বন্ধচ্ছিন্ন, বধিত এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্নকৃত, বধিত এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তিত। ⟹ **বিক্খিত্তক, অসুভলক্খণ।**

হতাবকাস (বিণ) [হত+অবকাস] যে ব্যক্তি (ভালো হউক বা মন্দ হউক) সর্বপ্রকার সুযোগ ত্যাগ করিয়াছে বা হারাইয়াছে।

হতাবসেসক (পুং) হতাবশেষ, ধ্বংসে বা নষ্ট হওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, উর্ধ্বতন, একজনের মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী, অন্যের মৃত্যুর পর জীবনধারণ। (বিণ) হতাবশিষ্ট, ধ্বংসাবশিষ্ট।

হতি (স্ত্রী) হত্যা, বধ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু।

হত্থ (পুং) ১ হস্ত, হাত, কর, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত, হস্তিশুণ্ড, হাতের কনুই হইতে কব্জি অথবা অঙ্গুলিপ্রান্ত পর্যন্ত হাতের অংশ। (মধ্যম নিকায়) **হত্থপাদ।** (মহাবংস) **সহস্সহত্থ।** (জাতক) **পঞ্চহত্থ।** (জাতক পঞ্চমখণ্ড) **মুখসস চেব চতুন্নং চ চরনানং বসেন এতং বুত্তং।** (সংযুক্ত নিকায়) **কতহত্থ।** (জাতক) **হত্থেকরোতি**—হাতে করা, হাতে আনা, অধিকার করা, অধিকারে আনা বা লওয়া, পরাজয় করা, দমন করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা। (জাতক) **হত্থংগচ্ছতি**—(কাহারও) হস্তে যাওয়া বা হস্তগত হওয়া, শাসনাধীন হওয়া, প্রভাবে যাওয়া, কর্তৃত্বে যাওয়া, অধিকারে যাওয়া। (বিনয়) **হত্থগ; হত্থগত; হত্থগত্ত।** (জাতক) **হত্থহত্থ; দণ্ডহত্থ।** (সদ্ধম্মোপায়ন) **রিত্তহত্থ।** (মহাবংস) **বীণাহত্থ।** ২ মাপ বা পরিমাণস্বরূপ হাত (অর্থাৎ এক হাত দুই হাত করিয়া যেভাবে মাপা হয়), এক হস্ত বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ। (জাতক) **অসীতি হত্থ**—৮০হাত (দীর্ঘ)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নবহত্থ সাটক**—নয় হাত বস্ত্র। ৩ একমুষ্টি, কেশগুচ্ছ। ৪ হাতল, (কোনো কিছু ধরিবার) হাতল, বাঁট।

হত্থংগচ্ছতি ⟹ **হত্থ** (১)।

হত্থক (পুং) ১ হাতের ন্যায় বস্তু, হস্তের মত বস্তু। ২ একমুষ্টি, নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণ (সাহিত্যে—ছোট হাত)। = **কলাপ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (বিণ) হাতে আছে এরূপ।

হত্থকচ্ছপক (বিণ) হাত গুটাইয়া ছোট করে এরূপ, হাতের তালু বা পাঞ্জা গুটাইয়া কচ্ছপের ন্যায় বা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় শূন্যগর্ভ খোলাকৃতি করে এরূপ। (তুলনীয়) **কচ্ছপক।**

হত্থকম্ম (ক্লী) হস্তকর্ম, হাতের কাজ, হস্তকৃত কাজ, হস্তসাধিত কাজ, হস্তশিল্প, হাতের কৌশল, হস্তনৈপুণ্য, হাতের ব্যবসায়, কারুকার্য, কারিকরি, শিল্পকৌশল, নির্মিত দ্রব্য, (দৈহিক বা মানসিক) পরিশ্রম, শক্তকাজ, শ্রমিক কার্য।

হত্থকুক্কুচ্চং (বিণ) একাকী, নিঃসঙ্গ, সঙ্গীহীন, সঙ্গবিহীন, সম্পর্কশূন্য, বিষয়ানুরাগরহিত। (ক্রি-বিণ) কেবল। ⟹ **কুক্কুচ্চং** (১)।

হত্থকুত্তি (স্ত্রী) হস্তীসজ্জা। (তুলনীয়) **কপ্পনা।** ⟹ **কুত্তি।**

হত্থগ (বিণ) হস্তগত, হস্তাধীন, হাতে আসিয়াছে এরূপ, প্রভাবাধীন, ক্ষমতাধীন। ⟹ **হত্থ** (১)।

হত্থগত (বিণ) হস্তগত, অধিকারে বা দখলে আসে এরূপ, দখলকৃত, অধিকারগত, অধিকৃত, হস্তে পতিত, অধিকারভুক্ত, আয়ত্তাধীন, প্রাপ্ত। (ক্লী) অধিকার, অধিকৃত বস্তু, অধিকার ভোগ, সম্পত্তি। ⟹ **হত্থ** (১)।

হত্থগহণ (ক্লী) হস্তে গ্রহণ, হাতে ধরণ।

হত্থগাহ (পুং) = **হত্থগহণ।** ⟹ **হত্থগহণ।**

হত্থঙ্গুলি (স্ত্রী) হাতের আঙ্গুলি।

হত্থচ্ছিন্ন (বিণ) হস্তচ্ছিন্ন, হাতকাটা, যাহার হাত কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

হত্থচ্ছেদ (পুং) হস্তচ্ছেদন, হস্তকর্তন, হাতকাটা, হস্তচ্ছেদ। (জাতকে পাঠ আছে) **সুগতিযা ব হত্থচ্ছেদাদি।**

হত্থচ্ছেদন (ক্লী) হস্তচ্ছেদন। = **হত্থচ্ছেদ।**

হত্থট্‌ঠিক (ক্লী) [হত্থ+অট্‌ঠিক] হস্তাস্থি, হাতের অস্থি।

হত্থতল (ক্লী) হস্ততল, হাতের তালু। (বিপ) **হত্থপিট্‌ঠি।** ⟹ **পিট্‌ঠি** (১)।

হত্থত্থ (বিণ) [হত্থ+অত্থ; সংস্কৃত—হস্তস্থ] হস্তস্থ, হস্তস্থিত,

কাহারও ক্ষমতাধীনে আছে এরূপ। (তুলনীয়) **হত্থগত**। (ক্লী) ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব, প্রভাব, শাসন, বল, কার্যকারণ শক্তি, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি, বন্দিদশা। (জাতক) "**হত্থহত্থ গচ্ছতি (আগচ্ছতি)**"—ক্ষমতা বা শাসনের অধীনে আসা, সম্পূর্ণ ক্ষমতার মধ্যে হওয়া; (তুলনীয়) **হত্থগত, হত্থং গচ্ছতি**। (জাতক) **আযন্তি হত্থত্থং; হত্থত্থং আগত**।

হত্থখগত (বিণ) কাহারও হস্তগত, ক্ষমতাধীন, অধিকৃত, দখলকৃত, অধিকারভুক্ত।

হত্থখগতং গত = হত্থখতা। ⇒ **হত্থখতা**।

হত্থখতা (স্ত্রী) কাহারও হস্তগত অবস্থা, ক্ষমতার অন্তর্গত বা দখলকৃত অবস্থা। (জাতকে) **হত্থখতং গত**।

হত্থত্থর (পুং) = **হত্থত্থরণ**। ⇒ **হত্থত্থরণ**।

হত্থত্থরণ (ক্লী) হস্তীর আস্তরণ, হাতির আবরণ বা হাতির পিঠে বিছাইয়া বসিবার বস্ত্রখণ্ড।

হত্থন্তর [হত্থ+অন্তর] একহাত বা ১৮ ইঞ্চি।

হত্থপজ্জোতিকা (স্ত্রী) হাতের জাঁকজমক বা উজ্জ্বলতা, হস্তপ্রদ্যোতিকা, হস্ত দ্বারা আলোক প্রদান, হাত আলোকিতকরণ, হাতের দীপালি, (বর্তিকা বা টর্চ ধরিয়া) হস্তদগ্ধকরণ, একপ্রকার শাস্তিবিধান।

হত্থপতাপক (ক্লী) হস্তপ্রতাপক, হাত গরম করিবার জন্য অগ্নি রাখার পাত্র, কয়লার পাত্র বা অঙ্গার চাটু যাহাতে হাত সেঁকে বা গরম করা হয়। ⇒ **মন্দামুখি**।

হত্থপসারণ (ক্লী) [হত্থ+অপসারণ] হস্ত অপসারণ, হস্ত প্রসারণ, হাত বিস্তারকরণ।

হত্থপসারণট্‌ঠান (ক্লী) হস্তপ্রসারণের স্থান, হাত বাড়াইবার বা বিস্তার করিবার স্থান। ⇒ **ঠান** (৩ক)।

হত্থপাদ (পুং) হস্তপদ, হাত পা, হস্ত এবং পদ, হাত এবং পা। ⇒ **হত্থ**(১)।

হত্থপাদ ছিন্ন = হত্থপাদচ্ছিন্ন। ⇒ **হত্থপাদচ্ছিন্ন**।

হত্থপাদচ্ছিন্ন (বিণ) হস্তপদচ্ছিন্ন, হাত এবং পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

হত্থপাস (পুং) ১ হস্তবন্ধনী। ⇒ **পাস** (১)। ২ এক হাত দৈর্ঘ্য, হস্তপাশ, এক হাত অন্তর বা সীমা, হাতের পাশ বা পার্শ্ব, নৈকট্য, সান্নিধ্য, কাছকাছি অঞ্চলসমূহ, পাড়া।

হত্থপিট্‌ঠি (স্ত্রী) হস্তপৃষ্ঠ, হাতের পিঠ। (বিপ) **হত্থতল**। ⇒ **পিট্‌ঠি**(১)।

হত্থপুট (পুং, ক্লী) হাতের তালুর নিম্ন বা গর্তযুক্ত স্থান, অঞ্জলি, গণ্ডুষ। ⇒ **পুট** (৩)।

হত্থপ্পত্ত (বিণ) হাতের উপর রাখে অর্থাৎ ঠিক সম্মুখে বা চোখের সামনে রাখে এরূপ, হস্তে প্রাপ্ত, হাতে পাওয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **হত্থ** (১)।

হত্থবন্ধ—হস্তবন্ধ অর্থাৎ বলয়, বালা।

হত্থমুদ্দা (স্ত্রী) হস্তমুদ্রা, হস্তচিহ্নযুক্ত ভাষা, হাত দ্বারা আকার-ইঙ্গিত, হাতের ইশারা, হাতের ভঙ্গিমা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ (সাহিত্যে—হস্ত দ্বারা সংখ্যাবিজ্ঞান প্রকাশ), হস্তসংকেতে বা হাত নাড়া দিয়া কথা বলার (প্রশ্ন-উত্তর করার) উপায়। (জাতক) **হত্থমুদ্দায নং পুচ্ছিস্সামি ... মুট্‌ঠিং অকাসি, সা "অযংমে ... পুচ্ছতী'তি" ঞত্বা হত্থং বিকাসেসি, সো ঞত্বা ...**; ইহার পর সে মুখের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল। (জাতক) **হত্থমুদ্দং করোতি**—হাতে ইশারা করা বা সংকেত করা, হাতের ইঙ্গিত দ্বারা আহ্বান করা। (তুলনীয়) **ন হত্থবিকারো কাতব্বো, ন হত্থ-মুদ্দা দস্‌সেতব্বা**। ⇒ **মুদ্দা** (২)।

হত্থযোগিন (বিণ) হস্তপ্রয়োগকারী। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে,—"হস্ত ব্যবহারকারী সন্ন্যাসী"। ⇒ **যোগিন** (১)।

হত্থবট্টক (ক্লী) = **হত্থবত্তক**। ⇒ **হত্থবত্তক**।

হত্থবত্তক (ক্লী) ঠেলাগাড়ি, হাতে ঠেলা গাড়ি, যে গাড়ি হাতে ঠেলিয়া বা টানিয়া চালানো হয়।

হত্থবিকল (বিণ) হস্তবিকল, হস্তহীন। ⇒ **বিকল**।

হত্থবিকার (পুং) হস্তবিকার, হাতের গতি, হাতের গঠন, হাতের আকৃতি, হাতের ইঙ্গিত বা ইশারা, হাত দ্বারা আকার-ইঙ্গিত বা ইশারাকরণ, অঙ্গভঙ্গি। (বিনয়) **হত্থবিকার হত্থ-বিলঙ্গক**; (মধ্যম নিকায়ে) **হত্থবিকার বিলঙ্গক**। (বিনয়) **হত্থবিকারেন**—হস্তবিকার দ্বারা অর্থাৎ নিজের হাতে, নিজের হাত দ্বারা। (যৌগিকে) **হত্থবিকারেন হত্থবিলঙ্ঘকেন**। ⇒ **বিকার** (২)।

হত্থবিলঙ্ঘক (পুং) হাত দ্বারা হেঁচকা টান, হাতের ঝাঁকুনি, হাতের আকস্মিক লম্ফন বা কম্পন, (ইঙ্গিত করার ধরনে) হাতে ইশারাকরণ। (তুলনীয়) **হত্থবিকার**।

হত্থসঙ্কোচ (পুং) হস্তসংকোচ, হাত গুটানো বা হাতের ভঙ্গি। ⇒ **সঙ্কোচ**।

হত্থসার (পুং) অতি মূল্যবান বস্তু, হস্তসার, হস্তসম্পত্তি, হাতে রাখা সম্পত্তি, অস্থায়ী সম্পত্তি।

হত্থহত্থ (বিণ) হাতে হাতে, হাতে, হাতের মধ্যে, হাতের উপর হাত দিয়া বা হাত রাখিয়া। ⇒ **হত্থ** (১)।

হত্থাচরিয (পুং) হস্তির আচার্য, হস্তিশিক্ষক, যে ব্যক্তি হাতিকে শিক্ষা দেয়।

হত্থাপথ—কেবল হাত যাইতে পারে এরূপ পথ।

হত্থাপলেখন (বিণ) (ভোজন করার হাত পরিষ্কার করিবার জন্য) হাত চাটে এমন, হস্ত অবলেখন বা অবলেহন করে এমন। ইহা বিনয়ের অন্তর্গত "**সেখিয ধম্মে**" ৫২ নং নিষেধাত্মক "**সেখিয**"। (ক্লী) হাত চাটন, (খাওয়ার পর) হাত লেহনকরণ, হস্তাবলেহন, হস্তাবলেহন করণ, হাত চাটা অর্থাৎ খাওয়ার পর হাতে লাগিয়া থাকা এঁটো জিহ্বা দ্বারা অবলেহনকরণ (এরূপ জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খাওয়া হিন্দু সমাজে এবং মুসলমান সমাজে দেখা যায়), হস্তাবলেহন। **হত্থে পিণ্ডম্হে নিট্‌ঠিতে জিব্হায হত্থং অপলেখতি (অবলেখতি)**—খাওয়ার পর হস্তে লাগিয়া

থাকা অন্নব্যঞ্জনের অংশাবশিষ্ট জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খায়। = **হত্থাবলেখন**। ⟹ **অপলেখন**।

হত্থাভরণ (ক্লী) হস্তাভরণ, হাতের অলঙ্কার, বালা, বলয়।

হত্থাভিজপ্পন (ক্লী) ১ হাতের আঙুলের কর গনিয়া জপকরণ। ২ যে মন্ত্র বা যাদু দ্বারা মানুষ হাত উত্তোলন করিয়া থাকে।

হত্থারুহ (বিণ) হস্ত্যারূঢ়, গজারূঢ়, হাতিতে চড়া, হস্তির উপর আরোহী (সৈন্য)। ⟹ **পত্তিক** (১), **পত্তি** (ক্লী)।

হত্থারোহ (পুং) হস্ত্যারোহ, গজারূঢ় ব্যক্তি, হস্তিপক, মাহুত, হস্তিচালক।

হত্থালঙ্কার (ক্লী) ১ হাতের অলঙ্কার, বলয়, স্ত্রীলোকের হাতের মণিবন্ধের গয়না। = **পরিহরক** (ক্লী)। ⟹ **কম্বু** (২)। ২ হস্তির সাজ।

হত্থবলেখন = **হত্থাপলেখন**। ⟹ **হত্থাপলেখন**।

হত্থি = **হত্থী**। ⟹ **হত্থী**।

হত্থিঅত্থর = **হত্থত্থর**। ⟹ **হত্থত্থর**।

হত্থিঅত্থরণ = **হত্থত্থরণ**। ⟹ **হত্থত্থরণ**।

হত্থিঅলঙ্কার = **হত্থালঙ্কার**। ⟹ **হত্থালঙ্কার**(২)।

হত্থি আচরিয = **হত্থাচরিয**। ⟹ **হত্থাচরিয**।

হত্থিআরুহ = **হত্থারুহ**। ⟹ **হত্থারুহ**।

হত্থি আরোহ = **হত্থারোহ**। ⟹ **হত্থারোহ**।

হত্থিকন্ত (বিণ) = **হত্থিমন্ত**। ⟹ **হত্থিমন্ত**, **কন্ত** (১ ক)।

হত্থিকন্তবীণা (স্ত্রী) হাতিকে প্রলুব্ধ করিবার বীণা, যেই যাদুমন্ত্রযুক্ত বীণা বাজাইলে হাতি প্রলোভিত হয় অথবা হাতিকে বিপথগামী করে বা বিপথে লইয়া যায়।

হত্থিকলভ (পুং) হস্তিশাবক, হাতির বাচ্চা।

হত্থিকায (বহুবচনে) হস্তিসমূহ, হস্তিপুঞ্জ, হাতির দল, একস্থানে একত্রিত হাতি। ⟹ **কায**।

হত্থিকুম্ভ (পুং) হস্তিকুম্ভ, হাতির সামনের বা ললাটের গোলক অর্থাৎ হাতির মস্তক।

হত্থিকুল (ক্লী) হস্তিকুল, হাতির দল। বিভঙ্গ অর্থকথায় ১০টি হাতি একস্থানে একত্রিত হওয়াকেও হস্তিকুল বলা হইয়াছে।

হত্থিকোস = **হত্থীকোস**। ⟹ **হত্থীকোস**।

হত্থিক্খন্ধ (পুং) হস্তিস্কন্ধ, হাতির পৃষ্ঠদেশ, হাতির কাঁধ।

হত্থিক্খন্ধ-বরগত = **হত্থি-খন্ধ-বরগত**। ⟹ **হত্থি-খন্ধ-বরগত**।

হত্থি-খন্ধ-বরগত ⟹ **খন্ধ** (১ ক)।

হত্থিগোপক (পুং) হস্তিপ, হস্তিপক, মাহুত, হাতির মাহুত, হস্তিপালক, হাতিরক্ষক।

হত্থিদন্ত (পুং) হস্তিদন্ত, হাতির দাঁত, গজদন্ত, নাগদন্ত। = **রেরুন্ধ**। (ক্লী) গজদন্ত দ্বারা নির্মিত দ্রব্য।

হত্থিদমক (পুং) হস্তিদমনকারী মানুষ, যে ব্যক্তি হাতিকে বশীভূত করে বা দমন করে, হস্তিশিক্ষক। (বিণ) হাতি দমনকারী। ⟹ **দমক**।

হত্থিদম্ম (পুং) যেই হাতি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, যেই হস্তী শিক্ষা গ্রহণে আছে বা শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

হত্থিন (পুং) হস্তী, হাতি। (বিনয়) **নালাগিরি হত্থিন**। (কর্তৃকারক একবচনে) **হত্থী**। (সম্বন্ধ পদে) **হত্থিস্স**। (কর্মকারক বহুবচনে) **হত্থী**। মিলিন্দ প্রশ্নে একটি হাতি ধরা-সম্বন্ধে "**হত্থিন**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘনিকায়ে সপ্তরত্নের মধ্যে ইহা একটি। অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রায়ই ঘোড়ার সহিত (**অস্স-আদযো**) ইহার যুক্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (জাতক) **একচারিক হত্থিন**—একাচারী বা একাকী বিচরণকারী হস্তী। (মধ্যম নিকায়) **চণ্ড হত্থিন**—প্রচণ্ড বা পাজি হাতি। = **হত্থী**।

হত্থিনখ (পুং) হস্তিনখ, সদর দরজার প্রবেশ পথের উপর পরিকল্পিত একপ্রকার গম্বুজ, পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ।

হত্থিনখক (বিণ) "**হত্থিনখ**"-এর ন্যায় গম্বুজযুক্ত অথবা হস্তিমস্তকের চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত স্তম্ভের উপর রক্ষিত (সদর দরজা), হাতির থাবা বা নখযুক্ত, (বিনয়ের বর্ণনায়) পশুর থাবাচিহ্নিত। (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **হত্থিকুম্ভে পতিট্ঠিতং, এবং কতস্স কির এতং নামং** (?)। ⟹ **হত্থিনখ**।

হত্থিনাগ (পুং) হস্তিনাগ, মহাশালী ও গুণশালী হস্তী। ইহাদের নিকট ক্ষমাগুণ, তিতিক্ষাগুণ ও মৈত্রীগুণ যথেষ্ট। ইহারা সর্বদা হস্তিদলের নেতৃত্ব করিয়া থাকে। = **মহানাগ**। ⟹ **নাগ**।

হত্থিনাগ সঞ্জাত খন্ধ ⟹ **খন্ধ** (১ ক)।

হত্থিনিকা (স্ত্রী) = **হত্থিনী**। ⟹ **হত্থিনী**।

হত্থিনী (স্ত্রী) হস্তিনী, হাতিনী, করিণী, স্ত্রীজাতীয় হস্তী।

হত্থিপদ (ক্লী) হস্তিপদ, হাতির পা। ⟹ **পদ** (১)।

হত্থিপাকার (ক্লী) হস্তিপ্রাকার অর্থাৎ হাতির মূর্তি দ্বারা ডুমা করিয়া কাটা ভাস্কর্যের নিদর্শনযুক্ত দালানের উপর তলার দেয়াল।

হত্থিপামোক্খ (বিণ) রাষ্ট্রের বা রাজসরকারের হস্তিশ্রেষ্ঠ। ⟹ **পামোক্খ** (১)।

হত্থিপিট্ঠে—হস্তিপৃষ্ঠে। = **বারণস্স পিট্ঠে**। ⟹ **পিট্ঠে**(২)।

হত্থিপ্পভিন্ন (বিণ) মত্তহস্তী, উন্মত্তহস্তী, পাগলাহস্তী, ক্রুদ্ধহস্তী, উত্তেজিত হস্তী, প্রচণ্ডহস্তী, ক্রোধান্ধ হস্তী, কুপিত হস্তী, হস্তীমত্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়াছে এরূপ। = **মত্তহত্থি**। ⟹ **পভিন্ন** (১খ)।

হত্থিবন্ধ (পুং) = **হত্থিভণ্ড**। ⟹ **হত্থিভণ্ড**।

হত্থিভণ্ড (পুং) হস্তিপালক, হস্তিরক্ষক, হস্তির মালিক, হস্তিবিক্রেতা। = **হত্থিবন্ধ**, **হত্থিমেণ্ড**। ⟹ **ভণ্ড**(২)।

হত্থিমগ্গ (পুং) হস্তিমার্গ, হস্তির পদচিহ্নযুক্ত পথ, হাতি চলার পথ।

হত্থিমঙ্গল (ক্লী) হস্তিমঙ্গল, হস্তিগণের মঙ্গলোৎসব, হাতির উৎসব।

হত্থিমত্ত (বিণ) ১ হাতির ন্যায় প্রকাণ্ড, হস্তিমাত্র। = **মুণ্ডপব্বতক**। ২ হস্তিমত্ত, হস্তিক্রুদ্ধ, হস্তির ন্যায় মাতাল, খাতে পতিত হস্তির ন্যায় উন্মত্ত। ⟹ **মত্ত**(২)।

হত্থিমন্ত—হস্তিমন্ত্র, হাতিকে প্রলোভিত বা প্রলুব্ধ করিবার যাদুমন্ত্র।

হত্থিমহ (পুং, ক্লী) হস্তীর উৎসব। (তুলনীয়) **হত্থিমঙ্গল**। ⟹ **মহ** (২)।

হত্থিমারক (বিণ) হস্তিমারক, হস্তিশিকারী, হস্তিবধকারী, হস্তিধ্বংসকারী, হাতির অনিষ্টকারী। ⟹ **মারক**।

হত্থিমেণ্ড (পুং) হস্তিরক্ষক, হাতির পরিচর্যাকারী। = **হত্থিবন্ধ, হত্থিভণ্ড**। ⟹ **মেণ্ড** (২)।

হত্থিযান (ক্লী) ১ হস্তিযান, হাতিরূপ যান, আরোহণ করিবার হস্তী, হাতির গাড়ি, হাতি দ্বারা টানা গাড়ি। ⟹ **যান** (২)।

হত্থিযুদ্ধ—হস্তিযুদ্ধ, (নাটকীয় দৃশ্যস্বরূপ) হাতির যুদ্ধ, হাতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ, হাতির লড়াই।

হত্থিযূত (ক্লী) হস্তিযূথ, হস্তিপাল, হাতির দল, হস্তিসমূহ। ⟹ **যূত**।

হত্থিযুতং—হস্তিযুগল, যুগ্মহস্তী, জোড়াহাতি, দুইটিহাতি।

হত্থিরূপক—হস্তিমূর্তি, হাতির ছবি, খেলার পুতুল হাতি, খেলার হাতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থিরূপক অস্সরূপক**।

হত্থিলণ্ড (পুং) হাতির বিষ্ঠা বা মল। ⟹ **লণ্ড**।

হত্থিলিঙ্গ সকুণ (পুং) হস্তিলিঙ্গ পক্ষী, একজাতীয় গৃধিনী বা শকুনি যাহার চঞ্চুখানি হাতির শুণ্ড বা শুঁড়ের ন্যায়।

হত্থিবত (পুং, ক্লী) হস্তিব্রত, হাতির আচার বা স্বভাব। এখানে ইহার অর্থ "**বত**" (১) সদৃশ। ⟹ **বত** (২খ)।

হত্থিবত্ত = **হত্থিবত**। ⟹ **হত্থিবত**।

হত্থিবাহন (ক্লী) হস্তিবাহন, হস্তিরূপ বাহন অর্থাৎ হস্তির উপর আরোহণ, হস্ত্যারোহণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) রাজা প্রদ্যোতের পঞ্চবিধ "**বাহনানি**", যথা—**কণেরু, দাস, দ্বে অস্সা, হত্থি**। ⟹ **বাহন** (ক্লী)।

হত্থিবেজ্জ (পুং) হস্তিবৈদ্য, হস্তিচিকিৎসক, হাতির বৈদ্য। ⟹ **বেজ্জ**।

হত্থিসালা (স্ত্রী) হস্তিশালা, হাতি রাখিবার বা বাঁধিবার ঘর। ⟹ **সালা**।

হত্থিসিপ্প (ক্লী) হস্তিশিল্প, হাতি শিক্ষা দিবার জ্ঞান বা বিদ্যা, হস্তিশিক্ষা, হস্তিজ্ঞান, হস্তিবিদ্যা, হস্তিশিক্ষার পেশাদারী জ্ঞান।

হত্থিসুত্ত (ক্লী) হস্তিসূত্র অর্থাৎ হস্তিশিক্ষকের প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র গ্রন্থ, হস্তিশিক্ষার নিয়মাবলী সংবলিত পুস্তক।

হত্থিসোণ্ডক (পুং) ১ হস্তিশুণ্ড, হাতির শুঁড়। ২ অন্তর্বাস বা অধোবাস যাহাতে হাতির শুঁড়ের ন্যায় উপাঙ্গ বা অনুবন্ধ লাগাইয়া সেলাই করা হইয়াছে।

হত্থিসোণ্ডা (স্ত্রী) হস্তিশুণ্ড, হাতির শুঁড়। = **হত্থিসোণ্ডক** (১)।

হত্থী (পুং) হস্তী, হাতি, করী, গজ। "**হত্থি**" শব্দটি বানান ভুল। = **হত্থিন**।

হত্থীকোস (পুং) হস্তিশালা। = **হত্থিসালা**। ⟹ **কোস**।

হত্থেকরোতি ⟹ **হত্থ** (১)।

হত্থে সু সতি—হাত যখন সেখানে আছে। ⟹ **সু** (৩)।

হত্থোলম্বক (ক্লী) [হত্থ+ওলম্বক] ⟹ **ওলম্বক**।

হদযং (ক্লী) ১ দেহযন্ত্র, ভৌতিক ইন্দ্রিয় বা শারীরিক জীবাঙ্গ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **এত্থ উরো হদযং'তি বত্তং**। ২ হৃদয়, চিত্ত, মন, হৃৎপিণ্ড, অন্তর, অন্তঃকরণ। = **চিত্ত**। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে,—মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, অনুভব, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদির আসন বা ভিত্তিভূমি হৃদয়, (বর্ণনায় ইহা) শক্তিশালী আবেগ বা মানসিক সুগভীর অনুভূতি (বেদের বর্ণনায়ও ইহা একইরূপ) যাহা হৃদয়ের কার্যেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যান্য গ্রন্থেও ইহাকে "**চিন্তা**"রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, অথবা ইহা "**হদযং বুচ্চতি চিত্তং**" সদৃশ এবং ধর্মসঙ্গণীর বর্ণনায় "**মনো মানস পণ্ডর**" ইত্যাদি; (তুলনীয় ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **চিত্তং-অব্ভন্তর'ত্থেন হদযং'তি বুত্তং**। "**চিত্ত**" এর সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে সূত্রনিপাতে বলা হইয়াছে, "**হদযং তে ফলেস্সামি**"—আমি তোমার হৃদয় বা মন ভাঙ্গিয়া দিব বা ভিন্ন করিয়া দিব। (জাতক) **হদযং ফলিতং**—হৃদয় বা মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; **ছিন্ন হদযং**—হৃদয় বা মন ছিন্ন হইয়াছে বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **হদযস্স সন্তি**—হৃদয় বা মনের শান্তি। (মধ্যম নিকায়) **হদযা হদযং অঞ্ঞায তচ্ছতি**। (জাতক) **হদযং নিব্বাযি**—হৃদয় বা মন (অর্থাৎ ক্রোধ) শান্তভাব ধারণ করিল বা ঠাণ্ডা হইয়া গেল; **হদযং মে অবকড়ঢতি**— আমার হৃদয় বা মন দুঃখে উন্মত্ত প্রায়।

হদযগত = **হদযঙ্গত**। ⟹ **হদযঙ্গত**।

হদযগম = **হদযঙ্গম**। ⟹ **হদযঙ্গম**।

হদযঙ্গত (বিণ) অন্তরে বা হৃদয়ে গিয়াছে এরূপ, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করা হইয়াছে এরূপ, হৃদ্য, হৃদয়গত। (তুলনীয়) **হদযঙ্গম**।

হদযঙ্গম (বিণ) [হদযং+গম] হৃদয়ঙ্গম, হৃদ্য, হৃদয়গত, হৃদ্‌গত, মনোগত, উপযুক্ত, মনোহর, হৃদয়ে গমন করিতেছে এমন, হৃদয়ঙ্গম হইতেছে এরূপ, বুঝিয়া নিতে পারিতেছে এরূপ, জ্ঞাত হইতেছে এরূপ, মর্মস্পর্শী, চিত্তস্পর্শী, আনন্দদায়ক, মনোহর, সুখকর, আনন্দ-জনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মুগ্ধকারী, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, হৃদয় বা মন উত্তেজনাকারী।

হদযঙ্গম বদ (বিণ) হৃদয়ঙ্গম বা হৃদয়পূর্ণ কথার। = **বগ্গুবদ**। (পুং) হৃদয়ঙ্গমজনক কথা।

হদযট্‌ঠি (স্ত্রী) হৃদয়াস্থি। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় ইহা "**পাদট্‌ঠি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

হদযনিস্‌সিত (বিণ) হৃদয়নিঃসৃত, হৃদয় হইতে নির্গত, হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। = **হদযস্‌সিত**।

হদযপরিলাহ—হৃদয়ের (প্রজ্বলনজনিত) উত্তাপ, আবেগ বশত হৃদয়ের উত্তেজনা, হৃদয়স্থিত সংবেগ।

হদযফালন--হৃদয় বিদীর্ণতা, হৃদয়বিদীর্ণ অবস্থা, হৃদয়ফাটা অবস্থা।

হদযভেদ—হৃদয় ভাঙ্গা, উপায়যুক্ত প্রবঞ্চনায় কোনো এক প্রকার কৌশল, হৃদয়ভেদ।

হদযমংসং (ক্লী) হৃদয় মাংস, হৃদয়, হৃৎপিণ্ড।

হদযবঞ্চন—হৃদয় প্রতারণা, মনকে ঠকানো বা প্রবঞ্চনা-করণ। (তুলনীয়) **হদযখেন** (জাতক ৪র্থ খণ্ড)।

হদযবত্থু (ক্লী) ১ হৃদয়ের সারাংশ। ২ হৃদয়বস্তু, হৃদয়রূপ বস্তু বা প্রধান উপাদান, মনের ভিত্তিস্বরূপ হৃদয়, সংবেদজ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শযুক্ত মন বা হৃদয়। বিশুদ্ধিমার্গে "**বিঞ্ঞাণ**"-কে "**হদযবত্থু**" বলা হইয়াছে।

হদযসন্তাপ (পুং) হৃদয়সন্তাপ, হৃদয় জ্বলা বা দগ্ধ হওয়া, দুঃখ, শোক, দুঃখকষ্ট, ব্যথা, উৎপীড়ন, বুকজ্বালা, অন্তর্দাহ, অনুশোচনা, দুঃখের কারণ।

হদযস্‌সিত (বিণ) হৃদয়াশ্রিত, (**সল্ল**—ছোট শল্য বা বর্শা সম্বন্ধে) হৃদয়ে বিদ্ধ বা প্রবিষ্ট। = **হদযনিস্‌সিত**।

হদযেরিত (বিণ) [হদয+ঈরিত] হৃদয়কম্পিত।

হন (অব্যয়) = হং। ⟹ **হং**।

হনতি (ক্রি) [√হন+অ] ১ আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্বালিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, ঝাড়া, (ধান্যাদি) আছড়াইয়া বাহির করা, (শস্যাদি) মাড়া, খুব প্রহার করা, আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসা, শস্য মর্দন করা, পরাভূত করা। ২ হত্যা করা, হনন করা, বধ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **অসিনা হন্তি অত্তানং**। (জাতক) **মগ্গং হনতি**—রাস্তার উপর পথচারীগণকে হত্যা করা। ৩ অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, ধ্বংস করা, ভঙ্গ করা। বর্তমানকাল:—উত্তমপুরুষ (একবচনে) **হনামি**; (বহুবচনে) **হনাম**। মধ্যমপুরুষ (একবচনে) **হনসি**; **হনথ**। প্রথমপুরুষ (একবচনে) **হনতি, হনাতি**; (বহুবচনে) **হনন্তি**। (পঞ্চমী) **হন, হনস্‌সু, হনন্তু**। (সপ্তমী) **হনে, হনেয্য**। (অতীত) **হনি**, (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **হনিংসু**। (অ-বিণ) **হত**। (ব-বিণ) **হনন্ত, হনন্তো, হনমান, অ-হন**—বধ বা হত্যা করে না এমন। (ভবিষ্যতে) **হনিস্‌সতি, হঞ্ঞতি, হঞ্ছেম**। (ভ-বিণ) **হন্তব্ব, হনিতব্ব**। (ক্রি-বি) **হনত্বা, হনিত্বা, হনিত্বান**। (কর্মবাচ্যে) **হঞ্ঞতি**। (তুম্) **হনিতুং, হন্তুং**। (করণে) **হনাপেতি, ঘাতাপেতি, ঘাতেতি**। (তুলনীয়) **উপহনতি, বিহনতি, ঘাত, পলিঘ**। ৪ পাত্রশূন্য করা বা হওয়া। = **বচ্চং ওসজ্জতে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **উহনতি**(২), **ওহনতি**। (অ-বিণ) **হন্ন**।

হনন (ক্লী) হনন, হত্যা, বধ, হত্যাকরণ, আঘাতকরণ, অপকারকরণ, ক্ষতিকরণ, নষ্টকরণ।

হনাপেতি (ক্রি) হত্যা করায়, ধ্বংস করায়, বধ করিবার কারণ করা, নষ্ট বা ভঙ্গ করিবার কারণ করা। ⟹ **হনতি, ঘাতেতি**। (বিনয়ে) **ঘাতাপেতি**। (ধর্মপদে) **ঘাতেতি**।

হনু (স্ত্রী) হনু, হনূ, গণ্ডদেশের উপরিভাগ, চোয়াল, চোয়ালের ন্যায় বস্তু। (জাতক) **মহাহনু; হনুসঞ্চলন**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **হনুসঞ্চোপন**। (দীর্ঘনিকায়) **হনুসংহনন**।

হনুসংহনন (ক্লী) হনুবন্ধকরণ, নিঃস্তব্ধ বা বোবা করিবার যাদুমন্ত্র। ⟹ **হনু**।

হনুকা (স্ত্রী, ক্লী) = **হনু**। ⟹ **হনু**। (জাতক) **হনুকাট্‌ঠিক**।

হনুকাট্‌ঠিক (ক্লী) চোয়ালের অস্থি। ⟹ **হনুক**।

হন্তর (পুং) ঘাতক, হননকারী, জল্লাদ, আঘাতকারী, যে ব্যক্তি হত্যা করে বা বধ করে, হন্তা, হননকর্তা, বধক, বধকারক। = **হন্তু**।

হন্তি (ক্রি) [হং+তি] = **হনতি**। ⟹ **হনতি, হং**। (অ-বিণ) **হত**।

হন্তু (পুং) = **হন্তর**। ⟹ **হন্তর**।

হন্দ (অব্যয়) ১ (হর্ষবিস্ময়সূচক) এস, আস, শুভদিন। ২ (বিশেষত পঞ্চমীতে অর্থাৎ আদেশ বা অনুজ্ঞা অর্থে) উত্তম, তাহা হইলে চল, বেশ তাহা হইলে, কিন্তু, অতঃপর, সুতরাং, এরূপ হইলে, তাড়াতাড়ি কর, হায় হায় (দুঃখ প্রকাশক শব্দ), (মধ্যমপুরুষে) গ্রহণ কর, ধর, ধারণ কর। = **ববসায'ত্থে নিপাতো**। = **পদসন্ধি**। = **গণ্‌হ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **উপসগ্গ'ত্থে নিপাতো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ব্যবসানে**। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **হন্দাহং গমিস্‌সামি**। ⟹ **গণ্‌হাতি, চোদনা**। **হন্দযামি ভিক্‌খবে**—হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা বা আদেশ করিতেছি গ্রহণ কর। (ক্লী) পরামর্শ, উপদেশ, প্রণোদন, সম্মতি, অনুমতি। **হন্দযামি**—আমি অনুমতি দিতেছি। ⟹ **ববস্‌সগ্গ**।

হন্ন (বিণ) আরাম করে এরূপ, পাত্র শূন্য করে এরূপ, পাত্র খালি করে এরূপ। ⟹ **হনতি** (৪)।

হম্ভো (অব্যয়) বিস্ময়ভাব প্রকাশক শব্দ, অহঙ্কার ভাব প্রকাশজনক শব্দ, সমান সমানের মধ্যে সম্বোধনসূচক ব্যবহৃত শব্দ। ⟹ **অম্ভো**।

হম্মিয (ক্লী) হর্ম্য, ধনীদিগের বাসভবন, প্রাসাদ, ইষ্টকাদি

দ্বারা নির্মিত গৃহ, বৃহৎ অট্টালিকা, ইষ্টকনির্মিত দীর্ঘ প্রকাণ্ড ২/৩ তলা বা তদূর্ধ্ব বাসভবন। বিনয়ে বলা হইয়াছে পঞ্চ "লেণানি", যথা—**হম্মিয, বিহার, অড্ঢযোগ, পাসাদ, গুহা**। (বিনয়) **হম্মিযগব্ভ**।

হম্মিযগব্ভ—প্রকাণ্ড অট্টালিকার বা প্রাসাদের সর্বোপরি-তলস্থ কক্ষ বা কামরা। ⟹ **হম্মিয**।

হয (পুং) ১ হয়, অশ্ব, ঘোটক, ঘোড়া। ২ বেগ, দ্রুতগমন, শীঘ্রতা, গতিবেগ।

হযবাহিন (বিণ) অশ্ববাহী, অশ্বারোহী, অশ্বারোহণে দ্রুতগমনকারী, ঘোড়ায় টানা। = **সিন্ধববাহিন**। ⟹ **বাহিন**।

হযবাহী (বিণ) = **হযবাহিন**। ⟹ **হযবাহিন**।

হযানীক (ক্লী) অশ্বারোহী সৈন্য, হয়যানিক।

হর (বিণ) মনোহর, চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী, হরণ করে এমন, আকর্ষণ করে এমন, যাইয়া আনয়নকারী, লইয়া যায় এমন, হরণকারী, বহনকারী, যে লইয়া যায়। (জাতক) **বযোহর**।

হরণ (ক্লী) হরণ, অপহরণ, চুরি, গ্রহণ, বহন, ভাগকরণ, ধৃতকরণ, অপসারণ। (জাতক) **কুচ্ছিহরণ**--পেট ভর্তিকরণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হরণভত্ত**।

হরণক (বিণ) বহনযোগ্য, সরানো যাইতে পারে এরূপ, অস্থায়ী, চলনশীল। (ক্লী) চালান দিবার মাল, বহন করিয়া নিবার দ্রব্য, চলনশীল বস্তু, অস্থায়ী জিনিস।

হরণভত্ত—সঙ্গে করিয়া নিবার খাদ্য বা অন্ন। ⟹ **হরণ**।

হরণী (স্ত্রী) উত্তেজনা বা উদ্দীপনা স্থাপনকারী (সাহিত্যে—বহনকারী) স্নায়ু বা শিরা। (বিনয়) **রসহরণী**—স্বাদ গ্রহণকারী স্নায়ু। সাধারণত জাতকে ইহার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে শতসহস্র অর্থাৎ একশ হাজার। (বিনয়) **কণ্ণমল হরণী**—কর্ণমল ফেলিবার যন্ত্র। (তুলনীয়) **হারক**।

হরতি (ক্রি) [√হর+অ] ১ ভার বহন করা, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সমর্থ হওয়া, দেহভঙ্গি করা, কোনো স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, অন্য কলমে বা পাতায় যোগ করা, সঙ্গে করিয়া নেওয়া বা লইয়া যাওয়া। (বিপ) **পচ্চহরতি**। ২ আনয়ন করা, বহন করা, উৎপন্ন করা, সংগ্রহ করা, প্রবর্তিত করা, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, দোবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা। ৩ লওয়া, (ফল) সংগ্রহ করা। ৪ যাইয়া আনয়ন করা, প্রাপ্ত হওয়া, (মূল্যে) বিক্রীত হওয়া, আকর্ষণ করা, ক্রয় করা, মূল্য দিয়া বশ করা, খুব ত্যাগ স্বীকার করিয়া লাভ করা, (জাতক) **মম সন্তিকা হরতি**। ৫ সরানো, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, নষ্ট করা, লোপ করা, উঠাইয়া দেওয়া, রদ করা, রহিত করা। ৬ হরণ করা, লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক লইয়া যাওয়া, ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া, লুঠ করা, চুরি করা, লণ্ঠন করা, অতর্কিতে বা চাতুরীর সহিত লাভ করা, গোপনে প্রবেশ করা, গোপনে সরিয়া পড়া। ৭ কাড়িয়া লওয়া, ছিনাইয়া লওয়া, হরণ করা, নষ্ট করা, ধ্বংস করা, হত্যা করা, বধ করা, ভঙ্গ করা। (জাতক) **জীবিতং হরতি**—প্রাণহানি বা জীবন হরণ করা, প্রাণ ধ্বংস করা; **বিসংহরতি**। (অতীত) **হরি, অহাসি** (তুলনীয়) **উপসংহাসি** (সংযুক্ত নিকায়), **পহাসি, পরিযুদাহাসি, অজঝুপাহরি**। (অ-বিণ) **হট**। (ব-বিণ) **হরন্ত, হরমান**। (ভবিষ্যতে) **হরিস্সতি, হাহিতি**। (ভ-বিণ) **হরিতব্ব**। (ক্রি-বি) **হরিত্বা, হাতূন**। (কর্মবাচ্যে) **হরীযতি, হীরতি**। (তুম) **হরিতুং, হাতবে, হাতুং**(⟹ **বোহরতি**), **হত্তুং**(⟹ **আহরতি**)।(করণে) **হারেতি, হরাপেতি**।

হরাপেতি (ক্রি) আনানো, আনয়ন করানো, আনিবার কারণ করা, প্রস্তাব করা, বহন করানো, হরণ করানো, লুঠ করানো, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, ঘটা, (জরিমানা স্বরূপ) লওয়ার কারণ করা। ⟹ **হরতি**। (অতীত) **হরাপেসি**। (অ-বিণ) **হরাপিত**। (ক্রি-বি) **হরাপেত্বা**।

হরাযতি (ক্রি) ১ লজ্জিত হওয়া। (ব-বিণ) **হরাযন্তো, হরাযমান**। (যৌগিকে) **অট্টিযতি হরাযতি**। ⟹ **হিরিযতি**। ২ ভগ্নোদ্যম হওয়া, অবনত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, বিতর্কপূর্ণ হওয়া, বধকাষ্ঠ হওয়া, বর্ণসংকরজাতি হওয়া, সংকর হওয়া, বিরক্ত করা, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, দাঁত দিয়া কাটা, মন খারাপ করা, ঘ্যান ঘ্যান করা (তুলনীয়—**হিরিযতি**)।(থেরগাথা) **মা হরি**—মন খারাপ করিও না, বিরক্ত হইও না। (অতীত) **হরাযি**। (ব-বিণ) **হরাযমান, হরিয্যমান**। (ক্রি-বি) **হরাযিত্বা**।

হরাযমান (বিণ) বিরক্ত হয় এমন, উত্ত্যক্ত হয় এমন, ভগ্নোদ্যম হয় এমন, মন খারাপ করে এমন, হয়রান হয় এমন। ⟹ **হরাযতি**।

হরি (বিণ) হরি, হরিৎবর্ণ, সবুজ রঙের, পিঙ্গলবর্ণ, কপিল বর্ণ, হলদে বর্ণ, হরিৎ, টাটকা, নূতন, অপক্ব, অনভিজ্ঞ, নবীন, পিঙ্গল। (জাতক) **হরিস্সবণ্ণ**। **হরিস্সবণ্ণ**। (অতীত ক্রিয়া) ⟹ **হরতি**।

হরিচন্দন (পুং, ক্লী) হরিচন্দন, দেবতরুবিশেষ, পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠ-বিশেষ, গোশীর্ষনামক শ্বেতচন্দন, হরিতবর্ণ চন্দন, কুঙ্কুম, পদ্মকেশর, হলদেবর্ণ চন্দন। ⟹ **চন্দন**।

হরিণ (পুং) হরিণ, মৃগ, কুরঙ্গ।

হরিত (বিণ) ১ হরিৎ, হরিতবর্ণ, হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, পাণ্ডুর, ফিকে (হরিৎ), ফ্যাকাসে বা মলিন (পায়ের রং-সম্বন্ধে), কিঞ্চিৎ পীত, পীতাভ। বিমানবত্থু অর্থকথায় এবং পেতবত্থু অর্থকথায় ধর্মপাল ইহাকে "**নীল**" রূপে বর্ণনা দিয়াছেন যদিও ইহা ঠিক অর্থ হয় নাই। পেতবত্থুতে

পুকুরের পাড় সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (বিমানবত্থু) **হরিতপত্ত**—(পদ্মের) হরিতবর্ণ পত্র। জাতকে গম সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **হরিত হংস**—হরিত বর্ণের অথবা সোনালী রঙের হাঁস। ২ কাঁচা, অপক্ক, টাটকা, নূতন, সদ্য, সতেজ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **হরিত কুস**। (ক্লী) উদ্ভিদ, শাকসবজি। বিনয়ে সাধারণত গমক্ষেত্র অথবা ভক্ষ্য শস্যাদির ক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন—নির্দিষ্ট বর্ণনায় আছে **"হরিতং নাম পুব্বণ্ণং অপরণ্ণং"** ইত্যাদি। (তুলনীয়) **হরিতপণ্ণ**—শাকসবজি।

হরিতক (ক্লী) ১ হরিতক, হরিদ্বর্ণ তৃণ, শাক, বৃক্ষের পত্রাদি। ২ পাত্রভাঙ্গা চাঁড়া।

হরিত তিণ—হরিত তৃণ, হরিদ্বর্ণের ঘাস, সবুজ রঙের ঘাস। ⟹ **তিণ**।

হরিতত্ত (ক্লী) হরিতবর্ণ অবস্থা, টাটকা অবস্থা, নূতনতা, অপক্কতা, নবীনতা, নূতন ও সবল অবস্থা, সতেজ অবস্থা, অব্যবহৃত বস্তু।

হরিতপণ্ণ (ক্লী) শাকসবজি, কাঁচাদ্রব্য, হরিৎ বা সবুজ বর্ণের পত্রাদি। ⟹ **পণ্ণ** (১), **হরিত** [২(ক্লী)]।

হরিতপত্ত ⟹ **হরিত** (১)।

হরিতব্ব (বিণ) লইয়া যাওয়া উচিত, বহন করিয়া নিবার যোগ্য, সরানো উচিত, সরাইয়া নেওয়ার যোগ্য। ⟹ **হরতি**।

হরিতহংস ⟹ **হরতি** (১)।

হরিতা (স্ত্রী) স্বর্ণ, সোনা, সুবর্ণ।

হরিতাময (বিণ) স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্মিত। কিন্তু জাতক অর্থকথা বর্ণনায়—**"হরিত মণি পরিক্খাত"**।

হরিতামাতর (পুং) হরিদ্বর্ণ বেঙের পুত্র। এই শব্দটি জাতকের গাথায় দৃষ্ট হয়।

হরিতাল (ক্লী) হরিতাল, পীতবর্ণের স্বনাম প্রসিদ্ধ ধাতুবিশেষ।

হরিতু (পুং) যেই ব্যক্তি লইয়া যায় বা সরাইয়া ফেলে, হরণকারী।

হরিতুপ্পত্ত (বিণ) হরিদ্বর্ণ ফসলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, হরিদ্বর্ণ ঘাস ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, হরিদ্বর্ণে আচ্ছাদিত (অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ ঘাস ও ভক্ষ্য-শস্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত)। (মধ্যম নিকায়) **হরিতুপ্পত্তা ভূমি**। ⟹ **পত্ত** (৩)।

হরিত্তচ (বিণ) স্বর্ণবর্ণের, সোনালী রঙের, সুবর্ণবর্ণ চর্মবিশিষ্ট।

হরিপদ (বিণ) স্বর্ণবর্ণের পদবিশিষ্ট, সোনালী রঙের পা আছে এমন, হলদে বর্ণের পা আছে এমন। (পুং) হরিণ।

হরিস্সবণ্ণ (বিণ) স্বর্ণবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, সোনালী রঙের, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ আছে এমন। = **হরি-সমান-বণ্ণ সুবণ্ণবণ্ণ** (জাতক অর্থকথা)।

হরীটক (ক্লী) = **হরীতক**। ⟹ **হরীতক**।

হরীতক (ক্লী) হরীতকী-আমলকী-বহেড়া ফল, হলদে বর্ণের হরীতকী-আমলকী-বহেড়া ফল। ⟹ **হরীতকী**, **ফল** (১)।

হরীতকী (স্ত্রী) হরীতকী ফল এবং ফলের গাছ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পূতিহরীতকী**। (বিনয়) **হরীতকী পণ্ণিক**।

হরীতকী পণ্ণিক—সর্বপ্রকার শাকসবজি। ⟹ **হরীতকী**।

হরীযতি (ক্রি) হরণ করা হয়, নষ্ট করা হয়, কাড়িয়া নেওয়া হয়, লইয়া যাওয়া হয়। ⟹ **হরতি**। (অতীত) **অহীরথ**। (অ-বিণ) **হট**। (ভ-বিণ) **হরিতব্ব**।

হ রে (অব্যয়) নিজ অপেক্ষা বয়সে বা পদমর্যাদায় বা গুণমর্যাদায় ছোট জনের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ-বিশেষ, যেমন—ওরে, ওহে, হেরে, হে। ⟹ **রে**। পেতবত্থু টীকায় **"সু"** শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

হরেণুক (পুং) = **হরেণুকা**। ⟹ **হরেণুকা**। (মধ্যম নিকায়) **হরেণুক যূস**।

হরেণুক যূস (পুং, ক্লী) মসুর-মটর ডালের যূষ বা ঝোল। ⟹ **হরেণুক**, **যূস** (১)।

হরেণুকা (স্ত্রী) মসুর-মটর প্রভৃতি। = **হরেণুক**।

হল (ক্লী) হল, লাঙ্গল, হাল, চাষ, ভূমিকর্ষণ।

হলং—যথেষ্ট, প্রচুররূপে, কেন। (বিনয়) **হলংদানি পকাসিতুং**—আমি কেন ধর্মদেশনা করিব? = **হি অলং**।

হলাযুধ (ক্লী) ১ লাঙ্গলরূপ অস্ত্র, লাঙ্গল পুচ্ছ বা লাঙ্গলের খুঁটি। ২ একটি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম-বিশেষ।

হলাহল (ক্লী) ১ হলাহল, বিষ-বিশেষ, কালকূট, মারাত্মক বিষ। = **বিস**। ২ গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, কোলাহল, গোলমাল, সোরগোল, হুলুস্থুল। (তুলনীয়) **কোলাহল**।

হলাহল বিস (ক্লী) হলাহল বিষ, মারাত্মক বিষ। ⟹ **বিস**, **হলাহল** (১)।

হলাহল সদ্দ—কোলাহল শব্দ, গর্জন শব্দ। = **গড়গড়**। ⟹ **হলাহল** (২)।

হলিদ্দা (স্ত্রী) হলুদ, হরিদ্রা।

হলিদ্দি (স্ত্রী) = **হলিদ্দী**। ⟹ **হলিদ্দী**। (জাতক) **হলিদ্দিরাগ**।

হলিদ্দিরাগ (বিণ) হলুদের রঙের ন্যায়, হলুদের রঙের ন্যায় রঞ্জিত (যাহা অস্থায়ী, দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং বিলীন বা ম্লান হইয়া যায় এরূপ)। জাতকে **"চিত্ত"** সম্বন্ধেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

হলিদ্দী (স্ত্রী) = **হলিদ্দা**। ⟹ **হলিদ্দা**।

হব (তুলনীয় বৈদিক "হব" অর্থ "ডাকা, আহ্বান করা") আহ্বান, হব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান, জুরির সম্বন্ধে আপত্তি, সংপ্রশ্ন, প্রহরীর প্রশ্ন। ⟹ **হূতি**।

হবে (অব্যয়) নিশ্চয়ই, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে। ইহা গভীর বিশ্বাস বা

সম্ভাবনাসূচক শব্দ।

হব্য (ক্লী) হব্য, পূজা, হোম, নৈবেদ্য, দেবোদ্দেশে দত্ত বস্তু, ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু, হোমার্থ দ্রব্য, হোম।

হব্যসেস—হব্যসেস, হব্যাবশিষ্ট, মোমাবশিষ্ট।= **পুরড়াস**।

হসতি (ক্রি) [√হস+অ] ১ হাস্য করা, হাসিয়া প্রকাশ করা, হৃষ্ট হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, উল্লসিত হওয়া, হাস্যকর হওয়া, হাস্যজনক হওয়া, কৌতুকজনক হওয়া, মৃদু হাস্য করা, মুচকি হাসা, আনন্দিত হওয়া, উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা। (তুলনীয়) **পহসতি, পরিহসতি**। (বর্তমান কালে) **হসতি, হস্সতি**। (অতীত) **হসি**। (অ-বিণ) **হসিত, হট্ঠ**। (ব-বিণ) **হসন্ত, হসমান, ভাসমান**। (ভ-বিণ) **হসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **হসিত্বা**। (তুম্) **হসিতুং**। (করণে) **হাসেতি, হাসাপেতি**। ২ (ঘোড়া সম্বন্ধে) হ্রেষা রব করা। (অতীত) **হসিস্সিংসু** (কিন্তু ইহা অদ্ভুত, জাতক অর্থকথা বর্ণনায় **"হসিংসু"**।

হসন (ক্লী) হসন, হাস্য, হাসা।

হসমানক (বিণ) হাসিতেছে এমন, হাস্য করে এমন, হাসে এমন, হাসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, হৃষ্ট, প্রফুল্ল, আনন্দিত, উল্লসিত, হাস্যকর, হাস্যজনক, কৌতুকজনক। = **হাসমান**। ⟹ **হসতি** (১)।

হসমানকং (ক্রি-বিণ) পরিহাসচ্ছলে, কৌতুক করিবার জন্য, তামাশা বা রঙ্গ করিবার জন্য, পরিহাস করিবার জন্য।

হসিত (বিণ) হাসিত, হাস্যকৃত, হাসিয়াছে এরূপ, হাস্য, সহাস্য, বিকশিত, হাসিয়া, প্রফুল্ল, হৃষ্ট, আনন্দিত, উল্লসিত, হাস্যকর, হাস্যজনক, কৌতুকজনক। ⟹ **হসতি**। (ক্লী) হাস্য, হর্ষ, উল্লাস, আমোদপ্রমোদ। = **হসিতবন্ত হসিত-মুখিন** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

হসিতুপ্পাদ (পুং) "হাস্যের উৎপত্তি", রুচিজ্ঞান সম্পন্ন মনোবৃত্তি, সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি।

হসুল (বিণ) এই শব্দটি জাতকের পদ্য ছন্দে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা কি "মুগ্ধকারী কথা" সম্বন্ধে অথবা কি "হাস্য" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে?—ঠিক বুঝা যায় না। কাজেই ইহা সন্দেহজনক। জাতকে ইহার পাঠ হইয়াছে **"অড়ার-ভমুখা** (অথবা **'অড়ার পম্হা'**) **হসুলা সুসোঞ্ঞা তনু-মজ্ঝিমা"**।

হস্স (বিণ) অসম্ভব বলিয়া উপহসনীয় বা উপহাসের যোগ্য। (ক্লী) ১ হর্ষ, হাস্য, আনন্দ, সুখ, আমোদ, উল্লাস, আমোদপ্রমোদ। ২ তামাশা, রহস্য, রসিকতা, হাস্যোদ্দীপক কার্য বা বাক্য, পরিহাস, ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, উপহাসাস্পদ। (মধ্যম নিকায়) **হস্সা পি**—এমন কি পরিহাসচ্ছলে। (জাতক) **হস্সেন পি**—এমন কি পরিহাসচ্ছলে; **হস্সবসেন**—ব্যঙ্গ করিয়া, হাস্যস্পদ করিয়া, উপহাসাস্পদ করিয়া।

হস্সতি (ক্রি) = **হসতি**। ⟹ **হসতি** (১)।

হস্সাধিপ্পায (বিণ) [হস্স+অধিপ্পায] হর্ষ বা আমোদের ইচ্ছা করে এমন, হর্ষের অভিপ্রায়জনিত। = **খিড্ডাধিক**। ⟹ **অধিপ্পায** [১(বিণ)]। (ক্লী) আমোদপ্রমোদের সঙ্গতি, উল্লাসের উপায়, হর্ষের উপায় বা পথ। ⟹ **খিড্ডা, অধিপ্পায**।

হস্সবসেন (ক্রি-বিণ) ⟹ **হস্স** [ক্লী(২)]।

হস্সা পি ⟹ **হস্স** [ক্লী)(২)]।

হস্সেন পি ⟹ **হস্স** [ক্লী)(২)]।

হা (অব্যয়) হায়! হায় হায়! ইহা বিষাদ, শোক, দুঃখ, পীড়া প্রভৃতি সূচক বা খেদ প্রকাশক শব্দ।

হাটক (ক্লী) হাটক, স্বর্ণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **হাটক সাতক**।

হাতব্ব (বিণ) পরিহার করা উচিত, ত্যাগের উপযুক্ত। নেত্তির অর্থকথায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে,—**"গমেতব্ব, নেতব্ব"** (অর্থাৎ জ্ঞাত হওয়া), কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। ⟹ **হাযতি**।

হাতুং (তুম্) সরাইয়া ফেলিতে, তুলিয়া লইতে, কর্মচ্যুত করিতে, পদচ্যুত করিতে, প্রস্থান করিতে, ঘর বদল করিতে, ত্যাগ করিতে। ⟹ **হাযতি**।

হাতূন ⟹ **হরতি**।

হান (ক্লী) হান, ত্যাগ, ক্ষতি, পরিহার, পরিত্যাগ, ত্যাগ, খসিয়া পতন, হ্রাস, ন্যূনতা, অবনতি, পদাবনতি, অপদস্থতা। (বিপ) **বিসেস**।

হানগামিন (বিণ) অপমানের মধ্যে যাইতেছে এরূপ, নীচতা প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ, লজ্জায় পড়িতেছে এরূপ, তুচ্ছতায় বা অর্থহীনতায় যাইতেছে এরূপ।

হানভাগিয (বিণ) (বিকৃতি বা নষ্টামি এবং অজ্ঞানতা সম্বন্ধে) পরিত্যাগে সহায়ক, পরিহারে সহায়ক।

হানভাব (পুং) = **ঊনভাব**। ⟹ **ঊনভাব**।

হানি (স্ত্রী) ১ হানি, ক্ষতি, অপচয়, ত্যাগ, নাশ, ক্ষয়, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো, হ্রাস, ন্যূনতা। ২ খসিয়া পতন, উচ্ছেদ, ধ্বংস, নাশ, পতিত জমি, মরুভূমি, অপব্যয়, অপচয়, আবর্জনা, অব্যবহার্য পদার্থ, পরিত্যক্ত অংশ। (তুলনীয়) **সংহানি, পরিহানি**।

হাপক (বিণ) হ্রাস বা ক্ষতি হইবার কারণ করে এরূপ, ন্যূনতাকারী, ক্ষয়কারী, অপচয়কারী, পরাজয় বা পরাভবের কারণ করে এমন, লঘু বা হালকা করে এরূপ, হ্রাস বা দুর্বল করে এরূপ, নিম্ন অবস্থায় আনয়ন করে এরূপ, দমনকারী, অনবহিত, অমনোযোগী, অনাদরকারী, তাচ্ছিল্যকারী।

হাপন (ক্লী) হ্রাস, লঘূকরণ, পরিবর্তন, ক্ষয়, অপচয়, ক্ষতি, হানি, নাশ, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো। ⟹ **হাপক, হাপেতি** (১)।

হাপিত (বিণ) কর্ষিত, মার্জিত, সভ্য, সুরুচিসম্পন্ন, সেবিত, যত্নকৃত, মনোযোগ প্রদত্ত, উপনীত, সঙ্গকৃত, শুশ্রূষাকৃত, পূজিত, সম্মানিত, অর্চিত, আরাধিত, শ্রদ্ধা প্রদর্শিত। (জাতক) **অগ্গিহুত্তং অহাপিতং**। ⟹

হাপেতি (২)।

হাপেতি (ক্রি) ১ক উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, ত্যাগ করা, বর্জন করা, ছাড়িয়া যাওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অহাপযং অহাপেত্বা**—কিছু ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ সমস্ত জিনিস সঙ্গে লইয়া। (সূত্রনিপাত) **অত্থং হাপেতি**—সুযোগ হারাইয়া ফেলা, অকৃতকার্য হওয়া। **খ** স্থগিত রাখা বা করা, বিলম্ব করা, (কিছু সম্পাদন করিতে) দেরি করা বা করানো, ধীরে ধীরে কাজ করা। **গ** নিম্ন অবস্থায় আনয়ন করা বা করানো, হ্রাস করা বা করানো, পরাজয় করা বা করানো, (লোক প্রভৃতিকে) কোনো অবস্থায় আনা বা আনানো, (ভাবাদিকে) কোনো অবস্থায় প্রকাশ করা বা করানো, এক মূল্যের সংখ্যাকে অপর মূল্যের সংখ্যায় পরিবর্তিত করা বা করানো, আঘাতে পঙ্গু করিয়া দেওয়া, হারানো। **ঘ** অধিকার ভ্রষ্ট হওয়া, হারাইয়া যাওয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, অপব্যয়িত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই পাঠে "**হাযতি**" যোগ্যতর শব্দ। "**জহতি**" শব্দও দ্রষ্টব্য যাহাতে ভবিষ্যৎ কাল মধ্যমপুরুষ একবচনে "**হাহসি**" এবং অতীত কালে "**জহি**" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২ ধর্মার্থে বধ করা, উৎসর্গ করা, দেবোদ্দেশে সামগ্রী নিবেদন করা, ভক্তিভরে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা, সমাদর করা, পূজা করা, যত্ন করা, রক্ষা করা, কোনো অবস্থায় রাখা, ধারণ করা, অভ্যাস করা, পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, থাকা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থায়ী হওয়া, কর্ষণ করা, উন্নতি সাধন করা, অনুশীলন করা, (জীবাণু প্রভৃতির) উৎপাদন বৃদ্ধি করা, অধ্যয়ন করা, সুসভ্য করা, কাহারও সঙ্গ বা পরিচয় লাভের চেষ্টা করা। (জাতক) **অগ্গিং হাপেতি** (অর্থকথায় "**জুহতি**")। (অতীত) **হাপেসি**। (অ-বিণ) **হাপিত**। (ব-বিণ) **হাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **হাপেত্বা**।

হাযতি (ক্রি) [√হা+য] পিছনে ছাড়িয়া যাওয়া, কমানো, কম হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ক্রমশ কমিয়া যাওয়া, ক্ষীণ হওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া, ক্ষয় করা বা করানো, নষ্ট করা, উচ্ছন্ন করা, ব্যয় করা, অপব্যবহার করা, ন্যূন করা, হ্রাস পাওয়া, ক্ষয় হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া। (মহানির্দেশ) **হাযতি পরিহাযতি, অন্তরধাযতি**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **হাযতি খীযতি**। (তুলনীয়) **হাযন**। (অতীত) **হাযি**। (অ-বিণ) **হীন**। (ব-বিণ) **হাযন্ত, হাযমান**। (ভ-বিণ) **হাতব্ব**। (ক্রি-বি) **হাযিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **হীযতি**। (তুম) **হাতুং**।

হাযন (ক্লী) ১ হ্রাস, ক্ষয়, ক্ষতি, হানি, ন্যূনতা, অবনতি, পচন। (বিপ) **বড্ঢন**। ২ হায়ন, বৎসর, বর্ষ। (মধ্যম নিকায়ে হস্তী সম্বন্ধে) **সট্ঠিহাযন**—ষাট বৎসর।

হাযনবড্ঢন (ক্লী) কমানো এবং বাড়ানো, হ্রাস এবং বৃদ্ধি, ক্ষতি এবং লাভ, অবনতি এবং উন্নতি। (বিণ) কম এবং বেশি, অল্প এবং অধিক। ⟹ **বড্ঢন** (১)।

হাযাতি (ক্রি) হারায়, হারাইয়া ফেলা, হারাইয়া দেওয়া, পরাজিত করা।

হাযিন (বিণ) পরিত্যাগ করিতে হয় বা করা যায় এমন, ছাড়িতে হয় বা ছাড়িয়া আসা যায় এমন, যে ব্যক্তি ত্যাগ করে বা পিছনে ছাড়িয়া আসে, পরিত্যাগকারী, ত্যাগশীল। **মচ্চুহাযিন**।

হাযী (বিণ) = **হাযিন**। ⟹ **হাযিন**।

হার (পুং) ১ হার, মুক্তাদির মালা, গলার হার। ২ যাহা লওয়া বা গ্রহণ করা যায়, অর্থগৃধ্নু, হস্তমুষ্টি, গ্রহণ, আয়ত্ত, ধীশক্তি, ধরা, পাকড়ানো, উত্তেজনা, একমুষ্টি, অল্পসংখ্যা বা পরিমাণ, লুণ্ঠিত দ্রব্য, লুঠের মাল। (জাতক) **হারহরিন**। (নদী সম্বন্ধে) নদীর যেই স্থান খাড়া হইয়া নামিয়া গিয়াছে, যেখানে স্রোতবেগ প্রবল, বিদারণ, ফাটা। ৩ সমানবর্ণ, জাতি, শ্রেণী, গণ। পালিগ্রন্থ নেত্তিপ্রকরণের প্রথম অংশ বা খণ্ডের নামও "হার"।

হারক (বিণ) বাহক, হরণকারী, হারক, গ্রহণকারী, লাভী, অপসারণকারী, লুণ্ঠনকারী। ⟹ **হারিকা**। (পেতবত্থু) **ধনহারক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মংসহারক**। ⟹ **বল্লী**।

হারহারিন (বিণ) যাহা যাহা লইয়া যাইতে পারা যায় তাহা লইয়া যায় এমন, যাহা যাহা গ্রহণ করিতে পারা যায় তৎসমুদয় গ্রহণকারী, সর্বগ্রাসী, লুণ্ঠনকারী, লোলুপ, (সৈন্য সম্বন্ধে) উচ্ছেদকারী বা ধ্বংসকারী (Kern. Toev.-এতে ভুল অনুবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে—"মহৎ বা জাঁকালো অথবা এতাদৃশ কিছু")। ⟹ **হার** (২)।

হারি (বিণ) লোভনীয়, মনোহর, আকর্ষণক্ষম, রুচিকর, মুগ্ধকারী। (জাতক) **হারিসদ্দ**।

হারিক (বিণ) বাহক, বহনকারী, অপসারণকারী, লাভী।

হারিকা (বিণ, স্ত্রী) হরণকারিণী, গ্রহণকারিণী, লুণ্ঠনকারিণী, যে স্ত্রীলোক হরণ করে বা লুণ্ঠন করে, যে স্ত্রীলোক লাভ করে বা প্রাপ্ত হয়। ⟹ **হারক**।

হারিতাযক্খিনী (স্ত্রী) মুগ্ধকারিণী যক্ষিণী। ⟹ **যক্খিনী**।

হারিন (বিণ) ১ বাহক, বহনকারী, গ্রাহক, গ্রহণকারী। ২ লুণ্ঠনকারী, হরণকারী, অপহরণকারী, প্রবঞ্চক, বঞ্চনাকারী, বলপূর্বক কাড়িয়া লয় এমন। (তুলনীয়) **হারহারিন**।

হারিনী (বিণ, স্ত্রী) হরণকারিণী, গ্রহণকারিণী, যে স্ত্রীলোক লইয়া যায় বা প্রাপ্ত হয়। ⟹ **হারিন**।

হারিয (বিণ) বহনের উপযোগী, হালকা, বহনযোগ্য, বহনীয়, বহন করিয়া নিবার মত।

হারিসদ্দ—মুগ্ধকারী শব্দ, আকর্ষণকারী শব্দ। ⟹ **হারি**।

হারেতব্ব (বিণ) (চলাচলের) পথ হইতে যাহা সরাইয়া লওয়া উচিত। ⟹ **হারেতি**।

হারেতি (ক্রি) লইবার কারণ করা, সরিয়া যাইবার কারণ করা, সরানো, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া,

কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। ⟹ **হরতি**। (ভ-বিণ) **হারেতব্ব**।

হালিদ্দ (বিণ) হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত, হলুদ রঙে রং করা।

হাস (পুং) হাস, হাস্য, হর্ষ, উল্লাস, আমোদপ্রমোদ, আনন্দ, আনন্দের কারণ, আহ্লাদ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আমেণ্ডিত**। ⟹ **অহাস**।

হাসকার (বিণ) আনন্দদায়ক, তৃপ্তিজনক, পরিতৃপ্তিজনক, সন্তোষবিধানকারী, উল্লাস বা অহ্লাদের কারণ করে এমন, আনন্দের কারণজনক।

হাসক্খয (বিণ) হাস্যের কারণজনিত ("**গিলান**" অর্থাৎ রোগের বর্ণনায়)।

হাসজাত (বিণ) = **হট্ঠপহট্ঠ**। ⟹ **হট্ঠপহট্ঠ**।

হাসধম্ম (পুং) আনন্দ, উল্লাস, উচ্চানন্দ, স্ফূর্তি, ক্রীড়া, আমোদ, প্রমোদ, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, ক্রীড়াসামগ্রী।

হাসনিয (বিণ) আনন্দদায়ক, আহ্লাদজনক, উল্লাসজনক, সন্তোষজনক, পরিতৃপ্তিজনক, ক্রীড়া কৌতুকজনক, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক, স্পৃহাজনক।

হাসপঞ্ঞ (বিণ) পরিষ্কার জ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞান দ্বারা ভূষিত, চতুর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। = **পুথুপঞ্ঞ**, **হাসুপঞ্ঞ**। ⟹ **পঞ্ঞ**, **জবনপঞ্ঞ**।

হাসপঞ্ঞতা (স্ত্রী) = **পুথুপঞ্ঞতা**। ⟹ **পুথুপঞ্ঞতা**।

হাসপঞ্ঞা (স্ত্রী) হাসিবার জ্ঞান। (সংযোগে) **জবনপঞ্ঞা হাসপঞ্ঞা** (সংযুক্ত নিকায়); (মধ্যম নিকায়, জাতক) **জবনপঞ্ঞা হাসুপঞ্ঞা**; (সংযুক্ত নিকায়) **জবনপঞ্ঞা পুথুপঞ্ঞা**; **জবনপঞ্ঞা তিক্খপঞ্ঞা**। ⟹ **জবনপঞ্ঞা**।

হাসযমান (বিণ) হাস্যজনক, হাস্যকর, উৎফুল্লতাজনক, হৃষ্টতাজনক, প্রফুল্লতাজনক, উল্লাসিত করে এরূপ, কৌতুকজনক, হাসে বা হাসিতেছে এরূপ। ⟹ **হাসেতি**।

হাসাপেতি (ক্রি) হাসানো, হাসিবার কারণ করা, হাস্যজনক করা। ⟹ **হাসেতি**, **হসতি** (১)।

হাসিত (বিণ) হাসিয়াছে এরূপ, হাসানো হইয়াছে এরূপ। ⟹ **হাসেতি**।

হাসু (বিণ) (এই শব্দটি সাধারণত শব্দের অংশ-বিশেষ এবং ইহা যৌগিকেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—**হাসুপঞ্ঞ**। তদর্থানুযায়ী এখানে অর্থ প্রদত্ত হইল।) (**হাসুপঞ্ঞ** হইতে অর্থ:—) নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, প্রবীণ, বিচক্ষণ; (**জবনপঞ্ঞ** হইতে অর্থে:— দ্রুত, বেগবান, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজে উত্তেজনাশীল। Kern. Toev.-এতে ইহাকে "**আসু**" শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহা "দ্রুত" অর্থে সংস্কৃত সমার্থবাচক শব্দ "আশু"। এই ব্যাখ্যা পালির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

হাসুতা (স্ত্রী) প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা।

হাসুপঞ্ঞ (বিণ) "পরিষ্কার বা সুন্দর জ্ঞান" অর্থাৎ নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, প্রবীণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সুবিবেচিত। = **হাসপঞ্ঞ**।

হাসুপঞ্ঞতা = **হাসপঞ্ঞতা**। ⟹ **হাসপঞ্ঞতা**।

হাসুপঞ্ঞা = **হাসপঞ্ঞা**। ⟹ **হাসপঞ্ঞা**।

হাসেতি (ক্রি) [√হস+এ] হাস্য করা, হাসানো, হাসিবার কারণ করা, সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, হৃষ্ট করা, প্রফুল্ল করা। ⟹ **হসতি** (১)। (অতীত) **হাসেসি**। (অ-বিণ) **হসিত**। (ব-বিণ) **হাসেন্ত**, **হাসযমান**। (ক্রি-বি) **হাসেত্বা**, **হাসযিত্বান**।

হাহসি (ক্রি) এই শব্দটি "**জহতি**" শব্দের মধ্যমপুরুষ একবচনে ভবিষ্যৎকালে ব্যবহৃত হয়। যৌগিকশব্দে "**হাহসি**" শব্দের পরিবর্তে "**হাহিসি**" শব্দ হইয়া থাকে। ⟹ **জহতি**, **বিজহতি**।

হাহিতি (ক্রি) এই শব্দটি "**হরতি**" শব্দের ভবিষ্যৎকালে ব্যবহৃত শব্দ। ⟹ **হরতি**।

হাহিসি (ক্রি) = **হাহসি**। ⟹ **হাহসি**।

হি (ক্রি-বিণ) হি, নিশ্চয়, সেইজন্য, বটে, নিশ্চয়ই, সত্যই, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জন্য, পরিবর্তে, সত্ত্বেও, অনুরোধে, অভিমুখে, উপকারার্থে, সম্বন্ধে, অনুসন্ধানার্থে, সন্ধানে, ব্যাপিয়া, ক্ষতিপূরণে, যেহেতু, কারণ, এই হেতুতে, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দ। = **হি সদ্দো অবধারণে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। জাতকের গাথায়ও এই শব্দটি দৃষ্ট হয়। হেতং = **হি** এতং। হেবং = **হি** এবং।

হিংসতি (ক্রি) [√হিংস+অ] ১ পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা, উত্ত্যক্ত করা, আঁচড়াইয়া সাফ করা। = **বাধেতি**, **পরিবাধেতি**। ২ হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা। (তুলনীয়) **বিহিংসতি**। (অতীত) **হিংসি**। (অ-বিণ) **হিংসিত**। (ব-বিণ) **হিংসন্ত**, **হিংসমান**। (ক্রি-বি) **হিংসিত্বা**। (করণে) **হিংসাপেতি**।

হিংসন (ক্লী) হিংসা, হিংসন, বধ, হত্যা, হনন, অপকার, ক্ষতি, পরের অনিষ্ট সাধন প্রবৃত্তি, দ্বেষ, ঈর্ষা, আঘাতকরণ, উত্ত্যক্তকরণ, জ্বালাতনকরণ।

হিংসনা (স্ত্রী) = **হিংসন**। ⟹ **হিংসন**।

হিংসমন—হত্যা করিবার ইচ্ছা, বধ করিবার ইচ্ছা, নষ্ট বা ধ্বংস করিবার ইচ্ছা। ⟹ **হিংসা**।

হিংসমান (বিণ) হিংসা করে বা হত্যা করে এরূপ। = **সসমান**।

হিংসা (স্ত্রী) = **হিংসন**। ⟹ **হিংসন**। (ধর্মপদ)

হিংসমন—ধ্বংস করিবার ইচ্ছা। (বিপ) **অহিংস**।

হিংসাপেতি (ক্রি) হত্যা করানো, বধ করানো, বধ করিবার কারণ করা। ⟹ **হংসতি**। (অতীত) **হিংসাপেসি**। (অ-বিণ) **হিংসাপিত**। (ক্রি-বি) **হিংসাপেত্বা**।

হিংসিত (বিণ) হিংসিত, যাহাকে হিংসা করা হয়, হত, নাশিত, বিনষ্ট। ⟹ **হিংসতি**।

হিংসিতর (পুং) যে ব্যক্তি হিংসা করে বা বধ করে, যে ব্যক্তি আঘাত করে বা পীড়ন করে।

হি অলং = **হলং**। ⟹ **হলং**।

হি এতং—প্রকৃতপক্ষে ইহাই। ⟹ **হি**।

হি এবং—প্রকৃতপক্ষে এরূপ। ⟹ **হি**।

হিক্কা (স্ত্রী) হিক্কা, হেঁচকি, রোগের উপসর্গবিশেষ।

হিক্কার (ক্লী) = **হিক্কা**। ⟹ **হিক্কা**।

হিঙ্কার—বিস্ময় বা অদ্ভুত ঘটনাসূচক শব্দ। (জাতক অর্থকথায়) **হিন'তি কারণং**।

হিঙ্গু (ক্লী) হিঙ্গু, হিং, হিংগাছের নির্যাস-বিশেষ।

হিঙ্গুচুণ্ণ—হিংয়ের গুঁড়া বা পাউডার, হিংচূর্ণ।

হিঙ্গুরাজ (পুং) একজাতীয় পক্ষীবিশেষ।

হিঙ্গুল (পুং, ক্লী) হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু, হরিদ্রা বর্ণের রঞ্জন দ্রব্যবিশেষ।

হিঙ্গুলক (ক্লী) সিন্দূর, সিন্দূরবর্ণ, লাল রং। (জাতক বর্ণনায়) **জাতিহিঙ্গুলক**।

হিঙ্গুলধারা (স্ত্রী) হরিদ্রা বর্ণ দ্রব্যের প্রাচুর্য। ⟹ **হিঙ্গুল**, **ধারা** (১)।

হিঙ্গুলি (স্ত্রী) = **হিঙ্গুলক**। ⟹ **হিঙ্গুলক**।

হিঙ্গুলিকা (স্ত্রী) = **হিঙ্গুলক**। ⟹ **হিঙ্গুলক**।

হিঙ্গুসিপাটিকা (স্ত্রী) ফলত্বক হইতে প্রস্তুত গাম বা আঠা। ⟹ **সিপাটিকা** (১)।

হিণতি (ক্রি) = **হিনতি**। ⟹ **হিনতি**।

হিণ্ডতি (ক্রি) ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করিয়া অতিক্রম করা। = **আহিণ্ডন**। ⟹ **আহিণ্ডতি**।

হিত (বিণ) শুভ, মঙ্গলকর, লাভজনক, কার্যকর, উপকারী, হিতকর, প্রয়োজনীয়, দরকারি, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, যোগ্য, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক, হিত, উপকারক, প্রিয়, উপযুক্ত, গত, পথ্য, ধৃত, ব্যবহার্য। = **সুখ**। (ক্লী) হিত, ইষ্টসাধন, মঙ্গল, গমন, উপকার, অনুগ্রহ, সুবিধা, লাভ, আশীর্বাদ, সুখদায়ক বস্তু, উন্নতি, সুখ, অধিকার, ধর্ম, নৈতিক গুণ, শুভ। (পুং) উপকারী লোক, পৃষ্ঠপোষক, দাতা, বন্ধু, হিতৈষী, সহায়। (বিপ) **অহিত**।

হিতকর (বিণ, পুং) হিতকর, হিতকারী, মঙ্গলদায়ক, উপকারক, যাহা উপকারী বা লাভজনক তাহা করে এমন।

হিতকারক (বিণ,পুং) হিতকারক, পরোপকারী। = **অত্থচরক**।

হিতত্থধম্মতা (স্ত্রী) উত্তম ভাবার্থের উপযুক্ততা, ব্যবহারিক প্রয়োগ। ⟹ **অত্থ**।

হিতসাধন (ক্লী) হিতসাধন, মঙ্গলসাধন, মঙ্গল বৃদ্ধিকরণ, উপকারকরণ। ⟹ **সাধন**(৩)।

হিতানুকম্পিন (বিণ) হিতানুকম্পী, পরের উপকার করিতে ইচ্ছুক, হিতৈষী, সদ্ভাবসূচক এবং পরদুঃখকাতর, পরোপকারে আগ্রহশীল।

হিতাবহ (বিণ) মঙ্গলদায়ক, লাভজনক, উপকারী, হিতকর।

হিতূপচার (ক্লী) [হিত+উপচার] লাভজনক ব্যবস্থা, উপকারজনক আচরণ, হিতকর পরিচালন, মুক্তিসাধক উৎকর্ষ, অনিষ্ট নিবারক সাধুতা, মুক্তিদায়ক ধর্ম।

হিতেসিন (বিণ) হিতৈষী, উপকারী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পরের উন্নতিকামী, হিতাভিলাষী, পরোপকারী, কারুণিক, দয়ালু, হিতেচ্ছাকারী, শুভেচ্ছাকারী, পরের শুভকামী। = **কারুণিক, অত্থকাম, অত্থপূরেক্খার**।

হিতেসিনতা (স্ত্রী) পরের উপকার বা উন্নতি অন্বেষণকরণ, পরোপকার করিবার জন্য উদ্বেগ, পরের মঙ্গল সাধনের জন্য উৎকণ্ঠা বা চিন্তা।

হিতেসী (বিণ) = **হিতেসিন**। ⟹ **হিতেসিন**।

হিনতি (ক্রি) পাঠানো, প্রেরণ করা। ইহার ব্যবহার কেবল যৌগিকে "**পহিণতি**"। ⟹ **হিণতি**।

হিন্তাল (পুং) হিন্তাল, হীন্তাল, হেঁতাল গাছ (সুন্দরবন অঞ্চলে জন্মে), জলাভূমির খেজুর-তাল গাছ (যাহা দেখিতে খেজুর গাছের ন্যায় অথচ তালজাতীয় গাছ), এক প্রকার তালজাতীয় গাছ।

হিন্দগু (পুং) মানুষ, মানব, নর। এই শব্দটি কেবল নির্দেশ গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় "**জন্তু**" এবং "**নর**" এর বর্ণনায়। কিন্তু এই দুইটি শব্দে বানানে কোনো কোনো সময় "**হ**" থাকে আর কোনো কোনো সময় থাকে না। মহানির্দেশ এবং চূলনির্দেশ দ্রষ্টব্য।

হিম (বিণ) হিম, শীতল, ঠাণ্ডা, তুষারে শীতল। (ক্লী) তুষার, নীহার, শৈত্য, শীতলতা, শীতলস্পর্শ, বরফ, হিম। = **মহিকা**।

হিমপরামোস--বরফের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া ডাকাতি বা রাহাজানিকরণ। ⟹ **বিপরামোস**।

হিমপাত সময়—হিমপাতের সময়, যে সময়ে বা ঋতুতে হিম বা তুষারপাত হয় অর্থাৎ শীত ঋতু বা শীতের সময়।

হিমযুত্ত (বিণ) হিমযুক্ত, ঠাণ্ডাযুক্ত, শীতল। = **হিমবন্ত** (বিণ)।

হিমালয (পুং) হিমালয়, হিমের আলয় বা ঠাণ্ডাস্থান, হিমালয় পর্বত।

হিমবন্ত (বিণ) হিমবান, শীতল, ঠাণ্ডা, শৈত্যগুণযুক্ত, বরফ এবং তুষারপূর্ণ, বরফের ন্যায় শুভ্র, বরফ বা তুষারময়, হিমযুক্ত। = **হিমযুত্ত** (জাতক অর্থকথা)। (পুং) হিমালয় পর্বত। = **হিমালয, পব্বতরাজা**।

হিমবা (বিণ) হিমযুক্ত, ঠাণ্ডা, শীতল। = **হিমবন্ত** (বিণ)।

(পুং) পর্বতরাজ হিমালয় পর্বত। = **হিমালয**।

হিমবাত (পুং) হিমযুক্ত বাতাস, ঠাণ্ডা বাতাস, বরফের বা তুষারের বাতাস।

হিয্যো (অব্যয়, ক্রি-বিণ) গতকল্য, গত দিবস। ইহার পর্যায়ক্রমে ব্যবহার দৃষ্ট হয়:—"**অজ্জ হিয্যো পরে**"; এখানে "**হিয্যো**" অর্থ বোধ হয় "আগামীকল্য"; ইহা বিনয় এবং জাতকে দৃষ্ট হয়; ইহার সমার্থবাচক শব্দ "**স্বে**" (জাতক অর্থকথা)। ⟹ **পর** (২)।

হিরঞ্ঞ (ক্লী) হিরণ্য, স্বর্ণ, (সংযুক্ত নিকায়) স্বর্ণখণ্ড। (বিনয়) **হিরঞ্ঞ সুবণ্ণ**। (মধ্যম নিকায়) **হিরঞ্ঞং সুবণ্ণং**—স্বর্ণ এবং মুদ্রা (টাকা)। (জাতক) **হিরঞ্ঞো-লোকনকম্ম**—স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ।

হিরঞ্ঞং সুবণ্ণং ⟹ **হিরঞ্ঞ**।

হিরঞ্ঞোলোকন কম্ম ⟹ **হিরঞ্ঞ**।

হিরি (স্ত্রী) হ্রী, ব্রীড়া, তপা, পাপে লজ্জা, লজ্জাশীলতা, লজ্জা, পাপকার্য করিতে লজ্জা বোধ, পাপে বা পাপের প্রতি লজ্জা, লজ্জাবোধ, লাজুকতা, পাপ করিতে লজ্জা, মুখচোরা ভাব, কুনো অবস্থা। ইহা "**চাগ-ধন**" এর মধ্যে একটি (⟹ **চাগ**)। (যৌগিকে) **হিরি ওত্তপ্প**। বিশুদ্ধি-মার্গে ইহার বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়, যেমন—"**কায-দুচ্চরিতাদীহি হিরিযতী'তি হিরি; লজ্জাযেতং অধিবচনং; তেহি যেব ওত্তপ্পতী'তি ওত্তপ্পং; পাপতো উব্বেগস্সেতং অধিবচনং**"।

হিরি-ওত্তপ্প (ক্লী) পাপের প্রতি লজ্জা এবং ভয়। দ্রুত উচ্চারণভেদে "**ওত্তপ্প**" শব্দের পরিবর্তে "**ওতপ্প**" বানানও হইয়া থাকে। ⟹ **ওত্তপ্প, হিরি**।

হিরিক (বিণ) লজ্জাশীল, লাজুক, লজ্জা আছে এমন।

হিরিকোপীন (ক্লী) কটিদেশ হইতে নীচের দিকে লজ্জাস্থান অর্থাৎ পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান, শরীরের গোপনীয় অংশ।

হিরিনিসেধ (বিণ) লজ্জাহেতু সংযত, লজ্জা দ্বারা দমিত, বিবেক বা সাধুতা দ্বারা দমিত, ন্যায়পরতা বা ন্যায়ান্যায় বোধশক্তি দ্বারা সংযত। ⟹ **নিসেধ**।

হিরিবল—ধর্মভীরুতার শক্তি, সাধুতার প্রভাব, বিবেক শক্তি, ন্যায়পরতার বল।

হিরিমন (বিণ) মন দ্বারা বা মনে মনে লজ্জাশীল, অন্তরের সহিত শিষ্ট বা বিনীত, ন্যায়বান, ধর্মভীরু, বিবেকী, হ্রীমান, লজ্জাশীল, লাজুক, লজ্জাযুক্ত।

হিরিমন্ত (বিণ) (লোক সম্বন্ধে) লাজুক, কুনো, লজ্জাশীল, শিষ্ট, বিনীত, হ্রীজিত, মুখচোরা, (ব্যবহার সম্বন্ধে) ভীরুতা প্রকাশক বা লজ্জা প্রকাশক, (বস্তু সম্বন্ধে) পরিমিত, আকারে বা পরিমাণে বড় নয় এমন, (জন্তু সম্বন্ধে) ভীরু।

হিরিমন্তু (বিণ) = **হিরিমন্ত**। ⟹ **হিরিমন্ত**।

হিরিয (পুং, ক্লী) লজ্জা, শরম, অবজ্ঞা, অপমান, লজ্জার কারণ, শরীরের গোপনীয় অংশ, ন্যায়পরতা, ধর্মভীরুতা, বিবেক।

হিরিযতি (ক্রি) লজ্জাবশত গণ্ডদেশ রক্তিমবর্ণ হওয়া, আরক্তিম হওয়া, লজ্জিত হওয়া, লাজুক হওয়া, মুখচোরা হওয়া, ভীরুতা প্রকাশক বা লজ্জা প্রকাশক হওয়া, বিবেকীরূপে সংকোচ অনুভব করা, ধর্মভীরুভাবে সন্দেহ বোধ করা, ন্যায়বানরূপে দ্বিধা বোধ করা। = **জিগুচ্ছতি**।

হিরিবের—একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য, হ্রিবের, হ্রীবের, হ্রীবেল, স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা (এইজাতীয় দ্রব্য তামাকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধযুক্ত করা হয়)।

হিরিবের অজ্জুক—একজাতীয় সুগন্ধি ছোট ছোট গাছ বা উদ্ভিদ, সুগন্ধি গুল্মবিশেষ। ⟹ **হিরিবের**।

হিরী = **হিরি**। ⟹ **হিরি**।

হিরীক = **হিরিক**। ⟹ **হিরিক**।

হিরীমন্ত = **হিরিমন্ত**। ⟹ **হিরিমন্ত**।

হিরীযতি (ক্রি) = **হিরিযতি**। ⟹ **হিরিযতি**।

হিরীযনা (স্ত্রী) = **হিরি**। ⟹ **হিরি**।

হিরোত্তপ্প (ক্লী) = **হিরি-ওত্তপ্প**। ⟹ **হিরি-ওত্তপ্প**।

হিলাদতি (ক্রি) নিজকে সতেজ করা, নিজকে পুনঃশীতল করা, ঘটনাদির নির্দেশে স্মরণ করানো, নূতন করিয়া সরবরাহ করা, হৃষ্ট হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, আনন্দিত হওয়া। = **সুখ**।

হিস্সামি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ত্যাগ করিব, বিসর্জন দিব। = **জহিস্সামি** (⟹ **জহতি**)। (জাতক গাথায়) **ইধ হিস্সামি জীবিতং**—এখানেই জীবন ত্যাগ করিব।

হীন (বিণ) ১ হীন, পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, বর্জিত, রহিত, উন, শূন্য, নিন্দনীয়, অধম, নীচ, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, নিম্ন, অনুন্নত, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ণ, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দরিদ্র, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, উষর, অনুর্বর, সামান্যমাত্র, তত বা বেশ ভাল নয় এমন, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, জঘন্য, অল্পমূল্য, অনুদার, অবিশুদ্ধ, নিকৃষ্ট, হেয়, ঘৃণার্হ। (সংযুক্ত নিকায়) **হীনং ধাতুং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি হীনা সঞ্ঞা**; (ইহার অন্যত্র) **চিত্ত হীন দুগ্গত**। (দীর্ঘনিকায়) **হীনধাতু**। (বিপ) **পণীত**। = **লামক** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। প্রায়শ "**উক্কট্ঠ**" শব্দের ইহা বিপরীত। পর্যায়ক্রমে ইহার ব্যবহারে "**হীনমজ্ঝিম পণীত**" (অর্থাৎ নিকৃষ্ট মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ)। ⟹ **মজ্ঝিম**। ২ বিযুক্ত, বঞ্চিত, অভাবযুক্ত, অভাবগ্রস্ত, অনুপস্থিত, নাই এমন। **চেত-বিমুত্তিহীন**। (বিনয়) **হীনায আবত্ততি**—নিম্নের দিকে প্রবর্তিত হওয়া, নীচে নামিয়া আসা, আদেশ বা শাসন ত্যাগ করা, লৌকিক বা বৈষয়িক জীবনে ফিরিয়া আসা; = **হীনায বত্ততি** (জাতক)। (মধ্যম নিকায়) **হীনাযাবত্ত**—যে ব্যক্তি সংসারে (সংসারধর্মে অথবা মনুষ্যভূমিতে) পুনরাগমন করে (অথবা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে)। ⟹ **হাযতি**,

জহতি।

হীনকম্ম (ক্লী) হীনকর্ম, হীনকার্য, নীচকর্ম, নীচকার্য, নিকৃষ্ট কাজ, অধম কার্য। (বিপ) **উক্কট্‌ঠকম্ম**। ⟹ **কম্ম** (১)।

হীনকায—হীন সমাগম অর্থাৎ "**যমলোক**"।

হীনগম্ম (বিণ) হীনগ্রাম্য। ⟹ **গম্ম** (১)।

হীনজচ্চ (বিণ) নীচবংশজ, হীনবংশীয়, হীন কুলজাত, নীচকুলোদ্ভব, হীনকুলে জন্ম যাহার এমন, নীচজাতীয়, নীচবংশীয়। = **ইত্তরজচ্চ**।

হীনজাতি (স্ত্রী) নীচজাতি, হীনজাতি, নীচকুল, হীনবংশ, হীনকুলের বংশধর (যেমন—**চণ্ডাল, বেণ, নেসাদ, রথকার, পুক্কুস** জাতি)। (বিপ) **উক্কট্‌ঠাজাতি**। ⟹ **জাতি**।

হীনধিমুত্ত (বিণ) [হীন+অধিমুত্ত] নীচানুরাগী, হীনপ্রবণ, নীচতার দিকে ঝোঁক আছে এমন, নিকৃষ্ট বা অধম কাজ করিবার ইচ্ছুক।

হীনধিমুত্তিক (বিণ) = **হীনধিমুত্ত**। ⟹ **হীনধিমুত্ত**।

হীননাম—হীননাম, নিকৃষ্ট নাম, বিশ্রী নাম, নীচজাতীয় নাম, কুৎসিত নাম, নিন্দিত নাম, কদর্য নাম। ⟹ **নাম** (১)।

হীনযান (ক্লী) ১ সাধারণ যান, নিকৃষ্ট গাড়ি। ২ থেরবাদ ধর্ম নামে পরিচিত ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত মূল বৌদ্ধধর্ম। মহারাজ অশোকের সময়ে এই থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সমস্ত এশিয়া অতিক্রম করিয়া সুদূর ইউরোপের গ্রীসরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে নূতন নূতন নানা ধর্মমতের নিষ্পেষণে এই থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কোণঠাসা হইয়া যায়। এই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য স্বনামখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু নাগার্জুন সময় ও অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য তৎকালীন নূতন উদ্ভাবিত সর্বধর্মের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার সহিত থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের নূতন এক শাখা বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। এই নূতন শাখা বৌদ্ধধর্মের নাম হইল "মহাযান"। এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম পুনরায় নূতন আকারে নূতন কলেবরে খুব ফলাও হইয়া প্রবর্তিত হইতে থাকে। কাজেই পুরাতন থেরবাদ নীতি ত্যাগ করিয়া সুখ সুবিধা লাভের জন্য বহুলোক নূতন প্রবর্তিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের নীতি গ্রহণ করিতে থাকে। এই নূতন বৌদ্ধনীতিও কালক্রমে বহুমতে বিভক্ত হইয়া সমস্ত পূর্ব-উত্তর এশিয়া অতিক্রম করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উহারই নিদর্শনস্বরূপ উত্তর আমেরিকায় "গৌতম" নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থানের নাম আজ পর্যন্ত বিজ্ঞজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম হইতে ক্রমশ লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়া নূতন প্রবর্তিত মহাযান বৌদ্ধধর্মে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। থেরবাদপন্থী এবং মহাযানপন্থী—এই দুই পন্থীর মধ্যে যখন মহাযান পন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রবল হইয়া উঠিল তখন তাহারা থেরবাদপন্থীকে "**হীনযান**" বলিয়া বিদ্রূপ করিত। এইরূপে মহাযানীদের নিকট থেরবাদীরা বিদ্রূপাত্মকভাবে "হীনযান" নামে পরিচিত। ⟹ **মহাযান**।

হীনযাবত্ত (বিণ) = **হীন**। ⟹ **হীন** (২)।

হীনলিঙ্গ (বিণ) গুণ বা লক্ষণহীন, নিকৃষ্ট চিহ্নযুক্ত। (ক্লী) হীনগুণ, হীনলক্ষণ, নিকৃষ্ট চিহ্ন। ⟹ **লিঙ্গ** (১)।

হীনবাদ (বিণ) হীন তর্কযুক্ত, নিকৃষ্ট আলোচনাপূর্ণ, হীন মত পোষণকারী, যাহার ধর্মমত অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ, যাহার ধর্মমত অপরিণত মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ⟹ **বাদ**(৪)।

হীনবিরিয (বিণ) হনিবীর্য, উদ্যমহীন, চেষ্টারহিত, নিঃস্তেজ, শক্তিহীন, কর্মশক্তির অভাবগ্রস্ত, কর্মশক্তিহীন। ⟹ **বিরিয**।

হীনাধিমুত্ত = **হীনধিমুত্ত**। ⟹ **হীনধিমুত্ত**।

হীনাধিমুত্তিক = **হীনধিমুত্তিক**। ⟹ **হীনধিমুত্তিক**।

হীনায আবত্ততি ⟹ **হীন** (২)।

হীনাযাবত্ত [হীনায+আবত্ত] ⟹ **হীন** (২)।

হীনো'হমস্মি—আমি অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা হীন হইব। ⟹ **বিধা** (২)।

হীযতি (ক্রি) ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া, ন্যূন হওয়া, ক্ষীণ হওয়া, ক্রমশ কমিয়া যাওয়া, কমিয়া যাওয়া, হ্রাস হওয়া, ক্ষয় হওয়া, নষ্ট করা, পিছনে ফেলিয়া আসা, ছাড়িয়া আসা, ত্যাগ করা, ত্যক্ত হওয়া। ⟹ **হাযতি, জহতি**। (অতীত) **হীযি**। (ব-বিণ) **হীযমান**।

হীযত্তনী (ব্যাকরণে) অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্যন্ত কাজ চলিতেছিল বুঝাইলে "**হীযত্তনী**" হয়।• ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় Past Inperfect Tense.

হীয্যো = **হিয্যো**। ⟹ **হিয্যো**।

হীর (ক্লী) ১ হীর, হার, গলার হার। ২ টুকরা, ক্ষুদ্র টুকরা, চোকলা, সরু চেলা, কুচি, বিভিন্ন বর্ণের রেখা, ডোরা, ডোরাকাটা কাপড়, কশাঘাতের চিহ্ন, বেত্রের বা কোড়ার আঘাত চিহ্ন। (জাতক) **হীরহীরং করোতি**—কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা, ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **হীর খণ্ডাখণ্ডং**।

হীরক (ক্লী) = **হীর**। ⟹ **হীর**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তালহীরক**।

হীরখণ্ডাখণ্ডং—ছোট ছোট খণ্ডাখণ্ড, ছোট ছোট টুকরা টুকরা। ⟹ **হীর** (২)।

হীরতি (ক্রি) = **হরীযতি**। ⟹ **হরীযতি, হরতি**।

হীরহীরং করোতি ⟹ **হীর** (২)।

হীলন (ক্লী) = **হীল্ন**। ⟹ **হীল্ন**।

হীলনা (স্ত্রী) = **হীল্না**। ⟹ **হীল্না**।

হীল্ন (ক্লী) অবজ্ঞা, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য, অপমান, আদালত অবমাননা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **হীলনবসেন আমন্তনং**।

হীল্না (স্ত্রী) = **হীল্ন**। ⟹ **হীল্ন**। (বিভঙ্গ) **হীল্না**

ওহীলনা।

হীলিত (বিণ) অবজ্ঞাকৃত, ঘৃণিত, উপেক্ষিত, হেয়কৃত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হীলিত ওহীলিত ওঞ্‌ঞাত** ইত্যাদি। ⟹ **হীলেতি**।

হীলেতি (ক্রি) [√হীল্‌+এ] ১ বিরক্ত করা বা হওয়া, উত্যক্ত হওয়া, বিতর্কপূর্ণ হওয়া, দুঃখ দেওয়া, ব্যথিত করা, বিলাপ করা, শোক করা, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া। ২ অবহেলা করা, হেলা করা, অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা, হেয়জ্ঞান করা, ঘৃণা করা, অপমান বোধ করা, ঘৃণা বোধ করা, আদালত অবমাননা করা। (সূত্রনিপাত) **অপ্পং দানং ন হীলেয্য**। = **বম্ভেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **হীলেতি গরহতি**। ⟹ **হিংসতি, নিন্দা**। (অতীত) **হীলেসি**। (অ-বিণ) **হীলিত**। (ব-বিণ) **হীলযমান**। (ক্রি-বি) **হীলেত্বা**।

হুং—ইহা একটি শব্দ মাত্র। অসন্তুষ্টি প্রকাশে অথবা অস্বীকৃতিপ্রকাশে এই শব্দটি মুখে প্রকাশ পায়। (তুলনীয়) হং। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হুঙ্করোতি**—অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, অসন্তুষ্ট হওয়া, চিৎকার করা, অভিযোগ করা। ⟹ **হুঙ্কার**।

হুক্কু—শৃগালের ডাক, শৃগালের হোক্কাহু হোক্কাহু রব।

হুঙ্করণ (ক্লী) = **হুঙ্কার**। ⟹ **হুঙ্কার**।

হুঙ্করোতি (ক্রি) ⟹ **হুং**।

হুঙ্কার (পুং) হুঙ্কার, "হুম" এরূপ শব্দকরণ, কুকুরের মত গোঁ গোঁ করণ অথবা তর্জন গর্জন করণ, অসন্তুষ্টি প্রকাশকরণ, গর্জন, অভিযোগকরণ, গোঁ গোঁ করিয়া প্রকাশ করণ, হুঙ্কার শব্দ, বন্যবরাহধ্বনি, "হুম হুম" বা "হুং হুং" শব্দ।

হুত (বিণ) হুত, বলিকৃত, উৎসর্গীকৃত, পূজিত, দানপ্রদত্ত, দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি), তর্পিত। **সুহুত সুদিন্ন সুযিট্‌ঠ**। (ক্লী) হুত করিবার সামগ্রী, হোম, পূজা, নৈবেদ্য, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু।

হুতাসন (ক্লী) হুতাশন, হুতভুক (হুতভুজ), হুতবহ, হুতাশ, অগ্নি, বহ্নি, হোমঘৃতাদি ভক্ষক, পূজার দ্রব্য বা নৈবেদ্য ভক্ষক। = **অগ্গি**।

হুত্ত (ক্লী) হুত্ত, যাগ, হোম, বলি, বলিদান, ক্ষতিস্বীকার, উৎসর্গ, ত্যাগ, নাশ, আহুতি, যজ্ঞ, পূজা। = **হোত্ত**।

হুত্বা (ক্রি-বি) হইয়া। ⟹ হোতি।

হুনিতব্ব (বিণ) হুত করা উচিত, পূজার উপযুক্ত, দান দেওয়ার উপযুক্ত, শ্রদ্ধাস্পদ, সম্মানের যোগ্য। = **আহুনেয্য**। ⟹**জুহতি**।

হুপেয্য—এই শব্দটি বিনয়ে দৃষ্ট হয়। = **হুবেয্য** (⟹ **ভবতি**)।

হুরং (ক্রি-বিণ) পরলোকে, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরলোকে গমন করিলে, অন্য রূপ বা অন্য অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইলে, পরজন্মে, পরজগতে, পক্ষান্তরে অর্থাৎ সম্মুখে। (সংযুক্ত নিকায়) **ইধ বা হুরং বা**—এই সংসারে এবং পরলোকে। (ধর্মপদ) **হুরাহুরং**।

হুরাহুরং (ক্রি-বিণ) জন্মজন্মান্তরে, জন্মে জন্মে। ⟹ **হুরং**।

হুহুঙ্ক (বিণ) "হুম হুম" করিয়া বলে বা শব্দ করে এমন, অসন্তোষ প্রকাশকারী, অভিযোগকারী, চিৎকার করিয়া বলে এমন। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের উক্তি—**দিট্‌ঠ মঙ্গলিকো মানবসেন কোধবসেন চ হুহুং'তি করোন্তো বিচরতি**।

হুহুঙ্কজাতিক (বিণ) "হুম হুম" বা "হুং হুং" শব্দ করা যাহার স্বভাব এমন, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাহার স্বভাব এমন। ইহা বিনয়ে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উদানে বলা হইয়াছে—"জাতিত্বের অহঙ্কারে গর্বিত"। ⟹ **হুহুঙ্ক**।

হুহুঙ্কার (পুং) হুঙ্কার, "হুম" এরূপ অবজ্ঞাসূচক শব্দ বা ধ্বনি।

হুবেয্য = **হুপেয্য**। ⟹ **ভবতি**।

হূতি (স্ত্রী) আহ্বান, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান, জুরির সম্বন্ধে আপত্তি, সংপ্রশ্ন, প্রহরীর প্রশ্ন, পেশা, ব্যবসায়। ⟹ **হব**।

হে (অব্যয়) হে, ওহে, এই যে, এখানে, ইত্যাদিরূপে সম্বোধন, আহ্বান, ডাকা। ইহা সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ। (মধ্যম নিকায়) **হে জে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হে হে**।

হেট্‌ঠতো (ক্রি-বিণ) নিম্ন হইতে, নিম্ন দিক হইতে।

হেট্‌ঠা (অব্যয়, উপসর্গ পদ, ক্রি-বিণ) নীচে, নিম্নে, পৃথিবীতে, নরকে, নীচের তলায়, বইয়ের পাতার নিম্নদেশে বা পরবর্তী পাতায়, (পদমর্যাদার) নিম্নে, নদীর ভাটিতে, দমন অর্থে, সাবেক কাল হইতে পরবর্তী কাল পর্যন্ত, সম্পূর্ণরূপে, আন্তরিকতার সহিত, তৎক্ষণাৎ, কমানো অর্থে, নিম্নাভিমুখে, নীচে, তলে; (পাণ্ডুলিপিতে) নিম্নস্থ বা ন্যূনাংশে অর্থাৎ উপরে বা সম্মুখ দিকে, নীচাংশে, নিম্নস্থ, নিম্ন পদে, কমে বা হ্রাস অবস্থায়, আরো অধিক দূরে, অধিকন্তু।

হেট্‌ঠানাসিক—নাকের নীচে, নিম্নস্থ নাসারন্ধ্র।

হেট্‌ঠাভাগ (পুং) নিম্নাংশ, নীচের ভাগ, নিম্নস্থ ভাগ।

হেট্‌ঠাভাগং (ক্লী) নীচের ভাগ, তলদেশ, নীচাংশ, নিম্নাংশ।

হেট্‌ঠাভূমিযং (ক্রি-বিণ) মাটির নীচে। (বিপ) **উপরি-ভূমিযং**। ⟹ **ভূমি** (১)।

হেট্‌ঠামঞ্চতো (ক্রি-বিণ) বিছানার নিম্ন হইতে।

হেট্‌ঠামঞ্চে (ক্রি-বিণ) বিছানার নীচে, শয্যার নিম্নে।

হেট্‌ঠাবাত—নীচের বাতাস, নিম্ন দিয়া প্রবাহিত বাতাস।

হেট্‌ঠাসন—নীচের আসন।

হেট্‌ঠাসীসক (বিণ) নিম্নদিকে মাথা আছে এমন, নীচের দিকে মাথা রাখিয়া অধঃশির। ⟹ **সীসক**।

হেট্‌ঠাসোত—কানের নীচে, কর্ণরন্ধ্রের নিম্নে।

হেট্‌ঠিম (বিণ) নিম্নস্থ, সর্বনিম্নস্থ অর্থাৎ তলের, নীচের।

হেট্‌ঠিমতল (ক্লী) সর্বনিম্নস্থ তলদেশ, নিম্নের সমতল

স্থান। ⟹ তল।

হেট্‌ঠিমদন্ত (বিণ) = **অধগগ** [⟹ **উদগগ** (৩)]।

হেট্‌ঠিমা দিসা (স্ত্রী) অধঃদিক, নিম্নদিক। = **অধো**। ⟹ **ছদিসা**।

হেঠক (বিণ) যে ব্যক্তি হয়রান করে বা কষ্ট দেয়। (পুং) দস্যু, ডাকাত।

হেঠনা (স্ত্রী) বিরক্তকরণ, ক্লান্তকরণ, হয়রানকরণ।

হেঠেতি (ক্রি) [√হেঠ+এ] বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, উৎপীড়ন করা, দাঁত দিয়া কাটা, উত্যক্ত হওয়া, মন খারাপ করা, ঘ্যান ঘ্যান করা, অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা। = **বাধেতি**। ⟹ **হীড়েতি**। (অতীত) **হেঠেসি**। (অ-বিণ) **হেঠিত, হেঠযিত**। (ব-বিণ) **হেঠেন্ত, হেঠযমান**। (ক্রি-বি) **হেঠেত্বা, হেঠযিত্বান**।

হেতং [হি+এতং] = **হি এতং**। ⟹ **হি এতং**। (দীর্ঘনিকায়) **ন হেতং**—তদ্রূপ নয়, তাহা নয়, সেরূপ নয়।

হেতু (পুং) ১ হেতু, কারণ, আদি বা মূলকারণ, দশা, অবস্থা, বীজ, মূল, প্রয়োজন, উৎপত্তি, পূর্বকারণ, কারণজনিত কার্য বা ঘটনা, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, কোনও উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতুবাদ, প্রমাণ, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার। ⟹ **সময**। (বিভঙ্গ) **হেতুম্হি ঞাণং ধম্মপটিসম্ভিদা**—হেতু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই ধর্মপ্রতিসম্ভিদা অর্থাৎ ধর্মের বিশ্লেষণীয় জ্ঞান অর্থে অবস্থার ভিতরে অন্তর্দৃষ্টি, কারণভূত ঘটনা। ⟹ **ধম্মনিযম, ধম্ম** (১ ক)। প্রাচীনতর ব্যবহারে "**পচ্চয**" এবং "**হেতু**" প্রায় একই অর্থবাচক, যেমন—**নত্থি হেতু নত্থি পচ্চযে** (দীর্ঘনিকায়); "**অট্‌ঠ হেতু অট্‌ঠ পচ্চযা**" (দীর্ঘনিকায়); কিন্তু পরবর্তী কালে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক হইয়া ব্যবহৃত হয় (নেত্তি ও ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা দ্রষ্টব্য)। "**হেতু**" অন্যান্য শব্দেরও যৌগিকভাবে স্পষ্টরূপে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে; যেমন—**হেতু পচ্চয কারণ** (চুল্লনিদ্দেসে "**সঙ্খা**" শব্দে দ্রষ্টব্য); **মূল হেতুনিদান সম্ভব পভাব সমুট্‌ঠান আহার আরম্মণ পচ্চয সমুদয** (চুল্লনিদ্দেসে "**মূল**" শব্দে দ্রষ্টব্য)। অভিধর্মে "নৈতিক বা ধর্মসম্মত অবস্থা" অর্থে "**হেতু**" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই যাহা ছয়টি "**মূল**" (অর্থাৎ ভালমন্দ কর্ম) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যেমন—**লোভ, দোস, মোহ, অলোভ, অদোস, অমোহ**। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় চতুর্বিধ হেতুবিশিষ্ট বা হেতুপ্রধান, যথা—**হেতু হেতু, পচ্চযহেতু, উত্তমহেতু, সাধারণ হেতু**। ত্রিপিটকে অন্যপ্রকারে চতুর্বিধ হেতু, যথা—**কুসলহেতু, অকুসলহেতু, বিপাকহেতু, কিরিযহেতু**। ত্রিপিটকে নয় প্রকার হেতু, যথা—**কুসলহেতু, অকুসলহেতু, অব্যাকত হেতু**, এবং এই তিনটি তিনগুণে (৩×৩=৯) মোট নয়টি (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা তুলনীয়)। (অপাদান কারকে) **হেতুসো**। (কর্মকারকে) **হেতু** (ইহার ব্যবহার কিন্তু ক্রিয়াবিশেষণে, তখন অর্থ হয়:—) কোনো হেতুতে বা কারণে, জন্যে, খাতিরে; (সম্বন্ধ পদের সহিত ব্যবহারে) **দাস-কম্মকর পোরিসস্‌স হেতু** (মধ্যম নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কিস্‌সহেতু**—কি কারণ? কেন? (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিং নিমিত্তং**—কি নিমিত্ত? কেন? কি জন্য? কি হেতু? কি কারণে? (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুব্বেকত হেতু**—পূর্বকৃত হেতু বা কারণ দ্বারা। (সূত্রনিপাত) **ধনহেতু**—ধনের নিমিত্ত, লাভের জন্য। ২ অর্হত্ত্ব লাভের জন্য উপযুক্ততা বা উপযোগিতা, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ববর্তী অষ্টবিধ অবস্থার মধ্যে একটি। ৩ তর্কবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা।

হেতুক (বিণ) হেতুক, হেতু সম্বন্ধীয়, কারণভূত, হেতুযুক্ত, অবস্থানুযায়ী, অবস্থানুরূপ, হেতু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ঐক্য বা সামঞ্জস্য অনুরূপ। (মহাবংস) **মণিপল্লঙ্ক হেতুক**। (ধর্মসঙ্গণী) **পহাতব্ব হেতুক**। (বিভঙ্গ অর্থকথা) **দুহেতুক, তিহেতুক**। সাধারণত **সহেতুক, অহেতুক**।

হেতুকপ্প (বিণ) ⟹ **কপ্প** (বিণ)।

হেতুজ (বিণ) হেতুজ, হেতু দ্বারা উৎপন্ন, কার্য-কারণ সম্ভূত। ⟹ **উতুজ**।

হেতুত্ত (ক্লী) হেতুত্ব, কারণত্ব, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতুতা, কারণতা, হেতুর ধর্ম, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, ফল, প্রভাব, গুরুত্ব। (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) ফলে, বশত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দিট্‌ঠিসুদ্ধি হেতুত্ত**।

হেতুনিব্বত্ত (বিণ) কারণপ্রসূত, হেতুভূত, হেতু বর্তমান থাকে আছে এরূপ। ⟹ **নিব্বত্ত**।

হেতুপচ্চয (পুং) হেতুপ্রত্যয়, কার্যকারণ সম্বন্ধ, নৈতিক সম্বন্ধ, ধর্মসঙ্গত কারণযুক্ত সম্বন্ধ। ইহা ত্রিপিটকে পট্‌ঠানের প্রত্যয় (**পচ্চয**) সংগ্রহের মধ্যে প্রথম বিষয়।

হেতুপভব (বিণ) হেতুপ্রসূত, হেতু বা কারণ হইতে উৎপন্ন, হেতুসম্ভূত, হেতুভূত, হেতুপ্রভাবে প্রভাবান্বিত, হেতু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

হেতুভূত (বিণ) হেতুভূত, কারণযুক্ত, হেতুস্বরূপ, হেতু বা কারণ আছে এরূপ। ⟹ **ভূত** (বিণ)।

হেতুমন্ত (বিণ) হেতুযুক্ত, কারণযুক্ত।

হেতুমা (বিণ) হেতুবিশিষ্ট, কারণযুক্ত, হেতুপ্রদ।

হেতুযে (তুম্) = **ভবিতুং** (⟹ **ভবতি**)।

হেতুবচো—কারণজনক কথা, কারণপূর্ণ কথা, হেতুযুক্ত কথা। পেতবত্থু অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**সকারণ কথা**"। ⟹ **হেতুবহে**।

হেতুবহে (বিণ) "হেতুবহনকারী" অর্থাৎ কারণজনক। পেতবত্থুতে এই শব্দটি সন্দেহজনক, ইহার পরিবর্তে উত্তম শব্দ "**হেতুবচো**"।

হেতুবাদ (পুং) হেতুবাদ, হেতুকথন, হেতু সম্বন্ধীয় মতবাদ।

(বিণ) হেতু সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারক অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের নাম। (বিপ) **অহেতুবাদ, অহেতুবাদিন**।

হেতুসো (ক্রি-বিণ) কারণরূপে, হেতু হইয়া, কারণ হইতে। ⟹ হেতু (১)।

হেম (ক্লী) হেম, স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোনা।

হেমজাল (ক্লী) (রথ প্রভৃতির আবরণস্বরূপ) হেমজাল, স্বর্ণবর্ণের ন্যায় বস্ত্র, সোনার জালের ন্যায় বস্ত্র। = **হেমময**। ⟹ **জাল**।

হেমজালক = **হেমজাল**। ⟹ **হেমজাল**।

হেমন্ত (পুং) হেমন্ত, (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ দুই মাস) হেমন্তকাল বা হেমন্ত ঋতু, (পৌষ ও মাঘ দুইমাস) শীতকাল বা শীত ঋতু, হিম ঋতু। কার্তিক পূর্ণিমার পর হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ চারি মাসকে পালিতে হেমন্ত ঋতু বলা হয়। (বিণ) শীত, শীত সম্বন্ধীয়, শীতকালে। ⟹ **গিম্হ**।

হেমন্তউতু (স্ত্রী, ক্লী) হেমন্ত ঋতু। = **হেমন্ত, হেমন্তমাসা**। ⟹ **গিম্হ উতু**।

হেমন্তমাসা (পুং, বহুবচন) হেমন্তকালীন মাসসমূহ, (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ দুইমাস) হেমন্ত ঋতু, শীতকাল। পালিশাস্ত্র মতে কার্তিক পূর্ণিমার পর হইতে পরবর্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারিমাসকে হেমন্ত মাস বা হেমন্ত ঋতু বলা হয়। = **হেমন্ত উতু, হেমন্ত**।

হেমন্তিক (বিণ) শীতকালের জন্য পূর্ব হইতে নির্ধারিত, হেমন্ত কাল ও শীতকাল সম্বন্ধীয়, হেমন্তকালীন, শীতকালীন, শীতকালের নিমিত্ত, শীতকালের, শীতকাল সদৃশ, ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডাঝড়ো, বরফবৎ শীতল, তুষারপাতের ন্যায় ঠাণ্ডা। (বিনয়) **হেমন্তিক রত্তিযো**। ⟹ **হেমন্তমাসা**।

হেমন্তিকেন ⟹ **উতু** (১খ)।

হেমময (বিণ) হেমময়, স্বর্ণময়, সোনার, কেবল স্বর্ণনির্মিত। = **হেমজাল, সুবণ্ণময**। ⟹ **পীত** (২ক)।

হেমরজত (ক্লী) স্বর্ণ ও রৌপ্য, সোনা এবং চাঁদি। ⟹ **রজত**।

হেমবণ্ণ (বিণ) স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট, সোনালী রঙের।

হেমবতক (বিণ) হিমালয় পর্বতবাসী, হিমালয়ে বাস করে এমন, হিমালয়বাসী, হিমালয় সম্বন্ধীয়।

হেমবতিক (বিণ) = **হেমবতক**। ⟹ **হেমবতক**।

হেরঞ্ঞক = **হেরঞ্ঞিক**। ⟹ **হেরঞ্ঞিক**।

হেরঞ্ঞিক (পুং) স্বর্ণকার, সেকরা, মহাজন, ব্যাংকের মালিক বা অংশীদার, ব্যাংকের পরিচালক, যেই পোদ্দার দস্তুরি লইয়া টাকার ভাঙানি দেয়। ⟹ **সুবণ্ণকার**।

হেরঞ্ঞিকফলক—মহাজনের অথবা টাকার ভাঙানি প্রদানকারীর দীর্ঘ কাষ্ঠাসন (অর্থাৎ টেবিল, গণিবার জন্য ধাতু খণ্ডাদি, সংখ্যায়ক, গণক)। ⟹ **হেরঞ্ঞিক**।

হেবং [হি+এবং] = **হি এবং**। ⟹ **হি এবং**।

হেসতি (ক্রি)(ঘোড়া-সম্বন্ধে) হ্রেষা রব করা। (জাতকে) **হসতি**। সাহিত্যে "**হিংসতি**" শব্দের পরিবর্তে "**সিংসতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**হেস্সতি**" শব্দ স্বরূপ "**হিংসতি**"। তুলনীয় "**অভিহেসনা**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিহিংসনা**" শব্দের ব্যবহার। = **সিংসতি**। (অ-বিণ) **হেসিত**।

হেসা (স্ত্রী) (ঘোড়ার) হ্রেষা রব, ঘোড়ার ডাক বা রব, হ্রেষা, অশ্বধ্বনি, ঘোটকের শব্দ।

হেসারব (পুং) = **হেসা**। ⟹ **হেসা**।

হেসিত (বিণ) হ্রেষাকৃত, হ্রেষারবকৃত। ⟹ **হেসতি**। (ক্লী) = **হেসা**। ⟹ **হেসা**।

হেস্সতি ১ (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **ভবতি**। ২ (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⟹ **জহতি**।

হেহিতি (ক্রি) (ভবিষ্যৎ কাল, প্রথমপুরুষ একবচন) ⟹ **ভবতি**।

হোতব্ব (বিণ) হওয়ার উপযুক্ত বা যোগ্য। ⟹ **হোতি**।

হোতি (ক্রি) হওয়া, থাকা, বর্তমান থাকা, হয়, আছে। = **ভবতি**। (অতীত) **অহোসি**। (ব-বিণ) **হোন্ত**। (ভ-বিণ) **হোতব্ব**। (ক্রি-বি) **হুত্বা**। (তুম্) **হোতুং**।

হোতি বা নো বা—আছে কি অথবা কি নাই? ⟹ **বা ... বা**।

হোতু (ক্রিয়া, পঞ্চমী) হউক, আচ্ছা, বেশ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **হোতু ভন্তে**—ভন্তে! তাহাই হউক, বেশ প্রভু। = **ভবতি ভবতি**।

হোত্ত (ক্লী) হোত্র, হোম, দেবোদ্দেশে দান সম্পাদন কার্য। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অগ্গিহোত্ত**। = **হুত্ত**।

হোম (ক্লী, পুং) হোম, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু, মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে ঘৃতাদি ক্ষেপণ, পূজা, নৈবেদ্য। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **লোহিত হোম**।

হোরা (স্ত্রী) ঘন্টা, সূর্য দর্শনে সময় নির্ধারণ, সূর্য দ্বারা সময় ঠিককরণ।

হোরাপাঠক (পুং) হোমকার্যে মন্ত্রোচ্চারণকারী বা মন্ত্রপাঠক, জ্যোতিষীগণক।

হোরাযন্ত (ক্লী) সময়জ্ঞাপক যন্ত্র, সময়জ্ঞাপক যেই কোনো কৌশল বা ফিকির, ঘড়ি।

হোরালোচন (ক্লী) ঘড়ি। = **হোরাযন্ত**। (তুলনীয়) **হোরা**।

সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু

ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বান পচ্চযো হোতু

পালি-বাংলা অভিধানের ২য় খণ্ডটি ১ম খণ্ডের ধারাবাহিকতামাত্র। দুই খণ্ডে অভিধানটি সম্পূর্ণ। সব মিলিয়ে প্রায় নব্বই হাজার শব্দ অভিধানটিতে সংকলিত হয়েছে।

অভিধানটিতে পালি ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ পালি শব্দের বানান, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, অর্থান্তর, পদনির্দেশ, ব্যাকরণনির্দেশ, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এছাড়া শব্দ যখন বিশেষার্থবাচক, তখন সেই সব শব্দের সংজ্ঞা, তাৎপর্য এবং বিশ্লেষণও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। শব্দ যখন ইতিহাস বা ধর্মকাহিনী আশ্রিত, তখন ইতিহাস বা ধর্মকাহিনীর সারমর্ম প্রদানের চেষ্টাও করা হয়েছে। আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চর্চিত পালি ভাষার প্রায় তাবত শব্দ এই অভিধানে ধারণ করা আছে। ভুক্তির মর্যাদা না পেলেও বৌদ্ধসংস্কৃত হিসেবে পরিচিত শব্দভাণ্ডারের বিরাট একটি অংশ এ অভিধানে নির্দেশিত।

প্রয়োগবাক্যগুলো গ্রহণ করা হয়েছে ত্রিপিটক ও অর্থকথাসহ পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে।

পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক ও পালি সাহিত্যানুরাগী পাঠক—সকলেই এই গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। ধ্বনিতত্ত্ব বিবেচনায় বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যেহেতু পালি ভাষার উত্তরাধিকার বহন করে, সেহেতু বাংলা ভাষাতত্ত্বের রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন, এ গ্রন্থ তাঁদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে।